বিজ্ঞপ্তিঃ।

দমষ্টাদশপুরাণসারং মনু-মৎস্যসংবাদাত্মকমুক্তবন্তো ভগবন্তঃ [illegible] শিষ্যপরম্পরাগতং সূত উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যবাসিভ্যো দীর্ঘ-[illegible]নকাদিমহর্ষিভ্যশ্চেতি প্রতীতমেব। তস্যেয়মুপক্রমণিকা;—তাবদ্বৈবস্বতো নাম মনুর্বর্ষাযুতশতং তপস্তপ্ত্বা প্রলয়ে প্রজারক্ষণসামর্থ্যরূপমধিগত্য বরং হিরণ্যগর্ভাম্নায়া-গৃহীতমৌনবিগ্রহমত্যল্পকায়মনাদিনিধনং ভগবন্তমধোক্ষজমবাপ করপুটে তর্পয়ন্ পিতৄন্। স পুনরবিদিতমায়ো মহামায়মবগম্য তাদৃক্তয়ৈব তৎপ্রার্থনয়া করকোদর-মণিক-কূপ-সরোবর-গঙ্গা-সমুদ্রেষু ক্রমাদমিতশরীরং নিক্ষিপ্য নিরীক্ষ্য চ পশ্চাৎ সমুদ্রাদপ্যধিমানবিগ্রহং তত্ত্বতো নিশ্চিকায় বাসুদেবোঽহয়মিতি। অথ ভক্তবর্য্যস্য মনোঃ—

"উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব বংশান্ মন্বন্তরাণি চ।
বংশ্যানুচরিতঞ্চৈব ভুবনস্য চ বিস্তরম্॥
দানধর্ম্মবিধিঞ্চৈব শ্রাদ্ধকল্পঞ্চ শাশ্বতম্।
বর্ণাশ্রমবিভাগঞ্চ তথেষ্টাপূর্ত্তসংজ্ঞিতম্॥
দেবতানাং প্রতিষ্ঠাদি যচ্চান্যদ্বিদ্যতে ভুবি।
তৎ সর্ব্বং বিস্তরেণ ত্বং ধর্ম্মং ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥"

ইতি জিজ্ঞাসানিবৃত্তয়ে লোকানুগ্রহায় চ ভক্তবৎসলো মৎস্যরূপী ভগবানবশ্য-বেদিতব্যমর্থজাতমভিদধে। তদেবেদং চতুর্দ্দশসহস্রশ্লোকাত্মকং মৎস্যপুরাণ-মিত্যাচক্ষতে।

তদস্যামৃতময়ীমুপদেশপরম্পরাং সাক্ষাদ্বৈকুণ্ঠকণ্ঠসমুদ্ভূতামননুশীলন-নিবন্ধদৌর্ল-ভ্যাদিকারণতো বিলুপ্তপ্রায়াং জগতি সংস্কারয়িতুং যথামতি বিহিতপাঠবিবেকং পণ্ডিত-বর-শ্রীবীরসিংহশাস্ত্রি-শ্রীধীরানন্দকাব্যনিধিসংশোধিতং মুদ্রিতং নাম মাৎস্যমলং ভূয়াৎ প্রমোদয়িতুং সুধিয় ইত্যাশাস্মহে। ইদমত্রাবধেয়ং যন্মুদ্রিতস্যাস্য দশাধিকশততম পৃষ্ঠে "তত এব পুনশ্চাপি গতঃ স্বর্গমিতি;শ্রুতিঃ" ইত্যেতৎ শ্লোকার্দ্ধং সম্পাতায়াতমিত্যলম্।

শকাব্দাঃ—১৮১২। সম্পাদক—

শ্রীপঞ্চাননতর্করত্নস্য।

অনুবাদকের বিজ্ঞাপন।

মৎস্যপুরাণ একখানি সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরাণ। এই পুরাণগর্ভে কত যে অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে, তাহা ইহার সূচিসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে অনুমান করা যায়। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুমাত্রেই এই পুণ্য মহাপুরাণের নাম জানেন; কিন্তু বঙ্গানুবাদ সহ এই সুবিস্তৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবার সুযোগ এত দিনে এ বঙ্গে এই তাঁহাদের প্রথম ঘটিল, বলা যাইতে পারে। বহুদিন হইল, এই বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতেই একবার ইহার মাত্র মূলাংশ দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তখন বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে সংগৃহীত পুস্তক-সমূহের পাঠ পর্য্যালোচনা করিয়া ভট্টপল্লীনিবাসী অশেষশাস্ত্রদর্শী প্রথিতনামা পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এই গ্রন্থ সুসম্পাদিত করেন। তাঁহারই সম্পাদিত সেই মূল গ্রন্থ অনুবাদের সহিত বঙ্গীয়, পাঠকসাধারণ্যে প্রচারিত হইল। এই গ্রন্থের অনুবাদকার্য্যের ভার প্রধানতঃ আমার উপর ন্যস্ত হইলেও, বৃহৎ গ্রন্থ—একা আমি ইহার অনুবাদ-কার্য্য করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার সুযোগ্য সহযোগী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত কুড়ারাম কাব্যরত্নপ্রমুখ পণ্ডিত মহাশয়গণ এ গ্রন্থের অধিকাংশ স্থানের অনুবাদ করিয়া আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। অনুবাদকার্য্যে পরিশ্রমের ত্রুটি হয় নাই, এক্ষণে ইহা দ্বারা বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের কথঞ্চিৎ তৃপ্তি হইলেই সে পরিশ্রমের সার্থক্য।

উপসংহারে বক্তব্য,—মৎস্যপুরাণ বৃহৎ গ্রন্থ,—স্থানে স্থানে জটিলতাও অপ্রচুর নহে; কাজেই অনুবাদকার্য্যে কচিৎ কোথাও কিঞ্চিৎ ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও বিজ্ঞ পাঠকগণ নিজ গুণে তাহা মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। ইতি সন ১৩১৬ সাল, ২৯ আশ্বিন।

অনুবাদক—

শ্রীতারাকান্ত দেবশর্ম্মা কাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।



সূচিপত্র সমাপ্ত।

মৎস্যপুরাণম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

প্রচণ্ডতাণ্ডবাটোপে প্রক্ষিপ্তা যেন দিগ্গজা।
ভবন্তু বিঘ্নভঙ্গায় ভবস্য চরণাম্বুজাঃ॥
পাতালাদুৎপতিষ্ণোর্মকরবসতয়ো যস্য পুচ্ছাভিঘাতা-
দূর্দ্ধং ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডব্যতিকরবিহিতব্যত্যয়েনাপতন্তি।
বিষ্ণোর্মৎস্যাবতারে সকলবসুমতীমণ্ডলং ব্যশ্নুবানা-
স্তস্যাস্যোদীরিতানাং ধ্বনিরপহরতাদশ্রিয়ং বঃ শ্রুতীনাম্॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অজোঽপি যঃ ক্রিয়াযোগান্নারায়ণ ইতি স্মৃতঃ
ত্রিগুণায় ত্রিবেদায় নমস্তস্মৈ স্বয়ম্ভুবে॥ ১
সূতমেকাগ্রমাসীনং নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
মুনয়ো দীর্ঘসত্রান্তে পপ্রচ্ছুর্দীর্ঘসংহিতাম্॥ ২
প্রবৃত্তাসু পুরাণীষু ধর্ম্ম্যাসু ললিতাসু চ।
কথাসু শৌনকাদ্যাস্তু অভিনন্দ্য মুহুর্মুহুঃ
কথিতানি পুরাণানি যান্যস্মাকং ত্বয়ানঘ।
তান্যেবামৃতকল্পানি শ্রোতুমিচ্ছামহে পুনঃ॥ ৪

প্রথম অধ্যায়।

যিনি প্রচণ্ড তাণ্ডবের আড়ম্বরে দিগ্গজদিগকে দূরে নিক্ষেপ করেন, সেই পরমেশ্বরের পূজনীয় পাদ-পদ্ম, জনমণ্ডলীর বিঘ্ন বিনাশ করুন। যিনি মৎস্যাবতারে পাতালতল হইতে উৎপতিত হইবার উপক্রম করিলে, তদীয় পুচ্ছাভিঘাতে উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত জলধি সকল উর্দ্ধে ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ডে ব্যাহত হইয়া বিপর্য্যস্তভাবে নিখিল মেদিনীমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করত আপতিত হইয়া থাকে, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর মুখোচ্চারিত শ্রুতিসমূহের মঙ্গলধ্বনি তোমাদের সমস্ত অমঙ্গল অপহরণ করুন। নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী এবং সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া পরে জয় উচ্চারণ করিবে। যাঁহার জন্ম নাই, অথচ যিনি ক্রিয়াযোগে নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ, সেই ত্রিগুণ, ত্রিদেব, স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করি। একদা নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ এক দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞের অবসানে তাঁহারা তথায় একাগ্রমনে সমাসীন সূতকে পৌরাণিক দীর্ঘসংহিতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ধর্ম্মসঙ্গত সুললিত পুরাণকথার প্রস্তাব আরম্ভ হইলে, শৌনকাদি মহর্ষিগণ মুহুর্মুহুঃ অভিনন্দিত করিয়া সূতনন্দনকে কহিলেন,—হে পবিত্র! তুমি যে সকল পুরাণ-কথা কহিয়াছ, সেই

কথং সসর্জ্জ ভগবান্ লোকনাথশ্চরাচরম্।
কস্মাচ্চ ভগবান্ বিষ্ণুর্মৎস্যরূপত্বমাশ্রিতঃ॥ ৫
ভৈরবত্বং ভবস্যাপি পুরারিত্বঞ্চ কেন হি।
কস্য হেতোঃ কপালিত্বং জগাম বৃষভধ্বজঃ॥ ৬
সর্ব্বমেতৎ সমাচক্ষ্ব সূত বিস্তরশঃ ক্রমাৎ।
ত্বদ্বাক্যেনামৃতস্যেব ন তৃপ্তিরিহ জায়তে॥ ৭
সূত উবাচ।
পুণ্যং পবিত্রমায়ুষ্যমিদানীং শৃণুত দ্বিজাঃ।
মাৎস্যং পুরাণমখিলং যজ্জগাদ গদাধরঃ॥ ৮
পুরা রাজা মনুর্নাম চীর্ণবান্ বিপুলং তপঃ।
পুত্রে রাজ্যং সমারোপ্য ক্ষমাবান্ রবিনন্দনঃ॥
মলয়স্যৈকদেশে তু সর্ব্বাত্মগুণসংযুতঃ।
সমদুঃখসুখো বীরঃ প্রাপ্তবান্ যোগমুত্তমম্॥ ১০
বভূব বরদশ্চাস্য বর্ষাযুতশতে গতে।
বরং বৃণীষ্ব প্রোবাচ প্রীতঃ স কমলাসনঃ॥ ১১
এবমুক্তোঽব্রবীদ্রাজা প্রণম্য স পিতামহম্।
একমেবাহমিচ্ছামি ত্বত্তো বরমনুত্তমম্॥ ১২
ভূতগ্রামস্য সর্ব্বস্য স্থাবরস্য চরস্য চ।
ভবেয়ং রক্ষণায়ালং প্রলয়ে সমুপস্থিতে॥ ১৩
এবমস্ত্বিতি বিশ্বাত্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত।
পুষ্পবৃষ্টিঃ সুমহতী খাৎ পপাত সুরার্পিতা॥১৪
কদাচিদাশ্রমে তস্য কুর্ব্বতঃ পিতৃতর্পণম্।
পপাত পাণ্যোরুপরি শফরী জলসংযুতা॥ ১৫
দৃষ্ট্বা তচ্ছফরীরূপং স দয়ালুর্মহীপতিঃ।
রক্ষণায়াকরোদ্যত্নং স তস্মিন্ করকোদরে॥
অহোরাত্রেণ চৈকেন ষোড়শাঙ্গুলবিস্তৃতঃ।
সোঽভবন্মৎস্যরূপেণ পাহি পাহীতি চাব্রবীৎ॥
স তমাদায় মণিকে প্রাক্ষিপজ্জলচারিণম্।

সকল অমৃতোপম পুরাণপ্রস্তাবই পুনরায় আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। কিরূপে ভগবান্ লোকনাথ চরাচর জগৎ সৃজন করিলেন? কেমন করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ বৃষধ্বজ ভবের ভৈরবত্ব, পুরারিত্ব ও কপালিত্বই বা কেমন করিয়া হইয়াছিল? হে সূত! তুমি বিস্তৃতরূপে এই সমস্ত বার্ত্তা ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া বল। তোমার বাক্য যেন সুধার ন্যায়; সে সুধা পান করিয়া আমাদের আর তৃপ্তি হইতেছে না। ফলে যতই পান করি, পিপাসা কিছুতেই মিটে না। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! স্বয়ং গদাধর যে পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই মৎস্য-পুরাণ এক্ষণে আমার নিকট সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করুন। এই পুরাণ পুণ্য, পবিত্র, আয়ুষ্য এবং যশস্য। পুরাকালে রবিনন্দন রাজা মনু, পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক মলয়াচলের একদেশে গিয়া বিপুল তপোনুষ্ঠান করেন। সুখে দুঃখে তাঁহার সমান ভাব ছিল; তিনি সর্ব্ববিধ আত্মগুণে অন্বিত হইয়া উত্তম যোগ লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর বহু অযুত বর্ষ অতীত হইলে, কমলাসন তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া বরদানে উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন,—রাজন্! বর গ্রহণ কর। ১—১১। ব্রহ্মার কথায় রাজা তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন,—হে পিতামহ! আমি আপনার নিকট হইতে একটী মাত্র পরমোত্তম বর প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি; আমার প্রার্থনা এই যে, যখন প্রলয় কাল উপস্থিত হইবে, তখন আমি যেন নিখিল ভূতবৃন্দ ও চরাচর সমগ্র জগতের রক্ষা করিতে সমর্থ হই। বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা মনুর প্রার্থনায় 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তখন স্বর্গ হইতে সুরগণ-ক্ষিপ্ত সুমহতী পুষ্প-বৃষ্টি পতিত হইল। অনন্তর একদা মনু স্বীয় আশ্রমে বসিয়া পিতৃতর্পণ করিতেছিলেন, এই সময় একটা জলার্দ্র শফরী তদীয় পাণিদ্বয়ের উপরি পতিত হইল। শফরী দেখিয়া রাজা দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিলেন। তিনি তাহাকে স্বীয় কমণ্ডলুমধ্যে রাখিলেন। পরে সেই শফরী এক অহোরাত্র মধ্যেই ষোড়শাঙ্গুল বিস্তৃত হইল এবং সে স্বীয় মৎস্যরূপেই রাজাকে বলিল,—রাজন! আমায় রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। মনু

তত্রাপি চৈকরাত্রেণ হস্তত্রয়মবর্দ্ধত ॥ ১৮
পুনঃ প্রাহার্ত্তনাদেন সহস্রকিরণাত্মজম্ ।
স মৎস্যঃ পাহি পাহীতি ত্বামহং শরণং গতঃ ॥
ততঃ স কূপে তং মৎস্যং প্রাহিণোদ্রবিনন্দনঃ ।
যদা ন মাতি তত্রাপি কূপে মৎস্যঃ সরোবরে ॥
ক্ষিপ্তোঽসৌ পৃথুতামাগাৎ পুনর্যোজনসম্মিতাম্
তত্রাপ্যাহ পুনর্দীনঃ পাহি পাহি নৃপোত্তম ॥ ২১
ততঃ স মনুনা ক্ষিপ্তো গঙ্গায়ামপ্যবর্দ্ধত ।
যদা তদা সমুদ্রে তং প্রাক্ষিপন্মেদিনীপতিঃ ॥২২
যদা সমুদ্রমখিলং ব্যাপ্যাসৌ সমুপস্থিতঃ ।
তদা প্রাহ মনুর্ভীতঃ কোঽপি ত্বমসুরেশ্বরঃ ॥
অথবা বাসুদেবস্ত্বমন্য ঈদৃক্ কথং ভবেৎ ।

তখন তাহাকে কমণ্ডলু হইতে তুলিয়া লইয়া এক মণিক-মধ্যে রাখিলেন। মৎস্য তন্মধ্যে থাকিয়া একরাত্রেই তিন হস্তপরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। তখন সেই মৎস্য পুনরায় আর্ত্ত-স্বরে রবিনন্দনকে কহিল,—রাজন্! আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। মহীপতি মনু অনন্তর সেই মৎস্যকে এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। যখন তাহাতেও তাহার স্থান সঙ্কুলন হইল না, তখন সেই মৎস্যকে মনু এক সরোবরে ছাড়িয়া দিলেন। সরোবরে নিক্ষিপ্ত হইয়া মৎস্য অতি বিশাল দেহ ধারণ করিল। তাহার দেহপরিমাণ যোজনপরিমিত হইল। তখন সে তন্মধ্যে থাকিয়া দীনভাবে বলিল,—নৃপবর! আমায় রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। এইবার মনু তাহাকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। সেখানেও সে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল। তখন মহীপতি সেই মৎস্যকে আনিয়া সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও যখন সে স্বীয় দেহে সমগ্র সমুদ্র পরিব্যাপ্ত করিল, তখন মনু ভীত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—তুমি নিশ্চয়ই কোন অসুরেশ্বর হইবে; অথবা তুমি সাক্ষাৎ বাসুদেব। অন্যথা অপর কেহই এরূপ হইতে পারে কি?

যোজনাযুতবিংশত্যা কস্য তুল্যং ভবেদ্বপুঃ ॥
জ্ঞাতস্ত্বং মৎস্যরূপেণ মা খেদয়সি কেশব ।
হৃষীকেশ জগন্নাথ জগদ্ধাম নমোঽস্তু তে ॥২৫
এবমুক্তঃ স ভগবান্ মৎস্যরূপী জনার্দ্দনঃ ।
সাধু সাধ্বিতি চোবাচ সম্যগ্জ্ঞাতস্ত্বয়ানঘ ॥২৬
অচিরেণৈব কালেন মেদিনী মেদিনীপতে ।
ভবিষ্যতি জলে মগ্না সশৈলবনকাননা ॥ ২৭
নৌরিয়ং সর্ব্বদেবানাং নিকায়েন বিনির্ম্মিতা ।
মহাজীবনিকায়স্য রক্ষণার্থং মহীপতে ॥ ২৮
স্বেদাণ্ডজোদ্ভিদো যে বৈ যেচ জীবা জরায়ুজাঃ
অস্যাং নিধায় সর্ব্বাংস্তাননাথান্ পাহি সুব্রত ॥
যুগান্তবাতাভিহতা যদা ভবতি নৌর্নৃপ ।
শৃঙ্গেঽস্মিন্ মম রাজেন্দ্র তদেমাং সংযমিষ্যসি
ততো লয়ান্তে সর্ব্বস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ।
প্রজাপতিস্ত্বং ভবিতা জগতঃ পৃথিবীপতে ॥৬১

বস্তুতঃ এ হেন বিংশতি-অযুতযোজন বিস্তৃত কলেবর কাহার হইতে পারে? হে কেশব! আমি বুঝিয়াছি, তুমি মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। আর আমায় ক্লেশ দিও না। হে হৃষীকেশ! হে জগন্নাথ! জগদ্ধাম! তোমায় আমার নমস্কার। ১২—২৫। মনু এই কথা কহিলে, মৎস্যরূপধারী ভগবান্ জনার্দ্দন কহিলেন,—হে নিষ্পাপ! সাধু সাধু, তুমি আমায় সম্যক্‌রূপেই পরিজ্ঞাত হইয়াছ। হে মেদিনীপতে! এই সশৈল-বনকাননা মেদিনী অচির কালমধ্যেই জল-মগ্না হইবে। হে মহীপতে! আমি মহা-জীবনিচয়ের রক্ষার জন্য নিখিল দেবগণ দ্বারা এই এক নৌকা নির্ম্মাণ করাইয়াছি; হে সুব্রত! তুমিই ইহাতে যাবতীয় স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ প্রভৃতি অনাথ জীব-দিগকে স্থাপন করিয়া এই আসন্ন জলপ্লাবন হইতে রক্ষা কর। হে নৃপ! এই নৌকা যৎকালে যুগান্ত-বাতে অভিহত হইবে, তখন তুমি আমার এই শৃঙ্গে উহাকে বাঁধিয়া রাখিবে। অনন্তর সমস্ত চরাচর জগতের লয় হইয়া গেলে, হে পৃথ্বীপতে! তুমিই

এবং কৃতযুগস্যাদৌ সর্ব্বজ্ঞো ধৃতিমান্ নৃপঃ।
মন্বন্তরাধিপশ্চাপি দেবপূজ্যো ভবিষ্যসি॥৩২

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মনু-বিষ্ণুসংবাদে
প্রথমে সর্গে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

এবমুক্তো মনুস্তেন পপ্রচ্ছ মধুসূদনম্।
ভগবন্ কিয়দ্ভির্বর্ষৈর্ভবিষ্যত্যন্তরক্ষয়ঃ॥ ১
সত্ত্বানি চ কথং নাথ রক্ষিষ্যে মধুসূদন।
ত্বয়া সহ পুনর্যোগঃ কথং বা ভবিতা মম॥ ২

মৎস্য উবাচ।

অদ্যপ্রভৃত্যনাবৃষ্টির্ভবিষ্যতি মহীতলে।
যাবদ্বর্ষশতং সাগ্রং দুর্ভিক্ষমশুভাবহম্॥ ৩
ততোঽল্পসত্ত্বক্ষয়দা রশ্ময়ঃ সপ্ত দারুণাঃ।
সপ্তসপ্তের্ভবিষ্যন্তি প্রতপ্তাঙ্গারবর্ষিণঃ॥ ৪
ঔর্ব্বানলোঽপি বিকৃতিং গমিষ্যতি যুগক্ষয়ে।
বিষাগ্নিশ্চাপি পাতালাৎ সঙ্কর্ষণমুখচ্যুতঃ।
ভবস্যাপি ললাটোত্থতৃতীয়নয়নানলঃ॥ ৫
ত্রিজগন্নির্দ্দহন্ ক্ষোভং সমেষ্যতি মহামুনে।
এবং দগ্ধা মহী সর্ব্বা যদা স্যাদ্ভস্মসন্নিভা॥ ৬
আকাশমূষ্মণা তপ্তং ভবিষ্যতি পরন্তপ।
ততঃ সদেবনক্ষত্রং জগদ্যাস্যতি সংক্ষয়ম্॥ ৭
সংবর্ত্তো ভীমনাদশ্চ দ্রোণশ্চণ্ডো বলাহকঃ।
বিদ্যুৎপতাকঃ শোণস্তু সপ্তৈতে লয়বারিদাঃ॥
অগ্নিপ্রস্বেদসম্ভূতাং প্লাবয়িষ্যন্তি মেদিনীম্।
সমুদ্রাঃ ক্ষোভমাগত্য চৈকত্বেন ব্যবস্থিতাঃ।
বেদনাবমিমাং গৃহ্য সত্ত্ববীজানি সর্ব্বশঃ॥ ১০
আরোপ্য রজ্জুযোগেন মৎপ্রদত্তেন সুব্রত।

সমস্ত জগতের প্রজাপতি হইবে। এই রূপে কৃতযুগের প্রারম্ভে তুমিই সর্ব্বজ্ঞ ধৃতি-সম্পন্ন, মন্বন্তরাধিপতি, নরপতি হইয়া সুর-সমাজের সম্মানিত হইবে। ২৬—৩

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ভগবান্ মৎস্যরূপধর মধুসূদন এই কথা কহিলে, মনু জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! কত বৎসরে জগৎ-প্রলয় সঙ্ঘটিত হইবে? হে নাথ মধুসূদন! জীবগণকে কেমন করিয়া আমি রক্ষা করিব? এবং আপনার সহিত পুনরায় আমার সম্মিলনই বা কেমন করিয়া ঘটিবে? মৎস্য কহিলেন,—অদ্য হইতে মহীমণ্ডলে এক শত বর্ষ পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি হইবে। অনাবৃষ্টির ফলে অচিরেই ঘোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। তাহাতে জগতের একান্ত অশুভ উৎপন্ন হইবে। অনন্তর দিবাকরের সুদারুণ সপ্ত রশ্মি প্রতপ্ত অঙ্গাররাশি বর্ষণ করত ক্রমশঃ প্রাণিগণের সংহার সাধন করিবে। যুগক্ষয়ের উপক্রমে বাড়বানল বিকৃত হইবে। সঙ্কর্ষণের মুখোদ্গীর্ণ বিষম বিষাগ্নি পাতাল হইতে প্রাদুর্ভূত হইবে। ভগবান্ ভবের ললাটোত্থিত তৃতীয় নয়নের অনল-শিখা নির্গত হইয়া ত্রিজগৎ দগ্ধ করিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধভাব ধারণ করিবে। হে মহামুনে! এইরূপে সমগ্র মহী দগ্ধ হইয়া যৎকালে ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে, তখন সেই অনলতাপে আকাশ দেশ প্রতপ্ত হইবে। অনন্তর দেব ও নক্ষত্রমণ্ডল সহ সমস্ত জগৎ সংহারদশায় উপনীত হইবে। সম্বর্ত্ত, ভীমনাদ, দ্রোণ, চণ্ড, বলাহক, বিদ্যুৎপাত ও কোণ নামক সপ্তসংখ্যক প্রলয়মেঘ প্রাদুর্ভূত হইবে। তাহারা এই অগ্নিদগ্ধ মেদিনীকে অজস্র বারি বর্ষণে প্লাবিত করিবে। সমুদ্র সকল ক্ষুব্ধ হইয়া একাকারে অবস্থান করিবে এবং এই জগত্রয়কে একার্ণবে পরিণত করিয়া তুলিবে। ১—৯। হে সুব্রত! ঐ সময় তুমি মৎপ্রদত্ত রজ্জু দ্বারা এই বেদ-নৌকা গ্রহণ করিয়া তদুপরি সর্ব্বপ্রাণীর বীজরাশিকে আরোপিত

সংযম্য নাবং মচ্ছৃঙ্গে মৎপ্রভাবাভিরক্ষিতঃ॥
একঃ স্থাস্যসি দেবেষু দগ্ধেষ্বপি পরন্তপ।
সোম-সূর্য্যাবহং ব্রহ্মা চতুর্লোকসমন্বিতঃ॥ ১২
নর্ম্মদা চ নদী পুণ্যা মার্কণ্ডেয়ো মহানৃষিঃ।
ভবো বেদাঃ পুরাণাশ্চ বিদ্যাভিঃ সর্ব্বতোবৃতম্
ত্বয়া সার্দ্ধমিদং বিশ্বং স্থাস্যত্যন্তরসঙ্ক্ষয়ে।
এবমেকার্ণবে জাতে চাক্ষুষান্তরসঙ্ক্ষয়ে॥ ১৪
বেদান্ প্রবর্ত্তয়িষ্যামি তৎসর্গাদৌ মহীপতে।
এবমুক্তা স ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১৫
মনুরপ্যাস্থিতো যোগং বাসুদেবপ্রসাদজম্।
অভ্যসন্ যাবদাভূতসংপ্লবং পূর্ব্বসূচিতম্॥ ১৬
কালে যথোক্তে সঞ্জাতে বাসুদেবমুখোদ্গতে
শৃঙ্গী প্রাদুর্ব্বভূবাথ মৎস্যরূপী জনার্দ্দনঃ॥ ১৭
ভুজঙ্গো রজ্জুরূপেণ মনোঃ পার্শ্বমুপাগমৎ।
ভূতান্ সর্ব্বান্ সমাকৃষ্য যোগেনারোপ্য ধর্ম্মবিৎ
ভুজঙ্গরজ্জ্বা মৎস্যস্য শৃঙ্গে নাবমযোজয়ৎ।
উপর্য্যুপস্থিতস্তস্যাঃ প্রণিপত্য জনার্দ্দনম্॥ ১৯
আভূতসংপ্লবে তস্মিন্নতীতে যোগশায়িনা।
পৃষ্টেন মনুনা প্রোক্তং পুরাণং মৎস্যরূপিণা।
তদিদানীং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বমৃষিসত্তমাঃ॥ ২০
যদ্ভবদ্ভিঃ পুরা পৃষ্টঃ সৃষ্ট্যাদিকমহং দ্বিজাঃ।
তদেবৈকার্ণবে তস্মিন্ মনুঃ পপ্রচ্ছ কেশবম্॥

মনুরুবাচ।

উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব বংশান্ মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব ভুবনস্য চ বিস্তরম্॥ ২২
দানধর্ম্মবিধিঞ্চৈব শ্রাদ্ধকল্পস্য শাশ্বতম্।
বর্ণাশ্রমবিভাগঞ্চ তথেষ্টাপূর্ত্তসংজ্ঞিতম্॥ ২৩
দেবতানাং প্রতিষ্ঠাদি যচ্চান্যদ্বিদ্যতে ভুবি।
তৎসর্ব্বং বিস্তরেণ ত্বং ধর্ম্মং ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥

করত মদীয় শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিবে। আমার প্রভাবে তুমি সুরক্ষিত হইবে। হে পরন্তপ! দেব সকল দগ্ধ হইয়া গেলেও একমাত্র তুমিই তখন অবস্থান করিবে। যুগান্তে আমি, ব্রহ্মা, সোম, সূর্য্য, লোক-চতুষ্টয়, পুণ্য নদী নর্ম্মদা, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, ভগবান্ ভব, বেদগণ, পুরাণগণ এবং বিদ্যা-সমূহে পরিবৃত হইয়া এই সমগ্র বিশ্বমণ্ডল তোমার সহিত অবস্থান করিবে। চাক্ষুষ মনুর অবসানে এইরূপে জগৎ যখন একার্ণবীকৃত হইবে, হে মহীপতে! তৎ-কালে আমিই আবার বেদসমূহ প্রবর্ত্তিত করিব। ভগবান্ মৎস্য মনুকে এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। রবি-নন্দন মনুও তখন বাসুদেবপ্রসাদে পুন-রায় যোগাবলম্বন করিলেন এবং ভগবান্ পূর্ব্বে যেরূপ প্রলয় ঘটনার বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন, তথাবিধ প্রলয়-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি যোগাভ্যাসেই নিরত রহিলেন। অনন্তর বাসুদেবের বাক্যানুযায়ী প্রলয়কাল প্রবর্ত্তিত হইলে, শৃঙ্গবান্ মৎস্য-রূপধর জনার্দ্দন প্রাদুর্ভূত হইলেন। ভুজঙ্গ রজ্জুরূপ ধরিয়া মনুর পার্শ্বে আগমন করিল। ধর্ম্মজ্ঞ মনু যোগবলে ভুজঙ্গ-রজ্জু দ্বারা নিখিল ভূতবৃন্দকে আকর্ষণপূর্ব্বক সেই নৌকা-মধ্যে আরোপিত করত তাহাকে মৎস্যশৃঙ্গে বন্ধন করিলেন। তৎপরে তিনি সেই নৌকার উপর আরোহণ করিয়া জনার্দ্দনকে প্রণিপাত করিলেন। এইরূপে সেই অতীত প্রলয়ে যোগাবলম্বী মনু ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি মৎস্যরূপ ধারণপূর্ব্বক যে পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি অধুনা সেই 'মৎস্যপুরাণ' বর্ণন করিতেছি। হে ঋষিবরগণ! আপনারা তাহা শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ! আপনারা পূর্ব্বে আমার নিকট যে সৃষ্টি প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, সেই একার্ণবে রাজা মনু তাহাই কেশবকে জিজ্ঞাসা করেন। ১০—২১। মনু কহিয়াছিলেন,—ভগবন্! উৎপত্তি প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, ভুবনবিস্তার, দান-ধর্ম্মবিধি, নিত্য শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রম-বিভাগ, ইষ্টাপূর্ত্ত, দেব-প্রতিষ্ঠাদি, এবং অন্যান্য আরও জাগতিক বিষয়—বিশেষতঃ বিস্তৃতরূপে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব আপনি আমায়

মৎস্য উবাচ।

মহাপ্রলয়কালান্ত এতদাসীৎ তমোময়ম্।
প্রসুপ্তমিব চাতর্ক্যমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ ॥ ২৫
অবিজ্ঞেয়মবিজ্ঞাতং জগৎ স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ততঃ স্বয়ম্ভূরব্যক্তঃ প্রভবঃ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ২৬
ব্যঞ্জয়ন্নেতদখিলং প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ।
যোহতীন্দ্রিয়ঃ পরো ব্যক্তাদণুর্জ্জ্যায়ান্ সনাতনঃ
নারায়ণ ইতি খ্যাতঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥ ২৭
যঃ শরীরাদভিধ্যায় সিসৃক্ষুর্বিবিধং জগৎ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥ ২৮
তদেবাণ্ডং সমভবদ্ধেমরূপ্যময়ং মহৎ।
সংবৎসরসহস্রেণ সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্ ॥ ২৯
প্রবিশ্যান্তর্মহাতেজাঃ স্বয়মেবাত্মসম্ভবঃ।
প্রভাবাদপি তদ্ব্যাপ্ত্যা বিষ্ণুত্বমগমৎ পুনঃ ॥ ৩০

নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বলুন। মৎস্য বলিলেন,—এই চরাচর জগৎ মহাপ্রলয়ের অবসানে তমোময় ছিল। সকলই যেন প্রসুপ্ত এবং অতর্ক্য ছিল। নাম-রূপাদি কিছুই কোথায়ও ছিল না। এ জগৎ অবিজ্ঞেয় এবং অবিজ্ঞাত অবস্থায় অবস্থিত ছিল। অনন্তর নিখিল পুণ্যকর্ম্মের কারণ, অব্যক্তমূর্ত্তি স্বয়ম্ভূ এই অখিল জগৎ প্রকটিত করত তমোরাশি অপসারিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। যিনি সনাতন, ইন্দ্রিয়াতীত, অব্যক্ত, অণীয়ান অথচ মহীয়ান্ দেব, তিনিই তখন নারায়ণ নামে বিখ্যাত হইয়া স্বয়ংই সমুৎপন্ন হইলেন এবং সম্যক্ চিন্তা করিয়া বিবিধ বিশ্ব-সৃষ্টি কামনায় স্বীয় শরীর হইতে সর্ব্বাগ্রে জল সৃষ্টি করিলেন। পরে সেই জলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বীজ পরে এক হেম-রূপ্যময় মহান্ অণ্ডে পরিণত হইল। ঐ অণ্ড অযুত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিল। মহাতেজা আত্মভূ স্বয়ং তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহস্র সংবৎসর বাস করিলেন। পরে প্রভাবে ও ব্যাপ্তিক্রমে বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর প্রথমেই

তদন্তর্ভগবানেষ সূর্য্যঃ সমভবৎ পুরা।
আদিত্যশ্চাদিভূতত্বাদ্‌ব্রহ্মা ব্রহ্ম পঠন্নভূৎ ॥ ৩১
দিবং ভূমিং সমকরোৎ তদণ্ডশকলদ্বয়ম্।
স চাকরোদ্দিশঃ সর্ব্বা মধ্যে ব্যোম চ শাশ্বতম্
জরায়ুর্মেরুমুখ্যাশ্চ শৈলাস্তস্যাভবংস্তদা।
যদুল্বং তদভূন্মেঘস্তড়িৎসঙ্ঘাতমণ্ডলম্ ॥ ৩৩
নদ্যোহণ্ডনাম্নঃ সম্ভূতাঃ পিতরো মনবস্তথা।
সপ্ত যেহমী সমুদ্রাশ্চ তেহপি চান্তর্জ্জলোদ্ভবাঃ
লবণেক্ষু-সুরাদ্যাশ্চ নানারত্নসমন্বিতাঃ ॥ ৩৪
স সিসৃক্ষুরভূদ্দেবঃ প্রজাপতিররিন্দম।
তত্তেজসশ্চ তত্রৈব মার্ত্তণ্ডঃ সমজায়ত ॥ ৩৫
মৃতেহণ্ডে জায়তে যস্মান্মার্ত্তণ্ডস্তেন সংস্মৃতঃ।
রজোগুণময়ং যত্তদ্রূপং তস্য মহাত্মনঃ।
চতুর্ম্মুখঃ স ভগবানভূল্লোকপিতামহঃ ॥ ৩৬
যেন সৃষ্টং জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
তমবেহি রজোরূপং মহৎ সত্ত্বমুদাহৃতম্ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডদলনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তন্মধ্যে ভগবান্ সূর্য্য প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি আদিভূত বলিয়া আদিত্য নাম ধারণ করিলেন এবং ব্রহ্মা হইয়া ব্রহ্ম পাঠ করিতে করিতে আবির্ভূত হইলেন। সেই অণ্ডের দুই খণ্ডে স্বর্গ ও ভূমিতল নির্ম্মিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা সমস্ত দিক্ ও মধ্যে শাশ্বত ব্যোমভাগ নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে সেই অণ্ড হইতে ক্রমশ মেরুপ্রমুখ শৈলকুল, মেঘবৃন্দ, তড়িন্মালা, নদীনিচয়, পিতৃগণ, মনুগণ, লবণ, ইক্ষু ও সুরা প্রভৃতি নানা রত্নযুত সপ্ত সমুদ্র সমুদ্ভূত হইল। হে অরিন্দম! সেই দেব সৃষ্টিবিস্তার-বাসনায় প্রজাপতিরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার তেজ হইতে মার্ত্তণ্ড উৎপন্ন হয়েন। অণ্ড মৃত হইলে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মার্ত্তণ্ড নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেই মহাত্মার যে রজোগুণময় রূপ, তাহাই সেই ভগবান্ লোকপিতামহ চতুর্ম্মুখরূপে প্রাদুর্ভূত। যিনি এই সুরাসুর-নর-পরিবৃত

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ।

চতুর্ম্মুখত্বমগমৎ কস্মাল্লোকপিতামহঃ।
কথঞ্চ লোকানসৃজদ্‌ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ ॥ ১

মৎস্য উবাচ।

তপশ্চচার প্রথমমমরাণাং পিতামহঃ।
আবির্ভূতাস্ততো বেদাঃ সাঙ্গোপাঙ্গপদক্রমাঃ ॥
পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
নিত্যং শব্দময়ং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ॥৩
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ।
মীমাংসা ন্যায়বিদ্যাশ্চ প্রমাণাষ্টকসংযুতাঃ ॥ ৪
বেদাভ্যাসরতস্যাস্য প্রজাকামস্য মানসাঃ।
মনসঃ পূর্ব্বসৃষ্টা বৈ জাতা যৎ তেন মানসাঃ ॥৫
মরীচিরভবৎ পূর্ব্বং ততোঽত্রির্ভগবানৃষিঃ।
অঙ্গিরাশ্চাভবৎ পশ্চাৎ পুলস্ত্যস্তদনন্তরম্ ॥ ৬
ততঃ পুলহনামা বৈ ততঃ ক্রতুরজায়ত।
প্রচেতাশ্চ ততঃ পুত্রো বশিষ্ঠশ্চাভবৎ পুনঃ ॥৭
পুত্রো ভৃগুরভূৎ তদ্বন্নারদোঽপ্যচিরাদভূৎ।
দশেমান্ মানসান্ ব্রহ্মা মুনীন্ পুত্রানজীজনৎ
শারীরানথ বক্ষ্যামি মাতৃহীনান্ প্রজাপতেঃ।
অঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাদ্দক্ষঃ প্রজাপতিরজায়ত ॥ ৯
ধর্ম্মস্তনান্তাদভবদ্ধৃদয়াৎ কুসুমায়ুধঃ।
ভ্রূমধ্যাদভবৎ ক্রোধো লোভশ্চাধরসম্ভবঃ ॥১০
বুদ্ধের্ম্মোহঃ সমভবদহঙ্কারাদভূন্মদঃ।
প্রমোদশ্চাভবৎ কণ্ঠান্মৃত্যুর্লোচনতো নৃপ।
ভরতঃ করমধ্যাৎ তু ব্রহ্মসূনুরভূৎ ততঃ ॥১১
এতে নব সুতা রাজন্ কন্যা চ দশমী পুনঃ।
অঙ্গজা ইতি বিখ্যাতা দশমী ব্রহ্মণঃ সুতা ॥১২

মনুরুবাচ।

বুদ্ধের্ম্মোহঃ সমভবদিতি যৎ পরিকীর্ত্তিতম্।

সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে রজোমূর্ত্তি বলিয়া জানিবে এবং তিনিই মহাসত্ত্ব বলিয়া প্রখ্যাত। ২১—৩৭।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

মনু বলিলেন,—প্রভো! লোকপিতামহ ব্রহ্মা কিরূপে চতুর্ম্মুখত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা সেই ব্রহ্মবিদ্‌গণের বরেণ্য ব্রহ্মা লোকসকল সৃজন করেন? মৎস্য কহিলেন,—ভগবান্ পিতামহ সর্ব্বাগ্রে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহা হইতে অঙ্গ উপাঙ্গাদি সহ বেদ সকল আবির্ভূত হইয়াছিল। যত কিছু শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে পুরাণই সর্ব্বপ্রথমরূপে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়াছে। এই পুরাণ শাস্ত্র নিত্য পবিত্র এবং শব্দময়। ইহার সংখ্যা শতকোটি। অতঃপর তাঁহার মুখপরম্পরা হইতে বেদ সকল এবং মীমাংসা ও ন্যায় বিদ্যা প্রভৃতি প্রমাণসমূহযুত শাস্ত্র সকল আবির্ভূত হয়। তিনি প্রজাকাম হইয়া বেদাভ্যাসে নিরত হইলে অগ্রে তাঁহার মন হইতে যে সকল প্রজা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহারা তাঁহার মানস পুত্র নামে বিখ্যাত হয়। এই মানস পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মরীচি, তৎপরে ভগবান্ অত্রি, তৎপশ্চাৎ অঙ্গিরা, পরে পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং সর্ব্বশেষে নারদ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা এই দশ জন মুনিকে মানস পুত্ররূপে উৎপাদন করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রজাপতির শরীরোৎপন্ন মাতৃহীন পুত্রগণের কথা কহিতেছি। তাঁহার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন। অনন্তর তাঁহার স্তন হইতে ধর্ম্ম, হৃদয় হইতে কুসুমায়ুধ, ভ্রূমধ্য হইতে ক্রোধ, অধর হইতে লোভ, বুদ্ধি হইতে মোহ, অহঙ্কার হইতে মদ, কণ্ঠ হইতে প্রমোদ, নয়ন হইতে মৃত্যু এবং তাঁহার করমধ্য হইতে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। হে রাজন্! এই নয়জন ব্রহ্মার পুত্র; এতদ্ব্যতীত তাঁহার দশম সন্তান একটী কন্যা। এই কন্যার

অহঙ্কারঃ স্মৃতঃক্রোধো বুদ্ধির্নাম কমুচ্যতে ॥১১
মৎস্য উবাচ।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহৃতম্‌।
সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥
কেচিৎ প্রধানমিত্যাহুরব্যক্তমপরে জগুঃ।
এতদেব প্রজাসৃষ্টিং করোতি বিকরোতি চ ॥১৫
গুণেভ্যঃ ক্ষোভমাণেভ্যস্ত্রয়ো দেবা বিজজ্ঞিরে
একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো ভাগা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥১৬
সবিকারাৎ প্রধানাৎ তু মহত্তত্ত্বং প্রজায়তে।
মহানিতি যতঃ খ্যাতির্লোকানাং জায়তে সদা ॥
অহঙ্কারশ্চ মহতো জায়তে মানবর্দ্ধনঃ।
ইন্দ্রিয়াণি ততঃ পঞ্চ বক্ষ্যে বুদ্ধিবশানি তু।
প্রাদুর্ভবন্তি চান্যানি তথা কর্ম্মবশানি তু ॥ ১৮
শ্রোত্রং ত্বক্‌চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চ যথাক্রমম্‌
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্‌ চেতীন্দ্রিয়সংগ্রহঃ ॥১৯
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
উৎসর্গানন্দনাদান-গত্যালাপাশ্চ তৎক্রিয়াঃ ॥২০
মন একাদশং তেষাং কর্ম্মবুদ্ধিগুণান্বিতম্‌।
ইন্দ্রিয়াবয়বাঃ সূক্ষ্মাস্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণঃ ॥ ২১
শ্রয়ন্তি যস্মাৎ তন্মাত্রাঃ শরীরং তেন সংস্মৃতম্‌।
শরীরযোগাজ্জীবোঽপি শরীরী গদ্যতে বুধৈঃ
মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া।
আকাশং শব্দতন্মাত্রাদভূচ্ছব্দগুণাত্মকম্‌ ॥ ২৩
আকাশবিকৃতের্ব্বায়ুঃ শব্দ-স্পর্শগুণোঽভবৎ।
বায়োশ্চ স্পর্শতন্মাত্রাৎ তেজশ্চাবিরভূৎ ততঃ
ত্রিগুণং তদ্বিকারেণ তচ্ছব্দস্পর্শরূপবৎ।
তেজোবিকারাদভবদ্বারি রাজংশ্চতুর্গুণম্‌ ॥২৫
রসতন্মাত্রসম্ভূতং প্রায়ো রসগুণাত্মকম্‌।
ভূমিস্তু গন্ধতন্মাত্রাদভূৎ পঞ্চগুণান্বিতা ॥ ২৬
প্রায়োগন্ধগুণা সা তু বুদ্ধিরেষা গরীয়সী।

নাম অজ্ঞা।১—১০। মনু বলিলেন, —আপনি যে বুদ্ধি হইতে মোহোৎপত্তির কথা কহিলেন, তাহা কি এবং অহঙ্কার, ক্রোধ ও বুদ্ধিই বা কাহাকে বলা হয়? মৎস্য কহিলেন,—সত্ত্ব, রজ ও তমো নামে ত্রিবিধ গুণ উল্লিখিত হইয়াছে। এই গুণত্রয়ের যে সাম্যাবস্থা, তাহার নাম প্রকৃতি। কেহ কেহ এই প্রকৃতিকে প্রধান এবং কেহ কেহ বা অব্যক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই প্রকৃতিই প্রজা সকলের সৃষ্টি ও সংহার ক্রিয়া করেন। উল্লিখিত গুণত্রয় ক্ষুব্ধ হইলে তাহা হইতে দেবত্রয় আবির্ভূত হয়েন। একই মূর্ত্তি—ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। সবিকার প্রধান বা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই তত্ত্ব হইতে লোক সকলের 'মহান্‌' খ্যাতি জন্মিয়া থাকে। মহৎ হইতেই মানবর্দ্ধন অহঙ্কারের আবির্ভাব। এই অহঙ্কার হইতেই পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। সমষ্টিতে দশটী ইন্দ্রিয়; ইহাদের নাম—শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পাদ ও বাক্য। এই দশেন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই বিষয় পঞ্চকের গ্রাহক। এতদ্ভিন্ন উৎসর্গ, আনন্দ, আদান, গমন ও আলাপন এই পাঁচটী পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। উল্লিখিত ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে মন একাদশ। ইহা কর্ম্ম ও বুদ্ধিগুণে অন্বিত। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াবয়ব সকল সেই মনীষীর মূর্ত্তি আশ্রয় করে বলিয়া তন্মাত্রা এবং তাহাতেই শরীর প্রখ্যাত। শরীর যোগে জীবও শরীরী আখ্যায় অভিহিত। মন সিসৃক্ষায় প্রেরিত হইয়া সৃষ্টি করিতে থাকে। শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দ গুণাত্মক আকাশের উৎপত্তি হয়। আকাশবিকার হইতে শব্দ ও স্পর্শ-গুণময় বায়ু উৎপন্ন হয়। স্পর্শতন্মাত্র বায়ু হইতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয়ময় তেজের আবির্ভাব হয়। তেজোবিকার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণাত্মক জলের উদ্ভব ঘটে। রসতন্মাত্র হইতে সম্ভূত প্রায়শই রসগুণাত্মক। গন্ধতন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-গুণান্বিতা ভূমির উদ্ভব হয়।১১—২৬। এই ভূমি প্রধানতঃ গন্ধগুণময়ী। এইরূপ ধারণাই গরীয়সী।

এভিঃ সম্পাদিতং ভুঙ্‌ক্তে পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ
ঈশ্বরেচ্ছাবশঃ সোঽপি জীবাত্মা কথ্যতে বুধৈঃ
এবং ষড়্‌বিংশকং প্রোক্তং শরীর ইহ মানবে
সাংখ্যং সংখ্যাত্মকত্বাচ্চ কপিলাদিভিরুচ্যতে।
এতত্তত্ত্বাত্মকং কৃত্বা জগদ্বেধা অজীজনৎ॥ ২৯
সাবিত্রীং লোকসৃষ্ট্যর্থং হৃদি কৃত্বা সমাস্থিতঃ।
ততঃ সঞ্জপতস্তস্য ভিত্বা দেহমকল্মষম্॥ ৩০
স্ত্রীরূপমর্দ্ধমকরোদর্দ্ধং পুরুষরূপবৎ।
শতরূপা চ সা খ্যাতা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে॥
সরস্বত্যথ গায়ত্রী ব্রহ্মাণী চ পরন্তপ।
ততঃ স্বদেহসম্ভূতামাত্মজামিত্যকল্পয়ৎ॥ ৩২
দৃষ্ট্বা তাং ব্যথিতস্তাবৎ কামবাণার্দ্দিতো বিভুঃ
অহো রূপমহো রূপমিতি চাহ প্রজাপতিঃ॥ ৩৩
ততো বসিষ্ঠপ্রমুখা ভগিনীমিতি চুক্রুশুঃ।
ব্রহ্মা ন কিঞ্চিদ্দদৃশে তন্মুখালোকনাদৃতে॥ ৩৪
অহো রূপমহো রূপমিতি প্রাহ পুনঃপুনঃ।
ততঃ প্রণামনম্রাং তাং পুনরেবাভ্যলোকয়ৎ॥
অথ প্রদক্ষিণং চক্রে সা পিতুর্বরবর্ণিনী।
পুত্রেভ্যো লজ্জিতস্যাস্য তদ্রূপালোকনেচ্ছয়া
আবির্ভূতং ততো বক্ত্রং দক্ষিণং পাণ্ডুগণ্ডবৎ।
বিস্ময়স্ফুরদোষ্ঠঞ্চ পাশ্চাত্যমুদগাৎ ততঃ॥৩৭
চতুর্থমভবৎ পশ্চাদ্বামং কামশরাতুরম্।
ততোঽন্যদভবৎ তস্য কামাতুরতয়া তথা॥ ৩৮
উৎপতন্ত্যাস্তদাকারা আলোকনকুতূহলাৎ।
সৃষ্ট্যর্থং যৎ কৃতং তেন তপঃ পরমদারুণম্॥
তৎ সর্ব্বং নাশমগমৎ স্বসুতোপগমেচ্ছয়া।
তেনোর্দ্ধং বক্ত্রমভবৎ পঞ্চমং তস্য ধীমতঃ।
আবির্ভবজ্জটাভিশ্চ তদ্বক্ত্রঞ্চাবৃণোৎ প্রভুঃ॥
ততস্তানব্রবীদ্‌ব্রহ্মা পুত্রানাত্মসমুদ্ভবান্।
প্রজাঃ সৃজধ্বমভিতঃ সদেবাসুর-মানুষীঃ॥

পঞ্চবিংশক পুরুষ এই সকল দ্বারা সম্পাদিত সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। ঐ পুরুষও ঈশ্বরেচ্ছার বশীভূত হইয়া জীবাত্মা নামে নিরূপিত। এইরূপে এই মানবশরীরে ষড়্‌বিংশতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট। কপিলাদি মহর্ষিগণ সংখ্যাত্মকত্ব হেতু সাংখ্য বলিয়া থাকেন। বিধাতা লোকসৃষ্টির নিমিত্ত সাবিত্রীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই জগৎকে এই সকল তত্ত্বাত্মক করিয়া দ্বিবিধরূপে উৎপাদন করেন। তিনি জপে নিরত আছেন, এমন সময় তদীয় পবিত্র দেহ ভেদ করিয়া অর্দ্ধ স্ত্রীরূপ ও অর্দ্ধ পুরুষরূপ প্রাদুর্ভূত হইল। স্ত্রীরূপার্দ্ধ শতরূপা নামে বিখ্যাত হইলেন। হে পরন্তপ! এই শতরূপাই সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী ও ব্রহ্মাণী নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মা তাঁহাকে—স্বদেহ-সম্ভূত নারীকে 'আত্মজা' রূপে কল্পনা করিলেন। অনন্তর বিভু প্রজাপতি তাঁহাকে দেখিয়া পীড়িত ও কামশরে জর্জ্জরিত হইয়া বলিলেন, অহো 'কি রূপ!' কি অপূর্ব্ব রূপ!' তখন বশিষ্ঠপ্রমুখ মহর্ষিরা তাঁহাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা তাঁহার মুখপঙ্কজ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি বারম্বার 'অহো রূপ! অহো রূপ!' এই কথাই বলিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই প্রণাম-নম্রা কন্যাকে পুনরায় অবলোকন করিলেন। সেই বরবর্ণিনী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করিল। তাহার রূপ দেখিবার জন্য ব্রহ্মার একান্তই ইচ্ছা; কিন্তু তাহাতে তিনি পুত্রদিগের নিকট বিশেষরূপে লজ্জিত; কাজেই তাঁহার দক্ষিণদিকে এক পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থলযুত বদন বিকাশ পাইল, অনন্তর বিস্ময়ে বিস্ফুরিতাধর হইয়া তাঁহার পশ্চিমদিকে অন্য এক বদন বিনির্গত হইল। তৎপরে তাঁহার কামাতুর চতুর্থ মুখ প্রকটিত হইয়া পড়িল। তদীয় কামাতুরতা হেতু আরও এক মুখ প্রকাশিত হইল। এই মুখ সেই উর্দ্ধোত্থিতা অঙ্গনাকে অবলোকন করিবার কুতূহল বশতই নির্গত হইল। ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য দারুণ তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজের কন্যা-সঙ্গমেচ্ছায় তাঁহার তাহা নষ্ট হইয়া গেল। তাঁহার উর্দ্ধদিকে যে পঞ্চম বক্ত্র বিকাশ পাইয়াছিল, উহা জটাজালে আচ্ছন্ন হইল। ২৭—৪০। অনন্তর ব্রহ্মা

এবমুক্তাস্ততঃ সর্ব্বে সসৃজুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
গতেষু তেষু সৃষ্ট্যর্থং প্রণামাবনতামিমাম্ ॥৪২
উপযেমে স বিশ্বাত্মা শতরূপামনিন্দিতাম্।
সম্বভূব তয়া সার্দ্ধমতিকামাতুরো বিভুঃ।
সলজ্জাং চকমে দেবঃ কমলোদরমন্দিরে ॥ ৪৩
যাবদব্দশতং দিব্যং যথান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।
ততঃ কালেন মহতা তস্যাঃ পুত্রোঽভবন্মনুঃ ॥
স্বায়ম্ভুব ইতি খ্যাতঃ স বিরাড়িতি নঃ শ্রুতম্।
তদ্রূপগুণসামান্যাদধিপূরুষ উচ্যতে ॥ ৪৪
বৈরাজা যত্র তে জাতা বহবঃ শংসিতব্রতাঃ।
স্বায়ম্ভুবা মহাভাগাঃ সপ্ত সপ্ত তথাপরে ॥ ৪৫
স্বারোচিষাদ্যাঃ সর্ব্বে তে ব্রহ্মতুল্যস্বরূপিণঃ।
ঔত্তমিপ্রমুখাস্তদ্বদ্যেষাং ত্বং সপ্তমোঽধুনা ॥৪৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মণো মুখোৎপত্তির্নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ।
অহো কষ্টতরঞ্চৈতদঙ্গজাগমনং বিভো।
কথং ন দোষমগমৎ কর্ম্মণানেন পদ্মভূঃ ॥ ১
পরস্পরঞ্চ সম্বন্ধঃ সগোত্রাণামভূৎ কথম্।
বৈবাহিকস্তৎসুতানাং ছিন্ধি মে সংশয়ং বিভো
মৎস্য উবাচ।
দিব্যেয়মাদিসৃষ্টিস্তু রজোগুণসমুদ্ভবা।
অতীন্দ্রিয়েন্দ্রিয়া তদ্বদতীন্দ্রিয়শরীরিকা ॥ ৩
দিব্যতেজোময়ী ভূপ দিব্যজ্ঞানসমুদ্ভবা।
ন মর্ত্ত্যৈরভিতঃ শক্যা বক্তুং বৈ মাংসচক্ষুভিঃ
যথা ভুজঙ্গাঃ সর্পাণামাকাশং বিশ্বপক্ষিণাম্।
বিদন্তি মার্গং দিব্যানাং দিব্যা এব ন মানবাঃ ॥
কার্য্যাকার্য্যে ন দেবানাং শুভাশুভফলপ্রদে।

তাঁহার আত্মজদিগকে বলিলেন, তোমরা সুর, অসুর, ও মানুষী প্রজা সৃজন কর। পিতার এই কথায় তাঁহারা সকলেই বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সৃষ্টি কার্য্যার্থ প্রস্থান করিলে বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা সেই প্রণামাবনতা অনিন্দিতা শতরূপার পাণি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার সহিত তিনি অতীব কামাতুর হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। তিনি প্রাকৃত জনের ন্যায় সেই লজ্জিতা ললনার সহিত শতবর্ষ যাবৎ কমল-গর্ভে থাকিয়া রমণ করিলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল অতীত হইলে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। এই পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু নামে অভিহিত। আমরা শুনিয়াছি, ঐ মনুই বিরাট্ পুরুষ এবং তদনুরূপ গুণসমূহযোগে ইনি অধিপুরুষ নামেও নির্দ্দিষ্ট। অপর যে সপ্ত সপ্ত শংসিতব্রত মহাভাগশালী সুবাহু স্বায়ম্ভুব রাজপুরুষেরা জন্মিয়াছেন, তাঁহারা এবং স্বারোচিষাদি মুনিগণ সকলেই ব্রহ্ম স্বরূপ। ঔত্তমি প্রমুখ মনুগণও তদনুরূপ। অধুনা তুমি তাঁহাদের সপ্তম মনু। ৪১—৪৭।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

মনু বলিলেন,—বিভুর কন্যাভিগমন আশ্চর্য্যের বিষয়! কি জন্য তিনি এরূপ কার্য্য করিয়াও দোষস্পৃষ্ট হইলেন না এবং সমান-গোত্রা তৎকন্যাদিগেরই বা কি প্রকারে তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংঘটিত হইল? হে বিভো! আপনি এই সকল কথার উত্তর দিয়া আমার মনের সংশয়চ্ছেদ করুন মৎস্য বলিলেন,—হে রাজন্! এই আদি সৃষ্টি রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। এই সৃষ্টি ইন্দ্রিয়গণেরও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে। অতীন্দ্রিয়দেহা দীপ্ত তেজোময়ী ও দিব্য-জ্ঞান-সমুদ্ভবা এই সৃষ্টি মাংসচক্ষু মানবদিগের বর্ণনীয় নহে। দেখুন, যেমন ভুজঙ্গগণ ভুজঙ্গদিগের, এবং আকাশ পক্ষিসমুদয়ের মার্গ বিদিত আছে, তেমনি দেবগণই দেবতাদিগের মার্গ বিদিত আছেন। মানব কদাপি দেবমার্গ অবগত নহে। দেবগণের কার্য্যাকার্য্য তাঁহাদের শুভাশুভ-ফল-প্রদায়ক হয় না; সুতরাং দেবগণের কার্য্যাকার্য্যের বিচার করা মানব-দিগের মঙ্গলদায়ক নহে। আরও দেখুন

যস্মাৎ তস্মান্ন রাজেন্দ্র তদ্বিচারো নৃণাং শুভঃ
অন্যচ্চ সর্ববেদানামধিষ্ঠাতা চতুর্ম্মুখঃ ।
গায়ত্রী ব্রহ্মণস্তদ্বদঙ্গভূতা নিগদ্যতে ॥
অমূর্ত্তং মূর্ত্তিমদ্বাপি মিথুনং তৎ প্রচক্ষতে
বিরিঞ্চির্যত্র ভগবাংস্তত্র দেবী সরস্বতী ।
ভারতী যত্র যত্রৈব তত্র তত্র প্রজাপতিঃ ॥ ৮
যথাতপো ন রহিতশ্ছায়য়া দৃশ্যতে ক্বচিৎ ।
গায়ত্রী ব্রহ্মণঃ পার্শ্বং তথৈব ন বিমুঞ্চতি ॥ ৯
বেদরাশিঃ স্মৃতো ব্রহ্মা সাবিত্রী তদধিষ্ঠিতা ।
তস্মান্ন কশ্চিদ্দোষঃস্যাৎ সাবিত্রীগমনে বিভোঃ
তথাপি লজ্জাবনতঃ প্রজাপতিরভূৎ পুরা ।
স্বসুতোপগমাদ্ব্রহ্মা শশাপ কুসুমায়ুধম্ ॥ ১১
যস্মান্মমাপি ভবতা মনঃ সংক্ষোভিতং শরৈঃ ।
তস্মাৎ তদ্দেহমচিরাদ্রুদ্রো ভস্মীকরিষ্যতি ॥ ১২
ততঃ প্রসাদয়ামাস কামদেবশ্চতুর্ম্মুখম্ ।
ন মামকারণে শপ্তুং ত্বমিহার্হসি মানদ ॥ ১৩
অহমেবংবিধঃ সৃষ্টস্ত্বয়ৈব চতুরানন ।
ইন্দ্রিয়ক্ষোভজনকঃ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্ ॥১৪
স্ত্রীপুংসোরবিচারেণ ময়া সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ।
ক্ষোভ্যং মনঃ প্রযত্নেন ত্বয়ৈবোক্তং পুরা বিভো
তস্মাদনপরাধেন ত্বয়া শপ্তস্তথা বিভো ।
কুরু প্রসাদং ভগবন্ স্বশরীরাপ্তয়ে পুনঃ ॥১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে যাদবান্বয়সম্ভবঃ ।
রামো নাম যদা মর্ত্ত্যো মৎসত্ত্ববলমাশ্রিতঃ ॥১৭
অবতীর্য্যাসুরধ্বংসী দ্বারকামধিবৎস্যতি ।
তদ্ভ্রাতুস্তৎসমস্য ত্বং তদা পুত্রত্বমেষ্যসি ॥ ১৮
এবং শরীরমাসাদ্য ভুক্ত্বা ভোগানশেষতঃ ।
ততো ভরতবংশান্তে ভূত্বা বৎসনৃপাত্মজঃ ॥১৯
বিদ্যাধরাধিপত্বঞ্চ যাদবাভূতসংপ্লবম্ ।

চতুর্ম্মুখ বেদ সকলের অধিষ্ঠাতা। সুধীগণ গায়ত্রীকে তাঁহার অবয়বস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; তাঁহারা মূর্ত্তিমান্ বা মূর্ত্তিহীন হউন, লোকে কিন্তু দম্পতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে স্থানে ভগবান্ বিরিঞ্চি, সেই স্থানেই দেবী সরস্বতী; আর যেখানে যেখানে সরস্বতী, সেই সেইখানেই প্রজাপতি। ছায়া যেমন আতপ পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ গায়ত্রী দেবীও ব্রহ্মার পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন না। ব্রহ্মা বেদরাশি বলিয়া কীর্ত্তিত, আর দেবী সাবিত্রী সেই বেদে অধিষ্ঠিতা। অতএব সাবিত্রী-গমনে বিভু ব্রহ্মার যদিও কোন দোষ হয় নাই, তথাপি পূর্ব্বে তিনি লজ্জাবনত ছিলেন। স্বীয় সুতার সংসর্গ বশতঃ ভগবান্ ব্রহ্মা কুসুমায়ুধকে এইরূপ শাপ দিয়াছিলেন যে, যেহেতু তুমি শর দ্বারা আমার মন সংক্ষোভিত করিলেন, এই জন্য ভগবান্ রুদ্র তোমার দেহ ভস্ম করিবেন। অনন্তর কামদেব ভগবান্ চতুর্ম্মুখকে প্রসাদিত করিলেন এবং বলিলেন,—হে মানদ! অকারণে আমাকে শাপ দেওয়া আপনার উচিত হয় না। ১—১৩। হে চতুরানন! আপনিই ত আমাকে এরূপ স্বভাবসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। দেহিগণের ইন্দ্রিয়ক্ষোভ উৎপাদন করাই আমার কর্ম্ম। আমি স্ত্রী,-পুরুষ বিচার না করিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বদা অতি যত্নসহকারে সকলেরই মনের ক্ষোভ জন্মাইব। হে প্রভো! এই কথাই ত আপনি আমাকে পূর্ব্বে বলিয়া দিয়াছেন। অতএব হে প্রভো! আপনি বিনা অপরাধেই আমার উপর এক্ষণে এই শাপ প্রদান করিলেন। যাহা হউক, আমি যাহাতে পুনরায় স্বীয় দেহ প্রাপ্ত হইতে পারিব, হে ভগবন্! সেই নিমিত্ত আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৈবস্বত মনুর অধিকার-কালে মদীয় সত্ত্ব-বলাশ্রিত যদুবংশাবতংস রাম নামে জনৈক অসুরধ্বংসী মানব যখন দ্বারকায় বাস করিবেন, তখন তাঁহারই তুল্য তদীয় ভ্রাতার তুমি পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে তুমি মূর্ত্তিমান্ হইয়া অশেষ ভোগ উপভোগের পর ভরতবংশের অবসানে পুনরায় মৎস্যরাজের পুত্র হইয়া জন্ম লইবে। এই জন্মে তুমি প্রলয় পর্য্যন্ত বিদ্যাধরদিগের

সুখানি ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য মৎসমীপং গমিষ্যসি ॥২০
এবং শাপ প্রসাদাভ্যামুপেতঃ কুসুমায়ুধঃ।
শোকপ্রমোদাভিযুতো জগাম স যথাগতম্ ॥২১

মনুরুবাচ।

কোঽসৌ যদুরিতি প্রোক্তো যদ্বংশে কামসম্ভবঃ
কথঞ্চ দগ্ধো রুদ্রেণ কিমর্থং কুসুমায়ুধঃ ॥ ২২
ভরতস্যান্বয়ে কস্য কা চ সৃষ্টিঃ পুরাভবৎ।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব মূলতঃ সংশয়ো হি মে ॥ ২৩

মৎস্য উবাচ।

যা সা দেহার্দ্ধসম্ভূতা গায়ত্রী ব্রহ্মবাদিনী।
জননী যা মনোর্দ্দেবী শতরূপা শতেন্দ্রিয়া ॥ ২৪
রতির্মনস্তপো বুদ্ধির্মহান দিক্ সম্ভ্রমস্তথা।
ততঃ স শতরূপায়াং সপ্তাপত্যান্যজীজনৎ ॥ ২৫
যে মরীচ্যাদয়ঃ পুত্রা মানসাস্তস্য ধীমতঃ।
তেষাময়মভূল্লোকঃ সর্ব্বজ্ঞানাত্মকঃ পুরা ॥ ২৬
ততোঽসৃজদ্বামদেবং ত্রিশূলবরধারিণম্।
সনৎকুমারঞ্চ বিভুং পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজম্ ॥ ২৭
বামদেবস্তু ভগবানসৃজন্মুখতো দ্বিজান্।
রাজন্যানসৃজদ্বাহ্বোর্বিট্শূদ্রানূরু-পাদয়োঃ ॥ ২৮
বিদ্যুতোঽশনি-মেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ।
ছন্দাংসি চ সসর্জ্জাদৌ পর্জ্জন্যঞ্চ ততঃ পরম্ ॥
ততঃ সাধ্যগণানীশস্ত্রিনেত্রানসৃজৎ পুনঃ।
কোটীশ্চ চতুরাশীতির্জরা মরণবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩০
বামোঽসৃজন্নমর্ত্ত্যাংস্তান্ ব্রহ্মণা বিনিবারিতঃ।
নৈবংবিধা ভবেৎ সৃষ্টির্জরা-মরণবর্জ্জিতা ॥ ৩১
শুভাশুভাত্মিকা যা তু সৈব সৃষ্টিঃ প্রশস্যতে।
এবং স্থিতঃ স তেনাদৌ সৃষ্টেঃ স্থাণুরতোঽভবৎ
স্বায়ম্ভুবো মনুর্ধীমাংস্তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্।
পত্নীমেবাপ রূপাঢ্যামনন্তীং নাম নামতঃ ॥৩৩
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুস্তস্যামজীজনৎ।
ধর্ম্মস্য কন্যা চতুরা সুনৃতা নাম ভামিনী ॥ ৩৪
উত্তানপাদাৎ তনয়ান্ প্রাপ মন্থরগামিনী।

অধিপতি হইয়া রহিবে। অনন্তর ধর্ম্মানুসারে সমস্ত সুখ প্রাপ্ত হইয়া আবার তুমি আমার সমীপে আসিবে। এইরূপে কুসুমায়ুধ শাপ এবং প্রসাদ এই উভয়ে অন্বিত হইয়া শোক ও প্রমোদ সহকারে যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। মনু বলিলেন,—যাঁহার বংশে কামের জন্ম, সেই যদু কে? রুদ্র কিরূপে কুসুমায়ুধকে দগ্ধ করেন? ভরতবংশে কিরূপে কাহার সৃষ্টি হয়? এ সকল আমূলতঃ আমার নিকট বলুন। মৎস্য বলিলেন,—সেই যে বিভুর দেহার্দ্ধসম্ভূতা ব্রহ্মবাদিনী গায়ত্রী—যিনি মনু-জননী শতরূপা নামে প্রসিদ্ধা, তাঁহার গর্ভে ব্রহ্মা হইতে রতি, মন, তপ, বুদ্ধি, মহান্, দিক্, ও সম্ভব নামে সাতটী অপত্য উৎপন্ন হইল। সেই ধীমান্ ব্রহ্মার যে মরীচি প্রভৃতি সপ্ত মানস পুত্র ছিল, এই নিখিল জ্ঞানাত্মক লোক প্রথমে তাঁহাদেরই বিহারভূমি হয়। অনন্তর ব্রহ্মা বিশাল ত্রিশূলধারী বামদেবকে এবং অতি পূর্ব্বতনদিগেরও পূর্ব্বতন প্রভু সনৎকুমারকে সৃজন করেন। ভগবান্ বামদেব মুখ হইতে দ্বিজগণকে সৃষ্টি করেন। তাঁহার বাহু হইতে রাজন্যগণ, ঊরু হইতে বৈশ্যগণ, এবং পাদ হইতে শূদ্রগণ সমুৎপন্ন হইল। অনন্তর ক্রমে তিনি বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ, ইন্দ্রধনু, বেদ সকল ও পর্জ্জন্যকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর সাধ্যগণ সৃষ্ট হইলেন। ইঁহারা সকলেই ত্রিনেত্র, ইঁহাদের সংখ্যা চতুরশীতি কোটি, এবং ইঁহারা সকলেই জরা-মরণ-বর্জ্জিত। ১৪—৩০। বামদেব এই সকল অমর্ত্ত্যকে সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা তাঁহাকে এরূপ সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—এ হেন জরা-মরণ-হীন সৃষ্টি কখনই প্রশস্ত হইতে পারে না। যাহা শুভ ও অশুভাত্মিকা সৃষ্টি, তাহাই প্রশস্ত। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, বামদেব সৃষ্টি কার্য্য হইতে বিরত ও স্থাণু হইয়া রহিলেন। ধীমান্ স্বায়ম্ভুব মনু সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া অনন্তী নাম্নী এক রূপবতী পত্নীকে লাভ করেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মনন্দিনী ভামিনী সুচতুরা সুনৃতা উত্তান-

অপস্তুতিমপস্তম্ভং কীর্ত্তিমন্তং ধ্রুবং তথা ॥ ৩৫
উত্তানপাদোঽজনয়ৎ সুনৃতায়াং প্রজাপতিঃ ।
ধ্রুবো বর্ষসহস্রাণি ত্রীণি কৃত্বা তপঃ পুরা ॥ ৩৬
দিব্যমাপ ততঃ স্থানমচলং ব্রহ্মণো বরাৎ ।
তমেব পুরতঃ কৃত্বা ধ্রুবং সপ্তর্ষয়ঃ স্থিতাঃ ॥৩৭
ধন্যা নাম মনোঃ কন্যা ধ্রুবাচ্ছিষ্টমজীজনৎ ।
অগ্নিকন্যা তু সুচ্ছায়া শিষ্টাৎ সা সুষুবে সুতান্
কৃপং রিপুঞ্জয়ং বৃত্তং বৃকঞ্চ বৃকতেজসম্ ।
চক্ষুষং ব্রহ্মদৌহিত্র্যাং বীরিণ্যাং স রিপুঞ্জয়ঃ ॥৩৯
বীরণস্যাত্মজায়ান্তু চক্ষুর্মনুমজীজনৎ ।
মনুর্বৈ রাজকন্যায়াং নড্বলায়াং স চাক্ষুষঃ ॥ ৪০
জনয়ামাস তনয়ান্ দশ শূরানকল্মষান্ ।
উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাগ্‌হবিঃ ॥৪১
অগ্নিষ্টুদতিরাত্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চাপরাজিতঃ ।
অভিমন্যুস্তু দশমো নড্বলায়ামজায়ত ॥ ৪২
উরোরজনয়ৎ পুত্রান্ ষড়াগ্নেয়ী তু সুপ্রভান্ ।

পাদ হইতে অনেক সন্তান প্রাপ্ত হয়েন। প্রজাপতি উত্তানপাদ সুনৃতার গর্ভে অপস্তুতি, অপস্তম্ভ, কীর্ত্তিমন্ত, ও ধ্রুব নামে চারি পুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে ধ্রুব তিন সহস্র বর্ষ কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার বরে চিরস্থির দিব্য স্থান লাভ করেন। সপ্তর্ষিগণ সেই ধ্রুবকেই অগ্রবর্ত্তী করিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। মনুকন্যা ধন্যার গর্ভে ধ্রুবের শিষ্ট নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। অগ্নিকন্যা সুচ্ছায়া সেই শিষ্ট হইতে বহু পুত্র প্রসব করেন। তাঁহাদের নাম—কৃপ, রিপুঞ্জয়, বৃত্ত, বৃক ও বৃক-তেজা। তন্মধ্যে রিপুঞ্জয় ব্রহ্মদৌহিত্রী বীরিণীর গর্ভে চক্ষু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। চক্ষু হইতে বীরণ-নন্দিনীর গর্ভে চাক্ষুষ মনুর উৎপত্তি হয়। চাক্ষুষ মনু রাজকন্যা নড্বলার গর্ভে দশ জন বলবান্ পূতচরিত্র বীরপুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহাদের নাম উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবান্, হবি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন, ও অভিমন্যু। তন্মধ্যে উরুর ঔরসে

অগ্নিং সুমনসং খ্যাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং গয়ম্ ॥৪৩
পিতৃকন্যা সুনীথা তু বেণমঙ্গাদজীজনৎ ।
বেণমন্যায়িনং বিপ্রা মমন্থুস্তৎকরাদভূৎ ।
পৃথুর্নাম মহাতেজাঃ স পুত্রৌ দ্বাবজীজনৎ ॥৪৪
অন্তর্দ্ধানন্তু মারীচং শিখণ্ডিন্যামজীজনৎ ।
হবির্দ্ধানাৎ ষড়াগ্নেয়ী ধিষণাজনয়ৎ সুতান্ ।
প্রাচীনবর্হিষং সাঙ্গং যমং শুক্রং বলং শুভম্ ॥
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ মহানাসীৎ প্রজাপতিঃ ।
হবির্দ্ধানাঃ প্রজাস্তেন বহবঃ সম্প্রবর্ত্তিতাঃ ॥৪৬
সবর্ণায়ান্তু সামুদ্র্যাং দশাধত্ত সুতান্ প্রভুঃ ।
সর্ব্বে প্রচেতসো নাম ধনুর্ব্বেদস্য পারগাঃ ॥ ৪৭
তত্তপোরক্ষিতা বৃক্ষা বভুর্লোকে সমন্ততঃ ।
দেবাদেশাচ্চ তানগ্নিরদহদ্রবিনন্দনঃ ॥ ৪৮
সোমকন্যাভবৎ পত্নী মারিষা নাম বিশ্রুতা ।

আগ্নেয়ীর গর্ভে ছয়টী তেজস্বী পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্রগণের নাম অগ্নি, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয়। ৩১—৪৩। অঙ্গ হইতে পিতৃকন্যা সুনীথার গর্ভে বেণ নামে এক পুত্র জন্মে। বেণ অন্যায় পথ অবলম্বন করেন; সেইজন্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে মন্থন করেন। তাঁহার মথিত কর হইতে পৃথু নামে এক মহাতেজা পুত্র উৎপন্ন হয়। পৃথুর দুই পুত্র—অন্তর্দ্ধান ও হবির্দ্ধান। অন্তর্দ্ধান শিখণ্ডিনীর গর্ভে মারীচ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। হবির্দ্ধান হইতে আগ্নেয়ী ধিষণার গর্ভে ছয় পুত্র উৎপন্ন হয়। উক্ত পুত্রগণের নাম—প্রাচীনবর্হি, অঙ্গ, যম, শুক্র, বল ও শুভ। ভগবান্ প্রাচীনবর্হি একজন প্রধান প্রজাপতি ছিলেন। তিনি হবির্দ্ধান নামে বহু প্রজা উৎপাদন করেন। সমুদ্র-নন্দিনী সবর্ণার গর্ভে তাঁহার দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্রগণ সকলেই প্রচেতা নামে বিখ্যাত এবং সকলেই ধনুর্বিদ্যায় বিশারদ। বৃক্ষগণ প্রচেতাগণের তপোবলে রক্ষিত হইয়া সমস্ত ভূভাগে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অগ্নি, দেবগণের আদেশ অনুসারে সেই বৃক্ষদিগকে দগ্ধ করেন। সোমের মারিষা

তেভ্যস্তু দক্ষমেকং সা পুত্রমগ্র্যমজীজনৎ ॥৪৯
দক্ষাদনন্তরং বৃক্ষানৌষধানি চ সর্ব্বশঃ।
অজীজনৎ সোমকন্যা নদীং চন্দ্রবতীং তথা ॥৫০
সোমাংশস্য চ তস্যাপি দক্ষস্যাশীতিকোটয়ঃ।
তাসান্তু বিস্তরং বক্ষ্যে লোকে যঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ
দ্বিপদাশ্চাভবন্ কেচিৎ কেচিদ্বহুপদা নরাঃ।
বলীমুখাঃ শঙ্কুকর্ণাঃ কর্ণপ্রাবরণাস্তথা ॥ ৫২
অশ্ব-ঋক্ষমুখাঃ কেচিৎ কেচিৎ সিংহাননাস্তথা।
শ্ব-শূকরমুখাঃ কেচিৎ কেচিদুষ্ট্রমুখাস্তথা ॥ ৫৩
জনয়ামাস ধর্ম্মাত্মা ম্লেচ্ছান্ সর্ব্বাননেকশঃ।
স সৃষ্ট্বা মনসা দক্ষঃ স্ত্রিয়ঃ পশ্চাদজীজনৎ ॥৫৪
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সপ্তবিংশতি সোমায় দদৌ নক্ষত্রসংজ্ঞিতাঃ।
দেবাসুরমনুষ্যাদি তাভ্যঃ সর্ব্বমভূজ্জগৎ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে আদিসর্গে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
উৎপত্তিং বিস্তরেণৈব সূত ব্রূহি যথাতথম্ ॥১

সূত উবাচ।

সঙ্কল্পাদ্দর্শনাৎ স্পর্শাৎ পূর্ব্বেষাং সৃষ্টিরুচ্যতে
দক্ষাৎ প্রাচেতসাদূর্দ্ধং সৃষ্টির্মৈথুনসম্ভবা ॥ ২
প্রজাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টঃ পূর্ব্বং দক্ষঃ স্বয়ম্ভুবা।
যথা সসর্জ্জ চৈবাদৌ তথৈব শৃণুত দ্বিজাঃ ॥ ৩
যদা তু সৃজতস্তস্য দেবর্ষিগণপন্নগান্।
ন বৃদ্ধিমগমল্লোকস্তদা মৈথুনযোগতঃ।
দক্ষঃ পুত্রসহস্রাণি পাঞ্চজন্যামজীজনৎ ॥ ৪
তাংস্তু দৃষ্ট্বা মহাভাগঃ সিসৃক্ষুন্ বিবিধাঃ প্রজাঃ

নামে এক কন্যা ছিল; সেই কন্যা ঘটনাক্রমে প্রচেতাগণের পত্নী হয়েন। প্রচেতাদিগের ঔরসে পত্নী মারিষার গর্ভে দক্ষ নামে এক প্রধান পুত্র উৎপন্ন হয়। দক্ষ জন্মিবার পর সোমনন্দিনী মারিষা বহু বৃক্ষ, বহু ঔষধি ও চন্দ্রবতী নাম্নী এক নদী প্রসব করেন। সোমাংশ দক্ষ হইতে অশীতি কোটি সন্তান উৎপন্ন হয়। সেই সকল সন্তান-সন্ততির বিবরণ বিস্তারক্রমে বর্ণন করিতেছি। তাহার যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তন্মধ্যে কেহ দ্বিপদ, কেহ কেহ বহুপদ, কেহ কেহ বলিমুখ, কেহ কেহ শঙ্কুকর্ণ, কেহ কেহ কর্ণপ্রাবরণ, কেহ কেহ অশ্ব ও ঋক্ষবক্ত্র, কেহ কেহ সিংহানন, কেহ কেহ কুক্কুর ও শূকরমুখ এবং কেহ কেহ উষ্ট্রমুখ। পরে ধর্ম্মাত্মা দক্ষ অনেকসংখ্যক ম্লেচ্ছ উৎপাদন করেন। তিনি সেই সকল প্রজাদিগকে সৃষ্টি করিয়া পরে মন দ্বারা বহু কন্যা সৃষ্টি করিলেন। সেই কন্যাগণের মধ্য হইতে ধর্ম্মকে দশটী, কশ্যপকে ত্রয়োদশটী এবং সোমকে সপ্তবিংশতিটী নক্ষত্রনাম্নী কন্যা সম্প্রদান করেন। সেই সকল কন্যা হইতেই সুরাসুর-নরাদি নিখিল জগৎ প্রাদুর্ভূত হয়। ৪৪—৫৫।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! তুমি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসদিগের উৎপত্তিবিবরণ বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন,—পূর্ব্বতন সৃষ্টিব্যাপার সঙ্কল্পে, দর্শনে, এবং স্পর্শনেই সম্পন্ন হইত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দক্ষপ্রজাপতি হইতেই সৃষ্টিব্যাপার মৈথুনধর্ম্মে সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বে স্বয়ম্ভু দক্ষকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করেন। হে দ্বিজগণ! তিনি যে প্রকারে সৃষ্টি-কার্য্য-আরম্ভ করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দক্ষ প্রথমে দেব, ঋষি ও পন্নগ প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়া যখন দেখিলেন, তাহাতে লোকবৃদ্ধি হইতেছে না, তখন মৈথুনযোগে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। দক্ষ পাঞ্চজনীর গর্ভে সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই সকল দক্ষপুত্রের নাম

নারদঃ প্রাহ হর্য্যশ্বান্ দক্ষপুত্রান্ সমাগতান্ ॥৫
ভুবঃ প্রমাণং সর্ব্বত্র জ্ঞাত্বোর্দ্ধমধ এব চ।
ততঃ সৃষ্টিং বিশেষেণ কুরুধ্বমৃষিসত্তমাঃ ॥ ৬
তে তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রযাতাঃ সর্ব্বতো দিশম্।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রাদিব সিন্ধবঃ ॥ ৭
হর্য্যশ্বেষু প্রনষ্টেষু পুনর্দক্ষঃ প্রজাপতিঃ।
বৈরিণ্যামেব পুত্রাণাং সহস্রমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৮
শবলা নাম তে বিপ্রাঃ সমেতাঃ সৃষ্টিহেতবঃ।
নারদোহনুগতান্ প্রাহ পুনস্তান্ পূর্ব্ববৎ স তান্
ভুবঃ প্রমাণং সর্ব্বত্র জ্ঞাত্বা ভ্রাতৄনথো পুনঃ।
আগত্য চাথ সৃষ্টিঞ্চ করিষ্যথ বিশেষতঃ ॥ ১০
তেহপি তেনৈব মার্গেণ জগ্মুর্ভ্রাতৃপথা তদা।
ততঃ প্রভৃতি ন ভ্রাতুঃ কনীয়ান্ মার্গমিচ্ছতি।
অন্বিষ্যন্ দুঃখমাপ্নোতি তেন তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ

হর্য্যক্ষ। মহাভাগ নারদ সেই দক্ষপুত্র হর্য্যক্ষদিগকে প্রজাসৃষ্টি করিতে সমুৎসুক দেখিয়া বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা পৃথিবীর প্রমাণ এবং উর্দ্ধ ও অধোভাগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পরে বিশেষ রূপে সৃষ্টিব্যাপারে প্রবৃত্ত হও। হর্য্যশ্বগণ নারদের সেই কথা শুনিয়া নানা-দিকে প্রস্থান কারলেন। সমুদ্র হইতে সিন্ধুসমূহের ন্যায় অদ্যাপি তাঁহারা প্রতি-নিবৃত্ত হন নাই। হর্য্যশ্বগণ অদৃশ্য হইলে দক্ষপ্রজাপতি পুনরায় পত্নী বৈরিণীর গর্ভে সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। হে বিপ্রগণ! সেই দক্ষপুত্রগণ শবল নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা সৃষ্টি করিবার জন্য সমবেত হইলে, মহর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় বলিলেন,—হে দক্ষনন্দনগণ! তোমরা সম্যক্‌রূপে পৃথিবীর প্রমাণ এবং তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রাতৃগণের বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া আসিয়া বিশেষরূপে সৃষ্টিবিস্তার কর। তচ্ছ্রবণে দক্ষ নন্দনেরা তৎকালে তাঁহাদের পূর্ব্বতন ভ্রাতৃদিগেরই পথানুসরণ করিলেন। সেই হইতে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের পথ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে না। কেন না, সেই অব-

ততস্তেষু বিনষ্টেষু ষষ্টিং কন্যাঃ প্রজাপতিঃ।
বৈরিণ্যাং জনয়ামাস দক্ষঃ প্রাচেতসস্তথা ॥ ১২
প্রাদাৎ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সপ্তবিংশতি সোমায় চতস্রোহরিষ্টনেময়ে ॥১৩
দ্বে চৈব ভৃগুপুত্রায় দ্বে কৃশাশ্বায় ধীমতে।
দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তদ্বৎ তাসাং নামানি বিস্তরাৎ
শৃণুধ্বং দেবমাতৄণাং প্রজাবিস্তরমাদিতঃ।
মরুত্বতী বসুর্যামী লম্বা ভানুররুন্ধতী ॥ ১৫
সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ ভামিনী।
ধর্ম্মপত্ন্যঃ সমাখ্যাতাস্তাসাং পুত্রান্ নিবোধত ॥
বিশ্বেদেবাংস্তু বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যানজীজনৎ।
মরুত্বত্যাং মরুত্বন্তো বসোস্তু বসবস্তথা ॥ ১৭
ভানোস্তু ভানবস্তদ্বন্মুহূর্ত্তায়াং মুহূর্ত্তকাঃ।
লম্বায়াং ঘোষনামানো নাগবীথী তু যামিজা ॥
পৃথিবীতলসম্ভূতমরুন্ধত্যামজায়ত।
সঙ্কল্পায়াস্তু সঙ্কল্পো বসুসৃষ্টিং নিবোধত ॥ ১৯

স্থায় জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিলে দুঃখই প্রাপ্ত হয়; তাই সে পথ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। ১—১১। অনন্তর দক্ষের সেই সকল পুত্রও যখন প্রনষ্ট হইল, তখন তিনি বৈরিণীর গর্ভে ষষ্টিসংখ্যক কন্যাসন্তান উৎপাদন করিলেন। তন্মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, আর ত্রয়োদশটী কশ্যপকে, সপ্তবিংশতিটী সোমকে, চারিটী অরিষ্টনেমিকে, দুইটী ভৃগুনন্দনকে, দুইটী কৃশাশ্বকে এবং অপর দুইটী কন্যা অঙ্গিরাকে সম্প্রদান করিলেন। এক্ষণে সেই সকল দেবমাতা দক্ষকন্যাদিগের নামসমূহ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মরুত্বতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, অরুন্ধতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা এই দশটী দক্ষকন্যা ধর্ম্মপত্নী বলিয়া প্রসিদ্ধা। এক্ষণে ইহাঁদিগের পুত্র-গণের নাম শ্রবণ করুন। বিশ্বার বিশ্বেদেব-গণ, সাধ্যার সাধ্যগণ, মরুত্বতীর মরুত্বানগণ, বসুর বসুগণ, ভানুর ভানুগণ, মুহূর্ত্তার মুহূর্ত্তগণ এবং লম্বার গর্ভে ঘোষ নামে পুত্রগণ উৎপন্ন হয়। যামীর সন্তান নাগ-বীথী এবং সঙ্কল্পার পুত্র সঙ্কল্প। এক্ষণে

জ্যোতিষ্মন্তস্ত যে দেবা ব্যাপকাঃ সর্ব্বতো দিশম্
বসবস্তে সমাখ্যাতাস্তেষাং সর্গং নিবোধত ॥ ২০
আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
আপস্য পুত্রাশ্চত্বারঃ শান্তো বৈ দণ্ড এব চ।
শাম্বোঽথ মণিবক্ত্রশ্চ যজ্ঞরক্ষাধিকারিণঃ ॥ ২২
ধ্রুবস্য কালঃ পুত্রস্তু বর্চ্চাঃ সোমাদজায়ত।
দ্রবিণো হব্যবাহশ্চ ধরপুত্রাবুভৌ স্মৃতৌ ॥ ২৩
কল্যাণিন্যাং ততঃপ্রাণো রমণঃ শিশিরোঽপি চ
মনোহরা ধরাৎ পুত্রানবাপাথ হরেঃ সুতা ॥২৪
শিবা মনোজবং পুত্রমবিজ্ঞাতগতিং তথা।
অবাপ চানলাৎ পুত্রাবগ্নিপ্রায়গুণৌ পুনঃ ॥ ২৫
অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্তু শরস্তম্বে ব্যজায়ত।
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজাঃ ॥২৬
অপত্যং কৃত্তিকানান্তু কার্ত্তিকেয়স্ততঃ স্মৃতঃ।
প্রত্যূষস ঋষিঃ পুত্রো বিভুর্নাম্নাথ দেবলঃ।
বিশ্বকর্ম্মা প্রভাসস্য পুত্রঃ শিল্পী প্রজাপতিঃ ॥২৭
প্রাসাদ-ভবনোদ্যান-প্রতিমা-ভূষণাদিষু।
তড়াগারাম-কূপেষু স্মৃতঃ সোঽমরবর্দ্ধকিঃ ॥২৮
অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ।
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ ॥ ২৯
সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ।
এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতা একাদশ গণেশ্বরাঃ ॥
এতেষাং মানসানান্তু ত্রিশূলবরধারিণাম্।
কোটয়শ্চতুরাশীতিস্তৎপুত্রাশ্চাক্ষয়া মতাঃ ॥ ৩১
দিক্ষু সর্ব্বাসু যে রক্ষাং প্রকুর্ব্বন্তি গণেশ্বরাঃ।
পুত্রপৌত্রসুতাশ্চৈতে সুরভীগর্ভসম্ভবাঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে আদিসর্গে বসু-রুদ্রান্বয়ো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

ষষ্ঠোঽধ্যায়.।

সূত উবাচ।

কশ্যপস্য প্রবক্ষ্যামি পত্নীভ্যঃ পুত্রপৌত্রকান্।
অদিতির্দিতির্দনুশ্চৈব অরিষ্টা সুরসা তথা ১

বসুসৃষ্টি শ্রবণ করুন। যে সকল জ্যোতিষ্মান্‌দেব সর্ব্বদিক্ ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহারাই বসু নামে বিখ্যাত। তাঁহাদের সৃষ্টিবিস্তারে অবধান করুন। আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস ইহাঁরা অষ্ট বসু আখ্যায় অভিহিত। আপের চারি পুত্র। তাহাদের নাম শান্ত, দণ্ড, শাম্ব ও মুনিবক্ত্র—ইহাঁরা সকলেই যজ্ঞরক্ষার অধিকারী। ধ্রুবের পুত্র কাল। সোমের পুত্র বর্চ্চা এবং ধরের পুত্র দ্রবিণ ও হব্যবাহ। ধর হইতে কল্যাণিনীর গর্ভে প্রাণ, রমণ ও শিশির এবং মনোহরার গর্ভে আরও কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হয় অনল হইতে তদীয় পত্নী শিবা অনলের ন্যায় গুণসম্পন্ন দুইটী পুত্র লাভ করেন। তাহাদের নাম মনোজাব ও অবিজ্ঞাতগতি। অগ্নির অন্যতম পুত্র কুমার শরস্তম্বে জন্মগ্রহণ করেন। শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় তাঁহার পৃষ্ঠজ। তিনি কৃত্তিকাগণের অপত্য বলিয়া কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত। প্রত্যূষের পুত্র ভগবান্ দেবল ঋষি এবং প্রভাসের পুত্র দেবশিল্পী প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা। প্রাসাদ, ভবন, উদ্যান, ভূষণ, প্রতিমা, তড়াগ, আরাম ও কূপাদির নির্ম্মাণ কার্য্যে সেই সুরশিল্পী সুবিখ্যাত। অজৈকপাদ্, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত ও পিনাকী নামে একাদশ রুদ্র প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা গণেশ্বরপদে প্রতিষ্ঠিত। এই রুদ্রগণ সকলেই মানসজাত এবং সকলেই ত্রিশূলধারী। ইহাঁদের সংখ্যা চতুরশীতি কোটী এবং সন্তান-সন্ততি অসংখ্য ও অক্ষয়। যে সকল গণেশ্বর সর্ব্বদিক্ রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ সকলেই সুরভিগর্ভে সম্ভূত।৩২।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।৫।

॥৬॥

সূত বলিলেন,—এক্ষণে কশ্যপপত্নীদিগের গর্ভজাত পুত্র-পৌত্রাদির বিবরণ বলিতেছি

সুরভির্বিনতা তদ্বৎ তাম্রা ক্রোধবশা ইরা।
কদ্রুর্বিশ্বা মুনিস্তদ্বৎ তাসাং পুত্রান্ নিবোধত ॥
তুষিতা নাম যে দেবাশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
বৈবস্বতেঽন্তরে চৈতে হ্যাদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ
ইন্দ্রো ধাতা ভগস্ত্বষ্টা মিত্রোঽথ বরুণো যমঃ।
বিবস্বান সবিতা পূষা অংশুমান বিষ্ণুরেব চ ॥
এতে সহস্রকিরণা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
মারীচাৎ কশ্যপাদাপ পুত্রানদিতিরুত্তমান্ ॥ ৫
কৃশাশ্বস্য ঋষেঃ পুত্রা দেবপ্রহরণাঃ স্মৃতাঃ।
এতে দেবগণা বিপ্রাঃ প্রতিমন্বন্তরেষু চ ॥ ৬
উৎপদ্যন্তে প্রলীয়ন্তে কল্পে কল্পে তথৈব চ।
দিতিঃ পুত্রদ্বয়ং লেভে কশ্যপাদিতি নঃ শ্রুতম্
হিরণ্যকশিপুঞ্চৈব হিরণ্যাক্ষং তথৈব চ।
হিরণ্যকশিপোস্তদ্বজ্জাতং পুত্রচতুষ্টয়ম্ ॥ ৮
প্রহ্লাদশ্চানুহ্লাদশ্চ সংহ্লাদো হ্লাদ এব চ।
প্রহ্লাদপুত্র আয়ুষ্মান্ শিবির্বাষ্কল এব চ ॥ ৯

বিরোচনশ্চতুর্থশ্চ স বলিং পুত্রমাপ্তবান্।
বলেঃ পুত্রশতস্ত্বাসীদ্বাণজ্যেষ্ঠং ততো দ্বিজাঃ ॥
ধৃতরাষ্ট্রস্তথা সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রাংশুতাপনঃ।
নিকুম্ভনাভো গুর্ব্বক্ষঃ কুক্ষিভীমো বিভীষণঃ ॥
এবমাদ্যাস্তু বহবো বাণজ্যেষ্ঠা গুণাধিকাঃ।
বাণঃ সহস্রবাহুশ্চ সর্ব্বাস্ত্রগণসংযুতঃ ॥ ১২
তপসা তোষিতো যস্য পুরে বসতি শূলভৃৎ।
মহাকালত্বমগমৎ সাম্যং যশ্চ পিনাকিনঃ ॥ ১৩
হিরণ্যাক্ষস্য পুত্রোঽভূদুলূকঃ শকুনিস্তথা।
ভূতসন্তাপনশ্চৈব মহানাভস্তথৈব চ ॥ ১৪
এতেভ্যঃ পুত্র-পৌত্রাণাং কোটয়ঃ সপ্তসপ্ততিঃ
মহাবলা মহাকায়া নানারূপা মহৌজসঃ ॥ ১৫
দনুঃ পুত্রশতং লেভে কশ্যপাদ্বলদর্পিতম্।
বিপ্রচিত্তিঃ প্রধানোঽভূদ্যেষাং মধ্যে মহাবলঃ
দ্বিমূর্দ্ধা শকুনিশ্চৈব তথা শঙ্কুশিরোধরঃ।
অয়োমুখঃ শম্বরস্য কপিশো বামনস্তথা ॥ ১৭

শ্রবণ করুন। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু, বিশ্বা ও মুনি নাম্নী কশ্যপপত্নীগণের পুত্রসন্ততির কথা শ্রবণ করুন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে যে সকল দেব ছিলেন, তাঁহারাই বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্য নামে বিখ্যাত হন। ইন্দ্র, ধাতা, ভগ, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, যম, বিবস্বান্, সবিতা, পুষা, অংশুমান্ ও বিষ্ণু ইঁহারা সহস্রকিরণ দ্বাদশাদিত্য বলিয়া বিখ্যাত। মরীচিনন্দন কশ্যপ হইতে অদিতি এই সকল উত্তম পুত্র লাভ করেন। কৃশাশ্ব মুনির পুত্রগণ দেবপ্রহরণ নামে প্রসিদ্ধ। হে বিপ্রগণ! এই সকল দেবগণ প্রতি মন্বন্তরে—প্রত্যেক কল্পে কল্পেই প্রাদুর্ভূত ও প্রলীন হইয়া থাকেন। আমরা শুনিয়াছি, দিতি কশ্যপ হইতে দুই পুত্র লাভ করেন। তাহাদের মধ্যে একের নাম হিরণ্যকশিপু, অপর হিরণ্যাক্ষ। হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্র—প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ ও হ্লাদ। প্রহ্লাদের পুত্র আয়ুষ্মান্, শিবি, বাষ্কল ও বিরোচন। বিরোচনের পুত্র বলি। হে দ্বিজগণ! এই বলির একশত পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বাণাসুর জ্যেষ্ঠ। ১—১০। বলির অন্যান্য কতিপয় পুত্রের নাম—ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চন্দ্র, চন্দ্রাংশু-তাপন, নিকুম্ভনাভ, গুর্ব্বক্ষ, কুক্ষিভীম ও বিভীষণ। বলির এই সকল এবং অন্যান্য আরও বহু পুত্র হয়। তাহাদের মধ্যে বাণই বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ। তাহার সহস্র বাহু, সে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রে অন্বিত। তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শূলপাণি তদীয় পুরে বাস করেন। হিরণ্যাক্ষের পুত্র—উলুক, শকুনি, ভূতসন্তাপন ও মহানাভ। এই সকল পুত্র হইতে যে সকল পুত্রপৌত্র জন্মিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা সপ্তসপ্ততিকোটি। তাহারা সকলেই মহাবল, মহাকায়, নানা-মূর্ত্তি ও মহৌজা। কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভে একশত বলদর্পিত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে বিপ্রচিত্তি সর্ব্বপ্রধান ও মহাবল। অন্যান্য পুত্রগণের মধ্যে দ্বিমূর্দ্ধা, শকুনি, শঙ্কুশিরোধর, অয়োমুখ, শম্বর,

মারীচির্মেঘবাংশ্চৈব ইরাগর্ভশিরাস্তথা ।
বিদ্রাবণশ্চ কেতুশ্চ কেতুবীর্য্যঃ শতহ্রদঃ ॥ ১৮
ইন্দ্রজিৎ সপ্তজিচ্চৈব বজ্রনাভস্তথৈব চ ।
একচক্রো মহাবাহুর্বজ্রাক্ষস্তারকস্তথা ॥ ১৯
অসিলোমা পুলোমা চ বিন্দুর্বাণো মহাসুরঃ ।
স্বর্ভানুর্বৃষপর্ব্বা চ এবমাদ্যা দনোঃ সুতাঃ ॥২০
স্বর্ভানোস্তু প্রভা কন্যা শচী চৈব পুলোমজা ।
উপদানবী ময়স্যাসীৎ তথা মন্দোদরী কুহূঃ ॥
শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী চৈব চন্দ্রা চ বৃষপর্ব্বণঃ ।
পুলোমা কালকা চৈব বৈশ্বানরসুতে হি তে ॥
বহ্বপত্যে মহাসত্ত্বে মারীচস্য পরিগ্রহে ।
তয়োঃ ষষ্টিসহস্রাণি দানবানামভূৎ পুরা ॥২৩
পৌলোমান্ কালকেয়াংশ্চ মারীচোঽজনয়ৎ পুরা
অবধ্যা যেঽমরাণাং বৈ হিরণ্যপুরবাসিনঃ ॥ ২৪
চতুর্মুখাল্লব্ধবরাস্তে হতা বিজয়েন তু ।
বিপ্রচিত্তিঃ সৈংহিকেয়ান্ সিংহিকায়ামজীজনৎ
হিরণ্যকশিপোর্যে বৈ ভাগিনেয়াস্ত্রয়োদশ ।
ব্যংসঃ কল্পশ্চ রাজেন্দ্র নলো বাতাপিরেব চ ॥
ইল্বলো নমুচিশ্চৈব শ্বসৃপশ্চাজনস্তথা ।
নরকঃ কালনাভশ্চ সরমাণস্তথৈব চ ॥ ২৭
কালবীর্য্যশ্চ বিখ্যাতো দনুবংশবিবর্দ্ধনাঃ ।
সংহ্লাদস্য তু দৈত্যস্য নিবাতকবচাঃ স্মৃতাঃ ॥
অবধ্যাঃ সর্ব্বদেবানাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্ ।
যে হতা ভর্গমাশ্রিত্য ত্বর্জ্জুনেন রণাজিরে ॥২৯
ষট্ কন্যা জনয়ামাস তাম্রা মারীচবীজতঃ ।
শুকী শ্যেনী চ ভাসী চ সুগ্রীবী গৃধ্রিকা শুচিঃ
শুকী শুকানুলূকাংশ্চ জনয়ামাস ধর্ম্মতঃ ।
শ্যেনী শ্যেনাংস্তথা ভাসী কুররানপ্যজীজনৎ ॥
গৃধ্রী গৃধ্রান্ কপোতাংশ্চ পারাবতবিহঙ্গমান্ ।
হংস-সারস-ক্রৌঞ্চাংশ্চ প্লবান্ শুচিরজীজনৎ
অজাশ্বমেষোষ্ট্রখরান্ সুগ্রীবী চাপ্যজীজনৎ ।
এষ তাম্রান্বয়ঃ প্রোক্তো বিনতায়াং নিবোধত ॥
গরুড়ঃ পততাং নাথো অরুণশ্চ পতত্রিণাম্ ।

কপিশ, বামন, মারীচি, মেঘবান্, গর্ভশিরা, বিদ্রাবণ, কেতু, কেতুবীর্য্য, শতহ্রদ, ইন্দ্রজিৎ, শপ্তজিৎ, বজ্রনাভ, একচক্র, মহাবাহু, বজ্রাক্ষ, তারক, অসিলোমা, পুলোমা, বিন্দু, বাণ, স্বর্ভানু ও বৃষপর্ব্বা প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা, পুলোমের শচী, ময়ের উপদানবী, মন্দোদরী ও কুহূ এবং বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, সুন্দরী ও চন্দ্রা। বৈশ্বানরসুতা পুলোমা ও কালকা। দানব মারীচ উহাদের পাণিগ্রহণ করে; উহারা বহু পুত্রবতী ও মহাসত্ত্বশালিনী। উহাদের গর্ভে মারীচের ঔরসে ষষ্টিসহস্র দানব উৎপন্ন হয়। ঐ দানবেরা পৌলোম ও কালকেয় নামে বিখ্যাত। উহারা হিরণ্যপুরের অধিবাসী এবং দেবগণের অবধ্য। ঐ সকল দানব ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করে; পরে অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হয়। বিপ্রবিত্তি সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকেয় নামক কতিপয় পুত্র উৎপাদন করে, উহাদের সংখ্যা ত্রয়োদশ। উহারা হিরণ্যকশিপুর ভাগিনেয়। উহাদের নাম—ব্যংস, কল্প, নল, বাতাপি, ইল্বল, নমুচি, শ্বসৃপ, অজন, নরক, কালনাভ, সরমাণ ও কালবীর্য্য—এই সকল দানব দনুবংশের ধুরন্ধর। সংহ্লাদ নামক দৈত্যের পুত্রগণ নিবাতকবচ নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা দেব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসদিগের অবধ্য হইয়াও রণাঙ্গণে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। ১১—২৯। তাম্র মারীচের ঔরসে ষট্ কন্যা প্রসব করে। তাহাদিগের নাম—শুচী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, গৃধ্রিকা ও শুচি। ইহাদের মধ্যে শুকী শুক ও উলূকদিগকে উৎপাদন করে এবং শ্যেনী—শ্যেন সকলকে, ভাসী—কুররসকলকে, গৃধ্রী—গৃধ্র, কপোত ও পারাবতদিগকে, শুচি—হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ ও প্লবগকে ও সুগ্রীবী—ছাগ, অশ্ব, মেষ, উষ্ট্র, ও খরসমূহকে উৎপাদন করে। এই তাম্রার বংশ কথিত হইল। এক্ষণে বিনতার বংশবার্ত্তা শ্রবণ কর। বিনতা গরুড় ও অরুণ

সৌদামনী তথা কন্যা যেয়ং নভসি বিশ্রুতা॥
সম্পাতিশ্চ জটায়ুশ্চ অরুণস্য সুতাবুভৌ।
সম্পাতিপুত্রো বভ্রুশ্চ শীঘ্রগশ্চাপি বিশ্রুতঃ॥৩৫
জটায়ুষঃ কর্ণিকারঃ শতগামী চ বিশ্রুতৌ।
সারসো রজ্জুবালশ্চ ভেরুণ্ডশ্চাপি তৎসুতাঃ॥
তেষামনন্তমভবৎ পক্ষিণাং পুত্রপৌত্রকম্।
সুরসায়াঃ সহস্রন্তু সর্পাণামভবৎ পুরা॥ ৩৭
সহস্রশিরসাং কদ্রুঃ সহস্রঞ্চাপি সুব্রত।
প্রধানাস্তেষু বিখ্যাতাঃ ষড়্‌বিংশতিররিন্দম॥
শেষ-বাসুকি-কর্কোট-শঙ্খৈরাবত-কম্বলাঃ।
ধনঞ্জয়-মহানীল-পদ্মাশ্বতর-তক্ষকাঃ॥ ৩৯
এলাপত্র-মহাপদ্ম-ধৃতরাষ্ট্র-বলাহকাঃ।
শঙ্খপাল-মহাশঙ্খ-পুষ্পদংষ্ট্র-শুভাননাঃ॥ ৪০
শঙ্কুরোমা চ বহুলো বামনঃ পাণিনস্তথা।
কপিলো দুর্ম্মুখশ্চাপি পতঞ্জলিরিতি স্মৃতাঃ॥ ৪১
এষামনন্তমভবৎ সর্ব্বেষাং পুত্র-পৌত্রকম্।
প্রায়শো যৎ পুরা দগ্ধং জনমেজয়মন্দিরে॥৪২
রক্ষোগণং ক্রোধবশা স্বনামানমজীজনৎ।
দংষ্ট্রিণাং নিযুতং তেষাং ভীমসেনাদগাৎ ক্ষয়ম্
রুদ্রাণাঞ্চ গণং তদ্বদ্গোমহিষ্যো বরাঙ্গনা।
সুরভির্জনয়ামাস কশ্যপাৎ সংযতব্রতা॥ ৪৪
মুনির্মুনীনাঞ্চ গণং গণমপ্সরসাং তথা।
তথা কিন্নরগন্ধর্ব্বানরিষ্টাজনয়দ্বহূন্॥ ৪৫
তৃণ-বৃক্ষ-লতা-গুল্মমিরা সর্ব্বমজীজনৎ।
বিশ্বা তু যক্ষ-রক্ষাংসি জনয়ামাস কোটিশঃ॥
তত একোনপঞ্চাশন্মরুতঃ কশ্যপাদ্দিতিঃ।
জনয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞান্ সর্ব্বানমরবল্লভান্॥ ৪৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে আদিসর্গে
কশ্যপান্বয়ো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
দিতেঃ পুত্রাঃ কথং জাতা মরুতো দেববল্লভাঃ
দেবৈর্জগ্মুশ্চ সাপত্নৈঃ কস্মাৎ তে সখ্যমুত্তমম্॥

নামে দুই পুত্র ও সৌদামনী নামে এক কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে অরুণের দুই পুত্র—সম্পাতি ও জটায়ু। সম্পাতির পুত্র বভ্রু; ইনি শীঘ্রগামী বলিয়া প্রসিদ্ধ। জটায়ুর পঞ্চ পুত্র—কর্ণিকার, শতগামী, সারস, রজ্জুবাল ও ভেরুণ্ড। ইহাদিগের পুত্র-পৌত্রাদি অসংখ্য। হে সুব্রত! সুরসা হইতে সহস্র সর্প জন্মগ্রহণ করে এবং কদ্রুও সহস্র সহস্র-শিরা সর্প উৎপাদন করেন। হে অরিন্দম! ঐ সকল সর্পের মধ্যে ষড়্‌বিংশতিসংখ্যক সর্প প্রধান ও বিখ্যাত। তাহাদের নাম; যথা—শেষ, বাসুকি, কর্কোট, শঙ্খ, ঐরাবত, কম্বল, ধনঞ্জয়, মহানীল, পদ্ম, অশ্বতর, তক্ষক, এলাপত্র, মহাপদ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, শঙ্খপাল, মহাশঙ্খ, পুষ্পদংষ্ট্র, শুভানন, শঙ্খরোমা, বহুল, বামন, পাণিনি, কপিল, দুর্ম্মুখ ও পতঞ্জলি। ইহাদের সকলেরই বহু পুত্র পৌত্রাদি। কিন্তু পূর্ব্বে জনমেজয়ের যজ্ঞশালায় প্রায় অনেকেই দগ্ধ হইয়াছিল। ক্রোধবশার গর্ভে তদীয় নামানুরূপ রক্ষোগণ জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে নিযুতসংখ্যক দংষ্ট্রাশালী রাক্ষস ভীমসেনের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হয়। বরাঙ্গনা সুরভি কশ্যপ হইতে রুদ্রগণ, গো, ও মহিষদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন এবং মুনি—মুনিগণ ও অপ্সরোগণকে, অরিষ্টা—গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরদিগকে, ইরা—তৃণ, বৃক্ষ, গুল্ম ও লতা সকলকে এবং বিশ্বা—কোটি কোটি যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতিকে প্রসব করেন। অনন্তর দিতি কশ্যপ হইতে স্বীয় গর্ভে একোনপঞ্চাশৎ মরুৎ উৎপাদন করিয়াছিলেন। উঁহারা সকলেই ধার্ম্মিক ও অমরবল্লভ ছিলেন। ৩০—৪৭।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।৬।

সপ্তম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—দিতির পুত্রগণ কিরূপে দেবগণের প্রিয়পাত্র হইল? দেবগণ

সূত উবাচ।
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে হতেষু হরিণা সুরৈঃ।
পুত্র-পৌত্রেষু শোকার্ত্তা গত্বা ভূর্লোকমুত্তমম্॥
স্যমন্তপঞ্চকে ক্ষেত্রে সরস্বত্যাস্তটে শুভে।
ভর্ত্তুরারাধনপরা তপ উগ্রং চচার হ॥ ৩
তদা দিতির্দৈত্যমাতা ঋষিরূপেণ সুব্রত।
ফলাহারা তপস্তেপে কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণাদিকম্॥৪
যাবদ্বর্ষশতং সাগ্রং জরা শোকসমাকুলা।
ততঃ সা তপসা তপ্তা বসিষ্ঠাদীনপৃচ্ছত॥ ৫
কথয়ন্তু ভবন্তো মে পুত্রশোকবিনাশনম্।
ব্রতং সৌভাগ্যফলদমিহ লোকে পরত্র চ॥ ৬
উচুর্বসিষ্ঠপ্রমুখা মদনদ্বাদশীব্রতম্।
যস্যাঃ প্রভাবাদভবৎ সুতশোকবিবর্জ্জিতা।
ঋষয় উচুঃ
শ্রোতুমিচ্ছামহে সূত মদনদ্বাদশীব্রতম্
সুতানেকোনপঞ্চাশদ্‌যেন লেভে দিতিঃ পুনঃ
সূত উবাচ।
যদ্বসিষ্ঠাদিভিঃ পূর্ব্বং দিতেঃ কথিতমুত্তমম্।
বিস্তরেণ তদেবেদং মৎসকাশান্নিবোধত॥ ৯
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং নিয়তব্রতঃ।
স্থাপয়েদব্রণং কুম্ভং সিততণ্ডুলপূরিতম্॥ ১০
নানাফলযুতং তদ্বদিক্ষুদণ্ডসমন্বিতম্।
সিতবস্ত্রযুগচ্ছন্নং সিতচন্দনচর্চ্চিতম্॥ ১১
নানাভক্ষ্যসমোপেতং সহিরণ্যন্তু শক্তিতঃ।
তাম্রপাত্রং গুড়োপেতং তস্যোপরি নিবেশয়েৎ
তস্মাদুপরি কামন্তু কদলীদলসংস্থিতম্।
কুর্য্যাচ্ছর্করয়োপেতাং রতিং তস্য চ বামতঃ॥১৩
গন্ধং ধূপং ততো দদ্যাদ্গীতং বাদ্যঞ্চ কারয়েৎ
তদভাবে কথাং কুর্য্যাৎ কাম-কেশবয়োর্নরঃ
কামনাম্নো হরেরর্চ্চাং স্নাপয়েদ্গন্ধবারিণা।

শত্রু হইলেও দিতিনন্দনেরা তাঁহাদের সহিত কিরূপে উত্তম সখ্য লাভ করিয়াছিল? সূত বলিলেন,—পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধে দিতির পুত্র-পৌত্র সকল হরি ও অন্যান্য দেবগণের হস্তে নিহত হইলে, দিতি শোকার্ত্ত হইয়া ভূর্লোকে গমন করিলেন এবং তথায় গিয়া পবিত্র সরস্বতী-তীরে স্যমন্তপঞ্চক ক্ষেত্রে ভর্ত্তার আরাধনায় নিরত হইয়া তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন। দৈত্যজননী দিতি তখন ঋষিরূপে অবস্থান করত ফলাহার করিয়া এবং কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করিলেন। তিনি জরা এবং শোকভারে সমাকুল হইলেন। অনন্তর একদা দিতি তপস্যায় তপ্ত হইয়া বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা আমাকে ইহ-পরকালের সৌভাগ্যপ্রদ একটী পুত্রশোকহর ব্রতের কথা বলুন। তখন বসিষ্ঠাদি মুনিগণ তাঁহার নিকট মদনদ্বাদশী ব্রতের বিষয় বলিলেন। দিতি সেই ব্রতের মাহাত্ম্যেই পুত্রশোক হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! দৈত্যজননী দিতি যে ব্রতের ফলে একোন-পঞ্চাশৎ পুত্রলাভ করেন, আমরা সেই মদন-দ্বাদশী ব্রতের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি।১—৮। সূত বলিলেন,—বসিষ্ঠাদি ঋষিগণ পুরাকালে দিতির নিকট যে উত্তম ব্রতকথা কহিয়াছিলেন, আপনারা বিস্তৃতরূপে এই তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীদিনে সংযত হইয়া একটী কুম্ভ স্থাপন করিবে। ঐ কুম্ভ অভগ্ন হইবে। উহাকে সিত শক্তু দ্বারা পূর্ণ করিবে। অনন্তর বস্ত্রযুগ্ম দ্বারা ঐ কুম্ভ আচ্ছাদন করিয়া উহাকে সিত চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত করিবে। পরে বিবিধ ফল, ইক্ষুদণ্ড, নানা ভক্ষ্য-সামগ্রী ও শক্তি অনুসারে হিরণ্য আনিয়া তদুপরি রাখিবে এবং একখানি তাম্রপাত্রে করিয়া ঐ কুম্ভোপরি গুড় স্থাপন করিবে। অতঃপর তদুপরি কদলীদলে কামকে এবং তাহার বামে শর্করা সহ রতিকে স্থাপন করিবে। পরে গন্ধ ও ধূপ দানান্তে যথাসাধ্য গীতবাদ্যের অনুষ্ঠান করিবে। গীত-বাদ্যের অভাবে নর কাম ও কেশবসম্বন্ধীয় কথার আলোচনা করিবে। তৎপরে গন্ধ-

শুক্লপুষ্পাক্ষততিলৈরর্চ্চয়েন্মধুসূদনম্ ॥ ১৫
কামায় পাদৌ সম্পূজ্য জঙ্ঘে সৌভাগ্যদায় চ।
ঊরূ স্মরায়েতি পুনর্ম্মন্মথায়েতি বৈ কটিম্ ॥ ১৬
স্বচ্ছোদরায়েত্যুদরমনঙ্গায়েত্যুরো হরেঃ।
মুখং পদ্মমুখায়েতি বাহূ পঞ্চশরায় বৈ ॥ ১৭
নমঃ সর্ব্বাত্মনে মৌলিমর্চ্চয়েদিতি কেশবম্।
ততঃ প্রভাতে তং কুম্ভং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা স্বয়ঞ্চ লবণাদৃতে।
ভুক্ত্বা তু দক্ষিণাং দদ্যাদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥১৯
প্রীয়তামত্র ভগবান্ কামরূপী জনার্দ্দনঃ।
হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং য আনন্দোঽভিধীয়তে ॥২০
অনেন বিধিনা সর্ব্বং মাসি মাসি ব্রতং চরেৎ।
উপবাসী ত্রয়োদশ্যামর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ২১
ফলমেকঞ্চ সম্প্রাশ্য দ্বাদশ্যাং ভূতলে স্বপেৎ।
ততস্ত্রয়োদশে মাসি ঘৃতধেনুসমন্বিতাম্ ॥ ২২
শয্যাং দদ্যাদনঙ্গায় সর্ব্বোপস্করসংযুতাম্।
কাঞ্চনং কামদেবঞ্চ শুক্লাং গাঞ্চ পয়স্বিনীম্ ॥২৩
বাসোভির্দ্বিজদাম্পত্যং পূজ্যং শক্ত্যা বিভূষণৈঃ
শয্যাগন্ধাদিকং দদ্যাৎ প্রীয়তামিত্যুদীরয়েৎ ॥
হোমঃ শুক্লতিলৈঃ কার্য্যঃ কামনামানি কীর্ত্তয়েৎ
গব্যেন হবিষা তদ্বৎ পায়সেন চ ধর্ম্মবিৎ ॥ ২৫
বিপ্রেভ্যো ভোজনং দদ্যাদ্বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ
ইক্ষুদণ্ডানথো দদ্যাৎ পুষ্পমালাশ্চ শক্তিতঃ ॥২৬
যঃ কুর্য্যাদ্বিধিনানেন মদনদ্বাদশীমিমাম্।
স সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তঃ প্রাপ্নোতি হরিসাম্যতাম্ ॥২৭
ইহ লোকে বরান্ পুত্রান্ সৌভাগ্যফলমশ্নুতে
যঃ স্মরঃ সংস্মৃতো বিষ্ণুরানন্দাত্মা মহেশ্বরঃ ॥২৮
সুখার্থী কামরূপেণ স্মরেদঙ্গজমীশ্বরম্।
এতচ্ছ্রুত্বা চকারাসৌ দিতিঃ সর্ব্বমশেষতঃ ॥২৯

বারি দ্বারা স্নান করাইয়া শুভ্র পুষ্প, অক্ষত ও তিলদ্বারা কামনামক মধুসূদনের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর 'কামায় নমঃ,' সৌভাগ্যদায় নমঃ, স্মরায় নমঃ, প্রমথায় নমঃ, স্বচ্ছোদরায় নমঃ, অনঙ্গায় নমঃ, পদ্মমুখায় নমঃ, পঞ্চ শরায় নমঃ, ও সর্ব্বাত্মনে নমঃ, বলিয়া যথাক্রমে কেশবের পাদদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, ঊরুদ্বয়,কটিদেশ, উদর, বক্ষঃস্থল, মুখ, বাহু ও মৌলিভাগের অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে কেশবের সর্ব্বাঙ্গে পূজা করিয়া প্রভাতে সেই কুম্ভ ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তির সহিত ভোজন করাইবে এবং নিজে অলবণ আহার করিবে। ভোজনান্তে এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দক্ষিণা দিবে; যথা—যিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে আনন্দময় বলিয়া অভিহিত, সেই ভগবান্ কামরূপী জনার্দ্দন এই ব্রতকার্য্যে প্রীত হউন। এইরূপ বিধান-ক্রমেই মাসে মাসে ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রতোপলক্ষে ত্রয়োদশীতে উপবাস করিয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্ব দিন দ্বাদশীতে একটীমাত্র ফলাহার করিয়া ভূশয্যায় শয়ন করিতে হয়। এইরূপে দ্বাদশ মাস ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ত্রয়োদশ মাসে অনঙ্গ দেবকে এক ঘৃতধেনুযুতা, নানাবিধ উপকরণ-সমন্বিতা শয্যা দান করিবে। সুবর্ণময় কামদেবপ্রতিমা, শুক্লবর্ণা পয়স্বিনী গাভী ও নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারে যথাশক্তি দ্বিজদম্পতির অর্চ্চনা করা বিধেয় এবং তাঁহাদিগকে শয্যা ও গন্ধাদি দান করিয়া 'প্রীত হউন' এই কথা বলিবে।৯—২৪। এই ব্রতে শুক্লবর্ণ তিল দ্বারা হোম করিতে হয়, এবং কামদেবের নামকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এই সকল অনুষ্ঠানের পর ধার্ম্মিক ব্যক্তি গব্য ঘৃত ও পায়স ইত্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। ব্রাহ্মণভোজনে কার্পণ্য প্রকাশ করা অনুচিত। এই ব্রতে যথাশক্তি ইক্ষুদণ্ড ও পুষ্পমালা দিতে হয়। যে ব্যক্তি এইরূপে এই মদনদ্বাদশী ব্রত করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া হরিসাদৃশ্য লাভ করে এবং ইহলোকে শ্রেষ্ঠপুত্র ও সৌভাগ্য-সুখ প্রাপ্ত হয়। যিনি স্মর, তিনিই বিষ্ণু এবং তিনিই আনন্দাত্মা মহেশ্বর। সুখার্থী ব্যক্তি মহেশ্বরকে কামরূপে স্মরণ করিবে। দিতি ঋষিগণের মুখে এই ব্রতবিবরণ শ্রবণ করিয়া যথাবিধি ব্রতানুষ্ঠান

কশ্যপো ব্রতমাহাত্ম্যাদাগত্য পরয়া মুদা।
চকার কর্কশাং ভূয়ো রূপ-যৌবনশালিনীম্॥ ৩০
বরৈরাচ্ছন্দয়ামাস সা তু বব্রে ততো বরম্।
পুত্রং শক্রবধার্থায় সমর্থমমিতৌজসম্॥ ৩১
বরয়ামি মহাত্মানং সর্ব্বামরনিষূদনম্।
উবাচ কশ্যপো বাক্যমিন্দ্রহন্তারমূর্জ্জিতম্ ৩২
প্রদাস্যাম্যহমেবেহ কিন্তে তৎ ক্রিয়তাং শুভে
আপস্তম্বঃ করোত্বিষ্টিং পুত্রীয়ামদ্য সুব্রতে॥৩৩
বিধাস্যামি ততো গর্ভমিন্দ্রশত্রুনিষূদনম্।
আপস্তম্বস্ততশ্চক্রে পুত্রেষ্টিং দ্রবিণাধিকাম্॥
ইন্দ্রশত্রুর্ভবস্বেতি জুহাব চ সবিস্তরম্।
দেবা মুমুদিরে দৈত্যা বিমুখাঃ স্যুশ্চ দানবাঃ॥
দিত্যাং গর্ভমথাধত্ত কশ্যপঃ প্রাহ তাং পুনঃ।
ত্বয়া যত্নো বিধাতব্যো হ্যস্মিন গর্ভে বরাননে॥

সংবৎসরশতস্ত্বেকমস্মিন্নেব তপোবনে।
সন্ধ্যায়াং নৈব ভোক্তব্যং গর্ভিণ্যা বরবর্ণিনি॥
ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্ব্বদা।
নোপস্করেষূপবিশেন্মুষলোদূখলাদিষু॥ ৩৮
জলে চ নাবগাহেত শূন্যাগারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
বল্মীকায়াং ন তিষ্ঠেত ন চোদ্বিগ্নমনা ভবেৎ॥
বিলিখেন্ন নখৈর্ভূমিং নাঙ্গারেণ ন ভস্মনা।
ন শয়ালুঃ সদা তিষ্ঠেদ্ব্যায়ামঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
ন তুষাঙ্গার-ভস্মাস্থি-কপালিষু সমাবিশেৎ।
বর্জ্জয়েৎ কলহং লোকৈর্গাত্রভঙ্গং তথৈব চ॥
ন মুক্তকেশা তিষ্ঠেত নাশুচিঃ স্যাৎ কদাচন।
ন শয়ীতোত্তরশিরা ন চাপরশিরাঃ ক্বচিৎ॥ ৪২
ন বস্ত্রহীনা নোদ্বিগ্না ন চার্দ্রচরণা সতী।
নামঙ্গল্যাং বদেদ্বাচং ন চ হাস্যাধিকা ভবেৎ॥

করিলেন। ব্রতমাহাত্ম্যে কশ্যপ আসিয়া পরম প্রীতিভরে সেই ব্রতকর্ষিতা দিতিকে পুনরায় রূপযৌবনবতী করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। অনন্তর দিতি এক বর প্রার্থনা করিলেন। দিতি কহিলেন,—ইন্দ্রকে নিহত করিতে পারে, এমন এক মহাতেজস্বী সুরবিনাশক্ষম মহাত্মা পুত্র আমি প্রার্থনা করি। কশ্যপ কহিলেন,—আমি তোমাকে একটী ইন্দ্রঘাতী বলবান পুত্র প্রদান করিব। কিন্তু হে শুভে! তোমাকে এক্ষণে একটী কার্য্য করিতে হইবে। হে সুব্রতে! অদ্য আপস্তম্ব ঋষি তোমার নিমিত্ত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করুন। যজ্ঞান্তে আমি তোমার গর্ভাধান করিব। সেই গর্ভোৎপন্ন সন্তান শত্রু-ইন্দ্রকে বিনাশ করিতে সক্ষম হইবে। অনন্তর আপস্তম্ব এক বহুদক্ষিণান্বিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলেন। তিনি যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিবার সময় 'ইন্দ্রশত্রুর্ভবস্ব' এই বলিয়া অতি স্পষ্ট মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে দেবগণ মুদান্বিত হইলেন; কিন্তু দানবদল বিষাদমগ্ন হইল। অনন্তর কশ্যপ যথাবিধি দিতির গর্ভাধান করিয়া বলিলেন,—হে বরাননে! তুমি এই গর্ভরক্ষার প্রতি যত্ন করিও।২৫—৩৯। এই তপোবনে তোমাকে অদ্য হইতে একশত বর্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। হে বরবর্ণিনি! গর্ভিণী রমণীদিগের সন্ধ্যাকালে ভোজন করিতে নাই এবং কদাচ কোন বৃক্ষমূলে গর্ভিণী স্ত্রী গমন ও অবস্থান করিবে না। কিম্বা উপস্করে, মুষলে ও উদূখলাদিতে বসিবে না। জলে অবগাহন করিবে না। শূন্যাগারে থাকিবে না। বল্মীক-মৃত্তিকায় অবস্থান করিবে না বা উদ্বিগ্নমনে রহিবে না। এতদ্ভিন্ন গর্ভিণী স্ত্রী অঙ্গার, ভস্ম বা নখর দ্বারা ভূমিতল বিলিখন করিবে না। সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকিবে না। কোনরূপ ব্যায়াম ক্রিয়া করিবে না। তুষ, অঙ্গার, ভস্ম, অস্থি ও কপালময় স্থানে উপবেশন করিবে না। কাহার সহিত কলহ করিবে না। কোনরূপে গাত্রভঙ্গ করিবে না। মুক্তকেশ হইয়া বা অশুচি হইয়া কদাচ থাকিবে না। উত্তরশিরা বা পশ্চিমশিরা হইয়া কদাচ শয়ন করিবে না। বস্ত্রহীন, উদ্বিগ্ন বা আর্দ্রপদ হইয়া কদাচ রহিবে না। অমঙ্গল বাণী মুখে আনিবে না। অত্যধিক হাস্য করিবে না।

কুর্য্যাৎ তু গুরুশুশ্রূষাং নিত্যং মাঙ্গল্যতৎপরা।
সর্ব্বৌষধীভিঃ কোষ্ণেন বারিণা স্নানমাচরেৎ॥
কৃতরক্ষা সুভূষা চ বাস্তুপূজনতৎপরা।
তিষ্ঠেৎ প্রসন্নবদনা ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে রতা॥ ৪৬
দানশীলা তৃতীয়ায়াং পার্ব্বণ্যং নক্তমাচরেৎ।
ইতিবৃত্তা ভবেন্নারী বিশেষেণ তু গর্ভিণী॥ ৪৬
যস্তু তস্যা ভবেৎ পুত্রঃ শীলায়ুর্বৃদ্ধিসংযুতঃ।
অন্যথা গর্ভপতনমবাপ্নোতি ন সংশয়ঃ॥ ৪৭
তস্মাৎ ত্বমনয়া বৃত্ত্যা গর্ভেঽস্মিন্ যত্নমাচর।
স্বস্ত্যস্তু তে গমিষ্যামি তথেত্যুক্তস্তয়া পুনঃ॥
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততঃ সা কশ্যপোক্তেন বিধিনা সমতিষ্ঠত॥ ৪৯
অথ ভীতস্তথেন্দ্রোঽপি দিতেঃ পার্শ্বমুপাগমৎ।
বিহায় দেবসদনং তচ্ছুশ্রূষুরবস্থিতঃ॥ ৫০

দিতেশ্ছিদ্রান্তরপ্রেপ্সুরভবৎ পাকশাসনঃ।
বিনীতোঽভবদব্যগ্রঃ প্রশান্তবদনো বহিঃ॥৫১
অজানন্ কিল তৎ কার্য্যমাত্মনঃ শুভমাচরন্।
ততো বর্ষশতান্তে সা ন্যূনে তু দিবসৈস্ত্রিভিঃ॥
মেনে কৃতার্থমাত্মানং প্রীত্যা বিস্মিতমানসা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং প্রসুপ্তা মুক্তমূর্দ্ধজা॥
নিদ্রাভরসমাক্রান্তা দিবাপরশিরাঃ ক্বচিৎ।
ততস্তদন্তরং লব্ধা প্রবিষ্টস্তু শচীপতিঃ॥৫৪
বজ্রেণ সপ্তধা চক্রে তং গর্ভং ত্রিদশাধিপঃ।
ততঃ সপ্তৈব তে জাতাঃ কুমারাঃ সূর্য্যবর্চ্চসঃ
রুদন্তঃ সপ্ত তে বালা নিষিদ্ধা গিরিদারিণা।
ভূয়োঽপি রুদমানাংস্তানেকৈকং সপ্তধা হরিঃ॥

মঙ্গল বিষয়ে নিরত হইয়া নিত্য নিত্য গুরু-শুশ্রূষা করিবে। সর্ব্বৌষধি সহ ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা স্নান করিবে। আত্মরক্ষায় যত্নবতী হইবে। সুন্দর বেশভূষায় সুসজ্জিত রহিবে। বাস্তুপূজায় তৎপর হইবে। সর্ব্বদা প্রফুল্লমুখে অবস্থান করিবে। সতত স্বামীর প্রিয় ও হিতানুষ্ঠান করিবে এবং তৃতীয়া তিথিতে দানশীল হইবে ও পর্ব্ববিধি আচরণ করিবে। গর্ভিণী নারী এইরূপ আচার-পালনে বিশেষরূপে যত্নবতী হইবে। এই সকল বিধি পালন করিবার পর গর্ভিণী নারীর যে পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ঐ পুত্র চরিত্রবান্ ও আয়ুষ্মান্ হইয়া থাকে। এই সকল বিধি লঙ্ঘন করিলে নিশ্চয়ই গর্ভপাত হইয়া থাকে। অতএব তুমি এই সকল বিধি প্রতিপালন করিয়া তোমার গর্ভের প্রতি যত্নবতী হও। তোমার মঙ্গল হউক। আমি এক্ষণে চলিলাম। কশ্যপ এই বলিয়া পত্নীর সম্মতি অনুসারে সর্ব্ব প্রাণীর সমক্ষেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর দিতি কশ্যপ-কথিত বিধি অনুসারে চলিতে লাগিলেন। এদিকে দিতির ঐ গর্ভসম্ভাবনায় ইন্দ্র ভীত হইয়া দেবভবন পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎসমীপে আসিলেন এবং দিতির শুশ্রূষাকার্য্যে তৎপর হইয়া রহিলেন। ৩৭—৫০। পাকশাসন মনে মনে দিতির ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বাহিরে তিনি বিনীতভাবে ও প্রফুল্ল-মুখে অবস্থান করিলেন এবং আপনার কল্যাণ কামনা করিয়া অন্য কোন কার্য্যেই আর মনোযোগ রাখিলেন না। অনন্তর যখন শতবর্ষ পূর্ণ হইতে তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট রহিল, দিতি তখন আত্মাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিলেন। তিনি হর্ষাধিক্যে আত্মকর্ত্তব্য ভুলিলেন, পাদশৌচ না করিয়াই সে দিন দিবাভাগে পশ্চিমশিরা হইয়া মুক্তকেশে শয়ন করিলেন; শয়ন করিবামাত্র নিদ্রাভরে আক্রান্ত হইলেন। অনন্তর শচীপতি দিতির এই ছিদ্র পাইয়া তদীয় গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং বজ্র দ্বারা সেই গর্ভ সপ্তধা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই সপ্তধা ছিন্ন গর্ভ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সপ্ত কুমাররূপে পরিণত হইল এবং রোদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র তাহাদিগকে কাঁদিতে নিষেধ করিলেন, তথাপি সেই বালকেরা পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র দিতির গর্ভে থাকিয়াই তাহাদের প্রত্যেককে সপ্ত সপ্ত ভাগে ছেদন করি-

চিচ্ছেদ বৃত্রহন্তা বৈ পুনস্তদুদরে স্থিতঃ।
এবমেকোনপঞ্চাশদ্ভূত্বা তে রুরুদুর্ভৃশম্ ॥ ৫৭
ইন্দ্রো নিবারয়ামাস মা রুদধ্বং পুনঃপুনঃ।
ততঃ স চিন্তয়ামাস কিমেতদিতি বৃত্রহা ॥ ৫৮
ধর্ম্মস্য কস্য মাহাত্ম্যাৎ পুনঃ সঞ্জীবিতাস্ত্বমী।
বিদিত্বা ধ্যানযোগেন মদনদ্বাদশীফলম্ ॥ ৫৯
নূনমেতৎ পরিণতমধুনা কৃষ্ণপূজনাৎ।
বজ্রেণাপি হতাঃ সন্তো ন বিনাশমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬০
একোঽপ্যনেকতামাপ যস্মাদুদরগোঽপ্যলম্।
অবধ্যা নূনমেতে বৈ তস্মাদ্দেবা ভবন্ত্বিতি ॥ ৬১
যস্মান্মা রুদতেত্যুক্তা রুদন্তো গর্ভসংস্থিতাঃ।
মরুতো নাম তে নাম্না ভবন্তু মখভাগিনঃ ॥ ৬২
ততঃ প্রসাদ্য দেবেশঃ ক্ষমস্বেতি দিতিং পুনঃ
অর্থশাস্ত্রং সমাস্থায় ময়ৈতদ্দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥ ৬৩
কৃত্বা মরুদ্গণং দেবৈঃ সমানমমরাধিপঃ।
দিতিং বিমানমারোপ্য সসুতামনয়দ্দিবম্ ॥ ৬৪
যজ্ঞভাগভুজো জাতা মরুতস্তে ততো দ্বিজাঃ।
ন জগ্মুরৈক্যমসুরৈরতস্তে সুরবল্লভাঃ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মরুতোৎপত্তৌ মদনদ্বাদশী-
ব্রতং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ।
আদিসর্গশ্চ যঃ সূত কথিতো বিস্তরেণ তু।
প্রতিসর্গশ্চ যে যেষামধিপাস্তান্ বদস্ব নঃ ॥ ১
সূত উবাচ।
যদাভিষিক্তঃ সকলাধিরাজ্যে
পৃথুর্ধরিত্র্যামধিপো বভূব।
তদৌষধীনামধিপং চকার
যজ্ঞব্রতানাং তপসাঞ্চ চন্দ্রম্ ॥ ২
নক্ষত্র-তারা-দ্বিজ-বৃক্ষ-গুল্ম-
লতাবিতানস্য চ রুক্মগর্ভঃ।

লেন। এইরূপে তাহারা একপঞ্চাশৎ ভাগে বিভক্ত হইয়া আরও অধিক রোদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র বারম্বার তাহাদিগকে রোদন করিতে নিষেধ করিলেন এবং ভাবিলেন,—ইহা কি হইল? কোন ধর্ম্মবলে ইহারা মদীয় বজ্রাহত হইয়াও পুনরায় জীবিত হইল। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়াই বুঝিলেন, ইহা দিতির আচরিত মদনদ্বাদশীরই ফল। ইহারা যে মদীয় বজ্রাহত হইয়াও বিনাশ প্রাপ্ত হইল না, ইহা নিশ্চয়ই কৃষ্ণপূজার পরিণাম। গর্ভস্থ এক ব্যক্তিই যখন অনেকত্ব প্রাপ্ত হইল, তখন নিশ্চয়ই ইহারা অবধ্য। অতএব ইহারা সকলেই দেবত্ব লাভ করুক। অপিচ যেহেতু গর্ভবাস-কালীন রোদন করিতে থাকিলে ইহাদিগকে 'মারুদঃ' বলিয়া নিষেধ করা হইয়াছিল; সেই হেতু ইহারা মরুৎ নামে প্রসিদ্ধ যজ্ঞভাগী হউক। অনন্তর ইন্দ্র দিতিকে প্রসাদিত করিয়া বলিলেন,—মাতঃ! আপনি ক্ষমা করুন, আমি অর্থশাস্ত্রের আদেশ অবলম্বন করিয়াই এই দুষ্কার্য্য করিয়াছি। এই বলিয়া অমরাধিপতি মরুদ্গণকে দেবগণের সমান করিয়া লইলেন এবং পুত্রগণ সহ দিতিকে বিমানে আরোহণ করাইয়া সুরধামে লইয়া গেলেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর সেই মরুদ্গণ যজ্ঞভাগী হইল এবং অসুরদিগের সহিত কদাচ সম্মিলিত হইল না বলিয়া তাহারা সুরপ্রিয় হইয়াই রহিল। ৫১—৬৫।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! তুমি আদি সর্গ ও প্রতিসর্গের বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছ, এক্ষণে কে কাহাদিগের অধিপতি হইয়াছিলেন, তাহাই আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর। সূত বলিলেন,—পৃথ্বীপতি পৃথু যখন সকলের অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা চন্দ্রমাকে সমস্ত ওষধি, সমস্ত যজ্ঞব্রত ও সমস্ত তপ

অপামধীশং বরুণং ধনানাং
রাজ্ঞাং প্রভুং বৈশ্রবণঞ্চ তদ্বৎ ॥ ৩
বিষ্ণুং রবীণামধিপং বসূনা-
মগ্নিঞ্চ লোকাধিপতিশ্চকার ।
প্রজাপতীনামধিপঞ্চ দক্ষং
চকার শক্রং মরুতামধীশম্ ॥ ৪
দৈত্যাধিপানামথ দানবানাং
প্রহ্লাদমীশঞ্চ যমং পিতৄণাম্ ।
পিশাচ-রক্ষঃ-পশু-ভূত-যক্ষ-
বেতালরাজন্ত্বথ শূলপাণিম্ ॥ ৫
প্রালেয়শৈলঞ্চ পতিং গিরীণা-
মীশং সমুদ্রং সসরিন্নদানাম্ ।
গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-কিন্নরাণা-
মীশং পুনশ্চিত্ররথং চকার ॥ ৬
নাগাধিপং বাসুকিমুগ্রবীর্য্যং
সর্পাধিপং তক্ষকমাদিদেশ ।
দিশাং গজানামধিপং চকার
গজেন্দ্রমৈরাবতনামধেয়ম্ ॥ ৭
সুপর্ণমীশং পততামথাশ্ব-
রাজানমুচ্চৈঃশ্রবসং চকার ।
সিংহং মৃগাণাং বৃষভং গবাঞ্চ
বৃক্ষং পুনঃ সর্ব্ববনস্পতীনাম্ ॥ ৮
পিতামহঃ পূর্ব্বমথাভ্যষিঞ্চ-
চ্চৈতান্ পুনঃ সর্ব্বদিশাধিনাথান্ ।
পূর্ব্বেণ দিক্‌পালমথাভ্যষিঞ্চ-
ন্নাম্না সুধর্ম্মাণমরাতিকেতুম্ ॥ ৯
ততোঽধিপং দক্ষিণতশ্চকার
সর্ব্বেশ্বরং শঙ্খপদাভিধানম্ ।
স কেতুমন্তঞ্চ দিগীশমীশ-
শ্চকার পশ্চাদ্ভুবনাণ্ডগর্ভঃ ॥ ১০
হিরণ্যরোমাণমুদগ্‌দিগীশং
প্রজাপতির্দেবসুতং চকার ।
অদ্যাপি কুর্ব্বন্তি দিশামধীশাঃ
শত্রূন্ দহন্তস্ত ভুবোঽভিরক্ষাম্ ॥ ১১
চতুর্ভিরেভিঃ পৃথুনামধেয়ো
নৃপোঽভিষিক্তঃ প্রথমং পৃথিব্যাম্ ।
গতেঽন্তরে চাক্ষুষনামধেয়ে
বৈবস্বতাখ্যে চ পুনঃ প্রবৃত্তে ।
প্রজাপতিঃ সোঽস্য চরাচরস্য
বভূব সূর্য্যান্বয়বংশচিহ্নঃ ॥ ১২

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে আধিপত্যাভিষে-
চনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

স্যার এবং সমস্ত নক্ষত্র, তারা, দ্বিজ, বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাবিতানের অধিপতি করিয়াছিলেন, এইরূপে ক্রমে বরুণকে জলের, কুবেরকে রাজা ও ধনসমূহের, বিষ্ণুকে আদিত্যগণের, অগ্নিকে বসুগণের, দক্ষকে প্রজাপতিগণের, ইন্দ্রকে মরুদ্‌গণের, প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবগণের, যমকে পিতৃগণের, শূলপাণিকে পিশাচ-রাক্ষস-পশু-ভূত-যক্ষ ও বেতালগণের, হিমালয়কে গিরিসমূহের, সমুদ্রকে নদী ও সরিদ্‌গণের এবং চিত্ররথকে গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, ও কিন্নরগণের আধিপত্যে নিযুক্ত করেন। মহাবীর্য্য বাসুকি নাগগণের অধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত ও তক্ষক সর্পগণের উপর প্রভুত্ব করিতে আদিষ্ট হয়েন। গজেন্দ্র ঐরাবতকে দিগ্‌গজগণের আধিপত্য প্রদান করা হয়। সুপর্ণকে পক্ষীদিগের, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বাদিগের, সিংহকে মৃগগণের, বৃষভকে গোগণের এবং বৃক্ষকে বনস্পতিদিগের, আধিপত্যে নিযুক্ত করেন। পিতামহ ব্রহ্মা পূর্ব্বে কতিপয় দিক্‌পালকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে অরাতিকেতু সুধর্ম্মা পূর্ব্বদিকের, শঙ্খ-পদাভিধেয়, সর্ব্বেশ্বর দক্ষিণ দিকের, কেতুমান্ পশ্চিম দিকের, এবং হিরণ্যরোমা উত্তরদিকের অধিপতি হইয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই সকল দিক্‌পতিই শত্রু নাশ করত পৃথিবী রক্ষা করিতেছেন। চাক্ষুষ মন্বন্তর অবসানে বৈবস্বত মন্বন্তর প্রারম্ভকালে উক্ত দিক্‌পাল-য় পৃথু নামধেয় নরপতিকে প্রথমে পৃথিবীর রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। পরে

সেই সূর্য্যবংশাবতংস নরপতিই এই চরাচর জগতের প্রজাপতি হইয়াছিলেন। ১—১২।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।৮।

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এবং শ্রুত্বা মনুঃ প্রাহ পুনরেব জনার্দ্দনম্ ।
পূর্ব্বেষাং চরিতং ব্রূহি মনূনাং মধুসূদন ॥ ১

মৎস্য উবাচ ।

মন্বন্তরাণি রাজেন্দ্র মনূনাং চরিতঞ্চ যৎ ।
প্রমাণঞ্চৈব কালস্য তাং সৃষ্টিঞ্চ সমাসতঃ ॥ ২
একচিত্তঃ প্রশান্তাত্মা শৃণু মার্ত্তণ্ডনন্দন ।
যামা নাম পুরা দেবা আসন্ স্বায়ম্ভুবান্তরে ॥ ৩
সপ্তৈব ঋষয়ঃ পূর্ব্বে যে মরীচ্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ ।
আগ্নীধ্রশ্চাগ্নিবাহুশ্চ সহঃ সবন এব চ ॥ ৪
জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমান্ হব্যো মেধা মেধাতিথির্ব্বসুঃ
স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোর্দশৈতে বংশবর্দ্ধনাঃ ॥ ৫
প্রতিসর্গমিমে কৃত্বা জগ্মুর্যৎপরমং পদম্ ।
এতৎ স্বায়ম্ভুবং প্রোক্তং স্বারোচিষমতঃ পরম্ ॥
স্বারোচিষস্য তনয়াশ্চত্বারো দেববর্চ্চসঃ ।
নভো-নভস্য-প্রসৃতি-ভানবঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ ॥ ৭
দত্তোলিশ্চ্যবনস্তম্বঃ প্রাণঃ কশ্যপ এব চ ।
ঔর্ব্বো বৃহস্পতিশ্চৈব সপ্তৈতে ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮
দেবাশ্চ তুষিতা নাম স্মৃতাঃ স্বারোচিষেঽন্তরে
হস্তীন্দ্রঃ সুকৃতো মূর্ত্তিরাপো জ্যোতিরয়ঃ স্ময়ঃ
বসিষ্ঠস্য সুতাঃ সপ্ত যে প্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ ।
দ্বিতীয়মেতৎ কথিতং মন্বন্তরমতঃ পরম্ ।
ঔত্তমীয়ং প্রবক্ষ্যামি তথা মন্বন্তরং শুভম্ ॥ ১
মনুর্নামৌত্তমির্যত্র দশ পুত্রানজীজনৎ ॥ ১১
ইষ ঊর্জ্জশ্চ তর্জ্জশ্চ শুচিঃ শুক্রস্তথৈব চ
মধুশ্চ মাধবশ্চৈব নভস্যোঽথ নভাস্তথা ॥ ১২
সহঃ কনীয়ানেতেষামুদারঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ।
ভাবনাস্তত্র দেবাঃ স্যুরূর্জ্জাঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
কৌকুরুণ্ডিশ্চ দাল্ভ্যশ্চ শঙ্খঃ প্রবহণঃ শিবঃ ।

নবম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—মনু এই কথা শুনিয়া পুনরায় জনার্দ্দনকে বলিলেন,—হে মধুসূদন! আপনি পূর্ব্বতনদিগের চরিত বর্ণন করুন। মৎস্য বলিলেন,—হে রবিনন্দন রাজেন্দ্র! আমি সংক্ষেপতঃ মনুগণের চরিত, মন্বন্তর কাল প্রমাণ ও সৃষ্টিবিবরণ বলিতেছি, তুমি প্রশান্তমনে একাগ্রতার সহিত তৎসমস্ত শ্রবণ কর। পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি এবং যাম নামে দেবগণ ছিলেন। আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, সহ, বেণ, জ্যোতিষ্মান দ্যুতিমান, হব্য, মেধা, মেধাতিথি, ও বসু এই দশ জন স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর। ইঁহারা সকলে প্রতিসর্গ বিধান করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই হইল স্বায়ম্ভুব মনুর বংশবিবরণ।

অতঃপর স্বারোচিষ মনুর অধিকার-বিবরণ কীর্ত্তিত হইতেছে। স্বারোবিষ মনুর চারি পুত্র, তাঁহারা সকলেই দেবতুল্য তেজস্বী ও যশস্বী। তাঁহাদের নাম,—নভ, নভস্য, প্রসৃতি ও ভানু। এই মনুর অধিকারকালে দত্তোলি, চ্যবন, স্তম্ব, প্রাণ, কশ্যপ, ঔর্ব্ব ও বৃহস্পতি সপ্তর্ষি ছিলেন এবং দেবগণ তুষিত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। হস্তীন্দ্র, সুকৃত, মূর্ত্তি, আপ, জ্যোতি, অয় ও স্ময় এই সপ্ত বশিষ্ঠপুত্র সপ্ত প্রজাপতি বলিয়া বিখ্যাত হন। এই দ্বিতীয় মন্বন্তর-বিবরণ কথিত হইল। অনন্তর তৃতীয় ঔত্তমীয় মন্বন্তর বলিতেছি। এই মন্বন্তরে ঔত্তম নামে মনু ছিলেন। তিনি দশ পুত্র উৎপাদন করেন, তাহাদিগের নাম—ইষ, ঊর্জ্জ, তর্জ্জ, শুচি, শুক্র, মধু, মাধব, নভস্য, নভ ও সহ। এতন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র সহ, অতি উদারপ্রকৃতি ও কীর্ত্তিশালী ছিলেন। এই মন্বন্তরে দেবগণ ভাবনা নামে ও সপ্তর্ষিগণ ঊর্জ্জা নামে প্রখ্যাত। কৌকু-

সিতশ্চ সম্মিতশ্চৈব সপ্তৈতে যোগবর্দ্ধনাঃ ॥১৪
মন্বন্তরং চতুর্থন্তু তামসং নাম বিশ্রুতম্।
কবিঃ পৃথুস্তথৈবাগ্নিরকপিঃ কপিরেব চ ॥ ১৫
তথৈব জল্পধীমানৌ মুনয়ঃ সপ্ত তামসে।
সাধ্যা দেবগণা যত্র কথিতাস্তামসেঽন্তরে ॥১৬
অকল্মষস্তথা ধন্বী তপোমূলস্তপোধনঃ।
তপোরতিস্তপস্যশ্চ তপোদ্যুতি-পরন্তপৌ ॥ ১৭
তপোভোগী তপোযোগী ধর্ম্মাচাররতাঃ সদা।
তাপসস্য সুতাঃ সর্ব্বে দশ বংশবিবর্দ্ধনাঃ ॥ ১৮
পঞ্চমস্য মনোস্তদ্বদ্রৈবতস্যান্তরং শৃণু।
দেববাহুঃ সুবাহুশ্চ পর্জ্জন্যঃ সোমপো মুনিঃ ॥১৯
হিরণ্যরোমা সপ্তাশ্বঃ সপ্তৈতে ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ।
দেবাশ্চাভূতরজসস্তথা প্রকৃতয়ঃ শুভাঃ ॥ ২০
অরুণস্তত্ত্বদর্শী চ বিত্তবান্ হব্যপঃ কপিঃ।
যুক্তো নিরুৎসুকঃ সত্ত্বো নির্ম্মোহোঽথ প্রকাশকঃ ॥ ২১
ধর্ম্ম-বীর্য্য-বলোপেতা দশৈতে রৈবতাত্মজাঃ।
ভৃগুঃ সুধামা বিরজাঃ সহিষ্ণুর্নাদ এব চ ॥২২
বিবস্বানতিনামা চ ষষ্ঠে সপ্তর্ষয়োঽপরে।
চাক্ষুষস্যান্তরে দেবা লেখা নাম পরিশ্রুতাঃ ॥২৩
ঋভবোঽথ ঋভাদ্যাশ্চ বারিমূলা দিবৌকসঃ।
চাক্ষুষস্যান্তরে প্রোক্তা দেবানাং পঞ্চ যোনয়ঃ ॥
রুরুপ্রভৃতয়স্তদ্বচ্চাক্ষুষস্য সুতা দশ।
প্রোক্তাঃ স্বায়ম্ভুবে বংশে যে ময়া পূর্ব্বমেব তু
অন্তরং চাক্ষুষঞ্চৈতন্ময়া তে পরিকীর্ত্তিতম্।
সপ্তমং তৎ প্রবক্ষ্যামি যদ্বৈবস্বতমুচ্যতে ॥ ২৬
অত্রিশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ কশ্যপো গৌতমস্তথা।
ভরদ্বাজস্তথা যোগী বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ॥২৭
জমদগ্নিশ্চ সপ্তৈতে সাম্প্রতং যে মহর্ষয়ঃ।
কৃত্বা ধর্ম্মব্যবস্থানং প্রযান্তি পরমং পদম্ ॥ ২৮
সাধ্যা বিশ্বে চ রুদ্রাশ্চ মরুতো বসবোঽশ্বিনৌ
আদিত্যাশ্চ সুরাস্তদ্বৎ সপ্ত দেবগণাঃ স্মৃতাঃ
ইক্ষ্বাকুপ্রমুখাশ্চাস্য দশ পুত্রাঃ স্মৃতা ভুবি
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু সপ্ত সপ্ত মহর্ষয়ঃ ॥ ৩০

রুশ্তি, দাল্ভ্য, শঙ্খ, প্রবহণ, শিব, সিত ও সম্মিত এই সপ্ত যোগবর্দ্ধন ঋষি উত্তম মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। চতুর্থ মন্বন্তর তামস নামে বিখ্যাত। এই মন্বন্তরে কবি, পৃথু, অগ্নি, অকপি, কপি, জল্প ও ধীমান্ সপ্তর্ষি এবং সাধ্য নামে বিখ্যাত হন। তামস মনুর দশ পুত্র; তাহাদের নাম অকল্মষ, ধন্বী, তপোমূল, তপোধন, তপোরতি, তপস্য, তপোদ্যুতি, পরন্তপ, তপোভোগী ও তপোযোগী। এই পুত্রগণ সকলেই সর্ব্বদা ধর্ম্মাচাররত ও মনুবংশের গৌরববর্দ্ধন। এক্ষণে পঞ্চম রৈবত মন্বন্তর শ্রবণ কর। এই মন্বন্তরে দেববাহু, সুবাহু, পর্জ্জন্য, সোমপ, মুনি, হিরণ্যরোমা, ও সপ্তাশ্ব সপ্তর্ষি বলিয়া বিখ্যাত। দেবগণ অভূতরজা নামে প্রখ্যাত এবং প্রকৃতিমণ্ডলী শুভ। রৈবত মনুর দশ পুত্র; তাহাদের নাম অরুণ, তত্ত্বদর্শী, বিত্তবান্, হব্যপ, কপি, যুক্ত, নিরুৎসুক, সত্য, নির্ম্মোহ, ও প্রকাশক। এই দশজন মনুপুত্র সকলেই ধার্ম্মিক ও সকলেই বীর্য্যবল-সম্পন্ন। ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষ, তাঁহার অধিকারকালে—ভৃগু, সুধামা, বিরজা, সহিষ্ণু, নাদ, বিবস্বান্ ও অতিনামা সপ্তর্ষি ছিলেন। এই মন্বন্তরের দেবগণ লেখ নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন ঋভু, ঋভাদ্য, বারিমূল, ও দিবৌকা নামে দেবগণের আরও চারিগণ বিখ্যাত; সমষ্টিতে এই মন্বন্তরে পঞ্চ দেবগণ প্রসিদ্ধ। চাক্ষুষ মনুর রুরু প্রভৃতি দশ পুত্র বিখ্যাত। এই আমি চাক্ষুষ মন্বন্তরের কথা কহিলাম। এক্ষণে বৈবস্বতাখ্য সপ্তম মন্বন্তরের কথা কহিতেছি। ১১—২৬। এই মন্বন্তর এক্ষণে চলিতেছে। অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি এই সকল মহর্ষি এই বর্ত্তমান মন্বন্তরে সপ্তর্ষি। ইহাঁরা ধর্ম্ম-ব্যবস্থা করিয়া সকলেই পরম পদ প্রাপ্ত হন। সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও আদিত্যগণ এ মন্বন্তরের এই সপ্ত দেবগণ। বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু-প্রমুখ দশ পুত্র বিখ্যাত। প্রতি মন্বন্তরেই সপ্ত সপ্ত জন মহর্ষি থাকেন। তাঁহারা

কৃত্বা ধর্ম্মব্যবস্থানং প্রযান্তি পরমং পদম্ ।
সাবর্ণস্ত প্রবক্ষ্যামি মনোর্ভাবি তথান্তরম্ ॥৩১
অশ্বত্থামা শরদ্বাংশ্চ কৌশিকো গালবস্তথা ।
শতানন্দঃ কশ্যপশ্চ রামশ্চ ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩২
ধৃতির্বরীয়ান্ যবসঃ সুবর্ণো বৃষ্টিরেব চ ।
চরিষ্ণুরীড্যঃ সুমতির্বসুঃ শুক্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৩৩
ভবিষ্যা দশ সাবর্ণের্মনোঃ পুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
রৌচ্যাদয়স্তথান্যেঽপি মনবঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৪
রুচেঃ প্রজাপতেঃ পুত্রো রৌচ্যো নাম ভবিষ্যতি
মনুর্ভূতিসুতস্তদ্বদ্ভৌত্যো নাম ভবিষ্যতি ॥৩৫
ততস্তু মেরুসাবর্ণির্ব্রহ্মসূনুর্মনুঃ স্মৃতঃ ।
ঋতশ্চ ঋতধামা চ বিশ্বকৃসেনো মনুস্তথা ॥৩৬
অতীতানাগতাশ্চৈতে মনবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
ষড়ূনং যুগসাহস্রমেভির্ব্যাপ্তং নরাধিপ ॥ ৩৭
স্বে স্বেঽন্তরে সর্ব্বমিদমুৎপাদ্য সচরাচরম্ ।
কল্পক্ষয়ে বিনির্বৃত্তে মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ ॥ ৩৮

ধর্ম্মব্যবস্থা করিয়া পরে পরম পদে প্রয়াণ করেন। এক্ষণে সাবর্ণ মনুর ভাবী অধিকার-বিবরণ বলিতেছি। এই মন্বন্তরে অশ্বত্থামা, শরদ্বান্, কৌশিক, গালব, শতানন্দ, কশ্যপ ও রাম ইহাঁরা সপ্তর্ষি বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাবর্ণ মনুর দশ পুত্র হইবে। তাহাদের নাম—ধৃতি, বরীয়ান, যবস, সুবর্ণ, বৃষ্টি, বরিষ্ণু, ইড্য, সুমতি, বসু ও শুক্র। এতদ্ভিন্ন রৌচ্যাদি আরও অনেক মনুর বিবরণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। রুচি প্রজাপতির পুত্র রৌচ্য নামে মনু হইবেন। ভূতিসুত ভৌত্য মনু নামে প্রখ্যাত হইবেন। অনন্তর ব্রহ্মসূনু মেরুসাবর্ণি মনু নামে খ্যাতি লাভ করিবেন। অতঃপর ঋত, ঋতধামা ও বিশ্বকৃসেন নামে মনুত্রয় প্রাদুর্ভূত হইবেন। এই আমি অতীত ও অনাগত মনুগণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। হে নরাধিপ! এই সকল মনুকর্ত্তৃক ষড়ূন যুগসহস্র কাল পরিব্যাপ্ত হয়। মনুগণ স্বীয় স্বীয় অধিকারকালে এই সমস্ত চরাচর উৎপাদন করিয়া পরে যখন কল্পক্ষয় সঙ্ঘটিত হয়,

এতে যুগসহস্রান্তে বিনশ্যন্তি পুনঃপুনঃ ।
ব্রহ্মাদ্যা বিষ্ণুসাযুজ্যং যাতা যাস্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মন্বন্তরানুকীর্ত্তনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

দশমোঽধ্যায়

ঋষয় উচুঃ ।
বহুভির্ধরণী ভুক্তা ভূপালৈঃ শ্রূয়তে পুরা ।
পার্থিবাঃ পৃথিবীযোগাৎ পৃথিবী কস্য যোগতঃ
কিমর্থঞ্চ কৃতা সংজ্ঞা ভূমেঃ কিং পারিভাষিকী ।
গৌরিতীয়ঞ্চ বিখ্যাতা সূত কস্মাদ্ব্রবীহি নঃ
সূত উবাচ ।
বংশে স্বায়ম্ভুবস্যাসীদঙ্গো নাম প্রজাপতিঃ ।
মৃত্যোস্তু দুহিতা তেন পরিণীতা সুদুর্ম্মুখা ॥ ৩
সুনীথা নাম তস্যাস্তু বেণো নাম সুতঃ পুরা ।

তখন ব্রহ্মসহ মুক্ত হইয়া থাকেন। এই মনুগণ যুগসহস্রের অবসানে পুনঃপুনঃ বিনাশ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন।২৭—৩৯।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত

দশম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! শুনিয়াছি পুরাকালে বহু ভূপাল এই ধরণীকে ভোগ করিয়াছেন; পৃথিবীর সহিত যোগ-নিবন্ধন তাঁহাদের নাম পার্থিব হইয়াছে; পরন্তু এই ভূমি কাহার যোগে কিজন্য 'পৃথিবী ও গো' এই দুই পারিভাষিকী সংজ্ঞায় বিখ্যাত হইল; তাহা তুমি প্রকাশ করিয়া বল। সূত বলিলেন,—স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে অঙ্গ নামে এক প্রজাপতি ছিলেন। তিনি মুখরা মৃত্যু-দুহিতার পাণিপীড়ন করেন তাঁহার সেই পত্নীর নাম সুনীথা। সুনীথার গর্ভে

অধর্ম্মনিরতশ্চাসীদ্বলবান্ বসুধাধিপঃ ॥ ৪
লোকেঽপ্যধর্ম্মকৃজ্জাতঃ পরভার্য্যাপহারকঃ।
ধর্ম্মাচারস্য সিদ্ধ্যর্থং জগতোঽথ মহর্ষিভিঃ ॥ ৫
অনুনীতোঽপি ন দদাবনুজ্ঞাং স যদা ততঃ।
শাপেন মারয়িত্বৈনমরাজকভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ৬
মমন্থু্র্ব্রাহ্মণাস্তস্য বলাদ্দেহমকল্মষাঃ।
তৎকায়ান্মথ্যমানাৎ তু নিপেতুর্ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥
শরীরে মাতুরংশেন কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভাঃ।
পিতুরংশস্য চাংশেন ধার্ম্মিকোঽধর্ম্মচারিণঃ ॥ ৮
উৎপন্নো দক্ষিণাদ্ধস্তাৎ সধনুঃ সশরো গদী।
দিব্যতেজোময়বপুঃ সরত্নকবচাঙ্গদঃ ॥ ৯
পৃথোরেবাভবদ্‌যত্নাৎ ততঃ পৃথুরজায়ত।
স বিপ্রৈরভিষিক্তোঽপি তপঃ কৃত্বা সুদারুণম্
বিষ্ণোর্বরেণ সর্ব্বস্য প্রভুত্বমগমৎ পুনঃ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারং নির্দ্ধর্ম্মং বীক্ষ্য ভূতলম্ ॥
দগ্ধুমেবোদ্যতঃ কোপাচ্ছরেণামিতবিক্রমঃ।
ততো গোরূপমাস্থায় ভূঃ পলায়িতুমুদ্যতা ॥ ১২
পৃষ্ঠতোঽনুগতস্তস্যাঃ পৃথুর্দীপ্তশরাসনঃ।
ততঃস্থিত্বৈকদেশে তু কিংকরোমীতি চাব্রবীৎ
পৃথুরপ্যবদদ্বাক্যমীপ্সিতং দেহি সুব্রতে।
সর্ব্বস্য জগতঃ শীঘ্রং স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ১৪
তথৈব সাব্রবীদ্ভূমির্দুদোহ স নরাধিপঃ।
স্বকে পাণৌ পৃথুর্বৎসং কৃত্বা স্বায়ম্ভুবং মনুম্ ॥ ১৫
তদন্নমভবচ্ছুদ্ধং প্রজা জীবন্তি যেন বৈ।
ততস্তু ঋষিভির্দুগ্ধা বৎসঃ সোমস্তদাভবৎ ॥ ১৬
দোগ্ধা বৃহস্পতিরভূৎ পাত্রং বেদস্তপো রসঃ।
দেবৈশ্চ বসুধা দুগ্ধা দোগ্ধা মিত্রস্তদাভবৎ ॥ ১৭

অঙ্গরাজের বেণ নামে এক পুত্র হয়। বলবান্ বেণ বসুধারাজ্যের অধিপতি হইয়া অধর্ম্ম কার্য্যে নিরত হয়েন। বেণরাজ অধর্ম্ম কার্য্যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তিনি পরস্ত্রী হরণ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। জগতের ধর্ম্মব্যবস্থা রক্ষা করিবার জন্য মহর্ষিগণ তাঁহাকে বহুবার অনুনয় করিলেও তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না; তখন দুষ্টরাজ-ভয়ে প্রপীড়িত হইয়া নিষ্পাপ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে শাপদগ্ধ করিলেন এবং সবলে মথিত করিতে লাগিলেন। তদীয় মথিত কায় হইতে অসংখ্য ম্লেচ্ছজাতি প্রাদুর্ভূত হইল। এই সকল জাতি বেণ-দেহে তদীয় মাতার অংশে জন্মিয়াছিল বলিয়া কজ্জলবৎ কৃষ্ণবর্ণ হয়। অনন্তর অধর্ম্মাচারী বেণরাজের পিতার অংশাংশে বেণের মথিত দক্ষিণ হস্ত হইতে এক দিব্য পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই পুরুষের হস্তে ধনু, শর ও গদা সুশোভন। ইহাঁর দেহ দিব্য তেজোময়; ইনি রত্নকবচ ও রত্নাঙ্গদধারী। পৃথু অর্থাৎ বিপুল যত্নের ফলে ইহাঁর উৎপত্তি হয় বলিয়া ইনি পৃথু নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ব্রাহ্মণগণ এই পৃথুকেই রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। পৃথু রাজা হইয়াও তীব্র তপস্যাচরণ করেন। বিষ্ণুর প্রসাদে পৃথুর প্রভুত্ব সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ন হয়। অমিতবিক্রম পৃথু রাজা হইয়া যখন দেখিলেন,—ভূতলে স্বাধ্যায় নাই, বষট্‌কার নাই, ধর্ম্ম নাই, তখন কোপভরে শরপ্রভাবে ধরণীকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইলেন। ধরণী তখন ভয়ে গোরূপ ধরিয়া পালয়নের উপক্রম করিলেন।১—১২। প্রদীপ্ত শর-শরাসনধারী পৃথু তখন ধরণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। অনন্তর ধরণী এক স্থানে অপেক্ষা করিয়া পৃথুর প্রতি বলিলেন,—রাজন্! আমি কি করিব? পৃথু বলিলেন,—হে সুপ্রভে! তুমি সত্বর চরাচর নিখিল জগতের অভীষ্ট প্রদান কর। ধরণী বলিলেন,—'তথাস্তু'। তখন রাজা পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বীয় পাণিপুটে ভূমিকে দোহন করিলেন। এই দোহন কার্য্যের ফলে যে অন্ন উৎপন্ন হইল, তাহাতেই প্রজাকুল জীবন ধারণ করিতে লাগিল। অনন্তর বহু ব্যক্তি পৃথিবীকে দোহন করিলেন। তন্মধ্যে ঋষিগণ যখন পৃথ্বী দোহন করেন, তখন সোম বৎস, বৃহস্পতি দোগ্ধা, বেদ পাত্র এবং তপস্যা রস

ইন্দ্রো বৎসঃ সমভবৎ ক্ষীরমূর্জ্জস্করং বলম্ ।
দেবানাং কাঞ্চনং পাত্রং পিতৃণাং রাজতং ত ।
অন্তকশ্চাভবদ্দোগ্ধা যমো বৎসঃ স্বধা রসঃ ।
অলাবুপাত্রং নাগানাং তক্ষকো বৎসকোঽভবৎ
বিষং ক্ষীরং ততো দোগ্ধা ধৃতরাষ্ট্রোঽভবৎ পুনঃ ।
অসুরৈরপি দুগ্ধেয়মায়সে শক্রপীড়িনীম্ ॥ ২০
পাত্রে মায়ামভূদ্বৎসঃ প্রাহ্লাদিস্তু বিরোচনঃ ।
দোগ্ধা দ্বিমূর্দ্ধা তত্রাসীন্মায়া যেন প্রবর্ত্তিতা ॥২১
যক্ষৈশ্চ বসুধা দুগ্ধা পুরান্তর্দ্ধানমীপ্সুভিঃ ।
কৃত্বা বৈশ্রবণং বৎসমামপাত্রে মহীপতে ॥ ২২
প্রেত-রক্ষোগণৈর্দুগ্ধা ধারা রুধিরমুল্বণম্ ।
রৌপ্যনাভোঽভবদ্দোগ্ধা সুমালী বৎস এব তু
গন্ধর্বৈশ্চ পুরা দুগ্ধা বসুধা সাপ্সরোগণৈঃ ।
বৎসং চৈত্ররথং কৃত্বা গন্ধান্ পদ্মদলে তথা ॥২৪
দোগ্ধা বররুচির্নাম নাট্যবেদস্য পারগঃ ।
গিরিভির্বসুধা দুগ্ধা রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ২৫
ঔষধানি চ দিব্যানি দোগ্ধা মেরুর্মহাচলঃ ।
বৎসোঽভূদ্ধিমবাংস্তত্র পাত্রং শৈলময়ং পুনঃ ॥
বৃক্ষৈশ্চ বসুধা দুগ্ধা ক্ষীরং ছিন্নপ্ররোহণম্ ।
পালাশপাত্রে দোগ্ধা তু শালঃ পুষ্পলতাকুলঃ ।
প্লক্ষোঽভবৎ ততো বৎসঃ সর্ব্ববৃক্ষো ধনাধিপঃ
এবমন্যৈশ্চ বসুধা তদা দুগ্ধা যথেপ্সিতম্ ॥ ২৮
আয়ুর্ধনানি সৌখ্যঞ্চ পৃথৌ রাজ্যং প্রশাসতি ।
ন দরিদ্রস্তদা কশ্চিন্ন রোগী ন চ পাপকৃৎ ॥২৯
নোপসর্গভয়ং কিঞ্চিৎ পৃথৌ রাজনি শাসতি ।
নিত্যং প্রমুদিতা লোকা দুঃখশোকবিবর্জ্জিতাঃ
ধনুষ্কোট্যা চ শৈলেন্দ্রানুৎসার্য্য স মহাবলঃ ।
ভুবস্তলং সমং চক্রে লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
ন পুর-গ্রাম-দুর্গাণি ন চায়ুধধরা নরাঃ ।
ক্ষয়াতিশয়দুঃখঞ্চ নার্থশাস্ত্রস্য চাদরঃ ॥ ৩২
ধর্ম্মৈকবাসনা লোকাঃ পৃথৌ রাজ্যং প্রশাসতি
কথিতানি চ পাত্রাণি যৎ ক্ষীরঞ্চ মযা তব

হইয়াছিল। এইরূপে দেবগণের পৃথ্বী-দোহনকালে মিত্র দোগ্ধা, ইন্দ্র বৎস, কাঞ্চন পাত্র, ঊর্জ্জস্কর বল ক্ষীর হইয়াছিল, পিতৃগণের দোহন ব্যাপারে পাত্র [illegible], [illegible] দোগ্ধা, যম বৎস এবং ক্ষীর স্বধা; নাগগণের দোহনকালে তক্ষক বৎস, অলাবু পাত্র, ধৃতরাষ্ট্র নাগ দোগ্ধা এবং ক্ষীর বিষ, অসুরগণের দোহনকালে দ্বিমূর্দ্ধা দৈত্য দোগ্ধা, ক্ষীর মায়াময়, বিরোচন বৎস এবং পাত্র আয়স; যক্ষগণের দোহনসময়ে সাম পাত্র, দোগ্ধা বৈশ্রবণ এবং ক্ষীর অন্তর্দ্ধান, প্রেত ও রক্ষোগণের ধরাদোহন ব্যাপারে সুমালী বৎস, ক্ষীর প্রভৃত রক্ত এবং দোগ্ধা রজতনাভ; গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের দোহনব্যাপারে চিত্ররথ বৎস, পঙ্কজ পাত্র, ক্ষীর গন্ধ এবং নাট্যবিদ্যানিপুণ বররুচি দোগ্ধা; গিরিগণের দোহনকালে শৈল পাত্র, বিবিধ-রত্নৌষধি ক্ষীর, মহাবল মেরু দোগ্ধা ও হিমবান বৎস; এবং বৃক্ষগণের পৃথ্বী দোহনকালে প্লক্ষ-বৃক্ষ বৎস, শাল বৃক্ষ দোগ্ধা, পলাশপত্র পাত্র এবং ছিন্ন ও দগ্ধ বৃক্ষের পুনঃপ্ররোহণই ক্ষীর হইয়াছিল। এইরূপে তখন আরও অনেকে বসুধাকে যথেচ্ছ দোহন করিয়াছিলেন।১৩—২৮। পৃথু-রাজের রাজ্য শাসনকালে প্রজাগণের আয়ু, ধন ও বিবিধ সৌখ্য সমুৎপন্ন হইয়াছিল। তখন কেহই দরিদ্র, রোগী, বা পাপকর্ত্তা ছিল না। পৃথুর রাজ্যশাসন-কালে কোন উপসর্গভয়ে কেহই অভিভূত হয় নাই। লোক সকল নিত্যই প্রমুদিত ও দুঃখশোক-হীন ছিল। মহাবল পৃথু লোকসমূহের হিতকামনায় ধনুষ্কোটি দ্বারা শৈলকুল সমুৎসারিত করিয়া ভূতল সমীকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসনকালে পুর-গ্রাম বা দুর্গাদি কিছুই ছিল না, আত্মরক্ষার্থ নরগণের অস্ত্র ধারণ করিবার প্রয়োজন হইত না। ক্ষয়-নিবন্ধন নিতান্ত দুঃখ কেহই ভোগ করিত না; অর্থশাস্ত্রের প্রতি আদর ছিল না। ধর্ম্মাচরণ করিবার জন্যই লোকসকলের বাসনা বলবতী ছিল। এই

যেষাং যত্র রুচিস্তত্তদেয়ং তেভ্যো বিজানতা।
যজ্ঞশ্রাদ্ধেষু সর্ব্বেষু ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্॥
দুহিতৃত্বং গতা যস্মাৎ পৃথোর্ধর্ম্মবতো মহী।
তদানুরাগযোগাচ্চ পৃথিবী বিশ্রুতা বুধৈঃ॥৩৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বৈণ্যাভিবর্ণনো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
আদিত্যবংশমখিলং বদ সূত যথাক্রমম্।
সোমবংশঞ্চ তত্ত্বজ্ঞ যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ১
সূত উবাচ।
বিবস্বান্ কশ্যপাৎ পূর্ব্বমদিত্যামভবৎ সুতঃ।
তস্য পত্নীত্রয়ং তদ্বৎ সংজ্ঞা রাজ্ঞী প্রভা তথা॥২
রৈবতস্য সুতা রাজ্ঞী রেবতং সুষুবে সুতম্।
প্রভা প্রভাতং সুষুবে ত্বাষ্ট্রী সংজ্ঞা তথা মনুম্॥
যমশ্চ যমুনা চৈব যমলৌ তু বভূবতুঃ।
ততস্তেজোময়ং রূপমসহন্তী বিবস্বতঃ॥ ৪
নারীমুৎপাদয়ামাস স্বশরীরাদনিন্দিতাম্
স্বরূপরূপেণ নাম্না চ্ছায়েতি ভামিনী॥ ৫
পুরতঃ সংস্থিতাং দৃষ্ট্বা সংজ্ঞা তাং প্রত্যভাষত
ছায়ে ত্বং ভজ ভর্ত্তারমস্মদীয়ং বরাননে॥ ৬
অপত্যানি মদীয়ানি মাতৃস্নেহেন পালয়।
তথেত্যুক্তা তু সা দেবমগমৎ কাপি সুব্রতা॥৭
কাময়ামাস দেবোঽপি সংজ্ঞেয়মিতি চাদরাৎ।
জনয়ামাস তস্যান্তু পুত্রঞ্চ মনুরূপিণম্॥ ৮
সবর্ণত্বাচ্চ সাবর্ণির্ম্মনোর্ব্বৈবস্বতস্য চ।
ততঃ শনিঞ্চ তপতীং বিষ্টিঞ্চৈব ক্রমেণ তু॥ ৯
ছায়ায়াং জনয়ামাস সংজ্ঞেয়মিতি ভাস্করঃ।

আমি তোমার নিকট পাত্র এবং ক্ষীরের বিবরণ বলিলাম; যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে যে পাত্রে যে ক্ষীর যাহার রুচিকর, অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে তাহাই প্রদান করিবেন। মহী যেরূপে ধার্ম্মিক পৃথুর দুহিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তদীয় অনুরক্তি-যোগে যেরূপে তিনি বুধগণের নিকট পৃথিবী নামে পরিচিতা হয়েন, এই আমি তোমায় তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। ২৯—৩৫।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! হে তত্ত্বজ্ঞ! তুমি যথাক্রমে আদিত্য ও সোমবংশের বিবরণ যথাযথ কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন,—কশ্যপ হইতে পূর্ব্বে অদিতির গর্ভে বিবস্বান্ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। বিবস্বানের তিন পত্নী,—সংজ্ঞা, রাজ্ঞী ও প্রভা। রৈবতনন্দিনী রাজ্ঞী রৈবত নামে এক পুত্র প্রসব করেন। প্রভা প্রভাতকে এবং বিশ্বকর্ম্মসুতা সংজ্ঞা মনুকে প্রসব করেন। যম ও যমুনা নামে দুইটী যমজ পুত্রকন্যাও সংজ্ঞার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল। ক্রমে সংজ্ঞার নিকট বিবস্বানের তেজোময় তীব্ররূপ অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় দেহ হইতে এক অনিন্দ্য সুন্দরী নারীমূর্ত্তি উৎপাদন করিলেন। এই নারীমূর্ত্তির নাম হইল—ছায়া। ছায়া সংজ্ঞারই অনুরূপ রূপবতী হইলেন। সংজ্ঞা ছায়াকে সমীপে দেখিয়া বলিলেন,—হে বরাননে! তুমি মদীয় ভর্ত্তাকে ভজনা কর এবং মদীয় অপত্যদিগকে মাতৃবৎ স্নেহভরে প্রতিপালন কর। ছায়া 'তথাস্তু' বলিয়া দেব দিবাকর-সমীপে গমন করিলেন। সুব্রতা সংজ্ঞাও কোন এক অভীষ্ট দিকে চলিয়া গেলেন। ১—৭। দিবাকর ছায়াকেই সংজ্ঞা জ্ঞানে সাদরে বরিয়া লইলেন এবং যথাকালে তদীয় গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। বৈবস্বত মনুর সবর্ণ বলিয়া এই পুত্রের নাম হইল সাবর্ণি। সাবর্ণি অন্যতম মনু বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। অনন্তর ছায়ার গর্ভে দিবাকরের শনি নামে এক পুত্র ও তপতী ও বিষ্টি নামে দুই কন্যা

ছায়া স্বপুত্রেঽভ্যধিকং স্নেহং চক্রে মনৌ তথা
পূর্ব্বো মনুস্তু চক্ষাম ন যমঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
সন্তর্জ্জয়ামাস তদা পাদমুদ্যম্য দক্ষিণম্ ॥ ১১
শশাপ চ যমং ছায়া ভক্ষিতঃ ক্রিমিসংযুতঃ।
পাদোঽয়মেকো ভবিতা পূয়শোণিতবিস্রবঃ ॥১২
নিবেদয়ামাস পিতুর্যমঃ শাপাদমর্ষিতঃ।
নিষ্কারণমহং শপ্তো মাত্রা দেব সকোপয়া॥ ১৩
বালভাবান্ময়া কিঞ্চিদুদ্যতশ্চরণঃ সকৃৎ।
মনুনা বার্য্যমাণাপি মম শাপমদাদ্বিভো ॥ ১৪
প্রায়ো ন মাতা সাস্মাকং শাপেনাহং যতো হতঃ
দেবোঽপ্যাহ যমং ভূয়ঃ কিং করোমি মহামতে
মৌর্খ্যাৎ কস্য ন দুঃখং স্যাদথবা কর্ম্মসন্ততিঃ।
অনিবার্য্যা ভবস্যাপি কা কথান্যেষু জন্তুষু ॥১৬
কৃকবাকুর্ম্ময়া দত্তো যঃ কৃমীন্ ভক্ষয়িষ্যতি।
ক্লেদঞ্চ রুধিরঞ্চৈব বৎসায়মপনেষ্যতি ॥ ১৭
এবমুক্তস্তপস্তেপে যমস্তীব্রং মহাযশাঃ।
গোকর্ণতীর্থে বৈরাগ্যাৎ ফলপত্রানিলাশনঃ॥
আরাধয়ন্ মহাদেবং যাবদ্বর্ষাযুতাযুতম্।
বরং প্রাদান্মহাদেবঃ সন্তুষ্টঃ শূলভৃৎ তদা ॥১৯
বব্রে স লোকপালত্বং পিতৃলোকে নৃপালয়ম্।
ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মকস্যাপি জগতস্তু পরীক্ষণম্ ॥ ২০
এবং স লোকপালত্বমগমচ্ছূলপাণিনঃ।
পিতৃণাঞ্চাধিপত্যঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মস্য চানঘ ॥ ২১
বিবস্বানথ তজ্জ্ঞাত্বা সংজ্ঞায়াঃ কর্ম্মচেষ্টিতম্।
ত্বষ্টুঃ সমীপমগমদাচচক্ষে চ রোষবান্ ॥ ২২

উৎপন্ন হয়। ছায়া স্বীয় পুত্র মনুর প্রতিই অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকেন। সংজ্ঞা-সুত মনু ছায়ার এ ব্যবহার সহ্য করিলেন; কিন্তু যম ছায়ার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হই-লেন, এমন কি, ছায়াকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় দক্ষিণপাদ পর্য্যন্ত উত্তোলন করিলেন। তখন ছায়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করি-লেন; বলিলেন,—ক্রিমিকুল তোমার ঐ পাদ ভক্ষণ করিবে এবং উহা হইতে পূয-শোণিত নির্গত হইতে থাকিবে। এইরূপ অভিসম্পাতে অমর্ষিত হইয়া যম তখন পিতার নিকট গিয়া বলিলেন,—হে দেব! মাতা কুপিত হইয়া অকারণে আমায় অভিসম্পাত করিয়াছেন। আমি বালভাবে তাঁহার প্রতি একবার মাত্র মদীয় চরণ কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়াছিলাম; হে বিভো! আমার এই অপরাধেই মাতা মনু কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও আমায় অভিসম্পাত দিয়াছেন। আমার নিশ্চয় বোধ হয়, তিনি আমাদের মাতা নহেন। কেননা মাতা হইলে, পুত্র আমি কখনই তৎকর্ত্তৃক অভি-শপ্ত হইতাম না। তখন দিবাকর যমকে বলিলেন,—হে মহামতে! আমি কি করিব বল? দেখ, মূর্খতাবশতঃ কাহার না দুঃখ হইয়া থাকে? অথবা কার্য্যের গতি এইরূপই। অন্য জীব সম্বন্ধে কথা কি, ভগবান ভবেরও কর্ম্মগতি অনিবার্য্য। যাহা হৌক, আমি তোমাকে একটা কৃকবাকু দান করিতেছি। এই কৃকবাকু পক্ষী তোমার ক্রিমি ভক্ষণ করিবে, এবং ক্লেদ, রুধির যাহা কিছু নির্গত হউক, ইহা দ্বারা তাহাও অপ-নীত হইবে। পিতা এই কথা কহিলে মহাযশা যম বৈরাগ্যবশত গোকর্ণ তীর্থে গিয়া তীব্র তপস্যায় নিরত হইলেন। তপশ্চর্য্যাকালে ফল, মূল, পত্র ও পবনমাত্রই তাঁহার আহার্য্য হইল। তিনি অযুত অযুত বর্ষ যাবৎ মহাদেবের আরাধনা করিলেন। শূলপাণি তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দান করিতে সমুদ্যত হইলেন। যম তাঁহার নিকট তিনটি বর চাহিলেন। প্রথম বর -লোকপালত্ব, দ্বিতীয় বর—পিতৃলোকে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠা, তৃতীয় বর—জগতের ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক বিচারভার লাভ। এইরূপে যম শূলপাণির বরে লোকপালত্ব, পিতৃগণের উপর আধিপত্য, এবং ধর্ম্মা-ধর্ম্মের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইলেন ৷ ৮—২১। এদিকে বিবস্বান্ সংজ্ঞার ব্যবহারের বিষয় জানিতে পারিয়া সরোষে বিশ্বকর্ম্মসমীপে

তমুবাচ ততস্বষ্টা সান্ত্বপূর্ব্বং দ্বিজোত্তমাঃ।
তবাসহন্তী ভগবন মহস্তীব্রং তমোনুদম্ ॥ ২৩
বড়বারূপমাস্থায় মৎসকাশমিহাগতা।
নিবারিতা ময়া সা তু ত্বয়া চৈব দিবাকর ॥ ২৪
যস্মাদবিজ্ঞাততয়া মৎসকাশমিহাগতা।
তস্মান্মদীয়ং ভবনং প্রবেষ্টুং ন ত্বমর্হসি ॥ ২৫
এবমুক্তা জগামাথ মরুদেশমনিন্দিতা।
বড়বারূপমাস্থায় ভূতলে সম্প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৬
তস্মাৎ প্রসাদং কুরু মে যদ্যনুগ্রহভাগহম্।
অপনেষ্যামি তে তেজো যন্ত্রে কৃত্বা দিবাকর ॥
রূপং তব করিষ্যামি লোকানন্দকরং প্রভো।
তথেত্যুক্তঃ স রবিণা ভ্রমৌ কৃত্বা দিবাকরম্ ॥
পৃথক্ চকার তত্তেজশ্চক্রং বিষ্ণোরকল্পয়ৎ।
ত্রিশূলঞ্চাপি রুদ্রস্য বজ্রমিন্দ্রস্য চাধিকম্ ॥ ২৯
দৈত্যদানবসংহর্ত্তুঃ সহস্রকিরণাত্মকম্।
রূপঞ্চাপ্রতিমং চক্রে ত্বষ্টা পদ্‌ভ্যামৃতে মহৎ ॥৩০
ন শশাকাথ তদ্দ্রষ্টুং পাদরূপং রবেঃ পুনঃ।
অর্চ্চাস্বপি ততঃ পাদৌ ন কশ্চিৎ কারয়েৎ ক্বচিৎ
যঃ করোতি স পাপিষ্ঠাং গতিমাপ্নোতি
নিন্দিতাম্।
কুষ্ঠরোগমবাপ্নোতি লোকেঽস্মিন্ দুঃখসংযুতঃ
তস্মাচ্চ ধর্ম্মকামার্থী চিত্রেষ্বায়তনেষু চ।
ন ক্বচিৎ কারয়েৎ পাদৌ দেবদেবস্য ধীমতঃ ॥
ততঃ স ভগবান্ গত্বা ভূর্লোকমমরাধিপঃ।
কাময়ামাস কামার্ত্তো মুখ এব দিবাকরঃ ॥
অশ্বরূপেণ মহতা তেজসা চ সমাবৃতঃ।
সংজ্ঞা চ মনসা ক্ষোভমগমদ্ভয়বিহ্বলা ॥ ৩৫

গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বলিলেন। হে দ্বিজবরগণ! বিশ্বকর্ম্মা বিবস্বান্‌কে সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিলেন,—ভগবন্! ভবদীয় তীব্র তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া মৎসুতা সংজ্ঞা বড়বারূপ ধরিয়া আমার নিকট আসিয়াছিল। হে দিবাকর! আমি তাহাকে এই বলিয়া নিবারণ করিয়াছিলাম যে, বৎসে! তুমি যখন পতির অজ্ঞাতসারে আমার নিকট আসিয়াছ, তখন আমার গৃহে তোমার স্থান হইবে না। আমি এই কথা কহিলে, সেই আমার অনিন্দিতা নন্দিনী তখন এ স্থান হইতে মরুপ্রদেশে গমন করিল। এক্ষণে সে বড়বারূপে তত্রত্য ভূভাগে বিচরণ করিতেছে। অতএব দেব! আপনি প্রসন্ন হউন। আমি যদি ভবদীয় অনুগ্রহ লাভের যোগ্য হই, তাহা হইলে হে দিবাকর! আমায় আদেশ করুন, আমি যন্ত্রযোগে আপনার তীব্র তেজ হ্রাস করিয়া দিই। হে প্রভো! আপনার এমন রূপ করিয়া দিব, যাহা নিখিল লোকেরই আনন্দকর হইবে। দিবাকর সম্মত হইলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে ভ্রমিযন্ত্রে আরোপিত করিয়া তদীয় তেজ শাতিত করিলেন। অনন্তর উদ্ধৃত তেজোরাশি দ্বারা বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ চক্র নির্ম্মিত হইল। অপিচ রুদ্রের প্রচণ্ড ত্রিশূল এবং দৈত্য-দানব-সূদন ইন্দ্রের সহস্র-রশ্মিময় দারুণ বজ্র তাহা হইতে নির্ম্মিত হইল। পরে বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যের পাদদ্বয় ব্যতীত অন্য সর্ব্বাঙ্গেরই অনুপম রূপ করিয়া দিলেন। রবির পাদদ্বয়ের তেজে তখন হইতে কেহই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইল না। সুতরাং সূর্য্যের অর্চ্চনাদি-ব্যাপারে কুত্রাপি কেহই সেই পাদদ্বয় কল্পনা করে না। যদি কেহ রবির পাদকল্পনা করে, তবে সে নিন্দিত পাপীয়সী গতি প্রাপ্ত হয়। তাহার কুষ্ঠরোগ জন্মে। এ জগতে তাদৃশ ব্যক্তি চিরদিন দুঃখময় জীবনই বহন করিতে থাকে; অতএব ধর্ম্মকামার্থী মানবচিত্রেই হউক, কিম্বা আয়তনেই হউক, কুত্রাপি দেবদেব দিবাকরের পাদদ্বয় কল্পনা করিবে না। ২২—৩। যাহা হউক, অনন্তর সেই ভগবান্ দেবদেব দিবাকর ভূর্লোকে গিয়া মহাতেজস্বী অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক কামার্ত্ত হইয়া বড়বারূপিণী সংজ্ঞার মুখদেশে স্বীয় মুখ স্থাপন করিলেন। কামাবেশে সংজ্ঞারও মন ক্ষুব্ধ হইল। তিনি পরপুরুষ-জ্ঞানে ভীতি-বিহ্বল হইয়া নাসা-

নাসাপুটাভ্যামুৎসৃষ্টং পরোঽয়মিতি শঙ্কয়া।
তজ্জ্রেতসস্ততো জাতাবশ্বিনাবিতি নিশ্চিতম্ ॥
দস্রৌ স্রুতত্বাৎ সঞ্জাতৌ নাসত্যৌ নাসিকাগ্রতঃ
জ্ঞাত্বা চিরাচ্চ তং দেবং সন্তোষমগমৎ পরম্।
বিমানেনাগমৎ স্বর্গং পত্যা সহ মুদান্বিতা ॥ ৩৭
সাবর্ণোঽপি মনুর্মেরাবদ্যাপ্যাস্তে তপোধনঃ।
শনিস্তপোবলাদাপ গ্রহসাম্যং ততঃ পুনঃ ॥ ৩৮
যমুনা তপতী চৈব পুনর্নদ্যৌ বভূবতুঃ।
বিষ্টির্ঘোরাত্মিকা তদ্বৎ কালত্বেন ব্যবস্থিতা ॥
মনোর্বৈবস্বতস্যাসন্ দশ পুত্রা মহাবলাঃ।
ইলস্তু প্রথমস্তেষাং পুত্রেষ্ট্যাং সমজায়ত ॥৪০
ইক্ষ্বাকুঃ কুশনাভশ্চ অরিষ্টো ধৃষ্ট এব চ।
নরিষ্যন্তঃ করূষশ্চ শর্যাতিশ্চ মহাবলাঃ।
বৃষধ্রশ্চাথ নাভাগঃ সর্ব্বে তে দিব্যমানুষাঃ ॥৪১
অভিষিচ্য মনুঃ পুত্রমিলং জ্যেষ্ঠং স ধার্ম্মিকঃ।
জগাম তপসে ভূয়ঃ স মহেন্দ্রবনালয়ম্ ॥ ৪২
অথ দিগ্জয়সিদ্ধ্যর্থমিলঃ প্রায়ান্মহীমিমাম্।
ভ্রমন্ দ্বীপানি সর্ব্বাণি ক্ষ্মাভৃতঃ সম্প্রধর্ষয়ন্ ॥৪৩
জগামোপবনং শম্ভোরশ্বাকৃষ্টঃ প্রতাপবান্।
কল্পদ্রুমলতাকীর্ণং নাম্না শরবণং মহৎ ॥ ৪৪
রমতে যত্র দেবেশঃ শম্ভুঃ সোমার্দ্ধশেখরঃ।
উময়া সময়স্তত্র পুরা শরবণে কৃতঃ ॥ ৪৫
পুন্নাম সত্ত্বং যৎ কিঞ্চিদাগমিষ্যতি তে বনে।
স্ত্রীত্বমেষ্যতি তৎ সর্ব্বং দশযোজনমণ্ডলে ॥৪৬
অজ্ঞাতসময়ো রাজা ইলঃ শরবণে পুরা।
স্ত্রীত্বমাপ বিশন্নেব বড়বাত্বং হয়স্তদা ॥ ৪৭
পুরুষত্বং হৃতং সর্ব্বং স্ত্রীরূপে বিস্মিতো নৃপঃ।
ইলেতি সাভবন্নারী পীনোন্নতঘনস্তনী ॥ ৪৮

পুট দ্বারাই শুক্রক্ষরণ করিলেন। তখন সেই নাসানিঃসৃত শুক্র হইতেই দুই অশ্বিনী-কুমার উৎপন্ন হইলেন। নাসাগ্রের স্রুত রেতঃ হইতে জন্ম বলিয়া তাঁহারা তখন হইতে নাসত্য ও দস্র নামে অভিহিত। অনন্তর বড়বা কিয়ৎকাল পরেই দিবাকর-দেবকে চিনিতে পারিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং পতি সহ প্রমোদিত হইয়া বিমানারোহণে স্বর্গ গমন করিলেন। ছায়াসুত সাবর্ণ মনু অদ্যাপি তপোরত হইয়া মেরুপৃষ্ঠে অবস্থান করিতেছেন। অপর পুত্র শনি তপো-বলে গ্রহপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যমুনা ও তপতী নাম্নী কন্যাদ্বয় নদী হইয়া অদ্যাপি ভূতলে বহিতেছেন। অন্য কন্যা বিষ্টি অতি ঘোরাত্মিকা; তাই সে ঘোর কালরূপেই অবস্থান করিতেছে। বৈব-স্বত মনুর দশ পুত্র। সকল পুত্রই মহা-বল। তন্মধ্যে প্রথমের নাম ইল। ইনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অন্যান্য পুত্রগণের নাম—ইক্ষ্বাকু, কুশনাভ, অরিষ্ট, ধৃষ্ট, নরিষ্যন্ত, করূষ, শর্যাতি, পৃষধ্র ও নাভাগ। এই মনুপুত্রগণ সকলেই দিব্য পুরুষ ছিলেন। ধার্ম্মিক মনু জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া তপস্যার্থ নন্দন-বনে গমন করেন। রাজা ইল একদা দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিয়া এই মহীমণ্ডল এবং সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিলেন। রাজ-গণ তাঁহার হস্তে নিগৃহীত হইলেন। ঘটনা-ক্রমে একদিন সেই প্রতাপবান্ ইল, অশ্ব-বেগে সমাকৃষ্ট হইয়া শরবণ নামে শম্ভুর এক সুমহৎ উপবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ উপ-বন সদাই কল্প পাদপে সমাকীর্ণ। ভগবান্ চন্দ্রমৌলি শম্ভু স্বয়ং তথায় বিহার করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে একদিন উমার সহিত সেই শরবণে বিহারকালে প্রভু শম্ভু এইরূপ এক নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহাদের সেই বিহারবনে কোন পুরুষ-জীব আগমন করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার কৃত এই নিয়ম তত্রত্য দশ যোজন বিস্তৃত বনপ্রদেশেই সীমাবদ্ধ হইয়া-ছিল। ইল রাজা এই নিয়মের বিষয় কিছুই বিদিত ছিলেন না, তিনি সেই শরবণে প্রবেশ করিবামাত্রই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং তদীয় বাহন অশ্বও বড়বা হইয়া গেল। ৩৪—৪৭। রাজা এইরূপ পুরুষত্ব-বিলোপ ও স্ত্রীত্ব-লাভে বিস্মিত হইলেন। তিনি ইলা নাম্নী নারী

উন্নতশ্রোণিজঘনা পদ্মপত্রায়তেক্ষণা ॥ ৪৯
পূর্ণেন্দুবদনা তন্বী বিলাসোল্লাসিতেক্ষণা ॥
মূলোন্নতায়তভুজা নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা।
তনুলোমা সুদশনা মৃদুগম্ভীরভাষিণী ॥ ৫০
শ্যামগৌরেণ বর্ণেন হংসবারণগামিনী।
কার্ম্মুকভ্রূযুগোপেতা তনুতাম্রনখাঙ্কুরা ॥ ৫১
ভ্রমন্তী চ বনে তস্মিংশ্চিন্তয়ামাস ভামিনী।
কো মে পিতাথবা ভ্রাতা কা মে মাতা ভবেদিহ
কস্য ভর্ত্তুরহং দত্তা কিয়দ্বৎস্যামি ভূতলে।
চিন্তয়ন্তীতি দদৃশে সোমপুত্রেণ সাঙ্গনা ॥ ৫৩
ইলারূপসমাক্ষিপ্তমনসা বরবর্ণিনীম্।
বুধস্তদাপ্তয়ে যত্নমকরোৎ কামপীড়িতঃ ॥ ৫৪
বিশিষ্টাকারবান্ দণ্ডী সকমণ্ডলুপুস্তকঃ।
বেণুদণ্ডকৃতানেক-পবিত্রকগণিত্রকঃ ॥ ৫৫
দ্বিজরূপঃ শিখী ব্রহ্ম নিগদন্ কর্ণকুণ্ডলঃ।
বটুভিশ্চান্বিতো যুক্তৈঃ সমিৎপুষ্পকুশোদকৈঃ ॥
কিলান্বিষন্ বনে তস্মিন্নাজুহাব স তামিলাম্।
বহির্বনস্যান্তরিতঃ কিল পাদপমণ্ডলে ॥ ৫৭
সসম্ভ্রমমকস্মাৎ তাং সোপালম্ভমিবাবদৎ।
ত্যক্ত্বাগ্নিহোত্রশুশ্রূষাং ক্ব গতা মন্দিরান্মম ॥ ৫৮
ইয়ং বিহারবেলা তে হ্যতিক্রামতি সাম্প্রতম্।
এহ্যেহি পৃথুসুশ্রোণি সম্ভ্রান্তা কেন হেতুনা ॥ ৫৯
ইয়ং সায়ন্তনী বেলা বিহারস্যেহ বর্ত্ততে।
কৃত্বোপলেপনং পুষ্পৈরলঙ্কুরু গৃহং মম ॥ ৬০
সা ত্বব্রবীদ্বিস্মৃতাহং সর্ব্বমেতৎ তপোধন।
আত্মানং ত্বাঞ্চ ভর্ত্তারং কুলঞ্চ বদ মেঽনঘ ॥ ৬১
বুধঃ প্রোবাচ তাং তন্বীমিলা ত্বং বরবর্ণিনি।

হইয়া বিরাজ করিলেন। স্ত্রীত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই পীনোন্নত ঘন স্তনযুগল প্রাদুর্ভূত হইল। তাঁহার জঘনদেশ উন্নত হইয়া উঠিল। তদীয় নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় আযত, বদন পূর্ণেন্দুপ্রতিম, দৃষ্টি বিলাসভরে উল্লাসিত, ভুজযুগ মূলতঃ উন্নত ও আয়ত, কেশপাশ নীল ও কুঞ্চিতাগ্র, রোমরাজি বিরল, দন্তপঙক্তি সুন্দর, বাক্য মৃদু অথচ গম্ভীর, বর্ণ শ্যাম-গৌর, গমন মরাল ও বারণগতিসদৃশ, ভ্রূযুগ্ম ধনুর ন্যায় আনত এবং নখাঙ্কুরগুলি তনু ও তাম্রবর্ণ। ভামিনী ইলা তখন সেই বনে ভ্রমণ করত চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি পুরুষ ছিলাম, স্ত্রী হইলাম, এখন কে আমার পিতা এবং কেই বা আমার মাতা? কোন্ ভর্ত্তার হস্তে আমি প্রদত্তা হইলাম। কত কাল আমায় এই ভূতলে বাস করিতে হইবে? ইলা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সোমনন্দন বুধ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। ইলার রূপে বুধের মন মুগ্ধ হইল। তিনি কামপীড়িত হইয়া সেই বরবর্ণিনীকে পাইবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। তখন বুধ এক ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিলে, তাঁহার আকৃতির অপূর্ব্ব বিশেষত্ব লক্ষিত হইল। তিনি হস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু ও পুস্তক ধারণ করিলেন। তাঁহার কর্ণে কুণ্ডল ও মস্তকে শিখা দেখা দিল। তিনি কতিপয় দ্বিজ বালকে অন্বিত হইলেন। সেই সকল বালকেরা হস্তে সমিৎ, পুষ্প, কুশ ও উদক ধারণ করিতে লাগিল। তদীয় মুখ দিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল। এই ভাবে সেই দ্বিজরূপী বুধ বন বিচরণ করিতে করিতে সেই শরবণের বহির্ভাগস্থ তরুমণ্ডলে অন্তরিত হইয়া ইলাকে আহ্বান করিলেন। তিনি যেন কিঞ্চিৎ উপালম্ভ সহকারে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বলিলেন, ওহে! তুমি অকস্মাৎ অগ্নিহোত্র-পরিচর্য্যা পরিত্যাগ করিয়া মদীয় মন্দির হইতে কোথায় গিয়াছ? হে বিপুলশ্রোণি! সম্প্রতি এই তোমার বিহার-বেলা অতিক্রান্ত হইতে চলিল, কেন তুমি সম্ভ্রান্ত হইয়াছ? এস এস! এই সন্ধ্যা বেলা বিহারেরই উপযুক্ত। তুমি এক্ষণে আমার গৃহ উপলিপ্ত করিয়া পুষ্পসমূহে সমালঙ্কৃত কর। ৪৮—৬০। ইলা বলিলেন,—হে তপোধন! আমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি। হে অনঘ! আমি কে? আপনি কে? কে আমার ভর্ত্তা এবং কোন্ কুলেই বা আমি উৎপন্ন হইয়াছি? আপনি এ সকল আমায় যথাযথ

অহঞ্চ কামুকো নাম বহুবিদ্যো বুধঃ স্মৃতঃ ॥৬২
তেজস্বিনঃ কুলে জাতঃ পিতা মে ব্রাহ্মণাধিপঃ
ইতি সা তস্য বচনাৎ প্রবিষ্টা বুধমন্দিরম্ ॥৬৩
রত্নস্তম্ভসমাযুক্তং দিব্যমায়াবিনির্ম্মিতম্ ।
ইলা কৃতার্থমাত্মানং মেনে তদ্ভবনস্থিতা ॥ ৬৪
অহো বৃত্তমহো রূপমহো ধনমহো কুলম্ ।
মম চাস্য চ মে ভর্ত্তুরহো লাবণ্যমুত্তমম্ ॥ ৬৫
রেমে চ সা তেন সমমতিকালমিলা ততঃ ।
সর্ব্বভোগময়ে গেহে যথেন্দ্রভবনে তথা ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বুধসঙ্গমো
নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

বলুন। তখন বুধ সেই ক্ষীণাঙ্গী ইলাকে বলিলেন,—অয়ি বরবর্ণিনি! তুমি ইলা। আমি বুধ নামে বিখ্যাত বহুবিদ্য ব্রাহ্মণ তোমার প্রণয়ী। আমি তেজস্বীর কুলে জন্মিয়াছি। পিতা আমার ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ইলা বুধের এই কথা শুনিয়া তদীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেই বুধ-ভবন দিব্য মায়ায় নির্ম্মিত, এবং বহুল রত্ন স্তম্ভে সুশোভিত। ইলা সেই ভবনাভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিলেন। ভাবিলেন,—অহো কি ঘটনা-বৈচিত্র্য! অহো, আমার এবং আমার ভর্ত্তার কি রূপ! কি ধন! কি কুল! কি অপূর্ব্ব লাবণ্য! এইরূপে আনন্দে বিস্ময়ে বিভোর হইয়া, ইলা সেই সর্ব্বভোগাঢ্য ইন্দ্রভবননিভ বুধভবনে থাকিয়া বুধ সহ বহুকাল বিহার করিলেন। ৬১—৬৬

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

অথান্বিষন্তো রাজানং ভ্রাতরস্তস্য মানবাঃ।
ইক্ষ্বাকুপ্রমুখা জগ্মুস্তদা শরবণান্তিকম্ ॥ ১
ততস্তে দদৃশুঃ সর্ব্বে বড়বামগ্রতঃ স্থিতাম্
রত্নপর্য্যাণকিরণ-দীপ্তকায়ামনুত্তমাম্ ॥ ২
পর্য্যাণপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ সর্ব্বে বিস্ময়মাগতাঃ।
অয়ং চন্দ্রপ্রভো নাম বাজী তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩
অগমদ্বড়বারূপমুত্তমং কেন হেতুনা।
ততস্তু মৈত্রাবরুণিং পপ্রচ্ছুস্তে পুরোধসম্ ॥ ৪
কিমিত্যেতদভূচ্চিত্রং বদ যোগবিদাং বর।
বসিষ্ঠশ্চাব্রবীৎ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা তদ্ধ্যানচক্ষুষা ॥ ৫
সময়ঃ শম্ভুদয়িতাকৃতঃ শরবণে পুরা।
যঃ পুমান্ প্রবিশেদত্র স নারীত্বমবাপ্স্যতি ॥ ৬

দ্বাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অনন্তর মনুর ইক্ষ্বাকু-প্রমুখ অন্যান্য পুত্রগণ ভ্রাতা ইল রাজার অনুসন্ধান করিতে করিতে শম্ভুর সেই শরবণ প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—একটী অতি উত্তম বড়বা রত্নময় পর্য্যাণের প্রভাপুঞ্জে প্রদীপ্ত-দেহ হইয়া বিরাজ করিতেছে। সেই পর্য্যাণ প্রত্যভিজ্ঞানে সকলেই তাঁহারা বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন,—এই সেই মহাত্মা ইল ভূপতির চন্দ্রপ্রভ নামক ঘোটক। সেই রাজকীয় অশ্বই এখানে আসিয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে বড়বাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন তাঁহারা পুরোহিত বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে যোগবিদগণের বরেণ্য! বলুন, এই বিচিত্র ব্যাপার কি? অনন্তর বশিষ্ঠ ধ্যান-নেত্রে সমস্ত বিষয় বিলোকন করিয়া বলিলেন—পূর্ব্বকালে শম্ভুপ্রিয়া উমা শরবণ সম্বন্ধে এইরূপ এক নিয়ম বন্ধন করেন যে, যে পুরুষ হেথায় প্রবেশ করিবে, তাহার নারীত্বপ্রাপ্তি ঘটিবে। এই নিয়ম অনুসারে

অয়মশ্বোহপি নারীত্বমগাদ্রাজ্ঞা সহৈব তু।
পুনঃ পুরুষতামেতি যথাসৌ ধনদোপমঃ॥ ৭
তথৈব যত্নঃ কর্ত্তব্যশ্চারাধ্যৈব পিনাকিনম্।
ততস্তে মানবা জগ্মুর্যত্র দেবো মহেশ্বরঃ॥ ৮
তুষ্টুবুর্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ।
তাবূচতুরলঙ্ঘ্যোহয়ং সময়ঃ কিন্তু সাম্প্রতম্॥৯
ইক্ষ্বাকোরশ্বমেধেন যৎ ফলং স্যাৎ তদাবয়োঃ।
দত্বা কিম্পুরুষো বীরঃ স ভবিষ্যত্যসংশয়ম্॥১০
তথেত্যুক্তাস্ততস্তে তু জগ্মুর্বৈবস্বতাত্মজাঃ।
ইক্ষ্বাকোশ্চাশ্বমেধেন চেলঃ কিম্পুরুষোহভবৎ॥
মাসমেকং পুমান্ বীরঃ স্ত্রী চ মাসমভূৎ পুনঃ।
বুধস্য ভবনে তিষ্ঠন্নিলো গর্ভধরোহভবৎ॥১২
অজীজনৎ পুত্রমেকমনেকগুণসংযুতম্।
বুধশ্চোৎপাদ্য তং পুত্রং স্বর্লোকমগমৎ ততঃ॥
ইলস্য নাম্না তদ্বর্ষমিলাবৃতমভূৎ তদা।
সোমার্কবংশয়োরাদাবিলোহভূন্মনুনন্দনঃ॥ ১৪
এবং পুরূরবাঃ পুংসোর ভবদ্বংশবর্দ্ধনঃ।
ইক্ষ্বাকুরর্কবংশস্য তথৈবোক্তস্তপোধনাঃ॥ ১৫
ইলঃ কিম্পুরুষত্বে চ সুদ্যুম্ন ইতি চোচ্যতে।
পুনঃ পুত্রত্রয়মভূৎ সুদ্যুম্নস্যাপরাজিতম্॥ ১৬
উৎকলো বৈ গয়স্তদ্বদ্ধরিতাশ্বশ্চ বীর্য্যবান্।
উৎকলস্যোৎকলা নাম গয়স্য তু গয়া মতা॥১৭
হরিতাশ্বস্য দিক্ পূর্ব্বা বিক্রতা কুরুভিঃ সহ।
প্রতিষ্ঠানেহভিষিচ্যাথ স পুরূরবসং সুতম্॥
জগামেলাবৃতং ভোক্তুং বর্ষং দিব্যফলাশনম্।
ইক্ষ্বাকুর্জ্যেষ্ঠদায়াদো মধ্যদেশমবাপ্তবান্॥ ১৯
নরিষ্যন্তস্য পুত্রোহভূচ্ছুচো নাম মহাবলঃ।
নাভগস্যাম্বরীষস্তু ধৃষ্টস্য চ সুতত্রয়ম্॥ ২০
কৃতকেতুশ্চিত্রনাথো রণধৃষ্টশ্চ বীর্য্যবান্।

এই অশ্বও রাজার সহিতই স্ত্রীত্ব লাভ করিয়াছে। অতএব আমাদের সেই কুবের-তুল্য রাজা যাহাতে পুনরায় পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন, ভগবান্ পিনাকপাণির আরাধনা করিয়া সেইরূপ যত্ন করাই কর্ত্তব্য। তখন সেই মনুপুত্রগণ মহেশ্বরের সমীপে গমন করিলেন, এবং বিবিধ স্তোত্র পাঠ করিয়া পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্তুত হইয়া বলিলেন,—আমরা যে নিয়ম করিয়াছি, তাহা অলঙ্ঘ্য। তবে কথা এই যে, এই ইক্ষ্বাকু সম্প্রতি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন এবং সেই যজ্ঞের ফল আমাদিগকে অর্পণ করুন। এইরূপ করিলে ইল রাজা নিশ্চয়ই অন্ততঃ কিম্পুরুষ হইতেও পারিবেন। ১—১০। সূর্য্যনন্দনগণ তাহাতেই সম্মত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ইক্ষ্বাকু অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞের ফলে ইলা কিম্পুরুষ হইলেন। তিনি একমাস পুরুষ এবং এক মাস নারী হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। বুধভবনে অবস্থানকালে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল। কালক্রমে তিনি এক সর্ব্ব-গুণাঢ্য পুত্র প্রসব করিলেন। বুধ সেই পুত্র উৎপাদন করিবার পরই স্বর্গলোকে গমন করিলেন। ইলের নামানুসারে তত্রত্য বর্ষ ইলাবৃত আখ্যায় প্রসিদ্ধ হইল। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের আদিতে মনুনন্দন ইলই রাজা হইয়াছিলেন। এইরূপে ইল ভূপালের পুরুষাবস্থায় চন্দ্র-বংশবর্দ্ধন পুরূরবা উৎপন্ন হয়েন। হে তপোধনগণ! এইরূপে ইক্ষ্বাকুও সূর্য্যবংশের ধুরন্ধররূপে বিরাজ করেন। ইল কিম্পু-পুরুষাবস্থায় সুদ্যুম্ন আখ্যায় অভিহিত হন। পুরূরবা ব্যতীত সুদ্যুম্নের আরও তিন পুত্র হয়। তাহাদের নাম উৎকল, গয় ও হরিতাশ্ব, উৎকলের উৎকালা এবং গয়ের গয়া নাম্নী পুরী প্রসিদ্ধ। হরিতাশ্ব পূর্ব্ব-দিকের অধিপতি বলিয়া বিখ্যাত। সুদ্যু পুত্র পুরূরবাকে প্রতিষ্ঠানপুরে অভিষিক্ত করিয়া দিব্য ফলোপভোগময় ইলাবৃত ব ভোগ করিবার জন্য গমন করেন। জ্যে দায়াদ ইক্ষ্বাকু মধ্যদেশের আধিপত্য লা করেন। নরিষ্যন্তের পুত্র মহাবল শুচ নাভাগের পুত্র অম্বরীষ। ধৃষ্টের তিন পুত্র—কৃতকেত, চিত্রনাথ ও রণধৃষ্ট। শর্য্যাতি

আনর্ত্তো নাম শর্য্যাতেঃ সুকন্যা চৈব দারিকা॥
আনর্ত্তস্যাভবৎ পুত্রো রোচমানঃ প্রতাপবান্।
আনর্ত্তো নাম দেশোহভূন্নগরী চ কুশস্থলী॥
রোচমানস্য পুত্রোহভূদ্রেবো রৈবত এব চ।
ককুদ্মী চাপরং নাম জ্যেষ্ঠঃ পুত্রশতস্য চ॥ ২৩
রেবতী তস্য সা কন্যা ভার্য্যা রামস্য বিশ্রুতা
করূষস্য তু কারূষা বহবঃ প্রথিতা ভুবি॥ ২৪
পৃষধ্রো গোবধাচ্ছূদ্রো গুরুশাপাদজায়ত।
ইক্ষ্বাকুবংশং বক্ষ্যামি শৃণুধ্বমৃষিসত্তমাঃ॥ ২৫
ইক্ষ্বাকোঃ পুত্রতামাপ বিকুক্ষির্নাম দেবরাট্।
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রশতস্যাসীদ্দশ পঞ্চ চ তৎসুতাঃ॥
মেরোরুত্তরতস্তে তু জাতাঃ পার্থিবসত্তমাঃ।
চতুর্দ্দশোত্তরঞ্চান্যচ্ছ্রুতমস্য তথাভবৎ॥ ২৭
মেরোর্দক্ষিণতো যে বৈ রাজানঃসম্প্রকীর্ত্তিতাঃ
জ্যেষ্ঠঃ ককুৎস্থো নাম্নাভূৎ তৎসুতস্তু সুযোধনঃ

পুত্র আনর্ত্ত এবং তাঁহার কন্যার নাম সুকন্যা। আনর্ত্তের পুত্র রোচমান। আনর্ত্তের নামানুসারে আনর্ত্ত দেশ প্রসিদ্ধ। তদীয় নগরীর নামকুশস্থলী।১১—২২। রোচমানের একশত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম রেব। এই রেবের অপর দুই নাম রৈবত ও ককুদ্মী ককুদ্মীর রেবতী নামে এক কন্যা ছিল; বলরাম ঐ কন্যার পাণিপীড়ন করেন। করূষের ভূতল বিখ্যাত বহুপুত্র উৎপন্ন হয়। পৃষধ্র গো-বধ-জনিত অপরাধে গুরুর শাপে শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ-গণ! এক্ষণে ইক্ষ্বাকু বংশের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবরাট বিকুক্ষি ইক্ষ্বাকুর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ইক্ষ্বাকুর শত পুত্র মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। বিকুক্ষির পুত্র-সংখ্যা পঞ্চদশ। এই পঞ্চদশ জন রাজশ্রেষ্ঠ মেরুর উত্তর দিকে উৎপন্ন হন। আমরা শুনিয়াছি, রাজা বিকুক্ষির আরও চতুর্দ্দশ জন পুত্র ছিলেন। এই পুত্রগণ মেরুর দক্ষিণদিকের রাজা বলিয়া উল্লিখিত। বিকুক্ষির পুত্রগণ-মধ্যে ককুৎস্থ জ্যেষ্ঠ। ককুৎস্থের পুত্র

তস্য পুত্রঃ পৃথুর্নাম বিশ্বগশ্চ পৃথোঃ সুতঃ।
আদ্রস্তস্য চ পুত্রোহভূদ্যুবনাশ্বস্ততোহভবৎ॥
শ্রাবস্তশ্চ মহাতেজা বৎসকস্তৎসুতোহভবৎ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ
শ্রাবস্তাদ্বৃহদশ্বোহভূৎ কুবলাশ্বস্ততোহভবৎ।
ধুন্ধুমারত্বমগমদ্ধুন্ধুং নাম্না হতঃ পুরা॥ ৩১
তস্য পুত্রাস্ত্রয়ো জাতা দৃঢ়াশ্বো দণ্ড এব চ।
কপিলাশ্বশ্চ বিখ্যাতো ধৌন্ধুমারিঃ প্রতাপবান্
দৃঢ়াশ্বস্য প্রমোদশ্চ হর্য্যশ্বস্তস্য চাত্মজঃ।
হর্য্যশ্বস্য নিকুম্ভোহভূৎ সংহতাশ্বস্ততোহভবৎ
অকৃতাশ্বো রণাশ্বশ্চ সংহতাশ্বসুতাবুভৌ।
যুবনাশ্বো রণাশ্বস্য মান্ধাতা চ ততোহভবৎ॥৩৪
মান্ধাতুঃ পুরুকুৎসোহভূদ্ধর্ম্মসেনশ্চ পার্থিবঃ।
মুচুকুন্দশ্চ বিখ্যাতঃ শত্রুজিচ্চ প্রতাপবান্॥ ৩৫
পুরুকুৎসস্য পুত্রোহভূদ্বসুদো নর্ম্মদাপতিঃ।
সম্ভূতিস্তস্য পুত্রোহভূৎ ত্রিধন্বা চ ততোহভবৎ
ত্রিধন্বনঃ সুতো জাতস্ত্রয্যারুণ ইতি স্মৃতঃ।
তস্মাৎ সত্যব্রতো নাম তস্মাৎসত্যরথঃ স্মৃতঃ

সুযোধন। তৎপুত্র পৃথু; তৎপুত্র শীঘ্রগ। শীঘ্রগ-সুত আদ্র; আদ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, তৎপুত্র মহাতেজা শ্রাবস্ত। হে দ্বিজগণ! এই শ্রাবস্ত কর্ত্তৃকই গৌড়দেশে শ্রাবস্তী-পুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, তৎপুত্র কুবলাশ্ব। এই কুবলাশ্ব পূর্ব্বে ধুন্ধু নামে একটা অসুরকে বিনাশ করিয়া ধুন্ধু-মার নাম প্রাপ্ত হন। ধুন্ধুমারের তিন পুত্র—দৃঢ়াশ্ব, দণ্ড ও কপিলাশ্ব। ইনি একজন বিখ্যাত বিক্রমসম্পন্ন ছিলেন। দৃঢ়াশ্বের পুত্র প্রমোদ, তৎপুত্র হর্য্যশ্ব। হর্য্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ; তৎপুত্র সংহতাশ্ব, সংহতাশ্বের দুই পুত্র — অকৃতাশ্ব ও রণাশ্ব। রণাশ্বের পুত্র যুবনাশ্ব; তৎপুত্র মান্ধাতা; তৎপুত্র পুরুকুৎস, ধর্ম্মসেন, বিখ্যাত মুচুকুন্দ ও প্রতাপবান্ শত্রুজিৎ। পুরুকুৎসের পুত্র নর্ম্মদাপতি বসুদ; তৎপুত্র সম্ভূতি; তৎপুত্র ত্রিধন্বা; তৎপুত্র ত্রয্যারুণ, তৎপুত্র

তস্য পুত্রো হরিশ্চন্দ্রো হরিশ্চন্দ্রাচ্চ রোহিতঃ।
রোহিতাচ্চ বৃকো জাতো বৃকাদ্বাহুরজায়ত ॥৩৮
সগরস্তস্য পুত্রোঽভূদ্রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
দ্বে ভার্য্যে সগরস্যাপি প্রভা ভানুমতী তথা ॥
তাভ্যামারাধিতঃ পূর্ব্বমৌর্ব্বোঽগ্নিঃ পুত্রকাম্যয়া
ঔর্ব্বস্তুষ্টস্তয়োঃ প্রাদাদ্‌যথেষ্টং বরমুত্তমম্ ॥ ৪০
একা ষষ্টিসহস্রাণি সুতমেকং তথাপরা।
গৃহ্ণাতু বংশকর্ত্তারং প্রভাগৃহ্ণাদ্বহূংস্তদা ॥ ৪১
একং ভানুমতী পুত্রমগৃহ্ণাদসমঞ্জসম্।
ততঃ ষষ্টিসহস্রাণি সুষুবে যাদবী প্রভা ॥ ৪২
খনন্তঃ পৃথিবীং দগ্ধা বিষ্ণুনা যেঽশ্বমার্গণে।
অসমঞ্জসস্য তনয়ো যোঽংশুমান্ নাম বিশ্রুতঃ
তস্য পুত্রো দিলীপস্তু দিলীপাৎ তু ভগীরথঃ।
যেন ভাগীরথী গঙ্গা তপঃ কৃত্বাবতারিতা ॥ ৪৪

সত্যব্রত; তৎপুত্র সত্যরথ; তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র; হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত; রোহিতের পুত্র বৃক; তৎপুত্র বাহু; তৎপুত্র সগর; এই সগর পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই ভার্য্যা ছিল, তাহাদের নাম—প্রভা ও ভানুমতী। এই সগরপত্নীদ্বয় পূর্ব্বে পুত্র-কামনায় ঔর্ব্ব অগ্নিকে আরাধনা করেন। ঔর্ব্ব তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে অভীষ্ট বর দান করেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে একজনে ষষ্টি সহস্র পুত্র এবং অপর জনে একটী মাত্র বংশধর পুত্র গ্রহণ কর। ঔর্ব্বের কথানুসারে রাজপত্নী প্রভা ষষ্টি সহস্র পুত্র এবং ভানুমতী অসমঞ্জা নামক একটী মাত্র পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত বর চাহিয়া লইলেন। বরপ্রভাবে যাদবী প্রভা ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্রগণ অশ্বান্বেষণার্থ পৃথ্বী খনন করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইলে বিষ্ণুর নয়নানলে দগ্ধ হইয়াছিল। অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান্ নামে বিখ্যাত। তাঁহার পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ। এই ভগীরথ তপস্যা করিয়া গঙ্গাকে অবতারিত করেন। ইঁহারই নামানুসারে গঙ্গা ভাগীরথী আখ্যায়

ভগীরথস্য তনয়ো নাভাগ ইতি বিশ্রুতঃ।
নাভাগস্যাম্বরীষোঽভূৎ সিন্ধুদ্বীপস্ততোঽভবৎ
তস্যাযুতায়ুঃ পুত্রোঽভূদৃতুপর্ণস্ততোঽভবৎ।
তস্য কল্মাষপাদস্তু সর্ব্বকর্ম্মা ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৬
তস্যানরণ্যঃ পুত্রোঽভূন্নিঘ্নস্তস্য সুতোঽভবৎ
নিঘ্নপুত্রাবুভৌ জাতৌ অনমিত্র-রঘূ নৃপৌ ॥৪৭
অনমিত্রো বনমগাদ্ভবিতা স কৃতে নৃপঃ।
রঘোরভূদ্দিলীপস্তু দিলীপাদজকস্তথা ॥ ৪৮
দীর্ঘবাহুরজাজ্জাতশ্চাজপালস্ততো নৃপঃ।
তস্মাদ্দশরথো জাতস্তস্য পুত্রচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪৯
নারায়ণাত্মকাঃ সর্ব্বে রামস্তেষগ্রজোঽভবৎ।
রাবণান্তকরস্তদ্বদ্রঘূণাং বংশবর্দ্ধনঃ ॥ ৫০
বাল্মীকিস্তস্য চরিতং চক্রে ভার্গবসত্তমঃ।
তস্য পুত্রৌ কুশ-লবাবিক্ষাকুকুলবর্দ্ধনৌ ॥ ৫১
অতিথিস্তু কুশাজ্জজ্ঞে নিষধস্তস্য চাত্মজঃ।
নলস্তু নৈষধস্তস্মান্নভাস্তস্মাদজায়ত ॥ ৫২
নভসঃ পুণ্ডরীকোঽভূৎ ক্ষেমধন্বা ততঃ স্মৃতঃ।
তস্য পুত্রোঽভবদ্বীরো দেবানীকঃ প্রতাপবান্

অভিহিতা হন। ভগীরথের পুত্র নাভাগ নামে প্রসিদ্ধ। নাভাগের পুত্র অম্বরীষ; তৎপুত্র সিন্ধুদ্বীপ; তৎপুত্র অযুতায়ু, তৎপুত্র ঋতুপর্ণ, তৎপুত্র কল্মাষপাদ; তৎপুত্র সর্ব্বকর্ম্মা; তৎপুত্র অনরণ্য; তৎপুত্র নিঘ্ন; নিঘ্নের দুই পুত্র—অনমিত্র ও রঘু। অনমিত্র বন গমন করেন, রঘুর দিলীপ নামে এক পুত্র হয়; দিলীপের পুত্র অজ, তৎপুত্র দীর্ঘবাহু; তৎপুত্র অজপাল; অজপালের পুত্র দশরথ; তাঁহার নারায়ণাত্মক চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে রাম জ্যেষ্ঠ; তিনি রাবণান্ত-কর ও রঘুদিগের বংশবর্দ্ধন। ভার্গবপ্রবর বাল্মীকি তাঁহার চরিত গ্রন্থন করেন। রামের দুই পুত্র—কুশ ও লব; এই উভয় পুত্রই ইক্ষাকুকুলের ধুরন্ধর। কুশ হইতে অতিথি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহার পুত্র নিষধ; তৎপুত্র নল; তৎপুত্র নভঃ; নভের পুত্র পুণ্ডরীক; তাঁহার পুত্র ক্ষেমধন্বা; তৎপুত্র বীরবর দেবানীক;

অহীনগুস্তস্য সুতঃ সহস্রাশ্বস্ততঃ পরঃ।
ততশ্চন্দ্রাবলোকস্তু তারাপীড়স্ততোঽভবৎ ॥৫৪
তস্যাত্মজশ্চন্দ্রগিরির্ভানুশ্চন্দ্রস্ততোঽভবৎ।
শ্রুতায়ুরভবৎ তস্মাদ্ভারতে যো নিপাতিতঃ ॥৫৫
নলৌ দ্বাবেব বিখ্যাতৌ বংশে কশ্যপসম্ভবে।
বীরসেনসুতস্তদ্বন্নৈষধশ্চ নরাধিপঃ ॥ ৫৬
এতে বৈবস্বতে বংশে রাজানো ভূরিদক্ষিণাঃ
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবাঃ প্রাধান্যেন প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সূর্য্যবংশানু-
কীর্ত্তনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পিতৃণাং বংশমুত্তমম্।
রবেশ্চ শ্রাদ্ধদেবত্বং সোমস্য চ বিশেষতঃ ॥ ১

মৎস্য উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি পিতৃণাং বংশমুত্তমম্।
স্বর্গে পিতৃগণাঃ সপ্ত ত্রয়স্তেষামমূর্ত্তয়ঃ ॥ ২
মূর্ত্তিমন্তোঽথ চত্বারঃ সর্ব্বেষামমিতৌজসঃ।
অমূর্ত্তয়ঃ পিতৃগণা বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ ॥ ৩
যজন্তি যান্ দেবগণা বৈরাজা ইতি বিশ্রুতাঃ।
যে চৈতে যোগবিভ্রষ্টাঃপ্রাপ্য লোকান্ সনাতনম্
পুনর্ব্রহ্মদিনান্তে তু জায়ন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ।
সম্প্রাপ্য তাংস্মৃতিং ভূয়ো যোগংসাংখ্যমনুত্তমম্
সিদ্ধিং প্রয়ান্তি যোগেন পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভাম্।
যোগিনামেব দেয়ানি তস্মাচ্ছ্রাদ্ধানি দাতৃভিঃ ॥৬
এতেষাং মানসী কন্যা পত্নী হিমবতো মতা।
মৈনাকস্তস্য দায়াদঃ ক্রৌঞ্চস্তস্যাগ্রজোঽভবৎ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ স্মৃতো যেন চতুর্থো ঘৃতসংবৃতঃ ॥৭
মেনা চ সুষুবে তিস্রঃ কন্যা যোগবতীস্ততঃ।
উমৈকপর্ণাপর্ণা চ তীব্রব্রতপরায়ণাঃ ॥ ৮

তৎপুত্র অহীনগু; তৎপুত্র সহস্রাশ্ব; তৎপুত্র চন্দ্রাবলোক; তৎপুত্র তারাপীড়; তৎপুত্র চন্দ্রগিরি; তৎপুত্র ভানুচন্দ্র; তৎপুত্র শ্রুতায়ু; এই শ্রুতায়ু ভারতীয় যুদ্ধে নিহত হন। কশ্যপবংশে দুই জন নল বিখ্যাত; একজন বীরসেন-পুত্র, অপর নৈষধ; ইঁহারা উভয়েই রাজা ছিলেন। এই আমি বৈবস্বতবংশীয় ইক্ষ্বাকুবংশের ভূরিদক্ষিণ রাজাদিগের বিবরণ প্রধানতঃ কীর্ত্তন করিলাম। ২৩—৫৭।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মনু বলিলেন,—ভগবন্! আমি পিতৃগণের উত্তম বংশ-বিবরণ এবং রবি ও সোমের শ্রাদ্ধদেবত্বের বিষয় বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। মৎস্য বলিলেন,—অহো! আমি তোমার নিকট পিতৃগণের উত্তম বংশবিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্বর্গে সপ্ত পিতৃগণ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিন জন অমূর্ত্তি এবং চারি জন মূর্ত্তিসম্পন্ন; তাঁহারা সকলেই অমিততেজা। বৈরাজ প্রজাপতির পিতৃগণ মূর্ত্তিহীন; বৈরাজ নামে প্রসিদ্ধ দেবগণ তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; তাঁহারা সনাতন লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া যোগভ্রষ্ট হইলে পুনরায় ব্রাহ্মদিনের অবসানে ব্রহ্মবাদী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। এই জন্মেও তাঁহাদের অনুত্তম সাঙ্খ্য যোগ ও প্রাক্তন স্মৃতি লাভ হইয়া থাকে। তাঁহারা যোগবলে পুনরাবৃত্তিহীন সিদ্ধি লাভ করেন। অতএব দাতাগণ যোগীদিগকেই শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য দান করিবেন। ঐ পিতৃগণের মানসী কন্যার নাম মেনা। মেনা হিমালয়ের ভার্য্যা; তৎপুত্র মৈনাক এবং ক্রৌঞ্চ। ক্রৌঞ্চ জ্যেষ্ঠ। এই ক্রৌঞ্চ হইতেই ঘৃতাব্ধি-বেষ্টিত ক্রৌঞ্চ দ্বীপ বিখ্যাত। মেনার গর্ভে তিনটী কন্যা সন্তানও উৎপন্ন হয়। সেই তিন কন্যাই যোগচারিণী; তাঁহাদের নাম—উমা, একপর্ণা ও অপর্ণা। ইঁহারা সকলেই তীব্র ব্রতপরায়ণা। পিতা হিমবান্

রুদ্রস্যৈকা সিতস্যৈকা জৈগীষব্যস্য চাপরা।
দত্তা হিমবতা বালাঃ সর্ব্বা লোকে তপোঽধিকাঃ॥
ঋষয় উচুঃ।
কস্মাদ্দাক্ষায়ণী পূর্ব্বং দদাহাত্মানমাত্মনা।
হিমবদ্দুহিতা তদ্বৎ কথং জাতা মহীতলে॥ ১০
সংহরন্তী কিমুক্তাসৌ সুতা বা ব্রহ্মসূনুনা।
দক্ষেণ লোকজননী সূত বিস্তরতো বদ॥১১
সূত উবাচ।
দক্ষস্য যজ্ঞে বিততে প্রভূতবরদক্ষিণে।
সমাহূতেষু দেবেষু প্রোবাচ পিতরং সতী॥১২
কিমর্থং তাত ভর্ত্তা মে যজ্ঞেঽস্মিন্ নাভিমন্ত্রিতঃ
অযোগ্য ইতি তামাহ দক্ষো যজ্ঞেষু শূলভৃৎ॥
উপসংহাররুদ্রস্তেনামঙ্গলভাগয়ম্।
চুকোপাথ সতী দেহং ত্যক্ষ্যামীতি ত্বদ্ভবম্॥
দশানাং ত্বঞ্চ ভবিতা পিতৃণামেকপুত্রকঃ।
ক্ষত্রিয়ত্বেঽশ্বমেধে চ রুদ্রাৎ ত্বং নাশমেষ্যসি॥
ইত্যুক্ত্বা যোগমাস্থায় স্বদেহোদ্ভবতেজসা।
নির্দ্দহন্তী তদাত্মানং সদেবাসুর-কিন্নরৈঃ॥ ১৬
কিং কিমেতদিতি প্রোক্তা গন্ধর্ব্বগণ-গুহ্যকৈঃ।
উপযম্যাব্রবীদ্দক্ষঃ প্রণিপত্যাথ দুঃখিতঃ॥ ১৭
ত্বমস্য জগতো মাতা জগৎসৌভাগ্যদেবতা।
দুহিতৃত্বং গতা দেবি মমানুগ্রহকাম্যয়া॥ ১৮
ন ত্বয়া রহিতং কিঞ্চিদ্ব্রহ্মাণ্ডে সচরাচরম্।
প্রসাদং কুরু ধর্ম্মজ্ঞে ন মাং ত্যক্তুমিহার্হসি॥১৯
প্রাহ দেবী যদারব্ধং তৎ কার্য্যং মে ন সংশয়ঃ
কিন্তবশ্যং ত্বয়া মর্ত্ত্যে হতযজ্ঞেন শূলিনা॥ ২০
প্রসাদে লোকসৃষ্ট্যর্থং তপঃ কার্য্যং মমান্তিকে।
প্রজাপতিস্ত্বং ভবিতা দশানামঙ্গজোঽপ্যলম্॥

এই কন্যাত্রয়ের একটী রুদ্রকে, একটী সিতকে এবং অপরটী জৈগীষব্যকে সম্প্রদান করেন। তাঁহার এই তিন কন্যাই জগতে তপোধিকা বলিয়া বিখ্যাতা।১—৯। ঋষিগণ বলিলেন,—পূর্ব্বে দাক্ষায়ণী কি জন্য নিজেই নিজকে দগ্ধ করিয়াছিলেন এবং কিরূপে তিনি হিমগিরি নন্দিনী হইয়া মহীতলে জন্মগ্রহণ করেন? হে সূত! সেই লোকজননী যখন প্রাণত্যাগ করেন, তখন ব্রহ্মনন্দন দক্ষই বা তাঁহাকে কিরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন কর। সূত বলিলেন,—ভূরি-দক্ষিণান্বিত দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হইলে, নিমন্ত্রিত দেবগণ সকলেই আসিয়া সেই যজ্ঞ সভায় উপস্থিত হইলেন। তখন সতী পিতাকে বলিলেন,—হে তাত! কি জন্য আপনি মদীয় ভর্ত্তাকে এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন নাই? দক্ষ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—তোমার পতি শূলপাণি যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইবার অযোগ্য। রুদ্র সংহারকর্ত্তা; সুতরাং সে অমঙ্গলভাগী। অনন্তর সতী পিতৃবাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া বলিলেন,—আমি তোমা হইতে উৎপন্ন এই দেহ পরিত্যাগ করিব। তুমি দশ পিতৃগণের একমাত্র পুত্র হইবে। পরে ক্ষত্রিয়জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে রুদ্র হইতে তোমার বিনাশ ঘটিবে। সতী এই বলিয়া যোগাবলম্বনে আত্মদেহোত্থিত তেজ দ্বারা আত্মাকে দগ্ধ করিলেন। তখন দেব, অসুর, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও গুহ্যক প্রভৃতিরা এ কি হইল! এ কি হইল! বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দক্ষ প্রজাপতি দুঃখিত হইয়া সতী-সমীপে আগমন করত প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দেবি! তুমি এই জগতের মাতা এবং এ জগতের সৌভাগ্য-দেবতা। আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি আমার দুহিতা হইয়াছিলে,—হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি না থাকিলে এ ব্রহ্মাণ্ডে চরাচর জগৎ কিছুই থাকিবে না। আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমায় ত্যাগ করিও না। দেবী বলিলেন,—যে কার্য্যের উপক্রম করিয়াছি, তাহা আমাকে অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু এ মর্ত্ত্যধামে শূলপাণির হস্তে তুমিও হতযজ্ঞ হইবে। পরে লোকসৃষ্টির জন্য মৎপ্রসাদে আমারই সমীপে তপোনুষ্ঠান করিবে। তুমি দশ-পিতৃগণের পুত্র হইয়া প্রজাপতি হইবে।

মদংশেনাঙ্গনাষষ্টির্ভবিষ্যত্যঙ্গজাস্তব।
মৎসন্নিধৌ তপঃ কুর্ব্বন্‌ প্রাপ্স্যসে যোগমুত্তমম্‌
এবমুক্তোঽব্রবীদ্দক্ষঃ কেষু কেষু ময়ানঘে।
তীর্থেষু চ ত্বং দ্রষ্টব্যা স্তোতব্যা কৈশ্চ নামভিঃ

দেব্যুবাচ।

সর্ব্বদা সর্ব্বভূতেষু দ্রষ্টব্যা সর্ব্বতো ভুবি।
সর্ব্বলোকেষু যৎ কিঞ্চিদ্রহিতং ন ময়া বিনা ॥২৪
তথাপি যেষু স্থানেষু দ্রষ্টব্যা সিদ্ধিমীপ্সুভিঃ।
স্মর্ত্তব্যা ভূতিকামৈর্বা তানি বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ॥
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী নৈমিষে লিঙ্গধারিণী।
প্রয়াগে ললিতা দেবী কামাক্ষী গন্ধমাদনে ॥২৬
মানসে কুমুদা নাম বিশ্বকায়া তথাম্বরে॥ ২৭
গোমন্তে গোমতী নাম মন্দরে কামচারিণী।
মদোৎকটা চৈত্ররথে জয়ন্তী হস্তিনাপুরে ॥ ২৮
কান্যকুব্জে তথা গৌরী রম্ভা মলয়পর্ব্বতে।
একাম্রকে কীর্ত্তিমতী বিশ্বাং বিশ্বেশ্বরে বিদুঃ॥
পুষ্করে পুরুহূতেতি কেদারে মার্গদায়িনী।
নন্দা হিমবতঃ পৃষ্ঠে গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা ॥ ৩০
স্থানেশ্বরে ভবানী তু বিল্বকে বিল্বপত্রিকা।
শ্রীশৈলে মাধবী নাম ভদ্রা ভদ্রেশ্বরে তথা ॥ ৩১
জয়া বরাহশৈলে তু কামলা কমলালয়ে।
রুদ্রকোট্যাঞ্চ রুদ্রাণী কালী কালঞ্জরে গিরৌ॥
মহালিঙ্গে তু কপিলা মর্কোটে মুকুটেশ্বরী।
শালগ্রামে মহাদেবী শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া ॥৩৩
মায়াপুর্য্যাং কুমারী তু সন্তানে ললিতা তথা।
উৎপলাক্ষী সহস্রাক্ষে কমলাক্ষে মহোৎপলা॥
গঙ্গায়াং মঙ্গলা নাম বিমলা পুরুষোত্তমে।
বিপাশায়ামমোঘাক্ষী পাটলা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে ॥৩৫
নারায়ণী সুপার্শ্বে তু ত্রিকূটে ভদ্রসুন্দরী।
বিপুলে বিপুলা নাম কল্যাণী মলয়াচলে ॥ ৩৬
কোটবী কোটিতীর্থে তু সুগন্ধা মাধবে বনে।
গোদাশ্রমে ত্রিসন্ধ্যা তু গঙ্গাদ্বারে রতিপ্রিয়া॥
শিবকুণ্ডে শিবানন্দা নন্দিনী দেবিকাতটে।
রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥৩৮

আমারই অংশে তোমার ষষ্টিসংখ্যক কন্যা সন্তান উৎপন্ন হইবে। তুমি আমার সমীপে তপস্যা করিয়া পরম যোগ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। সতী এই কথা কহিলে দক্ষ বলিলেন,—হে পূতচরিত্রে! কোন্‌ কোন্‌ তীর্থে তোমাকে দর্শন করা যাইবে এবং কি কি নামেই বা তোমায় স্তব করা যাইবে? ১০—২৩। দেবী বলিলেন,—এ জগতে সমস্ত সকল ভূতেই আমি সাক্ষাৎকৃত হইয়া থাকি। সকল লোকেই আমি বিরাজমানা; আমা বিনা কোথাও কিছুই নাই। তথাপি সিদ্ধিকামী সাধুগণ যে যে স্থানে আমায় দেখিতে পাইবেন, অথবা ঐশ্বর্য্যাভিলাষী জনগণ আমায় স্মরণ করিবেন; আমি সেই সেই স্থান ও তত্তৎ স্থানস্থিত মদীয় মূর্ত্তির নামনিচয় যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি বারাণসীধামে বিশালাক্ষী, নৈমিষে লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগে ললিতাদেবী, গন্ধমাদনে কামাক্ষী, মানসে কুমুদা, অম্বরে বিশ্বকায়া, গোমন্তে গোমতী, মন্দরে কামচারিণী, চৈত্ররথে মদোৎকটা, হস্তিনাপুরে জয়ন্তী, কান্যকুব্জে গৌরী, মলয়াচলে রম্ভা, একাম্রকে কীর্ত্তিমতী, বিশ্বেশ্বরে বিশ্বা, পুষ্করে পুরুহূতা, কেদারে মার্গদায়িনী, হিমালয়পৃষ্ঠে নন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা, স্থানেশ্বরে ভবানী, বিল্বকে বিল্বপত্রিকা, শ্রীশৈলে মাধবী, ভদ্রেশ্বরে ভদ্রা, বরাহশৈলে জয়া, কমলালয়ে কামলা, রুদ্রকোটীতে রুদ্রাণী, কালঞ্জর পর্ব্বতে কালী, মহালিঙ্গে কপিলা, মর্কটে মুকুটেশ্বরী, শালগ্রামে মহাদেবী, শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া, মায়াপুরীতে কুমারী, সন্তানে ললিতা, সহস্রাক্ষে উৎপলাক্ষী, কমলাক্ষে মহোৎপালা, গঙ্গাতীরে মঙ্গলা, পুরুষোত্তমে বিমলা, বিপাশায় অমোঘাক্ষী, পুণ্ড্রবর্দ্ধনে পাটলা, সুপার্শ্বে নারায়ণী, ত্রিকূটে ভদ্রসুন্দরী, বিপুলে বিপুলা, মলয়াচলে কল্যাণী, কোটিতীর্থে কোটবী, মাধববনে সুগন্ধা, গোদাশ্রমে ত্রিসন্ধ্যা, গঙ্গাদ্বারে রতিপ্রিয়া, শিবকুণ্ডে শিবানন্দা, দেবিকাতটে নন্দিনী, দ্বারবতীতে রুক্মিণী,

দেবকী মথুরায়ান্তু পাতালে পরমেশ্বরী।
চিত্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যাধিবাসিনী॥
সহ্যাদ্রাবেকবীরা তু হরিশ্চন্দ্রে তু চন্দ্রিকা।
রমণা রামতীর্থে তু যমুনায়াং মৃগাবতী॥ ৪০
করবীরে মহালক্ষ্মীরুমাদেবী বিনায়কে।
অরোগা বৈদ্যনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী॥৪১
অভয়েত্যুষ্ণতীর্থেষু চামৃতা বিন্ধ্যকন্দরে।
মাণ্ডব্যে মাণ্ডবী নাম স্বাহা মাহেশ্বরে পুরে॥
ছাগলাণ্ডে প্রচণ্ডা তু চণ্ডিকা মকরন্দকে।
সোমেশ্বরে বরারোহা প্রভাসে পুষ্করাবতী॥৪৩
দেবমাতা সরস্বত্যাং পারাবারতটে মত।
মহালয়ে মহাভাগা পয়োষ্ণ্যাং পিঙ্গলেশ্বরী॥৪৪
সিংহিকা কৃতশৌচে তু কার্ত্তিকেয়ে যশস্করী
উৎপলাবর্ত্তকে লোলা শুভদ্রা শোণসঙ্গমে॥৪৫
মাতা সিদ্ধপুরে লক্ষ্মীরঙ্গনা ভরতাশ্রমে।
জালন্ধরে বিশ্বমুখী তারা কিষ্কিন্ধ্যপর্ব্বতে॥৪৬
দেবদারুবনে পুষ্টির্মেধা কাশ্মীরমণ্ডলে।
ভীমা দেবী হিমাদ্রৌ তু পুষ্টির্বিশ্বেশ্বরে তথা॥
কপালমোচনে শুদ্ধির্মাতা মায়াবরোহণে।
শঙ্খোদ্ধারে ধ্বনির্নাম ধৃতিঃ পিণ্ডারকে তথা॥
কালা তু চন্দ্রভাগায়ামচ্ছোদে শিবকারিণী।
বেণায়ামমৃতা নাম বদর্য্যামুর্ব্বশী তথা॥ ৪৯
ঔষধী চোত্তরকুরৌ কুশদ্বীপে কুশোদকা।
মন্মথা হেমকূটে তু মুকুটে সত্যবাদিনী॥ ৫০
অশ্বত্থে বন্দনীয়া তু নিধির্বৈশ্রবণালয়ে।
গায়ত্রী বেদবদনে পার্ব্বতী শিবসন্নিধৌ॥ ৫১
দেবলোকে তথেন্দ্রাণী ব্রহ্মাস্যেষু সরস্বতী।
সূর্য্যবিম্বে প্রভা নাম মাতৃণাং বৈষ্ণবী মতা॥৫২
অরুন্ধতী সতীনান্তু রামাসু চ তিলোত্তমা।
চিত্তে ব্রহ্মকলা নাম শক্তিঃ সর্ব্বশরীরিণাম্॥
এতদুদ্দেশতঃ প্রোক্তং নামাষ্টশতমুত্তমম্।
অষ্টোত্তরঞ্চ তীর্থানাং শতমেতদুদাহৃতম্॥৫৪
যঃ স্মরেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
এষু তীর্থেষু যঃ কৃত্বা স্নানং পশ্যতি মাং নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ কল্পং শিবপুরে বসেৎ।
যস্তু মৎপরমং কালং করোত্যেতেষু মানবঃ॥
স ভিত্বা ব্রহ্মসদনং পদমভ্যেতি শাঙ্করম্।

বৃন্দাবনে রাধা, মথুরায় দেবকী, পাতালে পরমেশ্বরী, চিত্রকূটে সীতা, বিন্ধ্যে বিন্ধ্যাধিবাসিনী, সহ্যাদ্রিতে একবীরা, হরিচন্দে চন্দ্রিকা, বৈদ্যনাথে অরোগা, মহাকালে মহেশ্বরী, উষ্ণতীর্থে অভয়া, বিন্ধ্যকন্দরে অমৃতা, মাণ্ডব্যে মাণ্ডবী, মহেশ্বরপুরে স্বাহা, ছাগলাণ্ডে প্রচণ্ডা, মকরন্দকে চণ্ডিকা, সোমেশ্বরে বরারোহা, প্রভাসে পুষ্করাবতী, সরস্বতীতীরে দেবমাতা, সাগরতীরে মাতা, মহালয়ে মহাভাগা, পয়োষ্ণীতীরে পিঙ্গলেশ্বরী, কৃতশৌচে সিংহিকা, কার্ত্তিকেয়ে যশস্করী, উৎপালাবর্ত্তে লোলা, শোণসঙ্গমে সুভদ্রা, সিদ্ধপুরে লক্ষ্মীমাতা, ভরতাশ্রমে অঙ্গনা, জালন্ধরে বিশ্বমুখী, কিষ্কিন্ধ্যাচলে তারা, দেবদারুবনে পুষ্টি, কাশ্মীরমণ্ডলে মেধা, হিমাচলে ভীমাদেবী, বিশ্বেশ্বরে পুষ্টি, কপালমোচনে শুদ্ধি, মায়াবরোহণে সীতা, শঙ্খোদ্ধারে ধ্বনি, পিণ্ডারকে ধৃতি, চন্দ্রভাগায় কালা অচ্ছোদতীরে শিবকারিণী, বেণায় অমৃতা, বদরীবনে উর্ব্বশী, উত্তর কুরুদেশে ঔষধী, কুশদ্বীপে কুশোদকা, হেমকূটে মন্মথা, মুকুটে সত্যবাদিনী, অশ্বত্থে বন্দনীয়া, কুবেরালয়ে নিধি, বেদবদনে গায়ত্রী, শিব-সন্নিধানে পার্ব্বতী, দেবলোকে ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মমুখে সরস্বতী, সূর্য্যবিম্বে প্রভা, মাতৃগণ মধ্যে বৈষ্ণবী, সতীসমূহে অরুন্ধতী, রমণী মধ্যে তিলোত্তমা, চিত্তে ব্রহ্মকলা, এবং সর্ব্বদেহীর দেহে শক্তি নামে বিরাজিতা।২৪—৫৪। এই আমার অষ্টোত্তর শত নাম ও তৎসংখ্যক তীর্থ স্থানের বিষয় বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি এই সকল নাম স্মরণ বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই সকল তীর্থে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি মদীয় মূর্ত্তি অবলোকন করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবপুরে বাস করিতে পারে। যে জন মদারাধন-যোগ্য বৈধ কালে এই সকল তীর্থে স্নান-

নাম্নামষ্টশতং যস্তু শ্রাবয়েচ্ছিবসন্নিধৌ ॥ ৫৭
তৃতীয়ায়ামথাষ্টম্যাং বহুপুত্রো ভবেন্নরঃ।
গোদানে শ্রাদ্ধদানে বা অহন্যহনি বাবুধঃ ॥ ৫৮
দেবার্চ্চনবিধৌ বিদ্বান্ পঠন্ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
এবং বদন্তী সা তত্র দদাহাত্মানমাত্মনা ॥ ৫৯
স্বায়ম্ভুবোঽপি কালেন দক্ষঃ প্রাচেতসোঽভবৎ
পার্ব্বতী সাভবদ্দেবী শিবদেহার্দ্ধধারিণী ॥৬০
মেনাগর্ভসমুৎপন্না ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদা।
অরুন্ধতী জপন্ত্যেতৎ প্রাপ যোগমনুত্তমম্ ॥৬১
পুরুরবাশ্চ রাজর্ষির্লোকে ব্যজয়তামগাৎ।
যযাতিঃ পুত্রলাভঞ্চ ধনলাভঞ্চ ভার্গবঃ ॥ ৬২
তথান্যে দেবদৈত্যাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ বহবঃ সিদ্ধিমীয়ুর্যথেপ্সিতাম্ ॥৬৩
যত্রৈতল্লিখিতং তিষ্ঠেৎ পূজ্যতে দেবসন্নিধৌ।

দানাদি করে, সে ব্রহ্ম সদন অতিক্রম করিয়া শঙ্কর-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উল্লিখিত অষ্টোত্তর শত নাম তৃতীয়া বা অষ্টমীতে যে ব্যক্তি শিবসন্নিধানে শ্রবণ করায়, তাহার বহু পুত্র হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি গোদানে, শ্রাদ্ধ দানে, দেবার্চ্চন-ব্যাপারে বা প্রতিদিবসে উক্ত নাম সকল পাঠ করিলে ব্রহ্মলাভ করিতে পারেন। সতী দেবী এইরূপ বলিতে বলিতে স্বীয় তেজে স্বীয় দেহ দগ্ধ করিলেন। অনন্তর স্বায়ম্ভুব দক্ষ কালক্রমে প্রচেতাদিগের পুত্র হইয়া উৎপন্ন হইলেন। পার্ব্বতী দেবী শিব-দেহার্দ্ধধারিণী হইয়া বিরাজ করিলেন। তিনি মেনার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া ভুক্তি ও মুক্তিদাত্রী হইলেন। অরুন্ধতী দেবী এই অষ্টোত্তর শত নাম জপ করিয়া উত্তম যোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে উহা পাঠ করিয়া রাজর্ষি পুরুরবা জগতে বিজয়ী হন, যযাতি পুত্র, ভার্গব ধর্ম্ম, এবং অন্যান্য দেবদৈত্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-গণের মধ্যে অনেকেই ঈপ্সিত সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যেখানে এই অষ্টশত নাম

ন তত্র শোকো দৌর্গত্যং কদাচিদপি জায়তে ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পিতৃবংশান্বয়ে
গৌরীনামাষ্টোত্তরশতকথনং নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ।
লোকাঃ সোমপথা নাম যত্র মারীচনন্দনাঃ।
বর্ত্তন্তে দেবপিতরো দেবা যান্ ভাবয়ন্ত্যলম্ ॥
অগ্নিষ্বাত্তা ইতি খ্যাতা যজ্বানো যত্র সংস্থিতাঃ
অচ্ছোদা নাম তেষান্তু মানসী কন্যকা নদী ॥২
অচ্ছোদং নাম চ সরঃ পিতৃভির্নির্ম্মিতং পুরা।
অচ্ছোদা তু তপশ্চক্রে দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ॥৩
আজগ্মুঃ পিতরস্তুষ্টাঃ কিল দাতুঞ্চ তাং বরম্
দিব্যরূপধরাঃ সর্ব্বে দিব্যমাল্যানুলেপনাঃ ॥ ৪

লিখিত থাকে বা লিখিত হইয়া দেব-সন্নিধানে পূজিত হয়, তথায় কাহারও শোক বা কোন দুর্গতিরই অস্তিত্ব থাকে না। ৫৪—৬৪।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সোমপথ নামে এক লোক আছে; তথায় দেবপিতা মারীচ-নন্দনগণ বিরাজমান। দেবগণ তাঁহাদিগকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন। ঐ যাগশীল দেবপিতৃগণ অগ্নিষ্বাত্তাদি আখ্যায় অভিহিত। অচ্ছোদা নামে তাঁহাদের এক নদীরূপা মানসী কন্যা ও তাঁহাদেরই নির্ম্মিত অচ্ছোদ নামে একটী সরোবরও আছে। একদা অচ্ছোদা সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া মহৎ তপোনুষ্ঠান করেন। তাহার ফলে পিতৃগণ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তপশ্চারিণী অচ্ছোদাকে বর প্রদান করিবার জন্য আগমন করেন। পিতৃগণ সকলেই রূপবান্, দিব্য মাল্যধারী,

সর্ব্বে যুবানো বলিনঃ কুসুমায়ুধসন্নিভাঃ।
তন্মধ্যেঽমাবসুং নাম পিতরং বীক্ষ্য সাঙ্গনা ॥৫
বব্রে বরার্থিনী সঙ্গং কুসুমায়ুধপীড়িতা।
যোগাদ্ভ্রষ্টা তু সা তেন ব্যভিচারেণ ভামিনী॥
ধরান্তু নাস্পৃশৎ পূর্ব্বং পপাতাথ ভুবস্তলে।
তিথাবমাবসুর্যস্যামিচ্ছাং চক্রে ন তাং প্রতি॥
ধৈর্য্যেণ তস্য সা লোকৈরমাবাস্যেতি বিশ্রুতা।
পিতৃণাং বল্লভা তস্মাৎ তস্যামক্ষয়কারকম্॥ ৮
অচ্ছোদাধোমুখী দীনা লজ্জিতা তপসঃ ক্ষয়াৎ
সা পিতৃন্ প্রার্থয়ামাস পুনে চাত্মপ্রসিদ্ধয়ে॥ ৯
বিলপ্যমানা পিতৃভিরিদমুক্তা তপস্বিনী।
ভবিষ্যমর্থমালোক্য দেবকার্য্যঞ্চ তে তদা॥১০
ইদমুচুর্মহাভাগাঃ প্রসাদশুভয়া গিরা।
দিবি দিব্যশরীরেণ যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ॥
তেনৈব তৎ কর্ম্মফলং ভুজ্যতে বরবর্ণিনি।
সদ্যঃ ফলন্তি কর্ম্মাণি দেবত্বে প্রেত্য মানুষে।
তস্মাৎ ত্বং পুত্রি তপসঃ প্রাপ্স্যসে প্রেত্য তৎ ফলম্।
অষ্টাবিংশে ভবিত্রী ত্বং দ্বাপরে মৎস্যযোনিজা।
ব্যতিক্রমাৎ পিতৃণাং ত্বং কষ্টং কুলমবাপ্স্যসি
তস্মাদ্রাজ্ঞো বসোঃ কন্যা ত্বমবশ্যং ভবিষ্যসি॥
কন্যা ভূত্বা চ লোকান্ স্বান্ পুনরাপ্স্যসি দুর্লভান
পরাশরস্য বীর্য্যেণ পুত্রমেকমবাপ্স্যসি॥ ১৫
দ্বীপে তু বদরীপ্রায়ে বাদরায়ণমচ্যুতম্।
স বেদমেকং বহুধা বিভজিষ্যতি তে সুতঃ॥১৬
পৌরবস্যাত্মজৌ দ্বৌ তু সমুদ্রাংশস্য শন্তনোঃ।
বিচিত্রবীর্য্যস্তনয়স্তথা চিত্রাঙ্গদো নৃপঃ॥ ১৭
ইমাবুৎপাদ্য তনয়ৌ ক্ষেত্রজাবস্য ধীমতঃ।
প্রোষ্ঠপদ্যষ্টকারূপা পিতৃলোকে ভবিষ্যসি॥১৮
নাম্না সত্যবতী লোকে পিতৃলোকে তথাষ্টকা।
আয়ুরারোগ্যদা নিত্যং সর্ব্বকামফলপ্রদা॥১৯

অনুলিপ্তাঙ্গ, যুবা, বলবান্ ও কুসুমায়ুধ-সন্নিভ। অচ্ছোদা তাঁহাদের মধ্যে অমাবসু নামক দেবপিতাকে নিরীক্ষণ করত অত্যন্ত কামাবিষ্টা হইয়া তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনা করিলেন এবং উক্তরূপ ব্যভিচার-নিবন্ধন তিনি যোগ-ভ্রষ্টা হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে কিন্তু আর কখন ইনি ধরা স্পর্শ করেন নাই। অমাবসু যে তিথিতে তাঁহাকে ইচ্ছা করিলেন না, ঐ তিথি তাঁহার ধৈর্য্য-বশতঃ লোকে অমাবস্যা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এজন্য ঐ তিথি পিতৃগণের অতীব আদরণীয় এবং ঐ তিথিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অক্ষয় হইয়া থাকেন। পরে অচ্ছোদা তপঃ-ক্ষয়ে নিতান্ত লজ্জিতা, দীনা ও অধো-মুখী হইয়া পিতৃগণ-সন্নিধানে স্বপুরে আত্ম-প্রসিদ্ধি লাভের জন্য দুঃখিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন। পিতৃগণ তাহাতে দেবগণের প্রয়োজনীয় ভবিষ্য কার্য্য স্মরণ করত প্রসন্নতা সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলি-লেন,—হে বরবর্ণিনি! স্বর্গে বুধগণ স্বর্গীয় শরীরে যাহা কিছু কর্ম্ম করেন, ঐ স্বর্গীয় শরীরেই তৎফল সমুদয় ভোগ করিয়া থাকেন এবং দেবতাদিগের কর্ম্মফল সদ্যই ফলিত হয়; কিন্তু মানবের জন্মান্তর না হইলে, কর্ম্মফল ফলিত হয় না। সুতরাং তুমি জন্মান্তরে তোমার আচরিত তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইবে এবং পিতৃগণের সহিত অসদ্ব্যবহার করায় অষ্টাবিংশ দ্বাপর যুগে তুমি ক্লেশবহুল মৎস্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। এবং পুনরায় পিতৃকুল প্রাপ্ত হইবে। অতএব তুমি অবশ্যই বসু রাজার কন্যা হইয়া পুনরায় স্বীয় দুর্লভ লোক প্রাপ্ত হইবে। অপিচ তুমি পরা-শরের ঔরসে বদরী-বৃক্ষ-সমাকুল কোন দ্বীপে বাদরায়ণ অচ্যুত নামে প্রসিদ্ধ এক সন্তান লাভ করিবে। তোমার ঐ তনয় বহু প্রকারে বেদ বিভাগ করিবেন। ১—১৬। পরে তুমি পুরুবংশধর সমুদ্রাংশ-ভূত শান্তনুর বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামক দুই পুত্র প্রসব করিয়া প্রোষ্ঠপদ নক্ষত্রে অষ্টকারূপে পিতৃলোকে জন্ম গ্রহণ করিবে এবং মর্ত্ত্যলোকে সত্যবতী ও পিতৃলোকে তুমি অষ্টকা আখ্যায় অভিহিত হইয়া আয়ু,

ভবিষ্যসি পরে কালে নদীত্বঞ্চ গমিষ্যসি।
পুণ্যতোয়া সরিচ্ছ্রেষ্ঠা লোকে হ্যচ্ছোদনামিকা
ইত্যুক্তা স গণস্তেষাং তত্রৈবান্তরধীয়ত।
সাপ্যবাপ চ তৎ সর্ব্বং ফলং যদুদিতং পুরা॥২১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পিতৃবংশানু-
কীর্ত্তনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

বিভ্রাজা নাম চান্যে তু দিবি সন্তি সুবর্চ্চসঃ।
লোকা বর্হিষদো যত্র পিতরঃ সন্তি সুব্রতাঃ॥১
যত্র বর্হিণযুক্তানি বিমানানি সহস্রশঃ।
সঙ্কল্প্য বর্হিষো যত্র তিষ্ঠন্তি ফলদায়িনঃ॥ ২
যত্রাভ্যুদয়শালাসু মোদন্তে শ্রাদ্ধদায়িনঃ।
যাংশ্চ দেবাসুরগণা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ॥ ৩
যক্ষরক্ষোগণাশ্চৈব যজন্তি দিবি দেবতাঃ।
পুলস্ত্যপুত্রাঃ শতশস্তপোযোগসমন্বিতাঃ॥ ৪
মহাত্মানো মহাভাগা ভক্তানামভয়প্রদাঃ
এতেষাং পীবরী কন্যা মানসী দিবি বিশ্রুতা॥৫
যোগিনী যোগমাতা চ তপশ্চক্রে সুদারুণম্।
প্রসন্নো ভগবাংস্তস্যা বরং বব্রে তু সা হরেঃ॥
যোগবন্তং সুরূপঞ্চ ভর্ত্তারং বিজিতেন্দ্রিয়ম্।
দেহি দেব প্রসন্নস্ত্বং পতিং মে বদতাং বরম্॥
উবাচ দেবো ভবিতা ব্যাসপুত্রো যদা শুকঃ।
ভবিতা তস্য ভার্য্যা ত্বং যোগাচার্য্যস্য সুব্রতে
ভবিষ্যতি চ তে কন্যা কৃত্বী নাম চ যোগিনী।
পাঞ্চালাধিপতের্দেয়া মানুষস্য ত্বয়া তদা॥ ৯
জননী ব্রহ্মদত্তস্য যোগসিদ্ধা চ গৌঃ স্মৃতা।
কৃষ্ণো গৌরঃ প্রভুঃ শম্ভুর্ভবিষ্যন্তি চ তে সুতাঃ
মহাত্মানো মহাভাগা গমিষ্যন্তি পরং পদম্।
তানুৎপাদ্য পুনর্যোগাৎ সবরা মোক্ষমেষ্যসি॥

আরোগ্য ও সর্ব্ব অভিলষিত ফল-প্রদায়িনী হইবে। পরে তুমি এই মর্ত্ত্যধামে আচ্ছাদা নাম্নী পুণ্যতোয়া শ্রেষ্ঠা নদী হইয়া জন্মিবে। এই বলিয়া পিতৃগণ তথায় অন্তর্হিত হইলেন এবং আচ্ছাদানাম্নী পিতৃগণের মানসী কন্যাও তাঁহাদের বাক্যানুসারে সেই সেই বরানুযায়ী ফল প্রাপ্ত হইলেন। ১৭—২১।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—স্বর্গে বিভ্রাজ নামক পরম জ্যোতির্ম্ময় অপর কতিপয় লোক বিদ্যমান। সেখানে বর্হিষদ্ প্রভৃতি সুব্রত পিতৃগণ বিরাজ করিতেছেন। সহস্র সহস্র বিমান ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত রহিয়াছে, সঙ্কল্পের কুশ সফল অভীষ্ট ফল প্রদান করিতেছে ও শ্রাদ্ধকারিগণ অভ্যুদয়-শালায় হৃষ্টান্তঃকরণে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তথায় দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, যক্ষ ও রক্ষোগণ পিতৃগণের নিয়ত পূজা করেন। নিয়ত তপোযোগ সমন্বিত ; ভক্তানুকম্পী, মহাভাগ পুলস্ত্যনন্দনগণের স্বর্গে যে পিবরী নামে প্রসিদ্ধা মানসকন্যা আছেন, তিনি পরম যোগিনী এবং যোগ-জননী। তাঁহার সুদারু। তপস্যার ফলে ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইলে তিনি বর প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন,—হে দেব। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমায় সুরূপ, যোগী, জিতেন্দ্রিয় ও বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ পতি প্রদান করুন। অনন্তর দেব শ্রীহরি কহিলেন,—হে সুব্রতে! ব্যাস-পুত্র শুকদেব যখন জন্ম গ্রহণ করিবেন, তখন তুমি সেই যোগাচার্য্য শুকদেবের ভার্য্যা হইবে। ঐ সময় কৃত্বী নাম্নী তোমার এক যোগশীলা কন্যা জন্মিবে। তুমি ঐ কন্যাকে পাঞ্চালাধিপতির হস্তে সমর্পণ করিবে এবং তিনি ব্রহ্মদত্তের জননী ও যোগসিদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। তোমার গর্ভে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, ও শম্ভু নামে চারিটী পুত্র উৎপন্ন হইবে। তোমার ঐ মহাভাগ, মহাত্মা পুত্র-গণ সকলেই পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। ঐ সকল তনয় প্রসব করিয়া পুনরায় তুমি

সুমূর্ত্তিমন্তঃ পিতরো বসিষ্ঠস্য সুতাঃ স্মৃতাঃ।
নাম্না তু মানসাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে তে ধর্ম্মমূর্ত্তয়ঃ ॥১২
জ্যোতির্ভাসিষু লোকেষু যে বসন্তি দিবঃ পরম্
বিরাজমানাঃ ক্রীড়ন্তি যত্র তে শ্রাদ্ধদায়িনঃ ॥১৩
সর্ব্বকামসমৃদ্ধেষু বিমানেষ্বপি পাদজাঃ।
কিং পুনঃ শ্রাদ্ধদা বিপ্রা ভক্তিমন্তঃ ক্রিয়ান্বিতাঃ
গৌর্নাম কন্যা যেষান্তু মানসী দিবি রাজতে।
শুক্রস্য দয়িতা পত্নী সাধ্যানাং কীর্ত্তিবর্দ্ধিনী ॥১৫
মরীচিগর্ভা নাম্না তু লোকা মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে।
পিতরো যত্র তিষ্ঠন্তি হবিষ্যন্তোঽঙ্গিরঃসুতাঃ ॥
তীর্থশ্রাদ্ধপ্রদা যান্তি যে চ ক্ষত্রিয়সত্তমাঃ।
রাজ্ঞান্তু পিতরস্তে বৈ স্বর্গমোক্ষফলপ্রদাঃ ॥১৭
এতেষাং মানসী কন্যা যশোদা লোকবিশ্রুতা।
পত্নী হ্যংশুমতঃ শ্রেষ্ঠা স্নুষা পঞ্চজনস্য চ ॥ ১৮
জনন্যথ দিলীপস্য ভগীরথপিতামহী।
লোকাঃ কামদুঘা নাম কামভোগফলপ্রদাঃ ॥১৯
সুস্বধা নাম পিতরো যত্র তিষ্ঠন্তি সুব্রতাঃ।
আজ্যপা নাম লোকেষু কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ ॥
পুলহাঙ্গজদায়াদা বৈশ্যাস্তান্ ভাবয়ন্তি চ।
যত্র শ্রাদ্ধকৃতঃ সর্ব্বে পশ্যন্তি যুগপদ্গতাঃ ॥ ২১
মাতৃ-ভ্রাতৃ-পিতৃ-স্বসৃ-সখি-সম্বন্ধি-বান্ধবান্।
অপি জন্মাযুতৈর্দৃষ্টাননুভূতান্ সহস্রশঃ ॥ ২২
এতেষাং মানসী কন্যা বিরজা নাম বিশ্রুতা।
যা পত্নী নহুষস্যাসীদ্যযাতের্জননী তথা ॥ ২৩
একাষ্টকাভবৎ পশ্চাদ্ব্রহ্মলোকে গতা সতী।
ত্রয় এতে গণাঃ প্রোক্তাশ্চতুর্থস্তু বদাম্যতঃ ॥২৪
লোকাস্তু মানসা নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরি সংস্থিতাঃ।
যেষান্তু মানসী কন্যা নর্ম্মদা নাম বিশ্রুতা ॥ ২৫
সোমপা নাম পিতরো যত্র তিষ্ঠন্তি শাশ্বতাঃ।
ধর্ম্মমূর্ত্তিধরাঃ সর্ব্বে পরতো ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৬
উৎপন্নাঃ স্বধয়া তে তু ব্রহ্মত্বং প্রাপ্য যোগিনঃ

যোগাচরণ করত বর প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিবে। ১—১১। বসিষ্ঠ-সুত পিতৃগণ সকলেই মনোহর-মূর্ত্তি, সকলেই মানস নামক এবং সকলেই ধর্ম্মের মূর্ত্তিস্বরূপ। তাঁহারা স্বর্গকেও অতিক্রম করিয়া জ্যোতির্ম্ময় লোকে বাস করিতেছেন। তথায় শ্রাদ্ধদাতৃগণ সর্ব্বদা সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ বিমানে বিরাজমান থাকিয়া ক্রীড়া করেন। ঐ ক্রিয়াবান্ ভক্তিযুক্ত শ্রাদ্ধদাতা বিপ্রগণের গৌরবের কথা আর কি বলিব? ঐ পিতৃগণের গো-নাম্নী মানসী কন্যা স্বর্গে বিরাজ করিতেছেন। তিনি শুক্রের দয়িতা পত্নী এবং সাধ্যগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারিণী। মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে এক মরীচিগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ লোক আছে। অঙ্গিরাতনয় হবিষ্যন্ত পিতৃগণ সেখানে বিরাজ করিতেছেন, তীর্থশ্রাদ্ধপ্রদাতা ক্ষত্রিয়-প্রবরেরা তথায় গমন করেন। ঐ পিতৃগণ নৃপতিবৃন্দের পিতা, এবং তাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষফলের প্রদাতা। ইহাঁদের যশোদা নাম্নী লোক-প্রসিদ্ধা মানসী কন্যা আছেন; তিনি অংশুমানের শ্রেষ্ঠা পত্নী, পঞ্চজনের পুত্রবধূ, দিলীপের জননী ও ভগীরথের পিতামহী। কামদুঘা নামে এক লোক আছে। উহা অভিলষিত ভোগ সকল প্রদান করিয়া থাকে। কর্দ্দম প্রজাপতির লোকে আজ্যপা সুব্রত সুস্বধা নামক পিতৃগণ বসতি করেন। তাঁহারা পুলহাঙ্গজ-বংশীয় বৈশ্যগণের উপাস্য। শ্রাদ্ধকারিগণ ঐ স্থানে যাইয়া জন্ম জন্মান্তর-দৃষ্ট, ও অনুভূত সহস্র সহস্র মাতা, ভ্রাতা, পিতা, ভগিনী, সখা, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে দেখিতে পান। বিরজা নাম্নী কন্যা এই পিতৃগণের মানসী কন্যা; ইনি নহুষের পত্নী ও যযাতীর জননী ছিলেন। এই সতী প্রথমতঃ অষ্টকা হইয়া পরে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। স্বর্গীয় পিতৃদেবদিগের এই তিনটী গণ বলা হইল, অতঃপর চতুর্থ গণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন,— ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগে যে মানস লোক বিরাজিত, ঐ লোকের মানসী কন্যা নর্ম্মদা এবং তত্রত্য শাশ্বত পিতৃগণ সোমপ নামে বিখ্যাত। তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মমূর্ত্তিধর ও ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। স্বধা কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়া তাঁহারা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কৃত্বা সৃষ্ট্যাদিকং সর্ব্বং মানসে সাম্প্রতং স্থিতাঃ
নর্ম্মদা নাম তেষান্তু কন্যা তোয়বহা সরিৎ।
ভূতানি যা পাবয়তি দক্ষিণাপথগামিনী ॥ ২৮
তেভ্যঃ সর্ব্বে তু মনবঃ প্রজাঃ সর্গেষু নির্ম্মিতাঃ
জ্ঞাত্বা শ্রাদ্ধানি কুর্ব্বন্তি ধর্ম্মাভাবেঽপি সর্ব্বদা ॥
তেভ্য এব পুনঃ প্রাপ্তুং প্রসাদাদ্‌যোগসন্ততিম্
পিতৃণামাদিসর্গে তু শ্রাদ্ধমেব বিনির্ম্মিতম্ ॥৩
সর্ব্বেষাং রাজতং পাত্রমথবা রজতান্বিতম্।
দত্তং স্বধা পুরোধায় পিতৄন্ প্রীণাতি সর্ব্বদা ॥ ৩১
অগ্নীষোমযমাণান্তু কার্য্যমাপ্যায়নং বুধঃ।
অগ্ন্যভাবেঽপি বিপ্রস্য পাণাবপি জলেঽথবা ॥
অজাকর্ণেঽশ্বকর্ণে বা গোষ্ঠে বা সলিলান্তিকে।
পিতৃণামম্বরং স্থানং দক্ষিণা দিক্ প্রশস্যতে ॥
প্রাচীনাবীতমুদকং তিলাঃ সব্যাঙ্গমেব চ।
দর্ভা মাংসঞ্চ * পাঠীনং গোক্ষীরং মধুরা রসাঃ

খড়্গ-লোহামিষ-মধু-কুশ-শ্যামাক-শালয়ঃ।
যব-নীবার-মুদ্গেক্ষু শুক্লপুষ্প-ঘৃতানি চ ॥ ৩৫
বল্লভানি প্রশস্তানি পিতৃণামিহ সর্ব্বদা।
দ্বেষ্যাণি সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রাদ্ধে বর্জ্জ্যানি যানি তু
মসূর-শণ-নিষ্পাব-রাজমাষ কুসুম্ভিকাঃ।
পদ্ম-বিল্বার্ক-ধুস্তুর-পারিভদ্রাটরূষকাঃ ॥ ৩৭
ন দেয়াঃ পিতৃকার্য্যেষু পয়শ্চাজাবিকং তথা।
কোদ্রবোদার-চণকাঃ কপিত্থং মধুকাতসী ॥ ৩৮
এতান্যপি ন দেয়ানি পিতৃভ্যঃ প্রিয়মিচ্ছতা।
পিতৄন্ প্রীণাতি যো ভক্ত্যা তে পুনঃ প্রীণয়ন্তি তম্ ॥ ৩৯
যচ্ছন্তি পিতরঃ পুষ্টিং স্বর্গারোগ্যং প্রজাফলম্।
দেবকার্য্যাদপি পুনঃ পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে ॥
দেবতানাঞ্চ পিতরঃ পূর্ব্বমাপ্যায়নং স্মৃতম্।
শীঘ্রপ্রসাদাস্ত্বক্রোধা নিঃশস্ত্রাঃ স্থিরসৌহৃদাঃ ॥
শান্তাত্মানঃ শৌচপরাঃ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
ভক্তানুরক্তাঃ সুখদাঃ পিতরঃ পূর্ব্বদেবতাঃ ॥

তাঁহারা সম্প্রতি সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মানসে অবস্থান করিতেছেন। নর্ম্মদা নাম্নী সরিৎ তাঁহাদের কন্যা। ঐ নদী দক্ষিণাপথ-গামিনী হইয়া ভূতসকলকে পবিত্র করিতেছেন। ১২—২৮। মনুগণ উক্ত পিতৃগণের নিমিত্তই প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এই কথার মর্ম্ম অবগত হইয়া সকলেরই সর্ব্বদা শ্রাদ্ধ করা উচিত। পিতৃগণের নিকট হইতে যোগনিচয় প্রাপ্ত হইবার জন্যই আদি-কালে তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। রূপ্য পাত্র অথবা রৌপ্যখচিত পাত্র স্বধামন্ত্র দ্বারা পিতৃগণ উদ্দেশে নিবেদন করিয়া পুরোহিতকে সম্প্রদান করিবে। এরূপ কর্ম্ম পিতৃগণের অতীব প্রীতিপ্রদ। হে বুধ! পিতৃকার্য্যে অগ্নি, সোম ও যমরাজকেও আপ্যায়িত করিতে হয়। অগ্নির অভাব হইলে, বিপ্রহস্তে, জলে, অজাকর্ণে, অশ্ব-কর্ণে, গোষ্ঠে, সলিলান্তিকে ও আকাশে পিতৃগণ বাস করেন। দক্ষিণদিকই পিতৃ-কার্য্যে প্রশস্ত। আর প্রাচীনাবীত, উদক, তিল, বামাঙ্গ, দর্ভ, মাংস, পাঠীন, গোদুগ্ধ, মধুর রস, খড়্গ, মাংস, লোহামিষ মধু, কুশ, শ্যামাক, শালি, যব, নীবার, মুদ্গ, ইক্ষু, শুক্ল পুষ্প ও ঘৃত—এই সকল দ্রব্য পিতৃ কার্য্যে সর্ব্বদা প্রশস্ত এবং যে সমুদয় বস্তু বর্জ্জনীয়, তাহাও বলিতেছি। মসূর, শণ, নিষ্পাব, রাজমাষ, কুসুম্ভিকা, পদ্ম বিল্ব, অর্ক, ধুস্তুর, পারিভদ্র ও অটরূষক প্রভৃতি দ্রব্য এবং অজাদুগ্ধ, এই সকল দ্রব্য কদাচ পিতৃ-কার্য্যে প্রদেয় নহে। হিতেচ্ছু ব্যক্তি কদাচ শ্রাদ্ধে কোদ্রব, উদার, চণক, কপিত্থ, মধুক, ও অতসী দিবে না। যে ব্যক্তি পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করে, পিতৃগণও তাহাকে পরম প্রীতি প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা স্বর্গ, আরোগ্য ও সন্তানরূপ ফল দান করেন। দেব-কার্য্য হইতেও পিতৃকার্য্য প্রশস্ত। পূর্ব্বোক্ত ফল প্রাপ্তি বিষয়ে দেবতা অপেক্ষা পিতৃগণ অল্পকালেই আপ্যায়িত হন এবং শীঘ্র শীঘ্র প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ইহাঁরা ক্রোধহীন; সতত প্রিয়বাদী, ভক্তানুরক্ত ও সুখদ। ইহাঁরা

* গোধামাংসমিতি বা পাঠঃ।

হবিষ্মতামাধিপত্যে। শ্রদ্ধাদেবঃ স্মৃতো রবিঃ।
এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং পিতৃবংশানুকীর্ত্তনম্।
পুণ্যং পবিত্রমায়ুষ্যং কীর্ত্তনীয়ং সদা নৃভিঃ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পিতৃবংশানু-
কীর্ত্তনং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

পরপীড়ার্থ কদাচ শস্ত্র গ্রহণ করেন না। ইহাঁদের সৌহৃদ্য চিরস্থায়ী, ইহাঁরা পূর্ব্বদেবতা নামে নিরূপিত। হবিষ্মৎদিগের আধিপত্যে রবি শ্রাদ্ধদেব বলিয়া কথিত হন। এই ত আপনাদের নিকট পিতৃবংশানুকীর্ত্তন করিলাম; ইহা পুণ্য, পবিত্র, আয়ুষ্কর এবং সর্ব্বদা মানবের কীর্ত্তনীয়। ২৯—৪৩।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শ্রুত্বৈতৎ সর্ব্বমখিলং মনুঃ পপ্রচ্ছ কেশবম্।
শ্রাদ্ধে কালঞ্চ বিবিধং শ্রাদ্ধভেদং তথৈব চ॥ ১
শ্রাদ্ধেষু ভোজনীয়া যে যে চ বর্জ্জ্যা দ্বিজাতয়ঃ
কস্মিন্ বাসরভাগে বা পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধমাচরেৎ
কস্মিন্ দত্তং কথং যাতি শ্রাদ্ধন্তু মধুসূদন।
বিধিনা কেন কর্ত্তব্যং কথং প্রীণাতি তৎ পিতৄন্

মৎস্য উবাচ

কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।
পয়ো-মূল-ফলৈর্ব্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্॥
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং শ্রাদ্ধমুচ্যতে
নিত্যং তাবৎ প্রবক্ষ্যামি অর্ঘ্যাবাহনবর্জ্জিতম্॥
অদৈবং তদ্বিজানীয়াৎ পার্ব্বণং পর্ব্বসু স্মৃতম্।
পার্ব্বণং ত্রিবিধং প্রোক্তং শৃণু তাবন্মহীপতে॥
পার্ব্বণে যে নিযোজ্যাস্ত তান্ শৃণুষ্ব নরাধিপ।
পঞ্চাগ্নিঃ স্নাতকশ্চৈব ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ॥ ৭
শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়সুতো বিধিবাক্যবিশারদঃ।
সর্ব্বজ্ঞো বেদবিন্মন্ত্রী জ্ঞাতবংশঃ কুলান্বিতঃ॥ ৮
পুরাণবেত্তা ধর্ম্মজ্ঞঃ স্বাধ্যায়-জপতৎপরঃ।
শিবভক্তঃ পিতৃপরঃ সূর্য্যভক্তোহথ বৈষ্ণবঃ॥
ব্রহ্মণ্যো যোগবিচ্ছান্তো বিজিতাত্মা চ শীলবান্
ভোজয়েচ্চাপি দৌহিত্রং যত্নতঃ শ্বশুরং গুরুম্॥
বিট্‌পতিং মাতুলং বন্ধুমৃত্বিগাচার্য্যসোমপান্।
যশ্চ ব্যাকুরুতে বাক্যং যশ্চ মীমাংসতেহধ্বরম্
সামস্বরবিধিজ্ঞশ্চ পঙ্‌ক্তিপাবনপাবনঃ।

ষোড়শ অধ্যায়

সূত বলিলেন,—মনু বহু বিষয় শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কেশবকে প্রশ্ন করিলেন,—হে মধুসূদন! শ্রাদ্ধের কালভেদ, শ্রাদ্ধভেদ, কোন্ কোন দ্বিজাতিকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে হয়? কাহাদিগকেই বা ভোজন করাইতে নাই? দিবসের কোন্ অংশেই বা শ্রাদ্ধ করিতে হয়? কোথায় কি প্রকারেই বা শ্রাদ্ধ প্রদান্ করা উচিত? কোন বিধি অনুসারেই বা শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, এবং কি প্রকারেই বা পিতৃগণ প্রীতিযুক্ত হন? এই সমুদয় আমায় বলুন। মৎস্য বলিলেন,—মানব পিতৃগণকে প্রীত করিবার নিমিত্ত অন্ন, জল, পয়ঃ, মূল বা ফল দ্বারা অহরহ তাঁহাদের শ্রাদ্ধ করিবে। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ শ্রাদ্ধ। প্রথমতঃ নিত্য শ্রাদ্ধের বিষয় বলিতেছি। এই শ্রাদ্ধ অর্ঘ্য ও আবাহনবর্জ্জিত এবং অদৈব, পর্ব্ব দিনে হয় বলিয়া ইহা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ আখ্যায় অভিহিত। এই পার্ব্বণ শ্রাদ্ধও তিন প্রকার। হে মহীপতে! যাহারা এই পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে নিযোজ্য, তাহাদের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন। পঞ্চাগ্নি, স্নাতক, ত্রিসুপর্ণ, ষড়ঙ্গবিৎ, শ্রোত্রিয়, শ্রোত্রিয়সুত, বিধিবাক্য-বিশারদ, সর্ব্বজ্ঞ, বেদবিৎ, মন্ত্রী, জ্ঞাতবংশ, কুলীন, পুরাণবেত্তা ধর্ম্মজ্ঞ, স্বাধ্যায়জপ-তৎপর, শিবভক্ত, পিতৃভক্ত, সূর্য্যভক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মণ্য, যোগবিৎ, শান্ত, বিজিতাত্মা ও শীলবান্ ব্যক্তি আর দৌহিত্র, শ্বশুর, গুরু, বিট্‌পতি, মাতুল, বন্ধু, ঋত্বিক্, আচার্য্য, সোমপ, স্পষ্টবাদী,

সামগো ব্রহ্মচারী চ বেদযুক্তোহথ ব্রহ্মবিৎ ॥
যত্র তে ভুঞ্জতে শ্রাদ্ধে তদেব পরমার্থবৎ।
এতে ভোজ্যাঃ প্রযত্নেন বর্জ্জনীয়ান্ বিবোধ মে
পতিতোহভিশস্তঃ ক্লীবান্ধ-পিশুন-ব্যঙ্গ-রোগিণঃ।
কুনখী শ্যাবদন্তশ্চ কুণ্ড-গোলাশ্বপালকাঃ * ॥
পরিবিত্তির্নিযুক্তাত্মা প্রমত্তোন্মত্তদারুণাঃ।
বৈড়ালী বকবৃত্তিশ্চ দম্ভো দেবলকাদয়ঃ ॥ ১৫
কৃতঘ্নান্ নাস্তিকাংস্তদ্বন্ম্লেচ্ছদেশনিবাসিনঃ ;
ত্রিশঙ্কুর্বর্ব্বরদ্রাব-বীতদ্রবিড়কোকণান্ ॥ ১৬
বর্জ্জয়েল্লিঙ্গিনঃ সর্ব্বান্ শ্রাদ্ধকালে বিশেষতঃ।
পূর্ব্বেদ্যুরপরেদ্যুর্ব্বা বিনীতাত্মা নিমন্ত্রয়েৎ ॥ ১৭
নিমন্ত্রিতান্ হি পিতর উপতিষ্ঠন্তি তান্ দ্বিজান্
বায়ুভূতাননুগচ্ছন্তি তথাসীনানুপাসতে ॥ ১৮
দক্ষিণং জানুমালভ্য ত্বং ময়া তু নিমন্ত্রিতঃ।
এবং নিমন্ত্র্য নিয়মং শ্রাবয়েৎ পিতৃবান্ধবান্ ॥
অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈঃ সততং ব্রহ্মচারিভিঃ।
ভবিতব্যং ভবদ্ভিশ্চ ময়া চ শ্রাদ্ধকারিণা ॥ ২০
পিতৃযজ্ঞং বিনির্ব্বর্ত্ত্য তর্পণাখ্যন্তু যোঽগ্নিমান্।
পিণ্ডান্বাহার্য্যকং কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধমিন্দুক্ষয়ে সদা ॥ ২১
গোময়েনোপলিপ্তে তু দক্ষিণপ্রবণে স্থলে।
শ্রাদ্ধং সমাচরেদ্ভক্ত্যা গোষ্ঠে বা জলসন্নিধৌ ॥
অগ্নিমান্ নির্ব্বপেৎ পিত্র্যং চরুঞ্চ সমমুষ্টিভিঃ।
পিতৃভ্যো নির্ব্বপামীতি সর্ব্বং দক্ষিণতো ন্যসেৎ
অভিঘার্য্যং ততঃ কুর্য্যান্নির্ব্বাপত্রয়মগ্রতঃ।
তেঽপি তস্মায়তাঃ কার্য্যাশ্চতুরঙ্গুলবিস্তৃতাঃ ॥
দর্ব্বীত্রয়ন্তু কুর্ব্বীত খাদিরং রজতান্বিতম্।
রত্নিমাত্রং পরিশ্লক্ষ্ণং হস্তাকারাগ্রমুত্তমম্ ॥ ২৫
উদপাত্রঞ্চ কাংস্যঞ্চ মেক্ষণঞ্চ সমিৎকুশান্।
তিলাঃ পাত্রাণি সদ্বাসো গন্ধধূপানুলেপনম্ ॥

যজ্ঞমীমাংসক, সামস্বর-বিধিজ্ঞ, পঙ্‌ক্তিপাবন, সামগ, ব্রহ্মচারী, বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মবিৎ— ইঁহারা যে শ্রাদ্ধে ভোজন করিবেন, সেই শ্রাদ্ধ সুসম্পূর্ণ হইবে। ইঁহাদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইতে হয়। অতঃপর শ্রাদ্ধে যাহাদিগকে বর্জ্জন করিতে হয়, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। পতিত, অভিশস্ত, ক্লীব, অন্ধ, পিশুন, ব্যঙ্গ, রোগী, কুনখী, শ্যাবদন্ত, কুণ্ড, গোল, অশ্বপাল, পরিবিত্তি, নিযুক্তাত্মা, প্রমত্ত, উন্মত্ত, দারুণ, বৈড়ালী, বকবৃত্তি, দম্ভ, দেবলাদি, কৃতঘ্ন, নাস্তিক, ম্লেচ্ছদেশ-নিবাসী, ত্রিশঙ্কু, বর্ব্বর, দ্রাব বীত, দ্রবিড় ও কোকণনিবাসী ও কপটবেশী, ইহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিতে হয়। শ্রাদ্ধ পূর্ব্বদিনে বা তৎপূর্ব্ব দিনে শ্রাদ্ধকর্ত্তা অতি বিনীতভাবে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিবেন। ১—১৭। পিতৃগণ বায়ুরূপে উপস্থিত হইয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের পূজা, অনুগমন ও উপাসনা করিয়া থাকেন। পরে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের ও পিতৃবান্ধবদিগের জানু স্পর্শ করিয়া 'আপনি এই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইলেন' এই প্রকারে নিমন্ত্রণ করিয়া এইরূপ নিয়ম শ্রবণ করাইতে হইবে যে, আপনাদিগকে ও আমি শ্রাদ্ধকর্ত্তা—আমাকে ক্রোধহীন সততশুচি ও ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিতে হইবে। পিতৃশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে। অগ্নিমান্ ব্যক্তি চন্দ্রক্ষয়ে সর্ব্বদা পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ করিবে। গোময়লিপ্ত, দক্ষিণপ্রব স্থানে, গোষ্ঠে বা জলসন্নিধানে সম মুষ্টি দ্বারা পিতৃপ্রদেয় চরু গ্রহণ করত "পিতৃভ্যো নির্ব্বপামি" এই মন্ত্রে চরু ও যাবতীয় শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য দক্ষিণ দিকে প্রদান করিবে। অনন্তর অগ্রভাগেই চতুরঙ্গুলি বিস্তৃত ও চতুরঙ্গুল আয়ত অভিঘার্য্য নির্ব্বাপত্রয় স্থাপন করিবে এবং খদির কাষ্ঠনির্ম্মিত দর্ব্বীত্রয় প্রস্তুত করিবে। ঐ সকল দর্ব্বীতে কিঞ্চিৎ রজত যোগ করিতে হইবে। ঐ দর্ব্বীত্রয় অরত্নি-পরিমিত, মসৃণ ও হস্তের অগ্রভাগের ন্যায় হওয়া আবশ্যক। কাংস্য উদকপাত্র, মেক্ষণ, সমিধ, কুশ, তিল, পাত্র, শুদ্ধ বস্ত্র, গন্ধ, ধূপ ও অনুলেপন

* শিত্রিজারজগোলকা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

আহরেদপসব্যন্তু সর্ব্বং দক্ষিণতঃ শনৈঃ।
এবমাসাদ্য তৎ সর্ব্বং ভবনস্যাগ্রতো ভুবি ॥ ২
গোময়েনোপলিপ্তায়াং গোমূত্রেণ তু মণ্ডলম্।
অক্ষতাভিঃ সপুষ্পাভিস্তদভ্যর্চ্চ্যাপসব্যবৎ॥
বিপ্রাণাং ক্ষালয়েৎ পাদাবভিনন্দ্য পুনঃপুনঃ।
আসনেষূপক্লৃপ্তেষু দর্ভবৎসু বিধানবৎ ॥ ২৯
উপস্পৃষ্টোদকান্ বিপ্রানুপবেশ্যানুমন্ত্রয়েৎ।
দ্বৌ দৈবে পিতৃকৃত্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র চ ॥ ৩
ভোজয়েদীশ্বরোঽপীহ ন কুর্য্যাদ্বিস্তরং বুধঃ
দৈবপূর্ব্বং নিযোজ্যাথ বিপ্রানর্ঘ্যাদিনা বুধঃ ॥ ৩
অগ্নৌকুর্য্যাদনুজ্ঞাতো বিপ্রৈর্বিপ্রে৷ যথাবিধি।
স্বগৃহ্যোক্তবিধানেন কাংস্যে কৃত্বা চরুং ততঃ॥
অগ্নীষোমযমাভ্যান্তু কুর্য্যাদাপ্যায়নং বুধঃ।
দক্ষিণাগ্নৌ প্রণীতে বা য একাগ্নির্দ্বিজোত্তমঃ॥
যজ্ঞোপবীতী নির্ব্বর্ত্ত্য ততঃ পর্য্যুক্ষণাদিকম্।
প্রাচীনাবীতিনা কার্য্যমতঃ সর্ব্বং বিজানতা ॥ ৩৪
ষট্ চ তস্মাদ্ধবিঃশেষাৎ পিণ্ডান্ কৃত্বা ততোদকম্
দদ্যাদুদকপাত্রৈস্তু সলিলং সব্যপাণিনা ॥ ৩৫
জান্বাচ্য সব্যং যত্নেন দর্ভযুক্তো বিমৎসরঃ।
বিধায় লেখা যত্নেন নির্ব্বাপেষ্ববনেজনম্ ॥ ৩৬
দক্ষিণাভিমুখঃ কুর্য্যাৎ করে দর্ব্বীং নিধায় বৈ।
নিধায় পিণ্ডমেকৈকং সর্ব্বদর্ভেষ্বনুক্রমাৎ ॥৩৭
নিনয়েদথ দর্ভেষু নামগোত্রানুকীর্ত্তনৈঃ।
তেষু দর্ভেষু তং হস্তং নিমৃজ্যাল্লেপভাগিনাম্ ॥
তথৈব চ ততঃ কুর্য্যাৎ পুনঃ প্রত্যবনেজনম্।
ষড়্‌ঋতূন্ নমস্কৃত্য গন্ধধূপার্হণাদিভিঃ ॥ ৩৯
এবমাবাহ্য তৎ সর্ব্বং বেদমন্ত্রৈর্যথোদিতৈঃ।
একাগ্নেরেক এব স্যান্নির্ব্বাপো দর্ব্বিকা তথা ॥৪০
ততঃ ক্রিয়ান্তরে দদ্যাৎ পত্নীভ্যোঽন্নং কুশেষু সঃ
তদ্বৎ পিণ্ডাদিকে কুর্য্যাদাবাহন-বিসর্জ্জনম্ ॥৪১

প্রভৃতি দ্রব্য আহরণ করিয়া দক্ষিণ দিকে স্থাপন করা বিধেয়। এইরূপে উক্ত সমস্ত শ্রাদ্ধীয় উপকরণ গৃহের সম্মুখভাগে গোময় ও গোমূত্র দ্বারা উপলিপ্ত ভূমিতে রক্ষা করিয়া সপুষ্প অক্ষত দ্বারা তত্রস্থ মণ্ডল সংশোধন করত বিপ্রগণকে পুনঃপুনঃ অভিনন্দন করিয়া তাঁহাদিগের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিবে। তাঁহারা আচমনাদি জলকার্য্য নিষ্পন্ন করিলে তাঁহাদিগকে দর্ভময় আসনে উপবেশন করাইয়া আমন্ত্রণ করিবে। দেবপক্ষে দুইটী, পিতৃপক্ষে তিনটী অথবা উভয় পক্ষেই এক একটী করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ১৮—৩০। ধনাঢ্য ব্যক্তিও এই পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে অধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন না। অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা অর্ঘ্যাদি দানপূর্ব্বক দৈবক্রমে ব্রাহ্মণ নিয়োগ করিয়া বিপ্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া যথাবিধি অগ্নৌকরণ করিবেন এবং স্বগৃহ্যোক্ত বিধানে কাংস্যপাত্রে চরু গ্রহণ করিয়া অগ্নি, সোম, ও যমরাজকে নিবেদন করিয়া দিবেন। পরে দক্ষিণাগ্নি প্রণীত হইলে একাগ্নি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে যজ্ঞোপবীতী করিয়া অভ্যুক্ষণ করিতে হয়। অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি প্রাচীনাবীতী হইয়া সকল কর্ম্ম করিবেন, এবং হুতশেষ হইতে ষট্ পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া পরে বামহস্ত-ধৃত উদক্ পাত্র দ্বারা সতিল জল প্রদান করিবেন। অনন্তর জানু অবনত করিয়া দর্ভযুক্ত ও মাৎসর্য্যহীন হইয়া যত্নসহকারে নিবাপস্থানে রেখা বিধানপূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখ হইয়া তদুপরি দর্ব্বী দ্বারা অবনেজন করিবেন। এইরূপে ক্রমানুসারে পাতিত দর্ভোপরি এক একটী পিণ্ড নিধান করিয়া নাম ও গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক প্রদান করিবে। ঐ সকল পতিত দর্ভে লেপভাগীদিগের উদ্দেশে হস্তলগ্ন অন্ন মার্জ্জনা করিয়া দিবে। পরে ঐরূপ পুনরায় প্রত্যবনেজন করিবে। অনন্তর বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করত গন্ধ ধূপাদি দ্বারা ষড়্ ঋতুর আবাহন করিয়া নমস্কার করিতে হইবে। একাগ্নি ব্যক্তির একটী নিবাপ ও একটী দর্ব্বী বিহিত। তদনন্তর ক্রিয়ান্তরে কুশোপরি শ্রাদ্ধভাগীদিগের মৃত পত্নীগণকেও অন্ন প্রদান করিবে ও ঐরূপ প্রদত্ত পিণ্ডগুলিও আবাহন ও বিসর্জ্জন করিতে হইবে। অনন্তর পিণ্ড সকল

ততো গৃহীত্বা পিণ্ডেভ্যো মাত্রাঃ সর্ব্বাঃ ক্রমেণতু
তানেব বিপ্রান্ প্রথমং প্রাশয়েদ্‌যত্নতো নরঃ॥
যস্মাদন্নাদ্ধৃতা মাত্রা ভক্ষয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
অন্বাহার্য্যকমিত্যুক্তং তস্মাৎ তচ্চন্দ্রসংক্ষয়ে॥
পূর্ব্বং দত্ত্বা তু তদ্ধস্তে সপবিত্রং তিলোদকম্।
তৎপিণ্ডাগ্রং প্রযচ্ছেত স্বধৈষামস্ত্বিতি ব্রুবন্॥
বর্ণয়ন্ ভোজয়েদন্নং মিষ্টং পূতঞ্চ সর্ব্বদা।
বর্জ্জয়েৎ ক্রোধপরতাং স্মরন্ নারায়ণং হরিম্॥
তৃপ্তান্ জ্ঞাত্বা ততঃ কুর্য্যাদ্বিকিরন্ সার্ব্ববর্ণিকম্
সোদকঞ্চান্নমুদ্ধৃত্য সলিলং প্রক্ষিপেদ্ভুবি॥ ৪৬
আচান্তেষু পুনর্দ্দদ্যাজ্জলপুষ্পাক্ষতোদকম্॥
স্বস্তিবাচনকং সর্ব্বং পিণ্ডোপরি সমাহরেৎ॥ ৪৭
দেবায়ত্তং প্রকুর্ব্বীত শ্রাদ্ধনাশোহন্যথা ভবেৎ।
বিসৃজ্য ব্রাহ্মণাংস্তদ্বৎ তেষাং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্
দক্ষিণাং দিশমাকাঙ্ক্ষন্ পিতৄন্ যাচেত মানবঃ।
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি।
অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি॥৫০
যাচিতারশ্চ ন সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন।
এতদস্ত্বিতি তৎ প্রোক্তমন্বাহার্য্যন্তু পার্ব্বণম্॥৫১
যথেন্দুসংক্ষয়ে তদ্বদন্যত্রাপি নিগদ্যতে।
পিণ্ডাংস্তু গোঽজবিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলে-
ঽপি বা॥ ৫২
বিপ্রাগ্রতো বা বিকিরেদ্বয়োভিরভিবাশয়েৎ।
পত্নী তু মধ্যমং পিণ্ডং প্রাশয়েদ্বিনয়ান্বিতা॥৫৩
আধত্ত পিতরো গর্ভমত্র সন্তানবর্দ্ধনম্।
তাবদুচ্ছেষণং তিষ্ঠেদ্‌যাবদ্বিপ্রা বিসর্জ্জিতাঃ॥
বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্য্যান্নিবৃত্তে পিতৃকর্ম্মণি।
ইষ্টৈঃ সহ ততঃ শান্তো ভুঞ্জীত পিতৃসেবিতম্।

হইতে ক্রমানুসারে মাত্রা অর্থাৎ পিণ্ডের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া পরে উহা প্রথমত যত্নসহকারে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে হইবে। অন্ন হইতে হৃত মাত্রা বিপ্রগণ আহার করেন, এই কারণেই ঐ মাত্রার নাম হইয়াছে 'অন্বাহার্য্যক'। উহা চন্দ্রক্ষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়। প্রথমতঃ তাঁহাদিগের হস্তে সপবিত্র তিলোদক প্রদান করিয়া 'স্বধৈষামস্তু' এই মন্ত্রে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত পিণ্ডশেষ নিবেদন করিবে। এই অন্ন 'মিষ্ট ও সুস্বাদু' এইরূপ বলিতে বলিতে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। ঐ সময় সর্ব্বতোভাবে ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরি স্মরণ করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে পরিতৃপ্ত জানিয়া অন্ন বিতরণ করিবে এবং উদক সহিত সতিল অন্ন গ্রহণ করিয়া ভূমিতে প্রক্ষেপ করিবে। পরে তাঁহারা আচমন করিলে, পুনরায় তাঁহাদিগকে জল, পুষ্প ও অক্ষত প্রদান করিবে ও স্বস্তিবাচনিক সকল পিণ্ডোপরি ন্যস্ত করিবে। পরে কৃত কর্ম্ম নারায়ণে সমর্পণ করিবে, অন্যথা শ্রাদ্ধ নাশ হয়। অনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিসর্জ্জন দিবে ও দক্ষিণদিক অবলোকন করত মানব পিতৃদেবগণের নিকট এই প্রার্থনা করিবে যে, আমাদিগের দাতা সকল, বেদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, আমাদিগের শ্রদ্ধা যেন কদাচ অপগত না হয়; আমরা যেন বহু দেয় বস্তু প্রাপ্ত হই। আমাদিগের বহু পরিমাণে অন্ন হউক, আমরা যেন সর্ব্বদাই অতিথি লাভ করি, এবং আমাদের প্রার্থয়িতা হউক, কিন্তু আমাদিগকে যেন কদাচ কাহার নিকট প্রার্থনা করিতে না হয়। এই প্রার্থনার উত্তরস্বরূপ ব্রাহ্মণ 'অস্তু' এই শব্দ উচ্চারণ করিবেন।৩১—৫১। অন্বাহার্য্যকই পার্ব্বণ, উহা ইন্দুক্ষয়েও যেরূপ, অন্য সময়েও তদ্রূপ জানিবে। পিণ্ড—গো, অজা ও বিপ্রগণকে প্রদান করা বিধেয়। অথবা জলে বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। না হয় বিপ্রসম্মুখে পক্ষীদিগকে খাওয়ান কর্ত্তব্য। পত্নী বিনয়ান্বিতা হইয়া 'পিতৃগণ সন্তানবর্দ্ধন গর্ভাধান করুন' এই বলিয়া মধ্যম পিণ্ডটী ভক্ষণ করিবেন। বিপ্র বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ স্থানের উচ্ছিষ্টাদি মার্জ্জন করিবেন। অনন্তর পিতৃকর্ম্ম শেষ করিয়া বৈশ্বদের কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। পরে ইষ্ট

পুনর্ভোজনমধ্বানং যানমায়াসমৈথুনম্ ॥
শ্রাদ্ধকৃচ্ছ্রাদ্ধভুক্ চৈব সর্ব্বমেতদ্বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৬
স্বাধ্যায়ং কলহঞ্চৈব দিবাস্বপ্নঞ্চ সর্ব্বদা।
অনেন বিধিনা শ্রাদ্ধং নিরুদ্ধাশ্চেহ নির্ব্বপেৎ ॥
কন্যা-কুম্ভবৃষস্থেঽর্কে কৃষ্ণপক্ষেষু সর্ব্বদা।
যত্র যত্র প্রদাতব্যং সপিণ্ডীকরণাৎ পরম্।
তত্রানেন বিধানেন দেয়মগ্নিমতা সদা ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽগ্নিমচ্ছ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকল্পো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বিষ্ণুনা যদুদীরিতম্।
শ্রাদ্ধং সাধারণং নাম ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ১
অয়নে বিষুবে যুগ্মে সামান্যে চার্কসংক্রমে।

জনের সহিত শান্তভাবে শ্রাদ্ধীয় শেষ অন্ন ভোজন করিবে। পুনর্ভোজন, পথ গমন, যানারোহণ, আয়াস ও মৈথুন, এ সকল কর্ম্ম শ্রাদ্ধকারী ও শ্রাদ্ধভোজী উভয়েই বর্জ্জন করিবেন এবং স্বাধ্যায়, কলহ, ও দিবা স্বপ্ন, এ গুলিও উহাদিগের বর্জ্জনীয়। সূর্য্য—কন্যা, কুম্ভ ও বৃষরাশিতে গমন করিলে কৃষ্ণপক্ষে এই বিধি অনুসারে মুখব্যাদানাদি না করিয়া সর্ব্বদা পিতৃদেবগণের শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে। সপিণ্ডীকরণের পর যে যে শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক, সাগ্নিক ব্যক্তি সেই সেই স্থানে এই বিধান অনুসারেই শ্রাদ্ধ বিধান করিবে। ৫২—৫৮।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অতঃপর বিষ্ণু-কথিত ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদ সাধারণ শ্রাদ্ধবিধি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অয়ন সংক্রান্তিদ্বয় ও বিষুব সংক্রান্তিদ্বয়, সামান্য অর্ক-

॥ ২
আর্দ্রা-মঘা-রোহিণীষু দ্রব্যব্রাহ্মণসঙ্গমে।
গজচ্ছায়া-ব্যতীপাতে বিষ্টি-বৈধৃতিবাসরে ॥ ৩
বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং নবমী কার্ত্তিকস্য চ।
পঞ্চদশী চ মাঘস্য নভস্যে চ ত্রয়োদশী ॥ ৪
যুগাদয়ঃ স্মৃতা হ্যেতা দত্তস্যাক্ষয়কারিকাঃ।
তথা মন্বন্তরাদৌ চ দেয়ং শ্রাদ্ধং বিজানতা ॥ ৫
অশ্বযুক্ শুক্লনবমী দ্বাদশী কার্ত্তিকে তথা।
তৃতীয়া চৈত্রমাসস্য তথা ভাদ্রপদস্য চ ॥ ৬
ফাল্গুনস্য ত্বমাবাস্যা পৌষস্যৈকাদশী তথা।
আষাঢ়স্যাপি দশমী মাঘমাসস্য সপ্তমী ॥ ৭
শ্রাবণস্যাষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়ী চ পূর্ণিমা।
কার্ত্তিকী ফাল্গুনী চৈত্রী জ্যৈষ্ঠপঞ্চদশী সিতা।
মন্বন্তরাদয়শ্চৈতা দত্তস্যাক্ষয়কারিকাঃ ॥ ৮
যস্যাং মন্বন্তরাস্যাদৌ রথমাস্তে দিবাকরঃ।
মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং সা তু স্যাদ্রথসপ্তমী ॥ ৯

সংক্রম, অমাবস্যা, অষ্টকা, কৃষ্ণপক্ষ, পূর্ণিমা, আর্দ্রানক্ষত্র, মঘানক্ষত্র, রোহিণীনক্ষত্র, দ্রব্য ও ব্রাহ্মণলাভ, গজচ্ছায়া, ব্যতীপাত, বিষ্টিভদ্রা ও বৈধৃতি যোগ,—এই সকল তিথি-নক্ষত্র-যোগযুক্ত দিবসে ও বৈশাখী তৃতীয়া, কার্ত্তিকী নবমী, মাঘী পূর্ণিমা ও ভাদ্রমাসীয় ত্রয়োদশী—এই সকল যুগাদি দিনে এবং মন্বন্তরাদিতে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে। এই সকল তিথিতে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় ফল প্রদান করে এবং আশ্বিনমাসীয় শুক্ল-নবমী, কার্ত্তিকী দ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের তৃতীয়া, ফাল্গুন মাসের অমাবস্যা, পৌষ মাসের একাদশী, আষাঢ় মাসের দশমী, মাঘ মাসের সপ্তমী, শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী, আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা ও কার্ত্তিক-ফাল্গুন-চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ-মাসীয় পূর্ণিমা,—এই সকল তিথি মন্বন্তর নামে অভিহিত; ইহাতে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধ অক্ষয় ফলজনক হয়। ১—৮। মন্বন্তরের আদিভূত যে তিথিতে দিবাকর রথারোহণ করেন, সেই সপ্তমী তিথি মাঘ মাসে হইলে তাহাকে

পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্বিমিশ্রং
দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রযতো মনুষ্যঃ।
শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং
রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি॥ ১০
বৈশাখ্যামুপরাগেষু তথোৎসবমহালয়ে।
তীর্থায়তনগোষ্ঠেষু দীপোদ্যানগৃহেষু চ॥ ১১
বিবিক্তেষূপলিপ্তেষু শ্রাদ্ধং দেয়ং বিজানতা।
বিপ্রান্ পূর্ব্বে পরে চাহ্নি বিনীতাত্মা নিমন্ত্রয়েৎ
শীলবৃত্তগুণোপেতান্ বয়োরূপসমন্বিতান্।
দ্বৌ দৈবে ত্রীংস্তথা পিত্র্যে একৈকমুভয়ত্র বা
ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি ন প্রসজ্জেত বিস্তরে
বিশ্বান্ দেবান্ যবৈঃ পুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্যাসনপূর্ব্বকম্
পূরয়েৎ পাত্রযুগ্মন্তু স্থাপ্য দর্ভপবিত্রকম্।
শন্নো দেবীত্যপঃ কুর্য্যাদ্যবোঽসীতি যবানপি
গন্ধপুষ্পৈশ্চ সম্পূজ্য বৈশ্বদেবং প্রতিন্যসেৎ।
বিশ্বেদেবাস ইত্যাভ্যামাবাহ্য বিকিরেদ্যবান্॥
গন্ধপুষ্পৈরলঙ্কৃত্য যা দিব্যেত্যর্ঘ্যমুৎসৃজেৎ।
অভ্যর্চ্চ্য তাভ্যামুৎসৃষ্টং পিতৃকার্য্যং সমারভেৎ
দর্ভাসনন্তু দত্বাদৌ ত্রীণি পাত্রাণি পূরয়েৎ
সপবিত্রাণি কৃত্বাদৌ শন্নো দেবীত্যপঃ ক্ষিপেৎ
তিলোঽসীতি তিলান্ কুর্য্যাদ্গন্ধপুষ্পাদিকংপুনঃ
পাত্রং বনস্পতিময়ং তথা পর্ণময়ং পুনঃ॥ ১৯
জলজং বাথ কুর্ব্বীত তথা সাগরসম্ভবম্।
সৌবর্ণং রাজতং বাপি পিতৃণাং পাত্রমুচ্যতে॥
রজতস্য কথা বাপি দর্শনং দানমেব বা।
রাজতৈর্ভাজনৈরেষামথবা রজতান্বিতৈঃ॥২১
বার্য্যপি শ্রদ্ধয়া দত্তমক্ষয়ায়োপকল্পতে।
তথার্ঘ্যপিণ্ডভোজ্যাদৌ পিতৃণাং রাজতং মতম্
শিবনেত্রোদ্ভবং যস্মাৎ তস্মাৎ তৎ পিতৃবল্লভম্
অমঙ্গলং তদ্যত্নেন দেবকার্য্যেষু বর্জ্জয়েৎ॥২৩

রথসপ্তমী বলে। যে ব্যক্তি প্রযত হইয়া ঐ তিথিতে পিতৃগণকে তিল-মিশ্রিত পানীয় মাত্রও প্রদান করে, তাহার সহস্র বৎসর শ্রাদ্ধ করার ফল হয়। এই গুহ্য বিষয় পিতৃগণ বলেন। বৈশাখমাসীয় চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ, মহালয়া এবং উৎসব দিনে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। জ্ঞানিগণ তীর্থ, আয়তন, গোষ্ঠ, উদ্যান, গৃহ ও দীপযুক্ত স্থান প্রভৃতি যে কোন নির্জ্জনস্থলে শ্রাদ্ধ করিবেন। শ্রাদ্ধের স্থান উপলিপ্ত হওয়া আবশ্যক। শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব ও পরদিনে শ্রাদ্ধকর্ত্তা বিনীতভাবে সুশীল ও বয়োরূপ-সমন্বিত ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিবেন। দেবপক্ষে দুইটী পিতৃপক্ষে তিনটী বা উভয়ত্রই এক একটী, ব্রাহ্মণ ভোজন করান উচিত। সমৃদ্ধিশালী হইলেও অধিক ব্রাহ্মণভোজনে প্রসক্তি করিবে না। আসন কল্পনাপূর্ব্বক যব ও পুষ্প দ্বারা বিশ্বেদেবেগণের অর্চ্চনা করিয়া সদর্ভ ও সপবিত্র পাত্রদ্বয় বারিপূরিত করিবে। ঐ পাত্রদ্বয়ে 'শন্নো দেবী' ইত্যাদি মন্ত্রে জল ও 'যবোসীতি' মন্ত্রে যব প্রদান করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পুজনানন্তর বৈশ্বদেব উদ্দেশ্যে রক্ষা করিবে এবং 'বিশ্বেদেবাস' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা আবাহন করত যব বিকিরণপূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া 'যা দিব্যা' এই মন্ত্রে অর্ঘ্য উৎসর্গ করিবে। অতঃপর অর্ঘ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া পিতৃকার্য্য করিবে। অগ্রে দর্ভাসন প্রদান করিয়া পাত্রত্রয় পূরণ করিবে। প্রথমতঃ ঐ পাত্রত্রয়ে পবিত্র প্রদান করিয়া 'শন্নো দেবি' এই মন্ত্রে জল, 'তিলোঽসি' এই মন্ত্রে তিল, ও অমন্ত্রক গন্ধপুষ্পাদি দিবে। পিতৃগণের পাত্র বনস্পতিময়, পর্ণময়, জলজাত-পদার্থ-নির্ম্মিত, সাগরসম্ভব পদার্থরচিত, সুবর্ণ-নির্ম্মিত, বা রৌপ্যনির্ম্মিত করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধ বিষয়ে রজত দান, রজত দর্শন, এমন কি রজতসম্বন্ধীয় কথাও মঙ্গলজনক। জলও যদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক রজতপাত্রে কিম্বা রজতমণ্ডিত পাত্রে দান করা যায়, তাহা হইলে ঐ জলও অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। পিতৃগণকে অর্ঘ্য, পিণ্ড ও ভোজ্যাদি দান করিতে রৌপ্যময় পাত্রই প্রশস্ত। যে হেতু রৌপ্য হরনেত্রোদ্ভব; সুতরাং পিতৃবল্লভ। পরন্তু উহা দেবকার্য্যে অমঙ্গলজনক বলিয়া দৈবকার্য্যে

এবং পাত্রাণি সঙ্কল্প্য যথালাভং বিমৎসরঃ।
যা দিব্যেতি পিতুর্নাম গোত্রৈর্দর্ভকরো ন্যসেৎ
পিতৃনাবাহয়িষ্যামি কুর্ব্বিত্যুক্তস্তু তৈঃ পুনঃ।
উশন্তস্ত্বা তথায়ান্তু ঋগ্‌ভ্যামাবাহয়েৎ পিতৃন্॥
যা দিব্যেত্যর্ঘ্যমুৎসৃজ্য দত্ত্বাগন্ধাদিকাংস্ততঃ
হস্তাৎ তত্তুদকং পূর্ব্বং দত্ত্বা সংশ্রবমাদিতঃ॥২৬
পিতৃপাত্রে নিধায়াথ ন্যুব্জমুত্তরতো ন্যসেৎ।
পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি নিধায় পরিষেচয়েৎ॥২৭
তত্রাপি পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাদগ্নিকার্য্যং বিমৎসরঃ।
উভাভ্যামপি হস্তাভ্যামাহৃত্য পরিবেশয়েৎ॥
প্রশান্তচিত্তঃ সততং দর্ভপাণিরশেষতঃ।
গুণাঢ্যৈঃ সূপশাকৈস্তু নানাভক্ষ্যৈর্বিশেষতঃ॥
অন্নন্তু সদধিক্ষীরং গোঘৃতং শর্করান্বিতম্।
মাংসং প্রীণাতি বৈ সর্ব্বান্ পিতৃনিত্যাহ কেশবঃ

দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন ত্রীন্ মাসান্ হারিণেন তু।
ঔরভ্রেণাথ চতুরঃ শাকুনেনাথ পঞ্চ বৈ॥৩১
ষণ্মাসং ছাগমাংসেন তৃপ্যন্তি পিতরস্তথা।
সপ্ত পার্ষতমাংসেন তথাষ্টাবেণজেন তু॥৩২
দশ মাসাংস্তু তৃপ্যন্তি বরাহমহিষামিষৈঃ।
শশ-কূর্ম্মজমাংসেন মাসানেকাদশৈব তু॥৩৩
সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।
রৌরবেণ চ তৃপ্যন্তি মাসান্ পঞ্চদশৈব তু॥৩৪
বাধ্রীণসস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী।
কালশাকেন চানন্তা খড়্গমাংসেন চৈব হি॥৩৫
যৎকিঞ্চিন্মধুসম্মিশ্রং গোক্ষীরং ঘৃতপায়সম্।
দত্তমক্ষয়মিত্যাহুঃ পিতরঃ পূর্ব্বদেবতাঃ॥৩৬
স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যং পুরাণান্যখিলানি চ।
ব্রহ্মবিষ্ণ্বর্করুদ্রাণাং স্তবানি বিবিধানি চ॥৩৭
ইন্দ্রাগ্নিসোমসূক্তানি পাবনানি স্বশক্তিতঃ।
বৃহদ্রথন্তরং তদ্বজ্জ্যেষ্ঠসাম সরৌহিণম্॥৩৮
তথৈব শান্তিকাধ্যায়ং মধু ব্রাহ্মণমেব চ।
মণ্ডলং ব্রাহ্মণং তদ্বৎ প্রীতিকারি তু যৎ পুনঃ॥

বর্জ্জনীয়।৯—২৩। এইরূপে যথালব্ধ পাত্র কল্পনা করিয়া শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি দর্ভহস্ত হইয়া গোত্র নাম উল্লেখ করত 'যা দিব্যা' এই মন্ত্রে পিতৃগণকে শ্রাদ্ধীয় অর্ঘ্য অর্পণ করিবে। শ্রাদ্ধকর্ত্তা "পিতৃগণকে আবাহন করি' এই কথা বলিলে, শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ 'কর' বলিবেন। এবং 'উশন্তস্ত্বা' ইত্যাদি এবং 'আয়ান্তনঃ' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে পিতৃগণকে আবাহন করিবেন এবং 'যা দিব্যা' এই মন্ত্রে অর্ঘ্য উৎসর্গ করিয়া পিতৃগণকে গন্ধাদি দান করিবেন। অর্ঘ্যপাত্রস্থিত সংস্রব জল পিতৃপাত্রে নিক্ষেপ করত উত্তর দিকে ন্যুব্জীভূত করিয়া রাখিবে এবং তদুদ্দেশে বলিবে,—"তুমি পিতৃগণের নিরূপিত স্থান"। এই কথা বলিয়া ন্যুব্জীকৃত অর্ঘ্য পাত্রকে স্থাপন ও সিঞ্চন করিবে। শ্রাদ্ধকর্ত্তা এই স্থানে পূর্ব্ববৎ অগ্নিকার্য্য করিবেন এবং উভয় হস্তে ধরিয়া পরিবেশন করিবেন। প্রশান্তচিত্ত ও দর্ভপাণি শ্রাদ্ধকর্ত্তৃ-প্রদত্ত নানাবিধ গুণকর শাকসূপ ও সদধি, সক্ষীর, সঘৃত ও সশর্কর অন্ন এক মাসকাল যাবৎ পিতৃগণকে প্রীত করে; ইহা কেশব কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। পিতৃগণ মৎস্যে দুই মাস, হরিণ মাংসে তিন মাস, ঔরভ্র মাংসে চারি মাস, পক্ষি-মাংসে পাঁচমাস ও ছাগমাংসে ছয় মাস, ও তৃপ্তিলাভ করেন এবং পার্ষত মাংসে সাত মাস, এণমাংসে আট মাস, বরাহ ও মহিষ মাংসে দশ মাস, শশ ও কূর্ম্ম মাংসে একাদশ মাস, গব্য দুগ্ধ ও পায়স দ্বারা সংবৎসর, রুরু মাংসে পঞ্চদশ মাস, বাধ্রীণসমাংসে দ্বাদশ বৎসর ও কালশাক ও খড়্গমাংসে অনন্তকাল তৃপ্ত হন। যৎকিঞ্চিৎ মধুমিশ্র গো-ক্ষীর ও ঘৃতপায়স প্রদত্ত হইলে অক্ষয় ফলজনক হয়, ইহা পূর্ব্বদেব পিতৃগণ বলেন। পিতৃগণকে স্বাধ্যায় ও নানাবিধ পুরাণ শ্রবণ করাইবে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অর্ক ও রুদ্রের বিবিধ স্তব, সুপবিত্র ইন্দ্র-অগ্নি-সোমসূক্ত ও বৃহদ্রথন্তর যথাশক্তি শ্রবণ করাইবে! ঐরূপ সরৌহিণ জ্যেষ্ঠ-সাম, শান্তিকাধ্যায়, মধুমধ্বিতি ঋক্, মণ্ডলব্রাহ্মণ ও

বিপ্রাণামাত্মনশ্চৈব তৎ সর্ব্বং সমুদীরয়েৎ ।
ভুক্তবৎসু ততস্তেষু ভোজনোপান্তিকে নৃপ ॥
সার্ব্ববর্ণিকমন্নাদ্যং সন্নীয়াপ্লাব্য বারিণা ।
সমুৎসৃজেদ্ভুক্তবতামগ্রতো বিকিরেদ্ভুবি ॥ ৪১
অগ্নিদগ্ধাস্তু যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম ।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু প্রয়ান্তু পরমাং গতিম্ ॥ ৪২
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-
র্ন গোত্রশুদ্ধির্ন তথান্নমস্তি ।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ
প্রয়ান্তু লোকেষু সুখায় তদ্বৎ ॥ ৪৩
অসংস্কৃতপ্রমীতানাং ত্যক্তানাং কুলযোষিতাম্
উচ্ছিষ্টভাগধেয়ঃ স্যাদ্দর্ভে বিকিরয়োশ্চ যঃ ॥৪৪
তৃপ্তা জ্ঞাত্বোদকং দদ্যাৎ সকৃদ্বিপ্রকরে তথা ।
উপলিপ্তে মহীপৃষ্ঠে গোশকৃন্মূত্রবারিণা ॥ ৪৫
নিধায় দর্ভান্ বিধিবদ্দক্ষিণাগ্রান্ প্রযত্নতঃ ।
সর্ব্ববর্ণেন চান্নেন পিণ্ডাংস্তু পিতৃযজ্ঞবৎ ॥ ৪৬
অবনেজনপূর্ব্বন্তু নামগোত্রেণ মানবঃ ।
গন্ধধূপাদিকং দদ্যাৎ কৃত্বা প্রত্যবনেজনম্ ॥৪৭
জান্বাচ্য সব্যং সব্যেন পাণিনাথ প্রদক্ষিণম্ ।
পিত্র্যমানীয় তৎ কার্য্যং বিধিবদ্দর্ভপাণিনা ॥৪৮
দীপপ্রজ্বালনং তদ্বৎ কুর্য্যাৎ পুষ্পার্চ্চনং বুধঃ ।
অথাচান্তেষু চাচম্য বারি দদ্যাৎ সকৃৎ সকৃৎ ॥
অথ পুষ্পাক্ষতান পশ্চাদক্ষয্যোদকমেব চ ।
সতিলং নামগোত্রেণ দদ্যাচ্ছক্ত্যা চ দক্ষিণাম্ ॥
গো-ভূ-হিরণ্য-বাসাংসি ভব্যানি শয়নানি চ ।
দদ্যাদ্যদিষ্টং বিপ্রাণামাত্মনঃ পিতুরেব চ ॥৫১
বিত্তশাঠ্যেন রহিতঃ পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্ ।
ততঃ স্বধাবাচনকং বিশ্বেদেবেষু চোদকম্ ॥৫২
দত্বাশীঃ প্রতিগৃহ্লীয়াদ্দ্বিজেভ্যঃ প্রাঙ্মুখো বুধঃ ।

অন্যান্য যাহা কিছু বিপ্রগণের ও আত্মার প্রীতিপ্রদ শ্রোতব্য আছে, তৎসমুদয়ই কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিলে, তাঁহাদের ভোজনসন্নিধানে গিয়া ঐ স্থান বারি দ্বারা ধৌত করত সার্ব্ববর্ণিক অন্নাদি লইয়া ভোক্তাদিগের অগ্রে উৎসর্গ ও বিকিরণ করিবে এবং এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে,—"যে সকল জীব আমাদের বংশে অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে বা যাহাদের দাহ করা হয় নাই, তাঁহারা এই ভূমিপ্রদত্ত অন্ন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন এবং পরমগতি প্রাপ্ত হউন। যাহাদের মাতা, পিতা, বন্ধু, গোত্রশুদ্ধি, শ্রাদ্ধান্নদাতা নাই, তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য এই আমি ভূমিতে অন্ন বিকিরণ করিলাম; তাঁহারা সুখকর লোক প্রাপ্ত হউন। যাহারা অসংস্কৃতাবস্থায় মরিয়াছে ও যে সকল রমণী কুলত্যাগিনী হইয়াছে, দর্ভস্থ বিকির ও উচ্ছিষ্টাংশ তাহাদিগের ভাগ।" ২৪—৪৪। অনন্তর পরিতৃপ্ত জানিয়া বিপ্রহস্তে একবার জল দিবে। গোময় ও গোমূত্র দ্বারা উপলিপ্ত মহীপৃষ্ঠে যথাবিধি দক্ষিণাগ্র করিয়া দর্ভ পাতিবে, পরে মানব সকল প্রকার অন্ন উদ্ধৃত করিয়া পিতৃযজ্ঞবৎ নাম, গোত্র উল্লেখ করিয়া পিণ্ড প্রদান করিবে; কিন্তু পিণ্ড প্রদানের পূর্ব্বে নাম গোত্র উল্লেখে অবনেজন দান করিতে হয়। পিণ্ডোপরি গন্ধ পুষ্পাদি দানান্তে প্রত্যবনেজন করিবে, অনন্তর দর্ভপাণি হইয়া বামজানু ভূতলে পাতিত করত বামহস্তে পিণ্ড পাত্র ধারণপূর্ব্বক প্রদক্ষিণক্রমে সম্মুখে আনিয়া পিণ্ড দান করিতে হয়। এ সময়ে দীপ জ্বালিবে ও পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে আচান্ত পিতৃগণকে এক একবার বারি প্রদান করিয়া পশ্চাৎ নাম-গোত্র উল্লেখে পুষ্পাক্ষত ও সতিল অক্ষয্য দান করিবে এবং যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। অনন্তর গো, ভূ, হিরণ্য, বাস, মহামূল্য শয্যা ও আর যাহা যাহা বিপ্রগণের ও নিজ পিতার অভীপ্সিত ছিল, সেই সকল বস্তু প্রদান করিবে। এই দানকার্য্যে যিনি বিত্তশাঠ্য না করেন, তিনি পিতৃগণের প্রীতিপাত্র হন। অতঃপর সুধীগণ পূর্ব্বমুখ হইয়া স্বধাবাচন, বিশ্বেদেবগণকে উদক দান ও তাঁহাদের নিকট হইতে এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি-

অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু সন্ত্বিত্যুক্তঃ পুনর্দ্বিজৈঃ ॥
গোত্রং তথা বর্দ্ধতাং নস্তথেত্যুক্তশ্চ তৈঃ পুনঃ
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তামিতি চৈবমুদীরয়েৎ ॥
এতাঃ সত্যাশিষঃ সন্তু সন্ত্বিত্যুক্তশ্চ তৈঃ পুনঃ
স্বস্তিবাচনকং কুর্য্যাৎ পিণ্ডানুদ্ধৃত্য ভক্তিতঃ ॥৫৫
উচ্ছেষণন্তু তৎ তিষ্ঠেদ্যাবদ্বিপ্রা বিসর্জ্জিতাঃ।
ততো গ্রহবলিং কুর্য্যাদিতি ধর্ম্মব্যবস্থিতিঃ ॥৫৬
উচ্ছেষণং ভূমিগতমজিহ্মস্যাস্তিকস্য চ।
দাসবর্গস্য তৎ পিত্র্যং ভাগধেয়ং প্রচক্ষ্যতে ॥
পিতৃভির্নির্ম্মিতং পূর্ব্বমেতদাপ্যায়নং সদা।
অপুত্রাণাং সপুত্রাণাং স্ত্রীণামপি নরাধিপ ॥ ৫৮
ততস্তানগ্রতঃ স্থিত্বা পরিগৃহ্যোদপাত্রকম্।
বাজে বাজ ইতি জপন্ কুশাগ্রেণ বিসর্জ্জয়েৎ
বহিঃ প্রদক্ষিণান্ কুর্য্যাৎ পদান্যষ্টাবনুব্রজন্।
বন্ধুবর্গেণ সহিতঃ পুত্রভার্য্যাসমন্বিতঃ ॥ ৬০

নিবৃত্য প্রণিপত্যাথ পর্য্যুক্ষ্যাগ্নিং সমন্ত্রবৎ।
বৈশ্বদেবং প্রকুর্ব্বীত নৈত্যকং বলিমেব চ ॥৬১
ততস্তু বৈশ্বদেবান্তে সভৃত্য-সুত-বান্ধবঃ।
ভুঞ্জীতাতিথিসংযুক্তঃ সর্ব্বং পিতৃনিষেবিতম্ ॥৬২
এতচ্চানুপনীতোঽপি কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষু পর্ব্বসু।
শ্রাদ্ধং সাধারণং নাম সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৬৩
ভার্য্যাবিরহিতোঽপ্যেতৎ প্রবাসস্থোঽপি ভক্তিমান্।
শূদ্রোঽপ্যমন্ত্রবৎ কুর্য্যাদনেন বিধিনা বুধঃ ॥৬৪
তৃতীয়মাভ্যুদয়িকং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তদুচ্যতে।
উৎসবানন্দসম্ভারে যজ্ঞোদ্বাহাদিমঙ্গলে ॥ ৬৫
মাতরঃ প্রথমং পূজ্যাঃ পিতরস্তদনন্তরম্।
ততো মাতামহা রাজন্ বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ ॥
প্রদক্ষিণোপচারেণ দধ্যক্ষতফলোদকৈঃ।
প্রাঙ্মুখো নির্ব্বপেৎ পিণ্ডান্ দূর্ব্বয়া চ কুশৈর্যুতান্
সম্পন্নমিত্যভ্যুদয়ে দদ্যাদর্ঘ্যং দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।

বেন যে, পিতৃগণ অঘোর হউন; এই প্রার্থনায় বিপ্রগণ প্রত্যুত্তরে 'হউন' এই কথা বলিবেন। এইরূপ আমাদের বংশ বর্দ্ধিত হউক, এই প্রার্থনায় 'বর্দ্ধিত হৌউক'। আমাদিগের দাতা বর্দ্ধিত হউক, এই প্রার্থনায় 'বর্দ্ধিত হৌউক' এই সকল আশীর্ব্বাদ সত্য হৌউক এই প্রার্থনায় 'হৌউক' এইভাবে বিপ্রগণ শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রার্থনানুরূপ প্রত্যুত্তর দিবেন। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক পিণ্ড সকল উদ্ধৃত করত স্বস্তিবাচনিক মন্ত্র পাঠ করিবে। যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে বিসর্জ্জন দেওয়া না হয়, সেই পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট বিদ্যমান থাকে। অনন্তর গ্রহবলি প্রদান করিতে হয়। ধর্ম্মব্যবস্থা এইরূপ জানিবে। ভূমিগত পিতৃশেষ উচ্ছিষ্ট অকপট আস্তিক দাসদিগের প্রাপ্য বলিয়া কথিত। হে নরাধিপ! পিতৃগণই অপুত্র, সপুত্র ও স্ত্রীদিগের এরূপ আপ্যায়ন বিধান করিয়াছেন। অনন্তর উদকপাত্র গ্রহণ করত অগ্রবর্ত্তী হইয়া 'বাজে বাজে' এই মন্ত্রে কুশাগ্র দ্বারা দর্ভময় ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জ্জন দিবে। বহিঃপ্রদেশ পর্য্যন্ত অষ্টপদ অনুগমন করিয়া তাঁহাদের প্রদক্ষিণ করিবে এবং পুত্র-ভার্য্যা-সমন্বিত হইয়া বন্ধুবর্গের সহিত তাঁহাদিগকে প্রণামান্তে বিদায় দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করত মন্ত্রপাঠপুরঃসর বৈশ্বদেব বলি ও নিত্য বলি প্রদান করিবে।৪৫—৬১। বৈশ্বদেব বলি প্রদানান্তে ভৃত্য-সুত-বান্ধব সকলেই সকল প্রকার পিতৃভুক্ত শেষান্ন ভোজন করিবে। অনুপনীত ব্যক্তিও প্রতিপর্ব্বে এই সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ সাধারণ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে। ভার্য্যা-বিরহিত ব্যক্তি প্রবাসস্থ হইলেও ভক্তিমান্ হইয়া এই শ্রাদ্ধ করিবে। শূদ্রও মন্ত্রপাঠ না করিয়া উক্ত বিধি অনুসারে এই শ্রাদ্ধ করিবে। অতঃপর দ্বিতীয় আভ্যুদয়িক বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ কথিত হইতেছে। আনন্দোৎসবময় যজ্ঞোদ্বাহাদি মঙ্গল দিবসে প্রথমতঃ মাতৃগণের পূজা করিয়া তদনন্তর পিতৃগণের পূজা করিতে হয়। হে রাজন্! পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রাঙ্মুখ হইয়া মাতামহ ও বিশ্বদেবগণকে প্রদক্ষিণ করত দধি, অক্ষত ও ফলোদক দ্বারা দূর্ব্বা ও কুশযুক্ত পিণ্ড প্রদান করিবে। অভ্যুদয় শ্রাদ্ধে দুইটী দুইটী করিয়া সুসজ্জিত অর্ঘ্য প্রদান

যুগ্মা দ্বিজাতয়ঃ পূজ্যা বস্ত্রকার্ত্তস্বরাদিভিঃ ॥৬৮
তিলার্থস্তু যবৈঃ কার্য্যো নান্দীশব্দানুপূর্ব্বকঃ।
মাঙ্গল্যানি চ সর্ব্বাণি বাচয়েদ্দ্বিজপুঙ্গবৈঃ ॥ ৬৯
এবং শূদ্রোঽপি সামান্যবৃদ্ধিশ্রাদ্ধেঽপি সর্ব্বদা।
নমস্কারেণ মন্ত্রেণ কুর্য্যাদামান্নতঃ সদা ॥ ৭০
দানপ্রধানঃ শূদ্রঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান প্রভুঃ।
দানেন সর্ব্বকামাপ্তিরস্য সঞ্জায়তে যতঃ ॥ ৭১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সাধারণাভ্যুদয়-কীর্ত্তনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

একোদ্দিষ্টমতো বক্ষ্যে যদুক্তং চক্রপাণিনা।
মৃতে পুত্রৈর্যথাকার্য্যমাশৌচঞ্চ পিতর্য্যপি ॥ ১
দশাহং শাবমাশৌচং ব্রাহ্মণেষু বিধীয়তে।
ক্ষত্রিয়েষু দশ দ্বে চ পক্ষং বৈশ্যেষু চৈব হি ॥২

করিতে হয়। ইহাতে যুগ্ম ব্রাহ্মণস্থাপন করত বস্ত্র ও সুবর্ণ দ্বারা পূজা করা বিধেয়। এই শ্রাদ্ধে তিলের পরিবর্ত্তে যব ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এবং নামের পূর্ব্বে 'নান্দী' এই শব্দ প্রয়োগ করিবে ও দ্বিজপুঙ্গবগণ দ্বারা মঙ্গল-বাচন করাইবে এবং শূদ্রও সর্ব্বদা সামান্য বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধে আমান্ন এবং নমস্কার মন্ত্র দ্বারা কার্য্য করিবে। শূদ্রের পক্ষে দানই প্রধান কার্য্য। ভগবান্ প্রভু ইহা বলেন যে, ইহারা দান করিয়াই সর্ব্ব কামফল প্রাপ্ত হয়। ৬২—৭১

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অতঃপর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বলিতেছি। ইহা চক্রপাণি কীর্ত্তন করিয়াছেন। পিতা মৃত হইলে পুত্রকে যে প্রকারে অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা শ্রবণ করুন। শাবাশৌচ ব্রাহ্মণদিগের দশ দিন, ক্ষত্রিয়দিগের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যদিগের

শূদ্রেষু মাসমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
নৈশং বাকৃতচূড়স্য ত্রিরাত্রং পরতঃ স্মৃতম্ ॥ ৩
জননেঽপ্যেবমেব স্যাৎ সর্ব্ববর্ণেষু সর্ব্বদা।
তথাস্থিসঞ্চয়াদূর্দ্ধমঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে ॥ ৪
প্রেতায় পিণ্ডদানন্তু দ্বাদশাহং সমাচরেৎ।
পাথেয়ং তস্য তৎপ্রোক্তং যতঃ প্রীতিকরং মহৎ
তস্মাৎ প্রেতপুরং প্রেতো দ্বাদশাহং ন নীয়তে
গৃহং পুত্রং কলত্রঞ্চ দ্বাদশাহং প্রপশ্যতি ॥ ৬
তস্মান্নিধেয়মাকাশে দশরাত্রং পয়স্তথা।
সর্ব্বদাহোপশান্ত্যর্থমধ্বশ্রমবিনাশনম্ ॥ ৭
তত একাদশাহে তু দ্বিজানেকাদশৈব তু।
ক্ষত্রাদিঃ সূতকান্তে তু ভোজয়েদযুজো দ্বিজান্
দ্বিতীয়েঽহ্নি পুনস্তদ্বদেকোদ্দিষ্টং সমাচরেৎ।
আবাহনাগ্নৌকরণং দৈবহীনং বিধানতঃ ॥ ৯
একং পবিত্রমেকোঽর্ঘ একঃ পিণ্ডো বিধীয়তে

পনের দিন ও শূদ্রদিগের একমাস হয় এবং, এই নিয়মেই সপিণ্ডদিগের অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। অকৃতচূড় বালকের মরণে এক রাত্রি ও অন্যান্য বান্ধব-মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে। জননেও অশৌচের সার্ব্ববর্ণিক বিধি মৃতাশৌচের ন্যায়। অস্থি-সঞ্চয়ের পর অঙ্গস্পর্শ বিধেয়; প্রেতকে দ্বাদশ দিন পিণ্ডদান করিতে হয়, কেন-না, ঐ পিণ্ড প্রেতের পাথেয়স্বরূপ ও অত্যন্ত প্রীতিকর। এই জন্যই প্রেত দ্বাদশাহ কাল পর্য্যন্ত প্রেতপুরে নীত হয় না। সে আপ-নার গৃহ পুত্র ও কলত্রকে দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত দেখিতে পায়। এই নিমিত্তই দশ রাত্র পর্য্যন্ত প্রেতোদ্দেশে আকাশে জল রাখিতে হয়। ঐ জল তাহাদের দগ্ধ শরীরের জ্বালা ও অধ্বশ্রম নিবারণ করে। অনন্তর একাদশ দিনে একাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণেরা কিন্তু সূতকান্তে অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পুনরায় অশৌচান্ত-দ্বিতীয় দিনে একোদ্দিষ্ট করিতে হইবে। ইহাতে আবাহন অগ্নৌকরণ প্রভৃতি দৈব পক্ষ নাই। একটী অর্ঘ্য, একটী পবিত্র ও

উপতিষ্ঠতামিত্যেতদ্দেয়ং পশ্চাৎ তিলোদকম্
স্বদিতং বিকিরেদন্নায়াদ্বিসর্গে চাভিরম্যতাম্।
শেষং পূর্ব্ববদত্রাপি কার্য্যং বেদবিদা পিতুঃ ॥১১
অনেন বিধিনা সর্ব্বমনুমাসং সমাচরেৎ।
সূতকান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণাম্
কাঞ্চনং পুরুষং তদ্বৎ ফলবস্ত্রসমন্বিতাম্।
সম্পূজ্য দ্বিজদাম্পত্যং নানাভরণভূষণৈঃ ॥১৩
বৃষোৎসর্গং প্রকুর্ব্বীত দেয়া চ কপিলা শুভা।
উদকুম্ভশ্চ দাতব্যো ভক্ষ্যভোজ্যসমন্বিতঃ ॥১৪
যাবদব্দং নরশ্রেষ্ঠ সতিলোদকপূর্ব্বকম্।
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে সপিণ্ডীকরণং ভবেৎ ॥
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং প্রেতঃ পার্ব্বণভাগ্ভবেৎ।
বৃদ্ধিপূর্ব্বেষু যোগ্যশ্চ গৃহস্থশ্চ ভবেৎ ততঃ ॥১৬
সপিণ্ডীকরণে শ্রাদ্ধে দেবপূর্ব্বং নিযোজয়েৎ।
পিতৄনেবাসয়েৎ তত্র পৃথক্ প্রেতং বিনির্দ্দিশেৎ
গন্ধোদকতিলৈর্যুক্তং কুর্য্যাৎ পাত্রচতুষ্টয়ম্।
অর্ঘার্থং পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং প্রসেচয়েৎ ॥
তদ্বৎ সঙ্কল্প্য চতুরঃ পিণ্ডান্ পিণ্ডপ্রদস্তথা।
যে সমানা ইতি দ্বাভ্যামন্ত্যন্তু বিভজেৎ ত্রিধা
চতুর্থস্য পুনঃ কার্য্যং ন কদাচিদতো ভবেৎ।
ততঃ পিতৃত্বমাপন্নঃ সর্ব্বতস্তুষ্টিমাগতঃ ॥ ২০
অগ্নিষ্বাত্তাদিমধ্যস্থঃ প্রাপ্নোত্যমৃতমুত্তমম্।
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং তস্মৈ তস্মান্ন দীয়তে ॥ ২১
পিতৃষেব তু দাতব্যং তৎ পিণ্ডো যেষু সংস্থিতঃ
ততঃ প্রভৃতি সংক্রান্তাবুপরাগাদিপর্ব্বসু ॥ ২২
ত্রিপিণ্ডমাচরেচ্ছ্রাদ্ধমেকোদ্দিষ্টে মৃতাহনি।
একোদ্দিষ্টং পরিত্যজ্য মৃতাহে যঃ সমাচরেৎ ॥
সদৈব পিতৃহা স স্যান্মাতৃ-ভ্রাতৃবিনাশকঃ।
মৃতাহে পার্ব্বণং কুর্ব্বন্নধোঽধো যাতি মানবঃ ॥২৪

একটী পিণ্ড ইহাতে বিহিত। 'উপতিষ্ঠতাম্' এই 'মন্ত্রে পশ্চাৎ তিলোদক দান করিতে হইবে, এবং 'স্বদিতম্' এই প্রশ্নের পর অন্ন-বিকিরণ ও তৎপরে 'অভিরম্যতাম্' বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। বেদবিৎ ব্যক্তি অবশিষ্ট পিতৃকার্য্যসমুদয় পূর্ব্ববৎ করিবে। ১—১১। এই বিধি অনুসারে মাসে মাসে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে ফল-বস্ত্র-সমন্বিত মহার্হ শয্যা ও সুবর্ণময় পুরুষমূর্ত্তি দান করিবে। নানা বসন-ভূষণে দ্বিজ দম্পতির পূজা করিয়া উক্ত শয্যা প্রদান করিতে হয়। অতঃপর বৃষোৎসর্গ করিবে ও তৎসঙ্গে সুলক্ষণা কপিলা ও ভক্ষ্য-ভোজ্য-সমন্বিত উদকুম্ভ দান করা বিধেয়। নরশ্রেষ্ঠগণ এই-রূপে সংবৎসরকাল যাবৎ সতিল উদক দান-পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সমুদয় করিবে। পরে বৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ হইবে। সপিণ্ডীকরণের পর হইতে প্রেত পার্ব্বণশ্রাদ্ধ-ভাগী, গৃহস্থ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ-যোগ্য হইয়া থাকে। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে দেবপূর্ব্বক কার্য্য করিতে হইবে। পিতৃগণ ও প্রেতের পৃথক্ পৃথক্ আসন করিবে; গন্ধ উদক-তিলযুক্ত চারিটী পাত্র করিবে এবং অর্ঘ্যের নিমিত্ত প্রেত পাত্রের জল পিতৃপাত্রে সিঞ্চন করিবে; এই প্রকারে পিণ্ডপ্রদাতা চারিটী পিণ্ড করিয়া 'যে সমানা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা চতুর্থ পিণ্ডটীকে তিন ভাগ করিবে এবং পিত্রাদির পিণ্ডত্রয়ে মিশাইয়া দিবে; অতএব চতুর্থ পিণ্ডের আর কোন কার্য্য নাই। এই কার্য্যের পর প্রেত পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া তুষ্টি লাভ করে এবং অগ্নিষ্বাত্তাদি সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া উত্তম অমৃত পান করে; এজন্য সপিণ্ডীকরণের পর হইতে আর মৃত ব্যক্তির মাসিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি প্রেতকার্য্য করিতে হয় না। যাঁহা-দিগের মধ্যে প্রেতের পিণ্ড মিশ্রিত হইয়াছে, অতঃপর তিনি সেই পিতৃগণের অন্তর্ভুক্ত হন বলিয়া পিতৃগণের সঙ্গেই তাহার শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। সপিণ্ডীকরণের পর হইতে সংক্রান্তি ও উপরাগাদি পর্ব্বদিনে ত্রিপিণ্ড শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিবে। মৃতাহে একোদ্দিষ্ট পরিত্যাগ করিয়া যদি কেহ অন্য কার্য্য করে, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি যুগপৎ পিতৃহা ও মাতৃ ভ্রাতৃঘাতী হয়। আরও দেখুন, মৃতাহে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধকরিলে মানব অধঃপতিত হয়।১২—২৪। পিতৃগণের

সম্পৃক্তেষ্বাকুলীভাবঃ প্রেতেষু তু যতো ভবেৎ
প্রতিসংবৎসরং তস্মাদেকোদ্দিষ্টং সমাচরেৎ ॥
যাবদব্দন্তু যো দদ্যাদুদকুম্ভং বিমৎসরঃ।
প্রেতায়ান্নসমাযুক্তং সোহশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
আমশ্রাদ্ধং যদা কুর্য্যাদ্বিধিজ্ঞঃ শ্রাদ্ধদস্তদা।
তেনাগ্নৌকরণং কুর্য্যাৎ পিণ্ডাংস্তেনৈব নির্ব্বপেৎ
ত্রিভিঃ সপিণ্ডীকরণে অশেষত্রিতয়ে পিতা।
যদা প্রাপ্স্যতি কালেন তদা মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥
মুক্তোহপি লেপভাগিত্বং প্রাপ্নোতি কুশমার্জ্জনাৎ
লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ।
পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্‌৩০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সপিণ্ডীকরণকল্পো নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

সহিত প্রেতাত্মা একত্র সমবেত হইলে তাঁহাদের মহতী ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। এজন্য প্রতি সংবৎসরে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের বিধান। যে ব্যক্তি বৎসর কাল যাবৎ বিমৎসর-চিত্তে অন্নযুত জলকুম্ভ প্রেত উদ্দেশে দান করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। বিধিজ্ঞ শ্রাদ্ধদাতা যখন আমশ্রাদ্ধ করিবেন, তখন আমান্ন দ্বারাই তাঁহাকে অগ্নৌকরণ করিতে হইবে এবং তাহা দ্বারাই পিণ্ড প্রদান করিবেন। পিতা সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে যখন ত্রিপক্ষের সহিত মিলিত হন, তখন প্রেতত্বরূপ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। মুক্ত হইয়া কুশ মার্জ্জন হইতে ক্রমশঃ লেপভাগিত্ব প্রাপ্ত হন। চতুর্থ পুরুষ অবধি তিন পুরুষ লেপভাগী আর পিত্রাদি তিন পুরুষ পিণ্ডভাগী। শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি ইহাঁদের সপ্তম পুরুষ; এই সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্তই সপিণ্ডতা। ২৫—৩০।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ।

কথং কব্যানি দেয়ানি হব্যানি চ জনৈরিহ
গচ্ছন্তি পিতৃলোকস্থান্ প্রাপকঃ কোহত্র গদ্যতে
যদি মর্ত্ত্যো দ্বিজো ভুঙ্‌ক্তে হুয়তে যদি বানলে
শুভাশুভাত্মকৈঃ প্রেতৈর্দত্তং তদ্ভুজ্যতে কথম্

সূত উবাচ।

বসূন্ বদন্তি চ পিতৄন্ রুদ্রাংশ্চৈব পিতামহান্।
প্রপিতামহাংস্তথাদিত্যানিত্যেবং বৈদিকী শ্রুতি
নামগোত্রং পিতৄণান্তু প্রাপকং হব্য-কব্যয়োঃ।
শ্রাদ্ধস্য মন্ত্রাঃ শ্রদ্ধা চ উপযোজ্যাতিভক্তিতঃ ॥
অগ্নিষ্বাত্তাদয়স্তেষামাধিপত্যে ব্যবস্থিতাঃ।
নাম-গোত্র-কাল-দেশা ভবান্তরগতানপি ॥ ৫
প্রাণিনঃ প্রীণয়ন্ত্যেতে তদাহারত্বমাগতান্।
দেবো যদি পিতা জাতঃ শুভকর্ম্মানুযোগতঃ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! মানবগণ কি প্রকারে হব্য ও কব্য প্রদান করিবে, আর সেই প্রদত্ত হব্য-কব্যই বা কি প্রকারে পিতৃলোকেরা প্রাপ্ত হন এবং হব্য-কব্য-প্রদাতাই বা কাহাকে বলা যায়? মর্ত্ত্য দ্বিজগণকে যদি ভোজন করান হয়, বা অনলে আহুতি প্রদত্ত হয়; তাহাতেই বা কিরূপে শুভাশুভাত্মক প্রেতগণকর্ত্তৃক ঐ প্রদত্ত বস্তু সকল উপভুক্ত হইয়া থাকে? সূত বলিলেন,—পিতৃগণকে বসু, পিতামহগণকে রুদ্র, ও প্রপিতামহগণকে আদিত্য বলা যায়—ইহাই বৈদিকী শ্রুতি। পিতৃগণের নাম-গোত্র হব্য-কব্যের প্রাপক। অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে বিশুদ্ধভাবে শ্রাদ্ধমন্ত্র সকল পাঠ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ ইহাঁদের অধিপতি। নাম, গোত্র, কাল, দেশ—ইহারা সকলে জন্মান্তরগত প্রাণিসমুদয়কে প্রীতিযুক্ত করে এবং তাঁহাদের উদ্দেশে নিবেদিত বস্তু তাঁহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। পিতা যদি শুভ

তস্যান্নমমৃতং ভূত্বা দিব্যত্বেঽপ্যনুগচ্ছতি।
দৈত্যত্বে ভোগরূপেণ পশুত্বে চ তৃণং ভবেৎ॥
শ্রাদ্ধান্নং বায়ুরূপেণ সর্পত্বেঽপ্যুপতিষ্ঠতি।
পানং ভবতি যক্ষত্বে রাক্ষসত্বে তথামিষম্॥ ৮
দনুজত্বে তথা মায়া প্রেতত্বে রুধিরোদকম্।
মনুষ্যত্বেঽন্নপানানি নানাভোগরসং ভবেৎ॥
রতিশক্তিঃ স্ত্রিয়ঃ কান্তা ভোজ্যং ভোজন-
শক্তিতা।
দানশক্তিঃ সবিভবা রূপমারোগ্যমেব চ॥ ১০
শ্রাদ্ধ পুষ্পমিদং প্রোক্তং ফলং ব্রহ্মসমাগমঃ।
আয়ুঃ পুত্রান্ ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ
রাজ্যঞ্চৈব প্রযচ্ছন্তি প্রীতাঃ পিতৃগণা নৃণাম্।
শ্রূয়তে চ পুরা মোক্ষং প্রাপ্তাঃ কৌশিকসূনবঃ
পঞ্চভির্জন্মসম্বন্ধৈর্গতা বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥১২

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে শ্রাদ্ধকল্পে ফলানু-
গমনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯

বিংশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ।

কথং কৌশিকদায়াদাঃ প্রাপ্তাস্তে যোগমুত্তমম্।
পঞ্চভির্জন্মসম্বন্ধৈঃ কথং কর্ম্মক্ষয়ো ভবেৎ॥ ১

সূত উবাচ।

কৌশিকো নাম ধর্ম্মাত্মা কুরুক্ষেত্রে মহানৃষিঃ।
নামতঃ কর্ম্মতস্তস্য সুতান্ সপ্ত নিবোধত॥ ২
স্বসৃপঃ ক্রোধনো হিংস্রঃ পিশুনঃ কবিরেব চ।
বাগ্দুষ্টঃ পিতৃবর্ত্তী চ গর্গশিষ্যাস্তদাভবন্॥ ৩
পিতর্য্যুপরতে তেষামভূদ্দুর্ভিক্ষমুল্বণম্।
অনাবৃষ্টিশ্চ মহতী সর্ব্বলোকভয়ঙ্করী॥ ৪
গর্গাদেশাদ্বনে দোগ্ধ্রীং রক্ষন্তস্তে তপোধনাঃ
খাদামঃ কপিলামেতাং বয়ং ক্ষুৎপীড়িতা ভৃশম্॥
ইতি চিন্তয়তাং পাপং লঘুঃ প্রাহ তদানুজঃ।
যদ্যবশ্যমিয়ং বধ্যা শ্রাদ্ধরূপেণ যোজ্যতাম্॥ ৬

কর্ম্ম-যোগ বশত জন্মান্তরে দেবতা হন, তাহা হইলেও তদুদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন অমৃত হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হয়। এইরূপ পিতা যদি জন্মান্তরে দৈত্য হন, তাহা হইলে তদুদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন ভোগরূপে, পশু হইলে তৃণরূপে, সর্প হইলে বায়ুরূপে, যক্ষ হইলে পানীয়রূপে রাক্ষস হইলে আমিষরূপে, দনুজ হইলে ময়ারূপে, প্রেত হইলে রুধিরোদক-রূপে এবং মনুষ্য হইলে অন্ন পানীয় ও নানা ভোগ-রসরূপে তৎসমীপে উপস্থিত হয়। রতিশক্তি, কমনীয় স্ত্রী, ভোজ্য, ভোজন-শক্তি, দানশক্তি, বিভব, রূপ ও আরোগ্য এই সকল শ্রাদ্ধ-তরুর পুষ্প এবং অন্তে ব্রহ্মসমাগম—উহার ফল। পিতৃগণ শ্রাদ্ধে প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকারী মানবগণকে আয়ু, পুত্র, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ, সুখ ও রাজ্য—এই সকল প্রদান করেন। আমরা শুনিয়াছি—পূর্ব্বে কৌশিকনন্দনগণ পর পর পাঁচজন্মে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। ১—১২।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—কৌশিক-তনয়গণ কি প্রকারে উত্তম যোগ সকল প্রাপ্ত হইলেন এবং কি প্রকারেই বা পঞ্চ জন্মে তাঁহাদের কর্ম্ম-ক্ষয় হইল? সূত বলিলেন,—কুরু-ক্ষেত্রে 'কৌশিক নামে এক ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার সপ্ত পুত্র; ঐ সপ্ত পুত্রের নাম ও কর্ম্ম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। স্বসৃপ, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, বাগ্দুষ্ট, ও পিতৃবর্ত্তী—এই সকল নামে তাঁহার পুত্র-গণ অভিহিত ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই গর্গ মুনির শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের পিতা পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইবার পর একদা ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও সর্ব্ব-লোক-ভয়ঙ্করী মহতী অনাবৃষ্টি সমুপস্থিত হইল। তখন ঐ তপোধনগণ গুরু গর্গের আদেশে অরণ্যে গাভী রক্ষা করিতে করিতে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া 'আমরা এই কপিলা গাভীটাকে ভক্ষণ করিব' বলিয়া মনস্থ করিলেন। ১—৫। তখন তাঁহাদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিল,—যখন ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য একান্তই এই কপিলাকে বধ করিতে হইবে,

শ্রাদ্ধে নিযোজ্যমানেয়ং পাপাৎ ত্রাস্যতি নো ধ্রুবম্।
এবং কুর্ব্বিত্যনুজ্ঞাতঃ পিতৃবর্ত্তী তদানুজৈঃ ॥৭
চক্রে সমাহিতঃ শ্রাদ্ধমুপযুজ্য চ তাং পুনঃ।
দ্বৌ দৈবে ভ্রাতরৌ কৃত্বা পিত্র্যে ত্রীনপ্যনুক্রমাৎ
তথৈকমতিথিং কৃত্বা শ্রাদ্ধদঃ স্বয়মেব তু।
চকার মন্ত্রবচ্ছ্রাদ্ধং স্মরন্ পিতৃপরায়ণঃ ॥ ৯
বিনা গবা বৎসকোঽপি গুরবে বিনিবেদিতঃ।
ব্যাঘ্রেণ নিহতা ধেনুর্বৎসোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
এবং সা ভক্ষিতা ধেনুঃ সপ্তভিস্তৈস্তপোধনৈঃ।
বৈদিকং বলমাশ্রিত্য ক্রূরে কর্ম্মণি নির্ভয়াঃ ॥ ১১
ততঃ কালাবকৃষ্টাস্তে ব্যাধা দাসপুরেঽভবন্।
জাতিস্মরত্বং প্রাপ্তাস্তে পিতৃভাবেণ ভাবিতাঃ
যৎ কৃতং ক্রূরকর্ম্মাপি শ্রাদ্ধরূপেণ তৈস্তদা।
তেন তে ভবনে জাতা ব্যাধানাং ক্রূরকর্ম্মিণাম্
পিতৄণাঞ্চৈব মাহাত্ম্যাজ্জাতা জাতিস্মরাশ্চ তে।
তে তু বৈরাগ্যযোগেন আস্থায়ানশনং পুনঃ॥
জাতিস্মরাঃ সপ্ত জাতা মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ
নীলকণ্ঠস্য পুরতঃ পিতৃভাবানুভাবিতাঃ ॥ ১৫
তত্রাপি জ্ঞানবৈরাগ্যাৎ প্রাণানুৎসৃজ্য ধর্ম্মতঃ
লোকৈরবেক্ষ্যমাণাস্তে তীর্থান্তেঽনশনেন তু
মানসে চক্রবাকাস্তে সঞ্জাতাঃ সপ্ত যোগিনঃ।
নামতঃ কর্ম্মতঃ সর্ব্বান্ শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ ॥১৭
সুমনাঃ কুমুদঃ শুদ্ধশ্ছিদ্রদর্শী সুনেত্রকঃ।
সুনেত্রশ্চাংশুমাংশ্চৈব সপ্তৈতে যোগপারগাঃ॥
যোগভ্রষ্টাস্ত্রয়স্তেষাং বভ্রমুশ্চাল্পচেতনাঃ।
দৃষ্ট্বা বিভ্রাজমানং তমুদ্যানে স্ত্রীভিরন্বিতম্ ॥১৯
ক্রীড়ন্তং বিবিধৈর্ভাবৈর্মহাবলপরাক্রমম্।

তখন ইহাকে শ্রাদ্ধে উপকল্পিত করা যাউক; ইহা শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবে। তখন অন্যান্য ভ্রাতৃগণের অভিমতে কনিষ্ঠ পিতৃবর্ত্তী সমাহিতচিত্তে সেই কপিলা দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রাদ্ধে ব্রতী হইয়া তিনি দেবপক্ষে দুই ভ্রাতাকে ও পিতৃপক্ষে তিন ভ্রাতাকে ব্রাহ্মণত্বে নিয়োগ করিয়া আর এক ভ্রাতাকে অতিথিরূপে কল্পনা করিলেন এবং স্বয়ং শ্রাদ্ধকর্ত্তা হইলেন। এইরূপে পিতৃপরায়ণ পিতৃবর্ত্তী বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণপুরঃসর শ্রাদ্ধ সমাপ্ত করিয়া গাভীহীন বৎসটীকে গুরুর নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন এবং বলিলেন,—গাভীটী ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। এই বৎসটী গ্রহণ করুন। এইরূপে সেই সপ্ত তপোধন কর্ত্তৃক গুরুর ধেনু ভক্ষিত হইয়াছিল। বৈদিক অনুষ্ঠানসকলের কি অপার মহিমা! যে বৈদিক কর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া তাঁহারা এরূপ ক্রূর কর্ম্ম করিয়াও ভীত বা কুণ্ঠিত হইলেন না। অনন্তর তাঁহারা কালগ্রাসে পতিত হইয়া দাসপুরে ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। জন্মান্তরীয় পিতৃভক্তি বশতঃ এ জন্মে তাঁহাদের জাতিস্মরত্ব লোপ হইল না।৬—১১। তাঁহারা শ্রাদ্ধরূপে যে ক্রূর কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তাঁহাদিগকে ক্রূরকর্ম্মা ব্যাধদিগের ভবনে জন্মগ্রহণ করিতে হইল। তাঁহারা সকলে পিতৃমাহাত্ম্যে জাতিস্মর হইয়া জন্মিলেন এবং বৈরাগ্যবশতঃ অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগান্তে সকলেই জাতিস্মর মৃগ হইয়া কালঞ্জরগিরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় ভগবান্ নীলকণ্ঠের সম্মুখে জ্ঞান ও বৈরাগ্যবশতঃ পুনরায় তাঁহারা সকলের সাক্ষাতেই অনশন ব্রতাবলম্বনে জীবন-বিসর্জ্জন দিয়া মানসে চক্রবাক হইয়া জন্মিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! অতঃপর তাঁহাদের নাম ও কর্ম্ম সকল শ্রবণ করুন। সুমনা, কুমুদ, শুদ্ধ, ছিদ্রদর্শী, সুনেত্রক, সুনেত্র ও অংশুমান্—তাঁহাদের এই সপ্ত নাম। ইঁহারা সকলেই যোগপারগ। ইঁহাদিগের মধ্যে যে তিন জন মন্দচেতা, তাঁহারাই যোগভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এই যোগভ্রষ্ট তিন জনের মধ্যে একজন,—যিনি পিতৃবর্ত্তী নামে অভিহিত, শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও পিতৃবৎসল ছিলেন, তিনি একদা ক্রীড়োদ্যানে

পাঞ্চালান্বয়সম্ভূতং প্রভূতবলবাহনম্॥ ২০
রাজ্যকামোহভবচ্চৈকস্তেষাং মধ্যেজলৌকসাম্
পিতৃবর্ত্তী চ যো বিপ্রঃ শ্রাদ্ধকৃৎ পিতৃবৎসলঃ॥
অপরৌ মন্ত্রিণৌ দৃষ্ট্বা প্রভূতবলবাহনৌ।
মন্ত্রিত্বে চক্রতুশ্চেচ্ছাম্যস্মিন্ মর্ত্ত্যে দ্বিজোত্তমাঃ
তন্মধ্যে যে তু নিষ্কামাস্তে বভূবুর্দ্বিজোত্তমাঃ।
বিভ্রাজপুত্রস্তেকোঽভূদ্ ব্রহ্মদত্ত ইতি স্মৃতঃ॥
মন্ত্রিপুত্রৌ তথা চাভৌ পুণ্ডরীক-সুবালকৌ।
ব্রহ্মদত্তোঽভিষিক্তঃ সন্ পুরোহিতবিপশ্চিতা॥
পাঞ্চালরাজো বিক্রান্তঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
যোগবিৎ সর্ব্বজন্তূনাং রুতবেত্তাঽভবৎ তদা॥
তস্য রাজ্ঞোঽভবদ্ভার্য্যা দেবলস্যাত্মজা শুভা।
সন্নতির্নাম বিখ্যাতা কপিলা যাভবৎ পুরা॥২৬
পিতৃকার্য্যে নিযুক্তত্বাদভববদ্ব্রহ্মবাদিনী।
তয়া চকার সহিতং স রাজ্যং রাজনন্দনঃ॥২৭
কদাচিদুদ্যানগতস্তয়া সহ স পার্থিবঃ।
দদর্শ কীটমিথুনমনঙ্গকলহাকুলম্॥ ২৮
পিপীলিকামনুনয়ন্ পরিতঃ কীটকামুকঃ।
পঞ্চবাণাভিতপ্তাঙ্গঃ সগদ্গদমুবাচ হ॥ ২৯
ন ত্বয়া সদৃশী লোকে কামিনী বিদ্যতে ক্বচিৎ।
মধ্যক্ষামাতিজঘনা বৃহদ্বক্ষোঽভিগামিনী॥ ৩০
সুবর্ণবর্ণা সুশ্রোণী মঞ্জুক্তা চারুহাসিনী।
সুলক্ষ্যনেত্ররসনা গুড়শর্করবৎসলা॥ ৩১
ভোক্ষ্যসে ময়ি ভুক্তে ত্বং স্নাসি স্নাতে তথা ম
প্রোষিতে সতি দীনা ত্বং ক্রুদ্ধেঽপি ভয়চঞ্চলা
কিমর্থং বদ কল্যাণি সরোষবদনা স্থিতা।
সা তমাহ সকোপা তু কিমালপসি মাং শঠ॥৩৩
ত্বয়া মোদকচূর্ণস্তু মাং বিহায় বিনেষ্যতা।
প্রদত্তং সমা তক্রান্তে দিনেঽন্যস্যাঃ সমন্মথ॥

প্রভূত বল-বাহন-সমন্বিত মহাবল পরাক্রম পাঞ্চালরাজ বিভ্রাকে বিলাসিনীগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ ভাবে ক্রীড়মান ও প্রফুল্লিত দেখিয়া রাজ্যভোগে অভিলাষী হইলেন এবং অপর দুইজন ঐরূপ তদীয় মন্ত্রিদ্বয়কে প্রভূত বল-বাহন সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতে দেখিয়া মন্ত্রিত্ব লাভে ইচ্ছা করিলেন। অপর যে চারিটী চক্রবাকরূপী তপোধন নিষ্কামভাবে বর্ত্তমান ছিলেন; তাঁহারা সকলেই দ্বিজোত্তম হইলেন। যিনি রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনি পাঞ্চালরাজ বিভ্রাজের পুত্র হইয়া জন্মিলেন। নাম হইল ব্রহ্মদত্ত। অপর দুইজন—যাঁহারা মন্ত্রিত্ব কামনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা দুইজনে পুণ্ডরীক ও সুবালকনামক মন্ত্রিপুত্র হইলেন। পরে ব্রহ্মদত্ত পুরোহিত ও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া পাঞ্চালরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত বিক্রান্ত, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, যোগবিৎ, ও সর্ব্ব জন্তুর রুতাভিজ্ঞ ছিলেন। সন্নতি নাম্নী কল্যাণী দেবলাত্মজা পঞ্চালরাজ ব্রহ্মদত্তের মহিষী হইলেন। ইনিই পূর্ব্বে সেই কপিলা গাভী ছিলেন, পরে পিতৃকার্য্যে নিয়োজিত হন বলিয়া ব্রহ্মবাদিনী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। রাজনন্দন ইঁহার সহিত রাজ্য করিতে লাগিলেন। ১৩—২৭। কদাচিৎ সেই পার্থিব মহিষীর সহিত উদ্যানে বিচরণ করিতে করিতে এক অনঙ্গ-কলহাকুল কীটমিথুন দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—কীটকামুক স্মর-শরে পীড়িত হইয়া গদ্‌গদবাক্যে পিপীলিকাকে অনুনয় করিয়া কহিতেছে—হে চারুহাসিনি! তোমার মত সুন্দরী কামিনী এ সংসারে কে আছে? দেখ দেখি, কেমন তোমার মধ্য দেশ—ক্ষীণ ও জঘন—বিপুল; তুমি তোমার বৃহৎ বক্ষে ভর দিয়া চলিতেছ; কেমন তোমার সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ, তুমি সুশ্রোণী, তোমার উক্তি কেমন মনোহারিণী, তোমার রসনা ও নেত্র কেমন দেখিতে সুন্দর! তুমি গুড় ও চিনি খাইতে বড় ভালবাস। আমি খাইলে তুমি খাও, স্নান করিলে স্নান কর, প্রবাসে গেলে দীনভাবে থাক ও ক্রুদ্ধ হইলে ভয়চঞ্চলা হও। হে কল্যাণি! বল, কি জন্য তোমার বদন রোষকষায়িত হইয়াছে?

পিপীলিক উবাচ।
ত্বৎসাদৃশ্যান্ময়া দত্তমন্যস্যৈ বরবর্ণিনি।
তদেকমপরাধং মে ক্ষন্তুমর্হসি ভামিনি ॥ ৩৫
নৈতদেবং করিষ্যামি পুনঃ ক্বাপীহ সুব্রতে।
স্পৃশামি পাদৌ সত্যেন প্রসীদ প্রণতস্য মে ॥
সূত উবাচ।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা সা প্রসন্নাভবৎ ততঃ।
আত্মানমর্পয়ামাস মোহনায় পিপীলিকা ॥ ৩৭
ব্রহ্মদত্তোঽপ্যশেষং তং জ্ঞাত্বা বিস্ময়মাগমৎ।
সর্ব্বসত্ত্বরুতজ্ঞত্বাৎ প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে শ্রাদ্ধকল্পে পিপীলিকাবহাসো নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

অনন্তর পিপীলিকা সকোপে উত্তর করিল—হে শঠ! তুমি আমার সহিত কি বৃথা আলাপ করিতেছ? তুমি গত কল্য মোদকচূর্ণগুলি আমাকে না দিয়া অন্য কামিনীকে দিয়াছ? পিপীলিক বলিল,—হে বরবর্ণিনি! আমি তোমাকে মনে করিয়াই অন্য পিপীলিকাকে মোদকচূর্ণ দিয়াছিলাম। অতএব হে ভামিনি! তুমি আমার এই একটা মাত্র অপরাধ ক্ষমা কর। হে সুব্রতে! আমি আর কখনও এমন কার্য্য করিব না। আমি তোমার পায়ে ধরিয়া দিব্য করিতেছি, তুমি এই প্রণত ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হও। সূত বলিলেন,—তখন পিপীলিকের এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া পিপীলিকা প্রসন্ন হইল এবং পিপীলিককে মুগ্ধ করিবার জন্য আত্মসমর্পণ করিল। অনন্তর রাজা ব্রহ্মদত্ত চক্রপাণির প্রসাদে সকল জন্তুর ভাষা অবগত ছিলেন বলিয়া ঐ কীটদম্পতির আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইলেন। ২৮—৩৮।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।
ঋষয় ঊচুঃ।
কথং সর্ব্বরুতজ্ঞোঽভূদ্‌ব্রহ্মদত্তো ধরাতলে।
তচ্চাভবৎ কস্য কুলে চক্রবাকচতুষ্টয়ম্ ॥ ১
সূত উবাচ
তস্মিন্নেব পুরে জাতাস্তে চ চক্রাহ্বয়াস্তদা।
বৃদ্ধদ্বিজস্য দায়াদা বিপ্রা জাতিস্মরাঃ পুরা ॥ ২
ধৃতিমাংস্তত্ত্বদর্শী চ বিদ্যাচণ্ডস্তপোৎসুকঃ।
নামতঃ কর্ম্মতশ্চৈতে সুদরিদ্রস্য তে সুতাঃ ॥৩
তপসে বুদ্ধিরভবৎ তদা তেষাং দ্বিজন্মনাম্।
যাস্যামঃ পরমাং সিদ্ধিমিত্যূচুস্তে দ্বিজোত্তমাঃ ॥
ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সুদরিদ্রো মহাতপাঃ।
উবাচ দীনয়া বাচা কিমেতদিতি পুত্রকাঃ ॥ ৫
অধর্ম্ম এষ ইতি বঃ পিতা তানভ্যবারয়ৎ।
বৃদ্ধং পিতরমুৎসৃজ্য দরিদ্রং বনবাসিনম্ ॥ ৬

একবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! এই ধরাতলে ব্রহ্মদত্ত কিরূপে সর্ব্বজন্তুর রুতজ্ঞ হইলেন এবং কোন্ কুলেই বা সেই চক্রবাকচতুষ্টয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল? সূত বলিলেন,—সেই চারি চক্রবাক্ মানস সরোবরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পরে ঐ রাজপুরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তনয়রূপে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহারা সংখ্যায় চারি জন; নাম,—ধৃতিমান্, তত্ত্বদর্শী, বিদ্যাচণ্ড ও তপোৎসুক। ইহাদের পিতার নাম সুদরিদ্র। ক্রমে ইহাঁদের তপস্যা করিবার ইচ্ছা বলবতী হয় এবং তপঃফলে তাঁহারা পরম সিদ্ধি লাভ করিবেন—এই কথা বলেন। তখন তাঁহাদের পিতা মহাতপা সুদরিদ্র পুত্রগণের তপস্যার কথা শুনিয়া দীনভাবে বলিলেন,—হে স্নেহময় পুত্রগণ! তোমরা এ কি করিতেছ? এখন তপস্যা করা তোমাদের অধর্ম্ম মাত্র। এই কথা কহিয়া তাহাদের পিতা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। তিনি আরও

কো নু ধর্ম্মোঽত্র ভবিতা মত্ত্যাগাদ্গতিরেব বা
উচুস্তে কল্পিতা বৃত্তিস্তব তাত বদস্ব তৎ॥ ৭
বিত্তমেতৎ পুরো রাজ্ঞঃ স তে দাস্যতি পুষ্কলম্
ধনং গ্রামসহস্রাণি প্রভাতে পঠতস্তব॥ ৮
যে বিপ্রমুখ্যাঃ কুরুজাঙ্গলেষু
দাসাস্তথা দাসপুরে মৃগাশ্চ।
কালঞ্জরে সপ্ত চ চক্রবাকা
যে মানসে তে বয়মত্র সিদ্ধাঃ॥ ৯
ইত্যুক্তা পিতরং জগ্মুস্তে বনং তপসে পুনঃ।
বৃদ্ধোঽপি রাজভবনং জগামাত্মার্থসিদ্ধয়ে॥ ১০
অনঘো নাম বৈভ্রাজঃ পাঞ্চালাধিপতিঃ পুরা।
পুত্রার্থী দেবদেবেশং হরিং নারায়ণং প্রভুম্॥১
আরাধয়ামাস বিভুং তীব্রব্রতপরায়ণঃ।
ততঃ কালেন মহতা তুষ্টস্তস্য জনার্দ্দনঃ॥ ১২
বরং বৃণীষ ভদ্রং তে হৃদয়েনেপ্সিতং নৃপ।
এবমুক্তস্তু দেবেন বব্রে স বরমুত্তমম্॥ ১৩
পুত্রং মে দেহি দেবেশ মহাবলপরাক্রমম্।
পারগং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ধার্ম্মিকং যোগিনাং পরম্
সর্ব্বসত্ত্বকৃতজ্ঞং মে দেহি যোগিনমাত্মজম্।
এবমস্ত্বিতি বিশ্বাত্মা তমাহ পরমেশ্বরঃ॥ ১৫
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততঃ স তস্য পুত্রোঽভূদ্ব্রহ্মদত্তঃ প্রতাপবান্॥
সর্ব্বসত্ত্বানুকম্পী চ সর্ব্বসত্ত্ববলাধিকঃ।
সর্ব্বসত্ত্বকৃতজ্ঞশ্চ সর্ব্বসত্ত্বেশ্বরেশ্বরঃ॥ ১৭
অহসৎ তেন যোগাত্মা স পিপীলিকরাগতঃ।
যত্র তৎ কীটমিথুনং রমমাণমবস্থিতম্॥ ১৮
ততঃ সা সন্নতির্দৃষ্ট্বা তং হসন্তং সুবিস্মিতা।
কিমপ্যাশঙ্ক্য মনসা তমপৃচ্ছন্নরেশ্বরম্॥ ১৯
সন্নতিরুবাচ।
অকস্মাদতিহাসস্তে কিমর্থমভবন্নৃপ।
হাস্যহেতুং ন জানামি যদকালে কৃতং ত্বয়া॥
সূত উবাচ।
অবদদ্রাজপুত্রোঽপি স পিপীলিকভাষিতম্।

বলিলেন, আমি তোমাদের বনবাসী দরিদ্র বৃদ্ধ পিতা, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের কোন্ ধর্ম্ম বা গতি হইবে? পিতার কথায় তাঁহারা বলিলেন,—হে তাত! আপনার জীবিকা কল্পিতই রহিয়াছে। আপনি রাজার নিকট গিয়া ধন প্রার্থনা করুন, রাজা আপনাকে প্রচুর ধন ও সহস্র গ্রাম প্রদান করিবেন। আপনি প্রভাতে গিয়া সেখানে এইরূপ পাঠ করিবেন যে, যাঁহারা কুরুজাঙ্গলে বিপ্রমুখ্য, দাসপুরে দাস, কালঞ্জরে মৃগ ও মানসে চক্রবাক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই আমরা অদ্য সিদ্ধি লাভ করিলাম। তাহারা পিতাকে এই কথা বলিয়া বন গমন করিলেন। বৃদ্ধ পিতাও অর্থ প্রাপ্তি নিমিত্ত রাজভবনে গমন করিলেন। ১—১০। পূর্ব্বে পাঞ্চালাধিপতি বৈভ্রাজ অনঘ পুত্রার্থ প্রভু দেবদেব নারায়ণের আরাধনা করেন। অনন্তর বহুকালের পর ভগবান্ জনার্দ্দন তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া অভিলষিত বর প্রার্থনার জন্য নৃপতিকে আদেশ করেন। ভগবানের কথায় রাজা প্রার্থনা করিলেন। "হে দেবেশ! হে মহাবল পরাক্রম! আপনি আমায় একটী সর্ব্বশাস্ত্রপারগ ধার্ম্মিক পরম যোগী সর্ব্ব জন্তুর কৃতজ্ঞ পুত্র প্রদান করুন।" বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর তাঁহার প্রার্থনায় 'তথাস্তু' বলিয়া সর্ব্ব দেবসমক্ষেই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর সর্ব্বজন্তুর কৃতজ্ঞ সর্ব্বভূতানুকম্পী, সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী ব্রহ্মদত্ত তাঁহার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। এই জন্যই যোগাত্মা ব্রহ্মদত্ত পিপীলিক-দম্পতির অনুরাগ দেখিয়া হাসিয়াছিলেন। অনন্তর যেখানে সেই রমমাণ কীটমিথুন অবস্থিত ছিল, মহিষী সন্নতি বিস্মিতভাবে তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া 'ইনি হাসেন কেন?' এই ভাবিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্নতি বলিলেন,—হে নৃপ! অকস্মাৎ আপনার এরূপ উচ্চ হাস্যের কারণ কি? আপনার এই হাস্য হেতু কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না। সূত বলিলেন,—তখন রাজকুমার ঐ পিপীলিক-

রাগবাগ্‌ভিঃ সমুৎপন্নমেতদ্ধাস্যং বরাননে ॥ ২১
ন চান্যৎ কারণং কিঞ্চিদ্ধাস্যহেতৌ শুচিস্মিতে
ন সামন্তৎ তদা দেবী প্রাহালীকমিদং বচঃ ॥
অহমেবাত্র হসিতা ন জীবিষ্যে ত্বয়াধুনা।
কথং পিপীলিকালাপং মর্ত্ত্যো বেত্তি বিনা সুরান্ ॥ ২৩
তস্মাৎ ত্বয়াহমেবেহ হসিতা কিমতঃ পরম্।
ততো নিরুত্তরো রাজা জিজ্ঞাসুস্তৎপুরোহরেঃ
আস্থায় নিয়মং তস্থৌ সপ্তরাত্রমকল্মষঃ।
স্বপ্নে প্রাহ হৃষীকেশঃ প্রভাতে পর্য্যটন্ পুরম্
বৃদ্ধদ্বিজো যস্তদ্বাক্যাৎ সর্ব্বং জ্ঞাস্যস্যশেষতঃ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে বিষ্ণুঃ প্রভাতেহথ নৃপঃ পুরাৎ
নির্গচ্ছন্ মন্ত্রিসহিতঃ সভার্য্যো বৃদ্ধমগ্রতঃ।
গদন্তং বিপ্রমায়ান্তং তং বৃদ্ধং সন্দদর্শ হ ॥ ২৭

ব্রাহ্মণ উবাচ।
যে বিপ্রমুখ্যাঃ কুরুজাঙ্গলেষু
দাসাস্তথা দাসপুরে মৃগাশ্চ।
কালঞ্জরে সপ্ত চ চক্রবাকা
যে মানসে তে বয়মত্র সিদ্ধাঃ ॥ ২৮
সূত উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তাভ্যাং স পপাত শুচা ততঃ।
জাতিস্মরত্বমগমৎ তৌ চ মন্ত্রিবরাবুভৌ ॥ ২৯
কামশাস্ত্রপ্রণেতা চ বাভ্রব্যস্তু সুবালকঃ।
পাঞ্চাল ইতি লোকেষু বিশ্রুতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥
কণ্ডরীকোহপি ধর্ম্মাত্মা বেদশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ।
ভূত্বা জাতিস্মরো শোকাৎ পতিতাবগ্রতস্তদা ॥
হা বয়ং যোগবিভ্রষ্টাঃ কামতঃ কর্ম্মবন্ধনাঃ।
এবং বিলপ্য বহুশস্ত্রয়স্তে যোগপারগাঃ ॥ ৩২
বিস্ময়াচ্ছ্রাদ্ধমাহাত্ম্যমভিনন্দ্য পুনঃপুনঃ।
ততস্তস্মৈ ধনং দত্ত্বা প্রভূতগ্রামসংযুতম্ ॥ ৩৩
বিসৃজ্য ব্রাহ্মণং তঞ্চ বৃদ্ধং ধনমুদান্বিতম্।

দম্পতির কথোপকথনবৃত্তান্ত বলিলেন এবং কহিলেন,—হে বরাননে! ঐ কীটমিথুনের অনুরাগবাক্য শ্রবণই আমার এই হাস্যের কারণ। হে শুচিস্মিতে! এ বিষয়ে অন্য কারণ কিছুই নাই। মহিষী রাজার বাক্যে বিশ্বাস করিলেন না, তিনি বলিলেন,—রাজন্! আপনার কথা অলীক, আপনি আমাকে দেখিয়াই হাসিয়াছেন। সুতরাং আমি প্রাণ ধারণ করিব না; দেবতা বিনা মানুষ কি কখন পিপীলিকার কথা বুঝিতে পারে? নিশ্চয় আপনি আমাকেই উপহাস করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? অনন্তর রাজা মহিষীর কথায় আর কোন উত্তর করিতে না পারিয়া মহিষীর এরূপ মনোবিকারের কারণজিজ্ঞাসু হইয়া শ্রীহরিসন্নিধানে সপ্তরাত্র নিয়ম পালন করিয়া অবস্থিত রহিলেন। তাহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে স্বপ্নে বলিলেন,—প্রভাতে এক বৃদ্ধ নগর পর্য্যটন করিবেন, তিনিই তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয় বিশেষ অবগত আছেন। এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর প্রভাতে নৃপতি ভার্য্যা ও মন্ত্রীর সহিত নগর হইতে বহির্গত এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিতে বলিতে আসিতে দেখিলেন যে, যাঁহারা কুরুজাঙ্গলে বিপ্রমুখ্য, দাসপুরে দাস, কালঞ্জরে মৃগ ও মানসে চক্রবাক হইয়াছিলেন, সেই আমরা অদ্য এইখানে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলাম। ১১—২৮। সূত বলিলেন,—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া জাতিস্মর রাজা শোকাতুর হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন এবং মন্ত্রিদ্বয়ও তখন জাতিস্মরত্ব নিবন্ধন পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বাভ্রব্য সুবালক কামশাস্ত্রপ্রণেতা ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পাঞ্চাল বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কণ্ডরীক ধর্ম্মাত্মা এবং বেদশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তাঁহারা জাতিস্মর হইয়া হায়! আমরা যোগবিভ্রষ্ট হইয়া কামনাবশতঃ কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছি। এই প্রকার বহু বিলাপ করিয়া ঐ যোগপরায়ণ ভ্রাতৃত্রয় বিস্মিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ শ্রাদ্ধমাহাত্ম্য অভিনন্দন করত সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধন, ও প্রভূত গ্রাম প্রদান

আত্মীয়ং নৃপতিঃ পুত্রং নৃপলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৩৮
বিষক্‌সেনাভিধানন্তু রাজা রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ
মানসে মিলিতাঃ সর্ব্বে ততস্তে যোগিনো বরাঃ
ব্রহ্মদত্তাদয়স্তস্মিন্ পিতৃসক্তা বিমৎসরাঃ।
সন্নতিশ্চাভবদ্ভ্রষ্টা ময়ৈতৎ কিল কারিতম্ ॥
রাজ্যত্যাগফলং সর্ব্বং যদেতদভিলষ্যতে।
তথেতি প্রাহ রাজা তু পুনস্তামভিনন্দয়ন্ ॥ ৩৭
ত্বৎপ্রাসাদাদিদং সর্ব্বং ময়ৈতৎ প্রাপ্যতে ফলম্
ততস্তে যোগমাস্থায় সর্ব্ব এব বনৌকসঃ ॥ ৩৯
ব্রহ্মরন্ধ্রেণ পরমং পদমাপুস্তপোবলাৎ।
এবমায়ুর্ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ ॥
প্রযচ্ছন্তি সুতান্ রাজ্যং নৃণাং প্রীতাঃ
পিতামহাঃ।
য ইদং পিতৃমাহাত্ম্যং ব্রহ্মদত্তস্য চ দ্বিজাঃ ॥৪০
দ্বিজেভ্যঃ শ্রাবয়েদ্‌যো বা শৃণোত্যথ পঠেত বা
কল্পকোটিশতং সাগ্রং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে শ্রাদ্ধকল্পে পিতৃমাহাত্ম্যং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

করিয়া ধন ও মুদান্বিত ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন। পরে নৃপতি রাজলক্ষণান্বিত স্বীয় পুত্র বিষক্‌সেনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং মানসে মিলিত হইয়া ব্রহ্মদত্তাদি ভ্রাতৃত্রয় বিমৎসরভাবে পিতৃকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। তখন সন্নতি রাজ্যভ্রষ্টা হইয়া বলিলেন,—আমিই আপনার রাজ্যত্যাগের কারণ। আপনি যাহা অভিলাষ করিতেছেন, তাহা রাজ্যত্যাগেরই ফল। রাজা রাজ্ঞীকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। বলিলেন,—তোমারই প্রসাদে আমি এই সকল মহৎ ফল প্রাপ্ত হইলাম। অনন্তর বনবাসিগণ সকলেই পরম যোগ অবলম্বন করিয়া তপোবলে পরমপদ লাভ করিলেন। এইরূপে পিতামহগণ প্রীত হইয়া মানবদিগকে আয়ু, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ, সুখ, পুত্র ও রাজ্য প্রদান করিয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মদত্তের পিতৃমাহাত্ম্য শ্রবণ করে বা শুনায় বা পাঠ করে, সে কল্প-কোটি শতকাল ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। ২৯—৪১।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

কস্মিন্ কালে চ তচ্ছ্রাদ্ধমনন্তফলদং ভবেৎ।
কস্মিন্ বাসরভাগে তু শ্রাদ্ধকৃচ্ছ্রাদ্ধমাচরেৎ।
তীর্থেষু কেষু চ কৃতং শ্রাদ্ধং বহুফলং ভবেৎ ॥

সূত উবাচ।

অপরাহ্নে তু সম্প্রাপ্তে অভিজিদ্রোহিণোদয়ে।
যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে তত্র তদক্ষয়মুদাহৃতম্ ॥ ২
তীর্থানি যানি সর্ব্বাণি পিতৃণাং বল্লভানি চ
নামতস্তানি বক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
পিতৃতীর্থং গয়া নাম সর্ব্বতীর্থবরং শুভম্।
যত্রাস্তে দেবদেবেশঃ স্বয়মেব পিতামহঃ ॥ ৪
তত্রৈষা পিতৃভির্গীতা গাথা ভাগমভীপ্সুভিঃ ॥
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! কোন্ কালে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধ অনন্ত ফলদায়ক হয়? দিনের কোন্ অংশে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে এবং কোন্ কোন্ তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধ বহু ফলপ্রদ হয়? সূত বলিলেন,—অপরাহ্নে অভিজিৎ বা রোহিণীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিয়া যাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যে সকল তীর্থ পিতৃগণের প্রিয়তম, হে দ্বিজোত্তমগণ! ঐ সকল তীর্থ আমি নামতঃ উল্লেখ করিতেছি। গয়া—সর্ব্বোৎকৃষ্ট শুভ পিতৃতীর্থ; সেখানে দেবদেব পিতামহ স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। ভাগেপ্সু পিতৃগণ তথায় এই গাথা গান করিয়াছেন যে, বহু পুত্রই

যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥
তথা বারাণসী পুণ্যা পিতৃণাং বল্লভা সদা।
যত্রাবিমুক্তসান্নিধ্যং ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদম্॥ ৭
পিতৃণাং বল্লভং তদ্বৎ পুণ্যশ্চ বিমলেশ্বরম্।
পিতৃতীর্থং প্রয়াগন্তু সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ৮
বটেশ্বরস্তু ভগবান্ মাধবেন সমন্বিতঃ।
যোগনিদ্রাশয়স্তদ্বৎ সদা বসতি কেশবঃ॥ ৯
দশাশ্বমেধিকং পুণ্যং গঙ্গাদ্বারং তথৈব চ।
নন্দাথ ললিতা তদ্বৎ তীর্থং মায়াপুরী শুভা॥
তথা মিত্রপদং নাম ততঃ কেদারমুত্তমম্।
গঙ্গাসাগরমিত্যাহুঃ সর্ব্বতীর্থময়ং শুভম্॥ ১১
তীর্থং ব্রহ্মসরস্তদ্বচ্ছতদ্রুসলিলে হ্রদে।
তীর্থন্তু নৈমিষং নাম সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্॥ ১২
গঙ্গোদ্ভেদস্তু গোমত্যাং যত্রোদ্ভুতঃ সনাতনঃ।
তথা যজ্ঞবরাহস্তু দেবদেবশ্চ শূলভৃৎ॥ ১৩
যত্র তৎকাঞ্চনং দ্বারমষ্টাদশভুজো হরঃ।
নেমিস্তু হরিচক্রস্য শীর্ণা যত্রাভবৎ পুরা॥ ১৪
তদেতন্নৈমিষারণ্যং সর্ব্বতীর্থনিষেবিতম্।
দেবদেবস্য তত্রাপি বারাহস্য তু দর্শনম্॥ ১৫
যঃ প্রয়াতি স পূতাত্মা নারায়ণপদং ব্রজেৎ।
কৃতশৌচং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপনিষূদনম্॥ ১৬
যত্রাস্তে নারসিংহস্তু স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ।
তীর্থমিক্ষুমতী নাম পিতৃণাং বল্লভং সদা॥ ১৭
সঙ্গমে যত্র তিষ্ঠন্তি গঙ্গায়াঃ পিতরঃ সদা।
কুরুক্ষেত্রং মহাপুণ্যং সর্ব্বতীর্থসমন্বিতম্॥ ১৮
তথা চ সরযুঃ পুণ্যা সর্ব্বদেবনমস্কৃতা।
ইরাবতী নদী তদ্বৎ পিতৃতীর্থাধিবাসিনী॥ ১৯
যমুনা দেবিকা কালী চন্দ্রভাগা দৃশদ্বতী।
নদী বেণুমতী পুণ্যা পরা বেত্রবতী তথা॥ ২০
পিতৃণাং বল্লভা হ্যেতাঃ শ্রাদ্ধে কোটিগুণা মতাঃ
জম্বুমার্গং মহাপুণ্যং যত্র মার্গো হি লক্ষ্যতে॥ ২১

অভিলষণীয়; কেন না, যদি তাহাদের মধ্যে একজনও গয়াধামে গমন করিতে পারে অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতে পারে কিম্বা নীল বৃষও উৎসর্গ করিতে পারে। এইরূপে পুণ্য বারাণসীপুরীও পিতৃগণের প্রীতিদায়িনী। এখানে এই অবিমুক্ত পুরীর নিকটবর্ত্তী বিমলেশ্বর তীর্থ পবিত্র, ভুক্তি-মুক্তি ফলপ্রদ ও পিতৃগণের প্রিয়। প্রয়াগও সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ পিতৃতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেখানে ভগবান্ বটেশ্বর মাধব-সমন্বিত হইয়া বিরাজমান এবং দেব কেশব সেখানে যোগ-নিদ্রাশায়ী হইয়া বিদ্যমান। পুণ্যদ দশাশ্বমেধিক, গঙ্গাদ্বার, গঙ্গা, ললিতা, কল্যাণ-দায়িনী মায়াপুরী, মিত্রপদ ও কেদার, এ গুলিও উত্তম পিতৃতীর্থ। গঙ্গাসাগর তীর্থ—সর্ব্বতীর্থ-ময়।১—১১। কল্যাণদায়ক ব্রহ্মসর তীর্থ; ইহা শতদ্রুসলিলে হ্রদে অবস্থিত। নৈমিষ তীর্থ —সর্ব্ব তীর্থ ফলপ্রদ। গঙ্গোদ্ভেদ নামক তীর্থ গোমতীতীরে অবস্থিত! তথায় ভগবান্ সনাতন দেব উদ্ভূত হইয়াছিলেন। যেখানে যজ্ঞবরাহদেব ও দেবদেব শূলভৃৎ বিরাজমান, তাহার নাম কাঞ্চনদ্বার তীর্থ, এখানে অষ্টাদশ ভুজবিশিষ্ট ভগবান্ হর বিদ্যমান। যেখানে পুরাকালে হরিচক্রের নেমি শীর্ণ হইয়াছিল, সেই সর্ব্বতীর্থ-নিষেবিত তীর্থের নাম নৈমিষারণ্য। এখানে দেবদেব বরাহ দেবের দর্শন পাওয়া যায় এবং যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে যাত্রা করে, সে পূতাত্মা হইয়া নারায়ণপদ প্রাপ্ত হয়। কৃতশৌচ তীর্থ মহাপুণ্য ও সর্ব্বপাপ-নিসূদন। তথায় নরসিংহদেব স্বয়ং জনার্দ্দন অবস্থিত। ইক্ষু-মতী তীর্থ—সর্ব্বদা পিতৃগণের প্রিয়। ঐ ইক্ষুমতীর সহিত গঙ্গাসঙ্গম-স্থানে পিতৃগণ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। সর্ব্বতীর্থ-সমন্বিত কুরুক্ষেত্র মহাপুণ্যজনক তীর্থ। সর্ব্ব-দেব-নমস্কৃতা সরযু নদী অতি পুণ্যদায়িনী। এই সরযু এবং ইরাবতী নদী বহু পিতৃ-তীর্থের মধ্য দিয়া প্রবাহবতী। যমুনা দেবিকা, কালী, চন্দ্রভাগা, দৃশদ্বতী, বেণুমতী ও বেত্রবতী—এই সকল নদী পিতৃগণের অতি প্রীতিকরী। ইহাদের তীরে শ্রাদ্ধ করিলে ইহারা কোটিগুণ অধিক ফলদায়িনী জম্বুমার্গ,—মহাপুণ্যপ্রদ তীর্থ। উহার প

অদ্যাপি পিতৃতীর্থং তৎ সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
নীলকুণ্ডমিতি খ্যাতং পিতৃতীর্থং দ্বিজোত্তমাঃ॥
তথা রুদ্রসরঃ পুণ্যং সরো মানসমেব চ।
মন্দাকিনী তথাচ্ছোদা বিপাশাথ সরস্বতী॥২৩
পূর্ব্বমিত্রপদং তদ্বদ্বৈদ্যনাথং মহাফলম্।
শিপ্রা নদী মহাকালস্তথা কালঞ্জরং শুভম্॥
বংশোদ্ভেদং হরোদ্ভেদং গঙ্গোদ্ভেদং মহাফলম্
ভদ্রেশ্বরং বিষ্ণুপদং নর্ম্মদাদ্বারমেব চ॥ ২৫
গয়াপিণ্ডপ্রদানেন সমান্যাহুর্মহর্ষয়ঃ।
এতানি পিতৃতীর্থানি সর্ব্বপাপহরাণি চ॥ ২৬
স্মরণাদপি লোকানাং কিমু শ্রাদ্ধকৃতাং নৃণাম্।
ওঙ্কারং পিতৃতীর্থঞ্চ কাবেরী কপিলোদকম্॥২৭
সম্ভেদশ্চণ্ডবেগায়াস্তথৈবামরকণ্টকম্।
কুরুক্ষেত্রাচ্ছতগুণং তস্মিন্ স্নানাদিকং ভবেৎ
শুক্রতীর্থঞ্চ বিখ্যাতং তীর্থং সোমেশ্বরং পরম্।
সর্ব্বব্যাধিহরং পুণ্যং শতকোটিফলাধিকম্॥ ২৯
শ্রাদ্ধে দানে তথা হোমে স্বাধ্যায়ে জলসন্নিধৌ
কায়াবরোহণং নাম তথা চর্ম্মণ্বতী নদী॥ ৩০
গোমতী বরণা তদ্বৎ তীর্থমৌশনসং পরম্।
ভৈরবং ভৃগুতুঙ্গঞ্চ গৌরীতীর্থমনুত্তমম্॥ ৩১
তীর্থং বৈনায়কং নাম ভদ্রেশ্বরমতঃ পরম্।
তথা পাপহরং নাম পুণ্যাথ তপতী নদী॥ ৩২
মূলতাপী পয়োষ্ণী চ পয়োষ্ণীসঙ্গমস্তথা।
মহাবোধিঃ পাটলা চ নাগতীর্থমবন্তিকা॥৩৩
তথা বেণা নদী পুণ্যা মহাশালং তথৈব চ।
মহারুদ্রং মহালিঙ্গং দশার্ণা চ নদী শুভা॥ ৩৪
শতরুদ্রা শতাহ্বা চ তথা বিশ্বপদং পরম্।
অঙ্গারবাহিকা তদ্বন্নদৌ তৌ শোণ-ঘর্ঘরৌ॥৩৫
কালিকা চ নদী পুণ্যা বিতস্তা চ নদী তথা।
এতানি পিতৃতীর্থানি শস্যন্তে স্নান-দানয়োঃ॥
শ্রাদ্ধমেতেষু যদ্দত্তং তদনন্তফলং স্মৃতম্।
দ্রোণী বাটনদী ধারাসরিৎ ক্ষীরনদী তথা॥৩৭
গোকর্ণং গজকর্ণঞ্চ তথা চ পুরুষোত্তমঃ।
দ্বারকা কৃষ্ণতীর্থঞ্চ তথার্ব্বুদসরস্বতী॥ ৩৮
নদী মণিমতী নাম তথা চ গিরিকর্ণিকা।
ধুতপাপং তথা তীর্থং সমুদ্রো দক্ষিণস্তথা॥ ৩৯
এতেষু পিতৃতীর্থেষু শ্রাদ্ধমানন্ত্যমশ্নুতে।

অদ্যাপি পিতৃতীর্থরূপে দৃষ্ট হইতেছে। ঐ তীর্থ সর্ব্বকাম ফলপ্রদ। হে দ্বিজোত্তমগণ! আরও বহু মহাফলপ্রদ পিতৃতীর্থ আছে। তাহাদের নাম—নীলকুণ্ড, রুদ্রসর, মানসসর, মন্দাকিনী, অচ্ছোদা, বিপাশা, সরস্বতী, পূর্ব্বমিত্রপদ, বৈদ্যনাথ, শিপ্রা, মহাকাল, কালঞ্জর, বংশোদ্ভেদ, হরোদ্ভেদ, গঙ্গোদ্ভেদ, ভদ্রেশ্বর, বিষ্ণুপদ ও নর্ম্মদাদ্বার। ১১—২৫। মহর্ষিগণবলেন,—ঐ সকল তীর্থে পিতৃউদ্দেশে পিণ্ড দান করিলে গয়া-পিণ্ডদানের ফল হয়, এই সকল পিতৃতীর্থ স্মরণমাত্রেই সকল প্রকার পাপ হরণ করে। যাঁহারা তথায় শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহাদের পাপাপনোদনের কথা আর কি বলিব? ওঙ্কার, পিতৃতীর্থ, কাবেরী, কপিলোদক, চণ্ডবেগা-সম্ভেদ, ও অমরকণ্টক —এই সকল তীর্থে স্নানাদি করিলে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা শতগুণ ফললাভ করা যায়। বিখ্যাত শুক্রতীর্থ, ও সোমেশ্বর, এই তীর্থদ্বয় সর্ব্বব্যাধিহর, পুণ্যময় ও শ্রাদ্ধে, দানে, হোমে ও স্বাধ্যায়ে শতকোটি ফলপ্রদ। জলসন্নিধানে এক তীর্থ আছে। উহার নাম কায়াবরোহণ। চর্ম্মণ্বতী নদী, গোমতী ও বরণা নদী, ঔশনস তীর্থ, ভৈরব, ভৃগুতুঙ্গ, গৌরীতীর্থ, বৈনায়ক তীর্থ, ভদ্রেশ্বর ও পাপহর তীর্থ, পুণ্যা তপতী, মূলতাপী, ও পয়োষ্ণী নদী, পয়োষ্ণীসঙ্গম, মহাবোধি, পাটলা নাগতীর্থ, অবন্তিকা, বেণা, মহাশাল, মহারুদ্র, মহালিঙ্গ, দশার্ণা, শতরুদ্রা ও শতাহ্বা নদী, বিশ্বপদ, অঙ্গারবাহিকা, শোণ, ঘর্ঘর, কালিকা ও বিতস্তা নদী, এই সকল পিতৃতীর্থ, স্নান-দানে অতি প্রশস্ত। এই সকল তীর্থে যে শ্রাদ্ধ প্রদত্ত হয়, তাহা অনন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন দ্রোণী, বাটনদী, ধারাসরিৎ, ক্ষীরনদী, গোকর্ণ, গজকর্ণ, পুরুষোত্তম, দ্বারকা, কৃষ্ণতীর্থ, অর্ব্বুদ, সরস্বতী, মণিমতী, গিরিকর্ণিকা, ধুতপাপ, ও দক্ষিণ সমুদ্র, এই সকল

তীর্থং মেঘকরং নাম স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ ॥ ৪০
যত্র শার্ঙ্গধরো বিষ্ণুর্মেখলায়ামবস্থিতঃ।
তথা মন্দোদরীতীর্থং তীর্থং চম্পা নদী শুভা ॥
তথা সামলনাথশ্চ মহাশালনদী তথা।
চক্রবাকং চর্ম্মকোটং তথা জন্মেশ্বরং মহৎ ॥ ৪২
অর্জ্জুনং ত্রিপুরঞ্চৈব সিদ্ধেশ্বরমতঃ পরম্।
শ্রীশৈলং শাঙ্করং তীর্থং নারসিংহমতঃ পরম্ ॥
মহেন্দ্রঞ্চ তথা পুণ্যমত্র শ্রীরঙ্গসংজ্ঞিতম্।
এতেষ্বপি সদা শ্রাদ্ধমনন্তফলদং স্মৃতম্ ॥ ৪৪
দর্শনাদপি চৈতানি সদ্যঃ পাপহরাণি বৈ।
তুঙ্গভদ্রা নদী পুণ্যা তথা ভীমরথী সরিৎ ॥ ৪৫
ভীমেশ্বরং কৃষ্ণবেণ্বা কাবেরী কুড্মলা নদী।
নদী গোদাবরী নাম ত্রিসন্ধ্যা তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৪৬
তীর্থং ত্র্যম্বকং নাম সর্ব্বতীর্থনমস্কৃতম্।
যত্রাস্তে ভগবানীশঃ স্বয়মেব ত্রিলোচনঃ ৪৭
শ্রাদ্ধমেতেষু সর্ব্বেষু কোটিকোটিগুণং ভবেৎ।
স্মরণাদপি পাপানি নশ্যন্তি শতধা দ্বিজাঃ ॥ ৪৮
শ্রীপর্ণী তাম্রপর্ণী চ জয়াতীর্থমনুত্তমম্।
তথা মৎস্যনদী পুণ্যা শিবধারং তথৈব চ ॥ ৪৯
ভদ্রতীর্থঞ্চ বিখ্যাতং পম্পাতীর্থঞ্চ শাশ্বতম্।
পুণ্যং রামেশ্বরং তদ্বদেলাপুরমলং পুরম্ ॥ ৫০
অঙ্গভূতঞ্চ বিখ্যাতমামর্দ্দকমলম্বুষম্ *।
আম্রাতকেশ্বরং তদ্বদেকান্তকমতঃ পরম্ ॥ ৫১
গোবর্দ্ধনং হরিশ্চন্দ্রং কৃপুচন্দ্রং পৃথূদকম্।
সহস্রাক্ষং হিরণ্যাক্ষং তথা চ কদলী নদী ॥ ৫২
রামাধিবাসস্তত্রাপি তথা সৌমিত্রিসঙ্গমঃ।
ইন্দ্রকীলং মহানাদং তথা চ প্রিয়মেলকম্ ॥ ৫৩
এতান্যপি সদা শ্রাদ্ধে প্রশস্তান্যধিকানি তু।
এতেষু সর্ব্বদেবানাং সান্নিধ্যং দৃশ্যতে যতঃ ॥
দানমেতেষু সর্ব্বেষু দত্তং কোটিশতাধিকম্।
বাহুদা চ নদী পুণ্যা তথা সিদ্ধবনং শুভম্ ॥ ৫৫
তীর্থং পাশুপতং নাম নদী পার্ব্বতিকা শুভা।
শ্রাদ্ধমেতেষু সর্ব্বেষু দত্তং কোটিশতোত্তরম্ ॥ ৫৬
তথৈব পিতৃতীর্থন্তু যত্র গোদাবরী নদী।
যুতা লিঙ্গসহস্রেণ সর্ব্বান্তরজলাবহা ॥ ৫৭
জামদগ্ন্যস্য তৎ তীর্থং ক্রমাদায়াতমুত্তমম্।
প্রতীকস্য ভয়াভিন্নং যত্র গোদাবরী নদী ॥ ৫৮

পিতৃতীর্থে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অনন্ত ফলপ্রদ। মেঘকর নামক তীর্থ সাক্ষাৎ জনার্দ্দনের তুল্য। তথায় শার্ঙ্গধর বিষ্ণু মেখলায় অবস্থিত। মন্দোদরী তীর্থ, চম্পানদী, সামলনাথ, মহাশাল নদী, চক্রবাক, চর্ম্মকোট, জন্মেশ্বর, অর্জ্জুন, ত্রিপুর, সিদ্ধেশ্বর, শাঙ্করতীর্থ, শ্রীশৈল, নারসিংহ, মহেন্দ্র, ও পুণ্যতীর্থ শ্রীরঙ্গ, এই সকল তীর্থে শ্রাদ্ধ অনন্ত ফলদায়ক। এই সকল তীর্থ দর্শন মাত্রে পাপ হরণ করে। তুঙ্গভদ্রা, ও ভীমরথী, ভীমেশ্বর, কৃষ্ণবেণ্বা, কাবেরী, কুড্মলা, গোদাবরী, ত্রিসন্ধ্যা ও সর্ব্বতীর্থ-নমস্কৃত ত্রৈয়ম্বক। এই ত্রৈয়ম্বক তীর্থে ভগবান্ ত্রিলোচন স্বয়ং বিদ্যমান। এই সকল তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে কোটি কোটি গুণ ফল লাভ হয়। হে দ্বিজগণ! এই তীর্থ ফল শ্রবণ করিলেও শত শত পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শ্রীপর্ণী, তাম্রপর্ণী, অনুত্তম জয়াতীর্থ, মৎস্যনদী, শিবধার, ভদ্রতীর্থ, পম্পাতীর্থ, রামেশ্বর, এলাপুর, অলংপুর, অঙ্গভূত, আমর্দ্দক, অলম্বুষ, আম্রতকেশ্বর, একান্তক, গোবর্দ্ধন, হরিশ্চন্দ্র, কৃপুচন্দ্র, পৃথূদক, সহস্রাক্ষ, হিরণ্যাক্ষ, কদলীনদী, রামাধিবাস, সৌমিত্রিসঙ্গম, ইন্দ্রনীল, মহানদ, ও প্রিয়মেলক,—এই সকল তীর্থও শ্রাদ্ধে অতি প্রশস্ত; কেননা, এই তীর্থসমূহে সর্ব্বদা সর্ব্বদেবের সান্নিধ্য দেখা যায়। এই সকল তীর্থে দান করিলে শতকোটি দানের ফল হয়। বাহুদা, সিদ্ধবন, পাশুপত ও পার্ব্বতিকা নদী,—এই সকল তীর্থে দান করিলে শতকোটিগুণ অধিক ফল পাওয়া যায়। ২৬—৫৬। যেখানে সহস্র লিঙ্গাবিষ্টিত সার্ব্বস্তর-জলাবহা গোদাবরী নদী বিরাজিত, ঐ স্থানও পিতৃতীর্থমধ্যে গণ্য। এই তীর্থ ক্রমশঃ ঐ স্থানে জামদগ্ন্যের প্রসিদ্ধ তীর্থে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এখানকার গোদাবরীসন্নিহিত তীর্থ প্রতীক ভয়ে

* আনন্দকমলং বুধমিতি বা পাঠঃ

তৎ তীর্থং হব্যকব্যানামপ্সরোযুগসংজ্ঞিতম্।
শ্রাদ্ধাগ্নিকার্য্যদানেষু তথা কোটিশতাধিকম্ ॥৫৯
তথা সহস্রলিঙ্গঞ্চ রাঘবেশ্বরমুত্তমম্।
সেন্দ্রফেনা নদী পুণ্যা যত্রেন্দ্রঃ পতিতঃ পুরা॥
নিহত্য নমুচিং শক্রস্তপসা স্বর্গমাপ্তবান্।
তত্র দত্তং নরৈঃ শ্রাদ্ধমনন্তফলদং ভবেৎ॥ ৬১
তীর্থন্তু পুষ্করং নাম শালগ্রামং তথৈব চ।
সোমপানঞ্চ বিখ্যাতং যত্র বৈশ্বানরালয়ম্ ॥ ৬২
তীর্থং সারস্বতং নাম স্বামিতীর্থং তথৈব চ।
মলন্দরা নদী পুণ্যা কৌশিকী চন্দ্রিকা তথা ॥
বৈদর্ভা বাথ বৈরা চ পয়োষ্ণী প্রাঙ্মুখা পরা।
কাবেরী চোত্তরা পুণ্যা তথা জালন্ধরো গিরিঃ
এতেষু শ্রাদ্ধতীর্থেষু শ্রাদ্ধমানন্ত্যমশ্নুতে।
লোহদণ্ডং তথা তীর্থং চিত্রকূটস্তথৈব চ ॥ ৬৫
বিন্ধ্যযোগশ্চ গঙ্গায়াস্তথা নদীতটং শুভম্।
কুব্জাভ্রন্তু তথা তীর্থমুর্ব্বশীপুলিনং তথা ॥ ৬৬
সংসারমোচনং তীর্থং তথৈব ঋণমোচনম্।
এতেষু পিতৃতীর্থেষু শ্রাদ্ধমানন্ত্যমশ্নুতে॥ ৬৭

অট্টহাসং তথা তীর্থং গৌতমেশ্বরমেব চ।
তথা বসিষ্ঠং তীর্থন্তু হারীতন্তু ততঃ পরম্ ॥৬৮
ব্রহ্মাবর্ত্তং কুশাবর্ত্তং হয়তীর্থং তথৈব চ॥
পিণ্ডারকঞ্চ বিখ্যাতং শঙ্খোদ্ধারং তথৈব চ॥
ঘণ্টেশ্বরং বিল্বকঞ্চ নীলপর্ব্বতমেব চ।
তথা চ ধরণীতীর্থং রামতীর্থং তথৈব চ॥ ৭০
অশ্বতীর্থঞ্চ বিখ্যাতমনন্তং শ্রাদ্ধদানয়োঃ।
তীর্থং বেদশিরো নাম তথৈবৌঘবতী নদী॥৭১
তীর্থং বসুপ্রদং নাম ছাগলাণ্ডং তথৈব চ।
এতেষু শ্রাদ্ধদাতারঃ প্রয়ান্তি পরমং পদম্ ॥৭২
তথা চ বদরীতীর্থং গণতীর্থং তথৈব চ।
জয়ন্তং বিজয়ঞ্চৈব শক্রতীর্থং তথৈব চ॥ ৭৩
শ্রীপতেশ্চ তথা তীর্থং তীর্থং রৈবতকং তথা।
তথৈব শারদাতীর্থং ভদ্রকালেশ্বরং তথা॥৭৪
বৈকুণ্ঠতীর্থঞ্চ পরং ভীমেশ্বরমথাপি বা।
এতেষু শ্রাদ্ধদাতারঃ প্রয়ান্তি পরমাং গতিম্॥
তীর্থং মাতৃগৃহং নাম করবীরপুরং তথা।
কুশেশয়ঞ্চ বিখ্যাতং গৌরীশিখরমেব চ॥ ৭৬
নকুলেশস্য তীর্থঞ্চ কর্দ্দমালং তথৈব চ।
দিণ্ডিপুণ্যকরং তদ্বৎ পুণ্ডরীকপুরং তথা॥ ৭৭
সপ্তগোদাবরীতীর্থং সর্ব্বতীর্থেশ্বরেশ্বরম্।
তত্র শ্রাদ্ধং প্রদাতব্যমনন্তফলমীপ্সুভিঃ॥ ৭৮

ভিন্ন হইয়াছিল, ইহা হব্য-কব্যভোজী-দিগের তীর্থ, এই তীর্থ অপ্সরোযুগ নামে অভিহিত। ইহা শ্রাদ্ধ, দান ও অগ্নি-কার্য্যাদিতে কোটী-শতাধিক ফলপ্রদ। সেন্দ্রফেনা নদী একটী তীর্থ বিশেষ; এখানে ইন্দ্র পূর্ব্বে পতিত হইয়াছিলেন এবং নমুচির নিধন-সাধন করিয়া তপঃপ্রভাবে স্বর্গ প্রাপ্ত হন। ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া দান করিলে উহা অনন্ত ফলদায়ক হয়। পুষ্কর, শালগ্রাম, ও বিখ্যাত সোমপান তীর্থ বৈশ্বানরের আলয়। সারস্বত তীর্থ, স্বামীতীর্থ, মলন্দরা-নদী, কৌশিকী, চন্দ্রিকা, বৈদর্ভা, বৈরা, পয়োষ্ণী, প্রাঙ্মুখা, কাবেরী, উত্তরা, ও জালন্ধর গিরি, এই সকল তীর্থে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ অনন্ত ফলজনক হয়। লোহদণ্ড, চিত্রকূট, গঙ্গাবিন্ধ্য-সংযোগ, নদীতট, কুব্জাভ্র, উর্ব্বশী-পুলিন, সংসারমোচন ও ঋণমোচন, এই সমুদয় পিতৃতীর্থে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অনন্ত ফল-জনক হয়। অট্টহাস, গৌতমেশ্বর, বসিষ্ঠ, হারীত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুশাবর্ত্ত, হয়তীর্থ, পিণ্ডা-রক, শঙ্খোদ্ধার, ঘণ্টেশ্বর, বিল্বক, নীল-পর্ব্বত, ধরণীতীর্থ, রামতীর্থ, ও অশ্বতীর্থ শ্রাদ্ধে ও দানে অনন্ত ফলপ্রদ। বেদশিরা, ঔঘবতী, বসুপ্রদ, ও ছাগলাণ্ড, এই সকল তীর্থে শ্রাদ্ধপ্রদাতা পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। ৫৭—৭১। বদরীতীর্থ, গণতীর্থ, জয়ন্ত, বিজয়, শক্রতীর্থ, শ্রীপতি তীর্থ, রৈবতক তীর্থ, শারদা তীর্থ, ভদ্রকালেশ্বর, বৈকুণ্ঠতীর্থ, ও ভীমে-শ্বর, এই সমস্ত তীর্থে শ্রাদ্ধপ্রদাতা পরম গতি লাভ করেন। মাতৃগৃহ, করবীরপুর, কুশেশয়, গৌরীশেখর, নকুলেশ তীর্থ, কর্দ্দমাল, দিণ্ডিপুণ্যকর, পুণ্ডরীকপুর, ও সর্ব্বতীর্থরাজ সপ্ত গোদাবর—অনন্ত ফলা-

এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তস্তীর্থানাং সংগ্রহো ময়া।
বাগীশোঽপি ন শক্নোতি বিস্তরাৎ কিমু মানুষঃ
সত্যং তীর্থং দয়া তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
বর্ণাশ্রমাণাং গেহেঽপি তীর্থন্তু সমুদাহৃতম্ ॥৮০
এতত্তীর্থেষু যচ্ছ্রাদ্ধং তৎ কোটিগুণমিষ্যতে।
যস্মাৎ তস্মাৎ প্রযত্নেন তীর্থে শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ
প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্নস্ততঃ পরম্ ॥ ৮২
সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাচ্ছ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ।
রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৮৩
অহ্নো মুহূর্ত্তা বিখ্যাতা দশ পঞ্চ চ সর্ব্বদা।
তত্রাষ্টমো মুহূর্ত্তো যঃ স কালঃ কুতপঃ স্মৃতঃ ॥
মধ্যাহ্নে সর্ব্বদা যস্মান্মন্দী ভবতি ভাস্করঃ।
তস্মাদনন্তফলদস্তদারম্ভো ভবিষ্যতি ॥ ৮৫
মধ্যাহ্ন-খড়্গপাত্রঞ্চ তথা নেপালকম্বলঃ।
রূপ্যং দর্ভাস্তিলা গাবো দৌহিত্রশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ

পাপং কুৎসিতমিত্যাহুস্তস্য সন্তাপকারিণঃ।
অষ্টাবেতে যতস্তস্মাৎ কুতপা ইতি বিশ্রুতাঃ ॥
ঊর্দ্ধং মুহূর্ত্তাৎ কুতপাদ্যন্মুহূর্ত্তচতুষ্টয়ম্।
মুহূর্ত্তপঞ্চকঞ্চৈতৎ স্বধাভবনমিষ্যতে ॥ ৮৮
বিষ্ণোর্দেহসমুদ্ভূতাঃ কুশাঃ কৃষ্ণাস্তিলাস্তথা।
শ্রাদ্ধস্য রক্ষণায়ালমেতৎ প্রাহুর্দিবৌকসঃ ॥ ৮৯
তিলোদকাঞ্জলির্দেয়ো জলস্থৈস্তীর্থবাসিভিঃ।
সদর্ভহস্তেনৈকেন শ্রাদ্ধমেবং বিশিষ্যতে ॥ ৯০
শ্রাদ্ধসাধনকালে তু পাণিনৈকেন দীয়তে।
তর্পণন্তূভয়েনৈব বিধিরেষ সদা স্মৃতঃ ॥ ৯১

সূত উবাচ।

পুণ্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
পুরা মৎস্যেন কথিতং তীর্থশ্রাদ্ধানুকীর্ত্তনম্।
শৃণোতি যঃ পঠেদ্বাপি শ্রীমান্ সঞ্জায়তে নরঃ ॥
শ্রাদ্ধকালে চ বক্তব্যং তথা তীর্থনিবাসিভিঃ।
সর্ব্বপাপোপশান্ত্যর্থমলক্ষ্মীনাশনং পরম্ ॥৯৩
ইদং পবিত্রং যশসো নিধান-
মিদং মহাপাপহরঞ্চ পুংসাম্।

কাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এই সকল তীর্থে অবশ্যই শ্রাদ্ধ প্রদান করিবেন। এই আমি সংক্ষেপতঃ তীর্থসংগ্রহ বর্ণন করিলাম। সকল তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ স্বয়ং বাগীশ্বরও বলিতে সক্ষম নহেন; মানুষের কথা আর কি বলিব? সত্য তীর্থ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তীর্থ, দয়াতীর্থ ও বর্ণাশ্রমীদিগের গৃহতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহা কোটিগুণ ফলপ্রদ হয়। অতএব যত্নের সহিত তীর্থশ্রাদ্ধ করিবে। প্রাতঃকালের ত্রিমুহূর্ত্ত ও তৎপরবর্ত্তী মুহূর্ত্তত্রয় সঙ্গব নামে কথিত। মধ্যাহ্নকালের মুহূর্ত্তত্রয়, অপরাহ্নের মুহূর্ত্তত্রয় ও সায়াহ্ন কালের রাক্ষসী বেলা নামক ত্রিমুহূর্ত্ত এই সকল সময়ে, শ্রাদ্ধ বা অন্য কোন কর্ম্ম বিধেয় নহে। দিনমানকে পনের ভাগ করিয়া তাহার অষ্টম ভাগকে কুতপ বলে। মধ্যাহ্নে রবি মন্দীভূত হন, সুতরাং ঐ সময়ে শ্রাদ্ধ আরব্ধ হইলে অনন্ত ফল প্রদান করে। মধ্যাহ্নকাল, খড়্গপাত্র, নেপাল-কম্বল, রূপ্য, দর্ভ, তিল, গো ও দৌহিত্র—এই আটটী শব্দ, কুতপ শব্দের বাচ্য। কুৎসিত শব্দে পাপ, ঐ পাপকে সন্তাপিত করে বলিয়া উহারা কুতপ আখ্যায় অভিহিত। কুতপ মুহূর্ত্তের পর যে মুহূর্ত্তচতুষ্টয় বা মুহূর্ত্তপঞ্চক, ঐ সময়কে স্বধাভবন বলিয়া জানিবে। কুশ এবং কৃষ্ণতিল এই দুইটী দ্রব্য বিষ্ণুর দেহসম্ভূত। এই বস্তুদ্বয় শ্রাদ্ধরক্ষায় সমর্থ—এ কথা দেবগণ বলেন। তীর্থবাসী ব্যক্তিগণ জলে অবস্থান করিয়াই তিলোদকাঞ্জলি প্রদান করিবেন। দর্ভযুক্ত এক হস্ত দ্বারা শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। শ্রাদ্ধবিধানকালে এক হস্ত দ্বারাই যাবতীয় দেয় বস্তু দান করিবে। কিন্তু তর্পণ, উভয় হস্তে করিবে। এই বিধি সচরাচর চলিত আছে। সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে ভগবান্ মৎস্য, যে পুণ্য, পবিত্র, আয়ুষ্য, সর্ব্ব পাপবিনাশন তীর্থশ্রাদ্ধের কথা বলিয়াছেন, উহা যে ব্যক্তি শ্রবণ বা পাঠ করে, সে শ্রীমান্ হয়; অধিকন্তু তাহার সর্ব্ব পাপ শান্তি

ব্রহ্মার্করুদ্রৈরপি পূজিতঞ্চ
শ্রাদ্ধস্য মাহাত্ম্যমুশন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥ ৯৪
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে শ্রাদ্ধকল্পে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

——

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

সোমঃ পিতৃণামধিপঃ কথং শাস্ত্রবিশারদঃ।
তদ্বংশ্যা যে চ রাজানো বভূবুঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ॥১

সূত উবাচ।

আদিষ্টো ব্রহ্মণা পূর্ব্বমত্রিঃ সর্গবিধৌ পুরা।
অনুত্তমং নাম তপঃ সৃষ্ট্যর্থং তপ্তবান্ প্রভুঃ॥
যদানন্দকরং ব্রহ্ম জগৎক্লেশবিনাশনম্।
ব্রহ্মবিষ্ণ্বর্করুদ্রাণামভ্যন্তরমতীন্দ্রিয়ম্॥ ৩
শান্তিকৃচ্ছান্তমনসস্তদন্তর্নয়নে স্থিতম্।
মাহাত্ম্যাৎ তপসা বিপ্রাঃ পরমানন্দকারকম্॥
যস্মাদুমাপতিঃ সার্দ্ধমুময়া তমধিষ্ঠিতঃ।
তং দৃষ্ট্বা চাষ্টমাংশেন তস্মাৎসোমোঽভবচ্ছিশুঃ।
অধঃ সুস্রাব নেত্রাভ্যাং ধাম তচ্চাম্বুসম্ভবম্।
দীপয়দ্বিশ্বমখিলং জ্যোৎস্নয়া সচরাচরম্॥ ৬
তদ্দিশো জগৃহুর্ধাম স্ত্রীরূপেণ সুতেচ্ছয়া।
গর্ভো ভূত্বোদরে তাসামাস্থিতোঽব্দশতত্রয়ম্
আশাস্তং মুমুচুর্গর্ভমশক্তা ধারণে ততঃ।
সমাদায়াথ তং গর্ভমেকীকৃত্য চতুর্ম্মুখঃ॥ ৮
যুবানমকরোদ্‌ব্রহ্মা সর্ব্বায়ুধধরং নরম্।
স্যন্দনেঽথ সহস্রাশ্বে বেদশক্তিময়ে প্রভুঃ॥ ৯
আরোপ্য লোকমনয়দাত্মীয়ং স পিতামহঃ।
তত্র ব্রহ্মর্ষিভিঃ প্রোক্তমস্মৎস্বামী ভবত্বয়ম্॥১০
পিতৃভির্দেবগন্ধর্ব্বৈরোষধীভিস্তথৈব চ।
তুষ্টুবুঃ সোমদৈবত্যৈর্ব্রহ্মাণং মন্ত্রসংগ্রহৈঃ॥১১

ও অলক্ষ্মীনাশ হয়। এই পবিত্র, যশোনিধান, পুরুষের পাপাপহর ও ব্রহ্মার্করুদ্র-পূজিত শ্রাদ্ধ মহাত্ম্য—শ্রাদ্ধতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই সতত প্রার্থনা করেন। ৭৩—৯৪।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২

——

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—পিতৃগণের অধিপতি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ভগবান্ সোম ও তদ্বংশীয় কীর্ত্তিবর্দ্ধন রাজগণই বা কি প্রকারে জন্ম-গ্রহণ করিলেন? সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বে মহামুনি অত্রি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টিবিষয়ে আদিষ্ট হইয়া অনুত্তম তপশ্চরণ করেন। ঐ তপস্যার ফলে জগৎ-ক্লেশনাশন, পরমানন্দময়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ও অর্কের অভ্যন্তর-বিরাজিত, অতীন্দ্রিয় ও অশেষ শান্তিনিলয় পরম ব্রহ্ম যখন পরমানন্দকররূপে শান্তচেতা অত্রি মুনির নয়নমধ্যে অবস্থান করেন, তখন ভগবান্ উমাপতি উমার সহিত মিলিত হইয়া তৎ-সমীপে উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া সোম সেই মুনি হইতে অষ্টমাংশে শিশু-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অম্বুসম্ভূত শিশু-রূপী তেজোরাশি জ্যোৎস্না দ্বারা অখিল বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়া অত্রির নেত্র হইতে অধোনিঃসৃত হন। দিক্ সকল স্ত্রীরূপে পুত্র-বাসনায় ঐ তেজ ধারণ করে; পরে উহা গর্ভরূপে তাহাদের উদরে তিনশত বৎসর কাল অবস্থান করে। অনন্তর দিগ-ঙ্গনাগণ ঐ তেজঃ গর্ভে ধারণ করিতে অশক্ত হইয়া মোচন করে। চতুর্ম্মুখ ঐ পরিত্যক্ত গর্ভ আহরণপূর্ব্বক একত্রিত করিয়া এক সর্ব্বায়ুধধর যুবা পুরুষরূপে পরিণত করেন এবং বেদশক্তিময় সহস্র অশ্বযুক্ত রথবরে তাঁহাকে আরোহণ করাইয়া স্বীয় লোকে আনয়ন করিলেন। তখন ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—ইনি আমাদের অধিপতি হউন। ১—১০। এই বলিয়া তাঁহারা পিতৃ, দেব, গন্ধর্ব্ব ও ওষধিগণ সহ সোমদৈবত মন্ত্রনিচয় দ্বারা সোমকে স্তব করিলেন। স্তবে তাঁহার তেজো-

ক্ষূয়মানস্য তস্যাভূদধিকো ধামসম্ভবঃ।
তেজোবিতানাদভবদ্ভুবি দিব্যৌষধীগণঃ॥ ১২
তদ্দীপ্তিরধিকা তস্মাদ্রাত্রৌ ভবতি সর্ব্বদা
তেনৌষধীশঃ সোমোঽভূদ্দ্বিজেশশ্চাপি গদ্যতে
বেদধামরসঞ্চাপি যদিদং চন্দ্রমণ্ডলম্
ক্ষীয়তে বর্দ্ধতে চৈব শুক্লে কৃষ্ণে চ সর্ব্বদা॥ ১৪
বিংশতিঞ্চ তথা সপ্ত দক্ষঃ প্রাচেতসো দদৌ।
রূপলাবণ্যসংযুক্তাস্তস্মৈ কন্যাঃ সুবর্চ্চসঃ॥১৫
ততঃ পাদ্মসহস্রাণাং সহস্রাণি দশৈব তু।
তপশ্চচার শীতাংশুর্বিষ্ণুধ্যানৈকতৎপরঃ॥ ১৬
ততস্তুষ্টস্তু ভগবাংস্তস্মৈ নারায়ণো হরিঃ।
বরং বৃণীষ্ব প্রোবাচ পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ॥ ১৭
ততো বব্রে বরান্ সোমঃ শক্রলোকং জয়াম্যহম্
প্রত্যক্ষমেব ভোক্তারো ভবন্তু মম মন্দিরে॥১৮
রাজসূয়ে সুরগণা ব্রহ্মাদ্যাঃ সন্তু মে দ্বিজাঃ।
রক্ষঃ পালঃ শিবোঽস্মাকমাস্তাং শূলধরো হরঃ
তথেত্যুক্তঃ স আজহ্রে রাজসূয়ন্তু বিষ্ণুনা।
হোতাত্রির্ভৃগুরধ্বর্য্যুরুদ্গাতাভূচ্চতুর্ম্মুখঃ॥ ২০
ব্রহ্মত্বমগমৎ তস্য উপদ্রষ্টা হরিঃ স্বয়ম্।
সদস্যাঃ সনকাদ্যাস্তু রাজসূয়বিধৌ স্মৃতাঃ॥২১
চমসাধ্বর্য্যবস্তত্র বিশ্বেদেবা দশৈব তু।
ত্রৈলোক্যং দক্ষিণা তেন ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ প্রতি-
পাদিতম্॥ ২২
ততঃ সমাপ্তেঽবভৃথে তদ্রূপালোকনেচ্ছবঃ।
কামবাণাভিতপ্তাঙ্গ্যো নব দেব্যঃ সিষেবিরে॥
লক্ষ্মীর্নারায়ণং ত্যক্ত্বা সিনীবালী চ কর্দ্দমম্।
দ্যুতির্বিভাবসুং তদ্বৎ তুষ্টির্ধাতারমব্যয়ম্॥ ২৪
প্রভা প্রভাকরং ত্যক্ত্বা হবিষ্মন্তং কুহূঃ স্বয়ম্
কীর্ত্তির্জয়ন্তং ভর্ত্তারং বসুর্মারীচকশ্যপম্॥ ২৫
ধৃতিস্ত্যক্ত্বা পতিং নন্দিং সোমমেবাভজংস্তদা।
স্বকীয়া ইব সোমোঽপি কাময়ামাস তাস্তদা॥
এবং কৃতাপচারস্য তাসাং ভর্ত্তৃগণস্তদা

রাশি সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং ঐ তেজঃপুঞ্জ হইতে ভূতলে দিব্য ও ওষধিগণ উৎপন্ন হইল। সোম হইতে জাত বলিয়াই রাত্রিকালে ওষধিগণের দীপ্তি অধিক হইতে লাগিল। সোম সেই হইতে ওষধীশ ও দ্বিজেশ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। এই বেদ-ধাম-রস-রূপ চন্দ্র-মণ্ডল সর্ব্বদা শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি ও কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় পাইয়া থাকে। দক্ষ প্রজাপতি রূপ-লাবণ্যবতী সপ্তবিংশতি কন্যা ভগবান্ সোমকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর সোমদেব বিষ্ণুধ্যানে নিরত হইয়া অসংখ্য বৎসর তপস্যা করিলেন; তপস্যায় পরি-তুষ্ট হইয়া ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সোমদেব প্রার্থনা করিলেন যে, আমি যেন ইন্দ্রকে জয় করিয়া ইন্দ্রলোক অধিকার করিতে পারি। দেবগণ যেন মদীয় ভবনে প্রত্যক্ষ-ভাবে আহার করেন। আমার অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞে ব্রহ্মাদি দেবগণ ব্রাহ্মণের কার্য্য করুন, ও শূলধর হর যেন মদীয় ভবনে শূল ধারণ করত রক্ষি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন,—"তথাস্তু"। তখন তিনি রাজসূয় যজ্ঞের অনু-ষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞে অত্রি হোতা, ভৃগু অধ্বর্য্যু, স্বয়ং চতুর্ম্মুখ উদ্গাতা, সাক্ষাৎ হরি উপদ্রষ্টা, সনকাদি ঋষিগণ সদস্য ও বিশ্বে-দেবগণ চমসাধ্বর্য্যু হইলেন। এই যজ্ঞে ঋত্বিক্‌দিগকে সমগ্র ত্রিভুবন দক্ষিণারূপে অর্পিত হইল। অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সোমদেবকে অলৌকিক রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন দেখিয়া নয়জন দেব-যুবতী কাম-বাণে বিদ্ধগাত্র হইয়া তাঁহার সেবাপরায়ণ হইলেন। ১১—২৩। তখন লক্ষ্মী স্বীয় পতি নারায়ণকে, সিনীবালী কর্দ্দমকে, দ্যুতি বিভাবসুকে, তুষ্টি ধাতাকে, প্রভা প্রভাকরকে, কুহূ হবিষ্মানকে, কীর্ত্তি জয়ন্তকে, বসু কশ্যপকে ও ধৃতি নন্দীকে পরিত্যাগ করিয়া সোমকে ভজনা করিতে লাগিলেন এবং চন্দ্রও তাঁহাদিগকে নিজ পত্নীর ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিলেন। তখন ঐ সকল দেবীগণের ভর্ত্তারা ঈর্ষান্বিত হইয়াও শাপ ও শস্ত্র ব্যবহারে কৃতাপরাধ সোমের

ন শশাকাপচারায় শাপৈঃ শস্ত্রাদিভিঃ পুনঃ॥
তথাপ্যরাজত বিধুর্দশধা ভাবয়ন্ দিশঃ।
সোমঃ প্রাপ্যাথ দুষ্প্রাপ্যমৈশ্বর্য্যমৃষিসংস্কৃতম্
সপ্তলোকৈকনাথত্বমবাপ তপসা তদা॥ ২৮
কদাচিদুদ্যানগতামপশ্য-
দনেকপুষ্পাভরণৈশ্চ শোভিতাম্।
বৃহন্নিতম্বস্তনভারখেদাৎ
পুষ্পস্য ভঙ্গেঽপ্যতিদুর্ব্বলাঙ্গীম্॥ ২৯
ভার্য্যাঞ্চ তাং দেবগুরোরনঙ্গ-
বাণাভিরামায়তচারুনেত্রাম্।
তারাং স তারাধিপতিঃ স্মরার্ত্তঃ
কেশেষু জগ্রাহ বিবিক্তভূমৌ॥ ৩০
সাপি স্মরার্ত্তা সহ তেন রেমে
তদ্রূপকান্ত্যা হৃতমানসেন।
চিরং বিহৃত্যাথ জগাম তারাং
বিধুর্গৃহীত্বা স্বগৃহং ততোঽপি॥ ৩১

ন তৃপ্তিরাসীচ্চ গৃহেঽপি তস্য
তারানুরক্তস্য সুখাগমেষু।
বৃহস্পতিস্তদ্বিরহাগ্নিদগ্ধ-
স্তদ্ধ্যাননিষ্ঠৈকমনা বভূব॥ ৩২
শশাক শাপং ন চ দাতুমস্মৈ
ন মন্ত্রশস্ত্রাগ্নিবিষৈরশেষৈঃ।
তস্যাপকর্ত্তুং বিবিধৈরুপায়ৈ-
র্নৈবাভিচারৈরপি বাগধীশঃ॥ ৩৩
স যাচয়ামাস ততস্তু দৈন্যাৎ
সোমং স্বভার্য্যার্থমনঙ্গতপ্তঃ।
স যাচ্যমানোঽপি দদৌ ন তারাং
বৃহস্পতেস্তৎসুখপাশবদ্ধঃ॥ ৩৪
মহেশ্বরেণাথ চতুর্ম্মুখেণ
সাধ্যৈর্ম্মরুদ্ভিঃ সহ লোকপালৈঃ।
দদৌ যদা তাং ন কথঞ্চিদিন্দু-
স্তদা শিবঃ ক্রোধপরো বভূব॥ ৩৫
যো বামদেবঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যা-
মনেকরুদ্রাচিতপাদপদ্মঃ।

কিছুই করিতে পারিলেন না। সোম স্বীয় প্রভাবে দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সোম স্বীয় তপঃপ্রভাবে ঋষি-কল্পিত দুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য উপভোগ করত সপ্ত লোকের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। একদা সুধাকর উদ্যান-মধ্যচারিণী কুসমসমূহ-সুশোভিনী কোন এক সুন্দরী ললনাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—ঐ ললনা বৃহৎ নিতম্ব ও পীন স্তনভরে খিন্ন হওয়ায় পুষ্পভঙ্গেও অতীব দুর্ব্বলাঙ্গীর ন্যায় প্রতীত হইতেছে! ঐ ললনা দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্য্যা; নাম উহার তারা; তারার নেত্র দুইটী যেন কাম-বাণবৎ মনোরম, আয়ত ও সুন্দর। তাঁহাকে দেখিয়া স্মরার্ত্ত নিশাপতি আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি তখনই তাঁহার কেশ গ্রহণ করিলেন এবং তারাও নিতান্ত স্মরপীড়িতা হইয়া তাঁহার সহিত রমণ করিলেন। পরে বিধু এইরূপে বহুকাল বিহার করিয়া অবশেষে তারাকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন।২৪—৩১। চন্দ্র তারার রূপ লাবণ্যে হৃতচিত্ত হইয়াছিলেন, তারাকে গৃহে আনিয়াও তারানুরক্ত চন্দ্র সম্ভোগ-সুখাগমে পরিতৃপ্ত হইলেন না। এ দিকে বৃহস্পতি তারা-বিরহানলে দগ্ধ হইয়া সর্ব্বদা তারাধ্যানেই নিমগ্ন হই-লেন। বৃহস্পতি বৃত্তান্ত বিদিত হইয়াও চন্দ্রকে শাপ দিতে বা কোনরূপ মন্ত্রময় শস্ত্রাদি দ্বারা তাঁহার কোন অপকার করিতে অথবা অভিচারাদি ক্রিয়া দ্বারাও তাঁহার কোন অনিষ্টসাধন করিতে পারিলেন না। পরে তিনি অনঙ্গ-তপ্ত হইয়া অতি দীন-ভাবে চন্দ্রের নিকট তারাকে ফিরাইয়া চাহিলেন; কিন্তু চন্দ্র প্রার্থিত হইয়াও তারা-রূপ সুখ-পাশে আবদ্ধ হইয়া তারাকে প্রত্যর্পণ করিলেন না। অনন্তর ইন্দু সাধ্যগণ, মরুদ্গণ ও লোকপালগণ-পরিবৃত মহেশ্বর ও চতুর্ম্মুখের অনুরোধেও যখন তারা প্রত্যর্পণে সম্মত হইলেন না, তখন অসংখ্য-রুদ্রগণের অধিপতি ভগবান্ ত্রিশূলী ক্রোধা-

ততঃ সশিষ্যো গিরিশঃ পিনাকী
বৃহস্পতিস্নেহবশানুবদ্ধঃ ॥ ৩৬
ধনুর্গৃহীত্বাজগবং পুরারি-
র্জগাম ভূতেশ্বরসিদ্ধজুষ্টঃ।
যুদ্ধায় সোমেন বিশেষদীপ্ত-
তৃতীয়নেত্রানলভীমবক্ত্রঃ ॥ ৩৭
সহৈব জগ্মুশ্চ গণেশকাদ্যা
বিংশচ্চতুঃষষ্টিগণাস্ত্রযুক্তাঃ।
যক্ষেশ্বরঃ কোটিশতৈরনেকৈ-
র্যুতোহন্বগাৎ স্যন্দনসংস্থিতানাম্ ॥ ৩৮
বেতালযক্ষোরগকিন্নরাণাং
পদ্মেন চৈকেন তথার্ব্বুদেন।
লক্ষৈস্ত্রিভির্দ্বাদশভী রথানাং
সোমোহপ্যগাৎ তত্র বিবৃদ্ধমন্যুঃ ॥ ৩৯
নক্ষত্রদৈত্যাসুরসৈন্যযুক্তঃ
শনৈশ্চরাঙ্গারকবৃদ্ধতেজাঃ।
ভুর্ভয়ং সপ্ত তথৈব লোকা-
শ্চচাল ভূদ্বীপসমুদ্রগর্ভা ॥ ৪০

স সোমমেবাভ্যগমৎ পিনাকী
গৃহীতদীপ্তাস্ত্রবিশালবহ্নিঃ।
অথাভবদ্ভীষণভীমসেন-
সৈন্যদ্বয়স্যাপি মহাহবোহসৌ ॥ ৪১
অশেষসত্ত্বক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধ-
স্তীক্ষ্ণায়ুধাস্ত্রজ্বলনৈকরূপঃ।
শস্ত্রৈরথান্যোন্যমশেষসৈন্যং
দ্বয়োর্জগাম ক্ষয়মুগ্রতীক্ষ্ণৈঃ ॥ ৪২
পতন্তি শস্ত্রাণি তথোজ্জ্বলানি
স্বর্ভূমিপাতালমথো দহন্তি।
রুদ্রঃ কোপাদ্‌ব্রহ্মশীর্ষং মুমোচ
সোমোহপি সোমাস্ত্রমমোঘবীর্য্যম্ ॥ ৪৩
তয়োর্নিপাতেন সমুদ্র-ভূম্যো-
রথান্তরীক্ষস্য চ ভীতিরাসীৎ।
তদস্ত্রযুগ্মং জগতাং ক্ষয়ায়
প্রবৃদ্ধমালোক্য পিতামহোহপি ॥ ৪৪

বিত হইয়া উঠিলেন এবং বৃহস্পতির প্রতি স্নেহ-পরবশ হইয়া আজগব নামক ধনু গ্রহণ করত ভূতাদি স্বশিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে চন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ঐ সময় তাঁহার তৃতীয় নয়ন হইতে বহ্নিশিখা ধক্ ধক্ নির্গত হওয়ায় তাঁহার বদনমণ্ডল অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। তৎকালে তাঁহার সমভিব্যাহারে গণনাথগণ নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত ও ত্রিংশচ্চতুঃষষ্টিসংখ্যক গণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং যক্ষাধিপতি বহু কোটি শত সৈন্য সহ যুদ্ধে মহাদেবের অনুগমন করিলেন। তখন সোম নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া এক পদ্মসংখ্যক রথারোহী বেতাল, এক অর্ব্বুদসংখ্যক যক্ষ, তিন লক্ষ উরগ ও দ্বাদশ লক্ষ কিন্নর-গণ সহ রণক্ষেত্রে আগমন করিলেন। এতদ্ভিন্ন নক্ষত্র, দৈত্য ও অসুরগণ এবং শনৈশ্চর ও অঙ্গারক প্রভৃতি সকলে সশস্ত্র হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। এই সময় সপ্ত লোক ভয়চকিত হইয়া উঠিল এবং সশৈলসাগরা পৃথিবী চালিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর পিনাকী বিশাল অনলতুল্য সুদীপ্ত অস্ত্র গ্রহণ করত সবেগে সোম-সম্মুখে আপতিত হইলেন। এইরূপে উভয় সৈন্যেরই ভয়ানক রণসঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। উভয় দলেরই সৈন্যদিগের তীক্ষ্ণ অস্ত্র-শস্ত্রসমূহ তুল্যরূপে অগ্নি উদ্গিরণ করত অসংখ্য সৈন্যের ক্ষয়সাধন করিতে লাগিল। এইরূপে তীক্ষ্ণ শস্ত্রসমূহপ্রহারে উভয়পক্ষের বহু সৈন্য প্রাণ-পরিত্যাগ করিল। প্রজ্বলিত শস্ত্র সকল যেন, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল দগ্ধ করত পতিত হইতে থাকিল। রুদ্র নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এই সময় ব্রহ্মশীর্ষ অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সোমও অমোঘবীর্য্য সোমাস্ত্র মোচন করিলেন। এই উভয় অস্ত্রের পতনে, সমুদ্র, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। তখন অস্ত্রদ্বয়ের সঙ্ঘর্ষে ত্রিজগৎ বিনষ্ট হয় দেখিয়া পিতামহ ব্রহ্মা অন্যান্য দেবগণ

অন্তঃ প্রবিশ্যাথ রথং কথঞ্চি-
ন্নিবারয়ামাস সুরৈঃ সহৈব।
অকারণং কিং ক্ষয়কৃজ্জনানাং
সোম ত্বয়াপীত্থমকারি কার্য্যম্॥ ৪৫
যস্মাৎ পরস্ত্রীহরণায় সোম
ত্বয়া কৃতং যুদ্ধমতীব ভীমম্
পাপগ্রহস্ত্বং ভবিতা জনেষু
শান্তোঽপ্যলং নূনমথো সিতান্তে।
ভার্য্যামিমামর্পয় বাক্পতেস্ত্বং
ন চাবমানোঽস্তি পরস্বহারে॥ ৪৬
সূত উবাচ।
তথেতি চোবাচ হিমাংশুমালী
যুদ্ধাদপাক্রামদতঃ প্রশান্তঃ।
বৃহস্পতিঃ স্বামপগৃহ্য তারাং
হৃষ্টো জগাম স্বগৃহং সরুদ্রঃ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশাখ্যানে সোমাপচারো নাম ত্রয়োবিংশো-ঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

সমভিব্যাহারে উভয় অস্ত্রের মধ্যস্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং অতি কষ্টে অস্ত্রদ্বয় নিবারণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—দেখ, সোম! কি জন্য তুমি এই অকারণ জনক্ষয়কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে? তুমি পরস্ত্রী-হরণ করিলে, অথচ এক অতীব ভীষণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইলে! তোমার কৃত কর্ম্মের ফলে তুমি পাপগ্রহ বলিয়া জনমণ্ডলে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। এখন শান্ত হও, বাচস্পতির ভার্য্যাকে প্রত্যর্পণ কর, পরধন হরণে তোমার লজ্জা হয় নাই? সূত বলিলেম,—ব্রহ্মার কথায় হিমাংশুমালী অপ্রতিভ হইয়া "আমি এইরূপই করিয়াছি" এই বলিয়া শান্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং বাচস্পতিও স্বীয় ভার্য্যা তারাকে লইয়া আনন্দিতমনে রুদ্র সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ৩২—৪৭।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
ততঃ সংবৎসরস্যান্তে দ্বাদশাদিত্যসন্নিভঃ।
দিব্যপীতাম্বরধরো দিব্যাভরণভূষিতঃ॥ ১
তারোদরাদ্বিনিষ্ক্রান্তঃ কুমারশ্চন্দ্রসন্নিভঃ।
সর্ব্বার্থশাস্ত্রবিদ্ধীমান্ হস্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ॥ ২
নাম যদ্রাজপুত্রীয়ং বিশ্রুতং গজবৈদ্যকম্।
রাজ্ঞঃ সোমস্য পুত্রত্বাদ্রাজপুত্রো বুধঃ স্মৃতঃ ৩
জাতমাত্রঃ স তেজাংসি সর্ব্বাণ্যেবাজয়দ্বলী।
ব্রহ্মাদ্যাস্তত্র চাজগ্মুর্দেবা দেবর্ষিভিঃ সহ॥ ৪
বৃহস্পতিগৃহে সর্ব্বে জাতকর্ম্মোৎসবে তদা।
অপৃচ্ছংস্তে সুরাস্তারাং কেন জাতঃ কুমারকঃ
ততঃ সা লজ্জিতা তেষাং ন কিঞ্চিদবদৎ তদা
পুনঃ পুনস্তদা পৃষ্টা লজ্জয়ন্তী বরাঙ্গনা॥ ৬
সোমস্যেতি চিরাদাহ ততোঽগৃহ্লাদ্বিধুঃ সুতম্

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অনন্তর সম্বৎসর পরে তারার গর্ভে দ্বাদশাদিত্য-সন্নিভ, দিব্য পীত বসন-পরিধায়ী, বিবিধ ভূষণ-ভূষিত, ও চন্দ্রপ্রতিম এক কুমার উৎপন্ন হয়। ঐ কুমার সর্ব্বার্থ-শাস্ত্রবিৎ, বুদ্ধিমান্ ও হস্তি-শাস্ত্রপ্রণেতা ছিলেন। তিনি গজ-বৈদ্যক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। রাজা সোমের পুত্র বলিয়া তিনি রাজপুত্র বুধ নামে কীর্ত্তিত। ঐ বলশালী কুমার জন্মিবামাত্র সকল তেজই জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার জাত-কর্ম্ম-মহোৎসব উপলক্ষে বৃহস্পতি ভবনে ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে আগমন করেন এবং তাঁহারা সকলে তারাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই সন্তানটী কাহার ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে? তারা নিতান্ত লজ্জিতা হইয়া তাঁহাদের জিজ্ঞাসায় কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহারা বারংবার জিজ্ঞাসা করিলে, তখন সলজ্জা তারা কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন,—'এ সন্তানটী সোমের'। অতঃপর বিধু সন্তান গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সন্তানের

বুধ ইত্যকরোন্নাম্না প্রাদাদ্রাজ্যঞ্চ ভূতলে ॥ ৭
অভিষেকং ততঃ কৃত্বা প্রধানমকরোদ্বিভুঃ।
গ্রহসাম্যং প্রদায়াথ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিসংযুতঃ ॥ ৮
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ইলোদরে চ ধর্ম্মিষ্ঠং বুধঃ পুত্রমজীজনৎ ॥ ৯
অশ্বমেধশতং সাগ্রমকরোদ্‌যঃ স্বতেজসা।
পুরূরবা ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ১০
হিমবচ্ছিখরে রম্যে সমারাধ্য জনার্দ্দনম্।
লোকৈশ্বর্য্যমগাদ্রাজা সপ্তদ্বীপপতিস্তদা ॥ ১১
কেশিপ্রভৃতয়ো দৈত্যাঃ কোটিশো যেন দারিতাঃ।
উর্ব্বশী যস্য পত্নীত্বমগমদ্রূপমোহিতা ॥ ১২
সপ্তদ্বীপা বসুমতী সশৈলবনকাননা।
ধর্ম্মেণ পালিতা তেন সর্ব্বলোকহিতৈষিণা ॥ ১৩
চামরগ্রাহিণী কীর্ত্তিঃ সদা চৈবাঙ্গবাহিকা।
বিষ্ণোঃ প্রসাদাদ্দেবেন্দ্রো দদাবর্দ্ধাসনং তদা ॥
ধর্ম্মার্থকামান্ ধর্ম্মেণ সমমেবাভ্যপালয়ৎ।
ধর্ম্মার্থকামাঃ সন্দ্রষ্টুরাজগ্মুঃ কৌতুকাৎ পুরা ॥ ১৫
জিজ্ঞাসবস্তচ্চরিতং কথং পশ্যতি নঃ সমম্।
ভক্ত্যা চক্রে ততস্তেষামর্ঘ্যপাদ্যাদিকং নৃপঃ ॥
আসনত্রয়মানীয় দিব্যং কনকভূষিতম্।
নিবেশ্যাথাকরোৎ পূজামীষদ্ধর্ম্মেঽধিকাং পুনঃ
জগ্মতুস্তেন কামার্থাবতিকোপং নৃপং প্রতি।
অথ শাপমদাৎ তস্মৈ লোভাৎ ত্বং নাশমেষ্যসি
কামোঽপ্যাহ তবোন্মাদো ভবিতা গন্ধমাদনে
কুমারবনমাশ্রিত্য বিয়োগাদুর্ব্বশীভবাৎ ॥ ১৯
ধর্ম্মোঽপ্যাহ চিরায়ুস্ত্বং ধার্ম্মিকশ্চ ভবিষ্যসি।
সন্ততিস্তব রাজেন্দ্র যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্ ॥ ২০
শতশো বৃদ্ধিমায়াতু ন নাশং ভুবি যাস্যতি।

নাম করণ করিলেন,—বুধ। পরে সোম তাঁহাকে ভূতলে রাজ্য প্রদান করেন। অনন্তর বিভু তাঁহাকে অভিষেক করিয়া গ্রহগণের প্রাধান্য প্রদান করেন এবং ব্রহ্মর্ষিগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে গ্রহ তুল্যতা প্রদানপূর্ব্বক দেবগণ সমক্ষেই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। বুধ ইলার উদরে এক ধার্ম্মিক পুত্র উৎপাদন করেন। ইনি স্বীয় বীর্য্যে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষ্পন্ন করেন। উঁহার নাম হয়—পুরূরবা; সকলেই তাঁহার সম্মান করিতেন। ১—১০। একদা রাজা রম্য হিমালয়-শৃঙ্গে ভগবান্ জনার্দ্দনের আরাধনা করত সপ্ত দ্বীপাধিপত্য ও সর্ব্বলোকৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। তিনি কেশি প্রভৃতি দৈত্যদিগকে যুদ্ধে কোটি কোটি বার পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। সেই মহাত্মার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উর্ব্বশী তাঁহার পত্নীত্ব প্রাপ্ত হন। ঐ সর্ব্বলোক-হিতৈষী মহাত্মাই সশৈল-বন-কাননা ধরা ধর্ম্মানুসারে পালন করিয়াছিলেন। কীর্ত্তি, চামরগ্রাহিণীর ন্যায় সদাই তাঁহার অঙ্গবাহিকা হইয়া থাকিত। বিষ্ণুর প্রসাদে তিনি ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করেন। তিনি একমাত্র ধর্ম্মাবলম্বনেই যুগপৎ ধর্ম্মার্থকাম আচরণ করিতেন। পুরাকালে একদা ধর্ম্মার্থকাম সকল এইরূপ কৌতুকাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল যে, তিনি কিরূপে তাঁহাদিগকে তুল্যরূপে পালন করেন এবং তাঁহার আচরণই বা কিরূপ, তাহাও তাহাদের জানিবার বিষয় ছিল। অনন্তর নৃপ অতি ভক্তিভাবে তাঁহাদের অর্ঘ্য ও পাদ্যাদি কল্পনা করেন এবং কনক-ভূষিত দিব্য আসনত্রয় আনাইয়া তাঁহাদিগকে উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করাইয়া পূজা করেন। তন্মধ্যে ধর্ম্মকে কিঞ্চিৎ অধিক পূজা করা হয়; ঐ জন্য কাম ও অর্থ নৃপের প্রতি অতিশয় কুপিত হইয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করে। অর্থ বলে,—তুমি নাশ প্রাপ্ত হইবে। কাম বলে,—তুমি গন্ধমাদনগিরির কুমারবনে উর্ব্বশীবিরহে উন্মাদগ্রস্ত হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম বলিলেন—'তুমি চিরায়ু ও ধার্ম্মিক হইবে।' তিনি আরও বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! তোমার সন্তান সন্ততি চন্দ্রসূর্য্যাদির অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, কদাচ নাশ প্রাপ্ত হইবে না। এই প্রকার শাপ

ইত্যুক্তান্তর্দ্দধুঃ সর্ব্বে রাজা রাজ্যং তদন্বভূৎ ॥
অহন্যহনি দেবেন্দ্রং দ্রষ্টুং যাতি স রাজরাট্
কদাচিদারুহ্য রথং দক্ষিণাম্বরচারিণম্ ॥ ২২
সার্দ্ধমর্কেণ সোহপশ্যন্নীয়মানামথাম্বরে।
কেশিনা দানবেন্দ্রেণ চিত্রলেখামথোর্ব্বশীম্ ॥ ২৩
তং বিনির্জ্জিত্য সমরে বিবিধায়ুধপাণিনা।
বুধপুত্রেণ বায়ব্যমস্ত্রং মুক্ত্বা যশোহর্থিনা ॥ ২৪
তথা শক্রোহপি সমরে যেন চৈবং বিনির্জ্জিতঃ
মিত্রত্বমগমদ্দেবৈর্দদাবিন্দ্রায় চোর্ব্বশীম্ ॥ ২৫
ততঃপ্রভৃতি মিত্রত্বমগমৎ পাকশাসনঃ।
সর্ব্বলোকাতিশায়িত্বং বলমুর্জ্জো যশঃ শ্রিয়ম্ ॥
প্রাদাদ্বজ্রীতি সন্তুষ্টো গেয়তাং ভরতেন চ।
সা পুরূরবসঃ প্রীত্যা গায়ন্তী চরিতং মহৎ ॥ ২৭
লক্ষ্মীস্বয়ম্বরং নাম ভরতেন প্রবর্ত্তিতম্।
মেনকামুর্ব্বশীং রম্ভাং নৃত্যতেতি তদাদিশৎ ॥
ননর্ত্ত সলয়ং যত্র লক্ষ্মীরূপেণ চোর্ব্বশী।
সা পুরূরবসং দৃষ্ট্বা নৃত্যন্তী কামপীড়িতা ॥ ২৯
বিস্মৃতাভিনয়ং সর্ব্বং যৎ পুরা ভরতোদিতম্।
শশাপ ভরতঃ ক্রোধাদ্বিয়োগাদস্য ভূতলে ॥ ৩০
পঞ্চপঞ্চাশদব্দানি লতা সূক্ষ্মা ভবিষ্যসি।
পুরূরবাঃ পিশাচত্বং তত্রৈবানুভবিষ্যতি ॥ ৩১
ততস্তমুর্ব্বশী গত্বা ভর্ত্তারমকরোচ্চিরম্।
শাপান্তে ভরতস্যাথ উর্ব্বশী বুধসূনুতঃ ॥ ৩২
অজীজনৎ সুতানষ্টৌ নামতস্তান্ নিবোধত।
আয়ুর্দৃঢ়ায়ুরশ্বায়ুর্ধনায়ুর্ধৃতিমান্ বসুঃ ॥ ৩৩
শুচিবিদ্যঃ শতায়ুশ্চ সর্ব্বে দিব্যবলৌজসঃ।
আয়ুষো নহুষঃ পুত্রো বৃদ্ধশর্ম্মা তথৈব চ ॥ ৩৪
রজির্দম্ভো বিপাপ্মা চ বীরাঃ পঞ্চ মহারথাঃ।
রজেঃ পুত্রশতং জজ্ঞে রাজেয়মিতি বিশ্রুতম্ ॥
রজিরারাধয়ামাস নারায়ণমকল্মষম্।
তপসা তোষিতো বিষ্ণুর্বরান্ প্রাদান্মহীপতেঃ

ও বর প্রদান করিয়া সকলে অন্তর্হিত হইলে রাজা রাজ্য-সুখ অনুভব করিয়া দৈনন্দিন দেবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। কদাচিৎ তিনি দক্ষিণাম্বরচারী রথে আরোহণপূর্ব্বক ধর্ম্মসহ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, দানবেন্দ্র কেশী চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। ১১—২৩। তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ সেই ইন্দ্রজয়ী দানবেন্দ্রকে সমরে বায়ব্যাস্ত্রে পরাভূত করিয়া উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন এবং দেবেন্দ্রসমীপে পৌছাইয়া দেন। ইহাতে দেবগণের সহিত তাঁহার বিশেষ মিত্রতা স্থাপন হয়। উর্ব্বশী প্রদানের দিন হইতে পাকশাসন তাঁহার সহিত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন এবং তিনি যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়া রাজাকে সর্ব্বলোকের প্রভুত্ব, বল, যশ ও শ্রী প্রদান করেন। এতদুপলক্ষে ভরত মুনি গীতাভিনয় করেন। তৎকর্ত্তৃক লক্ষ্মীস্বয়ংবর নামক নাটকাভিনয় প্রবর্ত্তিত হয়। উর্ব্বশী পুরূরবার প্রতি প্রীতবশে তদীয় উদার চরিত্র গান করিতে থাকে। তখন মেনকা, উর্ব্বশী ও রম্ভাকে ভরত মুনি নৃত্য করিতে আদেশ দেন। উর্ব্বশী লক্ষ্মীর অভিনয় করিয়া নৃত্য করিতেছিল; কিন্তু সে, রাজা পুরূরবাকে দেখিয়া কাম-পীড়িতা হইয়া ভরতোপদিষ্ট স্বীয় অভিনয়াংশ ভুলিয়া গেল। ইহাতে ভরতমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন—তুই পঞ্চপঞ্চাশৎ বৎসর ভূতলে সূক্ষ্ম লতা হইবি, আর রাজা পুরূরবাও সেই স্থানে থাকিয়া পিশাচদেহ ভোগ করিবে। অনন্তর উর্ব্বশী রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভর্ত্তারূপে প্রাপ্ত হইল। পরে ভরতমুনির শাপান্ত হইলে উর্ব্বশী বুধপুত্র পুরূরবা হইতে অষ্ট পুত্র প্রসব করিল। সেই পুত্রগণের নাম—আয়ু, দৃঢ়ায়ু, অশ্বায়ু, ধনায়ু, ধৃতিমান্, বসু, শুচিবিদ্য ও শতায়ু। ইঁহারা সকলেই মহাবল। আয়ুর পঞ্চপুত্র; তাহাদের নাম—নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রজি, দম্ভ ও বিপাপ্মা। ইহারা সকলেই মহারথ। ইঁহাদের মধ্যে রজির শত পুত্র জন্মে। তাঁহারা রাজেয় নামে প্রসিদ্ধ। রজি অকল্মষ নারায়ণের আরাধনা করেন। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিয়া

দেবাসুরমনুষ্যাণামভূৎ স বিজয়ী তদা।
অথ দেবাসুরং যুদ্ধমভূদ্বর্ষশতত্রয়ম্ ॥ ৩৭
প্রহ্লাদ-শক্রয়োর্ভীমং ন কশ্চিদ্বিজয়ী তয়োঃ।
ততো দেবাসুরৈঃ পৃষ্টঃ প্রাহ দেবশ্চতুর্মুখঃ ॥৩৮
অনয়োর্বিজয়ী কঃ স্যাদ্রজির্যত্রেতি সোঽব্রবীৎ
জয়ায় প্রার্থিতো রাজা সহায়স্ত্বং ভবস্ব নঃ ॥৩৯
দৈত্যৈঃ প্রাহ যদি স্বামী বো ভবামি ততস্ত্বলম্
নাসুরৈঃ প্রতিপন্নং তৎ প্রতিপন্নং সুরৈস্তথা
স্বামী ভব ত্বমস্মাকং সংগ্রামে নাশয় দ্বিষঃ।
ততো বিনাশিতাঃ সর্ব্বে যেঽবধ্যা বজ্রপাণিনা
পুত্রত্বমগমৎ তুষ্টস্তস্যেন্দ্রঃ কর্ম্মণা বিভুঃ।
দত্ত্বেন্দ্রায় তদা রাজ্যং জগাম তপসে রজিঃ ॥৪২

দেব, অসুর ও মনুষ্যদিগের বিজয়ী করিয়া দেন। অনন্তর শতত্রয় বর্ষ-ব্যাপী দেবাসুর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। প্রহ্লাদ ও দেবেন্দ্রের মধ্যে পরস্পর ভীষণ সংগ্রাম সংঘটিত হয়। কিন্তু কেহই কাহাকে পরাজয় করিতে পারেন না। এমন সময় দেব ও দানব উভয়েই দেব চতুর্ম্মুখকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই উভয়ের মধ্যে কে জয়লাভ করিবেন? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া চতুর্ম্মুখ বলিলেন,—মহাবীর পরাক্রান্ত রজি যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সেই পক্ষই বিজয়ী হইবে। এই কথা শুনিয়া দৈত্যগণ রাজা রজির নিকট যুদ্ধে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি বলিলেন,—তোমরা যদি আমাকে তোমাদের স্বামী বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি। অসুরগণ তাঁহার কথায় অনুমোদন করিল না; কিন্তু সুরগণ ঐ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন; বলিলেন,—আপনি আমাদের স্বামী হউন এবং সংগ্রামে শত্রুগণকে বিনাশ করুন। অতঃপর রজি দেবেন্দ্রের অবধ্য শত্রুগণকে সমরে বিনষ্ট করিলে দেবেন্দ্র তুষ্ট হইয়া তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। তখন মহাবল রজি ইন্দ্রকে রাজ্য সমর্পণ করত তপস্যার্থ বনগমন করিলেন। ২৪—৪২।

রজিপুত্রৈস্তদাচ্ছিন্নং বলাদিন্দ্রস্য বৈভবম্।
যজ্ঞভাগঞ্চ রাজ্যঞ্চ তপোবলগুণান্বিতৈঃ ॥ ৪৩
রাজ্যাদ্ভ্রষ্টস্তদা শক্রো রজিপুত্রৈর্নিপীড়িতঃ।
প্রাহ বাচস্পতিং দীনঃ পীড়িতোঽস্মি
রজেঃ সুতৈঃ ॥ ৪৪
ন যজ্ঞভাগো রাজ্যং মে নির্জ্জিতশ্চ বৃহস্পতে।
রাজ্যলাভায় মে যত্নং বিধৎস্ব ধিষণাধিপ ॥৪৫
ততো বৃহস্পতিঃ শক্রমকরোদ্বলদর্পিতম্।
গ্রহশান্তিবিধানেন পৌষ্টিকেন চ কর্ম্মণা ॥ ৪৬
গত্বাথ মোহয়ামাস রজিপুত্রান্ বৃহস্পতিঃ।
জিনধর্ম্মং সমাস্থায় বেদবাহ্যং স বেদবিৎ ॥৪৭
বেদত্রয়ীপরিভ্রষ্টাংশ্চকার ধিষণাধিপঃ।
বেদবাহ্যান্ পরিজ্ঞায় হেতুবাদসমন্বিতান্ ॥ ৪৮
জঘান শক্রো বজ্রেণ সর্বান্ ধর্ম্মবহিষ্কৃতান্।
নহুষস্য প্রবক্ষ্যামি পুত্রান্ সপ্তৈব ধার্ম্মিকান্ ॥
যতির্যযাতিঃ সংযাতিরুদ্ভবঃ পাচিরেব চ।

অনন্তর রজি পুত্রগণ তপোবলে উদ্দৃপ্ত হইয়া ইন্দ্রের রাজ্য, যজ্ঞভাগ ও সমুদয় ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিলেন। তখন শক্র রজিপুত্রগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া রজিপুত্রগণের উপদ্রবের কথা অতি দীনভাবে বাচস্পতিকে বলিতে লাগিলেন; বলিলেন,—হে বৃহস্পতে! রজিপুত্রগণ আমার রাজ্য, ধন, ও যজ্ঞভাগ সমস্তই হরণ করিয়া লইয়াছে, আপনি আমার রাজ্য লাভের জন্য যত্ন বিধান করুন। অনন্তর বৃহস্পতি গ্রহশান্তি ও পৌষ্টিক কর্ম্মানুষ্ঠানে শক্রকে বলদর্পিত করিলেন এবং সেই বেদবিৎ বৃহস্পতি স্বয়ং বেদবহির্ভূত জিনধর্ম্ম অবলম্বন করত রজিপুত্রগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে জিন-ধর্ম্মে মোহিত ও বেদবহিষ্কৃত করিলেন। অনন্তর শক্র তাঁহাদিগকে হেতুবাদী বেদবিরহিত ও ধর্ম্মবহিষ্কৃত দেখিয়া বজ্র প্রহারে নিহত করিলেন। অতঃপর নহুষের পুত্রগণের কথা বলিতেছি। নহুষের সাত পুত্র; তাঁহাদের নাম—যতি, যযাতি, সংযাতি, উদ্ভব,

শর্য্যাতির্মেঘজাতিশ্চ সপ্তৈতে বংশবর্দ্ধনাঃ ॥ ৫০
যতিঃ কুমারভাবেঽপি যোগী বৈখানসোঽভবৎ
যযাতিশ্চাকরোদ্রাজ্যং ধর্ম্মৈকশরণঃ সদা ॥ ৫১
শর্ম্মিষ্ঠা তস্য ভার্য্যাভূদ্দুহিতা বৃষপর্ব্বণঃ।
ভার্গবস্যাত্মজা তদ্বদ্দেবযানী চ সুব্রতা ॥ ৫২
যযাতেঃ পঞ্চদায়াদাস্তান্ প্রবক্ষ্যামি নামতঃ।
দেবযানী যদুং পুত্রং তুর্ব্বসুঞ্চাপ্যজীজনৎ ॥৫৩
তথাদ্রুহ্যমনুং পূরুং শর্ম্মিষ্ঠাজনয়ৎ সুতান্।
যদুঃ পূরুশ্চাভবতাং তেষাং বংশবিবর্দ্ধনৌ। ৫৪
যযাতির্নাহুষশ্চাসীৎ রাজা সত্যপরাক্রমঃ।
পালয়ামাস স মহীমীজে চ বিধিবন্মখৈঃ ॥ ৫৫
অতিভক্ত্যা পিতৄনর্চ্চ্য দেবাংশ্চ প্রযতঃ সদা।
অথাজয়ৎ প্রজাঃ সর্ব্বা যযাতিরপরাজিতঃ ॥৫৬
স শাশ্বতীঃ সমা রাজা প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ৎ।
জরামার্চ্ছন্মহাঘোরাং নাহুষো রূপনাশিনীম্ ॥
জরাভিভূতঃ পুত্রান্ স রাজা বচনমব্রবীৎ।
যদুং পূরুং তুর্ব্বসুঞ্চ দ্রুহ্যুঞ্চানুঞ্চ পার্থিবঃ ॥ ৫৮
যৌবনেন চরান্ কামান্ যুবা যুবতিভিঃ সহ।

পাচি, শর্য্যাতি ও মেঘজাতি। ইঁহাদের মধ্যে যতি কুমার অবস্থায় বৈখানস যোগী হন এবং যযাতি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া রাজ্য পালন করেন। বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা ও ভার্গব-দুহিতা দেবযানী—তাঁহার এই দুই ভার্য্যা ছিলেন। যযাতির পাঁচ সন্তান; তাহাদের মধ্যে দেবযানী যদু ও তুর্ব্বসুকে এবং শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্য, অনু ও পুরুকে প্রসব করেন। এই সকলের মধ্যে যদু ও পুরু এই দুই পুত্রই বংশ-বর্দ্ধন ছিলেন। নহুষপুত্র যযাতি সত্যপরায়ণ রাজা ছিলেন এবং তিনি বহু যজ্ঞানুষ্ঠান-পুরঃসর পৃথিবী পালন ও ভক্তিসহকারে দৈব ও পিত্র্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। তিনি অপরাজিত হইয়া প্রতিকূল প্রজা সকলকে শাসনে আনিতেন। এইরূপে তিনি বহুকাল ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিয়া মহাঘোরা রূপনাশিনী জরা প্রাপ্ত হন। ৪২—৫৭। জরাগ্রস্ত হইয়া তিনি স্বীয় পুত্র—যদু, পুরু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, ও অনুকে বলিলেন,—হে

বিহর্ত্তুমহমিচ্ছামি সাহায্যং কুরুতাত্মজাঃ ॥ ৫৯
তং পুত্রো দেবযানেয়ঃ পূর্ব্বজো যদুরব্রবীৎ।
সাহায্যং ভবতঃ কার্য্যমস্মাভির্যৌবনেন কিম্ ॥
যযাতিরব্রবীৎ পুত্রান্ জরা মে প্রতিগৃহ্যতাম্।
যৌবনেনাথ ভবতাং চরেয়ং বিষয়ানহম্ ॥ ৬১
যজতো দীর্ঘসত্রৈর্মে শাপাচ্চোশনসো মুনে।
কামার্থঃ পরিহীনো মেঽতৃপ্তোঽহং তেন পুত্রকাঃ
স্বকীয়েন শরীরেণ জরামেনাং প্রশাস্ত বঃ।
অহং তন্বাভিনবয়া যুবা কামানবাপ্নুয়াম্ ॥ ৬৩
ন তেঽস্য প্রত্যগৃহ্ণন্ত যদুপ্রভৃতয়ো জরাম্।
চতুরস্তান্ স রাজর্ষিরশপচ্চেতি নঃ শ্রুতম্ ॥৬৪
তমব্রবীৎ ততঃ পূরুঃ কনীয়ান্ সত্যবিক্রমঃ।
জরাং মা দেহি নবয়া তন্বা মে যৌবনাৎ সুখী

পুত্রগণ! যৌবনে বিবিধ বিষয়ে অভিলাষ হইয়া থাকে, এ জন্য আমি যুবা হইয়া যুবতীর সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করি; তোমরা যে কেহ স্বীয় যৌবন প্রদানে আমার সাহায্য কর। অনন্তর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দেবযানীপুত্র যদু বলেন,—আপনার সাহায্য করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যৌবন প্রদান কি প্রকারে করিব? যযাতি বলিলেন,—তোমাদের যৌবন প্রদান করিয়া তোমরা আমার জরা গ্রহণ কর। আমি যৌবন প্রাপ্ত হইয়া বিষয় সুখ অনুভব করি। দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ করিয়াছি; উশনার শাপে আমার কাম ও অর্থ বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আমি তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই। হে পুত্রগণ! তোমরা স্বীয় শরীর বিনিময় করিয়া আমার এই জরা গ্রহণ কর। আমি অভিনব দেহ ধারণ করত যুবা হইয়া অভিলষিত বিষয় উপভোগ করি। তখন যদু প্রভৃতি চারি পুত্রের মধ্যে কেহই তাঁহার জরা গ্রহণে সম্মত হইল না। শুনিয়াছি, এজন্য তিনি তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু তাঁহাকে বলিলেন,—হে পিতঃ! আপনি আমার এই অভিনব তনু গ্রহণ করিয়া সুখী হউন,

অহং জরাং তবাদায় রাজ্যে স্থাস্যামি চাজ্ঞয়া।
এবমুক্তঃ স রাজর্ষিস্তপোবীর্য্যসমাশ্রয়াৎ ॥ ৬৬
সংস্থাপয়ামাস জরাং তদা পুত্রে মহাত্মনি।
পৌরবেণাথ বয়সা রাজা যৌবনমাস্থিতঃ ॥ ৬৭
যযাতেশ্চাথ বয়সা রাজ্যং পুরুরকারয়ৎ।
ততো বর্ষসহস্রান্তে যযাতিরপরাজিতঃ ॥ ৬৮
অতৃপ্ত ইব কামানাং পুরুং পুত্রমুবাচ হ।
ত্বয়া দায়াদবানস্মি ত্বং মে বংশকরঃ সুতঃ ॥ ৬৯
পৌরবো বংশ ইত্যেষ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি
ততঃ স নৃপশার্দূলঃ পুরুং রাজ্যেঽভিষিচ্য চ ॥
কালেন মহতা পশ্চাৎ কালধর্ম্মমুপেয়িবান্।
পুরুবংশং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বমৃষিসত্তমাঃ।
যত্র তে ভারতা জাতা ভরতান্বয়বর্দ্ধনাঃ ॥ ৭১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-
চরিতে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

এবং আপনার জরা আমাকে প্রদান করুন। আমি আপনার আদেশে জরা প্রাপ্ত হইয়া। রাজ্যে বাস করিব। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু এই কথা বলিলে, রাজা তপোবীর্য্যবলে উদার-চেতা পুরুর দেহে স্বীয় জরা সংক্রামিত করিয়া—তাহার যৌবন বয়স প্রাপ্ত হইয়া যুবক হইলেন, এবং পিতার বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইয়া পুরু রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অপরাজিত রাজা যযাতি বর্ষ-সহস্রান্তে যেন কামভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়াই পুত্র পুরুকে বলিলেন,—তোমা দ্বারাই আমি পুত্রবান্। তুমিই আমার বংশধর পুত্র। এই বংশ পৌরব নামে প্রসিদ্ধ হইবে। অনন্তর রাজা পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বহুকাল পরে কালধর্ম্মের বশীভূত হইলেন। হে ঋষিসত্তমগণ! অতঃ-পর পুরুবংশ কীর্ত্তন করিতেছি। আপনারা শ্রবণ করুন। এই বংশে ভরত-বংশবর্দ্ধন ভারতগণ জন্মগ্রহণ করেন। ৫৮—৭১।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় ঊচুঃ।
কিমর্থং পৌরবো বংশঃ শ্রেষ্ঠত্বং প্রাপ ভূতলে।
জ্যেষ্ঠস্যাপি যদোর্বংশঃ কিমর্থং হীয়তে শ্রিয়া ॥
অস্মদ্‌যযাতিচরিতং সূত বিস্তরতো বদ।
যস্মাৎ তৎ পুণ্যমায়ুষ্যমভিনন্দ্যং সুরৈরপি ॥ ২
সূত উবাচ।
এতদেব পুরা পৃষ্টঃ শতানীকেন শৌনকঃ।
পুণ্যং পবিত্রমায়ুষ্যং যযাতিচরিতং মহৎ ॥ ৩
শতানীক উবাচ
যযাতিঃ পূর্ব্বজোঽস্মাকং দশমো যঃ প্রজাপতিঃ
কথং স শুক্রতনয়াং লেভে পরমদুর্লভাম্ ॥ ৪
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ তপোধন।
আনুপূর্ব্ব্যাচ্চ মে শংস পুরোর্বংশধরান্ নৃপান্
শৌনক উবাচ।
যযাতিরাসীদ্রাজর্ষির্দেবরাজসমদ্যুতিঃ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! এই ভূতলে পুরুবংশ কিজন্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিল? জ্যেষ্ঠ যদুর বংশই বা কিজন্য রাজ-শ্রী-ভ্রষ্ট হইলেন? এই সকল ও অন্য যযাতি-চরিত সকল আমাদের নিকট বর্ণন কর।—যে হেতু যযাতি-চরিত পবিত্র, আয়ুষ্কর ও দেবগণেরও অভিনন্দ্য। সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে শতানীক শৌনককে এই পুণ্যপ্রদ, আয়ুষ্য, উদার যযাতি-চরিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শতানীক বলিলেন,—হে তপোধন! আমাদিগের পূর্ব্বজ, দশম প্রজাপতি যযাতি কি প্রকারে পরমদুর্লভা শুক্রতনয়াকে লাভ করেন? ইহা আমি বিস্তৃতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি, অপিচ আপনি আমার নিকট পুরু-বংশীয় নৃপতিদিগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ কীর্ত্তন করুন। শৌনক বলিলেন,—হে তপোধন! দেবরাজ-কল্পপ্রভ যযাতি রাজর্ষি

তং শুক্র-বৃষপর্ব্বাণৌ বব্রাতে বৈ যথা পুরা ॥ ৬
তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি পৃচ্ছতো রাজসত্তম
দেবযান্যাশ্চ সংযোগং যথাতের্নহুষস্য চ ॥ ৭
সুরাণামসুরাণাঞ্চ সমজায়ত বৈ মিথঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রতি সঙ্ঘর্ষস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ৮
জিগীষয়া ততো দেবা বব্রুরাঙ্গিরসং মুনিম্।
পৌরোহিত্যে চ যজ্ঞার্থে কাব্যন্তূশনসং পরে
ব্রাহ্মণৌ তাবুভৌ নিত্যমন্যোন্যং স্পর্দ্ধিনৌ ভৃশম্।
তত্র দেবা নিজঘ্নুর্যান্ দানবান্ যুধি সঙ্গতান্ ॥
তান্ পুনর্জীবয়ামাস কাব্যো বিদ্যাবলাশ্রয়াৎ।
ততস্তে পুনরুত্থায় যোধয়াঞ্চক্রিরে সুরান্ ॥ ১১
অসুরাস্তু নিজঘ্নুর্যান্ সুরান্ সমরমূর্দ্ধনি।
ন তান্ সঞ্জীবয়ামাস বৃহস্পতিরুদারধীঃ ॥ ১২
ন হি বেদ স তাং বিদ্যাং যাং কাব্যো বেদ বীর্য্যবান্।
সঞ্জীবনীং ততো দেবা বিষাদমগমন্ পরম্ ॥

অথ দেবা ভয়োদ্বিগ্নাঃ কাব্যাদুশনসস্তদা।
উচুঃ কচমুপাগম্য জ্যেষ্ঠং পুত্রং বৃহস্পতেঃ ॥ ১৪
ভজমানান্ ভজস্বাস্মান কুরু সাহায্যমুত্তমম্।
যাসৌ বিদ্যা নিবসতি ব্রাহ্মণেঽমিততেজসি ॥
শুক্রে তামাহর ক্ষিপ্রং ভাগভাগ্ নো ভবিষ্যসি
বৃষপর্ব্বণঃ সমীপেঽসৌ শক্যো দ্রষ্টুং ত্বয়া দ্বিজঃ
রক্ষতে দানবাংস্তত্র ন স রক্ষত্যদানবান্।
তমারাধয়িতুং শক্তো নান্যঃ কশ্চিদৃতে ত্বয়া *
দেবযানী চ দয়িতা সুতা তস্য মহাত্মনঃ।
তামারাধয়িতুং শক্তো নান্যঃ কশ্চন বিদ্যতে ॥
শীল-দাক্ষিণ্য-মাধুর্য্যৈরাচারেণ দমেন চ।
দেবযান্যাস্তু তুষ্টায়াং বিদ্যাং তাং প্রাপ্স্যসি ধ্রুবম্
তদা হি প্রেষিতো দেবৈঃ সমীপে বৃষপর্ব্বণঃ।
তথেত্যুক্ত্বা তু স প্রায়াদ্বৃহস্পতিসুতঃ কচঃ ॥ ২০

ছিলেন। পূর্ব্বে যে প্রকারে শুক্রাচার্য্য ও বৃষপর্ব্বা তাঁহাকে জামাতৃত্বে বরণ করেন ও যে প্রকারে তাঁহার দেবযানী-সংযোগ সংঘটিত হয়, তৎসমস্ত আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই চরাচর জগতে সুর ও অসুরদিগের ঐশ্বর্য্য লইয়া পরস্পর সঙ্ঘর্ষ সঙ্ঘটিত হইলে জিগীষাবশ-বর্ত্তী হইয়া সুরগণ আঙ্গিরস বৃহস্পতিকে ও অসুরগণ উশনাকে যজ্ঞার্থ পৌরোহিত্যে বরণ করেন। এই ঘটনায় সেই ব্রাহ্মণদ্বয়ও পরস্পর অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হন। ঐ ঈর্ষার ফলে শুক্রাচার্য্য যুদ্ধে দেবনিহত দানবগণকে বিদ্যাবলে পুনরায় জীবিত করিতে লাগি-

করিতে লাগিল। কিন্তু অসুরগণ রণাঙ্গনে যে সকল সুরগণের বিনাশ-সাধন করিতে লাগিল, উদারধী বৃহস্পতি তাহাদিগকে জীবিত করিতে পারিলেন না ।১—১২। বিদ্যা-বলশালী কাব্য যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা অবগত আছেন, তাহা বৃহস্পতি জানিতেন না

ইহাতে দেবগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন

অনন্তর দেবগণ শুক্রাচার্য্য হইতে নিতান্ত ভীত হইয়া দেবগুরুর জ্যেষ্ঠ পুত্র কচকে বলিলেন,—হে কচ! তুমি শরণাপন্ন আমা-দিগকে রক্ষা কর। শুক্রাচার্য্যের নিকট যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আছে, তাহা তুমি শীঘ্র আহরণ কর। এই কার্য্য করিলে তুমি আমাদিগের অংশভাগী হইবে। তুমি বৃষপর্ব্বসমীপে দ্বিজ শুক্রাচার্য্যের সাক্ষাৎ পাইবে। তিনি সেই স্থানে থাকিয়া দানব-দিগকে রক্ষা করিতেছেন। দানব ব্যতীত অপর কাহাকেও তিনি রক্ষা করেন না। তুমি ভিন্ন অপর কেহই আর তাঁহার আরা-ধনা করিতে সক্ষম নহে। দেবযানী সেই মহাত্মার প্রিয়তমা কন্যা, তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে অন্য কেহই সমর্থ নহে তুমি তাহাকে শীল, দাক্ষিণ্য, মাধুর্য্য, আচার, ও দম দ্বারা প্রসাদিত করিলে অবশ্যই সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিতে পারিবে। এই বলিয়া দেবগণ কচকে বৃষপর্ব্বাসমীপে প্রেরণ করিলেন। তিনিও দেব-বাক্যে স্বীকৃত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। দেবপূজিত কচ

* পূর্ব্বতনো মুনিরিতি পাঠঃ কচিৎ।

স গত্বা ত্বরিতো রাজন্ দেবৈঃ সম্পূজিতঃ কচঃ।
অসুরেন্দ্রপুরে শুক্রং প্রণম্যেদমুবাচ হ ॥ ২১
ঋষেরঙ্গিরসঃ পৌত্রং পুত্রং সাক্ষাদ্বৃহস্পতেঃ।
নাম্না কচেতি বিখ্যাতং শিষ্যং গৃহ্লাতু মাং ভবান্॥ ২২
ব্রহ্মচর্য্যং চরিষ্যামি ত্বয্যহং পরমং গুরো।
অনুমন্যস্ব মাং ব্রহ্মন্ সহস্রপরিবৎসরান্ ॥ ২৩

শুক্র উবাচ।

কচ সুস্বাগতং তেঽস্তু প্রতিগৃহ্লামি তে বচঃ।
অর্চ্চয়িষ্যেঽহমর্চ্চ্যং ত্বামর্চ্চিতোঽস্তু বৃহস্পতিঃ

শৌনক উবাচ।

কচস্তু তং তথেত্যুক্ত্বা প্রতিজগ্রাহ তদ্ব্রতম্।
আদিষ্টং কবিপুত্রেণ শুক্রেণোশনসা স্বয়ম্ ॥ ২৫
ব্রতঞ্চ ব্রতকালঞ্চ যথোক্তং প্রত্যগৃহ্লত।
আরাধয়ন্নুপাধ্যায়ং দেবযানীঞ্চ ভারত ॥ ২৬
সংশীলয়ন্ দেবযানীং কন্যাং সম্প্রাপ্তযৌবনাম্
পুষ্পৈঃ ফলৈঃ প্রেষণৈশ্চ তোষয়ামাস ভার্গবীম্
দেবযান্যপি তং বিপ্রং নিয়মব্রতচারিণম্।
অনুগায়ন্তী ললনা রহঃ পর্য্যচরৎ তদা ॥ ২৮
পঞ্চবর্ষশতান্যেবং কচস্য চরতো ভৃশম্।
তৎ তৎ তীব্রং ব্রতং বুদ্ধ্বা দানবাস্তং ততঃ কচম্
গা রক্ষন্তং বনে দৃষ্ট্বা রহস্যেনমমর্ষিতাঃ।
জঘ্নুর্বৃহস্পতের্দ্বেষান্নিজরক্ষার্থমেব চ * ॥ ৩০
হত্বা শালাবৃকেভ্যশ্চ প্রাযচ্ছংস্তিলশঃ কৃতম্।
ততো গাবো নিবৃত্তাস্তা অগোপাঃ স্বনিবেশনম্
তা দৃষ্ট্বা রহিতা গাস্তু কচেনাভ্যাগতা বনাৎ।
উবাচ বচনং কালে দেবযান্যথ ভার্গবম্ ॥ ৩২
হুতঞ্চৈবাগ্নিহোত্রং তে সূর্য্যশ্চাস্তং গতঃ প্রভো
অগোপাশ্চাগতা গাবঃ কচস্তাত ন দৃশ্যতে ॥৩৩
ব্যক্তং হতো ধৃতো বাপি কচস্তাত ভবিষ্যতি।
তং বিনা নৈব জীবামি বচঃ সত্যং ব্রবীম্যহম্ ॥

ত্বরায় অসুরেন্দ্রপুরে উপনীত হইয়া অভিবাদনপুরঃসর শুক্রকে বলিলেন,—আমি আঙ্গিরস বৃহস্পতির পুত্র; আমার নাম—কচ। আপনি আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন। হে গুরো! আমি সহস্রবৎসর কাল আপনার অধীনে থাকিয়া প্রত্যহ ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিব; আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। শুক্র বলিলেন,—হে কচ! তোমার আগমন শুভকর হউক। আমি তোমার বাক্যে অনুমোদন করিলাম। তোমাকে সযত্নে গ্রহণ করিতেছি, ইহাতে তোমার পিতা বৃহস্পতিও অর্চ্চিত হউন। শৌনক বলিলেন,—হে ভারত! কচ 'তথাস্তু' বলিয়া কবিপুত্র শুক্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিলেন এবং উপাধ্যায় ও দেবযানীর অর্চ্চনা করত যথোক্ত ব্রত ও ব্রতকালিক সদনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি সম্প্রাপ্ত-যৌবনা ভার্গব-কন্যা দেবযানীকে লইয়া বিবিধ স্থানে বিচরণ করিয়া পুষ্প ও ফলাদি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। দেবযানীও নিয়ম-ব্রতচারী কচের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া নির্জ্জনে তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ১৩—২৮। কচ এইরূপে পঞ্চশত বৎসর কাল সেই সেই ব্রত অভ্যাস করিলে পর দানবগণ বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষবশতঃ একদা তাহাকে গো-চারণ করিতে দেখিয়া আপনাদের রক্ষার নিমিত্ত গুপ্তভাবে তাঁহাকে হত্যা করিল। হননান্তে তাহাকে তিল তিল করিয়া কাটিয়া গৃহ-রক্ষিত শার্দ্দূলদিগকে ভোজন করাইল। অনন্তর রক্ষকহীন গো সকল যথাকালে স্বীয় আবাসে পৌঁছিল। কচহীন গোসকলকে দেখিয়া দেবযানী পিতা ভার্গবকে বলিলেন,—হে তাত! আপনি অগ্নিহোত্রে সায়ংকালীন আহুতি প্রদান করিলেন,সবিতা অস্তাচলে গমন করিলেন, গো সকল রক্ষকহীন হইয়া প্রত্যাগত হইল; কচকে দেখিতেছি না কেন? হে প্রভো! নিশ্চয়ই কেহ তাহাকে ধৃত বা নিহত করিয়াছে। আমি কচ বিনা জীবন ধারণ করিব না—ইহা সত্য বলিতেছি।

* বিদ্যারক্ষার্থমেব চেতি পাঠান্তরম্।

শুক্র উবাচ।
অথৈহ্যেহীতি শব্দেন মৃতং সঞ্জীবয়াম্যহম্।
ততঃ সঞ্জীবনীং বিদ্যাং প্রযুক্ত্বা কচমাহ্বয়ৎ॥
আহূতঃ প্রাদ্রবদ্দূরাৎ কচঃ শুক্রং ননাম সঃ।
হতোঽহমিতি চাচখ্যৌ রাক্ষসৈর্বিষণাত্মজঃ॥৩৬
স পুনর্দেবযান্যুক্তঃ পুষ্পাহারে যদৃচ্ছয়া।
বনং যযৌ কচো বিপ্রঃ পঠন্ ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্॥
বনে পুষ্পাণি চিন্বন্তং দদৃশুর্দানবাশ্চ তম্।
ততো দ্বিতীয়ে তং হত্বা দগ্ধং কৃত্বা চ চূর্ণবৎ।
প্রাযচ্ছন্ ব্রাহ্মণায়ৈব সুরায়ামসুরাস্তদা॥ ৩৮
দেবযান্যথ ভূয়োঽপি পিতরং বাক্যমব্রবীৎ।
পুষ্পাহারপ্রেষণকৃৎ কচস্তাত ন দৃশ্যতে॥ ৩৯
ব্যক্তং হতো মৃতো বাপি কচস্তাত ভবিষ্যতি।
তং বিনা নৈব জীবামি বচঃ সত্যং ব্রবীমি তে
শুক্র উবাচ।
বৃহস্পতেঃ সুতঃ পুত্রি কচঃ প্রেতগতিং গতঃ।
বিদ্যয়া জীবিতোঽপ্যেবং হন্যতে করবাণি কিম্
মৈনং শুচো মা রুদ দেবযানি
ন ত্বাদৃশী মর্ত্ত্যমনু প্রশোচেৎ।
যস্যাস্তব ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ
সেন্দ্রা দেবা বসবোঽশ্বিনৌ চ॥ ৪২
সুরদ্বিষশ্চৈব জগচ্চ সর্ব্ব-
মুপস্থিতং মত্তপসঃ প্রভাবাৎ।
অশক্যোঽয়ং জীবয়িতুং দ্বিজাতিঃ
সঞ্জীবিতো যো বধ্যতে চৈব ভূয়ঃ॥ ৪৩
দেবযান্যুবাচ।
যস্যাঙ্গিরা বৃদ্ধতমঃ পিতামহো
বৃহস্পতিশ্চাপি পিতা তপোনিধিঃ।
ঋষেঃ সুপুত্রং তমথাপি পৌত্রং
কথং ন শোচেয়মহং ন রুদ্যাম্॥ ৪৪
স ব্রহ্মচারী চ তপোধনশ্চ
সদোত্থিতঃ কর্ম্মসু চৈব দক্ষঃ।

শুক্র বলিলেন,—বৎসে! আমি "এহি এহি" শব্দে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিতেছি। এই বলিয়া শুক্র সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া কচকে আহ্বান করিলেন। কচ আহূত হইবামাত্র বিদ্যা-প্রভাবে দূর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া শুক্র শুক্র-চরণে প্রণাম করিল এবং কহিল,—আমি দানবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলাম। অনন্তর দেবযানী পুনরায় অন্যদিন কচকে পুষ্পচয়নে প্রেরণ করিলে কচ শাশ্বত ব্রহ্মবিদ্যা পাঠ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে বনে গেলেন। তাঁহাকে বনে পুষ্পাহরণ করিতে দেখিয়া দানবগণ পুনর্ব্বার নিধনান্তে দগ্ধ করিয়া চূর্ণবৎ করিল এবং সুরার সহিত মিশাইয়া শুক্রচর্য্যকেই ভোজন করাইল। দেবযানী পুনরায় পিতাকে বলিলেন,—হে তাত! কচ পুষ্পাহরণে গিয়াছিল, এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিল না কেন? নিশ্চয়ই তাহাকে কেহ বিনষ্ট করিয়াছে। অথবা সে মৃত হইয়া থাকিবে। আমি কচহীন জীবন ধারণ করিতে পারিব না—সত্য বলিতেছি। শুক্র বলিলেন,—অয়ি পুত্রি! বৃহস্পতিপুত্র কচ প্রেতগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি সঞ্জীবনী বিদ্যা-প্রভাবে তাহাকে জীবিত করিলেও পুনরায় সে নিহত হইল। আমি আর কি করিব? দেবযানি! তুমি শোক বা রোদন করিও না। তোমার মত বালিকার একজন মর্ত্ত্যের জন্য এতদূর শোক করা উচিত হয় না। দেখ, আমার তপঃপ্রভাবে ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, সেন্দ্র দেবগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ও দানবগণ, এমন কি, সমস্ত জগৎই তোমার আয়ত্ত। কচ জীবিত হইয়া পুনরায় যখন মৃত হইল, তখন ঐ দ্বিজবালককে আর বাঁচাইতে পারিব না। ২৯—৪৬। দেবযানী বলিল,—অঙ্গিরা যাহার বৃদ্ধতম পিতামহ, তপোনিধি বৃহস্পতি যাহার পিতা, এবং যে, ঋষির যোগ্যপুত্র ও পৌত্র; কি জন্য আমি তাহার জন্য শোক করিব না বা কাঁদিব না? হে তাত! কচ ব্রহ্মচারী, তপোধন, উন্নতিশীল ও কর্ম্মদক্ষ

কচস্য মার্গং প্রতিপৎস্যে ন ভোক্ষ্যে
প্রিয়ো হি মে তাত কচোঽভিরূপঃ ॥ ৪৫
শৌনক উবাচ।
স ত্বেবমুক্তো দেবযান্যা মহর্ষিঃ
সংরম্ভেণ ব্যাজহারাথ কাব্যঃ।
অসংশয়ং মামসুরা দ্বিষন্তি
যে মে শিষ্যানাগতান্ সূদয়ন্তি ॥ ৪৬
অব্রাহ্মণং কর্ত্তুমিচ্ছন্তি রৌদ্রা
এভির্ব্যর্থং প্রস্তুতো দানবৈর্হি।
তৎকর্ম্মণাপ্যস্য ভবেদিহান্তঃ
কং ব্রহ্মহত্যা ন দহেদপীন্দ্রম্ ॥ ৪৭
স তেনাপৃষ্টো বিদ্যয়া চোপহূতো
শনৈর্বাচং জঠরে ব্যাজহার।
তমব্রবীৎ কেন চেহোপনীতো
মমোদরে তিষ্ঠসি ব্রূহি বৎস ॥ ৪৮
কচ উবাচ।
ভবৎপ্রসাদান্ন জহাতি মাং স্মৃতিঃ
সর্ব্বং স্মরেয়ং যচ্চ যথা চ বৃত্তম্।
ন ত্বেবং স্যাৎ তপসঃ ক্ষয়ো মে
ততঃ ক্লেশং ঘোরতরং স্মরামি ॥ ৪৯
অসুরৈঃ সুরায়াং ভবতোঽস্মি দত্তো
হত্বা দগ্ধ্বা চূর্ণয়িত্বা চ কাব্য।
ব্রাহ্মীং মায়াস্বাসুরী ত্বত্র মায়া
ত্বয়ি স্থিতে কথমেবাভিবাধতে ॥ ৫০
শুক্র উবাচ।
কিং তে প্রিয়ং করবাণ্যদ্য বৎসে
বিনৈব মে জীবিতং স্যাৎ কচস্য।
নান্যত্র কুক্ষের্মম ভেদনাচ্চ
দৃশ্যেৎ কচো মদ্গতো দেবযানি ॥ ৫১
দেবযান্যুবাচ।
দ্বৌ মাং শোকাবগ্নিকল্পৌ দহেতাং
কচস্য নাশস্তব চৈবোপঘাতঃ।
কচস্য নাশে মম নাস্তি শর্ম্ম
তবোপঘাতে জীবিতুং নাস্মি শক্তা ॥ ৫২

ছিল; আমি তাহারই পথের পথিক হইব। আমি আর ভোজনাদি করিব না। কচ আমার প্রিয় ও অভিরূপ। শৌনক বলিলেন,—মহর্ষি শুক্রাচার্য্য দেবযানী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কিঞ্চিৎ সংরম্ভ সহকারে বলিলেন,—অসুরেরা নিশ্চয় আমার প্রতি দ্বেষ করিতেছে, কেননা তাহারা আমার সমাগত শিষ্যদিগকে হিংসা করিতেছে। প্রচণ্ডপ্রকৃতি দানবেরা ব্রাহ্মণ-বিনাশে উদ্যত হইয়াছে। নিশ্চিতই এই সকল দানবেরা আমায় যে স্তব করে, তাহার মূল্য কিছুই নাই। এরূপ অনুষ্ঠানে তাহাদিগের পতন অবশ্যম্ভাবী। ব্রহ্মহত্যা কাহাকে দগ্ধ না করে? ব্রহ্মহত্যা করিলে ইন্দ্রেরও পরিত্রাণ নাই। অনন্তর শুক্রাচার্য্য বিদ্যা প্রভাবে কচকে আহ্বান করিলে এবার কচ তাঁহারই উদর মধ্য হইতে কথা কহিলেন। শুক্র বলিলেন,—তুমি কিরূপে মদীয় উদরে আনীত হইলে বল? কচ বলিলেন,—আপনার প্রসাদে স্মৃতি আমায় পরিত্যাগ করে নাই। যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, সমস্তই আমার স্মৃতিপথারূঢ় রহিয়াছে। এ অবস্থায় আমার তপস্যারও ক্ষয় হয় নাই; সেই জন্য ঘোরতর ক্লেশ সকল স্মরণ হইতেছে। অসুরেরা আমাকে দগ্ধ ও চূর্ণ করিয়া সুরার সহিত আপনাকে ভোজন করিতে দেওয়ায় আপনি আমাকে উদরসাৎ করিয়াছেন। হে গুরো! আপনি থাকিতে আসুরী মায়া কি প্রকারে ব্রাহ্মী মায়াকে অতিক্রম করিল? ৪৪—৫০। শুক্র দেবযানীকে বলিলেন,—অয়ি বৎসে! অদ্য তোমার কিরূপ প্রিয়ানুষ্ঠান করিব বল? আমার কুক্ষিভেদ ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে কচ জীবিত হইবে না। দেবযানি তুমি দেখ, আমাতে কচ বিদ্যমান রহিয়াছে। দেবযানী বলিলেন,—কচের ও আপনার বিনাশ এই উভয় শোকই আমাকে অনলতুল্য দাহ প্রদান করিতেছে। কচের বিনাশেও আমার সুখশান্তি নাই, আর আপনার অত্যাহিত

শুক্র উবাচ।

সংসিদ্ধরূপোঽসি বৃহস্পতেঃ সুত
যৎ ত্বাং ভক্তং ভজতে দেবযানী।
বিদ্যামিমাং প্রাপ্নুহি জীবনীং ত্বং
ন চেদিন্দ্রঃ কচরূপী ত্বমদ্য ॥ ৫৩
ন নিবর্ত্তেৎ পুনর্জীবন্ কশ্চিদন্যো মমোদরাৎ।
ব্রাহ্মণং বর্জ্জয়িত্বৈকং তস্মাদ্বিদ্যামবাপ্নুহি ॥ ৫৪
পুত্রো ভূত্বা নিষ্ক্রমস্বোদরান্মে
ভিত্ত্বা কুক্ষিং জীবয় মাঞ্চ তাত।
অবেক্ষেথোঽথো ধর্ম্মবতীমবেক্ষাং
গুরোঃ সকাশাৎ প্রাপ্য বিদ্যাং সবিদ্যঃ ॥

শৌনক উবাচ।

গুরোঃ সকাশাৎ সমবাপ্য বিদ্যাং
ভিত্ত্বা কুক্ষিং নির্ব্বিচক্রাম বিপ্রঃ।
প্রালেয়াদ্রেঃ শুক্লমুদ্ভিদ্য শৃঙ্গং
রাত্র্যাগমে পৌর্ণমাস্যামিবেন্দুঃ। ৫৬
দৃষ্ট্বা চ তং পতিতং বেদরাশি-
মুত্থাপয়ামাস ততঃ কচোঽপি।
বিদ্যাং সিদ্ধাং তামবাপ্যাভিবাদ্য
ততঃ কচস্তং গুরুমিত্যুবাচ ॥ ৫৭
নিধিং নিধীনাং বরদং বরাণাং
যে নাদ্রিয়ন্তে গুরুমর্চ্চনীয়ম্।
প্রালেয়াদ্রিপ্রোজ্জ্বলভালসংস্থং
পাপাঁল্লোকাংস্তে ব্রজন্ত্যপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ৫৮

শৌনক উবাচ।

সুরাপাণাদ্বঞ্চনাৎ প্রাপয়িত্বা
সংজ্ঞানাশং চেতসশ্চাপি ঘোরম্।
দৃষ্ট্বা কচঞ্চাপি তথাভিরূপং
পীতং তথা সুরয়া মোহিতেন ॥ ৫৯
সমন্যুরুত্থায় মহানুভাব-
স্তদোশনা বিপ্রহিতং চিকীর্ষুঃ।
কাব্যঃ স্বয়ং বাক্যমিদং জগাদ
সুরাপানং প্রত্যসৌ জাতশঙ্কঃ ॥ ৬০

শুক্র উবাচ।

যো ব্রাহ্মণোঽদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চি-
ন্মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ।
অপেতধর্ম্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যা-
দস্মিন্ লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ ॥ ৬১

ঘটিলেও আমি জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইব না। শুক্র বলিলেন,—হে বৃহস্পতি-তনয়! তুমি সম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছ, যেহেতু দেবযানী তোমাকে ভক্ত জানিয়া ভজনা করে। তুমি যদি কচরূপী ইন্দ্র না হও, তাহা হইলে অদ্য এই জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অপর কেহ জীবিত অবস্থায় আমার উদর হইতে বহির্গত হয় না; সুতরাং তুমি অদ্য সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হইলে। তুমি পুত্রবৎ আমার উদর হইতে কুক্ষিভেদ করিয়া বহির্গত হও। অয়ি তাত! পরে আমাকে জীবিত করিও। আমি ধর্ম্ম-পথ চাহিয়া রহিলাম. তুমি এই গুরুর নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়া কৃতবিদ্য হইলে। শৌনক [illegible]

কুক্ষি ভেদ করিয়া কচ নির্গত হইলেন। তাহাতে বোধ হইল,—যেন পূর্ণিমার চন্দ্র হিমাদ্রির শুক্ল শৃঙ্গ ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইল। অনন্তর কচ নির্গত হইয়া গুরুকে পতিত বেদরাশির ন্যায় অবলোকন করিয়া তাঁহাকে উত্থাপিত করিলেন এবং সেই সিদ্ধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অভিবাদনপুরঃসর তাঁহাকে বলিলেন,—নিধিসমূহের নিধি, বর সকলের বরদ, ও হিমাদ্রির উজ্জ্বল ললাট-তুল্য পরমার্চ্চনীয় গুরুকে যাহারা আদর না করে, সেই অপ্রতিষ্ঠ লোকেরা পাপময় লোকে গমন করিয়া থাকে। শৌনক বলি-লেন,—শুক্রাচার্য্য প্রতারণা ক্রমে সুরাপান করিয়া চিত্তের সবিশেষ সংজ্ঞা লোপ করেন এবং কচকে তথাবিধ মনোজ্ঞরূপ দর্শন করি-য়াও সুরাপানে মোহিত হইয়া পুনরায় পান-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন; সহসা ঐ সময় তাঁহার ক্রোধোদয় হইল। মহানুভব উশনা তখন বিপ্রবর্গের হিতের নিমিত্ত স্বয়ং সুরাপানে শঙ্কিত হইয়া বলিলেন,—যে কোন অল্পবুদ্ধি ব্রাহ্মণ অদ্য হইতে মোহবশতঃ সুরাপান করিবে, সে ইহ পরলোকে ধর্ম্মভ্রষ্ট, ব্রহ্মহা

ময়া চেমাং বিপ্রধর্ম্মোক্তসীমাং
মর্য্যাদাং বৈ স্থাপিতাং সর্ব্বলোকে।
সন্তো বিপ্রাঃ শুশ্রূবাংসো গুরূণাং
দেবা দৈত্যাশ্চোপশৃণ্বন্তু সর্ব্বে॥ ৬২

শৌনক উবাচ।
ইতীদমুক্ত্বা স মহাপ্রভাব-
স্তপোনিধীনাং নিধিরপ্রমেয়ঃ।
তান্ দানবাংশ্চৈব নিগূঢ়বুদ্ধী-
নিদং সমাহূয় বচোঽভ্যুবাচ॥ ৬৩

শুক্র উবাচ।
আচক্ষে বো দানবা বালিশাঃ স্থ
শিষ্যঃ কচো বৎস্যতি মৎসমীপে।
সঞ্জীবনীং প্রাপ্য বিদ্যাং মমায়ং
তুল্যপ্রভাবো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মভূতঃ॥ ৬৪

শৌনক উবাচ।
গুরোরুষ্য সকাশে চ দশ বর্ষশতানি সঃ।
অনুজ্ঞাতঃ কচো গন্তুমিয়েষ ত্রিদশালয়ম্॥ ৬৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে
যযাতিচরিতে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

ও নিন্দিত হইবে। আমা কর্ত্তৃক এই বিপ্রধর্ম্মের মর্য্যাদা সংস্থাপিত হইল। হে সাধু ব্রাহ্মণগণ! গুরুশুশ্রূষু দেব ও দৈত্যগণ সকলেই ইহা শুনিয়া রাখুন। শৌনক বলিলেন,—তপোনিধিগণেরও অপ্রমেয় নিধিস্বরূপ সেই মহানুভাব শুক্র এই কথা বলিয়া নিগূঢ়বুদ্ধি দানবদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দানবগণ! আমি এই কথা বলি যে, তোমরা অতি মূর্খ; কেননা, যাহার প্রতি তোমরা অত্যাচারী হইয়াছ, এই কচ আমার শিষ্য, আমার নিকট আছে; এক্ষণে সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া—জানিবে, এ আমারই তুল্য প্রভাবশালী হইল; এই কচ ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণ। শৌনক বলিলেন, —কচ দশশতবর্ষ কাল যাবৎ শুক্রসমীপে অধ্যয়ন করিয়া পরে তাঁহার অনুজ্ঞালাভান্তে ত্রিদশালয়গমনে মনস্থ করিলেন। ৫১—৬৫।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ
সমাপিতব্রতং তন্তু বিসৃষ্টং গুরুণা তদা।
প্রস্থিতং ত্রিদশাবাসং দেবযানীদমব্রবীৎ॥

দেবযান্যুবাচ।
ঋষেরঙ্গিরসঃ পৌত্র বৃত্তেনাভিজনেন চ।
ভ্রাজসে বিদ্যয়া চৈব তপসা চ দমেন চ॥ ২
ঋষির্যথাঙ্গিরা মান্যঃ পিতুর্মম মহাযশাঃ।
তথা মান্যশ্চ পূজ্যশ্চ মম ভূয়ো বৃহস্পতিঃ॥ ৩
এবং জ্ঞাত্বা বিজানীহি যদ্ব্রবীমি তপোধন।
ব্রতস্থে নিয়মোপেতে যথা বর্ত্তাম্যহং ত্বয়ি॥ ৪
স সমাপিতবিদ্যো মাং ভক্তাং ন ত্যক্তুমর্হসি।
গৃহাণ পাণিং বিধিবন্মম মন্ত্রপুরস্কৃতম্॥ ৫

কচ উবাচ।
পূজ্যো মান্যশ্চ ভগবান্ যথা মম পিতা তব।
তথা ত্বমনবদ্যাঙ্গি পূজনীয়তমা মতা॥ ৬

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—সমাপিত-ব্রত কচ গুরুর নিকট বিদায় লইয়া ত্রিদশালয়ে গমনে উদ্যত হইলে দেবযানী তাঁহাকে বলিলেন,—হে অঙ্গিরার পৌত্র! তুমি কুল, শীল, বিদ্যা, তপ, ও দমগুণে বিভূষিত। মহাযশা অঙ্গিরা ঋষি আমার পিতার যেমন মাননীয়, মহাভাগ বৃহস্পতিও আমার তেমনি মাননীয় ও পূজনীয়। হে তপোধন! এই সকল বিবেচনা করিয়া তুমি আমার দু-একটী কথা শ্রবণ কর। দেখ, তপোধন! তুমি ব্রত-নিয়ম পালন করিতে থাকিলে আমি তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে অধুনা সমাপিতব্রত হইয়া অনুরক্তা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তোমার উচিত হয় না। তুমি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যথাবিধি আমার পাণিগ্রহণ কর। কচ বলিলেন,—অয়ি অনবদ্যাঙ্গি! দেখ, তোমার পিতা যেমন আমার মাননীয় ও পূজনীয়, তেমনি তুমিও আমার পূজনীয়-

আত্মপ্রাণৈঃ প্রিয়তমা ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।
ত্বং ভদ্রে ধর্ম্মতঃ পূজ্যা গুরুপুত্রী সদা মম ॥ ৭
যথা মম গুরুর্নিত্যং মান্যঃ শুক্রঃ পিতা তব।
দেবযানি তথৈব ত্বং নৈবং মাং বক্তুমর্হসি ॥ ৮
দেবযান্যুবাচ।
গুরুপুত্রস্য পুত্রো মে ন তু ত্বমসি মে পিতুঃ।
তস্মান্মান্যশ্চ পূজ্যশ্চ মমাপি ত্বং দ্বিজোত্তম ॥৯
অসুরৈর্হন্যমানে তু কচে ত্বয়ি পুনঃ পুনঃ।
তদা প্রভৃতি যা প্রীতিস্তাং ত্বমেব স্মরস্ব মে ॥১০
সৌহার্দ্দে চানুরাগে চ বেত্থ মে ভক্তিমুত্তমাম্‌
ন মামর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ ত্যক্তুং ভক্তামনাগসম্‌ ॥১১
কচ উবাচ।
অনিযোজ্যে নিযোগে মাং নিযুনক্ষি শুভব্রতে
প্রসীদ সুভ্রু মহ্যং ত্বং গুরোর্গুরুতরা শুভে ॥
যত্রোষিতং বিশালাক্ষি ত্বয়া চন্দ্রনিভাননে।
তত্রাহমুষিতো ভদ্রে কুক্ষৌ কাব্যস্য ভামিনি ॥
ভগিনী ধর্ম্মতো মে ত্বং মৈবং বোচঃ শুভাননে
সুখেনাধ্যুষিতো ভদ্রে ন মন্যুর্বিদ্যতে মম ॥১৪
আপৃচ্ছে ত্বাং গমিষ্যামি শিবমস্ত্বধ্ব মে পথি।
অবিরোধেন ধর্ম্মস্য স্মর্ত্তব্যোঽস্মি কথান্তরে ॥
অপ্রমত্তোত্থিতা নিত্যমারাধয় গুরুং মম ॥১৬
দেবযান্যুবাচ।
দৈত্যৈর্হতস্ত্বং যদ্ভর্ত্তৃবুদ্ধ্যা ত্বং রক্ষিতো ময়া।
যদি মাং ধর্ম্মকামার্থাং প্রত্যাখ্যাস্যসি ধর্ম্মতঃ।
ততঃ কচ ন তে বিদ্যা সিদ্ধিরেষা * গমিষ্যতি
কচ উবাচ।
গুরুপুত্রীতি কৃত্বাহং প্রত্যাখ্যাস্যে ন দোষতঃ।
গুরুণা চাভ্যনুজ্ঞাতঃ কামমেবং শপস্ব মাম্‌ ॥১৮

তমা। তুমি মহাত্মা ভার্গবের আত্মপ্রাণোপমা কন্যা; অতএব হে ভদ্রে! তুমি আমার গুরুপুত্রী, সর্ব্বদা ধর্ম্মানুসারে পূজনীয়া। অয়ি দেবযানি! আমার গুরু—তোমার পিতা শুক্র যেমন নিত্য আমার পূজার্হ, তুমিও আমার তেমনই; সুতরাং ওরূপ বলা তোমার উচিত হয় না। দেবযানী বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি আমারই গুরুপুত্রের পুত্র। কিন্তু আমার পিতার নহ। অতএব আমারও তুমি মানার্হ ও পূজার্হ। অসুরগণ তোমাকে পুনঃপুন নিহত করিলে, সেই অবধি তোমার প্রতি আমার যে প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহা তুমি একবার স্মরণ করিয়া দেখ। ১—১০। তোমার প্রতি সৌহৃদ্য বিষয়ে ও অনুরাগবিষয়ে আমার উত্তমা ভক্তি জন্মিয়াছে, তাহা তুমি জানিতেছ; সুতরাং হে ধর্ম্মজ্ঞ! নিরপরাধা আমাকে তোমার উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। কচ বলিলেন,—অয়ি শুভব্রতে! তুমি আমাকে অনিযোজ্য নিয়োগে প্রয়োগ করিতেছ, অয়ি সুভ্রু! তুমি আমায় ক্ষমা কর; তুমি আমার গুরু অপেক্ষাও গরীয়সী। হে বিশালাক্ষি! চন্দ্রাননে! তুমিও যাহা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, হে ভামিনি! আমিও তাঁহারই কুক্ষিতে বাস করিয়াছি। হে শুভাননে! তুমি ধর্ম্মানুসারে আমার ভগিনী হও; সুতরাং ওরূপ কথা আমায় বলিও না। হে ভদ্রে! এখানে আমি সুখে বাস করিয়াছি, তোমার কথায় আমি ক্রুদ্ধ হই নাই। আমি এখন তোমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি; আমি চলিলাম, পথে যেন আমার মঙ্গল হয়। ধর্ম্মের অবিরোধে কথাপ্রসঙ্গে আমায় স্মরণ করিও এবং অপ্রমত্তভাবে নিত্য তুমি মদীয় গুরুর আরাধনা করিও। দেবযানী বলিলেন,—হে কচ! যখন তুমি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হও, তখন আমি তোমায় ভর্ত্তা জ্ঞানে রক্ষা করিয়াছি। যদি তুমি এই ধর্ম্ম-কামার্থিনী আমাকে বিবাহ না করিয়া প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে তোমার বিদ্যা সিদ্ধ হইবে না। কচ বলিলেন,—দেবযানি! আমি তোমাকে গুরুপুত্রী বলিয়াই প্রত্যাখ্যান করিলাম। তোমার কোন দোষ দেখিয়া প্রত্যাখ্যান করি নাই। আমি গুরু

* সিদ্ধিমেষেতি বা পাঠঃ

আর্ষং ধর্ম্মং ব্রুবাণোঽহং দেবযানি যথা ত্বয়া।
শপ্তঃ নার্হোঽস্মি কল্যাণি কামতোঽস্ত চ ধর্ম্মতঃ॥ ১৯
তস্মাদ্ভবত্যা যঃ কামো ন তথা সম্ভবিষ্যতি।
ঋষিপুত্রো ন তে কশ্চিৎ জাতু পাণিং গ্রহীষ্যতি
ফলিষ্যতি ন মে বিদ্যা ত্বদ্বচশ্চেতি তৎ তথা
অধ্যাপয়িষ্যামি চ যং তস্য বিদ্যা ফলিষ্যতি

শৌনক উবাচ।

এবমুক্ত্বা নৃপশ্রেষ্ঠ দেবযানীং কচস্তদা।
ত্রিদশেশালয়ং শীঘ্রং জগাম দ্বিজসত্তমঃ॥২২
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ।
বৃহস্পতিং সভাজ্যেদং কচমাহুর্মুদান্বিতাঃ॥ ২৩

দেবা উচুঃ।

ত্বং কচাস্মদ্ধিতং কর্ম্ম কৃতবান্ মহদদ্ভুতম্।
ন তে যশঃ প্রণশিতা ভাগভাক্ চ ভবিষ্যসি॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি চরিতে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়

শৌনক উবাচ।

কৃতবিদ্যে কচে প্রাপ্তে হৃষ্টরূপা দিবৌকসঃ।
কচাদবেত্য তাং বিদ্যাং কৃতার্থা ভরতর্ষভ॥ ১
সর্ব্ব এব সমাগম্য শতক্রতুমথাব্রুবন্।
কাল স্তদ্বিক্রমস্যাদ্য জহি শত্রূন্ পুরন্দর॥ ২
এবমুক্তস্তু সহ তৈস্ত্রিদশৈর্মঘবাংস্তদা।
তথেত্যুক্ত্বোপচক্রাম সোঽপশ্যদ্বিপিনে স্ত্রিয়ঃ॥
ক্রীড়ন্তীনাস্তু কন্যানাং বনে চৈত্ররথোপমে।
বায়ুর্ভূতঃ স বস্ত্রাণি সর্ব্বাণ্যেব ব্যমিশ্রয়ৎ॥ ৪
ততো জলাৎ সমুত্তীর্য্য তাঃ কন্যাঃ সহিতাস্তদা
বস্ত্রাণি জগৃহুস্তানি যথা সংস্থান্যনেকশঃ॥ ৫

কর্ত্তৃক গমনে অনুজ্ঞাত হইয়াছি। তুমি কেন আমায় এরূপ শাপ প্রদান করিলে। আমি আর্ষ ধর্ম্মানুসারে সকল কথা বলিয়াছি। অতএব হে দেবযানি! আমাকে শাপ প্রদান করা তোমার ধর্ম্মতঃ এবং কামতঃ উচিত হয় নাই। তুমি যেমন আমায় স্বেচ্ছায় শাপ প্রদান করিলে, তাহার ফলে তোমার কামনা সিদ্ধ হইবে না। কোন ঋষিপুত্রই তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন না। আমার বিদ্যা সিদ্ধ হইবে না—তোমার এ কথা সত্য হয় হউক; পরন্তু আমি যাহাকে অধ্যাপনা করিব, তাহার বিদ্যা সিদ্ধ হইবে। শৌনক বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তখন কচ দেবযানীকে এই কথা বলিয়া ত্বরিত-গমনে ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। কচকে সমাগত দেখিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে বৃহস্পতির অভ্যর্থনান্তে কচকে বলিলেন,—হে কচ! তুমি অদ্য আমাদিগের মহৎ হিতকর কার্য্য করিলে। তোমার এই কীর্ত্তি অক্ষয় হইবে এবং তুমি দেবগণের ভাগভাগী হইবে। ১১—২৪

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ! দেবগণ কৃতবিদ্য কচকে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কচের নিকট বিদ্যালাভ করত পরম কৃতার্থ হইলেন। অনন্তর দেবগণ সকলেই সমবেত হইয়া শতক্রতুকে এই সংবাদ জানাইলেন; এবং আরও বলিলেন,—হে পুরন্দর! আপনার বিক্রম প্রকাশের এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত। আপনি এই দণ্ডেই শত্রুজয়ে উদ্যত হউন। মঘবা দেবগণ কর্ত্তৃক যুগপৎ এইরূপ কথিত হইয়া 'তথাস্তু" বলিয়া যুদ্ধোদ্যম করিলেন, এবং দেখিলেন,—এক চৈত্ররথোপম বনমধ্যে কতিপয় কামিনী জলক্রীড়া করিতেছে। তদ্দর্শনে ইন্দ্র বায়ু হইয়া তাহাদের তীরস্থ পৃথক্ পৃথক্ রক্ষিত পরিধেয় বস্ত্রগুলি একসঙ্গে মিশাইয়া দিলেন। অনন্তর কন্যাগণ জল হইতে স্থলে উঠিয়া সকলেই বস্ত্র পরিধান করিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের

তত্র বাসো দেবযান্যাঃ শর্ম্মিষ্ঠা জগৃহে তদা ।
ব্যতিক্রমমজানন্তী দুহিতা বৃষপর্ব্বণঃ ॥ ৬
ততস্তয়োর্মিথস্তত্র বিরোধঃ সমজায়ত ।
দেবযান্যাশ্চ রাজেন্দ্র শর্ম্মিষ্ঠায়াশ্চ তৎকৃতে ॥ ৭

দেবযান্যুবাচ ।

কস্মাদ্‌গৃহ্লাসি মে বস্ত্রং শিষ্যা ভূত্বা মমাসুরি ।
সমুদাচারহীনায়া ন তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৮

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ ।

আসীনঞ্চ শয়ানঞ্চ পিতা তে পিতরং মম ।
স্তৌতি পৃচ্ছতি চাভীক্ষ্ণং নীচস্থঃ সুবিনীতবৎ
যাচতস্ত্বঞ্চ দুহিতা স্তুবতঃ প্রতিগৃহ্নতঃ ।
সুতাহং স্তূয়মানস্য দদতো ন তু গৃহ্নতঃ ॥ ১০
অনায়ুধা সায়ুধায়াঃ কিং ত্বং কুপ্যসি ভিক্ষুকি ।
লপ্স্যসে প্রতিযোদ্ধারং ন চ ত্বাং গণয়াম্যহম্

শৌনক উবাচ ।

সা বিস্ময়ং দেবযানীং গতাং সক্তাঞ্চ বাসসি ।
শর্ম্মিষ্ঠা প্রাক্ষিপৎ কূপে ততঃ স্বপুরমাবিশৎ ॥
হতেয়মিতি বিজ্ঞায় শর্ম্মিষ্ঠা পাপনিশ্চয়া ।
অনবেক্ষ্য যযৌ তস্মাৎ ক্রোধবেগপরায়ণা ॥ ১৩
অথ তং দেশমভ্যাগাদ্‌যযাতির্নহুষাত্মজঃ ।
শ্রান্তযুগ্যঃ শ্রান্তরূপো মৃগলিপ্সুঃ পিপাসিতঃ ॥
নাহুষিঃ প্রেক্ষমাণো হি স নিপানে গতোদকে
দদর্শ কন্যাং তাং তত্র দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥ ১৫
তামপৃচ্ছৎ স দৃষ্ট্বৈব কন্যামমরবর্ণিনীম্ ।
সান্ত্বয়িত্বা নৃপশ্রেষ্ঠঃ সাম্না পরমবল্গুনা ॥ ১৬
কা ত্বং চারুমুখী শ্যামা সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলা ।
দীর্ঘং ধ্যায়সি চাত্যর্থং কস্মাচ্ছ্বসিষি চাতুরা ॥
কথঞ্চ পতিতা হ্যস্মিন্ কূপে বীরুত্তৃণাবৃতে ।
দুহিতা চৈব কস্য ত্বং বদ সর্ব্বং সুমধ্যমে ॥ ১৮

দেবযান্যুবাচ ।

যোঽসৌ দেবৈর্হতান্ দৈত্যানুত্থাপয়তি বিদ্যয়া
তস্য শুক্রস্য কন্যাহং ত্বং মাং নূনং ন বুধ্যসে

মধ্যে বৃষপর্ব্ব-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা না চিনিয়া দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেন। এই নিমিত্ত দেবযানীর ও শর্ম্মিষ্ঠার পরস্পর বিরোধ হয়। ১—৭। দেবযানী বলিলেন,—হে আসুরি! তুমি শিষ্যা হইয়া কি প্রকারে আমার বস্ত্র পরিধান করিলে? আচারভ্রষ্টা তুমি; তোমার ইহাতে মঙ্গল হইবে না। শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন,—আমার পিতা যখন শয়ান থাকেন বা উপবিষ্ট থাকেন, তখন তোর পিতা নিম্নে থাকিয়া অতি বিনীতভাবে বার বার আমার পিতার তোষামোদ করেন। তুই যাচক, স্তাবক ও প্রতিগ্রাহকের কন্যা। আর আমি স্তবার্হ, দাতা ও অপ্রতিগৃহীতার কন্যা; রে ভিক্ষুকি! তুই অনায়ুধা হইয়া—আমি সায়ুধা, আমার উপর ক্রোধ করিয়া কি করিবি? তুই বুঝি আমায় প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়াছিস্! আমি কিন্তু তোকে গ্রাহ্যও করি না। শৌনক বলিলেন,—অনন্তর শর্ম্মিষ্ঠা বিস্মিতা বসনাসক্তা দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। পাপনিশ্চয়া শর্ম্মিষ্ঠা ক্রোধপরায়ণা হইয়া কূপ-নিক্ষিপ্ত দেবযানীকে নিহত মনে করিয়া পুনরায় আর না দেখিয়াই তথা হইতে প্রস্থান করিল। ঘটনাক্রমে নহুষাত্মজ যযাতি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মৃগলিপ্সু শ্রান্তবাহন, শ্রান্তদেহ ও অত্যন্ত পিপাসিত হইয়া সেই জলশূন্য কূপে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং তন্মধ্যে সেই প্রদীপ্ত বহ্নিশিখাসদৃশী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবযানীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ দেবরূপিণী দেবযানীকে প্রবোধ দানানন্তর মনোহর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি চারুমুখী, সুযৌবনা, সুমৃষ্টমণি-কুণ্ডলধরা ললনা? ঘোর চিন্তায় নিমগ্না হইয়া কি জন্য তুমি কাতরভাবে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছ? কি প্রকারেই বা তুমি এই তৃণ-লতাবৃত কূপে নিপতিত হইলে এবং তুমি কাহারই বা দুহিতা? হে সুমধ্যমে! সত্বর তাহা প্রকাশ কর। দেবযানী বলিলেন,—যিনি দেব-নিহত দৈত্যগণকে সঞ্জীবনী বিদ্যায় পুনর্জীবিত করেন, সেই বিখ্যাত-নামা শুক্রাচার্য্যের আমি কন্যা। আপনি

এষ মে দক্ষিণো রাজন্ পাণিস্তাম্রনখাঙ্গুলিঃ।
সমুদ্ধর গৃহীত্বা মাং কুলীনস্ত্বং হি মে মতঃ॥ ২০
জানামি ত্বাঞ্চ সংশান্তং বীর্য্যবন্তং যশস্বিনম্।
তস্মান্মাং পতিতং কূপাদস্মাদুদ্ধর্ত্তুমর্হসি॥ ২১
শৌনক উবাচ
তামথ ব্রাহ্মণীং স্ত্রীঞ্চ বিজ্ঞায় নহুষাত্মজঃ।
গৃহীত্বা দক্ষিণে পাণাবুজ্জহার ততোঽবটাৎ॥ ২২
উদ্ধৃত্য চৈনাং তরসা তস্মাৎ কূপান্নরাধিপঃ।
আমন্ত্রয়িত্বা সুশ্রোণীং যযাতিঃ স্বপুরং যযৌ॥২৩
গতে তু নাহুষে তস্মিন্ দেবযান্যপি নিন্দিতা
উবাচ শোকসন্তপ্তা ঘূর্ণিকামাগতাং পুনঃ॥ ২৪
দেবযান্যুবাচ।
ত্বরিতং ঘূর্ণিকে গচ্ছ সর্ব্বমাচক্ষ মে পিতুঃ।
নেদানীন্তু প্রবেক্ষ্যামি নগরং বৃষপর্ব্বণঃ॥ ২৫
শৌনক উবাচ।
সা তু বৈ ত্বরিতং গত্বা ঘূর্ণিকাসুরমন্দিরম্।
দৃষ্ট্বা কাব্যমুবাচেদং কম্পমানা বিচেতনা॥ ২৬
আচখ্যৌ চ মহাভাগা দেবযানী বনে হতা।
শর্ম্মিষ্ঠয়া মহাপ্রাজ্ঞ দুহিত্রা বৃষপর্ব্বণঃ॥ ২৭
শ্রুত্বা দুহিতরং কাব্যস্তদা শর্ম্মিষ্ঠয়া হতাম্।
ত্বরয়া নির্যযৌ দুঃখান্মার্গমাণঃ সুতাং বনে॥ ২৮
দৃষ্ট্বা দুহিতরং কাব্যো দেবযানীং তপোবনে।
বাহুভ্যাং সম্পরিষজ্য দুঃখিতো বাক্যমব্রবীৎ॥
আত্মদোষৈর্নিযচ্ছন্তি সর্ব্বে দুঃখ-সুখে জনাঃ।
মন্যে দুশ্চরিতং তস্মিংস্তস্যেয়ং নিষ্কৃতিঃ কৃতা॥
দেবযান্যুবাচ।
নিষ্কৃতির্বাস্তু বা মাস্তু শৃণুষ্বাবহিতো মম।
শর্ম্মিষ্ঠয়া যদুক্তাস্মি দুহিত্রা বৃষপর্ব্বণঃ॥ ৩১
সত্যং কিলৈতৎ সা প্রাহ দৈত্যানামস্মি গায়না
এবং হি মে কথয়তি শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী॥ ৩২
বচনং তীক্ষ্ণপরুষং ক্রোধরক্তেক্ষণা ভৃশম্
স্তুবতো দুহিতাসি ত্বং যাচতঃ প্রতিগৃহ্নতঃ॥ ৩৩
সুতাহং স্তূয়মানস্য দদতোঽপ্রতিগৃহ্নতঃ।

নিশ্চয়ই আমাকে চিনিতে পারেন নাই। হে রাজন্! এই আমার তাম্রবর্ণ নখাঙ্গুলি-শোভিত দক্ষিণ পাণি গ্রহণ করিয়া আপনি আমায় কূপ হইতে উত্তোলন করুন। আপনাকে আমি কুলীন শান্তচেতা বীর্য্যবান্ ও যশস্বী বলিয়াই বুঝিতে পারিতেছি। অতএব আমাকে কূপ হইতে উদ্ধার করা আপনার কর্ত্তব্য।৮-২১। শৌনক বলিলেন,—অনন্তর নহুষাত্মজ তাঁহাকে ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া জানিতে পারিয়া দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক সত্বর সেই গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করিলেন এবং তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। রাজা যযাতি প্রস্থান করিলে শর্ম্মিষ্ঠা কর্ত্তৃক তাদৃশরূপে নিন্দিতা দেবযানী নিতান্ত শোক-সন্তপ্তা হইয়া, সমাগতা ঘূর্ণিকাকে বলিলেন,—অয়ি ঘূর্ণিকে! তুমি শীঘ্র যাইয়া এই সকল বৃত্তান্ত আমার পিতার নিকট ব্যক্ত কর। আমি আর এখন বৃষপর্ব্বার নগরে প্রবেশ করিব না। শৌনক বলিলেন,—ঘূর্ণিকা ত্বরিত-গতিতে অসুরপুরে প্রবেশ করিয়া কব্যকে দর্শনপূর্ব্বক কম্পিত-কায়ে বিচেতনপ্রায় হইয়া বলিতে লাগিল, মহাপ্রাজ্ঞ! বৃষপর্ব্ব-দুহিতা বনমধ্যে দেবযানীকে আহত করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছে। কাব্য ঘূর্ণিকার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখে সত্বর তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বনমধ্যে তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে দর্শন পাইয়া তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করত দুঃখের সহিত বলিলেন,—লোক সকল নিজ গুণ-দোষেই সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়। আমি মনে করি, কোন দুষ্কৃতি ছিল, তাহারই ইহা নিষ্কৃতি হইল। দেবযানী বলিলেন,—নিষ্কৃতি হউক বা না হউক, বৃষপর্ব্ব-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা আমায় যাহা বলিয়াছে, তাহা আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন,—সে সত্য সত্যই বলিয়াছে যে, আমি দৈত্যগণের স্তুতিপাঠিকা। এইরূপে সে আমাকে আরও বলিয়াছে। সে অত্যন্ত ক্রোধরক্তেক্ষণা হইয়া তীক্ষ্ণ ও পরুষ বচনে আমায় তিরস্কার করিয়া বলিল যে, আমি স্তবকারী, প্রার্থনাকারী, ও প্রতি-

ইতি মামাহ শর্ম্মিষ্ঠা দুহিতা বৃষপর্ব্বণঃ।
ক্রোধসংরক্তনয়না দর্পপূর্ণাননা ততঃ॥ ৩৪
যদ্যহং স্তবতস্তাত দুহিতা প্রতিগৃহ্নতঃ।
প্রসাদয়িষ্যে শর্ম্মিষ্ঠামিত্যুক্তা হি সখী ময়া॥ ৩৫

শুক্র উবাচ।

স্তবতো দুহিতা ন ত্বং ভদ্রে ন প্রতিগৃহ্নতঃ।
অতস্ত্বং স্তূয়মানস্থ দুহিতা দেবযান্যসি॥ ৩৬
বৃষপর্ব্বৈব তদ্বেদ শক্রো রাজা চ নাহুষঃ।
অচিন্ত্যং ব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্বমৈশ্বরং হি বলং মম॥ ৩৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-চরিতে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শুক্র উবাচ।

যঃ পরেষাং নরো নিত্যমতিবাদাংস্তিতিক্ষতি।
দেবযানি বিজানীহি তেন সর্ব্বমিদং জিতম্॥১
যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং নিগৃহ্নাতি হয়ং যথা।
স যন্তেত্যুচ্যতে সদ্ভির্নয়ো রশ্মিষু লম্বতে।
যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধমক্রোধেন নিযচ্ছতি।
দেবযানি বিজানীহি তেন সর্ব্বমিদং জিতম্॥৩
যঃ সমুৎপতিতং কোপং ক্ষময়ৈব নিরস্যতি।
যথোরগস্ত্বচং জীর্ণাং স বৈ পুরুষ উচ্যতে॥ ৪
যস্তু ভাবয়তে ধর্ম্মং যোঽতিমাত্রং তিতিক্ষতি।
যশ্চ তপ্তো ন তপতি ভৃশং সোঽর্থস্য ভাজনম্
যো যজেদশ্বমেধেন মাসি মাসি শতং সমাঃ।
যস্তু কুপ্যেন্ন সর্ব্বস্য তয়োরক্রোধনো বরঃ॥ ৬
যে কুমারাঃ কুমার্য্যশ্চ বৈরং কুর্য্যুরচেতসঃ।
নৈতৎ প্রাজ্ঞস্তু কুর্ব্বীত বিদুস্তে ন বলাবলম্॥৭

দেবযান্যুবাচ।

বেদাহং তাত বালাপি কার্য্যাণান্তু গতাগতম্।

গ্রহকারীর কন্যা। আর সেই শর্ম্মিষ্ঠা নিজে স্তূয়মান, দাতা ও অপ্রতিগ্রাহীর কন্যা। বৃষপর্ব্ব-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা অতি গর্ব্বভরে আমায় এই সকল কথা কহিয়াছে। হে তাত! আমি যদি স্তবকারী এবং দান-গ্রহণকারীর কন্যা হই, তাহা হইলে তাহার আরাধনা করিব, এই কথা আমি সখীকে বলিয়াছি। শুক্র বলিলেন,—হে ভদ্রে দেবযানি! কদাচ তুমি স্তবকারী বা প্রতিগ্রহকারীর কন্যা নহ; তুমি স্তূয়মানেরই কন্যা। একথা বৃষপর্ব্ব, শক্র, ও রাজা নাহুষ অবগত আছেন। জানিও -অচিন্তনীয় দ্বন্দ্বরহিত ব্রহ্মই আমার পরম বল। ২২—৩৭।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

শুক্র বলিলেন,—হে দেবযানি! যে সর্ব্বদা পরের অপবাদ ক্ষমাকরে, সেই জয়ী হয় অর্থাৎ সকলেই তাহার উদারতায় বশীভূত হয়। যিনি ঘোটকবৎ সমুৎপতিত ক্রোধকে নিগৃহীত করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যন্তা, আর যিনি পারেন না, তিনি ঐ ক্রোধ-ঘোটকের রশ্মিতেই লম্বিত হইয়া থাকেন। যিনি উদ্ভূত ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা নিগৃহীত করিতে পারেন, হে দেব-যানি! তুমি জানিও—তিনি জগৎ জয় করিতে পারেন। সর্প যেমন স্বীয় জীর্ণ ত্বক্ অপসারিত করে, তদ্রূপ যে জন ক্রোধকে ক্ষমা দ্বারা নিরাস করিতে সক্ষম হন, তিনিই পুরুষপদবাচ্য। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ধর্ম্মচিন্তা করে, যে সর্ব্বদা ক্ষমাগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং যিনি তপ্ত হইয়াও তপ্ত হন না, তিনিই বটে প্রকৃত অর্থভাজন হন। কোন ব্যক্তি যদি শতবর্ষকাল যাবৎ মাসে মাসে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, আর কোন ব্যক্তি যদি কাহারও উপর ক্রুদ্ধ না হয়, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। কুমার এবং কুমারীরা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া কলহ করিয়া থাকে; কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কদাচ তাহা করেন না এবং তাঁহারা স্বীয় বলাবলের বিষয়ও খ্যাপন করেন না। দেবযানী বলি-

ক্রোধে চৈতাতিবাদে বা কার্য্যস্যাপি বলাবলে ।
শিষ্যস্যাশিষ্যবৃত্তং হি ন ক্ষন্তব্যং বুভূষুণা
অসৎসংকীর্ণবৃত্তেষু বাসো মম ন রোচতে ॥ ৯
পুংসো যে নাভিনন্দন্তি বৃত্তেনাভিজনেন চ ।
ন তেষু নিবসেৎ প্রাজ্ঞঃ শ্রেয়োঽর্থী পাপবুদ্ধিষু
যে নৈনমভিজানন্তি বৃত্তেনাভিজনেন চ ।
তেষু সাধুষু বস্তব্যং সবাসঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥ ১১
তন্মে মথ্নাতি হৃদয়মগ্নিকল্পমিবারণিম্ ।
বাগ্দুরুক্তং মহাঘোরং দুহিতুর্বৃষপর্ব্বণঃ ॥ ১২
নহ্যতো দুষ্করং মন্যে তাত লোকেষ্বপি ত্রিষু ।
যঃ সপত্নশ্রিয়ং দীপ্তাং হীনশ্রীঃ পর্য্যুপাসতে ॥১৩

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে যযাতিচরিতে-
হষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ

ততঃ কাব্যো ভৃগুশ্রেষ্ঠঃ সমন্যুরুপগম্য হ ।
বৃষপর্ব্বাণমাসীনমিত্যুবাচাবিচারয়ন্ ॥ ১
নাধর্ম্মশ্চরিতো রাজন্ সদ্যঃ ফলতি গৌরিব
শনৈরাবর্ত্তমানস্তু মূলান্যপি নিকৃন্ততি ॥ ২
যদি নাত্মনি পুত্রেষু ন চেৎ পশ্যতি নপ্তৃষু ।
পাপমাচরিতং কর্ম্ম ত্রিবর্গমতিবর্ত্ততে ॥ ৩
ফলত্যেবং ধ্রুবং পাপং গুরুভুক্তমিবোদরে
যদা ঘাতয়সে বিপ্রং কচমাঙ্গিরসং তদা ॥ ৪
অপাপশীলং ধর্ম্মজ্ঞং শুশ্রূষুং মদ্‌গৃহে রতম্ ।
বধাদনর্হতস্তস্য বধাচ্চ দুহিতুর্ম্মম ॥ ৫
বৃষপর্ব্বন্ নিবোধ ত্বং ত্যক্ষ্যামি ত্বাং সবান্ধবম্
স্থাতুং ত্বদ্বিষয়ে রাজন্ ন শক্নোমি ত্বয়া সহ ॥৬

লেন,—হে তাত! আমি বালিকা হইলেও কার্য্য সকলের গতি বুঝিতে পারি। ক্রোধ ও অতিবাদে কার্য্যের বলাবল লক্ষিত হয়। পরন্তু বুভূষু ব্যক্তি শিষ্যের অশিষ্য-বৃত্তিত্ব কখনই ক্ষমা করেন না। অসচ্চরিত্র ও সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তিদিগের নিকট বাস করা আমার অভিমত নহে। যে সকল পুরুষ কুল-শীল দ্বারা জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কুশলার্থী হইয়া তাদৃশ পাপাত্মাদিগের নিকট বাস করিবেন না। যাঁহারা লোকের কুলশীল মর্য্যাদা জানেন, তাদৃশ সাধু ব্যক্তিগণের মধ্যে বাস করিতে হয়, এবং সেই বাসই শ্রেষ্ঠ। অনল যেমন অরণিকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ বৃষপর্ব্ব দুহিতার মহাঘোর দুর্ব্বাক্য সকল আমার হৃদয় মথিত করিতেছে। হে তাত! নিজে হীনশ্রী হইয়া শত্রুর সৌভাগ্যশ্রীর যে উপাসনা করিতে হয়, ইহা অপেক্ষা ত্রিজগতে দুষ্কর আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। ১—১৩।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—অনন্তর ভৃগুশ্রেষ্ঠ কাব্য উপবিষ্ট বৃষপর্ব্ব-সমীপে উপস্থিত হইয়া রোষভরে বলিলেন,—রাজন্! অধর্ম্মাচরণ না করিলে ধর্ম্ম পৃথ্বীর ন্যায় সদ্যই ফল প্রদান করিয়া থাকেন। আর অধর্ম্মাচরণে মূল পর্য্যন্তও নষ্ট হইয়া থাকে। আত্মা, পুত্র, ও নপ্তা প্রভৃতির আচরিত পাপ কর্ম্ম যদি কেহ না দেখে, বা তাহার প্রতিকার না করে, তাহা হইলে ঐ উপেক্ষাকারী ব্যক্তিকে ত্রিবর্গ অতিক্রম করিয়া থাকে। গুরুপাক দ্রব্য ভুক্ত হইলে যেমন নিশ্চয়ই উদরপীড়া প্রদান করে, তেমনি পুত্রাদির আচরিত পাপ-কর্ম্মও কুফল প্রদান করিয়া থাকে। রাজন্! তুমি যখন মদীয় গৃহে স্থিত শুশ্রূষাকারী, অপাপশীল, ধার্ম্মিক, আঙ্গিরস দ্বিজ, বধের অযোগ্য কচের ও আমার দুহিতার অকারণ বধের চেষ্টা করিয়াছ, তখন আমি সবান্ধবে তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি আর তোমার নগরে তোমার সহিত বাস করিতে সাহসী হইতেছি না। অদ্য আমি জানি-

অদ্যৈবমভিজানামি দৈত্যং মিথ্যাপ্রলাপিনম্।
যতস্ত্বমাত্মনো দীর্ণাং দুহিতাং কিমুপেক্ষসে॥ ৭
বৃষপর্ব্বোবাচ।
নাবদ্ধং ন মৃষাবাদং ত্বয়ি জানামি ভার্গব।
ত্বয়ি সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ তৎ প্রসীদতু মাং ভবান্॥
অদ্যাস্মানপহায় ত্বমিতো যাস্যসি ভার্গব।
সমুদ্রং সম্প্রবেক্ষ্যামি নান্যদস্তি পরায়ণম্॥৯
শুক্র উবাচ।
সমুদ্রং প্রবিশধ্বং বা দিশো বা ব্রজতাসুরাঃ।
দুহিতুর্নাপ্রিয়ং সোঢ়ুং শক্তোঽহং দয়িতা হি মে
প্রসাদ্যতাং দেবযানী জীবিতং যত্র মে স্থিতম্
যোগক্ষেমকরস্তেঽহমিন্দ্রস্যেব বৃহস্পতিঃ॥ ১১
বৃষপর্ব্বোবাচ।
যৎকিঞ্চিদসুরেন্দ্রাণাং বিদ্যতে বসু ভার্গব।
ভুবি হস্তিরথাশ্বং বা তস্য ত্বং মম চেশ্বরঃ॥ ১২

শুক্র উবাচ।
যৎকিঞ্চিদস্তি দ্রবিণং দৈত্যেন্দ্রাণাং মহাসুর।
তস্যেশ্বরোঽস্মি যদ্যেতদ্দেবযানী প্রসাদ্যতাম্
শৌনক উবাচ।
ততস্তু ত্বরিতঃ শুক্রস্তেন রাজ্ঞা সমং যযৌ।
উবাচ চৈনাং সুভগে প্রতিপন্নং বচস্তব॥ ১৪
দেবযান্যুবাচ।
যদি ত্বমীশ্বরস্তাত রাজ্ঞো বিত্তস্য ভার্গব।
নাভিজানামি তত্তেঽহং রাজা বদতু মাং স্বয়ম্॥
বৃষপর্ব্বোবাচ।
যং কামমভিজানাসি দেবযানি শুচিস্মিতে।
তত্তেঽহং সম্প্রদাস্যামি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্
দেবযান্যুবাচ।
দাসীং কন্যাসহস্রেণ শর্ম্মিষ্ঠামভিকাময়ে।
অনুযাস্যতি মাং তত্র যত্র দাস্যতি মে পিতা॥

লাম যে, দৈত্যগণ মিথ্যাবাদী। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, তুমি আপনার উদ্ধতস্বভাব কন্যাকে উপেক্ষা করিতেছ কেন? ১—৭। বৃষপর্ব্বা বলিলেন,—হে ভার্গব! আমি আপনার সম্বন্ধে নিন্দাবাদ বা মৃষাবাদের অবগত নাহি। আপনাতে আমার সত্য ও ধর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে ভার্গব! আপনি যদি অদ্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করেন, তাহা হইলে আমিও সমুদ্র প্রবেশ করিব; তদ্ব্যতীত আমার আর উপযুক্ত স্থান নাই শুক্র বলিলেন,—হে অসুরশ্রেষ্ঠ! তুমি সমুদ্র প্রবেশই কর; আর প্রব্রজ্যাই অবলম্বন কর, দুহিতার অপমান আমার সহ্য হইবে না; সে আমার অত্যন্ত প্রিয়। তুমি দেবযানীকে প্রসন্ন কর, তাহাতেই আমার জীবন নিহিত। ইন্দ্রের বৃহস্পতির ন্যায় আমিও তোমার নিত্য যোগ-ক্ষেম-বিধায়ক। বৃষপর্ব্বা বলিলেন,—হে ভার্গব! এই পৃথিবীতে অসুরেন্দ্রদিগের যাহা কিছু ধন সম্পত্তি বা হস্তী অশ্ব-রথ প্রভৃতি আছে, আপনি আমার ও তৎসমুদয়েরই ঈশ্বর। শুক্র বলিলেন,—হে মহাসুর! আমি যদি দৈত্যদিগের যাবতীয় ধনরত্নের অধীশ্বরই হই, তাহা হইলে আমি বলি,—তুমি এখন দেবযানীকে প্রসন্ন কর। শৌনক বলিলেন,—অনন্তর শুক্র দৈত্যরাজের সহিত তনয়া-সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—সুভগে! তোমার বাক্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। দেবযানী বলিলেন,—হে তাত! আপনি অসুরদিগের যাবতীয় ধনরত্নের অধীশ্বর—একথা আমি আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি না। একথা রাজা আমাকে স্বয়ং বলুন। বৃষপর্ব্বা বলিলেন,—হে শুচি-স্মিতে! দেবযানি! তুমি যে কোন অভিলষিত সামগ্রী পাইবার ইচ্ছা কর, তাহা দুর্লভ হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব। দেবযানী বলিলেন,—আমি সহস্র কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠাকে আমার দাসীরূপে প্রার্থনা করি। আমার পিতা যেখানে আমাকে সম্প্রদান করিবেন, শর্ম্মিষ্ঠাকেও দাসীভাবে আমার সহিত সেই স্থানে যাইতে হইবে।৮—

বৃষপর্ব্বোবাচ।
উত্তিষ্ঠ ধাত্রি গচ্ছ ত্বং শর্ম্মিষ্ঠাং শীঘ্রমানয়।
যঞ্চ কাময়তে কামং দেবযানী করোতু তম্॥১৮
শৌনক উবাচ।
ততো ধাত্রী তত্র গত্বা শর্ম্মিষ্ঠামিদমব্রবীৎ।
উত্তিষ্ঠ ভদ্রে শর্ম্মিষ্ঠে জ্ঞাতীনাং সুখমাবহ॥১৯
ত্যজতি ব্রাহ্মণঃ শিষ্যান্ দেবযান্যা প্রচোদিতঃ
যং সা কাময়তে কামং স কার্য্যোঽত্র ত্বয়ানঘে
দাসীত্বমভিজাতাসি দেবযান্যাঃ সুশোভনে॥২০
শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।
যঞ্চ কাময়তে কামং করবাণ্যহমদ্য তম্।
মা গাম্মন্যুবশং শুক্রো দেবযানী চ মৎকৃতে॥
শৌনক উবাচ।
ততঃ কন্যাসহস্রেণ বৃতা শিবিকয়া তদা।
পিতুর্নির্দেশাৎ ত্বরিতা নিশ্চক্রাম পুরোত্তমাৎ॥
শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।
অহং কন্যাসহস্রেণ দাসী তে পরিচারিকা।
অনু ত্বাং তত্র যাস্যামি যত্র দাস্যতি তে পিতা
দেবযান্যুবাচ।
স্তবতো দুহিতা চাহং যাচতঃ প্রতিগৃহ্নতঃ।
স্তূয়মানস্য দুহিতা কথং দাসী ভবিষ্যসি॥ ২৪
শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।
যেন কেনচিদার্ত্তানাং জ্ঞাতীনাং সুখমাবহেৎ।
অনুযাস্যাম্যহং তত্র যত্র দাস্যতি তে পিতা॥২৫
শৌনক উবাচ।
প্রতিশ্রুতে দাসভাবে দুহিত্রা বৃষপর্ব্বণঃ।
দেবযানী নৃপশ্রেষ্ঠ পিতরং বাক্যমব্রবীৎ॥ ২৬
দেবযান্যুবাচ।
প্রবিশামি পুরং তাত তুষ্টাস্মি দ্বিজসত্তম।
অমোঘং তব বিজ্ঞানমস্তি বিদ্যাবলঞ্চ তে॥ ২৭
শৌনক উবাচ।
এবমুক্তো দ্বিজশ্রেষ্ঠো দুহিত্রা সুমহাযশাঃ।

১৭। বৃষপর্ব্বা বলিলেন,—হে ধাত্রি! তুমি উঠ, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে এখানে আনয়ন কর। দেবযানীর যাহা অভিপ্রেত হয়, সে এখানে আসিয়া তাহাই করুক। শৌনক বলিলেন,—অনন্তর ধাত্রী গিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে এই কথা বলিল,—হে ভদ্রে! শর্ম্মিষ্ঠে! গাত্রোত্থান কর, অসুরদিগের মঙ্গলবিধান কর, দেবযানীর প্ররোচনায় মহাভাগ শুক্রাচার্য্য সমস্ত অসুরশিষ্য পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হে অনঘে! দেবযানী যাহা আদেশ করিবেন, তৎসমস্তই তোমাকে দাসীভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। হে সুশোভনে! তুমি এখন হইতে দেবযানীর দাসীরূপে পরিণত হইলে। শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন,—দেবযানী যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব। মহাভাগ শুক্রাচার্য্য ও দেবযানী যেন আমার জন্য কষ্ট হয়েন না। শৌনক বলিলেন,—অনন্তর শর্ম্মিষ্ঠা পিতৃ-আদেশে সহস্র কন্যা-পরিবৃত হইয়া ত্বরায় শিবিকারোহণে রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন,—আমি সহস্র কন্যার সহিত তোমার পরিচারিকা দাসী হইলাম এবং তোমার পিতা তোমায় যেখানে সম্প্রদান করিবেন, আমি সে স্থানেও গমন করিব। দেবযানী বলিলেন,—আমি স্তবকারী, প্রার্থনাকারী ও ভিক্ষাকারীর কন্যা। আর তুমি স্তূয়মানের কন্যা। তুমি আমার দাসী হইবে কিরূপে? শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন,—যে কোন প্রকারেই হউক, আর্ত্ত জ্ঞাতিগণের সুখবিধান করা কর্ত্তব্য; এজন্য আমি তোমার পিতা যেখানে তোমায় দান করিবেন, সেইখানেই তোমার অনুগমন করিব। শৌনক বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! বৃষপর্ব্ব দুহিতা দাসীভাব অঙ্গীকার করিলে দেবযানী পিতাকে বলিলেন,—হে তাত! আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতঃপর আমি পুরে প্রবেশ করিতেছি। দেখিলাম, আপনার বিজ্ঞান ও বিদ্যাবল উভয়ই অমোঘ। শৌনক বলিলেন,—অনন্তর সর্ব্ব দানবপূজিত, মহাযশা,

প্রাবিবেশ পুরং হৃষ্টঃ পূজিতঃ সর্ব্বদানবৈঃ ॥২৮
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-
চরিতে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

অথ দীর্ঘেণ কালেন দেবযানী নৃপোত্তম।
বনং তদেব নির্যাতা ক্রীড়ার্থং বরবর্ণিনী ॥ ১
তেন দাসীসহস্রেণ সার্দ্ধং শর্ম্মিষ্ঠয়া তদা।
তমেব দেশং সম্প্রাপ্তা যথাকামং চচার সা॥ ২
তাভিঃ সখীভিঃ সহিতাঃ সর্ব্বাভির্ম্মুদিতা ভৃশম্।
ক্রীড়ন্ত্যোঽভিরতাঃ সর্ব্বাঃ পিবন্ত্যো মধু মাধবম্
খাদন্ত্যো বিবিধান্ ভক্ষ্যান্ ফলানি বিবিধানি চ
পুনশ্চ নাহুষো রাজা মৃগলিপ্সুর্যদৃচ্ছয়া ॥ ৪
তমেব দেশং সম্প্রাপ্তো জললিপ্সুঃ প্রতর্ষিতঃ
দদর্শ দেবযানীঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠাং তাশ্চ যোষিতঃ ॥ ৫
পিবন্ত্যো ললনাস্তাশ্চ দিব্যাভরণভূষিতাঃ।
উপবিষ্টাশ্চ দদৃশে দেবযানীং শুচিস্মিতাম্ ॥ ৬
রূপেণাপ্রতিমাং তাসাং স্ত্রীণাং মধ্যে বরাঙ্গনাম্
শর্ম্মিষ্ঠয়া সেব্যমানাং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥ ৭

যযাতিরুবাচ।

দ্বাভ্যাং কন্যাসহস্রাভ্যাং দ্বে কন্যে পরিবারিতে
গোত্রে চ নামনী চৈব দ্বয়োঃ পৃচ্ছাম্যহং শুভম্

দেবযান্যুবাচ।

আখ্যাস্যাম্যহমাদৎস্ব বচনং মে নরাধিপ।
শুক্রো নামাসুরগুরুঃ সুতাং জানীহি তস্য মাম্
ইয়ঞ্চ মে সখী দাসী যত্রাহং তত্র গামিনী।
দুহিতা দানবেন্দ্রস্য শর্ম্মিষ্ঠা বৃষপর্ব্বণঃ ॥ ১

যযাতিরুবাচ।

কথন্তু তে সখী দাসী কন্যেয়ং বরবর্ণিনী।
অসুরেন্দ্রসুতা সুভ্রু পরং কৌতুহলং হি মে ॥১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভার্গব, দুহিতা কর্ত্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুর প্রবেশ করিলেন।১৮—২৮।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯

ত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—হে নৃপসত্তম! অনন্তর দীর্ঘকাল পরে বরবর্ণিনী দেবযানী দাসী-সহস্র-সমন্বিতা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত ক্রীড়ানিমিত্ত সেই বনমধ্যে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি সখীগণ-সমভিব্যাহারে অতীব মুদান্বিত হইয়া যথেচ্ছ বিহার করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহারা সকলে মাধব মধু, বিবিধ ভক্ষ্য, ও নানাজাতীয় বন্য ফল সকল ভোজন করিয়া অত্যন্ত ক্রীড়াসক্ত হইলেন। রাজা যযাতি পুনরায় মৃগয়া প্রসঙ্গে ঐ বনমধ্যে মৃগলিপ্সায় বহু বিচরণ-পূর্ব্বক নিতান্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং জলপানান্তে তৃপ্ত হইয়া দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠা ও তৎসহচারিণী দিব্যাভরণ-ভূষিতা ঐ ললনাদিগকে পানাসক্ত ও সকলকেই উপবিষ্টা দেখিলেন। তিনি আরও দেখিলেন যে, নিখিল কামিনীগণের মধ্যে বরাঙ্গনা অপ্রতিমরূপা শুচিস্মিতা দেবযানী উপবিষ্টা রহিয়াছেন আর শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহার পাদ-সম্বাহনাদি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন। যযাতি বলিলেন,—এই দুই কামিনী প্রায় দুই সহস্র ললনায় পরিবৃত রহিয়াছে। ইহারা কে? ইহাদের নাম ও গোত্র কি? আমি তাহা জিজ্ঞাসা করি। এই বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলে দেবযানী বলিলেন,—হে নরাধিপ! আমি আমাদের নাম-গোত্র প্রকাশ করিতেছি। আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন। আমাকে অসুরগুরু ভগবান্ শুক্রাচার্য্যের কন্যা বলিয়া জানিবেন। আর ইনি আমার সখী এবং দাসী; আমি যেখানে যাইব, ইহাকেও সেই স্থানে যাইতে হইবে। ইনি দানবেন্দ্র বৃষপর্ব্বের দুহিতা; নাম—শর্ম্মিষ্ঠা।১—১০। যযাতি বলিলেন,—হে সুভ্রু! এই অসুরেন্দ্র-সুতা বরবর্ণিনী তোমার

দেবযান্যুবাচ

সর্ব্বমেব নরব্যাঘ্র বিধানমনুবর্ত্ততে।
বিধিনা বিহিতং জ্ঞাত্বা মা বিচিত্রাঃ মনঃ কৃথাঃ ॥
রাজবদ্রূপবেশৌ তে ব্রাহ্মীং বাচং বিভর্ষি চ
কিংনামা ত্বং কুতশ্চাসি কস্য পুত্রশ্চ শংস মে॥

যযাতিরুবাচ।

ব্রহ্মচর্য্যেণ বেদো মে কৃৎস্নঃ শ্রুতিপথং গতঃ।
রাজাহং রাজপুত্রশ্চ যযাতিরিতি বিশ্রুতঃ॥১৪

দেবযান্যুবাচ।

কেন চার্থেন নৃপতে হেনং দেশং সমাগতঃ।
জিঘৃক্ষুর্বারি যৎকিঞ্চিদথবা মৃগলিপ্সয়া॥ ১৫

যযাতিরুবাচ।

মৃগলিপ্সুরহং ভদ্রে পানীয়ার্থমিহাগতঃ।
বহুধাপ্যনুযুক্তোহস্মি ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১৬

দেবযান্যুবাচ।

দ্বাভ্যাং কন্যাসহস্রাভ্যাং দাস্যা শর্ম্মিষ্ঠয়া সহ।
ত্বদধীনাস্মি ভদ্রং তে সখে ভর্ত্তা চ মে ভব॥

যযাতিরুবাচ।

বিদ্ধ্যৌশনসি ভদ্রং তে ন ত্বদর্হোহস্মি ভামি[নি]
অবিবাহ্যাঃ স্ম রাজানো দেবযানি পিতুস্তব॥

দেবযান্যুবাচ।

সংসৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষত্রং ক্ষত্রং ব্রহ্মণি সংশ্রিতম্।
ঋষিশ্চ ঋষিপুত্রশ্চ নাহুষাদ্য ভজস্ব মাম্॥ ১৯

যযাতিরুবাচ।

একদেহোদ্ভবা বর্ণাশ্চত্বারোহপি বরাননে।
পৃথগ্ধর্ম্মাঃ পৃথক্শৌচাস্তেষাং বৈ ব্রাহ্মণো বর[ঃ]

দেবযান্যুবাচ।

পাণিগ্রহো নাহুষায়ং ন পুম্ভিঃ সেবিতঃ পুরা।
ত্বমেনমগ্রহীদগ্রে বৃণোমি ত্বামহং ততঃ॥ ২১
কথন্তু মে মনস্বিন্যাঃ পাণিমন্যঃ পুমান্ স্পৃশেৎ

সখী হইয়াও দাসী হইলেন কিজন্য? ইহা জানাইয়া আমার কৌতুহল নিবারণ কর। দেবযানী বলিলেন,—হে নরব্যাঘ্র! সকল ঘটনাই বিধির বিধানের অনুসরণ করে। সুতরাং বিধিই ইহার বিধাতা; ইহা জানিয়া আশ্চর্য্য কিছুই মনে করিবেন না। হে পান্থ! আপনার রূপ এবং বেশ রাজার ন্যায় অথচ আপনি ব্রাহ্মী বাণী প্রয়োগ করিতেছেন। যাহা হউক, আপনি কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন? এবং আপনার নাম—কি? আপনি কাহার পুত্র? এ সকল আমায় বলুন। যযাতি বলিলেন,—হে সুন্দরি! ব্রহ্মচর্য্য-বলে সকল বেদই আমার শ্রুতিপথারূঢ়; আমি রাজা, রাজপুত্র; যযাতি নামে প্রসিদ্ধ। দেবযানী বলিলেন,—হে নৃপতে! বারি-লিপ্সা অথবা মৃগলিপ্সা কি উদ্দেশে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন? যযাতি বলিলেন,—হে ভদ্রে! আমি মৃগলিপ্সু বটে, কিন্তু সম্প্রতি এখানে পানীয় পান-লালসায় আসি-য়াছি। আমি বহুধা জিজ্ঞাসিত হইলাম। অতঃপর গমনে অনুমতি প্রদান করুন।

দেবযানী বলিলেন,—দ্বিসহস্র কন্যা সহ[চা]রিণী এই শর্ম্মিষ্ঠার সহিত আমি আপনার বশীভূতা হইলাম। আপনি আমার ভর্ত্তা হউন। যযাতি বলিলেন,—হে শুক্রনন্দিনি, ভামিনি! আপনি বিচার করিয়া দেখুন, আমি আপনার এ প্রস্তাবের যোগ্য নহি। কেমনা, রাজন্যগণ আপনার পিতৃবংশের অবিবাহ্য। দেবযানী বলিলেন,—ক্ষত্রিয় ব্রাহ্ম[ণ] কর্ত্তৃক সংসৃষ্ট ও ব্রাহ্মণেও ক্ষত্র-সংশ্রিত। হে নহুষনন্দন! আপনি ঋষি এবং ঋষিপুত্র; আপনি আমাকে ভজনা করুন। যযাতি বলিলেন,—অয়ি বরাননে! চতুর্ব্বর্ণই এক দেহ হইতে সমুৎপন্ন; কিন্তু তাহাদিগের শৌচ ও ধর্ম্ম পরস্পর পৃথক্; পরন্তু বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ ১১—২০। দেবযানী বলিলেন,—হে নহুষনন্দন! পূর্ব্বে আমার পাণিগ্রহণ অন্য কোন পুরুষেই করে নাই। আপনিই অগ্রে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব আমি আপনাকেই বরণ করিতেছি। আমি মনস্বিনী; কি করিয়া অপর পুরুষ আমার

গৃহীতমৃষিপুত্রেণ স্বয়ং বাপ্যৃষিণা ত্বয়া ॥ ২২
যযাতিরুবাচ।
ক্রুদ্ধাদাশীবিষাৎ সর্পাজ্জ্বলনাৎ সর্ব্বতোমুখাৎ।
দুরাধর্ষতরো বিপ্রঃ পুরুষেণ বিজানতা ॥ ২৩
দেবযান্যুবাচ।
কথমাশীবিষাৎ সর্পাজ্জ্বলনাৎ সর্ব্বতোমুখাৎ।
দুরাধর্ষতরো বিপ্র ইত্যাথ পুরুষর্ষভ ॥ ২৪
যযাতিরুবাচ
দশেদাশীবিষস্ত্বেকং শস্ত্রেণৈকশ্চ বধ্যতে।
হন্তি বিপ্রঃ সরাষ্ট্রাণি পুরাণ্যাপি হি কোপিতঃ ॥
দুরাধর্ষতরো বিপ্রস্তস্মাদ্ভীরু মতো মম
অতো দত্তাঞ্চ পিত্রা ত্বাং ভদ্রে ন বিবহাম্যহম্
দেবযান্যুবাচ।
দত্তাং বহস্ব পিত্রা মাং ত্বং হি রাজন্ বৃতো ময়া
অযাচতো ভয়ং নাস্তি দত্তাঞ্চ প্রতিগৃহ্নতঃ ॥২৭

শৌনক উবাচ।
ত্বরিতং দেবযান্যাথ প্রেষিতা পিতুরাত্মনঃ।
সর্ব্বং নিবেদয়ামাস ধাত্রী তস্মৈ যথাতথম্ ॥২৮
শ্রুত্বৈব চ স রাজানং দর্শয়ামাস ভার্গবঃ।
দৃষ্ট্বৈবমাগতং বিপ্রং যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ ॥২৯
ববন্দে ব্রাহ্মণং কাব্যং প্রাঞ্জলিঃ প্রণতঃ স্থিতঃ
তঞ্চাপ্যভ্যবদৎ কাব্যঃ সাম্না পরমবল্গুনা ॥৩০
দেবযান্যুবাচ।
রাজায়ং নাহুষস্তাত দুর্গমে পাণিমগ্রহীৎ।
নমস্তে দেহি মামস্মৈ লোকে নান্যং পতিং বৃণে
শুক্র উবাচ।
বৃতোঽনয়া পতিবীর সুতয়া ত্বং মমেষ্টয়া।
গৃহাণেমাং ময়া দত্তাং মহিষীং নহুষাত্মজ ॥ ৩২
যযাতিরুবাচ।
অধর্ম্মো মাং স্পৃশেদেবং পাপমস্যাশ্চ ভার্গব।
বর্ণসঙ্করতো ব্রহ্মন্নিতি ত্বাং প্রবৃণোম্যহম্ ॥ ৩৩

পাণি স্পর্শ করিবে? আপনি ঋষিপুত্র এবং স্বয়ং ঋষি; সেইজন্যই আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যযাতি বলিলেন,—ক্রুদ্ধ আশীবিষ সর্প ও সর্ব্বতোমুখ বহ্নি হইতেও বিপ্র দুরাধর্ষতর; ইহা জানিয়া ক্ষত্রিয় পুরুষ কিরূপে এতাদৃশ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে? দেবযানী বলিলেন,—হে পুরুষর্ষভ! আপনি বলিলেন, আশীবিষ সর্প ও সর্ব্বতোমুখ বহ্নি হইতেও বিপ্র দুরাধর্ষতর, এ কিরূপ কথা? যযাতি বলিলেন,—দেখ, আশীবিষ একজনকে দংশন করে, শস্ত্র দ্বারা একজনই নিহত হয়; কিন্তু বিপ্র ক্রুদ্ধ হইলে রাষ্ট্র ও পুর সকলই একেবারে সমূলে বিনাশ করেন। হে ভীরু! এইজন্যই আমি বিপ্রকে দুরাধর্ষতর বলিয়া জানি। অতএব হে ভদ্রে! তোমার পিতা তোমাকে আমায় প্রদান করিলেও আমি বিবাহ করিব না। দেবযানী বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি পিতৃদত্তা আমাকে গ্রহণ করুন; যেহেতু আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বরণ করিয়াছি। অযাচকভাবে পিতৃদত্তা কন্যাকে গ্রহণ করিলে, আপনার কোনই ভয় নাই। শৌনক বলিলেন,—অতঃপর দেবযানী ধাত্রীকে ত্বরিতগমনে পিতৃসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। ধাত্রী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাযথ সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। শ্রবণমাত্রে তিনি রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। পৃথিবীপতি যযাতিও সাক্ষাৎমাত্রে তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর কাব্য তাঁহাকে পরম মনোহর সাম-বাক্যে আপ্যায়িত করিলেন। ২১—৩১। দেবযানী বলিলেন,—হে তাত! এই নহুষ-নন্দন কূপ-পতনাবস্থায় আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। আপনাকে নমস্কার করি, আপনি আমাকে ইহাঁর হস্তেই সমর্পণ করুন। আমি আর কাহাকেও সংসারে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করি না। শুক্র বলিলেন,—হে বীর! আমার এই প্রিয় কন্যা যখন তোমায় পতিত্বে বরণ করিয়াছে, তখন তুমি ইহাকে মহিষীরূপে গ্রহণ কর; আমি তোমায় সম্প্রদান করিলাম। যযাতি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ইহাঁর পাণিগ্রহণ

শুক্র উবাচ

অধর্ম্মাৎ ত্বাং বিমুঞ্চামি বরং বরয় চেপ্সিতম্।
অস্মিন্ বিবাহে ত্বং শ্লাঘ্যো রহো পাপং
নুদামি তে ॥ ৩৪
বহস্ব ভার্য্যাং ধর্ম্মেণ দেবযানীং শুচিস্মিতাম্।
অনয়া সহ সম্প্রীতিমতুলাং স মবাপ্নুহি ॥ ৩৫
ইয়ঞ্চাপি কুমারী তে শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।
সম্পূজ্যা সততং রাজন্ ন চৈনাং শয়নে হ্বয় ॥

শৌনক উবাচ।

এবমুক্তো যযাতিস্তু শুক্রং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
জগাম স্বপুরং হৃষ্টঃ সোঽনুজ্ঞাতো মহাত্মনা ॥৩৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে
যযাতিচরিতে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

করায় বর্ণসঙ্কর জন্য পাপ যেন আমায় স্পর্শ না করে; আমি আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি। শুক্রাচার্য্য বলিলেন—অধর্ম্ম হইতে তোমাকে বিমুক্ত করিতেছি, তুমি ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর। এই বিবাহে তুমি শ্লাঘ্য হইবে এবং তোমার পাপাপনোদন হইবে। এই সুচিস্মিতা দেবযানিকে তুমি ধর্ম্মানুসারে বিবাহ কর এবং ইহার সহিত অতুল প্রীতি অনুভব কর। আর এই যে বৃষপর্ব্বদুহিতা কুমারী শর্ম্মিষ্ঠা, ইহাকে সর্ব্বদা সম্মান করিবে। কিন্তু শয়নে ইহাকে কদাচ আহ্বান করিও না। শৌনক বলিলেন,—যযাতি মহাত্মা শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত হৃষ্টান্তঃকরণে স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। ৩২—৩৭।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ।

যযাতিঃ স্বপুরং প্রাপ্য মহেন্দ্রপুরসন্নিভম্।
প্রবিশ্যান্তঃপুরং তত্র দেবযানীং ন্যবেশয়ৎ ॥ ১
দেবযান্যাশ্চানুমতে সুতাং তাং বৃষপর্ব্বণঃ।
অশোকবনিকাভ্যাসে গৃহং কৃত্বা ন্যবেশয়ৎ ॥২
বৃতাং দাসীসহস্রেণ শর্ম্মিষ্ঠামাসুরায়ণীম্।
বাসোভিরন্নপানৈশ্চ সংবিভজ্য সুসংবৃতাম্ ॥৩
দেবযান্যা তু সহিতঃ স নৃপো নহুষাত্মজঃ।
বিজহার বহূনব্দান্ দেববন্মুদিতো ভৃশম্ ॥ ৪
ঋতুকালে তু সম্প্রাপ্তে দেবযানী বরাঙ্গনা।
লেভে গর্ভং প্রথমতঃ কুমারশ্চ ব্যজায়ত ॥ ৫
গতে বর্ষসহস্রে তু শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।
দদর্শ যৌবনং প্রাপ্তা ঋতুং সা কমলেক্ষণা ॥ ৬
চিন্তয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞা ঋতুপ্রাপ্তৌ চ ভামিনী।
ঋতুকালশ্চ সম্প্রাপ্তো ন কশ্চিন্মে পতির্বৃতঃ ॥ ৭

একত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—অনন্তর যযাতি মহেন্দ্রপুর-সন্নিভ স্বপুরে প্রবেশ করিয়া দেবযানীকে অন্তঃপুরে স্থাপন করিলেন এবং দেবযানীর অনুমতিক্রমে সহস্রদাসী-পরিবৃতা সেই বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে এক অশোকবনিকার মধ্যে সুন্দর বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থান ও অন্ন-পানীয় নির্দ্দেশ করত তন্মধ্যে রক্ষা করিলেন। অনন্তর নহুষনন্দন বহুকাল যাবৎ দেবযানী-সমভিব্যাহারে বিহার করিয়া অত্যন্ত মুদান্বিত হইলেন। অনন্তর ঋতুকাল সমুপস্থিত হইলে দেবযানী গর্ভ ধারণপূর্ব্বক প্রথমে এক কুমার প্রসব করিলেন। পরে সহস্র বর্ষ অতীত হইলে পর কমলেক্ষণা শর্ম্মিষ্ঠা যৌবন-প্রাপ্তা ও ঋতুমতী হইলেন। সেই ধর্ম্মজ্ঞা রাজবালা ঋতুমতী হইয়া চিন্তা করিলেন,—আমার ঋতুকাল উপস্থিত, অদ্যাপি আমি কাহাকেও পতিরূপে প্রাপ্ত হইলাম না! কোথায়ই বা পাইব? এক্ষণে

কিং প্রাপ্তং কিঞ্চ কর্ত্তব্যং কথং কৃত্বা সুখংভবেৎ
দেবযানী প্রসূতাসৌ বৃথাহং প্রাপ্তযৌবনা ॥ ৮
যথা তথা বৃতো ভর্ত্তা তথৈবাহং বৃণোমি তম্।
রাজ্ঞা পুত্রফলং দেয়মিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
অপীদানীং স ধর্ম্মাত্মা রহো মে দর্শনং ব্রজেৎ

শৌনক উবাচ।

অথ নিষ্ক্রম্য রাজাসৌ তস্মিন্ কালে যদৃচ্ছয়া
অশোকবনিকাভ্যাসে শর্ম্মিষ্ঠাং প্রাপ্য বিস্মিতঃ
তমেকং রহসি দৃষ্ট্বা শর্ম্মিষ্ঠা চারুহাসিনী।
প্রত্যুদ্গম্যাঞ্জলিং কৃত্বা রাজানং বাক্যমব্রবীৎ ॥

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।

সোমশ্চেন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ যমশ্চ বরুণশ্চ বা।
তব বা নাহুষ গৃহে কঃ স্ত্রিয়ং দ্রষ্টুমর্হতি ॥ ১২
রূপাভিজনশীলৈর্হি ত্বং রাজন্ বেত্থ মাং সদা।
সা ত্বাং যাচে প্রসাদ্যেহ রন্তুমেহি নরাধিপ ॥১২

যযাতিরুবাচ।

বেদ্মি ত্বাং শীলসম্পন্নাং দৈত্যকন্যামনিন্দিতাম্
রূপন্তু তে ন পশ্যামি সূচ্যগ্রমপি নিন্দিতম্ ॥১৪
মামব্রবীৎ তদা শুক্রো দেবযানীং যদাবহম্।
নেয়মাহ্বয়িতব্যা তে শয়নে বার্ষপর্ব্বণী ॥ ১৫

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।

ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি
ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥ ১৬
পৃষ্টাস্তু সাক্ষ্যে প্রবদন্তি চান্যথা
ভবন্তি মিথ্যাবচনা নরেন্দ্র তে।
একার্থতায়ান্তু সমাহিতায়াং
মিথ্যা বদন্তং হ্যনৃতং হিনস্তি ॥ ১৭

যযাতিরুবাচ।

রাজা প্রমাণং ভূতানাং স বিনশ্যেন্মৃষা বদন্।

আমার কর্ত্তব্য কি এবং কি প্রকারেই বা আমার সুখ-সম্ভোগ সঙ্ঘটিত হইবে? দেবযানী সন্তান প্রসব করিল! আর আমি বৃথাই যৌবন প্রাপ্ত হইলাম। দেবযানী যেমন রাজাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, আমিও তেমনি তাঁহাকেই বরণ করিব। রাজাই আমাকে পুত্রফল প্রদান করিবেন। ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা; কিন্তু সেই ধর্ম্মাত্মা কি নির্জ্জনে আমার দর্শন-পথে পতিত হইবেন? শৌনক বলিলেন,—রাজা সেই সময় যদৃচ্ছাক্রমে সেই অশোক-বনিকাসমীপে শর্ম্মিষ্ঠাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ১—১১। তখন চারুহাসিনী শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহাকে নির্জ্জনে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্‌গমন করত কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজন্! ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ও যম ইহাঁরা কেহই আপনার ভবনস্থিত যোষিৎ-গণকে দেখিতে পান না। সৌন্দর্য্যে ও কুল-শীলে মাত্র আপনারই আমি পরিচিত। আমি সানুনয় প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া আপনি আমায় রতি প্রদান করুন। যযাতি বলিলেন,—হে দৈত্যনন্দিনি! তুমি যে শীল-সম্পন্না, অনিন্দিতাঙ্গীএবং সূচ্যগ্র-পরিমিত রূপও যে তোমার নিন্দনীয় নহে, তাহা আমি জানি এবং দেখিতেছি। কিন্তু দেবযানীর সম্প্রদানকালে মহাভাগ শুক্রাচার্য্য আমায় বলিয়াছিলেন যে, তুমি এই শর্ম্মিষ্ঠাকে কদাচ স্বীয় শয্যায় আহ্বান করিও না। অতএব কিরূপে আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করি? ইহাতে আমায় অনৃতভাষী হইতে হইবে। শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন,—হে রাজন্! এ বিষয়ে মিথ্যা ব্যবহার করিলেও দোষাবহ হয় না। পণ্ডিতগণ বলেন,—নর্ম্মভাষণে, স্ত্রীবিষয়ে, বিবাহকালে, প্রাণাত্যয়ে ও সর্ব্বস্বান্ত সময়ে অনৃত ব্যবহার পাপজনক নহে। তবে যাহারা সাক্ষ্যদানে প্রবৃত্ত হইয়া মিথ্যা কথা বলে, তাহারাই মিথ্যাবাদী বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। কাহারও অনিষ্ট না হইয়া যদি একের মহৎ প্রয়োজন সাধিত হয়, তবে এরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা বলায় কোন দোষ নাই। যযাতি বলিলেন,—রাজাই যখন ভূত সকলের প্রমাণস্বরূপ, তখন তিনি যদি মিথ্যা ব্যবহার করেন বা বলেন, তাহা হইলে

অর্থকৃচ্ছ্রমপি প্রাপ্য ন মিথ্যা কর্ত্তুমুৎসহে ॥ ১৮

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।

সমাবেতো মতৌ রাজন্ পতিঃ সখ্যাশ্চ যঃ পতিঃ
সমং বিবাহ ইত্যাহুঃ সখ্যা মেহসি পতির্যতঃ ॥

যযাতিরুবাচ।

দাতব্যং যাচমানস্য হীতি মে ব্রতমাহিতম্।
ত্বঞ্চ যাচসি কামং মাং ব্রূহি কিং করবাণি তৎ

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।

অধর্ম্মাৎ ত্রাহি মাং রাজন্ ধর্ম্মঞ্চ প্রতিপাদয়।
ত্বত্তোহপত্যবতী লোকে চরেয়ং ধর্ম্মমুত্তমম্ ॥
ত্রয় এবাধনা রাজন্ ভার্য্যা দাসস্তথা সুতঃ।
যৎ তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ধনম্ ॥২২
দেবযান্যা ভুজিষ্যাস্মি বশ্যা চ তব ভার্গবী।
সা চাহঞ্চ ত্বয়া রাজন্ ভরণীয়াং ভজস্ব মাম্ ॥

শৌনক উবাচ

এবমুক্তস্তয়া রাজা তাড্যমিত্যভিজজ্ঞিবান্।
পূজয়ামাস শর্ম্মিষ্ঠাং ধর্ম্মঞ্চ প্রতিপাদয়ৎ ॥ ২৪
স সমাগম্য শর্ম্মিষ্ঠাং যথাকামমবাপ্য চ।
অন্যোন্যঞ্চাভিসম্পূজ্য জগ্মতুস্তৌ যথাগতম্॥
তস্মিন্ সমাগমে সুভ্রূঃ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।
লেভে গর্ভং প্রথমতস্তস্মান্নৃপতিসত্তমাৎ ॥ ২৬
প্রজজ্ঞে চ ততঃ কালে রাজ্ঞী রাজীবলোচনা।
কুমারং দেবগর্ভাভমাদিত্যসমতেজসম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-চরিতে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ

শ্রুত্বা কুমারং জাতং সা দেবযানী শুচিস্মিতা।
চিন্তয়াবিষ্টদুঃখার্ত্তা শর্ম্মিষ্ঠাং প্রত্যভাষত ॥ ১
ততোঽভিগম্য শর্ম্মিষ্ঠাং দেবযান্যব্রবীদিদম্।
কিমর্থং বৃজিনং সুভ্রু কৃতং তে কামলুব্ধয়া ॥ ২

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।

ঋষিরভ্যাগতঃ কশ্চিদ্ধর্ম্মাত্মা বেদপারগঃ।

তাঁহাকে বিনষ্ট হইতে হয়। প্রভূত অর্থকষ্ট প্রাপ্ত হইলেও কদাচ মিথ্যাচরণ উচিত নয়। শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন,—রাজন্! আপনি যখন আমার সখীর পতি, তখন আমারও পতি, কেন-না, সখীদ্বয় একপ্রাণ, অতএব আমি আপনার পরিণীতাস্বরূপ। যযাতি বলি-লেন,—হে শুচিস্মিতে! প্রার্থীকে দান করাই আমার ব্রত এবং তুমিও আমায় প্রার্থনা করিতেছ, এখন আমার কি কর্ত্তব্য—তাহা তুমিই বল। শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন,—রাজন্! আমায় অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিয়া আপনি আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন। আমি আপনা হইতে অপত্যলাভ করিয়া উত্তম সংসার-ধর্ম্ম আচরণ করিব। হে নৃপ! ভার্য্যা, দাস ও সুত—এই তিন জন ধনহীন, ইহারা স্বামীর ধনই ব্যবহার করিয়া থাকে; সুতরাং আমি যখন দেবযানীর দাসী, তখন তাহার ধন ব্যবহারে আমার অধি-কার আছে। দেবযানী ও আমি উভয়েই আপনার ভরণীয়া; অতএব আপনি আমায় ভজনা করুন। শৌনক বলিলেন,—রাজা শর্ম্মিষ্ঠা কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া ধর্ম্মানুসারে তাঁহার আরাধনা করত তৎসহ সঙ্গম-সুখ অনুভব করিলেন। পরে উভয়ে উভয়ের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা সমাপনান্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থিত হইলেন। এই সমাগমের ফলে বৃষপর্ব্বদুহিতা সুভ্রূ শর্ম্মিষ্ঠা গর্ভ ধারণ করিয়া উপযুক্ত সময়ে দেবতুল্য আদিত্য-সম-তেজা এক কুমার প্রসব করিলেন। ১২—২৭।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

শৌনক বলিলেন,—শুচিস্মিতা দেব-যানী—শর্ম্মিষ্ঠা পুত্র প্রসব করিয়াছে, শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিতা ও দুঃখিতা হইলেন; এবং শর্ম্মিষ্ঠার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—অয়ি সুভ্রু! কাম-মুগ্ধ হইয়া কিজন্য তুমি এরূপ কুটিলতাচরণ করিলে? শর্ম্মিষ্ঠা বলি-

স ময়া তু বরঃ কামং যাচিতো ধর্ম্মসংহতম্ ॥ ৩
নাহমন্যায়তঃ কামমাচরামি শুচিস্মিতে।
তস্মাদৃষের্ম্মমাপত্যমিতি সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৪

দেবযান্যুবাচ।

যদ্যেতদেবং শর্ম্মিষ্ঠে ন মন্যুর্বিদ্যতে মম।
অপত্যং যদি তে লব্ধং জ্যেষ্ঠাচ্ছ্রেষ্ঠাচ্চ বৈ দ্বিজাৎ ॥ ৫
শোভনং ভীরু সত্যঞ্চেৎ কথং স জ্ঞায়তে দ্বিজঃ।
গোত্রনামাভিজনতঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তং দ্বিজম্

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।

ওজসা তেজসা চৈব দীপ্যমানং রবিং যথা।
তং দৃষ্ট্বা মম সম্প্রষ্টুং শক্তির্নাসীচ্ছুচিস্মিতে ॥ ৭

শৌনক উবাচ।

অন্যোন্যমেবমুক্ত্বা চ সম্প্রহস্য চ তে মিথঃ।
জগাম ভার্গবী বেশ্ম তথ্যমিত্যভিজানতী ॥ ৮

যযাতির্দেবযান্যান্তু পুত্রাবজনয়ন্নৃপঃ
যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব শক্র-বিষ্ণু ইবাপরৌ ॥ ৯
তস্মাদেব তু রাজর্ষেঃ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।
দ্রুহ্যুঞ্চানুঞ্চ পূরুঞ্চ ত্রীন্ কুমারানজীজনৎ ॥ ১০
ততঃ কালে চ কস্মিংশ্চিদ্দেবযানী শুচিস্মিতা।
যযাতিসহিতা রাজন্ জগাম হরিতং বনম্ ॥ ১১
দদর্শ চ তদা তত্র কুমারান্ দেবরূপিণঃ।
ক্রীড়মানান্ সুবিশ্রব্ধান্ বিস্মিতা চেদমব্রবীৎ ॥

দেবযান্যুবাচ।

কস্যৈতে দারকা রাজন্ দেবপুত্রোপমাঃ শুভাঃ
বর্চ্চসা রূপতশ্চৈব দৃশ্যন্তে সদৃশাস্তব ॥ ১৩
এবং পৃষ্ট্বা তু রাজানং কুমারান্ পর্য্যপৃচ্ছত ॥
কিং নামধেয়-গোত্রে বঃ পুত্রকা ব্রাহ্মণঃ পিতা
বিব্রূত মে যথাতথ্যং শ্রোতুকামাস্ম্যতো হ্যহম্
তেঽদর্শয়ন্ প্রদেশিন্যা তমেব নৃপসত্তমম্ ॥১৫
শর্ম্মিষ্ঠাং মাতরঞ্চৈব তস্যা ঊচুঃ কুমারকাঃ ॥১৬

লেন,—একদা কোন এক বেদপারগ পরম ধার্ম্মিক ঋষি এখানে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট ধর্ম্মসঙ্গত কাম-বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম। হে শুচিস্মিতে! আমি অন্যায়পূর্ব্বক কামাচরণ করি নাই। সেই ঋষি হইতেই আমি এই পুত্রটী লাভ করিয়াছি; আপনাকে এই যথার্থ কথা বলিলাম। দেবযানী বলিলেন,,—হে শর্ম্মিষ্ঠে! যদি এরূপ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আর আমার ক্রোধের কারণ কিছুই নাই। বরং শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ দ্বিজ হইতে সত্য সত্যই যদি অপত্যলাভ হইয়া থাকে, উত্তমই হইয়াছে। পরন্তু হে ভীরু! সেই দ্বিজকে তুমি কিরূপে জানিলে? আমি তাঁহার নাম-গোত্র-কুল জানিতে ইচ্ছা করি। শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন,—হে শুচিস্মিতে! তিনি তেজে ও ওজোগুণে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান। তাঁহাকে দেখিয়া আমি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসিতে সাহসী হই নাই। শৌনক বলিলেন,—তাঁহারা পরস্পর এইরূপ রহস্য আলোচনায় হাস্য পরিহাস করিলেন। পরে দেবযানী সমস্ত তথ্য অবগত হইয়া স্বীয় গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নৃপতি যযাতি দেবযানীতে দুই পুত্র উৎপাদন করেন; তাহাদের নাম—যদু ও তুর্ব্বসু। ইহাঁরা উভয়েই ইন্দ্র ও উপেন্দ্রসদৃশ ছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে রাজর্ষির তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ পুত্রত্রয়—দ্রুহ্যু, অনু ও পূরু আখ্যায় অভিহিত। অনন্তর কদাচিৎ শুচিস্মিতা দেবযানী নৃপসমভিব্যাহারে হরিতবনে বিচরণার্থ গমন করেন এবং তথায় কতিপয় সুবিশ্বস্ত দেবরূপী শিশুকে,ক্রীড়াপরায়ণ দর্শন করত বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—হে রাজন্! এই দেবপ্রতিম শিশুগুলি কাহার? ইহারা দেখিতে ঠিক আপনারই মত।১—১৩। দেবযানী রাজাকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া পরে শিশুগণকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে বৎসগণ! তোমাদের নাম কি? কোন্ বংশে তোমারা জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তোমাদের পিতা কি ব্রাহ্মণ? তোমারা আমার এই সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান কর, শুনিবার নিমিত্ত আমার একান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। তখন বালকগণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশে রাজাকে

শৌনক উবাচ

ইত্যুক্ত্বা সহিতাস্তেন রাজানমুপচক্রমুঃ।
নাভ্যনন্দত তান্ রাজা দেবযান্যাস্তদান্তিকে।
রুদন্তস্তেঽথ শর্ম্মিষ্ঠামভ্যযুর্বালকাস্তদা॥ ১৩
দৃষ্ট্বা তেষান্তু বালানাং প্রণয়ং পার্থিবং প্রতি।
বুদ্ধ্বা চ তত্ত্বতো দেবী শর্ম্মিষ্ঠামিদমব্রবীৎ॥ ১৮

দেবযান্যুবাচ।

মদধীনা সতী কস্মাদকার্ষীর্বিপ্রিয়ং মম।
তমেবাসুরধর্ম্মত্বমাস্থিতা ন বিভেষি কিম্॥ ১৯

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।

যদুক্তমৃষিরিত্যেব তৎ সত্যং চারুহাসিনি।
ন্যায়তো ধর্ম্মতশ্চৈব চরন্তী ন বিভেমি তে॥ ২০
যদা ত্বয়া বৃতো রাজা বৃত এব তদা ময়া।
সখীভর্ত্তা হি ধর্ম্মেণ ভর্ত্তা ভবতি শোভনে॥২১
পূজ্যাসি মম মান্যা চ শ্রেষ্ঠা জ্যেষ্ঠা চ ব্রাহ্মণী *।
ত্বত্তো হি মে পূজ্যতরো রাজর্ষিঃ কিং ন বেৎসি তৎ॥ ২২

শৌনক উবাচ।

শ্রুত্বা তস্যাস্ততো বাক্যং দেবযান্যব্রবীদিদম্।
রাজন্ নাদ্যেহ বৎস্যামি বিপ্রিয়ং মে ত্বয়া কৃতম্
সহসোৎপতিতাং শ্যামাং দৃষ্ট্বা তাং সাশ্রুলোচনাম্
তূর্ণং সকাশং কাব্যস্য প্রস্থিতাং ব্যথিতস্তদা॥
অনুবব্রাজ সম্ভ্রান্তঃ পৃষ্ঠতঃ সান্ত্বয়ন্ নৃপঃ।
ন্যবর্ত্তত ন সা চৈব ক্রোধসংরক্তলোচনা॥ ২৫
অপি ব্রুবন্তী কিঞ্চিচ্চ রাজানং সাশ্রুলোচনা।
অচিরাদেব সম্প্রাপ্তা কাব্যস্যোশনসোঽন্তিকম্
সা তু দৃষ্টৈব পিতরমভিবাদ্যাগ্রতঃ স্থিতা।
অনন্তরং যযাতিস্তু পূজয়ামাস ভার্গবম্॥ ২৭

দেবযান্যুবাচ।

অধর্ম্মেণ জিতো ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তমধরোত্তরম্।

পিতা বলিয়া দেখাইয়া দিল এবং বলিল,—আমাদের মাতার নাম—শর্ম্মিষ্ঠা। শৌনক বলিলেন,—বালকগণ ঐ কথা বলিয়া সকলে মিলিত হইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা দেবযানীর সম্মুখে তাহাদিগকে পুত্র বলিয়া অভিনন্দন করিলেন না। তাহারা তখন পিতার আদর না পাইয়া বাল্যসুলভ ক্রন্দন করিতে করিতে মাতা শর্ম্মিষ্ঠা সমীপে উপস্থিত হইল। দেবী দেবযানী তখন রাজার প্রতি বালকগণের প্রণয় দেখিয়া তত্ত্বার্থ অবগত হইলেন এবং শর্ম্মিষ্ঠাকে বলিলেন,—শর্ম্মিষ্ঠে! তুই আমার অধীনা হইয়া আমারই অপ্রিয় আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্, আবার সেই পূর্ব্ববৎ আসুর ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিস্? তোর কি ভয় হয় না? শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন,—হে চারুহাসিনি! পূর্ব্বে আপনাকে ঋষির কথা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা সত্য। আমি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ চলিয়াছি, তোমাকে ভয় করিব কেন? তুমি যখন রাজাকে বরণ কর, আমিও তখন উঁহাকে বরণ করিয়াছিলাম। হে শোভনে; সখীভর্ত্তা ধর্ম্মানুসারে সখীর ভর্ত্তা হন। তুমি আমার পূজনীয়া, কেন না তুমি জ্যেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠা ও ব্রাহ্মণকন্যা। আর এই রাজর্ষি যে তোমা অপেক্ষাও আমার অধিক পূজনীয়, তাহা কি তুমি জান না? ১৪—২২। শৌনক বলিলেন,—দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার এইরূপ বাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া রাজাকে বলিলেন,—রাজন্! আর আমি এখানে অবস্থিতি করিব না, আপনি আমার অপ্রিয় আচরণ করিয়াছেন। রাজা সাশ্রুলোচনা শ্যামা দেবযানীকে সহসা উত্থিত হইয়া পিতৃসন্নিধানে প্রস্থান করিতে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং সসম্ভ্রমে সান্ত্বনা করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ দেবযানী রোষরক্তনয়নে রাজাকে কত কি বলিতে বলিতে অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া ত্বরায় পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনন্তর রাজা যযাতিও অভিবাদনপুরঃসর ভার্গবের পূজা করিলেন। দেবযানী কহিলেন,—অধর্ম্ম

---

* শ্রেষ্ঠা চ শ্রেষ্ঠবর্ণত ইতি কচিৎ পাঠঃ।

শর্ম্মিষ্ঠা যাতিবৃত্তাস্তি দুহিতা বৃষপর্ব্বণঃ ॥ ২৮
ত্রয়োঽস্যাং জনিতাঃ পুত্রা রাজ্ঞানেন যযাতিনা।
দুর্ভগায়া মম দ্বৌ তু পুত্রৌ তাত ব্রবীমি তে ॥
ধর্ম্মজ্ঞ ইতি বিখ্যাত এষ রাজা ভৃগূদ্বহ।
অতিক্রান্তশ্চ মর্য্যাদাং কাব্যৈতৎ কথয়ামি তে

শুক্র উবাচ।

ধর্ম্মজ্ঞস্ত্বং মহারাজ যোঽধর্ম্মমকৃথাঃ প্রিয়ম্।
তস্মাজ্জরা ত্বামচিরাদ্ধর্ষয়িষ্যতি দুর্জ্জয়া ॥ ৩১

যযাতিরুবাচ।

ঋতুং যো যাচ্যমানায়া ন দদাতি পুমান্ বৃতঃ।
ভ্রূণহেত্যুচ্যতে ব্রহ্মন্ স চেহ ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৩২
ঋতুকামাং স্ত্রিয়ং যস্তু গম্যাং রহসি যাচিতঃ।
নোপৈতি যো হি ধর্ম্মেণ ব্রহ্মহেত্যুচ্যতে বুধৈঃ
ইত্যেতানি সমীক্ষ্যাহং কারণানি ভৃগূদ্বহ।
অধর্ম্মভয়সংবিগ্নঃ শর্ম্মিষ্ঠামুপজগ্মিবান্ ॥ ৩৪

শুক্র উবাচ।

ন ত্বহং প্রত্যবেক্ষ্যস্তে মদধীনোঽসি পার্থিব।
মিথ্যাচরণধর্ম্মেষু চৌর্য্যং ভবতি নাহুষ ॥ ৩৫

শৌনক উবাচ।

ক্রোধেনোশনসা শপ্তো যযাতির্নাহুষস্তদা।
পূর্ব্বং বয়ঃ পরিত্যজ্য জরাং সদ্যোঽন্বপদ্যত ॥

যযাতিরুবাচ।

অতৃপ্তো যৌবনস্যাহং দেবযান্যাং ভৃগূদ্বহ।
প্রসাদং কুরু মে ব্রহ্মন্ জরেয়ং মা বিশেত মাম্

শুক্র উবাচ

নাহং মৃষা বদাম্যেতজ্জরাং প্রাপ্তোঽসি ভূমিপ
জরাম্বেতাং ত্বমন্যস্মিন্ সংক্রাময় যদীচ্ছসি ॥

যযাতিরুবাচ।

রাজ্যভাক্ স ভবেদ্ব্রহ্মন্ পুণ্যভাক্ কীর্ত্তি-
ভাক্ তথা।
যো দদ্যাম্মে বয়ঃ শুক্র তদ্ভবাননুমন্যতাম্ ॥৩৯

শুক্র উবাচ।

সংক্রাময়িষ্যসি জরাং যথেষ্টং নহুষাত্মজ।
মামনুধ্যায় তত্ত্বেন ন চ পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৪০

কর্ত্তৃক ধর্ম্ম পরাজিত হইয়াছে; যে অধম ছিল, সে পূজনীয়া হইয়াছে। যে বৃষপর্ব্বদুহিতা দাসীভাবে আমার অধীন ছিল, রাজার ঔরসে তাহার তিন পুত্র উৎপাদিত হইয়াছে। হে তাত! কিন্তু এ দুর্ভাগার দুইটীর অধিক পুত্র হইল না। এই ধর্ম্মজ্ঞ রাজা উপস্থিত, ইনি মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। হে পিতঃ! আপনাকে ইহা বলিলাম। ২৩—৩০। শুক্র বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া যে অধর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার ফলে দুর্জয়া জরা আপনাকে আক্রমণ করিবে। যযাতি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ঋতুকালে যোষিৎ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যে পুরুষ তাহার মনোরথ পূর্ণ না করে, সে ভ্রূণহা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। হে ভৃগূদ্বহ! আমি এই সকল কারণ দেখিয়া শুনিয়া অধর্ম্মভয়ে শর্ম্মিষ্ঠায় রত হইয়াছিলাম। শুক্র বলিলেন,—হে পার্থিব! আমি আপনার উপেক্ষার পাত্র নহি, আপনিই আমার অধীন। হে নহুষনন্দন! মিথ্যাচরণ করিলে চৌর্য্যদোষই ঘটে। শৌনক বলিলেন,—তখন নহুষনন্দন যযাতি ক্রুদ্ধ কাব্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া পূর্ব্ব বয়ঃক্রম পরিহার করত সত্বই জরা গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন,—হে ভার্গব! আমি দেবযানী সমভিব্যাহারে যৌবন-সুখ উপভোগ করিয়া অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হই নাই। হে ব্রহ্মন্! প্রসন্ন হউন। জরা যেন আমার শরীরে সংক্রামিত না হয়। শুক্র বলিলেন,—রাজন্! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নয়; সুতরাং তুমি জরা প্রাপ্ত হইলে। তবে তুমি ইচ্ছা করিলে, এই জরা অন্য শরীরে সংক্রামিত করিতে পারিবে। যযাতি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যে আমাকে অভিনব বয়ঃক্রম প্রদান করিবে, সে রাজ্যভাক্, পুণ্যভাক্ ও কীর্ত্তিভাক্ হইবে। আপনি ইহা অনুমোদন করুন। শুক্র বলিলেন,—হে নহুষনন্দন! তুমি তত্ত্বতঃ আমাকে অনুধ্যান করিয়া এই জরা যথেচ্ছ সংক্রামিত করিতে পারিবে। ইহাতে তোমার পাপ

বয়ো দাস্যতি তে পুত্রো যঃ স রাজা ভবিষ্যতি।
আয়ুষ্মান্ কীর্ত্তিমাংশ্চৈব বহ্বপত্যস্তথৈব চ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-চরিতে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।
জরাং প্রাপ্য যযাতিস্তু স্বপুরং প্রাপ্য চৈব হি।
পুত্রং জ্যেষ্ঠং বরিষ্ঠঞ্চ যদুমিত্যব্রবীদ্বচঃ॥ ১
যযাতিরুবাচ।
জরা বলী চ মাং তাত পলিতানি চ পর্য্যগুঃ।
কাব্যস্যোশনসঃ শাপান্ন চ তৃপ্তোঽস্মি যৌবনে
ত্বং যদো প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ।
যৌবনেন ত্বদীয়েন চরেয়ং বিষয়ানহম্॥ ৩
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ত্বদীয়ং যৌবনন্ত্বহম্।
দত্ত্বা সম্প্রতিপৎস্যামি পাপ্মানং জরয়া সহ॥ ৪

যদুরুবাচ
সিতশ্মশ্রুধরো দীনো জরসা শিথিলীকৃতঃ।
বলীসন্ততগাত্রশ্চ দুর্দ্দর্শো দুর্ব্বলঃ কৃশঃ॥ ৫
অশক্তঃ কার্য্যকরণে পরিভূতঃ স যৌবনে।
সহোপজীবিভিশ্চৈব তজ্জরাং নাভিকাময়ে॥৬
সন্তি তে বহবঃ পুত্রা মত্তঃ প্রিয়তরা নৃপ।
জরাং গ্রহীতুং ধর্ম্মজ্ঞ পুত্রমন্যং বৃণীষ বৈ॥ ৭
যযাতিরুবাচ।
যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি
পাপান্মাতুলসম্বন্ধাদ্দুষ্প্রজা তে ভবিষ্যতি॥ ৮
তুর্ব্বসো প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ।
যৌবনেন চরেয়ং বৈ বিষয়াংস্তব পুত্রক॥ ৯
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পুনর্দাস্যামি যৌবনম্।
তথৈব প্রতিপৎস্যামি পাপ্মানং জরয়া সহ॥১০
তুর্ব্বসুরুবাচ।
ন কাময়ে জরাং তাত কামভোগপ্রণাশিনীম্।

স্পর্শ করিবে না। যে পুত্র তোমায় তাহার নবীন বয়স প্রদান করিবে, সে রাজা আয়ুষ্মান্, কীর্ত্তিমান্ ও বহু পুত্রের জনক হইবে। ৩১—৪১।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—জরাগ্রস্ত যযাতি স্বপুরে উপনীত হইয়া জ্যেষ্ঠ বরিষ্ঠ পুত্র যদুকে বলিলেন,—হে তাত! শুক্রাচার্য্যের শাপ প্রভাবে দারুণ জরা আমায় গ্রাস করিয়াছে, আমি যৌবনসুখ উপভোগে তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। হে যদো! তোমার যৌবন বিনিময়ে আমার এই জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন প্রাপ্ত হইয়া বিষয়সুখ অনুভব করি। সহস্র বর্ষ অতীত হইলে পর তোমার যৌবন তোমাকে আবার প্রত্যর্পণ করিব এবং আমার জরা সহকৃত পাপ আমি পুনরায় তোমার নিকট হইতে গ্রহণ করিব। যদু বলিলেন,—আপনার জরা গ্রহণ করিলে আমি সিতশ্মশ্রু, শিথিলীকৃতদেহ, বলী-পলিতাঙ্গ, দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া নিতান্ত দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইব এবং এই তরুণ অবস্থায় কার্য্যাক্ষম হইয়া পড়িব। অতএব আমি ও আমার অনুজীবিগণ, আমরা কেহই আপনার জরা গ্রহণ করিতে পারিব না। আমি ব্যতীত আপনার আরও প্রিয়তর অনেক পুত্র আছে, হে ধর্ম্মজ্ঞ! জরা গ্রহণের নিমিত্ত আপনি অন্য কোন পুত্রকে বলুন। যযাতি বলিলেন,—তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বকীয় যৌবন প্রদান করিলে না; অতএব পাপ মাতুল-সম্পর্ক নিবন্ধন তোমার কুসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। এই বলিয়া তুর্ব্বসুকে কহিলেন,—বৎস! তুর্ব্বসো! তুমি আমার জরা সহ পাপগ্রহণ কর। হে পুত্রক! আমি তোমার যৌবন প্রাপ্ত হইয়া বিষয়-সুখ সম্ভোগ করিব। সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে তোমার যৌবন পুনরায় তোমায় ফিরাইয়া দিব এবং আবার আমি

বলরূপান্তকরণীং বুদ্ধিমানবিনাশিনীম্ ॥ ১১
যযাতিরুবাচ।
যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি।
তস্মাৎ প্রজাসমুচ্ছেদং তুর্ব্বসো তব যাস্যতি ॥
সঙ্কীর্ণাচারধর্ম্মেষু প্রতিলোমচরেষু চ।
পিশিতাশিষু লোকেষু নূনং রাজা ভবিষ্যসি।
গুরুদারপ্রসক্তেষু তির্য্যগ্‌যোনিরতেষু চ।
পশুধর্ম্মিষু ম্লেচ্ছেষু পাপেষু প্রভবিষ্যসি ॥ ১৪
শৌনক উবাচ।
এবং স তুর্ব্বসুং শপ্ত্বা যযাতিঃ সুতমাত্মনঃ।
শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ সুতং জ্যেষ্ঠং দ্রুহ্যুং বচনমব্রবীৎ ॥
যযাতিরুবাচ।
দ্রুহ্য ত্বং প্রতিপদ্যস্ব বর্ণরূপবিনাশিনীম্।
জরাং বর্ষসহস্রং মে যৌবনং স্বং প্রযচ্ছতাম্ ॥
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু তে প্রদাস্যামি যৌবনম্।
স্বঞ্চাদাস্যামি ভূয়োঽহং পাপ্মানং জরয়া সহ ॥

দ্রুহ্য উবাচ
ন রাজ্যং ন রথং নাশ্বং জীর্ণো ভুঙ্‌ক্তে ন চ
স্ত্রিয়ম্।
ন রাগশ্চাস্য ভবতি তজ্জরাং তে ন কাময়ে ॥
যযাতিরুবাচ।
যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি।
তদ্দ্রুহ্য বৈ প্রিয়ঃ কামো ন তে সম্পৎস্যতে
ক্বচিৎ ॥ ১৯
নৌরূপপ্লবসঞ্চারো যত্র নিত্যং ভবিষ্যতি।
অরাজ্যভোজশব্দং ত্বং তত্র প্রাপ্স্যসি সান্বয়ঃ
যযাতিরুবাচ।
অনো ত্বং প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ।
একং বর্ষসহস্রন্তু চরেয়ং যৌবনেন তে ॥ ২১
অনুরুবাচ।
জীর্ণঃ শিশুরিবাদত্তে কালেঽন্নমশুচির্যথা।
ন জুহোতি চ কালেঽগ্নিং তাং জরাং নাভিকাময়ে

জরা সহ পাপ গ্রহণ করিব।১—১০। তুর্ব্বসু বলিলেন,—হে পিতঃ! আমি আপনার কামভোগ-প্রণাশিনী, শৌর্য্য-সৌন্দর্য্যহারিণী বুদ্ধিনাশিনী জরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা ক'র না। যযাতি বলিলেন,—হে তুর্ব্বসো! তুমি যখন তোমার তারুণ্য বিনিময়ে আমার জরা গ্রহণ করিলে না, তখন অবশ্যই তোমার প্রজানাশ সঙ্ঘটিত হইবে এবং সঙ্কীর্ণ আচার-ধর্ম্মযুক্ত প্রতিলোমচর ও পিশিতাশী লোক-দিগের তুমি রাজা হইয়া থাকিবে; এতদ্ভিন্ন গুরু-দারাসক্ত, তির্য্যক্‌যোনিরত পশুধর্ম্মী পাপ ম্লেচ্ছজাতির উপর তুমি প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। শৌনক বলিলেন,—যযাতি তুর্ব্বসুকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা-সুত জ্যেষ্ঠ দ্রুহ্যকে বলিলেন,—বৎস দ্রুহ্য! তুমি সহস্র বৎসরের জন্য তোমার যৌবন বিনি-ময়ে আমার এই বর্ণরূপ-বিনাশিনী জরা গ্রহণ কর। সহস্র বৎসর পরে আমি তোমার যৌবন তোমায় অর্পণ করিয়া স্বকীয় জরা পুনরায় গ্রহণ করিব। দ্রুহ্য বলিলেন,—জীর্ণ ব্যক্তি রাজ্য, রথ, অশ্ব, কিম্বা রমণী, এ সকলের কিছুই ভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কুত্রাপি তাহার অনুরাগও থাকে না; এই কারণেই আমি জরা গ্রহণে ইচ্ছা করি না। যযাতি বলিলেন,—হে দ্রুহ্য! তুমি তোমার তরুণ বয়স আমায় যখন প্রদান করিলে না, তখন তোমার কদাচ মঙ্গল হইবে না। যথায় নিত্য নৌরূপ প্লবের সঞ্চার আছে, সেই স্থানেই তুমি সবংশে অরাজ্য ভোজ শব্দ প্রাপ্ত হইবে। এই কথা বলিয়া পরে তিনি অনুকে বলিলেন,—বৎস অনো! তুমি তোমার যৌবন পরিবর্ত্তন করিয়া আমার জরা গ্রহণ কর। আমি তোমার যৌবন লইয়া বর্ষ সহস্র যাবৎ বিষয় সুখ ভোগ করিব।১১—২১। অনু বলিলেন,—জীর্ণ ব্যক্তিকে শিশুর ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে অন্ন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয় এবং অশুচি ব্যক্তির মত উপযুক্ত সময়ে অগ্নিতে হোম করিতে জীর্ণ জন সক্ষম হয় না; অতএব আমি

যযাতিরুবাচ।

যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি
জরাদোষস্ত্বয়োক্তো যত্তস্মাৎ ত্বং প্রতিপৎস্যসে
প্রজাশ্চ যৌবনং প্রাপ্তা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি হ্যনো তব।
অগ্নিপ্রস্কন্দনগতস্ত্বঞ্চাপ্যেবং ভবিষ্যসি ॥ ২৪

যযাতিরুবাচ।

পুরো ত্বং প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়া সহ।
ত্বং মে প্রিয়তরঃ পুত্রস্ত্বং বরীয়ান্ ভবিষ্যসি ॥
জরা বলী চ মাং তাত পলিতানি চ পর্য্যগুঃ।
কাব্যস্যোশনসঃ শাপান্ন চ তৃপ্তোঽস্মি যৌবনে
কিঞ্চিৎ কালং চরেয়ং বৈ বিষয়ান্ বয়সা তব।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু প্রতিদাস্যামি যৌবনম্।
স্বঞ্চৈব প্রতিপৎস্যেঽহং পাপ্মানং জরয়া সহ ॥

শৌনক উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ পূরুঃ পিতরমঞ্জসা।
যথাত্থ ত্বং মহারাজ তৎ করিষ্যামি তে বচঃ ॥২৮
প্রতিপৎস্যামি তে রাজন্ পাপ্মানং জরয়া সহ
গৃহাণ যৌবনং মত্তশ্চর কামান্ যথেপ্সিতান্ ॥২৯
জরয়াহং প্রতিচ্ছন্নো বয়োরূপধরস্তব।
যৌবনং ভবতে দত্ত্বা চরিষ্যামি যথেচ্ছয়া ॥ ৩০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতিচরিতে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

এবমুক্তঃ স রাজর্ষিঃ কাব্যং স্মৃত্বা মহাব্রতম্।
সংক্রাময়ামাস জরাং তদা পুত্রে মহাত্মনি ॥ ১
পৌরবেণাথ বয়সা যযাতির্নহুষাত্মজঃ।
প্রীতিযুক্তো নরশ্রেষ্ঠশ্চচার বিষয়ান্ প্রিয়ান্ ॥২
যথাকামং যথোৎসাহং যথাকালং যথাসুখম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধান্ রাজেন্দ্রো যথার্হতি স এব হি ॥
দেবানতর্পয়দ্যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ধৈরপি পিতামহান্।
দীনাননুগ্রহৈরিষ্টৈঃ কামৈশ্চ দ্বিজসত্তমান্ ॥ ৪

এ হেন জরা কামনা করি না। যযাতি বলিলেন,—হে অনো! তুমি হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া যখন তোমার যৌবন দানে আমার জরা গ্রহণ করিলে না এবং জরা দোষাকর বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, তখন তোমাকেও জরা প্রাপ্ত হইতে হইবে। আর তোমার অপত্যগণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইবে এবং তুমিও, অগ্নিপ্রস্কন্দন প্রাপ্ত হইয়া শমন-সদনে গমন করিবে। অনন্তর রাজা যযাতি পুরুকে বলিলেন,—বৎস! পুরো! তুমি আমার জরাসহ পাপ গ্রহণ কর। যেহেতু তুমিই আমার প্রিয়তম পুত্র। উশনার শাপে আমি জরা, বলী ও পলিতগ্রস্ত হইয়াছি। আমি আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিয়া যৌবন সুখ অনুভব করিতে পারি নাই। আমি তোমার বয়স লইয়া কিছুকাল বিষয়-সুখ অনুভব করিব। পরে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে তোমার নবীন বয়স তোমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া আমার জরা আমি গ্রহণ করিব। শৌনক বলিলেন,—পিতা বলিবামাত্র পুত্র পুরু তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিয়া বলিলেন,—মহারাজ! আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি তাহাই করিব। রাজন্! আমি আপনার জরা গ্রহণ করিতেছি, আপনি আমার অভিনব যৌবন গ্রহণপূর্ব্বক যথেপ্সিত কাম-ভোগ সম্ভোগ করুন। আমি আপনাকে আমার যৌবন দিয়া আপনার জরাজীর্ণ বয়োরূপ ধারণপূর্ব্বক যথেচ্ছ বিচরণ করিব ২২—৩০।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—পুরু পিতার বাক্যে স্বীকৃত হইলে রাজা যযাতি তখন শুক্রাচার্য্যকে স্মরণ করিয়া মহাত্মা পুরু পুত্রে জরা সংক্রামিত করিলেন এবং নবীন পৌরব বয়স প্রাপ্ত হইয়া প্রীতমনে উৎসাহ সহকারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথাযোগ্য ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি যজ্ঞে দেবগণকে, শ্রাদ্ধে পিতৃ-

অতিথীনন্নপানৈশ্চ বিশশ্চ প্রতিপালনৈঃ।
আনৃশংস্যেন শূদ্রাংশ্চ দস্যূন্ নিগ্রহণেন চ ॥৫
ধর্ম্মেণ চ প্রজাঃ সর্ব্বা যথাবদনুরঞ্জয়ন্।
যযাতিঃ পালয়ামাস সাক্ষাদিন্দ্র ইবাপরঃ ॥ ৬
স রাজা সিংহবিক্রান্তো যুবা বিষয়গোচরঃ।
অবিরোধেন ধর্ম্মস্য চচার সুখমুত্তমম্ ॥ ৭
স সম্প্রাপ্য শুভান্ কামাংস্তৃপ্তঃ খিন্নশ্চ পার্থিবঃ
কালং বর্ষসহস্রান্তং সস্মার মনুজাধিপঃ ॥ ৮
পরিচিন্ত্য স কালজ্ঞঃ কলাঃ কাষ্ঠাশ্চ বীর্য্যবান্
পূর্ণং মত্বা ততঃ কালং পূরুং পুত্রমুবাচ হ ॥ ৯
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ১০
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎ সর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥
যথাসুখং যথোৎসাহং যথাকামমরিন্দম।
সেবিতা বিষয়াঃ পুত্র যৌবনেন ময়া তব ॥ ১২
পূরো প্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে গৃহাণেদং স্বযৌবনম্।
রাজ্যঞ্চৈব গৃহাণেদং ত্বং হি মে প্রিয়কৃৎ সুতঃ

শৌনক উবাচ

প্রতিপেদে জরাং রাজা যযাতির্নাহুষস্তদা।
যৌবনং প্রতিপেদে স পূরুঃ স্বং পুনরাত্মনঃ ॥১৪
অভিষেক্তুকামঞ্চ নৃপং পূরুং পুত্রং কনীয়সম্।
ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণা ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ১৫
কথং শুক্রস্য দৌহিত্রং দেবযান্যাঃ সুতং প্রভো
জ্যেষ্ঠং যদুমতিক্রম্য রাজ্যং পূরোঃ প্রদাস্যসি ॥
জ্যেষ্ঠো যদুস্তব সুতস্তুর্ব্বসুস্তদনন্তরম্।
শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ সুতো দ্রুহ্যুস্তথানুঃ পূরুরেব চ ॥১৭
কথং জ্যেষ্ঠমতিক্রম্য কনীয়ান্ রাজ্যমর্হতি।
এতৎ সম্বোধয়ামস্ত্বাং স্বধর্ম্মমনুপালয় ॥ ১৮

যযাতিরুবাচ।

ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণাঃ সর্ব্বে শৃণ্বন্তু মে বচঃ।

গণকে, অনুগ্রহে দরিদ্রদিগকে, অভিলষিত প্রদানে দ্বিজগণকে, অন্নপানাদি দ্বারা অতিথিগণকে, প্রতিপালনে বৈশ্যবৃন্দকে, অনৃশংসতায় শূদ্রসমূহকে ও নিগ্রহ দ্বারা দস্যুগণকে—বশীভূত করিয়া দেবেন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। সিংহবিক্রান্ত রাজা যযাতি নবীন যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মাবিরোধে উত্তম বিষয় সুখ-ভোগ করত পরিতৃপ্ত ও খিন্ন হইয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সহস্র বৎসরের সম্পূর্ণতার বিষয় স্মরণ করিলেন, স্মরণ হইবা মাত্র কালজ্ঞ নৃপতি কলা, কাষ্ঠা প্রভৃতির গণনা করত সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ হইয়াছে মনে করিয়া পুত্র পূরুকে বলিলেন,—কামসমূহের উপভোগে কদাচ কামের শান্তি হয় না; পরন্তু ঘৃতপ্রাপ্ত হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। ১-১০। পৃথিবীতে যে কিছু ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী প্রভৃতি আছে, একজন উপভোক্তারও তৎসমস্ত পর্য্যাপ্ত নহে। এই মনে করিয়া শান্তি অবলম্বন করাই উচিত। হে অরিন্দম! আমি তোমার যৌবন প্রাপ্ত হইয়া উৎসাহ সহকারে অভিলষিত কাম সকল উপভোগ করিয়া তোমার প্রতি অতীব প্রীত হইয়াছি। অধুনা তুমি নীজ যৌবন ও এই বিশাল রাজ্য গ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হউক। তুমিই আমার একমাত্র প্রিয়তম পুত্র। শৌনক বলিলেন,—অতঃপর রাজা জরা ও পুরু স্বীয় যৌবন পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। রাজা কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলে ব্রাহ্মণ-প্রমুখ বর্ণসকল এই কথা বলিলেন, যে, হে রাজন্! আপনি শুক্রের দৌহিত্র জ্যেষ্ঠ দেবযানীপুত্র যদুকে অতিক্রম করিয়া কি নিমিত্ত পূরুকে রাজ্য প্রদান করিতেছেন? যদু আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র; তৎ কনিষ্ঠ তুর্ব্বসু। শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র—দ্রুহ্যু, অনু ও পূরু যথাক্রমে জন্ম গ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠ কিরূপে রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারে? আমরা এই কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। আপনি ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করুন। যযাতি বলি-

জ্যেষ্ঠং প্রতি যতো রাজ্যং ন দেয়ং মে কথঞ্চন
মম জ্যেষ্ঠেন যদুনা নিয়োগো নানুপালিতঃ।
প্রতিকূলঃ পিতুর্যশ্চ ন স পুত্রঃ সতাং মতঃ॥ ২০
মাতাপিত্রোর্বচনকৃদ্ধিতঃ পথ্যশ্চ যঃ সুতঃ।
স পুত্রঃ পুত্রবদ্যশ্চ বর্ত্ততে পিতৃমাতৃষু॥ ২১
যদুনাহমবজ্ঞাতস্তথা তুর্বসুনাপি বা।
দ্রুহ্যেণ চানুনা চৈব ময্যবজ্ঞা কৃতা ভৃশম্॥ ২২
পুরুণা মে কৃতং বাক্যং মানিতঞ্চ বিশেষতঃ।
কনীয়ান্ মম দায়াদো জরা যেন ধৃতা মম॥ ২৩
মম কামঃ স চ কৃতঃ পুরুণা পুত্ররূপিণা।
শুক্রেণ চ বরো দত্তঃ কাব্যেনোশনসা স্বয়ম্॥
পুত্রো যস্ত্বানুবর্ত্ততে স রাজা পৃথিবীপতিঃ।
ভবন্তঃ প্রতিজানন্তু পুরু রাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্

প্রকৃতয় উচুঃ।

যঃ পুত্রো গুণসম্পন্নো মাতাপিত্রোর্হিতঃ সদা।
সর্ব্বং সোঽর্হতি কল্যাণং কনীয়ানপি স প্রভুঃ॥
অহং পুরোরিদং রাজ্যং যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়কৃৎ তব
বরদানেন শুক্রস্য ন শক্যং বক্তুমুত্তরম্॥ ২৭
ভত এব পুনশ্চাপি গতঃ স্বর্গমিতি শ্রুতিঃ।

শৌনক উবাচ।

পৌরজানপদস্তুষ্টৈরিত্যুক্তো নাহুষস্তদা।
অভিষিচ্য ততঃ পুরুং রাজ্যে স্বসুতমাত্মজম্॥
দত্ত্বা চ পুরবে রাজ্যং বনবাসায় দীক্ষিতঃ।
পুরাৎ স নির্যযৌ রাজা ব্রাহ্মণৈস্তাপসৈঃ সহ॥
যদোস্তু যাদবা জাতা তুর্ব্বসোর্যবনাঃ সুতাঃ।
দ্রুহ্যস্য তু সুতা ভোজা অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥
পুরোস্তু পৌরবো বংশো যত্র জাতোঽসি
পার্থিব।
ইদং বর্ষসহস্রাৎ তু রাজ্যং কুরুকুলাগতম্॥৩১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে যযাতিচরিতে
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৪॥

লেন,—হে ব্রাহ্মণপ্রমুখ বর্ণগণ! যে কারণে আমি জ্যেষ্ঠকে রাজ্য প্রদান করি নাই, তাহা আপনারা সকলে শ্রবণ করুন;—জ্যেষ্ঠ যদু আমার আজ্ঞা পালন করে নাই, যে পুত্র পিতার প্রতিকূল, সে সাধুদিগের অভিমত নহে যে পুত্র মাতা-পিতার হিতকারী ও আজ্ঞাপ্রতি পালক, সেই পুত্রই সুপুত্র। যদু, তর্ব্বসু, দ্রুহ্য ও অনু, ইহারা সকলেই আমায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে। আর কনিষ্ঠ পুত্র পুরু যথোচিত ভক্তি সহকারে আমায় সম্মানিত করিয়াছে। পুরুই আমার জরা গ্রহণ করিয়া প্রকৃত পুত্রের কার্য্য করিয়াছে। মহাভাগ শুক্রাচার্য্য আমায় বর দেন—যে পুত্র তোমার অনুবর্ত্তন করিবে, সেই পৃথিবীপতি রাজা হইবে। অতএব আপনারা সকলে অনুমোদন করুন, পুরুকে আমি রাজ্যাভিষিক্ত করি। প্রজাগণ বলিলেন,—যে পুত্র গুণসম্পন্ন ও সর্ব্বদা মাতা-পিতার হিতে নিরত, সে কনিষ্ঠ হইলেও প্রভু হইয়া সকল কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। যে পুত্র পুরু আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছে, আমরা শুক্রের বরানুসরণ করিয়া সেই পুরুর রাজ্য প্রাপ্তি অনুমোদন করিতেছি। ঐ পুরু হইতেই আপনি স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন; ইহা শ্রুতি-সম্মত। শৌনক বলিলেন,—অতঃপর পৌর ও জানপদগণ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া রাজা যযাতি পুত্র পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন এবং তৎপ্রতি রাজ্যভার সমর্পণান্তে বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাপস ব্রাহ্মণগণ সহ নগর হইতে নির্গত হইলেন। হে পার্থিব! যদু হইতে যাদবগণ, তর্ব্বসু হইতে যবন, দ্রুহ্য হইতে ভোজবংশীয়গণ, অনু হইতে ম্লেচ্ছজাতি সকল এবং পুরু হইতে পৌরব বংশের উৎপত্তি হয়। হে নৃপ! এই বংশেই আপনার জন্ম, এই রাজ্য সহস্র বৎসর পরে কুরুকুলগত হয়। ১১—৩১।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

এবং স নাহুষো রাজা যযাতিঃ পুত্রমীপ্সিতম্।
রাজ্যেঽভিষিচ্য মুদিতো বানপ্রস্থোঽভবন্মুনিঃ
উষিত্বা বনবাসং স ব্রাহ্মণৈঃ সহ সংশ্রিতঃ।
ফলমূলাশনো দান্তো যথা স্বর্গমিতো গতঃ॥ ২
স গতঃ স্বর্গবাসন্তু ন্যবসন্মুদিতঃ সুখী।
কালস্য নাতিমহতঃ পুনঃ শক্রেণ পাতিতঃ॥ ৩
বিবশঃ প্রচ্যুতঃ স্বর্গাদপ্রাপ্তো মেদিনীতলম্।
স্থিতশ্চাসীদন্তরীক্ষে স তদেতি শ্রুতং ময়া॥ ৪
তত এব পুনশ্চাপি গতঃ স্বর্গমিতি শ্রুতিঃ।
রাজ্ঞা বসুমতা সার্দ্ধমষ্টকেন চ বীর্য্যবান্।
প্রতর্দ্দনেন শিবিনা সমেত্য কিল সংসদি॥ ৫

শতানীক উবাচ

কর্ম্মণা কেন স দিবং পুনঃ প্রাপ্তো মহীপতিঃ।
কথমিন্দ্রেণ ভগবন্ পাতিতো মেদিনীতলে॥ ৬
সর্ব্বমেতদশেষেণ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
কথ্যমানং ত্বয়া বিপ্র দেবর্ষিগণসন্নিধৌ॥ ৭
দেবরাজসমো হ্যাসীদ্‌যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ।
বর্দ্ধনঃ কুরুবংশস্য বিভাবসুসমদ্যুতিঃ॥ ৮
তস্য বিস্তীর্ণযশসঃ সত্যকীর্ত্তের্মহাত্মনঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি দেবেশ দিবি চেহ চ সর্ব্বশঃ॥ ৯

শৌনক উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি যযাতেরুত্তমাং কথম্।
দিবি চেহ চ পুণ্যার্থাং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্॥১০
যযাতির্নাহুষো রাজা পূরুং পুত্রং কনীয়সম্।
রাজ্যেঽভিষিচ্য মুদিতঃ প্রবব্রাজ বনং তদা॥
অন্তেষু স বিনিক্ষিপ্য পুত্রান্ যদুপুরোগমান্।
ফলমূলাশনো রাজা বনেঽসৌ ন্যবসচ্চিরম্॥১২
স জিতাত্মা জিতক্রোধস্তর্পয়ন্ পিতৃদেবতাঃ।
অগ্নীংশ্চ বিধিবজ্জুহ্বদ্বানপ্রস্থবিধানতঃ॥ ১৩
অতিথীন্ পূজয়ন্ নিত্যং বন্যেন হবিষা বিভুঃ

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—নহুষ-নন্দন রাজা যযাতি এইরূপে অভিমত পুত্র পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আনন্দিতচিত্তে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন। তিনি ফল-মূলাশী হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত বনে বাস করিয়া পরে স্বর্গধামে গমন করিলেন। স্বর্গধামে গিয়া তিনি কিছুকাল তথায় সুখে বাস করিবার পর অচিরাৎ শক্রকর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে পাতিত হইলেন। রাজা দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন; কিন্তু মেদিনীপ্রাপ্ত হইলেন না; আমরা শুনিয়াছি —তিনি নিতান্ত বিবশ হইয়া অন্তরীক্ষেই বাস করিয়াছিলেন। অন্তরীক্ষ-বাসের পর পুনরায় তিনি স্বর্গধামে উপনীত হন। তিনি রাজা বসুমান্, অষ্টক, প্রতর্দ্দন ও শিবি— ইহাঁদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। শতানীক বলিলেন,—হে ভগবন্! রাজা যযাতি কোন্ কর্ম্মফলে স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া অন্তরীক্ষে বাস করিবার পর পুনরায় স্বর্গে উপনীত হইলেন? ইন্দ্র তাঁহাকে কি জন্য ভূতলে পাতিত করেন, আমরা এই সকল অশেষ প্রকারে আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। কুরুবংশবর্দ্ধন, বিভাবসু-সমদ্যুতি রাজা যযাতি দেবরাজ তুল্য ছিলেন। আমরা ঐ সত্যকীর্ত্তি মহাত্মার ভূলোক ও দ্যুলোকসম্বন্ধীয় কীর্ত্তি-কলাপ শুনিতে অভিলাষ করি। শৌনক বলিলেন,—আমি আপনাদের নিকট রাজা যযাতির ভূলোক ও দ্যু-লোকসম্বন্ধীয় সর্ব্ব-পাপ-প্রণাশিনী পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। ১—১০। নহুষ-নন্দন যযাতি যদুপ্রমুখ পুত্রগণকে জঘন্য দশায় স্থাপন করিয়া কনীয়ান্ পুত্র পূরুকে রাজ্য সমর্পণান্তে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে গমন করেন। তথায় গিয়া তিনি ফল-মূলাশী হইয়া বহুদিন বাস করিতে থাকেন। বন-বাসকালে তিনি জিতাত্মা ও জিতক্রোধ হইয়া পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ, বানপ্রস্থ-বিধানে নিত্য বহ্নিতে হোম, বন্য ফল-মূলাদি

শিলোঞ্ছবৃত্তিমাস্থায় শেষান্নকৃতভোজনঃ ॥ ১৪
পূর্ণং সহস্রং বর্ষাণামেবং বৃত্তিরভূন্নৃপঃ।
অব্ভক্ষঃ স চাব্দাংস্ত্রীনাসীন্নিয়তবাঙ্মনাঃ ॥ ১৫
ততস্তু বায়ুভক্ষোঽভূৎ সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ।
পঞ্চাগ্নিমধ্যে চ তপস্তেপে সংবৎসরং পুনঃ ॥১৬
একপাদস্থিতশ্চাসীৎ ষণ্মাসাননিলাশনঃ।
পুণ্যকীর্ত্তিস্ততঃ স্বর্গং জগামাবৃত্য রোদসী ॥১৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতিচরিতে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

স্বর্গতস্তু স রাজেন্দ্রো স্ববসদ্দেবসদ্মনি।
পূজিতস্ত্রিদশৈঃ সাধ্যৈর্মরুদ্ভির্বসুভিস্তথা ॥ ১
দেবলোকাদ্ব্রহ্মলোকং সঞ্চরন্ পুণ্যকৃদ্বশী।
অবসৎ পৃথিবীপালো দীর্ঘকালমিতি শ্রুতিঃ ॥২
স কদাচিন্নৃপশ্রেষ্ঠো যযাতিঃ শক্রমাগতঃ।
কথান্তে তত্র শক্রেণ পৃষ্টঃ স পৃথিবীপতিঃ ॥ ৩

শক্র উবাচ।

যদা স পূরুস্তব রূপেণ রাজন্
জরাং গৃহীত্বা প্রচচার লোকে।
তদা রাজ্যং সম্প্রদায়ৈবমস্মৈ
ত্বয়া কিমুক্তঃ কথয়েহ সত্যম্ ॥ ৪

যযাতিরুবাচ।

প্রকৃত্যনুমতে পূরুং রাজ্যে কৃত্বেদমব্রুবম্।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে কৃৎস্নোঽয়ং বিষয়স্তব।
মধ্যে পৃথিব্যাস্ত্বং রাজা ভ্রাতরোঽন্তেঽধিপাস্তব
অক্রোধনঃ ক্রোধনেভ্যো বিশিষ্ট-
স্তথা তিতিক্ষুরতিতিক্ষোর্বিশিষ্টঃ।
অমানুষেভ্যো মানুষশ্চ প্রধানো
বিদ্বাংস্তথৈবাবিদুষঃ প্রধানঃ ॥ ৬
আক্রোশ্যমানো নাক্রোশেন্মন্যুমেব তিতিক্ষতি
আক্রোষ্টারং নির্দ্দহতি সুকৃতঞ্চাস্য বিন্দতি ॥৭

ও হবি দ্বারা অতিথি-পূজন ও শিলোঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনে শেষান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন এবং তিনি সহস্র বৎসরকাল যাবৎ এইরূপ ব্রত আচরণ করিয়া পরে অম্বুভক্ষণে তিন বৎসর, বায়ুভক্ষণে এক বৎসর, পঞ্চাগ্নিমধ্যে এক বৎসর ও একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনিলাশনে ছয় মাসকাল অতিবাহিত করেন। অতঃপর সেই পুণ্যকীর্ত্তি রাজা যযাতি রোদসী আবৃত করিয়া স্বর্গধামে উপনীত হইয়াছিলেন। ১১—১৭।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন, স্বর্গগত রাজা যযাতি, দেব, মরুৎ বসু ও সাধ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বর্গ ধামে বাস করিতে লাগিলেন। আমাদের শুনা আছে, ঐ পুণ্যকৃৎ সংযতেন্দ্রিয় পৃথ্বীপাল দেবলোক হইতে ব্রহ্মলোকে গিয়া দীর্ঘকাল বাস করেন। কদাচিৎ দেবেন্দ্র ইন্দ্রভবনগত নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতিকে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে রাজন্! আপনার পুত্র পূরু যখন জরা গ্রহণপূর্ব্বক আপনার রূপ ধারণে পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করেন, তখন আপনি তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিয়া কি উপদেশ দিয়াছিলেন? তাহা আপনি প্রকাশ করুন। যযাতি বলিলেন,—প্রকৃতিপুঞ্জের অনুমত্যনুসারে পূরুর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করিয়া বলিলাম,—এই গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ তোমার। তুমি পৃথিবীর মধ্য স্থানের রাজা। তোমার অপর ভ্রাতৃগণ ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধীশ্বর। ক্রোধী হইতে অক্রোধী, অতিতিক্ষু হইতে তিতিক্ষু, অসৎ মনুষ্য হইতে সৎ মনুষ্য এবং মূর্খ হইতে বিদ্বান্ ব্যক্তি বিশিষ্ট ও প্রধান পদ-বাচ্য। কেহ আক্রোশ প্রকাশ করিলে তাহার প্রতি আক্রোশ করিবে না, ক্রোধ সম্বরণ করিবে। এরূপ করিলে সেই আক্রোষ্টাকেই দগ্ধ করা হয় এবং তাহার

নারুন্তুদঃ স্যান্ন নৃশংসবাদী
ন হীনতঃ পরমভ্যাদদীত।
যয়াস্য বাচা পর উদ্বিজেত
ন তাং বদেদ্রুশতীং পাপলোক্যাম্ ॥ ৮
অরুন্তুদং পুরুষং তীব্রবাচং
বাক্কণ্টকৈর্বিতুদন্তং মনুষ্যান্।
বিদ্যাদলক্ষ্মীকতমং জনানাং
মুখে নিবদ্ধং নির্ঋতিং বহন্তম্ ॥ ৯
সদ্ভিঃ পুরস্তাদভিপূজিতঃ স্যাৎ
সদ্ভিস্তথা পৃষ্ঠতো রক্ষিতঃ স্যাৎ।
সদা সতামতিবাদাংস্তিতিক্ষেৎ
সতাং বৃত্তং পালয়ন্ সাধুবৃত্তঃ ॥ ১০
বাক্‌সায়কা বদনান্নিষ্পতন্তি
যৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহাণি।
পরস্য নো মর্ম্মসু তে পতন্তি
তান্ পণ্ডিতো নাবসৃজেৎ পরেষু ॥ ১১

যাবতীয় সুকৃতের অধিকারী হওয়া যায়। কদাচ কাহার অন্তরে ব্যাথা প্রদান করা, মিথ্যা কথা বলা বা কাহাকে হীনভাবে সম্ভাষণ করা উচিত নহে। যেরূপ বাক্য বলিলে অন্যের মন উদ্বিগ্ন বা ব্যথিত হয়, পাপ প্রলোভনে পড়িয়া এরূপ রুক্ষ বাক্য কদাচ কাহাকে বলিবে না। মর্ম্মপীড়াদায়ী, পরুষ- ও বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা মনুষ্যগণের মর্ম্মঘাতী ব্যক্তিকে জন সাধারণের মধ্যে নিতান্ত হতশ্রী বলিয়াই জানিবে। সর্ব্বদা সজ্জনদিগের প্রশংসাভাজন হওয়া উচিত এবং সাধু লোককেই নিজের পৃষ্ঠপোষক রাখা কর্ত্তব্য ।১—১০। সৎ ব্যক্তিগণের অপবাদ সদা ক্ষমা করিবে এবং তাঁহাদের চরিত্র অনুকরণ করিয়া সাধুশীল হইবে। যাহার আঘাতে জনগণ প্রায় দিবসত্রয় শোক প্রকাশ করে, তাদৃশ বাক্য-রূপ বাণ মানুষের বদন হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। ঐ বাক্যবাণ অন্যের মর্ম্ম স্থানে পাতিত করিতে নাই; পণ্ডিতগণ কদাচ কাহার উপর তাহা বিসর্জ্জন করেন না।

নাস্তীদৃশং সংবননং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
যথা মৈত্রী চ লোকেষু দানঞ্চ মধুরা চ বাক্ ॥১২
তস্মাৎ সান্ত্বং সদা বাচ্যং ন বাচ্যং পরুষং কচিৎ
পূজ্যান্ সম্পূজয়েদ্দদ্যান্নাভিশাপং কদাচন ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-চরিতে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইন্দ্র উবাচ।

সর্ব্বাণি কার্য্যাণি সমাপ্য রাজন্
গৃহান্ পরিত্যজ্য বনং গতোঽসি।
তৎ ত্বাং পৃচ্ছামি নহুষস্য পুত্র
কেনাসি তুল্যস্তপসা যযাতে ॥ ১

যযাতিরুবাচ।

নাহং দেব-মনুষ্যেষু ন গন্ধর্ব্ব-মহর্ষিষু।
আত্মনস্তপসা তুল্যং কঞ্চিৎ পশ্যামি বাসব ॥ ২

সংসারে মৈত্রী, দান ও মধুর বাক্যের ন্যায় মিলনকর পদার্থ আর কিছুই নাই। অতএব সর্ব্বদা অতি মধুর বাক্য ব্যবহার করিবে; পরুষ বাক্য কদাচ ব্যবহার করিবে না। পূজনীয় ব্যক্তিগণের সর্ব্বদা পূজা করা উচিত। কদাচ কাহাকে অভিশাপ প্রদান করা অকর্ত্তব্য। ১১—১৩।

ষড়্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।৩৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

ইন্দ্র বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি যাবতীয় কর্ম্ম সমাপনান্তে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করিয়াছিলেন। এজন্য হে নহুষ-নন্দন! আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি তপস্যায় কাহার তুল্য? যযাতি বলিলেন,—হে বাসব! দেব, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্য মধ্যে তপস্যায় আমার তুল্য আমি কাহাকেও দেখিতে পাই না।

ইন্দ্র উবাচ।

যদাবমংস্থাঃ সদৃশঃ শ্রেয়সশ্চ
পাপীয়সশ্চাবিদিতপ্রভাবঃ।
তস্মাল্লোকা হ্যন্তবন্তস্তবেমে
ক্ষীণে পুণ্যে পতিতোঽস্যদ্য রাজন্‌॥ ৩

যযাতিরুবাচ।

সুরর্ষি-গন্ধর্ব-নরাবমানাৎ
ক্ষয়ং গতা মে যদি শক্র লোকাঃ।
ইচ্ছাম্যহং সুরলোকাদ্বিহীনঃ
সতাং মধ্যে পতিতুং দেবরাজ॥ ৪

ইন্দ্র উবাচ।

সতাং সকাশে পতিতোঽসি রাজং-
শ্চ্যুতঃ প্রতিষ্ঠাং যত্র লব্ধাসি ভূয়ঃ।
এবং বিদিত্বা তু পুনর্যযাতি-
র্ন তেঽবমান্যাঃ সদৃশঃ শ্রেয়সে চ॥ ৫

শৌনক উবাচ।

ততঃ পপাতামররাজজুষ্টাৎ
পুণ্যাল্লোকাৎ পতমানং যযাতিম্‌।
সম্প্রেক্ষ্য রাজর্ষিবরোঽষ্টকস্ত-
মুবাচ সদ্ধর্ম্মবিধানগোপ্তা॥ ৬

অষ্টক উবাচ।

কস্ত্বং যুবা বাসবতুল্যরূপঃ
স্বতেজসা দীপ্যমানো যথাগ্নিঃ।
পতস্যুদীর্ণোঽম্বুধরপ্রকাশঃ
খে খেচরাণাং প্রবরো যথার্কঃ॥ ৭
দৃষ্ট্বা চ ত্বাং সূর্য্যপথাৎ পতন্তং
বৈশ্বানরার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্‌।
কিন্নস্বিদেতৎ পততীব সর্ব্বে
বিতর্কয়ন্তঃ পরিমোহিতাঃ স্মঃ॥ ৮
দৃষ্ট্বা চ ত্বাধিষ্ঠিতং দেবমার্গে
শক্রার্কবিষ্ণুপ্রতিমপ্রভাবম্‌।
প্রত্যুদ্গতাস্ত্বাং বয়মদ্য সর্ব্বে
তস্মাৎ পাতে তব জিজ্ঞাসমানাঃ॥ ৯
ন চাপি ত্বাং ধৃষ্ণুবঃ প্রষ্টুমগ্রে
ন চ ত্বমস্মান পৃচ্ছসি কে বয়ং স্ম।
তৎ ত্বাং পৃচ্ছামি স্পৃহণীয়রূপং
কস্য ত্বং বা কিং নিমিত্তং ত্বমাগাঃ॥ ১০

ইন্দ্র বলিলেন,—হে রাজন্‌! আপনি যখন কাহার কি প্রভাব বিদিত না হইয়াই সমকক্ষ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে পাপীয়ান্‌ বলিয়া অবজ্ঞা করিলেন, তখন আপনার পুণ্য ও স্বর্গ-বাস ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। হে রাজন্‌! ইহার ফলে অদ্য আপনি স্বর্গ হইতে পতিত হউন। যযাতি বলিলেন,—হে দেবরাজ! সুর, নর, গন্ধর্ব, ও মহর্ষিগণের অবমাননা করার জন্য যদি আমার স্বর্গবাস ক্ষীণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি সুরলোকভ্রষ্ট হইয়া সজ্জন-সমীপে পতিত হইতে ইচ্ছা করি। ইন্দ্র বলিলেন,—হে রাজন্‌! আপনি সাধু সন্নিধানেই পতিত হইবেন এবং এখান হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। রাজা যযাতি ইহা বিদিত হইয়া স্বীয় শ্রেয়ো-নিমিত্ত সদৃশ ব্যক্তিগণের অবমাননা আর কখন করেন নাই।১—৫। শৌনক বলিলেন,—অনন্তর সৎধর্ম্ম-বিধাতা রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ অষ্টক রাজা যযাতিকে অমররাজ-সেবিত পুণ্য লোক হইতে পতিত দেখিয়া বলিলেন,—কে তুমি বাসবতুল্যরূপী যুবা পুরুষ স্বীয় তেজে বহ্নির ন্যায়, ব্যোমচারীদিগের বরেণ্য রবির ন্যায় অথবা উদীর্ণ অম্বুধরের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া পতিত হইতেছ? তুমি অপ্রমেয় বৈশ্বানরার্ক-দ্যুতি; তোমাকে আমরা সূর্য্যমণ্ডল হইতে পতিত হইতে দেখিয়া 'ইহা কি পতিত হইতেছে?' এইরূপ বিতর্কে মুগ্ধ হইয়াছি। অদ্য আমরা সকলে তোমার পতন-কার' জিজ্ঞাসু হইয়া—ইন্দ্রোপেন্দ্র-মার্ত্তণ্ড-সমপ্রভাব সম্পন্ন তুমি, তোমাকে দেব-মার্গে অধিষ্ঠিত দেখিয়া—তোমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছি। আমরা তোমাকে অগ্রে প্রশ্ন করিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে পারি না। তুমিও 'তোমরা কে'? এরূপ প্রশ্ন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছ না; যাহা হউক, হে স্পৃহ-নীয়রূপ! তুমি কে? কাহার বা কোথা

ভয়ন্ত তে ব্যেতু বিষাদ-মোহৌ
ত্যজাশু দেবেন্দ্রসমানরূপ।
ত্বাং বর্ত্তমানং হি সতাং সকাশে
শক্রো ন সোঢ়ুং বলহাপি শক্তঃ * ॥
সন্তঃ প্রতিষ্ঠা হি সুখচ্যুতানাং
সতাং সদৈবামররাজকল্প।
তে সঙ্গতাঃ স্থাবর-জঙ্গমেশাঃ
প্রতিষ্ঠিতস্ত্বং সদৃশেষু সৎসু ॥ ১২
প্রভুরগ্নিঃ প্রতপনে ভূমিরাবপনে প্রভুঃ।
প্রভুঃ সূর্য্যঃ প্রকাশাচ্চ সতাঞ্চাভ্যাগতঃ প্রভুঃ

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-
চরিতে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

হইতে আসিতেছ? হে দেবেন্দ্রকল্প! তুমি শীঘ্র ভয়, বিষাদ ও মোহ পরিত্যাগ কর। সজ্জন সন্নিধানে অবস্থিত রহিলে বলভিৎ ইন্দ্রও তোমার তেজ সহ্য করিতে সক্ষম নহেন। হে অমররাজকল্প! সজ্জন ব্যক্তিগণই সুখচ্যুত সৎ ব্যক্তিদিগের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ। আরও অনেকানেক চরাচর বিশ্বের অধিপতিগণ তোমার সহিত সঙ্গত হইয়াছেন। তুমি সমশ্রেণীর আরও বহু সৎ ব্যক্তি মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে। যেমন অগ্নি তাপপ্রদানের, ভূমি অঙ্কুরজননের ও সূর্য্য আলোকদানের প্রভু, তেমনি অভ্যাগত ব্যক্তিই সৎ ব্যক্তির প্রভু। ৬—১৩।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭॥

* নালং প্রসোঢ়ুং বলহাপি ইতি
ক্বচিৎ পাঠঃ

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

যযাতিরুবাচ।
অহং যযাতির্নহুষস্য পুত্রঃ
পূরোঃ পিতা সর্ব্বভূতাবমানাৎ।
প্রভ্রংশিতোঽহং সুরসিদ্ধলোকাৎ
পরিচ্যুতঃ প্রপতাম্যল্পপুণ্যঃ ॥ ১
অহং হি পূর্ব্বো বয়সা ভবদ্ভ্য-
স্তেনাভিবাদং ভবতাং ন যুঞ্জে।
যো বিদ্যয়া তপসা জন্মনা বা
বৃদ্ধঃ স বৈ সম্ভবতি দ্বিজানাম্ ॥ ২
অষ্টক উবাচ।
অবাদীস্ত্বং বয়সাস্মি বৃদ্ধ
ইতি বৈ রাজন্নধিকঃ কথঞ্চিৎ।
যো বৈ বিদ্বাংস্তপসা চ বৃদ্ধঃ
স এব পূজ্যো ভবতি দ্বিজানাম্ ॥ ৩
যযাতিরুবাচ।
প্রতিকূলং কর্ম্মণাং পাপমাহু-
স্তদ্বর্ত্তিনাং প্রবণৎ পাপলোকম্।
সন্তোঽসতো নানুবর্ত্তন্ত তে বৈ
যদাত্মনৈষাং প্রতিকূলবাদী ॥ ৪

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

যযাতি বলিলেন,—আমি যযাতি; নহুষের পুত্র ও পুরুর পিতা। আমি ভূতাবমান-নিবন্ধন অল্পপুণ্য হইয়া সুর-সিদ্ধলোক হইতে ভ্রষ্ট ও পতিত হইতেছি। আমি আপনা-দিগের বয়ঃজ্যেষ্ঠ মাত্র; কিন্তু তাই বলিয়া আপনাদিগের অভিবাদনের যোগ্য নহি। যিনি বিদ্যা,তপস্যা বা বিশিষ্ট জন্মে উপলক্ষিত, দ্বিজাতিদিগের মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত। অষ্টক বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি বলিলেন,—আমি মাত্র বয়োবৃদ্ধ; তাই অল্পমাত্র শ্রেষ্ঠ; পরন্তু যিনি বিদ্যা ও তপস্যায় জ্যেষ্ঠ, তিনিই দ্বিজগণের মধ্যে পূজনীয়। যযাতি বলিলেন,—পাপ, কর্ম্মের প্রতিকূল বলিয়া কীর্ত্তিত, পাপাচারীদিগের পাপ-লোকই সুলভ। সৎ ব্যক্তিগণ ঐ

অতৃষ্ণনং মে বিপুলং মহদ্বৈ
বিচেষ্টমানোঽধিগন্তা তদস্মি।
এবং প্রধার্য্যাত্মহিতে নিবিষ্টো
যো বর্ত্ততে স বিজানাতি ধীরঃ ॥ ৫
নানাভাবা বহবো জীবলোকে
দৈবাধীনা নষ্টচেষ্টাধিকারাঃ।
তত্তৎ প্রাপ্য ন বিহন্যেত ধীরো
দিষ্টং বলীয় ইতি মত্বাত্মবুদ্ধ্যা ॥ ৬
সুখং হি জন্তুর্যদি বাপি দুঃখং
দৈবাধীনং বিন্দতি নাত্মশক্ত্যা।
তস্মাদ্দিষ্টং বলবন্মন্যমানো
ন সংজ্বরেন্নাপি হৃষ্যেৎ কদাচিৎ ॥ ৭
দুঃখে ন তপ্যেত সুখে ন হৃষ্যেৎ
সমেন বর্ত্তেত সদৈব ধীরঃ।
দিষ্টং বলীয় ইতি মন্যমানো
ন সংজ্বরেন্নাপি হৃষ্যেৎ কদাচিৎ ॥ ৮

পাপাচারীদিগের অনুবর্ত্তন করেন না। কিন্তু পাপচারিগণ স্বভাবতই তাঁহাদিগের প্রতিকূল। আমার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল,—সত্য; কিন্তু তাহা তো আমারই চেষ্টায় লব্ধ হইয়াছিল। এইরূপ মনে করিয়া যিনি গত ঐশ্বর্য্যের জন্য খেদ করেন না, এবং আত্মহিতে নিবিষ্ট হন, তিনিই ধীর। এই জীবলোকে নানাভাব বিদ্যমান; কেহ নষ্টচেষ্ট, কেহ বা নষ্টাধিকার; এইরূপ সমস্তই দৈবাধীন। কিন্তু ঐ সকল অভাব প্রাপ্ত হইয়াও দৈবই সর্ব্বত্র বলীয়ান্, এই বিবেচনায় ধীর ব্যক্তি কখন কাতর হয়েন না। আত্মশক্তি দ্বারা কিছুই হয় না, মানবেরা দৈব বশতই সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং দৈবকে বলবৎ জ্ঞান করিয়া সুখে দুঃখে বিষণ্ণ বা হৃষ্ট হওয়া উচিত নহে। ধীর ব্যক্তি 'দৈবই সর্ব্বত্র বলবান্' ইহা বুঝিয়া দুঃখে পরিতাপ ও সুখে হর্ষ প্রকাশ করিবেন না; সর্ব্বদা সমভাবে অবস্থান করিবেন, কদাপি দুঃখিত

ভয়ে ন মুহ্যাম্যষ্টকাহং কদাচিৎ
সন্তাপো মে মানসো নাস্তি কশ্চিৎ।
ধাতা যথা মাং বিদধাতি লোকে
ধ্রুবং তদাহং ভবিতেতি মত্বা ॥ ৯
সংস্বেদজা হ্যণ্ডজা হ্যুদ্ভিদশ্চ
সরীসৃপাঃ কৃময়োঽপ্যপ্সু মৎস্যাঃ।
তথাশ্মানস্তৃণকাষ্ঠঞ্চ সর্ব্বং
দিষ্টক্ষয়ে স্বাং প্রকৃতিং ভজন্তে ॥ ১০
অনিত্যতাং সুখদুঃখস্য বুদ্ধা
কস্মাৎ সন্তাপমষ্টকাহং ভজেয়ম্।
কিং কুর্য্যাং বৈ কিঞ্চ কৃত্বা ন তপ্যে
তস্মাৎ সন্তাপং বর্জ্জয়াম্যপ্রমত্তঃ ॥ ১১
শৌনক উবাচ।
এবং ব্রুবাণং নৃপতিং যযাতি-
মথাষ্টকঃ পুনরেবাম্বপৃচ্ছৎ।
মাতামহং সর্ব্বগুণোপপন্নং
যত্র স্থিতং স্বর্গলোকে যথাবৎ ॥ ১২
অষ্টক উবাচ।
যে যে লোকাঃ পার্থিবেন্দ্র প্রধানা-
স্ত্বয়া ভুক্তা যঞ্চ কালং যথা চ।

বা হৃষ্ট হইবেন না। ১—৮। হে অষ্টক! "বিধাতা আমার প্রতি যেরূপ বিধান করিবেন, আমি সেইরূপই হইব।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমি কদাচ ভয়ে মুগ্ধ বা সন্তপ্ত হই না। কি স্বেদজ, কি অণ্ডজ, কি উদ্ভিজ্জ, কি সরীসৃপ, কি কৃমি, কি মৎস্য, কি প্রস্তর, কি তৃণ, কি কাষ্ঠ—সকল বস্তুই ভাগধেয় ক্ষয় হইলে নিজ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। হে অষ্টক! সুখ-দুঃখের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া কি জন্য আমি সন্তাপ প্রাপ্ত হইব? 'কি করিব? কি করিলে সন্তপ্ত হইব না?' এরূপ ভাবনায় আমি অবহিত হইয়া সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছি। শৌনক বলিলেন,—অনন্তর অষ্টক নৃপতি যযাতির এতাদৃশী উক্তির পর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পার্থিবেন্দ্র! আপনি যে লোকে যাবৎ কাল বাস করিয়াছেন,

তন্মে রাজন্ ব্রূহি সর্ব্বং যথাবৎ
ক্ষেত্রজ্ঞবদ্ভাষসে ত্বং হি ধর্ম্মম্॥ ১৩
যযাতিরুবাচ।
রাজাহমাসন্নিহ সার্ব্বভৌম-
স্ততো লোকান্ মহতশ্চার্জ্জয়ং বৈ।
তত্রাবসং বর্ষসহস্রমাত্রং
ততো লোকান্ পরমানভ্যুপেতঃ॥ ১৪
ততঃ পুরীং পুরুহূতস্য রম্যাং
সহস্রদ্বারাং শতযোজনান্তাম্।
অধ্যাবসং বর্ষসহস্রমাত্রং
ততো লোকান্ পরমানভ্যুপেতঃ॥ ১৫
ততো দিব্যমজরং প্রাপ্য লোকং
প্রজাপতের্লোকপতের্দুরাপম্।
তত্রাবসং বর্ষসহস্রমাত্রং
ততো লোকান্ পরমানভ্যুপেতঃ॥ ১৬
দেবস্য দেবস্য নিবেশনে চ
বিজিত্য লোকান্ ন্যবসং যথেষ্টম্।
সম্পূজ্যমানস্ত্রিদশৈঃ সমস্তৈ-
স্তুল্যপ্রভাবদ্যুতিরীশ্বরাণাম্॥ ১৭
তথাবসং নন্দনকামরূপী
সংবৎসরাণামযুতং শতানাম্।
সহাপ্সরোভির্বিচরন্ পুণ্যগন্ধান্
পশ্যন্ নগান্ পুষ্পিতাংশ্চারুরূপান্॥ ১৮
তত্র স্থিতং মাং দেবসুখেষু সক্তং
কালেঽতীতে মহতি ততোঽতিমাত্রম্
দূতো দেবানামব্রবীদুগ্ররূপো
ধ্বংসেত্যুচ্চৈস্ত্রিঃ প্লুতেন স্বরেণ॥ ১৯
এতাবন্মে বিদিতং রাজসিংহ
ততো ভ্রষ্টোঽহং নন্দনাৎ ক্ষীণপুণ্যঃ॥
বাচোঽশ্রৌষঞ্চান্তরীক্ষে সুরাণা-
মনুক্রোশাচ্ছোচতাং মাং নরেন্দ্র॥ ২০
অকস্মাদ্বৈ ক্ষীণপুণ্যো যযাতিঃ
পতত্যসৌ পুণ্যকৃৎ পুণ্যকীর্ত্তিঃ।
তানব্রুবং পতমানস্তদাহং
সতাং মধ্যে নিপতেয়ং কথং নু॥ ২১

তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন; আপনি ক্ষেত্রজ্ঞবৎ ধর্ম্ম উপদেশে সমর্থ। যযাতি বলিলেন,—প্রথমতঃ আমি ইহলোকে সার্ব্বভৌম রাজা ছিলাম পরে মহৎ দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় সহস্র বৎসর বাস করি। অনন্তর তদপেক্ষাও মহনীয় পরম লোক প্রাপ্ত হই। পরে সেস্থান হইতেও উত্তম লোক লাভ করি। তদনন্তর শত যোজন বিস্তৃত, সহস্র দ্বার-সমন্বিত রমণীয় পুরুহূতপুরে সহস্র বৎসর বসতি করি। ৯—১৫। তারপর জরা-মরণ হীন দিব্য ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হই। ঐ লোক লোকপালদিগেরও দুষ্প্রাপ্য। ঐ লোকে আমি সহস্র বৎসর বাস করি। ব্রহ্মলোকে অবস্থিতির পর এক পরম লোক প্রাপ্ত হই, ঐ লোকে দেবদেবের ভবন বিদ্যমান; আমি নিখিল লোক জয় করিয়া দেবতাদিগের ন্যায় প্রভাব ও কান্তিসমন্বিত হইয়া স্বচ্ছন্দে তথায় বাস করি। সেখানে দেবগণ আমার পূজা করিতেছিলেন। আমি কামরূপী হইয়া পুণ্যগন্ধ, পুষ্পিত, মনোহর দেবতরু সকল অবলোকন করিতে করিতে অপ্সরাদিগের সহিত বিচরণ করত শত অযুত বৎসর নন্দনকাননে বাস করি। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা এক উগ্রাকৃতি দেবদূত আসিয়া আমাকে তথায় স্বর্গীয়সুখে অতিমাত্র আসক্ত দেখিয়া উচ্চস্বরে তিন বার বলিল,—'ধ্বস্ত হও।' হে রাজসিংহ! আমি আমার উত্তম লোকনিবাসের বৃত্তান্ত এই পর্য্যন্তই বিদিত আছি। অনন্তর ক্ষীণপুণ্য হইয়া নন্দন কানন হইতে ভ্রষ্ট হইলাম এবং স্বর্গ হইতে পতনাবস্থায় দেবতারা যে, আমার জন্য 'আহা! পুণ্যকীর্ত্তি পুণ্যাত্মা যযাতি ক্ষীণপুণ্য হইয়া অকস্মাৎ স্বর্গ হইতে পতিত হইলেন।' এইরূপ অনুশোচনা করিতেছেন, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম। ঐ সময় পড়িতে পড়িতে আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম,—আমি স্বর্গ হইতে পতিত হইতেছি; সৎলোক মধ্যে

তৈরাখ্যাতাং ভবতাং যজ্ঞভূমিং
সমীক্ষ্য চৈনামহমাগতোঽস্মি
হবির্গন্ধৈর্দর্শিতাং যজ্ঞভূমিং
ধূমাপাঙ্গং পরিগৃহ্য প্রতীতাম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-
চরিতেঽষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অষ্টক উবাচ ।
যদা বসন্ নন্দনে কামরূপে
সম্বৎসরাণামযুতং শতানাম্ ।
কিং কারণং কার্ত্তযুগপ্রধান
হিত্বা তদ্বৈ বসুধামন্বয়দযঃ ॥ ১

যযাতিরুবাচ
জ্ঞাতিঃ সুহৃৎ স্বজনো যো যথেহ
ক্ষীণে বিত্তে ত্যজ্যতে মানবৈর্হি ।
তথা স্বর্গে ক্ষীণপুণ্যং মনুষ্যং
ত্যজন্তি সদ্যঃ খচরা দেবসঙ্ঘাঃ ॥ ২

অষ্টক উবাচ
কথং তস্মিন্ ক্ষীণপুণ্যা ভবন্তি
সংমুহ্যতে মেঽত্র মনোঽতিমাত্রম্
কিং বিশিষ্টাঃ কস্য ধামোপযান্তি
তদ্বৈ ব্রূহি ক্ষেত্রবিৎ ত্বং মতো মে ॥ ৩

যযাতিরুবাচ ।
ইমং ভৌমং নরকং তে পতন্তি
লালপ্যমানা নরদেব সর্ব্বে ।
তে কঙ্ক-গোমায়ুপলাশনার্থং
ক্ষিতৌ বিবৃদ্ধিং বহুধা প্রযান্তি ॥ ৪
তস্মাদেবং বর্জ্জনীয়ং নরেন্দ্র
দুষ্টং লোকে গর্হনীয়ঞ্চ কর্ম্ম ।
আখ্যাতং তে পার্থিব সর্ব্বমেতদ্-
ভূয়শ্চেদানীং বদ কিং তে বদামি ॥ ৫

অষ্টক উবাচ ।
যদা তু তাংস্তে বিতুদন্তে বয়াংসি
তথা গৃধ্রাঃ শিতিকণ্ঠাঃ পতঙ্গাঃ ।
কথং ভবন্তি কথমাভবন্তি
ত্বত্তো ভৌমং নরকমহং শৃণোমি ॥ ৬

কিরূপে আমার পতন হইবে? অনন্তর তাঁহারা আপনাদের এই যজ্ঞভূমি নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের আদেশ অনুসারে আমি ধূম-পরিক্রতাপাঙ্গ হইয়া আপনাদের এই ধূমগন্ধ-সংসূচিত যজ্ঞভূমি উদ্দেশে আগমন করিয়াছি। ১৬—২২।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

অষ্টক বলিলেন,—হে কৃতযুগের প্রধান রাজন্! আপনি কামরূপ নন্দনে শত অযুত বৎসর বাস রিয়া কি নিমিত্ত উক্ত লোক পরিত্যাগপূর্ব্বক বসুধাতলে আগমন করিলেন? যযাতি বলিলেন,—জ্ঞাতি, সুহৃৎ, স্বজন, সকলেই যেমন ক্ষীণবিত্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, তেমনি স্বর্গবাসী দেবগণও ক্ষীণপুণ্য মনুষ্যকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়া থাকেন। অষ্টক বলিলেন,—কি প্রকারে জনগণ তথায় ক্ষীণপুণ্য হইয়া থাকে? এ বিষয়ে আমার মন অতিমাত্র মুগ্ধ হইতেছে। মানবগণ কোন্ পুণ্য করিলে কোন্ লোক প্রাপ্ত হয়? আপনি বিস্তৃতরূপে তাহা ব্যক্ত করুন। আপনাকে আমি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া মনে করি। যযাতি বলিলেন,—হে নরদেব! স্বর্গচ্যুত ব্যক্তিরা অতিশয় খেদ করিতে করিতে এই ভৌম নরক ক্ষিতিতলে পতিত হয়, হইয়া কঙ্ক-গোমায়ুর মাংস-ভোজনার্থ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বর্দ্ধিত হইয়া বহুধা বিচরণ করে। এজন্য হে নরেন্দ্র! লোকে কোন প্রকার দুষ্ট ও গর্হণীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কদাচ উচিত নয়। হে পার্থিব! এই ত আপনার নিকট সকল বিষয় বর্ণন করিলাম, এক্ষণ পুনর্ব্বার আর কি বর্ণন করিব, তাহা বলুন। অষ্টক বলিলেন,—ঐ সকল ভৌম নরকবাসী জনগণকে যখন গৃধ্র শকুনি প্রভৃতি পক্ষিগণ

যযাতিরুবাচ।
উর্দ্ধং দেহাৎকর্ম্মণো জৃম্ভমাণাদ্-
ব্যক্তং পৃথিব্যামনুসঞ্চরন্তি।
ইমং ভৌমং নরকং তে পতন্তি
নাবেক্ষন্তেত বর্ষপূগাননেকান্ ॥ ৭
ষষ্টিং সহস্রাণি পতন্তি ব্যোম্নি
তথাশীতিঞ্চৈব তু বৎসরাণাম্।
তান্ বৈ তুদন্তে প্রপতন্তঃ প্রযাতান্
ভীমা ভৌমা রাক্ষসাস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঃ ॥ ৮
অষ্টক উবাচ
যদেতাংস্তে সম্পততস্তুদন্তি
ভীমা ভৌমা রাক্ষসাস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঃ।
কথং ভবন্তি কথমাভবন্তি
কথংভূতা গর্ভভূতা ভবন্তি ॥ ৯
যযাতিরুবাচ।
অস্রংরেতঃ পুষ্পরসানুযুক্ত-
মন্বেতি সদ্যঃ পুরুষেণ সৃষ্টম্।
তদ্বৈ তস্যা রজ আপদ্যতে চ
স গর্ভভূতঃ সমুপৈতিতত্র ॥ ১০
বনস্পতীনোষধীংশ্চাবিশন্তি
অপো বায়ুং পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষম্।
চতুষ্পদং দ্বিপদঞ্চাপি সর্ব্ব
এবম্ভূতা গর্ভভূতা ভবন্তি ॥ ১১
অষ্টক উবাচ।
অন্যদ্বপুর্বিদধাতীহ গর্ভে
উতাহোস্বিৎ স্বেন কামেন যাতি।
আপদ্যমানো নরযোনিমেতা-
মাচক্ষ্ব মে সংশয়াৎ পৃচ্ছতস্তম্ ॥ ১২
শরীরদেহাদিসমুচ্ছ্রয়ঞ্চ
চক্ষুঃ শ্রোত্রে লভতে কেন সংজ্ঞাম্।
এতৎ সর্ব্বং তাত আচক্ষ্ব পৃষ্টঃ
ক্ষেত্রজ্ঞং ত্বাং মন্যমানা হি সর্ব্বে ॥ ১৩
যযাতিরুবাচ।
বায়ুঃ সমুৎকর্ষতি গর্ভযোনি-
মৃতৌ রেতঃ পুষ্পরসানুযুক্তম্।

নিপীড়িত করে, তখন ঐ জনগণ কিরূপে থাকে, কি প্রকার ক্লেশ অনুভব করে, এই সকল ভৌম নরক-বৃত্তান্ত আমি সবিস্তর আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যযাতি বলিলেন,—জীবগণ দেহ ত্যাগান্তে কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত এই ভৌম নরক পৃথিবীতে পতিত হইয়া ব্যক্তরূপে সঞ্চরণ করে। নরকে তাহাদের যে কত অসংখ্য বর্ষ অতীত হইল, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। তাহারা ষষ্টি সহস্র অশীতি বর্ষ-কাল পর্য্যন্ত আকাশে বিচরণ করে; তৎপরে ভৌম নরকে পতিত হইলে তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ভীম ভৌম রাক্ষসগণ তাহাদিগকে ভীষণরূপে নিপীড়িত করিয়া থাকে। অষ্টক বলিলেন,—ঐ তীক্ষ্ণ দংষ্ট্র ভীষণ ভৌম রাক্ষসগণ তাহাদিগকে সমাগত দেখিয়া অত্যন্ত নিপীড়িত করিলে তাহারা তখন কিরূপ ভাবাপন্ন হয়, কিরূপ ক্লেশ ভোগ করে, এবং কিরূপেই বা তাহারা গর্ভরূপে পরিণত হয়? যযাতি বলিলেন,—পুরুষসৃষ্ট শুক্র পুষ্পরসে অনু-যুক্ত হইয়া সদ্যই সম্মিলিত হয়; পরে তাহা স্ত্রীলোকদিগের রজঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্রমে জীব গর্ভরূপে পরিণত হইয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে জীবগণ,—বনস্পতি, ওষধি, অপবায়ু, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, চতুষ্পদ, ও দ্বিপদাদিতেও আবিষ্ট হয়, হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অষ্টক বলিলেন,—জীব গর্ভে নরযোনি প্রাপ্ত হইয়া অন্য শরীর ধারণ করে; না,—স্বীয় কামনানুসারে দেহ প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে আমি সংশয়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসিতেছি, আপনি আমার সংশয়চ্ছেদ করুন। এই গর্ভ কি প্রকারে দেহ, দেহাদির উন্নতি, চক্ষু, শ্রোত্র ও চৈতন্য প্রাপ্ত হয়? হে তাত! আপনি এ সকল আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন, আমরা সকলে আপনাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াই মনে করি। ১—১৩। যযাতি বলিলেন,—বায়ু গর্ভযোনি প্রসারিত করিয়া দেয়, ঋতুকালে রেতঃ পুষ্পরসানুযুক্ত হইলে ঐ

স তত্র তন্মাত্রকৃতাধিকারঃ
ক্রমেণ সংবর্দ্ধয়তীহ গর্ভম্ ॥ ১৪
স জায়মানোঽথ গৃহীতগাত্রঃ
সংজ্ঞামধিষ্ঠায় ততো মনুষ্যঃ ।
স শ্রোত্রাভ্যাং বেদয়তীহ শব্দং
স বৈ রূপং পশ্যতি চক্ষুষা চ ॥ ১৫
ঘ্রাণেন গন্ধং জিহ্বয়াথো রসঞ্চ
ত্বচা স্পর্শং মনসা বেদভাবম্ ।
ইত্যষ্টকেহোপচিতং হি বিদ্ধি
মহাত্মনঃ প্রাণভৃতঃ শরীরে ॥ ১৬
অষ্টক উবাচ ।
যঃ সংস্থিতঃ পুরুষো দহ্যতে বা
নিখন্যতে বাপি নিকৃষ্যতে বা ।
অভাবভূতঃ স বিনাশমেত্য
কেনাত্মানং চেতয়তে পুরস্তাৎ ॥ ১৭
যযাতিরুবাচ ।
হিত্বা সোঽসূন্ সুপ্তবন্নিষ্ঠিতত্বাৎ
পুরোধায় সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চ ।
অন্যাং যোনিং পুণ্যপাপানুসারাং
হিত্বা দেহং ভজতে রাজসিংহ ॥ ১৮

পুণ্যাং যোনিং পুণ্যকৃতো বিশন্তি
পাপাং যোনিং পাপকৃতো ব্রজন্তি ।
কীটাঃ পতঙ্গাশ্চ ভবন্তি পাপা-
ন্ন মে বিবক্ষাস্তি মহানুভাব ॥ ১৯
চতুষ্পদা দ্বিপদাঃ পক্ষিণশ্চ
তথাভূতা গর্ভভূতা ভবন্তি ।
আখ্যাতমেতন্নিখিলং হি সর্ব্বং
ভূয়স্তু কিং পৃচ্ছসি রাজসিংহ ॥ ২০
অষ্টক উবাচ ।
কিংস্বিৎ কৃত্বা লভতে তাত সংজ্ঞাং
মর্ত্ত্যঃ শ্রেষ্ঠাং তপসা বিদ্যয়া বা ।
তন্মে পৃষ্টঃ শংস সর্ব্বং যথাব-
চ্ছুভাঁল্লোকান্ যেন গচ্ছেৎ ক্রমেণ ॥ ২১
যযাতিরুবাচ ।
তপশ্চ দানঞ্চ শমো দমশ্চ
হ্রীরার্জ্জবং সর্ব্বভূতানুকম্পা ।
স্বর্গস্য লোকস্য বদন্তি সন্তো
দ্বারাণি সপ্তৈব মহান্তি পুংসাম্ ॥ ২২

বায়ু গর্ভকোষে তন্মাত্র অধিকার লাভ করিয়া ক্রমে গর্ভকে বর্দ্ধিত করে। ঐ জায়মান গর্ভ প্রথমতঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পরে চৈতন্য লাভ করত মনুষ্যাকারে পরিণত হয়। অনন্তর ঐ গর্ভস্থ শিশু কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ, চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ ও মন দ্বারা জ্ঞানভাব প্রাপ্ত হয়। হে অষ্টক! আপনি মহাত্মা প্রাণীদিগের শরীর ধারণবিষয়ে এই সকল অবগত হউন। অষ্টক বলিলেন,—যে সকল অভাবময় পুরুষ এই ভৌম নরকে পতিত হইয়া দগ্ধ, নিখাত বা নিকৃষ্যমাণ হইয়া থাকে, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে প্রথমে আত্ম-চৈতন্য লাভ করে? যযাতি বলিলেন,—হে রাজসিংহ! দেহত্যাগান্তে নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থান করিয়া সুকৃত ও দুষ্কৃতকে অগ্রে রাখিয়া পুণ্য-পাপানুসারিণী অন্য যোনি লাভ করে; পরে তাহা ত্যাগ করিয়া আবার অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা পুণ্যবান্ ব্যক্তি, তাঁহারা পবিত্র যোনি লাভ করেন। যাহারা পাপকারী, তাহারা পাপ যোনি লাভ করিয়া থাকে। পাপবিশেষ হইতেই কীট ও পতঙ্গাদি যোনি সঙ্ঘটিত হয়। হে মহানুভাব! আর আমি অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না। চতুষ্পদ, দ্বিপদ এবং পক্ষিগণও উক্ত নিয়মেই গর্ভরূপে পরিণত হয়। এই নিখিল বিষয়ই যথাবৎ আখ্যাত হইল। হে রাজসিংহ! আর আপনার কি জিজ্ঞাস্য আছে? তাহা বলুন। অষ্টক বলিলেন,—মর্ত্ত্যবাসিগণ তপস্যা বা বিদ্যা দ্বারা কি প্রকারে দিব্য জ্ঞান লাভ করে এবং কি প্রকারেই বা তাহারা ক্রমশ দিব্য লোক সকল প্রাপ্ত হয়; এই সকল আপনি আমার নিকট যথাযৎ কীর্ত্তন করুন। যযাতি বলিলেন,—তপ, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা,

সর্ব্বাণি চৈতানি যথোদিতানি
তপঃপ্রধানান্যভিমর্ষকেণ।
নশ্যন্তি মানেন তমোঽভিভূতাঃ
পুংসঃ সদৈবেতি বদন্তি সন্তঃ॥ ২৩
অধীয়ানঃ পণ্ডিতম্মন্যমানো
যো বিদ্যয়া হন্তি যশঃ পরস্য।
তস্যান্তবন্তঃ পুরুষস্য লোকা
ন চাস্য তদ্‌ব্রহ্মফলং দদাতি॥ ২৪
চত্বারি কর্ম্মাণি ভয়ঙ্করাণি
ভয়ং প্রযচ্ছন্ত্যযথাকৃতানি।
পানাগ্নিহোত্রমুত মানমৌনং
মানেনাধীতমুত মানযজ্ঞঃ॥ ২৫
ন মান্যমানো মুদমাদদীত
ন সন্তাপং প্রাপ্নুয়াচ্চাবমানাৎ।
সন্তঃ সতঃ পূজয়ন্তীহ লোকে
নাসাধবঃ সাধুবুদ্ধিং লভন্তে॥ ২৬
ইতি দদ্যাদিতি যজেদিত্যধীয়ীত মে শ্রুতম্।
ইত্যেতান্যভয়ান্যাহুস্তান্যবর্জ্জ্যানি নিত্যশঃ॥
যেনাশ্রয়ং বেদয়ন্তে পুরাণং
মনীষিণো মানসে মানযুক্তম্।
তন্নিঃশ্রেয়স্তেন সংযোগমেত্য
পরাং শান্তিং প্রাপ্নুয়ুঃ প্রেত্য চেহ॥ ২৮
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে যযাতিচরিতে
একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৯॥

ও সর্ব্বজীবে দয়া—এই সাতটীকে পণ্ডিতগণ স্বর্গের দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন। উল্লিখিত তপঃ প্রভৃতি সাতটী গুণ—মানবের অভিমান ও তমোগুণ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে; ইহা পণ্ডিতগণ বলেন। যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়া আপনাকে মহাপণ্ডিত বলিয়া মনে করেন এবং স্বকীয় বিদ্যা প্রভাবে অন্যের যশ বিনষ্ট করেন, তাঁহাদের লোকসকল ব্রহ্মফল প্রদান করে না। পান, অগ্নিহোত্র, মান ও মৌন এই চারিটী কর্ম্ম অযথাকৃত হইলে ভয় প্রদান করে। মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মৌনব্রত, অগ্নিহোত্র, অধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি করা উচিত। যিনি মানের প্রতি লক্ষ্য না রাখেন, তিনি কদাচ প্রীতি লাভ করিতে পারেন না; অবমানিত হইয়া সন্তাপ ভোগ করেন। এই লোকে সজ্জনেরাই সজ্জনের সম্মান করিয়া থাকেন। অসাধু ব্যক্তিগণ কদাচ সদ্‌বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আমার শুনা আছে, ইহা দান করিবে, ইহা যাগ করিবে ও ইহা অধ্যয়ন করিবে, ইত্যাদি কর্ত্তব্যই অভয়প্রদ; এ সকল সর্ব্বদাই মানবের অপরিত্যাজ্য। মনীষিগণ সম্মানিত হইয়া যাহার আশ্রয়ে পুরাণপ্রবন্ধ কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সহিত পুরাণবাদী ব্যক্তি পরলোকে মোক্ষপদবী লাভ করত পরম শান্তি অনুভব করেন। ১৪—২৮।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়। ৩৯।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টক উবাচ।
চরন্ গৃহস্থঃ কথমেতি দেবান্
কথং ভিক্ষুঃ কথমাচার্য্যকর্ম্মা।
বানপ্রস্থঃ সৎপথে সন্নিবিষ্টো
বহূন্যস্মিন্ সম্প্রতি বেদয়ন্তি॥ ১
যযাতিরুবাচ।
আহূতাধ্যায়ী গুরুকর্ম্মস্বচোদ্যঃ
পূর্ব্বোত্থায়ী চরমঞ্চাথ শায়ী।
মৃদুর্দ্দান্তো ধৃতিমানপ্রমত্তঃ
স্বাধ্যায়শীলঃ সিধ্যতি ব্রহ্মচারী॥ ২

চত্বারিংশ অধ্যায়।

অষ্টক বলিলেন,—গৃহস্থ, ভিক্ষু, আচার্য্যকর্ম্মা ও বানপ্রস্থ ইঁহারা সৎপথে অবস্থিত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক কিরূপে দেবগণকে প্রাপ্ত হন? তাহা বলুন; এবিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য আছে। যযাতি বলিলেন, ব্রহ্মচারী সম্যক্ হোম করেন, অধ্যয়ন করেন, সর্ব্বদা গুরুকর্ম্মে নিরত থাকেন, গুরুর

ধর্ম্মাগতং প্রাপ্য ধনং যজেত
দদ্যাৎ সদৈবাতিথীন্ ভোজয়েচ্চ।
অনাদদানশ্চ পরৈরদত্তং
সৈষা গৃহস্থোপনিষৎ পুরাণী ॥ ৩
স্ববীর্য্যজীবী বৃজিনান্নিবৃত্তো
দাতা পরেভ্যো ন পরোপতাপী।
তাদৃঙ্মুনিঃ সিদ্ধিমুপৈতি মুখ্যা
বসন্নরণ্যে নিয়তাহারচেষ্টঃ ॥ ৪
অশিল্পজীবী বিগৃহশ্চ নিত্যং
জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বতো বিপ্রমুক্তঃ।
অনোকশায়ী লঘু লিপ্সমান-
শ্চরন্ দেশানেকাম্বরঃ স ভিক্ষুঃ ॥ ৫
রাত্র্যা যয়াচাভিরতাশ্চ লোকা
ভবন্তি কামাভিজিতাঃ সুখেন চ।
তামেব রাত্রিং প্রযতেত বিদ্বা-
নরণ্যসংস্থো ভবিতুং যতাত্মা ॥ ৬
দশৈব পূর্ব্বান্ দশ চাপরাংস্তু
জ্ঞাতীংস্তথাত্মানমথৈকবিংশম্।
অরণ্যবাসী সুকৃতং দধাতি
মুক্ত্বা ত্বরণ্যে স্বশরীরধাতূন্ ॥ ৭

অষ্টক উবাচ।

কতিস্বিদ্দেবমুনয়ো মৌনানি কতি চাপ্যুত।
ভবন্তীতি তদাচক্ষ্ব শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ৮

যযাতিরুবাচ।

অরণ্যে বসতো যস্য গ্রামো ভবতি পৃষ্ঠতঃ।
গ্রামে বা বসতোঽরণ্যং স মুনিঃ স্যাজ্জনাধিপ ॥

অষ্টক উবাচ।

কথংস্বিদ্বসতোঽরণ্যে গ্রামো ভবতি পৃষ্ঠতঃ।
গ্রামে বা বসতোঽরণ্যং কথং ভবতি পৃষ্ঠতঃ ॥

যযাতিরুবাচ।

ন গ্রাম্যমুপযুঞ্জীত য আরণ্যো মুনির্ভবেৎ।
তথাস্য বসতোঽরণ্যে গ্রামো ভবতি পৃষ্ঠতঃ ॥
অনগ্নিরনিকেতশ্চাপ্যগোত্রচরণো মুনিঃ।
কৌপীনাচ্ছাদনং যাবৎ তাবদিচ্ছেচ্চ চীবরম্ ॥

শয্যা ত্যাগের অগ্রে শয্যা ত্যাগ করেন ও শয়নের পর শয়ন করেন এবং যিনি মৃদু, দান্ত ধৃতিমান্, অপ্রমত্ত ও স্বাধ্যায়শীল, তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। যিনি ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধন দ্বারা দেবপূজাদি নির্ব্বাহ করেন, সর্ব্বদা অতিথিদিগকে ভোজন করান, ও কাহারও দত্ত ধন কদাচ গ্রহণ করেন না, তিনিই প্রকৃত গৃহস্থ। যিনি নিজ শক্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন, পরকে দান করেন, এবং কদাচ পরপীড়া উৎপাদন করেন না, তাদৃশ নিয়তাহার বানপ্রস্থাশ্রমী মুনিই মুখ্য সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ভিক্ষু —অশিল্পজীবী, গৃহরহিত, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্ব বস্তুতে অনাসক্ত, বৃক্ষতলশায়ী, লোভহীন, দেশপর্য্যটনশীল ও একাম্বরপরিধায়ী হইবেন। সাধারণ লোক কামাক্রান্ত হইয়া সুখ-সম্ভোগে যে রাত্রি যাপন করে, বিদ্বান্‌গণ অরণ্যসংস্থ হইয়া সেই রাত্রিতে সংযতাত্মা হইবার জন্ত যত্নবান হয়েন। অরণ্যবাসী বানপ্রস্থাবলম্বী যতিগণ অরণ্যে স্বীয় শরীরধাতু পরিত্যাগ করিয়া স্বকুলের পূর্ব্বাপর বিংশতি পুরুষ ও আপনাকে—সমষ্টিতে একবিংশতি পুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকেন। অষ্টক বলিলেন,—দেব-মুনি ও মৌনব্রতাবলম্বী কত প্রকার হয়—আমি তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাহা বলুন। যযাতি বলিলেন,—হে নরাধিপ! যিনি অরণ্যে বাস করেন ও গ্রাম পশ্চাতে থাকে, অথবা যে গ্রামে বাসকারীর পশ্চাতে অরণ্য থাকে, তিনি মুনি নামে কীর্ত্তিত। অষ্টক বলিলেন,—কিরূপে অরণ্যে বাস করিলে গ্রাম মুনির পশ্চাৎবর্ত্তী হয় এবং গ্রামে বাস করিলেই বা কিরূপে অরণ্য পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, আমি ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি।১—১০। যযাতি বলিলেন,—যিনি অরণ্যচর মুনি, তিনি গ্রাম্যাহারাদি পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপ করিলেই গ্রাম তাঁহার পশ্চাৎ স্থিত হইবে অর্থাৎ গ্রাম-সম্পর্ক রহিত হইবে। অনগ্নি, অনিকেতন, অগোত্রচারী মুনি যে পর্য্যন্ত না কৌপীন পরিধান করেন, ততদিন চীবর

যাবৎ প্রাণাভিসন্ধানং তাবদিচ্ছেচ্চ ভোজনম্
তদাস্য বসতো গ্রামেঽরণ্যং ভবতি পৃষ্ঠতঃ ॥১৩
যস্তু কামান্ পরিত্যজ্য ত্যক্তকর্ম্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ
আতিষ্ঠেত মুনির্মৌনং স লোকে সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥
ধৌতদন্তং কৃত্তনখং সদা স্নাতমলঙ্কৃতম্।
অসিতং সিতকর্ম্মস্থং কস্তং নার্চ্চিতুমর্হতি ॥ ১৫
তপসা কর্শিতঃ ক্ষামঃ ক্ষীণমাংসাস্থিশোণিতঃ।
যদা ভবতি নির্দ্বন্দ্বো মুনির্মৌনং সমাস্থিতঃ ॥১৬
অথ লোকমিমং জিত্বা লোকঞ্চাপি জয়েৎ পরম্
আস্যেন তু যদাহারং গোবন্মৃগয়তে মুনিঃ।
অথাস্য লোকঃ সর্ব্বো যঃ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-
চরিতে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

ইচ্ছা করিবেন এবং যতদিন প্রাণসম্পর্ক, ততদিন ভোজন ইচ্ছা করিবেন। এবম্প্রকারে গ্রামবাসকারী মুনির পশ্চাতে অরণ্য অবস্থিত হয় অর্থাৎ অরণ্যসম্পর্ক রহিত হয়। যিনি সর্ব্বকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া মৌনাবলম্বন করেন, তিনি অবশ্যই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। যিনি ধৌতদন্ত, ছিন্ননখ, সর্ব্বদা স্নাত, অলঙ্কৃত, অসিত ও সিত কর্ম্মস্থ, তাঁহার অর্চ্চনা সকলেই করিয়া থাকে। যখন মুনি তপস্যা দ্বারা কর্শিত, ও ক্ষাম হন, শরীরের মাংস, অস্থি ও শোণিত যখন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং যখন তিনি দ্বন্দ্বজ্ঞানরহিত হইয়া মৌন অবম্বন করেন, তখন তিনি ইহ লোক ও পরলোক জয় করিয়া থাকেন। যখন মুনি গোবৎ মুখ দ্বারা আহার্য্য সংগ্রহ করেন, তখন তাঁহার নিখিল লোক অমৃতময় হয়। ১১—১৭।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টক উবাচ।

কতরস্ত্বেতয়োঃ পূর্ব্বং দেবানামেতি সাত্ম্যতাং
উভয়োর্ধাবতো রাজন্ সূর্য্যাচন্দ্রমসোরিব ॥ ১

যযাতিরুবাচ।

অনিকেতগৃহস্থেষু কামবৃত্তেষু সংযতঃ।
গ্রাম এব চরন্ ভিক্ষুস্তয়োঃ পূর্ব্বতরং গতঃ ॥ ২
অপ্রাপ্য দীর্ঘমায়ুশ্চ যঃ প্রাপ্তো বিকৃতিং চরেৎ
তপ্যেত যদি তৎ কৃত্বা চরেৎ সোগ্রং তপস্ততঃ
যদ্বৈ নৃশংসং তদপথ্যমাহু-
র্যঃ সেবতে ধর্ম্মমনর্থবুদ্ধিঃ।
অসাবনীশঃ স তথৈব রাজন্
তদার্জ্জবং স সমাধিস্তদার্য্যম্ ॥ ৪

অষ্টক উবাচ।

কেনাদ্য ত্বন্ত প্রহিতোঽসি রাজন্
যুবা স্রগ্বী দর্শনীয়ঃ সুবর্চ্চাঃ।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

অষ্টক বলিলেন,—হে রাজন্! ধাবনকারী চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় উল্লিখিত মুনিদ্বয়ের মধ্যে কে অগ্রে দেবত্ব লাভ করেন? যযাতি বলিলেন,—অনিকেত কামবৃত্ত গৃহস্থ প্রভৃতির মধ্যে ভিক্ষু ব্যক্তিই সংযতভাবে গ্রামেতেই ধর্ম্মাচরণ করিয়া অগ্রে দেবস্বরূপতা প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ দুর্লভ দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যদি তপশ্চরণ করে, তাহা হইলে মহতী তপস্যা করিতে পারে। যাহা নৃশংস কর্ম্ম, তাহা কখনও হিতকর হয় না। হে রাজন্! যিনি অসৎ অভিপ্রায়ে ধর্ম্মাচরণ করেন, তিনি কদাপি ঐশী শক্তি লাভ করিতে পারেন না এবং তাঁহার সমাধি, সরলতা ও মনোবৃত্তি তদনুরূপই হইয়া থাকে। অষ্টক বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি মাল্যদামালঙ্কৃত সৌন্দর্য্যশালী দর্শনীয়াকৃতি যুবা; আপনি কোন

কুত আগতঃ কতমস্যাং দিশি ত্ব-
মুতাহোস্বিৎ পার্থিব স্থানমস্তি॥ ৫
যযাতিরুবাচ।
ইমং ভৌমং নরকং ক্ষীণপুণ্যঃ
প্রবেষ্টুমুর্ব্বীং গগনাদ্বিপ্রকীর্ণঃ।
উক্তাহং বঃ প্রপতিষ্যাম্যনন্তরং
ত্বরন্ত্যমী ব্রহ্মণো লোকপা যে॥ ৬
সতাং সকাশে তু বৃতঃ প্রপাত-
স্তে সঙ্গতা গুণবন্তশ্চ সর্ব্বে।
শক্রাচ্চ লব্ধো হি বরো ময়ৈষ
পতিষ্যতা ভূমিতলং নরেন্দ্র॥ ৭
অষ্টক উবাচ।
পৃচ্ছামি ত্বাং প্রপতন্তং প্রপাতং
যদি লোকাঃ পার্থিব সন্তি মেহত্র।
যদ্যন্তরীক্ষে যদিবা দিবিশ্রিতাঃ
ক্ষেত্রজ্ঞং ত্বাং তস্য ধর্ম্মস্য মন্যে॥ ৮
যযাতিরুবাচ।
যাবৎ পৃথিব্যাং বিহিতং গবাশ্বং
সহারণ্যৈঃ পশুভিঃ পক্ষিভিশ্চ।
তাবল্লোকা দিবি তে সংস্থিতা বৈ
তথা বিজানীহি নরেন্দ্রসিংহ॥ ৯
অষ্টক উবাচ।
তাংস্তে দদামি মা প্রপত প্রপাতং
যে মে লোকা দিবি রাজেন্দ্র সন্তি।
যদ্যন্তরীক্ষে যদিবা দিবিশ্রিতা-
স্তানাক্রম ক্ষিপ্রমমিত্রহাসি॥ ১০
যযাতিরুবাচ।
নাস্মদ্বিধো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিচ্চ
প্রতিগ্রহে বর্ত্ততে রাজমুখ্য।
যথা প্রদেয়ং সততং দ্বিজেভ্য-
স্তথা দদে পূর্ব্বমহং নরেন্দ্র॥ ১১
নাব্রাহ্মণঃ কৃপণো জাতু জীবেদ্‌-
যদ্যপি স্যাদ্‌ব্রাহ্মণী বীর পত্নী।
সোহহং যদেবাকৃতপূর্ব্বং চরেয়ং
বিবিৎসমানঃ কিমু তত্র সাধুঃ॥ ১২
প্রতর্দ্দন উবাচ।
পৃচ্ছামি ত্বাং স্পৃহণীয়রূপ
প্রতর্দ্দনোহহং যদি মে সন্তি লোকাঃ।

ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোথা হইতে প্রেরিত হইয়াছেন এবং আপনার নিবাসই বা কোথায়? যযাতি বলিলেন,—আমি ক্ষীণপুণ্য হইয়া স্বর্গ হইতে এই ভৌম নরক উর্ব্বীতলে পতিত হইতেছি, আমি আপনাদের সহিত সম্ভাষণান্তে এখনই পতিত হইব; কেননা, ঐ রক্ষী পুরুষেরা আমায় ত্বরান্বিত করিতেছে, হে নরেন্দ্র! আমি ভূমিতলে পতিত হইতে হইতে শক্রের নিকট হইতে সাধুসন্নিধানে পতনরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া আপনাদের ন্যায় গুণবান্ ব্যক্তির সহিত সঙ্গত হইয়াছি। অষ্টক বলিলেন,—হে পার্থিব! আপনি পতিত হইতেছেন, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলুন,—অন্তরীক্ষে বা স্বর্গে আমার নিবাসের নিমিত্ত কোন লোক নির্দ্দিষ্ট আছে কি? আমি আপনাকে ধর্ম্মের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া মনে করি।১—৮। যযাতি বলিলেন,—হে নরেন্দ্রসিংহ! যতকাল পৃথিবীতে গো, অশ্ব, অরণ্য, পশু ও পক্ষী বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন আপনার জন্য স্বর্গীয় সুখময় লোক সকল বিরাজ করিবে। আপনি ইহা জানিবেন। অষ্টক বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! স্বর্গে বা অন্তরীক্ষে আমার নিমিত্ত যে সকল লোক কল্পিত রহিয়াছে, তাহা আমি আপনাকে প্রদান করিলাম। আপনি পতিত হইবেন না। আপনি অবিলম্বে ঐ সকল লোক আক্রমণ করুন। যযাতি বলিলেন,—হে রাজমুখ্য! ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণগণই, প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র, মাদৃশ ব্যক্তি নহে। ব্রাহ্মণকেই সর্ব্বদা দান করা কর্ত্তব্য। অতএব অগ্রে আমি দান করি। হে বীর! নিস্তেজস্ক অব্রা ক্ষণ কদাচ ব্রাহ্মণীকে পত্নী করিয়া জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। আমিই এই অকৃতপূর্ব্ব আচরণ করিয়াছি, এক্ষণে চিন্তা

যন্তন্তরিক্ষে যদিবা দিবি শ্রুতাঃ
ক্ষেত্রজ্ঞং ত্বাং তস্য ধর্ম্মস্য মন্যে ॥ ১৩
যযাতিরুবাচ।
সন্তি লোকা বহবস্তে নরেন্দ্র
অপ্যেকৈকং সপ্ত শতান্যহানি।
মধুচ্যুতো ঘৃতবন্তো বিশোকা-
স্তেনান্তবন্তঃ প্রতিপালয়ন্তি ॥ ১৪
প্রতর্দ্দন উবাচ।
তাংস্তে দদামি পতমানস্য রাজন্
যে মে লোকাস্তব তে বৈ ভবন্তু।
যন্তন্তরিক্ষে যদিবা দিবিশ্রিতা-
স্তানাক্রম ক্ষিপ্রমপেতমোহঃ ॥ ১৫
যযাতিরুবাচ।
ন তুল্যতেজাঃ সুকৃতং হি কাময়ে
যোগক্ষেমং পার্থিবাৎ পার্থিবঃ সন্।
দৈবাদেশাদপাদং প্রাপ্য বিদ্বান্
চরেন্নৃশংসং হি ন জাতু রাজা ॥ ১৬

ধর্ম্ম্যং মার্গং চিন্তয়ানো যশস্যং
কুর্য্যাৎ তপো ধর্ম্মমবেক্ষমাণঃ।
ন মদ্বিধো ধর্ম্মবুদ্ধির্হি রাজা
হ্যেবং কুর্য্যাৎ কৃপণং মাং যথাত্থ ॥ ১৭
কুর্য্যামপূর্ব্বং ন কৃতং যদন্যৈ-
র্বিবিৎসমানঃ কিমু তত্র সাধুঃ।
ব্রুবাণমেবং নৃপতিং যযাতিং
নৃপোত্তমো বসুমানব্রবীৎ তম্ ॥ ১৮
ইতি শ্রীমাৎস্যে সোমবংশে যযাতিচরিতে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বসুমানুবাচ।
পৃচ্ছাম্যহং বসুমানৌষদশ্বি-
র্যদ্যস্তি লোকো দিবি মহ্যং নরেন্দ্র
যন্তন্তরিক্ষে প্রথিতো মহাত্মন্
ক্ষেত্রজ্ঞং ত্বাং তস্য ধর্ম্মস্য মন্যে ॥ ১

করিতেছি, কি করিলে আমার মঙ্গল হইবে? প্রতর্দ্দন বলিলেন,—হে স্পৃহণীয়রূপ! আমার নাম প্রতর্দ্দন, স্বর্গে বা অন্তরীক্ষে যদি আমার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কোন লোক থাকে, বলুন, আমি আপনাকেই তাহার ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া মনে করি। যযাতি বলিলেন,—হে নরেন্দ্র! প্রত্যেকটী সপ্ত শত দিবস করিয়া বাস করিবার নিমিত্ত বহু লোক আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। মধুচ্যুত ঘৃতবান্ ও বিশোক প্রভৃতি লোক আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রতর্দ্দন বলিলেন,—হে রাজন্! স্বর্গে অথবা অন্তরীক্ষে আমার যে সকল লোক কল্পিত আছে, তৎসমুদায় আপনার হউক। আমি আপনাকে প্রদান করিলাম। আপনি নির্ম্মোহ হইয়া অচিরাৎ তৎসকল আক্রমণ করুন। যযাতি বলিলেন,—আমি তুল্য-পরাক্রম পার্থিব হইয়া পার্থিবের নিকট হইতে যোগ-ক্ষেম ইচ্ছা করি না। দৈবাদেশে আপৎ প্রাপ্ত হইয়া অভিজ্ঞ রাজা কখনও হীনবৃত্তি অবলম্বন করেন না। ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকলেরই যশস্য ও ধর্ম্ম্য মার্গে থাকিয়া তপশ্চরণ করা কর্ত্তব্য। মাদৃশ ধর্ম্মবুদ্ধি রাজা কদাচ ভবৎ-কথিত সঙ্কীর্ণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যাহা কেহ কখন করেন নাই, এরূপ অপূর্ব্ব কর্ম্ম আমি করিতে প্রবৃত্ত হইলে এক্ষণে তাহাতে কি সাধু কার্য্য করা হইবে? নরপতি যযাতি এরূপ বলিলে নৃপোত্তম বসুমান্ তাঁহাকে বলিলেন। ৯—১৮।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

বসুমান্ বলিলেন,—হে মহাত্মন্! আমি উষদশ্ব-নন্দন বসুমান্। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। অন্তরীক্ষে বা স্বর্গে আমার নিমিত্ত কোন লোক কল্পিত আছে কি না? আপনাকেই ধর্ম্মের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া

যযাতিরুবাচ।
যদন্তরিক্ষং পৃথিবী দিশশ্চ
যৎ তেজসা তপতে ভানুমাংশ্চ
লোকাস্তাবন্তো দিবি সংস্থিতা বৈ
তে ত্বাং ভবন্তং প্রতিপালয়ন্তি॥ ২
বসুমানুবাচ।
তাংস্তে দদামি পত মা প্রপাতং
যে মে লোকাস্তব তে বৈ ভবন্তু
ক্রীণীষ্বৈনাংস্তৃণকেনাপি রাজন
প্রতিগ্রহস্তে যদি সম্যক্ প্রদুষ্টঃ॥ ৩
যযাতিরুবাচ।
ন মিথ্যাহং বিক্রিয়ং বৈ স্মরামি
ময়া কৃতং শিশুভাবেহপি রাজন্
কুর্য্যাং ন চৈবাকৃতপূর্ব্বমন্যৈ-
র্বিবিৎসমানো বসুমন্ন সাধু॥ ৪
বসুমানুবাচ।
তাংস্ত্বং লোকান্ প্রতিপদ্যস্ব রাজন্
ময়া দত্তান্ যদি নেষ্টঃ ক্রয়স্তে।
নাহং তান্ বৈ প্রতিগন্তা নরেন্দ্র
সর্ব্বে লোকাস্তাবকা বৈ ভবন্তু॥ ৫
শিবিরুবাচ।
পৃচ্ছামি ত্বাং শিবিরৌশীনরোহহং
মমাপি লোকা যদি সন্তি তাত।
যদ্যন্তরিক্ষে যদিবা দিবিশ্রিতাঃ
ক্ষেত্রজ্ঞং ত্বাং তস্য ধর্ম্মস্য মন্যে।
যযাতিরুবাচ।
ন ত্বং বাচা হৃদয়েনাপি রাজন্
পরীপ্সমানো নাবমংস্থা নরেন্দ্র।
তেনানন্তা দিবি লোকাঃ স্থিতা বৈ,
বিদ্যুদ্রূপাঃ স্বনবন্তো মহান্তঃ॥ ৭
শিবিরুবাচ।
তাংস্ত্বং লোকান্ প্রতিপদ্যস্ব রাজন্
ময়া দত্তান্ যদি নেষ্টঃ ক্রয়স্তে।
ন চাহং তান্ প্রতিপদ্য দত্ত্বা
যত্র ত্বং তাত গন্তাসি লোকে॥ ৮

আমার মনে হয়। যযাতি বলিলেন,—যতদিন অন্তরীক্ষ, পৃথিবী ও দিক্ সকল বিদ্যমান থাকিবে ও ভানুমান্ যতদিন কিরণ বিতরণ করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত স্বর্গে আপনার স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিবে। ঐ সকল স্থান এক্ষণে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করিতেছে। বসুমান্ বলিলেন,—হে রাজন্! আমি ঐ সকল লোক আপনাকে অর্পণ করিলাম, আপনি পতিত হইবেন না। আমার লোক সকল আপনার হউক। আপনার যদি প্রতিগ্রহ করা অভিমত না হয়, তাহা হইলে আপনি তৃণ দ্বারা উহা ক্রয় করিয়া লউন। যযাতি বলিলেন,—হে রাজন্! আমি বাল্যকালেও কখন এতাদৃশ মিথ্যা বিক্রিয়া করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আপনার কথিত বিষয় যখন অন্যের অকৃতপূর্ব্ব, হে বসুমন্! তখন আমি এরূপ অসাধু কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না। বসুমান্ বলিলেন,—হে রাজন্! ক্রয় করা যদি আপনার অভিপ্রেত না হয়, তবে আমি দান করিতেছি, আপনি মৎপ্রদত্ত ঐ সকল লোক প্রাপ্ত হউন। হে নরেন্দ্র! ঐ সকল লোক আমি পুনরায় আপনার নিকট হইতে গ্রহণ করিব না। সমস্ত লোকই আপনার হইল। শিবি বলিলেন,—হে তাত! আমি উশীনরতনয় শিবি। আমি আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি যে, স্বর্গে বা অন্তরীক্ষে আমার কোন লোক আছে কিনা? আপনাকেই আমি ধর্ম্মের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া মনে করি। যযাতি বলিলেন,—হে নরেন্দ্র! আপনি কেবল বাক্য দ্বারা নয়, হৃদয় দ্বারাও লোক-রঞ্জন করিয়া থাকেন, কদাপি কাহারও অবমাননা করেন না, এই নিমিত্তই আপনার বিদ্যুদ্বৎ বিকাশমান, গীত ও বিবিধ বাদ্যধ্বনি-মুখরিত অনন্ত লোক স্বর্গে বিরাজ করিতেছে। শিবি বলিলেন,—হে রাজন্! যদি আপনার ক্রয় করা অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে মৎপ্রদত্ত ঐ সকল লোক আপনি প্রাপ্ত

যযাতিরুবাচ।

যথা ত্বমিন্দ্রপ্রতিমপ্রভাব-
স্তে চাপ্যনন্তা নরদেব লোকাঃ।
তথাদ্য লোকে ন রমেঽন্যদত্তে
তস্মাচ্ছিবে নাভিনন্দামি বাচম্॥ ৯

অষ্টক উবাচ।

ন চেদেকৈকশো রাজন্ লোকান্ নঃ প্রতিনন্দসি।
সর্ব্বে প্রদায় তান্ লোকান্ গন্তারো নরকং বয়ম্॥ ১০

যযাতিরুবাচ।

যদর্হাস্তদ্বদধ্বং বঃ সন্তঃ সত্যাদিদর্শিনঃ।
অহন্তু নাভিগৃহ্নামি যৎ কৃতং ন ময়া পুরা॥১১

অলিপ্স্যমানস্য তু মে যদুক্তং
ন তৎ তথাস্তীহ নরেন্দ্রসিংহ।
অস্য প্রদানস্য যদেব যুক্তং
তস্যৈব চানন্তফলং ভবিষ্যম্॥ ১২

অষ্টক উবাচ।

কস্যৈতে প্রতিদৃশ্যন্তে রথাঃ পঞ্চ হিরণ্ময়াঃ।
উচ্চৈঃ সন্তঃ প্রকাশন্তে জ্বলন্তোঽগ্নিশিখা ইব

যযাতিরুবাচ।

ভবতাং মম চৈবৈতে রথা ভান্তি হিরণ্ময়াঃ।
আরুহ্যৈতেষু গন্তব্যং ভবদ্ভিশ্চ ময়া সহ॥ ১৪

অষ্টক উবাচ।

আতিষ্ঠস্ব রথং রাজন্ বিক্রমস্ব বিহায়সা।
বয়মপ্যনুযাস্যামো যদা কালো ভবিষ্যতি॥ ১৫

যযাতিরুবাচ।

সর্ব্বৈরিদানীং গন্তব্যং সহ স্বর্গো জিতো যতঃ।
এষ বো বিরজাঃ পন্থা দৃশ্যতে দেবসদ্মগঃ॥ ১৬

শৌনক উবাচ

তেঽভিরুহ্য রথং সর্ব্বে প্রযাতা নৃপতে নৃপাঃ।
আক্রমন্তো দিবং ভান্তি ধর্ম্মেণাবৃত্য রোদসী॥

হউন। আমি আপনাকে সম্প্রদান করিয়া পুনরায় তৎসমস্ত লোক আর গ্রহণ করিব না। ১—৮। যযাতি বলিলেন,—হে ঔশীনর! আপনি ইন্দ্রতুল্য প্রভাববান্, আপনার বহুলোক আছে সত্য; কিন্তু আমি অন্যপ্রদত্ত লোকে সন্তুষ্ট নহি। সুতরাং হে শিবে! আপনার বাক্য আমি সাদরে গ্রহণ করিতে পারি না। অষ্টক বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি যদি আমাদের এক একটী লোক গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে আমরা আমাদের যাবতীয় লোক আপনাকে প্রদান করিয়া নরক প্রয়াণেও প্রস্তুত আছি। যযাতি বলিলেন,—আপনাদের যাহা যোগ্য, তাহাই বলুন, সাধু ব্যক্তিগণ সদা সত্যদর্শীই হইয়া থাকেন, আমি কিন্তু যাহা পূর্ব্বে কখন করি নাই, তাহা কখন করিতে পারিব না। হে নরেন্দ্র সিংহ! আমি আপনাদের নিকট প্রতিগ্রহ করিতে না চাহিলে আপনারা আপনাদের সমস্ত লোক দান করিয়া নরক গমনরূপ যে অযুক্ত কথার উল্লেখ করিলেন, তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। কেন না, আপনাদের স্ব স্ব তপস্যা-লব্ধ লোক প্রদান করিলে ভবিষ্যতে তাহার অনন্ত ফলই ঘটিবে। অষ্টক বলিলেন,—কাহার ঐ পাঁচটী হিরণ্ময় রথ দৃষ্ট হইতেছে? ঐ রথনিচয় শূন্য-মার্গে থাকিয়া জলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। যযাতি বলিলেন,—আপনাদের ও আমার ঐ হিরণ্ময় রথ সকল দীপ্তি পাইতেছে। ইহাতে আরোহণ করিয়া আমার সহিত আপনারা চলুন। অষ্টক বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি এই রথ-বরে আরোহণ করিয়া আকাশে বিচরণ করুন আমরাও যথাকালে আপনার অনুগমন করিব। যযাতি বলিলেন,—আমাদের সকলেরই সমবেত হইয়া স্বর্গে গমন করা উচিত। সকলেই আমরা স্বর্গ জয় করিয়াছি। ঐ দেখুন, ঐ দেবভবনগামী বিরজস্ক স্বচ্ছ পথ দেখা যাইতেছে। ৯—১৬। শৌনক বলিলেন,—হে নৃপ সেই নৃপগণ সকলেই রথারোহণ করিয়া প্রয়াণ করিলেন। তাঁহারা স্বর্গে প্রয়াণ করাতে ধর্ম্মবলে রোদসী আবৃত করত এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন।

অষ্টক উবাচ।

অহং মন্যে পূর্ব্বমেকোঽভিগন্তা
সখা চেন্দ্রঃ সর্ব্বথা মে মহাত্মা।
কস্মাদেবং শিবিরৌশীনরোঽয়-
মেকোঽত্যয়াৎ সর্ব্ববেগেণ বাহান্॥ ১৮

যযাতিরুবাচ।

অদদাদ্দেবযানায় যাবদ্বিত্তমনিন্দিতঃ।
উশীনরস্য পুত্ত্রোঽয়ং তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো হি বঃ শিবিঃ
দানং শৌচং সত্যমথো হ্যহিংসা
হ্রীঃ শ্রীস্তিতিক্ষা সমতানৃশংস্যম্।
রাজন্যেতান্যথ সর্ব্বাণি রাজ্ঞি
শিবৌ স্থিতান্যপ্রতিমেষু বুদ্ধ্যা।
এবং বৃত্তং হ্রীনিষেবী বিভর্ত্তি
তস্মাচ্ছিবিরত্যগন্তা রথেন॥ ২০

শৌনক উবাচ

অথাষ্টকঃ পুনরেবান্বপৃচ্ছ-
ন্মাতামহং কৌতুকাদিন্দ্রকল্পম্।
পৃচ্ছামি ত্বাং নৃপতে ব্রূহি সত্যং
কুতশ্চ কশ্চাসি কথং ত্বমাগাঃ।
কৃতং ত্বয়া যদ্ধি ন তস্য কর্ত্তা
লোকে ত্বদন্যো ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বা॥২১

যযাতিরুবাচ।

যযাতিরস্মি নহুষস্য পুত্ত্রো
পূরোঃ পিতা সার্ব্বভৌমস্ত্বিহাসম্।
গুহ্যং মন্ত্রং মা কেভ্যো ব্রবীমি
মাতামহো ভবতাং সুপ্রকাশঃ॥ ২২
সর্ব্বামিমাং পৃথিবীং নির্জ্জিগায়
ঋদ্ধাং মহীমদদাং ব্রাহ্মণেভ্যঃ।
মেধ্যানশ্বানেকশস্তান্ সুরূপাং-
স্তদা দেবাঃ পুণ্যভাজো ভবন্তি॥ ২৩
অদামহং পৃথিবীং ব্রাহ্মণেভ্যঃ
পূর্ণামিমামখিলান্নৈঃ প্রশস্তাম্।
গোভিঃ সুবর্ণৈশ্চ ধনৈশ্চ মুখ্যৈ-
রশ্বাঃ সনাগাঃ শতশস্ত্বর্ব্বুদানি॥ ২৪
সত্যেন মে দ্যৌশ্চ বসুন্ধরা চ
তথৈবাগ্নির্জ্জ্বলতো মানুষেষু।
ন মে বৃথা ব্যাহৃতমেব বাক্যং
সত্যং হি সন্তঃ প্রতিপূজয়ন্তি॥ ২৫

অষ্টক বলিলেন,—আমি মনে করি, আমি একাকী অগ্রে স্বর্গে যাইব; বিশেষতঃ মহাত্মা ইন্দ্র আমার সখা। কিন্তু এই ঔশীনর শিবি একাকীই কি নিমিত্ত সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন? যযাতি বলিলেন,—অনিন্দিত শিবি দেবযান নিমিত্ত যথাসংখ্য বিত্ত দান করিয়াছিলেন; সেই জন্যই এই উশীনরনন্দন আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দান, সত্য, শৌচ, অহিংসা, হ্রী, শ্রী, তিতিক্ষা, সমতা, ও আনৃশংস্য—এই সকল গুণ শিবিরাজে বাহুল্যরূপে বর্ত্তমান। ইনি অত্যন্ত লজ্জাশীল, এবং সর্ব্বজ্ঞানের আকর; এই জন্যই ইনি রথারোহণে অতিবেগে গমন করিতেছেন। শৌনক বলিলেন,—অষ্টক পুনরায় ইন্দ্রকল্প মাতামহ যযাতিকে কৌতুকবশে বলিলেন,—হে নৃপতে! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—আপনি কে? কোথা হইতে কি জন্য আগমন করিয়াছেন, সত্য বলুন। আপনি যাহা করিয়াছেন, জীবলোকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় এরূপ কর্ম্ম কখন কেহই করেন নাই। যযাতি বলিলেন, আমি যযাতি, নহুষের পুত্র, পুরুর পিতা, আমি সর্বভৌম রাজা ছিলাম। আমি গুহ্য কথা কাহাকেও বলিব না। তবে আপনাদের যে আমি মাতামহ, তাহা সুপ্রকাশ। আমি সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছি, ব্রাহ্মণকে এই সমৃদ্ধা পৃথিবী দান করিয়াছি ও সুরূপ সুমেধ্য বহু অশ্ব উৎসর্গ করিয়াছি। তখন দেবগণ পুণ্যভাক্ হইয়াছেন। আমি অখিলান্ন-পরিপূরিত ও গো, হিরণ্য, সুবর্ণ প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত এই পৃথ্বী এবং শত শত অর্ব্বুদ হয় ও হস্তী ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছি। মনুষ্যলোকে আমার সত্য আচরণ দ্বারা স্বর্গ, বসুন্ধরা ও অগ্নি সমভাবে দীপ্তিযুক্ত ছিল। আমি কখন বৃথা বাক্য ব্যবহার করি না। সাধুগণ সত্যেরই পূজা করিয়া থাকেন।১৮—২৫।

সাধ্বষ্টক প্রব্রবীমীহ সত্যং
প্রতর্দ্দনং বসুমন্তং শিবিঞ্চ।
সর্ব্বে দেবা মুনয়শ্চ লোকাঃ
সত্যেন পূজ্যা ইতি মে মনোগতম্॥ ২৬
যো নঃ স্বর্গজিতং সর্ব্বং যথাবৃত্তং নিবেদয়েৎ।
অনসূয়ুর্দ্বিজাগ্রেভ্যঃ স ভজেন্নঃ সলোকতাম্
শৌনক উবাচ
এবং রাজন্ স মহাত্মা যযাতিঃ
স্বদৌহিত্রৈস্তারিতো মিত্রবর্য্যৈঃ
ত্যক্ত্বা মহীং পরমোদারকর্ম্মা
স্বর্গং গতঃ কর্ম্মভির্ব্যাপ্য পৃথ্বীম্॥ ২৮
এবং সর্ব্বং বিস্তরতো যথাব
দাখ্যাতং তে চরিতং নাহুষস্য।
বংশো যস্য প্রথিতঃ কৌরবেয়ো
যস্মিন্ জাতস্ত্বং মনুজেন্দ্রকল্পঃ॥ ২৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-চরিতে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪২॥

হে অষ্টক! আমি প্রতর্দ্দন, বসুমান্ ও শিবিকে এই সত্য কথা বলিলাম। দেবগণ, মুনিগণ ও অপরাপর লোকসকল সত্য দ্বারাই পূজিত হন; ইহা আমার মনোগত ভাব। যে ব্যক্তি অসূয়ারহিত হইয়া আমাদের এই স্বর্গজয় ব্যাপার ব্রাহ্মণাগ্রণীদিগকে যথাযথ নিবেদন করে, সে আমাদের সমান-লোকতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্বর্গ গমন করে। শৌনক বলিলেন,—হে রাজন্! এইরূপে সেই পরমোদারকর্ম্মা মহাত্মা যযাতি মিত্রবর্য্য স্বীয় দৌহিত্রদিগের দ্বারা সৎকৃত হইয়া মহী পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকীর্ত্তি দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করত স্বর্গধামে গমন করেন। এইত তোমার নিকট নহুষনন্দন যযাতির নিখিল চরিত্র আখ্যাত হইল; এই যযাতির বংশই কৌরব বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ; এই বংশেই মনুজেন্দ্রকল্প আপনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ২৬—২৯।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইত্যেতচ্ছৌনকাদ্রাজা শতানীকো নিশম্য তু
বিস্মিতঃ পরয়া প্রীত্যা পূর্ণচন্দ্র ইবাবভৌ॥১
পূজয়ামাস নৃপতির্বিধিবচ্চাথ শৌনকম্।
রত্নৈর্গোভিঃ সুবর্ণৈশ্চ বাসোভির্বিবিধৈস্তথা॥২
প্রতিগৃহ্য ততঃ সর্ব্বং যদ্রাজ্ঞা প্রহিতং ধনম্।
দত্ত্বা চ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ শৌনকোঽন্তরধীয়ত॥ ৩
ঋষয় উচুঃ
যযাতের্বংশমিচ্ছামঃ শ্রোতুং বিস্তরতো বদ
যদুপ্রভৃতিভিঃ পুত্রৈর্যদা লোকে প্রতিষ্ঠিতম্॥৪
সূত উবাচ।
যদোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি জ্যেষ্ঠস্যোত্তমতেজসঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ গদতো মে নিবোধত॥ ৫
যদোঃ পুত্রা বভূবুর্হি পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ।
মহারথা মহেষাসা নামতস্তান্ নিবোধত॥ ৬

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—রাজা শতানীক শৌনক হইতে যযাতি-চরিত শ্রবণ করত বিস্মিত হইলেন এবং পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অনন্তর নৃপতি শতানীক গো, রত্ন, সুবর্ণ ও বিবিধ বাস দ্বারা যথাবিধি শৌনকের পূজা করিলেন। শৌনক রাজপ্রদত্ত সমস্ত ধন প্রতিগ্রহ করিয়া তাহা ব্রাহ্মণসাৎ করণানন্তর অন্তর্হিত হইলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—অতঃপর আমরা রাজা যযাতির বংশ-বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যদু প্রভৃতির পুত্রগণ যে প্রকারে লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তুমি তৎসমুদয় আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন,—অতঃপর আমি বিস্তৃতরূপে উত্তমতেজা জ্যেষ্ঠ যদুর বংশ কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। ১—৫। যদুর দেবসুতোপম পঞ্চপুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তাঁহারা সকলেই মহারথ ও মহেষ্বাস।

সহস্রজিদ্রথো জ্যেষ্ঠঃ ক্রোষ্টুর্নীলোঽন্তিকো লঘুঃ
সহস্রজেস্তু দায়াদো শতজির্নাম পার্থিবঃ ॥ ৭
শতজেরপি দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমকীর্ত্তয়ঃ ।
হৈহয়শ্চ হয়শ্চৈব তথা বেণুহয়শ্চ যঃ ॥ ৮
হৈহয়স্য তু দায়াদো ধর্ম্মনেত্রঃ প্রতিশ্রুতঃ ।
ধর্ম্মনেত্রস্য কুন্তিস্তু সংহতস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৯
সংহতস্য তু দায়াদো মহিষ্মান্ নাম পার্থিবঃ ।
আসীন্মহিষ্মতঃ পুত্রো রুদ্রশ্রেণ্যঃ প্রতাপবান্
বারাণস্যামভূদ্রাজা কথিতং পূর্ব্বমেব তু ।
রুদ্রশ্রেণ্যস্য পুত্রোঽভূদ্দুর্দ্দমো নাম পার্থিবঃ ॥ ১১
দুর্দ্দমস্য সুতো ধীমান্ কনকো নাম বীর্য্যবান্ ।
কনকস্য তু দায়াদাশ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ ॥১২
কৃতবীর্য্যঃ কৃতাগ্নিশ্চ কৃতবর্ম্মা তথৈব চ ।
কৃতৌজাশ্চ চতুর্থোঽভূৎকৃতবীর্য্যাৎতু সোঽর্জ্জুনঃ
জাতঃ করসহস্রেণ সপ্তদ্বীপেশ্বরো নৃপঃ ।
বর্ষাযুতং তপস্তেপে দুশ্চরং পৃথিবীপতিঃ ॥ ১৪
দত্তমারাধয়ামাস কার্ত্তবীর্য্যোঽত্রিসম্ভবম্ ।
তস্মৈ দত্তা বরাস্তেন চত্বারঃ পুরুষোত্তম ॥ ১৫

পূর্ব্বং বাহুসহস্রন্তু স বব্রে রাজসত্তমঃ ।
অধর্ম্মং চরমাণস্য সদ্ভিশ্চাপি নিবারণম্ ॥ ১৬
যুদ্ধেন পৃথিবীং জিত্বা ধর্ম্মেণৈবানুপালনম্ ।
সংগ্রামে বর্ত্তমানস্য বধশ্চৈবাধিকাত্তবেৎ ॥ ১৭
তেনেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপর্ব্বতা ।
সমোদধিপরিক্ষিপ্তা ক্ষাত্রেণ বিধিনা জিতা ॥ ৮
জজ্ঞে বাহুসহস্রং বৈ ইচ্ছতস্তস্য ধীমতঃ ।
রথো ধ্বজশ্চ সঞ্জজ্ঞে ইত্যেবমনুশুশ্রুমঃ ॥ ১৯
দশযজ্ঞসহস্রাণি রাজ্ঞা দ্বীপেষু বৈ তদা ।
নিরর্গলানি বৃত্তানি শ্রূয়ন্তে তস্য ধীমতঃ ॥ ২০
সর্ব্বে যজ্ঞা মহারাজস্তস্যাসন্ ভূরিদক্ষিণাঃ ।
সর্ব্বে কাঞ্চনযূপাস্তে সর্ব্বাঃ কাঞ্চনবেদিকাঃ ॥২১
সর্ব্বে দেবৈঃ সমং প্রাপ্তৈর্বিমানস্থৈরলঙ্কৃতাঃ ।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ নিত্যমেবোপশোভিতাঃ ॥
তস্য যজ্ঞে জগৌ গাথাং গন্ধর্ব্বো নারদস্তথা ।
কার্ত্তবীর্য্যস্য রাজর্ষের্মহিমানং নিরীক্ষ্য সঃ ॥ ২৩

ইঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন, ৬—সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নীল, অন্তিক, ও লঘু। সহস্রজিৎর পুত্র পার্থিব শতজিৎ, শতজিৎর তিন পুত্র, তাঁহারাও সকলে পরম কীর্ত্তিমান্ ছিলেন। তাঁহাদের নাম,—হৈহয়, হয়, ও বেণুহয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র; তৎপুত্র কুন্তি; কুন্তি-পুত্র সংহত; তৎপুত্র মহিষ্মান্; মহিষ্মানের পুত্র রুদ্রশ্রেণ্য; ইনি পূর্ব্বে বারাণসীর রাজা ছিলেন। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রুদ্রশ্রেণ্যের পুত্র—দুর্দ্দম নামক রাজা; ইঁহার পুত্র কনক। কনকের চারি পুত্র; ইঁহারা সকলেই লোক-বিশ্রুত। ইঁহাদের নাম—কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা ও কৃতৌজা। কৃতবীর্য্য হইতে লোক-প্রসিদ্ধ অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সহস্রবাহু ও সপ্ত দ্বীপাধিপতি ছিলেন। ইনি অযুত বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। কার্ত্তবীর্য্য দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করেন। হে পুরুষোত্তম! ঐ দত্তাত্রেয় তাঁহাকে চারি বর প্রদান করেন। ঐ রাজসত্তম প্রথম বরে সহস্র বাহু, দ্বিতীয়ে সাধুদিগের প্রতি অধর্ম্মাচারীর নিবারণ, তৃতীয়ে যুদ্ধ দ্বারা পৃথিবী জয় করিয়া ধর্ম্মানুসারে পালন ও চতুর্থে সংগ্রামে উত্তম ব্যক্তির হস্তে বধ, এই চারিটী বর দত্তাত্রেয় হইতে প্রাপ্ত হন। তিনি এই উদধিমালা-মেখলা-মণ্ডিত—সপ্তদ্বীপা স-পর্ব্বতা সমগ্র পৃথিবী ক্ষাত্র বিধি অনুসারে জয় করিয়াছিলেন। এইরূপ শুনা আছে যে, তাঁহার ইচ্ছামতই সহস্র বাহু, রথ ও ধ্বজা প্রকাশ পাইত; তিনি বহু বিভিন্ন দ্বীপে দশ সহস্র যজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং তাঁহার আচরণ অতি উদার ছিল।৬—২০। তিনি ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ করিতেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সকল কাঞ্চন-যূপ-সমন্বিত ও কাঞ্চন-বেদিময় হইত এবং দেবগণ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ সমভিব্যাহারে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার যজ্ঞ অলঙ্কৃত করিতেন। রাজর্ষি কার্ত্তবীর্য্যের মহিমা অবলোকন করিয়া গন্ধর্ব্ব নারদ তাঁহার যজ্ঞে এই এক গাথা গান করিয়াছিলেন যে,

ন নূনং কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি ক্ষত্রিয়াঃ।
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিশ্চ বিক্রমেণ শ্রুতেন চ ॥২৪
স হি সপ্তসু দ্বীপেষু খড়্গী চক্রী শরাসনী।
রথী দ্বীপান্যনুচরন্ যোগী পশ্যতি তস্করান্ ॥২৫
পঞ্চাশীতিসহস্রাণি বর্ষাণাং স নরাধিপঃ।
স সর্ব্বরত্নসম্পূর্ণশ্চক্রবর্ত্তী বভুব হ ॥ ২৬
স এব পশুপালোঽভূৎ ক্ষেত্রপালঃ স এব হি
স এব বৃষ্ট্যা পর্জ্জন্যো যোগিত্বাদর্জ্জুনোঽভবৎ
যোঽসৌ বাহুসহস্রেণ জ্যাঘাতকঠিনত্বচা।
ভাতি রশ্মিসহস্রেণ শারদেনৈব ভাস্করঃ ॥ ২৮
এষ নাগং মনুষ্যেষু মাহিষ্মত্যাং মহাদ্যুতিঃ।
কর্কোটকসুতং জিত্বা পুর্য্যাং তত্র ন্যবেশয়ৎ ॥
এষ বেগং সমুদ্রস্য প্রাবৃট্‌কালে ভজেত বৈ।
ক্রীড়ন্নেব সুখোদ্ভিন্নঃ প্রতিস্রোতো মহীপতিঃ
ললতা ক্রীড়তা তেন প্রতিস্রগ্দামমালিনী।
ঊর্ম্মিভ্রুকুটিসন্ত্রাসাচ্চকিতাভ্যেতি নর্ম্মদা ॥ ৩১
একো বাহুসহস্রেণ বগাহে স মহার্ণবঃ।
করোত্যুদ্বৃতবেগান্তু নর্ম্মদাং প্রাবৃড়ুদ্ধতাম্ ॥৩২
তস্য বাহুসহস্রেণ ক্ষোভ্যমাণে মহোদধৌ।
ভবন্ত্যতীব নিশ্চেষ্টাঃ পাতালস্থা মহাসুরাঃ ॥
চূর্ণীকৃতমহাবীচি-লীনমীনমহাতিমিম্।
মারুতাবিদ্ধফেনৌঘমাবর্ত্তাক্ষিপ্তদুঃসহম্ ॥ ৩৪
করোত্যালোড়য়ন্নেব দোঃসহস্রেণ সাগরম্।
মন্দরক্ষোভচকিতা হ্যমৃতোৎপাদশঙ্কিতাঃ ॥ ৩৫
তদা নিশ্চলমূর্দ্ধানো ভবন্তি চ মহোরগাঃ।
সায়াহ্নে কদলীখণ্ডা নির্ব্বাতস্তিমিতা ইব ॥ ৩৬
এবং বদ্ধা ধনুর্জ্জ্যায়ামুৎসিক্তং পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
লঙ্কায়াং মোহয়িত্বা তু সবলং রাবণং বলাৎ ॥৩৭

নিশ্চয়ই অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ কেহই আর কার্ত্তবীর্য্যের কীর্ত্তি-পদবী প্রাপ্ত হইবেন না। দান, যজ্ঞ, তপ, বিক্রম, ও শ্রুতরূপ ভূষণে ভূষিত থাকিয়া—তিনি সর্ব্বদ খড়্গ, চক্র, রথ ও শরাসন-সমন্বিত হইয়া সপ্ত দ্বীপে বিচরণ করত তস্করদিগের অনুসন্ধান করিতেন। এইরূপে তিনি সর্ব্ব ধনরত্নের অধীশ্বর হইয়া পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর কাল চক্রবর্ত্তি-পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনিই সকলের পালনকর্ত্তা ছিলেন— তিনিই পশুপাল ছিলেন, তিনিই ক্ষেত্রপাল ছিলেন, তিনিই বৃষ্টির জন্য পর্জ্জন্য ছিলেন এবং তিনিই যোগিত্ব নিবন্ধন অর্জ্জুন নামে অভিহিত ছিলেন। অজস্র জ্যাঘাত দ্বারা যদীয় ত্বক্ অত্যন্ত কঠিনীকৃত হইয়াছিল, এরূপ সহস্র বাহু দ্বারা তিনি শারদ রশ্মি সহস্র দ্বারা ভাস্বর ভাস্করের ন্যায় শোভমান ছিলেন। মনুষ্যগণের মধ্যে এই মহাদ্যুতি কার্ত্তবীর্য্যই কর্কোটক-সুত নাগকে জয় করিয়া মাহিষ্মতী পুরীমধ্যে বন্দীকরিয়া রাখেন।২১—২৯। ইনি জল ক্রীড়া ব্যাপারে অনায়াসেই সমুদ্রের প্রাবৃট্‌কালীন স্রোতোবেগ ফিরাইয়া দিতেন। কার্ত্তবীর্য্য বিবিধ ললিত লীলা সহকারে নর্ম্মদাসলিলে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার কণ্ঠচ্যুত মনোহর মাল্যমণ্ডিতা হইয়া নর্ম্মদা যেন ঊর্ম্মিরূপ ভ্রুকুটিচ্ছলে ত্রাসান্বিতা হইয়াই আগমন করিত। তিনি একক হইলেও সহস্র বাহু দ্বারা অর্ণবে অবগাহন করিয়া ক্রীড়া করিতেন এবং প্রাবৃট্‌কালের অবসানেও নর্ম্মদাকে খরতর বেগবাহিনী করিয়া তুলিতেন। তাঁহার সহস্র বাহুর আস্ফালনে সাগর যখন ক্ষোভিত হইত, তখন পাতালস্থ মহাসুর সকল অতীব স্তম্ভিত হইত এবং সময়ে সময়ে তিনি বাহু সহস্র দ্বারা অর্ণব আলোড়িত করিলে তত্রত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মীন হইতে মহাতিমি পর্য্যন্ত সকল জলজ জীবই, তাঁহার হস্তাস্ফালনে চূর্ণীকৃত বীচিসমূহে বিলীন হইত; কর-চালিত মারুতে সাগরোত্থ ফেনপুঞ্জ আভগ্ন হইত এবং আবর্ত্তের ভীষণ বেগে সাগর অত্যন্ত দুঃসহ হইয়া উঠিত। তখন মন্দর-ক্ষোভ-চকিত অমৃতোৎপাদন-শঙ্কিত মহোরগগণ সায়াহ্নিক নির্ব্বাতস্তিমিত কদলীদলের ন্যায় নিশ্চলমস্তকে অবস্থান করিত। একদা তিনি মহাবল লঙ্কেশ্বরকে যুদ্ধে জয় করিয়া বলপ্রয়োগে তাহাকে

নির্জ্জিত্য বদ্ধা চানীয় মাহিষ্মত্যাং ববন্ধ চ।
ততো গত্বা পুলস্ত্যস্তু অর্জ্জুনং সম্প্রসাদয়ৎ ॥৩৮
মুমোচ রক্ষঃ পৌলস্ত্যং পুলস্ত্যেনেহ সান্ত্বিতম্
তস্য বাহুসহস্রেণ বভূব জ্যাতলস্বনঃ ॥ ৩৯
যুগান্তাভ্রসহস্রস্য আস্ফোটস্বশনেরিব।
অহোবত বিধেবীর্য্যং ভার্গবোহয়ং যদাচ্ছিনৎ
তদ্বৎ সহস্রং বাহূনাং হেমতালবনং যথা।
যত্রাপবস্তু সংক্রুদ্ধো হ্যর্জ্জুনং শপ্তবান্ প্রভুঃ ॥
যস্মাদ্বনং প্রদগ্ধং বৈ বিশ্রুতং মম হৈহয়।
তস্মাৎ তে দুষ্করং কর্ম্ম কৃতমন্যো হরিষ্যতি ॥৪২
ছিত্বা বাহুসহস্রং তে প্রথমং তরসা বলী।
তপস্বী ব্রাহ্মণশ্চ ত্বাং স বধিষ্যতি ভার্গবঃ ॥৪৩
সূত উবাচ।
তস্য রামস্তদা ত্বাসীন্মৃত্যুঃ পাপেন ধীমতা।
বরশ্চৈবন্তু রাজর্ষেঃ স্বয়মেব বৃতঃ পুরা ॥ ৪৪
তস্য পুত্রশতস্ত্বাসীৎ পঞ্চ তত্র মহারথাঃ।
কৃতাস্ত্রা বলিনঃ শূরা ধর্ম্মাত্মানো মহাবলাঃ ॥ ৪৫
শূরসেনশ্চ শূরশ্চ ধৃষ্টঃ ক্রোষ্টুস্তথৈব চ।
জয়ধ্বজশ্চ বৈকর্ত্তা অবন্তিশ্চ বিশাম্পতে ॥ ৪৬
জয়ধ্বজস্য পুত্রস্তু তালজঙ্ঘো মহাবলঃ।
তস্য পুত্রশতান্যেব তালজঙ্ঘা ইতি শ্রুতাঃ ॥৪৭
তেষাং পঞ্চ কুলা খ্যাতা হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্
বেতিহোত্রাশ্চ শার্য্যাতা ভোজশ্চাবন্তয়স্তথা ॥
কুণ্ডিকেরাশ্চ বিক্রান্তাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ।
বীতিহোত্রসুতশ্চাপি আনর্ত্তো নাম বীর্য্যবান্।
দুর্জ্জেয়স্তস্য পুত্রস্তু বভূবামিত্রকর্শনঃ ॥ ৪৯
সদ্ভাবেন মহারাজ প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রবান্ ॥৫০
যেন সাগরপর্য্যন্তা ধনুষা নির্জ্জিতা মহী।
যস্তস্য কীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ ॥ ৫১
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ।

বন্ধনপূর্ব্বক স্বপুরে আনিয়া বন্দী করেন। অনন্তর পুলস্ত্য তথায় আগমন করিয়া মহাভাগ অর্জ্জুনকে প্রসাদিত করেন। তিনি তৎকর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া রাক্ষস রাবণকে অব্যাহতি দেন। তিনি যখন সহস্র বাহু দ্বারা যুগপৎ জ্যা-তলধ্বনি করিতেন, তখন মনে হইত—যেন যুগান্তকালীন সহস্র জলধর এককালে গম্ভীর গর্জ্জন করিতেছে। অহো বিধির কি অসীম বীর্য্য! ভার্গব পরশুরাম তালবনের ন্যায় সেই মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যের তাদৃশ বাহুসহস্রকে ছেদন করিলেন! প্রভু আপব সংক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনকে শাপ দিয়াছিলেন যে, হে হৈহয়! যেহেতু তুমি আমার বিখ্যাত বন দগ্ধ করিলে, এইজন্য তোমার কৃত সমস্ত দুষ্কর কর্ম্মই অন্যে হরণ করিবে। তপস্বী তরস্বী মহাবল ব্রাহ্মণ পরশুরাম প্রথমতঃ তোমার সহস্র বাহু ছেদন করিয়া পরে তোমার নিধনসাধন করিবেন। ৩০—৪৩। সূত বলিলেন,—রাম, মহাবল কার্ত্তবীর্য্যের মৃত্যুস্বরূপ ছিলেন এবং ঐ রাজর্ষি পূর্ব্বে স্বয়ংই ঐরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শত পুত্রের মধ্যে পাঁচজন মহারথ ছিলেন। হে বিশাম্পতে! তাঁহারা সকলেই কৃতাস্ত্র, বলী, শূর, ধর্ম্মাত্মা ও মহাবল বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের নাম—শূরসেন, শূর, ধৃষ্ট, ক্রোষ্টু, জয়ধ্বজ, বৈকর্ত্ত, ও অবন্তি। জয়ধ্বজের পুত্র মহাবল তালজঙ্ঘ। তাঁহার শত পুত্র; তাঁহারা সকলেই তালজঙ্ঘ আখ্যায় অভিহিত। ঐ মহাত্মাদিগের পাঁচটী বংশ বিখ্যাত। ঐ সকল বংশের নাম—বীতিহোত্র, শার্য্যাত, ভোজ, আবন্তি ও কুণ্ডিকের। তালজঙ্ঘগণ অতীব ছিলেন। বিক্রান্ত বীতিহোত্রের পুত্রের নাম—আনর্ত্ত; ইনি অত্যন্ত বীর্য্যবান্ ছিলেন। ইহাঁর পুত্র অমিত্রকর্ষণ দুর্জ্জেয়। হে মহারাজ! এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন সহস্রবাহু-সমন্বিত রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেন। তিনি মাত্র ধনুঃসাহায্যে আসমুদ্র বসুধা জয় করিয়াছিলেন। যে মানব প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করে, তাহার কখন বিত্তনাশ হয় না, বরং নষ্ট বিত্ত পুনরায় প্রাপ্ত

কার্ত্তবীর্য্যস্য যো জন্ম কথয়েদিহ ধীমতঃ ।
যথাবৎ স্বিষ্টপূতাত্মা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৫২

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে যযাতিচরিতে
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোধ্যায় ।

ঋষয় ঊচুঃ ।
কিমর্থং তদ্বনং দগ্ধমাপবস্য মহাত্মনঃ ।
কার্ত্তবীর্য্যেণ বিক্রম্য সূত প্রব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ১
রক্ষিতা স তু রাজর্ষিঃ প্রজানামিতি নঃ শ্রুতম্
স কথং রক্ষিতা ভূত্বা অদহৎ তৎ তপোবনম্
সূত উবাচ ।
আদিত্যো দ্বিজরূপেণ কার্ত্তবীর্য্যমুপস্থিতঃ ।
তৃপ্তিমেকাং প্রযচ্ছস্ব আদিত্যোঽহং নরেশ্বর
রাজোবাচ ।
ভগবন্ কেন তৃপ্তিস্তে ভবত্যেব দিবাকর
কীদৃশং ভোজনং দদ্মি শ্রুত্বা তু বিদধাম্যহম্ ॥
আদিত্য উবাচ ।
স্থাবরং দেহি মে সর্ব্বমাহারং দদতাংবর ।
তেন তৃপ্তো ভবেয়ং বৈ সা মে তৃপ্তির্হি পার্থিব
কার্ত্তবীর্য্য উবাচ ।
ন শক্যাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে তেজসা চ বলেন চ ।
নির্দ্দগ্ধুং তপতাং শ্রেষ্ঠ তেন ত্বাং প্রণমাম্যহম্ ॥
আদিত্য উবাচ ।
তুষ্টস্তেঽহং শরান্ দদ্মি অক্ষয়ান্ সর্ব্বতোমুখান্
যে প্রক্ষিপ্তা জ্বলিষ্যন্তি মম তেজঃসমন্বিতাঃ ॥৭
আবিষ্টা মম তেজোভিঃ শোষয়িষ্যন্তি স্থাবরান্
শুষ্কান্ ভস্মীকরিষ্যন্তি তেন তৃপ্তির্নরাধিপ ॥৮
সূত উবাচ ।
ততঃ শরাংস্তদাদিত্যস্ত্বর্জ্জুনায় প্রযচ্ছত ।
ততো দদাহ সম্প্রাপ্তান্ স্থাবরান্ সর্ব্বমেব চ ॥ ৯
গ্রামাংস্তথাশ্রমাংশ্চৈব ঘোষাণি নগরাণি চ

হইয়া থাকে। যে ধীমান্ ব্যক্তি এই সংসার মধ্যে কার্ত্তবীর্য্যের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন, তিনি পূতাত্মা হইয়া সর্ব্বলোকে পূজিত হন। ৪৪—৫২।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! কার্ত্তবীর্য্য বলপ্রকাশপূর্ব্বক কিজন্য মহাত্মা আপবের অরণ্য দগ্ধ করেন? ইহা তুমি তত্ত্বতঃ আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। আমরা শ্রুত আছি যে, তিনি প্রকৃতি-পুঞ্জের রক্ষক ছিলেন, অথচ তিনি কেন তাঁহার অরণ্য দগ্ধ করিলেন? সূত বলিলেন,—একদা আদিত্য দ্বিজরূপ ধারণ-পূর্ব্বক কার্ত্তবীর্য্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—রাজন্! আমি আদিত্য; আপনি আমার তৃপ্তিবিধান করুন। রাজা বলিলেন,—হে ভগবন্! দিবাকর! কি প্রকারে আপনার তৃপ্তি হইতে পারে? আপনাকে কি প্রকার ভোজন প্রদান করিব? তাহা আপনি প্রকাশ করুন, আমি তাহা শুনিয়া তদনুরূপ কার্য্য করি। আদিত্য বলিলেন,—হে বদান্য! আপনি সমুদয় স্থাবর পদার্থ আমার আহার্য্যরূপে কল্পিত করুন। তাহাতেই আমার তৃপ্তি হইবে। কার্ত্তবীর্য্য বলিলেন,—হে জ্যোতিষ্কশ্রেষ্ঠ! আমি স্বীয় তেজ ও বলপ্রভাবে সমুদয় স্থাবরদিগকে দাহ করিতে সক্ষম নহি; সুতরাং আপনাকে প্রণাম মাত্রই করিতেছি; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আদিত্য বলিলেন,—হে রাজন্! আমি সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে সর্ব্বত্র অপ্রতিহত অক্ষয় শর প্রদান করিতেছি। এই সকল শর প্রক্ষিপ্ত হইয়া মদীয় তেজের ন্যায় প্রজ্বলিত হইবে। মদীয় তেজে আবিষ্ট হইয়া ঐ শরসমূহ স্থাবরসমুদয়কে শুষ্ক ও ভস্ম করিবে, হে নরাধিপ! তাহাতেই আমার তৃপ্তি হইবে।১—৮। সূত বলিলেন, —অনন্তর আদিত্য অর্জ্জুনকে শর প্রদান করিলেন। অর্জ্জুনও শরপ্রভাবে গ্রাম,

তপোবনানি রম্যাণি বনান্যুপবনানি চ ॥১০
এবং প্রাচীমদহৎ ততঃ সর্ব্বাং সদক্ষিণাম্
নির্ব্বৃক্ষাঃ নিস্তৃণা ভূমির্হতা ঘোরেণ তেজসা ॥১১
এতস্মিন্নেব কালে তু আপবো জলমাস্থিতঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি তত্রাস্তে স মহানৃষিঃ ॥ ১২
পূর্ণে ব্রতে মহাতেজা উদতিষ্ঠংস্তপোধনঃ।
সোহপশ্যদাশ্রমং দগ্ধমর্জ্জুনেন মহামুনিঃ ॥ ১৩
ক্রোধাচ্ছশাপ রাজর্ষিং কীর্ত্তিতং বো যথা ময়া
ক্রোষ্টোঃ শৃণুত রাজর্ষের্বংশমুত্তমপৌরুষম্ ॥১৪
যস্যান্ববায়ে সম্ভূতো বিষ্ণুর্বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ।
ক্রোষ্টোরেবাভবৎ পুত্রো বৃজিনীবান্ মহারথঃ
বৃজিনীবতশ্চ পুত্রোঽভূৎ স্বাহো নাম মহাবলঃ
স্বাহপুত্রোঽভবদ্রাজন্ রুষঙ্গুর্বদতাং বরঃ ॥ ১৬
স তু প্রসূতিমিচ্ছন্ বৈ রুষঙ্গুঃ সৌম্যমাত্মজম্।
চিত্রশ্চিত্ররথশ্চাস্য পুত্রঃ কর্ম্মভিরন্বিতঃ ॥ ১৭
অথ চৈত্ররথির্বীরো জজ্ঞে বিপুলদক্ষিণঃ।
শশবিন্দুরিতি খ্যাতশ্চক্রবর্ত্তী বভূব হ ॥ ১৮

অত্রানুবংশশ্লোকোঽয়ং গীতস্তস্মিন্ পুরাভবৎ
শশবিন্দোস্তু পুত্রাণাং শতানামভবচ্ছতম্ ॥ ১৯
ধীমতাঞ্চাভিরূপাণাং ভূরিদ্রবিণতেজসাম্।
তেষাং শতপ্রধানানাং পৃথুসাহ্বা মহাবলাঃ ॥২০
পৃথুশ্রবাঃ পৃথুযশাঃ পৃথুধর্ম্মা পৃথুঞ্জয়ঃ।
পৃথুকীর্ত্তিঃ পৃথুমনা রাজানঃ শশবিন্দবঃ ॥ ২১
শংসন্তি চ পুরাণজ্ঞাঃ পৃথুশ্রবসমুত্তমম্।
অন্তরস্য সুযজ্ঞস্য সুযজ্ঞস্তনয়োঽভবৎ ॥ ২২
উশনা তু সুযজ্ঞস্য যো রক্ষন্ পৃথিবীমিমাম্।
আজহারাশ্বমেধানাং শতমুত্তমধার্ম্মিকঃ ॥ ২৩
তিতিক্ষুরভবৎ পুত্র ঔশনঃ শত্রুতাপনঃ।
মরুত্তস্তস্য তনয়ো রাজর্ষীণামনুত্তমঃ ॥ ২৪
আসীন্মরুত্ততনয়ো বীরঃ কম্বলবর্হিষঃ।
পুত্রস্তু রুক্মকবচো বিদ্বান্ কম্বলবর্হিষঃ ॥ ২৫
নিহত্য রুক্মকবচঃ পরান্ কবচধারিণঃ।
ধন্বিনো বিবিধৈর্বাণৈরবাপ্য পৃথিবীমিমাম্ ॥ ২৬

আশ্রম, ঘোষ, নগর, তপোবন, বন, উপবন ও দিক সকল দগ্ধ করিলেন। তাহার ফলে ভূমি তৃণহীন ও বৃক্ষহীন হইল। এই সময় মুনি আপব জল আশ্রয় করিয়া দশ সহস্র বৎসরব্যাপী তপস্যায় নিরত ছিলেন। তাঁহার ব্রত সম্পূর্ণ হইলে তিনি জল হইতে উত্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে, অর্জ্জুন তাঁহার কুটীর দগ্ধ করিয়াছেন। তদ্দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি রাজর্ষিকে শাপ প্রদান করিলেন। এই ত আপনাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় যথাযথ কীর্ত্তিত হইল। অতঃপর ক্রোষ্টুর পৌরুষ-সম্পন্ন বংশ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ইহাঁরই বংশে বৃষ্ণিকুলোদ্বহ ভগবান্ সাক্ষাৎ বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রোষ্টুর পুত্র মহারথ বৃজিনীবান্ তৎপুত্র মহাবল স্বাহ। স্বাহের পুত্র রাজা রুষঙ্গু; ইনি বাগ্মী ছিলেন। ইনি সুপুত্র ইচ্ছা করিয়া চিত্ররথ নামে এক কর্ম্মঠ পুত্র লাভ করেন। অনন্তর চিত্ররথের শশবিন্দু নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। তিনি যজ্ঞে ভূরি দক্ষিণা দান করিতেন। শশবিন্দু সম্রাট্ ছিলেন। ৯—১৮। পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে এক অনুবংশ-শ্লোক গীত হইয়াছিল। শশবিন্দুর শত পুত্র এবং তাহাদের শত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ পুত্রগণ সকলেই ধীমান্, অতিরূপ, ভূরিতেজা ও ভূরিদক্ষিণ ছিলেন। ঐ প্রধান শত পুত্রের মধ্যে পৃথুশব্দপূর্ব্বক নামধারী পুত্রগণ সকলেই মহাবল ছিলেন। তাঁহাদের নাম—পৃথুশ্রবা, পৃথুযশা, পৃথুধর্ম্মা, পৃথুঞ্জয়, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুমনা—ইহাঁরা সকলেই রাজা ও শশবিন্দু আখ্যায় অভিহিত। পুরাণবিদ্গণ ইহাঁদিগের মধ্যে পৃথুশ্রবাকেই শোভনযজ্ঞ সর্ব্বোত্তম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অন্তরের পুত্র সুযজ্ঞ; তৎপুত্র—উশনা। ইনি পৃথিবী রক্ষা করিয়াছিলেন এবং শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। উশনার পুত্র তিতিক্ষু; তৎপুত্র মরুত্ত। ইনি রাজর্ষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মরুত্তের পুত্র কম্বলবর্হিষ। তৎপুত্র রুক্মকবচ। ইনি কবচধারী শত্রুগণকে নিহত করিয়া এই পৃথিবী লাভ করেন। অনন্তর একদা তিনি

অশ্বমেধে দদৌ রাজা ব্রাহ্মণেভ্যস্তু দক্ষিণাম্।
যজ্ঞে তু রুক্মকবচঃ কদাচিৎ পরবীরহা ॥ ২৭
জজ্ঞিরে পঞ্চ পুত্রাস্তু মহাবীর্য্যা ধনুর্ভৃতঃ।
রুক্মেষুঃ পৃথুরুক্মশ্চ জ্যামঘঃ পরিঘো হরিঃ ॥২৮
পরিঘঞ্চ হরিঞ্চৈব বিদেহেঽস্থাপয়েৎ পিতা।
রুক্মেষুরভবদ্রাজা পৃথুরুক্মস্তদাশ্রয়ঃ ॥ ২৯
তেভ্যঃ প্রব্রাজিতো রাজ্যাজ্জ্যামঘস্তু তদাশ্রমে
প্রশান্তশ্চাশ্রমস্থশ্চ ব্রাহ্মণেনাববোধিতঃ ॥ ৩০
জগাম ধনুরাদায় দেশমন্যং ধ্বজী রথী।
নর্ম্মদাং নৃপ একাকী কেবলং বৃত্তিকামতঃ ॥ ৩১
ঋক্ষবন্তং গিরিং গত্বা ভুক্তমন্যৈরুপাবিশৎ।
জ্যামঘস্যাভবদ্ভার্য্যা চৈত্রা * পরিণতা সতী ॥৩
অপুত্রো স্তবসম্রাজা ভার্য্যামন্যাং ন বিন্দত।
তস্যাসীদ্বিজয়ো যুদ্ধে তত্র কন্যামবাপ্য সঃ ॥ ৩৩

ভার্য্যামুবাচ সন্ত্রাসাৎ স্নুষেয়ং তে শুচিস্মিতে।
এবমুক্তাব্রবীদেনং কস্য চেয়ং স্নুষেতি চ ॥ ৩৪
রাজোবাচ।
যস্তে জনিষ্যতে পুত্রস্তস্য ভার্য্যা ভবিষ্যতি।
তস্মাৎ সা তপসোগ্রেণ কন্যায়াঃ সম্প্রসূয়ত ॥৩৫
পুত্রং বিদর্ভং সুভগা চৈত্রা পরিণতা সতী।
রাজপুত্র্যাঞ্চ বিদ্বান্ স স্নুষায়াং ক্রথ-কৈশিকৌ
লোমপাদং তৃতীয়ন্তু পুত্রং পরমধার্ম্মিকম্ ॥ ৩৬
তস্যাং বিদর্ভোঽজনয়চ্ছূরান্ রণবিশারদান্।
লোমপাদান্মনুঃ পুত্রো জ্ঞাতিস্তস্য তু চাত্মজঃ ॥
কৈশিকস্য চিদিঃ পুত্রো তস্মাচ্চৈদ্যা নৃপাঃ স্মৃতাঃ
ক্রথো বিদর্ভপুত্রস্তু কুন্তিস্তস্যাত্মজোঽভবৎ ॥৩৮
কুন্তের্ধৃষ্টঃ সুতো জজ্ঞে রণধৃষ্টঃ প্রতাপবান্।
ধৃষ্টস্য পুত্রো ধর্ম্মাত্মা নির্বৃতিঃ পরবীরহা ॥ ৩৯
তদেকো নির্বৃতেঃ পুত্রো নাম্না স তু বিদূরথঃ।
দশার্হস্তস্য বৈ পুত্রো ব্যোমস্তস্য চ বৈ স্মৃতঃ।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্ত পৃথ্বী দক্ষিণারূপে ব্রাহ্মণসাৎ করেন। তাঁহার মহাধীর ধনুর্দ্ধারী পঞ্চ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদের নাম—রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পরিঘ ও হরি। পিতা পরিঘ ও হরিকে বিদেহরাজ্যে স্থাপন করেন। রুক্মেষু পৈতৃক রাজ্যে রাজা হন। পৃথুরুক্ম উঁহারই আশ্রয়ে বাস করেন। জ্যামঘ অপর ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় কর্ত্তৃক প্রব্রাজিত হইয়া বনাশ্রমে গমন করেন। তথায় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অববোধিত হইয়া প্রশান্তভাব ধারণ করিলেন এবং পরে তিনি রথধ্বজ-সমাযুক্ত হইয়া ধনু গ্রহণপূর্ব্বক অন্য দেশ জয়াশায় গমন করিলেন। তিনি মাত্র স্বীয় বৃত্তিনিমিত্ত নর্ম্মদা অতিক্রম করিয়া একাকী অন্যের উপভুক্ত ঋক্ষিমান্ গিরি অধিকার করিয়া তথায় বাস স্থাপন করিলেন। জ্যামঘের পত্নীর নাম চৈত্রা। চৈত্রার বয়স অধিক হইয়াছিল। জ্যামঘ তখনও অপুত্রক; অথচ দারান্তর গ্রহণেও অনিচ্ছুক ছিলেন। একদা একটা যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন, সেই যুদ্ধে তাঁহার একটী কন্যা লাভ হয়।

তিনি ঐ বিজয়লব্ধ কন্যাটীকে পত্নীর নিকট লইয়া গিয়া সন্ত্রাসে বলিলেন,—হে শুচিস্মিতে! এই কন্যা তোমার পুত্রবধূ হইবে। তাঁহার পত্নী এইরূপ অভিহিত হইয়া বলিলেন,—এই কন্যা কাহার স্নুষা হইবে? ১৯-৩৪। রাজা বলিলেন,—তোমার যে পুত্র জন্মিবে, এই কন্যা তাহার ভার্য্যা হইবে। এই কথার পর ঐ কন্যার উগ্র তপস্যার ফলে চৈত্রা বয়ঃপরিণতা হইয়াও বিদর্ভনামক এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। কালে ঐ বিদর্ভ সেই রাজপুত্রীতে ক্রথ, কৈশিক ও লোমপাদ নামক তিন পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রগণ সকলেই শূর ও রণবিশারদ। লোমপাদ হইতে মনু জন্মগ্রহণ করেন। মনুর পুত্র জ্ঞাতি। কৌশিকের পুত্র চিদি। ঐ চিদি হইতে চৈদ্য নৃপগণ প্রসিদ্ধ। ক্রথের পুত্র বিদর্ভ; তৎপুত্র কুন্তি। তৎপুত্র ধৃষ্ট। এই ধৃষ্ট রণদুর্ম্মদ ও অত্যন্ত প্রতাপী ছিলেন। ধৃষ্টের পুত্র ধর্ম্মাত্মা পরবীরহা নির্বৃতি। নির্বৃতির পুত্র বিদূরথ; তৎপুত্র দশার্হ;

* শৈব্যেতি পুরাণান্তরসম্মতঃ পাঠঃ

দাশার্হাচ্চৈব ব্যোমাৎ তু পুত্রো জীমূত উচ্যতে
জীমূতপুত্রো বিমলস্তস্য ভীমরথঃ সুতঃ।
সুতো ভীমরথস্যাসীৎ স্মৃতো নবরথঃ কিল ॥৪১
তস্য চাসীদ্দৃঢ়রথঃ শকুনিস্তস্য চাত্মজঃ।
তস্মাৎ করম্ভঃ কারম্ভির্দেবরাতো বভূব হ ॥ ৪২
দেবক্ষত্রোঽভবদ্রাজা দৈবরাতির্মহাযশাঃ।
দেবগর্ভসমো জজ্ঞে দেবক্ষত্রনন্দনঃ ॥ ৪৩
মধুর্নাম মহাতেজা মধোঃ পুরবসস্তথা।
আসীৎ পুরবসঃ পুত্রঃ পুরুদ্বান্ পুরুষোত্তমঃ ॥
জন্তুর্জজ্ঞেঽথ বৈদর্ভ্যাং ভদ্রসেন্যাং পুরুদ্বতঃ।
ঐক্ষ্বাকী চাভবদ্ভার্য্যা জন্তোস্তস্যামজায়ত ॥ ৪৫
সাত্বতঃ সত্ত্বসংযুক্তঃ সাত্বতাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
ইমাং বিসৃষ্টিং বিজ্ঞায় জ্যামঘস্য মহাত্মনঃ।
প্রজাবানেতি সাযুজ্যং রাজ্ঞঃ সোমস্য ধীমতঃ ॥
সাত্বতান্ সত্ত্বসম্পন্নান্ কৌশল্যা সুষুবে সুতান্
ভজিনং ভজমানন্তু দিব্যং দেবাবৃধং নৃপ ॥ ৪৭
অন্ধকঞ্চ মহাভোজং বৃষ্ণিঞ্চ যদুনন্দনম্
তেষান্তু সর্গাশ্চত্বারো বিস্তরেণৈব তচ্ছৃণু ॥৪৮

তৎপুত্র ব্যোম, তৎপুত্র জীমূত, তৎপুত্র বিমল; তৎপুত্র ভীমরথ; তৎপুত্র নবরথ; তৎপুত্র দৃঢ়রথ; তৎপুত্র শকুনি; তৎপুত্র—করম্ভ; তৎপুত্র দেবরাত; তৎপুত্র দেবক্ষত্র। ইনি মহাকীর্ত্তিশালী নৃপতি ছিলেন। দেবক্ষত্রের পুত্র দেবগর্ভনিভ মহাতেজা মধু; তৎপুত্র পুরবস; তৎপুত্র পুরুদ্বান্; পুরুদ্বান্ ভদ্রসেনী বৈদর্ভীর গর্ভে জন্তুনামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ জন্তু ঐক্ষ্বাকী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে সাত্বতনামক পুত্র উৎপাদন করেন। ইনি সত্ত্বসংযুক্ত ও সাত্বতদিগের কীর্ত্তিবর্দ্ধন ছিলেন। প্রজাবান্ ব্যক্তি এই মহাত্মা মহানুভব জ্যামঘ-বংশের বিশিষ্ট সৃষ্টি অবগত হইলে সোম-সাযুজ্য লাভ করেন। কৌশল্যা সত্ত্বসম্পন্ন সাত্বতগণকে প্রসব করেন। তাঁহাদের কতিপয়ের নাম,—ভজিন, ভজমান, দিব্য, দেবাবৃধ, অন্ধক, মহাভোজ, ও যদুনন্দন বৃষ্ণি। ইহাঁদের চারি প্রকার সৃষ্টি বিবরণ বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করুন।

ভজমানস্য সৃঞ্জয্যাং বাহ্যকায়াঞ্চ বাহ্যকাঃ
সৃঞ্জয়স্য সুতে দ্বে তু বাহ্যকাস্ত তদাভবন্ ॥৪৯
তস্য ভার্য্যে ভগিন্যৌ দ্বে সুষুবাতে বহূন্সুতান্
নিমিঞ্চ ক্রমিলঞ্চৈব বৃষ্ণিং পরপুরঞ্জয়ম্।
তে বাহ্যকায়াং সৃঞ্জয্যাং ভজমানাদ্বিজজ্ঞিরে ॥৫০
যজ্ঞে দেবাবৃধো রাজা বন্ধুনাং মিত্রবর্দ্ধনঃ।
অপুত্রস্ত্বভবদ্রাজা চচার পরমং তপঃ।
পুত্রঃ সর্ব্বগুণোপেতো মম ভূয়াদিতি স্পৃহন্ ॥৫১
সংযোজ্য মন্ত্রমেবাথ পর্ণাশাজলমস্পৃশৎ।
তদোপস্পর্শনাৎ তস্য চকার প্রিয়মাপগা ॥ ৫২
কল্যাণত্বান্নরপতেস্তস্মৈ সা নিম্নগোত্তমা।
চিন্তয়াথ পরীতাত্মা জগামাথ বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৫৩
নাধিগচ্ছাম্যহং নারীং যস্যামেবম্বিধঃ সুতঃ।
জায়েত তস্মাদদ্যাহং ভবাম্যথ সহস্রশঃ ॥ ৫৪
অথ ভূত্বা কুমারী সা বিভ্রতী পরমং বপুঃ।
জ্ঞাপয়ামাস রাজানং তামিয়েষ মহাব্রতঃ ॥ ৫৫

ভজমানের দুই পত্নী—সৃঞ্জয়ী ও বাহ্যকা; বাহ্যকা বাহ্যকগণকে প্রসব করেন। সৃঞ্জয়ী ও বাহ্যকা—ইহাঁরা দুই ভগিনী এবং ইহাঁদের পিতা সৃঞ্জয়। ইহাঁরা ভজমান হইতে বহু পুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে নিমি, ক্রমিল, ও পরপুরঞ্জয় বৃষ্ণি, এই পুত্রত্রয় সৃঞ্জয়-কন্যা বাহ্যকার গর্ভে ভজমান হইতে জন্ম-গ্রহণ করে। বন্ধুপ্রিয় রাজা দেবাবৃধ অপুত্রক ছিলেন বলিয়া 'আমার সর্ব্ব গুণোপেত পুত্র হউক', এই আকাঙ্ক্ষায় পরম তপ ও যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং সমন্ত্রক-পর্ণাশা-জল স্পর্শ করেন। তাঁহার স্পর্শ মাত্রে ঐ আপগা তাঁহার প্রিয়াচরণ করিলেন। তিনি নরপতির কল্যাণ-কামনায় ভাবিয়া নিশ্চয় করিলেন যে, আমি এমন নারী দেখি না, যাহাতে ইহাঁর অনুরূপ পুত্র লাভ হইতে পারে? অতএব আমিই ইহাঁর পত্নী হইব। এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া দিব্য কুমারীশরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক রাজাকে গিয়া নিজ অভিপ্রায় জানাইলে রাজা ঐ কুমারীর বাসনা পূর্ণ

অথ সা নবমে মাসি সুষুবে সরিতাং বরা।
পুত্রং সর্ব্বগুণোপেতং বভ্রুং দেবাবৃধান্নৃপাৎ ॥৫৬
অত্রবংশে পুরাণজ্ঞা গায়ন্তীতি পরিশ্রুতম্।
গুণান্ দেবাবৃধস্যাপি কীর্ত্তয়ন্তো মহাত্মনঃ ॥ ৫৭
যথৈব শৃণুমো দূরাদপশ্যামস্তথান্তিকাৎ।
বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ ॥
ষষ্টিশ্চ পূর্ব্বপুরুষাঃ সহস্রাণি চ সপ্ততিঃ।
এতেঽমৃতত্বং সম্প্রাপ্তা বভ্রোর্দেবাবৃধান্নৃপ ॥৫৯
যজ্বা দানপতির্বীরো ব্রহ্মণ্যশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ।
রূপবান্ সুমহাতেজাঃ শ্রুতবীর্য্যধরস্তথা ॥ ৬০
অথ কঙ্কস্য দুহিতা সুষুবে চতুরঃ সুতান্।
কুকুরং ভজমানঞ্চ শশিং কম্বলবর্হিষম্ ॥ ৬১
কুকুরস্য সুতো বৃষ্ণির্বৃষ্ণেস্তু তনয়ো ধৃতিঃ।
কপোতরোমা তস্যাথ তৈত্তিরিস্তস্য চাত্মজঃ ॥৬২
তস্যাসীৎ তনুজঃ সর্পো বিদ্বান্ পুত্রো নলঃ কিল
খ্যায়তে তস্য নাম্না স নন্দনোদরদুন্দুভিঃ ॥৬৩
তস্মিন্ প্রবিততে যজ্ঞে অভিজাতঃ পুনর্ব্বসুঃ
অশ্বমেধঞ্চ পুত্রার্থমাজহার নরোত্তমঃ ॥ ৬৪
তস্য মধ্যেঽতিরাত্রস্য সভামধ্যাৎ সমুত্থিতঃ।
অতস্তু বিদ্বান্ কর্ম্মজ্ঞো যজ্বা দাতা পুনর্ব্বসুঃ ॥
তস্যাসীৎ পুত্রমিথুনং বভূবাবিজিতং কিল।
আহুকশ্চাহুকী চৈব খ্যাতং মতিমতাং বর ॥৬৬
ইমাংশ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকান্ প্রতি তমাহুকম্ ॥
সোপাসঙ্গানুকর্ষাণাং সধ্বজানাং বরূথিনাম্ ॥ ৬৭
রথানাং মেঘঘোষাণাং সহস্রাণি দশৈব তু।
নাসত্যবাদী নাতেজা নাযজ্বা নাসহস্রদঃ ॥ ৬৮
নাশুচির্নাপ্যবিদ্বান্ হি যো ভোজেষ্বভ্যজায়ত।
আহুকস্য ভৃতিং প্রাপ্তা ইত্যেতদ্বৈ তদুচ্যতে ॥
আহুকশ্চাপ্যবন্তীষু স্বসারঞ্চাহুকীং দদৌ।
আহুকাৎ কাশ্যদুহিতা দ্বৌ পুত্রৌ সমসূয়ত ॥৭০
দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ দেবগর্ভসমাবুভৌ।
দেবকস্য সুতা বীরা জজ্ঞিরে ত্রিদশোপমাঃ ॥৭১
দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেবরক্ষিতঃ

করিলেন।৩৫—৫৫। অনন্তর কুমারী রাজা দেবাবৃধ হইতে গর্ভ ধারণ করিয়া নবম মাসে সর্ব্বগুণোপেত বভ্রু নামক এক পুত্র প্রসব করিলেন। পুরাণজ্ঞগণ অন্ধবংশ প্রস্তাবে মহাত্মা দেবাবৃধের কীর্ত্তি ও গুণ গান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, আমরা দেবাবৃধ রাজার কীর্ত্তি সম্বন্ধে দূর হইতে যেমন শ্রবণ করি, নিকটে গিয়াও ঐরূপই দেখিতে পাই। দেবাবৃধ-পুত্র বভ্রু মনুষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দেবাবৃধ দেবকল্প ছিলেন। দেবাবৃধ ও বভ্রু হইতে ষষ্টি ও সপ্ততি সহস্র পূর্ব্ব পুরুষগণ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বভ্রু বীর, দানশীল, ব্রহ্মণ্য, দৃঢ়ব্রত, রূপবান্, মহাতেজা ও শ্রুত-বীর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন। অনন্তর কঙ্ক-দুহিতা চারি পুত্র প্রসব করেন। তাঁহাদের নাম—কুকুর, ভজমান, শশি ও কম্বলবর্হিষ। কুকুরের তনয় বৃষ্ণি ; তৎপুত্র ধৃতি ; তৎপুত্র কপোতরোমা ; তৎপুত্র—তৈত্তিরি ; তৎপুত্র—সর্প। ইহাঁর পুত্র বিদ্বান্ নল। নলের পুত্র প্রখ্যাত দরদুন্দুভি। তিনি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, তাহাতে পুনর্ব্বসু জন্মগ্রহণ করেন ; পুনর্ব্বসুর পিতা পুত্রার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞ-সভা হইতে পুনর্ব্বসু সমুত্থিত হন বলিয়া তিনি বিদ্বান্, কর্ম্মজ্ঞ, যজ্বা ও দাতা হন। তাঁহার এক পুত্র ও কন্যা ; নাম—আহুক ও আহুকী ; ইহাঁরা উভয়েই বিখ্যাত। পুত্র আহুকের প্রতি বক্ষ্যমাণ শ্লোক-সকল কীর্ত্তিত হয় যে, তিনি ভোজবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন,তাঁহার উপাসঙ্গ ও অনুকর্ষ সহ ধ্বজ ও বরূথযুক্ত মেঘনির্ঘোষী দশ সহস্র রথ বিদ্যমান। তিনি ভোজ মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন, কদাচ তিনি অসত্যবাদী, অতেজা, অযজ্বা, অসহস্রদায়ী, অশুচি ও অবিদ্বান্ নহেন। আহুকেরই বেতনপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এইরূপ কীর্ত্তন করিত। আহুক নিজ স্বসা আহুকীকে অবন্তীরাজের হস্তে সম্প্রদান করেন। আহুক হইতে কাশ্যদুহিতা দুই পুত্র প্রসব করেন। তাহাদের নাম—দেবক ও উগ্রসেন। ইহাঁরা উভয়েই দেবগর্ভ তুল্য। দেবকের দেবোপম বহু বীর পুত্র জন্মগ্রহণ

তেষাং স্বসারঃ সপ্তাসন্ বসুদেবায় তা দদৌ ॥
দেবকী শ্রুতদেবী চ মিত্রদেবী যশোধরা।
শ্রীদেবী সত্যদেবী চ সুতাপী চেতি সপ্তমী ॥
নবোগ্রসেনস্য সুতাঃ কংসস্তেষাস্তু পূর্ব্বজঃ।
ন্যগ্রোধশ্চ সুনামা চ কঙ্কঃ শঙ্কুশ্চ ভূয়সঃ ॥ ৭৪
অজভূ রাষ্ট্রপালশ্চ যুদ্ধমুষ্টিঃ সুমুষ্টিদঃ।
তেষাং স্বসারঃ পঞ্চাসন্ কংসা কংসবতী তথা ॥
সুতভূ রাষ্ট্রপালী চ কঙ্কা চেতি বরাঙ্গনাঃ।
উগ্রসেনঃ সহাপত্যো ব্যাখ্যাতঃ কুকুরোদ্ভবঃ ॥
ভজমানস্য পুত্রোঽথ রথিমুখ্যো বিদূরথঃ।
রাজাধিদেবঃ শূরশ্চ বিদূরথসুতোঽভবৎ ॥ ৭৭
রাজাধিদেবস্য সুতৌ জজ্ঞাতে দেবসম্মিতৌ
নিয়মব্রতপ্রধানৌ শোণাশ্বঃ শ্বেতবাহনঃ ॥ ৭৮
শোণাশ্বস্য সুতাঃ পঞ্চ শূরা রণবিশারদাঃ।
শমী চ দেবশর্ম্মা চ নিকুন্তঃ শক্রশক্রজিৎ ॥ ৭৯
শমিপুত্রঃ প্রতিক্ষত্রঃ প্রতিক্ষত্রস্য চাত্মজঃ।
প্রতিক্ষেত্রঃ সুতো ভোজো হৃদীকস্তস্য চাত্মজঃ
হৃদীকস্যাভবন্ পুত্রা দশ ভীমপরাক্রমাঃ।
কৃতবর্ম্মাগ্রজস্তেষাং শতধন্বা চ মধ্যমঃ ॥ ৮১
দেবার্হশ্চৈব নাভশ্চ ভীষণশ্চ মহাবলঃ।
অজাতো বনজাতশ্চকনীয়ক-করম্ভকৌ ॥ ৮২
দেবার্হস্য সুতো বিদ্বান্ জজ্ঞে কম্বলবর্হিষঃ।
অসমঞ্জাঃ সুতস্তস্য তমোজাস্তস্য চাত্মজঃ ॥৮৩
অজাতপুত্রা বিক্রান্তাস্ত্রয়ঃ পরমকীর্ত্তয়ঃ।
সুদংষ্ট্রশ্চ সুনাভশ্চ কৃষ্ণ ইত্যন্ধকা মতাঃ ॥ ৮৪
অন্ধকানামিমং বংশং যঃ কীর্ত্তয়তি নিত্যশঃ।
আত্মনো বিপুলং বংশং প্রজাবানাপ্নুতে নরঃ ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

করে। ঐ পুত্রগণের নাম—দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেব-রক্ষিত। ইঁহাদের সাত ভগিনী। সপ্ত ভগিনীই বসুদেবের করে সমর্পিত হয়। ইঁহাদের নাম—দেবকী, শ্রুত-দেবী, মিত্রদেবী, যশোধরা, শ্রীদেবী, সত্য-দেবী ও সুতাপী। উগ্রসেনের নয় পুত্র। তন্মধ্যে কংসই সকলের জ্যেষ্ঠ। অপর আট সন্তানের নাম—ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, অজভূ, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও সুমুষ্টিদ। ইঁহাদের পাঁচ ভগিনী; নাম—কংসা, কংস-বতী, সুতভু, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কা। ইঁহারা সকলেই বরাঙ্গনা। উগ্রসেন পুত্রগণসহ কুকুরোদ্ভব বলিয়া বিখ্যাত। ভজমানের পুত্র রথিশ্রেষ্ঠ বিদূরথ। শূর রাজাধিদেব বিদূরথের পুত্র। রাজাধিদেবের দুই পুত্র; নাম—শোণাশ্ব ও শ্বেতবাহন। ইঁহারা নিয়ম ব্রতচারী ও দেবোপম ছিলেন। শোণাশ্বের পাঁচ পুত্র; নাম—শমী, দেব-শর্ম্মা, শক্র, শক্রজিৎ, নিকুন্ত, শমিপুত্র ও প্রতিক্ষত্র। ইঁহারা সকলেই রণবিশারদ। প্রতিক্ষত্রের পুত্র ভোজ প্রতিক্ষেত্র; তৎপুত্র হৃদিক। হৃদিকের দশ পুত্র; সকলেই ভীম-পরাক্রম। উঁহাদের জ্যেষ্ঠের নাম—কৃতবর্ম্মা; মধ্যম—শতধন্বা। অপর আট জনের নাম—দেবার্হ, নাভ, ভীষণ, মহাবল, অজাত, বলজাত, কনীয়ক ও করম্ভক। দেবার্হের পুত্র—বিদ্বান্ কম্বলবর্হিষ। তৎপুত্র অসমঞ্জা; তৎপুত্র তমোজা। অপর ভ্রাতৃ-ত্রয় অপুত্রক ছিলেন; তাঁহাদের নাম—সুদংষ্ট্র, সুনাভ ও কৃষ্ণ। ইঁহারা বিক্রান্ত ও মহাযশা ছিলেন। ইঁহারা সকলেই অন্ধবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত। যে ব্যক্তি নিত্য অন্ধকদিগের বংশকীর্ত্তন করে, সে বহু প্রজা উৎপাদনপূর্ব্বক বিপুল বংশ প্রাপ্ত হয়। ৫৬—৮৫।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

গান্ধারী চৈব মাদ্রী চ বৃষ্ণিভার্য্যে বভূবতুঃ।
গান্ধারী জনয়ামাস সুমিত্রং মিত্রনন্দনম্ ॥ ১
মাদ্রী যুধাজিতং পুত্রং ততো বৈ দেবমীঢ়ুষম্।
অনমিত্রং শিবিঞ্চৈব পঞ্চমং কৃতলক্ষণম্ ॥ ২
অনমিত্রসুতো নিঘ্নো নিঘ্নস্যাপি তু দ্বৌ সুতৌ
প্রসেনশ্চ মহাবীর্য্যঃ শক্তিসেনশ্চ তাবুভৌ ॥৩
স্যমন্তকঃ প্রসেনস্য মণিরত্নমনুত্তমম্।
পৃথিব্যাং সর্ব্বরত্নানাং রাজা বৈ সোঽভবন্মণিঃ
হৃদি কৃত্বা তু বহুশো মণিং তথভিযাচিতঃ।
গোবিন্দোঽপি ন তং লেভে শক্তোঽপি ন জহার সঃ ॥ ৫
কদাচিন্মৃগয়াং যাতঃ প্রসেনস্তেন ভূষি
যথাশব্দং স শুশ্রাব বিলে সত্ত্বেন পূরিতে ॥ ৬
ততঃ প্রবিশ্য স বিলং প্রসেনো ঋক্ষমৈক্ষত।
ঋক্ষঃ প্রসেনঞ্চ তথা ঋক্ষশ্চৈব প্রসেনজিৎ ॥ ৭
হত্বা ঋক্ষঃ প্রসেনন্তু ততস্তং মণিমাদদাৎ।
অদৃষ্টস্তু হতস্তেন অন্তর্বিলগতস্তদা ॥ ৮
প্রসেনস্তু হতং জ্ঞাত্বা গোবিন্দঃ পরিশঙ্কিতঃ।
গোবিন্দেন হতো ব্যক্তং প্রসেনো মণিকারণাৎ
প্রসেনস্তু গতোঽরণ্যং মণিরত্নেন ভূষিতঃ
তং দৃষ্ট্বা স হতস্তেন গোবিন্দঃ প্রত্যুবাচ হ।
হন্মি চৈনং দুরাচারং শত্রুভূতং হি বৃষ্ণিষু ॥১০
অথ দীর্ঘেণ কালেন মৃগয়াং নির্গতঃ পুনঃ।
যদৃচ্ছয়া চ গোবিন্দো বিলস্যাভ্যাসমাগমৎ ॥১১
তং দৃষ্ট্বা তু মহাশব্দং স চক্রে ঋক্ষরাড়্বলী।
শব্দং শ্রুত্বা তু গোবিন্দঃ খড়্গপাণিঃ প্রবিশ্য সঃ
অপশ্যজ্জাম্ববন্তং তমৃক্ষরাজং মহাবলম্ ॥ ১২
ততস্তূর্ণং হৃষীকেশস্তমৃক্ষপতিমঞ্জসা।
জাম্ববন্তং স জগ্রাহ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ১৩

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—গান্ধারী ও মাদ্রী, ইহাঁরা দুই জন বৃষ্ণির ভার্য্যা। গান্ধারী সুমিত্র ও মিত্রনন্দন নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। মাদ্রী—যুধাজিৎ, দেবমীঢুষ, অনমিত্র, শিবি, ও কৃতলক্ষণ, এই পঞ্চ পুত্র প্রসব করেন। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন; তৎপুত্র—মহাবীর্য্য প্রসেন ও শক্তিসেন। স্যমন্তক নামক প্রসেনের এক অনুত্তম মণিরত্ন ছিল। ঐ মণি, মণি-জগতের রাজা ছিল। প্রসেন ঐ মণি হৃদয়ে ধারণ করিতেন। গোবিন্দ বহুবার তাঁহার নিকট ঐ মণি প্রার্থনা করিয়াও পান নাই; পরন্তু ক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি তাহা হরণ করিবার চেষ্টাও করেন নাই। কদাচিৎ প্রসেন ঐ মণিভূষিত হইয়া মৃগয়া যাত্রা করেন, মৃগয়ায় গমনপূর্ব্বক তিনি কোন এক হিংস্র জন্তু-পূরিত গর্ত্ত মধ্যে হিংস্র জন্তুর শব্দ শ্রবণ করেন। অনন্তর ঐ বিলে তিনি প্রবেশ করিয়া এক ভল্লুককে অবলোকন করেন। দর্শনমাত্রে ঐ ঋক্ষ তাঁহাকে আক্রমণ করে, এবং তিনিও ঋক্ষকে আক্রমণ করেন। কিন্তু প্রসেন ঋক্ষহস্তে নিহত হইলেন। তাঁহার বক্ষস্থিত স্যমন্তক মণি ঋক্ষ গ্রহণ করিল। প্রসেন অগোচরে নিহত হওয়ায় সকলে গোবিন্দকেই হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিল এবং প্রকাশ্যেই বলিতে লাগিল যে, গোবিন্দ প্রসেন-সন্নিধানে বহুবার মণি প্রার্থনা করিয়া মণি প্রাপ্ত হন নাই; মণি-লালসায় তিনিই মৃগয়াগত প্রসেনকে নিহত করিয়া মণি গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ মিথ্যা রটনায় দুঃখিত হইয়া গোবিন্দ বলিলেন,—আমি এই মণিচোর বৃষ্ণিশত্রু দুরাচারকে নিশ্চয় নিহত করিব। ১—১০। অনন্তর দীর্ঘকাল গত হইলে একদা গোবিন্দ মৃগয়া ব্যপদেশে যদৃচ্ছাক্রমে সেই বিল-সান্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ঋক্ষরাজ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া বিকট শব্দ করিতে লাগিল। তখন গোবিন্দ খড়্গহস্তে বিলপ্রবেশপূর্ব্বক মহাবল ঋক্ষরাজ জাম্ববান্‌কে দর্শন করিলেন এবং অবিলম্বে রোষ-কষায়িত-লোচনে তাঁহাকে আক্রমণ করি-

তুষ্টাবৈনং তদা ঋক্ষঃ কর্ম্মভির্বৈষ্ণবৈঃ প্রভুম্।
ততস্তুষ্টশ্চ ভগবান্ বরেণৈনমরোচয়ৎ ॥ ১৪
জাম্ববানুবাচ।
ইচ্ছে চক্রপ্রহারেণ ত্বত্তোঽহং মরণং প্রভো।
কন্যা চেয়ং মম শুভা ভর্ত্তারং ত্বামবাপ্নুয়াৎ।
যোঽয়ং মণিঃ প্রসেনস্য হত্বা প্রাপ্তো ময়া প্রভো
ততঃ স জাম্ববন্তং তং হত্বা চক্রেণ বৈ প্রভুঃ।
কৃতকর্ম্মা মহাবাহুঃ সকন্যং মণিমাহরৎ ॥ ১৬
দদৌ সত্রাজিতায়ৈনং সর্ব্বসাত্বতসংসদি।
তেন মিথ্যাপবাদেন সন্তপ্তোঽহয়ং জনার্দ্দনঃ ॥১৭
ততস্তে যাদবাঃ সর্ব্বে বাসুদেবমথাব্রুবন্
অস্মাকন্তু মতির্হ্যাসীৎ প্রসেনস্তু ত্বয়া হতঃ ॥ ১৮
কৈকেয়স্য সুতা ভার্য্যা দশ সত্রাজিতঃ শুভাঃ।
তাসুৎপন্নাঃ সুতাস্তস্য শতমেকন্তু বিশ্রুতাঃ।
খ্যাতিমন্তো মহাবীর্য্যা ভঙ্গকারস্তু পূর্ব্বজঃ ॥১৯
অথ ব্রতবতী তস্মাদ্ভঙ্গকারাৎ তু পূর্ব্বজাৎ
সুষুবে সুকুমারীস্তু তিস্রঃ কমললোচনাঃ ॥ ২০
সত্যভামা বরা স্ত্রীণাং ব্রতিনী চ দৃঢ়ব্রতা।
তথা পদ্মাবতী চৈব তাশ্চ কৃষ্ণায় সোহৃদদাৎ ॥
অনমিত্রাচ্ছিনির্জজ্ঞে কনিষ্ঠাদ্বৃষ্ণিনন্দনাৎ।
সত্যকস্তস্য পুত্রস্তু সাত্যকিস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২২
সত্যবান যুযুধানস্তু শিনের্নপ্তা প্রতাপবান্।
অসঙ্গো যুযুধানস্য দ্যুম্নিস্তস্যাত্মজোঽভবৎ ॥ ২৩
দ্যুম্নের্যুগন্ধরঃ পুত্র ইতি শৈন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অনমিত্রান্বয়ো হ্যেষ ব্যাখ্যাতো বৃষ্ণিবংশজঃ ॥
অনমিত্রস্য সঞ্জজ্ঞে পৃথ্যাং বীরো যুধাজিতঃ।
অন্যৌ তু তনয়ৌ বীরৌ বৃষভঃ ক্ষত্র এব চ ॥
বৃষভঃ কাশিরাজস্য সুতাং ভার্য্যামবিন্দত।
জয়ন্তস্তু জয়ন্ত্যাস্তু পুত্রঃ সমভবচ্ছুভঃ ॥ ২৬
সদাযজ্ঞোঽতিবীরশ্চ শ্রুতবানতিথিপ্রিয়ঃ।

লেন। তখন ঋক্ষরাজ বৈষ্ণবোচিত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। তিনিও তুষ্ট হইয়া তাহাকে বরগ্রহণে প্ররোচিত করিলেন। জাম্ববান্ বলিল,—হে প্রভো! আমি আপনার চক্রপ্রহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি। আর এই আমার শুভা কন্যা আপনাকে ভর্ত্তারূপে প্রাপ্ত হউক। যুদ্ধ জয় করিয়া প্রসেন হইতে যে মণি আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও আপনি গ্রহণ করুন। অনন্তর মহাবাহু প্রভু গোবিন্দ চক্রপ্রহারে জাম্ববান্‌কে নিহত করিয়া যুগপৎ কন্যারত্ন ও মণিরত্ন গ্রহণ করিলেন! পরে ঐ মণিরত্ন সাত্বত-সভায় সত্রাজিতকে প্রদান করেন। জনার্দ্দন পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাপবাদে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে যাদবগণ বাসুদেবকে বলিলেন,—আমাদের মনে হইয়াছিল যে, তুমিই প্রসেনকে নিহত করিয়াছ। যাহা হউক এখন তথ্য প্রকাশ পাইল। কৈকেয়ের দশ কন্যা; তাঁহারা সকলেই সত্রাজিতের ভার্য্যা। ঐ দশ ভার্য্যার গর্ভে সত্রাজিতের একশত একটী পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তাহারা কীর্ত্তিমন্ত ও মহাবল। সত্রাজিতের ঐ সকল পুত্রগণের মধ্যে ভঙ্গকার জ্যেষ্ঠ। ঐ ভঙ্গকার হইতে তৎপত্নী ব্রতবতী তিনটী পরমাসুন্দরী কমললোচনা কন্যা প্রসব করেন। ১১—২১। ঐ কন্যাগণের মধ্যে সত্যভামা একজন; ইনি নারীকুলের চূড়ামণি। অপর দুই কন্যা ব্রতিনী ও পদ্মাবতী, এই তিন কন্যা শ্রীকৃষ্ণকরে সমর্পিত হয়। কনিষ্ঠ বৃষ্ণিনন্দন অনমিত্র হইতে শিনি জন্মগ্রহণ করেন। শনির পুত্র—সত্যক; তৎপুত্র—সাত্যকি। সত্যবান্ ও যুযুধান ইঁহারা উভয়ে শিনির নপ্তা। যুযুধানের পুত্র—অসঙ্গ; তৎপুত্র দ্যুম্নি, তৎপুত্র যুগন্ধর। ইহারাই শিনির বংশধর বলিয়া কীর্ত্তিত। বৃষ্ণিবংশজাত অনমিত্রের এই বিখ্যাত বংশের বিবরণ কথিত হইল। পৃথ্বী নাম্নী পত্নীতে অনমিত্রের যুধাজিৎ নামক এক বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অনমিত্রের আরও দুই পুত্র হয়; তাহাদের নাম বৃষভ ও ক্ষত্র। বৃষভ কাশীরাজ-দুহিতার পাণি গ্রহণ করেন। জয়ন্ত জয়ন্তীর গর্ভে উৎপন্ন হন। জয়ন্ত হইতে যজ্ঞানুষ্ঠায়ী, বীর

অক্রূরঃ সুষুবে তস্মাৎ সদাযজ্ঞোঽতিদক্ষিণঃ
রত্না কন্যা চ শৈব্যস্য অক্রূরস্তামবাপ্তবান্।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস একাদশ মহাবলান্ ॥ ২৮
উপলম্ভঃ সদা লম্ভো বৃকলো বীর্য্য এব চ
সবীতরঃ সদাপক্ষঃ শত্রুঘ্নো বারিমেজয়ঃ ॥২৯
ধর্ম্মভৃদ্ধর্ম্মবর্ম্মাণৌ ধৃষ্টমানস্তথৈব চ।
সর্ব্বে চ প্রতিহোতারো রত্নায়াং জজ্ঞিরে চ তে
অক্রূরাদুগ্রসেনায়াং সুতৌ দ্বৌ কুলবর্দ্ধনৌ।
দেববানুপদেবশ্চ জজ্ঞাতে দেবসন্নিভৌ ॥ ৩১
অশ্বিন্যাঞ্চ ততঃ পুত্রাঃ পৃথুর্বিপৃথুরেব চ।
অশ্বত্থামা সুবাহুশ্চ সুপার্শ্বক-গবেষণৌ ॥ ৩২
বৃষ্টিনেমিঃ সুধর্ম্মা চ তথা শর্য্যাতিরেব চ।
অভূমির্বর্জ্জভূমিশ্চ শ্রমিষ্ঠঃ শ্রবণস্তথা ॥ ৩৩
ইমাং মিথ্যাভিশস্তিং যো বেদ কৃষ্ণাদপোহিতাম্
ন স মিথ্যাভিশাপেন অভিশাপ্যোঽস্থ কেন-
চিৎ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ভূরিদক্ষিণ, শ্রুতবান্ অতিথিপ্রিয় অক্রূর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শৈব্য-কন্যা রত্নার পাণিপীড়ন করিয়া তদীয় গর্ভে মহাবল একাদশ পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রগণের নাম—উপলম্ভ, সদালম্ভ, বৃকল, বীর্য্য, সবীতর, সদাপক্ষ, শত্রুঘ্ন, বারিমেজয়, ধর্ম্মবিৎ, ধর্ম্মবর্ম্মা ও ধৃষ্টমান্। ইহাঁরা সকলেই রত্নার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অক্রূর হইতে উগ্রসেনার গর্ভে দুই সন্তান জন্মে। উহাদের নাম—দেববান্ ও উপদেব। ইহাঁরা দেবসন্নিভ ছিলেন। অক্রূর হইতে অশ্বিনীর গর্ভে কতিপয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ঐ সন্তানগণের নাম—পৃথু, বিপৃথু, অশ্বত্থামা, সুবাহু, সুপার্শ্বক, গবেষণ, বৃষ্টিনেমি, সুধর্ম্মা, শর্য্যাতি, অভূমি, বর্জ্জভূমি, শ্রমিষ্ঠ ও শ্রবণ। এই প্রবন্ধবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের প্রসেন-বধরূপ মিথ্যা অপবাদ যে ব্যক্তি অবগত হন, তিনি কদাপি মিথ্যাপবাদে পতিত হন না। ২২—৩৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ঐক্ষ্বাকী সুষুবে শূরং খ্যাতমদ্ভুতমীঢ়ুষম্।
পৌরুষাজ্জজ্ঞিরে শূরাদ্ভোজায়াং পুত্রকা দশ ॥১
বসুদেবো মহাবাহুঃ পূর্ব্বমানকদুন্দুভিঃ।
দেবমার্গস্ততো জজ্ঞে ততো দেবশ্রবাঃ পুনঃ ॥২
অনাধৃষ্টিঃ শিনিশ্চৈব নন্দশ্চৈব সসৃঞ্জয়ঃ।
শ্যামঃ শমীকঃ সংযুপঃ পঞ্চ চাস্য বরাঙ্গনাঃ ॥ ৩
শ্রুতকীর্ত্তিঃ পৃথা চৈব শ্রুতাদেবী শ্রুতশ্রবাঃ।
রাজাধিদেবী চ তথা পঞ্চৈতা বীরমাতরঃ ॥ ৪
কৃতস্য তু শ্রুতাদেবী সুগ্রীবং সুষুবে সুতম্।
কৈকয্যাংশ্রুতকীর্ত্ত্যান্তু জজ্ঞে সোঽনুব্রতো নৃপঃ
শ্রুতশ্রবসি চৈদ্যস্য সুনীথঃ সমপদ্যত।
বহুশো ধর্ম্মচারী স সম্বভূবারিমর্দ্দনঃ ॥ ৬
অথ সখ্যেন বৃদ্ধেঽসৌ কুন্তিভোজে সুতাং
দদৌ।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

সূত বলিলেন,—ঐক্ষ্বাকী বিখ্যাত শূর মীঢুষ নামক এক পুত্র প্রসব করেন। শূর পৌরুষ হইতে ভোজার গর্ভে দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম মহাবাহু বসুদেব, [আনকদুন্দুভি,] দেবমার্গ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, শিনি, নন্দ, সৃঞ্জয়, শ্যাব, শমীক ও সংযুপ। ইহাঁদের পাঁচ ভগিনী; নাম—শ্রুতকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতদেবী, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী। ইহাঁরা সকলেই বীরজননী। শ্রুতদেবী কৃতের ঔরসে সুগ্রীব নামক পুত্র প্রসব করেন। কেকয়ী শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে অনুব্রত নৃপ জন্ম গ্রহণ করেন। চৈদ্য হইতে শ্রুতশ্রবার গর্ভে সুনীথ উৎপন্ন হন। ঐ ধর্ম্মচারী সুনীথ রাজা বহুবার অরাতি দমন করেন। অনন্তর সৌখ্য বশতঃ তিনি

এবং কুন্তী সমাখ্যাতা বসুদেবস্বসা পৃথা ॥ ৭
বসুদেবেন সা দত্তা পাণ্ডোর্ভার্য্যা হ্যনিন্দিতা।
পাণ্ডোরর্থেন সা জজ্ঞে দেবপুত্রান্ মহারথান্ ॥৮
ধর্ম্মাদ্‌যুধিষ্ঠিরো যজ্ঞে বায়োর্জজ্ঞে বৃকোদরঃ।
ইন্দ্রাদ্ধনঞ্জয়শ্চৈব শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৯
মাদ্রবত্যাস্তু জনিতাবশ্বিভ্যামিতি শুশ্রুমঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ রূপশীলগু...বতৌ ॥ ১০
রোহিণী পৌরবী সা তু খ্যাতমানকদুন্দুভেঃ।
লেভে জ্যেষ্ঠং সুতং রামং সারণঞ্চ সুতংপ্রিয়ম্
দুর্দ্দমং দমনং সুভ্রুং পিণ্ডারক-মহাহনু।
চিত্রাক্ষ্যৌ দ্বে কুমার্য্যৌ তু রোহিণ্যাং জজ্ঞিরে তদা ॥ ১২
দেবক্যাং জজ্ঞিরে শৌরেঃ সুষেণঃ কীর্ত্তিমানপি
উদাসী ভদ্রসেনশ্চ ঋষিবাসস্তথৈব চ।
ষষ্ঠো ভদ্রবিদেহশ্চ কংসঃ সর্ব্বানঘাতয়ৎ ॥ ১৩
প্রথমা যা অমাবাস্যা বার্ষিকী তু ভবিষ্যতি।
তস্যাং জজ্ঞে মহাবাহুঃ পূর্ব্বং কৃষ্ণঃ প্রজাপতি
অনুজা ত্বভবৎ কৃষ্ণাৎ সুভদ্রা ভদ্রভাষিণী।
দেবক্যাস্তু মহাতেজা জজ্ঞে শূরী মহাযশাঃ ॥১৫
সহদেবস্তু তাম্রায়াং যজ্ঞে শৌরিকুলোদ্বহঃ।
উপাসঙ্গধরং লেভে তনয়ং দেবরক্ষিতা।
একাং কন্যাঞ্চ সুভগাং কংসস্তামভ্যঘাতয়ৎ ॥১৬
বিজয়ং রোচমানঞ্চ বর্দ্ধমানন্তু দেবলম্।
এতে সর্ব্বে মহাত্মানো হ্যপদেব্যাং প্রজজ্ঞিরে
অবগাহো মহাত্মা চ বৃকদেব্যাম‍ায়ত।
বৃকদেব্যাং স্বয়ং জজ্ঞে নন্দকো নাম নামতঃ ॥
সপ্তমং দেবকী পুত্রং মদনং সুষুবে নৃপ।
গবেষণং মহাভাগং সংগ্রামেষ্বপরাজিতম্ ॥১৯
শ্রদ্ধাদেব্যা বিহারে তু বনে হি বিচরন্ পুরা।
বৈশ্যায়ামদধাচ্ছৌরিঃ পুত্রং কৌশিকমগ্রজম্ ॥
সুতনূ রথরাজী চ শৌরেরাস্তাং পরিগ্রহৌ।
পুণ্ড্রশ্চ কপিলশ্চৈব বসুদেবাত্মজৌ বলৌ ॥২১

বৃদ্ধ কুন্তিভোজের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেন। এইরূপে বসুদেব-স্বসা পৃথা কুন্তী নামে সমাখ্যাতা হন। ঐ অনিন্দিতা কুন্তী বসুদেব কর্ত্তৃক প্রদত্তা হইয়া পাণ্ডুর ভার্য্যা হয়েন। তিনি পাণ্ডুর নিমিত্ত মনোভিমত তিনটি দেবপুত্র প্রসব করেন। তাঁহার গর্ভে ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে বৃকোদর, ও ইন্দ্র হইতে ধনঞ্জয় উৎপন্ন হন। ধনঞ্জয় শক্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। শুনিয়াছি,—অশ্বিদ্বয় হইতে মাদ্রবতীর গর্ভে রূপ-গুণশালী নকুল ও সহদেব জন্ম গ্রহণ করেন।১—১০।আনকদুন্দুভি হইতে পুরুবংশ-সম্ভূতা রোহিণী,—রাম, সারণ, দুর্দ্দম, দমন, সুভ্রু, পিণ্ডারক ও মহাহনু—এই পুত্র কয়েকটী এবং দুইটী সুলোচনা কন্যা প্রসব করেন। দেবকীর গর্ভে শৌরি, কীর্ত্তিমান্, সুষেণ, উদাসী, ভদ্রসেন, ঋষিবাস ও ভদ্রবিদেহ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁদের সকলকেই কংস বিনাশ করে। বার্ষিকী প্রথমা অমাবস্যা তিথিতে মহাবাহু প্রজাপতি শ্রীকৃষ্ণ জন্ম পরিগ্রহ করেন। ভদ্র-ভাষিণী সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের অনুজা। মহাতেজা ও মহাযশা শূরী দেবকীর গর্ভে উৎপন্ন হন। শৌরি-কুলোদ্বহ সহদেব তাম্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। দেবরক্ষিতা, উপাসঙ্গধর নামক এক পুত্র ও একটী কন্যা লাভ করেন। কন্যাটীকে কংস বিনাশ করে। বিজয়, রোচমান, ও দেবল ইহাঁরা সকলে অপদেবীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন। মহাত্মা অবগাহ বৃকদেবীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। বৃকদেবী নন্দক নামক আর এক পুত্র প্রসব করেন। হে নৃপ! দেবকীর সপ্তম পুত্রের নাম মদন। গবেষণ নামে তাঁহার আর একটী মহাভাগ পুত্র উৎপন্ন হয়; ঐ পুত্রটী সমরে অপরাজিত ছিল। পূর্ব্বে শৌরি শ্রদ্ধাদেবী সমভিব্যাহারে অরণ্য মধ্যে বিহার প্রসঙ্গে বিচরণকালে বৈশ্যার গর্ভে কৌশিক নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। শৌরির সুতনু ও রথরাজী নাম্নী আরও দুই পত্নী ছিলেন। পুণ্ড্র ও কপিল, ইহাঁরা উভয়ে

জয়া নাম নিষাদোঽভূৎ প্রথমঃ স ধনুর্দ্ধরঃ ।
সৌভদ্রশ্চ ভবশ্চৈব মহাসত্ত্বৌ বভূবতুঃ ॥ ২২
দেবভাগসুতশ্চাপি নাম্নাসাবুদ্ধবঃ স্মৃতঃ
পণ্ডিতং প্রথমং প্রাহুর্দেবশ্রবসমুদ্ভবম্ * ॥ ২৩
ঐক্ষ্বাক্যলভতাপত্যমনাধৃষ্টের্যশস্বিনী ।
নির্দ্ধূতসত্ত্বং শত্রুঘ্নং শ্রাদ্ধস্তস্মাদজায়ত ॥ ২৪
করূষায়ানপত্যায় কৃষ্ণস্তুষ্টঃ সুতং দদৌ
সুচন্দ্রন্তু মহাভাগং বীর্য্যবন্তং মহাবলম্ ॥ ২৫
জাম্ববত্যাঃ সুতাবেতৌ দ্বৌ চ সৎকৃতলক্ষণৌ
চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বশ্চ বীর্য্যবন্তৌ মহাবলৌ ॥ ২৬
তন্তিপালশ্চ তন্তিশ্চ নন্দনস্য সুতাবুভৌ ।
শমীকপুত্রাশ্চত্বারো বিক্রান্তাঃ সুমহাবলাঃ ।
বিরাজশ্চ ধনুশ্চৈব শ্যামশ্চ সৃঞ্জয়স্তথা ॥ ২৭
অনপত্যোঽভবচ্ছ্যামঃ শমীকস্তু বনং যযৌ ।
জুগুপ্সমানো ভোজত্বং রাজর্ষিত্বমবাপ্তবান্ ॥২৮
কৃষ্ণস্য জন্মাভ্যুদয়ং যঃ কীর্ত্তয়তি নিত্যশঃ ।
শৃণোতি মানবো নিত্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বৃষ্ণিবংশানুকীর্ত্তনং নাম ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অথ দেবো মহাদেবঃ পূর্ব্বং কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ ।
বিহারার্থং স দেবেশো মানুষেষ্বিহ জায়তে ॥১
দেবক্যাং বসুদেবস্য তপসা পুষ্করেক্ষণঃ ।
চতুর্ব্বাহুস্তদা জাতো দিব্যরূপো জ্বলন্ শ্রিয়া ॥২
শ্রীবৎসলক্ষণং দেবং দৃষ্ট্বা দিব্যৈশ্চ লক্ষণৈঃ ।
উবাচ বসুদেবস্তং রূপং সংহর বৈ প্রভো ॥৩
ভীতোঽহং দেব কংসস্য ততস্ত্বেতদ্‌ব্রবীমি তে
মম পুত্রা হতাস্তেন জ্যেষ্ঠাস্তে ভীমবিক্রমাঃ ॥৪
বসুদেববচঃ শ্রুত্বা রূপং সংহরতেঽচ্যুতঃ ।
অনুজ্ঞাপ্য ততঃ শৌরিং নন্দগোপগৃহেঽনয়ৎ ॥
তত্রৈনং নন্দগোপস্য রক্ষ্যতামিতি চাব্রবীৎ ।

বসুদেবাত্মজ। ইহাঁদের জ্যেষ্ঠ জয়া নামে এক ধনুর্দ্ধর নিষাদ হইয়াছিলেন। সৌভদ্র ও ভব—ইহাঁরা দুইজন মহাসত্ত্বশালী ছিলেন। দেবভাগের পুত্রের নাম উদ্ধব। দেবশ্রবের প্রথম পুত্র পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। যশস্বিনী ঐক্ষ্বাকী অনাধৃষ্টি হইতে নির্দ্ধূতসত্ত্ব শত্রুঘ্নকে পুত্ররূপে লাভ করেন। শত্রুঘ্ন হইতে শ্রাদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া অনপত্য করূষকে সুচন্দ্র নামে এক মহাভাগ মহাবল পুত্র প্রদান করেন। মহাবল চারুদেষ্ণ ও সাম্ব জাম্ববতীর পুত্র। তন্তিপাল ও তন্তি নন্দনের পুত্র। শমীকের মহাবল সম্পন্ন চারি পুত্র; নাম—বিরাজ, ধনু, শ্যাম, ও সৃঞ্জয়। তন্মধ্যে শ্যাম অনপত্য। শমীক রাজর্ষি হইয়া ভোজবংশের গ্লানি করিয়া বন গমন করেন। যে যে মানব এই শ্রীকৃষ্ণের জন্মাভ্যুদয়-বৃত্তান্ত নিত্য শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ১১—২৯।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—পূর্ব্বকালে দেবাধিপ মহাদেব প্রজানাথ শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিহারার্থ এই মানুষ-লোকে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেবের তপোবলে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীসমুজ্জ্বল দিব্য রূপ ধারণপূর্ব্বক দেবকীর গর্ভে চতুর্ব্বাহু হইয়া প্রাদুর্ভূত হন। সেই শ্রীবৎসচিহ্নিত ও দিব্য লক্ষণে লক্ষিত দেবদেবকে প্রাদুর্ভূত দেখিয়া বাসুদেব বলিলেন,—প্রভো! আপনার এই অপূর্ব্ব রূপ সংহৃত করুন। হে দেব! আমি কংস হইতে ভীত; তাই তোমায় এই কথা কহিতেছি। তোমার প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে আমার যে সকল পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহারা সকলেই প্রচণ্ডবিক্রম ছিল, কিন্তু কংস একে একে তাহাদের সকলকেই সংহার করিয়াছে। অচ্যুত বসুদেবের বাক্য শুনিয়া স্বীয় রূপ পরিহার করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সম্মতিক্রমে বসুদেব শৌরিকে নন্দগোপ

* দেবশ্রবসমুত্তমমিতি পাঠান্তরম্ ।

অতশ্চ সর্ব্বকল্যাণং যাদবানাং ভবিষ্যতি।
অয়ন্তু গর্ভো দেবক্যাং জাতঃ কংসং হনিষ্যতি
ঋষয় উচুঃ।
ক এষ বসুদেবস্তু দেবকী চ যশস্বিনী।
নন্দগোপশ্চ কস্ত্বেষ যশোদা চ মহাব্রতা ॥ ৭
যো বিষ্ণুং জনয়ামাস যঞ্চ তাতেত্যভাষত।
যা গর্ভং জনয়ামাস যা চৈনন্ত্বভ্যবর্দ্ধয়ৎ ॥ ৮
সূত উবাচ।
পুরুষঃ কশ্যপস্ত্বাসীদদিতিস্তু প্রিয়া স্মৃতা।
ব্রহ্মণঃ কশ্যপস্ত্বংশঃ পৃথিব্যাস্ত্বদিতিস্তথা ॥ ৯
অথ কামান্ মহাবাহুর্দেবক্যাঃ সমপূরয়ৎ।
যে তয়া কাঙ্ক্ষিতা নিত্যমজাতস্য মহাত্মনঃ ॥ ১০
সোঽবতীর্ণো মহীং দেবঃ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্।
মোহয়ন্ সর্ব্বভূতানি যোগাত্মা যোগমায়য়া ॥ ১১

গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় নন্দগোপ-করে শৌরিকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন,—তুমি এই পুত্রটীকে রক্ষা কর। ভবিষ্যতে এই পুত্র হইতেই যাদবগণের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। দেবকীর গর্ভজাত এই পুত্রই কংসকে নিহত করিবে। ১—৫। ঋষিগণ কহিলেন,—যিনি বিষ্ণুকে উৎপাদন করেন, সেই যশস্বী বসুদেব কে? এবং যিনি তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই যশস্বিনী দেবকীই বা কে? নন্দগোপ কে? এবং যিনি বিষ্ণুকে লালন পালন করিয়াছিলেন, সেই মহাব্রতা যশোদাই বা কে? সূত বলিলেন,—দ্বিজগণ! আপনারা এক্ষণে যে স্ত্রী-পুরুষদিগের পরিচয় জানিতে চাহিলেন, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, উহাঁদিগের মধ্যে পুরুষ কশ্যপ এবং স্ত্রী সাক্ষাৎ অদিতি। কশ্যপ ব্রহ্মার অংশ, এবং অদিতি পৃথিবীর অংশ। দেবকী সেই অজ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিত্য নিত্য যে যে কামনা করিয়াছিলেন, মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর সেই সকল কামনা পূর্ণ করিলেন। তিনি মানুষী তনু পরিগ্রহ করিয়া যোগমায়ায় সর্ব্ব প্রাণীকে

নষ্টে ধর্ম্মে তথা জজ্ঞে বিষ্ণুর্বৃষ্ণিকুলে প্রভুঃ।
কর্ত্তুং ধর্ম্মস্য সংস্থানমসুরাণাং প্রণাশনম্ ॥ ১২
রুক্মিণী সত্যভামা চ সত্যা নাগ্নজিতী তথা।
সুভামা চ তথা শৈব্যা গান্ধারী লক্ষ্মণা তথা ॥
মিত্রবিন্দা চ কালিন্দী দেবী জাম্ববতী তথা।
সুশীলা চ তথা মাদ্রী কৌশল্যা বিজয়া তথা।
এবমাদীনি দেবীনাং সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥ ১৪
রুক্মিণী জনয়ামাস পুত্রান্ রণবিশারদান্।
চারুদেষ্ণং রণে শূরং প্রদ্যুম্নঞ্চ মহাবলম্ ॥ ১৫
সুচারুং ভদ্রচারুঞ্চ সুদেষ্ণং ভদ্রমেব চ।
পরশুং চারুগুপ্তঞ্চ চারুভদ্রং সুচারুকম্।
চারুহাসং কনিষ্ঠঞ্চ কন্যাং চারুমতীং তথা ॥ ১৬
জজ্ঞিরে সত্যভামায়াং ভানুর্ভ্রমরতেক্ষণঃ।
রোহিতো দীপ্তিমাংশ্চৈব তাম্রশ্চক্রো জলন্ধমঃ
চতস্রো জজ্ঞিরে তেষাং স্বসারস্তু যবীয়সীঃ।
জাম্ববত্যা সুতো জজ্ঞে সাম্বঃ সমিতিশোভনঃ
মিত্রবান্ মিত্রবিন্দশ্চ মিত্রবিন্দা বরাঙ্গনা।

মোহিত করত মহীতলে অবতীর্ণ হইলেন। ধর্ম্ম নষ্টপ্রায় হইলে প্রভু বিষ্ণু বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার এই জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য—ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অসুরদিগে বিনাশ সাধন। রুক্মিণী, সত্যভামা, সত্যা, নাগ্নজিতী, সুভামা, সব্যা, গান্ধারী, লক্ষ্মণা, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, জাম্ববতী, সুশীলা, মাদ্রী, কৌশল্যা ও বিজয়া প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র মহিষী তাঁহাকে সেবা করিতেন। ইহাঁদিগের মধ্যে রুক্মিণী বহু রণবিশারদ পুত্র প্রসব করেন। সেই সকল পুত্রের নাম—চারুদেষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, সুচারু, ভদ্রচারু, সুদেষ্ণ, ভদ্র, পরশু, চারুগুপ্ত, চারুভদ্র, সুচারুক ও চারুহাস। ইহা ভিন্ন রুক্মিণীর একটী কন্যা হয়, তাঁহার নাম—চারুমতী। সত্যভামার গর্ভে যে কয়টী পুত্র জন্মে, তাহাদের নাম—ভানু, ভ্রমরতেক্ষণ, রোহিত, দীপ্তিমান, তাম্র, চক্র ও জলন্ধম। ইহাদের চারি ভগিনী। জাম্ববতীর এক পুত্র হয়, তাহার নাম—সাম্ব। সাম্ব অতি সুপুরুষ।

মিত্রবাহুঃ সুনীথশ্চ নাগ্নজিত্যাঃ প্রজা হি সা ॥
এবমাদীনি পুত্রাণাং সহস্রাণি নিবোধত ।
শতং শতসহস্রাণাং পুত্রাণাং তস্য ধীমতঃ ॥২০
অশীতিশ্চ সহস্রাণি বাসুদেবসুতাস্তথা ।
লক্ষমেকং তথা প্রোক্তং পুত্রাণাঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ
উপাসঙ্গস্য তু সুতৌ বজ্রঃ সংক্ষিপ্ত এব চ ।
ভূরীন্দ্রসেনো ভূরিশ্চ গবেষণসুতাবুভৌ ॥ ২২
প্রদ্যুম্নস্য তু দায়াদো বৈদর্ভ্যাং বুদ্ধিসত্তমঃ ।
অনিরুদ্ধো রণেঽরুদ্ধো জজ্ঞেঽস্য মৃগকেতনঃ ॥
কাশ্যা সুপার্শ্বতনয়া সাম্বাল্লেভে তরস্বিনঃ ।
সত্যপ্রকৃতয়ো দেবাঃ পঞ্চ বীরাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
তিস্রঃ কোট্যঃ প্রবীরাণাং যাদবানাং মহাত্মনাম্
ষষ্টিঃ শতসহস্রাণি বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ ॥ ২৫
দেবাংশাঃ সর্ব্ব এবেহ উৎপন্নাস্তে মহৌজসঃ ।
দেবাসুরে হতা যে চ অসুরা যে মহাবলাঃ ॥২৬
ইহোৎপন্না মনুষ্যেষু বাধন্তে সর্ব্বমানবান্ ।
তেষামুৎসাদনার্থায় উৎপন্নো যাদবে কুলে ॥২৭
কুলানাং শতমেকঞ্চ যাদবানাং মহাত্মনাম্ ।
সর্ব্বমেতৎ কুলং যাবদ্বর্ত্ততে বৈষ্ণবে কুলে ॥২৮
বিষ্ণুস্তেষাং প্রণেতা চ প্রভুত্বে চ ব্যবস্থিতঃ ।
নিদেশস্থায়িনস্তস্য কথ্যন্তে সর্ব্বযাদবাঃ ॥ ২৯

ঋষয় ঊচুঃ ।

সপ্তর্ষয়ঃ কুবেরশ্চ যক্ষো মাণিচরস্তথা ।
শালকির্নারদশ্চৈব সিদ্ধো ধন্বন্তরিস্তথা ॥ ৩০
আদিদেবস্তথা বিষ্ণুরেভিস্তু সহদৈবতঃ ।
কিমর্থং সম্ভবশো ভূতাঃ স্মৃতাঃ সম্ভূতয়ঃ কতি ॥
ভবিষ্যাঃ কতি চৈবান্যে প্রাদুর্ভাবা মহাত্মনঃ ।
ব্রহ্ম-ক্ষত্রেষু শান্তেষু কিমর্থমিহ জায়তে ॥ ৩২
যদর্থমিহ সম্ভূতো বিষ্ণুর্বৃষ্ণ্যন্ধকোত্তমঃ ।
পুনঃ পুনর্মনুষ্যেষু তন্নঃ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্ ॥ ৩৩

সূত উবাচ ।

ত্যক্ত্বা দিব্যাং তনুং বিষ্ণুর্মানুষেষিহ জায়তে ।
যুগে ত্বথ পরাবৃত্তে কালে প্রশিথিলে প্রভুঃ ॥

মিত্রবিন্দার দুই পুত্র—মিত্রবান্ ও মিত্রবিন্দ। মিত্রবাহু ও সুনীথ, ইহারা দুইজন নাগ্নজিতীর পুত্র। এই প্রকার সহস্র সহস্র পুত্র জন্মিয়াছে। জানিবে—সেই ধীমানের সর্ব্বসমেত শত লক্ষ অশীতি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! বসুদেব হইতে আরও এক লক্ষ পুত্র জন্মগ্রহণ করে।১৭-২১। উপাসঙ্গের দুই পুত্র; নাম—বজ্র ও সংক্ষিপ্ত। ভূরীন্দ্রসেন ও ভূরি—এই উভয় গবেষণ-তনয়। প্রদ্যুম্নের পুত্র বিশিষ্টবুদ্ধি অনিরুদ্ধ বৈদর্ভীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন; ইনি রণে অপ্রতিহত ছিলেন। ইঁহার পুত্র মৃগকেতন। সুপার্শ্বতনয়া কাশ্যা সাম্ব হইতে মহাবলশালী উদারস্বভাব, দেবতুল্য পাঁচটী পুত্র লাভ করেন; ইঁহারা সকলেই বীর বলিয়া বিখ্যাত। মহাত্মা মহাবীর যাদবগণের তিন কোটি বংশধর। ঐ বংশধরগণের মধ্যে ষষ্টিলক্ষ দেবাংশসম্ভূত ও মহাবলশালী ছিলেন। দেবাসুর যুদ্ধে যে সকল মহাবল অসুর নিহত হয়, তাহারা ভূতলে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত মানবমণ্ডলীকে উৎপীড়িত করে। সেই সকল উৎপীড়কদিগের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্যই মহাত্মা যাদবগণের এক শত কুল উৎপন্ন হয়। সমস্ত যাদবকুলই বৈষ্ণবকুলে বর্ত্তমান। বিষ্ণু সেই সকল কুলের প্রণেতা এবং প্রভু। সমস্ত যাদবই তাঁহার নিদেশবর্ত্তী বলিয়া বিখ্যাত। ঋষিগণ কহিলেন,—সপ্তর্ষিগণ, যক্ষ, কুবের ও মাণিচর, শালকি, নারদ, সিদ্ধ ধন্বন্তরি এবং সমস্ত দেবসমাজ, ইঁহাদের সহিত আদিদেব বিষ্ণু কি কারণে একযোগে উৎপন্ন হন? সেই মহাত্মার এরূপ উৎপত্তি সংখ্যা কত এবং ভবিষ্যতেই বা তাঁহার আর কতবার এরূপ উৎপত্তি ঘটিবে? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদির বিলোপ হইলে কি নিমিত্তই বা তিনি এ ধরায় প্রাদুর্ভূত হন? বৃষ্ণি এবং অন্ধকদিগের বরেণ্য বিষ্ণু যে কারণে পুনঃপুন মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হন, আমরা জিজ্ঞাসু,—আমাদের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। ২২—৩৩। সূত বলিলেন,—বিহিত কাল ক্ষীণ হইলে যুগারম্ভে ভগবান্ বিষ্ণু দিব্য তনু পরিত্যাগ করিয়

দেবাসুরবিমর্দ্দেষু জায়তে হরিরীশ্বরঃ।
হিরণ্যকশিপৌ দৈত্যো ত্রৈলোক্যং প্রাক্ প্রশাসতি॥ ৩৫
বলিনাধিষ্ঠিতে চৈব পুরা লোকত্রয়ে ক্রমাৎ।
সখ্যমাসীৎ পরমকং দেবানামসুরৈঃ সহ॥ ৩৬
যুগাখ্যাসুরসম্পূর্ণং হ্যাসীদত্যাকুলং জগৎ।
নিদেশস্থায়িনশ্চাপি তয়োর্দেবাসুরাঃ সমম্॥৩৭
মৃধো বলিবিমর্দ্দায় সম্প্রবৃত্তঃ সুদারুণঃ।
দেবানামসুরাণাঞ্চ ঘোরঃ ক্ষয়করো মহান্॥৩৮
কর্ত্তুং ধর্ম্মব্যবস্থানং জায়তে মানুষেষ্বিহ।
ভৃগোঃ শাপনিমিত্তন্তু দেবাসুরকৃতে তদা॥৩৯
মুনয় উচুঃ।
কথং দেবাসুরকৃতে ব্যাপারং প্রাপ্তবান্ স্বতঃ।
দেবাসুরং যথা বৃত্তং তন্নঃ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্॥

এই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ত্রৈলোক্যরাজ্য শাসনকালে বিষম দেবাসুর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, ভগবান্ হরি তৎকালে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে যখন বলিরাজ এই ত্রিলোক অধিকার করেন, তৎকালে দেব ও অসুরগণের পরস্পর বিলক্ষণ সখ্য স্থাপন হইয়াছিল। আবার যখন যুগাখ্য অসুর কর্ত্তৃক এই জগৎ আক্রান্ত ও অতীব আকুল হইয়া উঠে, তখন দেব ও অসুরগণ তাহার সমান আজ্ঞাবর্ত্তী হন। এইরূপে উক্ত উভয় অসুরেরই রাজ্য শাসনকালে দেবাসুর মধ্যে কিয়ৎ কালের জন্ত বিরুদ্ধভাব ঘুচিয়া যায়। কিন্তু বলিকে নিগৃহীত করিবার জন্ত পরে দেবাসুর-দলে পরস্পর আবার লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর সমরানল উদ্দীপিত হইয়া উঠে। তখন ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিবার জন্ত বিশেষতঃ—ভৃগুর শাপ নিমিত্ত ভগবান্ হরি মনুষ্যকুলে প্রাদুর্ভূত হন। মুনিগণ কহিলেন,—দেবাসুরগণের কৃত কার্য্যের নিমিত্ত ভগবান্ কিরূপে আপনা হইতেই উদ্ভূত হইলেন? এবং দেবাসুর সংগ্রাম যেরূপ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের নিকট

সূত উবাচ।
তেষাং দায়নিমিত্তং তে সংগ্রামাস্তু সুদারুণাঃ।
বরাহাদ্যা দশ দ্বৌ চ ষণ্ডামর্কান্তরে স্মৃতাঃ॥৪১
নামতস্তু সমাসেন শৃণুতৈষাং বিবক্ষতঃ।
প্রথমো নারসিংহস্তু দ্বিতীশ্চাপি বামনঃ॥ ৪২
তৃতীয়স্তু বরাহশ্চ চতুর্থোঽমৃতমন্থনঃ।
সংগ্রামঃ পঞ্চমশ্চৈব সঞ্জাতস্তারকাময়ঃ॥ ৪৩
ষষ্ঠো হ্যাড়ীবকাখ্যস্ত সপ্তমস্ত্রৈপুরস্তথা।
অন্ধকাখ্যোঽষ্টমস্তেষাং নবমো বৃত্রঘাতকঃ॥
ধাত্রশ্চ দশমশ্চৈব ততো হালাহলঃ স্মৃতঃ।
প্রথিতো দ্বাদশস্তেষাং ঘোরঃ কোলাহলস্তথা॥
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো নারসিংহেন পাতিতঃ।
বামনেন বলির্বদ্ধস্ত্রৈলোক্যাক্রমণে পুরা॥ ৪৬
হিরণ্যাক্ষো হতো দ্বন্দ্বে প্রতিঘাতে তু দৈবতৈঃ
দংষ্ট্রয়া তু বরাহেণ সমুদ্রস্তু দ্বিধা কৃতঃ॥ ৪৭
প্রহ্লাদো নির্জ্জিতো যুদ্ধে ইন্দ্রেণামৃতমন্থনে।
বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদির্নিত্যমিন্দ্রবধোদ্যতঃ॥ ৪৮
ইন্দ্রেণৈব তু বিক্রম্য নিহতস্তারকাময়ে।

প্রকাশ করিয়া বল। ৩৩—৪০। সূত বলিলেন,—দায়াধিকার নিমিত্ত দেব ও দানবগণের মধ্যে বরাহাদি দ্বাদশটী দারুণ সংগ্রাম সংঘটিত হয়। এক্ষণে সংক্ষিপ্তভাবে তাহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথম সংগ্রাম নারসিংহ, দ্বিতীয় বামন, তৃতীয় বরাহ, চতুর্থ অমৃতমন্থন, পঞ্চম তারকাময়, ষষ্ঠ আড়ীবক, সপ্তম ত্রৈপুর, অষ্টম অন্ধক, নবম বৃত্রঘাতক, দশম ধাত্র, একাদশ হালাহল এবং দ্বাদশ কোলাহল। ভগবান্ নরসিংহ হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে বিনাশ করেন। বামন ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়া বলিকে বন্ধন করেন। ৪১ ৪৬। দেবগণ সহ সঙ্ঘর্ষে হিরণ্যাক্ষ নিহত হয়। বরাহ-কর্ত্তৃক দংষ্ট্রা দ্বারা সমুদ্র দ্বিধাকৃত হয়। অমৃতমন্থনে ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়া প্রহ্লাদকে পরাভূত করেন। প্রহ্লাদনন্দন বিরোচন সর্ব্বদাই ইন্দ্রবধে সমুদ্যত ও দেবগণের কার্য্যে অসহিষ্ণু ছিল। ইন্দ্র তারকাময় যুদ্ধে বিক্রম সহকারে তাহাকে নিহত করেন। ত্রৈপুর

অশক্রু বন্ স দেবানাং সর্ব্বং সোঢ়ুং সদৈবতম্
নিহত্য দানবাঃ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যে ত্র্যম্বকেণ তু
অসুরাশ্চ পিশাচাশ্চ দানবাশ্চান্ধকাহবে॥ ৫০
হতা দেব-মনুষ্যৈ স্বে পিতৃভিশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
সম্পৃক্তো দানবৈর্বৃত্রো ঘোরো হলাহলে হতঃ
তদা বিষ্ণুসহায়েন মহেন্দ্রেণ নিবর্ত্তিতঃ।
হতো ধ্বজে মহেন্দ্রেণ মায়াচ্ছন্নস্তু যোগবিৎ।
ধ্বজলক্ষণমাবিশ্য বিপ্রচিত্তিঃ সহানুজঃ॥ ৫২
দৈত্যাংশ্চ দানবাংশ্চৈব সংহতান্ কিল সংযতান্
জয়ন্ কোলাহলে সর্ব্বান্ দেবৈঃ পরিবৃতো বৃষা
যজ্ঞস্যাবভৃথে দৃষ্টৌ শণ্ডামার্কৌ তু দৈবতৈঃ।
এতে দেবাসুরে বৃত্তাঃ সংগ্রামা দ্বাদশৈব তু॥
দেবাসুরক্ষয়করাঃ প্রজানান্তু হিতায় বৈ।
হিরণ্যকশিপু রাজা বর্ষাণামর্ব্বুদং বভৌ॥ ৫৫
দ্বিসপ্ততি তথান্যানি নিযুতান্যধিকানি চ।
অশীতিঞ্চ সহস্রাণি ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যতাং গতঃ॥
পর্য্যায়েণ তু রাজাভূদ্বলির্বর্ষাযুতং পুনঃ
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি নিযুতানি চ বিংশতি॥ ৫৭
বলে রাজ্যাধিকারস্তু যাবৎকালং বভূব হ।
তাবৎকালন্তু প্রহ্লাদো নিবৃত্তো হ্যসুরৈঃ সহ॥
ইন্দ্রাস্ত্রয়স্তে বিজ্ঞেয়া অসুরাণাং মহৌজসঃ।
দৈত্যসংস্থমিদং সর্ব্বমাসীদ্দশযুগং পুনঃ॥ ৫৯
ত্রৈলোক্যমিদমব্যগ্রং মহেন্দ্রেণানুপাল্যতে।
অসপত্নমিদং সর্ব্বমাসীদ্দশযুগং পুনঃ॥ ॥ ৬০
প্রহ্লাদস্য হতে তস্মিংস্ত্রৈলোক্যে কালপর্য্যয়াৎ
পর্য্যায়েণ তু সম্প্রাপ্তে ত্রৈলোক্যং পাকশাসনে
ততোঽসুরান্ পরিত্যজ্য শুক্রো দেবানগচ্ছত
যজ্ঞে দেবানথ গতান্ দিতিজাঃ কাব্যমাহ্বয়ন্
কিংত্বং নোমিষতাং রাজ্যং ত্যক্ত্বা যজ্ঞংপুনর্গতঃ

যুদ্ধে দানবদল সংহার করেন। অন্ধক যুদ্ধে মহাদেবের হস্তে বহু অসুর ও পিশাচ নিহত হয়। এই যুদ্ধে সুর-নর সকলেই তাঁহার স্বপক্ষে যোগদান করেন। এমন কি, অসুরোৎপীড়িত পিতৃগণও সর্ব্ব প্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী দেবাসুর যুদ্ধে দানবগণ সহ বৃত্র নিহত হয়। হালাহল রণে ঘোরাসুর প্রাণ পরিত্যাগ করে। তৎপরবর্ত্তী যুদ্ধে বিষ্ণুর সাহায্যে মহেন্দ্র বিপ্রচিত্তিকে অসুরগণ সহ বাধা প্রদান করেন। অনন্তর মায়াচ্ছন্ন যোগজ্ঞ বিপ্রচিত্তি ধ্বজরূপ ধারণ করিলেও মহেন্দ্রের হস্তে নিহত হয়। ইন্দ্র দেবগণে পরিবৃত হইয়া কোলাহল সমরে সমগ্র সুসজ্জিত দৈত্য ও দানববাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করেন। ৪৭—৫৩। অনন্তর দেবগণ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, এই যজ্ঞাবসরে শুক্রশিষ্য ষণ্ডামার্ক দেবগণের দৃষ্টিগোচর হন। দেব ও অসুরদিগের এইরূপে দ্বাদশটী সংগ্রাম সংঘটিত হয়। এই সকল সংগ্রামে বহুসংখ্যক দেব ও অসুর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল; পরন্তু প্রজাগণের প্রভূত মঙ্গল ঘটিয়াছিল। হিরণ্যকশিপু এক অর্ব্বুদ দ্বিসপ্ততি নিযুত অশীতি সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ত্রৈলোক্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্যই তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। পরে পর্য্যায়ক্রমে বলি সেই রাজত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজত্ব কাল—এক অযুত, ষষ্টি সহস্র, বিংশতি নিযুত বৎসর। বলির রাজ্যাধিকার যত কাল ছিল, প্রহ্লাদ তত কাল তদীয় সহচর অসুরগণ সহ নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তিন পুরুষই অসুরগণের মধ্যে মহাবল ইন্দ্রস্বরূপ বলিয়া বিদিত ছিলেন। এই সমগ্র ত্রৈলোক্য দশ যুগ যাবৎ দৈত্যগণের অধীনতায় অবস্থিত ছিল। তৎপরে মহেন্দ্র ইহাকে নিষ্কণ্টক করিয়া দশ যুগ পর্য্যন্ত পালন করেন। কাল-বিপর্য্যয়ে এই ত্রৈলোক্য প্রহ্লাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইলে পর্য্যায়ক্রমে পাকশাসন ইহার আধিপত্য প্রাপ্ত হন। অনন্তর তিনি অসুরদিগকে পরাভূত করিয়া এক যজ্ঞানুষ্ঠানে সমস্ত দেবসমাজ সহ সম্মিলিত হন। দৈত্যগণ তখন কাব্যকে আহ্বান করিয়া বলে,—হে গুরো! আপনি আমাদের রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য ঐ দেবযজ্ঞে গিয়াছেন? আপনার অভাবে আমরা হেথায় থাকিতে পারিতেছি না;

স্থাতুং ন শক্যমো হ্যত্র প্রবিশামো রসাতলম্ ।
এবমুক্তোঽব্রবীদ্দৈত্যান্ বিষণ্ণান্ সান্ত্বয়ন্ গিরা।
মা ভৈষ্ট ধারয়িষ্যামি তেজসা স্বেন বোঽসুরাঃ
মন্ত্রাংশ্চৈবোষধীশ্চৈব রসাং বসু চ যৎ পরম্ ॥
কৃৎস্নানি ময়ি তিষ্ঠন্তি পাদস্তেষাং সুরেষু বৈ ।
তৎ সর্ব্বং বঃ প্রদাস্যামি যুষ্মদর্থে ধৃতা ময়া ॥ ৬৫
ততো দেবাস্তু তান্ দৃষ্ট্বা বৃতান্ কাব্যেন ধীমতা
সম্মন্ত্রয়ন্তি দেবা বৈ সংবিগ্নাস্তু জিঘৃক্ষয়া ॥ ৬৬
কাব্যো হ্যেষ ইদং সর্ব্বং ব্যাবর্ত্তয়তি নো বলাৎ
সাধু গচ্ছামহে তূর্ণং যাবন্নাধ্যাপয়িষ্যতি ॥ ৬৭
প্রসহ্য হত্বা শিষ্টাংস্তু পাতালং প্রাপয়ামহে ।
ততো দেবাস্তু সংরব্ধা দানবানুপসৃত্য হ ॥ ৬৮
ততস্তে বধ্যমানাস্তু কাব্যমেবাভিদুদ্রুবুঃ ।
ততঃ কাব্যস্তু তান্ দৃষ্ট্বা তূর্ণং দেবৈরভিদ্রুতান্
রক্ষাং কাব্যেন সংহৃত্য দেবাস্তেঽপ্যসুরার্দ্দিতাঃ
কাব্যং দৃষ্ট্বা স্থিতং দেবা নিঃশঙ্কমসুরান্ জহুঃ ॥
ততঃ কাব্যোঽনুচিন্ত্যাথ ব্রাহ্মণো বচনং হিতম্
তানুবাচ ততঃ কাব্যঃ পূর্ব্বং বৃত্তমনুস্মরন্ ॥৭১
ত্রৈলোক্যং বো হৃতংসর্ব্বং বামনেন ত্রিভিঃক্রমৈঃ
বলির্বদ্ধো হতো জম্ভো নিহতশ্চ বিরোচনঃ ॥৭২
মহাসুরা দ্বাদশসু সংগ্রামেষু সুরৈর্হতাঃ ।
তৈস্তৈরুপায়ৈর্ভূয়িষ্ঠং নিহতা বঃ প্রধানতঃ ॥৭২
স্তু যূয়ং বৈ যুদ্ধং মাস্ত্বিতি মে মতম্
নীতয়ো বোঽভিধাস্যামি তিষ্ঠধ্বং কালপর্য্যয়াৎ

আমাদিগকে রসাতলে যাইতে হইতেছে। দৈত্যগণ এই কথা কহিলে, কাব্য তাহাদিগকে সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক কহিলেন,—ওহে অসুরগণ! তোমরা ভয় করিও না, আমি স্বীয় তেজে তোমাদিগকে রক্ষা করিব। পৃথিবীতে যে কিছু উৎকৃষ্ট মন্ত্র, ওষধি ও রত্ন আছে, তৎসমস্তই আমাতে বিদ্যমান; দেবগণের নিকট মাত্র তৎসমুদায়ের এক চতুর্থাংশ বর্ত্তমান। যাহা হউক, আমি আমার সেই সমস্তই তোমাদিগকে দান করিব। তোমাদের জন্যই ঐ সকল আমি ধারণ করিয়াছি। এদিকে বিজ্ঞ দেবগণ কাব্য-গত মন্ত্রৌষধি প্রভৃতি গ্রহণ করিবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—আমাদের এই যে কিছু প্রভুত্ব আছে, কাব্যই তাহা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া অসুরদিগকে অর্পণ করিবেন। অতএব যাবৎ না তিনি অসুরদিগকে তাঁহার বিদ্যা অধ্যয়ন করান, তাবৎ আমরা সত্বর যাত্রা করি এবং তথায় গিয়া তাহাদিগকে সবলে সংহার করিয়া হতাবশিষ্টদিগকে পাতালে প্রেরণ করি। অনন্তর দেবগণ এই বলিয়া সংরম্ভ সহকারে দানবদিগকে আক্রমণ করিলেন। দানবগণ দেবগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক কাব্য-সমীপে গিয়া উপস্থিত হইল। কাব্য দানবদিগকে দেবগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত দেখিয়া তাহাদিগের রক্ষাবিধান করিলেন, তখন দেবগণই দানব-দল কর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইতে লাগিলেন। দেবগণ দেখিলেন,—ভার্গব অবস্থান করিতেছেন। দানবেরা তাঁহার আশ্রয়ে নিঃশঙ্কে অবস্থিত আছে। তদ্দর্শনে তাঁহারা দানবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ৫৪—৭০। অনন্তর ভার্গব দানবদিগের হিতের বিষয় চিন্তা করিয়া পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণকরত তাহাদিগকে বলিলেন, ওহে দানব সকল! এই সমগ্র ত্রৈলোক্য একদিন তোমাদেরই ছিল। কিন্তু বামনদেব ত্রিপাদ আক্রমণে তাহা হরিয়া লইয়াছেন, বলিরাজকে বন্ধন করিয়াছেন, জম্ভ এবং বিরোচন তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে, সুরগণ দ্বাদশটী মহাসংগ্রামে অসুরদিগকে নিহত করিয়াছেন। তাঁহারা সেই সেই প্রসিদ্ধ উপায় অবলম্বন করিয়া তোমাদিগের মধ্য হইতে প্রধান প্রধান অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। তোমরা অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক মাত্র জীবিত আছ। এক্ষণে যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়াই তোমাদের পক্ষে সুনীতি বলিয়া আমি মনে করি। আমি বলিতেছি, তোমরা কিছুকাল বিনা বিগ্রহে স্থির হইয়া অবস্থান কর। আমি কিয়ৎকাল পরে কোন বিজয়াবহ মন্ত্র সাধনার্থ

যাস্যাম্যহং মহাদেবং মন্ত্রার্থং বিজয়াবহম্ ।
অপ্রতীপাংস্ততো মন্ত্রান্ দেবাৎ প্রাপ্য মহেশ্বরাৎ
যুধ্যামহে পুনর্দেবাংস্ততঃ প্রাপ্স্যথ বৈ জয়ম্ ॥
ততস্তে কৃতসংবাদা দেবানূচুস্তদাসুরাঃ ।
ন্যস্তশস্ত্রা বয়ং সর্ব্বে নিঃসন্নাহা রথৈর্বিনা ॥৭৬
বয়ং তপশ্চরিষ্যামঃ সংবৃতা বল্কলৈর্বনে ।
প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা সত্যাভিব্যাহৃতস্য তৎ ॥
ততো দেবা ন্যবর্ত্তন্ত বিজ্বরা মুদিতাশ্চ তে ।
ন্যস্তশস্ত্রেষু দৈত্যেষু বিনিবৃত্তাস্তদা সুরাঃ ॥৭৮
ততস্তানব্রবীৎ কাব্যঃ কঞ্চিৎ কালমুপাস্যথ ।
নিরুৎসিক্তাস্তপোযুক্তাঃ কালং কার্য্যার্থসাধকম্
পিতুর্মমাশ্রমস্থা বৈ মাং প্রতীক্ষথ দানবাঃ ।
তৎ সংদিশ্যাসুরান্ কাব্যো মহাদেবং প্রপদ্যত

শুক্র উবাচ ।

মন্ত্রানিচ্ছাম্যহং দেব যে ন সন্তি বৃহস্পতৌ ।
পরাভবায় দেবানামসুরাণাং জয়ায় চ ॥ ৮১
এবমুক্তোঽব্রবীদ্দেবো ব্রতং ত্বং চর ভার্গব ।
পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু কণধূমমবাক্শিরাঃ ।
যদি পাস্যসি ভদ্রং তে ততো মন্ত্রানবাপ্স্যসি ॥৮২
তথেতি সমনুজ্ঞাপ্য শুক্রস্তু ভৃগুনন্দনঃ ।
পাদৌ সংস্পৃশ্য দেবস্য বাঢ়মিত্যব্রবীদ্বচঃ ।
ব্রতং চরাম্যহং দেব ত্বয়াদিষ্টোঽদ্য বৈ প্রভো
ততোঽনুসৃষ্টো দেবেন কুণ্ডধারোঽস্য ধূমকৃৎ
তদা তস্মিন্ গতে শুক্রে হ্যসুরাণাং হিতায় বৈ
মন্ত্রার্থং তত্র বসতি ব্রহ্মচর্য্যং মহেশ্বরে ॥ ৮৪
তদ্বুদ্ধ্বা নীতিপূর্ব্বন্তু রাজ্যে ন্যস্তে তদাসুরৈঃ ।
অস্মিংশ্ছিদ্রে তদামর্ষাদ্দেবাস্তান্ সমুপাদ্রবন্ ॥
দংশিতাঃ সায়ুধাঃ সর্ব্বে বৃহস্পতিপুরঃসরাঃ ॥৮৬

মহাদেব সমীপে গমন করিব। অনন্তর মহাদেবের নিকট হইতে সেই সকল মঙ্গলকর মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পুনরায় দেবগণ-সহ যুদ্ধ করিব। সেই যুদ্ধে তোমাদেরই জয়লাভ সুনিশ্চিত। ভার্গবের এইরূপ কথার পর দানবেরা দেবগণ সহ সন্ধিস্থাপন করিল; বলিল,—আমরা সকলেই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি আর যুদ্ধসজ্জা ধারণ করিব না; সাংগ্রামিক রণবাহনাদি দ্বারাও আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা বনে গিয়া বল্কল পরিয়া তপস্যা করিব। দানবদিগের প্রধান নেতা প্রহ্লাদের মুখে ইত্যাকার সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ নিরুদ্বেগ হইলেন এবং হৃষ্ট হইয়া যুদ্ধ কার্য্য হইতে বিরত হইলেন। দৈত্যগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলে সুরগণ সংগ্রাম হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইলেন। তখন ভার্গব দানবদিগকে বলিলেন,—তোমরা কিছু কাল পর্য্যন্ত গর্ব্বিতভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় কার্য্য সাধনার্থ তপস্বিভাবে কালাতিপাত কর। হে দানবগণ! তোমরা আমার পিতার আশ্রমে থাকিয়া মদীয় পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাক। ভার্গব অসুরদিগকে এইরূপ আদেশ দিয়া মহাদেবের উদ্দেশে প্রয়াণ করিলেন।৭১—৮০। তিনি তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে দেব! দেবগুরু বৃহস্পতির যে সকল মন্ত্র অবিদিত, আমি দেবগণের পরাভব ও অসুরপক্ষের জয় নিমিত্ত সেই সকল মন্ত্র জানিতে ইচ্ছা করি। ভার্গব এই কথা কহিলে দেবদেব প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে, ভার্গব! তুমি অবাক্শিরা হইয়া পূর্ণ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত একটী ব্রতাচরণ কর, এই ব্রতাবস্থায় তুমি যদি মাত্র কণধূম পান করিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে; তুমি দুর্লভ মন্ত্র সকল লাভ করিতে পারিবে। অনন্তর ভৃগুনন্দন শুক্র সে কথায় সম্মত হইয়া দেবদেবের পাদ স্পর্শপূর্ব্বক দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—হে প্রভো! আমি তোমার আদেশে অদ্য হইতে ব্রতাচরণ করিব। ভার্গবের এই কথার পর দেবদেব তাঁহাকে ব্রতাচরণার্থ বিদায় দিলেন। শুক্র অসুরবর্গের হিতের নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। তিনি মন্ত্রলাভার্থ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া মহেশ্বর উদ্দেশে একাগ্রতার সহিত অবস্থান করিলে, সুরগণ তাহা জানিতে পারিলেন। এদিকে অসুরেরাও তৎকালে রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়াছিল। দেবগণ এই ছিদ্র পাইয়া অমর্ষবশতঃ অসুরদিগকে

দৃষ্ট্বাসুরগণা দেবান্ প্রগৃহীতায়ুধান্ পুনঃ।
উৎপেতুঃসহসা তে বৈ সন্ত্রস্তাস্তান্ বচোঽব্রুবন্
ন্যস্তে শস্ত্রেঽভয়ে দত্তে আচার্য্যে ব্রতমাস্থিতে
দত্ত্বা ভবন্তো হ্যভয়ং সম্প্রাপ্তা নো জিঘাংসয়॥
অনাচার্য্যা বয়ং দেবাস্ত্যক্তশস্ত্রাস্ত্ববস্থিতাঃ।
চীরকৃষ্ণাজিনধরা নিষ্ক্রিয়া নিষ্পরিগ্রহাঃ॥ ৮৯
রণে বিজেতুং দেবাংশ্চ ন শক্ষ্যামঃ কথঞ্চন।
অযুদ্ধেন প্রপৎস্যামঃ শরণং কাব্যমাতরম্॥ ৯০
যাপয়ামঃ কৃচ্ছ্রমিদং যাবদভ্যেতি নো গুরুঃ।
নিবৃত্তে চ তথা শুক্রে যোৎস্যামো দংশিতায়ুধাঃ
এবমুক্তাসুরাঙ্গোন্যং শরণং কাব্যমাতরম্।
প্রাপদ্যন্ত ততো ভীতাস্তেভ্যোঽদাদভয়ন্তু সা

আক্রমণ করিলেন। বৃহস্পতি প্রমুখ সুরগণ সকলেই আয়ুধধারী এবং সকলেই সুসজ্জিত হইয়া চলিলেন। অসুরেরা দেবগণকে আয়ুধহস্তে সমাগত দেখিয়া সহসা সন্ত্রস্ত-ভাবে উত্থিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিল,—ওহে দেবগণ! আমরা অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি, আমাদিগকে অভয় দেওয়া হইয়াছে; বিশেষতঃ আমাদের আচার্য্য এক্ষণে ব্রতাচরণে নিরত রহিয়াছেন। তোমরা এই সময় আমাদিগের বধ-বাসনায় আগমন করিলে! এই বলিয়া তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,—আমাদের আচার্য্য নাই; আমরা অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি, এবং চীর ও কৃষ্ণাজিন ধারণ করিয়া নিষ্ক্রিয় ও নিষ্পরিগ্রহ-ভাবে রহিয়াছি। যুদ্ধে আমরা দেবপক্ষকে এক্ষণে কিছুতেই জয় করিতে পারিব না। অতএব যুদ্ধ না করিয়া আমরা অধুনা শুক্রাচার্য্য-জননীর শরণাপন্ন হই এবং যতকালে আমাদের গুরুদেব প্রত্যাগমন না করেন, ততকাল পর্য্যন্ত আমরা কষ্ট-সৃষ্টে জীবন যাপন করি। ভীত চকিত অসুরেরা এই বলিয়া সকলেই শুক্রমাতার শরণ গ্রহণ করিল। তিনিও তাহাদিগকে অভয় দান করিলেন; ৮১—৯২। বলিলেন,—ওহে দানবগণ!

ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং ভয়ং ত্যজত দানবাঃ
মৎসন্নিধৌ বর্ত্ততাং বো ন ভীর্ভবিতুমর্হতি॥৯৩
তয়া চাভ্যুপপন্নাংস্তান্ দৃষ্ট্বা দেবাস্ততোঽসুরান্
অভিজগ্মুঃ প্রসহ্যৈতানবিচার্য্য বলাবলম্॥ ৯৪
ততস্তান্ বাধ্যমানাংস্তু দেবৈর্দৃষ্ট্বাসুরাংস্তদা।
দেবী ক্রুদ্ধাব্রবীদ্দেবাননিন্দ্রান্ বঃ করোম্যহম্
সম্ভৃত্য সর্ব্বসম্ভারানিন্দ্রং সাভ্যচরৎ তদা।
তস্তম্ভ দেবী বলবদ্‌যোগযুক্তা তপোধনা॥৯৬
ততস্তং স্তম্ভিতং দৃষ্ট্বা ইন্দ্রং দেবাশ্চ মূকবৎ।
প্রাদ্রবন্ত ততো ভীতা ইন্দ্রং দৃষ্ট্বা বশীকৃতম্॥
গতেষু সুরসঙ্ঘেষু শক্রং বিষ্ণুরভাষত
মাং ত্বং প্রবিশ ভদ্রং তে নয়িষ্যে ত্বাং সুরোত্তম
এবমুক্তস্ততো বিষ্ণুং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ।
বিষ্ণুনা রক্ষিতং দৃষ্ট্বা দেবী ক্রুদ্ধা বচোঽব্রবীৎ
এষা ত্বাং বিষ্ণুনা সার্দ্ধং দহামি মঘবন্ বলাৎ।

তোমাদের ভয় নাই, ভয় নাই, তোমরা ভয় ত্যাগ কর। আমার নিকট থাক; তোমাদের কোনই ভয় হইবে না। এই বলিয়া শুক্রমাতা অসুরগণকে অভয় দান করিলেন। দেবগণ অসুরদিগকে দেখিয়া আপনাদের বলাবল বিচার না করিয়াই সহসা আক্রমণ করিলেন। তখন দেবগণ কর্ত্তৃক অসুরগণকে পীড্যমান দেখিয়া শুক্রমাতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—ওহে দেবগণ! আমি তোমাদিগকে ইন্দ্র-বিহীন করিব। এই বলিয়া দেবী সর্ব্ববাধা অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং সেই তপোধনা যোগপ্রভাবে ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রকে স্তম্ভিত দেখিয়া দেবগণ অবাক্ হইয়া গেলেন এবং নেতার অকর্ম্মণ্যতায় তাঁহারা ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। দেবগণ চলিয়া গেলে বিষ্ণু শক্রকে কহিলেন,—হে সুরবর! তুমি আমার দেহে প্রবেশ কর। বিষ্ণু এই কথা কহিলে, ইন্দ্র তাঁহার দেহে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্র বিষ্ণু কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেন দেখিয়া শুক্রমাতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—হে

মিষতাং সর্ব্বভূতানাং দৃশ্যতাং মে তপোবলম্॥
ভয়াভিভূতৌ তৌ দেবাবিন্দ্রবিষ্ণু বভূবতুঃ
কথং মুচ্যেহবসহিতৌ বিষ্ণুরিন্দ্রমভাষত॥১০১
ইন্দ্রোঽব্রবীজ্জহি হ্যেনাং যাবন্নৌ ন দহেৎ
প্রভো।
বিশেষেণাভিভূতোঽস্মি ত্বত্তোঽহং জহি
মা চিরম্॥ ১০২
ততঃ সমীক্ষ্য বিষ্ণুস্তাং স্ত্রীবধে কৃচ্ছ্রমাস্থিতঃ।
অভিধ্যায় ততশ্চক্রমাপদুদ্ধরণে তু তৎ॥ ১০৩
ততস্তু ত্বরয়া যুক্তঃ শীঘ্রকারী ভয়ান্বিতঃ।
জ্ঞাত্বা বিষ্ণুস্ততস্তস্যাঃ ক্রূরং দেব্যাশ্চিকীর্ষিতম্
ক্রুদ্ধঃ স্বমস্ত্রমাদায় শিরশ্চিচ্ছেদ বৈ ভিয়া॥ ১০৪
তং দৃষ্ট্বা স্ত্রীবধং ঘোরং চুক্রোধ ভৃগুরীশ্বরঃ।
ততোঽভিশপ্তো ভৃগুণা বিষ্ণুর্ভার্য্যাবধে তদা
যস্মাৎ তে জানতো ধর্ম্মমবধ্যা স্ত্রী নিষূদিতা।
তস্মাৎ ত্বং সপ্তকৃত্বেহ মানুষেষূপপৎস্যসি॥১০৬
ততস্তেনাভিশাপেন নষ্টে ধর্ম্মে পুনঃ পুনঃ।
লোকস্য চ হিতার্থায় জায়তে মানুষেষ্বিহ॥ ১০৭
অনুব্যাহৃত্য বিষ্ণুং স তদাদায় শিরস্ত্বরন্।
সমানীয় ততঃ কায়মসৌ গৃহ্যেদমব্রবীৎ॥ ১০৮
এষা ত্বং বিষ্ণুনা দেবি হত. সঞ্জীবয়াম্যহম্।
ততস্তাং যোজ্য শিরসা অভিজীবেতি সো-
ঽব্রবীৎ॥১০৯
যদি কৃৎস্নো ময়া ধর্ম্মো জ্ঞায়তে চরিতোঽপি বা
তেন সত্যেন জীবস্ব যদি সত্যং বদাম্যহম্॥
ততস্তাং প্রোক্ষ্য শীতাভিরদ্ভির্জীবেতি সোঽ-
ব্রবীৎ।
ততোঽভিব্যাহৃতে তস্য দেবী সঞ্জীবিতা তদা
ততস্তাং সর্ব্বভূতানি দৃষ্ট্বা সুপ্তোত্থিতামিব।
সাধু সাধ্বিতি চক্রুস্তে বচসা সর্ব্বতো দিশম্॥

মঘবন্! আর বিলম্ব নাই; আমি এই ক্ষণেই তোমাকে বিষ্ণুর সহিত দগ্ধ করিব। এই নিখিল প্রাণীর সমক্ষেই এই কার্য্য করিব, আমার তপোবল প্রত্যক্ষ কর। তখন ইন্দ্র, ও বিষ্ণু উভয়েই ভয়াভিভূত হইলেন। বিষ্ণু ইন্দ্রকে বলিলেন,—ইন্দ্র, বল—এখন কি করিয়া এই ভয় হইতে মুক্ত হইব? ইন্দ্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে প্রভো! যাবৎ আমাদিগকে ইনি দগ্ধ না করেন, তাবৎ ইহাঁকে সংহার করিয়া ফেলুন। আমি আপনারই জন্য বিশেষরূপে অভিভূত হইয়াছি। অতএব শীঘ্র ইহাঁকে বিনাশ করুন। অনন্তর বিষ্ণু সেই শুক্রমাতাকে দেখিয়া স্ত্রীহত্যা করিতে বড়ই ব্যথিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার ক্রূরাভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ত্বরান্বিত ও ভীত হইয়া পরক্ষণেই স্বীয় চক্র স্মরণ করিলেন। এবং ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন মহর্ষি ভৃগু সেই ঘোর স্ত্রীবধ ব্যাপার দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বিষ্ণুকে তিনি অভিশাপ প্রদান করিলেন। ভৃগু বলিলেন,—তুমি যখন ধর্ম্ম-তত্ত্ব জানিয়া শুনিয়াও স্ত্রীলোক অবধ্য হইলেও তাহাকে বধ করিলে, এই তোমাকে সপ্তবার মানুষযোনিতে জন্ম লইতে হইবে। অনন্তর সেই ভৃগুর অভিশাপ বশতঃ ধর্ম্ম নষ্ট হইবার উপক্রমে বিষ্ণু বারম্বার লোকহিতার্থ মানুষযোনিতে জন্ম লইতে লাগিলেন।৯৩—১০৭। এদিকে ভৃগু বিষ্ণুকে এই কথা কহিয়া তাঁহার স্ত্রীর ছিন্ন মস্তক আনয়নপূর্ব্বক সত্বর গ্রহণ করিয়া কহিলেন,—হে দেবি! এই তুমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছ; কিন্তু আমি তোমায় এখনই জীবিত করিব। এই কথা কহিয়া তাঁহার মস্তক দেহে যোজনা করত কহিলেন,—হে দেবি! তুমি জীবিত হও। যদি আমি সমস্ত ধর্ম্ম রহস্য ও চরিততত্ত্ব জানিয়া থাকি, কিংবা যদি আমি চিরকাল সত্য কথা কহিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার সেই সত্যে তুমি জীবিত হও। ভৃগু এই বলিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করত শীতল জলে অভ্যুক্ষণ করিয়া বলিলেন,—তুমি জীবিত হও। এই কথা বলিবামাত্র দেবী জীবিতা হইলেন। তখন তাঁহাকে সুপ্তোত্থিতার ন্যায় দেখিয়া

এবং প্রত্যাহৃতা তেন দেবী সা ভৃগুণা তদা।
বিস্মিতাঃ দেবতানাং হি তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥
অসম্ভ্রান্তেন ভৃগুণা পত্নীং সঞ্জীবিতাং পুনঃ।
দৃষ্ট্বা চেন্দ্রো নালভত শর্ম্ম কাব্যভয়াৎ পুনঃ।
প্রজাগরে ততশ্চেন্দ্রো জয়ন্তীমিদমব্রবীৎ॥১১৪
সঞ্চিন্ত্য মতিমান্ বাক্যং স্বাং কন্যাং পাকশাসনঃ
এষ কাব্যো হ্যমিত্রায় ব্রতং চরতি দারুণম্।
তেনাহং ব্যাকুলঃ পুত্রি কৃতো মতিমতা ভৃশম্
গচ্ছ সংসাধয়স্বৈনং শ্রমাপনয়নৈঃ শুভৈঃ।
তৈস্তৈর্ম্মনোঽনুকূলৈশ্চ হ্যপচারৈরতন্দ্রিতা॥১১৬
কাব্যমারাধয়স্বৈনং যথা তুষ্যেত স দ্বিজঃ।
গচ্ছ ত্বং তস্য দত্তাসি প্রযত্নং কুরু মৎকৃতে॥
এবমুক্তা জয়ন্তী সা বচঃ সংগৃহ্য বৈ পিতুঃ।
অগচ্ছদ্যত্র ঘোরং স তপ আরভ্য তিষ্ঠতি॥

তং দৃষ্ট্বা তু পিবন্তং সা কণধূমমবাঙ্মুখম্।
যক্ষেণ পাত্যমানঞ্চ কুণ্ডধারেণ পাতিতম্॥১১৯
দৃষ্ট্বা চ তং পাত্যমানং দেবী কাব্যমবস্থিতম্।
স্বরূপধ্যানশাম্যং তং দুর্ব্বলং ভূতিমাস্থিতম্।
পিত্রা যথোক্তং বাক্যং সা কাব্যে কৃতবতী তদা
গীর্ভিশ্চৈবানুকূলাভিঃ স্তুবতী বল্গুভাষিণী।
গাত্রসংবাহনৈঃ কালে সেবমানা ত্বচঃ সুখৈঃ।
ব্রতচর্য্যানুকূলাভিরুবাস বহুলাঃ সমাঃ॥ ১২১
পূর্ণে ধূমব্রতে তস্মিন্ ঘোরে বর্ষসহস্রকে।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস কাব্যং প্রীতো ভবস্তদা॥
মহাদেব উবাচ।
এতদ্ব্রতং ত্বয়ৈকেন চীর্ণং নান্যেন কেনচিৎ।
তস্মাদ্বৈ তপসা বুদ্ধ্যা শ্রুতেন চ বলেন চ॥১০৩

সমস্ত ভূতবর্গ চতুর্দ্দিক্ হইতে সাধু সাধু বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এইরূপে ভৃগু তৎকালে সর্ব্বদেবের সমক্ষে তদীয় পত্নীকে প্রত্যানয়ন করেন। ভৃগুর এই কর্ম্ম তখন অতীব অদ্ভুত হইয়াছিল। ভৃগু অনায়াসে স্বীয় পত্নীকে সঞ্জীবিত করিলেন দেখিয়া ইন্দ্র তদীয় ভয়ে কিছুতেই আর শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। দুশ্চিন্তায় রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না। মতিমান্ পাকশাসন অনেক চিন্তার পর স্বীয় দুহিতা জয়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—পুত্রি! শুক্র আমার শত্রুবর্গের হিতের নিমিত্ত এক কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিতেছেন। আমি তাঁহার আচরণে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। অতএব যাও—মনোনুকূল বিবিধ গ্লানিহর উপচার দ্বারা অনলসভাবে তাঁহাকে গিয়া সেবা করিতে থাক। অধিক আর বলিব কি, সেই দ্বিজবর যাহাতে পরিতুষ্ট হন, তুমি সেই ভাবেই তাঁহার আরাধনা কর। যাও তুমি; আমি তোমাকে তাঁহারই উদ্দেশে দান করিলাম। তুমি মদীয় কার্য্যসাধনার্থ চেষ্টা কর। ইন্দ্র এই কথা কহিলে সেই জয়ন্তী! পিতার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া—যথায় শুক্রাচার্য্য তপস্যা করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন, যাইয়া দেখিলেন,—সেই দ্বিজবর অধোমুখে অবস্থান করিয়া কণধূম পান করিতেছেন। কোন যক্ষ তাঁহাকে সেইভাবে পাতিত করিয়া রাখিয়াছে। কণ্ঠধার দিয়া ধূমকণা নির্গত হইতেছে। তিনি আত্মস্বরূপ ধ্যানে শমভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তপস্যায় তাঁহার দেহ কৃশ হইয়া গিয়াছে। তিনি পরম বিভূতি আশ্রয় করিয়াছেন। জয়ন্তী দেবী তাঁহাকে তদবস্থায় পাতিত ও অবস্থিত দেখিয়া পিতার নিদেশ অনুসারে তখন তাঁহার শুশ্রূষাকারিণী হইলেন। সেই মৃদুমধুর-ভাষিণী জয়ন্তী অনুকূল বাগ্বিন্যাসে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন কখন গাত্রসম্বাহনাদি দ্বারা সেবা করিতে লাগিলেন এবং কখন বা ব্রতচর্য্যার অনুকূল ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এই ভাবে তথায় তিনি বহুবৎসর বাস করিলেন। এদিকে সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে সেই কঠোর ধূমব্রত সাঙ্গ হইল। তখন মহাদেব প্রীত হইয়া শুক্রাচার্য্যকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। ১০৮—১২২। মহাদেব কহিলেন,—হে দ্বিজ! একমাত্র তুমিই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, অন্য কেহই ইহা করিতে পারে নাই।

তেজসা চ সুরান্ সর্ব্বাংস্ত্বমেকোঽভিভবিষ্যসি
যচ্চাভিলষিতং ব্রহ্মন্ বিদ্যতে ভৃগুনন্দন ॥ ১২৪
প্রপৎস্যসে তু তৎ সর্ব্বং নানুবাচ্যন্তু কস্যচিৎ।
সর্ব্বাভিভাবী তেন ত্বং ভবিষ্যসি দ্বিজোত্তম॥
এতান্ দত্ত্বা বরাংস্তস্মৈ ভার্গবায় ভবঃ পুনঃ।
প্রজেশত্বং ধনেশত্বমবধ্যত্বঞ্চ বৈ দদৌ ॥ ১২৬
এতান্ লব্ধা বরান্ কাব্যঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
হর্ষাৎ প্রাদুর্ব্বভৌ তস্য দিব্যস্তোত্রং মহেশ্বরে।
তথা তির্য্যক্স্থিতশ্চৈব তুষ্টুবে নীললোহিতম্ ॥

শুক্র উবাচ।

নমোঽস্তু শিতিকণ্ঠায় কনিষ্ঠায় সুবর্চ্চসে।
লেলিহানায় কাব্যায় বৎসরায়ান্ধসঃ পতে ॥১২৮
কপর্দ্দিনে করালায় হর্য্যক্ষে বরদায় চ।
সংস্তুতায় সুতীর্থায় দেবদেবায় রংহসে॥ ১২৯
উষ্ণীষিণে সুবক্ত্রায় বহুরূপায় বেধসে।

অতএব তপস্যা, বুদ্ধি, বল, শাস্ত্রজ্ঞান, ও তেজ দ্বারা তুমি একাকীই সমস্ত সুরগণকে অভিভূত করিতে পারিবে। হে ব্রহ্মন্! হে ভৃগুনন্দন! তোমার যাহা যাহা অভীষ্ট আছে, সমস্তই তুমি প্রাপ্ত হইবে। পরন্তু এ রহস্য তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। হে দ্বিজোত্তম! তুমি সর্ব্বাভিভাবী হইতে পারিবে। ভগবান্ ভব ভার্গবকে এই সকল বর প্রদান করিয়া পরে প্রজেশত্ব, ধনেশত্ব এবং অবধ্যত্ব বরও তাঁহাকে দান করিলেন। দ্বিজবর কাব্য এই সকল বর লাভ করিয়া হর্ষ-পুলকিত হইলেন। হর্ষভরে তাঁহার বদন হইতে মহেশ্বরসম্বন্ধীয় এক দিব্য স্তোত্র প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি তাদৃশ তির্য্যক্ভাবে থাকিয়াই নীললোহিত দেবকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১২৩—১২৭। শুক্র কহিলেন,—আমি শিতিকণ্ঠ, কনিষ্ঠ, সুবর্চ্চা, লেলিহান, কাব্য, বৎসর, কপর্দ্দীকে নমস্কার করি। যিনি করাল, হর্য্যক্ষ, বরদ, সংস্তুত, সতীর্থ, দেবদেব, রংহস্, উষ্ণীষী, সুবক্ত্র, বহুরূপ, বেধা,

বসুরেতায় রুদ্রায় তপসে চিত্রবাসসে ॥ ১৩০
হ্রস্বায় মুক্তকেশায় সেনান্যে রোহিতায় চ।
কবয়ে রাজবৃক্ষায় তক্ষকক্রীড়নায় চ ॥ ১৩১
সহস্রশিরসে চৈব সহস্রাক্ষায় মীঢ়ুষে।
বরায় ভব্যরূপায় শ্বেতায় পুরুষায় চ ॥ ১৩২
গিরিশায় নমোঽর্কায় বলিনে আজ্যপায় চ।
সুতৃপ্তায় সুবস্ত্রায় ধন্বিনে ভার্গবায় চ ॥ ১৩৩
নিষঙ্গিণে চ তারায় স্বক্ষায় ক্ষপণায় চ।
তাম্রায় চৈব ভীমায় উগ্রায় চ শিবায় চ ॥ ১৩৪
মহাদেবায় শর্ব্বায় বিশ্বরূপশিবায় চ।
হিরণ্যায় বরিষ্ঠায় জ্যেষ্ঠায় মধ্যমায় চ ॥ ১৩৫
বাস্তোষ্পতে পিনাকায় মুক্তয়ে কেবলায় চ।
মৃগব্যাধায় দক্ষায় স্থানবে ভাষণায় চ ॥ ১৩৬
বহুনেত্রায় ধুর্য্যায় ত্রিনেত্রায়েশ্বরায় চ।
কপালিনে চ বীরায় মৃত্যবে ত্র্যম্বকায় চ ॥১৩৭
বভ্রবে চ পিশঙ্গায় পিঙ্গলায়ারুণায় চ।
পিনাকিনে চেষুমতে চিত্রায় রোহিতায় চ ॥১৩৮
দুন্দুভ্যায়ৈকপাদায় অজায় বুদ্ধিদায় চ।
আরণ্যায় গৃহস্থায় যতয়ে ব্রহ্মচারিণে ॥ ১৩৮
সাংখ্যায় চৈব যোগায় ব্যাপিনে দীক্ষিতায় চ।
অনাহতায় শর্ব্বায় ভব্যেশায় যমায় চ ॥ ১৪০

বসুরেতা, রুদ্র, তপ, চিত্রবাসা, হ্রস্ব, মুক্তকেশ, সেনানী, রোহিত, কবি, রজাবৃক্ষ, তক্ষকক্রীড়ন, সহস্রশিরা, সহস্রাক্ষ, মীঢ়ুষ, বর, ভব্যরূপ, শ্বেত, পুরুষ, গিরিশ, অর্ক বলী ও আজ্যপ, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। যিনি সুতৃপ্ত, সুবস্ত্র, ধন্বী, ভার্গব, নিষাদী, তার, স্বক্ষ, ক্ষপণ, তাম্র, ভীম, উগ্র, শিব, মহাদেব, সর্ব্ব, বিশ্বরূপ, শিব, হিরণ্য, বরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, বাস্তোষ্পতি, পিনাক, মুক্তি, কেবল, মৃগব্যাধ, দক্ষ, স্থাণু, ভাষণ, বাহুনেত্র, ধুর্য্য, ত্রিনেত্র, ঈশ্বর, কপালী, বীর, মৃত্যু, ত্র্যম্বক, বভ্রু, পিশঙ্গ, পিঙ্গল, অরুণ, পিনাকী, ইষুমতি, চিত্র, রোহিত, দুন্দুভ্য, একপাদ, অজ, বুদ্ধিদ, আরণ্য, গৃহস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী, সাংখ্য, যোগ, পাপী, দীক্ষিত, অনাহত শর্ব্ব, ভবেশ, যম,

রোধসে চেকিতানায ব্রহ্মিষ্ঠায় মহর্ষয়ে।
চতুষ্পদায় মেধ্যায় রক্ষিণে শীঘ্রগায় চ ॥ ১৪১
শিখণ্ডিনে করালায় দংষ্ট্রিণে বিশ্ববেধসে।
ভাস্বরায় প্রতীতায় সুদীপ্তায় সুমেধসে ॥১৪২
ক্রূরায়াবিকৃতায়ৈব ভীষণায় শিবায় চ।
সৌম্যায় চৈব মুখ্যায় ধার্ম্মিকায় শুভায় চ ॥১৪৩
অবধ্যায়ামৃতায়ৈব নিত্যায় শাশ্বতায় চ।
ব্যাপৃতায় বিশিষ্টায় ভরতায় চ সাক্ষিণে ॥১৪৪
ক্ষেমায় সহমানায় সত্যায় চামৃতায় চ।
কর্ত্রে পরশবে চৈব শূলিনে দিব্যচক্ষুষে ॥১৪৫
সোমপায়াজ্যপায়ৈব ধূমপায়োষ্মপায় চ।
শুচয়ে পরিধানায় সদ্যোজাতায় মৃত্যবে ॥ ১৪৬
পিশিতাশায় সর্ব্বায় মেঘায় বিদ্যুতায় চ।
ব্যাবৃত্তায় বরিষ্ঠায় ভরিতায় তরক্ষবে ॥ ১৪৭
ত্রিপুরঘ্নায় তীর্থায়াবক্রায় রোমশায় চ।
তিগ্মায়ুধায় ব্যাখ্যায় সুসিদ্ধায় পুলস্তয়ে ॥১৪৮
রোচমানায় চণ্ডায় স্ফীতায় ঋষভায় চ।
ব্রতিনে যুঞ্জমানায় শুচয়ে চোর্দ্ধরেতসে ॥ ১৪৯
অসুরঘ্নায় স্বাঘ্নায় মৃত্যুঘ্নে যজ্ঞিয়ায় চ।
কৃশানবে প্রচেতায় বহ্নয়ে নির্ম্মলায় চ ॥১৫০
রক্ষোঘ্নায় পশুঘ্নায়াবিঘ্নায় শ্বসিতায় চ।
বিভ্রান্তায় মহান্তায় অত্যন্তং দুর্গমায় চ ॥ ১৫১
কৃষ্ণায় চ জয়ন্তায় লোকানামীশ্বরায় চ।
অনাশ্রিতায় বেধ্যায় সমত্বাধিষ্ঠিতায় চ ॥ ১৫২
হিরণ্যবাহবে চৈব ব্যাপ্তায় চ মহায় চ।
সুকর্ম্মণে প্রসহ্যায় চেশানায় সুচক্ষুষে ॥ ১৫৩
ক্ষিপ্রেষবে সদশ্বায় শিবায় মোক্ষদায় চ।
কপিলায় পিশঙ্গায় মহাদেবায় ধীমতে ॥ ১৫৪
মহাকায়ায় দীপ্তায় রোদনায় সহায় চ।
দৃঢ়ধন্বিনে কবচিনে রথিনে চ বরূথিনে ॥ ১৫৫
ভৃগুনাথায় শুক্রায় গহ্বরিষ্ঠায় বেধসে।
অমোঘায় প্রশান্তায় সুমেধায় বৃষায় চ ॥ ১৫৬
নমোহস্তু তুভ্যং ভগবন্ বিশ্বায় কৃত্তিবাসসে।
পশূনাং পতয়ে তুভ্যং ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥
প্রণবে ঋগ্যজুঃসাম্নে স্বাহায় চ স্বধায় চ।
বষট্কারাত্মনে চৈব তুভ্যং মন্ত্রাত্মনে নমঃ ॥
ত্বষ্ট্রে ধাত্রে তথা কর্ত্রে চক্ষুঃশ্রোত্রময়ায় চ।
ভূতভব্যভবেশায় তুভ্যং কর্ম্মাত্মনে নমঃ ॥১৫৯
বসবে চৈব সাধ্যায় রুদ্রাদিত্যসুরায় চ।
বিষায় মারুতায়ৈব তুভ্যং দেবাত্মনে নমঃ ॥

মেধাঃ, চেকিতান, ব্রহ্মিষ্ঠ, মহর্ষি, চতুষ্পাদ, মেধ্য, রক্ষী, শীঘ্রগ, শিখণ্ডী, করাল, দংষ্ট্রী, বিশ্ববেধা, ভাস্বর, প্রীতিত, সুদীপ্ত, সুমেধা, ক্রূর, অবিকৃত, ভীষণ, শিব, সৌম্য, মুখ্য, ধার্ম্মিক, শুভ, অবধ্য, অমৃত, নিত্য, শাশ্বত, ব্যাপৃত, বিশিষ্ট, ভরত, সাক্ষী, ক্ষেম, সহমান, সত্য, অনৃত, কর্ত্তা, পরশু, শূলী, দিব্যচক্ষু, সোমপ, আজ্যপ, ধূমপ, উষ্মপ, শুচি, পরিধান, সদ্যোজাত, মৃত্যু, পিশিতাশ, সর্ব্ব, মেঘ, বিদ্যুত, ব্যাবৃত্ত, বরিষ্ঠ, ভারত, তরক্ষু. ত্রিপুরঘ্ন, তীর্থ, অবক্র, রোমশ, তিগ্মায়ুধ, ব্যাখ্য, সুসিদ্ধ, পুলস্তি, রোচমান, চণ্ড, স্ফীত, ঋষভ, ব্রতী, যুঞ্জমান, শুচি, ঊর্দ্ধরেতা, অসুরঘ্ন, স্বাঘ্ন, মৃত্যুঘ্ন, যজ্ঞিয়, কৃশানু, প্রচেতা, বহ্নি, নির্ম্মল, রক্ষোঘ্ন, পশুঘ্ন, অবিঘ্ন, শ্বসিত, বিভ্রান্ত, মহান্ত, অত্যন্ত দুর্গম, কৃষ্ণ, জয়ন্ত, লোকেশ, অনাশ্রিত, বেধ্য, সমত্বাধিষ্ঠিত, হিরণ্যবাহু, ব্যাপ্ত, মহ, সুকর্ম্মা, প্রসহ্য, ঈশান সুচক্ষু, ক্ষিপ্রেষু, সদশ্ব, শিব, মোক্ষদ, কপিল, পিশঙ্গ, মহাদেব, ধীমান্. মহাকায়, দীপ্ত, রোদন, সহ, দৃঢ়ধন্বা, কবচী, রথী, বরূথী, ভৃগুনাথ, শুক্র, গহ্বরিষ্ঠ, বেধা, অমোঘ, প্রশান্ত, সুমেধা ও বৃষ তাঁহাকে নমস্কার! হে ভগবন্! তুমি বিশ্ব, কৃত্তিবাসা, পশুপতি ও ভূতপতি, তোমায় আমার নমস্কার। তুমি ঋক্ যজু ও সাম, তুমি প্রণব, স্বাহা, স্বধা, বষট্কারাত্মা ও মন্ত্রাত্মা, তোমায় নমস্কার। তুমি ত্বষ্টা, ধাতা, কর্ত্তা, চক্ষুশ্রোত্রময় ভূত ভব্য ও ভবেশ, এবং কর্ম্মাত্মা, তোমায় আমি নমস্কার করি। তুমি বসু, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, সুর, বিষ, মারুত ও দেবাত্মা, তোমায় আমার নমস্কার। তুমি

অগ্নীষোমবিধিজ্ঞায় পশুমন্ত্রৌষধায় চ।
স্বয়ম্ভুবে হ্যজায়ৈব অপূর্ব্বপ্রথমায় চ।
প্রজানাং পতয়ে চৈব তুভ্যং ব্রহ্মাত্মনে নমঃ॥
আত্মেশায়াত্মবশ্যায় সর্ব্বেশাতিশয়ায় চ।
সর্ব্বভূতাঙ্গভূতায় তুভ্যং ভূতাত্মনে নমঃ॥১৬২
নির্গুণায় গুণজ্ঞায় ব্যাকৃতায়ামৃতায় চ
নিরুপাখ্যায় মিত্রায় তুভ্যং সাঙ্খ্যাত্মনে নমঃ॥
পৃথিব্যৈ চান্তরিক্ষায় দিব্যায় চ মহায় চ।
জনস্তপায় সত্যায় তুভ্যং লোকাত্মনে নমঃ॥
অব্যক্তায় চ মহতে ভূতাদেরিন্দ্রিয়ায় চ।
আত্মজ্ঞায় বিশেষায় তুভ্যং সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥
নিত্যায় চাত্মলিঙ্গায় সূক্ষ্মায়ৈবেতরায় চ।
বুদ্ধায় বিভবে চৈব তুভ্যং মোক্ষাত্মনে নমঃ॥
নমস্তে ত্রিষু লোকেষু নমস্তে পরতস্ত্রিষু।
সত্যান্তেষু মহাদ্যেষু চতুর্ষু চ নমোঽস্তু তে॥
নমঃস্তোত্রে ময়া হ্যস্মিন্ যদি ন ব্যাহৃতং ভবেৎ
মদ্ভক্ত ইতি ব্রহ্মণ্য তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি॥ ১৬৮

সূত উবাচ।

এবমাভাষ্য দেবেশমীশ্বরং নীললোহিতম্।
প্রহ্বোঽভিপ্রণতস্তস্মৈ প্রাঞ্জলির্বাগ্যতোঽভবৎ
কাব্যস্য গাত্রং সংস্পৃশ্য হস্তেন প্রীতিমান্ ভবঃ
নিকামং দর্শনং দত্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১৭০
ততঃ সোঽন্তর্হিতে তস্মিন্ দেবেশেঽনুচরীং তদা।
তিষ্ঠন্তীং পার্শ্বতো দৃষ্ট্বা জয়ন্তীমিদমব্রবীৎ॥
কস্য ত্বং সুভগে কা বা দুঃখিতে ময়ি দুঃখিতা।
মহতা তপসা যুক্তা কিমর্থং মাং নিষেবসে॥
অনয়া সংস্তুতো ভক্ত্যা প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
স্নেহেন চৈব সুশ্রোণি প্রীতোঽস্মি বরবর্ণিনি॥
কিমিচ্ছসি বরারোহে কস্তে কামঃ সমৃদ্ধ্যতাম্।
তৎ তে সম্পাদয়াম্যদ্য যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করঃ॥
এবমুক্তাব্রবীদেনং তপসা জ্ঞাতুমর্হসি।
চিকীর্ষিতং হি মে ব্রহ্মংস্ত্বং হি বেত্থ যথাতথম্॥
এবমুক্তোঽব্রবীদেনাং দৃষ্ট্বা দিব্যেন চক্ষুষা।

অগ্নীষোম-বিধিজ্ঞ পশু মন্ত্র ও ঔষধ, স্বয়ম্ভু, অজ, অপূর্ব্ব প্রথম, প্রজাপতি, ব্রহ্মাত্মা, তোমায় নমস্কার। তুমি আত্মেশ, আত্মবশ্য, সর্ব্বেশাতিশয়, সর্ব্বভূতের অঙ্গভূত, ভূতাত্মা, তোমায় নমস্কার। তুমি নির্গুণ, গুণজ্ঞ, ব্যাকৃত, অমৃত, নিরুপাখ্য, মিত্র ও সংখ্যাত্মা, তোমায় নমস্কার। তুমি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দিব্য, মহ, জনস্তপ, সত্য ও লোকাত্মা, তোমায় নমস্কার। তুমি অব্যক্ত মহৎ, ভূতাদির ইন্দ্রিয়, আত্মজ্ঞ, বিশেষ সর্ব্বাত্মা, তোমায় নমস্কার। তুমি নিত্য, আত্মলিঙ্গ, সূক্ষ্ম, অসূক্ষ্ম, বুদ্ধ বিভু, মোক্ষাত্মা, তোমায় নমস্কার। লোকত্রয়ে তোমায় নমস্কার, লোকত্রয়ের অতীত তোমায় নমস্কার, মহদাদি সত্য পর্য্যন্ত চারিলোকে তোমায় নমস্কার, নমস্কার। হে ব্রহ্মণ্য! এই স্তোত্রে আমার যাহা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, নিজ ভক্ত জ্ঞানে তাহা আপনি আমায় ক্ষমা করুন।১২৮—১৬৮। সূত কহিলেন,—শুক্রাচার্য্য এইরূপে সেই দেবেশ নীললোহিতকে স্তব করিয়া বিনীতভাবে প্রণত ও প্রাঞ্জলি হইয়া বাক্‌সংযমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ভব তখন প্রীতিমান্ হইয়া হস্ত দ্বারা শুক্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া সম্যক্ দর্শন-দানান্তে অন্তর্হিত হইলেন। দেবদেব অন্তর্দ্ধান করিলে, শুক্র সেই অনুচরী জয়ন্তীকে পার্শ্বে দেখিয়া বলিলেন —হে সুভগে! কে তুমি? কিসের জন্য তুমি আমার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া কঠোর তপঃ-সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছ? কেন তুমি আমায় সেবা করিতেছ? হে সুশ্রোণি! তোমার এ হেন ভক্তি বিনয়, সংযম ও স্নেহ-শীলতায় আমি একান্তই প্রীত হইয়াছি। হে বরবর্ণিনি! তুমি কি চাও? তোমার মনের প্রার্থনীয় কি? প্রকাশ করিয়া বল—যদিও তাহা সুদুষ্কর হয়, তথাপি তাহা আমি সম্পাদন করিব। শুক্র এই কথা কহিলে জয়ন্তী কহিল, আমার মনোভীষ্ট বা চিকীর্ষিত কি, তাহা আপনি তপোবলেই বিদিত হইতে পারেন। হে ব্রহ্মন্! কোন তত্ত্বই ত আপনার অবিদিত নহে। জয়ন্তী এই কথা

ময়া সহ ত্বং সুশ্রোণি দশ বর্ষাণি ভামিনি ॥১৭৪
দেবি চেন্দীবরশ্যামে বরার্হে বামলোচনে।
এবং বৃণোষি কামং ত্বং মত্তো বৈ বল্গুভাষিণি॥
এবং ভবতু গচ্ছামো গৃহান্নো মত্তকাশিনি।
ততঃ স্বগৃহমাগত্য জয়ন্ত্যা পাণিমুদ্বহন্॥ ১৭৮
তয়া সহাবসদ্দেব্যা দশ বর্ষাণি ভার্গবঃ।
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মায়য়া সংবৃতঃ প্রভুঃ॥ ১৭৯
কৃতার্থমাগতং দৃষ্ট্বা কাব্যং সর্ব্বে দিতেঃ সুতাঃ
অভিজগ্মুর্গৃহং তস্য মুদিতাস্তে দিদৃক্ষবঃ॥ ১৮০
যদা গতা ন পশ্যন্তি মায়য়া সংবৃতং শুক্রম্।
লক্ষণং তস্য তদ্বুদ্ধা প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্ ॥১৮১
বৃহস্পতিস্তু সংরুদ্ধং কাব্যং জ্ঞাত্বা বরেণ তু
তুষ্ট্যর্থং দশ বর্ষাণি জয়ন্ত্যা হিতকাম্যয়া॥ ১৮২
বুদ্ধা তদন্তরং সোঽপি দৈত্যানামিন্দ্রনোদিতঃ
কাব্যস্য রূপমাস্থায় অসুরান সমুপাহ্বয়ৎ॥
ততস্তানাগতান্ দৃষ্ট্বা বৃহস্পতিরুবাচ হ।
স্বাগতং মম যাজ্যানাং প্রাপ্তোঽহং বো হিতায় চ॥ ১৮৪
অহং বোঽধ্যাপয়িষ্যামি বিদ্যাঃ প্রাপ্তাস্তু যা ময়া
ততস্তে হৃষ্টমনসো বিদ্যার্থমুপপেদিরে॥ ১৮৫
পূর্ণে কাব্যস্তদা তস্মিন্ সময়ে দশবার্ষিকে।
সময়ান্তে দেবযানী তদোৎপন্না ইতি শ্রুতিঃ।
বুদ্ধিং চক্রে ততঃ সোঽথ যাজ্যানাং প্রত্যবেক্ষণে॥ ১৮৬
দেবি গচ্ছাম্যহং দ্রষ্টুং মম যাজ্যান্ শুচিস্মিতে
বিভ্রান্তবীক্ষিতে সাধ্বি ত্রিবর্ণায়তলোচনে॥
এবমুক্তাব্রবীদেনং ভজ ভক্তান্ মহাব্রত
এষ ধর্ম্মঃ সতাং ব্রহ্মন্ ন ধর্ম্মং লোপয়ামি তে॥

কহিলে শুক্র দিব্যনেত্রে দর্শনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে ভামিনি! হে সুনিতম্বে! তুমি এইরূপ কামনা করিতেছ যে, আমার সহিত দশ বর্ষ যাবৎ বিহার করিবে। হে দেবি! হে ইন্দীবরবৎ শ্যামগাত্রি! মৃদু মধুরভাষিণি! বামনেত্রে! আমার নিকট হইতে এইরূপ বরই যদি তোমার প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে আমি বলি—'এবমস্তু' হে মত্তকাশিনি! চল তবে আমরা এখন গৃহে গমন করি। অনন্তর ভার্গব গৃহে আসিয়া জয়ন্তীর পাণি পীড়ন করিলেন এবং দশ বর্ষ যাবৎ তাহার সহিত মায়াবৃত ও সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে দিতি-নন্দনেরা শুক্রাচার্য্য কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার বাসনায় মুদিতমনে তদীয় গৃহে আগমন করিল; কিন্তু তাহারা আসিয়া সেই মায়াবৃত শুক্রদেবকে দেখিতে পাইল না; তাৎকালিক ভাবগতিক বুঝিয়া তখন তাহারা পুনরায় স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অনন্তর বৃহস্পতি, জয়ন্তীর হিত ও তুষ্টি কামনায় শুক্র যে বরদান ব্যাপারে দশ বর্ষ যাবৎ নিরুদ্ধ আছেন, তাহা জানিলেন। এই অবকাশে ইন্দ্র তাঁহাকে দৈত্যগণের নিকট প্রেরণ করিলেন। বৃহস্পতি তখন শুক্রাচার্য্যের রূপ ধরিয়া দৈত্যদিগকে গিয়া ডাকিলেন। দৈত্যগণ সকলেই তাঁহার নিকট আসিল। বৃহস্পতি তাহাদিগকে কহিলেন,—ওহে আমার যাজ্যগণ! তোমাদের শুভাগমন হউক, আমি তোমাদের হিতের নিমিত্ত আসিয়াছি। আমার যে সকল বিদ্যালাভ হইয়াছে, আমি তোমাদিগকে তাহা অধ্যয়ন করাইব। তৎশ্রবণে দৈত্যগণ হৃষ্ট মনে বিদ্যালাভার্থ তাঁহার নিকট আসিল। এদিকে এই সময় শুক্রাচার্য্যেরও দশ বর্ষ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমাদের শুনা আছে, ঐ সময়েরমধ্যেই শুক্র হইতে দেবযানী উৎপন্ন হইয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে শুক্র স্বীয় যজমানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানস করিলেন এবং পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে শুচিস্মিতে দেবি! আমি এখন মদীয় যজমানদিগকে দেখিতে যাইব। অয়ি চঞ্চলনেত্রে। পতিব্রতে! তুমি এবিষয়ে সম্মতি প্রদান কর।১৬৯—১৮৭। শুক্র এই কথা কহিলে পত্নী প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে মহাব্রত! ভক্তদিগকে ভজনা করুন। হে ব্রহ্মন্!

ততো গত্বাসুরান্ দৃষ্ট্বা দেবাচার্য্যেণ ধীমতা।
বঞ্চিতান্ কাব্যরূপেণ ততঃ কাব্যোঽব্রবীত্তুতান্
কাব্যং মাং বো বিজানীধ্বং তোষিতো
গিরিশো বিভুঃ।
বঞ্চিতা বত যূয়ং বৈ সর্ব্বে শৃণুত দানবাঃ॥১৯০
শ্রুত্বা তথা ব্রুবাণং তং সম্ভ্রান্তাস্তে তদাভবন্।
প্রেক্ষন্তস্তাবুভৌ তত্র স্থিতাসীনৌ সুবিস্মিতাঃ॥
সম্প্রমূঢ়াস্ততঃ সর্ব্বে ন প্রাবুধ্যন্ত কিঞ্চন।
অব্রবীৎ সম্প্রমূঢ়েষু কাব্যস্তানসুরাংস্তদা॥১৯২
আচার্য্যো বো হ্যহং কাব্যো দেবাচার্য্যোঽয়-
মঙ্গিরাঃ।
অনুগচ্ছত মাং দৈত্যাস্ত্যজতৈনং বৃহস্পতিম্॥
ইত্যুক্তা হ্যসুরাস্তেন তাবুভৌ সমবেক্ষ্য চ
যদাসুরা বিশেষন্তু ন জানন্ত্যুভয়োস্তয়োঃ॥১৯৪

বৃহস্পতিরুবাচৈনামসম্ভ্রান্তস্তপোধনঃ।
কাব্যো বোঽহং শুক্রর্দৈত্যা মদ্রূপোঽয়ং
বৃহস্পতিঃ॥ ১৯৫
সম্মোহয়তি রূপেণ মামকেনৈষ বোঽসুরাঃ।
শ্রুত্বা তস্য ততস্তে বৈ সমেত্য তু ততোঽব্রুবন্
অয়ং নো দশবর্ষাণি সততং শাস্তি বৈ প্রভুঃ।
এষ বৈ গুরুরস্মাকমন্তরে স্ফুরয়ন্ দ্বিজঃ॥ ১৯৭
ততস্তে দানবাঃ সর্ব্বে প্রণিপত্যাভিনন্দ্য চ।
বচনং জগৃহুস্তস্য চিরাভ্যাসেন মোহিতাঃ॥১৯৮
উচুস্তমসুরাঃ সর্ব্বে ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ।
অয়ং গুরুর্হিতোঽস্মাকং গচ্ছ ত্বং নাসি নো
গুরুঃ॥১৯৯
ভার্গবো বাঙ্গিরা বাপি ভগবানেষ নো গুরুঃ।
স্থিতা বয়ং নিদেশেঽস্য সাধু ত্বং গচ্ছ মাচিরম্
এবমুক্তাসুরাঃ সর্ব্বে প্রাপদ্যন্ত বৃহস্পতিম্।
যদা ন প্রতিপদ্যন্ত কাব্যেনোক্তং মহদ্ধিতম্॥

ইহাই সৎ লোকের ধর্ম্ম; আমি আপনার ধর্ম্মলোপ করিতে চাহি না। অনন্তর ভার্গব দৈত্যাবাসে গমন করিলেন, যাইয়া দেখিলেন,—দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁহারই রূপ ধারণ করিয়া দৈত্যদিগকে প্রতারিত করিয়াছেন। তখন শুক্র কহিলেন,—ওহে দানবগণ! জানিও—আমারই নাম শুক্রাচার্য্য, আমিই কৈলাসপতিকে পরিতুষ্ট করিয়াছি। আমার কথা শ্রবণ কর, তোমরা বঞ্চিত হইয়াছ। দানবেরা তাঁহার সেই কথা শুনিয়া সম্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহারা তথায় প্রত্যক্ষত সেই দুই গুরুকে স্থিত ও সমাসীন দেখিয়া অতীব বিস্মিত ও বিমূঢ় হইয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। অসুরেরা বিমূঢ়ভাবে রহিলে কাব্য তাহাদিগকে তখন বলিলেন,—ওহে, আমিই তোমাদের আচার্য্য কাব্য; আর ইনি দেবাচার্য্য অঙ্গিরা। তাই বলিতেছি, দৈত্যগণ! তোমরা আমারই অনুসরণ কর। আর এই বৃহস্পতিকে বর্জ্জন কর। অসুরগণ তৎকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাদের উভয়কেই দেখিল; কিন্তু দেখিয়া উভয়ের বিশেষত্ব কিছুই বুঝিল না, কে বৃহস্পতি? কে শুক্র? কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তখন তপোধন বৃহস্পতি অভ্রান্তভাবে বলিয়া উঠিলেন,—ওহে দৈত্যগণ! আমিই তোমাদের শুক্র কাব্য; আর ইনি আমার রূপধর বৃহস্পতি। ইনি আমার রূপ ধরিয়া তোমাদিগকে সম্মোহিত করিতেছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া অসুরেরা তখন একযোগে বলিল—ইনি আমাদিগকে দশতবর্ষ যাবৎ শিক্ষা দান করিতেছেন। ইনি আমাদের অন্তরে গুরুরূপে প্রতিভাত। ১৮৮—১৯৭। এই বলিয়া দানবেরা সকলেই প্রণিপাত ও অভিনন্দন করিয়া চিরাভ্যাসবশে মোহিত হইয়া তাঁহারই বাক্য গ্রহণ করিল এবং অভ্যাগত শুক্রকে কোপকষায়িত নেত্রে বলিল—ইনিই আমাদের হিতৈষী গুরু। তুমি চলিয়া যাও। তুমি আমাদের গুরু নহ। ইনি ভার্গবই হউন আর অঙ্গিরাই হউন, এই ভগবান্ই আমাদের গুরু। আমরা ইঁহারই আদেশের বশবর্ত্তী; অতএব তুমি অবিলম্বে এই স্থান পরিত্যাগ কর। অসুরেরা সকলেই এই কথা কহিয়া বৃহস্পতিরই অনুবর্ত্তী হইল। কাব্য অনেক হিত কথা কহি-

চুকোপ ভার্গবস্তেষামবলেপেন তেন তু।
বোধিতা হি ময়া যস্মান্ন মাং ভজথ দানবাঃ॥
তস্মাৎ প্রনষ্টসংজ্ঞা বৈ পরাভবমবাপ্স্যথ।
ইতি ব্যাহৃত্য তান্ কাব্যো জগামাথ যথাগতম্
শপ্তাংস্তানসুরান্ জ্ঞাত্বা কাব্যেন স বৃহস্পতিঃ
কৃতার্থঃ স তদা হৃষ্টঃ স্বরূপং প্রত্যপদ্যত ॥ ২০৪
বুধ্বাসুরান্ হতান্ জ্ঞাত্বা কৃতার্থোঽন্তরধীয়ত।
ততঃ প্রনষ্টে তস্মিংস্তু বিভ্রান্তা দানবাভবন্॥
অহো বিবঞ্চিতাঃ স্মেতি পরস্পরমথাব্রুবন্।
পৃষ্ঠতোঽভিমুখাশ্চৈব তাড়িতাঙ্গিরসেন তু।
বঞ্চিতাঃ সোপধানেন স্বে স্বে বস্তুনি মায়য়া॥
ততস্তপরিতুষ্টাস্তে তমেব ত্বরিতা যযুঃ।
প্রহ্লাদমগ্রতঃ কৃত্বা কাব্যস্যানুপদং পুনঃ॥২০৭
ততঃ কাব্যং সমাসাদ্য উপতস্থুরবাঙ্মুখাঃ।
সমাগতান্ পুনর্দৃষ্ট্বা কাব্যো যাজ্যানুবাচ হ॥
ময়া সম্বোধিতাঃ সর্বে যস্মান্মাং নাভিনন্দথ।
ততস্তেনাবমানেন গতা যূয়ং পরাভবম্॥২০৯
এবং ব্রুবাণং শুক্রন্তু বাষ্পসন্দিগ্ধয়া গিরা।
প্রহ্লাদস্তং তদোবাচ মা ন ত্বং ত্যজ ভার্গব॥
স্বাশ্রয়ান্ ভজমানাংশ্চ ভক্তাংস্ত্বং ভজ ভার্গব।
ত্বয্যদৃষ্টে বয়ং তেন দেবাচার্য্যেণ মোহিতাঃ।
ভক্তানর্হসি বৈ জ্ঞাতুং তপোদীর্ঘেণ চক্ষুষা॥
যদি নস্ত্বং ন কুরুষে প্রসাদং ভৃগুনন্দন।
অপধ্যাতাস্ত্বয়া হ্যদ্য প্রবিশামো রসাতলম্॥
জ্ঞাত্বা কাব্যো যথাতত্ত্বং কারুণ্যাদনুকম্পয়া।
এবংপ্রত্যনুনীতো বৈ ততঃ কোপং নিয়ম্য সঃ

লেন, কিন্তু অসুরেরা যখন সে কথা মোটেই গ্রহণ করিল না, তখন ভার্গব তাহাদের সেই ঔদ্ধত্য দর্শনে অতীব কুপিত হইলেন এবং বলিলেন,—ওরে দানবেরা! আমি অনেক প্রকারে প্রবোধ দিলাম, তথাপি তোরা আমাকে ভজনা করিলি না; তোদের এই অপরাধে তোরা সংজ্ঞাহীন হইয়া পরাভব প্রাপ্ত হইবে। ভার্গব এই কথা কহিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। ভার্গব অসুরদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন, বৃহস্পতি তাহা জানিতে পারিয়া হৃষ্ট হইলেন। তিনি অবিলম্বে স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন এবং অসুরদিগের ভাবী বিনাশ বুঝিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। বৃহস্পতি অদৃশ্য হইলে, দানবেরা বিভ্রান্ত ও বিস্মিত হইল এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,—অহো! আমরা একান্তই বঞ্চিত হইয়াছি। বৃহস্পতি আমাদিগকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক্ হইতেই তাড়িত করিয়াছেন। তাঁহার মায়া-কাপট্যে আমরা স্ব স্ব বিষয়ে বঞ্চিত হইলাম।১৯৮—২০৬। অনন্তর অসন্তুষ্ট অসুরেরা প্রহ্লাদকে অগ্রবর্তী করিয়া সত্বর ভার্গবের অনুসরণার্থ ধাবিত হইল এবং তাঁহার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া সকলেই অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিল। যজমানগণ পুনরায় আসিয়াছে দেখিয়া ভার্গব কহিলেন,—আমি সকলকেই বহু বার বহু প্রবোধ বাক্য বলিয়াছিলাম; কিন্তু তোমরা কেহই আমাকে তখন অভিনন্দন কর নাই। আমার প্রতি সেই অবমাননার ফলে অচিরেই তোমারা পরাজয় প্রাপ্ত হইবে। ভার্গব এই কথা কহিলে প্রহ্লাদ তাঁহাকে বাষ্পপূর্ণ নয়নে বলিলেন,—হে ভার্গব! আমাদিগকে আপনি পরিত্যাগ করিবেন না। আমরা আপনার ভক্ত ও আশ্রিত; আমাদিগকে আপনি আশ্রয় দান করুন। আপনার অদর্শন বশতই আমরা সেই দেবচার্য্য কর্তৃক মোহিত হইয়া ছিলাম। আমরা আপনার প্রকৃত ভক্ত কিনা, তাহা আপনার তপঃপ্রশস্ত দৃষ্টি দ্বারাই ত আপনি বুঝিতে পারেন। হে ভৃগুনন্দন! আপনি যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন না হন, তাহা হইলে আপনা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমরা অধুনা রসাতলেই প্রবেশ করিব। তখন ভার্গব এইরূপে অনুনীত হইয়া প্রকৃত ঘটনা পরিজ্ঞাত হইলেন এবং কারুণ্যবশে কোপ সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—তোমরা

উবাচৈতান ন ভেতব্যং ন গন্তব্যং রসাতলম্।
অবশ্যং ভাবিনো হ্যর্থাঃ প্রাপ্তব্যা ময়ি জাগ্রতি
ন শক্যমন্যথা কর্ত্তুং দিষ্টং হি বলবত্তরম্ ॥২১৪
সংজ্ঞা প্রনষ্টা যা বোঽদ্য তামেতাং প্রতিপৎস্যথ
দেবান্ জিত্বা সকৃচ্চাপি পাতালং প্রতিপৎস্যথ
প্রাপ্তে পর্য্যায়কালে চ হীতি ব্রহ্মাভ্যভাষত।
মৎপ্রসাদাচ্চ ত্রৈলোক্যং ভুক্তং যুষ্মাভিরূর্জ্জিত
যুগাখ্যা দশ সম্পূর্ণা দেবানাক্রম্য মূর্দ্ধনি।
এতাবন্তঞ্চ কালং বৈ ব্রহ্মা রাজ্যমভাষত ॥২১৭
রাজ্যং সাবর্ণিকে তুভ্যং পুনঃ কিল ভবিষ্যতি
লোকনামীশ্বরো ভাব্যস্তব পৌত্রঃ পুনর্বলিঃ ॥
এবং কিল মিথঃ প্রোক্তঃ পৌত্রস্তে বিষ্ণুনা স্বয়ং
বাচা হৃতেষু লোকেষু তাস্তাস্তস্যাভবন্ কিল ॥

ভয় করিও না, তোমাদিগকে রসাতলে যাইতে হইবে না। দেখ, অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ঘটিবেই, আমি শত সতর্ক বা প্রসন্ন থাকিলেও তাহার অন্যথা করিতে পারিব না; কেননা, দৈব অতি বলবান্। যাহা হউক, তোমাদের যে সংজ্ঞালোপ হইয়াছে, তাহা এখনই প্রাপ্ত হইবে। দেবতাদিগকে তোমরা জয় করিতে পারিবে সত্য; কিন্তু একবার তোমাদিগকে পাতালতলে আশ্রয় লইতে হইবে।২০৮—২১৫। পর্য্যায়কাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা এই কথা কহিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমার প্রসাদে তোমরা এই সুসমৃদ্ধ ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করিয়াছ। দেবগণকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ দশ যুগ যাবৎ তাঁহাদিগের উপর তোমাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। ব্রহ্মাই তোমাদের এই রাজ্য ভোগ-কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে প্রহ্লাদ! সাবর্ণিক মন্বন্তরে পুনরায় তোমার রাজ্যলাভ হইবে। তোমার পৌত্র বলি সকল লোকের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে। স্বয়ং বিষ্ণু তোমার এই পৌত্র বৃত্তান্ত আমায় বলিয়াছেন। বিষ্ণুর বাক্‌কৌশলে বলির লোক সকল হৃত হইলেও তাহার সেই সেই ঐশ্বর্য্যদশা ঘটিয়া

যস্মাৎ প্রবৃত্তয়শ্চাস্য সকাশাদভিসন্ধিতাঃ।
তস্মাদবৃত্তেন প্রীতেন তুভ্যং দত্তং স্বয়ম্ভুবা ॥
দেবরাজ্যে বলির্ভাব্য ইতি মামীশ্বরোঽব্রবীৎ
তস্মাদদৃশ্যো ভূতানাং কালাপেক্ষঃ স তিষ্ঠতি
প্রীতেন চাপরো দত্তো বরস্তুভ্যং স্বয়ম্ভুবা।
তস্মান্নিরুৎসুকস্ত্বং বৈ পর্য্যায়ং সহিতোঽসুরৈঃ
ন হি শক্যং ময়া তুভ্যং পুরস্তাদ্বিপ্রভাষিতুম্
ব্রহ্মণা প্রতিষিদ্ধোঽহং ভবিষ্যং জানতা বিভো
ইমৌ তু শিষ্যৌ দ্বৌ মহ্যং সমাবেতৌ বৃহস্পতেঃ
দৈবতৈঃ সহ সংসৃষ্টান্ সর্ব্বান্ বো ধারয়িষ্যতঃ
ইত্যুক্তা হ্যসুরাঃ সর্ব্বে কাব্যেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
হৃষ্টাস্তেন যযুঃ সার্দ্ধং প্রহ্লাদেন মহাত্মনা ॥২২৫
অবশ্যং ভাব্যমর্থন্তু শ্রুত্বা শুক্রেণ ভাষিতম্।
সকৃদাশংসমানাস্তু জয়ং শুক্রেণ ভাষিতম্।
দংশিতাঃ সায়ুধাঃ সর্ব্বে ততো দেবান্ সমাহ্বয়ন্ ॥

ছিল। ইহার প্রবৃত্তি সত্যাভিসন্ধিত এই বলিয়া স্বয়ম্ভু প্রীত হইয়া তোমায় রাজ্য দান করিয়াছেন। বলি দেবরাজ্যের অধীশ্বর হইবে, এ কথা ঈশ্বর আমায় বলিয়াছেন। এই জন্য তিনি কালাপেক্ষ হইয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছেন। স্বয়ম্ভু প্রীত হইয়া তোমাকে আর এক বর দান করিয়াছেন। তুমি এক্ষণে অসুরগণের সহিত নিরুৎসুক হইয়া অবস্থান করিতেছ; সুতরাং তোমার নিকট এখন আর আমি তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। ভবিষ্যদ্দর্শী ব্রহ্মা আমায় নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, এই দুই জন আমার শিষ্য; ইহাঁরা বৃহস্পতির সমান প্রভাবশালী, দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে ইহাঁরা তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা শুক্রাচার্য্য এই কথা কহিলে, অসুরেরা হৃষ্ট হইয়া মহাত্মা প্রহ্লাদের সহিত প্রস্থান করিল।২১৬—২২৫। শুক্রের কথানুসারে তাহারা আর একবার জয়লাভে আশান্বিত হইয়া বিবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া দেবগণকে আহ্বান করিল। দেবগণ

দেবাস্তদাসুরান্ দৃষ্ট্বা সংগ্রামে সমুপস্থিতান্।
সর্ব্বে সন্ত্রস্তসম্ভারা দেবাস্তান্ সমযোধয়ন্॥
দেবাসুরে তদা তস্মিন্ বর্ত্তমানে শতং সমাঃ
অজয়ন্নসুরা দেবাংস্ততো দেবা হ্যমন্ত্রয়ন্॥ ২২৭
যজ্ঞেনোপাহ্বয়ামস্তৌ ততো জেষ্যামহেঽসুরান্।
তদোপামন্ত্রয়ন্ দেবা ষণ্ডামর্কৌ তু তাবুভৌ॥
যজ্ঞে চাহূয় তৌ প্রোক্তৌ ত্যজেতামসুরান্ দ্বিজৌ।
বয়ং যুবাং ভজিষ্যামঃ সহ জিত্বা তু দানবান্॥
এবং কৃতাভিসন্ধী তৌ ষণ্ডামর্কৌ সুরাস্তথা।
ততো দেবা জয়ং প্রাপুর্দানবাশ্চ পরাজিতাঃ॥
ষণ্ডামর্কপরিত্যক্তা দানবা হ্যবলাস্তথা
এবং দৈত্যাঃ পুরা কাব্য-শাপেনাভিহতাস্তদা
কাব্যশাপাভিভূতাস্তে নিরাধারাশ্চ সর্ব্বশঃ।
নিরস্যমানা দেবৈশ্চ বিবিশুস্তে রসাতলম্॥২৩৩

এবং নিরুদ্যমা দেবৈঃ কৃতাঃ কৃচ্ছ্রেণ দানবাঃ
ততঃ প্রভৃতি শাপেন ভৃগোর্নৈমিত্তিকেন তু॥
জজ্ঞে পুনঃ পুনর্বিষ্ণুর্ধর্ম্মে প্রশিথিলে প্রভুঃ।
কুর্ব্বন্ ধর্ম্মব্যবস্থানমসুরাণাং প্রণাশনম্॥ ২৩৫
প্রহ্লাদস্য নিদেশে তু ন স্থাস্যন্ত্যসুরাশ্চ যে।
মনুষ্যবধ্যাস্তে সর্ব্বে ব্রহ্মেতি ব্যাহরৎ প্রভুঃ॥
ধর্ম্মান্নারায়ণস্যাংশঃ সম্ভূতশ্চাক্ষুষেঽন্তরে।
যজ্ঞং বৈ বর্ত্তয়ামাসুর্দেবা বৈবস্বতেঽন্তরে॥২৩৭
প্রাদুর্ভাবে ততস্তস্য ব্রহ্মা হ্যাসীৎ পুরোহিতঃ।
যুগাখ্যায়াং চতুর্থ্যাস্তু আপন্নেষু সুরেষু বৈ॥২৩৮
সম্ভূতস্তু সমুদ্রান্তে হিরণ্যকশিপোর্বধে।
দ্বিতীয়ে নরসিংহাখ্যে রুদ্রো হ্যাসীৎ পুরোহিতঃ
বলিসংস্থেষু লোকেষু ত্রেতায়াং সপ্তমং প্রতি।
তৃতীয়ে বামনস্যার্থে ধর্ম্মেণ তু পুরোধসা ২৪০

সেই অসুরদিগকে রণাঙ্গণে অবতীর্ণ দেখিয়া সকলেই যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইলেন এবং অসুরগণ-সহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই দেবাসুর যুদ্ধ একশত বর্ষ ধরিয়া চলিল। অবশেষে অসুরেরাই যুদ্ধে জয়লাভ করিল। তখন দেবগণ মন্ত্রণা করিলেন যে, আমরা যজ্ঞ করিয়া সেই দুই শুক্রশিষ্য ষণ্ডা-মর্ককে আহ্বান করি। তাহা হইলেই অসুরদিগকে অনায়াসে জয় করিতে পারিব। তখন দেবগণ যজ্ঞারম্ভ করিয়া ষণ্ডামার্ককে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে দেবগণ বলিলেন,—আপনারা অসুর-দিগকে পরিত্যাগ করুন, আমরা তাহা-দিগকে জয় করিয়া আপনাদেরই অনুগত হইয়া থাকিব। অনন্তর ষণ্ডামর্ক সুরগণ সহ এইরূপ অভিসন্ধি করিলে পর যুদ্ধে দেবগণ জয়লাভ করিলেন এবং দানবেরা পরাজিত হইল। ষণ্ডামর্ক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দানবেরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; দৈত্যগণ পূর্ব্বেই কাব্য-শাপে অভিহত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই অভিশাপের ফলে তাহারা অভিভূত ও সর্ব্বপ্রকারে স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। দেবগণ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলে তাহারা রসাতলে প্রবেশ করিল। এইরূপে দেবগণ বহু চেষ্টায় দানবগণকে হতোদ্যম করিয়া ফেলিলেন। তখন হইতে ধর্ম্মভাব শ্লথ হইতে থাকিলে, ভৃগুর শাপ নিবন্ধন ভগবান্ বিষ্ণু পুনঃপুন জন্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি আবির্ভূত হইয়া পুনরায় ধর্ম্ম ব্যবস্থা ও অসুরগণের বিনাশ সাধন করিলেন। ২২৬—২৩৫। পূর্ব্বে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—যে সকল অসুর প্রহ্লা-দের আজ্ঞাধীন থাকিবে না, তাহারা মনুষ্য-দিগের হস্তে নিহত হইবে। চাক্ষুষ মন্বন্তরে ধর্ম্ম হইতে নারায়ণের এক অংশাবতার হয়। তাঁহার প্রাদুর্ভাবের পর বৈবস্বত মন্বন্তরে দেবগণ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে ব্রহ্মা পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। চতুর্থ যুগে দেবগণ বিপন্ন হইলে হিরণ্যকশিপুর বধের নিমিত্ত বিষ্ণু আর একবার অবতীর্ণ হন। এই নরসিংহাখ্য দ্বিতীয় অবতারে রুদ্র পুরো-হিত হইয়াছিলেন। সপ্তম মন্বন্তরে লোক-ত্রয় যখন বলির আয়ত্ত হইয়াছিল, তখন তাঁহার বামনাখ্য তৃতীয় অবতার হয়। এই অবতারে স্বয়ং ধর্ম্ম পৌরহিত্য করেন। হে

এতদন্যত্রঃ স্মৃতাস্তস্ত দিব্যাঃ সম্ভূতয়ো দ্বিজাঃ
মানুষাঃ সপ্ত যাস্তাস্ত শাপজাস্তা নিবোধত॥
ত্রেতাযুগে তু প্রথমে দত্তাত্রেয়ো বভূব হ।
নষ্টে ধর্ম্মচতুর্থাংশে মার্কণ্ডেয়পুরঃসরঃ॥২৪২
পঞ্চমং পঞ্চদশ্যাঞ্চ ত্রেতায়াং সম্বভূব হ।
মান্ধাতা চক্রবর্ত্তী তু তদোতত্থপুরঃসরে॥২৪৩
একোনবিংশ্যাং ত্রেতায়াং সর্ব্বক্ষত্রান্তকৃদ্বিভুঃ।
জামদগ্ন্যস্তথা ষষ্ঠো বিশ্বামিত্রপুরঃসরঃ॥ ২৪৪
চতুর্ব্বিংশে যুগে রামো বসিষ্ঠেন পুরোধসা।
সপ্তমো রাবণস্যার্থে জজ্ঞে দশরথাত্মজঃ॥২৪৫
অষ্টমে দ্বাপরে বিষ্ণুরষ্টাবিংশে পরাশরাৎ।
বেদব্যাসস্তথা জজ্ঞে জাতুকর্ণ্য পুরঃসরঃ॥২৪৬
কর্ত্তুং ধর্ম্মব্যবস্থানমসুরাণাং প্রণাশনম্।
বুদ্ধো নবমকো জজ্ঞে তপসা পুষ্করেক্ষণঃ।
দেবসুন্দররূপেণ দ্বৈপায়নপুরঃসরঃ॥ ২৪৭
তস্মিন্নেব যুগে ক্ষীণে সন্ধ্যাশিষ্টে ভবিষ্যতি।
কল্কী তু বিষ্ণুযশসঃ পারাশর্য্যপুরঃসরঃ।
দশমো ভাব্যসম্ভূতো যাজ্ঞবল্ক্যপুরঃসরঃ॥২৪৮
সর্ব্বাংশ্চ তু তাংস্তিমিতান্ পাষণ্ডাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ
প্রগৃহীতায়ুধৈর্বিপ্রৈর্বৃতঃ শতসহস্রশঃ॥ ২৪৯
নিঃশেষান্ শূদ্ররাজস্ত তদা স তু করিষ্যতি।
ব্রহ্মদ্বিষঃ সপত্নাংশ্চ সংহৃত্যৈব চ তৎপুঃ॥২৫০
অষ্টাবিংশে স্থিতঃ কল্কিশ্চরিতার্থঃ সসৈনিকঃ।
শূদ্রান্ সংশোধয়িত্বা তু সমুদ্রান্তঞ্চ বৈ স্বয়ম্॥
প্রবৃত্তচক্রো বলবান্ সংহারন্ত করিষ্যতি।
উৎসাদয়িত্বা বৃষলান্ প্রায়শস্তানধার্ম্মিকান্॥২৫২
ততস্তদা স বৈ কল্কিশ্চরিতার্থঃ সসৈনিকঃ।
প্রজাস্তং সাধয়িত্বা তু সমৃদ্ধাস্তেন বৈ স্বয়ম্॥
অকস্মাৎ কোপিতাস্তোন্যং ভবিষ্যন্তীহ মোহিতাঃ।
ক্ষপয়িত্বা তু তেঽন্যোন্যং ভাবিনার্থেনচোদিতাঃ
ততঃ কালে ব্যতীতে তু স দেবোঽন্তরধীয়ত
নৃপেষথ প্রনষ্টেষু প্রজানাং সংগ্রহাৎ তদা॥

দ্বিজগণ! বিষ্ণুর এই তিনটী স্বর্গীয় অবতার বিখ্যাত। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণশাপ-জন্ম অন্য যে সপ্ত মানুষাবতার হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। ত্রেতাযুগের প্রথমে ধর্ম্ম ধ্বংস হইবার উপক্রমে বিষ্ণু দত্তাত্রেয় নামে অবতীর্ণ হন। এই চতুর্থাবতারে মার্কণ্ডেয় পুরোহিত, পঞ্চদশ ত্রেতাযুগে পঞ্চম অবতার রাজচক্রবর্ত্তী মান্ধাতা ও তাৎকালিক পুরোহিত উতত্থ, ত্রেতায় উনবিংশভাগে ষষ্ঠ অবতার—সর্ব্ব ক্ষত্রিয়ধ্বংসী ভগবান্ জামদগ্ন্য ও বিশ্বামিত্র পুরোহিত, চতুর্ব্বিংশ যুগে সপ্তম অবতার—রাবণান্তকৃৎ দশরথনন্দন রাম ও বশিষ্ঠ পুরোহিত, অষ্টাবিংশ দ্বাপরে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার—পরাশরনন্দন বেদব্যাস ও জাতুকর্ণ্য পুরোধা, ধর্ম্ম ব্যবস্থা ও অসুরধ্বংস করিবার উদ্দেশে বিষ্ণুর দ্বৈপায়ন অবতারের পরবর্ত্তী নবম অবতার—পুষ্করেক্ষণ পরমসুন্দর বুদ্ধদেব ও দ্বৈপায়ন পুরোধা এবং তৎপরে সেই যুগক্ষয়-সন্ধিতে বিষ্ণুর দশমাবতার হইবেন—বিষ্ণুযশার নন্দন কল্কী ও যাজ্ঞবল্ক্য হইবেন পুরোহিত। এই অবতারে শত শত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ অস্ত্রধারণ করিয়া কল্কী দেবের সমভিব্যাহারী হইবেন। কল্কী সমস্ত পাষণ্ড ও শূদ্র রাজাদিগকে উন্মূলিত করিবেন, ব্রহ্মদ্বেষী শত্রুদিগকে ধ্বংস করাই তাঁহার অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। যুগাষ্টাবিংশে তিনি কৃতকার্য্য হইয়া সসৈন্যে বিশ্রামলাভ করিবেন, শূদ্রদিগকে সংশোধিত করিয়া সমুদ্রের অন্তসীমায় স্থাপন করিবেন। অনেককে চক্রনিক্ষেপে সংহার করিবেন, এইরূপে অধার্ম্মিক শূদ্রদিগের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ভগবান্ কল্কী তখন চরিতার্থ হইয়া সসৈন্যে অবস্থান করিবেন। তাঁহার অনুগ্রহে প্রজাগণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তাঁহাকে সাধনা করিতে হইবে। একদা মোহ প্রাপ্ত হইয়া সহসা তাহারা পরস্পর কোপিত হইয়া উঠিবে। এবং ভবিতব্যতার প্রেরণায় পরস্পর সকলেই তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর কাল অতিক্রান্ত হইলে কল্কিদেব অন্তর্দ্ধান রবেন। পরে প্রজা সংগ্রহ নিমিত্ত রাজগণ

রক্ষণে বিনিবৃত্তে তু হত্বা চান্যোন্যমাহবে।
পরস্পরং নিহত্বা তু নিরাক্রন্দাঃ সুদুঃখিতাঃ॥
পুরাণি হিত্বা গ্রামাংশ্চ তুল্যত্বে নিষ্পরিগ্রহাঃ।
প্রনষ্টাশ্রমধর্ম্মাশ্চ নষ্টবর্ণাশ্রমাস্তথা॥ ২৫৭
অট্টশূলা জানপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পথাঃ।
প্রমদাঃ কেশশূলাশ্চ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে॥২৫৮
হ্রস্বদেহায়ুষশ্চৈব ভবিষ্যন্তি বনৌকসঃ।
সরিৎপর্ব্বতবাসিন্যো মূলপত্রফলাশনাঃ॥ ২৫৯
চীরচর্ম্মাজিনধরাঃ সঙ্করং ঘোরমাশ্রিতাঃ।
উৎপাতদুঃখাঃ স্বল্পার্থা বহুবাধাশ্চ তাঃ প্রজাঃ॥
এবং কষ্টমনুপ্রাপ্তাঃ কালে সন্ধ্যাংশকে তদা।
ততঃ ক্ষয়ং গমিষ্যন্তি সার্দ্ধং কলিযুগেন তু॥
ক্ষীণে কলিযুগে তস্মিংস্ততঃ কৃতমবর্ত্তত।
ইত্যেতৎ কীর্ত্তিতং সম্যগ্‌দেবাসুরবিচেষ্টিতম্
যদুবংশপ্রসঙ্গেন সমাসাদ্বৈষ্ণবং যশঃ।
তুর্ব্বসোস্ত প্রবক্ষ্যামি পূরোদ্রুহ্যোস্তথা হ্যনোঃ

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽসুরশাপো নাম
সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৭॥

বিনষ্ট হইলে রক্ষাকার্য্য আর থাকে না। যুদ্ধে যুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিয়া নিতান্ত দুঃখিতভাবে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পুর ও গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কে কোথায় পলায়ন করিবে! সকলেই নিষ্পরিগ্রহ,নষ্টাশ্রম-ধর্ম্ম ও নষ্টবর্ণাশ্রম হইবে। জনপদ সকল অট্টশূল, চতুষ্পথ সকল শিবশূল, ও প্রমদা-বৃন্দ কেশশূল হইবে। যুগাক্ষয়ে এই সকল ঘটনা অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। বন-বাসিগণ হ্রস্বদেহ ও অল্পায়ু হইবে। নষ্টা-বশিষ্ট প্রজাবৃন্দ সরিৎ ও শৈলে বাস করিবে; ফল, মূল, ও পত্র তাহাদের আহার হইবে। বিষম বর্ণসঙ্করতা দোষ ঘটিবে। সকলেই চীর-চর্ম্মাজিন ধারণ করিবে। প্রজাগণের উপর দিয়া অশেষ উৎ-পাত উপদ্রব চলিতে থাকিবে। তাহাদের দুঃখের অবধি থাকিবে না। তাহারা বহু বাধা ভোগ করিবে এবং একান্তই নিঃস্ব হইয়া পড়িবে। সেই কালসন্ধ্যংশে প্রজাগণ এইরূপই ক্লেশ-কষ্ট প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর কলিযুগের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে! কলিযুগ ক্ষয় হইয়া গেলে তৎপরে পুনরায় সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। এই আমি যদুবংশবর্ণনপ্রসঙ্গে সংক্ষেপতঃ বিষ্ণুর কীর্ত্তিকথা ও দেবাসুরগণের সমস্ত কার্য্যকলাপ কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর তুর্ব্বসু, পুরু, দ্রুহ্য ও অনুর বংশবিবরণ বলিব।২৩৬—২৬৩

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
তুর্ব্বসোস্তু সুতো গর্ভো গোভানুস্তস্য চাত্মজঃ।
গোভানোস্তু সুতো বীরস্ত্রিসারিরপরাজিতঃ॥
করন্ধমস্তু ত্রৈসারির্ভরতস্তস্য চাত্মজঃ।
দুষ্মন্তঃ পৌরবস্যাপি তস্য পুত্রো হ্যকল্মষঃ॥ ২
এবং যযাতিশাপেন জরাসংক্রমণে পুরা।
তুর্ব্বসোঃ পৌরবং বংশং প্রবিবেশ পুরা কিল
দুষ্মন্তস্য তু দায়াদো বরূথো নাম পার্থিবঃ।
বরূথাৎ তু তথা ভীরঃ সন্ধানস্তস্য চাত্মজঃ॥ ৪
পাণ্ড্যশ্চ কেরলশ্চৈব চোলঃ কর্ণস্তথৈব চ!
তেষাং জনপদাঃ স্ফীতাঃ পাণ্ড্যাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ॥ ৫

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—তুর্ব্বসুর পুত্র গর্ভ, তৎ-পুত্র গোভানু, তৎপুত্র অপরাজিত ত্রিসারি, তৎপুত্র করন্ধম এবং তৎপুত্র ভরত। পৌরবের পুত্র পূতচরিত্র দুষ্মন্ত, ও তৎপুত্র অকল্মষ বরূথ। এইরূপে পুরাকালে যযাতির জরাসংক্রমণ-ব্যাপারে তদীয় শাপ বশতঃ তুর্ব্বসুর বংশবিস্তার হয়। দুষ্মন্তের পুত্র বরূথ, তৎপুত্র ভীর, তৎপুত্র সন্ধান, পাণ্ড্য, কেরল, চোল, ও কর্ণ। এই সকল পুত্রের অধিকৃত জনপদগুলিও পাণ্ড্য, চোল ও কেরল নামে

দ্রুহ্যস্য তনয়ৌ শূরৌ সেতুঃ কেতুস্তথৈব চ।
সেতুপুত্রঃ শরদ্বাংস্তু গন্ধারস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৬
খ্যায়তে যস্য নাম্নাসৌ গন্ধারবিষয়ো মহান্।
আরট্টদেশজাস্তস্য তুরগা বাজিনাং বরাঃ ॥ ৭
গন্ধারপুত্রো ধর্ম্মস্তু ঘৃতস্তস্যাত্মজোঽভবৎ।
ঘৃতাচ্চ বিদুষো জজ্ঞে প্রচেতাস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৮
প্রচেতসঃ পুত্রশতং রাজানঃ সর্ব্ব এব তে।
ম্লেচ্ছরাষ্ট্রাধিপাঃ সর্ব্বে উদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ ॥
অনোশ্চৈব সুতা বীরাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
সভানরশ্চাক্ষুষশ্চ পরমেষুস্তথৈব চ ॥ ১০
সভানরস্য পুত্রস্তু বিদ্বান্ কোলাহলো নৃপঃ।
কোলাহলস্য ধর্ম্মাত্মা সঞ্জয়ো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ১১
সঞ্জয়স্যাভবৎ পুত্রো বীরো নাম পুরঞ্জয়ঃ।
জন্মেজয়ো মহারাজ পুরঞ্জয়সুতোঽভবৎ ॥ ১২
জন্মেজয়স্য রাজর্ষের্ম্মহাশালোঽভবৎ সুতঃ।
আসীদিন্দ্রসমো রাজা প্রতিষ্ঠিতযশাভবৎ ॥ ১৩
মহামনাঃ সুতস্তস্য মহাশালস্য ধার্ম্মিকঃ।
সপ্তদ্বীপেশ্বরো জজ্ঞে চক্রবর্ত্তী মহামনাঃ ॥ ১৪
মহামনাস্তু দ্বৌ পুত্রৌ জনয়ামাস বিশ্রুতৌ।
উশীনরঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞং তিতিক্ষুঞ্চৈব তাবুভৌ ॥ ১৫
উশীনরস্য পত্ন্যস্তু পঞ্চ রাজর্ষিসম্ভবাঃ।
ভৃশা কৃশা নবা দর্শা যা চ দেবী দৃষদ্বতী ॥ ১৬
উশীনরস্য পুত্রাস্তু তাসু জাতাঃ কুলোদ্বহাঃ।
তপসা তে তু মহতা জাতা বৃদ্ধস্য ধার্ম্মিকাঃ ॥ ১৭
ভৃশায়াস্তু নৃগঃ পুত্রো নবায়া নব এব চ।
কৃশায়াস্তু কৃশো জজ্ঞে দর্শায়াঃ সুব্রতোঽভবৎ
দৃষদ্বত্যাঃ সুতশ্চাপি শিবিরৌশীনরো নৃপঃ ॥ ১৮
শিবেস্তু শিবয়ঃ পুত্রাশ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ।
পৃথুদর্ভঃ সুবীরশ্চ কেকয়ো ভদ্রকস্তথা ॥ ১৯
তেষাং জনপদাঃ স্ফীতাঃ কেকয়া ভদ্রকস্তথা।
শৌবীরাশ্চৈব পৌরাশ্চ নৃগস্য কেকয়াস্তথা ॥ ২০
সুব্রতস্য তথাম্বষ্ঠা কৃশস্য বৃষলা পুরী।
নবস্য নবরাষ্ট্রন্তু তিতিক্ষোস্তু প্রজাং শৃণু ॥ ২১

প্রসিদ্ধ। দ্রুহ্যের দুই পুত্র, সেতু ও কেতু। তন্মধ্যে সেতুর পুত্র শরদ্বান্, তৎপুত্র গন্ধার। এই গান্ধারের নামানুসারেই সুবিশাল গন্ধার দেশ প্রখ্যাত এবং তদীয় অধিকারভুক্ত আরট্ট-দেশীয় অশ্বসকল অশ্ব মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গন্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, তৎপুত্র ঘৃত, তৎপুত্র বিদুষ, তৎপুত্র প্রচেতা। এই প্রচেতার একশত পুত্র। ইঁহারা সকলেই রাজা হইয়া উত্তর দিক অধিকার করেন এবং ম্লেচ্ছ রাজ্যের অধিপতি হন। অনুর তিন পুত্র; তিন জনই বীর এবং পরম ধার্ম্মিক। তাঁহাদের নাম—সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেষু। সভানরের পুত্র বিদ্বান্ কোলাহল, তৎপুত্র ধর্ম্মাত্মা সঞ্জয়। সঞ্জয়ের পুত্র বীর পুরঞ্জয় পুরঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয়। তৎপুত্র মহাশাল, ইনি ইন্দ্রতুল্য প্রথিতযশা রাজা ছিলেন ১—১৩ ইঁহার পুত্রের নাম—মহামনা। মহামনা অতি ধার্ম্মিক রাজা; ইনি সপ্তদ্বীপাধিপতি চক্রবর্ত্তী ভূপতি হইয়াছিলেন। ইঁহার দুই বিশ্ব-বিশ্রুত পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের একের নাম—উশীনর, এবং অপর তিতিক্ষু। এই উভয় পুত্রই ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। পঞ্চ রাজর্ষিনন্দিনী উশীনরের পত্নী। এই পত্নীগণের নাম—ভৃশা, কৃশা, নবা, দর্শা ও দেবী দৃষদ্বতী। এই সকল পত্নীর গর্ভে রাজা উশীনরের বৃদ্ধ বয়সে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলেই কুলধুরন্ধর এবং পরম ধার্ম্মিক। এই সকল পুত্ররত্ন লাভ —বৃদ্ধ রাজার মহা-তপস্যারই ফল। তদীয় ভৃশা নাম্নী পত্নীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম নৃগ। এইরূপে নবার নব, কৃশার কৃশ, দর্শার সুব্রত এবং দৃষদ্বতীর গর্ভজাত পুত্র শিবি নামে প্রসিদ্ধ। শিবির বিশ্ববিশ্রুত চারি পুত্র। তাহাদের নাম— পৃথুদর্ভ, সুবীর, কেকয় ও ভদ্রক। এই সকল পুত্রাদিগের সুসমৃদ্ধ জনপদগুলির নাম—কেকয়, ভদ্রক, সৌবীর ও পৌর। উশীনরের ভৃশা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত পুত্র নৃগ নরপতির জনপদও কেকয় আখ্যায় অভিহিত। সুব্রতের পুরীর নাম । কৃশের বৃষলা এবং নবের নব-

তিতিক্ষুরভবদ্রাজা পূর্ব্বস্যাং দিশি বিশ্রুতঃ।
বৃষদ্রথঃ সুতস্তস্য তস্য সেনোঽভবৎ সুতঃ॥২২
সেনস্য সুতপা জজ্ঞে সুতপস্তনয়ো বলিঃ।
জাতো মানুষযোন্যান্তু ক্ষীণে বংশে প্রজেচ্ছয়া
মহাযোগী তু স বলির্বদ্ধো বন্ধৈর্মহাত্মনা।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস ক্ষেত্রজান্ পঞ্চ পার্থিবান্॥
অঙ্গং স জনয়ামাস বঙ্গং সুহ্মং তথৈব চ।
পুণ্ড্রং কলিঙ্গঞ্চ তথা বালেয়ং ক্ষেত্রমুচ্যতে।
বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্য বংশকরাঃ প্রভোঃ
বলেশ্চ ব্রহ্মণা দত্তো বরঃ প্রীতেন ধীমতঃ।
মহাযোগিত্বমায়ুশ্চ কল্পস্য পরিমাণকম্॥ ২৬
সংগ্রামে চাপ্যজেয়ত্বং ধর্ম্মে চৈবোত্তমা মতিঃ।
ত্রৈকাল্যদর্শনঞ্চৈব প্রাধান্যং প্রসবে তথা॥২৭
জয়ঞ্চাপ্রতিমং যুদ্ধে ধর্ম্মে তত্ত্বার্থদর্শনম্।
চতুরো নিয়তান্ বর্ণান্ স বৈ স্থাপয়িতা প্রভুঃ
তেষাঞ্চ পঞ্চ দায়াদা বঙ্গাঙ্গাঃ সুহ্মকাস্তথা।
পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গাশ্চ তথা অঙ্গস্য তু নিবোধত॥২৯

মুনয় ঊচুঃ।

কথং বলেঃ সুতা জাতাঃ পঞ্চ তস্য মহাত্মনঃ।
কিন্নাম্নী মহিষী তস্য জনিতা কতমো ঋষিঃ॥৩০
কথঞ্চোৎপাদিতাস্তেন তন্ন প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্।
মাহাত্ম্যঞ্চ প্রভাবঞ্চ নিখিলেন বদস্ব তৎ॥৩১

সূত উবাচ।

অথোশিজ ইতি খ্যাত আসীদ্বিদ্বানৃষিঃ পুরা।
পত্নী বৈ মমতা নাম বভূবাস্য মহাত্মনঃ॥৩২
উশিজস্য যবীয়ান বৈ ভ্রাতৃপত্নীমকাময়ৎ।
বৃহস্পতির্মহাতেজা মমতামেত্য কামতঃ॥৩৩
উবাচ মমতা তন্তু দেবরং বরবর্ণিনী।
অন্তর্ব্বত্ন্যস্মি তে ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য তু বিরম্যতাম্
অয়ন্তু মে মহাভাগ গর্ভঃ কুপ্যেদ্বৃহস্পতে।
ঔশিজো ভ্রাতৃজস্তস্তে সোপাঙ্গং বেদমুদ্গিরন্

রাষ্ট্র পুরী প্রসিদ্ধ। এক্ষণে তিতিক্ষুর বংশ-বিবরণ শ্রবণ করুন। ১৪—২১। তিতিক্ষু পূর্ব্ব দেশের রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুত্রের নাম—বৃষদ্রথ, তৎপুত্র সেন, তৎপুত্র সুতপা ও তৎপুত্র বলি। এই বলিরাজ বংশক্ষয়ের উপক্রমে প্রজাভিলাষে মানুষ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাযোগী ছিলেন। ইঁহার ঔরস পুত্র ছিল না। ইনি পঞ্চ ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করান। এই পুত্র-গণের নাম—অঙ্গ, বঙ্গ, শুহ্ম, পুণ্ড্র, এবং কলিঙ্গ। ইঁহারা বালেয় ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত। বালেয়গণ ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়া বলির বংশধর হন। ব্রহ্মা প্রীত হইয়া ধীমান্ বলিকে বর দিয়া-ছিলেন। সেই বরপ্রভাবে তিনি মহা-যোগিত্ব, কল্পপরিমাণ পরমায়ু, সংগ্রামে অজেয়তা, ধর্ম্মে উত্তম মতি, ত্রৈলোক্যদর্শনে সামর্থ্য, প্রসবে প্রাধান্য, যুদ্ধে অপ্রতিম জয় এবং ধর্ম্মবিষয়ক তত্ত্বার্থ-নিরূপণে পাণ্ডিত্য-লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মবরেই চতুর্ব্বর্ণের স্থাপয়িতা হন। তদীয় ক্ষেত্রজ পঞ্চপুত্র হইতে বঙ্গ, অঙ্গ, শুহ্মক, পুণ্ড্র, ও অনঙ্গ নামে পঞ্চ বংশ প্রখ্যাত হয়। তাঁহাদের বিবরণ শ্রবণ কর। মুনিগণ কহিলেন,—হে সূত! মহাত্মা বলির কিরূপে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইল, তাঁহার মহিষীর নাম কি? কোন্ ঋষিই বা ঐ সকল পুত্রের জনয়িতা? কিরূপেই বা ইহারা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইল? এই সকল আমাদের নিকট বল—এবং তাঁহার মাহাত্ম্য ও প্রভাবও আমা-দিগের নিকট বিস্তৃতরূপে বর্ণন কর। সূত বলিলেন,—পুরাকালে উশিজ নামে এক ঋষি ছিলেন। সেই মহাত্মা ঋষির পত্নীর নাম ছিল মমতা। উশিজ ঋষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাতেজা বৃহস্পতি স্বীয় ভ্রাতৃপত্নী মমতাকে কামনা করেন এবং মমতার সহিত সঙ্গত হইবার জন্য তৎসমীপে উপস্থিত হন। বর-বর্ণিনী মমতা দেবর বৃহস্পতিকে বলেন,—আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী; বিশে-ষতঃ এক্ষণে অন্তর্ব্বত্নী; সুতরাং তুমি এ কার্য্য হইতে বিরত হও। হে বৃহস্পতে! এই আমার গর্ভস্থ বালক, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে উৎপন্ন; এই বালক মদীয়

অমোঘরেতাস্ত্বঞ্চাপি ন মাং ভজিতুমর্হসি।
অস্মিন্নেব গতে কালে যথা বা মন্যসে প্রভো
এবমুক্তস্তথা সম্যগ্‌বৃহত্তেজা বৃহস্পতিঃ।
কামাত্মা স মহাত্মাপি ন মনঃ সোঽভ্যবারয়ৎ॥
সম্বভূবৈব ধর্ম্মাত্মা তয়া সার্দ্ধমকাময়া।
উৎসৃজন্তন্তু তদ্রেতো বাচং গর্ভোঽভ্যভাষত
ভো তাত বাচামধিপ দ্বয়োর্নাস্তীহ সংস্থিতিঃ।
অমোঘরেতাস্ত্বঞ্চাপি পূর্ব্বঞ্চাহমিহাগতঃ॥ ৩৯
সোঽশপৎ তং ততঃ ক্রুদ্ধ এবমুক্তো বৃহস্পতিঃ
পুত্রং জ্যেষ্ঠস্য বৈ ভ্রাতুর্গর্ভস্থং ভগবানৃষিঃ॥৪০
যস্মাৎ ত্বমীদৃশে কালে গর্ভস্থোঽপি নিষেধসি
মামেবমুক্তবাংস্তস্মাৎ তমো দীর্ঘং প্রবেক্ষ্যসি
ততো দীর্ঘতমা নাম শাপাদৃষিরজায়ত।

অতোঽংশজো বৃহৎকীর্ত্তির্বৃহস্পতিরিবৌজসা
ঊর্দ্ধরেতাস্ততঃ স বৈ বসতে ভ্রাতুরাশ্রমে।
স ধর্ম্মান্ সৌরভেয়াংস্তু বৃষভাচ্ছ্রুতবাংস্ততঃ॥
তস্য ভ্রাতা পিতৃব্যেয়শ্চকার ভরণং তদা।
তস্মিন্নিবসতস্তস্য যদৃচ্ছেবাগতো বৃষঃ॥ ৪৪
যজ্ঞার্থমাহৃতান্ দর্ভাংশ্চচার সুরভীসুতঃ।
জগ্রাহ তং দীর্ঘতমাঃ শৃঙ্গয়োস্তু চতুষ্পদম্॥৪৫
তেনাসৌ নিগৃহীতশ্চ ন চচাল পদাৎ পদম্।
ততোঽব্রবীদ্‌বৃষস্তং বৈ মুঞ্চ মাং বলিনাং বর॥
ন ময়াসাদিতস্তাত বলবাংস্ত্বৎসমঃ ক্বচিৎ।
মম চান্যঃ সমো বাপি ন হি মে বলসংখ্যয়া।
মুঞ্চ তাতেতি চ পুনঃ প্রীতস্তেঽহং বরং বৃণু॥
এবমুক্তোঽব্রবীদেনং জীবন্মে ত্বং ক যাস্যসি।

গর্ভে থাকিয়াই সাঙ্গ বেদ উচ্চারণ করিতেছে। অন্যদিকে হে মহাভাগ! তোমার বীর্য্য অমোঘ। অতএব হে অনঘ! তুমি আমার সহিত সঙ্গ কামনা পরিত্যাগ কর। অথবা হে প্রভো! এই বর্ত্তমান কাল অতীত হইলে তোমার যেরূপ অভিপ্রায়, করিতে পার। মমতা এই কথা কহিলেন; কিন্তু সেই বৃহত্তেজা বৃহস্পতি মহাত্মা হইয়াও কামাত্মতা নিবন্ধন স্বীয় মন নিবারণ করিতে পারিলেন না। তিনি সেই অকামা মমতার সহিত সঙ্গত হইলেন। অনন্তর বৃহস্পতি যখন শুক্র পরিত্যাগ করিবেন, তখন সেই গর্ভস্থ বালক তাঁহাকে বলিল—হে তাত! বাগীশ! আপনি অমোঘরেতাঃ। আপনার বীর্য্যপাতে জীবোৎপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী। কিন্তু এ গর্ভে দুই জনের স্থানসঙ্কুলন হইবে না; আমি ইহাতে পূর্ব্বে আসিয়া বাস করিয়াছি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বীর্য্যোৎপন্ন গর্ভস্থ বালকের এই কথায় ভগবান্ বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন; ২২-৪০। বলিলেন, তুই গর্ভে থাকিয়া যখন আমার ঈদৃশ কালে বীর্য্যপাত করিতে নিষেধ করিতেছিস্; তখন তুই দীর্ঘ তমোরাশি মধ্যে প্রবেশ করিবি। অনন্তর বৃহস্পতির শাপে সেই গর্ভস্থ বালক দীর্ঘতমা নামে ঋষি হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি তেজস্বিতায় বৃহৎকীর্ত্তি বৃহস্পতির সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। ঋষি দীর্ঘতমা ঊর্দ্ধরেতা হইয়া তদীয় ভ্রাতার আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার ভরণ পোষণ করেন। দীর্ঘতমা তথায় থাকিয়া বৃষের নিকট হইতে সৌরভেয় ধর্ম্ম শ্রবণ করেন। একদা তদীয় আশ্রমবাসকালে সুরভী সহ এক বৃষ তথায় যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিয়া যজ্ঞার্থ সংগৃহীত দর্ভসমূহোপরি বিচরণ করিতে লাগিল। তখন দীর্ঘতমা সেই বৃষভের শৃঙ্গদ্বয় টানিয়া ধরিলেন। তৎকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া বৃষভ এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। সে কহিল—হে বলিপ্রবর! আমায় আপনি পরিত্যাগ করুন। হে তাত! আমি কুত্রাপি ভবৎসদৃশ বলবান্ ব্যক্তির হস্তে পতিত হই নাই; অথচ বলবত্তায় আমার সমান অন্য কেহই নাই। হে তাত! পুনরায় বলিতেছি, তুমি আমায় পরিত্যাগ কর। আমি প্রীত হইয়াছি, আমার নিকট বর গ্রহণ কর। বৃষভ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দীর্ঘতমা বলিলেন, আমার জীবন থাকিতে

এষ ত্বাং ন বিমোক্ষ্যামি পরস্বাদং চতুষ্পদম্॥
বৃষভ উবাচ।
নাস্মাকং বিদ্যতে তাত পাতকং স্তেয়মেব চ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যং তথা চৈব পেয়াপেয়ং তথৈব চ॥
দ্বিপদাং বহবো হ্যেতে ধর্ম্ম এষ গবাং স্মৃতঃ।
কার্য্যাকার্য্যে ন বাগম্যাগমনঞ্চ তথৈব চ॥৫০
সূত উবাচ।
গবাং ধর্ম্মস্তু বৈ শ্রুত্বা সম্ভ্রান্তস্ত বিসৃজ্য তম্।
শক্ত্যান্নপানদানাদ্যৈ গোপতিং সম্প্রসাদয়ৎ॥
প্রসাদিতে গতে তস্মিন্ গোধর্ম্মং ভক্তিতস্ত সঃ
মনসৈব সমাদধ্যৌ তন্নিষ্ঠস্তৎপরো হি সঃ॥৫২
ততো যবীয়সঃ পত্নীং গৌতমস্যাভ্যপদ্যত।
কৃতাবলেপাং তাং মত্বা সোঽনডুানিব ন ক্ষমে
গোধর্ম্মস্তু পরং মত্বা স্নুষাং তামভ্যপদ্যত।
নির্ভর্ৎস্য চৈনং রুদ্ধা চ বাহুভ্যাং সম্প্রগৃহ্য চ॥
ভাব্যমর্থন্তু তং জ্ঞাত্বা মাহাত্ম্যাৎ তমুবাচ সা।
বিপর্য্যয়ন্তু ত্বং লব্ধা অনড্বানিব বর্ত্তসে॥ ৫৫
গম্যাগম্যং ন জানীষে গোধর্ম্মাৎ প্রার্থয়ন্
সুতাম্।
দুর্বৃত্তং ত্বাং ত্যজাম্যদ্য গচ্ছ ত্বং স্বেন কর্ম্মণা
কাষ্ঠে সমুদ্রে প্রক্ষিপ্য গঙ্গাম্ভসি সমুৎসৃজৎ॥
যস্মাৎ ত্বমন্ধো বৃদ্ধশ্চ ভর্ত্তব্যো দুরধিষ্ঠিতঃ॥৫৭
তমুহ্যমানং বেগেন স্রোতসোঽভ্যাসমাগতঃ।
জগ্রাহ তং স ধর্ম্মাত্মা বলির্বৈরোচনিস্তদা॥ ৫৮
অন্তঃপুরে জুগোপৈনং ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ তর্পয়ন্
প্রীতশ্চৈবং বরেণৈব চ্ছন্দয়ামাস বৈ বলিম্॥৫৯
তস্মাচ্চ স বরং বব্রে পুত্রার্থে দানবর্ষভঃ।

তুই কোথায় যাইবি! তুই পরস্বভক্ষক চতুষ্পদ, তোকে আমি ছাড়িব না। বৃষভ কহিল, হে তাত! আমাদের কোন পাতক বা স্তেয় নাই এবং কোন ভক্ষ্যাভক্ষ্য বা পেয়া পেয়ও নাই। দ্বিপদদিগের বহু ধর্ম্ম বিদ্যমান; কিন্তু আমরা চতুষ্পাদ গোজাতি, আমাদের ইহাই ধর্ম্ম যে, আমাদের কার্য্যাকার্য্য বা গম্যাগম্য বিচার কিছুই নাই। সূত বলিলেন, ঋষি দীর্ঘতমা গোজাতির ধর্ম্মকাহিনী শ্রবণ করিয়া সেই বৃষভকে ছাড়িয়া দিলেন এবং যথাশক্তি অন্নপানাদি দ্বারা তাহাকে প্রসাদিত করিলেন। বৃষভ প্রসাদিত হইয়া চলিয়া গেলে, ঋষি দীর্ঘতমা ভক্তির সহিত মনে মনে গোধর্ম্মতত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তন্নিষ্ঠ ও তৎপর হইয়া রহিলেন। অনন্তর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌতমের পত্নীর নিকট তিনি কাম প্রার্থনায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু গৌতমপত্নী সগর্ব্বে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, বুঝিয়াও বলীবর্দ্দের স্থায় কিছুতেই তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি গোধর্ম্মকেই সার জ্ঞানে সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর নিকট পুনরপি কামাকাঙ্ক্ষায় উপস্থিত হইলেন। গৌতমপত্নী এবার তাঁহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন এবং বাহুদ্বয় দ্বারা তাঁহাকে সবলে ধারণ ও বন্ধন করিয়া ভাবী অর্থ অবগত হইয়াই যেন তাঁহাকে স্বীয় অসামান্ত মাহাত্ম্য বশতঃ বলিলেন, ওহে, তুমি বুদ্ধি বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইয়া বলীবর্দ্দের স্থায় ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমার গম্যাগম্য জ্ঞান নাই; তুমি গোধর্ম্মানুসারে স্বীয় কন্যাস্থানীয়াকেও প্রার্থনা করিতেছ। দুর্বৃত্ত তুমি, তোমায় অদ্য পরিত্যাগ করিতেছি, তুমি স্বীয় কর্ম্মানুসারে যথেচ্ছ গমন কর। তুমি অন্ধ ও বৃদ্ধ; এ হেন দুরাবস্থায় তোমাকে ভরণ করিতে হয়, অতএব দূর হও, এই বলিয়া তিনি তাহাকে একটা কাষ্ঠ পেটিকায় নিক্ষেপ করিয়া গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিলেন।৪১-৫৭। তখন গঙ্গার খরস্রোতে তিনি বাহিত হইয়া একস্থানে তটপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিরোচন-নন্দন ধর্ম্মাত্মা বলি তখন তাঁহাকে লইয়া গিয়া স্বীয় অন্তঃপুর মধ্যে রাখিয়া দিলেন এবং যথাযোগ্য খাদ্য-পেয় প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীর্ঘতমা প্রীত হইয়া বলিকে বরদানে উদ্যত হইলেন। দানবরাজ বলি তাঁহার নিকট পুত্র লাভার্থ বর গ্রহণ

·সন্তানার্থং মহাভাগ ভার্য্যায়াং মম মানদ।
পুত্রান্ ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞানুৎপাদয়িতুমর্হসি॥ ৬০
এবমুক্তোঽথ দেবর্ষিস্তথাস্ত্বিত্যুক্তবান্ প্রভুঃ।
স তস্মৈ রাজা স্বাং ভার্য্যাং সুদেষ্ণাং নাম প্রাহিণোৎ।
অন্ধং বৃদ্ধঞ্চ তং জ্ঞাত্বা ন সা দেবী জগাম হ॥
শূদ্রাং ধাত্রেয়িকাং তস্মৈ অন্ধায় প্রাহিণোত্তদা
তস্যাং কাক্ষীবদাদীংশ্চ শূদ্রযোনাবৃষির্বশী॥ ৬২
জনয়ামাস ধর্ম্মাত্মা শূদ্রানিত্যেবমাদিকম্।
উবাচ তং বলী রাজা দৃষ্ট্বা কাক্ষীবদাদিকান্॥

রাজোবাচ।

প্রবীণানৃষিধর্ম্মস্য চেশ্বরান্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
বিদ্বান্ প্রত্যক্ষধর্ম্মাণাং বুদ্ধিমান্ বৃত্তিমান্ শুচীন্॥ ৬৪
মমৈব চেতিহোবাচ তং দীর্ঘতমসং বলিঃ।
নেত্যুবাচ মুনিস্তং বৈ মমৈবমিতিচাব্রবীৎ॥৬৫
উৎপন্নাঃ শূদ্রযোনৌ তু ভবচ্ছন্দে সুরোত্তম।
অন্ধং বৃদ্ধঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা সুদেষ্ণা মহিষী তব।
প্রাহিণোদবমানান্মে শূদ্রাংধাত্রেয়িকাং নৃপ॥৬৬
ততঃ প্রসাদয়ামাস বলিস্তমৃষিসত্তমম্।
বলিঃ সুদেষ্ণাং তাং ভার্য্যাং ভর্ৎসয়ামাস দানবঃ॥ ৬৭
পুনশ্চৈনামলঙ্কৃত্য ঋষয়ে প্রত্যপাদয়ৎ।
তাং স দীর্ঘতমা দেবীং তথা কৃতবতীং তদা॥
দধ্না লবণমিশ্রেণ ত্বভ্যক্তং মধুকেন তু।
লিহ মামজুগুপ্সন্তী আপাদতলমস্তকম্।
ততস্ত্বং প্রাপ্স্যসে দেবি পুত্রান্ বৈ মনসেপ্সিতান্॥ ৬৯
তস্য সাতদ্বচো দেবী সর্ব্বং কৃতবতী তদা।
তস্য সা পানমাসাদ্য দেবী পরিহরৎ তদা॥৭০
তামুবাচ ততঃ সোঽথ যৎ তে পরিহৃতং শুভে
বিনাপানং কুমারস্তু জনয়িষ্যসি পূর্ব্বজম্॥ ৭১*

সুদেষ্ণোবাচ।

নার্হসি ত্বং মহাভাগ পুত্রং মে দাতুমীদৃশম্।

করিলেন, বলিলেন,—হে মানদ! আপনি মদীয় ভার্য্যায় কয়েকটী ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ পুত্র উৎপাদন করুন। রাজা এই কথা কহিলে,—ঋষি দীর্ঘতমা বলিলেন,—'তথাস্তু'। তখন রাজা স্বীয় পত্নী সুদেষ্ণাকে তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজমহিষী সেই ঋষিকে অন্ধ এবং বৃদ্ধ দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন না; তিনি কোন শূদ্রা ধাত্রীকে ঋষির নিকট প্রেরণ করিলেন। ঋষি দীর্ঘতমা সেই শূদ্রার গর্ভে কাক্ষিবান্ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র উৎপাদন করিলেন। বুদ্ধিমান্ বলি রাজা সেই কাক্ষীবান্ প্রভৃতিকে দেখিয়া ঋষিকে বলিলেন,—এই পুত্রগণ ঋষিধর্ম্মে প্রবীণ, ব্রহ্মবাদী, প্রভু, প্রত্যক্ষ ধর্ম্মজ্ঞ, বিশুদ্ধস্বভাব ও বিশুদ্ধ বৃত্তিশালী; ইহারাই আমার পুত্র হইল। ঋষি দীর্ঘতমা বলিলেন,—না—ইহারা আমারই পুত্র। হে অসুরবর! তোমার অভিপ্রায় মতে ইহারা আমা হইতে শূদ্রযোনিতে জন্মিয়াছে। হে নৃপ! তোমার মহিষী সুদেষ্ণা আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ জানিয়া আমার প্রতি অবমাননা করত কোন এক শূদ্রা ধাত্রীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারই গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। তৎশ্রবণে বলি সেই ঋষিবরকে প্রসাদিত করিলেন এবং স্বীয় ভার্য্যা সুদেষ্ণাকে ভর্ৎসনা করিলেন। পরে পুনরায় স্বীয় পত্নীকে অলঙ্কৃত করিয়া ঋষিপার্শ্বে প্রেরণ করিলেন। দীর্ঘতমা সেই সমাগতা বিভূষিতা রাজপত্নীকে বলিলেন, তুমি প্রীতিভরে লবণ, দধি ও মধু দ্বারা অভ্যক্ত মদীয় আপাদ মস্তক দেহ লেহন কর। হে দেবি! এইরূপ করিলেই তুমি মনোবাঞ্ছিত পুত্রসকল প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ৫৮—৬৯। দেবী সুদেষ্ণা তখন তাঁহার কথা মত সমস্ত কার্য্যই করিলেন। কিন্তু ঋষির গুহ্যদেশ লেহন করিলেন না, তাহাতে ঋষি তাঁহাকে বলিলেন,—হে শুভে! তুমি এই স্থান পরিত্যাগ করিলে, এই জন্য প্রথমে তুমি এক গুহ্যহীন কুমার প্রসব করিবে। সুদেষ্ণা

তোষিতশ্চ যথাশক্তি প্রসাদং কুরু মে প্রভো

দীর্ঘতমা উবাচ।

তবাপচারাদ্দেব্যেষ নান্যথা ভবিতা শুভে।
নৈব দাস্যতি পুত্রস্তে পৌত্রো বৈ দাস্যতে ফলম্॥ ৭৩
তস্যাপানং বিনা চৈব যোগ্যভাবো ভবিষ্যতি
তস্মাদ্দীর্ঘতমাঙ্গেষু কুক্ষৌ স্পৃষ্ট্বেদমব্রবীৎ॥ ৭৪
প্রাশিতং যদ্‌যদগ্রেষু ন সোপস্থং শুচিস্মিতে।
তেন তিষ্ঠন্তি তে গর্ভে পৌর্ণমাস্যামিবোড়ুরাট্
ভবিষ্যন্তি কুমারাস্ত পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ।
তেজস্বিনঃ সুবৃত্তাশ্চ যজ্বানো ধার্ম্মিকাশ্চ তে॥

সূত উবাচ।

তদংশস্তু সুদেষ্ণায়া জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো ব্যজায়ত।
অঙ্গস্তথা কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মস্তথৈব চ॥ ৭৭
বঙ্গরাজস্ত পঞ্চৈতে বলেঃ পুত্রাশ্চ ক্ষেত্রজাঃ।
ইত্যেতে দীর্ঘতমসা বলের্দত্তাঃ সুতাস্তথা॥ ৭৮
প্রতিষ্ঠামাগতানাং হি ব্রাহ্মণ্যং কারয়ংস্ততঃ।
ততো মানুষযোন্যাং স জনয়ামাস বৈ প্রজাঃ॥
ততস্তং দীর্ঘতমসং সুরভির্বাক্যমব্রবীৎ।
বিচার্য্য যস্মাদ্গোধর্ম্মং প্রমাণস্তে কৃতং বিভো
ভক্ত্যা চানন্যয়াস্মাসু তেন প্রীতাস্মি তেঽনঘ
তস্মাৎ তুভ্যং তমো দীর্ঘমাঘ্রায়াপনুদামি বৈ॥
বার্হস্পত্যস্তথৈবৈষ পাপ্মা বৈ তিষ্ঠতি ত্বয়ি।
জরাং মৃত্যুং তমশ্চৈব আঘ্রায়াপনুদামি তে॥
সদ্যঃ স ঘ্রাতমাত্রস্ত অসিতো মুনিসত্তম।
আয়ুষ্মাংশ্চ বপুষ্মাংশ্চ চক্ষুষ্মাংশ্চ ততোঽভবৎ
গোঽভ্যাহতে তমসি বৈ গৌতমস্ততোঽভবৎ
কাক্ষীবাংস্ত ততো গত্বা সহ পিত্রা গিরিব্রজম্
দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা পিতুঃ সো বৈ হ্যপবিষ্টাশ্চরংস্তপঃ।

কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি আমায় ঈদৃশ পুত্র প্রদান করিবেন না। আমি যথাশক্তি আপনার পরিতোষ জন্মাইয়াছি। হে প্রভো! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। দীর্ঘতমা কহিলেন, হে দেবি! তোমারই দোষে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে; সুতরাং ইহার অন্যথা হইতে পারে না। তবে কথা এই যে, তোমার পুত্র এরূপ ফল দান করিবে না সত্য; কিন্তু পৌত্র হইতে তুমি ঐ ফল প্রাপ্ত হইবে। গুহ্য দেশ বিনাও পৌত্র তোমার যোগ্যতাভাগী হইবে! অনন্তর দীর্ঘতমা স্বীয় অঙ্গ ও কুক্ষি প্রভৃতি স্পর্শ করিয়া বলিলেন, হে শুচিস্মিতে! তুমি আমার উপস্থ ব্যতীত প্রতি অঙ্গ লেহন করিয়াছ; অতএব তোমার গর্ভে পূর্ণচন্দ্রবৎ পঞ্চপুত্র অবস্থান করিবে এবং তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া পঞ্চ দেবকুমারতুল্য আকৃতি-সম্পন্ন হইবে। তোমার সেই পুত্রগণ সকলেই তেজস্বী, সুবৃত্ত, যজ্বা ও ধার্ম্মিক হইবে। সূত বলিলেন,—অনন্তর দীর্ঘতমার অংশে সুদেষ্ণার জ্যেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইল। এই পুত্রের নাম—অঙ্গ; পরে কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ নামে চারি পুত্র জন্মিল। এইরূপে বলির পঞ্চ ক্ষেত্রজ পুত্র হইয়াছিল। ঋষি দীর্ঘ-তমা এই সকল পুত্র বলিরাজকে প্রদান করেন। পরে তাঁহারা যোগ্য হইলে তাহা-দিগের ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত সংস্কার করাইলেন। অনন্তর ঐ ঋষি মানুষযোনিতে বহু পুত্র উৎপাদন করেন। পরে একদিন সুরভি আসিয়া দীর্ঘতমাকে বলিলেন,—হে বিভো! তুমি গোধর্ম্ম বিচার করিয়া প্রমাণ করিয়াছ; এই জন্য তোমার দীর্ঘ তমঃ আমি আঘ্রাণ করিয়া অপনয়ন করিব। এই তমঃ তোমার দেহে বৃহস্পতির পাপরূপে অবস্থান করিতেছে। যাহা হউক, তোমার জরা মরণ ও এই তম, আমি আঘ্রাণ করিয়া অপ-নীত করিতেছি। সুরভি এই বলিয়া আঘ্রাণ করিবামাত্র সেই মুনিশ্রেষ্ঠ সদ্যই আয়ুষ্মান্, বপুষ্মান্ ও চক্ষুষ্মান্ হইয়া উঠিলেন। গোকর্ত্তৃক তদীয় তমঃ অপহৃত হইল বলিয়া তিনি গৌতম আখ্যায় অভিহিত হইলেন। অনন্তর কাক্ষীবান্ পিতার সহিত গিরিব্রজে গমন করিয়া তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শন করত দীর্ঘকাল তপস্যায়

ততঃ কালেন মহতা তপসা ভাবিতস্তু সঃ ॥৮৫
বিধূয় মাতৃজং কায়ং ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তবান্ বিভুঃ।
ততোঽব্রবীৎ পিতাতং বৈ পুত্রবানস্ম্যহং ত্বয়া
সৎপুত্রেণ তু ধর্ম্মজ্ঞ কৃতার্থোঽহং যশস্বিনা।
মুক্ত্বাত্মানং ততোঽসৌ বৈ প্রাপ্তবান্ ব্রহ্মণঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৮৭
ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্য কাক্ষীবান্‌সহস্রমসৃজৎ সুতান্
কৌষ্মাণ্ডা গৌতমাশ্চৈব স্মৃতাঃ কাক্ষীবতঃ সুতাঃ ॥ ৮৮
ইত্যেষ দীর্ঘতমসো বলের্বৈরোচনস্য চ।
সমাগমো বঃ কথিতঃসন্ততিশ্চোভয়োস্তথা ॥৮৯
বলিস্তানভিনন্দ্যাহ পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্।
কৃতার্থঃ সোঽপি ধর্ম্মাত্মা যোগমায়াবৃতঃ স্বয়ম্ ॥
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং কালপেক্ষঃ স বৈ প্রভুঃ।
তত্রাঙ্গস্য তু দায়াদো রাজাসীদ্দধিবাহনঃ ॥ ৯১
দধিবাহনপুত্রস্তু রাজা দিবিরথঃ স্মৃতঃ।

আসীদ্দিবিরথাপত্যং বিদ্বান্‌ধর্ম্মরথো নৃপঃ ॥৯২
স হি ধর্ম্মরথঃ শ্রীমাংস্তেন বিষ্ণুপদে গিরৌ।
সোমঃ শুক্রেণ বৈ রাজ্ঞা সহ পীতো মহাত্মনা ॥
অথ ধর্ম্মরথস্যাভূৎ পুত্রশ্চিত্ররথঃ কিল।
তস্য সত্যরথঃ পুত্রস্তস্মাদ্দশরথঃ কিল ॥ ৯৪
লোমপাদ ইতি খ্যাতস্তস্য শান্তা সুতাভবৎ।
অথ দাশরথির্বীরশ্চতুরঙ্গো মহাযশাঃ ॥ ৯৫
ঋষ্যশৃঙ্গপ্রসাদেন জজ্ঞে সকুলবর্দ্ধনঃ।
চতুরঙ্গস্য পুত্রস্তু পৃথুলাক্ষ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৯৬
পৃথুলাক্ষসুতশ্চাপি চম্পনামা বভূব হ।
চম্পস্য তু পুরী চম্পা পূর্ব্বং যা মালিনোঽভবৎ
পূর্ণভদ্রপ্রসাদেন হর্য্যঙ্গোঽস্য সুতোঽভবৎ।
জজ্ঞে বিভাণ্ডকাচ্চাস্য বারণঃ শক্রবারণঃ ॥৯৮
অবতারয়ামাস মহীং মন্ত্রৈর্বাহনমুত্তমম্।
হর্য্যঙ্গস্য তু দায়াদো জাতো ভদ্ররথঃ কিল ॥৯৯
অথ ভদ্ররথস্যাসীদ্‌বৃহৎকর্ম্মা জনেশ্বরঃ।

নিরত হইলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে তিনি তথায় সিদ্ধ হইয়া মাতৃজাত কলেবর পরিহার করত ব্রহ্মণ্য লাভ করিলেন। তৎপরে পিতা তাঁহাকে বলিলেন,—পুত্র! আমি তোমা দ্বারাই পুত্রবান্ হইয়াছি। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তোমা হেন সাধু ও যশস্বী পুত্র দ্বারা আমি কৃতার্থ হইলাম। এই বলিয়া তৎপিতা দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলেন। কাক্ষীবান্ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। কাক্ষীবানের পুত্রগণ কৌষ্মাণ্ড ও গৌতম আখ্যায় প্রসিদ্ধ হইল। ৭০—৮৮। এই আমি আপনাদিগের নিকট বিরোচননন্দন বলি ও দীর্ঘতমা ঋষির সমাগম-বৃত্তান্ত এবং উভয়ের সন্ততিবিস্তৃতির কথা কহিলাম। রাজা বলি তাঁহার সেই নিষ্পাপ পঞ্চ পুত্রকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন,—আমি তোমাদের ন্যায় পুত্রগণকে পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। এই বলিয়া সেই ধর্ম্মাত্মা নিজেই যোগমায়ায় আবৃত হইয়া কালধর্ম্ম গ্রহণ করত সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইলেন। বলি-পুত্র অঙ্গের আত্মজ রাজা দধিবাহন। তৎপুত্র রাজা দিবিরথ, তৎপুত্র বিদ্বান্ ধর্ম্মরথ। এই ধর্ম্মরথ সাতিশয় শ্রীমান্ ছিলেন। ইনি ইহাঁর মহাত্মা পিতার সহিত বিষ্ণুপদপর্ব্বতে সোম পান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ; তৎপুত্র সত্যরথ; তৎপুত্র দশরথ; তৎপুত্র চতুরঙ্গ; ইনি লোমপাদ নামে খ্যাত। দশরথের শান্তা নামে এক কন্যাসন্তানও জন্মগ্রহণ করে। রাজা চতুরঙ্গ মহাযশা ছিলেন। তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির প্রসাদে স্বীয় বংশের ধুরন্ধর হন। চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ নামে বিখ্যাত। পৃথুলাক্ষের পুত্র চম্প। চম্পের চম্পা নাম্নী পুরী ছিল। এই পুরী পূর্ব্বে মালিনী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পূর্ণভদ্রের প্রসাদে পৃথুলাক্ষের এক পুত্র হয়। ইহার নাম হর্য্যঙ্গ। বিভাণ্ডক ঋষির প্রভাবে ইহার এক শক্রবারণ বারণ উৎপন্ন হয়। এই উত্তম বাহন বারণ মন্ত্রপ্রভাবে মহীতলে অবতারিত হইয়াছিল। হর্য্যঙ্গের পুত্র ভদ্ররথ, তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা,

বৃহদ্ভানুঃ সুতস্তস্য তস্মাজ্জজ্ঞে মহাত্মবান্ ॥১০
বৃহদ্ভানুস্তু রাজেন্দ্রো জনয়ামাস বৈ সুতম্।
নাম্না জয়দ্রথং নাম তস্মাদ্বৃহদ্রথো নৃপঃ ॥১০১

দায়াদস্তস্য চাঙ্গো বৈ তস্মাৎ কর্ণোঽভবন্নৃপঃ ॥
কর্ণস্য বৃষসেনস্তু পৃথুসেনস্তথাত্মজঃ।
এতেঽঙ্গস্যাত্মজাঃ সর্ব্বে রাজানঃ কীর্ত্তিতা ময়া।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যাচ্চ পূরোস্তু শৃণুত দ্বিজাঃ ॥
ঋষয় ঊচুঃ।
কথং সূতাত্মজঃ কর্ণঃ কথমঙ্গস্য চাত্মজঃ।
এতদিচ্ছামহে শ্রোতুমত্যন্তকুশলো হ্যসি ॥১০৪
সূত উবাচ।
বৃহদ্ভানুসুতো জজ্ঞে রাজা নাম্না বৃহন্মনাঃ।
তস্য পত্নীদ্বয়ং হ্যাসীচ্ছৈব্যস্য তনয়ে হ্যভে।
যশোদেবী চ সত্যা চ তয়োর্বংশঞ্চ মে শৃণু ॥
জয়দ্রথন্তু রাজানং যশোদেবী হ্যজীজনৎ।
সা বৃহন্মনসঃ সত্যা বিজয়ং নাম বিশ্রুতম্ ॥১০৬
বিজয়স্য বৃহৎ পুত্রস্তস্য পুত্রো বৃহদ্রথঃ।
বৃহদ্রথস্য পুত্রস্তু সত্যকর্ম্মা মহামনাঃ ॥ ১০৭
সত্যকর্ম্মাণোঽধিরথঃ সূতশ্চাধিরথঃ স্মৃতঃ।
যঃ কর্ণং প্রতিজগ্রাহ তেন কর্ণস্তু সূতজঃ।
তচ্চেদং সর্ব্বমাখ্যাতং কর্ণং প্রতি যথোদিতম্ ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশেঽষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

পূরোঃ পুত্রো মহাতেজা রাজা স জনমেজয়ঃ।
প্রাচীন্বতঃ সুতস্তস্য যঃ প্রাচীমকরোদ্দিশম্ ॥১
প্রাচীন্বতস্য তনয়ো মনস্যুশ্চ তথাভবৎ।
রাজা পীতায়ুধো * নাম মনস্যোরভবৎ সুতঃ

তৎপুত্র বৃহদ্ভানু; রাজেন্দ্র বৃহদ্ভানু জয়দ্রথ নামে এক মহাত্মা পুত্র উৎপাদন করেন। জয়দ্রথের পুত্র রাজা বৃহদ্রথ, তৎপুত্র বিশ্ববিজয়ী জনমেজয়, তৎপুত্র অঙ্গ, অঙ্গের পুত্র কর্ণ, কর্ণের বৃষসেন, তৎপুত্র পৃথুসেন, অঙ্গের এই যে সকল পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রাদির কথা কহিলাম, ইহাঁরা সকলেই রাজা হইয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! এক্ষণে পূরুর আনুপূর্ব্বিক সবিস্তর বংশ বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! আমরা পূরুর বংশবৃত্তান্ত শুনিবার পূর্ব্বে কর্ণের পূর্ব্ব-বিবরণাদি শুনিতে ইচ্ছা করি। তুমি বক্তৃকার্য্যে একান্ত কুশল; অতএব বল—কর্ণ কিরূপে সূতাত্মজ এবং কিরূপেই বা অঙ্গাত্মজ হইলেন? সূত বলিলেন,—বৃহদ্ভানুর এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম বৃহন্মনা। ইনি রাজা হন। ইহাঁর দুই পত্নী ছিলেন। উক্ত পত্নীদ্বয় শৈব্য রাজের কন্যা। তাঁহাদের মধ্যে একের নাম যশোদেবী এবং অপরের নাম সত্যা। এই পত্নীদ্বয়ের বংশাবলী শ্রবণ করুন। যশোদেবীর গর্ভে রাজা জয়দ্রথ জন্মগ্রহণ করেন এবং সত্যার গর্ভে বিজয় নামক এক বিশ্ববিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয়। বিজয়ের পুত্র বৃহৎ, তৎপুত্র বৃহদ্রথ, তৎপুত্র সত্যকর্ম্মা, তৎপুত্র অধিরথ। এই অধিরথ সূত বলিয়া বিখ্যাত হন। ইনি কর্ণকে গ্রহণ করেন, এই কর্ণ সূতজ নামে পরিচিত হন। এই আমি কর্ণ-সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া কহিলাম। ৮৯—১০৮।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—পূরুর পুত্র মহাতেজা রাজা জন্মেজয়। তৎপুত্র প্রাচীন্বত, ইনি প্রাচী দিক্ প্রণয়ন করেন। ইহাঁর পুত্র মনস্যু, তৎপুত্র রাজা পীতায়ুধ। তৎপুত্র

---

* বীতযশা ইতি পাঠান্তরম্।

দায়াদস্তস্য চাপ্যাসীদ্ধুন্ধুর্নাম মহীপতিঃ।
ধুন্ধোর্বহুবিধঃ পুত্রঃ সম্পাতিস্তস্য চাত্মজঃ॥৩
সম্পাতেস্ত বৃহৎবর্চ্চা ভদ্রাশ্বস্তস্য চাত্মজঃ।
ভদ্রাশ্বস্য ধৃতায়াস্তু দশাপ্সরসি সূনবঃ॥ ৪
ঔচেয়ুশ্চ হ্রষেয়ুশ্চ কক্ষেয়ুশ্চ সনেয়ুকঃ।
ধৃতেয়ুশ্চ বিনেয়ুশ্চ স্থলেয়ুশ্চৈব সত্তমঃ॥ ৫
ধর্ম্মেয়ুঃ সন্নতেয়ুশ্চ পুণ্যেয়ুশ্চেতি তে দশ।
ঔচেয়োজ্বলনা নাম ভার্য্যা বৈ তক্ষকাত্মজা॥৬
তস্যাং স জনয়ামাস রন্তিনারং মহীপতিম্।
রন্তিনারো মনস্বিন্যাং পুত্রান্ জজ্ঞে পরান্ শুভান্॥৭
অমূর্ত্তরয়সং বীরং ত্রিবনঞ্চৈব ধার্ম্মিকম্।
গৌরী কন্যা তৃতীয়া চ মান্ধাতুর্জ্জননী শুভা॥৮
ইলিনা তু যমস্যাসীৎ কন্যা যাজনয়ৎ সুতান্।
ব্রহ্মবাদপরাক্রান্তাংস্তদা ত্বিলিনা হ্যভূৎ॥ ৯
উপদানবী সুতান্ লেভে চতুরস্ত্বিলিনাত্মজাৎ।
ঋষ্যন্তমথ দুষ্মন্তং প্রবীরমনঘং তথা॥ ১০
চক্রবর্ত্তী ততো যজ্ঞে দুষ্মন্তাৎ সমিতিঞ্জয়ঃ
শকুন্তলায়াং ভরতো যস্য নাম্না চ ভারতাঃ॥১১
দৌষ্মন্তিং প্রতি রাজানং বাগূচে চাশরীরিণী।
মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ॥১২
ভর স্বপুত্রং দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্।
রেতোধাঃ নয়তে পুত্রঃ পরেতং যমসাদনাৎ।
ত্বঞ্চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা॥ ১৩
ভরতস্য বিনষ্টেষু তনয়েষু পুরা কিল।
পুত্রাণাং মাতৃকাৎ কোপাৎ সুমহান্ সঙ্ক্ষয়ঃ কৃতঃ॥ ১৪
ততো মরুদ্ভিরানীয় পুত্রঃ স তু বৃহস্পতেঃ।
সংক্রামিতো ভরদ্বাজো মরুদ্ভির্ভরতস্য তু॥১৫

ঋষয়ঃ উচুঃ।

ভরতস্য ভরদ্বাজঃ পুত্রার্থং মারুতৈঃ কথম্।
সংক্রামিতো মহাতেজাস্তন্নো ব্রূহি যথাতথম্॥১

মহীপতি ধুন্ধু, তৎপুত্র বহুবিধ, তৎপুত্র সম্পাতি, সম্পাতির পুত্র বৃহদ্বর্চ্চা, তৎপুত্র ভদ্রাশ্ব। ভদ্রাশ্বের ধৃতা নাম্নী দশ অপ্সরার গর্ভে দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্রগণের নাম—ঔচেয়ু, হ্রষেয়ু, কক্ষেয়ু, সনেয়ু, ধৃতেয়ু, বিনেয়ু, স্থলেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সন্নতেয়ু ও পুণ্যেয়ু। তক্ষকাত্মজা জ্বলনা ঔচেয়ুর ভার্য্যা। ঔচেয়ু হইতে এই জ্বলনা নাম্নী পত্নীর গর্ভে মহীপতি রন্তিনার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মনস্বিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে দুইটী সুলক্ষণ পুত্র ও একটী সুলক্ষণা কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রদ্বয়ের নাম—অমূর্ত্তরয়া ও ত্রিবন এবং কন্যার নাম—গৌরী। গৌরী তাঁহার তৃতীয় সন্তান। এই গৌরীই মান্ধাতার জননী হইয়াছিলেন। যমের কন্যা ইলিনার গর্ভে কতিপয় ব্রহ্মবাদী পরাক্রান্ত পুত্র উৎপন্ন হয়। ইলিনার পুত্র হইতে উপদানবী চারিটী পুত্র লাভ করে। উক্ত পুত্রচতুষ্টয়ের নাম—ঋষ্যন্ত, দুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ। দুষ্মন্ত হইতে শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অশেষ সমরবিজয়ী চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। ইহাঁরই নামানুসারে ইহাঁর বংশধরগণ ভারত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১—১১। দুষ্মন্তের প্রতি এইরূপ এক আকাশবাণী হইয়াছিল যে, মাতা ভস্ত্রারূপিণী, পিতা হইতেই পুত্রের উৎপত্তি হয়, কেননা, যৎ কর্ত্তৃক যে উৎপন্ন হয়, সে তাহা হইতে অভিন্ন। অতএব হে দুষ্মন্ত! তুমি স্বীয় পুত্রকে ভরণ কর, শকুন্তলার অবমাননা করিও না। পুত্র, পরলোক-প্রাপ্ত রেতঃসেক্তাকে যমলোক হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে। তুমিই এই গর্ভের উৎপাদয়িতা; শকুন্তলা এ কথা সত্যই বলিয়াছে। পুরাকালে মাতৃকোপে ভরতের পুত্রগণের দারুণ ক্ষয় সংঘটিত হয়। তখন ভরতের সমস্ত পুত্র বিনষ্ট হইলে মরুদ্গণ বৃহস্পতিপুত্র ভরদ্বাজকে আনিয়া ভরতের পুত্রত্বে সংক্রামিত করেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! মারুতেরা ভরদ্বাজকে আনিয়া ভরতের পুত্রত্বে সংক্রামিত করিলেন কিরূপে? সে বৃত্তান্ত যথা-

সূত উবাচ।
পত্ন্যামাপন্নসত্ত্বায়ামুশিজঃ স স্থিতো ভুবি।
ভ্রাতুর্ভার্য্যাং স দৃষ্ট্বা তু বৃহস্পতিরুবাচ হ॥ ১৭
উপতিষ্ঠ স্বলঙ্কৃত্য মৈথুনায় চ মাং শুভে।
এবমুক্তাব্রবীদেনং স্বয়মেব বৃহস্পতিম্ *॥ ১৮
গর্ভঃ পরিণতশ্চায়ং ব্রহ্ম ব্যাহরতে গিরা।
অমোঘরেতাস্ত্বঞ্চাপি ধর্ম্মশ্চৈবং বিগর্হিতম্॥১৯
এবমুক্তোঽব্রবীদেনাং স্বয়মেব বৃহস্পতিঃ।
নোপদেষ্টব্যো বিনয়স্ত্বয়া মে বরবর্ণিনি॥ ২০
ধর্ষমাণঃ প্রসহ্যৈনাং মৈথুনায়োপচক্রমে।
ততো বৃহস্পতিং গর্ভো ধর্ষমাণমুবাচ হ॥২১
সন্নিবিষ্টো হ্যহং পূর্ব্বমিহ নাম বৃহস্পতে।
অমোঘরেতাশ্চ ভবান্নাবকাশ ইহ দ্বয়োঃ॥২২
এবমুক্তঃ স গর্ভেণ কুপিতঃ প্রত্যুবাচ হ॥ ২৩
যস্মাৎ ত্বমীদৃশে কালে সর্ব্বভূতেপ্সিতে সতি।
অভিষেধসি তস্মাত্ত্ব তমো দীর্ঘং প্রবেক্ষ্যসি॥
ততঃ কামং সন্নিবর্ত্ত্য তস্যানন্দাদ্বৃহস্পতেঃ।
তদ্রেতস্ত্বপতদ্ভূমৌ নিবৃত্তং শিশুকোঽভবৎ॥২৫
সদ্যোজাতং কুমারন্তু দৃষ্ট্বা তং মমতাব্রবীৎ।
গমিষ্যামি গৃহং স্বং বৈ ভরস্বৈনং বৃহস্পতে॥
এবমুক্ত্বা গতা সা তু গতায়াং সোঽপি তং ত্যজৎ।
মাতাপিতৃভ্যাং ত্যক্তন্তু দৃষ্ট্বা তং মারুতঃ শিশুম্
জগৃহুস্তং ভরদ্বাজং মরুতঃ কৃপয়া স্থিতাঃ॥২৬
তস্মিন্ কালে তু ভরতো বহুভির্খ্রতুভির্বিভুঃ।
পুত্রনৈমিত্তিকৈর্যজ্ঞৈরযজৎ পুত্রলিপ্সয়া॥২৭
যদা স যজমানস্তু পুত্রং নাসাদয়ৎ প্রভুঃ।
ততঃ ক্রতুং মরুৎসোমং পুত্রার্থে সমুপাহরৎ॥২৮

যথ বর্ণন কর। সূত বলিলেন,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উশিজ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যা মমতা; মমতা গর্ভিণী। বৃহস্পতি সেই ভ্রাতৃভার্য্যা মমতা সমীপে গমন করিয়া কহিলেন,—হে শুভে! তুমি অলঙ্কৃত হইয়া মৈথুনার্থ আমার ভজনা কর। মমতা প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—সে কি কথা! আমি তব ভ্রাতৃবধূ; বিশেষতঃ পূর্ণ-গর্ভা। এই শুনুন,—মদীয় গর্ভস্থ বালক বেদবাণী উচ্চারণ করিতেছে। আপনি অমোঘরেতাঃ, বিশেষতঃ এরূপ মৈথুন ধর্ম্ম একান্তই গর্হিত। মমতা এই কথা কহিলে, বৃহস্পতি বলিলেন,—হে বরবর্ণিনি! আমাকে তোমার বিনয় শিক্ষা দিতে হইবে না। এই বলিয়া বৃহস্পতি সবলে সহসা মমতাকে ধরিয়া মৈথুন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন গর্ভস্থ বালক সেই বলাৎকারক বৃহস্পতিকে বলিয়া উঠিল,—হে বৃহস্পতে! আমি পূর্ব্বে আসিয়া এ গর্ভে আশ্রয় লই-য়াছি। আপনিও অমোঘবীর্য্য; অতএব বলিতেছি, এ গর্ভে দুই জনের স্থান সঙ্কু-লান হইবে না। বৃহস্পতি গর্ভ কর্ত্তৃক এই-রূপ উক্ত হইয়া কোপভরে বলিলেন,—ওহে! যেহেতু সর্ব্ব জীবের ঈদৃশ সুখাবহ কালে তুমি আমায় বাধা প্রদান করিলে, এই নিমিত্ত তুমি দীর্ঘতমে প্রবেশ করিবে অর্থাৎ অন্ধ হইবে। অনন্তর বৃহস্পতি কাম হইতে নিবৃত্ত হইলেন। রতি-জনিত আনন্দ তাঁহার হইল না। তাঁহার পরাবৃত্ত শুক্র ভূতলে পতিত হইল। সেই শুক্রে এক শিশু জন্মলাভ করিল। সেই সদ্যোজাত শিশুকে দেখিয়া মমতা বলিলেন,—বৃহ-স্পতে! তুমি এই শিশুকে ভরণ কর। আমি স্বগৃহে গমন করি। মমতা এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। বৃহস্পতিও সেই শিশুকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন পিতৃ-মাতৃ-পরিত্যক্ত বালককে দেখিয়া মরুদ্গণ কৃপা-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। এই বালকের নাম হইল ভরদ্বাজ। ঐ সময় রাজা ভরত প্রত্যেক ঋতুকালেই পুত্র কামনায় পুত্র-নৈমিত্তিক বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি নানাযজ্ঞ করিয়াও পুত্র লাভ করিতে পারিলেন না, তখন পুত্র নিমিত্ত আর এক যজ্ঞ আহরণ করিলেন।

* অন্তর্ব্বত্নী হ্যহং বিভো ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

তেন তে মরুতস্তস্য মরুৎসোমেন তুষ্টুবুঃ।
উপনিন্যুর্ভরদ্বাজং পুত্রার্থং ভরতায় বৈ ॥ ২৯
দায়াদোঽঙ্গিরসঃ স্থনোরৌরসস্ত বৃহস্পতেঃ।
সংক্রামিতো ভরদ্বাজো মরুদ্ভির্ভরতং প্রতি ॥৩০
ভরতস্ত ভরদ্বাজং পুত্রং প্রাপ্য বিভুর্ব্রবীৎ।
আদাবাত্মহিতায় ত্বং কৃতার্থোঽহং ত্বয়া বিভো ॥
পূর্ব্বন্তু বিতথে তস্মিন্ কৃতে বৈ পুত্রজন্মনি।
ততস্ত বিতথো নাম ভরদ্বাজো নৃপোঽভবৎ ॥
তস্মাদপি ভরদ্বাজাদ্ব্রহ্মাণাঃ ক্ষত্রিয়া ভুবি।
দ্ব্যামুষ্যায়ণকৌলীনাঃ স্মৃতাস্তে দ্বিবিধেন চ ॥৩৩
ততো জাতে হি বিতথে ভরতশ্চ দিবং যযৌ।
ভরদ্বাজো দিবং যাতো হৃভিষিচ্য সুতং ঋষিঃ
দায়াদো বিতথস্যাসীদ্ভুবমন্যুর্মহাযশাঃ।

এই যজ্ঞের নাম—মরুৎসোম।১২-২৮। মরুদ্-গণ এই মরুৎসোম যজ্ঞে প্রীত হইয়াছিলেন। এইজন্ত তাঁহারা সেই শিশু ভরদ্বাজকে আনিয়া ঐ সময় ভরতকে তদীয় পুত্ররূপে উপহার প্রদান করিলেন। ঐ পুত্র অঙ্গিরার পৌত্র ও বৃহস্পতির ঔরসজ হইলেও মরুদ্গণ ভরতের প্রতি তদীয় পুত্ররূপে সংক্রামিত করেন। ঐ পুত্রের নাম তখন ভরদ্বাজ হয়। রাজা ভরত ভরদ্বাজকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—তুমি ইদানীং আত্মহিতের নিমিত্ত আসিলেও তোমা দ্বারা আমি কৃতার্থ হইয়াছি। অনন্তর ভরতের পুত্রোৎপত্তি পূর্ব্বে বিতথ হইয়াছিল বলিয়া সেই প্রাপ্ত পুত্র ভরদ্বাজকে বিতথ নামে অভিহিত করিলেন। ভরদ্বাজ রাজা হইলেন। সেই ভরদ্বাজ হইতে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়বিধ সন্তানই জন্মগ্রহণ করিল। উল্লিখিত দ্বিবিধ জাতীয় ভরদ্বাজ-নন্দনেরা দ্ব্যামুষ্যায়ণ কৌলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনন্তর বিতথ জন্মিবার পর ভরত স্বর্গারোহণ করেন। কিয়ৎদিন পরে ঋষি ভরদ্বাজও স্বীয় পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বর্গধামে উপনীত হন। বিতথ বা ভরদ্বাজের পুত্র মহাযশা ভুবমন্যু। ভুব-

মহাভূতোপমাঃ পুত্রাশ্চত্বারো ভুবমন্যবঃ ॥৩৫
বৃহৎক্ষত্রো মহাবীর্য্যো নরো গর্গশ্চ বীর্য্যবান্।
নরস্য সঙ্কৃতিঃ পুত্রস্তস্য পুত্রো মহাযশাঃ ॥ ৩৬
।
গর্গস্য চৈব দায়াদঃ শিবির্বিদ্বানজায়ত ॥৩৭
স্মৃতাঃশৈব্যাস্ততো গর্গাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ
আহার্য্যতয়নশ্চৈব ধীমানাসীদুরুক্ষবঃ ॥ ৩৮
তস্য ভার্য্যা বিশালা তু সুষুবে পুত্রকত্রয়ম্।
ত্র্যযণং পুষ্করিঞ্চৈব কবিঞ্চৈব মহাযশাঃ ॥ ৩৯
উরুক্ষবাঃ স্মৃতা হ্যেতে সর্ব্বে ব্রাহ্মণতাং গতাঃ।
কাব্যানান্ত বরা হ্যেতে ত্রয়ঃ প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ ॥
গর্গাঃ সঙ্কৃতয়ঃ কাব্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ
সম্ভৃতাঙ্গিরসো দক্ষা বৃহৎক্ষত্রস্য চক্ষিতিঃ ॥৪১
বৃহৎক্ষত্রস্য দায়াদো হস্তিনামা বভূব হ।
তেনেদং নির্ম্মিতং পূর্ব্বং পুরন্তু গজসাহ্বয়ম্ ॥৪২
হস্তিনশ্চৈব দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমকীর্ত্তয়ঃ।

মন্যুর চারি পুত্র—বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য্য, নর ও বীর্য্যবান্ গর্গ। এই চারি পুত্রই মহাভূত সহ উপমিত। নরের পুত্র সঙ্কৃতি; পত্নী সৎকৃতির গর্ভে সঙ্কৃতির দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম—গুরুধী ও রন্তিদেব। গর্গের পুত্র—বিদ্বান্ শিবি। শিবির বংশধরেরা শৈব্য ও গার্গ্য উভয় নামেই বিখ্যাত। ইহাঁরা ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি। মহাবীর্য্যের পুত্র ধীমান্ উরুক্ষব। তাঁহার ভার্য্যার নাম—বিশালা। বিশালা উরুক্ষব হইতে তিন পুত্র প্রসব করেন। ঐ পুত্রত্রয়ের নাম—ত্র্যযণ, পুষ্করি ও মহাযশা কবি। ইহাঁরা উরুক্ষব নামে বিখ্যাত এবং সকলেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাব্যদিগের মধ্যে এই তিন মহর্ষিই শ্রেষ্ঠ। গর্গ,সঙ্কৃতি ও কাব্য ইহাঁরা ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি। আঙ্গিরস বৃহৎক্ষত্র পৃথ্বী শাসন করেন। তাঁহার শাসনকালে পৃথিবী সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। বৃহৎক্ষত্রের হস্তী নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়, এই হস্তী কর্ত্তৃকই পূর্ব্বে হস্তিনা পুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। হস্তীর

অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়স্তথৈব চ। ৪৩
অজমীঢ়স্য পত্ন্যস্তু তিস্রঃ কুরুকুলোদ্বহাঃ।
নীলিনী ধূমিনী চৈব কেশিনী চৈব বিশ্রুতাঃ ॥৪৪
স তাসু জনয়ামাস পুত্রান্ বৈ দেববর্চ্চসঃ।
তপসোঽন্তে মহাতেজা জাতা বৃদ্ধস্য ধার্ম্মিকাঃ
ভারদ্বাজপ্রসাদেন বিস্তরং তেষু মে শৃণু।
অজমীঢ়স্য কেশিন্যাং কণ্বঃ সমভবৎ কিল ॥৪৬
মেধাতিথিঃ সুতস্তস্য তস্মাৎ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ।
অজমীঢ়স্য ভূমিন্যাং জজ্ঞে বৃহদনুর্নৃপঃ ॥ ৪৭
বৃহদনোর্বৃহন্তোঽথ বৃহন্তস্য বৃহন্মনাঃ।
বৃহন্মনঃসুতশ্চাপি বৃহদ্ধনুরিতি শ্রুতঃ ॥ ৪৮
বৃহদ্ধনোর্বৃহদিষুঃ পুত্রস্তস্য জয়দ্রথঃ।
অশ্বজিৎ তনয়স্তস্য সেনজিৎ তস্য চাত্মজঃ ॥৪৯
অথ সেনজিতঃ পুত্রাশ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ।
রুচিরাশ্বশ্চ কাব্যশ্চ রাজা দৃঢ়রথস্তথা ॥ ৫০
বৎসশ্চাবর্ত্তকো রাজা যস্যৈতে পরিবৎসকাঃ।

রুচিরাশ্বস্য দায়াদঃ পৃথুসেনো মহাযশাঃ ॥ ৫১
পৃথুসেনস্য পৌরস্তু পৌরান্নীপোঽথ জজ্ঞিবান্
নীপস্যৈকশতস্ত্বাসীৎ পুত্রাণামমিতৌজসাম্ ॥ ৫২
নীপা ইতি সমাখ্যাতা রাজানঃ সর্ব্ব এব তে।
তেষাং বংশকরঃ শ্রীমান্ নীপানাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ
কাব্যাচ্চ সমরো নাম সদেষ্টসমরোঽভবৎ
সমরস্য পার-সম্পারৌ সদশ্ব ইতি তে ত্রয়ঃ ॥৫৪
পুত্রাঃ সর্ব্বগুণোপেতা জাতা বৈ বিশ্রুতা ভুবি
পারপুত্রঃ পৃথুর্জাতঃ পৃথোস্তু সুকৃতোঽভবৎ ॥
জজ্ঞে সর্ব্বগুণোপেতো বিভ্রাজস্তস্য চাত্মজঃ।
বিভ্রাজস্য তু দায়াদস্ত্বণুহো নাম বীর্য্যবান্ ॥ ৫৬
বভূব শুকজামাতা কৃত্বীভর্ত্তা মহাযশাঃ।
অণুহস্য তু দায়াদো ব্রহ্মদত্তো মহীপতিঃ ॥ ৫৭
যুগদত্তঃ সুতস্তস্য বিষক্সেনো মহাযশাঃ।
বিভ্রাজঃ পুনরাজাতো সুকৃতেনেহ কর্ম্মণা ॥ ৫৮
বিষক্সেনস্য পুত্রস্তু উদক্সেনো বভূব হ।
ভল্লাটস্তস্য পুত্রস্তু তস্যাসীজ্জনমেজয়ঃ।

পরম কীর্ত্তিসম্পন্ন তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের নাম—অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের তিন পত্নী—তিন জনই কুরুকুলের প্রতিষ্ঠাত্রী। উক্ত পত্নীত্রয়ের নাম—নীলিনী, ধূমিনী ও কেশিনী। ২৯—৪৪। অজমীঢ় এই সকল পত্নীর গর্ভে বৃদ্ধ বয়সে কতিপয় দেবগর্ভাভ পুত্র উৎপাদন করেন। এই পুত্রগণ সকলেই ধার্ম্মিক ছিলেন। ইঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণ করুন। পত্নী কেশিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের কণ্ব নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। তৎপুত্র মেধাতিথি। মেধাতিথি হইতে যে সকল দ্বিজ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা কাণ্বায়ন নামে প্রসিদ্ধ। ভূমিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের বৃহদনু নামে এক পুত্র হয়। বৃহদনুর পুত্র বৃহন্ত; তৎপুত্র বৃহন্মনা; তৎপুত্র বৃহদ্ধনু; তৎপুত্র বৃহদিষু; তৎপুত্র জয়দ্রথ; তৎপুত্র অশ্বজিৎ; তৎপুত্র সেনজিৎ। সেনজিতের বিশ্ববিশ্রুত চারি পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম—রুচিরাশ্ব, কাব্য, দৃঢ়রথ ও বৎসাবর্ত্ত। এই বৎসাবর্ত্তের বংশধরগণ পরিবৎসক নামে বিখ্যাত। রুচিরাশ্বের পুত্র মহাযশা পৃথুসেন। তৎপুত্র পৌর; তৎপুত্র নীপ। নীপের একশত অমিততেজা পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্রগণ সকলেই নীপাখ্যা ধারণ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। এই সকল নীপরাজের একমাত্র বংশধর কাব্যনন্দন শ্রীমান্ সমর। সমর কুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন ও সদাই সমরপ্রিয় ছিলেন। সমরের তিন পুত্র—পার, সম্পার ও সদশ্ব। এই পুত্রত্রয় সর্ব্বগুণাঢ্য ও বিশ্ববিশ্রুত ছিলেন। পারের পুত্র পৃথু; তৎপুত্র সুকৃত; তৎপুত্র সর্ব্বগুণাঢ্য বিভ্রাজ। বিভ্রাজের পুত্র বীর্য্যবান্ অণুহ। মহাযশা অণুহ শুকনন্দিনী কৃত্বীর পাণিগ্রহণ করেন। মহাপতি ব্রহ্মদত্ত অণুহের পুত্র। ব্রহ্মদত্তের পুত্র যুগদত্ত; তৎপুত্র মহাযশা বিষক্সেন। সুকৃত কর্ম্মের ফলে রাজা বিভ্রাজই পুনরায় বিশ্বক্সেন হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। বিশ্বক্সেনের পুত্র উদক্সেন। তৎপুত্র ভল্লাট; তৎপুত্র জনমেজয়। এই জনমেজয়কে রক্ষা

উগ্রায়ুধেন তস্যার্থে সর্ব্বে ন পাঃ প্রণাশিতাঃ ॥
ঋষয় উচুঃ
উগ্রায়ুধঃ কস্য সুতঃ কস্য বংশে স কথ্যতে।
কিমর্থং তেন তে নীপা সর্ব্বে চৈব প্রণাশিতাঃ ॥
সূত উবাচ।
উগ্রায়ুধঃ সূর্য্যবংশ্যস্তপস্তেপে বরাশ্রমে।
স্থাণুভূতোঽষ্টসাহস্রং তং ভেজে জনমেজয়ঃ ॥
তস্য রাজ্যংপ্রতিশ্রুত্য নীপানাজঘ্নিবান্ প্রভুঃ
উবাচ সান্ত্বং বিবিধং জগ্মস্তে বৈ হ্যুভাবপি ॥
হন্যমানা গতানূচে যস্মাদ্ধেতোর্ন মে বচঃ।
শরণাগতরক্ষার্থং তস্মাদেবং শপামি বা ॥ ৬৩
যদি মেঽস্তি তপস্তপ্তং সর্ব্বান্ নয়তু বো যমঃ।
ততস্তান্ কৃষ্যমাণাংস্ত যমেন পুরতঃ স তু ॥৬৪
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো জনমেজয়মূচিবান্।
গতানেতানিমান্ বীরাংস্ত্বং মে রক্ষিতুমর্হসি ॥
জনমেজয় উবাচ।
অরে পাপা দুরাচারা ভবিতারোঽস্য কিঙ্করাঃ।
তথেত্যুক্তস্ততো রাজা যমেন যুযুধে চিরম্ ॥
ব্যাধিভির্নারকৈর্ঘোরৈর্যমেন সহ তান্ বলাৎ।
বিজিত্য মুনয়ে প্রাদাৎ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥৬৭
যমস্তুষ্টস্ততস্তস্মৈ মুক্তিজ্ঞানং দদৌ পরম্।
সর্ব্বে যথোচিতং কৃত্বা জগ্মুস্তে কৃষ্ণমব্যয়ম্ ॥৬৮
যেষান্ত চরিতং গৃহ্য হন্যতে নাপমৃত্যুভিঃ।
ইহ লোকে পরে চৈব সুখমক্ষয্যমশ্নুতে ॥ ৬৯
অজমীঢ়স্য ধূমিন্যাং বিদ্বান্ জজ্ঞে

করিবার জন্য রাজা উগ্রায়ুধ সমস্ত নীপ-বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—উগ্রায়ুধ কোন্ বংশে কাহার পুত্র ছিলেন? কি জন্যই বা তিনি সমস্ত নীপ-বংশ ধ্বংস করিলেন? সূত বলিলেন,—উগ্রায়ুধ সূর্য্যবংশীয় জনৈক রাজা ছিলেন। তিনি অষ্ট সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত কোন এক শ্রেষ্ঠ আশ্রমে স্থাণুবৎ নিশ্চেষ্টভাবে কঠোর তপস্যা করেন। রাজা জনমেজয় তাঁহার শরণাপন্ন হন।৪৫ ৬১। প্রভু উগ্রায়ুধ তাঁহাকে রাজ্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়া সমস্ত নীপ-বংশীয়দিগকে বিনাশ করেন। উগ্রায়ুধ প্রথমে নীপদিগকে বিবিধ মিষ্ট বাক্যে বুঝাইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু নীপরাজ-গণ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদের উভয়কেই নিহত করিতে উদ্যত হয়েন। তখন উগ্রায়ুধ তাঁহাদিগকে হননে সমুদ্যত দেখিয়া বলিলেন, আমি শরণাগতকে রক্ষা করিবার জন্য তোমাদিগকে যাহা বলিলাম, তোমরা তাহা শুনিলে না; অতএব আমি তোমাদিগকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, যদি আমি বাস্তবিক তপো-নুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহা হইলে যমরাজ তোমাদিগের সকলকেই অচিরাৎ স্বীয় ভবনে লইয়া যাউন। উগ্রায়ুধ এই কথা বলিবামাত্র যম আসিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া উগ্রায়ুধ পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া জন্মেজয়কে কহিলেন,—জন্মেজয়! যম-কিঙ্করগণ কর্ত্তৃক নীয়মান এই বীরবৃন্দকে তুমি আমার কথায় রক্ষা কর। অনন্তর জন্মেজয় যমকিঙ্কর-দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"ওরে দুরাচার পাপাত্মা যমকিঙ্করগণ!" এই কথা বলিবা মাত্র তিনিও তদনুরূপ কটু বাক্যে অভিহিত হইলেন। তখন রাজা যমের সহিত ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তিনি যুদ্ধ করিয়া যম এবং যম সমভিব্যাহারী ব্যাধি ও ঘোরতর নরকনিচয়কে সবলে জয় করিয়া আনিয়া মুনিবৃত্তিধারী রাজা উগ্রায়ুধ সমীপে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার এই যুদ্ধজয় অতীব অদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছিল। যম তাঁহার এই পরাজয়ে রুষ্ট না হইয়া বরং তুষ্ট হইলেন। তিনি তুষ্ট হইয়া তথাস্থিত রাজাকে পরমোত্তম মুক্তিজ্ঞান প্রদান করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই যথা-কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া অব্যয় কৃষ্ণদেহে বিলীন হইলেন। ঐ সকল নীপরাজের চরিত কীর্ত্তনের ফলে কদাচ অপমৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হয় না। ইহ-পর উভয় লোকেই

ধৃতিমাংস্তস্য পুত্রস্তু তস্য সত্যধৃতিঃ স্মৃতঃ।
অথ সত্যধৃতেঃ পুত্রো দৃঢ়নেমিঃ প্রতাপবান্॥
দৃঢ়নেমিসুতশ্চাপি সুধর্ম্মা নাম পার্থিবঃ।
আসীৎ সুধর্ম্মতনয়ঃ সার্ব্বভৌমঃ প্রতাপবান্॥
সার্ব্বভৌমেতি বিখ্যাতঃ পৃথিব্যামেকরাড়ুবভৌ
তস্যান্ববায়ে মহতি মহাপৌরবনন্দনঃ॥ ৭২
মহাপৌরবপুত্রস্তু রাজা রুক্মরথঃ স্মৃতঃ।
অথ রুক্মরথস্যাসীৎ সুপার্শ্বো নাম পার্থিবঃ॥
সুপার্শ্বতনয়শ্চাপি সুমতির্নাম ধার্ম্মিকঃ।
সুমতেরপি ধর্ম্মাত্মা রাজা সন্নতিমানপি॥ ৭৪
তস্যাসীৎ সন্নতিমতঃ কৃতো নাম সুতো মহান্
হিরণ্যনাভিনঃ শিষ্যঃ কৌশল্যস্য মহাত্মনঃ॥
চতুর্ব্বিংশতিধা যেন প্রোক্তা বৈ সামসংহিতাঃ
স্মৃতাস্তে প্রাচ্যসামানঃ কার্ত্তা নামেহ সামগাঃ
কার্ত্তিরুগ্রায়ুধঃ সো বৈ মহাপৌরববর্দ্ধনঃ।
বভূব যেন বিক্রম্য পৃথুকস্য পিতা হতঃ॥ ৭৭
নীলো নাম মহারাজঃ পাঞ্চালাধিপতির্বলী
উগ্রায়ুধস্য দায়াদঃ ক্ষেমো নাম মহাযশাঃ॥ ৭৮
ক্ষেমাৎ সুনীথঃ সঞ্জজ্ঞে সুনীথস্য নৃপঞ্জয়ঃ।
নৃপঞ্জয়াচ্চ বিরথ ইত্যেতে পৌরবাঃ স্মৃতাঃ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পৌরববংশানু-কীর্ত্তনং নামৈকোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥৪৯॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অজমীঢ়স্য নীলিন্যাং নীলঃ সমভবন্নৃপঃ।
নীলস্য তপসোগ্রেণ সুশান্তিরুপপদ্যত॥ ১
পুরুজানুঃ সুশান্তেস্তু পৃথুস্তু পুরুজানুতঃ।
ভদ্রাশ্বঃ পৃথুদায়াদো ভদ্রাশ্বতনয়ান্ শৃণু॥ ২
মুদ্গলশ্চ জয়শ্চৈব রাজা বৃহদিষুস্তথা।
যবীনরশ্চ বিক্রান্তঃ কপিলশ্চৈব পঞ্চমঃ॥ ৩
পঞ্চানাঞ্চৈব পঞ্চালানেতান্ জনপদান্ বিদুঃ।
পঞ্চালং রক্ষিণো হ্যেতে দেশানামিতি নঃ শ্রুতম্

অক্ষয্য সুখভোগ হইয়া থাকে। অজমীঢ়ের ধূমিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে যবীনর নামে এক বিদ্বান্ পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁর পুত্র ধৃতিমান্, তৎপুত্র সত্যধৃতি, তৎপুত্র প্রতাপবান্ দৃঢ়নেমি। ইনি সার্ব্বভৌম আখ্যায় অভিহিত হইয়া পৃথিবীমণ্ডলে একচ্ছত্র রাজা ছিলেন। তদীয় মহাবংশে মহাপৌরব নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র রুক্মরথ নামে বিখ্যাত। রুক্মরথের পুত্র রাজা সুপার্শ্ব। তৎপুত্র ধার্ম্মিক সুমতি। সুমতির পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজা সন্নতিমান্। তৎপুত্র কৃত। এই কৃত একজন প্রধান রাজা ছিলেন। ইনি মাহাত্মা কৌশল্য হিরণ্যনাভির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই কৃতই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার সামসংহিতা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই সকল সংহিতা কার্ত্ত ও প্রাচ্য সাম নামে প্রসিদ্ধ। কৃতের পুত্র উগ্রায়ুধ। এই উগ্রায়ুধ মহাপৌরব-বংশের ধুরন্ধর ছিলেন। ইনি বিক্রম প্রকাশ করিয়া পৃথুকপিতা পঞ্চালাধিপতি মহারাজ নলকে নিহত করেন। উগ্রায়ুধের পুত্র মহাযশা ক্ষেম, তৎপুত্র সুনীথ, তৎপুত্র নৃপঞ্জয় এবং তৎপুত্র বিরথ, উহাঁরাই পৌরব বংশধর বলিয়া বিখ্যাত। ৬২—৭৯।

একউনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৯।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, নীলিনীনাম্নী পত্নীর গর্ভে অজমীঢ়ের নীল নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্র রাজা ছিলেন। নীল নৃপ তীব্র তপস্যা করেন। সেই তপঃফলে সুশান্তি নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সুশান্তির পুত্র পুরুজানু, তৎপুত্র পৃথু, তৎপুত্র ভদ্রাশ্ব। ভদ্রাশ্বের পঞ্চ পুত্র ছিল। তাহাদের নাম শ্রবণ করুন। মুদ্গল, জয়, বৃহদিষু, জবীনর ও কপিল। এই পঞ্চ পুত্রাধিষ্ঠিত জনপদই পাঞ্চাল নামে অভিহিত। আমরা শুনিয়াছি, অন্য সমস্ত দেশের মধ্য হইতে ইহাঁরা

মুদ্গলস্যাপি মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পক্ষং সংশ্রিতাঃ কাণ্বমুদ্গলাঃ ॥
মুদ্গলস্য সুতো জজ্ঞে ব্রহ্মিষ্ঠঃ সুমহাযশাঃ।
ইন্দ্রসেনঃ সুতস্তস্য বিন্ধ্যাশ্বস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৬
বিন্ধ্যাশ্বান্মিথুনং জজ্ঞে মেনকায়ামিতি শ্রুতিঃ।
দিবোদাসশ্চ রাজর্ষিরহল্যা চ যশস্বিনী ॥ ৭
শরদ্বতস্তু দায়াদমহল্যা সম্প্রসূয়ত।
শতানন্দমৃষিশ্রেষ্ঠং তস্যাপি সুমহাতপাঃ ॥ ৮
সুতঃ সত্যধৃতির্নাম ধনুর্ব্বেদস্য পারগঃ।
আসীৎ সত্যধৃতে শুক্রমমোঘং ধার্ম্মিকস্য তু ॥৯
স্কন্নং রেতঃ সত্যধৃতের্দৃষ্ট্বা চাপ্সরসং জলে।
মিথুনং তত্র সম্ভূতং তস্মিন্ সরসি সম্ভৃতম্ ॥ ১
ততঃ সরসি তস্মিংস্তু ক্রমমাণং মহীপতিঃ।
দৃষ্ট্বা জগ্রাহ কৃপয়া শন্তনুর্মৃগয়াং গতঃ ॥ ১১
এতে শরদ্বতঃ পুত্রা আখ্যাতা গৌতমা বরাঃ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দিবোদাসস্য বৈ প্রজাঃ
দিবোদাসস্য দায়াদো ধর্ম্মিষ্ঠো মিত্রয়ুর্নৃপঃ।
মৈত্রায়ণা বরঃ সোঽথ মৈত্রেয়স্তু ততঃ স্মৃতঃ ॥
এতে বংশ্যা যতেঃ পক্ষাঃ ক্ষত্রোপেতাস্তু ভার্গবাঃ
রাজা চৈদ্যবরো নাম মৈত্রেয়স্য সুতঃ স্মৃতঃ ॥১৪
অথ চৈদ্যবরাদ্বিদ্বান্ সুদাসস্তস্য চাত্মজঃ।
অজমীঢ়ঃ পুনর্জ্জাতঃ ক্ষীণে বংশে তু সোমকঃ
সোমকস্য সুতো জন্তুর্হতে তস্মিন্ শতং বভৌ
পুত্রাণামজমীঢ়স্য সোমকস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৬
মহিষী ত্বজমীঢ়স্য ধূমিনী পুত্রগৃদ্ধিনী।
পুত্রাভাবে তপস্তেপে শতং বর্ষাণি দুশ্চরম্ ॥১৭
হুত্বাগ্নিং বিধিবৎ সম্যক্ পবিত্রীকৃতভোজনা।
অগ্নিহোত্রক্রমেণৈব সা সুষ্বাপ মহাব্রতা ॥ ১৮
তস্যাং বৈ ধূম্রবর্ণায়ামজমীঢ়ঃ সমীযিবান্।

পাঞ্চাল দেশেরই রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। মুদ্‌গলের পুত্রগণ মৌদ্‌গল্য নামে অভিহিত। এই পুত্রগণ ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি। এই সকল কাণ্ব এবং মুদ্‌গলগণ অঙ্গিরসের পক্ষভুক্ত ছিলেন। মুদ্‌গলের পুত্র মহাযশা ব্রহ্মিষ্ঠ। তৎপুত্র ইন্দ্রসেন; তৎপুত্র বিন্ধ্যাশ্ব। শুনিয়াছি—বিন্ধ্যাশ্ব হইতে মেনকার গর্ভে এক যমজ পুত্রকন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্র রাজর্ষি দিবোদাস এবং কন্যা—যশস্বিনী অহল্যা। অহল্যা শরদ্বান্ হইতে ঋষিশ্রেষ্ঠ শতানন্দকে পুত্ররূপে প্রসব করেন। তাঁহার সত্যধৃতি নামে এক মহাতপস্বী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এই পুত্র ধনুর্ব্বেদের পারদর্শী। ধাম্মিক সত্যধৃতির বীর্য্য অমোঘ ছিল। জলমধ্যে কোন এক অপ্সরাকে দেখিয়া তদীয় বীর্য্য ক্ষরিত হয়। সেই বীর্য্য হইতে সরসীজলে এক মিথুন জন্মগ্রহণ করে। ১—১০। মহীপতি শন্তনু মৃগয়ায় গিয়াছিলেন, তাঁহার বনভ্রমণ কালে ঐ সরোবর-জলে সেই মিথুনকে বিচরণ করিতে দেখিয়া তিনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আমি শরদ্বানের পুত্রগণের বিবরণ বলিলাম।

ইঁহারা সকলেই বরেণ্য গৌতম আখ্যায় অভিহিত। অতঃপর আমি দিবোদাসের প্রজাবর্গের কথা কহিতেছি। দিবোদাসের পুত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ নরপতি মিত্রয়ু; ইঁহার অপর নাম মৈত্রায়ণ। মৈত্রায়ণের এক পুত্র হয়, তাহার নাম মৈত্রেয়। এই বংশীয়গণ যতি-পক্ষভুক্ত এবং ভার্গবগণ ক্ষত্রোপেত। মৈত্রেয়ের পুত্র রাজা চৈদ্যবর। তৎপুত্র বিদ্বান সুদাস; তৎপুত্র পুনর্জ্জাত অজমীঢ়; এই অজমীঢ় বংশক্ষয়ের উপক্রমে সোমক নামে জন্মগ্রহণ করেন। সোমকের পুত্র জন্তু; জন্তু নিহত হইলে মহাত্মা অজমীঢ় অর্থাৎ সোমকের একশত পুত্র উৎপন্ন হয়। অজমীঢ়ের মহিষী ধূমিনী পূর্ব্বে পুত্রাভিলাষিণী হন; কিন্তু তাঁহার পুত্র হয় না। তিনি পুত্রাভাব নিবন্ধন শতবর্ষ পর্য্যন্ত ঘোর তপস্যা করেন। একদা সেই মহাব্রতা অগ্নিতে বিধিমত হোম করিয়া সম্যক্ ও পবিত্রভাবে ভোজন ক্রিয়া সমাধা করত অগ্নিহোত্র বিধানক্রমে শয়ন করিয়াছিলেন। ব্রতাবস্থায় তাঁহার তাৎকালিক দেহপ্রভা ধূম্রবর্ণ হইয়াছিল। রাজা অজমীঢ় এই সময় তাঁহার সহিত সঙ্গত হন। এই সঙ্গমের

ঋক্ষং সা জনয়ামাস ধূম্রবর্ণং শতাগ্রজম্ ॥ ১৯
ঋক্ষাৎ সংবরণো জজ্ঞে কুরুঃ সংবরণাৎ ততঃ
যঃ প্রয়াগমতিক্রম্য কুরুক্ষেত্রমকল্পয়ৎ ॥ ২০
কৃষ্যতস্তু মহারাজো বর্ষাণি সুবহূন্যথ।
কৃষ্যমাণস্ততঃ শক্রো ভয়াৎ তস্মৈ বরং দদৌ ॥
পুণ্যঞ্চ রমণীয়ঞ্চ কুরুক্ষেত্রন্তু তৎ স্মৃতম্।
তস্যান্বয়ঃ সুমহান্ যস্য নাম্না তু কৌরবাঃ ॥ ২২
কুরোস্তু দয়িতাঃ পুত্রাঃ সুধন্বা জহ্নুরেব চ।
পরীক্ষিচ্চ মহাতেজাঃ প্রজনশ্চারিমর্দ্দনঃ ॥ ২৩
সুধন্বনস্তু দায়াদঃ পুত্রো মতিমতাং বরঃ।
চ্যবনস্তস্য পুত্রস্তু রাজা ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ ॥ ২৪
চ্যবনস্য কৃমিঃ পুত্র ঋক্ষাদ্জজ্ঞে মহাতপাঃ।
কৃমেঃ পুত্রো মহাবীর্য্যঃ খ্যাত ইন্দ্রসমো বিভুঃ
চৈদ্যোপরিচরো বীরো বসুর্নামান্তরিক্ষগঃ।
চৈদ্যোপরিচরাজ্জজ্ঞে গিরিকা সপ্ত বৈ সুতান্।

মহারথো মগধরাড়্বিশ্রুতো যো বৃহদ্রথঃ।
প্রত্যশ্রবাঃ কুশশ্চৈব চতুর্থো হরিবাহনঃ ॥ ২৭
পঞ্চমশ্চ যজুশ্চৈব মৎস্যঃ কালী চ সপ্তমী।
বৃহদ্রথস্য দায়াদঃ কুশাগ্রো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ২৮
কুশাগ্রস্যাত্মজশ্চৈব বৃষভো নাম বীর্য্যবান্।
বৃষভস্য তু দায়াদঃ পুণ্যবান্ নাম পার্থিবঃ ॥ ২৯
পুণ্যঃ পুণ্যবতশ্চৈব রাজা সত্যধৃতিস্ততঃ।
দায়াদস্তস্য ধনুষস্তস্মাৎ সর্ব্বশ্চ জজ্ঞিবান্ ॥ ৩০
সর্ব্বস্য সম্ভবঃ পুত্রস্তস্মাদ্রাজা বৃহদ্রথঃ।
দ্বে তস্য শকলে জাতে জরয়া সন্ধিতশ্চ সঃ ॥
জরয়া সন্ধিতো যস্মাজ্জরাসন্ধস্ততঃ স্মৃতঃ।
জেতা সর্ব্বস্য ক্ষত্রস্য জরাসন্ধো মহাবলঃ ॥ ৩২
জরাসন্ধস্য পুত্রস্তু সহদেবঃ প্রতাপবান্।
সহদেবাত্মজঃ শ্রীমান্ সোমবিৎ স মহাতপাঃ ॥
শ্রুতশ্রবাস্তু সোমাদ্রের্মাগধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
জহ্নুস্ত্বজনয়ৎ পুত্রং সুরথং নাম ভূমিপম্ ॥ ৩৪
সুরথস্য তু দায়াদো বীরো রাজা বিদূরথঃ।
বিদূরথসুতশ্চাপি সার্ব্বভৌম ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩৫

ক্রমে ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ নামে এক ধূম্রবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্র অজমীঢ়ের শত পুত্রের অগ্রজ। ঋক্ষ হইতে সম্বরণ জন্ম গ্রহণ করেন। সম্বরণ হইতে কুরুর উৎপত্তি হয়। এই কুরু প্রয়াগ অতিক্রম করিয়া কুরুক্ষেত্র নামে এক স্থান আবিষ্কার করেন। ১১—২০। মহারাজ কুরু বহুবর্ষ যাবৎ ঐ কুরুক্ষেত্র কর্ষণ করিতে থাকেন। ইন্দ্র এই ব্যাপারে ভীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন। তখন হইতে ঐ কুরুক্ষেত্র পুণ্য এবং রমণীয় বলিয়া বিখ্যাত হয়। কুরুর মহাবংশ তদীয় নামানুসারে কৌরব বলিয়া বিদিত। কুরুর পাঁচ পুত্র—সুধন্বা জহ্নু, পরীক্ষিৎ, প্রজন ও অরিমর্দ্দন। এই সকল পুত্রই কুরুর অতিশয় প্রিয়। সুধন্বার পুত্র মতিমৎপ্রবর পুণ্য। তৎপুত্র চ্যবন; ইনি ধর্ম্মার্থতত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিলেন। চ্যবনের পুত্র কৃমি। তৎ-পুত্র চৈদ্য উপরিচর বসু; ইনি মহাবীর্য্য, অন্তরীক্ষচারী ও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। এই উপরিচর বসু হইতে গিরিকার গর্ভে সপ্ত পুত্র উৎপন্ন হয়

এই পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিখ্যাত মগধ-রাজ মহারথ বৃহদ্রথ; তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতার নাম,—প্রত্যশ্রবা, কুশ, হরিবাহন, যজুঃ, মৎস্য ও কালী। বৃহদ্রথের পুত্র বিখ্যাত কুশাগ্র; তৎপুত্র বীর্য্যবান্ বৃষভ, তৎপুত্র পুণ্যবান্, তৎপুত্র পুণ্য; পুণ্যের পুত্র রাজা সত্যধৃতি। তৎপুত্র ধনুষ; তৎপুত্র সর্ব্ব; তৎপুত্র সম্ভব; তৎপুত্র রাজা বৃহদ্রথ। এই বৃহদ্রথ রাজার দেহ দ্বিখণ্ডিত হইলে জরা নাম্নী রাক্ষসী কর্ত্তৃক সন্ধিত হয়; এইজন্য তিনি জরাসন্ধ নামে অভিহিত হন। মহাবল জরাসন্ধ সমস্ত ক্ষত্রিয় জয় করেন। তাঁহার পুত্রের নাম—সহদেব। ইনিও পিতার ন্যায় প্রতাপবান্ ছিলেন। সহদেবের পুত্র শ্রীমান্ সোম-বিৎ। তৎপুত্র শ্রুতশ্রবা। এই সকল রাজন্যগণের বংশধরেরা মগধ নামে কীর্ত্তিত। জহ্নুর তনয় নৃপতি সুরথ; তৎ-পুত্র বীরবর রাজা বিদূরথ; তৎপুত্র সার্ব্ব-

সার্ব্বভৌমাজ্জয়ৎসেনো রুচিরস্তস্য চাত্মজঃ।
রুচিরাত্তু ততো ভৌমস্ত্বরিতায়ুস্ততোঽভবৎ॥
অক্রোধনস্ত্বায়ুসুতস্তস্মাদ্দেবাতিথিঃ স্মৃতঃ।
দেবাতিথেস্তু দায়াদো দক্ষ এব বভূব হ॥ ৩৭
ভীমসেনস্ততো দক্ষাদ্দিলীপস্তস্য চাত্মজঃ।
দিলীপস্য প্রতীপস্তু তস্য পুত্রাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ॥৩৮
দেবাপিঃ শন্তনুশ্চৈব বাহ্লীকশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
বাহ্লীকস্য তু দায়াদঃ সপ্ত বাহ্লীশ্বরা নৃপঃ।
দেবাপিস্তু হ্যপধ্যাতঃ প্রজাভিরভবন্মুনিঃ॥ ৩৯

মুনয় উচুঃ।

প্রজাভিস্তু কিমর্থং বৈ অপধ্যাতো জনেশ্বরঃ।
কো দোষো রাজপুত্রস্য প্রজাভিঃ সমুদাহৃতঃ।

সূত উবাচ।

কিলাসীদ্রাজপুত্রস্তু কুষ্ঠী তং নাভ্যপূজয়ন্ *।
ভবিষ্যং কীর্ত্তয়িষ্যামি শন্তনোস্তু নিবোধত॥
শন্তনুস্ত্বভবদ্রাজা বিদ্বান্ সো বৈ মহাভিষক্।
ইদঞ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং প্রতি মহাভিষক্॥৪২
যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং রোগিণমেব চ
পুনর্যুবা চ ভবতি তস্মাৎ তং শন্তনুং বিদুঃ॥৪৩
তৎ তস্য শন্তনুত্বং হি প্রজাভিরিহ কীর্ত্ত্যতে।
ততোঽবৃণুত ভার্য্যার্থং শন্তনুর্জাহ্নবীং নৃপ॥
তস্যাং দেবব্রতং নাম কুমারং জনয়িষ্যতি।
কালী বিচিত্রবীর্য্যন্তু দাশেয়ী জনয়ৎ সুতম্॥
শন্তনোর্দয়িতং পুত্রং শান্তাত্মানমকল্মষম্।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নো নাম ক্ষেত্রে বৈচিত্রবীর্য্যকে॥৪৬
ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ বিদুরঞ্চাপ্যজীজনৎ।
ধৃতরাষ্ট্রস্তু গান্ধার্য্যাং পুত্রানজনয়চ্ছতম্॥ ৪৭
তেষাং দুর্য্যোধনঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বক্ষত্রস্য বৈ প্রভুঃ
মাদ্রী কুন্তী তথা চৈব পাণ্ডোর্ভার্য্যে বভূবতুঃ॥
দেবদত্তাঃ সুতাঃ পঞ্চ পাণ্ডোরর্থেঽভিজজ্ঞিরে

ভৌম; তৎপুত্র জয়ৎসেন; তৎপুত্র রুচির; তৎপুত্র ভীম; তৎপুত্র ত্বরিতায়ু; তৎপুত্র অক্রোধন, তৎপুত্র দেবাতিথি, তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র ভীমসেন, তৎপুত্র দীলিপ, তৎপুত্র প্রতীপ। এই প্রতীপ নরপতির তিন পুত্র—দেবাপি, শন্তনু ও বাহ্লিক। বাহ্লিকের সপ্ত পুত্র, সকলেই বাহ্লীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। রাজা দেবাপি প্রজাগণ কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করেন। ২১—৩৯। মুনিগণ বলিলেন,—নরপতি দেবাপি কি কারণে প্রজাপুঞ্জের চেষ্টায় অপদস্থ হইয়াছিলেন? প্রজাগণ কর্ত্তৃক সেই রাজপুত্রের কি দোষ উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল? সূত বলিলেন,—রাজপুত্র দেবাপি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন, সেই জন্যই প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাকে রাজসম্মান-দানে অসম্মত হয়। এক্ষণে শন্তনুর বংশ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বিদ্বান্ শন্তনু রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি তৎকালে মহাভিষক্ আখ্যা ধারণ করেন। রাজা মহাভিষকের উদ্দেশে এইরূপ একটী শ্লোক কীর্ত্তিত হয় যে, ইনি করদ্বয় দ্বারা যে যে জীর্ণ বা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করেন, সেই সেই ব্যক্তিই পুনরায় যুবত্ব প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই ইহার অপর নাম—শন্তনু বলিয়া বিদিত। তদীয় প্রজাপুঞ্জও ঐ কারণেই তাঁহার শান্তনুত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকে। রাজা শন্তনু জাহ্নবীকে ভার্য্যাত্বে বরণ করেন। জাহ্নবীর গর্ভে তাঁহার দেবব্রত নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। দাশনন্দিনী কালীর গর্ভে শান্তনুর আর এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এই পুত্রের নাম—বিচিত্রবীর্য্য। এই পুত্র, শন্তনুর একান্ত প্রিয়, শান্তচিত্ত ও পবিত্রস্বভাব ছিলেন। বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, ও বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারির গর্ভে শতপুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে দুর্য্যোধন জ্যেষ্ঠ। এই দুর্য্যোধন এক সময় সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতির উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পাণ্ডুর দুই ভার্য্যা—মাদ্রী ও কুন্তী। পাণ্ডুর ক্ষেত্রে দেবপ্রদত্ত পঞ্চ

* ইতঃ পরং—
"কার্য্যং বৈ তত্র দেবানাং ক্ষাত্রং প্রতি দ্বিজোত্তমাঃ।"
ইদং পদ্যার্দ্ধং ক্বচিদধিকং দৃশ্যতে

ধর্ম্মাদ্যুধিষ্ঠিরো জজ্ঞে মারুতাচ্চ বৃকোদরঃ ॥৪৯
ইন্দ্রাদ্ধনঞ্জয়শ্চৈব ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমঃ।
নকুলং সহদেবঞ্চ মাদ্র্যশ্বিভ্যামজীজনৎ ॥৫০
পঞ্চৈতে পাণ্ডবেভ্যস্তু দ্রৌপদ্যাং জজ্ঞিরে সুতাঃ।
দ্রৌপদ্যজনয়ঞ্জ্যেষ্ঠং প্রতিবিন্ধ্যং যুধিষ্ঠিরাৎ ॥৫১
শ্রুতসেনং ভীমসেনাচ্ছ্রুতকীর্ত্তিং ধনঞ্জয়াৎ।
চতুর্থং শ্রুতকর্ম্মাণং সহদেবাদজায়ত ॥ ৫২
নকুলাচ্চ শতানীকং দ্রৌপদেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তেভ্যোঽপরে পাণ্ডবেয়া ষড়েবান্যে মহারথাঃ
হৈড়ম্বো ভীমসেনাত্তু পুত্রো জজ্ঞে ঘটোৎকচঃ।
কাশী বলধরাদ্ভীমাজ্জজ্ঞে বৈ সর্ব্বগং সুতম্ ॥৫৪
সুহোত্রং তনয়ং মাদ্রী সহদেবাদসূয়ত।
করেণুমত্যাং চৈদ্যায়াং নিরমিত্রস্তু নাকুলিঃ ॥৫৫
সুভদ্রায়াং রথী পার্থাদভিমন্যুরজায়ত।
যৌধেয়ং দেবকী চৈব পুত্রং জজ্ঞে যুধিষ্ঠিরাৎ ॥
অভিমন্যোঃ পরীক্ষিত্তু পুত্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
জনমেজয়ঃ পরীক্ষিতঃ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥৫৭
ব্রহ্মাণং কল্পয়ামাস স বৈ বাজসনেয়কম্।
স বৈশম্পায়নেনৈব শপ্তঃ কিল মহর্ষিণা ॥ ৫৮
ন স্থাস্যতীহ দুর্ব্বুদ্ধে তবৈতদ্বচনং ভুবি।
যাবৎ স্থাস্যসি ত্বং লোকে তাবদেব প্রপৎস্যতি
ক্ষত্রস্য বিজয়ং জ্ঞাত্বা ততঃ প্রভৃতি সর্ব্বশঃ।
অভিগম্য স্থিতাশ্চৈব নৃপঞ্চ জনমেজয়ম্ ॥ ৬০
ততঃ প্রভৃতি শাপেন ক্ষত্রিয়স্য তু যাজিনঃ।
উৎসন্না যাজিনো যজ্ঞে ততঃ প্রভৃতি সর্ব্বশঃ ॥
ক্ষত্রস্য যাজিনঃ কেচিচ্ছাপাৎ তস্য মহাত্মনঃ।
পৌর্ণমাসেন হবিষা ইষ্ট্বা তস্মিন্ প্রজাপতিম্ ॥
স বৈশম্পায়নেনৈব প্রবিশন্ বারিতস্ততঃ ॥৬২
পরীক্ষিতঃ সুতঃ সো বৈ পৌরবো জনমেজয়ঃ
দ্বিরশ্বমেধমাহৃত্য মহাবাজসনেয়কঃ ॥ ৬৩
প্রবর্ত্তয়িত্বা তং সর্ব্বমৃষিং বাজসনেয়কম্।
বিবাদে ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধমভিশপ্তো বনং যযৌ ॥

পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠির, মারুত হইতে বৃকোদর, ইন্দ্র হইতে ইন্দ্রপরাক্রম ধনঞ্জয় এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব সমুৎপন্ন হন।৪০-৫০ এই পঞ্চ পাণ্ডব হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়। যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেন হইতে শ্রুতসেন, ধনঞ্জয় হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্মা এবং নকুল হইতে শতানীকের জন্ম হয়। এই পুত্রপঞ্চক দ্রৌপদেয় বলিয়া কীর্ত্তিত। এই সকল পুত্র ব্যতীত আরও ছয় জন মহারথ পাণ্ডব-নন্দন ছিলেন। তন্মধ্যে ভীমসেন হইতে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়; তাহাদের একের নাম হৈড়িম্ব ঘটোৎকচ; অপর জন কাশীনাম্নী পত্নীর গর্ভজাত পুত্র—সর্ব্বগ। মাদ্রী নাম্নী পত্নীর গর্ভে সহদেব হইতে সুহোত্র, চেদিরাজ-নন্দিনী করেণুমতীর গর্ভে নকুল হইতে নিরমিত্র, সুভদ্রার গর্ভে পার্থ হইতে অভিমন্যু এবং দেবকীর গর্ভে যুধিষ্ঠির হইতে যৌধেয় জন্মগ্রহণ করেন। অভিমন্যুর পুত্র পরপুরঞ্জয়ী পরিক্ষিৎ; তৎপুত্র পরম ধার্ম্মিক জমমেজয়! জনমেজয় যজ্ঞ উপলক্ষে বাজসনেয় ঋষিকে ব্রহ্মকার্য্যে বরণ করেন। তাহাতে মহর্ষি বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এইরূপ শাপ প্রদান করেন যে, রে দুর্ব্বুদ্ধে! তোমার এই বাক্য ভূতলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না। তুমি যত কাল আছ, তাবৎকাল পর্য্যন্তই ইহার প্রচলন রহিবে। ক্ষত্রপক্ষের জয় হইল বুঝিতে পারিয়া সেই দিন হইতে সকলে আসিয়া রাজা জনমেজয়কে আশ্রয় করিয়া রহিল। কিন্তু বৈশম্পায়নের শাপহেতু সেই হইতে ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞে ক্ষত্রিয় যাজকের উচ্ছেদ আরম্ভ হয়। সেই মহাত্মার শাপবশতঃ অনেক ক্ষত্রিয় রাজাই উৎসন্নপ্রায় হয়। পৌর্ণমাস হবি দ্বারা প্রজাপতি যজ্ঞ সমাধা করিয়া জনমেজয় যখন যজ্ঞশালায় প্রবেশ করেন, তখন বৈশম্পায়ন তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পৌরব জনমেজয় দুইটী অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করিয়া মহাবাজসনেয়ক হন। তিনি বাজেসনেয়ক ঋষিকে ব্রহ্মকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত বিবাদে

জনমেজয়াচ্ছতানীকস্তস্মাজ্জজ্ঞে স বীর্য্যবান্।
জনমেজয়ঃ শতানীকং পুত্রং রাজ্যেহভি-
ষিক্তবান্॥ ৬৫
অথাশ্বমেধেন ততঃ শতানীকস্য বীর্য্যবান্।
জজ্ঞেহধিসোমকৃষ্ণাখ্যঃ সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ
তস্মিন্ শাসতি রাষ্ট্রন্তু যুষ্মাভিরিদমাহৃতম্।
দুরাপং দীর্ঘসত্রং বৈ ত্রীণি বর্ষাণি পুষ্করে।
বর্ষদ্বয়ং কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বত্যাং দ্বিজোত্তমাঃ॥৬৭

মুনয় উচুঃ।

ভবিষ্যং শ্রোতুমিচ্ছামঃ প্রজানাং লোমহর্ষণে।
পুরা কিল যদেতদ্বৈ ব্যতীতং কীর্ত্তিতং ত্বয়া॥
যেষু বৈ স্থাস্যতে ক্ষত্রমুৎপৎস্যন্তে নৃপাশ্চ যে।
তেষামায়ুঃপ্রমাণঞ্চ নামতশ্চৈব তান্ নৃপান্॥৬৯
কৃতযুগপ্রমাণঞ্চ ত্রেতা-দ্বাপরয়োস্তথা।
কলিযুগপ্রমাণঞ্চ যুগদোষং যুগক্ষয়ম্॥ ৭০
সুখ-দুঃখপ্রমাণঞ্চ প্রজাদোষং যুগস্য তু।
এতৎ সর্ব্বং প্রসংখ্যায় পৃচ্ছতাং ব্রূহি নঃ প্রভো

অভিশপ্ত হইয়া বন গমন করেন। জনমেজয়ের পুত্র—শতানীক। জনমেজয় শতানীককে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। অনন্তর অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে শতানীকের এক বীর্য্যবান্ পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্রের নাম—অধিসোমকৃষ্ণ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সম্প্রতি এই মহাযশার রাজ্য-শাসনকালেই আপনারা এই দুর্ল্লভ দীর্ঘ সত্র তিন বর্ষকাল পুষ্করক্ষেত্রে এবং দুই বর্ষ কুরুক্ষেত্রে ও দৃষদ্বতীতীরে অনুষ্ঠান করিয়াছেন।৫১-৬৭ মুনিগণ কহিলেন,—হে সূত! তুমি পুরাবৃত্ত সকল কীর্ত্তন করিলে; এক্ষণে প্রজাবর্গের ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। যথায় ক্ষত্রিয় জাতি অবস্থান করিবে, ভবিষ্যতে যে সকল নরপতি উৎপন্ন হইবেন, তাঁহাদিগের আয়ুঃপ্রমাণ কত এবং তাঁহাদের নাম সকলই বা কি কি? কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের প্রমাণ, যুগদোষ, যুগ-ক্ষয়, সুখ-দুঃখের প্রমাণ ও প্রজাদোষ কি? হে প্রভো! জিজ্ঞাসু আমরা, আমাদিগের

সূত উবাচ।

যথা মে কীর্ত্তিতং পূর্ব্বং ব্যাসেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
ভাব্যং কলিযুগঞ্চৈব তথা মন্বন্তরাণি চ॥ ৭২
অনাগতানি সর্ব্বাণি ব্রুবতো মে নিবোধত।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ভবিষ্যা যে নৃপাস্তথা॥৭২
ঐলেক্ষ্বাকান্বয়ে চৈব পৌরবে চান্বয়ে তথা।
যেষু সংস্থাস্যতে তচ্চ ঐলেক্ষ্বাকুকুলং শুভম্।
তান্সর্ব্বান্কীর্ত্তয়িষ্যামি ভবিষ্যেকথিতান্নৃপান্
তেভ্যোহপরেহপি যে ত্বন্যে হ্যুৎপৎস্যন্তে
নৃপাঃ পুনঃ।
ক্ষত্রাঃ পারবশাঃ শূদ্রাস্তথান্যে যে বহিশ্চরাঃ*
অন্ধাঃ শকাঃ পুলিন্দাশ্চ চুলিকা যবনাস্তথা।
কৈবর্ত্তাভীরশবরা যে চান্যে ম্লেচ্ছসম্ভবাঃ।
পর্য্যায়তঃ প্রবক্ষ্যামি নামতশ্চৈব তান্ নৃপান্॥
অধিসোমকৃষ্ণশ্চতেষাং প্রথমং বর্ত্ততে নৃপঃ।
তস্যান্ববায়ে বক্ষ্যামি ভবিষ্যে কথিতান নৃপান্

নিকট এই সকল প্রকাশ করিয়া বল। সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে অক্লিষ্টকর্ম্মা বেদব্যাস আমার নিকট ভাবী, কলিযুগ ও অনাগত মন্বন্তর সকলের বিষয় যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। অতঃপর আমি ভবিষ্যৎ নৃপগণের কথা কহিব। শুভ ঐল ও ইক্ষ্বাকুকুলের কাহিনী, ঐল ও ইক্ষ্বাকুকুলে এবং পৌরববংশে যে সকল ক্ষত্রিয় অবস্থান করিবেন, সেই সকল নরপতির নাম, কে কে রাজপদ প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা ভিন্ন আরও কোন্ কোন্ রাজা উৎপন্ন হইবেন এবং যে সকল ক্ষত্র পারশব, শূদ্র ও অন্য বহিশ্চর জাতি, অন্ধ, শক, পুলিন্দ, চূলিক, যবন, কৈবর্ত্ত, আভীর, শবর ও অন্যান্য ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে যে যে রাজা হইবেন, তাঁহাদিগের নাম পর্য্যায়ক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি। মত্পুস্রেধ্য রাজগণের মধ্যে অধিসোমকৃষ্ণই প্রথম। তাঁহার বংশে ভবিষ্যতে যে সকল রাজা উৎপন্ন হইবেন, তাঁহাদের নামসমূহ কীর্ত্তন করিতেছি, অধি-

* মহীশ্বরা ইতি বা পাঠঃ।

অধিসোমকৃষ্ণপুত্রস্তু বিবক্ষুর্ভবিতা নৃপঃ।
গঙ্গয়া তু হৃতে তস্মিন্ নগরে নাগসাহ্বয়ে॥৭৮
ত্যক্ত্বা বিবক্ষুর্নগরং কৌশাম্ব্যান্তু নিবৎস্যতি।
ভবিষ্যাষ্টৌ সুতাস্তস্য মহাবলপরাক্রমাঃ॥ ৭৯
ভূরির্জ্যেষ্ঠঃ সুতস্তস্য তস্য চিত্ররথঃ স্মৃতঃ।
শুচিদ্রবশ্চিত্ররথাদ্‌বৃষ্ণিমাংশ্চ শুচিদ্রবাৎ॥ ৮০
বৃষ্ণিমতঃ সুষেণশ্চ ভবিষ্যতি শুচিনৃপঃ।
তস্মাৎ সুষেণাদ্ভবিতা সুনীথো নাম পার্থিবঃ॥
নৃপাৎ সুনীথাদ্ভবিতা নৃচক্ষুঃ সুমহাযশাঃ।
নৃচক্ষুষস্তু দায়াদো ভবিতা বৈ সুখীবলঃ॥ ৮২
সুখীবলসুতশ্চাপি ভাবী রাজা পরিপ্লবঃ।
পরিপ্লবসুতশ্চাপি ভবিতা সুতপা নৃপঃ॥ ৮৩
মেধাবী তস্য দায়াদো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
মেধাবিনঃ সুতশ্চাপি ভবিষ্যতি পুরঞ্জয়ঃ॥ ৮৪
উর্ব্বো ভাব্যঃ সুতস্তস্য তিগ্মাত্মা তস্য চাত্মজঃ
তিগ্মাদ্‌বৃহদ্রথো ভাব্যো বসুদামা বৃহদ্রথাৎ॥৮৫
বসুদাম্নঃ শতানীকো ভবিষ্যোদয়নস্ততঃ।
ভবিষ্যতে চোদয়নাদ্বীরো রাজা বহীনরঃ॥৮৬
বহীনরাত্মজশ্চৈব দণ্ডপাণির্ভবিষ্যতি।
দণ্ডপাণের্নিরামিত্রো নিরামিত্রাৎ তু ক্ষেমকঃ॥

অত্রানুবংশশ্লোকোঽয়ং গীতো বিপ্রৈঃপুরাতনৈঃ
ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো দেবর্ষিসৎকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাস্যতি কলৌ যুগে
ইত্যেষ পৌরবো বংশো যথাবদিহ কীর্ত্তিতঃ।
ধীমতঃ পাণ্ডুপুত্রস্য অর্জ্জুনস্য মহাত্মনঃ॥ ৮৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সোমবংশে পুরু-বংশানুকীর্ত্তনং নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥৫০॥

সোম কৃষ্ণের বিবক্ষু নামে এক পুত্র হইবে। হস্তিনাপুরী গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইলে বিবক্ষু সেই পুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক কৌশাম্বী নগরীতে গিয়া বাস করিবেন। তাঁহার মহাবল পরাক্রান্ত আট পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই পুত্রগণের মধ্যে ভূরি জ্যেষ্ঠ। ভূরির পুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র শুচিদ্রব, তৎপুত্র বৃষ্ণিমান্, বৃষ্ণিমানের সুষেণ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। সুষেণ হইতে সুনীথ, তাঁহা হইতে মহাযশা নৃচক্ষু, তাঁহা হইতে সুখীবল, তাঁহা হইতে পরিপ্লব, তাঁহা হইতে সুতপা এবং তাঁহা হইতে মেধাবী নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। মেধাবীর ঔরসে পুরঞ্জয় নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। তাঁহার পুত্র উর্ব্ব, তৎপুত্র তিগ্মাত্মা, তৎপুত্র বৃহদ্রথ, তৎপুত্র বসুদামা, তৎপুত্র শতানীক, তৎপুত্র উদয়ন, তৎপুত্র রাজা বহীনর, তৎপুত্র দণ্ডপাণি, তৎপুত্র নিরামিত্র এবং তৎপুত্র ক্ষেমক। এই ভাবী রাজা ক্ষেমক সম্বন্ধে প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ এইরূপ এক শ্লোক গান করিয়া থাকেন যে, দেবর্ষি-সৎকৃত ব্রহ্মক্ষেত্রের আদিবংশ ক্ষেমক রাজাকে প্রাপ্ত হইয়াই কলিযুগে অবস্থান করিবে। এই আমি পৌরব বংশ যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম, পাণ্ডুপুত্র মহাত্মা অর্জ্জুনের বংশও কথিত হইল। ৬৮—৮৯।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০।

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।
যে পূজ্যাঃ স্যুর্দ্বিজাতীনামগ্নয়ঃ সূত সর্ব্বদা।
তানিদানীং সমাচক্ষ্ব তদ্বংশঞ্চানুপূর্ব্বশঃ॥ ১
সূত উবাচ।
যোঽসাবগ্নিরভীমানী স্মৃতঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রস্তস্মাৎ স্বাহা ব্যজীজনৎ॥
পাবকং পবমানঞ্চ শুচিরগ্নিশ্চ যঃ স্মৃতঃ।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! যে সকল অগ্নি দ্বিজাতিগণের সর্ব্বদা পূজ্য, এক্ষণে তাহাদিগের এবং তদীয় বংশের বিবরণ বর্ণন কর। সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিমানী নামক অগ্নি, ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়েন। তৎপত্নী স্বাহা দেবী তাঁহা হইতে পাবক,

নির্ম্মথ্যঃ পবমানোঽগ্নির্বৈদ্যুতঃ পাবকাত্মজঃ॥
শুচিরগ্নিঃ স্মৃতঃ সৌরঃ স্থাবরাশ্চৈব তে স্মৃতাঃ
পবমানাত্মজো হ্যগ্নির্হব্যবাহঃ স উচ্যতে॥ ৪
পাবকিঃ সহরক্ষস্তু হব্যবাহমুখঃ শুচিঃ।
দেবানাং হব্যবাহোঽগ্নিঃ প্রথমো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ
সহরক্ষঃ সুরাণাস্তু ত্রয়াণাং তে ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
এতেষাং পুত্র-পৌত্রাশ্চ চত্বারিংশৎ তথৈব চ॥
প্রবক্ষ্যে নামতস্তান্ বৈ প্রবিভাগেন তান্‌পৃথক্
পাবনো লৌকিকো হ্যগ্নিঃ প্রথমো ব্রহ্মণশ্চ যঃ॥
ব্রহ্মৌদনাগ্নিস্তৎপুত্রো ভরতো নাম বিশ্রুতঃ।
বৈশ্বানরো হব্যবাহো বহন্ হব্যং মমার সঃ॥৮
স মৃতোঽথর্ব্বণঃ পুত্রো মথিতঃ পুষ্করোদধিঃ।
যোঽথর্ব্বা লৌকিকো হ্যগ্নির্দক্ষিণাগ্নিঃ স উচ্যতে
ভৃগোঃ প্রজায়তাথর্ব্বা হ্যঙ্গিরাথর্ব্বণঃ স্মৃতঃ।
তস্য হ্যলৌকিকো হ্যগ্নির্দক্ষিণাগ্নিঃ স বৈ স্মৃতঃ
অথ যঃ পবমানস্তু নির্ম্মথ্যোগ্নিঃ স উচ্যতে।
স চ বৈ গার্হপত্যোঽগ্নিঃ প্রথমো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ
ততঃ সভ্যাবসথ্যৌ চ সংশত্যাস্তৌ সুতাবুভৌ
ততঃ ষোড়শ নদ্যস্তু চকমে হব্যবাহনঃ।
যঃ খল্বাহবনীয়োঽগ্নিরভিমানী দ্বিজৈঃ স্মৃতঃ॥
কাবেরীং কৃষ্ণবেণীঞ্চ নর্ম্মদাং যমুনাং তথা।
গোদাবরীং বিতস্তাঞ্চ চন্দ্রভাগামিরাবতীম্॥
বিপাশাং কৌশিকীঞ্চৈব শতদ্রুং সরযুং তথা।
সীতাং মনস্বিনীঞ্চৈব হ্রদিনীং পাবনাং তথা॥
তাসু ষোড়শধাত্মানং প্রবিভজ্য পৃথক্ পৃথক্।
তদা তু বিহরংস্তাসু ধিষ্ণ্যেচ্ছুঃ স বভূব হ॥
স্বাভিধানস্থিতা ধিষ্ণ্যাস্তাসূৎপন্নাশ্চ ধিষ্ণবঃ।
ধিষ্ণ্যেষু জজ্ঞিরে যস্মাৎ ততস্তে ধিষ্ণবঃস্মৃতাঃ
ইত্যেতে বৈ নদীপুত্রা ধিষ্ণ্যেষু প্রতিপেদিরে

পবমান ও শুচি নামক তিন পুত্র উৎপাদন করেন। অরণী কাষ্ঠমন্থনে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা পবমান অগ্নি, বিদ্যুৎ অগ্নি পাবক এবং সুরগ-ণসম্মত শুচি অগ্নিই স্থাবর-রূপে নিরূপিত। পবমানাত্মজ অগ্নিকে হব্য-বাহ বলে। পাবকাত্মজ অগ্নি রাক্ষসগণা-শ্রিত। হব্যবাহ-সহচর শুচি অগ্নি দেব-গণের অভিমত। ব্রহ্মার মানস নন্দন অভিমানী অগ্নি, পাবক, পবমান, শুচি, এই ত্রিবিধরূপে সুর-নর-রাক্ষস লোকত্রয়ের অগ্নিরূপে পরিণত। ইহাদিগের পুত্র-পৌত্রাদি চত্বারিংশৎ। তাহাদিগের বিভাগ অনুসারে প্রত্যেক বিবরণ নামতঃ কীর্ত্তন করিতেছি। ব্রহ্মসৃষ্ট অভিমানী অগ্নি অলৌকিক; পরন্তু পাবক অগ্নিই প্রথম লৌকিক অগ্নি। তাঁহার পুত্র ব্রহ্মৌদনাগ্নি। ইহারই নামান্তর—ভরত ও বৈশ্বানর। ইনিই দেবগণের হব্য বহন করিতেন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পুরাকালে অথর্ব্বানামক ঋষি পুষ্করো-দধি মন্থন করেন। বৈশ্বানর মরণান্তে তাঁহারই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয়—আথর্ব্বণ। এই অলৌকিক অগ্নিই দক্ষিণাগ্নি বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ। অথর্ব্বা ঋষি, ভৃগুর পুত্র। অথ-র্ব্বার পুত্র অঙ্গিরা। ইহারা অলৌকিক অগ্নি; উহাকেই দক্ষিণাগ্নি বলা যায়। ব্রহ্মবংশোৎপন্ন পবমান অগ্নিই নির্ম্মথ্য অগ্নি; ইহাকেই গার্হপত্য অগ্নি বলে। সংশতীর সহযোগে তাঁহার সভ্য ও আবসথ্য নামক দুই পুত্র জন্মে। দ্বিজ-গণাভিমত হব্যবহনকারী আহবনীয় অগ্নি ষোড়শসংখ্যক নদীকে কামনা করেন। তিনি কাবেরী, কৃষ্ণবেণী, নর্ম্মদা, যমুনা, গোদাবরী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, কৌশকী, শতদ্রু, সরযু, সীতা, মন-স্বিনী, হ্রাদিনী ও পাবনা—নই সকল নদীতে আপানাকে ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিহারপরায়ণ হইলেন। উক্ত নদীসকল সুরূপ ধারণপূর্ব্বক নিজ নিজ নামে প্রথিতা হইলে তাঁহাদিগের গর্ভে ধিষ্ণু-নামে সন্তান সকল সমুৎপন্ন হয়। ধিষ্ণ্য জন্ম হেতু তাঁহাদিগের নাম হয়—ধিষ্ণু। এই নদী-নন্দনগণের বিহার ও উপস্থান বিবরণ বলি-

তেষাং বিহরণীয়া যে উপস্থেয়াশ্চ তান্ শৃণু।
বিভুঃ প্রবাহণোহগ্নীধ্রস্তত্রস্থা ধিষ্ণবোহপরে॥
বিহরন্তি যথাস্থানং পুণ্যাহে সমুপক্রমে।
অনির্দ্দেশ্যানিবার্য্যাণামগ্নীনাং শৃণুত ক্রমম্॥১৮
বাসবো২হগ্নিঃ কৃশানুর্যো দ্বিতীয়োত্তরবেদিকঃ।
সম্রাড়াগ্নিস্মৃতো হ্যষ্টাবুপতিষ্ঠন্তি তান্ দ্বিজাঃ॥১৯
পর্জ্জন্যঃ পবমা-স্ত দ্বিতীয়ঃ সোহনুদৃশ্যতে।
পাবকোক্ষঃ সমূহ্যস্ত বোত্তরে সোহগ্নিরুচ্যতে
হব্যসূদো হ্যসংমৃজ্যঃ শামিত্রঃ স বিভাব্যতে।
শতধামা সুধাজ্যোতী রৌদ্রৈশ্বর্য্যঃ স উচ্যতে
ব্রহ্মজ্যোতির্বসুধামা ব্রহ্মস্থানীয় উচ্যতে।
অজৈকপাদুপস্থেয়ঃ স বৈ শালামুখো যতঃ॥২২
অনির্দ্দেশ্যো হ্যহির্ব্রধ্নো বহিরন্তে তু দক্ষিণে।
পুত্রা হ্যেতে তু সর্ব্বস্য উপস্থেয়া দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ
ততো বিহরণীয়াংস্ত বক্ষ্যাম্যষ্টৌ তু তান্
সুতান্।
হোত্রিয়স্য সুতো হ্যগ্নির্বর্হিষো হব্যবাহনঃ॥ ২৪

প্রশংস্যোহগ্নিঃ প্রচেতাস্ত দ্বিতীয়ঃ সংসহায়কঃ
সুতো হ্যগ্নের্বিশ্ববেদা ব্রাহ্মণাচ্ছংসিরুচ্যতে॥২৫
অপাং যোনিঃ স্মৃতঃ স্বাস্তঃ সেতুর্নাম বিভাব্যতে
ধিষ্ণ্য আহরণা হ্যেতে সোমেনেজ্যন্ত বৈ
দ্বিজৈঃ॥২৬
ততো যঃ পাবকো নাম্না যঃ সদ্ভির্যোগ উচ্যতে
অগ্নিঃ সোহবভৃথে জ্ঞেয়ো বরুণেন সহেজ্যতে।
হৃদয়স্য সুতো হ্যগ্নের্জঠরেহসৌ নৃণাং পচন্।
মন্যুমান্ জাঠরশ্চাগ্নির্বিদ্ধাগ্নিঃ সততং স্মৃতঃ॥২৮
পরস্পরোত্থিতো হ্যগ্নির্ভূতানীহ বিভুর্দহন্।
অগ্নের্মন্যুমতঃ পুত্রো ঘোরঃ সংবর্ত্তকঃ স্মৃতঃ॥
পিবন্নপঃ স বসতি সমুদ্রে বড়বামুখে।
সমুদ্রবাসিনঃ পুত্রঃ সহরক্ষো বিভাব্যতে॥ ৩০
সহরক্ষস্ত বৈ কামান্ গৃহে স বসতে নৃণাম।
ক্রব্যাদগ্নিঃ সুতস্তস্য পুরুষান্ যোহত্তি বৈ
মৃতান্॥ ৩১
ইত্যেতে পাবকস্যাগ্নের্দ্বিজৈঃ পুত্রাঃপ্রকীর্ত্তিতাঃ

তেছি শ্রবণ করুন। ইহাঁরা পুণ্যাহ সমুপস্থিত হইলেই যথাস্থানে বিহার করিয়া থাকেন। উক্ত অনির্দ্দেশ্য অনিবার্য্য অগ্নিসমূহের ক্রম শ্রবণকর। উত্তরবেদিক বাসব অগ্নি, কৃশানু নামে বিখ্যাত; ইহাঁরই নামান্তর সম্রাট্। তাঁহার আটটী সন্তান জন্মে। দ্বিজগণ তাঁহাদিগের উপাসনা করিয়া থাকেন। পবমান অগ্নিই পর্জ্জন্যাকারে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। উক্ষ উত্তরাগ্নি সমূহ্যনামে খ্যাত। অসম্মৃজ্য হব্যসূদ অগ্নি শামিত্র বলিয়া নিরূপিত। শতধামা অগ্নি সুধাজ্যোতি, ইহাঁকেই রৌদ্রৈশ্বর্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রহ্মজ্যোতি বসুধামা অগ্নি ব্রহ্মস্থানীয় বলিয়া উক্ত। অজৈকপাৎ অগ্নি শালামুখ; ইনি উপস্থান-যোগ্য। অহি ও ব্রধ্ন অনির্দ্দেশ্য; ইহাঁরা সর্ব্ব কনিষ্ঠ এবং দক্ষিণাগ্নির অন্তর্গত। এই সকল অগ্নিতনয়গণ দ্বিজগণের সেব্য বলিয়া নিরূপিত আছে। অতঃপর বিহরণীয় অষ্ট অগ্নিতনয়ের বিবরণ বলিতেছি। বর্হিষ নামক হোত্রীয় অগ্নি হইতে হব্যবাহন উৎপন্ন হন। তদনন্তর প্রশংসনীয় প্রচেতা জন্মেন। ইহাঁরই নামান্তর সংসহায়ক। অগ্নিপুত্র বিশ্ববেদার নামান্তর ব্রাহ্মণাচ্ছংসি। জলযোনি স্বাস্ত নামক অগ্নি-তনয় সেতু নামেও উল্লিখিত হয়। এই সকল অগ্নি যজ্ঞস্থলে আহরণীয়। দ্বিজগণ সোম দ্বারা এই সকল অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। পাবক নামক যে অগ্নিকে সাধুগণ যোগনামে অভিহিত করেন, সেই অগ্নি যজ্ঞক্ষেত্রে বরুণ সহ সমর্চ্চিত হয়েন। হৃদয় নামক অগ্নির পুত্র মন্যুমান্। ইনি নরগণের জঠরে আসিয়া ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক ব্যাপার সমাধা করেন। পরস্পর সঙ্ঘর্ষে সমুৎপন্ন সর্ব্বভূতদহনকারী অগ্নি বিধাগ্নি নামে খ্যাত। মন্যুমান অগ্নির পুত্র—সংবর্ত্তক; এই অগ্নি অতীব ভয়ঙ্কর। ইনি সমুদ্র মধ্যে বাস করত সতত জল পান করিয়া থাকেন। ইহাঁর পুত্র সহরক্ষঃ; ইনি সদা গৃহে থাকিয়া জনগণের কামনিচয় সমাপন করেন। ইহাঁর পুত্র ক্রব্যাৎ অগ্নি, ইনি মৃত জনগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ১৪—৩১।

ততঃ সুতাস্ত সৌবীর্য্যাদগন্ধর্ব্বৈরসুরৈর্হৃতাঃ॥
মথিতো যস্ত্বরণ্যাস্ত সোঽগ্নিরাপ সমিন্ধনম্।
আয়ুর্নাম্না তু ভগবান্ পশৌ যস্ত প্রণীয়তে॥৩৩
আয়ুষো মহিমান্ পুত্ত্রো দহনস্ত ততঃ সুতঃ।
পাকযজ্ঞেষ্বভীমানী হুতং হব্যং ভুনক্তি যঃ॥৩৪
সর্ব্বস্মাদ্দেবলোকাচ্চ হব্যং কব্যং ভুনক্তি যঃ।
পুত্ত্রোঽস্য সহিতো হ্যগ্নিরদ্ভুতঃ স মহাযশাঃ॥৩৫
প্রায়শ্চিত্তেষ্বভীমানী হুতং হব্যং ভুনক্তি যঃ।
অদ্ভুতস্য সুতো বীরো দেবাংশস্ত মহান্ স্মৃতঃ
বিবিধাগ্নিস্ততস্তস্য তস্য পুত্ত্রো মহাকবিঃ।
বিবিধাগ্নিসুতাদর্কাদগ্নয়োঽষ্টৌ সুতাঃ স্মৃতাঃ॥
কাম্যাস্বিষ্টিষ্বভীমানী রক্ষোহায়তিকৃচ্চ যঃ।
সুরভির্বসুমান্ নাদো হর্য্যশ্বশ্চৈব রুক্মবান্ *।
প্রবর্গ্যঃ ক্ষেমবাংশ্চৈব ইত্যষ্টৌ চ প্রকীর্ত্তিতাঃ

পাবক অগ্নির এই সকল পুত্র, দ্বিজগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হয়। ইহা ছাড়া তাঁহার আর যে সকল সন্তান জন্মে, গন্ধর্ব্ব ও অসুরগণ তাহাদিগকে হরণ করে। অরণীমন্থন-জাত অগ্নি ইন্ধনাশ্রয়ে বাস করেন। পশু সম্বন্ধে যে প্রভাববান্ অগ্নি প্রণীত হয়, তাহার নাম—আয়ুঃ। আয়ুর পুত্র মহিমান্; তৎ-পুত্র দহন; ইনি পাকযজ্ঞাভিমানী এবং দেবগণোদ্দেশে প্রদত্ত সমস্ত হুত হব্য ভোজন করেন। ইহাঁর পুত্র সহিত; ইনি অদ্ভুতাকার, অতীব যশস্বী, প্রায়শ্চিত্তাভি-মানী এবং প্রায়শ্চিত্ত হুত হব্য ভোজন-কারী। অদ্ভুতের পুত্র বীর; ইনি দেবাংশ ও মহান্। ইহাঁর পুত্র—বিবিধাগ্নি। বিধি-ধাগ্নির পুত্র মহাকবি এবং অর্ক; কাম্যা ইষ্টির সহযোগে অর্কের আটটী পুত্র জন্মে। উহাদিগের নাম যথা—অভিমানী, রক্ষোহা, ঘতিকৃৎ সুরভি, বসুমান্, নাদ, হর্য্যশ্ব, রুক্মবান্, প্রবর্গ্য ও ক্ষেমবান্। এই সকল

* অত্র কচিৎ "হর্য্যশ্বঃ সোঽভবন্ পুর" ইতি, কচিচ্চ "হর্ষাখ্যশ্চৈব রুক্মবান্" ইতি পাঠদ্বয়ং দৃশ্যতে।

শুচ্যগ্নেস্ত প্রজা হ্যেষা অগ্নয়শ্চ চতুর্দ্দশ॥৩৯
ইত্যেতে হ্যগ্নয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রণীতা যে হি চাধ্বরে
সমতীতে তু সর্গে যে যামৈঃ সহ সুরোত্তমৈঃ॥
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পূর্ব্বমগ্নয়স্তেঽভিমানিনঃ।
এতে বিহরণীয়েষু চেতনাচেতনেষ্বিহ॥৪১
স্থানাভিমানিনোঽগ্নীধ্রাঃ প্রাগাসন্ হব্যবাহনাঃ
কাম্যনৈমিত্তিকাদ্যাস্তে যে তে কর্ম্মস্ববস্থিতাঃ
পূর্ব্বে মন্বন্তরেঽতীতে শুক্রৈর্যামৈশ্চ তৈঃ সহ।
এতে দেবগণৈঃ সার্দ্ধং প্রথমস্যান্তরে মনোঃ॥
ইত্যেতা যোনয়ো হ্যুক্তাঃ স্থানাখ্যা জাত-বেদসাম্।
স্বারোচিষাদিষু জ্ঞেয়াঃ সবর্ণান্তেষু সপ্তসু॥৪৪
তৈরেবস্তু প্রসংখ্যাতং সাম্প্রতানাগতেষ্বিহ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু লক্ষণং জাতবেদসাম্॥৪৫
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু নানারূপপ্রয়োজনৈঃ।
বর্ত্তন্তে বর্ত্তমানৈশ্চ যামৈর্দেবৈর্মহাগ্নয়ঃ॥৬৪
অনাগতৈঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং বৎস্যন্তোঽনাগতাস্তথ

শুচি অগ্নির সন্তান সংখ্যায় চতুর্দ্দশ। যজ্ঞ-ক্ষেত্রে প্রণীত এই সকল অগ্নির বিবরণ বর্ণন করিলাম। ইহাঁরা প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যাম নামক শ্রেষ্ঠ দেবগণসহ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বিহারপরায়ণ চেতনাচেতন পদার্থনিচয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া লোকসকলের পালন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব মন্বন্তর অতীত হইলে ইহাঁরা শুক্র এবং সেই যাম দেবগণ সহ স্থানাভিমানী অগ্নীধ্র নামে দেবগণের হব্য-বহন কার্য্য সম্পাদন করিতেন। স্বারোচিষাবধি সাবর্ণান্ত মন্বন্তরে অগ্নি সকলের এই সকল স্থান ও যোনি কীর্ত্তিত হইল। বর্ত্তমান ও ভাবী মন্বন্তরসমূহেও অগ্নি সকলের এই সকল লক্ষণই জ্ঞাতব্য। এই অগ্নিগণ সকল মন্বন্তরেই নানাবিধ রূপ ও প্রয়োজন অনুসারে যাম দেবগণ সহ বর্ত্তমান থাকেন। অনাগত মন্বন্তর সমূহেও ইহাঁরা অনাগতরূপে অনাগত দেবগণ সহ বর্ত্তমান থাকিবেন। আমি এই আপনা-

ইত্যেষ প্রচয়োঽগ্নীনাং ময়া প্রোক্তো যথাক্রমম্।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছথ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽগ্নিবংশো নামৈক-পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
ইদানীং প্রাহ যদ্বিষ্ণুঃ পৃষ্টঃ পরমমুত্তমম্।
তমিদানীং সমাচক্ষ্ব ধর্ম্মাধর্ম্মস্য বিস্তরম্ ॥ ১
সূত উবাচ।
এবমেকার্ণবে তস্মিন্ মৎস্যরূপী জনার্দ্দনঃ।
বিস্তারমাদিসর্গস্য প্রতিসর্গস্য চাখিলম্ ॥ ২
কথয়ামাস বিশ্বাত্মা মনবে সূর্য্যসূনবে।
কর্ম্মযোগঞ্চ সাংখ্যঞ্চ যথাবদ্বিস্তরান্বিতম্ ॥ ৩
ঋষয় উচুঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে সূত কর্ম্মযোগস্য লক্ষণম্।
যস্মাদবিদিতং লোকে ন কিঞ্চিৎ তব সুব্রতঃ ॥

দিগের নিকট অগ্নি সকলের বিবরণ যথাক্রমে সবিস্তর কহিলাম। এক্ষণে আপনারা আর কি শুনিতে চাহেন ? ৩২—৪৭।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—মনু ভগবান্ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে পরমোত্তম ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয় বলিয়াছিলেন, ইদানীং তুমি তাহাই বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন,—মৎস্যরূপধারী বিশ্বাত্মা জনার্দ্দন এইরূপে সেই একার্ণবজলে সূর্য্যসুত মনুর নিকট আদিসর্গ ও প্রতিসর্গ প্রভৃতি নিখিল বিবরণ বলিয়াছিলেন এবং মনুর প্রশ্নানুসারে কর্ম্মযোগ ও সাংখ্যযোগও বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করেন ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! হে সুব্রত। যে হেতু জগতে তোমার অবিদিত

সূত উবাচ।
কর্ম্মযোগঞ্চ বক্ষ্যামি যথাবিষ্ণুবিভাবিতম্।
জ্ঞানযোগসহস্রাদ্ধি কর্ম্মযোগঃ প্রশস্যতে ॥ ৫
কর্ম্মযোগোদ্ভবং জ্ঞানং তস্মাত্তৎ পরমং পদম্
কর্ম্মজ্ঞানোদ্ভবং ব্রহ্ম ন চ জ্ঞানমকর্ম্মণঃ ॥ ৬
তস্মাৎ কর্ম্মণি যুক্তাত্মা তত্ত্বমাপ্নোতি শাশ্বতম্
বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলমাচারশ্চৈব তদ্বিদাম্ *
অষ্টাবাত্মগুণাস্তস্মিন্ প্রধানত্বেন সংস্থিতাঃ।
দয়া সর্ব্বেষু ভূতেষু ক্ষান্তী রক্ষাতুরস্য তু ॥ ৮
অনসূয়া তথা লোকে শৌচমন্তর্বহির্দ্বিজাঃ।
অনায়াসেষু কার্য্যেষু মাঙ্গল্যাচারসেবনম্ ॥ ৯
ন চ দ্রব্যেষু কার্পণ্যমার্ত্তেষূপার্জ্জিতেষু চ।
তথাস্পৃহা পরদ্রব্যে পরস্ত্রীষু চ সর্ব্বদা ॥ ১০
অষ্টাবাত্মগুণাঃ প্রোক্তাঃ পুরাণস্য তু কোবিদৈ
অয়মেব ক্রিয়াযোগো জ্ঞানযোগস্য সাধকঃ ॥
কর্ম্মযোগং বিনা জ্ঞানং কস্যচিন্নেহ দৃশ্যতে।

কিছুই নাই; অতএব কর্ম্মযোগের লক্ষ শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহাই এক্ষ বল। সূত বলিলেন,—কর্ম্মযোগের বিব বিষ্ণু যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহাই বলি তেছি। এই কর্ম্মযোগ সহস্র জ্ঞানযো অপেক্ষাও প্রশস্ত। জ্ঞান কর্ম্মযোগ হইতে উদ্ভূত বলিয়া তাহাই পরম-পদ। ব্রহ্ম-জ্ঞানে ভব, পরন্তু অকর্ম্ম হইতে জ্ঞান উদ্ভূত হয় না অতএব মানব কর্ম্মেতেই যুক্তাত্মা হইয়া নিত তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সমগ্র বে এবং বেদজ্ঞদিগের আচারই অখিল ধর্ম্মে মূল। তাহাতে আটটী আত্মগুণ প্রধা রূপে অবস্থিত। যথা—সর্ব্বভূতে দয় ক্ষান্তি, আতুর জনের রক্ষা, অনসূয়া, বা ও আভ্যন্তর শৌচ, অনায়াস কার্য্যে মঙ্গ ময় আচারনিষ্ঠা, উপার্জ্জিত দ্রব্য ও আর জনে অকার্পণ্য, পর দ্রব্যে অস্পৃহা এ পরদারে অলোভ। পুরাণজ্ঞগণ এই অষ্ট গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই ক্রিয়াযোগ

* তদ্বিতমিতি বা পাঠঃ।

শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমুপতিষ্ঠেৎ প্রযত্নতঃ ॥ ১২
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ সর্ব্বদা।
কুর্য্যাদহরহর্যজ্ঞৈর্ভূতর্ষিগণতর্পণম্ ॥ ১৩
স্বাধ্যায়ৈরর্চ্চয়েচ্চর্ষীন্ হোমৈর্বিদ্বান্ যথাবিধি।
পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈরন্নদানৈর্ভূতানি বলিকর্ম্মভিঃ ॥ ১৪
পঞ্চৈতে বিহিতা যজ্ঞাঃ পঞ্চসূনাপনুত্তয়ে।
কণ্ডনী পেষণী চুল্লী জলকুম্ভী প্রমার্জ্জনী ॥ ১৫
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তেন স্বর্গে ন গচ্ছতি।
তৎপাপনাশনায়ামী পঞ্চ যজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
দ্বাবিংশতি তথাষ্টৌ চ যে সংস্কারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
তদ্যুক্তোঽপি ন মোক্ষায় যস্ত্বাত্মগুণবর্জ্জিতঃ ॥
তস্মাদাত্মগুণোপেতঃ শ্রুতিকর্ম্ম সমাচরেৎ।
গো-ব্রাহ্মণানাং বিত্তেন সর্ব্বদা ভদ্রমাচরেৎ ॥
গো-ভূ-হিরণ্য-বাসোভির্গন্ধ-মাল্যোদকেন চ।
পূজয়েদ্‌ব্রহ্ম-বিষ্ণ্বর্ক-রুদ্র-বস্বাত্মকং শিবম্ ॥১৯
ব্রতোপবাসৈর্বিধিবচ্ছ্রদ্ধয়া চ বিমৎসরঃ।
যোঽসাবতীন্দ্রিয়ঃ শান্তঃসূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ
বাসুদেবো জগন্মূর্ত্তিস্তস্য সম্ভূতয়ো হ্যমী ॥ ২০
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ মার্ত্তণ্ডো বৃষবাহনঃ।
অষ্টৌ চ বসবস্তদ্বদেকাদশ গণাধিপাঃ।
লোকপালাধিপাশ্চৈব পিতরো মাতরস্তথা ॥২১
ইমা বিভূতয়ঃ প্রোক্তাশ্চরাচরসমন্বিতাঃ।
ব্রহ্মাদ্যাশ্চতুরো মূলমব্যক্তাধিপতিঃ স্মৃতঃ ॥২২
ব্রহ্মণা চাথ সূর্য্যেণ বিষ্ণুনাথ শিবেন বা।
অভেদাৎ পূজিতেন স্যাৎ পূজিতং সচরাচরম্
ব্রহ্মাদীনাং পরং ধাম ত্রয়াণামপি সংস্থিতিঃ।
বেদমূর্ত্তাবতঃ পূষা পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২৪
তস্মাদগ্নিদ্বিজমুখান্ কৃত্বা সম্পূজয়েদিমান্।
দানৈর্ব্রতোপবাসৈশ্চ জপহোমাদিনা নরঃ ॥২৫
ইতি ক্রিয়াযোগপরায়ণস্য
বেদান্তশাস্ত্রস্মৃতিবৎসলস্য।

জ্ঞানযোগেরই সাধক। ১—১১। কর্ম্মযোগ ব্যতীত এ জগতে জ্ঞান কাহারই দেখা যায় না। যত্নের সহিত শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত ধর্ম্মেরই সেবা করিবে। দেব, পিতৃ, ঋষি মনুষ্যাদি ভূতবৃন্দকে বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা প্রতিদিন পরিতৃপ্ত করিবে। স্বাধ্যায় ও হোম কর্ম্ম দ্বারা ঋষিগণ ও দেবগণকে, শ্রাদ্ধীয় অন্নদানে পিতৃগণকে এবং বলি কর্ম্ম দ্বারা ভূতবৃন্দকে অর্চ্চনা করিবে। পঞ্চসূনা অপনোদনের জন্য এই পঞ্চ যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। কণ্ডনী, পেষণী, চুল্লী, জলকুম্ভী ও প্রমার্জ্জনী, এই পঞ্চসূনা গৃহস্থের স্বর্গগতির অন্তরায়। এই সূনাজনিত পাপক্ষয়ের নিমিত্তই উক্ত পঞ্চ যজ্ঞ বিহিত। শাস্ত্রে যে ত্রিংশৎ সংস্কার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, লোক সেই সকল সংস্কারান্বিত হইলেও আত্মগুণ না থাকিলে তাহার মোক্ষ লাভ হওয়া অসম্ভব। অতএব আত্মগুণে গুণবান্ হইয়া শ্রুতিকর্ম্ম সম্পাদন করিবে। এবং সর্ব্বদা ধনদ্বারা গো ও ব্রাহ্মণগণের হিতাচরণ করিবে। বিমৎসর ব্যক্তি বিধিমত ব্রত ও উপবাস করিয়া শ্রদ্ধার সহিত গো, ভূ, হিরণ্য, বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য ও উদক দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু সূর্য্য, রুদ্র ও বসুস্বরূপ শিবকে পূজা করিবে। যিনি অতীন্দ্রিয়, শান্ত, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত সনাতন, জগন্মূর্ত্তি বাসুদেব, এই সকলই তাঁহার বিভূতি। ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মার্ত্তণ্ড, বৃষ-বাহন, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, লোকপাল সকল, পিতৃগণ, মাতৃগণ, অধিক কি এই সমস্ত চরাচরই তাঁহার বিভূতি। ব্রহ্মাদি দেবচতুষ্টয় মূল অব্যক্তাধিপতি বলিয়া বিদিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য ও শিব এই দেবচতুষ্টয়কে অভেদ জ্ঞানে পূজা করিলে, এই চরাচর নিখিল জগৎই পরিপূজিত হয়, বেদ-মূর্ত্তিতে ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের অবস্থান এবং পূষা তাঁহাদের পরম ধাম; অতএব প্রযত্নের সহিত পূষা দেব পূজনীয়। মানব দান, ব্রত, উপবাস, জপ ও হোমাদি দ্বারা এই সকল দেবগণকে অগ্নি ও দ্বিজমুখে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। এইরূপে যিনি ক্রিয়া-যোগ-পরায়ণ বেদান্ত ও স্মৃতি শাস্ত্রানুরক্ত,

বিকর্ম্মভীতস্থ সদা ন কিঞ্চিৎ
প্রাপ্তব্যমস্তীহ পরে চ লোকে ॥ ২৬
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে যোগমাহাত্ম্যং
নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।
পুরাণসাংখ্যমাচক্ষ সূত বিস্তরশঃ ক্রমাৎ।
দানধর্ম্মমশেষস্তু যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ১
সূত উবাচ।
ইদমেব পুরাণেষু পুরাণপুরুষস্তদা।
যদুক্তবান্ স বিশ্বাত্মা মনবে তন্নিবোধত ॥ ২
মৎস্য উবাচ।
পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনির্গতাঃ ॥ ৩
পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘ।
ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ॥ ৪
নির্দগ্ধেষু চ লোকেষু বাজিরূপেণ বৈ ময়া।
অঙ্গানি চতুরো বেদাঃ পুরাণং ন্যায়বিস্তরম্ ॥৫
মীমাংসাং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ পরিগৃহ্য ময়া কৃতম্।
মৎস্যরূপেণ চ পুনঃ কল্পাদাবুদকার্ণবে ॥ ৬
অশেষমেতৎ কথিতমুদকান্তর্গতেন চ।
শ্রুত্বা জগাদ স মুনীন্ প্রতি দেবান্ চতুর্ম্মুখঃ॥৭
প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণস্যাভবৎ ততঃ।
কালেনাগ্রহণং দৃষ্ট্বা পুরাণস্য ততো নৃপ ॥ ৮
ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে।
চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা ॥ ৯
তথাষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রকাশ্যতে
অদ্যাপি দেবলোকেঽস্মিন্ শতকোটি
প্রবিস্তরম্ ॥১০
তদর্থোঽত্র চতুর্লক্ষং সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্।
পুরাণানি দশাষ্টৌ চ সাম্প্রতং তদিহোচ্যতে ॥

এবং বিকর্ম্ম হইতে ভীত, ইহ পরলোকে তাঁহার কখনই কোন বস্তু অপ্রাপ্তব্য হয় না। ১২—২৬।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৫২

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—সূত! তুমি এক্ষণে বিস্তরক্রমে পুরাণসংখ্যা, ও সেই সকল পুরাণের অশেষ ফলজনক দানধর্ম্ম যথাযথ কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন—পুরাণপুরুষ পুরাণপ্রস্তাবে মনুর নিকট এই বিষয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। মৎস্য কহিয়াছিলেন,—সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে পুরাণই প্রথম বলিয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়াছে। অনন্তর তাঁহার বক্ত্রবৃন্দ হইতে বেদ সকল নির্গত হয়। হে অনঘ। কল্পান্তরে মাত্র একখানি পুরাণ ছিল। ঐ পুরাণ ত্রিবর্গের সাধন, পাবন ও শতকোটি শ্লোকে পরিপূর্ণ। লোক সকল দগ্ধ হইয়া গেলে, আমি বাজিরূপ ধারণ করিয়া বেদাঙ্গ সকল বেদচতুষ্টয়, ন্যায় বিস্তার, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রহণান্তে সম্পাদিত করিয়াছিলাম। অনন্তর আমি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া কল্পারম্ভে পুনরায় একার্ণবজলের অভ্যন্তরে অবস্থান করত ঐ সকল অশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর চতুর্ম্মুখ তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া দেব ও মুনিগণের নিকট প্রকাশ করিলেন। তখন হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ সকল প্রবর্ত্তিত হইল। হে নৃপ! কালক্রমে লোকে পুরাণপ্রস্তাব গ্রহণ করে না, দেখিয়া আমি ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া যুগে যুগে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকি; প্রতি দ্বাপরে চতুর্লক্ষ শ্লোক-সম্বলিত পুরাণ অষ্টাদশভাগে বিভক্ত করিয়া এই ভূর্লোকে আমি প্রকাশ করি। এই দেবলোকে অদ্যাপি শতকোটি শ্লোকসংখ্যক পুরাণ প্রচলিত আছে। ১—১০। এই জন্য ভূর্লোক-প্রচলিত পুরাণে সংক্ষেপতঃ চতুর্লক্ষসংখ্যক শ্লোক সন্নিবেশিত হয়। সম্প্রতি নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক

নামতস্তানি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিসত্তমাঃ।
ব্রহ্মণাভিহিতং পূর্ব্বং যাবন্মাত্রং মরীচয়ে ॥ ১২
ব্রাহ্ম্যং ত্রিদশসাহস্রং পুরাণং পরিকীর্ত্ত্যতে।
লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাজ্জলধেনুসমন্বিতম্।
বৈশাখপুর্ণিমায়াঞ্চ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৩
এতদেব যদা পদ্মমভূদ্ধৈরণ্ময়ং জগৎ।
তদ্বৃত্তান্তাশ্রয়ং তদ্বৎ পাদ্মমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
পাদ্মং তৎ পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্রাণীহ কথ্যতে ॥ ১৪
তৎ পুরাণঞ্চ যো দদ্যাৎ সুবর্ণকমলান্বিতম্।
জ্যৈষ্ঠে মাসি তিলৈর্যুক্তমশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
বারাহকল্পবৃত্তান্তমধিকৃত্য পরাশরঃ।
যৎ প্রাহ ধর্ম্মানখিলান্ তদ্‌যুক্তং বৈষ্ণবং বিদুঃ
তদাষাঢ়ে চ যো দদ্যাদ্‌ঘৃতধেনুসমন্বিতম্।
পৌর্ণমাস্যাং বিপূতাত্মা স পদং যাতি বারুণম্।
ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং তৎপ্রমাণং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৭

শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মান্ বায়ুরিহাব্রবীৎ।
যত্র তদ্বায়বীয়ং স্যাদ্রুদ্রমাহাত্ম্যসংযুতম্।
চতুর্ব্বিংশৎসহস্রাণি পুরাণং তদিহোচ্যতে ॥ ১৮
শ্রাবণ্যাং শ্রাবণে মাসি গুড়ধেনুসমন্বিতম্।
যো দদ্যাদ্‌বৃষসংযুক্তং ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে।
শিবলোকে স পূতাত্মা কল্পমেকং বসেন্নরঃ ॥ ১৯
যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমুচ্যতে ॥ ২০
সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরোত্তমাঃ।
তদ্‌বৃত্তান্তোদ্ভবং লোকে তদ্ভাগবতমুচ্যতে ॥ ২১
লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতম্।
পৌর্ণমাস্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং স যাতি পরমাং গতিম্
অষ্টাদশ সহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ২২
যত্রাহ নারদো ধর্ম্মান্ বৃহৎকল্পাশ্রয়াণি চ।
পঞ্চবিংশৎসহস্রাণি নারদীয়ং তদুচ্যতে ॥ ২৩

অষ্টাদশ পুরাণবৃত্তান্ত বলিতেছি। হে মুনিসত্তমগণ! শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা মরীচির নিকট যে পুরাণ কীর্ত্তন করেন, তাহা ত্রয়োদশসহস্র শ্লোকসংখ্যায় ব্রহ্মপুরাণ নামে অভিহিত। এই ব্রহ্মপুরাণ লিখিয়া জলধেনু সহ যে ব্যক্তি বৈশাখী পূর্ণিমায় দান করে, তাহার ব্রহ্মলোকে গতি হয়। এই জগৎ যখন হিরণ্ময় পদ্মাকারে পরিণত হইয়াছিল, তখনকার বৃত্তান্ত-সমন্বিত পুরাণকে বুধগণ পদ্মপুরাণ নামে কীর্ত্তন করেন। এই পদ্মপুরাণ পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ। যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠ মাসে তিল ও সুবর্ণ কমল সহ এই পুরাণ প্রদান করে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। পরাশরনন্দন বরাহ কল্পীয় বৃত্তান্ত আশ্রয় করিয়া যে সকল ধর্ম্ম কথা বলেন, সেই পুরাণই বৈষ্ণব পুরাণ বলিয়া বিদিত। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা দিনে যে পূতাত্মা ব্যক্তি ঘৃত ধেনু সহ এই পুরাণ দান করেন, তিনি বরুণালয়ে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ এই পুরাণ ত্রয়োবিংশতি সহস্র শ্লোক-সম্বলিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে পুরাণে বায়ু, শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গে ধর্ম্ম সকল ব্যাখ্যা করেন, তাহা বায়বীয় পুরাণ নামে অভিহিত। এই পুরাণ রুদ্র-মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ। ইহার শ্লোক-সংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি সহস্র। শ্রাবণ মাসের শ্রবণানক্ষত্র দিনে গুড়ধেনু ও বৃষ সহ যে ব্যক্তি আত্মীয় ব্রাহ্মণকে এই পুরাণ দান করেন, সেই পূতাত্মা ব্যক্তির এক কল্পকাল শিবলোকে বাস হয়। যে পুরাণে গায়ত্রীমাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া বিস্তৃতরূপে ধর্ম্ম-কথা বর্ণিত হয় এবং যাহাতে বৃত্রাসুরের বধ-বৃত্তান্ত বিবৃত আছে, তাহা ভাগবত নামে অভিহিত। সারস্বত কল্পের অভ্যন্তরে যে সকল নরশ্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের বৃত্তান্ত-সম্বলিত পুরাণই লোকে ভাগবতাখ্যায় পরিচিত। যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসীয় পূর্ণিমা তিথিতে হেম সিংহ সহ এই পুরাণ প্রদান করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। পণ্ডিতেরা বলেন,—এই পুরাণ অষ্টাদশসহস্র শ্লোকমালায় গ্রথিত। ১১—২২। যে পুরাণে মহর্ষি নারদ বৃহৎ কল্পসম্বন্ধীয় নানা বিষয় ও নানা ধর্ম্ম-তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন, সেই পুরাণ নারদীয় নামে অভি-

আশ্বিনে পঞ্চদশ্যান্তু দদ্যাদ্ধেনুসমন্বিতম্ ।
পরমাং সিদ্ধিমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভাম্ ॥ ২৪
যত্রাধিকৃত্য শকুনীন্ ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারণা ।
ব্যাখ্যাতা বৈ মুনিপ্রশ্নে মুনিভির্ধর্ম্মচারিভিঃ ॥২৫
মার্কণ্ডেয়েন কথিতং তৎ সর্ব্বং বিস্তরেণ তু ।
পুরাণং নবসাহস্রং মার্কণ্ডেয়মিহোচ্যতে ॥ ২৬
প্রতিলিখ্য চ যো দদ্যাৎ সৌবর্ণকরিসংযুতম্ ।
কার্ত্তিক্যাং পুণ্ডরীকস্য যজ্ঞস্য ফলভাগ্‌ভবেৎ ॥
যৎ তদীশানকং কল্পং বৃত্তান্তমধিকৃত্য চ ।
বসিষ্ঠায়াগ্নিনা প্রোক্তমাগ্নেয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥২৮
লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমপদ্মসমন্বিতম্ ।
মার্গশীর্ষ্যাং বিধানেন তিলধেনুসমন্বিতম্ ।
তচ্চ ষোড়শসাহস্রং সর্ব্বক্রতুফলপ্রদম্ ॥ ২৯
যত্রাধিকৃত্য মাহাত্ম্যমাদিত্যস্য চতুর্ম্মুখঃ ।
অঘোরকল্পবৃত্তান্তপ্রসঙ্গেন জগৎস্থিতিম্ ।
মনবে কথয়ামাস ভূতগ্রামস্য লক্ষণম্ ॥ ৩০
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি তথা পঞ্চ শতানি চ ।
ভবিষ্যচরিতপ্রায়ং ভবিষ্যং তদিহোচ্যতে ॥৩১
তৎ পৌষে মাসি যো দদ্যাৎ পৌর্ণমাস্যাং বিমৎসরঃ ।
গুড়কুম্ভসমাযুক্তমগ্নিষ্টোমফলং ভবেৎ ॥ ৩২
রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য চ ।
সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৩৩
যত্র ব্রহ্ম-বরাহস্য চোদন্তং বর্ণিতং মুহুঃ ।
তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে ॥ ৩৪
পুরাণং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং যো দদ্যান্মাঘমাসি চ ।
পৌর্ণমাস্যাং শুভদিনে ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৩৫
যত্রাগ্নিলিঙ্গমধ্যস্থঃ প্রাহ দেবো মহেশ্বরঃ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থমাগ্নেয়মধিকৃত্য চ ॥ ৩৬
কল্পান্তে লৈঙ্গমিত্যুক্তং পুরাণং ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ।
তদেকাদশসাহস্রং ফাল্গুন্যাং যঃ প্রযচ্ছতি ।

হিত। উহার শ্লোকসংখ্যা পঞ্চবিংশতি সহস্র। আশ্বিন মাসের অমাবস্যায় যে ব্যক্তি একটী ধেনু সহ এই পুরাণ প্রদান করে, তাহার পরম সিদ্ধি লাভ হয়। কতিপয় পক্ষীর বৃত্তান্ত আশ্রয় করিয়া যে পুরাণ প্রবর্ত্তিত হয়, মুনির প্রশ্নানুসারে ধর্ম্মচারী মুনিগণ কর্ত্তৃক যাহাতে নানাবিধ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে, সেই মার্কণ্ডেয়-কথিত পুরাণ মার্কণ্ডেয় নামেই প্রসিদ্ধ। এই পুরাণ নব সহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ। যে ব্যক্তি এই পুরাণ লিখিয়া উহা হৈম হস্তীসহ কার্ত্তিক মাসে ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। পুরাকালে অগ্নিদেব বশিষ্ঠের নিকট ঐশান-কল্পীয় বৃত্তান্ত আশ্রয় করিয়া যে পুরাণ কীর্ত্তন করেন, তাহা আগ্নেয় বা অগ্নি-পুরাণ নামে নির্দ্দিষ্ট। এই পুরাণ ষোড়শ সহস্র শ্লোকে সমন্বিত। যে ব্যক্তি এই পুরাণ লিখিয়া হেমপদ্ম বা তিল ধেনু সহ যথাবিধি মার্গশীর্ষ মাসে প্রদান করে, তাহার সর্ব্ব যজ্ঞফল লাভ হয়। ২৩—২৯। ব্রহ্মা যাহাতে আদিত্য-মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া অঘোরকল্পীয় বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে মনুর নিকট এই জগতের স্থিতি ও অত্রত্য ভূতবৃন্দের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া বলেন, সেই পুরাণ ভবিষ্য আখ্যায় অভিহিত। এই পুরাণ চতুর্দ্দশ সহস্র পঞ্চশত শ্লোকে নিবদ্ধ। ইহাতে বাহুল্যরূপে ভবিষ্যৎ বৃত্তান্তই বর্ণিত। পৌষ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যে ব্যক্তি মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া গুড়কুম্ভ সহ ব্রাহ্মণকে ইহা দান করে, তাহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। রথন্তর কল্পের বৃত্তান্ত আশ্রয় করিয়া সাবর্ণি মনু নারদের নিকট যে বারম্বার কৃষ্ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, যাহাতে ব্রহ্মা এবং বরাহের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকসংখ্যক পুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামে কীর্ত্তিত। মাঘ মাসের পূর্ণিমা দিনে যে ব্যক্তি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ দান করে, তাহার ব্রহ্মলোকে গতি হয়। যাহাতে অগ্নি-লিঙ্গ-মধ্যস্থিত দেব মহেশ্বর ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষার্থ আগ্নসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত বলিয়াছেন, ঐ পুরা। লিঙ্গ পুরাণ নামে অভিহিত। ইহা কল্পান্তে স্বয়ং ব্রহ্মা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ পুরাণ একাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক। যে ব্যক্তি

তিলধেনুসমাযুক্তং স যাতি শিবসাম্যতাম্ ॥ ৩৭
মহাবরাহস্য পুনর্মাহাত্ম্যমধিকৃত্য চ।
বিষ্ণুনাভিহিতং ক্ষৌণ্যৈ তদ্বারাহমিহোচ্যতে ॥
মানবস্য প্রসঙ্গেন কল্পস্য মুনিসত্তমাঃ।
চতুর্ব্বিংশৎসহস্রাণি তৎ পুরাণমিহোচ্যতে ॥ ৩৯
কাঞ্চনং গরুড়ং কৃত্বা তিলধেনুসমন্বিতম্।
পৌর্ণমাস্যাং মধৌ দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে।
বরাহস্য প্রসাদেন পদমাপ্নোতি বৈষ্ণবম্ ॥৪০
যত্র মাহেশ্বরান্ ধর্ম্মানধিকৃত্য চ ষণ্মুখঃ।
কল্পে তৎপুরুষং বৃত্তং চরিতৈরুপবৃংহিতম্ ॥ ৪১
স্কান্দং নাম পুরাণঞ্চ হ্যেকাশীতি নিগদ্যতে।
সহস্রাণি শতঞ্চৈকমিতি মর্ত্ত্যেষু গদ্যতে ॥ ৪২
পরিলিখ্য চ যো দদ্যাদ্ধেমশূলসমন্বিতম্।
শৈবং পদমবাপ্নোতি মীনে চোপাগতে রবৌ ॥
ত্রিবিক্রমস্য মাহাত্ম্যমধিকৃত্য চতুর্ম্মুখঃ।
ত্রিবর্গমভ্যধাৎ তচ্চ বামনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৪

পুরাণং দশসাহস্রং কূর্ম্মকল্পানুগং শিবম্।
যঃ শরদ্বিষুবে দদ্যাদ্বৈষ্ণবং যাত্যসৌ পদম্ ॥৪৫
যত্র ধর্ম্মার্থকামানাং মোক্ষস্য চ রসাতলে।
মাহাত্ম্যং কথয়ামাস কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৬
ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রসঙ্গেন ঋষিভ্যঃ শক্রসন্নিধৌ।
অষ্টাদশ সহস্রাণি লক্ষ্মীকল্পানুষঙ্গিকম্ ॥ ৪৭
যো দদ্যাদয়নে কূর্ম্মং হেমকূর্ম্মসমন্বিতম্।
গোসহস্রপ্রদানস্য ফলং সম্প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ৪৮
শ্রুতীনাং যত্র কল্পাদৌ প্রবৃত্ত্যর্থং জনার্দ্দনঃ।
মৎস্যরূপেণ মনবে নরসিংহোপবর্ণনম্ ॥ ৪৯
অধিকৃত্যাব্রবীৎ সপ্তকল্পবৃত্তং মুনীশ্বরাঃ।
তন্মাৎস্যমিতি জানীধ্বং সহস্রাণি চতুর্দ্দশ ॥৫০
বিষুবে হেমমৎস্যেন ধেন্বা চৈব সমন্বিতম্।
যো দদ্যাৎ পৃথিবী তেন দত্তা ভবতি চাখিলা ॥
যদা চ গারুড়ে কল্পে বিশ্বাণ্ডাদ্গরুড়োদ্ভবম্।

তিল ধেনু সহ ফাল্গুন মাসে এই পুরাণ প্রদান করে, সে শিবসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। হে মুনিসত্তমগণ। ভগবান্ বিষ্ণু মানব কল্প প্রসঙ্গে মহাবরাহের মাহাত্ম্য অবলম্বন করত যাহা পৃথিবীকে বলিয়াছেন, তাহাই বরাহ-পুরাণ নামে কীর্ত্তিত। ঐ পুরাণ চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকমালায় গ্রথিত। যে ব্যক্তি কাঞ্চনময় গরুড় নির্ম্মাণ করিয়া তিল ধেনুর সহিত ঐ পুরাণ চৈত্র মাসের পৌর্ণমাসী তিথিতে আত্মীয় ব্রাহ্মণকে দান করে, বরাহ প্রসাদে তাহার বৈষ্ণব লোক লাভ হয়। ষণ্মুখ মাহেশ্বর ধর্ম্ম অবলম্বনে যে পুরাণ প্রণয়ন করেন, উহাই স্কন্দ পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। ঐ পুরাণ মাহেশ্বরকল্পে নানা চরিতে সুসমৃদ্ধ হয়। মর্ত্ত্যমণ্ডলে উহার শ্লোকসংখ্যা—শতাধিক একাশীতি সহস্র বলিয়া কথিত। যে ব্যক্তি চৈত্র মাসে স্কন্দ পুরাণ লিখিয়া হৈম শূলসহ দান করেন, তিনি শিবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ত্রি-বিক্রমের মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া ত্রিবর্গপ্রতিপাদক যে পুরাণ কীর্ত্তন করেন, তাহাই বামন পুরাণ বলিয়া বিখ্যাত। ঐ কূর্ম্মকল্পীয় মঙ্গলময় বামনপুরাণ দশ সহস্র শ্লোক-মালায় সুশোভিত। যে ব্যক্তি শরৎকালে বা বিষুবে ঐ পুরাণ প্রদান করে, তাহার বৈষ্ণব পদপ্রাপ্তি ঘটে। ভগবান্‌ কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দন রসাতলে শক্র-সন্নিধানে ইন্দ্রদ্যুম্ন-চরিত প্রসঙ্গে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকসমন্বিত যে পুরাণ ঋষিগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই কূর্ম্মপুরাণ নামে কথিত। যে ব্যক্তি অয়ন উপলক্ষে হেমকূর্ম্ম সহ এই কূর্ম্মপুরাণ প্রদান করে, তাহার গোসহস্র দানের ফললাভ হয়। ভগবান্ জনার্দ্দন মৎস্যরূপ ধারণপূর্ব্বক কল্পারম্ভে শ্রুতিবৃত্তি বিধানার্থ সপ্তকল্পীয় বৃত্তান্ত আশ্রয় করিয়া মনুর নিকট যে পুরাণ বর্ণন করেন, হে মুনিবরগণ! তাহাকেই মৎস্যপুরাণ বলিয়া জানিবেন। এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র।৩০-৫০। যে ব্যক্তি বিষুব দিনে হেম মৎস্য ও হেমধেনুসহ এই পুরাণ প্রদান করে, তৎকর্ত্তৃক এই নিখিল পৃথিবীই প্রদত্ত হইল বলা যাইতে পারে। গারুড়কল্পে ব্রহ্মাণ্ড হইতে গরুড়োৎপত্তির বিবরণ আশ্রয়

অধিকৃত্যাব্রবীৎ কৃষ্ণো গারুড়ং তদিহোচ্যতে
তদষ্টাদশকঞ্চৈব সহস্রাণীহ পঠ্যতে।
সৌবর্ণহংসসংযুক্তং যো দদাতি পুমানিহ।
স সিদ্ধিং লভতে মুখ্যাং শিবলোকে চ সংস্থিতিম্॥ ৫৩
ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডমাহাত্ম্যমধিকৃত্যাব্রবীৎ পুনঃ।
তচ্চ দ্বাদশসাহস্রং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বিশতাধিকম্॥ ৫৪
ভবিষ্যাণাঞ্চ কল্পানাং শ্রূয়তে যত্র বিস্তরঃ।
তদ্ব্রহ্মাণ্ডপুরাণঞ্চ ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্॥ ৫৫
যো দদ্যাৎ তদ্ব্যতীপাতে পীতোর্ণাযুগসংযুতম্
রাজসূয়সহস্রস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ।
হেমধেন্বা যুতং তচ্চ ব্রহ্মলোকফলপ্রদম্॥ ৫৬
চতুর্লক্ষমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
মৎপিতুর্মম পিত্রা চ ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্॥
ইহ লোকহিতার্থায় সংক্ষিপ্তং পরমর্ষিণা।
ইদমদ্যাপি দেবেষু শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥ ৫৮
উপভেদান্ প্রবক্ষ্যামি লোকে যে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ
পাদ্মে পুরাণে তত্রোক্তং নরসিংহোপবর্ণনম্।
তচ্চাষ্টাদশসাহস্রং নারসিংহমিহোচ্যতে॥
নন্দায়া যত্র মাহাত্ম্যং কার্ত্তিকেয়েন বর্ণ্যতে।
নন্দীপুরাণং তল্লোকৈরাখ্যাতমিতি কীর্ত্ত্যতে॥
যত্র শাম্বং পুরস্কৃত্য ভবিষ্যেঽপি কথানকম্।
প্রোচ্যতে তৎ পুনর্লোকে শাম্বমেতন্মুনিব্রতাঃ
পুরাতনস্য কল্পস্য পুরাণানি বিদুর্বুধাঃ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুরাণানামনুক্রমম্।
এবমাদিত্যসংজ্ঞা চ তত্রৈব পরিগদ্যতে॥ ৬২
অষ্টাদশভ্যস্তু পৃথক্ পুরাণং যৎ প্রদিশ্যতে।
বিজানীধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তদেতেভ্যো বিনির্গতম্
পঞ্চাঙ্গানি পুরাণেষু আখ্যানকমিতি স্মৃতম্।

করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ যে পুরাণ কীর্ত্তন করেন, উহা গরুড় আখ্যায় অভিহিত। ইহার শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র। যে পুরুষ হৈম হংসের সহিত এই পুরাণ প্রদান করে, তাহার প্রধান সিদ্ধিলাভ হয় এবং সে শিবলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। স্বয়ং ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া যে পুরাণ কীর্ত্তন করেন, তাহার নাম ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা দ্বিশতাধিক দ্বাদশ সহস্র। এই পুরাণে ভবিষ্যকল্পীয় বহুল বৃত্তান্ত শ্রবণ করা যায়, স্বয়ং ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বক্তা। যে ব্যক্তি ব্যতীপাত যোগে পীতবর্ণ উর্ণাযুগসহ এই পুরাণ প্রদান করে, তাহার সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। আর হেমধেনু সহ এই পুরাণ প্রদান করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। অদ্ভুতকর্ম্মা বেদব্যাস এই চতুর্লক্ষ শ্লোকাত্মক পুরাণসমূহ মদীয় পিতার নিকট প্রকাশ করেন। পিতা আবার আমার নিকট বলেন। আমি আবার আপনাদিগকে বলিলাম। মানবগণের হিতের নিমিত্ত পরম ঋষি ব্যাস ইহা সংক্ষেপতঃ বর্ণন করেন। কিন্তু এই সকল পুরাণ অদ্যাপি দেবলোকে শতকোটি শ্লোকসংখ্যায় নিবদ্ধ রহিয়াছে। জগতে যে সকল উপপুরাণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাদের বিবরণ বলিতেছি। পদ্মপুরাণে যে নরসিংহচরিত বর্ণিত আছে, ঐ চরিত অবলম্বনে নারসিংহ নামে এক উপপুরাণ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহার শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র। যাহাতে কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক নন্দার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নন্দীপুরাণ নামে লোক-বিখ্যাত। যাহা শাম্বসম্বন্ধীয় বিবরণ অবলম্বনে কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং যাহাতে বহুল ভবিষ্যৎ কথাও নিহিত, হে মুনিগণ! লোকে সেই পুরাণ 'শাম্ব' নামে কীর্ত্তিত। বুধগণ পুরাণসমূহকে পুরাকল্প-ঘটিত বৃত্তান্তবহুল বলিয়াই বিদিত হইয়া থাকেন। পুরাণ সমূহের অনুক্রম ধন্য, যশস্য ও আয়ুষ্য। এইরূপে আদিত্য-সংজ্ঞক আর এক পুরাণ কীর্ত্তিত হয়।৫১—৬২। ইহা পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ পুরাণ হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। হে দ্বিজবরগণ! জানিবেন,—এই পুরাণ উল্লিখিত পুরাণসমূহ হইতেই নির্গত। পুরাণ গ্রন্থ পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত ও নানা আখ্যানে

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥ ৬৪
ব্রহ্ম-বিষ্ণর্ক-রুদ্রাণাং মাহাত্ম্যং ভুবনস্য চ।
সসংহারপ্রদানাঞ্চ পুরাণে পঞ্চবর্ণকে॥ ৬৫
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চৈবাত্র কীর্ত্ত্যতে।
সর্ব্বেষ্বপি পুরাণেষু তদ্বিরুদ্ধঞ্চ যৎ ফলম্॥৬৬
সাত্ত্বিকেষু পুরাণেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ॥ ৬৭
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে॥ ৬৮
অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে তদুপবৃংহিতম্।
লক্ষেণৈকেন যৎ প্রোক্তং বেদার্থপরিবৃংহিতম্
বাল্মীকিনা তু যৎ প্রোক্তং রামোপাখ্যান-
মুত্তমম্।
ব্রহ্মণাভিহিতং যচ্চ শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥ ৭০
আহৃত্য নারদায়ৈব তেন বাল্মীকয়ে পুনঃ।
বাল্মীকিনা চ লোকেষু ধর্ম্মকামার্থসাধনম্।
এবং সপাদাঃ পঞ্চৈতে লক্ষা মর্ত্ত্যে প্রকীর্ত্তিতাঃ
পুরাতনস্য কল্পস্য পুরাণানি বিদুর্বুধাঃ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুরাণানামনুক্রমম্।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি স যাতি পরমাং গতিম্॥৭২
ইদং পবিত্রং যশসো নিধান-
মিদং পিতৃণামতিবল্লভঞ্চ।
ইদঞ্চ দেবেষ্বমৃতায়িতঞ্চ
নিত্যন্ত্বিদং পাপহরঞ্চ পুংসাম্॥ ৭৩

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পুরাণানুক্রমণিকা-
ভিধানং নাম ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি দানধর্ম্মানশেষতঃ।
ব্রতোপবাসসংযুক্তান্ যথা মৎস্যোদিতানিহ॥১
মহাদেবস্য সংবাদে নারদস্য চ ধীমতঃ।

অন্বিত। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত, পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ। পুরাণে সৃষ্টি-স্থিতি ও সংহারকারী ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের মাহাত্ম্য-কথা বর্ণিত হয় এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকথাও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাহা বিরুদ্ধ, তাহাও সমস্ত পুরাণেই বর্ণিত হয়। পুরাণ মধ্যে যে সকল সাত্ত্বিক পুরাণ, সে সমুদায়ে হরির মাহাত্ম্যই অধিক। রাজস পুরাণে ব্রহ্মার ও অগ্নির মাহাত্ম্য এবং যে সকল তামস পুরাণ আছে, তাহাতে শিবের মাহাত্ম্যই সমধিক। সঙ্কীর্ণ পুরাণগুলিতে সরস্বতীর ও পিতৃগণের মাহাত্ম্যই বহুলরূপে বর্ণিত। সত্যবতী-নন্দন বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করিয়া তদুপবৃংহিত মহাভারত প্রণয়ন করেন। ঐ মহাভারত বেদার্থ-পরিপুষ্ট ও এক লক্ষ শ্লোকে পরিপূর্ণ। মহর্ষি বাল্মীকি রাম-উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মকথিত রামায়ণ শত কোটি শ্লোকে নিবদ্ধ। ব্রহ্মা সেই বৃহৎ রামায়ণের সার সংগ্রহ করিয়া নারদকে বলেন, নারদ বাল্মীকির নিকট কীর্ত্তন করেন, বাল্মীকি আবার সেই ধর্ম্ম, কাম ও অর্থসাধক রামায়ন লোকসমাজে প্রচারিত করেন। এইরূপে পঞ্চবিংশতি সহস্রপঞ্চ লক্ষ শ্লোক মর্ত্ত্যে প্রচারিত হয়। বুধগণ পুরাণসমূহকে পুরাকালীয় ইতিবৃত্ত বলিয়াই বিদিত আছেন। এই পুরাণসমূহের অনুক্রম ধন্য, যশস্য ও আয়ুষ্য। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে, বা শ্রবণ করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। এই পুরাণপ্রস্তাব পবিত্র, যশস্য, পিতৃগণের প্রিয়, দেবলোকে সুধাসদৃশ ও নরগণের নিত্য পাপহর। ৬৩—৭৩।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অতঃপর আমি মৎস্য-কথিত নানাব্রত ও উপবাসময় বিবিধ

যথাবৃত্তং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মকামার্থসাধকম্ ॥ ২
কৈলাসশিখরাসীনমপৃচ্ছন্নারদঃ পুরা।
ত্রিনয়নমনঙ্গারিমনঙ্গাঙ্গহরং হরম্ ॥ ৩
নারদ উবাচ।
ভগবন্ দেব দেবেশ ব্রহ্মবিষ্ণিন্দ্রনায়ক।
শ্রীমদারোগ্যরূপায়ুর্ভাগ্যসৌভাগ্যসম্পদা।
সংযুক্তস্তব বিষ্ণোর্বা পুমান্ ভক্তঃ কথং ভবেৎ
নারী বা বিধবা সর্ব্বগুণসৌভাগ্যসংযুতা।
ক্রমান্মুক্তিপ্রদং দেব কিঞ্চিদ্ব্রতমিহোচ্যতাম্ ॥
ঈশ্বর উবাচ।
সম্যক্ পৃষ্টং ত্বয়া ব্রহ্মন্ সর্ব্বলোকহিতাবহম্।
শ্রুতমপ্যত্র যচ্ছান্ত্যৈ তদ্ব্রতং শৃণু নারদ ॥৬
নক্ষত্রপুরুষং নাম ব্রতং নারায়ণাত্মকম্।
পাদাদি কুর্য্যাদ্বিধিবদ্বিষ্ণুনামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ৭
প্রতিমাং বাসুদেবস্য মূলর্ক্ষাদিষু চার্চ্চয়েৎ
চৈত্রমাসং সমাসাদ্য কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্ ॥ ৮
মূলে নমো বিশ্বধরায় পাদৌ
গুল্‌ফাবনন্তায় চ রোহিণীষু।
জঙ্ঘেঽভিপূজ্যে বরদায় চৈব
দ্বে জানুনী বাশ্বিকুমার ঋক্ষে ॥ ৯
পূর্ব্বোত্তরাষাঢ়যুগে তথোরূ
নমঃ শিবায়েত্যভিপূজনীয়ৌ।
পূর্ব্বোত্তরাফল্গুনিযুগ্মকে চ
মেঢ্রং নমঃ পঞ্চশরায় পূজ্যম্ ॥ ১০
কটিং নমঃ শার্ঙ্গধরায় বিষ্ণোঃ
সম্পূজয়েন্নারদ কৃত্তিকাসু।
যথার্চ্চয়েদ্ভাদ্রপদাদ্বয়ে চ
পার্শ্বে নমঃ কেশিনিষূদনায় ॥ ১১
কুক্ষিদ্বয়ং নারদ রেবতীষু
দামোদরায়েত্যভিপূজনীয়ম্।
ঋক্ষেঽনুরাধাসু চ মাধবায়
নমস্তথোরঃস্থলমেব পূজ্যম্ ॥ ১২
পৃষ্ঠং ধনিষ্ঠাসু চ পূজনীয়-
মঘৌঘবিধ্বংসকরায় তচ্চ।
শ্রীশঙ্খচক্রাসিগদাধরায়
নমো বিশাখাসু ভুজাশ্চ পূজ্যাঃ ॥ ১৩
হস্তে তু হস্তা মধুসূদনায়
নমোঽভিপূজ্যা ইতি কৈটভারেঃ।

দানধর্ম্ম বলিতেছি. মহাদেব ও নারদ-সংবাদে এই সকল ধর্ম্মকথা প্রকাশ পাইয়াছিল। আমি এক্ষণে সেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামসাধক বিবরণ ব্যক্ত করিতেছি। পূর্ব্বে কৈলাসশিখরে একদা অনঙ্গাঙ্গহর ত্রিনয়ন হর উপবিষ্ট ছিলেন। এই সময় নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করেন,—হে দেবদেব! দেবেশ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাধিনায়ক ভগবন্! ভবদ্-ভক্ত বা বিষ্ণুভক্ত জন কিরূপে শ্রী, আরোগ্য, রূপ, আয়ু, সৌভাগ্য, ও সম্পত্তিশালী হয়, বিধবা নারীই বা কিরূপে সর্ব্ববিধ গুণ ও সৌভাগ্যবতী হইতে পারে? হে দেব! এ সম্বন্ধে কোন মুক্তিপ্রদ ব্রত-বিবরণ বলুন। ঈশান কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি নিখিল লোকহিতকর উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। হে নারদ! যে ব্রত শ্রবণমাত্রেই শান্তি হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। নক্ষত্রপুরুষ নামে এক ব্রত আছে; এই ব্রত নারায়ণাত্মক। ইহাতে এক বাসুদেব প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে হয়, পরে মূলা প্রভৃতি নক্ষত্রদিনে ঐ প্রতিমার পাদাদি সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ণুনামসমূহ কীর্ত্তন করত অর্চ্চনা করিবে। এই অর্চ্চনাকার্য্য ব্রাহ্মণবাচনান্তে চৈত্রমাসেই কর্ত্তব্য। ১—৮। মূলানক্ষত্রে উক্ত বাসুদেবপ্রতিমার পাদদ্বয়ে 'বিশ্বধরায় নমঃ' বলিয়া অর্চ্চনা করিবে, এই-রূপে রোহিণী নক্ষত্রে গুল্‌ফদেশে 'অনন্তরায়ে' অশ্বিনী নক্ষত্রে তদীয় জঙ্ঘাদ্বয়, ও জানু-দ্বয়ে 'বরদায়' পূর্ব্ব ও উত্তরাষাঢ়ায় ঊরুদ্বয়ে 'শিবায়' পূর্ব্ব ও উত্তর ফল্গুনীনক্ষত্রে মেঢ্র-দেশে 'পঞ্চশরায়' কৃত্তিকায় কটিদেশে 'শার্ঙ্গধরায়' উত্তর ও পূর্ব্ব ভাদ্রপদে পার্শ্বে 'কেশিনিষূদনায়' রেবতী নক্ষত্রে কুক্ষিদ্বয়ে 'দামোদরায়' অনুরাধানক্ষত্রে উরঃস্থলে 'মাধবায়' ধনিষ্ঠায় পৃষ্ঠদেশে 'অঘৌঘবিধ্বংস-করায়' বিশাখানক্ষত্রে ভুজসমূহে 'শ্রীশঙ্খ-

পুনর্ব্বসাবঙ্গুলিপূর্ব্বভাগাঃ
সাম্নামধীশায় নমোঽভিপূজ্যাঃ॥ ১৪
ভুজঙ্গনক্ষত্রদিনে নখানি
সম্পূজয়েন্মৎস্যশরীরভাজঃ।
কূর্ম্মস্য পাদৌ শরণং ব্রজামি
জ্যেষ্ঠাসু কণ্ঠে হরিরর্চ্চনীয়ঃ॥ ১৫
শ্রোত্রে বরাহায় নমোঽভিপূজ্যা
জনার্দ্দনস্য শ্রবণেন সম্যক্।
পুষ্যে মুখং দানবসূদনায়
নমো নৃসিংহায় চ পূজনীয়ম্॥ ১৬
নমো নমঃ কারণবামনায়
স্বাতীষু দন্তাগ্রমথার্চ্চনীয়ম্।
আস্যং হরের্ভার্গবনন্দনায়
সম্পূজনীয়ং দ্বিজ বারুণে তু॥ ১৭
নমোঽস্তু রামায় মঘাসু নাসা
সম্পূজনীয়া রঘুনন্দনস্য।
মৃগোত্তমাঙ্গে নয়নেঽভিপূজ্যে
নমোঽস্তু তে রাম বিঘূর্ণিতাক্ষ॥ ১৮
বুদ্ধায় শান্তায় নমো ললাটং
চিত্রাসু সম্পূজ্যতমং মুরারেঃ।
শিরোঽভিপূজ্যং ভরণীষু বিষ্ণো-
র্নমোঽস্তু বিশ্বেশ্বর কল্কিরূপিণে॥ ১৯
আর্দ্রাসু কেশাঃ পুরুষোত্তমস্য
সম্পূজনীয়া হরয়ে নমস্তে।
উপোষিতেনর্ক্ষদিনেষু ভক্ত্যা
সম্পূজনীয়া দ্বিজপুঙ্গবাঃ স্যুঃ॥ ২০
পূর্ণে ব্রতে সর্ব্বগুণান্বিতায়
বাগ্‌রূপশীলায় চ সামগায়।
হৈমীং বিশালায়তবাহুদণ্ডাং
মুক্তাফলেন্দূপলবজ্রযুক্তাম্॥ ২১
জলস্য পূর্ণে কলশে নিবিষ্টা-
মর্চ্চাং হরের্বস্ত্রগবা সহৈব।
শয্যাং তথোপস্করভাজনাদি-
যুক্তাং প্রদদ্যাদ্দ্বিজপুঙ্গবায়॥ ২২
যদ্যস্তি যৎকিঞ্চিদিহাস্তি দেয়ং
দদ্যাদ্দ্বিজায়াত্মহিতায় সর্ব্বম্।
মনোরথং নঃ সফলীকুরুষ
হিরণ্যগর্ভাচ্যুত-রুদ্ররূপিন্॥ ২৩
সলক্ষ্মীকং সভার্য্যায় কাঞ্চনং পুরুষোত্তমম্।
শয্যাঞ্চ দদ্যান্মন্ত্রেণ গ্রন্থিভেদবিবর্জ্জিতাম্॥ ২৪
যথা ন বিষ্ণুভক্তানাং বৃজিনং জায়তে কচিৎ।

চক্রগদাধরায়' হস্তানক্ষত্রে হস্তদেশে 'মধুসূদনায়' পুনর্ব্বাসু নক্ষত্রে অঙ্গুলির পূর্ব্বদলে 'সামাধীশায়' অশ্লেষানক্ষত্রে নখদেশে 'মৎস্যমূর্ত্তয়ে' জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে কণ্ঠদেশে 'কূর্ম্মায়' শ্রবণানক্ষত্রে শ্রোত্রদেশে 'বরাহায়' পুষ্যা নক্ষত্রে মুখদেশে 'দানবসূদনায়' এবং 'নৃসিংহায়' স্বাতিনক্ষত্রে দন্তাগ্রভাগে 'কারণবামনায়' বারুণনক্ষত্রে আস্যদেশে 'ভার্গবনন্দনায়' মঘানক্ষত্রে নাসাভাগে 'রামায়' মৃগশীর্ষায় নয়নে 'ঘূর্ণিতনেত্রায়' চিত্রানক্ষত্রে মুরারির ললাটদেশে 'বুদ্ধায় শান্তায়' ভরণীনক্ষত্রে বিষ্ণুর মস্তকে 'বিশ্বেশ-কল্কিরূপিণে' এবং আর্দ্রানক্ষত্রে পুরুষোত্তমের কেশপাশে 'হরয়ে' নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। এই সকল নক্ষত্র দিনে ভক্তিপূর্ব্বক উপবাসী থাকিয়া দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণকে পূজা করিতে হয়। অনন্তর ব্রত যখন পূর্ণ হইবে, তখন একজন সর্ব্বগুণান্বিত বাগ্মী রূপবান্ সামবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে মুক্তাফল, চন্দ্রকান্ত, মণি ও হীরকযুক্ত বিশাল বিস্তৃত বাহুদণ্ডশালিনী হৈমী প্রতিমা দান করিতে হইবে। ৯-২১। জলপূর্ণ কলশোপরিস্থিত হরির অর্চ্চনা সামগ্রী এবং নানা উপস্কর ও ভাজনাদি সহ মনোজ্ঞ শয্যা, বস্ত্র ও গাভীর সহিত দ্বিজ-প্রবরকে দান করিবে। অধিক কি যাহা কিছু দেয় দ্রব্য আছে, তৎসমস্তই আত্মহিতার্থ দ্বিজপুঙ্গবকে দান করিবে, পরে বলিবে,—হে হিরণ্যগর্ভ-অচ্যুত-রুদ্র-মূর্ত্তে! আমার মনোরথ সফল করুন, অনন্তর কোন সস্ত্রীক ব্রাহ্মণকে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সলক্ষ্মীক কাঞ্চনময় পুরুষোত্তম-প্রতিমা এবং গ্রন্থিভেদ-বর্জ্জিত উক্ত শয্যা দান করিবে। এইরূপ প্রার্থনা জানাইবে যে, যেহেতু বিষ্ণু-

তথা সুরূপতারোগ্যং কেশবে ভক্তিমুত্তমাম্॥
যথা ন লক্ষ্ম্যা শয়নং তব শূন্যং জনার্দ্দন।
শয্যা মমাপ্যশূন্যাস্তু কৃষ্ণ জন্মনি জন্মনি॥ ২৬
এবং নিবেদ্য তৎ সর্ব্বং বস্ত্রমাল্যানুলেপনম্।
নক্ষত্রপুরুষজ্ঞায় বিপ্রায়াথ বিসর্জ্জয়েৎ॥ ২৭
ভুঞ্জীতাতৈললবণং সর্ব্বর্ক্ষেষ্বপ্যুপোষিতঃ।
ভোজনঞ্চ যথাশক্ত্যা বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥
ইতি নক্ষত্রপুরুষমুপাস্য বিধিবৎ স্বয়ম্।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥
ব্রহ্মহত্যাদিকং কিঞ্চিদিহ বামুত্র বা কৃতম্।
আত্মনা বাথ পিতৃভিস্তৎ সর্ব্বং ক্ষয়মাপ্নুয়াৎ॥
ইতি পঠতি শৃণোতি যশ্চ ভক্ত্যা
পুরুষবরো ব্রতমঙ্গনাথ কুর্য্যাৎ।
কলিকলুষবিদারণং মুরারেঃ
সকলবিভূতিফলপ্রদঞ্চ পুংসাম্॥ ৩১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে নক্ষত্রপুরুষব্রতং নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৪॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ।
উপবাসেষ্বশক্তস্য তদেব ফলমিচ্ছতঃ।
অনভ্যাসেন রোগাদ্বা কিমিষ্টং ব্রতমুত্তমম্॥ ১
ঈশ্বর উবাচ।
উপবাসেঽপ্যশক্তানাং নক্তং ভোজনমিষ্যতে
যস্মিন্ ব্রতে তদপ্যত্র শ্রূয়তামক্ষয়ং মহৎ॥ ২
আদিত্যশয়নং নাম যথাবচ্ছঙ্করার্চ্চনম্।
যেষু নক্ষত্রযোগেষু পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে॥ ৩
যদা হস্তেন সপ্তম্যামাদিত্যস্য দিনং ভবেৎ।
সূর্য্যস্য চাথ সংক্রান্তিস্তিথিঃ সা সার্ব্বকামিকী॥৪
উমামহেশ্বরস্যার্চ্চামর্চ্চয়েৎ সূর্য্যনামভিঃ।
সূর্য্যার্চ্চাং শিবলিঙ্গে চ প্রকুর্ব্বন্ পূজয়েদ্যতঃ
উমাপতে রবের্বাপি ন ভেদো দৃশ্যতে ক্বচিৎ।

ভক্তদিগের পাপ কখনই থাকে না; অতএব আমার সুরূপতা, আরোগ্য ও কেশবে অনুত্তমভক্তি হউক। হে জনার্দ্দন! তোমার শয্যা যেমন কদাচ লক্ষ্মী দ্বারা শূন্য হয় না, তেমনি আমার শয্যাও জন্মে জন্মে অশূন্য হউক। এইরূপ প্রার্থনায় বস্ত্র মাল্য ও অনুলেপন নিবেদনপূর্ব্বক জনৈক নক্ষত্র-পুরুষজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তৎসমস্ত অর্পণ করিবে। সমস্ত নক্ষত্রেই উপবাসী থাকিয়া পরে অতৈল ও অলবণ ভোজন করিবে। এই ব্রতে বিত্তশাঠ্য করিতে নাই। বিধিপূর্ব্বক এই নক্ষত্রপুরুষ ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে মানব সর্ব্বকামনা প্রাপ্ত হয় এবং অন্তে বিষ্ণুলোকে বিহার করিতে পারে। নিজের কিম্বা পিতৃ-লোকের কর্তৃত্বে ইহ বা পর জন্মে ব্রহ্ম-হত্যাদি যে কিছু পাপ কার্য্য করা হইয়াছে, এই ব্রতের প্রভাবে তৎসমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যে নরশ্রেষ্ঠ বা নারী এই কলিকলুষ-হর, ব্রতের অনুষ্ঠান করে কিম্বা এই ব্রত-বিবরণ পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার পক্ষে এই ব্রত সর্ব্ববিধ বিভূতিপ্রদ হয়। ২২—৩১।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।৫৪

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, অনভ্যাস, বা রোগ নিবন্ধন যে ব্যক্তি উপবাসে অশক্ত অথচ উপবাসসাধ্য ব্রত-জনিত ফল পাইতে সমুৎসুক, তাদৃশ লোকের পক্ষে কোন্ ব্রত ইষ্টতম? ঈশ্বর কহিলেন, যাহারা উপবাসে অসমর্থ তাহারা যাহাতে দিবা উপবাসী থাকিয়া রাত্রিকালে ভোজন করিতে পারে, তাদৃশ মহৎ অক্ষয় ব্রতের কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। আদিত্যশয়ন নামে এক ব্রত আছে। এই ব্রতে শঙ্করের অর্চ্চনা করিতে হয়। পুরাণজ্ঞগণের মতে হস্তা-প্রভৃতি নক্ষত্র যোগে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়। সপ্তমী তিথি দিবসে যদি রবিবার ও হস্তানক্ষত্র, কিম্বা রবিসংক্রান্তি যোগ হয়, তবে সেই তিথি সর্ব্বপ্রকামপ্রদা। এই দিনে উমা-মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিতে হয় এবং সূর্য্যের নামোচ্চারণে শিবলিঙ্গে সূর্য্যার্চ্চনা

যস্মাৎ তস্মান্মুনিশ্রেষ্ঠ গৃহে শম্ভুং সমর্চ্চয়েৎ ॥৬
হস্তে চ সূর্য্যায় নমোঽস্তু পাদা-
বর্কায় চিত্রাসু চ গুল্ফদেশম্।
স্বাতীষু জঙ্ঘে পুরুষোত্তমায়
ধাত্রে বিশাখাসু চ জানুদেশম্ ॥ ৭
তথানুরাধাসু নমোঽভিপূজ্য-
মূরুদ্বয়ঞ্চৈব সহস্রভানোঃ।
জ্যেষ্ঠাস্বনঙ্গায় নমোঽস্তু গুহ্য-
মিন্দ্রায় সোমা'য় কটী চ মূলে ॥ ৮
পূর্ব্বোত্তরাষাঢ়যুগে চ নাভিং
ত্বষ্ট্রে নমঃ সপ্ততুরঙ্গমায়।
তীক্ষ্ণাংশবে চ শ্রবণে চ কুক্ষৌ
পৃষ্ঠং ধনিষ্ঠাসু বিকর্ত্তনায় ॥ ৯
চক্ষুঃস্থলং ধ্বান্তবিনাশনায়
জলাধিপর্ক্ষে পরিপূজনীয়ম্।
পূর্ব্বোত্তরাভাদ্রপদাদ্বয়ে চ
বাহূ নমশ্চণ্ডকরায় পূজ্যৌ ॥ ১০
সাম্নামধীশায় করদ্বয়ঞ্চ
সম্পূজনীয়ং দ্বিজ রেবতীষু।
নখানি পূজ্যানি তথাশ্বিনীষু
নমোঽস্তু সপ্তাশ্বধুরন্ধরায় ॥ ১১
কণ্ঠোরধাম্নে ভরণীষু কণ্ঠং
দিবাকরায়েত্যভিপূজনীয়া।
গ্রীবাগ্নিঋক্ষেঽধরমম্বুজেশে
সম্পূজয়েন্নারদ রোহিণীষু ॥ ১২
মৃগোত্তমাঙ্গে দশনা মুরারেঃ
সম্পূজনীয়া হরয়ে নমস্তে।
নমঃ সবিত্রে রসনাং শঙ্করে চ
নাসাভিপূজ্যা চ পুনর্ব্বসৌ চ ॥ ১৩
ললাটমম্ভোরুহবল্লভায়
পুষ্যেঽলকাবেদশরীরধারিণে।
সার্পেঽথ মৌলিং বিবুধপ্রিয়ায়
মঘাসু কর্ণাবিতি গোগণেশে ॥ ১৪
পূর্ব্বাসু গোব্রাহ্মণবন্দনায়
নেত্রাণি সম্পূজ্যতমানি শম্ভোঃ।
অথোত্তরাফল্গুনিভে ভ্রুবৌ চ
বিশ্বেশ্বরায়েতি চ পূজনীয়ে ॥ ১৫
নমোঽস্তু পাশাঙ্কুশ-শূল-পদ্ম-
কপাল-সর্পেন্দু-ধনুর্দ্ধরায়।
গজাসুরানঙ্গপুরান্ধকাদি
বিনাশমূলায় নমঃ শিবায় ॥ ১৬
ইত্যাদি চাস্ত্রাণি চ পূজ্য নিত্যং
বিশ্বেশ্বরায়েতি শিবোঽভিপূজ্যঃ।

করা কর্ত্তব্য। রবি এবং উমাপতির ভেদ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ! স্বীয় গৃহে শম্ভুকে অর্চ্চনা করিবে। হস্তা নক্ষত্রে পাদদ্বয়ে 'সূর্য্যায়' চিত্রায় গুল্ফদেশে 'অর্কায়' স্বাতীতে জঙ্ঘাদেশে 'পুরুষোত্তমায়' বিশাখায় জানুদেশে 'ধাত্রে' অনুরাধায় উরুদ্বয়ে 'সহস্রভানবে' জ্যেষ্ঠায় গুহ্যদেশে 'অনঙ্গায়' মূলায় কটিদেশে ইন্দ্রায়, সোমায়, পূর্ব্ব এবং উত্তরাষাঢ়ায় নাভিদেশে 'ত্বষ্ট্রে সপ্ততুরঙ্গায়' শ্রবণায় কুক্ষিদেশে 'তীক্ষ্ণাংশবে' ধনিষ্ঠায় পৃষ্ঠদেশে 'বিকর্ত্তনায়' বারুণনক্ষত্রে বক্ষস্থলে 'ধ্বান্তবিনাশনায়' পূর্ব্ব এবং উত্তর ভাদ্রপদে বাহুদেশে 'চণ্ডকরায়' রেবতীতে করদ্বয়ে 'সামাধীশায়' অশ্বিনী নক্ষত্রে নখসমূহে 'সপ্তাশ্বধুরন্ধরায়' ভরণীতে কণ্ঠদেশে 'কঠোরধাম্নে' অগ্নিদৈবত নক্ষত্রে গ্রীবাভাগে 'দিবাকরায়' রোহিণীতে অধরদেশে 'অম্বুজেশায়' মৃগশীর্ষায় দশনরাজিতে 'হরয়ে' শিবদৈবত নক্ষত্রে রসনায় ও নাসাদেশে 'সবিত্রে' পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে ললাটদেশে 'অম্ভোরুহবল্লভায়' পুষ্যানক্ষত্রে অলকাদেশে 'বেদশরীরধারিণে' অশ্লেষায় মৌলিভাগে 'বিবুধপ্রিয়ায়' মঘায় কর্ণদেশে 'গোগণেশায়' পূর্ব্বফল্গুনীতে নেত্রত্রয়ে 'গোব্রাহ্মণবন্দনায় এবং উত্তরাফল্গুনীতে ভ্রূদ্বয়ে'বিশ্বেশ্বরায় নমঃ'বলিয়া পূজা করিবে। ১—১০। যিনি পাশ, অঙ্কুশ, শূল, পদ্ম, কপাল, সর্প, ইন্দু ও ধনুর্দ্ধর এবং গজাসুর, অন্ধক, অনঙ্গ ও ত্রিপুরাসুরাদির বিনাশকারণ, সেই শিবকে আমি বারম্বার নমস্কার করি। এইরূপে শিবের অস্ত্রসমূহের নিত্য অর্চ্চনা করিয়া 'বিশ্বেশ্বরায়, নমঃ'

ভোক্তব্যমত্রৈবমতৈলশাক-
মমাংসমক্ষারমভুক্তশেষম্ ॥ ১৭
ইত্যেবং দ্বিজ নক্তানি কৃত্বা দদ্যাৎ পুনর্ব্বসৌ।
শালেয়তণ্ডুলপ্রস্থমৌদুম্বরময়ে ঘৃতম্ ॥ ১৮
সংস্থাপ্য পাত্রে বিপ্রায় সহিরণ্যং নিবেদয়েৎ।
সপ্তমে বস্ত্রযুগ্মঞ্চ পারণে ত্বধিকং ভবেৎ ॥ ১৯
চতুর্দ্দশে তু সম্প্রাপ্তে পারণে নারদাদ্দিকে।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা গুড়-ক্ষীর-ঘৃতাদিভিঃ
কৃত্বা তু কাঞ্চনং পদ্মমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্।
শুদ্ধমষ্টাঙ্গুলং তচ্চ পদ্মরাগদলান্বিতম্ ॥ ২১
শয্যাং বিলক্ষণাং কৃত্বা বিরুদ্ধগ্রন্থিবর্জ্জিতাম্।
সোপধানকবিশ্রামস্বাস্তরব্যজনানি চ ॥ ২২
ভাজনোপানহচ্ছত্র-চামরাসন-দর্পণৈঃ।
ভূষণৈরপি সংযুক্তাং ফলবস্ত্রানুলেপনৈঃ ॥ ২৩
তস্যাং বিধায় তৎ পদ্মমলঙ্কৃত্য গুণান্বিতম্।
কপিলাং বস্ত্রসংযুক্তাং সুশীলাঞ্চ পয়স্বিনীম্ ॥ ২৪
রৌপ্যখুরীং হৈমশৃঙ্গীং সবৎসাং কাংস্যদোহনাম্
দদ্যান্মন্ত্রেণ পূর্ব্বাহ্ণে ন চৈনামভিলঙ্ঘয়েৎ ॥ ২৫
যথৈবাদিত্য শয়নমশূন্যং তব সর্ব্বদা।
কান্ত্যা ধৃত্যা শ্রিয়া রত্যা তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ ॥
যথা ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং ত্বদন্যমনঘং বিদুঃ।
তথা মামুদ্ধরাশেষ-দুঃখসংসারসাগরাৎ ॥ ২৭
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ।
শয্যাগবাদি তৎ সর্ব্বং দ্বিজস্য ভবনং নয়েৎ ॥
নৈতদ্দ্বিশীলায় ন দাম্ভিকায়
কুতর্কদুষ্টায় বিনিন্দকায়
প্রকাশনীয়ং ব্রতমিন্দুমৌলে-
র্যশ্চাপি নিন্দামধিকাং বিধত্তে ॥ ২৯
ভক্তায় দান্তায় চ গুহ্যমেত
দাখ্যেয়মানন্দকরং শিবস্য।
ইদং মহাপাতকভিন্নরাণা-
মপ্যক্ষরং বেদবিদো বদন্তি ॥ ৩০

বলিয়া শিবের অর্চ্চনা করিতে হইবে। এই ব্রতেও তৈল, ক্ষার, শাক, মাংস ও ভুক্তাবশিষ্ট বস্তু ভোজনে পরিত্যাজ্য। এইরূপে নক্ত কৃত্য করিয়া পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে উডুম্বর পাত্রে এক প্রস্থ শালিতণ্ডুল ও ঘৃত স্থাপনপূর্ব্বক হিরণ্য সহ ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবে। হে নারদ! এই ব্রতের সপ্তম বাৎসরিক পারণায় পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলি ব্যতীত বস্ত্রযুগ্ম অধিক দান করিবে। পরে চতুর্দ্দশবার্ষিক পারণায় গুড়, ক্ষীর ও ঘৃতাদি দ্বারা ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতে হয়। অষ্টাঙ্গুল-পরিমিত অষ্টপত্র-যুক্ত পদ্মরাগদলান্বিত এক সকর্ণিক পদ্ম নির্ম্মাণ করিবে এবং বিরুদ্ধ গ্রন্থিহীন বিলক্ষণ শয্যা প্রস্তুত করিয়া উপাধান, সুন্দর আস্তরণ ও ব্যজনাদি এবং ভাজন, উপানহ, ছত্র, চামর, আসন, দর্পণ ও ভূষণাদি দ্বারা উহা ভূষিত করিবে। পরে তদুপরি ফল বস্ত্র ও অনুলেপনাদি সহ ঐ গুণান্বিত পদ্ম স্থাপন করিবে। পূর্ব্বাহ্ণে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক এক বস্ত্রাচ্ছাদিত কপিলা গাভী দান করিবে। ঐ গাভী সুশীলা, পয়স্বিনী, রৌপ্যখুর ও হেম-শৃঙ্গশালিনী, সবৎসা ও কাংস্যদোহনা, হইবে। এই গাভীকে কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। ১৬—২৫। পরে বলিবে,—হে আদিত্য! তোমার শয়ন যেমন কখন কান্তি, ধৃতি, শ্রী ও রতি কর্ত্তৃক অশূন্য, তেমনি আমারও সর্ব্বদা সর্ব্ব-সিদ্ধি হউক; যেহেতু দেবগণ তোমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিষ্পাপ বা শ্রেয়স্কর বলিয়া জানেন না, তাই প্রার্থনা করি, তুমি আমায় অশেষ দুঃখময় সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ কর। অনন্তর প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাতপূর্ব্বক শয্যা ও গাভী প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই ব্রাহ্মণকে দান করিবে, এবং দত্তবস্তু সমস্তই ব্রাহ্মণগৃহে পৌঁছাইয়া দিবে। যে ব্যক্তি দুশ্চরিত্র, দাম্ভিক, কুতর্ক-দুষ্ট বা নিন্দক-স্বভাব, তাহার নিকট ইন্দুমৌলির এই ব্রতকথা কদাচ প্রকাশ্য নহে। যিনি ভক্ত, এবং দমগুণসম্পন্ন, তাঁহারই নিকট এই শিবানন্দ-কর গুহ্যব্রতবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিবে। এই ব্রত নরগণের মহাপাতক-হর। বেদবিদ্গণ ইহাকে অক্ষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ন বন্ধুপুত্রেণ বলৈর্বিযুক্তঃ
পত্নীভিরানন্দকরঃ সুরাণাম্‌।
নাপ্নোতি রোগং ন চ শোক-দুঃখং
যা বাথ নারী কুরুতেঽতিভক্ত্যা ॥৩১
ইদং বসিষ্ঠেন পুরার্জ্জুনেন
কৃতং কুবেরেণ পুরন্দরেণ।
যৎকীর্ত্তনেনাপ্যখিলানি নাশ-
মায়ান্তি পাপানি ন সংশয়োঽস্তি ॥ ৩২
ইতি পঠতি শৃণোতি বা য ইত্থং
রবিশয়নং পুরুহূতবল্লভঃ স্যাৎ।
অপি নরকগতান্ পিতৃনশেষা-
নপি দিবমানয়তীহ যঃ করোতি ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে আদিত্যশয়নব্রতং নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

যে ব্যক্তি এই ব্রত আচরণ করে, বন্ধু, পুত্র, বল, ভৃত্য, পত্নী প্রভৃতির সহিত তাহার বিয়োগ কদাচ ঘটে না এবং রোগ শোক বা দুঃখ কখনই হয় না। সে ব্যক্তি সুরগণের আনন্দজনক হয়। অতিভক্তি-যুক্ত হইয়া নারীজন এই ব্রত আচরণ করি-লেও উক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ব্রত পূর্ব্বে বশিষ্ঠ, অর্জ্জুন, কুবের ও পুরন্দর প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ব্রতকথা কীর্ত্তিত হইবা মাত্র নিখিল পাপ নিঃসন্দেহে বিলয়প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এই আদিত্যশয়ন ব্রত-বিবরণ নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার ইন্দ্রের সহিত সৌহার্দ্দবন্ধন ঘটে এবং যে ব্যক্তি এই ব্রতাচরণ করে, সে নরক-নিপতিত তদীয় অসংখ্য পিতৃগণকেও স্বর্গধামে উপনীত করিয়া থাকে।” ২৬—৩৩।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।৫৫।

ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।
কৃষ্ণাষ্টমীমথো বক্ষ্যে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্‌।
শান্তির্মুক্তিশ্চ ভবতি জয়ঃ পুংসাং বিশেষতঃ ॥১
শঙ্করং মার্গশিরসি শম্ভুং পৌষেঽভিপূজয়েৎ।
মাঘে মহেশ্বরং দেবং মহাদেবঞ্চ ফাল্গুনে ॥ ২
স্থাণুং চৈত্রে শিবং তদ্বদ্বৈশাখে ত্বর্চ্চয়েন্নরঃ।
জ্যৈষ্ঠে পশুপতিঞ্চার্চ্চেদাষাঢ়ে উগ্রমর্চ্চয়েৎ।
পূজয়েচ্ছ্রাবণে শর্ব্বং নভস্যে ত্র্যম্বকং তথা।
হরমাশ্বযুজে মাসি তথেশানঞ্চ কার্ত্তিকে ॥ ৪
কৃষ্ণাষ্টমীষু সর্ব্বাসু শক্তঃ সম্পূজয়েদ্দ্বিজান্‌।
গো-ভূ-হিরণ্য-বাসোভিঃ শিবভক্তানুপোষিতঃ
গোমূত্র-ঘৃত-গোক্ষীর-তিলান্ যবকুশোদকম্‌।
গোশৃঙ্গোদ-শিরীষার্ক-বিল্বপত্র-দধীনি চ।
পঞ্চগব্যঞ্চ সম্প্রাশ্য শঙ্করং পূজয়েন্নিশি ॥ ৬
অশ্বত্থঞ্চ বটঞ্চৈবোডুম্বরং প্লক্ষমেব চ।
পলাশং জম্বুবৃক্ষঞ্চ বিদ্রুমঞ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৭

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—ইদানীং সর্ব্বপাপ-হর কৃষ্ণাষ্টমী-বিবরণ বলিতেছি; এই কৃষ্ণা-ষ্টমী ব্রতের অনুষ্ঠানে নরগণের শান্তি, মুক্তি বিশেষতঃ জয়লাভ ঘটিয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে শঙ্করকে, পৌষে শম্ভুকে, মাঘে মহে-শ্বরকে, ফাল্গুনে মহাদেবকে, চৈত্রে স্থাণুকে, বৈশাখে শিবকে,জৈষ্ঠ্যে পশুপতিকে, আষাঢ়ে উগ্রকে, শ্রাবণে শর্ব্বকে, ভাদ্রে ত্র্যম্বককে, আশ্বিনে হরকে এবং কার্ত্তিকে ঈশানকে অর্চ্চনা করিবে। সমর্থ মানব সমস্ত কৃষ্ণা-ষ্টমীতে গো, ভূ, হিরণ্য ও বস্ত্রাদি দ্বারা শিবভক্ত দ্বিজাতিদিগের পূজা করিবেন। গোমূত্র গোক্ষীর, ঘৃত, তিল, যব, কুশোদক, গোশৃঙ্গ-স্পৃষ্ট উদক, শিরীষ, অর্ক ও বিল্বপত্র, দধি এবং পঞ্চগব্য প্রাশন করিয়া রাত্রিকালে শঙ্করকে পূজা করিবে।১-৬। মহর্ষিগণ অশ্বত্থ, বট, উডুম্বর, প্লক্ষ, পলাশ, জম্বুবৃক্ষ ও বিদ্রুম

মার্গশীর্ষ্যাঢ়মাসাভ্যাং দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামিতি ক্রমাৎ।
একৈকং দন্তপবনং বৃক্ষেষেতেষু ভক্ষয়েৎ ॥ ৮
দেবায় দদ্যাদর্ঘ্যঞ্চ কৃষ্ণাং গাং কৃষ্ণবাসসম্।
দদ্যাৎ সমাপ্তে দধ্যন্নং বিতান-ধ্বজ চামরম্।
দ্বিজানামুদকুম্ভাংশ্চ পঞ্চরত্নসমন্বিতান্।
গাবঃ কৃষ্ণাঃ সুবর্ণঞ্চ বাসাংসি বিবিধানি চ।
অশক্তস্তু পুনর্দ্দদ্যাদ্‌গামেকামপি শক্তিতঃ ॥১০
ন বিত্তশাঠ্যং কুর্ব্বীত কুর্ব্বন দোষমবাপ্নুয়াৎ
কৃষ্ণাষ্টমীমুপোষ্যৈব সপ্তকল্পশত য়ম্।
পুমান্ সম্পুজিতো দেবৈঃ শিবলোকে মহীয়তে

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং নাম ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

এই সকল বৃক্ষের মধ্যে মার্গশীর্ষ ও আষাঢ় মাসে দুই দুইটী ক্রমে এক একটী দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণ করিবেন। অর্ঘ্য, কৃষ্ণবর্ণ গাভী ও কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দেবতাকে দান করিবে; পরে যখন ব্রত সমাপ্ত হইবে, তখন দধি অন্ন, বিতান, ধ্বজ ও চামর দান করিবে। এতভিন্ন পঞ্চরত্নান্বিত জলপূর্ণ কুম্ভ, কৃষ্ণবর্ণ গো-সমূহ, সুবর্ণ ও বিবিধ বস্ত্র দ্বিজগণকে প্রদেয়। কিন্তু অসমর্থ হইলে একমাত্র গাভী দানই কর্ত্তব্য। এই ব্রতে বিত্তশাঠ্য করিবে না, করিলে দোষ হইয়া থাকে। এইরূপে কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিলে একবিংশতি শত কল্পকাল যাবৎ দেবগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া শিবলোকে বিহার করিয়া থাকে। ৭-১১।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ
দীর্ঘায়ুরারোগ্যকুলাভিবৃদ্ধি-
যুক্তঃ পুমান্ ভূপকুলায়ুতঃ স্যাৎ।
মুহুর্মুহুর্জন্মনি যেন সম্যগ্-
ব্রতং সমাচক্ষ্ব তদিন্দুমৌলে ॥ ১
শ্রীভগবানুবাচ।
ত্বয়া পৃষ্টমিদং সম্যগুক্তঞ্চাক্ষয্যকারকম্।
রহস্যং তব বক্ষ্যামি যৎ পুরাণবিদো বিদুঃ ॥ ২
রোহিণীচন্দ্রশয়নং নাম ব্রতমিহোত্তমম্।
তস্মিন্ নারায়ণস্যার্চ্চমর্চ্চয়েদিন্দুনামভিঃ ॥ ৩
যদা সোমদিনে শুক্লা ভবেৎ পঞ্চদশী ক্বচিৎ।
অথবা ব্রহ্মনক্ষত্রং পৌর্ণমাস্যাং প্রজায়তে ॥ ৪
তদা স্নানং নরঃ কুর্য্যাৎ পঞ্চগব্যেন সর্ষপৈঃ।
আপ্যায়স্বেতি তু জপেদ্বিদ্বানষ্টশতং পুনঃ ॥ ৫
শূদ্রোঽপি পরয়া ভক্ত্যা পাষণ্ডালাপবর্জ্জিতঃ।
সোমায় বরদায়াথ বিষ্ণবে চ নমো নমঃ ॥ ৬

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে চন্দ্রশেখর! যে ব্রত আচরণ করিলে মানব জন্মে জন্মে দীর্ঘায়ু, আরোগ্য ও বংশবৃদ্ধি লাভ করিয়া ভূপকুলে উৎপন্ন হইতে পারে, আপনি এক্ষণে সম্যক্‌রূপে সেই ব্রত-বিবরণ কীর্ত্তন করুন। ভগবান্ কহিলেন,—তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে সম্বন্ধে পুরাণবিদ্‌গণ যাহা বিদিত আছেন, যাহা এবং অক্ষয় ফল-জনক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, আমি তোমার নিকট সে রহস্য ব্যক্ত করিতেছি। রোহিণী-চন্দ্রশয়ন নামে এক উত্তম ব্রত আছে। এই ব্রতে চন্দ্রের নামনিচয় উচ্চারণ করিয়া নারায়ণের অর্চ্চনা করিতে হয়। যদি কখন সোমবারে পূর্ণিমা বা পূর্ণিমায় ব্রহ্মদৈবত নক্ষত্র হয়, তবে বিজ্ঞ নর ঐ দিনে পঞ্চগব্য ও সর্ষপ দ্বারা স্নানান্তে 'আপ্যায়স্ব' ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টোত্তর শত বার জপ করিবে। পাষণ্ডালাপ পরিত্যাগ করিয়া শূদ্র ব্যক্তিও

কৃতজপাঃ স্বভবনমাগত্য মধুসূদনম্।
পূজয়েৎ ফলপুষ্পৈশ্চ সোমনামানি কীর্ত্তয়ন্॥৭
সোমায় শান্তায় নমোহস্তু পাদা-
বনন্তধাম্নেতি চ জানু-জঙ্ঘে।
উরুদ্বয়ঞ্চাপি জলোদরায়
সম্পূজয়েন্মেঢ্রমনন্তবাহবে॥ ৮
নমো নমঃ কামসুখপ্রদায়
কটিঃ শশাঙ্কস্য সদার্চ্চনীয়।
তথোদরঞ্চাপ্যমৃতোদরায়
নাভিঃ শশাঙ্কায় নমোহভিপূজ্যা॥ ৯
নমোহস্তু চন্দ্রায় মুখঞ্চ পূজ্যং
দন্তা দ্বিজানামধিপায় পূজ্যাঃ।
হাস্যং নমশ্চন্দ্রমসেহভিপূজ্য-
মোষ্ঠৌ কুমুদ্বন্তবনপ্রিয়ায়
নাসা চ নাথায় বনৌষধীনা-
মানন্দভূতায় পুনর্ভ্রুবৌ চ।
নেত্রদ্বয়ং পদ্মনিভং তথেন্দো-
রিন্দীবরশ্যামকরায় শৌরেঃ॥ ১১
নমঃ সমস্তাধ্বরবন্দিতায়
কর্ণদ্বয়ং দৈত্যনিষূদনায়।
ললাটমিন্দোরুদধিপ্রিয়ায়
কেশাঃ সুষুম্নাধিপতেঃ প্রপূজ্যাঃ॥ ১২
শিরঃ শশাঙ্কায় নমো মুরারে-
র্বিশ্বেশ্বরায়েতি নমঃ কিরীটম্
পদ্মপ্রিয়ে রোহিণি নাম লক্ষ্মীঃ
সৌভাগ্যসৌখ্যামৃতচারুকায়ে॥ ১৩
দেবীঞ্চ সম্পূজ্য সুগন্ধপুষ্পৈ-
র্নৈবেদ্যধূপাদিভিরিন্দুপত্নীম্।
সুপ্ত্বাথ ভূমৌ পুনরুত্থিতেন
স্নাত্বা চ বিপ্রায় হবিষ্যযুক্তঃ॥ ১৪
দেয়ঃ প্রভাতে সহিরণ্যবারি-
কুম্ভো নমঃ পাপবিনাশনায়।
সম্প্রাশ্য গোমূত্রমমাংসমন্ন-
মক্ষারমষ্টাবথ বিংশতিঞ্চ।
গ্রাসান্ পয়ঃসর্পিযুতানুপোষ্য
ভুক্তেতিহাসং শৃণুয়ান্মুহূর্ত্তম্॥ ১৫
কদম্ব নীলোৎপল-কেতকানি
জাতী সরোজং শতপত্রিকা চ।
অম্লানকুব্জান্যথ সিন্ধুবারং
পুষ্পং পুনর্নারদ মল্লিকায়াঃ।
শুভ্রঞ্চ বিষ্ণোঃ করবীরপুষ্পং
শ্রীচম্পকং চন্দ্রমসঃ প্রদেয়ম্॥ ১৬

পরম ভক্তি সহকারে 'সোমায়' 'বরদায়, বিষ্ণবে নমো নমঃ' এই বলিয়া জপ করিবে। পরে জপ করিতে করিতে স্বীয় ভবনে আসিয়া ফলপুষ্পাদি দ্বারা মধুসূদনের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর সোমনামসমূহ কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে পূজা করিবে, যথা—"শান্তায় সোমায় নমঃ' বলিয়া পাদদ্বয় পূজা করিবে। এইরূপে জানু ও জঙ্ঘায় 'অনন্তধাম্নে নমঃ' উরুদ্বয় 'জলোদরায়' মেঢ্র 'অনন্তবাহবে,' কটিদেশ 'কামসুখপ্রদায়' উদর অমৃতোদরায়' নাভি 'শশাঙ্কায়' মুখ 'চন্দ্রায়' দন্ত সকল 'দ্বিজাধিপায়' হাস্য 'চন্দ্রমসে' ওষ্ঠদ্বয় 'কুমুদ-বনপ্রিয়ায়' নাসা 'বনৌষধিনাথায়' ভ্রূদ্বয় 'আনন্দভূতায়' পদ্মনিভ নেত্রদ্বয় 'ইন্দীবর-শ্যামকরায়' কর্ণদ্বয় 'দৈত্যনিষূদনায়' ললাট-তট 'উদধিপ্রিয়ায়' কেশরাশি 'সুষুম্নাধিপতয়ে' শিরোদেশ 'শশাঙ্কায়' 'এবং কিরীটে' বিশ্বেশ্বরায় নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে। অনন্তর হে পদ্মপ্রিয়ে! হে রোহিণি! হে সৌভাগ্য-সৌম্য ও অমৃতময় সুন্দরশরীরে! এই বলিয়া সম্বোধনান্তে ইন্দুপত্নী রোহিণী দেবীকে গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য, ও ধূপাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে ভূতলে শয়নান্তে উত্থিত হইয়া প্রভাতে স্নানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে সহিরণ্য জলকুম্ভ দান করিবে। অনন্তর উপবাসের পর 'পাপবিনাশায় নমঃ' বলিয়া গোমূত্র প্রাশনপূর্ব্বক মাংস-লবণ-বর্জ্জিত অন্ন—ঘৃত ও দুগ্ধমিশ্রিত অষ্টাবিংশতি গ্রাস ভোজনপূর্ব্বক মুহূর্ত্তমাত্র এই ব্রতের ইতিহাস শ্রবণ করিবে। ১—১৫। হে নারদ! কদম্ব, নীলোৎপল, কেতকী,জাতী, সরোজ, শতপত্র, অম্লানকুব্জ, সিন্ধুবার, মল্লিকা পুষ্প, শুভ্র করবীর পুষ্প ও

শ্রাবণাদিষু মাসেষু ক্রমাদেতানি সর্ব্বদা ।
যস্মিন্ মাসে ব্রতাদিঃ স্যাৎ তৎপুষ্পৈ-
র্র্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥১৭
এবং সংবৎসরং যাবদুপাস্য বিধিবন্নরঃ ।
ব্রতান্তে শয়নং দদ্যাদ্দর্পণোপস্করান্বিতম্ ॥ ১৮
রোহিণীচন্দ্রমিথুনং কারয়িত্বাথ কাঞ্চনম্ ।
চন্দ্রঃ ষড়ঙ্গুলঃ কার্য্যো রোহিণী চতুরঙ্গুলা ॥১৯
মুক্তাফলাষ্টকযুতং সিতনেত্রপটাবৃতম্ ।
ক্ষীরকুম্ভোপরি পুনঃ কাংস্যপাত্রাক্ষতান্বিতম্
দদ্যান্মন্ত্রেণ পূর্ব্বাহ্নে শালীক্ষুফলসংযুতম্ ॥২০
শ্বেতামথ সুবর্ণাস্যাং খুরৈ রৌপ্যৈঃ সমন্বিতাম্
সবস্ত্রভাজনাং ধেনুং তথা শঙ্খঞ্চ শোভনম্ ॥২১
ভূষণৈর্দ্বিজদাম্পত্যমলঙ্কৃত্য গুণান্বিতম্ ।
চন্দ্রোঽয়ং দ্বিজরূপেণ সভার্য্য ইতি কল্পয়েৎ ॥২২
যথা ন রোহিণী কৃষ্ণ শয্যাং সন্ত্যজ্য গচ্ছতি
সোমরূপস্য তে তদ্বন্মমাভেদোঽস্তু ভূতিভিঃ ॥
যথা ত্বমেব সর্ব্বেষাং পরমানন্দমুক্তিদঃ ।
ভুক্তিমুক্তিস্তথা ভক্তিস্ত্বয়ি চন্দ্রাস্তু মে সদা ॥২৪
ইতি সংসারভীতস্য মুক্তিকামস্য চানঘ ।
রূপারোগ্যায়ুষামেতদ্বিধায়কমনুত্তমম্ ॥ ২৫
ইদমেব পিতৃণাঞ্চ সর্ব্বদা বল্লভং মুনে
ত্রৈলোক্যাধিপতির্ভূত্বা সপ্তকল্পশতত্রয়ম্ ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বিদ্যুদ্ভূত্বা তু মুচ্যতে ॥২৬
নারী বা রোহিণী-চন্দ্রশয়নং যা সমাচরেৎ ।
সাপি তৎফলমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥২৭

ইতি পঠতি শৃণোতি বা য ইত্থং
মধুমথনার্চ্চনমিন্দুকীর্ত্তনেন নিত্যম্ ।
মতিমপি চ দদাতি সোঽপি শৌরে-
র্ভবনগতঃ পরিপূজ্যতেঽমরৌঘৈঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রোহিণীচন্দ্রশয়নব্রতং নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীচম্পক এই সকল পুষ্প শ্রাবণাদি সমস্ত মাসে বিষ্ণু ও চন্দ্রমাকে প্রদেয়। যে মাসে এই ব্রত হইবে, সেই মাসজাত পুষ্পসমূহ দ্বারা হরিকে অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে মানব সম্বৎসর যাবৎ বিধিমত উপবাস করিয়া ব্রতান্তে দর্পণাদি-সমন্বিত এক শয্যা দান করিবে। এই ব্রতে কাঞ্চনময় রোহিণী ও চন্দ্রপ্রতিমা প্রস্তুত করিতে হয়। চন্দ্র ষড়ঙ্গুল ও রোহিণী চতুরঙ্গুল হইবে। উহাতে আটটী মুক্তাফল থাকিবে, উহার নেত্র শুভ্র হইবে এবং শুভ্র বস্ত্রে আবৃত রহিবে। এক অক্ষতান্বিত কাংস্য পাত্রে ঐ প্রতিমা ক্ষীরপূর্ণ কুম্ভোপরি রাখিয়া শালি, ইক্ষু ও অন্যান্য ফল সহ মন্ত্রপূর্ব্বক প্রধানকে দান করিবে। এতদ্ভিন্ন একটী সুবর্ণাস্য, রৌপ্য খুরান্বিত বস্ত্র ও ভাজনযুত ধেনু ও একটী সুন্দর শঙ্খ দান করিতে হয়। অনন্তর এক গুণান্বিত দ্বিজ দম্পতীকে ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া—ইহাঁরাই চন্দ্র এবং রোহিণীরূপে বিরাজিত' এইরূপ কল্পনা করিবে। পরে প্রার্থনা করিবে যে, হে কৃষ্ণ! রোহিণী যেমন সোমস্বরূপ তোমার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন না; আমারও তেমনি ভূতিসমূহের সহিত অভিন্নতা হউক। তুমিই সর্ব্বদা সকলের পরমানন্দ-দায়ক এবং ভুক্তি ও মুক্তিজনক, হে চন্দ্র! তোমাতে আমার অচল ভক্তি হউক। হে অনঘ! সংসারভীত মুমুক্ষু জনের পক্ষে এই ব্রতই উত্তম অবলম্বন। ইহা রোগ। আরোগ্য ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধক। হে মুনে! এই ব্রত পিতৃগণের নিত্যপ্রিয়। এই ব্রতানুষ্ঠানের ফলে একবিংশতি শত কল্প কাল পর্য্যন্ত ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া পরে চন্দ্রলোকে উপনীত হওয়া যায়, অনন্তর বিদ্যুৎ হইয়া মুক্ত হইয়া থাকে। যদি কোন নারী এই রোহিণী-চন্দ্রশয়নব্রত আচরণ করে, তাহার পক্ষেও ঐরূপ পুনরাবৃত্তি-রহিত ফল প্রাপ্তি ঘটে। যে ব্যক্তি এই ইন্দুনাম-কীর্ত্তনে মধুসূদনের পূজা-বিবরণ নিত্য শ্রবণ বা পাঠ করে, সে শৌরির ভবনগত হইয়া অমরগণ কর্ত্তৃক পরিপূজিত হয়।১৬—২৮।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।৫৭।

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়।

সূত উবাচ।

জলাশয়গতং বিষ্ণুমুবাচ রবিনন্দনঃ।
তড়াগারামকূপানাং বাপীষু নলিনীষু চ॥ ১
বিধিং পৃচ্ছামি দেবেশ দেবতায়তনেষু চ।
কে তত্র চর্ত্বিজো নাথ দেবী বা কীদৃশী ভবেৎ
দক্ষিণাবলয়ঃ কালঃ স্থানমাচার্য্য এব চ।
দ্রব্যাণি কানি শস্তানি সর্ব্বমাচক্ষ তত্ত্বতঃ॥ ৩

মৎস্য উবাচ।

শৃণু রাজন মহাবাহো তড়াগাদিষু যো বিধিঃ।
পুরাণেষ্বিতিহাসোঽয়ং পঠ্যতে বেদবাদিভিঃ॥
প্রাপ্য পক্ষং শুভং শুক্লমতীতে চোত্তরায়ণে।
পুণ্যেঽহ্নি বিপ্রকথিতে কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্॥
প্রাগুদক্প্রবণে দেশে তড়াগস্য সমীপতঃ।
চতুর্হস্তাং শুভাং বেদীং চতুরস্রাং চতুর্ম্মুখাম্॥
তথা ষোড়শহস্তং স্যান্মণ্ডপশ্চ চতুর্ম্মুখঃ
বেদ্যাশ্চ পরিতো গর্ত্তারত্নিমাত্রাস্ত্রিমেখলাঃ॥ ৭
নব সপ্তাথ বা পঞ্চ নাতিরিক্তা নৃপাত্মজ।
বিতস্তিমাত্রা যোনিঃ স্যাৎ ষট্সপ্তাঙ্গুলিবিস্তৃতা
গর্ত্তাশ্চ তত্র সপ্ত স্যুস্ত্রিপর্ব্বোচ্ছ্রিতমেখলাঃ।
সর্ব্বতস্ত সবর্ণাঃ স্যুঃ পতাকাধ্বজসংযুতাঃ॥ ৯
অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষ-বটশাখাকৃতানি তু।
মণ্ডপস্য প্রতিদিশং দ্বারাণ্যেতানি কারয়েৎ॥
শুভাস্তত্রাষ্ট হোতারো দ্বারপালাস্তথাষ্ট বৈ।
অষ্টৌ তু জাপকাঃ কার্য্যা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণো মন্ত্রবিদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কুলশীলসমাযুক্তঃ পুরোধাঃ স্যাদ্দ্বিজোত্তমঃ॥ ১২
প্রতিগর্ত্তেষু কলশা যজ্ঞোপকরণানি চ।
ব্যজনং চামরে শুভ্রে তাম্রপাত্রে সুবিস্তৃতে॥
ততস্ত্বনেকবর্ণাঃ স্যুশ্চরবঃ প্রতিদৈবতম্।
আচার্য্যঃ প্রক্ষিপেদ্ভূমাবনুমন্ত্র্য বিচক্ষণঃ॥ ১৪
ত্র্যরত্নিমাত্রো যূপঃ স্যাৎ ক্ষীরবৃক্ষবিনির্ম্মিতঃ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, রবিনন্দন মনু একার্ণব-গত বিষ্ণুর নিকট জিজ্ঞাসিলেন,—হে দেবেশ! পুষ্করিণী, আরাম, কূপ, দীর্ঘিকা, সরোবর ও দেবমন্দির প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাবিধি অধুনা জানিতে ইচ্ছা করি। হে নাথ! ঐ ব্যাপারে কাহারা ঋত্বিক্ হইবার যোগ্য এবং উহাতে দেবতাই বা কীদৃশ? দক্ষিণা, বলি, দেশ, কাল, আচার্য্য এবং দ্রব্যাদিই বা কিরূপ প্রশস্ত? তৎসমস্ত আমার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করুন। মৎস্য কহিলেন,—হে রাজন্! হে মহাবাহো! তড়াগাদির প্রতিষ্ঠাবিধি শ্রবণ কর। বেদবাদিগণ এ সম্বন্ধে পুরাণপ্রস্তাবে এইরূপ ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, উত্তরায়ণ অতীত হইলে, শুভ শুক্ল পক্ষে ব্রাহ্মণ-নির্দ্দিষ্ট পুণ্য দিনে ব্রাহ্মণবাচন করিয়া তড়াগ-সমীপস্থ পূর্ব্বোক্ত নিম্নদেশে চতুরস্র চতুর্হস্ত শুভ বেদী নির্ম্মাণপূর্ব্বক ষোড়শ হস্তমিত চতুর্দ্বার-যুত এক মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। বেদীর চারিদিকে অরত্নিমাত্র ত্রিমেখলা-সমন্বিত নব, সপ্ত অথবা পঞ্চ গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিবে, ইহার অধিক করিবে না। ঐ গর্ত্তগুলির যোনি বিতস্তিমাত্র এবং ষট্ বা সপ্তাঙ্গুলিমাত্র বিস্তৃত হইবে। পূর্ব্বোল্লিখিত সপ্ত গর্ত্তের মেখলাগুলি তিন পর্ব্ব উচ্চ হইবে। গর্ত্ত-গুলির চারিদিকে একই বর্ণের বাহু ধ্বজ-পতাকা বিন্যস্ত করিবে। অশ্বত্থ,উডুম্বর, প্লক্ষ ও বটশাখা দ্বারা মণ্ডপের চারিদিকে চারিটী দ্বার প্রস্তুত করিবে।১—১০। ইহাতে আট-জন হোতা, আটজন দ্বারপাল ও আটজন বেদপারগ জাপক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিতে হয়। যিনি মন্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত, জিতে-ন্দ্রিয় ও কুলশীলসম্পন্ন, তিনিই এই কর্ম্মে পুরোহিত হইবেন,প্রতিগর্ত্তে কলশ, যজ্ঞোপ-করণ, ব্যজন, শুভ্র চামর ও সুবিস্তৃত তাম্র-পাত্র থাকিবে। প্রত্যেক দেবতার জন্য নানাবর্ণ চরু প্রস্তুত করিবে। বিচক্ষণ আচার্য্য মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক দেবতা-উদ্দেশে ভূমিতে চরু নিক্ষেপ করিবেন। এই কার্য্যে

যজমানপ্রমাণো বা সংস্থাপ্যো ভূতিমিচ্ছতা॥
হেমালঙ্কারিণঃ কার্য্যাঃ পঞ্চবিংশতিঋত্বিজঃ।
কুণ্ডলানি চ হৈমানি কেয়ূরকটকানি চ॥ ১৬
তথাঙ্গুলয়ঃ পবিত্রাণি * বাসাংসি বিবিধানি চ।
পূজয়েৎ তু সমং সর্ব্বানাচার্য্যো দ্বিগুণং পুনঃ।
দদ্যাচ্ছয়নসংযুক্তমাত্মনশ্চাপি যৎ প্রিয়ম্॥ ১৭
সৌবর্ণকূর্ম্ম-মকরৌ রাজতৌ মৎস্য-দুন্দুভৌ।
তাম্রৌ কুলীর-মণ্ডূকাবায়সঃ শিশুমারকঃ।
এবমাসাদ্য তৎ সর্ব্বমাদাবেব বিশাংপতে॥১৮
শুক্লমাল্যাম্বরধরঃ শুক্লগন্ধানুলেপনঃ।
সর্ব্বৌষধ্যুদকৈস্তত্র স্নাপিতো বেদপারগৈঃ॥১৯
যজমানঃ সপত্নীকঃ পুত্র-পৌত্রসমন্বিতঃ।
পশ্চিমং দ্বারমাসাদ্য প্রবিশেদ্‌যাগমণ্ডপম্॥২০

একটী ক্ষীরবৃক্ষ-নির্ম্মিত যূপের প্রয়োজন। ঐ যূপটী তিন অরত্নি-মাত্র হইবে। অথবা ভূতিকামী ব্যক্তি যজমানের দেহপ্রমাণ যূপ স্থাপন করিবে। পঞ্চবিংশতি জন ঋত্বিক্ এই কর্ম্মে ব্রতী থাকিবেন। তাঁহাদিগকে কুণ্ডল, কেয়ূর, কটক ও অঙ্গুরীয়কাদি নানা হৈমালঙ্কারে ভূষিত করিবে সুবর্ণ এবং বিবিধ বস্ত্র প্রদানে অর্চ্চনা করিবে। ঋত্বিক্‌গণ সকলেই সমান উপকর্ম্মে পূজ্য; কিন্তু আচার্য্য দ্বিগুণরূপে অর্চ্চনীয়। শয্যাদান এবং নিজের যাহা যাহা প্রিয়, সেই সেই বস্তু দান করা কর্ত্তব্য। এই কার্য্যে হেমনির্ম্মিত মকর ও কূর্ম্ম, রজতময় মৎস্য ও দুন্দুভি, তাম্রনির্ম্মিত কুলীর ও মণ্ডূক এবং লৌহ-নির্ম্মিত শিশুমার স্থাপন করিতে হইবে। কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে এই সমস্ত বস্তু সংগৃহীত করিয়া রাখিবে। যজমান শুক্লমাল্য ও শুক্ল বস্ত্র ধারণ করিবেন এবং শুক্ল গন্ধে অনুলিপ্ত হইবেন। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে সর্ব্বৌষধিজলে স্নান করাইবেন। অনন্তর তিনি স্ত্রীপুত্রাদি সঙ্গে লইয়া পশ্চিম দ্বার দিয়া যাগ-

* তথাঙ্গুলীয়চিত্রাণীতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ততো মঙ্গলশব্দেন ভেরীণাং নিস্বনেন চ।
অঞ্জসা মণ্ডলং কুর্য্যাৎ পঞ্চবর্ণেন তত্ত্ববিৎ॥২১
ষোড়শারং ততশ্চক্রং পদ্মগর্ভং চতুর্ম্মুখম্।
চতুরস্রঞ্চ পরিতো বৃত্তং মধ্যে সুশোভনম্॥২২
বেদ্যাশ্চোপরি তৎ কৃত্বা গ্রহাল্লোঁকপতীংস্ততঃ
সন্ন্যস্যেন্মন্ত্রতঃ সর্ব্বান্ প্রতিদিক্ষু বিচক্ষণঃ॥২৩
কূর্ম্মাদি স্থাপয়েন্মধ্যে বারুণ্যাং মন্ত্রমাশ্রিতঃ।
ব্রহ্মাণঞ্চ শিবং বিষ্ণুং তত্রৈব স্থাপয়েদ্বুধঃ॥২৪
বিনায়কঞ্চ বিন্যস্য কমলামম্বিকাং তথা।
শান্ত্যর্থং সর্ব্বলোকানাং ভূতগ্রামং ন্যসেৎ ততঃ
পুষ্পভক্ষ্যফলৈর্যুক্তমেবং কৃত্বাধিবাসনম্।
কুম্ভান সজলগর্ভাংস্তান্ বাসোভিঃ পরিবেষ্টয়েৎ
পুষ্প গৈন্ধরলঙ্কৃত্য দ্বারপালান্ সমন্ততঃ।
পঠধ্বমিতি তান্ ব্রূয়াদাচার্য্যস্ত্বভিপূজয়েৎ॥২৭
বহ্বৃচৌ পূর্ব্বতঃ স্থাপ্যৌ দক্ষিণেন যজুর্ব্বিদৌ।
সামগৌ পশ্চিমে তদ্বদুত্তরেণ ত্বথর্ব্বণৌ॥ ২৮

মণ্ডপে প্রবেশ করিবেন। ১১—২০। পরে বিবিধ ভেরীধ্বনি ও মঙ্গলধ্বনি হইতে থাকিবে। বিজ্ঞ যজমান এই সময় পঞ্চবর্ণের গুঁড়িকা দ্বারা মণ্ডল প্রস্তুত করিবেন। ঐ মণ্ডল ষোড়শার, পদ্মগর্ভ, চতুর্ম্মুখ, চতুরস্র, মধ্যে বৃত্ত, ও সুশোভন হইবে। বিচক্ষণ যজমান বেদীর উপরিভাগ ও চতুর্দ্দিকে ম নবগ্রহ ও দিক্‌পালদিগকে বিন্যস্ত করিয়া বেদীর মধ্যদেশে যথামন্ত্র কূর্ম্ম প্রভৃতিকে এবং পশ্চিম দিকে ব্রহ্মা, শিব, ও বিষ্ণুকে স্থাপন করিবে। অনন্তর বিনায়ক, কমলা ও অম্বিকাকে স্থাপনপূর্ব্বক সর্ব্বলোকের শান্তির নিমিত্ত ভূতবৃন্দকে বিন্যস্ত করিতে হইবে। তৎপরে বিবিধ পুষ্প, ফল, ও ভক্ষ্য সামগ্রী দ্বারা এইরূপে অধিবাস করিয়া কতকগুলি জলপূর্ণ কুম্ভকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। পরে চতুর্দ্দিকস্থ দ্বারপালদিগকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে ‘পঠধ্বং’ এই কথা বলিবেন এবং পূজা করিবেন। বহ্বৃচ ব্রাহ্মণদ্বয়কে পূর্ব্বদিকে, যজুর্ব্বেদীদিগকে

উদঙ্মুখো দক্ষিণতো যজমান উপাবিশেৎ।
যজধ্বমিতি তান্ ব্রূয়াদ্‌হৌত্রিকান্ পুনরেব তু॥
উৎকৃষ্টান্ মন্ত্রজাপেন তিষ্ঠধ্বমিতি জাপকান্।
এবমাদিশ্য তান্ সর্ব্বান্ পর্য্যুক্ষ্যাগ্নিং স মন্ত্রবিৎ॥
জুহুয়াদ্বারুণৈর্মন্ত্রৈরাজ্যঞ্চ সমিধস্তথা।
ঋত্বিগ্‌ভিশ্চাথ হোতব্যং বারুণৈরেব সর্ব্বতঃ॥৩১
গ্রহেভ্যো বিধবদ্ধুত্বা তথেন্দ্রায়েশ্বরায় চ।
মরুদ্ভ্যো লোকপালেভ্যো বিধিবদ্বিশ্বকর্ম্মণে॥৩২
রাত্রিসূক্তঞ্চ রৌদ্রঞ্চ পাবমানং সুমঙ্গলম্।
জপেয়ুঃ পৌরুষং সূক্তংপূর্ব্বতো বহ্বৃচাঃ পৃথক্॥
শাক্রং রৌদ্রঞ্চ সৌম্যঞ্চ কুষ্মাণ্ডং জাতবেদসম্
সৌরসূক্তং জপেন্মন্ত্রং দক্ষিণেন যজুর্ব্বিদঃ॥৩৪
বৈরাজ্যং পৌরুষং সূক্তং সৌবর্ণং রুদ্রসংহিতাম্
শশবং পঞ্চ নিধনং গায়ত্রং জ্যেষ্ঠসাম চ॥৩৫

দক্ষিণদিকে, সামগদিগকে পশ্চিম দিকে এবং অথর্ব্ববেদীদিগকে উত্তর দিকে স্থাপন করিবেন। যজমান দক্ষিণে উদঙ্মুখ হইয়া উপবেশন করিবেন। আচার্য্য হৌত্রিকদিগকে পুনরায় 'যজধ্বং' বলিবেন এবং উৎকৃষ্ট জাপকদিগকে 'তিষ্ঠধ্বং' অর্থাৎ মন্ত্রজপে নিরতা হইয়া অবস্থান কর, এইরূপ আদেশ করিবেন। সেই মন্ত্রজ্ঞ আচার্য্য সকলকে এইরূপ আদেশ করিয়া অগ্নিপর্য্যুক্ষণান্তে বারুণ মন্ত্র দ্বারা ঘৃতাক্ত সমিধ্ আহুতি প্রদান করিবেন। সমস্ত ঋত্বিকই বারুণ মন্ত্রে হোম করিবেন। অগ্রে যথাবিধি গ্রহদিগকে আহুতি প্রদানান্তে ইন্দ্র, ঈশ্বর, মরুদ্‌গণ, লোকপাল ও বিশ্বকর্ম্মাকে বিধিমত আহুতি প্রদান করিবেন। পূর্ব্বদিকৃস্থ বহ্বৃচ ব্রাহ্মণগণ রাত্রিসূক্ত, রৌদ্র, পাবমান, ও পৌরুষসূক্ত জপ করিবেন। দক্ষিণদিকৃস্থ যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণেরা শাক্র, রৌদ্র, সৌম্য, ষ্মাণ্ড, জাতবেদা ও সৌরসূক্ত প্রভৃতি মন্ত্র জপ করিবেন। হে রাজন্! পশ্চিম দ্বারস্থিত সামগায়ী ব্রাহ্মণেরা বৈরাজ্য, পৌরুষ ও সৌবর্ণসূক্ত, এবং রুদ্রসংহিতা, শশব, পঞ্চ

বামদেব্যং বৃহৎসাম রৌরবং সরথন্তরম্।
গবাং ব্রতঞ্চ কাণ্বঞ্চ রক্ষোঘ্নং বয়সস্তথা।
গায়েয়ুঃ সামগা রাজন্ পশ্চিমং দ্বারমাশ্রিতাঃ॥
অথর্ব্বণশ্চোত্তরতঃ শান্তিকং পৌষ্টিকং তথা।
জপেয়ুর্মনসা দেবমাশ্রিত্য বরুণং প্রভুম্॥৩৭
পূর্ব্বেদ্যুরভিতো রাত্রাবেবং কৃত্বাধিবাসনম্।
গজাশ্বরথ্যাবল্মীকাৎ সঙ্গমাদ্ধ্রদগোকুলাৎ।
মৃদমাদায় কুম্ভেষু প্রক্ষিপেচ্চত্বরাৎ তথা॥৩৮
রোচনাঞ্চ সসিদ্ধার্থাং গন্ধং গুগ্‌গুলমেব চ।
স্নপনং তস্য কর্ত্তব্যং পঞ্চগব্যসমন্বিতম্॥৩৯
প্রত্যেকস্তু মহামন্ত্রৈরেবং কৃত্বা বিধানতঃ।
এবং ক্ষপাতিবাহ্যাথ বিধিযুক্তেন কর্ম্মণা॥৪০
ততঃ প্রভাতে বিমলে সঞ্জাতেঽথ শতং গবাম্
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাতব্যমষ্টষষ্টিশ্চ বা পুনঃ।
পঞ্চাশদ্বাথ ষট্‌ত্রিংশৎ পঞ্চবিংশতিরপ্যথ॥৪১
ততঃ সাংবৎসরপ্রোক্তে শুভে লগ্নে সুশোভনে
বেদশব্দৈশ্চ গান্ধর্ব্ববাদ্যৈশ্চ বিবিধৈঃ পুনঃ॥
কনকালঙ্কৃতাং কৃত্বা জলে গামবতারয়েৎ।

নিধন, গায়ত্র, জ্যেষ্ঠসাম, বামদেব্য, বৃহৎসাম, রৌরব, রথন্তর, গোব্রত, কাণ্ব, ও রক্ষোঘ্ন প্রভৃতি মন্ত্র গান করিবেন। উত্তরদিকৃস্থ অথর্ব্ববেদীরা মনে মনে বরুণ দেবকে অবলম্বন করিয়া শান্তিক, ও পৌষ্টিক মন্ত্র জপ করিবেন।২১—৩৭। পূর্ব্বদিন রাত্রিযোগে এইরূপে অধিবাস করিয়া গজ ও অশ্ব-পথ, বল্মীক, সঙ্গম স্থল, হ্রদ, গোষ্ঠ ও চত্বর প্রভৃতি স্থান হইতে মৃত্তিকা আনিয়া কুম্ভ মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন। পরে রোচনা, সিদ্ধার্থ, গন্ধ, গুগ্‌গুলাদি লইয়া পঞ্চগব্য সহযোগে তাহার স্নান সমাধা করিবে। প্রত্যেকতঃ মহামন্ত্র সকল উচ্চারণান্তে বিধিমত এইরূপ ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক নিশা যাপন করিবে। অনন্তর বিমল প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণদিগকে এক শত, অষ্টষষ্টি, পঞ্চাশৎ, ত্রিংশৎ অথবা পঞ্চবিংশতিটী গাভী দান করিবে। তৎপরে জ্যোতিষিক-নির্দ্দিষ্ট শুভ লগ্নে বিবিধ

সামগায় চ সা দেয়া ব্রাহ্মণায় বিশাম্পতে॥ ৪৩
পাত্রীমাদায় সৌবর্ণীং পঞ্চরত্নসমন্বিতাম্।
ততো নিক্ষিপ্য মকর-মৎস্যাদীংশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
ধৃতাং চতুর্ব্বিধৈর্বিপ্রৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ॥ ৪৪
মহানদীজলোপেতাং দধ্যক্ষতসমন্বিতাম্।
উত্তরাভিমুখীং ধেনুং জলমধ্যে তু কারয়েৎ॥
আথর্ব্বণেন সংস্নাতাং পুনর্মামেত্যথেতি চ।
আপো হি ষ্ঠেতি মন্ত্রেণ ক্ষিপ্ত্বাগত্য চ মণ্ডলম্॥
পূজয়িত্বা সরস্তত্র বলিং দদ্যাৎ সমন্ততঃ।
পুনর্দিনানি হোতব্যং চত্বারি মুনিসত্তমাঃ॥ ৪৭
চতুর্থীকর্ম্ম কর্ত্তব্যং দেয়া তত্রাপি শক্তিতঃ।
দক্ষিণা রাজশার্দ্দূল বরুণক্ষাপণং ততঃ॥ ৪৮
কৃত্বা তু যজ্ঞপাত্রাণি যজ্ঞোপকরণানি চ।
ঋত্বিগ্‌ভ্যস্তু সমং দত্বা মণ্ডপং বিভজেৎ পুনঃ
হেমপাত্রীঞ্চ শয্যাঞ্চ স্থাপকায় নিবেদয়েৎ॥৪৯
ততঃ সহস্রং বিপ্রাণামথবাষ্টশতং তথা।
ভোজনীয়ং যথাশক্তি পঞ্চাশদ্বাথ বিংশতিঃ।
এবমেষু পুরাণেষু তড়াগবিধিরুচ্যতে॥ ৫০
কূপ-বাপীষু সর্ব্বাসু তথা পুষ্করিণীষু চ।
এষ এব বিধির্দৃষ্টঃ প্রতিষ্ঠাসু তথৈব চ॥ ৫১
মন্ত্রতস্তু বিশেষঃ স্যাৎ প্রাসাদোদ্যানভূমিষু।
অয়ন্তু শক্তাবর্দ্ধেন বিধির্দৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা।
অল্পেষ্বেকাগ্নিবৎ কৃত্বা বিত্তশাঠ্যাদৃতে নৃণাম্॥
প্রাবৃট্‌কালে স্থিতে তোয়ে হ্যগ্নিষ্টোমফলং স্মৃতম্
শরৎকালে স্থিতং যৎ স্যাৎ তদুক্তফলদায়কম্
বাজপেয়াতিরাত্রাভ্যাং হেমন্তে শিশিরে স্থিতম্
অশ্বমেধসমং প্রাহ বসন্তসময়ে স্থিতম্।
গ্রীষ্মেঽপি তৎ স্থিতং তোয়ং রাজসূয়াদ্বিশিষ্যতে

এতান্ মহারাজ বিশেষধর্ম্মান্
করোতি যোঽপ্যাগমশুদ্ধবুদ্ধিঃ।
স যাতি রুদ্রালয়মাশু পূতঃ
কল্পাননেকান্ দিবি মোদতে চ॥ ৫৫
অনেকলোকান্ সমহত্তমাদীন
ভুক্ত্বা পরার্দ্ধদ্বয়মঙ্গনাভিঃ।

বেদধ্বনি, সঙ্গীত ও বাদ্য সহকারে এক স্বর্ণালঙ্কৃতা গাভীকে জলে নামাইয়া দিবে। ঐ গাভীটী সামগ ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। অনন্তর পঞ্চরত্নময়ী সৌবর্ণী প্রতিমা এবং মকর ও মৎস্যাদি জলজন্তু জলে নিক্ষেপ করিয়া চতুর্ব্বেদবেদী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বিবৃত দধ্যক্ষত-যুত ধেনুকে জলমধ্যে উত্তরমুখী করাইবে। পরে আথর্ব্বণ মন্ত্রে স্নান করাইয়া 'পুনর্মামেতি' 'আপোহিষ্ঠা' ইত্যাদি মন্ত্রে তাহাকে জলে ছাড়িয়া দিয়া মণ্ডলে আগমনপূর্ব্বক সরোবরের পূজা সমাধানান্তে চতুর্দ্দিকে বলি প্রদান করিবে এবং চারিদিন পর্য্যন্ত হোম করিবে। হে নৃপ! চতুর্থীকর্ম্ম করিয়া তাহাতেও যথাশক্তি দক্ষিণাদান ও বরুণ মন্ত্র জপ করিবে। এই সকল কার্য্য করিয়া যজ্ঞপাত্র ও যজ্ঞীয় উপকরণ সকল ঋত্বিক্‌দিগকে সমান ভাগ করিয়া দিবে এবং যজ্ঞমণ্ডপও বিভাগ করিবে। অনন্তর স্থাপককে হোমপাত্র ও শয্যা সমর্পণ করিবে। তৎপরে এক সহস্র, অষ্টশত, পঞ্চাশৎ অথবা বিংশতিটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পুরাণাদি গ্রন্থে তড়াগাদি প্রতিষ্ঠার বিধি এইরূপই উক্ত হইয়াছে। সমস্ত কূপ, বাপী ও পুষ্করিণী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সর্ব্বত্র এইরূপ বিধিই দৃষ্ট হয়। তবে প্রাসাদ, উদ্যান ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ব্যাপারে মন্ত্রসম্বন্ধে কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে। অশক্ত পক্ষে উহার অর্দ্ধমাত্র ক্রিয়া স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অল্প ক্রিয়ায় একাগ্নিবৎ কার্য্য করিবে বিত্তশাঠ্য করিবে না। প্রাবৃট্‌কালে তোয়াশয় প্রতিষ্ঠায় অগ্নিষ্টোমফল, শরৎকালেও ফল, হেমন্ত ও শিশির কালে বাজপেয় ও অতিরাত্রফল, বসন্তে অশ্বমেধ ফল এবং গ্রীষ্মকালে রাজসূয় অপেক্ষা বিশিষ্ট ফল ঘটে। হে মহারাজ! যে আগমশুদ্ধ-বুদ্ধি ব্যক্তি এই সকল বিশিষ্ট ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে পূত হইয়া শীঘ্রই রুদ্রালয়ে প্রয়াণ করিয়া থাকে এবং তথায় গিয়া বহু কল্পকাল স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করে। অনন্তর

সহৈব বিষ্ণোঃ পরমং পদং যৎ
প্রাপ্নোতি তদ্‌যামফলেন ভূয়ঃ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে তড়াগবিধির্নামাষ্ট-
পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
পাদপানাং বিধিং সূত যথাবদ্বিস্তরাদ্বদ।
বিধিনা কেন কর্ত্তব্যং পাদপোদ্‌যাপনং বুধৈঃ।
যে চ লোকাঃ স্মৃতাস্তেষাং তানিদানীং বদস্ব নঃ
সূত উবাচ।
পাদপানাং বিধিং বক্ষ্যে তথৈবোদ্যানভূমিষু।
তড়াগবিধিবৎ সর্ব্বমাসাদ্য জগদীশ্বর ॥ ২
ঋত্বিঙ্মণ্ডপসম্ভারশ্চাচার্য্যশ্চৈব তদ্বিধঃ।
পূজয়েদ্‌ব্রাহ্মণাংস্তদ্বদ্ধেমবস্ত্রানুলেপনৈঃ ॥ ৩
সর্ব্বৌষধ্যুদকৈঃ সিক্তান্ পিষ্টাতকবিভূষিতান্।
বৃক্ষান্ মাল্যৈরলঙ্কৃত্য বাসোভিরভিবেষ্টয়েৎ
সূচ্যা সৌবর্ণয়া কার্য্যং সর্ব্বেষাং কর্ণবেধনম্।
অঞ্জনঞ্চাপি দাতব্যং তদ্বদ্ধেমশলাকয়া ॥ ৫
ফলানি সপ্ত চাষ্টৌ বা কালধৌতানি কারয়েৎ।
প্রত্যেকং সর্ব্ববৃক্ষাণাং বেদ্যাং তান্যধিবাসয়েৎ
ধূপোঽত্র গুগ্‌গুলঃ শ্রেষ্ঠস্তাম্রপাত্রৈরধিষ্ঠিতান্।
সর্ব্বান্ ধান্যস্থিপান্ কৃত্বা বস্ত্রগন্ধানুলেপনৈঃ ॥ ৭
কুম্ভান্ সর্ব্বেষু বৃক্ষেষু স্থাপয়িত্বা নরেশ্বর।
সহিরণ্যানশেষাংস্তান্ কৃত্বা বলিনিবেদনম্ ॥ ৮
যথাস্বং লোকপালানামিন্দ্রাদীনাং বিশেষতঃ।
বনস্পতেশ্চ বিদ্বদ্ভির্হোমঃ কার্য্যো দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৯
ততঃ শুক্লাম্বরধরাং সৌবর্ণকৃতভূষণাম্।
সকাংস্যদোহাং সৌবর্ণ-শৃঙ্গাভ্যামতিশালিনীম্।
পয়স্বিনীং বৃক্ষমধ্যাদুৎসৃজেদ্গামুদঙ্মুখীম্ ॥ ১০
ততোঽভিষেকমন্ত্রেণ বাদ্যমঙ্গলগীতকৈঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামমন্ত্রৈশ্চ বারুণৈরভিতস্তথা।

দুই পরার্দ্ধকাল অঙ্গনাগণ সহ মহত্ত্বমাদি বহু লোকে সুখভোগ করিয়া পুনরায় বিষ্ণুর পরম-পদ প্রাপ্ত হয়। ৩৮—৫৮।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! পাদপ-সমূহের প্রতিষ্ঠাবিধি যথাযথ বল এবং কিরূপ বিধি অনুসারেই বা বুধগণ উদ্‌যাপন করিবেন? পাদপ প্রতিষ্ঠা করিলে, তাহাদের কোন্ কোন্ লোকেই বা গতি হইয়া থাকে? অধুনা তাহা আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর। সূত কহিলেন,—পাদপপ্রতিষ্ঠার বিধি বলিতেছি। তড়াগপ্রতিষ্ঠার বিধি অনুসারে সমস্ত দ্রব্যাসাদন হইবে। ঋত্বিক্, মণ্ডপ, দ্রব্যসম্ভার ও আচার্য্য এ সকলও তদনুরূপ হইবে। বস্ত্র ও অনুলেপনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ব্ববৎ পূজা করিতে হইবে। অনন্তর বৃক্ষসমূহকে সর্ব্বৌষধি-জলে ধৌত করিয়া রঞ্জিত তণ্ডুলাদি চূর্ণে বিভূষিত করিবে। মাল্যদামে অলঙ্কৃত করিয়া বস্ত্রসমূহ দ্বারা বেষ্টিত করিবে। সুবর্ণ-নির্ম্মিত সূচী দ্বারা সমস্ত বৃক্ষের কর্ণবেধ করিবে এবং হেমশলাকা দ্বারা অঞ্জন অর্পণ করিবে। স্বর্ণ বা রৌপ্যময় আট কি সাতটী ফল নির্ম্মাণ করিয়া সমস্ত বৃক্ষবেদীর উপর প্রত্যেকটীর অধিবাস করিবে। এই কার্য্যে ধূপার্থ গুগ্‌গুল ব্যবহার প্রশস্ত। সমস্ত বৃক্ষের নীচে নীচে ধান্যোপরি এক একটী কুম্ভ স্থাপন করিতে হইবে উহাদের উপরি উপরি এক একখানি তাম্র পাত্র থাকিবে। ঐ কুম্ভগুলি স্বর্ণ, বস্ত্র, গন্ধানুলেপন দ্বারা ভূষিত করিবে। তৎপরে যথাসাধ্য ইন্দ্রাদি লোকপাল দিগকে ও বনস্পতিকে বলি নিবেদন করিয়া বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ হোমকার্য্য সমাধা করিবেন। অনন্তর এক শুক্লাম্বরধরা হেমভূষণা, সুবর্ণ-শৃঙ্গবতী পয়স্বিনীকে উত্তরাভিমুখী করিয়া বৃক্ষ মধ্য হইতে ছাড়িয়া দিবে। ১—১০। তৎপরে বাদ্য ও মঙ্গলধ্বনি সহকারে দ্বিজব-

তৈরেব কুম্ভৈঃ স্নপনং কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ ॥ ১১
স্নাতঃ শুক্লাম্বরস্তদ্বদ্‌যজমানোঽভিপূজয়েৎ।
গোভির্বিভবতঃ সর্ব্বানৃত্বিজস্তান্ সমাহিতঃ ॥ ১২
হৈমসূত্রৈঃ সকটকৈরঙ্গুরীয়পবিত্রকৈঃ।
বাসোভিঃ শয়নীয়ৈশ্চ তথোপস্করপাদুকৈঃ।
ক্ষীরেণ ভোজনং দদ্যাদ্‌যাবদ্দিনচতুষ্টয়ম্ ॥ ১৩
হোমশ্চ সর্ষপৈঃ কার্য্যো যবৈঃ কৃষ্ণতিলৈস্তথা।
পলাশসমিধঃ শস্তাশ্চতুর্থেঽহ্নি তথোৎসবঃ।
দক্ষিণা চ পুনস্তদ্বদ্দেয়া তত্রাপি শক্তিতঃ ॥ ১৪
যদ্‌যদিষ্টতমং কিঞ্চিৎ তত্তদ্দদ্যাদমৎসরী।
আচার্য্যে দ্বিগুণং দদ্যাৎ প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ॥
অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যাদ্বৃক্ষোৎসবং বুধঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ফলঞ্চানন্ত্যমশ্নুতে ॥ ১৬
যশ্চৈকমপি রাজেন্দ্র বৃক্ষং সংস্থাপয়েন্নরঃ।
সোঽপি স্বর্গে বসেদ্রাজন্ যাবদিন্দ্রাযুতত্রয়ম্ ॥ ১৭
ভূতান্ ভব্যাংশ্চ মনুজাংস্তারয়েদ্দ্রুমসম্মিতান্
পরমাং সিদ্ধিমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভাম্ ॥ ১৮
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং শ্রাবয়েদ্বাপি মানবঃ।
সোঽপি সম্পূজিতো দেবৈর্ব্রহ্মলোকে মহীয়তে

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বৃক্ষোৎসবো নামৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ঋক্, যজু ও সামবেদীয় মন্ত্র, বারুণ মন্ত্র, ও অভিষেকমন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বস্থাপিত কুম্ভসমূহের জলে বৃক্ষদিগকে স্নান করাইবে। কৃতস্নান যজমান শুক্লাম্বর ধারণ করিয়া সমাহিতভাবে বিভবানুসারে গোদানপূর্ব্বক সমস্ত ঋত্বিক্‌দিগকে পূজা করিবে। তাঁহাদিগকে হেমসূত্র, কটক, অঙ্গুরীয়, পবিত্র বস্ত্র, ও শয্যাদান করিবে এবং চারিদিন পর্য্যন্ত ক্ষীর দ্বারা ভোজন করাইবে। সর্ষপ, যব ও কৃষ্ণ তিল দ্বারা হোম করিবে। এই কার্য্যে পলাশ সমিধ্ প্রশস্ত। চতুর্থ দিবসে উৎসবানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। পরে যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে এবং যাহা কিছু নিজের ইষ্টতম, অমৎসরী হইয়া তৎসমস্ত দান করিবে। এই কার্য্যে যিনি আচার্য্য হইবেন, তাঁহাকে দ্বিগুণ দক্ষিণাদি দান করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বিদায় দিবে। যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বিধি অনুসারে বৃক্ষোৎসব সম্পন্ন করিবেন, তিনি সর্ব্বকামনা প্রাপ্ত হইবেন এবং অনন্ত ফল লাভ করিবেন। হে নৃপবর! যিনি একটী মাত্র বৃক্ষেরও প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি তিন অযুত ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন। বৃক্ষসংখ্যার অনুপাতে তদীয় ভূত ও ভাবী পুরুষগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হন। তিনি নিজে পুনরাবৃত্তিরহিত পরমা-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। যে মানব নিত্য ইহা শ্রবণ করে ও করায়, সে দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ব্রহ্মলোকে বিহার করিয়া থাকে। ১—১৯।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

মৎস্য উবাচ।
অথবান্যৎ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
সৌভাগ্যশয়নং নাম যৎ পুরাণবিদো বিদুঃ ॥ ১
পুরা দগ্ধেষু লোকেষু ভূর্ভুবঃস্বর্মহাদিষু
সৌভাগ্যং সর্ব্বভূতানামেকস্থমভবৎ তদা।
বৈকুণ্ঠং স্বর্গমাসাদ্য বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলস্থিতম্ ॥ ২
ততঃ কালেন মহতা পুনঃ সর্গবিধৌ নৃপ।
অহঙ্কারাবৃতে লোকে প্রধান-পুরুষান্বিতে ॥ ৩

ষষ্টিতম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—অন্য আর একটী সর্ব্ব-কাম-ফল-দায়ক ব্রতবিবরণ বলিতেছি। পুরাণবিদ্‌গণ এই ব্রতকে সৌভাগ্যশয়ন নামে বিদিত আছেন। পুরাকালে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও মহর্লোকাদি দগ্ধ হইয়া গেলে নিখিল ভূতবৃন্দের সৌভাগ্য তখন একস্থ হইয়াছিল। সকলের সৌভাগ্য স্বর্গধামে বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিয়া রহিল। হে

স্পর্দ্ধায়াঞ্চ প্রবৃত্তায়াং কমলাসন-কৃষ্ণয়োঃ।
লিঙ্গাকারা সমুদ্ভূতা বহ্নের্জ্জ্বালাতিভীষণা।
তয়াভিতপ্তস্য হরের্বক্ষস্তদ্বিনিঃসৃতম্ ॥ ৪
বক্ষঃস্থলং সমাশ্রিত্য বিষ্ণোঃ সৌভাগ্যমাস্থিতম্
রসরূপং ততো যাবৎ প্রাপ্নোতি বসুধাতলম্ ॥
উৎক্ষিপ্তমন্তরীক্ষে তদ্ব্রহ্মপুত্রেণ ধীমতা।
দক্ষেণ পীতমাত্রং তদ্রূপলাবণ্যকারকম্ ॥ ৬
বলং তেজো মহজ্জাতং দক্ষস্য পরমেষ্ঠিনঃ।
শেষং যদপতদ্ভূমাবষ্টধা সমজায়ত ॥ ৭
ততো জনানাং সঞ্জাতাঃ সপ্ত সৌভাগ্যদায়কাঃ
ইক্ষবো রসরাজাশ্চ নিষ্পাবাজাজিধান্যকম্ ॥৮
বিকারবচ্চ গোক্ষীরং কুসুম্ভং কুঙ্কুমং তথা।
লবণঞ্চাষ্টমং তদ্বৎ সৌভাগ্যাষ্টকমুচ্যতে ॥ ৯
পীতং যদ্ব্রহ্মপুত্রেণ যোগজ্ঞানবিদা পুনঃ।
দুহিতা সাভবৎ তস্য যা সতীত্যভিধীয়তে ॥১০
লোকানতীত্য লালিত্যাল্ললিতা তেন চোচ্যতে
ত্রৈলোক্যসুন্দরীমেনামুপযেমে পিনাকধৃক্ ॥ ১১
যা দেবী সৌভাগ্যময়ী ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদা।
তামারাধ্য পুমান্ ভক্ত্যা নারী বা কিং ন
বিন্দতি ॥ ১২

মনুরুবাচ।

কথমারাধনং তস্যা জগদ্ধাত্র্যা জনার্দ্দনঃ।
তদ্বিধানং জগন্নাথ তৎ সর্ব্বঞ্চ বদস্ব মে ॥ ১৩

মৎস্য উবাচ।

বসন্তমাসমাসাদ্য তৃতীয়ায়াং জনপ্রিয়।
শুক্লপক্ষস্য পূর্ব্বাহ্নে তিলৈঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥
তস্মিন্নহনি সা দেবী কিল বিশ্বাত্মনা সতী।
পাণিগ্রহণকৈর্মন্ত্রৈরবসদ্বরবর্ণিনী ॥ ১৫
তয়া সহৈব দেবেশং তৃতীয়ায়ামথার্চ্চয়েৎ
ফলৈর্নানাবিধৈর্ধূপৈর্দীপ-নৈবেদ্যসংযুতৈঃ ॥১৬

নৃপ! অনন্তর বহুকাল পরে পুনরায় সৃষ্টি-কার্য্য আরম্ভ হইলে জগৎ অহঙ্কারাবৃত ও প্রধান পুরুষে অন্বিত হইল। তখন কমলাসন ও কৃষ্ণ উভয়ে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতে প্রবৃত্ত হইলে বহ্নি হইতে এক ভীষণ লিঙ্গাকার জ্বালা প্রাদুর্ভূত হইল। হরি সেই জ্বালায় অভিতপ্ত হইলে তদীয় বক্ষঃস্থল হইতে সেই পুর্ব্বাশ্রিত সৌভাগ্য রসরূপে গলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। উহা যখন পড়িয়া অন্তরীক্ষে উৎপতিত হয়, তখন ব্রহ্মপুত্র ধীমান্ দক্ষ উহাকে পান করেন। তিনি পান করিবামাত্র ঐ সৌভাগ্য তাঁহার রূপ ও লাবণ্যসাধক হয়। পরমেষ্ঠী দক্ষ সেই হইতে মহা বলশালী ও তেজস্বী হইয়া উঠেন। অবশিষ্ট রসাকার সৌভাগ্য ভূতলে যাহা পতিত হইয়াছিল, তাহা অষ্টধা বিভক্ত হয়। তাহা হইতে জনগণের সাতটী সৌভাগ্যদায়ক বস্তু উৎপন্ন হয়; যথা—রস-রাজ ইক্ষু, নিষ্পাব, অজাজি, ধান্য, গোক্ষীর, বিকার, কুঙ্কুম ও কুসুম্ভ। অষ্টম সৌভাগ্য লবণ। এইরূপে সৌভাগ্যাষ্টক কথিত হইয়া থাকে। যোগজ্ঞানবিৎ ব্রহ্মপুত্র দক্ষ সৌভাগ্য রস পান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এক দুহিতা উৎপন্ন হয়। এই দুহিতা সতী নামে অভিহিত। তিনি লালিত্যে লোক সকল অতিক্রম করিয়া ললিতা নামে কীর্ত্তিতা হন। ত্রিলোচন ঐ ত্রিলোকসুন্দরী ললনার পাণিগ্রহণ করেন। এই দেবীই সর্ব্ব সৌভাগ্যময়ী ও ভুক্তি-মুক্তি-ফলদায়িনী। ইহাঁকে ভক্তিপুর্ব্বক আরাধনা করিয়া নারী বা নর কোন্ ফলই বা না প্রাপ্ত হইয়া থাকে? ১—১২। মনু কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! সেই জগদ্ধাত্রীর আরাধনা কিরূপে করিতে হয়? তাহার বিধান কি? হে জগন্নাথ! তৎসমস্ত আমার নিকট ব্যক্ত করুন। মৎস্য কহিলেন,—হে জনপ্রিয়! মধুমাসের শুক্ল-পক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে তিলতৈলে স্নান করিবে। এই দিবসই সেই বরবর্ণিনী সতী দেবী বিশ্বাত্মা বিভুর সহিত বৈবাহিক মন্ত্রে একত্র বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই শিব শিবা উভয়কেই ঐ তৃতীয়া দিনে অর্চ্চনা করিবে। নানাবিধ ফল, ধুপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি এই পূজার উপচার হইবে

প্রতিমাং পঞ্চগব্যেন তথা গন্ধোদকেন তু ।
স্নাপয়িত্বার্চ্চয়েদ্গৌরীমিন্দুশেখরসংযুতাম্ ॥ ১৭
নমোঽস্তু পাটলায়ৈ তু পাদৌ দেব্যাঃ শিবস্য তু ।
শিবায়েতি চ সঙ্কীর্ত্ত্য জয়ায়ৈ গুল্ফয়োর্দ্বয়োঃ
ত্রিগুণায়েতি রুদ্রায় ভবান্যৈ জঙ্ঘয়োর্যুগম্ ।
শিবাং রুদ্রেশ্বরায়ৈ চ বিজয়ায়েতি জানুনী ।
সঙ্কীর্ত্ত্য হরিকেশায় তথোরূ বরদে নমঃ ॥ ১৯
ঈশায়ৈ চ কটিং দেব্যাঃ শঙ্করায়েতি শঙ্করম্ ।
কুক্ষিদ্বয়ঞ্চ কোটব্যৈ শূলিনে শূলপাণয়ে ॥ ২০
মঙ্গলায়ৈ নমস্তুভ্যমুদরঞ্চাভিপূজয়েৎ ।
সর্ব্বাত্মনে নমো রুদ্রমীশান্যৈ চ কুচদ্বয়ম্ ॥ ২১
শিবং বেদাত্মনে তদ্বদ্রুদ্রাণ্যৈ কণ্ঠমর্চ্চয়েৎ ।
ত্রিপুরঘ্নায় বিশ্বেশমনন্তায়ৈ করদ্বয়ম্ ॥ ২২
ত্রিলোচনায় চ হরং বাহূ কালানলপ্রিয়ে ।
সৌভাগ্যভবনায়েতি ভূষণানি সদার্চ্চয়েৎ
স্বাহা স্বধায়ৈ চ মুখমীশ্বরায়েতি শূলিনম্ ॥ ২৩
অশোকমধুবাসিন্যৈ পূজ্যাবোষ্ঠৌ চ ভূতিদৌ ।
স্থাণবে তু হরং তদ্বদ্ধাস্যং চন্দ্রমুখপ্রিয়ে ॥ ২৪
নমোঽর্দ্ধনারীশহরমসিতাঙ্গীতি নাসিকাম্ ।
নম উগ্রায় লোকেশং ললিতেতি পুনর্ভ্রুবৌ ॥ ২৫
শর্ব্বায় পুরহন্তারং বাসব্যৈ তু তথালকান্ ।
নমঃ শ্রীকণ্ঠনাথায়ৈ শিবকেশাংস্ততোঽর্চ্চয়েৎ
ভীমোগ্রসমরূপিণ্যৈ শিরঃ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ২৬
শিবমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ সৌভাগ্যাষ্টকমগ্রতঃ ।
স্থাপয়েদ্ঘৃত-নিষ্পাব-কুসুম্ভ-ক্ষীর-জীরকান্ ॥
রসরাজঞ্চ লবণং কুস্তুম্বুরুমথাষ্টকম্ ।
দত্তং সৌভাগ্যমিত্যস্মাৎ সৌভাগ্যাষ্টকমিত্যতঃ
এবং নিবেদ্য তৎ সর্ব্বমগ্রতঃ শিবয়োঃ পুনঃ ।
রাত্রৌ শৃঙ্গোদকং প্রাশ্য তদ্বদ্ভূমাবরিন্দম ॥ ২৯
পুনঃ প্রভাতে তু তথা কৃতস্নানজপঃ শুচিঃ ।
সম্পূজ্য দ্বিজদাম্পত্যং বস্ত্র-মাল্য-বিভূষণৈঃ

পঞ্চগব্য ও গন্ধোদক দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইবে। চন্দ্রশেখরসহ গৌরীকে পূজা করিবে। অনন্তর সেই হরগৌরীর সর্ব্বাঙ্গে অর্চ্চনা করিবে; যথা—'পাটলায়ৈ নমঃ' বলিয়া দেবীর এবং 'শিবায় নমঃ' বলিয়া শিবের পাদদ্বয়; 'জয়ায়ৈ' ও 'ত্রিগুণায় নমঃ' বলিয়া তাঁহাদের গুল্ফদ্বয়; 'রুদ্রায়' এবং 'ভবান্যৈ নমঃ' বলিয়া জঙ্ঘাযুগ; রুদ্রেশ্বরায়ৈ' এবং 'বিজয়ায় নমঃ' বলিয়া জানুদ্বয়; 'হরিকেশায়' এবং বরদায়ৈ নমঃ' বলিয়া ঊরু দ্বয়; 'ঈশায়ৈ' এবং 'শঙ্করায় নমঃ' বলিয়া কটিদ্বয়; 'কোটব্যৈ' এবং 'শূলপাণয়ে নমঃ' বলিয়া কুক্ষিদ্বয়; 'মঙ্গলায়ৈ' এবং শূলিনে নমঃ' বলিয়া উদর; 'সর্ব্বাত্মনে' এবং 'ঈশান্যৈ নমঃ' বলিয়া কুচদ্বয়; 'বেদাত্মনে' এবং 'রুদ্রাণ্যৈ নমঃ' বলিয়া কণ্ঠদেশ; 'ত্রিপুররায়' এবং 'অনন্তায়ৈ নমঃ' বলিয়া করদ্বয়; 'ত্রিলোচনায়' এবং 'কালানলপ্রিয়ায়ৈ নমঃ' বলিয়া বাহুদ্বয়; 'সৌভাগ্যভবনায় নমঃ' বলিয়া ভূষণসমূহ; 'স্বাহা-স্বধায়ৈ এবং 'ঈশ্বরায় নমঃ' বলিয়া মুখ; 'অশোকবাসিন্যৈ' এবং 'ভূতিদায় নমঃ' বলিয়া ওষ্ঠদ্বয়; 'স্থাণবে' এবং 'চন্দ্রমুখপ্রিয়ায়ৈ নমঃ' হাস্য; অর্দ্ধনারীশায়' এবং 'অসিতাপাঙ্গ্যৈ নমঃ' বলিয়া নাসিকা; 'উগ্রায়' এবং 'ললিতায়ৈ নমঃ' বলিয়া পুনরায় ভ্রূদেশ; 'শর্ব্বায়' এবং 'বাসব্যৈ নমঃ' বলিয়া অলকাবলী; এবং 'শ্রীকণ্ঠায় নমঃ' বলিয়া শিবা-শিবের কেশসমূহ অর্চ্চনা করিবে। পরে ভীমোগ্রসমরূপিণ্যৈ' এবং 'সর্ব্বাত্মনে নমঃ'—বলিয়া শিরোদেশের অর্চ্চনা করিতে হয়। বিধিমত শিবার্চ্চনার পর তাঁহাদের অগ্রে সৌভাগ্যাষ্টক স্থাপন করিবে। ঘৃত, নিষ্পাব, কুসুম্ভ, ক্ষীর, জীরক, রসরাজ, লবণ ও কুস্তুম্বুরু, এই অষ্ট সৌভাগ্যবস্তু; এই সৌভাগ্যাষ্টক দান করিতে হয় বলিয়া এই ব্রতের নাম সৌভাগ্যাষ্টক। এইরূপে সমস্ত বস্তু শিবশিবার অগ্রে নিবেদন করিয়া রাত্রিযোগে শৃঙ্গোদক পানানন্তর ভূশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। ১৩—২৯। অনন্তর প্রভাতে উঠিয়া স্নান ও পানাদি কৃত্য সমাধা করিবার পর শুচি হইয়া বস্ত্র, মাল্য ও ভূষণ

সৌভাগ্যাষ্টকসংযুক্তং সুবর্ণচরণদ্বয়ম্।
প্রীয়তামত্র ললিতা ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ॥ ৩১
এবং সংবৎসরং যাবৎ তৃতীয়ায়াং সদা মনো।
কর্ত্তব্যং বিধিবদ্ভক্ত্যা সর্ব্বসৌভাগ্যমীপ্সুভিঃ॥
প্রাশনে দানমন্ত্রে চ বিশেষোঽয়ং নিবোধ মে
শৃঙ্গোদকং চৈত্রমাসে বৈশাখে গোময়ং পুনঃ॥৩৩
জ্যৈষ্ঠে মন্দারকুসুমং বিল্বপত্রং শুচৌ স্মৃতম্।
শ্রাবণে দধি সম্প্রাশ্যং নভস্যে চ কুশোদকম্।
ক্ষীরমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে পৃষদাজ্যকম্।
মার্গে মাসে তু গোমূত্রং পৌষে সম্প্রাশয়েদ্-ঘৃতম্॥ ৩৫
মাঘে কৃষ্ণতিলং তদ্বৎ পঞ্চগব্যঞ্চ ফাল্গুনে।
ললিতা বিজয়া ভদ্রা ভবানী কুমুদা শিবা॥ ৩৬
বাসুদেবী তথা গৌরী মঙ্গলা কমলা সতী।
উমা চ দানকালে তু প্রীয়তামিতি কীর্ত্তয়েৎ॥৩৭
মল্লিকাশোককমলং কদম্বোৎপলমালতীঃ।
কুব্জকং করবীরঞ্চ বাণমম্লানকুঙ্কুমম্॥ ৩৮
সিন্ধুবারঞ্চ সর্ব্বেষু মাসেষু ক্রমশঃ স্মৃতম্।
জবা কুসুম্ভকুসুমং মালতী শতপত্রিকা॥ ৩৯
যথালাভং প্রশস্তানি করবীরঞ্চ সর্ব্বদা।
এবং সংবৎসরং যাবদুপোষ্য বিধিবন্নরঃ॥ ৪০
স্ত্রী ভক্তা বা কুমারী বা শিবমভ্যর্চ্চ্য ভক্তিতঃ
ব্রতান্তে শয়নং দদ্যাৎ সর্ব্বোপস্করসংযুতম্॥ ৪১
উমা-মহেশ্বরং হৈমং বৃষভঞ্চ গবা সহ।
স্থাপয়িত্বাথ শয়নে ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ॥ ৪২
অন্যান্যপি যথাশক্ত্যা মিথুনান্যম্বরাদিভিঃ।
ধান্যালঙ্কারগোদানৈরভ্যর্চ্চেদ্ধনসঞ্চয়ৈঃ
বিত্তশাঠ্যেন রহিতঃ পূজয়েদ্গতবিস্ময়ঃ॥ ৪৩
এবং করোতি যঃ সম্যক্ সৌভাগ্যশয়নব্রতম্।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি পদমত্যন্তমশ্নুতে।
ফলমেকঞ্চ ত্যাগেন ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ॥ ৪৪
য ইচ্ছন্ কীর্ত্তিমাপ্নোতি প্রতিমাসং নরাধিপ।
সৌভ্যগ্যারোগ্যরূপায়ুর্বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ।

দ্বারা দ্বিজদম্পতির প্রতিমা পূজা করিবে। ঐ প্রতিমার চরণদ্বয় স্বর্ণময় হইবে। 'ললিতা প্রীত হউন'—এই বলিয়া সৌভাগ্যাষ্টক সহ উক্ত দম্পতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে দান করিবে। হে মনো! সর্ব্বসৌভাগ্যলিপ্সু মানবেরা এইরূপে এক বৎসর পর্য্যন্ত তৃতীয়া তিথিতে ভক্তির সহিত যথাবিধি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। এই ব্রতে প্রাশন এবং দানমন্ত্রে যে বিশেষত্ব আছে, তাহা শ্রবণ কর। চৈত্র-মাসে শৃঙ্গোদক, বৈশাখে গোময়, জ্যৈষ্ঠে মন্দার কুসুম, আষাঢ়ে বিল্বপত্র, শ্রাবণে দধি, ভাদ্রে কুশোদক, আশ্বিনে ক্ষীর, কার্ত্তিকে সদধি ঘৃত, অগ্রহায়ণে গোমূত্র, পৌষে ঘৃত, মাঘে কৃষ্ণতিল এবং ফাল্গুনে পঞ্চগব্য প্রাশন করিবে। ললিতা, বিজয়া, ভদ্রা, ভবানী, কুমুদা, শিবা, বাসুদেবী গৌরী, মঙ্গলা, কমলা, সতী, উমা প্রীত হউন; দান-কালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। মল্লিকা, অশোক, কমল, কদম্ব, উৎপল, মালতী, কুব্জক, করবীর, বাণ, অম্লান, কুঙ্কুম, সিন্ধুবার, জপা, কুসুম্ভ কুসুম, করবীর ও শতপত্রিকা, এই সকল কুসুমের মধ্যে যাহা যখন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রশস্ত। নর নারী কিম্বা কুমারী এইরূপে এক বৎসর মধ্যে যথাবিধি উপবাস করিয়া ভক্তিভরে শিবার্চ্চনা করিবে, এবং ব্রতান্তে সর্ব্ববিধ উপকরণান্বিত এক শয্যা ব্রাহ্মণকে দান করিবে। হেমনির্ম্মিত উমা-মহেশ্বর প্রতিমা এবং গাভী সহ একটী বৃষভ ঐ শয্যায় স্থাপন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিয়া দিবে। অন্যান্য মিথুনকেও বস্ত্র, ধান্য, অলঙ্কার, গাভী ও ধনসমূহ দ্বারা যথাশক্তি অর্চ্চনা করিবে। এই ব্রতে বিত্তশাঠ্য করিবে না; নিরভিমান হইয়া পূজা করিবে। এইরূপে যে ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে সৌভাগ্যশয়ন ব্রত করিবে, তাহার সর্ব্বকাম প্রাপ্তি হইবে এবং অন্তে অনন্ত ব্রহ্মপদ লাভ করিবে। একটী ফলত্যাগে এই ব্রত আচরণ করিবে। হে নৃপ! যে ব্যক্তি প্রতিমাসে এই ব্রত করিতে ইচ্ছা করে, তাহার কীর্ত্তি লাভ হয়; সে সৌভাগ্য, আরোগ্য, রূপ, আয়ু, বস্ত্র, অল-

ন বিযুক্তো ভবেদ্রাজন্ নবার্ব্বুদশতত্রয়ম্ ॥৪৫
যস্তু দ্বাদশবর্ষাণি সৌভাগ্যশয়নব্রতম্
করোতি সপ্ত চাষ্টৌ বা শ্রীকণ্ঠভবনেঽমরৈঃ।
পূজ্যমানো বসেৎ সম্যক্ যাবৎ কল্পাযুতত্রয়ম্
নারী বা কুরুতে বাপি কুমারী বা নরেশ্বর।
সাপি তৎফলমাপ্নোতি দেব্যনুগ্রহলালিতা ॥ ৪৭
শৃণুয়াদপি যশ্চৈব প্রদদ্যাদথবা মতিম্।
সোঽপি বিদ্যাধরো ভূত্বা স্বর্গলোকে চিরংবসেৎ
ইদমিহ মদনেন পূর্ব্বমিষ্টং
শতধনুষা কৃতবীর্য্যসূনুনা চ।
কৃতমথ বরুণেন নন্দিনা বা
কিমু জননাথ ততো যদুদ্ভবঃ স্যাৎ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সৌভাগ্যশয়নব্রতং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬০॥

দ্বারাদি হইতে কদাচ বিযুক্ত হয় না; এক অর্ব্বুদ তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত সে ঐ সকল ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সৌভাগ্যশয়ন ব্রত আচরণ করে, সে তিন অযুত কল্পকাল যাবৎ অমরগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া শ্রীকণ্ঠভবনে বাস করিয়া থাকে। হে নৃপবর! নারী বা কুমারী যেই কেন এই ব্রতানুষ্ঠান করুক না, দেবীর অনুগ্রহভাজন হইয়া ব্রতফল প্রাপ্ত হইবে। যিনি এই ব্রতবিবরণ শ্রবণ করিবেন, কিম্বা এই ব্রতাচরণে বুদ্ধি জন্মাইয়া দিবেন, তিনিও বিদ্যাধর হইয়া চিরকাল স্বর্গলোকে বাস করিবেন। পূর্ব্বে মদন, কার্ত্তবীর্য্য-নন্দন শতধন্বা বরুণ এবং নন্দী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে জননাথ! এরূপ ব্রতের মাহাত্ম্য-কথা আর অধিক কি বলিব? ৩০—৪৯।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ
ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহর্জ্জনঃ
তপঃ সত্যঞ্চ সপ্তৈতে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
পর্য্যায়েণ তু সর্ব্বেষামাধিপত্যং কথং ভবেৎ।
ইহ লোকে শুভং রূপমায়ুঃ সৌভাগ্যমেব চ।
লক্ষ্মীশ্চ বিপুলা নাথ কথং স্যাৎ পুরসূদন ॥ ২
মহেশ্বর উবাচ।
পুরা হুতাশনঃ সার্দ্ধং মারুতেন মহীতলে।
আদিষ্টঃ পুরুহূতেন বিনাশায় সুরদ্বিষাম্ ॥ ৩
নির্দ্দগ্ধেষু ততস্তেন দানবেষু সহস্রশঃ
তারকঃ কমলাক্ষশ্চ কালদংষ্ট্রঃ পরাবসুঃ।
বিরোচনশ্চ সংগ্রামাদপলায়ংস্তপোধন ॥ ৪
অন্তঃ সামুদ্রমাবিশ্য সন্নিবেশমকুর্ব্বত।
অশক্যা ইতি তেঽপ্যগ্নি-মারুতাভ্যামুপেক্ষিতাঃ
ততঃপ্রভৃতি তে দেবান্ মনুষ্যান্ সহ জঙ্গমান
সম্পীড্য চ মুনীন্ সর্ব্বান্ প্রবিশন্তি পুনর্জ্জলম্ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ও সত্যলোক এই সপ্ত দেবলোক বিখ্যাত। হে ত্রিপুরহর! পর্য্যায়ক্রমে ঐ সকল লোকে আধিপত্য লাভ করা যায় কিরূপে? এবং কিরূপেই বা এই লোকে শুভ, রূপ, আয়ু, সৌভাগ্য ও বিপুলা লক্ষ্মী লাভ ঘটে? মহেশ্বর কহিলেন,—পুরাকালে পুরুহূত কর্ত্তৃক হুতাশন মারুতের সাহায্যে সুরারিদিগকে বিনাশ করিতে আদিষ্ট হইলেন। তখন হুতাশনের আক্রমণে সহস্র সহস্র দানব দগ্ধ হইতে লাগিল। হে তপোধন! তৎকালে তারক, কমলাক্ষ, কালদংষ্ট্র, পরাবসু ও বিরোচন প্রভৃতি দানবেরা সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিল এবং সমুদ্রসলিলে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিল। আক্রমণ করা অসম্ভব দেখিয়া অগ্নি ও বায়ু তাহাদিগকে উপেক্ষা করিলেন। ১—৫। তদবধি দের,

এবং বর্ষসহস্রাণি বীরাঃ পঞ্চ চ সপ্ত চ।
জলদুর্গবলাদ্‌ব্রহ্মন্ পীড়য়ন্তি জগত্রয়ম্॥ ৭
ততঃ পরমথো বহ্নি-মারুতাবমরাধিপঃ।
আদিদেশ চিরাদম্বুনিধিরেষ বিশোষ্যতাম্॥ ৮
যস্মাদস্মদ্বিষামেষ শরণং বরুণালয়ঃ।
তস্মাদ্ভবদ্ভ্যামদ্যৈব ক্ষয়মেষ প্রণীয়তাম্॥ ৯
তাবুচতুস্ততঃ শক্রমুভৌ শম্বরসূদনম্।
অধর্ম্ম এব দেবেন্দ্র সাগরস্য বিনাশনম্॥ ১০
যস্মাজ্জীবনিকায়স্য মহতঃ সঙ্ক্ষয়ো ভবেৎ।
তস্মান্ন পাপমস্থাবাং কর্ত্তুমাবাং পুরন্দর॥ ১১
অস্য যোজনমাত্রেঽপি জীবকোটিশতানি চ।
নিবসন্তি সুরশ্রেষ্ঠ স কথং নাশমর্হতি॥ ১২
এবমুক্তঃ সুরেন্দ্রস্তু কোপাৎ সংরক্তলোচনঃ।
উবাচেদং বচো রোষান্নির্দ্দহন্নিব পাবকম্॥ ১৩

মনুষ্য, স্থাবর, জঙ্গম ও সমস্ত মুনিদিগকে উৎপীড়িত করিয়া পুনরায় তাহারা জলমধ্যে গিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। এইরূপে মাত্র সেই পাঁচ সাত জন দানববীরেরাই জলদুর্গে আত্মরক্ষা করিয়া সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত এই ত্রিভুবন পীড়ন করিল। অনন্তর অমরাধিপতি অগ্নি ও বায়ুকে পুনরায় এ ইরূপ আদেশ করিলেন যে, তোমরা গিয়া বারিনিধিকে বিশুষ্ক করিয়া ফেলো; কেন না, এই বারিধিই অস্মদীয় শত্রুপক্ষের একমাত্র আশ্রয় হইয়াছে। অতএব তোমরা অদ্যই উহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলো। তখন অগ্নি ও বায়ু ইন্দ্রকে বলিলেন, হে দেবেন্দ্র! এরূপে সাগরের ক্ষয় সাধন করা একান্তই অধর্ম্ম। কেন না, এক সাগরের সংক্ষয় উপলক্ষে বহু প্রাণী বিনষ্ট হইবে। অতএব হে পুরন্দর! আমরা এমন পাপাচরণ করিতে ইচ্ছা করি না। এই সাগরের এক এক যোজন মাত্র স্থানেই শত শত কোটি জীব বাস করিতেছে; সুতরাং হে সুরশ্রেষ্ঠ! এ হেন সাগর কিরূপে নাশার্হ হইতে পারে? তাঁহারা এই কথা কহিলে, সুরপতি কোপে আরক্তনেত্র হইলেন। তিনি রোষ-

ন ধর্ম্মাধর্ম্মসংযোগং প্রাপ্নুবন্ত্যমরাঃ ক্বচিৎ
ভবতস্তু বিশেষেণ মাহাত্ম্যঞ্চাধিতিষ্ঠতি॥ ১৪
মদাজ্ঞালঙ্ঘনং যস্মান্মারুতেন সমং ত্বয়া।
মুনিব্রতমহিংসাদি পরিগৃহ্য ত্বয়া কৃতম্।
ধর্ম্মার্থশাস্ত্ররহিতং শত্রুং প্রতি বিভাবসো॥ ১৫
তস্মাদেকেন বপুষা মুনিরূপেণ মানুষে।
মারুতেন সমং লোকে তব জন্ম ভবিষ্যতি॥ ১৬
যদা চ মানুষত্বেঽপি ত্বয়াগস্ত্যেন শোষিতঃ।
ভবিষ্যত্যুদধির্বহ্নে তদা দেবত্বমাপ্স্যসি॥ ১৭
ইতীন্দ্রশাপাৎ পতিতৌ তৎক্ষণাত্তৌ মহীতলে
অবাপ্তাবেকদেহেন কুম্ভাজ্জন্ম তপোধন॥ ১৮
মিত্রাবরুণয়োর্বীর্য্যাদ্বসিষ্ঠস্যানুজোঽভবৎ।
অগস্ত্য ইত্যুগ্রতপাঃ সম্বভূব পুনর্ম্মুনিঃ॥ ১৯

নারদ উবাচ।

সম্ভূতঃ স কথং ভ্রাতা বসিষ্ঠস্যাভবন্মুনিঃ।
কথঞ্চ মিত্রাবরুণৌ পিতরাবস্য তৌ স্মৃতৌ।

ভরে পাবককে যেন দগ্ধ করিয়াই কহিলেন—অমরগণ কুত্রাপি ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যোগ লাভ করেন না। বিশেষতঃ তোমার মাহাত্ম্য বিলক্ষণই প্রতিষ্ঠিত আছে। এই অবস্থায় তুমি যখন বায়ুর সহিত একযোগে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন শত্রুর প্রতি অহিংসাদি মুনিব্রত গ্রহণ করিয়া আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, এই অপরাধে তোমরা উভয়েই একদেহ হইয়া মর্ত্ত্যে মুনিরূপে জন্ম গ্রহণ করিবে। পরন্তু হে বহ্নে! যখন তুমি মানুষ দেহে অগস্ত্যাখ্যা লাভ করিয়া সমুদ্র শোষণ করিবে, তখনই পুনরায় দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে। ইন্দ্র এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ বহ্নি ও বায়ু ভূতলে পতিত হইলেন। হে তপোধন! তাঁহারা একই দেহে কুম্ভ হইতে জন্ম লাভ করিলেন। মিত্রাবরুণের বীর্য্যে বশিষ্ঠের অনুজ হইয়া জন্মিলেন। ইনিই পরবর্ত্তী কালে অগস্ত্য নামে উগ্রতপা মুনি হইয়াছিলেন।৬—১৯। নারদ কহিলেন, সেই মুনি বশিষ্ঠের ভ্রাতা হইলেন কিরূপে? কিরূপেই

জন্ম কুম্ভাদগস্ত্যস্য কথং স্যাৎ পুরসূদন ॥ ২০
ঈশ্বর উবাচ
পুরা পুরাণপুরুষঃ কদাচিদ্গন্ধমাদনে।
ভূত্বা ধর্ম্মসুতো বিষ্ণুশ্চচার বিপুলং তপঃ ॥ ২১
তপসা তস্য ভীতেন বিঘ্নার্থং প্রেষিতাবুভৌ।
শক্রেণ মাধবানঙ্গাবপ্সরোগণসংযুতৌ ॥ ২২
তদা তদ্গীতবাদ্যেন নাঙ্গরাগাদিনা হরিঃ।
ন কামমাধবাভ্যাঞ্চ বিষয়ান্ প্রতি চুক্ষুভে ॥২৩
তদা কাম-মধু-স্ত্রীণাং বিষাদমগমদ্গণঃ।
সংক্ষোভায় ততস্তেষাং স্বোরুদেশান্নরাগ্রজঃ।
নারীমুৎপাদয়ামাস ত্রৈলোক্যজনমোহিনীম্ ॥২৭
সংক্ষুব্ধাস্ত তয়া দেবাস্তৌ তু দেববরাবুভৌ।
অপ্সরোভিঃ সমক্ষং হি দেবানামব্রবীদ্ধরিঃ ॥২৫
অপ্সরা ইতি সামান্যা দেবানামব্রবীদ্ধরিঃ।
উর্ব্বশীতি চ নাম্নেয়ং লোকে খ্যাতিং
গমিষ্যতি ॥২৬

ততঃ কাময়মানেন মিত্রেণাহূয় সোর্ব্বশী।
উক্তা মাং রময়স্বেতি বাঢ়মিত্যব্রবীৎ তু সা॥
গচ্ছন্তী চাম্বরং তদ্বৎ স্তোকমিন্দীবরেক্ষণা।
বরুণেন ধৃতা পশ্চাদ্বরুণং নাভ্যনন্দত ॥ ২৮
মিত্রেণাহং বৃতা পূর্ব্বমদ্য ভার্য্যা ন তে বিভো।
উবাচ বরুণশ্চিত্তং ময়ি সন্ন্যস্য গম্যতাম্ ॥ ২৯
গতায়াং বাঢ়মিত্যুক্তা মিত্রঃ শাপমদাৎ তদা।
তস্যৈ মানুষলোকে ত্বং গচ্ছ সোমসুতাত্মজম্
ভজস্বেতি যতো বেশ্যাধর্ম্ম এষ ত্বয়া কৃতঃ।
জলকুম্ভে ততো বীর্য্যং মিত্রেণ বরুণেন চ।
প্রক্ষিপ্তমথ সঞ্জাতৌ দ্বাবেব মুনিসত্তমৌ ॥ ৩১
নিমির্নাম সহ স্ত্রীভিঃ পুর. দ্যূতমদীব্যত।

বা মিত্রাবরুণ তাঁহার পিতা হইলেন? এবং কুম্ভ হইতেই বা অগস্ত্যের জন্ম ঘটিল কি প্রকারে? ঈশ্বর কহিলেন, পুরাকালে পুরাণপুরুষ বিষ্ণু গন্ধমাদন শৈলে ধর্ম্মপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিপুল তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র তপোবিঘ্নার্থ মদন ও মাধবকে অপ্সরোগণ সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলেন। কাম ও মাধব তথায় উপনীত হইয়া অনেকপ্রকার গীত,বাদ্য ও অঙ্গরাগাদি করিলেন; কিন্তু হরি তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুব্ধ হইলেন না। তখন কাম, মধু ও সেই মোহিনী অপ্সরোগণ অতীব বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। নরোত্তম হরি এই সময় তাহাদের সংক্ষোভ সমুৎপাদনের জন্য স্বীয় ঊরুদেশ হইতে এক ত্রিভুবন-জনমোহিনী রমণীমূর্ত্তি উৎপাদন করিলেন। সেই অভিনব রমণী দর্শনে কাম ও মধু উভয়েই তখন ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন; এমন কি সমগ্র দেবগণেরই তাহাতে ক্ষোভ জন্মিল। ভগবান্ হরি অপ্সরোগণের সমক্ষেই দেবগণের উদ্দেশে বলিলেন, এই রমণী সাধারণের ভোগ্যা অপ্সরা মধ্যে গণ্য হইল। এই অপ্সরা উর্ব্বশী নামে জগতে খ্যাতি লাভ করিবে। অনন্তর মিত্র উর্ব্বশীকে কামনা করিয়া আহ্বান করিলেন; বলিলেন—তুমি আমার সহিত রমণ কর। উর্ব্বশী তাহাতে সম্মতা হইল। তখন সে গমনোদ্যতা হইলে বরুণ সেই ইন্দীবরাক্ষীর পশ্চাৎ হইতে বস্ত্র ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিতে লাগিলেন; কিন্তু উর্ব্বশী তাঁহার অভিপ্রায় পূরণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল; বলিল,—মিত্র আমাকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছেন; সুতরাং অদ্য আমি ভবদীয় ভার্য্যা হইতে পারিব না। বরুণ বলিলেন, তবে তুমি আমাতে চিত্ত সন্নিবেশ করিয়া তথায় গমন কর। ২০—২৯। উর্ব্বশী তাহাতে সম্মত হইয়া গমন করিলে মিত্র তাহাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে, যে হেতু তুমি বেশ্যাধর্ম্ম আচরণ করিলে, এই জন্য মানুষলোকে গিয়া পুরূরবাকে ভজনা কর। অনন্তর মিত্র ও বরুণ উভয়েই জলকুম্ভ মধ্যে স্ব স্ব বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। বীর্য্য নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দুই জন মুনিশ্রেষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বকালে নিমি রাজা স্ত্রীগণসহ ক্রীড়া করিতেছিলেন। এই সময়ে বশিষ্ঠ তাঁহার

তত্রান্তরেঽভ্যাজগাম বসিষ্ঠো ব্রহ্মসম্ভবঃ ॥ ৩২
তস্য পূজামকুর্ব্বন্তং শশাপ স মুনির্নৃপম্।
বিদেহস্ত্বং ভবস্বেতি ততস্তেনাপ্যসৌ মুনিঃ ॥৩৩
অন্যোন্যশাপাচ্চ তয়োর্বিগতে ইব চেতসী।
জগ্মতুঃ শাপমানায় ব্রহ্মাণং জগতঃ পতিম্ ॥৩৪
অথ ব্রহ্মণ আদেশাল্লোচনেষ্বসন্নিমিঃ।
নিমেষাঃ স্যুশ্চ লোকানাং তদ্বিশ্রামায় নারদ ॥
বসিষ্ঠোঽপ্যভবৎ তস্মিন্ জলকুম্ভে চ পূর্ব্ববৎ।
ততঃ শ্বেতশ্চতুর্ব্বাহুঃ সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
অগস্ত্য ইতি শান্তাত্মা বভূব ঋষিসত্তমঃ ॥ ৩৬
মলয়স্যৈকদেশে তু বৈখানসবিধানতঃ।
সভার্য্যঃ সংবৃতো বিপ্রৈস্তপশ্চক্রে সুদুশ্চরম্ ॥
ততঃ কালেন মহতা তারকাদতিপীড়িতম্।
জগদ্বীক্ষ্য স কোপেন পীতবান্ বরুণালয়ম্ ॥৩৮
ততোঽস্য বরদাঃ সর্ব্বে বভূবুঃ শঙ্করাদয়ঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ বরদানায় জগ্মতুঃ।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে যদভীষ্টঞ্চ বৈ মুনে ॥ ৩৯

অগস্ত্য উবাচ।

যাবদ্‌ব্রহ্মসহস্রাণাং পঞ্চবিংশতিকোটয়ঃ।
বৈমানিকো ভবিষ্যামি দক্ষিণাচলবর্ত্মনি ॥ ৪০
মদ্বিমানোদয়ে কুর্য্যাদ্যঃ কশ্চিৎ পূজনং মম।
স সপ্তলোকাধিপতিঃ পর্য্যায়েণ ভবিষ্যতি ॥৪১

ঈশ্বর উবাচ।

এবমস্ত্বিতি তেঽপ্যুক্ত্বা জগ্মুর্দেবা যথাগতম্।
তস্মাদর্ঘঃ প্রদাতব্যো হ্যগস্ত্যস্য সদা বুধৈঃ ॥ ৪২

নারদ উবাচ।

কথমর্ঘপ্রদানন্তু কর্ত্তব্যং তস্য বৈ বিভো।
বিধানং যদগস্ত্যস্য পূজনে তদ্বদস্ব মে ॥ ৪৩

ঈশ্বর উবাচ।

প্রত্যূষসময়ে বিদ্বান্ কুর্য্যাদস্যোদয়ে নিশি।
স্নানং শুক্লতিলৈস্তদ্বচ্ছুক্লমাল্যাম্বরো গৃহী ॥ ৪৪

সমীপে উপস্থিত হইলেন। নিমি তখন তাঁহার প্রতি কোনই সম্মান প্রদর্শন করিলেন না; তখন বশিষ্ঠ মুনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, তুমি বিদেহ হইয়া রহিবে। অনন্তর নিমিও বশিষ্ঠকে শাপ প্রদান করেন। তখন পরস্পরের শাপপ্রভাবে পরস্পর যেন বিগতচিত্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তখন শাপ-সমাবেশের জন্য জগৎপতি ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে নিমি লোকের লোচনে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। হে নারদ! সেই নিমির বিশ্রাম ঘটিলেই লোকসমূহের লোচনে নিমেষপাত হয়। বশিষ্ঠ সেই জলকুম্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। অনন্তর শ্বেতবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, সাক্ষসূত্র, কমণ্ডলুধারী, অগস্ত্যনামধেয়, শান্তচেতা, ঋষিপ্রবর উৎপন্ন হইলেন। এই ঋষি মলয়াচলের একদেশে বৈখানস বিধি অনুসারে ভার্য্যার সহিত তীব্র তপস্যাচরণ করেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে অগস্ত্যমুনি এই জগৎকে তারকাসুর কর্ত্তৃক উপপ্লুত দেখিয়া কোপভরে অসুরগণসহ সাগরকে পান করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই কার্য্যের জন্য শঙ্করাদি সুরগণ তাঁহাকে বরদানে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মা, এবং বিষ্ণু তাঁহাকে বর দান করিতে আসিলেন। আসিয়া বলিলেন —হে মুনে তোমার মঙ্গল হউক। তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। অগস্ত্য কহিলেন, —সহস্র সহস্র ব্রহ্মপরিমাণের পঞ্চবিংশতি কোটী বর্ষকাল পর্য্যন্ত আমি দক্ষিণাচল পথে বৈমানিক হইয়া রহিব। মদীয় বিমানোদয়ে যে কেহ আমার অর্চ্চনা করিবে, সেই ব্যক্তিই পর্য্যায়ক্রমে সপ্ত লোকের অধিপতি হইতে পারিবে। ৩০—৪১। ঈশ্বর কহিলেন,— দেবগণ ঋষির কথায় 'তথাস্তু' বলিয়া যথা-স্থানে প্রস্থান করিলেন। অতএব বুধগণ সর্ব্বদা অগস্ত্যকে অর্ঘ্যদান করিবেন। নারদ কহিলেন,—হে বিভো! কি করিয়া অগস্ত্যকে অর্ঘ্যদান করিতে হয়? তাঁহার পূজাবিধি কি? তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ঈশ্বর কহিলেন, অভিজ্ঞ গৃহী ব্যক্তি প্রত্যূষে অগস্ত্যোদয়ে শুক্ল তিল দ্বারা স্নান করিয়া শুক্ল মাল্য ও শুক্ল বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক মাল্য

স্থাপয়েদব্রণং কুম্ভং মাল্যবস্ত্রবিভূষিতম্।
পঞ্চরত্নসমাযুক্তং ঘৃতপাত্রসমন্বিতম্॥ ৪৫
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং তথৈব
সৌবর্ণমেবায়তবাহুদণ্ডম্।
চতুর্ম্মুখং কুম্ভমুখে নিধায়
ধান্যানি সপ্তাম্বরসংযুতানি॥ ৪৬
সকাংস্যপাত্রাক্ষতশুক্তিযুক্তং
মন্ত্রেণ দদ্যাদ্দ্বিজপুঙ্গবায়।
উৎক্ষিপ্য লম্বোদরদীর্ঘবাহু-
মনন্যচেতা যমদিঙ্মুখঃ সন্॥ ৪৭
শ্বেতাঞ্চ দদ্যাদ্যদি শক্তিরস্তি
রৌপ্যৈঃ খুরৈর্হেমমুখীং সবৎসাম্
ধেনুং নরঃ ক্ষীরবতীং প্রণম্য
সবৎসঘণ্টাভরণাং দ্বিজায়॥ ৪৮
আসপ্তরাত্রোদয়মেতদস্য
দাতব্যমেতৎ সকলং নরেণ।
যাবৎ সমাঃ সপ্তদশাথবা স্যু-
রথোর্দ্ধমপ্যত্র বদন্তি কেচিৎ॥ ৪৯

কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব!
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোঽস্তু তে।
প্রত্যব্দমস্য ফলৈর্যোগমেবং কুর্ব্বন্ ন সীদতি॥৫০
হোমং কৃত্বা ততঃ পশ্চাদ্বর্জ্জয়েন্মানবঃ ফলম্।
অনেন বিধিনা যস্তু পুমানর্ঘং নিবেদয়েৎ॥ ৫১
ইমং লোকং স চাপ্নোতি রূপারোগ্যসমন্বিতঃ।
দ্বিতীয়েন ভুবর্লোকং স্বর্লোকঞ্চ ততঃ পরম্॥৫২
সপ্তৈব লোকানপ্নোতি সপ্তার্ঘান্ যঃ প্রযচ্ছতি
যাবদায়ুশ্চ যঃ কুর্য্যাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ৫৩
ইহ পঠতি শৃণোতি বা য এতদ্-
যুগলমুনিপ্রভবার্ঘসম্প্রদানম্।
মতিমপি চ দদাতি সোঽপি বিষ্ণো-
র্ভবনগতঃ পরিপূজ্যতেঽমরৌঘৈঃ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽগস্ত্যোৎপত্তিপূজা
বিধানং নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬১॥

ও বস্ত্রভূষিত ঘৃতপাত্র-যুক্ত পঞ্চরত্ন-সমন্বিত এক অব্রণ কুম্ভ স্থাপন করিবেন। অনন্তর সুবর্ণ দ্বারা এক অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে; উহার মুখ চারিটী ও বাহুদণ্ড আয়ত হইবে। পরে কুম্ভমুখে সপ্ত বস্ত্র, ধান্য এবং ঐ পুরুষপ্রতিমা স্থাপন করিবে। অনন্তর দক্ষিণমুখ হইয়া উদর লম্বিত ও বাহু উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া একাগ্রমনে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে কাংস্যপাত্র, অক্ষত ও শুক্তি সহ ঐ পুরুষমূর্ত্তি প্রদান করিবে। যদি সামর্থ্যে কুলায়, তাহা হইলে একটী শ্বেতবর্ণা সবৎসা গাভী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া প্রদান করিবে। ঐ গাভীর মুখ স্বর্ণময় ও খুর রৌপ্যময় হইবে। উহা দুগ্ধবতী ও ঘণ্টাভরণশালিনী হওয়া প্রয়োজন। এইরূপে মানব সপ্ত রাত্রিকালীন উদয় পর্য্যন্ত এই সকল অর্ঘ্যাদি বস্তু দান করিবে। এইরূপে সপ্তদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অথবা কাহারও কাহারও মতে এতদপেক্ষাও অধিক বর্ষ যাবৎ অগস্ত্যকে অর্ঘ্যাদি ও তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণকে উল্লিখিত দ্রব্যাদি দান করিবে। তৎপরে নমস্কার করিবে, মন্ত্র যথা—হে কাশপুষ্পপ্রতীকাশ। হে অগ্নি-মারুতসম্ভব! মিত্রাবরুণসুত! কুম্ভ-যোনে! তোমায় নমস্কার করি। এইরূপে প্রতি বৎসর অর্ঘ্যদানাদি কার্য্য করিয়া নর কদাচ অবসাদগ্রস্ত হয় না। পরে মানব হোম করিয়া তজ্জনিত ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ বিধান অনুসারে যে মানব অর্ঘ্য নিবেদন করে, রূপ ও আরোগ্যসম্পন্ন হইয়া সে এই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়বার্ষিক অর্ঘ্য-দানে ভুবর্লোক প্রাপ্ত হয়। তৎপরে তাহার স্বর্লোকে গতি হইয়া থাকে। এইরূপে যে ব্যক্তি সপ্ত অর্ঘ্য দান করে, তাহার সপ্ত-লোক প্রাপ্তিই ঘটিয়া থাকে। আজীবন যে ব্যক্তি ঐরূপ অর্ঘ্যাদি দান করে, সে পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে মানব এই দুই মুনির উৎপত্তি বার্ত্তা ও অর্ঘ্য-দানাদির বিষয় শ্রবণ বা পাঠ করে, অথবা যে ব্যক্তি

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ।

সৌভাগ্যারোগ্যফলদমমুত্রাক্ষয্যকারকম্।
ভুক্তি-মুক্তিপ্রদং দেব তন্মে ব্রূহি জনার্দ্দন ॥ ১
মৎস্য উবাচ
যদুমায়াঃ পুরা দেব উবাচ পুরসূদনঃ।
কৈলাসশিখরাসীনো দেব্যা পৃষ্টস্তদা কিল ॥ ২
কথাসু সম্প্রবৃত্তাসু ধর্ম্ম্যাসু ললিতাসু চ।
তদিদানীং প্রবক্ষ্যামি ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদম্ ॥৩
ঈশ্বর উবাচ।
শৃণুষ্বাবহিতা দেবি তথৈবানন্তপুণ্যকৃৎ।
নরাণামথ নারীণামারাধনমনুত্তমম্ ॥ ৪
নভস্যে বাথ বৈশাখে পুণ্যমার্গশিরস্য চ।
শুক্লপক্ষে তৃতীয়ায়াং সুস্নাতো গৌরসর্ষপৈঃ ॥
গোরোচনং সগোমূত্রমুষ্ণং গোশকৃতং তথা।

শ্রবণে বা পঠনে মতি জন্মাইয়া দেয়, সকলেই বিষ্ণুভবনে উপগত হইয়া অমরগণ কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়া থাকে। ৪২—৫৪।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

মনু কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! এক্ষণে এমন একটী ব্রতের বিষয় বলুন—যাহা সৌভাগ্য ও আরোগ্য-ফলপ্রদ, ভুক্তি-মুক্তিজনক এবং পরকালে অক্ষয় ফলপ্রদাত্মক। মৎস্য কহিলেন,—পুরাকালে একদা ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা মনোজ্ঞ কথার প্রস্তাব আরম্ভ হইলে, উমাদেবী কৈলাসশিখরবাসী ত্রিপুরহর হরের নিকট প্রশ্ন করিলে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, অধুনা সেই ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়ক কথাই কহিতেছি। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! নর ও নারীগণের অনন্ত পুণ্যজনক উত্তম আরাধনার বিষয় অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পবিত্র অগ্রহায়ণ মাসে, বৈশাখে অথবা ভাদ্র মাসে শুক্লপক্ষীয়

দধিচন্দনসম্মিশ্রং ললাটে তিলকং ন্যসেৎ।
সৌভাগ্যারোগ্যদং যস্মাৎসদা চ ললিতাপ্রিয়ম্
প্রতিপক্ষং তৃতীয়াসু পুমানাপীতবাসসী।
ধারয়েদথ রক্তানি নারী চেদথ সংযতা ॥ ৭
বিধবা ধাতুরক্তানি কুমারী শুক্লবাসসী।
দেবীন্তু পঞ্চগব্যেন ততঃ ক্ষীরেণ কেবলম্।
স্নাপয়েন্মধুনা তদ্বৎ পুষ্পগন্ধোদকেন চ ॥ ৮
পুজয়েচ্ছুক্লপুষ্পৈশ্চ ফলৈর্নানাবিধৈরপি।
ধান্যকাজাজিলবণৈর্গুড়ক্ষীরঘৃতান্বিতৈঃ ॥ ৯
শুক্লাক্ষততিলৈরর্চ্চ্যাংস্ততো দেবীং সদার্চ্চয়েৎ
পাদাদ্যভ্যর্চ্চনং কুর্য্যাৎ প্রতিপক্ষং বরাননে
বরদায়ৈ নমঃ পাদৌ তথা গুল্‌ফৌ নমঃ শ্রিয়ৈ
অশোকায়ৈ নমো জঙ্ঘে পার্ব্বত্যৈ জানুনী
তথা ॥ ১১
উরূ মঙ্গলকারিণ্যৈ বামদেব্যৈ তথা কটিম্।
পদ্মোদরায়ৈ জঠরমুরঃ কামশ্রিয়ৈ নমঃ ॥ ১২

তৃতীয়া তিথিতে গৌর সর্ষপ দ্বারা স্নান করিয়া গোময় ও গোমূত্রসহ দধিচন্দনমিশ্র গোরোচনা দ্বারা ললাটে একটী তিলক করিবে। কেননা, এইরূপ তিলকধারণ ললিতার অতি প্রিয় এবং সৌভাগ্য ও আরোগ্যপ্রদ। প্রতিপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে পুরুষ ঈষৎ পীতবর্ণ বস্ত্র এবং নারী সংযত হইয়া রক্ত বস্ত্র ধারণ করিবে। বিধবা নারী ধাতুরঞ্জিত বস্ত্র পরিবে এবং কুমারী শুভ্র বসন পরিধান করিবে।' অনন্তর দেবীকে পঞ্চগব্য, ক্ষীর, মধু ও পুষ্পোদক দ্বারা স্নান করাইবে। ১—৮। পরে শুক্লবর্ণ পুষ্প, নানাবিধ ফল, ধান্য, অজাজি, লবণ, গুড়, ক্ষীর, ঘৃত, শুক্ল অক্ষত এবং তিলাদি দ্বারা দেবীকে নিত্য অর্চ্চনা করিবে। প্রত্যেক পক্ষেই পাদ্যাদি দ্বারা দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূজা করিতে হয়। পাদদ্বয়ে 'বরদায়ৈ নমঃ এইরূপ ক্রমে গুল্‌ফদ্বয়ে 'শ্রিয়ৈ' জঙ্ঘাযুগে 'অশোকায়ৈ' জানুদ্বয়ে 'পার্ব্বত্যৈ', উরুদ্বয়ে 'মঙ্গলকারিণ্যৈ', কটিতে 'বামদেব্যৈ' জঠরে

করয়ো সৌভাগ্যদায়িন্যৈ বাহূদরমুখং শ্রিয়ৈ।
মুখং দর্পণবাসিন্যৈ স্মরদায়ৈ স্মিতং নমঃ॥ ১৩
গৌর্য্যৈ নমস্তথা নাসামুৎপলায়ৈ চ লোচনে।
তুষ্ট্যৈ ললাটমলকান্ কাত্যায়ন্যৈ শিরস্তথা॥
নমো গৌর্য্যৈ নমো ধিষ্ণ্যৈ নমঃ কান্ত্যৈ নমঃ শ্রিয়ৈ।
রম্ভায়ৈ ললিতায়ৈ চ বাসুদেব্যৈ নমো নমঃ॥
এবং সম্পূজ্য বিধিবদগ্রতঃ পদ্মমালিখেৎ।
পত্রৈর্দ্বাদশভির্যুক্তং কুঙ্কুমেন সকর্ণিকম্॥ ১৬
পূর্ব্বেণ বিন্যসেদ্গৌরীমপর্ণাঞ্চ ততঃ পরম্।
ভবানীং দক্ষিণে তদ্বদ্রুদ্রাণীঞ্চ ততঃ পরম্॥ ১৭
বিন্যসেৎ পশ্চিমে সৌম্যাং সদা মদনবাসিনীম্
বায়ব্যে পাটলামুগ্রামস্তরেণ ততোহপ্যুমাম্॥
মধ্যে যথাস্বং মাসাঙ্গাং মঙ্গলাং কুমুদাং সতীম্।
রুদ্রঞ্চ মধ্যে সংস্থাপ্য ললিতাং কর্ণিকোপরি।
কুসুমৈরক্ষতৈর্বার্ভির্নমস্কারেণ বিন্যসেৎ॥ ১৯
গীতমঙ্গলনির্ঘোষান্ কারয়িত্বা সুবাসিনীঃ।
পূজয়েদ্রক্তবাসোভী রক্তমাল্যানুলেপনৈঃ।
সিন্দূরং স্নানবর্ণঞ্চ তাসাং শিরসি পাতয়েৎ॥
সিন্দূর-কুঙ্কুমস্নানমতীবেষ্টতমং যতঃ।
তথোপদেষ্টারমপি পূজয়েদ্যত্নতো গুরুম্।
ন পূজ্যতে গুরুর্যত্র সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
নভস্যে পূজয়েদ্গৌরীমুৎপলৈরসিতৈঃ সদা।
বন্ধুজীবৈরথাশ্বযুজে কার্ত্তিকে শতপত্রকৈঃ॥২২
জাতীপুষ্পৈর্মার্গশীর্ষে পৌষে পীতৈঃ কুরন্টকৈঃ
কুন্দ-কুঙ্কুমপুষ্পেস্তু দেবীং মাঘে তু পূজয়েৎ।
সিন্ধুবারেণ জাত্যা বা ফাল্গুনেঽপ্যর্চ্চয়েদুমাম্
চৈত্রে তু মল্লিকাশোকৈর্বৈশাখে গন্ধপাটলৈঃ।
জ্যৈষ্ঠে কমল-মন্দারৈরাষাঢ়ে চ নবাম্বুজৈঃ *
কদম্বৈরথ মালত্যা শ্রাবণে পূজয়েৎ সদা॥ ২৪
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্
বিল্বপত্রার্কপুষ্পঞ্চ যবান্ গোশৃঙ্গবারি চ॥ ২৫
পঞ্চগব্যঞ্চ বিল্বঞ্চ প্রাশয়েৎ ক্রমশস্তদা।
এতদ্ভাদ্রপদাদ্যন্তু প্রাশনং সমুদাহৃতম্॥ ২৬

'পদ্মোদরায়ৈ', বক্ষে 'কামশ্রিয়ৈ,' করদ্বয়ে 'সৌভাগ্যদায়িন্যৈ', বাহু ও উদরমুখে 'শ্রিয়ৈ,' মুখে 'দর্পণবাসিন্যৈ' হাস্যে 'স্মরদায়ৈ' নাসায় 'গৌর্য্যৈ', লোচনে উৎপলায়ৈ' ললাটে ও অলকায় 'তুষ্ট্যৈ' এবং মস্তকে 'কাত্যায়ন্যৈ নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে। পরে রম্ভা, ললিতা ও বাসুদেবীকেও পূজা করিতে হইবে। এইরূপ পূজা করিবার পর সম্মুখে একটী পদ্ম প্রস্তুত করিবে। উহার দ্বাদশটী পত্র হইবে এবং কুঙ্কুম দ্বারা উহার কর্ণিকা অঙ্কিত করিবে। ঐ পদ্মের পূর্ব্বদিকে গৌরী ও অপর্ণা, দক্ষিণে ভবানী ও রুদ্রাণী, পশ্চিমে সৌম্যা, মদনবাসিনী, বায়ুকোণে পাটলা, তন্মধ্যে উমা, মধ্যে যথাযথরূপে মাংসাঙ্গা, মঙ্গলা, কুমুদা ও সতী এবং সর্ব্ব মধ্যে রুদ্রকে সংস্থাপনপূর্ব্বক কর্ণিকোপরি ললিতাকে কুসুম, অক্ষত ও জল দানান্তে নমস্কার করিয়া স্থাপন করিবে। গীত ও মঙ্গলধ্বনি সহকারে ঐ সকল সুবসনপরিধায়িনী দেবীকে রক্ত বস্ত্র ও রক্ত মাল্যানুলেপন দ্বারা পূজা করিয়া তাহাদিগের মস্তকে সিন্দূর ও স্নানচূর্ণ অর্পণ করিবে; কারণ, সিন্দূর এবং কুঙ্কুম দ্বারা স্নান অতীব প্রিয়তম। অনন্তর উপদেষ্টা গুরুকেও পূজা করিবে। যেখানে গুরুপূজা হয় না, তথায় সমস্ত ক্রিয়াই বিফল হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসে নীলোৎপল দ্বারা গৌরীকে অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে আশ্বিনে বন্ধুজীব, কার্ত্তিকে শতপত্র, মার্গশীর্ষে জাতিপুষ্প, পৌষে পীত কুরুন্টক, মাঘে কুন্দ ও কুঙ্কুম পুষ্প, ফাল্গুনে সিন্ধুবার বা জাতিপুষ্প, চৈত্রে মল্লিকা ও অশোক, বৈশাখে গন্ধপাটল, জ্যৈষ্ঠে কমল ও মন্দার, আষাঢ়ে নবাম্বুজ এবং শ্রাবণে কদম্ব ও মালতী পুষ্প দ্বারা গৌরী দেবীর পূজা করিবে।৯-২৪। গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, ঘৃত, কুশোদক, বিল্বপত্র, অর্ক-পুষ্প, যব, শৃঙ্গবারি, পঞ্চগব্য এবং বিল্ব এই সকল এক একটী করিয়া ক্রমশঃ প্রতিমাসে দেবীকে প্রাশনার্থ নিবেদন করিবে। ভাদ্রমাস

* জবাম্বুজৈরিতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ

প্রতিপক্ষঞ্চ মিথুনং তৃতীয়ায়াং বরাননে।
পূজয়িত্বার্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা বস্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ ॥২৭
পুংসঃ পীতাম্বরে দত্ত্যাৎ স্ত্রিয়ৈ কৌসুম্ভবাসসী।
নিষ্পাবাজাজিলবণমিক্ষুদণ্ডগুড়ান্বিতম্।
তস্যৈ দত্ত্যাৎ ফলং পুষ্পং সুবর্ণোৎপলসংযুতম্॥
যথা ন দেবি দেবেশস্ত্বাং পরিত্যজ্য গচ্ছতি
তথা মামুদ্ধরাশেষ-দুঃখসংসারসাগরাৎ ॥ ২৯
কুমুদা বিমলানন্তা ভবানী চ সুধা শিবা।
ললিতা কমলা গৌরী সতী রম্ভাথ পার্ব্বতী ॥৩০
নভস্যাদিষু মাসেসু প্রীয়তামিত্যুদীরয়েৎ।
ব্রতান্তে শয়নং দত্ত্যাৎ সুবর্ণকমলান্বিতম্ ॥ ৩১
মিথুনানি চতুর্ব্বিংশদ্দশ দ্বৌ চ সমর্চ্চয়েৎ।
অষ্টৌ ষড়ুবাপ্যথ পুনশ্চানুমাসং সমর্চ্চয়েৎ ॥৩২
পূর্ব্বং দত্ত্বা তু গুরবে শেষানপ্যর্চ্চয়েদ্‌বুধঃ
উক্তানন্তৃতীয়ৈষা সদানন্তফলপ্রদা ॥ ৩৩
সর্ব্বপাপহরাং দেবি সৌভাগ্যারোগ্যবর্দ্ধিনীম্।
ন চৈনাং বিত্তশাঠ্যেন কদাচিদপি লঙ্ঘয়েৎ।
নরো বা যদি বা নারী বিত্তশাঠ্যাৎ পতত্যধঃ ॥
গর্ভিণী সূতিকা নক্তং কুমারী বাথ রোগিণী।
যদ্যশুদ্ধা তদান্যেন কারয়েৎ প্রযতা স্বয়ম্ ॥ ৩৫
ইমামনন্তফলদাং যস্তৃতীয়াং সমাচরেৎ।
কল্পকোটিশতং সাগ্রং শিবলোকে মহীয়তে ॥৩৬
বিত্তহীনোঽপি কুরুতে বর্ষত্রয়মুপোষণৈঃ।
পুষ্পমন্ত্রবিধানেন সোঽপি তৎ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥৩৭
নারী বা কুরুতে যা তু কুমারী বিধবাথবা।
সাপি তৎ ফলমাপ্নোতি গৌর্য্যনুগ্রহলালিতা ॥
ইতি পঠতি শৃণোতি বা য ইত্থং
গিরিতনয়াব্রতমিন্দ্রবাসসংস্থঃ।

হইতে প্রাশন প্রদানের সূচনা করিবে। ইহাই শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা হর গৌরীর অর্চ্চনা করিবে। পুরুষ দেবতাকে পীতবর্ণ বস্ত্রযুগল দান করিবে এবং স্ত্রীদেবতাকে কৌসুম্ভ-বসন যুগল, নিষ্পাব, অজাজি, লবণ, ইক্ষুদণ্ড, গুড়, ফল এবং সুবর্ণোৎপলযুক্ত পুষ্প সকল প্রদান করিবে এবং এইরূপ প্রার্থনা করিবে যে, হে দেবি! দেবেশ যেমন তোমায় পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন না; তুমিও তেমনি আমায় পরিত্যাগ করিও না; আমাকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার কর। অনন্তর প্রার্থনা করিবে যে, কুমুদা, বিমলা, অনন্তা, ভবানী, সুধা, শিবা, ললিতা, কমলা, গৌরী, সতী, রম্ভা এবং পার্ব্বতী,—এই সকল দেবী ভাদ্রাদি প্রতিমাসেই আমার প্রতি প্রীত হউন। ব্রতাবসানে সুবর্ণকমলান্বিত শয্যা দান করিবে। প্রত্যেক মাসে চতুর্বিংশতি, দশ, অষ্ট, ষট্ অথবা দুইটী মিথুন অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বে গুরুকে দান করিয়া পরে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অপর সকলকেও অর্চ্চনা করিবে। এই সদা অনন্তফলদায়িনী অনন্ত তৃতীয়ার কথা কথিত হইল। এই সকল কলুষহারিণী, সৌভাগ্য ও আরোগ্যবিধায়িনী তৃতীয়া তিথিকে কদাচ বিত্তশাঠ্য করিয়া অতিক্রম করিবে না। নর কিম্বা নারী যিনি এই তৃতীয়া উপলক্ষে বিত্তশাঠ্য করিবেন, তাঁহারই অধঃপাত ঘটিবে। গর্ভিণী, সূতিকা, কুমারী অথবা রোগিণী এই এই সকল নারী ব্রতোপলক্ষে রাত্রিতে ভোজন করিবে। আর ব্রতচারিণী যদি অশুদ্ধা হয়, তাহা হইলে স্বয়ং প্রযত থাকিয়া অন্য দ্বারা ব্রত করাইবে। যে ব্যক্তি এই অনন্ত ফল দায়ক ব্রতাচরণ করিবে, শত কোটি কল্প কাল পর্য্যন্ত শিবলোকে তাহার সুখসম্ভোগ হইবে। বিত্তহীন ব্যক্তিও বর্ষত্রয় উপবাস করিয়া মাত্র পুষ্প ও মন্ত্র বিধানেই যদি এই ব্রতানুষ্ঠান করে, তবে তাহার উক্ত ফল প্রাপ্তি ঘটে। নারী কিম্বা কুমারী অথবা বিধবা রমণীও যদি এই ব্রতাচরণ করে, তবে গৌরীর অনুগ্রহে লালিত হইয়া,সেও উক্ত ফল পাইয়া থাকে। এই গৌরীব্রত-কথা যে ব্যক্তি পাঠ করে বা শ্রবণ করে, অথবা যে ব্যক্তি

মতিমপি চ দদাতি সোঽপি দেবৈ-
রমরবধূজনকিন্নরৈশ্চ পূজ্যঃ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽনন্ততৃতীয়াব্রতং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অথান্যামপি বক্ষ্যামি তৃতীয়াং পাপনাশিনীম্ ।
রসকল্যাণিনীমেতাং পুরাকল্পবিদো বিদুঃ ॥ ১
মাঘমাসে তু সম্প্রাপ্তে তৃতীয়াং শুক্লপক্ষতঃ ।
প্রাতর্গব্যেন পয়সা তিলৈঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥ ২
স্নাপয়েন্মধুনা দেবীং তথৈবেক্ষুরসেন চ ।
দক্ষিণাঙ্গানি সম্পূজ্য ততো বামানি পূজয়েৎ ॥৩
ললিতায়ৈ নমো দেব্যাঃ পাদৌ গুল্ফৌ ততোঽর্চ্চয়েৎ ।

এই ব্রতাচরণার্থ মতি জন্মাইয়া দেয়, তাহারা সকলেই ইন্দ্রভবনে অবস্থিত হইয়া অমর, কিন্নর ও অমর-বধূ জন কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে।২৫—৩৯।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬২

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর অপর এক পাপ-নাশিনী তৃতীয়ার কথা কহিতেছি। পুরাণ-কল্পাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাকে রসকল্যাণিনী নামে অভিহিত করেন। মাঘ মাসের শুক্ল-পক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে প্রভাতে গব্যদুগ্ধ ও তিল দ্বারা স্নান করিবে। পরে মধু এবং ইক্ষুরস দ্বারা দেবীকে স্নান করাইবে এবং অগ্রে তাঁহার দক্ষিণাঙ্গ পূজা করিয়া পরে বামাঙ্গ সকল পূজা করিবে। যথা—'ললি-তায়ৈ নমঃ' বলিয়া দেবীর পাদদ্বয় ও গুল্ফ-

* রজস্বলেতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

জঙ্ঘাং জানুং তথা শান্ত্যৈ তথৈবোরুং শ্রিয়ৈ নমঃ ॥ ৪
মদালসায়ৈ তু কটিমমলায়ৈ তথোদরম্ ।
স্তনৌ মদনবাসিন্যৈ কুমুদায়ৈ চ কন্ধরাম্ ॥ ৫
ভুজং ভুজাগ্রং মাধব্যৈ কমলায়ৈ মুখস্মিতে ।
ভ্রূললাটে চ রুদ্রাণ্যৈ শঙ্করায়ৈ তথালকান্ ॥৬
মুকুটং বিশ্ববাসিন্যৈ শিরঃ কান্ত্যৈ তথার্চ্চয়েৎ ।
মদনায়ৈ ললাটন্তু মোহনায়ৈ পুনর্ভ্রুবৌ ॥ ৭
নেত্রে চন্দ্রার্দ্ধধারিণ্যৈ তুষ্ট্যৈ চ বদনং পুনঃ ।
উৎকণ্ঠিন্যৈ নমঃ কণ্ঠমমৃতায়ৈ নমঃ স্তনৌ ॥৮
রম্ভায়ৈ বামকুক্ষিঞ্চ বিশোকায়ৈ নমঃ কটিম্ ।
হৃদয়ং মন্মথাধিষ্ঠ্যৈ পাটলায়ৈ তথোদরম্ ॥ ৯
কটিং সুরতবাসিন্যৈ তথোরুং চম্পকপ্রিয়ে ।
জানুজঙ্ঘে নমো গৌর্য্যৈ গায়ত্র্যৈ ঘুটিকে নমঃ
ধরাধরায়ৈ পাদৌ তু বিশ্বকার্য্যৈ নমঃ শিরঃ ।
নমো ভবান্যৈ কামিন্যৈ কামদেব্যৈ জগৎপ্রিয়ে
এবং সম্পূজ্য বিধিবদ্দ্বিজদাম্পত্যমর্চ্চয়েৎ ।
ভোজয়িত্বান্নপানেন মধুরেণ বিমৎসরঃ ॥ ১২

দ্বয় অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর এইরূপ ক্রমে জানু ও জঙ্ঘা 'শান্ত্যৈ' উরুদেশে 'শ্রিয়ৈ' কটি 'মদালসায়ৈ' উদর 'অনলায়ৈ' স্তনদ্বয় 'মদনবাসিন্যৈ' কন্ধরা 'কুমদায়ৈ' ভুজ ও ভুজাগ্র 'মাধব্যৈ' মুখ ও হাস্য 'কথনায়ৈ' ভ্রূ ও ললাট 'রুদ্রাণ্যৈ' অলকাবলী 'শঙ্করায়ৈ' মুকুট 'বিশ্ববাসিন্যৈ' মস্তক 'কান্ত্যৈ'; পুনরায় ললাটে 'মদনায়ৈ' পুনরায় ভ্রূদ্বয় 'মোহনায়ৈ, নেত্রদ্বয় 'চন্দ্রার্দ্ধধারিণ্যৈ' পুনরায় বদন 'তুষ্ট্যৈ' কণ্ঠদেশ 'উৎকণ্ঠিন্যৈ' স্তনদ্বয় 'অমৃতায়ৈ' বামকুক্ষি 'রম্ভায়ৈ' কটি 'বিশোকায়ৈ' হৃদয় 'মন্মথাধিষ্ঠ্যৈ' উদর 'পাটলায়ৈ'; পুনরায় কটি 'সুরতবাসিন্যৈ' উরুদেশ 'চম্পকপ্রিয়ায়ৈ' জানু ও জঙ্ঘা 'গৌর্য্যৈ' ঘুটিকদ্বয় 'গায়ত্র্যৈ' পাদদ্বয় 'ধরাধরায়ৈ' এবং মস্তকে 'বিশ্বকর্য্যৈ' 'ভবান্যৈ' 'কামিন্যৈ' 'কামদেব্যৈ' ও 'জগৎ-প্রিয়ায়ৈ নমঃ'। ১—১১। এইরূপে যথাবিধি দেবীপূজা সমাধা করিয়া পরে এক দ্বিজদম্প-তিকে পূজা করিবে। পূজান্তে সরলভাবে

জলপূরিতং তথা কুম্ভং শুক্লাম্বরযুগদ্বয়ম্।
দত্ত্বা সুবর্ণকমলং গন্ধমাল্যৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৩
প্রীয়তামত্র কুমুদা গৃহ্ণীয়াল্লবণব্রতম্।
অনেন বিধিনা দেবীং মাসি মাসি সদার্চ্চয়েৎ
লবণং বর্জ্জয়েন্মাঘে ফাল্গুনে চ গুড়ং পুনঃ।
তৈলং রাজিং তথা চৈত্রে বর্জ্জ্যে চ মধু-মাধবে ॥
পানকং জ্যৈষ্ঠমাসে তু আষাঢ়ে চাথ জীরকম্
শ্রাবণে বর্জ্জয়েৎ ক্ষীরং দধি ভাদ্রপদে তথা ॥
ঘৃতমাশ্বযুজে তদ্বদূর্জ্জে বর্জ্জ্যঞ্চ মাক্ষিকম্।
ধান্যকং মার্গশীর্ষে তু পৌষে বর্জ্জ্যা চ শর্করা ॥
ব্রতান্তে করকং পূর্ণমেতেষাং মাসি মাসি চ।
দদ্যাদ্বিকালবেলায়াং পূর্ণপাত্রেণ সংযুতম্ ॥ ১৮
লড্ডুকান্ শ্বেতবর্ণাংশ্চ সংযাবমথ পুরিকাঃ।
বারিকানপ্যপূপাংশ্চ পিষ্টাপূপাংশ্চ মণ্ডকান্ ॥১৯
ক্ষীরং শাকঞ্চ দধ্যন্নমিণ্ডর্য্যোঽশোকবর্ত্তিকাঃ।
মাঘাদিক্রমশো দদ্যাদেতানি করকোপরি ॥ ২০
কুমুদা মাধবী গৌরী রম্ভা ভদ্রা জয়া শিবা।
উমা রতিঃ সতী তদ্বন্মঙ্গলা রতিলালসা ॥ ২১
ক্রমান্মাঘাদি সর্ব্বত্র প্রীয়তামিতি কীর্ত্তয়েৎ।
সর্ব্বত্র পঞ্চগব্যেন প্রাশনং সমুদাহৃতম্।
উপবাসী ভবেন্নিত্যমশক্তে নক্তমিষ্যতে ॥ ২২
পুনর্ম্মাঘে তু সম্প্রাপ্তে শর্করাং করকোপরি।
কৃত্বা তু কাঞ্চনীং গৌরীং পঞ্চরত্নসমন্বিতাম্ ॥
হৈমীমঙ্গুষ্ঠমাত্রাঞ্চ সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুম্।
চতুর্ভুজামিন্দুযুতাং সিতনেত্রপটাবৃতাম্ ॥ ২৪
তদ্বদ্গোমিথুনং শুক্লং সুবর্ণাস্যং সিতাম্বরম্।
সবস্ত্রভাজনং দদ্যাদ্ভবানী প্রীয়তামিতি ॥ ২৫
অনেন বিধিনা যস্তু রসকল্যাণিনীব্রতম্।
কুর্য্যাৎ স সর্ব্বপাপেভ্যস্তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে ॥
নবার্ব্বুদসহস্রন্তু ন দুঃখী জায়তে নরঃ।
সুবর্ণকমলং গৌরীঃ মাসি মাসি দদন্নরঃ।
অগ্নিষ্টোমসহস্রস্য যৎ ফলং তদবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭
নারী বা কুরুতে যা তু কুমারী বা বরাননে।
বিধবা যা তথা নারী সাপি তৎ ফলমাপ্নুয়াৎ।

সেই দম্পতিকে মধুর অন্নপান দ্বারা ভোজন করাইয়া জলপূর্ণ কুম্ভ, শুভ্র বস্ত্রযুগ্ম এবং একটী সুবর্ণ কমল দানান্তে গন্ধ ও মাল্য দ্বারা সেই দ্বিজদম্পতিকে সৎকৃত করিবে। এই তৃতীয়াব্রতে মাঘে লবণ, ফাল্গুনে গুড়, চৈত্রে তৈল ও সর্ষপ, বৈশাখে মধু, জ্যৈষ্ঠে পানক, আষাঢ়ে জীরক, শ্রাবণে ক্ষীর, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে ঘৃত, কার্ত্তিকে মাক্ষিক, মার্গশীর্ষে ধান্য, এবং পৌষ মাসে শর্করা বর্জ্জনীয়। প্রতিমাসে ব্রতাবসানে অপরাহ্লে পূর্ণপাত্রসহ একটী জলপূর্ণ কমণ্ডলু দান করিবে। মাঘাদি মাসক্রমে ঐ কমণ্ডলুর উপর শ্বেতবর্ণ লড্ডুক, সংযাব, পুরিকা, ঘারিক, অপূপ, পিষ্টাপূপ, মণ্ডক, ক্ষীর, শাক, দধ্যন্ন ও অশোক, বর্ত্তিকা প্রভৃতি বস্তু দান করিবে। পরে কুমুদা, মাধবী, গৌরী, রম্ভা, ভদ্রা, জয়া, শিবা, উমা, রতি, সতী, মঙ্গলা, ও রতিলালসা এই সকল নামে দেবীকে সম্বোধন করিয়া মাঘাদি প্রতিমাসে 'প্রীত হউন' বলিবে। সর্ব্বত্রই পঞ্চগব্য দ্বারা প্রাশন দান বিহিত। এই ব্রতে উপবাস করাই বিধি; পরন্তু অশক্ত পক্ষে নক্ত ভোজন বিহিত।১২—২২। এক মাঘ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় মাঘ মাস আসিলে একটী কমণ্ডলুর উপর শর্করা ও পঞ্চরত্নান্বিত কাঞ্চনী গৌরী মূর্ত্তি রাখিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ঐ হৈমী মূর্ত্তি—অঙ্গুষ্ঠমাত্র, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুসম্পন্ন, চতুর্ভুজা, ইন্দুযুতা এবং সিতনেত্রপটে আবৃতা হইবে। অনন্তর হেমমুখশালী শুক্লবস্ত্রযুত বস্ত্র-ভাজনান্বিত এক শুক্লবর্ণ গোমিথুন দানপূর্ব্বক বলিবে—'ভবানী প্রীত হউন।' এইরূপ বিধানক্রমে যে ব্যক্তি রসকল্যাণিনী ব্রত করিবে, তাহার তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি ঘটিবে। নব সহস্র অর্ব্বুদ বর্ষ পর্য্যন্ত তাহাকে আর দুঃখভাগী হইতে হইবে না। যে নর মাসে মাসে গৌরীকে এক একটী সুবর্ণকমল দান করে, তাহার সহস্র অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। নারী, কুমারী, কিম্বা বিধবা, যে কোন রমণীই এই ব্রতের

সৌভাগ্যারোগ্যসম্পন্না গৌরীলোকে মহীয়তে,
ইতি পঠতি শৃণোতি শ্রাবয়েদ্যঃ প্রসঙ্গাৎ
কলিকলুষবিমুক্তঃ পার্ব্বতীলোকমেতি।
মতিমপি চ নরাণাং যো দদাতি প্রিয়ার্থং
বিবুধপতিবিমানে নায়কঃ স্যাদমোঘঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রসকল্যাণিনী-ব্রতং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ

তথৈবান্যাং প্রবক্ষ্যামি তৃতীয়াং পাপনাশিনীম্
নাম্না চ লোকে বিখ্যাতামার্দ্রানন্দকরীমিমাম্ ॥
যদা শুক্লতৃতীয়ায়ামাষাঢর্ক্ষং ভবেৎ ক্বচিৎ।
ব্রহ্মর্ক্ষং বা মৃগর্ক্ষং বা হস্তো মূলমথাপি বা।
দর্ভগন্ধোদকৈঃ স্নানং তদা সম্যক্ সমাচরেৎ।
শুক্লমাল্যাম্বরধরঃ শুক্লগন্ধানুলেপনঃ।
ভবানীমর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা শুক্লপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
মহাদেবেন সহিতামুপবিষ্টাং মহাসনে ॥ ৩
বাসুদেব্যৈ নমঃ পাদৌ শঙ্করায় নমো হরম্।
জঙ্ঘে শোকবিনাশিন্যৈ আনন্দায় নমঃ প্রভো
রম্ভায়ৈ পূজয়েদূরূ শিবায় চ পিনাকিনঃ।
আদিত্যৈ চ কটীং দেব্যাঃ শূলিনঃ শূলপাণয়ে
মাধব্যৈ চ তথা নাভিমথ শম্ভোর্ভবায় চ।
স্তনাবানন্দকারিণ্যৈ শঙ্করস্যেন্দুধারিণে ॥ ৬
উৎকণ্ঠিন্যৈ নমঃ কণ্ঠং নীলকণ্ঠায় বৈ হরম্।
করাবুৎপলধারিণ্যৈ রুদ্রায় চ জগৎপতে।
বাহূ চ পরিরম্ভিণ্যৈ ত্রিশূলায় হরায় চ * ॥ ৭
দেব্যা মুখং বিলাসিন্যৈ বৃষেশায় পুনর্বিভোঃ।
স্মিতং সস্মেরলীলায়ৈ বিশ্ববক্ত্রায় বৈ বিভোঃ ॥৮
নেত্রে মদনবাসিন্যৈ বিশ্বধাম্নে ত্রিশূলিনঃ।
ভ্রুবৌ নৃত্যপ্রিয়ায়ৈ তু তাণ্ডবেশায় শূলিনঃ ॥৯

অনুষ্ঠান করুক, সকলেই উক্ত ফল প্রাপ্ত হয় এবং সৌভাগ্য ও আরোগ্যযুতা হইয়া গৌরীলোকে বিহার করিয়া থাকে। এই ব্রতকথা যে ব্যক্তি পাঠ করে, শ্রবণ করে, বা করায়, সে কলিকলুষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পার্ব্বতীলোক প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি এই ব্রতাচরণার্থ লোকদিগের মতি জন্মাইয়া দেয়, সে ইন্দ্রবিমানে নায়ক হইয়া থাকে। ২৩—২৯।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—আমি এক্ষণে অপর এক পাপনাশিনী তৃতীয়ার কথা কহিতেছি, এই তৃতীয়া লোকে আর্দ্রানন্দকরী নামে বিখ্যাতা। যে দিন শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে পূর্ব্ব বা উত্তরাষাঢ়া অথবা রোহিণী, মৃগশিরা, বা মূলা নক্ষত্র হইবে, ঐ দিন কুশ ও গন্ধোদক দ্বারা সম্যক্‌রূপে স্নান করিবে। স্নানান্তে শুক্লবস্ত্র ধারণপূর্ব্বক শুক্লগন্ধে অনুলিপ্ত হইয়া সুগন্ধি শুক্লকুসুম দ্বারা মহাদেব সহ বরাসনোপবিষ্টা ভবানীর অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে দেব-দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পূজা করিতে হইবে। ১—৩। যথা—দেবীর পাদদ্বয়ে 'বাসুদেব্যৈ'—শঙ্করের 'শঙ্করায়' দেবীর জঙ্ঘা-যুগলে 'শোকবিনাশিন্যৈ'—পিনাকীর 'আনন্দায়' দেবীর কটিদেশে 'আদিত্যৈ'—শূলীর 'শূলপাণয়ে' দেবীর নাভিমণ্ডলে 'মাধব্যৈ,—শম্ভুর 'ভবায়' দেবীর স্তনদ্বয়ে 'আনন্দ-কারিণ্যৈ'—শঙ্করের 'ইন্দুধারিণে' দেবীর কণ্ঠদেশে 'উৎকণ্ঠিন্যৈ'—হরের 'নীলকণ্ঠায়' দেবীর করদ্বয়ে 'উৎপলধারিণ্যৈ'—জগৎ-পতির 'রুদ্রায়' দেবীর বাহুদ্বয়ে 'পরিরম্ভিণ্যৈ'-হরের 'ত্রিশূলায়' দেবীর মুখমণ্ডলে 'বিলা-সিন্যৈ'—বিভুর 'বৃষেশায়' দেবীর ঈষৎ হাস্য 'সস্মেরলীলায়ৈ'—বিভুর বিশ্ববক্ত্রায়' দেবীর নেত্রে 'মদনবাসিন্যৈ'—ত্রিশূলীর 'বিশ্বধাম্নে' দেবীর ভ্রূদ্বয়ে 'নৃত্যপ্রিয়ায়ৈ'—শূলপাণির

---

* নৃত্যশীলায় বৈ হরমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

দেব্যা-ললাটমিন্দ্রাণ্যৈ হব্যবাহায় বৈ বিভোঃ
স্বাহায়ৈ মুকুটং দেব্যা বিভোর্গঙ্গাধরায় বৈ ॥ ১০
বিশ্বকায়ৌ বিশ্বমুখৌ বিশ্বপাদকরৌ শিবৌ।
প্রসন্নবদনৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥ ১১
এবং সম্পূজ্য বিধিবদগ্রতঃ শিবয়োঃ পুনঃ।
পদ্মোৎপলানি রজসা নানাবর্ণেন কারয়েৎ ॥ ১২
শঙ্খচক্রে সকটকে স্বস্তিকাঙ্কুশচামরান্।
যাবন্তঃ পাংশবস্তত্র রজসঃ পতিতা ভুবি।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১৩
চত্বারি ঘৃতপাত্রাণি সহিরণ্যানি শক্তিতঃ।
দত্ত্বা দ্বিজায় করকমুদকান্নসমন্বিতম্।
প্রতিপক্ষং চতুর্ম্মাসং যাবদেতন্নিবেদয়েৎ ॥ ১৪
ততস্তু চতুরো মাসান্ পূর্ব্ববৎ করকোপরি।
চত্বারি শক্তুপাত্রাণি তিলপাত্রাণ্যতঃ পরম্ ॥১৫
গন্ধোদকং পুষ্পবারি চন্দনং কুঙ্কুমোদকম্।
অপক্বং দধি দুগ্ধঞ্চ গোশৃঙ্গোদকমেব চ ॥ ১৬
পিষ্টোদকং তথা বারি কুষ্ঠচূর্ণান্বিতং পুনঃ।
উশীরসলিলং তদ্বদ্যবচূর্ণোদকং পুনঃ ॥ ১৭
তিলোদকঞ্চ সম্প্রাশ্য স্বপেন্মার্গশিরাদিষু।
মাসেষু পক্ষদ্বিতয়ং প্রাশনং সমুদাহৃতম্ ॥ ১৮
সর্ব্বত্র শুক্লপুষ্পাণি প্রশস্তানি সদার্চ্চনে।
দানকালে চ সর্ব্বত্র মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥ ১৯
গৌরী মে প্রীয়তাং নিত্যমঘনাশায় মঙ্গলা।
সৌভাগ্যায়াস্তু ললিতা ভবানী সর্ব্বসিদ্ধয়ে ॥২০
সংবৎসরান্তে লবণং গুড়কুম্ভঞ্চ সর্জ্জিকাম্।
চন্দনং নেত্রপট্টঞ্চ সহিরণ্যাম্বুজেন তু ॥ ২১
উমা-মহেশ্বরং হৈমং তদ্বদিক্ষুফলৈর্যুতম্।
সতুলাবরণাং * শয্যাং সবিশ্রামাং নিবেদয়েৎ
সপত্নীকায় বিপ্রায় গৌরী মে প্রীয়তামিতি ॥২২
আর্দ্রানন্দকরী নাম্না তৃতীয়ৈষা সনাতনী।
যামুপোষ্য নরো যাতি শম্ভোর্যৎ পরমং পদম্ ॥
ইহ লোকে সদানন্দমাপ্নোতি ধনসম্পদঃ।
আয়ুরারোগ্যসম্পত্ত্যা ন কশ্চিচ্ছোকমাপ্নুয়াৎ ॥

'তাণ্ডবেশায়' দেবীর ললাটে 'ইন্দ্রাণ্যৈ'—বিভুর 'হব্যবাহায়' এবং দেবীর মুকুটে 'স্বাহায়ৈ'—বিভুর 'গঙ্গাধরায় নমঃ'; এই বলিয়া বিশ্বকায়, বিশ্বমুখ, বিশ্বকর-চরণ, প্রসন্নানন, শিবময় পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরকে আমি বন্দনা করি, এই বাক্যে যথাবিধি শিব-শিবার পূজা করিয়া তাঁহাদের অগ্রভাগে নানাবর্ণের রজোদ্বারা পদ্মোৎপল, শঙ্খ, চক্র, বলয়, স্বস্তিক, অঙ্কুশ ও চামর প্রস্তুত করিবে। এইরূপ করিলে, যতসংখ্যক রজঃকণা ভূতলে পতিত হইবে, ব্রতকর্ত্তা তত সহস্রবর্ষ যাবৎ শিবলোকে সম্মানিত হইয়া থাকিবে। এই ব্রতে শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণকে হিরণ্যসহ চারিটী ঘৃতপাত্র প্রদানপূর্ব্বক চারিমাস পর্য্যন্ত প্রতিপক্ষে এক একটী করিয়া অন্নজলসহ কমণ্ডলু নিবেদন করিয়া দিবে। অনন্তর চারিমাস যাবৎ পূর্ব্বের ন্যায় কমণ্ডলুর উপরি-ভাগে চারিটী শক্তুপাত্র ও চারিটী তিলপাত্র দান করিবে। মার্গশীর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিমাসীয় তৃতীয়া তিথিতে ক্রমশঃ গন্ধোদক, পুষ্পবারি, চন্দন, ও কুঙ্কুমোদক, অপক্ব দুগ্ধ ও দধি, গোশৃঙ্গোদক, পিষ্টোদক, কুড়চূর্ণান্বিত জল, উশীরসলিল, যব-চূর্ণোদক ও তিলোদক এই সকল প্রাশন করিয়া নিদ্রা যাইবে। প্রত্যেক মাসের উভয় পক্ষেই প্রাশন বিহিত হইয়াছে।৪-১৮। অর্চ্চনকালে সর্ব্বত্রই শুক্লপুষ্প সকল প্রশস্ত। দানকালে, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে; যথা—মঙ্গলা গৌরী আমার পাপনাশার্থ প্রীত হউন, ললিতা ভবানী আমার সর্ব্বসিদ্ধি ও সর্ব্ব সৌভাগ্যজননী হউন। অনন্তর সম্বৎসর পরে লবণ, গুড়কুম্ভ, সর্জ্জিকা, চন্দন, নেত্রপট্ট, হেমপদ্ম, হৈম উমা-মহেশ্বরমূর্ত্তি, ইক্ষুফল, উপাধান ও তুলাবরণসহ শয্যা সপত্নীক ব্রাহ্মণকে 'গৌরী আমার প্রতি প্রীত হউন' বলিয়া নিবেদন করিবে। এই সনাতনী তৃতীয়া আর্দ্রানন্দ-করী নামে বিখ্যাতা। ইহাতে উপবাস করিয়া পরে শম্ভুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ইহলোকে সতত আনন্দ ও

* স্বাস্তরাবরণামিতি পাঠান্তরম্।

নারী বা কুরুতে যা তু কুমারী বিধবা চ যা।
সাপি তৎ ফলমাপ্নোতি দেব্যনুগ্রহলালিতা
প্রতিপক্ষমুপোষ্যৈবং মন্ত্রার্চ্চনবিধানবিৎ।
রুদ্রাণীলোকমভ্যেতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ২৬
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং শ্রাবয়েদ্বাপি মানবঃ।
শক্রলোকে স গন্ধর্ব্বৈঃ পূজ্যতেঽপি যুগত্রয়ম্

আনন্দদাং সকলদুঃখহরাং তৃতীয়াং
যা স্ত্রী করোত্যবিধবা বিধবাথ বাপি
সা স্বে গৃহে সুখশতান্যনুভূয় ভূয়ো
গৌরীপদং সদয়িতা দয়িতা প্রয়াতি ॥ ২৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে আর্দ্রানন্দকরী-
তৃতীয়াব্রতং নাম চতুঃষষ্টিতমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

ধন-সম্পদ্ লাভ করিতে পারে। এই ব্রত-কর্ত্তা নর কদাচ আয়ু, আরোগ্য ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয় না এবং কখন শোক প্রাপ্ত হয় না। নারী, কুমারী কিম্বা বিধবা এই ব্রতানুষ্ঠান করিলে দেবীর অনুগ্রহে লালিত হইয়া উক্ত ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। মন্ত্রার্চ্চন-বিধিজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিপক্ষে এইরূপ উপবাস করিয়া ব্রত করিলে পুনরাবৃত্তিরহিত রুদ্রাণী-লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে মানব নিত্য ইহা শ্রবণ করেন, বা অপরকে শ্রবণ করান, তিনি যুগত্রয় পর্য্যন্ত গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক ইন্দ্র-লোকে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। যে বিধবা বা অবিধবা নারী এই সকলদুঃখহরা আনন্দদা তৃতীয়া তিথিতে ব্রতানুষ্ঠান করে, সে নারী স্বীয় গৃহে শত শত সুখ অনুভব করিয়া অন্তে পতিসহ গৌরীপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৯—২৮।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।
অথান্যামপি বক্ষ্যামি তৃতীয়াং সর্ব্বকামদাম্।
যস্যাং দত্তং হুতং জপ্তং সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্॥
বৈশাখশুক্লপক্ষে তু তৃতীয়া যৈরুপোষিতা।
অক্ষয়ং ফলমাপ্নোতি সর্ব্বস্য সুকৃতস্য চ ॥ ২
সা তথা কৃত্তিকোপেতা বিশেষেণ সুপূজিতা।
তত্র দত্তং হুতং জপ্তং সর্ব্বমক্ষয়মুচ্যতে ॥ ৩
অক্ষয়া সন্ততিস্তস্যাস্তস্যাং সুকৃতমক্ষয়ম্।
অক্ষতৈস্তু নরাঃ স্নাতা বিষ্ণোর্দত্ত্বা তথাক্ষতান্
বিপ্রেষু দত্ত্বা তানেব তথা শক্তূন্ সুসংস্কৃতান্
যথান্নভুঙ্মহাভাগঃ ফলমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ৫
একামপ্যক্ষবৎ কৃত্বা তৃতীয়াং বিধিবন্নরঃ।
এতাসামপি সর্ব্বাসাং তৃতীয়ানাং ফলং ভবেৎ

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, অনন্তর অপর এক সর্ব্ব-কামদায়িনী তৃতীয়া তিথির বিষয় বলিতেছি। এই তিথিতে দান, হোম, জপ যাহা কিছু করা যায়, সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে যে সকল লোক উপবাস করে, তাহারা নিখিল সুকৃত-সঞ্চয়ের অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই তৃতীয়া তিথি কৃত্তিকানক্ষত্রে অন্বিতা হইলে সবিশেষ প্রশস্ত হয়। তাহাতে দান, হোম বা জপ যে কিছু করা যায়, সকলই অক্ষয় ফলজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। এই তিথিতে ব্রতকারিণী রমণীর সন্ততি ও সুকৃত অক্ষয় হইয়া থাকে। নরগণ অক্ষত দ্বারা স্নান করিয়া বিষ্ণুকে অক্ষত ও বিপ্র-বর্গকে সুসংস্কৃত শক্তু দান করিয়া স্বয়ং যথানির্দ্দিষ্ট অন্ন ভোজন করিলে মহা-ভাগ্যশালী হইয়া অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয়। ১-৫। নর বিধিপূর্ব্বক উল্লিখিতরূপে এক-বার মাত্র তৃতীয়াব্রত করিলেও এই

তৃতীয়ায়াং সমভ্যর্চ্চ্য সোপবাসো জনার্দ্দনম্‌।
রাজসূয়ফলং প্রাপ্য গতিমগ্র্যাঞ্চ বিন্দতি ॥ ৭
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽক্ষয়তৃতীয়াব্রতং
নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ।
মধুরা ভারতী কেন ব্রতেন মধুসূদন।
তথৈব জনসৌভাগ্যং মতিং বিদ্যাসু কৌশলম্‌
অভেদশ্চাপি দম্পত্যোস্তথা বন্ধুজনেন চ।
আয়ুশ্চ বিপুলং পুংসাং তন্মে কথয় মাধব ॥ ২
মৎস্য উবাচ।
সম্যক্‌ পৃষ্টং ত্বয়া রাজন্‌ শৃণু সারস্বতং ব্রতম্‌।
যস্য সঙ্কীর্ত্তনাদেব তুষ্যতীহ সরস্বতী ॥ ৩
যো যদ্ভক্তঃ পুমান্‌ কুর্য্যাদেতদ্‌ব্রতমনুত্তমম্‌।
তদ্বাসরাদৌ সম্পূজ্য বিপ্রানেতান্‌ সমাচরেৎ ॥
অথবাদিত্যবারেণ গ্রহতারাবলেন চ।
পায়সং ভোজয়েদ্বিপ্রান্‌ কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্‌ ॥৫
শুক্লবস্ত্রাণি দত্ত্বা চ সহিরণ্যানি শক্তিতঃ।
গায়ত্রীং পূজয়েদ্ভক্ত্যা শুক্লমাল্যানুলেপনৈঃ ॥
যথা ন দেবি ভগবান্‌ ব্রহ্মলোকে পিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যজ্য সন্তিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা ॥
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি গীতনৃত্যাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ ॥ ৮
লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টির্গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা মতিঃ।
এতাভিঃ পাহি অষ্টাভিস্তনুভির্ম্মাং সরস্বতি ॥ ৯
এবং সম্পূজ্য গায়ত্রীং বীণাক্ষমালধারিণীম্‌ *
শুক্লপুষ্পাক্ষতৈর্ভক্ত্যা সকমণ্ডলুপুস্তকাম্‌।
মৌনব্রতেন ভুঞ্জীত সায়ংপ্রাতস্তু ধর্ম্মবিৎ ॥ ১

সমস্ত তৃতীয়ারই ফল লাভ করে। এই তৃতীয়ায় উপবাস করিয়া জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা করিলে রাজসূয়-ফললাভান্তে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। ১—৭।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

মনু কহিলেন,—হে মধুসূদন! কোন্‌ ব্রত করিলে, মধুরবাণী, জাগতিক সৌভাগ্য, সাধু মতি, বিদ্যায় কৌশল, অবিচ্ছেদ দাম্পত্যমিলন, বন্ধুজন সহ স্থির সৌহৃদ্য এবং দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হওয়া যায়? হে মাধব! তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। মৎস্য কহিলেন—হে রাজন্‌! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, এই এক সারস্বত ব্রত বিবরণ শ্রবণ কর। এই ব্রতবার্ত্তা কীর্ত্তন মাত্রেই সরস্বতী দেবী তুষ্ট হইয়া থাকেন। যিনি যে দেবতার ভক্ত, সেই দেবতা সম্বন্ধীয় প্রশস্ত দিনে এই উত্তম ব্রত সকলেরই কর্ত্তব্য। দিবসের প্রথম ভাগে ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া এই ব্রত আরম্ভ করিবে, অথবা রবিবারে গ্রহ ও নক্ষত্রের বলানুসারে ব্রহ্মণবাচনান্তে ব্রাহ্মণদিগকে শুক্ল বস্ত্র ও সাধ্য পক্ষে হিরণ্যদানান্তে পায়স ভোজন করাইবে। অনন্তর শুক্লমাল্য ও অনুলেপন দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক গায়ত্রীর পূজা করিয়া বলিবে—হে দেবি! ভগবান্‌ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে তোমায় পরিত্যাগ করিয়া কখনই অবস্থান করেন না, তুমি আমার প্রতি বরপ্রদা হও। হে দেবি! সর্ব্ববেদ, সর্ব্বশাস্ত্র এবং গীত নৃত্যাদি যে কিছু বস্তু, তুমি বিনা কেহই কিছু নহে; তোমার কৃপায় আমার সিদ্ধি সকল সংঘটিত হউক। হে সরস্বতি! লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, প্রভা ও মতি এই অষ্ট তনু দ্বারা তুমি আমায় রক্ষা কর। ১-৯। এইরূপে বীণা ও অক্ষমালাধারিণী এবং কমণ্ডলু ও পুস্তকহস্তা গায়ত্রী দেবীকে শুক্ল পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা ভক্তিভরে অর্চ্চনা করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি মৌনাবলম্বনে সায়ং প্রাতঃ উভয় সন্ধ্যায় ভোজন করিবে,

* বাণীং ক্ষয়নিবারিণীমিতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।

পঞ্চম্যাং প্রতিপক্ষঞ্চ পূজয়েদ্ব্রহ্মবাসিনীম্।
তত্রৈব তণ্ডুলপ্রস্থং ঘৃতপাত্রেণ সংযুতম্।
ক্ষীরং দদ্যাদ্ধিরণ্যঞ্চ গায়ত্রী প্রীয়তামিতি॥ ১১
সন্ধ্যায়াঞ্চ তথা মৌনমেতৎ কুর্ব্বন্ সমাচরেৎ।
নান্তরা ভোজনং কুর্য্যাদ্যাবন্মাসাস্ত্রয়োদশ ॥১২
সমাপ্তে তু ব্রতে কুর্য্যাদ্ভোজনং শুক্লতণ্ডুলৈঃ।
পূর্ব্বং সবস্ত্রযুগ্মঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রায় ভোজনম্॥১৩
দেব্যা বিতানং ঘণ্টাঞ্চ সিতনেত্রে পয়স্বিনীম্।
চন্দনং বস্ত্রযুগ্মঞ্চ দদ্যাচ্চ শিখরং পুনঃ॥ ১৪
তথোপদেষ্টারমপি ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্গুরুম্।
বিত্তশাঠ্যেন রহিতো বস্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ ॥১৫
অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যাৎ সারস্বতং ব্রতম্।
বিদ্যাবানর্থসংযুক্তো রক্তকণ্ঠশ্চ জায়তে॥ ১৬
সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
নারী বা কুরুতে যা তু সাপি তৎফলগামিনী।
ব্রহ্মলোকে বসেদ্রাজন্ যাবৎ কল্পাযুতত্রয়ম্ ॥১৭
সারস্বতং ব্রতং যস্তু শৃণুয়াদপি যঃ পঠেৎ।
বিদ্যাধরপুরে সোঽপি বসেৎ কল্পাযুতত্রয়ম্ ॥১৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সারস্বতব্রতং নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৬॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ।
চন্দ্রাদিত্যোপরাগে তু যৎ স্নানমভিধীয়তে।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি দ্রব্যমন্ত্রবিধানবিৎ॥ ১
মৎস্য উবাচ।
যস্য রাশিং সমাসাদ্য ভবেদ্গ্রহণসংপ্লবঃ।
তস্য স্নানং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রৌষধবিধানতঃ॥ ২
চন্দ্রোপরাগং সম্প্রাপ্য কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্।
সম্পূজ্য চতুরো বিপ্রান্ শুক্লমাল্যানুলেপনৈঃ
পূর্ব্বমেবোপরাগস্য সমাসাদ্যৌষধাদিকম্।
স্থাপয়েচ্চতুরঃ কুম্ভানব্রণান্ সাগরানিতি॥ ৪

প্রতিপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে ব্রহ্মবাসিনীকে পূজা করিবে এবং ঘৃতপাত্র সহ তণ্ডুল-প্রস্থ, ক্ষীর ও হিরণ্য 'গায়ত্রী প্রীত হউন' বলিয়া নিবেদন করিবে। সন্ধ্যাকালে মৌনী হইয়া এইরূপ কার্য্য করিবে। ইহার মধ্যে ভোজন করিবে না। ত্রয়োদশ মাস যাবৎ এইরূপ নিয়মই চলিবে। ব্রত সমাপ্ত হইলে শুক্ল তণ্ডুল ভোজন করিবে। ভোজনের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকে বস্ত্রযুগ্ম ও ভোজ্য বস্তু দান করিবে। দেবীর উদ্দেশে বিতান, ঘণ্টা, দুগ্ধবতী গাভী, চন্দন, বস্ত্র-যুগ্ম ও শিখর প্রদান করা কর্ত্তব্য। অনন্তর উপদেষ্টা গুরুকে ভক্তিপূর্ব্বক বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। বিত্তশাঠ্য করিবে না। এইরূপ বিধি অনুসারে যে ব্যক্তি এই সারস্বত ব্রত করে, সে বিদ্যাবান্, অর্থশালী ও সুকণ্ঠ হয় এবং সরস্বতীর প্রসাদে অন্তে তাহার ব্রহ্মলোকে গতি হইয়া থাকে। কোন রমণী এইরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেও উক্ত ফলভাগিনী হয় এবং তিন অযুত কল্প কাল পর্য্যন্ত তাহার ব্রহ্মলোকে বাস হইয়া থাকে। হে রাজন্! এই সারস্বত ব্রতের বিবরণ যে ব্যক্তি শ্রবণ বা পাঠ করে, তিনি অযুত কল্প কাল যাবৎ তাহার বিদ্যাধরপুরে বাস হয়। ১০—১৮।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৬।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

মনু বলিলেন,—চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে যে স্নানক্রিয়া উক্ত হইয়াছে, হে দ্রব্য ও মন্ত্র-বিধিজ্ঞ! আমি সেই স্নানবিধি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মৎস্য কহিলেন, যাহার যে রাশি, সেই রাশিগত চন্দ্র কিম্বা সূর্য্য যদি রাহু কর্তৃক গ্রস্ত হন, তাহা হইলে মন্ত্র ওষধি প্রয়োগে তাহাতে স্নান করিতে হয়। সেই স্নানবিধি বলিতেছি। চন্দ্রগ্রহণ-কাল প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণবাচনপূর্ব্বক শুক্ল মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা চারিটী ব্রাহ্মণকে পূজা করিবে। গ্রহণ হইবার পূর্ব্ব হইতেই ওষধি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া চারিটী অচ্ছিদ্র

গজাশ্বরথ্যাবল্মীক-সঙ্গমাদ্ হ্রদগোকুলাৎ।
রাজদ্বারপ্রদেশাচ্চ মৃদমানীয় চাক্ষিপেৎ॥ ৫
পঞ্চগব্যঞ্চ কুম্ভেষু শুদ্ধমুক্তাফলানি চ।
রোচনাং পদ্ম-শঙ্খৌ চ পঞ্চরত্নসমন্বিতম্॥ ৬
স্ফটিকং চন্দনং শ্বেতং তীর্থবারি সসর্ষপম্।
রাজদন্তং সকুমুদং তথৈবোশীরগুগ্গুলম্।
এতৎ সর্ব্বং বিনিক্ষিপ্য কুম্ভেম্বাবাহয়েৎ সুরান্
সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ॥ ৮
যোঽসৌ বজ্রধরো দেব আদিত্যানাং প্রভুর্মতঃ
সহস্রনয়নশ্চেন্দ্রো গ্রহপীড়াং ব্যপোহতু॥ ৯
মুখং যঃ সর্ব্বদেবানাং সপ্তার্চ্চিরমিতদ্যুতিঃ।
চন্দ্রোপরাগসম্ভূতামগ্নিঃ পীড়াং ব্যপোহতু॥ ১০
যঃ কর্ম্মসাক্ষী ভূতানাং ধর্ম্মো মহিষবাহনঃ।
যমশ্চন্দ্রোপরাগোত্থাং মম পীড়াং ব্যপোহতু *
নাগপাশধরো দেবঃ সাক্ষান্মকরবাহনঃ।
স জলাধিপতিশ্চন্দ্র-গ্রহপীড়াং ব্যপোহতু॥ ১২
প্রাণরূপেণ যো লোকান্ পাতি কৃষ্ণমৃগপ্রিয়ঃ।
বায়ুশ্চন্দ্রোপরাগোত্থাং পীড়ামত্র ব্যপোহতু॥১৩
যোঽসৌ নিধিপতির্দেবঃ খড়্গ-শূল গদাধরঃ।
চন্দ্রোপরাগকলুষং ধনদো মে ব্যপোহতু॥ ১৪
যোঽসাবিন্দুধরো দেবঃ পিনাকী বৃষবাহনঃ।
চন্দ্রোপরাগজাং পীড়াং বিনাশয়তু শঙ্করঃ॥১৫
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ব্রহ্মবিষ্ণ্বর্কযুক্তানি তানি পাপং দহন্তু বৈ॥ ১৬
এবমামন্ত্র্য তৈঃ কুম্ভৈরভিষিক্তো গুণান্বিতৈঃ
ঋগ্‌যজুঃসামমন্ত্রৈশ্চ শুক্লমাল্যানুলেপনৈঃ।
পূজয়েদ্বস্ত্রগোদানৈর্ব্রাহ্মণানিষ্টদেবতাঃ॥ ১৭
এতানেব ততো মন্ত্রান্ বিলিখেৎ করকান্বিতান্
বস্ত্রপট্টেঽথবা পদ্মে পঞ্চরত্নসমন্বিতান্॥ ১৮
যজমানস্য শিরসি নিদধ্যুস্তে দ্বিজোত্তমাঃ।
ততোঽতিবাহয়েদ্বেলামুপরাগানুগামিনীম্॥১৯

কুম্ভ স্থাপন করিবে। উক্ত কুম্ভচতুষ্টয়কে সাগর বলিয়া কল্পনা করিবে। গজ, ও অশ্ব-স্থান, রথ্যা, বল্মীক, নদীসঙ্গম ও রাজ-দ্বার হইতে মৃত্তিকা আনিয়া ঐ কুম্ভসমূহ-মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। এতদ্ভিন্ন পঞ্চগব্য, শুদ্ধ মুক্তাফল, রোচনা, পদ্ম, শঙ্খ, পঞ্চরত্ন, স্ফটিক, শ্বেত চন্দন, সর্ষপ, তীর্থবারি, রাজ-দন্ত, কুমুদ, উশীর, ও গুগ্গুলু, এই সকল বস্তু কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কুম্ভে সুর-গণকে আহ্বান করিবে; বলিবে,—সমস্ত সমুদ্র, সরিৎ, তীর্থ, জলদ ও নদগণ আগমন করুন।—আসিয়া যজমানের পাপক্ষয় করুন। যিনি বজ্রধর দেব—আদিত্যগণের প্রভু, সহস্রনয়ন ইন্দ্র, তিনি গ্রহপীড়া অপ-নয়ন করুন। ভূতবৃন্দের কর্ম্মসাক্ষী, মহিষ-বাহন, ধর্ম্মরাজ যম, চন্দ্রোপরাগ-জনিত মদীয় পীড়া প্রশমিত করুন। মকরবাহন, নাগ-পাশধর, বরুণদেব, চন্দ্রগ্রহ-পীড়া অপনীত করুন। যিনি কৃষ্ণমৃগপ্রিয়, বায়ু প্রাণরূপে লোকদিগকে পালন করেন, তিনি চন্দ্রো-পরাগ-জনিত পীড়া প্রশমিত করুন। যিনি খড়্গ-শূল-গদাধর নিধিপতি কুবের, তিনি আমার চন্দ্রগ্রহণ-জনিত পাপ প্রশমন করুন। যিনি চন্দ্রমৌলি পিনাকপাণি বৃষধ্বজ শঙ্কর দেব, তিনি আমার চন্দ্রগ্রহণ জন্য পীড়া প্রশমন করুন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব সহ ত্রৈলোক্যে যে কিছু চরাচর প্রাণী আছেন, তাহারা সকলেই পাপ শান্তি করুন। ১—১৬। এইরূপে আমন্ত্রণ করিয়া সেই সকল শুক্লমাল্য ও অনুলেপনযুক্ত কুম্ভজলে ঋক্, যজু ও সাম মন্ত্র দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া বস্ত্র ও গোদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও ইষ্টদেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্র সকল করক ও পঞ্চরত্নসহ পট্টবস্ত্রে অথবা পদ্মে লিখিয়া লইবে এবং যজমানের মস্তকে স্থাপন করিবে। অনন্তর গ্রহণানুগামিনী বেলা

* ইতঃ পরং—
"রক্ষোগণাধিপঃ সাক্ষাৎ প্রলয়ানলসন্নিভঃ।
খড়্গব্যগ্রাতিভীমশ্চ রক্ষঃপীড়াং ব্যপোহতু॥
ইত্যধিকঃ শ্লোকঃ কচিদ্দৃশ্যতে।

প্রাঙ্মুখঃ পূজয়িত্বা তু নমস্যন্নিষ্টদেবতাম্।
চন্দ্রগ্রহে বিনির্ব্বৃত্তে কৃতগোদানমঙ্গলঃ।
কৃতস্নানায় তং পট্টং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ॥২০
অনেন বিধিনা যস্তু গ্রহস্নানং সমাচরেৎ।
ন তস্য গ্রহপীড়া স্যান্ন চ বন্ধুজনক্ষয়ঃ॥ ২১
পরমাং সিদ্ধিমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভাম্।
সূর্য্যগ্রহে সূর্য্যনাম সদা মন্ত্রেষু কীর্ত্তয়েৎ॥ ২২
অধিকাঃ পদ্মরাগাঃ স্যুঃ কপিলাঞ্চ সুশোভনাম্
প্রযচ্ছেচ্চ নিশাম্পত্যে চন্দ্রসূর্য্যোপরাগয়োঃ
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং শ্রাবয়েদ্বাপি মানবঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো শক্রলোকে মহীয়তে॥২৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে চন্দ্রাদিত্যোপরাগ-স্নানবিধির্নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৭॥

অতিবাহিত করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশনপূর্ব্বক ইষ্টদেবতাকে পূজা ও নমস্কার করিবে। পরে চন্দ্রগ্রহণ নিবৃত্ত হইলে গো-প্রদানরূপ মঙ্গলকার্য্য সমাধা করিয়া ব্রাহ্মণকে সেই পট্ট-বস্ত্র দান করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ বিধানে গ্রহস্নান সম্পাদন করে, তাহার গ্রহ-পীড়া বা বন্ধুজনবিচ্ছেদ ঘটে না। সে ব্যক্তি পুনরাবৃত্তিরহিত পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণে সর্ব্বদা মন্ত্র মধ্যে সূর্য্য নাম কীর্ত্তন করিবে, এবং কতিপয় পদ্মরাগ মণি ও একটী সুশোভনা কপিলা গাভী সংগ্রহ করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে নিশাপতির উদ্দেশে প্রদান করিবে। যে মানব নিত্য ইহা শ্রবণ করে কিম্বা করায়, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে বিহার করিয়া থাকে। ১৭—২৪।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৭।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ

কিমুদ্বেগাদ্ভুতে কৃত্যমলক্ষ্মীঃ কেন হন্যতে।
মৃতবৎসাভিষেকাদি কার্য্যেষু চ কিমিষ্যতে॥
শ্রীভগবানুবাচ।
পুরাকৃতানি পাপানি ফলন্ত্যস্মিংস্তপোধন।
রোগ-দৌর্গত্যরূপেণ তথৈবেষ্টবধেন চ॥ ২
তদ্বিঘাতায় বক্ষ্যামি সদা কল্যাণকারকম্।
সপ্তমীস্নপনং নাম জনপীড়াবিনাশনম্॥ ৩
বালানাং মরণং যত্র ক্ষীরপাণাং প্রদৃশ্যতে।
তদ্বদ্বৃদ্ধাতুরাণাঞ্চ যৌবনে চাপি বর্ত্ততাম্॥ ৪
শান্তয়ে তত্র বক্ষ্যামি মৃতবৎসাভিষেচনম্।
এতদেবাদ্ভুতোদ্বেগ-চিত্তভ্রমবিনাশনম্॥ ৫
ভবিষ্যতি চ বারাহো যত্র কল্পস্তপোধন।
বৈবস্বতশ্চ তত্রাপি যদা তু মনুরুত্তমঃ॥ ৬

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—উদ্বেগ ও দৈবদুর্ব্বিপাকে কর্ত্তব্য কি? অলক্ষ্মী নিবারিত হয় কি করিলে? এবং মৃতবৎসা রমণীদিগের অভিষেকাদি কার্য্যেই বা কোন্ উপায় শাস্ত্র-সম্মত? ভগবান্ কহিলেন,—হে তপোধন! পুরাকৃত পাপসকল ইহকালে রোগ, দুর্গতি ও ইষ্টজন-বিয়োগ দ্বারা ফলিত হয়; আমি এক্ষণে সেই সকল পাপহর কল্যাণকর এক স্নানের কথা কহিতেছি। এই স্নানের নাম সপ্তমীস্নান; ইহা জনগণের সর্ব্বপীড়াহর। স্তন্যপায়ী শিশুদিগকে অকালে মৃত্যুগ্রস্ত হইতে দেখা যায়; এইরূপ বৃদ্ধ, আতুর এবং যুবকগণও মৃত্যুকবলে পতিত হয়। যাহা হউক, আমি এক্ষণে আকালিক মৃত্যু প্রশমনের নিমিত্ত মৃতবৎসার অভিষেকবিধি বলিব। ইহাতে দৈবদুর্ব্বিপাক, উদ্বেগ ও চিত্ত-ভ্রম বিনষ্ট হইয়া যাইবে। হে তপোধন! ভবিষ্যতে যে বারাহ কল্প আসিবে, তাহাতেও উত্তম বৈবস্বত মনুর উৎপত্তি হইবে।১—৬।

ভবিষ্যতি চ তত্রৈব পঞ্চবিংশতিমং যদা।
কৃতং নাম যুগং তত্র হৈহয়ান্বয়বর্দ্ধনঃ।
ভবিতা নৃপতির্বীরঃ কৃতবীর্য্যঃ প্রতাপবান্॥ ৭
স সপ্তদ্বীপমখিলং পালয়িষ্যতি ভূতলম্।
যাবদ্বর্ষসহস্রাণি সপ্তসপ্ততি নারদ॥ ৮
জাতমাত্রঞ্চ তস্যাপি যাবৎ পুত্রশতং তথা।
চ্যবনস্য তু শাপেন বিনাশমুপযাস্যতি॥ ৯
সহস্রবাহুশ্চ যদা ভবিতা তস্য বৈ সুতঃ।
কুরঙ্গনয়নঃ শ্রীমান্ সম্ভূতো নৃপলক্ষণৈঃ॥ ১০
কৃতবীর্য্যস্তদারাধ্য সহস্রাংশুং দিবাকরম্।
উপবাসৈর্ব্রতৈর্দিব্যৈর্বেদসূক্তৈশ্চ নারদ।
পুত্রস্য জীবনায়ালমেতৎ স্নানমবাপ্স্যতি॥১১
কৃতবীর্য্যেণ বৈ পৃষ্ট ইদং বক্ষ্যতি ভাস্করঃ।
অশেষদুষ্টশমনং সদা কল্মষনাশনম্॥ ১২

সূর্য্য উবাচ।

অলং ক্লেশেন মহতা পুত্রস্তব নরাধিপ।
ভবিষ্যতি চিরঞ্জীবী কিন্তু কল্মষনাশনম্।
সপ্তমীস্নপনং বক্ষ্যে সর্ব্বলোকহিতায় বৈ॥১৩
জাতস্য মৃতবৎসায়াঃ সপ্তমে মাসি নারদ।
অথবা শুক্লসপ্তম্যামেতৎ সর্ব্বং প্রশস্যতে॥১৪
গ্রহ-তারাবলং লব্ধা কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্।
বালস্য জন্মনক্ষত্রং বর্জ্জয়েৎ তাং তিথিং * বুধঃ
তদ্বদ্বৃদ্ধেতরাণাঞ্চ কৃত্যং স্যাদিতরেষু চ॥১৫
গোময়েনানুলিপ্তায়াং ভূমাবেকাগ্নিবৎ তদা।
তণ্ডুলৈ রক্তশালীয়ৈশ্চরুং গোক্ষীরসংযুতম্।
নির্ব্বপেৎ সূর্য্য-রুদ্রাভ্যাংতন্মন্ত্রাভ্যাং বিধানতঃ
কীর্ত্তয়েৎ সূর্য্যদৈবত্যং সপ্তর্চ্চঞ্চ ঘৃতাহুতীঃ।
জুহুয়াদ্রুদ্রসূক্তেন তদ্বদ্রুদ্রায় নারদ॥ ১৭
হোতব্যাঃ সমিধশ্চাত্র তথৈবার্ক-পলাশয়োঃ।
যব-কৃষ্ণতিলৈর্হোমঃ কর্ত্তব্যোঽষ্টশতং পুনঃ॥১৮
ব্যাহৃতীভিস্তথাজ্যেন তথৈবাষ্টশতং পুনঃ।

সেই কল্পে যখন পঞ্চবিংশতিতম কৃত যুগ উপস্থিত হইবে, তখন কৃতবীর্য্য নামে হৈহয়-বংশধুরন্ধর জনৈক প্রবল প্রতাপান্বিত নরপাল জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি এই সমগ্র সপ্তদ্বীপা বসুধা সপ্তসপ্ততি সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত পালন করিবেন। তাঁহার একশত পুত্র উৎপন্ন হইবে। ঐ পুত্রগণ জন্মিবামাত্র চ্যবন ঋষির শাপে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। অনন্তর যখন তাঁহার কার্ত্তবীর্য্য নামে এক সহস্র বাহু মৃগনেত্র নৃপলক্ষণলক্ষিত শ্রীমান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে, তখন সেই কৃতবীর্য্য রাজা উপবাস, দিব্য ব্রত ও বেদসূক্ত দ্বারা সহস্ররশ্মি সূর্য্যদেবকে আরাধনা করিয়া পুত্রের দীর্ঘজীবন নিমিত্ত এই স্নানবিধি আচরণ করিবেন। ভাস্কর দেব কৃতবীর্য্য কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া এই অশেষ দুষ্টদলন, সতত কল্মষনাশন, সপ্তমী-স্নানবিধান কীর্ত্তন করিবেন। সূর্য্য বলিবেন,—হে নরাধিপ! তোমার আর কঠোর ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। তোমার এক চিরজীবী পুত্র হইবে; পরন্তু আমি সর্ব্বলোকের হিতার্থ এক্ষণে পাপহর সপ্তমীস্নানবিধি কীর্ত্তন করিব। হে নারদ! সূর্য্যের সেই বিধিবাক্য এই যে, মৃতবৎসা রমণীর সন্তান জন্মিবার পর সপ্তম মাসে অথবা যে কোন শুক্লসপ্তমীদিনেই এ সকল স্নানাদি বিধি প্রশস্ত। অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্রাহ্মণবাচনান্তে গ্রহ ও নক্ষত্রের বল দেখিয়া বালকের জন্মনক্ষত্র ও জন্মতিথি বর্জ্জন করিবেন। বৃদ্ধেতর এবং অপরাপরদিগের কৃত্যও এইরূপই হইবে। গোময়-লিপ্ত ভূমি-তলে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তদুপরি রক্তশালীয় তণ্ডুল ও গোক্ষীর দ্বারা চরু পাক করিয়া যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সূর্য্য ও রুদ্রদেবকে ঐ চরু নিবেদন করিবে। হে নারদ! অনন্তর সূর্য্যদৈবত সাতটী ঋক্ উচ্চারণ করিতে হইবে এবং রুদ্রসূক্ত পাঠ করিয়া রুদ্রকে ঘৃতাহুতি দান করিতে হইবে। ইহাতে অর্ক ও পলাশ-সমিধে হোম করিবে। ৭—১৭। পরে যব ও কৃষ্ণতিল দ্বারা অষ্টশত বার হোম করিবে, পুনরায় ব্যাহৃতি উচ্চারণে

* তিথিদেবান্ যজেদিতি পাঠঃ ক্বচিদ্দৃশ্যতে।

হুত্বা স্নানঞ্চ কর্ত্তব্যং মঙ্গলং যেন ধীমতা ॥১৯
বিপ্রেণ বেদবিদুষা বিধিবদ্দর্ভপাণিনা।
স্থাপয়িত্বা তু চতুরঃ কুম্ভান্ কোণেষু শোভনান্
পঞ্চমঞ্চ পুনর্ম্মধ্যে দধ্যক্ষতবিভূষিতম্।
স্থাপয়েদব্রণং কুম্ভং সপ্তর্চ্চেনাভিমন্ত্রিতম্ ॥ ২১
সৌরেণ তীর্থতোয়েন পূর্ণং রত্নসমন্বিতম্।
সর্ব্বান্ সর্ব্বৌষধৈর্যুক্তান্ পঞ্চগব্যসমন্বিতান্।
পঞ্চরত্নফলৈঃ পুষ্পৈর্বাসোভিঃ পরিবেষ্টয়েৎ ॥ ২২
গজাশ্বরথ্যাবল্মীকাৎ সঙ্গমাদ্ধ্রদগোকুলাৎ।
সংশুদ্ধাং মৃদমানীয় সর্ব্বেষ্বেব বিনিক্ষিপেৎ ॥২৩
চতুর্ষ্বপি চ কুম্ভেষু রত্নগর্ভেষু মধ্যমম্।
গৃহীত্বা ব্রাহ্মণস্তত্র সৌরান্ মন্ত্রানুদীরয়েৎ ॥ ২৪
নারীভিঃ সপ্তসংখ্যাভিরব্যঙ্গাঙ্গীভিরত্র চ।
পূজিতাভির্যথাশক্ত্যা মাল্য-বস্ত্র-বিভূষণৈঃ।
সবিপ্রাভিশ্চ কর্ত্তব্যং মৃতবৎসাভিষেচনম্ ॥ ২৫
দীর্ঘায়ুরস্তু বালোহয়ং জীবৎপুত্রা চ ভামিনী।
আদিত্যশ্চন্দ্রমাঃ সার্দ্ধং গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলৈঃ ॥২৬
সশক্রা লোকপালা বৈ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
এতে চান্যে চ দেবৌঘাঃ সদা পান্তু কুমারকম্ ॥
মিত্রোহশনির্বা হুতভুগ্ যে চ বালগ্রহাঃ ক্বচিৎ
পীড়াং কুর্ব্বন্তু বালস্য মা মাতুর্জনকস্য বৈ ॥২৮
ততঃ শুক্লাম্বরধরা কুমারপতিসংযুতা।
সপ্তকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা স্ত্রীণামথ গুরুং পুনঃ ॥২৯
কাঞ্চনীঞ্চ ততঃ কুর্য্যাৎ তাম্রপাত্রোপরিস্থিতাম্
প্রতিমাংধর্ম্মরাজস্য গুরবে বিনিবেদয়েৎ ॥৩০
বস্ত্র-কাঞ্চন-রত্নৌঘৈর্ভক্ষ্যৈঃ সঘৃতপায়সৈঃ।
পূজয়েদ্ব্রাহ্মণাংস্তদ্বদ্বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥৩১
ভুক্তা চ গুরুণা চেয়মুচ্চার্য্যা মন্ত্রসন্ততিঃ।
দীর্ঘায়ুরস্তু বালোহয়ং যাবদ্বর্ষশতং সুখী ॥ ৩২
যৎ কিঞ্চিদস্য দুরিতং তৎ ক্ষিপ্তং বড়বানলে।
ব্রহ্মা রুদ্রো বসুঃ স্কন্দো বিষ্ণুঃ শক্রো হুতাশনঃ

আজ্য দ্বারা অষ্টশত আহুতি দিবে। এইরূপে হোম করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্নান করিবেন। এই স্নানেই তাঁহার মঙ্গল হইবে। বেদ-বেদী দর্ভপাণি বিপ্র চারিকোণে চারিটী শুভ কুম্ভ স্থাপন করিয়া মধ্যস্থানে একটী দধি ও অক্ষতযুত, সপ্ত ঋগভিমন্ত্রিত, সৌর তীর্থজলে পরিপূর্ণ, রত্নান্বিত অব্রণ কুম্ভ স্থাপন করিবেন। সমস্ত কুম্ভই সর্ব্বৌষধি ও পঞ্চগব্য দ্বারা অন্বিত হইবে। পঞ্চরত্ন, ফল, পুষ্প ও বস্ত্র দ্বারা ঐ কুম্ভগুলি পরিবেষ্টিত করিতে হইবে এবং গজ ও অশ্বস্থান, রথ্যা, বল্মীক-স্তূপ, নদীসঙ্গম, হ্রদ ও গোষ্ঠ হইতে বিশুদ্ধ মৃত্তিকা আনিয়া সমস্ত কুম্ভেই নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর রত্নগর্ভ অন্য কুম্ভচতুষ্টয়ের মধ্যস্থ পঞ্চম কুম্ভ গ্রহণপূর্ব্বক সৌর মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিবে। তৎপরে বস্ত্র, মাল্য ও ভূষণাদি দ্বারা যথাশক্তি সুপূজিত, অবিকলাঙ্গ, সস্বামিক, সপ্তসংখ্যক নারী এক-যোগে মৃতবৎসা রমণীর অভিষেক করিবে। মন্ত্র যথা—এই বালক দীর্ঘজীবী হউক; ইহার মাতা জীববৎসা হউক। গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত আদিত্য ও চন্দ্রমা, ইন্দ্রাদি লোকপাল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই সকল দেব এবং অন্যান্য দেববৃন্দ সর্ব্বদা কুমারকে রক্ষা করুন। মিত্র, অশনি, হুতাশন এবং যে কিছু বালগ্রহ, ইঁহারা সকলেই বালক কিম্বা বালকের মাতা-পিতার পীড়া নিবারণ করুন। অনন্তর সেই পতিপুত্রবতী শুক্লাম্বরধারিণী সপ্ত রমণীকে ও গুরুকে ভক্তিভরে পূজা করিবে। পরে ধর্ম্মরাজের এক কাঞ্চনময়ী প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া তাম্রপাত্রের উপরিভাগে স্থাপনপূর্ব্বক গুরুকে নিবেদন করিবে। এই কার্য্যে বিত্তশাঠ্য করিবে না। বস্ত্র, কাঞ্চন, রত্ন ও ঘৃত পায়সাদি ভক্ষ্য সামগ্রী দানে ব্রাহ্মণদিগকে সৎকৃত করিবে। গুরুদেব ভোজনান্তে এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন; যথা—এই বালক দীর্ঘায়ু হউক, শতবর্ষ পর্য্যন্ত সুখী হইয়া অবস্থান করুক।১৮—৩২। ইহার যে কিছু দুরিত আছে,তাহা বাড়বানলে নিক্ষেপ করিলাম। ব্রহ্মা, রুদ্র, বসু, স্কন্দ,

রক্ষন্তু সর্ব্বে দুষ্টেভ্যো বরদাঃ সন্তু সর্ব্বদা।
এবমাদীনি বাক্যানি বদন্তং পূজয়েদ্‌গুরুম্‌ ॥ ৩৪
শক্তিতঃ কপিলাং দদ্যাৎ প্রণম্য চ বিসর্জ্জয়েৎ।
চরুঞ্চ পুত্রসহিতা প্রণম্য রবি-শঙ্করৌ ॥ ৩৫
হুতশেষং তদাশ্নীয়াদাদিত্যায় নমোঽস্ত্বিতি।
ইদমেবাদ্ভুতোদ্বেগ দুঃস্বপ্নেষু প্রশস্যতে ॥ ৩৬
কর্ত্তুর্জন্মদিনর্ক্ষঞ্চ ত্যক্ত্বা সম্পূজয়েৎ সদা।
শান্ত্যর্থং শুক্লসপ্তম্যামেতৎ কুর্ব্বন্‌ ন সীদতি ॥
সদানেন বিধানেন দীর্ঘায়ুরভবন্নরঃ।
সংবৎসরাণামযুতং শশাস পৃথিবীমিমাম্‌ ॥ ৩৮
পুণ্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সপ্তমীস্নপনং রবিঃ।
কথয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩৯
এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং সপ্তমীস্নানমুত্তমম্‌।
সর্ব্বদুষ্টোপশমনং বালানাং পরমং হিতম্‌ ॥ ৪০
আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ
ঈশ্বরাজ্‌জ্ঞানমবিচ্ছেন্মোক্ষমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ ॥
এতন্মহাপাতকনাশনং স্যাৎ
পরং হিতং বালবিবর্দ্ধনঞ্চ।
শৃণোতি যশ্চৈনমনন্যচেতা-
স্তস্যাপি সিদ্ধিং মুনয়ো বদন্তি ॥ ৪২

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সপ্তমীব্রতং নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

বিষ্ণু, ইন্দ্র ও হুতাশন ইহাকে রক্ষা করুন এবং ইহার প্রতি সর্ব্বা বরপ্রদ হউন। গুরু এই সকল কথা বলিলে, তাঁহাকে পূজা করিবে এবং সম্ভব পক্ষে তাঁহাকে একটী কপিলা গাভী দান করিয়া পরে প্রণামান্তে বিদায় দিবে। কৃতস্নানা নারী এইবার পুত্রসহ রবি ও রুদ্রকে নমস্কারপূর্ব্বক হুতশেষ চরু ভক্ষণ করিবে এবং 'আদিত্যায় নমঃ' বলিয়া নমস্কার করিবে। এইরূপ কার্য্যই দৈব-দুর্ঘটনা, উদ্বেগ ও দুঃস্বপ্ন প্রভৃতিতে প্রশস্ত। কর্ত্তার জন্মদিন ও জন্মনক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়া শান্তির নিমিত্ত শুক্লসপ্তমী দিনে এইরূপ পূজা ও স্নানকার্য্য সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। এইরূপে পূজাকর্ত্তা মানব কখনই অবসন্ন হন না। সর্ব্বদা এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া মানব দীর্ঘায়ু হন এবং অযুত সম্বৎসর পর্য্যন্ত এই পৃথিবী শাসন করেন। সূর্য্যদেব এই পুণ্য পূত আয়ুষ্কর সপ্তমীস্নান-বিধি ব্যক্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হন। এই আমি উত্তম সপ্তমী-স্নানের সমস্ত বার্ত্তা বিবৃত করিলাম, ইহা সর্ব্ব দুষ্টের উপশম-কর এবং বালক-দিগের পরম হিতজনক। ভাস্কর সকাশে আরোগ্য, হুতাশনসমীপে ধন, ঈশ্বরসমীপে জ্ঞান এবং জনার্দ্দনের নিকট মোক্ষ ইচ্ছা করিবে। এই সপ্তমীস্নান মহাপাতক-হর, বালকদিগের আয়ুবর্দ্ধক ও পরম হিতকর। যে ব্যক্তি অনন্যমনে এই বিবরণ শ্রবণ করে, মুনিগণ বলেন,—তাহার সিদ্ধি লাভ সুনিশ্চিত। ৩৩—৪২।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৮।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।
পুরা রথন্তরে কল্পে পরিপৃষ্টো মহাত্মনা।
মন্দরস্থো মহাদেবঃ পিনাকী ব্রহ্মণা স্বয়ম্‌ ॥ ১
ব্রহ্মোবাচ।
কথমারোগ্যমৈশ্বর্য্যমনন্তমমরেশ্বর।
স্বল্পেন তপসা দেব ভবেন্মোক্ষোঽথবা নৃণাম্‌ ॥
কিমজ্ঞাতং মহাদেব ত্বৎপ্রসাদাদধোক্ষজ।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—পুরাকালে রথন্তর কল্পে স্বয়ং মহাত্মা ব্রহ্মা মন্দরস্থ পিনাকপাণি মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে অমরেশ্বর! কি করিলে লোকের আরোগ্য ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য হয়, এবং কিরূপেই বা স্বল্পমাত্র তপস্যা দ্বারা নর মোক্ষ লাভ করিতে পারে? হে মহাদেব! এমন কি আছে, যাহা

স্বল্পকেনাথ তপসা মহৎ ফলমিহোচ্যতাম্ ॥ ২

মৎস্য উবাচ।

এবং পৃষ্টঃ স বিশ্বাত্মা ব্রহ্মণা লোকভাবনঃ।
উমাপতিরুবাচেদং মনসঃ প্রীতিকারকম্ ॥ ৪

ঈশ্বর উবাচ।

অস্মাদ্রথন্তরাৎ কল্পাৎ ত্রয়োবিংশাৎ পুনর্যদা।
বারাহো ভবিতা কল্পস্তস্য মন্বন্তরে শুভে ॥ ৫
বৈবস্বতাখ্যে সঞ্জাতে সপ্তমে সপ্তলোককৃৎ।
দ্বাপরাখ্যং যুগং তদ্বদষ্টাবিংশতিমং জগুঃ ॥ ৬
তস্যান্তে স মহাদেবো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ।
ভারাবতরণার্থায় ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি ॥ ৭
দ্বৈপায়নঋষিস্তদ্বদ্রৌহিণেয়োহথ কেশবঃ।
কংসাদিদর্পমথনঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥ ৮
পুরীং দ্বারবতীং নাম সাম্প্রতং যা কুশস্থলী।
দিব্যানুভাবসংযুক্তামধিবাসায় শার্ঙ্গিণঃ।
ত্বষ্টা মমাজ্ঞয়া তদ্বৎ করিষ্যতি জগৎপতেঃ ॥৯
তস্যাং কদাচিদাসীনঃ সভায়ামমিতদ্যুতিঃ।
ভার্য্যাভির্বৃষ্ণিভিশ্চৈব ভূভৃদ্ভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥১০
কুরুভির্দেবগন্ধর্ব্বৈরভিতঃ কৈটভার্দ্দনঃ।
প্রবৃত্তাসু পুরাণাসু ধর্ম্মসম্বর্দ্ধিনীষু চ ॥ ১১
কথান্তে ভীমসেনেন পরিপৃষ্টঃ প্রতাপবান্।
ত্বয়া পৃষ্টস্য ধর্ম্মস্য রহস্যস্যাস্য ভেদকৃৎ ॥ ১২
ভবিতা স তদা ব্রহ্মন্ কর্ত্তা চৈব বৃকোদরঃ।
প্রবর্ত্তকোহস্য ধর্ম্মস্য পাণ্ডুপুত্রো মহাবলঃ ॥ ১৩
যস্য তীক্ষ্ণো বৃকো নাম জঠরে হব্যবাহনঃ।
ময়া দত্তঃ স ধর্ম্মাত্মা তেন চাসৌ বৃকোদরঃ ॥
মতিমান্ দানশীলশ্চ নাগাযুতবলো মহান্।
ভবিষ্যত্যজরঃ * শ্রীমান্ কন্দর্প ইব রূপবান্ ॥
ধার্ম্মিকস্যাপ্যশক্তস্য তীব্রাগ্নিত্বাদুপোষণে।
ইদং ব্রতমশেষাণাং ব্রতানামধিকং যতঃ ॥ ১৬

ভবৎপ্রসাদে অবিজ্ঞাত থাকিতে পারে? যাহা হউক, আপনি অল্প তপস্যায় মহাফল প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করিয়া বলুন। মৎস্য কহিলেন,—সেই বিশ্বাত্মা লোকভাবন উমাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইয়া এই মনঃ-প্রীতিকর কথা কহিতে লাগিলেন। ঈশ্বর বলিলেন,—এই রথন্তরাখ্য ত্রয়োবিংশ কল্পের পর পুনরায় যখন বারাহ কল্প হইবে, সেই কল্পের বৈবস্বতাখ্য সপ্তম মন্বন্তর উপস্থিত হইলে তাহার যে অষ্টাবিংশতিতম যুগ আসিবে, সেই যুগ দ্বাপরাখ্যায় অভিহিত হইবে। সেই যুগের শেষভাগে সপ্তলোককর্ত্তা মহাদেব, বাসুদেব, জনার্দ্দন ভূভারহরণের জন্য দ্বৈপায়ন, রৌহিণেয়, ও কেশব এই ত্রিধা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবেন। সেই বিষ্ণু কংসাদির দর্প দলন করিয়া সকলের ক্লেশাপনয়ন করিবেন। তাঁহার পুরীর নাম দ্বারবতী; উহার বর্ত্তমান নাম কুশস্থলী। জগৎপতি শার্ঙ্গপাণির বাসের নিমিত্ত আমার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক ঐ পুরী নির্ম্মিত হইবে। তাদৃশ ভবিষ্যৎ পুরীতে সভামধ্যে একদা সেই ভাবী অবতার অমিতদ্যুতি কেশব সমাসীন হইবেন। তাঁহার চারিদিকে তদীয় প্রিয়তমা ভার্য্যাগণ, বৃষ্ণিগণ, ভূরিদক্ষিণান্বিত ভূভুজগণ, কৌরবগণ, এবং দেব ও গন্ধর্ব্বগণ উপবেশন করিবেন। এই সময় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা পুরাণপ্রস্তাব প্রবৃত্ত হইলে, অনেক কথার পর ভীমসেন সেই প্রতাপবান্ বিষ্ণুকে প্রশ্ন করিবেন। তুমি যে এই ধর্ম্মরহস্য জিজ্ঞাসা করিলে, ভীমসেন প্রশ্ন করিয়া এই রহস্যেরই ভেদকর্ত্তা হইবেন। হে ব্রহ্মন! মহাবল বৃকোদর পাণ্ডুপুত্রই তৎকালে এই ধর্ম্ম প্রস্তাবের প্রবর্ত্তক হইবেন। ১—১৪। ঐ ভীমের উদরেই বৃকনামক তীক্ষ্ণ হব্যবাহন বিরাজমান। সেই বৃক বহ্নি আমিই প্রদান করিব; তাই ঐ ধর্ম্মাত্মা বৃকোদর আখ্যায় অভিহিত হইবেন। ভীমসেন দানশীল মতিমান্ নাগাযুতবলশালী মহান্ শ্রীমান্ এবং কন্দর্পবৎ রূপবান হইবেন। তিনি ধার্ম্মিক হইয়াও তীব্র জঠরাগ্নি নিবন্ধন উপবাসে অক্ষম হইবেন।

* অগ্রজা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ

কথয়ষ্যিতি বিশ্বাত্মা বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ।
অশেষযজ্ঞফলদমশেষাঘবিনাশনম্ ॥ ১৭
অশেষদুষ্টশমনমশেষসুরপূজিতম্।
পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
ভবিষ্যঞ্চ ভবিষ্যাণাং পুরাণানাং পুরাতনম্ ॥
বাসুদেব উবাচ।
যদ্যষ্টমী-চতুর্দ্দশ্যোর্দ্বাদশীম্বথ ভারত।
অন্যেম্বপি দিনর্ক্ষেষু ন শক্তস্ত্বমুপোষিতুম্ ॥ ১
ততঃ পুণ্যাং তিথিমিমাং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্।
উপোষ্য বিধিনানেন গচ্ছ বিষ্ণোঃ পরং পদম্
মাঘমাসস্য দশমী যদা শুক্লা ভবেৎ তদা।
ঘৃতেনাভ্যঞ্জনং কৃত্বা তিলৈঃ স্নানং সমাচরেঃ॥
তথৈব বিষ্ণুমভ্যর্চ্চ্য নমো নারায়ণেতি চ।
কৃষ্ণায় পাদৌ সম্পূজ্য শিরঃ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥
বৈকুণ্ঠায়েতি বৈ কণ্ঠমুরঃ শ্রীবৎসধারিণে।
শঙ্খিনে চক্রিণে তদ্বদ্গদিনে বরদায় বৈ।
সর্ব্বে নারায়ণস্যৈব সম্পূজ্যা বাহবঃ ক্রমাৎ ॥
দামোদরায়েত্যুদরং মেঢ্রং পঞ্চশরায় বৈ।
উরূ সৌভাগ্যনাথায় জানুনী ভূতধারিণে ॥২৪
নমো নীলায় বৈ জঙ্ঘে পাদৌ বিশ্বসৃজে নমঃ
নমো দেব্যৈ নমঃ শান্ত্যৈ নমো লক্ষ্ম্যৈ নমঃ শ্রিয়ৈ
নমঃ পুষ্ট্যৈ নমস্তুষ্ট্যৈ ধৃষ্ট্যৈ হৃষ্ট্যৈ নমো নমঃ।
নমো বিহঙ্গনাথায় বায়ুবেগায় পক্ষিণে।
বিষপ্রমাথিনে নিত্যং গরুড়ঞ্চাভিপূজয়েৎ ॥ ২৬
এবং সম্পূজ্য গোবিন্দমুমাপতি-বিনায়কৌ।
গন্ধৈর্মাল্যৈস্তথা ধূপৈর্ভক্ষ্যৈর্নানাবিধৈরপি ॥ ২৭
গব্যেন পয়সা সিদ্ধং কৃসরামথ বাগ্যতঃ।
সর্পিষা সহ ভুক্ত্বা চ গত্বা শতপদং বুধঃ ॥ ২৮
নৈয়গ্রোধং দন্তকাষ্ঠমথবা খাদিরং বুধঃ।
গৃহীত্বা ধাবয়েদ্দন্তানাচান্তঃ প্রাগুদঙ্মুখঃ॥ ২৯
ক্রয়াৎ সায়ন্তনীং কৃত্বা সন্ধ্যামস্তমিতে রবৌ।
নমো নারায়ণায়েতি ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৩০
একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য চ কেশবম্।

সেইজন্য জগদ্গুরু বিশ্বাত্মা বাসুদেব নিখিল ব্রতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অশেষ যজ্ঞফলপ্রদ, অশেষ দুরিতাপহ, অশেষ দুষ্টদলন, অশেষ সুরপূজিত পবিত্রের পবিত্র, মঙ্গলের মঙ্গল, ভবিষ্যের ভবিষ্য এবং পুরাণেরও পুরাতন এই এক ব্রতবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিবেন। তখন তাঁহাকে বাসুদেব এইরূপ কহিবেন,— হে ভারত! যদি অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, দ্বাদশী এবং অন্যান্য দিন ও নক্ষত্রে তুমি উপবাস করিতে অক্ষম হও, তাহা হইলে এই এক মাত্র পাপপ্রণাশিনী পুণ্য তিথিতে বিধিমত উপবাস করিয়া তুমি বিষ্ণুর পরম পদ লাভ কর। এই তিথি—মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় দশমী। উক্ত দশমীদিবসে ঘৃত দ্বারা অভ্যঞ্জন করিয়া তিল দ্বারা স্নানকার্য্য সমাধা কর এবং 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিয়া তদীয় পাদদ্বয়ে 'কৃষ্ণায়' মস্তকে 'সর্ব্বাত্মনে' কণ্ঠে 'বৈকুণ্ঠায়' বক্ষে 'শ্রীবৎসধারিণে' বাহুচতুষ্টয়ে 'শঙ্খিনে' 'চক্রিণে' 'গদিনে' 'বরদায়' উদরে 'দামোদরায়' মেঢ্রে 'পঞ্চশরায়' উরুদেশে 'সৌভাগ্যনাথায়' জানুদ্বয়ে 'ভূতধারিণে' জঙ্ঘাযুগ্মে 'নীলায়' এবং পাদতলে 'বিশ্বসৃজে নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে। তৎপরে 'দেব্যৈ' 'শান্ত্যৈ' 'লক্ষ্ম্যৈ' 'শ্রিয়ৈ' 'পুষ্ট্যৈ' 'তুষ্ট্যৈ' 'ধৃষ্ট্যৈ' এবং 'হৃষ্ট্যৈ নমঃ' বলিয়া পূজা করিতে হইবে। পরে বায়ুবেগী বিহঙ্গমনাথ বিষপ্রমাথী পক্ষিবর গরুড়কে নমস্কার' এই বলিয়া গরুড়কে পূজা করিবে। এইরূপে গোবিন্দকে পূজা করিয়া গন্ধমাল্য, ধূপ ও নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা উমাপতি ও বিনায়ককে পূজা করিবে। অনন্তর বাগ্যত হইয়া গব্যদুগ্ধ সহযোগে কৃসরা পাক করিয়া ঘৃতের সহিত ভোজনপূর্ব্বক বিজ্ঞ জন শত পদ মাত্র গমন করিবেন। ১৫-২৯। আচমনান্তে উদঙ্মুখ হইয়া নৈয়গ্রোধ বা খাদির দন্তকাষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক দন্ত ধাবন করিবেন। অনন্তর দিনকর অস্তমিত হইলে সায়ংসন্ধ্যা সম্পাদনপূর্ব্বক বলিবেন— 'নমো নারায়ণায়'—নারায়ণ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। পরদিন একাদশী দিনে কেশবকে অর্চ্চনান্তে উপবাস করিয়া

রাত্রিঞ্চ সকলাং স্থিত্বা স্নানঞ্চ পয়সা তথা। ৩১
সর্পিষা চাপি দহনং হুত্বা ব্রাহ্মণপুঙ্গবৈঃ।
সহৈব পুণ্ডরীকাক্ষং দ্বাদশ্যাং ক্ষীরভোজনম্॥
করিষ্যামি যতাত্মাহং নির্ব্বিঘ্নেনাস্তু তচ্চ মে।
এবমুক্ত্বা স্বপেদ্ভূমাবিতিহাসকথাং পুনঃ॥ ৩৩
শ্রুত্বা প্রভাতে সঞ্জাতে নদীং গত্বা বিশাংপতে
স্নানং কৃত্বা মৃদা তদ্বৎ পাষণ্ডানভিবর্জ্জয়েৎ॥ ৩৪
উপাস্য সন্ধ্যাং বিধিবৎ কৃত্বা চ পিতৃতর্পণম্।
প্রণম্য চ হৃষীকেশং সপ্তলোকৈকমীশ্বরম্॥৩৫
গৃহস্য পুরতো ভক্ত্যা মণ্ডপং কারয়েদ্বুধঃ।
দশহস্তমথাষ্টৌ বা করান্ কুর্য্যাদ্বিশাংপতে॥৩৬
চতুর্হস্তপ্রমাণঞ্চ বিন্যসেৎ তত্র তোরণম্॥ ৩৭
আরোপ্য কলশং তত্র দিক্পালান্ পূজয়েৎ ততঃ
ছিদ্রেণ জলসম্পূর্ণমত্র কৃষ্ণাজিনস্থিতঃ।
তস্য ধারাঞ্চ শিরসা ধারয়েৎ সকলাং নিশাম্

সমস্ত রাত্রি যাপনপূর্ব্বক প্রভাতে জলদ্বারা স্নান করিয়া ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে হোম করিব এবং "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি যতাত্মা হইয়া প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণের সহিত ক্ষীর ভোজন করিব। ভবৎপ্রসাদে আমার সে কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হউক।" এই কথা কহিয়া ভূশয্যায় নিদ্রা যাইবে। পরে প্রভাত হইলে ইতিহাস-কথা শ্রবণ করিয়া নদীজলে গিয়া মৃত্তিকালেপনান্তে স্নান করিবে। এই সময় পাষণ্ডদিগের সংসর্গ বর্জ্জন করিবে। অনন্তর যথাবিধি সন্ধ্যা উপাসনা পিতৃতর্পণ সমাধা করিয়া সপ্তলোকেশ্বর হৃষীকেশকে প্রণামান্তে গৃহের পুরোভাগে শ্রদ্ধার সহিত এক মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। দশ বা অষ্ট হস্ত উহার পরিমাণ হইবে। ঐ মণ্ডপের মধ্যে এক চতুর্হস্ত-পরিমিত বেদী নির্ম্মাণ করিবে। চারিহস্ত-পরিমিত একটী তোরণ বিন্যস্ত করিতে হইবে। একটী কুম্ভ আরোপণ করিয়া তাহাতে দিক্পালদিগকে অর্চ্চনা করিবে। ঐ কুম্ভ সচ্ছিদ্র ও জলপূর্ণ হইবে। পরে কৃষ্ণাজিনে অবস্থান করিয়া সমস্ত রাত্রি কুম্ভের নিঃসৃত

তথৈব বিষ্ণোঃ শিরসি ক্ষীরধারাং প্রপাতয়েৎ
অরত্নিমাত্রং কুণ্ডঞ্চ কুর্য্যাৎ তত্র ত্রিমেখলম্॥৩৯
যোনিবক্ত্রঞ্চ তৎ কৃত্বা ব্রাহ্মণৈঃ পয়-সর্পিষী।
তিলাংশ্চ বিষ্ণুদৈবত্যৈর্মন্ত্রৈরেকাগ্নিবৎ তদা॥
হুত্বা চ বৈষ্ণবং সম্যক্ চরুং গোক্ষীরসংযুতম্।
নিষ্পাবার্দ্ধপ্রমাণাং বৈ ধারামাজ্যস্য পাতয়েৎ॥
জলকুম্ভান্ মহাবীর্য্য স্থাপয়িত্বা ত্রয়োদশ।
ভক্ষ্যৈর্নানাবিধৈর্যুক্তান্ সিতবস্ত্রৈরলঙ্কৃতান্॥৪২
যুক্তানৌড়ুম্বরৈঃ পাত্রৈঃ পঞ্চরত্নসমন্বিতান্।
চতুর্ভির্বহ্বৃচৈর্হোমস্তত্র কার্য্য উদঙ্মুখৈঃ॥ ৪৩
রুদ্রজাপশ্চতুর্ভিশ্চ যজুর্ব্বেদপরায়ণৈঃ।
বৈষ্ণবানি তু সামানি চতুরঃ সামবেদিনঃ।
অরিষ্টবর্গসহিতান্যভিতঃ পরিপাঠয়েৎ॥ ৪৪
এবং দ্বাদশ তান্ বিপ্রান্ বস্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ
পূজয়েদঙ্গুলীয়ৈশ্চ কটকৈর্হেমসূত্রকৈঃ॥ ৪৫
বাসোভিঃ শয়নীয়ৈশ্চ বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
এবং ক্ষপাতিবাহ্যা চ গীতমঙ্গলনিস্বনৈঃ॥ ৪৬

জলধারা মস্তকে ধারণ করিবে। এইরূপে বিষ্ণুর মস্তকেও ক্ষীরধারা পাতিত করিবে। একটী কুণ্ড করিতে হইবে। উহা অরত্নমাত্র ও ত্রিমেখলান্বিত হইবে। উহার যোনিবক্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বিষ্ণুদৈবত মন্ত্র দ্বারা একাগ্নি যজ্ঞের ক্রমানুসারে তিল এবং গোক্ষীরযুত সুস্ফুট বৈষ্ণব চরু হোম করিয়া অগ্নিতে নিষ্পাবের অর্দ্ধপরিমিত ঘৃতধারা পাতিত করিবে। ৩০-৪১। হে মহাবীর্য্য! একে একে ত্রয়োদশটী জলকুম্ভ স্থাপন করিবে। ঐ সকল কুম্ভ নানাবিধ ভক্ষ্য বস্তু-সমন্বিত, শুক্লবস্ত্রে সুশোভিত এবং বিবিধ উডুম্বরপাত্রে ও পঞ্চরত্নে অন্বিত হইবে। তখন চারিজন ব্রাহ্মণ উদঙ্মুখ হইয়া হোম করিবেন। চারিজন যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ রুদ্রাধ্যায় জপ করিবেন এবং চারিজন সামবেদী ব্রাহ্মণ অরিষ্টবর্গ সহ চারিদিক্ হইতে বৈষ্ণব সাম সকল গান করিবেন। অনন্তর উক্ত দ্বাদশজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বস্ত্র, মাল্য, অনুলেপন, অঙ্গুরীয়, বলয়, হেমসূত্র, বসন ও শয্যাদানে

উপাধ্যায়স্থ চ পুনর্দ্বিগুণং সর্ব্বমেব তু।
ততঃ প্রভাতে বিমলে সমুত্থায় ত্রয়োদশ ॥ ৪৭
গা বৈ দদ্যাৎ কুরুশ্রেষ্ঠ সৌবর্ণমুখসংযুতাঃ।
পয়স্বিন্যঃ শীলবত্যঃ কাংস্যদোহসমন্বিতাঃ ॥ ৪৮
রৌপ্যখুরাঃ সবস্ত্রাশ্চ চন্দনেনাভিষেচিতাঃ।
তাশ্চ তেষাং ততো ভক্ত্যা ভক্ষ্যভোজ্যান্ন-তর্পিতান্ ॥ ৪৯
কৃত্বা বৈ ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বানন্নৈর্নানাবিধৈস্তথা।
ভুক্ত্বা চাক্ষারলবণমাত্মনা চ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৫০
অনুগম্য পদান্যষ্টৌ পুত্র-ভার্য্যাসমন্বিতঃ।
প্রীয়তামত্র দেবেশঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥ ৫১
শিবস্য হৃদয়ে বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ে শিবঃ।
যথান্তরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তি চায়ুষঃ ॥ ৫২
এবমুচ্চার্য্য তান্ কুম্ভান্ গাশ্চৈব শয়নানি চ।
বাসাংসি চৈব সর্ব্বেষাং গৃহাণি প্রাপয়েদ্‌বুধঃ ॥
অভাবে বহুশয্যানামেকামপি সুসংস্কৃতাম্।
শয্যাং দদ্যাদ্দ্বিজাতেশ্চ সর্ব্বোপস্করসংযুতাম্ ॥
ইতিহাসপুরাণানি বাচয়িত্বাতিবাহয়েৎ।
তদ্দিনং নরশার্দ্দূল য ইচ্ছেদ্বিপুলাং শ্রিয়ম্ ॥ ৫৫
তস্মাৎ ত্বং সত্ত্বমালম্ব্য ভীমসেন বিমৎসরঃ।
কুরু ব্রতমিদং সম্যক্ স্নেহাৎ তব ময়েরিতম্ ॥
ত্বয়া কৃতমিদং বীর ত্বন্নামাখ্যং ভবষ্যতি।
সা ভীমদ্বাদশী হ্যেষা সর্ব্বপাপহরা শুভা।
যা তু কল্যাণিনী নাম পুরা কল্পেষু পঠ্যতে ॥

ত্বমাদিকর্ত্তা ভব সৌকরেঽস্মিন্
কল্পে মহাবীরবরপ্রধান।
যস্যাঃ স্মরন্ কীর্ত্তনমপ্যশেষং
বিনষ্টপাপস্ত্রিদশাধিপঃ স্যাৎ ॥ ৫৮
কৃত্বা চ যামপ্সরসামধীশা
বেশ্যা কৃতা হ্যন্যভবান্তরেষু।
আভীরকন্যাতিকুতূহলেন
সৈবোর্ব্বশী সম্প্রতি নাকপৃষ্ঠে ॥ ৫৯

পূজা করিবে; বিত্তশাঠ্য করিবে না। এই-রূপে গীত ও মঙ্গলধ্বনি সহকারে সেই রাত্রি যাপন করিবে। অনন্তর উপাধ্যায়কে দ্বিগুণ দানীয় দ্রব্য দান করিতে হইবে। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! পরে বিমল প্রভাতকালে গাত্রোত্থান করিয়া সুবর্ণবক্ত্র, কাংস্য-দোহান্বিত, চন্দনচর্চ্চিত, রৌপ্যক্ষুরময়ী পয়স্বিনী শীলবতী ত্রয়োদশটী গাভী প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণদিগকে নানা ভক্ষ্য, ভোজ্য ও বিবিধ অন্নে পরিতৃপ্ত করিয়া ভক্তির সহিত ঐ গাভীগুলি তাঁহাদিগকে দান করিতে হয়। নিজে অক্ষারলবণ ভোজন করিয়া পরে ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিবে। ভার্য্যা ও পুত্র সহ অষ্টপদ যাবৎ তাঁহাদিগের অনুগমন করিয়া পরে 'দেবেশ ক্লেশনাশন কেশব প্রীত হউন।' এই কথা বলিয়া, শিবের হৃদয়ে বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর হৃদয়ে শিব, আমি যেমন ইহার অন্যথা দর্শন করি না, আমার ঈদৃশ স্থির ধারণার ফলে মদীয় আয়ু মঙ্গলময় হউক। এই বাণী উচ্চারণ করিয়া সেই সকল কুম্ভ, গাভী, শয্যা ও বস্ত্র, ব্রতী ব্রাহ্মণদিগের গৃহে গৃহে পৌঁছাইয়া দিবে। বহু শয্যার অভাবে এক প্রস্থ মাত্র সুসংস্কৃত সর্ব্ব উপস্করযুত শয্যা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। হে নরবর! যিনি বিপুল লক্ষ্মী লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ইতিহাস ও পুরাণালোচনায় ঐ দিবস অতিবাহিত করিবেন। তাই বলিতেছি, হে ভীমসেন! আমি তোমার প্রতি স্নেহ বশতঃ এই যে ব্রতবার্ত্তা বলিলাম, তুমি মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া সত্ত্বাবলম্বন-পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে ইহা আচরণ কর, ত্বৎকৃত এই ব্রত তোমার নামেই প্রখ্যাত হইবে। ইহা সর্ব্বপাপহরা শুভা ভীমদ্বাদশী নামে পরিচিতা হইবে। পুরাকল্পে এই দ্বাদশী কল্যাণিনী নামে কীর্ত্তিত হইত।৪২—৫৭। হে মহাবীর প্রধান! এই বরাহ কল্পে তুমি এই দ্বাদশী তিথির অশেষ বিবরণ স্মরণ করিয়া আদিকর্ত্তা হও। অনন্তর নিষ্পাপ হইয়া সুরাধিপতি হইতে পারিবে। কোন আভীরকন্যা কুতূহলবশে জন্মান্তরে এই ব্রত করিয়াছিল; সেই জন্য সে সম্প্রতি

জাতাথবা বৈশ্যকুলোদ্ভবাপি
পুলোমকন্যা পুরুহূতপত্নী।
তত্রাপি তস্যাঃ পরিচারিকেয়ং
মম প্রিয়া সম্প্রতি সত্যভামা॥ ৬০
স্নাতঃ পুরা মণ্ডলমেষ তদ্বৎ
তেজোময়ং বেদশরীরমাপ।
অস্যাঞ্চ কল্যাণতিথৌ বিবস্বান্
সহস্রধারেণ সহস্ররশ্মিঃ॥ ৬১
ইদমেব কৃতং মহেন্দ্রমুখ্যৈ-
র্বসুভির্দেবসুরারিভিস্তথা তু।
ফলমস্য ন শক্যতেঽভিবক্তুং
যদি জিহ্বাযুতকোটয়ো মুখে স্যুঃ॥ ৬২
কলিকলুষবিদারিণীমনন্তা-
মিতি কথয়িষ্যতি যাদবেন্দ্রসূনুঃ।
অপি নরকগতান্ পিতৄনশেষা-
নলমুদ্ধর্ত্তুমিহৈব যঃ করোতি॥ ৬৩
য ইদমঘবিদারণং শৃণোতি ভক্ত্যা
পরিপঠতীহ পরোপকারহেতোঃ।
তিথিমিহ সকলার্থভাঙ্ নরেন্দ্র-
স্তব চতুরাননসাম্যতামুপৈতি॥ ৬৪
কল্যাণিনী নাম পুরা বভূব
যা দ্বাদশী মাঘদিনেষু পূজ্যা।
সা পাণ্ডুপুত্রেণ কৃতা ভবিষ্য-
ত্যনন্তপুণ্যানঘ ভীমপূর্ব্বা॥ ৬৫
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ভীমদ্বাদশীব্রতং
নামৈকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৯

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
বর্ণাশ্রমাণাং প্রভবঃ পুরাণেষু ময়া শ্রুতঃ।
সদাচারস্য ভগবন্ ধর্ম্মশাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ।
পণ্যস্ত্রীণাং সদাচারং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥১
ঈশ্বর উবাচ।
তস্মিন্নেব যুগে ব্রহ্মন্ সহস্রাণি তু ষোড়শ।

অপ্সরঃপ্রধানা স্বর্গ-বেশ্যা উর্ব্বশী হইয়া নাক-বিরাজ করিতেছে। এই ব্রতপ্রভাবে কোন এক বৈশ্যকুলোৎপন্না রমণী পরে পুলোমনন্দিনী হইয়া ইন্দ্রকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ বৈশ্যকন্যার যে পরিচারিকা ছিল, সেও সম্প্রতি আমার প্রিয়তমা সত্যভামা হইয়াছে। পুরাকালে ঐ মণ্ডলাকার মার্ত্তণ্ড দেব উক্ত কল্যাণ তিথিতে স্নান করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে উনি তেজোময় বেদবপুঃ প্রাপ্ত হইয়া অধুনা সহস্ররশ্মি বিবস্বান্ হইয়াছেন। মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, বসুগণ, ও অসুরগণ অনেকেই এই ব্রত করিয়াছেন। আমার মুখে যদি অযুতকোটি জিহ্বাও হয়, তথাপি আমি এই ব্রতের ফল বর্ণন করিতে অক্ষম। যাদবেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কলিকলুষ-হারিণী পাবনী তিথিবার্ত্তা ভীমসেনসমীপে ব্যক্ত করিবেন। যিনি এই তিথিনির্দ্দিষ্ট ব্রতাচরণ করেন, তিনি নরকনিমগ্ন অনন্ত পিতৃ-পুরুষদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এই পাপহর তিথি-বিবরণ শ্রবণ করে, কিংবা পরোপকারার্থ পাঠ করে, তাহার সর্ব্ব অর্থ লাভ হয়। এমন কি, হে নরেন্দ্র! ঐ ব্যক্তি ব্রহ্ম-সাম্যও লাভ করিতে পারে। পুরাকালে যে মাঘদ্বাদশী কল্যাণিনী নামে পরিচিতা হইয়া পূজিত হইত, তাহা মধ্যম পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া অনন্ত পুণ্যজনক ভীমদ্বাদশী নামে বিখ্যাত হইবে। ৫৮—৬৫।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৯।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ভগবন্! পুরাণে আমি বর্ণাশ্রমসমূহ ও সদাচারের ধর্ম্মশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে পণ্যস্ত্রীদিগের সদাচার-বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। ঈশ্বর কহিলেন,—হে কমলজ! পূর্ব্বে যে যুগের বিষয় উল্লেখ

বাসুদেবস্য নারীণাং ভবিষ্যন্ত্যম্বুজোদ্ভব ॥ ২
তাভির্বসন্তসময়ে কোকিলালিকুলাকুলে ।
পুষ্পিতে পবনোৎফুল্ল-কহ্লারসরসস্তটে ॥ ৩
নির্ভরাপানগোষ্ঠীষু প্রসক্তাভিরলঙ্কৃতঃ ।
কুরঙ্গনয়নঃ শ্রীমান্ মালতীকৃতশেখরঃ ॥ ৪
গচ্ছন্ সমীপমার্গেণ সাম্বঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
সাক্ষাৎ কন্দর্পো রূপেণ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ ॥ ৫
অনঙ্গশরতপ্তাভিঃ সাভিলাষমবেক্ষিতঃ ।
প্রবৃদ্ধো মন্মথস্তাসাং ভবিষ্যতি যদাত্মনি ॥ ৬
তদাবেক্ষ্য জগন্নাথঃ সর্ব্বতো ধ্যানচক্ষুষা ।
শাপং বক্ষ্যতি তাঃ সর্ব্বা বো হরিষ্যন্তি দস্যবঃ
মৎপরোক্ষং যতঃ কাম-লৌল্যাদীদৃগ্বিধং কৃতম্
ততঃ প্রসাদিতো দেব ইদং বক্ষ্যতি শার্ঙ্গভৃৎ ।
তাভিঃ শাপাভিতপ্তাভির্ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥
উত্তারভূতং দাসত্বং সমুদ্রাদ্ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ।
উপদেক্ষ্যত্যনন্তাত্মা ভাবিকল্যাণকারকম্ ॥ ৯
ভবতীনামৃষির্দাল্ভ্যো যদ্ব্রতং কথয়িষ্যতি ।
তদেবোত্তারণায়ালং দাসত্বেঽপি ভবিষ্যতি ।
ইত্যুক্ত্বা তাঃ পরিষ্বজ্য গতো দ্বারবতীশ্বরঃ ॥১০
ততঃ কালেন মহতা ভারাবতরণে কৃতে ।
নিবৃত্তে মৌষলে তদ্বৎ কেশবে দিবমাগতে ॥১১
শূন্যে যদুকুলে সর্ব্বৈশ্চৌরৈরপি জিতেঽর্জ্জুনে
হৃতাসু কৃষ্ণপত্নীষু দাসভোগ্যাসু চাম্বুধৌ ॥ ১২
তিষ্ঠন্তীষু চ দৌর্গত্য-সন্তপ্তাসু চতুর্ম্মুখ ।
আগমিষ্যতি যোগাত্মা দাল্ভ্যো নাম মহাতপাঃ
তাস্তমর্ঘ্যেণ সম্পূজ্য প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ ।
লালপ্যমানা বহুশো বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণাঃ ॥১৪
স্মরন্ত্যো বিপুলান্ ভোগান্ দিব্যমাল্যানুলেপনম্

করিয়াছি, ঐ যুগে বাসুদেবের ষোড়শ সহস্র রমণী হইবেন। একদা বসন্ত সময়ে কোকিল-কুলের কলকলালাপে মুখরিত, কুসুমিত ও পবনান্দোলিত উৎফুল্ল কহ্লারকুলে সুশোভিত—সরোবরতটে বাসিয়া ঐ সকল কৃষ্ণকামিনীরা সম্মিলিতভাবে একান্ত পানাসক্ত হইলে ঐ সময় তাহাদিগের সমীপস্থ পথ দিয়া কুরঙ্গনয়ন শ্রীমান্ শাম্ব মালতীমালায় মস্তক মণ্ডিত করিয়া—দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত ও রূপে যেন সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় সুশোভিত হইয়া গমন করিবেন। তখন কৃষ্ণললনাগণ অনঙ্গশরে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার প্রতি সাভিলাষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবেন। তাঁহাদের হৃদয়ে মন্মথাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে। জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ ধ্যাননেত্রে তাঁহাদিগের সেই স্মরবিকৃত ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ অভিসম্পাত করিবেন যে, আমার অপ্রত্যক্ষে তোমরা যখন কাম-লোলতা নিবন্ধন ঈদৃশ অসঙ্গতাচরণ করিয়াছ, তখন দস্যুগণ তোমাদিগকে হরণ করিয়া লইবে। তখন সেই শাপগ্রস্ত সন্তপ্ত কৃষ্ণমহিষীরা সেই ভূতভাবন ভগবান্ শার্ঙ্গপাণির প্রসন্নতা উৎপাদন করিবেন; তাহাতে তিনি বলিবেন—ব্রাহ্মণপ্রিয় অনন্তাত্মা দাল্ভ্যঋষি—দাসত্বসাগর হইতে তোমাদের উদ্ধারের উপায়স্বরূপ ভাবী কল্যাণকর এক ব্রত উপদেশ দিবেন; সেই ব্রতই তোমাদিগকে দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে। এই কথা কহিয়া দ্বারকানাথ তাহাদিগকে আলিঙ্গনান্তে অন্তর্দ্ধান করিলেন।১—১০। অনন্তর বহুকাল পরে ভারাবতরণ কার্য্য সমাপ্ত হইবে। মুষলজনিত সংহার ঘটিবে। কেশব স্বর্গে যাইবেন। যদুকুল শূন্য হইবে। চোরগণ অর্জ্জুনের ন্যায় বীরকেও জয় করিয়া কৃষ্ণকামিনীদিগকে হরণ করিয়া লইবে। দস্যুগণ জলধিপ্রান্তে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে সম্ভোগ করিবে। হে চতুর্ম্মুখ! তাহারা এইরূপ দুরবস্থায় সন্তপ্ত হইয়া অবস্থান করিলে, একদা যোগাত্মা মহাতপা দাল্ভ্যমুনি তথায় আগমন করিবেন। তখন সেই সকল কৃষ্ণকামিনীরা অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহাকে পূজা ও বার বার প্রণাম করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদের সেই সেই পূর্ব্বতন বিপুল ভোগ সকল, সেই সেই দিব্য দিব্য মাল্যা-

ভর্ত্তারং জগতামীশমনন্তমপরাজিতম্ ॥ ১৫
দিব্যভাবাং তাঞ্চ পুরীং নানারত্নগৃহাণি চ।
দ্বারকাবাসিনঃ সর্ব্বান্ দেবরূপান্ কুমারকান্।
প্রশ্নমেবং করিষ্যন্তি মুনেরভিমুখং স্থিতাঃ ॥১৬
স্ত্রিয় ঊচুঃ।
দস্যুভির্ভগবন্ সর্ব্বাঃ পরিভুক্তা বয়ং বলাৎ।
স্বধর্ম্মাচ্চ্যবতেঽস্মাকমস্মিন্ নঃ শরণং ভব ॥১৭
আদিষ্টোঽসি পুরা ব্রহ্মন্ কেশবেন চ ধীমতা।
কস্মাদীশেন সংযোগং প্রাপ্য বেশ্যাত্বমাগতাঃ
বেশ্যানামপি যো ধর্ম্মস্তন্নো ব্রূহি তপোধন।
কথয়িষ্যত্যতস্তাসাং স দাল্‌ভ্যশ্চৈকিতায়নঃ ॥
দাল্‌ভ্য উবাচ।
জলক্রীড়াবিহারেষু পুরা সরসি মানসে।
ভবতীনাঞ্চ সর্ব্বাসাং * নারদোঽভ্যাসমাগতঃ
হুতাশনসুতাঃ সর্ব্বা ভবন্ত্যোঽপ্সরসঃ পুরা।
অপ্রণম্যাবলেপেন পরিপৃষ্টঃ স যোগবিৎ।
কথং নারায়ণোঽস্মাকং ভর্ত্তা স্যাদিত্যুপাদিশ
তস্মাদ্বরপ্রদানং বঃ শাপশ্চায়মভূৎ পুরা।
শয্যাদ্বয়প্রদানেন মধু-মাধবমাসয়োঃ ॥ ২২
সুবর্ণোপস্করোৎসর্গাদ্দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষতঃ।
ভর্ত্তা নারায়ণো নূনং ভবিষ্যত্যন্যজন্মনি ॥ ২৩
যদকৃত্বা প্রণামং মে রূপ-সৌভাগ্যমৎসরাৎ।
পরিপৃষ্টোঽস্মি তেনাশু বিয়োগো বো ভবিষ্যতি
চৌরৈরপহৃতাঃ সর্ব্বা বেশ্যাত্বং সমবাপ্স্যথ ॥২৪
এবং নারদশাপেন কেশবস্য চ ধীমতঃ।
বেশ্যাত্বমাগতাঃ সর্ব্বা ভবন্ত্যঃ কামমোহিতাঃ।
ইদানীমপি যদ্বক্ষ্যে তচ্ছৃণুধ্বং বরাঙ্গনাঃ ॥ ২৫
দাল্‌ভ্য উবাচ।
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে হতেষু শতশঃ সুরৈঃ।

সুলেপন, সেই অনন্ত অপরাজিত জগৎপতি ভর্ত্তা, সেই স্বর্গীয় পুরী দ্বারকা, সেই সেই নানারত্নখচিত গৃহশ্রেণী, এবং সেই সেই দ্বারকাবাসী দিব্য দিব্য কুমারদিগকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঋষির সম্মুখে আসিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিবেন যে,হে ভগবন্! দস্যুদল আমাদিগকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করিয়াছে। আমরা স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাদের শরণ হউন। পুরাকালে ধীমান্ কেশব আপনাকেই আমাদের উদ্ধারের উপায় বলিতে আদেশ করিয়াছিলেন। অতএব হে তপোধন! আমরা কি জন্য ঈশ্বর সহ সংযোগপ্রাপ্ত হইয়াও বেশ্যা হইলাম! বেশ্যাদিগের ধর্ম্মই বা কি? আপনি তাহা বলুন। অনন্তর দাল্‌ভ্যঋষি তাঁহাদিগকে বলিবেন,—তোমরা পূর্ব্বে হুতাশননন্দিনী সপ্ত অপ্সরা ছিলে। একদা মানসসরোবরে তোমরা জলক্রীড়ায় নিরত হইলে, তখন নারদ তোমাদের নিকট আসিয়াছিলেন। তোমরা সকলে গর্ব্বভরে তাঁহাকে প্রণাম না করিয়াই জিজ্ঞাসিয়াছিলে যে, কি করিলে নারায়ণদেব আমাদের ভর্ত্তা হইবেন, আপনি তাহা আমাদিগকে উপদেশ করুন। তোমাদের এইরূপ অবিনয় সহকৃত প্রশ্নের ফলে তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের বর ও শাপ উভয়ই ঘটিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—চৈত্র ও বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীদিনে দুই প্রস্থ শয্যা দান ও সুবর্ণোপস্কর উৎসর্গ করিলে, নিশ্চয়ই জন্মান্তরে নারায়ণ তোমাদের ভর্ত্তা হইবেন। কিন্তু রূপ ও সৌভাগ্যগর্ব্বে স্ফীত হইয়া তোমরা আমাকে প্রণাম না করিয়াই যেহেতু আমার নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, তোমাদের এই দুর্ব্বিনয়ের জন্য সেই ভর্ত্তার সহিত তোমাদের পরে বিচ্ছেদ ঘটিবে। চোরেরা তোমাদিগকে হরিয়া লইবে, তোমরা বেশ্যাবৃত্তি আশ্রয় করিবে। নারদের অভিশাপে ও ধীমান্ কেশবের বাক্যে এইরূপে তোমরা বেশ্যাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ—কামে তোমরা মোহমগ্ন হইয়াছ। যাহা হউক, হে বরাঙ্গনাগণ! এক্ষণে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১১—২৫। দাল্‌ভ্য

* সগর্ব্বাণামিতি বা পাঠঃ।

দানবাসুরদৈত্যেষু রাক্ষসেষু ততস্ততঃ॥ ২৬
তেষাং ব্রাতসহস্রাণি শতান্যপি চ যোষিতাম্
পরিণীতানি যানি স্যুর্বলাদ্ভুক্তানি যানি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি দেবেশঃ প্রোবাচ বদতাংবরঃ॥২৭

ইন্দ্র উবাচ।

বেশ্যাধর্ম্মেণ বর্ত্তধ্বমধুনা নৃপমন্দিরে।
ভক্তিমত্যো বরারোহাস্তথা দেবকুলেষু চ॥২৮
রাজানঃ স্বামিনস্তন্যাঃ সুতা বাপি চ তৎসমাঃ
ভবিষ্যতি চ সৌভাগ্যং সর্ব্বাসামপি শক্তিতঃ॥
যঃ কশ্চিচ্ছুল্কমাদায় গৃহমেষ্যতি বঃ সদা।
নিধনেনোপবার্য্যো বঃ স তদান্যত্র দাম্ভিকাৎ॥
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ পুণ্যাহে সমুপস্থিতে।
গো-ভূ-হিরণ্য-ধান্যানি প্রদেয়ানি স্বশক্তিতঃ
ব্রাহ্মণানাং বরারোহাঃ কার্য্যাণি বচনানি চ॥৩১
যচ্চাপ্যন্যদ্‌ব্রতং সম্যগুপদেক্ষ্যাম্যহং ততঃ।
অবিচারেণ সর্ব্বাভিরনুষ্ঠেয়ঞ্চ তৎ পুনঃ॥ ৩২
সংসারোত্তারণায়ালমেতদ্বেদবিদো বিদুঃ।
যদা সূর্য্যদিনে হস্তঃ পুষ্যো বাথ পুনর্ব্বসুঃ॥৩৩
ভবেৎ সর্ব্বৌষধীস্নানং সম্যঙ্‌নারী সমাচরেৎ
তদা পঞ্চশরস্যাপি সন্নিধাতৃত্বমেষ্যতি।
অর্চ্চয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষমনঙ্গস্যানুকীর্ত্তনৈঃ॥ ৩৪
কামায় পাদৌ সম্পূজ্য জঙ্ঘে বৈ মোহকারিণে
মেঢ্রং কন্দর্পনিধয়ে কটিং প্রীতিমতে নমঃ॥৩৫
নাভিং সৌখ্যসমুদ্রায় রামায় চ তথোদরম্।
হৃদয়ং হৃদয়েশায় স্তনাবাহ্লাদকারিণে॥ ৩৬
উৎকণ্ঠায়েতি বৈকুণ্ঠমাস্যমানন্দকারিণে।
বামাঙ্গং পুষ্পচাপায় পুষ্পবাণায় দক্ষিণম্॥ ৩৭
মানসায়েতি বৈ মৌলিং বিলোলায়েতি মূর্দ্ধজম্
সর্ব্বাত্মনে চ সর্ব্বাঙ্গং দেবদেবস্য পূজয়েৎ॥ ৩৮
নমঃ শিবায় শান্তায় পাশাঙ্কুশধরায় চ।
গদিনে পীতবস্ত্রায় শঙ্খ-চক্রধরায় চ॥ ৩৯
নমো নারায়ণায়েতি কামদেবাত্মনে নমঃ।
সর্ব্বশান্ত্যৈ নমঃ প্রীত্যৈ নমো রত্যৈ নমঃ শ্রিয়ৈ
নমঃ পুষ্ট্যৈ নমস্তুষ্ট্যৈ নমঃ সর্ব্বার্থসম্পদে।

কহিলেন, পুরাকালে দেবাসুরযুদ্ধে সুরগণের হস্তে বহুশত দানব, অসুর, দৈত্য ও রাক্ষস ইতস্ততঃ নিহত হইলে তাহাদিগের শত শত সহস্র সহস্র পরিণীত পত্নীগণকে এবং বলপূর্ব্বক উপভুক্ত অন্যান্য নারীগণকে বাগ্মিবর সুরপতি বলিয়াছিলেন, তোমরা ভক্তিমতী হইয়া অধুনা রাজধানী ও দেবপুরী প্রভৃতিতে বেশ্যাধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান কর। রাজগণ স্বামিগণ বা তৎপুত্রগণ সকলেই তোমাদের তুল্য হইবে। তোমাদের সুখ, সৌভাগ্য ঘটিবে। যে কোন ব্যক্তি তোমাদের গৃহে শুল্ক লইয়া আসিবে, সে দরিদ্র হইলেও তাহাকে তোমরা ভজনা করিবে, পরন্তু দাম্ভিক ব্যক্তি তোমাদের সেব্য নহে দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনাযোগ্য পুণ্যাহ উপস্থিত হইলে তোমরা যথাশক্তি গো, ভূমি, হিরণ্য ও ধান্য দান করিবে। হে বরাঙ্গনাগণ! তোমরা ব্রাহ্মণগণের বচনানুসারে কার্য্য করিবে। যাহা হউক, আমি তোমাদিগকে অন্য ব্রত উপদেশ দিতেছি তোমরা বিনা বিচারে সকলেই তাহা অনুষ্ঠান করিবে। বেদবিদ্‌গণের মতে এই ব্রত সংসার হইতে উদ্ধার পাইবার প্রকৃষ্ট উপায়। রবিবার পুষ্যা বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইলে, সেই দিন নারীজন সর্ব্বৌষধি দ্বারা স্নান করিবে এবং মদনের সন্নিধানে গিয়া অনঙ্গদেবের নামাবলী কীর্ত্তন করিয়া পুণ্ডরীকাক্ষকে অর্চ্চনা করিবে। ২৬—৩৪। যথা—পাদদ্বয় 'কামায়' জঙ্ঘাযুগল 'মোহকারিণে' মেঢ্র 'কন্দর্পনিধয়ে' কটীদেশ 'প্রীতিমতে' নাভি 'সৌখ্যসমুদ্রায়' উদর 'রামায়' হৃদয় 'হৃদয়েশায়' স্তনদ্বয় 'আহ্লাদকারিণে' বামাঙ্গ 'পুষ্পচাপায়' দক্ষিণাঙ্গ 'পুষ্পবাণায়' মৌলি 'মানসায়' কেশ 'বিলোলায়' এবং সর্ব্বাঙ্গে 'সর্ব্বাত্মনে নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে। অনন্তর শিব, শান্ত, পাশাঙ্কুশধর, গদী, পীতবস্ত্র, ও শঙ্খচক্রধারী নারায়ণ, ও কামদেবাত্মা, এই নামে প্রত্যেকতঃ নমস্কার করিয়া সর্ব্বশান্তি, প্রীতি, রতি, শ্রী, পুষ্টি, তুষ্টি ও সর্ব্বার্থসম্পত্তিকে নমস্কারপূর্ব্বক

এবং সম্পূজ্য দেবেশমনঙ্গাত্মকমীশ্বরম্।
গন্ধৈর্মাল্যৈস্তথা ধূপৈর্নৈবেদ্যেন চ কামিনী ॥৪
ততঃ আহূয় ধর্ম্মজ্ঞং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
অব্যঙ্গাবয়বং পূজ্য গন্ধপুষ্পার্চ্চনাদিভিঃ ॥ ৪২
শালেয়তণ্ডুলপ্রস্থং ঘৃতপাত্রেণ সংযুতম্।
তস্মৈ বিপ্রায় সা দদ্যান্মাধবঃ প্রীয়তামিতি ॥৪৩
যথেষ্টাহারযুক্তং বৈ তমেব দ্বিজসত্তমম্।
রত্যর্থং কামদেবোঽয়মিতি চিত্তেঽবধার্য্য তম্ ॥
যদ্যদিচ্ছতি বিপ্রেন্দ্রস্তৎ তৎ কুর্য্যাদ্বিলাসিনী।
সর্ব্বভাবেণ চাত্মানমর্পয়েৎ স্মিতভাষিণী ॥ ৪৫
এবমাদিত্যবারেণ সর্ব্বমেতৎ সমাচরেৎ।
তণ্ডুলপ্রস্থদানঞ্চ যাবন্মাসাস্ত্রয়োদশ ॥ ৪৬
ততস্ত্রয়োদশে মাসি সম্প্রাপ্তে তস্য ভামিনী
বিপ্রস্যোপস্করৈর্যুক্তাং শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণাম্ ॥
সোপধানকবিশ্রামাং সাস্তরাবরণাং শুভাম্।
প্রদীপোপানহ-চ্ছত্র-পাদুকাসনসংযুতাম্ ॥ ৪৮
সপত্নীকমলঙ্কৃত্য হেমসূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ।
সূক্ষ্মবস্ত্রং সকটকৈর্ধূপমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ৪৯
কামদেবং সপত্নীকং গুড়কুম্ভোপরিস্থিতম্।
তাম্রপাত্রাসনগতং হৈমনেত্রপটাবৃতম্।
সকাংস্যভাজনোপেতমিক্ষুদণ্ডসমন্বিতম্।
দদ্যাদেতেন মন্ত্রেণ তথৈকাং গাং পয়স্বিনীম্ ॥
যথান্তরং ন পশ্যামি কাম-কেশবয়োঃ সদা।
তথৈব সর্ব্বকামাপ্তিরস্তু বিষ্ণো সদা মম ॥৫২
যথা ন কমলা দেহাৎ প্রযাতি তব কেশব।
তথা মমাপি দেবেশ শরীরে স্বে কুরু প্রভো ॥
তথা চ কাঞ্চনং দেবং প্রতিগৃহ্ণন্ দ্বিজোত্তমঃ।
ক ইদং কস্মাদাদিতি বৈদিকং মন্ত্রমীরয়েৎ ॥৫৪
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য বিসর্জ্জ্য দ্বিজপুঙ্গবম্
শয্যাসনাদিকং সর্ব্বং ব্রাহ্মণস্য গৃহং নয়েৎ ॥৫৫
ততঃপ্রভৃতি যো বিপ্রো রত্যর্থং গৃহমাগতঃ।
স মান্যঃ সূর্য্যবারে চ স মন্তব্যো ভবেৎ তদা

প্রত্যেকতঃ পূজা করিয়া পরে গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা অনঙ্গাত্মক দেবদেবকে পূজা করিবে। তৎপরে রমণী কোন বেদপারগ ধর্ম্মজ্ঞ অবিকলাঙ্গ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজাপূর্ব্বক ঘৃতপাত্র সহ এক প্রস্থ শালেয় তণ্ডুল প্রদান করিবে। দানকালে বলিবে—মাধব প্রীত হউন। পরে সেই বিপ্রকে যথেষ্ট আহার দিয়া রতির নিমিত্ত 'এই দ্বিজোত্তমই সাক্ষাৎ কামদেব' মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিবে। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, সেই ব্রতচারিণী বিলাসিনী তাহাই করিবে। স্মিত-পূর্ব্ব-ভাষিণী কামিনী তাহার নিকট সর্ব্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ করিবে। আদিত্যবারে এইরূপ, ব্রত করিতে হইবে। ত্রয়োদশ মাস পর্য্যন্ত তণ্ডুলপ্রস্থ দান বিধেয়। ত্রয়োদশ মাস উপস্থিত হইলে ভামিনী বিপ্রকে উপস্কর সহ বিলক্ষণা শয্যা দান করিবে। ঐ দানীয় শয্যা উপাধান, আস্তরণ, প্রদীপ, উপানহ, ছত্র, পাদুকা ও আসনাদি দ্বারা অন্বিত হইবে। সপত্নীক ব্রাহ্মণকে হেমসূত্র ও অঙ্গরীয়ক, সূক্ষ্মবস্ত্র, বলয়, মাল্য ও অনুলেপনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে হইবে। পরে গুড়কুম্ভোপরিস্থ তাম্রাসন-গত ও হেমনেত্র-পটাবৃত রতিসহ কামদেব মূর্ত্তিকে কাংস্যপাত্র ও ইক্ষুদণ্ড সহ দান করিবে এবং বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে একটী পয়স্বিনী গাভী ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—হে কেশব! কমলা যেমন তোমার দেহ হইতে কদাচ কুত্রাপি প্রয়াণ করেন না, তেমনি হে দেবেশ! হে প্রভো! তুমিও আমার শরীরে বাস কর, করিয়া অন্যত্র কোথাও গমন করিও না।৩৫-৫৩। অনন্তর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কাঞ্চনময় দেবপ্রতিমা প্রতিগ্রহ করিয়া 'ক ইদং কস্মাদাৎ' ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। তৎপরে ব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় দিবে এবং শয্যাসনাদি যে কিছু দ্রব্য, সমস্তই ব্রাহ্মণের গৃহে পাঠাইয়া দিবে। তখন হইতে যে ব্রাহ্মণ রতিনিমিত্ত রবিবারে গৃহাগত হইবে, তাহার প্রতি সম্মান

এবং ত্রয়োদশং যাবন্মাসমেবং দ্বিজোত্তমান্।
তর্পয়েত যথাকামং প্রোষিতেঽন্যং সমাচরেৎ
তদনুজ্ঞয়া রূপবান্ যো যাবদভ্যাগতো ভবেৎ
আত্মনোঽপি যথাবিঘ্নং গর্ভভূতিকরং প্রিয়ম্॥
দৈবং বা মানুষং বা স্যাদনুরাগেণ বা ততঃ।
সাচারানষ্টপঞ্চাশদ্‌যথাশক্ত্যা সমাচরেৎ॥ ৫৯
এতদ্ধি কথিতং সম্যগ্‌ভবতীনাং বিশেষতঃ।
অধর্ম্মোঽয়ং ততো ন স্যাদ্বেশ্যানামিহ সর্ব্বদা॥
পুরুহূতেন যৎ প্রোক্তং দানবীষু পুরা ময়া।
তদিদং সাম্প্রতং সর্ব্বং ভবতীষ্বপি যুজ্যতে॥৬
সর্ব্বপাপপ্রশমনমনন্তফলদায়কম্।
কল্যাণীনাং কথিতং যৎ তৎ কুরুধ্বং বরাননাঃ
করোতি যা শেষমখণ্ডমেতৎ
কল্যাণিনী মাধবলোকসংস্থা।
সা পূজিতা দেবগণৈরশেষৈ-
রানন্দকৃৎ স্থানমুপৈতি বিষ্ণোঃ॥ ৬৩

দেখাইবে। এইরূপে ত্রয়োদশ মাস যাবৎ দ্বিজোত্তমদিগকে যথাকাম তৃপ্ত করিবে এবং প্রোষিতে অন্য প্রকার আচরণ করিবে। প্রোষিত ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা লইয়া যদি অন্য কোন রূপবান্ পুরুষ অভ্যাগত হয়, তাহা হইলে আত্মার যাহাতে অবিঘ্ন হইতে পারে, অনুরাগের সহিত ঈদৃশ গর্ভভূতিকর দৈব বা মানুষ প্রিয় কর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক যথাশক্তি অষ্টপঞ্চাশৎ আচার অনুষ্ঠান করিবে। তোমাদিগকে বিশেষরূপে এই ব্রত-বিবরণ বলিলাম। সর্ব্বদা এই ব্রতাচরণে বেশ্যাদিগের অধর্ম্ম কিছুই হইবে না। পুরাকালে ইন্দ্র দানবীদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, এই সেই ব্রত আমি সম্প্রতি তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বলিলাম। ইহা সর্ব্বপাপহর, ও অনন্ত ফলজনক। তোমরা কল্যাণীয়, তোমাদিগের নিকট ইহা কথিত হইয়াছে। হে বরাননাগণ! এক্ষণে তোমরা এই ব্রত অনুষ্ঠান কর। যে কল্যাণিনী নারী অখণ্ডিতভাবে এই ব্রত আচরণ করে, মাধবলোকে তাহার বাস হয়। সে দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া

শ্রীভগবানুবাচ।
তপোধনঃ সোঽপ্যভিধায় চৈবং
তদা চ তাসাং ব্রতমঙ্গনানাম্।
স্বস্থানমেষ্যন্তি সমস্তমিত্থং
ব্রতং করিষ্যন্তি চ দেবযোনে

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽনঙ্গদানব্রতং নাম সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭০॥

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ।
ভগবন্ পুরুষস্যেহ স্ত্রিয়াশ্চ বিরহাদিকম্।
শোক-ব্যাধিভয়ং দুঃখং ন ভবেদ্‌যেন তদ্বদ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
শ্রাবণস্য দ্বিতীয়ায়াং কৃষ্ণায়াং মধুসূদনঃ।
ক্ষীরার্ণবে সপত্নীকঃ সদা বসতি কেশবঃ॥ ২
তস্যাং সম্পূজ্য গোবিন্দং সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে
গো-ভূ-হিরণ্যদানাদি সপ্তকল্পশতানুগম্॥ ৩
অশূন্যশয়নং নাম দ্বিতীয়া সম্প্রকীর্ত্তিতা।

আনন্দপ্রদ বিষ্ণুভবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ কহিলেন,—তপোধন দাল্ভ্য সেই অঙ্গনাদিগকে অনঙ্গব্রত উপদেশ দিয়া স্বস্থানে গমন করিবেন এবং সেই অঙ্গনারাও তাঁহার উপদেশ মত সম্পূর্ণরূপে ব্রতাচরণ করিবে। ৩৫—৬৪।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭০।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—নর এবং নারী উভয়েরই যাহাতে বিরহবেদনা বা শোক-ব্যাধি-ভয় হয় না, এমন কোন এক দুঃখহর ব্রত বর্ণন করুন। ভগবান্ বলিলেন,—শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বিতীয়া দিনে মধুসূদন কেশব পত্নীসহ সতত ক্ষীরার্ণবে বাস করেন। ঐ তিথিতে গোবিন্দকে পূজা করিলে সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ দিন গো, ভূমি, ও হিরণ্যাদি দান করিতে হয়। ঐ দ্বিতীয়া

তস্যাং সম্পূজয়েদ্বিষ্ণুমেভির্মন্ত্রৈর্বিধানতঃ ॥ ৪
শ্রীবৎসধারিন্ শ্রীকান্ত শ্রীধামন্ শ্রীপতেঽব্যয়
গার্হস্থ্যং মা প্রণাশং মে যাতু ধর্ম্মার্থকামদম্ ॥
অগ্নয়ো মা প্রণশ্যন্তু দেবতাঃ পুরুষোত্তম।
পিতরো মা প্রণশ্যন্তু মাস্তু দাম্পত্যভেদনম্ ॥
লক্ষ্ম্যা বিযুজ্যতে দেব ন কদাচিদ্যথা ভবান্।
তথা কলত্রসম্বন্ধো দেব মা মে বিযুজ্যতাম্ ॥ ৭
লক্ষ্ম্যা ন শূন্যো বরদ শয্যাং ত্বং শয়নং গতঃ।
শয্যা মমাপ্যশূন্যাস্তু তথৈব মধুসূদন ॥ ৮
গীত-বাদিত্রনির্ঘোষং দেবদেবস্য কীর্ত্তয়েৎ।
ঘণ্টা ভবেদশক্তস্য সর্ব্ববাদ্যময়ী যতঃ ॥ ৯
এবং সম্পূজ্য গোবিন্দমশ্নীয়াৎ তৈলবর্জ্জিতম্।
নক্তমক্ষারলবণং যাবৎ তৎ স্যাচ্চতুষ্টয়ম্ ॥ ১০
ততঃ প্রভাতে সঞ্জাতে লক্ষ্মীপতিসমন্বিতাম্।
দীপান্নভাজনৈর্যুক্তাং শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণাম্ ॥
পাদুকোপানহ-চ্ছত্র-চামরাসনসংযুতাম্।
অভিতোঽপস্করৈর্যুক্তাং শুক্লপুষ্পাম্বরাবৃতাম্ ॥
সোপধানকবিশ্রামাং ফলৈর্নানাবিধৈর্যুতাম্।
তথাভরণধান্যৈশ্চ যথাশক্ত্যা সমন্বিতাম্ ॥ ১৩
অব্যঙ্গাঙ্গায় বিপ্রায় বৈষ্ণবায় কুটুম্বিনে
দাতব্যা বেদবিদুষে ভাবেনাপতিতায় চ ॥ ২৪
তত্রোপবিশ্য দাম্পত্যমলঙ্কৃত্য বিধানতঃ।
পত্ন্যাস্তু ভাজনং দদ্যাদ্ভক্ষ্যভোজ্যসমন্বিতম্ ॥
ব্রাহ্মণস্যাপি সৌবর্ণীমুপস্করসমন্বিতাম্।
প্রতিমাং দেবদেবস্য সোদকুম্ভাং নিবেদয়েৎ ॥
এবং যস্তু পুমান্ কুর্য্যাদশূন্যশয়নং হরেঃ।
বিত্তশাঠ্যেন রহিতো নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ১৭
নারী বা বিধবা ব্রহ্মন্ যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্
ন বিরূপৌ ন শোকার্ত্তৌ দম্পতী ভবতঃ ক্বচিৎ
ন পুত্র-পশু-রত্নানি ক্ষয়ং যান্তি পিতামহ।
সপ্তকল্পসহস্রাণি সপ্তকল্পশতানি চ।

অশূন্যশয়ন নামে অভিহিত। এই তিথিতে নিম্নোক্ত মন্ত্রসমূহে যথাবিধি বিষ্ণুকে পূজা করিতে হয়। মন্ত্র যথা—হে শ্রীবৎসধারিন্! হে শ্রীকান্ত! হে শ্রীধামন্! হে শ্রীপতে! হে অব্যয়! আমার ধর্ম্মার্থ-কাম-প্রদ গার্হস্থ্য যেন প্রনষ্ট হয় না। হে পুরুষোত্তম! আমার অগ্নি-দেবগণ যেন বিনাশপ্রাপ্ত না হন। আমার পিতৃগণ প্রনষ্ট না হন, এবং আমার দাম্পত্যবিচ্ছেদ না ঘটুক। হে দেব! আপনি যেমন কখন লক্ষ্মী হইতে বিযুক্ত হন না, তেমনি আমারও কলত্রসম্বন্ধ কস্মিন্ কালেও বিযুক্ত না হউক। হে মধুসূদন! লক্ষ্মী দ্বারা অশূন্য হইয়া তুমি যেমন শয্যাতল আশ্রয় কর, হে বরদ! আমারও শয্যা তেমনি অশূন্য হউক। অনন্তর দেবদেবের প্রীতির উদ্দেশে নৃত্য গীত ও বাদ্যধ্বনি করিবে। অশক্ত পক্ষে মাত্র ঘণ্টা বাজাইবে; কেননা, ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী। এইরূপে গোবিন্দকে পূজা করিয়া রাত্রিযোগে অক্ষার, অলবণ ও অতৈল আহার করিবে। পরে প্রভাতে উঠিয়া লক্ষ্মী ও লক্ষ্মীপতির প্রতিমাসহ দীপ ও অন্নভাজনসমন্বিত বিলক্ষণা শয্যা দান করিবে।১—১১। ঐ শয্যাসহ পাদুকা, উপানহ, ছত্র, চামর, আসন, সুন্দর সুন্দর উপস্কার, শুক্ল পুষ্প ও শুক্লাম্বর, উপাধান, বিশ্রাম, নানাবিধ ফল ও যথাশক্তি নানা আভরণ দিবে। কোন আত্মায় অবিকলাঙ্গ, বেদবাদী, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে ঐ শয্যা দান করিবে। কোন বিপ্রদম্পতীকে অলঙ্কৃত করিয়া যথাবিধি ঐ শয্যায় উপবেশন করাইবে; পরে বিপ্রপত্নীকে ভক্ষ্য ও ভোজ্যসমন্বিত ভোজনপাত্র দান করিবে এবং ব্রাহ্মণকে হৈম উপস্কার ও জলকুম্ভ সহ দেবদেবের প্রতিমা নিবেদন করিবে। এইরূপে যে পুরুষ বিত্তশাঠ্য না করিয়া নারায়ণের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া এই হরিপ্রীতিকর অশূন্যশয়ন ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে, অথবা যদি কোন সধবা বা বিধবা নারী এই ব্রতাচরণ করে, তাহা হইলে তাহারা কদাচ শোকার্ত্ত বা কুরূপ হইবে না; দম্পতী এই ব্রতাচরণে যাবৎ চন্দ্র-দিবাকর সুখভোগ করে। তাহাদের পুত্র, পশু কিম্বা রত্ন, এ সমস্ত কিছুই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। এই

কুর্ব্বন্নশূন্যশয়নং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৯
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽশূন্যশয়নব্রতং নামৈকসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু চান্যদ্ভবিষ্যং যদ্রূপসম্পদ্বিধায়কম্।
ভবিষ্যতি যুগে তস্মিন্ দ্বাপরান্তে পিতামহ।
পিপ্পলাদস্য সংবাদো যুধিষ্ঠিরপুরঃসরৈঃ ॥ ১
বসন্তং নৈমিষারণ্যে পিপ্পলাদং মহামুনিম্।
অধিগম্য তদা চৈনং প্রশ্নমেকং করিষ্যতি।
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মপুত্রো ধর্ম্মযুক্তস্তপোধনম্ ॥ ২
যুধিষ্ঠির উবাচ।
কথমারোগ্যমৈশ্বর্য্যং মতির্ধর্ম্মে গতিস্তথা।
অব্যঙ্গতা শিবে ভক্তির্বৈষ্ণবো বা ভবেৎ কথম্
ঈশ্বর উবাচ
তস্যোত্তরমিদং ব্রহ্মন পিপ্পলাদস্য ধীমতঃ
শৃণুষ যদ্বক্ষ্যতি বৈ ধর্ম্মপুত্রায় ধার্ম্মিকঃ ॥ ৪
পিপ্পলাদ উবাচ।
সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ভদ্র ইদানীং কথয়ামি তে।
অঙ্গারব্রতমিত্যেতৎ স বক্ষ্যতি মহীপতেঃ ॥ ৫
তত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বিরোচনস্য সংবাদং ভার্গবস্য চ ধীমতঃ ॥ ৬
প্রহ্লাদস্য সুতং দৃষ্ট্বা দ্বিরষ্টপরিবৎসরম্।
রূপেণাপ্রতিমং কান্ত্যা সোঽহসদ্ভৃগুনন্দনঃ ॥ ৭
সাধু সাধু মহাবাহো বিরোচন শিবং তব।
তৎ তথা হসিতং তস্য পপ্রচ্ছ সুরসূদনঃ ॥ ৮
ব্রহ্মন্ কিমর্থমেতৎ তে হাস্যমাকস্মিকং কৃতম্।
সাধু সাধ্বিতি মামেবমুক্তবাংস্ত্বং বদস্ব মে ॥ ৯
তমেবংবাদিনং শুক্র উবাচ বদতাংবরঃ।
বিস্ময়াদ্ব্রতমাহাত্ম্যাদ্ধাস্যমেতৎ কৃতং ময়া ॥ ১০

অশূন্যশয়ন ব্রতাচরণের ফলে সপ্তসহস্র শতকল্পকাল বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকে। ১২—১৯।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭১।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে পিতামহ! শ্রবণ করুন,—রূপ ও সম্পত্তিবিধায়ক অপর এক ভবিষ্য ব্রতবিবরণ বলিতেছি। দ্বাপর-যুগের অবসানে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির সহিত পিপ্পলাদ ঋষির পরস্পর আলাপ হইবে। একদা নৈমিষারণ্যে মহামুনি পিপ্পলাদ সমাসীন থাকিবেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তখন তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক এক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। যুধিষ্ঠির কহিবেন,—কি করিলে আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মে মতিগতি, অবিকলাঙ্গতা, এবং শিবভক্তি হয়, এবং কিরূপেই বা বৈষ্ণব হওয়া যায়? ঈশ্বর কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যুধিষ্ঠিরের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া ধার্ম্মিক ধীমান্ পিপ্পলাদ, ধর্ম্মপুত্রকে যেরূপ উত্তর প্রদান করিবেন, তাহা শ্রবণ করুন। পিপ্পালদ বলিবেন,—হে ভদ্র! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, এক্ষণে আমি তাহার উত্তর বলিতেছি, এই বলিয়া তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে অঙ্গারব্রত বলিবেন। পিপ্পালদ বলিবেন,—রাজন্! এই সম্বন্ধে পুরাণজ্ঞগণ বিরোচন ও ধীমান্ ভার্গবের সংবাদ-সম্বলিত এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। একদা প্রহ্লাদের ষোড়শ-বর্ষীয় কান্তি ও রূপে গুণে অতুলনীয় পুত্র বিরোচনকে দেখিয়া ভৃগুনন্দন শুক্র হাস্য করিলেন এবং বলিলেন,—বিরোচন! সাধু, সাধু! তোমার মঙ্গল হউক। সুরারি তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার এই আকস্মিক হাস্য কেন? কি জন্য আপনি এরূপ হাস্য করিলেন? আমাকে আপনি সাধু সাধুই বা বলিলেন কেন? তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন। ১—৯। বিরোচন এই কথা কহিলে বাগ্মবর শুক্র তাঁহাকে বলিলেন,—ওহে বিরোচন! আমি ব্রতমাহাত্ম্যে বিস্মিত হইয়াই

পুরা দক্ষবিনাশায় কুপিতস্য তু শূলিনঃ।
অথ তস্য ভীমবক্ত্রস্য স্বেদবিন্দুর্ললাটজঃ॥ ১১
ভিত্ত্বা স সপ্ত পাতালানদহৎ সপ্ত সাগরান্।
অনেকবক্ত্রনয়নো জ্বলজ্জ্বলনভীষণঃ॥ ১২
বীরভদ্র ইতি খ্যাতঃ করপাদায়ুতৈর্যুতঃ।
কৃত্বাসৌ যজ্ঞমথনং পুনর্ভূতলসম্ভবঃ।
ত্রিজগন্নির্দ্দহন্ ভূয়ঃ শিবেন বিনিবারিতঃ॥১৩
কৃতং ত্বয়া বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞবিনাশনম্।
ইদানীমলমেতেন লোকদাহেন কর্ম্মণা॥ ১৪
শান্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং গ্রহাণাং প্রথমো ভব।
প্রেক্ষ্যন্তে জনাঃ পূজাং করিষ্যন্তি বরান্মম॥
অঙ্গারক ইতি খ্যাতিং গমিষ্যসি ধরাত্মজ।
দেবলোকেঽদ্বিতীয়ঞ্চ তব রূপং ভবিষ্যতি॥১৬
যে চ ত্বাং পূজয়িষ্যন্তি চতুর্থ্যাং ত্বদ্দিনে নরাঃ।
রূপমারোগ্যমৈশ্বর্য্যং তেষ্বনন্তং ভবিষ্যতি॥ ১৭
এবমুক্তস্তদা শান্তিমগমৎ কামরূপধৃক।
সঞ্জাতস্তৎক্ষণাদ্রাজন্ গ্রহত্বমগমৎ পুনঃ॥ ১৮
ক কদাচিত্তবাংস্তস্য পূজার্ঘ্যাদিকমুত্তমম্।
দৃষ্টবান্ ক্রিয়মাণঞ্চ শূদ্রেণ চ ব্যবস্থিতঃ॥ ১৯
তেন ত্বং রূপবান্ জাতঃ সুরশক্রকুলোদ্বহ।
বিবিধা চ রুচির্জাতা যস্মাৎ তব বিদূরগা॥ ২০
বিরোচন ইতি প্রাহুস্তস্মাৎ ত্বাং দেবদানবাঃ।
শূদ্রেণ ক্রিয়মাণস্য ব্রতস্য তব দর্শনাৎ।
ঈদৃশীং রূপসম্পত্তিং দৃষ্ট্বা বিস্মিতবানহম্॥ ২১
সাধু সাধ্বিতি তেনোক্তং মহীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
পশ্যতোঽপি ভবেদ্রূপমৈশ্বর্য্যং কিমু কুর্ব্বতঃ॥২২
যস্মাচ্চ ভক্ত্যা ধরণীসুতস্য
বিনিন্দ্যমানেন গবাদিদানম্।
আলোকিতং তেন সুরারিগর্ভং
সম্ভূতিরেষা তব দৈত্য জাতা॥ ২৩

ঈশ্বর উবাচ।

অথ তদ্বচনং শ্রুত্বা ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।

এরূপ হাস্য করিয়াছি। পূর্ব্বকালে দক্ষ-বিনাশার্থ কুপিত শূলপাণির ললাট হইতে এক স্বেদবিন্দু নিপতিত হয়। উহা সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া সপ্ত সাগর দগ্ধ করে। পরে ঐ স্বেদবিন্দু অযুত-কর-চরণে অন্বিত হইয়া অনেক বক্ত্রনেত্রযুক্ত জ্বলিত জ্বলনবৎ ভীষণাকার বীরভদ্রাখ্য এক ভূতাকারে পরিণত হইল। ঐ বীরভদ্র ভূতল হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া ত্রৈলোক্য-দহনে সমুদ্যত হইলে শিব তাহাকে নিষেধ করিলেন; বলিলেন,—বীরভদ্র! ক্ষান্ত হও; তুমি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছ, এক্ষণে এই লোকদাহ-কর্ম্মে তোমার প্রয়োজন নাই। তুমি শান্তিপ্রদ গ্রহাগ্রণী হও। আমার বরে জনগণ তোমায় দেখিবে এবং পূজা করিবে। হে ধরাত্মজ! তুমি অঙ্গারক আখ্যা প্রাপ্ত হইবে। দেবলোকে তোমার অদ্বিতীয় রূপ হইবে। তোমার দিনে চতুর্থী তিথিতে যে ব্যক্তি তোমায় পূজা করিবে, তাহার রূপ, আরোগ্য ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য হইবে। শিব এই কথা কহিলে, তখন কামরূপী বীরভদ্র শান্তি আশ্রয় করিলেন। হে রাজন! তৎক্ষণাৎ তাঁহার গ্রহত্ব হইল। একদা কোন শূদ্র তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা উত্তমরূপ পূজা করিতেছিল; তুমি তথায় দাঁড়াইয়া সেই পূজা দেখিয়াছিলে; সেই জন্য দানবকুলে তুমি রূপবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে সুরারিকুলোদ্বহ! তোমার দেহের বিবিধ রুচি অতি দূরগামিনী; এই জন্য দেব-দানবেরা তোমায় বিরোচন আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। শূদ্র ব্যক্তি ব্রতাচরণ করিল; তাহা দর্শনেই তোমার ঈদৃশ রূপসম্পত্তি হইল; ইহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া হাস্য করিয়াছি; আর সাধু সাধু বলিয়া উত্তম মহীমাহাত্ম্য ব্যক্ত করিয়াছি। যাহা দেখিলেও রূপৈশ্বর্য্য হয়, তাহা অনুষ্ঠান করিলে যে কতদূর কি হয়, তাহা অবর্ণনীয়। ১০—২২। ধরণী-নন্দনের প্রতি ভক্তিভরে সেই হীনবর্ণ শূদ্র যে গবাদি দান করিয়াছিল, হে দৈত্য! তাহা তুমি অবলোকন করিয়াছিলে বলিয়াই তোমার এই সুন্দর জন্ম হইয়াছে। ঈশ্বর কহিলেন,

প্রহ্লাদনন্দনো বীরঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ বিস্মিতঃ ॥২৪
বিরোচন উবাচ।
ভগবংস্তদ্ব্রতং সম্যক্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
দীয়মানন্তু যদ্দানং ময়া দৃষ্টং ভবান্তরে ॥ ২৫
মাহাত্ম্যঞ্চ বিধিং তস্য যথাবদ্বক্তুমর্হসি।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা পুনঃ প্রোবাচ বিস্তরাৎ ॥
শুক্র উবাচ।
চতুর্থ্যঙ্গারকদিনে যদা ভবতি দানব।
মৃদা স্নানং তদা কুর্য্যাৎ পদ্মরাগবিভূষিতঃ ॥২৭
অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবো মন্ত্রং জপন্নাস্তে উদঙ্মুখঃ।
শূদ্রস্তূষ্ণীং স্মরন্ ভৌমমাস্তে ভোগবিবর্জ্জিতঃ ॥
তথাস্তমিত আদিত্যে গোময়েনানুলেপয়েৎ।
প্রাঙ্গণং পুষ্পমালাভিরক্ষতাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ২৯
অভ্যর্চ্চ্যাভিলিখেৎ পদ্মং কুঙ্কুমেনাষ্টপত্রকম্।
কুঙ্কুমস্যাপ্যভাবে তু রক্তচন্দনমিষ্যতে ॥ ৩০
চত্বারঃ করকাঃ কার্য্যা ভক্ষ্যভোজ্যসমন্বিতাঃ।
তণ্ডুলৈ রক্তশালীয়ৈঃ পদ্মরাগৈশ্চ সংযুতাঃ ॥৩১
চতুষ্কোণেষু তান কৃত্বা ফলানি বিবিধানি চ।
গন্ধমাল্যাদিকং সর্ব্বং তথৈব বিনিবেদয়েৎ ॥ ৩২
সুবর্ণশৃঙ্গীং কপিলামথার্চ্চ্য
রৌপ্যৈঃ খুরৈঃ কাংস্যদোহাং সবৎসাম্।
ধুরন্ধরং রক্তমথৈব সৌম্যং
ধান্যানি সপ্তাম্বরসংযুতানি ॥ ৩৩
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং তথৈব
সৌবর্ণমত্যায়তবাহুদণ্ডম্।
চতুর্ভুজং হেমময়ে নিবিষ্টং
পাত্রে গুড়স্যোপরি সর্পিযুক্তম্ ॥ ৩৪
সমস্তযজ্ঞায় জিতেন্দ্রিয়ায়
পাত্রায় শীলান্বয়সংযুতায়।
দাতব্যমেতৎ সকলং দ্বিজায়
কুটুম্বিনে নৈব তু দাম্ভিকায়।
সমর্পয়েদ্বিপ্রবরায় ভক্ত্যা
কৃতাঞ্জলিঃ পূর্ব্বমুদীর্য্য মন্ত্রম্ ॥ ৩৫
ভূমিপুত্র মহাভাগ স্বেদোদ্ভব পিনাকিনঃ।
রূপার্থী ত্বাং প্রপন্নোঽহং গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে
মন্ত্রেণানেন দত্বার্ঘ্যং রক্তচন্দনবারিণা।

মহাত্মা ভার্গবের এই কথা শুনিয়া প্রহ্লাদনন্দন বিরোচন বিস্মিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিরোচন কহিলেন,—হে ভগবন্! আমি সেই ব্রত সম্যক্ শুনিতে ইচ্ছা করি। জন্মান্তরে সেই ব্রতোপলক্ষে যে যে দানীয় দ্রব্য আমি দান করিতে দেখিয়াছিলাম, এবং সেই ব্রতের বিধি ও মাহাত্ম্যই বা কি? তাহা আপনি বলুন। শুক্র বিরোচনের প্রশ্ন শুনিয়া পুনরায় বিস্তৃতরূপে বলিতে লাগিলেন। শুক্র কহিলেন, হে দানব! যে দিন মঙ্গলবার চতুর্থী হইবে ঐ দিন পদ্মরাগে মণ্ডিত হইয়া মৃত্তিকা দ্বারা স্নান করিবে। তৎপরে উদঙ্মুখ হইয়া 'অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ' এই মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। শূদ্র ব্যক্তি তুষ্ণীম্ভাবে মন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক ভোগবর্জ্জিত হইয়া ভূতলে আশ্রয় লইবে। অনন্তর আদিত্য অস্তমিত হইলে গোময় দ্বারা প্রাঙ্গণ উপলেপন করিয়া অক্ষত ও পুষ্পমালা দ্বারা অর্চ্চনান্তে কুঙ্কুম দ্বারা এক অষ্টদলান্বিত পদ্ম অঙ্কন করিবে। কুঙ্কুমাভাবে রক্তচন্দন দ্বারা ঐ কার্য্য করিবে। অনন্তর তণ্ডুল রক্তশালীয় ও পদ্মরাগসহ চারি কোণে চারিটী ভক্ষ্য-ভোজ্যান্বিত বিবিধ ফল ও গন্ধমাল্যাদি সমস্ত দ্রব্য নিবেদন করিবে। তৎপরে রৌপ্যখুর, কাংস্যদোহা, সবৎসা, সুবর্ণশৃঙ্গী, কপিলা ধেনু অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন সপ্ত অম্বরবেষ্টিত ধান্যরাশি, এবং হেমময় গুড়পাত্রোপরিস্থিত অঙ্গুষ্ঠমাত্র চতুর্ভুজ আয়ত-বাহুদণ্ড সুবর্ণময় দেবপ্রতিমা ঘৃত সহ জিতেন্দ্রিয়, সৎপাত্র, কুলশীলসম্পন্ন, যজ্ঞযাজী কুটুম্বী ব্রাহ্মণকে দান করিবে; কিন্তু কদাচ দাম্ভিক ব্যক্তিকে দান করিবে না। কৃতাঞ্জলি হইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক দ্বিজশ্রেষ্ঠকে ঐ সকল বস্তু সমর্পণ করিবে। ২৩—৩৫। অনন্তর হে ভূমিপুত্র! হে পিনাকীর স্বেদজ, মহাভাগ! আমি রূপার্থী হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর,

ততোঽর্চ্চয়েদ্বিপ্রবরং রক্তমাল্যাম্বরাদিভিঃ ॥৩৭
দদ্যাৎ তেনৈব মন্ত্রেণ ভৌমং গোমিথুনান্বিতম্
শয্যাঞ্চ শক্তিতো দদ্যাৎ সর্ব্বোপস্করসংযুতাম্
যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্য দয়িতং গৃহে।
তৎ তদ্‌গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥৩৯
প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা বিসর্জ্জ্য দ্বিজপুঙ্গবম্।
নক্তমক্ষারলবণমশ্নীয়াদ্ঘৃতসংযুতম্ ॥ ৪০
ভক্ত্যা যস্তু পুনঃ কুর্য্যাদেবমঙ্গারকাষ্টকম্।
চতুরো বাথবা তস্য যৎ পুণ্যং তদ্বদামি তে ॥৪১
রূপসৌভাগ্যসম্পন্নঃ পুনর্জ্জন্মনি জন্মনি।
বিষ্ণৌ বাথ শিবে ভক্তঃ সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ
সপ্তকল্পসহস্রাণি রুদ্রলোকে মহীয়তে।
তস্মাৎ ত্বমপি দৈত্যেন্দ্র ব্রতমেতৎ সমাচর ॥ ৪৩

পিপ্পলাদ উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা ভৃগুনন্দনোঽপি
জগাম দৈত্যশ্চ চকার সর্ব্বম্।
ত্বঞ্চাপি রাজন্ কুরু সর্ব্বমেতদ্-
যতোঽক্ষয়ং বেদবিদো বদন্তি ॥ ৪৪

ঈশ্বর উবাচ।

তথেতি সম্পূজ্য স পিপ্পলাদং
বাক্যং চকারাদ্ভুতবীর্য্যকর্ম্মা।
শৃণোতি যশ্চৈনমনন্যচেতা-
স্তস্যাপি সিদ্ধিং ভগবান্ বিধত্তে ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽঙ্গারকব্রতং নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পিপ্পলাদ উবাচ।

অথাতঃ শৃণু ভূপাল প্রতিশুক্রং প্রশান্তয়ে।
যত্রারম্ভেঽবসানে চ তথা শুক্রোদয়ে স্থিহ ॥ ১
রাজতে বাথ সৌবর্ণে কাংস্যপাত্রেঽথ বা পুনঃ

এই বলিয়া রক্তচন্দনবারি সহযোগে মঙ্গলকে অর্ঘ্য দানান্তে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে রক্ত মাল্য ও রক্ত বস্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিবে এবং উল্লিখিত মন্ত্রেই এক গোমিথুন দান করিবে। পরে শক্তি অনুসারে সমস্ত উপকরণযুত শয্যা দান করিবে। লোকে যাহা যাহা ইষ্টতম এবং গৃহে তাঁহার যাহা যাহা প্রিয়তম বস্তু থাকে, অক্ষয় ফল কামনা করিয়া তৎসমস্তই গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। অনন্তর প্রদক্ষিণান্তে দ্বিজশ্রেষ্ঠকে বিদায় দিয়া রাত্রিকালে ঘৃতযোগে অক্ষার ও অলবণ বস্তু ভক্ষণ করিবে। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত আট বা চারিবার এইরূপে এই অঙ্গারকব্রত করিবে, তাহার পুণ্যপরিমাণ বলিতেছি। সে ব্যক্তি জন্মে জন্মে রূপ ও সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া শিব ও বিষ্ণুর ভক্ত হইবে এবং সপ্তদ্বীপের আধিপত্য করিতে পারিবে। পরে সপ্তসহস্র কল্প যাবৎ ঐ ব্যক্তি রুদ্রলোকে পূজিত হইবে। অতএব হে দৈত্যেন্দ্র! তুমিও এই ব্রতাচরণ কর। পিপ্পলাদ কহিলেন,—ভৃগুনন্দন এই কথা কহিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং দৈত্য বিরোচনও সেই ব্রতের অনুষ্ঠান করিল। অতএব হে রাজন্! তুমিও এই ব্রতের অনুষ্ঠান কর, কারণ, বেদবিদ্‌গণ ইহাকে অক্ষয় ফলজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঈশ্বর কহিলেন, অদ্ভুতবীর্য্য যুধিষ্ঠির 'তথাস্তু' বলিয়া পিপ্পলাদকে পূজা করিয়া তদীয় বাক্য যথাযথ পালন করিবেন। যে ব্যক্তি অনন্যচিত্তে এই অঙ্গারক ব্রতকথা শ্রবণ করে, ভগবান্ অঙ্গারক তাহারও মঙ্গলবিধান করেন। ৩৬—৪৫।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭২

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

পিপ্পলাদ কহিলেন, হে ভূপাল! অতঃপর শুক্রের বিরুদ্ধতা শান্তির বিষয় বলিতেছি। যাত্রার আরম্ভ এবং অবসানে শুক্রোদয়ে রৌপ্য, সৌবর্ণ অথবা কাংস্যপাত্রে

শুক্লপুষ্পাম্বরযুতে সিততণ্ডুলপূরিতে ॥ ২
বিধায় রাজতং শুক্রং শুচিমুক্তাফলান্বিতম্।
মন্ত্রেণানেন তৎ সর্ব্বং * সামগায় নিবেদয়েৎ ॥৩
নমস্তে সর্ব্বলোকেশ নমস্তে ভৃগুনন্দন।
কবে সর্ব্বার্থসিদ্ধার্থং গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে॥
এবমভ্যোদয়ে কুর্ব্বন্ যাত্রাদিষু চ ভারত।
সর্ব্বান কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥
যাবচ্ছুক্রস্য ন কৃতা পূজা সমাল্যৈঃ শুভৈঃ
বটকৈঃ পূরিকাভিশ্চ গোধূমৈশ্চণকৈরপি।
তাবদন্নং ন চাশ্নীয়াৎ ত্রিভিঃ কামার্থসিদ্ধয়ে।
তদ্বদ্বাচস্পতেঃ পূজাং প্রবক্ষ্যামি যুধিষ্ঠির।
সুবর্ণপাত্রে সৌবর্ণমমরেশপুরোহিতম্ ॥ ৭
পীতপুষ্পাম্বরযুতং কৃত্বা স্নাত্বাথ সর্ষপৈঃ।
পলাশাশ্বত্থযোগেন পঞ্চগব্যজলেন চ ॥ ৮
পীতাঙ্গরাগবসনো ঘৃতহোমন্তু কারয়েৎ।
প্রণম্য চ গবা সার্দ্ধং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৯
নমস্তেঽঙ্গিরসাং নাথ বাক্পতে চ বৃহস্পতে।
ক্রূরগ্রহৈঃ পীড়িতানামমৃতায় নমো নমঃ ॥ ১০
সংক্রান্তাবস্য কৌন্তেয় যাত্রাস্বভ্যুদয়েষু চ।
কুর্ব্বন বৃহস্পতেঃ পূজাং সর্ব্বান কামান্ সমশ্নুতে

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে শুক্র-শুক্রপূজা-বিধির্নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
ভগবন্ ভবসংসার-সাগরোত্তারকারক।
কিঞ্চিদ্ব্রতং সমাচক্ষ্ব স্বর্গারোগ্যসুখপ্রদম্ ॥ ১
ঈশ্বর উবাচ।
সৌরং ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি নাম্না কল্যাণসপ্তমীম্।

শুক্ল পুষ্প, শুক্ল বস্ত্র ও সিত তণ্ডুল রাখিয়া তদুপরি স্বচ্ছ মুক্তাফলান্বিত রাজত শুক্র-প্রতিমা স্থাপনান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে সামবেদী ব্রাহ্মণকে দান করিবে। মন্ত্র যথা,—হে সর্ব্বলোকেশ! ভৃগুনন্দন! হে কবে! তোমায় নমস্কার, সর্ব্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত তুমি এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার করি। হে ভারত! শুক্রোদয়ে যাত্রা-কালীন এইরূপে অর্ঘ্যদান কার্য্য করিবে। ইহাতে অর্ঘ্যদাতা সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইবে এবং অন্তে বিষ্ণুলোকে গিয়া সসম্মানে বাস করিবে। শুভ মাল্য, বটক, পূরিকা, গোধুম ও চণক প্রভৃতি দ্বারা যাবৎ না শুক্রের পূজা করা হয়, কাম ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত তাবৎকালের মধ্যে অন্ন আহার করিবে না, হে যুধিষ্ঠির! উল্লিখিতরূপে বৃহস্পতিরও পূজাবিধি বলিতেছি। সুবর্ণপাত্রে সুবর্ণময় সুরেশ-পুরোহিতের প্রতিমা স্থাপনান্তে তাহাকে পীত পুষ্প ও পীতবস্ত্রে বিভূষিত করিয়া সর্ষপ পঞ্চগব্য এবং পলাশ ও অশ্বত্থযোগে স্নানপূর্ব্বক পীত অঙ্গরাগ ও পীতবস্ত্রে অন্বিত হইয়া ঘৃত দ্বারা হোম করিবে; তৎপরে প্রণামান্তে একটী গাভীসহ উক্ত প্রতিমা ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিয়া দিবে এবং বলিবে—হে আঙ্গিরস নাথ! বাক্পতে! বৃহস্পতে! ক্রূর গ্রহকর্ত্তৃক উৎপীড়িত ব্যক্তিবর্গের তুমিই একমাত্র অমৃতস্বরূপ; অতএব তোমাকে বারবার নমস্কার করি। হে কৌন্তেয়! সংক্রান্তি, যাত্রা কিম্বা অভ্যুদয় ব্যাপারে এইরূপে বৃহস্পতিকে পূজা করিলে মানব সর্ব্ব কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১—১১।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৩

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ভগবন্! হে সংসার-সাগর-পতিত জনগণের উদ্ধারকারক! আপনি অপর কোন এক স্বর্গ ও আরোগ্য-সুখপ্রদ ব্রতের বিবরণ বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—আমি সৌরধর্ম্ম বলিতেছি;

* সহ তেন সবৎসাং গামিতি বা পাঠঃ।

বিশোকসপ্তমীং তদ্বৎ ফলাঢ্যাং পাপনাশিনীম্
শর্করাসপ্তমীং পুণ্যাং তথা কমলসপ্তমীম্।
মন্দারসপ্তমীং তদ্বচ্ছুভদাং শুভসপ্তমীম্ ॥ ৩
সর্ব্বানন্তফলাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বা দেবর্ষিপূজিতাঃ।
বিধানমাসাং বক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৪
যদা তু শুক্লসপ্তম্যামাদিত্যস্য দিনং ভবেৎ।
সা তু কল্যাণিনী নাম বিজয়া চ নিগদ্যতে ॥ ৫
প্রাতর্গব্যেন পয়সা স্নানমস্যাং সমাচরেৎ।
ততঃ শুক্লাম্বরঃ পদ্মমক্ষতাভিঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৬
প্রাঙ্মুখোঽষ্টদলং মধ্যে তদ্বদ্বৃত্তাঞ্চ কর্ণিকাম্
পুষ্পাক্ষতাভির্দ্দেবেশং * বিন্যসেৎ সর্ব্বতঃ ক্রমাৎ ॥ ৭
পূর্ব্বেণ তপনায়েতি মার্ত্তণ্ডায়েতি চানলে।
যাম্যে দিবাকরায়েতি বিধাত্রে ইতি নৈর্ঋতে ॥৮
পশ্চিমে বরুণায়েতি ভাস্করায়েতি চানিলে।
সৌম্যে বিকর্ত্তনায়েতি রবয়ে চাষ্টমে দলে ॥৯
আদাবন্তে চ মধ্যে চ নমোঽস্তু পরমাত্মনে।
মন্ত্রৈরেভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য নমস্কারান্তদীপিতৈঃ ॥ ১০
শুক্লবস্ত্রৈঃ ফলৈর্ভক্ষ্যৈর্ধূপমাল্যানুলেপনৈঃ।
স্থণ্ডিলে পূজয়েদ্ভক্ত্যা গুড়েন লবণেন চ ॥ ১১
ততো ব্যাহৃতিমন্ত্রেণ বিসর্জ্জ্যেদ্‌দ্বিজপুঙ্গবান্।
শক্তিতঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা গুড়ক্ষীরঘৃতাদিভিঃ।
তিলপাত্রং হিরণ্যঞ্চ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ১২
এবং নিয়মকৃৎ সুপ্ত্বা প্রাতরুত্থায় মানবঃ।
কৃতস্নানজপো বিপ্রৈঃ সহৈব ঘৃতপায়সম্ ॥ ১৩
ভুক্ত্বা চ বেদবিদুষে বিড়ালব্রতবর্জ্জিতৈঃ।
ঘৃতপাত্রং সকনকং সোদকুম্ভং নিবেদয়েৎ ॥১৪
প্রীয়তামত্র ভগবান্ পরমাত্মা দিবাকরঃ।
অনেন বিধিনা সর্ব্বং মাসি মাসি ব্রতং চরেৎ ॥
ততস্ত্রয়োদশে মাসি গা বৈ দদ্যাৎ ত্রয়োদশ।
বস্ত্রালঙ্কারসংযুক্তাঃ সুবর্ণাস্যাঃ পয়স্বিনীঃ ॥ ১৬
একামপি প্রদদ্যাদ্বা বিত্তহীনো বিমৎসরঃ।

কল্যাণসপ্তমী, বিশোকসপ্তমী, শর্করাসপ্তমী, কমলাসপ্তমী, মন্দারসপ্তমী ও শুভসপ্তমী এই সকল সপ্তমীই অনন্ত ফলজননী পাপনাশিনী ও শুভদায়িনী এবং এই সকল তিথিই দেবর্ষি-পূজিত। এক্ষণে ইহাদিগের আনুপূর্ব্বিক যথাযথ বিধান বলিতেছি। রবিবার শুক্লসপ্তমী হইলে তাহাকে কল্যাণিনী সপ্তমী কহে। ইহা বিজয়া নামেও নিরূপিত। এই তিথিযুক্ত দিনে প্রভাতে গব্যদুগ্ধ দ্বারা স্নান করিবে। অনন্তর শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক অক্ষতচূর্ণ দ্বারা একটী অষ্টদল পদ্ম ও তদনুরূপ বৃত্ত ও কর্ণিকা প্রস্তুত করিবে। পরে প্রাঙ্মুখ হইয়া পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা ক্রমশঃ পদ্মের সর্ব্বদিকে দেবেশ দিনেশকে বিন্যাস করিয়া এই সকল মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। যথা:—পূর্ব্বদিকে ‘তপনায়’ অগ্নিকোণে ‘মার্ত্তণ্ডায়’ দক্ষিণে ‘দিবাকরায়’ নৈর্ঋতে ‘বিধাত্রে’ পশ্চিমে ‘বরুণায়’ বায়ুকোণে ‘ভাস্করায়’ উত্তরে ‘বিকর্ত্তনায়’ অষ্টমদলে ‘রবয়ে’ এবং আদিতে, অন্তে ও মধ্যে ‘পরমাত্মনে নমঃ’ বলিয়া সম্যক্ পূজাপূর্ব্বক পরে নমস্কার করিবে। শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া ফল, ভক্ষ্য, ধূপ, মাল্য, অনুলেপন, গুড় ও লবণ দ্বারা ভক্তিভরে স্থণ্ডিল মধ্যে ঐরূপ পূজা করিয়া পরে ব্যাহৃতি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যথাশক্তি দ্বিজপুঙ্গবদিগকে গুড়, ক্ষীর ও ঘৃতাদি দ্বারা অর্চ্চনান্তে বিদায় দিবে। তিলপাত্র এবং হিরণ্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। এইরূপে নিয়মাবলম্বী মানব শয়নের পর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান ও জপান্তে অকপটাচারী বিপ্রগণ সহ ঘৃত ও পায়স ভোজনপূর্ব্বক বেদবিদ্ ব্যক্তিকে হিরণ্য ও ঘৃতপাত্র সহ জলকুম্ভ দান করিবে এবং বলিবে—ভগবান্ পরমাত্মা দিবাকর এক্ষণে প্রীত হউন,’ এইরূপ বিধানে মাসে মাসে ব্রতাচরণ করিবে।১—১৫। অনন্তর ত্রয়োদশ মাস উপস্থিত হইলে ত্রয়োদশটী গাভী দান করিবে। ঐ সকল গাভী বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হেমবক্ত্রা ও পয়স্বিনী হওয়া প্রয়ো-

* সর্ব্বেষ্বপি দলেষ্বেব ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ন বিত্তশাঠ্যং কুর্ব্বীত যতো মোহাৎ পতত্যধঃ ॥
অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যাৎ কল্যাণসপ্তমীম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সূর্য্যলোকে মহীয়তে।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমনন্তমিহ জায়তে ॥ ১৮
সর্ব্বপাপহরা নিত্যং সর্ব্বদৈবতপূজিতা।
সর্ব্বদুষ্টোপশমনী সদা কল্যাণসপ্তমী ॥ ১৯
ইমামনন্তফলদাং যস্তু কল্যাণসপ্তমীম্।
শৃণোতি পঠতে চেহ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২০
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে কল্যাণসপ্তমীব্রতং
নাম চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।
বিশোকসপ্তমীং তদ্বক্ষ্যামি মুনিপুঙ্গব।
যামুপোষ্য নরঃ শোকং ন কদাচিদিহাশ্নুতে ॥ ১
মাঘে কৃষ্ণতিলৈঃ স্নাত্বা ষষ্ঠ্যাং বৈ শুক্লপক্ষতঃ
কৃতাহারঃ কৃসরয়া দন্তধাবনপূর্ব্বকম্।
উপবাসব্রতং কৃত্বা ব্রহ্মচারী ভবেন্নিশি ॥ ২
ততঃ প্রভাতে উত্থায় কৃতস্নানজপঃ শুচিঃ।
কৃত্বা তু কাঞ্চনং পদ্মমর্কায়েতি চ পূজয়েৎ।
করবীরেণ রক্তেন রক্তবস্ত্রযুগেণ চ ॥ ৩
যথা বিশোকং ভুবনং ত্বয়ৈবাদিত্য সর্ব্বদা।
তথা বিশোকতা মেঽস্তু ত্বদ্ভক্তিঃ প্রতিজন্ম চ ॥
এবং সম্পূজ্য ষষ্ঠ্যান্তু ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্দ্বিজান্।
সুপ্ত্বা সম্প্রাশ্য গোমূত্রমুত্থায় কৃতনৈত্যকঃ ॥ ৫
সম্পূজ্য বিপ্রানন্নেন গুড়পাত্রসমন্বিতম্।
তদ্বস্ত্রযুগ্মং পদ্মঞ্চ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৬
অতৈললবণং ভুক্ত্বা সপ্তম্যাং মৌনসংযুতঃ।
ততঃ পুরাণশ্রবণং কর্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৭

জন। যদি অর্থ-সামর্থ্য না থাকে, তবে একটী মাত্র গাভী ও বিমৎসর হইয়া প্রদান করিবে। বিত্তশাঠ্য কদাচ করিবে না; করিলে মোহবশে অধঃপতিত হইতে হয়। এইরূপ বিধান ক্রমে যে ব্যক্তি কল্যাণসপ্তমী ব্রত করিবে, সে, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে সূর্য্যলোকে পূজিত হইয়া থাকে। ইহলোকে তাহার দীর্ঘ আয়ু, আরোগ্য ও অনন্তঐশ্বর্য্য লাভ হয়। এই কল্যাণসপ্তমী সর্ব্বপাপহরা, সর্ব্বদৈবত-পূজিতা ও সর্ব্ব দুষ্ট-বিনিবারিণী। যে ব্যক্তি এই অনন্ত ফল-দায়িনী কল্যাণসপ্তমী-ব্রতের বিবরণ শ্রবণ করে, বা পাঠ করে, এসংসারে সে সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।১৬—২০।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৪

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গব! এক্ষণে বিশোক সপ্তমীর কথা কহিতেছি, এই সপ্তমীদিনে উপবাস করিয়া মানব কখনই শোক প্রাপ্ত হয় না। মাঘ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে দন্তধাবনপূর্ব্বক কৃষ্ণতিল দ্বারা স্নান করিয়া দিবা উপবাসী থাকিয়া রাত্রিযোগে কৃসরা মাত্র আহার করিয়া ব্রহ্মচারী অবস্থায় রহিবে। অনন্তর প্রভাতে উঠিয়া স্নান ও জপান্তে শুচি হইয়া কাঞ্চনপদ্ম নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদুপরি 'অর্কায় নমঃ' বলিয়া রক্ত করবীর ও রক্ত বস্ত্রযুগল দ্বারা পূজা করিবে এবং এইরূপ প্রার্থনা জানাইবে যে, হে আদিত্য! তোমার উদয়ে যেমন ভুবন-মণ্ডল বিশোক হয়, তেমনি আমারও জন্মে জন্মে বিশোকতা ও তোমার প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হউক। এইরূপে ষষ্ঠীতিথিতে পূজা করিয়া পরে ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনা করিবে। গোমূত্র ভক্ষণ করিয়া নিদ্রা যাইবে; নিদ্রান্তে গাত্রোত্থান করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাধা করিবার পর বিপ্রদিগকে অন্ন দ্বারা পূজান্তে গুড়পাত্রান্বিত বস্ত্রযুগ্ম ও পদ্ম ব্রাহ্মণদিগকে নিবেদন করিয়া দিবে। ১-৬। সপ্তমী দিনে মৌনাবলম্বী হইয়া অতৈল ও অলবণ ভোজনান্তে ভূতিকামনায় পুরাণ

অনেন বিধিনা সর্ব্বমুভয়োরপি পক্ষয়োঃ।
কৃত্বা যাবৎ পুনর্ম্মাঘ-শুক্লপক্ষস্য সপ্তমী ॥ ৮
ব্রতান্তে কলশং দদ্যাৎ সুবর্ণকমলান্বিতম্।
শয্যাং সোপস্করাং দদ্যাৎ কপিলাঞ্চ পয়স্বিনীম্
অনেন বিধিনা যস্তু বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
বিশোকসপ্তমীং কুর্য্যাৎ স যাতি পরমাং গতিম্
যাবজ্জন্মসহস্রাণাং সাগ্রং কোটিশতং ভবেৎ।
তাবন্ন শোকমভ্যেতি রোগ-দৌর্গত্যবর্জ্জিতঃ।
যং যং প্রার্থয়তে কামং তং তমাপ্নোতি পুষ্কলম্
নিষ্কামঃ কুরুতে যস্তু স পরং ব্রহ্ম গচ্ছতি ॥১২
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি বিশোকাখ্যাঞ্চ সপ্তমীম্
সোঽপীন্দ্রলোকমাপ্নোতি ন দুঃখী জায়তে ক্বচিৎ

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বিশোকসপ্তমী-
ব্রতং নাম পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

শ্রবণ করিবে। এইরূপ বিধানক্রমে আগামী মাঘ সপ্তমী যাবৎ উভয় পক্ষে সমস্ত কার্য্য করিয়া ব্রতান্তে সুবর্ণ কমলসহ জলকলস এবং উপস্কারান্বিত শয্যা ও পয়স্বিনী কপিলা গাভী দান করিবে। যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য না করিয়া এইরূপ বিধানে বিশোকসপ্তমী-ব্রতানুষ্ঠান করে, তাহার পরম গতি লাভ হয় এবং শতকোটি সহস্র জন্ম যাবৎ রোগ ও দুর্গতিবিরহিত হইয়া শোক প্রাপ্ত হয় না। ঐ ব্যক্তি যে যে কামনা করে, তাহাই সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়। নিষ্কামভাবে এই ব্রত করিলে পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিশোকসপ্তমীর বিবরণ যে ব্যক্তি পাঠ করে বা শ্রবণ করে, সে, ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়; কদাচ দুঃখী হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। ৭—১৩।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

অন্যামপি প্রবক্ষ্যামি নাম্না তু ফলসপ্তমীম্।
যামুপোষ্য নরঃ পাপাদ্বিমুক্তঃ স্বর্গভাগ্ভবেৎ ॥
মার্গশীর্ষে শুভে মাসি সপ্তম্যাং নিয়তব্রতঃ।
তামুপোষ্যাথ কমলং কারয়িত্বা তু কাঞ্চনম্ ॥ ২
শর্করাসংযুতং দদ্যাদ্ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে।
রবিং কাঞ্চনকং কৃত্বা পলস্যৈকস্য ধর্ম্মবিৎ।
দদ্যাদ্বিকালবেলায়াং ভানুর্মে প্রীয়তামিতি ॥
ভক্ত্যা তু বিপ্রান্ সম্পূজ্য চাষ্টম্যাং ক্ষীর-
ভোজনম্
দত্ত্বা কুর্য্যাৎ ফলযুতং যাবৎ স্যাৎ কৃষ্ণসপ্তমী ॥
তামপ্যুপোষ্য বিধিবদনেনৈব ক্রমেণ তু।
তদ্বদ্ধৈমফলং দত্ত্বা সুবর্ণকমলান্বিতম্ ॥ ৫
শর্করাপাত্রসংযুক্তং বস্ত্রমাল্যসমন্বিতম্।
সংবৎসরঞ্চ তেনৈব বিধিনোভয়সপ্তমীম্ ॥ ৬
উপোষ্য দত্ত্বা ক্রমশঃ সূর্য্যমন্ত্রমুদীরয়েৎ।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—ফলসপ্তমী নামে অন্য এক সপ্তমীর কথা বলিতেছি, এই তিথিতে উপবাস করিয়া নর পাপ-মুক্ত ও স্বর্গভাগী শুভ মার্গশীর্ষ মাসের সপ্তমী তিথিতে নিয়তব্রত হইয়া উপবাস করিয়া একটী কাঞ্চন-কমল প্রস্তুত করিবে এবং ঐ কমলটী শর্করা সহ কুটুম্বী ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ধর্ম্মজ্ঞ ব্রতকর্ত্তা একপলপরিমিত স্বর্ণ দ্বারা রবিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অপরাহ্নে দান করিবেন; বলিবেন—'ভানু আমার প্রতি প্রীত হউন'। ১-৩। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া কৃষ্ণ-সপ্তমী যাবৎ অষ্টমী তিথিতে ফলসহ ক্ষীর-ভোজন প্রদানপূর্ব্বক পরে স্বয়ং তাহা ভোজন করিবে। এইরূপ ক্রমে ঐ তিথিতে যথা-বিধি উপবাস করিয়া সুবর্ণকমল, শর্করাপাত্র, বস্ত্র ও মাল্যসমন্বিত হৈমফল প্রদানপূর্ব্বক সম্বৎসর যাবৎ উক্ত বিধি অনুসারে উভয়-পক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে ব্রতাচরণ করিয়া

ভানুরর্কো রবির্ব্রহ্মা সূর্য্যঃ শক্রো হরিঃ শিবঃ
শ্রীমান বিভাবসুস্ত্বষ্টা বরুণঃ প্রীয়তামিতি ॥ ৭
প্রতিমাসঞ্চ সপ্তম্যামেকৈকং নাম কীর্ত্তয়েৎ।
প্রতিপক্ষং ফলত্যাগমেতৎ কুর্ব্বন সমাচরেৎ ॥
ব্রতান্তে বিপ্রমিথুনং পূজয়েদ্বস্ত্রভূষণৈঃ।
শর্করাকলশং দদ্যাদ্ধেমপদ্মদলান্বিতম্ ॥ ৯
যথা ন বিফলা কামাস্ত্বদ্ভক্তানাং সদা রবে।
তথানন্তফলাবাপ্তিরস্তু মে সপ্তজন্মসু ॥ ১০
ইমামনন্তফলদাং যঃ কুর্য্যাৎ ফলসপ্তমীম্।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥ ১১
সুরাপানাদিকং কিঞ্চিদ্‌যদত্রামুত্র বা কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি যঃ কুর্য্যাৎ ফলসপ্তমীন্
কুর্ব্বাণঃ সপ্তমীঞ্চেমাং সততং রোগবর্জ্জিতঃ।
ভূতান্ ভব্যাংশ্চ পুরুষাংস্তারয়েদেকবিংশতিম্
যঃ শৃণোতি পঠেদ্বাপি সোঽপি কল্যাণভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ফলসপ্তমীব্রতং নাম ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

সূর্য্যমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। বলিবে,—'ভানু, অর্ক, রবি, ব্রহ্মা, সূর্য্য, শক্র, হরি, শিব, শ্রীমান্ বিভাবসু, ত্বষ্টা ও বরুণ প্রীত হউন'। প্রতিমাসের সপ্তমী তিথিতে এক একটী নাম কীর্ত্তন করিবে। প্রতিপক্ষে ফল ত্যাগ করিয়া এই ব্রত আচরণ করিতে হয়। ব্রতাবসানে বস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা বিপ্র দম্পতীকে পূজা করিয়া হেম পদ্ম-দলান্বিত শর্করাকুম্ভ দান করিবে। বলিবে,—হে রবে! তোমার ভক্তবর্গের কাম সকল যেমন কদাচ বিফল হয় না, তেমনি সপ্ত জন্মে আমার অনন্ত ফলপ্রাপ্তি হউক। যে ব্যক্তি এই অনন্ত ফলদায়িনী ফলসপ্তমী ব্রত আচরণ করে, সে, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তাত্মা হইয়া সূর্য্যলোকে বিহার করিয়া থাকে। এই ফলসপ্তমী ব্রতাচারী ব্যক্তির ইহ বা পর জন্মার্জ্জিত সুরাপানাদি যে কিছু দুষ্কৃত থাকুক, সমস্তই নাশ প্রাপ্ত হয়। এই সপ্তমীব্রতের অনুষ্ঠানকর্তা সর্ব্বদাই রোগবর্জ্জিত হন এবং তিনি অতীত ও অনাগত একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে বা শ্রবণ করে, সেও কল্যাণভাজন হয়। ১০—১৩।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

শর্করাসপ্তমীং বক্ষ্যে তদ্বৎ কল্মষনাশিনীম্।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং যয়ানন্তং প্রজায়তে ॥ ১
মাধবস্য সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং নিয়তব্রতঃ।
প্রাতঃ স্নাত্বা তিলৈঃ শুক্লৈঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ
স্থণ্ডিলে পদ্মমালিখ্য কুঙ্কুমেন সকর্ণিকম্।
তস্মিন নমঃ সবিত্রে তু গন্ধ-ধূপৌ নিবেদয়েৎ ॥
স্থাপয়েদুদকুম্ভঞ্চ শর্করাপাত্রসংযুতম্।
শুক্লবস্ত্রৈরলঙ্কৃত্য শুক্লমাল্যানুলেপনৈঃ।
সুবর্ণেন সমাযুক্তং মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ ॥ ৪
বিশ্ববেদময়ো যস্মাদ্বেদবাদীতি পঠ্যসে।
সর্ব্বস্যামৃতমেব ত্বমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৫

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় কল্মষনাশিনী শর্করাসপ্তমী-ব্রত-বিবরণ বলিতেছি; ইহার অনুষ্ঠানে অনন্ত আয়ু, আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে নিয়তব্রত হইয়া প্রভাতে শুক্ল তিল দ্বারা স্নানপূর্ব্বক স্বয়ং শুক্ল মাল্য ও শুক্ল অনুলেপনে মণ্ডিত হইবে এবং কুঙ্কুম দ্বারা স্থণ্ডিল মধ্যে কর্ণিকান্বিত পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহাতে 'নমঃ সবিত্রে' বলিয়া গন্ধ ও ধূপ নিবেদন করিবে। ১-৩। পরে শর্করাপাত্রসহ জলকুম্ভ স্থাপনান্তে উহাকে শুক্ল বস্ত্র ও শুক্ল মাল্যানুলেপনে অলঙ্কৃত করিয়া সুবর্ণসহ এই মন্ত্রে পূজা করিবে, যথা—হে কুম্ভ! তুমি বিশ্বদেবময় এবং নিখিল বেদবাদী বলিয়া কীর্ত্তিত হও।

পঞ্চগব্যং ততঃপীত্বা স্বপেৎ তৎপার্শ্বতঃ ক্ষিতৌ
সৌরসূক্তং স্মরন্নাস্তে পুরাণশ্রবণেন চ॥ ৬
অহোরাত্রে গতে পশ্চাদষ্টম্যাং কৃতনৈত্যকঃ।
তৎ সর্ব্বং বিদুষে তদ্বদ্‌ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ॥ ৭
ভোজয়েচ্ছক্তিতো বিপ্রান্ শর্করা-ঘৃত-পায়সৈঃ
ভুঞ্জীতাতৈললবণং স্বয়মপ্যথ বাগ্‌যতঃ॥ ৮
অনেন বিধিনা সর্ব্বং মাসি মাসি সমাচরেৎ।
সংবৎসরান্তে শয়নং শর্করাকলশান্বিতম্॥ ৯
সর্ব্বোপস্করসংযুক্তং তথৈকাং গাং পয়স্বিনীম্।
গৃহঞ্চ শক্তিমান দদ্যাৎ সমস্তোপস্করান্বিতম্॥ ১০
সহস্রেণাথ নিষ্কাণাং কৃত্বা দদ্যাচ্ছতেন বা।
দশভির্বাথ নিষ্কেণ তদর্দ্ধেনাপি শক্তিতঃ॥ ১১
সুবর্ণাশ্বঃ প্রদাতব্যঃ পূর্ব্ববন্মন্ত্রবাদনম্।
ন বিত্তশাঠ্যং কুর্ব্বীত কুর্ব্বন দোষং সমশ্নুতে॥
অমৃতং পিবতো বক্ত্রাৎ সূর্য্যস্যামৃতবিন্দবঃ।
নিপেতুর্যে তদুত্থা'মী শালিমুদ্গেক্ষবঃ স্মৃতাঃ॥১৩
শর্করা তু পরা তস্মাদিক্ষুসারোঽমৃতাত্মবান
ইষ্টা রবেরতঃ পুণ্যা শর্করা হব্য কব্যয়োঃ॥১৪
শর্করাসপ্তমী চেয়ং বাজিমেধফলপ্রদা।
সর্ব্বদুষ্টপ্রশমনী পুত্রপৌত্রপ্রবর্দ্ধিনী॥ ১৫
যঃ কুর্য্যাৎ পরয়া ভক্ত্যা স বৈ সদ্গতিমাপ্নুয়াৎ
কল্পমেকং বসেৎ স্বর্গে ততো যাতি পরং পদম্
ইদমনঘ শৃণোতি যঃ স্মরেদ্বা
পরিপঠতীহ দিবাকরস্য লোকে।
মতিমপি চ দদাতি সোঽপি দেবৈ-
রমরবধূজনমালয়াভিপূজ্যঃ॥ ১৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে শর্করাব্রতং নাম
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৭॥

সকলের অমৃতস্বরূপ; অতএব আমাকে শান্তি প্রদান কর।' পরে পঞ্চগব্য পান করিয়া কুম্ভপার্শ্বস্থ ক্ষিতিতলে শয়ন করিবে এবং সৌর সূক্ত স্মরণ বা পুরাণ শ্রবণ করিতে করিতে কাল কর্ত্তন করিবে। অনন্তর সেই অহোরাত্র অতীত হইলে পর অষ্টমী তিথিতে নিত্য-ক্রিয়া সমাধা করিয়া ব্রতার্থ সংগৃহীত সমস্ত দ্রব্য বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবে। পরে শক্তি অনুসারে শর্করা, ঘৃত ও পায়সাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে এবং নিজে বাগ্‌যত হইয়া অতৈল অলবণ ভোজন করিবে। এইরূপ বিধানে মাসে মাসে সমস্ত কৃত্য সমাধা করিয়া বৎসরান্তে শর্করা-কলশান্বিত ও সমস্ত উপস্করযুত শয্যা এবং একটী পয়স্বিনী গাভী দান করিবে। শক্তিমান্ ব্যক্তি সুসম্পন্ন গৃহ দান করিবেন। সহস্র নিষ্ক, দশ নিষ্ক, অথবা পঞ্চ নিষ্ক দ্বারা একটী সুবর্ণঅশ্ব নির্ম্মাণপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া প্রদান করিবে। বিত্তশাঠ্য করিবে না; করিলে দোষভাগী হইবে। সূর্য্য অমৃত পান করিতে থাকিলে তাঁহার মুখ হইতে যে সকল অমৃতবিন্দু নিপতিত হয়, তাহা হইতেই শালি, মুদ্গ, ইক্ষু ও শর্করা উৎপন্ন হইয়াছিল। ইক্ষুসার অমৃতস্বরূপ। এইজন্য পবিত্র শর্করা রবির অতিপ্রিয় এবং হব্য-কব্যে প্রশস্ত। এই শর্করাসপ্তমী অশ্বমেধ-ফলপ্রদানকর্ত্রী, সর্ব্ব দুষ্টপ্রশমনী ও পুত্র-পৌত্রপ্রবর্দ্ধিনী। যে ব্যক্তি পরম ভক্তির সহিত এই ব্রতাচরণ করে, তাহার সদ্গতি লাভ হয়। সে ব্যক্তি এক কল্পকাল স্বর্গে বাস করিয়া পরে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। হে অনঘ! এই ব্রতকথা যে ব্যক্তি স্মরণ করে, শ্রবণ করে, পাঠ করে কিম্বা এই ব্রতাচারণার্থ মতি জন্মাইয়া দেয়, দিবাকর-লোকে তাহার গতি হয় এবং সে ব্যক্তি অমর ও অমরবধূগণ কর্ত্তৃক আপ্রলয়াবধি অভিপূজিত হইয়া থাকে। ৪—১৭।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৭॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি তদ্বৎ কমলসপ্তমীম্
যস্যাঃ সঙ্কীর্ত্তনাদেব তুষ্যতীহ দিবাকরঃ॥ ১
বসন্তামলসপ্তম্যাং স্নাতঃ সন্ গৌরসর্ষপৈঃ।
তিলপাত্রে চ সৌবর্ণে বিধায় কমলং শুভম্॥ ২
বস্ত্রযুগ্মাবৃতং কৃত্বা গন্ধপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
নমঃ কমলহস্তায় নমস্তে বিশ্বধারণে॥ ৩
দিবাকর নমস্তুভ্যং প্রভাকর নমোঽস্তু তে।
ততো দ্বিকালবেলায়ামুদকুম্ভসমন্বিতাম্॥ ৪
বিপ্রায় দদ্যাৎ সম্পূজ্য বস্ত্র-মাল্য-বিভূষণৈঃ।
শক্ত্যা চ কপিলাং দদ্যাদলঙ্কৃত্য বিধানতঃ॥৫
অহোরাত্রে গতে পশ্চাদষ্টম্যাং ভোজয়েদ্দ্বিজান্
যথাশক্ত্যাথ ভুঞ্জীত মাংসতৈলবিবর্জ্জিতম্॥ ৬
অনেন বিধিনা শুক্ল-সপ্তম্যাং মাসি মাসি চ।
সর্ব্বং সমাচরেদ্ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ॥ ৭
ব্রতান্তে শয়নং দদ্যাৎ সুবর্ণং কমলান্বিতম্।
গাঞ্চ দদ্যাৎ স্বশক্ত্যা তু সুবর্ণাঢ্যাং পয়স্বিনীম্
ভোজনাসনদীপাদীন্ দদ্যাদিষ্টানুপস্করান্।
অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যাৎ কমলসপ্তমীম্।
লক্ষ্মীমনন্তামভ্যেতি সূর্য্যলোকে মহীয়তে॥ ৯
কল্পে কল্পে ততো লোকান্ সপ্ত গত্বা পৃথক্ পৃথক্।
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতস্ততো যাতি পরাং গতিম্
যঃ পশ্যতীদং শৃণুয়াচ্চ মর্ত্ত্যঃ
পঠেচ্চ ভক্ত্যাথ মতিং দদাতি।
সোঽপ্যত্র লক্ষ্মীমচলামবাপ্য
গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধরলোকভাক্ স্যাৎ॥ ১১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে কমলসপ্তমীব্রতং নামাষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৮॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর কমলসপ্তমী নামক ব্রত-বিবরণ বলিতেছি। এই সপ্তমীর নাম কীর্ত্তনেই দিবাকর তুষ্ট হইয়া থাকেন। বসন্ত কালের শুক্লসপ্তমীদিনে গৌরসর্ষপে স্নান করিয়া তিলপূর্ণ সুবর্ণপাত্রে একটী সুন্দর কমল স্থাপনপূর্ব্বক বস্ত্রযুগলে আবৃত করিয়া দিবাকরকে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে; বলিবে,—হে দিবাকর! তুমি কমলহস্ত, বিশ্বধারণকর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার করি। হে প্রভাকর! তোমায় আমার নমস্কার। অনন্তর অপরাহ্নে একটী কপিলা ধেনুকে যথাশক্তি বস্ত্র, মাল্য ও অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া একটী জলপূর্ণ কুম্ভসহ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। পরে সেই অহোরাত্র অতীত হইলে, পর দিন শুক্ল-অষ্টমীতে যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তৎপরে স্বয়ং মাংস ও তৈল বিনা ভোজন করিবে। এইরূপ বিধান অনুসারে প্রতিমাসীয় শুক্লসপ্তমীদিনে ভক্তিভরে বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করিবে ব্রতাবসানে যথাশক্তি শয্যা, সুবর্ণকমল, ও সুবর্ণময়ী পয়স্বিনা গাভী দান করিবে। এবং ভোজন, আসন ও প্রদীপাদি সর্ব্ব উপস্কর প্রদান করিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে যে ব্যক্তি কমলসপ্তমী ব্রত আচরণ করে, তাহার অনন্ত লক্ষ্মী লাভ হয় এবং সে অন্তে সৌরলোকে সম্মানিত হইয়া থাকে অনন্তর কল্পে কল্পে পৃথক্ পৃথক্রূপে সপ্তলোকে গমন করিয়া পরে অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। যে মর্ত্ত্য ব্যক্তি এই ব্রতাচরণ করিতে দেখে বা ব্রতকথা শুনে, অথবা ভক্তির সহিত পাঠ করে, বা অন্যকে ব্রতাচরণার্থ মতি জন্মাইয়া দেয়, সেও অচলা লক্ষ্মী লাভ করিয়া গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরলোকে উপনীত হইয়া থাকে।১—১১।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৮।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্‌ ।
সর্ব্বকামপ্রদাং রম্যাং নাম্না মন্দারসপ্তমীম্‌ ॥ ১
মাঘস্যামলপক্ষে তু পঞ্চম্যাং লঘুভুঙ্‌নরঃ
দন্তকাষ্ঠং ততঃ কৃত্বা ষষ্ঠীমুপবসেদ্‌বুধঃ ॥ ২
বিপ্রান্‌ সম্পূজয়িত্বা তু মন্দারং প্রাশয়েন্নিশি ।
ততঃ প্রভাত উত্থায় কৃত্বা স্নানং পুনর্দ্বিজান্‌ ॥৩
ভোজয়েচ্ছক্তিতঃ কৃত্বা মন্দারকুসুমাষ্টকম্‌ ।
সৌবর্ণং পুরুষং তদ্বৎ পদ্মহস্তং সুশোভনম্‌ ॥৪
পদ্মং কৃষ্ণতিলৈঃ কৃত্বা তাম্রপাত্রেষ্‌ পত্রকম্‌ ।
হৈমমন্দারকুসুমৈর্ভাস্করায়েতি পূর্ব্বতঃ ॥ ৫
নমস্কারেণ তদ্বচ্চ সূর্য্যায়েত্যানলে দলে ।
দক্ষিণে তদ্বদর্কায় তথাৰ্য্যম্নেতি নৈঋতে ॥ ৬
পশ্চিমে বেদধাম্নে চ বায়ব্যে চণ্ডভানবে ।
পূষ্ণেত্যুত্তরতঃ পূজ্যমানন্দায়েত্যতঃ পরম্‌ ॥৭
কর্ণিকায়াঞ্চ পুরুষং স্থাপ্য সর্ব্বাত্মনেতি চ ।
শুক্লবস্ত্রৈঃ সমাবেষ্ট্য ভক্ষ্যৈর্মাল্য-ফলাদিভিঃ ॥
এবমভ্যর্চ্চ্য তৎ সর্ব্বং দদ্যাদ্বেদবিদে পুনঃ ।
ভুঞ্জীতাতৈললবণং বাগ্‌যতঃ প্রাঙ্মুখো গৃহী ॥৯
অনেন বিধিনা সর্ব্বং সপ্তম্যাং মাসি মাসি চ ।
কুর্য্যাৎ সম্বৎসরং যাবদ্বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥১০
এতদেব ব্রতান্তে তু নিধায় কলশোপরি ।
গোভিবিভবতঃ সার্দ্ধং দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥
নমো মন্দারনাথায় মন্দারভবনায় চ ।
ত্বং রবে তারয়স্বাস্মান্‌ সংসারভয়সাগরাৎ ॥ ১২
অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যান্মন্দারসপ্তমীম্‌ ।
বিপাপ্মা স সুখী মর্ত্ত্যঃ কল্পঞ্চ দিবি মোদতে ॥
ইমামঘৌঘপটল-ভীষণধ্বান্তদীপিকাম্‌ ।
গচ্ছন্‌ প্রগৃহ্য সংসারে সর্ব্বার্থাংশ্চ লভেন্নরঃ ॥১৪
মন্দারসপ্তমীমেতামীপ্সিতার্থফলপ্রদাম্‌ ।

ঊনাশীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর সর্ব্বপাপনাশিনী সর্ব্বকামদায়িনী রমণীয়া মন্দারসপ্তমীর কথা কহিতেছি। মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী-দিনে লঘু ভোজন করিয়া পরে ষষ্ঠীদিনে প্রভাতে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে ও উপ-বাসী থাকিবে। ঐ দিনে বিপ্রদিগকে পূজা করিয়া রাত্রিতে মন্দার প্রাশন করাইবে; তৎপরে প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানান্তে পুনরায় যথাশক্তি ভোজন করাইবে। এই ব্রতে আটটী মন্দার কুসুম সংগ্রহ করিয়া এক পদ্মহস্ত সুশোভন সুবর্ণময় পুরুষপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে এবং কৃষ্ণ তিল দ্বারা তাম্র-পাত্রোপরি একটী অষ্টদলান্বিত পদ্ম প্রস্তুত করিবে। তদনন্তর মন্দারকুসুমসমূহ দ্বারা পূর্ব্বদলে 'ভাস্করায় নমঃ' আগ্নকোণস্থদলে 'সূর্য্যায় নমঃ' দক্ষিণে 'অর্কায়' নৈঋতে 'অর্য্যম্নে' পশ্চিমে 'বেদধাম্নে' বায়ব্যে 'চণ্ডভানবে' উত্তরে 'পূষ্ণে' এবং তৎপরে ঈশান কোণে 'আনন্দায় নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে। অনন্তর কর্ণিকায় পুরুষপ্রতিমাস্থাপনান্তে 'সর্ব্বাত্মনে নমঃ' বলিয়া শুক্ল বস্ত্রে বেষ্টনপূর্ব্বক ভক্ষ্য, মাল্য ও ফলাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া পরে সমস্ত পূজাদ্রব্য বেদবেদী ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিবে। অনন্তর ব্রতকর্ত্তা বাগ্‌যত হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশনপূর্ব্বক অতৈল অলবণ ভোজ্য দ্রব্য আহার করিবে। এইরূপ বিধান ক্রমেই বিত্তশাঠ্য না করিয়া এক বৎসর যাবৎ প্রতিমাসীয় সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিবে। ব্রতান্তে কলসোপরি সমস্ত দ্রব্য স্থাপন করিয়া কল্যাণকামী ব্যক্তি কয়েকটী গাভী সহ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ১—১১। পরে বলিবে—হে রবে! তুমি মন্দারনাথ, মন্দারভবন ; আমাদিগকে ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ কর। এইরূপ বিধান ক্রমে যে ব্যক্তি মন্দারসপ্তমী ব্রত করে, সে নিষ্পাপ ও সুখী হইয়া কল্পকাল পর্য্যন্ত স্বর্গে বিহার করিয়া থাকে। এই সপ্তমী—নিখিল দুরিতরাশিরূপ ভীষণ অন্ধকারের দীপিকা ; এই দীপিকা লইয়া সংসারে যে নর বিচরণ করে, তাহার সর্ব্বার্থ লাভ হয়। এই মন্দার-

যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মন্দারসপ্তমীব্রতং নামৈকোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

অথান্যামপি বক্ষ্যামি শোভনাং শুভসপ্তমীম্ ।
যামুপোষ্য নরো রোগ-শোক-দুঃখৈঃ প্রমুচ্যতে
পুণ্যে চাশ্বযুজে মাসি কৃতস্নানজপঃ শুচিঃ ।
বাচয়িত্বা ততো বিপ্রানারভেচ্ছুভসপ্তমীম্ ॥ ২
কপিলাং পূজয়েদ্ভক্ত্যা গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ।
নমামি সূর্য্যসম্ভূতামশেষভুবনালয়াম্ ।
ত্বামহং শুভকল্যাণ-শরীরাং সর্ব্বসিদ্ধয়ে ॥ ৩
অথ কৃত্বা তিলপ্রস্থং তাম্রপাত্রেণ সংযুতম্ ।
কাঞ্চনং বৃষভং তদ্বদ্গন্ধ-মাল্য-গুড়ান্বিতৈঃ ॥ ৪
ফলৈর্নানাবিধৈর্ভক্ষ্যৈর্ঘৃতপায়সসংযুতৈঃ ।
দদ্যাদ্বিকালবেলায়ামর্য্যমা প্রীয়তামিতি ॥ ৫
পঞ্চগব্যঞ্চ সম্প্রাশ্য স্বপেদ্ভূমৌ বিমৎসরঃ ।
ততঃ প্রভাতে সঞ্জাতে ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্দ্বিজান্
অনেন বিধিনা দদ্যান্মাসি মাসি সদা নরঃ ।
বাসসী বৃষভং হৈমং তদ্বদ্গাং কাঞ্চনোদ্ভবাম্ ॥৭
সংবৎসরান্তে শয়নমিক্ষুদণ্ডগুড়ান্বিতম্ ।
সোপধানকবিশ্রামং ভাজনাসনসংযুতম্ ॥ ৮
তাম্রপাত্রে তিলপ্রস্থং সৌবর্ণং বৃষভং তথা ।
দদ্যাদ্বেদবিদে সর্ব্বং বিশ্বাত্মা প্রীয়তামিতি ॥৯
অনেন বিধিনা বিদ্বান্ কুর্য্যাদ্যঃ শুভসপ্তমীম্ ।
তস্য শ্রীর্বিপুলা কীর্ত্তির্ভবেজ্জন্মনি জন্মনি ॥১০
অপ্সরোগণগন্ধর্ব্বৈঃ পূজ্যমানঃ সুরালয়ে ।
বসেদ্গণাধিপো ভূত্বা যাবদাভূতসংপ্লবম্ ।
কল্পাদাববতীর্ণস্তু সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ ॥১১
ব্রহ্মহত্যাসহস্রস্য ভ্রূণহত্যাশতস্য চ ।

সপ্তমী সমস্ত অভীষ্টার্থদায়নী। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১২—১৫।

উনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন,—অনন্তর শুভসপ্তমী নামে অন্য এক শোভনা তিথির কথা কহিতেছি। মানব এই তিথিতে উপবাস করিয়া রোগ-শোক ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পবিত্র আশ্বিন মাসে স্নান ও জপ কার্য্য সমাধা করিয়া শুচিভাবে ব্রাহ্মণ-বাচনান্তে শুক্লসপ্তমীব্রত আরম্ভ করিবে। প্রথমেই গন্ধ মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা ভক্তিভরে কপিলার অর্চনা করিয়া বলিবে—তুমি সূর্য্যসম্ভূতা অশেষভুবনালয়া, শুভ কল্যাণ-দেহা, তোমাকে আমি সর্ব্বসিদ্ধি-লাভার্থ প্রণাম করি। অনন্তর তাম্রপাত্রান্বিত তিলপ্রস্থ ও কাঞ্চনময় বৃষভ প্রস্তুত করিয়া গন্ধ, মাল্য, গুড়, নানাবিধ ফল, ভক্ষ্য সামগ্রী, ঘৃত ও পায়স সহ অপরাহ্ণ কালে ব্রাহ্মণকে দান করিবে এবং বলিবে—অর্য্যমা প্রীত হউন। পরে বিমৎসর হইয়া পঞ্চগব্য প্রাশনপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিবে। অনন্তর প্রভাত হইলে ভক্তির সহিত দ্বিজগণকে পূজা করিবে। মানব এইরূপ বিধানক্রমে মাসে মাসে বস্ত্রযুগ্ম, হৈমবৃষ ও কাঞ্চনময় গাভী দান করিবে; বৎসরান্তে শয্যা, ইক্ষু-দণ্ড, গুড়, উপাধান ভাজন ও আসন দান করিবে। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে সুবর্ণবৃষ ও তাম্রপাত্রে করিয়া তিলপ্রস্থ দানপূর্ব্বক বলিবে—বিশ্বাত্মা প্রীত হউন।১—৯। এইরূপ বিধানে যে ব্যক্তি শুভসপ্তমীব্রত করে, জন্মে জন্মে তাহার বিপুল লক্ষ্মী ও কীর্ত্তি লাভ হয়, সে ব্যক্তি অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া গণাধিপত্য লাভ করত আপ্রলয় স্বর্গে বাস করে, পরে কল্পান্তরের প্রথমে আবির্ভূত হইয়া সপ্তদ্বীপের অধিপতি হয়। এই পুণ্য সপ্তমীব্রতকথা পঠিত হইলে সহস্র ব্রহ্মহত্যা বা শত ভ্রূণহত্যাজনিত

নাশায়ালমিয়ং পুণ্যা পঠ্যতে শুভসপ্তমী ॥১১
ইমাং পঠেদ্‌যঃ শৃণুয়ান্মুহূর্ত্তং
পশ্যেৎ প্রসঙ্গাদপি দীয়মানম্‌।
সোঽপ্যত্র সর্ব্বাঘবিমুক্তদেহঃ
প্রাপ্নোতি বিদ্যাধরনায়কত্বম্‌ ॥১৩
যাবৎ সমাঃ সপ্ত নরঃ করোতি
যঃ সপ্তমীং সপ্তবিধানযুক্তাম্‌।
স সপ্তলোকাধিপতিঃ ক্রমেণ
ভূত্বা পদং যাতি পরং মুরারেঃ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে শুভসপ্তমীব্রতং নামাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ।

কিমভীষ্টবিয়োগশোকসঙ্ঘা-
দলমুদ্ধর্ত্তুমুপোষণং ব্রতং বা।
বিভবোদ্ভবকারি ভূতলেঽস্মিন্‌
ভবভীতেরপি সূদনঞ্চ পুংসঃ ॥১

পাপও বিনাশ করিতে পারে। এই সপ্তমী-ব্রতকথা যে ব্যক্তি পাঠ করে, মুহূর্ত্তমাত্র শ্রবণ করে অথবা এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইতে ও ব্রতোপলক্ষে দ্রব্যাদি দান করিতে দেখে, তাহার সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হয় এবং অন্তে সে বিদ্যাধরদিগের নেতৃত্ব লাভ করে। যে ব্যক্তি সপ্তবর্ষ যাবৎ এই সপ্ত বিধানযুক্ত সপ্তমীব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে ক্রমশঃ সপ্ত-লোকের অধিপতি হয় এবং পরে মুরারির পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০—১৪।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৮০॥

একাশীতিতম অধ্যায়।

মনু কহিলেন, এই ভূতলে কোন্‌ বিভূতি-বর্দ্ধক ব্রত বা উপবাস, লোকদিগকে ইষ্ট-বিয়োগজনিত দুঃখসঙ্ঘ হইতে পরিত্রাণ

মৎস্য উবাচ।

পরিপৃষ্টমিদং জগৎপ্রিয়ং তে
বিবুধানামপি দুর্লভং মহত্ত্বাৎ।
তব ভক্তিমতস্তথাপি বক্ষ্যে
ব্রতমিন্দ্রাসুরমানবেষু গুহ্যম্‌ ॥ ২
পুণ্যমাশ্বযুজে মাসি বিশোকদ্বাদশীব্রতম্‌।
দশম্যাং লঘুভুগ্বিদ্বানারভেন্নিয়মেন তু ॥ ৩
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা দন্তধাবনপূর্ব্বকম্‌।
একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য তু কেশবম্‌।
শ্রিয়ং বাভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্ভোক্ষ্যামি ত্বপরেঽহনি ॥
এবং নিয়মকৃৎ সুপ্ত্বা প্রাতরুত্থায় মানবঃ।
স্নানং সর্ব্বৌষধৈঃ কুর্য্যাৎ পঞ্চগব্যজলেন তু।
শুক্লমাল্যাম্বরধরঃ পূজয়েচ্ছ্রীশমুৎপলৈঃ ॥ ৫
বিশোকায় নমঃ পাদৌ জঙ্ঘে চ বরদায় বৈ।
শ্রীশায় জানুনী তদ্বদূরূ চ জলশায়িনে ॥৬
কন্দর্পায় নমো গুহ্যং মাধবায় নমঃ কটিম্‌।
দামোদরায়েত্যুদরং পার্শ্বে চ বিপুলায় বৈ ॥৭

করিতে পারে বা মানবের ভবভয়-হর হয়? মৎস্য কহিলেন,—তোমার এই জগৎপ্রিয় প্রশ্ন বিষয় মহত্ত্ব প্রযুক্ত দেবগণেরও দুর্লভ। যাহাই হউক, তুমি ভক্তিমান্‌, তোমার নিকট আমি সুরাসুরনরে—গোপনীয় এই ব্রত বলিতেছি। পুণ্য আশ্বিন মাসে বিশোক-দ্বাদশী ব্রত প্রসিদ্ধ। এই ব্রতানুষ্ঠানের পূর্ব্বে দশমী তিথিতে বিদ্বান্‌ ব্যক্তি সংযম করিয়া থাকিবেন। পরদিন একাদশী তিথিতে উদঙ্মুখ বা প্রাঙ্মুখ হইয়া দন্তধাবনপূর্ব্বক কেশব ও লক্ষ্মীকে অর্চ্চনা করিয়া 'আমি পর দিন আহার করিব' এইরূপ নিয়মে উপবাস করিবে। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া মানব সর্ব্বৌষধি ও পঞ্চগব্য জলে স্নান করিয়া শুক্লমাল্য ও শুক্ল বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক উৎপল দ্বারা লক্ষ্মীপতিকে অর্চ্চনা করিবে। ১-৫। তৎপরে তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূজা করিতে হইবে। যথা—পাদদ্বয় 'বিশো-কায়' জঙ্ঘাযুগল 'বরদায়' জানুদ্বয় 'শ্রীশায়' ঊরুদ্বয় 'জলশায়িনে' গুহ্যদেশ 'কন্দর্পায়'

নাভিঞ্চ পদ্মনাভায় হৃদয়ং মন্মথায় বৈ।
শ্রীধরায় বিভোর্বক্ষঃ করৌ মধুজিতে নমঃ ॥৮
চক্রিণে বামবাহুঞ্চ দক্ষিণং গদিনে নমঃ।
বৈকুণ্ঠায় নমঃ কণ্ঠমাস্যং যজ্ঞমুখায় বৈ ॥৯
নাসামশোকনিধয়ে বাসুদেবায় চাক্ষিণী।
ললাটং বামনায়েতি হরয়েতি পুনর্ভ্রুবৌ ॥১০
অলকান্ মাধবায়েতি কিরীটং বিশ্বরূপিণে।
নমঃ সর্ব্বাত্মনে তদ্বচ্ছির ইত্যভিপূজয়েৎ ॥১১
এবং সম্পূজ্য গোবিন্দং ফলমাল্যানুলেপনৈঃ।
ততস্তু মণ্ডলং কৃত্বা স্থণ্ডিলং কারয়েন্মৃদা ॥১২
চতুরস্রং সমন্তাচ্চ রত্নিমাত্রমুদক্প্লবম্।
শ্লক্ষ্ণং হৃদ্যঞ্চ পরিতো বিপ্রত্রয়সমাবৃতম্ ॥১৩
অঙ্গুলেনোচ্ছ্রিতা বিপ্রাস্তদ্বিস্তারস্তু দ্ব্যঙ্গুলঃ।
স্থণ্ডিলস্যোপরিষ্টাচ্চ ভিত্তিরষ্টাঙ্গুলা ভবেৎ ॥১৪
নদীবালুকয়া শূর্পে লক্ষ্ম্যাঃ প্রতিকৃতিং ন্যসেৎ
স্থণ্ডিলে শূর্পমারোপ্য লক্ষ্মীমিত্যর্চ্চয়েদ্বুধঃ ॥ ১৫
নমো দেব্যৈ নমঃশান্ত্যৈ নমো লক্ষ্ম্যৈ নমঃশ্রিয়ৈ
নমঃ পুষ্ট্যৈ নমস্তুষ্ট্যৈ বৃষ্ট্যৈ হৃষ্ট্যৈ নমো নমঃ॥
বিশোকা দুঃখনাশায় বিশোকা বরদাস্তু মে।
বিশোকা চাস্তু সম্পত্ত্যৈ বিশোকা সর্ব্বসিদ্ধয়ে ॥
ততঃ শুক্লাম্বরৈঃ শূর্পং বেষ্ট্য সম্পূজয়েৎ ফলৈঃ
বস্ত্রৈর্নানাবিধৈস্তদ্বৎ সুবর্ণকমলেন চ ॥ ১৮
রজনীষু চ সর্ব্বাসু পিবেদ্দর্ভোদকং বুধঃ।
ততস্তু গীতনৃত্যাদি কারয়েৎ সকলাং নিশাম্॥১৯
যামত্রয়ে ব্যতীতে তু সুপ্তোত্থায় মানবঃ।
অভিগম্য চ বিপ্রাণাং মিথুনানি তদার্চ্চয়েৎ ॥
শক্তিতস্ত্রীণি চৈকং বা বস্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ।
শয়নস্থানি পূজ্যানি নমোঽস্তু জলশায়িনে ॥২১
ততস্তু গীতবাদ্যেন রাত্রিজাগরণে কৃতে।
প্রভাতে চ ততঃ স্নানং কৃত্বা দাম্পত্যমর্চ্চয়েৎ॥
ভোজনঞ্চ যথাশক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
ভুক্ত্বা শ্রুত্বা পুরাণানি তদ্দিনঞ্চাতিবাহয়েৎ॥২৩

কটিভাগ 'মাধবায়' উদর 'দামোদরায়' পার্শ্বদ্বয় 'বিপুলায়' নাভি 'পদ্মনাভায়' হৃদয় 'মন্মথায়' বক্ষঃ 'শ্রীধরায়' করদ্বয় 'মধুজিতে' বামবাহু 'চক্রিণে' দক্ষিণবাহু 'গদিনে' কণ্ঠ 'বৈকুণ্ঠায়' মুখ 'যজ্ঞমুখায়' নাসা 'অশোকনিধয়ে' অক্ষিদ্বয় 'বাসুদেবায়' ললাট 'বামনায়' ভ্রূদ্বয় 'হরয়ে' অলকাবলী 'মাধবায়' কিরীট 'বিশ্বরূপিণে' এবং শিরে 'সর্ব্বাত্মনে নমঃ' বলিয়া ফল, মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা গোবিন্দের পূজা করিবে। অনন্তর মণ্ডল করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা এক স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিবে। উহা চতুরস্র, রত্নিমাত্র, উদক্প্লব, শ্লক্ষ্ণ, ও হৃদ্য হইবে। তিন জন ব্রাহ্মণ ঐ স্থণ্ডিল বেষ্টন করিয়া থাকিবেন। স্থণ্ডিলের উপরিভাগের ভিত্তি অষ্টাঙ্গুলপরিমিত, উহার উচ্ছ্রায় এক অঙ্গুল এবং বিস্তার দুই অঙ্গুলি মাত্র হইবে। একটা শূর্প মধ্যে নদীবালুকা দ্বারা লক্ষ্মী দেবীর প্রতিকৃতি বিন্যাস করিবে। তৎপরে ঐ শূর্প স্থণ্ডিলমধ্যে আরোপিত করিয়া লক্ষ্মীকে অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর অন্তে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেবী, শান্তি, লক্ষ্মী, শ্রী, পুষ্টি, তুষ্টি, বৃষ্টি ও হৃষ্টিকে পূজা করিয়া বলিবে—বিশোকা আমার দুঃখনাশিনী হউন, বিশোকা আমার প্রতি বরদাত্রী হউন এবং বিশোকা আমার সর্ব্বসম্পত্তি ও সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী হউন। এইরূপ বলিয়া শুক্লবস্ত্রে সেই শূর্প বেষ্টনপূর্ব্বক নানাবিধ ফল, বস্ত্র ও সুবর্ণকলস দ্বারা পূজা করিবে। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অভিজ্ঞ পূজক দর্ভোদক পান এবং নৃত্য ও গীতাদি দ্বারা সমস্ত নিশা যাপন করিবেন। ১০—১৯। পরে ত্রিযাম অতীত হইলে শেষযামে নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিপ্রগণসমীপে গমনপূর্ব্বক কয়েকটী বিপ্রমিথুনের অর্চ্চনা করিবে। শক্তি অনুসারে তিনটী বা একটী বিপ্রমিথুনকে বস্ত্র, মাল্য, অনুলেপন ও শয্যা দানে 'জলশায়িনে নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে। জাগরণ করিয়া গীতবাদ্যে রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে স্নানান্তে বিপ্রদম্পতির অর্চ্চনা করিতে হয়। এই অর্চ্চনায় বিত্তশাঠ্য করিবে না; যথাশক্তি ভোজন দান করিবে। তৎপরে ভোজনান্তে পুরাণ

অনেন বিধিনা সর্ব্বং মাসি মাসি সমাচরেৎ।
ব্রতান্তে শয়নং দদ্যাদ্গুড়ধেনুসমন্বিতম্।
সোপধানকবিশ্রামং সাস্তরাবরণং শুভম্ ॥২৪
যথা ন লক্ষ্মীর্দেবেশ ত্বাং পরিত্যজ্য গচ্ছতি।
তথা সুরূপতারোগ্যমশোকশ্চাস্ত মে সদা ॥২৫
যথা দেবেন রহিতা ন লক্ষ্মীর্জায়তে ক্বচিৎ।
তথা বিশোকতা মেঽস্তু ভক্তিরগ্র্যা চ কেশবে
মন্ত্রেণানেন শয়নং গুড়ধেনুসমন্বিতম্।
শূর্পঞ্চ লক্ষ্ম্যা সহিতং দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥২৭
উৎপলং করবীরঞ্চ বাণমম্লানকুঙ্কুমম্।
কেতকী সিন্ধুবারঞ্চ মল্লিকা গন্ধপাটকা।
কদম্বং কুব্জকং জাতিঃ শস্তান্যেতানি সর্ব্বদা ॥২৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বিশোকদ্বাদশী-ব্রতং নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ।

গুড়ধেনুবিধানং মে সমাচক্ষ জগৎপতে।
কিংরূপং কেন মন্ত্রেণ দাতব্যং তদিহোচ্যতাম্ ॥

মৎস্য উবাচ।

গুড়ধেনুবিধানস্য যদ্রূপমিহ যৎ ফলম্।
তদিদানীং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥২.
কৃষ্ণাজিনং চতুর্হস্তং প্রাগগ্রং বিন্যসেদ্ভুবি।
গোময়েনানুলিপ্তায়াং দর্ভানাস্তীর্য্য সর্ব্বতঃ ॥৩
লঘ্বেণকাজিনং তদ্বদ্বৎসস্য পরিকল্পয়েৎ।
প্রাঙ্মুখীং কল্পয়েদ্ধেনুমুদক্পাদাং সবৎসকাম্॥৪
উত্তমা গুড়ধেনুঃ স্যাৎ সদা ভারচতুষ্টয়ম্।
বৎসং ভারেণ কুর্ব্বীত দ্বাভ্যাং বৈ মধ্যমা স্মৃতা
অর্দ্ধভারেণ বৎসঃ স্যাৎ কনিষ্ঠা ভারকেণ তু।
চতুর্থাংশেন বৎসঃ স্যাদ্গৃহবিত্তানুসারতঃ ॥ ৬

প্রস্তাব সকল শ্রবণ করিয়া সেই দিন যাপন করিবে। এইরূপ বিধানক্রমে মাসে মাসে এই ব্রতাচরণ করিতে হয়। ব্রতান্তে উপাধান ও আস্তরণসহ ব্রাহ্মণকে শয্যাদান করা কর্ত্তব্য। তৎপরে প্রার্থনা করিবে যে, হে দেবেশ! লক্ষ্মী যেমন তোমায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও গমন করেন না, তেমনি তোমার প্রসাদে সুরূপতা, আরোগ্য ও অশোক যেন আমায় পরিত্যাগ করে না, সে সকল আমার সর্ব্বদাই হউক। লক্ষ্মী যেমন্ কদাচ নারায়ণবিহীন নহেন, তেমনি কেশবে আমার ভক্তি থাকুক। আমার বিশোকতা হউক। এইরূপ প্রার্থনামন্ত্রে গুড়ধেনু সহ শয্যা দান করিয়া ভূতিকামী ব্যক্তি লক্ষ্মীসহ শূর্প দান করিবেন। এই ব্রতে উৎপল, করবীর, বাণ, অম্লান কুঙ্কুম, কেতকী, সিন্ধুবার, মল্লিকা, গন্ধপাটলা, কদম্ব, কুব্জক ও জাতি পুষ্প সর্ব্বদা প্রশস্ত।২০—২৮।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮১

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

মনু কহিলেন,—হে জগৎপতে! গুড়ধেনু কি প্রকার? উহা কোন্ মন্ত্রে দান করিতে হয়? এক্ষণে আমাকে সেই বিধানই বলুন। মৎস্য কহিলেন,—সর্ব্বপাপবিনাশন গুড়ধেনু-দানের বিধান যে প্রকার, এবং উহার যেরূপ ফল, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। গোময়োপলিপ্ত ভূতলে সর্ব্বতঃ দর্ভাস্তরণপূর্ব্বক চতুর্হস্তপ্রমাণ কৃষ্ণাজিন বিন্যাস করিবে। এই কৃষ্ণাজিন ধেনুরূপে, এবং অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের আর একখানি কৃষ্ণাজিন বৎসরূপে কল্পনা করিবে। এই কল্পিত সবৎসা ধেনু পূর্ব্বমুখী হইবে এবং ইহার পাদ দেশ উত্তর দিকে থাকিবে। গুড়ধেনু —ভারচতুষ্টয়-পরিমিত হইলে উত্তমা; ইহার বৎস একভার পরিমাণে করিবে। দুইভার দ্বারা রচিত গুড়ধেনু মধ্যমা; অর্দ্ধভারে ইহার বৎস করিবে। একভার দ্বারা নির্ম্মিত হইলে কনিষ্ঠা গুড়ধেনু হয়। চতুর্থাংশ পরিমাণে বৎস নির্ম্মাণ করা বিধি। ১—৬। যজমানের

ধেনু-বৎসৌ ঘৃতাক্তৌ চ সিতসূক্ষ্মাম্বরাবৃতৌ।
শুক্তিকর্ণাবিক্ষুপাদৌ শুচিমুক্তাফলেক্ষণৌ ॥৭
সিতসূত্রশিরালৌ তৌ সিতকম্বলকম্বলৌ।
তাম্রগণ্ডকপৃষ্ঠৌ তৌ সিতচামররোমকৌ ॥৮
বিদ্রুমভ্রূযুগোপেতৌ নবনীতস্তনাবুভৌ।
ক্ষৌমপুচ্ছৌ কাংস্যদোহাবিন্দ্রনীলকতারকৌ ॥৯
সুবর্ণশৃঙ্গাভরণৌ রাজতৈঃ খুরসংযুতৌ।
নানাফলসমাযুক্তৌ ঘ্রাণগন্ধকরণ্ডকৌ।
ইত্যেবং রচয়িত্বা তৌ দীপধূপৈরথার্চ্চয়েৎ ॥১০
যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥১১
দেহস্থা যা চ রুদ্রাণী শঙ্করস্য সদা প্রিয়া।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম পাপং ব্যপোহতু ॥১২

অবস্থা ও বিত্ত বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য করাই কর্ত্তব্য। উক্ত ধেনু এবং বৎসের মুখে ঘৃত প্রদানপূর্ব্বক সূক্ষ্ম শ্বেত বস্ত্রদ্বয় দ্বারা উহাদিগকে আবৃত করিবে। শুক্তি দ্বারা উহাদিগের কর্ণদ্বয়, ইক্ষু দ্বারা পাদচতুষ্টয়, শুক্তিমুক্তা দ্বারা নেত্রদ্বয়, এবং সিত সূত্র দ্বারা উহাদিগের শরীরের শিরা রচনা করিতে হয়। শ্বেত কম্বল দ্বারা উহাদিগের গলকম্বল নির্ম্মাণ করিবে, তাম্র দ্বারা গণ্ড ও পৃষ্ঠ দেশ, শ্বেত চামর দ্বারা রোম, বিদ্রুম দ্বারা ভ্রূযুগল, নবনীত দ্বারা স্তন, ক্ষৌম বস্ত্র দ্বারা পুচ্ছ, কাংস্য দ্বারা দোহনপাত্র এবং ইন্দ্রনীল দ্বারা চক্ষুর তারকা রচনা করিবে। সুবর্ণ দ্বারা শৃঙ্গাভরণ, রজত দ্বারা খুর এবং নানাবিধ ফল দ্বারা উহাদিগের নাসিকাযুগল নির্ম্মাণ করিবে। এই প্রকার ধেনু রচনা করিয়া ধূপ-দীপাদি উপচারে উহাদিগের পূজা করিবে। ১—১০। সর্ব্বভূতে যিনি লক্ষ্মীরূপে বাস করেন, যিনি দেবগণে অবস্থিত; সেই দেবী ধেনুরূপে, আমায় শান্তি প্রদান করুন। শঙ্করের প্রিয়তমা যে দেবী রুদ্রাণীরূপে তদীয় দেহে বাস করেন, সেই দেবী ধেনুরূপে আমার পাপাপনোদন করুন। যিনি

বিষ্ণোর্বক্ষসি যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা যা চ বিভাবসোঃ;
চন্দ্রার্কশক্রশক্তির্যা ধেনুরূপাস্তু সা শ্রিয়ে ॥ ১৩
চতুর্ম্মুখস্য যা লক্ষ্মীর্যা লক্ষ্মীর্ধনদস্য চ।
লক্ষ্মীর্যা লোকপালানাং সা ধেনুর্বরদাস্তু মে ॥১৪
স্বধা যা পিতৃমুখ্যাণাং স্বাহা যজ্ঞভুজাঞ্চ যা।
সর্ব্বপাপহরা ধেনুস্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥১৫
এবমামন্ত্র্য তাং ধেনুং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ।
বিধানমেতদ্ধেনূনাং সর্ব্বাসামভিপঠ্যতে ॥ ১৬
যাস্তাঃ পাপবিনাশিন্যঃ পঠ্যন্তে দশ ধেনবঃ।
তাসাং স্বরূপং বক্ষ্যামি নামানি চ নরাধিপ॥১৭
প্রথমা গুড়ধেনুঃ স্যাদ্‌ঘৃতধেনুস্তথা পরা।
তিলধেনুস্তৃতীয়া তু চতুর্থী জলসংজ্ঞিতা ॥১৮
ক্ষীরধেনুশ্চ বিখ্যাতা মধুধেনুস্তথা পরা।
সপ্তমী শর্করাধেনুর্দধিধেনুস্তথাষ্টমী।
রসধেনুশ্চ নবমী দশমী স্যাৎ স্বরূপতঃ ॥ ১৯
কুম্ভাঃ স্যুর্দ্রবধেনূনামিতরাসান্তু রাশয়ঃ।

বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীরূপে অবস্থান করেন, এবং যিনি বিভাবসুর স্বাহা, যিনি বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, ও সূর্য্যের শক্তিরূপিণী, সেই ধেনুরূপা দেবী আমার শ্রীবৃদ্ধিকারিণী হউন। যিনি চতুর্ম্মুখের লক্ষ্মী, যিনি ধনদ দেবের লক্ষ্মী, লোকপালগণেরও যিনি লক্ষ্মীরূপিণী, সেই ধেনু আমার বরদায়িনী হউন। যিনি মুখ্য পিতৃগণের স্বধারূপিণী, যজ্ঞভোজী দেবগণের যিনি স্বাহারূপিণী এবং যিনি সর্ব্বপাপহারিণী, সেই ধেনু আমার শান্তিদায়িনী হউন। এইরূপে ধেনুকে আমন্ত্রণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। সকল ধেনু সম্বন্ধেই এই বিধান পঠিত হইয়া থাকে। হে নরাধিপ! পাপবিনাশিনী দশটী ধেনুর বিষয় শাস্ত্রে যে পঠিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের স্বরূপ এবং নাম বলিতেছি।১১—১৭। প্রথমা গুড়ধেনু, দ্বিতীয়া ঘৃতধেনু, তৃতীয়া তিলধেনু,চতুর্থী জল ধেনু, পঞ্চমী ক্ষীরধেনু, ষষ্ঠী, মধুধেনু, সপ্তমী শর্করাধেনু, অষ্টমী দধিধেনু, নবমী রসধেনু ও দশমী মুখ্যধেনু। দ্রব পদার্থ-রচিত ধেনুসমূহের এক একটী পূর্ণকুম্ভ করিবে। অন্যান্য

সুবর্ণধেনুমপ্যত্র কেচিদিচ্ছন্তি মানবাঃ ॥২০
নবনীতেন রত্নৈশ্চ তথান্যে তু মহর্ষয়ঃ।
এতদেবংবিধানং স্যাৎ ত এবোপস্করাঃ স্মৃতাঃ॥
মন্ত্রাবাহনসংযুক্তাঃ সদা পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
যথাশ্রদ্ধং প্রদাতব্যা ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদাঃ ॥২২
গুড়ধেনুপ্রসঙ্গেন সর্ব্বাস্তাবন্ময়োদিতাঃ।
অশেষযজ্ঞফলদাঃ সর্ব্বাঃ পাপহরাঃ শুভাঃ ॥২৩
ব্রতানামুত্তমং যস্মাদ্বিশোকদ্বাদশীব্রতম্।
তদঙ্গত্বেন চৈবাত্র গুড়ধেনুঃ প্রশস্যতে ॥২৪
অয়নে বিষুবে পুণ্যে ব্যতীপাতেঽথবা পুনঃ।
গুড়ধেন্বাদয়ো দেয়াস্তূপরাগাদিপর্ব্বসু ॥২৫
বিশোকদ্বাদশী চৈষা পুণ্যা পাপহরা শুভা।
যামুপোষ্য নরো যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
ইহ লোকে চ সৌভাগ্যমায়ুরারোগ্যমেব চ
বৈষ্ণবং পুরমাপ্নোতি মরণে চ স্মরন্ হরিম্ ॥২৭
নবার্ব্বুদসহস্রাণি দশ চাষ্টৌ চ ধর্ম্মবিৎ।
ন শোক-দুঃখদৌর্গত্যং তস্য সঞ্জায়তে নৃপ ॥২৮
নারী বা কুরুতে যা তু বিশোকদ্বাদশীব্রতম্।
নৃত্যগীতপরা নিত্যং সাপি তৎ ফলমাপ্নুয়াৎ॥২৯
তস্মাদগ্রে হরের্নিত্যমনন্তং গীতবাদনম্।
কর্ত্তব্যং ভূতিকামেন ভক্ত্যা তু পরয়া নৃপ ॥৩০
ইতি পঠতি য ইত্থং যঃ শৃণোতীহ সম্যক্-
মধু-মুর-নরকারেরর্চ্চনং যশ্চ পশ্যেৎ।
মতিমপি চ জনানাং যো দদাতীন্দ্রলোকে।
বসতি স বিবুধৌঘৈঃ পূজ্যতে কল্পমেকম্ ॥৩১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বিশোকদ্বাদশীব্রতং নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

দ্রব্যের ধেনু সকল স্তূপাকারে সাজাইয়া দিবে। ধেনুদান বিষয়ে কেহ কেহ সুবর্ণ-ধেনুদানও কল্পনা করেন। অপর মহর্ষিগণ নবনীত এবং রত্ন দ্বারাও ধেনু কল্পনা করিতে চাহেন। ফলতঃ এই ধেনুদান কর্ম্ম এবম্বিধ উত্তমোত্তম দ্রব্য দ্বারা করা যাইতে পারে। ঐ সকল দ্রব্যই উহার উপচাররূপে ব্যবহৃত হইবে। ১৮—২১। মানব শ্রদ্ধানুসারে মন্ত্র ও আবাহন সহকারে, প্রতি পর্ব্বদিনে ধেনু-দান করিবে; ইহাতে ভুক্তি ও মুক্তি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি গুড়-ধেনু প্রসঙ্গে সমস্ত ধেনুদানবিধানই বলিলাম; ইহা অশেষ যজ্ঞের ফল প্রদান করে, সকল ধেনুদানই পাপনাশক, এবং শুভ ফলদায়ক। বিশোকদ্বাদশীব্রত সর্ব্ব ব্রত মধ্যে উত্তম বলিয়া তদঙ্গ ধেনুদান কার্য্যে এই গুড়ধেনুই প্রশংসিত হয়। অয়ন সংক্রান্তি, বিষুব সংক্রান্তি, ব্যতীপাতযোগ এবং গ্রহণাদি অন্যান্য পুণ্য দিনে গুড়ধেনু প্রভৃতির এক একটী দান করা কর্ত্তব্য। এই যে বিশোকদ্বাদশীর কথা উল্লেখ করিলাম, এই ব্রতও পুণ্যকর, পাপহর, এবং শুভফলদায়ক। নরগণ ইহার উপাসনা-ফলে বিষ্ণুর সেই পরমধামে গমন করিতে পারে এবং ইহলোকে সৌভাগ্য, আয়ু, আরোগ্য ইত্যাদি বিবিধ শুভফল প্রাপ্ত হয়। মরণকালে শ্রীহরির স্মরণ করিতে সক্ষম হয় বলিয়া মরণান্তে নর বৈষ্ণবপুরে যাইতে পারে। হে নৃপ! সেই ধর্ম্মবিৎ মানব তথায় নবসহস্র অযুত বৎসর শোক-দুঃখ-দুর্গতি-রহিত হইয়া পরম সুখে বাস করিয়া থাকে। যদি কোন রমণী নিয়ত নৃত্য-গীতপরায়ণা হইয়া এই বিশোকদ্বাদশী ব্রত করে, তবে সেও উক্ত প্রকার ফল লাভ করিতে পারে। হে নৃপ! অতএব সিদ্ধি-কামী মানবের নিয়ত হরিসন্নিধানে পরম ভক্তি সহকারে নানাবিধ নৃত্যগীতাদি করা কর্ত্তব্য। মধু, মুর ও নরকাসুরের রিপু শ্রীহরির এই অর্চ্চনাবিধান যে ব্যক্তি পাঠ করে, যে শ্রবণ করে, যে দর্শন করে কিম্বা যে জন অপর মানবকে এই কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেয়, সে এক কল্পপরিমিত কাল ইন্দ্রলোকে বিবুধগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া বাস করিতে পারে। ২২—৩১।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি দানমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
যদক্ষয়ং পরে লোকে দেবর্ষিগণপূজিতম্ ॥১
উমাপতিরুবাচ
মেরোঃ প্রদানং বক্ষ্যামি দশধা মুনিপুঙ্গব।
যৎপ্রদানান্নরো লোকানাপ্নোতি সুরপূজিতান্
পুরাণেষু চ বেদেষু যজ্ঞেষ্বায়তনেষু চ।
ন তৎ ফলমধীতেষু কৃতেষ্বিহ যদশ্নুতে ॥ ৩
তস্মাদ্বিধানং বক্ষ্যামি পর্ব্বতানামনুক্রমাৎ।
প্রথমো ধান্যশৈলঃ স্যাদ্দ্বিতীয়ো লবণাচলঃ ॥ ৪
গুড়াচলস্তৃতীয়স্তু চতুর্থো হেমপর্ব্বতঃ।
পঞ্চমস্তিলশৈলঃ স্যাৎ ষষ্ঠঃ কার্পাসপর্ব্বতঃ ॥ ৫
সপ্তমো ঘৃতশৈলশ্চ রত্নশৈলস্তথাষ্টমঃ।
রাজতো নবমস্তদ্বদ্দশমঃ শর্করাচলঃ ॥ ৬
বক্ষ্যে বিধানমেতেষাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অয়নে বিষুবে পুণ্যে ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে ॥৭
শুক্লপক্ষে তৃতীয়ায়ামুপরাগে শশিক্ষয়ে।
বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু দ্বাদশ্যামথ বা পুনঃ ॥ ৮
শুক্লায়াং পঞ্চদশ্যাং বা পুণ্যর্ক্ষে বা বিধানতঃ।
ধান্যশৈলাদয়ো দেয়া যথাশাস্ত্রং বিধানতঃ ॥৯
তীর্থেষ্বায়তনে বাপি গোষ্ঠে বা ভবনাঙ্গনে।
মণ্ডপং কারয়েদ্ভক্ত্যা চতুরস্রমুদঙ্মুখম্।
প্রাগুদক্প্রবণং তদ্বৎ প্রাঙ্মুখঞ্চ বিধানতঃ ॥ ১০
গোময়েনানুলিপ্তায়াং ভূমাবাস্তীর্য্য বৈ কুশান্।
তন্মধ্যে পর্ব্বতং কুর্য্যাদ্বিষ্কম্ভপর্ব্বতান্বিতম্ ॥ ১১
ধান্যদ্রোণসহস্রেণ ভবেদ্গিরিরিহোত্তমঃ।
মধ্যমঃ পঞ্চশতিকঃ কনিষ্ঠঃ স্যাৎ ত্রিভিঃ শতৈঃ
মেরুর্মহাব্রীহিময়স্তু মধ্যে
সুবর্ণবৃক্ষত্রয়সংযুতঃ স্যাৎ।
পূর্ব্বেণ মুক্তাফলবজ্রযুক্তো
যাম্যেন গোমেদক-পুষ্পরাগৈঃ ॥ ১৩
পশ্চাচ্চ গারুত্মত-নীলরত্নৈঃ
সৌম্যেন বৈদূর্য্যসরোজরাগৈঃ।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে ভগবন্! দেবগণও যাহার প্রশংসা করেন, এবং যাহা পরলোকে অক্ষয় ফলপ্রদ, এক্ষণে সেই দানমাহাত্ম্য শুনিতে কামনা করি। উমাপতি কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গব! নর যাহা দান করিয়া সুরপূজিত লোক প্রাপ্ত হয়, আমি সেই দশবিধ মেরু-দানের বিষয় বলিতেছি। মানব ইহার অনুষ্ঠান করিয়া যে ফললাভ করে, বেদ পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নে, বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে, কিম্বা গৃহদানাদি নানাবিধ দানেও তাদৃশ ফল লাভে সমর্থ হয় না। অতএব সেই দশবিধ দাতব্য পর্ব্বতের যথাক্রমে নাম নির্দ্দেশ সহকারে দান-ক্রিয়াবিধি কীর্ত্তন করিতেছি। প্রথম ধান্যশৈল, দ্বিতীয় লবণাচল, তৃতীয় গুড়াচল, চতুর্থ হেমপর্ব্বত, পঞ্চম তিলশৈল, ষষ্ঠ কার্পাসপর্ব্বত, সপ্তম ঘৃতশৈল, অষ্টম রত্নশৈল, নবম রজতাচল এবং দশম শর্করাচল। যথাক্রমে ইহাদিগের দানবিধান যথাযথ বলিতেছি। অয়নসংক্রান্তি, বিষুবসংক্রান্তি, ব্যতীপাত, ত্র্যহস্পর্শ, শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া, সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণে, বিবাহাদি উৎসবব্যাপারে, অথবা দ্বাদশী, পূর্ণিমা, পুণ্য নক্ষত্র, ইত্যাদি প্রশস্ত দিবসে শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি ধান্যশৈলাদি দান করা কর্ত্তব্য। তীর্থস্থানে, আয়তনে, গোষ্ঠে অথবা ভবনাঙ্গনে ভক্তি সহকারে চতুরস্র উত্তরমুখ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। মণ্ডপের পূর্ব্বোত্তরদিক্ কিঞ্চিৎ নিম্ন করিতে হয়। পূর্ব্বমুখ করিবারও বিধান আছে। ১—১০। গোময়োপলিপ্ত ভূমিতে কুশ আস্তরণপূর্ব্বক তন্মধ্য ভাগে বিষ্কম্ভ-পর্ব্বতসহ উক্ত পর্ব্বত সকল নির্ম্মাণ করিতে হয়। সহস্র দ্রোণপরিমিত ধান্য দ্বারা উত্তম পর্ব্বত হয়, পঞ্চশত দ্রোণ দ্বারা রচিত হইলে মধ্যম, তিন শত দ্রোণ দ্বারা নির্ম্মিত হইলে তাহা কনিষ্ঠ পর্ব্বত বলিয়া পরিগণিত। তিনটী সুবর্ণবৃক্ষ সহ মধ্যস্থলে একটী মেরু নির্ম্মাণ করিবে। উহার পূর্ব্বভাগ মুক্তাফল এবং হীরক দ্বারা, দক্ষিণভাগ গোমেদ ও পুষ্পরাগ দ্বারা,

শ্রীখণ্ডখণ্ডৈরভিতঃ প্রবালৈ-
র্লতান্বিতঃ শুক্তিশিলাতলঃ স্যাৎ ॥ ১৪
ব্রহ্মাথ বিষ্ণুর্ভগবান্ পুরারি-
র্দিবাকরোঽপ্যত্র হিরণ্ময়ঃ স্যাৎ ।
মূর্দ্ধন্যবস্থানমমৎসরেণ
কার্য্যাস্ত্বনেকৈশ্চ পুনর্দ্বিজৌঘৈঃ ॥ ১৫
চত্বারি শৃঙ্গাণি চ রাজতানি
নিতম্বভাগেষ্বপি রাজতং স্যাৎ ।
তথেক্ষুবংশাবৃতকন্দরস্তু
ঘৃতোদকপ্রস্রবণৈশ্চ দিক্ষু ॥ ১৬
শুক্লাম্বরাণ্যম্বুধরাবলী স্যাৎ
পূর্ব্বেণ পীতানি চ দক্ষিণেন ।
বাসাংসি পশ্চাদথ কর্ব্বুরাণি
রক্তানি চৈবোত্তরতো ঘনালী ॥ ১৭
রৌপ্যান্ মহেন্দ্রপ্রমুখাংস্তথাষ্টৌ
সংস্থাপ্য লোকাধিপতীন্ ক্রমেণ ।
নানাফলালী চ সমন্ততঃ স্যা-
ন্মনোরমং মাল্যবিলেপনঞ্চ ॥ ১৮

বিতানকঞ্চোপরি পঞ্চবর্ণ-
মম্লানপুষ্পাভরণং সিতঞ্চ ॥ ১৯
ইত্থং নিবেশ্যামরশৈলমগ্র্যং
মেরোস্তু বিষ্কম্ভগিরীন্ ক্রমেণ ।
তুরীয়ভাগেণ চতুর্দ্দিশঞ্চ
সংস্থাপয়েৎ পুষ্পবিলেপনাঢ্যান্ ॥ ২০
পূর্ব্বেণ মন্দরমনেকফলাবলীভি-
র্যুক্তং যবৈঃ কনকভদ্রকদম্বচিহ্নৈঃ ।
কামেন কাঞ্চনময়েন বিরাজমান-
মাকারয়েৎ কুসুমবস্ত্রবিলেপনাঢ্যম্ ॥ ২১
ক্ষীরারুণোদসরসাথ বনেন চৈবং
রৌপ্যেণ শক্তিঘটিতেন বিরাজমানম্ ।
যাম্যেন গন্ধমদনশ্চ নিবেশনীয়ো
গোধূমসঞ্চয়ময়ঃ কলধৌতযুক্তঃ ॥ ২২
হৈমেন যজ্ঞপতিনা ঘৃতমানসেন
বস্ত্রৈশ্চ রাজতবনেন চ সংযুতঃ স্যাৎ ॥ ২৩
পশ্চাৎ তিলাচলমনেকসুগন্ধিপুষ্প-
সৌবর্ণ-পিপ্পল-হিরণ্ময়হংসযুক্তম্ ।

পশ্চিমভাগ মরকত ও নীল রত্ন দ্বারা এবং উত্তর ভাগ বৈদূর্য্য ও পদ্মরাগ দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হয়। পরে শ্রীখণ্ড চন্দনখণ্ড দ্বারা উহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া প্রবাল দ্বারা উহার চতুষ্পার্শ্বে লতা চিত্রিত করিবে। এই পর্ব্বতের তলভাগ শুক্তিশিলা দ্বারা করিতে হয়। অমৎসর-চিত্তে দ্বিজগণ সহ সুবর্ণ-নির্ম্মিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দিবাকরের মূর্ত্তি সেই মেরুর শিরোভাগে রচনা করিবে। রজত দ্বারা চারিটী শৃঙ্গ এবং নিতম্বভাগ রচনা করা কর্ত্তব্য। উহার স্থানে স্থানে গুহা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ইক্ষুর অঙ্কুর বিন্যাস করিবে এবং চতুর্দ্দিকে ঘৃতোদকের প্রস্রবণ করিবে। নানাস্থানে শুক্লাম্বর দ্বারা অম্বুধরাবলী রচিত হইবে, আর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে পীত, পশ্চিমে কর্ব্বুর, এবং উত্তরে রক্ত বর্ণ বসন দ্বারা মেঘ রচনা বিধেয়। পরে রৌপ্যরচিত ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পতিকে যথাক্রমে যথাস্থানে বিন্যাস করিবে। তারপর বিবিধ ফলশ্রেণী ও মনোরম মাল্যানুলেপন স্থাপন করা কর্ত্তব্য। উপরি ভাগে পঞ্চবর্ণভূষিত সিতবিতান (চাঁদোয়া) খাটাইয়া তাহা অম্লান পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিবে। এইভাবে অমরগিরি মেরু বিরচিত হইলে উহার চতুর্থভাগ পরিমাণে চতুর্দ্দিকে পুষ্প-বিলেপনযুক্ত বিষ্কম্ভপর্ব্বত নির্ম্মাণ করিতে হয়। ১১—২০। পূর্ব্বদিকে মন্দরগিরি নির্ম্মাণ করিবে। উহার চতুর্দ্দিকে বিবিধ ফল সাজাইয়া দিবে। তদুপরি কনকনির্ম্মিত ভদ্র-কদম্ব বৃক্ষ স্থাপন করিবে। কাঞ্চনরচিত একটী কামমূর্ত্তি কুসুম-বসন-বিলেপনে বিভূষিত করিয়া মন্দরোপরি স্থাপন করিতে হয়। একধারে ক্ষীরসাগর, অপর দিকে অরুণোদ সাগর, এবং চারিধারে শক্ত্যনুসারে রৌপ্য দ্বারা বন বিরচণ করিবে। দক্ষিণ-দিকে গোধূমরাশি দ্বারা গন্ধমাদন গিরি নির্ম্মাণ করিবে। উহাতে কিঞ্চিৎ সুবর্ণ দিবে। তদুপরি হেমনির্ম্মিত যজ্ঞপতির মূর্ত্তি স্থাপনান্তে ঘৃতরচিত মানস সরোবর

আকারয়েদ্রজতপুষ্পবনেন তদ্বদ্-
বস্ত্রান্বিতং দধিসিতোদসরস্তথাগ্রে ॥২৪
সংস্থাপ্য তং বিপুলশৈলমথোত্তরেণ
শৈলং সুপার্শ্বমপি মাষময়ং সুবস্ত্রম্।
পুষ্পৈশ্চ হেমবটপাদপশেখরং ত-
মাকারয়েৎ কনকধেনুবিরাজমানম্ ॥ ২৫
মাক্ষীকভদ্রসরসাথ বনেন তদ্বদ্-
রৌপ্যেণ ভাস্বরবতা চ যুতং নিধায়।
হোমশ্চতুর্ভিরথ বেদপুরাণবিদ্ভি-
র্দান্তৈরনিন্দ্যচরিতাকৃতিভির্দ্বিজেন্দ্রৈঃ ॥২৬
পূর্ব্বেণ হস্তমিতমত্র বিধায় কুণ্ডং
কার্য্যস্তিলৈর্যবঘৃতেন সমিৎকুশৈশ্চ।
রাত্রৌ চ জাগরমনুদ্ধতগীততূর্য্যৈ-
রাবাহনঞ্চ কথয়ামি শিলোচ্চয়ানাম্ ॥২৭
ত্বং সর্ব্বদেবগণধামানধে বিরুদ্ধ-
মস্মদ্গৃহেষ্বমরপর্ব্বত নাশয়াশু।
ক্ষেমং বিধৎস্ব কুরু শান্তিমনুত্তমাং নঃ।
সম্পূজিতঃ পরমভক্তিমতা ময়া হি ॥২৮
ত্বমেব ভগবানীশো ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দিবাকরঃ।
মূর্ত্তামূর্ত্তাৎ পরং বীজমতঃ পাহি সনাতন ॥ ২৯
যস্মাৎ ত্বং লোকপালানাং বিশ্বমূর্ত্তেশ্চ মন্দিরম্
রুদ্রাদিত্যবসূনাঞ্চ তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥৩০
যস্মাদশূন্যমমরৈর্নারীভিশ্চ শিবেন চ।
তস্মান্মামুদ্ধরাশেষ-দুঃখসংসারসাগরাৎ।
এবমভ্যর্চ্চ্য তং মেরুং মন্দরঞ্চাভিপূজয়েৎ ॥
যস্মাচ্চৈত্ররথেন ত্বং ভদ্রাশ্বেন চ বর্ষতঃ।
শোভসে মন্দর ক্ষিপ্রমতস্তুষ্টিকরো ভব ॥ ৩২
যচ্চাচ্চূড়ামণির্জম্বুদ্বীপে ত্বং গন্ধমাদন।
গন্ধর্ব্ববনশোভাবানতঃ কীর্ত্তির্দৃঢ়াস্তু মে ॥ ৩৩

করিয়া বস্ত্র দ্বারা মেঘ এবং রজত দ্বারা বন নির্ম্মাণ করিবে। অতঃপর পশ্চিম দিকে তিলনির্ম্মিত হিরণ্ময় পর্ব্বত নির্ম্মাণপূর্ব্বক বিবিধ সুগন্ধি কুসুমসমূহে বিভূষিত করিয়া তদুপরি সুবর্ণরচিত অশ্বত্থ বৃক্ষ ও হিরণ্ময় হংস স্থাপন করিবে। উহার কোন স্থানে রজত পুষ্পবন, বস্ত্রকৃত মেঘ এবং পাদদেশে দধি দ্বারা সিতোদ সরোবর নির্ম্মাণ করিবে। অনন্তর উত্তর দিকে মাষময় সুপার্শ্ব শৈল রচনা করিবে। উহাতেও বস্ত্র, পুষ্প, হৈম বটবৃক্ষ এবং কনকরচিত ধেনু স্থাপন করিতে হয়। উহার পাদদেশে মাক্ষিককৃত ভদ্র সরোবর এবং রৌপ্যরচিত সমুজ্জ্বল বন বিরচন করিবে। পরে বেদ-পুরাণাভিজ্ঞ দান্ত, অনিন্দ্যচরিতাকৃতি, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম করাইবে। মেরুর পূর্ব্বদিকে এক হস্তপ্রমাণ কুণ্ড করিয়া তিল, যব, সমিধ ও ঘৃত দ্বারা হোম করিবে। রাত্রিকালে অনুদ্ধত গীতবাদ্য দ্বারা জাগরণ করাও বিধেয়। এক্ষণে শৈলসকলের আবাহন মন্ত্র বলিতেছি;—হে অমরপর্ব্বত! তুমি সমস্ত দেবনিকেতন মধ্যে নিধিস্বরূপ; আমার গৃহে অধিষ্ঠান করিয়া গৃহের যাহা অমঙ্গল, তৎসমস্ত আশু বিনাশিত কর। আমি পরম ভক্তিসহকারে তোমাকে পূজা করিব; তুমি আমাদিগের ক্ষেম বিধান কর; তোমার অনুগ্রহে যেন অনুত্তম শান্তি প্রাপ্ত হই। তুমিই ভগবান্ ঈশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও দিবাকর; যেহেতু মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পদার্থ-নিচয়ের পরবর্ত্তী পরম পুরুষই বিশ্বপাদপের বীজস্বরূপ। অতএব বীজে ও বৃক্ষে ভেদ নাই বলিয়া হে সনাতন! তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর। তুমি লোকপালগণের এবং বিশ্বমূর্ত্তিরও বাসমন্দির; রুদ্র, আদিত্য ও বসুগণেরও তুমিই বাসভবন; অতএব আমাকে শান্তি প্রদান কর। অমরগণ ও রমণীবৃন্দ তোমাকে আশ্রয় করিয়া আছেন; তুমি আমাকে এই অশেষ দুঃখকর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার কর। এই প্রার্থনান্তে সেই মেরুপর্ব্বতের অর্চ্চনা করিয়া মন্দর পর্ব্বতেরও পূজা করিবে। ২১—৩১। হে মন্দর! চৈত্ররথ বন ও ভদ্রাশ্ব বর্ষ দ্বারা তুমি সমধিক শোভা পাইতেছ; অতএব আমার তুষ্টিকর হও। ১। হে গন্ধমাদন! জম্বুদ্বীপে তুমি চূড়ামণির ন্যায় বিরাজমান;

যস্মাৎ ত্বং কেতুমালেন বৈভ্রাজেন বনেন চ।
হিরণ্ময়াশ্বত্থশিরাস্তস্মাৎ পুষ্টির্ধ্রুবাস্তু মে ॥ ৩৪
উত্তরৈঃ কুরুভির্যস্মাৎ সাবিত্রেণ বনেন চ।
সুপার্শ্ব রাজসে নিত্যমতঃ শ্রীরক্ষয়াস্তু মে ॥ ৩৫
এবমামন্ত্র্য তান্ সর্ব্বান্ প্রভাতে বিমলে পুনঃ।
স্নাত্বাথ গুরবে দদ্যান্মধ্যমং পর্ব্বতোত্তমম্ ॥৩৬
বিষ্কম্ভপর্ব্বতান্ দদ্যাদৃত্বিগ্‌ভ্যঃ ক্রমশো মুনে।
গাশ্চ দদ্যাৎ চতুর্ব্বিংশত্যাথবা দশ নারদ ॥ ৩৭
নব সপ্ত তথাষ্টৌ বা পঞ্চ দদ্যাদশক্তিমান্।
একাপি গুরবে দেয়া কপিলা চ পয়স্বিনী ॥ ৩৮
পর্ব্বতানামশেষাণামেষ এব বিধিঃ স্মৃতঃ।
ত এব পূজনে মন্ত্রাস্ত এবোপস্করা মতাঃ ॥ ৩৯
গ্রহাণাং লোকপালানাং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বদা।
স্বমন্ত্রেণৈব সর্ব্বেষু হোমঃ শৈলেষু পঠ্যতে।
উপবাসী ভবেন্নিত্যমশক্তে নক্তমিষ্যতে ॥ ৪০
বিধানং সর্ব্বশৈলানাং ক্রমশঃ শৃণু নারদ।
দানকালে চ যে মন্ত্রাঃ পর্ব্বতেষু চ যৎ ফলম্ ॥
অন্নং ব্রহ্ম যতঃ প্রোক্তমন্নে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি জগদন্নেন বর্ত্ততে ॥ ৪২
অন্নমেব ততো লক্ষ্মীরন্নমেব জনার্দ্দনঃ।
ধান্যপর্ব্বতরূপেণ পাহি তস্মান্নগোত্তম ॥ ৪৩
অনেন বিধিনা যস্তু দদ্যাদ্ধান্যময়ং গিরিম্।
মন্বন্তরশতং সাগ্রং দেবলোকে মহীয়তে ॥ ৪৪
অপ্সরোগণগন্ধর্ব্বৈরাকীর্ণেন বিরাজতা।
বিমানেন দিবঃ পৃষ্ঠমায়াতি স্ম নিষেবিতঃ।
ধর্ম্মক্ষয়ে রাজরাজ্যমাপ্নোতীহ ন সংশয়ঃ ॥৪৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে দানমাহাত্ম্যং
নাম ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

তুমি গন্ধর্ব্ববনে উপশোভিত রহিয়াছ; তোমার করুণায় আমার দৃঢ়া কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হউক। ২। হে হিরণ্ময়! তুমি কেতুমাল ও বৈভ্রাজ বন দ্বারা সমধিক শোভা পাইতেছ, অশ্বত্থই তোমার শিরোভাগ তোমার প্রসাদে আমার চিরস্থায়িনী। পুষ্টিলাভ হউক। ৩। হে সুপার্শ্ব! তুমি উত্তর কুরু ও সাবিত্র বন দ্বারা সতত শোভা পাইতেছ; তোমার কৃপায় আমার অক্ষয় শ্রীলাভ হউক। ৪। এই সকল মন্ত্রে সেই বিষ্কম্ভ পর্ব্বত কয়টীকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক যথাশক্তি অর্চ্চনা করিয়া পরদিন বিমলপ্রভাতে স্নানান্তে সর্ব্বোত্তম মধ্যম পর্ব্বতটি দান করিবে। হে মুনে! বিষ্কম্ভ পর্ব্বতকয়টী যথাক্রমে ঋত্বিক্‌বর্গকে দান করিবে। হে নারদ! চতুর্ব্বিংশতি গাভীও প্রদান করা কর্ত্তব্য। অসমর্থ পক্ষে দশ, নব, আট, সাত, অথবা পাঁচটী গাভীও দান করিতে হয়। কিম্বা শ্রীগুরুকে একটী মাত্র পয়স্বিনী কপিলা গাভী দান করিবে। অন্যান্য পর্ব্বত সম্বন্ধেও এই বিধিই জানিবে। সকল পর্ব্বতেরই অর্চ্চনা কার্য্যে এই সকল মন্ত্র ও এই সমস্ত উপচার ব্যবহার করিবে। গ্রহ, লোকপাল, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও পর্ব্বত সকলের স্ব স্ব নামঘটিত মন্ত্রেই পূজা হোম হইবে। সেই দিবস উপবাসী থাকা কর্ত্তব্য. অশক্ত হইলে রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। হে নারদ! সকল শৈল সম্বন্ধে সাধারণ বিধান ক্রমশঃ শ্রবণ কর। দানকালে যে সকল মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়, এবং এই পর্ব্বতদান-কার্য্যের যাহা ফল, তাহাই বলিতেছি,—অন্নকে ব্রহ্ম বলা যায়, অন্নেই প্রাণিগণ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অন্ন হইতেই ভূতবর্গের উদ্ভব, জগৎ অন্ন দ্বারাই বর্ত্তমান রহিয়াছে; অতএব অন্নই লক্ষ্মী, অন্নই জনার্দ্দন; এ কারণ হে নগোত্তম! তুমি ধান্য পর্ব্বতরূপে আমাকে পরিত্রাণ কর। এই প্রার্থনান্তে যে মানব ধান্যময় গিরি প্রদান করে, সে, দেবলোকে সম্পূর্ণ শত মন্বন্তর কাল সসম্মানে বাস করিতে পারে এবং গন্ধর্ব্বাপ্সরোগণে সমাকীর্ণ রাজমান বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সুরপরিচারকবর্গে পরিসেবিত হইয়া বিহার করিয়া থাকে। পরে পুণ্যক্ষয়ে ইহলোকে রাজরাজত্ব প্রাপ্ত হয়, সংশয় নাই। ৩২—৪৫।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি লবণাচলমুত্তমম্।
যৎপ্রদানান্নরো লোকানাপ্নোতি শিবসংযুতান
উত্তমঃ ষোড়শদ্রোণৈঃ কর্ত্তব্যো লবণাচলঃ।
মধ্যমঃ স্যাৎ তদর্দ্ধেন চতুর্ভিরধমঃ স্মৃতঃ ॥ ২
বিত্তহীনো যথা শক্ত্যা দ্রোণাদূর্দ্ধন্তু কারয়েৎ।
চতুর্থাংশেন বিষ্কম্ভপর্ব্বতান্ কারয়েৎ পৃথক্ ॥
বিধানং পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাদ্ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বদা।
তদ্বদ্ধেমময়ান সর্ব্বান লোকপালান নিবেশয়েৎ
সরাংসি কামদেবাদীংস্তদ্বদত্রাপি কারয়েৎ।
কুর্য্যাজ্জাগরণঞ্চাপি দানমন্ত্রান্ নিবোধত ॥ ৫
সৌভাগ্যরসসম্ভূতো যতোঽয়ং লবণো রসঃ।
তদ্দানকর্ত্তৃকত্বেন ত্বং মাং পাহি নগোত্তম ॥ ৬
যস্মাদন্নরসাঃ সর্ব্বে নোৎকটা লবণং বিনা।
প্রিয়ঞ্চ শিবয়োর্নিত্যং তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে
বিষ্ণুদেহসমুদ্ভূতং যস্মাদারোগ্যবর্দ্ধনম্।
তস্মাৎ পর্ব্বতরূপেণ পাহি সংসারসাগরাৎ ॥ ৮
অনেন বিধিনা যস্তু দদ্যাল্লবণপর্ব্বতম্।
উমালোকে বসেৎ কল্পং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে লবণাচলকীর্ত্তনং নাম চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি গুড়পর্ব্বতমুত্তমম্।
যৎপ্রদানান্নরঃ স্বর্গমাপ্নোতি সুরপূজিতম্ ॥ ১
উত্তমো দশভির্ভারৈর্ম্মধ্যমঃ পঞ্চভির্ম্মতঃ।
ত্রিভির্ভারৈঃ কনিষ্ঠঃ স্যাৎ তদর্দ্ধেনাল্পবিত্তবান
তদ্বদামন্ত্রণং পূজাং হেমবৃক্ষসুরার্চ্চনম্।
বিষ্কম্ভপর্ব্বতাংস্তদ্বৎ সরাংসি বনদেবতাঃ ॥ ৩

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর উত্তম লবণাচলের বিধি বলিতেছি; এই লবণাচল-প্রদানে নর শিবলোকে যাইতে পারে। ষোড়শ দ্রোণপরিমাণ লবণ দ্বারা উত্তমাচল হয়; ইহার অর্দ্ধ পরিমাণে মধ্যম এবং চতুর্থাংশ দ্বারা অধম। ফলতঃ বিত্তহীন ব্যক্তি যথাশক্তি একদ্রোণাধিক লবণ দ্বারা লবণাচল করিবে। মূল অচলের চতুর্থাংশ পরিমাণে বিষ্কম্ভপর্ব্বত করিতে হয়। ব্রহ্মাদি কল্পনা পূর্ব্ববৎ হইবে। হেমময় লোকপাল-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। সরোবর ও কামদেবাদি সকলই পূর্ব্ববৎ করা কর্ত্তব্য। জাগরণও করিতে হয়। এক্ষণে দানমন্ত্র সকল বলিতেছি; অবধান কর। সর্ব্ববিধ রস মধ্যে এই লবণরসই সৌভাগ্য রসের আকরস্বরূপ; আমি সেই রসেরই দানকর্ত্তা; অতএব হে লবণাচল! তুমি আমাকে ত্রাণ কর। অন্নরসাদি সকল রসই লবণ রস বিনা রসনার প্রভূত তৃপ্তিসাধনে সক্ষম হয় না; লবণরস হর-পার্ব্বতীরও নিয়ত প্রিয়; অতএব আমার শান্তি বিধান কর। তুমি বিষ্ণু দেহ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছ, এবং সতত আরোগ্য বৃদ্ধি করিয়া থাক; অতএব অচলরূপী তুমি আমাকে সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ কর। যে মানব এই বিধান অনুসারে লবণাচল দান করে, সে কল্পকাল উমালোকে বসতি করিয়া পরে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। ১—৯।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর গুড়পর্ব্বতের কথা কহিতেছি। ইহার প্রদানফলে মানব সুরপূজিত স্বর্গধাম প্রাপ্ত হয়। দশ ভার গুড় দ্বারা উত্তম, পঞ্চ ভারে মধ্যম এবং তিন ভার দিয়া করিলে কনিষ্ঠ গুড়পর্ব্বত হয়। ধনহীন মানব ইহার অর্দ্ধপরিমাণেও করিতে পারে। আমন্ত্রণ, পূজা, হেমবৃক্ষ, দেবগণের

হোমজাগরণং তদ্বল্লোকপালাধিবাসনম্।
ধান্যপর্ব্বতবৎ কুর্য্যাদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ৪
যথা দেবেষু বিশ্বাত্মা প্রবরোঽয়ং জনার্দ্দনঃ।
সামবেদস্তু বেদানাং মহাদেবস্তু যোগিনাম্॥৫
প্রণবঃ সর্ব্বমন্ত্রাণাং নারীণাং পার্ব্বতী যথা।
তথা রসানাং প্রবরঃ সদৈবেক্ষুরসো মতঃ॥ ৬
মম তস্মাৎ পরাং লক্ষ্মীং গুড়পর্ব্বত দেহি বৈ।
যস্মাৎ সৌভাগ্যদায়িন্যা ভ্রাতা ত্বং গুড়পর্ব্বত।
নিবাসশ্চাপি পার্ব্বত্যাস্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে
অনেন বিধিনা যস্তু দদ্যাদ্গুড়ময়ং গিরিম্।
পূজ্যমানঃ স গন্ধর্ব্বৈর্গৌরীলোকে মহীয়তে॥
ততঃ কল্পশতান্তে তু সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যসম্পন্নঃ শত্রুভিশ্চাপরাজিতঃ॥ ৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে গুড়পর্ব্বতকীর্ত্তনং নাম পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৫॥

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

অথ পাপহরং বক্ষ্যে সুবর্ণাচলমুত্তমম্।
যস্য প্রদানাদ্ভবনং বৈরিঞ্চং যাতি মানবঃ॥ ১
উত্তমঃ পলসাহস্রো মধ্যমঃ পঞ্চভিঃ শতৈঃ।
তদর্দ্ধেনাধমস্তদ্বদল্পবিত্তোঽপি শক্তিতঃ।
দদ্যাদেকপলাদূর্দ্ধং যথাশক্ত্যা বিমৎসরঃ॥ ২
ধান্যপর্ব্বতবৎ সর্ব্বং বিদধ্যান্মুনিপুঙ্গব।
বিষ্কম্ভশৈলাংস্তদ্বচ্চ ঋত্বিগ্ভ্যঃ প্রতিপাদয়েৎ॥
নমস্তে ব্রহ্মবীজায় ব্রহ্মগর্ভায় তে নমঃ।
যস্মাদনন্তফলদস্তস্মাৎ পাহি শিলোচ্চয়॥ ৪
যস্মাদগ্নেরপত্যং ত্বং যস্মাৎ পুণ্যং জগৎপতে
হেমপর্ব্বতরূপেণ তস্মাৎ পাহি নগোত্তম॥ ৫
অনেন বিধিনা যস্তু দদ্যাৎ কনকপর্ব্বতম্।

পূজা, বিষ্কম্ভ পর্ব্বত, সরোবর, বন, দেবতা, হোম, জাগরণ, লোকপাল, অধিবাস ইত্যাদি কর্ম্ম ধান্য পর্ব্বতবৎ করিবে। প্রার্থনামন্ত্র এই; —দেবগণ মধ্যে বিশ্বাত্মা জনার্দ্দন, বেদ মধ্যে সামবেদ, যোগিজন মধ্যে মহাদেব, সমস্ত মন্ত্র মধ্যে প্রণব, এবং নারীগণ মধ্যে পার্ব্বতী যেমন শ্রেষ্ঠ, যাবতীয় রসের মধ্যেও তেমনি ইক্ষুরস উৎকৃষ্ট; অতএব হে গুড়পর্ব্বত! আমাকে পরম লক্ষ্মী প্রদান কর। তুমি সৌভাগ্যদায়িনীর ভ্রাতা; তুমি পার্ব্বতী দেবীরও নিবাসভূমি; অতএব ওহে গুড়-পর্ব্বত! আমাকে শান্তি দান কর। যে নর এই বিধান অনুসারে গুড়ময় গিরি প্রদান করে, সে গৌরীলোকে গন্ধর্ব্বগণে পরিসেবিত হইয়া সুখে বাস করিতে পারে। পরে শত কল্পকাল অতীত হইলে জন্মলাভ করিয়া সপ্তদ্বীপা মেদিনীর অধিপতিরূপে আয়ুষ্মান্, আরোগ্যবান্ এবং শত্রুগণের অপরাজেয় হয়। ১—৯।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৫॥

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর উত্তম পাপহর সুবর্ণাচল বলিতেছি। মানব ইহার প্রদানে বিরিঞ্চিভবনে যাইতে পারে। সহস্র পলে উত্তম, পঞ্চশত পলে মধ্যম এবং তদর্দ্ধে কনিষ্ঠ পর্ব্বত হয়। তবে দরিদ্র ব্যক্তি শক্ত্যনুসারে পূর্ব্ববৎ বিমৎসর-চিত্তে এক-পলের অধিক সুবর্ণ দ্বারাও অচল করিতে পারে। হে মুনিপুঙ্গব! ইহার সমস্ত কার্য্যই ধান্যপর্ব্বতবৎ করিতে হয়। বিষ্কম্ভ পর্ব্বতকয়টীও পূর্ব্ববৎ ঋত্বিক্‌বর্গকে বিতরণ করিতে হয়। প্রার্থনামন্ত্র এই,—হে সুবর্ণাচল! তুমি ব্রহ্মবীজস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মগর্ভস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি অনন্ত ফল প্রদান করিয়া থাক; অতএব আমাকে পরিত্রাণ কর। হে জগৎপতে! তুমি অগ্নির অপত্য, এবং পুণ্যস্বরূপ; হে নগোত্তম! হেমপর্ব্বতরূপে তুমি আমাকে রক্ষা কর। যে মানব এই বিধি অনুসারে কনকপর্ব্বত

স যাতি পরমং ব্রহ্মলোকমানন্দকারকম্ ।
তত্র কল্পশতং তিষ্ঠেৎ ততো যাতি পরাং গতিম্

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সুবর্ণাচলকীর্ত্তনং নাম ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি তিলশৈলং বিধানতঃ ।
যৎপ্রাদান্নরো যাতি বিষ্ণুলোকং সনাতনম্ ॥ ১
উত্তমো দশভির্দ্রোণৈর্মধ্যমঃ পঞ্চভিঃ স্মৃতঃ ।
ত্রিভিঃ কনিষ্ঠো বিপ্রেন্দ্র তিলশৈলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
পূর্ব্ববচ্চাপরান্ সর্ব্বান্ বিষ্কম্ভানভিতো গিরীন্
দানমন্ত্রান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবন্মুনিপুঙ্গব ॥ ৩
যস্মান্মধুবধে বিষ্ণোর্দেহস্বেদসমুদ্ভবাঃ ।
তিলাঃ কুশাশ্চ মাষাশ্চ তস্মাচ্ছান্ত্যৈ ভবন্ত্বিহ ॥
হব্যে কব্যে চ যস্মাচ্চ তিলা এবাভিরক্ষণম্ ।

দান করে, সে আনন্দকারক পরম ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক শত কল্পকাল বাস করিয়া পরে পরম গতি প্রাপ্ত হয় । ১—৬ ॥

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—যাহা প্রদান করিলে নর সনাতন বিষ্ণুলোকে গমন করে, অতঃপর সেই তিলশৈলের বিধান কহিতেছি। হে বিপ্রেন্দ্র! দশ দ্রোণ দ্বারা উত্তম, পঞ্চ দ্রোণে মধ্যম এবং তিন দ্রোণ পরিমাণে কনিষ্ঠ, তিলশৈল করিতে হয় । পূর্ব্ব বিধানবৎ চতুর্দ্দিকে বিষ্কম্ভপর্ব্বতাদি সমস্তই করিবে। হে মুনিপুঙ্গব ! দানমন্ত্র বলিতেছি;—ভগবান্ বিষ্ণু যখন মধু দানবের নিধন সাধন করেন, তখন তদীয় স্বেদ হইতে তিল, কুশ, ও মাষ উৎপন্ন হয়; অতএব ইহা আমার শান্তিপ্রদ হউক। হব্য এবং কব্যের একমাত্র

ভবাদুদ্ধর শৈলেন্দ্র তিলাচল নমোঽস্তু তে ॥৫
ইত্যামন্ত্র্য চ যো দদ্যাৎ তিলাচলমনুত্তমম্ ।
স বৈষ্ণবং পদং যাতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৬
দীর্ঘায়ুষ্যং সমাপ্নোতি পুত্রপৌত্রৈশ্চ মোদতে ।
পিতৃভির্দেবগন্ধর্ব্বৈঃ পূজ্যমানো দিবং ব্রজেৎ

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে তিলাচলকীর্ত্তনং নাম সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি কার্পাসাচলমুত্তমম্ ।
যৎপ্রদানান্নরো নিত্যমাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥১
কার্পাসপর্ব্বতস্তদ্বিংশদ্ভারৈরিহোত্তমঃ ।
দশভির্মধ্যমঃ প্রোক্তঃ পঞ্চভিস্ত্বধমঃ স্মৃতঃ ।
ভারেণাল্পধনো দদ্যাদ্বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২

তিলই অভিরক্ষক ; অতএব হে শৈলেন্দ্র! আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর। তোমায় নমস্কার। এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া যে নর অনুত্তম তিলাচল দান করে, সে ইহলোকে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া পুত্রপৌত্র সহ কালাতিপাত করিয়া মরণান্তে পিতৃ-দেব ও গন্ধর্ব্বগণে সম্মানিত হইয়া যেখান হইতে পুনরাবর্ত্তন দুর্লভ, সেই পরম সুরধামে গমন করে। ১—৭।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৭।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—এক্ষণে উত্তম কার্পাসাচলের বিধান বলিতেছি। ইহা প্রদান করিলে মানব সেই নিত্য পরমপদ প্রাপ্ত হয়। বিংশ ভার দ্বারা রচিত হইলে উত্তম কার্পাসাচল হয়; দশ ভারে মধ্যম এবং পঞ্চভার পরিমাণে কনিষ্ঠ কার্পাসাচল হইয়া থাকে। অল্পধন ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য না করিয়া

ধান্যপর্ব্বতবৎ সর্ব্বমাসাদ্য মুনিপুঙ্গব।
প্রভাতায়ান্তু শর্ব্বর্য্যাং দদ্যাদিদমুদীরয়েৎ॥ ৩
ত্বমেবাবরণং যস্মাল্লোকানামিহ সর্ব্বদা।
কার্পাসাদ্রে নমস্তভ্যমঘৌঘধ্বংসনো ভব॥ ৪
ইতি কার্পাসশৈলেন্দ্রং যো দদ্যাচ্ছর্ব্বসন্নিধৌ।
রুদ্রলোকে বসেৎ কল্পং ততো রাজা ভবেদিহ॥
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে কার্পাসশৈলকীর্ত্তনং নামাষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৮॥

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ঘৃতাচলমনুত্তমম্‌।
তেজোঽমৃতময়ং দিব্যং মহাপাতকনাশনম্‌॥ ১
বিংশত্যা ঘৃতকুম্ভানামুত্তমঃ স্যাদ্‌ঘৃতাচলঃ।
দশভির্ম্মধ্যমঃ প্রোক্তঃ পঞ্চভিস্ত্বধমঃ স্মৃতঃ॥ ২
অল্পবিত্তোঽপি যঃ কুর্য্যাদ্দ্বাভ্যামিহ বিধানতঃ।
বিষ্কম্ভপর্ব্বতাংস্তদ্বচ্চতুর্ভাগেন কল্পয়েৎ॥ ৩
শালিতণ্ডুলপাত্রাণি কুম্ভোপরি নিবেশয়েৎ।
কারয়েৎ সংহতানুচ্চান যথাশোভং বিধানতঃ
বেষ্টয়েচ্ছুক্লবাসোভিরিক্ষুদণ্ডফলাদিকৈঃ।
ধান্যপর্ব্বতবচ্ছেষং বিধানমিহ পঠ্যতে॥ ৫
অধিবাসনপূর্ব্বঞ্চ তদ্বদ্ধোমসুরার্চ্চনম্‌।
প্রভাতায়ান্তু শর্ব্বর্য্যাং গুরবে তন্নিবেদয়েৎ।
বিষ্কম্ভপর্ব্বতাংস্তদ্বদৃত্বিগ্‌ভ্যঃ শান্তমানসঃ॥ ৬
সংযোগাদ্‌ঘৃতমুৎপন্নং যস্মাদমৃততেজসোঃ।
তস্মাদ্‌ঘৃতার্চ্চির্বিশ্বাত্মা প্রীয়তামত্র শঙ্করঃ॥ ৭
যস্মাৎ তেজোময়ং ব্রহ্ম ঘৃতে তদ্বিব্যবস্থিতম্‌।
ঘৃতপর্ব্বতরূপেণ তস্মাৎ ত্বং পাহি নোঽনিশম্‌॥
অনেন বিধিনা দদ্যাদ্‌ঘৃতাচলমনুত্তমম্‌।
মহাপাতকযুক্তোঽপি লোকমাপ্নোতি শাঙ্করম্‌
হংসসারসযুক্তেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।

একভার দ্বারাও কার্পাসাচল করিবে। হে মুনিপুঙ্গব! ধান্যপর্ব্বতবৎ সমুদয় দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া রাত্রিপ্রভাতে পূর্ব্ববৎ দান করিবে। প্রার্থনাবাক্য যথা,—হে কার্পাসাচল! এই লোক সকলের তুমিই সর্ব্বদা আবরণ; তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার পাপরাশি নিবারণ কর। এই বিধান অনুসারে যে জন শিবসন্নিধানে কার্পাসাচল দান করে, সে এক কল্প যাবৎ রুদ্রলোকে বাস করিয়া পরে ইহলোকে রাজা হইয়া থাকে। ১—৮।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৮।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর অনুত্তম ঘৃতাচল-বিধান বলিতেছি। তেজ এবং অমৃতময় দিব্য ঘৃতাচল দান করিলে মহাপাতক নাশ পায়। বিংশতি কুম্ভ ঘৃতদ্বারা উত্তম, দশ কুম্ভে মধ্যম এবং পঞ্চকুম্ভ পরিমাণে অধম ঘৃতাচল হয়। দরিদ্র ব্যক্তি দুই কুম্ভ ঘৃত দ্বারাও যথাবিধি ঘৃতাচল করিতে পারে। পূর্ব্ববৎ চতুর্থাংশ পরিমাণে বিষ্কম্ভ পর্ব্বতগুলি করিবে। কুম্ভোপরি শালি তণ্ডুলপাত্র স্থাপন করিতে হয়। উহা পরস্পর বিশেষভাবে মিলিত উচ্চচূড় করিবে। শুক্ল বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ইক্ষুদণ্ড ও ফলাদি চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া দিবে। অন্যান্য সকল বিধানই ধান্যপর্ব্বতবৎ জানিবে। ১—৫। অধিবাস, হোম, দেবপূজা ইত্যাদিও তদ্রূপই করিবে। রাত্রি প্রভাত হইলে গুরুকে উহা দান করিবে। শান্তচিত্তে বিষ্কম্ভ পর্ব্বতকয়টীও ঋত্বিক্‌দিগকে বিভাগ করিয়া দিবে। দানমন্ত্র যথা,—অমৃত এবং তেজঃপদার্থের সংযোগে ঘৃত উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব আমার এই কার্য্যে ঘৃতার্চ্চি বিশ্বাত্মা শঙ্কর প্রীত হউন। ব্রহ্ম তেজোময়; সেই তেজ ঘৃতেই অবস্থান করে; অতএব হে নগোত্তম! ঘৃতপর্ব্বত-রূপে তুমি আমাদিগকে সতত পরিত্রাণ কর। যে মানব এই বিধান অনুসারে ঘৃতাচল দান করে, সে মহাপাতকী হইলেও শঙ্করলোকে

বিমানেনাপ্সরোভিশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরৈর্বৃতঃ।
বিহরেৎ পিতৃভিঃ সার্দ্ধং যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥১০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ঘৃতাচলকীর্ত্তনং নামৈকোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি রত্নাচলমনুত্তমম্।
মুক্তাফলসহস্রেণ পর্ব্বতঃ স্যাদনুত্তমঃ ॥ ১
মধ্যমঃ পঞ্চশতকস্ত্রিশতেনাধমঃ স্মৃতঃ।
চতুর্থাংশেন বিষ্কম্ভ-পর্ব্বতাঃ স্যুঃ সমন্ততঃ ॥ ২
পূর্ব্বেণ বজ্র-গোমেদৈর্দক্ষিণেনেন্দ্রনীলকৈঃ।
পদ্মরাগ * যুতঃ কার্য্যো বিদ্বদ্ভির্গন্ধমাদনঃ ॥৩
বৈদূর্য্যবিদ্রুমৈঃ পশ্চাৎ সম্মিশ্রো বিমলাচলঃ।
পদ্মরাগৈঃ সসৌবর্ণৈরুত্তরেণ চ বিন্যসেৎ ॥ ৪
ধান্যপর্ব্বতবৎ সর্ব্বমত্রাপি পরিকল্পয়েৎ।
তদ্বদাবাহনং কুর্য্যাদ্ বৃক্ষান্ দেবাংশ্চ কাঞ্চনান্
পূজয়েৎ পুষ্পগন্ধাদ্যৈঃ প্রভাতে চ বিমৎসরঃ।
পূর্ব্ববদ্গুরুঋত্বিগ্ভ্যো ইমান্ মন্ত্রানুদীরয়েৎ ॥৬
যদা দেবগণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বরত্নেষ্ববস্থিতাঃ।
ত্বঞ্চ রত্নময়ো নিত্যং নমস্তেঽস্তু সদাচল ॥ ৭
যস্মাদ্রত্নপ্রদানেন তুষ্টিং প্রকুরুতে হরিঃ।
সদা রত্নপ্রদানেন তস্মান্নঃ পাহি পর্ব্বত ॥ ৮
অনেন বিধিনা যস্তু দদ্যাদ্রত্নময়ং গিরিম্
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যমমরেশ্বরপূজিতঃ ॥ ৯
যাবৎ কল্পশতং সাগ্রং বসেচ্চেহ নরাধিপ
রূপারোগ্যগুণোপেতঃ সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ
ব্রহ্মহত্যাদিকং কিঞ্চিদ্যদত্রামুত্র বা কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গিরির্বজ্রহতো যথা ॥১১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রত্নাচলকীর্ত্তনং নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

যাইতে পারে। সেখানে কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত ও হংস-সারসযুক্ত বিমানারোহণে পিতৃগণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণে পরিসেবিত হইয়া প্রলয়কাল যাবৎ বিহার করিয়া থাকে। ৬—১০।

ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর অনুত্তম রত্নাচলবিধি কীর্ত্তন করিতেছি। সহস্র মুক্তাফল দ্বারা উত্তম, পঞ্চ-শত মুক্তায় মধ্যম এবং তিনশত মুক্তাতে অধম রত্নাচল হয়। চতুর্দ্দিকে ইহার চতুর্থাংশ পরিমাণে বিষ্কম্ভ পর্ব্বতকয়টী নির্ম্মাণ করিবে। পূর্ব্বদিকে হীরক ও গোমেদ দ্বারা, দক্ষিণদিকে ইন্দ্রনীল দ্বারা বিষ্কম্ভ পর্ব্বত করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি পদ্মরাগমণিযুক্ত গন্ধমাদন পর্ব্বত করিবেন। পশ্চাৎ দিকে বৈদূর্য্য ও বিদ্রুম মিশ্রিত করিয়া বিমলাচল নির্ম্মাণ করিবেন। উত্তরদিকে সুবর্ণ সহিত বিষ্কম্ভ পর্ব্বত রচনা করিবে। ইহাতেও ধান্য-পর্ব্বতবৎ সমস্ত কর্ম্ম করিতে হয়। পূর্ব্ববৎ আবাহন করিবে। কাঞ্চন দ্বারা বৃক্ষ ও দেবতা নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধি গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। প্রাতঃকালে এই সকল কার্য্য করিয়া বিমৎসরচিত্তে মন্ত্র পাঠ করিয়া গুরু ও ঋত্বিক্‌দিগকে দান করিবে। মন্ত্র যথা,—দেবগণ সকলেই সর্ব্ব-রত্নে অবস্থান করেন। তুমি সেই রত্নময়; অতএব হে রত্নাচল! তোমাকে সতত নমস্কার করি। রত্ন প্রদান করিলে হরি তৎপ্রতি সমধিক সন্তুষ্ট হয়েন; হে পর্ব্বত! তুমি সদা আমাদিগকে রত্নপ্রদানে পরিত্রাণ কর। যে জন এই বিধানানুসারে রত্নগিরি প্রদান করে, সে অমরেশ্বর কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বিষ্ণুসালোক্য প্রাপ্ত হয়। তথায় সম্পূর্ণ শতকল্প বাস করিয়া পরে রূপবান্, আরোগ্য-সম্পন্ন, বিবিধ গুণমণ্ডিত সপ্তদ্বীপাধিপতি

* পুষ্পরাগেতি পাঠান্তরম্।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি রৌপ্যাচলমনুত্তমম্।
যৎপ্রদানান্নরো যাতি সোমলোকমনুত্তমম্॥ ১
দশভিঃ পলসাহস্রৈরুত্তমো রজতাচলঃ।
পঞ্চভির্মধ্যমঃ প্রোক্তস্তদর্দ্ধেনাধমঃ স্মৃতঃ॥ ২
অশক্তো বিংশতেরূর্দ্ধং কারয়েচ্ছক্তিতস্তদা।
বিষ্কম্ভপর্ব্বতাংস্তদ্বৎ তুরীয়াংশেন কল্পয়েৎ॥ ৩
পূর্ব্ববদ্রাজতান্ কুর্ব্বন্ মন্দরাদীন্ বিধানতঃ।
কলধৌতময়াংস্তদ্বল্লোকেশানর্চ্চয়েদ্বুধঃ॥ ৪
ব্রহ্মবিষ্ণ্বর্কবান্ কার্য্যো নিতম্বোঽত্র হিরণ্ময়ঃ।
রাজতং স্যাদ্‌যদন্যেষাং সর্ব্বং তদিহ কাঞ্চনম্॥
শেষন্তু পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাদ্ধোমজাগরণাদিকম্।
দদ্যাৎ ততঃ প্রভাতে তু গুরবে রৌপ্যপর্ব্বতম্
বিষ্কম্ভশৈলানৃত্বিগ্ভ্যঃ পূজ্য বস্ত্রবিভূষণৈঃ।
ইমং মন্ত্রং পঠন্ দদ্যাদ্দর্ভপাণির্বিমৎসরঃ॥ ৭
পিতৃণাং বল্লভো যস্মাদ্দরিদ্রাণাং শিবস্য চ।
পাহি রাজত তস্মাৎ ত্বং শোকসংসারসাগরাৎ
ইত্থং নিবেদ্য যো দদ্যাদ্রাজতাচলমুত্তমম্।
গবাময়ুতদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৯
সোমলোকে স গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরাপ্সরসাং গণৈঃ।
পূজ্যমানো বসেদ্বিদ্বান্ যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ১০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রৌপ্যাচলকীর্ত্তনং নামৈকনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।৯১।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি শর্করাশৈলমুত্তমম্।
যস্য প্রদানাদ্বিষ্ণ্বর্করুদ্রাস্তুষ্যন্তি সর্ব্বদা॥ ১

হইয়া থাকে। সে ইহকালে বা পরকালে ব্রহ্মহত্যাদি যাহা কিছু পাপ করুক না কেন, বজ্রাহত পর্ব্বতবৎ সে সমস্ত নাশ প্রাপ্ত হয়। ১—১১।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯০॥

একনবতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর অনুত্তম রৌপ্যাচলের বিবরণ বলিতেছি। ইহার দানফলে নর সোমলোকে গমন করিয়া থাকে। দশসহস্র পল রজত দ্বারা উত্তম, পঞ্চসহস্র পল দ্বারা মধ্যম, তদর্দ্ধ পরিমাণে অধম অচল হয়। অশক্ত ব্যক্তি যথাশক্তি বিংশতি পলের অধিক পরিমাণ দ্বারা রজতাচল করিবে। পূর্ব্ববৎ চতুর্থাংশ পরিমাণে বিষ্কম্ভ পর্ব্বত করিতে হয়। বুদ্ধিমান্ মানব পূর্ব্ববৎ রজত দ্বারা মন্দরাদি পর্ব্বত এবং কাঞ্চনরচিত লোকপাল নির্ম্মাণান্তে অর্চ্চনা করিবে। এস্থলে নিতম্বভাগে হিরণ্ময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সূর্য্যমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। অন্যান্য স্থানে যাহা যাহা রজতনির্ম্মিত বিহিত হইয়াছে, এস্থলে তাহা কাঞ্চন দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে। হোম-জাগরণাদি অপর সমস্ত কর্ম্ম পূর্ব্ববিধানবৎ করিবে। পরদিন প্রভাতে উক্ত রৌপ্য-পর্ব্বত গুরুকে দান করিবে। ঋত্বিক্‌দিগকে বস্ত্রাভরণে অর্চ্চনা করিয়া বিষ্কম্ভপর্ব্বত কয়টী দান করিবে। বিমৎসরচিত্তে দর্ভপাণি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। হে রজত! তুমি পিতৃগণের, দরিদ্রের এবং শিবের অতীব প্রিয় পদার্থ; অতএব হে রজতাচল! তুমি আমাকে শোকসাগর হইতে পরিত্রাণ কর। যে মানব এইরূপ প্রার্থনান্তে উত্তম রজতাচল দান করে, সে অযুত গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। পরে সোমলোকে যাইয়া গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরোগণে পূজ্যমান হইয়া প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত পরম সুখে বাস করে।১—১০।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯১।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

অতঃপর শর্করাচল-বিরচন বিধি বলিতেছি। ইহার প্রদানে বিষ্ণু, অর্ক ও রুদ্রদেব

অষ্টাভিঃ শর্করাভারৈরুত্তমঃ স্যান্মহাচলঃ।
চতুর্ভির্মধ্যমঃ প্রোক্তো ভারাভ্যামধমঃ স্মৃতঃ ॥২
ভারেণ বার্দ্ধভারেণ কুর্য্যাদ্যঃ স্বল্পবিত্তবান্।
বিষ্কম্ভপর্ব্বতান্ কুর্য্যাৎ তুরীয়াংশেন মানবঃ ॥ ৩
ধান্যপর্ব্বতবৎ সর্ব্বমাসাদ্যামরসংযুতম্।
মেরোরুপরি তদ্বচ্চ স্থাপ্য হেমতরুত্রয়ম্ ॥ ৪
মন্দারঃ পারিজাতশ্চ তৃতীয়ঃ কল্পপাদপঃ।
এতদ্বৃক্ষত্রয়ং মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বেষ্বপি নিযোজয়েৎ ॥ ৫
হরিচন্দনসন্তানৌ পূর্ব্ব-পশ্চিমভাগয়োঃ।
নিবেশ্যৌ সর্ব্বশৈলেষু বিশেষাচ্ছর্করাচলে ॥ ৫
মন্দরে কামদেবস্থ প্রত্যগ্বক্ত্রঃ সদা ভবেৎ।
গন্ধমাদনশৃঙ্গে তু ধনদঃ স্যাদুদঙ্মুখঃ ॥ ৭
প্রাঙ্মুখো বেদমূর্ত্তিস্থ হংসঃ স্যাদ্বিপুলাচলে।
হৈমী সুপার্শ্বে সুরভির্দক্ষিণাভিমুখী ভবেৎ ॥৮
ধান্যপর্ব্বতবৎ সর্ব্বমাবাহনবিধানকম্ *।

কৃত্বা তু গুরবে দদ্যান্মধ্যমং পর্ব্বতোত্তমম্।
ঋত্বিগ্‌ভ্যশ্চতুরঃ শৈলানিমান্ মন্ত্রানুদীরয়ন্ ॥৯
সৌভাগ্যামৃতসারোঽয়ং পর্ব্বতঃ শর্করাযুতঃ।
তস্মাদানন্দকারী ত্বং ভব শৈলেন্দ্র সর্ব্বদা ॥ ১০
অমৃতং পিবতাং যে তু নিপেতুর্ভুবি শীকরাঃ।
দেবানাং তৎসমুত্থস্ত্বং পাহি নঃ শর্করাচল ॥ ১১
মনোভবধনুর্ম্মধ্যাদুদ্ভূতা শর্করা যতঃ।
তন্ময়োঽসি মহাশৈল পাহি সংসারসাগরাৎ ॥১২
যো দদ্যাচ্ছর্করাশৈলমনেন বিধিনা নরঃ।
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমং পদম্ ॥১৩
চন্দ্রতারার্কসঙ্কাশমধিরুহ্যানুজীবিভিঃ।
সহৈব যানমাতিষ্ঠেৎ তত্র বিষ্ণুপ্রচোদিতঃ ॥ ১৪
ততঃ কল্পশতান্তে তু সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যসম্পন্নো যাবজ্জন্মার্ব্বুদত্রয়ম্ ॥ ১৫
ভোজনং শক্তিতঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বশৈলেষ্বমৎসরঃ

সর্ব্বদা পরিতুষ্ট হয়েন। অষ্টভার শর্করা দ্বারা যে অচল হয়, তাহা উত্তম, চারিভার পরিমাণে মধ্যম এবং দুইভার দ্বারা করিলে তাহা অধম বলিয়া জ্ঞাতব্য। দরিদ্র ব্যক্তি একভার বা অর্দ্ধভার শর্করা দ্বারাও শর্করাচল করিতে পারে। চতুর্থাংশ দ্বারা চারিটী বিষ্কম্ভ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিবে। সমস্ত কার্য্যই ধান্যপর্ব্বতবৎ করিতে হয়। তদ্রূপই দেবমূর্ত্তি সকল রচনা করিবে এবং হৈম তরুত্রয় মেরুর উপরিভাগে স্থাপন করিবে। মন্দার, পারিজাত ও কল্প-পাদপ,—এই তিনটী বৃক্ষ, সমস্ত পর্ব্বতদানেই মেরুর উপরিভাগে স্থাপন করিবে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমভাগে হরিচন্দন ও সন্তান বৃক্ষ নিবেশিত করিবে। ইহা সমস্ত শৈলদান কার্য্যেই কর্ত্তব্য; বিশেষত শর্করাচলে উহা অবশ্যই করিবে। মন্দর পর্ব্বতে পূর্ব্বা-ভিমুখ কামদেব, গন্ধমাদনশৃঙ্গোপরি উত্তরা-ভিমুখ ধনপতি, পশ্চিম দিকে বিপুলাচলে পূর্ব্বমুখ বেদমূর্ত্তি ব্রহ্মা এবং সুপার্শ্ব পর্ব্বতে দক্ষিণাভিমুখী সুরভি,—ইহাঁদিগের সুবর্ণময় মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। আবাহনাদি সমস্ত বিধানই ধান্য পর্ব্বতবৎ করিতে হয়। পরে মধ্যম পর্ব্বতটী সম্প্রদান করিবে। বিষ্কম্ভ পর্ব্বত চারিটী ঋত্বিক্‌দিগকে দান করিবে। দানমন্ত্র যথা,—এই শর্করাচল অসীম সৌভা-গ্যের সারস্বরূপ; অতএব হে শর্করাচল! তুমি আমার আনন্দদায়ক হও। হে শর্করা-চল! দেবগণের অমৃতপান কালে যে সকল অমৃতবিন্দু ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই তোমার উৎপত্তি; তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। মনোভবের ধনুর মধ্যভাগ হইতে শর্করা উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি সেই শর্করাময়, হে মহাশৈল! তুমি আমায় সংসার-সাগর হইতে রক্ষা কর। যে নর এই বিধান মতে শর্করাচল দান করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। সেখানে অনুজীবিজনে পরিসেবিত হইয়া চন্দ্র, তারা ও সূর্য্য সম কান্তিময় বিমানে আরোহণ করত বিহার করিয়া থাকে। এইরূপে শতকল্প অতীত হইলে সপ্তদ্বীপাধিপতি হয়। সে জন্মে সেই ব্যক্তি তিন অর্ব্বুদ বৎসর আয়ুষ্মান্, ও আরোগ্যবান্ হয়। সকল শৈলদান ব্যাপারেই

* মধ্যাদিকমিতি বা পাঠঃ।

সর্ব্বত্রাক্ষারলবণমশ্নীয়াৎ তদনুজ্ঞয়া।
পর্ব্বতোপস্করান্ সর্ব্বান্ প্রাপয়েদ্‌ব্রহ্মণালয়ম্॥
ঈশ্বর উবাচ।
আসীৎ পুরা বৃহৎকল্পে ধর্ম্মমূর্ত্তির্জনাধিপঃ।
সুহৃচ্ছক্রস্য নিহতা যেন দৈত্যাঃ সহস্রশঃ॥১৭
সোমসূর্য্যাদয়ো যস্য তেজসা বিগতপ্রভাঃ।
ভবন্তি শতশো যেন শত্রবশ্চা পরাজিতাঃ।
যথেচ্ছারূপধারী চ মনুষ্যেহপ্যপরাজিতঃ॥১৮
তস্য ভানুমতী নাম ভার্য্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী
লক্ষ্মীবদ্দিব্যরূপেণ নির্জ্জিতামরসুন্দরী॥১৯
রাজ্ঞস্তস্যাগ্রামহিষী প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী।
দশনারীসহস্রাণাং মধ্যে শ্রীরিব রাজতে॥২০
নৃপকোটিসহস্রেণ ন কদাচিৎ সমুচ্যতে।
কদাচিদাস্থানগতঃ পপ্রচ্ছ স পুরোধসম্।
বিস্ময়েনাবৃতো রাজা বসিষ্ঠমৃষিসত্তমম্॥২১
রাজোবাচ।
ভগবন্ কেন ধর্ম্মেণ মম লক্ষ্মীরনুত্তমা।
কস্মাচ্চ বিপুলং তেজো মচ্ছরীরে সদোত্তমম্
বসিষ্ঠ উবাচ।
পুরা লীলাবতী নাম বেশ্যা শিবপরায়ণা।
তয়া দত্তশ্চতুর্দ্দশ্যাং গুরবে লবণাচলঃ।
হেমবৃক্ষাদিভিঃ সার্দ্ধং যথাবদ্বিধিপূর্ব্বকম্॥২৩
শূদ্রঃ সুবর্ণকারশ্চ নাম্না শৌণ্ডোহভবৎ তদা।
ভৃত্যো লীলাবতীগেহে তেন হেম্না বিনির্ম্মিতাঃ
তরবঃ সুরমুখ্যাশ্চ শ্রদ্ধাযুক্তেন পার্থিব।
অতিরূপেণ সম্পন্না ঘটায়িত্বা বিনা ভৃতিম্।
ধর্ম্মকার্য্যমিতি জ্ঞাত্বা ন গৃহ্নাতি কথঞ্চন॥২৫
উজ্জ্বালিতাশ্চ তৎপত্ন্যা সৌবর্ণামরপাদপাঃ।
লীলাবতী গিরেঃ পার্শ্বে পরিচর্য্যাঞ্চ পার্থিব॥২৬

যথাশক্তি অমৎসরচিত্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পরে ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞানুসারে অক্ষার লবণ ভোজন করা কর্ত্তব্য। যাবতীয় উপচার দ্রব্য ব্রাহ্মণভবনে প্রেরণ করিবে। ১—১৬। ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্ব্বকালে ব্রহ্ম-কল্পে ধর্ম্মমূর্ত্তি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শুক্রাচার্য্যের সুহৃৎ ছিলেন; পরন্তু শত-সহস্র দানব তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছিল। তাঁহার তেজঃপ্রভাবে সোম সূর্য্যাদি তেজস্বী দেবগণও হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শত্রুদল তাঁহার নিকট শত শত বার পরাজিত হইয়াছিল। তিনি যথেচ্ছ রূপ ধারণ করিতে পারিতেন। এই জন্য তিনি মনুষ্য হইলেও অপরাজিত ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যা ভানুমতী; তিনি ত্রৈলোক্যমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী ছিলেন;—যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। অমরসুন্দরীরাও তাঁহার রূপে পরাজিত ছিলেন। তিনিই রাজার প্রধানা এবং প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। দশসহস্র মহিষী মধ্যে তিনি শ্রীসম শোভা পাইতেন। সেই রাজারও সহস্রকোটি নৃপতিমধ্যে তুলনা হইত না।১৭—২০। একদা সেই রাজা সভামধ্যে বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে নিজ পুরোহিত ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম কারণে আমার অনুত্তমা লক্ষ্মী এবং মদীয় দেহে সতত উত্তম বিপুল তেজোলাভ হইতে পারে? বশিষ্ঠ কহিলেন,—পুরাকালে লীলাবতী নামে এক বেশ্যা ছিল। সে তদীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে গুরুকে বিশুদ্ধ লবণাচল দান করিয়াছিল। সে, ঐ কর্ম্ম, হেমবৃক্ষাদি সহ যথাবিধিই করিয়াছিল। হে পার্থিব! লীলাবতীর গৃহে তখন শৌণ্ড নামে একশূদ্র সুবর্ণাকার ভৃত্য ছিল; সে 'ইহা ধর্ম্মকর্ম্ম' এই ভাবিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণ দ্বারা অতি যত্নে পারিশ্রমিক না লইয়া অতীব সুন্দরাকার তরু ও সুরবরগণের মূর্ত্তিসকল নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহার পত্নী সুবর্ণরচিত অমর তরুগুলি উজ্জ্বলিত করিয়াছিল। হে রাজন্! লীলাবতী লবণাচলের সন্নিধানে থাকিয়াসেই স্বর্ণকার ও তৎপত্নীসহ অকপট ভাবেই গুরুশুশ্রূষাদি সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিল। দীর্ঘকালান্তে

কৃত্বা তাভ্যামশাঠ্যেন গুরুশুশ্রূষণাদিকম্।
সা চ লীলাবতী বেশ্যা কালেন মহতাপি চ ॥ ২৭
কালধর্ম্মমনুপ্রাপ্তা কর্ম্মযোগেণ নারদ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা জগাম শিবমন্দিরম্ ॥ ২৮
যোঽসৌ সুবর্ণকারস্তু দরিদ্রোঽপ্যতিসত্ত্ববান্।
ন মৌল্যমাদাদ্বেশ্যাতঃ স ভবানিহ সাম্প্রতম্ ॥
সপ্তদ্বীপপতির্জ্জাতঃ সূর্য্যাযুতসমপ্রভঃ।
যয়া সুবর্ণকারস্য তরবো হেমনির্ম্মিতাঃ।
সম্যগুজ্জ্বালিতাঃ পত্ন্যা সেয়ং ভানুমতী তব ॥৩০
উজ্জ্বালনাদুজ্জ্বলরূপমস্যাঃ
সঞ্জাতমস্মিন্ ভুবনাধিপত্যম্।
যস্মাৎ কৃতং তৎ পরিকর্ম্ম রাত্রা-
বনুদ্ধতাভ্যাং লবণাচলস্য ॥ ৩১
তস্মাচ্চ লোকেষ্বপরাজিতত্ব-
মারোগ্যসৌভাগ্যযুতা চ লক্ষ্মীঃ।
তস্মাৎ ত্বমপ্যত্র বিধানপূর্ব্বং
ধান্যাচলাদীন্ দশধা কুরুষ্ব ॥ ৩২
তথেতি সৎকৃত্য স ধর্ম্মমূর্ত্তি-
র্বচো বসিষ্ঠস্য দদৌ চ সর্ব্বান্।
ধান্যাচলাদীন্ শতশো মুরারে-
র্লোকং জগামামরপূজ্যমানঃ ॥ ৩৩
পশ্যেদপীমানধনোঽতিভক্ত্যা
স্পৃশেন্মনুষ্যৈরপি দীয়মানান্।
শৃণোতি ভক্ত্যাথ মতিং দদাতি
বিকল্মষঃ সোঽপি দিবং প্রয়াতি ॥ ৩৪
দুঃস্বপ্নং প্রশমমুপৈতি পঠ্যমানৈঃ
শৈলেন্দ্রৈর্ভবভয়ভেদনৈর্মনুষ্যৈঃ।
যঃ কুর্য্যাৎ কিমু মুনিপুঙ্গবেহ সম্যক্
শান্তাত্মা সকলগিরীন্দ্রসম্প্রদানম্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পর্ব্বতপ্রদানমাহাত্ম্যং নাম দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২ ॥

কর্ম্মযোগে সেই লীলাবতী বেশ্যা কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া দেহত্যাগান্তে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া শিবপুর প্রাপ্ত হয়। হে মহারাজ! সেই যে স্বর্ণকার দরিদ্র হইয়াও সত্ত্বাধিক্য প্রযুক্ত লীলাবতীর উক্ত কার্য্যে কিছুমাত্র পারিশ্রমিক লয় নাই, সে-ই এক্ষণে এই আপনি,—সপ্তদ্বীপপতি সূর্য্যাযুতসমকান্তি হইয়াছেন। আর তদীয় পত্নী যে স্বর্ণকারকৃত সেই সুবর্ণ-তরুগুলিকে সম্যক্ উজ্জ্বলিত করিয়াছিল, সে-ই তোমার এই ভানুমতী। আপনারা সেই জন্মে অগর্ব্বিত চিত্তে রাত্রিকালে সেই লবণাচলের আবশ্যকীয় কাজকর্ম্ম যথাশক্তি করিয়াছিলেন, সেইজন্য আপনাদিগের এই উত্তমা সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ইনি সেই সুবর্ণমূর্ত্তিগুলিকে উজ্জ্বলিত করায় ইঁহার উজ্জ্বল রূপ লাভ হইয়াছে, আর আপনি সেই সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনাতে ভুবনাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপনাদিগের আরোগ্য ও সৌভাগ্যসহ লক্ষ্মী এবং লোকে অপরাজিতত্ব লাভ হইয়াছে অতএব হে মহারাজ! আপনিও এক্ষণে যথাবিধানে ধান্যাচলাদি দশটী অচল দান করুন। রাজা ধর্ম্মমূর্ত্তি "তাহাই করিব" বলিয়া বশিষ্ঠের সৎকারপূর্ব্বক ধান্যাচলাদি শত শত অচল দান করিয়া মরণান্তে সুরগণে সম্মানিত হইয়া মুরারিপুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধন মানবও যদি অপর ব্যক্তির লবণাচলাদি দানকালে অতি ভক্তিসহকারে তাহা দর্শন বা স্পর্শ করে, কিংবা যদি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, অথবা অন্য জনকে ইহার অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করে, সেও কল্মষহীন হইয়া সুরলোকে গমন করিয়া থাকে। নরগণ এই ভবভয়-ভেদনকারী শৈলেন্দ্রদানবিধান পাঠ করিলে দুঃস্বপ্ন প্রশমিত হয়; হে মুনিপুঙ্গব! যে জন শান্তান্তঃকরণে সকল গিরীন্দ্রগণের সম্যক্ সম্প্রদান করে, তাহার ফলের কথা আর কি বলিব? ২১—৩৫।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯২।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ

বৈশম্পায়নমাসীনমপৃচ্ছচ্ছৌনকঃ পুরা
সর্ব্বকামাপ্তয়ে নিত্যং কথং শান্তিক-পৌষ্টিকম্ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রীকামঃ শান্তিকামো বা গ্রহযজ্ঞং সমারভেৎ ।
বৃদ্ধ্যায়ুঃপুষ্টিকামো বা তথৈবাভিচরন্ পুনঃ ।
যেন ব্রহ্মন্ বিধানেন তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ২
সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যনুক্রম্য সংক্ষিপ্য গ্রন্থবিস্তরম্ ।
গ্রহশান্তিং প্রবক্ষ্যামি পুরাণশ্রুতিচোদিতাম্ ॥ ৩
পুণ্যেঽহ্নি বিপ্রকথিতে কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্ ।
গ্রহান্ গ্রহাধিদেবাংশ্চ স্থাপ্য হোমং সমারভেৎ
গ্রহযজ্ঞস্ত্রিধা প্রোক্তঃ পুরাণশ্রুতিকোবিদৈঃ ।
প্রথমোঽযুতহোমঃ স্যাল্লক্ষহোমস্ততঃ পরম্ ॥ ৫
তৃতীয়ঃ কোটিহোমস্তু সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ।
অযুতেনাহুতীনাঞ্চ নবগ্রহমখঃ স্মৃতঃ ॥ ৬
তস্য তাবদ্বিধিং বক্ষ্যে পুরাণশ্রুতিভাষিতম্ ।
গর্ত্তস্যোত্তরপূর্ব্বেণ বিতস্তিদ্বয়বিস্তৃতাম্ ॥ ৭
বিপ্রদ্বয়াবৃতাং বেদিং বিতস্ত্যুচ্ছ্রয়সম্মিতাম্ ।
সংস্থাপনায় দেবানাং চতুরস্রামুদঙ্মুখাম্ ॥ ৮
অগ্নিপ্রণয়নং কৃত্বা তস্যামাবাহয়েৎ সুরান্ ।
দেবতানাং ততঃ স্থাপ্যা বিংশতির্দ্বাদশাধিকা ॥
সূর্য্যঃ সোমস্তথা ভৌমো বুধ-জীব-সিতার্কজাঃ
রাহুঃ কেতুরিতি প্রোক্তা গ্রহা লোকহিতাবহাঃ
মধ্যে তু ভাস্করং বিদ্যাল্লোহিতং দক্ষিণেন তু ।
উত্তরেণ গুরুং বিদ্যাদ্বুধং পূর্ব্বোত্তরেণ তু ॥
পূর্ব্বেণ ভার্গবং বিদ্যাৎ সোমং দক্ষিণপূর্ব্বকে ।
পশ্চিমেন শনিং বিদ্যাদ্রাহুং পশ্চিমদক্ষিণে ।
পশ্চিমোত্তরতঃ কেতুং স্থাপয়েচ্ছুক্লতণ্ডুলৈঃ ॥ ১২
ভাস্করস্যেশ্বরং বিদ্যাদুমাঞ্চ শশিনস্তথা ।
স্কন্দমঙ্গারকস্যাপি বুধস্য চ তথা হরিম্ ॥ ১৩
ব্রহ্মাণঞ্চ গুরোর্বিদ্যাচ্ছুক্রস্যাপি শচীপতিম্ ।
শনৈশ্চরস্য তু যমং রাহোঃ কালং তথৈব চ ॥ ১৪
কেতোশ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ সর্ব্বেষামধিদেবতাঃ ।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—পুরাকালে একদা শৌনক মহর্ষি সুখাসীন বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে মুনে! সর্ব্বাধিক কামলাভার্থ কিরূপ শান্তিক ও পৌষ্টিক কার্য্য করা কর্ত্তব্য? বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শ্রীকাম কিংবা পুষ্টিকাম মানব গ্রহযজ্ঞ করিবে। বৃদ্ধি, আয়ু, এবং পুষ্টিকামনায় ইহা করা যায়। আর অভিচার করিতে হইলে যে প্রণালী অবলম্বন করিবে, সে সকল আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি সর্ব্বশাস্ত্র সমালোচনপূর্ব্বক পুরাণ ও স্মৃতির অনুমোদিত গ্রহশান্তি-বিধান সংক্ষেপতঃ বলিতেছি। বিপ্রকথিত পুণ্য দিনে ব্রাহ্মণামন্ত্রণাদি করিয়া গ্রহ ও গ্রহাধিপ দেবতাদিগকে স্থাপনান্তে হোমানুষ্ঠান করিবে। পুরাণ ও শ্রুতিকোবিদ ব্যক্তিগণ গ্রহযজ্ঞ ত্রিবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রথমটীতে অযুত হোম, দ্বিতীয়টীতে লক্ষ হোম, তৃতীয়টীতে কোটি হোম বিহিত, ইহা সর্ব্বকামপ্রদায়ক। নবগ্রহহোম অযুত-আহুতিযুক্ত। তৎসম্বন্ধে পুরাণ-শ্রুতি-সম্মত বিধান বলিতেছি। গর্ত্তের উত্তর পূর্ব্বদিকে দেবগণের স্থাপনার্থ বিতস্তিদ্বয় বিস্তারযুক্ত একবিতস্তি উন্নত, বপ্রদ্বয়াবৃত, চতুরস্র উত্তরমুখ একটী বেদি করিবে। তাহাতে বহ্নিস্থাপনান্তে সুরগণের আবাহন করিবে। পরে বত্রিশটী দেবতা তাহাতে স্থাপন করিতে হয়। সূর্য্য, সোম, ভৌম, বুধ, জীব, সিত, শনি, রাহু, ও কেতু,—ইঁহারা লোকহিত-সাধক গ্রহ বলিয়া কথিত হয়েন। মধ্যভাগে ভাস্কর, দক্ষিণে ভৌম, উত্তরে জীব, পূর্ব্বোত্তরে বুধ, পূর্ব্বে সিত, দক্ষিণপূর্ব্বে সোম, পশ্চিমে শনি, দক্ষিণ পশ্চিমে রাহু, এবং পশ্চিমোত্তরে কেতুকে শুক্ল তণ্ডুল দ্বারা বিন্যাস করিবে। ১—১২। ভাস্করের অধি-দেবতা ঈশ্বর, শশীর উমা, মঙ্গলের স্কন্দ, বুধের হরি, বৃহস্পতির ব্রহ্মা, শুক্রের ইন্দ্র,

অগ্নিরাপঃ ক্ষিতির্বিষ্ণুরিন্দ্র ঐন্দ্রী চ দেবতাঃ॥
প্রজাপতিশ্চ সর্পাশ্চ ব্রহ্মা প্রত্যধিদেবতাঃ।
বিনায়কং তথা দুর্গাং বায়ুমাকাশমেব চ।
আবাহয়েদ্ব্যাহৃতিভিস্তথৈবাশ্বিকুমারকৌ ॥১৬
সংস্মরেদ্রক্তমাদিত্যমঙ্গারকসমন্বিতম্।
সোম-শুক্রৌ তথা শ্বেতৌ বুধ-জীবৌ চ পিঙ্গলৌ
মন্দ-রাহূ তথা কৃষ্ণৌ ধূম্রং কেতুগণং বিদুঃ॥১৭
গ্রহবর্ণানি দেয়ানি বাসাংসি কুসুমানি চ।
ধূপামোদোঽত্র সুরভিরুপরিষ্টাদ্বিতানিকম্।
শোভনং স্থাপয়েৎ প্রাজ্ঞঃ ফলপুষ্পসমন্বিতম্॥
গুড়ৌদনং রবের্দদ্যাৎ সোমায় ঘৃতপায়সম্।
অঙ্গারকায় সংযাবং বুধায় ক্ষীর-ষষ্টিকে॥১৯
দধ্যোদনঞ্চ জীবায় শুক্রায় চ গুড়ৌদনম্।
শনৈশ্চরায় কৃসরামজামাংসঞ্চ রাহবে।
চিত্রোদনঞ্চ কেতুভ্যঃ সর্বৈর্ভক্ষ্যৈরথার্চ্চয়েৎ॥
প্রাগুত্তরেণ তস্মাচ্চ দধ্যক্ষতবিভূষিতম্।
চূতপল্লবসঞ্ছন্নং ফলবস্ত্রযুগান্বিতম্॥ ২১
পঞ্চরত্নসমাযুক্তং পঞ্চভঙ্গসমন্বিতম্।
স্থাপয়েদব্রণং কুম্ভং বরুণং তত্র বিন্যসেৎ॥ ২২
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ।
গজাশ্বরথ্যাবল্মীক-সঙ্গমাদ্ধ্রদগোকুলাৎ॥ ২৩
মৃদমানীয় বিপ্রেন্দ্র সর্ব্বৌষধিজলান্বিতম্।
স্নানার্থং বিন্যসেৎ তত্র যজমানস্য ধর্ম্মবিৎ॥ ২৪
সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি চ নদাস্তথা।
আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ॥ ২৫
এবমাবাহয়েদেতানমরান্ মুনিসত্তম।
হোমং সমারভেৎ সর্পির্যব-ব্রীহি-তিলাদিনা॥
অর্কঃ পালাশ-খদিরাবপামার্গোঽশ্ব পিপ্পলঃ।
ঔডুম্বরঃ শমী-দূর্ব্বা-কুশাশ্চ সমিধঃ ক্রমাৎ॥২৩
একৈকস্যাষ্টকশতমষ্টাবিংশতিমেব বা।
হোতব্যা মধুসর্পির্ভ্যাং দধ্না চৈব সমন্বিতাঃ॥ ২৮
প্রাদেশমাত্রা অশিফা অশাখা অপলাশিনীঃ।

শনির যম, রাহুর কাল, এবং কেতুর চিত্র-। অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ঐন্দ্রী, প্রজাপতি, সর্প এবং ব্রহ্মা ইহাঁরা প্রত্যধিদেবতা। বিনায়ক, দুর্গা, বায়ু, আকাশ, এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ব্যাহৃতি-যোগে আবাহন করিবে। আদিত্যকে মঙ্গল সহ রক্তবর্ণ চিন্তা করিবে। সোম ও শুক্রকে শ্বেতবর্ণ, বুধ ও বৃহস্পতিকে পিঙ্গল-বর্ণ, শনি ও রাহুকে কৃষ্ণবর্ণ, এবং কেতুকে ধূম্রবর্ণ ভাবনা করিতে হয়। গ্রহগণের বর্ণানুরূপ বসন ও পুষ্প প্রদান করিবে। উপরিভাগে বিতান স্থাপন করিবে। সুরভি ধূপ প্রদান করিবে। উক্ত বিতানে ফল পুষ্প ঝুলাইয়া দিবে। রবিকে গুড়ৌদন, সোমকে সঘৃত পায়স, মঙ্গলকে সংযাব, বুধকে দুগ্ধ ও ষষ্টিকান্ন, বৃহস্পতিকে দাধ্যোদন, শুক্রকে গুড়ৌদন, শনিকে কৃশরা, রাহুকে অজামাংস এবং কেতুকে বিচিত্র ওদন ও অন্যান্য নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ১৩—২০। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে একটী পঞ্চভঙ্গযুক্ত পঞ্চরত্নসমন্বিত, অভুগ্ন, একটী কুম্ভ স্থাপন করিয়া তাহাতে বরুণকে বিন্যাস করিবে। হে বিপ্রেন্দ্র! ধর্ম্মবিৎ পুরোহিত তথায় গঙ্গাদি সরিৎ, সমুদ্র, সমস্ত সরোবর, এ সকল হইতে জল আহরণপূর্ব্বক সর্ব্বৌষধি এবং গজ, অশ্ব, রথ, বল্মীক, নদীসঙ্গম, হ্রদ, গোকুল—এ সকল স্থান হইতে মৃত্তিকা লইয়া মিলিত করিয়া যজমানের স্নানার্থ স্থাপন করিবে। হে মুনি-সত্তম! "মদীয় যজমানের দুরিতক্ষয় নিমিত্ত সমস্ত সমুদ্র, সরিৎ, সরোবর ও নদ সকল এস্থানে আগমন করুন" এই বলিয়া পরে অমরবর্গের আবাহন করিতে হয়। অতঃপর ঘৃত, যব, ব্রীহি ও তিলাদি দ্বারা হোম আরম্ভ করিবে। অর্ক, পলাশ, খদির, অপামার্গ, অশ্বত্থ, উডুম্বর, শমী, দূর্ব্বা, কুশ,—এই সকল সমিধ্ যথাক্রমে ব্যবহার্য্য। প্রত্যেকের অষ্টোত্তর শত কিম্বা অষ্টাবিংশতি সংখ্যায় হোম করিতে হয়। হোম কার্য্যে মধু, ঘৃত, এবং দধি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। প্রাজ্ঞব্যক্তি সমিধ্ গুলি শিখা, শাখা ও পত্রহীন করিয়াই

সমিধঃ কল্পয়েৎ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মসু সর্ব্বদা ॥২৯
দেবানামপি সর্ব্বেষামুপাংশু পরমার্থবিৎ।
স্বেন স্বেনৈব মন্ত্রেণ হোতব্যাঃ সমিধঃ পৃথক্ ॥
হোতব্যঞ্চ ঘৃতাভ্যক্তং চরুভক্ষ্যাদিকং পুনঃ।
মন্ত্রৈর্দশাহুতীর্হুত্বা হোমং ব্যাহৃতিভিস্ততঃ ॥ ৩১
উদঙ্মুখাঃ প্রাঙ্মুখা বা কুর্য্যুর্ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ।
মন্ত্রবন্তশ্চ কর্ত্তব্যাশ্চরবঃ প্রতিদৈবতম্ ॥ ৩২
হুত্বা চ তাংশ্চরূন্ সম্যক্ ততো হোমং সমাচরেৎ।
আকৃষ্ণেতি চ সূর্য্যায় হোমঃ কার্য্যো দ্বিজন্মনা।
আপ্যায়স্বেতি সোমায় মন্ত্রেণ জুহুয়াৎ পুনঃ।
অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবো মন্ত্র ইতি ভৌমায় কীর্ত্তয়েৎ ॥
অগ্নে বিবস্বদুষস ইতি সোমসুতায় বৈ।
বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেনেতি গুরোর্ম্মতঃ ॥ ৩৫
শুক্রন্তে অন্যদিতি চ শুক্রস্যাপি নিগদ্যতে।
শনৈশ্চরায়েতি পুনঃ শন্নো দেবীতি হোময়েৎ ॥
কয়া নশ্চিত্র আভুব ইতি রাহোরুদাহৃতঃ ॥৩৭
কেতুং কৃণ্বন্নপি ব্রূয়াৎ কেতুনামপি শান্তয়ে।
আবো রাজেতি রুদ্রস্য বলিহোমং সমাচরেৎ।
আপো হি ষ্ঠেত্যুমায়াস্তু স্যোনেতি স্বামিনস্তথা
বিষ্ণোরিদং বিষ্ণুরিতি তমীশেতি স্বয়ম্ভুবঃ।
ইন্দ্রমিদ্দেবতায়েতি ইন্দ্রায় জুহুয়াৎ ততঃ ॥ ৩৯
তথা যমস্য চায়ং গৌরিতি হোমঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কালস্য ব্রহ্মজজ্ঞানমিতি মন্ত্রঃ প্রশস্যতে।
চিত্রগুপ্তস্য চাজ্ঞানমিতি মন্ত্রবিদো বিদুঃ ॥ ৪০
অগ্নিং দূতং বৃণীমহ ইতি বহ্নেরুদাহৃতঃ ॥ ৪১
উদুত্তমং বরুণমিত্যপাং মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ভূমেঃ পৃথিব্যন্তরিক্ষমিতি বেদেষু পঠ্যতে ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইতি বিষ্ণোরুদাহৃতঃ।
ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বত ইতি শক্রস্য শস্যতে ॥
উত্তাপর্ণে সুভগে ইতি দেব্যাঃ সমাচরেৎ।
প্রজাপতেঃ পুনর্হোমঃ প্রজাপতিরিতি স্মৃতঃ ॥
নমোঽস্তু সর্পেভ্য ইতি সর্পাণাং মন্ত্র উচ্যতে।
এষ ব্রহ্মায় ঋত্বিগ্‌ভ্য ইতি ব্রহ্মণ্যুদাহৃতঃ ॥
বিনায়কস্য চানূনমিতি মন্ত্রো বুধৈঃ স্মৃতঃ।
জাতবেদসে সুনবামিতি দুর্গামন্ত্র উচ্যতে ॥৪৬

সর্ব্ববিধ হোমকার্য্যে ব্যবহার করিবেন। পরমার্থবিৎ হোতা দেবগণের স্ব স্ব মন্ত্রোচ্চারণ উপাংশুভাবে করিয়া পৃথক্ পৃথক সমিধ্ হোম করিবেন। ঘৃতম্রক্ষিত চরু ও ভক্ষ্যাদি দ্বারাও হোম করিবে। প্রথমতঃ স্বীয় মন্ত্রে দশাহুতি প্রদানান্তে মহাব্যাহৃতি দ্বারা হোম করিবে। উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ করিয়া ব্রাহ্মণ স্থাপনান্তে প্রতি দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রপূত চরু স্থাপন করিতে হয়। সেই সকল চরু সম্যক্ হোম করিয়া পরে হোম করিবে। দ্বিজ "আকৃষ্ণেন" ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যোদ্দেশে হোম করিবে। "আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে সোমোদ্দেশে হোম করিবে। "অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে মঙ্গলের, "অগ্নে বিবস্বদুষস" ইত্যাদি মন্ত্রে বুধের, "বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন" ইত্যাদি মন্ত্রে বৃহস্পতির, "শুক্রন্তে অন্যৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে শুক্রের, "শন্নো দেবীঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে শনির, "কয়া নশ্চিত্র আভুব" ইত্যাদি মন্ত্রে রাহুর এবং "কেতুং কৃণ্বন্" ইত্যাদি মন্ত্রে কেতুর শান্তি নিমিত্ত হোম করা বিহিত। "আবো রাজা" ইত্যাদি মন্ত্রে রুদ্রের, "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রে উমার, "স্যোনা" ইত্যাদি মন্ত্রে মঙ্গলের, "ইদং বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুর, "তমীশা" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মার, "ইন্দ্রমিদ্দেবতায়" ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রের, "অয়ং গৌঃ" ইত্যাদিমন্ত্রে যমের, "ব্রহ্মজজ্ঞানম্" ইত্যাদিমন্ত্রে কালের ও "আজ্ঞাতম্" ইত্যাদি মন্ত্রে কেতুর হোম করা কর্ত্তব্য। মন্ত্রবিদ্‌গণ এইরূপই বলিয়া থাকেন।২১—৪০। "অগ্নিং দূতং বৃণীমহে" ইত্যাদিমন্ত্রে অগ্নির হোম করিবে। "উদুত্তমং বরুণ" ইত্যাদি জলের, "পৃথিব্যন্তরিক্ষম্" ইত্যাদি ভূমির, "সহস্রশীর্ষা পুরুষ" ইত্যাদি বিষ্ণুর, "ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বত" ইত্যাদি ইন্দ্রের, "উত্তাপর্ণে সুভগে" ইত্যাদি দেবীর, "প্রজাপতি" ইত্যাদি প্রজাপতির এবং "নমোঽস্তু সর্পেভ্যঃ" ইত্যাদি সর্পগণের হোমমন্ত্র; বেদে ইহা পঠিত হইয়াছে। "এষ ব্রহ্মায় ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ" ইত্যাদি ব্রহ্মার, "অনূনম্" ইত্যাদি বিনা-

আদিপ্রত্নস্য রেতস আকাশস্য উদাহৃতঃ।
প্রাণাশিশুর্ম্মহীনাঞ্চ বায়োর্ম্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
এষো উষা অপূর্ব্বাদিত্যশ্বিনোর্ম্মন্ত্র উচ্যতে।
পূর্ণাহুতিস্তু মূর্দ্ধানং দিব ইত্যভিপাতয়েৎ ॥ ৪৮
অথাভিষেকমন্ত্রেণ বাদ্যমঙ্গলগীতকৈঃ।
পূর্ণকুম্ভেন তেনৈব হোমান্তে প্রাগুদঙ্মুখম্ ॥
অব্যঙ্গাবয়বৈর্ব্রহ্মন্ হৈমস্রগ্দামভূষিতৈঃ।
যজমানস্য কর্ত্তব্যং চতুর্ভিঃ স্নপনং দ্বিজৈঃ ॥৫০
সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে ॥ ৫১
আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নির্ঋতিস্তথা।
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্পালাস্ত্বামবন্তু তে ॥
কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া মতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ সমাগতাঃ ॥ ৫৩

আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধো জীবঃসিতোঽর্কজ
গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ ॥ ৫৪
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ ॥ ৫৪
দেবপত্ন্যো দ্রুমা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ
অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ ॥ ৫৬
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫৭
ততঃ শুক্লাম্বরধরঃ শুক্লগন্ধানুলেপনঃ।
সর্ব্বৌষধৈঃ সর্ব্বগন্ধৈঃ স্নাপিতো দ্বিজপুঙ্গবৈঃ ॥
যজমানঃ সপত্নীক ঋত্বিজঃ সুসমাহিতান্।
দক্ষিণাভিঃ প্রযত্নেন পূজয়েদ্গতবিস্ময়ঃ ॥ ৫৯
সূর্য্যায় কপিলাং ধেনুং শঙ্খং দদ্যাৎ তথেন্দবে
রক্তং ধুরন্ধরং দদ্যাদ্ভৌমায় চ কর্কুদ্মিনম্ ॥ ৬০
বুধায় জাতরূপন্তু গুরবে পীতবাসসী।
শ্বেতাশ্বং দৈত্যগুরবে কৃষ্ণাং গামর্কসূনবে ॥ ৬১

য়কের, "জাতবেদসে সুনবাম্" ইত্যাদি দুর্গার, "আদিপ্রত্নস্য রেতস" ইত্যাদি আকাশের, "প্রাণাশিশুর্ম্মহীনাঞ্চ" ইত্যাদি বায়ুর, এবং "এষো উষা অপূর্ব্বাৎ" ইত্যাদি অশ্বিনীকুমারের মন্ত্র জানিবে। "মূর্দ্ধানং দিব" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দান করা কর্ত্তব্য। হে ব্রহ্মন্! অনন্তর হোমান্তে অবিকলাঙ্গ হেম-মাল্যদাম-ভূষিত চারিজন ব্রাহ্মণ দ্বারা বাদ্য ও মাঙ্গল্যগীত সহকারে অভিষেকমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পূর্ব্বোত্তরমুখে অবস্থিত যজমানকে স্নান করাইবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, জগন্নাথ, বাসুদেব, প্রভু সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—ইঁহারা তোমার বিজয়-হেতু হউন। ইন্দ্র, ভগবান্ অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, পবন, ধনপতি, শিব, ব্রহ্মা, অনন্ত নাগ—এই সকল দিক্পালেরা তোমাকে রক্ষা করুন। কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, মতি, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, তুষ্টি ও কান্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপত্নী মাতৃগণ তোমাকে আসিয়া অভিষেক করুন। আদিত্য, চন্দ্রমা, ভৌম, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু এই সকল গ্রহগণ সন্তুষ্টচিত্তে তোমার অভিষেক করুন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, ঋষি, মুনি, গোসকল, দেবমাতৃগণ, দেবপত্নীরা, দ্রুমসমূহ, নাগনিচয়, দৈত্যগণ, অপ্সরাসকল, অস্ত্রসমুদয়, সর্ব্ববিধ শস্ত্র, রাজগণ, যাবতীয় বাহন, ঔষধসমূহ, রত্নরাজি, কালের অবয়বসমস্ত, সরিৎ, সাগর, শৈল, তীর্থ, মেঘ, নদ, ইত্যাদি সকলে সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধি নিমিত্ত তোমাকে অভিষেক করুন। ৪১—৫৭। সপত্নীক যজমান এইরূপে দ্বিজপুঙ্গবগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বগন্ধ ও সর্ব্বৌষধি দ্বারা স্নাপিত হইয়া শুভ্রবস্ত্র পরিধানান্তে শুক্লগন্ধে অনুলিপ্ত হইবেন। পরে অগর্ব্বিতচিত্তে সুসমাহিত ঋত্বিক্‌বর্গকে যত্ন সহকারে যথোচিত দক্ষিণা দ্বারা সম্মানিত করিবেন। সূর্য্যকে কপিলা ধেনু, চন্দ্রকে শঙ্খ, মঙ্গলকে ভারবহনক্ষম রক্তবর্ণ বৃষভ, বুধকে সুবর্ণ, বৃহস্পতিকে পীতবর্ণ বসনদ্বয়, শুক্রাচার্য্যকে শ্বেত অশ্ব, শনিকে

আয়সং রাহবে দদ্যাৎ কেতুভ্যশ্ছাগমুত্তমম্।
সুবর্ণেন সমা কার্য্যা যজমানেন দক্ষিণা॥ ৬২
সর্ব্বেষামথবা গাবো দাতব্যা হেমভূষিতাঃ।
সুবর্ণমথবা দদ্যাদ্গুরুর্বা যেন তুষ্যতি।
সমন্ত্রেণৈব দাতব্যাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বত্র দক্ষিণাঃ॥৬৩
কপিলে সর্ব্বদেবানাং পূজনীয়াসি রোহিণী।
তীর্থদেবময়ী যস্মাদতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥৬৪
পুণ্যস্ত্বং শঙ্খ পুণ্যানাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
বিষ্ণুনা বিধৃতশ্চাসি ততঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥৬৫
ধর্ম্মস্ত্বং বৃষরূপেণ জগদানন্দকারকঃ।
অষ্টমূর্ত্তেরধিষ্ঠানমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥ ৬৬
হিরণ্যগর্ভগর্ভস্ত্বং হেম বীজং বিভাবসোঃ।
অনন্তপুণ্যফলদমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥ ৬৭
পীতবস্ত্রযুগং যস্মাদ্বাসুদেবস্য বল্লভম্।
প্রদানাৎ তস্য মে বিষ্ণো হ্যতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে
বিষ্ণুস্ত্বমশ্বরূপেণ যস্মাদমৃতসম্ভবঃ।
চন্দ্রার্কবাহনো নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
যস্মাৎ ত্বং পৃথিবী সর্ব্বা ধেনুঃ কেশবসন্নিভা।
সর্ব্বপাপহরা নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥৭০
যস্মাদায়স কর্ম্মাণি তবাধীনানি সর্ব্বদা।
লাঙ্গলাদ্যায়ুধাদীনি তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
যস্মাৎ ত্বং সর্ব্বযজ্ঞানামঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতঃ।
যানং বিভাবসোর্নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
গবামঙ্গেষু তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
যস্মাৎ তস্মাচ্ছ্রিয়ে মে স্যাদিহ লোকে পরত্র চ
যস্মাদশূন্যং শয়নং কেশবস্য চ সর্ব্বদা।
শয্যা মমাপ্যশূন্যাস্তু দত্তা জন্মনি জন্মনি॥ ৭৪
যথা রত্নেষু সর্ব্বেষু সর্ব্বে দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তথা রত্নানি যচ্ছন্তু রত্নদানেন মে সুরাঃ॥ ৭৫

কৃষ্ণা গাভী, রাহুকে লৌহ, এবং কেতুকে উত্তম ছাগ প্রদান করিবে। সুবর্ণ সমপরিমাণে দক্ষিণা দান করাই যজমানের পক্ষে কর্ত্তব্য। অথবা সকলেরই হেমভূষিত গাভী দক্ষিণা দেওয়া যাইতে পারে। কিম্বা সুবর্ণই দক্ষিণা দিবে; নচেৎ যাহাতে গুরু সন্তুষ্ট হয়েন, তাহাই দক্ষিণা দিবে। সর্ব্বত্র সমস্ত দক্ষিণাই মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে প্রদান করিতে হয়। ৫৮—৬৩। ঐ সকল মন্ত্র যথা,—হে কপিলে! তুমি রোহিণীরূপিণী ও সর্ব্বদেবময়ী; সমস্ত দেবতারই তুমি পূজনীয়া; অতএব আমাকে শান্তি দান কর। হে শঙ্খ! তুমি পুণ্য দ্রব্য মধ্যেও সর্ব্বাধিক পুণ্যদায়ক এবং মঙ্গল দ্রব্যচয় মধ্যেও সর্ব্বপ্রধান মঙ্গলসাধক; বিষ্ণু তোমাকে ধারণ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি আমাকে শান্তি দান কর। হে বৃষ! তুমিই জগতের আনন্দদায়ক ধর্ম্ম; তুমি বৃষরূপে অষ্টমূর্ত্তি শিবের বাহন হইয়াছ; অতএব আমাকে শান্তি দান কর। হে হেম! তুমি হিরণ্যগর্ভের গর্ভস্বরূপ, তুমি অগ্নির বীজস্বরূপ, তুমি অনন্ত ফল দান করিয়া থাক; অতএব আমাকে শান্তি দান কর। হে পীতবসনদ্বয়! তোমরা বাসুদেবের অতীব প্রিয়; সুতরাং আমি বিষ্ণুর উদ্দেশে তোমাকে দান করিতেছি, আমায় শান্তি দান কর। বিষ্ণুই অমৃতসম্ভূত অশ্বরূপে নিয়ত চন্দ্র-সূর্য্যের বাহন হইয়াছেন, অতএব তুমি আমাকে শান্তি দান কর। সমগ্রা পৃথিবীই কেশবসমা ও নিয়ত সর্ব্বপাপহরা ধেনুরূপিণী হইয়াছেন, অতএব তুমি আমাকে শান্তি দান কর। হে আয়স! সকল কর্ম্মই তোমার অধীন; লাঙ্গল ও আয়ুধাদি তোমা ব্যতীত কিছুই নিষ্পন্ন হয় না, অতএব আমাকে শান্তি দান কর। হে ছাগ! তুমি সর্ব্ব যজ্ঞের অঙ্গরূপে নিরূপিত এবং অগ্নির বাহন বলিয়া নির্দিষ্ট; অতএব আমাকে শান্তি দান কর। গোগণের অঙ্গে চতুর্দ্দশ ভুবন বাস করে। অতএব সেই গো আমার ইহ পর উভয় লোকে শ্রীপ্রদায়ক হউক। কেশবের শয্যা সদাই অশূন্য থাকে, মৎপ্রদত্ত এই শয্যাও জন্মে জন্মে যেন আমার পক্ষে অশূন্য হয়। সর্ব্ববিধ রত্নে সমস্ত দেবতাই প্রতিষ্ঠিত আছেন, আমার এই রত্নদানের ফলে সুরগণ আমাকে বিবিধ রত্ন দান করুন। অন্যান্য

যথা ভূমিপ্রদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
দানান্যন্যানি মে শান্তির্ভূমিদানাদ্ভবত্বিহ ॥ ৭৬
এবং সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যেন বর্জ্জিতঃ।
রত্ন-কাঞ্চন-বস্ত্রৌঘৈর্ধূপমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ৭৭
অনেন বিধিনা যস্তু গ্রহপূজাং সমাচরেৎ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে ॥
যস্তু পীড়াকরো নিত্যমল্পবিত্তস্য বা গ্রহঃ।
তঞ্চ যত্নেন সম্পূজ্য শেষানপ্যর্চ্চয়েদ্বুধঃ ॥ ৭৯
গ্রহা গাবো নরেন্দ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ বিশেষতঃ।
পূজিতাঃ পূজয়ন্ত্যেতে নির্দ্দহন্ত্যবমানিতাঃ ॥ ৮০
যথা বাণপ্রহারাণাং কবচং ভবতি বারণম্।
তদ্বদ্দৈবোপঘাতানাং শান্তির্ভবতি বারণম্ ॥ ৮১
তস্মান্ন দক্ষিণাহীনং কর্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
সম্পূর্ণয়া দক্ষিণয়া যস্মাদ্দেবোঽপি তুষ্যতি ॥ ৮২
সদৈবাযুতহোমোঽয়ং নবগ্রহমখে স্থিতঃ।
বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু প্রতিষ্ঠাদিষু কর্ম্মসু ॥ ৮৩
নির্বিঘ্নার্থং মুনিশ্রেষ্ঠ তথোদ্বেগাদ্ভুতেষু চ।
কথিতোঽযুতহোমোঽয়ং লক্ষহোমমতঃ শৃণু ॥ ৮৪
সর্ব্বকামাপ্তয়ে যস্মাল্লক্ষহোমং বিদুর্বুধাঃ।
পিতৄণাং বল্লভং সাক্ষাদ্ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদম্ ॥
গ্রহতারাবলং লব্ধ্বা কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্।
গৃহস্যোত্তরপূর্ব্বেণ মণ্ডপং কারয়েদ্বুধঃ ॥ ৮৬
রুদ্রায়তনভূমৌ বা চতুরস্রমুদঙ্মুখম্।
দশহস্তমথাষ্টৌ বা হস্তান্ কুর্য্যাদ্বিধানতঃ।
প্রাগুদক্প্লবনাং ভূমিং কারয়েদ্যত্নতো বুধঃ।
প্রাগুত্তরং সমাসাদ্য প্রদেশং মণ্ডপস্য তু ॥ ৮৮
শোভনং কারয়েৎ কুণ্ডং যথাবল্লক্ষণান্বিতম্।
চতুরস্রং সমন্তাৎ তু যোনিবক্ত্রং সমেখলম্ ॥ ৮৯
চতুরঙ্গুলবিস্তারা মেখলা তদ্বদুচ্ছ্রিতা।
প্রাগুদক্প্লবনা কার্য্যা সর্ব্বতঃ সমবস্থিতা ॥ ৯০

ধর্ম্মকার্য্য যেমন ভূমিপ্রদানের ষোড়শাংশের একাংশের যোগ্য নহে; অতএব এই ভূমি-দানের ফলে আমার শান্তি হউক। মানব বিত্তশাঠ্য পরিহারপূর্ব্বক রত্ন, কাঞ্চন, বসন, ধূপ, মাল্য, অনুলেপন ইত্যাদি দ্বারা ভক্তি সহকারে পূজা করিবে। যে জন এই বিধান মতে গ্রহপূজানুষ্ঠান করে, সে সর্ব্বকাম লাভপূর্ব্বক মরণান্তে স্বর্গধামে সমাদৃত হইয়া থাকে। ৬৪—৭৮। অল্পধন বুদ্ধিমান্ মানব গ্রহশান্ত্যর্থ্য যে গ্রহের পীড়া জন্মিয়াছে, তাহাকে সযত্নে অর্চ্চনা করিয়া পরে অপর গ্রহের পূজাদি করিবে। গ্রহ, গো, রাজা, এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ,—ইঁহারা পূজিত হইলে পূজকের হিতসাধন করিয়া থাকেন, পরন্তু অবমানিত হইলে তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলেন। কবচ দ্বারা যেমন বাণপ্রহার হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়, দৈবোপঘাত সমস্তেরও শান্তি করিলে তেমনি আত্মরক্ষা হইয়া থাকে। অতএব মঙ্গলার্থী মানবের পক্ষে কোন কার্য্যই দক্ষিণাহীন করা কর্ত্তব্য নহে। সম্পূর্ণ দক্ষিণা দান করিলে দেবতাও তাহার প্রতি পরিতুষ্ট থাকেন। হে মুনিবর! এই নবগ্রহযজ্ঞে সাধারণতঃ অযুত হোমই ব্যবস্থা। আর বিবাহ, উৎসব, যজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠা কর্ম্মোপলক্ষে প্রারব্ধ কর্ম্মের নির্বিঘ্ন সমাপ্তি কিংবা অদ্ভুত উদ্বেগ নিবৃত্তি নিমিত্ত অযুত হোমই বিহিত। অতঃপর লক্ষ হোমের বিধান বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বুদ্ধিমান্ জনগণ সর্ব্বকামলাভার্থ লক্ষ হোমই অবগত আছেন। ইহা পিতৃগণের অতীব প্রিয় এবং সাক্ষাৎ ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়ক। ৭৯—৮২। ধীমান্ ব্যক্তি গ্রহতারাবল লাভ করিয়া ব্রাহ্মণবাচনান্তে গৃহের উত্তর-পূর্ব্বদিকে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইবেন। অথবা রুদ্রের আয়তন ভূমিতে যথাবিধানে উত্তরমুখে দশ বা অষ্টহস্ত পরিমাণে চতুরস্র মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে; মণ্ডপভূমি পূর্ব্বোত্তরদিকে কিঞ্চিৎ নিম্ন হইবে; মণ্ডপের পূর্ব্বোত্তরাংশ অবলম্বন করিয়া যথাবৎ লক্ষণযুক্ত শোভনাকার কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। এই কুণ্ড চতুরস্র মেখলা-যুক্ত এবং যোনিবক্ত্র করিতে হয়। মেখলার বিস্তার চতুরঙ্গুলি। উহার উচ্চতাও চারি অঙ্গুলি করা কর্ত্তব্য। মণ্ডপের

শান্ত্যর্থং সর্ব্বলোকানাং নবগ্রহমথঃ স্মৃতঃ ।
মানহীনাধিকং কুণ্ডমনেকভয়দং ভবেৎ ।
যস্মাৎ তস্মাৎ সুসম্পূর্ণং শান্তিকুণ্ডং বিধীয়তে
অস্মাদ্দশগুণঃ প্রোক্তো লক্ষহোমঃ স্বয়ম্ভুবা ।
আহুতীভিঃ প্রযত্নেন দক্ষিণাভিস্তথৈব চ ॥ ৯২
দ্বিহস্তবিস্তৃতং তদ্বচ্চতুর্হস্তায়তং পুনঃ ।
লক্ষহোমে ভবেৎ কুণ্ডং যোনিবক্ত্রং ত্রিমেখলম্
তস্য চোত্তরপূর্ব্বেণ বিতস্তিত্রয়সংস্থিতম্ ।
প্রাগুদক্প্লবনং তচ্চ চতুরস্রং সমন্ততঃ ॥ ৯৪
বিষ্কম্ভার্দ্ধোচ্ছ্রিতং প্রোক্তং স্থণ্ডিলং বিশ্বকর্ম্মণা
সংস্থাপনায় দেবানাং বপ্রত্রয়সমাবৃতম্ ॥ ৯৫
দ্ব্যঙ্গুলো হ্যুচ্ছ্রিতো বপ্রঃ প্রথমঃ স উদাহৃতঃ
অঙ্গুলোচ্ছ্রয়সংযুক্তং বপ্রদ্বয়মথোপরি ॥ ৯৬
ত্র্যঙ্গুলস্য চ বিস্তারঃ সর্ব্বেষাং কথ্যতে বুধৈঃ
দশাঙ্গুলোচ্ছ্রিতা ভিত্তিঃ স্থণ্ডিলে স্যাত্তথোপরি
তস্মিন্নাবাহয়েদ্দেবান্ পূর্ব্ববৎ পুষ্পতণ্ডুলৈঃ ॥৯৭
আদিত্যাভিমুখাঃ সর্ব্বাঃ সাধিপ্রত্যধিদেবতাঃ ।
স্থাপনীয়া মুনিশ্রেষ্ঠ নোত্তরেণ পরাঙ্মুখাঃ ॥ ৯৮
গরুত্মানধিকস্তত্র সম্পূজ্যঃ শ্রিয়মিচ্ছতা ।
সামধ্বনিশরীরস্ত্বং বাহনং পরমেষ্ঠিনঃ ।
বিষপাপহরো নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥৯৯
পূর্ব্ববৎ কুম্ভমামন্ত্র্য তদ্বদ্ধোমং সমাচরেৎ ।
সহস্রাণাং শতং হুত্বা সমিৎসংখ্যাধিকং পুনঃ ।
ঘৃতকুম্ভবসোর্ধারাং পাতয়েদনলোপরি ॥ ১০০
ঔডুম্বরীং তথার্দ্রাঞ্চ ঋজ্বীং কোটরবর্জ্জিতাম্ ।
বাহুমাত্রাং স্রুচং কৃত্বা ততঃ স্তম্ভদ্বয়োপরি ।
ঘৃতধারাং তয়া সম্যগগ্নেরুপরি পাতয়েৎ ॥ ১০১
শ্রাবয়েৎ সূক্তমাগ্নেয়ং বৈষ্ণবং রৌদ্রমৈন্দবম্ ।
মহাবৈশ্বানরং সাম জ্যেষ্ঠসাম চ বাচয়েৎ ॥ ১০২
স্নানঞ্চ যজমানস্য পূর্ব্ববৎ স্বস্তিবাচনম্ ।
দাতব্যা যজমানেন পূর্ব্ববদ্দক্ষিণাঃ পৃথক্ ॥ ১০৩

ভূভাগ পূর্ব্বোক্ত দিকে কিঞ্চিৎ নিম্ন, এবং সর্ব্বতঃ অবন্ধুর হইবে। ৮৩—৯০। শান্তি নিমিত্তই সকলে নবগ্রহযাগ করিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা কুণ্ড, পরিমাণে হীন বা অধিক হইলে অতিশয় ভয়প্রদ হইয়া থাকে। অতএব শান্তিকুণ্ড সর্ব্বথা সম্পূর্ণাঙ্গ করাই বিধি। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা এইরূপ কুণ্ডে অযুত হোমের বিধান করিয়াছেন। লক্ষহোমে ইহার দশগুণ দক্ষিণা এবং আহুতি প্রদান করিতে হয়। দুইহস্ত বিস্তৃত ও চতুর্হস্ত আয়ত যোনিবক্ত্র মেখলাত্রয়যুক্ত কুণ্ড লক্ষহোমে বিহিত। মণ্ডপের উত্তর-পূর্ব্বদিকে বিতস্তিত্রয় পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোত্তরনিম্ন চতুরস্র ভূমি নির্ম্মাণ করিবে। বিষ্কম্ভের অর্দ্ধ পরিমাণে স্থণ্ডিল উচ্চ হইবে। বিশ্বকর্ম্মা ইহা বলিয়াছেন। উহার বহির্ভাগে দেবগণের স্থাপন জন্য তিনটী প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবে। প্রথম প্রাচীরটী দুই অঙ্গুলি এবং অপর দুইটী এক অঙ্গুলি পরিমাণে করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেকটী তিন অঙ্গুলি বিস্তৃত করিবে। স্থণ্ডিলের ভিত্তি দশ অঙ্গুলি উন্নত করা কর্ত্তব্য। উহাতে পূর্ব্ববৎ পুষ্প ও তণ্ডুল দ্বারা দেবগণের আবাহন করিবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতা সহ সমস্ত দেবতাদিগকে আদিত্যাভিমুখে স্থাপন করিবে। উত্তর দিকে কিম্বা পরাঙ্মুখ-ভাবে স্থাপন করিতে নাই। শ্রীকামী মানবের পক্ষে ইহার মধ্যে গরুড়কেও পূজা করা কর্ত্তব্য। ৮৩—৯৮। উহার প্রার্থনাবাক্য যথা,—হে গরুড়! সামধ্বনিই তোমার শরীর, তুমি পরমেষ্ঠীর বাহন, এবং নিয়ত বিষ-পাপাদি হরণ করিয়া থাক; অতএব আমাকে শান্তি প্রদান কর। পূর্ব্ববৎ করিয়া হোম করিবে। লক্ষহোমান্তে আরও হোম করিবার অভিপ্রায় থাকিলে ঘৃতকুম্ভ দ্বারা জলদনলোপরি বসুধারা পাতন করিবে। আর্দ্র উডুম্বর বৃক্ষ-নির্ম্মিত সরল ছিদ্র-গর্ত্তাদি-দোষ-রহিত বাহুপরিমাণ স্রুক্ নির্ম্মাণ করিয়া উহা দ্বারা অগ্নির উপরি ঘৃতধারা পাতন করিবে। আগ্নেয়, বৈষ্ণব, রৌদ্র, ঐন্দব, ও মহাবৈশ্বানর সূক্ত এবং সাম ও জ্যেষ্ঠসাম পাঠ করাইবে। পূর্ব্ববৎ যজমানের স্নান এবং স্বস্তিবাচন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ববৎ পৃথক

কামক্রোধবিহীনেন ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ শান্তচেতসা।
নবগ্রহমখে বিপ্রাশ্চত্বারো বেদবেদিনঃ ॥ ১০৪
অথবা ঋত্বিজৌ শান্তৌ দ্বাবেব শ্রুতিকোবিদৌ
কার্য্যাবযুতহোমে তু ন প্রসজ্জেত বিস্তরে ॥
তদ্বচ্চ দশ চাষ্টৌ চ লক্ষহোমে তু ঋত্বিজঃ।
কর্ত্তব্যাঃ শক্তিতস্তদ্বচ্চত্বারো বা বিমৎসরঃ ॥
নবগ্রহমখাৎ সর্ব্বং লক্ষহোমে দশোত্তরম্।
ভক্ষ্যান্ দদ্যান্মুনিশ্রেষ্ঠ ভূষণান্যপি শক্তিতঃ ॥
শয়নানি সবস্ত্রাণি হৈমানি কটকানি চ।
কর্ণাঙ্গুলিপবিত্রাণি কণ্ঠসূত্রাণি শক্তিমান্ ॥১০৮
ন কুর্য্যাদ্দক্ষিণাহীনং বিত্তশাঠ্যেন মানবঃ।
অদদল্লোভতো মোহাৎ কুলক্ষয়মবাপ্নুতে ॥ ১০৯
অন্নদানং যথাশক্ত্যা কর্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
অন্নহীনঃ কৃতো যস্মাদ্দুর্ভিক্ষফলদো ভবেৎ ॥

পৃথক দক্ষিণা দেওয়াও যজমানের কর্ত্তব্য। অতএব যজমান কাম-ক্রোধ-বিহীন ও শান্ত-চিত্তে ঋত্বিকদিগকে যথোক্ত দক্ষিণা প্রদান করিবে। নবগ্রহযজ্ঞে বেদবেদী চারিজন ব্রাহ্মণ অথবা শ্রুতিকোবিদ শান্তচেতা দুই জন ঋত্বিক নিয়োগ করিবে। এই বিধি অযুতহোম নিমিত্ত জানিবে। অযুতহোমে ইহা অপেক্ষা অধিক ব্রাহ্মণ নিয়োগের প্রয়োজন নাই। লক্ষহোমে দশ জন বা আট জন অথবা বিমৎসর চিত্তে পূর্ব্ববৎ চারিজন ঋত্বিক নিয়োগ করিবে। ৯৯—১০৬। সাধারণ নবগ্রহযাগ অপেক্ষা লক্ষ হোমে সকল বিষয়ই দশগুণ অধিক বলিয়া জ্ঞাতব্য। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ইহাতে শক্ত্যনুসারে ভক্ষ্য ভূষণাদিও প্রদান করিতে হয়। শক্তিমান ব্যক্তি সোপচার শয্যা, স্বর্ণবলয়, উৎকৃষ্ট কর্ণালঙ্কার ও কণ্ঠহারাদি প্রদান করিবে। দক্ষিণা দান বিষয়ে কাহারও বিত্তশাঠ্য করা কর্ত্তব্য নহে। লোভমোহবশে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান না করিলে কুলক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মঙ্গলকামী মানবের পক্ষে যথাশক্তি অন্নদান করা কর্ত্তব্য। অন্নহীন কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে দুর্ভিক্ষ হয়। অন্নহীন হইলে সেই রাজ্য দগ্ধ হয়।

অন্নহীনো দহেদ্রাষ্ট্রং মন্ত্রহীনস্তু ঋত্বিজঃ।
যষ্টারং দক্ষিণাহীনং নাস্তি যজ্ঞসমো রিপুঃ ॥
ন বাপ্যল্পধনঃ কুর্য্যাল্লক্ষহোমং নরঃ ক্বচিৎ।
যস্মাৎ পীড়াকরো নিত্যং যজ্ঞে ভবতি বিগ্রহঃ
তমেব পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্বৌ বা ত্রীন্ বা যথাবিধি
একমপ্যর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
দক্ষিণাভিঃ প্রযত্নেন ন বহুনল্পবিত্তবান্ ॥ ১১৬
লক্ষহোমস্তু কর্ত্তব্যো যথাবিত্তং ভবেদ্বহু।
যতঃ সর্ব্বানবাপ্নোতি কুর্ব্বন্ কামান্ বিধানতঃ
পূজ্যতে শিবলোকে চ বস্বাদিত্যমরুদ্গণৈঃ।
যাবৎকল্পশতান্যষ্টাবথ মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১৫
সকামো যস্ত্বিমং কুর্য্যাল্লক্ষহোমং যথাবিধি।
স তং কামমবাপ্নোতি পদমানন্ত্যমশ্নুতে ॥ ১১৬
পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ ধনার্থী লভতে ধনম্।
ভার্য্যার্থী শোভনাং ভার্য্যাং কুমারী চ শুভং পতিম্ ॥ ১১৭
ভ্রষ্টরাজ্যস্তথা রাজ্যং শ্রীকামঃ শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ।

মন্ত্রহীন হইলে ঋত্বিগ্‌বর্গ নিহত হন। দক্ষিণাহীন হইলে যজমানের মরণ ঘটে। অতএব যজ্ঞের ন্যায় আর রিপু নাই। অল্পধন মানব কদাপি লক্ষহোম করিবে না; যেহেতু তাদৃশ যজ্ঞে বিগ্রহ এবং পীড়া ঘটিয়া থাকে। অল্পধনশালী ব্যক্তি যত্নসহকারে দক্ষিণাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি তিন দুই বা এক জন বেদপারগ ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করিবে। যথাবিধি লক্ষ হোম করিলে কাম্য বিষয়নিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব বিপুল ধনশালী ব্যক্তিগণেরই লক্ষ হোম করা কর্ত্তব্য। ইহার ফলে নরগণ শিবলোকে যাইয়া অষ্টশত কল্প যাবৎ বসু, আদিত্য ও মরুদ্গণ সহ বিহারপূর্ব্বক মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ১০৭—১১৫। যদি সকাম মানব যথাবিধানে লক্ষ হোম করে, তবে সে সর্ব্বকাম লাভান্তে অনন্তপদ প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে পুত্রার্থী ব্যক্তি পুত্র, ধনার্থী জন ধন, ভার্য্যাকামী মানবশোভনা ভার্য্যা এবং কুমারী মনোমত পতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভ্রষ্টরাজ্য

যং যং প্রার্থয়তে কামং স বৈ ভবতি পুষ্কলঃ।
নিষ্কামঃ কুরুতে যস্তু স পরং ব্রহ্ম গচ্ছতি ॥১১৮
অস্মাচ্ছতগুণঃ প্রোক্তঃ কোটিহোমঃ স্বয়ম্ভুবা।
আহুতীভিঃ প্রযত্নেন দক্ষিণাভিঃ ফলেন চ ॥
পূর্ব্ববদ্গ্রহদেবানামাবাহন-বিসর্জ্জনে।
হোমমন্ত্রাস্ত এবোক্তাঃ স্নানে দানে তথৈব চ।
কুণ্ড-মণ্ডপ-বেদীনাং বিশেষোঽয়ং নিবোধ মে
কোটিহোমে চতুর্হস্তং চতুরস্রন্তু সর্ব্বতঃ।
যোনিবক্ত্রদ্বয়োপেতং তদপ্যাহুস্ত্রিমেখলম ॥১২
দ্ব্যঙ্গুলাভ্যুচ্ছ্রিতা কার্য্যা প্রথমা মেখলা বুধৈঃ।
ত্র্যঙ্গুলাভ্যুচ্ছ্রিতা তদ্বদ্দ্বিতীয়া পরিকীর্ত্তিতা ॥
উচ্ছ্রায়-বিস্তরাভ্যাঞ্চ তৃতীয়া চতুরঙ্গুলা।
দ্ব্যঙ্গুলশ্চেতি বিস্তারঃ পূর্ব্বয়োরেব শস্যতে ॥
বিতস্তিমাত্রা যোনিঃ স্যাৎ ষট্‌সপ্তাঙ্গুলবিস্তৃতা।
কূর্ম্মপৃষ্ঠোন্নতা মধ্যে পার্শ্বয়োশ্চাঙ্গুলোচ্ছ্রিতা ॥
গজোষ্ঠসদৃশী তদ্বদায়তা ছিদ্রসংযুতা।
এতৎ সর্ব্বেষু কুণ্ডেষু যোনিলক্ষণমুচ্যতে ॥১২৫
মেখলোপরি সর্ব্বত্র অশ্বত্থদলসন্নিভম্।
বেদী চ কোটিহোমে স্যাদ্বিতস্তীনাং চতুষ্টয়ম্ ॥
চতুরস্রা সমন্তাচ্চ ত্রিভির্বপ্রৈস্তু সংযুতা।
বপ্রপ্রমাণং পূর্ব্বোক্তং বেদীনাঞ্চ তথোচ্ছ্রয়ঃ ॥
তথা ষোড়শহস্তঃ স্যান্মণ্ডপশ্চ চতুর্ম্মুখঃ।
পূর্ব্বদ্বারে চ সংস্থাপ্য বহ্বৃচং বেদপারগম্ ॥১২
যজুর্ব্বিদং তথা যাম্যে পশ্চিমে সামবেদিনম্।
অথর্ব্ববেদিনং তদ্বদুত্তরে স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥ ১২৯
অষ্টৌ তু হোমকাঃ কার্য্যা বেদবেদাঙ্গবেদিনঃ।
এবং দ্বাদশ বিপ্রাঃ স্যুর্বস্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ।
পূর্ব্ববৎ পূজয়েদ্ভক্ত্যা বস্ত্রাভরণভূষণৈঃ ॥ ১৩০
রাত্রিসূক্তঞ্চ রৌদ্রঞ্চ পাবমানং সুমঙ্গলম্।
পূর্ব্বতো বহ্বৃচঃ শান্তিং পঠন্নাস্তে হ্যুদঙ্মুখঃ ॥১৩
শাক্তং শাক্রঞ্চ সৌম্যঞ্চ কৌষ্মাণ্ডং শান্তিমেব চ
পাঠয়েদ্দক্ষিণদ্বারি যজুর্ব্বেদিনমুত্তমম্ ॥ ১৩২
সুপর্ণমথ বৈরাজমাগ্নেয়ং রুদ্রসংহিতাম্।

ব্যক্তি রাজ্য এবং শ্রীকামী মনুষ্য উত্তম স্ত্রীলাভ করে; ফলতঃ যে যাহা কামনা করে, লক্ষ হোমের ফলে সে তাহাই লাভ করিতে পারে। আর যদি নিষ্কামভাবে ইহার অনুষ্ঠান করে, তবে পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে। আহুতি, দক্ষিণা, প্রযত্ন এবং ফল বিষয়ে কোটিহোম ইহাপেক্ষা শতগুণ অধিক। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন। গ্রহদেব-গণের আবাহন-বিসর্জ্জনাদি সমস্তই পূর্ব্ববৎ জানিবে। স্নানে দানে ও হোমে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রই জ্ঞাতব্য। কুণ্ড, মণ্ডপ এবং হোম সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বলিতেছি। কোটি হোমে চতুর্হস্ত চতুরস্র মেখলাত্রয়যুক্ত যোনি ও বক্ত্রদ্বয়-সমন্বিত কুণ্ড করা কর্ত্তব্য। বুধ ব্যক্তি প্রথম মেখলাটী দুই অঙ্গুলি উন্নত করিবে। দ্বিতীয়টী তিন অঙ্গুলি এবং তৃতীয়টী চতুরঙ্গুলি বিস্তার ও উন্নত করিতে হয়। প্রথম দুইটীর বিস্তার দুই অঙ্গুলি হওয়াই প্রশস্ত। ছয় বা সপ্ত অঙ্গুলি বিস্তৃত এবং বিতস্তিপ্রমাণ যোনি করিতে হয়। উহার মধ্যভাগ কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ উন্নত এবং পার্শ্বদ্বয় এক অঙ্গুলি উন্নত হইবে। উহা গজের ওষ্ঠ সম, আয়ত ও ছিদ্রযুক্ত হওয়া চাই। সকল কুণ্ড সম্বন্ধেই যোনিলক্ষণ এইরূপ জানিবে। মেখলার উপরিভাগে চারিবিতস্তি প্রমাণে অশ্বত্থদলনিভ একটী বেদী করিবে। ইহা কোটিহোম বিষয়েই জ্ঞাতব্য। বপ্রপ্রমাণ এবং বেদীর ঔন্নত্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ষোড়শহস্ত পরিমাণে মণ্ডপ করিতে হয়। উহার চতুর্দ্দিকেই দ্বার থাকিবে। পূর্ব্বদ্বারে ঋগ্বেদপারগ ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ দ্বারে যজুর্ব্বেদী, পশ্চিমে সামবেদী এবং উত্তরে অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণকে স্থাপন করিবে। বেদ-বেদাঙ্গাভিজ্ঞ আট জন হোতা নিয়োগ করিবে। সমুদয়ে দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইবে। ইহাদিগকে বস্ত্রমাল্যাদি দ্বারা ভক্তি সহকারে সম্মানিত করিবে। পূর্ব্বদিকে বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ উত্তরমুখে রাত্রিসূক্ত, রৌদ্র, পাবমান, সুমঙ্গল, প্রভৃতি শান্তিমন্ত্র পাঠ করিবেন। দক্ষিণদ্বারে যজুর্ব্বেদী দ্বিজ শাক্ত, শাক্র, সৌম্য, কৌষ্মা-ণ্ডাদি শান্তিমন্ত্র পাঠ করিবেন। পশ্চিম

জ্যেষ্ঠসাম তথা শান্তিং ছন্দোগঃ পশ্চিমে জপেৎ
শান্তিং সূক্তঞ্চ সৌরঞ্চ তথা শাকুনকং শুভম্।
পৌষ্টিকঞ্চ মহারাজ্যমুত্তরেণাপ্যথর্ব্ববিৎ ॥ ১৩৪
পঞ্চভিঃ সপ্তভির্বাপি হোমঃ কার্য্যোঽত্র পূর্ব্ববৎ
স্নানে দানে চ মন্ত্রাঃ স্যুস্ত এব মুনিসত্তম ॥১৩৫
বসোর্ধারাবিধানঞ্চ লক্ষহোমে বিশিষ্যতে।
অনেন বিধিনা যস্তু কোটিহোমং সমাচরেৎ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ততো বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি গ্রহযজ্ঞত্রয়ং নরঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা পদমিন্দ্রস্য গচ্ছতি ॥ ১৩৭
অশ্বমেধসহস্রাণি দশ চাষ্টৌ চ ধর্ম্মবিৎ।
কৃত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি কোটিহোমাৎ তদশ্নুতে
ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি ভ্রূণহত্যার্ব্বুদানি চ।
কোটিহোমেন নশ্যন্তি যথাবচ্ছিবভাষিতম্ ॥১৩৯
বশ্যকর্ম্মাভিচারাদি তথৈবোচ্চাটনাদিকম্।
নবগ্রহমখং কৃত্বা ততঃ কাম্যং সমাচরেৎ ॥ ১৪১
অন্যথা ফলদং পুংসাং ন কাম্যং জায়তে ক্বচিৎ
তস্মাদযুতহোমস্য বিধানং পূর্ব্বমাচরেৎ ॥ ১৪১
বৃত্তং বোচ্চাটনে কুণ্ডং তথা চ বশকর্ম্মণি।
ত্রিমেখলঞ্চৈকবক্ত্রমরত্নির্বিস্তরেণ তু ॥ ১৪২
পলাশসমিধঃ শস্তা মধুগোরোচনান্বিতাঃ।
চন্দনাগুরুণা তদ্বৎ কুঙ্কুমেনাভিষিঞ্চিতাঃ॥১৪৩
হোময়েন্মধুসর্পির্ভ্যাং বিল্বানি কমলানি চ।
সহস্রাণি দশৈবোক্তং সর্ব্বদৈব স্বয়ম্ভুবা ॥ ১৪৪
বশ্যকর্ম্মণি বিল্বানাং পদ্মানাঞ্চৈব ধর্ম্মবিৎ।
সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয় ইতি হোময়েৎ ॥ ১৪৫
ন চাত্র স্থাপনং কার্য্যং ন চ কুম্ভাভিষেচনম্।
স্নানং সর্ব্বৌষধৈঃ কৃত্বা শুক্লপুষ্পাম্বরো গৃহী ॥
কণ্ঠসূত্রৈঃ সকনকৈর্বিপ্রান সমভিপূজয়েৎ।
সূক্ষ্মবস্ত্রাণি দেয়ানি শুক্লা গাবঃ সকাঞ্চনাঃ ॥১৪৮
অবশানি বশীকুর্য্যাৎ সর্ব্বশত্রুবলান্যপি।
অমিত্রাণ্যপি মিত্রাণি হোমোঽয়ং পাপনাশনঃ ॥

দিকে সামগ বিপ্র সুপর্ণ, বৈরাজ, আগ্নেয়, রুদ্রসংহিতা, জ্যেষ্ঠ-সামাদি শান্তি পাঠ করিবেন। আর উত্তরদিগবস্থিত অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ সৌর শাকুনাদি শান্তিসূক্ত এবং মহারাজ্যাদি পৌষ্টিক মন্ত্রনিচয় পাঠ করিতে থাকিবেন। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পাঁচ বা সাতজন ঋত্বিক্ দ্বারা হোম করা কর্ত্তব্য। হে মুনিসত্তম! স্নানদানাদিতে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সমূহই ব্যবহার্য্য। ১১৬—১৩৫। লক্ষহোমে বসুধারা বিধানই বিশেষত্ব। আর সমস্তই পূর্ব্ববৎ। এই বিধান অনুসারে যে মানব কোটি হোম করে, সে সর্ব্বকামভোগান্তে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। এই গ্রহযজ্ঞত্রয় বিধান শ্রবণ করিলে নর সর্ব্বপাপহীন হইয়া ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হয়। এক সহস্র অষ্টাদশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, কোটি হোম করিলেও সেই ফলই পাওয়া যায়। কোটিহোমফলে সহস্র ব্রহ্মহত্যা ও অর্ব্বুদ ভ্রূণহত্যাজনিত পাপও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা শিবের উক্তি। বশীকরণ অভিচারাদি কাম্যকর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে নবগ্রহযাগ করা কর্ত্তব্য। নচেৎ কদাপি কাম্য কর্ম্ম ফলদায়ক হয় না। অতএব কাম্য কর্ম্মের প্রথমে অযুত হোমযুক্ত নবগ্রহযাগ করিবে। এক অরত্নি বিস্তার-বিশিষ্ট মেখলাত্রয়যুক্ত একবক্ত্র বৃত্তাকার কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বশ্যকর্ম্মে হোম করিবে। উচ্চাটন কর্ম্মেও উক্ত কুণ্ড বিহিত আছে। ইহাতে মধু, গোরোচনা, চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুমে প্রক্ষিত পলাশ সমিধ্ই প্রশস্ত। স্বয়ম্ভু বলিয়াছেন,— মধু ও ঘৃতযুক্ত বিল্ব কমল দ্বারা দশ সহস্র হোম করিবে। ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ যজমান কাম্যকর্ম্মে বিল্ব ও পদ্ম দ্বারা "সুমিত্রিয়া ন অপ ওষধয়ঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবে। ইহাতে স্থাপন কিম্বা কুম্ভাভিষেক করিতে হয় না। গৃহস্থ ব্যক্তি সর্ব্বৌষধিজলে স্নান করিয়া শুক্ল পুষ্প-বস্ত্রাদি ধারণান্তে কনকযুক্ত কণ্ঠসূত্র দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পুজিত করিবে। তাঁহাদিগকে সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং কাঞ্চনসমন্বিত শ্বেতবর্ণা গাভী দান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে অবশীভূত শত্রুসৈন্যও বশতাপন্ন হয়। এই পাপনাশক

বিদ্বেষণেঽভিচারে চ ত্রিকোণং কুণ্ডমিষ্যতে।
দ্বিমেখলং কোণমুখং হস্তমাত্রঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১৪৯
হোমং কুর্য্যুস্ততো বিপ্রা রক্তমাল্যানুলেপনাঃ
নিবীতলোহিতোষ্ণীষা লোহিতাম্বরধারিণঃ॥১৫০
নববায়সরক্তাঢ্য-পাত্রত্রয়সমন্বিতাঃ।
সমিধো বামহস্তেন শ্যেনাস্থিবলসংযুতাঃ।
হোতব্যা মুক্তকেশৈস্তু ধ্যায়দ্ভিরশিবং রিপৌ ॥
দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু তথা হুংফড়িতীতি চ।
শ্যেনাভিচারমন্ত্রেণ ক্ষুরং সমভিমন্ত্র্য চ ॥ ১৫২
প্রতিরূপং রিপোঃ কৃত্বা ক্ষুরেণ পরিকর্ত্তয়েৎ।
রিপুরূপস্য শকলান্যথৈবাগ্নৌ বিনিক্ষিপেৎ ॥১৫৩
গ্রহযজ্ঞবিধানান্তে সদৈবাভিচরন্ পুনঃ।
বিদ্বেষণং তথা কুর্ব্বন্নেতদেব সমাচরেৎ॥১৫৪
ইহৈব ফলদং পুংসামেতন্নামুত্র শোভনম্।
তস্মাচ্ছান্তিকমেবাত্র কর্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা॥

হোমের ফলে শত্রুরাও মিত্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে। বিদ্বেষণ কিম্বা অভিচার কার্য্যে ত্রিকোণ কুণ্ড নির্ম্মাণ করা উচিত। উহা মেখলাত্রয়যুক্ত ও একহস্ত পরিমিত হইবে; কোণের দিকে উহার মুখ করিতে হয়। দ্বিজগণ রক্তবর্ণ মাল্য, বসন, অনুলেপন ও উষ্ণীষধারী হইয়া উহাতে হোম করিবেন। অভিনব কাকরক্তযুক্ত তিনটী পাত্র সম্মুখে রাখিবেন। তাঁহারা শ্যেনপক্ষীর অস্থিধারণ করিয়া মুক্তকেশে বামহস্ত দ্বারা হোম করিবেন এবং শত্রুর অশুভ কল্পনা করিতে থাকিবেন। শত্রুর একটী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া "দুর্ম্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু হুঁ ফট্" এই মন্ত্রে একখানি ক্ষুর অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা সেই রিপুমূর্ত্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অভিচার কার্য্যে প্রথমে গ্রহযজ্ঞ করিয়া পরে এই কার্য্য করিতে হয়। বিদ্বেষণ করিতে হইলেও এই কর্ম্মই করিবে। এ সকল কাম্য কার্য্য কেবল ইহলোকেই ফলপ্রদ; পরন্তু পরকালে ইহার ফল ভাল নহে; অতএব উত্তরকালে শুভাভিলাষী মানবের

গ্রহযজ্ঞত্রয়ং কুর্য্যাদ্‌যস্ত্বকাম্যেন মানবঃ।
স বিষ্ণোঃ পদমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং শ্রাবয়েদ্বাপি মানবঃ।
ন তস্য গ্রহপীড়া স্যান্ন চ বন্ধুজনক্ষয়ঃ ॥ ১৫৭
গ্রহযজ্ঞত্রয়ং গেহে লিখিতং যত্র তিষ্ঠতি।
ন পীড়া তত্র বালানাং ন রোগো ন চ বন্ধনম্॥
অশেষযজ্ঞফলদং নিঃশেষাঘবিনাশনম্।
কোটিহোমং বিদুঃ প্রাজ্ঞা ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদম্
অশ্বমেধফলং প্রাহুর্লক্ষহোমং সুরোত্তমাঃ।
দ্বাদশাহমখস্তদ্বন্নবগ্রহমখঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬০
ইতি কথিতমিদানীমুৎসবানন্দহেতোঃ
সকলকলুষহারী দেবযজ্ঞাভিষেকঃ।
পরিপঠতি য ইত্থং যঃ শৃণোতি প্রসঙ্গা-
দভিভবতি স শত্রূনায়ুরারোগ্যযুক্তঃ ॥ ১৬১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে নবগ্রহহোমশান্তি-
বিধানং নাম ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

পক্ষে কেবলমাত্র শান্তি কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। যে জন নিষ্কামভাবে এই ত্রিবিধ গ্রহযাগ করে, সে যেখান হইতে পতন অসম্ভব, সেই বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। যে মানব এই গ্রহযাগ বিধান অপর জনকে শ্রবণ করায় বা স্বয়ং শ্রবণ করে, তাহার কদাপি গ্রহপীড়া কিম্বা বন্ধুজনক্ষয় হয় না। ১৩৬—১৫৭। যে ভবনে এই গ্রহযজ্ঞবিধান লিখিত থাকে,তথায় বালকদিগের পীড়া, রোগ কিম্বা বন্ধনভয় হয় না। প্রাজ্ঞ জনেরা বলেন যে, কোটিহোম করিলে অশেষ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়; ইহা সমস্ত পাপবিনাশক এবং ভুক্তি-মুক্তি-দায়ক। সুরগণ লক্ষ হোমে অশ্বমেধফল লাভ হয়; এরূপ বলেন; পরন্তু নবগ্রহযাগও দ্বাদশাহ যাগের তুল্য ফলদায়ক। উৎসব ও আনন্দোপলক্ষে বিঘ্ননাশার্থ অনুষ্ঠেয় এই নবগ্রহযাগ ও অভিষেকবিধি কীর্ত্তন করিলাম; ইহা সকল কলুষনাশক। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে। কিম্বা প্রসঙ্গবশেও শ্রবণ করে, সে সতত আয়ুষ্মান্, আরোগ্য-

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শিব উবাচ।

পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ।
সপ্তাশ্বঃ সপ্তরজ্জুশ্চ দ্বিভুজঃ স্যাৎ সদা রবিঃ ॥ ১
শ্বেতঃ শ্বেতাম্বরধরঃ শ্বেতাশ্বঃ শ্বেতবাহনঃ।
গদাপাণির্দ্বিবাহুশ্চ কর্ত্তব্যো বরদঃ শশী ॥ ২
রক্তমাল্যাম্বরধরঃ শক্তি-শূল-গদাধরঃ।
চতুর্ভুজঃ শ্বেতরোমা বরদঃ স্যাদ্ধরাসুতঃ ॥ ৩
পীতমাল্যাম্বরধরঃ কর্ণিকারসমদ্যুতিঃ।
খড়্গ-চর্ম্ম-গদাপাণিঃ সিংহস্থো বরদো বুধঃ ॥ ৪
দেব-দৈত্যগুরূ তদ্বৎ পীত-শ্বেতৌ চতুর্ভুজৌ।
দণ্ডিনৌ বরদৌ কার্য্যৌ সাক্ষসূত্র-কমণ্ডলূ ॥ ৫
ইন্দ্রনীলদ্যুতিঃ শূলী বরদো গৃধ্রবাহনঃ।

বান ও শত্রুগণের পরিভবকারী হইয়া থাকে ॥ ১৫৮—১৬১ ॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

বাণবাণাসনধরঃ কর্ত্তব্যোঽর্কসুতস্তথা ॥ ৬
করালবদনঃ খড়্গ-চর্ম্ম-শূলী বরপ্রদঃ।
নীলসিংহাসনস্থশ্চ রাহুরত্র প্রশস্যতে ॥ ৭
ধূম্রা দ্বিবাহবঃ সর্ব্বে গদিনো বিকৃতাননাঃ।
গৃধ্রাসনগতা নিত্যং কেতবঃ স্যুর্ব্বরপ্রদাঃ ॥ ৮
সর্ব্বে কিরীটিনঃ কার্য্যা গ্রহা লোকহিতাবহাঃ।
হ্যঙ্গুলেনোচ্ছ্রিতাঃ সর্ব্বে শতমষ্টোত্তরং সদা ॥ ৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে গ্রহরূপাখ্যানং নাম চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ভগবন্ ভূতভব্যেশ তথান্যদপি যচ্ছ্রুতম্।
ভুক্তি-মুক্তিফলায়ালং তৎ পুনর্ব্বক্তুমর্হসি ॥ ১
এবমুক্তোঽব্রবীচ্ছম্ভুরয়ং বাঙ্ময়পারগঃ।
মৎসমস্তপসা ব্রহ্মন্ পুরাণশ্রুতিবিস্তরৈঃ ॥ ২
ধর্ম্মোঽয়ং বৃষরূপেণ নন্দী নাম গণাধিপঃ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

শিব কহিলেন,—রবি—পদ্মাসনোপবিষ্ট, পদ্মধারী, পদ্মগর্ভসম দ্যুতিসম্পন্ন, দ্বিভুজ এবং সপ্ত রজ্জু দ্বারা যোজিত সপ্তাশ্ব-যুক্ত রথোপরি অবস্থিত। সোম—শ্বেতবর্ণ, শ্বেত বস্ত্রধারী, গদাপাণি, দ্বিভুজ, বরদাতা এবং শ্বেতাশ্ব-যোজিত শ্বেত রথে বিরাজিত। ধরণীনন্দন মঙ্গল—রক্ত মাল্য ও রক্ত-বস্ত্রধারী, চতুর্ভুজে শক্তি, শূল, গদা ও বর ধারণ করিতেছেন; ইহাঁর দেহ রক্ত-বর্ণ কিন্তু রোমরাজি শ্বেতবর্ণ। বুধ—কর্ণিকার কুসুমবৎ দ্যুতিশালী ও পীতবর্ণ বস্ত্র মাল্যানুলেপনধারী; ইনি চারি হস্তে খড়্গ, চর্ম্ম, গদা ও বর ধারণ করিতেছেন এবং সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্ট। দেবগুরু বৃহস্পতি—পীতবর্ণ, চতুর্ভুজ। দণ্ড, বর, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুধারী। দৈত্যগুরু শুক্র,—শ্বেতবর্ণ, চারিহস্তে দণ্ড, বর, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করেন। শনি,—ইন্দ্রনীলসমকান্তি, গৃধ্রোপরি আরূঢ়, চারি হস্তে শূল, বর, ধনু, ও বাণ ধারণ করেন। রাহু,—করালবদন, খড়্গ, চর্ম্ম, শূল ও বরধারী, নীলসিংহোপরি উপবিষ্ট। কেতুগণ—ধূম্রবর্ণ, দ্বিবাহু, গদাহস্ত, বিকৃতা-নন ও গৃধ্রারূঢ়। লোকহিতাবহ অষ্টোত্তর শত গ্রহ প্রত্যেকেই দুই অঙ্গুলি উন্নত ও কিরীটধারী হইবে। ১—৯।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৪।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে ভূতভব্যেশ, ভগবন্! অন্য যে কোন বিবরণ শ্রবণে ভুক্তিমুক্তি ফল-লাভের উপায় হইতে পারে, এমন কোন সাধু বিবরণ বর্ণন করুন। নারদ এইরূপ কহিলে ভগবান্ শম্ভু বলিলেন, —হে ব্রহ্মন্! বৃষরূপী ধর্ম্মই এই নন্দী নামে

ধর্ম্মান্ মাহেশ্বরান্ বক্ষ্যত্যতঃপ্রভৃতি নারদ ॥
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
নারদোঽপি হি শুশ্রূষুরপৃচ্ছন্নন্দিকেশ্বরম্।
আদিষ্টস্ত্বং শিবেনেহ বদ মাহেশ্বরং ব্রতম্ ॥ ৪

নন্দিকেশ্বর উবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতো ব্রহ্মন্ বক্ষ্যে মাহেশ্বরং ব্রতম্।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা নাম্না শিবচতুর্দ্দশী ॥ ৫
মার্গশীর্ষত্রয়োদশ্যাং সিতায়ামেকভোজনঃ।
প্রার্থয়েদ্দেবদেবেশ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৬
চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারঃ সম্যগভ্যর্চ্চ্য শঙ্করম্।
সুবর্ণবৃষভং দত্ত্বা ভোক্ষ্যামি চ পরেঽহনি ॥ ৭
এবং নিয়মকৃৎ সুপ্ত্বা প্রাতরুত্থায় মানবঃ।
কৃতস্নানজপঃ পশ্চাদুময়া সহ শঙ্করম্।
পূজয়েৎ কমলৈঃ শুভ্রৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥
পাদৌ নমঃ শিবায়েতি শিরঃ সর্ব্বাত্মনে নমঃ।
ত্রিনেত্রায়েতি নেত্রাণি ললাটং হরয়ে নমঃ ॥ ৯
মুখমিন্দুমুখায়েতি শ্রীকণ্ঠায়েতি কন্ধরাম্।
সদ্যোজাতায় কর্ণৌ তু বামদেবায় বৈ ভুজৌ ॥
অঘোরহৃদয়ায়েতি হৃদয়ঞ্চাভিপূজয়েৎ।
স্তনৌ তৎপুরুষায়েতি তথেশানায় চোদরম্ ॥
পার্শ্বে চানন্তধর্ম্মায় জ্ঞানভূতায় বৈ কটিম্।
ঊরূ চানন্তবৈরাগ্য-সিংহায়েত্যভিপূজয়েৎ ॥
অনন্তৈশ্বর্য্যনাথায় জানুনী চার্চ্চয়েদ্‌বুধঃ।
প্রধানায় নমো জঙ্ঘে গুল্ফৌ ব্যোমাত্মনে নমঃ
ব্যোমকেশাত্মরূপায় কেশান্ পৃষ্ঠঞ্চ পূজয়েৎ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ নমস্তুষ্ট্যৈ পার্ব্বতীঞ্চাপি পূজয়েৎ ॥
ততস্তু বৃষভং হৈমমুদকুম্ভসমন্বিতম্
শুক্লমাল্যাম্বরধরং পঞ্চরত্নসমন্বিতম্
ভক্ষ্যৈর্নানাবিধৈর্যুক্তং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥
ততো বিপ্রান্ সমাহূয় তর্পয়েদ্ভক্তিতঃ শুভান্।

গণাধিপ হইয়াছেন। ইনি শ্রুতিপুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী ও মৎসম তপঃসম্পন্ন। হে নারদ! অতঃপর ইনিই মাহেশ্বর ধর্ম্মসমূহ বর্ণন করিবে। দেবদেবেশ মহেশ এই বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পরে নারদও ধর্ম্মকথা-শ্রবণাভিলাষে নন্দিকেশ্বরকে কহিলেন,—আপনি শিব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন, অতএব মাহেশ্বরব্রত-বিবরণ কীর্ত্তন করুন। নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—হে ব্রহ্মন! অবধান সহকারে শ্রবণ করুন; আমি মহেশ্বর-ব্রত বলিতেছি। শিবচতুর্দ্দশী ব্রত তিন লোকে বিখ্যাত। অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে একাহারপূর্ব্বক শিবসন্নিধানে প্রার্থনা করিবে যে, হে দেবেশ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমি চতুর্দ্দশীতে উপবাসী থাকিয়া যথাবিধি শঙ্করের অর্চ্চনা করিয়া সুবর্ণবৃষভ দানান্তে পরদিন ভোজন করিব। মানব এই নিয়মাবলম্বনে সে রাত্রিতে শয়ন করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে উত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য স্নান-জপাদি সমাপন করিয়া পরে উমা সহ শঙ্করকে শুভ্র গন্ধমাল্য, অনুলেপন ও পদ্ম পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। যথা—"শিবায় নমঃ" বলিয়া পাদদ্বয়, "সর্ব্বাত্মনে নমঃ" মস্তক "ত্রিনেত্রায় নমঃ" নেত্রত্রয়, "হরয়ে নম" ললাট, "ইন্দুমুখায় নমঃ" মুখ, "শ্রীকণ্ঠায় নমঃ" কন্ধরা, "সদ্যোজাতায় নমঃ" কর্ণদ্বয়, "বামদেবায় নমঃ" ভুজদ্বয়, "অঘোরহৃদয়ায় নমঃ" হৃদয়, তৎপুরুষায় নমঃ" স্তনদ্বয়, ঈশানায় নমঃ" উদর, "অনন্তধর্ম্মায় নমঃ" পার্শ্বদ্বয়, "জ্ঞানভূতায় নমঃ" কটি, "অনন্তবৈরাগ্যসিংহায় নমঃ" ঊরুদ্বয়, "অনন্তৈশ্বর্য্যনাথায়" নমঃ জানুদ্বয়, "প্রধানায় নমঃ" জঙ্ঘাদ্বয়, "ব্যোমাত্মনে নমঃ" গুল্‌ফদ্বয়, এবং "ব্যোমকেশাত্মরূপায় নমঃ" বলিয়া কেশচয় ও পৃষ্ঠভাগের অর্চ্চনা করিবে। "পুষ্ট্যৈ নমঃ" "তুষ্ট্যৈ নমঃ" বলিয়া পর্ব্বতীরও পূজা করিবে। ১—১৪। পরে ব্রাহ্মণকে একটী স্বর্ণবৃষভ দান করিবে। উহা পঞ্চরত্নযুক্ত, জলকুম্ভান্বিত ও শুক্লমাল্যাম্বরে আচ্ছাদিত করিয়া নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য সহ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। পরে সাধু বিপ্রগণকে আহ্বানান্তে ভক্তি সহকারে তর্পিত

পৃষদাজ্যঞ্চ সম্প্রাশ্য স্বপেদ্ভূমাবুদঙ্মুখঃ॥ ১৬
পঞ্চদশ্যাং ততঃ পূজ্য বিপ্রান্ ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ
তদ্বৎ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামেতৎ সর্ব্বং সমাচরেৎ॥ ১৭
চতুর্দ্দশীষু সর্ব্বাস্থ কুর্য্যাৎ পূর্ব্ববদর্চ্চনম্।
যে তু মাসে বিশেষাঃ স্যুস্তান্ নিবোধ
ক্রমাদিহ॥ ১৮
মার্গশীর্ষাদিমাসেষু ক্রমাদেতদুদীরয়েৎ
শঙ্করায় নমস্তেহস্তু নমস্তে করবীরক॥ ১৯
ত্র্যম্বকায় নমস্তেহস্তু মহেশ্বরমতঃ পরম্।
নমস্তেহস্তু মহাদেব স্থাণবে চ ততঃ পরম্॥২০
নমঃ পশুপতে নাথ নমস্তে শম্ভবে পুনঃ।
নমস্তে পরমানন্দ নমঃ সোমার্দ্ধধারিণে॥ ২১
নমো ভৌমায় ইত্যেবং ত্বামহং শরণং গতঃ।
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্
পঞ্চগব্যং ততো বিল্বং কর্পূরঞ্চাগুরুং যবাঃ।
তিলাঃ কৃষ্ণাশ্চ বিধিবৎ প্রাশনং ক্রমশঃ স্মৃতম্
প্রতিমাসং চতুর্দ্দশ্যোরেকৈকং প্রাশনং স্মৃতম্॥
মন্দার-মালতীভিশ্চ তথা ধুস্তূরকৈরপি।
সিন্ধুবারৈরশোকৈশ্চ মল্লিকাভিশ্চ পাটলৈঃ॥
অর্কপুষ্পৈঃ কদম্বৈশ্চ শতপত্র্যা তথোৎপলৈঃ।
একৈকেন চতুর্দ্দশ্যোরর্চ্চয়েৎপার্ব্বতীপতিম্॥
পুনশ্চ কার্ত্তিকে মাসে প্রাপ্তে সন্তর্পয়েদ্দ্বিজান্
অন্নৈর্নানাবিধৈর্ভক্ষ্যৈর্বস্ত্র-মাল্য-বিভূষণৈঃ॥ ২৬
কৃত্বা নীলবৃষোৎসর্গং শ্রুত্যুক্তবিধিনা নরঃ।
উমামহেশ্বরং হৈমং বৃষভঞ্চ গবা সহ॥ ২৭
মুক্তাফলাষ্টকযুতাং সিতনেত্রপটাবৃতাম্।
সর্ব্বোপস্করসংযুক্তাং শয্যাং দদ্যাৎ সকুম্ভকাম্
তাম্রপাত্রোপরি পুনঃ শালিতণ্ডুলসংযুতম্।
স্থাপ্য বিপ্রায় শান্তায় বেদব্রতপরায় চ॥ ২৯
জ্যেষ্ঠসামবিদে দেয়ং ন বকব্রতিনে ক্বচিৎ।
গুণজ্ঞে শ্রোত্রিয়ে দদ্যাদাচার্য্যে তত্ত্ববেদিনি॥
অব্যঙ্গাঙ্গায় সৌম্যায় সদা কল্যাণকারিণে।
সপত্নীকায় সম্পূজ্য বস্ত্র-মাল্য-বিভূষণৈঃ॥ ৩১
গুরৌ সতি গুরোর্দেয়ং তদভাবে দ্বিজাতয়ে।

করিবে। পরে দধিযুক্ত ঘৃত প্রাশনপূর্ব্বক উত্তরমুখে ভূতলে শয়ন করিবে। অনন্তর পঞ্চদশীতে বিপ্রগণের অর্চ্চনান্তে বাক্য-সংযমপূর্ব্বক ভোজন করিবে। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতেও এই নিয়মেই সমস্ত কার্য্য করিবে। সকল চতুর্দ্দশীতেই পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কার্য্য করিতে হয়। তন্মধ্যে যাহা বিশেষ আছে, তাহা ক্রমে উল্লেখ করিতেছি, অবধান কর। মার্গশীর্ষাদি মাসে যথাক্রমে শঙ্কর, করবীরক, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, মহাদেব, স্থাণু, পশুপতি, শম্ভু, পরমানন্দ, সোমার্দ্ধধারী, এবং ভীম,—ইহাদিগকে নমোল্লেখ সহকারে "আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম; তোমাকে নমস্কার।" এই কথা বলিবে। পরে গোমূত্র, গোময়, গোক্ষীর, গোদধি, গোঘৃত এই পঞ্চ গব্য, কুশোদক, বিল্ব, কর্পূর, অগুরু, যব, তিল এবং পিপ্পলী যথাক্রমে এই সকল দ্রব্যের এক একটী প্রতিমাসে চতুর্দ্দশীতে প্রাশন করিয়া থাকিবে। মন্দার, মালতী, ধুস্তূর, সিন্ধুবার অশোক, মল্লিকা, পাটল, অর্কপুষ্প, কদম্ব, দূর্ব্বা, উৎপল,—এ সকলের এক একটী দ্বারা এক এক চতুর্দ্দশীতে পার্ব্বতীপতিকে পূজা করিবে।১৫—২৫। পুনরায় কার্ত্তিক মাস উপস্থিত হইলে নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য-বস্ত্র-মাল্য-ভূষণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তোষিত করিবে। পরে নর শ্রুত্যুক্ত বিধান অনুসারে একটী নীলবৃষ উৎসর্গ করিবে। আর কাঞ্চনরচিত উমামহেশ্বরমূর্ত্তি ও একটী বৃষভ, আটটী মুক্তাফলযুক্ত করিয়া দান করিতে হয়। শ্বেতাস্তরণশোভিত সর্ব্বোপকরণযুক্ত পূর্ণকুম্ভ সহ একখানি শয্যাও দান করিবে। অতঃপর তাম্রপাত্রোপরি শালি তণ্ডুল স্থাপনপূর্ব্বক শান্তচেতা জ্যেষ্ঠসামগ বিপ্রকে উক্ত উমা-মহেশ্বর প্রতিমা দান করিবে; কিন্তু বকব্রতী ব্যক্তিকে দিতে নাই। গুণজ্ঞ, শ্রোত্রিয়, তত্ত্ববেত্তা আচার্য্যকেই ইহা দান করা কর্ত্তব্য। অবিকৃতাঙ্গ, সৌম্যমূর্ত্তি, সদাচারী, সপত্নীক দ্বিজকেই বস্ত্র-মাল্যাভরণে ভূষিত করিয়া দান করা যুক্তিযুক্ত। গুরু উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকেই দান করা উচিত; পরন্তু তদভাবে অপর দ্বিজাতিকেই

দ বিত্তশাঠ্যং কুর্ব্বীত কুর্ব্বন্ দোষাৎ পতত্যধঃ
অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যাচ্ছিবচতুর্দ্দশীম্।
সোঽশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
ব্রহ্মহত্যাদিকং কিঞ্চিদ্‌যদত্রামুত্র বা কৃতম্।
পিতৃভির্ভ্রাতৃভির্বাপি তৎ সর্ব্বং নাশমাপ্নুয়াৎ॥
দীর্ঘায়ুরারোগ্যকুলান্নবৃদ্ধি-
রত্রাক্ষয়া-মুত্র চতুর্ভুজত্বম্।
গণাধিপত্যং দিবি কল্পকোটি-
শতান্যুষিত্বা পদমেতি শম্ভোঃ॥ ৩৫
ন বৃহস্পতিরপ্যনন্তমস্যাঃ
ফলমিন্দ্রো ন পিতামহোঽপি বক্তুম্।
ন চ সিদ্ধগণোঽপ্যলং ন চাহং
যদি জিহ্বাযুতকোটয়োঽপি বক্ত্রে॥ ৩৬
ভবত্যমরবল্লভঃ পঠতি যঃ স্মরেদ্বা সদা
শৃণোত্যপি বিমৎসরঃ সকলপাপনির্ম্মোচনম্।
ইমাং শিবচতুর্দ্দশীমমরকামিনীকোটয়ঃ
স্তুবন্তি তমনিন্দিতং কিমু সমাচরেদ্‌যঃ সদা॥

যা বাথ নারী কুরুতেঽতিভক্ত্যা
ভর্ত্তারমাপৃচ্ছ্য সুতান্ গুরূন্ বা।
সাপি প্রসাদাৎ পরমেশ্বরস্য
পরং পদং যাতি পিনাকপাণেঃ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে শিবচতুর্দ্দশীব্রতং নাম পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৫॥

দিবে। এ সকল বিষয়ে বিত্তশাঠ্য করিতে নাই, কৃপণতা করিলে অধঃপাতে যাইতে হয়। যে মানব এই বিধান অনুসারে শিব-চতুর্দ্দশী ব্রতানুষ্ঠান করে, সে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। কি ইহ কালে, কি পরকালে স্বয়ং পিতা বা ভ্রাতারাও যদি ব্রহ্মহত্যাদি পাপ করিয়া থাকে, সে সমস্তও ক্ষণমাত্রে নাশ প্রাপ্ত হয়।২৬—৩৪। সেই মানব ইহ কালে দীর্ঘ আয়ু, ও আরোগ্য লাভ করে; তাহার কুল বৃদ্ধি পায়, এবং অন্ন অক্ষয় হয়, পরকালে সে সুরলোকে শত-কোটি কল্পকাল গণাধিপত্য লাভান্তে শম্ভুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই শিবচতুর্দ্দশী ব্রতের অনন্ত ফলের বিষয় সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে বৃহস্পতি, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, কিম্বা সিদ্ধগণ কিম্বা আমি—আমরা আমা-দিগের মুখে অযুত কোটি জিহ্বা হইলেও কীর্ত্তন করিতে সক্ষম হই না। যে জন বিমৎসরচিত্তে এই সকল পাপমোচন বিবরণ পাঠ, কিম্বা সতত স্মরণ করে, সে অমর-জনেরও শ্লাঘনীয় হয়; সুরকামিনীগণ এই শিবচতুর্দ্দশীকে সতত প্রশংসা করিয়া থাকেন, পরন্তু যে ব্যক্তি ইহার অনুষ্ঠান করে, সেই অনিন্দিত মহাজনের কথা আর কি বলিব? যদি কোন রমণী অতি ভক্তিমতী হইয়া ভর্ত্তা, পুত্র ও গুরুজনাদির অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সেও পরমেশ্বরের প্রসাদে পিনাকপাণির পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৫—৩৮।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৫।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ।
ফলত্যাগস্য মাহাত্ম্যং যদ্ভবেৎ শৃণু নারদ।
যদক্ষয়ং পরং লোকে সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ১
মার্গশীর্ষে শুভে মাসি তৃতীয়ায়াং মুনে ব্রতম্
দ্বাদশ্যামথবাষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যামথাপি বা।
আরভেচ্ছুক্লপক্ষস্য কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্॥ ২
অন্যেষপি হি মাসেষু পুণ্যেষু মুনিসত্তম।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—নারদ! ফল ত্যাগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। উহা পরলোকে অক্ষয় ফলদায়ক ও সর্ব্বকামসম্পাদক। হে মুনিবর! মার্গশীর্ষ-মাসে শুক্লপক্ষে তৃতীয়া, দ্বাদশী, অষ্টমী কিম্বা চতুর্দ্দশীতে ব্রাহ্মণামন্ত্রণপূর্ব্বক এই ব্রত আরম্ভ করিতে হয়। হে মুনিসত্তম! অন্যান্য

সদক্ষিণং পায়সেন ভোজয়েচ্ছক্তিতো দ্বিজান্
অষ্টাদশানাং ধান্যানামবদ্যং ফলমূলকৈঃ।
বর্জ্জয়েদব্দমেকন্তু ঋতে ঔষধকারণম্।
সবৃষং কাঞ্চনং রুদ্রং ধর্ম্মরাজঞ্চ কারয়েৎ॥ ৪
কুষ্মাণ্ডং মাতুলুঙ্গঞ্চ বার্ত্তাকু পনসং তথা।
আম্রাম্রাতকপিত্থানি কলিঙ্গমথ বালুকম্॥ ৫
শ্রীফলাশ্বত্থবদরং জম্বীরং কদলীফলম্।
কাশ্মরং দাড়িমং শক্ত্যা কালধৌতানি ষোড়শ॥
মূলকামলকং জম্বু তিন্তিড়ী করমর্দ্দকম্।
কঙ্কোলৈলাকতুণ্ডীর-করীরকুটজং শমী॥ ৭
ঔডুম্বরং নারিকেলং দ্রাক্ষাথ বৃহতীদ্বয়ম্।
রৌপ্যাণি কারয়েচ্ছক্ত্যা ফলানীমানি ষোড়শ
তালং তালফলং কুর্য্যাদগস্তিফলমেব চ।
পিণ্ডারকাশ্মর্য্যফলং তথা শূরণকন্দকম্॥ ৯
রক্তালুকঃকন্দকঞ্চ কনকাহ্বঞ্চ চির্ব্ভিটম্।
চিত্রাবলীফলং তদ্বৎ কূটশাল্মলিজং ফলম্॥১০
আম্র-নিষ্পাব-মধুক-বট-মুদ্গ-পটোলকম্।
তাম্রাণি ষোড়শৈতানি কারয়েচ্ছক্তিতো নরঃ॥

উদকুম্ভদ্বয়ং কুর্য্যাদ্ধান্যোপরি সবস্ত্রকম্।
ততশ্চ কারয়েচ্ছয্যা যথোপরি সুবাসসী॥১২
ভক্ষ্যপাত্রত্রয়োপেতং যমরুদ্রবৃষান্বিতম্।
ধেন্বা সহৈব শান্তায় বিপ্রায়াথ কুটুম্বিনে।
সপত্নীকায় সম্পূজ্য পুণ্যেঽহ্নি বিনিবেদয়েৎ॥
যথা ফলেষু সর্ব্বেষু বসন্ত্যমরকোটয়ঃ।
তথা সর্ব্বফলত্যাগব্রতাদ্ভক্তিঃ শিবেঽস্তু মে॥
যথা শিবশ্চ ধর্ম্মশ্চ সদানন্তফলপ্রদৌ।
তদ্যুক্তফলদানেন তৌ স্যাতাং মে বরপ্রদৌ॥
যথা ফলান্যনন্তানি শিবভক্তেষু সর্ব্বদা।
তথানন্তফলাবাপ্তিরস্তু জন্মনি জন্মনি॥ ১৬
যথা ভেদং ন পশ্যামি শিববিষ্ণ্বর্কপদ্মজান্।
তথা মমাস্তু বিশ্বাত্মা শঙ্করঃ শঙ্করঃ সদা॥১৭
ইতি দত্ত্বা চ তৎ সর্ব্বমলঙ্কৃত্য চ ভূষণৈঃ।

পুণ্যমাসেও ইহা করা যাইতে পারে। শক্ত্যনুসারে দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান করিবে। এক বৎসর যাবৎ অষ্টাদশবিধ উৎকৃষ্ট ধান্য এবং ফল-মূল বর্জ্জন করিবে; পরন্তু ঔষধার্থে ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে। কাঞ্চনকৃত বৃষ সহ রুদ্রমূর্ত্তি ও ধর্ম্মরাজপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে। কুষ্মাণ্ড, মাতুলুঙ্গ, বার্ত্তাকু, পনস, আম্র, আম্রাতক, কপিত্থ, কলিঙ্গ, বালুক, শ্রীফল, অশ্বত্থ, বদর, জম্বীর, কদলী, কাশ্মর, দাড়িম,—স্বর্ণ দ্বারা এই ষোড়শ ফল নির্ম্মাণ করাইবে। মূলক, আমলক, জম্বু, করমর্দ্দক, কঙ্কোল, এলা, তুণ্ডীর, করীর, কুটজ, শমী, উডুম্বর, নারিকেল, দ্রাক্ষা, দ্বিবিধ বৃহতী,—এই ষোড়শটী ফল যথাশক্তি রৌপ্য দ্বারা প্রস্তুত করাইবে। তাল, অগস্তিফল, পিণ্ডারক, অশ্মর্য্যফল, শূরণ-কন্দ, রক্তালু, কনক, চির্ব্ভিট, চিত্রবল্লী ফল, কূটশাল্মলিফল, আম্র, নিষ্পাব, মধুক, বট, মুদ্গ, পটোল,—এই ষোড়শটী ফল যথাশক্তি তাম্র দ্বারা নির্ম্মাণ করাইবে। ১—১১। ধান্য বিছাইয়া তদুপরি সবস্ত্র জলকুম্ভদ্বয় স্থাপন করিয়া তাহাতে দুইখানি উত্তম বস্ত্র দিবে। পরে পুণ্য দিনে শান্ত, বহু পরিজনশালী, সপত্নীক ব্রাহ্মণকে যথা-যোগ্য অর্চ্চনান্তে একটী ধেনু সহ পূর্ব্বোক্ত বৃষ, ধর্ম্ম ও রুদ্রমূর্ত্তি দান করিবে। সকল ফলেই অমরগণ বাস করিয়া থাকেন, অত-এব মৎকৃত এই সর্ব্বফলত্যাগব্রতের ফলে শিবের প্রতি আমার ভক্তি হউক। শিব ও ধর্ম্ম—ইঁহারা সতত অনন্ত ফল দান করিয়া থাকেন; আমি তাঁহাদের সহিত এই ফল দান করিতেছি; এজন্য তাঁহারা আমার প্রতি বরপ্রদ হউন। শিবভক্ত জনে যেমন অনন্ত ফল নিয়ত বিদ্যমান থাকে, আমারও জন্মে জন্মে সেইরূপ অনন্ত ফল প্রাপ্তি হউক। আমি শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য ও ব্রহ্মা—ইঁহাদিগের পরস্পর ভেদ দর্শন করি না; ইহার ফলে বিশ্বাত্মা শঙ্কর আমার মঙ্গলকর হউন। এই প্রার্থনান্তে সেই সমস্ত দান করিয়া ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত

শক্তিশ্চেচ্ছয়নং দদ্যাৎ সর্ব্বোপস্করসংযুতম্ ॥১৮
অশক্তস্তু ফলান্যেব যথোক্তানি বিধানতঃ।
তথোদকুম্ভসংযুক্তৌ শিবধর্ম্মৌ চ কাঞ্চনৌ ॥১৯
বিপ্রায় দত্ত্বা ভুঞ্জীত বাগ্যতস্তৈলবর্জ্জিতম্।
অন্যাংস্তপি যথাশক্ত্যা ভোজয়েচ্ছক্তিতো দ্বিজান্ ॥ ২০
এতদ্ভাগবতানাস্তু সৌরবৈষ্ণব-যোগিনাম্।
শুভং সর্ব্বফলত্যাগব্রতং বেদবিদো বিদুঃ ॥২১
নারীভিশ্চ যথাশক্ত্যা কর্ত্তব্যং দ্বিজপুঙ্গব।
এতস্মান্নাপরং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ।
ব্রতমস্তি মুনিশ্রেষ্ঠ যদনন্তফলপ্রদম্ ॥ ২২
সৌবর্ণ-রৌপ্য-তাম্রেষু যাবন্তঃ পরমাণবঃ।
ভবন্তি চূর্ণ্যমানেষু ফলেষু মুনিসত্তম।
তাবদ্যুগসহস্রাণি রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ২৩

এতৎ সমস্তকলুষাপহরং জনানা-
মাজীবনায় মনুজেষু চ সর্ব্বদা স্যাৎ।
জন্মান্তরেষ্বপি ন পুত্রবিয়োগদুঃখ-
মাপ্নোতি ধাম চ পুরন্দরলোকজুষ্টম্ ॥ ২৪

যো বা শৃণোতি পুরুষোহল্পধনঃ পঠেদ্বা
দেবালয়েষু ভবনেষু চ ধার্ম্মিকাণাম্।
পাপৈর্বিমুক্তবপুরত্র পুরং পুরারে-
রানন্দকৃৎ পদমুপৈতি মুনীন্দ্র সোঽপি ॥২৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সর্ব্বফলত্যাগ-
মাহাত্ম্যং নাম ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৬

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

যদারোগ্যকরং পুংসাং যদনন্তফলপ্রদম্।
যচ্ছান্তয়ে চ মর্ত্ত্যানাং বদ নন্দীশ তদ্ব্রতম্ ॥১

নন্দিকেশ্বর উবাচ।

যৎ তদ্বিশ্বাত্মনো ধাম পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
সূর্য্যাগ্নিচন্দ্ররূপেণ তৎ ত্রিধা জগতি স্থিতম্ ॥ ২
তদারাধ্য পুমান্ বিপ্র প্রাপ্নোতি কুশলং সদা

করিতে হয়। শক্তি থাকিলে সর্ব্বোপচার সহিত শয্যা দান করা উচিত। অশক্ত পক্ষে যথোক্ত ফল সকলই যথাবিধি দান করিবে। আর জলকুম্ভ সহ কাঞ্চনকৃত শিব ও ধর্ম্মের মূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে দানান্তে বাক্যসংযম সহকারে তৈলবর্জ্জিত ভোজন করিবে। শক্ত্যনুসারে অপর দ্বিজগণকেও ভোজন করাইবে।১২—২০। সৌর, বৈষ্ণব, যোগী, ভাগবত,—সকলের পক্ষেই সর্ব্ব কর্ম্মফল ভগবদর্পণপূর্ব্বক শুভ কর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজপুঙ্গব! নারীগণও যথাশক্তি ইহার অনুষ্ঠান করিবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কি ইহ লোকে, কি পরলোকে ইহাপেক্ষা অনন্ত ফলদায়ক ব্রত আর নাই। জগতীতলে যত সুবর্ণ, রজত ও তাম্র আছে, তৎসমস্ত চূর্ণ করিলে যত পরমাণু হয়, এই কর্ম্মের ফলে মানব তত সহস্র যুগ যাবৎ রুদ্রলোকে সম্মানিত হইয়া বাস করিয়া থাকে। এই বিধান, সকল-কলুষবিনাশক ও নরগণের সুখে জীবনধারণের এ কটী উৎকৃষ্ট উপায়; ইহার মহিমায় মানবের পুত্রবিয়োগাদি দুঃখ জন্মে না, সে অন্তে পুরন্দরমন্দিরে বাস করিতে পারে। যে দরিদ্র মানব দেবালয়ে, কিম্বা ধার্ম্মিক জনের ভবনে এই বিধান পাঠ বা শ্রবণ করে, হে মুনীন্দ্র! সেও সর্ব্বপাপরহিত দেহে পুরহরের আনন্দকর পদ প্রাপ্ত হয়।২১—২৫।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে নন্দিকেশ্বর! যাহা নরগণের অনন্তফলদায়ক এবং যাহা শান্তি-সম্পাদক, এক্ষণে আপনি তেমন একটী ব্রত বলুন। নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—যাহা বিশ্বাত্মার সমষ্টিভূত সনাতন পরব্রহ্ম বলিয়া নিরূপিত, তাহাই জগতে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। হে বিপ্র! ইহাঁর আরাধনায় জনগণ সতত কুশল লাভে সমর্থ হয়।

তস্মাদাদিত্যবারেণ সদা নক্তাশনো ভবেৎ ॥৩
যদা হস্তেন সংযুক্তমাদিত্যস্য চ বাসরম্ ।
তদা শনিদিনে কুর্য্যাদেকভক্তং বিমৎসরঃ ॥ ৪
নক্তমাদিত্যবারেণ ভোজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্ ।
পত্রৈর্দ্বাদশসংযুক্তং রক্তচন্দনপঙ্কজম্ ॥ ৫
বিলিখ্য বিন্যসেৎ সূর্য্যং নমস্কারেণ পূর্ব্বতঃ ।
দিবাকরং তথাগ্নেয়ে বিবস্বন্তমতঃ পরম্ ॥ ৬
ভগন্তু নৈর্ঋতে দেবং বরুণং পশ্চিমে দলে ।
মহেন্দ্রমনিলে তদ্বদাদিত্যঞ্চ তথোত্তরে ॥ ৭
শান্তমীশানভাগে তু নমস্কারেণ বিন্যসেৎ ।
কর্ণিকাপূর্ব্বপত্রে তু সূর্য্যস্য তুরগান্ ন্যসেৎ ॥৮
দক্ষিণেঽর্য্যমনামানং মার্ত্তণ্ডং পশ্চিমে দলে ।
উত্তরে তু রবিং দেবং কর্ণিকায়াঞ্চ ভাস্করম্ ॥৯
রক্তপুষ্পোদকেনার্ঘ্যং সতিলারুণচন্দনম্ ।
তস্মিন্ পদ্মে ততো দদ্যাদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥১০
কালাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা বেদাত্মা বিশ্বতোমুখঃ ।
যস্মাদগ্নীন্দ্ররূপস্ত্বমতঃ পাহি দিবাকর ॥ ১১
অগ্নিমীলে নমস্তুভ্যমিষেত্বোর্জ্জে চ ভাস্কর ।
অগ্ন আয়াহি বরদ নমস্তে জ্যোতিষাং পতে ॥১২
অর্ঘ্যং দত্ত্বা বিসৃজ্যাথ নিশি তৈলবিবর্জ্জিতম্ ।
ভুঞ্জীত বৎসরান্তে তু কাঞ্চনং কমলোত্তমম্ ।
পুরুষঞ্চ যথাশক্ত্যা কারয়েদ্দ্বিভুজং তথা ॥ ১৩
সুবর্ণশৃঙ্গীং কপিলাং মহার্ঘাং
রৌপ্যৈঃ খুরৈঃ কাংস্যদোহাং সবৎসাম্ ।
পূর্ণে গুড়স্যোপরি তাম্রপাত্রে
নিধায় পদ্মং পুরুষঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ১৪
সম্পূজ্য রক্তাম্বর-মাল্য-ধূপৈ-
র্দ্বিজঞ্চ রক্তৈরথ হেমশৃঙ্গঃ ।
সঙ্কল্পয়িত্বা পুরুষং সপদ্মং
দদ্যাদনেকব্রতদানকায় ।
অব্যঙ্গরূপায় জিতেন্দ্রিয়ায়
কুটুম্বিনে দেয়মনুদ্ধতায় ॥ ১৫

অতএব সকল কালেই রবিবারে নক্তভোজী হইবে। রবিবাসরে হস্তানক্ষত্রের যোগ হইলে তৎপূর্ব্ব শনিবারে বিমৎসর চিত্তে এক বার মাত্র ভোজন করিবে। পরদিন রবি বার রাত্রিকালে উত্তম দ্বিজগণকে ভোজন করাইতে হয়। রক্তচন্দন দ্বারা একটী দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া উহার পূর্ব্বদিকে সূর্য্যদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক বিন্যাস করিবে। অগ্নিকোণে দিবাকর, দক্ষিণে বিবস্বান্, নৈর্ঋতে ভগদেব, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে মহেন্দ্র, উত্তরে আদিত্য. এবং ঈশান কোণে শান্ত দেবকে বিন্যাস করিবে। পূর্ব্বোল্লিখিত পদ্মের অষ্ট পত্রে যথাক্রমে নমস্কারপূর্ব্বক ইহাঁদিগকে বিন্যাস করিতে হয়। কর্ণিকার পূর্ব্বপত্রে সূর্য্যের অশ্বগণকে স্থাপন করিবে। দক্ষিণ পত্রে অর্য্যমাকে, পশ্চিম পত্রে মার্ত্তণ্ডকে, উত্তরে রবিদেবকে এবং কর্ণিকা-মধ্যে ভাস্করকে বিন্যাস করিবে। ১—৯। তার পর তিল, রক্তচন্দন, রক্তবর্ণ পুষ্প ও জলাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া এই মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক সেই পদ্ম প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

"হে দিবাকর! তুমি কালাত্মা, সর্ব্বভূতাত্মা, বেদাত্মা ও বিশ্বতোমুখ, তুমিহ অগ্নীন্দ্ররূপী; অতএব আমাকে পরিত্রাণ কর। হে ভাস্কর! তুমি "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মন্ত্র-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি "ইষে-ত্বোর্জ্জে" ইত্যাদি মন্ত্রস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে জ্যোতিঃপতি, বরদ! তুমি "অগ্ন আয়াহি" ইত্যাদি মন্ত্ররূপী, তোমাকে নমস্কার। এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অর্ঘ্য দানান্তে বিসর্জ্জন করিবে। রাত্রিকালে তৈলবর্জ্জিত ভোজন করিবে। এই নিয়মে বৎসরান্তে যথাশক্তি কাঞ্চন দ্বারা একটী সুন্দর পদ্ম এবং একটী দ্বিভুজ পুরুষ নির্ম্মাণ করিবে। আর সুবর্ণমণ্ডিত-শৃঙ্গী রৌপ্য-খুরবতী উত্তমা সবৎসা কপিলা গাভীকে কাংস্যনির্ম্মিত দোহনপাত্রসহ প্রদান করিতে হয়। গুড়পূর্ণ তাম্রপাত্রোপরি পূর্ব্বোক্ত পদ্ম ও পুরুষকে স্থাপন করিবে। পরে অনেকানেক ব্রতের দানপাত্র, আবরুতাঙ্গ, জিতেন্দ্রিয় অনুদ্ধত-প্রকৃতি ও বহু পরিজনশালী সৎ ব্রাহ্মণকে রক্তাম্বর-মাল্যধূপাদি রক্তোপচার দ্বারা

নমো নমঃ পাপবিনাশনায়
বিশ্বাত্মনে সপ্ততুরঙ্গমায়।
সামর্গ্যজুর্দ্ধামনিধে বিধাত্রে
ভবাব্ধিপোতায় জগৎসাবিত্রে॥ ১৬
ইত্যনেন বিধিনা সমাচরে-
দব্দমেকমিহ যস্তু মানবঃ।
সোঽধিরোহতি বিনষ্টকল্মষঃ
সূর্য্যধাম ধৃতচামরাবলিঃ॥ ১৭
ধর্ম্মসঙ্ক্ষয়মবাপ্য ভূপতিঃ
শোক-দুঃখ ভয়-রোগবর্জ্জিতঃ।
দ্বীপসপ্তকপতিঃ পুনঃপুন-
র্ধর্ম্মমূর্ত্তিরমিতৌজসা যুতঃ॥ ১৮
যা চ ভর্ত্তৃ-গুরু-দেবতৎপরা
বেদমূর্ত্তিদিননক্তমাচরেৎ।
সাপি লোকমমরেশবন্দিতা
যাতি নারদ রবের্ন সংশয়ঃ॥ ১৯
যঃ পঠেদপি শৃণোতি মানবঃ
পঠ্যমানমথবানুমোদতে।
সোঽপি শক্রভুবনস্থিতোঽমরৈঃ
পূজ্যতে বসতি চাক্ষয়ং দিবি॥ ২০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে আদিত্যবারকল্পো নাম সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৭॥

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ।
অথান্যদপি বক্ষ্যামি সংক্রান্ত্যাদ্যাপনে ফলম্।
যদক্ষয়ং পরে লোকে সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ১
অয়নে বিষুবে বাপি সংক্রান্তিব্রতমাচরেৎ।
পূর্ব্বেদ্যুরেকভক্তেন দন্তধাবনপূর্ব্বকম্।
সংক্রান্তিবাসরে প্রাতস্তিলৈঃ স্নানং বিধীয়তে
রবিসংক্রমণে ভূমৌ চন্দনেনাষ্টপত্রকম্।
পদ্মং সকর্ণিকং কুর্য্যাৎ তস্মিন্নাবাহয়েদ্রবিম্॥ ৩
কর্ণিকায়াং ন্যসেৎ সূর্য্যমাদিত্যং পূর্ব্বতস্ততঃ।
নম উষ্ণার্চ্চিষে যাম্যে নমো ঋঙ্মণ্ডলায় চ॥ ৪
নমঃ সবিত্রে নৈর্ঋত্যে বারুণে তপনং পুনঃ।

অর্চ্চনা করিয়া সুবর্ণসহ উক্ত পুরুষ ও পদ্ম দান করিবে। এই দান কার্য্য সংকল্প করিয়া করা কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা—পাপবিনাশন সাম-ঋক্-যজুর্ধামনিধি সপ্ততুরঙ্গম বিশ্বাত্মা বিধাতা ভবজলধি-পোত-রূপী জগৎসবিতা আদিত্য দেবকে নমস্কার। যে মানব এই বিধান অনুসারে এক বৎসর যাবৎ ব্রতাচরণ করে, সে কলুষহীন দেহে চামরাবলি দ্বারা বীজিত হইয়া সূর্য্যধামে আরোহণ করিয়া থাকে। পরে পুণ্যক্ষয় হইলে ধরাতলে শোক-দুঃখ-ভয়-রোগবর্জ্জিত সপ্তদ্বীপপতি ভূপতিরূপে অমিততেজে মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের ন্যায় বিরাজিত হয়। পতি, গুরু ও দেবতা-পরায়ণা রমণী যদি দিনকরবাসরে নক্ত ভোজন করে,তবে হে নারদ! সেও অমরেশ-গণে বন্দিত হইয়া রবিলোকে গমন করে। যে মানব এই বিধান পাঠ, শ্রবণ বা অনু-মোদন করে, সেও ইন্দ্রপুরে অবস্থানপূর্ব্বক অমরগণে সেবিত হইয়া স্বর্গলোকে অক্ষয় কাল অতিবাহিত করিতে পারে। ১০—২০।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৭।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

নন্দিকেশ্বর কহিলেন, যাহা সর্ব্বকাম ফলপ্রদ এবং পরলোকে অক্ষয় সুখসাধক, এক্ষণে আমি সেই সংক্রান্তিব্রতের উদ্‌যাপন-ফল বলিতেছি। অয়নে বা বিষুবে সংক্রান্তি-ব্রত করিবে। পূর্ব্বদিন যথাবিধি দন্তধাবন-পূর্ব্বক সংযতভাবে একাহারে থাকিবে। সংক্রান্তিবাসরে প্রাতঃকালে তিল দ্বারা স্নান করা বিধি। রবিসংক্রমণ-দিনে ভূতলে চন্দন দ্বারা কর্ণিকাযুক্ত অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহাতে রবিকে আবাহন করিবে। কর্ণিকায় সূর্য্যকে, তৎপূর্ব্ব দিকে আদিত্যকে, দক্ষিণে উষ্ণরশ্মিকে, নৈর্ঋতে সবিতাকে,

বায়ব্যে তু ভগং ন্যস্য পুনঃপুনরথার্চ্চয়েৎ ॥৫
মার্ত্তণ্ডমুত্তরে বিষ্ণুমীশানে বিন্যসেৎ সদা।
গন্ধ-মাল্য-ফলৈর্ভক্ষ্যৈঃ স্থণ্ডিলে পূজয়েৎ ততঃ
দ্বিজায় সোদকুম্ভশ্চ ঘৃতপাত্রং হিরণ্ময়ম্।
কমলঞ্চ যথাশক্ত্যা কারয়িত্বা নিবেদয়েৎ ॥ ৭
চন্দনোদকপুষ্পৈশ্চ দেবায়ার্ঘ্যং ন্যসেদ্ভুবি।
বিশ্বায় বিশ্বরূপায় বিশ্বধাম্নে স্বয়ম্ভুবে।
নমোঽনন্ত নমো ধাত্রে ঋক্সামযজুষাং পতে ॥৮
অনেন বিধিনা সর্ব্বং মাসি মাসি সমাচরেৎ।
বৎসরান্তেঽথবা কুর্য্যাৎ সর্ব্বং দ্বাদশধা নরঃ ॥৯
সংবৎসরান্তে ঘৃতপায়সেন
সন্তর্প্য বহ্নিং দ্বিজপুঙ্গবাংশ্চ।
কুম্ভান্ পুনর্দ্বাদশ ধেনুযুক্তান্
সরত্নহৈরণ্ময়পদ্মযুক্তান্ ॥ ১০
পয়স্বিনীঃ শীলবতীশ্চ দদ্যাদ্-
হৈমৈঃ শৃঙ্গৈ রৌপ্যখুরৈশ্চ যুক্তাঃ।
গাবোঽষ্ট বা সপ্ত সকাংস্যদোহা
মাল্যাম্বরা বা চতুরোঽপ্যশক্তঃ।
দৌর্গত্যযুক্তঃ কপিলামথৈকাং
নিবেদয়েদ্ব্রাহ্মণপুঙ্গবায় ॥ ১১
হৈমীঞ্চ দদ্যাৎ পৃথিবীং সশেষা-
মাকার্য্য রূপ্যামথ বা চ তাম্রীম্।
পৈষ্টীমশক্তঃ প্রতিমাং বিধায়
সৌবর্ণসূর্য্যেণ সম প্রদদ্যাৎ।
ন বিত্তশাঠ্যং পুরুষোঽত্র কুর্য্যাৎ
কুর্ব্বন্নধো যাতি ন সংশয়োঽত্র ॥ ১২
যাবন্মহেন্দ্রপ্রমুখৈর্নগেন্দ্রৈঃ
পৃথ্বী চ সপ্তাব্ধিযুতেহ তিষ্ঠেৎ।
তাবৎ স গন্ধর্ব্বগণৈরশেষৈঃ
সম্পূজ্যতে নারদ নাকপৃষ্ঠে ॥ ১৩
ততস্তু কর্ম্মক্ষয়মাপ্য সপ্ত-
দ্বীপাধিপঃ স্যাৎ কুলশীলযুক্তঃ।
সৃষ্টের্মুখেঽব্যঙ্গবপুঃ সভার্য্যঃ
প্রভূতপুত্রান্বয়বন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥১৪

পশ্চিমে তপনকে, বায়ুকোণে ভগদেবকে, উত্তরে মার্ত্তণ্ডকে এবং ঈশানে বিষ্ণুকে বিন্যাস করিয়া "নমঃ সূর্য্যায়" এই ক্রমে পুনঃ পুনঃ অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর গন্ধ মাল্য ফল ও ভক্ষ্য দ্রব্যদ্বারা স্থণ্ডিলেপূজা করিবে। পরে শক্ত্যনুসারে স্বর্ণময় ঘৃতপাত্র ও স্বর্ণকমল নির্ম্মাণ করাইয়া ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবে। চন্দনোদকপুষ্পযুক্ত অর্ঘ্য রচনা করিয়া সূর্য্যদেবোদ্দেশে ধরাতলে বিন্যাস করিবে। মন্ত্র যথা—যিনি বিশ্বরূপ, বিশ্বধাম, ঋক্-সাম-যজুঃপতি স্বয়ম্ভু, সেই অনন্তস্বরূপ লোক-ধাতাকে নমস্কার। এই বিধানানুসারে মাসে মাসে ব্রত আচরণ করিবে। অথবা, সংবৎসরান্তে এক সময়েই দ্বাদশমাসকর্ত্তব্য দ্বাদশটী ব্রতকর্ম্ম করিবে। ঘৃত-পায়স দ্বারা বহ্নিতে হোমানুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। দ্বাদশটী ধেনু ও দ্বাদশটী কুম্ভ, রত্নসহ হিরণ্ময়পদ্মযুক্ত করিয়া দান করিবে। সুশীলা দুগ্ধবতী গাভীকে কনক-নির্ম্মিত শৃঙ্গা-লঙ্কারে ও রৌপ্যখুরে মণ্ডিত করিয়া দান করা কর্ত্তব্য। কাংস্যদোহন-পাত্রযুক্ত সপ্ত বা অষ্ট-সংখ্যক গাভী দান করা প্রশস্ত। অশক্ত-পক্ষে মাল্য-বস্ত্র-ভূষিত চারিটী গাভীও দান করিতে হয়। দরিদ্র ব্যক্তি অন্তত পক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে একটী কপিলা গাভী দান করিবে। ১—১১। শক্ত্যনুসারে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা পিষ্ট দ্বারা বাসুকির সহিত পৃথিবীপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া সুবর্ণ-রচিত সূর্য্যমূর্ত্তি সহ প্রদান করিবে। মনুষ্য এই কার্য্যে ব্যয়সংক্ষেপ করিবে না; কারণ, তাহাতে অধোগতি হয়, সংশয় নাই। হে নারদ! এইরূপ দাতা ব্যক্তি মহেন্দ্রাদি দেবগণ; হিমালয়াদি শৈলসমূহ ও সপ্ত সাগর-সহিতা পৃথিবীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত অশেষ গন্ধর্ব্বগণে সেবিত হইয়া স্বর্গধামে বাস করে। পরে পুণ্যফল ক্ষীণ হইলে সৃষ্টির আরম্ভ কালে কুল-শীলমণ্ডিত অবি-কলাঙ্গ সপ্তদ্বীপাধিপতিরূপে বহুল পত্নী পুত্র আত্মীয় বন্ধুজনে অভিনন্দিত হইয়া থাকে।

ইতি পঠতি শৃণোতি বাথ ভক্ত্যা
বিধিমখিলং রবিসংক্রমস্য পুণ্যম্।
মতিমপি চ দদাতি সোঽপি দেবৈ-
রমরপতের্ভবনে প্রপূজ্যতে চ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সংক্রান্ত্যুদ্যাপন-
বিধির্নামাষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮ ॥

রবিসংক্রমণসম্বন্ধীয় এই পুণ্য বিধান যে জন ভক্তি সহকারে পাঠ, শ্রবণ বা অপরকে তদ্বিষয়ে মতিদান করে, সে ব্যক্তিও অন্তিমে অমরধামে সম্মানিত হয়।১২—১৫।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

নন্দিকেশ্বর উবাচ

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি বিষ্ণোর্ব্রতমনুত্তমম্।
বিভূতিদ্বাদশী নাম সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্ * ॥ ১
কার্ত্তিকে চৈত্র-বৈশাখে মার্গশীর্ষে চ ফাল্গুনে।
আষাঢ়ে বা দশম্যান্তু শুক্লায়াং লঘুভুঙ্ নরঃ।
কৃত্বা সায়ন্তনীং সন্ধ্যাং গৃহ্ণীয়ান্নিয়মং বুধঃ ॥ ২
একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
দ্বাদশ্যাং দ্বিজসংযুক্তঃ করিষ্যে ভোজনং বিভো
তদবিঘ্নেন মে যাতু সফলং স্যাচ্চ কেশব।
নমো নারায়ণায়েতি বাচ্যঞ্চ স্বপতা নিশি ॥ ৪
ততঃ প্রভাত উত্থায় কৃতস্নান-জপঃ শুচিঃ *।
পূজয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষং শুক্লমাল্যানুলেপনৈঃ ॥৫
বিভূতয়ে নমঃ পাদাবশোকায় চ জানুনী।
নমঃ শিবায়েত্যুরূ চ বিশ্বমূর্ত্তে নমঃ কটিম্ ॥ ৬
কন্দর্পায় নমো মেঢ্রমাদিত্যায় নমঃ করৌ।
দামোদরায়েত্যুদরং বাসুদেবায় চ স্তনৌ ॥ ৭
মাধবায়েত্যুরো বিষ্ণোঃ কণ্ঠমুৎকণ্ঠিনে নমঃ।
শ্রীধরায় মুখং কেশান্ কেশবায়েতি নারদ ॥ ৮
পৃষ্ঠং শার্ঙ্গধরায়েতি শ্রবণৌ বরদায় বৈ।
স্বনাম্না শঙ্খ-চক্রাসি-গদা-জলজপাণয়ে।
শিরঃ সর্ব্বাত্মনে ব্রহ্মন্ নম ইত্যভিপূজয়েৎ ॥৯
মৎস্যমুৎপলসংযুক্তং হৈমং কৃত্বা তু শক্তিতঃ।

নবনবতিতম অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—হে নারদ! এক্ষণে অনুত্তম বিষ্ণুব্রত শ্রবণ কর। বিভূতি-দ্বাদশী নামে যে ব্রত আছে, উহা সমস্ত দেবগণ কর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ যজমান, কার্ত্তিক, চৈত্র, বৈশাখ, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, কিম্বা আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে দিবাভাগে অল্পমাত্র আহার করিয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে নিয়ম গ্রহণ করিবেন। যথা,—“হে বিভো! আমি একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া জনার্দ্দনের পূজাপূর্ব্বক দ্বাদশীদিবসে অপর দ্বিজ সহ ভোজন করিব। হে কেশব! আমার এই কামনা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া ফলপ্রদ হউক।” নিশায় শয়ন সময়ে “নমো নারায়ণায়” বলিয়া শয়ন করা বিধি। পরদিন প্রভাতকালে উত্থানপূর্ব্বক শুচি হইয়া স্নান-জপাদি নিত্যক্রিয়া সমাধানান্তে শুক্ল মাল্যানুলেপনাদি দ্বারা পুণ্ডরীকাক্ষকে অর্চ্চনা করিবে। যথা,—“বিভূতয়ে নমঃ” বলিয়া ভগবানের পদদ্বয়, এই ক্রমে নমঃ শব্দ যোগ-পূর্ব্বক “আশোকায়”জানুদ্বয়, “শিবায়” উরুদ্বয়, “বিশ্বমূর্ত্তয়ে” কটি, “কন্দর্পায়” লিঙ্গ, “আদিত্যায়” করদ্বয়, “দামোদরায়” উদর, “বাসুদেবায়” স্তনদ্বয়, “মাধবায়” বক্ষঃস্থল, “উৎকণ্ঠিনে”কণ্ঠ, “শ্রীধরায়” মুখ, “কেশবায়”কেশ, “শার্ঙ্গধরায়” পৃষ্ঠ, “বরদায়” কর্ণদ্বয়, এবং হে ব্রহ্মন্ নারদ! “শঙ্খপাণয়ে” “চক্রপাণয়ে” “অসিপাণয়ে” “গদাপাণয়ে” “পদ্মপাণয়ে” ও “সর্ব্বাত্মনে নমঃ” বলিয়া বিষ্ণুর মস্তক পূজা করিবে। ১—৯। ধীমান মানব শক্ত্যনুরূপ

* সর্ব্বপাপনিসূদনমিতি পাঠান্তরম্।

* সাবিত্র্যষ্টশতং জপোদতি ক্বচিৎ পাঠ

উদকুম্ভসমাযুক্তমগ্রতঃ স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥ ১০
গুড়পাত্রং তিলৈর্যুক্তং সিতবস্ত্রাভিবেষ্টিতম্।
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদিতিহাসকথাদিনা ॥ ১১
প্রভাতায়াঞ্চ শর্ব্বর্য্যাং ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে।
সকাঞ্চনোৎপলং দেবং সোদকুম্ভং নিবেদয়েৎ
যথা ন মুচ্যসে দেব সদা সর্ব্ববিভূতিভিঃ।
তথা মামুদ্ধরাশেষ-দুঃখসংসারকর্দ্দমাৎ ॥ ১৩
দশাবতাররূপাণি প্রতিমাসং ক্রমান্মুনে।
দত্তাত্রেয়ং তথা ব্যাসমুৎপলেন সমন্বিতম্।
দদ্যাদেবং সমা যাবৎ পাষণ্ডানভিবর্জ্জয়েৎ ॥১৪
সমাপ্যৈবং যথাশক্ত্যা দ্বাদশ দ্বাদশীঃ পুনঃ।
সংবৎসরান্তে লবণ-পর্ব্বতেন সমন্বিতাম্।
শয্যাং দদ্যান্মুনিশ্রেষ্ঠ গুরবে ধেনুসংযুতাম্ ॥১৫
গ্রামঞ্চ শক্তিমান্ দদ্যাৎ ক্ষেত্রং বা ভবনান্বিতম্
গুরুং সম্পূজ্য বিধিবদ্বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥ ১৬
অন্যানপি যথাশক্ত্যা ভোজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্
তর্পয়েদ্বস্ত্রগোদানৈ রত্নৌঘধনসঞ্চয়ৈঃ।
অল্পবিত্তো যথাশক্ত্যা স্তোকং স্তোকং সমাচরেৎ
যশ্চাপ্যতীব নিঃস্বঃ স্যাদ্ভক্তিমান্ মাধবং প্রতি
পুষ্পার্চ্চনবিধানেন স কুর্য্যাদ্বৎসরদ্বয়ম্ ॥ ১৮
অনেন বিধিনা যস্তু বিভূতিদ্বাদশীব্রতম্।
কুর্য্যাৎ পাপবিনির্ম্মুক্তঃ পিতৄণাং তারয়েচ্ছতম্
জন্মনাং শতসাহস্রং ন শোকফলভাগ্‌ভবেৎ।
ন চ ব্যাধির্ভবেৎ তস্য ন দারিদ্র্যং ন বন্ধনম্।
বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা ভবেজ্জন্মনি জন্মনি ॥
যাবদ্‌যুগসহস্রাণাং শতমষ্টোত্তরং ভবেৎ।
তাবৎ স্বর্গে বসেদ্‌ব্রহ্মন্ ভূপতিশ্চ পুনর্ভবেৎ ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বিষ্ণুব্রতং নাম নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯ ॥

স্বর্ণ দ্বারা উৎপলসহ একটী মৎস্য নির্ম্মাণ করিয়া একটী জলকুম্ভের সহিত অগ্রভাগে স্থাপন করিবে। আর একটী তিলযুক্ত গুড়পূর্ণ পাত্র, শ্বেতবস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া স্থাপন করা উচিত। ইতিহাসকথাদি দ্বারা রাত্রিজাগরণ করিতে হয়। রাত্রি প্রভাত হইলে বহু পরিজনশালী ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বোক্ত কাঞ্চনরচিত উৎপল ও জলকুম্ভাদি সহ সেই দেবমূর্ত্তিটী দান করিবে। মন্ত্র যথা,—হে দেব! আপনি সর্ব্ববিভূতি হইতে কদাচ বিচ্যুত হয়েন না; আমাকে এই দুঃখময় সংসারকর্দ্দমমধ্য হইতে উদ্ধার করুন। হে মুনিবর! একবর্ষ যাবৎ প্রতিমাসে দশাবতার দত্তাত্রেয় ও ব্যাস ইহাঁদিগের এক একটী মূর্ত্তি, উৎপলসহ দান করা উচিত। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ব্রতসমাপ্তি যাবৎ পাষণ্ড জনসহ আলাপ বর্জ্জন করিতে হয়। এইরূপে দ্বাদশটী দ্বাদশী অতিবাহিত করিয়া সংবৎসরান্তে গুরুদেবকে একটী লবণপর্ব্বত, একটী ধেনু ও একপ্রস্থ শয্যা দান করিবে। শক্তিমান্ মানব গুরুকে যথাবিধি বস্ত্রালঙ্কার-ভূষণাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া গ্রাম কিম্বা ভবনযুক্ত ক্ষেত্র প্রদান করিবে। ১০—১৬। অন্যান্য দ্বিজগণকেও যথাশক্তি ভোজন করাইয়া ধন-রত্ন-বসন-ভূষণ-গোদানাদি দ্বারা পরিতোষিত করিতে হয়। দরিদ্র ব্যক্তি যথাশক্তি সংক্ষেপে এ সকল কর্ম্ম করিবে। যে জন মাধবের প্রতি অতীব ভক্তিমান্ অথচ নিতান্ত দরিদ্র, সে কেবলমাত্র পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা সহকারে দুই বৎসর যাবৎ এই ব্রত করিবে। যে জন এই বিধান অনুসারে বিভূতিদ্বাদশী ব্রতাচরণ করে, সে সর্ব্বথা পাপমুক্ত হয় এবং এক শত পিতৃপুরুষকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। শত সহস্র জন্মেও তাহার শোক, ব্যাধি, দারিদ্র্য বা বন্ধন ঘটে না; সে বৈষ্ণব কিম্বা শৈব হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! এই ব্রতের ফলে মানব অষ্টোত্তরশত সহস্র যুগ যাবৎ সুরপুরে বাস করিয়া পরে ভূপতিরূপে জন্ম লাভ করে। ১৭—২১।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

শততমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ।

পুরা রথন্তরে কল্পে রাজাসীৎ পুষ্পবাহনঃ।
নাম্না লোকেষু বিখ্যাতস্তেজসা সূর্য্যসন্নিভঃ॥ ১
তপসা তস্য তুষ্টেন চতুর্বক্ত্রেণ নারদ।
কমলং কাঞ্চনং দত্তং যথাকামগমং মুনে॥ ২
লোকৈঃ সমস্তৈর্নগর-বাসিভিঃ সহিতো নৃপঃ।
দ্বীপানি সুরলোকঞ্চ যথেষ্টং ব্যচরৎ তদা॥ ৩
কল্পাদৌ সপ্তমং দ্বীপং তস্য পুষ্করবাসিনঃ।
লোকে চ পূজিতং যস্মাৎ পুষ্করদ্বীপমুচ্যতে॥৪
দেবেন ব্রহ্মণা দত্তং যানমস্য যতোঽম্বুজম্‌।
পুষ্পবাহন মত্যাহুস্তস্মাৎ তং দেবদানবাঃ॥ ৫
নাগম্যমস্যাস্তি জগত্রয়েঽপি
ব্রহ্মাম্বুজস্থস্য তপোঽনুভাবাৎ।
পত্নী চ তস্যাপ্রতিমা মুনীন্দ্র
নারীসহস্রৈরভিতোঽভিনন্দ্যা।
নাম্না চ লাবণ্যবতী বভূব
সা পার্ব্বতীবেষ্টতমা ভবস্য॥ ৬
তস্যাত্মজানামযুতং বভূব
ধর্ম্মাত্মনামগ্র্যধনুর্দ্ধরাণাম্‌।
তদাত্মনঃ সর্ব্বমবেক্ষ্য রাজা
মুহুর্ম্মুহুর্বিস্ময়মাসসাদ।
সোঽভ্যাগতং বীক্ষ্য মুনিপ্রবীরং
প্রাচেতসং বাক্যমিদং বভাষে॥ ৭

রাজোবাচ।

কস্মাদ্বিভূতিরমলামরমর্ত্ত্যপূজ্যা
জাতা চ সর্ব্ববিজিতামরসুন্দরীণাম্‌।
ভার্য্যা মমাল্পতপসা পরিতোষিতেন
দত্তং মমাম্বুজগৃহঞ্চ মুনীন্দ্র ধাত্রা॥ ৮
যস্মিন্‌ প্রবিষ্টমাপ কোটিশতং নৃপাণাং
সামাত্যকুঞ্জররথৌঘজনাবৃতানাম্‌।
নো লক্ষ্যতে ক্ব গগনাম্বরমধ্য ইন্দু-
স্তারাগণৈরিব গতঃ পরিতঃ স্ফুরদ্ভিঃ॥

শততম অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—পুরাকালে রথন্তর কল্পে পুষ্পবাহন নামে বিখ্যাত সূর্য্যসম তেজস্বী এক রাজা ছিলেন। হে নারদ! তদীয় তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্‌ চতুরানন তাঁহাকে একটী কাঞ্চন-কমল প্রদান করেন। সেই কমল যথেচ্ছ গমানাগমনে সমর্থ এবং অতীব বৃহদাকার বলিয়া সেই রাজা নগরবাসী জনগণ সহ তন্মধ্যে বাস করত এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে এবং সুরলোকাদিতেও যথেচ্ছ বিচরণ করিতেন। কল্পের আদিকালে সেই পুষ্করবাসী রাজা যে দ্বীপে বাস করিতেন, উহা সপ্তম দ্বীপ; লোকে সবিশেষ প্রশংসিত হইত বলিয়া ক্রমে উহা পুষ্করদ্বীপ নামে খ্যাত হয়। দেব ব্রহ্মা তাহাকে একটী পদ্মপুষ্প বাহন করিয়া দিয়াছিলেন; এজন্য দেব-দানবগণ তাঁহাকে পুষ্পবাহন বলিতেন। তপঃপ্রভাবে ত্রিজগতে ব্রহ্মদত্ত-অম্বুজবাসী পুষ্পবাহন রাজার কোনও স্থান অগম্য ছিল না। হে মুনীন্দ্র! তদীয় পত্নীও রমণীসহস্রের অভিনন্দনীয়া এবং অপ্রতিমরূপগুণবতী ছিলেন। তাঁহার নাম—লাবণ্যবতী। তিনি শঙ্করের গৌরীর ন্যায় সেই পুষ্পবাহনের প্রিয়তমা ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মাত্মা ও ধনুর্দ্ধরাগ্রণী দশসহস্র পুত্র হইয়াছিল। রাজা স্বীয় এবম্বিধ সমৃদ্ধিদর্শনে মহুর্ম্মুহু বিস্মিত মনে কালাতিপাত করিতে থাকেন। একদা তিনি সমাগত প্রচেতা মুনিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে মুনীন্দ্র! বিধাতা আমার অল্পমাত্র তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া,কেন আমাকে এই অমলা বিভূতি, সুমহান্‌ সম্মান এবং সুরসুন্দরীগণেরও পরিভবকারিণী ভার্য্যা ও এই অম্বুজভবন দান করিলেন? সেই পদ্মের মধ্যে অমাত্য, কুঞ্জর ও রথাম্বুচরাদিসহ শতকোটি নৃপতি প্রবিষ্ট হইলেও গগনমধ্যতলে তারাগণপরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় উহা অতীব ক্ষীণ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব হে ভগবন্‌ প্রচেতঃ! আর অপর

তস্মাৎ কিমন্যজননীজঠরোদ্ভবেন
ধর্ম্মাদিকং কৃতমশেষফলাপ্তিহেতুঃ
ভগবন্ ময়াথ তনয়ৈরথবানয়াপি
ভদ্রং যদেতদখিলং কথয় প্রচেতঃ ॥ ১০
মুনিরভ্যধাদ্ ভবান্তরিতং সমীক্ষ্য
পৃথ্বীপতেঃ প্রসভমদ্ভুতহেতুবৃত্তম্।
জন্মাভবৎ তব তু লুব্ধকুলেঽতিঘোরে
জাতস্ত্বমপ্যনুদিনং কিল পাপকারী ॥ ১১
বপুরপ্যভূৎ তব পুনঃ পরুষাঙ্গসন্ধি-
দুর্গন্ধি সর্পভুজগাবরণং সমন্তাৎ।
নো তে সুহৃন্ন সুতবন্ধুজনো ন তাত
স্তাদৃক্ স্বসা ন জননী চ তদাভিশস্তা।
অভিসঙ্গতা পরমভীষ্টতমা
বিমুখী মহীশ তব যোষিদিয়ম্ ॥ ১২
অভূদনাবৃষ্টিরতীব রৌদ্রা
কদাচিদাহারনিমিত্তমস্মিন

ক্ষুৎপীড়িতেনাথ তদা ন কিঞ্চি-
দাসাদিতং ধান্যফলামিষাদ্যম্ ॥ ১৩
অথাভিদৃষ্টং মহদম্বুজাঢ্যং
সরোবরং পঙ্কপরীতরোধঃ।
পদ্মান্যথাদায় ততো বহূনি
গতঃ পুরং বৈদিশনামধেয়ম্ ॥ ১৪
তন্মৌল্যলাভায় পুরং সমস্তং
ভ্রান্তং ত্বয়া শেষমহস্তদাসীৎ।
ক্রেতা ন কশ্চিৎ কমলেষু জাতঃ
শ্রান্তো ভৃশং ক্ষুৎপরিপীড়িতশ্চ ॥ ১৫
উপবিষ্টস্ত্বমেকস্মিন্ সভার্য্যো ভবনাঙ্গনে।
অথ মঙ্গলশব্দশ্চ ত্বয়া রাত্রৌ মহান্ শ্রুতঃ ॥ ১৬
সভার্য্যস্তত্র গতবান যত্রাসৌ মঙ্গলধ্বনিঃ।
তত্র মণ্ডপমধ্যস্থা বিষ্ণোরর্চ্চাবলোকিতা ॥ ১৭
বেশ্যানঙ্গবতী নাম বিভূতিদ্বাদশীব্রতম্।
সমাপ্তৌ * মাঘমাসস্য লবণাচলমুত্তমম্ ॥ ১৮

জননীর জঠরে যাইয়া ফল কি? অশেষ ফল লাভ হেতু বিবিধ ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি; এক্ষণে আমার পুত্র পত্নী সহ যাহাতে পরম মঙ্গল লাভ হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ করুন। ১—১০। এই কথা শুনিয়া মুনিবর প্রচেতা চিন্তা করিয়া তদীয় জন্মান্তরীণ অদ্ভুত হেতু বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। প্রচেতা বলিলেন,—রাজন্! আপনি পূর্ব্বে অতি ঘোর ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ব্যাধ অনুদিন পাপানুষ্ঠান করিত। তাহার অঙ্গসন্ধি সকল পরুষ ও দুর্গন্ধি ছিল, এবং সে গলদেশে সর্প ধারণ করিত ও সতত নানাবিধ জন্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিত। তখন তাহার বন্ধু, সুহৃদ্, পিতা, পুত্র, জননী, ভগিনী বা কোন হিতাভিলাষিণী রমণীও ছিল না। পরন্তু এক্ষণে হে মহীপাল! এই আপনার পরম প্রিয়া অনুকূলা রমণী বিরাজমানা রহিয়াছেন। কদাচিৎ অতীব ভয়ানক অনাবৃষ্টি হয়; তখন একদা সেই ব্যাধ ক্ষুধাপীড়িত হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিল, কিন্তু ধান্য-ফল-মাংসাদি কিছুমাত্র খাদ্যসামগ্রী পাইল না। পরে সে সহসা একটী পঙ্কিলকূলশালী প্রফুল্লকমলাঢ্য সরোবর দেখিতে পাইয়া তাহা হইতে কতগুলি পদ্ম লইয়া বৈদিশ নামক নিজ পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাজন্! সেই ব্যাধরূপী আপনি তখন সেই পদ্মগুলি বিক্রয়ার্থ সমগ্র নগরীতে সমস্ত দিন ভ্রমণ করেন; পরন্তু আপনি সেই কমলকুলের কোনও ক্রেতা পাইলেন না; ক্ষুধাক্লেশে শ্রান্তিবশে ভার্য্যাসহ ভবনাঙ্গনে উপবেশন করিলেন। পরে রাত্রিকালে আপনি মহান্ মঙ্গলশব্দ শুনিতে পাইয়া ভার্য্যাসহ সেই স্থানে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া মণ্ডপমধ্যে বিষ্ণুপ্রতিমা দেখিতে পাইলেন। অনঙ্গবতী নামে এক বেশ্যা, বিভূতিদ্বাদশী ব্রতানুষ্ঠান করিত, তখন মাঘ মাসে, তাহার সেই ব্রতের এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তজ্জন্য এক্ষণে সে উত্তম লবণাচল এবং একটী শয্যা প্রস্তুত

* সমাপ্যেতি পাঠান্তরম্।

নিবেদয়ন্তী গুরবে শয্যাঞ্চোপস্করান্বিতাম্।
অলঙ্কৃত্য হৃষীকেশং সৌবর্ণামরপাদপম্ ॥ ১৯
তান্তু দৃষ্ট্বা ততস্তাভ্যামিদঞ্চ পরিচিন্তিতম্।
কিমেভিঃ কমলৈঃ কার্য্যং বরং বিষ্ণুরলঙ্কৃতঃ ॥
ইতি ভক্তিস্তদা জাতা দম্পত্যোস্ত নরাধিপ।
তৎপ্রসঙ্গাৎ সমভ্যর্চ্চ্য কেশবং লবণাচলম্।
শয্যা চ পুষ্পপ্রকরৈঃ পূজিতা ভূশ্চ সর্ব্বতঃ ॥
অথানঙ্গবতী তুষ্টা তয়োর্ধনশতত্রয়ম্।
দীয়তামাদিদেশাথ কলধৌতশতত্রয়ম্ ॥ ২২
ন গৃহীতং ততস্তাভ্যাং বহুসত্ত্বাবলম্বনাৎ।
অনঙ্গবত্যা চ পুনস্তয়োরন্নং চতুর্ব্বিধম্।
আনীয় ব্যাহৃতঞ্চাত্র ভুজ্যতামিতি ভূপতে ॥২৩
তাভ্যান্তু তদপি ত্যক্তং ভোক্ষ্যাবো বৈ বরাননে।
প্রসঙ্গাদুপবাসেন তবাদ্য সুখমাবয়োঃ ॥ ২৪

জন্মপ্রভৃতি পাপিষ্ঠৌ কুকর্ম্মাণৌ দৃঢ়ব্রতে।
তৎপ্রসঙ্গাৎ তয়োর্মধ্যে ধর্ম্মলেশস্তু তেহনঘ ॥
ইতি জাগরণং তাভ্যাং তৎপ্রসঙ্গাদনুষ্ঠিতম্।
প্রভাতে চ তয়া দত্তা শয্যা সলবণাচলা।
গ্রামাশ্চ গুরবে ভক্ত্যা বিপ্রেষু দ্বাদশৈব তু।
বস্ত্রালঙ্কারসংযুক্তা গাবশ্চ করকান্বিতাঃ ॥ ২৭
ভোজনঞ্চ সুহৃন্মিত্র-দীনান্ধকৃপণৈঃ সমম্।
তচ্চ লুব্ধকদাম্পত্যং পূজয়িত্বা বিসর্জ্জিতম্ ॥ ২৮
স ভবান্ লুব্ধকো জাতঃ সপত্নীকো নৃপেশ্বরঃ।
পুষ্করপ্রকরাৎ তস্মাৎ কেশবস্য চ পূজনাৎ ॥
বিনষ্টাশেষপাপস্য তব পুষ্করমন্দিরম্।
তস্য সত্ত্বস্য মাহাত্ম্যাদল্পেন তপসা নৃপ ॥ ৩০

করিয়া সেই হরিপ্রতিমাকে অলঙ্কার দ্বারা শোভিত করিয়া সুবর্ণনির্ম্মিত কল্পবৃক্ষ সকল দানের উদ্‌যোগ করিতেছিল। ব্যাধ সেই শ্রীহরির শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে ভক্তিপরিপ্লুত মানসে চিন্তা করিল যে, এই কমলগুলি দ্বারা আমার ফল কি? বরং ইহা দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকেই অলঙ্কৃত করা ভাল। হে নরাধিপ! সেই ব্যাধ দম্পতির তখন এই প্রকার মতি জন্মিল। সুতরাং তাহারা কমল গুলি দ্বারা সেই বিষ্ণুপ্রতিমাকে অলঙ্কৃত করিবার উপলক্ষে সেই কেশব, লবণাচল শয্যা, ও তত্রত্য ভূমিরও সর্ব্বতঃ পূজা করিল। ১১—২১। ইহাতে অনঙ্গবতী সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে তিনশত সুবর্ণমুদ্রা দানের আদেশ করিল; কিন্তু উহারা সমধিক সত্ত্বগুণাবলম্বনে সে ধন গ্রহণ করিল না। তখন অনঙ্গবতী চতুর্ব্বিধ উত্তম অন্ন আনয়নান্তে ভোজন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে অনুরোধ করিল। হে ভূপতে! ব্যাধদম্পতি কিন্তু তাহাতেও অসম্মত হইয়া কহিল,—হে বরাননে! আমরা ভোজন করিতে পারি; কিন্তু হে দৃঢ়ব্রতে! আমরা জন্মাবধি কুকর্ম্মকারী ও পাপিষ্ঠ; সুতরাং তোমার সংসর্গে আজি আমরা উপবাস করিয়াই সমধিক সুখী হইব। হে নিষ্পাপ মহারাজ! সেই কারণ তখন আপনার পুণ্যলেশ উৎপন্ন হয়। ব্যাধদম্পতি সেই অনঙ্গবতীর সঙ্গবশে সেই দিন রাত্রিকালে জাগরণ করিল। পরে প্রভাতকালে সেই অনঙ্গবতী ভক্তিপূর্ব্বক নিজ গুরুদেবকে উক্ত লবণাচল, শয্যা এবং অনেকানেক গ্রাম প্রদান করিল। দ্বাদশ জন সাধু ব্রাহ্মণকে বস্ত্র. অলঙ্কার ও কমণ্ডলু সহ বহু গাভী দান করিল। আর সুহৃদ্, মিত্র, দীন, অন্ধ ও কৃপণাদিকে বিবিধ ভোজনদানে সন্তোষ করিল এবং সেই ব্যাধদম্পতিকেও যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক বিদায় দিল। ২২—২৮। সেই ব্যাধরূপী আপনিই এক্ষণে উক্ত পুষ্করাবকিরণ-ফলে ও কেশবার্চ্চনপ্রভাবে পত্নী সহ নরপতি হইয়াছেন। হে নৃপ! আপনি যে সেই লোভ সংযম করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আপনার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়; সেই পুণ্য কার্য্য অল্প হইলেও উক্ত লোভসংযমরূপ সত্ত্বগুণ দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া এক্ষণে আপনাকে পুষ্করবাসী করিয়াছে

যথাকামগমং জাতং লোকনাথশ্চতুর্ম্মুখঃ।
সন্তুষ্টস্তব রাজেন্দ্র ব্রহ্মরূপী জনার্দ্দনঃ॥ ৩১
সাপ্যনঙ্গবতী বেশ্যা কামদেবস্য সাম্প্রতম্।
পত্নীসপত্নী সঞ্জাতা রত্যাঃ প্রীতিরিতি শ্রুতা।
লোকেষ্বানন্দজননী সকলামরপূজিতা॥ ৩২
তস্মাদুৎসৃজ্য রাজেন্দ্র পুষ্করং তন্মহীতলে।
গঙ্গাতটং সমাশ্রিত্য বিভূতিদ্বাদশীব্রতম্।
কুরু রাজেন্দ্র নির্ব্বাণমবশ্যং সমবাপ্স্যসি॥ ৩৩
নন্দিকেশ্বর উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা স মুনির্ব্রহ্মংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
রাজা যথোক্তঞ্চ পুনরকরোৎ পুষ্পবাহনঃ॥ ৩৪
ইদমাচরতো ব্রহ্মন্নখণ্ডব্রতমাচরেৎ।
যথাকথঞ্চিৎ কমলৈর্দ্বাদশ দ্বাদশীর্ম্মুনে॥ ৩৫
কর্ত্তব্যাঃ শক্তিতো দেয়া বিপ্রেভ্যো দক্ষিণানঘ
ন বিত্তশাঠ্যং কুর্ব্বীত ভক্ত্যা তুষ্যতি কেশবঃ॥

হে রাজেন্দ্র! লোকনাথ, চতুরানন, ব্রহ্মরূপী জনার্দ্দন সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে উক্ত কামগামী পুষ্কর দান করিয়াছেন। সেই অনঙ্গবতী বেশ্যাও উক্ত সৎকর্ম্মফলে সম্প্রতি কামদেবপত্নী প্রীতি নামে রতিদেবীর সপত্নীরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। ইনি লোকে আনন্দজননী এবং সকল অমরবর্গের পূজনীয়া। হে রাজেন্দ্র! অতএব এক্ষণে আপনি ভবদীয় এই পুষ্করটী মহীতলে পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গার তটভূমি আশ্রয় করিয়া বিভূতিদ্বাদশীব্রত আচরণ করুন; তাহা হইলে আপনি অবশ্যই নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিবেন। ২৯—৩৩। নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সেই মুনি এই বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। রাজা পুষ্পবাহনও যথোক্ত ব্রত আচরণ করিলেন। হে ব্রহ্মন্ নারদ! এই ব্রত আচরণ করিতে হইলে অখণ্ডিত ভাবে দ্বাদশটী দ্বাদশীতে যেকোনরূপ কমল দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিবে। হে অনঘ! শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দান করিবে। এ বিষয়ে বিত্তশাঠ্য করিতে নাই। কেশব, ভক্তি দ্বারাই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। জনগণের সকলকলুষবিদারণ এই বিভূতি দ্বাদশীব্রত-বিবরণ যে মানব ভক্তিসহকারে পাঠ বা শ্রবণ করে, কিম্বা অপর ব্যক্তির এতদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়, সে, দেবলোকে শতকোটি বৎসর বাস করিতে পারে। ৩৪—৩৭।

ইতি কলুষবিদারণং জনানা-
মপি পঠতি শৃণোতি চাথ ভক্ত্যা
মতিমপি চ দদাতি দেবলোকে
বসতি স কোটিশতানি বৎসরাণাম্॥ ৩৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বিভূতিদ্বাদশীব্রতং নাম শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০০

শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০০॥

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ব্রতষষ্টিমনুত্তমাম্।
রুদ্রেণাভিহিতাং দিব্যাং মহাপাতকনাশিনীম্॥
নক্তমব্দং চরিত্বা তু গবা সার্দ্ধং কুটুম্বিনে।
হৈমং চক্রং ত্রিশূলঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রায় বাসসী॥ ২
শিবরূপস্ততোঽস্মাভিঃ শিবলোকে স মোদতে
এতদ্দেবব্রতং নাম মহাপাতকনাশনম্॥ ৩

একাধিকশততম অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—এক্ষণে রুদ্রকথিত ষষ্টিসংখ্যক ব্রত বলিতেছি। এই দিব্যব্রত সকল মহাপাতক-বিনাশক। এক বৎসর যাবৎ নক্তব্রত করিয়া বহু পরিজনশালী দ্বিজকে বসনদ্বয়, স্বর্ণনির্ম্মিত চক্র ও ত্রিশূল সহিত একটী গাভী দান করিবে। ইহার ফলে দাতা ব্যক্তি শিবরূপধারী হইয়া আমাদিগের সহিত শিবলোকে সুখে বাস করিয়া থাকে। এই মহাপাতক-নাশক ব্রত,

যস্ত্বেকভক্তেন সমা শিবং হৈমবৃষান্বিতম্।
ধেনুং তিলময়ীং দত্ত্বাৎ স পদং যাতি শাঙ্করম্
এতদ্রুদ্রব্রতং নাম পাপশোকবিনাশনম্ ॥ ৪
যস্তু নীলোৎপলং হৈমং শর্করাপাত্রসংযুতম্।
একান্তরিতনক্তাশী সামান্তে বৃষসংযুতম্।
স বৈষ্ণবং পদং যাতি নীলাব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥
আষাঢ়াদিচতুর্ম্মাসমভ্যাঙ্গং বর্জ্জয়েন্নরঃ।
ভোজনোপস্করং * দত্ত্বাৎ স যাতি ভবনং হরেঃ
জনে প্রীতিকরং নৃণাং প্রীতিব্রতমিহোচ্যতে
বর্জ্জয়িত্বা মধৌ যস্তু দধিক্ষীরঘৃতৈক্ষবম্।
দদ্যাদ্বস্ত্রাণি সূক্ষ্মাণি রসপাত্রৈশ্চ সংযুতম্ ॥ ৭
সম্পূজ্য বিপ্রমিথুনং গৌরী মে প্রীয়তামিতি।
এতদ্গৌরীব্রতং নাম ভবানীলোকদায়কম্ ॥৮
পুষ্পাদৌ যস্ত্রয়োদশ্যাং কৃত্বা নক্তং মধৌ পুনঃ।

অশোকং কাঞ্চনং দত্ত্বাদিক্ষুযুক্তং দশাঙ্গুলম্ ॥৯
বিপ্রায় বস্ত্রসংযুক্তং প্রদ্যুম্নঃ প্রীয়তামিতি।
কল্পং বিষ্ণুপদে স্থিত্বা বিশোকঃ স্যাৎ পুনর্নরঃ
এতৎ কামব্রতং নাম সদা শোকবিনাশনম্ ॥১০
আষাঢ়াদিব্রতং যস্তু বর্জ্জয়েন্নখকর্ত্তনম্।
বার্ত্তাকুঞ্চ চতুর্ম্মাসং মধুসর্পির্ঘটান্বিতম্ ॥ ১১
কার্ত্তিক্যাং তৎ পুনর্হৈমং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ।
স রুদ্রলোকমাপ্নোতি শিবব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥১২
বর্জ্জয়েদ্যস্তু পুষ্পাণি হেমন্তশিশিরাবৃতূ।
পুষ্পত্রয়ঞ্চ ফাল্গুন্যাং কৃত্বা শক্ত্যা চ কাঞ্চনম্ ॥
দদ্যাদ্বিকালবেলায়াং প্রীয়েতাং শিব-কেশবৌ
দত্ত্বা পরং পদং যাতি সৌম্যব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥
ফাল্গুন্যাদিতৃতীয়ায়াং লবণং যস্তু বর্জ্জয়েৎ।
সমান্তে শয়নং দত্ত্বাদ্গৃহঞ্চোপস্করান্বিতম্ ॥ ১৫
সম্পূজ্য বিপ্রমিথুনং ভবানী প্রীয়তামিতি।
গৌরীলোকে বসেৎ কল্পং সৌভাগ্যব্রতমুচ্যতে

দেবব্রত নামে বিখ্যাত। যে মানব এক বর্ষ যাবৎ একাহারে থাকিয়া স্বর্ণনির্ম্মিত বৃষসহ তিলময়ী ধেনু দান করে, সে শঙ্করপদ প্রাপ্ত হয়। এই ব্রতের নাম—রুদ্রব্রত; ইহা পাপ-শোক-বিনাশক। একান্তরিত নক্ত ভোজনপূর্ব্বক যে জন মাসান্তে শর্করাপাত্রসহ হেমনির্ম্মিত নীলোৎপল ও বৃষ দান করে, সে বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে নীলা-ব্রত বলা যায়। যে নর আষাঢ়াদি মাসচতুষ্টয় যাবৎ অভ্যঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক খাদ্যসামগ্রী দান করে, সে হরিপুরে বাস করিতে পারে। এই ব্রত জনগণের প্রীতিসাধক বলিয়া ইহা প্রীতিব্রত নামে উক্ত হইয়া থাকে। চৈত্র মাসে মধু, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও ইক্ষুবিকার গুড়াদি বর্জ্জনপূর্ব্বক দ্বিজদম্পতিকে অর্চ্চনা করত "মৎপ্রতি গৌরী দেবী প্রীত হউন" এই কামনায় রস-পাত্র সহ সূক্ষ্ম বসনচয় দান করিলে মানব গৌরীলোক লাভ করিতে পারে। এই ব্রতের নাম—গৌরীব্রত। ১—৮। চৈত্র মাসে একাদশীতে নক্ত ভোজন করিয়া "প্রদ্যুম্ন মৎপ্রতি প্রীত হউন" এই কামনা সহকারে সদ্ব্রাহ্মণকে সবস্ত্র দশাঙ্গুল-পরিমিত ইক্ষুযুক্ত কাঞ্চননির্ম্মিত অশোকপুষ্প দান করিলে সেই নর শোকশূন্য হইয়া কল্পকাল যাবৎ বিষ্ণুপদে বাস করে। সতত শোক-নাশক এই ব্রত কামব্রত নামে প্রসিদ্ধ। আষাঢ় মাসাবধি চারিমাসকাল নখকর্ত্তন, ও বার্ত্তাকুভক্ষণ বর্জ্জনপূর্ব্বক কার্ত্তিকমাসে ব্রাহ্মণকে মধু ও ঘৃতপূর্ণ ঘটসহ হেমনির্ম্মিত বার্ত্তাকু নিবেদন করিবে। এরূপ করিলে রুদ্রলোক লাভ হয়। ইহার নাম শিবব্রত। যে জন হেমন্ত-শিশির ঋতুদ্বয়ে পুষ্পব্যবহার বর্জ্জনপূর্ব্বক ফাল্গুনমাসে শক্ত্যনুরূপ স্বর্ণ দ্বারা তিনটী পুষ্প নির্ম্মাণ করিয়া অপরাহ্ণ কালে "শিব ও কেশব আমার প্রতি প্রীত হউন" এই কামনায় সদ্ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। ইহার নাম—সৌম্য ব্রত। ৯—১৪। ফাল্গুন মাসের তৃতীয়া তিথি অবধি যদি লবণ বর্জ্জন করে, পরে বৎসরান্তে "ভবানী আমার প্রতি প্রীত হউন" এই কামনায় দ্বিজদম্পতিকে অর্চ্চনা

* ভোজনং পুষ্কলমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

সন্ধ্যামৌনং ততঃ কৃত্বা সমান্তে ঘৃতকুম্ভকম্।
বস্ত্রযুগ্মং তিলান্ ঘণ্টাং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ।
সারস্বতং পদং যাতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্।
এতৎ সারস্বতং নাম রূপবিদ্যাপ্রদায়কম্॥ ১৮
লক্ষ্মীমভ্যর্চ্চ্য পঞ্চম্যামুপবাসী ভবেন্নরঃ।
সমান্তে হেমকমলং দদ্যাদ্ধেনুসমন্বিতম্॥ ১৯
স বৈষ্ণবং পদং যাতি লক্ষ্মীবান্ জন্মজন্মনি।
এতৎ সম্পদ্‌ব্রতং নাম সদা পাপবিনাশনম্॥ ২০
কৃত্বোপলেপনং শম্ভোরগ্রতঃ কেশবস্য চ।
যাবদব্দং পুনর্দদ্যাদ্ধেনুং জলঘটান্বিতাম্॥ ২১
জন্মাযুতং স রাজা স্যাৎ ততঃ শিবপুরং ব্রজেৎ
এতদায়ুর্ব্রতং নাম সর্ব্বকামপ্রদায়কম্॥ ২২
অশ্বত্থং ভাস্করং গঙ্গাং প্রণম্যৈকত্র বাগ্‌যতঃ।
একভক্তং নরঃ কুর্য্যাদব্দমেকং বিমৎসরঃ॥ ২৩
এতান্তে বিপ্রমিথুনং পূজ্য ধেনুত্রয়ান্বিতম্।
বৃক্ষং হিরণ্ময়ং দদ্যাৎ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ
এতৎ কীর্ত্তিব্রতং নাম ভূতিকীর্ত্তিফলপ্রদম্॥
ঘৃতেন স্নপনং কুর্য্যাচ্ছম্ভোর্বা কেশবস্য চ।
অক্ষতাভিঃ সপুষ্পাভিঃ কৃত্বা গোময়মণ্ডলম্॥ ২৫
তিলধেনুসমোপেতং সমান্তে হেমপঙ্কজম্।
শুদ্ধমষ্টাঙ্গুলং দত্ত্বা শিবলোকে মহীয়তে।
সামগায় ততশ্চৈতৎ সামব্রতমিহোচ্যতে॥ ২৬
নবম্যামেকভক্তন্তু কৃত্বা কন্যাশ্চ শক্তিতঃ।
ভোজয়িত্বাসনং দত্ত্বা হৈমকঞ্চুকবাসসী॥ ২৭
হৈমং সিংহঞ্চ বিপ্রায় দত্ত্বা শিবপদং ব্রজেৎ।
জন্মার্ব্বুদং সুরূপঃ স্যাচ্ছত্রুভিশ্চাপরাজিতঃ।
এতদ্বীরব্রতং নাম নারীণাঞ্চ সুখপ্রদম্॥ ২৮

করিয়া সর্ব্বোপকরণযুক্ত একটী গৃহ ও এক প্রস্থ শয্যা প্রদান করে, তবে সে কল্পকাল যাবৎ গৌরীলোকে বাস করিয়া থাকে। ইহাকে সৌভাগ্যব্রত বলে। সন্ধ্যাকালে মৌনাবলম্বন করিয়া এক মাসান্তে ব্রাহ্মণকে ঘৃতকুম্ভ, বস্ত্রযুগল, তিল, ও ঘণ্টা দান করিবে। ইহাতে সারস্বত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়; তথা হইতে তাহার আর পুনরায় ইহ লোকে আসিতে হয় না। ইহার নাম সারস্বত ব্রত। এই ব্রত রূপ-বিদ্যা-প্রদায়ক। নর পঞ্চমীতে লক্ষ্মীকে অর্চ্চনা করিয়া উপবাসী থাকিবে। এক বৎসর যাবৎ এই ভাবে ব্রত করিয়া বৎসরান্তে একটী ধেনু সহ হেমনির্ম্মিত কমল দান করিতে হয়। এই সতত পাপনাশক ব্রতের নাম—সম্পদ্-ব্রত। ইহার অনুষ্ঠানে মানব বৈষ্ণব পদ লাভ করে। পরে কর্ম্মক্ষয়ান্তে ভূতলে প্রতি-জন্মেই লক্ষ্মীবান্ হইয়া থাকে।১৫—২০। শম্ভু ও কেশবের অগ্রভাগ উপলেপিত করিয়া একবৎসর যাবৎ জলপূর্ণ ঘট সহ ধেনু দান করিবে। এরূপ করিলে সেই মানব অযুত জন্ম যাবৎ রাজা হইয়া পরে শিবপুরে গমন করে। ইহার নাম—আয়ু-ব্রত; ইহা সর্ব্ব কাম-দায়ক। মানব বিমৎসর-চিত্তে এক বৎসর যাবৎ অশ্বত্থ, ভাস্কর ও গঙ্গাকে একত্র প্রণামান্তে বাক্যসংযমপূর্ব্বক একাহার করিবে। এইরূপে বৎসরান্তে, দ্বিজদম্পতিকে অর্চ্চনা করিয়া তিনটী ধেনু সহ হিরণ্ময় বৃক্ষ দান করিবে। ইহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। এই সমৃদ্ধি-কীর্ত্তিবর্দ্ধক ব্রত কীর্ত্তিব্রত নামে প্রসিদ্ধ। গোময় দ্বারা একটী মণ্ডল রচনা করিয়া পুষ্পাক্ষত দ্বারা শিব কিম্বা কেশবকে পূজা করিবে; ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবে। পরে বৎসরান্তে অষ্টাঙ্গুলপরিমিত শুদ্ধ স্বর্ণপদ্ম সহিত একটী তিলধেনু দান করিবে, ইহা সামবেদী ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। ইহার ফলে শিবলোকে সসম্মানে বাস করে। ইহার নাম—সামব্রত। নবমীতে একাহারী থাকিয়া শক্ত্যনুসারে একএকটী কন্যাকে ভোজন করাইয়া আসন, এবং হেমখচিত বস্ত্র ও কঞ্চুক দান করিবে। আর স্বর্ণনির্ম্মিত সিংহ নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহার ফলে শিবপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অযুত-জন্ম যাবৎ রূপবান্ ও শত্রুগণের অপরাজেয় হইয়া থাকে। ইহার নাম—বীরব্রত। ইহা নারীগণের সুখসাধক।

যাবৎ সমা ভবেদ্যস্তু পঞ্চদশ্যাং পয়োব্রতঃ।
সমান্তে শ্রাদ্ধকৃদ্দদ্যাৎ পঞ্চ গাস্তু পয়স্বিনীঃ ॥২৯
বাসাংসি চ পিশঙ্গানি * জলকুম্ভযুতানি চ।
স যাতি বৈষ্ণবং লোকং পিতৃণাং তারয়েচ্ছতম্
কল্পান্তে রাজরাজঃ স্যাৎ পিতৃব্রতমিদং স্মৃতম্
চৈত্রাদিচতুরো মাসান্ জলং দদ্যাদযাচিতম্।
ব্রতান্তে মণিকং দদ্যাদন্নবস্ত্রসমন্বিতম্ ॥ ৩১
তিলপাত্রং হিরণ্যঞ্চ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
কল্পান্তে ভূপতির্নমানন্দব্রতমুচ্যতে ॥ ৩২
পঞ্চামৃতেন স্নপনং কৃত্বা সংবৎসরং বিভোঃ।
বৎসরান্তে পুনর্দদ্যাদ্ধেনুং পঞ্চামৃতেন হি ॥৩৩
বিপ্রায় দদ্যাচ্ছঙ্খঞ্চ স পদং যাতি শাঙ্করম্।
রাজা ভবতি কল্পান্তে ধৃতিব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ৩৪
বর্জ্জয়িত্বা পুমান্ মাংসমব্দান্তে গোপ্রদো ভবেৎ

একবৎসর যাবৎ পূর্ণিমা তিথিতে দুগ্ধ মাত্র ভোজনপূর্ব্বক বৎসরান্তে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়া জলকুম্ভ ও পিঙ্গলবর্ণ বস্ত্র সহিত পাঁচটী দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। ইহার ফলে সেই নর বিষ্ণুপুরে গমন করে। তাহার পূর্ব্বতন শত পুরুষ নরক হইতে ত্রাণ পায়। পরে এক কল্প অতীত হইলে ধরণী-তলে চক্রবর্ত্তী নৃপতি হইয়া থাকে। এই ব্রতের নাম—পিতৃব্রত। ২১—৩০। চৈত্রাদি চারি মাস যাবৎ অযাচিতভাবে জল প্রদান করিবে। পরে ব্রতশেষ-দিবসে অন্ন-বস্ত্র সহিত একটী মণিক (জালা) এবং স্বর্ণ সহ তিলপাত্র দান করিবে। ইহার ফলে ব্রহ্মলোকে সসম্মানে বাস করিতে পারে এবং কল্পকালান্তে ভূপতি হইয়া থাকে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাকে আনন্দব্রত বলা যায়। পঞ্চামৃত দ্বারা সম্বৎসর যাবৎ বিভুকে স্নান করাইবে। অন্তিম দিনে ব্রাহ্মণকে পঞ্চামৃত সহ ধেনু ও শঙ্খ দান করিবে। ইহাতে মানব শঙ্কর-পদে গমন করে। অতঃপর কল্পান্তে রাজা হইয়া থাকে। ইহা ধৃতব্রত। মানব

---

* বরার্হাণীতি পাঠান্তরম্।

তদ্বদ্ধেমমৃগং দদ্যাৎ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ।
অহিংসাব্রতমিত্যুক্তং কল্পান্তে ভূপতির্ভবেৎ ॥
মাঘমাস্যুষসি স্নানং কৃত্বা দাম্পত্যমর্চ্চয়েৎ।
ভোজয়িত্বা যথাশক্ত্যা মাল্য-বস্ত্র-বিভূষণৈঃ।
সূর্য্যলোকে বসেৎ কল্পং সূর্য্যব্রতমিদং স্মৃতম্
আষাঢ়াদি চতুর্ম্মাসং প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নরঃ।
বিপ্রেষু ভোজনং দদ্যাৎ কার্ত্তিক্যাং গোপ্রদো ভবেৎ।
স বৈষ্ণবং পদং যাতি বিষ্ণুব্রতমিদং শুভম্ ॥ ৩৭
অয়নাদয়নং যাবদ্বর্জ্জয়েৎ পুষ্পসর্পিষী।
তদন্তে পুষ্পদামানি ঘৃতধেন্বা সহৈব তু ॥ ৩৮
দত্ত্বা শিবপদং গচ্ছেদ্বিপ্রায় ঘৃতপায়সম্।
এতচ্ছীলব্রতং নাম শীলারোগ্যফলপ্রদম্ ॥৩৯
সন্ধ্যাদীপপ্রদো যস্তু সমাং তৈলং বিবর্জ্জয়েৎ।
সমান্তে দীপিকাং দদ্যাচ্চক্র-শূলে চ কাঞ্চনে ॥
বস্ত্রযুগ্মঞ্চ বিপ্রায় তেজস্বী স ভবেদিহ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি দীপ্তিব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ৪১

মাংস বর্জ্জনপূর্ব্বক বৎসরান্তে হেমনির্ম্মিত মৃগ এবং গাভী প্রদান করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয় এবং কল্পান্তে ভূপতি হইয়া থাকে। মাঘ মাসে প্রত্যূষকালে স্নান করিয়া যথাশক্তি মাল্য-বস্ত্র-বিভূষণাদি দ্বারা দম্পতির অর্চ্চনা করিবে। তাহাতে সূর্য্য-লোকে কল্প কাল বাস হয়। ইহা সূর্য্যব্রত। নর আষাঢ়াদি চারি মাস প্রাতঃস্নায়ী হইবে। কার্ত্তিক মাসে গাভী প্রদান করিবে। ইহাতে বৈষ্ণবপদে যাইতে পারে। ইহা শুভদায়ক বিষ্ণুব্রত। এক অয়নাবধি অন্য অয়ন-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত পুষ্প ও ঘৃত বর্জ্জন করিবে। তদন্তে ব্রাহ্মণকে ঘৃত-পায়স ভোজন করাইয়া ঘৃত-ধেনুসহ কুসুমদামচয় প্রদান করিতে হয়। ইহাতে শিবপদপ্রাপ্তি হয়। ইহা শীলা-রোগ্য-ফলদায়ক শীলব্রত। যে মানব সন্ধ্যা-কালে দীপ প্রদানপূর্ব্বক এক বৎসর যাবৎ তৈল বর্জ্জন করে, বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ-নির্ম্মিত চক্র ও শূল, দীপিকা এবং বস্ত্রযুগ্ম দান করে, সে ইহলোকে তেজস্বী হয়;

কার্ত্তিক্যাদিতৃতীয়ায়াং প্রাশ্য গোমূত্রযাবকম্।
নক্তং চরেদব্দমেকমব্দান্তে গোপ্রদো ভবেৎ॥
গৌরীলোকে বসেৎ কল্পং ততো রাজা ভবেদিহ
এতদ্রুদ্রব্রতং নাম সদা কল্যাণকারকম্॥ ৪৩
বর্জ্জয়েচ্চৈত্রমাসে চ যশ্চ গন্ধানুলেপনম্।
শুক্তিং গন্ধভৃতাং দত্ত্বা বিপ্রায় সিতবাসসী
বারুণং পদমাপ্নোতি দৃঢ়ব্রতমিদং স্মৃতম্॥ ৪৪
বৈশাখে পুষ্পলবণং বর্জ্জয়িত্বাথ গোপ্রদঃ।
ভূত্বা বিষ্ণুপদে কল্পং স্থিত্বা রাজা ভবেদিহ।
এতৎ কান্তিব্রতং নাম কান্তিকীর্ত্তিফলপ্রদম্॥৪৫
ব্রহ্মাণ্ডং কাঞ্চনং কৃত্বা তিলরাশিসমন্বিতম্।
ত্র্যহং তিলপ্রদো ভূত্বা বহ্নিং সন্তর্প্য সদ্বিজম্॥
সম্পূজ্য বিপ্রদাম্পত্যং মাল্য-বস্ত্র-বিভূষণৈঃ।
শক্তিতস্ত্রিপলাদূর্দ্ধং বিশ্বাত্মা প্রীয়তামিতি॥ ৪৭
পুণ্যেঽহ্নি দদ্যাৎ স পরং ব্রহ্ম যাত্যপুনর্ভবম্।
এতদ্ব্রহ্মব্রতং নাম নির্ব্বাণপদদায়কম্॥ ৪৮
যশ্চোভয়মুখীং দদ্যাৎ প্রভূতকনকান্বিতাম্।
দিনং পয়োব্রতস্তিষ্ঠেৎ স যাতি পরমং পদম্।
এতদ্ধেনুব্রতং নাম পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৪৯
ত্র্যহং পয়োব্রতে স্থিত্বা কাঞ্চনং কল্পপাদপম্।
পলাদূর্দ্ধং যথাশক্ত্যা তণ্ডুলৈস্তূপসংযুতম্।
দত্ত্বা ব্রহ্মপদং যাতি কল্পব্রতমিদং স্মৃতম্॥৫০
মাসোপবাসী যো দদ্যাদ্ধেনুং বিপ্রায় শোভনাম্
স বৈষ্ণবং পদং যাতি ভীমব্রতমিদং স্মৃতম্॥৫১
দদ্যাদ্বিংশৎপলাদূর্দ্ধং মহীং কৃত্বা তু কাঞ্চনীম্।
দিনং পয়োব্রতস্তিষ্ঠেদ্রুদ্রলোকে মহীয়তে।
ধরাব্রতমিদং প্রোক্তং সপ্তকল্পশতানুগম্॥ ৫২
মাঘে মাসেঽথবা চৈত্রে গুড়ধেনুপ্রদো ভবেৎ
গুড়ব্রতস্তৃতীয়ায়াং গৌরীলোকে মহীয়তে।

দেহান্তে রুদ্রলোক লাভ করে। ইহাকে দীপ্তিব্রত বলা যায়।৩১—৪১। কার্ত্তিকমাসের তৃতীয়াবধি গোমূত্রসিদ্ধ যাবক প্রাশনপূর্ব্বক নক্তভোজন করিয়া অতিবাহিত করিবে। সংবৎসরান্তে গাভী প্রদান করিবে। ইহাতে কল্পকাল গৌরীলোকে বাস করিয়া পরে ইহলোকে রাজা হইতে পারে। এই রুদ্রব্রত সতত কল্যাণকারক। চৈত্রমাসে গন্ধানুলেপন বর্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণকে শুক্ল বস্ত্রদ্বয় এবং গন্ধপূর্ণ শুক্তিদান করিলে বারুণ পদপ্রাপ্তি হয়। ইহার নাম দৃঢ়ব্রত। বৈশাখ মাসে পুষ্প ও লবণব্যবহার পরিত্যাগপূর্ব্বক শেষ দিবসে ব্রাহ্মণকে গো প্রদান করিলে বিষ্ণুপদে কল্পকাল বাস করিয়া ইহলোকে রাজা হয়। ইহার নাম কান্তিব্রত। ইহা কান্তি-কীর্ত্তি-ফলপ্রদায়ক। শক্ত্যনুসারে তিন পলের অধিক সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ডপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাইবে। পুণ্যদিনে বহ্নিতে হোমকরিয়া বস্ত্রমাল্যবিভূষণাদি দ্বারা দ্বিজদম্পতিকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক "বিশ্বাত্মা প্রীত হউন" এই বলিয়া সেই প্রতিমা দান করিবে। তিন দিন যাবৎ তিলপ্রদান করিবে। ইহাতে মানব পুনঃপতন-রহিত পরম ব্রহ্মধামে গমন করে। ইহার নাম—ব্রহ্মব্রত। ইহা নির্ব্বাণপদদায়ক। যেজন প্রভূত কনক সহিত উভয়মুখী অর্থাৎ অর্দ্ধপ্রসূতা গাভী দান করে এবং সেই দিন দুগ্ধমাত্র আহার করিয়া যাপন করে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম ধেনুব্রত; ইহার আচরণে পুনরায় ইহ সংসারে আগমন দুর্লভ হইয়া পড়ে। তিন দিন যাবৎ দুগ্ধাহারে থাকিয়া যথাশক্তি একপলাধিক কাঞ্চননির্ম্মিত কল্পপাদপ তণ্ডুলস্তূপোপরি স্থাপনপূর্ব্বক দান করিলে ব্রহ্মপদে গমন করে। ইহা কল্পব্রত। ৪২—৫০। একমাস যাবৎ উপবাস করিয়া যদি ব্রাহ্মণকে শোভনা গাভী দান করে, তবে বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে ভীমব্রত বলা যায়। বিংশতিপলাধিক কাঞ্চন দ্বারা নির্ম্মিত মহীপ্রতিমা দান করিয়া সেই দিন দুগ্ধমাত্র আহারে অতিবাহিত করিবে। ইহাতে সপ্ত কল্পকাল রুদ্রালোকে বসতি করিতে পারে। ইহার নাম—ধরাব্রত। মাঘ অথবা চৈত্র মাসে তৃতীয়া তিথিতে গুড়ধেনু প্রদান করিয়া গুড়াহারে থাকিবে। ইহাতে গৌরীলোকে বাস হয়। ইহাকে

মহাব্রতমিদং নাম পরমানন্দকারকম্॥ ৫৩
পক্ষোপবাসী যো দদ্যাদ্বিপ্রায় কপিলাদ্বয়ম্
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি দেবাসুরসুপূজিতম্।
কল্পান্তে রাজরাজঃ স্যাৎ প্রভাব্রতমিদং স্মৃতম্
বৎসরন্ত্বেকভক্তাশী সভক্ষ্যজলকুম্ভদঃ।
শিবলোকে বসেৎ কল্পং প্রাপ্তিব্রতমিদং স্মৃতম্
নক্তাশী চাষ্টমীষু স্যাদ্বৎসরান্তে চ ধেনুদঃ।
পৌরন্দরং পুরং যাতি সুগতিব্রতমুচ্যতে॥ ৫৬
বিপ্রায়েন্ধনদো যস্তু বর্ষাদিচতুরো ঋতূন্।
ঘৃতধেনুপ্রদোঽন্তে চ স পরং ব্রহ্ম গচ্ছতি।
বৈশ্বানরব্রতং নাম সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥ ৫৭
একাদশ্যাঞ্চ নক্তাশী যশ্চক্রং বিনিবেদয়েৎ।
সমাস্তে বৈষ্ণবং হৈমং স বিষ্ণোঃ পদমাপ্নুয়াৎ।
এতৎ কৃষ্ণব্রতং নাম কল্পান্তে রাজ্যভাগ্ভবেৎ
পায়সাশী সমান্তে তু দদ্যাদ্বিপ্রায় গোযুগম্।
লক্ষ্মীলোকমবাপ্নোতি হ্যেতদ্দেবীব্রতং স্মৃতম্॥
সপ্তম্যাং নক্তভুগ্দদ্যাৎ সমান্তে গাং পয়স্বিনীম্
সূর্য্যলোকমবাপ্নোতি ভানুব্রতমিদং স্মৃতম্॥ ৬০
চতুর্থ্যাং নক্তভুগ্দদ্যাদন্তে হেমবারণম্।
ব্রতং বৈনায়কং নাম শিবলোকফলপ্রদম্॥ ৬১
মহাফলানি যস্ত্যক্ত্বা চতুর্মাসং দ্বিজাতয়ে।
হৈমানি কার্ত্তিকে দদ্যাদ্গোযুগেন সমন্বিতম্।
এতৎ ফলব্রতং নাম বিষ্ণুলোকফলপ্রদম্॥ ৬২
যশ্চোপবাসী সপ্তম্যাং সমান্তে হৈমপঙ্কজম্।
গাবশ্চ শক্তিতো দদ্যাদ্ধেমান্নঘটসংযুতাঃ।
এতৎ সৌরব্রতং নাম সূর্য্যলোকফলপ্রদম্॥ ৬৩
দ্বাদশ দ্বাদশীর্যস্তু সমাপ্যোপোষণেন চ।
গোবস্ত্র-কাঞ্চনৈর্বিপ্রান পূজয়েচ্ছক্তিতো নরঃ
পরমং পদমাপ্নোতি বিষ্ণুব্রতমিদং স্মৃতম্॥ ৬৪

পরমানন্দদায়ক, মহাব্রত বলে। এক পক্ষ উপবাসী থাকিয়া ব্রাহ্মণকে দুইটী কপিলা গাভী দান করিবে। ইহার ফলে দেবাসুর-পূজিত ব্রহ্মলোক লাভ হয়। পরে কল্পান্তে চক্রবর্ত্তী মহীপতি হইয়া থাকে। ইহা প্রভা-ব্রত নামে বিখ্যাত। এক বৎসর যাবৎ প্রতিদিন একাহারী থাকিয়া খাদ্য দ্রব্যসহ এক একটী জলকুম্ভ দান করিবে। ইহাতে কল্পকাল শিবলোকে বসতিলাভ হয়। ইহাকে প্রাপ্তিব্রত বলে। প্রতি অষ্টমীতে নক্তাশী থাকিয়া বৎসরান্তে ধেনু দান করিবে। ইহাতে পুরন্দরপুরে গতি হয়। ইহাকে সুগতিব্রত বলা যায়। যদি বর্ষাদি চারি ঋতু যাবৎ প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে ইন্ধন দান করে এবং অন্তিম দিনে একটী ঘৃত-ধেনু প্রদান করে, তবে সেই নর পর ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। ইহার নাম—বৈশ্বানর ব্রত। ইহা সর্ব্বপাপের বিনাশক। যে ব্যক্তি একাদশীতে নক্ত ভোজনপূর্ব্বক, বৎসরান্তে বৈষ্ণবকে স্বর্ণবিনির্ম্মিত চক্র প্রদান করে, সে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয় এবং কল্প কাল পরে রাজ্য-ভাগী হইয়া থাকে। ইহার নাম কৃষ্ণব্রত। প্রতিদিন পায়সাশী থাকিয়া এক বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে দুইটী গাভী দান করিবে। ইহাতে লক্ষ্মীলোক লাভ হয়। ইহা দেবীব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সপ্তমীতে নক্তভোজী হইয়া সংবৎসরান্তে দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। ইহাতে সূর্য্যলোকপ্রাপ্তি হয়। ইহা ভানুব্রত।৫১—৬০। চতুর্থীতে নক্ত ভোজনপূর্ব্বক বৎসরান্তে সুবর্ণনির্ম্মিত হস্তী দান করিবে। ইহা বৈনায়কব্রত; ইহাতে শিবলোকপ্রাপ্তি হয়। যে জন আষাঢ়াদি চারি মাস মহাফল সকল বর্জ্জনপূর্ব্বক কার্ত্তিক মাসে ব্রাহ্মণকে দুইটী গাভী সহ বর্জ্জিত ফল-সম-সংখ্যক হৈম ফল দান করে, সে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। ইহা ফলব্রত নামে প্রসিদ্ধ। প্রতি সপ্তমীতে উপবাসী থাকিয়া সংবৎসরান্তে যথাশক্তি স্বর্ণনির্ম্মিত পঙ্কজ সহিত গাভী, অন্ন, ঘট ও স্বর্ণ দান করিলে সূর্য্যলোক লাভ হয়। ইহার নাম—সৌরব্রত। দ্বাদশ মাসের দ্বাদশটী দ্বাদশীতে উপবাসী পূর্ব্বক ব্রত সমাপন করিয়া শক্ত্যনুসারে গো, বস্ত্র, কাঞ্চনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিলে পরমপদ লাভ হয়। ইহা বিষ্ণু-

কার্ত্তিক্যাঞ্চ বৃষোৎসর্গং কৃত্বা নক্তং সমাচরেৎ।
শৈবং পদমবাপ্নোতি বার্ষব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥৬৫
কৃচ্ছ্রান্তে গোপ্রদঃ কুর্য্যাদ্ভোজনং শক্তিতঃ পদম্
বিপ্রাণাং শাঙ্করং যাতি প্রাজাপত্যমিদং ব্রতম্
চতুর্দ্দশ্যাস্তু নক্তাশী সমান্তে গোধনপ্রদঃ।
শৈবং পদমবাপ্নোতি ত্রৈয়ম্বকমিদং ব্রতম্ ॥ ৬৭
সপ্তরাত্রোষিতো দদ্যাদ্ঘৃতকুম্ভং দ্বিজাতয়ে।
ঘৃতব্রতমিদং প্রাহুর্ব্রহ্মলোকফলপ্রদম্ ॥ ৬৮
আকাশশায়ী বর্ষাসু ধেনুমন্তে পয়স্বিনীম্।
শক্রলোকে বসেন্নিত্যমিন্দ্রব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥৬৯
অনগ্নিপক্কমশ্নাতি তৃতীয়ায়ান্তু যো নরঃ।
গাং দত্ত্বা শিবমভ্যেতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্।
ইহ চানন্দকৃৎ পুংসাং শ্রেয়োব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥৭০
হৈমং পলদ্বয়াদূর্দ্ধং রথমশ্বযুগান্বিতম্।
দদৎ কৃতোপবাসঃ স্যাদ্দিবি কল্পশতং বসেৎ।
কল্পান্তে রাজরাজঃ স্যাদশ্বব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥৭১
তদ্বদ্ধেমরথং দদ্যাৎ করিভ্যাং সংযুতং নরঃ।
সত্যলোকে বসেৎ কল্পং সহস্রমথ ভূপতিঃ।
ভবেদুপোষিতো ভূত্বা করিব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥৭২
উপবাসং পরিত্যজ্য সমান্তে গোপ্রদো ভবেৎ
যক্ষাধিপত্যমাপ্নোতি সুখব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥৭৩
নিশি কৃত্বা জলে বাসং প্রভাতে গোপ্রদো ভবেৎ
বারুণং লোকমাপ্নোতি বরুণব্রতমুচ্যতে ॥ ৭৪
চান্দ্রায়ণঞ্চ যঃ কুর্য্যাদ্ধেমচন্দ্রং নিবেদয়েৎ।
চন্দ্রব্রতমিদং প্রোক্তং চন্দ্রলোকফলপ্রদম্ ॥৭৫
জ্যৈষ্ঠে পঞ্চতপাঃ সায়ং হেমধেনুপ্রদো দিবম্ ॥
যাত্যষ্টমী-চতুর্দ্দশ্যো রুদ্রব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ৭৬
সকৃদ্বিতানকং কুর্য্যাৎ তৃতীয়ায়াং শিবালয়ে।
সমান্তে ধেনুদো যাতি ভবানীব্রতমুচ্যতে ॥৭৭

ব্রত। কার্ত্তিকমাসে বৃষোৎসর্গ করিয়া নক্ত-ভোজন করিবে। ইহাতে শৈবপদ লাভ হয়। ইহা বার্ষব্রত। কৃচ্ছ্রব্রত আচরণান্তে গাভী প্রদান করিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। ইহাতে শঙ্করপদ লাভ করা যায়। ইহা প্রাজাপত্য ব্রত। চতুর্দ্দশীতে নক্তাশী থাকিয়া বৎসরান্তে গোধন প্রদান করিলে মানব শৈবপদ লাভে সমর্থ হয়। ইহা ত্রৈয়ম্বক ব্রত। সপ্তরাত্র যাবৎ উপবাসী থাকিয়া দ্বিজাতিকে ঘৃতকুম্ভ প্রদান করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। ইহাকে ঘৃত-ব্রত বলে। বর্ষাকালে আকাশশায়ী হইয়া শেষ দিবসে পয়স্বিনী ধেনু দান করিলে নিয়ত শক্রলোকে বাস করিতে পারে। ইহা ইন্দ্রব্রত। তৃতীয়াতে অগ্নিপক্কবর্জ্জিত ভোজনপূর্ব্বক গোদান করিলে শিবসমীপে গমন করে। তাহার আর পুনঃপতনের সম্ভাবনা থাকে না। এই ব্রত ইহকালেও জনগণের আনন্দকর। ইহার নাম শ্রেয়ো-ব্রত। ৬১—৭০। দুই পলের অধিক সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত অশ্বদ্বয়ান্বিত রথ দান করিয়া উপবাসী থাকিবে। ইহাতে দেবলোকে শতকল্প কাল বাস করিয়া ইহলোকে রাজ-রাজ হইতে পারে। ইহা অশ্বব্রত। পূর্ব্ব-বৎ হস্তিদ্বয়-যোজিত হৈম রথ দানান্তে উপবাস করিলে নর সহস্র কল্পকাল সত্য-লোকে বাস করিয়া পরে ভূপতি হইয়া থাকে। ইহা করি-ব্রত। এক বৎসর যাবৎ উপবাস পরিত্যাগ করিয়া অন্তিম দিনে গাভী প্রদান করিবে, ইহাতে যক্ষাধিপত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা সুখব্রত। রাত্রিতে জলে বাস করিয়া প্রভাতকালে গাভী দান করিবে। ইহাতে বরুণলোক লাভ হয়। ইহা বারুণ-ব্রত নামে উক্ত হইয়া থাকে। চান্দ্রায়ণ করিয়া সুবর্ণনির্ম্মিত চন্দ্রপ্রতিমা প্রদান করিবে। এই ব্রত চন্দ্রলোক-ফলদায়ক; ইহাকে চন্দ্রব্রত বলে। জ্যৈষ্ঠমাসে অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীদিবসে পঞ্চতপা হইয়া সায়ংকালে হেমধেনু প্রদান করিবে। ইহাতে স্বর্গবাস হয়। ইহা রুদ্রব্রত। প্রতি তৃতীয়া তিথিতে শিবালয়ে এক একখানি চন্দ্রাতপ খাটাইবে। বৎসরান্তে ধেনু দান করিবে। ইহা ভবানী-ব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহার ফলে ভবানী-

মাঘে নিশ্যার্দ্রবাসাঃ স্যাৎ সপ্তম্যাং গোপ্রদো ভবেৎ
দিবি কল্পমুষিত্বেহ রাজা স্যাৎ পবনং ব্রতম্ ॥৭৮
ত্রিরাত্রোপোষিতো দদ্যাৎ ফাল্গুন্যাং ভবনং শুভম্
আদিত্যলোকমাপ্নোতি ধামব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥
ত্রিসন্ধ্যং পূজ্য দাম্পত্যমুপবাসী বিভূষণৈঃ।
অন্নং গাবঃ সমাপ্নোতি মোক্ষমিন্দ্রব্রতাদিহ ॥৮০
দত্ত্বা সিতদ্বিতীয়ায়ামিন্দোর্লবণভাজনম্।
সমাপ্তে গোপ্রদো যাতি বিপ্রায় শিবমন্দিরম্
কল্পান্তে রাজরাজঃ স্যাৎ সোমব্রতমিদং স্মৃতম্
প্রতিপদ্যেকভক্তাশী সমাপ্তে কপিলাপ্রদঃ।
বৈশ্বানরপদং যাতি শিবব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ৮২
দশম্যামেকভক্তাশী সমাপ্তে দশধেনুদ।
দিশশ্চ কাঞ্চনৈর্দদ্যাদ্‌ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির্ভবেৎ।
এতদ্বিশ্বব্রতং নাম মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৮৩

—

সন্নিধানে বাস হয়। ...
আর্দবস্ত্রে অবস্থানপূর্ব্বক সপ্তমীতে গো প্রদান করিলে দেবলোকে কল্পকাল বাস করিয়া পরে ভূলোকে রাজা হইতে পারে। ইহা পবনব্রত। ফাল্গুন মাসে রাত্রিত্রয় উপবাসী থাকিয়া শুভ ভবন দান করিবে। ইহাতে আদিত্যলোক লাভ হয়, ইহা ধামব্রত। উপবাসী থাকিয়া ত্রিসন্ধ্যায় দ্বিজদম্পতীকে বিভূষণাদি দ্বারা পূজান্তে অন্ন সহিত গো দান করিলে মোক্ষ লাভ হয়। ইহা ইন্দ্রব্রত।৭১—৮০। শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে চন্দ্রোদ্দেশে লবণপূর্ণ পাত্র উৎসর্গ করিয়া বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে গো প্রদান করিলে, শিবমন্দিরে কল্পকাল বাসপূর্ব্বক রাজরাজ হয়। ইহা সোমব্রত। প্রতি প্রতিপদ্ তিথিতে একাহারপূর্ব্বক বৎসরান্তে কপিলা প্রদান করিবে। ইহাতে বৈশ্বানরপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা শিবব্রত। প্রতি দশমীতে একভক্তাশী হইয়া সংবৎসরান্তে কাঞ্চন-নির্ম্মিত দশদিক্-প্রতিমা সহ দশটী ধেনু দান করিলে ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি হইতে পারে। ইহা মহা-

যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি ব্রতষষ্টিমনুত্তমাম্।
মন্বন্তরশতং সোঽপি গন্ধর্ব্বাধিপতির্ভবেৎ ॥৮৪
ষষ্টিব্রতং নারদ পুণ্যমেতৎ
তবোদিতং বিশ্বজনীনমন্তৎ।
শ্রোতুং তবেচ্ছা তদুদীরয়ামি
প্রিয়েষু কিং বাকথনীয়মস্তি ॥ ৮৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ষষ্টিব্রতমাহাত্ম্যং নামৈকাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ।
নৈর্ম্মল্যং ভাবশুদ্ধিশ্চ বিনা স্নানং ন বিদ্যতে।
তস্মান্মনোবিশুদ্ধ্যর্থং স্নানমাদৌ বিধীয়তে ॥ ১
অনুদ্ধৃতৈরুদ্ধৃতৈর্বা জলৈঃ স্নানং সমাচরেৎ।
তীর্থঞ্চ কল্পয়েদ্বিদ্বান্ মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ।
নমো নারায়ণায়েতি মূলমন্ত্র উদাহৃতঃ ॥ ২

পাতকনাশক বিশ্বব্রত নামে বিখ্যাত। এই ষষ্টিব্রত-বিধি যে ব্যক্তি পাঠ বা শ্রবণ করে, সেও শত মন্বন্তর যাবৎ গন্ধর্ব্বাধিপতি হইয়া থাকে। হে নারদ! তোমাকে এই ষষ্টিব্রত বলিলাম। জগতের হিতকর অপর কিছু শুনিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহাও বলিতেছি। প্রিয়জনে কিবা অবক্তব্য আছে? ৮১—৮৫।

একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০১।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—স্নান ব্যতীত নৈর্ম্মল্য এবং ভাবশুদ্ধি কিছুতেই হইবার নহে; সুতরাং মনঃশুদ্ধির জন্য সর্ব্বাগ্রেই স্নান করা কর্ত্তব্য; উদ্ধৃত বা অনুদ্ধৃত জল দ্বারা স্নান করিবে। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি স্নানীয় জলকে মূলমন্ত্র দ্বারা তীর্থ বলিয়া কল্পনা করিবে। 'নমো নারায়ণায়' ইহাই মূলমন্ত্র-

দর্ভপাণিস্তু বিধিনা আচান্তঃ প্রযতঃ শুচিঃ।
চতুর্হস্তসমাযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ।
প্রকল্প্যাবাহয়েদ্গঙ্গামেভির্মন্ত্রৈর্বিচক্ষণঃ॥ ৩
বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
ত্রাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদা জন্মমরণান্তিকাৎ॥ ৪
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ
দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি॥৫
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
দক্ষা পৃথ্বী চ বিহগা বিশ্বকায়ামৃতা শিবা॥ ৬
বিদ্যাধরী সুপ্রশান্তা তথা বিশ্বপ্রসাদিনী।
ক্ষেমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী॥৭
এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্ত্তয়েৎ।
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥ ৮
সপ্তবারাভিজপ্তেন করসম্পূটযোজিতঃ।
মূর্দ্ধ্নি কুর্য্যাজ্জলং ভূয়স্ত্রিচতুঃপঞ্চসপ্তকম্।
স্নানং কুর্য্যান্মৃদা তদ্বদামন্ত্র্য তু বিধানতঃ॥ ৯

রূপে কীর্ত্তিত। স্নানার্থী বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রযত ও শুচি হইয়া যথারীতি আচমনান্তে জলমধ্যে চতুর্দ্দিকের চতুর্হস্ত-পরিমিত স্থানে তীর্থ কল্পনা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে গঙ্গাকে আবাহন করিবে; মন্ত্র যথা—তুমি বিষ্ণুপদে প্রসূতা, বিষ্ণুদেবতা; আমাদিগকে জনন-মরণান্তিক পাপ হইতে পরিত্রাণ কর। হে দেবি! বায়ু বলিয়াছেন,—স্বর্গে, ভূতলে ও অন্তরীক্ষে সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থ বিদ্যমান। হে জাহ্নবি! সেই সকল তীর্থই একাধারে তোমাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেবলোকে তুমি নন্দিনী ও নলিনী নামে বিখ্যাতা। এতদ্ভিন্ন তুমি দক্ষা, পৃথ্বী, বিহগা, বিশ্বকায়া, অমৃতা, শিবা, বিদ্যাধরী, সুপ্রশান্তা, বিশ্ব-প্রসাদিনী, ক্ষেমা, জাহ্নবী, শান্তা ও শান্তিদায়িনী নামেও পরিচিতা। তোমার এই সকল পুণ্য নাম যে ব্যক্তি স্নানকালে কীর্ত্তন করে, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা তাহার সন্নিহিত হইয়া থাকেন। সপ্তবার মন্ত্র জপ করিয়া তিন, চারি, পাঁচ ও সাত বার অঞ্জলি অঞ্জলি জল

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥১০
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতা।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রচোদয়॥১১
মৃত্তিকে দেহি নঃ পুষ্টিং ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
নমস্তে সর্ব্বলোকানাং প্রভবারণি সুব্রতে॥১২
এবং স্নাত্বা ততঃ পশ্চাদাচম্য চ বিধানতঃ।
উত্থায় বাসসী শুক্লে শুদ্ধে তু পরিধায় বৈ।
ততস্তু তর্পণং কুর্য্যাৎ ত্রৈলোক্যাপ্যায়নায় বৈ॥
দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।

পুনরায় স্বীয় মস্তকে প্রদান করিবে। পরে বিধিপূর্ব্বক আবাহনান্তে মৃত্তিকা দ্বারা স্নান করিবে; বলিবে—হে অশ্বক্রান্তে! রথ-ক্রান্তে! বিষ্ণুক্রান্তে! বসুন্ধরে! মৃত্তিকে! আমি যে কিছু দুষ্কৃত করিয়াছি, তুমি আমার সে সকল পাপ হরণ কর। হে মৃত্তিকে! বরাহমূর্ত্তি শতবাহু কৃষ্ণ কর্ত্তৃক তুমি উদ্ধৃতা ও কাশ্যপ কর্ত্তৃক অভিমন্ত্রিতা হইয়া ব্রহ্মদত্তা হইয়াছিলে; এক্ষণে তুমি আমার গাত্র সমূহে আরোহণ করিয়া সর্ব্ব পাপ খণ্ডন কর। হে মৃত্তিকে! তোমাতেই সকল প্রতি-ষ্ঠিত; তুমি আমাদিগকে পুষ্টি দান কর, হে সুব্রতে! তুমি সকল লোকের প্রভবভূমি, তোমায় আমার নমস্কার। ১—১২। এইরূপে যথাবিধি স্নানান্তে আচমন করিয়া জল হইতে উত্থানপূর্ব্বক শুক্ল, শুদ্ধ বস্ত্রযুগ্ম পরিধান করিবে এবং পশ্চাৎ ত্রৈলোক্য আপ্যায়নের জন্য তর্পণ করিবে। বলিবে,—দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ক্রূর সর্প, সুপর্ণ, তরু, জিহ্মগ, খগ, বিদ্যাধর, জলধর ও খেচর-গণ এবং যে সকল নিরাহার জীব পাপে ধর্ম্মে নিরত, তাহাদিগের আপ্যায়নের নিমিত্ত

কৃতোপবীতী দেবেভ্যো নিবীতী চ ভবেত্ততঃ
মনুষ্যাংস্তর্পয়েদ্ভক্ত্যা ব্রহ্মপুত্রানৃষীংস্তথা।
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ॥ ১৭
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা ॥ ১৮
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বসিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ।
দেবব্রহ্মঋষীন্ সর্ব্বাংস্তর্পয়েদক্ষতোদকৈঃ ॥ ১৯
অপসব্যং ততঃ কৃত্বা সব্যং জান্বাচ্য ভূতলে।
অগ্নিষ্বাত্তাস্তথা সৌম্যা হবিষ্মন্তস্তথোষ্মপাঃ ॥ ২০
সুকালিনো বর্হিষদস্তথান্তে বাজ্যপাঃ পুনঃ
সন্তর্প্য পিতরো ভক্ত্যা সতিলোদকচন্দনৈঃ ॥২১
যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ ॥ ২২
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।
দর্ভপাণিস্তু বিধিনা পিতৄন্ সন্তর্পয়েদ্বুধঃ ॥ ২৩
পিত্রাদীন্ নামগোত্রেণ তথা মাতামহানপি।
সন্তর্প্য বিধিনা ভক্ত্যা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥২৪
যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যশ্চাস্মত্তোঽভিবাঞ্ছতি
ততশ্চাচম্য বিধিবদালিখেৎ পদ্মমগ্রতঃ।
অক্ষতাভিঃ সপুষ্পাভিঃ সজলারুণচন্দনম্।
অর্ঘ্যং দদ্যাৎ প্রযত্নেন সূর্য্যনামানি কীর্ত্তয়েৎ ॥
নমস্তে বিষ্ণুরূপায় নমো বিষ্ণুমুখায় বৈ।
সহস্ররশ্ময়ে নিত্যং নমস্তে সর্ব্বতেজসে ॥ ২৭
নমস্তে শিব সর্ব্বেশ নমস্তে সর্ব্ববৎসল।
জগৎস্বামিন্ নমস্তেঽস্তু দিব্যচন্দনভূষিত ॥ ২৮
পদ্মাসন নমস্তেঽস্তু কুণ্ডলাঙ্গদভূষিত
নমস্তে সর্ব্বলোকেশ জগৎ সর্ব্বং বিবোধসে ॥২৯
সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চৈব সর্ব্বং পশ্যসি সর্ব্বগ।
সত্যদেব নমস্তেঽস্তু প্রসীদ মম ভাস্কর ॥ ৩০
দিবাকর নমস্তেঽস্তু প্রভাকর নমোঽস্তু তে।

আমি এই সলিল দান করিতেছি। উপবীতী হইয়া দেবগণকে এবং নিবীতী হইয়া মনুষ্য ও ঋষিদিগকে তর্পণ করিবে। ব্রহ্মপুত্র ঋষিদিগকেও তর্পণ করিতে হইবে, যথা—সনক, সনন্দ, সনাতন, আসুরি, কপিল, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ, ইঁহারা সকলে মৎপ্রদত্ত জল দ্বারা পরিতৃপ্ত হউন। অনন্তর মরীচি,অত্রি, অঙ্গিরা পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ প্রভৃতি দেব ও ব্রহ্মর্ষিদিগকে অক্ষতোদকে তর্পণ করিবে। তৎপরে বামজানু পাতিত করিয়া প্রাচীনাবীতী হইয়া অগ্নিস্বাত্ত, সৌম্য, হবিষ্মন্ত, উষ্মপা, সুকালীন, বর্হিষদ ও আজ্যপ প্রভৃতি পিতৃগণকে ভক্তির সহিত সতিল জল ও চন্দন দ্বারা তর্পণ করিবে। অনন্তর যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্ব্বভূতক্ষয়, ঔড়ুম্বর, দধ্ন, নীল, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর, চিত্র, এবং চিত্রগুপ্তকে তর্পণ করিবে। তৎপরে দর্ভপাণি হইয়া নাম-গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক যথাবিধি পিতা, পিতামহ ও মাতামহদিগকে তর্পণ করিবে। অনন্তর তর্পণান্তে ভক্তিভরে এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে যে, যাঁহারা বান্ধব, অবান্ধব বা অন্য জন্মের বান্ধব, তাঁহারা সমগ্র তৃপ্তি প্রাপ্ত হউন এবং যিনি আমাদিগের নিকট হইতে জলাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিও তৃপ্ত হউন। পরে আচমনান্তে অগ্রভাগে একটী পদ্ম আঁকিবে, এবং ঐ পদ্মের উপর পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা চন্দনোদক সহযোগে যত্নের সহিত অর্ঘ্য দান ও সূর্য্য-নাম কীর্ত্তন করিবে; বলিবে,—তুমি বিষ্ণুরূপ, বিষ্ণুমুখ, সহস্ররশ্মি, সর্ব্বতেজা, তোমাকে আমার বার বার নমস্কার। হে শিব! সর্ব্বেশ! সর্ব্ববৎসল! তোমায় বারম্বার নমস্কার। হে জগৎস্বামিন্! হে দিব্য-চন্দনচর্চ্চিত! পদ্মাসন! কুণ্ডল ও অঙ্গদভূষণ! তোমায় পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। হে সর্ব্বলোকেশ! তুমিই জগৎকে প্রবুদ্ধ করিতেছ। হে সর্ব্বগ! তুমিই জগদ্বাসীর সুকৃত, দুষ্কৃত, সকলই দর্শন কর। হে সত্যদেব! তোমায় নমস্কার। হে ভাস্কর! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

এবং সূর্য্যং নমস্কৃত্য ত্রিঃ কৃত্বাথ প্রদক্ষিণম্।
দ্বিজং গাং কাঞ্চনং স্পৃষ্ট্বা ততো বিষ্ণুগৃহং ব্রজেৎ

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে স্নানবিধির্নাম
দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি প্রয়াগস্যোপবর্ণনম্।
মার্কণ্ডেয়েন কথিতং যৎ পুরা পাণ্ডুসূনবে ॥ ১
ভারতে তু যদা বৃত্তে প্রাপ্তরাজ্যে পৃথাসুতে
এতস্মিন্নন্তরে রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২
ভ্রাতৃশোকেন সন্তপ্তশ্চিন্তয়ন্ স পুনঃপুনঃ।
আসীৎ সুযোধনো রাজা একাদশচমূপতিঃ ॥৩
অস্মান্ সন্তাপ্য বহুশঃ সর্ব্বে তে নিধনং গতাঃ
বাসুদেবং সমাশ্রিত্য পঞ্চ শেষাস্তু পাণ্ডবাঃ ॥৪
হত্বা ভীষ্মঞ্চ দ্রোণঞ্চ কর্ণঞ্চৈব মহাবলম্
দুর্য্যোধনঞ্চ রাজানং পুত্রভ্রাতৃসমন্বিতম্ ॥ ৫
রাজানো নিহতাঃ সর্ব্বে যে চান্যে শূরমানিনঃ
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈ-
র্জীবিতেন বা ॥ ৬
ধিক্ কষ্টমিতি সঞ্চিন্ত্য রাজা বৈক্লব্যমাগতঃ।
নির্ব্বিচেষ্টো নিরুৎসাহঃ কিঞ্চিৎ তিষ্ঠত্যধোমুখঃ
লব্ধসংজ্ঞো যদা রাজা চিন্তয়ন্ স পুনঃপুনঃ।
কতরো বিনিয়োগো বা নিয়মং তীর্থমেব চ ॥৮
যেনাহং শীঘ্রমামুঞ্চে মহাপাতককিল্বিষাৎ।
যত্র স্থিত্বা নরো যাতি বিষ্ণুলোকমনুত্তমম্ ॥ ৯
কথং পৃচ্ছামি বৈ কৃষ্ণং যেনেদং কারিতো-
হস্ম্যহম্।
ধৃতরাষ্ট্রং কথং পৃচ্ছে যস্য পুত্রশতং হতম্ ॥১০
এবং বৈক্লব্যমাপন্নো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।

দিবাকর! তোমায় নমস্কার। প্রভাকর! তোমায় নমস্কার। এইরূপে সূর্য্যকে তিনবার নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে এবং গো-ব্রাহ্মণ ও কাঞ্চন স্পর্শ করিয়া বিষ্ণুগৃহে গমন করিবে। ১৩—৩১।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০২।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—অতঃপর প্রয়াগধামের বর্ণন করিতেছি। ইহা পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয়, পাণ্ডুপুত্রের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন। যখন ভারতযুদ্ধ নিবৃত্ত হইল; যুধিষ্ঠির রাজ্য পাইলেন। তখন একদিন সেই কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃশোকে সন্তপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—একদা সুযোধন এই রাজ্যের রাজা ছিল; সে একাদশ অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর ছিল; আমাদিগকে বহুধা সন্তাপিত করিল, করিয়া সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইল। আমরা পাঁচজনমাত্র পাণ্ডুপুত্র বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিলাম। মহাবল ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে এবং ভ্রাতা ও পুত্র সহ শৌর্য্যাভিমানী রাজা সুযোধনকে নিহত করত রাজাকে শমনসদনে প্রেরণ করিলাম! হা গোবিন্দ! আমাদের এখন এই বন্ধুহীন রাজ্যে জীবনে বা ভোগে প্রয়োজন কি? ধিক্ কষ্ট! এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির বড়ই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কোন চেষ্টা বা উৎসাহ কিছুই রহিল না। তিনি চিন্তায় কিঞ্চিৎকাল অধোমুখে রহিলেন। কতক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য হইল, তিনি বারম্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এমন কি নিয়ম বা তীর্থস্থান আছে যাহা পালন করিয়া বা যেখানে গিয়া আমি সত্বর মহাপাতকরাশি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি। যেখানে গিয়া অনুত্তম বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে স্থান কোথায় তাহা আমি কেমন করিয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করি। কৃষ্ণই ত আমায় এই বর্ত্তমানদশায় উপনীত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকেই বা কিরূপে জিজ্ঞাসা করি? আর বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র, তাঁহার শত পুত্র হত্যা করিয়াছি, তাঁহার নিকটই বা কোন্

রুদন্তি পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে ভ্রাতৃশোকপরিপ্লুতাঃ ॥১১
যে চ তত্র মহাত্মানঃ সমেতাঃ পাণ্ডবাঃ স্মৃতাঃ।
কুন্তী চ দ্রৌপদী চৈব যে চ তত্র সমাগতাঃ।
ভূমৌ নিপতিতাঃ সর্ব্বে রুদন্তস্তু সমন্ততঃ ॥১২
বারাণস্যাং মার্কণ্ডেয়স্তেন জ্ঞাতো যুধিষ্ঠিরঃ।
যথা বৈক্লব্যমাপন্নো রোদমানস্তু দুঃখিতঃ ॥ ১৩
অচিরেণৈব কালেন মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
সম্প্রাপ্তো হাস্তিনপুরং রাজদ্বারে হ্যতিষ্ঠত ॥ ১৪
দ্বারপালোঽপি তং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞঃ কথিতবান্ দ্রুতম্।
ত্বাং দ্রষ্টুকামো মার্কণ্ডো দ্বারি তিষ্ঠত্যসৌ মুনিঃ
ত্বরিতো ধর্ম্মপুত্রস্তু দ্বারমাগাদতঃ পরম্ ॥ ১৫
যুধিষ্ঠির উবাচ।
স্বাগতং তে মহাভাগ স্বাগতং তে মহামুনে।
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে তারিতং কুলম্
অদ্য মে পিতরস্তুষ্টাস্ত্বয়ি দৃষ্টে মহামুনে।
অদ্যাহং পূতদেহোঽস্মি যৎ ত্বয়া সহ দর্শনম্ ॥
নন্দিকেশ্বর উবাচ।
সিংহাসনে সমাস্থাপ্য পাদশৌচার্চ্চনাদিভিঃ।
যুধিষ্ঠিরো মহাত্মা বৈ পূজয়ামাস তং মুনিম্ ॥ ১৮
ততঃ স তুষ্টো মার্কণ্ডঃ পূজিতশ্চাহ তং নৃপম্
আখ্যাহি ত্বরিতং রাজন্ কিমর্থং রুদিতং ত্বয়া।
কেন বা বিক্লবীভূতঃ কা বাধা তে কিমপ্রিয়ম্
যুধিষ্ঠির উবাচ।
অস্মাকঞ্চৈব যদ্বৃত্তং রাজ্যস্যার্থে মহামুনে।
এতৎ সর্ব্বং বিদিত্বা তু চিন্তাবশমুপাগতঃ ॥২০
মার্কণ্ডেয় উবাচ
শৃণু রাজন্ মহাবাহো ক্ষত্রধর্ম্মব্যবস্থিতম্।
নৈব দৃষ্টং রণে পাপং যুধ্যমানস্য ধীমতঃ ॥ ২১
কিং পুনা রাজধর্ম্মেণ ক্ষত্রিয়স্য বিশেষতঃ।
তদেবং হৃদয়ং কৃত্বা তস্মাৎ পাপং ন চিন্তয়েৎ ॥

মুখে জিজ্ঞাসা করিতে যাই? রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ চিন্তায় বড়ই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। পাণ্ডবেরা সকলেই ভ্রাতৃশোকে কাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিল, তথায় অন্যান্য যে সকল মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদেরও অশ্রুপাত হইতে লাগিল। কুন্তী দ্রৌপদী প্রভৃতি রাজমহিলারা সে রোদনে যোগ দান করিলেন। অনেকে ভূতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময় মার্কণ্ডেয় মুনি বারাণসীধামে অবস্থিত ছিলেন, তিনি যুধিষ্ঠিরের অবস্থা জানিতে পারিলেন; বুঝিলেন,—যুধিষ্ঠির বড়ই দুঃখিত ও কাতর হইয়া রোদন করিতেছেন। তখন অবিলম্বে মহাতপা মার্কণ্ডেয় হস্তিনাপুরে আসিয়া রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। দ্বারপাল তাঁহাকে দেখিয়া রাজার নিকট গিয়া নিবেদন করিল—মহারাজ! মার্কণ্ডেয় মুনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। তৎশ্রবণে ধর্ম্মরাজ সত্বর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মুনিকে বলিলেন,—হে মহামুনে! আসুন, আসুন, হে মহাভাগ! আপনার শুভাগমন হউক, অদ্য আমার জন্ম সফল হইল; অদ্য আমার কুল উদ্ধার পাইল, হে মহামুনে! আপনার দর্শনে অদ্য আমার পিতৃগণ পরিতুষ্ট হইলেন। আমার দেহ পবিত্র হইল।১—১৭। নন্দিকেশ্বর কহিলেন, মহাত্মা যুধিষ্ঠির সেই মুনিকে সিংহাসনে বসাইয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন। অনন্তর মার্কণ্ডেয় পূজিত ও তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে রাজন্! শীঘ্র বলুন, কিজন্য আপনি রোদন করিতেছেন? কেন এত কাতর ও বিহ্বল হইয়াছেন, আপনার এমন কি পীড়া বা অপ্রিয় ঘটিয়াছে? যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মহামুনে! আমাদের এই রাজ্যোপলক্ষে যে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই সকল স্মরণ করিয়াই চিন্তাক্রান্ত হইয়াছি। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাভুজ! ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা শ্রবণ করুন। যুধ্যমান ধীমান্ ক্ষত্রিয়জাতির সংগ্রামব্যাপারে কোনই পাপ দেখা যায় না। বিশেষতঃ যিনি ক্ষত্রিয় রাজা, রাজধর্ম্মের অনুরোধে রণে তাঁহার যে পাপ নাই—এ

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা প্রণম্য শিরসা মুনিম্।
পপ্রচ্ছ বিনয়োপেতঃ সর্ব্বপাতকনাশনম্ * ॥ ২৩
যুধিষ্ঠির উবাচ।
পৃচ্ছামি ত্বাং মহাপ্রাজ্ঞ নিত্যং ত্রৈলোক্যদর্শিনম্
কথয় ত্বং সমাসেন যেন মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥২৪
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
শৃণু রাজন্ মহাবাহো সর্ব্বপাতকনাশনম্।
প্রয়াগগমনং শ্রেষ্ঠং নরাণাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৩॥

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পুরা কল্পে যথাস্থিতম্।
ব্রহ্মণা দেবমুখ্যেন যথাবৎ কথিতং মুনে ॥ ১
কথং প্রয়াগে গমনং নরাণাং তত্র কীদৃশম্।
মৃতানাং কা গতিস্তত্র স্নাতানাং তত্র কি ফলম্
যে বসন্তি প্রয়াগে তু ব্রূহি তেষাঞ্চ কিং ফলম্
এতন্মে সর্ব্বমাখ্যাহি পরং কৌতুহলং হি মে ॥৩
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
কথয়িষ্যামি তে বৎস যচ্ছ্রেষ্ঠং তত্র যৎ ফলম্।
পুরা হি সর্ব্ববিপ্রাণাং কথ্যমানং ময়া শ্রুতম্ ॥৪
আ প্রয়াগপ্রতিষ্ঠানাদা পুরাদ্বাসুকের্হ্রদাৎ।
কম্বলাশ্বতরৌ নাগৌ নাগশ্চ বহুমূলকঃ।
এতৎ প্রজাপতেঃ ক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ।
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবা রক্ষাং কুর্ব্বন্তি সঙ্গতাঃ ॥
অন্যে চ বহবস্তীর্থাঃ সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ।
ন শক্যাঃ কথিতুং রাজন্ বহুবর্ষশতৈরপি।
সঙ্ক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যামি প্রয়াগস্য তু কীর্ত্তনম্ ॥

কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পাপ চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মুনিকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! ত্রৈলোক্যের সমস্তই আপনার নিত্য প্রত্যক্ষ। অতএব আপনি সংক্ষেপতঃ বলুন—কিরূপে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়? মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাভুজ, রাজন্! শ্রবণ করুন, পুণ্যকর্ম্মী নরগণের পক্ষে প্রয়াগগমনই সর্ব্ব পাতকহর।১৮—২৫।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৩॥

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মুনে! পুরাকল্পে দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা যাহা যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন. এক্ষণে তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রয়াগগমন কি প্রকার? তথায় গেলে নরগণের কিরূপ গতি হয় এবং তথায় স্নান করিলেই বা কীদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়? যাহারা প্রয়াগে বাস করে, তাহারা কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই সকল আমার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করুন, শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতুহল হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে বৎস! যাহা শ্রেষ্ঠ এবং তথায় যেরূপ ফল প্রাপ্য, তাহা কহিতেছি। পুরাকালে বিপ্রগণ উহা আলোচনা করিতেছিলেন, আমি তাঁহাদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। প্রয়াগে প্রতিষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া বাসুকি হ্রদ পর্য্যন্ত লোকপ্রসিদ্ধ যে স্থান, তাহার নাম প্রজাপতিক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রে কম্বল, অশ্বতর ও বহুমূল নাগের বাস। এখানে স্নান করিয়া লোকে স্বর্গ গমন করে এবং মরিয়া পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করে না। অত্রত্য লোকদিগকে ব্রহ্মাদি দেবগণ রক্ষা করিয়া থাকেন।১—৬। এই প্রজাপতিক্ষেত্রে অন্যান্য সর্ব্বপাপহর বহু শুভ তীর্থ বিদ্যমান। হে রাজন্! আমি শত বর্ষ ধরিয়া চেষ্টা করিলেও সে সকল

* মার্কণ্ডেয়ং মহাত্মানমিদমাহ বচোঽর্থবদিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ষষ্টির্ধনুঃসহস্রাণি যানি রক্ষন্তি জাহ্নবীম্ ।
যমুনাং রক্ষতি সদা সবিতা সপ্তবাহনঃ ॥ ৮
প্রয়াগন্তু বিশেষেণ সদা রক্ষতি বাসবঃ ।
মণ্ডলং রক্ষতি হরির্দৈবতৈঃ সহ সঙ্গতঃ ॥ ৯
তং বটং রক্ষতি সদা শূলপাণির্মহেশ্বরঃ ।
স্থানং রক্ষন্তি বৈ দেবাঃ সর্ব্বপাপহরং শুভম্ ॥
অধর্ম্মেণাবৃতো লোকো নৈব গচ্ছতি তৎপদম্
স্বল্পমল্পতরং পাপং যদা তে স্যান্নরাধিপ ।
প্রয়াগং স্মরমাণস্য সর্ব্বমায়াতি সঙ্ক্ষয়ম্ ॥ ১১
দর্শনাৎ তস্য তীর্থস্য নামসঙ্কীর্ত্তনাদপি ।
মৃত্তিকালম্ভনাদ্বাপি নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥১২
পঞ্চ কুণ্ডানি রাজেন্দ্র তেষাং মধ্যে তু জাহ্নবী
প্রয়াগস্য প্রবেশে তু পাপং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ
যোজনানাং সহস্রেষু গঙ্গায়াঃ স্মরণান্নরঃ ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মা তু লভতে পরমাং গতিম্ ॥১৪

তীর্থের যথাযথ বর্ণন করিতে সক্ষম নহি। এক্ষণে সংক্ষেপতঃ প্রয়াগের বিবরণ বলিতেছি। দেবগণ জাহ্নবী সমেত ষষ্টিসহস্র ধনুঃপরিমিত স্থান রক্ষা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে সপ্তবাহন সবিতা যমুনাকে রক্ষা করেন; বাসব প্রয়াগস্থান বিশেষভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন, স্বয়ং হরি দেবগণ সহ একযোগে সকল দেশ রক্ষা করেন এবং শূলপাণি স্বয়ং প্রয়াগস্থ প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষ রক্ষা করিয়া থাকেন। এই সর্ব্বপাপহর শুভ সমস্ত স্থান দেবগণ রক্ষা করেন। অধার্ম্মিক লোকেরা তথায় গমন করিতে পারে না। হে নরাধিপ! তোমার যদি অল্পমাত্র পাপও থাকে, তবে প্রয়াগ স্মরণে তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। এই প্রয়াগ তীর্থের দর্শন, নামকীর্ত্তন বা মৃত্তিকালেপনে নর পাপমুক্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! প্রয়াগে পঞ্চ কুণ্ড প্রশস্ত; তন্মধ্যে জাহ্নবী একটী; প্রয়াগে প্রবেশ মাত্র তৎক্ষণাৎ জাহ্নবী পাপ হরণ করেন। গঙ্গা হইতে যোজনসহস্রের মধ্যে থাকিয়াও যে ব্যক্তি গঙ্গাস্মরণ করে, সে দুষ্কৃতকারী

কীর্ত্তনান্মুচ্যতে পাপাদ্দৃষ্ট্বা ভদ্রাণি পশ্যতি ।
অবগাহ্য চ পীত্বা তু পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥১৫
সত্যবাদী জিতক্রোধো অহিংসায়াং ব্যবস্থিতঃ
ধর্ম্মানুসারী তত্ত্বজ্ঞো গোব্রাহ্মণহিতে   তঃ ॥১৬
গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে স্নাতো মুচ্যতে কিল্বিষাৎ
মনসা চিন্তয়ন্ কামানবাপ্নোতি সুপুষ্কলান্ ॥
ততো গত্বা প্রয়াগন্তু সর্ব্বদেবাভিরক্ষিতম্ ।
ব্রহ্মচারী বসেন্মাসং পিতৃন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ ।
ঈপ্সিতান্ লভতে কামান্ যত্র যত্রাভিজায়তে
তপনস্য সুতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ।
সমাগতা মহাভাগা যমুনা   গা ।
তত্র সন্নিহিতো নিত্যং সাক্ষাদ্দেবো মহেশ্বরঃ
দুষ্প্রাপ্যং মানুষৈঃ পুণ্যং প্রয়াগন্তু যুধিষ্ঠির ।
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধ-চারণঃ ।
তদুপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র স্বর্গলোকমুপাসতে ॥২০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৪ ॥

হইলেও পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। গঙ্গা নাম কীর্ত্তনে পাপমোচন হয় এবং দর্শনে সর্ব্ব শুভ দর্শন করা যায়। যে ব্যক্তি গঙ্গায় অবগাহন করিয়া তদীয় জল পান করে, সে তাহার সপ্তম কুল পবিত্র করিতে পারে। যিনি সত্যবাদী, ক্রোধজয়ী, অহিংসা-নিরত, ধার্ম্মিক, তত্ত্বজ্ঞ ও গোব্রাহ্মণহিতে রত, তিনি গঙ্গা ও যমুনামধ্যে স্নান করিয়া সর্ব্ব কিল্বিষ হইতে মুক্ত হন এবং মনঃকল্পিত নিখিল বিপুল কামই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, গঙ্গাস্নানের পর সর্ব্বদেব-রক্ষিত প্রয়াগে গিয়া ব্রহ্মচারি-অবস্থায় বাস করিবে এবং গঙ্গাজলে পিতৃ ও দেবগণকে তর্পণ করিবে। মানব প্রয়াগধামের যে কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করুক, সে সর্ব্ব কাম্য বস্তুই লাভ করিতে পারে। ত্রিলোকপ্রসিদ্ধা মহাভাগা তপননন্দিনী যমুনা সরিদাকারে প্রয়াগে প্রবাহিতা। সাক্ষাৎ মহেশ্বর দেব এখানে নিত্য সন্নিহিত। হে যুধিষ্ঠির! এই পুণ্য প্রয়াগ ভূমি মনুষ্যগণের দুর্লভ। দেব, দানব,

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রয়াগস্থ মাহাত্ম্যং পুনরেব তু।
১ যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
আর্ত্তানাং হি দরিদ্রাণাং নিশ্চিতব্যবসায়িনাম্।
স্থানমুক্তং প্রয়াগস্থ নাখ্যেয়স্তু কদাচন ॥ ২
ব্যাধিতো যদি বা দীনো বৃদ্ধো বাপি ভবেন্নরঃ
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ॥
দীপ্তকাঞ্চনবর্ণাভৈবিমানৈঃ সূর্য্যসন্নিভৈঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং মধ্যে স্বর্গে ক্রীড়তি মানবঃ।
ঈপ্সিতাংল্লভতে কামান্ বদন্তি ঋষিপুঙ্গবাঃ ॥ ৪
সর্ব্বরত্নময়ৈর্দিব্যৈর্নানাধ্বজসমাকুলৈঃ।
বরাঙ্গনাসমাকীর্ণৈর্মোদতে শুভলক্ষণৈঃ ॥ ৫
গীতবাদ্যবিনির্ঘোষৈঃ প্রসুপ্তঃ প্রতিবুধ্যতে।
যাবন্ন স্মরতে জন্ম তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৬
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ ক্ষীণকর্ম্মা দিবশ্চ্যুতঃ।
হিরণ্যরত্নসম্পূর্ণে সমৃদ্ধে জায়তে কুলে।
তদেব স্মরতে তীর্থং স্মরণাৎ তত্র গচ্ছতি।
দেশস্থো যদি বারণ্যে বিদেশস্থোঽথবা গৃহে
প্রয়াগং স্মরমাণোঽপি যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি বদন্তি ঋষিপুঙ্গবাঃ ॥
সর্ব্বকামফলা বৃক্ষা মহী যত্র হিরণ্ময়ী।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধাস্তত্র লোকে স গচ্ছতি ॥ ৯
স্ত্রীসহস্রাবৃতে রম্যে মন্দাকিন্যাস্তটে শুভে।
মোদতে ঋষিভিঃ সার্দ্ধং সুকৃতেনেহ কর্ম্মণা
সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব্বৈঃ পূজ্যতে দিবি দৈবতৈঃ।
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জম্বুদ্বীপপতির্ভবেৎ ॥ ১১
ততঃ শুভানি কর্ম্মাণি চিন্তয়ানঃ পুনঃপুনঃ
গুণবান্ বিত্তসম্পন্নো ভবতীহ ন সংশয়ঃ ॥১২

গন্ধর্ব্ব, ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ এই স্থান স্পর্শ করিয়া স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকেন। ৭—২০।

চতুরধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৪।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! পুনরায় প্রয়াগ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণে সর্ব্ব পাপ হইতেই মুক্তি ঘটে, সংশয় নাই। আর্ত্ত, দরিদ্র ও ব্যবসায়ীদিগের স্থান হইল প্রয়াগ; ইহা কাহারও নিকট কদাচ বক্তব্য নহে। নর ব্যাধিত, হীন বা বৃদ্ধ—যাহাই কেন হউক না, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে অন্তে দীপ্ত হৈম-বর্ণাভ সূর্য্যসঙ্কাশ বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করে এবং তথায় গিয়া গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণমধ্যে ক্রীড়া করিয়া থাকে। ঋষিপুঙ্গবেরা বলেন, সে মানবের সর্ব্বাভীষ্টই লাভ হয়, তাদৃশ মানব নানা রত্নখচিত দিব্য ধ্বজ-সমাকুল বরাঙ্গনা-বেষ্টিত শুভ সমারম্ভে সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতে থাকে এবং প্রসুপ্ত হইয়া গীত ও বাদ্যনির্ঘোষে প্রতিবুদ্ধ হয়। যতদিন না জন্ম স্মরণ করে, ততকাল তাহার স্বর্গবাস হয়। অনন্তর কর্ম্মক্ষয়ে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া হিরণ্য-রত্ন-সম্পূর্ণ সুসমৃদ্ধ গৃহে জন্ম গ্রহণ করে, পরে সেই তীর্থ পুনরায় তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত হয়। স্মরণমাত্র সে ব্যক্তি তথায় গমন করে। দেশ, বিদেশ, অরণ্য বা গৃহে থাকিয়া যে জন প্রয়াগ স্মরণ-পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্তি হয়। এ কথা ঋষিপুঙ্গবেরা বলিয়া থাকেন। যেখানে নদী স্বর্ণময়ী, বৃক্ষসমূহ সমস্ত কামফলশালী, এবং ঋষি, মুনি ও সিদ্ধগণ যথায় বিচরণ করেন, ঐ ব্যক্তি সেই লোকে গমন করিয়া থাকে। সুকৃত কর্ম্মের ফলে সহস্র-স্ত্রী-পরিবৃত হইয়া মন্দাকিনীর রম্যতটে ঐ ব্যক্তি ঋষিগণসহ বিহার করিয়া থাকে। সিদ্ধ-চারণ ও গন্ধর্ব্ব-গণ এবং সমস্ত দেবসমাজ স্বর্গে তাহার পূজা করেন। অনন্তর স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ঐ ব্যক্তি জম্বুদ্বীপের অধিপতি হইয়া থাকে।১—১১। তখন পুনঃপুনঃ শুভ কর্ম্ম সকল চিন্তা করিতে করিতে গুণবান্

কর্ম্মণা মনসা বাচা ধর্ম্মসত্যপ্রতিষ্ঠিতঃ।
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে যস্তু গাং সম্প্রযচ্ছতি ॥ ১৩
সুবর্ণ-মণি-মুক্তাশ্চ যদিবান্যৎ পরিগ্রহম্।
স্বকার্য্যে পিতৃকার্য্যে বা দেবতাভ্যর্চ্চনেঽপি বা
সফলং তস্য তৎ তীর্থং যথাবৎ পুণ্যমাপ্নুয়াৎ ॥
এবং তীর্থে ন গৃহ্ণীয়াৎ পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ।
নিমিত্তেষু চ সর্ব্বেষু হৃপ্রমত্তো ভবেদ্দ্বিজঃ ॥১৫
কপিলাং পাটলাবর্ণাং যস্তু ধেনুং প্রযচ্ছতি।
স্বর্ণশৃঙ্গীং রৌপ্যখুরাং কাংস্যদোহাং পয়স্বিনীম্
প্রয়াগে শ্রোত্রিয়ং সন্তং গ্রাহয়িত্বা যথাবিধি।
শুক্লাম্বরধরং শান্তং ধর্ম্মজ্ঞং বেদপারগম্ ॥ ১৭
সা গৌস্তস্মৈ প্রদাতব্যা গঙ্গা-যমুনসঙ্গমে।
বাসাংসি চ মহার্হাণি রত্নানি বিবিধানি চ ॥১৮
যাবদ্রোমাণি তস্যা গোঃ সন্তি গাত্রেষু সত্তম।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১৯
যত্রাসৌ লভতে জন্ম সা গৌস্তস্যাভিজায়তে।
ন চ পশ্যতি তং ঘোরং নরকং তেন কর্ম্মণা।
উত্তরান্ স কুরূন্ প্রাপ্য মোদতে কালমক্ষয়ম্।
গবাং শতসহস্রেভ্যো দদ্যাদেকাং পয়স্বিনীম্।
পুত্রান্ দারাংস্তথা ভৃত্যান্ গৌরেকা প্রতি তারয়েৎ ॥ ২১
তস্মাৎ সর্ব্বেষু দানেষু গোদানন্তু বিশিষ্যতে।
দুর্গমে বিষমে ঘোরে মহাপাতকসম্ভবে।
গৌরেব রক্ষাং কুরুতে তস্মাদ্দেয়া দ্বিজোত্তমে

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে
পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৫॥

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
যথা যথা প্রয়াগস্য মাহাত্ম্যং কথ্যতে ত্বয়া।
তথা তথা প্রমুচ্যেঽহং সর্ব্বপাপৈর্ন সংশয়ঃ ॥ ১

ও বিত্তশালী হয়, সন্দেহ নাই। যে ধার্ম্মিক সত্যসেবী নর স্বকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে কিম্বা দেবার্চ্চন উপলক্ষে কর্ম্ম, মন ও বাক্যে সংযত হইয়া গঙ্গা-যমুনার মধ্যে থাকিয়া গো প্রদান করে, অথবা সুবর্ণ, মণি, মুক্তা বা অন্য কোন দেয় দ্রব্য দান করে, তাহার অশেষ পুণ্য হয়, সে তীর্থফল লাভ করে। এইরূপ তীর্থে পুণ্যায়তনে, কোন নিমিত্ত উপলক্ষে কোন দানীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না। সর্ব্বদা অপ্রমত্ত থাকিবেন। কপিলা, পাটলবর্ণা, স্বর্ণশৃঙ্গী, রৌপ্যখুরা কাংস্যদোহা পয়স্বিনী ধেনু দান করা কর্ত্তব্য। প্রয়াগধামে কোন শুক্লাম্বরধারী, শান্ত, ধর্ম্মজ্ঞ, বেদপারগ, সাধু ব্রাহ্মণকে যথাবিধি প্রতিগৃহে সম্মত করাইয়া গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে তাঁহাকে ধেনু দান করিবে। এতদ্ভিন্ন মহামূল্য বস্ত্র, বিবিধ রত্নও ব্রাহ্মণকে দান করা কর্ত্তব্য। হে সত্তম! প্রদত্ত ধেনুর গাত্রে যত পরিমাণ রোম বিদ্যমান, ধেনুদাতা তত পরিমিত বর্ষ যাবৎ স্বর্গলোকে বিহার করিয়া থাকে। সে ব্যক্তি যেখানে জন্ম গ্রহণ করে, সেই গাভীও তথায় জন্মিয়া তাহার অধীন হইয়া থাকে। সেই সুকৃত কর্ম্মের ফলে কদাচ ঘোর নরক তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। সে ব্যক্তি উত্তর কুরুদেশে গিয়া অনন্ত কাল মহাসুখে বিহার করে। শতসহস্র গোদান অপেক্ষা একটী পয়স্বিনী গাভী দান প্রশস্ত। ঐ একটী গাভীই স্ত্রী, পুত্র ও ভৃত্যবর্গের উদ্ধার সাধন করে। অতএব সমস্ত দানের মধ্যে গোদানই প্রশস্ত। মহাপাতক-জনিত ঘোর বিসম সঙ্কটে একমাত্র গাভীই রক্ষা করিয়া থাকে; সুতরাং দ্বিজবরকে গাভী দান করিবে। ১২—২২।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৫।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

[illegible]র কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যে যে রূপ প্রয়াগমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে-

ভগবন্ কেন বিধিনা গন্তব্যং ধর্ম্মনিশ্চয়ৈঃ।
প্রয়াগে যো বিধিঃ প্রোক্তস্তন্মে ব্রূহি মহামুনে
মার্কণ্ডেয় উবাচ
কথয়িষ্যামি তে রাজংস্তীর্থযাত্রাবিধিক্রমম্।
আর্ষেণ বিধিনানেন যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ॥ ৩
প্রয়াগতীর্থযাত্রার্থী যঃ প্রয়াতি নরঃ ক্বচিৎ।
বলীবর্দ্দসমারূঢ়ঃ শৃণু তস্যাপি যৎ ফলম্ ॥ ৪
নরকে বসতে ঘোরে গবাং ক্রোষ্টা হি দারুণে
সলিলং ন চ গৃহ্ণন্তি পিতরস্তস্য দেহিনঃ ॥ ৫
যস্তু পুত্রাংস্তথা বালান্ স্নাপয়েৎ পায়য়েৎ তথা
যথাত্মনা তথা সর্ব্বং দানং বিপ্রেষু দাপয়েৎ ॥৬
ঐশ্বর্য্য-লোভ-মোহাদ্বা গচ্ছেদ্‌যানেন যো নরঃ
নিষ্ফলং তস্য তৎ সর্ব্বং তস্মাদ্‌যানং বিবর্জ্জয়েৎ
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে যস্তু কন্যাং প্রযচ্ছতি।
আর্ষেণৈব বিবাহেন যথাবিভবসম্ভবম্ ॥ ৮
ন স পশ্যতি তং ঘোরং নরকং তেন কর্ম্মণা।
উত্তরান্ স কুরূন্ গত্বা মোদতে কালমক্ষয়ম্।
পুত্রান্ দারাংশ্চ লভতে ধার্ম্মিকান্ রূপসংযুতান্
তত্র দানং প্রকর্ত্তব্যং যথাবিভবসম্ভবম্।
তেন তীর্থফলঞ্চৈব বর্দ্ধতে নাত্র সংশয়ঃ।
স্বর্গে তিষ্ঠতি রাজেন্দ্র যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ১০
বটমূলং সমাসাদ্য যস্তু প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
সর্ব্বলোকানতিক্রম্য রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥১১
তত্র তে দ্বাদশাদিত্যাস্তপন্তি রুদ্রসংশ্রিতাঃ।
নির্দ্দহন্তি জগৎ সর্ব্বং বটমূলং ন দহ্যতে ॥ ১২
নষ্টচন্দ্রার্কভুবনং যদা চৈকার্ণবং জগৎ
শীয়তে তত্র বৈ বিষ্ণুর্যজমানঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১৩
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধ-চারণাঃ।
সদা সেবন্তি তৎ তীর্থং গঙ্গা-যমুনসঙ্গমম্ ॥১৪
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র প্রয়াগং সংস্তবং শ্চ যৎ

ছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই আমি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইলাম। পরন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ধার্ম্মিক লোকেরা কিরূপ বিধি অনুসারে প্রয়াগে যাইবেন? প্রয়াগসম্বন্ধে যে বিধি-নির্দ্দেশ আছে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! আমি তোমার নিকট তীর্থযাত্রা-বিধি ব্যক্ত করিতেছি, আর্য বিধি অনুসারে আমি যেরূপ দেখিয়াছি বা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই তোমায় বলিব। যদি কোন নর বলীবর্দ্দে আরোহণ করিয়া কখন প্রয়াগ তীর্থে যাত্রা করে, তবে তাহার যে কি ফল হয়, বলি—শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি ঘোর নরকে বাস করে, তাহার প্রদত্ত জল পিতৃপুরুষেরা কখনই গ্রহণ করেন না। যে ব্যক্তি নিজে কিছুই না করিয়া নিজের বালকবালিকা-দিগের সাহায্যে আত্মানুরূপ স্নান পান ও দানাদি সমস্ত কার্য্য করায় এবং নিজে ঐশ্বর্য্য-লোভ-মোহে মত্ত হইয়া যানারোহণে তীর্থযাত্রা করে, তাহার সমস্ত কার্য্য পণ্ড হয়; সুতরাং তীর্থযাত্রায় যানারোহণ করিবে না। গঙ্গা-যমুনার মধ্যে যে ব্যক্তি আর্ষ বিধি অনুসারে নিজের বিভবানুরূপ কন্যা সম্প্রদান করে, সে, সেই কর্ম্মগুণে কদাচ ভীষণ নরক দর্শন করে না। সে ব্যক্তি উত্তর কুরুদেশে যায়, যাইয়া রূপবান্ ধার্ম্মিক পুত্র-কলত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত কাল সুখে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে থাকে। হে রাজেন্দ্র! প্রয়াগ তীর্থে গিয়া যথাশক্তি দান করিতে হয়। এইরূপ দানকার্য্যে তীর্থফল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং অল্পকাল স্বর্গে তাহার বাস হয়। যে ব্যক্তি প্রয়াগস্থ বটমূল প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ পরি-ত্যাগ করে, সে সর্ব্বলোক অতিক্রম করিয়া রুদ্রলোকে উপনীত হইয়া থাকে। ১—১১। রুদ্রাশ্রিত দ্বাদশাদিত্য উত্তাপ প্রদান করে, এই জগৎ ভস্মীভূত করে; কিন্তু বটমূল কখন দগ্ধ করে না। জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে চন্দ্র, সূর্য্য, বিশ্ব কিছুই থাকে না, এক মাত্র যজমান রূপে বিষ্ণুই তখন অবস্থান করেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ তখন নিত্য নিত্য গঙ্গাযমুনার সঙ্গমতীর্থ সেবা করিতে থাকেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! প্রয়াগতীর্থের প্রশংসা করিতে

যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ । ১৫
লোকপালাশ্চ সাধ্যাশ্চ পিতরো লোকসম্মতাঃ
সনৎকুমারপ্রমুখাস্তথৈব পরমর্ষয়ঃ ॥ ১৬
অঙ্গিরঃপ্রমুখাশ্চৈব তথা ব্রহ্মর্ষয়ঃ পরে ।
তথা নাগাঃ সুপর্ণাশ্চ সিদ্ধাশ্চ খেচরাশ্চ যে ॥১
সাগরাঃ সরিতঃ শৈলা নাগা বিদ্যাধরাশ্চ যে
হরিশ্চ ভগবানাস্তে প্রজাপতিপুরঃসরঃ ॥ ১৮
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে পৃথিব্যা জঘনং স্মৃতম্ ।
প্রয়াগং রাজশার্দ্দূল ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ।
ততঃ পুণ্যতমং নাস্তি ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥
শ্রবণাৎ তস্য তীর্থস্য নামসঙ্কীর্ত্তনাদপি ।
মৃত্তিকালম্ভনাদ্বাপি নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥
তত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ সঙ্গমে শংসিতব্রতঃ ।
তুল্যং ফলমবাপ্নোতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥২১
ন দেববচনাৎ তাত ন লোকবচনাৎ তথা ।
মতিরুৎক্রমণীয়া তে প্রয়াগগমনং প্রতি ॥ ২২

দশ তীর্থসহস্রাণি ষষ্টিকোট্যস্তথাপরাঃ ।
তেষাং সান্নিধ্যমত্রৈব ততস্তু কুরুনন্দন ॥ ২৩
যা গতির্যোগযুক্তস্য সত্যস্থস্য মনীষিণঃ ।
সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ গঙ্গা-যমুনসঙ্গমে ॥
ন তে জীবন্তি লোকেঽস্মিংস্তত্র তত্র যুধিষ্ঠির ।
যে প্রয়াগং ন সম্প্রাপ্তাস্ত্রিষু লোকেষু বঞ্চিতাঃ
এবং দৃষ্ট্বা তু তৎ তীর্থং প্রয়াগং পরমং পদম্ ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো শশাঙ্ক ইব রাহুণা
কম্বলাশ্বতরৌ নাগৌ বিপুলে যমুনাতটে ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
তত্র গত্বা চ সংস্থানং মহাদেবস্য বিশ্রুতম্ ।
নরস্তারয়তে সর্ব্বান্ দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান ॥
কৃত্বাভিষেকন্তু নরঃ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ।
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ২৯
পূর্ব্বপার্শ্বে তু গঙ্গায়াস্ত্রিষু লোকেষু ভারত ।
কূপশ্চৈব তু সামুদ্রং প্রতিষ্ঠানঞ্চ বিশ্রুতম্ ॥৩০

করিতে তথায় গমন করাই কর্ত্তব্য। সেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, লোকপাল সকল, সাধ্যগণ, লোকসম্মত পিতৃগণ, সনৎকুমার প্রভৃতি পরমর্ষিগণ, অঙ্গিরাপ্রমুখ ব্রহ্মর্ষিগণ, নাগগণ, সুপর্ণগণ, সিদ্ধগণ, খেচরগণ এবং সমস্ত সাগর, সমস্ত নদী, সমস্ত নদ, সমস্ত নাগ এবং সমস্ত বিদ্যাধর নিত্য বিদ্যমান। প্রজাপতিপুরঃসর ভগবান্ হরি তথায় নিত্য বিরাজমান। গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থল পৃথিবীর জঘন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। হে রাজশ্রেষ্ঠ! প্রয়াগতীর্থ ত্রিলোক-প্রসিদ্ধ। হে ভারত! তাহা অপেক্ষা পুণ্যতম তীর্থ ত্রিভুবনে আর নাই। সেই তীর্থের নাম শ্রবণে, কীর্ত্তনে এবং তাহার মৃত্তিকা আলম্ভনে নর সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সংশিতব্রত হইয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে স্নান করে, তাহার রাজসূয় ও অশ্বমেধের তুল্য ফলপ্রাপ্তি হয়। হে তাত! কোন দেববচনে বা কোন লোকের কথায় তোমার মতি যেন প্রয়াগগমনে পরাঙ্মুখ হয় না। হে কুরুনন্দন! ষষ্টিকোটি দশসহস্র তীর্থ ঐ প্রয়াগতীর্থেই সন্নিহিত। সত্যনিষ্ঠ যোগযুক্ত মনীষী ব্যক্তি যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও লোক সেই গতি লাভ করিয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! যাহারা প্রয়াগ প্রাপ্ত হয় না, সেই সকল ত্রিলোকবঞ্চিত লোক এ জগতে জীবন্মৃত নামেরই যোগ্য। ১২—২৫। এই পরম পদ প্রয়াগ তীর্থ দেখিয়া রাহুমুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় মানব পাপমুক্ত হইয়া থাকে। বিপুল যমুনাতটে কম্বল ও অশ্বতর নাগের অধিষ্ঠান। তথায় স্নান ও পান করিয়া লোকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। সেখানে গেলে মহাদেবের এক বিশ্ববিশ্রুত বাসস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ স্থানে আসিলে পূর্ব্বাপর দশ দশ পুরুষকে উদ্ধার করিতে পারে। তথায় স্নান করিলে নর অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং অন্তে স্বর্গে গিয়া কল্প কাল পর্য্যন্ত স্বর্গসুখ অনুভব করিতে থাকে। হে ভারত! গঙ্গার পূর্ব্ব

ব্রহ্মচারী জিতক্রোধস্ত্রিরাত্রং যদি তিষ্ঠতি।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ॥
উত্তরেণ প্রতিষ্ঠানাদ্ভাগীরথ্যাস্ত পূর্ব্বতঃ।
হংসপ্রপতনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্॥
অশ্বমেধফলং তস্মিন্ স্নানমাত্রেণ ভারত।
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে॥ ৩৩
উর্ব্বশীরমণে পুণ্যে বিপুলে হংসপাণ্ডুরে।
পরিত্যজতি যঃ প্রাণান্ শৃণু তস্যাপি যৎ ফলম্
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ।
সেব্যতে পিতৃভিঃ সার্দ্ধং স্বর্গলোকে নরাধিপ॥
উর্ব্বশীস্তু সদা পশ্যেৎ স্বর্গলোকে নরোত্তম।
পূজ্যতে সততং পুত্র ঋষি-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরৈঃ॥৩৬
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ ক্ষীণকর্ম্মা দিবশ্চ্যুতঃ।
উর্ব্বশীসদৃশীনাস্তু কন্যানাং লভতে শতম্।
মধ্যে নারীসহস্রাণাং বহূনাঞ্চ পতির্ভবেৎ।
দশগ্রামসহস্রাণাং ভোক্তা ভবতি ভূমিপঃ॥ ৩৮
কাঞ্চীনূপুরশব্দেন সুপ্তোঽসৌ প্রতিবুধ্যতে।
ভুক্ত্বা তু বিপুলান্ ভোগাংস্তৎ তীর্থং ভজতে
পুনঃ॥ ৩৯
শুক্লাম্বরধরো নিত্যং নিয়তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
একং কালন্তু ভুঞ্জানো মাসং ভূমিপতির্ভবেৎ॥
সুবর্ণালঙ্কৃতানাস্তু নারীণাং লভতে শতম্ *।
পৃথিব্যামাসমুদ্রায়াং মহাভূমিপতির্ভবেৎ॥ ৪১
ধনধান্যসমাযুক্তো দাতা ভবতি নিত্যশঃ।
ভুক্ত্বা তু বিপুলান্ ভোগাংস্তৎ তীর্থং লভতে
পুনঃ॥ ৪২
অথ সন্ধ্যাবটে রম্যে ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
উপবাসী শুচিঃ সন্ধ্যাং ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ॥
কোটিতীর্থং সমাসাদ্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ
কোটিবর্ষসহস্রাণাং স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৪৪

পার্শ্বে এক ত্রিলোক-বিশ্রুত প্রতিষ্ঠানাখ্য সামদ্রিক কূপ আছে; ক্রোধজয়ী ব্রহ্মচারী ব্যক্তি তথায় যদি ত্রিরাত্র বাস করে, তবে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত ও বিশুদ্ধ হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। ভাগীরথীর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠানের উত্তরে এক ত্রৈলোক্যবিশ্রুত তীর্থ আছে। এই তীর্থের নাম হংসপ্রপতন। হে ভারত! তথায় স্নান মাত্রেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এবং যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকে, তত কাল স্বর্গলোকে বাস হয়। উর্ব্বশীরমণ নামে এক হংসপাণ্ডুর পুণ্য প্রশস্ত তীর্থ আছে। তথায় প্রাণ পরিত্যাগে যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। হে নরাধিপ! উল্লিখিত ব্যক্তি ষষ্টিসহস্র ষষ্টিশত বর্ষ পিতৃগণ সহ স্বর্গলোকে সেবিত হইয়া থাকে। হে নরোত্তম! ঐ ব্যক্তি সর্ব্বদা স্বর্গলোকে উর্ব্বশীকেও দর্শন করিতে পারে। ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ সতত তাহাকে পূজা করিয়া থাকেন। অনন্তর ঐ ব্যক্তি কর্ম্মক্ষয়ে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া উর্ব্বশীপ্রতিম শত কন্যা লাভ করে এবং বহুসহস্র নারীর মধ্যে পতিরূপে বিরাজ করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি দশসহস্র গ্রামের ভোক্তা ভূমিপতি হয় এবং নিদ্রান্তে কাঞ্চী ও নূপুরনিঃস্বনে জাগরিত হইয়া থাকে। এইরূপে বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া উক্ত ব্যক্তি পুনরায় তীর্থসেবা করে। যে তীর্থযাত্রী মানব শুক্ল বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নিত্য নিয়ত ও ইন্দ্রিয়জয়ী হইয়া এক মাস যাবৎ একাহার করে, সে, ভূমিপতি হয়, সুবর্ণালঙ্কৃত এক শত নারী লাভ করে, আসমুদ্র পৃথিবীর মহাধিপত্য প্রাপ্ত হয় এবং ধন-ধান্য-সম্পন্ন হইয়া নিত্য দানশীল হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি বিপুল ভোগ উপভোগ করিয়া পরে পুনরায় সেই তীর্থের সেবা করিতে পারে।২৬—৪২। রমণীয় সন্ধ্যাবটে যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় উপবাসী ও শুচি হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করে, তাহার ব্রহ্মলোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি প্রয়াগস্থ কোটি তীর্থে উপস্থিত হইয়া প্রাণ

* ইতঃ পরং—
গবামষ্টসহস্রাণাং ভোক্তা ভবতি ভূমিপঃ।
ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ ক্ষীণকর্ম্মা দিবশ্চ্যুতঃ।
সুবর্ণমণিমুক্তাঢ্যকুলে জায়েত রূপবান্॥ ৪৫
ততো ভোগবতীং গত্বা বাসুকেরুত্তরেণ তু।
দশাশ্বমেধকং নাম তীর্থং তত্রাপরং ভবেৎ॥৪৬
কৃতাভিষেকস্তু নরঃ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ।
ধনাঢ্যো রূপবান্ দক্ষো দাতা ভবতি ধার্ম্মিকঃ
চতুর্ব্বেদেষু যৎ পুণ্যং যৎ পুণ্যং সত্যবাদিষু।
অহিংসায়াস্তু যো ধর্ম্মো গমনাদেব তৎ ফলম্
কুরুক্ষেত্রসমা গঙ্গা যত্র যত্রাবগাহ্যতে।
কুরুক্ষেত্রাদ্দশগুণা যত্র বিন্ধ্যেন সঙ্গতা॥ ৪৯
যত্র গঙ্গা মহাভাগা বহুতীর্থা তপোধনা।
সিদ্ধক্ষেত্রং হি তজ্জ্ঞেয়ং নাত্র কার্য্যা বিচারণা
ক্ষিতৌ তারয়তে মর্ত্ত্যান্ নাগাংস্তারয়তেঽপ্যধঃ
দিবি তারয়তে দেবাংস্তেন ত্রিপথগা স্মৃতা॥৫১
যাবদস্থীনি গঙ্গায়াং তিষ্ঠন্তি হি শরীরিণঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৫২
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জম্বুদ্বীপপতির্ভবেৎ।
তীর্থানাস্তু পরং তীর্থং নদীনাস্তু মহানদী
মোক্ষদা সর্ব্বভূতানাং মহাপাতকিনামপি॥ ৫৩
সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ॥
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং পাপোপহতচেতসাম্।
গতিমন্বিষ্যমাণানাং নাস্তি গঙ্গাসমা গতিঃ॥ ৫৫
পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
মহেশ্বরশিরোভ্রষ্টা সর্ব্বপাপহরা শুভা॥ ৫৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৬॥

পরিত্যাগ করে, সহস্র কোটি বর্ষ যাবৎ তাহার স্বর্গসুখ ভোগ হয়। অনন্তর কর্ম্ম ক্ষয়ে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কোন সুবর্ণ-মণি-মুক্তাসম্পন্ন সমৃদ্ধ সংসারে রূপবান্ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। অনন্তর বাসুকির উত্তরে ভোগবতী তীর্থে গমন করিয়া দশাশ্বমেধিক নামক অপর যে তীর্থ আছে, তথায় গিয়া স্নান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, এবং স্নানকর্ত্তা ধনাঢ্য, রূপবান্, দক্ষ, দাতা ও ধার্ম্মিক হইয়া থাকে। যজুর্ব্বেদ অধ্যয়নে ও সত্য বচনে যে পুণ্য হয় এবং অহিংসায় যে ধর্ম্ম হইয়া থাকে, এই তীর্থে গমনমাত্রেই সে সমস্ত ফল লাভ করা যায়। গঙ্গার যেস্থানেই অবগাহন করা যাউক, কুরুক্ষেত্রসেবার ফল লাভ হইয়া থাকে; পরন্তু গঙ্গা যথায় বিন্ধ্যসহ সঙ্গত হইয়াছেন, তথায় কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা দশগুণ অধিক ফল লাভ হয়। যেখানে তাপসজনের পরম ধন মহাভাগ গঙ্গা বহু-তীর্থ সহ সম্মিলিতা, সেই স্থান সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া বিজ্ঞেয়; তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভূতলে মর্ত্ত্যগণকে, পাতালে নাগগণকে এবং স্বর্গে দেবগণকে তারিত করেন বলিয়া গঙ্গা ত্রিপথগা নামে বিখ্যাতা। দেহীদিগের অস্থিচূর্ণ যতকাল গঙ্গাগর্ভে থাকে, তত সহস্র বর্ষ স্বর্গবাস হয়। অনন্তর স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া থাকে। গঙ্গা সমস্ত তীর্থের প্রধান, নদীসমূহের মহানদী এবং মহাপাতকী সর্ব্বভূতের মোক্ষদাত্রী। গঙ্গা সর্ব্বত্রই সুলভা; কিন্তু গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ ও সাগর-সঙ্গম, এই স্থানত্রয়ে তিনি দুর্লভা। প্রয়াগস্থ গঙ্গায় স্নান করিয়া মানব স্বর্গগমন করে, গঙ্গাস্নায়ী নর মরণের পর আর জন্ম গ্রহণ করে না। পাপে হতচিত্ত হইয়া যাহারা সুগতি অন্বেষণ করে, তাদৃশ সকল প্রাণীরই গঙ্গার ন্যায় পরম গতি নাই। মহেশ-মস্তক-পরিভ্রষ্টা সকল-কলুষাপহা শুভজননী গঙ্গাই সমস্ত পবিত্রের পবিত্র এবং সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল। ৪৩—৫৬।

ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৬॥

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রয়াগস্য মাহাত্ম্যং পুনরেব তু
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
মানসং নাম তৎ তীর্থং গঙ্গায়া উত্তরে তটে।
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ॥
গো-ভূ-হিরণ্যদানেন যৎ ফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ
স তৎ ফলমবাপ্নোতি তত্তীর্থং স্মরতে পুনঃ॥
অকামো বা সকামো বা গঙ্গায়াং যোঽভিপদ্যতে
মৃতস্তু লভতে স্বর্গং নরকঞ্চ ন পশ্যতি॥ ৪
অপ্সরোগণসঙ্গীতৈঃ সুপ্তোঽসৌ প্রতিবুধ্যতে
হংস-সারসযুক্তেন বিমানেন স গচ্ছতি।
বহুবর্ষসহস্রাণি স্বর্গং রাজেন্দ্র ভুঞ্জতি॥ ৫
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ ক্ষীণকর্ম্মা দিবশ্চ্যুতঃ।
সুবর্ণ-মণি-মুক্তাঢ্যে জায়তে বিপুলে কুলে॥ ৬
ষষ্টিতীর্থসহস্রাণি ষষ্টিকোট্যস্তথাপগাঃ।
মাঘমাসে গমিষ্যন্তি গঙ্গা-যমুনসঙ্গমম্॥ ৭
গবাং শতসহস্রস্য সম্যগ্দত্তস্য যৎ ফলম্।
প্রয়াগে মাঘমাসে তু ত্র্যহস্নানাত্তু তৎফলম্॥৮
গঙ্গা-যমুনয়োর্ম্মধ্যে কর্ষাগ্নিং যস্তু সাধয়েৎ
অহীনাঙ্গো হ্যরোগশ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়সমন্বিতঃ॥ ৯
যাবন্তি রোমকূপাণি তস্য গাত্রেষু দেহিনঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ১০
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জম্বূদ্বীপপতির্ভবেৎ।
স ভুক্ত্বা বিপুলান্ ভোগাংস্তত্তীর্থং স্মরতে পুনঃ॥ ১১
জলপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাৎ সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে।
রাহুগ্রস্তে তথা সোমে বিমুক্তঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥
সোমলোকমবাপ্নোতি সোমেন সহ মোদতে।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ১৩
স্বর্গে চ শক্রলোকেঽস্মিন্নৃষিগন্ধর্ব্বসেবিতে
পরিভ্রষ্টস্তু রাজেন্দ্র সমৃদ্ধে জায়তে কুলে॥ ১৪
অধঃশিরাস্তু যো জ্বালামূর্দ্ধপাদঃ পিবেন্নরঃ।
শতবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ১৫
পরিভ্রষ্টস্তু রাজেন্দ্র সোঽগ্নিহোত্রী ভবেন্নরঃ।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! পুনরায় প্রয়াগমাহাত্ম্য শ্রবণ করুন, ইহা শ্রবণে নিঃসন্দেহে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। গঙ্গার উত্তর তটে মানস নামে এক তীর্থ আছে, তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সর্ব্ব কামনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোকে গো, ভূ ও হিরণ্য দান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, সেই তীর্থ স্মরণ মাত্রেই সে ফল লাভ করা যায়। লোক অকাম বা সকাম হউক, গঙ্গা প্রাপ্ত হইয়া মরিলে তাহার স্বর্গলাভ নিশ্চয়ই হয়, সে কখন নরক দর্শন করে না। সে ব্যক্তি স্বর্গে থাকিয়া অপ্সরোগণের সঙ্গীতে নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, হংস ও সারসযুক্ত যানারোহণে সে গমন করে; হে রাজেন্দ্র! ঐ অবস্থায় সে বহুসহস্র বর্ষ স্বর্গ ভোগ করে। অনন্তর কর্ম্মক্ষয়ে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া সুবর্ণ-মণি-মুক্তা-সম্পন্ন কোন এক প্রশস্ত কুলে জন্ম গ্রহণ করে। মাঘমাসে ষষ্টিকোটি ষষ্টিসহস্র তীর্থ নদী গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে গিয়া সম্মিলিত হয়। শত সহস্র গোদানে যে ফল, মাঘমাসে মাত্র তিনটী দিন গঙ্গাস্নান করিলে সে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। গঙ্গা-যমুনার মধ্যে যে ব্যক্তি কর্ষাগ্নি সাধন করে, সে, অহীনাঙ্গ, অরোগ ও পঞ্চেন্দ্রিয়-সম্পন্ন হয়। তাহার দেহে যত রোম থাকে, তত্দিন তাহার স্বর্গবাস হয়। অনন্তর স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জম্বুদ্বীপের অধিপতি হয়। তথায় বিপুল ভোগ উপভোগ করিয়া পুনরায় এই তীর্থ স্মরণ করে।১—১১ লোক-বিশ্রুত সঙ্গমতীর্থে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে যে ব্যক্তি জলপ্রবেশ করে, সে, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়, সোম লোক প্রাপ্ত হইয়া সোম সহ বিহার করে এবং ষষ্টিসহস্র বর্ষ যাবৎ স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! ঋষি-গন্ধর্ব্ব-সেবিত স্বর্গে তথা ইন্দ্র-লোকে বাস করিয়া কর্ম্মক্ষয়ে তাহা হইতে

ভুক্তা তু বিপুলান্ ভোগাংস্তত্তীর্থং ভজতেপুনঃ
যঃ স্বদেহন্তু কর্ত্তিত্বা শকুনিভ্যঃ প্রযচ্ছতি ।
বিহগৈরুপভুক্তস্য শৃণু তস্যাপি যৎ ফলম্ ॥১৭
শতং বর্ষসহস্রাণাং সোমলোকে মহীয়তে
তস্মাদপি পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ ॥১৮
গুণবান্ রূপসম্পন্নো বিদ্বাংশ্চ প্রিয়বাচকঃ ।
ভুক্তা তু বিপুলান্ ভোগাংস্তত্তীর্থং ভজতে পুনঃ ॥ ২৯

যামুনে চোত্তরে কূলে প্রয়াগস্য তু দক্ষিণে
ঋণপ্রমোচনং নাম তৎ তীর্থং পরমং স্মৃতম্ ॥
একরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা ঋণৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রমুচ্যতে ।
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি অনৃণশ্চ সদা ভবেৎ ॥২১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে
সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৭ ॥

বিচ্যুত হইলে ভূতলে অগ্নিহোত্রী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই জন্মে বিপুল ভোগ উপভোগ করিয়া পুনরায় তীর্থ-সেবী হয়। যে ব্যক্তি নিজের দেহ কাটিয়া শকুনিদিগকে দান করে এবং যাহার মৃতদেহ তথায় বিহঙ্গমগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহার যে কতদূর ফল হয়, শ্রবণ কর। সেই ব্যক্তি শতবর্ষ সোমলোকে বাস করে, পরে সে স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে ধার্ম্মিক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার রূপ, গুণ, বিদ্যা, কিছুরই তখন অভাব থাকে না। সে, বিপুল ভোগ উপভোগের পর পুনরায় তীর্থসেবী হয়। প্রয়াগের দক্ষিণে যমুনার উত্তরকূলে ঋণমোচন নামে এক পরম তীর্থ আছে, তথায় একরাত্র উপবাস করিলে সমস্ত ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পায়, এবং অঋণ হইয়া সর্ব্বদা স্বর্গলোকে বাস করে।১২—২২।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

যুধিষ্ঠির উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা প্রয়াগস্য যৎ ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতম্ ।
বিশুদ্ধং মেঽদ্য হৃদয়ং প্রয়াগস্য তু কীর্ত্তনাৎ ॥
অনাশকফলং ব্রূহি ভগবংস্তত্র কীদৃশম্
যঞ্চ লোকমবাপ্নোতি বিশুদ্ধঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥২

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ প্রয়াগে তু অনাশকফলং বিভো ।
প্রাপ্নোতি পুরুষো ধীমানশ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ
অহীনাঙ্গোঽপ্যরোগশ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়সমন্বিতঃ ।
অশ্বমেধফলং তস্য গচ্ছতস্তু পদে পদে ॥ ৪
কুলানি তারয়েদ্রাজন্ দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো গচ্ছেত্তু পরমং পদম্ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মহাভাগ্যং হি ধর্ম্মস্য যত্ত্বং বদসি মে প্রভো ।
অল্পেনৈব প্রযত্নেন বহূন্ ধর্ম্মানবাপ্নুতে ॥ ৬
অশ্বমেধৈস্তু বহুভিঃ প্রাপ্যতে সুব্রতৈরিহ ।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে বিভো! আপনি যে প্রয়াগমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, ইহা শুনিয়া অদ্য আমার হৃদয় বিশুদ্ধ হইল। হে ভগবন্! বলুন, তথায় অনশন করিলে ফল কিরূপ হয়? এবং সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া কোন্ লোকে যাওয়া যায়? মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! প্রয়াগে অনশনব্রত করিলে যে ফল হয়, শ্রবণ কর। শ্রদ্ধালু, জিতেন্দ্রিয় ধীমান্ ব্যক্তি প্রয়াগে অনশন করিলে, পদে পদে তাহার অশ্বমেধফল লাভ হয়। সে, অহীনাঙ্গ, নীরোগ ও পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি দশ ঊর্দ্ধ ও দশ অধস্তন কুল উদ্ধার করে, সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১—৫। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি যে আমার নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব বলিতেছেন, ইহা আমার মহা সৌভাগ্যের বিষয়। যাহা

ইমং মে সংশয়ং ছিন্ধি পরং কৌতূহলং হি মে ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
শৃণু রাজন্ মহাবীর যদুক্তং ব্রহ্মযোনিনা।
ঋষীণাং সন্নিধৌ পূর্ব্বং কথ্যমানং ময়া শ্রুতম্ ॥৮
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং প্রয়াগস্য তু মণ্ডলম্।
প্রবিষ্টমাত্রে তদ্ভূমাবশ্বমেধঃ পদে পদে ॥ ৯
ব্যতীতান্ পুরুষান্ সপ্ত ভবিষ্যাংশ্চ চতুর্দ্দশ।
নরস্তারয়তে সর্ব্বান্ যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ॥
এবং জ্ঞাত্বা তু রাজেন্দ্র সদা সেবাপরো ভবেৎ
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ পাপোপহতচেতসঃ।
ন প্রাপ্নুবন্তি তৎ স্থানং প্রয়াগং দেবরক্ষিতম্ ॥
যুধিষ্ঠির উবাচ
স্নেহাদ্বা দ্রব্যলোভাদ্বা যে তু কামবশং গতাঃ।
কথং তীর্থফলং তেষাং কথং পুণ্যফলং ভবেৎ
বিক্রয়ঃ সর্ব্বভাণ্ডানাং কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
প্রয়াগে কা গতিস্তস্য তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
শৃণু রাজন্ মহাগুহ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
মাসমেকন্তু যঃ স্নায়াৎ প্রয়াগে নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥
বিশ্রম্ভঘাতকানান্তু প্রয়াগে শৃণু যৎ ফলম্।
ত্রিকালমেব স্নায়ীত আহারং ভৈক্ষ্যমাচরেৎ।
ত্রিভির্ম্মাসৈঃ স মুচ্যেত প্রয়াগে তু ন সংশয়ঃ ॥
অজ্ঞানেন তু যস্যেহ তীর্থযাত্রাদিকং ভবেৎ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধে তু স্বর্গলোকে মহীয়তে।
স্থানঞ্চ লভতে নিত্যং ধনধান্যসমাকুলম্ ॥১৬
এবং জ্ঞানেন সম্পূর্ণঃ সদা ভবতি ভোগবান্।
তারিতাঃ পিতরস্তেন নরকাৎ প্রপিতামহাঃ ॥১৭
ধর্ম্মানুসারি তত্ত্বজ্ঞ পৃচ্ছতস্তে পুনঃপুনঃ।
ত্বৎপ্রিয়ার্থং সমাখ্যাতং গুহ্যমেতৎ সনাতনম্ ॥

হউক, সুব্রতানুচারী ব্যক্তিগণ বহু অশ্বমেধ অনুষ্ঠান করিয়া, যে প্রভূত ধর্ম্ম লাভ করেন, এই প্রয়াগধামে অল্প প্রযত্ন দ্বারাই তাদৃশ প্রচুর ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় কিরূপে? আমার এই সংশয় ছেদন করুন, আমার বড়ই কৌতুহল উপস্থিত। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! মহাবীর! এ সম্বন্ধে ব্রহ্মযোনি পূর্ব্বে ঋষিগণসমীপে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমার শুনা আছে, এক্ষণে বলি, শ্রবণ কর। প্রয়াগমণ্ডল পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ। প্রয়াগভূমে প্রবেশমাত্র পদে পদে অশ্বমেধ-ফল লাভ হয়। যে নর প্রয়াগে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে তাহার অতীত অনাগত চতুর্দ্দশ পুরুষকে উদ্ধার করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র! ইহা জানিয়া সর্ব্বদাই প্রয়াগতীর্থের সেবাতৎপর হওয়া উচিত। যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, যাহারা পাপ-হত-চিত্ত, তাহারা কদাচ এই দেবরক্ষিত প্রয়াগধাম প্রাপ্ত হয় না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্নেহক্রমেই হউক বা দ্রব্যের প্রতি লোভ বশতই হউক, যাহারা কামবশীভূত হয়, তাহাদের তীর্থফল কিম্বা পুণ্যফল কিরূপ হইয়া থাকে? যাহারা সর্ব্ব দ্রব্যের বিক্রেতা এবং কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এই প্রয়াগে আসিলে তাহাদের কোন্ গতি হইয়া থাকে? হে পিতামহ! তাহা আমাকে বলুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্! সর্ব্বপাপহর মহাগুহ্য কথা শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি প্রয়াগে আসিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক মাসকাল স্নান করে, তাহার সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হয় এবং সে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রয়াগে আসিয়া বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিদিগের যাহা কর্ত্তব্য, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহারা তিন সন্ধ্যা স্নান করিবে, এবং ভিক্ষা করিয়া আহার করিবে, এইরূপে তিন মাসকাল যাপন করিলে নিশ্চয় পাপমুক্তি হয়। যে ব্যক্তি অজ্ঞানতঃ তীর্থযাত্রা করে, তাহারও সুসমৃদ্ধ স্বর্গবাস হয়। সে ব্যক্তি নিত্য ধনধান্যসম্পন্ন স্থান লাভ করে। এইরূপে তাহার জ্ঞানপূর্ণতা ঘটে, সে সদা ভোগবান্ হইতে পারে। সেই ব্যক্তি পিতা ও প্রপিতামহদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। ৬—১৭। হে তত্ত্বজ্ঞ! তুমি ধর্ম্মানুসারে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাই তোমার প্রিয়

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে তারিতং কুলম্।
প্রীতোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি দর্শনাদেব তে মুনে।
ত্বদ্দর্শনাৎ তু ধর্ম্মাত্মন্ মুক্তোঽহঞ্চাদ্য কিল্বিষাৎ
ইদানীং বেদ্মি চাত্মানং ভগবন্ গতকল্মষম্ ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

দিষ্ট্যা তে সফলং জন্ম দিষ্ট্যা তে তারিতং কুলম্।
কীর্ত্তনাদ্বর্দ্ধতে পুণ্যং শ্রুতাৎ পাপপ্রণাশনম্ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যমুনায়াস্তু কিং পুণ্যং কিং ফলন্তু মহামুনে।
এতন্মে সর্ব্বমাখ্যাহি যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ॥ ২২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তপনস্য সুতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
সমাখ্যাতা মহাভাগা যমুনা তত্র নিম্নগা ॥ ২৩
যেনৈব নিঃসৃতা গঙ্গা তেনৈব যমুনাগতা।
যোজনানাং সহস্রেষু কীর্ত্তনাৎ পাপনাশিনী ॥ ২৪
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ যমুনায়াং যুধিষ্ঠির।
কীর্ত্তনাল্লভতে পুণ্যং দৃষ্ট্বা ভদ্রাণি পশ্যতি ॥ ২৫
অবগাহ্য চ পীত্বা চ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্।
প্রাণাংস্ত্যজতি যস্তত্র স যাতি পরমাং গতিম্ ॥
অগ্নিতীর্থমিতি খ্যাতং যমুনাদক্ষিণে তটে।
পশ্চিমে ধর্ম্মরাজস্য তীর্থন্তু নরকং স্মৃতম্ ॥ ২৭
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ।
এবং তীর্থসহস্রাণি যমুনাদক্ষিণে তটে ॥ ২৮
উত্তরেণ প্রবক্ষ্যামি আদিত্যস্য মহাত্মনঃ।
তীর্থং নিরঞ্জনং নাম যত্র দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ২৯
উপাসতে স্ম সন্ধ্যাং যে ত্রিকালং হি যুধিষ্ঠির।
দেবাঃ সেবন্তি তত্তীর্থং যে চান্যে বিবুধা জনাঃ
শ্রদ্দধানপরো ভূত্বা কুরু তীর্থাভিষেচনম্।
অন্যে চ বহবস্তীর্থাঃ সর্ব্বপাপহরাঃ স্মৃতাঃ।
তেষু স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ ॥
গঙ্গা চ যমুনা চৈব উভে তুল্যফলে স্মৃতে।

কামনায় এই গুহ্য সনাতন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলাম। যুধিষ্ঠির কহিলেন, অদ্য আমার জন্ম সফল এবং কুল পবিত্র হইল। হে মুনে! আপনার দর্শনে আমি অধুনা প্রীত ও অনুগৃহীত হইলাম; হে ধর্ম্মাত্মন্! ভবদীয় দর্শন লাভে এক্ষণে আমি পাপমুক্ত হইলাম। হে ভগবন্! এক্ষণে আমি বুঝিলাম, আমার আত্মা নিষ্পাপ হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ভাগ্যবশে তোমার জন্ম সফল এবং কুল তারিত হইল। আমার কথিত বিষয় কীর্ত্তনে পুণ্য হয় এবং শ্রবণে পাপনাশ হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মহামুনে! যমুনায় কি পুণ্য এবং কোন্ ফল হয়? ইহা আপনি যেমন দেখিয়াছেন বা যেমন শুনিয়াছেন, আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ত্রিলোকবিশ্রুতা তপননন্দিনী মহাভাগা নদী যমুনানামে কীর্ত্তিতা। গঙ্গা যে পথে নিঃসৃত হইয়াছেন, যমুনাও সেই পথে আগমন করিয়াছেন। সহস্র যোজন মধ্যে যমুনার নাম কীর্ত্তনে পাপনাশ হয়। হে যুধিষ্ঠির! যমুনায় স্নান করিয়া তাহার জল পান করিলে অথবা তাহার নাম কীর্ত্তনে বা তাহাকে দেখিলে পুণ্য লাভ হয়। লোকে মঙ্গল দর্শন করিতে পারে। যমুনায় অবগাহন করিয়া জল পান করিলে মানবের সপ্তম পুরুষ পবিত্র হয়। যে ব্যক্তি তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। যমুনার দক্ষিণ তটে অগ্নিতীর্থ বিখ্যাত। পশ্চিমে ধর্ম্মরাজতীর্থ নরক। তথায় স্নান করিয়া লোক স্বর্গে গমন করে, আর তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। যমুনার দক্ষিণে এইরূপ সহস্র সহস্র তীর্থ বিদ্যমান। মহাত্মা আদিত্যের উত্তরদিক্‌স্থিত তীর্থ-বিবরণ বলিতেছি; নিরঞ্জন নামে এক তীর্থ আছে, তথায় ইন্দ্রাদি দেবগণ বাস করেন। দেবগণ এবং পণ্ডিতগণ সেই তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। তুমি শ্রদ্ধাশীল হইয়া সেই তীর্থে স্নান কর। ঐ তীর্থ ব্যতীত তথায় আরও বহু-তীর্থ বিদ্যমান। সমস্ত তীর্থই সর্ব্ব পাপহর। এই সকল তীর্থে স্নান করিয়া লোক স্বর্গে গমন করে; তথা হইতে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন

কেবলং জ্যেষ্ঠভাবেন গঙ্গা সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥৩২
এবং কুরুষ কৌন্তেয় সর্ব্বতীর্থাভিষেচনম্।
যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥৩৩
যস্ত্বিমং কল্য উত্থায় পঠতে চ শৃণোতি চ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥৩৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে-
হষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮ ॥

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শ্রুতং মে ব্রহ্মণা প্রোক্তং পুরাণে ব্রহ্মসম্ভবে।
তীর্থানান্তু সহস্রাণি শতানি নিযুতানি চ।
সর্ব্বে পুণ্যাঃ পবিত্রাশ্চ গতিশ্চ পরমা স্মৃতা ॥১
সোমতীর্থং মহাপুণ্যং মহাপাতকনাশনম্।
স্নানমাত্রেণ রাজেন্দ্র পুরুষাংস্তারয়েচ্ছতান্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্র স্নানং সমাচরেৎ ॥২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পৃথিব্যাং নৈমিষং পুণ্যমন্তরীক্ষে চ পুষ্করম্।
ত্রয়াণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে ॥৩
সর্ব্বাণি তানি সন্ত্যজ্য কথমেকং প্রশংসসি।
অপ্রমাণন্তু তত্রোক্তমশ্রদ্ধেয়মনুত্তমম্ ॥ ৪
গতিঞ্চ পরমাং দিব্যাং ভোগাংশ্চৈব যথেপ্সিতান্।
কিমর্থমল্পযোগেন বহু ধর্ম্মং প্রশংসসি।
এতন্মে সংশয়ং ব্রূহি যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ॥৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অশ্রদ্ধেয়ং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি যদ্ভবেৎ।
নরস্যাশ্রদ্দধানস্য পাপোপহতচেতসঃ ॥৬
অশ্রদ্দধানো হ্যশুচির্দুর্ম্মতিস্ত্যক্তমঙ্গলঃ।
এতে পাতকিনঃ সর্ব্বে তেনেদং ভাষিতং ত্বয়া ॥
শৃণু প্রয়াগমাহাত্ম্যং যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্।

করে না। গঙ্গা এবং যমুনা উভয় নদীই তুল্য ফলদায়িনী। তবে কেবল জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন গঙ্গা সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন। হে কৌন্তেয়! এইরূপে তুমি সর্ব্ব তীর্থে স্নান কর। করিলে তোমার আজন্ম সঞ্চিত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি প্রভাতে উঠিয়া এই প্রয়াগস্তুতি পড়ে বা শ্রবণ করে, সে লোক সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং অনন্ত কালের জন্য স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। ১৮—৩০।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৮।

নবাধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—পুরাণপ্রস্তাবে স্বয়ং ব্রহ্মা যে শত শত সহস্র সহস্র নিযুত নিযুত তীর্থের কথা কহিয়াছেন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি। সেই সমস্ত তীর্থই পুণ্য, পবিত্র ও পরম গতিপ্রদ। সোমতীর্থ নামে এক মহাপাতকহর মহা-পুণ্য তীর্থ আছে, হে রাজেন্দ্র! তথায় স্নান মাত্রেই স্নানকর্ত্তার শত পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্ব্বযত্নে তথায় স্নান করা কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—পৃথিবী মধ্যে নৈমিষারণ্য এবং অন্তরীক্ষে পুষ্করতীর্থ পুণ্যজনক। আর ত্রিলোক মধ্যে কুরুক্ষেত্রই প্রশস্ত। এই সকল তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র প্রয়াগমাহাত্ম্যের প্রশংসা করিলেন কেন? আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অপ্রমাণ, অশ্রদ্ধেয় ও অনুত্তম বলিয়াই মনে হয়। আর আপনি যে এই তীর্থে দিব্য গতি ও ইষ্ট ভোগ প্রাপ্তির কথা কহিয়াছেন, তাহাও ঐরূপ বলিয়াই আমার ধারণা। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অশ্রদ্ধাশীল পাপাত্মা নর যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহাও অশ্রদ্ধেয় বলা যায় না। অশ্রদ্দধান, অশুচি, দুর্ম্মতি ও মঙ্গল হীন, ইহারা সকলেই পাতকী। তোমারও ঐ জাতীয় কোন পাপ আছে, তাই তুমি এরূপ কথা কহিলে। ১—৭। যাহা হউক, আমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্রমে প্রয়াগমাহাত্ম্য

প্রত্যক্ষঞ্চ পরোক্ষঞ্চ যথাভূতং ভবিষ্যতি ॥ ৮
যথৈবাস্তদদৃষ্টঞ্চ যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্।
শাস্ত্রপ্রমাণং কৃত্বা চ যুজ্যতে যোগমাত্মনঃ ॥ ৯
ক্লিশ্যতে চাপরস্তত্র নৈব যোগমবাপ্নুয়াৎ।
জন্মান্তরসহস্রেভ্যো যোগো লভ্যেত মানবৈঃ
যথা যোগসহস্রেণ যোগো লভ্যেত মানবৈঃ।
যস্তু সর্বাণি রত্নানি ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥১১
তেন দানেন দত্তেন যোগং নাপ্নোতি মানবঃ।
প্রয়াগে তু মৃতস্যেদং সর্বং ভবতি নান্যথা ॥১২
প্রধানহেতুং বক্ষ্যামি শ্রদ্দধৎস্ব চ ভারত
যথা সর্বেষু ভূতেষু ব্রহ্ম সর্বত্র দৃশ্যতে ॥ ১৩
ব্রাহ্মণে বাস্তি যৎ কিঞ্চিদব্রাহ্মমিতি বোচ্যতে।
এবং সর্বেষু ভূতেষু ব্রহ্ম সর্বত্র পূজ্যতে ॥১৪
যথা সর্বেষু লোকেষু প্রয়াগং পূজয়েদ্বুধঃ।
পূজ্যতে তীর্থরাজস্তু সত্যমেব যুধিষ্ঠির ॥১৫
ব্রহ্মাপি স্মরতে নিত্যং প্রয়াগং তীর্থমুত্তমম্।
তীর্থরাজমনুপ্রাপ্য ন চান্যৎ কিঞ্চিদর্হতি ॥১৬
কো হি দেবত্বমাসাদ্য মনুষ্যত্বং চিকীর্ষতি।
অনেনৈবোপমানেন ত্বং জ্ঞাস্যসি যুধিষ্ঠির।
যথা পুণ্যতমঞ্চাস্তি তথৈব কথিতং ময়া ॥ ১৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতঞ্চেদং ত্বয়া প্রোক্তং বিস্মিতোঽহং পুনঃ।
কথং যোগেন তৎপ্রাপ্তিঃ স্বর্গবাসস্তু কর্মণা ॥১
দাতা বৈ লভতে ভোগান্ গাঞ্চ যৎ কর্মণঃ ফলম্।
তানি কর্মাণি পৃচ্ছামি পুনস্তৈঃ প্রাপ্যতে মহী।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ মহাবাহো যথোক্তকরণং মহীম্।
গামগ্নিং ব্রাহ্মণং শাস্ত্রং কাঞ্চনং সলিলং স্ত্রিয়ঃ॥২০
মাতরং পিতরঞ্চৈব যে নিন্দন্তি নরাধমাঃ।
ন তেষা মূর্দ্ধগমনমিদমাহ প্রজাপতিঃ ॥ ২১

যাহা দেখিয়াছি বা যাহা শুনিয়াছি, তাহা যথাযথরূপে ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। অপর যাহা কিছু দৃষ্ট, অদৃষ্ট বা অশ্রুত থাকুক, শাস্ত্রকে প্রমাণ করিয়া আত্মযোগ অবলম্বন করিবে, তাহাতেই সমস্ত সবিশেষ প্রত্যক্ষীভূত হইবে। অনেকে ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যোগ প্রাপ্ত হয় না। সহস্র সহস্র জন্মের পর হয় ত কদাচিৎ কোন জন যোগী হইতে পারে। সহস্র সহস্র যোগানুষ্ঠান করিলে, তবে মানবেরা প্রকৃত যোগ প্রাপ্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্ব রত্ন দান করেন, তাঁহার সেই দান-ফলেই যোগ লভ্য হইবার নহে। কিন্তু প্রয়াগে মৃত ব্যক্তির এই সমস্তই হইয়া থাকে। আমি যোগপ্রাপ্তির এই প্রধান হেতু বলিতেছি, হে ভারত! তুমি ইহাতে শ্রদ্ধাবান্ হও। যেমন ব্রহ্ম বস্তু সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান হইলেও ব্রাহ্মণেই তিনি সবিশেষরূপে বিদ্যমান, অন্য পদার্থ অব্রহ্ম বলিয়া লোকব্যবহার আছে, অথচ সর্ব্ব ভূতেই ব্রহ্ম পূজিত হইয়া থাকেন, তেমনি অন্যান্য তীর্থের মাহাত্ম্য থাকিলেও, সর্ব্ব-লোকে প্রয়াগ তীর্থই বুধগণের পূজনীয়। হে যুধিষ্ঠির! সত্যসত্যই এই তীর্থরাজ প্রয়াগ পূজার্হ। এই উত্তম প্রয়াগতীর্থকে ব্রহ্মাও নিত্য স্মরণ করিয়া থাকেন। এই তীর্থ-রাজকে প্রাপ্ত হইলে, অন্য কিছুই আর প্রাপ্য থাকে না। কে বল—দেবত্ব পাইয়া পুনরায় মনুষ্যত্ব কামনা করে? হে যুধিষ্ঠির! তুমিও এই যোগোপায় দ্বারা প্রয়াগ তীর্থকে বিদিত হইতে পারিবে। যাহা প্রকৃত পুণ্য-তম, তাহাই আমি তোমায় কহিলাম ॥৮—১৭॥ যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনার কথিত বিষয় শ্রবণ করিলাম এবং পুনঃপুনঃ বিস্ময়াপন্ন হইলাম। কিরূপ যোগে প্রয়াগ প্রাপ্তি হয় এবং কিরূপ কর্ম্মেই বা স্বর্গবাস ঘটে, এবং যে কর্ম্মের ফলে দাতা ভোগ সকল লাভ করেন, আমি সেই সকল কর্ম্ম কি, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! মহাবাহো! শ্রবণ করুন;—মহী, গো, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র, কাঞ্চন, জল, স্ত্রী, মাতা ও পিতা এই সমুদায়কে যে নরাধমেরা নিন্দা করে, তাহাদিগের স্বর্গগতি নাই, ইহা

এবং যোগস্থ সম্প্রাপ্তি-স্থানং পরমদুর্লভম্।
গচ্ছন্তি নরকং ঘোরং যে নরাঃ পাপকর্ম্মিণঃ॥২২
হস্ত্যশ্বং গামনড্বাহং মণিমুক্তাদিকাঞ্চনম্।
পরোক্ষং হরন্তে যস্তু পশ্চাদ্দানং প্রযচ্ছতি॥২৩
ন তে গচ্ছন্তি বৈ স্বর্গং দাতারো যত্র ভোগিনঃ
অনেককর্ম্মণা যুক্তাঃ পচ্যন্তে নরকে পুনঃ॥২৫
এবং যোগঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ দাতারঞ্চ যুধিষ্ঠির।
যথা সত্যমসত্যং বা অস্তি নাস্তীতি যৎ
ফলম্।
নিরুক্তন্তু প্রবক্ষ্যামি যথাহ স্বয়মংশুমান্॥২৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে
নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৯॥

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রয়াগস্থ মহাত্ম্যং পুনরেব তু।
নৈমিষং পুষ্করঞ্চৈব গোতীর্থং সিন্ধুসাগরম্॥১

প্রজাপতি বলিয়াছেন। এইরূপে যোগ-প্রাপ্তিস্থান পরম দুর্লভ। যে সকল লোক পাপাচারী, তাহারা ঘোর নরকে গমন করে। হস্তী, অশ্ব, গো, বলীবর্দ্দ, মণি, মুক্তা ও কাঞ্চন প্রভৃতি বস্তু যাহারা অপ্রত্যক্ষে হরণ করে এবং পরে সে সকল দান করে, তাহারা —যথায় দাতৃগণ ভোগসুখে মগ্ন থাকেন, সেই স্বর্গে যাইতে পারে না, অনেক কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া তাহারা নরকে পচিতে থাকে। এই-রূপে হে যুধিষ্ঠির! যোগ, ধর্ম্ম, দাতৃলক্ষণ, সত্য, অসত্য, সৎ বা অসৎফল, এই সক-লের বিবরণ সূর্য্য যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি।

নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৯।

দশাধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—রাজন্, পুনরায় প্রয়াগের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। নৈমিষ,

গয়া চ চৈত্রকঞ্চৈব গঙ্গা-সাগরমেব চ
এতে চান্যে চ বহবো যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ
দশ তীর্থসহস্রাণি ত্রিংশৎকোট্যস্তথা পরাঃ।
প্রয়াগে সংস্থিতা নিত্যমেবমাহুর্মনীষিণঃ॥ ৩
ত্রীণি চাপ্যগ্নিকুণ্ডানি যেষাং মধ্যে তু জাহ্নবী।
প্রয়াগাদভিনিষ্ক্রান্তা সর্ব্বতীর্থনমস্কৃতা॥৪
তপনস্য সুতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
যমুনা গঙ্গয়া সার্দ্ধং সঙ্গতা লোকভাবিনী॥ ৫
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে পৃথিব্যা জঘনং স্মৃতম্।
প্রয়াগং রাজশার্দ্দূল কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥৬
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটিশ্চ তীর্থানাংবায়ুরব্রবীৎ
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তৎ সর্ব্বং জাহ্নবী স্মৃতা॥
প্রয়াগং সমধিষ্ঠানং কম্বলাশ্বতরাবুভৌ।
ভোগবত্যথ যা চৈষা বেদিরেষা প্রজাপতেঃ॥৮
তত্র বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ মূর্ত্তিমন্তো যুধিষ্ঠির।
প্রজাপতিমুপাসন্তে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ॥৯

পুষ্কর, গো-তীর্থ, সিন্ধুসাগর, গয়া, চৈত্রক, গঙ্গাসাগর, ইহারা এবং আরও যে সকল পুণ্য পর্ব্বতাদি আছে, তন্মধ্যে ত্রিশকোটী দশসহস্র তীর্থ প্রয়াগে নিয়ত অবস্থান করে। মুনি ও ঋষিগণ এইরূপ কহিয়া থাকেন। তথায় তিনটী অগ্নিকুণ্ড আছে, উহাদিগের মধ্যভাগ দিয়া সর্ব্বতীর্থ-নমস্কৃতা ভাগীরথী প্রবাহিতা হইয়াছেন। তপন-তনয়া, ত্রিলোক-বিশ্রুতা, লোকহিত-সাধিনী যমুনা নদীও ঐ স্থানেই গঙ্গাসহ সঙ্গতা হইয়াছেন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যভাগই পৃথিবীর জঘন বলিয়া নিরূপিত। হে রাজ-শার্দ্দূল! অন্য কোন তীর্থই প্রয়াগের ষোড়শাংশ-সমতুল্য নহে। বায়ু বলিয়াছেন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষে সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থ অবস্থান করে। সেই সমস্তই জাহ্নবীতে বিদ্যমান। কম্বল ও অশ্বতর নাগরাজদ্বয় প্রয়াগ ধামেই বর্ত্তমান। এই ভোগবতী ভূমি প্রজাপতির বেদী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১—৮। হে যুধিষ্ঠির! সেখানে বেদ ও যজ্ঞ সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রজাপতির উপাসনা করেন। তপো-

যজন্তে ক্রতুভির্দেবাস্তথা চক্রধরা নৃপাঃ।
ততঃ পুণ্যতমং নাস্তি ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥১০
প্রভাবাৎ সর্ব্বতীর্থেভ্যঃ প্রভবত্যধিকং বিভো
দশ তীর্থসহস্রাণি তিস্রঃ কোট্যস্তথাপরাঃ ॥১১
যত্র গঙ্গা মহাভাগা স দেশস্তৎ তপোবনম্।
সিদ্ধক্ষেত্রঞ্চ বিজ্ঞেয়ং গঙ্গাতীরসমন্বিতম্ ॥১২
ইদং সত্যং বিজানীয়াৎ সাধুনামাত্মনশ্চ বৈ।
সুহৃদশ্চ জপেৎ কর্ণে শিষ্যস্যানুগতস্য চ ॥১৩
ইদং ধন্যমিদং স্বর্গ্যমিদং সত্যমিদং সুখম্।
ইদং পুণ্যমিদং ধর্ম্ম্যং পাবনং ধর্ম্মমুত্তমম্ ॥১৪
মহর্ষীণামিদং গুহ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
অধীত্য চ দ্বিজোঽপ্যেতন্নির্ম্মলঃ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং তীর্থং পুণ্যং সদা শুচিঃ।
জাতিস্মরত্বং লভতে নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে ॥১৬
প্রাপ্যন্তে তানি তীর্থানি সদ্ভিঃ শিষ্টানুদর্শিভিঃ
স্নাহি তীর্থেষু কৌরব্য ন চ বক্রমতির্ভবেঃ ॥১৭

ত্বয়া চ সম্যক্ পৃষ্টেন কথিতং বৈ ময়া বিভো।
পিতরস্তারিতাঃ সর্ব্বে তথৈব চ পিতামহাঃ।
প্রয়াগস্য তু সর্ব্বে তে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥
এবং জ্ঞানঞ্চ যোগঞ্চ তীর্থং চৈব যুধিষ্ঠির।
বহুক্লেশেন যুজ্যন্তে তেন যান্তি পরাং গতিম্।
ত্রিকালং জায়তে জ্ঞানং স্বর্গলোকং গমিষ্যতি ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে
দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১০

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কথং সর্ব্বমিদং প্রোক্তং প্রয়াগস্য মহামুনে।
এতন্নঃ সর্ব্বমাখ্যাহি যথা হি মম তারয়েৎ ॥ ১
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
শৃণু রাজন্ প্রয়াগে তু প্রোক্তং সর্ব্বমিদং
জপেৎ।

ধন ঋষিগণও বর্ত্তমান আছেন। তথায় দেবগণ ও চক্রবর্ত্তী নৃপতিগণ বিবিধ ন করিয়া থাকেন; হে ভারত, যুধিষ্ঠির! এ কারণ ত্রিলোকমধ্যে ইহাপেক্ষা পুণ্যস্থান আর নাই। ইহা সর্ব্ব তীর্থাপেক্ষা সমধিক শক্তিসম্পন্ন। এখানে তিনকোটী দশসহস্র প্রভাবশালী তীর্থ আছে। বিশেষতঃ যেখানে মহামহিমময়ী গঙ্গাদেবী বিরাজমানা, সেই দেশই প্রকৃত দেশ; উহাই প্রকৃত তপোবন। গঙ্গাতীরাশ্রিত প্রদেশ সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া জ্ঞাতব্য। ইহা সত্য বলিয়া জানিবে এবং সুহৃদ্, শিষ্য ও অনুগত জনের কর্ণে উপদেশ করিবে। ইহা ধন্য, পুণ্য, সত্য, স্বর্গ্য, ধর্ম্ম্য, পাবন ও উত্তম পুণ্যসাধন। ইহা মহর্ষিগণের গোপনীয়, সর্ব্বপাপপ্রণাশক। দ্বিজ ইহা প্রতিদিন অধ্যয়ন করিলেও নির্ম্মল হইয়া স্বর্গলাভ করেন। যে জন শুচিভাবে প্রতিদিন এই তীর্থবিবরণ শ্রবণ করে, সে জাতিস্মরত্ব লাভ করে এবং স্বর্গধামে সানন্দে বাস করিয়া থাকে। শিষ্টপথানুবর্ত্তী সাধু ব্যক্তিরাই এই সকল তীর্থ প্রাপ্ত হয়। অতএব হে কৌরব্য! তুমিও তীর্থসকলে স্নান কর; বক্রমতি হইও না। হে বিভো! তোমার প্রশ্নানুসারে আমি এই তীর্থবার্ত্তা সম্যক্ কহিলাম। পিতৃ-পিতামহগণ পরিত্রাণ পাইলেন। কোন তীর্থই প্রয়াগ তীর্থের ষোড়শাংশেরও তুল্য নহে। হে যুধিষ্ঠির! এইরূপ জ্ঞান, যোগ, এবং তীর্থ এ সকল বহু ক্লেশেই লাভ হয়; পরে তদ্দ্বারা পরম গতি প্রাপ্তি, ত্রৈকালিক জ্ঞান ও স্বর্গলোকবাসাদি ঘটিয়া থাকে। ৯—১৯।

দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১০।

একাদশাধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মহামুনে! আপনি যে এই সকল কথা কহিলেন, আমি কি প্রকারে ইহার অনুষ্ঠান করিব? যাহাতে আমার পরিত্রাণ লাভ হয়, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—রাজন্! প্রয়াগ

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশানো দেবতাঃ প্রভুরব্যয়ঃ ॥২
ব্রহ্মা সৃজতি ভূতানি স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ।
তান্যেতানি পরংলোকে বিষ্ণুঃ সংবর্দ্ধতে প্রজাঃ
কল্পান্তে তৎ সমগ্রং হি রুদ্রঃ সংহরতে জগৎ।
তদা প্রয়াগতীর্থঞ্চ ন কদাচিদ্বিনশ্যতি ॥৪
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।
যত্নেনানেন তিষ্ঠন্তি তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥৫
যুধিষ্ঠির উবাচ।
আখ্যাহি মে যথাতথ্যং যথৈষা তিষ্ঠতি শ্রুতিঃ
কেন বা কারণেনৈব তিষ্ঠন্তে লোকসত্তমাঃ ॥৬
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
প্রয়াগে নিবসন্তে তে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
কারণং তৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বং যুধিষ্ঠির ॥৭
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং প্রয়াগস্য তু মণ্ডলম্।
তিষ্ঠন্তি রক্ষণায়াত্র পাপকর্ম্মন্নিবারণাৎ ॥৮
উত্তরেণ প্রতিষ্ঠানাচ্ছদ্মনা ব্রহ্ম তিষ্ঠতি।
বেণীমাধবরূপী তু ভগবাংস্তত্র তিষ্ঠতি ॥৯
মাহেশ্বরো বটো ভূত্বা তিষ্ঠতে পরমেশ্বরঃ।
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
রক্ষন্তি মণ্ডলং নিত্যং পাপকর্ম্ম নিবারণাৎ ॥১০
যস্মিন্ জুহ্বৎ স্বকং পাপং নরকঞ্চ ন পশ্যতি।
এবং ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ প্রয়াগে স মহেশ্বরঃ ॥১১
সপ্ত দ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ পর্ব্বতাশ্চ মহীতলে।
রক্ষমাণাশ্চ তিষ্ঠন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥১২
যে চান্যে বহবঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি চ যুধিষ্ঠির।
পৃথিবী তৎ সমাশ্রিত্য নির্ম্মিতা দৈবতৈস্ত্রিভিঃ ॥
প্রজাপতেরিদং ক্ষেত্রং প্রয়াগমিতি বিশ্রুতম্।
এতৎ পুণ্যং পবিত্রং বৈ প্রয়াগঞ্চ যুধিষ্ঠির।
স্বরাজ্যং কুরু রাজেন্দ্র ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘ ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে
একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

সম্বন্ধে আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, ঐ সমস্তই পাঠ করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—ইঁহারা প্রধান দেবতা। অব্যয় প্রভু ব্রহ্মা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসকলকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিষ্ণু সেই সকল প্রজা বর্দ্ধিত করেন এবং অন্তিমে রুদ্রদেব তৎ-সমস্ত সংহার করিয়া থাকেন। পরন্তু সে সময়েও প্রয়াগ বিনষ্ট হয় না। উহা অবি-নাশী। সর্ব্বভূতের ঈশ্বর এই প্রয়াগধামেই অবস্থান করেন। যিনি এই তত্ত্ব জ্ঞাননেত্রে দর্শন করেন, তাঁহাকেই চক্ষুমান্ বলা যায়। যে জন এবম্বিধ নিয়মাবলম্বনে অবস্থান করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। ১—৫। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে ভগবন্! লোকসত্তমগণ প্রয়াগে বাস করেন, এইরূপ জনশ্রুতি শুনিতে পাই বটে, পরন্তু ইহার কারণ কি? আমাকে তাহা যথাযথ বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! প্রয়াগে যে কারণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বাস করেন, তাহার কারণ বর্ণনা করিতেছি। তুমি ইহার তত্ত্ব অবধারণ কর। প্রয়াগমণ্ডল পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ। ইহার রক্ষণার্থই পাপকর্ম্ম-নিবারক সুরগণ তথায় বাস করেন। প্রতিষ্ঠান-পুরের উত্তর দিকে প্রচ্ছন্নরূপে ব্রহ্ম অবস্থিত আছেন। বেণীমাধবরূপী ভগবান্ও সেখানে বিরাজমান। পরমেশ্বর তথায় মাহেশ্বর বটবৃক্ষরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই নিমি-ত্তই অন্যান্য দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ পাপকর্ম্ম-নিবারণজন্য সেখানে অবস্থানপূর্ব্বক নিয়ত প্রয়াগমণ্ডল রক্ষা করিতেছেন। ৬—১০। এইস্থানে হোম করিলে পাপ বা নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় না। মহীতল মধ্যে একমাত্র প্রয়াগ ধামকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইঁহারা এবং সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র ও বিবিধ পর্ব্বত,—সকলেই প্রলয় কাল পর্য্যন্ত রক্ষণপূর্ব্বক অবস্থিত আছেন। হে যুধিষ্ঠির! পৃথিবীতে আরও যত উত্তমোত্তম তীর্থ আছে, ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয়, সেই সকল তীর্থ লইয়া প্রজাপতির প্রয়াগনামক এই বিখ্যাত ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করেন। হে যুধিষ্ঠির! এই প্রয়াগ ক্ষেত্র, পুণ্যকর ও পবিত্রতাসাধক।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্ব্বে দ্রৌপদ্যা সহ ভার্য্যয়া ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য গুরূন্ দেবানতর্পয়ৎ ॥১
বাসুদেবোঽপি তত্রৈব ক্ষণেনাভ্যাগতস্তদা ।
পাণ্ডবৈঃ সহিতৈঃ সর্ব্বৈঃ পূজ্যমানস্ত মাধবঃ ॥২
কৃষ্ণেন সহিতৈঃ সর্ব্বৈঃ পুনরেব মহাত্মভিঃ ।
অভিষিক্তঃ স্বরাজ্যে চ ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩
এতস্মিন্নন্তরে চৈব মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ।
ততঃ স্বস্তীতি চোক্তা তু ক্ষণাদাশ্রমমাগমৎ ॥৪
যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽবসৎ
মহাদানং ততো দত্বা ধর্ম্মপুত্রো মহামনাঃ ॥৫
যস্ত্বিদং কল্য উত্থায় মাহাত্ম্যং পঠতে নরঃ ।
প্রয়াগং স্মরতে নিত্যং স যাতি পরমং পদম্ ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥

বাসুদেব উবাচ ।

মম বাক্যঞ্চ কর্ত্তব্যং মহারাজ ব্রবীম্যহম্ ।
নিত্যং জপস্ব জুহ্বস্ব প্রয়াগে বিগতজ্বরঃ ॥৭
প্রয়াগং স্মর বৈ নিত্যং সহাস্মাভির্যুধিষ্ঠির ।
স্বর্গং প্রাপ্স্যসি রাজেন্দ্র স্বর্গলোকং ন সংশয়ঃ ॥৮
প্রয়াগমনুগচ্ছেদ্বা বসতে বাপি যো নরঃ ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯
প্রতিগ্রহাদুপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো নিয়তঃ শুচিঃ ।
অহঙ্কারনিবৃত্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ১০
অকোপনশ্চ সত্যশ্চ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ ।
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে ॥১১
ঋষিভিঃ ক্রতবঃ প্রোক্তা দেবৈশ্চাপি যথাক্রমম্
ন হি শক্যা দরিদ্রেণ যজ্ঞাঃ প্রাপ্তুং মহীপতে ॥

হে নিষ্পাপ, রাজেন্দ্র! একণে তুমি ভ্রাতৃগণ সহ নিজ রাজ্য পালন কর ।১১—১৪ ।

একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—অতঃপর রাজা যুধিষ্ঠির নিজ পত্নী দ্রৌপদীর সহিত ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া গুরুজন ও দেবগণের তর্পণ করিলেন। এই সময়ে ভগবান্ বাসুদেব তথায় উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবগণ সকলেই তাহাকে সমধিক সম্মান করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহাত্মা কৃষ্ণ, নিজ ভ্রাতৃগণ এবং অন্যান্য জনগণ কর্ত্তৃক স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ইত্যবসরে মহামনা মার্কণ্ডেয় তথায় উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে স্বস্তিবাক্যে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও সুখে বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর সেই ধর্ম্মপুত্র মহামুনি যুধিষ্ঠির বিবিধ মহাদান করিয়াছিলেন। যে মানব প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক এই মাহাত্ম্য পাঠ করে, কিম্বা নিয়ত প্রয়াগধামের স্মরণ করে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোক লাভ করে। বাসুদেব বলিলেন, হে মহারাজ আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ বলিতেছি, আমার এই বাক্য আপনার পালন করা কর্ত্তব্য। আপনি প্রয়াগধামে অক্ষুব্ধচিত্তে প্রতিদিন জপ, হোম করিতে থাকুন। হে রাজেন্দ্র, যুধিষ্ঠির, আপনি আমাদের সহিত সতত প্রয়াগধাম স্মরণ করুন, তাহাতে স্বর্গলোক লাভ করিবেন, সংশয় নাই। যে নর প্রয়াগধামে গমন করে কিম্বা বাস করে, সে সমস্ত পাপহীন বিশুদ্ধ দেহে রুদ্রলোকে যাইতে পারে। প্রতিগ্রহ-নিবৃত্ত, সন্তুষ্টচেতা, নিয়তেন্দ্রিয়, শুচি, ও নিরহঙ্কার মনুষ্য তীর্থে না যাইয়াও তীর্থফল লাভ করিয়া থাকে। ১—১০। অকোপন, সদাচারসম্পন্ন, সত্যবাদী, অধ্যবসায়শালী, এবং সর্ব্বভূতে আত্মবৎ ব্যবহারবান্ মানব তীর্থফল লাভ করে। ঋষি ও দেবগণ নানাক্রমানুসারে বিবিধ যজ্ঞবিধান বলিয়াছেন; পরন্তু হে মহারাজ। দরিদ্র জনগণ সে

বহূপকরণা যজ্ঞা নানাসম্ভারবিস্তরাঃ।
প্রাপ্যন্তে পার্থিবৈরেতৈঃ সমৃদ্ধৈর্ব্বা নরৈঃ ক্বচিৎ
যো দরিদ্রৈরপি বিধিঃ শক্যঃ প্রাপ্তুং নরেশ্বর।
তুল্যো যজ্ঞফলৈঃ পুণ্যৈস্তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥১৪
ঋষীণাং পরমং গুহ্যমিদং ভরতসত্তম।
তীর্থানুগমনং পুণ্যং যজ্ঞেভ্যোঽপি বিশিষ্যতে॥
দশ তীর্থসহস্রাণি তিস্রঃ কোট্যস্তথাপগাঃ।
মাঘমাসে গমিষ্যন্তি গঙ্গায়াং ভরতর্ষভ ॥১৬
স্বস্থো ভব মহারাজ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যমকণ্টকম্।
পুনর্দ্রক্ষ্যসি রাজেন্দ্র যজমানো বিশেষতঃ ॥১৭
নন্দিকেশ্বর উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা স মহাভাগো মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য নৃপতেস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১৮
ততস্তত্র সমাপ্লাব্য গাত্রাণি সগণো নৃপঃ।
যথোক্তেনাথ বিধিনা পরাং নির্বৃতিমাগমৎ ॥১৯

সকল অনুষ্ঠান করিতে পারে না। দেখুন, যজ্ঞ সমস্ত প্রচুর উপকরণসাধ্য; উহাতে নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভার ও সমধিক প্রয়াস করিতে হয়; সুতরাং রাজগণ এবং ক্বচিৎ কোনও সমৃদ্ধ জনই যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ হইয়া থাকে। হে নরেশ্বর যুধিষ্ঠির! পুণ্য যজ্ঞফলের তুল্য ফলপ্রদ,অথচ দরিদ্র জনেরও অনুষ্ঠান-যোগ্য যে বিধি আছে, আমি এক্ষণে তাহাই বলিতেছি; আপনি অবধান করুন। ওহে ভরতসত্তম! এই পুণ্য তীর্থানুগমন, ঋষি-দিগের পরম গোপনীয়। ইহা যজ্ঞসমূহ হইতেও বিশিষ্ট ফলদায়ক। হে ভরতর্ষভ! তিনকোটি দশসহস্র তীর্থ, মাঘমাসে গঙ্গায় যাইয়া মিলিত হয়। হে মহারাজ! আপনি সুখে থাকুন, নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করুন। ওহে রাজেন্দ্র! যখন বিশিষ্ট কোনও যজ্ঞানু-ষ্ঠান করিবেন; তখন আবার আমাকে দেখিতে পাইবেন। ১১—১৭। নন্দিকেশ্বর কহিলেন, সেই মহাভাগ মহাতপা মার্কণ্ডেয় মুনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। তারপর নৃপবর যুধিষ্ঠির অনুচরগণ সহ সেইস্থানে যথোক্ত

তথা ত্বমপি দেবর্ষে প্রয়াগাভিমুখো ভব।
অভিষেকন্তু কৃত্বাদ্য কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥২০
সূত উবাচ।
এবমুক্ত্বাথ নন্দীশস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
নারদোঽপি জগামাশু প্রয়াগাভিমুখস্তথা ॥২১
তত্র স্নাত্বা চ জপ্ত্বা চ বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
দানং দত্ত্বা দ্বিজাগ্র্যেভ্যো গতঃ স্বভবনং তদা॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যং নাম দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ।
কতি দ্বীপাঃ সমুদ্রা বা পর্ব্বতা বা কতি প্রভো।
কিয়ন্তি চৈব বর্ষাণি তেষু নদ্যশ্চ কাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১
মহাভূমিপ্রমাণঞ্চ লোকালোকস্তথৈব চ।
পর্য্যাপ্তিং পরিমাণঞ্চ গতিশ্চন্দ্রার্কয়োস্তথা ॥২

বিধানে স্নান করিয়া পরম তৃপ্তি বোধ করি-লেন। হে মহর্ষি নারদ! আপনিও অদ্য প্রয়াগাভিমুখী হউন; তথায় স্নান করিয়া কৃত-কৃত্য হইবেন। সূত বলিলেন,—নন্দীশ এই বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন; নারদও তখন প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিয়া অবিলম্বে যাইয়া যথাবিধি স্নান জপাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দ্বিজাতিগণে ধনাদি দানপূর্ব্বক নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন। ১৮—২২।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২২।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে প্রভাববান্ যথার্থ-বিৎ সূত! পৃথিবীতে কয়টী দ্বীপ? কয়টী সমুদ্র? কয়টী পর্ব্বত? বর্ষই বা কয়টী? তাহাতে যে সকল নদী আছে. তাহাদেরই বা নাম কি? এই সুমহৎ ভূমণ্ডলের পরিমাণ, লোকালোক পর্ব্বত, এ সকলের অবস্থান-পরিমাণাদি, চন্দ্রসূর্য্যের গতিবিবরণ,

এতদ্‌ব্রবীহি নঃ সর্ব্বং বিস্তরেণ যথার্থবিৎ।
যদুক্তমেতৎ সকলং শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্‌ ॥৩
সূত উবাচ।
দ্বীপভেদসহস্রাণি সপ্ত চান্তর্গতানি চ।
ন শক্যতে ক্রমেণেহ বক্তুং বৈ সকলং জগৎ ॥৪
সপ্তৈব তু প্রবক্ষ্যামি চন্দ্রাদিত্যগ্রহৈঃ সহ।
তেষাং মনুষ্যতর্কেণ প্রমাণানি প্রচক্ষতে ॥৫
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তাংস্তু তর্কেণ সাধয়েৎ
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্‌ ॥৬
সপ্ত বর্ষাণি বক্ষ্যামি জম্বুদ্বীপং যথাবিধম্‌
বিস্তরং মণ্ডলং যচ্চ যোজনৈস্তন্নিবোধত ॥৭
যোজনানাং সহস্রাণি শতং দ্বীপস্য বিস্তরঃ।
নানাজনপদাকীর্ণং পুরৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ ॥৮
সিদ্ধ-চারণসঙ্কীর্ণং পর্ব্বতৈরুপশোভিতম্‌।
সর্ব্বধাতুপিনদ্ধৈস্তৈঃ শিলাজালসমুদ্গতৈঃ ॥ ৯
পর্ব্বতপ্রভবাভিশ্চ নদীভিস্তু সমন্ততঃ।
প্রাগায়তা মহাপার্শ্বাঃ ষড়িমে বর্ষপর্ব্বতাঃ ॥১০
অবগাহ্য হ্যুভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্ব-পশ্চিমৌ।
হিমপ্রায়শ্চ হিমবান্‌ হেমকূটশ্চ হেমবান্‌ ॥১১
চাতুর্ব্বর্ণস্তু সৌবর্ণো মেরুশ্চোল্বময়ঃ স্মৃতঃ।
চতুর্বিংশৎসহস্রাণি বিস্তীর্ণশ্চ চতুর্দ্দিশম্‌ ॥১২
বৃত্তাকৃতিপ্রমাণশ্চ চতুরস্রঃ সমাহিতঃ।
নানাবর্ণৈঃ সমঃ পার্শ্বৈঃ প্রজাপতিগুণান্বিতঃ ॥১৩
নাভীবন্ধনসম্ভূতো ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
পর্ব্বতঃ শ্বেতবর্ণস্তু ব্রাহ্মণ্যং তস্য তেন বৈ ॥ ১৪
পীতশ্চ দক্ষিণেনাসৌ তেন বৈশ্যত্বমিষ্যতে।
ভৃঙ্গিপত্রনিভশ্চৈব পশ্চিমেন সমাবৃতঃ।
তেনাস্য শূদ্রতা সিদ্ধা মেরোর্নামার্থকর্ম্মতঃ ॥১৫
পার্শ্বমুত্তরতস্তস্য রক্তবর্ণঃ স্বভাবতঃ।
তেনাস্য ক্ষত্রভাবঃ স্যাদিতি বর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
নীলশ্চ বৈদূর্য্যময়ঃ শ্বেতঃ পীতো হিরণ্ময়ঃ।
ময়ূরবর্হবর্ণশ্চ শাতকৌম্ভঃ স শৃঙ্গবান্‌ ॥১৭
এতে পর্ব্বতরাজানঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ।

—এই সমস্ত আমাদিগের নিকট বিস্তার-ক্রমে বলুন। আমরা আপনার মুখ হইতে এই সকল তত্ত্বকথা শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত বলিলেন,—পৃথিবীতে সাতটী প্রধান দ্বীপ এবং তদন্তর্গত বহুসহস্র সাধারণ-দ্বীপ আছে। ঐ সকল যথাক্রমে বলিবার শক্তি আমার নাই; সমগ্র জগতের বিবরণ কেমনেই বা বলা যায়? অতএব চন্দ্র, আদিত্য ও অন্যান্য গ্রহগণ সহ উক্ত সপ্ত দ্বীপেরই বিবরণ বর্ণন করিতেছি। নরগণ গবেষণা দ্বারা এ সকলের প্রমাণ সকল স্থির করিয়াছেন। পরন্তু যে সকল ভাব 'অচিন্ত্য' সেগুলিকে তর্ক দ্বারাই নিরূপিত করিতে হয়। যাহা প্রকৃতির পরবর্ত্তী, তাহাই 'অচিন্ত্য'। জম্বুদ্বীপ যে প্রকার এবং উহার যেরূপ বিস্তার-মণ্ডল পরিমাণ, তাহা আমি বলিতেছি, অবধান করুন। জম্বুদ্বীপের বিস্তার শতসহস্র যোজন। নানা জনপদে ও বিবিধ মনোহর নগরে সমাকীর্ণ। উহা সর্ব্ববিধ ধাতুর আকর ও নানাবিধ শিলাসমন্বিত পর্ব্বতসমূহে সুশোভিত এবং সিদ্ধচারণগণে সমাকীর্ণ। পর্ব্বতজাত সরিৎসমূহে উহার চতুর্দ্দিক্‌ পরিব্যাপ্ত। উহাতে পূর্ব্ব-পশ্চিমে আয়ত অতীব বিস্তৃত ছয়টী বর্ষপর্ব্বত আছে। ১—১০। হিম-বহুল হিমবান্‌ পর্ব্বত পূর্ব্ব-পশ্চিম সমুদ্র মধ্যে অবগাহনপূর্ব্বক বিরাজমান। হেমকূট পর্ব্বত হেম-সমন্বিত। সুবর্ণময় সুমেরু পর্ব্বত বিবিধা-বরণে সমাবৃত। উহা চতুর্দ্দিকে চতুর্বিংশতি-সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ। উহার উপরিভাগ বৃত্তাকৃতি এবং অধোভাগ চতুরস্র। উহার পার্শ্ব-দেশ নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রজাপতির গুণ-পনা খ্যাপন করিতেছে। অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার নাভিবন্ধন হইতে ইহার উৎপত্তি। ঐ মেরুর নাম, অর্থ ও কর্ম্মমহিমায় শ্বেতবর্ণ পূর্ব্বাংশ ব্রাহ্মণ্য, পীতবর্ণ দক্ষিণভাগ বৈশ্যত্ব, ভৃঙ্গ-পক্ষনিভ পশ্চিম প্রদেশ শূদ্রত্ব এবং স্বভা-বতঃ রক্তবর্ণ উত্তরাবয়ব ক্ষত্রিয়ভাব ব্যক্ত করিতেছে। নীলবর্ণ, বৈদূর্য্যকান্তি, শ্বেত, পীত, হিরণ্ময়, ময়ূরপুচ্ছাভ ও শাতকৌম্ভ-সুবর্ণময় শৃঙ্গ দ্বারা ঐ গিরিবর সুশোভিত। এই সকল প্রধান প্রধান গিরিতে সিদ্ধচারণ-

তেষামন্তরবিষ্কম্ভো নবসাহস্রমুচ্যতে ॥১৮
মধ্যে ত্বিলাবৃতং নাম মহামেরোঃ সমন্ততঃ।
চতুর্ব্বিংশৎসহস্রাণি বিস্তীর্ণো যোজনৈঃ সমঃ ॥
মধ্যে তস্য মহামেরুর্ব্বিধূম ইব পাবকঃ।
বেদার্দ্ধং দক্ষিণং মেরোরুত্তরার্দ্ধং তথোত্তরম্ ॥
বর্ষাণি যানি সপ্তাত্র তেষাং বৈ বর্ষপর্ব্বতাঃ।
দ্বে দ্বে সহস্রে বিস্তীর্ণা যোজনৈর্দক্ষিণোত্তরম্ ॥
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারস্তেষামায়াম উচ্যতে।
নীলশ্চ নিষধশ্চৈব তেষাং হীনাশ্চ যে পরে ॥
শ্বেতশ্চ হেমকূটশ্চ হিমবান্ শৃঙ্গবাংশ্চ যঃ।
জম্বুদ্বীপপ্রমাণেন ঋষভঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ২৩
তস্মাদ্দ্বাদশভাগেন হেমকূটোঽপি হীয়তে।
হিমবান্ বিংশভাগেন তস্মাদেব প্রহীয়তে।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি হেমকূটো মহাগিরিঃ ॥ ২৪
অশীতির্হিমবাঞ্ছৈল আয়তঃ পূর্ব্বপশ্চিমে।
দ্বীপস্য মণ্ডলীভাবাদ্হ্রাস-বৃদ্ধী প্রকীর্ত্তিতে ॥ ২৫
বর্ষাণাং পর্ব্বতানাঞ্চ যথাভেদং তথোত্তরম্।
তেষাং মধ্যে জনপদাস্তানি বর্ষাণি সপ্ত বৈ ॥২৬
প্রপাতবিষমৈস্তৈস্ত পর্ব্বতৈরাবৃতানি তু।
সপ্ত তানি নদীভেদৈরগম্যানি পরস্পরম্ ॥২৭
বসন্তি তেষু সত্ত্বানি নানাজাতীনি সর্ব্বশঃ।
ইমং হৈমবতং বর্ষং ভারতং নাম বিশ্রুতম্ ॥২৮
হেমকূটং পরং তস্মান্নাম্না কিম্পুরুষং স্মৃতম্।
হেমকূটাচ্চ নিষধং হরিবর্ষং তদুচ্যতে ॥ ২৯
হরিবর্ষাৎ পরঞ্চাপি মেরোস্তু তদিলাবৃতম্।
ইলাবৃতাৎ পরং নীলং রম্যকং নাম বিশ্রুতম্ ॥
রম্যকাদপরং শ্বেতং বিশ্রুতং তদ্ধিরণ্যকম্।
হিরণ্যকাৎ পরঞ্চৈব শৃঙ্গশাকং কুরুং স্মৃতম্ ॥৩১
ধনুঃসংস্থে তু বিজ্ঞেয়ে দ্বেবর্ষে দক্ষিণোত্তরে।
দীর্ঘাণি তস্য চত্বারি মধ্যমং তদিলাবৃতম্ ॥ ৩২
পূর্ব্বতো নিষধস্তেদং বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণং স্মৃতম্।
পরস্ত্বিলাবৃতং পশ্চাদ্বেদ্যর্দ্ধন্তু তদুত্তরম্ ॥ ৩৩
তয়োর্ম্মধ্যে তু বিজ্ঞেয়ো মেরুর্যত্র ত্বিলাবৃতম্।
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু ॥ ৩৪

গণ নিরন্তর বিচরণ করে। ইহাদিগের অন্তর বিষ্কম্ভপরিমাণ নবসহস্র যোজন। মেরুর চতুর্দ্দিক্‌ব্যাপী ভূমধ্যভাগে যে বর্ষ আছে, উহাকে ইলাবৃত বলে। উহা চতুর্ব্বিংশতিসহস্র যোজন বিস্তীর্ণ সমভূমি। ইহার মধ্যস্থলে মেরুগিরি বিধূম পাবক সম বিরাজমান। মেরুর দক্ষিণভাগ দক্ষিণবেদি এবং উত্তরার্দ্ধ উত্তরবেদি বলিয়া বিখ্যাত।১১—২০। সাতটী বর্ষের সাতটী বর্ষপর্ব্বত আছে। উহাদিগের বর্ষপর্ব্বতগুলি দক্ষিণোত্তরে দুই দুই সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ। এই সকল বর্ষপর্ব্বতের সীমান্ত পর্য্যন্তই জম্বুদ্বীপের বিস্তার। নীল, নিষধ, শ্বেত, হেমকূট, হিমবান্, শৃঙ্গবান্ প্রভৃতি এবং ইহাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার অনেকানেক পর্ব্বত আছে। তন্মধ্যে ঋষভ পর্ব্বত জম্বুদ্বীপের সমপরিমাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। হেমকূট পর্ব্বত এতদপেক্ষা দ্বাদশভাগ হীন। তদপেক্ষা হিমবান্ বিংশভাগ হীন। হেমকূট অ সহস্র যোজন। হিমবান্ শৈল পূর্ব্ব-পশ্চিমে অশীতিযোজন আয়ত। দ্বীপের মণ্ডলাকারে অবস্থানহেতু ইহাদিগের পরিমাণগত এই তারতম্য ঘটিয়াছে। বর্ষপর্ব্বতসকলের মধ্যে বিবিধ জনপদ বর্ত্তমান। ঐ সকল বর্ষ বিবিধ জলপ্রপাত, নানা নদী, বন্ধুরভূমি এবং গিরিসমূহে পরস্পর অগম্য। উহাতে নানা স্থানে নানাজাতীয় প্রাণিচয় বাস করিয়া থাকে। এই হৈমবত বর্ষ—ভারত নামে বিশ্রুত। ইহার পর হেমকূট, উহা কিম্পুরুষ বর্ষ। হেমকূটের পর নিষধ, উহা হরিবর্ষ। হরিবর্ষের পর মেরুপর্ব্বতাধারভূমি ইলাবৃত বর্ষ। ইলাবৃতের পর নীল শৈল, উহা রম্যক বর্ষ। রম্যকের পর শ্বেত, উহা হিরণ্যক এবং হিরণ্যকের পর শৃঙ্গশাক, উহা কুরুবর্ষ। ২১—৩১। মেরুর দক্ষিণে ও উত্তরে ধনুরাকারে দুইটী বর্ষ আছে। চারিটী বর্ষ কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকার। নিষধের পূর্ব্বদিকে মেরুর দক্ষিণাংশ দক্ষিণবেদি। ইলাবৃত বর্ষের উত্তরাংশ উত্তরবেদি। নীলগিরির দক্ষিণে এবং নিষধের উত্তর দিকে

উদগায়তো মহাশৈলো মাল্যবান্ নাম পর্ব্বতঃ
দ্বাত্রিংশতা সহস্রেণ প্রতীচ্যাং সাগরানুগঃ ॥৩৫
মাল্যবান্ বৈ সহস্রৈক আনীল-নিষধায়তঃ।
দ্বাত্রিংশৎ ত্বেবমপ্যুক্তঃ পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ ॥
পরিমণ্ডলয়োর্মধ্যে মেরুঃ কনকপর্ব্বতঃ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যসমো বর্ণৈশ্চতুরস্রঃ সমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ৩৭
নানাবর্ণঃ স পার্শ্বেষু পূর্ব্বান্তে শ্বেত উচ্যতে।
পীতন্তু দক্ষিণং তস্য ভৃঙ্গিপত্রনিভং পরম্।
উত্তরং তস্য রক্তং বৈ ইতি বর্ণসমন্বিতঃ ॥ ৩৮
মেরুস্তু শুশুভে দিব্যো রাজবৎ স তু বেষ্টিতঃ
আদিত্যতরুণাভাসো বিধূম ইব পাবকঃ ॥ ৩৯
যোজনানাং সহস্রাণি চতুরাশীতি উচ্ছ্রিতঃ।
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদষ্টাবিংশতিবিস্তৃতঃ ॥ ৪০
বিস্তরাদ্দ্বিগুণশ্চাস্য পরীণাহঃ সমন্ততঃ।
স পর্ব্বতো মহাদিব্যো দিব্যৌষধিসমন্বিতঃ ॥৪১
ভুবনৈরাবৃতঃ সর্ব্বৈর্জাতরূপপরিষ্কৃতৈঃ।
তত্র দেবগণাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাসুররাক্ষসাঃ।
শৈলরাজে প্রমোদন্তে সর্ব্বতোঽপ্সরসাংগণৈঃ ॥
স তু মেরুঃ পরিবৃতো ভুবনৈর্ভূতভাবনৈঃ।
যস্যেমে চতুরো দেশা নানাপার্শ্বেষু সংস্থিতাঃ ॥
ভদ্রাশ্বঃ ভারতশ্চৈব কেতুমালশ্চ পশ্চিমে।
উত্তরাশ্চৈব কুরবঃ কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ ॥ ৪৪
বিষ্কম্ভপর্ব্বতাস্তদ্বন্মন্দরো গন্ধমাদনঃ
বিপুলশ্চ সুপার্শ্বশ্চ সর্ব্বরত্নবিভূষিতঃ ॥ ৪৫
অরুণোদং মানসঞ্চ সিতোদং ভদ্রসংজ্ঞিতম্।
তেষামুপরি চত্বারি সরাংসি চ বনানি চ ॥ ৪৬
তথা ভদ্রকদম্বস্তু পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
জম্বুবৃক্ষস্তথাশ্বত্থো বিপুলেঽথ বটঃ পরম্ ॥ ৪৭
গন্ধমাদনপার্শ্বে তু পশ্চিমেঽমরগণ্ডিকঃ।
দ্বাত্রিংশতিসহস্রাণি যোজনৈঃ সর্ব্বতঃ সমঃ ॥৪৮
তত্র তে শুভকর্ম্মাণঃ কেতুমালাঃ পরিশ্রুতাঃ।
তত্র কালাননাঃ সর্ব্বে মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ ॥ ৪৯
স্ত্রিয়শ্চোৎপলবর্ণাভাঃ সুন্দর্য্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
তত্র দিব্যো মহাবৃক্ষঃ পনসঃ পত্রভাসুরঃ ॥৫০
তস্য পীত্বা ফলরসং সঞ্জীবন্তি সমাযুতম্

দক্ষিণোত্তরে আয়ত মাল্যবান্ মহাশৈল বিরাজমান। উহা পশ্চিম দিকে সাগর পর্য্যন্ত দ্বাত্রিংশৎসহস্র যোজন। নীলাবধি নিষধ পর্য্যন্ত আয়ত মাল্যবান্ গিরি এক-সহস্র যোজন। গন্ধমাদন পর্ব্বত দ্বাত্রিংশৎ যোজন। ইলাবৃত ভূমির পরিমণ্ডল মধ্যে সমুচ্ছ্রিত চতুরস্র কনকপর্ব্বত মেরু, চতুর্ব্বর্ণ-সম বর্ণচতুষ্টয়ে বিরাজমান। উহার পার্শ্বভাগ নানাবর্ণ, পূর্ব্বাংশ শ্বেত, দক্ষিণভাগ পীত, পশ্চিমদিক্ ভৃঙ্গপক্ষাভ, এবং উত্তরপ্রদেশ রক্তবর্ণ। মধ্যভাগে সামন্ত-পরিবেষ্টিত রাজার ন্যায় দিব্য মেরু পর্ব্বত শোভা পাইতেছে। উহা চতুরশীতি-সহস্র যোজন উন্নত, ষোড়শ যোজন অধো-ভাগে প্রবিষ্ট এবং অষ্টাবিংশতি যোজন বিস্তৃত।৩২—৪০। চতুর্দ্দিকের পরিমাণ উক্ত বিস্তারের দ্বিগুণ। সেই দিব্য পর্ব্বত দিব্যৌষধিচয়ে সমাবৃত। উহার জাতরূপ-নামক সুবর্ণখচিত দিব্য দিব্য প্রদেশসমূহে অবিরত দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসাদি বিহার করিয়া থাকে। সেই মেরু-গিরি, ভূতবৃন্দের আধার-ভূত প্রদেশসমূহে পরি-বৃত। উহার চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বাদি ক্রমে ভারত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল ও পুণ্যাত্মা জনগণের বাস-ভূমি উত্তর কুরুপ্রদেশ অবস্থিত। উহার বিষ্কম্ভ পর্ব্বত চারিটী যথা,—মন্দর, গন্ধমাদন, বিপুল এবং সুপার্শ্ব; ইহারা সর্ব্বরত্নে সতত বিভূষিত। ইহাদিগের উপরিভাগে অরু-ণোদ, মানস, সিতোদ ও ভদ্র নামে চারিটী সরোবর আছে। এতদ্ভিন্ন আরও চারিটী বন আছে। গন্ধমাদনে ভদ্র কদম্ব, জম্বুবৃক্ষ, অশ্বত্থ, এবং বিপুলাচলের সীমাসন্নিহিত মহান্ বটবৃক্ষ আছে। গন্ধমাদনের চতু-র্দ্দিকের শুভকর্ম্মশালী জনগণকে কেতুমাল বলা যায়। সেই জনগণ কালানল সমকান্তি, মহাসত্ত্বশালী, এবং বলবান্। রমণীরা উৎপলাভ বর্ণশালিনী, সুন্দরী ও প্রিয়-দর্শনা। সেখানে একটী দিব্য পনসাখ্য মহা-বৃক্ষ আছে; উহা পত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত

তস্য মাল্যবতঃ পার্শ্বে পূর্ব্বে পূর্ব্বা তু গণ্ডিকা।
দ্বাত্রিংশচ্চ সহস্রাণি তত্রাপি শতমুচ্যতে ॥ ৫১
ভদ্রাশ্বস্তত্র বিজ্ঞেয়ো নিত্যং মুদিতমানসঃ।
ভদ্রমালবনং তত্র কালাম্রশ্চ মহাদ্রুমঃ ॥ ৫২
তত্র তে পুরুষাঃ শ্বেতা মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ।
স্ত্রিয়ঃ কুমুদবর্ণাভাঃ সুন্দর্য্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৫৩
চন্দ্রপ্রভাশ্চন্দ্রবর্ণাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
চন্দ্রশীতলগাত্রাশ্চ স্ত্রিয়ো হ্যুৎপলগন্ধিকাঃ ॥ ৫৪
দশ বর্ষসহস্রাণি আয়ুস্তেষামনাময়ম্।
কালাম্রস্য রসং পীত্বা তে সর্ব্বে স্থিরযৌবনাঃ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তবানৃষীন্ ব্রহ্মা বর্ষাণি চ নিসর্গতঃ।
পূর্ব্বং মমানুগ্রহকৃত্তুয়ঃ কিং বর্ণয়ামি বঃ ॥ ৫৬
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তে তু ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
জাতকৌতূহলাঃ সর্ব্বে প্রত্যূচুস্তে মুদান্বিতাঃ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

পূর্ব্বাপরৌ সমাখ্যাতৌ যৌ দেশৌ তৌ ত্বয়া মুনে
উত্তরাণাঞ্চ বর্ষাণাং পর্ব্বতানাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৫৮
আখ্যাহি নো যথাতথ্যং যে চ পর্ব্বতবাসিনঃ।
এবমুক্তস্তু ঋষিভিস্তেভ্যস্ত্বাখ্যাতবান্ পুনঃ ॥ ৫৯

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং যানি বর্ষাণি পূর্ব্বোক্তানি চ বৈ ময়া।
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু ॥ ৬০
বর্ষং রমণকং নাম জায়ন্তে যত্র বৈ প্রজাঃ।
রতিপ্রধানা বিমলা জায়ন্তে যত্র মানবাঃ।
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে তে প্রিয়দর্শনাঃ ॥৬১
তত্রাপি চ মহাবৃক্ষো ন্যগ্রোধো রোহিণো মহান্
তস্যাপি তে ফলরসং পিবন্তো বর্ত্তয়ন্তি হি ॥৬২
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ।
জীবন্তি তে মহাভাগাঃ সদা হৃষ্টা নরোত্তমাঃ ॥
উত্তরেণ তু শ্বেতস্য পার্শ্বে শৃঙ্গস্য দক্ষিণে।
বর্ষং হিরণ্বতং নাম যত্র হৈরণ্বতী নদী ॥ ৬৪

তথাকার অধিবাসীরা সেই পনস বৃক্ষের ফলরস পান করিয়া অযুত বৎসর জীবিত থাকে। গন্ধমাদন পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে অমর-গণ্ডিক; উহা দ্বাত্রিংশৎসহস্র শত যোজন বিস্তীর্ণ। সেখানে ভদ্রাশ্ব বর্ষ; উহাতে সতত মুদিতমানস জনগণ বাস করিয়া থাকে। তথায় ভদ্রমাল বন এবং কালাম্র নামে এক মহাবৃক্ষ বর্ত্তমান।৪১—৫২। তত্রত্য পুরুষেরা শ্বেতবর্ণ, মহাসত্ত্ব ও মহাবল-সম্পন্ন। নারী-গণ কুমুদবর্ণাভ, অতীব সৌন্দর্য্যবতী এবং চিত্তহর-মূর্ত্তি। তাহারা পূর্ণচন্দ্রনিভানন, চন্দ্র-প্রভ, চন্দ্রবর্ণ, চন্দ্রশীতলগাত্র এবং উৎপলগন্ধ-শালিনী। উহাদিগের আয়ুঃপরিমাণ দশ-সহস্র বর্ষ; উহারা কালাম্রের রসপান ফলে সকলেই স্থিরযৌবনে নিরাময়-শরীরে সুখে কালাতিপাত করে। সূত বলিলেন,—পুরাকালে মৎপ্রতি অনুগ্রহকারী ব্রহ্মা, ঋষিদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন। আমি তাহা আপনাদিগকে বলিলাম। অপর কোন্ বিষয় বর্ণন করিব? ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া মুদান্বিতচিত্তে জাতকৌতূহল হইয়া সকলে বলিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মুনিবর! আপনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের বিবরণ বলিলেন; পরন্তু এক্ষণে উত্তর দিকের বর্ষ ও পর্ব্বত সকলের বিবরণ বর্ণন করুন। আর তত্রত্য অধি-বাসীদিগের বিষয় যথাযথ বিবৃত করুন। ঋষিগণ এই কথা কহিলে সূত পুনরায় তাঁহা-দিগকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে মুনি-গণ! আপনারা শ্রবণ করুন, আমি বর্ষ-বিবরণ বলিতেছি। নীলাচলের দক্ষিণে এবং নিষধের উত্তরে রমণক বর্ষ। এস্থানে জনগণ রতিপ্রধান ও বিমলদেহ হইয়া থাকে। উহারা সকলেই সদাচার ও আভিজাত্য-সম্পন্ন এবং প্রিয়দর্শন।৫৩—৬১। সেখানেও রোহণ নামক মহান্ বটবৃক্ষ বিরাজমান! তত্রত্য অধিবাসী মহাভাগ নরোত্তমেরা উক্ত বটফল-রস পান করে এবং সতত হৃষ্টচিত্তে দশসহস্র ও দশশত বর্ষ জীবিত থাকে। শ্বেত পর্ব্বতের উত্তরে এবং শৃঙ্গবানের দক্ষিণ পার্শ্বে হিরণ্বত বর্ষ। এখানে হৈরণ্বতী

মহাবলা মহাসত্ত্বা নিত্যং মুদিতমানসাঃ।
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে চ প্রিয়দর্শনাঃ॥ ৬৫
একাদশ সহস্রাণি বর্ষাণাং তে নরোত্তমাঃ।
আয়ুঃপ্রমাণং জীবন্তি শতানি দশ পঞ্চ চ॥ ৬৬
তস্মিন্ বর্ষে মহাবৃক্ষো লকুচঃ পত্রসংশ্রয়ঃ।
তস্য পীত্বা ফলরসং তত্র জীবন্তি মানবাঃ॥৬৭
শৃঙ্গসাহ্বস্য শৃঙ্গাণি ত্রীণি তানি মহান্তি বৈ।
একং মণিযুতং তত্র একন্তু কনকান্বিতম্।
সর্ব্বরত্নময়ঞ্চৈকং ভুবনৈরুপশোভিতম্॥ ৬৮
উত্তরে চাস্য শৃঙ্গস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।
কুরবস্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্॥ ৬৯
তত্র বৃক্ষা মধুফলা দিব্যামৃতময়াপগাঃ।
বস্ত্রাণি তে প্রসূয়ন্তে ফলেশ্চাভরণানি চ॥ ৭০
সর্ব্বকামপ্রদাতারঃ কেচিদ্‌বৃক্ষা মনোরমাঃ।
অপরে ক্ষীরিণো নাম বৃক্ষাস্তত্র মনোরমাঃ।
যে ক্ষরন্তি সদা ক্ষীরং ষড়্‌ চ পঞ্চামৃতোপমম্॥
সর্ব্বা মণিময়ী ভূমিঃ সূক্ষ্মা কাঞ্চনবালুকা।
সর্ব্বত্র সুখসংস্পর্শা নিঃশব্দাঃ পবনাঃ শুভাঃ॥৭২
দেবলোকচ্যুতাস্তত্র জায়ন্তে মানবাঃ শুভাঃ।
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে তে স্থিরযৌবনাঃ॥৭৩
মিথুনানি প্রজায়ন্তে স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসোপমাঃ।
তেষাং তে ক্ষীরিণাং ক্ষীরং পিবন্তি হ্যমৃতোপমম্
একাহাজ্জায়তে যুগ্মং সমঞ্চৈব বিবর্দ্ধতে।
সমং রূপঞ্চ শীলঞ্চ সমঞ্চৈব ম্রিয়ন্তি বৈ॥ ৭৫
একৈকমনুরক্তাশ্চ চক্রবাকমিব ধ্রুবম্।
অনাময়া হ্যশোকাশ্চ নিত্যং মুদিতমানসাঃ॥৭৬
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ।
জীবন্তি চ মহাসত্ত্বা ন চান্যা স্ত্রী প্রবর্ত্ততে॥৭৭

সূত উবাচ।

এবমেব নিসর্গো বৈ বর্ষাণাং ভারতে যুগে।
দৃষ্টঃ পরমধর্ম্মজ্ঞাঃ কিং ভূয়ঃ কথয়ামি বঃ॥ ৭৮

নদী আছে। অধিবাসী নরোত্তমগণ মহাবল, মহোৎসাহ, সদাচার, আভিজাত্যসম্পন্ন, সুশ্রী এবং নিত্য প্রমুদিতমনা; তাহারা একাদশ-সহস্র ও পঞ্চদশশত বর্ষ সুখে জীবন যাপন করে। সেখানে একটী বহুপত্রাবৃত সুমহান লকুচবৃক্ষ আছে। তত্রত্য মানব-গণ সেই লকুচ ফলের রস পান করিয়াই জীবিত থাকে। শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের তিনটী সুমহান শৃঙ্গ আছে। উহার একটী মণি-যুক্ত, একটী কনকান্বিত এবং অপরটী সর্ব্বরত্নময় ভবনচয়ে সুশোভিত। ইহার উত্তরাবধি দক্ষিণভাগান্তে উত্তর কুরুভূমি; ইহা সমুদ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং পুণ্য সিদ্ধজনে নিষেবিত। তত্রত্য বৃক্ষচয় মধুময় ফলশালী এবং সরিৎসমূহ দিব্যামৃত সম-ন্বিত। উক্ত বৃক্ষরাজি ফলমধ্যে বস্ত্র ও আভরণসমূহ প্রসব করিয়া থাকে। কোন কোন মনোরম বৃক্ষ সর্ব্বকাম প্রদান করে। আর ক্ষীরী নামে কতগুলি বৃক্ষ আছে, তাহা হইতে সতত পঞ্চামৃতোপম ক্ষীর ক্ষরিত হয়। ৬২—৭১। তত্রত্য সমগ্রা ভূমি মণিময়ী; উহার স্থানে স্থানে কাঞ্চনবালুকা বিরাজিত এবং উহা সর্ব্বত্র সুখসংস্পর্শবতী। উহা শব্দরহিত এবং শুভ পবন সঞ্চার-যুত। সেখানে দেবলোকচ্যুত ব্যক্তিগণই মানবাকারে জন্ম লাভ করে। তাহারা সকলেই সদ্বংশোচিত আভিজাত্যশালী সদাচারী ও স্থিরযৌবন। রমণীগণ অপ্সরাদিগের সমতুল্য। উহাদিগের এক সময়েই যমজ পুত্র-কন্যা জন্মে এবং এক সঙ্গেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। উহাদিগের রূপ, শীলাদি একরূপ এবং একদাই মৃত্যু ঘটে। সকলেই সেই ক্ষীরী বৃক্ষের অমৃত-সম ক্ষীর পান করে। সেই মহাসত্ত্বশালী জনগণ চক্রবাকের ন্যায় পরস্পর অনুরক্ত, থাকিয়া অনাময়, শোকহীন ও নিয়ত সানন্দ-মানসে দশসহস্র ও দশশত বৎসর যাবৎ জীবিত থাকে। কদাচ পরনারীতে আসক্তি করে না। সূত বলিলেন,—হে পরম ধর্ম্মজ্ঞ মুনিগণ! এই ভারতীয় যুগে বর্ষসমূহের অবস্থা এইরূপই দৃষ্ট হয়। অতঃপর আপনা-

আখ্যাতাস্তেবমৃষয়ঃ সূতপুত্রেণ ধীমতা।
উত্তরশ্রবণে ভূয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ সূতনন্দনম্॥ ৭৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে দ্বীপাদিবর্ণনং নাম
ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৩॥

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
যদিদং ভারতং বর্ষং যস্মিন্ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ।
চতুর্দ্দশৈব মনবঃ প্রজাসর্গং সসর্জ্জিরে॥ ১
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সকাশাৎ তব সুব্রত।
উত্তরশ্রবণং ভূয়ঃ প্রব্রূহি বদতাং বর॥ ২
এতচ্ছ্রুত্বা ঋষীণান্তু প্রাব্রবীল্লোমহর্ষণিঃ।
পৌরাণিকস্তদা সূত ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্॥ ৩
বুদ্ধ্যা বিচার্য্য বহুধা বিমৃশ্য চ পুনঃপুনঃ।
তেভ্যস্তু কথয়ামাস উত্তরশ্রবণং তদা॥৪
সূত উবাচ।
অথাহং বর্ণয়িষ্যামি বর্ষেঽস্মিন্ ভারতে প্রজাঃ
ভরণাৎ প্রজননাচ্চৈব মনুর্ভরত উচ্যতে॥৫
নিরুক্তবচনৈশ্চৈব বর্ষং তন্তারতং স্মৃতম্।
যতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যমশ্চাপি হি স্মৃতঃ॥৬
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং ভূমৌ কর্ম্মবিধিঃ স্মৃতঃ।
ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্ নিবোধত॥ ৭
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রপর্ণী গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ॥ ৮
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরঃ॥
আয়তস্তু কুমারীতো গঙ্গায়াঃ প্রবহাবধিঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধন্তু বিস্তীর্ণঃ সহস্রাণি দশৈব তু॥১০
দ্বীপো হ্যপনিবিষ্টোঽয়ং ম্লেচ্ছৈরন্তেষু সর্ব্বশঃ।
যবনাশ্চ কিরাতাশ্চ তস্যান্তে পূর্ব্ব-পশ্চিমে॥১১
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
ইজ্যাযুতবণিজ্যাদি বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ॥১২
তেষাং সব্যবহারোঽয়ং বর্ত্তনন্তু পরস্পরম্।

দিগকে আর কোন্ বিষয় বলিব? ধীমান্ সূতনন্দন কর্ত্তৃক সেই মহর্ষিগণ এইরূপ উক্ত হইয়া পুনরায় উত্তর বাক্য শ্রবণার্থ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৭২—৭৯।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৩।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—এই ভারতবর্ষের বিবরণ এবং ইহাতে স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু যে প্রজাসৃষ্টি করিয়াছিলেন, হে সুব্রত বাগ্মিবর! এক্ষণে সেই সৃষ্টিবৃত্তান্তই আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি ইহার সম্যক্ উত্তর দান করুন। লোমহর্ষণ-তনয় পৌরাণিক সূত, সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষিদিগের এইরূপ কথা শুনিয়া বুদ্ধি দ্বারা বারবার বিবেচনা-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে এই উত্তর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। সূত বলিলেন,—এক্ষণে আমি ভারতবর্ষের প্রজাদিগের বিবরণ বলিতেছি। প্রজাবর্গের উৎপাদন ও ভরণ-করণহেতু মনুকেই ভরত বলা যায়। এইরূপ নিরুক্তি আছে যে,—যে স্থান হইতে মানব-গণ স্বর্গ, মোক্ষ এবং এতদুভয়ের মধ্যম ভাব,—এই তিন প্রকার অবস্থাই লাভ করিতে পারে, তাহাই ভারতবর্ষ বলিয়া নির্ণীত। ভূমণ্ডলে এই স্থান ব্যতীত আর কুত্রাপি মর্ত্ত্যগণের ধর্ম্মকর্ম্ম বিহিত হয় নাই। এই ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগ আছে, তাহার বিবরণ অবধারণ কর। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রপর্ণী গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বারুণ এবং এই সাগরবৃত ভারত দ্বীপ নবম। এই দ্বীপ, দক্ষিণোত্তরে সহস্র-যোজন বিস্তীর্ণ এবং কুমারী অবধি গঙ্গাপ্রবাহ পর্য্যন্ত আয়ত। সমুদ্র হইতে ইহার উচ্চতা ক্রমশঃ বিষমভাবে দশসহস্র যোজন। ১—১০। এই দ্বীপের প্রান্তভাগে সর্ব্বত্র ম্লেচ্ছগণ অবস্থান করে। পূর্ব্ব পশ্চিমে যবন ও কিরাতগণের বাস। মধ্যভাগে বিভাগক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—ইহারা বাস করিয়া যজ্ঞ বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা-

ধর্ম্মার্থকামসংযুক্তং বর্ণানান্ত স্বকর্ম্মসু ॥ ১৩
সন্ন্যাসশমমানান্ত আশ্রমাণাং যথাবিধি ।
ইহ স্বর্গাপবর্গার্থং প্রবৃত্তিরিহ মানুষে ॥ ১৪
যস্ত্বয়ং মানবো দ্বীপস্তির্য্যগ্‌যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
য এনং জয়তে কৃৎস্নং স সম্রাড়িতি কীর্ত্তিতঃ ॥
অয়ং লোকস্ত বৈ সম্রাড়ন্তরীক্ষজিতাং স্মৃতঃ ।
স্বরাড়সৌ স্মৃতো লোকঃ পুনর্বক্ষ্যামি বিস্তরাৎ
সপ্ত চাস্মিন্ মহাবর্ষে বিশ্রুতাঃ কুলপর্ব্বতাঃ ।
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শক্তিমানৃক্ষবানপি ॥১৭
বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ ইত্যেতে কুলপর্ব্বতাঃ ।
তেষাং সহস্রশশ্চান্যে পর্ব্বতাস্ত সমীপতঃ ॥১৮
অভিজ্ঞাতাস্ততশ্চান্যে বিপুলাশ্চিত্রসানবঃ ।
অন্যে তেভ্যঃ পরিজ্ঞাতা হ্রস্বা হ্রস্বোপজীবিনঃ
তৈর্বিমিশ্রা জানপদা আর্য্যা ম্লেচ্ছাশ্চ সর্ব্বতঃ ।
পিবন্তি বহুলা নদ্যো গঙ্গা সিন্ধুঃ সরস্বতী ॥২০

শতদ্রুশ্চন্দ্রভাগা চ যমুনা সরযূস্তথা ।
ঐরাবতী বিতস্তা চ বিশালা দেবিকা কুহূঃ ॥২১
গোমতী ধৌতপাপা চ বাহুদা চ দৃষদ্বতী ।
কৌশিকী তু তৃতীয়া চ নিশ্চলা গণ্ডকী তথা ।
ইক্ষুর্লোহিতমিত্যেতা হিমবৎপার্শ্বনিঃসৃতাঃ ॥২২
বেদস্মৃতির্বেত্রবতী বৃত্রঘ্নী সিন্ধুরেব চ ।
পর্ণাশা নর্ম্মদা চৈব কাবেরী মহতী তথা ॥২৩
পারা চ ধন্বতীরূপা বিদুষা বেণুমত্যপি ।
শিপ্রা হ্যবন্তী কুন্তী চ পারিযাত্রাশ্রিতাঃ স্মৃতাঃ ॥
মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটা তথৈব চ ।
তমসা পিপ্পলী শ্যেনী তথা চিত্রোৎপলাপি চ ॥
বিমলা চঞ্চলা চৈব তথা চ ধূতবাহিনী ।
শুক্তিমন্তী শুনী লজ্জা মুকুটা হ্রদিকাপি চ ।
ঋষ্যবন্তপ্রসূতাস্তা নদ্যোঽমলজলাঃ শুভাঃ ॥২৬
তাপী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা ক্ষিপ্রা চ ঋষভা নদী
বেণা বৈতরণী চৈব বিশ্বমালা কুমুদ্বতী ॥২৭
তোয়া চৈব মহাগৌরী দুর্গমা তু শিলা তথা ।
বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাস্তাঃ সর্ব্বাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ ॥

নির্ব্বাহ করে। তাহারা স্ব স্ব বর্ণানুরূপ কর্ম্মানুসারে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামসংযুক্ত ব্যবহার করায় পরস্পর সুখেই অতিবাহিত করে। এখানে মানুষগণের স্বর্গ-মোক্ষ সাধনার্থ সকাম ভাব এবং নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয় প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। এই যে মানব দ্বীপ তির্য্যক্‌ভাবে আছে, যে ব্যক্তি ইহা সমগ্ররূপে জয় করিতে পারে, সে সম্রাট্ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই লোক অন্তরীক্ষ লোকের সম্রাট্ এবং সেই অন্তরীক্ষ লোক স্বরাট্ বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে। এ বিষয় পুনরায় বিস্তার করিয়া বলিতেছি। ১১—১৬। এই মহাবর্ষে সাতটী কুলপর্ব্বত আছে। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান্, ঋক্ষবান্, বিন্ধ্য ও পারিযাত্র,—এই সাতটী কুলপর্ব্বত। ইহাদিগের সমীপভাগে আরও সহস্র সহস্র পর্ব্বত আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি জনগণের বিদিত। কত ক্ষুদ্রাকার, কত বিপুলাকার, কত বিচিত্র সানুমান্ পর্ব্বত ইতস্ততঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে; এ সকলের সঙ্গে বিমিশ্রভাবে আর্য্য ও ম্লেচ্ছ জনপদ সকল অবস্থিত আছে। উক্ত অধিবাসীরা নানা নদীর জল পান করিয়া থাকে। গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, সরযূ, ইরাবতী, বিতস্তা, বিশালা, দেবিকা, কুহূ, গোমতী, ধৌতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, কৌশিকী, তৃতীয়া, নিশ্চলা, গণ্ডকী, ইক্ষু ও লোহিত, এ সকল নদী হিমবানের পার্শ্ব হইতে নির্গত হইয়াছে। বেদস্মৃতি, বেত্রবতী, বৃত্রঘ্নী, সিন্ধু, পর্ণাশা, নর্ম্মদা, কাবেরী, মহতী, পারা, ধন্বতী, রূপা, বিদুষা, বেণুমতী, শিপ্রা, অবন্তী, কুন্তী, ইহারা পারিযাত্র গিরি আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত। মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, তমসা, পিপ্পলী, শ্যেনী, চিত্রোৎপলা, বিমলা, চঞ্চলা, ধূতবাহিনী, শুক্তিমতী, শুনী, লজ্জা, মুকুটা ও হ্রদিকা, এই সকল অমলজলশালিনী সরিৎ ঋষ্যবন্ত হইতে প্রসূত। তাপী, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, ক্ষিপ্রা, ঋষভা, বেণা, বৈতরণী, বিশ্বমালা, কুমুদ্বতী, তোয়া, মহাগৌরী, দুর্গমা শিলা, এই সকল শীতলজলা শুভদায়িনী

গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণী চ বঞ্জুলা।
তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা বাহ্যা কাবেরী চৈব তু।
দক্ষিণাপথনদ্যস্তাঃ সহ্যপাদাদ্বিনিঃসৃতাঃ ॥২৯
কৃতমালা তাম্রপর্ণী পুষ্পজা হ্যুৎপলাবতী।
মলয়প্রসূতা নদ্যঃ সর্ব্বাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ ॥৩০
ত্রিভাগা ঋষিকুল্যা চ ইক্ষুদা ত্রিদিবাচলা।
তাম্রপর্ণী তথা মূলী শরবা বিমলা তথা।
মহেন্দ্রতনয়াঃ সর্ব্বাঃ প্রখ্যাতাঃ শুভগামিনীঃ ॥৩১
কাশিকা সুকুমারী চ মন্দগা মন্দবাহিনী।
কৃপা চ পাশিনী চৈব শুক্তিমন্তাত্মজাস্তু তাঃ ॥৩২
সর্ব্বাঃ পুণ্যজলাঃ পুণ্যাঃ সর্ব্বগাশ্চ সমুদ্রগাঃ।
বিশ্বস্য মাতরঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥৩৩
তাসাং নদ্যুপনদ্যশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তাস্বিমে কুরুপাঞ্চলাঃ শাল্বাশ্চৈব সজাঙ্গলাঃ ॥৩৪
শূরসেনা ভদ্রকারা বাহ্যাঃ সহপটচ্চরাঃ।
মৎস্যাঃ কিরাতাঃ কুল্যাশ্চ কুন্তলাঃ কাশিকোশলাঃ ॥৩৫
আবন্তাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ মূকাশ্চৈবান্ধকৈঃ সহ।
মধ্যদেশা জনপদাঃ প্রায়শঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৩৬
সহ্যস্যানন্তরে চৈতে তত্র গোদাবরী নদী।
পৃথিব্যামপি কৃৎস্নায়াং স প্রদেশো মনোরমঃ ॥
যত্র গোবর্দ্ধনো নাম মন্দরো গন্ধমাদনঃ।
রামপ্রিয়ার্থং স্বর্গীয়া বৃক্ষা দিব্যাস্তথৌষধীঃ ॥ ৩৮
ভরদ্বাজেন মুনিনা প্রিয়ার্থমবতারিতাঃ।
ততঃ পুষ্পবরো দেশস্তেন জজ্ঞে মনোরমঃ ॥৩৯
বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়কাঃ
পুরন্ধ্রাশ্চৈব শুভ্রাশ্চ পল্লবাশ্চাত্তখণ্ডিকাঃ ॥ ৪০
গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধু-সৌবীর-মদ্রকাঃ।
শকা দ্রুহ্যাঃ পুলিন্দাশ্চ পারদা হারমূর্ত্তিকাঃ।
রামঠাঃ কণ্টকারাশ্চ কৈকেয়া দশনামকাঃ।
ক্ষত্রিয়োপনিবেশ্যাশ্চ বৈশ্যাঃ শূদ্রকুলানি চ ॥৪২
ক্ষত্রয়োঽথ ভরদ্বাজাঃ প্রস্থলাঃ সদসেরকাঃ।
লম্পকাস্তলনাগাশ্চ সৈনিকাঃ সহ জাঙ্গলৈঃ।
এতে দেশা উদীচ্যাস্তু প্রাচ্যান্ দেশান্ নিবোধত ॥ ৪৩
অঙ্গা বঙ্গা মদ্গুরকা অন্তর্গিরি-বহির্গিরী।

নদী বিন্ধ্যগিরির পাদদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেণী, বঞ্জুলা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা, বাহ্যা ও কাবেরী, এই সকল দক্ষিণাপথবাহিনী নদী সহ্যগিরির পাদভাগ হইতে বহির্গত। কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, মূলী শবরা ও বিমলা, মহেন্দ্র পর্ব্বতজাত এই সকল নদী বিখ্যাত ও শুভপ্রদ।১৭—৩১। কাশিকা, সুকুমারী, মন্দগা, মন্দবাহিনী, কৃপা, পাশিনী ইহারা শুক্তিমান্ হইতে উদ্ভূত। এই সকল নদী পবিত্র জলশালিনী, পুণ্যপ্রদায়িনী, সমুদ্রগামিনী এবং সর্ব্বজনসেবনীয়া। ইহারা বিশ্বের মাতৃরূপিণী সর্ব্বপাপহারিণী ও শুভকারিণী। এ সকল নদী হইতে আরও কত নদী ও উপনদী প্রবাহিত হইয়াছে। এই সকল নদীর উভয় পার্শ্বে নানা জনপদ বিরাজমান। তন্মধ্যে কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, জাঙ্গল শূরসেন, ভদ্রকার, বাহ্য, পটচ্চর, মৎস্য, কিরাত, কুল্য, কুন্তল, কাশি, কোশল, আবন্ত, কলিঙ্গ, মূক ও অন্ধক এই সকল জনপদ মধ্যদেশবর্ত্তী। সহ্য সন্নিহিত-প্রদেশ সকল এই প্রায়শঃ কীর্ত্তিত হইল। যেখানে গোদাবরী নদী বিরাজমানা, সমগ্র মহীমণ্ডল মধ্যে সেই প্রদেশই মনোরম।৩১—৩৭। যেখানে গোবর্দ্ধন মন্দর এবং রামপ্রিয়সাধন গন্ধমাদনগিরি বিরাজমান, আর যেখানে ভরদ্বাজ মুনি কর্ত্তৃক রামপ্রিয় সাধনার্থ স্বর্গীয় দিব্য মহৌষধি সকল অবতারিত হইয়াছে, পুষ্পপ্রকরভূষিত সেই প্রদেশ অতীব মনোরম। বাহ্লিক, বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, পুরন্ধ্র, শুভ্র, পল্লব, আত্তখণ্ডিক, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সৌবীর, মদ্রক, শক, দ্রুহ্য, পুলিন্দ, পারদ, হারমূর্ত্তিক, রামঠ, কণ্টকার, কৈকেয়, দশনামক, প্রস্থল, দশেরক, লম্পক, তলগান, সৈনিক, জাঙ্গল, এবং ভরদ্বাজবংশীয় বিবিধ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জনগণের বাসস্থান এই সকল প্রদেশ উত্তরদিগ্বর্ত্তী। এক্ষণে প্রাচ্য দেশের বিষয় অবধান কর। অঙ্গ, বঙ্গ, মদ্গুরক, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, সুহ্ম

সুহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়া মার্গবাগেয়মালবাঃ ॥ ৩৪
প্রাগ্জ্যোতিষাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ
শাল্ব-মাগধ-গোনর্দ্দাঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্মৃতাঃ
তেষাং পরে জনপদা দক্ষিণাপথবাসিনঃ ।
পাণ্ড্যাশ্চ কেরলাশ্চৈব চোলাঃ কুল্যাস্তথৈব চ
সেতুকাঃ সূতিকাশ্চৈব কুপথা বাজিবাসিকাঃ ।
নবরাষ্ট্রা মাহিষিকাঃ কলিঙ্গাশ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥৪৭
কারুষাশ্চ সহৈষীকা আটব্যাঃ শবরাস্তথা ।
পুলিন্দা বিন্ধ্যপুষিকা বৈদর্ভা দণ্ডকৈঃ সহ ॥৪৮
কুলীয়াশ্চ সিরালাশ্চ রূপসাস্তাপসৈঃ সহ ।
তথা তৈত্তিরিকাশ্চৈব সর্ব্বে কারস্করাস্তথা ॥ ৪৯
বাসিকাশ্চৈব যে চান্যে যে চৈবান্তরনর্ম্মদাঃ ।
ভারুকচ্ছাঃ সমাহেয়াঃ সহ সারস্বতৈস্তথা ॥৫০
কাচ্ছীকাশ্চৈব সৌরাষ্ট্রা আনর্ত্তা অর্ব্বুদৈঃ সহ
ইত্যেতে অপরান্তাস্তু শৃণু যে বিন্ধ্যবাসিনঃ ॥
মালবাশ্চ করূষাশ্চ মেকলাশ্চোৎকলৈঃ সহ ।
ঔণ্ড্রা মাষা দশার্ণাশ্চ ভোজাঃ কিষ্কিন্ধকৈঃ
সহ ॥ ৫২
স্তোশলাঃ কোসলাশ্চৈব ত্রৈপুরা বৈদিশাস্তথা
তুমুরাস্তুম্বরাশ্চৈব পদগমা নৈষধৈঃ সহ ॥ ৫৩
অরূপাঃ শৌণ্ডিকেরাশ্চ বীতিহোত্রা অবন্তয়ঃ ।
এতে জনপদাঃ খ্যাতা বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসিনঃ ॥৫৪
অতো দেশান্ প্রবক্ষ্যামি পর্ব্বতাশ্রয়িণশ্চ যে ।
নিরাহারাঃ সর্ব্বগাশ্চ কুপথা অপথাস্তথা ॥ ৫৫
কুথপ্রাবরণাশ্চৈব উর্ণা দর্ব্বা সমুদ্গকাঃ ।
ত্রিগর্ত্তা মণ্ডলাশ্চৈব কিরাতাশ্চামরৈঃ সহ ॥ ৫৬
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি মুনয়োঽব্রুবন্ ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্ ।
তেষাং নিসর্গং বক্ষ্যামি উপরিষ্টাচ্চ কৃৎস্নশঃ ॥

মৎস্য উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু ঋষয় উত্তরং পুনরেব তে ।
শুশ্রূষবস্তমূচুস্তে প্রকামং লোমহর্ষণিম্ ॥ ৫৮

ঋষয় উচুঃ ।

যচ্চ কিম্পুরুষং বর্ষং হরিবর্ষং তথৈব চ ।
আচক্ষ নো যথাতত্ত্বং কীর্ত্তিতং ভারতং ত্বয়া ॥
জম্বুখণ্ডস্য বিস্তারং তথান্যেষাং বিদাং বর ।
দ্বীপানাং বাসিনাং তেষাং বৃক্ষাণাং প্রব্রবীহি নঃ

প্রবিজয়, মার্গ, বাগেয়, মালব, প্রাগ্জ্যোতিষ, পুণ্ড্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, শাল্ব, মাগধ, গোনর্দ্দ, এ সকল প্রাচ্য জনপদ। ৩৮—৪৫। ইহার পর দক্ষিণাপথবাসী জনপদ সকলের উল্লেখ করিতেছি। পাণ্ড্য, কেরল, চোল, কুল্য, সেতুক, সূতিক, কুপথ, বাজিবাসিক, নবরাষ্ট্র, মাহিষিক, কলিঙ্গ, কারুষ, ঐষীক, আটব্য, শবর, পুলিন্দ, বিন্ধ্যপুষিক, বৈদর্ভ, দণ্ডক, কালীয়, সিরাল, রূপস, তাপস, তৈত্তিরিক, কারস্কর, বাসিক, এবং নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী দেশ সকল দাক্ষিণাত্য। ভারুকচ্ছ, মাহেয়, সারস্বত, কাচ্ছীক, সৌরাষ্ট্র, আনর্ত্ত, অর্ব্বুদ, এ সকল পশ্চিমদেশীয় জনপদ। অতঃপর বিন্ধ্যবাসীদিগের বিষয় শ্রবণ কর। মালব, করূষ, মেকল, উৎকল, ঔণ্ড্র, মাষ, দশার্ণ, ভোজ, কিষ্কিন্ধ্য, তোষস, কোসল, ত্রৈপুর, বৈদিশ, তুমুর, তুম্বর, পদগম, নৈষধ, অরূপ, শৌণ্ডিকের, বীতিহোত্র, অবন্তী; এই সমস্ত জনপদ বিন্ধ্যপৃষ্ঠে অবস্থিত। অনন্তর পর্ব্বতাশ্রয়ী অপরাপর দেশ সকলের বিবরণ বলিতেছি। নিরাহার, সর্ব্বগ, কুপথ, অপথ, কুথপ্রাবরণ, উর্ণ, দর্ব্ব, সমুদ্গক, ত্রিগর্ত্ত, মণ্ডল, কিরাত, চামর, ইত্যাদি দেশসমূহ নানা পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া আছে। এই ভারতবর্ষে চারিটী যুগ প্রবর্ত্তিত হয়, মুনিগণ ইহা বলিয়া থাকেন। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিটী যুগ। এক্ষণে ইহাদিগের স্বভাব যথাযথ বর্ণন করিতেছি। ৪৬—৫৭। মৎস্য বলিলেন, সেই ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া সেই সকল বিবরণ শ্রবণ মানসে লোমহর্ষণনন্দনকে পুনরায় বলিলেন,—হে সূত! আপনি ভারতের বিবরণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে কিম্পুরুষবর্ষ ও হরিবর্ষের বৃত্তান্ত আমাদিগকে যথাতত্ত্ব বর্ণন করুন। হে জ্ঞানিবর! জম্বুখণ্ডের বিস্তার, এবং অন্যান্য দ্বীপ, দ্বীপাধিবাসী, বৃক্ষাদির বিবরণও বলুন।

পৃষ্টষেবং তদা বিপ্রৈর্যথাপ্রশ্নং বিশেষতঃ ।
উবাচ ঋষিভিদৃষ্টং পুরাণাভিমতং তথা ॥ ৬১
সূত উবাচ ।
শুশ্রূষবস্ত যদ্বিপ্রাঃ শুশ্রূষধ্বমতন্দ্রিতাঃ ।
জম্বুবর্ষঃ কিম্পুরুষঃ সুমহান্ নন্দনোপমঃ ॥ ৬২
দশবর্ষসহস্রাণি স্থিতিঃ কিম্পুরুষে স্মৃতা ।
জায়ন্তে মানবাস্তত্র সুতপ্তকনকপ্রভাঃ ॥ ৬৩
বর্ষে কিম্পুরুষে পুণ্যে প্লক্ষো মধুবহঃ স্মৃতঃ ।
তস্য কিম্পুরুষাঃ সর্ব্বে পিবন্তো রসমুত্তমম্ ॥৬
অনাময়া হ্যশোকাশ্চ নিত্যং মুদিতমানসাঃ ।
সুবর্ণবর্ণাশ্চ নরাঃ স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৫
ততঃ পরং কিম্পুরুষাদ্ধরিবর্ষং প্রচক্ষতে ।
মহারজতসঙ্কাশা জায়ন্তে যত্র মানবাঃ ॥ ৬৬
দেবলোকচ্যুতাঃ সর্ব্বে বহুরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ ।
হরিবর্ষে নরাঃ সর্ব্বে পিবন্তীক্ষুরসং শুভম্ ॥৬৭
ন জরা বাধতে তত্র তেন জীবন্তি তে চিরম্ ।
একাদশ সহস্রাণি তেষামায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৬৮
মধ্যমং তন্ময়া প্রোক্তং নাম্না বর্ষমিলাবৃতম্ ।
ন তত্র সূর্য্যস্তপতি ন চ জানন্তি মানবাঃ ॥ ৬৯
চন্দ্র-সূর্য্যৌ সনক্ষত্রাবপ্রকাশাবিলাবৃতে ।
পদ্মপ্রভাঃ পদ্মবর্ণাঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণাঃ ॥৭০
পদ্মগন্ধাশ্চ জায়ন্তে তত্র সর্ব্বে চ মানবাঃ ।
জম্বুফলরসাহারা অনিস্পন্দাঃ সুগন্ধিনঃ ॥৭১
দেবলোকচ্যুতাঃ সর্ব্বে মহারজতবাসসঃ ।
ত্রয়োদশ সহস্রাণি বর্ষাণাং তে নরোত্তমাঃ ॥৭২
আয়ুঃপ্রমাণং জীবন্তি যে তু বর্ষ ইলাবৃতে ।
মেরোস্তু দক্ষিণে পার্শ্বে নিষধস্যোত্তরেণ বা ॥৭৩
সুদর্শনো নামো মহান্ জম্বুবৃক্ষঃ সনাতনঃ ।
নিত্যপুষ্পফলোপেতঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥৭৪
তস্য নাম্না সমাখ্যাতো জম্বুদ্বীপো বনস্পতেঃ ।
যোজনানাং সহস্রঞ্চ শতধা চ মহান্ পুনঃ ॥ ৭৫
উৎসেধো বৃক্ষরাজস্য দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।
তস্য জম্বুফলরসো নদী ভূত্বা প্রসর্পতি ॥৭৬

সূত, ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রশ্নানুসারে ঋষিদিগের অভিমত, পুরাণানুমোদিত উত্তর বাক্য বিশেষরূপে বলিতে লাগিলেন। ৫৮—৬১। সূত বলিলেন,—হে মহর্ষিগণ! আপনারা শ্রবণাভিলাষী হইয়াছেন, অতএব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। জম্বুবর্ষে কিম্পুরুষ দেশ সুবিস্তৃত এবং নন্দনবনোপম। কিম্পুরুষে জনগণের আয়ুঃপরিমাণ দশসহস্র বৎসর। তত্রত্য মানবগণ তপ্তকাঞ্চন-সমবর্ণ। এই পুণ্য কিম্পুরুষ বর্ষে মধুস্রাবী প্লক্ষ বৃক্ষ বিরাজিত। অধিবাসীরা সেই বৃক্ষের উত্তম রসপানে নিত্য শোকরহিত ও অনাময় দেহে বিহার করিয়া থাকে। রমণীরা অপ্সরা বলিয়া বিখ্যাত। এই কিম্পুরুষ দেশের পর হরিবর্ষ। সেখানে মানবগণ স্বর্ণবর্ণ হইয়া জন্মে। উহারা সকলেই দেবলোকচ্যুত এবং বিবিধ-রূপ-ধারী। হরিবর্ষবাসী জনগণ শুভ ইক্ষুরস পান করে। ঐ স্থানে জরা নাই; এজন্য মানবগণ তথায় দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। উহাদিগের আয়ুঃপরিমাণ একাদশ সহস্র বর্ষ। ইলাবৃত বর্ষ মধ্যম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। তথায় সূর্য্য তাপ দান করেন না, মানবগণ উহার বিষয় জ্ঞাত নহে। ইলাবৃত বর্ষে চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রমণ্ডল অপ্রকাশ। তত্রত্য জনগণ পদ্মপ্রভ, পদ্মবর্ণ, পদ্মপত্র-নিভেক্ষণ ও পদ্মগন্ধ হইয়া থাকে। সেই সকল দেবলোকচ্যুত সুগন্ধশালী নরগণ স্পন্দনহীন এবং স্বর্ণসমবর্ণ বসনধারী। সেই ইলাবৃতবর্ষবাসী নরোত্তমগণ, ত্রয়োদশসহস্র বর্ষ যাবৎ জীবিত থাকে। মেরুর দক্ষিণ পার্শ্বে এবং নিষধ পর্ব্বতের উত্তর দিকে সুদর্শন নামক মহান্ সনাতন জম্বুবৃক্ষ আছে; উহা নিত্য পুষ্পফলোপেত ও সিদ্ধ চারণগণে পরিসেবিত। ৬২—৭৪। সেই বনস্পতির নামেই জম্বুদ্বীপ নাম হইয়াছে। উহার উচ্চতা শতসহস্র যোজন। ঐ বৃক্ষরাজ যেন নভোমণ্ডল সমাবৃত করত বিরাজিত আছে। তত্রত্য জম্বুফলের রসরাশি নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইলাবৃতবাসীরা সতত হৃষ্টচিত্তে সেই জম্বুরস পান করে, এজন্য

মেরুং প্রদক্ষিণং কৃত্বা জম্বূমূলগতা পুনঃ।
তং পিবন্তি সদা হৃষ্টা জম্বুরসমিলাবৃতে ॥৭৭
জম্বূফলরসং পীত্বা ন জরা বাধতেঽপি তান্।
ন ক্ষুধা ন ক্লমো বাপি ন দুঃখঞ্চ তথাবিধম্ ॥৭৮
তত্র জাম্বূনদং নাম কনকং দেবভূষণম্।
ইন্দ্রগোপকসঙ্কাশং জায়তে ভাস্বরঞ্চ যৎ ॥৭৯
সর্ব্বেষাং বর্ষবৃক্ষাণাং শুভঃ ফলরসস্তু সঃ।
স্কন্নন্তু কাঞ্চনং শুভ্রং জায়তে দেবভূষণম্ ॥৮০
তেষাং মূত্রং পুরীষং বা দিক্ষ্বষ্টাসু চ সর্ব্বশঃ।
ঈশ্বরানুগ্রহাদ্ভূমির্মৃতাংশ্চ গ্রসতে তু তান্॥ ৮১
রক্ষঃ পিশাচা যক্ষাশ্চ সর্ব্বে হেমবতাস্তু তে।
হেমকূটে তু বিজ্ঞেয়া গন্ধর্ব্বাঃ সাপ্সরোগণাঃ॥৮২
সর্ব্বে নাগা নিষেবন্তে শেষ-বাসুকি-তক্ষকাঃ।
মহামেরৌ ত্রয়স্ত্রিংশৎ ক্রীড়ন্তে যজ্ঞিয়াঃ শুভাঃ॥
নীলবৈদূর্য্যযুক্তেঽস্মিন্ সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়োঽবসন।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেতঃ পর্ব্বত উচ্যতে ॥৮৪
শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠঃ পিতৄণাং প্রতিসঞ্চরঃ।
ইত্যেতানি ময়োক্তানি নব বর্ষাণি ভারতে ॥৮৫
ভূতৈরপি নিবিষ্টানি গতিমন্তি ধ্রুবাণি চ।
তেষাং বৃদ্ধির্বহুবিধা দৃশ্যতে দেবমানুষৈঃ।
অশক্যা পরিসংখ্যাতুং শ্রদ্ধেয়া চ বুভূষতা ॥৮৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ভুবনকোষে চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৪॥

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ।

চরিতং বুধপুত্রস্য জনার্দ্দন ময়া শ্রুতম্।
শ্রুতঃ শ্রাদ্ধবিধিঃ পুণ্যঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ॥ ১
ধেষাঃ প্রসূয়মানায়াঃ ফলং দানস্য মে শ্রুতম্।
কৃষ্ণাজিনপ্রদানঞ্চ বৃষোৎসর্গস্তথৈব চ॥ ২
শ্রুত্বা রূপং নরেন্দ্রস্য বুধপুত্রস্য কেশব।
কৌতূহলং সমুৎপন্নং তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ॥ ৩
কেন কর্ম্মবিপাকেণ স তু রাজা পুরূরবাঃ।

উঁহাদিগের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শ্রম-জরাদি-জনিত কোনও দুঃখ নাই। সেখানে জাম্বূনদ নামে অতীব উজ্জ্বল, ইন্দ্রগোপ সমপ্রভ সুবর্ণ জন্মে; দেবগণ এই স্বর্ণ দ্বারা ভূষণ নির্ম্মাণ করেন। সমস্ত বর্ষবৃক্ষ মধ্যে এই জম্বুবৃক্ষের ফলের রসই উত্তম। উহাই ক্ষরিত হইয়া অত্যুজ্জ্বল সুরভূষণ কাঞ্চনাকার ধারণ করে। সেখানে মল-মূত্র ও মৃত মানুষগণকে অষ্ট দিক্ হইতে হেমবত নামক যক্ষ রক্ষা নিশাচরেরা আসিয়া গ্রাস করে। হেমকূট পর্ব্বতে অপ্সরোগণ সহ গন্ধর্ব্বেরা বাস করে। শেষ-বাসুকি-তক্ষকাদি নাগগণও ঐখানেই অবস্থিত। মহামেরুর উপরি শুভকরী ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যক যজ্ঞিয় দেবতা বাস করেন। নীল ও বৈদূর্য্য পর্ব্বতে সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ বসতি করিয়া থাকেন। শ্বেত পর্ব্বত দৈত্য-দানবদিগের বাসস্থল। পর্ব্বতরাজ শৃঙ্গবান্ পিতৃগণের সঞ্চরণ-ক্ষেত্র। এই আমি ভারতভূমিস্থ নয়টী বর্ষের বিবরণ বর্ণন করিলাম। ঐ সকল বর্ষ বহুল প্রাণিপুঞ্জে পরিবৃত, ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনশীল এবং স্থিরভাবে অবস্থিত দেব-মানুষগণ তত্রত্য অধিবাসীদিগের বহু-বিধ বৃদ্ধি অবলোকন করিয়া থাকেন। পরন্তু উহাদিগের সংখ্যা করা সম্ভব নহে। মঙ্গলার্থী মানবের পক্ষে এ বিষয়ে শ্রদ্ধা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ৭৫—৮৬।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৪॥

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

মনু কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! আমি বুধনন্দনের চরিতবিবরণ এবং সর্ব্বপাপ-নাশক পুণ্যদায়ক শ্রাদ্ধবিধান, প্রসূয়মানা গাভীদানের ফল, কৃষ্ণাজিনদান ও বৃষোৎসর্গ, এ সকলই শুনিলাম। কিন্তু হে কেশব! নরেন্দ্র বুধপুত্রের রূপবিবরণ শ্রবণে আমার অতীব কৌতূহল জন্মিয়াছে। অতএব আমি জিজ্ঞাসিতেছি, সেই রাজা পুরূরবা

অবাপ তাদৃশং রূপং সৌভাগ্যমপি চোত্তমম্ ॥
দেবাংস্ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠান্ গন্ধর্ব্বাংশ্চ মনোরমান্।
উর্ব্বশী সঙ্গতা ত্যক্ত্বা সর্ব্বভাবেণ তং নৃপম্ ॥৫
মৎস্য উবাচ।
শৃণু কর্ম্মবিপাকেণ যেন রাজা পুরূরবাঃ।
অবাপ তাদৃশং রূপং সৌভাগ্যমপি চোত্তমম্ ॥
অতীতে জন্মনি পুরা যোঽয়ং রাজা পুরূরবাঃ
পুরূরবা ইতি খ্যাতো মদ্রদেশাধিপো হি সঃ ॥৭
চাক্ষুষস্যান্বয়ে রাজা চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
স বৈ নৃপগুণৈর্যুক্তঃ কেবলং রূপবর্জ্জিতঃ ॥ ৮

পুরূরবা মদ্রপতিঃ কর্ম্মণা কেন পার্থিবঃ
বভূব কর্ম্মণা কেন বিরূপশ্চৈব সূতজ ॥ ৯
সূত উবাচ।
দ্বিজগ্রামে দ্বিজশ্রেষ্ঠো নাম্না চাসীৎ পুরূরবাঃ।
নদ্যাঃ কূলে মহারাজঃ পূর্ব্বজন্মনি পার্থিবঃ ॥১০
স তু মদ্রপতী রাজা যস্য নাম্না পুরূরবাঃ।
তস্মিন্ জন্মন্যসৌ বিপ্রো দ্বাদশ্যান্তু সদানঘ ॥১১
উপোষ্য পূজয়ামাস রাজ্যকামো জনার্দ্দনম্।
চকার সোপবাসশ্চ স্নানমভ্যঙ্গপূর্ব্বকম্ ॥ ১২
উপবাসফলাৎ প্রাপ্তং রাজ্যং মদ্রেষকণ্টকম্।
উপোষিতস্তথাভ্যঙ্গাদ্রূপহীনো ব্যজায়ত ॥ ১৩
উপোষিতৈর্নরৈস্তস্মাৎ স্নানমভ্যঙ্গপূর্ব্বকম্।
বর্জ্জনীয়ং প্রযত্নেন রূপঘ্নং তৎ পরং নৃপ ॥১৪
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং যদ্বৃত্তং পূর্ব্বজন্মনি।
মদ্রেশ্বরত্বচরিতং শৃণু তস্য মহীপতেঃ ॥ ১৫
তস্য রাজগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ সমুপেতস্য ভূপতেঃ।
জনানুরাগো নৈবাসীদ্রূপহীনস্য তস্য বৈ ॥ ১৬
রূপকামঃ স মদ্রেশস্তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ।
রাজ্যং মন্ত্রিগতং কৃত্বা জগাম হিমপর্ব্বতম্ ॥১৭
ব্যবসায়দ্বিতীয়স্তু পদ্ভ্যামেব মহাযশাঃ।
দ্রষ্টুং স তীর্থসদনং বিষয়ান্তে স্বকে নদীম্।

কোন্ সৎকর্ম্মের ফলে তাদৃশ রূপসৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন? অপ্সরঃপ্রধানা উর্ব্বশী ত্রিভুবন-শ্রেষ্ঠা। তিনি দেবগণকে এবং মনোরম গন্ধর্ব্বদিগকে পরিহার করিয়া কি জন্য ঐ রাজাসহ সর্ব্বভাবে সঙ্গতা হয়েন? আমি এক্ষণে ইহাই শুনিতে বাসনা করি। মৎস্য কহিলেন,—রাজা পুরূরবা যে সৎকর্ম্মের ফলে তাদৃশ উত্তম রূপসৌভাগ্য লাভ করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই রাজা পুরূরবা, পূর্ব্বজন্মে মদ্রদেশাধিপতি পুরূরবা নামে এক ভূপতি ছিলেন। ইনি চাক্ষুষ মন্বন্তরে চাক্ষুষবংশেই জন্মিয়া ছিলেন। ইহার সমস্ত রাজগুণ ছিল, কেবল রূপ ছিল না। ১—৮। ঋষিগণ কহিলেন.—হে সূতনন্দন! সেই মদ্রপতি পুরূরবা কোন্ কর্ম্মের ফলে রাজা হয়েন। আর কি জন্যই বা তিনি রূপহীন হইয়াছিলেন? ইহা আমাদিগকে বলুন। সূত কহিলেন,—সেই মদ্রপতি পুরূরবা তৎপূর্ব্ব জন্মে দ্বিজগ্রামে পুরূরবা নামে এক প্রধান ব্রাহ্মণরূপে জন্মিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যকামনায় প্রতি দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া নদীকূলে জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিতেন। পরন্তু ইনি উপবাসী থাকিয়াও অভ্যঙ্গপূর্ব্বক স্নান করিয়াছিলেন। তজ্জন্য উপবাসের ফলে তিনি রাজ্যলাভ করিলেন, আর উপবাসী থাকিয়া অভ্যঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া রূপহীন হইলেন। অতএব উপবাসী নরগণের পক্ষে যত্নসহকারে অভ্যঙ্গ স্নান বর্জ্জনীয়। কারণ, উহাতে রূপহানি হয়। এই আমি সেই মদ্রপতির পূর্ব্বজন্মবিবরণ বর্ণন করিলাম; এক্ষণে তাঁহার মদ্রপতিত্বকালীন চরিত-বিবরণ শ্রবণ করুন। সেই ভূপতি সমুদয় রাজগুণে মণ্ডিত হইলেও রূপহীন বলিয়া তৎপ্রতি প্রজাবর্গের অনুরাগ ছিল না। ইহাতে সেই মদ্রেশ্বর রূপকামনায় তপশ্চরণার্থ নিশ্চয় করিয়া মন্ত্রিজনে রাজ্যভার বিন্যাসপূর্ব্বক হিমপর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। সেই মহা-যশস্বী রাজা স্বীয় অধ্যবসায়কেই দ্বিতীয় সহচর করিয়া পাদচারে গমন করত স্বকীয় রাজ্যসীমান্তের কোনও তীর্থস্থান দর্শন মানসে যাইতে

ঐরাবতীতি বিখ্যাতাং দদর্শাতিমনোরমাম্ ॥১৮
তুহিনগিরিভবাং মহৌঘবেগাং
তুহিনগভস্তিসমানশীতলোদাম্
তুহিনসদৃশহৈমবর্ণপুঞ্জাং
তুহিনযশাঃ সরিতং দদর্শ রাজা ॥ ১৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে তপোবনবর্ণনং নাম পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৫॥

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

স্থত উবাচ ।

স দদর্শ নদীং পুণ্যাং দিব্যাং হৈমবতীং শুভাম্
গন্ধর্বৈশ্চ সমাকীর্ণাং নিত্যং শক্রেণ সেবিতাম্
সুরেভমদসংসিক্তাং সমন্তাৎ তু বিরাজিতাম্ ।
মধ্যেন শক্রচাপাভাং তস্মিন্নহনি সর্ব্বদা ॥ ২
তপস্বিশরণোপেতাং মহাব্রাহ্মণসেবিতাম্ ।
দদর্শ তপনীয়াভাং মহারাজঃ পুরূরবাঃ ॥ ৩
সিতহংসাবলিচ্ছন্নাং কাশচামররাজিতাম্ ।

যাইতে অতি মনোরমা ঐরাবতী নাম্নী বিখ্যাত নদী দেখিতে পাইলেন। হিমসম যশঃশালী সেই রাজা, হিমগিরিভবা মহাবেগবতী, হিমকরসম শীতল জলশালিনী, হিমসম-বিশদবর্ণা সেই সরিৎ দর্শন করিতে লাগিলেন ।৯—১৯ ।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৫ ।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় ।

স্থত কহিলেন,—সেই রাজা, নিয়ত শক্রসেবিতা, গন্ধর্ব্বজনাকীর্ণা, পুণ্যা দিব্যা শুভা হৈমবতী নদী অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ নদী সুরকরি-গণের মদজলে সিক্তা এবং অতিশয় শোভাসম্পন্না; উহার মধ্যভাগ শক্রচাপ-সম কান্তিসম্পন্ন। মহারাজ পুরূরবা দেখিলেন,—উহা তপস্বিজনগণের আশ্রয়, প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণে সেবিত এবং স্বর্ণসম প্রভাসম্পন্ন। তিনি সেই সিতহংস-

সাভিষিক্তামিব সতাং পশ্যন্ প্রীতিং পরাং যযৌ
পুণ্যাং সুশীতলাং হৃদ্যাং মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধিনীম্
ক্ষয়বৃদ্ধিযুতাং রম্যাং সোমমূর্ত্তিমিবাপরাম্ ॥ ৫
সুশীতশীভ্রপানীয়াং দ্বিজসঙ্ঘনিষেবিতাম্ ।
সুতাং হিমবতঃ শ্রেষ্ঠাং চঞ্চদ্বীচিবিরাজিতাম্ ॥
অমৃতস্বাদুসলিলাং তাপসৈরুপশোভিতাম্ ।
স্বর্গারোহণনিঃশ্রেণীং সর্ব্বকল্মষনাশিনীম্ ॥ ৭
অগ্র্যাং সমুদ্রমহিষীং মহর্ষিগণসেবিতাম্ ।
সর্ব্বলোকস্য চৌৎসুক্যকারিণীং সুমনোহরাম্ ॥
হিতাং সর্ব্বস্য লোকস্য নাকমার্গপ্রদায়িকাম্ ।
গোকুলাকুলতীরান্তাং রম্যাং শৈবালবর্জ্জিতাম্
হংস-সারসসঙ্ঘুষ্টাং জলজৈরুপশোভিতাম্ ।
আবর্ত্তনাভিগম্ভীরাং দ্বীপোরুজঘনস্থলীম ॥১০
নীলনীরজনেত্রাভামুৎফুল্লকমলাননাম্ ।
হিমাভফেনবসনাং চক্রবাকাধরাং শুভাম্ ।
বলাকাপঙ্‌ক্তিদশনাং মীনমৎস্যাবলিভ্রুবম্ ॥১১

শ্রেণী দ্বারা আবৃত, কাশ-পুষ্পরূপ চামরে রাজিত নদীকে অভিষিক্তা রমণীর ন্যায় দেখিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। পুণ্যা, সুশীতলা, হৃদ্যা, মনঃপ্রীতিবর্দ্ধিনী, হিমবান্ পর্ব্বতের প্রধান নন্দিনী সেই নদী অপর সোমমূর্ত্তির ন্যায় ক্ষয়-বৃদ্ধি-শালিনী। উহার জল অতীব শীতল, বেগ সমধিক প্রবল, এবং জল অমৃতসম স্বাদু। উহা পক্ষিগণ দ্বারা সতত সেবিত; তাপস জনে উপশোভিত এবং চঞ্চল বীচিমালায় বিরাজিত। সেই স্বর্গারোহণ বিষয়ে নিশ্রেণীরূপিণী, সর্ব্ব-কল্মষনাশিনী, সর্ব্বলোকের ঔৎসুক্যকারিণী, মনোহারিণী, সর্ব্বজনের হিতবিধায়িনী, স্বর্গপথদায়িনী, সাগরের প্রধানা পত্নী, গোকুলপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণতীরা, মনোহরা, শৈবাল-বর্জ্জিতা, হংস-সারস-সেবিতা, কমল-কুল শোভিতা নদীর আবর্ত্তরূপ নাভিদেশ গম্ভীর, দ্বীপরূপ জঘন স্থূল বিশাল। উহার নীলকমল—নেত্র, প্রফুল্ল নলিন—মুখ, হিমসম ফেন—বসন, চক্রবাক—অধর, বকপংক্তি—দশন, মৎস্যাবলি—ভ্রূযুগল, স্বীয় জলমধ্যগত

শৃঙ্গলোত্তুঙ্গমাতঙ্গ-রম্যকুম্ভপয়োধরাম্।
হংসনূপুরসংঘুষ্টাং মৃণালবলয়াবলীম্ ॥১২
তস্যাং রূপমহোন্মত্তা গন্ধর্বানুগতাঃ সদা।
মধ্যাহ্নসময়ে রাজন্ ক্রীড়ন্ত্যপ্সরসাং গণাঃ ॥১৩
তামপ্সরোবিনির্মুক্তং বহন্তীং কুঙ্কুমং শুভম্।
স্বতীরদ্রুমসম্ভূত-নানাবর্ণসুগন্ধিনীম্ ॥১৪
তরঙ্গব্রাতসংক্রান্ত-সূর্য্যমণ্ডলদুর্দ্দর্শম্।
সুরেভজনিতাঘাত-বিকূলদ্বয়ভূষিতাম্ ॥১৫
শক্রেভগণ্ডসলিলৈর্দেবস্ত্রীকুচচন্দনৈঃ।
সংযুতং সলিলং তস্যাঃ ষট্পদৈরুপসেব্যতে॥১৬
তস্যাস্তীরভবা বৃক্ষাঃ সুগন্ধকুসুমাঞ্চিতাঃ।
তথাপরুষ্টসম্ভ্রান্ত-ভ্রমরস্তনিতাকুলাঃ ॥১৭
যস্যাস্তীরে রতিং যান্তি সদা কামবশা মৃগাঃ।
তপোধনাশ্চ ঋষয়স্তথা দেবাঃ সহাপ্সরাঃ ॥১৮
লভন্তে যত্র পূতাঙ্গা দেবেভ্যঃ প্রতিমানিতাঃ
স্ত্রিয়শ্চ নাকবহুলাঃ পদ্মেন্দুপ্রতিমাননাঃ ॥১৯

যা বিভর্ত্তি সদা তোয়ং দেবসঙ্ঘৈরপীড়িতম্।
পুলিন্দৈনৃপসঙ্ঘৈশ্চ ব্যাঘ্রবৃন্দৈরপীড়িতম্ ॥২০
সতামরসপানীয়াং সতারগগনামলাম্।
স তাং পশ্যন্ যযৌ রাজা সতামীপ্সিতকামদাম্
যস্যাস্তীররুহৈঃ কাশৈঃ পূর্ণৈশ্চন্দ্রাংশুসন্নিভৈঃ।
রাজতে বিবিধাকারৈ রম্যং তীরং মহাদ্রুমৈঃ।
যা সদা বিবিধৈর্বিবৈ প্রর্দৈবৈশ্চাপি নিষেব্যতে ॥২২
যা চ সদা সকলৌঘবিনাশং
ভক্তজনস্য করোত্যচিরেণ।
যানুগতা সরিতাং হি কদম্বৈ-
র্যানুগতা সততং হি মুনীন্দ্রৈঃ ॥২৩
যা হি সুতানিব পাতি মনুষ্যান্
যা চ যুতা সততং হিমসঙ্ঘৈঃ।
যা চ যুতা সততং সুরবৃন্দৈ-
র্যা চ জনৈঃ স্বহিতায় শ্রিতা বৈ ॥২৪
জুষ্টা চ কেশরিগণৈঃ করিবৃন্দজুষ্টা
সন্তানযুক্তসলিলাপি সুবর্ণযুক্তা।

মাতঙ্গের কুম্ভ—স্তনদ্বয়, হংসারাব—নূপুরশব্দ, এবং মৃণালচয়ই উহার বলয়াবলি। ১—১২। উহাতে মধ্যাহ্ন কালে রূপমত্ত অপ্সরোগণ গন্ধর্ব্বগণ সহ ক্রীড়া করিয়া থাকে। সেই নদী অপ্সরঃসমূহের পরিত্যক্ত শুভ কুঙ্কুম বহন করে এবং স্বকীয় তীরতরুজাত বিবিধ দ্রব্যে নিয়ত সুগন্ধশালিনী থাকে। তরঙ্গনিকরে সতত চঞ্চল বলিয়া তন্মধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারা যায় না। উহার তীরদ্বয় সুরকরি-বর ঐরাবতের দশনাঘাতে স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ঐরাবতের গণ্ড-স্থল হইতে ক্ষরিত মদে ও দেবনারীদিগের কুচচন্দনে অঙ্কিত হইয়া সেই নদীর জল ভ্রমরগণেরও উপসেব্য। ঐ নদীর তীর-জাত তরুগণ সগন্ধ কুসুমে সুশোভিত এবং গুন্ গুন্ স্বরে ব্যগ্রভাবে ভ্রমণপরায়ণ ভ্রমর-গণ কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত। ইহার তীরভূমে কামবশীভূত মৃগগণ সতত রতিপ্রাপ্ত হয়। তপোধন ঋষিগণ এবং অপ্সরোবৃন্দ সহ দেবগণ প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। পদ্মেন্দু-প্রতিমাননা স্বর্গীয় রমণীগণ ঐ স্থানে স্নান দ্বারা পবিত্রাঙ্গী হইয়া দেবগণকর্ত্তৃক সম্মা-নিত হয়। যে নদীর জল,দেবতাগণ,নৃপতিবর্গ, পুলিন্দদল ও ব্যাঘ্রবৃন্দেরও প্রশংসনীয়, পদ্মজলা, তারাগণযুতা, গগনসম নির্ম্মলা, সাধুজনের বাঞ্ছা পূরণকারিণী নদীকে দেখিতে দেখিতে সেই রাজা যাইতে লাগিলেন। ১৩—২১। সেই নদী তীরজাত পূর্ণচন্দ্রসম প্রকাশমান কাশকুসুমসমূহে রমণীয় বিবিধ দ্রুমনিকরে এবং নানা দেবগণে নিয়ত সেবিত হইয়া সমধিক শোভা পায়। যে নদী ভক্তজনের নিখিল পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকে, যে নদী সরিৎসমূহে সতত অনুগত, যে নদী, মুনীন্দ্রজনের সতত সেবিত, যে নদী মনুষ্যদিগকে পুত্রবৎ পালন করেন, যে নদী সদা হিমস্তূপে সমাবৃত, যে নদী সর্ব্বদা সুরবৃন্দে সমন্বিত, যে নদী হিতলাভার্থ জনগণ কর্ত্তৃক আশ্রিত, যাহা কেশরিগণে ও করিবৃন্দে নিয়ত সেবিত ; যাহার জল পারিজাত তরু-

সূর্য্যাংশুতাপপরিবৃদ্ধিবিবৃদ্ধশীতা।
শীতাংশুতুল্যযশসা দদৃশে নৃপেণ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ঐরাবতীবর্ণনং নাম ষোড়শাধিকশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

আলোকয়ন্ নদীং পুণ্যাং তৎসমীরহৃতশ্রমঃ।
স গচ্ছন্নেব দদৃশে হিমবন্তং মহাগিরিম্ ॥ ১
খমুল্লিখদ্ভির্বহুভির্বৃতং শৃঙ্গৈস্তু পাণ্ডুরৈঃ।
পক্ষিণামপি সঞ্চারৈর্বিনা সিদ্ধগতিং শুভাম্ ॥২
নদীপ্রবাহসঞ্জাতমহাশব্দৈঃ সমন্ততঃ।
অসংশ্রুতান্যশব্দং তং শীততোয়ং মনোরমম্ ॥৩
দেবদারুবনৈর্নীলৈঃ কৃতাধোবসনং শুভম্।
মেঘোত্তরীয়কং শৈলং দদৃশে স নরাধিপঃ ॥ ৪
শ্বেতমেঘকৃতোষ্ণীষং চন্দ্রার্কমুকুটং ক্বচিৎ।
হিমানুলিপ্তসর্ব্বাঙ্গং ক্বচিদ্ধাতুবিমিশ্রিতম্ ॥ ৫
চন্দনেনানুলিপ্তাঙ্গং দত্তপঙ্কাঙ্গুলং যথা।
শীতপ্রদং নিদাঘেঽপি শিলাবিকটসঙ্কটম্।
সালক্তকৈরপ্সরসাং মুদ্রিতং চরণৈঃ ক্বচিৎ ॥ ৬
ক্বচিৎ সংস্পৃষ্টসূর্য্যাংশুং ক্বচিচ্চ তমসাবৃতম্।
দরীমুখৈঃ ক্বচিদ্ভীমৈঃ পিবন্তং সলিলং মহৎ ॥ ৭
ক্বচিদ্বিদ্যাধরগণৈঃ ক্রীড়দ্ভিরুপশোভিতম্।
উপগীতং তথা মুখ্যৈঃ কিন্নরাণাং গণৈঃ ক্বচিৎ
আপানভূমৌ গলিতৈর্গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং ক্বচিৎ।
পুষ্পৈঃ সন্তানকাদীনাং দিব্যৈস্তমুপশোভিতম্ ॥
সুপ্তোত্থিতাভিঃ শয্যাভিঃ কুসুমানাং তথা ক্বচিৎ।

মঞ্জরীতে ব্যাপ্ত এবং সুবর্ণসংযুক্ত ও সূর্য্যকিরণতাপেও হ্রাসবৃদ্ধিহীন, সেই শীতাংশুসম প্রকাশমান জলশালিনী নদী দেখিতে দেখিতে সেই রাজা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ২২—২৫।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—রাজা পুরূরবা যাইতে যাইতে সেই পুণ্যা নদী দর্শনে এবং তদীয় সমীরসংস্পর্শে শ্রমহীন হইলেন। ক্রমে তিনি মহাগিরি হিমবান্‌কে নয়নগোচর করিলেন। দেখিলেন—উহা পাণ্ডুরবর্ণ গগনস্পর্শী বহুতর শৃঙ্গদ্বারা সমাবৃত রহিয়াছে। সেই শৃঙ্গ সকল এত অধিক উন্নত যে, পক্ষিগণেরও অগম্য, কেবলমাত্র সিদ্ধজনেরই গমনযোগ্য। উক্ত হিমালয় পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে বিবিধ নদী প্রবাহিত হইতেছে। সেই সকল নদীর ঘোর শব্দে অপর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হয় না। চতুর্দ্দিক্ হইতে নিয়ত শীতল হিমজলধারা ক্ষরিত হইতেছে। এ নিমিত্ত উহা অতীব মনোহর। রাজা পুরূরবা দেখিলেন—সেই শৈলরাজ নীলবর্ণ দেবদারুবনরূপ বসন পরিধানপূর্ব্বক মেঘরূপ উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে। শ্বেতবর্ণ মেঘ উহার উষ্ণীষ; এবং চন্দ্র-সূর্য্যই উহার মুকুটস্বরূপ। সেই গিরি, কোন স্থলে হিমদ্বারা অনুলিপ্তাঙ্গ, কোথাও বা বিবিধ ধাতুরাগে রঞ্জিত হওয়ায় পঙ্কাঙ্গুল-সহযোগে চন্দনানুলিপ্তবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। উহা গ্রীষ্মকালেও শীতপ্রদ এবং স্থানে স্থানে বিকট শিলাখণ্ডে দুরধিগম্য। কোন স্থল অপ্সরোগণের অলক্তরঞ্জিত চরণচিহ্নে সুশোভিত। কোন স্থান সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল, ক্বচিৎ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেই গিরিবর কোথাও বা ভয়ঙ্কর গুহারূপ মুখ দ্বারা জল পান-ব্যাপারে তৎপর। তাহার কোন স্থানে বিদ্যাধরগণ ক্রীড়াপরায়ণ, কোথাও কিন্নরগণ বিরাজমান। ক্বচিৎ গন্ধর্ব্বাপ্সরোবর্গের মদ্যপান-ভূমি তাহাদিগের দেহচ্যুত সন্তানাদি স্বর্গীয় কুসুমে অতীব শোভা ধারণ করিয়াছে। সুপ্তোত্থিত গন্ধর্ব্বগণের মর্দ্দিত

মুদিতাভিঃ সমাকীর্ণং গন্ধর্ব্বাণাং মনোরমম্ ॥১০
নিরুদ্ধপবনৈর্দেশৈর্নীলশাদ্বলমণ্ডিতৈঃ।
কচিচ্চ কুসুমৈর্যুক্তমত্যন্তরুচিরং শুভম্ ॥ ১১
তপস্বিশরণং শৈলং কামিনামতিদুর্লভম্।
মৃগৈর্যথানুচরিতং দন্তিভিন্নমহাক্রমম্ ॥ ১২
যত্র সিংহনিনাদেন ত্রস্তানাং ভৈরবং রবম্।
দৃশ্যতে ন চ সংশ্রান্তং গজানামাকুলং কুলম্ ॥১৩
তটাশ্চ তাপসৈর্যত্র কুঞ্জদেশৈরলঙ্কৃতাঃ।
রত্নৈর্যস্য সমুৎপন্নৈস্ত্রৈলোক্যং সমলঙ্কৃতম্ ॥১৪
অহীনশরণং নিত্যমহীনজনসেবিতম্।
অহীনঃ পশ্যতি গিরিমহীনং রত্নসম্পদা ॥ ১৫
অল্পেন তপসা যত্র সিদ্ধিং প্রাপ্স্যন্তি তাপসাঃ।
যস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বকল্মষনাশনম্ ॥ ১৬
মহাপ্রপাতসম্পাত-প্রপাতাদিগতাম্বুভিঃ।
বায়ুনীতৈঃ সদা তৃপ্তিকৃতদেশং কচিৎ কচিৎ ॥
সমালব্ধজলৈঃ শৃঙ্গৈঃ কচিচ্চাপি সমুচ্ছ্রিতৈঃ।
নিত্যার্কতাপবিষমৈরগম্যৈর্মনসা যুতম্ ॥ ১৮
দেবদারুমহাবৃক্ষ-ব্রজশাখানিরন্তরৈঃ।
বংশস্তম্ববনাকারৈঃ প্রদেশৈরুপশোভিতম্ ॥১৯
হিমচ্ছত্রমহাশৃঙ্গং প্রপাতশতনির্ঝরম্।
শব্দলভ্যাম্বুবিষমং হিমসংরুদ্ধকন্দরম্ ॥ ২০
দৃষ্ট্বৈব তং চারুনিতম্বভূমিং
মহানুভাবঃ স তু মদ্রনাথঃ।
বভ্রাম তত্রৈব মুদা সমেতঃ
স্থানং তদা কিঞ্চিদথাসসাদ ॥ ২১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ভুবনকোষে
হিমবদ্বর্ণনং নাম সপ্তদশাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৭ ॥

—

কুসুম-শয়নের পুষ্পরাশি দ্বারা উহার নানা-স্থান পরম মনোরম। ১—১০। উহার কোন প্রদেশ নীলবর্ণ শাদ্বলপূর্ণ, পবনসঞ্চার-শূন্য এবং বিবিধ কুসুমে পরম সুন্দর। সেই গিরিবর তাপসজনের শরণ এবং কামিনীগণের অতীব স্পৃহণীয়। যে গিরিতে সিংহনিনাদে পরিত্রস্ত করিগণের ভৈরবরবের বিরাম নাই, অথচ আকুল করিকুলকেও বিশ্রাম করিতে দেখা যায় না। যাহার তটভূমিসমূহ কুঞ্জবাসী তপস্বিগণ দ্বারা সতত সমলঙ্কৃত, যাহার উৎপন্ন রত্ন-সমূহে ত্রৈলোক্য পরিমণ্ডিত, যে হিমা-লয় অহীনজনের শরণ এবং অহীনজনগণ-দ্বারা নিরন্তর পরিসেবিত হয়, অহীন মানবই সেই রত্নসম্পদে অহীন মহাগিরি দর্শনে সমর্থ হইয়া থাকে। সেই শিখরিবরে তাপস জনেরা অল্প তপঃসাধনেই সিদ্ধিলাভ করেন, ফলতঃ উহার দর্শনমাত্রে সর্ব্বকল্মষ বিনষ্ট হয়। উহার নানাস্থানে অনেকানেক মহা-প্রপাত-সম্পাত-প্রপাতাদি রহিয়াছে। বায়ু সেই জলকণা সকল সতত স্থানান্তরিত করিয়া বিশেষ বিশেষ প্রদেশ অতীব তৃপ্তি-দায়ক করিতেছে। তাহার কোন কোন শৃঙ্গ জলপ্লাবিত, কোন কোন শৃঙ্গ এমন উন্নত যে, উহাতে নিরন্তর সৌর-কিরণ বিদ্যমান থাকে বলিয়া নিতান্ত দুরধি-গম্য। মানবগণ কেবলমাত্র মন দ্বারাই উহাকে পাইতে পারে, নতুবা উহা সর্ব্বথা অগম্য। উহার কোন কোন প্রদেশ, বৃহদা-কার দেবদারু তরুসমূহের শাখা-প্রশাখা দ্বারা নিতান্ত নিরবকাশ বলিয়া বংশবনাকারে প্রতীয়মান হয়। ইহাতে গিরিবর অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হয়। উহার কোন স্থানে অত্যুন্নত ছত্রাকার তুষারশৃঙ্গ, কচিৎ শত শত জলপ্রপাত, নির্ঝর এবং কোথাও বা হিমসমাবৃত কন্দর বিদ্যমান। কোন স্থানে কেবলমাত্র শব্দ দ্বারাই জলের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য কোনরূপ প্রত্যক্ষ হয় না। সেই মহানুভাব মদ্রনাথ এই সকল দর্শন করত যাইতে যাইতে ক্রমে একটী মনোহর নিতম্বভূমি নয়নগোচর করিয়া সানন্দমনে সেখানে ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে উপবেশন করিলেন। ১১—২১।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

তস্যৈব পর্ব্বতেন্দ্রস্য প্রদেশং সুমনোরমম্।
অগম্যং মানুষৈরন্যৈর্দৈবযোগাদুপাগতঃ॥ ১
ঐরাবতী সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যস্মাদ্দেশাদ্বিনির্গতা।
মেঘশ্যামঞ্চ তং দেশং দ্রুমখণ্ডৈরনেকশঃ॥ ২
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কর্ণিকারৈঃ সশামলৈঃ।
ন্যগ্রোধৈশ্চ তথাশ্বত্থৈঃ শিরীষৈঃ শিংশপাদ্রুমৈঃ
মহানিম্বৈস্তথা নিম্বৈর্নিগুণ্ডীভির্হরিদ্রুমৈঃ
দেবদারুমহাবৃক্ষৈস্তথা কালেয়কদ্রুমৈঃ॥ ৪
পদ্মকৈশ্চন্দনৈর্বিল্বৈঃ কপিত্থৈ রক্তচন্দনৈঃ।
মাতাম্ররিষ্টকাক্ষোটৈরন্ধকৈশ্চ তথার্জ্জুনৈঃ॥ ৫
হস্তিকর্ণৈঃ সুমনসৈঃ কোবিদারৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ
প্রাচীনামলকৈশ্চাপি ধনকৈঃ সমরাটকৈঃ॥ ৬
খর্জ্জুরৈর্নারিকেলৈশ্চ প্রিয়ালাম্রাতকেরঙ্গুদৈঃ।
তত্তমালৈর্ধবৈর্ভব্যৈঃ কাশ্মীরীপার্ণিভিস্তথা॥ ৭
জাতীফলৈঃ পূগফলৈঃ কটুফলৈর্লাবলীফলৈঃ
মন্দারৈঃ কোবিদারৈশ্চ কিংশুকৈঃকুসুমাংশুকৈঃ
যবাসৈঃ শমিপর্ণাসৈর্বেতসৈরম্বুবেতসৈঃ
রক্তাতিরঙ্গনারঙ্গৈর্হিঙ্গুভিঃ সপ্রিয়ঙ্গুভিঃ॥ ৯
রক্তাশোকৈস্তথাশোকৈরাফল্লৈরবিচারকৈঃ।
মুচুকুন্দৈস্তথা কুন্দৈরাটরূষপরূষকৈঃ॥ ১০
কিরাতৈঃ কিঙ্কিরাতৈশ্চ কেতকৈঃ শ্বেতকেতকৈঃ
শোভাঞ্জনৈরঞ্জনৈশ্চ সুকলিঙ্গনিকোটকৈঃ॥ ১১
সুবর্ণচারুবসনৈর্দ্রুমশ্রেষ্ঠৈস্তথাসনৈঃ।
মন্মথস্য শরাকারৈঃ সহকারৈর্মনোরমৈঃ॥ ১২
পীতযূথিকয়া চৈব শ্বেতযূথিকয়া তথা।
জাত্যা চম্পকজাত্যা চ তুম্বরৈশ্চাপ্যতুম্বরৈঃ॥১৩
মোচৈর্লোচৈস্ত লকুচৈস্তিলপুষ্পকুশেশয়ৈঃ।
তথা সুপুষ্পাবরণৈশ্চব্যকৈঃ কামিবল্লভৈঃ॥ ১৪
পুষ্পাঙ্কুরৈশ্চ বকুলৈঃ পারিভদ্র-হরিদ্রকৈঃ।
ধারাকদম্বৈঃ কুটজৈঃ কদম্বৈর্গিরিকূটজৈঃ॥ ১৫
আদিত্যমুস্তকৈঃ কুস্তৈঃ কুঙ্কুমৈঃ কামবল্লভৈঃ।
কটুকফলৈর্বদরৈর্নীপৈর্দীপৈরিব মহোজ্জ্বলৈঃ॥১৬
রক্তৈঃ পালীবনৈঃ শ্বেতৈর্দাড়িমৈশ্চম্পকদ্রুমৈঃ
বন্ধুকৈশ্চ সুবন্ধুকৈঃ কুঞ্জকানাস্তু জাতিভিঃ॥১৭
কুসুমৈঃ পাটলাভিশ্চ মল্লিকাকরবীরকৈঃ।
কুরুবকৈর্হিমবরৈর্জম্বুভির্নৃপজম্বুভিঃ॥ ১৮

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সেই রাজা সেই গিরীন্দ্রেরই কোন এক মনোরম প্রদেশে দৈবযোগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ প্রদেশ সুর-নরাদির অগম্য। সরিদ্বরা ঐরাবতী ঐ প্রদেশ হইতেই নির্গত হইয়াছে। মদ্ররাজ সেই বিবিধ দ্রুমখণ্ড-মণ্ডিত মেঘবৎ শ্যামবর্ণ প্রদেশ অবলোকন করিলেন; দেখিলেন,—কত শত শত শাল, তাল, তমাল, কর্ণিকার, শামল, ন্যগ্রোধ, অশ্বত্থ, শিরীষ, শিংশপা, মহানিম্ব, নিম্ব, নির্গুণ্ডী, হরিদ্রুম, মহাবৃক্ষ, দেবদারু, কালেয়ক, পদ্মক, চন্দন, বিল্ব, কপিত্থ, রক্তচন্দন, মাতাম্র, রিষ্টক, অক্ষোট, অন্ধক, অর্জ্জুন, হস্তিকর্ণ, সুমনস, সুপুষ্পিত কোবিদার, প্রাচীনামলক, ধনক, মরাটক, খর্জ্জুর, নারিকেল, পিয়াল, আম্রাতক, ইঙ্গুদ, তত্তমাল, ধব, ভব্য, কাশ্মারী, পর্ণি, জাতীফল, পূগফল, কটুফল, লাবলীফল, মন্দর, কোবিদার, কিংশুক, কুসুমাংশুক, যবাস, শমীপর্ণাস, বেতস, অম্বুবেতস, রক্ত, অতিরঙ্গ, নারঙ্গ, হিঙ্গু, প্রিয়ঙ্গু, রক্তাশোক, অশোক, আফল্ল, অবিচারক, মুচুকুন্দ, কুন্দ, আটরূষ, পরূষক, কিরাত, কিঙ্কিরাত, কেতক, শ্বেতকেতক, শোভাঞ্জন, অঞ্জন, সুকলিঙ্গ, নিকোটক, সুবর্ণ, চারুবসন, দ্রুমশ্রেষ্ঠ অসন, স্মর-শরাকার মনোরম সহকার, পীতযূথিকা, শ্বেতযূথিকা, জাতী, চম্পকজাতী, তুম্বর, অতুম্বর, মোচ, লোচ, লকুচ, তিলপুষ্প, কুশেশয়, সুপুষ্পাবরণ কামিজনবল্লভ চম্পক, পুষ্পাঙ্কুর, বকুল, কদম্ব, গিরিকূট, আদিত্যমুস্তক, কুস্ত, কুঙ্কুম, কটুফল, বদর, দীপবৎ সমুজ্জ্বল দীপ, রক্ত, পালীবন, শ্বেত দাড়িম, চম্পক দ্রুম, বন্ধুক, সুবন্ধুক, নানাজাতীয় কুঞ্জপুঞ্জ, কত শত মল্লিকা, করবীর, পাটলা প্রভৃতি কুসুমসমূহ, কত কুরুবক, হিমবর,

বীজপূরঃ সকর্পূরৈর্গুরুভিশ্চাগরুক্রমৈঃ।
বিম্বৈশ্চ প্রতিবিম্বৈশ্চ সন্তানকবিতানকৈঃ॥ ১৯
তথা গুগ্গুলবৃক্ষৈশ্চ হিন্তালধবলেক্ষুভিঃ।
তৃণশূন্যৈঃ করবীরৈরশোকৈশ্চক্রমর্দ্দনৈঃ॥ ২০
পীলুভির্ধাতকীভিশ্চ চিরিবিল্বৈঃ সমাকুলৈঃ।
তিন্তিড়ীকৈস্তথা লোধ্রৈর্বিড়ঙ্গৈঃ ক্ষীরিকাদ্রুমৈঃ
অশ্বন্তকৈস্তথা কালৈর্জম্বীরৈঃ শ্বেতকদ্রুমৈঃ।
ভল্লাতকৈরিন্দ্রযবৈর্বস্তজৈঃ সিদ্ধিসাধকৈঃ॥ ২২
করমর্দ্দ-কাসমর্দ্দৈররিষ্টকবরিষ্টকৈঃ।
রুদ্রাক্ষৈর্দ্রাক্ষসম্ভূতৈঃ সপ্তাহ্বৈঃ পুত্রজীবকৈঃ॥
কঙ্কোলকৈর্লবঙ্গৈশ্চ ত্বগ্দ্রুমৈঃ পারিজাতকৈঃ।
প্রতানৈঃ পিপ্পলীনাঞ্চ নাগবল্যাশ্চ ভাগশঃ॥২৪
মরীচস্য তথা গুল্মৈর্নবমল্লিকয়া তথা।
মৃদ্বীকামণ্ডপৈর্মুখ্যৈরতিমুক্তকমণ্ডপৈঃ॥ ২৫
ত্রপুষৈর্নর্ত্তিকানাঞ্চ প্রতানৈঃ সফলৈঃ শুভৈঃ।
কুষ্মাণ্ডানাং প্রতানৈশ্চ অলাবূনাং তথা ক্বচিৎ॥
চির্ভিটস্য প্রতানৈশ্চ পটোলীকারবেল্লকৈঃ।
কর্কোটকীবিতানৈশ্চ বার্ত্তাকৈর্বৃহতীফলৈঃ॥২৭
কণ্টকৈর্মূলকৈর্মূলশাকৈস্তু বিবিধৈস্তথা।
কহ্লারৈশ্চ বিদার্য্যা চ করূটৈঃ স্বাদুকণ্টকৈঃ॥২৮
সভাণ্ডীর-বিদুসার-রাজজম্বুক-বালুকৈঃ।
সুবর্চ্চলাভিঃ সর্ব্বাভিঃ সর্ষপাভিস্তথৈব চ॥ ২৯
কাকোলী-ক্ষীরকাকোলী-চ্ছত্রয়া চাতিছত্রয়া।
কাসমর্দ্দীসহাসন্তিঃ সকন্দলসকাণ্ডকৈঃ॥ ৩০
তথা ক্ষীরকশাকেন কালশাকেন চাপ্যথ।
শিম্বীধান্যৈস্তথা ধান্যৈঃ সর্ব্বৈর্নিরবশেষতঃ॥৩১
ওষধীভির্বিচিত্রাভির্দীপ্যমানাভিরেব চ।
আয়ুষ্যাভির্যশস্যাভির্বল্যাভিশ্চ নরাধিপ॥ ৩২
জরা-মৃত্যু-ভয়ঘ্নীভিঃ ক্ষুদ্ভয়ঘ্নীভিরেব চ।
সৌভাগ্যজননীভিশ্চ কৃৎস্নাভিশ্চাপ্যনেকশঃ॥
তত্র বেণুলতাভিশ্চ তথা কীচকবেণুভিঃ।
কাশৈঃ শশাঙ্ককাশৈশ্চ শরগুল্মৈস্তথৈব চ॥৩৪
কুশগুল্মৈস্তথা রম্যৈর্গুল্মৈশ্চেক্ষোর্মনোরমৈঃ।
কার্পাসজাতিবর্গেণ দুর্লভেন শুভেন চ॥ ৩৫
তথা চ কদলীখণ্ডৈর্মনোহারিভিরুত্তমৈঃ।
তথা মরকতপ্রখ্যৈঃ প্রদেশৈঃ শাদ্বলান্বিতৈঃ॥
ইরাপুষ্পসমাযুক্তৈঃ কুঙ্কুমস্য চ ভাগশঃ।
তগরাতিবিষামাংসী-গ্রান্থকৈস্তু সুরাগদঃ॥ ৩৭
সুবর্ণপুষ্পৈশ্চ তথা ভূমিপুষ্পৈস্তথাপরৈঃ।
জম্বীরকৈর্ভূস্তৃণকৈঃ সরসৈঃ সশুকৈস্তথা॥ ৩৮
শৃঙ্গবেরাজমোদাভিঃ কুবেরকপ্রিয়ালকৈঃ।
জলজৈশ্চ তথাবর্ণৈর্নানাবর্ণৈঃ সুগন্ধিভিঃ॥ ৩৯

জম্বু, নৃপজম্বু, বীজপুর, কর্পূর, সুবৃহৎ অগুরু, বিম্ব, প্রতিবিম্ব, সন্তানকশ্রেণী, গুগ্গুল বৃক্ষ, হিন্তাল, ধবল, ইক্ষু, তৃণশূন্য করবীর, অশোক, চক্রমর্দ্দন, পীলু, ধাতকী, চিরিবিল্ব, তিন্তিড়ীক, লোধ্র, বিড়ঙ্গ, ক্ষীরিকাদ্রুম, অশ্বান্তক, কাল, জম্বীর, শ্বেতক, ভল্লাতক, ইন্দ্রযব, বস্তজ, সিদ্ধিসাধক, করমর্দ্দ, কাসমর্দ্দ, রবিষ্টক, বরিষ্টক, রুদ্রাক্ষ, সপ্তাহ্ব, পুত্রজীবক, কঙ্কোলক, লবঙ্গ, ত্বগ্দ্রুম, পারিজাত, পপ্পলীতরুশ্রেণী, নাগবলী, মরীচগুল্ম, নবমল্লিকা মৃদ্বীকা-মণ্ডপ, অতিমুক্তক মণ্ডপ, ত্রপুষ, নর্ত্তিকা-প্রতান, কুষ্মাণ্ডপ্রতান, অলাবুপ্রতান, চির্ভিটপ্রতান, পটোলী, কারবেল্লক, কর্কোটকীবিতান, বার্ত্তাক, বৃহতীফল, কণ্টক, মূলক, মূলশাক, কহ্লার, বিদারী, করূট, স্বাদুকণ্টক, ভাণ্ডার, বিদুসার, রাজজম্বুক, বায়ক, সুচর্ব্বলা, সর্ষপা, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, ছত্রা, অতিছত্রা, কাসমর্দ্দী, কন্দল, কাণ্ডক, ক্ষীরশাক, কালশাক, শিম্বীধান্য, অন্যান্য সর্ব্ববিধ ধান্য, আয়ুষ্য যশস্য, বল্য, জরামরণহরী, ক্ষুধাভয়নাশনী, সৌভাগ্য-জননী, বিবিধ প্রদীপ্ত ওষধি সকল বেণুলতা-বলী, কীচকবেণু, শশাঙ্কশুভ্র কাশশ্রেণী, শরগুল্ম, কুশগুল্ম, মনোরম ইক্ষুগুল্ম, সুশোভন সুদুর্ল্লভ কার্পাসজাতীয় তরুনিকর, মনোহর কদলীখণ্ড, শাদ্বলশোভিত মরকতময় প্রদেশ-সকল, ইরাপুষ্পসমন্বিত শ্রেণীবদ্ধ কুঙ্কুমপাদপ, তগর, অতিবিষা, মাংসী গ্রান্থক, সুবর্ণপুষ্প, ভূমিপুষ্প, অন্যান্য পুষ্প, রসপূর্ণ জম্বীরক, শুকশালী শৃঙ্গবের, অজমোদা, কুবেরক, প্রিয়াল, এবং এতদ্ভিন্ন নানাবর্ণ ও মনোজ্ঞ

উদয়াদিত্যসঙ্কাশৈঃ সূর্য্যচন্দ্রনিভৈস্তথা।
তপনীয়সবর্ণৈশ্চ অতসীপুষ্পসন্নিভৈঃ॥ ৪০
শুকপত্রনিভৈশ্চান্যৈঃ স্থলপত্রৈশ্চ ভাগশঃ।
পঞ্চবর্ণৈঃ সমাকীর্ণৈর্বহুবর্ণৈস্তথৈ চ॥ ৪১
দ্রষ্টুর্দৃষ্ট্যা হিতমুদৈঃ কুমুদৈশ্চন্দ্রসন্নিভৈঃ।
তথা বহ্নিশিখাকারৈর্গজবক্ত্রোৎপলৈঃ শুভৈঃ॥
নীলোৎপলৈঃ সকহ্লারৈর্গুঞ্জাতককসেরুকৈঃ।
শৃঙ্গাটকমৃণালৈশ্চ করটৈ রাজতোৎপলৈঃ॥৪৩
জলজৈঃ স্থলজৈর্মূলৈঃ ফলৈঃ পুষ্পৈর্বিশেষতঃ।
বিবিধৈশ্চৈব নীবারৈর্মুনিভোজ্যৈর্নরাধিপ॥৪৪
ন তদ্ধান্যং ন তচ্ছস্যং ন তচ্ছাকং ন তৎ ফলম্
ন তন্মূলং ন তৎ কন্দং ন তৎ পুষ্পং নরাধিপ॥
নাগলোকোদ্ভবং দিব্যং নরলোকভবঞ্চ যৎ।
অনূপোত্থং বনোত্থঞ্চ তত্র যন্নাস্তি পার্থিব॥৪৬
সদা পুষ্পফলং সর্ব্বমজর্য্যমৃতুযোগতঃ।
মন্দ্রেশ্বরঃ স দদৃশে তপসা হৃতিযোগতঃ॥ ৪৭

দদৃশে চ তথা তত্র নানারূপান্ পতত্রিণঃ।
ময়ূরান্ শতপত্রাংশ্চ কলবিঙ্কাংশ্চ কোকিলান্॥
তদা কাদম্বকান্ হংসান্ কোযষ্টীন্ খঞ্জরীটকান্।
কুররান্ কালকূটাংশ্চ খট্টাঙ্গান্ লুব্ধকাংস্তথা॥৪৯
গোক্ষেড়কাংস্তথা কুম্ভান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ শুকান্ বকান্
ধাতুকাংশ্চক্রবাকাংশ্চ কটুকান্ টিট্টিভান্
ভটান্॥৫০
পুত্রপ্রিয়ান্ লোহপৃষ্ঠান্ গোচর্ম্মগিরিবর্ত্তকান্।
পারাবতাংশ্চ কমলান্ সারিকাজীবজীবকান্॥
লাব-বর্ত্তক বার্ত্তাকান্ রক্তবৎসপ্রভদ্রকান্।
তাম্রচূড়ান্ স্বর্ণচূড়ান্ কুক্কুটান্ কাষ্ঠকুক্কুটান্॥৫২
কপিঞ্জলান্ কলবিঙ্কাংস্তথা কুঙ্কুমচূড়কান্।
ভৃঙ্গরাজান্সীরপাদান্ভুলিঙ্গান্ডিণ্ডিমান্নবান্
মঞ্জুলীতকদাত্যূহান্ ভারদ্বাজাংস্তথা চষান্।
এতাংশ্চান্যাংশ্চ সুবহূন্ পক্ষিসঙ্ঘান্ মনোহরান্
শ্বাপদান্ বিবিধাকারান্ মৃগাংশ্চৈব মহামৃগান্।
ব্যাঘ্রান্ কেসরিণঃ সিংহান্ দ্বীপিনঃ শরভান্
বৃকান্॥
ঋক্ষাংস্তরক্ষূংশ্চ বহূন্ গোলাঙ্গুলান্ সবানরান্
শশলোমান্ সকাদম্বান্মার্জ্জারান্ বায়ুবেগিনঃ

গন্ধবিশিষ্ট শত শত পদ্ম সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে বিরাজমান। ১-৩৯। ঐ সকল পদ্মের মধ্যে কতকগুলি তরুণতপননিভ, কতকগুলি চন্দ্র ও সূর্য্যসঙ্কাশ, কতকগুলি উজ্জ্বল সুবর্ণ-সদৃশ, কতকগুলি শুকপত্রপ্রতিম। তথায় পঞ্চবর্ণ ও তদপেক্ষা বহুবর্ণবিশিষ্ট বিবিধ শ্রেণীর স্থলপদ্ম, দর্শকের নয়নপ্রীতিকর চন্দ্র-সন্নিভ বহুকুমুদ, গজবক্ত্রস্থিত বহ্নিশিখাকার সুন্দর সুন্দর পদ্মসমূহ, নীলোৎপলদল, কহ্লাররাজি, গুঞ্জাতক, কসেরুক, শৃঙ্গাটক, মৃণাল, করট এবং রজতোৎপলশ্রেণী সুশোভিত। এইরূপে হে নরাধিপ! সেই প্রদেশে কত যে তরু, গুল্ম, লতা, বিবিধ পুষ্প, স্থলজ জলজ কমল, মূল ও ফল এবং মুনিজন-ভোগ্য বিবিধ নীবার বিদ্যমান, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। নাগলোকে, সুরলোকে, নরলোকে এবং অনূপে বা বনে এমন কোন ধান্য, শস্য, শাক, ফল, মূল, কন্দ বা পুষ্প জন্মে না, যাহা সেই প্রদেশে বিদ্যমান নাই। মন্দ্রেশ্বর স্বীয় তপোবলে সেই সর্ব্ব-ঋতুজাত ফলপুষ্প-শোভিত সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ অবলোকন করিলেন। ঐ প্রদেশে তিনি নানাবিধ ময়ূর, শতপত্র, কলবিঙ্ক, কোকিল, কাদম্বক, হংস, কোযষ্টি, খঞ্জরীট, কুরর, কালকূট, খট্বাঙ্গ, লুব্ধক, গোক্ষেড়ক, কুম্ভ, ধার্ত্তরাষ্ট্র, শুক, বক, ধাতুক, চক্রবাক, কটুক, টিট্টিভ, ভট, পুত্রপ্রিয়, লোহপৃষ্ঠ, গোচর্ম্ম, গিরিবর্ত্তক, পারাবত, কমল, শারিকা, জীবজীবক, লাব, বর্ত্তক, বার্ত্তাক, রক্তবর্ত্ম, প্রভদ্রক, তাম্রচূড়, স্বর্ণচূড়, কুক্কুট, কাষ্ঠকুক্কুট, কপিঞ্জল, কলবিঙ্ক, কুঙ্কুমচূড়ক, ভৃঙ্গরাজ, সীরপাদ, ভুলিঙ্গ, ডিণ্ডিম, মঞ্জলীতক, দাত্যূহ, ভারদ্বাজ ও চষ এই সকল এবং অন্যান্য আরও বহু বিচিত্র পক্ষিসমূহ, শ্বাপদ, বিবিধাকার মৃগ, মহামৃগ, ব্যাঘ্র, কেশরী সিংহ, দ্বীপী, সরভ, বৃক, ঋক্ষ, তরক্ষু, গোলাঙ্গুল, বানর, শশলোম, কাদম্ব, বায়ুবেগী, মার্জ্জার,

তথা মত্তাংশ্চ মাতঙ্গান্ মহিষান্ গবয়ান্ বৃষান্।
চমরান্ সমরাংশ্চৈব তথা গৌরখরানপি ॥ ৫৭
উরভ্রাংশ্চ তথা মেষান্ সারঙ্গানথ কুকুরান্।
নীলাংশ্চৈব মহানীলান্ করালান্ মৃগমাতৃকান্ ॥
সদংষ্ট্রারামসরভান্ ক্রৌঞ্চাকারকশম্বরান্।
করালান্ কৃতমালাংশ্চ কালপুচ্ছাংশ্চ তোরণান্
উষ্ট্রান্ খড়্গান্ বরাহাংশ্চ তুরঙ্গান্ খরগর্দ্দভান্
এতানন্বিষ্টান্ মদ্রেশো বিরুদ্ধাংশ্চ পরস্পরম্ ॥
অবিরুদ্ধান্ বনে দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং যযৌ।
তচ্চাশ্রমপদং পুণ্যং বভূবাত্রেঃ পুরা নৃপ ॥ ৬১
তৎপ্রসাদাৎ প্রভাযুক্তং স্থাবরৈর্জ্জঙ্গমৈস্তথা।
হিংসন্তি হি ন চান্যোন্যং হিংসকাস্ত পরস্পরম্ ॥
ক্রব্যাদাঃ প্রাণিনস্তত্র সর্ব্বে ক্ষীরফলাশনাঃ।
নির্ম্মিতাস্তত্র চাত্যর্থমত্রিণা সুমহাত্মনা ॥ ৬৩
শৈলান্বিতন্দদেশেষু স্তবসচ্চ স্বয়ং নৃপঃ।
পয়ো ক্ষরন্তি তে দিব্যমমৃতস্বাদ্বকণ্টকম্ ॥ ৬৪

মত্ত মাতঙ্গ, মহিষ, গবয়, বৃষ, চমর, সমর, গৌরখুর, উরভ্র, সারঙ্গ, কুকুর, নীল, মহানীল, করাল, মৃগমাতৃক, সদংষ্ট্র মহাসরভ, ক্রৌঞ্চ, কারক, সম্বর, করাল, কৃতমাল, কালপুচ্ছ, তোরণ, উষ্ট্র, খড়্গ, বরাহ, তুরঙ্গ ও খর, গর্দ্দভ, এই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পর অবিরুদ্ধ ও অবিদ্বিষ্টভাবে অবস্থিত অসংখ্য জন্তু সেই বনে দেখিতে পাইলেন—দেখিয়া মদ্রপতি অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে নৃপ! ঐ বনপ্রদেশে পুরাকালে মহর্ষি অত্রির পবিত্র আশ্রম ছিল। সেই জন্য তাঁহার প্রসাদে স্থাবর ও জঙ্গমগণ দ্বারা ঐ প্রদেশ একান্ত প্রভাসম্পন্ন হয়। তথায় হিংস্র জন্তুগণ পরস্পর কেহই কাহাকে হিংসা করে না। তত্রত্য রাক্ষসেরাও অন্যান্য প্রাণিগণ সকলেই ক্ষীর ও ফলাহার করে। মহাত্মা অত্রি তাহাদিগের প্রকৃতি এইরূপ ভাবেই গঠিত করেন। মদ্রপতি এই সকল দেখিয়া সেই শৈলনিতম্বে বাস করিলেন। তিনি দেখিলেন, কোথাও

কচিদ্রাজন্ মহিষ্যশ্চ কচিদাজাশ্চ সর্ব্বশঃ।
শিলাঃ ক্ষীরেণ সম্পূর্ণা দধ্না চান্যত্র বা বহিঃ ॥৬৫
সম্পশ্যন্ পরমাং প্রীতিমবাপ বসুধাধিপঃ।
সরাংসি তত্র দিব্যানি নদ্যশ্চ বিমলোদকাঃ ॥ ৬৬
প্রণালিকানি চোষ্ণানি শীতলানি চ ভাগশঃ।
কন্দরাণি চ শৈলস্য সুসেব্যানি পদে পদে ॥৬৭
হিমপাতো ন তত্রাস্তি সমন্তাৎ পঞ্চ যোজনম্।
উপত্যকাস্তু শৈলস্য শিখরস্য ন বিদ্যতে ॥ ৬৮
তত্রাস্তি রাজন্ শিখরং পর্ব্বতেন্দ্রস্য পাণ্ডুরম্।
হিমপাতং ঘনা যত্র কুর্ব্বন্তি সহিতাঃ সদা ॥ ৬৯
তত্রাস্তি চাপরং শৃঙ্গং যত্র তোয়ঘনা ঘনাঃ।
নিত্যমেবাভিবর্ষন্তি শিলাভিঃ শিখরং বরম্ ॥৭০
তদাশ্রমং মনোহারি যত্র কামধরা ধরা।
সুরমুখ্যোপযোগিত্বাচ্ছাখিনাং সফলাঃ ফলাঃ ॥

মহিষীসকল এবং কোথাও বা অজাগণ সুস্বাদু দিব্য ক্ষীর ক্ষরণ করিতেছে। কোথাও শিলাসকল ক্ষীরপ্রবাহে এবং কোথাও বা দধিপ্রবাহে পূর্ণ রহিয়াছে। রাজা এই সকল দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন। তিনি আরও দেখিলেন, তথায় দিব্য দিব্য সরোবর, স্বচ্ছসলিলা নদীনিচয়, উষ্ণ ও শীতল পয়ঃপ্রণালী এবং পদে পদে সুসেব্য শৈলকন্দর সকল সুশোভিত হইতেছে। সেখানকার চারিদিকের পঞ্চযোজন পর্য্যন্ত প্রদেশে হিমপাত হয় না। তথাকার শৈলশিখরের উপত্যকা নাই। ৪০—৬৮। সেই গিরিবরের কোন পাণ্ডুরবর্ণ শিখরদেশ নাই। সম্মিলিত ঘনশ্রেণীই সতত তথায় হিমপাত কার্য্য সম্পাদন করে। যথায় জলপূর্ণ ঘনশ্রেণী অবস্থান করিতে পারে, এমন কোন অপর শৃঙ্গ তথায় নাই। তত্রত্য শিলাসমূহ দ্বারাই মেঘগণ সেই সমুন্নত গিরিশিখরে নিত্য বর্ষণ করে। সেই মনোরম আশ্রমাধিষ্ঠিত ভূভাগ সদাই অভীষ্ট ফলের উৎপাদক, সেখানকার পাদপদিগের ফলসকল প্রধান প্রধান সুরগণের উপযোগী বলিয়া সদাই সাফল্য প্রাপ্ত হয়। ঐ

সদোপগীতভ্রমরং সুরস্ত্রীসেবিতং পরম্।
সর্ব্বপাপক্ষয়করং শৈলস্যেব প্রহারকম্॥ ৭২
বানরৈঃ ক্রীড়মানৈশ্চ দেশাদ্দেশান্নরাধিপ।
হিমপুঞ্জাঃ কৃতাস্তত্র চন্দ্রবিম্বসমপ্রভাঃ॥ ৭৩
তদাশ্রমং সমন্তাচ্চ হিমসংরুদ্ধকন্দরৈঃ।
শৈলবাটৈঃ পরিবৃতমগম্যং মনুজৈঃ সদা॥ ৭৪
পূর্ব্বারাধিতভাবোঽসৌ মহারাজঃ পুরূরবাঃ।
তদাশ্রমপদং প্রাপ্তো দেবদেবপ্রসাদতঃ॥ ৭৫
তদাশ্রমং শ্রমশমনং মনোহরং
মনোহরৈঃ কুসুমশতৈরলঙ্কৃতম্।
কৃতং স্বয়ং রুচিরমথাত্রিণা শুভং
শুভাবহঞ্চ হি দদৃশে স মন্ত্ররাট্॥ ৭৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে আশ্রমবর্ণনং নামাষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১১৮॥

আশ্রমে সতত ভ্রমরনিকর ঝঙ্কার করিতেছে। উহার নানা স্থানে সুরসুন্দরীগণ যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছেন। ঐ পুণ্যাশ্রম নিখিল পাপক্ষয়ে সক্ষম। তথায় নানাজাতীয় বানরেরা ক্রীড়া করিতে করিতে একস্থান হইতে অন্য স্থানে ছুটাছুটি করিতেছে। চন্দ্রবিম্ববৎ রাশি রাশি হিমপুঞ্জ তাহার স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই আশ্রমের চতুর্দ্দিকস্থ কন্দরশ্রেণী হিমপাতে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ঐ আশ্রম বিবিধ দুর্ভেদ্যশৈলে সমাবৃত; সুতরাং মনুজগণের সদাই অগম্য। মহারাজ পুরূরবা ভগবদারাধনায় প্রভাবসম্পন্ন হইয়া, দেবদেবের প্রসাদে সেই আশ্রমপদে উপনীত হইয়াছিলেন। মহর্ষি অত্রির সেই আশ্রম শ্রমহর, মনোহর এবং শত শত মনোজ্ঞ কুসুমসমূহে সুশোভন। মহর্ষি অত্রি স্বয়ং সেই সুন্দর শুভাবহ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রাধিপতি তৎকালে সেই শুভ আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ৬৯—৭৬।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৮॥

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।
তত্র যৌ তৌ মহাশৃঙ্গৌ মহাবর্ণৌ মহাহিমৌ।
তৃতীয়স্তু তয়োর্মধ্যে শৃঙ্গমত্যন্তমুচ্ছ্রিতম্॥ ১
নিত্যাতপ্তশিলাজালং সদাভ্রপরিবর্জ্জিতম্।
তস্যাধস্তাদ্বৃক্ষগণো দিশাং ভাগে চ পশ্চিমে॥
জাতীলতাপরিক্ষিপ্তং বিবরং চারুদর্শনম্।
দৃষ্ট্বৈব কৌতুকাবিষ্টস্তং বিবেশ মহীপতিঃ॥৩
তমসা চাতিনিবিড়ং লক্ষমাত্রং সুসঙ্কটম্।
নল্বমাত্রমতিক্রম্য স্বপ্রভাভরণোজ্জ্বলম্॥ ৪
তমুচ্ছ্রিতমথাত্যন্তং গম্ভীরং পরিবর্ত্তুলম্
ন তত্র সূর্য্যস্তপতি ন বিরাজতি চন্দ্রমাঃ॥ ৫
তথাপি দিবসাকারং প্রকাশং তদহর্নিশম্।
ক্রোশাধিকপরীমাণং সরসা চ বিরাজিতম্॥ ৬
সমন্তাৎ সরসস্তস্য শৈললগ্না তু বেদিকা।

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সেখানে সেই যে দুইটী মহাহিমপূর্ণ মহাবর্ণোজ্জ্বল মহাশৃঙ্গ আছে, তন্মধ্যগত যে একটী তৃতীয় শৃঙ্গ তাহা অত্যন্ত উন্নত। সেই শৃঙ্গ সদাই মেঘবিহীন; তত্রত্য শিলাজাল নিত্য অতপ্ত। তাহার অধোদিকে পশ্চিমদিগ্‌ভাগে কতিপয় বৃক্ষ বিদ্যমান। সেই সকল বৃক্ষমধ্যে জাতীলতা-পরিবেষ্টিত সুন্দরাকার এক বিবর আছে। মহীপতি তদ্দর্শনে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—সেই বিবর ঘনান্ধকারে পরিপূর্ণ; উহার নল্বমাত্র-পরিমিত স্থান অতীব সঙ্কটাকুল। সেই স্থান অতিক্রম করিলে আরও এক ভীষণ স্থান, উহা বর্ত্তুলাকার, অতি গম্ভীর, অতি উন্নত; দেখিলেন, তাঁহার স্বীয় দেহ-প্রভা ও আভরণে ঐ স্থান উজ্জ্বল হইয়াছে। সেখানে সূর্য্য বা চন্দ্রের উদয় নাই। তথাপি রাত্রিদিন দিবাকরকরে প্রকাশমান। সেখানে এক সরোবর আছে, উহার বিস্তার এক ক্রোশেরও উপর। সেই সরোবরের

সৌবর্ণৈ রাজতৈর্ব্বৃক্ষৈর্বিদ্রুমৈরুপশোভিতম্ ॥৭
নানামাণিক্যকুসুমৈঃ সুপ্রভাভরণোজ্জ্বলৈঃ।
তস্মিন্ সরসি পদ্মানি পদ্মরাগচ্ছদানি তু ॥ ৮
বজ্রকেশরজালানি সুগন্ধীনি তথা যুতম্।
পত্রৈর্মরকতৈর্নীলবৈদূর্য্যস্য মহীপতে ৯
কর্ণিকাশ্চ তথা তেষাং জাতরূপস্য পার্থিব।
তস্মিন্ সরসি যা ভূমির্ন সা বজ্রসমাকুলা ॥ ১০
নানারত্নৈরুপচিতা জলজানাং সমাশ্রয়া।
কপর্দ্দিকানাং শুক্তীনাং শঙ্খানাঞ্চ মহীপতে ॥১
মকরাণাঞ্চ মৎস্যানাং চণ্ডানাং কচ্ছপৈঃ সহ।
তত্র মরকতখণ্ডানি বজ্রাণাঞ্চ সহস্রশঃ ॥ ১২
পদ্মরাগেন্দ্রনীলানি মহানীলানি পার্থিব।
পুষ্পরাগাণি সর্ব্বাণি তথা কর্কোটকানি চ ॥১৩
তুত্থকস্য তু খণ্ডানি তথাশেষস্য ভাগশঃ।
রাজাবর্ত্তস্য মুখ্যস্য রুচিরাক্ষস্য চাপ্যথ ॥১৪
সূর্য্যেন্দুকান্তয়শ্চৈব নীলো বর্ণান্তিমশ্চ যঃ।
জ্যোতীরসস্য রম্যস্য স্যমন্তস্য চ ভাগশঃ ॥১৫
সুরোরগবলক্ষাণাং স্ফটিকস্য তথৈব চ।
গোমেদপিত্তকানাঞ্চ ধূলীমরকতস্য চ ॥১৬
বৈদূর্য্যসৌগন্ধিকয়োস্তথা রাজমণের্নৃপ।
বজ্রস্যৈব চ মুখ্যস্য তথা ব্রহ্মমণেরপি ॥ ১৭
মুক্তাফলানি মুক্তানাং তারাবিগ্রহধারিণাম্ ॥১৮
সুখোষ্ণঞ্চৈব তত্তোয়ং স্নানাচ্ছীতবিনাশনম্।
বৈদূর্য্যস্য শিলামধ্যে সরসস্তস্য শোভনা ॥১৯
প্রমাণেন তথা সা চ দ্বে চ রাজন্ ধনুঃশতে।
চতুরস্রা তথা রম্যা তপসা নির্ম্মিতাত্রিণা ॥২০
বিলদ্বারসমো দেশো যত্র তত্র হিরণ্ময়ঃ।
প্রদেশঃ স তু রাজেন্দ্র দ্বীপে তস্মিন্ মনোহরে
তথা পুষ্করিণী রম্যা তস্মিন্ রাজন্ শিলাতলে।
সুশীতামলপানীয়া জলজৈশ্চ বিরাজিতা ॥২২
আকাশপ্রতিমা রাজংশ্চতুরস্রা মনোহরা।
তস্যাস্তদুদকং স্বাদু লঘু শীতং সুগন্ধিকম্ ॥২৩
ন ক্ষিণোতি যথা কণ্ঠং কুক্ষিং নাপূরয়ত্যপি।
তৃপ্তিং বিধত্তে পরমাং শরীরে চ মহৎ সুখম্ ॥
মধ্যে তু তস্যাঃ প্রাসাদং নির্ম্মিতং তপসাত্রিণা
রুক্মসেতুপ্রবেশান্তং সর্ব্বরত্নময়ং শুভম্ ॥২৫
শশাঙ্করশ্মেঃ সঙ্কাশং প্রাসাদং রাজতং হি যৎ।

চারিদিকে শৈলসংলগ্ন বেদিকা। সুবর্ণ, রজত ও বিদ্রুমময় বৃক্ষসমূহে ঐ স্থান সুশোভিত। প্রভাসমুজ্জ্বল, বিবিধ মণিমাণিক্য উহাদের কুসুমসমূহ। সেই সরোবরে যে সকল সুগন্ধি পদ্ম আছে উহাদের দলরাজি,—পদ্মরাগ, কেশরজাল—হীরক, পত্ররাজি মরকত ও নীল বৈদূর্য্য এবং কর্ণিকাগুলি সুবর্ণময়। সেই সরোবরের মধ্যস্থ ভূভাগ কেবলই যে হীরকময় তাহা নহে, সে স্থান নানারত্নে উপচিত। জলজাত কপর্দ্দক, শুক্তি ও শঙ্খ এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মকর, মৎস্য ও কচ্ছপসমূহের উহা আশ্রয়স্থান। ঐ স্থানে সহস্র সহস্র মরকত ও হীরকখণ্ড, বহু পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, মহানীল ও পুষ্পরাগ প্রভৃতি মণি, সর্ব্ববিধ কর্কোটক, তুত্থকখণ্ড এবং শ্রেষ্ঠ রাজাবর্ত্ত, রুচিরাক্ষ, সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, নীল, বর্ণান্তিম, জ্যোতীরস, রম্য স্যমন্ত, সুর, উরগ, বলক্ষ, স্ফটিক, গোমেদ, পিত্তক, ধূলীমরকত, বৈদূর্য্য, সৌগন্ধিক, রাজমণি, হীরক ও ব্রহ্মমণি এবং তারকাকার বিবিধ মুক্তাফল বিরাজমান।১—১৮। তত্রত্য সরোবরের ঈষদুষ্ণ জল স্নান মাত্রেই শীতহর। বৈদূর্য্য শিলার অভ্যন্তরে সেই সরোবরাধিষ্ঠিত ভূমি অতি সুন্দর; ইহার পরিমাণ দুই শত ধনু, উহা চতুরস্র ও অতিরম্য; মহর্ষি অত্রি তপোবলে ঐ ভূমভাগ নির্ম্মাণ করেন। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বোক্ত বিলদ্বারের ন্যায় তত্রত্য সর্ব্বস্থানই হিরণ্ময়। সেই মনোহর দ্বীপের সেই শিলাতলগতা, সুশীতল নির্ম্মলজলা, জলজশোভিতা, আকাশবৎ স্বচ্ছাকৃতি চতুষ্কোণবতী পুষ্করিণী এবং সেই তাহার স্বাদুশীতল সুগন্ধি উদক,—যাহা কণ্ঠপীড়া জন্মায় না বা কুক্ষিপূরণ না করিয়াই অন্তরে মহাতৃপ্তি ও দেহে মহাসুখ উৎপাদন করে; তাহার মধ্যে এক সর্ব্বরত্নময় সুন্দর রাজত প্রাসাদ অবস্থিত; মহর্ষি অত্রির তপোবলে উহা

রম্যবৈদূর্য্যসোপানং বিক্রমামলসারকম্ ॥ ২৬
ইন্দ্রনীলমহাস্তম্ভং মরকতাসক্তবেদিকাম্।
বজ্রাংশুজালৈঃ স্ফুরিতং রম্যং দৃষ্টিমনোরমম্॥ ২৭
প্রাসাদে তত্র ভগবান্ দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
ভোগিভোগাবলীসুপ্তঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতঃ॥ ২৮
জানা চ কুঞ্চিতস্ত্বেকো দেবদেবস্য চাক্রিণঃ।
ফণীন্দ্রসন্নিবিষ্টোঽঙ্ঘ্রির্দ্বিতীয়শ্চ তথানঘ॥ ২৯
লক্ষ্ম্যুৎসঙ্গগতোঽঙ্ঘ্রিস্তু শেষভোগপ্রশায়িনঃ
ফণীন্দ্রভোগসংন্যস্তবাহুঃ কেয়ূরভূষণঃ ॥ ৩০
অঙ্গুলীপৃষ্ঠবিন্যস্ত-দেবশীর্ষধরং ভুজম্।
একং বৈ দেবদেবস্য দ্বিতীয়ন্তু প্রসারিতম্ ॥ ৩১
সমাকুঞ্চিতজানুস্থ-মণিবন্ধেন শোভিতম্।
কিঞ্চিদাকুঞ্চিতঞ্চৈব নাভিদেশকরস্থিতম্ ॥ ৩২
তৃতীয়ন্তু ভুজং তস্য চতুর্থন্তু তথা শৃণু।
আত্তসন্তানকুসুমং ঘ্রাণদেশানুসর্পিণম্। ৩৩
লক্ষ্ম্যা সংবাহ্যমানাঙ্ঘ্রিঃ পদ্মপত্রনিভৈঃ করৈঃ।
সন্তানমালামুকুটং হারকেয়ূরভূষিতম্ ॥ ৩৪
ভূষিতঞ্চ তথা দেবমঙ্গদৈরঙ্গুলীয়কৈঃ।
ফণীন্দ্রফণবিন্যস্ত-চারুরত্নশিরোজ্জ্বলম্ ॥ ৩৫
অজ্ঞাতবস্তুচরিতং প্রতিষ্ঠিতমথাত্রিণা।
সিদ্ধানুপূজ্যং সততং সন্তানকুসুমার্চ্চিতম্ ॥ ৩৬
দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গং দিব্যধূপেন ধূপিতম্।
সুরসৈঃ সুফলৈর্হৃদ্যৈঃ সিদ্ধৈরুপহৃতৈঃ সদা ॥
শোভিতোত্তমপার্শ্বং তং দেবমুৎপলশীর্ষকম্।
ততঃ সম্মুখমুদ্বীক্ষ্য ববন্দে স নরাধিপঃ ॥ ৩৮
জানুভ্যাং শিরসা চৈব গত্বা ভূমিং যথাবিধি।
নাম্নাং সহস্রেণ তদা তুষ্টাব মধুসূদনম্ ॥ ৩৯
প্রদক্ষিণমথো চক্রে স তুত্থায় পুনঃপুনঃ।
রম্যমায়তনং দৃষ্ট্বা তত্রোবাসাশ্রমে পুনঃ ॥ ৪০
বিলাদ্বহির্গুহাং কাঞ্চিদাশ্রিত্য সুমনোহরাম্।

নির্ম্মিত। উহার মধ্যে প্রবেশের সেতু রুক্মময়। ঐ প্রাসাদ দেখিতে শশাঙ্ক-রশ্মির ন্যায় সুনির্ম্মল, উহার স্থানে স্থানে রম্য বৈদূর্য্য সোপান এবং বিক্রমসমূহের বিমল সারাংশ বিরাজমান। ঐ প্রাসাদের মহতী স্তম্ভশ্রেণী ইন্দ্রনীলমণিময় এবং বেদিকাগুলির উপরি মরকতশিলা সংলগ্ন। ঐ প্রাসাদ-নিহিত হীরকখণ্ডসমূহের প্রভা-জালে উহা স্ফুরিত, রম্য ও দৃষ্টিমনোহর। ঐ প্রাসাদমধ্যে দেবদেব ভগবান্ জনার্দ্দন বিরাজমান; তিনি ভোগীর ভোগসমূহে শয়ান ও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত; তাঁহার এক অঙ্ঘ্রি জানুদ্বারা আকুঞ্চিত ও ফণীন্দ্রোপরি সন্নিবিষ্ট এবং দ্বিতীয় অঙ্ঘ্রি তাঁহার সেই ভোগিভোগে শয়নাবস্থাতেই লক্ষ্মীর উৎসঙ্গে অবস্থিত। তাঁহার এক বাহু ফণীন্দ্রের ভোগোপরি সংন্যস্ত, কেয়ূরভূষণে ভূষিত এবং অঙ্গুলিপৃষ্ঠোপরি বিন্যস্ত মস্তকধারণে তৎপর, তদীয় দ্বিতীয় বাহু প্রসারিত এবং তৃতীয় বাহু সমকুঞ্চিত জানুর উপরিভাগে মণিবন্ধ রাখিয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাবে তদীয় নাভিদেশে সংলগ্ন। এক্ষণে তাঁহার চতুর্থ বাহু যেভাবে আছে, শ্রবণ কর। উহা একটী সন্তানক কুসুম ধারণ করিয়া নাসিকার দিকে অগ্রসর। ১৯—৩৩। লক্ষ্মী তাঁহার পদ্মপলাশনিভ কর দ্বারা তদীয় অঙ্ঘ্রিযুগ্ম সম্বাহন করিতেছেন। তিনি সন্তানকমালার মুকুট পরিয়াছেন, হার-কেয়ূরে বিভূষিত হইয়াছেন, অঙ্গদ ও অঙ্গুরীয়ক দ্বারা তাঁহার দেহের ভূষণ সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার চরিততত্ত্ব সকলেরই অজ্ঞাত। তিনি সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সন্তানক কুসুমে অর্চ্চিত, তাঁহার দেহ দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত ও দিব্য ধূপে ধূপিত। সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক উপহারীকৃত সরস সুমনোহর সুফল সকল দ্বারা তদীয় দক্ষিণ পার্শ্ব সুশোভিত, তাঁহার মস্তকোপরি উৎপলার্ঘ্য বিরাজিত। তিনি মহর্ষি অত্রি কর্ত্তৃক সেই প্রাসাদ মধ্যে ঈদৃশভাবে প্রতি-ষ্ঠিত। রাজা সেই ভগবন্মূর্ত্তি দেখিবামাত্র তাহাকে বন্দনা করিলেন এবং জানুদ্বয় ও মস্তক ভূতলে পাতিত করিয়া অষ্ট সহস্র নামে মধুসূদনকে স্তব করিলেন। অনন্তর উত্থিত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণান্তে সেই রম্য আশ্রম দেখিয়া তথায় বিশ্রাম করিলেন

তপশ্চকার তত্রৈব পূজয়ন্ মধুসূদনম্ ॥ ৪১
নানাবিধৈস্তথা পুষ্পৈঃ ফলমূলৈঃ সগোরসৈঃ
নিত্যং ত্রিষবণস্নায়ী বহ্নিপূজাপরায়ণঃ ॥ ৪২
দেববাপীজলৈঃ কুর্ব্বন্ সততং প্রাণধারণম্
সর্ব্বাহারপরিত্যাগং কৃত্বা তু মনুজেশ্বরঃ ॥ ৪৩
অনাবৃতগুহাশায়ী কালং নয়তি পার্থিবঃ।
ত্যক্তাহারক্রিয়শ্চৈব কেবলং তোয়তো নৃপঃ ॥
ন তস্য গ্লানিমায়াতি শরীরঞ্চ তদদ্ভুতম্।

এবং স রাজা তপসি প্রসক্তঃ
সম্পূজয়ন্ দেববরং সদৈব।
তত্রাশ্রমে কালমুবাস কঞ্চিৎ
স্বর্গোপমে দুঃখমবিন্দমানঃ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে আয়তনবর্ণনং নামৈকোনবিংশত্যধিক-শততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

পরে তিনি বিলদ্বারের বহির্ভাগস্থিত কোন একটী মনোহর গুহায় আশ্রয় লইয়া মধুসূদনকে প্রত্যহ নানাবিধ পুষ্প, ফল, মূল ও গোরস দ্বারা পূজা করত সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই মহীপতি সমস্ত আহার পরিত্যাগ করিয়া সেই দেববাপীর জলে জীবনধারণপূর্ব্বক নিত্য ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও বহ্নিপূজা করিতে লাগিলেন। রাজা যে গুহায় শয়ন করিতেন, তথায় কোনই আস্তরণ ছিল না। তিনি আহারাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র জল দ্বারা জীবন ধারণ করত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ অবস্থায় তাঁহার কোনই গ্লানি হইল না; তাঁহার দেহ এক অদ্ভুত শক্তিশালী হইয়া রহিল। এইরূপে রাজা সতত দেবদেবের পূজা কার্য্যে নিরত রহিয়া তপস্যায় একনিষ্ঠ হইলেন। তিনি এইভাবে সেই স্বর্গোপম আশ্রমে কোন দুঃখ প্রাপ্ত না হইয়া কিয়ৎকাল বাস করিলেন। ৩৪—৪৫।

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৯।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

স স্বাশ্রমপদে রম্যে ত্যক্তাহারপরিচ্ছদঃ।
ক্রীড়াবিহারং গন্ধর্ব্বৈঃ পশ্যত্যপ্সরসাং সহ ॥ ১
কৃত্বা পুষ্পোচ্চয়ং ভূরি গ্রথয়িত্বা তথা স্রজঃ।
অগ্রং নিবেদ্য দেবায় গন্ধর্ব্বেভ্যস্তদা দদৌ ॥ ২
পুষ্পোচ্চয়প্রসক্তানাং ক্রীড়ন্তীনাং যথাসুখম্।
চেষ্টা নানাবিধাকারাঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ৩
কাচিৎ পুষ্পোচ্চয়ে সক্তা লতাজালেন বেষ্টিতা
সখীজনেন সন্ত্যক্তা কান্তেনাভিসমুদ্ধৃতা ॥ ৪
কাচিৎ কমলগন্ধাভা নিশ্বাসপবনাদ্ধৃতৈঃ।
মধুপৈরাকুলমুখী কান্তেন পরিমোচিতা ॥ ৫
মকরন্দসমাক্রান্ত-নয়না কাচিদঙ্গনা।
কান্তনিশ্বাসবাতেন নীরজস্কৃতেক্ষণা ॥ ৬

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সেই রাজা এইরূপে অশন বসন পরিত্যাগ করিয়া সেই রম্যাশ্রমে বাস করিতে করিতে গন্ধর্ব্বগণ সহ অপ্সরাগণের ক্রীড়া-বিহার অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি এক এক দিন প্রচুর পুষ্প চয়ন করিয়া নানাবিধ মালা গাঁথিয়া দেবদেবকে নিবেদনান্তে পরে গন্ধর্ব্বদিগকে দান করিতেন। সেখানে কত অপ্সরা পুষ্প চয়ন করিতে করিতে মনের সুখে কত ক্রীড়া করিত, তিনি তাহাদের বিবিধাকার চেষ্টা দেখিয়াও দেখিতেন না। সেখানে কোন কোন কামিনী কখন কখন পুষ্প চয়নে প্রসক্ত হইয়া লতাজালে জড়িত হইয়া পড়িত, তাহার সখীজন এবং প্রিয়জন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত। কোন কামিনীর নিশ্বাসপবনে কমলগন্ধ নির্গত হইত, কমলভ্রমে মধুকরেরা তাহার মুখমণ্ডল আক্রমণ করিলে, তদীয় প্রণয়ী জন আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিত। তথায় কোন অঙ্গনার নয়ন পুষ্প-মকরন্দে আক্রান্ত হইলে, তদীয় প্রিয়তমের নিশ্বাসমারুতে তাহা অপনীত হইয়া

কাচিদুচ্চীয় পুষ্পাণি দদৌ কান্তস্য ভামিনী।
কান্তসংগ্রথিতৈঃ পুষ্পৈ রুরাজ কৃতশেখরা॥ ৭
উচ্চীয় স্বয়মুদ্‌গ্রথ্য কান্তেন কৃতশেখরা।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মেনে মন্মথবৰ্দ্ধিনী॥ ৮
অস্ত্যস্মিন্ গহনে কুঞ্জে বিশিষ্টকুসুমা লতা।
কাচিদেবং রহো নীতা রমণেন রিরংসুনা॥ ৯
কান্তসন্নামিতলতা কুসুমানি বিচিন্বতী।
সৰ্ব্বাভ্যঃ কাচিদাত্মানং মেনে সৰ্ব্বগুণাধিকম্॥
কাশ্চিৎ পশ্যন্তি ভূপালং নলিনীষু পৃথক্ পৃথক্
ক্রীড়মানাস্ত গন্ধৰ্ব্বৈর্দেবরামা * মনোরমাঃ॥
কাচিদাতাড়য়ৎ কান্তমুদকেন শুচিস্মিতা।
তাড্যমানাথ কান্তেন প্রীতিং কাচিদুপাযযৌ॥ ১২
কান্তঞ্চ তাড়য়ামাস জাতখেদা বরাঙ্গনা।
অদৃশ্যত বরারোহা শ্বাসনৃত্যৎপয়োধরা॥ ১৩
কান্তাম্বুতাড়নোদ্‌ভ্রষ্ট-কেশপাশনিবন্ধনা।
কেশাকুলমুখী ভাতি মধুপৈরিব পদ্মিনী॥ ১৪
স্বচক্ষুঃসদৃশৈঃ পুষ্পৈঃ সঞ্ছন্নে নলিনীবনে।
ছন্না কাচিচ্চিরাৎ প্রাপ্তা কান্তেনান্বিষ্য যত্নতঃ
স্নাতা শীতাপদেশেন কাচিৎ প্রাহাঙ্গনা ভৃশম্।
রমণালিঙ্গনং চক্রে মনোহভিলষিতং চিরম্॥ ১৬
জলার্দ্রবসনং সূক্ষ্মমঙ্গলীনং শুচিস্মিতা।
ধারয়ন্তী জনং চক্রে কাচিৎ তত্র সমন্মথম্॥ ১৭
কণ্ঠমাল্যগুণৈঃ কাচিৎ কান্তেনাকৃষ্যতাম্ভসি।
ত্রুট্যৎস্রগ্দামপতিতং রমণং প্রাহসচ্চিরম্॥ ১৮
কাচিত্তুগ্না সখীদত্ত-জানুদেশে নখক্ষতা।

যাইত, তদীয় চক্ষু আবার নির্ম্মল হইত। কোন কামিনী কুসুম চয়ন করিয়া প্রণয়ভরে কান্তকে সমর্পণ করিত। কান্তজন আবার মালা গাঁথিয়া তাহার কেশের ভূষণ করিয়া দিত, কামিনী তাহাতে বড়ই সুশোভিত হইত। কোন মন্মথবৰ্দ্ধিনী কামিনী নিজে পুষ্প চয়ন করিত এবং নিজেই মালা গাঁথিয়া আনিত, তাহার প্রিয়তম তাহার কেশপাশে সেই পুষ্প পরাইয়া দিত; ইহাতেই সে আত্মাকে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করিত। ঐ গহন কুঞ্জে কত বিশিষ্ট কুসুমশালিনী লতা আছে, কোন রমণেচ্ছু, কোন কামিনীকে সেই লতাবৃত নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেল; কোন কান্ত জন লতা নোয়াইয়া ধরিল, তদীয় কামিনী তাহা হইতে কুসুম চয়ন করিয়া লইল। ঐ কার্য্যে ঐ কামিনী আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবতী বা সোহাগিনী বলিয়া মনে করিল। এইরূপে কোন কোন মনোহারিণী দেবকামিনী গন্ধৰ্ব্বগণসহ জলক্রীড়া করিতে করিতে নলিনীদলের অন্তরালে থাকিয়া তপোনিষ্ঠ রাজার দিকে দৃষ্টি চালন করিতে লাগিল। কোন শুচিস্মিতা কামিনী কান্তকে জলক্ষেপে তাড়না করিতে লাগিল। কোন কামিনী কান্ত কর্ত্তৃক জল ক্রীড়ায় তাড়িত হইয়া প্রীতিমতী হইল। কোন খিন্নমনা বরাঙ্গনা কান্তকে তাড়না করিতে লাগিল। দেখা গেল, কোন বরারোহার শ্বাসপ্রশ্বাসে তদীয় পয়োধরযুগল নাচিতে লাগিল, কান্তকৃত জলতাড়নায় কোন কামিনীর কেশবন্ধন শিথিল হইয়া গেল। সে, তখন কেশাকুল-মুখে মধুকরাবৃত পদ্মিনীর শোভা ধারণ করিল। ১—১৪। কোন কামিনী স্বীয় নেত্রসদৃশ পুষ্পসমূহে সংছন্ন নলিনীবনে লুক্কায়িত হইল; পরে বহু অন্বেষণে তদীয় কান্ত তাহাকে প্রাপ্ত হইল। কোন কামিনী স্নান করিয়া শীতব্যপদেশে কান্তকে স্বীয় শীতার্ত্তির কথা অনেকবার কহিল; কান্ত তাহাকে তদীয় মনোভীষ্ট গাঢ় আলিঙ্গন দান করিল। কোন চারুহাসিনী কামিনী অঙ্গলীন সূক্ষ্ম জলার্দ্র বসন ধারণ করিয়া দর্শক জনকে কামাতুর করিয়া তুলিল। কোন কামিনীর প্রিয়জন তাহার কণ্ঠস্থ মাল্যদাম ধরিয়া জলমধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিলে, মাল্যদাম ছিঁড়িয়া গেল, তাহাতে প্রিয়তম পতিত হইল; কামিনী তদ্দর্শনে হাসিতে লাগিল। সখীজন জানুদেশে নখ দ্বারা ক্ষত করিয়া দিয়াছে, তাহাতে কোন

---

* রমমাণা ইতি পাঠান্তরম্।

সম্ভ্রান্তা কান্তশরণং মগ্না কাচিদ্গতা চিরম্ ॥ ১৯
কাচিৎ পৃষ্ঠকৃতাদিত্যা কেশনিস্তোয়কারিণী।
শিলাতলগতা ভর্ত্রা দৃষ্টা কামার্ত্তচক্ষুষা ॥ ২০
রুগ্ণমাল্যং বিলুলিতং সংক্রান্তকুচকুঙ্কুমম্।
রতিক্রীড়িতকান্তেব ররাজ তৎ সরোঽধিকম্
সুস্নাতদেব-গন্ধর্ব্ব-দেবরামাগণেন চ।
পূজ্যমানঞ্চ দদৃশে দেবদেবং জনার্দ্দনম্ ॥ ২২
কচিচ্চ দদৃশে রাজা লতাগৃহগতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
মণ্ডয়ন্তীঃ স্বগাত্রাণি কান্তাসন্ন্যস্তমানসাঃ ॥ ২৩
কাচিদাদর্শনকরা ব্যগ্রা দূতীমুখোদ্গতম্।
শৃণ্বতী কান্তবচনমধিকা তু তথা বভৌ ॥ ২৪
কাচিৎ সত্বরিতা দূত্যা ভূষণানাং বিপর্য্যয়ম্।
কুর্ব্বাণা নৈব বুবুধে মন্মথাবিষ্টচেতনা ॥ ২৫
বায়ুহৃন্নাতিসুরভি-কুসুমোৎকরমণ্ডিতে।
কাচিৎ পিবন্তী দদৃশে মৈরেয়ং নীলশাদ্বলে ॥
পায়য়ামাস রমণং স্বয়ং কাচিদ্বরাঙ্গনা।
কাচিৎ পপৌ বরারোহা কান্তপাণিসমর্পিতম্ ॥
কাচিৎ স্বনেত্রসংক্রান্ত-নীলোৎপলযুতং পয়ঃ।
পীত্বা পপ্রচ্ছ রমণং ক্ব গতৌ তৌ মমোৎপলৌ
ত্বয়ৈব পীতৌ তৌ নূনমিত্যুক্তা রমণেন সা।
তথা বিদিত্বা মুগ্ধত্বাদ্বভূব ব্রীড়িতা ভৃশম্ ॥ ২৯
কাচিৎ কান্তার্পিতং স্বচ্ছঃ কান্তপীতাবশেষিতম্
সবিশেষরসং পানং পপৌ মন্মথবর্দ্ধনম্ ॥ ৩০
আপানগোষ্ঠীষু তথা তাসাং স নরপুঙ্গবঃ।
শুশ্রাব বিবিধং গীতং তন্ত্রীস্বরবিমিশ্রিতম্ ॥ ৩১
প্রদোষসময়ে তাশ্চ দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
রাজন্ সদোপনৃত্যন্তি নানাবাদ্যপুরঃসরাঃ ॥৩২

কামিনী কিঞ্চিৎ আভুগ্ন হইয়া সম্ভ্রমের সহিত একেবারে গিয়া কান্তজনের শরণ লইয়াছে। কোন কামিনী স্বীয় কেশপাশের জল নিষ্পীড়িত করিবার জন্ম সূর্য্যের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া শিলাতলে বসিয়াছে, কান্তজন কামার্ত্ত নেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। কামিনীগণের জলক্রীড়ায় জলাশয়ের কোথাও তাহাদের কণ্ঠস্থ ছিন্ন মাল্য লুলিত হইতেছে, কোথাও কুচযুগলের কুঙ্কুমে জল কুঙ্কুমাক্ত হইয়াছে, এই রকমে সেই জলাশয় যেন বিহিত-রতি-কেলি কান্তারস্থায় সমধিক সুশোভিত হইতেছে। কামুকসহ কামিনীগণ সেখানে সতত এইরূপই ক্রীড়া করিত; রাজা এই সকল দেখিতে লাগিলেন। তিনি আরও দেখিলেন,—দেব, গন্ধর্ব্ব ও দেববালাগণ সেই সরোবরজলে সুস্নাত হইয়া দেবদেব জনার্দ্দনকে পূজা করিতেছে। কোথাও কতকগুলি স্ত্রীলোক কান্তাভিসারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া লতাগৃহমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক সত্বর স্বীয় গাত্র মণ্ডন করিতেছে। কোন কামিনী হস্তে আদর্শ লইয়া ব্যগ্রভাবে দূতীমুখে কান্তবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেছে। কোন কামিনী দূতীর কথায় ত্বরান্বিত হইয়া মন্মথাবিষ্ট-চিত্তে আপন অঙ্গভূষণ যে বিপর্য্যস্ত ভাবে বিন্যস্ত করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিল না। রাজা আরও দেখিলেন,—কোথাও নীলাভ শাদ্বলভূমি বায়ুগলিত সুরভি কুসুমে মণ্ডিত হইয়াছে, তদুপরি বসিয়া কোন কামিনী মৈরেয় পান করিতেছে, কোন বরাঙ্গনা স্বহস্তে কান্ত জনকে মদ্য পান করাইতেছে; কোন কামিনী কান্ত-কর-প্রদত্ত মদ্য পান করিতেছে। কোন কামিনী নিজ নেত্র-সংক্রান্ত নীলোৎপলযুত জল পান করিয়া কান্তকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—কান্ত! বল—আমার নীলোৎপল কোথায় গেল! কান্ত উত্তর করিল—প্রিয়ে! তুমিই নিশ্চয় তাহা পান করিয়াছ। কান্ত এই কথা কহিলে কামিনী সে তত্ত্ব বুঝিয়া মুগ্ধভাবে অতীব ব্রীড়িত হইল।১৫—২৯। কোন কামিনী, কান্তজনের পীতাবশিষ্ট কান্ত-প্রদত্ত অতি সুমিষ্ট কামবর্দ্ধন মদ্য পান করিল। অনন্তর নরপুঙ্গব রাজা—আপান গোষ্ঠীতে সেই সকল কামিনীর তন্ত্রীস্বর-মিশ্রিত বিবিধ গীতরব শ্রবণ করিলেন। দেখিলেন,—প্রদোষ সময়ে সেই সকল কামিনী বিবিধ বাদ্যধ্বনিপুরঃসর দেবদেব জনার্দ্দনের সম্মুখে নিত্য নৃত্যক্রিয়া

যামমাত্রে গতে রাত্রৌ বিনির্গত্য গুহামুখাৎ।
আবসন্ সংযুতাঃ কান্তৈঃ পরর্দ্ধিরচিতাং গুহাম্
নানাগন্ধান্বিতলতাং নানাগন্ধসুগন্ধিনীম্।
নানাবিচিত্রশয়নাং কুসুমোৎকরমণ্ডিতাম্ ॥ ৩৪
এবমপ্সরসাং পশ্যন্ ক্রীড়িতানি স পর্ব্বতে।
তপস্তেপে মহারাজঃ কেশবার্পিতমানসঃ ॥ ৩৫
তমূচুর্নৃপতিং গত্বা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ।
রাজন্ স্বর্গোপমং দেশমিমং প্রাপ্তোঽস্যরিন্দম
বয়ং হি তে প্রদাস্যামো মনসঃকাঙ্ক্ষিতান্ বরান্
তানাদায় গৃহং গচ্ছ তিষ্ঠেহ যদি বা পুনঃ ॥ ৩৭
রাজোবাচ।
অমোঘদর্শনাঃ সর্ব্বে ভবন্তস্ত্বমিতৌজসঃ।
বরং বিতরতাদ্যৈব প্রসাদং মধুসূদনাৎ ॥ ৩৮
এবমস্ত্বিত্যথোক্তস্তৈঃ স তু রাজা পুরূরবাঃ।
তত্রোবাস সুখী মাসং পূজয়ানো জনার্দ্দনম্ ॥৩৯

প্রিয় এব সদৈবাসীদ্গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং নৃপঃ।
তুতোষ স জনো রাজ্ঞস্তস্যালোল্যেন কর্ম্মণা॥
মাসস্য মধ্যে স নৃপঃ প্রবিষ্ট-
স্তদাশ্রমং রত্নসহস্রচিত্রম্।
তোয়াশনস্তত্র উবাস মাসং
যাবৎ সিতান্তো নৃপ ফাল্গুনস্য ॥ ৪১
ফাল্গুনামলপক্ষান্তে রাজা স্বপ্নে পুরূরবাঃ।
তস্যৈব দেবদেবস্য শ্রুতবান্ গদিতং শুভম্॥
রাত্র্যামস্যাং ব্যতীতায়ামত্রিণা ত্বং সমেষ্যসি।
তেন রাজন্ সমাগম্য কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥৪৩
স্বপ্নমেবং স রাজর্ষির্দৃষ্ট্বা দেবেন্দ্রবিক্রমঃ।
প্রত্যূষকালে বিধিবৎ স্নাতঃ স প্রযতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪৪
কৃতকৃত্যো যথাকামং পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্।
দদর্শাত্রিং মুনিং রাজা প্রত্যক্ষং তপসাং নিধিম্
স্বপ্নস্তু দেবদেবস্য স্ববেদয়ত ধার্ম্মিকঃ।

করিতে লাগিল। পরে রাত্রির এক প্রহর অতীত হইলে সেই গুহামুখ হইতে নির্গত হইয়া স্ব স্ব কান্তসহ অন্য সুসমৃদ্ধ গুহায় গিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহাদের বাসগুহা নানা সুগন্ধশালিনী লতাজালে আকীর্ণ, নানা গন্ধে সুগন্ধযুক্ত, নানা বিচিত্র শয্যায় সমাচিত এবং কুসুমসমূহে মণ্ডিত। সেই রাজা এইরূপে সেখানে অপ্সরোগণের বিবিধ ক্রীড়া কৌতুক নিয়ত দেখিতে দেখিতে কেশবে চিত্ত সমাধানপূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সেই নরপতির নিকট গিয়া কহিল,—হে রাজন্! অরিন্দম! আপনি এই স্বর্গোপম দেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন; আমরাই আপনাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিব। সেই সকল বর গ্রহণ করিয়া আপনি এইখানেই থাকুন, অথবা গৃহে গমন করুন। রাজা কহিলেন,—আপনারা অমিত-প্রভাব, আপনাদের দর্শন অব্যর্থ। অতএব অদ্যই আপনারা মধুসূদনের প্রসন্নতারূপ বর আমায় দান করুন। তিনি এই কথা কহিলে তাঁহারা তখন 'তথাস্তু' বাক্যে সম্মত হইলেন। রাজা পুরূরবা অনন্তর তথায় মহাসুখে জনার্দ্দনকে পূজা করত এক মাস পর্য্যন্ত বাস করিলেন। তিনি গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাগণের অতীব প্রিয়পাত্র হইলেন। তাঁহার অচপলকর্ম্মে তত্রত্য সকল জনই পরিতুষ্ট হইল।৩০—৪০। নৃপশ্রেষ্ঠ একমাস মধ্যে সেই সহস্র সহস্র রত্ন-চিত্রিত আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন এবং একমাস যাবৎ মাত্র জলাহার করিয়া ফাল্গুনের শুক্লপক্ষীয় শেষ তিথি পর্য্যন্ত তথায় বাস করিলেন। অনন্তর ফাল্গুনের শুক্ল শেষ-তিথিতে রাজা পুরূরবা রাত্রিযোগে স্বপ্নে সেই দেবদেবের মঙ্গলময় বাক্য শ্রবণ করিলেন। দেবদেব বলিলেন,—হে রাজন্! এই রাত্রির অবসানে মহর্ষি অত্রির সহিত তোমার সাক্ষাৎকার ঘটিবে। তৎসহ সঙ্গত হইয়া তুমি কৃতকৃত্য হইতে পারিবে। সেই দেবেন্দ্রতুল্য-তেজা রাজর্ষি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া প্রত্যূষকালে যথাবিধি স্নানান্তে সংযতেন্দ্রিয় ও কৃতকৃত্য হইয়া জনার্দ্দনের পূজাকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার পরই তপোনিধি অত্রিমুনিকে প্রত্যক্ষ করিলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা তখন দেবদেবের সেই স্বপ্নাদিষ্ট বিষয় মুনির নিকট নিবেদন

ততঃ শুশ্রাব বচনং দেবতানাং সমীরিতম্ ॥৪৬
এবমেতন্মহীপাল নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
এবং প্রসাদং সম্প্রাপ্য দেবদেবাজ্জনার্দ্দনাৎ ॥৪৭
কৃতদেবার্চ্চনো রাজা তথা হুতহুতাশনঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্তোঽসৌ বরদানেন কেশবাৎ

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ঐলাশ্রমবর্ণনং নাম বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২০ ॥
সোঃ

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
তস্যাশ্রমস্যোত্তরতস্ত্রিপুরারিনিষেবিতঃ।
নানারত্নময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ কল্পদ্রুমসমন্বিতৈঃ ॥ ১
মধ্যে হিমবতঃ পৃষ্ঠে কৈলাসো নাম পর্ব্বতঃ।
তস্মিন্ নিবসতি শ্রীমান্ কুবেরঃ সহ গুহ্যকৈঃ।
অপ্সরোঽনুগতো রাজা মোদতে হ্যলকাধিপঃ।
কৈলাসপাদসম্ভূতং পুণ্যং শীতজলং শুভম্ ॥ ৩
মন্দোদকং নাম সরঃ পয়স্তু দধিসন্নিভম্। *
তস্মাৎ প্রবহতে দিব্যা নদী মন্দাকিনী শুভা ॥
দিব্যঞ্চ নন্দনং তত্র তস্যাস্তীরে মহদ্বনম্।
প্রাগুত্তরেণ কৈলাসাদ্দিব্যঃ সৌগন্ধিকঃ গিরিম্
সর্ব্বধাতুময়ঃ দিব্যঃ সুবেলঃ পর্ব্বতঃ প্রতি।
চন্দ্রপ্রভো নাম গিরিঃ স শুভ্রো রত্নসন্নিভঃ॥
তৎসমীপে সরো দিব্যমচ্ছোদং নাম বিশ্রুতম্
তস্মাৎ প্রভবতে দিব্যা নদী হ্যচ্ছোদিকা শুভা
তস্যাস্তীরে বনং দিব্যং মহচ্চৈত্ররথং শুভম্।
তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি মণিভদ্রঃ সহানুগঃ ॥ ৮
যক্ষসেনাপতিঃ ক্রূরো গুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ।
পুণ্যা মন্দাকিনী নাম নদী হ্যচ্ছোদিকা শুভা ॥

করিলেন! মহর্ষি অত্রি সেই দেব-বাক্য শুনিলেন—শুনিয়া কহিলেন,—হে মহীপাল! ইহা সত্য বটে, ইহাতে বিচার্য্য কিছুই নাই। এইরূপে সেই রাজা দেবদেব জনার্দ্দনের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া দেবার্চ্চনা করিয়া তথা হুতাশনে হোম করিয়া সর্ব্ব-কাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪১—৪৮।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।২০।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সেই আশ্রমের উত্তর-দিকে হিমালয়-পৃষ্ঠে কৈলাসনামে এক পর্ব্বতবর বিরাজিত। ঐ পর্ব্বত কল্পতরু-সমন্বিত, বিবিধ রত্নময় বহু শৃঙ্গে সুশোভিত এবং স্বয়ং ত্রিপুরারি কর্ত্তৃক নিষেবিত। তথায় গুহ্যকগণ সহ শ্রীমান্ কুবের বাস করেন। সেই অলকাপুরীর অধিপতি রাজরাজ অপ্সরোগণে বেষ্টিত হইয়া নিত্যই মুদিতমনে অবস্থান করিয়া থাকেন। তথায় মন্দোদক নামে এক সরোবর আছে। উহা কৈলাস শৈলের পাদ-দেশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া পুণ্য, শুভ ও শীতলজলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। উহার জল দধির ন্যায় শুভ্র। সেই সরোবর হইতে শুভ-দায়িনী স্বর্গীয় মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হই-তেছে। তাহার তীরে নন্দন নামে এক স্বর্গীয় মহাবন বিরাজমান। কৈলাস গিরির পূর্ব্বোত্তর দিকে সৌগন্ধিক নামে এক দিব্য গিরি বিদ্যমান। দিব্য সুবেল শৈল সর্ব্ববিধ ধাতুজালে মণ্ডিত। উহারই অদূরে চন্দ্রপ্রভ নামে এক রত্নপ্রভাময় শুভ্র গিরি বিরাজমান। তাহার সম্মুখে একটী স্বর্গীয় সরোবর আছে। উহা 'অচ্ছোদ' নামে বিখ্যাত। অচ্ছো-দিকা নাম্নী শুভজননী দিব্য নদী সেই সরো-বর হইতেই প্রবাহিত হইতেছে। তাহার তীরে একটী স্বর্গীয় শুভ মহাবন আছে। সে বনের নাম চৈত্ররথ। তত্রত্য শৈলে যক্ষ সেনাপতি মণিভদ্র অনুচরগণ সহ বাস করি-তেছে। ১—৮। ঐ সেনাপতি অতি ক্রূর-প্রকৃতি। গুহ্যকগণ সর্ব্বদাই তাহার সমীপ-ব্যাহারী। পূর্ব্বোক্ত পবিত্র মন্দাকিনী ও

---

* মন্দারপুষ্পরজসাং পূরিতং দেবসন্নিভ-মিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

মহীমণ্ডলমধ্যে তু প্রবিষ্টে তু মহোদধিম্‌ ।
কৈলাসদক্ষিণে প্রাচ্যাং শিবং সর্ব্বৌষধিং গিরিম্‌
মনঃশিলাময়ং দিব্যং সুবেলং পর্ব্বতং প্রতি ।
লোহিতো হেমশৃঙ্গস্ত গিরিঃ সূর্য্যপ্রভো মহান্‌
তস্য পাদে মহদ্দিব্যং লোহিতং সুমহৎ সরঃ ।
তস্মাৎ প্রভবতে পুণ্যো লৌহিত্যশ্চ নদো মহান্‌
দিব্যারণ্যং বিশোকঞ্চ তস্য তীরে মহদ্বনম্‌ ।
তস্মিন্‌ গিরৌ নিবসতি যক্ষো মণিধরো বশী ॥
সৌম্যৈঃ সুধার্ম্মিকৈশ্চৈব গুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ
কৈলাসাৎ পশ্চিমোদীচ্যাং ককুদ্মানৌষধীগিরিঃ
ককুদ্মতি চ রুদ্রস্য উৎপত্তিশ্চ ককুদ্মিনঃ ।
তদঞ্জনং ত্রৈককুদং শৈলং ত্রিককুদং প্রতি ॥১৫
সর্ব্বধাতুময়স্তত্র সুমহান্‌ বৈদ্যুতো গিরিঃ ।
তস্য পাদে মহদ্দিব্যং মানসং সিদ্ধসেবিতম্‌ ॥

তস্মাৎ প্রভবতে পুণ্যা সরযূর্লোকপাবনী ।
তস্যাস্তীরে বনং দিব্যং বৈভ্রাজং নাম বিশ্রুতম্‌
কুবেরানুচরস্তস্মিন্‌ প্রহেতিতনয়ো বশী ।
ব্রহ্মধাতা নিবসতি রাক্ষসোঽনন্তবিক্রমঃ ॥ ১৬
কৈলাসাৎ পশ্চিমামাশাং দিব্যঃ সর্ব্বৌষধির্গিরিঃ
অরুণঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠো রুক্মধাতুবিভূষিতঃ ॥ ১৭
ভবস্য দয়িতঃ শ্রীমান্‌ পর্ব্বতো হৈমসন্নিভঃ ।
শাতকৌম্ভময়ৈর্দিব্যৈঃ শিলাজালৈঃ সমাচিতম্‌ ।
শতসংখ্যৈস্তাপনীয়ৈঃ শৃঙ্গৈর্দিবমিবোল্লিখন্‌ ।
শৃঙ্গবান্‌ সুমহাদিব্যো দুর্গঃ শৈলো মহাচিতঃ ॥
তস্মিন্‌ গিরৌ নিবসতি গিরিশো ধূম্রলোচনঃ ।
তস্য পাদাৎ প্রভবতি শৈলোদং নাম তৎ সরঃ
তস্মাৎ প্রভবতে পুণ্যা নদী শৈলোদকা শুভা
সা চক্ষুষী তয়োর্ম্মধ্যে প্রবিষ্টা পশ্চিমোদধিম্‌ ॥
অভ্যন্তরেণ কৈলাসাচ্ছিবঃ সর্ব্বৌষধো গিরিঃ ।

শুভজননী অচ্ছোদিকা নদী মহীমণ্ডলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মহাসাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে। কৈলাসশৈলের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে মঙ্গলময় সর্ব্বৌষধি গিরি। ঐ গিরি মনঃশিলাময় এবং পূর্ব্বোক্ত দিব্য সুবেল শৈলের সম্মুখে ইহার অবস্থান। ইহারই সন্নিকটে হৈমশৃঙ্গ মহান্‌ লোহিত গিরি বিরাজমান। ইহার সূর্য্যসম প্রভা সততই দেদীপ্যমান। এই গিরির পাদ-দেশে লোহিত নামে এক সুমহৎ স্বর্গীয় সরোবর সুশোভন। সুপবিত্র মহান্‌ লৌহিত্য নদ এই সরোবর হইতেই প্রবহমাণ। ইহারই তীরে বিশোকাখ্য দিব্য মহারণ্য বিদ্যমান। এই লোহিত শৈলেই মণিধর নামক প্রসিদ্ধ যক্ষের বাস। এই যক্ষ সৌম্যাকৃতি ও সুধার্ম্মিক গুহ্যকগণে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বদাই বাস করেন। কৈলাস শৈলের পশ্চিমোত্তর দিকে ককুদ্মান্‌ নামে ঔষধিগিরি বিরাজিত। এই গিরিতেই রুদ্রবাহন ককুদ্মির উৎপত্তি। ত্রিককুদ শৈলের সম্মুখে ত্রৈককুদ অঞ্জন শৈল বিরাজমান। তথায় সর্ব্বধাতুময় সুমহান্‌ বৈদ্যুত গিরি বিদ্যমান। তাহার পাদদেশে সিদ্ধ-সেবিত স্বর্গীয় সুমহৎ মানস সরোবর বিদ্যমান। এই সরোবর হইতে লোকপাবনী পুণ্যতোয়া সরযু নদী প্রবাহিত। উহার তীরে বৈভ্রাজ নামক বিখ্যাত বন বিরাজিত। ব্রহ্মধাতা নামে এক অনন্তবিক্রম রাক্ষস ঐ বনে বাস করে। এই রাক্ষস প্রেহেতির পুত্র ও কুবেরের অনুচর। কৈলাস হইতে পশ্চিমদিকে দিব্য সর্ব্বৌষধিগিরি বিদ্যমান। এই শ্রেষ্ঠ গিরি স্বর্ণমণ্ডিত ও অরুণাভ। এই হৈমাকার শ্রীমান্‌ পর্ব্বত ভগবান্‌ ভবের অতিপ্রিয়। ইহার স্থানে স্থানে শাত দিব্য দিব্য শিলাজাল বিকীর্ণ।১৯—২১। তৎ-পরবর্ত্তী অতি দুর্গম শৃঙ্গবান্‌ শৈল শতসংখ্যক হৈমশৃঙ্গে যেন স্বর্গদেশ উল্লিখিত করিয়াই বিরাজ করিতেছে। এই গিরিতে ধূম্রলোচন গিরিশ বাস করেন। ইহার পাদদেশ হইতে শৈলোদ নামে এক সরোবর প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সেই সরোবর হইতে শৈলোদকা নাম্নী পুণ্য নদী প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদীর নামান্তর চক্ষুষী। ইহা পূর্ব্বোক্ত শৈলদ্বয়ের মধ্য দিয়া পশ্চিম সাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে। কৈলাস

গৌরস্তু পর্ব্বতশ্রেষ্ঠঃ হরিতালময়ং প্রতি ॥ ২৪
হিরণ্যশৃঙ্গঃ সুমহান্ দিব্যৌষধিময়ো গিরিঃ।
তস্য পাদে মহদ্দিব্যং সরঃ কাঞ্চনবালুকম্ ॥ ২৫
রম্যং বিন্দুসরো নাম যত্র রাজা ভগীরথঃ।
গঙ্গার্থে স রাজর্ষিরুবাস বহুলাঃ সমাঃ ॥ ২৬
দিবং যান্তু মে পূর্ব্বে গঙ্গাতোয়াপ্লুতাস্থিকাঃ।
তত্র ত্রিপথগা দেবী প্রথমন্তু প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৭
সোমপাদাৎ প্রসূতা সা সপ্তধা প্রবিভজ্যতে।
যূপা মণিময়াস্তত্র বিমানাশ্চ হিরণ্ময়াঃ ॥ ২৮
তত্রেষ্ট্বা ক্রতুভিঃ সিদ্ধঃ শক্রঃ সুরগণৈঃ সহ।
দিবশ্ছায়াপথস্তত্র নক্ষত্রাণাঞ্চ মণ্ডলম্ ॥ ২৯
দৃশ্যতে ভাস্বরা রাত্রৌ দেবী ত্রিপথগা তু সা।
অন্তরীক্ষং দিবঞ্চৈব ভাবয়িত্বা ভুবং গতা ॥ ৩০
ভবোত্তমাঙ্গে পতিতা সংরুদ্ধা যোগমায়য়া।

তস্যা যে বিন্দবঃ কেচিৎ ক্রুদ্ধায়াঃ পতিতা ভুবি
কৃতন্তু তৈর্ব্বিন্দুসরস্ততো বিন্দুসরঃ স্মৃতম্।
ততস্তস্যা নিরুদ্ধায়া ভবেন সহসা রুষা ॥ ৩২
জ্ঞাত্বা তস্যা হৃভিপ্রায়ং ক্রূরং দেব্যাশ্চিকীর্ষিতম্
ভিত্ত্বা বিশামি পাতালং স্রোতসাগৃহ্য শঙ্করম্ ॥
অথাবলেপং তং জ্ঞাত্বা তস্যাঃ ক্রুদ্ধস্তু শঙ্করঃ।
তিরোভাবয়িতুং বুদ্ধিরাসীদঙ্গেষু তাং নদীম্ ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু দৃষ্ট্বা রাজানমগ্রতঃ।
ধমনীসন্ততং ক্ষীণং ক্ষুধাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩৫
অনেন তোষিতশ্চাহং নদ্যর্থে পূর্ব্বমেব তু।
বুদ্ধাস্য বরদানন্তু ততঃ কোপং ন্যযচ্ছত ॥ ৩৬
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা যদুক্তং ধারয়ন্ নদীম্।
ততো বিসর্জ্জয়ামাস সংরুদ্ধা যেন তেজসা ॥ ৩৭
নদীং ভগীরথস্যার্থে তপসোগ্রেণ তোষিতঃ।
ততো বিসর্জ্জয়ামাস সপ্ত স্রোতাংসি গঙ্গয়া ॥ ৩৮

শৈলের উত্তরদিকে মঙ্গলময় সর্ব্বৌষধিগিরি। এই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হরিতালময় গৌর পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বিদ্যমান। ঐ গিরি হিরণ্যশৃঙ্গশালী, সুমহান্ ও দিব্য ওষধিময়। উহার পাদদেশে এক কাঞ্চন-বালুকাময় দিব্য সরোবর আছে। ঐ রম্য সরোবরের নাম বিন্দুসর। রাজা ভগীরথ গঙ্গা আনয়নার্থ উহারই তীরে বহু বর্ষ বাস করিয়াছিলেন। "মদীয় পূর্ব্ব পুরুষেরা গঙ্গাজলে আপ্লুতাস্থি হইয়া স্বর্গে গমন করুন" ইহাই সেই রাজর্ষির কামনা ছিল। দেবী ত্রিপথগা ঐ স্থানেই প্রথম প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়েন। পরে সোমপাদ হইতে প্রসূত হইয়া সপ্তধা বিভক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সরোবর-তীরে মণিময় যূপ সকল এবং হিরণ্ময় বিমানশ্রেণী বিদ্যমান। সুরপতি সুরগণ সহ ঐ স্থানে বহু যজ্ঞ করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। ঐ স্থানে স্বর্গীয় ছায়াপথ ও নক্ষত্রমণ্ডল বিরাজিত। দেবী ত্রিপথগামিনী গঙ্গা রাত্রিযোগে ঐ স্থানে ভাস্বরাকারে লক্ষিত হন এবং স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ দেশ পবিত্র করিয়া ভূতলগামিনী হন। তিনি দেবদেব ভবের উত্তমাঙ্গে পতিত হইলে তদীয় যোগমায়ায় নিরুদ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার যে সকল জলবিন্দু ভূপতিত হইয়াছিল, তাহাতে বহুসর নামে এক সরোবর নির্ম্মিত হয়। ঐ সরোবর অনন্তর বিন্দুসর নামে প্রসিদ্ধ হয়। যাহা হউক, এদিকে দেবদেব ভব সহসা গঙ্গাকে নিরুদ্ধ করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তদীয় ক্রূরাভিপ্রায় বুঝিলেন—বুঝিয়া স্থির করিলেন যে, আমি এই স্থান ভেদ করিয়া স্রোতোবেগে শঙ্করকে ভাসাইয়া পাতালে প্রবেশ করি। ২২—৩৩। তখন শঙ্কর গঙ্গার সেই গর্ব্বোদৃপ্ত অভিপ্রায় বুঝিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় অঙ্গে লীন করিবার অভিপ্রায় করিলেন। ইত্যবসরে তিনি সম্মুখে শিরাব্যাপ্ত ক্ষুধাকুলেন্দ্রিয় ক্ষীণকায় রাজা ভগীরথকে দেখিয়া ভাবিলেন, —ইনিই আমাকে এই গঙ্গা-লাভার্থ পূর্ব্বে সন্তোষিত করিয়াছেন এবং ইহাঁকে আমি বর প্রদানও করিয়াছি। এই ভাবিয়া শঙ্কর তৎক্ষণাৎ কোপ সংবরণ করিলেন। বিশেষতঃ ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া হর তখন সেই গঙ্গা নদীকে ধারণপূর্ব্বক পশ্চাৎ বিসর্জ্জন করিলেন। এইরূপে শঙ্কর ভগীরথের কঠোর তপস্যার-

ত্রীণি প্রাচীমভিমুখং প্রতীচীং ত্রীণ্যথৈব তু।
স্রোতাংসি ত্রিপথায়াস্তু প্রত্যপদ্যন্ত সপ্তধা ॥৩৯
নলিনী হ্লাদিনী চৈব পাবনী চৈব প্রাচ্যগা।
সীতা চক্ষুশ্চ সিন্ধুশ্চ তিস্রস্তা বৈ প্রতীচ্যগা ॥ ৪০
সপ্তমী ত্বনুগা তাসাং দক্ষিণেন ভগীরথম্।
তস্মাদ্ভাগীরথী সা বৈ প্রবিষ্টা দক্ষিণোদধিম্ ॥
সপ্ত চৈতাঃ প্লাবয়ন্তি বর্ষন্তি হিমসাহ্বয়ম্।
প্রসূতাঃ সপ্ত নদ্যস্তু শুভা বিন্দুসরোদ্ভবাঃ ॥৪২
তান্ দেশান্ প্লাবয়ন্তি স্ম ম্লেচ্ছপ্রায়াংশ্চ সর্ব্বশঃ
সশৈলান্ কুকুরান্ রৌধ্রান্ বর্ব্বরান্ যবনান্খসান্
পুলিকাংশ্চ কুলথাংশ্চ অঙ্গলোক্যান্ বরাংশ্চযান্
কৃত্বা দ্বিধা হিমবন্তং প্রবিষ্টা দক্ষিণোদধিম্ ॥৪৪
অথ চীনমরূংশ্চৈব কালিকাংশ্চৈব চুলকান্।
তুষারান্ বর্ব্বরাকারান্ পহ্লবান্ পারদাঞ্ছকান্ ॥
এতান্ জনপদাংশ্চক্ষুঃ প্লাবয়িত্বোদধিং গতা।
দরদোর্জ্জগুড়াংশ্চৈব গান্ধারানৌরসান্ কুহূন্ ॥
শিবপৌরানিন্দ্রমরূন্ বসতীন্ সমতেজসম্।
সৈন্ধবানুর্ব্বসান্ বর্ব্বান্ কুপথান্ ভীমরোমকান্
শুনামুখাংশ্চোর্দ্ধমরূন্ সিন্ধুরেতান্ নিষেবতে।
গন্ধর্ব্বান্ কিন্নরান্যক্ষান্ রক্ষোবিদ্যাধরোরগান্
কলাপগ্রামকাংশ্চৈব তথা কিম্পুরুষান্ নরান্।
কিরাতাংশ্চ পুলিন্দাংশ্চ কুরূন্ বৈ ভারতানপি ॥
পাঞ্চালান্ কৌশিকান্ মৎস্যান্ মাগধাঙ্গাংশ্চ।
ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রলিপ্তাংস্তথৈব চ ॥
এতান্ জনপদানার্য্যান্ গঙ্গা ভাবয়তে শুভা।
ততঃ প্রতিহতা বিন্ধ্যে প্রবিষ্টা দক্ষিণোদধিম্ ॥
ততস্তু হ্লাদিনী পুণ্যা প্রাচীনাভিমুখা যযৌ।
প্লাবয়ন্ত্যুপকাংশ্চৈব নিষাদানপি সর্ব্বশঃ ॥ ৫২
ধীবরানৃষিকাংশ্চৈব তথা নীলমুখানপি।
কেকরানেককর্ণাংশ্চ কিরাতানপি চৈব হি ॥ ৫৩
কালঞ্জরান্ বিকর্ণাংশ্চ কুশিকান্ স্বর্গভৌমকান্।

তোষিত হইয়া স্বপ্রভাব-রুদ্ধা গঙ্গাকে পরিত্যাগ করেন। অনন্তর গঙ্গার স্রোতোরাশি সপ্ত ধারায় বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে তিনটী স্রোত প্রাচী দিকে এবং তিনটী স্রোত প্রতীচীদিকে ধাবিত হয়। এইরূপে ত্রিপথগার স্রোতোরাশি সপ্তধা ভিন্ন হইয়া প্রবাহিত হয়। নলিনী, হ্লাদিনী ও পাবনী নাম্নী তিনটী স্রোতোধারা প্রাচ্যগামিনী এবং এবং সীতা,চক্ষু ও সিন্ধু নাম্নী তিনটী স্রোতোধারা প্রতীচ্যগামিনী। গঙ্গার যে সপ্তমী স্রোতোধারা তাহা দক্ষিণ পথে ভগীরথের অনুগামিনী হয়। এই জন্ত ঐ স্রোতোধারার নাম হয়—ভাগীরথী। এই ভাগীরথীই দক্ষিণসাগরে প্রবেশ করিয়াছেন। ভাগীরথীর সপ্ত ধারাই হিমবর্ষকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত এবং উহারাই বিন্দুসর হইতে উদ্ভূত হইয়া সপ্ত শুভ নদীরূপে পরিণত। এই সকল নদী শৈলসহ কুকুর, রৌদ্ধ, বর্ব্বর, যবন, খস, পুলিক, কুলথ ও অঙ্গলোক্য প্রভৃতি ম্লেচ্ছপ্রায় দেশ সকল সর্ব্বতোভাবে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। গঙ্গা হিমবান্‌কে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দক্ষিণার্ণবে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। চক্ষু নাম্নী স্রোতোধারা চীন, অরু, কালিক, চুলক, তুষার, বর্ব্বর, পহ্লব, পারদ, ও শক এই সকল জনপদ প্লাবিত করিয়া সাগরে সম্মিলিত হইয়াছে। সিন্ধুনাম্নী স্রোতোধারা দরদ, পূর্য্য, গুড়, গান্ধার, ঔরস, কুহু, শিবপৌর, ইন্দ্রমরু, বসতি, সৈন্ধব, উর্ব্বস, বর্ব্ব, কুলথ, ভীমরোমক, শুনামুখ, ও ঊর্দ্ধমরু এই সকল দেশ প্লাবিত করিতেছে। গঙ্গা,—গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষঃ, বিদ্যাধর, উরগ, কলাপগ্রামক, কিম্পুরুষ, নর, কিরাত, পুলিন্দ, কুরু, ভারত, পাঞ্চাল, কৌশিক, মাগধ, ব্রহ্মোত্তর, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত এই সকল আর্য্য জনপদ পবিত্র করিতেছেন এবং বিন্ধ্যাচলে প্রতিহত হইয়া দক্ষিণ সাগরে গিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন। ৩৪—৫১। পবিত্র হ্লাদিনী ধারা পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। এই ধারা—কূপক, নিষাদ, ধীবর, ঋষিক, নীলমুখ, কেকর, একবর্ণ, কিরাত, কালঞ্জর, বিকর্ণ, কুশিক, ও স্বর্গভৌমক, প্রভৃতি দেশ প্লাবিত

সা মণ্ডলে সমুদ্রস্য তীরে ভূত্বা তু সর্ব্বশঃ ॥ ৫৪
ততস্তু নলিনী চাপি প্রাচীমেব দিশং যযৌ।
কুপথান্ প্লাবয়ন্তী সা ইন্দ্রদ্যুম্নসরাংস্যপি ॥ ৫৫
তথা খরপথান্ দেশান্ বেত্রশঙ্কুপথানপি।
মধ্যেনোজ্জানকমরূন্ কুথপ্রাবরণান্ যযৌ ॥৫৬
ইন্দ্রদ্বীপসমীপে তু প্রবিষ্টা লবণোদধিম্।
ততস্তু পাবনী প্রায়াৎ প্রাচীমাশাং জবেন তু ॥
তোমরান্ প্লাবয়ন্তী চ হংসমার্গান্ সমূহকান্।
পূর্ব্বান্ দেশাংশ্চ সেবন্তী ভিত্ত্বা সা বহুধা গিরিম্
কর্ণপ্রাবরণান্ প্রাপ্য গতা সাশ্বমুখানপি ॥ ৫৮
সিক্তা পর্ব্বতমেরুং সা গত্বা বিদ্যাধরানপি।
শৈমিমণ্ডলকোষ্ঠন্তু সা প্রবিষ্টা মহৎ সরঃ ॥ ৫৯
তাসাং নদ্যুপনদ্যোঽন্যাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ
উপগচ্ছন্তি তা নদ্যো যতো বর্ষতি বাসবঃ ॥৬০
তীরে বংশৌকসারায়াঃ সুরভির্নাম তদ্বনম্।
হিরণ্যশৃঙ্গো বসতি বিদ্বান্ কৌবেরকো বশী ॥

যজ্ঞাদপেতঃ সুমহানমিতৌজাঃ সুবিক্রমঃ।
তত্রাগতৈস্ত্যঃ পরিবৃতা বিদ্বদ্ভির্ব্রহ্মরাক্ষসৈঃ ॥৬২
কুবেরানুচরা হ্যেতে চত্বারস্তৎসমাশ্রিতাঃ।
এবমেব তু বিজ্ঞেয়া সিদ্ধিঃ পর্ব্বতবাসিনাম্ ॥
পরস্পরেণ দ্বিগুণা ধর্ম্মতঃ কামতোঽর্থতঃ।
হেমকূটস্য পৃষ্ঠে তু সর্পাণাং তৎ সরঃ স্মৃতম্ ॥
সরস্বতী প্রভবতি তস্মাজ্জ্যোতিষ্মতী তু যা।
অবগাঢ়ে হ্যুভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্ব-পশ্চিমৌ ॥
সরো বিষ্ণুপদং নাম নিষধে পর্ব্বতোত্তমে।
যস্মাদগ্রে প্রভবতি গন্ধর্ব্বানুকূলে চ তে ॥ ৬৬
মেরোঃ পার্শ্বাৎ প্রভবতি হ্রদশ্চন্দ্রপ্রভো মহান্
জম্বূশ্চৈব নদী পুণ্যা যস্যাং জাম্বুনদং স্মৃতম্ ॥
পয়োদস্তু হ্রদো নীলঃ স শুভঃ পুণ্ডরীকবান্।
পুণ্ডরীকাৎ পয়োদাচ্চ তস্মাদ্বৈ সম্প্রসূয়তাম্ ॥
সরসস্তু সরস্ত্বেতৎ স্মৃতমুত্তরমানসম্।

করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। নলিনী ধারা প্রাচীদিকে প্রবাহিত। এই ধারা কুপথ, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, বেত্রশঙ্কুপথ, খরপথ, অরু, উজ্জানক, ও কুথপ্রাবরণ প্রভৃতি দেশ প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে। পরে ইন্দ্রদ্বীপ সমীপে গিয়া লবণসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অনন্তর পাবনীধারা সবেগে প্রাচীদিকে প্রস্থান করিয়াছে। তোমর, হংসমার্গ, ও সমূহক প্রভৃতি জনপদ—এই ধারায় প্লাবিত হইয়াছে। ইং৷ পূর্ব্ব দেশ সকল প্লাবিত করিয়া—বহুধা গিরি ভেদ করিয়া কর্ণপ্রাবরণ প্রভৃতি জনপদে উপস্থিত হইয়া অশ্বমুখাদি জনপদে উপগত হইয়াছে। এই ধারাই মেরুপর্ব্বত প্লাবিত করিয়া বিদ্যাধরাধ্যুষিত দেশসমূহে উপস্থিত হইয়া শৈমীমণ্ডলাখ্য মহাসরোবর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। উল্লিখিত সপ্ত স্রোতোধারা হইতে অন্যান্য শত শত সহস্র সহস্র নদী ও উপনদী প্রবাহিত হইতেছে। বাসব সেই সকল নদী হইতেই জল লইয়া বর্ষণ করেন। বংশৌকসারা নাম্নী নদীর তীরে সুরভি নামে এক বন আছে; কুবেরানুচর বিদ্বান হিরণ্যশৃঙ্গ সেই বনে বাস করেন। তিনি যজ্ঞ হইতে বিরত, অমিতপ্রভাব ও সুবিক্রমশালী। এইরূপে চারিজন কুবেরানুচর বিদ্বান্ ব্রহ্মরাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া সেই পর্ব্বত প্রদেশ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। পর্ব্বতবাসিগণের সিদ্ধি এইরূপেই বিজ্ঞেয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামানুসারে এ স্থানে সিদ্ধিলাভ পরস্পর দ্বিগুণ। হেমকূট গিরির পৃষ্ঠে সর্পগণের এক মহাসরোবর প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সরোবর হইতেই সরস্বতী ও জ্যোতিষ্মতী নদী প্রাদুর্ভূত। এই উভয় নদী পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্স্থিত উভয় সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ৫২-৬৫ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ নিষধাচলে বিষ্ণুপাদ নামে এক সরোবর অগ্রেই প্রাদুর্ভূত হয় নাগ সরোবর ও বিষ্ণুপদ সরোবর এই উভয় সরোবরই গন্ধর্ব্বগণের একান্ত অনুকূল। মেরুর পার্শ্বদেশ হইতে চন্দ্রপ্রভ নামে এক মহাহ্রদ এবং জম্বূ নাম্নী নদী প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই নদীতেই জাম্বুনদ স্বর্ণ প্রসিদ্ধ। পয়োদ ও পুণ্ডরীকবান্ নামে দুইটী শুভাবহ নীলহ্রদ প্রসিদ্ধ। উল্লিখিত উভয় হ্রদ হইতে আরও দুইটী হ্রদ প্রাদুর্ভূত

মৃগ্যা চ মৃগকান্তা চ তস্মাদ্বে সম্প্রসূয়তাম্ ॥
হ্রদাঃ কুরুষু বিখ্যাতাঃ পদ্মমীনকুলাকুলাঃ।
নাম্না তে বৈজয়া নাম দ্বাদশোদধিসন্নিভাঃ॥৭০
তেভ্যঃ শান্তী চ মধ্বী চ দ্বে নদ্যৌ সম্প্রসূয়তাম
কিম্পুরুষাদ্যানি যান্যষ্টৌ তেষু দেবো ন বর্ষতি
উদ্ভিদান্যুদকান্যত্র প্রবহন্তি সরিদ্বরাঃ।
বলাহকশ্চ ঋষভো চক্রো মৈনাক এব চ ॥ ৭২
বিনিবিষ্টাঃ প্রতিদিশং নিমগ্না লবণাম্বুধিম্।
চন্দ্রকান্তস্তথা দ্রোণঃ সুমহাংশ্চ শিলোচ্চয়ঃ ॥ ৭৩
উদগায়তা উদীচ্যাস্তু অবগাঢ়া মহোদধিম্।
চক্রো বধিরকশ্চৈব তথা নারদপর্ব্বতঃ ॥ ৭৪
প্রতীচীমায়তাস্তে বৈ প্রতিষ্ঠান্তে মহোদধিম্।
জীমূতো দ্রাবণশ্চৈব মৈনাকশ্চন্দ্রপর্ব্বতঃ ॥ ৭৫
আয়তাস্তে মহাশৈলাঃ সমুদ্রং দক্ষিণং প্রতি।
চক্র-মৈনাকয়োর্ম্মধ্যে দিবি সন্দক্ষিণাপথে ॥৭৬
তত্র সংবর্ত্তকো নাম সোঽগ্নিঃ পিবতি তজ্জলম্
অগ্নিঃ সমুদ্রবাসস্তু ঔর্ব্বোঽসৌ বড়বামুখঃ ॥ ৭৭
ইত্যেতে পর্ব্বতা বিষ্টাশ্চত্বারো লবণোদধিম্।
ছিদ্যমানেষু পক্ষেষু পুরা ইন্দ্রস্য বৈ ভয়াৎ ॥৭৮
তেষাস্তু দৃশ্যতে চন্দ্রে শুক্লে কৃষ্ণে সমাপ্লুতিঃ।
তে ভারতস্য বর্ষস্য ভেদা যেন প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
ইহোদিতস্য দৃশ্যন্তে অন্যে ত্বন্যত্র চোদিতাঃ।
উত্তরোত্তরমেতেষাং বর্ষমুদ্রিচ্যতে গুণৈঃ ॥ ৮০
আরোগ্যায়ুঃপ্রমাণাভ্যাং ধর্ম্মতঃ কামতোঽর্থতঃ
সমন্বিতানি ভূতানি তেষু বর্ষেষু ভাগশঃ ॥৮১
বসন্তি নানাজাতীনি তেষু সর্ব্বেষু তানি বৈ।
ইত্যেতদ্ধারয়দ্বিশ্বং পৃথ্বী জগদিদং স্থিতা ॥ ৮২

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে জম্বুদ্বীপবর্ণনং নামৈকবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১ ॥

হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সরোবর হইতে উত্তর-মানস নামে এক সরোবর সমুদ্ভূত হইয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই উত্তরমানস হইতে মৃগ্যা ও মৃগকান্তা নামে দুইটী হ্রদ উৎপন্ন হয়। বৈজয় নামে সাগরসন্নিভ দ্বাদশ হ্রদ পদ্ম ও মীনকুলে সমাকুল হইয়া কুরু-দেশে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। সেই সকল হ্রদ হইতে শান্তী ও মধ্বী নামে নদীদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। কিম্পুরুষাদি যে ত সরোবর আছে; তাহাতে দেবতা বর্ষণ করেন না। এই সকল সরোবরে উদ্ভিদ উদক প্রবাহিত। বলাহক, ঋষভ, চক্র ও মৈনাক এই সকল পর্ব্বত প্রত্যেক দিকেই নিবিষ্ট এবং লবণার্ণবে নিমগ্ন। চন্দ্রকান্ত, দ্রোণ ও সুমহান্ পর্ব্বত—উত্তর দিকে মহো-দধি অবগাহন করিয়া অবস্থিত। চক্র, বধিরক ও নারদ পর্ব্বত—ইহারা প্রতীচীদিকে আয়ত হইয়া মহার্ণবে প্রবিষ্ট হইয়াছে। জীমূত, দ্রাবণ, মৈনাক ও চন্দ্রগিরি—এই সকল মহা শৈল দক্ষিণদিকে আয়ত হইয়া দক্ষিণার্ণবে নিমগ্ন। চন্দ্র এবং মৈনাক পর্ব্বতের মধ্য-ভাগে সম্বর্ত্তন নামে এক অগ্নি আছে। ঐ অগ্নি সাগরজল পান করে। ঔর্ব্ব, বড়বা-মুখ অগ্নিও সমুদ্রবাসী। পুরাকালে ইন্দ্র পর্ব্বতগণের পক্ষচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার ভয়ে পূর্ব্বোক্ত চারিটী পর্ব্বত আসিয়া সমুদ্রমধ্যে আশ্রয় লয়। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় তিথিবিশেষে ঐ সকল পর্ব্বতের সমাপ্লুতি দৃষ্টিগোচর হয়। ভারতবর্ষের ভেদ সকল এইস্থানে উহারাই কীর্ত্তিত হইল। বর্ষ সম্বন্ধীয় অন্যান্য ভেদ অন্যত্র উক্ত হইয়াছে। আয়ু, আরোগ্য, প্রমাণ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম অনুসারে প্রাণিগণ সেই সেই বর্ষে বিভাগ-ক্রমে অবস্থিত। নানাজাতীয় প্রাণিগণ সেই সমুদয় বর্ষে বাস করিয়া থাকে। এইরূপে এই বিশ্ব সমস্ত বস্তু ধারণ করিয়া পৃথ্বী বা এই জগৎ আখ্যায় অবস্থিত। ৬৬—৮২।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শাকদ্বীপস্ত বক্ষ্যামি যথাবদিহ নিশ্চয়ম্।
কথ্যমানং নিবোধধ্বং শাকং দ্বীপং দ্বিজোত্তমাঃ
জম্বুদ্বীপস্ত বিস্তারাদ্দ্বিগুণস্তস্ত বিস্তরঃ।
বিস্তারাৎ ত্রিগুণশ্চাপি পরীণাহঃ সমন্ততঃ ॥২
তেনাবৃতঃ সমুদ্রোঽয়ং দ্বীপেন লবণোদধিঃ।
তত্র পুণ্যা জনপদা চিরাচ্চ ম্রিয়তে জনঃ ॥ ৩
কুত এব চ দুর্ভিক্ষং ক্ষমাতেজোযুতেম্বিহ।
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ শুভ্রাঃ সপ্তৈব মণিভূষিতাঃ ॥৪
শাকদ্বীপাদিষু ত্বেষু সপ্ত সপ্ত নগাস্ত্রিষু।
ঋজ্বায়তাঃ প্রতিদিশং নিবিষ্টা বর্ষপর্ব্বতাঃ ॥ ৫
রত্নাকরাদ্রিনামানঃ সানুমন্তো মহাচিতাঃ।
সমোদিতাঃ প্রতিদিশং দ্বীপবিস্তারমানতঃ ॥৬
উভয়ত্রাবগাঢ়ৌ চ লবণ-ক্ষীরসাগরৌ।
শাকদ্বীপে তু বক্ষ্যামি সপ্ত দিব্যান্ মহাচলান্
দেবর্ষি-গন্ধর্ব্বযুতঃ প্রথমো মেরুরুচ্যতে।
প্রাগায়তঃ স সৌবর্ণ উদয়ো নাম পর্ব্বতঃ ॥ ৮
তত্র মেঘাস্ত বৃষ্ট্যর্থং প্রভবন্ত্যপযান্তি চ।
তস্যাপরেণ সুমহান্ জলধারো মহাগিরিঃ ॥৯
স বৈ চন্দ্রঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ।
তস্মান্নিত্যমুপাদত্তে বাসবঃ পরমং জলম্ ॥ ১০
নারদো নাম চৈবোক্তো দুর্গশৈলো মহাচিতঃ।
তত্রাচলৌ সমুৎপন্নৌ পূর্ব্বং নারদপর্ব্বতৌ ॥১১
তস্যাপরেণ সুমহান্ শ্যামো নাম মহাগিরিঃ।
যত্র শ্যামত্বমাপন্নাঃ প্রজাঃ পূর্ব্বমিমাঃ কিল ॥১২
স এব দুন্দুভির্নাম শ্যামপর্ব্বতসন্নিভঃ।
শব্দমৃত্যুঃ পুরা তস্মিন্ দুন্দুভিস্তাড়িতঃ সুরৈঃ
রত্নমালান্তরময়ঃ শাল্মলশ্চান্তরালকৃৎ।
তস্যাপরেণ রজতো মহানন্তো গিরিঃ স্মৃতঃ ॥১৪

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! এক্ষণে শাকদ্বীপের বিবরণ বলিতেছি; আপনারা অবধারণ করুন। জম্বুদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা উহার বিস্তার দ্বিগুণ। চতুর্দ্দিকের পরিমাণ বিস্তারের ত্রিগুণ। লবণ-সাগর এই দ্বীপ দ্বারাই আবৃত। এই দ্বীপে নানা পুণ্য জনপদ আছে; এবং তত্রত্য জনগণ দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। অধিবাসীরা ক্ষমা ও তেজোযুক্ত; তাহাদিগের মধ্যে দুর্ভিক্ষ কোথায়? তথায় মণিভূষিত সাতটী শুভ্র পর্ব্বত আছে। শাকদ্বীপাবধি তিনটী দ্বীপেই সাত সাতটী করিয়া পর্ব্বত বিদ্যমান। বর্ষপর্ব্বতগুলি প্রতিদিকেই সরল অথচ আয়তভাবে নিবিষ্ট। উহাদিগের প্রত্যেককেই রত্নাকরাদি নামে অভিহিত করা যায়। উহারা প্রত্যে.ক মহা সানুসমন্বিত, বিপুল বিস্তার-বিশিষ্ট, এবং দ্বীপের বিস্তারানুপাতে প্রতিদিকে সমভাবে উন্নত। লবণ সাগর ও ইক্ষুরসোদ সাগর এই দ্বীপের উভয় দিকে অবস্থিত। এই শাকদ্বীপে সাতটী দিব্য মহাচল বর্ত্তমান। উহার প্রথমটীর নাম মেরু। উহা দেব-ঋষি ও গন্ধর্ব্ব-সমন্বিত এবং সুবর্ণময়। এই মেরু গিরিই পূর্ব্বদিকে আয়ত হইয়া উদয়াচল নামে অভিহিত হয়। তথায় মেঘগণ বৃষ্টি নিমিত্ত আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়া থাকে। ইহার পর জলধারনামক সুমহান্ গিরি। উহা সর্ব্বৌষধি-সমন্বিত এবং চন্দ্র নামে আখ্যাত। বাসব প্রতিদিন সেই গিরি হইতেই উত্তম জল সংগ্রহ করেন। নারদনামে অতি বিস্তারশালী যে দুর্গশৈল আছে, পুরাকালে তথায় নারদ ও পর্ব্বত নামে দুইটী অচল উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার পর শ্যাম নামক মহাগিরি বিরাজিত। সেখানে এই সমস্ত প্রজাই পূর্ব্বে শ্যামত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। দুন্দুভি নামে সেই পর্ব্বতেরই অংশবিশেষ শ্যামপর্ব্বতবৎ এক পর্ব্বত আছে। পুরাকালে সুরগণ এই স্থানে—যাহার শব্দ শ্রবণেই মরণ হয় এমন একটী দুন্দুভি স্থাপনপূর্ব্বক তাড়িত করিয়াছিলেন। ১—১৩। শাল্মলাদি তিনটী দ্বীপের গিরিগণমধ্যে এই গিরিবরই রত্নরাজিপরিপূর্ণ। ইহার পর

স বৈ সোমক ইত্যুক্তো দেবৈর্যত্রামৃতং পুরা
সম্ভৃতঞ্চ হৃতঞ্চৈব মাতুরর্থে গরুত্মতা ॥ ১৫
তস্যাপরে চাম্বিকেয়ঃ সুমনাশ্চৈব স স্মৃতঃ ।
হিরণ্যাক্ষো বরাহেণ তস্মিঞ্শৈলে নিসূদিতঃ ॥
আম্বিকেয়াৎ পরো রম্যঃ সর্ব্বৌষধিনিষেবিতঃ
বিভ্রাজস্তু সমাখ্যাতঃ স্ফাটিকস্তু মহান্ গিরিঃ ॥
যস্মাদ্বিভ্রাজতে বহ্নির্বিভ্রাজস্তেন স স্মৃতঃ ।
সৈবেহ কেশবেত্যুক্তো যতো বায়ুঃ প্রবাতি চ ॥
তেষাং বর্ষাণি বক্ষ্যামি পর্ব্বতানাং দ্বিজোত্তমাঃ
শৃণুধ্বং নামতস্তানি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ১৯
দ্বিনামান্যেব বর্ষাণি যথৈব গিরয়স্তথা ।
উদয়স্যোদয়ং বর্ষং জলধারেতি বিশ্রুতম্ ॥ ২০
নাম্না গতভয়ং নাম বর্ষং তৎ প্রথমং স্মৃতম্ ।
দ্বিতীয়ং জলধারস্য সুকুমারমিতি স্মৃতম্ ॥ ২১
তদেব শৈশিরং নাম বর্ষং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্ ।
নারদস্য চ কৌমারং তদেব চ সুখোদয়ম্ ॥ ২২
শ্যামপর্ব্বতবর্ষং তদনীচকমিতি স্মৃতম্ ।
আনন্দকমিতি প্রোক্তং তদেব মুনিভিঃ শুভম্
সোমকস্য শুভং বর্ষং বিজ্ঞেয়ং কুসুমোৎকরম্ ।
তদেবাসিতমিত্যুক্তং বর্ষং সোমকসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৪
আম্বিকেয়স্য মৈনাকং ক্ষেমকঞ্চৈব তৎ স্মৃতম্ ।
তদেব ধ্রুবমিত্যুক্তং বর্ষং বিভ্রাজসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৫
দ্বীপস্য পরিণাহঞ্চ হ্রস্ব-দীর্ঘত্বমেব চ ।
জম্বুদ্বীপেন সংখ্যাতং তস্য মধ্যে বনস্পতিম্ ॥
শাকো নাম মহাবৃক্ষঃ প্রজাস্তস্য মহানুগাঃ ।
এতেষু দেব-গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ ॥ ২৭
বিহরন্তি রমন্তে চ দৃশ্যমানাশ্চ তৈঃ সহ ।
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যসমন্বিতাঃ ॥ ২৮
তেষু নদ্যশ্চ সপ্তৈব প্রতিবর্ষং সমুদ্রগাঃ ।
দ্বিনাম্না চৈব তাঃ সর্ব্বাঃ গঙ্গা সপ্তবিধা স্মৃতা ॥
প্রথমা সুকুমারীতি গঙ্গা শিবজলা শুভা ।
মুনিতপ্তা চ নাম্নৈষা নদী সম্পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৩০

রজতময় মহান্ অস্তগিরি। উহাকে সোমক বলে। পুরাকালে দেবগণ এই স্থানে অমৃত স্থাপন করেন এবং গরুড়, মাতার দাস্য মোচনার্থ ঐ স্থান হইতেই সেই অমৃত আহরণ করিয়াছিলেন। ইহার পর আম্বিকেয় গিরি। এই গিরি সুমনা নামেও কীর্ত্তিত। এই শৈলে বরাহদেব কর্ত্তৃক দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ নিহত হইয়াছিল। আম্বিকেয়ের পর বিভ্রাজ নামক সর্ব্বৌষধিসমন্বিত, রম্য মহান্ স্ফটিকাচল। উহা হইতে বহ্নি বিভ্রাজিত অর্থাৎ বর্দ্ধিত হয়, এ জন্য উহাকে বিভ্রাজ বলা যায়। ইহাকেই কেশবাচল বলে এবং ইহা হইতেই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই সকল পর্ব্বতের বর্ষসমূহের নামনিচয় কহিতেছি। আপনারা যথাক্রমে শ্রবণ করুন। পর্ব্বত-সমূহের ন্যায় বর্ষগুলিরও দুই দুইটী নাম আছে। উদয়াচলের বর্ষের নাম উদয় ও জলধার। এই বর্ষই গতভয় আখ্যায় অভি-হিত। ইহা প্রথম বর্ষ। জলধার গিরির বর্ষের নাম সুকুমার। ইহাকেই শৈশির বর্ষ বলে। নারদগিরির বর্ষের নাম কৌমার। ইহার অপর নাম সুখোদয়। শ্যাম পর্ব্বতের বর্ষের নাম অনীচক। ইহাকে মুনিগণ আনন্দক নামেও অভিহিত করেন। সোমক শৈলের বর্ষ কুসুমোৎকর নামে বিজ্ঞেয়। উহাকে অসিতও বলে। আম্বিকেয়ের বর্ষ মৈনাক। ইহা ক্ষেমক নামেও উক্ত হয়। বিভ্রাজ পর্ব্বতের বর্ষের নাম বিভ্রাজ। ইহাকে ধ্রুবও বলে। উহার মধ্যে জম্বুদ্বীপের সম-পরিমাণ এক সুমহান্ শাক নামক বৃক্ষ বিদ্যমান। প্রজাগণ সতত উহার অনুগত। এই সকল পর্ব্বতে দেব-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ ও চারণ-গণ নিরন্তর বিহরণপূর্ব্বক আনন্দানুভব করে। ইহাতে এই সকল পর্ব্বতের সমধিক শোভা দৃষ্ট হয়। উহাতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ সমন্বিত নানা পুণ্য জনপদ বিদ্যমান। ১৪—২৮। প্রতি পর্ব্বতেই সাতটী করিয়া সমুদ্রগামিনী নদী আছে। উহাদিগের সকলেরই দুই দুইটী নাম; তন্মধ্যে গঙ্গা সপ্তবিধা। প্রথমা গঙ্গা সুকুমারী। ইহা উত্তম জলসম্পন্না এবং শুভ-দায়িকা। ইহার দ্বিতীয় নাম মুনিতপ্তা।

সুকুমারী তপঃসিদ্ধা দ্বিতীয়া নামতঃ সতী ।
নন্দা চ পাবনী চৈব তৃতীয়া পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৩১
সেবিকা চ চতুর্থী স্যাদ্দ্বিবিধা চ পুনঃ স্মৃতা ।
ইক্ষুশ্চ পঞ্চমী জ্ঞেয়া তথৈব চ পুনঃ কুহূঃ ॥ ৩২
বেণুকা চামৃতাচৈব ষষ্ঠী সম্পরিকীর্ত্তিতা ।
সুকৃতা চ গভস্তী চ সপ্তমী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৩৩
এতাঃ সপ্ত মহাভাগাঃ প্রতিবর্ষং শিবোদকাঃ
ভাবয়ন্তি জনং সর্ব্বং শাকদ্বীপনিবাসিনম্ ॥৩৪
অভিগচ্ছন্তি তাশ্চান্যা নদ-নদ্যঃ সরাংসি চ ।
বহূদকপরিস্রাবা যতো বর্ষতি বাসবঃ ॥ ৩৫
তাসান্তু নামধেয়ানি পরিমাণং তথৈব চ ।
ন শক্যং পরিসংখ্যাতুং পুণ্যাস্তাঃ সরিদুত্তমাঃ ॥
তাঃ পিবন্তি সদা হৃষ্টা নদীর্জনপদাস্তু তে ।
এতে শান্তভয়াঃ প্রোক্তাঃ প্রমোদা যে চ বৈ শিবাঃ ॥ ৩৭
আনন্দাশ্চ সুখাশ্চৈব ক্ষেমকাশ্চ নবৈঃ সহ ।
বর্ণাশ্রমাচারযুতা দেশাস্তে সপ্ত বিশ্রুতাঃ ॥ ৩৮
আরোগ্যা বলিনশ্চৈব সর্ব্বে মরণবর্জ্জিতাঃ ।
অবসর্পিণী ন তেষ্বস্তি তথৈবোৎসর্পিণী পুনঃ ॥

ন তত্রাস্তি যুগাবস্থা চতুর্যুগকৃতা কচিৎ ।
ত্রেতাযুগসমঃ কালস্তথা তত্র প্রবর্ত্ততে ॥ ৪০
শাকদ্বীপাদিষু জ্ঞেয়ঃ পঞ্চস্বেতেষু সর্ব্বশঃ ।
দেশস্য তু বিচারেণ কালঃ স্বাভাবিকঃ স্মৃতঃ ॥
ন তেষু সঙ্করঃ কশ্চিদ্বর্ণাশ্রমকৃতঃ কচিৎ ।
ধর্ম্মস্য চাব্যভীচারাদেকান্তসুখিনঃ প্রজাঃ ॥ ৪২
ন তেষু মায়া লোভো বা ঈর্ষ্যাসূয়া ভয়ং কুতঃ
বিপর্য্যয়ো ন তেষ্বস্তি তদ্বৈ স্বাভাবিকং স্মৃতম্
কালো নৈব চ তেষ্বস্তি ন দণ্ডো ন চ দাণ্ডিকঃ
স্বধর্ম্মেণ চ ধর্ম্মজ্ঞাস্তে রক্ষন্তি পরস্পরম্ ॥ ৪৪
পরিমণ্ডলস্তু সুমহান্ দ্বীপো বৈ কুশসংজ্ঞকঃ ।
নদীজলৈঃ পরিবৃতঃ পর্ব্বতৈশ্চাভ্রসন্নিভৈঃ ॥৪৫
সর্ব্বধাতুবিচিত্রৈশ্চ মণি-বিদ্রুমভূষিতৈঃ ।
অন্যৈশ্চ বিবিধাকারৈ রম্যৈর্জনপদৈস্তথা ॥৪৬
বৃক্ষৈঃ পুষ্পফলোপেতৈঃ সর্ব্বতো ধনধান্যবান্
নিত্যং পুষ্পফলোপেতঃ সর্ব্বরত্নসমাবৃতঃ ॥ ৪৭
আবৃতঃ পশুভিঃ সর্ব্বৈর্গ্রাম্যারণ্যৈশ্চ সর্ব্বশঃ ।

দ্বিতীয় সুকুমারীতপঃসিদ্ধা এবং সতী। তৃতীয় নন্দা ও পাবনী নামে খ্যাতা। চতুর্থ গঙ্গার নাম শিবিকা ও স্মৃতা, পঞ্চমা ইক্ষু ও কুহু। ষষ্ঠ রেণুকা ও অমৃতা। সপ্তম সুকৃতা ও গভস্তী। এই প্রতিবর্ষপ্রবাহিতা সপ্ত মহানদী পবিত্র জলসম্পন্ন। ইহাঁরা শাকদ্বীপবাসী জনগণের মঙ্গল বিধান করেন। সেখানে বাসব যে জল বর্ষণ করেন,তাহা নদ-নদী-সরোবরাকারে উহাদিগের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান। অন্যান্য পুণ্যকর নদ-নদী সকলের নাম-পরিমাণ নির্দ্দেশ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। তত্রত্য অধিবাসীরা সেই সকল নদীজল হৃষ্টমনে পান করিয়া থাকে। শান্তভয়, প্রমোদ, শিব, আনন্দ, সুখ, ক্ষেমক, নব,—এই সাতটী বর্ণাশ্রমাচার-সমন্বিত বিখ্যাত জনপদ তথায় বর্ত্তমান। তথাকার অধিবাসীরা রোগহীন, বলবান্, এবং মরণশূন্য। উহাদিগের মধ্যে উৎসর্পিণী বা অবসর্পিণী প্রবৃত্তি নাই। সেখানে যুগচতুষ্টয়কৃত অবস্থাভেদও দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বদাই ত্রেতাযুগসম কাল বিরাজমান। দেশের গুণদোষ বিচারানুসারেই শাকদ্বীপাদি পাঁচটী দ্বীপে এইরূপ স্বাভাবিক কাল প্রবর্ত্তিত আছে। সেখানে বর্ণাশ্রমঘটিত সঙ্করতা নাই। ধর্ম্মের ব্যভিচার নাই বলিয়া প্রজাগণ পরম সুখী। প্রতারণা, লোভ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, ভয়, বিপর্য্যয় কিছুই নাই। উহার স্বাভাবিক অবস্থাই এইরূপ। তথায় দণ্ড বা দণ্ডদাতা নাই। তত্রত্য ধর্ম্মজ্ঞ জনগণ ধর্ম্মার্থ প্রভাবেই পরস্পর সেই দেশ রক্ষা করিতেছে।২৯—৪৪। কুশদ্বীপের মণ্ডলপরিমাণ সুমহান্। উহা নানা নদী, জলাশয় ও মেঘাকার গিরিসমূহে সমাচ্ছন্ন। সে সকল গিরি সর্ব্বধাতুবিচিত্র, মণিবিদ্রুমভূষিত ও বিবিধাকার রম্য জনপদে সমাবৃত। তত্রত্য বৃক্ষ সকল নিয়ত পুষ্প-ফলোপেত ও সর্ব্বরত্নসংযুক্ত। ঐ দ্বীপে নানাবিধ গ্রাম্য ও আরণ্য পশুসমূহ বর্ত্তমান। আপনারা

আনুপূর্ব্ব্যাৎ সমাসেন কুশদ্বীপং নিবোধত ॥ ৪৮
অথ তৃতীয়ং বক্ষ্যামি কুশদ্বীপঞ্চ কৃৎস্নশঃ।
কুশদ্বীপেন ক্ষীরোদঃ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪৯
শাকদ্বীপস্য বিস্তারো দ্বিগুণেন সমন্বিতঃ।
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া রত্নযোনয়ঃ ॥ ৫০
রত্নাকরাস্তথা নদ্যস্তেষাং নামানি মে শৃণু।
দ্বিনামানশ্চ তে সর্ব্বে শাকদ্বীপে যথা তথা ॥ ৫১
প্রথমঃ সূর্য্যসঙ্কাশঃ কুমুদো নাম পর্ব্বতঃ।
বিক্রমোচ্চয় ইত্যুক্তঃ স এব চ মহীধরঃ ॥ ৫২
সর্ব্বধাতুময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ শিলাজালসমন্বিতৈঃ।
দ্বিতীয়ঃ পর্ব্বতস্তত্র উন্নতো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ৫৩
হেমপর্ব্বত ইত্যুক্তঃ স এব চ মহীধরঃ।
হরিতালময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্দ্বীপমাবৃত্য সর্ব্বশঃ ॥ ৫৪
বলাহকস্তৃতীয়স্তু জাত্যঞ্জনময়ো গিরিঃ।
দ্যুতিমান্ নামতঃ প্রোক্তঃ স এব চ মহীধরঃ ॥
চতুর্থঃ পর্ব্বতো দ্রোণো যত্রৌষধ্যো মহাগিরৌ।
বিশল্যকরণী চৈব মৃতসঞ্জীবনী তথা ॥ ৫৬
পুষ্পবান্ নাম সৈবোক্তঃ পর্ব্বতঃ সুমহাচিতঃ।
কঙ্কস্তু পঞ্চমস্তেষাং পর্ব্বতো নাম সারবান্ ॥ ৫৭
কুশেশয় ইতি প্রোক্তঃ পুনঃ স পৃথিবীধরঃ।
দিব্যপুষ্পফলোপেতো দিব্যবীরুৎসমন্বিতঃ ॥ ৫৮
ষষ্ঠস্তু পর্ব্বতস্তত্র মহিষো মেঘসন্নিভঃ।
স এব তু পুনঃ প্রোক্তো হরিরিত্যভিবিশ্রুতঃ।
তস্মিন্ সোঽগ্নির্নিবসতি মহিষো নাম যোঽপ্সুজঃ।
সপ্তমঃ পর্ব্বতস্তত্র ককুদ্মান্ স হি ভাষতে ॥ ৬০
মন্দরঃ সৈব বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধাতুময়ঃ শুভঃ।
মন্দ ইত্যেষ যো ধাতুরপামর্থে প্রকাশকঃ ॥ ৬১
অপাং বিদারণাচ্চৈব মন্দরঃ স নিগদ্যতে।
তত্র রত্নান্যনেকানি স্বয়ং রক্ষতি বাসবঃ ॥ ৬২
প্রজাপতিমুপাদায় প্রজাভ্যো বিদধৎ স্বয়ম্।
তেষামন্তরবিষ্কম্ভো দ্বিগুণং সমুদাহৃতঃ ॥ ৬৩
ইত্যেতে পর্ব্বতাঃ সপ্ত কুশদ্বীপে প্রভাষিতাঃ।
তেষাং বর্ষাণি বক্ষ্যামি সপ্তৈব তু বিভাগশঃ ॥

সংক্ষেপে অনুপূর্ব্বীক্রমে কুশদ্বীপের বিবরণ শ্রবণ করুন। আমি তৃতীয় দ্বীপ—কুশদ্বীপের সম্যক্‌-বিবরণ বলিতেছি। কুশদ্বীপ দ্বারা ক্ষীরোদ সাগর সম্পূর্ণ আবৃত। ইহা শাকদ্বীপের দ্বিগুণ পরিমাণ-বিশিষ্ট। উহাতেও সাতটী রত্নপর্ব্বত আছে। তথকার নদী সকল রত্নরাজির আকর। তাহাদিগের নাম শ্রবণ করুন। শাকদ্বীপের নদী সকলের ন্যায় ইহারাও সকলেই দুই দুইটী নাম-বিশিষ্ট। প্রথম পর্ব্বতের নাম কুমুদ। ইহা সূর্য্যসম দীপ্তিমান্। উহাকেই বিক্রমাকর নামে অভিহিত করা যায়। দ্বিতীয় পর্ব্বতের নাম উন্নত। ইহা সর্ব্বধাতুময় শৃঙ্গচয় এবং শিলাজালসমন্বিত। ইহার অপর নাম হেমপর্ব্বত। তৃতীয় পর্ব্বতের নাম বলাহক। ইহা নীলাঞ্জনময়। ইহার শৃঙ্গসমূহ যেন সেই দ্বীপকে আবরণ করিয়াই বিরাজমান রহিয়াছে। ইহার অপর নাম দ্যুতিমান্। চতুর্থ পর্ব্বতের নাম দ্রোণ। ইহাতেই বিশল্যকরণী ও মৃতসঞ্জীবনী নাম্নী বিখ্যাত মহৌষধি বর্ত্তমান। এই অতিশয় বিস্তারশালী শৈলরাজের অপর নাম পুষ্পবান্। পঞ্চম পর্ব্বতের নাম কঙ্ক। ইহা অতীব সারবান্, দিব্য পুষ্পফলযুত এবং দিব্য লতাজালে সমন্বিত। ষষ্ঠ পর্ব্বতের নাম মহিষ। ইহা মেঘসম কান্তিমান্। উহারই নামান্তর হরি। মহিষ নামক জলজাত অগ্নি সেই পর্ব্বতেই বাস করেন। সপ্তম পর্ব্বতের নাম ককুদ্মান্। উহার অপর নাম মন্দর। উহা সর্ব্বধাতুময় ও অতীব শুভদায়ক। মন্দ ধাতু, জল-অর্থ প্রকাশ করে। জলরাশি প্রকাশ করে বলিয়া মন্দর নামে উহার উল্লেখ হইয়া থাকে। সেখানে বাসব স্বয়ং প্রজাপতি সহ অবস্থানপূর্ব্বক প্রজাবর্গের হিতবিধান সহকারে অনেকবিধ রত্ন রক্ষা করিয়া থাকেন। ঐ সকল শৈলের অন্তর বিষ্কম্ভ দ্বিগুণ বলিয়া উল্লিখিত হয়। কুশদ্বীপস্থ এই সাতটী পর্ব্বতের কথা বলিলাম। এক্ষণে ইহাদিগের সাতটী বর্ষের বিবরণ কহিতেছি। কুমুদ

কুমুদস্তু স্মৃতঃ শ্বেত উন্নতশ্চৈব স স্মৃতঃ ।
উন্নতস্ত তু বিজ্ঞেয়ং বর্ষং লোহিতসংজ্ঞকম্ ॥
বেণুমণ্ডলকঞ্চৈব তথৈব পরিকীর্ত্তিতম্ ।
বলাহকস্ত জীমূতঃ স্বৈরথাকারমিত্যপি ॥ ৬৬
দ্রোণস্ত হরিকং নাম লবণঞ্চ পুনঃ স্মৃতম্ ।
কঙ্কস্যাপি ককুন্নাম ধৃতিমচ্চৈব তৎ স্মৃতম্ ॥৬৭
মহিষং মহিষস্যাপি পুনশ্চাপি প্রভাকরম্ ।
ককুদ্মিনস্ত তদ্বর্ষং কপিলং নাম বিশ্রুতম্ ॥ ৬৮
এতাস্তপি বিশিষ্টানি সপ্ত সপ্ত পৃথক্ পৃথক্ ।
বর্ষাণি পর্ব্বতাশ্চৈব নদীস্তেষু নিবোধত ॥ ৬৯
তত্রাপি নদ্যঃ সপ্তৈব প্রতিবর্ষং হি তাঃ স্মৃতাঃ
দ্বিনামবত্যস্তাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাঃ পুণ্যজলাঃ স্মৃতাঃ ॥
ধূতপাপা নদী নাম যোনিশ্চৈব পুনঃ স্মৃতা ।
সীতা দ্বিতীয়া বিজ্ঞেয়া সা চৈব হি নিশা স্মৃতা ।
পবিত্রা তৃতীয়া জ্ঞেয়া বিতৃষ্ণাপি চ যা পুনঃ ।
চতুর্থী হ্লাদিনীত্যুক্তা চন্দ্রমা ইতি চ স্মৃতা ॥
বিদ্যুচ্চ পঞ্চমী প্রোক্তা শুক্লা চৈব বিভাব্যতে
পুণ্ড্রা ষষ্ঠী তু বিজ্ঞেয়া পুনশ্চৈব বিভাবতী ॥

মহতী সপ্তমী প্রোক্তা পুনশ্চৈষা ধৃতিঃ স্মৃতা ।
অন্যাস্তাভ্যোঽপি সঞ্জাতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ
অভিগচ্ছন্তি তা নদ্যো যতো বর্ষতি বাসবঃ ।
ইত্যেষ সন্নিবেশো বঃ কুশদ্বীপস্য বর্ণিতঃ ॥ ৭৫
শাকদ্বীপেন বিস্তারঃ প্রোক্তস্তস্য সনাতনঃ ।
কুশদ্বীপঃ সমুদ্রেণ ঘৃতমণ্ডোদকেন চ ॥ ৭৬
সর্ব্বতঃ সুমহান্ দ্বীপশ্চন্দ্রবৎ পরিবেষ্টিতঃ ।
বিস্তারান্মণ্ডলাচ্চৈব ক্ষীরোদাদ্দ্বিগুণো মতঃ ॥৭৭
ততঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ক্রৌঞ্চদ্বীপং যথা তথা ।
কুশদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণস্তস্য বিস্তরঃ ॥ ৭৮
ঘৃতোদকঃ সমুদ্রো বৈ ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সংবৃতঃ ।
চক্রনেমিপ্রমাণেন বৃতো বৃত্তেন সর্ব্বশঃ ॥ ৭৯
তস্মিন্ দ্বীপে নরাঃ শ্রেষ্ঠা দেবনো গিরিরুচ্যতে
দেবনাৎ পরতশ্চাপি গোবিন্দো নাম পর্ব্বতঃ ॥
গোবিন্দাৎ পরতশ্চাপি ক্রৌঞ্চস্ত প্রথমো গিরিঃ
ক্রৌঞ্চাৎ পরে পাবনকঃ পাবনাদন্ধকারকঃ ॥ ৮১
অন্ধকারাৎ পরে চাপি দেবাবৃন্নাম পর্ব্বতঃ ।
দেবাবৃতঃ পরেণাপি পুণ্ডরীকো মহান্ গিরিঃ ॥

পর্ব্বতের বর্ষের নাম শ্বেত ; ইহারই নামান্তর উন্নত। উন্নত পর্ব্বতের বর্ষের নাম লোহিত। ইহার অপর নাম বেণুমণ্ডলক। বলাহক পর্ব্বতের বর্ষের নাম জীমূত ; ইহার নামান্তর স্বৈরথাকার। দ্রোণ গিরির বর্ষের নাম হরিক। ইহার অপর নাম লবণ। কঙ্ক পর্ব্বতের বর্ষের নাম ককুৎ। ইহার নামান্তর ধৃতিমৎ। মহিষ গিরির বর্ষের নাম মহিষ। ইহার অন্য নাম প্রভাকর। ককুদ্মিপর্ব্বতের বর্ষের নাম কাপিল। কুশদ্বীপে পূর্ব্বোক্ত সাতটী পর্ব্বত ও নিম্নোক্ত সাতটী নদীই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ! অতঃপর তত্রত্য নদী সকলের বিবরণ অবধান করুন ।৪৫-৬৯। সেখানে প্রত্যেক বর্ষে এক একটী করিয়া সমুদয়ে সাতটী নদী বিদ্যমান। উহাদিগের সকলেই পুণ্যজলশালিনী, প্রথম ধূতপাপা ও যোনি, দ্বিতীয় সীতা ও নিশা, তৃতীয় পবিত্রা ও বিতৃষ্ণা, চতুর্থ হ্লাদিনী ও চন্দ্রভা, পঞ্চম বিদ্যুৎ ও শুক্লা, ষষ্ঠ পুণ্ড্রা ও বিভাবতী, সপ্তম মহতী ও ধৃতি। এই সাতটী নদী হইতে শত সহস্র নদী উৎপন্ন হইয়াছে। বাসব যে স্থান হইতে বর্ষণ করেন সেই নদী সকল সেই দিকেই প্রবাহিত। আপনাদের নিকট এই কুশদ্বীপের বিবরণ বর্ণন করিলাম। শাকদ্বীপের পরিমাণ দ্বারাই উহার পরিমাণ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ কুশদ্বীপের পরিমাণ শাকদ্বীপের বিস্তারের দ্বিগুণ। পূর্ণচন্দ্রবৎ সুমহান্ কুশদ্বীপ ঘৃতমণ্ডোদক সাগরদ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার মণ্ডলবিস্তার ক্ষীরোদ সাগরের দ্বিগুণ। ৭০—৭৭। অতঃপর ক্রৌঞ্চদ্বীপের কথা বলিতেছি। কুশদ্বীপের বিস্তারাপেক্ষা ইহার বিস্তার দ্বিগুণ। ঘৃতোদক সমুদ্র ক্রৌঞ্চদ্বীপ দ্বারা চক্রবৎ বৃত্তাকারে সমাবৃত। তত্রত্য মানবগণ সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ! ক্রৌঞ্চদ্বীপে দেবন, গোবিন্দ, ক্রৌঞ্চ, পাবনক, অন্ধকারক, দেবাবৃৎ ও পুণ্ডরীক এই সাতটী রত্নগিরি

এতে রত্নময়াঃ সপ্ত ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য পর্ব্বতাঃ।
পরস্পরস্য দ্বিগুণো বিষ্কম্ভো বর্ষপর্ব্বতঃ॥ ৮৩
বর্ষাণি তস্য বক্ষ্যামি নামতস্তু নিবোধত।
ক্রৌঞ্চস্য কুশলো দেশো বামনস্য মনোঽনুগঃ
মনোঽনুগাৎ পরে চোষ্ণস্তৃতীয়োঽপি স উচ্যতে।
উষ্ণাৎ পরে পাবনকঃ পাবনাদন্ধকারকঃ॥ ৮৫
অন্ধকারকদেশাৎ তু মুনিদেশস্তথাপরঃ
মুনিদেশাৎ পরে চাপি প্রোচ্যতে দুন্দুভিস্বনঃ
সিদ্ধ-চারণসঙ্কীর্ণো গৌরপ্রায়ঃ শুচির্জনঃ।
শ্রুতাস্তত্রৈব নদ্যস্তু প্রতিবর্ষং গতাঃ শুভাঃ॥৮৭
গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সন্ধ্যা রাত্রির্মনোজবা।
খ্যাতী চ পুণ্ডরীকা চ গঙ্গা সপ্তবিধা স্মৃতা ৮৮
তাসাং সহস্রশশ্চান্যা নদ্যঃ পার্শ্বসমীপগাঃ।
অভিগচ্ছন্তি তা নদ্যো বহুলাশ্চ বহূদকাঃ॥ ৮৯
তেষাং নিসর্গো দেশানামানুপূর্ব্বেণ সর্ব্বশঃ।
ন শক্যো বিস্তরাদ্বক্তুমপি বর্ষশতৈরপি॥ ৯০
সর্গো যশ্চ প্রজানাস্তু সংহারো যশ্চ তেষু বৈ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি শাল্মলস্য নিবোধত॥৯১

শাল্মলো দ্বিগুণো দ্বীপঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তরাৎ
পরিবার্য্য সমুদ্রন্তু দধিমণ্ডোদকং স্থিতম্॥ ৯২
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চিরাচ্চ ম্রিয়তে জনঃ।
কুত এব তু দুর্ভিক্ষং ক্ষমাতেজোযুতা হি তে।
প্রথমঃ সূর্য্যসঙ্কাশঃ সুমনা নাম পর্ব্বতঃ।
পীতস্তু মধ্যমশ্চাসীৎ ততঃ কুম্ভময়ো গিরিঃ॥৯৪
নাম্না সর্ব্বসুখো নাম দিব্যৌষধিসমন্বিতঃ।
তৃতীয়শ্চৈব সৌবর্ণো ভৃঙ্গপত্রনিভো গিরিঃ॥৯৫
সুমহান্ রহিতো নাম দিব্যো গিরিবরো হি সঃ
সুমনাঃ কুশলো দেশঃ সুখোদর্কঃ সুখোদয়ঃ॥
রোহিতো যস্তৃতীয়স্তু রোহিণো নাম বিশ্রুতঃ।
তত্র রত্নান্যনেকানি স্বয়ং রক্ষতি বাসবঃ॥ ৯৭
প্রজাপতিমুপ দায় প্রসন্নো বিদধৎ স্বয়ম্।
ন তত্র মেঘা বর্ষন্তি শীতোষ্ণঞ্চ ন তদ্বিধম্॥৯৮
বর্ণাশ্রমাণাং বার্ত্তা বা ত্রিষু দ্বীপেষু বিদ্যতে।
ন গ্রহো নচ চন্দ্রোঽস্তি ঈর্ষ্যাসূয়া ভয়ং তথা॥
উদ্ভিদাম্ব্যদকাস্তত্র গিরিপ্রস্রবণানি চ।

বিরাজিত। এই বর্ষগিরিগণের বিষ্কম্ভপরিমাণ পরস্পরের দ্বিগুণ। এক্ষণে বর্ষগণের নাম শ্রবণ করুন! ক্রৌঞ্চদ্বীপের বর্ষ কুশল, বামনের মনোনুগ। ইহার পর উষ্ণ, তৎপর পাবনক, অতঃপর অন্ধকারক, অনন্তর মুনি-দেশ। ইহার পর দুন্দুভিস্বন। ইহা গৌর প্রায় এবং সিদ্ধচারণে সমাকীর্ণ। সুধীজন-গণ এইস্থানে অবস্থান করেন। প্রত্যেক বর্ষে এক একটী অমলজলশালিনী নদী বিদ্যমান। উহাদিগের নাম যথা—গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীকা। এই সপ্তগঙ্গা হইতে আরও শত সহস্র সরিৎ ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইয়াছে। যে যে স্থান পর্য্যন্ত প্রজাগণের সৃষ্টি ও সংহার কার্য্য চলিতেছে, সেই সকল দেশের বর্ত্তমান যথাযথ অবস্থা শতবর্ষেও বিস্তার ক্রমে বর্ণন করা যায় না। অতঃপর শাল্মলদ্বীপের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

ক্রৌঞ্চ দ্বীপাপেক্ষা ইহার বিস্তার পরিমাণ দ্বিগুণ ইহা দধিমণ্ডোদক সাগরকে বেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থিত। ৭৮—৯২। তত্রত্য জনপদ সকল পুণ্যময় এবং জনগণ চিরজীবী। তথায় দুর্ভিক্ষ কোথায়? অধিবাসীরা সকলেই ক্ষমা-তেজঃসমন্বিত। প্রথম পর্ব্বতের নাম সুমনা, ইহা সূর্য্যসঙ্কাশ ও পীতবর্ণ। ইহার পর মধ্যম কুম্ভময় গিরি ইহার। নামান্তর সর্ব্বসুখ। ইহা দিব্যৌষধিযুক্ত। অতঃপর সুমহান্ রোহিত গিরি। এই তৃতীয় গিরিবর সুবর্ণময় এবং ভৃঙ্গপক্ষসম কান্তিমান্। সুমনা পর্ব্বতের বর্ষের নাম কুশল। কুম্ভময় গিরির বর্ষের নাম সুখোদয়। ইহা সর্ব্ব-সুখের আকর। রোহিত শৈলের বর্ষের নাম রোহিণ। সেখানে বাসব প্রজাপতি সহ প্রসন্নমনে রত্নরাজি রক্ষা করিতেছেন। এখানে মেঘগণ বর্ষণ করে না; শীত-গ্রীষ্ম নাই; বর্ণাশ্রমবার্ত্তাও শুনা যায় না। ঈর্ষ্যা অসূয়া, ভয়, কিম্বা চন্দ্রাদি গ্রহ—এ সকল কিছুই নাই। এখানে গিরিপ্রস্রবণাদি উদ্ভিদ

ভোজনং ষড়্রসং তত্র তেষাং স্বয়মুপস্থিতম্ ॥
অধমোত্তমং ন তেষ্বস্তি ন লোভো ন পরিগ্রহঃ
আরোগ্যাবলবন্তশ্চ একান্তসুখিনো নরাঃ ॥ ১০
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ।
সুখমায়ুশ্চ রূপঞ্চ ধর্ম্মৈশ্বর্য্যং তথৈব চ ॥ ১০২
শাল্মলান্তেষু বিজ্ঞেয়ং দ্বীপেষু ত্রিষু সর্ব্বতঃ।
ব্যাখ্যাতঃ শাল্মলান্তানাং দ্বীপানান্তু বিধিঃ শুভঃ
পরিমণ্ডলস্তু দ্বীপস্য চক্রবৎ পরিবেষ্টিতঃ।
সুরোদেন সমুদ্রেণ দ্বিগুণেন সমন্বিতঃ ॥ ১০৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে দ্বীপবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

গোমেদকং প্রবক্ষ্যামি ষষ্ঠং দ্বীপং তপোধনাঃ
সুরোদকসমুদ্রস্তু গোমেদেন সমাবৃতঃ ॥ ১
শাল্মলস্য তু বিস্তারাদ্দ্বিগুণস্তস্য বিস্তরঃ।
তস্মিন্ দ্বীপে তু বিজ্ঞেয়ৌ পর্ব্বতৌ দ্বৌ সমাহিতৌ ॥ ২
প্রথমঃ সুমনা নাম জাত্যঞ্জনময়ো গিরিঃ।
দ্বিতীয়ঃ কুমুদো নাম সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ ॥ ৩
শাতকৌম্ভময়ঃ শ্রীমান্ বিজ্ঞেয়ঃ সুমহাচিতঃ।
সমুদ্রেক্ষুরসোদেন বৃতো গোমেদকশ্চ সঃ ॥ ৪
ষষ্ঠেন তু সমুদ্রেণ সুরোদাদ্দ্বিগুণেন চ।
ধাতকী কুমুদশ্চৈব হব্যপুত্রৌ সুবিস্তৃতৌ ॥ ৫
সৌমনং প্রথমং বর্ষং ধাতকীখণ্ডমুচ্যতে।
ধাতকিনঃ স্মৃতং তদ্বৈ প্রথমং প্রথমস্য তু ॥ ৬
গোমেদং যৎ স্মৃতং বর্ষং নাম্না সর্ব্বসুখন্তু তৎ।
কুমুদস্য দ্বিতীয়স্য দ্বিতীয়ং কুমুদং ততঃ ॥ ৭
এতৌ দ্বৌ পর্ব্বতৌ বৃত্তৌ শেষৌ সর্ব্বসমুচ্ছ্রিতৌ
পূর্ব্বেণ তস্য দ্বীপস্য সুমনাঃ পর্ব্বতঃ স্থিতঃ ॥

জলই বিদ্যমান। অধিবাসীদিগের বাসনানুরূপ ছয়রসযুক্ত ভোজ্য দ্রব্য এখানে স্বয়ং উপস্থিত হয়। ৯৩—১০০। উহাদিগের মধ্যে অধমোত্তম ভাব, কিম্বা লোভ ও পরিগ্রহ নাই। নরগণ ত্রিংশৎসহস্র বৎসর যাবৎ আরোগ্যবলযোগে একান্ত সুখে জীবিত থাকে। ইহারা সকলেই সিদ্ধ-সংকল্প। এই শাল্মলদ্বীপ পর্য্যন্ত তিনটী দ্বীপের সর্ব্বত্রই প্রজাগণের সুখ, আয়ু এবং ধর্ম্মৈশ্বর্য্য বিদ্যমান। শাল্মলান্ত পঞ্চদ্বীপের শুভ বিবরণ বর্ণিত হইল। এই দ্বীপের পরিমণ্ডল, দ্বিগুণ পরিমাণ সুরোদসমুদ্র দ্বারা চক্রাকারে পরিবেষ্টিত। ১০১—১০৪।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২২

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—এক্ষণে গোমেদের বিবরণ বলিতেছি। হে তপোধনগণ! উহা ষষ্ঠ দ্বীপ। সুরোদক সমুদ্র গোমেদ দ্বারা সমাবৃত। শাল্মল দ্বীপ অপেক্ষা উহার বিস্তার দ্বিগুণ। এই দ্বীপে সুবিখ্যাত দুইটী পর্ব্বত আছে। প্রথমটীর নাম—সুমনা। ইহা নীলাঞ্জনময়। দ্বিতীয়টীর নাম—কুমুদ। ইহা সর্ব্বৌষধি-সমন্বিত। সেই শ্রীমান্ গোমেদ, শাতকৌম্ভ সুবর্ণময়, অতীব বিস্তৃত এবং সুরোদ সাগরাপেক্ষা দ্বিগুণ বিশাল ইক্ষুরসোদনামক ষষ্ঠ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুমনার আর একটী নাম ধাতকী। সুবিশাল ধাতকী ও কুমুদ—ইহারা হব্যপুত্র। এই দুইটী বর্ষ। প্রথমটী শৌনক বর্ষ। ইহাকে ধাতকীখণ্ডও বলে। ধাতকীর নামানুসারে এই নামকরণ হইয়াছে। ইহা হইল প্রথম পর্ব্বতের প্রথম বর্ষ। তবে যে ইহাকে গোমেদ বর্ষ বলিয়া উল্লেখ করে, তাহা সর্ব্ব সাধারণের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত। দ্বিতীয় পর্ব্বত কুমুদের নামানুসারে দ্বিতীয় বর্ষের নাম হইয়াছে,—কুমুদ। এই দুইটী পর্ব্বত বৃত্তাকার, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্তব্যাপী এবং সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। এই দ্বীপের পূর্ব্বাংশে সুমনা এবং

প্রাক্‌পশ্চিমায়তৈঃ পাদৈরা সমুদ্রাদিতি স্থিতঃ।
পশ্চার্দ্ধে কুমুদস্তস্য এবমেব স্থিতস্তু বৈ ॥ ৯
এতৈঃ পর্ব্বতপাদৈস্তু স দেশো বৈ দ্বিধাকৃতঃ।
দক্ষিণার্দ্ধে তু দ্বীপস্য ধাতকীখণ্ডমুচ্যতে ॥ ১০
কুমুদস্তূত্তরে তস্য দ্বিতীয়ং বর্ষমুত্তমম্।
এতৌ জনপদৌ যৌ তু গোমেদস্য তু বিস্তৃতৌ
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি সপ্তমং দ্বীপমুত্তমম্।
সমুদ্রেক্ষুরসঞ্চৈব গোমেদাদ্দ্বিগুণং হি সঃ ॥১২
আবৃত্য তিষ্ঠতি দ্বীপঃ পুষ্করঃ পুষ্করৈর্বৃতঃ।
পুষ্করেণ বৃতঃ শ্রীমাংশ্চিত্রসানুর্মহাগিরিঃ ॥ ৩১
কূটৈশ্চিত্রৈর্মণিময়ৈঃ শিলাজালসমুদ্ভবৈঃ।
দ্বীপস্যৈব তু পূর্ব্বার্দ্ধে চিত্রসানুঃ স্থিতো মহান্
পরিমণ্ডলসহস্রাণি বিস্তীর্ণং সপ্তবিংশতিঃ।
উর্দ্ধং স বৈ চতুর্ব্বিংশদ্‌যোজনানাং মহাচলঃ ॥
দ্বীপার্দ্ধস্য পরিক্ষিপ্তঃ পশ্চিমে মানসো গিরিঃ।
স্থিতো বেলাসমীপে তু পূর্ণচন্দ্র ইবোদিতঃ ॥
যোজনানাং সহস্রাণি সার্দ্ধং পঞ্চাশদুচ্ছ্রিতঃ।
তস্য পুত্রো মহাবীতঃ পশ্চিমার্দ্ধস্য রক্ষিতা ॥
পূর্ব্বার্দ্ধে পর্ব্বতস্যাপি দ্বিধা দেশস্তু স স্মৃতঃ।
স্বাদূদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৯
বিস্তারান্মণ্ডলাচ্চৈব গোমেদাদ্দ্বিগুণেন তু।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি তেষু জীবন্তি মানবাঃ ॥ ১৯
বিপর্য্যয়ো ন তেষ্বস্তি এতৎ স্বাভাবিকং স্মৃতম্
আরোগ্যং সুখবাহুল্যং মানসীং সিদ্ধিমাশ্রিতাঃ
সুখমায়ুশ্চ রূপঞ্চ ত্রিষু দ্বীপেষু সর্ব্বশঃ।
অধমোত্তমৌ ন তেষ্বাস্তাং তুল্যাস্তে বীর্য্যরূপত
ন তত্র বধ্য-বধকৌ নের্ষ্যা স্পৃহা ভয়ং তথা।
ন লোভো ন চ দম্ভো বা ন চ দ্বেষঃ পরিগ্রহঃ
সত্যানৃতেন তেষ্বাস্তাং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তথৈব চ।
বর্ণাশ্রমাণাং বার্ত্তা চ পাশুপাল্যং বণিক্ কৃষিঃ ॥
ত্রয়ীবিদ্যা দণ্ডনীতিঃ শুশ্রূষা দণ্ড এব চ।
ন তত্র বর্ষং নদ্যো বা শীতোষ্ণঞ্চ ন বিদ্যতে।
উদ্ভিদান্যুদকানি স্যুর্গিরিপ্রস্রবণানি চ।
তুল্যোত্তরকুরূণাস্তু কালস্তত্র তু সর্ব্বদা ॥ ২৫

পশ্চিমাংশে কুমুদ গিরি বিরাজমান। ইহারা উভয়ে প্রত্যন্তপর্ব্বত দ্বারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সকল প্রত্যন্ত পর্ব্বত দ্বারা সেই দেশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। দ্বীপের দক্ষিণাংশকে ধাতকীখণ্ড বলা যায়। উত্তরাংশকে কুমুদ বলে। ইহা অতি উত্তম বর্ষ। গোমেদ দ্বীপে এই দুইটী জনপদই অতীব বিস্তৃত।১—১১। অতঃপর উত্তম সপ্তম দ্বীপের বিবরণ বলিতেছি। গোমেদ বর্ষের দ্বিগুণাকার ইক্ষুরসোদ সাগরকে বেষ্টন করিয়া পুষ্কর দ্বীপ বর্ত্তমান। ইহা পুষ্করসমূহে সমাবৃত। ইহাতে চিত্রসানু নামে এক মহাগিরি বিরাজমান। ইহা পুষ্করসমূহে সমাচ্ছন্ন, বিচিত্র, মণিময় শিলাস্তূপ-জাত শিখরনিকরে পরম রমণীয়। চিত্রাসানু গিরি, পুষ্কর দ্বীপের পূর্ব্বার্দ্ধে বর্ত্তমান। উহার পরিমণ্ডল সপ্ত-বিংশতি যোজন বিস্তীর্ণ। চতুর্ব্বিংশতি যোজন উন্নত। দ্বীপ-পশ্চিমার্দ্ধে সাগরবেলা-সমীপে উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রসম মানস নামক গিরি বর্ত্তমান। ইহা সার্দ্ধপঞ্চাশদ্ যোজন উন্নত। ইহার মহাবীতনামক পুত্র পশ্চিমার্দ্ধের রক্ষক। এই পর্ব্বতের পূর্ব্বার্দ্ধ দেশ দুই ভাগে বিভক্ত। স্বাদূদক নামক উদধি দ্বারা পুষ্করদ্বীপ পরিবারিত। ইহা বিস্তার ও মণ্ডলদ্বারা গোমেদ দ্বীপের দ্বিগুণ। এখানে মানবগণ ত্রিংশৎসহস্র বর্ষ জীবিত থাকে। ইহার বিপর্য্যয় হয় না; এইরূপ জীবনকাল তাহাদিগের স্বাভাবিক। উহারা সতত আরোগ্য সুখবাহুল্য ও মানসী সিদ্ধি-সমন্বিত।১২—২০। সপ্ত দ্বীপের মধ্যে পশ্চাদুক্ত তিনটী দ্বীপে সুখ, আয়ু ও রূপাদি কিছুরই কিছুমাত্র তারতম্য নাই; সকল লোকই তুল্যবীর্য্য, তুল্যরূপ; তথায় অধমোত্তম ভাব নাই। সেখানে বধ্য, বধক, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, ভয়, লোভ, দম্ভ, দ্বেষ, পরিগ্রহ, সত্য, মিথ্যা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমবার্ত্তা, পশুপালন, বাণিজ্য, কৃষি, ত্রয়ীবিদ্যা, দণ্ডনীতি, শুশ্রূষা, দণ্ড, বৃষ্টি, নদী, শীত, গ্রীষ্ম, কিছুই নাই। উদ্ভিদ উদক এবং গিরিপ্রস্রবণ বর্ত্তমান আছে। সকল কালই উত্তর কুরুতুল্য। সকল

সর্ব্বতঃ সুখকালোঽসৌ জরাক্লেশবিবর্জ্জিতঃ।
সর্গস্ত ধাতকীখণ্ডে মহাবীতে তথৈব চ ॥ ২৬
এবং দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্ত সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
দ্বীপস্যানন্তরো যস্ত সমুদ্রস্তৎসমস্ত বৈ ॥ ২৭
এবং দ্বীপসমুদ্রাণাং বৃদ্ধির্জ্ঞেয়া পরস্পরম্।
অপাঞ্চৈব সমুদ্রেকাৎ সমুদ্র ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥২৮
ঋষন্তসন্ত্যো বর্ষেষু প্রজা যত্র চতুর্ব্বিধাঃ
ঋষিরিত্যেব রমণে বর্ষস্বেতেন তেষু বৈ ॥ ২৯
উদয়তীন্দৌ পূর্ব্বেষু তু সমুদ্রঃ পূর্য্যতে সদা।
প্রক্ষীয়মাণে বহুলে ক্ষীয়তেঽস্তমিতে চ বৈ ॥
আপূর্য্যমাণো হ্যুদধিরাত্মনৈবাপি পূর্য্যতে।
ততো বৈ ক্ষীয়মাণে তু স্বাত্মন্যেব হ্যপাং ক্ষয়ঃ
উদয়াৎ পয়সাং যোগাৎ পুষ্যন্ত্যাপো যথা স্বয়ম্*
তথা স তু সমুদ্রোঽপি বর্দ্ধতে শশিনোদয়ে ॥৩
অন্যূনানতিরিক্তাত্মা বর্দ্ধন্ত্যাপো হ্রসন্তি চ।

উদয়েঽস্তময়ে চেন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্ল-কৃষ্ণয়োঃ
ক্ষয়-বৃদ্ধী সমুদ্রস্য শশিবৃদ্ধি-ক্ষয়ে তথা।
দশোত্তরাণি পঞ্চাহয়ঙ্গুলানাং শতানি চ ॥ ৩৪
অপাং বৃদ্ধিঃ ক্ষয়ো দৃষ্টঃ সমুদ্রাণাস্ত পর্ব্বসু।
দ্বিরাপত্বাৎ স্মৃতো দ্বীপো দধনাচ্চোদধিঃ স্মৃতঃ
নিগীর্ণত্বাচ্চ গিরয়ো পর্ব্ববন্ধাচ্চ পর্ব্বতাঃ।
শাকদ্বীপে তু বৈ শাকঃ পর্ব্বতস্তেন চোচ্যতে
কুশদ্বীপে কুশস্তম্বো মধ্যে জনপদস্য তু।
ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিরিঃ ক্রৌঞ্চস্তস্য নাম্না নিগদ্যতে
শাল্মলিঃ শাল্মলদ্বীপে পূজ্যতে স মহাদ্রুমঃ।
গোমেদকে তু গোমেদঃ পর্ব্বতস্তেন চোচ্যতে
ন্যগ্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে পদ্মবৎ তেন স স্মৃতঃ।
পূজ্যতে স মহাদেবৈর্ব্রহ্মাংশোঽব্যক্তসম্ভবঃ ॥
তস্মিন্ স বসতি ব্রহ্মা সাধ্যৈঃ সার্দ্ধং প্রজাপতিঃ
তত্র দেবা উপাসন্তে ত্রয়স্ত্রিংশন্মহর্ষিভিঃ ॥ ৪০
স তত্র পূজ্যতে দেবো দেবৈর্মহর্ষিসত্তমৈঃ।

কালই সুখকর। জনগণ নিয়ত জরা-ক্লেশ-বর্জ্জিত। ধাতকীখণ্ডে এবং মহাবীতেও এবম্বিধ সুখী জনগণ অবস্থান করিতেছে। এই ভাবে সপ্ত দ্বীপ সপ্ত সাগরে আবৃত রহিয়াছে। যে সাগর যে দ্বীপের পরবর্ত্তী, তৎপরবর্ত্তী দ্বীপ সেই সাগরের তুল্য-পরিমাণ। এই জন্য দ্বীপ ও সাগর সকলের পরপর আয়তনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। জলরাশির সমুদ্রেক অর্থাৎ বৃদ্ধি হেতু সমুদ্র, এই নামকরণ হইয়াছে। ঋষি ধাতু ক্রীড়ার্থক। যেখানে চতুর্ব্বিধ প্রজা ক্রীড়া সহকারে বাস করে, তাহাকে বর্ষ বলা যায়। চন্দ্রের উদয় হইলে পূর্ব্বসমুদ্র সতত পরিপূরিত হয়। চন্দ্র ক্ষীণ হইলে ক্ষীয়মাণ হইয়া থাকে। ২১—৩০। উদধি বৃদ্ধিলাভ করিয়াও আত্মাতেই পরিপূর্ণ থাকে। ক্ষীয়মাণ হইলে জলরাশির আত্মাতেই লয় হয়। চন্দ্রের উদয় হইলে জল-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের বৃদ্ধি এবং জল-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হইলেও উহার আত্মাতে ন্যূনাধিক্য কিঞ্চিন্মাত্রও লক্ষিত হয় না। শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে, উদয় ও অস্ত সময়ে এবং চন্দ্রের ক্ষয়বৃদ্ধি কালে সমুদ্রেরও ক্ষয়বৃদ্ধি হয়। একশত পঞ্চদশাঙ্গুলি-পরিমাণে জলরাশির ক্ষয়বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। দুইদিকে আপ অর্থাৎ জল বিদ্যমান বলিয়া দ্বীপ এবং উদক ধারণ করে বলিয়া উদধিনাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে। নিগীর্ণ করে বলিয়া গিরি এবং পর্ব্বাকার বিন্যাসযুক্ত বলিয়া পর্ব্বত সংজ্ঞা করা হয়। শাকদ্বীপে শাকময় পর্ব্বত এবং কুশদ্বীপে জনপদ মধ্যে কুশস্তম্ব বিদ্যমান। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চনামক পর্ব্বত আছে, উহার নামেই দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে। শাল্মল দ্বীপে মহান্ শাল্মল বৃক্ষ পরিপূজিত হয়। পুষ্করদ্বীপে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ পদ্মাকারে বিরাজমান। উহা ব্রহ্মাংশ-সম্ভূত বলিয়া প্রধান প্রধান দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে। উহার উৎপত্তির বিষয় সম্পূর্ণ অব্যক্ত। ৩১—৩৯। প্রজাপতি ব্রহ্মা সাধ্যগণসহ উহাতেই বাস করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণ সহ ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা সতত তাঁহার উপাসনা

* উদ্দীপ্যন্তেঽগ্নিসংযোগাদুষ্মাস্বাপো যথা স্বয়মিতি পাঠঃ ক্বচিৎ।

জম্বুদ্বীপাৎ প্রবর্ত্তন্তে রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৪১
দ্বীপেষু তেষু সর্ব্বেষু প্রজানাং ক্রমশস্তু বৈ
আর্জ্জবাদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন চ দমেন চ ॥ ৪২
আরোগ্যায়ুঃপ্রমাণাভ্যাং দ্বিগুণং দ্বিগুণং ততঃ
দ্বীপেষু তেষু সর্ব্বেষু যথোক্তং বর্ষকেষু চ ॥ ৪৩
গোপায়ন্তে প্রজাস্তত্র সর্ব্বৈঃ সহজপণ্ডিতৈঃ।
ভোজনঞ্চাপ্রযত্নেন সদা স্বয়মুপস্থিতম্ ॥ ৪৪
ষড়্রসং তন্মহাবীর্য্যং তত্র তে ভুঞ্জতে জনাঃ।
পরেণ পুষ্করস্যাথ আবৃত্যাবস্থিতো মহান্ ॥৪৫
স্বাদূদকসমুদ্রস্তু স সমন্তাদবেষ্টয়ৎ।
স্বাদূদকস্য পরিতঃ শৈলস্তু পরিমণ্ডলঃ ॥ ৪৬
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোকঃ স উচ্যতে।
আলোকস্তত্র চার্ব্বাক্ চ নিরালোকস্ততঃ পরম্
লোকবিস্তারমাত্রস্তু পৃথিব্যার্দ্ধস্তু বাহ্যতঃ।
প্রতিচ্ছন্নং সমন্তাৎ তু উদকেনাবৃতং মহৎ ॥৪৮
ভূমের্দশগুণাশ্চাপঃ সমন্তাৎ পালয়ন্তি গাম্।
অদ্ভ্যো দশগুণশ্চাগ্নিঃ সর্ব্বতো ধারয়ত্যপঃ ॥৪৯
অগ্নের্দশগুণো বায়ুর্ধারয়ন্ জ্যোতিরাশ্রিতঃ।
তির্য্যক্ চ মণ্ডলো বায়ুর্ভূতান্যাবেষ্ট্য ধারয়ন্ ॥
দশাধিকং তথাকাশং বায়োর্ভূতান্যধারয়ৎ।
ভূতাদি ধারয়ন্ ব্যোম তস্মাদ্দশগুণস্তু বৈ ॥৫১
ভূতাদিতো দশগুণং মহদ্ভূতান্যধারয়ৎ।
মহত্তত্বং হ্যনন্তেন অব্যক্তেন তু ধার্য্যতে ॥ ৫২
আধারাধেয়ভাবেন বিকারাস্তে বিকারিণাম্ ॥
পৃথ্ব্যাদয়ো বিকারাস্তে পরিচ্ছিন্নাঃ পরস্পরম্।
পরস্পরাধিকাশ্চৈব প্রবিষ্টাশ্চ পরস্পরম্ ॥ ৫৪
এবং পরস্পরোৎপন্না ধার্য্যন্তে চ পরস্পরম্।
যস্মাৎ প্রবিষ্টাস্তেঽন্যোন্যং তস্মাৎ তে স্থিরতাং গতাঃ।
আসংস্তে হ্যবিশেষাশ্চ বিশেষা অন্যবেশনাৎ ॥
পৃথ্ব্যাদয়স্তু বায়্বন্তাঃ পরিচ্ছিন্নাস্তু তত্র তে।

করেন। জম্বুদ্বীপ হইতে বিবিধ রত্নরাজি অন্যান্য দ্বীপে প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ সকল দ্বীপ যথাক্রমে প্রজাদিগের সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, সংযম, আরোগ্য এবং আয়ুঃ-প্রমাণাদি বিষয়ে দ্বিগুণ দ্বিগুণ অধিক বলিয়া জ্ঞাতব্য। এই সমস্ত দ্বীপে এবং বর্ষে প্রজাগণ সহজ পাণ্ডিত্য প্রভাবেই পরিরক্ষিত হইয়া থাকে। বিনা প্রযত্নেই তাহাদিগের ভোজ্যদ্রব্য স্বয়ং উপস্থিত হয়। জনগণ মহাবীর্য্যজনক ষড়্রস-সম্পন্ন সেই অন্ন ভোজন করে। পুষ্করদ্বীপের পর মহান্ স্বাদূদক সমুদ্র উহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। স্বাদূদকের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া প্রকাশ ও অপ্রকাশ উভয়ধর্ম্মযুক্ত লোকালোক পর্ব্বত মণ্ডলাকারে অবস্থিত। এই পর্ব্বতের একাংশ আলোকিত এবং অপরাংশ গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন। উহা লোকবিস্তার ভূমির বহিরর্দ্ধ ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং উদক দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভূমির দশগুণ জল। এই জল পৃথিবীকে ভাসাইয়া রাখিয়াছে। জলের দশগুণ অগ্নি। উক্ত জলরাশি ধারণ করিতেছে। অগ্নির দশ গুণ বায়ু সর্ব্বতঃ সেই অগ্নিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই বায়ু তির্য্যক্ ও মণ্ডলাকার। বায়ু অপেক্ষা দশগুণ আকাশ সেই বায়ুকেও ধারণ করে। পরম্পরা সম্বন্ধে ইহা সর্ব্বভূতেরই আধার। ইহাপেক্ষা দশগুণ ভূতাদি অহঙ্কার সেই আকাশমণ্ডলকেও ধারণ করিতেছে। ভূতাদি হইতে দশগুণ মহৎ তত্ত্ব সেই ভূতাদিকেও ধারণ করিতেছে। এই মহত্তত্ত্বও অব্যক্ত অনন্ত কর্ত্তৃক ধৃত রহিয়াছে। এই বিকারী ও বিকার, পরস্পর আধার আধেয় ভাবে বর্ত্তমান; পৃথিব্যাদি বিকার সকল পরস্পর সীমাবিশিষ্ট এবং পরস্পর অধিক পরিমাণ, বান্, অথচ পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট। ইহারা পরস্পরে পরস্পর হইতে উৎপন্ন হইয়া পরস্পরকে ধারণ করে। ইহারা প্রবিষ্ট হওয়াতেই স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে; পূর্ব্বে ইহারা অবিশেষ ছিল, পরে অন্যাবেশ হেতু বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। ৪০—৫৫। তন্মধ্যে অন্য তত্ত্বাপেক্ষা পৃথিব্যাদি বায়ু পর্য্যন্তই পরস্পর বিশেষ পরিচ্ছেদ-যুক্ত।

ভূতেভ্যঃ পরতস্তেভ্যো হ্যলোকঃ সর্ব্বতঃ স্মৃতঃ
তথা হ্যালোক আকাশে পরিচ্ছিন্নানি সর্ব্বশঃ
পাত্রে মহতি পত্রাণি যথা হ্যন্তর্গতানি চ ॥ ৫৭
ভবন্ত্যন্যোন্যহীনানি পরস্পরসমাশ্রয়াৎ।
তথা হ্যালোক আকাশে ভেদাস্ত্বন্তর্গতা গতাঃ ॥
কৃতান্যেতানি তত্ত্বানি অন্যোন্যস্যাধিকানি তু।
যাবদেতানি তত্ত্বানি তাবদুৎপত্তিরুচ্যতে ॥ ৫৯
জন্তূনামিহ সংস্কারো ভূতেষ্বন্তর্গতেষু বৈ।
প্রত্যাখ্যায়েহ ভূতানি কার্য্যোৎপত্তির্ন বিদ্যতে
তস্মাৎ পরিমিতা ভেদাঃ স্মৃতাঃ কার্য্যাত্মকাস্তবৈ
তে কারণাত্মকাশ্চৈব স্যুর্ভেদা মহদাদয়ঃ ॥ ৬১
ইত্যেবং সন্নিবেশোঽয়ং পৃথ্ব্যাক্রান্তস্য ভাগশঃ
সপ্তদ্বীপ-সমুদ্রাণাং যাথাতথ্যেন বৈ ময়া ॥ ৬২
বিস্তারান্মণ্ডলাচ্চৈব প্রসংখ্যানেন চৈব হি।
বিশ্বরূপপ্রধানস্য পরিমাণৈকদেশিনঃ ॥ ৬৩

অপরাপর তত্ত্বে সর্ব্বতঃ আলোকমাত্রের উপলব্ধি হয়। মহৎ পাত্রমধ্যে বহু পত্র স্থাপন করিলেও যেমন সেই পত্রসমূহ উক্ত পাত্র দ্বারা সর্ব্বথা সমাবৃত থাকায় পৃথক্‌রূপে পত্রগুলির উপলব্ধি হয় না, উহাদিগেরও তেমনি পৃথক্ প্রত্যক্ষ করিবার কোন উপায় নাই। পত্রগুলি যেমন পাত্রমধ্যে একীভূত অথচ পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত, আকাশাদি তত্ত্ব কয়টীও তেমনি পরস্পর ভেদাভেদ-যুক্ত। ফলতঃ আকাশ অলোকাদিও অন্তর্গত ভেদ-যুক্ত এবং পরস্পর অধিক পরিমাণশালী। যতকাল এই তত্ত্ব সকল থাকিবে, তাবৎ কাল এই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিবে। প্রাণিগণের সংস্কারসমূহ এই সকল ভূতমধ্যে অন্তর্হিত থাকে, এ নিমিত্ত উক্ত ভূতচয় ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না। ৫৬—৬০। অতএব বুঝা যায়, সেই মহদাদি তত্ত্ব সকল কর্ম্মাত্মক এবং কারণাত্মক—উভয় বিধ ভেদ-বিশিষ্ট। এই আমি পৃথিবীর সন্নিবেশ, বিভাগানুসারে সপ্তদ্বীপ-সমুদ্রাদির বিস্তার-মণ্ডল-পরিমাণোল্লেখ সহকারে বর্ণন করিলাম। নিয়ত পরিণামী প্রধান তত্ত্বের

এতাবৎ সন্নিবেশস্ত ময়া সম্যক্ প্রকাশিতঃ॥৬৪
এতাবদেব শ্রোতব্যং সন্নিবেশস্য পার্থিব।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্গতিম্ ॥৬৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ভুবনকোষে সপ্তদ্বীপনিবেশনং নাম ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৩॥

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্গতিম্।
সূর্য্যাচন্দ্রমসাবেতৌ ভ্রাজন্তৌ যাবদেব তু ॥ ১
সপ্তদ্বীপসমুদ্রাণাং দ্বীপানাং ভাতি বিস্তরঃ।
বিস্তরার্দ্ধং পৃথিব্যাস্তু ভবেদন্যত্র বাহ্যতঃ ॥ ২
পর্য্যাসপরিমাণঞ্চ চন্দ্রাদিত্যৌ প্রকাশতঃ।
পর্য্যাসপারিমাণ্যাত্তু বুধৈস্তুল্যং দিবঃ স্মৃতম্ ॥৩

একদেশ মাত্রের সন্নিবেশই এই সম্যক্ প্রকাশিত হইল। হে পার্থিব! ভূসন্নিবেশ বিষয়ে এই পর্য্যন্ত শ্রোতব্য। অতঃপর চন্দ্র-সূর্য্যের গতি বর্ণনা করিতেছি। ৬১—৬৫।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অতঃপর চন্দ্র-সূর্য্যের গতিবিবরণ বলিতেছি। সপ্তদ্বীপ সমুদ্রাদি সহ সমগ্র পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ এবং পৃথিবী-বহির্ভূত অনেকাংশ চন্দ্রসূর্য্যে আলোকিত হয়। উহাঁরা উহাদিগের মণ্ডলপরিমাণেই আলোকদান করেন। উহাঁদিগের মণ্ডল-পরিমাণ স্বর্গলোকের তুল্য। বুধগণ এরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। সূর্য্য অবিলম্বিত গতিতে সাধারণতঃ তিন লোকে গমনাগমন করেন। অচিরকালমধ্যে প্রকাশ দান দ্বারা লোক সকলের অবন অর্থাৎ পালন করেন বলিয়া

ত্রীন্‌ লোকান্‌ প্রতি সামান্যাৎ সূর্য্যো
যাত্যবিলম্বতঃ।
অচিরাত্তু প্রকাশেন অবনাৎ তু রবিঃ স্মৃতঃ ॥৪
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি প্রমাণং চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ।
মহিতত্বান্মহচ্ছব্দো হ্যস্মিন্নর্থে নিগদ্যতে ॥ ৫
অস্য ভারতবর্ষস্য বিষ্কম্ভাৎ তুল্যবিস্তৃতম্‌।
মণ্ডলং ভাস্করস্যাথ যোজনৈস্তন্নিবোধত ॥ ৬
নবযোজনসাহস্রো বিস্তারো মণ্ডলস্য তু।
বিস্তারাৎ ত্রিগুণশ্চাপি পরিণাহোঽত্র মণ্ডলে ॥
বিষ্কম্ভান্মণ্ডলাচ্চৈব ভাস্করাদ্দ্বিগুণঃ শশী।
অতঃ পৃথিব্যা বক্ষ্যামি প্রমাণং যোজনৈঃ পুনঃ
সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়া বিস্তারো মণ্ডলস্য তু।
ইত্যেতদিহ সংখ্যাতং পুরাণে পরিমাণতঃ ॥ ৯
তদ্বক্ষ্যামি প্রসংখ্যায় সাম্প্রতঞ্চাভিমানিভিঃ।
অভিমানিনো হ্যতীতা যে তুল্যাস্তে
সাম্প্রতৈস্থিহ ॥১০
দেবদেবৈরতীতাস্তু রূপৈর্নামভিরেব চ।
তস্মাদ্বৈ সাম্প্রতৈর্দেবৈর্বক্ষ্যামি বসুধাতলম্‌ ॥
দিব্যস্য সন্নিবেশো বৈ সাম্প্রতৈরেব কৃৎস্নশঃ
শতার্দ্ধকোটিবিস্তারা পৃথিবী কৃৎস্নশঃ স্মৃতা ॥১২
তস্যাশ্চার্দ্ধ প্রমাণঞ্চ মেরোশ্চৈবোত্তরোত্তরম্‌।
মেরোর্মধ্যে প্রতিদিশং কোটিরেকা তু সা স্মৃতা
তথা শতসহস্রাণামেকোননবতিং পুনঃ।
পঞ্চাশচ্চ সহস্রাণি পৃথিব্যর্দ্ধস্য বিস্তরঃ ॥ ১৪
পৃথিব্যা বিস্তরং কৃৎস্নং যোজনৈস্তন্নিবোধত।
তিস্রঃ কোট্যস্তু বিস্তারাৎ সংখ্যাতাস্তু চতুর্দ্দিশম্‌
তথা শতসহস্রাণামেকোনাশীতিরুচ্যতে।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়াঃ পৃথিব্যাঃ স তু বিস্তরঃ ॥১৬
বিস্তারং ত্রিগুণঞ্চৈব পৃথিব্যন্তরমণ্ডলম্‌।
গণিতং যোজনানাস্তু কোট্যস্ত্বেকাদশ স্মৃতাঃ ॥
তথা শতসহস্রাণাং সপ্তত্রিংশাধিকাস্তু তাঃ।
ইত্যেতদ্বৈ প্রসংখ্যাতং পৃথিব্যন্তরমণ্ডলম্‌ ॥১৮
তারকাসন্নিবেশস্য দিবি যাবৎ তু মণ্ডলম্‌।
পর্য্যাপ্তসন্নিবেশস্য ভূমেস্তাবৎ তু মণ্ডলম্‌ ॥১৯
পর্য্যাসপরিমাণস্তু ভূমেস্তুল্যং দিবঃ স্মৃতম্‌।
মেরোঃ প্রাচ্যাং দিশায়াস্তু মানসোত্তরমূর্দ্ধনি ॥
বস্বৌকসারা মাহেন্দ্রী পুণ্যা হেমপরিষ্কৃতা।

ইহাঁকে রবি বলা যায়। পুনরায় চন্দ্র সূর্য্যের প্রমাণ বলিতেছি। মহিতত্ব হেতু মহৎ শব্দ এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভাস্করমণ্ডল এই ভারতবর্ষের বিষ্কম্ভপরিমাণ তুল্য বিস্তৃত। উহা কত যোজন, তাহা বলিতেছি অবধান করুন। মণ্ডলের বিস্তার নবসহস্র যোজন। বিস্তার অপেক্ষা ইহার উচ্চতা তিনগুণ অধিক। বিষ্কম্ভ ও মণ্ডল পরিমাণে ভাস্কর অপেক্ষা শশী দ্বিগুণ। অতঃপর আবার যোজনোল্লেখ সহকারে সপ্তদ্বীপ-সমুদ্রসহিতা পৃথিবীর বিস্তার-মণ্ডল সহ পরিমাণ বর্ণনা করিতেছি। পুরাণে পরিমাণাদির সংখ্যা এইরূপই করা হইয়াছে। সম্প্রতি অভিমানী-দিগের বিবরণ বলিতেছি। অতীত অভি-মানীরা সাম্প্রত অভিমানীদিগের তুল্য। সেই সকল দেবতার ন্যায় ইহাদিগেরও নাম-রূপাদি সকলই একবিধ। এ নিমিত্ত সাম্প্রত দেবতা-গণ সহ বসুধাতল-বিবরণ বলিতেছি। সাম্প্রতগণের ন্যায়ই দিব্যগণের সম্যক্‌ সন্নিবেশ। সমগ্রা পৃথিবী শতার্দ্ধকোটি যোজন বিস্তারবতী। ১—১২। মেরুর বহির্ভাগে চতু-র্দ্দিকের পরিমাণ উহারও অর্দ্ধ। মেরুমধ্যে প্রতিদিকের পরিমাণ এক এক কোটি। সমু-দায় পৃথিবীর অর্দ্ধাংশের পরিমাণ একোন-নবতি লক্ষ পঞ্চাশৎসহস্র যোজন। পৃথি-বীর বিস্তারপরিমাণ চতুর্দ্দিকে তিনকোটী ঊনাশীতি লক্ষ। ইহা সপ্তদ্বীপসমুদ্রা পৃথি-বীর বিস্তার। বিস্তার অপেক্ষা পৃথিবীর অন্তর মণ্ডল ত্রিগুণ। গণনাতে উহা একাদশ কোটী সপ্তত্রিংশ লক্ষ যোজন। এই পৃথিবী-মণ্ডলের সংখ্যা করিলাম। আকাশে তারকা-সন্নিবেশের যে মণ্ডল দেখা যায়, সমস্ত সন্নিবেশ-সহিতা পৃথিবীরও মণ্ডল ততোধিক। ফলতঃ ভূমির পরিমাণ দেবলোক সম। ১৩—২০। মেরুর পূর্ব্বদিকে মানসো-ত্তর পর্ব্বতের মস্তকোপরি বস্বৌকসারা নামে

দক্ষিণেন পুনর্মেরোর্মানসস্য তু পৃষ্ঠতঃ ॥ ২১
বৈবস্বতো নিবসতি যমঃ সংযমনে পুরে।
প্রতীচ্যান্তু পুনর্মেরোর্মানসস্য তু মূর্দ্ধনি ॥ ২২
সুষা নাম পুরী রম্যা বরুণস্যাপি ধীমতঃ।
দিশ্যুত্তরায়াং মেরোস্তু মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি ॥২৩
তুল্যা মহেন্দ্রপুর্য্যাপি সোমস্যাপি বিভাবরী।
মানসোত্তরপৃষ্ঠে তু লোকপালাশ্চতুর্দ্দিশম্ ॥২৪
স্থিতা ধর্ম্মব্যবস্থার্থং লোকসংরক্ষণায় চ।
লোকপালোপরিষ্টাৎ তু সর্ব্বতো দক্ষিণায়নে ॥
কাষ্ঠাগতস্য সূর্য্যস্য গতিস্তত্র নিবোধত।
দক্ষিণোপক্রমে সূর্য্যঃ ক্ষিপ্তেষুরিব সর্পতি ॥২৬
জ্যোতিষাং চক্রমাদায় সততং পরিগচ্ছতি।
মধ্যগশ্চামরাবত্যাং যদা ভবতি ভাস্করঃ ॥ ২৭
বৈবস্বতে সংযমেন উদ্যন্ সূর্য্যঃ প্রদৃশ্যতে।
সুষায়ামর্দ্ধরাত্রস্তু বিভাবর্য্যাস্তমেতি চ ॥ ২৮
বৈবস্বতে সংযমনে মধ্যাহ্নে তু রবির্যদা।
সুষায়ামথ বারুণ্যামুত্তিষ্ঠন্ স তু দৃশ্যতে ॥ ২৯
বিভাবর্য্যামর্দ্ধরাত্রং মাহেন্দ্র্যামস্তমেব চ।
সুষায়ামথ বারুণ্যাং মধ্যাহ্নে তু রবির্যদা ॥ ৩০
বিভাবর্য্যাং সোমপুর্য্যামুত্তিষ্ঠতি বিভাবসুঃ।
মহেন্দ্রস্যামরাবত্যামুদ্গচ্ছতি দিবাকরঃ।
অর্দ্ধরাত্রং সংযমনে বারুণ্যামস্তমেতি চ ॥ ৩১
স শীঘ্রমেব পর্য্যেতি ভানুরালাতচক্রবৎ ॥ ৩২
ভ্রমন্ বৈ ভ্রমমাণানি ঋক্ষাণি চরতে রবিঃ।
এবং চতুর্ষু পার্শ্বেষু দক্ষিণান্তেষু সর্পতি ॥ ৩৩
উদয়াস্তময়ে বাসাবুত্তিষ্ঠতি পুনঃপুনঃ।
পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নে চ দ্বৌ দ্বৌ দেবালয়ৌ তু সঃ
পতত্যেকস্তু মধ্যাহ্নে ভাভিরেব চ রশ্মিভিঃ।
উদিতো বর্দ্ধমানাভির্মধ্যাহ্নে তপতে রবিঃ ॥৩৫
অতঃ পরং হ্রসন্তীভির্গোভিরস্তং স গচ্ছতি।
উদয়াস্তময়াভ্যাঞ্চ স্মৃতে পূর্ব্বাপরে তু বৈ ॥ ৩৬
যাদৃক্ পুরস্তাৎ তপতি যাদৃক্ পৃষ্ঠে তু পার্শ্বয়োঃ
যত্রোদয়স্তু দৃশ্যেত তেষাং স উদয়ঃ স্মৃতঃ ॥৩৭

হেমসমন্বিতা মাহেন্দ্রীপুরী বিরাজমান। মানসের পূর্ব্বভাগে মেরুর দক্ষিণদিকে সংযমনপুরে বৈবস্বত যম বাস করেন। মানসশিরে মেরুর পশ্চিমদিকে ধীমান্ বরুণের সুষা নামে রম্যা পুরী বর্ত্তমান। মেরুর উত্তর দিকে মানসোপরি সোমের মহেন্দ্রপুরী-সমা বিভাবরী পুরী আছে। এই মানসোত্তর গিরির পৃষ্ঠভাগে চতুর্দ্দিকে লোকপালগণ ধর্ম্মব্যবস্থাপন ও লোকরক্ষণার্থ অবস্থান করেন। দক্ষিণায়ন সময়ে সূর্য্য উক্ত লোকপালগণের মস্তকোপরি প'রভ্রমণ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে অবধান করুন। সূর্য্য ধনুর্ম্মুক্ত বাণবৎ সবেগে দক্ষিণাভিমুখে সতত জ্যোতিশ্চক্র লইয়া গমন করেন। সেই ভাস্কর যখন অমরাবতীতে মধ্যগামী হয়েন, তখন সংযমন নামক বৈবস্বত পুরে উদীয়মানরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। সুষা পুরীতে সে সময়ে অর্দ্ধরাত্র এবং বিভাবরীতে অস্তগামী হয়েন। বৈবস্বত সংযমনপুরে যখন মধ্যাহ্ন, তখন বারুণী সুষা পুরীতে সূর্য্যোদয়, বিভাবরী পুরে অর্দ্ধরাত্র, মহেন্দ্রপুরীতে সূর্য্যাস্ত লক্ষিত হয়। সুষা পুরাতে যখন মধ্যাহ্ন, তখন সোমপুরীতে বিভাবসু উদিত হয়েন। এইরূপে মহেন্দ্রের অমরাবতীতে দিবাকরের উদয় হইলে, সংযমনপুরে তখন অর্দ্ধরাত্র, এবং বরুণপুরে সূর্য্যাস্ত হইয়া থাকে। ২১—৩১। সেই রবি অলাতচক্রবৎ পরিভ্রমণ করত ভ্রমমাণ ঋক্ষগণকেও ভ্রামিত করিয়া থাকেন। এইরূপে তিনি সেই মানসোত্তরের চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণক্রমে পরিভ্রমণ করেন। উদয় ও অস্তময় তাঁহার আভির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র। তিনি পূর্ব্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে তিনটী দেবালয়ে যথাক্রমে প্রবল রশ্মি সহযোগে গমন করিয়া থাকেন। রবি উদিত হইয়া বর্দ্ধমান কিরণ দ্বারা মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তাপ প্রদান করেন; পরন্ত অতঃপর অস্তগমন যাবৎ তাঁহার কিরণ হ্রাস পাইতে থাকে। উদয়াস্তময় দ্বারাই তিনি পূর্ব্ব-পশ্চিম দিকের সৃষ্টি করেন। সেই রবি সম্মুখভাগেও যেমন তাপ দান করেন, পৃষ্ঠে বা পার্শ্বদ্বয়েও

প্রণাশং গচ্ছতে যত্র তৈষামস্তঃ স উচ্যতে।
সর্বেষামুত্তরে মেরুর্লোকালোকস্য দক্ষিণে ॥
বিদূরভাবাদর্কস্য ভূমেরেষা গতস্য চ।
ভ্রিয়ন্তে রশ্ময়ো যস্মাৎ তেন রাত্রৌ ন দৃশ্যতে ॥
ঊর্দ্ধং শতসহস্রাংশুঃ স্থিতস্তত্র প্রদৃশ্যতে।
এবং পুষ্করমধ্যে তু যদা ভবতি ভাস্করঃ ॥ ৪০
ত্রিংশদ্ভাগঞ্চ মেদিন্যা মুহূর্ত্তেন স গচ্ছতি।
যোজনানাং সহস্রস্য ইমাং সংখ্যাং নিবোধত ॥
পূর্ণং শতসহস্রাণামেকত্রিংশচ্চ সা স্মৃতা।
পঞ্চাশচ্চ সহস্রাণি তথান্যান্যধিকানি চ ॥ ৪১
মৌহূর্ত্তিকী গতির্হ্যেষা সূর্য্যস্য তু বিধীয়তে।
এতেন ক্রমযোগেন যদা কাষ্ঠান্তু দক্ষিণাম্ ॥৪৩
পরিগচ্ছতি সূর্য্যোঽসৌ মাসং কাষ্ঠামুদগ্দিনাৎ
মধ্যেন পুষ্করস্যাথ ভ্রমতে দক্ষিণায়নে ॥ ৪৪
মানসোত্তরমেরোস্তু অন্তরং ত্রিগুণং স্মৃতম্।

তেমনি তাপ দেন। যেখানে তাঁহাকে প্রথম দেখা যায়, তাহাই উদয় এবং যেখানে অদর্শন ঘটে তাহাই অস্ত নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেরু পর্ব্বত সকলেরই উত্তরে; কিন্তু লোকালোক গিরির দক্ষিণে বর্ত্তমান। সূর্য্য অত্যন্ত দূরবর্ত্তী এবং তাঁহা হইতে ভূমিতে আসিতেও কিরণরাজি পথমধ্যে অন্যান্য পদার্থকে আশ্রয় করে, এ কারণে রাত্রিকালে উহা পরিদৃষ্ট হয় না। ভগবান্ সহস্রাংশু যখন পুষ্করমধ্যভাগে থাকেন, তখন তাঁহাকে উর্দ্ধগত দেখা যায়। —৪০। তিনি এক মুহূর্ত্তে মেদিনীর ত্রিংশৎভাগ গমন করেন। ইহা সহস্র যোজন পথ বলিয়া বিজ্ঞেয়। অথবা সমগ্র লক্ষ যোজন পথের একত্রিংশাংশ তিনি এক মুহূর্ত্তে অতিবাহিত করেন। সূর্য্যের সাধারণতঃ গতিপরিমাণ পঞ্চাশৎ সহস্রের কিঞ্চিদধিক। ইহা সূর্য্যের মৌহূর্ত্তিকী গতি। তিনি এইভাবে যখন দক্ষিণদিকে গমন করেন, তখন দক্ষিণায়ন এবং উত্তরদিকে গমন কালে উত্তরায়ণ হয়। দক্ষিণায়নে সূর্য্য পুষ্করের মধ্যভাগে বিচরণ করেন। মানসোত্তর ও মেরু পর্ব্বতের

সর্ব্বতো দক্ষিণায়াস্তু কাষ্ঠায়াং তন্নিবোধত ॥৪৫
নব কোট্যঃ প্রসংখ্যাতা যোজনৈঃ পরিমণ্ডলম্
তথা শতসহস্রাণি চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ॥ ৪৬
অহোরাত্রাৎ পতঙ্গস্য গতিরেষা বিধীয়তে।
দক্ষিণাদিগ্নিবৃত্তোঽসৌ বিষুবস্থো যদা রবিঃ ॥
ক্ষীরোদস্য সমুদ্রস্যোত্তরতোঽপি দিশং চরন্।
মণ্ডলং বিষুবচ্চাপি যোজনৈস্তন্নিবোধত ॥ ৪৮
তিস্রঃ কোট্যস্তু সম্পূর্ণা বিষুবস্যাপি মণ্ডলম্।
তথা শতসহস্রাণি বিংশত্যেকাধিকানি তু ॥৪৯
শ্রাবণে চোত্তরাং কাষ্ঠাং চিত্রভানুর্যদা ভবেৎ।
গোমেদস্য পরদ্বীপে উত্তরাঞ্চ দিশং চরন্ ॥৫০
উত্তরায়াঃ প্রমাণন্তু কাষ্ঠায়া মণ্ডলস্য তু।
দক্ষিণোত্তরমধ্যানি তানি বিদ্যাদ্যথাক্রমম্ ॥
স্থানং জরদ্গবং মধ্যে তথৈরাবতমুত্তরম্।
বৈশ্বানরং দক্ষিণতো নির্দ্দিষ্টমিহ তত্ত্বতঃ ॥ ৫২
নাগবীথ্যুত্তরাবীথী হ্যজবীথিস্তু দক্ষিণা।
উভে আষাঢ়মূলস্তু অজবীথ্যাদয়স্ত্রয়ঃ ॥ ৫৩
অভিজিৎ পূর্ব্বতঃ স্বাতিং নাগবীথ্যুত্তরাস্ত্রয়ঃ।

অন্তর পরিমাণ ইহার ত্রিগুণ। দক্ষিণদিক্স্থ সূর্য্যের গতিপথ বলিতেছি, অবধান করুন। ঐ পথের পরিমণ্ডল নবকোটি একলক্ষ পঞ্চচত্বারিংশৎ যোজন। ইহা সূর্য্যের অহোরাত্রের গতিপথ। রবি যখন দক্ষিণদিক্ হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিষুবরেখায় অবস্থান করেন, তখন ক্ষীরোদ সাগরের উত্তরভাগ যাবৎ আলোকিত হয়। বিষুবমণ্ডলের পরিমাণ শ্রবণ করুন। বিষুবমণ্ডল তিনকোটী একলক্ষ একবিংশতি যোজন। সেই চিত্রভানু যখন শ্রাবণমাসে উত্তরদিকে গমন করেন, তখন গোমেদ দ্বীপের পরভাগ পর্য্যন্ত তদীয় কিরণে আলোকিত হয়। দক্ষিণ, উত্তর, মধ্য, সকল মণ্ডলেরই প্রমাণ সমান। উহার মধ্যভাগে জরদ্গব, উত্তরে ঐরাবত এবং দক্ষিণে বৈশ্বানর স্থান বিদ্যমান। ৪১ ৫২। উত্তরাবীথী নাগবীথী এবং দক্ষিণাবীথী—অজবীথী। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া,—এই তিন তিন নক্ষত্রাবলম্বনে উক্ত

অশ্বিনী কৃত্তিকা যাম্যা নাগবীথ্যন্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ॥
রোহিণ্যার্দ্রা মৃগশিরো নাগবীথিরিতি স্মৃতা।
পুষ্যাশ্লেষা পুনর্ব্বস্বোর্বীথী চৈরাবতী স্মৃতা ॥৫৫
তিস্রস্তু বীথয়ো হ্যেতা উত্তরামার্গ উচ্যতে
পূর্ব্ব-উত্তরফল্গুন্যৌ মঘা চৈবার্ষভী ভবেৎ ॥৫৬
পূর্ব্বোত্তরপ্রোষ্ঠপদৌ গোবীথী রেবতী স্মৃতা
শ্রবণঞ্চ ধনিষ্ঠা চ বারুণঞ্চ জরদ্গবম্ ॥ ৫৭
এতাস্তু বীথয়স্তিস্রো মধ্যমো মার্গ উচ্যতে।
হস্তা চিত্রা তথা স্বাতী হ্যজবীথিরিতি স্মৃতা ॥৫৮
জ্যেষ্ঠা বিশাখা মৈত্রঞ্চ মৃগবীথী তথোচ্যতে ॥
মূলং পূর্ব্বোত্তরাষাঢ়ে বীথী বৈশ্বানরী ভবেৎ
স্মৃতাস্তিস্রস্তু বীথ্যস্তা মার্গে বৈ দক্ষিণে পুনঃ।
কাষ্ঠয়োরন্তরঞ্চৈতদ্বক্ষ্যতে যোজনৈঃ পুনঃ ॥৬০
এতচ্ছতসহস্রাণামেকত্রিংশৎ তু বৈ স্মৃতম্।
শতানি ত্রীণি চান্যানি ত্রয়স্ত্রিংশৎ তথৈব চ ॥৬১
কাষ্ঠয়োরন্তরং হ্যেতদ্‌যোজনানাং প্রকীর্ত্তিতম্।
কাষ্ঠয়োর্লেখয়োশ্চৈব অয়নে দক্ষিণোত্তরে ॥৬২
তে বক্ষ্যামি প্রসংখ্যায় যোজনৈস্তু নিবোধত

একৈকমন্তরং তদ্বদ্যুক্তান্যেতানি সপ্তভিঃ ॥ ৬৩
সহস্রেণাতিরিক্তা চ ততোঽন্যা পঞ্চবিংশতিঃ
লেখয়োঃ কাষ্ঠয়োশ্চৈব বাহ্যাভ্যন্তরয়োশ্চরন্ ॥
অভ্যন্তরং স পর্য্যেতি মণ্ডলান্যুত্তরায়ণে।
বাহ্যতো দক্ষিণেনৈব সততং সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ৬৫
চরন্নসাবুদীচ্যাং হ্যশীত্যা মণ্ডলাঙ্গতম্।
অভ্যন্তরং স পর্য্যেতি ক্রমতে মণ্ডলানি তু ॥
প্রমাণং মণ্ডলস্যাপি যোজনানাং নিবোধত।
যোজনানাং সহস্রাণি দশ চাষ্টৌ তথা স্মৃতম্ ॥
অধিকান্যষ্টপঞ্চাশদ্‌যোজনানি তু বৈ পুনঃ।
বিষ্কম্ভো মণ্ডলস্যৈব তির্য্যক্ স তু বিধীয়তে ॥
অহস্তু চরতে নাভেঃ সূর্য্যো বৈ মণ্ডলং ক্রমাৎ
কুলালচক্রপর্য্যন্তো যথা চন্দ্রো রবিস্তথা ॥ ৬৯
দক্ষিণে চক্রবৎ সূর্য্যস্তথা শীঘ্রং নিবর্ত্ততে।
তস্মাৎ প্রকৃষ্টাং ভূমিন্তু কালেনাল্পেন গচ্ছতি।
সূর্য্যো দ্বাদশভিঃ শীঘ্রং মুহূর্ত্তৈর্দক্ষিণায়নে।
ত্রয়োদশার্দ্ধমৃক্ষাণাং মধ্যে চরতি মণ্ডলম্ ॥ ৭১
মুহূর্ত্তৈস্তানি ঋক্ষাণি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্।

অজবীথ্যাদি বীথীত্রয় অবস্থিত। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ, পূর্ব্বভাদ্রপদ, স্বাতী এবং উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ,—এই তিন তিন নক্ষত্রাবলম্বনে অজবীথী প্রভৃতি বীথীত্রয় অবস্থিত। অশ্বিনী, ভরণী কৃত্তিকা এই তিন নক্ষত্র নাগ-বীথী। রোহিণী, আর্দ্রা, মৃগশিরা,—নাগবীথী ইহারাও। পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা—ঐরা-বতী বীথী। এই তিনটী বীথী উত্তর মার্গ। মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী,—উত্তরফল্গুনী,—আর্ষভী বীথী। পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী —গোবীথী। শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা,—জরদ্গববীথী। এই তিন বীথী মধ্যম মার্গ। হস্তা, চিত্রা, স্বাতী,—অজবীথী। জ্যেষ্ঠা, বিশাখা, অনুরাধা,—মৃগবীথী। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া,—বৈশ্বানরী বীথী। দক্ষিণমার্গে যে বীথীত্রয় আছে, উঁহাদিগের অন্তর পরিমাণ বলিতেছি। উহা একত্রিংশৎ লক্ষ তিনশত ত্রয়স্ত্রিংশৎ যোজন। বিষুবরেখাবধি দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ-পথের পরিমাণ বলিতেছি। অবধান সহকারে শ্রবণ করুন। মধ্যভাগস্থ সপ্তবীথীর পরস্পর অন্তর-পরিমাণ পঞ্চবিংশত্যধিক সহস্র যোজন। বিষুবরেখাবধি অয়নসীমান্ত পর্য্যন্তের মধ্যে ভ্রমণশীল রবিমণ্ডল উত্তরায়ণে রেখাদ্বয়ের মধ্যমার্গে প্রবিষ্ট হয়েন। রবি বহির্ভাগ হইতে একশত অশীতিযোজন অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এক্ষণে মণ্ডলের পরিমাণ শ্রবণ করুন। মণ্ডলের বিষ্কম্ভ পরিমাণ অষ্টাদশসহস্র অষ্টপঞ্চাশৎ যোজন। এই পরিমাণ তির্য্যক্‌ভাবেই বুঝিবেন। এক দিবারাত্রে সূর্য্য সেই মেরুর নাভিমণ্ডলে কুলালচক্রবৎ একবার মাত্র পরিভ্রমণ করেন। চন্দ্রও এই প্রকার। সূর্য্য দক্ষিণাবর্ত্তে চক্রবৎ অতি সত্বর আবর্ত্তন করেন বলিয়া অল্পকাল মধ্যেই অতি দূর ভূমিতে যাইয়া থাকেন। ৫০—৭০। সূর্য্য দক্ষিণায়ন কালে দ্রুতগতি দ্বাদশ মুহূর্ত্তে সার্দ্ধ ত্রয়োদশ নক্ষত্রমণ্ডলে বিচরণ করেন। রাত্রিকালে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে সেই কয়টী

কুলালচক্রমধ্যস্থো যথা মন্দং প্রসর্পতি ॥ ৭২
উদগ্‌যানে তথা সূর্য্যঃ সর্পতে মন্দবিক্রমঃ।
তস্মাদ্দীর্ঘেণ কালেন ভূমিং সোহল্পাং প্রসর্পতি
সূর্য্যোহষ্টাদশভিরহ্নো মুহূর্ত্তৈরুদগায়নে।
ত্রয়োদশানাং মধ্যে তু ঋক্ষাণাং চরতে রবিঃ।
মুহূর্ত্তৈস্তানি ঋক্ষাণি রাত্রৌ দ্বাদশভিশ্চরন্ ॥৭৪
ততো মন্দতরং তাভ্যাং চক্রন্তু ভ্রমতে পুনঃ।
মৃৎপিণ্ড ইব মধ্যস্থো ভ্রমতেহসৌ ধ্রুবস্তথা ॥৭
মুহূর্ত্তৈস্ত্রিংশতা তাবদহোরাত্রং ধ্রুবো ভ্রমন্।
উভয়োঃ কাষ্ঠয়োর্মধ্যে ভ্রমতে মণ্ডলানি তু ॥৭৬
উত্তরক্রমণেহর্কস্য দিবা মন্দগতিঃ স্মৃতা।
তস্যৈব তু পুনর্নক্তং শীঘ্রা সূর্য্যস্য বৈ গতিঃ ॥
দক্ষিণপ্রক্রমে বাপি দিবা শীঘ্রং বিধীয়তে।
গতিঃ সূর্য্যস্য বৈ নক্তং মন্দা চাপি বিধীয়তে ॥
এবং গতিবিশেষেণ বিভজন্ রাত্র্যহানি তু।
অজবীথ্যাং দক্ষিণায়াং লোকালোকস্য চোত্তরম্ ॥ ৭৯
লোকসন্তানতো হ্যেষ বৈশ্বানরপথাদ্বহিঃ।
ব্যুষ্টির্যাবৎ প্রভা সৌরী পুষ্করাৎ সম্প্রবর্ত্ততে ॥
পার্শ্বেভ্যো বাহ্যতস্তাবল্লোকালোকশ্চ পর্ব্বতঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি দশোর্দ্ধঞ্চোচ্ছ্রিতো গিরিঃ
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ পর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ।
নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্যাশ্চ গ্রহাস্তারাগণৈঃ সহ ॥ ৮২
অভ্যন্তরে প্রকাশন্তে লোকালোকস্য বৈ গিরেঃ
এতাবানেব লোকস্তু নিরালোকস্ততঃ পরম্ ॥
লোক আলোকনে ধাতুর্নিরালোকস্থলোকতা।
লোকালোকৌ তু সন্ধত্তে তস্মাৎ সূর্য্যঃ পরিভ্রমন্ ॥ ৮৪
তস্মাৎ সন্ধ্যেতি তামাহুরুষাব্যুষ্টৈর্যথান্তরম্।
উষা রাত্রিঃ স্মৃতা বিপ্রৈর্ব্যুষ্টিশ্চাপি অহঃ স্মৃতম্
ত্রিংশৎকলো মুহূর্ত্তস্তু অহস্তে দশ পঞ্চ চ।
হ্রাসো বৃদ্ধিরহর্ভাগৈর্দিবসানাং যথা তু বৈ ॥ ৮৬
সন্ধ্যামুহূর্ত্তমাত্রায়াং হ্রাস-বৃদ্ধী তু তে স্মৃতে।
লেখাপ্রভৃত্যথাদিত্যে ত্রিমুহূর্ত্তাগতে তু বৈ ॥৮

নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া থাকেন। উত্তরায়ণ কালে অপেক্ষাকৃত মন্দভাবে গমন করেন। এজন্য দীর্ঘকালে অল্পভূমি অতিক্রম করেন। উত্তরায়ণে সূর্য্য দিবাভাগে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে ত্রয়োদশ নক্ষত্রমধ্যে এবং রাত্রিকালে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে ত্রয়োদশ নক্ষত্র মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। ধ্রুবমণ্ডল মৃৎপিণ্ডসম মধ্যভাগে থাকিয়া চক্রাকারে ইহাপেক্ষা মন্দতর গমনে নিরন্তর পরিভ্রমণ করে। উহা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মণ্ডল সকলে পরিভ্রমণপূর্ব্বক ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তাত্মক এক অহোরাত্রে আবর্ত্তিত হয়। উত্তরায়ণে সূর্য্যের গতি দিবাভাগে মন্দীভূত এবং রাত্রিকালে শীঘ্র হইয়া থাকে। দক্ষিণায়ণে দিবাভাগে শীঘ্র এবং রাত্রিকালে মন্দগতি হয়। সূর্য্য এইভাবে স্বীয় গতির তারতম্য বশতঃ দিবারাত্রি বিভাগপূর্ব্বক দক্ষিণা অজবীথীতে এবং লোকালোক পর্ব্বতের উত্তরাংশে বিচরণ করেন। লোকবিস্তারভূমি অবধি বৈশ্বানর পথের বহির্ভাগ এবং ব্যুষ্টি, প্রভা, সৌরী ও পুষ্কর পর্য্যন্ত ইহার বিচরণস্থান। ৭১—৮০। লোকালোক পর্ব্বত পার্শ্বদেশ ও বহির্ভাগ ব্যাপিয়া রহিয়াছে! উহা দশসহস্র যোজন উন্নত, আলোক ও অন্ধকারময় এবং মণ্ডলাকারে অবাস্থত। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারাগণ সকলেই সেই লোকালোক গিরির অভ্যন্তরে প্রকাশমান। লোক অর্থাৎ দর্শনযোগ্য বিষয় এই পর্য্যন্ত। ইহার পরে নিরালোক। লোক ধাতু দর্শনার্থক। লোকের অভাবই নিরালোক। সূর্য্য পরিভ্রমণপূর্ব্বক এই লোক ও অলোকের সন্ধান অর্থাৎ সংযোজন করেন, এইজন্য সেই কালকে সন্ধ্যা বলা হয়। তন্মধ্যে উষা ও কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। বিপ্রগণ উষাকে রাত্রি এবং ব্যুষ্টিকে দিবা বলিয়া নির্ব্বাচন করেন। ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত, পঞ্চদশ মুহূর্ত্তে এক দিন। এই দিবসের যে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহার প্রণালী এই যে, সন্ধ্যাকালের এক মুহূর্ত্তের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

প্রাতঃ স্মৃতস্ততঃ কালো ভাগাংশ্চাহ্নশ্চ পঞ্চ চ
তস্মাৎ প্রাতর্গতান্ কালান্মুহূর্ত্তাঃ সঙ্গবস্ত্রয়ঃ ॥৮৮
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তস্তু তস্মাৎ কালাদনন্তরম্।
তস্মান্মধ্যন্দিনাৎ কালাদপরাহ্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥৮৯
ত্রয় এব মুহূর্ত্তাস্তু কাল এষ স্মৃতো বুধৈঃ।
অপরাহ্ণব্যতীতাচ্চ কালঃ সায়ং স উচ্যতে ॥৯০
দশ পঞ্চ মুহূর্ত্তাহ্নো মুহূর্ত্তাস্ত্রয় এব চ।
দশপঞ্চমুহূর্ত্তং বৈ অহস্তু বিষুবে স্মৃতম্ ॥ ৯১
বর্দ্ধত্যতো হ্রসত্যেব অয়নে দক্ষিণোত্তরে।
অহস্তু গ্রসতে রাত্রিং রাত্রিস্তু গ্রসতে অহঃ ॥ ৯২
শরদ্বসন্তয়োর্ম্মধ্যং বিষুবন্তু বিধীয়তে।
আলোকান্তঃ স্মৃতো লোকো লোকাচ্চালোক উচ্যতে ॥ ৯৩
লোকপালাঃ স্থিতাস্তত্র লোকালোকস্য মধ্যতঃ
চত্বারস্তে মহাত্মানস্তিষ্ঠন্ত্যাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৯৪
স্বধামা চৈব বৈরাজঃ কর্দ্দমশ্চ প্রজাপতিঃ।
হিরণ্যরোমা পর্জ্জন্যঃ কেতুমান্ রাজসশ্চ সঃ ॥
নির্দ্বন্দ্বা নিরভীমানা নিস্তন্দ্রা নিষ্পরিগ্রহাঃ।
লোকপালাঃ স্থিতাস্ত্বেতে লোকালোকে চতুর্দ্দিশম্ ॥ ৯৬
উত্তরং যদগস্ত্যস্য শৃঙ্গং দেবর্ষিসেবিতম্।
পিতৃযানঃ স্মৃতঃ পন্থা বৈশ্বানরপথাদ্বহিঃ ॥ ৯৭
তত্রাসতে প্রজাকামা ঋষয়ো যেঽগ্নিহোত্রিণঃ।
লোকস্য সন্তানকরাঃ পিতৃযানে পথি স্থিতাঃ ॥
ভূতারম্ভকৃতং কর্ম্ম আশিষশ্চ বিশাংপতে।
প্রারভন্তে লোককামাস্তেষাং পন্থাঃ স দক্ষিণঃ
চলিতং তে পুনর্ধর্ম্মং স্থাপয়ন্তি যুগে যুগে।
সন্তপ্ত তপসা চৈব মর্য্যাদাভিঃ শ্রুতেন চ ॥১০০
জায়মানাস্তু পূর্ব্বে বৈ পশ্চিমানাং গৃহেষু তে।
পশ্চিমাশ্চৈব পূর্ব্বেষাং জায়ন্তে নিধনেম্বিহ ॥১০১
এবমাবর্ত্তমানাস্তে বর্ত্তন্ত্যাভূতসংপ্লবম্।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণাং গৃহমেধিনাম্ ॥ ১০২
সবিতুর্দক্ষিণং মার্গমাশ্রিত্যাভূতসংপ্লবম্।

আদিত্য, বিষুব প্রভৃতি বিভিন্নপথে গমন করত মুহূর্ত্তত্রয়ের ব্যতিক্রম বিধান করেন। দিবা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথম তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃকাল, পরে তিন মুহূর্ত্ত সঙ্গবকাল। তৎপর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন, অতঃপর তিন মুহূর্ত্ত অপরাহ্ণ। ইহার পর সন্ধ্যা। বুধগণ এইরূপ বলেন।৮৮—৯০। পঞ্চদশ মুহূর্ত্তাত্মক দিবাভাগের তিন তিন মুহূর্ত্তে এক একটি কাল। সূর্য্য যখন বিষুব মণ্ডলে অবস্থান করেন, তখন পঞ্চদশ মুহূর্ত্তে এক দিন হইয়া থাকে। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণে এই পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণায়নে দিবা রাত্রিকে গ্রাস করে, উত্তরায়ণে রাত্রি দিবাকে গ্রাস করে। শরৎ ও বসন্ত ঋতুকে বিষুব বলা যায়। আলোকের অন্তে লোক এবং লোকের অন্তে আলোক বিদ্যমান। সেই লোকালোক পর্ব্বত মধ্যেই লোকপালগণের অবস্থান। তাহাদিগের মধ্যে চারিজন মহাত্মা প্রলয়ান্ত কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকেন। বৈরাজ সুধামা, কর্দ্দমপ্রজাপতি, পর্জ্জন্য হিরণ্যরোমা ও রাজস কেতুমান্,—এই চারিজন লোকপাল সুখ-দুঃখ-অনুভব-হীন, নিরভিমান, নিরলস ও নিষ্পরিগ্রহ। ইঁহারা লোকালোক পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছেন। বৈশ্বানর পথের বহির্ভাগে উত্তর দিকে অগস্ত্যের দেবর্ষিগণসেবিত যে শৃঙ্গ আছে, ঐ পথকে পিতৃযান বলে। সেই পিতৃযান পথে প্রজাকামী অগ্নিহোত্রী লোকবৃদ্ধিকারী ঋষিগণ বর্ত্তমান আছেন। হে রাজন্! দক্ষিণপথবাসী লোকবৃদ্ধিকামী সেই মহর্ষিগণ, প্রাণিবৃদ্ধিকর কর্ম্ম এবং আশীর্ব্বাদসমূহের প্রবর্ত্তক। যুগে যুগে যখন যখন ধর্ম্ম বিচলিত হয়, তখন তখনই তাঁহারা প্রভাব, তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা উহাকে পুনঃ স্থাপন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বতন ব্যক্তিগণ পরবর্ত্তী জনগণের গৃহে জন্মিয়া থাকেন। পূর্ব্বতনের নিধনে পরবর্ত্তীরা তাহাদিগের স্থান পূরণ করেন। তাঁহারা এইভাবে আবর্ত্তন দ্বারা এই ভূতচয়ের অত্যন্তাভাব কাল পর্য্যন্ত সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা করেন। সবিতার

ক্রিয়াবতাং প্রসংখ্যেষা যে শ্মশানানি ভেজিরে
লোকসংব্যবহারার্থং ভূতারম্ভকৃতেন চ।
ইচ্ছা-দ্বেষরতাচ্চৈব মৈথুনোপগমাচ্চ বৈ ॥১০৪
তথা কামকৃতেনেহ সেবনাদ্বিষয়স্য চ।
ইত্যেতৈঃ কারণৈঃ সিদ্ধাঃ শ্মশানানীহ ভেজিরে
প্রজৈষিণঃ সপ্তর্ষয়ো দ্বাপরেষ্বিহ জজ্ঞিরে।
সন্ততিং তে জুগুপ্সন্তে তস্মান্মৃত্যুর্জিতস্তু তৈঃ
অষ্টাশীতিসহস্রাণি তেষামপ্যূর্দ্ধরেতসাম্।
উদক্পন্থা ন পর্য্যন্তমাশ্রিত্যাভূতসংপ্লবম্ ॥১০৭
তে সম্প্রয়োগাল্লোকস্য মিথুনস্য চ বর্জ্জনাৎ
ঈর্ষ্যাদ্বেষনিবৃত্ত্যা চ ভূতারম্ভবিবর্জ্জনাৎ ॥১০
ততোঽস্তকামসংযোগ-শব্দাদের্দোষদর্শনাৎ।
ইত্যেতৈঃ কারণৈঃশুদ্ধৈস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে
আভূতসংপ্লবস্থানামমৃতত্বং বিভাব্যতে।
ত্রৈলোক্যস্থিতিকালো হি ন পুনর্মারগামিনাম্ ॥

দক্ষিণপথে অষ্টাশীতি সহস্র ভাবিতাত্মা গৃহস্থ ঋষি কল্পকাল যাবৎ অবস্থান করেন। মরণান্তে যাহাদিগের শাস্ত্র-বিহিত সংকারাদি সংস্কারক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়াছে, তাহাদিগের কথাই এই বলিলাম। ৯১—১০৩। লোক-ব্যবহার রক্ষণার্থ সৃষ্টিমূলক কর্ম্ম, ইচ্ছা, দ্বেষ, আসক্তি, মৈথুনকরণ ও কামাচার ইত্যাদি কারণে সিদ্ধগণ শ্মশান ভজনা করেন। সপ্তর্ষিগণ প্রজাভিলাষী হইয়া দ্বাপরযুগে ভূতলে জন্মিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সন্ততিকে ঘৃণা করিতেন; সেই জন্য মৃত্যু জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা অষ্টাশীতিসহস্র ঊর্দ্ধরেতা মহর্ষি উত্তর পন্থা আশ্রয় করিয়া প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ইঁহারা লোক সকলের মধ্যে সমতাস্থাপন, মৈথুনবর্জ্জন, ঈর্ষ্যা-দ্বেষনিবৃত্তি, সৃষ্টিকার্য্যপরিহার ও শব্দাদি বিষয়সংযোগের দোষদর্শন, এই সমস্ত শুদ্ধ কারণে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা ভূতসমূহের লয়কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহাদিগের অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়। ত্রৈলোক্যর স্থিতিকাল যাবৎ ঊর্দ্ধরেতারা

ভ্রূণহত্যাশ্বমেধাদিপাপপুণ্যনিষেবিণঃ পরম্।
আভূতসংপ্লবান্তে তু ক্ষীয়ন্তে চোর্দ্ধরেতসঃ ॥
ঊর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্রানুসংস্থিতঃ।
এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্ ॥
যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
ধর্ম্মে ধ্রুবস্য তিষ্ঠন্তি যে তু লোকস্য কাঙ্ক্ষিণঃ ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ভুবনকোষে চন্দ্র-সূর্য্য-ভুবনবিস্তারো নাম চতুর্ব্বিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

এবং শ্রুত্বা কথাং দিব্যামব্রুবন্ লোমহর্ষণিম্।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোশ্চারং গ্রহাণাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥ ১

ঋষয় উচুঃ

ভ্রমন্তি কথমেতানি জ্যোতীংষি রবিমণ্ডলে।
অব্যূহেনৈব সর্ব্বাণি তথা চাসঙ্করেণ বা ॥ ২

জীবিত থাকেন; পরন্তু কামাসক্ত ব্যক্তিরা তত কাল বাঁচিতে পারে না। ঊর্দ্ধরেতা মহাত্মারা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত ভ্রূণহত্যাদি পাপ ও অশ্বমেধাদি পুণ্যের ন্যায় অবস্থানান্তে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সপ্তর্ষিমণ্ডলের উত্তর দিকে ঊর্দ্ধভাগে, যেখানে ধ্রুব বিদ্যমান, তাহাই দিব্য বিষ্ণুপদ। উহা আকাশস্থ তৃতীয় ভাস্বর পদার্থ। সেই বিষ্ণুপদে যাইয়া আর কাহাকেও শোক করিতে হয় না। লোকহিতকামীরা ধ্রুবের ধর্ম্মেই অবস্থান করিয়া থাকেন।১০৪—১১৩।

চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২৪॥

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ,—চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণের এবম্বিধ দিব্য বিবরণ শ্রবণ করিয়া লোমহর্ষণ-নন্দনকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—রবিমণ্ডলে এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পরস্পর দলবদ্ধ কিম্বা মিলিত না হইয়া কি

কশ্চ ভ্রাময়তে তানি ভ্রমন্তি যদি বা স্বয়ম্।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্ততো নিগদ সত্তম ॥ ৩
সূত উবাচ।
ভূতসম্মোহনং হ্যেতদ্ব্রুবতো মে নিবোধত।
প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যং তৎ সম্মোহয়তি বৈ প্রজাঃ॥
যোঽসৌ চতুর্দ্দশর্ক্ষেষু শিশুমারো ব্যবস্থিতঃ।
উত্তানপাদপুত্রোঽসৌ মেধীভূতো ধ্রুবো দিবি
সৈষ ভ্রমন্ ভ্রাময়তে চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহৈঃ সহ।
ভ্রমন্তমনুসর্পন্তি নক্ষত্রাণি চ চক্রবৎ ॥ ৬
ধ্রুবস্য মনসা যো বৈ ভ্রমতে জ্যোতিষাং গণঃ।
বাতানীকময়ৈর্বন্ধৈর্ধ্রুবে বদ্ধঃ প্রসর্পতি ॥ ৭
তেষাং ভেদশ্চ যোগশ্চ তথা কালস্য নিশ্চয়ঃ।
অস্তোদয়াস্তথোৎপাতা অয়নে দক্ষিণোত্তরে॥
বিষুবদ্গ্রহবর্ণশ্চ সর্ব্বমেতদ্ধ্রুবেরিতম্।
জীমূতা নাম তে মেঘা যদেভ্যো জীবসম্ভবঃ॥

দ্বিতীয় আবহন্ বায়ুর্মেঘাস্তে স্বভিসংশ্রিতাঃ।
ইতো যোজনমাত্রাচ্চ অধ্যর্দ্ধ * বিকৃতা অপি
বৃষ্টিসর্গস্তথা তেষাং ধারাসারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
পুষ্করাবর্ত্তকা নাম যে মেঘাঃ পক্ষসম্ভবাঃ ॥ ১১
শক্রেণ পক্ষাশ্ছিন্না বৈ পর্ব্বতানাং মহৌজসা।
কামগানাং সমৃদ্ধানাং ভূতানাং নাশমিচ্ছতাম্ ॥
পুষ্করা নাম তে পক্ষা বৃহন্তস্তোয়ধারিণঃ।
পুষ্করাবর্ত্তকা নাম কারণেনেহ শব্দিতাঃ ॥ ১৩
নানারূপধরাশ্চৈব মহাঘোরস্বরাশ্চ তে।
কল্পান্তবৃষ্টিকর্ত্তারঃ কল্পান্তাগ্নের্নিয়ামকাঃ ॥ ১৪
বায়ুাধারা বহন্তে বৈ সামৃতাঃ কল্পসাধকাঃ।
যান্যস্যাণ্ডস্য ভিন্নস্য প্রাকৃতাস্যভবংস্তদা ॥ ১৫
যস্মিন্ ব্রহ্মা সমুৎপন্নশ্চতুর্বক্ত্রঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
তান্যেবাণ্ডকপালানি সর্ব্বে মেঘাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ

প্রকারে পরিভ্রমণ করে? তাহারা কি স্বয়ং ভ্রমণ করে? অথবা অন্য কেহ ভ্রমণ করায়? হে সত্তম! আমরা ইহা জানিতে বাসনা করি। আপনি ইহা আমাদিগকে বলুন। সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! ইহা একটী ভূতসম্মোহন ব্যাপার। ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেও জনগণ সম্মোহিত হয়। আমি ইহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। চতুর্দ্দশ নক্ষত্রে যে শিশুমার রহিয়াছে, উত্তানপাদ-পুত্রই আকাশমণ্ডলে মেধিস্তম্ভাকারে ঐ ভাব লাভ করিয়াছেন। উহার নাম —ধ্রুব। এই ধ্রুবই স্বয়ং ভ্রমণ করত এই চন্দ্র-সূর্য্যসহ গ্রহগণকেও পরিভ্রামিত করে। সে নিজে ভ্রমণশীল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রমণ্ডলীও চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতে থাকে। ধ্রুবের মানস গতিবশেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। উহারা বায়ুরাশিময় বন্ধন দ্বারা ধ্রুবে বদ্ধ বলিয়াই ওরূপভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকে। জ্যোতিষ্কবর্গের সংযোগ বিয়োগাদি বিভিন্ন পরিবর্ত্তন, কালনির্ণয়, অস্ত, উদয়, দক্ষিণায়ন, উত্তরায়ণ, এবং নানাবিধ উৎপাত,বিষুব এবং গ্রহণ, এ সকলই ধ্রুব হইতে প্রেরিত হয়। জীমূত নামক একপ্রকার মেঘ আছে, উহাদিগের বৃষ্টিতে জীবগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১—৯। সেই মেঘগণ আবহ নামক বায়ুকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান। উহারা এখান হইতে সার্দ্ধ যোজন অন্তরে অবস্থানপূর্ব্বক জলধারা বর্ষণ করে। উহারা বৃষ্টিকারক মেঘ। পক্ষসম্ভব মেঘগণ পুষ্করাবর্ত্তক নামে খ্যাত। মহাতেজস্বী শক্রদেব যখন সমৃদ্ধিশালী প্রাণিবর্গের নাশাকাঙ্ক্ষী কামগামী পর্ব্বতগণের পক্ষচ্ছেদন করেন, তখন সেই পক্ষ হইতেই এই মেঘদিগের উৎপত্তি হয়। সেই পক্ষ সকলের নাম—পুষ্কর। উহারা বৃহৎ এবং এই কারণে এই মেঘদিগকে পুষ্করাবর্ত্তক শব্দে অভিহিত করা হয়। উহারা নানারূপধর, মহাঘোরস্বর, কল্পান্তকালে বৃষ্টিকর এবং প্রলয়াগ্নির নিয়ামক। উহারা বায়ুর আধার ও অমৃতযুক্ত; ইহারাই মহাপ্রলয় ঘটাইয়া থাকে। এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের ভেদ হইলে তখন যে কপাল সকল জন্মিয়াছে, স্বয়ং প্রভু ব্রহ্মা

* পাদার্দ্ধাদিতি বা পাঠান্তরম্।

তেষামাপ্যায়নং ধূমঃ সর্ব্বেষামবিশেষতঃ ।
তেষাং শ্রেষ্ঠশ্চ পর্জ্জন্যশ্চত্বারশ্চৈব দিগ্‌গজাঃ॥
গজানাং পর্ব্বতানাঞ্চ মেঘানাং ভোগিভিঃ সহ ।
কুলমেকং দ্বিধাভূতং যোনিরেকা জলং স্মৃতম্
পর্জ্জন্যো দিগ্‌গজাশ্চৈব হেমন্তে শীতসম্ভবম্ ।
তুষারবর্ষং বর্ষন্তি বৃদ্ধা হ্যন্নবিবৃদ্ধয়ে॥ ১৯
ষষ্ঠঃ পরিবহো নাম বায়ুস্তেষাং পরায়ণঃ ।
সোঽসৌ বিভর্ত্তি ভগবন্ গঙ্গামাকাশগোচরাম্
দিব্যামৃতজলাং পুণ্যাং ত্রিপথামিতি বিশ্রুতাম্
তস্যা বিস্পন্দিতং তোয়ং দিগ্গজাঃ পৃথুভিঃ করৈঃ
শীকরান্ সম্প্রমুঞ্চন্তি নীহার ইতি স স্মৃতঃ ।
দক্ষিণেন গিরির্যোঽসৌ হেমকূট ইতি স্মৃতঃ ॥২২
উদগ্‌হিমবতঃ শৈলস্যোত্তরে চৈব দক্ষিণে ।
পুণ্ড্রং নাম সমাখ্যাতং সম্যগ্‌বৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে॥ ২৩
তস্মিন্ প্রবর্ত্ততে বর্ষং তৎ তুষারসমুদ্ভবম্ ।
ততো হিমবতো বায়ুর্হিমং তত্র সমুদ্ভবম্ ॥২৪
আনয়ত্যাত্মবেগেন সিঞ্চমানো মহাগিরিম্ ।
হিমবন্তমতিক্রম্য বৃষ্টিশেষং ততঃ পরম্ ॥ ২৫
ইভান্তে চ ততঃ পশ্চাদিদং ভূতাববৃদ্ধয়ে ॥ ২৬
বর্ষদ্বয়ং সমাখ্যাতং সম্যগ্‌বৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে॥ ২৬
মেঘাশ্চাপ্যায়নঞ্চৈব সর্ব্বমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
সূর্য্য এব তু বৃষ্টীনাং স্রষ্টা সমুপদিশ্যতে ॥ ২৭
বর্ষং ঘর্ম্মং হিমং রাত্রিং সন্ধ্যে চৈব দিনং তথা
শুভাশুভফলানীহ ধ্রুবাৎ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ॥২৮
ধ্রুবেণাধিষ্ঠিতাশ্চাপঃ সূর্য্যো বৈ গৃহ্য তিষ্ঠতি ।
সর্ব্বভূতশরীরেষু হ্যাপো হ্যনুশ্রিতাশ্চয়াঃ ॥২৯
দহ্যমানেষু তেষ্বেহ জঙ্গম-স্থাবরেষু চ
ধূমভূতাস্তু তা হ্যাপো নিষ্ক্রামন্তীহ সর্ব্বশঃ॥ ৩০
তেন চাভ্রাণি জায়ন্তে স্থানমভ্রময়ং স্মৃতম্ ।
তেজোভিঃ সর্ব্বলোকেভ্য আদত্তে রশ্মিভির্জলম্

যাহাতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই অণ্ডকপালখণ্ডগুলিই এই সকল মেঘাকারে পরিণত হইয়াছে। ধূমই ইহাদিগের আপ্যায়নকারী। ইহাদিগের কোন তারতম্য নাই। এতন্মধ্যে পর্জ্জন্যই শ্রেষ্ঠ। ইহা ছাড়া চারিটী দিগ্‌গজও প্রধান। গজ, পর্ব্বত, মেঘ ও সর্প—ইহারা এককুলজাত; একই কুল দুইভাগে পরিণত হইয়াছে; পরন্তু একমাত্র জলই ইহাদিগের যোনি। পর্জ্জন্য ও দিগ্‌গজগণ হেমন্তকালে বৃদ্ধি লাভ করত জগতের অন্নবৃদ্ধি জন্য শীতসম্ভূত তুষার বৃষ্টি করিয়া থাকে। ১০—১৯। পরিবহ নামক ষষ্ঠ বায়ু ইহাদিগের আশ্রয়। সেই শক্তিশালী বায়ু দিব্য অমৃতজলশালিনী পুণ্যা ত্রিপথগামিনী আকাশবাসিনী বিখ্যাতা গঙ্গাকে ধারণ করে। দিগ্‌গজগণ সেই গঙ্গার প্রবহমাণ জল লইয়া শীকরাকারে পরিত্যাগ করে; তাহাই নীহার বলিয়া জ্ঞাতব্য। মেরুর দক্ষিণাংশে হেমকূট গিরির দক্ষিণভাগাবধি হিমালয়ের উত্তরদক্ষিণ প্রদেশে পুণ্ড্র নামক মেঘ বাস করে। এই মেঘ বৃষ্টি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সেখানে যে বর্ষণ হয়, তাহা তুষারসঞ্জাত; এ জন্য হিমালয়ে হিমবায়ু প্রবাহিত হয়। ঐ মেঘ আত্মবেগে হিমকণারাশি আকর্ষণপূর্ব্বক সেই মহাগিরিকে সিঞ্চন করিয়া থাকে। হিমবানকে অতিক্রম করিয়া তৎপরবর্ত্তী প্রদেশে আর তেমন বৃষ্টি নাই। ইহার পর ইভ নামক প্রাণিবৃদ্ধিকর বর্ষ। অপিচ এই যে দুইটী বর্ষের উল্লেখ করিলাম, ইহারা উভয়েই বৃষ্টি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই আমি মেঘ ও তাহার আপ্যায়নবিবরণ সমস্তই বর্ণন করিলাম। সূর্য্যই সর্ব্ববিধ বৃষ্টির স্রষ্টা বলিয়া বেদে উপদেশ আছে। ইহ লোকে বৃষ্টি, গ্রীষ্ম, হিম, রাত্রি, সন্ধ্যা, দিন, শুভ-ফল, এ সকল, ধ্রুব হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়। ধ্রুবাবস্থিত জল, সূর্য্য গ্রহণ করেন। পরমাণুরূপে জলকণাসমূহ সর্ব্বপ্রাণিদেহেই অবস্থানপূর্ব্বক উপচয় জন্মায়। যখন স্থাবর জঙ্গম জীবগণ দহ্যমান হয়, সেই সময়ে জল সকল দশদিক্ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে থাকে। ২০—৩০। ইহা হইতেই অভ্রের উৎপত্তি। নভোমণ্ডলে অভ্রময় একটী স্থান আছে।

সমুদ্রাদ্বায়ুসংযোগাদ্বহন্ত্যাপো গভস্তয়ঃ ।
ততস্ত্বৃতুবশাৎ কালে পরিবর্ত্তন্ দিবাকরঃ ॥৩২
নিয়চ্ছত্যাপো মেঘেভ্যঃ শুক্লাঃ শুক্লৈস্তু রশ্মিভিঃ ।
অভ্রস্থাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ ॥ ৩৩
ততো বর্ষতি ষণ্মাসান্ সর্ব্বভূতবিবৃদ্ধয়ে ।
বায়ুভিঃ স্তনিতঞ্চৈবং বিদ্যুতস্ত্বগ্নিজাঃ স্মৃতাঃ ॥
মেহনাচ্চ মিহের্ধাতোর্মেঘত্বং ব্যঞ্জয়ন্তি চ ।
ন ভ্রশ্যন্তে ততো হ্যাপস্তস্মাদভ্রস্য বৈ স্থিতিঃ ।
স্রষ্টাসৌ বৃষ্টিসর্গস্য ধ্রুবেণাধিষ্ঠিতো রবিঃ ॥ ৩৫
ধ্রুবেণাধিষ্ঠিতো বায়ুর্বৃষ্টিং সংহরতে পুনঃ ।
গ্রহান্নিবৃত্ত্য সূর্য্যাৎ তু চরতে ঋক্ষমণ্ডলম্ ॥ ৩৬
চারস্যান্তে বিশত্যর্কং ধ্রুবেণ সমধিষ্ঠিতম্ ।
অতঃ সূর্য্যরথস্যাপি সন্নিবেশং প্রচক্ষতে ॥৩৭
স্থিতেন হ্যেকচক্রেণ পঞ্চারেণ ত্রিনাভিনা ।
হিরণ্ময়েনাণুনা বৈ অষ্টচক্রৈকনেমিনা ।
চক্রেণ ভাস্বতা সূর্য্যঃ স্যন্দনেন প্রসর্পিণা ॥৩৮
শতযোজনসাহস্রো বিস্তারায়াম উচ্যতে ।
দ্বিগুণা চ রথোপস্থাদীষাদণ্ডঃ প্রমাণতঃ ॥ ৩৯
স তস্য ব্রহ্মণা সৃষ্টো রথো হ্যর্থবশেন তু ।
অসঙ্গঃ কাঞ্চনো দিব্যো যুক্তঃ পবনগৈর্হয়ৈঃ ॥৪০
ছন্দোভির্বাজিরূপৈস্তৈর্যথাচক্রং সমাস্থিতঃ ।
বারুণস্য রথস্যেহ লক্ষণৈঃ সদৃশশ্চ সঃ ॥ ৪১
তেনাসৌ চরতি ব্যোম্নি ভাস্বাননুদিনং দিবি ।
অথাঙ্গানি তু সূর্য্যস্য প্রত্যঙ্গানি রথস্য চ ।
সংবৎসরস্যাবয়বৈঃ কল্পিতানি যথাক্রমম্ ॥ ৪২
অহর্নাভিস্তু সূর্য্যস্য একচক্রস্য বৈ স্মৃতঃ ।
অরাঃ সংবৎসরাস্তস্য নেম্যঃ ষড়ৃতবঃ স্মৃতাঃ
রাত্রির্বরূথো ধর্ম্মশ্চ ধ্বজ ঊর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ ।
অক্ষকোট্যোর্যুগান্তস্য অর্ত্তবাহাঃ কলাঃ স্মৃতাঃ
তস্য কাষ্ঠা স্মৃতা ঘোণা দন্তপংক্তিঃ ক্ষণাস্তু বৈ
নিমেষশ্চানুকর্ষোঽস্য ঈশা চাস্য কলা স্মৃতা ॥৪৫
যুগাক্ষকোটী তে তস্য অর্থ-কামাবুভৌ স্মৃতৌ ।
সপ্তাশ্বরূপাশ্ছন্দাংসি বহন্তে বায়ুরংহসা ॥ ৪৬

উহা স্বীয় তেজোময় কিরণ দ্বারা সর্ব্বলোক হইতে জল আকর্ষণ করে। সেই কিরণগণ বায়ুসংযোগে সমুদ্র হইতে জল লইয়া যায়। তার পর কালবশে দিবাকর শুক্লবর্ণ রশ্মিযোগে মেঘদিগের নিকট হইতে শুক্ল জল পাতন করেন। বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া অভ্রস্থ জলরাশি পতিত হইয়া থাকে। সূর্য্য প্রাণিগণের বর্দ্ধন জন্য এইভাবে ছয় মাসকাল বর্ষণ করেন। বর্ষণকালে বায়ু দ্বারা স্তনিত শব্দ হয়। বিদ্যুৎ অগ্নিজাত বলিয়া নিরূপিত। ক্ষরণার্থক মিহধাতু হইতে মেঘশব্দ জন্মিয়াছে। মেঘগণ ধাতুর অর্থই সম্যক্ ব্যঞ্জিত করিয়া থাকে। যাহা হইতে অপ্ (জল) ভ্রষ্ট হয় না, তাহাই অভ্র; সুতরাং অভ্র স্থিতিশীল। ধ্রুবাধিষ্ঠিত রবিই এই বৃষ্টি কার্য্যের স্রষ্টা। ধ্রুবস্থিত বায়ু, বৃষ্টির সংহার করে। নক্ষত্রমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া বিচরণ করে; আবার ক্রমে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়। এজন্য সূর্য্যরথেরও সন্নিবেশ বোধগম্য হইয়া থাকে। ঐ রথ একচক্রোপরিস্থিত এবং পঞ্চ অরযুক্ত। উহাতে তিনটী নাভি এবং হিরণ্ময় ক্ষুদ্র অষ্ট চক্র ও একটী নেমিযুক্ত একটী বৃহৎ চক্র আছে। সূর্য্য সেই রথে নিয়ত গমনাগমন করেন। ইহার বিস্তারায়াম পরিমাণ শতসহস্র যোজন। রথের মধ্যভাগ অপেক্ষা ঈষাদণ্ড দ্বিগুণপরিমাণ। ব্রহ্মা প্রয়োজনবশে সূর্য্যের ঐ রথ সৃষ্টি করেন। সেই দিব্য রথ কাঞ্চননির্ম্মিত, সঙ্গরহিত এবং পবনগামি-অশ্বযোজিত। রথচক্রবহনের উপযুক্ত অশ্বরূপী ছন্দঃসমূহ উহা বহন করে। এই রথ বরুণ রথের সমলক্ষণসম্পন্ন।৩১—৪১। ভাস্বান্ সূর্য্য অনুদিন এই রথে বিচরণ করেন। এই রথের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ যথাক্রমে সংবৎসরাবয়ব দ্বারা কল্পিত। এই একচক্রশালী রথের দিবা—নাভি, সংবৎসর—আর, ছয় ঋতু—নেমি, রাত্রি—বরূথ, ধর্ম—ধ্বজ, যুগসকল—অক্ষকোটী, কলা—আর্ত্তবাহ, কাষ্ঠা—নাসিকা, ক্ষণ—দন্তপংক্তি, নিমেষ—অনুকর্ষ, কলা—ঈষা, অর্থ ও কাম—যুগাক্ষকোটী, এবং ছন্দঃ

গায়ত্রী চৈব ত্রিষ্টুপ্‌ চ জগত্যনুষ্টুপ্‌ তথৈব চ ।
পঙ্‌ক্তিশ্চ বৃহতী চৈব উষ্ণিগেব তু সপ্তমঃ ॥৪৭
চক্রমক্ষে নিবদ্ধন্তু ধ্রুবে চাক্ষঃ সমর্পিতঃ ।
সহচক্রো ভ্রমত্যক্ষঃ সহাক্ষো ভ্রমতি ধ্রুবঃ ॥৪৮
অক্ষঃ সহৈব চক্রেণ ভ্রমতেঽসৌ ধ্রুবেরিতঃ ।
এবমর্থবশাৎ তস্য সন্নিবেশো রথস্য তু ॥ ৪৯
তথা সংযোগভাগেন সিদ্ধো বৈ ভাস্করো রথঃ
তেনাসৌ তরণির্দেবো নভসঃ সর্পতে দিবম্‌ ॥
যুগাক্ষকোটী তে তস্য দক্ষিণে স্যন্দনস্য তু ।
ভ্রমতো ভ্রমতো রশ্মী তৌ চক্রযুগযোস্তু বৈ ॥৫১
মণ্ডলানি ভ্রমন্তেঽস্য খেচরস্য রথস্য তু ।
কুলালচক্রভ্রমবন্মণ্ডলং সর্ব্বতোদিশম্‌ ॥ ৫২
যুগাক্ষকোটী তে তস্য বাতোর্ম্মী স্যন্দনস্য তু ।
সংক্রমেতে ধ্রুবমহো মণ্ডলে সর্ব্বতোদিশম্‌ ॥৫৩
ভ্রমতস্তস্য রশ্মী তে মণ্ডলে তূত্তরায়ণে ।
বর্দ্ধেতে দক্ষিণেষত্র ভ্রমতো মণ্ডলানি তু ॥ ৫৪
যুগাক্ষকোটী সম্বদ্ধৌ দ্বে রশ্মী স্যন্দনস্য তে ।
ধ্রুবেণ প্রগৃহীতৌ তৌ রশ্মী ধারয়তো রবিম্‌ ॥
আকৃষ্যতে যদা তে তু ধ্রুবেণ সমধিষ্ঠিতে ।
তদা সোঽভ্যন্তরে সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি তু
অশীতিমণ্ডলশতং কাষ্ঠয়োরুভয়োশ্চরন্‌ ।
ধ্রুবেণ মুচ্যমানেন পুনা রশ্মিযুগেন চ ॥ ৫৭
তথৈব বাহ্যতঃ সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি তু ।
উদ্বেষ্টয়ন্‌ বৈ বেগেন মণ্ডলানি তু গচ্ছতি ॥৫৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ভুবনকোষে সূর্য্যা-চন্দ্রমশ্চারো নাম পঞ্চবিংশত্যধিকশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৫ ॥

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

স রথোঽধিষ্ঠিতো দেবৈর্ম্মাসি মাসি যথাক্রমম্‌ ।
ততো বহত্যথাদিত্যং বহুভিঋষিভিঃ সহ ॥ ১
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ সর্প-গ্রামণি-রাক্ষসৈঃ ।
এতে বসন্তি বৈ সূর্য্যে মাসৌ দ্বৌ দ্বৌ ক্রমেণ চ

সকল—সপ্তাশ্বরূপে ইহাকে বায়ুবেগে বহন করে। সপ্তবিধ ছন্দঃ যথা—গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্‌, জগতী, অনুষ্টুপ, পংক্তি, বৃহতী এবং উষ্ণিক্‌। রথের চক্র অক্ষে নিবদ্ধ, অক্ষ ধ্রুবে স্থাপিত। চক্রসহ অক্ষ ভ্রমণ করে এবং অক্ষ সহ ধ্রুব ভ্রমণ করে। অক্ষ ধ্রুব দ্বারা চালিত হইয়া চক্রসহ ভ্রমণ করিয়া থাকে। কোনও বিশেষ কারণে সেই তরণিরথের এবম্বিধ সন্নিবেশ হইয়াছে। এই বিচিত্র সংযোগের ফলে ভাস্কররথ স্থির রহিয়াছে। তরণি দেব উহা দ্বারাই নভোমণ্ডলে বিচরণ করেন। ৪২—৫০। ইহার দক্ষিণভাগে যুগ ও অক্ষকোটী বিদ্যমান। চক্র ও যুগসহ রশ্মিসংযোগ আছে। রশ্মিদ্বয়ের অপর প্রান্ত ধ্রুবে নিবদ্ধ। চক্র ও যুগের ভ্রমণকালীন সেই রশ্মিদ্বয়ও মণ্ডলাকারে আবর্ত্তিত হয়। উক্ত যুগ ও অক্ষকোটী কুলালচক্রবৎ ধ্রুবের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। উত্তরায়ণে উহার ভ্রমণমণ্ডল ধ্রুব-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে থাকে; আর দক্ষিণায়ণে ধ্রুবের বহির্ভাগে যাইতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, উত্তরায়ণে ধ্রুবের আকর্ষণে রশ্মিদ্বয় সংক্ষিপ্ত হয় এবং দক্ষিণায়নে ধ্রুব রশ্মি পরিত্যাগ করেন বলিয়া উহা বৃদ্ধি লাভ করে। ধ্রুব যখন রশ্মি আকর্ষণ করেন তখন সূর্য্য উভয় দিকে অশীতিশত মণ্ডল ব্যবধানে বিচরণ করিতে থাকেন; আর ধ্রুব যখন রশ্মিদ্বয় পরিত্যাগ করিতে থাকেন, তখনও ঐ পরিমাণে বহির্ভাগে সবেগে বেষ্টন সহকারে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ৫১—৫৮।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২৫॥

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—দেবগণ মাসে মাসে সেই রথে অধিবেশনপূর্ব্বক যথাক্রমে বহুতর ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সর্প, সারথি ও রাক্ষস, সহ উহাকে পরিচালিত করেন। ইহারা

ধাতার্য্যমা পুলস্ত্যশ্চ পুলহশ্চ প্রজাপতী।
উরগৌ বাসুকিশ্চৈব সঙ্কীর্ণশ্চৈব তাবুভৌ॥ ৩
তুম্বুরুর্নারদশ্চৈব গন্ধর্ব্বৌ গায়তাং বরৌ।
ক্রতুস্থলাপ্সরাশ্চৈব যা চ সা পুঞ্জিকস্থলী॥ ৪
গ্রামণ্যো রথকৃৎ তস্ত রথৌজাশ্চৈব তাবুভৌ
রক্ষো হেতিঃ প্রহেতিশ্চ যাতুধানাবুভৌস্মৃতৌ
মধু-মাধবয়োর্হ্যেষ গণো বসতি ভাস্করে।
বসন্‌ গ্রীষ্মে তু যৌ মাসৌ মিত্রশ্চ বরুণশ্চ বৈ॥
ঋষী অত্রির্বসিষ্ঠশ্চ নাগৌ তক্ষক-রম্ভকৌ।
মেনকা সহজন্যা চ হাহা হূহূশ্চ গায়কৌ॥ ৭
রথন্তরশ্চ গ্রামণ্যৌ রথকৃচ্চৈব তাবুভৌ।
পুরুষাদো বধশ্চৈব যাতুধানৌ তু তৌ স্মৃতৌ
এতে বসন্তি বৈ সূর্য্যে মাসয়োঃ শুচি-শুক্রয়োঃ
ততঃ সূর্য্যে পুনশ্চান্যা নিবসন্তি স্ম দেবতাঃ॥
ইন্দ্রশ্চৈব বিবস্বাংশ্চ অঙ্গিরা ভৃগুরেব চ।
এলাপত্রস্তথা সর্পঃ শঙ্খপালশ্চ পন্নগঃ॥ ১০
বিশ্বাবসু-সুষেণৌ চ প্রাতশ্চৈব রথশ্চ হি।
প্রম্লোচেত্যপ্সরাশ্চৈব নিম্লোচন্তী চ তে উভে॥
যাতুধানস্তথা হেতির্ব্যাঘ্রশ্চৈব তু তাবুভৌ।
নভস্য-নভসোরেতৈর্বসতশ্চ দিবাকরে॥ ১২
মাসৌ দ্বৌ দেবতাঃ সূর্য্যে বসন্তি চ শরদৃতৌ।
পর্জ্জন্যশ্চৈব পূষা চ ভরদ্বাজঃ সগৌতমঃ॥ ১৩
চিত্রসেনশ্চ গন্ধর্ব্বস্তথা বা সুরুচিশ্চ যঃ।
বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ উভে তে পুণ্যলক্ষণে॥ ১৪
নাগশ্চৈরাবতশ্চৈব বিশ্রুতশ্চ ধনঞ্জয়ঃ।
সেনজিচ্চ সুষেণশ্চ সেনানীগ্রামণীস্তথা॥ ১৫
চারো বাতশ্চ দ্বাবেতৌ যাতুধানাবুভৌ স্মৃতৌ
বসন্ত্যেতে চ বৈ সূর্য্যে মাসয়োশ্চ ত্বিষোর্জ্জয়োঃ
হৈমন্তিকৌ চ দ্বৌ মাসৌ নিবসন্তি দিবাকরে।
অংশো ভগশ্চ দ্বাবেতৌ কশ্যপশ্চ ক্রতুশ্চ তৌ
ভুজঙ্গশ্চ মহাপদ্মঃ সর্পঃ কর্কোটকস্তথা।
চিত্রসেনশ্চ গন্ধর্ব্বঃ পূর্ণায়ুশ্চৈব গায়নৌ॥ ১৮
অপ্সরাঃ পূর্ব্বচিত্তিশ্চ গন্ধর্ব্বা হ্যর্ব্বশী চ যা।
তক্ষাবারিষ্টনেমিশ্চ সেনানীগ্রামণীশ্চ তৌ।
বিদ্যুৎ সূর্য্যশ্চ তাবুগ্রৌ যাতুধানৌ তু তৌ স্মৃতৌ।
সহে চৈব সহস্যে চ বসন্ত্যেতে দিবাকরে॥ ২০
ততস্তু শিশিরে চাপি মাসয়োর্নিবসন্তি তে।
ত্বষ্টা বিষ্ণুর্জমদগ্নির্বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ॥ ২১
কাদ্রবেয়ৌ তথা নাগৌ কম্বলাশ্বতরাবুভৌ।
গন্ধর্ব্বৌ ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সূর্য্যবর্চ্চাশ্চ তাবুভৌ॥ ২২

যথাক্রমে দুই দুই মাস কাল ঐ রথে বাস করেন। ধাতা, অর্য্যমা, পুলস্ত্য ও পুলহ প্রজাপতিদ্বয়, বাসুকি ও সঙ্কীর্ণ এই নাগদ্বয়, তুম্বুরু ও নারদ গায়কবর গন্ধর্ব্বদ্বয়, ক্রতুস্থলা ও পুঞ্জিকস্থলা অপ্সরাদ্বয়, রথকৃৎ ও রথৌজা এই সারথিদ্বয়, হেতি ও প্রহেতি এই রাক্ষসদ্বয়,—ইহারা সকলে মিলিতভাবে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে ভাস্কররথে বাস করে। গ্রীষ্ম দুই মাস মিত্র ও বরুণ এই দেবতা, অত্রি ও বশিষ্ঠ ঋষি, তক্ষক ও রম্ভক নাগ, মেনকা ও সহজন্যা অপ্সরা, হাহা ও হূহূ গায়ক, রথন্তর ও রথকৃৎ সারথি, পুরুষাদ ও বধ রাক্ষস, ইহাঁরা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস সূর্য্যমণ্ডলে বাস করেন। ইহার পর অন্য দেবতাগণ অধিষ্ঠিত হয়েন। ১—৯। ইন্দ্র ও বিবস্বান্ দেবতা, অঙ্গিরা ও ভৃগু ঋষি, এলাপত্র ও শঙ্খপাল নাগ, বিশ্বাবসু ও সুষেণ গন্ধর্ব্ব, প্রাতঃ ও রথ সারথি, প্রম্লোচা ও নিম্লোচা অপ্সরা, হেতি ও ব্যাঘ্র রাক্ষস, ইহারা শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে সূর্য্যরথে বাস করে। পর্জ্জন্য ও পূষা দেবতা, ভরদ্বাজ ও গৌতম ঋষি, চিত্রসেন ও সুরুচি গন্ধর্ব্ব, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী অপ্সরা, ঐরাবত ও ধনঞ্জয় নাগ, সেনজিৎ ও সুষেণ সারথি, চার ও বাত রাক্ষস, ইহারা শরৎ ঋতুতে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যমণ্ডলে বাস করে। অংশ ও ভগ দেবতা, কশ্যপ ও ক্রতু ঋষি, মহাপদ্ম ও কর্কোটক নাগ, চিত্রালক ও পূর্ণায়ু গন্ধর্ব্ব, পূর্ব্বচিত্তি ও উর্ব্বশী অপ্সরা, তক্ষা ও অরিষ্টনেমি সারথি, বিদ্যুৎ ও সূর্য্য রাক্ষস, ইহারা হৈমন্তিক অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে সূর্য্যরথে বাস করে। ১০—২০। ত্বষ্টা ও বিষ্ণু দেবতা, জমদগ্নি ও বিশ্বামিত্র ঋষি, কম্বল ও অশ্ব

তিলোত্তমাপ্সরাশ্চৈব দেবী রম্ভা মনোরমা।
গ্রামণীঋ্তজিচ্চৈব সত্যজিচ্চ মহাবলঃ ॥ ২৩
ব্রহ্মোপেতশ্চ বৈ রক্ষো যজ্ঞোপেতস্তথৈব চ।
ইত্যেতে নিবসন্তি স্ম দ্বৌ দ্বৌ মাসৌ দিবাকরে
স্থানাভিমানিনো হ্যেতে গণা দ্বাদশ সপ্তকাঃ।
সূর্য্যমাপ্যায়য়ন্ত্যেতে তেজসা তেজ উত্তমম্ ॥২৫
গ্রথিতৈস্ত বচোভিশ্চ স্তবন্তি ঋষয়ো রবিম্।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব গীত-নৃত্যৈরুপাসতে ॥ ২৬
বিদ্যাগ্রামণিনো যক্ষাঃ কুর্ব্বন্ত্যাভীষুসংগ্রহম্।
সর্পাঃ সর্পন্তি বৈ সূর্য্যে যাতুধানানুযান্তি চ ॥ ২৭
বালখিল্যা নয়ন্ত্যস্তং পরিবার্য্যোদয়াদ্রবিম্।
এতেষামেব দেবানাং যথাবীর্য্যং যথাতপঃ ॥২৮
যথাযোগং যথাধর্ম্মং যথাতত্ত্বং যথাবলম্।
তথা তপত্যসৌ সূর্য্যস্তেষামিদ্ধস্ত তেজসা ॥ ২৯
ভূতানামশুভং সর্ব্বং ব্যপোহতি স্বতেজসা।
মানবানাং শুভৈর্হ্যেতৈর্হ্রিয়তে দুরিতন্তু বৈ ॥৩০
দুরিতং শুভচারাণাং ব্যপোহন্তি ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
এতে সহৈব সূর্য্যেণ ভ্রমন্তি সানুগা দিবি ॥ ৩১
তপন্তশ্চ জপন্তশ্চ হ্লাদয়ন্তশ্চ বৈ প্রজাঃ।
গোপায়ন্তি স্ম ভূতানি ইহস্তে হ্যনুকম্পয়া ॥ ৩২
স্থানাভিমানিনাং হ্যেতৎ স্থানং মন্বন্তরেষু বৈ।
অতীতানাগতানাঞ্চ বর্ত্তন্তে সাম্প্রতঞ্চ যে ॥৩৩
এবং বসন্তি বৈ সূর্য্যে সপ্তকাস্তে চতুর্দ্দশ।
চতুর্দ্দশেষু বর্ত্তন্তে গণা মন্বন্তরেষু বৈ ॥ ৩৪
গ্রীষ্মে হিমে চ বর্ষাসু চ মুঞ্চমানো
ধর্ম্মং হিমঞ্চ বর্ষঞ্চ নিশাং দিনঞ্চ।
গচ্ছত্যসাবনুদিনং পরিবৃত্য রশ্মীন্
দেবান্ দেবান্ পিতৃংশ্চ মনুজাংশ্চ সুতর্পয়ন্ বৈ
শুক্লে চ কৃষ্ণে তদহঃক্রমেণ
কালক্ষয়ে চৈব সুরাঃ পিবন্তি।
মাসেন তচ্চামৃতমস্ত মৃষ্টং
সুবৃষ্টয়ে রশ্মিষু রক্ষিতন্তু ॥ ৩৬
সর্ব্বেঽমৃতং তৎ পিতরঃ পিবন্তি
দেবাশ্চ সৌম্যাশ্চ তথৈব কাব্যাঃ।
সূর্য্যেণ গোভির্হি বিবর্দ্ধিতাভি-
রদ্ভিঃ পুনশ্চৈব সমুচ্ছ্রিতাভিঃ।

নাগ, ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্য্যবর্চ্চা গন্ধর্ব্ব, তিলোত্তমা ও রম্ভা অপ্সরা, ঋতজিৎ ও সত্যজিৎ সারথি, ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত রাক্ষস, ইহারা শিশিরকালে মাঘ-ফাল্গুন দুই মাস দিবাকর-মণ্ডলে বাস করিয়া থাকে। এই স্থানাভিমানী সপ্ত যুগ্মাত্মক দ্বাদশটী দেবগণ স্বীয় তেজে সূর্য্যকে আপ্যায়িত করেন। সেই রবিকে ঋষিগণ রচিত বচনাবলী দ্বারা এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ গীত-নৃত্য দ্বারা উপাসনা করেন। সারথিরা অশ্বরশ্মি ধারণ করিয়া থাকে। সর্পগণ ইতস্ততঃ গমনাগমন করে, আর রাক্ষসেরা অনুগমন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বালিখিল্য মহর্ষি-গণ উদয় কালাবধি সূর্য্যকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অস্তগামী করেন। এই দেবগণের বীর্য্য, তপস্যা, যোগ, ধর্ম্ম, বল, ও তত্ত্ব অনুসারে সেই সূর্য্য বর্দ্ধিততেজে তাপ দান করেন। তিনি স্বীয় তেজে মানবগণের যাবতীয় অশুভ বিনাশ করেন। ঐ দেবতাগণ শুভাচার মনুষ্যদিগের দুরিতরাশি হরণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা সূর্য্য সহ নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করেন। ঐ দেবগণ করুণাবশে তপস্যা, জপ ও প্রজানন্দজনক কর্ম্ম দ্বারা ভূতগণের রক্ষণ বিধান করেন। ২১—৩২। অতীত, অনাগত ও সাম্প্রত মন্বন্তরসমূহে এই স্থানাভিমানী দেবগণের স্থান বর্ণন করিলাম। সেই চতুর্দ্দশসংখ্যক যুগ্ম যুগ্ম সপ্ত দেবগণ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে যথাক্রমে বাস করিয়া থাকেন। ভগবান্ সূর্য্য গ্রীষ্মে, বর্ষায় ও শীতে তাপ, বৃষ্টি ও হিম বর্ষণ সহকারে স্বীয় রশ্মি পরিবর্ত্তন দ্বারা দেব-পিতৃ-মনুষ্যগণের তর্পণ বিধান করত অনু-দিন ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার কৃত দিবা ও রাত্রি যথাক্রমে শুক্ল ও কৃষ্ণ। তিনি প্রতিমাসে নিজ রশ্মিতে অমৃত সঞ্চয় করেন। দেবগণ তাহাই কালান্তরে পান করিয়া থাকেন। সৌম্য, কাব্য ও পিতৃ-দেবগণ সকলেই সূর্য্যকর-সমাহৃত সেই অমৃত পান

স্থর্য্যাভিস্থৃতাস্তৃপ্তিমেষামা—
র্বর্ত্যা অথান্নেন ক্ষুধং জয়ন্তি॥ ৩৭
তৃপ্তিশ্চাপ্যমৃতেনার্দ্ধমাসং সুরাণাং
মাসে স্বাহাভিঃ স্বধয়া পিতৃণাম্।
অনেন জীবন্ত্যনিশং মনুষ্যাঃ
সূর্য্যঃ শ্রিতং তদ্ধি বিভর্ত্তি গোভিঃ॥ ৩৮
ইত্যেষ একচক্রেণ সূর্য্যস্তূর্ণং প্রসর্পতি।
তত্র তৈরক্রমৈরশ্বৈঃ সর্পতেঽসৌ দিনক্ষয়ে॥৩৯
হরির্হরিভির্হ্রিয়তে তুরঙ্গমৈঃ
পিবত্যথাপো হরিভিঃ সহস্রধা
পুনঃ প্রমুঞ্চত্যথ তাশ্চ যো হরিঃ
সমুহ্যমানো হরিভিস্তুরঙ্গমৈঃ॥ ৪০
অহোরাত্রং রথেনাসাবেকচক্রেণ বৈ ভ্রমন্।
সপ্তদ্বীপ-সমুদ্রাংশ্চ সপ্তভিঃ সপ্তভির্দ্রুতম্॥৪১
ছন্দোরূপৈশ্চ তৈরশ্বৈর্যতশ্চক্রং ততঃ স্থিতিঃ।
কামরূপৈঃ সকৃদ্যুক্তৈঃ কামগৈস্তৈর্মনোজবৈঃ॥
হরিতৈরব্যথৈঃ পিঙ্গৈরীশ্বরৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
বাহ্যতোঽনন্তরঞ্চৈব মণ্ডলং দিবসঃ ক্রমাৎ॥ ৪৩
কল্পাদৌ সম্প্রযুক্তাশ্চ বহন্ত্যাভূতসংপ্লবম্।
আবৃতো বালখিল্যৈশ্চ ভ্রমতে রাত্র্যহানি তু॥
গ্রথিতৈঃ স্ববচোভিশ্চ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ।
সেব্যতে গীতনৃত্যৈশ্চ গন্ধর্বাপ্সরসাং গণৈঃ॥
পতঙ্গৈঃ পতগৈরশ্বৈর্ভ্রাম্যমাণো দিবস্পতিঃ।
বীথ্যাশ্রয়াণি চরতি নক্ষত্রাণি তথা শশী॥ ৪৬
হ্রাসবৃদ্ধী তথৈবাস্য রশ্ময়ঃ সূর্য্যবৎ স্মৃতাঃ।
ত্রিচক্রোভয়তোঽশ্বশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ শশিনো রথঃ॥
অপাং গর্ভসমুৎপন্নো রথঃ সাশ্বঃ সসারথিঃ।
সহারৈস্তৈস্ত্রিভিশ্চক্রৈর্যুক্তঃ শুক্লৈর্হয়োত্তমৈঃ॥
দশভিস্তুরগৈর্দিব্যৈরসঙ্গৈস্তৈর্মনোজবৈঃ।
সকৃদ্যুক্তে রথে তস্মিন বহন্ত্যাযুগক্ষয়ম্॥ ৪৯
সংগৃহীতা রথে তস্মিন্ শ্বেতশ্চক্ষুঃশ্রবাশ্চ বৈ।
অশ্বাস্তমেকবর্ণাস্তে বহন্তে শঙ্খবর্চ্চসঃ॥ ৫০
অজশ্চ ত্রিপথশ্চৈব বৃষো বাজী নরো হয়ঃ।

করিয়া সুবৃষ্টি করেন; তাহাতে ওষধি-সমূহ বর্দ্ধিত হইয়া প্রজাগণের ক্ষুধা বারণে সমর্থ হইয়া থাকে। সূর্য্য কর্ত্তৃক নিজ কিরণে সমাহৃত সেই অমৃত দ্বারা দেবগণের অর্দ্ধমাস এবং স্বাহা-স্বধাযুক্ত পিতৃগণের একমাস তৃপ্তিলাভ হয়। বৃষ্টিজনিত শস্য-রাশি দ্বারা মনুষ্যগণ অনিশ জীবন ধারণ করে। সূর্য্য সেই একচক্র রথে আরোহণপূর্ব্বক দ্রুতগামী অশ্বগণদ্বারা বাহিত হইয়া দিবসক্ষয়ে নিজস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভগবান্ রবি, হরিদ্বর্ণ তুরঙ্গম দ্বারা বাহিত হইয়া কিরণসহস্র দ্বারা জল পান করেন; কপিলবর্ণ বাজি-যোজিত রথযায়ী সেই রবি নিজ করেই আবার সেই সেই জলরাশি বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই সূর্য্যের রথ ছন্দোময় সপ্ত অশ্বযোজিত; উহারা কামরূপী, কামগামী, মনের ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন, হরিতবর্ণ, এবং এক-বার মাত্র যোজিত হইয়াই নিরন্তর ভ্রমণ করে; পরন্তু অণুমাত্রও শ্রান্ত হয় না। সূর্য্য সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক সপ্তদ্বীপ সমুদ্রাদি পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। কল্পাদিকালে সংযোজিত সেই অশ্বগণ মহাপ্রলয় যাবৎ সূর্য্যকে বহন করে। সূর্য্য বালখিল্যাদি মুনিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দিবারাত্র ভ্রমণ করেন। ৩৩—৪৪। তিনি তখন মুনিগণ কর্ত্তৃক স্ব-গ্রথিত বাক্যচয় দ্বারা স্তূয়মান এবং গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক নৃত্য-গীত দ্বারা সেবিত হয়েন। দিবস্পতি চন্দ্রও আকাশগামী অশ্বগণ দ্বারা ভ্রাম্যমাণ হইয়া বীথীগত নক্ষত্রমণ্ডলসমূহে বিচরণ করিয়া থাকেন। ইঁহারও হ্রাস-বৃদ্ধি সূর্য্যতুল্য; কিরণসমূহও তদ্বৎ। চন্দ্রের রথে তিনটী চক্র এবং উভয় দিকে অশ্বযোজিত। উহা অশ্ব ও সারথিসহ জল মধ্য হইতে উৎপন্ন এবং অরযুক্ত তিনটী চক্রসমন্বিত। উহাতে মনো-বৎ বেগগামী, অসঙ্গ, শুক্লবর্ণ দিব্য দশটী উত্তম অশ্ব একবার মাত্র যোজিত হইয়া মহাপ্রলয় যাবৎ ঐ রথ বহন করে। ঐ রথে একটী শ্বেতবর্ণ সর্প, উক্ত অশ্বগণকে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। শঙ্খসন্নিভ একবর্ণ অশ্বগণ ঐ রথ বহন করে। অজ

অংশুমান্ সপ্তধাতুশ্চ হংসো ব্যোমমৃগস্তথা ॥৫১
ইত্যেতে নামভিশ্চৈব দশ চন্দ্রসমসো হয়াঃ ।
এবং চন্দ্রমসং দেবং বহন্তি স্বায়ুগক্ষয়ম্ ॥ ৫২
দেবৈঃ পরিবৃতঃ সোমঃ পিতৃভিঃ সহ গচ্ছতি ।
সোমস্য শুক্লপক্ষাদৌ ভাস্করে পরতঃ স্থিতে ॥
আপূর্য্যতে পরো ভাগঃ সোমস্য তু অহঃক্রমাৎ ।
ততঃ পীতক্ষয়ং সোমং যুগপদ্ব্যাপয়ন্ রবিঃ ॥৫৪
পীতং পঞ্চদশাহঞ্চ রশ্মিনৈকেন ভাস্করঃ ।
আপূরয়ন্ দদৌ তেন ভাগং ভাগমহঃক্রমাৎ ॥
সুষুম্নাপ্যায়মানস্য শুক্লে বর্দ্ধন্তি বৈ কলাঃ ।
তস্মাদ্ধ্রসন্তি বৈ কৃষ্ণে শুক্লে হ্যাপ্যায়য়ন্তি চ ॥
ইত্যেবং সূর্য্যবীর্য্যেণ চন্দ্রস্যাপ্যায়তে তনুঃ ।
পূর্ণমাস্যাং প্রদৃশ্যেত শুক্লঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ ॥ ৫৭
এবমাপ্যায়তে সোমঃ শুক্লপক্ষেষ্বহঃক্রমাৎ ।
ততো দ্বিতীয়াপ্রভৃতি বহুলস্য চতুর্দ্দশী ॥ ৫৮
অপাং সারময়স্যেন্দো রসমাত্রাত্মকস্য চ ।
পিবন্ত্যম্বুময়ং দেবা মধুসৌম্যং তথামৃতম্ ॥ ৫৯
সম্ভৃতন্ত্বর্দ্ধমাসেন অমৃতং সূর্য্যতেজসা ।
ভক্ষার্থমাগতং সোমং পৌর্ণমাস্যামুপাসতে ॥৬০
একরাত্রং সুরাঃ সার্দ্ধং পিতৃভিশ্চর্ষিভিশ্চ বৈ ।
সোমস্য কৃষ্ণপক্ষাদৌ ভাস্করাভিমুখস্য বৈ ॥ ৬১
প্রক্ষীয়তে পরে হ্যাত্মা পীয়মানকলাক্রমাৎ ।
ত্রয়শ্চ ত্রিংশতা সার্দ্ধং ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি তু ॥
ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্রাণি দেবাঃ সোমং পিবন্তি বৈ ।
ইত্যেবং পীয়মানস্য কৃষ্ণে বর্দ্ধন্তি তাঃ কলাঃ ॥
ক্ষীয়ন্তে চ ততঃ শুক্লাঃ কৃষ্ণা হ্যাপ্যায়য়ন্তি চ ।
এবং দিনক্রমাৎ পীতে দেবৈশ্চাপি নিশাকরে
পীত্বার্দ্ধমাসং গচ্ছন্তি অমাবাস্যাং সুরাশ্চ তে ।
পিতরশ্চোপতিষ্ঠন্তি অমাবাস্যাং নিশাচরম্ ॥৬৫
ততঃ পঞ্চদশে ভাগে কিঞ্চিচ্ছেষে নিশাকরে
ততোঽপরাহ্নে পিতরো যদন্ত্যদিবসে পুনঃ ॥
পিবন্তি দ্বিকলং কালং শিষ্টাস্তাস্ত কলাস্তু যাঃ ।
বিনিঃসৃষ্টং ত্বমাবাস্যাং গভস্তিভ্যস্তদামৃতম্ ॥

ত্রিপথ, বৃষ, বাজী, নর, হয়, অংশুমান্, সপ্তধাতু, হংস এবং ব্যোমমৃগ—এই দশটী চন্দ্রের অশ্বের নাম। ইহারা যুগক্ষয় যাবৎ চন্দ্রকে বহন করিয়া থাকে। সেই সোম, দেব-পিতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমণ করেন। শুক্লপক্ষাদিতে ভাস্কর, সোমের পরভাগে অবস্থানপূর্ব্বক দিনক্রম অনুসারে তদীয় পরভাগ পূরণ করিয়া থাকেন। রবি সেই দেব-পীতামৃত ক্ষীণচন্দ্রকে যুগপৎ আপ্যায়িত করেন। পঞ্চদশ দিবস যাবৎ আপ্যায়িত চন্দ্রের যাহা ক্ষয় হয়, ভাস্কর স্বীয় একটী রশ্মি দ্বারা প্রতিদিন উঁহার এক এক ভাগ পরিপূরণ করেন। সূর্য্যের সুষুম্নাখ্য রশ্মি দ্বারা শুক্ল পক্ষে চন্দ্রকলাসকল আপ্যায়মান হয় বলিয়া শুক্লপক্ষে উঁহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং ক্ষীয়মাণ হইয়া থাকে। এই প্রকার কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্যবীর্য্যে আপ্যায়িত হইয়া চন্দ্রের শরীর পুষ্টিলাভ করে; সুতরাং পূর্ণিমাতে চন্দ্রমণ্ডল সম্পূর্ণাকার দৃষ্ট হয়। সোম এই ক্রমে শুক্লপক্ষে আপ্যায়িত হইয়া কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রতিদিন ক্ষীয়মাণ হইয়া থাকে। দেবগণ জলের সারময় ও রসমাত্রাত্মক সোমের মধুময় সৌম্য অমৃত পান করিয়া থাকেন। সূর্য্যতেজে অর্দ্ধমাসে দেবগণের ভক্ষার্থ চন্দ্রে অমৃতসঞ্চয় হয়; পৌর্ণমাসীতে উঁহা পূর্ণতা লাভ করে। ৪৫—৬০। দেবগণ তখন সেই সোমের উপাসনা করেন। পরে কৃষ্ণপক্ষাবধি ভাস্করাভিমুখ সোমের সেই কলা সকল পান করিতে আরম্ভ করিলে তিনি ক্ষীণ হইতে থাকেন। ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবতা সোমকে পান করিয়া থাকেন। এইরূপে সেই চন্দ্রের কলা সকল কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং শুক্ল পক্ষে বৃদ্ধি লাভ করে। দেবগণ এইভাবে অর্দ্ধমাস কাল দিনক্রমানুসারে সোমকে পান করিয়া অমাবস্যাতে অন্যত্র গমন করিলে পিতৃগণ নিশাকরের সন্নিহিত হয়েন। তখন নিশাকরের পঞ্চদশ ভাগের অল্পমাত্র অবশেষ থাকে। অপরাহ্ণে পিতৃগণ দুই কলা কাল মাত্র সোমকে পান করেন। তাঁহারা রশ্মি দ্বারা

অর্দ্ধমাসসমাপ্তৌ তু পীত্বা গচ্ছন্তি তেঽমৃতম্।
সৌম্যা বর্হিষদশ্চৈব অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ যে স্মৃতাঃ॥
কাব্যাশ্চৈব তু যে প্রোক্তাঃ পিতরঃ সর্ব্বএব তে
সংবৎসরাশ্চ যে কাব্যাঃ পশ্চাদ্বা বৈ দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬৯
সৌম্যাঃ সুতপসো জ্ঞেয়া সৌম্যা বর্হিষদস্তথা
অগ্নিষ্বাত্তাস্ত্রয়শ্চৈব পিতৃসর্গস্থিতা দ্বিজাঃ॥ ৭০
পিতৃভিঃ পীয়মানায়াং পঞ্চদশ্যান্তু বৈ কলাম্।
যাবচ্চ ক্ষীয়তে তস্মাদ্ভাগঃ পঞ্চদশস্তু সঃ॥৭১
অমাবাস্যাং তথা তস্য অন্তরা পূর্য্যতে পরঃ।
বৃদ্ধি-ক্ষয়ৌ বৈ পক্ষাদৌ ষোড়শ্যাং শশিনঃ স্মৃতৌ।
এবং সূর্য্যনিমিত্তে তে ক্ষয়-বৃদ্ধী নিশাকরে॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সূর্য্যাদিগমনং নাম ষড়ুবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১২৬॥

বহির্ভূত অমৃতধারা পান করিয়া অর্দ্ধমাস সমাপ্ত হইলেই প্রতিগমন করিয়া থাকেন। সৌম্য, বর্হিষদ, অগ্নিষ্বাত্ত ও কাব্য—ইঁহারা সকলেই পিতৃগণ সংবৎসরগণও কাব্য; আর দ্বিজগণ সুকৃতপ্রভাবে কাব্যত্ব লাভ করিতে পারেন। সৌম্যগণ অতীব তপস্বী। বর্হিষদ সৌম্য, ও অগ্নিষ্বাত্ত—এই ত্রিবিধ পিতৃসর্গ। পঞ্চদশীতে পিতৃগণের পান হইলে যে পরিমাণ ক্ষয় হয়, তাহা চন্দ্রের পঞ্চদশ ভাগ। অমাবস্যার পর হইতে উহার বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। পক্ষের আদিসন্ধি কালেই চন্দ্রের বৃদ্ধি বা ক্ষয় আরম্ভ হয়। ষোড়শ কলা দ্বারাই তাহার সত্তা রক্ষিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের নিমিত্তই চন্দ্রের এই ক্ষয়-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ৬৯—৭২।

ষড়ুবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥১২৬॥

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

তারাগ্রহাণাং বক্ষ্যামি স্বর্ভানোস্তু রথং পুনঃ।
অথ তেজোময়ঃ শুভ্রঃ সোমপুত্রস্য বৈ রথঃ॥
যুক্তো হয়ৈঃ পিশঙ্গৈস্তু দশভির্বাতরংহসৈঃ।
শ্বেতঃ পিশঙ্গঃ সারঙ্গো নীলঃ শ্যামো বিলোহিতঃ
শ্বেতশ্চ হরিতশ্চৈব পৃষতো বৃষ্ণিরেব চ।
দশভিস্তু মহাভাগৈরুক্তৈর্বাতসম্ভবৈঃ॥ ৩
ততো ভৌমরথশ্চাপি অষ্টাঙ্গঃ কাঞ্চনঃ স্মৃতঃ।
অষ্টভির্লোহিতৈরশ্বৈঃ সধ্বজৈরগ্নিসম্ভবৈঃ।
সর্পতেঽসৌ কুমারো বৈ ঋজুবক্রানুবক্রগঃ॥ ৪
অতশ্চাঙ্গিরসো বিদ্বান্ দেবাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ
গৌরাশ্বেন তু যৌক্ষেণ স্যন্দনেন বিসর্পতি॥
যুক্তেনাষ্টাভিরশ্বৈশ্চ ধ্বজৈরগ্নিসমুদ্ভবৈঃ।
অব্দং বসতি যো রাশৌ স্বদিশং তেন গচ্ছতি
যুক্তেনাষ্টাভিরশ্বৈশ্চ সধ্বজৈরগ্নিসন্নিভৈঃ।

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, এক্ষণে তারা, গ্রহগণ ও স্বর্ভানুর বিবরণ বলিতেছি। প্রথমতঃ ইহাদিগের রথের কথা বলি। বুধের রথ—তেজোময়, শুভ্রবর্ণ। সেই রথে সারঙ্গ, নীল, শ্যাম, বিলোহিত, শ্বেত, হরিত, পৃষত ও বৃষ্ণি, এই দশটী বাতজাত, অতীব উজ্জিত, পবনগামী, পিশঙ্গবর্ণ উত্তম অশ্ব সংযোজিত। মঙ্গলের রথ,—অষ্টচক্রসম্পন্ন ও কাঞ্চনময়। ইহাতে অগ্নিসম্ভূত লোহিতবর্ণ আটটী অশ্ব এবং ধ্বজ আছে। সরল, কুটিল, ও অনুবক্রাদি বিবিধ গতি সহকারে, সেই কুমারাকৃতি মঙ্গল এবম্বিধ রথে যাতায়াত করিয়া থাকেন। বৃহস্পতির রথ সুবর্ণময়, ও ধ্বজসমন্বিত। ইহাতে অগ্নিসমুদ্ভূত গৌরবর্ণ আটটী অশ্ব যোজিত। ইনি একবর্ষ যাবৎ এক রাশিতে বাস করেন এবং এই রথারোহণে নিজ অভীষ্ট স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকেন। শুক্রের

রথেন ক্ষিপ্রবেগেণ ভার্গবস্তেন গচ্ছতি ॥৭
ততঃ শনৈশ্চরোঽপ্যশ্বৈঃ সবলৈর্বাতরংহসৈঃ।
কার্ষ্ণায়সং সমারুহ্য স্যন্দনং যাত্যসৌ শনিঃ ॥৮
স্বর্ভানোস্তু তথাষ্টাশ্বাঃ কৃষ্ণা বৈ বাতরংহসঃ।
রথং তমোময়ং তস্য বহন্তি স্ম সুদংশিতাঃ ॥ ৯
আদিত্যনিলয়ো রাহুঃ সোমং গচ্ছতি পর্ব্বসু।
আদিত্যমেতি সোমাচ্চ তমসোঽন্তেষু পর্ব্বসু
ততঃ কেতুমতস্তথা অষ্টৌ তে বাতরংহসঃ।
পলালধূর্ব্বর্ণাভাঃ ক্ষামদেহাঃ সুদারুণাঃ ॥ ১১
এতে বাহা গ্রহাণাং বৈ ময়া প্রোক্তা রথৈঃ সহ
সর্ব্বে ধ্রুবে নিবদ্ধাস্তে নিবদ্ধা বাতরশ্মিভিঃ ॥১২
এতে বৈ ভ্রাম্যমাণাস্তে যথাযোগং বহন্তি বৈ
বায়ব্যাভিরদৃশ্যাভিঃ প্রবদ্ধা বাতরশ্মিভিঃ ॥১৩
পরিভ্রমন্তি তদ্বদ্ধাশ্চন্দ্রসূর্য্যগ্রহা দিবি।
যাবৎ তমনুপর্য্যেতি ধ্রুবং যে জ্যোতিষাং গণঃ
যথা নদ্যুদকে নৌস্তু উদকেন সহোহ্যতে।
তথা দেবগৃহাণি স্যুরুহ্যন্তে বাতরংহসা।
তস্মাদ্‌যানি প্রগৃহ্যন্তে ব্যোম্নি দেবগৃহা ইতি ॥১৫
যাবন্ত্যশ্চৈব তারাঃ স্যুস্তাবন্তোঽস্য মরীচয়ঃ
সর্ব্বা ধ্রুবনিবদ্ধাস্তা ভ্রমন্ত্যো ভ্রাময়ন্তি চ ॥১৬
তৈলপীড়ং যথা চক্রং ভ্রমতে ভ্রাময়ন্তি বৈ।
তথা ভ্রমন্তি জ্যোতীংষি বাতবদ্ধানি সর্ব্বশঃ ॥
অলাতচক্রবদ্‌যান্তি বাতচক্রেরিতানি তু।
যস্মাৎ প্রবহতে তানি প্রবহস্তেন স স্মৃতঃ ॥ ১৮
এবং ধ্রুবে নিযুক্তোঽসৌ ভ্রমতে জ্যোতিষাং গণঃ।
এষ তারাময়ঃ প্রোক্তঃ শিশুমারে ধ্রুবো দিবি
যদহ্না কুরুতে পাপং তং দৃষ্ট্বা নিশি মুঞ্চতি।
শিশুমারশরীরস্থা যাবন্ত্যস্তারকাস্তু তাঃ ॥ ২০
বর্ষাণি দৃষ্ট্বা জীবেত তাদবেবাধিকানি তু।
শিশুমারাকৃতিং জ্ঞাত্বা প্রবিভাগেণ সর্ব্বশঃ ॥২১
উত্তানপাদস্তস্যাথ বিজ্ঞেয়ঃ সোত্তরা হনুঃ।
যজ্ঞোধরস্তু বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মো মূর্দ্ধানমাশ্রিতঃ ॥২২

রথ—অগ্নিসম কান্তিমান্ ও ধ্বজশোভিত। ভার্গব এই দ্রুতগামী রথে যাতায়াত করেন। শনির রথ—কৃষ্ণ-লৌহ-বিনির্ম্মিত। শনৈশ্চর সেই বায়ুবেগী অশ্বযোজিত রথারোহণে পরিভ্রমণ করেন। রাহুর রথ—তমোময়। উত্তম বর্ম্মাবৃত, বায়ুসমগামী, কৃষ্ণবর্ণ, আটটী অশ্ব এই রথ বহন করে। রাহু আদিত্যেই বাস করে; পরন্তু কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিতিথিতে অংশাংশে চন্দ্রে গমন করিয়া শুক্লপক্ষাবধি সূর্য্যে আগমন করিতে থাকে। কেতুর রথে দ্রুতগামী পলালধূম্রবর্ণ, ক্ষীণদেহ, বিকটাকার অষ্ট অশ্ব সংযোজিত। গ্রহদিগের রথ ও অশ্বগণের বিবরণ এই বলিলাম। ইহারা সকলেই বায়ু-রশ্মি দ্বারা ধ্রুবে নিবদ্ধ রহিয়াছে। সেই সকল রশ্মি অদৃশ্য, বায়ুময়। ইহারাই ভ্রমণপূর্ব্বক যথাযোগ্য রথসমূহ ভ্রামিত করিতে থাকে। ১—১৩। নভোমণ্ডলে ধ্রুবের পার্শ্বে পরিভ্রমণশীল চন্দ্র-সূর্য্যাদি যে সকল জ্যোতিষ্ক দৃষ্ট হয়, এই রশ্মিগুলিই তাহাদিগের ধ্রুবপরিভ্রমণের কারণ। দেবগৃহসমূহ নদীজলে নৌকার ন্যায় আকাশমণ্ডলে ভাসমান রহিয়াছে। এই জন্যই "আকাশ দেবগৃহ এই প্রবাদ প্রচলিত। যে পর্য্যন্ত তারা দৃষ্ট হয়, ধ্রুবের রশ্মিও সেই পর্য্যন্ত। তারাগণও ধ্রুবে নিবদ্ধ থাকিয়াই ভ্রমণ করে ও ভ্রমণ করায়; তৈলযন্ত্রে চক্র যেমন স্বয়ং ভ্রমণ করিয়া অপরকে ভ্রামিত করে, বায়ুবদ্ধ জ্যোতিশ্চক্রও তদ্রূপ ভ্রমণ করিয়া থাকে। বাতচক্রচালিত জ্যোতিশ্চক্র, অলাতচক্রবৎ ভ্রমণ করে; প্রবহণ করে বলিয়া সেই বায়ুকে প্রবহ নামে নির্দ্দেশ করা যায়। ধ্রুবনিবদ্ধ জ্যোতির্ম্মণ্ডল এই ভাবেই ধ্রুবের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। নভোমণ্ডলে যে শিশুমার আছে, তাহারই গাত্রে এই তারাময় ধ্রুব অবস্থিত। রাত্রিকালে ইহার দর্শনে, দিনকৃত পাপক্ষয় হয়। নরগণ শিশুমার-শরীরে যতগুলি তারা দর্শন করে, আয়ুঃপরিমাণাপেক্ষা তত বৎসর অধিক জীবিত থাকে অতএব বিভাগানুসারে সম্পূর্ণরূপে শিশুমারাকৃতি অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহার

হৃদি নারায়ণঃ সাধ্যা অশ্বিনৌ পূর্ব্বপাদয়োঃ ।
বরুণাশ্চার্য্যমা চৈব পশ্চিমে তস্ত সক্থিনী ॥২৩
শিশ্নে সংবৎসরো জ্ঞেয়ো মিত্রশ্চাপানমাশ্রিতঃ ।
পুচ্ছেঽগ্নিশ্চ মহেন্দ্রশ্চ মরীচিঃ কশ্যপো ধ্রুবঃ ॥
এষ তারাময়ঃ স্তম্ভো নাস্তমেতি ন বোদয়ম্ ।
নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্যাশ্চ গ্রহাস্তারাগণৈঃ সহ ॥ ২৫
তন্মুখাভিমুখাঃ সর্ব্বে চক্রভূতা দিবি স্থিতাঃ ।
ধ্রুবেণাধিষ্ঠিতাশ্চৈব ধ্রুবমেব প্রদক্ষিণম্ ॥ ২৬
পরিযান্তি সুরশ্রেষ্ঠং মেধীভূতং ধ্রুবং দিবি ।
আগ্নীধ্র-কাশ্যপানান্তু তেষাং স পরমো ধ্রুবঃ ॥
এক এব ভ্রমত্যেষ মেরোরন্তরমূর্দ্ধনি ।
জ্যোতিষাং চক্রমাদায় আকর্ষংস্তমধোমুখঃ ॥২৮
মেরুমালোকয়ন্নেব প্রতিযাতি প্রদক্ষিণম্ ॥২৯
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ধ্রুবপ্রশংসা নাম সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় ঊচুঃ ।
যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং শ্রুতং সর্ব্বমশেষতঃ ।
কথং দেবগৃহাণি স্যুঃ পুনর্জ্যোতীংষি বর্ণয় ॥ ১
সূত উবাচ ।
এতৎ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্গতিম্ ।
যথা দেবগৃহাণি স্যুঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোস্তথা ॥ ২
অগ্নের্ব্যুষ্টৌ রজন্যাং বৈ ব্রহ্মণাব্যক্তযোনিনা
অব্যাকৃতমিদন্ত্বাসীন্নৈশেন তমসাবৃতম্ ॥ ৩
চতুর্ভূতাবশিষ্টেঽস্মিন্ ব্রহ্মণা সমধিষ্ঠিতে ।
স্বয়ম্ভুর্ভগবাংস্তত্র লোকতত্ত্বার্থসাধকঃ ॥ ৪
খদ্যোতরূপী বিচরন্নাবির্ভাবং ব্যচিন্তয়ৎ
জ্ঞাত্বাগ্নিং কল্পকালাদাবপঃ পৃথ্বীঞ্চ সংশ্রিতাঃ ॥৫
স সন্তত্য প্রকাশার্থং ত্রিধাতুল্যোঽভবৎ পুনঃ
পাচকো যস্ত লোকেঽস্মিন্ পার্থিবঃ সো-
ঽগ্নিরুচ্যতে ॥ ৬

সংস্থান যথা ।—উত্তানপাদ — উত্তরাহনু, যজ্ঞের ধর্ম্ম—মস্তক, নারায়ণ ও সাধ্যগণ —হৃদয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়,—পূর্ব্বদিকের পদদ্বয়, বরুণ ও অর্য্যমা—পশ্চিম পদদ্বয়, সংবৎসর—শিশ্ন, মিত্র অপান—এবং অগ্নি, মহেন্দ্র, মরীচি, কশ্যপ ও ধ্রুব ইহার পুচ্ছদেশ আশ্রয়পূর্ব্বক বিরাজিত আছেন। এই তারাময় স্তম্ভের অস্ত বা উদয় নাই। নভোমণ্ডলে নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারাগণ ইহারই অভিমুখে চক্রাকারে অবস্থান করে। নভোমণ্ডলে ধ্রুবই ইহাদিগের মেধীস্তম্ভসদৃশ অবলম্বন; ধ্রুবকেই ইহারা প্রদক্ষিণ করে। আগ্নীধ্র ও কশ্যপদিগের মধ্যে ধ্রুবই সর্ব্বপ্রধান। একমাত্র ধ্রুবই মেরুশিরোভাগে অধোমুখে অবস্থানপূর্ব্বক জ্যোতিশ্চক্র আকর্ষণ করিয়া মেরুকে অবলোকন করিতে করিতে প্রদক্ষিণক্রমে ভ্রমণ করিতেছেন। ১৪—২৯।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২৭

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি এই যে কথা কহিলেন, আমরা তাহা সমুদয় শুনিলাম। পরন্তু দেবগৃহ ও তারাগণের বিবরণ পুনরায় বিস্তররূপে বর্ণন করুন। সূত বলিলেন,—হে মুনিগণ! চন্দ্র-সূর্য্যের গতি ও দেবগৃহাদির বিবরণ সমস্তই বলিতেছি। আদিকালে এই জগৎ, আলোকহীন রজনীবৎ নৈশ তমসে সমাবৃত ছিল। অব্যক্তযোনি ব্রহ্মা তখন পর্য্যন্ত কোন পদার্থেরই প্রকাশ করেন নাই। চারিটী মাত্র পদার্থ অবশিষ্ট ছিল। ব্রহ্মা তাহাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ লোক সকল সৃষ্টি করিতে অভিপ্রায় করিয়া খদ্যোতরূপ ধারণ করিলেন। তিনি আবির্ভাব মানসে বিচরণপূর্ব্বক জানিতে পারিলেন যে, কল্পাদিকালে অগ্নি—জল ও পৃথ্বী মধ্যে লীন হইয়াছেন। ১—৫। ব্রহ্মা তখন সেই অগ্নিকে প্রকাশার্থ একত্রীকৃত করিলেন; তাহা তখন সমান তিন ভাগে বিভক্ত

যশ্চাসৌ তপতে সূর্য্যে শুচিরগ্নিশ্চ স স্মৃতঃ।
বৈদ্যুতো জাঠরঃ সৌম্যো বৈদ্যুতশ্চাপ্যনিন্ধনঃ
তেজোভিশ্চাপ্যতে কশ্চিৎ কশ্চিদেবাপ্যনিন্ধনঃ
কাষ্ঠেন্ধনস্তু নির্ম্মথ্যঃ সোঽদ্ভিঃ শাম্যতি পাবকঃ
অর্চ্চিষ্মান্ পচনোঽগ্নিস্তু নিষ্প্রভঃ সৌম্যলক্ষণঃ
যশ্চাসৌ মণ্ডলে শুক্লে নিরুষ্মা ন প্রকাশতে ॥৯
প্রভা সৌরী তু পাদেন অস্তং যাতি দিবাকরে
অগ্নিমাবিশতে রাত্রৌ তস্মাদগ্নিঃ প্রকাশতে ॥১০
উদিতে তু পুনঃ সূর্য্যে উষ্মাগ্নেস্তু সমাবিশৎ।
পাদেন তেজসশ্চাগ্নেস্তস্মাৎ সন্তপতে দিবা ॥১১
প্রকাশঞ্চ তথোষ্ণঞ্চ সৌর্য্যাগ্নেয়ে তু তেজসী
পরস্পরানুপ্রবেশাদাপ্যায়েতে দিবানিশম্ ॥১২
উত্তরে চৈব ভূম্যর্দ্ধে তথা হ্যস্মিংস্তু দক্ষিণে।
উত্তিষ্ঠতি পুনঃ সূর্য্যে রাত্রিমাবিশতে হ্যপঃ ॥১৩
তস্মাৎ তাম্রা ভবন্ত্যাপো দিবারাত্রিপ্রবেশনাৎ
অস্তং গতে পুনঃ সূর্য্যে অহো বৈ প্রবিশত্যপঃ
তস্মান্নক্তং পুনঃ শুক্লা হ্যাপো দৃশ্যন্তি ভাস্বরাঃ
এতেন ক্রমযোগেণ ভূম্যর্দ্ধে দক্ষিণোত্তরে ॥১৫
উদয়াস্তময়ে হ্যত্র অহোরাত্রং বিশত্যপঃ।
যশ্চাসৌ তপতে সূর্য্যঃ সোঽপঃ পিবতি রশ্মিভিঃ
সহস্রপাদস্বেবোঽগ্নী রক্তকুম্ভনিভস্তু সঃ।
আদত্তে স তু নাড়ীনাং সহস্রেণ সমন্ততঃ ॥১৭
আপো নদী-সমুদ্রেভ্যো হ্রদ-কূপেভ্য এব চ।
তস্য রশ্মিসহস্রেণ শীতবর্ষোষ্ণনিঃস্রবঃ ॥ ১৮
তাসাং চতুঃশতং নাড্যো বর্ষন্তে চিত্রমূর্ত্তয়ঃ।
চন্দনাশ্চৈব মেধ্যাশ্চ কেতনাশ্চেতনাস্তথা ॥১৯
অমৃতা জীবনাঃ সর্ব্বা রশ্ময়ো বৃষ্টিসর্জ্জনাঃ।
হিমোদ্বহাশ্চ তাভ্যোঽন্যং রশ্ময়স্ত্রিংশতঃ স্মৃতাঃ
চন্দ্রতারাগ্রহৈঃ সর্ব্বৈঃ পীতা ভানোর্গভস্তয়ঃ ॥
এতা মধ্যাস্তথান্যাশ্চ হ্লাদিন্যো হিমসর্জ্জনাঃ।
শুক্লাশ্চ ককুভশ্চৈব গাবো বিশ্বসৃতশ্চ যাঃ ॥ ২১

হইল। পাকাদি কার্য্যে যে অগ্নি ব্যবহৃত হয়, তাহা পার্থিব অগ্নি। যে অগ্নি সূর্য্যমণ্ডলে বাস করিয়া লোকে তাপ দান করে, উহাকে শুচি অগ্নি বলা যায়। জীবগণের জঠরগত অগ্নিকে বৈদ্যুতাগ্নি বলে। উহা অনিন্ধন এবং সৌম্য। কোন বৈদ্যুতাগ্নি তেজোদ্বারা পরিপুষ্ট হয়, কেহ বা ইন্ধনাভাবেও দীপ্তি পাইয়া থাকে। ইন্ধনকাষ্ঠাশ্রয়ে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, উহাই নির্ম্মথ্য অগ্নি; জল দ্বারা উহাকে নির্ব্বাপিত করা যায়। জঠরাগ্নি অর্চ্চিষ্মান্, অনুজ্জ্বল ও সৌম্যদর্শন। ইহা শুক্লমণ্ডলে উষ্মহীনরূপে প্রকাশ পায়। দিবাকর অস্ত গমন করিলে তদীয় প্রভা চতুর্থাংশে অগ্নিমধ্যে আবিষ্ট হয়। এ নিমিত্ত রাত্রিকালে অগ্নির দীপ্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দিবাভাগেও অগ্নির উষ্মার চতুর্থাংশ সূর্য্যের মধ্যে আবিষ্ট হয়, এই এক পাদ অগ্নিতেজ থাকাতেই সূর্য্য দিবাভাগে সন্তাপ দান করেন। সূর্য্য ও অগ্নির প্রকাশ ও উষ্মাত্মক তেজোদ্বয় পরস্পর অনুপ্রবেশ নিবন্ধন দিবানিশ আপ্যায়িত হইয়া থাকে। উত্তর ভূম্যর্দ্ধে ও এই দক্ষিণ ভূভাগে সূর্য্য উদিত হইলে রাত্রি, জল মধ্যে প্রবেশ করে; এ নিমিত্ত জল সকল দিবাভাগে কিঞ্চিৎ তাম্রাভ হয়। সূর্য্য অস্ত গমন করিলে দিবা, জলমধ্যে প্রবেশ করে, এ নিমিত্ত রাত্রিকালে জল সকল সমুজ্জ্বল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ভাবে দক্ষিণ ও উত্তর ভূম্যর্দ্ধে সূর্য্যের উদয়াস্তানুসারে দিবা ও রাত্রি জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। সূর্য্য মধ্যে যে অগ্নি বাস করে, উহা রক্তকুম্ভ-নিভ ও সহস্রপাদ। এ অগ্নি কিরণ দ্বারাই জল আদান করে। ইহা স্বীয় কিরণসহস্র দ্বারা কূপ, হ্রদ, নদী ও সমুদ্রাদি হইতে জল আকর্ষণ করিয়া থাকে। সেই কিরণসহস্র মধ্যে চারিশত কিরণ নাড়ীর ন্যায় ও বিচিত্রমূর্ত্তি। উহা হইতে উষ্ণভাবে শীতক্ষরণ হয়। চন্দনা, মেধ্যা, কেতনা, চেতনা, অমৃতা, জীবনা—এই সকল রশ্মি বৃষ্টি উৎপাদিত করে। সূর্য্যের তিনশত রশ্মি হিমোৎপন্ন। চন্দ্র-তারাদি গ্রহগণ এই সকল রশ্মি পান করেন। ইহারা মধ্যম রশ্মি। অপর রশ্মি সকল শুক্লবর্ণ ও জন-

শুক্লাস্তা নামতঃ সর্বাস্ত্রিংশত্যা ধর্ম্মসর্জ্জনাঃ।
সংবিভ্রতি হি তাঃ সর্ব্বা মনুষ্যান্ দেবতাঃ পিতৄন্
মনুষ্যানৌষধীভিশ্চ স্বধয়া চ পিতৄনপি।
অমৃতেন সুরান্ সর্ব্বান্ সন্ততং পরিতর্পয়ন্ ॥২
বসন্তে চৈব গ্রীষ্মে চ শতৈঃ সন্তপতে ত্রিভিঃ।
বর্ষাসু চ শরদ্যেবং চতুর্ভিঃ সম্প্রবর্ষতি ॥ ২৪
হেমন্তে শিশিরে চৈব হিমোৎসর্গস্ত্রিভিঃ পুনঃ।
ওষধীষু বলং ধত্তে সুধাঞ্চ স্বধয়া পুনঃ ॥ ২৫
সূর্য্যোঽমরত্বমমৃতে ত্রয়স্ত্রিষু নিযচ্ছতি।
এব রশ্মিসহস্রন্তু সৌরং লোকার্থসাধনম্ ॥ ২৬
ভিদ্যতে ঋতুমাসাদ্য সহস্রং বহুধা পুনঃ
ইত্যেবং মণ্ডলং শুক্লং ভাস্বরং লোকসংজ্ঞিতম্
নক্ষত্র-গ্রহ-সোমানাং প্রতিষ্ঠাযোনিরেব চ।
চন্দ্র-ঋক্ষ-গ্রহাঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়াঃ সূর্য্যসম্ভবাঃ ॥২৮
সুষুম্না সূর্য্যরশ্মির্যা ক্ষীণং শশিনমেধতে।
হরিকেশঃ পুরস্তাৎ তু যো বৈ নক্ষত্রযোনিকৃৎ
দক্ষিণে বিশ্বকর্ম্মা তু রশ্মিরাপ্যায়য়দ্বুধম্।
বিশ্বাবসুশ্চ যঃ পশ্চাচ্ছুক্রযোনিশ্চ স স্মৃতঃ ॥৩০
সংবর্দ্ধনস্তু যো রশ্মিঃ স যোনির্লোহিতস্য চ।
ষষ্ঠস্তু হ্যর্বভূ রশ্মির্যোনিঃ স হি বৃহস্পতেঃ ॥ ৩১
শনৈশ্চরং পুনশ্চাপি রশ্মিরাপ্যায়তে সুরাট্।
ন ক্ষীয়তে যতস্তানি তস্মান্নক্ষত্রতা স্মৃতা ॥ ৩২
ক্ষেত্রাণ্যেতানি বৈ সূর্য্যমাপতন্তি গভস্তিভিঃ।
ক্ষেত্রাণি তেষামাদত্তে সূর্য্যো নক্ষত্রতা ততঃ ॥
অস্মাল্লোকাদমুং লোকং তীর্ণানাং সুকৃতাত্মনাম্
তারণাৎ তারকা হ্যেতাঃ শুক্লত্বাচ্চৈব শুক্রিকাঃ
দিব্যানাং পার্থিবানাঞ্চ বংশানাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
তপসস্তেজসো যোগাদাদিত্য ইতি গদ্যতে ॥৩৫
স্রবতিঃ স্পন্দনার্থে চ ধাতুরেষ নিগদ্যতে।
স্রবণাৎ তেজসশ্চৈব তেনাসৌ সবিতা স্মৃতঃ ॥

গণের আনন্দজনক। ইহারা হিমবর্ষণ করে। ককুভ, গো, বিশ্বভৃৎ, শুক্ল—ইত্যাদি নামে তাহারা সমুদায়ে তিন শত। ইহারাই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও দেব-পিতৃ-মনুষ্যগণের পরিপালক।৬—২২। সূর্য্য ওষধি দ্বারা মানুষগণকে, স্বধা দ্বারা পিতৃগণকে এবং অমৃত দ্বারা সুরগণকে সতত পরিতর্পিত করিয়া থাকেন। সূর্য্য বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালে তিন শত রশ্মি দ্বারা তাপ দান, বর্ষা ও শরৎ কালে চারি শত রশ্মি দ্বারা জল বর্ষণ এবং হেমন্ত ও শিশির কালে তিন শত রশ্মি দ্বারা হিমপাত করেন। ইনি ওষধিসমূহে বলবান, স্বধাতে সুধাস্থাপন এবং অমৃতমধ্যে অমরতা বিধান—ত্রিলোক-হিতার্থ এই ত্রিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। অর্দ্ধলোকের হিতবিধায়ক ভাস্করমণ্ডলের সহস্র রশ্মি এই ভাবে বিভিন্ন ঋতুতে বিশেষ কার্য্য সাধন করে। ভাস্করের এই শুক্লবর্ণ মণ্ডলকে লোক-সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। ইহাই চন্দ্র-নক্ষত্র-গ্রহাদির উৎপত্তি-স্থিতি-হেতু। চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহ ইহারা সকলেই সূর্য্য হইতে উদ্ভূত। সুষুম্না নামক সূর্য্যরশ্মি ক্ষীণ চন্দ্রের পুষ্টিবিধায়ক। হরিকেশ নামক পূর্ব্বদিকের রশ্মি নক্ষত্রগণের জনক। দক্ষিণদিকস্থ বিশ্বকর্ম্মা নামে যে রশ্মি আছে, উহা বুধের আপ্যায়ন বিধান করে। পশ্চাৎ দিকের বিশ্বাবসু নামক রশ্মি, শুক্রকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। সংবর্দ্ধন নামক রশ্মি মঙ্গলের উৎপাদক। অর্বভূ নামে যে ষষ্ঠ রশ্মি, তাহা বৃহস্পতির উদ্ভবহেতু। সুরাট নামক রশ্মি, শনৈশ্চরের আপ্যায়ন করিয়া থাকে। ইহারা ক্ষীণ হয় না বলিয়া নক্ষত্র নামে অভিহিত হয়। এই সকল নক্ষত্র নিরন্তর কিরণ দ্বারা সূর্য্যে পতিত হয় এবং সূর্য্যও ইহাদিগের ক্ষেত্র গ্রহণ করেন; এজন্যই ইহাদিগের নক্ষত্রতা। ইহলোক হইতে লোকান্তরগামী সুকৃতশালী জনগণকে তারণ করে বলিয়া তারকা এবং শুক্লবর্ণ বলিয়া শুক্রিকা নামেও ইহাদিগের উল্লেখ করা যায়। দিব্য ও পার্থিব সর্ব্ববিধ বংশের তপস্তেজোমহিমায় যোগনিবন্ধন এই সূর্য্য আদিত্যশব্দে অভিহিত। স্রব-ধাতু ক্ষরণার্থক। তেজঃ স্রবণ করেন বলিয়া

বহ্বর্থশ্চন্দ ইত্যেষ প্রধানো ধাতুরুচ্যতে।
শুক্লত্বে হ্যমৃতত্বে চ শীতত্বে হ্লাদনেঽপি চ ॥৩৭
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্দিব্যে মণ্ডলে ভাস্বরে খগে।
জলতেজোময়ে শুক্লে বৃত্তকুম্ভনিভে শুভে ॥ ৩৮
বসন্তি কর্ম্মদেবাস্ত স্থানান্যেতানি সর্ব্বশঃ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু ঋষি-সূর্য্য-গ্রহাদয়ঃ ॥ ৩৯
তানি দেবগৃহাণি স্যুঃ স্থানাখ্যানি ভবন্তি হি।
সৌরং সূর্য্যোঽবিশৎ স্থানং সৌম্যং সোমস্তথৈব চ ॥ ৪০
শৌক্রং শুক্রোঽবিশৎ স্থানং ষোড়শারং প্রভাস্বরম্।
বৃহস্পতির্বৃহচ্চৈব লোহিতঞ্চাপি লোহিতঃ ॥ ৪১
শনৈশ্চরোঽবিশৎ স্থানমেবং শানৈশ্চরং তথা।
বুধোঽপি বৈ বুধস্থানং ভানুং স্বর্ভানুরেব চ ॥৪২
নক্ষত্রাণি চ সর্ব্বাণি নাক্ষত্রাণ্যাবিশন্তি চ।
জ্যোতীংষি সুকৃতামেতে জ্ঞেয়া দেবগৃহাস্ত বৈ
স্থানান্যেতানি তিষ্ঠন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু দেবস্থানানি তানি বৈ। ৪৪
অভিমানেন তিষ্ঠন্তি তানি দেবাঃ পুনঃপুনঃ।
অতীতাস্ত সহাতীতৈর্ভাব্যা ভাব্যৈঃ সুরৈঃ সহ
বর্ত্তন্তে বর্ত্তমানৈশ্চ সুরৈঃ সার্দ্ধন্ত স্থানিনঃ।
সূর্য্যো দেবো বিবস্বাংশ্চ অষ্টমস্ত্বদিতেঃ সুতঃ ॥
দ্যুতিমান্ ধর্ম্মযুক্তশ্চ সোমো দেবো বসুঃ স্মৃতঃ
শুক্রো দৈত্যস্ত বিজ্ঞেয়ো ভার্গবোঽসুরযাজকঃ
বৃহস্পতির্বৃহত্তেজা দেবাচার্য্যোঽঙ্গিরঃসুতঃ।
বুধো মনোহরশ্চৈব শশিপুত্রস্ত স স্মৃতঃ ॥ ৪৮
শনৈশ্চরো বিরূপশ্চ সংজ্ঞাপুত্রো বিবস্বতঃ।
অগ্নির্বিকেশ্যাং জজ্ঞে তু যুবাসৌ লোহিতাধিপঃ
নক্ষত্রনাম্ন্যঃ ক্ষেত্রেষু দাক্ষায়ণ্যঃ সুতাঃ স্মৃতাঃ
স্বর্ভানুঃ সিংহিকাপুত্রো ভূতসংসাধনোঽসুরঃ ॥
চন্দ্রার্কগ্রহনক্ষত্রেষ্বভিমানী প্রকীর্ত্তিতঃ।
স্থানান্যেতানি চোক্তানি স্থানিনশ্চৈব দেবতাঃ
শুক্লমগ্নিসমং দিব্যং সহস্রাংশোর্বিবস্বতঃ।
সহস্রাংশুত্বিষঃ স্থানমম্ময়ং তৈজসং তথা ॥ ৫২
আশাস্থানং মনোজ্ঞস্থ রাবরশ্মিগৃহে স্থিতম্।
শুক্রঃ ষোড়শরশ্মিস্ত যস্ত দেবো হ্যপোময়ঃ ॥৫৩

ইহাঁকে সবিতা বলে। চন্দ ধাতু অনেকার্থক। ইহার অর্থ—শুক্লত্ব, অমৃতত্ব, শীতত্ব ও হ্লাদন। চন্দ হইতে চন্দ্র শব্দ নিষ্পন্ন। চন্দ্রসূর্য্যের দিব্য মণ্ডলদ্বয়—আকাশস্থ, সমুজ্জ্বল, জল-তেজোময়, শুক্লবর্ণ, বৃত্তাকার ও কুম্ভসম সুদৃশ্য ।২৩—৩৮। মন্বন্তরসমূহে যে সমস্ত ঋষি কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সকল জ্যোতির্ম্মণ্ডলাকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের নভোগামী স্থানসমূহই দেবগৃহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সূর্য্য—সৌরস্থান, সোম—সৌম্য স্থান, এবং শুক্র—শৌক্র স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন। এই শৌক্রস্থান ষোড়শার ও জ্যোতির্ম্ময়। বৃহস্পতি—বৃহৎ স্থান, মঙ্গল—লোহিতস্থান এবং শনৈশ্চর—শনৈশ্চর স্থান ভজনা করিয়াছেন। বুধ—বুধস্থান লাভ করিয়াছেন। রাহুর স্থান—সূর্য্য। নক্ষত্র সকল নক্ষত্রস্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুকৃতশালী জনগণের এই জ্যোতিঃ দেবগৃহ বলিয়া জ্ঞাতব্য। এই সকল স্থান ভূতচয়ের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী। সকল মন্বন্তরেই এ সমস্ত দেবস্থান, অভিমানমাত্রে অবস্থান করে। ঐ সকল স্থানাভিমানী দেবতা, অধিবাসী দেবতা সহিতই অতীত, অনাগত, সাম্প্রত কালে তিরোভাবাদি দশাপ্রাপ্ত হয়। বিবস্বান্ সূর্য্য—অদিতির অষ্টম পুত্র। দ্যুতিমান্ সোম—ধর্ম্মশীল, বসু। বৃহত্তেজা বৃহস্পতি—অঙ্গিরার পুত্র এবং দেবাচার্য্য। মনোহর বুধ—চন্দ্রের পুত্র। বিকৃতাকার শনৈশ্চর—বিবস্বানের পুত্র, সংজ্ঞাগর্ভজাত। মঙ্গল—অগ্নি হইতে বিকেশীগর্ভে উৎপন্ন। নক্ষত্র সকল—ক্ষেত্রে উদ্ভূত, ইহারা দক্ষের সন্ততি। ভূতসংহারক রাহু—সিংহিকাতনয়, অসুর। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহাদি মধ্যে ইহাঁরা স্থানাভিমানী দেবতা। ইহাদিগের স্থানসমূহের বিবরণ বর্ণিত হইল। ৩৯—৫১। সহস্রকিরণ সূর্য্যের স্থান—দিব্য অগ্নিসম ও শুক্লবর্ণ। চন্দ্রের স্থান—সহস্রকিরণসম্পন্ন, তৈজস, জলময়।

লোহিতো নবরশ্মিস্ত স্থানমাপস্ত তস্য বৈ ।
বৃহদ্দ্বাদশরশ্মীকং হারিদ্রাভস্ত বেধসঃ ॥ ৫৪
অষ্টরশ্মি শনেস্তৎ তু কৃষ্ণং বৃদ্ধময়স্ময়ম্ ॥
স্বর্ভানোস্থায়সং স্থানং ভূতসন্তাপনালয়ম্ ॥ ৫৫
সুকৃতামাশ্রয়াস্তারা রশ্ময়স্ত হিরণ্ময়াঃ ।
তারণাৎ তারকা হ্যেতাঃ শুক্লত্বাচ্চৈব তারকাঃ
নবযোজনসাহস্রো বিষ্কম্ভঃ সবিতুঃ স্মৃতঃ ।
মণ্ডলং ত্রিগুণঞ্চাস্য বিস্তারো ভাস্করস্য তু ॥৫৭
দ্বিগুণঃ সূর্য্যবিস্তারাদ্বিস্তারঃ শশিনঃ স্মৃতঃ ।
ত্রিগুণং মণ্ডলাঞ্চাস্য বৈপুল্যাচ্ছশিনঃ স্মৃতম্ ॥
সর্ব্বোপরি নিস্বষ্টানি মণ্ডলানি তু তারকাঃ ।
যোজনার্দ্ধপ্রমাণানি তাভ্যোহন্যানি গণানি তু ॥
তুল্যো ভূত্বা তু স্বর্ভানুস্তদধস্তাৎ প্রসর্পতি ।
উদ্ধৃত্য পার্থিবীং ছায়াং নির্ম্মিতাং মণ্ডলাকৃতিম্
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং স্থানং তৃতীয়ন্ত তমোময়ম্ ।
আদিত্যাৎ স তু নিষ্ক্রম্য সোমং গচ্ছতি পর্ব্বসু
আদিত্যমেতি সোমাচ্চ পুনঃ সৌরেষু পর্ব্বসু ।
স্বভাসা নুদতে যস্মাৎ স্বর্ভানুরিতি স স্মৃতঃ ।
চন্দ্রতঃ ষোড়শো ভাগো ভার্গবস্য বিধীয়তে ।
বিষ্কম্ভান্মণ্ডলাচ্চৈব যোজনানাস্তু স স্মৃতঃ ॥৬৩
ভার্গবাৎ পাদহীনশ্চ বিজ্ঞেয়ো বৈ বৃহস্পতিঃ ।
বৃহস্পতেঃ পাদহীনৌ কেতু-বক্রাবুভৌ স্মৃতৌ ।
বিস্তার-মণ্ডলাভ্যান্তু পাদহীনস্তয়োর্বুধঃ ।
তারানক্ষত্ররূপাণি বপুষ্মন্তীহ যানি বৈ ॥ ৬৫
বুধেন সমরূপাণি বিস্তারান্মণ্ডলাৎ তু বৈ ।
তারানক্ষত্ররূপাণি হীনানি তু পরস্পরম্ ॥ ৬৬
শতানি পঞ্চ চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকমেব চ ।
সর্ব্বোপরিনিস্বষ্টানি মণ্ডলানি তু তারকাঃ ॥ ৬৭
যোজনার্দ্ধপ্রমাণাণি তেভ্যো হ্রস্বং ন বিদ্যতে ।
উপরিষ্টাৎ তু যে তেষাং গ্রহা যে ক্রূরসাত্ত্বিকাঃ
সৌরশ্চাঙ্গিরসো বক্রো বিজ্ঞেয়া মন্দচারিণঃ ।
তেভ্যোঽধস্তাৎ তু চত্বারঃ পুনশ্চান্যে মহাগ্রহাঃ
সোমঃ সূর্য্যো বুধশ্চৈব ভার্গবশ্চেতি শীঘ্রগাঃ ।
যাবন্তি চৈব ঋক্ষাণি কোট্যস্তাবন্তি তারকাঃ ॥৭০

শুক্রের স্থান—ষোড়শরশ্মিযুক্ত ও জলময়। মঙ্গলের স্থান—নবরশ্মিসংযুক্ত ও জলময়। বৃহস্পতির স্থান,—বৃহৎ, দ্বাদশরশ্মি সমন্বিত ও হরিদ্রাভ। শনির স্থান—অষ্টরশ্মি-সম্পন্ন, কৃষ্ণবর্ণ ও লৌহময়। রাহুর স্থান—লৌহ-নির্ম্মিত ও ভূতচয়ের তাপকর। তারকা সকল—সুকৃতশালী জনগণের আশ্রয়। ইহাদিগের রশ্মিসমূহ হিরণ্ময়। তারণ করে বলিয়া ইহারা তারকা শব্দে উক্ত হয়। ইহারা শুক্লবর্ণ। সূর্য্যের বিষ্কম্ভপরিমাণ নবসহস্র যোজন। মণ্ডলবিস্তার ইহার ত্রিগুণ। চন্দ্রের বিস্তার—সূর্য্যের বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ। মণ্ডলবিস্তার ইহাপেক্ষা ত্রিগুণ। তারকামণ্ডল সর্ব্বোপরি স্থবি-জিত। উহারা যোজনার্দ্ধপ্রমাণ। রাহু, ইহার সম আকারে অধোভাগে বিচরণ করে। ব্রহ্মা, পৃথিবীর ছায়া দ্বারা এই রাহুর স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার স্থান—তমোময়। এই রাহু শুক্লপক্ষে সূর্য্য হইতে চন্দ্রে প্রবেশ করে এবং কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র হইতে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। স্বীয় ভা অর্থাৎ প্রভা দ্বারা নোদন করে বলিয়া ইহার নাম স্বর্ভানু। শুক্রের বিষ্কম্ভ ও মণ্ডল-পরিমাণ, চন্দ্রের ষোড়শাংশ, বৃহস্পতি, শুক্রাপেক্ষা চতুর্থাংশ হীন। কেতু ও মঙ্গল—বৃহস্পতি অপেক্ষা চতুর্থাংশ ন্যূন। ইহাদিগের অপেক্ষাও বুধ—বিস্তার-মণ্ডলপরিমাণে একপাদ হীন। গগনমণ্ডলে নক্ষত্ররূপে যাহারা মূর্ত্তিমান্ দৃষ্ট হয়, উহারা বিস্তর-মণ্ডলাদিতে বুধের সমান। ফলতঃ তারা সকল পাঁচ, চারি, তিন, দুই এবং একশত যোজন প্রমাণও আছে, আর অর্দ্ধযোজন পরিমাণও আছে। ইহাপেক্ষা ক্ষুদ্র তারকা আর নাই। ইহাদিগের উপরিভাগে যে সকল ক্রূর ও সৌম্য গ্রহ বিচরণ করে, তাহা বলিতেছি। ৫২—৬৮। শনি, বৃহস্পতি, ও মঙ্গল, ইহারা মন্দগামী। ইহাদিগের অধোভাগে সোম, সূর্য্য, বুধ ও শুক্র—এই চারি মহাগ্রহ বিচরণ শীল। ইহারা শীঘ্রগামী। নক্ষত্র

সর্ব্বেষাস্তু গ্রহাণাং বৈ সূর্য্যোঽধস্তাৎ প্রসর্পতি
বিস্তীর্ণং মণ্ডলং কৃত্বা তস্যোর্দ্ধং চরতে শশী ॥ ৭১
নক্ষত্রমণ্ডলঞ্চাপি সোমাদূর্দ্ধং প্রসর্পতি ।
নক্ষত্রেভ্যো বুধশ্চোর্দ্ধং বুধাচ্চোর্দ্ধন্তু ভার্গবঃ ॥
বক্রস্তু ভার্গবাদূর্দ্ধং বক্রাদূর্দ্ধং বৃহস্পতিঃ ।
তস্মাচ্ছনৈশ্চরশ্চোর্দ্ধং দেবাচার্য্যোপরি স্থিতঃ
শনৈশ্চরাৎ তথা চোর্দ্ধং জ্ঞেয়ং সপ্তর্ষিমণ্ডলম্ ।
সপ্তর্ষিভ্যো ধ্রুবশ্চোর্দ্ধং সমস্তং ত্রিদিবং ধ্রুবে
দ্বিগুণেষু সহস্রেষু যোজনানাং শতেষু চ ।
গৃহান্তরমথৈকৈকমূর্দ্ধং নক্ষত্রমণ্ডলাৎ ॥ ৭৫
তারাগ্রহান্তরাণি স্যুরুপর্য্যুপর্য্যধিষ্ঠিতম্ ।
গ্রহাশ্চ চন্দ্র-সূর্য্যৌ চ দিবি দিব্যেন তেজসা ॥
নক্ষত্রেষু চ যুজ্যন্তে গচ্ছন্তো নিয়তক্রমাৎ ।
চন্দ্রার্ক-গ্রহ-নক্ষত্রা নীচোচ্চগৃহমাশ্রিতাঃ ॥ ৭৭
সমাগমে চ ভেদে চ পশ্যন্তি যুগপৎ প্রজাঃ ।
পরস্পরং স্থিতা হ্যেবং যুজ্যন্তে চ পরস্পরম্ ॥ ৭৮
অসঙ্করেণ বিজ্ঞেয়স্তেষাং যোগস্তু বৈ বুধৈঃ ।
ইত্যেবংসন্নিবেশো বৈ পৃথিব্যা জ্যোতিষাঞ্চ যঃ
দ্বীপানামুদধীনাঞ্চ পর্ব্বতানাং তথৈব চ ।
বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ যে চ তেষু বসন্তি বৈ ॥ ৮০
ইত্যেবোঽর্কবশেনৈব সন্নিবেশস্তু জ্যোতিষাম্
আবর্ত্তঃ সান্তরো মধ্যে সজ্জিণশ্চধ্রুবাৎ তু সঃ
সর্ব্বতস্তেষু বিস্তীর্ণো বৃত্তাকার ইবোচ্ছ্রিতঃ ।
লোকসংব্যবহারার্থমীশ্বরেণ বিনির্ম্মিতঃ ॥ ৮২
কল্পাদৌ বুদ্ধিপূর্ব্বন্তু স্থাপিতোঽসৌ স্বয়ম্ভুবা ।
ইত্যেষ সন্নিবেশো বৈ সর্ব্বস্য জ্যোতিরাত্মকঃ
বৈশ্বরূপং প্রধানস্য পরিণাহোঽস্য যঃ স্মৃতঃ ।
তেষাং শক্যং ন সংখ্যাতুং যাথাতথ্যেন
কেনচিৎ ।
গতাগতং মনুষ্যেণ জ্যোতিষাং মাংসচক্ষুষা ॥৮৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে দেবগৃহাদবর্ণনং
নামাষ্টবিংশত্যধিক-শততমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৮ ॥

ষতকোটী, তারাগণের পরিমাণও তত্তুল্য । সূর্য্য সকল গ্রহের অধোভাগে বিচরণ করেন। তাঁহার উপরিভাগে মণ্ডল বিস্তার সহকারে শশী বিচরণ করিয়া থাকেন। সোমের উপরিভাগে নক্ষত্রমণ্ডল। ইহার উপরে বুধ, বুধের উপরে শুক্র, শুক্রের উপরিভাগে মঙ্গল, তদুপরি বৃহস্পতি, তাঁহার উপরে শনৈশ্চর। শনৈশ্চরের উপরিভাগে সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং ইহারও উপরে ধ্রুব অবস্থিত। সমগ্র ত্রিদিব ধামই ধ্রুবে প্রতিষ্ঠিত আছে। নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্রলোক-সকল পরস্পর দুইলক্ষ যোজনান্তরে অবস্থিত। তারা গ্রহাদির ঊর্দ্ধভাগের ব্যবধানও এইরূপই। চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহগণ ভ্রমণ করিতে করিতে নক্ষত্রমণ্ডলে যাইয়া মিলিত হয়েন। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রগণ নীচ উচ্চাদি গৃহে অবস্থান করেন এবং প্রবেশ-কালে বা নির্গম সময়েপ্রজাগণকে দর্শন করেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহাদিগের যোগ, অবিমিশ্রভাবেই জানিবেন। পৃথিবী, দ্বীপ, সমুদ্র, পর্ব্বত, বর্ষ, নদী, ও এসকলের অধিবাসীদিগের বিবরণ এই কথিত হইল। সূর্য্যবশেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের এবম্বিধ সন্নিবেশ ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যভাগে আবর্ত্ত বায়ু অবস্থিত। ইহা সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডলে বৃত্তাকারে বিস্তীর্ণ। লোকব্যবহার সম্পাদনার্থ ঈশ্বরই এইরূপ সংস্থান করিয়াছেন। আদিকালে স্বয়ম্ভু বুদ্ধিপূর্ব্বকই এই সকল এইরূপে স্থাপন করিয়াছেন। সমগ্র জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সমাবেশ এই উক্ত হইল। বিশ্বরূপী প্রধান তত্ত্বের বিশালতার পরিমাণ কেহই যথাযথ বর্ণিতে সমর্থ নহে। মাংসময়-চক্ষুসম্পন্ন কোন মানবই এই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের প্রকৃত তত্ত্বাবধারণে সক্ষম হয় না। ৬৯—৮৪।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।১২৮

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
কথং জগাম ভগবন্ পুরারিত্বং মহেশ্বরঃ।
দদাহ চ কথং দেবস্তন্নো বিস্তরতো বদ ॥ ১
পৃচ্ছামস্ত্বাং বয়ং সর্ব্বে বহুমানাৎ পুনঃপুনঃ।
ত্রিপুরং তদ্‌যথা দুর্গং ময়মায়াবিনির্ম্মিতম্।
দেবেনৈকেষুণা দগ্ধং তথা নো বদ মানদ ॥ ২
সূত উবাচ।
শৃণুধ্বং ত্রিপুরং দেবো যথা দারিতবান্ ভবঃ।
ময়ো নাম মহামায়ো মায়ানাং জনকোঽসুরঃ ॥
নির্জ্জিতঃ স তু সংগ্রামে ততাপ পরমং তপঃ।
তপস্যন্তন্ত তং বিপ্রা দৈত্যাবন্যাবনুগ্রহাৎ ॥ ৪
তস্যৈব কৃত্যমুদ্দিশ্য তেপতুঃ পরমং তপঃ।
বিদ্যুন্মালী চ বলবাংস্তারকাখ্যশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৫
ময়তেজঃসমাক্রান্তৌ তেপতুর্ময়পার্শ্বগৌ।
লোকা ইব যথা মূর্ত্তাস্ত্রয়স্ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ ॥ ৬
লোকত্রয়ং তাপয়ন্তস্তে তেপুর্দানবাস্তপঃ।
হেমন্তে জলশয্যাসু গ্রীষ্মে পঞ্চতপে তথা ॥ ৭
বর্ষাসু চ তথাকাশে ক্ষপয়ন্তস্তনূঃ প্রিয়াঃ।
সেবানাঃ ফলমূলানি পুষ্পাণি চ জলানি চ ॥ ৮
অম্বুদাচরিতাহারাঃ পঙ্কেনাচিতবল্কলাঃ।
মগ্নাঃ শৈবালপঙ্কেষু বিমলা বিমলেষু চ ॥ ৯
নির্ম্মাংসাশ্চ ততো জাতাঃ কৃশা ধমনিসন্ততাঃ।
তেষাং তপঃপ্রভাবেণ প্রভাববিধুতং তথা।
নিষ্প্রভন্ত জগৎ সর্ব্বং মন্দমেবাভিভাসিতম্ ॥১০
দহ্যমানেষু লোকেষু তৈস্ত্রিভির্দানবাগ্নিভিঃ ॥১১
তেষামগ্রে জগদ্‌বন্ধুঃ প্রাদুর্ভূতঃ পিতামহঃ।

ঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—ভগবন্! মহেশ্বর কি প্রকারে ত্রিপুর দাহ করেন এবং কিরূপেই বা তিনি ত্রিপুরারিত্ব প্রাপ্ত হন? তাহা বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত করুন। আমরা বহু মান-পুরঃসর আপনার নিকট বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি, কিরূপে সেই ত্রিপুরদুর্গ ময়-মায়ায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, দেবদেব হর কিরূপেই বা তাহা একটী মাত্র শর নিক্ষেপে দগ্ধ করিয়াছিলেন,—হে মানদ! এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমাদের নিকট বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন। সূত কহিলেন,—ভগবান্ ভবদেব যেরূপে ত্রিপুর দাহ করেন, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন। পুরাকালে ময় নামে এক দানব ছিল। ঐ দানব সর্ব্ব মায়াময় ও মায়াসমূহের জনক ছিল। একদা সংগ্রামে পরাজিত হইয়া ঐ দানব কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হয়। তাহাকে তপস্যা করিতে দেখিয়া অপর আরও দুইজন দানব তাহারই ন্যায় একই উদ্দেশ্যে তীব্র তপস্যাচরণ করিতে থাকে। সেই দুই দানবের একের নাম বিদ্যুন্মালী, অপর তারক। এই দুই দানবই মহাবল ও মহাবীর্য্যশালী। তাহারা ময়ের পার্শ্বে থাকিয়া তাহারই তেজে সমাক্রান্ত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিল। সেই অসুরত্রয়কে দেখিয়া মূর্ত্তিমান্ লোক-ত্রয় অথবা সাক্ষাৎ অগ্নিত্রয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই দানবেরা লোকত্রয় তাপিত করিয়া তপস্যায় নিমগ্ন হইল। তাহারা হেমন্তে জলশয্যায় থাকিয়া—গ্রীষ্মে পঞ্চতপা হইয়া—বর্ষায় আকাশতলে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাদের প্রিয় কলেবর ক্ষয় করিতে লাগিল। ফল, মূল, জল, পুষ্প, এই সকল মাত্র তাহাদের ব্যবহার্য্য হইল। তাহারা এক দিবারাত্র অতি-পাতিত করিয়া পর পর দিন আহারবিধি সমাধা করিতে লাগিল। তাহাদের পরিধেয় বল্কল পঙ্ক-পরিলিপ্ত হইল। বিমল শৈবাল-পঙ্কে মগ্ন থাকিয়া ক্রমেই তাহারা তপস্যায় বিমল হইয়া উঠিল। তাহাদের কলেবর নির্ম্মাংস, কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত হইল। তাহাদের সেই দারুণ তপঃপ্রভাবে এ জগৎ নিষ্প্রভ ও চঞ্চল হইয়া মন্দশ্রী ধারণ করিল। ১—১০। সেই তিন তপোনিমগ্ন দানবাগ্নি

ততঃ সাহসকর্ত্তারঃ প্রাহস্তে সহসাগতম্ ॥ ১২
স্তবং পিতামহং দৈত্যাস্তং বৈ তুষ্টুবুরেব চ ।
অথ তান্ দানবান্ ব্রহ্মা তপসা তপনপ্রভান্
উবাচ হর্ষপূর্ণাক্ষো হর্ষপূর্ণমুখস্তদা ।
বরদোঽহং হি বো বৎসাস্তপস্তোষিত আগতঃ
ব্রিয়তামীপ্সিতং যচ্চ সাভিলাষং তদুচ্যতাম্ ।
ইত্যেবমুচ্যমানস্তু প্রতিপন্নং পিতামহম্ ॥ ১৫
বিশ্বকর্ম্মা ময়ঃ প্রাহ প্রহর্ষোৎফুল্ললোচনঃ ।
দেব দৈত্যাঃ পুরা দেবৈঃ সংগ্রামে তারকাময়ে
নির্জ্জিতাস্তাড়িতাশ্চৈব হতাশ্চাপ্যায়ুধৈরপি ।
দেবৈর্বৈরানুবন্ধাচ্চ ধাবন্তো ভয়বেপিতাঃ ॥ ১৭
শরণং নৈব জানীমঃ শর্ম্ম বা শরণার্থিনঃ ।
সোঽহং তপঃপ্রভাবেণ তব ভক্ত্যা তথৈব চ ॥
ইচ্ছামি কর্ত্তুং তদ্দুর্গং যদ্দেবৈরপি দুস্তরম্ ।
তস্মিংশ্চ ত্রিপুরে দুর্গে মৎকৃতে কৃতিনাং বর ॥
ভূম্যানাং জলজানাঞ্চ শাপানাং মুনিতেজসাম্ ।
দেবপ্রহরণানাঞ্চ দেবানাঞ্চ প্রজাপতে ॥২০
অলঙ্ঘনীয়ং ভবতু ত্রিপুরং যদি তে প্রিয়ম্ ।
বিশ্বকর্ম্মা ইতীবোক্তঃ স তদা বিশ্বকর্ম্মণা ॥২১
উবাচ প্রহসন্ বাক্যং ময়ং দৈত্যগণাধিপম্ ।
সর্ব্বামরত্বং নৈবাস্তি অসদ্বৃত্তস্য দানব ॥ ২২
তস্মাদ্দুর্গবিধানং হি তৃণাদপি বিধীয়তাম্ ।
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা তদৈবং দানবো ময়ঃ ॥২৩
প্রাঞ্জলিঃ পুনরপ্যাহ ব্রহ্মাণং পদ্মসম্ভবম্ ।
শম্ভুরেকেষুণা দুর্গং সকৃন্মুক্তেন নির্দ্দহেৎ ।
সমং স সংযুগে হস্তাদবধ্যং শেষতো ভবেৎ ॥২৪
এবমস্ত্বিতি চাপ্যুক্তা ময়ং দেবঃ পিতামহঃ ॥২৫
স্বপ্নে লব্ধো যথার্থো বৈ তত্রৈবাদর্শনং যযৌ ।

কর্ত্তৃক এই ত্রিলোক দগ্ধ হইতে থাকিলে, বিশ্ববন্দ্য পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন সেই সাহস-কর্ত্তা দানবত্রয় সহসাগত পিতামহকে সম্ভাষণ এবং স্তব করিল। অনন্তর ব্রহ্মা সেই তপশ্চর্য্যায় তপনতুল্য তেজস্বী দানবত্রয়কে প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে প্রহর্ষপূর্ণ-মুখে বলিলেন,—হে বৎসগণ! আমি তোমাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বর দান করিতে আসিয়াছি। তোমাদের অভীপ্সিত কি, তাহা তোমরা প্রার্থনা কর। প্রসন্ন পিতামহ এই কথা কহিলে সর্ব্বনির্ম্মাণ-ক্ষম ময় দানব হর্ষোৎফুল্ল-নয়নে তাঁহাকে কহিল—হে দেব! পূর্ব্বতন তারকাময় সময়ে দেবগণ দৈত্যদিগকে নির্জ্জিত, বিতাড়িত ও আয়ুধপ্রহারে নিহত করিয়াছে। দেবগণ বৈরানুবন্ধ নিমিত্তই আমাদের উপর ঐরূপ অত্যাচার করে। আমরা তখন ভীত কম্পিত হইয়া পলায়ন করি; তৎকালে আশ্রয়প্রার্থী হইয়াও কে আমাদের আশ্রয় দাতা, তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না, বা কোন সুখশান্তিও কুত্রাপি প্রাপ্ত হইলাম না। এই জন্য এক্ষণে আমি আপনার প্রতি ভক্তি রাখিয়া তপঃপ্রভাবে এমন একটী দুর্গ প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করি যে, যাহা দেবগণও আক্রমণ করিতে না পারে। হে কৃতিপ্রধান, প্রজাপতে! মৎকৃত ঐ দুর্গের নাম হইবে—ত্রিপুর। ঐ ত্রিপুর দুর্গ সুসম্পূর্ণ হইলে আপনার প্রসাদে উহা ভূচর ও জলচরদিগের অলঙ্ঘ্য এবং ঋষি-মুনি-প্রদত্ত অভিশাপ, তাঁহাদের প্রভাব এবং দেব ও দেবপ্রহরণের অনাক্রমণীয় হউক। মায়াবলে বিশ্ব-বিরচন-পটু ময়দানব, বিশ্ববিধাতাকে এই কথা কহিলে, তিনি হাস্যসহকারে দৈত্যাধি-পতিকে বলিলেন,—হে দানব! সকলের নিকট হইতে অমর হওয়া অসম্ভব; ইহ বুঝিয়া তুমি তৃণ দ্বারাও দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পার। পিতামহমুখে এই কথা শুনিয়া ময়দানব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পুনরায় কহিল,—হে দেব! যদি একান্তই অবধ্য না হয় তাহা হইলে এক-বার মাত্র নিক্ষিপ্ত একটী মাত্র বাণদ্বারা শম্ভুই যেন সময়ে এই ত্রিপুরদুর্গ ভঙ্গ করেন। তদিতর অন্য কেহই যেন ইহার ধ্বংস করিতে পারে না। ১১—২৪। তখন পিতামহ 'তথাস্তু' বলিয়া স্বপ্নলব্ধ অর্থের ন্যায় অদৃশ্য

গতে পিতামহে দৈত্যা গতাময়রবিপ্রভাঃ ॥ ২৬
বরদানাধিয়েজুষ্টে তপসা চ মহাবলাঃ।
স ময়স্ত মহাবুদ্ধির্দানবো বৃষসত্তমঃ ॥২৭
দুর্গং ব্যবসিতঃ কর্ত্তুমিতি চাচিন্তয়ৎ তদা।
কথং নাম ভবেদ্দুর্গং তন্ময়া ত্রিপুরং কৃতম্ ॥ ২৮
বৎক্বত্তে তৎ পুরংদিব্যং মত্তো নাস্তৈর্ন সংশয়ঃ
যথা চৈকেষুণা তেন তৎ পুরং ন হি হন্যতে ॥২৯
দেবৈস্তথা বিধাতব্যং ময়া মতিবিচারণম্।
বিস্তারো যোজনশতমেকৈকস্য পুরস্য তু ॥৩০
কার্য্যস্তেষাঞ্চ বিষ্কম্ভশ্চৈকৈকশতযোজনম্।
পুষ্যযোগেণ নির্ম্মাণং পুরাণাঞ্চ ভবিষ্যতি ॥৩১
পুষ্যয়োগেণ চ দিবি সমেষ্যন্তি পরস্পরম্।
পুষ্যযোগেণ যুক্তানি যস্তান্যাসাদয়িষ্যতি ॥৩২
পুরাণ্যেকপ্রহারেণ স তানি নিহনিষ্যতি।
আয়সন্তু ক্ষিতিতলে রাজতন্তু নভস্তলে ॥৩৩
রাজতস্যোপরিষ্টাৎ তু সৌবর্ণং ভবিতা পুরম্।
এবং ত্রিভিঃ পুরৈর্যুক্তং ত্রিপুরং তদ্ভবিষ্যতি।
শতযোজনবিষ্কম্ভৈরন্তরৈস্তদ্দুরাসদম্ ॥৩৪
অট্টালকৈর্যন্ত্রশতঘ্নিভিশ্চ
সচক্রশূলোপলকম্পনৈশ্চ।
দ্বারৈর্মহামন্দরমেরুকল্পৈঃ
প্রাকারশৃঙ্গৈঃ সুবিরাজমানম্ ॥৩৫
সতারকাখ্যেণ ময়েন গুপ্তং
স্বস্থঞ্চ গুপ্তং তড়িন্মালিনাপি।
কো নাম হন্তুং ত্রিপুরং সমর্থো
মুক্তা ত্রিনেত্রং ভগবন্তমেকম্ ॥৩৬
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ত্রিপুরোপাখ্যানে
একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৯॥

হইয়া গেলেন। পিতামহ চলিয়া গেলে সেই আদিত্যপ্রভ নিরাময় মহাবল দৈত্যগণ বরলাভ করিয়া তপোবলে সমধিক সুশোভিত হইল। তখন মহাবুদ্ধি ময়দানব দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে সমুদ্‌যোগী হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, মৎকৃত ত্রিপুর দুর্গ কিরূপ হইবে? এই দিব্য পুরের অবস্থিতি নিশ্চয়ই আমি ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা হইবে না। এমন ভাবে উহার নির্ম্মাণকার্য্য করিতে হইবে যে, দেবগণের মধ্যে কেহই যেন উহাকে এক মাত্র বাণক্ষেপে ধ্বংস করিতে না পারে। ময় আরও ভাবিল,—এই দুর্গস্থ এক এক পুরের বিস্তার ও বিষ্কম্ভ শতযোজন করিতে হইবে। পুষ্যযোগে উহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ ও সমাপন হইবে, পুষ্যযোগেই উক্ত পুরত্রয় পরস্পর আকাশদেশে সম্মিলিত হইবে এবং এই সম্মিলিত পুরত্রয়কে পুষ্যযোগেই যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবে, তাহারই হস্তের একটী মাত্র শরপ্রহারে এই পুরত্রয় বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। ক্ষিতিতলে লৌহময়, নভোমণ্ডলে রাজত এবং তাহারও উর্দ্ধে এক সুবর্ণময় পুর নির্ম্মিত হইবে। এইরূপ পুরত্রয়ে সম্মিলিত হইয়া উক্ত দুর্গ ত্রিপুর আখ্যায় অভিহিত হইবে। এই দুর্গের বিস্তার ও বিষ্কম্ভ শতযোজন হইলে, সকলেরই উহা দুর্গম হইবে। ইহা বহু অট্টালক, বিবিধ যন্ত্র, বহুল শতঘ্নী, চক্র, শূল, উপল ও কম্পনাদি নানা অস্ত্র শস্ত্রে এবং মহামন্দর ও মহামেরুকল্প শত শত প্রাকার-শৃঙ্গে সুশোভিত হইবে। তারক, বিদ্যুন্মালী ও আমি—ময় আমাদিগের সুরক্ষিত এই আকাশস্থ পুরত্রয় একমাত্র ভগবান্ ত্রিনেত্র ব্যতীত আর কে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবে? ২৫—৩৬।

ঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৯।

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
ইতি চিন্ত্য ময়ো দৈত্যো দিব্যোপায়প্রভাবজম্
চকার ত্রিপুরং দুর্গং মনঃসঙ্কারচারিতম্ ॥১

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ময়দানব এইরূপ চিন্তা করিয়া মনের কল্পনানুসারে দিব্য দিব্য উপ-

প্রাকারোহনেন মার্গেণ ইহ বামুত্র গোপুরম্।
ইহ চাট্টালকদ্বারমিহ চাট্টালগোপুরম্ ॥২
রাজমার্গ ইতশ্চাপি বিপুলো ভবতামিতি।
রথ্যোপরথ্যাঃ সদৃশা ইহ চত্বর এব চ॥৩
ইদমন্তঃপুরস্থানং রুদ্রায়তনমত্র চ।
সবটানি তড়াগানি হ্রত্র বাপ্যঃ সরাংসি চ॥ ৪
আরামাশ্চ সভাশ্চাত্র উদ্যানাস্তত্র বা তথা।
উপনির্গমো দানবানাং ভবত্যত্র মনোহরঃ ॥৫
ইত্যেবং মানসং তত্রাকল্পায়ৎ পুরকল্পবিৎ।
ময়েন তৎ পুরং সৃষ্টং ত্রিপুরমিতি নঃ শ্রুতম্॥
কার্ষ্ণায়সময়ং যৎ তু ময়েন বিহিতং পুরম্।
তারকাখ্যোঽধিপস্তত্র কৃতস্থানাধিপোঽবসৎ॥৭
যৎ তু পূর্ণেন্দুসঙ্কাশং রাজতং নির্ম্মিতং পুরম্।
বিদ্যুন্মালী প্রভুস্তত্র বিদ্যুন্মালী যিবাম্বুদঃ॥৮
সুবর্ণাধিকৃতং যচ্চ ময়েন বিহিতং পুরম্।
স্বয়মেব ময়স্তত্র গতস্তদধিপঃ প্রভুঃ॥ ৯
তারকস্য পুরং তত্র শতযোজনমন্তরম্।
বিদ্যুন্মালিপুরাচ্চাপি শতযোজনকেঽন্তরে ॥১০
মেরুপর্ব্বতসঙ্কাশং ময়স্যাপি পুরং মহৎ।
পুষ্যসংযোগমাত্রেণ কালেন স ময়ঃ পুরা॥১১
কৃতবাংস্ত্রিপুরং দৈত্যস্ত্রিনেত্রঃ পুষ্পকং যথা।
যেন যেন ময়ো যাতি প্রকুর্ব্বাণং পুরং পুরাৎ॥১২
প্রশস্তাস্তত্র তত্রৈব বারুণ্যমালয়াঃ স্বয়ম্।
রুক্মরূপ্যায়সানাঞ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১৩
রত্নাচিতানি শোভন্তে পুরাণ্যময়বিম্বিধাম্।
প্রাসাদশতজুষ্টানি কূটাগারোৎকটানি চ॥১৪
সর্ব্বেষাং কামগানি স্যুঃ সর্ব্বলোকাতিগানি চ।
সোদ্যান-বাপী-কূপানি সপদ্মসরবন্তি চ॥১৫
অশোকবনযুতানি কোকিলারুতবন্তি চ।
চিত্রশালাবিশালানি চতুঃশালোত্তমানি চ॥১৬
সপ্তাষ্টদশভৌমানি সৎকৃতানি ময়েন চ।

করণপ্রভাবে ত্রিপুরদুর্গ নির্ম্মাণ করিল। এখানে প্রাকার, ঐ পথে গোপুর, হেথায় অট্টালকদ্বার, এই স্থানে অট্টালগোপুর, এইখান হইতে প্রশস্ত রাজপথ, রথ্যা, উপরথ্যা ও তদনুরূপ চত্বর, ইহা অন্তঃপুরস্থান, এখানে রুদ্রমন্দির, এই এই স্থানে বটবিটপিশোভিত তড়াগ, বাপী ও সরোবর সকল, এখানে আরামসমূহ, এই স্থানে সভাগৃহ, এখানে উদ্যানরাজি, এবং এই স্থান দিয়া দানবদিগের মনোহর উপনির্গম মার্গ হউক। পুরকল্পজ্ঞ ময়দানব এইরূপে মনে মনে পুরকল্পনা করিল। আমাদের শুনা আছে, ময়নির্ম্মিত সেই পুর ত্রিপুর আখ্যায় অভিহিত হইত। কৃষ্ণবর্ণ লৌহ দ্বারা ময়দানব যে পুর নির্ম্মাণ করে, অসুরাধিপ তারক তাহাতে বাস করিত। যে এক চন্দ্রকরবৎ সমুজ্জ্বল রাজতপুর নির্ম্মিত হয়, অসুরবর বিদ্যুন্মালী, বিদ্যুন্মালামণ্ডিত অম্বুদের ন্যায় তন্মধ্যে বাস করিতে থাকে। ময়দানবের স্বহস্ত-নির্ম্মিত যে স্বর্ণপুরী, তন্মধ্যে সে নিজেই বাস করে। তারক এবং বিদ্যুন্মালী উভয় অসুরের পুরীই শতযোজন বিকৃত। ময়দানবের মহাপুরী মেরুগিরির ন্যায় প্রতিভাত। ত্রিনেত্র যেমন পুষ্পক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ময়দানব তেমনি পুষ্যা নক্ষত্রের সংযোগ-দিনমাত্রেই সেই ত্রিপুরাখ্য পুর পুরাকালে নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সেই পুর নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ময়দানব পশ্চিম দিকের যে যে পথে যাইতে লাগিল, শত শত সহস্র সহস্র রৌপ্য, স্বর্ণ ও লৌহময় প্রশস্ত ভবনশ্রেণী সেই সেই পথের উভয় পার্শ্বেই আপনা হইতে বিরাজ করিতে লাগিল।১—১৩। তখন অসুরদিগের পুরশ্রেণী নানাবিধ রত্নখচিত শত শত প্রাসাদজুষ্ট ও কামগামী হইয়া সর্ব্বলোক অতিক্রমপূর্ব্বক বিবিধ কূটাগারে উৎকটভাবে সুশোভিত হইতে লাগিল। সেই সকল পুরে বাপী, উদ্যান, কূপ ও পদ্মসহ সরোবর শোভা পাইল; পুরসংলগ্ন অশোকবনাবলী কোকিলকুলের কলকলালাপে মুখরিত হইতে লাগিল। কত চিত্রশালা ও কত কত চতুঃশালায় সমুন্নত ও উত্তম উত্তম সপ্তদশ ও অষ্টাদশতল প্রাসাদপঙক্তি ময়দানব কর্ত্তৃক

বহুধ্বজপতাকানি স্রগ্দামালঙ্কৃতানি চ ॥১৭
কিঙ্কিণীজালশব্দানি গন্ধবন্তি মহান্তি চ।
সুসংগুপ্তোপলিপ্তানি পুষ্পনৈবেদ্যবন্তি চ।
যজ্ঞধূমান্ধকারাণি সম্পূর্ণকলশানি চ।
গগনাবরণাভানি হংসপঙ্‌ক্তিনিভানি চ॥ ১৯
পঙ্‌ক্তীকৃতানি রাজন্তে গৃহাণি ত্রিপুরে পুরে।
মুক্তাকলাপৈর্লম্বদ্ভির্হসন্তীব শশিশ্রিয়ম্॥ ২০
মল্লিকা জাতিপুষ্পাদ্যৈর্গন্ধধূপাধিবাসিতৈঃ।
পঞ্চেন্দ্রিয়সুখৈর্নিত্যং সমৈঃ সৎপুরুষৈরিব ॥২১
হেম রাজত-লোহাদ্য-মণিরত্নাঞ্জনাঙ্কিতাঃ।
প্রাকারাস্ত্রিপুরে তস্মিন্ গিরিপ্রাকারসন্নিভাঃ
একৈকস্মিন্ পুরে তস্মিন্ গোপুরাণাং শতং
শতম্।
সপতাকা ধ্বজবতীর্দৃশ্যন্তে গিরিশৃঙ্গবৎ ॥২৩

নূপুরারাবরম্যাণি ত্রিপুরে তৎ পুরাণ্যপি।
স্বর্গাতিরিক্তশ্রীকাণি তত্র কন্যাপুরাণি চ।
আরামৈশ্চ বিহারৈশ্চ তড়াগ-বট-চত্বরৈঃ।
সরোভিশ্চ সরিদ্ভিশ্চ বনৈশ্চোপবনৈরপি ॥২৫
দিব্যভোগোপভোগানি নানারত্নযুতানি চ।
পুষ্পোৎকরৈশ্চ সুভগাস্ত্রিপুরস্যোপনির্গমাঃ।
পরিখাশতগম্ভীরাঃ কৃতা মায়ানিবারণৈঃ (*)॥২৬
নিশম্য তদ্দুর্গবিধানমুত্তমং
কৃতং ময়েনাদ্ভুতবীর্য্যকর্ম্মণা।
দিতেঃ সুতা দৈবতরাজবৈরিণঃ
সহস্রশঃ প্রাপুরনন্তবিক্রমাঃ ॥২৭
তদাসুরৈর্দর্পিতবৈরিমর্দ্দনৈ-
র্জনার্দ্দনৈঃ শৈলকরীন্দ্রসন্নিভৈঃ।
বভূব পূর্ণং ত্রিপুরং তথা পুরা
যথাম্বরং ভূরিজলৈর্জলপ্রদৈঃ॥ ২৮
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ত্রিপুরোপাখ্যানে
ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩০॥

নির্ম্মিত হইয়া বহুবিধ ধ্বজ, পতাকা ও মাল্যদামে অলঙ্কৃত হইল। কত শত ক্ষুদ্র ঘণ্টাবলী প্রাসাদগাত্রে সংলগ্ন থাকিয়া বাদিত হইতে লাগিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদগুলি নানাজাতীয় সুগন্ধ বিস্তারে পূর্ণ হইল। সুসম্বদ্ধ গৃহগুলি উপলিপ্ত হইয়া নানা পুষ্প ও নৈবেদ্য দ্রব্যে সুশোভিত হইল। ত্রিপুরাখ্য পুরের সুধাধবল গৃহ সকল যজ্ঞধূমে অন্ধকারময়, ও পূর্ণকলসে পরিশোভিত হইয়া পরস্পর শ্রেণীবদ্ধভাবে হংসশ্রেণীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। তাহারা লম্বমান মুক্তামালানিচয়ে বেষ্টিত হইয়া যেন চন্দ্রকান্তিকেও উপহাস করিতে লাগিল। মল্লিকা ও জাতিপুষ্পাদি দ্বারা পরিশোভিত ও গন্ধ-ধূপে অধিবাসিত হইয়া ঐ সকল গৃহ পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত সমদর্শী সৎপুরুষগণের ন্যায় বিরাজমান হইল। সেই ত্রিপুরাখ্যপুরে গিরিপ্রাকারবৎ তিনটী সুদৃঢ় প্রাকার নির্ম্মিত হইল। ঐ প্রাকারত্রয় হেম, রজত ও লোহময় এবং মণি, রত্ন, ও অঞ্জন দ্বারা অঙ্কিত। ত্রিপুরের এক একটী পুরেই শত শত গোপুর বিরাজমান। ঐ সকল গোপুর ধ্বজ-পতাকায় সুশোভিত হইয়া গিরিশৃঙ্গের ন্যায় বিদ্যমান। তত্রত্য কন্যান্তঃপুরগুলি নূপুরনিনাদে রমণীয় এবং স্বর্গ অপেক্ষাও অতিরিক্ত শোভায় সুশোভিত। উহাদের স্থানে স্থানে কত আরাম, বিহার, তড়াগ, বট, চত্বর, সরোবর, সরিৎ, বন ও উপবন বিরাজমান। উহারা নানাবিধ দিব্য দিব্য ভোগ-সামগ্রী ও নানাপ্রকার রত্নরাজি দ্বারা রঞ্জিত। ত্রিপুরের উপনির্গম সকল পুষ্প-সমূহে সুভগ ও শত শত পরিখায় সুগভীর। মায়ানিবারক নানা উপকরণে ঐ সকল পরিখা-নির্ম্মিত। ইন্দ্রশত্রু অমিতবিক্রম দিতিনন্দনগণ যখন শুনিল যে, অদ্ভুতকর্ম্মা অদ্ভুতবীর্য্য ময়দানব তাদৃশ উত্তম দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তখন তাহারা দলে দলে আসিয়া সেই দুর্গে আশ্রয় লাভ করিল। পুরাকালে প্রভূতজল জলদজাল কর্ত্তৃক যেমন অম্বরদেশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তেমনি তখন শৈল ও করীন্দ্রসন্নিভ জনমর্দ্দী

(*) ময়বিচারণৈরিতি কচিৎ পাঠঃ।

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

নির্ম্মিতে ত্রিপুরে দুর্গে ময়েনাসুরশিল্পিনা।
তদ্দুর্গং দুর্গতাং প্রাপ বদ্ধবৈরৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥১
সকলত্রাঃ সপুত্রাশ্চ শস্ত্রবন্তোঽন্তকোপমাঃ।
ময়াদিষ্টানি বিবিশুর্গৃহাণি হৃষিতাশ্চ তে ॥২
সিংহা বনমিবানেকে মকরা ইব সাগরম্।
রোগৈশ্চৈবাতিপারুষ্যৈঃ শরীরমিব সংহতৈঃ ॥৩
তদ্বলিভিরধ্যাস্তং তৎ পুরং দেবতারিভিঃ
ত্রিপুরং সঙ্কুলং জাতং দৈত্যৈঃ কোটিশতাকুলম্॥৪
সুতলাদপি নিষ্পত্য পাতালাদ্দানবালয়াৎ।
উপতস্থুঃ পয়োদাভা যে চ গির্য্যুপজীবিনঃ ॥৫
যো যং প্রার্থয়তে কামং সম্প্রাপ্তস্ত্রিপুরাৎ ত্রয়াৎ
তস্য তস্য ময়স্তত্র মায়য়া বিদধাতি সঃ ॥ ৬
সচন্দ্রেষু চ দোষেষু সাম্বুজেষু সরঃসু চ।
আরামেষু সচূতেষু তপোধনবনেষু চ ॥ ৭
স্বঙ্গাশ্চন্দনদিগ্ধাঙ্গা মাতঙ্গাঃ সমদা ইব।
মৃষ্টাভরণবস্ত্রাশ্চ মৃষ্টস্রগনুলেপনাঃ ॥৮
প্রিয়াভিঃ প্রিয়কামাভির্হাব-ভাব প্রসূতিভিঃ।
নারীভিঃ সততং রেমুর্মুদিতাশ্চৈব দানবাঃ ॥৯
ময়েন নির্ম্মিতে স্থানে মোদমানা মহাসুরাঃ।
অর্থে ধর্ম্মে চ কামে চ নিদধুস্তে মতীঃ স্বয়ম্ ॥১০
তেষাং ত্রিপুরযুক্তানাং ত্রিপুরে ত্রিদশারিণাম্।
ব্রজতি স্ম সুখং কালঃ স্বর্গস্থানাং যথা তথা॥১১
শুশ্রূষন্তে পিতৄন্ পুত্রা পত্ন্যশ্চাপি পতীংস্তথা।
বিমুক্তকলহাশ্চাপি প্রীতয়ঃ প্রচুরাভবন্ ॥১২
নাধর্ম্মস্ত্রিপুরস্থানাং বাধতে বীর্য্যবানপি।

অরিন্দম অসুরগণ আসিয়া সেই ত্রিপুরাখ্য-পুর পরিপূরিত করিল।১৪—২৮।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩০।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অসুরশিল্পী ময় কর্ত্তৃক সেই ত্রিপুরদুর্গ নির্ম্মিত হইলে বদ্ধবৈর সুরাসুরগণ দ্বারা সেই দুর্গ দুর্গম হইয়া উঠিল। তখন ময়ের আদেশ অনুসারে অন্তকোপম অসুরেরা পুত্র, কলত্র ও স্ব স্ব অস্ত্র-শস্ত্র সহ হৃষ্ট হইয়া অত্রত্য গৃহসমূহে প্রবেশ করিল। মনে হইল যেন, বহুসিংহ একযোগে বনমধ্যে অথবা বহু মকর যেন এক সঙ্গে সাগরে প্রবিষ্ট হইল। অতঃ-পর প্রবল সুরশত্রুগণ সেই পুরে বাস করিলে মনে হইল যেন অতি পরুষ রোগ-রাশি সম্মিলিত হইয়া শরীরমধ্যে বাস করিতে লাগিল। তখন কোটি কোটি দৈত্যের নিবাসস্থল হইয়া সেই ত্রিপুরাখ্য পুর সঙ্কুল হইয়া উঠিল। তৎকালে দানবালয় পাতাল ও সুতল হইতেও মেঘনিভ বহু দানব আসিল এবং যাহারা পর্ব্বতাঞ্চলে থাকিয়া জীবনযাপন করিতেছিল, তাহারাও সেই পুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ত্রিপুরমধ্যে আসিয়া যে দানব যাহা যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিল, ময় দানব সেখানে মায়াবলে তাহার জন্য সেই সেই বস্তুই প্রস্তুত রাখিল। চন্দ্রাবিত রজনীযোগে, অম্বুজমণ্ডিত সরোবরসমূহে এবং চূত-শোভিত আরাম ও আশ্রমমধ্যে তথাকার সুন্দরাকার দানবেরা চন্দনচর্চ্চিত হইয়া মুদিতমনে সমদ মাতঙ্গদলের ন্যায় বিচরণপূর্ব্বক হাব-ভাব-বিকাসিনী কামাকাঙ্ক্ষিণী প্রেয়সী রমণীগণের সহিত সতত রমণ করিতে লাগিল। তাহা-দের তাৎকালিক আভরণ, বসন, মাল্য ও অনুলেপন অতীব পরিপাটীরূপে শোভিত হইল। ময়নির্ম্মিত সেই সুদৃঢ় সুরম্য স্থানে মহাসুরেরা মহাসুখে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মে, অর্থে ও কামে মনোনিবেশ করিল।১—১০। ত্রিপুরাখ্য পুরে যে সকল সুরশত্রু বাস করিতেছিল, স্বর্গবাসীদিগের ন্যায়, তাহাদেরও সময় সুখে স্বচ্ছন্দে অতিপাতিত হইতে লাগিল। গৃহে গৃহে পুত্র পিতার এবং পত্নী পতির শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অসুরদিগের মধ্যে আর পরস্পর কলহ রহিল না, সর্ব্বত্রই

অর্চ্চয়ন্তো দিতেঃ পুত্রাস্ত্রিপুরায়তনে হরম্ ॥১৩
পুণ্যাহশব্দাংশ্চক্রুরাশীর্ব্বাদাংশ্চ বেদগান্।
স্বনূপুররবোন্মিশ্রান্ বেণুবীণারবানপি ॥১৪
হাসশ্চ বরনারীণাং চিত্তব্যাকুলকারকঃ।
ত্রিপুরে দানবেন্দ্রাণাং রমতাং শ্রূয়তে সদা ॥১৫
তেষামর্চ্চয়তাং দেবান ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যতাম্।
ধর্ম্মার্থকামতন্ত্রাণাং মহান্ কালোঽভ্যবর্ত্তত ॥১৬
অথালক্ষ্মীরসূয়া চ তৃড় বুভুক্ষে তথৈব চ।
কলিশ্চ কলহশ্চৈব ত্রিপুরং বিবিশুঃ সহ ॥১৭
সন্ধ্যাকালং প্রবিষ্টাস্তে ত্রিপুরঞ্চ ভয়াবহাঃ।
সমধ্যাসুঃ সমং ঘোরাঃ শরীরাণি যথাময়াঃ ॥১৮
সর্ব্ব এতে বিশন্তশ্চ ময়েন ত্রিপুরান্তরম্।
স্বপ্নে ভয়াবহা দৃষ্টা আবিশন্তশ্চ দানবান্ ॥১৯
উদিতে চ সহস্রাংশৌ শুভভাসাকরে রবৌ।
ময়ঃ সভামাবিবেশ ভাস্করাভ্যামিবাম্বুদঃ ॥২০
মেরুকূটনিভে রম্যে আসনে স্বর্ণমণ্ডিতে।
আসীনাঃ কাঞ্চনগিরেঃ শৃঙ্গে তোয়মুচো যথা ॥২১
পার্শ্বয়োস্তারকাখ্যশ্চ বিদ্যুন্মালী চ দানবঃ।
উপবিষ্টৌ ময়স্যান্তে হস্তিনঃ কলভাবিব ॥ ২২
ততঃ সুরারয়ঃ সর্ব্বেঽশেষকোপা রণাজিরে।
উপবিষ্টা দৃঢ়ং বিদ্ধা দানবা দেবশত্রবঃ ॥ ২৩
তেষাসীনেষু সর্ব্বেষু সুখাসনগতেষু চ।
ময়ো মায়াবিজনক ইত্যুবাচ স দানবান্ ॥২৪
খেচরাঃ খেচরারাবা ভো ভো দাক্ষায়ণীসুতাঃ।
নিশাময়ধ্বং স্বপ্নোঽয়ং ময়া দৃষ্টো ভয়াবহঃ ॥২৫
চতস্রঃ প্রমদাস্তত্র ত্রয়ো মর্ত্ত্যা ভয়াবহাঃ।
কোপানলা দীপ্তমুখাঃ প্রবিষ্টাস্ত্রিপুরার্দ্দিনঃ ॥২৬

প্রচুর প্রীতিধারা প্রবাহিত হইল। অধর্ম্মবীর্য্যবান্ হইয়াও ত্রিপুরবাসীদিগের বাধা উৎপাদনে সক্ষম হইল না। দিতিনন্দনেরা ত্রিপুরমন্দিরে সর্ব্বদা ভগবান্ হরের পূজা করিতে লাগিল। পুরমধ্যে সর্ব্বত্র পুণ্যাহশব্দ ও বেদসঙ্গত আশীর্ব্বাদ বাক্য অহরহ উচ্চারিত হইতে লাগিল। মনোরম নূপুররবের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানা দিক্ হইতে বেণু ও বীণাধ্বনি সকল নিত্য নিত্য সমুত্থিত হইতে লাগিল। তথায় ক্রীড়ানিরত সুন্দরী দানবেন্দ্র-বধূগণের হৃদয়োন্মাদ-কর হাস্যপরিহাস সর্ব্বদাই শ্রুত হইতে লাগিল। দানবেরা ধর্ম্ম, অর্থ ও কামপরতন্ত্র হইয়া দেব ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে তাহাদের বহুকাল অতীত হইল। অনন্তর অলক্ষ্মী, অসূয়া, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, কলি ও কলহ, ইহারা সকলে যুগপৎ সেই ত্রিপুরে আসিয়া প্রবেশ করিল। ভীষণ রোগসকল যেমন শরীর আশ্রয় করিয়া বাস করে, তেমনি ভয়ঙ্কর অলক্ষ্মী প্রভৃতি সন্ধ্যাকালে ত্রিপুরে প্রবেশ করিয়া এক সঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিল। ইহারা ত্রিপুরে প্রবেশ করিবার পর ময়-দানব স্বপ্নে একদিন ঐ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিগুলিকে দানবদিগের দেহে আবিষ্ট হইতে দেখিল। অনন্তর নিশাবসান হইল। দিবসকর সহস্রকর প্রসারিত করিয়া সমুদিত হইলেন। ময় দানব তখন ভাস্করদ্বয় সহ অম্বুধরের ন্যায় ভ্রাতৃদ্বয়সহ মেরুশৃঙ্গনিভ স্বর্ণ-খচিত রম্য আসনে আসিয়া উপবেশন করিল। হস্তীর পার্শ্বে কলভদ্বয়ের ন্যায় তাহার উভয় পার্শ্বে তারক ও বিদ্যুন্মালী উপবিষ্ট হইল। ১১—২১। এইরূপে অসুরত্রয় স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে মনে হইল যেন কাঞ্চন-গিরির শৃঙ্গোপরি অম্বুদগণ অবস্থান করিল। তখন একে একে সুদৃঢ় যোদ্ধৃবেশধর রণ-প্রচণ্ড সুরারিগণ সকলেই আসিয়া সেই ময়-সভায় উপস্থিত হইল। পরে তাহারা সকলেই স্ব স্ব সুখাসনে উপবেশন করিলে, মায়াবিপ্রধান ময়-দানব সমস্ত দানবদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—ওহে খেচর ও খেচরারাবী দিতিসুতগণ! আমি গত রজনীযোগে এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিয়াছি; তোমরা তাহা শ্রবণ কর। দেখিলাম—চারিজন রমণী—তন্মধ্যে তিনজন মর্ত্ত্যবাসিনী ভয়ঙ্করী; তাহাদের মুখমণ্ডল

প্রবিশ্য রুষিতাস্তে চ পুরাণ্যতুলবিক্রমাঃ ।
প্রবিষ্টাস্তচ্ছরীরাণি কৃত্বা বহুশরীরিণঃ ॥২৭
নগরং ত্রিপুরঞ্চেদং তমসা সমবস্থিতম্ ।
সগৃহং সহ যুষ্মাভিঃ সাগরাম্ভসি মজ্জিতম্ ॥২৮
উলূকং রুচিরা নারী নগ্নারূঢ়া খরং তথা ।
পুরুষঃ সিন্দুতিলকশ্চতুষ্পাত্ত্রিলোচনঃ ॥২৯
যেন সা প্রমদা মুগ্না অহঞ্চৈব বিবোধিতঃ ।
ঈদৃশী প্রমদা দৃষ্টা ময়া চাতিভয়াবহা ॥৩০
এব ঈদৃশিকঃ স্বপ্নো দৃষ্টো বৈ দিতিনন্দনাঃ ।
দৃষ্টঃ কথং হি কষ্টায় অসুরাণাং ভবিষ্যতি ॥৩১
যদি বোঽহং ক্ষমো রাজা যদিদং বেথ চোদ্ধতম্
নিবোধধ্বং সুমনসো ন চাসূয়িতুমর্হথ ॥৩২
কামঞ্চের্য্যাঞ্চ কোপঞ্চ অসূয়াং সংবিহায় চ ।
সত্যে দমে চ ধর্ম্মে চ মুনিবাদে চ তিষ্ঠত ॥৩৩
শান্তয়শ্চ প্রযুজ্যন্তাং পূজ্যতাঞ্চ মহেশ্বরঃ ।
যদি নামাস্য স্বপ্নস্য হেবকোপশমো ভবেৎ ॥৩৪
কুপ্যেত নো ধ্রুবং রুদ্রো দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ ।
ভবিষ্যাণি চ দৃশ্যন্তে যতো নস্ত্রিপুরেঽসুরাঃ ॥৩৫
কলহং বর্জ্জয়ন্তশ্চ অর্জ্জয়ন্তস্তথার্জ্জবম্ ।
স্বপ্নোদয়ং প্রতীক্ষধ্বং কালোদয়মথাপি চ ॥৩৬
শ্রুত্বা দাক্ষায়ণীপুত্রা ইত্যেবং ময়ভাষিতম্ ।
ক্রোধের্ষ্যাবস্থয়া যুক্তা দৃশ্যন্তে চ বিনাশগাঃ ॥৩৭
বিনাশমুপপশ্যন্তো হ্যলক্ষ্যাধ্যাপিতাসুরাঃ ।
তত্রৈব দৃষ্টা তেঽন্যোন্যং সংক্রোধাপূরিতেক্ষণাঃ
অথ দৈবপরিধ্বস্তা দানবাস্ত্রিপুরালয়াঃ ।
হিত্বা সত্যঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ অকার্য্যাণ্যপি চক্রমুঃ ॥৩৯
দ্বিষন্তি ব্রাহ্মণান্ পুণ্যান্ ন চার্চ্চন্তি হি দেবতাঃ

কোপানলে প্রদীপ্ত হইতেছে। তাহারা এই পুরপ্রবেশ করিয়াই ইহাকে অর্দ্দিত করিতে লাগিল। তাহাদের অপার বিক্রম; তাহারা সক্রোধে এই পুরে প্রবেশ করিয়া পরে বহু দেহে বিভক্ত হইয়া, অত্রত্য অসুরদিগের দেহে প্রবেশ করিল। এই ত্রিপুরনগর যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তোমরা এবং তোমাদের গৃহ, সর্ব্ব-সমেত যেন সাগরজলে নিমগ্ন হইল। একটা উলূক ও একটা খরারোহিণী সুন্দরী নারী দেখা দিল। একজন পুরুষ—তাহার ললাটে সিন্দুরতিলক দেদীপ্যমান; সে চতুষ্পদ ও ত্রিলোচন। এই পুরুষ কর্ত্তৃকই ঐ পূর্ব্বদৃষ্টা রমণী তাড়িত হইল! আমিও তখন জাগরিত হইলাম। হে দিতিনন্দন-গণ! এইরূপে সেই অতি ভয়াবহ রমণী আমার দৃষ্টিগোচর হইল। আমি তখন এইরূপ স্বপ্নই দেখিলাম। কি জানি, কেন অসুরগণের ভাবী অনিষ্ট কষ্টপাতের নিমিত্ত এই স্বপ্ন আমার দৃষ্টিগোচর হইল! যাহা হউক, যদি আমি তোমাদের যোগ্য রাজা হই, আর আমার কথা যদি তোমরা হিত-করী বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে আমি যাহা বলি, একাগ্রমনে শুনিয়া যাও, আমার কথায় অসূয়া প্রকাশ করিও না। তোমরা কাম, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া সত্যে, দমে, ধর্ম্মে ও মুনিব্যবহারে অবস্থান কর। সর্ব্বত্র শান্তি প্রয়োগ কর এবং মহে-শ্বরের পূজায় নিরত হও। কি জানি, হয় ত এইরূপ করিলেই এই স্বপ্নের উপরম ঘটিতে পারে। ২২—৩৪। অন্যথা স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয়, দেবদেব ত্রিলোচন রুদ্র আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। কারণ, হে অসুরগণ! ভবিষ্যতে এই ত্রিপুর-দুর্গে যাহা ঘটিবে, তৎসমস্তই প্রত্যক্ষ হই-তেছে। অতএব তোমরা কলহ ত্যাগ কর, সারল্য অর্জ্জন কর, স্বপ্নের পরিণাম ও কালোদয় প্রতীক্ষা কর। অনন্তর অসুরগণ ময়-কথিত সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ ও ঈর্ষ্যা-সমন্বিত হইল; এই অবস্থায় তাহাদিগকে তখন বিনাশপথে অগ্রসর হইতে দেখা গেল। তাহারা অলক্ষ্মী কর্ত্তৃক অধ্যাসিত হইয়া আপনাদের আসন্ন বিনাশ বুঝিয়াও সেই দণ্ডেই পরস্পরকে দেখিয়া পরস্পর ক্রোধপূর্ণ-নয়নে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর সেই ত্রিপুরবাসী দান-বেরা দৈব কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াই সত্য এবং

গুরুঞ্চৈব ন মন্যন্তে হ্যন্যোন্যঞ্চাপি চুক্রুধুঃ ॥৪০
কলহেষু চ সজ্জন্তে স্বধর্ম্মেষু হসন্তি চ।
পরস্পরঞ্চ নিন্দন্তি অহমিত্যেব বাদিনঃ ॥৪১
উচ্চৈর্গুরূন্ প্রভাষন্তে নাভিভাষন্তি পূজিতাঃ।
অকস্মাৎ সাশ্রুনয়না জায়ন্তে চ সমুৎসুকাঃ ॥৪২
দধি শক্তূন্ পয়শ্চৈব কপিত্থানি চ রাত্রিষু।
ভক্ষয়ন্তি চ শেরতে উচ্ছিষ্টাঃ সংবৃতাস্তথা ॥৪৩
মূত্রং কৃত্বোপস্পৃশন্তি চাকৃত্বা পাদধাবনম্।
সংবিশন্তি চ শয্যাসু শৌচাচারবিবর্জ্জিতাঃ ॥৪৪
সঙ্কুচন্তি ভয়াচ্চৈব মার্জ্জারাণাং যথাখবঃ।
ভার্য্যাং গত্বা ন শুধ্যন্তি রহোবৃত্তিষু নিস্ত্রপাঃ ॥
পুরা সুশীলা ভূত্বা চ দুঃশীলত্বমুপাগতাঃ।
দেবাংস্তপোধনাংশ্চৈব বাধন্তে ত্রিপুরালয়াঃ ॥৪৬
ময়েন বার্য্যমাণাপি তে বিনাশমুপস্থিতাঃ
বিপ্রিয়াণ্যেব বিপ্রাণাং কুর্ব্বাণাঃ কলহৈষিণঃ ॥ ৪৭
বৈভ্রাজং নন্দনঞ্চৈব তথা চৈত্ররথং বনম্।
অশোকঞ্চ বরাশোকং সর্ব্বর্ত্তুকমথাপি চ ॥৪৮
স্বর্গঞ্চ দেবতাবাসং পূর্ব্বদেববশানুগাঃ।
বিধ্বংসয়ন্তি সংক্রুদ্ধাস্তপোধনবনানি চ ॥৪৯
বিধ্বংস্তদেবায়তনাশ্রমঞ্চ
সম্ভগ্নদেবদ্বিজপূজকঞ্চ।
জগদ্বভূবামররাজদুষ্টৈ-
রভিদ্রুতং শস্যমিবালিবৃন্দৈঃ ॥৫০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ত্রিপুরোপাখ্যানে
দুঃস্বপ্নদর্শনং নামৈকত্রিংশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩১ ॥

ধর্ম্মপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অকার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। তাহারা পবিত্র ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দ্বেষ করিতে লাগিল; দেবার্চ্চনা পরিত্যাগ করিল। গুরুজনের সম্মান আর তাহাদিগের নিকট রহিল না। তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। কলহে তাহাদের আসক্তি এবং স্বধর্ম্মে তাহাদের উপহাস প্রকাশ পাইল। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া সকলেই পরস্পর সকলকে নিন্দা করিতে লাগিল। গুরুজনকে উচ্চ কথায় সম্ভাষণ করিতে লাগিল। অন্য দিকে কেহ সম্মান প্রদর্শন করিলেও, তাহাকে তাহারা অবজ্ঞায় সম্ভাষণ করিতেও কুণ্ঠিত হইল। অকস্মাৎ তাহাদের নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ হইতে লাগিল এবং অকাণ্ডে তাহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। রাত্রিকালে তাহারা দধি, শক্তু, পয় ও কপিত্থ ভোজন এবং উচ্ছিষ্টগাত্রে শয়ন করিতে লাগিল। মূত্র পরিত্যাগ করিয়া পাদ ধাবন না করিয়াই উপস্পর্শন ও শৌচাচার বর্জ্জিত হইয়া শয্যায় সংবেশন করিতে লাগিল। মার্জ্জার হইতে আখুর ন্যায় সামান্য কারণেই তাহারা ভয়ে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্বে সুশীল থাকিয়াও তৎকালে দুঃশীল হইয়া উঠিল। ময়দানব কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ত্রিপুরবাসীরা দেব ও ঋষিগণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। তাহারা বিনাশপথে অগ্রসর হইয়াই বিপ্রগণের অপ্রিয়াচরণ করিতে লাগিল। বৈভ্রাজ, নন্দন, চৈত্ররথ, অশোক ও বরাশোক প্রভৃতি সর্ব্বর্ত্তু-ফল কুসুমশালী দেবোদ্যান এবং দেবাবাস স্বর্গধাম, এ সকল দৈত্যগণের অধিকৃত ও বশীভূত থাকিলেও অসুরেরা পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া কলহ-কামনায় সমস্তই ধ্বংস করিতে লাগিল। তাহাদের অত্যাচারে তপস্বীদিগের বনভূমিও ধ্বংস-মুখে পতিত হইল। দেবতাদিগের আয়-তন ও আশ্রম বিধ্বস্ত হইয়া গেল। দেব-দ্বিজের পূজা লোপ পাইল। এইরূপে এই জগৎ সুরারিগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া পতঙ্গ-কুল-ধ্বস্ত শস্যের ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়িল। ৩৫—৫০।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩১।

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অশীলেষু প্রবৃদ্ধেষু দানবেষু দুরাত্মসু।
লোকেষুৎসাদ্যমানেষু তপোধনবনেষু চ ॥১
সিংহনাদে ব্যোমগানাং তেষু ভীতেষু জন্তুষু।
ত্রৈলোক্যে ভয়সম্মূঢ়ে তমোঽন্ধত্বমুপাগতে ॥২
আদিত্যা বসবঃ সাধ্যাঃ পিতরো মরুতাংগণাঃ
ভীতাঃ শরণমাজগ্মুর্ব্রহ্মাণং প্রপিতামহম্‌ ॥৩
তে তং স্বর্ণোৎপলাসীনং ব্রহ্মাণং সমুপাগতাঃ
নেমুরূচুশ্চ সহিতাঃ পঞ্চাস্যং চতুরাননম্‌ ॥৪
বরগুপ্তাস্তবৈবেহ দানবাস্ত্রিপুরালয়াঃ
বাধন্তে স্মাস্তথা প্রেষ্য নস্তু শাধি ততোঽনঘ ॥৫
মেঘাগমে যথা হংসা মৃগাঃ সিংহভয়াদিব।
দানবানাং ভয়াৎ তদ্বদ্ভ্রাম প্রপিতামহঃ ॥ ৬
পুত্রাণাং নামধেয়ানি কলত্রাণাং তথৈব চ।
দানবৈর্ভ্রাম্যমাণানাং বিস্মৃতানি ততোঽনঘ ॥৭
দেববেশ্ম প্রভগ্নাশ্চ আশ্রমভ্রংশনানি চ।
দানবৈর্লোভমোহান্ধৈঃ ক্রিয়ন্তে চ ভ্রমন্তি চ ॥৮
যদি ন ত্রায়সে লোকং দানবৈর্বিক্রতং ক্রতম্‌।
ধর্ষেণানেন নির্দ্দেবং নির্ম্মনুষ্যাশ্রমং জগৎ ॥ ৯
ইত্যেবং ত্রিদশৈরুক্তঃ পদ্মযোনিঃ পিতামহঃ।
প্রত্যাহ ত্রিদশান্‌ সেন্দ্রানিন্দুতুল্যাননঃ প্রভুঃ
ময়স্য যো বরো দত্তো ময়া মতিমতাং বরাঃ
তস্যান্ত এষ সম্প্রাপ্তো যঃ পুরোক্তো ময়া সুরাঃ
তচ্চ তেষামধিষ্ঠানং ত্রিপুরং ত্রিদশর্ষভাঃ।
একেষুপাতমোক্ষেণ হন্তব্যং নেষুবৃষ্টিভিঃ ॥ ১২
ভবতাঞ্চ ন পশ্যামি কমপ্যত্র সুরর্ষভাঃ।
যস্তু চৈকপ্রহারেণ পুরঃ হন্যাৎ সদানবম্‌ ॥ ১৩
ত্রিপুরং নাল্পবীর্য্যেণ শক্যং হন্তুং শরেণ তু।
একং মুক্ত্বা মহাদেবং মহেশানং প্রজাপতিম্‌ ॥

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—দুষ্ট দুঃশীল দুরাত্মা দানবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে লোকসকল ও তপস্বীদিগের আশ্রমসমূহ উৎসন্নপ্রায় হইল। ব্যোমচারীদিগের বিষম সিংহনাদে সর্ব্বপ্রাণী ভীত-চকিত হইয়া পড়িল। ত্রৈলোক্য,ভয়-বিমূঢ় হইয়া যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎ ও পিতৃগণ ভয়বিহ্বল হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা হেমকমল-সমাসীন পঞ্চমুখ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া এক সঙ্গে সকলেই প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন—হে অনঘ! আপনার বরে রক্ষিত হইয়া ত্রিপুরবাসী দানবেরা আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছে; আপনি তাহাদিগকে শাসন করুন। হে পিতামহ! মেঘাগমে হংসশ্রেণীর ন্যায় ও সিংহভয়ে মৃগগণের ন্যায় আমরা দানব-ভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছি। দানবভয়ে সর্ব্বদা নানা স্থানে পর্য্যটন করিতে করিতে আমরা আমাদের পুত্র-কলত্রাদির নামপর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি। দানবেরা লোভ-মোহে অন্ধ হইয়া দেবগৃহসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং আশ্রম সকলের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। এইরূপ অত্যাচার করিতে করিতে তাহারা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। আপনি যদি দানব-নিগৃহীত এই জগতের সত্বর রক্ষা বিধান না করেন, তাহা হইলে দানবদিগের এইরূপ অত্যাচারেই অচিরাৎ জগৎ নির্দ্দেব, নির্ম্মনুষ্য ও নিরাশ্রম হইয়া যাইবে।১-৯। দেবগণ এই কথা কহিলে, ইন্দুবৎ প্রফুল্লানন চতুরানন পিতামহ ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে মতিমান্‌গণের বরেণ্য! আমি ময় দানবকে যে বর দান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার অন্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে সুরগণ! ময় দানবের বাসস্থান সেই যে প্রসিদ্ধ ত্রিপুরদুর্গ, তাহা একটীমাত্র বাণক্ষেপেই বিনাশ্য; তাহাতে ইষুবৃষ্টি করিবার আবশ্যক হইবে না। হে সুরবর! আমি আপনাদের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, যিনি একমাত্র শরক্ষেপে দানবগণসহ সেই পুর সংহার করিতে

তে যূয়ং যদি অন্তে চ ক্রতুবিধ্বংসকং হরম্ ।
যাচামঃ সহিতা দেবং ত্রিপুরং স হনিষ্যতি ॥১৫
কৃতঃ পুরাণাং বিষ্কম্ভো যোজনানাং শতং শতম্
যথা চৈকপ্রহারেণ হন্যতে বৈ ভবেন তু ।
পুষ্যযোগেণ যুক্তানি তানি চৈকক্ষণেন তু ॥১৬
ততো দেবৈশ্চ সম্প্রোক্তো যাস্যাম ইতি
দুঃখিতৈঃ ।
পিতামহশ্চ তৈঃ সার্দ্ধং ভবসংসদমাগতঃ ॥ ১৭
তং ভবং ভূতভব্যেশং গিরিশং শূলপাণিনম্ ।
পশ্যন্তি চোমযা সার্দ্ধং নন্দিনা চ মহাত্মনা ॥১৮
অগ্নিবর্ণমজং দেবমগ্নিকুণ্ডনিভেক্ষণম্ ।
অগ্ন্যাদিত্যসহস্রাভমগ্নিবর্ণবিভূষিতম্ ॥ ১৯
চন্দ্রাবয়বলক্ষ্মাণং চন্দ্রসৌম্যতরাননম্ ।
আগম্য তমজং দেবমথ তং নীললোহিতম্ ॥২০

স্তবন্তো বরদং শম্ভুং গোপতিং পার্ব্বতীপতিম্

দেব উচুঃ

নমো ভবায় সর্ব্বায় রুদ্রায় বরদায় চ ।
পশূনাং পতয়ে নিত্যমুগ্রায় চ কপর্দ্দিনে ॥ ২২
মহাদেবায় ভীমায় ত্র্যম্বকায় চ শান্তয়ে ।
ঈশানায় ভয়ঘ্নায় নমস্ত্বন্ধকঘাতিনে ॥ ২৩
নীলগ্রীবায় ভীমায় বেধসে বেধসা স্তুতে ।
কুমারশত্রুনিঘ্নায় কুমারজনকায় চ ॥ ২৪
বিলোহিতায় ধূম্রায় বরায় ক্রথনায় চ ।
নিত্যং নীলশিখণ্ডায় শূলিনে দিব্যশায়িনে ॥২৫
উরগায় ত্রিনেত্রায় হিরণ্যবসুরেতসে ।
অচিন্ত্যায়াম্বিকাভর্ত্রে সর্ব্বদেবস্তুতায় চ ॥ ২৬
বৃষধ্বজায় মুণ্ডায় জটিনে ব্রহ্মচারিণে ।
তপ্যমানায় সলিলে ব্রহ্মণ্যায়াজিতায় চ ॥ ২৭
বিশ্বাত্মনে বিশ্বসৃজে বিশ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতে ।
নমোঽস্তু দিব্যরূপায় প্রভবে দিব্যসম্ভবে ॥২৮
অভিগম্যায় কাম্যায় স্তুত্যায়ার্চ্চ্যায় সর্ব্বদা ।
ভক্তানুকম্পিনে নিত্যং দিশতে যন্মনোগতম্

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মহেশ্বরস্তবো নাম
দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩২ ॥

পারেন। একমাত্র মহাদেব মহেশান, প্রজাপতি ব্যতীত অন্য কোন অল্পবীর্য্য ব্যক্তি কখনই শরপ্রহারে সেই ত্রিপুরদুর্গ ধ্বংস করিতে পারিবে না। অতএব তোমরা এবং অন্যান্য সকলে মিলিয়া যদি সেই ক্রতুধ্বংসী দেবদেব হরের নিকট প্রার্থনা করিতে পার, তাহা হইলে তিনিই সেই ত্রিপুর সংহার করিতে পারেন। ময়দানব সেই পুরত্রয়ের বিষ্কম্ভ শত শত যোজন পরিমাণে নির্ম্মাণ করিয়াছে। ঐ পুরত্রয় পুষ্যযোগে ক্ষণমধ্যে যোজিত হইয়াছিল। যাহাই হউক, ভবদেব একমাত্র শরপ্রহারেই ঐ অসুরপুর ধ্বংস করিতে সক্ষম। তখন দুঃখিত দেবগণ সকলেই সমস্বরে বলিলেন,—হাঁ আমরা তাঁহারই নিকট যাইব। অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা ও দেবগণ সহ ভবপ্রান্তে আগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন,—ভূতভব্যেশ ভগবান্ শূলপাণি গিরিশ উমার সহিত সমাসীন; মহাত্মা নন্দী তাঁহার অদূরে দণ্ডায়মান। তিনি অগ্নিবর্ণ, অজ, অগ্নিকুণ্ডনিভ-নয়নত্রয়, অগ্নি ও সহস্র আদিত্যবৎ প্রভাসম্পন্ন, অগ্নিবর্ণে বিভূষিত, চন্দ্র-খণ্ড-চিহ্নিত এবং চন্দ্রবৎ সৌম্যবদন।

দেবগণ আগমনপূর্ব্বক সেই অজ নীললোহিত, বরদ, পার্ব্বতীপতি, গোপতি, শম্ভুদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—যিনি ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, নিত্য, উগ্র, কপর্দ্দী, মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক, শান্তি, ঈশান, ভয়ঘ্ন ও অন্ধকঘাতী, তাঁহাকে আমরা বারবার নমস্কার করি। যিনি নীলগ্রীব, ভীম, বেধা, কুমার, শত্রুঘ্ন, কুমারজনক, বিলোহিত, ধূম্র, বর, ক্রথন, নিত্য, নীলশিখণ্ড, শূলী, দিব্যশায়ী, উরগ, ত্রিনেত্র, হিরণ্য, বসুরেতা, অচিন্ত্য, অম্বিকাভর্ত্তা, সর্ব্বদেব-স্তুত, বৃষধ্বজ, মুণ্ড, জটী, ব্রহ্মচারী, তপ্যমান, ব্রহ্মণ্য, অজিত, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান এবং যিনি দিব্যরূপী, প্রভু, দিব্যশম্ভু, অভিগম্য, কাম্য, স্তুত্য, অর্চ্চ্য, ভক্তানুকম্পী ও নিত্য মনো-

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ব্রহ্মাদ্যৈঃ স্তূয়মানস্তু দেবৈর্দেবো মহেশ্বরঃ।
প্রজাপতিমুবাচেদং দেবানাং ক ভয়ং মহৎ ॥১
ভো দেবাঃ স্বাগতং বোঽস্তু ব্রূত যদ্বো মনোগতম্।
তাবদেব প্রযচ্ছামি নাস্ত্যদেয়ং ময়া হি বঃ ॥২
যুষ্মাকং নিতরাং শং বৈ কর্ত্তাহং বিবুধর্ষভাঃ।
চরামি মহদত্যুগ্রং যচ্চাপি পরমং তপঃ ॥৩
বিদ্বিষ্টা বো মম দ্বিষ্টাঃ কষ্টাঃ কষ্টপরাক্রমাঃ।
তেষামভাবঃ সম্পাদ্যো যুষ্মাকং ভব এব চ ॥৪
এবমুক্তাস্তু দেবেন প্রেম্ণা সব্রহ্মকাঃ সুরাঃ।
রুদ্রমাহুর্মহাভাগং ভাগার্হাঃ সর্ব্ব এব তে ॥৫
ভগবংস্তৈস্তপস্তপ্তং রৌদ্রং রৌদ্রপরাক্রমৈঃ।
অসুরৈর্ব্বধ্যমানাঃ স্ম বয়ং ত্বাং শরণং গতাঃ ॥
ময়ো নাম দিতেঃ পুত্রস্ত্রিনেত্রঃ কলহপ্রিয়ঃ।
ত্রিপুরং যেন তদ্দুর্গং কৃতং পাণ্ডুরগোপুরম্ ॥৭
তদাশ্রিত্য পুরং দুর্গং দানবা বরনির্ভয়াঃ।
বাধন্তেঽস্মান্ মহাদেব প্রেষ্যমস্বামিনং যথা ॥৮
উদ্যানানি চ ভগ্নানি নন্দনাদীনি যানি চ।
বরাশ্চাপ্সরসঃ সর্ব্বা রম্ভাদ্যা দনুজৈর্হৃতাঃ ॥৯
ইন্দ্রস্য বাহ্যাশ্চ গজাঃ কুমুদাঞ্জনবামনাঃ।
ঐরাবতাদ্যাপহৃতা দেবতানাং মহেশ্বর ॥১০
যে চেন্দ্ররথমুখ্যাশ্চ হয়য়োঽপহৃতাসুরৈঃ।
জাতাশ্চ দানবানাং তে রথযোগ্যাস্তুরঙ্গমাঃ ॥
যে রথা যে গজাশ্চৈব যাঃ স্ত্রিয়ো বসু যচ্চ নঃ
তন্নো ব্যপহৃতং দৈত্যৈঃসংশয়ো জীবিতে পুনঃ
ত্রিনেত্র এবমুক্তস্তু দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ।

ভীষ্টদায়ী, তাঁহাকে আমরা বারম্বার নমস্কার করি। ১০—২৯।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ব্রহ্মাদিদেবগণ এইরূপ স্তব করিলে, দেবদেব মহেশ্বর প্রজাপতিকে বলিলেন,—দেবগণের মহাভয় উপস্থিত কোথায়? হে দেবগণ! তোমাদের স্বাগত হউক। তোমরা বল,—তোমাদের মনোভিপ্রায় কি? আমি তোমাদিগকে সর্ব্বাভীষ্টই প্রদান করিব; তোমাদিগকে অদেয় আমার কিছুই নাই। হে বিবুধবরগণ! আপনারা জানিবেন—আমি আপনাদের নিয়তই মঙ্গলবিধাতা। আমি যে অত্যুগ্র মহৎ তপস্যা করি, তাহা আপনাদেরই মঙ্গলার্থ। আপনাদের যাহারা বিদ্বেষী, আমার তাহারা দ্বেষের পাত্র; কে আছে এমন তীব্রপরাক্রম ক্লেশদায়ক শত্রু? আমিই তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিয়া তোমাদের মঙ্গলবিধান করিব। রুদ্রদেব এই কথা কহিলে, ব্রহ্মাদি সুরগণ সকলেই সেই মহাভাগ রুদ্রকে কহিলেন,—ভগবন্! কতিপয় রুদ্রপরাক্রম অসুর দারুণ তপোনুষ্ঠান করিয়াছে। তাহাদের হস্তে উৎপীড়িত হইয়াই আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে ত্রিনেত্র! ময় নামক দিতিনন্দন সর্ব্বদাই কলহপ্রিয়। এই ময় দানবই পাণ্ডুর গোপুরশালী ত্রিপুর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে। হে মহাদেব! সেই দুর্গ আশ্রয় করিয়া বরপ্রভাবে নির্ভয় দানবেরা অস্বামিক প্রেষ্য ব্যক্তির ন্যায় আমাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। নন্দনবনাদি যে সকল প্রসিদ্ধ উদ্যান ছিল, সে সকল তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। রম্ভাদি বরাপ্সরাদিগকে অসুরেরা হরিয়া লইয়াছে। ইন্দ্রের বাহন কুমুদ, অঞ্জন, বামন ও ঐরাবত প্রভৃতি গজরাজি অসুরেরা হরণ করিয়াছে।১-১০। ইন্দ্রের রথবাহক প্রধান প্রধান অশ্বগুলিকেও তাহারা হরিয়া লইয়াছে। সেই সকল অশ্ব এখন দানবদিগের রথবহনকার্য্যে বিযুক্ত হইয়াছে। আমাদিগের যে কিছু গজ, বাজী, রথ, রমণী ও অর্থসম্পত্তি ছিল, তৎসমস্তই অসুরগণ অপহরণ করিয়াছে; এক্ষণে আমাদের

উবাচ দেবান্ দেবেশো বরদো বৃষবাহনঃ ॥১৩
ব্যপগচ্ছতু বো দেবা মহদ্দানবজং ভয়ম্।
তদহং ত্রিপুরং ধক্ষ্যে ক্রিয়তাং যদ্ব্রবীমি তৎ
যদীচ্ছথ ময়া দগ্ধুং তৎ পুরং সহদানবম্।
রথমৌপয়িকং মহ্যং সজ্জয়ধ্বং কিলাদ্য তে ॥১৫
দিগ্বাসসা তথোক্তাস্তে সপিতামহকাঃ সুরাঃ।
তথেত্যুক্ত্বা মহাদেবং চক্রুস্তে রথমুত্তমম্ ॥ ১৬
ধরাং কূবরকৌ দ্বৌ তু রুদ্রপার্শ্বচরাচরাবুভৌ।
অধিষ্ঠানং শিরো মেরোরক্ষো মন্দর এব চ ॥
চক্রুশ্চন্দ্রঞ্চ সূর্য্যঞ্চ চক্রে কাঞ্চনরাজতে।
কৃষ্ণপক্ষং শুক্লপক্ষং পক্ষদ্বয়মপীশ্বরাঃ ॥ ১৮
রথনেমিদ্বয়ং চক্রুর্দেবা ব্রহ্মপুরঃসরাঃ।
আদিদ্বয়ং পক্ষযন্ত্রং যন্ত্রমেতাশ্চ দেবতাঃ ॥১৯
কম্বলাশ্বতরাভ্যাঞ্চ নাগাভ্যাং সমবেষ্টিতম্।
ভার্গবশ্চাঙ্গিরাশ্চৈব বুধোঽঙ্গারক এব চ ॥ ২০
শনৈশ্চরস্তথা চাত্র সর্ব্বে তে দেবসত্তমাঃ।
বরূথং গগনং চক্রুশ্চারুরূপং রথস্য তে ॥ ২১
কৃতং দ্বিজিহ্বনয়নং ত্রিবেণুং শাতকৌম্ভিকম্।
মণিমুক্তেন্দ্রনীলৈশ্চ বৃতং হৃষ্টমুখৈঃ সুরৈঃ ॥ ২২
গঙ্গা সিন্ধুঃ শতদ্রুশ্চ চন্দ্রভাগা ইরাবতী।
বিতস্তা চ বিপাশা চ যমুনা গণ্ডকী তথা ॥ ২৩
সরস্বতী দেবিকা চ তথা চ সরয়ূরপি।
এতাঃ সরিদ্বরাঃ সর্ব্বা বেণুসংজ্ঞাঃ কৃতা রথে ॥
ধৃতরাষ্ট্রাশ্চ যে নাগাস্তে চ বেষ্টাত্মকাঃ কৃতাঃ।
বাসুকেঃ কুলজা যে চ যে চ রৈবতবংশজাঃ ॥
তে সর্পা দর্পসম্পূর্ণাশ্চাপতূণেষ্বনূনগাঃ।
অবতস্থুঃ শরা ভূত্বা নানাজাতিশুভাননাঃ ॥২৬
সুরসা সরমা কদ্রুর্বিনতা শুচিরেব চ।
তৃষা বুভুক্ষা সর্ব্বোগ্রা মৃত্যুঃ সর্ব্বশমস্তথা ॥২৭
ব্রহ্মবধ্যা চ গোবধ্যা বালবধ্যা প্রজাময়াঃ।
গদা ভূত্বা শক্তয়শ্চ তদা দেবরথেঽভ্যযুঃ।
যুগং কৃতযুগঞ্চাত্র চাতুর্হোত্রপ্রযোজকাঃ।
চতুর্ব্বর্ণাঃ সলীলাশ্চ বভূবুঃ স্বর্ণকুণ্ডলাঃ ॥ ২৯

জীবনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবগণ এই কথা কহিলে বৃষবাহন দেবদেব ত্রিনেত্র বলিলেন,—হে দেবগণ! দানব-জনিত মহাভয় তোমাদের অপগত হউক। আমিই এই ত্রিপুরদুর্গ দগ্ধ করিব; অতএব এখন যাহা বলি, তাহাই তোমরা কর। তোমরা যদি আমাদ্বারা সেই ত্রিপুর দগ্ধ করাইতে চাও, তাহা হইলে একটী সাংগ্রামিক রথ আমার জন্য সজ্জিত কর। দেবদেব দিগম্বর এই কথা বলিবামাত্র ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ এক উত্তম রথ প্রস্তুত করিলেন। এই রথের নিম্নতল—ধরা; দুই কূবর—দুই রুদ্রানুচর; অধিষ্ঠান—মেরুশৃঙ্গ; অক্ষ—মন্দর; চন্দ্র ও সূর্য্য—রজত ও কাঞ্চনময় চক্রদ্বয়; কৃষ্ণ ও শুক্ল এই দুই পক্ষ—রথের নেমিদ্বয় এবং সমস্ত দেবতা—রথের অন্যান্য যন্ত্রসমষ্টি। কম্বল ও অশ্বতরাখ্য নাগদ্বয়ে উক্ত রথ বেষ্টিত। ভার্গব, অঙ্গিরা, বুধ, অঙ্গারক ও শনৈশ্চর প্রভৃতি গ্রহ ও অন্যান্য দেবগণ এই রথে অবস্থিত হইয়া গগনকে ইহার সুচারুবরূথ নিরূপণ করিলেন। সর্পসমূহের নয়ন ইহার স্বর্ণময় ত্রিবেণু হইল। হৃষ্টানন সুরগণ মণি, মুক্তা ও ইন্দ্রনীলাদি দ্বারা ইহাকে আবৃত করিলেন। গঙ্গা, সিন্ধু, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা, যমুনা, গণ্ডকী, সরস্বতী, দেবিকা ও সরযূ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নদীগণ রথের বেণুরূপে নিরূপিত হইল। ধৃতরাষ্ট্রবংশীয় নাগগণ রথস্থ বেষ্টাকারে বিহিত হইল। বাসুকির বংশধর বা রৈবত-বংশোৎপন্ন যে সকল গর্ব্বিত নানাজাতীয় সর্প ছিল, তাহারা সেই দেবরথস্থ ধনুস্তূণের শর হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ১১—২৬। সুরসা, সরমা, কদ্রু, বিনতা, শুচি, তৃষ্ণা, বুভুক্ষা, সর্ব্বোগ্রা, মৃত্যু, সর্ব্বশম, ব্রহ্মবধ্যা, গোবধ্যা, বালবধ্যা ও প্রজাভীতি, ইহারা সকলে সেই দেবরথে গদা ও শক্তি হইয়া চলিল। কৃতযুগ রথের যুগ হইল। চাতুর্হোত্র চতুর্বর্ণ লীলাসম্পন্ন স্বর্ণকুণ্ডল-

তদ্‌যুগং যুগসঙ্কাশং রথশীর্ষে প্রতিষ্ঠিতম্ ।
ধৃতরাষ্ট্রেণ নাগেন বদ্ধং বলবতা মহৎ ॥ ৩০
ঋগ্বেদং সামবেদঞ্চ যজুর্ব্বেদস্তথাপরঃ।
বেদাশ্চত্বার এবৈতে চত্বারস্তুরগা ভবন্ ॥ ৩১
অন্নদানপুরোগাণি যানি দানানি কানিচিৎ।
তান্যাসন্ বাজিনাং তেষাং ভূষণানি সহস্রশঃ
পদ্মদ্বয়ং তক্ষকশ্চ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ।
নাগা বভূবুরেবৈতে হয়ানাং বালবন্ধনাঃ ॥ ৩৩
ওঙ্কারপ্রভবাস্তা বা মন্ত্রযজ্ঞক্রতুক্রিয়াঃ।
উপদ্রবাঃ প্রতীকারাঃ পশুবন্ধেষ্টয়স্তথা ॥ ॥ ৩৪
যজ্ঞোপবাহাস্ত্বেতানি তস্মিন্ লোকরথে শুভে
মণি-মুক্তা-প্রবালৈস্তু ভূষিতানি সহস্রশঃ ॥ ৩৫
প্রতোদোঙ্কার এবাসীৎ তদগ্রঞ্চ বষট্‌কৃতম্ ।
সিনীবালী কুহূ রাকা তথা চানুমতী শুভা ॥৩৬
যোক্ত্রাণ্যাসংস্তুরঙ্গাণামপসর্পণবিগ্রহাঃ ॥ ৩৭
কৃষ্ণান্যথ চ পীতানি শ্বেতমাঞ্জিষ্ঠকানি চ।
অবদাতাঃ পতাকাস্তু বভূবুঃ পবনেরিতাঃ ॥৩৮
ঋতুভিশ্চ কৃতঃ ষড়্‌ভির্ধনুঃ সংবৎসরোঽভবৎ।

অজরা জ্যাভবচ্চাপি সাম্বিকা ধনুষো দৃঢ়া ॥৩৯
কালো হি ভগবান্ রুদ্রস্তঞ্চ সংবৎসরং বিদুঃ ।
তস্মাদুমা কালরাত্রির্ধনুষো জ্যাজরাভবৎ ॥৪০
সগর্ভং ত্রিপুরং যেন দগ্ধবান্ স ত্রিলোচনঃ ।
স ইষুর্বিষ্ণুসোমাগ্নি-ত্রিদৈবতময়োঽভবৎ ॥ ৪১
আননং হ্যগ্নিরভবচ্ছল্যং সোমস্তমোনুদঃ ।
তেজসঃ সমবায়োঽথ চেষোস্তেজো রথাঙ্গধৃক্
তস্মিংশ্চ বীর্য্যবৃদ্ধ্যর্থং বাসুকির্নাগপার্থিবঃ ।
তেজঃসংবসনার্থং বৈ মুমোচাতিবিষো বিষম্ ॥
কৃত্বা দেবা রথঞ্চাপি দিব্যং দিব্যপ্রভাবতঃ ।
লোকাধিপতিমভ্যেত্য ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ৪৪
সংস্কৃতোঽয়ং রথোঽস্মাভিস্তব দানবশত্রুজিৎ
ইদমাপৎপরিত্রাণং দেবান্ সেন্দ্রপুরোগমান্ ॥
তং মেরুশিখরাকারং ত্রৈলোক্যরথমুত্তমম্ ।
প্রশস্য দেবান্ সাধ্বীতি রথং পশ্যতি শঙ্করঃ ॥
মুহুর্দৃষ্ট্বা রথং সাধু সাধ্বিত্যুক্ত্বা মুহুর্মুহুঃ ।

বৎ সুশোভিত হইল। যুগাকার রথযুগ সেই রথের শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত হইল। বলবান্ ধৃতরাষ্ট্র নাগ কর্ত্তৃক উহা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইল। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদ ঐ রথের চারিটী অশ্ব হইল। অন্নদান প্রভৃতি দান সকল সেই অশ্বচতুষ্টয়ের সহস্র সহস্র ভূষণাকারে প্রতিভাত হইল। পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কর্কোটক ও ধনঞ্জয় প্রভৃতি নাগ ঐ সকল অশ্বের বালবন্ধন হইল। ওঙ্কারপ্রভব মন্ত্র, যজ্ঞ, ক্রতুক্রিয়া উপদ্রবপ্রতীকার, পশুবন্ধন যাগ ও যজ্ঞোপবাহ এই সকল সেই রথের মণি, মুক্তা ও প্রবালাকার অসংখ্য ভূষণ। ওঙ্কার উহার প্রতোদ, বষট্‌কার উহার অগ্রভাগ, সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও শুভা অনুমতি ইহারা সেই সকল তুরঙ্গের যোক্ত্র। কৃষ্ণ, পীত, শ্বেত, মাঞ্জিষ্ঠক প্রভৃতি সেই রথের পবনচালিত অবদাত পতকাশ্রেণী, ষড়্‌ঋতু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সম্বৎসর ঐ রথের ধনুঃ।

অজরা অম্বিকা দেবী উহার সুদৃঢ় মৌর্ব্বী। ভগবান্ রুদ্রই কাল ; সেই কালই সম্বৎসর। এইজন্য কালরাত্রি সাক্ষাৎ উমা দেবীই ঐ ধনুর অজরা মৌর্ব্বী হইলেন। ভগবান্ ত্রিলোচন যে শর দ্বারা সগর্ভ ত্রিপুর দুর্গ দগ্ধ করেন, সেই শর—বিষ্ণু, সোম, ও অগ্নি, এই ত্রিদৈবতময় হয়। উহার আনন—অগ্নি, শল্য,—সোম এবং তেজঃসমষ্টি—রথাঙ্গপাণি। অতি বিষধর নাগরাজ বাসুকি ঐ শরের তেজঃপ্রকর্ষ ও বীর্য্যবৃদ্ধির জন্য উহাতে স্বীয় ভীষণ বিষ বমন করিলেন। দেবগণ এইরূপে আপনাদের দিব্য প্রভাবে সেই রথ নির্ম্মাণ করিয়া লোকাধিপতির সমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দানবশত্রুনাশন! সঙ্কট পরিত্রাণার্থ এবং দেবগণের রক্ষার নিমিত্ত এই রথ সুসজ্জিত করিয়াছি। তখন শঙ্কর দেবগণকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া সেই মেরুশৃঙ্গনিভ উত্তম ত্রৈলোক্যরথ দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই রথ বারম্বার দেখিয়া দেখিয়া বহুবার সাধুবাদ প্রদান করিয়া ইন্দ্র-

উবাচ সেন্দ্রানমরানমরাধিপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৭
যাদৃশোঽয়ং রথঃ ক্লপ্তো যুষ্মাভির্মম সত্তমাঃ।
ঈদৃশো রথসম্পত্ত্যা যন্তা শীঘ্রং বিধীয়তাম্ ॥৪৮
ইত্যুক্তা দেবদেবেন দেবা বিদ্ধা ইবেষুভিঃ।
অবাপুর্ম্মহতীং চিন্তাং কথং কার্য্যমিতি ব্রুবন্ ॥
মহাদেবস্য দেবোঽন্যঃ কো নাম সদৃশো ভবেৎ
মুক্ত্বা চক্রায়ুধং দেবং সোঽপ্যস্য ইষুমাশ্রিতঃ ॥
ধুরি যুক্তা ইবোক্ষাণো ঘটন্ত ইব পর্ব্বতৈঃ।
নিশ্বসন্তঃ সুরাঃ সর্ব্বে কথমেতদিতি ব্রুবন্ ॥৫১
দেবোঽদৃশ্যত দেবাংস্তু লোকনাথস্য ধুর্গতান্।
অহং সারথিরিত্যুক্ত্বা জগ্রাহাশ্বাংস্ততোঽগ্রজঃ
ততো দেবৈঃ সগন্ধর্ব্বৈঃ সিংহনাদো মহান্ কৃতঃ
প্রতোদহস্তং সম্প্রেক্ষ্য ব্রহ্মাণং সূততাং গতম্
ভগবানপি বিশ্বেশো রথস্থে বৈ পিতামহে।
সদৃশঃ সূত ইত্যুক্ত্বা চারুরোহ রথং হরঃ ॥৫৪
আরোহতি রথং দেবে হ্যশ্বা হরভরাতুরাঃ।
জানুভিঃ পতিতা ভূমৌ রজোগ্রাসশ্চ গ্রাসিতঃ
দেবো
উজ্জহার পিতৄনার্ত্তান্ সুপুত্র ইব দুঃখিতান্ ॥৫৬
ততঃ সিংহরবো ভূয়ো বভূব রথভৈরবঃ।
জয়শব্দশ্চ দেবানাং সম্বভূবার্ণবোপমঃ ॥৫৭
তদোঙ্কারময়ং গৃহ্য প্রতোদং বরদঃ প্রভুঃ।
স্বয়ম্ভুঃ প্রযযৌ বাহানমুমন্ত্র্য তথা জবম্ ॥ ৫৮
গ্রসমানা ইবাকাশং মুষ্ণন্ত ইব মেদিনীম্।
মুখেভ্যঃ সসৃজুঃ শ্বাসামুচ্ছ্বসন্ত ইবোরগাঃ ॥৫৯
স্বয়ম্ভুবা চোদ্যমানাশ্চোদিতেন কপর্দ্দিনা।
ব্রজন্তি তেঽশ্বা জবনাঃ ক্ষয়কাল ইবানিলাঃ ॥৬০
ধ্বজোচ্ছ্রয়বিনির্ম্মাণে ধ্বজযষ্টিমনুত্তমাম্।
আক্রম্য নন্দী বৃষভং তস্থৌ তস্মিন্থিবেচ্ছয়া ॥৬১

প্রমুখ দেবগণকে বলিলেন,—হে সত্তমগণ! তোমরা এই যে রথ নির্ম্মাণ করিয়াছ, ইহার একজন অনুরূপ যোগ্য যন্তা শীঘ্র কল্পনা কর। দেবদেব এই কথা কহিলে, দেবগণ যেন ইষুবিদ্ধ হইয়াই কিরূপে এ কার্য্য সমাধা করিব? ইহা বলিতে বলিতে মহাচিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন,—দেব চক্রপাণি ব্যতীত কে আর মহাদেবের অনুরূপ হইতে পারেন? অতএব সেই শরাশ্রিত দেব চক্রধরকেই উপাসনা করা যাউক। এই ভাবিয়া যুগযুক্ত পর্ব্বত-প্রতিহত বলীবর্দ্দগণের ন্যায় সুরগণ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন,—হায়! এ কার্য্য কিরূপে সিদ্ধ হইবে? অনন্তর অগ্রজন্মা ব্রহ্মা দেখিলেন—দেবগণ লোকনাথ হরের ধুর্গত হইয়াছেন। তদ্দর্শনে 'আমি সারথি হইব' এই বলিয়া ব্রহ্মা সেই রথাশ্বসমূহের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। তখন প্রতোদহস্তে ব্রহ্মাকে সূতকার্য্যে ব্রতী দেখিয়া দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ এক মহাসিংহনাদ করিলেন। ভগবান্ বিশ্বপতি হরও পিতামহকে রথস্থ দেখিয়া 'হাঁ অনুরূপ সারথিই হইয়াছে' এই বলিয়া রথারোহণ করিলেন। দেবদেব হর রথারোহণ করিলে অশ্বগণ তদীয় ভারে কাতর হইয়া জানুদ্বারা ভূতলে পতিত হইল। তখন নির্ভীক হর বেদরূপ উৎকৃষ্ট অশ্বদিগকে তদবস্থ দেখিয়া সুপুত্র যেমন আর্ত্ত-দুঃখিত পিতৃগণকে উদ্ধার করে, তেমনি তাহাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিলেন। অনন্তর আবার এক ভীষণ সিংহনাদ উত্থিত হইল এবং সাগর-কল্লোলের ন্যায় দেবকণ্ঠ হইতে মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল। বরপ্রদ প্রভু স্বয়ম্ভু ওঙ্কারময় প্রতোদ গ্রহণ করিয়া তৎকালে বাহনদিগকে পরিচালিত করত মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। রথবাহগণ যেন আকাশকে গ্রাস করিয়া, অথবা যেন মেদিনীকে হরণ করিয়াই নিশ্বসন্ত উরগগণের ন্যায় মুখবিবর হইতে শ্বাস উদ্গিরণ করিতে লাগিল। কপর্দ্দীর প্রেরণায় স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বেগবান্ অশ্বগণ কল্পকালীন অনিলের ন্যায় ধাবিত হইল। ২৭—৬০। (তখন শিবের অভিপ্রায় অনুসারে তদীয় প্রধান অনুচর নন্দী, ধ্বজদণ্ডের অত্যধিক উন্নতি সাধনার্থ এক উত্তম

ভার্গবাঙ্গিরসৌ দেবৌ দণ্ডহস্তৌ রবিপ্রভৌ।
রথচক্রে তু রক্ষেতে রুদ্রস্য প্রিয়কাঙ্ক্ষিণৌ ॥৬২
শেষশ্চ ভগবান্ নাগ অনন্তোঽন্তকরোঽহরিণাম্
শরহস্তো রথং পাতি শয়নং ব্রহ্মণস্তদা ॥৬৩
যমস্তূর্ণং সমাস্থায় মহিষঞ্চাতিদারুণম্।
দ্রবিণাধিপতির্ব্যালং সুরাণামধিপো দ্বিপম্ ॥৬৪
ময়ূরং শতচন্দ্রঞ্চ কূজন্তং কিন্নরং যথা।
গুহ আস্থায় বরদো জুগোপ সরথং পিতুঃ ॥৬৫
নন্দীশ্বরশ্চ ভগবান্ শূলমাদায় দীপ্তিমৎ।
পৃষ্ঠতশ্চাপি পার্শ্বাভ্যাং লোকস্য ক্ষয়কৃদ্‌যথা ॥৬৬
প্রমথাশ্চাগ্নিবর্ণাভাঃ সাগ্নিজ্বালা ইবাচলাঃ।
অনুজগ্মু রথং শার্ব্বং নক্রা ইব মহার্ণবম্ ॥৬৭
ভৃগুর্ভরদ্বাজ-বসিষ্ঠ-গৌতমাঃ
ক্রতুঃ পুলস্ত্যঃ পুলহস্তপোধনাঃ।
মরীচিরত্রির্ভগবানথাঙ্গিরাঃ
পরাশরাগস্ত্যমুখা মহর্ষয়ঃ ॥ ৬৮
হরমজিতমজং প্রতুষ্টুবু-
র্বচনবিধৈর্বিচিত্রভূষণৈঃ।
রথস্ত্রিপুরে স কাঞ্চনাচলো
ব্রজতি সপক্ষ ইবাদ্রিরম্বরে ॥ ৬৯
করিগিরিরবিমেঘসন্নিভাঃ
সজলপয়োদনিনাদনাদিনঃ।
প্রথমগণাঃ পরিবার্য্য দেবগুপ্তং
রথমভিতঃ প্রযযুঃ স্বদর্পযুক্তাঃ ॥ ৭০
মকর-তিমি-তিমিঙ্গিলাবৃতঃ
প্রলয় ইবাতিসমুদ্ধতোঽর্ণবঃ।
ব্রজতি রথবরোঽতিভাস্বরো
হ্যশনিনিপাতপয়োদনিস্বনঃ ॥ ৭১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ত্রিপুরদাহে রথ-
প্রয়াণং নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৩ ॥

ধ্বজযষ্টি লইয়া বৃষভোপরি আরোহণ করিলেন। রবিপ্রভ ভার্গব ও আঙ্গিরস উভয়ে রুদ্রের প্রিয়কামনায় হস্তে দণ্ড ধারণ করিয়া তদীয় রথচক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন। অহিতান্তকারী ভগবান্ শেষ নাগ অনন্ত, শর হস্তে রথ ও রথস্থ ব্রহ্মশয্যা রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে যম স্বীয় ভীষণ বাহন মহিষে, ধনাধিপতি ব্যালে ও সুরাধিপতি ঐরাবতে আরোহণ করিয়া রথরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। বরপ্রদ কার্ত্তিকেয়, কিন্নরের ন্যায় কূজনশীল শতচন্দ্র-লাঞ্ছিত ময়ূরে আরোহণ করিয়া পিতার রথ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ নন্দীশ্বরও হস্তে উজ্জ্বল শূল ধারণপূর্ব্বক লোক-ক্ষয়কর কৃতান্তের ন্যায় রথের পৃষ্ঠ ও উভয় পার্শ্বে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। অগ্নিজ্বালাময় অচলকুলের ন্যায় অগ্নিবর্ণ প্রমথগণ মহাসাগরগামী নক্রদলের ন্যায় সেই হররথের অনুগমন করিল। ভৃগু, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, গৌতম, ক্রতু, পুলস্ত্য ও পুলহ প্রভৃতি তপোধনগণ এবং মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পরাশর ও অগস্ত্যপ্রমুখ মহর্ষিগণ

তখন সেই অজিত অজ দেবদেবকে নানালঙ্কারময় বচন-বিন্যাসে স্তব করিতে লাগিলেন। সপক্ষ অদ্রি যেমন অম্বরে ধাবিত হয়, তেমনি সেই কাঞ্চনাচলসম দেবরথ ত্রিপুর-পুরাভিমুখে ধাবিত হইল। তৎকালে করী, গিরি, রবি ও মেঘপ্রতিম প্রমথগণ সজল জলদজালের ন্যায় সিংহনাদ করিতে করিতে সেই দেবগুপ্ত রথ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক সদর্পে রথের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। তখন বজ্রপাতানুগত মেঘধ্বনিবৎ গভীর গর্জ্জনপর অতিভাস্বর রথপ্রবর, তিমি-তিমিঙ্গিল-মকর-পরিবৃত অত্যুদ্ধত প্রলয়াব্ধির ন্যায় ধাবিত হইতে লাগিল। ৬১—৭১।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৩৩।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
পূজ্যমানে রথে তস্মিন্ লোকৈর্দেবে রথে স্থিতে।
প্রমথেষু নদৎসূগ্রং প্রবদৎসু চ সাধ্বিতি॥ ১
ঈশ্বরস্বরঘোষেণ নর্দমানে মহাবৃষে।
জয়ৎসু বিপ্রেষু তথা গর্জৎসু তুরগেষু চ॥ ২
রণাঙ্গনাৎ সমুৎপত্য দেবর্ষির্নারদঃ প্রভুঃ।
কান্ত্যা চন্দ্রোপমস্তূর্ণং ত্রিপুরং পুরমাগতঃ॥ ৩
ঔৎপাতিকন্তু দৈত্যানাং ত্রিপুরে বর্ত্ততে ধ্রুবম্
নারদশ্চাত্র ভগবান্ প্রাদুর্ভূতস্তপোধনঃ॥ ৪
আগতং জলদাভাসং সমেতাঃ সর্ব্বদানবাঃ।
উত্তস্থুর্নারদং দৃষ্ট্বা অভিবাদনবাদিনঃ॥ ৫
তমর্ঘ্যেণ চ পাদ্যেন মধুপর্কেণ চেশ্বরাঃ।
নারদং পূজয়ামাসুর্ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ॥ ৬
তেষাং স পূজাং পূজার্হঃ প্রতিগৃহ্য তপোধনঃ।
নারদঃ সুখমাসীনঃ কাঞ্চনে পরমাসনে॥ ৭
ময়স্তু সুখমাসীনে নারদে নারদোদ্ভবে।
যথার্হং দানবৈঃ সার্দ্ধমাসীনো দানবাধিপঃ॥ ৮
আসীনং নারদং প্রেক্ষ্য ময়স্তত্র মহাসুরঃ।
অব্রবীদ্বচনং তুষ্টো হৃষ্টরোমাননেক্ষণঃ॥ ৯
ঔৎপাতিকং পুরেঽস্মাকং যথা নান্যত্র কুত্রচিৎ
বর্ত্ততে বর্ত্তমানজ্ঞ বদ ত্বং হি চ নারদ॥ ১০
দৃশ্যন্তে ভয়দাঃ স্বপ্না ভজ্যন্তে চ ধ্বজাঃ পরম্
বিনা চ বায়ুনা কেতুঃ পততে চ তথা ভুবি॥১১
অট্টালকাশ্চ নৃত্যন্তে সপতাকাঃ সগোপুরাঃ।
হিংস হিংসেতি শ্রূয়ন্তে গিরিশ্চ ভয়দাঃ পুরে॥
নাহং বিভেমি দেবানাং সেন্দ্রাণামপি নারদ।
মুক্ত্বৈকং বরদং স্থাণুং ভক্তাভয়করং হরম্॥১৩
ভগবন্ নাস্ত্যবিদিতমুৎপাতেষু তবানঘ।
অনাগতমতীতঞ্চ ভবান্ জানাতি তত্ত্বতঃ॥১৪

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সেই লোক-পূজিত দেবরথে দেবদেব অবস্থান করিলে, প্রমথগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিল। দেবদেব-বাহন মহাবৃষ গর্জ্জন করিতে লাগিল। বিপ্রগণ জয় জয় রবে দিক্ সকল মুখরিত করিলেন। তুরগগণ অতীব গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন চন্দ্র-নিভ দেবর্ষি নারদ সহসা রণাঙ্গন হইতে সমুৎপতিত হইয়া ত্রিপুরপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে ত্রিপুরপুরে দৈত্যগণের নানা উৎপাত সূচিত হইতে লাগিল। তপোধন নারদ এই সময় তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন নীরদনিভ দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া তত্রত্য দানবগণ অভিবাদনপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল। বাসব যেমন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে পূজা করেন, দৈত্যগণও তেমনি পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্ক দ্বারা নারদের পূজা সমাধা করিল। পূজার্হ তপোধন নারদ দৈত্যগণের পূজা গ্রহণ করিয়া কাঞ্চনময় পরমাসনে সুখে উপবেশন করিলেন। ব্রহ্মনন্দন নারদ সুখাসনে সমাসীন হইলে দৈত্যাধিপতি ময়-দানব অন্যান্য দানবগণের সহিত যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মহাসুর ময় দানব নারদকে সমাসীন দেখিয়া, প্রফুল্লমনে প্রহৃষ্টচিত্তে তুষ্ট হইয়া নারদকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে বর্ত্তমানজ্ঞ মুনে! অস্মদালয়ে যেরূপ ভয়ঙ্কর উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে, এরূপ উৎপাত আর কোথাও দেখা যায় না। আপনি ইহার কারণ নির্দ্দেশ করুন। বলিব কি, রজনীযোগে ভয়াবহ স্বপ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে, ধ্বজসমূহ ভগ্ন হইয়া পতিত হইতেছে, বায়ু ব্যতীত কেতু সকল ভূতলে পড়িতেছে। পতাকা-মণ্ডিত গোপুর ও অট্টালক-শ্রেণী কম্পিত হইতেছে, অনবরত 'মার মার কাট কাট' ইত্যাকার ভয়াবহ শব্দ পুরমধ্যে শুনা যাইতেছে। হে নারদ! আমি একমাত্র সেই ভক্তজনের অভয়প্রদ বরদ হর ব্যতীত বাসবপ্রমুখ অন্য কোন দেবকেই ভয় করি না। ১—১৩। হে ভগবন্! অনঘ! এবম্বিধ উৎপাত বিষয়ে কিছুই

তদেতন্ময়ো ভয়স্থানমুৎপাতাভিনিবেদিতম্ ।
কথয়স্ব মুনিশ্রেষ্ঠ প্রপন্নস্তু তু নারদ ॥ ১৫
ইত্যুক্তো নারদস্তেন ময়েনাময়বর্জ্জিতঃ ॥ ১৫

নারদ উবাচ ।

শৃণু দানব তত্ত্বেন ভবন্ত্যোৎপাতিকা যথা ।
ধর্ম্মেতি ধারণে ধাতুর্মাহাত্ম্যে চৈব পঠ্যতে ।
ধারণাচ্চ মহত্ত্বেন ধর্ম্ম এব নিরুচ্যতে ॥ ১৭
স ইষ্টপ্রাপকো ধর্ম্ম আচার্য্যৈরুপদিশ্যতে ।
ইতরশ্চানিষ্টফল আচার্য্যৈর্নোপদিশ্যতে ॥১৮
উৎপথান্মার্গমাগচ্ছেন্মার্গাচ্চৈব বিমার্গতাম্ ।
বিনাশস্তস্য নির্দ্দেশ্য ইতি বেদবিদো বিদুঃ ॥১৯
স স্বধর্ম্মরথারূঢ়ঃ সহৈভির্মত্তদানবৈঃ ।
অপকারিষু দেবানাং কুরুষে ত্বং সহায়তাম্ ॥
তদেতান্যেবমাদীনি উৎপাতাবেদিতানি ।
বৈনাশিকানি দৃশ্যন্তে দানবানাং তথৈব চ ॥২১
এষ রুদ্রঃ সমাস্থায় মহালোকময়ং রথম্ ।
আয়াতি ত্রিপুরং হন্তুং ময় ত্বামসুরানপি ॥ ২২
স ত্বং মহৌজসং নিত্যং প্রপদ্যস্ব মহেশ্বরম্।
যাস্যসে সহ পুত্রেণ দানবৈঃ সহ মানদ ॥ ২৩
ইত্যেবমাবেদ্য ভয়ং দানবোপস্থিতং মহৎ ।
দানবানাং পুনর্দেবো দেবেশপদমাগতঃ ॥ ২৪
নারদে তু মুনৌ যাতে ময়ো দানবনায়কঃ ।
শূরসম্মতমিত্যেবং দানবানাহ দানবঃ ॥ ২৫
শূরাঃ স্থ জাতপুত্রাঃ স্থ কৃতকৃত্যাঃ স্থ দানবাঃ
যুধ্যধ্বং দৈবতৈঃ সার্দ্ধং কর্ত্তব্যকাপি নো ভয়ম্
জিত্বা বয়ং ভবিষ্যামঃ সর্ব্বেঽমরসভাসদঃ ।
দেবাংশ্চ সেন্দ্রকান্ হত্বা লোকান্ ভোক্ষ্যামহে-
হসুরাঃ ॥ ২৭

আপনার অবিদিত নাই। আপনি তত্ত্বযোগে অনাগত ও অতীত বিষয়িণী সমস্ত ঘটনাই যথাযথ বিদিত আছেন। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ! আমি আপনার আশ্রিত; আমাদের এই উৎপাত-সূচিত ভয়ের নিদান কি, তাহা আপনি বলুন। নিরাময় নারদ দানবকর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া কহিলেন,—হে দানব! যে নিমিত্ত এই সকল উৎপাত আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা আমি যথাযথ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ধর্ম্ম এই কথাটী ধারণ ও বিধাতার মাহাত্ম্য-দ্যোতনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধারণ এবং মহত্ত্বই ধর্ম্ম নামের নিরুক্তি। এই ধর্ম্মই ইষ্টার্থসাধক বলিয়া আচার্য্যগণ ধর্ম্মাচরণেরই উপদেশ দিয়া থাকেন। ধর্ম্মভিন্ন অন্য যে কিছু, সমস্তই অনিষ্টফলজনক; সুতরাং তাহার সেবা করিতে আচার্য্যগণ উপদেশ প্রদান করেন না। যে ব্যক্তি উৎপথ হইতে সুপথে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সুপথ হইতে বিমার্গগামী হয়, বেদবেত্তা বিপশ্চিদ্গণ তাহার বিনাশই নির্দ্দেশ করেন। তুমি দানব; দেবগণ তোমার অপকারী হইলেও তুমি স্বধর্ম্মরথে সমারূঢ় হইয়া এই সকল মদমত্ত দানবসহ সেই সকল দেবগণেরই সহায়তা করিতেছ। এই নিমিত্তই এবম্বিধ দানবদল-বিদলনী উৎপাতসূচনী ভয়াবহ ঘটনা দেখা যাইতেছে। হে ময়! এই এখনই মহালোকময় রথে আরোহণ করিয়া অসুরগণসহ তোমার বধ বিধানার্থ রুদ্রদেব ত্রিপুরপুর-হরণে আগমন করিতেছেন। হে মানদ! তুমি বিপুলবীর্য্যবান্ শাশ্বত মহেশ্বরের শরণাপন্ন হও। এইরূপ হইলেই স্বপুত্র ও অন্যান্য দানবগণসহ মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে। মহর্ষি নারদ এইরূপে দানবদিগের উপস্থিত মহাভয়ের কথা কহিয়া তথা হইতে পুনরায় দেবাদিদেব মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ১৪—২৪। নারদমুনি তথা হইতে প্রস্থান করিলে, দানব-নায়ক ময় দানব মনে মনে 'ইহাই শূরসম্মত কার্য্য' এইরূপ স্থির করিয়া দানবদিগকে বলিলেন,—হে দানবগণ! আমরা বীর হইয়া জন্মিয়াছি, আমাদিগের পুত্র-পৌত্রাদি জন্মিয়াছে, আমরা এক্ষণে কৃতকৃত্য হইয়াছি; সুতরাং উপস্থিত সঙ্কটে ভয় পরিহার করিয়া তোমরা অমরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে অসুরসকল! আমরা যুদ্ধজয়ী হইয়া দেবেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের বধসাধন করিয়া, অমরগণের

অট্টালকেষু চ তথা তিষ্ঠধ্বং শস্ত্রপাণয়ঃ।
দংশিতা যুদ্ধসজ্জাশ্চ তিষ্ঠধ্বং প্রোদ্যতায়ুধাঃ॥২৮
পুরাণি ত্রীণি চৈতানি যথাস্থানেষু দানবাঃ।
তিষ্ঠধ্বং অজয়নীয়ানি ভবিষ্যন্তি পুরাণি চ॥২৯
নভোগতাস্তথা শূরা দেবতা বিদিতা হি বঃ।
তাঃ প্রযত্নেন বার্য্যাশ্চবিদার্য্যাশ্চৈব শায়কৈঃ।

ইতি দনুতনয়ান্ ময়স্তথোক্ত্বা
সুরগণবারণবারণে বচাংসি।
যুবতিজনবিষণ্ণমানসং তৎ
ত্রিপুরপুরং সহসা বিবেশ রাজা॥৩১.
অথ রজতবিশুদ্ধভাবভাবো
ভবমভিপূজ্য দিগম্বরং সুগীর্ভিঃ।
শরণমুপজগাম দেবদেবং
মদনার্য্যন্ধকযজ্ঞদেহঘাতম্॥৩২
ময়মভয়পদৈষিণং প্রপন্নং
ন কিল বুবোধ তৃতীয়দীপ্তনেত্রঃ।
তদভিমতমদাৎ ততঃ শশাঙ্কী
স চ কিল নির্ভয় এব দাবোঽভূৎ॥৩৩

ইতি শ্রীমৎস্যে মহাপুরাণে ত্রিপুরদাহে নারদ-
গমনং নাম চতুস্ত্রিংশদধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ॥১৩৪॥

সভাসদ্ হইব এবং সর্ব্ব লোকের সুখ ভোগ করিতে থাকিব। তোমরা সকলে যুদ্ধসজ্জায় হও,—হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ কর,—করিয়া আয়ুধ সকল উত্তোলনপূর্ব্বক দুর্গোপরি অবস্থান কর। হে দানবগণ! তোমরা এই পুরত্রয়ের যথাযথ স্থানে অবস্থান কর; এই পুরত্রয় দেবগণ কর্ত্তৃক শীঘ্রই আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। এইরূপে অবস্থান করিলেই আকাশবিহারী অমিততেজা দেবগণকে তোমরা দেখিতে পাইবে; এবং দেখিবামাত্র যত্নক্রমে তাহাদিগকে নিবারিত করিবে ও বাণাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে। দানবরাজ ময়দানব সুরগণরূপ বারণের গতিরোধার্থ দৈত্যগণকে আদেশ করিয়া, বিষণ্ণমনে যুবতীজনযুত ত্রিপুরপুরে সহসা প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ময়দানব রজত-নিভ বিশুদ্ধবর্ণ দিগম্বর ভবের পূজা সমাধা করিয়া, সুশোভন বাক্যদ্বারা তাঁহার স্তব করিলেন এবং কামারি, অন্ধক ও যজ্ঞ-দেহঘাতী দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। নিশাকরধারী দীপ্ত-তৃতীয়-নেত্র ত্রিলোচন, অভয়পদৈষী শরণাগত ময়দানবের অভিসন্ধি বুঝিলেন না। তিনি তাহাকে অভিমত বর দান করিলেন। ময়দানব তখন নির্ভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। ২৫—৩৩।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৪।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততো রণে দেববলং নারদোঽভ্যাগমৎ পুনঃ।
আগত্য চৈব ত্রিপুরাৎ সভায়ামাস্থিতঃ স্বয়ম্॥১
ইলাবৃতমিতি খ্যাতং তদ্বর্ষং বিস্তৃতায়তম্।
যত্র যজ্ঞো বলের্বৃত্তো বলির্যত্র চ সংযতঃ॥২
দেবানাং জন্মভূমির্যা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
বিবাহাঃ ক্রতবশ্চৈব জাতকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥
দেবানাং যত্র বৃত্তানি কন্যাদানানি যানি চ।
রেমে নিত্যং ভবো যত্র সহায়ৈঃ পার্ষদৈর্গণৈঃ

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর নারদ মুনি ত্রিপুর হইতে আগমন করিয়া দেববাহিনী সহ মিলিত হইলেন,—হইয়া দেবসভায় উপবেশন করিলেন। যেখানে দৈত্যরাজ বলি সংযত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম সুবিস্তৃত ইলাবৃত বর্ষ। ঐ স্থান দেবগণের ত্রিলোক-বিশ্রুত জন্ম-ভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। দেবতাদিগের যাগ, যজ্ঞ, বিবাহ ও জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াকলাপ, এবং কন্যাদানাদি যাবতীয় কার্য্য ঐ স্থানেই সম্পন্ন হয়। পারিষদ্গণের সহিত উমাপতি প্রতিদিন

লোকপালাঃ সদা যত্র তস্থুর্মেরুগিরৌ যথা।
মধুপিঙ্গলনেত্রস্ত চন্দ্রাবয়বভূষণঃ।
দেবানামধিপং প্রাহ গণপাংশ্চ মহেশ্বরঃ॥ ৫
বাসবৈতদ্দ্বরীপান্তে ত্রিপুরং পরিদৃশ্যতে।
বিমানৈশ্চ পতাকাভির্ধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতম্॥ ৬
ইদং বৃত্রমিদং খ্যাতং বহ্নিবদ্ভূশতাপনম্।
এতে জনা গিরিপ্রখ্যাঃ সকুণ্ডলকিরীটিনঃ॥ ৭
প্রাকারগোপুরাট্টেষু কক্ষান্তে দানবাঃ স্থিতাঃ
ইমে চ তোয়দাভাসা দনুজা বিকৃতাননাঃ॥ ৮
নির্গচ্ছন্তি পুরো দৈত্যাঃ সায়ুধা বিজয়ৈষিণঃ॥
স ত্বং শরশতৈঃ সার্দ্ধং সসহায়ো বরায়ুধঃ।
সহৈর্ভির্মামকৈস্ত্বৈর্ব্যাপাদয় মহাসুরান্॥ ১০
অহঞ্চ রথবর্য্যেণ নিশ্চলাচলবৎ স্থিতঃ।
পুরঃ পুরস্য রন্ধ্রার্থী স্থাস্যামি বিজয়ায় বঃ॥ ১১
যদা তু পুষ্যযোগেণ একত্বং স্থাস্যতে পরম্।
তদেতন্নির্দহিষ্যামি শরেণৈকেন বাসব॥ ১২
ইত্যুক্তো বৈ ভগবতা রুদ্রেণেহ সুরেশ্বরঃ।
যযৌ তৎ ত্রিপুরং জেতুং তেন সৈন্যেন সংবৃতঃ
প্রক্রান্তরথভীমৈস্তৈঃ স দেবৈঃ পার্ষদাংগণৈঃ।
কৃতাসংহয়বোপেতৈরুদগচ্ছভিরিবাম্বুদৈঃ॥ ১৪
তেন নাদেন ত্রিপুরাদ্দানবা যুদ্ধলালসাঃ।
উৎপেত্যু ক্রুদ্ধবেশ্চলুঃ সায়ুধাঃ খে গণেশ্বরান্
অন্যে পয়োধরারাবাঃ পয়োধরাসমা বভুঃ।
সসিংহনাদং বাদিত্রং বাদয়ামাসুরুদ্ধতাঃ॥ ১৬
দেবানাং সিংহনাদশ্চ সর্ব্বতূর্য্যরবো মহান্।
গ্রস্তোহভূদ্দৈত্যনাদৈশ্চ চন্দ্রস্তোয়ধরৈরিব॥১৭
চন্দ্রোদয়াৎ সমুদ্ভূতঃ পৌর্ণমাস ইবার্ণবঃ।
ত্রিপুরং প্রাভবৎ তদ্বদ্ভীমরূপমহাসুরৈঃ॥ ১৮
প্রাকারেষু পুরে তত্র গোপুরেষপি চাপরে॥

ঐ স্থানেই বিহার করেন, এবং লোকপালগণ মেরুপর্ব্বতের ন্যায় ঐ স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকেন। অনন্তর মধু-পিঙ্গলাক্ষ চন্দ্রশেখর মহেশ্বর ঈদৃশ ইলাবৃত-বর্ষে থাকিয়া দেবাধিপতি ইন্দ্র এবং গণপতি-দিগকে বলিলেন,—ঐ দেখ, বাসব! অরাতিগণের ধ্বজপতাকা-মণ্ডিত ও বিমান-শ্রেণী-শোভিত ত্রিপুর দুর্গ দেখা যাইতেছে। এই দুর্গ বহ্নির ন্যায় একান্ত তাপপ্রদ ও বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ দেখ, পর্ব্বতাকার কুণ্ডল-কিরীটধারী অসুরগণ প্রাকার,গোপুর, অট্টালক ও কক্ষমধ্যে অবস্থান করিতেছে। ঐ দেখ, জলদনিভ বিজিগীষু বিকৃতানন দানবগণ অস্ত্র-শস্ত্রে ভূষিত হইয়া দুর্গমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। অতএব এখন তুমি শত শত শর ও সহায়সম্পন্ন হইয়া মদীয় অনুচরগণ সঙ্গে বরায়ুধ-হস্তে মহাসুর-দিগকে বিনাশ করিতে থাক। আমি এই শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিয়া নিশ্চল অচলের ন্যায় ত্রিপুরপুরের ছিদ্রান্বেষী হইয়া তোমা-দের বিজয়-বিধানার্থ অবস্থান করি। হে বাসব! যৎকালে পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ সংঘটিত হইবে, তন্মুহূর্ত্তেই আমি একটীমাত্র শরাঘাতে এই ত্রিপুরপুর দগ্ধ করিব। ভগবান্ রুদ্র দেবেন্দ্র বাসবকে এইরূপ বলিলে, সুরেশ্বর সেই সমস্ত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ত্রিপুরপুর জয় করিতে গমন করিলেন। তখন দেবগণ শিবপার্ষদগণের সহিত এক-যোগে সিংহনাদ করিয়া গগনোদিত জলদ-জালের ন্যায় রথারোহণপূর্ব্বক আকাশপথে গমন করিলেন।১—১৪। দেবগণের সিংহনাদ শুনিয়া যুযুৎসু দানবগণ আয়ুধ-হস্তে ত্রিপুর হইতে উৎপতিত হইয়া আকাশপথে গণেশ্বর-দিগের অভিমুখে ধাবিত হইল। অন্যান্য পয়োদনিভ উদ্ধত দানবেরা মেঘের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া সিংহনাদ-পুরঃসর বাদিত্র সকল বাজাইতে লাগিল। তখন দেবগণের তূর্য্য-রব-মিশ্রিত মহান্ সিংহনাদ নীরদা-বৃত নিশাকরের ন্যায় দৈত্যনাদে হইয়া পড়িল। পূর্ণিমায় চন্দ্রোদয় হইলে সাগর যেমন স্ফীত হইয়া উঠে, ত্রিপুরপুর তখন ভীমকায় মহাসুরগণে তেমনি প্রভাবশালী হইয়া উঠিল। তখন কতকগুলি দানব প্রাকারে, সিংহদ্বারে এবং

অট্টালকান্ সমারুহ্য কেচিচ্ছগিতবাদিনঃ ॥ ১৯
স্বর্ণমালাধরাঃ শূরাঃ প্রাভাসিতকরাম্বরাঃ।
কেচিন্নদন্তি দনুজাস্তোয়মুক্তা ইবাম্বুদাঃ ॥ ২০
ইতশ্চেতশ্চ ধাবন্তঃ কেচিদুদ্ধূতবাসসঃ।
কিমেতদিতি পপ্রচ্ছুরন্যোন্যং গৃহমাশ্রিতাঃ ॥ ২১
কিমেতন্নৈব জানামি জ্ঞানমন্তর্হিতং হি মে।
জ্ঞাস্যসেঽনন্তরেণেতি কালো বিস্তারতো মহান্
সোঽপ্যসৌ পৃথ্বীসারশ্চ সিংহশ্চ রথমাস্থিতঃ।
তিষ্ঠতে ত্রিপুরং পীড্য দেহং ব্যাধিরিবোচ্ছ্রিতঃ
য এষোঽস্তি স এষোঽস্তু কা চিন্তা সম্ভ্রমে সতি
এহি মায়ুধমাদায় ক মে পৃচ্ছা ভবিষ্যতি ॥ ২৪
ইতি তেঽন্যোন্যমাবিদ্ধা উত্তরোত্তরভাষিণঃ।
আসাদ্য পৃচ্ছন্তি তদা দানবাস্ত্রিপুরালয়াঃ ॥ ২৫
তারকাখ্যপুরে দৈত্যাস্তারকাখ্যপুরঃসরাঃ।
নির্গতাঃ কুপিতাস্তূর্ণং বিলাদিব মহোরগাঃ ॥ ২৬
নির্দ্ধাবন্তস্ত তে দৈত্যাঃ প্রমথাধিপযূথপৈঃ।
নিরুদ্ধা গজরাজানো যথা কেশরিযূথপৈঃ ॥ ২৭
দর্পিতানাং ততস্তেষাং দর্পিতানামিবাগ্নিনাম্।
রূপাণি জজ্বলুস্তেষামগ্নীনামিব ধম্যতাম্ ॥ ২৮
ততো বৃহন্তি চাপানি ভীমনাদানি সর্ব্বশঃ।
নিকৃষ্য জয় রন্যোন্যমিষুভিঃ প্রাণভোজনৈঃ ॥
মার্জ্জারমৃগভীমাস্যান্ পার্ষদান্ বিকৃতাননান্।
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা হসন্ত্যৈচ্চৈর্দানবা রূপসম্পদা ॥ ৩০
বাহুভিঃ পরিঘাকারৈঃ কৃষ্যতাং ধনুষাং শরাঃ
ভটবর্ম্মেষু বিবিশুস্তড়াগানীব পক্ষিণঃ ॥ ৩১
মৃতাঃ স্থ ক নু যাস্যেঽথ হনিষ্যামো নিবর্ত্ততাম্
ইত্যেবং পরুষাণ্যুক্ত্বা দানবাঃ পার্ষদর্ষভান্ ॥ ৩২
বিভিদুঃ শায়কৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সূর্য্যপাদা ইবাম্বুদান্।

প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া বাদ্যোদ্যম করিতে লাগিল। কতিপয় বিক্রমশালী দানব বিচিত্র হৈমমালায় শোভিত হইয়া উজ্জ্বল পতাকাম্বর ধারণ করিয়া অম্বুবর্ষী অম্বুধরগণের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। কেহ কেহ কম্পিত-বসনে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ গৃহমধ্যে থাকিয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—'একি হইল! একি হইল!' তদুত্তরে কেহ বলিল—আমার জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়াছে, আমি কিছুই জানি না। অনন্তর কেহ বলিল—কালান্তরে সকলই সবিস্তর জানা যাইবে। ব্যাধিপীড়িত দেহ যেমন স্ফীত হইয়া উঠে, ঐ দেখ, তেমনি জগতের সারভূত সিংহ ত্রিপুরপুর পীড়ন করিয়া রথে অবস্থান করিতেছে। এই সিংহ যে কেহ হউক, সমর-সম্ভ্রম উপস্থিত হইলে চিন্তা কি আছে? সত্বর আয়ুধ-গ্রহণ কর,—আমার নিকট আর জিজ্ঞাস্য কি আছে? এইরূপে ত্রিপুরবাসী দানবেরা পরস্পর বলিতে লাগিল এবং পরস্পর পরস্পরের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল। ক্রুদ্ধ মহাসর্প যেমন গর্ত্ত হইতে বহির্গত হয়, তেমনি তখন দানবগণ তারকাসুরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তারকপুর হইতে নির্গত হইল। মদমত্ত গজেন্দ্রগণ যেমন সিংহযূথপগণ কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হয়; তেমনি তখন ধাবমান দৈত্যগণ প্রমথ দলপতিগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। প্রদীপ্ত অগ্নি-সম, দৈত্যগণের মূর্ত্তি তখন দীপ্ত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তখন দেব-দানবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে ভৈরবনাদ করিয়া ধনুঃ সকল আকর্ষণপূর্ব্বক প্রাণনাশী ইষু নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দানবেরা তখন স্ব স্ব রূপগৌরবে মার্জ্জারমুখ, মৃগানন, বিকৃতাস্য ও ভীষণমুখ পারিষদদিগকে দেখিয়া দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিল। পক্ষী যেমন সরোবরে প্রবেশ করে, দৈত্যগণের পরিখাকার বাহু দ্বারা সমাকৃষ্ট শরাসনযুক্ত শরনিকর তেমনি প্রতিপক্ষসেনার শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। ১৫—৩১। 'ওরে তোরা মরিলি! আসিতেছি, প্রত্যাবর্ত্তন কর' এখনই তোরা আমাদের হস্তে নিহত হইবি' ইত্যাকার কটুবাক্য বলিয়া দানবেরা তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপে প্রধান প্রধান শিবানুচরের দেহ সকল ভেদ করিতে লাগিল। মনে হইল, সৌরকরনিকর

প্রমথা অপি সিংহাক্ষাঃ সিংহবিক্রান্তবিক্রমাঃ ।
খণ্ডশৈলশিলাবৃক্ষৈর্বিভিদুর্দৈত্যদানবান্ ॥ ৩৩
অম্বুদৈরাকুলমিব হংসাকুলমিবাম্বরম্ ।
দানবাকুলমত্যর্থং তৎ পুরং সকলং বভৌ ॥৩৪
বিকৃষ্টচাপা দৈত্যেন্দ্রাঃ সৃজন্তি শরদুর্দ্দিনম্ ।
ইন্দ্রচাপাঙ্কিতোরস্কা জলদা ইব দুর্দ্দিনম্ ॥ ৩৫
ইষুভিস্তাড্যমানাস্তে ভূয়ো ভূয়ো গণেশ্বরাঃ ।
চক্রুস্তে দেহনির্য্যাসং স্বর্ণধাতুমিবাচলাঃ ॥ ৩৬
তথা বৃক্ষ-শিলা-বজ্র-শূল-পট্টি-পরশ্বধৈঃ ।
চূর্ণং তেঽভিহতা দৈত্যাঃ কাচাষ্টঙ্কহতা ইব ॥৩৭
চন্দ্রোদয়াৎ সমুদ্ভূতঃ পৌর্ণমাস ইবার্ণবঃ ।
ত্রিপুরং প্রাভবৎ তত্রভীমরূপমহাসুরৈঃ ॥ ৩৮
তারকাখ্যো জয়ত্যেষ ইতি দৈত্যা অঘোষয়ন্
জয়তীন্দ্রশ্চ রুদ্রশ্চ ইত্যেব চ গণেশ্বরাঃ ॥ ৩৯
বারিতা দারিতা বাণৈর্যোধাস্তস্মিন্ বলোভয়ে
নিশ্বসন্তোঽম্বুসময়ে জলগর্ভা ইবাম্বুদাঃ ॥ ৪০
করৈশ্ছিন্নৈঃশিরোভিশ্চ ধ্বজৈশ্ছত্রৈশ্চ পাণ্ডুরৈঃ
যুদ্ধভূমির্ভয়বতী মাংসশোণিতপূরিতা ॥ ৪১
ব্যোম্নি চোৎপ্লুত্য সহসা তালমাত্রং বরায়ুধৈঃ ।
দৃঢ়াহতাঃ পতন্ পূর্ব্বদানবাঃ প্রমথাস্তথা ॥ ৪২
সিদ্ধাশ্চাপ্সরসশ্চৈব চারণাশ্চ নভোগতাঃ ।
দৃঢ়প্রহারহর্ষিতাঃ সাধু সাধ্বিতি চুক্রুশুঃ ॥ ৪৩
অনাহতাশ্চ বিয়তি দেবদুন্দুভয়স্তথা ।
নদন্তো মেঘশব্দেন সরমা ইব রোষিতাঃ ॥৪৪
তে তস্মিংস্ত্রিপুরে দৈত্যা নদ্যঃ সিন্ধুপতাবিব ।
বিশন্তি ক্রুদ্ধবদনা বল্মীকমিব পন্নগাঃ ॥ ৪৫
তারকাক্ষপুরে তস্মিন্ সুরাঃ শূরাঃ সমন্ততঃ ।
সশস্ত্রা নিপতন্তি স্ম সপক্ষা ইব ভূধরাঃ ॥ ৪৬

যেন মেঘবৃন্দকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। এদিকে সিংহবিক্রান্ত সিংহনেত্র প্রমথগণও শৈলশিলাখণ্ড ও বৃক্ষ নিক্ষেপে দৈত্যদানবদিগকে ভেদ করিতে লাগিল। তখন দানবগণ ত্রিপুরপুরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল; মনে হইল যেন অম্বুদদলে অথবা হংসসমূহে আকাশ দেশ পরিব্যাপ্ত হইল। দৈত্যেন্দ্রগণ শরাসন আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিল। মনে হইল যেন, ইন্দ্রচাপ-চিহ্নিত জলদজালগণ দুর্দ্দিন সৃজন করিল। গণাধিপগণ বারম্বার দৈত্যগণের শরনিকরে তাড়িত হইয়া, প্রচুর শোণিত মোক্ষণ করিতে লাগিল, মনে হইল, দেবগণ যেন হৈম ধাতুরস ক্ষরণ করিল। দৈত্যগণ তখন দেবগণ-নিক্ষিপ্ত বৃক্ষ, শিলা, বজ্র, শূল, পরশ্বধ ও পট্টিশাঘাতে টঙ্কাহত কাচনিচয়ের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। পূর্ণিমায় চন্দ্রোদয়ে জলধি যেমন স্ফীত হইয়া উঠে, তেমনি সেই ত্রিপুরপুরও তৎকালে ভীমকায় মহাসুরগণে প্রভাবশালী হইয়া উঠিল। তখন দানবগণ ঘোষণা করিল—'জয়—তারকাসুরের জয়' এদিকে গণপতিগণও 'জয় ইন্দ্রের জয়, জয়—রুদ্রের জয়' ইত্যাকার ঘোষণা করিতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় যোধগণ তখন সমরে শরনিক্ষেপে বিদারিত ও প্রতিহত হইয়া বর্ষাকালীন জলগর্ভ জলদজালের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তৎকালে সমরভূমি সেনাগণের রাশি রাশি ছিন্ন করে, মস্তকে, পাণ্ডুরাভ ধ্বজচ্ছত্রে এবং মাংস ও শোণিতসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া ভয়াবহ হইয়া উঠিল। তখন প্রমথ এবং দানবগণ সহসা আকাশপথে উৎপতিত হইয়া তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর প্রহারে সুদৃঢ় সমাহত হইয়া তালফলবৎ ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। যুদ্ধকালে তাদৃশ সুদৃঢ় অস্ত্রক্ষেপ দর্শনে হৃষ্ট হইয়া আকাশবিহারী অপ্সরা সিদ্ধ এবং চারণগণ 'সাধু সাধু' উচ্চৈঃস্বরে যুদ্ধের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৩২-৪৩। আকাশপথে দেব-দুন্দুভি সকল অনাহত হইয়াই মেঘনিনাদে কুপিত সরমার ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ সর্প যেমন বল্মীকবিবরে প্রবিষ্ট হয় এবং নদীনিচয় যেমন জলধিজলে নিপতিত হইয়া থাকে, তেমনি দৈত্যগণ তখন সেই ত্রিপুরপুরে প্রবেশ করিতে লাগিল। বীর্য্যশালী দেবগণ তখন আয়ুধ গ্রহণ করিয়া সপক্ষ ভূধরগণের ন্যায় চারিদিক্ হইতে তারকপুরে

যোধয়ন্তি ত্রিভাগেণ ত্রিপুরে তু গণেশ্বরাঃ।
বিদ্যুন্মালী ময়শ্চৈব ময়ৌ চ ক্রমবদ্রণে॥ ৪৭
বিদ্যুন্মালী স দৈত্যেন্দ্রো গিরীন্দ্রসদৃশদ্যুতিঃ।
আদায় পরিঘং ঘোরং তাড়য়ামাস নন্দিনম্॥৪৮
স নন্দী দানবেন্দ্রেণ পরিঘেণ দৃঢ়াহতঃ।
ভ্রমতে মধুনা ব্যক্তঃ পুরা নারায়ণো যথা॥ ৪৯
নন্দীশ্বরে গতে তত্র গণপাঃ খ্যাতবিক্রমাঃ।
চুক্রুধুর্জাতসংরম্ভা বিদ্যুন্মালিনমাসুরম্॥ ৫০
ঘণ্টাকর্ণঃ শঙ্কুকর্ণো মহাকালশ্চ পার্ষদাঃ।
ততশ্চ সায়কৈঃ সর্ব্বান্ গণপান্ গণপাকৃতীন্॥
ভূয়ো ভূয়ঃ স বিব্যাধ গণেশ্বরমহত্তমান্।
ভিত্বা ভিত্বা ররাবোচ্চৈর্নভস্যম্বুধরো যথা॥৫২
তস্যারবিতশব্দেন নন্দী দিনকরপ্রভঃ।
সংজ্ঞাং লভ্য ততঃ সোঽপি বিদ্যুন্মালিনমাদ্রবৎ
রুদ্রদত্তং তদা দীপ্তং দীপ্তানলসমপ্রভম্।
বজ্রং বজ্রনিভাঙ্গস্য দানবস্য সসর্জ্জ হ॥ ৫৪
তং নন্দিভুজনির্মুক্তং মুক্তাফলবিভূষিতম্।
পপাত বক্ষসি তদা বজ্রং দৈত্যস্য ভীষণম্॥৫৫
স বজ্রনিহতো দৈত্যো বজ্রসংহননোপমঃ।
পপাত বজ্রাভিহতঃ শক্রেণাদ্রিরিবাহতঃ॥৫৬
দৈত্যেশ্বরং বিনিহতং নন্দিনা কুলনন্দিনা।
চুক্রুশুর্দানবাঃ প্রেক্ষ্য চুক্রুধুশ্চ গণাধিপাঃ॥৫৭
দুঃখামর্ষিতরোষাস্তে বিদ্যুন্মালিনি পাতিতে।
দ্রুমশৈলমহাবৃষ্টিং পয়োদাঃ সম্ভবুর্যথা॥ ৫৮
তে পীড্যমানা গুরুভির্গিরিভিশ্চ গণেশ্বরাঃ।
কর্ত্তব্যং ন বিদুঃ কিঞ্চিদ্বন্দ্যমানাধার্ম্মিকা ইব *
ততোঽসুরবরঃ শ্রীমাংস্তারকাখ্যঃ প্রতাপবান্
সতরূণাং গিরীণাং বৈ তুল্যরূপধরো বভৌ॥
ভিন্নোত্তমাঙ্গা গণপা ভিন্নপাদাঙ্কিতাননাঃ।

নিপতিত হইতে লাগিলেন। গণপতিগণ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া ত্রিপুরপুরে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যুন্মালী এবং ময়দানব সমুন্নত তরুবরের ন্যায় সংগ্রাম করিতে লাগিল। গিরীন্দ্রপ্রতিম দৈত্যেন্দ্র বিদ্যুন্মালী তখন ভীষণাকার পরিঘ গ্রহণ করিয়া নন্দীকে প্রহার করিল। পুরাকালে দৈত্যপতি মধুকর্ত্তৃক নারায়ণ যেরূপ তাড়িত হইয়াছিলেন, নন্দীও তেমনি দানবেন্দ্রের পরিঘপ্রহারে আহত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নন্দীশ্বর আহত হইলে বিখ্যাত-বীর্য্য গণপতি এবং ঘণ্টাকর্ণ, শঙ্কুকর্ণ ও মহাকালপ্রমুখ পার্ষদগণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া দানব বিদ্যুন্মালীর অভিমুখে ধাবিত হইল। অনন্তর সেই বিদ্যুন্মালী গণপাকৃতি গণপতি-দিগকে বারম্বার বাণবিদ্ধ করিতে লাগিল এবং মুহুর্মুহু বাণাহত করিয়া আকাশপথস্থ নীরদনিচয়ের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। গর্জ্জনরব শ্রবণ করিয়া দিনকরবৎ দ্যুতিশালী নন্দী প্রবোধিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অসুরেন্দ্র বিদ্যুন্মালীর দিকে ধাবিত হই-লেন। তিনি রুদ্রদত্ত প্রদীপ্ত, জ্বলিত হুতাশনপ্রভ বজ্রাস্ত্র তখন বজ্রের ন্যায় কঠিন-কায় দৈত্যপতি বিদ্যুন্মালীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। নন্দীর ভুজনির্মুক্ত মুক্তাফল-ভূষিত সেই ভীষণ বজ্রাস্ত্র তখন দৈত্যরাজের বক্ষ-স্থলে পতিত হইল। বজ্রসংহননোপম দৈত্য-পতি তখন বজ্রাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মনে হইল, বাসবের কুলিশাহত পর্ব্বত যেন ভূপতিত হইল। কুলানন্দয়িতা নন্দিকর্ত্তৃক দৈত্যপতিকে নিহত দেখিয়া দানব-গণ চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন গণপতি-গণ তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইল।৪৪-৫৭। দৈত্যপতি বিদ্যুন্মালী পাতিত হইলে দানবগণ দুঃখে ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া পয়োদবৃন্দের ন্যায় মহতী দ্রুম-শৈলবৃষ্টি করিতে লাগিল। অধার্ম্মিকেরা যেমন দেবব্রাহ্মণের তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, তেমনি সেই গণেশ্বরগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলখণ্ডে নিপীড়িত হইয়া কি যে কর্ত্তব্য, তাহা তখন বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। অনন্তর প্রতাপবান্ অসুরবর শ্রীমান্ তারকাসুর মহীরুহ ও গিরির ন্যায় উন্নত অচলাকার ধারণ-পূর্ব্বক রণাঙ্গনে দেদীপ্যমান হইল। গণাধিপগণের উত্তমাঙ্গ, আনন ও

* বধ্যমানা অধার্ম্মিকৈরিতি পাঠান্তরম্।

বিরেজুর্ভুজগা মন্ত্রৈর্বার্য্যমাণা যথা তথা॥ ৬১
ময়েন মায়াবীর্য্যেণ বধ্যমানা গণেশ্বরাঃ।
ভ্রমন্তি বহুশব্দালাঃ পঞ্জরে শকুনা ইব॥ ৬২
তথাসুরবরঃ শ্রীমাংস্তারকাখ্যঃ প্রতাপবান্।
দদাহ চ বলং সর্ব্বং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ॥ ৬৩
তারকাক্ষেণ বার্য্যন্তে শরবর্ষৈস্তদা গণাঃ।
ময়েন মায়ানিহতাস্তারকাখ্যেন চেষুভিঃ॥ ৬৪
গণেশা বিধুরা জাতা জীর্ণমূলা যথা দ্রুমাঃ॥৬৫
ভূয়ঃ সম্পততে চাগ্নিগ্রহান্ গ্রাহান্ ভুজঙ্গমান্
গিরীন্দ্রাংশ্চ হরীন্ ব্যাঘ্রান্ বৃক্ষান্ সৃমরবর্ণকান্
শরভানষ্টপাদাংশ্চ আপঃ পবনমেব চ।
ময়ো মায়াবলেনৈব পাতয়ত্যেব শক্রষু॥ ৬৬

তে তারকাখ্যেণ ময়েন মায়য়া
সম্মুহ্যমানা বিবশা গণেশ্বরাঃ।
নাশক্নুবংস্তে মনসাপি চেষ্টিতুং
যথেন্দ্রিয়ার্থা মুনিনাভিসংযতাঃ॥ ৬৮

মহাজলাগ্ন্যাদি-সকুঞ্জরোরগৈ-
র্হরীন্দ্র-ব্যাঘ্রর্ক্ষ-তরক্ষু-রাক্ষসৈঃ।
বিবাধ্যমানাস্তমসা বিমোহিতাঃ
সমুদ্রমধ্যেষ্বিব গাধকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৬৯
সম্মর্দ্দ্যমানেষু গণেশ্বরেষু
সমর্দ্দমানেষু সুরেতরেষু।
ততঃ সুরাণাং প্রবরাভিরক্ষিতুং
রিপোর্বলং সংবিবিশুঃ সহায়ুধাঃ॥ ৭০
যমো গদাস্ত্রো বরুণশ্চ ভাস্কর-
স্তথা কুমারোঽমরকোটিসংযুতঃ।
স্বয়ঞ্চ শক্রঃ সিতনাগবাহনঃ
কুলীশপাণিঃ সুরলোকপুঙ্গবঃ॥ ৭১
স চোড়ুনাথঃ সসুতো দিবাকরঃ
স সান্তকস্ত্র্যক্ষপতির্মহাদ্যুতিঃ।
এতে রিপূণাং প্রবলাভিরক্ষিতং
তদা বলং সর্ববিবিশুর্মদোদ্ধতাঃ॥৭২
যথা বনং দর্পিতকুঞ্জরাধিপা
যথা নভঃ সাম্বুধরং দিবাকরঃ।

চরণ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তাহারা তখন মন্ত্ররুদ্ধ ভুজগরাজির ন্যায় প্রতিভাত হইল। মায়াবীর্য্যধর ময়দানব গণাধিপতি-দিগকে রীতিমত বাধা প্রদান করিতে লাগিল। তখন তাহারা পিঞ্জরমধ্যস্থ শব্দায়মান পক্ষিকুলের ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। অনল যেমন শুষ্ক ইন্ধন ভস্মসাৎ করে, প্রতাপবান্ অসুরশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ তারকাসুর তেমনি সমস্ত দেববাহিনীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। গণপতিগণ তারকাসুরের শরবর্ষণে নিবারিত হইল এবং ময়দানব, মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিল। তখন গণেশগণ জীর্ণমূল তরুবরের ন্যায় কাতর হইয়া পড়িল। ময়দানব মায়াবলে বারম্বার দেববাহিনীর প্রতি অনল, গ্রাহ, গ্রহ, ভুজঙ্গম, গিরিবর, কেশরী, ব্যাঘ্র, সৃমর, বর্ণক, বৃক্ষ, ঝঞ্ঝাবাত, অষ্টপদ শরভ, ও জল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। গণেশ্বরগণ তখন তারকাসুর এবং ময়দানবের মায়াজালে বিমোহিত হইয়া পড়িল। তখন মুনিজন-নিরুদ্ধ ইন্দ্রিয়ার্থের ন্যায় তাহাদের মনের চেষ্টাও নষ্ট হইল। দেববাহিনী তখন জল, অনল, কুঞ্জর, ভুজঙ্গম, সিংহেন্দ্র, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, তরক্ষু ও রাক্ষসগণে ব্যাহত হইয়া সমুদ্রমধ্যে অবলম্বনপ্রয়াসী জনগণের ন্যায় বিপদে বিমোহিত হইলেন। গণপতিগণ অসুরেন্দ্রগণকর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইলে এবং দানবগণ গভীর গর্জ্জন করিতে থাকিলে সুরেন্দ্রগণ সুরসৈন্যের রক্ষার্থ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।৫৮-৭০। বরুণ, ভাস্কর, গদায়ুধ যম, অমরকোটি-পরিবৃত কুমার এবং ঐরাবতবাহনে স্বয়ং কুলিশপাণি সুরনেতা বাসব আসিয়া এই যুদ্ধে যোগ দান করিলেন। তখন চন্দ্র, সূর্য্য, শনৈশ্চর, কৃতান্ত এবং মহাদ্যুতি ত্র্যক্ষপতি, ইঁহারা মদোদ্ধত হইয়া প্রধান প্রধান দানবনেতৃগণের রক্ষিত দানবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দর্পিত কুঞ্জরপতি যেমন বনপ্রদেশ আলোড়িত করে, দিনকর যেমন নীরদমণ্ডিত নভো-

যথা চ সিংহৈর্বিজনেষু গোকুলং
তথা বলং তৎ ত্রিদশৈরভিদ্রুতম্ ॥৭৩

ততস্তভজ্যন্ত বলং হি পার্ষদাঃ।
স্বর্জ্যোতিষাং জ্যোতিরিবোষবান্ হরি-
র্যথা তমো ঘোরতরং নরাণাম্ ॥৭৪
বিনাশয়ামাস যথা সদৈব
নিশাকরঃ সঞ্চিতশার্ব্বরং তমঃ।
ততোঽপকৃষ্টে চ তমঃপ্রভাবে
অস্ত্রপ্রভাবে চ বিবর্দ্ধমানে ॥ ৭৫
দিগ্‌লোকপালৈর্গণনায়কৈশ্চ
কৃতো মহান্ সিংহরবো মুহূর্ত্তম্।
সংখ্যে বিভগ্না বিকরা বিপাদা-
শ্ছিন্নোত্তমাঙ্গাঃ শরপূরিতাঙ্গাঃ ॥৭৬
দেবেতরা দেববরৈর্বিভিন্নাঃ।
সীদন্তি পঙ্কেষু যথা গজেন্দ্রাঃ।
বজ্রেণ ভীমেন চ বজ্রপাণিঃ।
শক্ত্যা চ শক্ত্যা চ ময়ূরকেতুঃ ॥৭৭
দণ্ডেন চোগ্রেণ চ ধর্ম্মরাজঃ।
পাশেন চোগ্রেণ চ বারিগোপ্তা।
শূলেন কালেন চ যক্ষরাজো
বীর্য্যেণ তেজস্বিতয়া সুকেশঃ ॥ ৭৮
গণেশ্বরাস্তে সুরসন্নিকাশাঃ
পূর্ণাহুতীসিক্তশিখিপ্রকাশাঃ।
উৎসাদয়ন্তে দনুপুত্রবৃন্দান্
যথৈব ইন্দ্রাশনয়ঃ পতন্ত্যঃ ॥ ৭৯
ময়স্তু দেবান্ পরিরক্ষিতার-
মুমাত্মজং দেববরং কুমারম্।
শরেণ ভিত্ত্বা স হি তারকাসুতং
স তারকাখ্যাসুরমাবভাষে ॥ ৮০
কৃত্বা প্রহারং প্রবিশামি বীরং
পুরং হি দৈত্যেন্দ্র বলেন যুক্তঃ।
বিশ্রামমূর্জ্জস্করমপ্যবাপ্য
পুনঃ করিষ্যামি রণং প্রপন্নৈঃ ॥ ৮১
বয়ং হি শস্ত্রক্ষতবীক্ষিতাঙ্গা
বিশীর্ণশস্ত্র-ধ্বজ-বর্ম্ম-বাহাঃ।

মণ্ডল সন্তাপিত করে এবং নির্জ্জন প্রদেশে সিংহগণ যেমন গোকুলকে আকুল করিয়া তুলে, দেবগণ তখন তেমনি ভাবে দানব-সেনাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে শিবানুচরগণ প্রহার-জর্জ্জরিত ও দীনদশায় উপনীত দানববল সকল ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল। স্বর্গীয় জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর উজ্জ্বল জ্যোতিঃস্বরূপ উষাবান্ সূর্য্য যেমন নরগণের ঘোর তমোজাল অপাকৃত করেন, এবং নিশাকর যেমন শর্ব্বরী-সঞ্চিত তমঃপুঞ্জ নিরাস করিয়া থাকেন, রণাঙ্গন হইতে তেমনি তখন তমোরাশি নিরাকৃত ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রভাপটল বর্দ্ধিত হইলে, লোকপালগণ এবং গণপতিগণ এক ভীষণ সিংহনাদ করিলেন। সমরাঙ্গনে দানবগণের হস্ত, চরণ ও উত্তমাঙ্গ সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ শরবিদ্ধ হইল। দানবগণ তখন দেবগণের শরজালে জর্জ্জরিত হইয়া পঙ্কমগ্ন গজযূথের স্থায় অবসন্ন হইয়া পড়িল পড়িল। তখন বজ্রপাণি তাঁহার ভীষণ বজ্রদ্বারা, ময়ূর-বাহন কুমার তাঁহার শক্তি অস্ত্র ও দৈহিক শক্তি দ্বারা, ধর্ম্মরাজ ভীষণ দণ্ড দ্বারা, জলপতি বরুণ ভীষণ পাশাস্ত্র দ্বারা, যক্ষরাজ কালান্তকনিভ শূল দ্বারা, কুবেরানুচর সুকেশ নিজ তেজস্বিতায় ও বীর্য্যবত্তায় এবং সুরপ্রতিম গণপতিগণ পূর্ণা-হুতি প্রদীপ্ত প্রচণ্ড অনলশিখার স্থায় অসাধারণ বীর্য্যে দৈত্যবৃন্দকে উৎসাদিত করিতে লাগিলেন। তখন মনে হইল যেন, ইন্দ্রাশনি পতিত হইয়া দানবদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল।৭১—৭৯। এদিকে ময়দানব উমানন্দন দেববর দেবসেনাপতি কুমারকে বাণবিদ্ধ করিয়া ভ্রাতা তারকাসুরকে কহিতে লাগিল,—হে দৈত্যেন্দ্র! আমি দেববীরদিগকে প্রহার করিয়া ত্রিপুরপুরে সদলবলে প্রবেশ করিব, করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, পুনরায় তেজস্বী অনুচরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। হে দৈত্যেন্দ্র! অস্ত্রপ্রহারে

জয়ৈর্বিশত্তে জয়কাশিনশ্চ
গণেশ্বরা লোকবরাধিপাশ্চ ॥ ৮২
ময়স্তু কৃত্বা দিবি তারকাখ্যো
বচোঽভিকাঙ্ক্ষন্ ক্ষতজোপমাক্ষঃ।
বিবেশ তূর্ণং ত্রিপুরং দিতেঃ সুতৈঃ
সুতৈরদিত্যা যুধি বৃদ্ধহর্ষৈঃ ॥ ৮৩
ততঃ সশঙ্খানকভেরিভীমং
সসিংহনাদং হরসৈন্যমাবভৌ।
ময়ানুগং ঘোরগভীরগহ্বরং
যথা হিমাদ্রের্গজসিংহনাদিতম্ ॥ ৮৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ত্রিপুরদাহে-
ঽপহারকৃতং নাম পঞ্চত্রিংশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৫॥

ষট্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ময়ঃ প্রহারং কৃত্বা তু মায়াবী দানবর্ষভঃ।
বিবেশ তূর্ণং ত্রিপুরমভ্রং নীলমিবাম্বরম্ ॥ ১

স দীর্ঘমুষ্ণং নিশ্বস্য দানবান্ বীক্ষ্য মধ্যগান্।
দধ্যৌ লোকক্ষয়ে প্রাপ্তে কালং কাল ইবাপরঃ
ইন্দ্রোঽপি বিভ্যতে যস্য স্থিতো যুদ্ধেপ্সুরগ্রতঃ
স চাপি নিধনং প্রাপ্তো বিদ্যুন্মালী মহাযশাঃ
দুর্গং বৈ ত্রিপুরস্যাস্য ন সমং বিদ্যতে পুরম্।
তস্যাপ্যেষোঽনয়ঃ প্রাপ্তো ন দুর্গং কারণং কচিৎ
কালস্যৈব বশে সর্ব্বং দুর্গং দুর্গতরঞ্চ যৎ।
কালে ক্রুদ্ধে কথং কালাৎ ত্রাণং নোঽস্য
ভবিষ্যতি ॥ ৫
লোকেষু ত্রিষু যৎ কিঞ্চি বলং বৈ সর্ব্বজন্তুষু।
কালস্য তদ্বশং সর্ব্বমিতি পৈতামহো বিধিঃ ॥
অস্মিন্ কঃপ্রভবেদ্‌যোগো হ্যসন্ধার্য্যেঽমিতাত্মনি
লঙ্ঘনে কঃ সমর্থঃ স্যাদৃতে দেবং মহেশ্বরম্ ॥৭
বিভেমি নেন্দ্রাদ্ধি যমাদ্বরুণাদ্ধ চ বিত্তপাৎ।

আমাদের অঙ্গ সকল ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। শস্ত্র, ধ্বজ, বর্ম্ম ও বাহনসকল শীর্ণবিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং লোকপ্রধান অপেক্ষাও প্রাধান্যশালী জিগীষু গণপতিগণ বিজয়মদে উদ্দীপ্ত হইয়াছে। অনন্তর আরক্তনেত্র তারকাসুর আকাশপথে থাকিয়া ময়দানবের ঐ কথা শুনিয়া তদনুসারে দিতিসুতগণ-সহ সত্বর স্বীয় পুরে প্রবেশ করিল। এদিকে অদিতিনন্দনগণ সমরে সমধিক প্রহৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ময়দানবের পশ্চাৎ ধাবিত ঘোর গভীর গর্জ্জনে হরসৈন্যগণ ভেরী, ও আনকধ্বনি সহ ভীষণ সিংহনাদ করিল। মনে হইল, হিমাদ্রি হইতে গজ ও সিংহগণ যেন গর্জ্জিয়া উঠিল। ৮০—৮৪।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৩৫।

ষট্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অভ্র যেমন নীল অম্বরে লীন হয়, মায়াবী ময়দানব তেমান প্রহার করিয়া তৎকালে সত্বর ত্রিপুরপুরে প্রবেশ করিল এবং তন্মধ্যস্থ দানবদিগকে দেখিয়া দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া লোকক্ষয়কালীন দ্বিতীয় কালের ন্যায় চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিল,—"যাহার সম্মুখে থাকিয়া যুযুৎসু ইন্দ্রও ভীত হইত, সেই মহাযশা বিদ্যুন্মালীও নিহত হইয়াছে। ত্রিপুরপুরের ন্যায় দুর্ভেদ্য দুর্গ কুত্রাপি নাই। এইরূপই প্রবাদ ছিল; কিন্তু তৎসম্বন্ধেও এই দুর্নয় উপস্থিত হইল। সুতরাং দুর্গ কোথাও আত্মরক্ষার কারণ নহে। যে কিছু দুর্গ কিম্বা দুর্গতর সকলই কালের বশে অবস্থিত। সুতরাং সেই কালই যখন ক্রুদ্ধ হইল, তখন সেই কাল হইতে আমাদিগের অদ্য পরিত্রাণ হইবে কিরূপে? ত্রিভুবনস্থ নিখিল প্রাণিমধ্যে যে কিছু বল আছে, তৎসমস্তই কালের বশীভূত। ইহাই বিধাতার বিধি। এই অসন্ধার্য্য অমিতাত্মা কালের বিষয়ে কোন্ যোগযুক্তি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—এবং দেবদেব মহাদেব ব্যতীত কেই বা কালের বিধি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ? ১—৭। আমি ইন্দ্র, যম, বরুণ বা কুবের হইতে ভীত নহি। পরন্তু ইহাদিগের প্রভু কেবল

স্বামী চৈষাস্তু দেবানাং দুর্জ্জয়ঃ স মহেশ্বরঃ ॥ ৮
ঐশ্বর্য্যস্য ফলং যৎ তৎ প্রভুত্বস্য চ যৎ ফলম্।
তদদ্য দর্শয়িষ্যামি যাবন্তীয়াঃ সমন্ততঃ ॥ ৯
বাপীমমৃততোয়েন পূর্ণাং স্রক্ষ্যে বরৌষধীঃ।
জীবিষ্যন্তি তদা দৈত্যাঃ সঞ্জীবন-বরৌষধৈঃ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য বলবান্ ময়ো মায়াবিনাং বরঃ।
মায়য়া সসৃজে বাপীং রম্ভামিব পিতামহঃ ॥ ১১
দ্বিযোজনায়তাং দীর্ঘাং পূর্ণযোজনবিস্তৃতাম্।
আরোহসংক্রমবতীং চিত্ররূপাং কথামিব ॥ ১২
ইন্দোঃ কিরণকল্পেন মৃষ্টেনামৃতগন্ধিনা।
পূর্ণাং পরমতোয়েন গুণপূর্ণামিবাঙ্গনাম্ ॥ ১৩
উৎপলৈঃ কুমুদৈঃ পদ্মৈর্বৃতাং কাদম্বকৈস্তথা।
চন্দ্র-ভাস্করবর্ণাভৈর্ভীমৈরাবরণৈর্বৃতাম্ ॥ ১৪
খগৈর্মধুররাবৈশ্চ চারুচামীকরপ্রভৈঃ।
কামৈর্ষিভিরিবাকীর্ণাং জীবানামরণীমিব ॥ ১৫
তাং বাপীং সৃজ্য স ময়ো গঙ্গামিব মহেশ্বরঃ।
তস্যাং প্রক্ষালয়ামাস বিদ্যুন্মালিনমাদিতঃ ॥ ১৬
স বাপ্যাং মজ্জিতো দৈত্যো দেবশত্রুর্মহাবলঃ
উত্তস্থাবিদ্ধনৈরিদ্ধঃ সদ্যো হুত ইবানলঃ ॥ ১৭
ময়স্তু চাঞ্জলিং কৃত্বা তারকাখ্যোঽভিবাদিতঃ।
বিদ্যুন্মালীতি বচনং ময়মুখায় চাব্রবীৎ ॥ ১৮
ক নন্দী সহ রুদ্রেণ বৃতঃ প্রমথজম্বুকৈঃ।
যুধ্যামোঽহরীন্ বিনীষ্পীড্য * দয়াদেহেষুকাহিনঃ
অস্বাস্থৈব চ রুদ্রস্তু ভবামঃ প্রভবিষ্ণবঃ।
তৈর্বা বিনিহতা যুদ্ধে ভবিষ্যামো যমাশনাঃ ॥ ২০
বিদ্যুন্মালের্নিশম্যৈতন্ময়ো বচনমূর্জ্জিতম্।
তং পরিষজ্য সাশ্রাক্ষ ইদমাহ মহাসুরঃ ॥ ২১
বিদ্যুন্মালিন্ ন মে রাজ্যমভিপ্রেতং ন জীবনম্
ত্বয়া বিনা মহাবাহো কিমন্যেন মহাসুর ॥ ২২
মহামৃতময়ী বাপী হ্যেষা মায়াভিরীশ্বর।

মহেশ্বরকেই আমি দুর্জ্জয় বলিয়া মনে করি। হে বীরগণ! অদ্য আমি স্বীয় ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের যেরূপ ফল, তাহা সম্যক্ দেখাইব। আমি অদ্যই একটী বাপী অমৃতজলে পরিপূর্ণ এবং দিব্য দিব্য ঔষধরাজি আবিষ্কার করিব। তাহাতে হত দৈত্যগণ জীবিত হইবে। মহাবল মায়াবী ময় এইরূপে সঞ্জীবন মহৌষধির বিষয় চিন্তা করিয়া পিতামহকৃত রম্ভাসৃষ্টির ন্যায় মায়াপ্রভাবে এক বাপী সৃষ্টি করিলেন। ঐ বাপী দৈর্ঘ্যে দ্বিযোজন ও প্রস্থে এক যোজন-পরিমিত। উহার অবতরনিকাশ্রেণী বিচিত্র কথার ন্যায় মনোহর। উহা ইন্দু-কিরণ-সদৃশ অমৃতগন্ধি স্বচ্ছ সলিলে পূর্ণ হইয়া সর্ব্বগুণশালিনী অঙ্গনার ন্যায় সন্তাপহারিণী হইল। চন্দ্র ও সূর্য্য-সন্নিভ বিবিধ উৎপল ও কুমুদ কহ্লারাদি কুসুমসমূহে এবং বিবিধ কলহংসমালায় ঐ বাপী সতত পরিবৃত হইল। সুচারু চামীকরনিভ আরও কত মধুরারাবী খগসমূহে সমাকুল হইয়া ঐ বাপী কামাকাঙ্ক্ষিগণ কর্ত্তৃক সমাকীর্ণ জীবারণীর ন্যায় প্রতিভাত হইল। মহেশ্বরাবতারিত গঙ্গার ন্যায় ময়দানব সেই বাপী সৃষ্টি করিয়া তাহার জলে নিহত বিদ্যুন্মালীকে প্রক্ষালিত করিল। সেই মহাবল সুরারি বিদ্যুন্মালী ময়নির্ম্মিত বাপীজলে মজ্জিত হইয়া ইন্ধনোদ্দীপ্ত সদ্য হুত বহ্নির ন্যায় উত্থিত হইল। তারকাসুর অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক ময়কে আসিয়া অভিবাদন করিল, এবং বিদ্যুৎমালী উত্থিত হইয়া ময়দানবকে ব'লল,—কোথায় সেই রুদ্র? কোথায় সেই প্রমথ-শৃগালগণে বেষ্টিত নন্দীশ্বর? আমরা অরিকুলমর্দ্দন করিয়া যুদ্ধ করিব, আমাদের দেহে আবার দয়া কি? রুদ্রসহ সম্মুখ যুদ্ধে হয় আমরা প্রভুত্বপদে অধিরূঢ় হইব, না হয় তদীয় অনুচরগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া যমের ভক্ষ্য হইব ॥৮-২০॥ মহাসুর ময়দানব বিদ্যুন্মালীর তাদৃশ বীরত্বব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া, তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিল,—হে বিদ্যুন্মালিন্! তোমা ব্যতীত রাজ্যে বা জীবনেও আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। সুতরাং অন্য বিষয়ের আর কথা কি? হে বীর! আমি নিহত দৈত্য দানবগণের জীবন-

* নন্দিনং পীড্যেতি কাচিৎকঃ পাঠঃ।

সৃষ্টা দানব-দৈত্যানাং হতানাং জীববর্দ্ধিনী ॥
দিষ্ট্যা ত্বাং দৈত্য পশ্যামি যমলোকাদিহাগতম্
দুর্গতাবনয়গ্রস্তং ভোক্ষ্যামোহদ্য মহানিধিম্ ॥
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা চ তাং বাপীং মায়য়া ময়নির্ম্মিতাম্।
হৃষ্টাননাস্তা দৈত্যেন্দ্রা ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ২৫
দানবা যুধ্যতেদানীং প্রমথৈঃ সহ নির্ভয়াঃ।
ময়েন নির্ম্মিতা বাপী হতান্ সঞ্জীবয়িষ্যতি ॥২৬
ততঃ ক্ষুব্ধাম্বুধিনিভা ভেরী সা তু ভয়ঙ্করী।
বাদ্যমানা ননাদোচ্চৈ রৌরবী সা পুনঃপুনঃ ॥
শ্রুত্বা ভেরীরবং ঘোরং মেঘাস্তিতসন্নিভম্।
অপতন্নসুরাস্তূর্ণং ত্রিপুরাদ্যুদ্ধলালসাঃ ॥ ২৮
লৌহ-রাজত-সৌবর্ণৈঃ কটকৈর্ম্মণিরাজিতৈঃ।
আযুক্তৈঃ কুণ্ডলৈর্হারৈর্ম্মুকুটৈরপি চোৎকটৈঃ ॥
ধূমায়িতা হ্যবিরমা জ্বলন্ত ইব পাবকাঃ।
আয়ুধানি সমাদায় কাশিনো দৃঢ়বিক্রমাঃ ॥ ৩০
নৃত্যমানা ইব নটা গর্জ্জন্ত ইব তোয়দাঃ।
করোচ্ছ্রয়া ইব গজাঃ সিংহা ইব চ নির্ভয়াঃ ॥৩১
হ্রদা ইব চ গম্ভীরাঃ সূর্য্যা ইব প্রতাপিতাঃ।
দ্রুমা ইব চ দৈত্যেন্দ্রাস্ত্রাসয়ন্তো বলং মহৎ ॥৩২
প্রমথা অপি সোৎসাহা গরুড়োৎপাতপাতিনঃ।
যুযুৎসবোহভিধাবন্তি দানবান্ দানবারয়ঃ ॥৩৩
নন্দীশ্বরেণ প্রমথাস্তারকাখ্যেণ দানবাঃ।
চক্রুঃ সংহত্য সংগ্রামং চোদ্যমানা বলেন চ ॥৩৪
তেহসিভিশ্চন্দ্রসঙ্কাশৈঃ শূলৈশ্চানলপিঙ্গলৈঃ।
বাণৈশ্চ দৃঢ়নির্ম্মুক্তৈরভিজঘ্নুঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৫
শরাণাং সৃজ্যমানানামসীনাঞ্চ নিপাত্যতাম্।
রূপাণ্যাসন্ মহোল্কানাং পতন্তীনামিবাম্বরাৎ ॥
শক্তিভির্ভিন্নহৃদয়া নির্দ্দয়া ইব পাতিতাঃ।
নিরয়েষ্বিব নির্ম্মগ্নাঃ কূজন্তে প্রমথাসুরাঃ ॥৩৭
হেমকুণ্ডলযুক্তানি কিরীটোৎকটবন্তি চ।

বর্দ্ধিনী এই মহামৃতময়ী বাপী মায়াবলে আবিষ্কার করিয়াছি। হে দৈত্য! ভাগ্যক্রমে অদ্য তোমাকে যমলোক হইতে ইহলোকে সমাগত দেখিলাম। দুরবস্থায় অনয়গ্রস্ত মহানিধিকে অদ্য আমরা ভোগ করিব। তখন দৈত্যেন্দ্রগণ ময়মায়া-নির্ম্মিত উক্ত বাপী বারম্বার দেখিয়া দেখিয়া হৃষ্টমুখে এই কথা কহিল,—হে দানবগণ! তোমরা এখন নির্ভয়ে প্রমথগণ সহ যুদ্ধ করিতে থাক। এই ময়-নির্ম্মিতা বাপী, হতদিগকে সঞ্জীবিত করিবে। অনন্তর ক্ষুব্ধ অব্ধি-নিভ ভয়ঙ্করী রৌরবী ভেরী তাড্যমান হইয়া পুনঃপুনঃ বাদিত হইতে লাগিল তখন অসুরগণ মেঘবৎ গম্ভীরনাদী ভীষণ ভেরীরব শ্রবণ করিয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় সত্বর ত্রিপুর হইতে নির্গত হইল। তাহারা লৌহ, রজত, সুবর্ণ ও মণিমণ্ডিত কটক, কুণ্ডল, হার ও উৎকট মুকুট ধারণ করিয়া প্রধূমিত ও অবিরাম প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় আয়ুধনিচয় হস্তে লইয়া দৃঢ়বিক্রমে বীরমদে মাতিয়া উঠিল। তখন অসুরেরা নৃত্যরত নটগণের ন্যায়, গর্জ্জনশীল জলদমণ্ডলের ন্যায়, সমুন্নত-শুণ্ড গজের ন্যায়, নির্ভীক সিংহের ন্যায়, গম্ভীর হ্রদের ন্যায়, প্রতাপপ্রদ সূর্য্যের ন্যায় এবং দীর্ঘ দীর্ঘ দ্রুমরাজির ন্যায় বিপক্ষবল ত্রাসান্বিত করিতে লাগিল। এদিকে গরুড়োৎপাতবৎ পতনশীল প্রমথগণও উৎসাহ সহকারে যুদ্ধাভিপ্রায়ে অভিযান করিতে লাগিল। প্রমথগণ নন্দীশ্বরের এবং দানবেরা তারকাসুরের অধিনায়কতায় পরিচালিত হইয়া পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইল এবং উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা শশাঙ্ক-সঙ্কাশ অসি, অনল-পিঙ্গল শূল এবং দৃঢ়নির্ম্মুক্ত বাণসমূহ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিক্ষিপ্ত শর ও নিপাতিত অসি-সমূহ অম্বর হইতে পতিত উল্কানিচয়ের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। ২১—৩৬। প্রমথগণ ও অসুরগণ শক্তিপ্রহারে নির্ভিন্ন-হৃদয়ে ভূ-পতিত হইয়া নিরয়মগ্ন জীবকুলের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। অসুরগণের হেমকুণ্ডলময় ও কিরীটোৎকট মস্তকসকল

শিরাংস্যুর্ব্ব্যাং পতন্তি স্ম গিরিকূটানিবাত্যয়ে
পরশ্বধৈঃ পট্টিশৈশ্চ খড়্গৈশ্চ পরিঘৈস্তথা।
ছিন্নাঃ করিবরাকারা নিপেতুস্তে ধরাতলে ॥৩৯
গর্জ্জন্তি সহসা হৃষ্টাঃ প্রমথা ভীমগর্জ্জনাঃ।
সাধয়ন্ত্যপরে সিদ্ধা যুদ্ধগান্ধর্ব্বমদ্ভুতম্ ॥ ৪০
বলবান্ ভাসি প্রমথ দর্পিতো ভাসি দানব।
ইতি চোচ্চারয়ন্ বাচং বারণা রণধূর্গতাঃ ॥ ৪১
পরিঘৈরাহতাঃ কেচিদ্দানবৈঃ শঙ্করানুগাঃ।
বমন্তে রুধিরং বক্ত্রৈঃ স্বর্ণধাতুমিবাচলাঃ ॥ ৪২
প্রমথৈরপি নারাচৈরসুরাঃ সুরশত্রবঃ।
দ্রুমৈশ্চ গিরিশৃঙ্গৈশ্চ গাঢ়মেবাহবে হতাঃ ॥৪৩
সূদিতানথ তান্ দৈত্যানন্তে দানবপুঙ্গবাঃ।
উৎক্ষিপ্য চিক্ষিপুর্বাপ্যাং ময়দানবচোদিতাঃ ॥৪৪
তে চাপি ভাস্বরৈর্দেহৈঃ স্বর্গলোক ইবামরাঃ।
উত্তস্থুর্বাপিমাসাদ্য সচ্ছ্রপাভরণাম্বরাঃ ॥৪৫
অথৈকে দানবাঃ প্রাপ্য বাপী প্রক্ষেপণাদম্বুন্।
আস্ফোট্য সিংহনাদঞ্চ কৃত্বাধাবংস্তথাসুরাঃ ॥৪৬
দানবাঃ প্রমথানেতান্ প্রসর্পত কিমাসথ।
হতানপি হি বো বাপী পুনরুজ্জীবয়িষ্যতি ॥৪৭
এবং শ্রুত্বা শঙ্কুকর্ণো বচোঽগ্রগ্রহসন্নিভঃ।
ক্রুদ্ধমেবৈত্য দেবেশমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৪৮
সূদিতাঃ সূদিতা দেব-প্রমথৈরসুরা হমী।
উত্তিষ্ঠন্তি পুনর্ভীমাঃ শস্যা ইব জলোক্ষিতাঃ ॥
অস্মিন্ কিল পুরে বাপী পূর্ণামৃতরসাম্ভসা।
নিহতা নিহতা যত্র ক্ষিপ্তা জীবন্তি দানবাঃ ॥ ৫০
ইতি বিজ্ঞাপয়দেবং শঙ্কুকর্ণো মহেশ্বরম্।
অভবন্ দানববলে উৎপাতা বৈ সুদারুণাঃ ॥৫১
তারকাখ্যঃ সুভীমাক্ষো দারিভাক্ষো হরির্বথা।
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধো মহাদেবরথং প্রতি ॥৫২

প্রলয়কালীন গিরিকূটবৎ ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। তাহারা পরশ্বধ, পট্টিশ, খড়্গ ও পরিঘসমূহ দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া করি-করাকারে ধরাতলে পতিত হইল। ভীষণ গর্জ্জনশীল প্রমথগণ তখন হৃষ্ট হইয়া সহসা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অন্যান্য সিদ্ধগণ অদ্ভূত গন্ধর্ব্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রণ-মধ্যগত চারণগণ "হে প্রমথ! তুমি বলবান্ বটে এবং হে দানব! তুমিও দর্পিত বটে" এইরূপ কথাই উচ্চারণ করিতে লাগিল। কতিপয় শঙ্করানুচর দানবগণের পরিঘপ্রহারে আহত হইয়া বক্ত্র দ্বারা রুধির বমন করিতে লাগিল। মনে হইল,—অচল-কুল যেন স্বর্ণধাতু ক্ষরণ করিতে লাগিল। এদিকে প্রমথগণও নারাচ, দ্রুম ও গিরি-শৃঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা সুরারি অসুরদিগকে সমরে গাঢ়ভাবে আহত করিল। তখন ময়দানব-প্রেরিত দানবপুঙ্গবেরা স্বপক্ষীয় নিহত দানবদিগকে লইয়া গিয়া সেই ময়-নির্ম্মিত বাপীমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাতে বাপীজল-মগ্ন অসুরেরা দিব্য বসন-ভূষণে অন্বিত হইয়া স্বর্গীয় অমরগণের ন্যায় দীপ্তদেহে সমুত্থিত হইতে লাগিল। বাপী-জল-পতনে প্রাণপ্রাপ্ত হইয়া দানবেরা সিংহনাদ করিয়া দলে দলে বাহ্বাস্ফোট করিতে করিতে শক্রসৈন্যাভিমুখে ধাবিত হইল এবং বলিতে লাগিল,—হে দানবগণ! তোমরা বসিয়া আছ কেন? এই প্রমথ-গণের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হও! যুদ্ধে নিহত হইলেও বাপী তোমাদিগকে পুনরায় উজ্জী-বিত করিবে।৩৯—৪৭। দানবগণের কণ্ঠোত্থিত এই রণোৎসাহ বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্কুকর্ণ নামক জনৈক উগ্রাকৃতি গ্রহাকার শিবানুচর সত্বর দৌড়িয়া আসিয়া দেবদেব-সমীপে নিবেদন করিল,—হে দেব! এই সকল অসুর প্রমথগণ কর্ত্তৃক বারংবার নিহত হইতেছে; কিন্তু জলসিক্ত শস্যরাজির ন্যায় পুনরায় উহারা পূর্ব্ববৎ ভীষণাকারে উত্থিত হইতেছে। এই পুরমধ্যে এক অমৃতজলময়ী বাপী আছে, দানবেরা বারম্বার নিহত হইয়া তাহাতেই নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র পুনরায় উজ্জীবিত হইতেছে। শঙ্কুকর্ণ মহেশ্বরকে এই সংবাদ বলিবামাত্র দানবসৈন্য মধ্যে সুদারুণ উৎপাত-শঙ্কা প্রাদুর্ভূত হইল। অতি ভীমনেত্র তারকাসুর

ত্রিপুরে তু মহান্ ঘোরো ভেরীশঙ্খরবো বভৌ
দানবা নিঃসৃতা দৃষ্ট্বা দেবদেবরথে সুরম্ ॥৫৩
ভূকম্পশ্চাভবৎ তত্র শতাঙ্গো ভূগতোহভবৎ।
দৃষ্ট্বা ক্ষোভমগাদ্রুদ্রঃ স্বয়ম্ভূশ্চ পিতামহঃ ॥ ৫৪
তাভ্যাং দেববরিষ্ঠাভ্যামন্বিতঃ স রথোত্তমঃ।
অনায়তনমাসাদ্য সীদতে গুণবানিব ॥ ৫৫
ধাতুক্ষয়ে দেহ ইব গ্রীষ্মে চাল্পমিবোদকম্।
শৈথিল্যং যাতি স রথঃ স্নেহো বিপ্রকৃতো যথা
রথাদুৎপত্যাত্মভূর্বৈ সীদন্তন্তু রথোত্তমম্।
উজ্জহার মহাপ্রাণো রথং ত্রৈলোক্যরূপিণম্ ॥
তদা শরাদ্বিনিষ্পত্য পীতবাসা জনার্দ্দনঃ।
বৃষরূপং মহৎ কৃত্বা রথং জগ্রাহ দুর্দ্ধরম্ ॥ ৫৮
বিষাণাভ্যাং স ত্রৈলোক্যং রথমেব মহারথঃ।'
প্রগৃহ্যোদ্বহতে সজ্জং কুলং কুলবহো যথা ॥ ৫৯
তারকাখ্যোঽপি দৈত্যেন্দ্রো গিরীন্দ্র ইব পক্ষবান্।
অভ্যদ্রবৎ তদা দেবং ব্রহ্মাণং হতবাংশ্চ সঃ ॥
স তারকাখ্যাভিহতঃ প্রতোদং ন্যস্য কূবরে।
বিজজ্বাল মুহুর্ব্রহ্মা শ্বাসং বক্ত্রাৎ সমুদ্গিরন্ ॥৬১
তত্র দৈত্যৈর্মহানাদো দানবৈরপি ভৈরবঃ।
তারকাখ্যস্য পূজার্থং কৃতো জলধরোপমঃ ॥ ৬২

রথচরণকরোঽথ মহামৃধে
বৃষভবপুর্বৃষভেন্দ্রপূজিতঃ।
দিতিতনয়বলং বিমর্দ্দ্য সর্ব্বং
ত্রিপুরপুরং প্রবিবেশ কেশবঃ ॥ ৬৩
সজলজলদরাজিতাং সমন্তাং
কুমুদবরোৎপলফুল্লপঙ্কজাঢ্যাম্।
সুরগুরুরপিবৎ পয়োঽমৃতং তদ্-
রাবরিব সঞ্চিতশার্ব্বরং তমোহন্ধম্ * ॥

ব্যাদিতাস্য সিংহের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেবের রথাভিমুখে ধাবিত হইল। ত্রিপুরপুরে অতি মহান্—অতি ভীষণ ভেরী ও শঙ্খরব উত্থিত হইতে লাগিল। দানবেরা পুর হইতে নির্গত হইয়া দেবদেবের রথে সুরগণকে দেখিল। তখন বীরপদভরে মেদিনী কম্পিত হইল এবং দেবরথ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে ভগবান্ রুদ্র এবং স্বয়ম্ভু পিতামহ উভয়েই ক্ষুব্ধ হইলেন। সেই দুই দেবশ্রেষ্ঠাধিষ্ঠিত রথশ্রেষ্ঠ তখন অধার স্থান প্রাপ্ত না হইয়া আশ্রয়হীন গুণী ব্যক্তির ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িল। ঐ দেবরথ বিপ্রকৃত স্নেহের ন্যায়, ধাতুক্ষয়ে দেহের ন্যায় এবং নিদাঘ কালীন অল্প জলের ন্যায় একান্তই শিথিল হইয়া পড়িল। তখন আত্মভূ ব্রহ্মা সেই অবসন্নপ্রায় রথবর হইতে উৎপতিত হইলেন—হইয়া স্বীয় মহাপ্রাণতা গুণে ঐ ত্রৈলোক্য রূপ রথের উদ্ধারসাধন করিলেন। এই সময় পীতাম্বর জনার্দ্দন শর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক মহাবৃষভরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই দুর্দ্ধর রথের উদ্ধারসাধনে সচেষ্ট হইলেন। অনন্তর কুলধুরন্ধর ব্যক্তি যেমন স্বীয় কুলের উদ্ধার-সাধন করে, তেমনি তিনিও তখন নিজ বিষাণদ্বয় দ্বারা ত্রৈলোক্যরথের উদ্ধার-সাধন করিলেন। তখন দৈত্যেন্দ্র তারকাসুর পক্ষবান্ গিরীন্দ্রের ন্যায় অভিধাবিত হইয়া দেবদেব ব্রহ্মার অঙ্গে প্রহার করিল। ব্রহ্মা তারক কর্ত্তৃক অভিহত হইয়া রথকূবরে প্রতোদ ফেলিয়া মুহুর্মুহু মুখবিবর হইতে শ্বাসোদ্গিরণ করিতে করিতে জ্বলিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দৈত্য-দানবেরা তারকাসুরের সম্মানের জন্য জলদনাদবৎ এক ভীষণ মহানাদ করিয়া উঠিল। ৪৮—৬২। এদিকে বৃষভদেহধারী বৃষভেন্দ্র-পূজিত চক্রধারী হরি সেই মহাসমরে সমস্ত দৈত্যবল বিমর্দ্দিত করিয়া ত্রিপুরপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সুরবর হরি বৃষভরূপে সেই পুরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য সজল জলদরাজিত, প্রফুল্ল কুমুদ উৎপল ও পঙ্কজ-পরিশোভিত ময়-নির্ম্মিত বাপিকার সমস্ত অমৃত-জল পান করিয়া ফেলিলেন। মনে হইল,—

* ইতঃপরং-
ততো বৃষবপুঃ কৃষ্ণস্তৎ পুরং প্রবিবেশ হ।

বাপীং পীত্বাসুরেন্দ্রাণাং পীতবাসা জনার্দ্দনঃ।
নর্দ্দমানো মহাবাহুঃ প্রবিবেশ শরং ততঃ ॥ ৬৫
ততোঽসুরা ভীমগণেশ্বরৈর্হতাঃ
প্রহারসংবর্দ্ধিতশোণিতাপগাঃ।
পরাঙ্মুখা ভীমমুখৈঃ কৃতা রণে
যথা নয়াভ্যুদ্যততৎপরৈর্নরঃ ॥ ৬৬
স তারকাখ্যস্তড়িমালিরেব চ
ময়েন সার্দ্ধং প্রমথৈরভিদ্রুতাঃ।
পুরং পরাবৃত্যসুতে শরার্দ্দিতা
যথা শরীরং পবনোদয়ে গতাঃ ॥ ৬৭
গণেশ্বরাভ্যুদ্যতদর্পকাশিনো
মহেন্দ্রনন্দীশ্বরষণ্মুখা যুধি।
বিনেদুরুচ্চৈর্জহসুশ্চ দুর্ম্মদা
জয়েম চন্দ্রাদিদিগীশ্বরৈঃ সহ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বিষ্ণোস্ত্রিপুরবাপীপানং নাম ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৬ ॥

রবি যেন রাত্রি-সঞ্চিত গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করিলেন। পীতাম্বর হরি অসুরেন্দ্রগণের সেই সমস্ত বাপীজল পান করিয়া নর্দ্দন করিতে করিতে পুনরায় আসিয়া শিবশরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অসুরগণ ভয়ঙ্কর গণেশ্বরগণের হস্তে নিহত হইতে লাগিল। প্রহারস্ফুরিত প্রভূত শোণিত-জল নদীর আকারে বহিয়া চলিল। ভীমবক্ত্র গণপতিগণ অসুরদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। মনে হইল,—নীতিশাস্ত্রনিপুণ উপদেষ্টৃগণ যেন নরগণকে দুর্ণয় হইতে ফিরাইল। প্রাণবায়ুর উৎক্রমণে দেহ যেমন অতীত হয়, তেমনি ময় সহ তারক ও বিদ্যুন্মালী প্রভৃতি অসুরেরা প্রথমগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত ও শরার্দ্দিত হইয়া পুরাভিমুখে ফিরিয়া প্রস্থান করিল। এ দিকে গণেশ্বরগণের প্রকট দর্পে দর্পিত হইয়া মহেন্দ্র, নন্দীশ্বর ও কার্ত্তিকপ্রমুখ রণদুর্ম্মদ দেবসেনাপতিগণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন এবং 'চন্দ্রাদি দিগীশগণ সহ আমরাই যুদ্ধ জয় করিব'—এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।৬৩-৬৮।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
প্রমথৈঃ সমরে ভিন্নাস্ত্রৈপুরাস্তে সুরারয়ঃ।
পুরং প্রবিবিশুর্ভীতাঃ প্রমথৈর্ভগ্নগোপুরম্ ॥ ১
শীর্ণদংষ্ট্রা যথা নাগা ভগ্নশৃঙ্গা যথা বৃষাঃ।
যথা বিপক্ষাঃ শকুনা নদ্যঃ ক্ষীণোদকা যথা ॥ ২
মৃতপ্রায়াস্তথা দৈত্যা দৈবতৈর্বিকৃতাননাঃ।
বভূবুস্তে বিমনসঃ কথং কার্য্যমিতি ব্রুবন্ ॥ ৩
অথ তান্ ম্লানমনসস্তদা তামরসাননঃ।
উবাচ দৈত্যো দৈত্যানাং পরমাধিপতির্ময়ঃ ॥৪

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

সূত কহিলেন,—ত্রিপুরবাসী সুরারিগণ সমরে প্রমথগণের শরপ্রহারে ছিন্নগাত্র হইয়া ভীতভাবে পুর প্রবেশ করিল। প্রমথগণ তাহাদের পুরদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল। দৈত্যগণ দেবগণের নিপীড়নে বিকৃতবদন হইয়া শীর্ণদংষ্ট্র নাগগণের স্থায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভদলের স্থায়, পক্ষহীন পক্ষিগণের স্থায় এবং ক্ষীণোদক নদীনিচয়ের স্থায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল এবং ভগ্নমনে বলিতে লাগিল—অহো! এক্ষণে আমরা কিরূপে কি করিব? অনন্তর দৈত্যপতি পদ্মপলাশলোচন ময়দানব তাহাদিগকে মলিন-মনে অবস্থিত দেখিয়া বলিল,—ওহে দৈত্য-

---

তত্রামৃতরসাং বাপীং পীত্বা জলজমণ্ডিতাম্ ॥ ১
শতপত্রপরাচ্যাঢ্য কর্পূরক্ষোদগন্ধিনীম্।
আদৌ সম্মোহ্য দৈতেয়ান্ বৃষরূপধরো হরিঃ ॥২
ইতি শ্লোকযুগলমধিকং ক্বচিৎ।

কৃত্বা যুদ্ধানি ঘোরাণি প্রমথৈঃ সহ সামরৈঃ।
তোষয়িত্বা তথা যুদ্ধে প্রমথানমরৈঃ সহ ॥ ৫
যুয়ং যৎ প্রথমং দৈত্যাঃ পশ্চাচ্চ বলপীড়িতাঃ
প্রবিষ্টা নগরং ত্রাসাৎ প্রমথৈর্ভৃশমর্দ্দিতাঃ ॥ ৬
অপ্রিয়ং ক্রিয়তে ব্যক্তং দেবৈর্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
যত্র নাম মহাভাগাঃ প্রবিশন্তি গিরের্বনম্ ॥ ৭
অহো হি কালস্য বলমহো কালো হি দুর্জ্জয়ঃ।
যত্রেদৃশস্য দুর্গস্য উপরোধোঽয়মাগতঃ ॥ ৮
ময়ে বিবদমানে তু নর্দ্দমান ইবাম্বুদে।
বভূবুর্নিষ্প্রভা দৈত্যা গ্রহা ইন্দূদয়ে যথা ॥ ৯
বাপীপালাস্ততোঽভ্যেত্য নভঃকাল ইবাম্বুদাঃ
ময়মার্হমপ্রখ্যং সাঞ্জলিপ্রগ্রহাঃ স্থিতাঃ ॥ ১০
যা সামৃতরসা গূঢ়া বাপী বৈ নির্ম্মিতা ত্বয়া।
সমাকুলোৎপলবনা সমীনাকুলপঙ্কজা ॥ ১১
পীতা সা বৃষরূপেণ কেনচিদ্দৈত্যনায়ক।
বাপী সা সাম্প্রতং দৃষ্টা মৃতসংজ্ঞা ইবাঙ্গনা ॥ ১২
বাপীপালবচঃ শ্রুত্বা ময়োঽসৌ দানবপ্রভুঃ।
কষ্টমিত্যসকৃৎ প্রোচ্য দিতিজানিদমব্রবীৎ ॥ ১৩
ময়া মায়াবলকৃতা বাপী পীতা ধ্রুবং যদি।
বিনষ্টাঃ স্ম ন সন্দেহস্ত্রিপুরং দানবা গতম্ ॥ ১৪
নিহতান্ নিহতান দৈত্যানাজীবয়তি দৈবতৈঃ।
পীতা বা যদি বা বাপী পীতা বৈ পীতবাসসা ॥
কোঽন্যো মন্মায়য়া গুপ্তাং বাপীমমৃততোয়িনীম্
পাস্যতে বিষ্ণুমজিতং বর্জ্জয়িত্বা গদাধরম্ ॥ ১৬
সুগুহ্যমপি দৈত্যানাং নাস্ত্যস্যাবিদিতং ভুবি।

গণ! তোমরা অমরগণ ও প্রমথগণ সহ ঘোর যুদ্ধ করিয়াছ, যুদ্ধে অমর ও প্রমথবর্গের পরিতোষ জন্মাইয়াছ, প্রথমে তোমরা এই সকল বীরোচিত কার্য্য করিয়া পশ্চাৎ বিপক্ষবলে নিপীড়িত হইয়া এক্ষণে এই পুরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছ। দেবগণ আমাদের যতদূর অপ্রিয় করিবার তাহা করিয়াছে; তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। কেন না, তোমরা মহাভাগ্যধর ও মহাবল হইয়াও এক্ষণে পার্ব্বত্যবনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছ। অহো! কালের কি অভাবনীয় বল! অহো! কাল একান্তই সুদুর্জ্জয়! কেননা আমাদের এই দুর্গ ঈদৃশ দুর্ভেদ্য হইলেও অদ্য কিনা ইহারও এরূপভাবে অবরোধ ঘটিল। তখন নর্দ্দমান অম্বুধরের ন্যায় ময়দানব এরূপ আক্ষেপোক্তি করিতে থাকিলে চন্দ্রোদয়ে অন্যান্য গ্রহগণের ন্যায় দৈত্যগণ আরও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। অনন্তর ময়-নির্ম্মিত সেই মৃতসঞ্জীবনী বাপীর রক্ষা কার্য্যে যে সকল অসুর নিযুক্ত ছিল, তাহারা আসিয়া এই সময় বর্ষাকালোদিত জলদজালের ন্যায় যমোপম ময়-সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক যুক্তকরে কহিল,—হে দৈত্যনায়ক! আপনি পূর্ব্বে যে এক অমৃতরসপূর্ণ গোপনীয় বাপী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা সতত উৎপলবনে সমাকুল ছিল, মীনগণ যাহার পঙ্কজশ্রেণী আলোড়িত করিত, সেই বাপী সম্প্রতি কোন এক বৃষমূর্ত্তিধারী ব্যক্তি আসিয়া পান করিয়া গিয়াছে। অধুনা সেই বাপী হতচেতনা অঙ্গনার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে।১—১২। দানবাধিপতি ময় সেই বাপীরক্ষকের বাক্য শুনিয়া বারংবার বলিতে লাগিল,—অহো! কি কষ্ট! কি কষ্ট! এই বলিয়া সম্মুখস্থ দৈত্যগণকে কহিল,—আমি মায়াপ্রভাবে যে বাপী নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, তাহা যদি সত্য সত্যই কেহ পান করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দানবদল সবংশে বিনষ্ট হইল, এবং এই ত্রিপুরদুর্গেরও অবসান ঘটিল। দেবগণ দৈত্যদিগকে পুনঃপুনঃ নিহত করিয়াছে। আমার সেই বাপী সেই নিহতদিগকে জীবনদান করিয়াছে। সত্যই যদি সেই বাপী পীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই পীতাম্বর হরি তাহা পান করিয়াছেন। আমার মায়ায় নির্ম্মিত অমৃতরসপূর্ণ সেই গুপ্ত বাপী—সেই গদাধর অজেয় হরি ব্যতীত আর কে পান করিতে পারে? দৈত্যগণের যে কিছু গুহ্য বিষয়

যত্র মন্দরকৌশল্যং বিজ্ঞাতং ন বৃতং বুধৈঃ ॥ ১৭
সমোহয়ং রুচিরো দেশো নিষ্ক্রমো নিক্রমাচলঃ
লভ মন্দুরতঃ কৃত্বা বাধন্তেঽস্মান্ গণাময়াঃ ॥১৮
তে যূয়ং যদি মন্তধ্বং সাগরোপরিধিষ্ঠিতাঃ।
প্রমথানাং মহাবেগং সহামঃ শ্বসনোপমম্ ॥ ১৯
এতেষাঞ্চ সমারম্ভাস্তস্মিন্ সাগরসংপ্লবে।
নিরুৎসাহা ভবিষ্যন্তি এতত্রথপথাবৃতাঃ ॥ ২০
যুধ্যতাং নিয়তাং শত্রূন্ ভীতানাঞ্চ প্রবিষ্যতাম্
সাগরোঽম্বরসঙ্কাশঃ শরণং নো ভবিষ্যতি ॥২১
ইত্যুক্ত্বা স ময়ো দৈত্যো দৈত্যানামধিপস্তদা।
ত্রিপুরেণ যয়ৌ তূর্ণং সাগরং সিন্ধুবান্ধবম্ ॥ ২২
সাগরে জলগম্ভীর উৎপপাত পুরং বরম্।
অবতস্থুঃ পুরাণ্যেব গোপুরাস্তরণানি চ ॥ ২৩
অপক্রান্তে তু ত্রিপুরে ত্রিপুরারিস্ত্রিলোচনঃ।
পিতামহমুবাচেদং বেদবাদবিশারদম্ ॥ ২৪
পিতামহ দৃঢ়ং ভীতা ভগবন্ দানবা হি নঃ।
বিপুলং সাগরং তে তু দানবাঃ সমুপাশ্রিতাঃ ॥
যত এব হি তে যাতাস্ত্রিপুরেণ তু দানবাঃ।
তত এব রথং তূর্ণং প্রাপয়স্ব পিতামহ ॥ ২৬
সিংহনাদং ততঃ কৃত্বা দেবা দেবরথঞ্চ তম্।
পরিবার্য্য যযুর্হৃষ্টাঃ সায়ুধাঃ পশ্চিমোদধিম্ ॥ ২৭
ততোঽমরামরগুরুং * পরিবার্য্য ভবং হরম্।
নর্দ্দয়ন্তো যযুস্তূর্ণং সাগরং দানবালয়ম্ ॥ ২৮
অথ চারুপতাকভূষিতং
পটহাড়ম্বরশঙ্খনাদিতম্।
ত্রিপুরমভিসমীক্ষ্য দেবতা
বিবিধবলা ননদুর্যথা ঘনাঃ ॥ ২৯

থাকুক, হরির অবিদিত কিছুই নাই। আমি যে বর কৌশল করিয়া লইয়াছিলাম, কোন দূরদর্শী ব্যক্তি কদাচ সেরূপ বর প্রার্থনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু হইলে কি হইবে! হরি আমার সমস্ত কৌশলই বিদিত আছেন। এই রমণীয় সমতল দেশ; এখানে বৃক্ষ নাই, পর্ব্বত নাই, সর্ব্ববিঘ্ন বিদূরিত করিয়া এই প্রদেশ লাভ করিলাম। কিন্তু প্রমথগণ ও অমরগণ এখানে আসিয়াও আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। যাহা হউক তোমরা যদি সঙ্গত বলিয়া মনে কর,তাহা হইলে আমরা সাগরোপরি অবস্থান করিয়া আর একবার প্রমথগণের প্রভঞ্জনোপম মহাবেগ প্রতিহত করিতে পারি। আমার মনে হয়, প্রমথগণের সমস্ত সমরসমারোহই সেই সাগরসংপ্লবে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অতএব তোমরা পুনর্ব্বার সমরে প্রবৃত্ত হও। শত্রুসৈন্য সংহার কর। অথবা যদি ভীত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহা হইলেও চিন্তা নাই, এই অম্বরোপম অম্বুনিধিই তোমাদের একমাত্র আশ্রয়দাতা হইবে। দৈত্যপতি ময় এই কথা কহিয়া সত্বর সেই ত্রিপুর সহ সিন্ধুবন্ধু সাগরতীরে প্রস্থান করিল এবং তথায় উপনীত হইয়া ময়ের সেই প্রধানপুরী অগাধ জলপূর্ণ অর্ণবোপরি অবস্থিত হইল। এদিকে ত্রিপুরদুর্গ অপসৃত হইলে, ত্রিপুরারি ত্রিলোচন, বেদবাদবিশারদ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে ভগবন্ পিতামহ! দানবেরা আমাদিগের ভয়ে অতীব ভীত হইয়াছে; তাই তাহারা এক্ষণে অগাধ জলধিজলে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। হে পিতামহ! দানবেরা তাহাদের ত্রিপুরদুর্গ সহ যথায় গমন করিয়াছে আপনিও সত্বর সেই দিকে রথ পরিচালন করুন্। ত্রিলোচন এইকথা কহিলে দেবগণ সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে সেই দেবরথ বেষ্টনপূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া পশ্চিম-সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা দেবদেব হরের সমভিব্যাহারে সিংহনাদ করিতে করিতে শীঘ্রই সেই দানবনিবাস সাগর-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ১৩—২৮। অনন্তর দেবসৈন্যগণ তথায় সুন্দর ধ্বজভূষিত পটহনাদ ও শঙ্খনাদ-নাদিত সেই ত্রিপুরপুর নিরীক্ষণ করিয়া জলদ-নাদের ন্যায়

---

* ততোঽমরগণাঃ সর্ব্বে ইতি পাঠান্তরম্।

অসুরবরপুরেঽপি দারুণো
জলধরতুর্য্যমৃদঙ্গগহ্বরঃ ।
দনুজনয়নিনাদমিশ্রিতঃ
প্রতিনিধিসঙ্ক্ষুভিতার্ণবোপমঃ ॥ ৩০
অথ ভুবনপতির্গতিঃ সুরাণা-
মরিমৃগয়ামদদাৎ সুলব্ধবুদ্ধিঃ ।
ত্রিদশগণপতিরুবাচ শক্রং
ত্রিপুরগতং সহসা নিরীক্ষ্য শক্রম্ ॥ ৩১
ত্রিদশগণপতে নিশাময়ৈতৎ
ত্রিপুরনিকেতনং দানবাঃ প্রবিষ্টাঃ ।
যম-বরুণ-কুবের-ষণ্মুখৈস্তৎ
সহ গণপৈরপি হংসি তাবদেব ॥ ৩২
বিহিতপরবলাভিঘাতভূতং
ব্রজ জলধের্যতঃ পুরাণি তস্থুঃ ।
স রথবরগতো ভবঃ সমর্থো
হ্যুদধিমগাৎ ত্রিপুরং পুনর্নিহন্তুম্ ॥ ৩৩
ইতি পরিগণয়ন্তো দিতেঃ সুতা
হ্যবতস্থুর্লবণার্ণবোপরিষ্টাৎ ।
অভিভবৎ ত্রিপুরং সদানবেন্দ্রং
শরবর্ষৈর্মুষলৈশ্চ বজ্রমিশ্রৈঃ ॥ ৩৪
অহমপি রথবর্য্যমাস্থিতঃ
সুরবরবর্য্য ভবেয় পৃষ্ঠতঃ
অসুরবরবধার্থমুদ্যতানাং
প্রতিবিদধামি সুখায় তেঽনঘ ॥ ৩৫
ইতি ভববচনপ্রচোদিতো
দশশতনয়নবপুঃ সমুদ্যতঃ ।
ত্রিপুরপুরজিঘাংসয়া হরিঃ
প্রবিকসিতাম্বুজলোচনো যযৌ ॥ ৩৬
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ত্রিপুরাক্রমণং নাম
সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

মঘবা তু নিহন্তুং তানসুরানমরেশ্বরঃ ।
লোকপালা যযুঃ সর্ব্বে গণপালাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১

গম্ভীর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎকালে অসুরপ্রধানগণের পুরমধ্য হইতেও দনুজগণের নিনাদ-মিশ্রিত মেঘ ও মৃদঙ্গধ্বনির ন্যায় গম্ভীর ও সংক্ষুব্ধ সাগরগর্জ্জনের ন্যায় এক অতি ভীষণ প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল। অনন্তর সুরগণের গতি, ভুবনপতি, দেবাধিপতি উমাপতি—প্রত্যুৎপন্নমতি হইয়া শত্রুমৃগয়ায় চিত্তসমাধান করিলেন এবং ত্রিপুরবাসী শত্রুসৈন্য দেখিয়া শত্রুকে কহিলেন,—হে সুরপতে! শ্রবণ কর; দানবেরা ত্রিপুরদুর্গে প্রবেশ করিয়াছে; অতএব যম, বরুণ, কুবের, কার্ত্তিকেয় ও অন্যান্য গণাধিপগণ সমভিব্যাহারে তুমি উহাদিগের সংহার সাধনে প্রবৃত্ত হও। তুমি শত্রুসৈন্যগণকে সংহার করিতে করিতে জলধির যে স্থানে অসুরপুরত্রয় বিদ্যমান, তথায় গমন কর। সেই রথবরস্থিত ভগবান্ ভব পুনরায় ত্রিপুর ধ্বংস করিতে আসিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া ঐ দেখ, —দিতিসুতগণ লবণাব্ধির উপরি অবস্থান করিতেছে। হে সুরবর! আমিও শর, মুষল ও বজ্র নিক্ষেপে দানবেন্দ্রগণ সহ ত্রিপুর-দুর্গ জয় করিবার জন্য রথোপরি অবস্থিত হইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছি। হে অনঘ! অসুরেন্দ্রগণের বধার্থ সমুদ্যত অস্মদীয় সৈন্যগণের এবং তোমার সুখ-সুবিধা আমিই বিধান করিব। এইরূপে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র ভবের বাক্যে প্রেরিত হইয়া ত্রিপুরপুরের ধ্বংস সাধনে সমুদ্যত হইলেন। তাঁহার নয়নাম্বুজ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি মহোৎসাহে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। —৩৬।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৩৭॥

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সুরাধিপতি ইন্দ্র এবং অন্যান্য লোকপাল ও গণপালগণ সেই সকল

ঈশ্বরামোদিতাঃ সর্ব্বে উৎপেতুশ্চাম্বরে তদা।
খগতাস্তে বিরেজুস্তে পক্ষবন্ত ইবাচলাঃ॥ ২
প্রবযুস্তৎ পুরং হন্তুং শরীরমিব ব্যাধয়ঃ।
শঙ্খাড়ম্বরনির্ঘোষৈঃ পণবান্ পটহানপি।
নাদয়ন্তঃ পুরো দেবা দৃষ্টাস্ত্রিপুরবাসিভিঃ॥ ৩
হরঃ প্রাপ্ত ইতীবোক্তা বলিনস্তে মহাসুরাঃ।
আজগ্মুঃ পরমং ক্ষোভমত্যয়েষ্বিব সাগরাঃ॥ ৪
সুরতূর্য্যরবং শ্রুত্বা দানবা ভীমদর্শনাঃ।
নিনেদুর্ব্বাদয়ন্তশ্চ নানাবাদ্যান্যনেকশঃ॥ ৫
ভূয়োদীরিতবীর্য্যাস্তে পরস্পরকৃতাগসঃ।
পূর্ব্বদেবাশ্চ দেবাশ্চ সূদয়ন্তঃ পরস্পরম্॥ ৬
আক্রোশেঽপি সমপ্রখ্যে তেষাং দেহনিকৃন্তনম্
প্রবৃত্তং যুদ্ধমতুলং প্রহারকৃতনিস্বনম্॥ ৭

নিপতন্ত ইবাদিত্যাঃ প্রজ্বলন্ত ইবাগ্নয়ঃ।
শ্বসন্ত ইব নাগেন্দ্রা ভ্রমন্ত ইব পক্ষিণঃ।
গিরীন্দ্রা ইব কম্পন্তো গর্জ্জন্ত ইব তোয়দাঃ॥৮
জৃম্ভন্ত ইব শার্দ্দূলাঃ প্রবান্ত ইব বায়বঃ।
প্রবৃদ্ধোর্ম্মিতরঙ্গৌঘাঃ ক্ষুভ্যন্ত ইব সাগরাঃ॥৯
প্রমথাশ্চ মহাশূরা দানবাশ্চ মহাবলাঃ।
যুযুধুর্নিশ্চলা ভূত্বা বজ্রা ইব মহাচলৈঃ॥ ১০
কার্ম্মুকাণাং বিকৃষ্টানাং বভূবুর্দারুণা রবাঃ।
কালানুগানাং মেঘানাং যথা বিয়তি বায়ুনা॥১১
আহুশ্চ যুদ্ধে মা ভৈষীঃ ক যাস্যসি মৃতো হসি।
প্রহরাশু স্থিতোঽস্ম্যত্র এহি দর্শয় পৌরুষম্॥ ১২
গৃহাণ চ্ছিন্ধি ভিন্ধীতি খাদ মারয় দারয়।
ইত্যন্যোন্যমনুচ্চার্য্য প্রযযুর্যমসাদনম্॥ ১৩
খড়্গাপবর্জ্জিতাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছিন্নাঃ পরশ্বধৈঃ

অসুরদিগকে সংহার করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহারা মহেশ্বর কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া সকলেই উৎপতিত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, সপক্ষ অচলকুল গগনমার্গে সুশোভিত হইল। ব্যাধিগণ যেমন শরীরনাশে সমুদ্যত হয়, তখন সুরগণ তেমনি সেই ত্রিপুর-সংহারার্থ ধাবিত হইলেন। অনন্তর ত্রিপুরবাসিগণ দেখিল—দেবগণ শঙ্খধ্বনের ন্যায় গভীর নির্ঘোষে পণব ও পটহ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদিত করিয়া পুরোভাগে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন 'হর আসিয়াছেন' এই কথা কহিয়া সেই সকল বলবান্ মহাসুরেরা প্রলয়ক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। দারুণাকার দানবেরা সুরগণের তূর্য্যনাদ শুনিয়া বহু বিবিধ বাদ্য ধ্বনি করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। দেব ও দানবগণ তখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উদ্দীপিত-বীর্য্যে পরস্পরের বধ বিধানে উদ্যত হইল। উভয় পক্ষেই সমান আক্রোশ—সমান রোষ দেখা গেল। প্রহার-জনিত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের দেহসকল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন পতনোন্মুখ আদিত্যগণের ন্যায়, প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির ন্যায়, নিশ্বসন্ত নাগেন্দ্রগণের ন্যায়, ভ্রমণ-পর পক্ষিগণের ন্যায়, কম্পমান গিরীন্দ্রগণের ন্যায়, গর্জ্জনশীল মেঘবৃন্দের ন্যায়, জৃম্ভণকারী শার্দ্দূলসমূহের ন্যায়, প্রবহমাণ প্রভঞ্জনগণের ন্যায় এবং প্রবৃদ্ধ তরঙ্গভঙ্গ-সঙ্কুল ক্ষুব্ধ অব্ধিগণের ন্যায় মহাবল প্রমথগণ ও মহাবীর্য্য দানবগণ মহাচল-প্রবিষ্ট বজ্রের ন্যায় অটলভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১—১০। কালানুগত মেঘবৃন্দের ন্যায় সমাকৃষ্ট কার্ম্মুকসমূহের দারুণ রব উদ্ভূত হইল। দেব ও দানবসৈন্যগণ তখন পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিল,—"ও হে, ভীত হইও না; কোথায় যাইতেছ? এখনই মরিবি! এই আমি রহিয়াছি; সাধ্য থাকে, সত্বর আমায় প্রহার কর। সম্মুখে আইস, পৌরুষ প্রকাশ কর, অস্ত্র গ্রহণ কর, ছেদন কর, ভেদন কর, খাও, মারো, বিদারণ করো; ইত্যাদি নানা কথা উচ্চারণ করিয়া ক্রমে সকলেই যমভবনে গমন করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ খড়্গাহত,

কেচিন্মুদ্গরচূর্ণাশ্চ কেচিদ্বাহুভিরাহতাঃ ॥ ১৪
পট্টিশৈঃ সূদিতাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছূলবিদারিতাঃ
দানবাঃ শরপুষ্পাভাঃ সবনা ইব পর্ব্বতাঃ ।
নিপতন্ত্যর্ণবজলে ভীমনক্রতিমিঙ্গিলে ॥ ১৫
ব্যসুভিঃ সুনিবদ্ধাঙ্গৈঃ পতমানৈঃ সুরেতরৈঃ ।
সম্বভূবার্ণবে শব্দঃ সজলাম্বুদনিস্বনঃ ॥ ১৬
তেন শব্দেন মকরা নক্রাস্তিমি-তিমিঙ্গিলাঃ ।
মত্তা লোহিতগন্ধেন ক্ষোভয়ন্তো মহার্ণবম্ ॥১৭
পরস্পরেণ কলহং কুর্ব্বাণা ভীমমূর্ত্তয়ঃ ।
ভ্রমন্তে ভক্ষয়ন্তশ্চ দানবানাঞ্চ লোহিতম্ ॥ ১৮
সরথান্ সায়ুধান্ সাশ্বান্ সবস্ত্রাভরণাবৃতান্ ।
জগ্রসুস্তিময়ো দৈত্যান্ দ্রাবয়ন্তো জলেচরান্
যুধং যথাসুরাণাঞ্চ প্রমথানাং প্রবর্ত্ততে ।
অম্বরেঽম্ভসি চ তথা যুদ্ধং চক্রুর্জলেচরাঃ ॥২০

কেহ পরশুপ্রহারে ছিন্ন-ভিন্ন, কেহ মুদ্গরাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ, কেহ বাহু দ্বারা আহত, কেহ পট্টিশপ্রহারে সূদিত এবং কেহ কেহ বা শূল দ্বারা বিদারিত হইল। দানবগণ শর-কুসুমে সমাচিত হইয় বনান্বিত পর্ব্বতগণের ন্যায় প্রতিভাত হইল এবং ভীষণ নক্র ও তিমিঙ্গিল-সঙ্কুল অর্ণবজলে নিপতিত হইতে লাগিল। বিগত-প্রাণ সুদৃঢ়াঙ্গ সুরারিগণ অর্ণবে পতিত হইতে লাগিলে, সজল জলদনাদের ন্যায় ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। সেই মহাশব্দে এবং শোণিতগন্ধে মত্ত হইয়া মকর, নক্র, তিমি ও তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তুগণ মহার্ণবকে ক্ষোভিত করিয়া তুলিল। ভয়ঙ্করমূর্ত্তি জলজন্তু সকল পরস্পর কলহ করিয়া, দানবগণের শোণিতরাশি ভক্ষণ করিতে করিতে মহার্ণবে বিচরণ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে তিমিগণ অন্যান্য জলজন্তুদিগকে বিতাড়িত করিয়া রথ, অশ্ব ও আয়ুধ সহ বসন-ভূষণযুক্ত দৈত্যগণকে গ্রাস করিতে লাগিল। আকাশে যেমন অসুর ও প্রমথগণের পরস্পর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, জলমধ্যেও তেমনি জলচরেরা ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

যথা ভ্রমন্তি প্রমথাঃ সদৈত্যা-
স্তথা ভ্রমন্তে তিময়ঃ সনক্রাঃ ।
যথৈব ছিন্দন্তি পরস্পরন্ত
তথৈব ক্রন্দন্তি বিভিন্নদেহাঃ ॥ ২১
ব্রণাননৈরস্রজরসং স্রবন্তিঃ
সুরাসুরৈর্নক্রতিমিঙ্গিলৈশ্চ ।
কৃতো মুহূর্ত্তেন সমুদ্রদেশঃ
সরক্ততোয়ঃ সমুদীর্ণতোয়ঃ ॥ ২২
পূর্ব্বং মহাম্ভোধরপর্ব্বতাভং
দ্বারং মহাস্তং ত্রিপুরস্য শক্রঃ ।
নিপীড্য তস্থৌ মহতা বলেন
যুক্তোঽমরাণাং মহতা বলেন ॥ ২৩
তথোত্তরং সোঽন্তরজো হরস্য
বালার্কজাম্বুনদতুল্যবর্ণঃ ।
স্কন্দঃ পুরদ্বারমথারুরোহ
বৃদ্ধোঽস্তশৃঙ্গং প্রপতন্নিবার্কঃ ॥ ২৪
যমশ্চ বিত্তাধিপতিশ্চ দেবো
দণ্ডান্বিতঃ পাশবরায়ুধশ্চ ।

দৈত্য ও প্রমথগণ আকাশে যেমন যেমন ভ্রমণ করিতে লাগিল, নক্র ও তিমি প্রভৃতিও তেমনি জলমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দেব ও দানবগণ যেমন পরস্পর ভিন্নদেহ হইয়া পরস্পরকে ছেদন করিতে লাগিল ও ক্রন্দন করিতে লাগিল; জলজন্তুগণও পরস্পর সেই সেইরূপ আচরণ করিতে লাগিল। সুরাসুরগণ এবং নক্র, তিমি ও তিমিঙ্গিলগণ স্ব স্ব ব্রণমুখ দ্বারা অজস্র অসৃক্ বর্ষণ করায় মুহূর্ত্তমধ্যে সমুদ্রদেশ রুধিরজলে পরিপূর্ণ হইল এবং রক্তপতনে জলাধিক্য নিবন্ধন সমুদ্র যেন স্ফীত হইয়া উঠিল।১১—২২।দেবরাজ ইন্দ্র অসংখ্য সুর-সেনায় অন্বিত হইয়া মহামেঘ ও মহাগিরিনিভ ত্রিপুরপুরের অতিবিষম পূর্ব্বদ্বার প্রবলবলে অবরোধ করিয়া অবস্থান করিলেন। বালার্ক ও জাম্বুনদনিভ উজ্জ্বলবর্ণ হরাত্মজ স্কন্দ সসৈন্যে ধাবিত হইয়া অস্তশৃঙ্গে পতনোন্মুখ দিবাকরের ন্যায় ত্রিপুরের উত্তর পুরদ্বার অবরোধ করিলেন।

দেবারিণস্তস্য পুরস্য দ্বারং
তাভ্যান্তু তৎপশ্চিমতো নিরুদ্ধম্ ॥ ২৫
দক্ষারিরুদ্রস্তপনাযুতাভঃ
স ভাস্বতা দেবরথেন দেবঃ।
তদ্দক্ষিণদ্বারময়েঃ পুরস্য
রুদ্ধাবতস্থৌ ভগবাংস্ত্রিনেত্রঃ ॥ ২৬
তুঙ্গানি বেশ্মানি সগোপুরাণি
স্বর্ণানি কৈলাসশশিপ্রভাণি।
প্রহ্লাদরূপাঃ প্রমথাবরুদ্ধা
জ্যোতীংষি মেঘা ইব চাশ্মবর্ষাঃ ॥ ২৭
উৎপাট্য চোৎপাট্য গৃহাণি তেষাং
সশৈলমালাসমবেদিকানি।
প্রক্ষিপ্য প্রক্ষিপ্য সমুদ্রমধ্যে
কালাম্বুদাভাঃ প্রমথা বিনেদুঃ ॥ ২৮
রক্তানি চাশেষবনৈর্যুতানি
সাশোকষণ্ডানি সকোকিলানি।
গৃহাণি হে নাথ পিতঃ সুতেতি
ভ্রাতেতি কান্তেতি প্রিয়েতি চাপি।
উৎপাট্যমানেষু গৃহেষু নার্য্যো
অনার্য্যশব্দান্ বিবিধান্ প্রচক্রুঃ ॥ ২৯

দণ্ড এবং পাশায়ুধ-হস্তে যম এবং কুবের উভয়ে প্রবল পরাক্রমে পশ্চিমপুরদ্বার অবরোধ করিলেন। অনন্তর অযুত সূর্য্যনিভ দক্ষধ্বংসী ভগবান্ ত্রিনেত্র রুদ্র উজ্জ্বল দেবরথে আরোহণ করিয়া সেই শক্রপুরীর দক্ষিণদ্বার অবরোধ করিয়া অবস্থান করিলেন। এই সময় শিলাবর্ষী মেঘগণ যেমন জ্যোতির্মণ্ডল অবরোধ করে, তেমনি সেই দৈত্যপুরীর কৈলাস ও শশিপ্রভ অত্যুন্নত গৃহ ও স্বর্ণময় গোপুরশ্রেণী প্রহৃষ্ট প্রমথগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। তখন অসুরদিগের শৈলমালাসম বেদিকাময় গৃহসকল উৎপাটিত করিয়া প্রমথগণ সমুদ্রমধ্যে পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং মুহুর্মুহু নিক্ষেপানন্তর সেই কালাম্বুদসম প্রমথগণ সিংহনাদ করিতে লাগিল। তাহারা কোকিলালাপমুখরিত বিবিধ বনযুত রক্তাশোক-মণ্ডিত

কলত্র-পুত্রক্ষয়প্রাণনাশে
তস্মিন্ পুরে যুদ্ধমতিপ্রবৃত্তে।
মহাসুরাঃ সাগরতুল্যবেগা
গণেশ্বরাঃ কোপবৃতাঃ প্রতীয়ুঃ ॥ ৩০
পরশ্বধৈস্তত্র শিলোপলৈশ্চ
ত্রিশূলবজ্রোত্তমকম্পনৈশ্চ।
শরীরসম্মক্ষপণং সুঘোরং
যুদ্ধং প্রবৃত্তং দৃঢ়বৈরবদ্ধম্ ॥ ৩১
অন্যোন্যমুদ্দিশ্য বিমর্দ্দতাঞ্চ
প্রধাবতাঞ্চৈব বিনিঘ্নতাঞ্চ।
শব্দো বভূবামরদানবানাং
যুগান্তকালেম্বিব সাগরান্তঃ ॥ ৩২
ব্রণৈরজস্রং ক্ষতজং বমন্তঃ
কোপোপরক্তা বহুধা নদন্তঃ।
গণেশ্বরাস্তেঽসুরপুঙ্গবাশ্চ
যুধ্যন্তি শব্দঞ্চ মহৎ স্বনন্তে ॥ ৩৩

দৈত্যগৃহ সকল উৎপাটিত করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল। সেই সকল গৃহমধ্যস্থ দৈত্যবধূগণ তখন "হা পিতঃ! হা নাথ! হা সুত! হা ভ্রাতঃ! হা কান্ত! হা প্রিয়!" বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে প্রমথগণের প্রতি বিবিধ অনার্য্য শব্দ প্রয়োগ করিতে লাগিল। সেই পুরে এইরূপে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহু কলত্র, পুত্র, ও অন্যান্য বহু প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। তখন সাগরতুল্যবেগী মহাসুরগণ এবং তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী গণেশ্বরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইল। পরশু, শিলা, শৈল, ত্রিশূল, বজ্র, ও তীক্ষ্ণ কম্পন প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হইয়া সৈনিকদিগের দেহগৃহ সকল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল। এইরূপে সেই প্রবল বৈরানুবন্ধী ঘোরযুদ্ধ ক্রমশঃ ঘোরতর হইয়া উঠিল। ২৩—৩১। তখন দেব ও দানবেরা পরস্পর পরস্পরকে ধরিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিলে এবং পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলে ও প্রহার করিতে লাগিলে যুগান্তকালীন জলধির ন্যায় এক ঘোর শব্দ সমুত্থিত হইল। গণেশ্বরগণ ও

মার্গাঃ পুরে লোহিতকর্দ্দমালীঃ
স্বর্ণেষ্টকাস্ফাটিকভিন্নচিত্রাঃ
কৃতা মুহূর্ত্তেন সুখেন গন্তুং
ছিন্নোত্তমাঙ্গাঙ্ঘ্রি করাঃ করালাঃ ॥ ৩৪
কোপাবৃতাক্ষঃ স তু তারকাখ্যঃ
সংখ্যে সবৃক্ষঃ সগিরির্নিলীনঃ।
তস্মিন্ ক্ষণে দ্বারবরং রিরক্ষো
রুদ্ধঃ ভবেনাদ্ভুতবিক্রমেণ ॥ ৩৫
স তত্র প্রাকারগতাংশ্চ ভূতা-
শ্চাতন্ মহানদ্ভুতবীর্য্যসত্ত্বঃ
চচার চাপেন্দ্রিয়গর্ব্বদৃপ্তঃ
পুরাদ্বিনিক্রম্য ররাস ঘোরম্ ॥ ৩৪
ততঃ স দৈত্যোত্তমপর্ব্বতাভো
যথাঞ্জসা নাগ ইবাতিমত্তঃ।
নিবারিতো রুদ্ররথং জিঘৃক্ষু-
র্যথার্ণবঃ সর্পতি চাতিবেলঃ ॥ ৩৭

শেষং সুধন্বা গিরিশশ্চ দেব-
শ্চতুর্ম্মুখো যঃ সত্রিলোচনশ্চ।
তে তারকাখ্যাভিগতা গতাজৌ
ক্ষোভং যথা বায়ুবশাৎ সমুদ্রাঃ ॥ ৩৮
শেষো গিরীশঃ সপিতামহেশ-
শ্চোৎক্ষুভ্যমাণঃ স রথেহম্বরস্থঃ।
বিভেদ সন্ধীষু বলাভিপন্নঃ
কূজন্ নিনাদাংশ্চ করোতি ঘোরান্ ॥ ৩৯
একস্তু ঋগ্বেদতুরঙ্গমস্য
পৃষ্ঠে পদং ন্যস্য বৃষস্য চৈকম্।
তস্থৌ ভবঃ সোদ্যতবাণচাপঃ
পুরস্য তৎ সঙ্গমধীক্ষমাণঃ ॥ ৪০
তদা ভবপদন্যাসাদ্ধয়স্য বৃষভস্য চ।
পেতুঃ স্তনাশ্চ দন্তাশ্চ পীড়িতাভ্যাং ত্রিশূলিনা
ততঃ প্রভৃতি চাশ্বানাং স্তনা দন্তা গবাং তথা।
গূঢ়াঃ সমভবংস্তেন চাদৃশ্যত্বমুপাগতাঃ ॥ ৪২
তারকাখ্যস্তু ভীমাক্ষো রৌদ্ররক্তান্তরেক্ষণঃ।

অসুরপ্রধানগণ ক্ষতস্থান দ্বারা অজস্র রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিল এবং আরক্তনেত্রে বহুবার সিংহনাদ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে এক ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। ত্রিপুর পুরের যে সকল প্রশস্ত পথ স্বর্ণময় ইষ্টক ও স্ফটিকমণির মিশ্রণে বিচিত্ররূপে নির্ম্মিত ছিল, তাহারা এক্ষণে মুহূর্ত্তমধ্যে লোহিত কর্দ্দমে আবিল হইয়া গেল। কেহ কেহ উত্তমাঙ্গ, অঙ্ঘ্রি ও কর ছিন্ন হওয়ায় ভীষণাকারে সেই পথে অনায়াসে প্রয়াণ করিতে লাগিল। ক্রোধরক্তাক্ষ তারকাখ্য দৈত্য বৃক্ষ ও পর্ব্বত লইয়া সমরক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল। এই সময় অদ্ভুতবিক্রম হর কর্ত্তৃক সেই দক্ষিণ পুরদ্বার অবরুদ্ধ হইল। তখন সেই অদ্ভুতবীর্য্য ও অদ্ভুতসত্ত্বশালী গর্ব্বিত তারকাসুর পুর-প্রাকারস্থিত ভূতবর্গকে বিনাশ করিতে করিতে ধাবিত হইল এবং পুর মধ্য হইতে নিক্রান্ত হইয়া ঘোররবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অনন্তর সেই পর্ব্বতপ্রতিম দৈত্যবর অতি-প্রমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় নিবারিত হইয়াও সবেগে রুদ্ররথ গ্রহণ করিবার জন্য বেলাতি-ক্রমী অর্ণবের ন্যায় ধাবিত হইল। তখন ভগবান্ অনন্তদেব, ধনুর্দ্ধারী ত্রিলোচন গিরিশ এবং দেবদেব চতুর্ম্মুখ ইহাঁরা সমরে তারকা-সুরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বায়ুবিচালিত সমুদ্রের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। শেষ, গিরিশ ও পিতামহ লোকেশ—ইহাঁরা ক্ষুব্ধভাবে অম্বরস্থ হইয়া সবলে শত্রুর অঙ্গসন্ধি ভেদ করিলেন এবং ঘোররবে গর্জ্জন করিতে লাগি-লেন। ৩২—৩৯। তখন ভগবান্ ভব ঋগ্বেদময় তুরঙ্গমের পৃষ্ঠে একপদ এবং স্ববাহন বৃষের পৃষ্ঠে অন্য পদ বিন্যাস করিয়া ত্রিপুরপুরাভি-মুখে দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক সশর শরাসন আকর্ষণ করিয়া অবস্থান করিলেন। অন-ন্তর ভব-পদভরে তুরঙ্গ ও বৃষ উভয়েই পীড়িত হইল। ত্রিশূলীর পদপীড়নে অশ্বের স্তন ও বৃষের দন্তসকল পড়িয়া গেল। সেই হইতে অশ্বদিগের স্তন এবং গোগণের দন্ত গূঢ়ভাবে রহিয়া প্রায় অদৃশ্য হইল। এদিকে ঘোরাকার রক্তনেত্র ভীমাক্ষ তার-

রুদ্রান্তিকে সুসংরুদ্ধো নন্দিনা কুলনন্দিনা ॥৪৩
পরশ্বধেন তীক্ষ্ণেন স নন্দী দানবেশ্বরম্।
তক্ষয়ামাস বৈ তক্ষা চন্দনং গন্ধদো যথা ॥ ৪৪
পরশ্বধহতঃ শূরঃ শৈলাদিং শরভো যথা।
দুদ্রাব খড়্গং নিষ্কৃষ্য তারকাখ্যো গণেশ্বরম্ ॥
যজ্ঞোপবীতমাদায় চিচ্ছেদ চ ননাদ চ।
ততঃ সিংহরবো ঘোরঃ শঙ্খশব্দশ্চ ভৈরবঃ।
গণেশ্বরৈঃ কৃতস্তত্র তারকাখ্যে নিসূদিতে ॥৪৬
প্রমথারসিতং শ্রুত্বা বাদিত্রস্বনমেব চ।
পার্শ্বস্থঃ সুমহাপার্শ্বং বিদ্যুন্মালিং ময়োঽব্রবীৎ
বহুবদনবতাং কিমেষ শব্দো
নদতাং শ্রূয়তে ভিন্নসাগরাভঃ।
বদ বচনং তড়িমালিন্ কিমেতদ্-
গণপালা যুযুধুর্দ্রবুর্গজেন্দ্রাঃ ॥ ৪৮
ইতি ময়বচনাঙ্কুশার্দ্দিতস্তং
তড়িমালী রবিবিম্বাংশুমালী।
রণশিরসি সমাগতঃ সুরাণাং
নিজগাদেদমরিন্দমোঽতিহর্ষাৎ ॥ ৪৯
যম-বরুণ-মহেন্দ্র-রুদ্রবীর্য্য
স্তব যশসো নিধিরীর তারকাখ্যঃ।
সকলসমরশীর্ষপর্ব্বতেন্দ্রো
যুদ্ধা যন্তপতি হি তারকো গণেন্দ্রৈঃ ॥৫০
মুদিতমুপনিশম্য তারকাখ্যং
রবিদীপ্তানলভীষণায়তাক্ষম্।
হৃষিতসকলনেত্ররোমসত্ত্বাঃ
প্রমথাস্তোয়মুচো যথা নদন্তি ॥ ৫১
ইতি সুহৃদো বচনং নিশম্য তত্ত্বং
তড়িমালেঃ স ময়স্ত বর্ণমালী।
রণশিরস্যসিতাঞ্জনাচলাভো
জগদে বাক্যমিদং নবেন্দুমালিম্ ॥ ৫২
বিদ্যুন্মালিন্ ন নঃ কালঃ সাধিতুং হ্যবহেলয়া।
করোমি বিক্রমেণৈতৎ পুরং ব্যসনবর্জ্জিতম্ ॥

কাখ্য অসুর কুলানন্দয়িতা নন্দী কর্ত্তৃক রুদ্র সমক্ষে সুসংরুদ্ধ হইল। সূত্রধর যেমন চন্দন শাতন করে, তেমনি নন্দী সেই দানবেশ্বরকে তীক্ষ্ণ পরশুধারে শাতিত করিলেন। পরশুপ্রহারে আহত হইয়া বলবান্ তারকাসুর অসি নিষ্কোষিত করিয়া শৈলসম্ভূত শরভের ন্যায় নন্দীর অভিমুখে ধাবিত হইল। তৎকালে নন্দী তাহাকে আক্রমণ করিয়া যজ্ঞোপবীতবৎ ছেদন করিলেন এবং সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তারকাসুর নিহত হইলে, সমস্ত গণেশ্বরগণ ভীষণ সিংহনাদ ও ভয়ঙ্কর শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন ময়দানব প্রমথগণের সেই নিনাদ ও বাদিত্রধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্বীয় পার্শ্বস্থ বিদ্যুন্মালীকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে বিদ্যুন্মালিন্! বহু বক্ত্র হইতে উচ্চারিত সাগর-নির্ঘোষের ন্যায় কি এ শব্দ শুনা যাইতেছে? এইরূপ আকস্মিক সিংহনাদের কারণ কি? গণপতিগণ যুদ্ধ করিতেছে, এবং গজেন্দ্রগণ পলায়ন করিতেছে, ইহারই বা কারণ কি? বল। ময় দানব এই কথা কহিলে, অংশুমালী রবির ন্যায় বিদ্যুন্মালী তদীয় বচনাঙ্কুশে আহত হইয়া তাহাকে বলিল,—হে বীর! যিনি যম, বরুণ, মহেন্দ্র ও রুদ্রের ন্যায় বীর্য্যশালী ছিলেন, সমস্ত সংগ্রামের অগ্রে যিনি অচলেন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতেন, যুদ্ধে যিনি বিপক্ষ-পক্ষ সন্তাপিত করিতেন, ভবদীয় যশোনিধি সেই অরিন্দম তারকাসুর অতিহর্ষে সুরগণের সম্মুখে রণক্ষেত্রে বহু যুদ্ধ করিয়া অবশেষে গণেন্দ্রগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। রবি ও অনলবৎ ভীষণ ও আয়তনেত্র তারকাসুর নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া প্রমথগণের নেত্র, রোম ও প্রাণ পুলকিত হইয়াছে। তাহারাই সজল জলদজালের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতেছে। ৪০—৫১। আত্মীয়বর তড়িন্মালীর মুখে অসিত অঞ্জনা-চলনিভ ময়দানব এই তথ্য-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে এই কথা কহিল যে, হে বিদ্যুন্মালিন্! আমাদের এখন অবহেলায় কালাতিপাত করা উচিত নহে। আমি বিক্রম প্রকাশ করিয়া এই পুর নিরাপদ্

বিদ্যুন্মালী ততঃ ক্রুদ্ধো ময়শ্চ ত্রিপুরেশ্বরঃ।
গণান্ জঘ্নতু রাবিষ্টৌ সহিতাস্তৈর্মহাসুরৈঃ॥
যেন যেন ততো বিদ্যুন্মালী যাতি ময়শ্চ সঃ।
তেন তেন পুরং শূন্যং প্রমথৈঃ প্রহৃতৈঃ কৃতম্
অথ যম-বরুণ-মৃদঙ্গঘোষৈঃ
পণব-ডিণ্ডিম-জ্যাস্বনপ্রঘোষৈঃ।
সকরতলপুটৈশ্চ সিংহনাদৈ-
র্ভবমভিপূজ্য সুরা বতস্থুঃ॥ ৫৬
সম্পূজ্যমানো দিতিজৈর্মহাত্মভিঃ
সহস্ররশ্মিপ্রতিমৌজসৈর্বিভুঃ।
অভিষ্টুতঃ সত্যরতৈস্তপোধনৈ-
র্যথাস্তশৃঙ্গাভিগতো দিবাকরঃ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ত্রিপুরদাহে তারকাখ্যবধো নামাষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩৮॥

করিব। তখন ত্রিপুরাধিপতি ময় ও বিদ্যুন্মালী ক্রুদ্ধ হইয়া প্রমথগণকে নিহত করিতে লাগিল। অন্যান্য মহাসুরেরা তাহাদের সহিত যোগ দান করিল। অনন্তর বিদ্যুন্মালী এবং ময় যে যে পথে যাইতে লাগিল, সেই সেই পথে প্রমথগণ প্রহৃত হইয়া তত্রত্য পুর প্রদেশ শূন্য করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর যম, বরুণপ্রমুখ সুরগণ মৃদঙ্গ, পণব, ডিণ্ডিম, জ্যাস্বন, করতলধ্বনি ও সিংহনাদে দেবদেব ভবকে পূজা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন অদিতিনন্দন মহাত্মা সহস্ররশ্মিবৎ অপ্রতিমতেজা দেবগণ বিভু মহাদেবকে পূজা করিতে লাগিলেন এবং অস্তাচলশৃঙ্গস্থ দিবাকরের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ তপোধনগণ তাঁহাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫২—৫৭।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৮।

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

তারকাখ্যে হতে যুদ্ধে উৎসার্য্য প্রমথান্ ময়ঃ।
উবাচ দানবান্ ভূয়ো ভূয়ঃ স তু ভয়াবৃতান্॥ ১
ভোঽসুরেন্দ্রাধুনা সর্ব্বে নিবোধধ্বং প্রভাষিতম্
যৎ কর্ত্তব্যং ময়া চৈব যুষ্মাভিশ্চ মহাবলৈঃ॥২
পুষ্যং সমেষ্যতে কালে চন্দ্রশ্চন্দ্রনিভাননাঃ।
যদৈকং ত্রিপুরং সর্ব্বং ক্ষণমেকং ভবিষ্যতি॥ ৩
কুরুধ্বং নির্ভয়াঃ কালে কোকিলাশংসিতেন চ।
স কালঃ পুষ্যযোগস্থ পুরস্য চ ময়া কৃতঃ॥ ৪
কালে তস্মিন্ পুরে যস্তু সন্ধাবয়তি সংহতিম্।
স এনং কারয়েচ্চূর্ণং বলিনৈকেষুণা সুরঃ॥ ৫
যোধাং প্রাণো বলং যচ্চ যা চ বো বৈরিতাসুরাঃ
তৎ কৃত্বা হৃদয়ে চৈব পালয়ধ্বমিদং পুরম্॥ ৬
মহেশ্বররথং হ্যেকং সর্ব্বপ্রাণেন ভীষণম্।

ঊনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—তারকাখ্য দানব যুদ্ধে নিহত হইলে পর ময় দানব প্রমথগণকে উৎসারিত করিয়া ভয়াকুল দৈত্যদলকে বলিতে লাগিল,—ওহে অসুরেন্দ্রগণ! আমার কথা শুন। এক্ষণে তোমাদিগের ও আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহাই বলিতেছি। হে চন্দ্রানন দানবগণ! যে সময়ে চন্দ্র-সূর্য্যের পুষ্যা নক্ষত্রে যোগ হইবে, তখন এক ক্ষণের জন্য এই ত্রিপুরও একত্র মিলিত হইবে। আমিও এইরূপ কালেরই বর লইয়াছিলাম। অতএব তোমরা নির্ভয়ে কোকিলবৎ মধুরালাপে কালাতিপাত কর। সেই সময়ে যদি কোনও দেবতা যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া রণস্থলে একটী মাত্র বেগবান্ বাণ দ্বারা এই পুরত্রয় চূর্ণ করিতে পারে, তবেই ইহার বিনাশ ঘটিবে, অন্যথা এই ত্রিপুরের বিনাশ নাই। তোমরা রণনৈপুণ্য, বল, বীর্য্য, বৈরিতা ইত্যাদি মনে রাখিয়া সেই পুষ্যযোগ যাবৎ এই ত্রিপুর পালন কর। কেবলমাত্র মহেশ্বরের

বিমুখীকুর্ব্বতাত্যর্থং যথা নোৎসৃজতে শরম্ ॥ ৭
তত্র এবং কৃতেঽস্মাভিস্ত্রিপুরস্যাপি রক্ষণে।
প্রতীক্ষিষ্যন্তি বিবশাঃ পুষ্যযোগং দিবৌকসঃ
নিশম্য তন্ময়স্যৈবং দানবাস্ত্রিপুরালয়াঃ।
মুহুঃ সিংহকৃতং কৃত্বা ময়মূচুর্যমোপমাঃ ॥ ৯
প্রযত্নেন বয়ং সর্ব্বে কুর্ম্মস্তব প্রভাষিতম্।
তথা কুর্ম্মো যথা রুদ্রো ন মোক্ষ্যতি পুরে শরম্
অত্র যাস্যাম সংগ্রামে তদ্রুদ্রস্য জিঘাংসবঃ।
কথয়ন্তি দিতেঃ পুত্রা হৃষ্টা ভিন্নতনূরুহাঃ ॥ ১১
কল্পং স্থাস্যন্তি বা স্বস্থং ত্রিপুরং শাশ্বতং ধ্রুবম্।
অদানবং বা ভবিতা নারায়ণপদত্রয়ম্ ॥ ১২
বয়ং ন ধর্ম্মং হাস্যামো যস্মিন্ প্রোক্ষতি নো ভবান্।
অদৈবতমদৈত্যং বা লোকং দ্রক্ষ্যন্তি মানবাঃ
ইতি সম্মন্ত্র্য হৃষ্টাস্তে পুরান্তর্বিবুধারয়ঃ।
প্রদোষে মুদিতা ভূত্বা চেরুর্ম্মন্মথচারতাম্ ॥ ১৪
মুহূর্ম্মুক্তোদয়ো ভ্রান্ত উদয়াগ্রং মহামণিঃ।
তমাংস্যুৎসার্য্য ভগবাংশ্চন্দ্রো জৃম্ভতি সোঽম্বরম্
কুমুদালঙ্কৃতে হংসো যথা সরসি বিস্তৃতে।
সিংহো যথা চোপবিষ্টো বৈদূর্য্যশিখরে মহান্ ॥
বিষ্ণোর্যথা চ বিস্তীর্ণে হারশ্চোরসি সংস্থিতঃ।
তথাবগাঢ়ে নভসি চন্দ্রোঽত্রিনয়নোদ্ভবঃ।
ভ্রাজতে ভ্রাজয়ল্লোঁকান্ সৃজন্ জ্যোৎস্নারসং বলাৎ ॥ ১৭
শীতাংশাবুদিতে চন্দ্রে জ্যোৎস্নাপূর্ণে পুরেঽসুরাঃ
প্রদোষে ললিতং চক্রুর্গৃহমাত্মানমেব চ ॥ ১৮
রথ্যাসু রাজমার্গেষু প্রাসাদেষু গৃহেষু চ।
দীপাশ্চম্পকপুষ্পাভা নাল্পস্নেহপ্রদীপিতাঃ ॥ ১৯
তদা মঠেষু তে দীপাঃ স্নেহপূর্ণাঃ প্রদীপিতাঃ।
গৃহাণি বসুমন্ত্যেষাং সর্ব্বরত্নময়ানি চ।

রথখানি যদি প্রাণপণে কোনমতে বিমুখ করিতে পার, তবেই সম্পূর্ণ নির্ভয় হওয়া যায়। শিব যাহাতে শর ত্যাগ করিতে না পারেন, তাহাই আমাদিগের করিতে হইবে। অতএব চন্দ্র-সূর্য্যের পুষ্যযোগ যাবৎ আমরা এই পুরত্রয় পালন করিয়া সুখে কালাতিক্রম করি। ময়ের এই কথা শুনিয়া ত্রিপুরবাসী যমোপম দানবগণ মুহুর্ম্মুহুঃ সিংহনাদপূর্ব্বক ময় দানবকে বলিতে লাগিল, হে দানবরাজ! আমরা প্রযত্ন সহকারে আপনার বাক্য পালন করিব। রুদ্র যাহাতে এই পুরে শর ত্যাগ করিতে না পারেন, আমরা তাহাই করিব। ১—১০। অতএব অদ্যই রুদ্রের নিধনার্থ সংগ্রামে গমন করা কর্ত্তব্য। দৈত্যগণ রোমাঞ্চিত-দেহে হৃষ্টচিত্তে এইরূপ বলিতে লাগিল যে, হয় এই ত্রিপুর কল্পকাল যাবৎ অবিকৃত থাকিবে,—চিরস্থায়ী হইবে, অথবা নারায়ণের ত্রিপাদভূমি—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল দানবশূন্য হইবে। আপনি যাহার জন্য বলিতেছেন, আমরা সেই ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিব না। মানবগণ এই ত্রিভুবন অদৈব কিংবা অদানব দেখিতে পাইবে। সেই দেবারিগণ এই রূপ মন্ত্রণান্তে হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব পুরে প্রবেশ করিল। পরদিন প্রদোষ-কালে সকলেই মুদিতচিত্তে কাম-ক্রীড়ায় নিরত হইল। তখন গগনতলে ভ্রমণশীল মহামণির ন্যায় ভগবান্ চন্দ্র তমোরাশি উৎসারণপূর্ব্বক উদিত হইলেন। কুমুদা-লঙ্কৃত বিশাল সরোবর-মধ্যস্থ হংস, বৈদূর্য্য শিখরোপবিষ্ট মহান্ সিংহ, এবং বিষ্ণুর বিপুল বক্ষস্থলগত হারের ন্যায় নীল নভোমণ্ডলে উদীয়মান অত্রি-নয়নোৎপন্ন চন্দ্র প্রবল বেগে জ্যোৎস্নারস বিসর্জ্জন দ্বারা লোকসকলের কান্তি-পুষ্টি বিধান করিয়া সমধিক দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। সেই প্রদোষকালে শীতাংশু উদিত হওয়ায় সর্ব্বদিক্ জ্যোৎস্নাপূর্ণ হইল। অসুরগণ তদ্দর্শনে নিজ নিজ গৃহের ও দেহের মণ্ডন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। রথ্যা, রাজপথ, প্রাসাদ, গৃহ—সর্ব্বত্রই প্রচুর স্নেহপূর্ণ চম্পক পুষ্পবৎ দীপসমূহ প্রকাশ পাইল। কিন্তু মঠমধ্যেই প্রদীপসমূহ সমধিক দীপ্তি পাইতে লাগিল। দানবগণের বাসগৃহসমূহ

জলতোঽপ্যদীপয়ন্ দীপাংশ্চন্দ্রোদয়মিব গ্রহাঃ॥২০
চন্দ্রাংশুভির্ভাসমানমন্তর্দীপৈঃ সুদীপিতম্।
উপদ্রবৈঃ কুলমিব পীয়তে ত্রিপুরে তমঃ॥ ২১
তস্মিন্ পুরে বৈ তরুণপ্রদোষে
চন্দ্রাট্টহাসে তরুণপ্রদোষে।
রত্যর্থিনো বৈ দনুজা গৃহেষু
সহাঙ্গনাভিঃ সুচিরং বিরেমুঃ॥ ২২
বিনোদিতা যে তু বৃষধ্বজস্য
পঞ্চেষবস্তে মকরধ্বজেন।
তত্রাসুরেষাসুরপুঙ্গবেষু
স্বাঙ্গাঙ্গনাঃ স্বেদযুতা বভূবুঃ॥ ২৩
কলপ্রলাপেষু চ দানবীনাং
বীণাপ্রলাপেষু চ মূর্চ্ছিতাংস্ত।
মত্তপ্রলাপেষু চ কোকিলানাং
সচাপবাণো মদনো মমন্থ॥ ২৪
তমাংসি নৈশানি দ্রুতং নিহত্য
জ্যোৎস্নাবিতানেন জগদ্বিতত্য।
খে রোহিণীং তাঞ্চ প্রিয়াং সমেত্য
চন্দ্রঃ প্রভাভিঃ কুরুতেঽধিরাজ্যম্॥ ২৫
স্থিত্বৈব কান্তস্য * তু পাদমূলে
কাচিদ্বরস্ত্রী স্বকপোলমূলে।
বিশেষকং চারুতরং করোতি
তেনাননং স্বং সমলঙ্করোতি॥ ২৬
দৃষ্ট্বাননং মণ্ডলদর্পণস্থং
মহাপ্রভা মে মুখজেতি জল্পা।
স্মৃত্বা বরাঙ্গী রমণেরিতানি
তৈনৈব ভাবেন রতীমবাপ॥ ২৭
রোমাঞ্চিতৈর্গাত্রবরৈর্যুবত্যো
রতানুরাগাদ্রমণেন চান্যাঃ।
স্বয়ং দ্রুতং যান্তি মদাভিভূতাঃ
ক্ষপা যথা চার্কদিনাবসানে॥ ২৮
পেপীয়তে চাতিরসানুবিদ্ধা
বিমার্গিতান্যা চ প্রিয়ং প্রসন্না।
কাচিৎ প্রিয়স্যাতিচিরাৎ প্রসন্না
আসীৎ প্রলাপেষু চ সম্প্রসন্না॥ ২৯

ধনরত্নপূর্ণ বলিয়া চন্দ্রোদয়ে অপরাপর গ্রহের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া রহিল। ১১—২০। উপরে চন্দ্রকিরণে সমাক্রান্ত, এবং অভ্যন্তরে প্রদীপ দ্বারা সুদীপিত হইয়া ত্রিপুরের তমোরাশি উপদ্রব দ্বারা সৎকুলের ন্যায় ক্ষীণ হইয়া পড়িল। চন্দ্রের অট্টহাস্যে সমুদ্ভাসিত সেই ত্রিপুরে তরুণ জনগণের প্রবল দোষোৎপাদক সেই তরুণ প্রদোষকালে দনুজগণ, রতি-কামনায় অঙ্গনাগণসহ বিহারে প্রবৃত্ত হইল। মকরকেতু পূর্ব্বে শিবের প্রতি যে পাঁচটী বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই বাণ পাঁচটীও তখন অসুর পুঙ্গবগণের কামক্রীড়া দর্শনে ত্রাসযুক্ত হইল। অসুরদিগের স্বীয় অঙ্গ ও অঙ্গনা উভয়ই শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তখন দানবীগণের কল-প্রলাপে, বীণার মূর্চ্ছনাপ্রলাপে, এবং কোকিলকুলের মত্ত প্রলাপে সধনুর্ব্বাণ মদনই যেন মথিত হইয়া পড়িল। চন্দ্র নৈশ তমো-রাশি অনায়াসে বিনাশ করিয়া, জ্যোৎস্নারূপ বিতান দ্বারা জগৎ আচ্ছাদন করিয়া এবং আকাশস্থ প্রিয়া রোহিণীর সহিত সঙ্গত হইয়া কিরণবিস্তার সহকারে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কোন রমণী কান্তের পাদমূলে অবস্থানপূর্ব্বক স্বীয় কপোলে চারুতর বিশেষক চিত্রিত করিয়া বদন-মণ্ডলের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিল। কোন নারী দর্পণে নিজ বদন দর্শনান্তে "আমার মুখের কি মনোহর শোভা!" এই বলিয়া পতির উত্তর বাক্য আলোচনাপূর্ব্বক প্রীতি প্রাপ্ত হইল। কতকগুলি মদাভিভূতা যুবতী, যুবজন সহ রতিলালসায়, রোমাঞ্চিত কায়ে, দিবাবসানে রজনীর ন্যায় দ্রুত গমন করিতে লাগিল। যে প্রিয়া—প্রিয়ের প্রতি প্রসন্না, সে তখন প্রিয়জনকে অনুসন্ধান করিয়া পান করাইতে লাগিল, আর কোন নারী অনেক কাল পরে প্রসন্ন হইয়া

* কামস্যেতি পাঠান্তরম্

গোশীর্ষযুক্তৈর্হরিচন্দনৈশ্চ
পঙ্কাঙ্কিতাঃ ক্ষীরধরাঃ সুরীণাম্।
মনোজ্ঞরূপা রুচিরা বভূবুঃ
পূর্ণামৃতস্তেব সুবর্ণকুম্ভাঃ ॥ ৩০
ক্ষতাধরোষ্ঠা ক্রতদোষরক্তা
ললন্তি দৈত্যা দয়িতাসু রক্তাঃ।
তন্ত্রীপ্রলাপাস্ত্রিপুরেষু রক্তাঃ
স্ত্রীণাং প্রলাপেষু পুনর্বিরক্তাঃ ॥ ৩১
ক্বচিৎ প্রবৃত্তং মধুরাভিগানং
কামস্য বাণৈঃ সুকৃতং নিধানম্।
আপানভূমীষু সুখপ্রমেয়ং
গেয়ং প্রবৃত্তস্ত্বথ সাধয়ন্তি ॥ ৩২
গেয়ং প্রবৃত্তস্ত্বথ শোধয়ন্তি
কেচিৎ প্রিয়াং তত্র চ সাধয়ন্তি।
কেচিৎ প্রিয়াং সম্প্রতিবোধয়ন্তি
সম্বুধ্য সম্বুধ্য চ রাময়ন্তি ॥ ৩৩
চুতপ্রসূনপ্রভবঃ সুগন্ধঃ
সূর্য্যে গতে বৈ ত্রিপুরে বভূব।
সমর্ম্মরো নূপুরমেখলানাং
শব্দশ্চ সম্বাধতি কোকিলানাম্ ॥ ৩৪
প্রিয়াবগূঢ়া দয়িতোপগূঢ়া
কাচিৎ প্ররূঢ়াঙ্গরুহাপি নারী।
সুচারুবাস্পাঙ্কুরপল্লবানাং
নবাম্বুসিক্তা ইব ভূমিরাসীৎ ॥ ৩৫
শশাঙ্কপাদৈরুপশোভিতেষু
প্রাসাদবর্য্যেষু বরাঙ্গনানাম্।
পানেন খিন্না দয়িতাতিবেলং
কপোলমাঘ্রাসি চ কিং মমেদম্।
আরোহ মে শ্রোণিমিমাং বিশালাং
পীনোন্নতাং কাঞ্চনমেখলাঢ্যাম্ ॥ ৩৬
রথ্যাসু চন্দ্রোদয়ভাসিতাসু
সুরেন্দ্রমার্গেষু চ বিস্তৃতেষু।
দৈত্যাঙ্গনা যূথগতা বিভান্তি
তারা যথা চন্দ্রমসো দিবান্তে ॥ ৩৭
অট্টাট্টহাসেষু চ চামরেষু
প্রেঙ্খাসু চান্যা মদলোলভাবাৎ।
সন্দোলয়ন্তে কলসম্প্রহাসাঃ
প্রোবাচ কাঞ্চীগুণসূক্ষ্মনাদা ॥ ৩৮

প্রিয়বাক্য দ্বারা প্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করিতে লাগিল। অসুর-নারীগণের পয়োধর সমূহ রক্তচন্দনযুক্ত হরিচন্দনপঙ্কে অঙ্কিত হইয়া অমৃতপূর্ণ সুবর্ণকুম্ভের ন্যায় মনোজ্ঞ ভাব লাভ করিল। ২১—৩০। ত্রিপুরপুর তখন তন্ত্রীপ্রলাপে নিতান্ত অনুরক্ত হইল; কামদোষারক্ত দৈত্যগণ দয়িতাজনে অনুরক্ত হইয়া ক্ষতাধরোষ্ঠে অতীব লোলচিত্ত হইল, তাহারা তখন রমণীগণের প্রলাপ বচনে বিরক্ত হইয়া উঠিল। কোন স্থানে মধুর গান প্রবৃত্ত হইল; কামের বাণগণও সেখানে উত্তমরূপে নিহিত হইল। আপান ভূমিতে বিলাস-সুখদায়ক তৎকালযোগ্য গানারম্ভ হইল। দানবগণ স্থানে স্থানে কত সাধ্য-সাধনা, ক্ষমাপ্রার্থনা ও প্রবোধদানাদি দ্বারা প্রিয়াদিগকে বশীভূত করিয়া সুরত সাধনে উদ্যত হইল। সূর্য্যাপগমে ত্রিপুরমধ্যে চুত কুসুম-সুগন্ধ পরিব্যাপ্ত হইল! কোকিল-কাকলীসমাকুল, সমর্ম্মর নূপুর-মেখলাধ্বনিও শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। প্রিয়পতি কর্ত্তৃক সমালিঙ্গিতা কোনও রমণী রোমাঞ্চিতশরীরে নবাম্বুসিক্তা সুচারু শষ্পাঙ্কুরভূমির ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল।২১—৩৫। বরাঙ্গনাগণের শশাঙ্ককিরণোপশোভিত প্রাসাদসমূহে দয়িতারা পান জন্য খিন্ন হইয়া প্রিয়জনকে বলিল,—কপোল আঘ্রাণ করিতেছ কেন? আমার এই কাঞ্চনমেখলামণ্ডিত, পীনোন্নত, বিশাল শ্রোণীতে আরোহণ কর! চন্দ্র-সমুদ্ভাসিত রথ্যায় ও বিস্তৃত রাজপথে দলবদ্ধ দৈত্যাঙ্গনাগণ তারাসম শোভা পাইতে লাগিল। অট্টাট্টহাস ও চামরান্দোলনাদি বিলাসব্যাপারে মদলোল ভাবহেতু রমণীরা কল-হাস্য সহকারে কাঞ্চীগুণসম সূক্ষ্ম স্বরে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে লাগিল।

অম্লানমালান্বিতসুন্দরীণাং
পর্য্যায় এষোহস্তি চ হর্ষিতানাম্‌।
শ্রূয়ন্তি বাচঃ কলধৌতকল্পা
বাপীষু চান্তে কলহংসশব্দাঃ ॥ ৩৯
কাঞ্চীকলাপশ্চ সহাঙ্গরাগঃ
প্রেঙ্খাসু তদ্রাগকৃতাশ্চ ভাবাঃ।
ছিন্দন্তি তাসামসুরাঙ্গনানাং
প্রিয়ালয়ান্মন্মথমার্গণানাম্ ॥ ৪০
চিত্রাম্বরশ্চোদ্ধৃতকেশপাশঃ
সন্দোল্যমানঃ শুশুভেহসুরীণাম্।
সুচারুবেশাভরণৈরুপেত-
স্তারাগণৈর্জ্যোতিরিবাস চন্দ্রঃ ॥ ৪১
সন্দোলনাদুচ্ছসিতৈশ্ছিন্নসূত্রৈঃ
কাঞ্চীভ্রষ্টৈর্মণিভির্বিপ্রকীর্ণৈঃ।
দোলাভূমিস্তৈর্বিচিত্রা বিভাতি
চন্দ্রস্য পার্শ্বোপগতৈর্বিচিত্রা ॥ ৪২
সচন্দ্রিকে সোপবনে প্রদোষে
রুতেষু বৃন্দেষু চ কোকিলানাম্।
শরব্যয়ং প্রাপ্য পুরেহসুরাণাং
প্রক্ষীণবাণো মদনশ্চচার ॥ ৪৩
ইতি তত্র পুরেহমরদ্বিষাণাং
সপদি হি পশ্চিমকৌমুদী তদাসীৎ।
রণশিরসি পরাভবিষ্যতাং বৈ
ভবতুরগৈঃ কৃতসঙ্কয়া অরীণাম্ ॥ ৪৪
চন্দ্রোঽথ কুন্দকুসুমাকরহারবর্ণো
জ্যোৎস্নাবিতানরহিতোঽভ্রসমানবর্ণঃ
বিচ্ছায়তাং হি সমুপেত্য ন ভাতি তদ্বদ্-
ভাগ্যক্ষয়ে ধনপতিশ্চ নরো বিবর্ণঃ ॥ ৪৫
চন্দ্রপ্রভামরুণসারথিনাভিভূয়
সন্তপ্তকাঞ্চনরথাঙ্গসমানবিম্বঃ।
স্থিত্বোদয়াগ্রমুকুটে বহুরেব সূর্য্যো
ভাত্যম্বরে তিমিরতোয়বহাং তরিষ্যন্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ত্রিপুরকৌমুদী
নামৈকোনচত্বারিংশদধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৯ ॥

অম্লানমালান্বিত হরষিত দৈত্যসুন্দরীগণের বচনাবলী কলধৌতময় বাপীস্থ কলহংসরবের সহিত মিলিতভাবে শ্রুত হইতে লাগিল। অসুরীদিগের বিচিত্রাম্বরোপরি সম্বদ্ধ সুচারু-বেশাভরণোপেত কবরীভার, তারাগণ-মধ্যগত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। আন্দোলনকালীন উচ্ছাসবশে কাঞ্চীদাম ছিন্ন হওয়ায় মণিগণ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল; তাহাতে দোলাভূমি, তারাগণ পরি-বেষ্টিত চন্দ্রোদ্ভাসিত গগনমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মদন দেব সেই ত্রিপুর-রণস্থলে, প্রদোষ, চন্দ্রিকা, উপবন ও কোকিলকাকলী, প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া নিজ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ক্রমে বাণশূন্য হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অমরবৈরি-গণের ভাবিকালে পরাভব হইবে বলিয়াই কৌমুদী ক্রমে ক্রমে রবিতুরগ-খুরাঘাতে ক্ষীণ হইয়া পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিলেন। চন্দ্র,—কুন্দকুসুমস্তবক-প্রভ, তার পর মুক্তাহার তুল্য, অতঃপর জ্যোস্নাবিতানহীন, পরে অভ্রসমানবর্ণ, শেষে কান্তিহীন ও প্রকাশশূন্য হইয়া পড়িল; ভাগ্য ক্ষয় হইলে ধনপতি মানবও বিবর্ণ ভাব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর রবি-সারথি অরুণ, নিজ প্রতাপে চন্দ্রপ্রভাকে পরা-জিত করিল; তপ্তকাঞ্চন-চক্রসম সূর্য্যদেব, উদয়াদ্রি-মুকুটে অবস্থানপূর্ব্বক অতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন, তিনি সেই তিমির-জলবাহিনীকে অতিক্রম করিতে উদ্যত হইয়াছেন।৩৬—৪৬।

উনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

উদিতে তু সহস্রাংশৌ মেরৌ ভাসাকরে রবৌ
নদদ্দেববলং কৃৎস্নং যুগান্ত ইব সাগরঃ॥ ১
সহস্রনয়নো দেবস্ততঃ শক্রঃ পুরন্দরঃ।
সবিত্তদঃ সবরুণস্ত্রিপুরং প্রযযৌ হরঃ॥ ২
তে নানাবিধরূপাশ্চ প্রমথাতিপ্রমাথিনঃ।
যযুঃ সিংহরবৈর্ঘোরৈর্ব্বাদিত্রনিনদৈরপি॥ ৩
ততো বাদিতবাদিত্রৈশ্চাতপত্রৈর্ম্মহাদ্রুমৈঃ।
বভূব তদ্বলং দিব্যং বনং প্রচলিতং যথা॥ ৪
তদাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য রৌদ্রং রুদ্রবলং মহৎ।
সঙ্ক্ষোভো দানবেন্দ্রাণাং সমুদ্রপ্রতিমো বভৌ
তে চাসীন্ পট্টিশান্ শক্তীঃ শূল-দণ্ড-পরশ্বধান্
শরাসনানি বজ্রাণি গুরূণি মুষলানি চ॥ ৬
প্রগৃহ্য কোপরক্তাক্ষাঃ সপক্ষা ইব পর্ব্বতাঃ।
নিজঘ্নুঃ পর্ব্বতঘ্নায় ঘনা ইব তপাত্যয়ে॥ ৭
সবিদ্যুন্মালিনস্তে বৈ সময়া দিতিনন্দনাঃ।
মোদমানাঃ সমাসেদুর্দেবদেবং সুরারয়ঃ॥ ৮
মর্ত্ত্যব্যক্তবুদ্ধীনাং জয়ে চানিশ্চিতাত্মনাম্।
অবলানাং চমূহ্যাসীদবলাবয়বা ইব॥
বিগর্জ্জন্ত ইবাম্ভোদা অম্ভোদসদৃশত্বিষঃ।
প্রযুদ্ধা যুদ্ধকুশলাঃ পরস্পরকৃতাগসঃ॥ ১০
ধূমায়ন্তো জ্বলন্তিশ্চ আয়ুধৈশ্চন্দ্রবর্চ্চসৈঃ।
কোপাদ্ধা যুদ্ধলুব্ধাশ্চ কুট্টয়ন্তে পরস্পরম্॥ ১১
বজ্রাহতাঃ পতন্ত্যন্যে বাণৈরন্যে বিদারিতাঃ।
অন্যে বিদারিতাশ্চক্রৈঃ পতন্তি হ্যুদধের্জ্জলে॥
ছিন্নস্রগ্দামহারাশ্চ প্রমৃষ্টাম্বরভূষণাঃ।
তিমি-নক্রগণে চৈব পতন্তি প্রমথাঃ সুরাঃ॥১৩
গদানাং মুষলানাঞ্চ তোমরাণাং পরশ্বধাম্।
বজ্রশূলর্ষ্টিপাতানাং পট্টিশানাঞ্চ সর্ব্বতঃ॥ ১৪

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

১ সূত বলিলেন—সহস্রাংশু প্রভাকর রবিদেব মেরুগিরিতে উদিত হইলে দেবসৈন্যগণ পূর্ব্ববৎ যুগান্তকালীন সাগরের ন্যায় একত্র মিলিত হইলেন। ভগবান্ হর,—সহস্রনয়ন পুরন্দর ইন্দ্র, ধনপতি ও জলপতি, সহ ত্রিপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিবিধাকার প্রমথ ও অতিপ্রমথাদি গণগণ ঘোর সিংহনাদ ও বাদিত্র শব্দ করিতে করিতে তাঁহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিল। সেই দেববল প্রচলিত হইলে তাঁহাদিগের উচ্ছ্রিত আতপত্রসমূহ বৃহৎ বৃক্ষাকার এবং বাদ্যশব্দ বনধ্বনির সাদৃশ্য লাভ করিল; এ নিমিত্ত দেববল তখন সঞ্চরণশীল বনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই রৌদ্রাকার রুদ্রবল আপতিত হইতেছে দর্শনে, সাগরপ্রতিম দানবেন্দ্রগণ মধ্যে মহাসংক্ষোভ উপস্থিত হইল। তাহারা কোপারুণ-নয়নে অসি, পট্টিশ, শক্তি, শূল, দণ্ড, পরশু, শরাসন, বজ্র ও মুষলাদি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পক্ষযুক্ত পর্ব্বতগণের ন্যায় পর্ব্বতঘাতী ইন্দ্রকে বর্ষাকালীন ঘনাবলীর বারিবর্ষণবৎ বাণ বৃষ্টি করিয়া আহত করিতে লাগিল। সুরবৈরী দিতিনন্দনগণ বিদ্যুন্মালী ও ময়দানবকে পূর্ব্ববর্ত্তী করিয়া সানন্দমনে দেবদেবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তারক নিহত হওয়ায় অবল দানবদল জয়াশা বিষয়ে সংশয়িতচিত্তে মরণ পণ করিয়া রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাকিলে উহাদিগের অবয়ব সকলও অবল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রণনিপুণ দানবগণ জলধরসদৃশ গভীর গর্জ্জন সহকারে পরস্পর স্পর্দ্ধাবচন বিন্যাসপূর্ব্বক ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।১—১০। তখন কেহ বজ্রাঘাতে ভূপতিত, এবং কেহ কেহ বাণপ্রহারে নির্ভিন্ন হইল; কেহ বা চক্রদ্বারা বিদারিত হইয়া উদধিমধ্যে পতিত হইল। দেবসৈন্য ও প্রমথগণের হারমাল্য ও বস্ত্রাভরণাদি ছিন্নভিন্ন ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। অনেকে তিমি-নক্রগণাবৃত সাগরমধ্যে নিমজ্জিত হইল। চতুর্দ্দিকে গদা, মুষল, তোমর, পরশ্বধ, বজ্র, শূল ও ঋষ্টি, পট্টিশ,

গিরিশৃঙ্গোপলানাঞ্চ প্রেরিতানাং প্রমন্যুভিঃ।
সজবানাং দানবানাং সধূমানাং রবিত্বিষাম্।
আয়ুধানাং মহানোঘঃ সাগরৌঘে পতত্যপি ॥১৫
প্রবৃদ্ধবেগৈস্তৈস্তত্র সুরাসুরকরেরিতৈঃ।
আয়ুধৈস্ত্রস্তনক্ষত্রঃ ক্রিয়তে সংক্ষয়ো মহান্ ॥১৬
ক্ষুদ্রাণাং গজয়োর্যুদ্ধে যথা ভবতি সংক্ষয়ঃ।
দেবাসুরগণৈস্তদ্বৎ তিমি নক্রক্ষয়োঽভবৎ ॥১৭
বিদ্যুন্মালী চ বেগেন বিদ্যুন্মালী ইবাম্বুদঃ।
বিদ্যুন্মালঘনোন্নাদো নন্দীশ্বরমভিদ্রুতঃ ॥ ১৮
স তং তমোঽরিবদনং প্রণদন্ বদতাং বরঃ।
উবাচ যুধি শৈলাদিং দানবোঽম্বুধিনিস্বনঃ ॥ ১৯
যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী তু বলবান্ বিদ্যুন্মাল্যহমাগতঃ।
যদি ত্বিদানীং মে জীবন্ মুচ্যসে নন্দিকেশ্বর।
ন বিদ্যুন্মালিহননং বচোভির্যুধি দানবঃ ॥ ২০
তমেবংবাদিনং দৈত্যং নন্দীশস্তপতাং বরঃ।
উবাচ প্রহরংস্তত্র বাদ্যলঙ্কারবচ্চঃ ॥ ২১
দানবা ধর্ম্মকামাণাং নৈষোঽবসর ইত্যতঃ।
শক্তো হন্তুং কিমাত্মানং জাতিদোষাদ্বিকত্থসি
যদি তাবন্ময়া পূর্ব্বং হতোঽসি পশুবদ্যথা।
ইদানীং বা কথং নাম ন হিংস্যে ক্রতুদূষণম্ ॥২৩
সাগরং তরতে দোর্ভ্যাং পাতয়েদ্যো দিবাকরম্
সোঽপি মাং শক্নুয়ান্নৈব চক্ষুর্ভ্যাং সমবীক্ষিতুম্
ইত্যেবংবাদিনং তত্র নন্দিনং তন্নিভো বলে।
বিভেদৈকেষুণা দৈত্যঃ করণার্ক ইবাম্বুদম্ ॥২৫
বক্ষসঃ স শরস্তস্য পপৌ রুধিরমুত্তমম্।
সূর্য্যস্ত্বাত্মপ্রভাবেণ নদ্যর্ণবজলং যথা ॥ ২৬
স তেন সুপ্রহারেণ প্রথমক্ষাতি-রোষিতঃ।
হস্তেন বৃক্ষমুৎপাট্য চিক্ষেপ গজরাড়িব ॥ ২৭
বায়ুন্নঃ স চ তরুঃ শীর্ণপুষ্পো মহারবঃ।
বিদ্যুন্মালিশরৈশ্ছিন্নঃ পপাত পতগেশবৎ ॥২৮

গিরিশৃঙ্গ ও প্রস্তরাদি অস্ত্রশস্ত্র বর্ষিত হইতে লাগিল। বেগবান্ দানবগণ সক্রোধে ধূমোদ্গিরণকারী সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল আয়ুধ সকল এমন বেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল যে, উহা সাগরতরঙ্গে পতিত হইতে লাগিল। সুরাসুরকর-নির্ম্মুক্ত বেগবান্ অস্ত্র সকল নভোমণ্ডলে নক্ষত্ররাজির ন্যায় শোভাধারণ-পূর্ব্বক মহান্ ক্ষয়সাধন করিল। গজদ্বয়ের যুদ্ধারম্ভ হইলে ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের যেমন ক্ষয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই দেবাসুরযুদ্ধে সমুদ্র-গত তিমিনক্রাদিরও সংহার ঘটিতে লাগিল। বিদ্যুন্মালী জলধরের ন্যায় বিদ্যু ন্মালী দানব —বিদ্যুন্মালী মেঘসম গভীরগর্জ্জন সহকারে নন্দীশ্বরের দিকে ধাবিত হইল। বাগ্মিবর সেই দানব রণস্থলে অগ্রসর হইয়া চন্দ্রানন নন্দীশকে কহিল,—আমি বলবান্ বিদ্যুন্মালী, যুদ্ধ কামনায় আসিয়াছি। হে নন্দিকেশ্বর! তুমি আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া যাইতে পারিবে না। কেবলমাত্র বচন-বিন্যাসেই বিদ্যুন্মালীকে হনন করা যায় না। ১১—২০। বিদ্যুন্মালী এইরূপ বলিতে থাকিলে তাপসবর নন্দীশ্বর তাহাকে প্রহার করিয়া এই সাহঙ্কার বাক্য বলিলেন,—হে দানবগণ! আমরা ধার্ম্মিক বলিয়া জানি যে, ইহা তোমাকে সংহার করিবার যোগ্য কাল নহে; এজন্য তোমাকে হত্যা করিতেছি না। তুমি জাতিদোষবশে শ্লাঘা করিতেছ কেন? পূর্ব্বে তুমি আমার হস্তে পশুবৎ লাঞ্ছিত হইয়াছ, এক্ষণেই বা যজ্ঞ-দ্বেষী তুমি—তোমাকে হিংসা না করিব কেন? যে জন বাহু সহায়ে সাগর পার হয়, কিম্বা দিবাকরকেও পাতিত করিতে পারে, সেও আমাকে চক্ষুঃ দ্বারা দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। নন্দী এইরূপ বলিতে থাকিলে তৎ-সম বলবান্ বিদ্যুন্মালী দানব একটী বাণদ্বারা শারদ সূর্য্য যেমন মেঘমালাকে ভেদ করে, তদ্রূপ নন্দীকে নির্ভিন্ন করিল। সূর্য্য যেমন স্বীয় প্রভাবে সরিৎসাগরাদির জল পান করেন, সেই বাণ, তদ্রূপ নন্দীর বক্ষঃস্থলস্থ উত্তম রুধির পান করিতে লাগিল। নন্দী এই দারুণ প্রহারে অতীব রোষিত হইয়া গজরাজবৎ হস্ত দ্বারা একটী বৃক্ষ উৎপাটন-পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। সেই বায়ুচালিত তরুবর পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে মহাশব্দে

বৃক্ষমালোক্য তং ছিন্নং দানবেন বরেষুভিঃ।
রোষমাহারয়ৎ তীব্রং নন্দীশ্বরঃ সুবিগ্রহঃ ॥ ২৮
সোদ্যম্য করমারাবে রবিশক্রকরপ্রভম্।
দুদ্রাব হন্তুং স ক্রূরং মহিষং গজরাড়িব ॥ ২৯
তমাপতন্তং বেগেন বেগবান্ প্রসভং বলাৎ।
বিদ্যুন্মালী শরশতৈঃ পূরয়ামাস নন্দিনম্ ॥৩১
শরকণ্টকিতাঙ্গো বৈ শৈলাদিঃ সোঽভবৎ পুনঃ
অরের্গৃহ্য রথং তস্য মহতঃ প্রযযৌ জবাৎ ॥ ৩২
বিলম্বিতাশ্বো বিশিরো ভ্রামিতশ্চ রণে রথঃ।
পপাত মুনিশাপেন সাদিত্যোঽর্করথো যথা ॥
অন্তরান্নির্গতশ্চৈব মায়য়া স দিতেঃ সুতঃ।
আজঘান তদা শক্ত্যা শৈলাদিং সমবস্থিতম্ ॥৩৪
তামেব তু বিনিষ্ক্রম্য শক্তিং শোণিতভূষিতাম্
বিদ্যুন্মালিং সমুদ্দিশ্য চিক্ষেপ প্রমথাগ্রণীঃ ॥ ৩৭

তয়া ভিন্নতনুত্রাণো বিভিন্নহৃদয়স্তথাপি।
বিদ্যুন্মাল্যপতদ্ভূমৌ বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ৩৬
বিদ্যুন্মালিনি নিহতে সিদ্ধ-চারণ-কিন্নরাঃ।
সাধু সাধ্বিতি চোক্তা তেঽপূজয়ন্ত উমাপতিম্
নন্দিনা সাদিতে দৈত্যে বিদ্যুন্মালৌ হতে ময়ঃ
দদাহ প্রমথানীকং বনমগ্নিরিবোদ্ধতঃ ॥ ৩৮
শূলনির্দ্দারিতোরস্কা গদাচূর্ণিতমস্তকাঃ।
ইষুভির্গাঢ়বিদ্ধাশ্চ পতন্তি প্রমথার্ণবে ॥ ৩৯
অথ বজ্রধরো যমোঽর্থদঃ
স চ নন্দী স চ ষণ্মুখো গুহঃ।
ময়মসুরবীরমসম্প্রবৃত্তং
বিবিধুঃ শস্ত্রবরৈস্তদারয়ঃ ॥ ৫০
নাগস্তু নাগাধিপতেঃ শতাক্ষং
ময়ো বিদার্য্যেষুবরেণ তূর্ণম্।
যমঞ্চ বিত্তাধিপতিঞ্চ বিদ্ধা
ররাস মত্তাম্বুদবৎ তদানীম্ ॥ ৪১

যাইতে থাকিলে বিদ্যুন্মালী বহু বাণ দ্বারা উহাকে ছেদন করিয়া ফেলিল ; তখন সেই বৃক্ষ বৃহৎ পক্ষিবৎ ভূভাগে পতিত হইল। দানবশরনিকরে সেই বৃক্ষ ছিন্ন হইল দেখিয়া মহাবীর নন্দী সমধিক ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তখন গভীর গর্জ্জন সহকারে চন্দ্র-সূর্য্য-কর সম নিজ কর উদ্যত করিয়া মহিষের প্রতি গজরাজের ন্যায় সেই ক্রূর দানবের প্রতি ধাবিত হইলেন। ২১—৩০। বেগবান্ বিদ্যুন্মালী নন্দীকে সবেগে আসিতে দেখিয়া অতি দ্রুত বহু শত শর দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল।" শিলাদ-নন্দন নন্দী তখন শর দ্বারা কণ্টকিতাঙ্গ হইয়াও বিদ্যুন্মালীর রথ গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে ঠেলিয়া লইয়া চলিলেন। তাহাতে সেই রথের অশ্ব সকল ভূবিলম্বিত এবং মস্তক ভাগ ভগ্ন হইয়া গেল, উহা ঘুরিতে ঘুরিতে মুনিশাপপ্রভাবে সূর্য্যসহ সূর্য্যরথের ন্যায় পতিত হইল। দিতিনন্দন বিদ্যুন্মালী মায়া-বলে সহসা রথমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া সম্মুখস্থ শিলাদপুত্রকে শক্তি দ্বারা আঘাত করিল। প্রমথগণাগ্রণী নন্দী নিজ দেহ হইতে উৎপাটিত করিয়া শোণিতাপ্লুত সেই শক্তিই বিদ্যুন্মালীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তিপ্রহারে বিদ্যুন্মালীর সবর্ম্ম হৃদয়প্রদেশ ভিন্ন হইল ; সেই দানব বজ্রাহত গিরিবরবৎ ভূতলে পতিত হইল। বিদ্যুন্মালী নিহত হইলে সিদ্ধচারণ ও কিন্নরগণ 'সাধু, সাধু" বলিয়া উমাপতিকে সৎকৃত করিতে লাগিলেন। নন্দী কর্ত্তৃক বিদ্যুন্মালী নিহত হইলে ময়দানব, অগ্নিকৃত বনদহনের ন্যায় প্রথমসৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিল। প্রমথগণ তখন, শূলাঘাতে বিদীর্ণবক্ষ, গদাপ্রহারে চূর্ণিতমস্তক এবং বাণপ্রহারে গাঢ়বিদ্ধ হইয়া সাগরমধ্যে পড়িতে লাগিল। পরে হতশত্রু বজ্রধর, যম, ধনপতি, নন্দী ও ষড়ানন কার্ত্তিকেয়,—ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধাসক্ত বীরবর ময়াসুরকে বিবিধ শস্ত্রাস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।৩১—৪০। ময়দানব তখন সত্বর উত্তম শর প্রহারে নাগপতি ইন্দ্রের শতাক্ষ নাগরাজকে বিদারিত করিয়া যমকে ও কুবেরকও বাণাঘাতে নির্ভিন্ন করিল এবং

ততঃ শরৈঃ প্রমথগণৈশ্চ দানবাঃ
দৃঢ়াহতাশ্চোত্তমবেগবিক্রমাঃ।
ভৃশান্নুবিদ্ধাস্ত্রিপুরং প্রবেশিতা
যথা শিবশ্চক্রধরেণ সংযুগে ॥ ৪২
ততস্তু শঙ্খানকভেরিমর্দ্দলাঃ
সসিংহনাদা দনুপুত্রভঙ্গদাঃ।
কপর্দ্দিসৈন্যে প্রবভুঃ সমন্ততো
নিপাত্যমানা যুধি বজ্রসন্নিভাঃ ॥ ৪৩
অথ দৈত্যপুরাভাবে পুষ্যযোগো বভূব হ।
বভূব চাপি সংযুক্তং তদ্‌যোগেন পুরত্রয়ম্ ॥৪৪
ততো বাণং ত্রিধা দেবস্ত্রিদৈবতময়ং হরঃ।
মুমোচ ত্রিপুরে তূর্ণং ত্রিনেত্রস্ত্রিপথাধিপঃ ॥ ৪৫
তেন মুক্তেন বাণেন বাণপুষ্পসমপ্রভম্।
আকাশং স্বর্ণসঙ্কাশং কৃতং সূর্য্যেণ রঞ্জিতম্ ॥ ৪৬
মুক্ত্বা ত্রিদৈবতময়ং ত্রিপুরে ত্রিদশঃ শরম্।
ধিগ্‌ধিগ্‌মামিতি চক্রন্দ কষ্টং কষ্টমিতি ব্রুবন্ ॥ ৪৬

বৈধুর্য্যং দৈবতং দৃষ্ট্বা শৈলাদির্গজবদ্গতঃ।
কিমিদন্ত্বিতি পপ্রচ্ছ শূলপাণিং মহেশ্বরম্ ॥ ৪৮
ততঃ শশাঙ্কতিলকঃ কপর্দ্দী পরমার্ত্তবৎ।
উবাচ নন্দিনং ভক্তঃ স ময়োঽস্য বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥
অথ নন্দীশ্বরস্তূর্ণং মনোমারুতবদ্বলী।
শরে ত্রিপুরমায়াতি ত্রিপুরং প্রবিবেশ সঃ ॥৫০
স ময়ং প্রেক্ষ্য গণপঃ প্রাহ কাঞ্চনসন্নিভঃ।
বিনাশস্ত্রিপুরস্যাস্য প্রাপ্তো ময় সুদারুণঃ ॥ ৫১
অনেনৈব গৃহেণ ত্বমপক্রাম ব্রবীম্যহম্।
শ্রুত্বা তন্নন্দিবচনং দৃঢ়ভক্তো মহেশ্বরে।
তেনৈব গৃহমুখ্যেণ ত্রিপুরাদপসর্পিতঃ ॥ ৫২
সোঽপীষুঃ পত্রপুটবদ্দগ্ধ্বা তন্নগরত্রয়ম্।
ত্রিধা ইব হুতাশশ্চ সোমো নারায়ণস্তথা ॥ ৫৩
শরতেজঃপরীতানি পুরাণি দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
দুষ্পুত্রদোষাদ্দহ্যন্তে কুলান্যর্দ্ধং যথা তথা ॥ ৫৪
মেরু-কৈলাসকল্পানি মন্দরাগ্রনিভানি চ।

মত্ত মেঘবৎ গর্জ্জন করিতে লাগিল। অতঃপর সেই দারুণ রণে দানবগণ উত্তম বেগবিক্রমসম্পন্ন হইয়াও দেব-প্রমথগণের অস্ত্রশস্ত্রাঘাতে গাঢ়রূপে বিদ্ধ হইতে লাগিল। তাহারা ক্রমে চক্রপাণির বাণাঘাতে শিবের ন্যায় পুরপ্রবেশে বাধ্য হইল। তখন দেবসৈন্যমধ্যে, দানবগণের, রণ-ভঙ্গসূচক-ইতস্ততঃ কুলিশপাতসম সিংহনাদ সহকৃত শঙ্খ ভেরী ও মর্দ্দলাদির প্রবলধ্বনি উত্থিত হইল। ৪১—৪৩। ইহার পর দৈত্যপুরনাশী পুষ্যযোগ উপস্থিত হইল ; এই যোগ উপলক্ষে সেই পুরত্রয়ও একত্র মিলিত হইল। তখন ত্রিপথাপতি ত্রিনেত্র হর, ত্বরা সহকারে সেই ত্রিদৈবতময় ত্রিধা-তেজঃসম্পন্ন বাণ ত্রিপুরোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। সেই বাণপ্রভা, সূর্য্যকিরণ সহ মিলিত হইয়া নীল-ঝিণ্টীপুষ্পসমপ্রভ আকাশমণ্ডলকে স্বর্ণসঙ্কাশ প্রকাশময় করিল। ত্রিদশাধীশ মহেশ্বর ত্রিপুরে সেই ত্রিদৈবতময় শর পরিত্যাগ করিয়া "কি কষ্ট! কি কষ্ট! আমাকে ধিক্! ধিক্!" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভুর বিধুরতা দেখিয়া শিলাদনন্দন গজবৎ তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া 'এ কি?' বলিয়া শূলপাণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে মহেশ্বর কহিলেন যে, আমার ভক্ত ময় দানব বিনষ্ট হইবে! নন্দীশ্বর এই কথা শুনিয়া মনঃপবনসম সত্বরগমনে শরপ্রবেশের পূর্ব্বেই ত্রিপুরে প্রবেশ করিলেন। সেই কাঞ্চনকান্তি গণপতি ময়কে দেখিয়া কহিলেন—হে ময়! এই ত্রিপুরের সুদারুণ বিনাশ উপস্থিত। আমি বলিতেছি,—তুমি এই গৃহ সহ অপক্রমণ কর। মহেশ্বরে দৃঢ় ভক্তিমান্ সেই ময় দানব নন্দীর বাক্যানুসারে সেই গৃহ লইয়াই ত্রিপুর হইতে অপসৃত হইল। ৪৪—৫২। সেই বাণও পর্ণকুটীরবৎ সেই নগরত্রয় দগ্ধ করিয়া ফেলিল। তখন বাণমধ্যগত হুতাশন, চন্দ্র ও বিষ্ণুর তেজঃ, তিনভাগে বিভক্ত হইয়াই জ্বলিতে লাগিল। হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! শরতেজোব্যাপ্ত পুরত্রয়, দুষ্পুত্র-দোষে অর্দ্ধদগ্ধ সৎকুলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে

সকপাট-গবাক্ষাণি বলিভিঃ শোভিতানি চ ॥৫৫
সপ্রাসাদানি রম্যাণি কূটাগারোৎকটানি চ।
সজলানি সমাখ্যানি সাবলোকনকানি চ॥ ৫৬
বহুধ্বজ-পতাকানি স্বর্ণ-রৌপ্যময়ানি চ।
গৃহাণি তস্মিংস্ত্রিপুরে দানবানামুপদ্রবে।
দহ্যন্তে দহনাভানি দহনেন সহস্রশঃ॥ ৫৭
প্রাসাদাগ্রেষু রম্যেষু বনেষুপবনেষু চ।
বাতায়নগতাশ্চান্যাশ্চাকাশস্য তলেষু চ॥ ৫৮
রমণৈরুপগূঢ়াশ্চ রমন্ত্যো রমণৈঃ সহ।
দহ্যন্তে দানবেন্দ্রাণামগ্নিনা হ্যপি তাঃ স্ত্রিয়ঃ॥৫৯
কাচিৎ প্রিয়ং পরিত্যজ্য অশক্তা গন্তুমন্ততঃ।
পুরঃ প্রিয়স্য পঞ্চত্বং গতাগ্নিবদনে ক্ষয়ম্॥ ৬০
উবাচ শতপত্রাক্ষী সাস্রাক্ষীব কৃতাঞ্জলিঃ।
হব্যবাহন ভার্য্যাহং পরস্য পরতাপন।
ধর্ম্মসাক্ষী ত্রিলোকস্য ন মাং স্প্রষ্টুমিহার্হসি॥৬১
শায়িতঞ্চ ময়া দেব শিবয়া চ শিবপ্রভ।
পরেণ প্রৈহি মুক্তেদং গৃহঞ্চ দয়িতং হি মে॥৬২
একা পুত্রমুপাদায় বালকং দানবাঙ্গনা।
হুতাশনসমীপস্থা ইত্যুবাচ হুতাশনম্॥ ৬৩
বালোঽয়ং দুঃখলব্ধশ্চ ময়া পাবক পুত্রকঃ।
নার্হস্যেনমুপাদাতুং দয়িতং ষণ্মুখপ্রিয়॥ ৬৪
কাশ্চিৎ প্রিয়ান্ পরিত্যজ্য পীড়িতা দানবাঙ্গনাঃ
নিপতন্ত্যর্ণবজলে শিঞ্জমানবিভূষণাঃ॥ ৬৫
তাত পুত্রেতি মাতেতি মাতুলেতি চ বিহ্বলম্
চক্রন্দুস্ত্রিপুরে নার্য্যঃ পাবকজ্বালবেপিতাঃ॥৬৬
যথা দহতি শৈলাগ্নিঃ সাম্বুজং জলজাকরম্।
তথা স্ত্রীবক্ত্রপদ্মানি চাদহৎ ত্রিপুরেঽনলঃ॥ ৬৭
তুষাররাশিঃ কমলাকরাণাং
যথা দহত্যম্বুজকানি শীতে।
তথৈব সোঽগ্নিস্ত্রিপুরাঙ্গনানাং
দদাহ বক্ত্রেক্ষণপঙ্কজানি॥ ৬৮
শরাগ্নিপাতাৎ সমভিদ্রুতানাং
তত্রাঙ্গনানামতিকোমলানাম্।

লাগিল। মেরু-কৈলাস-মন্দর-শিখর-সম সমুন্নত, কপাট-গবাক্ষ-বলভী-শোভিত, কূটাগারালঙ্কৃত, ধ্বজপতাকাযুক্ত, জল-পূর্ণ, অবলোকন-স্থান-সমন্বিত, স্বর্ণরৌপ্যময় প্রাসাদসমূহ অগ্নিময়রূপে জ্বলিতে লাগিল। দানবরমণীরা প্রাসাদাগ্র, রম্য বন, উপ-বন, বাতায়ন, গগন—সর্ব্বত্রই দগ্ধ হইতে লাগিল। তাহারা কেহ কেহ পতি কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত আবস্থায় এবং কেহ বা রমণ সহ রমণাসক্তাবস্থাতেই সেই বাণাগ্নিতে দগ্ধী-ভূত হইতে লাগিল। কোনও নারী স্বীয় প্রিয়কে পরিহার করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিল না; পতির অগ্রেই অগ্নিমুখে ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। কোনও শতপত্রাক্ষী কামিনী সাশ্রুনেত্রে কৃতাঞ্জলিকরে বলিতে লাগিল,—হে হব্যবাহন! আমি পরপত্নী। হে ত্রিলোক-ধর্ম্মসাক্ষী পরতাপন! আমাকে আপনার স্পর্শ করা উচিত নহে। হে দেব! আমি শয়ন করিয়া রহিয়াছি; কখনও কোন কদাচার করি নাই; আমার এই গৃহ এবং দয়িতকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনি অন্য পথে প্রয়াণ করুন। কোনও দানবাঙ্গনা বালক পুত্রকে কোলে লইয়া হুতাশনসমীপে বলিতে লাগিল যে, হে পাবক! এই পুত্রটী বালক, আমি অতি দুঃখে ইহাকে লাভ করিয়াছি। হে কুমারপ্রিয়। আমার এই প্রিয় কুমারকে তোমার সংহার করা কর্ত্তব্য নহে। কোন কোন দানবাঙ্গনা অগ্নিতাপে নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়া বিবর্ণভূষণে নিজ প্রিয়জনকেও পরি-ত্যাগপূর্ব্বক অর্ণবজলে নিমগ্ন হইতে লাগিল। অনেক দানবসীমন্তিনী পাবক-তাপে কম্পিত-কায়ে বিহ্বলচিত্তে "তাত! মাতঃ! ভ্রাতঃ" ইত্যাদি সম্বোধনপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল। গৃহে অগ্নিসংযোগ হইলে সেই অগ্নি যেমন ভবনস্থ পদ্মশোভিত সরোবরকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ সেই বাণাগ্নি ত্রিপুরমধ্যে রমণীমুখপদ্মসমূহকেও দগ্ধ করিতে লাগিল। ৫৩—৬৭। শীত ঋতুতে তুষারপাতে কমলা-কর যেমন দগ্ধপ্রায় হয়, বাণাগ্নিও তেমনি তখন ত্রিপুরাঙ্গনাগণের বক্ত্র-নেত্র-পদ্ম সকল দগ্ধ করিয়া তুলিল। বাণাগ্নিপাত-

বভূব কাঞ্চীগুণনূপুরাণা-
মাক্রন্দিতানাঞ্চ রবোঽতিমিশ্রঃ ॥ ৬৯
দগ্ধার্দ্ধচন্দ্রাণি সবেদিকানি
বিশীর্ণহর্ম্ম্যাণি সতোরণানি ।
দগ্ধানি দগ্ধানি গৃহাণি তত্র
পতন্তি রক্ষার্থমিবার্ণবৌঘে ॥ ৭০
গৃহৈঃ পতদ্ভির্জ্জ্বলনাবলীঢ়ৈ-
রাসীৎ সমুদ্রে সলিলং প্রতপ্তম্ ।
কুপুত্রদোষৈঃ প্রহতানুবিদ্ধং
যথা কুলং যাতি ধনান্বিতস্য ॥ ৭১
গৃহপ্রতাপৈঃ ক্বথিতং সমন্তাৎ
তদার্ণবে তোয়মুদীর্ণবেগম্ ।
বিত্রাসয়ামাস তিমীন্ সনক্রাং-
স্তিমিঙ্গিলাংস্তৎক্বথিতাংস্তথান্যান্ ॥ ৭২
সগোপুরো মন্দরপাদকল্পঃ
প্রাকারবর্য্যস্ত্রিপুরে চ সোঽথ ।
তৈরেব সার্দ্ধং ভবনৈঃ পপাত
শব্দং মহান্তং জনয়ন্ সমুদ্রে ॥ ৭৩
সহস্রশৃঙ্গৈর্ভবনৈর্যদাসীৎ
সহস্রশৃঙ্গঃ স ইবাচলেশঃ ।
নামাবশেষং ত্রিপুরং প্রজজ্ঞে
হুতাশনাহারবলিপ্রযুক্তম্ ॥ ৭৪
প্রদহ্যমানেন পুরেণ তেন
জগৎ সপাতালদিবং প্রতপ্তম্ ।
দুঃখং মহৎ প্রাপ্য জলাবমগ্নং
যস্মিন্ মহান্ সৌধবরো ময়স্য ॥ ৭৫
তদ্দেবেশো বচঃ শ্রুত্বা ইন্দ্রো বজ্রধরস্তদা ।
শশাপ তদ্‌গৃহঞ্চাপি ময়স্যাদিতিনন্দনঃ ॥ ৭৬
অসেব্যমপ্রতিষ্ঠঞ্চ ভয়েন চ সমাবৃতম্ ।
ভবিষ্যতে ময়গৃহং নিত্যমেব যথানলঃ ॥ ৭৭
যস্য যস্য তু দেশস্য ভবিষ্যতি পরাভবঃ ।
দ্রক্ষ্যন্তি ত্রিপুরং খণ্ডং তত্রেদং নাশগা জনাঃ ।
তদেতদদ্যাপি গৃহং ময়স্যাময়বর্জ্জিতম্ ॥ ৭৮

ঋষয় ঊচুঃ ।

ভগবন্ স ময়ো যেন গৃহেণ প্রপলায়িতঃ ।
তস্য নো গতিমাখ্যাহি ময়স্য চমসোদ্ভব ॥ ৭৯

ভয়ে পলায়ন-পরায়ণা, কোমলাঙ্গী, দৈত্য-বালাগণের ক্রন্দনরব সহ কাঞ্চীনূপুরাদিশব্দ মিলিত হইয়া এক অদ্ভুতাকারে শ্রুত হইতে লাগিল। চন্দ্রার্দ্ধ-সমন্বিত, বেদিকাযুক্ত, সতোরণ, ভগ্ন-হর্ম্ম্য ভবনসমূহ দগ্ধীভূত হইয়া, পরিত্রাণ লাভ নিমিত্তই বোধ হয়, সাগরজলে পতিত হইতে লাগিল। সমুদ্র সেই সমস্ত আত্মগত অর্দ্ধদগ্ধ গৃহদ্বারা, কুপুত্র-দোষে ধনশালী মনুষ্যের সুখ-শীতল কুলের ন্যায় প্রতপ্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে সাগরগত জলরাশি গৃহতাপে উত্তপ্ত হইয়া প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। তাহাতে নক্র-তিমি তিমিঙ্গিলাদি জলচরগণও তীব্র তাপে সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। অতঃপর ত্রিপুরের—মন্দরগিরির প্রত্যন্ত পর্ব্বতকল্প, সুবৃহৎ প্রাকার,—পুরোদ্যান ও ভবনসমূহ সহিত মহাশব্দে সমুদ্র মধ্যে পতিত হইল। সহস্রশিখরশালী ভবনসমূহ দ্বারা যাহা সহস্রশিখর গিরিবরবৎ শোভা পাইত, সেই ত্রিপুর এক্ষণে হুতাশনের অশনীয় হইয়া নামমাত্রেই পর্য্যবসিত হইল। সেই দহ্যমান ত্রিপুর দ্বারা স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল—লোকত্রয় প্রতপ্ত হইয়া পড়িল। অদিতিনন্দন দেবরাজ ইন্দ্র যখন শুনিলেন যে, ময়দানব অতিকষ্টে তদীয় মহান্ সৌধসহ জলমধ্যে পলায়ন করিয়াছে, তখন ময়ের সেই ভবনের প্রতি এই অভিশাপ দিলেন যে, ময়ের গৃহ নিয়তই অগ্নির ন্যায় অসেব্য, অস্থির এবং ভয়াবৃত হইবে। যে যে দেশের পরাভব ঘটিবে, তত্রত্য বিনাশোন্মুখ জনগণ সেই সেই স্থানে এই ত্রিপুরখণ্ড দর্শন করিবে। অদ্যাপি সেই ময়ভবন আময়বর্জ্জিত রহিয়াছে। ৬৮—৭৮। ঋষিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্, চমসোদ্ভব! সেই ময়দানব যে গৃহসহ পলায়ন করিয়াছিল, তাহারই বিবরণ আমাদিগকে বলুন।

সূত উবাচ।
দৃশ্যতে দৃশ্যতে যত্র ধ্রুবস্তত্র ময়াস্পদম্।
দেবদ্বিট্ তু ময়শ্চাতঃ স তদা খিন্নমানসঃ।
ততশ্চ্যুতোঽন্তলোকেঽস্মিংস্ত্রাণার্থং বৈ চকার স।
তত্রাপি দেবতাঃ সন্তি আপ্তোর্যামাঃ সুরোত্তমাঃ।
তত্রাশক্তং ততো গন্তুং তস্কৈকং পুরমুত্তমম্ ॥৮১
শিবঃ সৃষ্ট্বা গৃহং প্রাদান্ময়স্যৈব গৃহার্থিনম্।
বিররাম সহস্রাক্ষঃ পূজয়ামাস চেশ্বরম্।
পূজ্যমানঞ্চ ভূতেশং সর্ব্বে তুষ্টুবুরীশ্বরম্ ॥ ৮২
সম্পূজ্যমানং ত্রিদশৈঃ সমীক্ষ্য
গণৈর্গণেশাধিপতিস্তু মুখ্যম্।
হর্ষাদ্ববল্গুর্জহসুশ্চ দেবা
জগ্মুর্ননর্দুস্তু বিষক্তহস্তাঃ ॥ ৮৩
পিতামহং বন্দ্য ততো মহেশং
প্রগৃহ্য চাপং প্রবিসৃজ্য ভূতান্।
রথাচ্চ সম্পত্য হরেষুদগ্ধং
ক্ষিপ্তং পুরং তন্মকরালয়ে চ ॥ ৮৪
য ইমং রুদ্রবিজয়ং পঠতে বিজয়াবহম্।
বিজয়ং তস্য কৃত্যেষু দদাতি বৃষভধ্বজঃ ॥ ৮৫
পিতৄণাং বাপি শ্রাদ্ধেষু য ইমং শ্রাবয়িষ্যতি।
অনন্তং তস্য পুণ্যং স্যাৎ সর্ব্বযজ্ঞফলপ্রদম্ ॥ ৮৬
ইদং স্বস্ত্যয়নং পুণ্যমিদং পুংসবনং মহৎ।
ইদং শ্রুত্বা পঠিত্বা চ যান্তি রুদ্রসলোকতাম্ ॥৮৭
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ময়াপক্রমো নাম
চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪০ ॥

সূত বলিলেন,—যেখানে যেখানে ধ্রুব দৃষ্ট হয়, ময়ও সেই সেই স্থানেই অবস্থান করে। দেবদ্বেষী সেই ময়দানব আত্মত্রাণার্থ খিন্ন চিত্তে লোকান্তরে প্রস্থান করিল; পরন্তু সেখানেও আপ্তোর্যাম নামক উত্তম দেবগণ অবস্থান করেন বলিয়া পুরসহ গমনে সমর্থ হইল না। তখন সে শিব-সন্নিধানে অন্ত বাসভবন প্রার্থনা করিল। শিব আর একটী ভবন সৃষ্টি করিয়া প্রদান করিলেন। ইহা দেখিয়া সহস্রাক্ষও নিবৃত্ত হইয়া শিবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। গণসমূহ এবং দেবগণ সকলেই তখন অতি হর্ষবশে পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া নর্দ্দন-কুর্দ্দনাদি করিতে লাগিল। হরশর-দগ্ধ সেই ত্রিপুর, সাগরমধ্যে পতিত হইল দেখিয়া দেবগণ তখন আনন্দাতিশয়ে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পিতামহকে এবং মহেশ্বরকে বারম্বার নমস্কার করিয়া সেই ধনু ও ভূতগণ সহ স্বর্গোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। যে জন এই বিজয়াবহ রুদ্র-বিজয়াখ্যান পাঠ করে, ভগবান্ বৃষধ্বজ তাহাকে সর্ব্ব কার্য্যে বিজয় দান করেন। যদি কেহ পিতৃশ্রাদ্ধ-কালে এই উপাখ্যান ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করায়, তাহার অনন্ত পুণ্য, ও সর্ব্বযজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। এই উপাখ্যান উত্তম স্বস্ত্যয়ন, ও মহৎ পুংসবন; মানবগণ ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে শিব-সালোক্য লাভ করিতে পারে। ৭৯—৮৩।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪০।

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
কথং গচ্ছত্যমাবাস্যাং মাসি মাসি দিবং নৃপঃ।
ঐলঃ পুরূরবাঃ সূত তর্পয়েত কথং পিতৄন্।
এতমিচ্ছামহে শ্রোতুং প্রভাবং তস্য ধীমতঃ
সূত উবাচ।
তস্য চাহং প্রবক্ষ্যামি প্রভাবং বিস্তরেণ তু।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত! ঐল পুরূরবা, প্রতিমাসে অমাবস্যাতে স্বর্গে গমন করেন কেন? আর পিতৃতর্পণই বা কেমন করিয়া করা কর্ত্তব্য? আমরা সেই মহাত্মার এই প্রভাববিবরণ শুনিতে বাসনা করি। সূত বলিলেন,—হে মুনিগণ! আমি সেই ঐল রাজার প্রভাব, দ্যুলোকে সোমসহ

ঐলস্য দিবি সংযোগঃ সোমেন সহ ধীমতা ॥ ২
সোমাচ্চৈবামৃতপ্রাপ্তিঃ পিতৃণাং তর্পণং তথা।
সৌম্যা বর্হিষদঃ কাব্যা অগ্নিষ্বাত্তাস্তথৈব চ ॥ ৩
যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ নক্ষত্রাণাং সমাগতৌ।
অমাবাস্যাং নিবসত একস্মিন্নথ মণ্ডলে ॥ ৪
তদা স গচ্ছতি দ্রষ্টুং দিবাকর-নিশাকরৌ।
অমাবাস্যামমাবাস্যাং মাতামহ-পিতামহৌ ॥ ৫
অভিবাদ্য তু তৌ তত্র কালাপেক্ষঃ স তিষ্ঠতি
প্রচস্কন্দ ততঃ সোমমর্চ্চয়িত্বা পরিশ্রমাৎ ॥ ৬
ঐলঃ পুরূরবা বিদ্বান্ মাসি শ্রাদ্ধচিকীর্ষয়া।
ততঃ স দিবি সোমং বৈ হ্যুপতস্থে পিতৄনপি ॥
দ্বিলবং কুহুমাত্রঞ্চ তাবুভৌ তু নিধায় সঃ।
সিনীবালীপ্রমাণাল্প-কুহুমাত্রব্রতোদয়ে ॥ ৮
কুহুমাত্রং পিত্রুদ্দেশং জ্ঞাত্বা কুহুমুপাসতে।
তমুপাস্য ততঃ সোমং কালাপেক্ষী প্রতীক্ষতে
স্বধামৃতন্তু সোমাদ্ধে বসংস্তেষাঞ্চ তৃপ্তয়ে।
দশভিঃ পঞ্চভিশ্চৈব স্বধামৃতপরিস্রবৈঃ।
কৃষ্ণপক্ষভুজাং প্রীতির্দুহ্যতে পরমাংশুভিঃ ॥
সদ্যোঽভিক্ষরতা তেন সৌম্যেন মধুনা চ সঃ।
নিবাপেষথ দত্তেষু পিত্র্যেণ বিধিনা তু বৈ ॥ ১১
স্বধামৃতেন সৌম্যেন তর্পয়ামাস বৈ পিতৄন্।
সৌম্যা বর্হিষদঃ কাব্যা অগ্নিষ্বাত্তাস্তথৈব চ ॥ ১২
ঋতুরগ্নিঃ স্মৃতো বিপ্রৈঋর্তুং সংবৎসরং বিদুঃ।
জজ্ঞিরে ঋতবস্তস্মাদৃতুভ্যো হ্যার্ত্তবাভবন্ ॥ ১৩
পিতরোর্ত্তবোঽর্দ্ধমাসা বিজ্ঞেয়া ঋতুসূনবঃ।
পিতামহাস্তু ঋতবো হ্যমাবাস্যাব্দসূনবঃ।
প্রপিতামহাঃ স্মৃতা দেবাঃ পঞ্চাব্দব্রহ্মণঃ সুতাঃ
সৌম্যা বর্হিষদঃ কাব্যা অগ্নিষ্বাত্তা ইতি ত্রিধা
গৃহস্থা যে তু যজ্বানো হবির্যজ্ঞার্ত্তবাশ্চ যে।
স্মৃতা বর্হিষদস্তে বৈ পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ॥
গৃহমেধিনশ্চ যজ্বানো অগ্নিষ্বাত্তার্ত্তবাঃ স্মৃতাঃ।
অষ্টকাপতয়ঃ কাব্যাঃ পঞ্চাব্দাংস্তু নিবোধত ॥ ১৬

তদীয় সংযোগ, সোম হইতে অমৃতলাভ, পিতৃগণের তর্পণ, এবং সৌম্য বর্হিষদ, অগ্নিষ্বাত্ত ও কাব্য নামক পিতৃগণের বিবরণ, ইত্যাদি সকলই বিস্তরক্রমে বলিতেছি। চন্দ্র ও সূর্য্য যখন অমাবস্যাতে এক নক্ষত্র-মণ্ডলে বাস করেন, তখন সেই ঐল রাজা উক্ত মাতামহ-পিতামহ চন্দ্রসূর্য্যের দর্শন কামনায় তথায় গমন করেন। তিনি চন্দ্র-সূর্য্যকে অভিবাদন করিয়া শ্রমাপনয়নার্থ কিঞ্চিৎ কাল সেইখানে বিশ্রাম করেন। বিদ্বান্ ঐল পুরূরবা, প্রতিমাসেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান মানসে সিনীবালীর অল্পকাল মাত্র সূর্য্যার্চ্চনে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। আর দুই লবপ্রমাণ কুহুকাল যাবৎ পিতৃগণের উপাসনা করেন। পিতৃকার্য্য যে, কুহুকালেই করিতে হয়, তিনি ইহা অবগত ছিলেন। এইজন্যই চন্দ্রসূর্য্যসমীপে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করিয়া কুহুকাল উপস্থিত হইলে সোমের সন্নিহিত হয়েন। সেখানে থাকিয়া সোম হইতে স্বধামৃত ক্ষরণকারী পঞ্চদশ পরম রশ্মি আকর্ষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি-বিধান করিতে থাকেন। কৃষ্ণপক্ষে ভোজনশীল পিতৃগণ তাহাতে অতীব প্রীতিলাভ করেন। পুরূরবা সৌম্য মধু দ্বারা পিত্র্য বিধানানুসারে নিবাপ দানপূর্ব্বক স্বধামৃত দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ সমাধান করেন। ১—১১। সৌম্য, বর্হিষদ, কাব্য, অগ্নিষ্বাত্ত—ইঁহারা পিতৃগণ। সাধু বিপ্রগণ অগ্নিকেই ঋতু বলিয়া অবধারণ করেন। ঋতুকেই সংবৎসর বলিয়া জানা যায়। সংবৎসর হইতেই ঋতু সকল জন্মিয়াছে। ঋতু হইতেই আর্ত্তবগণের উৎপত্তি। পিতৃগণ, আর্ত্তব, ও অর্দ্ধ-মাস;—ইহারা ঋতুসন্তান। পিতামহগণ, অমাবস্যা, ও ঋতু,—ইহারা ঋতুরূপী। প্রপিতামহগণ ও পঞ্চাব্দ ব্রহ্মতনয়েরা দেবতা। সৌম্য বর্হিষদ, কাব্য ও অগ্নিষ্বাত্ত—এই ত্রিবিধ পিতৃগণ মধ্যে যে সকল আর্ত্তবগৃহস্থ যাগশীল এবং হবির্যজ্ঞ-পরায়ণ, পুরাণশাস্ত্রে তাঁহারাই বর্হিষদ বলিয়া নির্ণীত। গৃহমেধি-আর্ত্তব যাজ্ঞিকগণ অগ্নিষ্বাত্ত এবং অষ্টকাপতিগণ কাব্য শব্দে অভিহিত হয়েন। পঞ্চাব্দগণের বিবরণ শুনুন। তন্মধ্যে অগ্নি

তেষু সংবৎসরো হ্যগ্নিঃ সূর্য্যস্তু পরিবৎসরঃ।
সোমস্ত্বিড়ুবৎসরশ্চৈব বায়ুশ্চৈবানুবৎসরঃ॥১৭
রুদ্রস্তু বৎসরস্তেষাং পঞ্চাব্দা যে যুগাত্মকাঃ।
কালেনাধিষ্ঠিতস্তেষু চন্দ্রমাঃ স্রবতে সুধাম্॥১৮
এতে স্মৃতা দেবকৃত্যাঃ সোমপাশ্চোষ্মপাশ্চ যে
তাংস্তেন তর্পয়ামাস যাবদাসীৎ পুরূরবাঃ॥১৯
যস্মাৎ প্রসূয়তে সোমো মাসি মাসি বিশেষতঃ
ততঃ স্বধামৃতং তদ্বৈ পিতৃণাং সোমপায়িনাম্।
এতৎ তদমৃতং সোমমবাপ মধু চৈব হি॥২০
ততঃ পীতসুধং সোমং সূর্য্যোঽসাবেকরশ্মিনা
আপ্যায়তে সুষুম্নেন সোমস্তু সোমপায়িনম্॥
নিঃশেষা বৈ কলাঃ পূর্ব্বা যুগপদ্ব্যাপয়ন্ পুরা।
সুষুম্নাপ্যায়মানস্য ভাগভাগমহঃক্রমাৎ॥২২
কলাঃ ক্ষীয়ন্তি কৃষ্ণাস্তাঃ শুক্লা হ্যাপ্যায়য়ন্তি চ।
এবং সা সূর্য্যবীর্য্যেণ চন্দ্রস্যাপ্যায়িতা তনুঃ॥
পৌর্ণমাস্যাং স দৃশ্যেত শুক্লঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ।
এবমাপ্যায়িতঃ সোমঃ শুক্লপক্ষেঽপ্যহঃক্রমাৎ
দেবৈঃ পীতসুধং সোমং পুরা পশ্চাৎ পিবেদ্রবিঃ
পীতং পঞ্চদশাহন্তু রশ্মিনৈকেন ভাস্করঃ।
আপ্যায়য়ৎ সুষুম্নেন ভাগং ভাগমহঃক্রমাৎ
সুষুম্নাপ্যায়মানস্য শুক্লা বর্দ্ধন্তি বৈ কলাঃ।
তস্মাদ্ধ্রসন্তি বৈ কৃষ্ণাঃ শুক্লা হ্যাপ্যায়য়ন্তি চ॥
এবমাপ্যায্যতে সোমঃ ক্ষীয়তে চ পুনঃপুনঃ।
সমৃদ্ধিরেবং সোমস্য পক্ষয়োঃ শুক্ল-কৃষ্ণয়োঃ॥
ইত্যেষ পিতৃমান্ সোমঃ স্মৃতস্তদ্বৎ সুধাত্মকঃ
কান্তঃ পঞ্চদশৈঃ সার্দ্ধং সুধামৃতপরিস্রবৈঃ॥২৮
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি পর্ব্বণাং সন্ধয়শ্চ যাঃ।
যথা গ্রথ্নন্তি পর্ব্বাণি আবৃত্তাদিক্ষুবেণুবৎ॥২৯
তথাব্দমাসাঃ পক্ষাশ্চ শুক্লাঃ কৃষ্ণাস্তু বৈ স্মৃতাঃ
পৌর্ণমাস্যাস্তু যো ভেদো গ্রন্থয়ঃ সন্ধয়স্তথা॥৩০
অর্দ্ধমাসস্য পর্ব্বাণি দ্বিতীয়াপ্রভৃতীনি চ।
অগ্ন্যাধানক্রিয়া যস্মাদ্দীয়ন্তে পর্ব্বসন্ধিষু॥৩১
সায়াহ্নে অনুমত্যাশ্চ দ্বৌ লবৌ কাল উচ্যতে

—সংবৎসর, সূর্য্য—পরিবৎসর, সোম—ইড়্বৎসর, বায়ু—অনুবৎসর এবং রুদ্র—বৎসররূপী। যুগাত্মক পঞ্চাব্দগণের কথা এই কহিলাম চন্দ্রমা কালবশে তৎসমুদায়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সোম ক্ষরণ করিয়া থাকেন। পুরূরবা যতক্ষণ যেখানে থাকেন, সোম তাবৎ এই সমস্ত দেবতা ও সোমপা উষ্মপাদি পিতৃগণকে নিজ কিরণে তর্পিত করিয়া থাকেন। সোমপায়ী পিতৃগণের তৃপ্তিবিধায়ক এই স্বধামৃত, প্রতিমাসেই সোম হইতে ক্ষরিত হইয়া থাকে। এই সোমামৃত ও মধু প্রাপ্তির কথা কহিলাম। ১২—২০। সোমপায়িগণের পান দ্বারা চন্দ্র ক্ষীণ হইলেও সূর্য্য স্বীয় সুষুম্নাখ্য একটী রশ্মিযোগে প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে ভাগানুসারে চন্দ্রের পূর্ব্বক্ষীণ কলা সকল পরিপূরণ করেন। কৃষ্ণপক্ষে কলা সকলের ক্ষয় ও শুক্লপক্ষে উহাদিগের পুষ্টি হইয়া থাকে। সূর্য্যবীর্য্যে এই ভাবেই চন্দ্র আপ্যায়িত হইয়া পূর্ণতা লাভ করে। পৌর্ণমাসী দিবসে চন্দ্রকে সম্পূর্ণমণ্ডল দেখা যায়। শুক্লপক্ষে প্রতিদিন কলাক্রমে এই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দেবগণ প্রথমতঃ চন্দ্রকে পান করিলে পর রবি উঁহাকে পান করিয়া থাকেন। ভাস্কর পঞ্চদশ দিবস যাবৎ প্রতিদিন এক এক কলা পান করেন, আর শুক্ল পক্ষে সুষুম্না রশ্মি দ্বারা এক একভাগ পরিপূরণ করেন বলিয়া শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সোমের শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে এইরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পঞ্চদশ সুধামৃতপরিস্রাবী কলাশালী কান্তিমান্ সুধাত্মক চন্দ্রকে এই নিমিত্তই পিতৃমান্ বলা হয়। ২১—২৮। অতঃপর পর্ব্বসন্ধিসমূহের বিবরণ বর্ণন করিতেছি। পর্ব্বসকল বৃত্তাকারে ইক্ষু ও বেণুস্তম্ভের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট। অব্দ, মাস, শুক্ল-কৃষ্ণ পক্ষ, পৌর্ণমাসী—এসকল গ্রন্থি ও সন্ধি। দ্বিতীয়াদি তিথি—অর্দ্ধমাসের পর্ব্ব। পর্ব্বসন্ধিতে অগ্ন্যাধান ক্রিয়ানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। পর্ব্বের আদিতে অনুমতি বা রাকা ও প্রতিপৎ তিথির সন্ধিকালে দুই লবপ্রমাণ কাল আপরাহ্ণিক। আপরাহ্ণিক কাল পর্য্যন্তই কৃষ্ণপক্ষের প্রকৃতি।

লবৌ দ্বাবেব রাকায়াঃ কালো জ্ঞেয়োঽপরাহ্ণিকঃ
প্রকৃতিঃ কৃষ্ণপক্ষস্য কালেঽতীতেঽপরাহ্ণিকে
তস্মাৎ তু পর্ব্বণো হ্যাদৌ প্রতিপক্ষাদিসন্ধিষু।
সায়াহ্নে প্রতিপদ্যেষ স কালঃ পৌর্ণমাসিকঃ॥
ব্যতীপাতে স্থিতে সূর্য্যে লেখাদূর্দ্ধং যুগান্তরম্
যুগান্তরোদিতে চৈব চন্দ্রে লেখোপরি স্থিতে॥
পূর্ণমাস-ব্যতীপাতৌ যদা পশ্যেৎ পরস্পরম্।
তৌ তু বৈ প্রতিপদ্‌যাবৎ তস্মিন্ কালে
ব্যবস্থিতৌ॥ ৩৫
তৎকালং সূর্য্যমুদ্দিশ্য দৃষ্ট্বা সংখ্যাতুমর্হসি।
স চৈব সৎক্রিয়াকালঃ ষষ্ঠঃ কালোঽভিধীয়তে
পূর্ণেন্দুঃ পূর্ণপক্ষে তু রাত্রিসন্ধিষু পূর্ণিমা।
তস্মাদাপ্যায়তে নক্তং পৌর্ণমাস্যাং নিশাকরঃ
যদান্যোন্যব্যতীপাতে পূর্ণিমাং প্রেক্ষতে দিবা
চন্দ্রাদিত্যোঽপরাহ্ণে তু পূর্ণত্বাৎ পূর্ণিমা স্মৃতা
যস্মাৎ তামনুমন্যন্তে পিতরো দৈবতৈঃ সহ।
তস্মাদনুমতির্নাম পূর্ণত্বাৎ পূর্ণিমা স্মৃতা॥ ৩৯
অত্যর্থং রাজতে যস্মাৎ পৌর্ণমাস্যাং নিশাকরঃ
রঞ্জনাচ্চৈব চন্দ্রস্য রাকেতি কবয়ো বিদুঃ॥ ৪০
অমা বসেতাম্বৃক্ষে তু যদা চন্দ-দিবাকরৌ।
একা পঞ্চদশী রাত্রিরমাবাস্যা ততঃ স্মৃতা॥ ৪১
উদ্দিশ্য তামমাবাস্যাং যদা দর্শং সমাগতৌ
অন্যোন্যং চন্দ্র-সূর্য্যৌ তু দর্শনাদ্দর্শ উচ্যতে॥
দ্বৌ দ্বৌ লবাবমাবাস্যাং স কালঃ পর্ব্বসন্ধিষু।
দ্ব্যক্ষরঃ কুহুমাত্রশ্চ পর্ব্বকালস্তু স স্মৃতঃ॥ ৪৩
দৃষ্টচন্দ্রা ত্বমাবাস্যা মধ্যাহ্নপ্রভৃতীহ বৈ।
দিবা তদূর্দ্ধং রাত্র্যান্তু সূর্য্যে প্রাপ্তে তু চন্দ্রমাঃ
সূর্য্যেণ সহসোদ্গচ্ছেৎ ততঃ প্রাতস্তনাৎ তু বৈ
সমাগম্য লবৌ দ্বৌ তু মধ্যাহ্নান্নিপতন্ রবিঃ
প্রতিপচ্ছুক্লপক্ষস্য চন্দ্রমাঃ সূর্য্যমণ্ডলাৎ॥ ৪৫
নির্ম্মুচ্যমানয়োর্ম্মধ্যে তয়োর্ম্মণ্ডলয়োস্তু বৈ।
স তদাহ্বাহুতেঃ কালো দর্শস্য চ বষট্ক্রিয়াঃ।
এতদৃতুমুখং জ্ঞেয়মমাবাস্যাস্তু পার্ব্বণম্॥ ৪৬

ইহার পর সায়াহ্নে প্রতিপৎ যোগ ঘটিলে তাহাকে পৌর্ণমাসিক কাল বলে। সূর্য্য ব্যতীপাতে অবস্থান করিলে চন্দ্র বিষুব-রেখার ঊর্দ্ধভাগে যুগান্তর স্থানে অবস্থিত হয়েন। পূর্ণমাস ও ব্যতীপাত তখন পরস্পরকে দর্শন করিতে পারে। সূর্য্য-চন্দ্র ও প্রতিপদ তিথি যাবৎ এই ভাবে থাকেন। এই সময় সূর্য্যোদ্দেশে প্রণামাদি করিলে অসংখ্য ফললাভ হয়। এই কাল ষষ্ঠ সৎক্রিয়া কাল বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষে রাত্রিসন্ধিতে চন্দ্র পূর্ণ হয়েন, এজন্য উক্ত রাত্রিকে পূর্ণিমা বলা যায়। ঐ রাত্রিতে নিশাকর সমধিক আপ্যায়িত হয়েন। যখন চন্দ্র ও সূর্য্য এবং দিবা অপরাহ্নে পরস্পর দর্শনগোচর থাকেন, চন্দ্রের পূর্ণতাহেতু সেই কালকে পূর্ণিমা বলা যায়। পিতৃ-দেবগণ উহাকে অনুমোদন করেন বলিয়া উহার নাম অনু-মতি এবং পূর্ণত্ব হেতু পূর্ণিমা। পৌর্ণমাসী তিথিতে চন্দ্র অতিশয় রাজমান হয়েন, এজন্য কবিগণ উহাকে রাকা শব্দে অভিহিত করেন। এক পঞ্চদশী তিথিতে রাত্রিকালে চন্দ্র সূর্য্য উভয়ে অমা অর্থাৎ একত্র মিলিতভাবে বাস করেন, এ নিমিত্ত ঐ কালকে অমাবস্যা বলা যায়। উক্ত অমা-বস্যাতে চন্দ্র-সূর্য্য পরস্পর পরস্পরের দর্শন-গোচর হয়েন বলিয়া উহাকে দর্শ বলে। অমাবস্যার পর প্রতিপদ তিথির সংযোগ-মুখে দুই লব পরিমাণকাল 'কুহু' এই দ্ব্যক্ষর শব্দে অভিহিত হয়। ইহাকেই পর্ব্ব-কাল বলা যায়। যে অমাবস্যাতে চন্দ্রের দর্শন হয়, সেই অমাবস্যাতে মধ্যাহ্নকালের পর চন্দ্রমা সূর্য্যসহ একত্র মিলিত হয়েন। শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ তিথিতে চন্দ্রমা সূর্য্যের সহিতই প্রত্যূষকালে উদিত হয়েন। মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্যসহ দুই লব মাত্রের ব্যতিক্রম ঘটে। এই চন্দ্র-সূর্য্যের মণ্ডলদ্বয়ের পর-স্পর সংযোগ যখন ছিন্ন হয়, উহাই অবাহু-তির কাল। দর্শসম্বন্ধীয় এই কালকেই বষট্ক্রিয়াকাল বলা যায়। অমাবস্যাতে এই পর্ব্বকে ঋতুমুখ বলিয়া জানিবে। দিবা-

দিবা পর্ব্ব ত্বমাবাস্যাং ক্ষীণেন্দৌ ধবলে তু বৈ
তস্মাদ্দিবা ত্বমাবাস্যাং গৃহ্যতে যো দিবাকরঃ॥
কুহ্বিতি কোকিলেনোক্তং যস্মাৎ কালাৎ
সমাপ্যতে।
তৎকালসংজ্ঞিতা হ্যেষা অমাবাস্যা কুহুঃ স্মৃতা
সিনীবালীপ্রমাণন্তু ক্ষীণশেষো নিশাকরঃ।
অমাবাস্যা বিশত্যর্কং সিনীবালী তদা স্মৃতা॥
অনুমতিশ্চ রাকা চ সিনীবালী কুহুস্তথা।
এতাসাং দ্বিলবঃ কালঃ কুহুমাত্রা কুহুঃ স্মৃতা॥
ইত্যেষঃ পর্ব্বসন্ধীনাং কালো বৈ দ্বিলবঃ স্মৃতঃ
পর্ব্বণাং তুল্যকালন্তু তুল্যাহুতিবষট্‌ক্রিয়াঃ॥৫১
চন্দ্রসূর্য্যব্যতীপাতে সমে বৈ পূর্ণিমে উভে।
প্রতিপৎপ্রতিপন্নস্তু পর্ব্বকালো দ্বিমাত্রকঃ॥ ৫২
কালঃ কুহু-সিনীবাল্যোঃ সমুদ্ধো দ্বিলবঃ স্মৃতঃ
অর্কনির্ম্মণ্ডলে সোমে পর্ব্বকালঃ কলাঃ স্মৃতাঃ॥
যস্মাদাপূর্য্যতে সোমঃ পঞ্চদশ্যান্তু পূর্ণিমা।
দশভিঃ পঞ্চভিশ্চৈব কলাভির্দিবসক্রমাৎ॥ ৫৪
তস্মাৎ পঞ্চদশে সোমে কলা বৈ নাস্তি ষোড়শী
তস্মাৎ সোমস্য বিপ্রোক্তঃ পঞ্চদশ্যাং ময়া ক্ষয়ঃ
ইত্যেতে পিতরো দেবাঃ সোমপাঃসোমবর্দ্ধনাঃ
আর্ত্তবা ঋতবোঽথাব্দা দেবাস্তান্ ভাবয়ন্তি হি
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি পিতৃন্ শ্রাদ্ধভুজস্তু যে
তেষাং গতিঞ্চ সত্ত্বঞ্চ প্রাপ্তিং শ্রাদ্ধস্য চৈব হি
ন মৃতানাং গতিঃ শক্যা জ্ঞাতুং বা পুনরাগতিঃ
তপসা হি প্রসিদ্ধেন কিং পুনর্ম্মাংসচক্ষুষা॥ ৫৮
অত্র দেবান্ পিতৄংশ্চৈতে পিতরো লৌকিকাঃ
স্মৃতাঃ।
তেষাং তে ধর্ম্মসামর্থ্যাৎ স্মৃতাঃ সাযুজ্যগা
দ্বিজৈঃ॥৫৯
যদি বাশ্রমধর্ম্মেণ প্রজ্ঞানেষু ব্যবস্থিতান্।
অন্তে চাত্র প্রসীদন্তি শ্রাদ্ধযুক্তেষু কর্ম্মসু॥৬০
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা যজ্ঞেন প্রজয়া ভুবি।
শ্রাদ্ধেন বিদ্যয়া চৈব চান্নদানেন সপ্তধা॥ ৬১

ভাগে সূর্য্যসহ ক্ষীণ চন্দ্রের যোগ হইলেই এই পর্ব্ব হয়। যে সময়ে কোকিলগণের কুহু ধ্বনির বিরাম হয়, সেই কালেরই সংজ্ঞা কুহু। সিনীবালীর লক্ষণ,—অমাবস্যাতে ক্ষীণ চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন, তাহাকেই সিনীবালী জানিবে। অনুমতি, রাকা, সিনীবালী ও কুহু—ইহাদিগের কাল-পরিমাণ দুই লব মাত্র। কুহু-পরিমাণেই কুহু কাল জ্ঞাতব্য।২৯—৫০। পর্ব্ব সন্ধিকাল এই দ্বিলবাত্মক। ইহা উভয় পর্ব্বকালতুল্য। আহুতি, বষট্‌কারাদি সমস্ত কার্য্যেই উভয় কালকৃত ফললাভ হয়। চন্দ্র-সূর্য্যের ব্যতীপাত যোগ এবং পূর্ণিমা—ইহারা তুল্য ফলদায়ক। প্রতিপৎসংযোগে পর্ব্বকাল দুই লবমাত্র। কুহু ও সিনীবালীর পর্ব্বকাল দুই লব মাত্র। সোম, সূর্য্যমণ্ডল হইতে বহির্গত হইলে এক কালমাত্র পর্ব্বকাল বলিয়া স্মৃত হয়। চন্দ্র প্রতিদিন এককলা ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করিয়া পঞ্চদশীতে সম্যক্ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েন; এ নিমিত্ত ঐ তিথির নাম—পূর্ণিমা। সোমের পঞ্চদশ দিনে পঞ্চদশ কলারই প্রত্যক্ষ হয়; এ নিমিত্ত আমি পঞ্চদশীতে সোমের ক্ষয় হয়, এই কথা বলিয়াছি। এই দেব-পিতৃগণ সোমপ এবং সোমবর্দ্ধনকারী। আর্ত্তব, ঋতু ও অব্দসংজ্ঞক পিতৃগণের ইহারাই পরিপোষক। অতঃপর শ্রাদ্ধভোজী পিতৃগণের বিবরণ বর্ণন করিতেছি, তাহাদিগের গতি, শক্তি এবং শ্রাদ্ধপ্রাপ্তির কথা আপনারা শ্রবণ করুন। মৃতজীবগণের গতি বা অগতির বিষয় প্রসিদ্ধ তপস্যা দ্বারাও জানিতে পারা যায় না। চর্ম্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করার কথা আর কি বলিব? লৌকিক পিতৃগণ ইহকালকৃত প্রবল তপস্যা ফলে পরলোকে যাইয়া এই দেব পিতৃগণসহ মিলিত হন। অপর পিতৃগণ, ইহকালে আশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ ও জ্ঞানবান্ জনগণ শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ৫১—৬০। ভূমণ্ডলে ব্রহ্মচর্য্য তপস্যা, যজ্ঞ, সন্তানোৎপাদন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, বিদ্যোপার্জ্জন এবং অন্নদান এই সপ্তবিধ

কর্ম্মস্বেতেষু যে সক্তা বর্ত্তন্ত্যা দেহপাতনাৎ।
দেবৈস্তে পিতৃভিঃ সার্দ্ধমুষ্মপৈঃ সোমপৈস্তথা
স্বর্গতা দিবি মোদন্তে পিতৃমন্ত উপাসতে॥ ৬২
প্রজাবতাং প্রসিদ্ধৈষা উক্তা শ্রাদ্ধকৃতাঞ্চ বৈ।
তেষাং নিবাপে দত্তং হি তৎকুলীনৈস্তু বান্ধবৈঃ
মাসশ্রাদ্ধং হি ভুঞ্জানাস্তেহপোতে সোম-
লৌকিকাঃ।
এতে মনুষ্যাঃ পিতরো মাসশ্রাদ্ধভুজস্তু বৈ॥
তেভ্যোহপরে তু যে ত্বন্যে সঙ্কীর্ণাঃ কর্ম্মযোনিষু
ভ্রষ্টাশ্চাশ্রমধর্ম্মেষু স্বধা-স্বাহাবিবর্জ্জিতাঃ॥ ৬৫
ভিন্নে দেহে দুরাপন্নাঃ প্রেতভূতা যমক্ষয়ে।
স্বকর্ম্মাণ্যনুশোচন্তো যাতনাস্থানমাগতাঃ॥ ৬৬
দীর্ঘাশ্চৈবাতিশুষ্কাশ্চ শ্মশ্রুলাশ্চ বিবাসসঃ।
ক্ষুৎপিপাসাভিভূতাস্তে বিদ্রবন্তি ত্বিতস্ততঃ॥৬৭
সরিৎসরস্তড়াগানি পুষ্করিণ্যশ্চ সর্ব্বশঃ।
পরান্নান্যভিকাঙ্ক্ষন্তঃ কাল্যমানা ইতস্ততঃ॥৬৮
স্থানেষু পাত্যমানা যে যাতনাস্থেষু তেষু বৈ।
শাল্মল্যাং বৈতরণ্যাঞ্চ কুম্ভীপাকেঽন্ধবালুকে॥
অসিপত্রবনে চৈব পাত্যমানাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
তত্রস্থানান্তু তেষাং বৈ দুঃখিতানামশায়িনাম্॥
তেষাং লোকান্তরস্থানাং বান্ধবৈর্নামগোত্রতঃ।
ভূমাবসব্যং দর্ভেষু দত্তাঃ পিণ্ডাস্ত্রয়স্তু বৈ।
প্রাপ্তাংস্তু তর্পয়ন্ত্যেব প্রেতস্থানেষধিষ্ঠিতান্॥
অপ্রাপ্তা যাতনাস্থানং প্রভ্রষ্টা যে চ পঞ্চধা।
পশ্চাদ্যে স্থাবরান্তে বৈ ভূতানীকে স্বকর্ম্মভিঃ
নানারূপাসু জাতীনাং তির্য্যগ্‌যোনিষু মূর্ত্তিষু।
যদাহারা ভবন্ত্যেতে তাসু তাস্বিহ যোনিষু॥ ৭৩
তস্মিংস্তস্মিংস্তদাহারে শ্রাদ্ধং দত্তন্তু প্রীণয়েৎ।
কালে ন্যায়াগতং পাত্রে বিধিনা প্রতিপাদিতম্
প্রাপ্নুবন্ত্যন্নমাদত্তং যত্র যত্রাবতিষ্ঠতি॥ ৭৪
যথা গোষু প্রনষ্টাসু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথা শ্রাদ্ধেষু দৃষ্টান্তো মন্ত্রঃ প্রাপয়েত তু তম্॥

কর্ম্মে যাহারা যাবজ্জীবন অনুরক্ত থাকে, তাহারা স্বর্গগামী হইলে উষ্মপসোমপাদি পিতৃগণ ও দেবসহ মুদিতচিত্তে কালাতিপাত করে। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, সন্তানবান্ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকারী জনগণ নিবাপাদি দান করিলেই ঐরূপ ফল লাভ করিতে পারে। তদ্বংশীয় পিতৃগণ ইহাতে প্রীতিপ্রাপ্ত হন। এই মনুষ্য পিতৃগণ সোমলোকবাসী এবং মাসশ্রাদ্ধভোজী। ইহকালে যাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণচিত্ততাহেতু স্বাহাস্বধাবর্জ্জিত এবং আশ্রমধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়, দেহান্তে তাহারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত প্রেতাকারে যমলোকে গমন করে। তাহারা তখন স্বীয় কর্ম্মের অনুশোচনা করিতে করিতে যাতনাস্থান প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের তদানীন্তন দেহ অতিশুষ্ক, সুদীর্ঘ, শ্মশ্রুল ও উলঙ্গ অবস্থায় ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত হইয়া ইতঃস্তত ধাবিত হইতে থাকে। তাহারা জলাভিলাষে সরিৎ, সরোবর, তড়াগ ও পুষ্করিণ্যাদি জলাশয়ের এবং পরান্নের অনুসন্ধানে নানাস্থানে বিচরণ করিতে থাকে। কিন্তু অভীষ্ট দ্রব্য লাভ করিতে পারে না। সর্ব্বস্থান হইতেই বিতাড়িত হয়, অপিচ যমদূতগণ উহাদিগকে বিবিধ যাতনা স্থানে নিক্ষেপ করে। যাতনাস্থান যথা—শালমুলী, বৈতরণী, কুম্ভীপাক, অন্ধবালুক ও অসিপত্রবন; এইরূপ বিবিধ নরকস্থানে উহারা স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে পাতিত হয়। নরকস্থ জনগণকে অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ৬১—৭০। লোকান্তরবাসী বান্ধবগণের উদ্দেশে ভূতলে দর্ভ বিন্যাসপূর্ব্বক নাম গোত্রোল্লেখ সহকারে অপসব্য ক্রমে যে পিণ্ডত্রয় দান করা হয়, নরকগত পূর্ব্ব পিতৃগণ তাহা ভোগ করিয়া থাকেন। যাহারা যাতনাস্থানে না যাইয়া কর্ম্মবশে পশু-তির্য্যগাদি স্থাবরান্ত বিবিধ যোনিতে নানাপ্রকারে জন্মগ্রহণ করে, শ্রাদ্ধ দান করিলে উহা তত্তদ্‌যোনিগত সেই সেই পিতৃগণের খাদ্যরূপে পরিণত ও তাহাদিগের সমীপে উপগত হইয়া প্রীতি সাধন করে। যোগ্যকালে সৎপাত্রে যথাবিধি ন্যায়োপার্জ্জিত অন্নদান করিলে পূর্ব্ব-পিতৃগণ যেখানেই থাকুন, সেই সেই স্থানে যাইয়া ঐ অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। বহু গাভী মধ্যে মিশিয়া থাকিলেও বৎস যেমন তদীয়

এবং হ্যবিকলং শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাদত্তং মনুর্ব্রবীৎ।
সনৎকুমারঃ প্রোবাচ পশ্যন্ দিব্যেন চক্ষুষা ॥৭৬
গতাগতজ্ঞঃ প্রেতানাং প্রাপ্তিং শ্রাদ্ধস্য চৈব হি
কৃষ্ণপক্ষস্ত্বহস্তেষাং শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী ॥ ৭৭
ইত্যেতে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতরশ্চ বৈ
অন্যোন্যপিতরো হ্যেতে দেবাশ্চ পিতরো দিবি
এতে তু পিতরো দেবা মনুষ্যাঃ পিতরশ্চ যে
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ॥ ৭৯
ইত্যেষ বিষয়ঃ প্রোক্তঃ পিতৃণাং সোমপায়িনাম্
এতৎ পিতৃমহত্ত্বং হি পুরাণে নিশ্চয়ং গতম্ ॥৮০
ইত্যেষ সোম-সূর্য্যাভ্যামৈলস্য চ সমাগমঃ।
অবাপ্তিং শ্রদ্ধয়া চৈব পিতৃণাঞ্চৈব তর্পণম্ ॥ ৮১
পর্ব্বণাঞ্চৈব যঃ কালো যাতনাস্থানমেব চ।
সমাসাৎ কীর্ত্তিতস্তুভ্যং সর্গ এষ সনাতনঃ ॥৮২
বৈরূপ্যং যেন তৎ সর্ব্বং কথিতস্ত্বেকদেশিকম্।
অশক্যং পরিসংখ্যাতুং শ্রদ্ধেয়ং ভূতিমিচ্ছতা ॥
স্বায়ম্ভুবস্য দেবস্য এষ সর্গো ময়েরিতঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যাচ্চ ভূয়ঃ কিং কথয়ামি বঃ ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে শ্রাদ্ধানুকীর্ত্তনং নামৈকচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।
চতুর্যুগাণি যানি স্যুঃ পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
এবাং নিসর্গং সংখ্যাঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছাম বিস্তরাৎ
সূত উবাচ।
পৃথিবীদ্যুপ্রসঙ্গেন ময়া তু প্রাগুদাহৃতম্।
এতচ্চতুর্যুগস্ত্বেবং তদ্বক্ষ্যামি নিবোধত।
তৎপ্রমাণং প্রসংখ্যায় বিস্তরাচ্চৈব কৃৎস্নশঃ ॥
লৌকিকেন প্রমাণেন নিষ্পাদ্যাব্দন্তু মানুষম্।
তেনাপীহ প্রসংখ্যাশ্চ বক্ষ্যামি তু চতুর্যুগম্ ॥৩
কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব
ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলান্তু।

মাতাকে চিনিতে পারে, শ্রাদ্ধের দৃষ্টান্তও তদ্রূপ। মন্ত্রই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সন্নিধানে দত্ত দ্রব্য উপস্থাপিত করে। মনু বলিয়াছেন,—এইরূপ শ্রদ্ধা সহকারে দত্ত অন্ন অবিকল শ্রাদ্ধ ফলদান করিয়া থাকে। ভগবান্ সনৎকুমার দিব্যচক্ষে প্রেতগণের গতাগতি ও শ্রাদ্ধ প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। ইহাদিগের কৃষ্ণ পক্ষ দিবা এবং শুক্লপক্ষ রাত্রি ;—নিদ্রাকাল। এই পিতৃদেব ও দেব-পিতৃগণ পরস্পর পরস্পরের জনক। ইহারা এবং মনুষ্য পিতৃগণ আকাশবাসী ও সোমপায়ী। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ ইঁহারা মনুষ্য পিতৃগণ। ইঁহাদিগের শ্রাদ্ধ বিধান ও মহত্ত্ব এই কীর্ত্তন করিলাম। পুরাণ শাস্ত্রে এই রূপই নিশ্চিত আছে। ৭১—৮০। সোম ও সূর্য্য সহ ঐল রাজার সমাগম, পিতৃতর্পণ, শ্রদ্ধাদত্ত অন্নাদির পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিতি, পর্ব্বকাল, যাতনাস্থান,—এ সমস্তই আমি সংক্ষেপে আপনার নিকট বর্ণন করিলাম। এই সনাতন প্রকৃতির বিকৃতি সৃষ্টিতত্ত্বের কতক অংশ বর্ণিত হইল। ইহা সম্যক্ নির্ণয় করা সাধ্যায়ত্ত নহে। স্বায়ম্ভুব দেবকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব আমি এই সবিস্তার যথাক্রমেই বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আপনাদিগকে অপর কোন্ কথা বলিব ? ৮১—৮৪।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৪১

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যে চারিটী যুগ প্রবর্ত্তিত হয়, এক্ষণে আমাদিগকে তাহারই স্বভাব ও পরিমাণাদি বলুন। সূত কহিলেন,—পৃথিবী ও গগনমণ্ডলের বর্ণনপ্রসঙ্গে চতুর্যুগের উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে তাহার সংখ্যা-প্রমাণ সবিস্তার আনুপূর্ব্বীক্রমে সমস্তই বলিতেছি। মানুষ-বৎসর, লৌকিক প্রমাণেই জ্ঞাতব্য। আমি সেই মানুষ প্রমাণানুসারেই যুগ-চতুষ্টয়ের সংখ্যা বলিতেছি। পঞ্চদশ

ত্রিংশৎ কলাশ্চৈব ভবেন্মুহূর্ত্ত-
ন্তৈস্ত্রিংশতা রাত্র্যহনী সমেতে ॥ ৪
অহোরাত্রে বিভজতে সূর্য্যো মানুষলৌকিকে।
রাত্রিঃ স্বপ্নায় ভূতানাং চেষ্টায়ৈ কর্ম্মণামহঃ ॥ ৫
পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
কৃষ্ণপক্ষস্ত্বহস্তেষাং শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী ॥ ৬
ত্রিংশদ্যে মানুষা মাসাঃ পৈত্র্যো মাসঃ চ উচ্যতে
শতানি ত্রীণি মাসানাং ষষ্ঠ্যা চাভ্যধিকানি তু
পৈত্রঃ সংবৎসরো হ্যেষ মানুষেণ বিভাব্যতে
মানুষেণৈব মানেন বর্ষাণাং যচ্ছতং ভবেৎ।
পিতৃণাং তানি বর্ষাণি সংখ্যাতানি তু ত্রীণি বৈ
দশ চ হ্যধিকা মাসাঃ পিতৃসংখ্যেহ কীর্ত্তিতা ॥৮
লৌকিকেন প্রমাণেন অব্দো যো মানুষঃ স্মৃতঃ
এতদ্দিব্যমহোরাত্রমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥৯
দিব্যে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তু যদুদক্ চৈব রাত্রির্যা দক্ষিণায়নম্।
এতে রাত্র্যহনী দিব্যে প্রসংখ্যাতে তয়োঃ পুনঃ
ত্রিংশদ্যানি তু বর্ষাণি দিব্যো মাসস্তু স স্মৃতঃ।
মানুষাণাং শতং যচ্চ দিব্যা মাসাস্ত্রয়স্তু বৈ।
তথৈব সহ সংখ্যাতো দিব্য এষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥
ত্রীণি বর্ষশতান্যেবং ষষ্টিবর্ষাস্তথৈব চ।
দিব্যঃ সংবৎসরো হ্যেষ মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি মানুষেণ প্রমাণতঃ।
ত্রিংশদন্যানি বর্ষাণি স্মৃতঃ সপ্তর্ষিবৎসরঃ ॥ ১৩
নব যানি সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি চ।
বর্ষাণি নবতিশ্চৈব ধ্রুবসংবৎসরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪
ষট্ত্রিংশৎ তু সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি চ।
ষষ্টিশ্চৈব সহস্রাণি সংখ্যাতানি তু সংখ্যয়া।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু প্রাহুঃ সংখ্যাবিদো জনাঃ ॥১৫
ইত্যেতদৃষিভির্গীতং দিব্যয়া সংখ্যয়া দ্বিজাঃ।
দিব্যেনৈব প্রমাণেন যুগসংখ্যা প্রকল্পিতা ॥ ১৬
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি ঋষয়োঽব্রুবন্।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্ ॥ ১৭
পূর্ব্বং কৃতযুগং নাম ততস্ত্রেতাভিধীয়তে।
দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব যুগানি পরিকল্পয়েৎ ॥ ১৮
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎ কৃতং যুগম্।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥
ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।

নিমিষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্র হয়। সূর্য্যই লৌকিক ও দৈবিক অহোরাত্রের বিভাগ করেন। প্রাণিগণের কর্ম্মসাধনার্থ দিবা এবং নিদ্রা-নিমিত্ত রাত্রি। লৌকিক মানের একমাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্র হয়। তন্মধ্যে শুক্লপক্ষ রাত্রি এবং কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদিগের দিবা। রাত্রিতে তাঁহারা নিদ্রিত হয়েন। মানুষমানের ত্রিংশৎ মাসে পিতৃগণের এক মাস হয়। মানুষ প্রমাণের তিন শত ষষ্টি মাসে পিতৃগণের এক বৎসর নির্ণীত হইয়া থাকে। মানুষমানের শত বর্ষে পিতৃলোকের তিন বর্ষাধিক কাল হয়। পিতৃগণের কাল সংখ্যা এই কীর্ত্তন করিলাম। লৌকিক প্রমাণের এক বৎসরে দেবগণের এক দিবা-রাত্র হয়। বেদে এইরূপ উল্লেখ আছে। মানুষগণের এক বর্ষে যে দিব্য এক অহো-রাত্র হয়, তন্মধ্যে উত্তরায়ণ দিবা এবং দক্ষিণায়ন রাত্রিরূপে নির্দ্দিষ্ট। লৌকিক ত্রিংশৎ বর্ষে এক দিব্য মাস, এবং শতবর্ষে দিব্য তিন বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল মাত্র। তিন শত ষষ্টি বর্ষে এক দিব্য বর্ষ গণিত হয়।১—১২। লৌকিক তিন সহস্র ত্রিংশ বৎসরে সপ্তর্ষি বৎসর, এবং নব সহস্র নবতি বর্ষে ধ্রুব সংবৎসর হয়। ষট্ত্রিংশ সহস্র বর্ষে দিব্য শত বর্ষ এবং তিন লক্ষ ষষ্টি সহস্র বৎসরে দিব্য সহস্র বর্ষ হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! ঋষিগণ এইরূপই দিব্য সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। দিব্যমান দ্বারাই যুগসংখ্যা কল্পিত হইয়াছে।১৩—১৬। ভারতবর্ষে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিটী যুগ কল্পিত আছে। কৃত যুগের পরিমাণ চারি সহস্র বৎসর। ইহার সন্ধ্যা চারিশত বৎসর এবং চারিশত বৎসর সন্ধ্যাংশ। অপর যুগত্রয়ের সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ পরিমাণও সমান,

একপাদে নিবর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥ ২০
ত্রেতা ত্রীণি সহস্রাণি যুগসংখ্যাবিদো বিদুঃ।
তস্যাপি ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশঃ সন্ধ্যয়া সমঃ ॥
দ্বে সহস্রে দ্বাপরন্তু সন্ধ্যাংশৌ তু চতুঃশতম্।
সহস্রমেকং বর্ষাণাং কলিরেব প্রকীর্ত্তিতঃ।
দ্বে শতে চ তথান্তে চ সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশয়োঃ স্মৃতে।
এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগসংখ্যা তু সংজ্ঞিতা।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুষ্টয়ম্ ॥২৩
তত্র সংবৎসরাঃ সৃষ্টা মানুষাস্তান্ নিবোধত।
নিযুতানি দশে দ্বে চ পঞ্চ চৈবাত্র সংখ্যয়া।
অষ্টাবিংশৎসহস্রাণি কৃতং যুগমথোচ্যতে ॥ ২৪
প্রযুতন্তু তথা পূর্ণং দ্বে চান্তে নিযুতে পুনঃ।
ষণ্নবতিসহস্রাণি সংখ্যাতানি চ সংখ্যয়া।
ত্রেতাযুগস্য সংখ্যৈষা মানুষেণ তু সংজ্ঞিতা ॥২৫
অষ্টৌ শতসহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি তু।
চতুঃষষ্টিসহস্রাণি বর্ষাণাং দ্বাপরং যুগম্ ॥ ২৬
চত্বারি নিযুতানি স্যুর্বর্ষাণি তু কলির্যুগম্।
দ্বাত্রিংশচ্চ তথান্যানি সহস্রাণি তু সংখ্যয়া।
এতৎ কলিযুগং প্রোক্তং মানুষেণ প্রমাণতঃ ॥
এষা চতুর্যুগাবস্থা মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতা।
চতুর্যুগস্য সংখ্যাতা সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশকৈঃ সহ ॥২৮
এষা চতুর্যুগাখ্যা তু সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ।
কৃত-ত্রেতাদিযুক্তা সা মনোরন্তরমুচ্যতে ॥২৯
মন্বন্তরস্য সংখ্যা তু মানুষেণ নিবোধত।
একত্রিংশৎ তথা কোট্যঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া দ্বিজৈঃ ॥৩০
তথা শতসহস্রাণি দশ চান্যানি ভাগশঃ।
সহস্রাণি তু দ্বাত্রিংশচ্ছতান্যষ্টাধিকানি চ ॥ ৩১
অশীতিশ্চৈব বর্ষাণি মাসাশ্চৈবাধিকাস্তু ষট্।
মন্বন্তরস্য সংখ্যৈষা মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩২
দিব্যেন চ প্রমাণেন প্রবক্ষ্যাম্যন্তরং মনোঃ।
সহস্রাণাং শতান্যাহুঃ স চ বৈ পরিসংখ্যয়া ॥৩৩
চত্বারিংশৎসহস্রাণি মনোরন্তরমুচ্যতে।
মন্বন্তরস্য কালস্তু যুগৈঃ সহ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৪
এষা চতুর্যুগাখ্যা তু সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ।
ক্রমেণ পরিবৃত্তা সা মনোরন্তরমুচ্যতে ॥ ৩৫
এতচ্চতুর্দ্দশগুণং কল্পমাহুস্তু তদ্বিদঃ।
ততস্তু প্রলয়ঃ কৃৎস্নঃ স তু সম্প্রলয়ো মহান্ ॥
কল্পপ্রমাণো দ্বিগুণো যথা ভবতি সংখ্যয়া।

এবং যুগের পরিমাণ যত সহস্র বর্ষ, তত শত বৎসরই উহাদিগের পরিমাণ। যুগসংখ্যাবিদ্ জনগণ বলেন,—ত্রেতাযুগ পরিমাণ তিন সহস্র বর্ষ, ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ পরিমাণও তিন তিন শত বর্ষ। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দ্বিসহস্র বৎসর; ইহার সন্ধ্যা দুই শত এবং সন্ধ্যাংশ দুই শত বর্ষ। কলির পরিমাণ এক সহস্র বৎসর; ইহার সন্ধ্যা এক শত এবং সন্ধ্যাংশ এক শত বৎসর। এই দ্বাদশ সহস্র বৎসর কালই কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগের সংখ্যা। এক্ষণে ইহাদিগের মানুষ পরিমাণ—বলিতেছি। দ্বাদশ নিযুত, পঞ্চ অযুত, অষ্টাবিংশতি সহস্র বৎসরে সত্যযুগ; দুই নিযুত এক প্রযুত ষণ্নবতি সহস্র বর্ষে ত্রেতাযুগ, অষ্ট লক্ষ চতুঃষষ্টি সহস্র বর্ষে দ্বাপর যুগ এবং চারি নিযুত দ্বাত্রিংশ লক্ষ বৎসরে কলিযুগ সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। চারিযুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মানুষ প্রমাণ সহ এই সম্যক্ অবস্থা বর্ণিত হইল। এই চারিযুগাত্মক কালের একসপ্ততিবার আবর্ত্তনে এক মন্বন্তর হয়। মানুষমানে মন্বন্তর পরিমাণ শ্রবণ করুন। একত্রিংশৎ কোটি, দশ লক্ষ, দ্বাত্রিংশৎ সহস্র, অষ্টশত অশীতিবর্ষ ছয়মাসে এক মন্বন্তর হয়। সংখ্যাতত্ত্বজ্ঞ দ্বিজগণ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। মন্বন্তরের দিব্য পরিমাণ বলিতেছি। দিব্যমানের একলক্ষ চত্বারিংশৎ সহস্র বর্ষে মন্বন্তর হয়। যুগ সহ মন্বন্তর কাল বিবরণ এই বলিলাম। এই চতুর্যুগের একসপ্ততিবার আবর্ত্তনে এক মন্বন্তর হইয়া থাকে। কল্পবেত্তা মহাত্মারা ইহারই চতুর্দ্দশগুণে এক কল্পের পরিমাণ নির্ণয় করেন। তাহার পর সমগ্র জগতের সম্পূর্ণ প্রলয় ঘটে। ইহা মহাপ্রলয়। অতঃপর কল্পপ্রমাণ কাল অতীত হইলে পুনরায়

চতুর্যুগাখ্যা ব্যাখ্যাতা কৃতং ত্রেতাযুগঞ্চ বৈ ॥৩৭
ত্রেতাসৃষ্টিং প্রবক্ষ্যামি দ্বাপরং কলিমেব চ।
যুগপৎ সমবেতৌ দ্বৌ দ্বিধা বক্তুং ন শক্যতে ॥
ক্রমাগতং ময়াপ্যেতৎ তুভ্যং নোক্তং যুগাদ্বয়ম্
ঋষি-বংশপ্রসঙ্গেন ব্যাকুলত্বাৎ তথাত্মনঃ ॥৩৯
নোক্তং ত্রেতাযুগে শেষং তদ্বক্ষ্যামি নিবোধত
অথ ত্রেতাযুগস্যাদৌ মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চ যে।
শ্রৌতস্মার্ত্তং ব্রুবন্ ধর্ম্মং ব্রহ্মণা তু প্রচোদিতাঃ
দারাগ্নিহোত্রসম্বন্ধমৃগ্‌যজুঃসামসংহিতাঃ ॥
ইত্যাদিবহুলং শ্রৌতং ধর্ম্মং সপ্তর্ষয়োঽব্রুবন ॥৪১
পরম্পরাগতং ধর্ম্মং স্মার্ত্তঞ্চাচারলক্ষণম্।
বর্ণাশ্রমাচারযুতং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥ ৪২
সত্যেন ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন তপসা তথা।
তেষাং সুতপ্ততপসা মার্গেণানুক্রমেণ হ ॥৪৩
সপ্তর্ষীণাং মনোশ্চৈব আদৌ ত্রেতাযুগে ততঃ
অবুদ্ধিপূর্ব্বকং তেন সকৃৎপূর্ব্বকমেব চ ॥ ৪৪
অভিবৃত্তাস্তু তে মন্ত্রা দর্শনৈস্তারকাদিভিঃ।
আদিকল্পে তু দেবানাং প্রাদুর্ভূতাস্তু তে স্বয়ম্
প্রমাণেষ্বথ সিদ্ধানামন্যেষাঞ্চ প্রবর্ত্ততে।
মন্ত্রযোগো ব্যতীতেষু কল্পেষ্বথ সহস্রশঃ।
তে মন্ত্রা বৈ পুনস্তেষাং প্রতিমায়ামুপস্থিতাঃ ॥
ঋচো যজূংষি সামানি মন্ত্রাশ্চাথর্ব্বণাস্তু যে।
সপ্তর্ষিভিশ্চ যে প্রোক্তাঃ স্মার্ত্তন্তু মনুরব্রবীৎ ৪৭
ত্রেতাদৌ সংহতা বেদাঃ কেবলং ধর্ম্মসেতবঃ
সংরোধাদায়ুষশ্চৈব ব্যস্যন্তে দ্বাপরে চ তে।
ঋষয়স্তপসা বেদানহোরাত্রমধীয়ত ॥ ৪৮
অনাদিনিধনা দিব্যাঃ পূর্ব্বং প্রোক্তাঃ স্বয়ম্ভুবা
স্বধর্ম্মসংবৃতাঃ সাঙ্গা যথাধর্ম্মং যুগে যুগে।
বিক্রিয়ন্তে স্বধর্ম্মন্তু বেদবাদাদ্‌যথাযুগম্ ॥ ৪৯

সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। চতুর্যুগের ব্যাখ্যা করা হইল। কৃত ও ত্রেতাযুগের কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি; তন্মধ্যে ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি-যুগের সৃষ্টি বিবরণ বর্ণন করিতেছি। ইহা-দিগের বিবরণসমূহ পরস্পর সংসৃষ্ট বলিয়া একই কথার বারম্বার উল্লেখ করিতে পারা যায় না। ত্রেতাযুগের শেষাংশ এবং দ্বাপর ও কলিযুগের কথাই বলা হয় নাই। ঋষি-বংশ বর্ণনপ্রসঙ্গে চিত্তের ব্যগ্রতা বশতই উহা বলিতে পারি নাই। ১৭—৩৯। অতএব ত্রেতাযুগের যাহা অবশেষ আছে, সেই সকল বিবরণই এক্ষণে বলিতেছি। আপনারা শ্রবণ করুন। ত্রেতাযুগের আদিকালে ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে মনু ও সপ্তর্ষিগণ শ্রুত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম সকল উপদেশ করেন। সপ্তর্ষিরা ঋক্‌-যজুঃ-সামবেদানুমত দারপরিগ্রহাগ্নিহোত্র-সংযোগাদি বিবধ শ্রৌতধর্ম্ম কহিয়াছিলেন, আর সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, স্বায়ম্ভুব মনু বর্ণাশ্রমাচার-বিধি সহ পরম্পরাগত আচারপালনাত্মক ধর্ম্ম বলিয়াছেন। সেই সপ্তর্ষিগণ ও মনু অতিশয় তপঃপ্রভাবশালী এবং গ্রহনক্ষত্রাদির সংস্থান-বিষয়ে সম্যক্ প্রত্যক্ষ জ্ঞানবান ছিলেন। এ নিমিত্ত ত্রেতাযুগমুখে একবার মাত্র চিন্তার ফলেই তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে মন্ত্রসমূহ অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ঐ সকল মন্ত্র আদিকল্পে দেবগণের মনে স্বয়ংই প্রকটিত হয়। প্রমাণসম্বন্ধে সিদ্ধ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গেরও মন্ত্রযোগ আয়ত্ত হইয়া থাকে। অতীত কল্পে শত-সহস্র প্রকার মন্ত্রযোগ প্রচলিত ছিল। তাঁহাদিগের অভিধ্যানবশে প্রতিনিধিতেও সেই সকল মন্ত্রের আবেশ হয়। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ সম্মত মন্ত্রসমূহ সপ্তর্ষিগণই বলিয়াছেন। স্মার্ত্ত মন্ত্র সকল মনু কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ত্রেতাযুগে ধর্ম্মসেতু বেদ-সকল একত্র সংহতভাবে ছিল, দ্বাপরযুগে জনগণের বুদ্ধি ও আয়ুর অল্পতা ঘটিল। তখন সাধারণের সুগম করণার্থ ঐ বেদকে বিভক্ত করা হয়। পূর্ব্বে ঋষিগণ তপঃ-প্রভাবে এক অহোরাত্রেই সমগ্র বেদ অধ্য-য়ন করিতেন। পুরাকালে স্বয়ম্ভু অঙ্গ সম-ন্বিত, যুগবিহিত স্বধর্ম্মসংযুক্ত অনাদিনিধন বেদসমূহ উপদেশ করেন। যুগমাহাত্ম্যে ধর্ম্মসমূহ সেই বেদবাক্য হইতে অল্পে অল্পে

আরম্ভযজ্ঞঃ ক্ষত্রস্ত হবির্যজ্ঞা বিশঃ স্মৃতাঃ।
পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাশ্চ জপযজ্ঞাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ॥৫০
ততঃ সমুদিতা বর্ণাস্ত্রেতায়াং ধর্ম্মশালিনঃ।
ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তঃ সমৃদ্ধাঃ সুখিনশ্চ বৈ॥৫১
ব্রাহ্মণৈশ্চ বিধীয়ন্তে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বিশঃ।
বৈশ্যান্ শূদ্রানুবর্ত্তন্তে শূদ্রান পরমনুগ্রহাৎ॥৫২
শুভাঃ প্রকৃতয়স্তেষাং ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমাশ্রয়াঃ।
সঙ্কল্পিতেন মনসা বাচা বা হস্তকর্ম্মণা।
ত্রেতাযুগে হ্যবিকলে কর্ম্মারম্ভঃ প্রসিধ্যতি॥৫৩
আয়ু রূপং বলং মেধা আরোগ্যং ধর্ম্মশীলতা॥
সর্ব্বসাধারণং হ্যেতদাসীৎ ত্রেতাযুগে তু বৈ॥৫৪
বর্ণাশ্রমব্যবস্থানমেষাং ব্রহ্মা তথাকরোৎ।
সংহিতাশ্চ তথা মন্ত্রা আরোগ্যং ধর্ম্মশীলতা॥৫৫
সংহিতাশ্চ তথা মন্ত্রা ঋষিভির্ব্রহ্মণঃ সুতৈঃ।
যজ্ঞঃ প্রবর্ত্তিতশ্চৈব তদা হ্যেব তু দৈবতৈঃ॥৫৬
যামৈঃ শুক্রৈর্জয়ৈশ্চৈব সর্ব্বসাধনসম্ভৃতৈঃ।
বিশ্বসৃড্‌ভিস্তথা সার্দ্ধং দেবেন্দ্রেণ মহৌজসা।

স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে দেবৈস্তে যজ্ঞাঃ প্রাক্ প্রবর্ত্তিতা
সত্যং জপস্তপো দানং পূর্ব্বধর্ম্মো য উচ্যতে।
যদা ধর্ম্মস্ত হ্রসতে শাখাধর্ম্মস্ত বর্দ্ধতে॥৫৮
জায়ন্তে চ তদা শূরা আয়ুষ্মন্তো মহাবলাঃ।
ন্যস্তদণ্ডা মহাযোগা যজ্বানো ব্রহ্মবাদিনঃ॥৫৯
পদ্মপত্রায়তাক্ষাশ্চ পৃথুবক্ত্রাঃ সুসংহতাঃ।
সিংহোরস্কা মহাসত্ত্বা মত্তমাতঙ্গগামিনঃ॥৬
মহাধনুর্দ্ধরাশ্চৈব ত্রেতায়াং চক্রবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বলক্ষণপূর্ণাস্তে ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলাঃ॥৬১
ন্যগ্রোধৌ তু স্মৃতৌ বাহূ ব্যামো ন্যগ্রোধ উচ্যতে
ব্যামেন তুচ্ছ্রয়ো যস্য অত ঊর্দ্ধন্তু দেহিনঃ।
সমুচ্ছ্রয়ঃ পরীণাহো ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলঃ॥৬২
চক্রং রথো মণির্ভার্য্যা নিধিরশ্বো গজস্তথা।
প্রোক্তানি সপ্ত রত্নানি পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে॥
বিষ্ণোরংশেন জায়ন্তে পৃথিব্যাং চক্রবর্ত্তিনঃ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু হ্যতীতানাগতেষু বৈ॥৬৪

স্খলিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়। —৪৯। ক্ষত্রিয়ের আরম্ভযজ্ঞ, বৈশ্যগণের হবির্যজ্ঞ, শূদ্রের পরিচর্য্যাযজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণগণের জপ-যজ্ঞই বিহিত ধর্ম্ম। ত্রেতাযুগে বর্ণসকল ধর্ম্মশীল, ক্রিয়াবান্, সন্তানসম্পন্ন, সমৃদ্ধ ও সুখী ছিল। সদয় ব্যবহারে ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় দ্বারা বৈশ্য, এবং বৈশ্য দ্বারা শূদ্রগণ পরিচালিত হইত। সকলেরই প্রকৃতি শুভ বর্ণাশ্রমাচারমুখী ছিল। ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম বিকল হয় নাই বলিয়া সকলেরই বাক্য, কর্ম্ম বা মনের সঙ্কল্প মাত্রেই কার্য্যসিদ্ধি ঘটিত। আয়ু, রূপ, বল, মেধা, আরোগ্য, ধর্ম্মশীলতা, এ সকল তখন সর্ব্বসাধারণেরই সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। ব্রহ্মাই ইহাদিগের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম-নন্দনগণ ইহাদিগের আরোগ্য,ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি-সম্বন্ধীয় সংহিতা ও মন্ত্র সকল সঙ্কলন করেন। দেবতাগণই তখন যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যাম, শুক্র, জয়, বিশ্বসৃক্ প্রভৃতি দেবগণসহ মহৌজা দেবেন্দ্র স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সর্ব্ববিধ উপকরণ সহযোগে যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সত্য, জপ, তপস্যা ও দান চিরপ্রচলিত ধর্ম্ম। ধর্ম্মের হ্রাস হইলে পুনরায় যখন উহা বৃদ্ধি লাভ করে, তখন দীর্ঘায়ু মহাবল শূরগণ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা ন্যস্তদণ্ড, মহাযোগী, যাগশীল, ব্রহ্মবাদী, পদ্মপত্রায়তাক্ষ, প্রশস্ত মুখসম্পন্ন, সুসংহতাবয়ব, সিংহোরস্ক, মহাসত্ত্ব ও মত্তমাতঙ্গগামী হন। ত্রেতাযুগে চক্র-বর্ত্তী রাজগণ মহাধনুর্দ্ধর, ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল এবং সর্ব্বলক্ষণে লক্ষিত হইয়া থাকেন। ন্যগ্রোধ শব্দে বাহু বুঝায়। ব্যাস অর্থাৎ বিস্তারিত বাহুদ্বয়ের পরিমাণকেও ন্যগ্রোধ বলা যায়। ব্যাম-পরিমিত স্থূলতা ও ঔন্নত্য থাকিলে তাহাকে ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল বলে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে চক্র, রথ, মণি, ভার্য্যা, নিধি, অশ্ব, এবং গজ,—এই সপ্তবিধ দ্রব্য রত্ন বলিয়া ব্যবহৃত হইত। অতীত অনাগত সকল মন্বন্তরেই বিষ্ণুর অংশানুসারে পৃথি-বীতে চক্রবর্ত্তীদিগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ভূত-ভব্যানি যানীহ বর্ত্তমানানি যানি চ।
ত্রেতাযুগানি তেষত্র জায়ন্তে চক্রবর্ত্তিনঃ।
ভদ্রাণীমানি তেষাঞ্চ বিভাব্যন্তে মহীক্ষিতাম্।
অত্যদ্ভুতানি চত্বারি বলং ধর্ম্মং সুখং ধনম্ ॥৬৬
অন্যোন্যস্যাবিরোধেন প্রাপ্যন্তে নৃপতেঃ সমম্
অর্থো ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ যশো বিজয় এব চ ॥ ৬৭
ঐশ্বর্য্যেণাণিমাদ্যেন প্রভুশক্তি-বলান্বিতাঃ।
শ্রুতেন তপসা চৈব ঋষীংস্তেঽভিভবন্তি হি ॥৬৮
বলেনাভিভবন্ত্যেতে তেন দানব-মানবান্।
লক্ষণৈশ্চৈব জায়ন্তে শরীরস্থৈরমানুষৈঃ ॥ ৬৯
কেশাঃ স্থিতা ললাটেন জিহ্বা চ পরিমার্জ্জনী
শ্যামপ্রভাশ্চতুর্দ্দংষ্ট্রাঃ শ্রবসাশ্চোর্দ্ধরেতসঃ ॥ ৭০
আজানুবাহবশ্চৈব তালহস্তৌ বৃষাকৃতী।
পরিণাহ-প্রমাণাভ্যাং সিংহস্কন্ধাশ্চ মেধিনঃ ॥৭১
পাদয়োশ্চক্র-মৎস্যৌ তু শঙ্খপদ্মে চ হস্তয়োঃ।
পঞ্চাশীতিসহস্রাণি জীবন্তি হ্যজরামরাঃ ॥ ৭২
অসঙ্গা গতয়স্তেষাং চতস্রশ্চক্রবর্ত্তিনাম্।
অন্তরীক্ষে সমুদ্রেষু পাতালে পর্ব্বতেষু চ ৭৩
ইজ্যাদানং তপঃ সত্যং ত্রেতাধর্ম্মাস্তু বৈ স্মৃতাঃ
তদা প্রবর্ত্ততে ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
মর্য্যাদাস্থাপনার্থঞ্চ দণ্ডনীতিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৭৪
হৃষ্টপুষ্টা জনাঃ সর্ব্বে অরোগাঃ পূর্ণমানসাঃ।
একো বেদশ্চতুষ্পাদস্ত্রেতায়ান্তু বিধিঃ স্মৃতঃ।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি জীবন্তে তত্র তাঃ প্রজাঃ ॥৭৫
পুত্রপৌত্রসমাকীর্ণা ম্রিয়ন্তে চ ক্রমেণ তাঃ।
এষ ত্রেতাযুগে ভাবস্ত্রেতাসংখ্যাং নিবোধত ॥
ত্রেতাযুগস্বভাবেন সন্ধ্যাপাদেন বর্ত্ততে।
সন্ধ্যাপাদঃ স্বভাবাচ্চ যোঽংশঃ পাদেন তিষ্ঠতি

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মন্বন্তরানুকল্পো নাম দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪২ ॥

ভূত, ভবিষ্য বা বর্ত্তমান সময়েও ত্রেতাযুগেই চক্রবর্ত্তীদিগের জন্ম হয়। সেই রাজগণের বল, ধর্ম্ম, সুখ, ও ধন সমৃদ্ধি এই চারিটী অতীব অদ্ভুত। তাঁহারা অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, যশ ও বিজয়—এ সকল পরস্পর অবিরোধেই প্রাপ্ত হয়েন। সেই প্রভুশক্তিসম্পন্ন রাজগণ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান, ও তপোমহিমায় ঋষিগণকেও পরাভূত করেন। তাঁহারা অমানুষ লক্ষণনিচয় পূর্ণ এবং বল দ্বারা দানব ও মানবগণেরও অভিভব করেন। তাঁহাদিগের ললাটপ্রান্তশোভী কেশকলাপ, পরিমার্জ্জিত জিহ্বা, আজানুলম্বিত বাহুযুগল, তালপ্রমাণ হস্তদ্বয়, শ্যামাভ বর্ণ, বৃষসদৃশ আকৃতি ও পরিণাহ প্রমাণ দেখিলেই তাঁহাদিগকে মহাভাগ্যবান্‌ বলিয়া বোধ হয়। সেই সিংহস্কন্ধ, যাগশীল সমধিক শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন, উর্দ্ধরেতা, নৃপতিগণের পাদদ্বয়ে চক্র ও মৎস্যচিহ্ন এবং করতলে শঙ্খ ও পদ্মচিহ্ন বিরাজমান; তাঁহারা পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর অজরামর শরীরে জীবিত থাকেন। সেই চক্রবর্ত্তীদিগের সমুদ্র, আকাশ, পাতাল ও পর্ব্বত—এই চারিস্থানে অপ্রতিহত গতি হয়। দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপশ্চরণ ও সত্যপালন এই—চতুরঙ্গ ধর্ম্ম অব্যাহতভাবেই তাঁহারা প্রতিপালন করেন। ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত থাকিলেও ধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষণার্থ দণ্ডনীতি প্রবর্ত্তিত হয়। তখন সকলেই হৃষ্ট-পুষ্ট, নিরাময় ও পূর্ণমানস থাকে। এই ত্রেতাযুগেই এক বেদ চারি পাদে বিভক্ত হয়। তখন জনগণ পুত্র-পৌত্র-সমাবৃত হইয়া তিন সহস্র বৎসর জীবিত থাকিয়া ক্রমে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় ত্রেতাযুগের ভাব এইরূপ। এক্ষণে ত্রেতার সংখ্যা বিষয়ে অবধান কর। সন্ধ্যায় ত্রেতাযুগ স্বভাব একপাদ এবং সন্ধ্যাংশে সন্ধ্যাপরিমাণের এক পাদ স্বভাব বিদ্যমান থাকে। ৬০—৭৭।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৪২

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
কথং ত্রেতাযুগমুখে যজ্ঞস্যাসীৎ প্রবর্ত্তনম্।
পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবে সর্গে যথাবৎ প্রব্রবীহি নঃ॥ ১
অন্তর্হিতায়াং সন্ধ্যায়াং সার্দ্ধং কৃতযুগেন হি।
কালাখ্যায়াং প্রবৃত্তায়াং প্রাপ্তে ত্রেতাযুগে তদা।
ওষধীষু চ জাতাসু প্রবৃত্তে বৃষ্টিসর্জ্জনে।
প্রতিষ্ঠিতায়াং বার্ত্তায়াং গ্রামেষু চ পুরেষু চ॥৩
বর্ণাশ্রমপ্রতিষ্ঠানং কৃত্বা মন্ত্রৈশ্চ তৈঃ পুনঃ।
সংহিতাস্তু সুসংহৃত্য কথং যজ্ঞঃ প্রবর্ত্তিতঃ।
এতচ্ছ্রুত্বাব্রবীৎ সূতঃ শ্রূয়তাং তৎ প্রচোদিতম্
সূত উবাচ।
মন্ত্রান্ বৈ যোজয়িত্বা তু ইহামুত্র চ কর্ম্মসু।
তথা বিশ্বভুগিন্দ্রস্তু যজ্ঞং প্রাবর্ত্তয়ৎ প্রভুঃ॥ ৫
দেবতৈঃ সহ সংহৃত্য সর্ব্বসাধনসংবৃতঃ।
তস্যাশ্বমেধে বিততে সমাজগ্মুর্মহর্ষয়ঃ॥ ৬
যজ্ঞকর্ম্মণ্যবর্ত্তন্ত কর্ম্মণ্যগ্রে তথর্ত্বিজঃ।
হূয়মানে দেবহোত্রে অগ্নৌ বহুবিধং হবিঃ॥ ৭
সম্প্রতীতেষু দেবেষু সামগেষু চ সুস্বরম্।
পরিক্রান্তেষু লঘুষু অধ্বর্য্যুপুরুষেষু চ॥ ৮
আলব্ধেষু চ মধ্যে তু তথা পশুগণেষু বৈ।
আহুতেষু চ দেবেষু যজ্ঞভুক্ষু ততস্তদা॥ ৯
য ইন্দ্রিয়াত্মকা দেবা যজ্ঞভাগভুজস্তু তে।
তান যজন্তি তদা দেবাঃ কল্পাদিষু ভবন্তি যে॥
অধ্বর্য্যুপ্রৈষকালে তু ব্যুত্থিতা ঋষয়স্তথা।
মহর্ষয়শ্চ তান্ দৃষ্ট্বা দীনান্ পশুগণাংস্তদা।
বিশ্বভুজং তে ত্বপৃচ্ছন কথং যজ্ঞবিধিস্তব॥ ১১
অধর্ম্মো বলবানেষ হিংসা ধর্ম্মেপ্সয়া তব।
নবঃ পশুবিধিস্ত্বিষ্টস্তব যজ্ঞে সুরোত্তম॥ ১২
অধর্ম্মো ধর্ম্মঘাতায় প্রারব্ধঃ পশুভিস্ত্বয়া।
নায়ং ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মোঽয়ং ন হিংসা ধর্ম্ম উচ্যতে।
আগমেন ভবান্ ধর্ম্মং প্রকরোতু যদীচ্ছতি॥১৩

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগে যজ্ঞসমুহের কি প্রকারে প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, এক্ষণে আমাদিগকে তাহাই বলুন। কৃতযুগ সন্ধ্যাসহ অন্তর্হিত হইলে ত্রেতাযুগের প্রবৃত্তি হয় পরে সুবৃষ্টিফলে সর্ব্বত্র ওষধিসমুহের উদ্ভব হয়। ক্রমে গ্রাম পুরাদির প্রতিষ্ঠা, ও বার্ত্তা ব্যবহার প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সেই সময়ে বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠান্তে অন্ন, মন্ত্র ও বিধান সংগ্রহপূর্ব্বক কি প্রকারে যজ্ঞসমুহ প্রবর্ত্তিত হয়? সূত ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে মহর্ষিগণ! আপনারা জিজ্ঞাসিত বিষয় শ্রবণ করুন। বিশ্বভুক্ অৎকালে প্রভু ইন্দ্র, ঐহিক পারলৌকিক সুখসাধন মন্ত্রসমুহ সংগৃহীত করিয়া যজ্ঞসমুহের প্রবর্ত্তন করিলেন; তিনি দেবগণ সহ যজ্ঞসম্ভার সমাহরণপূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞে কর্ম্মকুশল ঋষিগণ আসিয়া ঋত্বিক্‌কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অগ্নিমধ্যে দেবগণোদ্দেশে বহুবিধ হবি দ্বারা হোম কর্য্য আরব্ধ হইল। দেবগণ অতীব হৃষ্ট হইলেন। সামগ দ্বিজগণ সামগান করিতে লাগিলেন। অধ্বর্য্যুগণ দ্রুতগতি ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। মেধ্য পশু সকল প্রোক্ষিত হইতে লাগিল। দেবগণ আহূত হইয়া যজ্ঞভাগ ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রিয়াত্মক দেবগণই যজ্ঞভাগভোজী। ইঁহারা কল্পাদিকালে উদ্ভূত হইয়া থাকেন। তখন সেই যজ্ঞে উক্ত দেবগণই অর্চ্চিত হইয়াছিলেন। ১—১০। অনন্তর অধ্বর্য্যুগণ পশূৎসর্গের উপক্রম করিলে মহর্ষিগণ দীন পশুগণ-দর্শনে করুণাপরবশ হইয়া বিশ্বভুক্ ইন্দ্রকে কহিলেন,—হে ইন্দ্র! তোমার এই যজ্ঞবিধি কি প্রকার? ইহা মহান্ অধর্ম্ম। তুমি ধর্ম্মকামনায় হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে সুরোত্তম! তোমাদিগের এই যজ্ঞবিধি উত্তম নহে। তুমি এই পশুসমুহ দ্বারা ধর্ম্মঘাতী অধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেছ। ইহা ধর্ম্ম নহে, পরন্তু অধর্ম্ম; কারণ হিংসা কদাপি

বিধিদৃষ্টেন যজ্ঞেন ধর্ম্মেণাব্যসনেন তু।
যজ্ঞবীজৈঃ সুরশ্রেষ্ঠ ত্রিবর্গপরিমোষিতৈঃ ॥ ১৪
এষ যজ্ঞো মহানিন্দ্রঃ স্বয়ম্ভুবিহিতঃ পুরা।
এবং বিশ্বভুগিন্দ্রস্তু ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
উক্তো ন প্রতিজগ্রাহ মানমোহসমন্বিতঃ ॥ ১৫
তেষাং বিবাদঃ সুমহান জজ্ঞে ইন্দ্র-মহর্ষিণাম্।
জঙ্গমৈঃ স্থাবরৈঃ কেন যষ্টব্যমিতি চোচ্যতে ॥
তে তু খিন্না বিবাদেন শক্ত্যা যুক্তা মহর্ষয়ঃ।
সন্ধায় সমমিন্দ্রেণ পপ্রচ্ছুঃ খচরং বসুম্ ॥ ১৭
ঋষয় উচুঃ।
মহাপ্রাজ্ঞ ত্বয়া দৃষ্টঃ কথং যজ্ঞবিধির্নৃপ।
ঔত্তানপাদে প্রব্রূহি সংশয়ং নস্তুদ প্রভো ॥১৮
সূত উবাচ।
শ্রুত্বা বাক্যং বসুস্তেষামবিচার্য্য বলাবলম্।
বেদশাস্ত্রমনুস্মৃত্য যজ্ঞতত্ত্বমুবাচ হ ॥ ১৯
যথোপনীতৈর্যষ্টব্যমিতিহোবাচ পার্থিবঃ।
যষ্টব্যং পশুভির্মেধ্যৈরথ মূল-ফলৈরপি ॥ ২০
হিংসা স্বভাবো যজ্ঞস্য ইতি মে দর্শনাগমঃ।
তথৈতে ভাবিতা মন্ত্রা হিংসালিঙ্গা মহর্ষিভিঃ ॥২১
দীর্ঘেণ তপসা যুক্তৈস্তারকাদিনিদর্শিভিঃ।
তৎপ্রমাণং ময়া চোক্তং তস্মাচ্ছমিতুমর্হথ ॥ ২২
যদি প্রমাণং স্বাস্তেব মন্ত্রবাক্যানি বো দ্বিজাঃ।
তথা প্রবর্ত্ততাং যজ্ঞো হ্যন্যথা মানৃতং বচঃ ॥২৩
এবং কৃতোত্তরাস্তে তু যুঞ্জ্যাত্মানং ততো ধিয়া
অবশ্যম্ভাবিনং দৃষ্ট্বা তমধো হ্যশপংস্তদা ॥ ২৪
ইত্যুক্তমাত্রো নৃপতিঃ প্রবিবেশ রসাতলম্।
ঊর্দ্ধচারী নৃপো ভূত্বা রসাতলচরোঽভবৎ ॥২৫
বসুধাতলচারী তু তেন বাক্যেন সোঽভবৎ।
ধর্ম্মাণাং সংশয়চ্ছেত্তা রাজা বসুধরো গতঃ ॥২৬

ধর্ম্ম হইতে পারে না। অতএব হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি যদি সতত ধর্ম্মকামনা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আগমোক্ত বিধানানুসারে বীজ দ্বারা ব্যসনদোষ-হীন ত্রিবর্গসাধক যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। হে ইন্দ্র! এই মহান্ যজ্ঞ পুরাকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ এইরূপ বলিলেও মায়ামোহবশে তিনি সে কথায় শ্রদ্ধা করিলেন না। সেই ইন্দ্র ও মহর্ষিগণের মধ্যে তখন "জঙ্গম ও স্থাবর বীজ মধ্যে কিসের দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য?" এই কথা লইয়া মহা বিবাদ আরব্ধ হইল। তাঁহারা নিজ নিজ যুক্তি-শক্তি দ্বারা স্ব স্ব মতের সমর্থন করিতে লাগিলেন; সুতরাং উহার কোন মীমাংসা হইল না; সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। পরে তাঁহারা গিয়া আকাশচারী বসুধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি কিরূপ যজ্ঞবিধি দেখিয়াছেন? হে উত্তানপাদনন্দন, প্রভো! আমাদিগের এই সংশয় নিরাস করুন। সূত বলিলেন,—বসুধর, তাঁহাদিগের প্রশ্ন শ্রবণান্তে বলাবল বিচার না করিয়াই বেদশাস্ত্র স্মরণপূর্ব্বক যজ্ঞতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে, যথোপনীত মেধ্য পশু, মূল ও ফল দ্বারা যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। আগমালোচনায় যজ্ঞের হিংসা স্বভাবতই জ্ঞাত হওয়া যায়। পরন্তু মহর্ষিগণ যজ্ঞের যে সকল মন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, সে সকলও হিংসাত্মক। সেই মন্ত্রোদ্ভাবক মহর্ষিগণ দীর্ঘ তপস্যা ও তারকাদি জ্যোতির্মণ্ডলের নিদর্শন প্রভৃতির সাহায্যে যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য্য। আমিও তদনুসারেই বলিলাম। অতএব আপনারা শান্তি অবলম্বন করুন। আপনাদিগের সেই সমস্ত মন্ত্রবাক্য যদি প্রমাণ বলিয়া বোধ হয়, তবে তদনুসারেই যজ্ঞানুষ্ঠান করুন; নচেৎ বৃথা বাক্যব্যয়ে ফল কি? সেই মহর্ষিগণ বসুর এবম্বিধ উত্তরবাক্য শ্রবণে গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া অবশ্যম্ভাবী বিষয় দর্শনে তাঁহাকে "তুমি অধঃপতিত হও" এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন। ঋষিগণ এই কথা বলিবামাত্র সেই ঊর্দ্ধবিহারী বসুধর রাজা রসাতলচারী হইলেন। তিনি ধর্ম্মসমূহের সংশয়চ্ছেদকারী অতীব জ্ঞানী হইয়াও একটী মাত্র

তস্মান্ন বাচ্যো হ্যেকেন বহুজ্ঞেনাপি সংশয়ঃ।
বহুধারস্য ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা দুরনুগা গতিঃ ॥ ২৭
তস্মান্ন নিশ্চয়াদ্বক্তুং ধর্ম্মঃ শক্যো হি কেনচিৎ।
দেবানৃষীনুপাদায় স্বায়ম্ভুবমৃতে মনুম্ ॥ ২৮
তস্মান্ন হিংসা যজ্ঞে স্যাদ্যদুক্তমৃষিভিঃ পুরা।
ঋষিকোটিসহস্রাণি স্বৈস্তপোভির্দিবং গতাঃ ॥ ২৯
তস্মান্ন হিংসাযজ্ঞঞ্চ প্রশংসন্তি মহর্ষয়ঃ।
উঞ্ছো মূলং ফলং শাকমুদপাত্রং তপোধনাঃ ॥ ৩০
এতদ্দত্ত্বা বিভবতঃ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমো ভূতদয়া শমঃ ॥ ৩১
ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচমনুক্রোশং ক্ষমা ধৃতিঃ।
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেব দুরাসদম্ ॥ ৩২
দ্রব্যমন্ত্রাত্মকো যজ্ঞস্তপশ্চ সমতাত্মকম্।
যজ্ঞৈশ্চ দেবানাপ্নোতি বৈরাজং তপসা পুনঃ ॥
ব্রহ্মণঃ কর্ম্মসন্ন্যাসাদ্বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতের্লয়ম্।
জ্ঞানাৎপ্রাপ্নোতি কৈবল্যং পঞ্চৈতা গতয়ঃ স্মৃতাঃ
এবং বিবাদঃ সুমহান্ যজ্ঞস্যাসীৎ প্রবর্ত্তনে।
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ৩৫
ততস্তে ঋষয়ো দৃষ্ট্বা হৃতং ধর্ম্মং বলেন তে।
বসোর্বাক্যমনাদৃত্য জগ্মুস্তে বৈ যথাগতম্ ॥ ৩৬
গতেষু ঋষিসঙ্ঘেষু দেবা যজ্ঞমবাপ্নুয়ুঃ।
শ্রূয়ন্তে হি তপঃসিদ্ধা ব্রহ্ম-ক্ষত্রাদয়ো নৃপাঃ ॥ ৩৭
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ ধ্রুবো মেধাতিথির্বসুঃ।
সুধামা বিরজাশ্চৈব শঙ্খপাদ্রাজসস্তথা ॥ ৩৮
প্রাচীনবর্হিঃ পর্জ্জন্যো হবির্দ্ধানাদয়ো নৃপাঃ।
এতে চান্যে চ বহবস্তে তপোভির্দিবং গতাঃ ॥
রাজর্ষয়ো মহাত্মানো যেষাং কীর্ত্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা।
তস্মাদ্বিশিষ্যতে যজ্ঞাৎ তপঃ সর্ব্বৈস্তু কারণৈঃ
ব্রহ্মণা তপসা সৃষ্টং জগদ্বিশ্বমিদং পুরা।

কথার দোষে অধঃপতিত হইলেন। অতএব কোন ব্যক্তি বহুজ্ঞ হইলেও একাকী কোন সংশয় স্থলে সিদ্ধান্তবাক্য বলিবেন না। ধর্ম্ম বহু ধারাসমন্বিত; ইহার গতি সূক্ষ্ম এবং দুর্জ্ঞেয়। এই নিমিত্ত দেব, ঋষি ও মনু ব্যতীত অপর কেহই ধর্ম্মসম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলিতে সক্ষম নহে। ফলতঃ পুরাকালে ঋষিগণ যজ্ঞে যে হিংসা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, উহাই সুব্যবস্থা। দেখুন, বহু কোটি ঋষি স্ব-স্ব তপোমহিমায় স্বর্গগামী হইয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়াই মহর্ষিগণ হিংসা যজ্ঞের প্রশংসা করেন না। উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা মূল, ফল, শাক ও জলপাত্র ইত্যাদি উপার্জ্জনপূর্ব্বক বিভবানুসারে তৎসমস্ত দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তপোধনগণ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। দ্রোহাভাব, অলোভ, দম, প্রাণিগণে দয়া, শম, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, পরোপকার রুচি, ক্ষমা, ধৃতি,—এই সকল সনাতন ধর্ম্মের সুদৃঢ় মূলস্বরূপ। ১১—৩২। যজ্ঞ—দ্রব্য ও মন্ত্রাত্মক, আর তপস্যা সর্ব্বত্র সমতাত্মক। যজ্ঞ করিলে দেবগণকে এবং তপস্যা দ্বারা বিরাট্ পুরুষকে লাভ করা যায়। কর্ম্ম সন্ন্যাসে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি হয়। বৈরাগ্যাবলম্বনে প্রকৃতিতে লীন হওয়া যায় আর ব্রহ্মজ্ঞানমহিমায় কৈবল্যলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। প্রাণিগণের গতি এই পঞ্চবিধ। পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে ঋষি ও দেবগণের এই প্রকার সুমহান্ বিবাদ ঘটিয়াছিল। তার পর ধর্ম্ম বলপূর্ব্বক হৃত হইতেছে দেখিয়া ঋষিগণ বসুধরের বাক্যে আদর না করিয়া যথাস্থানে প্রতিগমন করিলেন। ঋষিগণ প্রস্থান করিলে পর দেবগণ যজ্ঞ সমাধান করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, অনেকানেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নৃপতি তপঃসিদ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, ধ্রুব, মেধাতিথি, বসু, সুধামা, বিরজা, শঙ্খপাৎ, রাজস, প্রাচীনবর্হি, পর্জ্জন্য, হবির্দ্ধানাদি কীর্ত্তিমান্ অনেকানেক রাজর্ষি তপোমাহাত্ম্যে স্বর্গগামী হইয়াছেন। এই সকল চিন্তা করিলে সর্ব্বথা যজ্ঞাপেক্ষা তপস্যারই শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হয়। পুরাকালে ব্রহ্মা তপঃপ্রভাবেই এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; পরন্তু

তস্মান্নাপ্নোতি তদ্‌যজ্ঞাৎ তপো মূলমিদং স্মৃতম্
যজ্ঞপ্রবর্ত্তনং হ্যেবমাসীৎ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
তদাপ্রভৃতি যজ্ঞোঽয়ং যুগৈঃ সার্দ্ধং প্রবর্ত্তিতঃ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মন্বন্তরানুকল্পে দেবর্ষিসংবাদো নাম ত্রিচত্বারিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দ্বাপরস্য বিধিং পুনঃ।
তত্র ত্রেতাযুগে ক্ষীণে দ্বাপরং প্রতিপদ্যতে॥১
দ্বাপরাদৌ প্রজানান্তু সিদ্ধিস্ত্রেতাযুগে তু যা।
পরিবৃত্তে যুগে তস্মিংস্ততঃ সা বৈ প্রণশ্যতি॥২
ততঃ প্রবর্ত্ততে তাসাং প্রজানাং দ্বাপরে পুনঃ
লোভো ধৃতির্বণিগ্‌যুদ্ধং তত্ত্বানামবিনিশ্চয়ঃ॥ ৩
প্রধ্বংসশ্চৈব বর্ণানাং কর্ম্মণান্তু বিপর্য্যয়ঃ।
যাত্রা বধঃ পরো দণ্ডো মানো দর্পোঽক্ষমা বলম্॥ ৪
তথা রজস্তমো ভূয়ঃ প্রবৃত্তে দ্বাপরে পুনঃ।
আদ্যে কৃতে নাধর্ম্মোঽস্তি স ত্রেতায়াং প্রবর্ত্তিতঃ॥ ৫
দ্বাপরে ব্যাকুলো ভূত্বা প্রণশ্যতি কলৌ পুনঃ।
বর্ণানাং দ্বাপরে ধর্ম্মাঃ সঙ্কীর্য্যন্তে তথাশ্রমাঃ॥৬
দ্বৈধমুৎপদ্যতে চৈব যুগে তস্মিন্ শ্রুতি-স্মৃতী।
দ্বিধা শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চৈব নিশ্চয়ো নাধিগম্যতে॥৭
অনিশ্চয়াবগমনাদ্ধর্ম্মতত্ত্বং ন বিদ্যতে।
ধর্ম্মতত্ত্বে হ্যবিজ্ঞাতে মতিভেদস্তু জায়তে॥ ৮
পরস্পরং বিভিন্নাস্তে দৃষ্টীনাং বিভ্রমেণ তু।
অতো দৃষ্টিবিভিন্নৈস্তৈঃ কৃতমত্যাকুলন্ত্বিদম্॥৯
একো বেদশ্চতুষ্পাদঃ সংহৃত্য তু পুনঃপুনঃ।
সংক্ষেপাদায়ুষশ্চৈব ব্যস্যতে দ্বাপরেষ্বিহ॥ ১০
বেদশ্চৈকশ্চতুর্দ্ধা তু ব্যস্যতে দ্বাপরাদিষু।
ঋষিপুত্রৈঃ পুনর্ব্বেদা ভিদ্যন্তে দৃষ্টিবিভ্রমৈঃ॥১১
তে তু ব্রাহ্মণবিন্যাসৈঃ স্বরক্রমবিপর্য্যয়ৈঃ।

যজ্ঞদ্বারা তাদৃশ প্রভাব লাভ করা যায় না। তপস্যাই এ জগতের মূল বলিয়া অবধারিত। হে মুনিগণ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এইরূপই যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তদবধি যুগে যুগে উহা প্রচলিত রহিয়াছে। ৩৩—৪২।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥১৪৩

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, অতঃপর দ্বাপরযুগের বিধি-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি। ত্রেতাযুগ ক্ষীণ হইলে দ্বাপরযুগের প্রবৃত্তি হয়। এই যুগ-প্রবর্ত্তন ফলে প্রজাগণের ত্রেতাযুগীয় সিদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়। উহাদিগের লোভ ও ধৃতি, বাণিজ্য ও যুদ্ধ ইত্যাদি বিরুদ্ধ বৃত্তি সকল উদ্বুদ্ধ হয়। তত্ত্ববিষয়ের নিশ্চয় থাকে না। কর্ম্ম সকলের বিপর্য্যয় ঘটে। যাত্রা, বধ, দম্ভ, মান, দর্প, অক্ষমা বল এই সকল রজস্তমবহুল বৃত্তিনিচয়ের সমধিক বৃদ্ধিবশে বর্ণ সকল ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠে। প্রথম যুগে অধর্ম্ম ছিল না, ত্রেতাযুগেই উহার আবির্ভাব। দ্বাপরযুগে লোক সকল অধর্ম্ম-দ্বারা ব্যাকুলীভূত হয়। অতঃপর কলিযুগে তাহারা বিনাশদশা প্রাপ্ত হয়। দ্বাপরযুগে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম সকল সংকীর্ণ হইতে থাকে। শ্রুতি ও স্মৃতির মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। উহার সুমীমাংসা ঘটিয়া উঠে না। সংশয়িত জ্ঞান নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হয়। ধর্ম্ম-তত্ত্বের অবিজ্ঞান হেতু মতভেদ ঘটে, তন্নি-মিত্ত জনগণ পরস্পর বিভিন্নপথানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া জগন্মণ্ডল অতিশয় ব্যাকুলিত করিয়া তুলে। ১—৯। পূর্ব্বকালে চারিপাদ-যুক্ত একমাত্র বেদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহা জনগণের আয়ুর অল্পতা নিবন্ধন পুনঃপুনঃ নানাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া দ্বাপরযুগে সংক্ষিপ্ত ও বিভক্ত হইয়াছে। আবার ঋষিপুত্রগণ স্ব স্ব দৃষ্টিবিভ্রম বশতঃ উহাকে নানাপ্রকারে প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহারা

সংহৃতা ঋগ্‌যজুঃসাম্নাং সংহিতাস্তৈর্মহর্ষিভিঃ ॥ ১২
সামান্যাদ্বৈকৃতাচ্চৈব দৃষ্টিভিন্নৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
ব্রাহ্মণং কল্পসূত্রাণি ভাষ্যবিদ্যাস্তথৈব চ ॥ ১৩
অন্যে তু প্রস্থিতাস্তান্ বৈ কেচিৎ তান্
প্রত্যবস্থিতাঃ।
দ্বাপরেষু প্রবর্ত্তন্তে ভিন্নার্থৈস্তৈঃ স্বদর্শনৈঃ ॥ ১৪
একমাধ্বর্য্যবং পূর্ব্বমাসীদ্দ্বৈধন্তু তৎ পুনঃ।
সামান্যবিপরীতার্থৈঃ কৃতং শাস্ত্রাকুলন্ত্বিদম্ ॥ ১৫
আধ্বর্য্যবঞ্চ প্রস্থানৈর্বহুধা ব্যাকুলীকৃতম্।
তথৈবাথর্ব্বণাং সাম্নাং বিকল্পৈঃ স্বস্ব সঙ্ক্ষয়ৈঃ ॥
ব্যাকুলো দ্বাপরেষ্বর্থঃ ক্রিয়তে ভিন্নদর্শনৈঃ।
দ্বাপরে সন্নিবৃত্তে তে বেদা নশ্যন্তি বৈ কলৌ ॥
তেষাং বিপর্য্যয়োৎপন্না ভবন্তি দ্বাপরে পুনঃ।
অদৃষ্টির্ম্মরণঞ্চৈব তথৈব ব্যাধ্যুপদ্রবাঃ ॥ ১৮

মহর্ষিগণের ঋক্‌যজুঃ সাম সংহিতামধ্যে ব্রাহ্মণভাগের বিন্যাস এবং স্বরক্রমের বিপর্য্যয় করিয়া উহাকেও রূপান্তর প্রাপিত করিয়াছেন। স্থানে স্থানে অভ্যাস-দোষে, অল্পাল্প বিকৃতি এবং দৃষ্টিভেদ নিবন্ধন বেদের ব্রাহ্মণভাগ, কল্পসূত্র, ভাষ্যবিদ্যা এবং আরও বিবিধ বিষয় তাঁহাদের অন্তঃকরণে সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই। কোন কোন বিষয় যথাযথই প্রকাশ পাইয়াছিল। এই দ্বাপর-যুগেই লোক সকল বিভিন্নাচার-সম্পন্ন ও পৃথক্ মতাবলম্বী হয়। পূর্ব্বে অধ্বর্য্যু কর্ম্ম একই ছিল। পরে উহা দ্বিবিধ হয়। অর্থের অল্পমাত্র বৈপরীত্য বশতঃ শাস্ত্র সকল এই-রূপ আকুল হইয়া পড়িয়াছে। এ নিমিত্ত আধ্বর্য্যব কর্ম্মসমূহও ব্যাকুলভাবে বিভিন্ন পথে চলিয়াছে। সেই মুনিগণের আত্মক্ষয় কারণ সন্দেহাবলম্বনের ফলে সাম ও আথর্ব্বণ শ্রুতিসমূহেরও এবম্বিধ বৈকল্য ঘটিয়াছে। বিভিন্ন-দর্শন মুনিগণই দ্বাপরযুগে বিষয়সমূহ আকুলিত করিয়া তুলেন। দ্বাপর নিবৃত্তি হইলে কলিকালে বেদসকল বিলুপ্ত হয়। দ্বাপর যুগেই বেদমধ্যে সন্দেহোৎপত্তি হয়। বেদদর্শনের অভাবে জনগণের

বাঙ্মনঃকর্ম্মভির্দুঃখৈর্নির্ব্বেদো জায়তে ততঃ।
নির্ব্বেদাজ্জায়তে তেষাং দুঃখমোক্ষবিচারণা ॥ ১৯
বিচারণায়াং বৈরাগ্যং বৈরাগ্যাদ্দোষদর্শনম্।
দোষাণাং দর্শনাচ্চৈব জ্ঞানোৎপত্তিস্তু জায়তে ॥
তেষাং মেধাবিনাং পূর্ব্বং মর্ত্ত্যে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে
উৎপৎস্যন্তীহ শাস্ত্রাণাং দ্বাপরে পরিপন্থিনঃ ॥
আয়ুর্ব্বেদবিকল্পাশ্চ অঙ্গানাং জ্যোতিষস্য চ।
অর্থশাস্ত্রবিকল্পাশ্চ হেতুশাস্ত্রবিকল্পনম্ ॥ ২২
প্রক্রিয়া কল্পসূত্রাণাং ভাষ্যবিদ্যাবিকল্পনম্।
স্মৃতিশাস্ত্রপ্রভেদাশ্চ প্রস্থানানি পৃথক্ পৃথক্ ॥
দ্বাপরেষ্বভিবর্ত্তন্তে মতিভেদাস্তথা নৃণাম্।
মনসা কর্ম্মণা বাচা কৃচ্ছ্রাদ্বার্ত্তা প্রসিধ্যতি ॥ ২৪
দ্বাপরে সর্ব্বভূতানাং কালঃ ক্লেশপরঃ স্মৃতঃ।
লোভো ধৃতির্বণিগ্‌যুদ্ধং তত্ত্বানামবিনিশ্চয়ঃ ॥ ২৫
বেদশাস্ত্রপ্রণয়নং বর্ণানাং সঙ্করস্তথা।
বর্ণাশ্রমপরিধ্বংসঃ কাম-দ্বেষৌ তথৈব চ ॥ ২৬

ব্যাধি উপদ্রবাদি এবং মরণও ঘটিতে থাকে। তখন তাহারা বাক্য মন ও কর্ম্ম দ্বারা দুঃখ-নিবারণে অক্ষম হইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। নির্ব্বেদ জন্য তাহাদিগের তখন দুঃখমোক্ষের বিচারবৃত্তি উন্মেষিত হয়। বিচার ফলে বৈরাগ্য এবং বৈরাগ্য হইতে সংসারের দোষদর্শন হয়। দোষদর্শন-শক্তি জন্মিলেই তাহার ফলে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যে সকল মেধাবী মুনি ছিলেন, তাঁহাদিগের কতিপয় ব্যক্তি দ্বাপর-যুগে বেদশাস্ত্রবিরোধিরূপে প্রখ্যাত হয়েন। তখন আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষাদি বেদাঙ্গ সকল, অর্থশাস্ত্র, হেতুশাস্ত্র, কল্পসূত্র প্রক্রিয়া, ভাষ্যবিদ্যা, স্মৃতি শাস্ত্র এবং অপর নানাবিধ শাস্ত্র, সমস্তই সংশয়াকলিত,—মতভেদে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। কায়-মনোবাক্যে ক্লেশ স্বীকার ব্যতীত তখন কোন সকল্পই সিদ্ধ হয় না। ১০—২৪। দ্বাপরযুগে সর্ব্বভূতেরই সক্লেশে কালাতিপাত হয়। লোভ, ধৃতি, বাণিজ্য, যুদ্ধ, তত্ত্ববিষয়ের অজ্ঞান, বেদ-প্রণয়ন, বর্ণসমূহের সঙ্করতা, বর্ণাশ্রমসমূহের

পূর্ণে বর্ষসহস্রে যে পরমায়ুস্তদা নৃণাম্‌।
নিঃশেষে দ্বাপরে তস্মিংস্তস্য সন্ধ্যা তু পাদতঃ
গুণহীনাস্ত তিষ্ঠন্তি ধর্ম্মস্ত দ্বাপরস্ত তু।
তথৈব সন্ধ্যাপাদেন অংশস্তস্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ॥
দ্বাপরস্ত তু পর্য্যায়াঃ পুষ্যস্ত চ নিবোধত।
দ্বাপরস্তাংশশেষে তু প্রতিপত্তিঃ কলেরথ॥২৯
হিংসা স্তেয়ানৃতং মায়া দম্ভশ্চৈব তপস্বিনাম্‌।
এতে স্বভাবাঃ পুষ্যস্ত সাধয়ন্তি চ তাঃ প্রজাঃ
এষ ধর্ম্মঃ স্মৃতঃ কৃৎস্নো ধর্ম্মশ্চ পরিহীয়তে।
মনসা কর্ম্মণা বাচা বার্ত্তাঃ সিধ্যন্তি বা ন বা॥৩১
কলিঃ প্রমারকো রোগঃ সততঞ্চাপি ক্ষুদ্ভয়ম্‌।
অনাবৃষ্টিভয়ঞ্চৈব দেশানাঞ্চ বিপর্য্যয়ঃ॥৩২
ন প্রমাণে স্থিতির্হ্যস্তিপুষ্যে ঘোরে যুগে কলৌ
গর্ভস্থো ম্রিয়তে কশ্চিদ্‌যৌবনস্থস্তথাপরঃ॥৩৩
স্থাবর্য্যে মধ্যকৌমারে ম্রিয়ন্তে চ কলৌ প্রজাঃ
অল্পতেজোবলাঃ পাপা মহাকোপা হ্যধার্ম্মিকাঃ॥
অনৃতব্রতলুব্ধাশ্চ পুষ্যে চৈব প্রজাঃ স্থিতাঃ
দুরিষ্টৈর্দুরধীতৈশ্চ দুরাচারৈর্দুরাগমৈঃ॥৩৫
বিপ্রাণাং কর্ম্মদোষৈস্তৈঃ প্রজানাং জায়তে ভয়ম্‌
হিংসা মানস্তথের্ষ্যা চ ক্রোধোঽসূয়াক্ষমাধৃতিঃ
পুষ্যে ভবন্তি জন্তূনাং লোভো মোহশ্চ সর্ব্বশঃ
সঙ্ক্ষোভো জায়তেঽত্যর্থং কলিমাসাদ্য বৈযুগম্‌
নাধীয়ন্তে তথা বেদা ন যজন্তে দ্বিজাতয়ঃ।
উৎসীদন্তি যথা চৈব বৈশ্যৈঃ সার্দ্ধন্তু ক্ষত্রিয়াঃ॥
শূদ্রাণাং মন্ত্রযোনিস্ত সম্বন্ধো ব্রাহ্মণৈঃ সহ
ভবতীহ কলৌ তস্মিন্‌ শয়নাসনভোজনৈঃ॥৩৯
রাজানঃ শূদ্রভূয়িষ্ঠাঃ পাষণ্ডানাং প্রবৃত্তয়ঃ।
কাষায়িণশ্চ নিষ্কচ্ছাস্তথা কাপালিনশ্চ হ॥৪০
যে চান্যে দেবব্রতিনস্তথা যে ধর্ম্মদূষকাঃ।
দিব্যবৃত্তাশ্চ যে কেচিদ্‌বৃত্ত্যর্থং শ্রুতিলিঙ্গিনঃ॥৪১

বিনাশ এবং কাম-দ্বেষের বৃদ্ধি হয়। তখন নরগণের আয়ুঃপরিমাণ দুই সহস্র বৎসর। দ্বাপর শেষ হইলে তাহার সন্ধ্যা প্রবৃত্ত হয়। ইহার পরিমাণ যুগপরিমাণের একপাদ মাত্র। সন্ধ্যাংশের পরিমাণও ইহারই সমান। তখন দ্বাপর ধর্ম্মের লক্ষণ যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও নাই, জনগণ সেই সমস্ত ধর্ম্মাভাস অবলম্বন করে। দ্বাপরযুগের শেষ অবস্থা ও কলির প্রথমাবস্থায় কলির সমধিক প্রতিপত্তি হয়। কলিপ্রভাবে হিংসা, চৌর্য্য, মিথ্যাকথন, ছলনা, দম্ভ ইত্যাদি কলিস্বভাবসমূহ প্রজাগণকে বিভিন্ন পথে চালিত করিতে থাকে। সুতরাং ধর্ম্মও প্রথম প্রথম ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়েন। তখন কায়-মনোবাক্যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহা কখন সিদ্ধ হয়, কখন বা ব্যর্থ হইয়া যায়। তখন কলহ, মারক রোগ, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও দেশবিপর্য্যয় হয়, এবং প্রমাণসমূহের কোনও স্থিরতা থাকে না। কেহ গর্ভমধ্যে এবং কেহ বা যৌবনকালেই মরণাপন্ন হয়। কলিকালে বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে সকল বয়সেই জনগণের মরণ ঘটিয়া থাকে। কালে কালে প্রজাগণ অল্প তেজোবল-সম্পন্ন, পাপপরায়ণ, অতীব কোপন, ধর্ম্মহীন, লোভাচ্ছন্ন ও অনৃতবাদী হইয়া থাকে। দুরাকাঙ্ক্ষা, দুঃশিক্ষা, দুর্ব্যবহার, দুষ্কপার্জ্জন এবং বিপ্রগণের দুষ্কর্ম্ম দোষে প্রজাগণের ভয়োৎপত্তি হয়। হিংসা, মান, ঈর্ষা, ক্রোধ, অসূয়া, অক্ষমা, অধৃতি, লোভ, মোহ,—এ সমস্ত দোষ কলিযুগে প্রাণীমাত্রেরই সমুৎপন্ন হয়। কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে প্রজাগণের মহাসঙ্ক্ষোভ উৎপন্ন হয়। দ্বিজগণ বেদাধ্যয়ন করে না, যজনও করে না। ক্ষত্রিয় বৈশ্য—বর্ণদ্বয় উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হয়। তখন শূদ্রদিগের সহিতই দ্বিজগণের শয়ন, আসন, ভোজন ও যাজনাদি নিমিত্ত মন্ত্রসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। রাজগণমধ্যে শূদ্রদিগের আধিপত্য ও পাষাণ্ডদিগের প্রভাব বিস্তার লক্ষিত হইতে থাকে। কাষায়বসনধারী, কচ্ছহীন, কাপালী এবং আরও বিবিধ দেবব্রতধারী ধর্ম্মদূষক-সম্প্রদায় উদ্ভূত হইতে থাকে। অনেকেই তখন জীবিকা নির্ব্বাহবিষয়ে সুবিধা হইবে বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানীর ভান করে; কেহ কেহ কপট বৈদিক চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে।

এবংবিধাশ্চ যে কেচিদ্ভবন্তীহ কলৌ যুগে।
অধীয়তে তদা বেদান্ শূদ্রা ধর্ম্মার্থকোবিদাঃ ॥৪২
যজন্তি হ্বশ্বমেধৈস্তু রাজানঃ শূদ্রযোনয়ঃ।
স্ত্রী-বাল-গোবধং কৃত্বা হত্বা চৈব পরস্পরম্ ॥৪৩
উপহৃত্য তথান্যোন্যং সাধয়ন্তি তদা প্রজাঃ।
দুঃখপ্রচুরতাল্পায়ুর্দেশোৎসাদঃ সরোগতা ॥ ৪৪
অধর্ম্মাভিনিবেশিত্বং তমোবৃত্তং কলৌ স্মৃতম্
ভ্রূণহত্যা প্রজানাঞ্চ তথা হ্যেবং প্রবর্ত্ততে ॥৪৫
তস্মাদায়ুর্বলং রূপং প্রহীয়ন্তে কলৌ যুগে।
দুঃখেনাভিপ্লুতানাঞ্চ পরমায়ুঃ শতং নৃণাম্ ॥ ৪৬
ভূত্বা চ ন ভবন্তীহ বেদাঃ কলিযুগেঽখিলাঃ।
উৎসীদন্তে তথা যজ্ঞাঃ কেবলং ধর্ম্মহেতবঃ ॥ ৪৭
এষা কলিযুগাবস্থা সন্ধ্যাংশৌ তু নিবোধত।
যুগে যুগে তু হীয়ন্তে ত্রীংস্ত্রীন্ পাদাংশ্চ সিদ্ধয়ঃ
যুগস্বভাবাঃ সন্ধ্যাসু অবতিষ্ঠন্তি পাদতঃ।
সন্ধ্যাস্বভাবাঃ স্বাংশেষু পাদেনৈবাবতস্থিরে ॥
এবং সন্ধ্যাংশকে কালে সম্প্রাপ্তে তু যুগান্তিকে
তেষামধর্ম্মিণাং শাস্তা ভৃগূণাঞ্চ কুলে স্থিতঃ ॥
গোত্রেণ বৈ চন্দ্রমসো নাম্না প্রমতিরুচ্যতে।
কলিসন্ধ্যাংশভাগেষু মনোঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥
সমাস্ত্রিংশৎ তু সম্পূর্ণাঃ পর্য্যটন্ বৈ বসুন্ধরাম্
অস্ত্রকর্ম্মা স বৈ সেনাং হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলাম্ ॥ ৫২
প্রগৃহীতায়ুধৈর্বিপ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
স তদা তৈঃ পরিবৃতো ম্লেচ্ছান্ সর্ব্বান্ নিজ-
ঘ্নিবান্ ॥ ৫৩
স হত্বা সর্ব্বশশ্চৈব রাজানঃ শূদ্রযোনয়ঃ।
পাষণ্ডান্ স তদা সর্ব্বান্ নিঃশেষানকরোৎ প্রভুঃ
অধার্ম্মিকাশ্চ যে কেচিৎ তান্ সর্ব্বান্ হন্তিসর্ব্বশঃ
ঔদীচ্যান্ মধ্যদেশাংশ্চ পার্ব্বতীয়াংস্তথৈব চ ॥
প্রাচ্যান্ প্রতীচ্যাংশ্চ তথা বিন্ধ্যপৃষ্ঠাপরান্তিকান
তথৈব দাক্ষিণাত্যাংশ্চ দ্রবিড়ান্ সিংহলৈঃ সহ ॥
গান্ধারান্ পারদাংশ্চৈব পহ্নবান্ যবনান্ শকান
তুষারান্ বর্ব্বরান্ শ্বেতান্ হলিকান্ দরদান
খসান্ ॥ ৫৭

২৫—৪১। কলিযুগে এ প্রকার নানাবিধ বক-ধার্ম্মিক সমুৎপন্ন হয়। তখন ধর্ম্মার্থকোবিদ খ্যাতিসম্পন্ন শূদ্রগণ বেদাধ্যয়ন করিতে থাকে। শূদ্রযোনি রাজগণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করে। প্রজাগণ স্ত্রী, বালক, কিংবা গাভী হত্যা করিয়াও স্বকার্য্য সাধনে কুণ্ঠিত হয় না। পরস্পর বধ-বঞ্চনাদি দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধি করিতে থাকে। কলিকালে সকলেরই দুঃখবাহুল্য, আয়ুর অল্পতা, দেশ ধ্বংস, রোগপ্রাচুর্য্য, এবং অধর্ম্ম প্রবৃত্তি,—এই সমস্ত তামস বৃত্তি প্রাদুর্ভূত হয়! প্রজাগণ মধ্যে ভ্রূণহত্যাও অবাধে চলিতে থাকে। এই সমস্ত কারণে জনগণের আয়ু, রূপ ও বল দিনে দিনে ক্ষীণাকার ধারণ করে। কলিকালে দুঃখাপ্লুত মানবগণের পরমায়ু একশত বৎসর। কলিযুগে সমগ্র বেদ বিদ্যমান থাকিলেও অবিদ্যমানবৎ ফলোপধায়ক হয় না। ধর্ম্মসেতু ক্রতুসমূহের উৎসন্ন দশা ঘটে। কলিযুগের অবস্থা এইরূপ। অতঃপর ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ বিবরণ শ্রবণ করুন। সন্ধ্যায় যুগের অবস্থা একপাদ মাত্র বিদ্যমান থাকে। সন্ধ্যাংশে সন্ধ্যাস্বভাব একপাদমাত্র অবস্থান করে।৪২—৪৯। কলিযুগের অন্তিম সন্ধ্যাংশ কালে সেই অধার্ম্মিক প্রজাগণের এক একজন শাসক উৎপন্ন হয়েন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভৃগুবংশে চন্দ্রমসগোত্র প্রমতি নামে এক মহাত্মা প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি সম্পূর্ণ ত্রিংশ বৎসর পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া অস্ত্র, শস্ত্র ও হস্ত্যশ্ব-রথাদি রণোপকরণ সংগ্রহান্তে শত-সহস্র ব্রাহ্মণসৈন্য লইয়া ম্লেচ্ছদিগের সংহার করেন। তিনি শূদ্রযোনি রাজ-গণকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া পাষণ্ডদিগকেও নিঃশেষ করে। যে কেহ অধার্ম্মিক থাকে, সকলেই সেই প্রভাববান্ প্রমতির হস্তে নিহত হয়। তিনি সসৈন্যে পৃথিবী পর্য্যটনপূর্ব্বক উত্তর দেশীয়, মধ্যদেশীয়, পার্ব্বত্য, প্রাচ্য, প্রতীচ্য বিন্ধ্যপৃষ্ঠস্থ, অপ-রান্তবাসী, দাক্ষিণাত্য, দ্রাবিড়, সিংহলীয়, গান্ধার, পারদ পহ্লব, যবন, শক, তুষার,

লম্পকানান্ধ্রকাংশ্চাপি চৌরজাতীংস্তথৈব চ।
প্রবৃত্তচক্রো বলবান্ শূদ্রাণামন্তকৃদ্ধভৌ ॥ ৫৮
বিদ্রাব্য সর্ব্বভূতানি চচার বসুধামিমাম্।
মানবস্য তু বংশে তু নৃদেবস্যেহ জজ্ঞিবান্ ॥৫৯
পূর্ব্বজন্মনি বিষ্ণুশ্চ প্রমতির্নাম বীর্য্যবান্।
স্বতঃ স বৈ চন্দ্রমস পূর্ব্বঃ কলিযুগে প্রভুঃ ॥ ৬০
দ্বাত্রিংশেহভ্যুদিতে বর্ষে প্রক্রান্তো বিংশতিং
সমাঃ।
নিজয়ে সর্ব্বভূতানি মানুষাণ্যেব সর্ব্বশঃ ॥ ৬১
কৃত্বা বীজাবশিষ্টাং তাং পৃথ্বীং ক্রূরেণ কর্ম্মণা।
পরস্পরনিমিত্তেন কালেনাকস্মিকেন চ ॥ ৬২
সংস্থিতা সহসা যা তু সেনা প্রমতিনা সহ।
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে সিদ্ধিং প্রাপ্তা সমাধিনা ॥৬২
ততস্তেষু প্রনষ্টেষু সন্ধ্যাংশে ক্রূরকর্ম্মসু।
উৎসাদ্য পার্থিবান্ সর্ব্বান্ তেষ্বতীতেষু বৈ তদা
ততঃ সন্ধ্যাংশকে কালে সম্প্রাপ্তে চ যুগান্তকে
স্থিতাঃ স্বল্পাবশিষ্টাসু প্রজাস্বিহ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥
স্বাপ্রদানাস্তদা তে বৈ লোভাবিষ্টাস্ত বৃন্দশঃ।
উপহিংসন্তি চান্যোন্যং প্রলুম্পন্তি পরস্পরম্ ॥৬৬

অরাজকে যুগাংশে তু সঙ্ক্ষয়ে সমুপস্থিতে।
প্রজাস্তা বৈ তদা সর্ব্বাঃ পরস্পরভয়া[illegible] ॥
ব্যাকুলাস্তাঃ পরাবৃত্তাস্ত্যজ্য দেবগৃহাণি তু।
স্বান্ স্বান্ প্রাণানবেক্ষন্তো নিষ্কারুণ্যাৎ
সুদুঃখিতাঃ ॥ ৬৮
নষ্টে শ্রৌত-স্মার্তে ধর্ম্মে কাম-ক্রোধবশানুগাঃ।
নির্ম্মর্য্যাদা নিরানন্দা নিঃস্নেহা নিরপত্রপাঃ ॥
নষ্টে ধর্ম্মে প্রতিহতা হ্রস্বকাঃ পঞ্চবিংশকাঃ।
হিত্বা দারাংশ্চ পুত্রাংশ্চ বিষাদব্যাকুলপ্রজাঃ ॥
অনাবৃষ্টিহতাস্তে বৈ বার্ত্তামুৎসৃজ্য দুঃখিতাঃ।
আশ্রয়ন্তি স্ম প্রত্যন্তান্ হিত্বা জনপদান্ স্বকান্
সরিতঃ সাগরানূপান্ সেবন্তে পর্ব্বতানপি।
চীরকৃষ্ণাজিনধরা নিষ্ক্রিয়া নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ৭২
বর্ণাশ্রমপরিভ্রষ্টাঃ সঙ্করং ঘোরমাস্থিতাঃ।
এবং কষ্টমনুপ্রাপ্তা হ্রস্বশেষাঃ প্রজাস্ততঃ ॥৭৩
জন্তবশ্চ ক্ষুধাবিষ্টা দুঃখান্নির্ব্বেদমাগমন্।

বর্ব্বর, শ্বেত, হালিক, দরদ, খস, লম্পক, আন্ধ্রক, এবং চৌরজাতিসমূহকেও উৎসাদিত করে। পুরাকালে কলিযুগে নরদেব মনুর বংশে বিষ্ণুর অংশে প্রমতি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চান্দ্রমস বলিয়া খ্যাত। এই চান্দ্রমস বিংশবর্ষ যাবৎ ধরণী পর্য্যটন করিয়া দ্বাত্রিংশ বর্ষ বয়সে যাবতীয় দুষ্ট মানবগণকে উৎসাদিত করেন। ৫৮—৬১। ইহাঁর ক্রূর কর্ম্ম দ্বারা এবং কালকৃত রোগাদি দ্বারা পৃথিবী বীজমাত্রাবশিষ্টা হয়। প্রমতির সৈন্যগণও গঙ্গাযমুনার মধ্যে সহসা সমাধি অবলম্বনে সিদ্ধিলাভ করে। সেই সন্ধ্যাংশকালে সর্ব্ব পার্থিবগণকে উৎসাদিত করিয়া সৈন্যগণ বিনষ্ট হইলে পৃথিবীর কোন কোন স্থানে যে অল্পাল্প মাত্র মনুষ্যগণ থাকে, তাহারাও তখন লোভাক্রান্ত, স্বার্থপর ও আত্মত্যাগাক্ষম হইয়া দলবদ্ধভাবে চৌর্য্য লুণ্ঠনাদি দ্বারা পরস্পর হিংসা সাধনে ব্যাপৃত হয়। সেই অরাজক সংক্ষয়কালে প্রজাগণ ভয়ব্যাকুলচিত্তে স্বীয় স্বীয় প্রাণরক্ষণার্থ দেবতা ও গৃহাদি পরিহারপূর্ব্বক ইতস্ততঃ প্রধাবিত হয়। তাহারা শ্রৌত ধর্ম্মাভাবে কাম-ক্রোধের বশীভূত হইয়া অতীব দুঃখিত, কঠিনচেতা, মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী, নিরানন্দ, স্নেহশূন্য, লজ্জারহিত, সর্ব্বকার্য্যে প্রতিঘাতপ্রাপ্ত, খর্ব্বকায় এবং পঞ্চবিংশবর্ষজীবী হয়। অনাবৃষ্টিজনিত বিষাদব্যাকুল-চিত্তে সেই প্রজাসকল স্বীয় বৃত্তি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্ব জনপদ হইতে যাইয়া পর্ব্বতপ্রান্তে বাস করিতে থাকে। তখন তাহারা সরিৎ, সাগর জলপ্রায় দেশ ও পর্ব্বতাদি নানাস্থানেই আবাস নির্ম্মাণ করে। চীর বা কৃষ্ণাজিনধারী, নিষ্ক্রিয়, নিষ্পরিগ্রহ, বর্ণা-শ্রমচ্যুত, ঘোর সঙ্করাবস্থাপ্রাপ্ত, অতীব দুর্দ্দশাগ্রস্ত প্রজাগণ অল্পমাত্রই অবশিষ্টথাকে। এদিকে লোকাভাবে জন্তুগণও ক্ষুধাবিষ্ট ও সর্ব্বত্র ভ্রমণশীল হইয়া ক্রমে সেই প্রজাদিগের

সংশ্রয়ন্তি চ দেশাংস্তাংশ্চক্রবৎ পরিবর্ত্তনাঃ ॥৭৪
ততঃ প্রজাস্তু তাঃ সর্ব্বা মাংসাহারা ভবন্তি হি।
মৃগান্ বরাহান্ বৃষভান্ যে চান্যে বনচারিণঃ ॥
ভক্ষ্যাংশ্চৈবাপ্যভক্ষ্যাংশ্চসর্ব্বাংস্তানভক্ষয়ন্তিতাঃ
সমুদ্রং সংশ্রিতা যাস্তু নদীংশ্চৈব প্রজাস্তু তাঃ ॥
তেঽপি মৎস্যান্ হরন্তীহ আহারার্থঞ্চ সর্ব্বশঃ।
অভক্ষ্যাহারদোষেণ একবর্ণগতাঃ প্রজাঃ ॥ ৭৭
যথা কৃতযুগে পূর্ব্বমেকবর্ণমভূৎ কিল।
তথা কলিযুগস্যান্তে শূদ্রীভূতাঃ প্রজাস্তথা ॥৭৮
এবং বর্ষশতং পূর্ণং দিব্যং তেষাং ন্যবর্ত্তত।
ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি মানুষাণি তু তানি বৈ ॥ ৭৯
অথ দীর্ঘেণ কালেন পক্ষিণঃ পশবস্তথা।
মৎস্যাশ্চৈব হতাঃ সর্ব্বৈঃ ক্ষুধাবিষ্টৈশ্চ সর্ব্বশঃ ॥
নিঃশেষেষ্বথ সর্ব্বেষু মৎস্য-পক্ষি-পশুষ্বথ।
সন্ধ্যাংশে প্রতিপন্নে তু নিঃশেষাস্তু তদা কৃতাঃ
ততঃ প্রজাস্তু সম্ভূয় কন্দমূলমথোঽখনন।
ফলমূলাশনাঃ সর্ব্বে অনিকেতাস্তথৈব চ ॥ ৮২
বল্কলান্যথ বাসাংসি অধঃশয্যাশ্চ সর্ব্বশঃ।
পরিগ্রহো ন তেষ্বস্তি ধনশুদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৮৩
এবং ক্ষয়ং গমিষ্যন্তি হ্যল্পশিষ্টাঃ প্রজাস্তদা।
তাসামল্পাবশিষ্টানামাহারাদ্‌বৃদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৮৪
এবং বর্ষশতং দিব্যং সন্ধ্যাংশস্তস্য বর্ত্ততে।
ততো বর্ষশতস্যান্তে অল্পশিষ্টাঃ স্ত্রিয়ঃ সুতাঃ ॥
মিথুনানি তু তাঃ সর্ব্বা হ্যন্যোন্যং সম্প্রজজ্ঞিরে
ততস্তাস্তু স্রিয়স্তে বৈ পূর্ব্বোৎপন্নাঃ প্রজাস্তু যাঃ
জাতমাত্রেষ্বপত্যেষু ততঃ কৃতমবর্ত্তত।
যথা স্বর্গে শরীরাণি নরকে চৈব দেহিনাম্ ॥৮৭
উপভোগসমর্থানি এবং কৃতযুগাদিষু।
এবং কৃতস্য সন্তানঃ কলেশ্চৈব ক্ষয়স্তথা ॥ ৮৮
বিচারণাৎ তু নির্ব্বেদঃ সাম্যাবস্থাত্মনা তথা।
ততশ্চৈবাত্মসম্বোধঃ সম্বোধাদ্ধর্ম্মশীলতা ॥ ৮৯
কলিশিষ্টেষু তেষ্বেবং জায়ন্তে পূর্ব্ববৎ প্রজাঃ।

আবাস-সন্নিধানেই বাস করিতে প্রবৃত্ত হয়। ক্ষুধাব্যাকুল লোক সকল ক্রমে সেই সমস্ত পশুর মাংস দ্বারাই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অভ্যস্ত হয়। তাহারা মৃগ, বরাহ, বৃষভাদি গ্রাম্য, আরণ্য, ভক্ষ্য, অভক্ষ্য, যে কোন প্রাণীর মাংসই আহার করিতে থাকে। সরিৎ-সমুদ্রাশ্রয়ী জনগণও তখন মৎস্য সংহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই অভক্ষ্য মাংসাহার-দোষে তাহারা ক্রমে একবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সত্য-যুগে যেমন একবর্ণ ছিল, কলিযুগান্তেও শূদ্রীভূত জনগণ একবর্ণত্ব লাভ করে। এইরূপে দিব্য সহস্র বর্ষ অতীত হয়। মানুষ পরিমাণে সহস্রবর্ষকে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর বলিয়া গণ্য করা যায়। ৬২—৭৯। অতঃপর দীর্ঘ কালান্তে পশু পক্ষী মৎস্যাদি সমস্তই ক্ষুধাবিষ্ট ও নিঃশেষিত হয়। পরে প্রজাগণ মিলিত হইয়া কন্দ-মূল-ফলান্বেষণে ব্যাপৃত হয়। তাহারা তখন ফলমূলাশী, আবাসশূন্য, অধঃশায়ী, বল্কল-পরিধায়ী, ধনহীন ও সর্ব্বপরিগ্রহ-রহিত হইয়া ক্ষয় পাইতে থাকে। ইহার পর যাহারা অবশিষ্ট থাকে, তাহাদিগের আহার-প্রাচুর্য্য নিবন্ধন পুষ্টি হইতে থাকে। এই ভাবে সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশসহ দিব্য শত বর্ষ অতি-ক্রান্ত হইলে কলিযুগ শেষ হয়। অতঃপর যে অল্পসংখ্যক স্ত্রীকন্যা থাকে, তাহারা পরস্পর মিথুনধর্ম্ম দ্বারা বহু সন্তান উৎপাদন করে। সেই নববালকগণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সত্যযুগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ক্রমে পূর্ব্বজাত কলির প্রজাগণ মরণাপন্ন হয়। প্রাণিগণের শরীর স্বর্গে বা নরকে যেখানেই থাকুক, উহা যেমন তত্রত্য সুখ দুঃখ ভোগ করে, সত্যাদি যুগ পরিবর্ত্তনেও তেমনি সুখদুঃখভোগ হইয়া থাকে। এই প্রকারেই কলিযুগের ক্ষয় ও সত্য যুগের উদয় হইয়া থাকে। ৮০—৮৮। কলির অব-শিষ্ট সেই প্রজাগণের ক্রমে ক্রমে সাম্যা-বস্থা লাভ নিমিত্ত বিচারবুদ্ধি হইতে নির্ব্বে-দোৎপত্তি হয়। তাহা হইতে আত্মসম্বোধ, এবং আত্মবোধ হইতে ধর্ম্মপ্রাণতা জন্মে। এইরূপে ভাবী কর্ম্মের নিবন্ধ বশতঃ সত্যযুগ-

ভাবিনোঽর্থস্য চ বলাৎ ততঃ কৃতমবর্ত্তত ॥৯০
অতীতানাগতানি স্যুর্যানি মন্বন্তরেঽস্মিহ।
এতে যুগস্বভাবাস্তু ময়োক্তাস্তু সমাসতঃ ॥ ৯১
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যাচ্চ নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবে।
প্রবৃত্তে তু ততস্তস্মিন্ পুনঃ কৃতযুগে তু বৈ ॥৯২
উৎপন্নাঃ কলিশিষ্টেষু প্রজাঃ কার্ত্তযুগাস্তথা।
তিষ্ঠন্তি চেহ যে সিদ্ধা অদৃষ্টা বিহরন্তি চ ॥ ৯৩
সহ সপ্তর্ষিভির্যে তু তত্র যে চ ব্যবস্থিতাঃ।
ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশঃ শূদ্রা বীজার্থে য ইহ স্মৃতাঃ ॥
তেষাং সপ্তর্ষয়ো ধর্ম্মং কথয়ন্তীহ তেষু চ ॥ ৯৫
বর্ণাশ্রমাচারযুতং শ্রৌত-স্মার্ত্তবিধানতঃ।
এবং তেষু ক্রিয়াবৎসু প্রবর্ত্তন্তীহ বৈ কৃতে ॥৯৬
শ্রৌত-স্মার্ত্তাস্থিতানান্তু ধর্ম্মে সপ্তর্ষিদর্শিতে।
তে তু ধর্ম্মব্যবস্থার্থং তিষ্ঠন্তীহ কৃতে যুগে ॥৯৭
মন্বন্তরাধিকারেষু তিষ্ঠন্তি ঋষয়স্তু তে।
যথা দাবপ্রদগ্ধেষু তৃণেষ্বেবাপনক্ষিতৌ ॥ ৯৮
বনানাং প্রথমং দৃষ্টা তেষাং মূলেষু সম্ভবঃ।
এবং যুগাদ্যুগানাং বৈ সন্তানস্তু পরস্পরম্ ॥৯৯
প্রবর্ত্ততে হ্যবিচ্ছেদাদ্যাবন্মন্বন্তরক্ষয়ঃ।
সুখমায়ুর্বলং রূপং ধর্ম্মার্থৌ কাম এব চ ॥১০০
যুগেষ্বেতানি হীয়ন্তে ত্রয়ঃ পাদাঃ ক্রমেণ তু।
ইত্যেষ প্রতিসন্ধির্বঃ কীর্ত্তিতস্তু ময়া দ্বিজাঃ ॥১০১
চতুর্যুগাণাং সর্ব্বেষামেতদেব প্রসাধনম্।
এষাং চতুর্যুগাণান্তু গণিতা হ্যেকসপ্ততিঃ ॥ ১০২
ক্রমেণ পরিবৃত্তাস্তা মনোরন্তরমুচ্যতে।
যুগাখ্যাসু তু সর্ব্বাসু ভবতীহ যদা চ যৎ ॥১০৩
তদেব চ তদন্যাসু পুনস্তদ্বৈ যথাক্রমম্।
সর্গে সর্গে যথা ভেদা হ্যুৎপদ্যন্তে তথৈব চ ॥
চতুর্দ্দশসু তাবন্তো জ্ঞেয়া মন্বন্তরেষ্বিহ।
আসুরী যাতুধানী চ পৈশাচী যক্ষ-রাক্ষসী ॥
যুগে যুগে তদা কালে প্রজা জায়ন্তি তাঃ শৃণু।
যথাকল্পং যুগৈঃ সার্দ্ধং ভবন্তে তুল্যলক্ষণাঃ।
ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং যুগানাং বৈ যথাক্রমম্

প্রবৃত্তি হইতে থাকে। প্রজাগণ পুনরায় অতীত-অনাগত সত্যযুগের সম-সুখভোগী হইয়া উঠে। স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করিয়া এই আমি যুগস্বভাব সকল যথাক্রমে সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম। সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইলে কলিশেষে জনগণদ্বারা সত্যযুগের প্রজা উৎপাদিত হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির মধ্যে বীজরক্ষার্থ যে সমস্ত সিদ্ধ কলিকালে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন, তাঁহারা এবং সপ্তর্ষিগণ তখন মিলিত হইয়া সেই সত্যযুগের নব প্রজাবর্গকে ধর্ম্মোপদেশ দানে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই মানবগণ তাঁহাদিগের উপদেশে শ্রৌত-স্মার্ত্ত বিধানে বর্ণাশ্রমাচার সকল প্রবর্ত্তিত করিয়া ক্রিয়াসমূহের যথাযথ অনুষ্ঠানে আসক্ত হয়। শ্রৌত-স্মার্ত্ত ধর্ম্ম সমস্ত সপ্তর্ষিগণের অভিমত। এ নিমিত্ত তাঁহারা প্রতি সত্যযুগে উক্ত ধর্ম্মোপদেশার্থ বিদ্যমান আছেন। এখনও ঋষি এক মন্বন্তর কালস্থায়ী। দাবদগ্ধ বনভূমে যেমন দগ্ধ মূল হইতে পুনরায় অঙ্কুরোদ্গম হওয়ায় ক্রমে শাখাদি বিস্তারে নববনের উদ্ভব হয়, সত্যাদি যুগেও প্রাণিগণের তেমনি অবস্থা ঘটিয়া থাকে। মন্বন্তর শেষ যাবৎ ভাবসমূহের এই ভাবেই অবিচ্ছেদে ক্ষয়োদয় হয়। সুখ, আয়ু, বল, রূপ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,—এ সকলের চারি ভাগের এক এক ভাগ করিয়া ত্রেতাদি প্রত্যেক যুগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ! এই যে প্রতিসন্ধি বর্ণন করিলাম, যুগচতুষ্টয়-সম্বন্ধে ইহাই জ্ঞাতব্য। এই যুগচতুষ্টয়ের ক্রমে ক্রমে এক সপ্ততি বার আবর্ত্তন হইলে এক মন্বন্তর কাল পূর্ণ হয়। এই চারি যুগের অন্তর্গত সত্যাদি প্রত্যেক যুগেরই স্বভাব প্রতিবারই একরূপ হয়। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরই এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত যুগেযুগেই আসুরী, যাতুধানী, পৈশাচী, যাক্ষী, রাক্ষসী, ইত্যাদি বিবিধ প্রজা জন্মগ্রহণ করে। সেই সকল প্রজা প্রতিযুগেই তৎপূর্ব্বকল্পীয় যুগানুরূপ লক্ষণাক্রান্ত হয়। যুগসমূহের লক্ষণ এই যথাক্রমে

মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনানি
চিরপ্রবৃত্তানি যুগস্বভাবাৎ।
ক্ষণং ন সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ
ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবর্ত্তমানঃ ॥ ১০৭
এতে যুগস্বভাবা বঃ পরিক্রান্তা যথাক্রমম্।
মন্বন্তরাণি যান্তস্মিন কল্পে বক্ষ্যামি তানি চ ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে যুগবর্ত্তনং নাম চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
মন্বন্তরাণি যানি স্যুঃ কল্পে কল্পে চতুর্দ্দশ।
ব্যতীতানাগতানি স্যুর্যানি মন্বন্তরেষ্বিহ ॥ ১
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যাচ্চ স্থিতিং বক্ষ্যে যুগে যুগে
তস্মিন্ যুগে চ সম্ভূতির্যাসাং যাবচ্চ জীবিতম্।
যুগমাত্রন্তু জীবন্তি ন্যূনং তস্মাদ্দ্বয়েন চ।
চতুর্দ্দশসু তাবন্তো জ্ঞেয়া মন্বন্তরেষ্বিহ ॥ ৩

কথিত হইল। যুগসকলের স্বভাবানুসারে মন্বন্তরসমূহেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই জীবলোক সতত পরিবর্ত্তনশীল; ক্ষণমাত্রও স্থির থাকে না। আপনাদিগের নিকট এই যুগস্বভাব ও উহার পরিবর্ত্তন-বিবরণ বর্ণন করিলাম। মন্বন্তর সকলের বিশেষ বিবরণকল্পে বর্ণন প্রসঙ্গে কীর্ত্তন করিব। ৯৯—১০৮।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ॥ ১৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—এক্ষণে কল্পে কল্পে যে সকল মন্বন্তর সঙ্ঘটিত হয়, আর যাহা অতীত অনাগত মন্বন্তরীয় ঘটনা, সে সমস্তই এক্ষণে আনুপূর্ব্বীক্রমে সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি। মন্বন্তরসমূহেই প্রজাগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহৃতি ব্যাপার তত্তৎযুগানুরূপই হইয়া থাকে। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরেই

মনুষ্যাণাং পশূনাঞ্চ পক্ষিণাং স্থাবরৈঃ সহ
তেষামায়ুরুপক্রান্তং যুগধর্ম্মেষু সর্ব্বশঃ ॥ ৪
তথৈবায়ুঃ পরিক্রান্তং যুগধর্ম্মেষু সর্ব্বশঃ।
অস্থিতিঞ্চ কলৌ দৃষ্ট্বা ভূতানামায়ুষশ্চ বৈ ॥ ৫
পরমায়ুঃ শতন্ত্বেতন্মানুষাণাং কলৌ স্মৃতম্।
দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসাঃ ॥ ৬
পরিণাহোচ্ছ্রয়ে তুল্যা জায়ন্তে হ কৃতে যুগে।
ষণ্ণবত্যঙ্গুলোৎসেধো অষ্টানাং দেবযোনিনাম্ ॥ ৭
নবাঙ্গুলপ্রমাণেন নিষ্পন্নেন তথাষ্টকম্।
এতৎ স্বাভাবিকং তেষাং প্রমাণমধিকুর্ব্বতাম্ ॥ ৮
মনুষ্যা বর্ত্তমানাস্তু যুগসন্ধ্যাংশকেষ্বিহ।
দেবাসুরপ্রমাণন্তু সপ্তসপ্তাঙ্গুলং ক্রমাৎ ॥ ৯
চতুরাশীতিকৈশ্চৈব কলিজৈরঙ্গুলৈঃ স্মৃতম্।
আপাদতলমস্তকো নবতালো ভবেৎ তু যঃ ॥
সংহত্যাজানুবাহুশ্চ দৈবতৈরভিপূজ্যতে।
গবাঞ্চ হস্তিনাঞ্চৈব মহিষস্থাবরাত্মনাম্ ॥ ১১
ক্রমেণৈতেন বিজ্ঞেয়ে হ্রাসবৃদ্ধী যুগে যুগে।

প্রাণী সকল কেহ কেহ যুগমাত্রজীবী এবং কেহ কেহ অত্যল্পকাল জীবী হয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর জঙ্গম সকলেরই আয়ু যুগধর্ম্ম অনুসারেই নির্দ্দিষ্ট হয়। কলিকালে মানবগণের আয়ুর কোনও স্থৈর্য্য দেখা যায় না বলিয়া স্থূলভাবে একশত বৎসর আয়ু নির্ব্বাচন করা হয়। সত্যযুগে দেব, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ইহাদিগের পরিমাণ এবং উচ্চতা তুল্যরূপই ছিল। অষ্টবিধ দেবযোনির ঔন্নত্য ষণ্ণবত্যঙ্গুল।১—৭। অপর অষ্টবিধ দেবযোনি আছে, তাহাদিগের উন্নতি নবাঙ্গুলি প্রমাণ। দেবযোনিগণের ইহাই স্বাভাবিক পরিমাণ। দেবতা ও অসুরগণের প্রমাণ সাত সাত অঙ্গুলি। এই যুগসন্ধ্যাকালে যে সকল মনুষ্য বর্ত্তমান,—ইহাদিগের প্রমাণ কলির মানবাঙ্গুলির চতুরশীতি অঙ্গুলি। আপাদতল মস্তক নবতাল পরিমাণ, এবং আজানুলম্বিতবাহু মানব দেবগণেরও পূজনীয়। গো, মহিষ, হস্তী, স্থাবর—সকলেরই যুগ

ষট্‌সপ্তত্যঙ্গুলোৎসেধঃ পশুরা ককুদো ভবেৎ
অঙ্গুলানামষ্টশতমুৎসেধো হস্তিনাং স্মৃতঃ।
অঙ্গুলানাং সহস্রন্তু দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলম্ ॥ ১৩
শতার্দ্ধমঙ্গুলানান্তু হ্যুৎসেধঃ শাখিনাং পরঃ।
মানুষস্য শরীরস্য সন্নিবেশস্তু যাদৃশঃ ॥ ১৪
তল্লক্ষণন্তু দেবানাং দৃশ্যতেঽন্বয়দর্শনাৎ।
বুদ্ধ্যাতিশয়সংযুক্তো দেবানাং কায় উচ্যতে ॥ ১৫
তথা নাতিশয়শ্চৈব মানুষঃ কায় উচ্যতে।
ইত্যেব হি পরিক্রান্তা ভাবা যে দিব্যমানুষাঃ
পশূনাং পক্ষিণাঞ্চৈব স্থাবরাণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
গাবোঽজাশ্বাশ্চ বিজ্ঞেয়া হস্তিনঃ পক্ষিণো মৃগাঃ
উপযুক্তাঃ ক্রিয়াস্বেতে যজ্ঞিয়াস্থিহ সর্ব্বশঃ।
যথাক্রমোপভোগাশ্চ দেবানাং পশুমূর্ত্তয়ঃ ॥ ১৮
তেষাং রূপানুরূপৈশ্চ প্রমাণৈঃ স্থিরজঙ্গমাঃ।
মনোজ্ঞৈস্তত্র তৈর্ভোগৈঃ সুখিনো হ্যুপপেদিরে
অথ সন্তঃ প্রবক্ষ্যামি সাধূনথ ততশ্চ বৈ।

ব্রাহ্মণাঃ শ্রুতিশব্দাশ্চ দেবানাং পশুমূর্ত্তয়ঃ।
সংযুজ্য ব্রাহ্মণা হ্যন্তস্তেন সন্তঃ প্রচক্ষতে ॥ ২০
সামান্যেষু চ ধর্ম্মেষু তথা বৈশেষিকেষু চ।
ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশো যুক্তাঃ শ্রৌত-স্মার্ত্তেন কর্ম্মণা
বর্ণাশ্রমেষু যুক্তস্য সুখোদর্কস্য স্বর্গতো।
শ্রৌত-স্মার্ত্তো হি যো ধর্ম্মো জ্ঞানধর্ম্মঃ স উচ্যতে
দিব্যানাং সাধনাৎ সাধুর্ব্রহ্মচারী গুরোর্হিতঃ।
কারণাৎ সাধনাচ্চৈব গৃহস্থঃ সাধুরুচ্যতে ॥ ২৩
তাপসশ্চ তথারণ্যে সাধুর্বৈখানসঃ স্মৃতঃ।
যতমানো যতিঃ সাধুঃ স্মৃতো যোগস্য সাধনাৎ
ধর্ম্মো ধর্ম্মগতিঃ প্রোক্তঃ শব্দো হ্যেষ ক্রিয়াত্মকঃ
কুশলাকুশলৌ চৈব ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্রবীৎ প্রভুঃ ॥
অথ দেবাশ্চ পিতর ঋষয়শ্চৈব মানুষাঃ।
অয়ং ধর্ম্মো হ্যয়ং নেতি ব্রুবতে মৌনমূর্ত্তিনা ॥ ২
ধর্ম্মেতি ধারণে ধাতুর্মহত্ত্বে চৈবমুচ্যতে।
আধারণে মহত্ত্বে বা ধর্ম্মঃ স তু নিরুচ্যতে ॥
তত্রেষ্টপ্রাপকো ধর্ম্ম আচার্য্যৈরুপদিশ্যতে।

যুগে এই ক্রমেই আয়ুঃপরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। গোগণের ঔন্নত্য, ককুৎপর্য্যন্ত ষট্‌সপ্তত্যঙ্গুল। হস্তীর উচ্চতা অষ্টশত অঙ্গুলাবধি সহস্র অঙ্গুলি পর্য্যন্ত। মানুষ-শরীরের সন্নিবেশ যে প্রকার, দেবদেহেরও তদ্রূপই সংস্থান। এক বংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়াই এমন ঐক্য দৃষ্ট হয়। তবে দেবগণের দেহ অতিশয় বুদ্ধিযুক্ত। মানুষকায় তাদৃশ নহে। দিব্য-মানুষভাবসমূহ এইরূপ সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যযুক্ত। পশু পক্ষী, স্থাবর, জঙ্গম সকলেরই সংস্থান এইপ্রকার। গো, অজ, অশ্ব, হস্তী, পক্ষী ও মৃগ এ সকল পশু, ক্রিয়াসাধনের উপযুক্ত এবং সর্ব্বথা যজ্ঞ-সাধন যোগ্য। পশুসমূহ যথাক্রমে দেবগণের ভোগ্য। স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূতই ভোক্তা দেবগণের রূপ-প্রমাণাদির সাদৃশ্য লইয়া উৎপন্ন বলিয়া সেই সেই দেবতার প্রীতিসাধক। দেবগণ সেই সমস্ত মনোজ্ঞ ভোগ্য উপভোগে সমধিক সুখী হইয়া থাকেন। ৮—১৯। এক্ষণে সৎ এবং সাধুগণের বর্ণন করিতেছি। ব্রাহ্মণ ও শ্রুতিশব্দসমূহ দেবগণের পশুস্বরূপ। ইহাঁদিগের অন্তরে ব্রহ্ম বিদ্যমান; এ নিমিত্ত ইহাঁদিগকে সৎ বলে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই বর্ণত্রয় শ্রৌতস্মার্ত্ত বিধি অনুসারে সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মে নিযুক্ত। বর্ণাশ্রমাচারপরায়ণ জনগণের স্বর্গসুখদায়ক শ্রৌত-স্মার্ত্ত ধর্ম্ম জ্ঞানধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। গুরুহিতকারী সদাচারপর ব্রহ্মচারী দিব্য তত্ত্ব সাধন করেন; এ নিমিত্ত গৃহস্থকেই সাধু বলা যায়। অরণ্য-বাসী বৈখানস তাপসদিগকেও সাধু বলে। যোগদ্বারা তত্ত্বলাভে যত্নবান্ যতিও সাধুশব্দবাচ্য। ক্রিয়াত্মক ধর্ম্মশব্দ, ধর্ম্মভাব-জ্ঞাপক। প্রভু ভগবান্ কুশল ও অকুশল উভয়বিধ ক্রিয়ামাত্রকেই ধর্ম্ম বলিয়াছেন। পরন্তু দেব, ঋষি ও মনুষ্যগণ অব্যাহতভাবে নিজ মত সমর্থনে অক্ষম হইয়াও "ইহা ধর্ম্ম নহে" এইরূপ বলিয়া থাকেন। ধর্ম্ম ধাতু ধারণার্থ ও মহত্ত্বার্থবাচক। সুতরাং আধারণ বা মহত্ত্ব অর্থেই ধর্ম্মশব্দের প্রয়োগ হয়।

অধর্ম্মশ্চানিষ্টফল আচার্য্যৈর্নোপদিশ্যতে ॥ ২৮
বৃদ্ধাশ্চালোলুপাশ্চৈব আত্মবন্তো হ্যদাম্ভিকাঃ ।
সম্যগ্বিনীতা মৃদবস্তানাচার্য্যান্ প্রচক্ষতে ॥ ২৯
ধর্ম্মজ্ঞৈর্বিহিতো ধর্ম্মঃ শ্রৌত-স্মার্ত্তো দ্বিজাতিভিঃ
দারাগ্নিহোত্রসম্বন্ধমিজ্যা শ্রৌতস্য লক্ষণম্ ॥৩০
স্মার্ত্তো বর্ণাশ্রমাচারো যমৈশ্চ নিয়মৈর্যুতঃ ।
পূর্ব্বেভ্যো বেদয়িত্বেহ শ্রৌতং সপ্তর্ষয়োঽব্রুবন্
ঋচো যজূংষি সামানি ব্রহ্মণোঽঙ্গানি বৈ শ্রুতিঃ
মন্বন্তরস্যাতীতস্য স্মৃত্বা তন্মনুরব্রবীৎ ॥ ৩২
তস্মাৎ স্মার্ত্তঃ স্মৃতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ
এবং বৈ বিবিধো ধর্ম্মঃ শিষ্টাচারঃ স উচ্যতে ॥
শিষের্ধাতোশ্চ নিষ্ঠান্তাচ্ছিষ্টশব্দং প্রচক্ষতে ।
মন্বন্তরেষু যে শিষ্টা ইহ তিষ্ঠন্তি ধার্ম্মিকাঃ ॥৩৪
মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব লোকসন্তানকারিণঃ ।
তিষ্ঠন্তীহ চ ধর্ম্মার্থং তাঞ্ছিষ্টান্ সম্প্রচক্ষতে ॥৩৫
তৈঃ শিষ্টৈশ্চলিতো ধর্ম্মঃ স্থাপ্যতে বৈ যুগে যুগে
ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিঃ প্রজাবর্ণাশ্রমেপ্সয়া ॥ ৩৬
শিষ্টৈরাচর্য্যতে যস্মাৎ পুনশ্চৈব মনুক্ষয়ে ।
পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বৈর্মতত্বাচ্চ শিষ্টাচারঃ স শাশ্বতঃ ॥
দানং সত্যং তপোঽলোভো বিদ্যেজ্যা পূজনং দমঃ ।
অষ্টৌ তানি চরিত্রাণি শিষ্টাচারস্য লক্ষণম্ ॥ ৩৮
শিষ্টা যস্মাচ্চরন্ত্যেনং মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চ হ ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু শিষ্টাচারস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৯
বিজ্ঞেয়ঃ শ্রবণাচ্ছ্রৌতঃ স্মরণাৎ স্মার্ত্ত উচ্যতে ।
ইজ্যা-বেদাত্মকঃ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তো বর্ণাশ্রমাত্মকঃ
প্রত্যঙ্গানি প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মস্যেহ তু লক্ষণম্ ॥৪১
দৃষ্টানুভূতমর্থঞ্চ যঃ পৃষ্টো ন বিগূহতে ।
যথাভূতপ্রবাদস্তু ইত্যেতৎ সত্যলক্ষণম্ ॥ ৪২
ব্রহ্মচর্য্যং তপো মৌনং নিরাহারত্বমেব চ ।
ইত্যেতৎ তপসো রূপং সুঘোরন্তু দুরাসদম্ ॥
পশূনাং দ্রব্য-হবিষামৃক্-সাম-যজুষাং তথা ।

আচার্য্যগণ শিষ্যদিগকে ইষ্টপ্রাপক ধর্ম্মেরই উপদেশ করেন ; অনিষ্টফলদায়ক অধর্ম্মের উপদেশ করেন না। যাঁহারা বৃদ্ধ, অলোলুপ, আত্মবান্, অদাম্ভিক, সুশিক্ষিত ও মৃদুপ্রকৃতি, তাঁহারাই আচার্য্যপদবাচ্য। ২০—২৯। ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজাতিগণ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত, উভয়বিধ ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়রূপে বিধান করিয়াছেন। বিবাহ, অগ্নিহোত্র ও যজন, ইহাই শ্রৌতধর্ম্মের লক্ষণ। যম, নিয়ম ও বর্ণাশ্রমাচার স্মার্ত্ত ধর্ম্ম। সপ্তর্ষিগণ পূর্ব্বকল্পীয় ঋষিগণের নিকট যাহা শ্রুত হইয়াছিলেন, পরকল্পারম্ভে তাহাই বলিয়াছেন। এজন্য উহাকে শ্রুতি বলে। মনু, অতীত মন্বন্তরাভ্যস্ত ঋক্, যজুঃ, সাম, বেদাঙ্গ, শ্রুতি,—এ সমস্ত স্মরণপূর্ব্বক বলিয়াছেন। এ নিমিত্ত—তদুক্ত শাস্ত্রকে স্মৃতি বলা যায়। মনুপ্রবর্ত্তিত বর্ণাশ্রমাচারযুত ধর্ম্মই স্মার্ত্ত ধর্ম্ম নামে খ্যাত। এই দ্বিবিধ ধর্ম্মই শিষ্টাচার নামে অভিহিত হয়। শিষ ধাতু ক্ত প্রত্যয় দ্বারা শিষ্ট শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মন্বন্তরে যাঁহারা অবশিষ্ট থাকেন, সেই লোক-বিস্তারক মনু ও সপ্তর্ষি প্রভৃতি ধার্ম্মিকগণকে শিষ্ট বলা যায়। ইঁহারাই যুগে যুগে বিচলিত ধর্ম্মকে ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি ও বর্ণাশ্রমাচার প্রচার দ্বারা স্থাপিত করেন। এক মনুর অবসানে অপর মনুর অধিকার কালেও শিষ্ট পরম্পরাগত সাধুসম্মত যে আচার প্রচলিত থাকে, তাহাই শাশ্বত শিষ্টাচার। দান, সত্য, তপস্যা, বিদ্যা, যজন, পূজন, দম ও অলোভ এই আটটী শিষ্টাচারের লক্ষণ। সকল মন্বন্তরেই শিষ্ট মনু ও সপ্তর্ষি প্রভৃতি উল্লিখিত দান সত্যাদির অনুষ্ঠান করেন, এ নিমিত্ত উহাদিগকে শিষ্টাচার বলে। শ্রবণ নিমিত্ত শ্রৌত এবং স্মরণ হেতু স্মার্ত্ত নাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বেদমূলক যজন—শ্রৌত ধর্ম্ম এবং বর্ণাশ্রমাচারাত্মক—স্মার্ত্ত ধর্ম্ম। ৩০—৪০। এক্ষণে ধর্ম্মের প্রত্যঙ্গলক্ষণ সকল বলিতেছি। দৃষ্ট বা অনুভূত বিষয়ের যথাযথ কথনই সত্যের লক্ষণ। ব্রহ্মচর্য্য, জপ, মৌন ও উপবাস এসকল অতিঘোর দুশ্চর কর্ম্মই তপস্যা নামে অভিহিত। পশু, দ্রব্য,

ঋত্বিজাং দক্ষিণায়াশ্চ সংযোগো যজ্ঞ উচ্যতে ॥
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যো হিতায় শুভায় চ ।
বর্ত্ততে সততং হৃষ্টঃ ক্রিয়া শ্রেষ্ঠা দয়া স্মৃতা ॥৪৫
আক্রুষ্টোঽভিহতো যস্তু নাক্রোশেৎ প্রহরেদপি
অদুষ্টো বাঙ্মনঃকায়ৈস্তিতিক্ষুঃ সা ক্ষমা স্মৃতা ॥
স্বামিনা রক্ষ্যমাণানামুৎসৃষ্টানাঞ্চ সম্ভ্রমে ।
পরস্বানামনাদানমলোভ ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ ৪৭
মৈথুনস্যাসমাচারো জল্পনাচ্চিন্তনাৎ তথা ।
নিবৃত্তির্ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ তদেতচ্ছমলক্ষণম্ ॥ ৪৮
আত্মার্থে বা পরার্থে বা ইন্দ্রিয়াণীহ যস্য বৈ ।
বিষয়ে ন প্রবর্ত্তন্তে দমস্যৈতত্তু লক্ষণম্ ॥৪৯
পঞ্চাত্মকে যো বিষয়ে কারণে চাষ্টলক্ষণে ।
ন ক্রুধ্যেত প্রতিহতঃ স জিতাত্মা ভবিষ্যতি ॥
যদ্যদিষ্টতমং দ্রব্যং ন্যায়েনৈবাগতঞ্চ যৎ ।
তত্তদ্‌গুণবতে দেয়মিত্যেতদ্দানলক্ষণম্ ॥ ৫১
শ্রুতি-স্মৃতিভ্যাং বিহিতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাত্মকঃ
শিষ্টাচারপ্রবৃদ্ধশ্চ ধর্ম্মোঽয়ং সাধুসম্মতঃ ॥ ৫২
অপ্রদ্বেষো হ্যনিষ্টেষু ইষ্টং বৈ নাভিনন্দতি ।
প্রীতি-তাপ-বিষাদানাং বিনিবৃত্তির্বিরক্ততা ॥৫৩
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং ন্যাসঃ কৃতানামকৃতৈঃ সহ ।
কুশলাকুশলাভ্যান্তু প্রহাণং ন্যাস উচ্যতে ॥৫৪
অব্যক্তাদি-বিশেষান্ত-বিকারেঽস্মিন্ নিবর্ত্ততে
চেতনাচেতনং জ্ঞাত্বা জ্ঞানে জ্ঞানী স উচ্যতে ॥
প্রত্যঙ্গানি তু ধর্ম্মস্য চেতে তল্লক্ষণং স্মৃতম্ ।
ঋষিভির্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞৈঃ পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ৫৬
অত্র বো বর্ণয়িষ্যামি বিধিং মন্বন্তরস্য তু ।
তথৈব চাতুর্হোত্রস্য চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য, চৈব হি ॥ ৫৭
প্রতিমন্বন্তরঞ্চৈব শ্রুতিরন্যা বিধীয়তে ।
ঋচো যজূংষি সামানি যথাবৎ প্রতিদৈবতম্ ॥৫৮
বিধিস্তোত্রং তথা হোত্রং পূর্ব্ববৎ সম্প্রবর্ত্ততে ।
দ্রব্যস্তোত্রং গুণস্তোত্রং কর্ম্মস্তোত্রং তথৈব চ ॥
তথৈবাভিজনস্তোত্রং স্তোত্রমেবং চতুর্ব্বিধম্ ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু যথা বেদাস্তবন্তি হি ॥ ৬০

হবিঃ, ঋক্, সাম, যজু, ঋত্বিক্ ও দক্ষিণার সংযোগ ঘটিলে তাহাকে যজ্ঞ বলা যায়। সর্ব্বভূতের হিত-শুভ-সাধনার্থ যে হৃষ্টচিত্তে আত্মবৎ ব্যবহার, উহা সর্ব্বক্রিয়াশ্রেষ্ঠ দয়া নামে উক্ত হয়। কেহ আক্রোশ বা নিন্দাবাদ করিলেও যে জন তজ্জন্য কায়মনোবাক্যে বিকৃত না হইয়া আক্রোশ বা প্রহারাদি না করে, তাহাকে তিতিক্ষু এবং এই সহিষ্ণুতাকেই তিতিক্ষা বলিয়া জানিবে। দ্রব্যস্বামী যাহা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক অথচ সম্ভ্রমাদিবশে ত্যক্ত হইয়াছে, তাদৃশ পরদ্রব্য গ্রহণ না করাই অলোভ। কায়মনোবাক্যে মৈথুনবর্জ্জাত্মক ব্রহ্মচর্য্যই শম নামে উক্ত হয়। আত্মার্থ বা পরার্থ বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়নিগ্রহই দমের লক্ষণ। পঞ্চাত্মক বিষয় এবং অষ্টলক্ষণ কারণে প্রণিহত হইয়াও যিনি ক্রুদ্ধ হয়েন না, তাঁহাকে জিতাত্মা বলা যায়। ৪১—৫০। যাহা যাহা অভীষ্টতম এবং ন্যায়ানুসারে অধিগত, তাদৃশ দ্রব্যসমূহ গুণবান্ জনে সম্প্রদান করিবে। ইহাকেই দান বলে। শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত বর্ণাশ্রমাত্মক ধর্ম্মই শিষ্টজনানুমোদিত সাধু-সম্মত ধর্ম্ম। অনিষ্ট বিষয়ে দ্বেষাভাব, ইষ্ট বিষয়ে অভিনন্দনাভাব, প্রীতি তাপ ও বিষাদাদিতে অনাসক্তি, এ সকল বিরক্তের লক্ষণ। কৃত ও অকৃত কর্ম্মসমূহের ন্যাসকেই সন্ন্যাস বলে। কুশল ও অকুশল বুদ্ধি বিসর্জ্জনই ন্যাস শব্দবাচ্য। অব্যক্ততত্ত্বাবধি বিশেষতত্ত্ব পর্য্যন্ত চেতনাচেতন পদার্থসমূহ অবগত হইলে মানব, জ্ঞানী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ ধর্ম্মের এই সকল প্রত্যঙ্গ লক্ষণ বলিয়াছেন। এক্ষণে বর্ণচতুষ্টয়ের হোমাদির বিধি সহ মন্বন্তর তত্ত্বকথা কহিতেছি। প্রতিমন্বন্তরেই শ্রুতি, ঋক্, যজুঃ, সাম, বিধি, দেবতা, স্তোত্র, হোম ইত্যাদি সমস্তই পূর্ব্বমন্বন্তরবৎ যথাযথ প্রবর্ত্তিত হয়। দ্রব্যস্তোত্র, গুণস্তোত্র, কর্ম্মস্তোত্র, ও অভিজনস্তোত্র,—এই চতুর্ব্বিধ স্তুতি। প্রতিমন্বন্তরেই বেদ হইতে এই চতুর্ব্বিধ স্তোত্র উদ্ভূত হইয়া থাকে।৫১—৬০।

প্রবর্ত্তয়ন্তি তেষাং বৈ ব্রহ্মস্তোত্রং পুনঃপুনঃ।
এবং মন্ত্রগুণানান্তু সমুৎপত্তিশ্চতুর্ব্বিধা॥ ৬১
অথর্ব্বঋগ্‌যজুঃসাম্নাং বেদেষ্বিহ পৃথক্ পৃথক্
ঋষীণাং তপতাং তেষাং তপঃ পরমদুশ্চরম্॥ ৬২
মন্ত্রাঃ প্রাদুর্ভবন্ত্যাদৌ পূর্ব্বমন্বন্তরস্য হ।
অসন্তোষাদ্ভয়াদ্দুঃখান্মোহাচ্ছোকাচ্চ পঞ্চধা॥৬৩
ঋষীণাং তারকা যেন লক্ষণেন যদৃচ্ছয়া
ঋষীণাং যাদৃশত্বং হি তদ্বক্ষ্যামীহ লক্ষণম্॥ ৬৪
অতীতানাগতানাঞ্চ পঞ্চধা হ্যার্ষকং স্মৃতম্
তথা ঋষীণাং বক্ষ্যামি আর্ষস্যেহ সমুদ্ভবম্॥ ৬৫
গুণসাম্যেন বর্ত্তন্তে সর্ব্বসম্প্রলয়ে তদা।
অবিভাগেন বেদানামনির্দ্দেশ্যতমোময়ে॥ ৬৬
অবুদ্ধিপূর্ব্বকং তদ্বৈ চেতনার্থং প্রবর্ত্ততে।
তেনার্থং বুদ্ধিপূর্ব্বন্তু চেতনেনাপ্যধিষ্ঠিতম্॥৬৭
প্রবর্ত্ততে যথা তে তু যথা মৎস্যোদকাবুভৌ।
চেতনাধিকৃতং সর্ব্বং প্রাবর্ত্তত গুণাত্মকম্।
কার্য্য কারণভাবেন তথা তস্য প্রবর্ত্ততে॥৬৮
বিষয়ো বিষয়িত্বঞ্চ তদা হ্যর্থপদাত্মকৌ।
কালেন প্রাপণীয়েন ভেদাশ্চ কারণাত্মকাঃ॥৬৯
সাংসিদ্ধিকাস্তদা বৃত্তাঃ ক্রমেণ মহদাদয়ঃ।
মহতোঽহসাবহঙ্কারস্তস্মাদ্ভূতেন্দ্রিয়াণি চ॥ ৭০
ভূতভেদাশ্চ ভূতেভ্যো জজ্ঞিরে তু পরস্পরম্
সংসিদ্ধিকারণং কার্য্যং সদ্য এব বিবর্ত্ততে॥ ৭১
যথোল্মুকাৎ তু বিটপা এককালাদ্ভবন্তি হি।
তথা প্রবৃত্তাঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ কালেনৈকেন কারণাৎ
যথান্ধকারে খদ্যোতঃ সহসা সম্প্রদৃশ্যতে।
তথা নিবৃত্তো হ্যব্যক্তঃ খদ্যোত ইব স জ্বলন্॥
স মহাত্মা শরীরস্থস্তত্রৈবেহ প্রবর্ত্ততে।
মহতস্তমসঃ পারে বৈলক্ষণ্যাদ্বিভাব্যতে॥ ৭৪
তত্রৈব সংস্থিতো বিদ্বাংস্তপসান্ত ইতি শ্রুতম্।
বুদ্ধির্বিবর্দ্ধতস্তস্য প্রাদুর্ভূতা চতুর্ব্বিধা॥ ৭৫
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং ধর্ম্মশ্চেতি চতুষ্টয়ম্।
সাংসিদ্ধিকান্যথৈতানি অপ্রতীতানি তস্য বৈ॥

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ হইতেই চতুর্ব্বিধ মন্ত্র প্রবৃত্ত হয়। আদিকালে পরম দুশ্চর তপঃপরায়ণ ঋষিগণের হৃদয়ে পূর্ব্বমন্বন্তরীয় মন্ত্র সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তাঁহারা অসন্তোষ, ভয়, দুঃখ, মোহ, ও শোকাদি যেকোন প্রবল বৃত্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া অধ্যবসায় সহকারে তপস্যা করিতে থাকিলে তাঁহাদিগের ত্রাণহেতু সেই মন্ত্রসমূহ স্বেচ্ছাক্রমে প্রাদুর্ভূত হয়। ঋষিগণের লক্ষণ বলিতেছি। অতীত ও অনাগত আর্ষ সম্প্রদায় পঞ্চবিধ। ঋষি ও আর্ষের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সর্ব্বভূতের প্রলয় হইলে যখন প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ঘটে, তখন বেদ-বিভাগ থাকে না। সমস্তই অনির্দ্দেশ্য তমোময়-রূপে অবস্থান করে। সেই সময়ে যে অবুদ্ধিপূর্ব্বক চেতনার্থসমূহের প্রবৃত্তি হয়, এবং চেতনাধিষ্ঠিত জীবের যে বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবৃত্তি হয়, এতদুভয়ই আর্ষ শব্দ বাচ্য। ইহা মৎস্যোদকবৎ আধারাধেয় ভাবে বিদ্যমান। গুণাত্মক জগৎ চেতনাধিষ্ঠিত থাকিয়াই প্রবৃত্ত হয়। কার্য্য-কারণভাবেই ইহার প্রবৃত্তি। বিষয় ও বিষয়িত্ব অর্থপদ বাচ্য। কালই কারণাত্মক মহদাদি তত্ত্বসমূহকে ভেদাবস্থাপন্ন করে। মহৎ হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র এবং সেই তন্মাত্র হইতে স্থূল ভূত জন্মে। অতঃপর স্থূলভূত সকল পরস্পর সংসর্গে বিবিধাকারে পরিণত হয়। মূল কারণ পদার্থ এইরূপে সদ্যই বিবর্ত্তিত হয়েন। ৬১—৭১। উল্মুক সাহায্যে যেমন একদাই বহু বৃক্ষ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ, ক্ষেত্রজ্ঞ সকলও কাল দ্বারা সহসা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞ সকল অব্যক্তাকার ধারণ করিলে অন্ধকারগত খদ্যোতবৎ প্রতীয়মান হয়। সেই মহাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ, শরীরস্থ হইয়া এই জগতে বিরাজমান, আবার সুমহৎ তমোরাশির পরপারেও অবস্থিত। ঐ স্থান তপস্যার প্রাপ্য চরম ভূমি। সৃষ্টিকালে তিনি বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্মময় চতুর্ব্বিধ বুদ্ধি তখন তাঁহার প্রাদুর্ভূত হয়।

মহাত্মনঃ শরীরস্থ-চৈতন্যাৎ সিদ্ধিরুচ্যতে।
পুরি শেতে যতঃ পূর্ব্বং ক্ষেত্রজ্ঞানং তথাপি চ ॥
পুরে শয়নাৎ পুরুষঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।
যস্মাদ্ধর্ম্মাৎ প্রসূতে হি তস্মাদ্বৈ ধার্ম্মিকস্তু সঃ
সাংসিদ্ধিকে শরীরে চ বুদ্ধ্যাব্যক্তস্তু চেতনঃ।
এবং বিবৃত্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রং হ্যনভিসন্ধিতঃ ॥
নিবৃত্তিসমকালে তু পুরাণং তদচেতনম্।
ক্ষেত্রজ্ঞেন পরিজ্ঞাতং ভোগ্যোঽয়ং বিষয়ো মম
ঋষির্হিংসাগতৌ ধাতুর্বিদ্যা সত্যং তপঃ শ্রুতম্।
এষ সন্নিচয়ো যস্মাদ্ব্রহ্মণস্তু ততস্ত্বৃষিঃ ॥ ৮১
নিবৃত্তিসমকালাচ্চ বুদ্ধ্যাব্যক্ত ঋষিস্ত্বয়ম্।
ঋষতে পরমং যস্মাৎ পরমর্ষিস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৮২
গত্যর্থাদৃষতের্ধাতোর্নাম নির্বৃত্তিকারণম্।
যস্মাদেষ স্বয়ম্ভূতস্তস্মাচ্চ ঋষিতা মতা ॥ ৮৩
সেশ্বরাঃ স্বয়মুদ্ভূতা ব্রহ্মণো মানসাঃ সুতাঃ।
নিবর্ত্তমানৈস্তৈর্বুদ্ধ্যা মহান্ পরিগতঃ পরঃ ॥ ৮৪
যস্মাদৃষিঃ পরত্বেন সহ তস্মান্মহর্ষয়ঃ
ঈশ্বরাণাং সুতাস্তেষাং মানসাশ্চৌরসাশ্চ বৈ ॥
ঋষিস্তস্মাৎ পরত্বেন ভূতাদির্ঋষয়স্ততঃ।
ঋষিপুত্রা ঋষীকাস্তু মৈথুনাদ্গর্ভসম্ভবাঃ ॥ ৮৬
পরত্বেন ঋষন্তে বৈ ভূতাদীনৃষিকাস্ততঃ।
ঋষিকাণাং সুতা যে তু বিজ্ঞেয়া ঋষিপুত্রকাঃ ॥
শ্রুত্বা ঋষিং পরত্বেন শ্রুতাস্তস্মাচ্ছ্রুতর্ষয়ঃ।
অব্যক্তাত্মা মহাত্মা বাহঙ্কারাত্মা তথৈব চ ॥ ৮৮
ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ তেষাং তজ্জ্ঞানমুচ্যতে
ইত্যেবমৃষিজাতিস্তু পঞ্চধা নাম বিশ্রুতা ॥ ৮৯
ভৃগুর্মরীচিরত্রিশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
মনুর্দক্ষো বসিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যশ্চাপি তে দশ ॥ ৯০
ব্রহ্মণো মানসা হ্যেতে উৎপন্নাঃ স্বয়মীশ্বরাঃ।

এগুলি তাঁহার স্বাভাবিক; নবোদ্ভাবিত নহে। সেই মহাত্মার শরীর চৈতন্যময়। তিনি পুরে অর্থাৎ প্রতিজীবের অন্তঃকরণে শয়ন করেন, এবং ক্ষেত্রসমূহ অবগত আছেন বলিয়া পুরে শয়নহেতু পুরুষ ও ক্ষেত্রজ্ঞান নিবন্ধন ক্ষেত্রজ্ঞ নামে উক্ত হয়েন। ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাববশে এই জগৎ প্রসব করেন বলিয়া তিনি ধার্ম্মিক পদবাচ্য। অব্যক্ত চেতনাত্মক ক্ষেত্রজ্ঞ, বুদ্ধিযোগে ব্যক্ত হয়েন না। তিনি অনভিসন্ধিপূর্ব্বকই ক্ষেত্রচয়ে আবিষ্ট হইয়া নিবৃত্তিসমকালে সেই পুরাণ অচেতন ক্ষেত্রদর্শনে "ইহা আমার ভোগ্য" এই প্রকার বোধযুক্ত হয়েন। ঋষি ধাতু হিংসা ও গতি অর্থের বাচক। ব্রহ্মজ্ঞান, সত্য, বিদ্যা, তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই ঋষি। এই ঋষিই যদি নিবৃত্তিসমকালে বুদ্ধিযোগে পরম অব্যক্তে গমন করেন, তবে পরমর্ষি পদবাচ্য হয়েন। গমনার্থক ঋষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ঋষি শব্দ সর্ব্বভূতের নিবৃত্তিস্থান-বোধক এবং ইনি স্বয়ং উদ্ভূত হইয়াছেন, এ নিমিত্তও, ইঁহার ঋষিত্ব অবগত হওয়া যায়। ৭১—৮৩।

ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ ঈশ্বর হইতে স্বয়ংই উদ্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা নিবৃত্তি বুদ্ধিবশে মহৎতত্ত্বই আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান। ঋষি শব্দে পরত্ব বুঝায়। ঈশ্বরের মানস ও ঔরস সন্তানগণ সেই মহান্‌কেই পরমরূপে অবলম্বন করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে পরমর্ষি বলা যায়। আর পরবর্ত্তী বলিয়া মহৎতত্ত্বকেও ঋষি শব্দে অভিহিত করা হয়। ইঁহা হইতে উৎপন্ন জনগণও ঋষি-পদবাচ্য। ঋষিপুত্রদিগকে ঋষিকে বলে। ইঁহারা মৈথুনধর্ম্মে গর্ভে জন্মলাভ করেন। পরত্বহেতু মহৎতত্ত্বকে আশ্রয় করেন বলিয়া ইঁহাদিগকে ঋষিক শব্দে অভিহিত করা হয়। ঋষিকদিগের সন্ততিগণ ঋষিপুত্রক বলিয়া বিজ্ঞেয়। যাঁহারা শ্রুত হইয়া ঋষিকে অর্থাৎ মহৎতত্ত্বকে পরবর্ত্তী বলিয়া জ্ঞাত হয়েন, তাঁহারা শ্রুতর্ষি। অব্যক্তাত্মা, মহাত্মা, অহঙ্কারাত্মা, ভূতাত্মা ও ইন্দ্রিয়াত্মা, ঋষিজাতি—এই পঞ্চবিধ। ইঁহাদিগের জ্ঞানগত পার্থক্যবশতই এই নামভেদ হইয়াছে। ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, মনু, দক্ষ, বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য, ঈশ্বরবৎ প্রভাবশালী এই

পরত্বেনর্ষয়ো যস্মান্মতাস্তস্মান্মহর্ষয়ঃ ॥ ৯১
ঈশ্বরাণাং সুতাস্ত্বেষামৃষয়স্তান্ নিবোধত।
কাব্যো বৃহস্পতিশ্চৈব কশ্যপশ্চ্যবনস্তথা ॥ ৯২
উতথ্যো বামদেবশ্চ অগস্ত্যঃ কৌশিকস্তথা।
কর্দ্দমো বালখিল্যাশ্চ বিশ্রবাঃ শক্তিবর্দ্ধনঃ ॥৯৩
ইত্যেতে ঋষয়ঃ প্রোক্তাস্তপসা ঋষিতাং গতাঃ
তেষাংপুত্রানৃষীকাংস্তু গর্ভোৎপন্নান্ নিবোধত
বৎসরো নগ্নহুশ্চৈব ভরদ্বাজশ্চ বীর্য্যবান্।
ঋষির্দীর্ঘতমাশ্চৈব বৃহদ্বক্ষাঃ শরদ্বতঃ ॥ ৯৫
বাজিশ্রবাঃ সুচিন্তশ্চ শাবশ্চ সপরাশরঃ।
শৃঙ্গী চ শঙ্খপাচ্চৈব রাজা বৈশ্রবণস্তথা ॥ ৯৬
ইত্যেতে ঋষিকাঃ সর্ব্বে সত্যেন ঋষিতাং গতাঃ
ঈশ্বরা ঋষয়শ্চৈব ঋষিকা যে চ বিশ্রুতাঃ ॥ ৯৭
এবং মন্ত্রকৃতঃ সর্ব্বে কৃৎস্নশশ্চ নিবোধত।
ভৃগুঃ কাশ্যপঃ প্রচেতা দধীচো হ্যাত্মবানপি ॥ ৯৮
উর্ব্বোঽথ জমদগ্নিশ্চ বেদঃ সারস্বতস্তথা।
আর্ষ্টিষেণশ্চ্যবনশ্চ পীতহব্যঃ সবেধসঃ ॥ ৯৯
বৈণ্যঃপৃথুর্দিবোদাসো ব্রহ্মবান্ গৃৎস-শৌনকৌ
একোনবিংশতির্হ্যেতে ভৃগবো মন্ত্রকৃত্তমাঃ ॥১০০

অঙ্গিরাশ্চৈব ত্রিতশ্চ ভরদ্বাজোঽথ লক্ষ্মণঃ
কৃতবাচস্তথা গর্গঃ স্মৃতিসঙ্কৃতিরেব চ ॥ ১০১
গুরুবীতশ্চ মান্ধাতা অম্বরীষস্তথৈব চ।
যুবনাশ্বঃ পুরুকুৎসঃ স্বশ্রবস্তু সদস্যবান্ ॥ ১০২
অজমীঢোঽম্বহার্য্যশ্চ হ্যুৎকলঃ কবিরেব চ।
পৃষদশ্বো বিরূপশ্চ কাব্যশ্চৈবাথ মুদ্গলঃ ॥১০৩
উতথ্যশ্চ শরদ্বাংশ্চ তথা বাজিশ্রবা অপি।
অপস্যোষঃ সুচিত্তিশ্চ বামদেবস্তথৈব চ ॥১০৪
ঋষিজো বৃহচ্ছুক্রশ্চ ঋষির্দীর্ঘতমা অপি।
কাক্ষীবাংশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্মৃতা হ্যঙ্গিরসাং বরাঃ
এতে মন্ত্রকৃতঃ সর্ব্বে কাশ্যপাংস্তু নিবোধত।
কশ্যপঃ সহবৎসারো নৈধ্রুবো নিত্য এব চ ॥
অসিতো দেবলশ্চৈব ষড়েতে ব্রহ্মবাদিনঃ।
অত্রিরর্দ্ধস্বনশ্চৈব শাবাস্যোঽথ গবিষ্ঠিরঃ ॥১০৭
কর্ণকশ্চ ঋষিঃ সিদ্ধস্তথা পূর্ব্বাতিথিশ্চ যঃ ॥১০৮
ইত্যেতে ত্বত্রয়ঃ প্রোক্তা মন্ত্রকৃৎ ষণ্মহর্ষয়ঃ।
বসিষ্ঠশ্চৈব শক্তিশ্চ তৃতীয়শ্চ পরাশরঃ ॥ ১০৯
ততস্তু ইন্দ্রপ্রতিমঃ পঞ্চমস্তু ভরদ্বসুঃ।
ষষ্ঠস্তু মিত্রাবরুণঃ সপ্তমঃ কুণ্ডিনস্তথা ॥ ১১০
ইত্যেতে সপ্ত বিজ্ঞেয়া বাসিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ।

দশ জন, ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইহাঁরা পরত্ব ও ঋষিত্ব উভয় ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া মহর্ষি পদ-বাচ্য। ইহাঁরা ঈশ্বর-সন্তান। ইহাদিগের পুত্র ঋষিদিগের বিবরণ শ্রবণ করুন। শুক্র, বৃহস্পতি, কশ্যপ, চ্যবন, উতথ্য, বামদেব, অগস্ত্য, বিশ্বামিত্র, কর্দ্দম, বালখিল্য, বিশ্রবা, শক্তিবর্দ্ধন,—ইহাঁরা তপঃপ্রভাবে ঋষিত্ব-লাভ করিয়াছেন। ইহাঁদিগের ঔরস জাত সন্তানগণের কথা শুনুন। বৎসর, নগ্নহু, তেজস্বী, ভরদ্বাজ, দীর্ঘতমা, শরদ্বান্, বাজিশ্রবা, সুচিন্ত, শাব্য পরাশর, শৃঙ্গী ও শৃঙ্গপাদ,—ইহাঁরা বিখ্যাত ঋষিক। এই-রূপ মন্ত্রকৃৎগণের কথা শ্রবণ করুন। ভৃগু, কাশ্যপ, প্রচেতা, ধৈর্য্যবান্, দধীচি, উর্ব্ব, জমদগ্নি, বেদ, সারস্বত, আর্ষ্টিসেন, চ্যবন, পীতহব্য, বেধস, বৈণ্য পৃথুরাজা, দিবোদাস, ব্রহ্মবান্, গৃৎস ও শৌনক,-এই ঊনবিংশতি জন ভৃগুবংশীয় মুনি মন্ত্র-কর্ত্তা।৮৪—১০০। অঙ্গিরা, ত্রিত, ভরদ্বাজ, লক্ষ্মণ, কৃতবাক্, গর্গ, স্মৃতি-সঙ্কৃতি, গুরুবীত, মান্ধাতা, অম্বরীষ, যুবনাশ্ব, পুরুকুৎস, স্বশ্রবা, সদস্যবান্, অজমীঢ়, অম্বহার্য্য, উৎকল, কবি, পৃষদশ্ব, বিরূপ, কাব্য, মুদ্গল, উতথ্য, শর-দ্বান্, বাজিশ্রবা, অপস্যোষ, সুচিত্তি, বাম-দেব, ঋষিজ, বৃহচ্ছুক্র, দীর্ঘতমা এবং কাক্ষী-বান্, এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ মুনি আঙ্গিরসবংশীয় জনগণমধ্যে প্রধান। ইহাঁরাও সকলেই মন্ত্র-কর্ত্তা। অতঃপর কাশ্যপদিগের কথা শ্রবণ করুন। কশ্যপ, বৎসার, নৈধ্রুব, নিত্য, অসিত ও দেবল,—ইহারা ছয় জন ব্রহ্ম-বাদী মুনি। অত্রি, অর্দ্ধস্বন, শাবাস্য, গবি-ষ্ঠির, কর্ণক ও পূর্ব্বাতিথি,—এই ছয় জন মহর্ষিও মন্ত্রকর্ত্তা। বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ইন্দ্রপ্রতিম, ভরদ্বসু, মিত্রাবরুণ, কুণ্ডিন;—

বিশ্বামিত্রশ্চ গাধেয়ো দেবরাতস্তথা বলঃ ॥ ১১১
তথা বিদ্বান্মধুচ্ছন্দা ঋষিশ্চান্যোঽঘমর্ষণঃ।
অষ্টকো লোহিতশ্চৈব ভৃতকীলশ্চ সাম্বুধিঃ ॥১১২
দেবশ্রবা দেবরতঃ পুরাণশ্চ ধনঞ্জয়ঃ।
শিশিরশ্চ মহাতেজাঃ শালঙ্কায়ন এব চ ॥১১৩
ত্রয়োদশৈতে বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মিষ্ঠাঃ কৌশিকা বরাঃ
অগস্ত্যোঽথ দৃঢ়দ্যুম্ন ইন্দ্রবাহুস্তথৈব চ ॥ ১১৪
ব্রহ্মিষ্ঠাগস্তয়ো হ্যেতে ত্রয়ঃ পরমকীর্ত্তয়ঃ।
মনুর্বৈবস্বতশ্চৈব ঐলো রাজা পুরূরবাঃ ॥ ১১৫
ক্ষত্রিয়াণাং বরৌ হ্যেতৌ বিজ্ঞেয়ৌ মন্ত্রবাদিনৌ
ভলন্দকশ্চ বাসাশ্বঃ সঙ্কীলশ্চৈব তে ত্রয়ঃ ॥ ১১৬
এতে মন্ত্রকৃতো জ্ঞেয়া বৈশ্যানাং প্রবরাঃ সদা।
ইতি দ্বিনবতিঃ প্রোক্তা মন্ত্রা যৈশ্চ বহিষ্কৃতাঃ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ঋষিপুত্রান্ নিবোধত।
ঋষিকাণাং সুতা হ্যেতে ঋষিপুত্রাঃ শ্রুতর্ষয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মন্বন্তরকল্পবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশদধিকশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৫ ॥

*এই সাত জন বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র, দেবরাত, বল, মধুচ্ছন্দা, অঘমর্ষণ, অষ্টক, লোহিত, ভৃতকীল, অম্বুধি, দেবশ্রবা, দেবরত, পুরাণ, ধনঞ্জয়, শিশির, মহাতেজা, শালঙ্কায়ন,—এই ত্রয়োদশ জন ব্রহ্মজ্ঞানী মুনি কুশিকবংশীয়। অগস্ত্য, দৃঢ়দ্যুম্ন, ইন্দ্রবাহু এই তিন জন ব্রহ্মিষ্ঠ কীর্ত্তিমান্ ঋষি অগস্ত্যবংশীয়। বৈবস্বত মনু, ঐল রাজা পুরূরবা এই দুই জন ক্ষত্রিয়প্রধান মন্ত্রকর্ত্তা। ভলন্দক, বাসাশ্ব, সঙ্কীল, বৈশ্যবংশীয় এই তিন জন প্রধান ব্যক্তি মন্ত্রকর্ত্তা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যবংশীয় এই দ্বিনবতি সংখ্যক ঋষিপুত্র বিবিধ মন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহারা ঋষিকগণের সন্তান-শ্রুতঋষি পদবাচ্য। ১০১—১১৮।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৪৫

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ।

কথং মৎস্যেন কথিতস্তারকস্য বধো মহান্।
কস্মিন্ কালে বিনির্বৃত্তা কথেয়ং সূতনন্দন ॥ ১
ত্বন্মুখক্ষীরসিন্ধুত্থা কথেয়মমৃতাত্মিকা।
কর্ণাভ্যাং পিবতাং তৃপ্তিরস্মাকং ন প্রজায়তে
ইদং মুনে সমাখ্যাহি মহাবুদ্ধে মনোগতম্ ॥ ২

সূত উবাচ।

পৃষ্টস্তু মনুনা দেবো মৎস্যরূপী জনার্দ্দনঃ।
কথং শরবণে জাতো দেবঃ ষড়্‌বদনো বিভো
এতৎ তু বচনং শ্রুত্বা পার্থিবস্যামিতৌজসঃ।
উবাচ ভগবান্ প্রীতো ব্রহ্মসূনুর্মহামতিম্ ॥ ৪

মৎস্য উবাচ।

বজ্রাঙ্গো নাম দৈত্যোঽভূৎ তস্য পুত্রস্তু তারকঃ
সুরানুদ্বাসয়ামাস পুরেভ্যঃ স মহাবলঃ ॥ ৫
ততস্তে ব্রহ্মণোঽভ্যাসং জগ্মুর্ভয়নিপীড়িতাঃ।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূতনন্দন! ভগবান্ মৎস্য কিরূপে তারকাসুরের এই মহতী বধবার্ত্তা ব্যক্ত করেন, এবং কোন্ কালেই বা উহা সমাপ্ত হইয়াছিল? ভবদীয় মুখরূপ ক্ষীরসিন্ধু হইতে সমুত্থিত ঐ অমৃতময়ী কথা আমরা উভয় কর্ণ দ্বারা বহুবার পান করিতেছি; কিন্তু আমাদের পূর্ণ তৃপ্তি হইতেছে না। অর্থাৎ যতবার শুনি, শুনিবার সাধ আর মিটে না। অতএব হে মহাবুদ্ধে। মুনে! আমাদের ঐ মনোবাঞ্ছিত বিষয় ব্যক্ত করিয়া বলুন। সূত বলিলেন,—রবিনন্দন মনু মৎস্যরূপী জনার্দ্দনকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে বিভো! দেব ষড়ানন কিরূপে শরবণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? অমিততেজা রাজার এই কথা শুনিয়া ভগবান্ প্রীত হইয়া সেই মহামতি ব্রহ্মসূনু মনুকে বলিতে লাগিলেন।১—৪। মৎস্য কহিলেন, পুরাকালে বজ্রাঙ্গ নামে এক দৈত্য ছিল। তারক নামে

ভীতাংশ্চ ত্রিদশান্ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা তেষামুবাচ হ ॥৬
সন্ত্যজধ্বং ভয়ং দেবাঃ শঙ্করস্যাত্মজঃ শিশুঃ।
তুহিনাচলদৌহিত্রস্তং হনিষ্যতি দানবম্ ॥ ৭
ততঃ কালে তু কস্মিংশ্চিদ্দৃষ্ট্বা বৈ শৈলজাং শিবঃ
স্বরেতো বহ্নিবদনে ব্যসৃজৎ কারণান্তরে ॥ ৮
তৎ প্রাপ্তং বহ্নিবদনে রেতো দেবানতর্পয়ৎ।
বিদার্য্য জঠরাণ্যেষামজীর্ণং নির্গতং মুনে ॥ ৯
পতিতং তৎ সরিদ্বরে ততস্তু শরকাননে।
তস্মাৎ তু স সমুদ্ভূতো গুহো দিনকরপ্রভঃ ॥১০
স সপ্তদিবসো বালো নিজঘ্নে তারকাসুরম্।
এবং শ্রুত্বা ততো বাক্যং তমূচুর্ঋষিসত্তমাঃ ॥১১

ঋষয় উচুঃ।

অত্যাশ্চর্য্যবতী রম্যা কথেয়ং পাপনাশিনী।
বিস্তরেণ হি নো ব্রূহি যাথাতথ্যেন শৃণ্বতাম্ ॥১২
বজ্রাঙ্গো নাম দৈত্যেন্দ্রঃ কস্য বংশোদ্ভবঃ পুরা
যস্যাভূৎ তারকঃ পুত্রঃ সুরপ্রমথনো বলী ॥১৩
নির্ম্মিতঃ কো বধে চাভূৎ তস্য দৈত্যেশ্বরস্য তু
গুহজন্ম তু কার্ৎস্ন্যেন অস্মাকং ব্রূহি মানদ ॥১৪

সূত উবাচ।

মানসো ব্রহ্মণঃ পুত্রো দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ।
ষষ্টিংসোঽজনয়ৎ কন্যা বৈরিণ্যামেব নঃ শ্রুতম্
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সপ্তবিংশতি সোমায় চতস্রোঽরিষ্টনেময়ে ॥ ১৬
দ্বে বৈ বাহুকপুত্রায় দ্বে বৈ চাঙ্গিরসে তথা।
দ্বে কৃশাশ্বায় বিদুষে প্রজাপতিসুতঃ প্রভুঃ ॥১৭
অদিতির্দিতির্দনুর্বিশ্বা হ্যরিষ্টা সুরসা তথা।
সুরভির্বিনতা চৈব তাম্রা ক্রোধবশা ইরা ॥ ১৮
কদ্রুর্মুনিশ্চ লোকস্য মাতরো গোষু মাতরঃ।
তাসাং সকাশাল্লোকানাং জঙ্গমস্থাবরাত্মনাম্ ॥

তাহার এক মহাবল পুত্র উৎপন্ন হয়। এই তারক সুরগণকে স্ব স্ব পুরী হইতে উদ্বাস্ত করে। অনন্তর ভয়াভিভূত দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। ব্রহ্মা ভীত দেবগণকে দেখিয়া বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর। হিমাচলের দৌহিত্র,—শঙ্করের শিশু পুত্র তোমাদিগের শত্রু সেই দানবকে নিহত করিবেন। অনন্তর কালক্রমে একদা শিব শৈলজাকে দেখিয়া কোন এক বিশেষ কারণে স্বীয় শুক্র, বহ্নিবদনে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শুক্র বহ্নিবদন প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত দেবকে তর্পিত করিল। হে মুনে! পরে ঐ শুক্র দেবগণের অজীর্ণ হইল। অতঃপর তাঁহাদের জঠর সকল ভেদ করিয়া সুর-সরিৎ-সলিলে পতিত হইল। অনন্তর সে স্থান হইতে শরবণে উপনীত হইল। এই শরবণগত সেই শুক্র হইতেই দিবাকরদ্যুতি গুহদেব আবির্ভূত হইলেন এবং তিনি সপ্ত দিবসীয় বালক অবস্থায়ই তারকাসুরকে নিহত করিলেন। ঋষিগণ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! এই পাপনাশিনী কথা একদিকে যেমন রমণীয়, অন্যদিকে তেমনি অতি আশ্চর্য্যবতী। অতএব আমরা ইহার যথাযথ বৃত্তান্ত শ্রবণেচ্ছু হইয়াছি। আমাদের নিকট ইহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন পুরাকালে বজ্রাঙ্গ নামে যে দৈত্য ছিল; যাহার পুত্র সুরবিমর্দ্দী বলবান্ তারকাসুর উৎপন্ন হয়। ঐ দৈত্যবর কাহার বংশে জন্মগ্রহণ করে? এবং ঐ দৈত্যেন্দ্রের বধের নিমিত্ত কোন্ বীর ব্যক্তি নির্ম্মিত হইয়াছিলেন? হে মানদ! এই সকল বিবরণ উপলক্ষে তুমি আমুলতঃ সমস্ত গুহ-জন্ম-বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর। ৫—১৪। সূত বলিলেন,—আমরা শুনিয়াছি, ব্রহ্মার মানস পুত্র দক্ষ প্রজাপতি তাঁহার বৈরিণীনাম্নী পত্নীর গর্ভে ষষ্টি কন্যা উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটী কশ্যপকে, সপ্তবিংশতিটী সোমকে, চারিটী অরিষ্টনেমিকে, দুইটী বাহুকের পুত্রকে, দুইটী অঙ্গিরাকে এবং দুইটী কন্যা বিদ্বান্ কৃশাশ্বকে সম্প্রদান করেন। ঐ সকল কন্যা-মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, বিশ্বা, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি—ইঁহারাই ত্রিলোক-মাতা

জন্ম নানাপ্রকারাণাং তাভ্যোহন্যে দেহিনঃস্মৃতাঃ
দেবেন্দ্রোপেন্দ্রপূষাদ্যাঃসর্ব্বে তে দিতিজা মতাঃ
দিতেঃ সকাশাল্লোকাশ্চ হিরণ্যকশিপাদয়ঃ।
দানবাশ্চ দনোঃ পুত্রা গাবশ্চ সুরভীসুতাঃ॥
পক্ষিণো বিনতাপুত্রা গরুড়প্রমুখাঃ সুতাঃ।
নাগাঃকদ্রুসুতা জ্ঞেয়াঃশেষাশ্চান্যেঽপি জন্তবঃ
ত্রৈলোক্যনাথং শক্রন্তু সর্ব্বামরগণপ্রভুম্।
হিরণ্যকশিপুশ্চক্রে নীত্বা রাজ্যং মহাবলঃ॥২৩
ততঃ কেনাপি কালেন হিরণ্যকশিপাদয়ঃ।
নিহতা বিষ্ণুনা সংখ্যে শেষাশ্চেন্দ্রেণ দানবাঃ
ততো নিহতপুত্রাতু দিতির্বরমযাচত।
ভর্ত্তারং কশ্যপং দেবং পুত্রমন্যং মহাবলম্॥২৫
সমরে শক্রহন্তারং স তস্যা অদদাৎ প্রভুঃ॥২৬
নিয়মে বর্ত্ত হে দেবি সহস্রং শুচিমানসা।

বর্ষাণাং লপ্স্যসে পুত্রমিত্যুক্তা সা তথাকরোৎ
বর্ত্তস্ত্যা নিয়মে তস্যাঃ সহস্রাক্ষঃ সমাহিতঃ।
উপাসামাচরৎ তস্যাঃ সা চৈনমন্বমন্যত॥২৮
দশবৎসরশেষস্য সহস্রস্য তদা দিতিঃ।
উবাচ শক্রং সুপ্রীতা বরদা তপসি স্থিতা॥২৯

দিতিরুবাচ।

পুত্রোত্তীর্ণব্রতাং প্রায়ো বিদ্ধি মাং পাকশাসন।
ভবিষ্যতি চ তে ভ্রাতা তেন সার্দ্ধমিমাং শ্রিয়ম্
ভুঙ্ক্ষ্ব বৎস যথাকামং ত্রৈলোক্যং হতকণ্টকম্
ইত্যুক্তা নিদ্রয়াবিষ্টা চরণাক্রান্তমূর্দ্ধজা॥৩১
স্বয়ং সুষাপানিয়তা ভাবিনোঽর্থস্য গৌরবাৎ।
তৎ তু রন্ধ্রং সমাসাদ্য জঠরং পাকশাসনঃ॥৩২
চকার সপ্তধা গর্ভং কুলিশেন তু দেবরাট্।
একৈকন্তু পুনঃ খণ্ডং চকার মঘবা ততঃ॥৩৩

ও গোমাতা বলিয়া কীর্ত্তিতা। এই সকল লোক-মাতা হইতেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিবিধ লোকের জন্ম হইয়াছে এবং অন্যান্য বহু দেহীও ঐ সকল লোক-মাতা হইতে প্রাদুর্ভূত। দেবেন্দ্র, উপেন্দ্র ও পূষা প্রভৃতি দেবগণ অদিতি হইতে উৎপন্ন। দিতি হইতে হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যগণের জন্ম। দানবেরা দনুর পুত্র, গোসকল সুরভিসুত, গরুড়প্রমুখ পক্ষিগণ বিনতা-নন্দন এবং নাগগণ কদ্রুপুত্র বলিয়া বিদিত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জন্তুগণও ঐ সকল লোকমাতা হইতে উদ্ভূত হয়। মহাবল হিরণ্যকশিপু ত্রিলোকপতি সুরগণনায়ক ইন্দ্রকে বিতাড়িত করিয়া তদীয় রাজ্য ভোগ করিতে থাকে। অনন্তর কালক্রমে বিষ্ণু হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিকে নিহত করেন। অন্যান্য দানবেরা ইন্দ্রহস্তে সমরে নিধন প্রাপ্ত হয়। অনন্তর পুত্র নিহত হইলে দিতি অন্য এক ইন্দ্রহন্তা মহাবল পুত্র লাভ করিবার জন্য ভর্ত্তা কশ্যপ দেবের নিকট প্রার্থনা করেন। প্রভু কশ্যপ তাঁহাকে পুত্রার্থে বর দান করেন এবং বলেন,—দেবি! তুমি সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত নিয়ম পালন করিয়া শুদ্ধ মানসে অবস্থান কর, তাহা হইলেই অনুরূপ পুত্র লাভ করিতে পারিবে। কশ্যপ এই কথা কহিলে, দিতি তাহাই করিলেন। তিনি নিয়মাবলম্বনে অবস্থান করিলে, সহস্রাক্ষ আসিয়া অপ্রমত্তভাবে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। দিতি ইন্দ্রের এই সেবাকার্য্যে অনুমোদন করিলেন।১৫—২৯। অনন্তর দশ সহস্র বর্ষ অতীত হইলে তপস্বিনী দিতি প্রীত হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন,—হে পুত্র পাকশাসন! জানিবে—আমার অবলম্বিত ব্রতচর্য্যা আমি প্রায় সমাপ্ত করিয়াছি। তোমার এক ভ্রাতা হইবে। তুমি তাহার সহিত এই রাজ্যলক্ষ্মী ভোগ কর। হে বৎস! তোমরা নিষ্কণ্টকে এই ত্রৈলোক্যসম্পদ যথেচ্ছ ভোগ করিতে থাক। এই কথা কহিয়া দিতি নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কেশপাশ পাদ পর্য্যন্ত আসিয়া ছড়াইয়া পড়িল। তিনি ভাবী অর্থের গুরুত্ব নিবন্ধন অনিয়তভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন। তখন দেবরাজ পাকশাসন ছিদ্র পাইয়া তাঁহার জঠরে প্রবেশপূর্ব্বক বজ্র দ্বারা তদীয় গর্ভ সপ্তধা ছেদন করিলেন। পরে সেই ছিন্ন গর্ভের এক এক খণ্ডকে পুনরায় সপ্ত সপ্ত খণ্ডে

সপ্তধা সপ্তধা কোপাৎ প্রাবুধ্যত ততো দিতিঃ।
বিবুধ্যোবাচ মা শক্র ঘাতয়েথাঃ প্রজাং মম ॥
তচ্ছ্রুত্বা নির্গতঃ শক্রঃ স্থিত্বা প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ।
উবাচ বাক্যং সন্ত্রস্তো মাতুর্বৈ বদনেরিতম্ ॥৩৫

শক্র উবাচ।

দিবাস্বপ্নপরা মাতঃ পাদাক্রান্তশিরোরুহা।
সপ্ত সপ্তভিরেবাতস্তব গর্ভঃ কৃতো ময়া ॥৩৬
একোনপঞ্চাশৎ কৃতা ভাগা বজ্রেণ তে সুতাঃ
দাস্যামি তেষাং স্থানানি দিবি দৈবতপূজিতে ॥
ইত্যুক্তা সা তদা দেবী সৈবমস্ত্বিত্যভাষত।
পুনশ্চ দেবী ভর্ত্তারমুবাচাসিতলোচনা ॥৩৮
পুত্রং প্রজাপতে দেহি শক্রজেতারমূর্জ্জিতম্।
যো নাস্ত্রশস্ত্রৈর্বধ্যস্ত্বং গচ্ছেৎ ত্রিদিববাসিনাম্
ইত্যুক্তঃ স তথোবাচ তাং পত্নীমতিদুঃখিতাম্
দশবর্ষসহস্রাণি তপঃ কৃত্বা তু লপ্স্যসে * ॥৪০
বজ্রসারময়ৈরঙ্গৈরচ্ছেদ্যৈস্ত্বায়সৈর্দৃঢ়ৈঃ।
বজ্রাঙ্গো নাম পুত্রস্তে ভবিতা পুত্রবৎসলে ॥৪১
সা তু লব্ধবরা দেবী জগাম তপসে বনম্।
দশবর্ষসহস্রাণি সা তপো ঘোরমাচরৎ ॥ ৪২
তপসোঽন্তে ভগবতী জনয়ামাস দুর্জ্জয়ম্।
পুত্রমপ্রতিকর্ম্মাণমজেয়ং বজ্রদুশ্ছিদম্ ॥ ৪৩
স জাতমাত্র এবাভূৎ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রপারগঃ।
উবাচ মাতরং ভক্ত্যা মাতঃ কিং করবাণ্যহম্ ॥
তমুবাচ ততো হৃষ্টা দিতির্দৈত্যাধিপঞ্চ সা।
বহবো মে হতাঃ পুত্রাঃ সহস্রাক্ষেণ পুত্রক ॥৪৫
তেষাং ত্বং প্রতিকর্ত্তুং বৈ গচ্ছ শক্রবধায় চ।
বাঢ়মিত্যেব তামুক্তা জগাম ত্রিদিবং বলী ॥৪৬
বদ্ধা ততঃ সহস্রাক্ষং পাশেনামোঘবর্চ্চসা।
মাতুরন্তিকমাগচ্ছদ্ব্যাঘ্রঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥ ৪৭

বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। এই সময় দেবী দিতি জাগরিত হইয়া সকোপে কহিলেন—হে শক্র! তুমি আমার প্রজা বধ করিও না। তৎশ্রবণে শক্র তাঁহার জঠর হইতে নির্গত হইয়া যুক্তকরে তদীয় সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ত্রাসান্বিত হইয়া মাতাকে কহিলেন,—হে মাতঃ! আপনি দিবানিদ্রায় আসক্ত হইয়াছিলেন! আপনার কেশরাশি চরণ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল; এই জন্যই আমি আপনার গর্ভ সপ্ত সপ্ত খণ্ডে ছেদন করিয়াছি। সমষ্টিতে আপনার গর্ভ একোনপঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। যাহা হউক, হে দৈবত-পূজিতে! আমি উহাদিগকে স্বর্গধামে স্থান দান করিব। ইন্দ্র এই কথা কহিলে দিতি বলিলেন—'তথাস্তু'। অনন্তর অসিতাক্ষী দিতি পুনর্ব্বার ভর্ত্তাকে বলিলেন,—হে প্রজাপতে! আমাকে আর একটী ইন্দ্রজেতা উর্জ্জিত পুত্র প্রদান করুন। সেই পুত্র যেন ত্রিদিববাসীদিগের অস্ত্রশস্ত্রের বধ্য না হয়। দিতি এই কথা কহিলে, কশ্যপ তাঁহার সেই দুঃখিতা পত্নীকে কহিলেন—হে পুত্রবৎসলে! যদি দশ বর্ষ যাবৎ তপস্যা করিতে পার, তাহা হইলে বজ্রাঙ্গ নামে একটী পুত্র লাভ করিতে পারিবে। ঐ পুত্রের অঙ্গ সকল বজ্র-সারময়—সুতরাং অস্ত্রশস্ত্রেরও অচ্ছেদ্য হইবে। ৩৮—৪১। দেবী দিতি এইরূপ বরলাভ করিয়া তপস্যার্থ বনগমন করিলেন এবং দশসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিলেন। তপস্যার অবসানে ভগবতী দিতি এক দুর্জ্জয় পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্র অদ্ভুতকর্ম্মা, অজেয় এবং বজ্রাঘাতেও দুশ্ছেদ্য। পুত্র জন্মিবামাত্র সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিল এবং মাতাকে ভক্তিপূর্ব্বক কহিল—মাতঃ! আমায় আদেশ করুন—আমি কি করিব? দিতি তখন হৃষ্ট হইয়া সেই দৈত্যবর পুত্রকে বলিলেন—হে পুত্রক! সহস্রাক্ষ ইন্দ্র আমার বহু পুত্র বিনষ্ট করিয়াছে। সেই সকল পুত্রবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য তুমি ইন্দ্রবধার্থ যাত্রা কর। বলী বজ্রাঙ্গ তখন মাতার আদেশ পালনে প্রতিশ্রুত হইয়া সত্বর স্বর্গধামে গমন করিল এবং স্বীয় অমোঘবীর্য্য পাশাস্ত্র দ্বারা ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া মাতার নিকট লইয়া আসিল। বোধ

* তপো ঘোরং সমাচরেতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।

এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা কশ্যপশ্চ মহাতপাঃ ।
আগতৌ তত্র যত্রাস্তাং মাতাপুত্রাবভীতকৌ ॥
দৃষ্ট্বা তু তমুবাচেদং ব্রহ্মা কশ্যপ এব চ ।
মুঞ্চৈনং পুত্র দেবেন্দ্রং কিমনেন প্রয়োজনম্‌ ॥
অপমানো বধঃ প্রোক্তঃ পুত্র সম্ভাবিতস্য চ ।
অস্মদ্বাক্যেন যো মুক্তো বিদ্ধি তং মৃতমেব চ
পরস্য গৌরবান্মুক্তঃ শত্রূণাং ভারমাবহেৎ ।
জীবন্নেব মৃতো বৎস দিবসে দিবসে স তু ॥৫১
মহতাং বশমায়াতে বৈরং নৈবাস্তি বৈরিণি ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বজ্রাঙ্গঃ প্রণতো বাক্যমব্রবীৎ ॥
ন মে কৃত্যমনেনাস্তি মাতুরাজ্ঞা কৃতা ময়া ।
ত্বং সুরাসুরনাথো বৈ মম চ প্রপিতামহঃ ॥৫৩
করিষ্যে ত্বদ্বচো দেব এষ মুক্তঃ শতক্রতুঃ ।
তপসে মে রতির্দেব নির্বিঘ্নঞ্চৈব মে ভবেৎ ॥
ত্বৎপ্রসাদেন ভগবন্নিত্যুক্ত্বা বিররাম সঃ ।
তস্মিংস্তূষ্ণীং স্থিতে দৈত্যে প্রোবাচেদং পিতামহঃ ॥৫৫

ব্রহ্মোবাচ ।

তপস্ত্বং ক্রূরমাপন্নো অস্মচ্ছাসনসংস্থিতঃ ।
অনয়া চিত্তশুদ্ধ্যা তে পর্য্যাপ্তং জন্মনঃ ফলম্‌ ॥
ইত্যুক্ত্বা পদ্মজঃ কন্যাং সসর্জ্জায়তলোচনাম্‌ ।
তামস্মৈ প্রদদৌ দেবঃ পত্ন্যর্থং * পদ্মসম্ভবঃ ॥
বরাঙ্গীতি চ নামাস্যাঃ কৃত্বা যাতঃ পিতামহঃ ।
বজ্রাঙ্গোঽপি তয়া সার্দ্ধং জগাম তপসে বনম্‌
ঊর্দ্ধবাহুঃ স দৈত্যেন্দ্রোঽচরদব্দসহস্রকম্‌ ।
কালং কমলপত্রাক্ষঃ শুদ্ধবুদ্ধির্মহাতপাঃ ॥ ৫৯
তাবচ্চাবাঙ্মুখঃ কালং তাবৎ পঞ্চাগ্নিমধ্যগঃ ।

হইল, সিংহ যেন ক্ষুদ্র মৃগকে ধরিয়া আনিল। এই সময় ব্রহ্মা এবং মহাতেজা কশ্যপ উভয়ে—সেই নির্ভীক দিতি ও তৎপুত্র যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় আগমন করিলেন। ব্রহ্মা এবং কশ্যপ তখন সেই দৈত্যকে দেখিয়া কহিলেন,—পুত্র! এই দেবেন্দ্রকে পরিত্যাগ কর; ইহা তোমার কি প্রয়োজন আছে? পুত্র! যাঁহারা সম্মানিত ব্যক্তি, অপমানই তাঁহাদের বধ! বিশেষতঃ আমাদের অনুরোধবশতঃ যাহার মুক্তি ঘটিল, তাহাকে একরূপ মৃত বলিয়াই জানিও। পরের গৌরবে যে ব্যক্তি মুক্ত হয়, সে তো শত্রুর ভারবাহক মধ্যেই গণ্য। বৎস! তাদৃশ জন জীবিত থাকিলেও দিনে দিনে সে মৃত বলিয়াই প্রতিপন্ন। আর এক কথা, বৈরী যদি মহতের বশীভূত হয়, তাহা হইলে তো তাহাতে আর বৈরি-ভাব কিছু থাকেই না। দৈত্য বজ্রাঙ্গ এই কথা শুনিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল,—এই ইন্দ্রে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। আমি কেবল মাতৃ-আজ্ঞাই পালন করিয়াছি। হে দেব! আপনি সুরাসুরগণের নাথ এবং আমারও আপনি প্রপিতামহ; অতএব আপনার বাক্য আমি রক্ষা করিতেছি। এই শতক্রতুকে মুক্ত করিলাম। হে দেব! তপস্যায় আমার রতি হউক এবং ভবৎ-প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে তাহা সুসম্পন্ন হউক। হে ভগবন্‌! আপনার নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা। বজ্রাঙ্গ এই কথা কহিয়া বিরত হইল। অনন্তর দৈত্যবর তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল। পিতামহ ব্রহ্মা তাহাকে কহিলেন,—তুমি আমাদের নিদেশে অবস্থান করিয়া কঠোর তপস্যা লাভ করিয়াছ। তোমার এই চিত্তশুদ্ধি দ্বারাই তোমার জন্মের পর্য্যাপ্ত ফল হইয়াছে।৪২—৫৬। পদ্মজন্মা ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া এক আয়ত-লোচনা কন্যা সৃষ্টি করিলেন এবং উহাকে বরাঙ্গী নামে অভিহিত করিয়া পত্নীরূপে ব্যবহার করিবার জন্য ঐ বজ্রাঙ্গ দৈত্যকে দান করিলেন। অনন্তর পিতামহ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে বজ্রাঙ্গ দৈত্য সেই বরাঙ্গী পত্নীর সহিত তপস্যার্থ বনে গমন করিল। বনে গিয়া দৈত্যবর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যাচরণ করিল। ঐ মহাতপাঃ শুদ্ধবুদ্ধি কমল পত্রাক্ষ বজ্রাঙ্গ দৈত্য

* প্রীত্যর্থমিতি পাঠান্তরম্‌।

নিরাহারো ঘোরতপাস্তপোরাশিরজায়ত ॥ ৬০
ততঃ সোঽস্তর্জলে চক্রে কালং বর্ষসহস্রকম্‌।
জলান্তরং প্রবিষ্টস্য তস্য পত্নী মহাব্রতা ॥ ৬১
তস্যৈব তীরে সরসস্তপস্যন্তী মৌনমাস্থিতা।
নিরাহারা তপো ঘোরং প্রবিবেশ মহাদ্যুতিঃ ॥
তস্যাং তপসি বর্তন্ত্যামিন্দ্রশ্চক্রে বিভীষিকাম্‌
ভূত্বা তু মর্কটস্তত্র তদাশ্রমপদং মহান্‌ ॥ ৬৩
চক্রে বিলোলং নিঃশেষং তুম্বীঘটকরণ্ডকম্‌।
ততস্তু মেষরূপেণ কম্পং তস্যাকরোন্মহান্‌ ॥ ৬৪
ততো ভুজঙ্গরূপেণ বদ্ধা চ চরণদ্বয়ম্‌।
অপাকর্ষৎ ততো দূরং ভ্রমংস্তস্যা মহীমিমাম্‌ ॥
তপোবলাঢ্যা সা তস্য ন বধ্যত্বং জগাম হ।
ততো গোমায়ুরূপেণ তস্যাদূষয়দাশ্রমম্‌ ॥ ৬৬
ততস্তু মেঘরূপেণ তস্যাঃ ক্লেদয়দাশ্রমম্‌।
ভীষিকাভিরনেকাভিস্তাং ক্লিশ্নন্‌ পাকশাসনঃ
বিররাম যদা নৈবং বজ্রাঙ্গমহিষী তদা।
শৈলস্য দুষ্টতাং মত্বা শাপং দাতুং ব্যবস্থিতা ॥
স শাপাভিমুখীং দৃষ্ট্বা শৈলঃ পুরুষবিগ্রহঃ।
উবাচ তাং বরারোহাং বরাঙ্গীং ভীরুচেতনঃ ॥
নাহং বরাঙ্গনে দুষ্টঃ সেব্যোঽহং সর্ব্বদেহিনাম্‌
বিভ্রমস্তু করোত্যেষ রুষিতঃ পাকশাসনঃ ॥৭০
এতস্মিন্নন্তরে জাতঃ কালো বর্ষসহস্রিকঃ।
তস্মিন্‌ গতে তু ভগবান্‌ কালে কমলসম্ভবঃ।
তুষ্টঃ প্রোবাচ বজ্রাঙ্গং তমাগম্য জলাশ্রয়ম্‌ ॥৭১

ব্রহ্মোবাচ।

দদামি সর্ব্বকামাংস্তে উত্তিষ্ঠ দিতিনন্দন।
এবমুক্তস্তদোত্থায় দৈত্যেন্দ্রস্তপসাং নিধিঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং সর্ব্বলোকপিতামহম্‌ ॥৭২

সহস্রবর্ষ অধোমুখে থাকিয়া—সহস্রবর্ষ পঞ্চাগ্নি-মধ্যে অবস্থিত হইয়া অনাহারে ঘোর তপস্যা করিতে লাগিল। এইরূপে তাহার রাশি রাশি তপঃ সঞ্চিত হইল। অনন্তর ঐ দৈত্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জলমধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিল। দৈত্য জলান্তরে প্রবিষ্ট হইলে তদীয় মহাব্রতা পত্নী, সেই জলাশয়ের তীরে থাকিয়া মৌনাবলম্বনে তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভাবশালিনী দৈত্যপত্নী অনাহারে থাকিয়া তীব্র তপস্যায় মগ্ন হইলেন। তাহার তপোনুষ্ঠান দর্শনে ইন্দ্র এক বিভীষিকা সৃষ্টি করিলেন। তিনি এক প্রকাণ্ড মর্কট হইয়া তত্রত্য আশ্রমপদে প্রবেশপূর্ব্বক বিলম্বিত তুম্বী-ঘট-ভাণ্ড নিঃশেষিত করিলেন। অনন্তর মেষরূপ ধারণ করিয়া সেই আশ্রমপীড়া উৎপাদন করিলেন। সর্ব্বশেষে ভুজঙ্গরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই তপস্বিনীর চরণদ্বয় বন্ধন করিলেন এবং মহীমণ্ডলের নানা দূর স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দৈত্যপত্নী তপোবলে অবিতা বলিয়া তাহাকে তিনি বধ করিতে পারিলেন না। অনন্তর গোমায়ুরূপ ধারণ করিয়া তাহার আশ্রম দূষিত করিলেন। পরে মেঘরূপ ধারণ করিয়া তদীয় আশ্রম-মণ্ডল জলক্লিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পাকশাসন এইরূপ নানা বিভীষিকায় তাঁহার ক্লেশ উৎপাদনপূর্ব্বক যখন আর কিছুতেই বিরত হইলেন না, তখন বজ্রাঙ্গপত্নী সেই আশ্রমাধিষ্ঠান শৈলেরই ইহা দুষ্টাভিপ্রায় এইরূপ বুঝিয়া তাহাকে শাপদানে উদ্যত হইলেন। সেই শৈল তাঁহাকে শাপদানে উদ্যত দেখিয়া পুরুষবিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক ভীতচিত্তে বরাঙ্গী দৈত্যপত্নীকে বলিল,—হে বরাঙ্গনে! আমি দুষ্ট নহি, আমি সর্ব্বপ্রাণীরই সেব্য। পরন্তু পাকশাসন কুপিত হইয়াই আপনার এইরূপ বিভ্রম উৎপাদন করিতেছেন। ৫৭—৭০। ইত্যবকাশে বর্ষ সহস্র কাল পূর্ণ হইল। পরিমিত কাল অতীত হইলে কমলজন্মা ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া জলমধ্যস্থ বজ্রাঙ্গসমীপে আগমনপূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন,—হে দিতিনন্দন! তুমি জল হইতে উত্থিত হও। তোমাকে আমি সর্ব্বকাম প্রদান করিতেছি। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, তপোনিধি দৈত্যবর উত্থিত হইয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক নিখিল লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিল,—হে দেব!

বজ্রাঙ্গ উবাচ।

আসুরো মাস্ত মে ভাবঃ সন্তু লোকা মমাক্ষয়াঃ।
তপস্যেব রতির্মেহস্তু শরীরস্যাস্তু বর্ত্তনম্ ॥৭৩
এবমস্ত্বিতি তং দেবো জগাম স্বকমালয়ম্।
বজ্রাঙ্গোহপি সমাপ্তে তু তপসি স্থিরসংযমঃ॥৭৪
আহারমিচ্ছন্ ভার্য্যাং স্বাং ন দদর্শাশ্রমে স্বকে।
ক্ষুধাবিষ্টঃ স শৈলস্য গহনং প্রবিবেশ হ ॥৭৫
আদাতুং ফলমূলানি স চ তস্মিন্ ব্যলোকয়ৎ
রুদতীং তাং প্রিয়াং দীনাং তনুপ্রচ্ছাদিতাননাম্
তাং বিলোক্য স দৈত্যেন্দ্রঃ প্রোবাচ
পরিসান্ত্বয়ন্ ॥৭৬

বজ্রাঙ্গ উবাচ।

কেন তেহপকৃতং ভীরু যমলোকং যিযাসুনা।
কং বা কামং প্রযচ্ছামি শীঘ্রং মে ব্রূহি ভামিনি

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বজ্রাঙ্গোপাখ্যানং
নাম ষট্চত্বারিংশদধিকশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১৪৬ ॥

আমার অক্ষয় লোক সকল লাভ হউক। আমার যেন আসুরভাব হয় না। তপস্যায় আমার রতি হউক। আমার দেহধারণের কোনরূপ উপায় নিরূপিত হউক। ব্রহ্মা 'এবমস্তু' বলিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন। এদিকে তপস্যা অবসানে দৃঢ়সংযমী বজ্রাঙ্গ বুভুক্ষু হইয়া স্বীয় আশ্রমের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিল,—সেখানে তাঁহার ভার্য্যা নাই। তখন বজ্রাঙ্গ ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া ফল-মূল সংগ্রহার্থ শৈল-গহনে প্রবেশ করিল। সেখানে দেখিল,—কিঞ্চিদবগুণ্ঠনবতী তদীয় ভার্য্যা দীনভাবে রোদন করিতেছে। তদ্দর্শনে দৈত্যেন্দ্র সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক বলিল,—হে ভীরু! কোন্ যমালয়গমনাভিলাষী ব্যক্তি তোমার অপকার সাধন করিয়াছে? হে ভামিনি! শীঘ্র বল, আমি তোমায় কোন্ অভিলাষ প্রদান করিব? ৭১—৭৭।

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

বরাঙ্গ্যুবাচ।

ত্রাসিতাস্ম্যপবিদ্ধাস্মি তাড়িতা পীড়িতাপি চ।
রৌদ্রেণ দেবরাজেন নষ্টনাথেব ভূরিশঃ ॥ ১
দুঃখপারমপশ্যন্তী প্রাণাংস্ত্যক্তুং ব্যবস্থিতা।
পুত্রং মে তারকং দেহি দুঃখ-শোকমহার্ণবাৎ।
এবমুক্তঃ স দৈত্যেন্দ্রঃ কোপব্যাকুললোচনঃ।
শক্তোহপি দেবরাজস্য প্রতিকর্ত্তুং মহাসুরঃ ॥৩
তপঃ কর্ত্তুং পুনর্দৈত্যো ব্যবস্যেত মহাবলঃ।
জ্ঞাত্বা তু তস্য সঙ্কল্পং ব্রহ্মা ক্রূরতরং পুনঃ ॥৪
আজগাম তদা তত্র যত্রাসৌ দিতিনন্দনঃ।
উবাচ তস্মৈ ভগবান্ প্রভুর্মধুরয়া গিরা ॥৫

ব্রহ্মোবাচ।

কিমর্থং পুত্র ভূয়স্ত্বং নিয়মং ক্রূরমিচ্ছসি।
আহারাভিমুখো দৈত্য তন্মে ব্রূহি মহাব্রত ॥৬
যাবদব্দসহস্রেণ নিরাহারস্য যৎ ফলম্।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বরাঙ্গী বলিল,—আমি চণ্ডপ্রকৃতি দেবরাজ কর্ত্তৃক অনাথার ন্যায় বহু প্রকারে ত্রাসিত, অপবিদ্ধ, তাড়িত ও পীড়িত হইয়াছি। আমি দুঃখের সীমা না দেখিতে পাইয়া এক্ষণে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। অতএব আমাকে দুঃখ-শোক-রূপ মহার্ণব হইতে ত্রাণ করিতে পারে, এমন এক পুত্র প্রদান করুন। পত্নী এই কথা কহিলে, দৈত্যেন্দ্র বজ্রাঙ্গ কোপাকুল-নেত্রে অবস্থান করিল। সেই মহাসুর দেবরাজের প্রতি প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইলেও পুনরায় তপস্যা করিতেই উদ্যত হইল। ১—৪। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা তাহার ক্রূরতর সংকল্প জানিতে পারিয়া পুনরায় তৎসমীপে আগমন করিলেন এবং মধুর বাক্যে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—পুত্র! পুনরায় কি জন্য তুমি এই ক্রূর নিয়ম আচরণ করিতে ইচ্ছা করিলে? হে মহাব্রত! দৈত্য আহারকার্য্যে উন্মুখ হইয়া

ক্ষণেনৈকেন তল্লভ্যং ত্যক্তাহারমুপস্থিতম্ ॥৭
ত্যাগো হ্যপ্রাপ্তকামানাং কামেভ্যো ন তথা গুরুঃ।
যথা প্রাপ্তং পরিত্যজ্য কামং কমললোচন ॥৮
শ্রুত্বৈতদ্ব্রহ্মণো বাক্যং দৈত্যঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ
চিন্তয়ংস্তপসা যুক্তো হৃদি ব্রহ্মমুখেরিতম্ ॥ ৯

বজ্রাঙ্গ উবাচ।

উত্থিতেন ময়া দৃষ্টা সমাধানাৎ ত্বদাজ্ঞয়া।
মহিষী ভীষিতা দীনা রুদতী শাখিনস্তলে ॥১০
সা ময়োক্তা তু তন্বঙ্গী দূয়মানেন চেতসা।
কিমেবং বর্ত্তসে ভীরু বদ ত্বং কিং চিকীর্ষসি ॥১১
ইত্যুক্তা সা ময়া দেব প্রোবাচ স্খলিতাক্ষরম্
বাক্যং বাচস্পতে ভীতা তন্বঙ্গী হেতুসংহিতম্ ॥

বরাঙ্গ্যুবাচ।

ত্রাসিতাস্ম্যপবিদ্ধাস্মি কর্ষিতা পীড়িতাস্মি চ।
রৌদ্রেণ দেবরাজেন নষ্টনাথেব ভূরিশঃ ॥১৩
দুঃখস্যান্তমপশ্যন্তী প্রাণাংস্ত্যক্তুং ব্যবস্থিতা।
পুত্রং মে তারকং দেহি হ্যস্মাদ্দুঃখমহার্ণবাৎ ॥১৪
এবমুক্তস্তু সংক্ষুব্ধস্তস্যাঃ পুত্রার্থমুদ্যতঃ।
তপো ঘোরং করিষ্যামি জয়ায় ত্রিদিবৌকসাম্
এতচ্ছ্রুত্বা বচো দেবঃ পদ্মগর্ভোদ্ভবস্তদা।
উবাচ দৈত্যরাজানং প্রসন্নশ্চতুরাননঃ ॥১৬

ব্রহ্মোবাচ।

অলং তে তপসা বৎস মা ক্লেশে দুস্তরে বিশ।
পুত্রস্তে তারকো নাম ভবিষ্যতি মহাবলঃ ॥১৭
দেবসীমন্তিনীনান্তু ধর্ম্মিল্লস্য বিমোক্ষণঃ।
ইত্যুক্তো দৈত্যনাথস্তু প্রণিপত্য পিতামহম্ ॥১৮
আগত্যানন্দয়ামাস মহিষীং হর্ষিতাননঃ।
তৌ দম্পতী কৃতার্থৌ তু জগ্মতুঃ স্বাশ্রমং মুদা ॥
বজ্রাঙ্গেণাহিতং গর্ভং বরাঙ্গী বরবর্ণিনী ॥

তুমি এক্ষণে এ কি করিতেছ? দেখ, সহস্র বর্ষ নিরাহার থাকিলে যে ফল হয়, উপস্থিত আহার ত্যাগ করিলে ক্ষণমাত্রেই তাহা লভ্য হইয়া থাকে। হে কমললোচন! প্রাপ্ত কাম পরিত্যাগ করা যতদূর কঠিন কার্য্য, অপ্রাপ্ত কামের পরিত্যাগ ততদূর গুরুতর নহে। তপোনিষ্ঠ বজ্রাঙ্গ ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া মনে মনে আলোচনা করিয়া যুক্তকরে কহিল,—হে দেব! আমি আপনার আজ্ঞায় সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া দেখিলাম,—মদীয় মহিষী ভীষিত হইয়া দীনবদনে বৃক্ষতলে বসিয়া রোদন করিতেছে। তাহা দেখিয়া আমি দুঃখিত-হৃদয়ে সেই তন্বঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে ভীরু! তুমি এখানে রহিয়াছ কেন? তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? আমার নিকট বল। হে দেব! আমি এই কথা কহিলে, সেই তন্বঙ্গী মৎপত্নী ভীত হইয়া স্খলিতাক্ষরে এই হেতু-সঙ্গত বাক্য বলিল। বরাঙ্গী কহিল, আমি চণ্ডপ্রকৃতি দেবরাজ কর্ত্তৃক অনাথার ন্যায় বহু প্রকারে ত্রাসিত, অপবিদ্ধ, কর্ষিত ও পীড়িত হইয়াছি। আমি দুঃখের অন্তসীমা দেখিতে না পাইয়া এক্ষণে প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছি। আপনি আমাকে দুঃখার্ণব হইতে পরিত্রাণক্ষম একটী পুত্র প্রদান করুন। পত্নী এই কথা কহিলে, আমি ক্ষুব্ধ হইলাম এবং তাহাকে পুত্র দান করিতে উদ্যত হইয়া স্বর্গবাসীদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত এক্ষণে ঘোর তপস্যা করিব বলিয়া স্থির করিলাম। ৫—১৫। তখন পদ্মজন্মা চতুরানন ব্রহ্মা দৈত্যরাজের ঐ কথা শুনিয়া প্রসন্নচিত্তে বলিলেন,—বৎস! তোমার তপস্যা করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি এই দুস্তর ক্লেশকর ব্যাপারে নিবিষ্ট হইও না। আমি বলিতেছি, তারক নামে তোমার এক মহাবল পুত্র উৎপন্ন হইবে। ঐ পুত্রের কার্য্যে সুরসীমন্তিনীগণের কেশ-কলাপ সদাই উন্মুক্ত রহিবে। পিতামহ এই কথা কহিলে, দৈত্যপতি তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্টবদনে স্বীয় মহিষীর নিকট আসিয়া ভাবী পুত্রপ্রাপ্তির কথায় তাহাকে আনন্দিত করিল। তখন পতিপত্নী উভয়েই কৃতকৃত্য হইয়া সহর্ষে স্বীয় আশ্রমের দিকে গমন করিল।

পূর্ণং বর্ষসহস্রঞ্চ দধারোদর এব হি ॥২০
ততো বর্ষসহস্রান্তে বরাঙ্গী সুষুবে সুতম্‌।
জায়মানে তু দৈত্যেন্দ্রে তস্মিন্‌ লোকভয়ঙ্করে
চচাল সকলা পৃথ্বী সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
চেলুর্মহীধরাঃ সর্ব্বে ববুর্বাতাশ্চ ভীষণাঃ ॥২২
জেপুর্জপ্যং মুনিবরা নেদুর্ব্যালমৃগা অপি।
চন্দ্র-সূর্য্যৌ জহুঃ কান্তিং সনীহারা দিশোঽভবন্‌
জাতে মহাসুরে তস্মিন্‌ সর্ব্বে চাপি মহাসুরাঃ
আজগ্মুর্হর্ষিতাস্তত্র তথা চাসুরযোষিতঃ ॥২৪
জগুর্হর্ষসমাবিষ্টা ননৃতুশ্চাসুরাঙ্গনাঃ।
ততো মহোৎসবো জাতো দানবানাং
দ্বিজোত্তমাঃ ॥২৫
বিষণ্ণমনসো দেবাঃ সমহেন্দ্রাস্তদাভবন্‌।
বরাঙ্গী স্বসুতং দৃষ্ট্বা হর্ষেণাপূরিতা তদা ॥২৬
বহু মেনে ন দেবেন্দ্র-বিজয়ন্ত তদৈব সা।

অনন্তর দৈত্য ব্রজাঙ্গ পত্নীর গর্ভাধান করিলে, বরবর্ণিনী বরাঙ্গী সেই গর্ভ পূর্ণ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত উদরে ধারণ করিল। পরে বর্ষসহস্র অতীত হইলে বরাঙ্গী এক পুত্র প্রসব করিল। সেই পুত্র—এক লোক-ভয়ঙ্কর দানবেন্দ্র; সে জন্মিবামাত্র সমস্ত পৃথ্বী, সমস্ত সাগর, এবং সমস্ত মহীধর কম্পিত হইল। ভীষণ বায়ু বহিতে লাগিল। মুনিগণ স্ব স্ব ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। হিংস্র জন্তুগণ উচ্চ নাদ করিয়া উঠিল। চন্দ্রসূর্য্য স্বীয় কান্তি পরিত্যাগ করিলেন। দিঙ্মণ্ডল নীহারাচ্ছন্ন হইল। সেই মহাসুর ভূমিষ্ঠ হইবার পর অন্যান্য মহাসুরেরা এবং অসুর-রমণীরা হৃষ্ট হইয়া সেই স্থানে আগমন করিল। অতি হর্ষে আবিষ্ট হইয়া অসুরাঙ্গ-নারা গীত ও নৃত্য করিতে লাগিল। হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে অসুর-সমাজে তখন মহোৎসব হইতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ বিষণ্ণমনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তখন বরাঙ্গী স্বীয় পুত্র দেখিয়া হর্ষভরে পরিপূর্ণ হইল এবং দেবেন্দ্রকে জয় করা বিশেষ আয়াস-সাধ্য বলিয়া মনে করিল

জাতমাত্রস্তু দৈত্যেন্দ্রস্তারকশ্চণ্ডবিক্রমঃ ॥২৭
অভিষিক্তোঽসুরৈঃ সর্ব্বৈঃ কুজম্ভ-মহিষাদিভিঃ
সর্ব্বাসুরমহারাজ্যে পৃথিবীতুলনক্ষমৈঃ ॥ ২৮
স তু প্রাপ্য মহারাজ্যং তারকো মুনিসত্তমাঃ।
উবাচ দানবশ্রেষ্ঠান্‌ যুক্তিযুক্তমিদং বচঃ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে তারকোৎপত্তির্নাম সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

তারক উবাচ।

[illegible]ধ্বমসুরাঃ সর্ব্বে বাক্যং মম মহাবলাঃ।
শ্রেয়সে ক্রিয়তাং বুদ্ধিঃ সর্ব্বৈঃ কৃত্যস্য সংবিধৌ
বংশক্ষয়করা দেবাঃ সর্ব্বেষামেব দানবাঃ।
অস্মাকং জাতিধর্ম্মো বৈ বিরূঢ়ং বৈরমক্ষয়ম্‌ ॥২
বয়মদ্য গমিষ্যামঃ সুরাণাং নিগ্রহায় তু।
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য সর্ব্ব এবমসংশয়ঃ ॥ ৩

না। চণ্ডবিক্রম দৈত্যবর তারক জন্মিবামাত্র কুজম্ভ ও মহিষ প্রভৃতি পৃথ্বী তোলনক্ষম অসুরেরা সকলেই তাহাকে সমস্ত অসুরমহা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। হে মুনিবরগণ! তারকাসুর সেই মহারাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য দানবশ্রেষ্ঠদিগকে বক্ষ্যমাণ যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিল। ১৬—২৯।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়সমাপ্ত।১৪৭

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

তারক কহিল,—হে মহাবল অসুরগণ! আমার কথা শ্রবণ কর, কার্য্য সম্পাদনবিষয়ে সকলেই তোমরা মঙ্গলের দিকে মতি স্থাপন কর। হে দানবগণ! জানিও—দেবগণের মধ্যে সকলেই আমাদের বংশোচ্ছেদ-কারী। এই জন্যই তাহাদের সহিত অচ্ছেদ্য শত্রুতা বদ্ধমূল করা আমাদের জাতিগত ধর্ম্ম। একারণ সকলেই আমরা

কিন্তু নাতপসা যুক্তো মন্যেঽহং সুরসঙ্গমম্ ।
অহমাদৌ করিষ্যামি তপো ঘোরং দিতেঃ সুতাঃ
ততঃ সুরান্ বিজেষ্যামো ভোক্ষ্যামোঽথ জগত্রয়ম্ ।
স্থিরোপায়ো হি পুরুষঃ স্থিরশ্রীরপি জায়তে ॥৫
রক্ষিতুং নৈব শক্নোতি চপলশ্চপলাঃ শ্রিয়ঃ ।
তচ্ছ্রুত্বা দানবাঃ সর্ব্বে বাক্যং তস্যাসুরস্য তু ॥৬
সাধু সাধ্বিত্যবোচংস্তে তত্র দৈত্যাঃ সবিস্ময়াঃ
সোঽগচ্ছৎ পারিযাত্রস্য গিরেঃ কন্দরমুত্তমম্ ॥
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণং নানৌষধিবিদীপিতম্ ।
নানাধাতুরসস্রাবচিত্রং নানাগুহাগৃহম্ ॥৮
গহনৈঃ সর্ব্বতো গূঢ়ং চিত্রকল্পদ্রুমাশ্রয়ম্ ।
অনেকাকারবহুলং পৃথক্পক্ষিকুলাকুলম্ ॥ ৯
নানাপ্রস্রবণোপেতং নানাবিধজলাশয়ম্ ।
প্রাপ্য তৎকন্দরং দৈত্যশ্চচার বিপুলং তপঃ ॥১০

নিরাহারঃ পঞ্চতপাঃ পত্রভুগ্বারিভোজনঃ ।
শতং শতং সমানাস্তু তপাংস্যেতানি সোঽকরোৎ ॥ ১১
ততঃ স্বদেহাদুৎকৃত্য কর্ষং কর্ষং দিনে দিনে ।
মাংসস্যাগ্নৌ জুহাবাসৌ ততো নির্ম্মাংসতাংগতঃ
তস্মিন্ নির্ম্মাংসতাং যাতে তপোরাশিত্বমাগতে
জজ্বলুঃ সর্ব্বভূতানি তেজসা তস্য সর্ব্বতঃ ॥ ১৩
উদ্বিগ্নাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে তপসা তস্য ভীষিতাঃ ।
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা পরমং তোষমাগতঃ ॥১৪
তারকস্য বরং দাতুং জগাম ত্রিদশালয়াৎ ।
প্রাপ্য তং শৈলরাজানং স গিরেঃ কন্দরস্থিতম্
উবাচ তারকং দেবো গিরা মধুরয়া যুতঃ ॥১৫

ব্রহ্মোবাচ ।

পুত্রালং তপসা তেঽস্তু নাস্ত্যসাধ্যং তবাধুনা ।
বরং বৃণীষ্ব রুচিরং যৎ তে মনসি বর্ত্ততে ॥১৬

স্বীয় বাহুবল আশ্রয় করিয়া সুরগণের নিগ্রহের জন্য নিশ্চয়ই যুদ্ধযাত্রা করিব। কিন্তু আমি মনে করি, তপস্যা না করিয়া সুরগণের সহিত সঙ্ঘর্ষ করা যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব হে দৈত্যগণ! আমি অগ্রে ঘোর তপস্যা করি। পরে সুরগণকে জয় করিব এবং এই জগত্রয় ভোগ করিব। একথা সঙ্গতই বটে যে, পুরুষ যদি অগ্রে উপায় স্থির করিয়া লয়, তাহা হইলেই পরে সে স্থির লক্ষ্মী লাভ করিতে পারে। চপল ব্যক্তি কদাচ চঞ্চল শ্রীকে রক্ষা করিতে পারে না। তারকাসুর এই কথা কহিলে তখন দানবেরা সকলেই তৎশ্রবণে সবিস্ময়ে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিল। অনন্তর তারকাসুর সর্ব্ব ঋতুজাত কুসুম-সমাকীর্ণ বিবিধ ওষধি-রাজিত পারিযাত্র গিরির উত্তম কন্দরে গমন করিল। ঐ কন্দর নানাবিধ গুহাগৃহে সমাকুল ও বিবিধ ধাতু-রসস্রাবে চিত্রিত; উহাতে বিচিত্র কল্পদ্রুম সকল সুশোভিত; উহা গভীর অরণ্যে পরিবৃত, নানাকারে বিস্তৃত, নানাজাতীয় বিহঙ্গমকুলে সমাকীর্ণ, নানা প্রস্রবণে অন্বিত এবং বহুবিধ জলাশয়ে সমুদ্ভাসিত। দৈত্য তারক ঈদৃশ কন্দর প্রাপ্ত হইয়া বিপুল তপস্যাচরণ করিতে লাগিল। কখন নিরাহারে থাকিয়া, কখন পঞ্চতপা করিয়া, কখন বা পত্র বা বারি মাত্র ভক্ষণ করিয়া, শত শত বৎসর তারকাসুর তপস্যা করিল। অনন্তর দিন দিন স্বীয় দেহ হইতে এক এক কর্ষ-পরিমিত মাংস উৎকর্ত্তিত করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে তাহার দেহ মাংসহীন হইয়া পড়িল। ১—১২। তারক নির্ম্মাংস হইলে তাহার তপস্যা, রাশি রাশি সঞ্চিত হইল। তখন তাহার তপঃপ্রভাবে সর্ব্বপ্রাণী সর্ব্বথা প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। তদীয় তপস্যায় ভীত হইয়া সকলেই সমুদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। এই সময় ব্রহ্মা পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি তারকাসুরকে বরদান করিবার জন্য দেবলোক হইতে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই শৈলবরে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা সেই গিরিকন্দরস্থ তারকাসুরকে মধুর বাক্যে বলিলেন—হে পুত্র! তোমার আর তপস্যায় প্রয়োজন নাই। এখন তোমার অসাধ্য কিছুই

ইত্যুক্তস্তারকো দৈত্যঃ প্রণম্যাত্মভুবং বিভুম্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা প্রণতঃ পৃথুবিক্রমঃ ॥১৭
তারক উবাচ।
দেব ভূতমনোবাস বেৎসি জন্তুবিচেষ্টিতম্।
কৃতপ্রতিকৃতাকাঙ্ক্ষী জিগীষুঃ প্রায়শো জনঃ॥
বয়ঞ্চ জাতিধর্ম্মেণ কৃতবৈরাঃ সহামরৈঃ।
তৈশ্চ নিঃশেষিতা দৈত্যাঃ ক্রূরৈঃ সন্ত্যজ্য ধর্ম্মিতাম্।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা ভবেয়মিতি মে মতিঃ ॥১৯
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানামস্ত্রাণাঞ্চ মহৌজসাম্।
স্যামহং পরমো হ্যেষ বরো মম হৃদি স্থিতঃ॥২০
এতন্মে দেহি দেবেশ নান্যো মে রোচতে বরঃ
তমুবাচ ততো দৈত্যং বিরিঞ্চিঃ সুরনায়কঃ ॥২১
ন যুজ্যন্তে বিনা মৃত্যুং দেহিনো দৈত্যসত্তম।
যতস্ততোঽপি বরয় মৃত্যুং যস্মান্ন শঙ্কসে ॥২২
ততঃ সঞ্চিন্ত্য দৈত্যেন্দ্রঃ শিশোর্বৈ সপ্তবাসরাৎ
বব্রে মহাসুরো মৃত্যুমবলেপনমোহিতঃ ॥২৩
ব্রহ্মা চাস্মৈ বরং দত্ত্বা যৎকিঞ্চিন্মনসেপ্সিতম্।
জগাম ত্রিদিবং দেবো দৈত্যোঽপি স্বকমালয়ম্
উত্তীর্ণং তপসস্তন্তু দৈত্যং দৈত্যেশ্বরাস্তথা।
পরিবব্রুঃ সহস্রাক্ষং দিবি দেবগণা যথা ॥২৫
তস্মিন্ মহতি রাজ্যস্থে তারকে দৈত্যনন্দনে।
ঋতবো মূর্ত্তিমন্তশ্চ স্বকালগুণবৃংহিতাঃ ॥ ২৬
অভবন্ কিঙ্করাস্তস্য লোকপালশ্চ সর্ব্বশঃ।
কান্তির্দ্যুতির্ধৃতির্মেধা শ্রীরবেক্ষ্য চ দানবম্ ॥
পরিবব্রুর্গুণাকীর্ণা নিশ্ছিদ্রাঃ সর্ব্ব এব হি।
কালাগুরুবিলিপ্তাঙ্গং মহামুকুটভূষণম্ ॥২৮
রুচিরাঙ্গদনদ্ধাঙ্গং মহাসিংহাসনে স্থিতম্।

নাই। তুমি তোমার মনোবাঞ্ছিত বর গ্রহণ কর। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে পৃথুবিক্রম তারকাসুর সেই আত্মযোনি প্রভুকে প্রণত ও প্রাঞ্জলি হইয়া কহিল,—হে দেব! ভূতান্তর্যামিন্! আপনি সমস্ত প্রাণীরই মনোভাব বিদিত আছেন। জগতের জনগণ প্রায়শই জিগীষু হইয়া কৃতাপকারের প্রতিকার করিতে প্রয়াসী হয়। আমরাও জাতিধর্ম্ম অনুসারে অমরগণের সহিত বদ্ধবৈর হইয়াছি। ক্রূরস্বভাব দেবগণ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দৈত্যদিগকে প্রায় নির্ম্মূল করিয়াছে। আমি মনে করি,—সেই নির্ম্মূলিতপ্রায় অসুরদিগের আমিই একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা হইব। আমি সর্ব্বপ্রাণীর এবং সমস্ত মহাস্ত্রের অবধ্য হইব। এইরূপ উত্তম বরলাভের বাসনাই আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। হে দেবেশ! আপনি আমাকে ঐরূপ বরই প্রদান করুন। অন্য বর আমার অভিপ্রেত নহে। তখন সুরনেতা ব্রহ্মা সেই দৈত্যকে বলিলেন,—হে দৈত্যবর! দেহধারী মাত্রেই মৃত্যুধর্ম্মা। মৃত্যুযোগ ব্যতীত তাহাদের যখন চিরাবস্থান নাই, তখন তুমি যাহা হইতে সহজে মৃত্যুশঙ্কা নাই, এমন কোন ব্যক্তির হস্তে তোমার মৃত্যু হইবার বরপ্রার্থনা করিয়া লও। তখন দৈত্যেন্দ্র কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া গর্ব্বান্ধ হইয়া সপ্তবাসরীয় শিশুর হস্তে নিজের মৃত্যু হইবার বর প্রার্থনা করিল। প্রার্থনামাত্র ব্রহ্মা তাহার তাদৃশ মনোভীষ্ট বর প্রদান করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। এদিকে বরপ্রাপ্ত দৈত্যও নিজালয়ে প্রস্থান করিল।১৩—২৪। তারক তপস্যা সাঙ্গ করিয়া স্বভবনে উপস্থিত হইলে অন্যান্য দৈত্যেশ্বরগণ তাহাকে আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল—স্বর্গে দেবগণ যেন সহস্রাক্ষকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। সেই মহাসুর দৈত্যনন্দন তারক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তদীয় শাসনভয়ে ঋতুগণ স্ব স্ব কালোচিত গুণে উপচিত হইয়া সকলেই মূর্ত্তিমান্‌ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। লোকপালগণ তারকের কিঙ্করকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কান্তি, দ্যুতি, ধৃতি, মেধা, ও শ্রী সেই দানবেশ্বরকে দেখিয়া স্ব স্ব গুণসমবায়ে ভূষিত হইয়া অকপটভাবে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। অসুরের সর্ব্বাঙ্গ কালাগুরুলেপনে বিলিপ্ত, মস্তক—মহামুকুটমণ্ডিত এবং বাহু—সুন্দর অঙ্গদে সমদ্ধ। অসুর

বীজয়ন্ত্যপ্সরঃশ্রেষ্ঠা ভৃশং মুঞ্চন্তি নৈব তাঃ ॥২৯
চন্দ্রার্কৌ দীপমার্গেষু ব্যজনেষু চ মারুতঃ।
কৃতান্তোঽগ্রেসরস্তস্য বভূবুর্মুনিসত্তমাঃ ॥৩০
এবং প্রযাতি কালে তু বিততে তারকাসুরঃ।
বভাষে সচিবান্ দৈত্যঃ প্রভূতবরদর্পিতঃ ॥৩১

তারক উবাচ।

রাজ্যেন কারণং কিং মে ত্বনাক্রম্য ত্রিবিষ্টপম্
অনির্যাপ্য সুরৈর্বৈরং কা শান্তির্হৃদয়ে মম ॥৩২
ভুঞ্জতেঽদ্যাপি যজ্ঞাংশানমরা নাক এব হি।
বিষ্ণুঃ শ্রিয়ং ন জহাতি তিষ্ঠতে চ গতভ্রমঃ ॥ ৩৩
স্বঃস্ত্রীভিঃ স্বর্গনারীভিঃ পীড্যন্তেঽমরবল্লভাঃ।
সোৎপলা মদিরামোদা দিবি ক্রীড়ায়নেষু চ ॥৩৪
লব্ধা জন্ম ন যঃ কশ্চিদ্ঘটয়েৎ পৌরুষং নরঃ।
জন্ম তস্য বৃথাভূতমজন্মা তু বিশিষ্যতে ॥৩৫
মাতাপিতৃভ্যাং ন করোতি কামান্
বন্ধূনশোকান্ ন করোতি যো বা।
কীর্ত্তিং হি বা নার্জ্জয়তে হিমাভাং
পুমান্ স জাতোঽপি মৃতো মতং মে ॥৩৬
তস্মাজ্জয়ায়ামরপুঙ্গবানাং
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীহরণায় শীঘ্রম্।
সংযোজ্যতাং মে রথমষ্টচক্রং
বলঞ্চ মে দুর্জ্জয়দৈত্যচক্রম্।
ধ্বজঞ্চ মে কাঞ্চনপট্টনদ্ধং
ছত্রঞ্চ মে মৌক্তিকজালবদ্ধম্ ॥ ৩৭
তারকস্য বচঃ শ্রুত্বা গ্রসনো নাম দানবঃ।
সেনানীর্দৈত্যরাজস্য তথা চক্রে বলান্বিতঃ ॥৩৮
আহত্য ভেরীং গম্ভীরাং দৈত্যনাহূয় সত্বরঃ।
তুরগাণাং সহস্রেণ চক্রাষ্টকবিভূষিতম্ ॥৩৯
শুক্লাম্বরপরিষ্কারং চতুর্যোজনবিস্তৃতম্।
নানাক্রীড়াগৃহযুতং গীতবাদ্যমনোহরম্ ॥ ৪০

স্বয়ং মহাসিংহাসনে সমাসীন। প্রধান প্রধান অপ্সরাগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল। কোন কালের জন্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিল না। চন্দ্র ও সূর্য্য সেই অসুরপুরে আলোকদান কার্য্যে, মারুত ব্যজন-চালনে এবং কৃতান্ত তাহার সর্ব্বকার্য্যে অগ্রগামী ভৃত্যরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইল। একদা তারকাসুর বরদর্পে দর্পিত হইয়া তাহার সচিবদিগকে কহিল,—অহে সচিবগণ! আমি যদি স্বর্গই আক্রমণ না করিলাম, তবে রাজ্য করিয়া আমার ফল কি হইল? বৈর-নির্য্যাতন না করিয়া হৃদয়ে আমার শান্তি কৈ? অসুরেরা স্বর্গে থাকিয়া অদ্যাপি যজ্ঞাংশ ভোগ করিতেছে। বিষ্ণু শ্রীকে পরিত্যাগ করে নাই, এখনও অকুতোভয়ে অবস্থান করিতেছে। স্বর্গবাসিনী সুরসুন্দরীরা এখনও দেববল্লভদিগকে গাঢ়ালিঙ্গনে পীড়িত করিতেছে! এখনও তাহারা মদিরাপানে ক্রীড়াগৃহসমূহে আমোদ উপভোগ করে! এখনও তাহাদের হস্তে লীলা-কমল সুশোভিত হইতেছে! আমার কথা এই যে, যে নর জন্ম লাভ করিয়া পৌরুষ প্রকাশ না করে, তাহার সে জন্ম বৃথা। সে না জন্মিলেই বরং ভাল হয়। যে ব্যক্তি পিতামাতার কামনা পূরণ না করে, বন্ধুদিগের শোকাপনয়ন না করে, কিংবা শুভ্র কীর্ত্তি উপার্জ্জন না করে, সেই পুরুষ জীবিতথাকিলেও আমার মতে সে মৃত॥২৫—৩৬॥ অতএব অমরপুঙ্গবদিগকে জয় করিয়া ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী আহরণ করিবার জন্য আমার অষ্টচক্রযুক্ত রথ যোজনা কর। ঐ রথে কাঞ্চনপট্টযুত ধ্বজ এবং মুক্তামালা-বেষ্টিত ছত্র স্থাপন কর। নিখিল দুর্জ্জয় দৈত্যমণ্ডল সৈনিকবেশে আমার অনুগমন করুক। তারকাসুরের আদেশবাক্য শ্রবণমাত্র দৈত্যরাজের সেনানী গ্রসননামক জনৈক দানব সত্বর সেনাসমূহে পরিবৃত হইল এবং গম্ভীর ভেরীধ্বনি করিয়া অন্যান্য দানবদিগকে আহ্বান করিল। অষ্টচক্রযুক্ত যুদ্ধরথে সহস্র তুরগ যোজিত হইল। ঐ সাংগ্রামিক রথ চতুর্যোজন বিস্তৃত শুক্লাম্বরে পরিবৃত, নানা ক্রীড়া-গৃহে অন্বিত, এবং গীতবাদ্যে মনোহর হইয়া সুরনামক শক্ত-

বিমানমিব দেবস্য সুরভর্ত্তুঃ শতক্রতোঃ।
দশকোটীশ্বরা দৈত্যা দৈত্যাস্তে চণ্ডবিক্রমাঃ॥৪১
তেষামগ্রেসরো জম্ভঃ কুজম্ভোঽনন্তরস্ততঃ।
মহিষঃ কুঞ্জরো মেষঃ কালনেমির্নিমিস্তথা॥৪২
মথনো জম্ভকঃ শুম্ভো দৈত্যেন্দ্রা দশ নায়কাঃ
অন্যেঽপি শতশস্তস্য পৃথিবীদলনক্ষমাঃ॥৪৩
দৈত্যেন্দ্রা গিরিবর্ষ্মাণঃ সন্তি চণ্ডপরাক্রমাঃ।
নানায়ুধপ্রহরণা নানাশস্ত্রাস্ত্রপারগাঃ॥৪৪
তারকস্যাভবৎ কেতুঃ রৌদ্রঃ কনকভূষণঃ।
কেতুনা মকরেণাপি সেনানীর্গ্রসনোঽহরিহা॥৪৫
পৈশাচং যস্য বদনং জম্ভস্যাসীদয়োময়ম্‌।
খরং বিধুতলাঙ্গুলং কুজম্ভস্যাভবদ্ধ্বজে। ৪৬
মহিষস্য তু গোমায়ুং কেতৌ হৈমং তদাভবৎ।
ধ্বাঙ্ক্ষং ধ্বজে তু শুম্ভস্য কৃষ্ণায়োময়মুচ্ছ্রিতম্॥
অনেকাকারবিন্যাসাশ্চান্যেষাস্তু ধ্বজাস্তথা।
শতেন শীঘ্রবেগাণাং ব্যাঘ্রাণাং হেমমালিনাম্‌॥
গ্রসনস্য রথো যুক্তো কিঙ্কিণীজালমালিনাম্‌।
শতেনাপি চ সিংহানাং রথো জম্ভস্য দুর্জ্জয়ঃ॥৪৯
কুজম্ভস্য রথো যুক্তঃ পিশাচবদনৈঃ খরৈঃ।
রথস্ত মহিষস্যোষ্ট্রৈর্গজস্য তু তুরঙ্গমৈঃ॥৫০
মেষস্য দ্বীপিভির্ভীমৈঃ কুঞ্জরৈঃ কালনেমিনঃ।
পর্ব্বতাভৈঃ সমারূঢ়ো নিমির্মত্তৈর্মহাগজৈঃ॥৫১
চতুর্দ্দন্তগন্ধবদ্ভিঃ শিক্ষিতৈর্মেঘভৈরবৈঃ।
শতহস্তায়তৈঃ কৃষ্ণে তুরঙ্গৈর্হেমভূষণৈঃ॥৫২
সিতচামরজালেন শোভিতে দক্ষিণাং দিশম্‌।
সিতচন্দনচার্ব্বঙ্গো নানাপুষ্পস্রজোজ্জ্বলঃ॥৫৩
মথনো নাম দৈত্যেন্দ্রঃ পাশহস্তো ব্যরাজত।
জম্ভকঃ কিঙ্কিণীজালমালমুষ্ট্রং সমাশ্রিতঃ॥৫৪
কালশুক্লমহামেঘমারূঢ়ঃ শুম্ভদানবঃ।
অন্যেঽপি দানবা বীরা নানাবাহনগামিনঃ॥৫৫
প্রচণ্ডচিত্রকর্ম্মাণঃ কুণ্ডলোষ্ণীষভূষণাঃ।

ক্রতুর বিমানের ন্যায় বিরাজিত হইল। দশ কোটি প্রচণ্ডবিক্রম প্রধান দৈত্য যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। জম্ভ, কুজম্ভ, মহিষ, কুঞ্জর, মেষ, কালনেমি, নিমি, মথন, জম্ভক ও শুম্ভ—এই দশ দৈত্যশ্রেষ্ঠ ঐ বিশাল অসুর-বাহিনীর নায়ক হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীদলনে সক্ষম অন্য আরও শত শত পর্ব্বতপ্রমাণ প্রচণ্ডবিক্রম দানবেন্দ্র ঐ অসুর-বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-যাত্রা করিল। এই অসুরেরা সকলেই নানা আয়ুধধারী এবং নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র-প্রয়োগে পারদর্শী। তারকাসুরের রথোপরি এক কনকভূষিত ভয়ঙ্কর কেতু উচ্ছ্রিত হইল। অন্যান্য দানবেন্দ্রগণের মধ্যে সেনাপতি গ্রসনের ধ্বজে মকর, জম্ভের লৌহময় পিশাচমুখ, কুজম্ভের চঞ্চললাঙ্গুল গর্দ্দভ, মহিষের হেমময় গোমায়ু, এবং শুম্ভাসুরের ধ্বজে কৃষ্ণায়সময় বায়সাকৃতি কেতু সমুচ্ছ্রিত হইল। অন্যান্য দানবদিগের বহুবিধ বহু ধ্বজ সুশোভিত হইল। সেনাপতি গ্রসনের রথে কিঙ্কিণীজাল-মালিত, হেম-ভূষিত শীঘ্রগামী এক শত ব্যাঘ্র যোজিত হইল। জম্ভাসুরের দুর্জ্জয় রথে এক শত সিংহ, কুজম্ভের রথে পিশাচবক্ত্র বহু খর, মহিষের রথে বহু উষ্ট্র, গজাসুরের রথে বহু তুরঙ্গ, মেষের রথে ভীষণাকার বহু দ্বীপী, কালনেমির রথে অসংখ্য কুঞ্জর এবং নিমির রথে গিরিপ্রমাণ বহু মত্ত মহাগজ যোজিত হইল। দৈত্যগণ সেই সেই রথে আরোহণ করিল। উহাদের সমভিব্যাহারী গজগণ মদগন্ধশালী, চতুর্দ্দন্তবিশিষ্ট, সুশিক্ষিত, শত হস্ত আয়ত ও মেঘের ন্যায় ভীষণ এবং তুরঙ্গমগণ হেম-ভূষণে সমুজ্জ্বল। ৩৭—৫৩। মথননামক দৈত্যবর তাহার চারু অঙ্গ সিত চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া নানা পুষ্পমালায় মণ্ডিত হইয়া সিত চামরনিচয়ে সুশোভিত রথে আরোহণপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে পাশহস্তে বিরাজ করিল। জম্ভাসুর কিঙ্কিণী-জাল-মালিত উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। শুম্ভ দানব কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ মহামেঘে আরূঢ় হইল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দানববীরগণ আরও বহুবিধ বহু বাহনে আরোহণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিল। সেই দৈত্যসৈন্যমধ্যস্থ মহাসুরগণ সকলেই প্রচণ্ড

নানাবিধোত্তরাসঙ্গা নানামাল্যবিভূষণাঃ ॥ ৫৬
নানাসুগন্ধিগন্ধাঢ্যা নানাবন্দিজনস্তুতাঃ।
নানাবাদ্যপরিস্পন্দাশ্চাগ্রেসরমহারথাঃ ॥ ৫৭
নানাশৌর্য্যকথাসক্তাস্তস্মিন্ সৈন্যে মহাসুরাঃ
তদ্বলং দৈত্যসিংহস্য ভীমরূপং ব্যজায়ত ॥ ৫৮
প্রমত্ত-চণ্ডমাতঙ্গ-তুরঙ্গং রথসঙ্কুলম্।
প্রতস্থেঽমরযুদ্ধায় বহুপত্তিপতাকিনম্ ॥ ৫৯
এতস্মিন্নন্তরে বায়ুর্দেবদূতোঽম্বরালয়ে।
দৃষ্ট্বা স দানববলং জগামেন্দ্রস্য সংশিতুম্ ॥৬০
স গত্বা তু সভাং দিব্যাং মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
শশংস মধ্যে দেবানাং তৎ কার্য্যং সমুপস্থিতম্
তচ্ছ্রুত্বা দেবরাজস্তু নিমীলিতবিলোচনঃ।
বৃহস্পতিমুবাচেদং বাক্যং কালে মহাভুজঃ ॥৬২

ইন্দ্র উবাচ।

সম্প্রাপ্তোতি বিমর্দ্দোঽয়ং দেবানাং দানবৈঃ সহ
কার্য্যং কিমত্র তদ্ব্রূহি নীত্যুপায়সমন্বিতম্ ॥ ৬৩
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং মহেন্দ্রস্য গিরাংপতিঃ।
ইত্যুবাচ মহাভাগো বৃহস্পতিরুদারধীঃ ॥ ৬৪
সামপূর্ব্বা স্মৃতা নীতিশ্চতুরঙ্গাং পতাকিনীম্।
জিগীষতাং সুরশ্রেষ্ঠ স্থিতিরেষা সনাতনী ॥৬৫
সাম ভেদস্তথা দানং দণ্ডশ্চাঙ্গচতুষ্টয়ম্।
নীতৌ ক্রমাদ্দেশ-কাল-রিপুযোগ্যক্রমাদিদম্
সাম দৈত্যেষু নৈবাস্তি যতস্তে লব্ধসংশ্রয়াঃ।
জাতিধর্ম্মেণ বা ভেদ্যা দানং প্রাপ্তশ্রিয়ে চ কিম্
একোঽভ্যুপায়ো দণ্ডোঽত্র ভবতা যদি রোচতে
দুর্জ্জনেষু কৃতং সাম মহদ্‌যাতি চ বন্ধ্যতাম্ ॥৬৮
ভয়াদিতি ব্যবস্যন্তি ক্রূরাঃ সাম মহাত্মনাম্।
ঋজুতামার্য্যবুদ্ধিত্বং দয়ানীতিব্যতিক্রমম্ ॥ ৬৯

ও বিচিত্রকর্ম্মা। সকলেরই কর্ণে কুণ্ডল ও মস্তকে উষ্ণীষ দেদীপ্যমান। তাহারা নানাবিধ উত্তরীয় বস্ত্রে অন্বিত,নানা মালায় মণ্ডিত, নানা সুগন্ধি দ্রব্যে গন্ধযুক্ত, বিবিধ বন্দি জন কর্ত্তৃক সংস্তুত, নানাবিধ বাদ্যরবে পরিস্পন্দিত এবং বিবিধ বীরত্বব্যঞ্জক বাক্যালাপে আসক্ত। এই দৈত্যগণ সকলেই অগ্রগামী এবং সকলেই 'মহারথ' আখ্যায় অভিহিত। এইরূপে সেই দৈত্যরাজের সৈন্যব্যূহ ভীষণাকারে বিরাজিত হইল। প্রচণ্ড মাতঙ্গ ও তুরঙ্গদল রণমদে মাতিয়া উঠিল। অগণিত অসুরসৈন্য, বহু পদাতি পতাকাধারী ও রথসমূহে সঙ্কুল হইয়া অমরগণ সহ যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিল। এই সময় অম্বরস্থ দেবদূত সেই ভীষণ দানব-বলের যুদ্ধোদ্যম দেখিয়া ইন্দ্রের নিকট সেই সংবাদ জানাইবার জন্য গমন করিলেন। তিনি মহাত্মা মহেন্দ্রের দিব্য সভায় গমন করিয়া সমস্ত দেব-সমক্ষে সেই উপস্থিত মহাকার্য্য-বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। দেবরাজ তচ্ছ্রবণে নয়ন নিমীলিত করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে বৃহস্পতিকে বলিলেন,—গুরো! সম্প্রতি দেব ও দানবগণের ভীষণ সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি, আপনি তাহার নীতি-সঙ্গত উপায় ব্যক্ত করুন। উদারধী গীষ্পতি মহেন্দ্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা চতুরঙ্গবাহিনী জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সামপূর্ব্বক নীতি অবলম্বন করাই বিধেয় এবং ইহাই সনাতনী ব্যবস্থা। সাম, ভেদ, দান ও দণ্ড—নীতিশাস্ত্রে এই চতুর্ব্বিধ উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। এই উপায়-চতুষ্টয় দেশ, কাল ও রিপুর যোগ্যতা অনুসারে ক্রমশঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।৬৪—৬৬। তন্মধ্যে দৈত্যগণে সাম উপায় প্রযুজ্য হইতে পারে না। কেন না, তাহারা লব্ধাশ্রয় হইয়াছে। পরন্তু জাতীয় ধর্ম্মানুসারে তাহাদের প্রতি ভেদনীতিও প্রযোজ্য হইবার নহে। তৎপরবর্ত্তী উপায় দান—শ্রী-সম্পত্তিশালী দৈত্যরাজে প্রযোজ্য হইলেও ফল কিছুই নাই। তবে একমাত্র শেষ উপায় দণ্ড। তোমার যদি অভিপ্রেত হয়, উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাই তোমার অবলম্বনীয়। দুর্জ্জনে প্রভৃত সাম প্রয়োগ করিলেও তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। ক্রূর দুর্জ্জনেরা মহাত্মগণের সাম-প্রয়োগ দেখিয়া মনে করে যে, ঐ উপায়

মন্যন্তে দুর্জ্জনা নিত্যং সাম চাপি ভয়োদয়াৎ।
তস্মাদ্দুর্জ্জনমাক্রান্তুং শ্রেয়ান্ পৌরুষসংশ্রয়ঃ ॥৭০
আক্রান্তে তু ক্রিয়া যুক্তা সতামেতন্মহাব্রতম্।
দুর্জ্জনঃ সুজনত্বায় কল্পতে ন কদাচন ॥ ৭১
সুজনোহপি স্বভাবস্য ত্যাগং বাঞ্ছেৎ কদাচন
এবং মে বুধ্যতে বুদ্ধির্ভবন্তোহত্র ধ্যবস্যতাম্ ॥
এবমুক্তঃ সহস্রাক্ষ এবমেবেত্যুবাচ তম্।
কর্ত্তব্যতাং স সঞ্চিন্ত্য প্রোবাচামরসংসদি ॥ ৭৩

ইন্দ্র উবাচ।

সাবধানেন মে বাচং শৃণুধ্বং নাকবাসিনঃ।
ভবন্তো যজ্ঞভোক্তারস্তুষ্টাত্মানোহতিসাত্ত্বিকাঃ
যে মহিম্নি স্থিতা নিত্যং জগতঃ পরিপালকাঃ।
ভবতশ্চানিমিত্তেন বাধন্তে দানবেশ্বরাঃ ॥ ৭৫
তেষাং সামাদি নৈবাস্তি দণ্ড এব বিধীয়তাম্।
ক্রিয়তাং সমরোদ্‌যোগঃ সৈন্যং সংযুজ্যতাং মম
আধীয়ন্তাঞ্চ শস্ত্রাণি পূজ্যন্তামস্ত্রদেবতাঃ।
বাহনানি চ যানানি যোজয়ন্তু সহামরাঃ ॥ ৭৭
যমং সেনাপতিং কৃত্বা শীঘ্রমেবং দিবৌকসঃ।
ইত্যুক্তাঃ সমনহ্যন্ত দেবানাং যে প্রধানতঃ ॥৭৮
বাজিনামযুতেনাজ্যৌ হেমঘণ্টাপরিষ্কৃতম্।
নানাশ্চর্য্যগুণোপেতং সম্প্রাপ্তং সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥
রথং মাতলিনা ক্লৃপ্তং দেবরাজস্য দুর্জ্জয়ম্।
যমো মহিষমাস্থায় সেনাগ্রে সমবর্ত্তত ॥ ৮০
চণ্ডকিঙ্করবৃন্দেন সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ।
কল্পকালোদ্ধতজ্বালা-পূরিতাম্বরলোচনঃ ॥ ৮১
হুতাশনশ্ছাগরূঢ়ঃ শক্তিহস্তো ব্যবস্থিতঃ।
পবনোহঙ্কুশপাণিস্তু বিস্তারিতমহাজবঃ ॥ ৮২

প্রযুক্তই অবলম্বিত হইয়াছে। সারল্য, আর্য্যবুদ্ধি, দয়া এবং সাম এ সমস্তই দুর্জ্জনেরা বিপক্ষ-পক্ষের ভয়ের কারণ বলিয়া মনে করে। অতএব দুর্জ্জনকে আক্রমণ করিবার পক্ষে একমাত্র পুরুষকার অবলম্বনই শ্রেয়স্কর। সজ্জনগণের ইহাই মহতী নীতি যে, শত্রুকে আক্রমণ করিয়া পরে যে কোন ক্রিয়া বা যে কোন উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। দেখ, দুর্জ্জন কখন সুজন হয় না। পরন্তু যিনি সুজন, তিনি স্বীয় স্বভাবের পরিবর্ত্তন কখন কখন কামনা করিয়া থাকেন। আমার বুদ্ধি-বিবেচনায় ইহাই আমি স্থির করিলাম। এক্ষণে তোমরা যেরূপ অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হয় কর। বৃহস্পতি এই কথা কহিলে, সহস্রাক্ষ বলিলেন,—হাঁ ইহাই সঙ্গত কথা বটে, এই বলিয়া তিনি কর্ত্তব্যসম্বন্ধে চিন্তা করিলেন—করিয়া সেই সুর-সভায় সুরগণকে বলিলেন,—হে স্বর্গবাসিগণ! আপনারা অবহিত হইয়া আমার কথা শ্রবণ করুন। আপনারা যজ্ঞভাগভোজী, তুষ্টাত্মা, এবং অতি সাত্ত্বিকপ্রকৃতি। নিত্যই আপনারা স্বীয় মহিমায় অবস্থিত হইয়া জগতের পরিচালনকার্য্য করিতেছেন। দানবেন্দ্রগণ অকারণ আপনাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছে। ঐ সকল দানবদিগের প্রতি সামাদি উপায়ত্রয় প্রয়োগ করিলে কোনই ফল হইবে না। একমাত্র দণ্ডই তাহাদের উচিত ব্যবস্থা। অতএব আপনারা সেই দণ্ডবিধি প্রয়োগ করুন। সমরায়োজন করুন এবং মদীয় সৈন্যবল একত্র করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন। শস্ত্র সকল গ্রহণ করুন, অস্ত্রদেবতাদিগের পূজা করুন ও যানবাহনাদি যোজনা করুন। হে দেবগণ! আপনারা যমকে সেনাপতি করিয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ অগ্রসর হউন। ইন্দ্র এই কথা কহিলে, দেবগণ-মধ্যে প্রাধান্যক্রমে সমরসজ্জা আরম্ভ হইল। ৬৭—৭৮ অযুত বাজিবাহিত হেমঘণ্টা-লম্বিত নানা আশ্চর্য্যগুণমণ্ডিত এক দুর্জ্জয় রথ দেবরাজের জন্য সুসজ্জিত হইল। মাতলি উহার সারথ্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। যমরাজ মহিষবাহনে আরোহণ করিয়া দেব সেনার অগ্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রচণ্ডস্বভাব কিঙ্করদল তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিল। কল্পকালীন উদ্ধত অনল-শিখায় আপূরিত অম্বরের ন্যায় যমের নয়নদ্বয় ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল। হুতাশন, হস্তে শক্তি ধারণ করিয়া ছাগারোহণে সৈন্যমধ্যে অব-

ভুজগেন্দ্রসমারূঢ়ো জলেশো ভগবান্ স্বয়ম্।
নরযুক্তরথে দেবো রাক্ষসেশো বিয়চ্চরঃ ॥৮৩
তীক্ষ্ণখড়্গাযুতো ভীমঃ সমরে সমবস্থিতঃ।
মহাসিংহরবো দেবো ধনাধ্যক্ষো গদায়ুধঃ ॥৮৪
চন্দ্রাদিত্যাবশ্বিনৌ চ চতুরঙ্গবলান্বিতৌ।
রাজভিঃ সহিতাস্তস্থুর্গন্ধর্ব্বা হেমভূষণাঃ ॥ ৮৫
হেমপীঠোত্তরাসঙ্গাশ্চিত্রবর্ম্মরথায়ুধাঃ।
নাকপৃষ্ঠশিখণ্ডাস্ত বৈদূর্য্যমকরধ্বজাঃ ॥ ৮৬
জবারক্তোত্তরাসঙ্গা রাক্ষসা রক্তমূর্দ্ধজাঃ।
গৃধ্রধ্বজা মহাবীর্য্যা নির্ম্মলায়োবিভূষণাঃ ॥ ৮৭
মুষলাসিগদাহস্তা রথে চোষ্ণীষদর্শিতাঃ।
মহামেঘরবা নাগা ভীমোল্কাশনিহেতয়ঃ ॥৮৮
যক্ষাঃ কৃষ্ণাম্বরভৃতো ভীমবাণধনুর্দ্ধরাঃ।
তাম্রোলূকধ্বজা রৌদ্রা হেমরত্নবিভূষণাঃ ॥ ৮৯
দ্বীপিচর্ম্মোত্তরাসঙ্গং নিশাচরবলং বভৌ।
গার্ধ্রপত্রধ্বজপ্রায়মস্থিভূষণভূষিতম্ ॥ ৯০
মুষলায়ুধদুষ্প্রেক্ষ্যং নানাপ্রাণিমহারবম্।
কিন্নরাঃ শ্বেতবসনাঃ সিতপত্রিপতাকিনঃ ॥৯১
মত্তেভবাহনপ্রায়াস্তীক্ষ্ণতোমর-হেতয়ঃ।
মুক্তাজালপরিষ্কারো হংসো রজতনির্ম্মিতঃ ॥৯২
কেতুর্জলাধিনাথস্য ভীমধূমধ্বজানলঃ।
পদ্মরাগমহারত্নবিটপং ধনদস্য তু ॥ ৯৩
ধ্বজং সমুচ্ছ্রিতং ভাতি গন্তুকামমিবাম্বরম্।
বৃকেণ কাষ্ঠলোহেন যমস্যাসীন্মহাধ্বজঃ ॥ ৯৪
রাক্ষসেশস্য কেতোর্বৈ প্রেতস্য মুখমাবভৌ।
হেমসিংহধ্বজৌ দেবৌ চন্দ্রার্কাবমিতদ্যুতী ॥৯৫
কুম্ভেন রত্নচিত্রেণ কেতুরশ্বিনয়োরভূৎ।

স্থান করিলেন। পবন অঙ্কুশ ধারণ করিয়া মহাবেগ বিস্তারিত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ভগবান্ বরুণদেব ভুজগেন্দ্রে আরোহণ করিলেন। কুবের নরযুক্ত রথে অবস্থিত হইলেন। ইঁহার হস্তে তীক্ষ্ণ খড়্গ ও ভীষণ গদা। ইনি সমরে সমুদ্যত হইয়া ঘোর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। চন্দ্র, সূর্য্য ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণ চতুরঙ্গ বলে অন্বিত হইলেন। হেমভূষিত গন্ধর্ব্বগণ স্ব স্ব অধিপতিগণ সহ সমরে সমুদ্যত হইল। এই সকল গন্ধর্ব্ব-সেনার পৃষ্ঠদেশে হেমময় উত্তরাসঙ্গ লম্বিত। উহাদের বর্ম্ম, রথ, ও আয়ুধ সকল বিচিত্র। উহারা বৈদূর্য্যময় মকরাকৃতি ধ্বজসমূহে সমন্বিত। মহাবীর্য্য রাক্ষসেরা গৃধ্রাকার ধ্বজধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। উহাদের কেশকলাপ রক্তবর্ণ, দেহ নির্ম্মল লৌহালঙ্কারে ভূষিত এবং উত্তরীয় বস্ত্র জবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ। মহামেঘনিনাদী ভীষণ উল্কা ও বজ্রাস্ত্রধারী, মুষল-অসি, ও গদাপাণি নাগগণ মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া রথারোহণে সমরার্থ প্রস্তুত হইল। যক্ষগণ কৃষ্ণাম্বর ধারণ করিয়া ভয়ঙ্কর ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক সমরে অবতীর্ণ হইল। উহাদের ধ্বজরাজি তাম্রবর্ণ উলূকচিহ্নে লক্ষিত হইতে লাগিল। উহাদের সর্ব্বগাত্রে হেমরত্নের বিভূষণ। উহারা দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। তখন দ্বীপিচর্ম্মের উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিয়া বহু নিশাচর বিরাজিত হইল। উহাদের ধ্বজ গৃধ্রপত্রে লাঞ্ছিত, উহারা অস্থিভূষণে ভূষিত এবং মুষলহস্তে অবস্থিত হইয়া সকলেরই দুর্নিরীক্ষ্য হইল। কিন্নরগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া শ্বেত পত্রি-যুক্ত পতকা লইয়া তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ তোমরাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক প্রায় সকলেই মত্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। মুক্তাজাল-জড়িত রজত-নির্ম্মিত এক হংস, জলধিনাথের কেতুরূপে প্রতিভাত হইল। ধনাধিপতি কুবেরের পদ্মরাগাদি মহারত্নে মণ্ডিত বিটপাকার ধ্বজ-সমুচ্ছ্রিত হইয়া যেন অম্বরে গমনোদ্যম করিয়াই শোভিত হইল। যমের কাষ্ঠ ও লৌহময় বৃকচিহ্নিত মহাধ্বজ বিরাজিত হইল। ৭৯—৯৪। রাক্ষসাধিপতির কেতু প্রেতের মুখাকারে প্রতিভাত হইল। অমিতপ্রভাব চন্দ্র ও সূর্য্য হৈম-সিংহধ্বজে সুশোভিত হইলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কেতু রত্নচিত্রিত কুম্ভ দ্বারা উপ-

হেমমাতঙ্গরচিতং চিত্ররত্নপরিষ্কৃতম্॥ ৯৬
ধ্বজং শতক্রতোরাসীৎ সিতচামরমণ্ডিতম্।
সনাগ-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-মহোরগ-নিশাচরা॥ ৯৭
সেনা সা দেবরাজস্য দুর্জ্জয়া ভুবনত্রয়ে।
কোটয়স্তাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবে দেবনিকায়িনাম্॥ ৯৮
হিমাচলাভে সিতকর্ণচামরে
সুবর্ণপদ্মামলসুন্দরস্রজি।
কৃতাভিরাগোজ্জ্বলকুঙ্কুমাঙ্কুরে
কপোললীলালিকদম্বসঙ্কুলে॥ ৯৯
স্থিতস্তদৈরাবতনামকুঞ্জরে
মহাবলশ্চিত্রবিভূষণাম্বরঃ।
বিশালবস্ত্রাংশুবিতানভূষিতঃ
প্রকীর্ণকেয়ূরভুজাগ্রমণ্ডলঃ।
সহস্রদৃগ্বন্দিসহস্রসংস্তুত-
স্ত্রিবিষ্টপেঽশোভত পাকশাসনঃ॥ ১০০
তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-বলৌঘসঙ্কুলা
সিতাতপত্রধ্বজরাজিশালিনী।
চমূশ্চ সা দুর্জ্জয়পত্রিসন্ততা
বিভাতি নানায়ুধযোধদুস্তরা॥ ১০১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রণযোজনং নামাষ্ট-চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪৮॥

লক্ষিত হইতে লাগিল। শতক্রতু ইন্দ্রের ধ্বজ—সিত চামরে মণ্ডিত, হৈম মাতঙ্গাকারে রচিত এবং চিত্র বিচিত্র রত্নরাজি দ্বারা খচিত হইল। যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মহোরগ, ও নিশাচরসহ সেই দেবরাজের সেনা তখন ত্রিভুবনে সাতিশয় দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল। এই দেবসেনাগণের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি হইল। দেবরাজের গজ ঐরাবত—হিমাচলপ্রতিম, শ্বেতবর্ণ কর্ণ-চামরে শোভিত ও হেম পদ্মের অমল সুন্দর মাল্য-দামে মণ্ডিত। উহার অঙ্গরাগার্থ বিলেপিত কুঙ্কুমাঙ্কুরে সর্ব্বাবয়ব সমুজ্জ্বল এবং কপোল-দেশ লীলাবিলোল অলিকদম্বে সমাকুল। বিচিত্র ভূষণ ও অম্বর-ধর মহাবল দেবরাজ এহেন ঐরাবত-কুঞ্জরে সমাসীন হইলেন। তাঁহার ভুজাগ্রভাগে কেয়ূরাভরণে সমুজ্জ্বল। তিনি বিশাল বস্ত্রাংশু-বিতানে বিভূষিত। পাকশাসন সহস্রাক্ষ এইরূপে সুসজ্জিত ও সহস্র সহস্র বন্দী জনে সংস্তুত হইয়া স্বর্গধামে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন সেই দেববাহিনী তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও বিবিধ সৈন্য-সমূহে সঙ্কুল হইয়া শ্বেতাতপত্র ও শ্বেতধ্বজ-রাজি দ্বারা সুশোভিত হইল এবং বিবিধ আয়ুধ ও যোধসমূহে দুস্তর হইয়া উঠিল। ৯৫—১০১।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সুরাসুরাণাং সম্মর্দ্দস্তস্মিন্নত্যন্তদারুণে।
তুমুলোঽতিমহানাসীৎ সেনয়োরুভয়োরপি॥১
গর্জ্জতাং দেব-দৈত্যানাং শঙ্খভেরীরবেণ চ।
তূর্য্যাণাঞ্চৈব নির্ঘোষৈর্মাতঙ্গানাঞ্চ বৃংহিতৈঃ॥২
হ্রেষতাং হয়বৃন্দানাং রথনেমিস্বনেন চ।
জ্যাঘোষেণ চ শূরাণাং তুমুলোঽতিমহানভূৎ॥
সমাসাদ্যোভয়ে সেনে পরস্পরজয়ৈষিণাম্।
রোষেণাতিপরীতানাং ত্যক্তজীবিতচেতসাম্॥
সমাসাদ্য তু তেঽন্যোন্যং প্রক্রমেণ বিলোমতঃ

ঊনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সেই অতি ভীষণ সমরে দেব ও দানব উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। তখন দেব ও দানবগণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। শঙ্খ, ভেরী, ও তূর্য্য নিনাদ, মাতঙ্গগণের বৃংহণ, অশ্বসমূহের হ্রেষারব, রথনেমির নিস্বন এবং শূরসমূহের জ্যানির্ঘোষে ঐ তুমুল সংঘর্ষ আরও অতি তুমুল হইয়া উঠিল। তখন ক্রোধ-প্রদীপ্ত—মরণভয়ে অকাতর—পরস্পর-জিগীষু দেব ও দানব সৈন্যগণ পরস্পর পর-স্পরের সম্মুখীন হইয়া অনুলোম ও বিলোম-

রথেনাসক্তপাদাতো রথেন চ তুরঙ্গমঃ ॥ ৫
হস্তী পদাতিসংযুক্তো রথিনা চ ক্বচিদ্রথী।
মাতঙ্গেনাপরো হস্তী তুরঙ্গৈর্বহুভির্গজঃ ॥ ৬
পদাতিরেকো বহুভির্গজৈর্মত্তৈশ্চ যুজ্যতে।
ততঃ প্রাসাশনি-গদা-ভিন্দিপাল-পরশ্বধৈঃ ॥ ৭
শক্তিভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈর্মুদ্গরৈঃ কুণপৈর্গড়ৈঃ।
চক্রৈশ্চ শঙ্কুভিশ্চৈব তোমরৈরঙ্কুশৈঃ সিতৈঃ ॥
কর্ণি-নালীক-নারাচ-বৎসদন্তার্দ্ধচন্দ্রকৈঃ।
ভল্লৈশ্চ শতপত্রৈশ্চ শুকতুণ্ডৈশ্চ নির্ম্মলৈঃ ॥ ৯
বৃষ্টিরত্যদ্ভুতাকারা গগনে সমদৃশ্যত।
সম্প্রচ্ছাদ্য দিশঃ সর্ব্বাস্তমোময়মিবাকরোৎ ॥১০
ন প্রাজ্ঞায়ত তেঽন্যোন্যং তস্মিংস্তমসি সঙ্কুলে
অলক্ষ্যং বিসৃজন্তস্তে হেতিসঙ্ঘাতমুদ্ধতম্ ॥১১
পতিতং সেনয়োর্ম্মধ্যে নিরীক্ষন্তে পরস্পরম্।
ততো ধ্বজৈর্ভুজৈশ্ছত্রৈঃ শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ
গজৈস্তুরঙ্গৈঃ পাদাতৈঃ পতদ্ভিঃ পতিতৈরপি।
আকাশসরসো ভ্রষ্টৈঃ পঙ্কজৈরিব ভূস্তৃতা ॥ ১৩
ভগ্নদন্তা ভিন্নকুম্ভাশ্ছিন্নদীর্ঘমহাকরাঃ।
গজাঃ শৈলনিভাঃ পেতুর্ধরণ্যাং রুধিরাস্রবাঃ ॥
ভগ্নেষাদণ্ডচক্রাক্ষা রথাশ্চ শকলীকৃতাঃ।
পেতুঃ শকলতাং যাতাস্তুরঙ্গাশ্চ সহস্রশঃ ॥১৫
ততোঽসৃগ্হ্রদদুস্তরা পৃথিবী সমজায়ত।
নদ্যশ্চ রুধিরাবর্ত্তা হর্ষদাঃ পিশিতাশিনাম্।
বেতালাক্রীড়মভবৎ তৎসঙ্কুলরণাজিরম্ ॥১৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে দেবাসুরযুদ্ধং
নামৈকোনপঞ্চাশদধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৯॥

ক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কোথাও রথীর সহিত পদাতি, কোথাও রথসহ তুরঙ্গম, কোথাও পদাতিসহ হস্তী, কোথাও কোথাও রথীর সহিত রথী, কোথাও মাতঙ্গের সহিত অপর মাতঙ্গ, ক্বচিৎ বহু তুরঙ্গসহ এক মাতঙ্গ এবং কোথাও কোথাও বা একমাত্র পদাতি-সহ বহু মত্ত গজের যুদ্ধারম্ভ হইল। অনন্তর গগনমণ্ডলে প্রাস, অশনি, গদা, ভিন্দী-পাল, পরশ্বধ, শক্তি, পট্টিশ, শূল, মুদ্গর, কুনপা, গড়, চক্র, শঙ্কু, তোমর, অঙ্কুশ, সিত কর্ণি, নালীক, নারাচ, বৎসদন্ত, অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল, শতপত্র ও নির্ম্মল শুকতুণ্ড প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্র-শস্ত্রবৃষ্টি দৃষ্ট হইতে লাগিল। অনবরত অস্ত্র-শস্ত্র ক্ষেপণে দিঙ্মণ্ডল যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেই ভীষণ অন্ধকারে পরস্পর কেহই কাহাকে জানিতে পারিল না। সেনাগণ উদ্ধতভাবে অলক্ষ্যে বাণজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং উভয় পক্ষীয় সেনাদল-মধ্যে পতিত অস্ত্রশস্ত্র পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর আকাশসরসী হইতে পরিভ্রষ্ট পঙ্কজরাজির ন্যায় পতিত ও পতনোন্মুখ ধ্বজ, ভুজ, ছত্র, সকুণ্ডল মস্তক, গজ, তুরঙ্গ ও পাদাতসমূহে ভূতল অচ্ছন্ন হইয়া গেল। শৈলাকার বৃহৎ বৃহৎ গজরাজি ভগ্নদন্ত, ভিন্নকুম্ভ ও ছিন্নশুণ্ড হইয়া রুধিরধারা ক্ষরণ করিতে করিতে ভূপতিত হইল। রথরাজির ঈষাদণ্ড, চক্র ও অক্ষ ভগ্ন হইয়া গেল। সে সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র তুরঙ্গ সেই রণাঙ্গনে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। অনন্তর পৃথিবী রুধিরহ্রদে পরিণত হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর দুস্তর হইয়া উঠিল। নদী সকল রুধিরজলে পরিপূর্ণ হইয়া পিশিতাশী-দিগের হর্ষোৎপাদন করিল। এইরূপে সেই সঙ্কুল রণাঙ্গন তখন বেতালদলের ক্রীড়া-নিকেতন হইয়া উঠিল। ১১—১৬।

উনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৪৯॥

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অথ গ্রসনমালোক্য যমঃ ক্রোধবিমূর্চ্ছিতঃ।
ববর্ষ শরবর্ষেণ বিশেষেণাগ্নিবর্চ্চসাম্ ॥১
স বিদ্ধো বহুভির্বাণৈর্গ্রসনোঽতিপরাক্রমঃ।
কৃতপ্রতিকৃতাকাঙ্ক্ষী ধনুরানম্য ভৈরবম্ ॥২
শনৈঃ পঞ্চভিরত্যুগ্রৈঃ শরাণাং যমমর্দ্দয়ন্।
স বিচিন্ত্য যমো বাণান্ গ্রসনস্যাতিপৌরুষম্ ॥ ৩
বাণবৃষ্টিভিরুগ্রাভির্যমো গ্রসনমর্দ্দয়ন্।
কৃতান্তশরবৃষ্টিং তাং বিয়তি প্রতিসর্পিণীম্ ॥ ৪
চিচ্ছেদ শরবর্ষেণ গ্রসনো দানবেশ্বরঃ।
বিফলাং তাং সমালোক্য যমস্তাং শরসন্ততিম
স বিচিন্ত্য শরব্রাতং গ্রসনস্য রথং প্রতি।
চিক্ষেপ মুদ্গরং ঘোরং তরসা তস্য চান্তকঃ ॥৬
স তং মুদ্গরমায়ান্তমুৎপ্লুত্য গগনস্থিতম্।
জগ্রাহ বামহস্তেন যাম্যং দানবনন্দনঃ ॥ ৭
তমেব মুদ্গরং গৃহ্য যমস্য মহিষং রুষা।
পাতয়ামাস বেগেন স পপাত মহীতলে ॥ ৮
উৎপ্লুত্যাথ যমস্তস্মান্মহিষান্নিপতিষ্যতঃ।
প্রাসেন তাড়য়ামাস গ্রসনং বদনে দৃঢ়ম্ ॥ ৯
স তু প্রাসপ্রহারেণ মূর্চ্ছিতো ন্যপতদ্ভুবি।
গ্রসনং পতিতং দৃষ্ট্বা জম্ভো ভীমপরাক্রমঃ ॥১০
যমস্য ভিন্দিপালেন প্রহারমকরোদ্ধৃদি।
যমস্তেন প্রহারেণ সুস্রাব রুধিরং মুখাৎ ॥ ১১
কৃতান্তমর্দ্দিতং দৃষ্ট্বা গদাপাণির্ধনাধিপঃ।
বৃতো যক্ষাযুতশতৈর্জম্ভং প্রত্যুদ্যযৌ রুষা ॥১২
জম্ভঃ রুষা তমায়ান্তং দানবানীকসংবৃতঃ।
উবাচ প্রাজ্ঞো বাক্যন্তু যথা স্নিগ্ধেন ভাষিতম্ ॥
গ্রসনো লব্ধসংজ্ঞোঽথ যমস্য প্রাহিণোদ্গদাম্।
মণিহেমপরিষ্কারাং শত্রুশ্রীমরিবিমর্দ্দিনীম্ ॥ ১৪
তামপ্রতর্ক্যাং সম্প্রেক্ষ্য গদাং মহিষবাহনঃ।
গদায়াঃ প্রতিঘাতার্থং জগদ্দলনভৈরবম্ ॥ ১৫

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর যম, অসুর-সেনানী গ্রসনকে দেখিয়া ক্রোধমূর্চ্ছিত হইলেন এবং অগ্নিশিখা বর্ষণের ন্যায় দারুণ শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অতি পরাক্রান্ত গ্রসন বহু বাণে বিদ্ধ হইয়া প্রতিকার-কামনায় স্বীয় ভৈরব ধনু আনত করিয়া অত্যুগ্র পঞ্চশত শরে যমকে অর্দ্দিত করিল। যম গ্রসনের বাণবর্ষণ দর্শনে চিন্তিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও প্রখর বাণবর্ষণে গ্রসনকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। কৃতান্ত-কৃত সেই শরবর্ষণ আকাশে প্রসর্পিত হইলে দানবেশ্বর গ্রসন প্রতিরূপ শরবর্ষণে তৎসমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিল। যম স্বীয় বাণবৃষ্টি বিফল হইল দেখিয়া অন্যান্য বহু শর চিন্তা করিলেন এবং অবিলম্বে গ্রসনের রথের প্রতি এক ঘোর মুদ্গর নিক্ষেপ করিলেন। দানবনন্দন গ্রসন সেই যম-নিক্ষিপ্ত মুদ্গর স্বসম্মুখে আসিতে দেখিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে শূন্যপথে বামহস্তে ধারণ করিল এবং সেই মুদ্গর গ্রহণ করিয়া সক্রোধে যম-বাহন মহিষের প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহিষ সেই মুদ্গরাঘাতেই মহীপৃষ্ঠে পতিত হইল। যম তখন পতনোন্মুখ মহিষ হইতে উৎপ্লুত হইয়া স্বীয় প্রাসাস্ত্র দ্বারা গ্রসনাসুরের বদনে সুদৃঢ় প্রহার করিলেন। অসুর গ্রসন প্রাসপ্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। গ্রসনকে পতিত দেখিয়া ভীমপরাক্রম জম্ভাসুর ভিন্দিপালদ্বারা যমের হৃদয়ে প্রহার করিল। সেই প্রহারে যম মুখবিবর হইতে অনবরত রুধির বমন করিতে লাগিলেন।১—১১। কৃতান্তকে অর্দ্দিত দেখিয়া গদাপাণি ধনেশ্বর শত শত যক্ষসেনায় পরিবৃত হইয়া সক্রোধে জম্ভসহ যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইলেন। দানবসেনা-পরিবৃত জম্ভাসুর ধনেশ্বরকে আসিতে দেখিয়া প্রাজ্ঞ জনের ন্যায় স্নিগ্ধ বাক্যে সম্ভাষণ করিল। এদিকে গ্রসনাসুর চৈতন্য লাভ করিয়া যমের প্রতি এক মণি-হেমখচিত অরিঘাতিনী গুর্ব্বী গদা নিক্ষেপ করিল; মহিষবাহন সেই অপ্রতর্কিত গদা আসিতে দেখিয়া তাহার

দণ্ডং মুমোচ কোপেন জ্বালামালাসমাকুলম্।
স গদাং বিয়তি প্রাপ্য ররাসাম্বুধরো যথা॥১৬
সঙ্ঘট্টমভবৎ তাভ্যাং শৈলাভ্যামিব দুঃসহম্।
তাভ্যাং নিষ্পেষ-নির্হ্রাদ-জড়ীকৃতদিগন্তরম্॥
জগদ্ব্যাকুলতাং যাতং প্রলয়াগমশঙ্কয়া।
ক্ষণাৎ প্রশান্তনির্হ্রাদং জ্বলদুল্কাসমাহিতম্॥১৮
নিষ্পেষেণ তয়োর্ভীমমভূদ্গগনগোচরম্।
নিহত্যাথ গদাং দণ্ডস্ততো গ্রসনমূর্দ্ধনি॥ ১৯
হৃত্বা শ্রিয়মিবানর্থো দুর্বৃত্তস্যাপতদ্দৃঢ়ঃ।
স তু তেন প্রহারেণ দৃষ্ট্বা সতিমিরা দিশঃ॥২০
পপাত ভূমৌ নিঃসংজ্ঞো ভূমিরেণুবিভূষিতঃ।
ততো হাহারবো ঘোরঃ সেনয়োরুভয়োরভূৎ॥
ততো মুহূর্ত্তমাত্রেণ গ্রসনঃ প্রাপ্য চেতনাম্।
অপশ্যৎ স্বাং তনুং ধ্বস্তাং বিলোলাভরণাম্বরাম্

স চাপি চিন্তয়ামাস কৃতে প্রতিকৃতিক্রিয়াম্।
মদ্বিধে বস্তুনি পুংসি প্রভোঃ পরিভবোদয়ঃ॥
মযাশ্রিতানি সৈন্যানি জিতে ময়ি বিনাশিতা।
অসম্ভাবিত এবাস্তু জনঃ স্বচ্ছন্দচেষ্টিতঃ॥ ২৪
ন তু ব্যর্থশতোদ্ঘুষ্ট-সম্ভাবিতধনো নরঃ।
এবং সঞ্চিন্ত্য বেগেন সমুত্তস্থৌ মহাবলঃ॥ ২৫
মুদ্গরং কালদণ্ডাভং গৃহীত্বা গিরিসন্নিভঃ।
গ্রসনো ঘোরসঙ্কল্পঃ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটচ্ছদঃ॥ ২৬
রথেন ত্বরিতো গচ্ছন্নাসসাদান্তকং রণে।
সমাসাদ্য যমং যুদ্ধে গ্রসনো ভ্রাম্য মুদ্গরম্॥২৭
বেগেন মহতা রৌদ্রং চিক্ষেপ যমমূর্দ্ধনি।
বিলোক্য মুদ্গরং দীপ্তং যমঃ সম্ভ্রান্তলোচনঃ॥
বঞ্চয়ামাস দুর্দ্ধর্ষং মুদ্গরং স মহাবলঃ।
তস্মিন্নপস্থতে দূরং চণ্ডানাং ভীমকর্ম্মণাম্॥২৯

প্রতিরোধার্থ কোপভরে বিশ্বধ্বংসী ভীষণ জ্বালামালাকুল স্বীয় দণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। ঐ দণ্ড আকাশপথে আসুরী গদা প্রাপ্ত হইয়া অম্বুদবৎ ভীষণ ধ্বনি করিল। তখন শৈলদ্বয়ের ন্যায় সেই উভয়াস্ত্রের দারুণ সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। তাহাদের নিষ্পেষণ ও নির্হ্রাদে দিগ্দিগন্ত জড়ীকৃত হইয়া উঠিল। প্রলয়সূচনার আশঙ্কায় সমগ্র জগৎ ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ক্ষণে ক্ষণে অস্ত্র নির্হ্রাদ প্রশান্ত হইতে লাগিল, আবার পর মুহূর্ত্তেই উজ্জ্বল উল্কায় গগনাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইল। এইরূপে সেই মন্ত্রদ্বয়ের নিষ্পষণে গগনতল তখন ভীষণভাব ধারণ করিল। অনন্তর যমদণ্ড সেই আসুরী গদা বিধ্বস্ত করিয়া গ্রসনাসুরের মস্তকে পতিত হইল। মনে হইল, অনর্থ যেন দুর্জ্জনের শ্রী অপহরণ করিয়া পতিত হইল। তখন সেই গ্রসনাসুর যমদণ্ড-প্রহারে দিক্ সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইল। সে ধূলিজালে বিভূষিত হইল। এই সময় উভয়পক্ষীয় সেনা মধ্যেই মহা হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। অনন্তর গ্রসনাসুর মুহূর্ত্ত পরেই চেতনা প্রাপ্ত হইয়া দেখিল,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিধ্বস্ত এবং আভরণ ও বস্ত্র সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, তদ্দর্শনে সে কৃতপরাজয়ের প্রতিকারার্থ চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমার ন্যায় বিশিষ্ট পুরুষের উপরই প্রভুর জয়-পরাজয় প্রতিষ্ঠিত। এই অসুরসেনা সকল আমারই আশ্রয়ে অবস্থিত। আমি শত্রু কর্ত্তৃক জিত হইলেই ইহারাও বিনষ্ট হইবে। অসম্ভাবিত বা অযোগ্য লোক স্বেচ্ছাচারী হয় হউক; কিন্তু পূর্ব্বে যে নর সম্ভাবিত বা যোগ্য বলিয়া শত শত বার বৃথা উদ্ঘোষিত হইয়াছে, প্রকৃত কার্য্যকালে তাহার স্বেচ্ছাচারী না হইয়া কর্ত্তব্য পালন করাই সঙ্গত। মহাবল গ্রসন এইরূপ চিন্তা করিয়া সবেগে উত্থিত হইল। ১২—২৫। সে কালদণ্ডপ্রতিম ঘোর মুদ্গার গ্রহণ করিয়া কঠোর সংকল্পে স্বীয় ওষ্ঠ-পুটচ্ছদ দংশনপূর্ব্বক রথারোহণ সত্বর সমরে অন্তক-সমীপে উপস্থিত হইল। গ্রসনাসুর যুদ্ধক্ষেত্রে যমকে পাইয়া স্বীয় মুদ্গর ভ্রামিত করিয়া মহাবেগে যমমস্তকে নিক্ষেপ করিল। মহাবল যম সম্ভ্রান্তনেত্রে সেই দীপ্ত দুর্দ্ধর্ষ মুদ্গর অবলোকনপূর্ব্বক তাহার পতনস্থান হইতে অপসৃত হইলেন। যম অপসৃত

যাম্যানাং কিঙ্করাণান্তু সহস্রং নিষ্পিপেষ হ।
ততস্তাং নিহতাং দৃষ্ট্বা ঘোরাং কিঙ্করবাহিনীম্॥
অগমৎ পরমং ক্ষোভং নানাপ্রহরণোদ্যতঃ।
গ্রসনস্তু সমালোক্য তাং কিঙ্করময়ীং চমূম্ ॥৩১
মেনে যমসহস্রাণি সৃষ্টানি যমমায়য়া।
নিগ্রাহ্য গ্রসনঃ সেনাং বিসৃজন্নস্ত্রবৃষ্টয়ঃ ॥ ৩২
কল্পান্তঘোরসঙ্কাশো বভূব ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
কাংশ্চিদ্বিভেদ শূলেন কাংশ্চিদ্বাণৈরজিহ্মগৈঃ॥
কাংশ্চিৎ পিপেষ গদয়া কাংশ্চ মুদ্গারবৃষ্টিভিঃ
কেচিৎ প্রাসপ্রহারৈশ্চ দারুণৈস্তাড়িতাস্তদা॥
অপরে বহুশস্তস্য ললম্বুর্বাহুমণ্ডলে।
শিলাভিরপরে জঘ্নুরু্র্মৈরস্ত্রৈর্মহোচ্ছ্রয়ৈঃ ॥৩৫
তস্যাপরে তু গাত্রেষু দশনৈরপ্যদংশয়ন্।
অপরে মুষ্টিভিঃ পৃষ্ঠং কিঙ্করাঃ প্রহরন্তি চ॥ ৩৬

অভিদ্রুতস্তথা ঘোরৈর্গ্রসনঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
উৎসৃজ্য গাত্রং ভূপৃষ্ঠে নিষ্পিপেষ সহস্রশঃ॥
কাংশ্চিদুত্থায় মুষ্টীভির্জঘ্নে কিঙ্করসংশ্রয়ান্।
স তু কিঙ্করযুদ্ধেন গ্রসনঃ শ্রমমাপ্তবান্॥ ৩৮
তমালোক্য যমঃ শ্রান্তং নিহতাঞ্চ স্ববাহিনীম্।
আজগাম সমুদ্যম্য দণ্ডং মহিষবাহনঃ॥ ৩৯
গ্রসনস্তু সমায়ান্তমাজঘ্নে গদয়োরসি।
অচিন্তয়িত্বা তৎ কর্ম্ম গ্রসনস্যান্তকোঽরিহা ॥৪০
জঘ্নে রথস্য মূর্দ্ধস্থান্ ব্যাঘ্রান্ দণ্ডেন কোপনঃ
স রথো দণ্ডমথিতৈর্ব্যাঘ্রৈরর্দ্ধৈর্বিকৃষ্যতে॥ ৪১
সংশয়ঃ পুরুষস্যেব চিত্তং দৈত্যস্য তদ্রথম্।
সমুৎসৃজ্য রথং দৈত্যঃ পদাতির্ধরণীং গতঃ ॥৪২
যমং ভুজাভ্যামাদায় যোধয়ামাস দানবঃ।
যমোঽপি শস্ত্রাণ্যুৎসৃজ্য বাহুযুদ্ধেঽবর্ত্তত॥ ৪৩

হইলে গ্রসনাসুর সহস্র সহস্র প্রচণ্ডস্বভাব ভীমকর্ম্মা যম-কিঙ্করদিগকে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল। সেই ঘোর কিঙ্কর-বাহিনীকে নিহত হইতে দেখিয়া যম পরম ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত বিবিধ প্রহরণ লইয়া যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেন। গ্রসনাসুর সেই কিঙ্করময়ী মহাচমূ অবলোকন করিয়া যমমায়ায় সৃষ্ট সহস্র সহস্র যম বলিয়াই মনে করিল। গ্রসন এইবার বিপক্ষ সেনা নিগৃহীত করিয়া অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল। সে ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া কল্পান্তকালবৎ ভীষণাকারে প্রতিভাত হইল। গ্রসন কতকগুলি কিঙ্করকে শূল দ্বারা ও কতকগুলিকে সরল বাণ দ্বারা ভেদ করিল এবং কতকগুলিকে গদা দ্বারা ও কতকগুলিকে মুদ্গার বর্ষণে নিষ্পিষ্ট করিল। কতকগুলি কিঙ্কর তখন দারুণ প্রাসাস্ত্রপ্রহারে তাড়িত হইল। অপর বহু কিঙ্কর গ্রসনের বাহুমণ্ডলে লম্বিত হইল। অন্য অনেকে শিলা ও মহোন্নত শূল দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। অপর কতিপয় যমকিঙ্কর দশন দ্বারা গ্রসনাসুরের গাত্রে দংশন করিতে লাগিল এবং অপর কতিপয় কিঙ্কর মুষ্ট্যাঘাতে তদীয় পৃষ্ঠ জর্জ্জরিত করিল। এইরূপে ঘোরাকার যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক অভিদ্রুত হইয়া গ্রসনাসুর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে তাহার গাত্র হইতে সেই সহস্র সহস্র কিঙ্করবাহিনীকে দূরে ফেলিয়া ভূপৃষ্ঠে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল। গ্রসন উত্থিত হইয়া কতকগুলি কিঙ্করকে মুষ্ট্যাঘাতে জর্জ্জরিত করিল। এইরূপে কিঙ্কর-যুদ্ধে সেই গ্রসনাসুর অত্যন্ত শ্রান্তহইল। ২৬—৩৮। মহিষবাহন যম তখন তাহাকে শ্রান্ত ও স্বীয় কিঙ্করবাহিনীকে বিধ্বস্ত দেখিয়া দণ্ড উদ্যত করিয়া আগমন করিলেন। গ্রসন যমকে আসিতে দেখিয়া তদীয় পাদদ্বয়ে প্রহার করিল। অরিমর্দ্দন যম তাহা অগ্রাহ্য করিয়া কোপভরে দণ্ডদ্বারা তদীয় রথাগ্র-বর্ত্তী ব্যাঘ্রদিগকে নিহত করিলেন। তখন গ্রসনের রথ যমদণ্ড-মথিত ব্যাঘ্রগণকর্ত্তৃক অর্দ্ধমাত্র আকৃষ্ট হইতে লাগিল। দৈত্যের রথ তখন লোকের সংশয়াকৃষ্ট চিত্তের ন্যায় প্রতিভাত হইল। অনন্তর দৈত্যবর স্বীয় রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরণীগত হইয়া পদাতি-রূপে অবস্থান করিল এবং যমসহ বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল। যমও সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রপরি-

গ্রসনঃ কটিবস্ত্রেণ যমং গৃহ্য বলোদ্ধতঃ।
ভ্রাময়ামাস বেগেন প্রচিত্তমিব সম্ভ্রমঃ॥ ৪৪
যমোঽপি কণ্ঠেঽবষ্টভ্য দৈত্যং বাহুযুগেন তু
বেগেন ভ্রাময়ামাস সমুৎকৃষ্য মহীতলাৎ॥ ৪৫
ততো মুষ্টিভিরাজঘ্নু র্দ্দয়ন্তৌ পরস্পরম্।
দৈত্যেন্দ্রস্যাতিকায়ত্বাৎ ততঃ শ্রান্তভুজো যমঃ॥
স্কন্ধে নিধায় দৈত্যস্য মুখং বিশ্রান্তিমৈচ্ছত।
তমালক্ষ্য ততো দৈত্যঃ শ্রান্তমন্তকমোজসা॥৪৭
নিষ্পিপেষ মহীপৃষ্ঠে বহুশঃ পার্ষ্ণিপাণিভিঃ।
যাবদ্‌যমস্য বদনাৎ সুস্রাব রুধিরং বহু॥ ৪৮
নির্জ্জীবিতং যমং দৃষ্ট্বা ততঃ সন্ত্যজ্য দানবঃ
জয়ং প্রাপ্যোদ্ধতং দৈত্যো নাদং মুক্ত্বা মহাস্বনঃ
স্বয়ং সৈন্যং সমাসাদ্য তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ।
ধনাধিপস্য জম্ভেন সায়কৈর্ম্মর্ম্মভেদিভিঃ।
দিশোঽবরুদ্ধাঃ ক্রুদ্ধেন সৈন্যঞ্চাস্য নিকৃন্তিতম্*
ততঃ ক্রোধপরীতস্তু ধনেশো জম্ভদানবম্॥৫১
হৃদি বিব্যাধ বাণানাং সহস্রেণাগ্নিবর্চ্চসাম্।
সারথিঞ্চ শতেনাজৌ ধ্বজং দশভিরেব চ॥৫২
হস্তৌ চ পঞ্চসপ্তত্যা মার্গণৈর্দশভির্ধনুঃ।
মার্গণৈর্বর্হিপত্রাঙ্গৈস্তৈলধৌতৈ রজিহ্মগৈঃ॥ ৫৩
সিংহমেকেন তং তীক্ষ্ণৈর্বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ
জম্ভস্তু কর্ম্ম তদ্দৃষ্ট্বা ধনেশস্যাতিদুষ্করম্॥ ৫৪
হৃদি ধৈর্য্যং সমালম্ব্য কিঞ্চিৎসম্ভ্রান্তমানসঃ।
জগ্রাহ নিশিতান্ বাণাচ্ছত্রুমর্ম্মবিভেদিনঃ॥৫৫
আকর্ণাকৃষ্টচাপস্তু জম্ভঃ ক্রোধপরিপ্লুতঃ।
বিব্যাধ ধনদং তীক্ষ্ণৈঃ শরৈর্বক্ষসি দানবঃ॥৫৬
সারথিঞ্চাস্য বাণেন দৃঢ়েনাভ্যহনদ্ধৃদি।
চিচ্ছেদ জ্যামথৈকেন তৈলধৌতেন দানবঃ॥৫৭

ত্যাগ করিয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্ভ্রম যেমন প্রসন্নচেতা ব্যক্তিকে ব্যাকুলভাবে ঘূর্ণিত করে, বলোদ্ধত গ্রসন তেমান কটি-বস্ত্র দ্বারা যমকে বন্ধন করিয়া সবেগে বিঘূর্ণিত করিল। যমও বাহুযুগল দ্বারা কণ্ঠ গ্রহণ করিয়া দৈত্যকে মহীতল হইতে উর্দ্ধে আকর্ষণপূর্ব্বক বেগে ভ্রামিত করিলেন। অনন্তর উভয়েই উভয়কে মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। দৈত্যেন্দ্র অতি প্রকাণ্ড-কায়; এজন্য যম মুষ্টিপ্রহারে ভুজ অবসন্ন হওয়ায় দৈত্যের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া বিশ্রাম করিতে উদ্যত হইলেন। তখন দৈত্য অন্তককে তথাবিধ শ্রান্ত দেখিয়া বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে মহীপৃষ্ঠে নিপাতিত করিয়া অজস্র পার্ষ্ণি এবং পাণিপ্রহারে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল। যমের বদন হইতে বহু রুধির ক্ষরিত হইল। দানব তখন যমকে নির্জ্জীব দেখিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক লৎকট জয়-লাভে চিত্তোল্লাসে সিংহনাদ করিল, এবং স্বীয় সৈন্যব্যূহমধ্যে আসিয়া অচল গিরির ন্যায় অবস্থিত হইল। এই সময় জম্ভাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া মর্ম্মভেদী সায়ক নিক্ষেপে ধনাধিপতির সর্ব্বদিক্ অবরুদ্ধ করিল এবং তাঁহার সৈন্য-বলও নিহত করিতে লাগিল। অনন্তর ধনাধিপতি ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকল্প সহস্র বাণ-বর্ষণে জম্ভ দানবের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন এবং শতশরে তাহার সারথি, দশ বাণে ধ্বজ, পঞ্চসপ্ততি বাণে হস্তদ্বয়, দশ বাণে ধনু, এক বাণে সিংহ এবং বর্হিপত্রাঙ্কিত তৈলধৌত অজিহ্ম তীক্ষ্ণ দশ শরে সেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করিলেন। জম্ভাসুর ধনেশ্বরের তাদৃশ অতি দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া কিঞ্চিৎ সম্ভ্রান্তমনে ধৈর্য্যাবলম্বন করিল এবং সত্বর মর্ম্মভেদী নিশিত শর সকল গ্রহণ করিল। অনন্তর জম্ভ স্বীয় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা ধনাধিপতির বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। ৩৯—৫৬। দানব তখন একটী সুদৃঢ় বাণে কুবেরের সারথির হৃদয় ভেদ করিল, একটী তৈলধৌত শরে তদীয় ধনুর্জ্যা

* ইতঃপরং-
তদ্দৃষ্ট্বা কর্ম্ম দৈত্যস্য ধনাধ্যক্ষঃ প্রতাপবান্।
আকর্ণাকৃষ্টচাপস্তু জম্ভমাজৌ মহাবলম্॥
ইতি পদ্যমধিকং কচিদ্দৃশ্যতে।

ততস্তু নিশিতৈর্বাণৈর্দারুণৈর্মর্ম্মভেদিভিঃ।
বিব্যাধোরসি বিত্তেশং দশভিঃ ক্রূরকর্ম্মকৃৎ॥
মোহং পরমতো গচ্ছন্ দৃঢ়বিদ্ধো হি বিত্তপঃ।
স ক্ষণাদ্ধৈর্য্যমালম্ব্য ধনুরাকৃষ্য ভৈরবম্॥ ৫৯
কিরন্ বাণসহস্রাণি নিশিতানি ধনাধিপঃ।
দিশঃ খং বিদিশো ভূমীরনীকাস্থসুরস্য চ॥৬০
পূরয়ামাস বেগেন সঞ্ছাদ্য রবিমণ্ডলম্।
জম্ভোঽপি পরমেকৈকং শরৈর্বহুভিরাহবে॥৬১
চিচ্ছেদ লঘুসন্ধানো ধনেশস্যাতিপৌরুষান্।
ততো ধনেশঃ সংক্রুদ্ধো দানবেন্দ্রস্য কর্ম্মণা॥৬২
ব্যধমৎ তস্য সৈন্যানি নানাসায়কবৃষ্টিভিঃ।
তদ্দৃষ্ট্বা দুষ্কৃতং কর্ম্ম ধনাধ্যক্ষস্য দানবঃ॥ ৬৩
গৃহীত্বা মুদ্গরং ভীমমায়সং হেমভূষিতম্।
ধনদানুচরান্ যক্ষান্ নিষ্পিপেষ সহস্রশঃ॥ ৬৪
তে বধ্যমানা দৈত্যেন মুঞ্চন্তো ভৈরবান্ রবান্
রথং ধনপতেঃ সর্ব্বে পরিবার্য্য ব্যবস্থিতাঃ॥৬৫

ছেদন করিল এবং সর্ব্বশেষে মর্ম্মভেদী নিশিত ভীষণ দশটী বাণে ধনাধিপতির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। বিত্তাধিপতি শত্রুশরে দৃঢ়বিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত মোহ প্রাপ্ত হইলেন এবং ক্ষণমধ্যেই ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভীষণ ধনু আকর্ষণ করিয়া সহস্র সহস্র নিশিত বাণ বিকিরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বেগে বাণ বর্ষণ করিয়া দিক্ বিদিক্, আকাশ, শত্রু-সৈন্যাধিষ্ঠিত ভূমিভাগ এবং রবিমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া সর্ব্বস্থান পরিপূরিত করিলেন। তখন জম্ভাসুর বহু শর বর্ষণে ক্ষিপ্রহস্তে একে একে ধনাধিপতির সমস্ত শরই ছেদন করিল। তিনি দানবেন্দ্রের তাদৃশ কর্ম্মে ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ সায়ক বর্ষণে তদীয় সৈন্যদল বিদ্রাবিত করিলেন। দানব জম্ভ ধনাধিপতি-কৃত তাদৃশ দুষ্কর কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া হেম-ভূষিত ভীষণ লৌহমুদ্গর গ্রহণপূর্ব্বক সহস্র সহস্র কুবেরানুচর যক্ষদিগকে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল। তাহারা দৈত্য কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভৈরব রব করিয়া সকলেই ধনপতির রথ বেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান

দৃষ্ট্বা তানর্দ্দিতান্ দেবঃ শূলং জগ্রাহ দারুণম্।
তেন দৈত্যসহস্রাণি সূদয়ামাস সত্বরঃ॥ ৬৬
ক্ষীয়মাণেষু দৈত্যেষু দানবং ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
জগ্রাহ পরশুং দৈত্যো মর্দ্দনং দৈত্যবিদ্বিষাম্
স তেন শিতধারেণ ধনভর্ত্তুর্মহারথম্।
চিচ্ছেদ তিলশো দৈত্যো হ্যাখুঃ স্নিগ্ধমিবাম্বরম্
পদাতিরথ বিত্তেশো গদামাদায় ভৈরবীম্।
মহাবরবিমর্দ্দেষু দৃপ্তশত্রুবিনাশিনীম্॥ ৬৯
অধৃষ্যাং সর্ব্বভূতানাং বহুবর্ষগণাচ্চিতাম্।
নানাচন্দনদিগ্ধাঙ্গাং দিব্যপুষ্পবিবাসিতাম্॥৭০
নির্ম্মলায়োময়ীং গুর্ব্বীমমোঘাং হেমভূষণাম্।
চিক্ষেপ মূর্দ্ধ্নি সংক্রুদ্ধো জম্ভস্য তু ধনাধিপঃ॥৭১
আয়ান্তীং তাং সমালোক্য তড়িৎসঙ্ঘাত-মণ্ডিতাম্।
দৈত্যো গদাভিঘাতার্থং শস্ত্রবৃষ্টিং মুমোচ হ॥৭২
চক্রাণি কুণপান্ প্রাসান্ ভুশুণ্ডীঃ পট্টিশানপি।
হেমকেয়ূরনদ্ধাভ্যাং বাহুভ্যাং চণ্ডবিক্রমঃ॥৭৩

করিল। ধনাধিপতি স্বীয় অনুচরদিগকে অর্দ্দিত হইতে দেখিয়া এক দারুণ শূল গ্রহণ করিলেন এবং সত্বর সহস্র সহস্র দৈত্য-সৈন্য বিদারিত করিতে লাগিলেন। দৈত্যগণ ক্ষয় পাইতে লাগিলে দানব জম্ভ ক্রোধান্ধ হইয়া যক্ষাধিপগণের অর্দ্দনক্ষম এক ভীষণ পরশু গ্রহণ করিল এবং ইন্দুর যেমন স্নিগ্ধ বস্ত্র ছেদন করে, তেমনি সেই শিতধার পরশু দ্বারা ধনপতির মহারথ তিল তিল পরিমাণে ছেদন করিয়া ফেলিল।৫৭—৬৮। তখন ধনাধিপতি পদাতি-রূপে স্বীয় শত্রুনাশিনী ভীষণ গদা গ্রহণ করিয়া কোপভরে জম্ভাসুরের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। কুবেরের ঐ গদা সর্ব্বপ্রাণীর অধৃষ্য, বহু বর্ষাবধি পূজিত, নানা চন্দনে চর্চ্চিত, দিব্য পুষ্পে সুবাসিত এবং হেমভূষণে ভূষিত। উহা নির্ম্মল লৌহময়ী, গুর্ব্বী ও অমোঘা। জম্ভ দৈত্য ঐ তড়িৎপুঞ্জ-মণ্ডিত গদাকে আসিতে দেখিয়া তাহার অভিঘাত নিমিত্ত বহু শস্ত্র বর্ষণ করিল। সেই চণ্ডবিক্রম

ব্যর্থীকৃত্য তু তান্ সর্ব্বানায়ুধান্ দৈত্যবক্ষসি ।
প্রস্ফুরন্তী পপাতোগ্রা মহোল্কেবাদ্রিকন্দরে ॥৭৪
স তয়া নিহতো গাঢ়ং পপাত রথকূবরে ।
স্রোতোভিশ্চাস্য রুধিরং সুস্রাব গতচেতসঃ ॥
জম্ভস্তু নিহতং মত্বা কুজম্ভো ভৈরবস্বনঃ ।
ধনাধিপস্য সংক্রুদ্ধো বাক্যেনাতীব কোপিতঃ ॥
চক্রে বাণময়ং জালং দিক্ষু যক্ষাধিপস্য তু ।
চিচ্ছেদ বাণজালং তদর্দ্ধচন্দ্রৈঃ শিতৈস্ততঃ ॥৭৭
মুমোচ শরবৃষ্টিন্তু তস্মৈ যক্ষাধিপো বলী ।
স তং দৈত্যঃশরব্রাতংচিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ
ব্যর্থীকৃতাস্তু তাং দৃষ্ট্বা শরবৃষ্টিং ধনাধিপঃ ।
শক্তিং জগ্রাহ দুর্দ্ধর্ষাং হেমঘণ্টাট্টহাসিনীম্ ॥৭৯
বাহুনা রত্নকেয়ূর-কান্তিসন্তানহাসিনা ।
স তাং নিরূপ্য বেগেন কুজম্ভায় মুমোচ হ ॥৮০

দানব কনক-কেয়ূর-মণ্ডিত স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা চক্র, কুণপ, প্রাস, ভূশুণ্ডী ও পট্টিশাদি নানা অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই কুবের-নিক্ষিপ্ত গদা গিরিকন্দর-স্ফুরিতা মহোল্কার ন্যায় দৈত্যনিক্ষিপ্ত সমস্ত আয়ুধ ব্যর্থ করিয়া তাহার বক্ষস্থলে পতিত হইল। দৈত্যবর তখন গদাঘাতে গাঢ়বিদ্ধ হইয়া রথকূবরে পতিত হইল। তখন অচেতন অবস্থায় তাহার বক্ষ হইতে স্রোতোরূপে বহু রুধির প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সময় ভৈরবনাদী কুজম্ভ, জম্ভকে নিহত মনে করিয়া ধনাধিপের প্রতি ক্রুদ্ধ হইল এবং শত্রুপক্ষের দুর্ব্বাক্যে অতীব কুপিত হইল। অনন্তর ঐ কুজম্ভ মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বদিকে বাণময় জাল রচনা করিল এবং তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রবাণে যক্ষপতির সমস্ত বাণ ছেদন করিয়া ফেলিল। এদিকে বলবান্ যক্ষাধিপতিও তৎপ্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দৈত্য নিজ নিশিত শরনিকরে কুবেরের সমস্ত শরজাল ছেদন করিল। ধনাধিপতি স্বীয় শরবৃষ্টি ব্যর্থ হইল দেখিয়া হেমঘণ্টাট্টহাসনী স্বীয় দুর্দ্ধর্ষ শক্তি গ্রহণ করিলেন এবং রত্নকেয়ূরের কান্তি-সমুজ্জ্বল

সা কুজম্ভস্য হৃদয়ং দারয়ামাস দারুণম্
বিত্তেশঃ স্বল্পসত্ত্বস্য পুরুষস্যাতিভাবিতা ॥ ৮১
অথাস্য হৃদয়ং ভিত্বা জগাম ধরণীতলম্ ।
ততো মুহূর্ত্তাদশ্বস্তো দানবো দারুণাকৃতিঃ ॥৮২
জগ্রাহ পট্টিশং দৈত্যঃ প্রাংশুং শিতশিলীমুখম্
স তেন পট্টিশেনাজৌ ধনদস্য স্তনান্তরম্ ॥৮৩
বাক্যেন তীক্ষ্ণরূপেণ মর্ম্মান্তরবিসর্পিণা ।
নির্বিভেদাভিজাতস্য হৃদয়ং দুর্জ্জনো যথা ॥৮৪
তেন পট্টিশঘাতেন ধনেশঃ পরিমূর্চ্ছিতঃ ।
নিপপাত রথোপস্থে জর্জ্জরো ধূর্ব্বহো যথা ॥৮৫
তথাগতন্তু তং দৃষ্ট্বা ধনেশং নরবাহনম্ ।
খড়্গাস্ত্রো নির্ঋতির্দেবো নিশাচরবলানুগঃ ॥৮৬
অভিদুদ্রাব বেগেন কুজম্ভং ভীমবিক্রমম্ ।
অথ দৃষ্ট্বা তু দুর্দ্ধর্ষং কুজম্ভো রাক্ষসেশ্বরম্ ॥৮৭
চোদয়ামাস সৈন্যানি রাক্ষসেন্দ্রবধং প্রতি ।
স দৃষ্ট্বা চোদিতাং সেনাং ভগ্ননানাস্ত্রভীষণাম্॥৮৮
রথাদাপ্লুত্য বেগেন ভূষণদ্যুতিভাস্বরঃ ।
খড়্গেন কমলানীব বিকোশেনাম্বরত্বিষা ॥৮৯

স্বীয় বাহু দ্বারা সবেগে কুজম্ভকে লক্ষ্য করিয়া সেই শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি কুজম্ভের দারুণ হৃদয় বিদীর্ণ করিল এবং হৃদয় ভেদ করিয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর দারুণাকৃতি দানব মুহূর্ত্তমাত্র অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পরে এক উন্নত শিত শিলীমুখশালী পট্টিশাস্ত্র গ্রহণ করিল এবং তাহার প্রহারে ধনাধিপতির স্তনান্তর ভেদ করিল। মনে হইল—দুর্জ্জন যেন মর্ম্মান্তরস্পর্শী তীক্ষ্ণ বাক্যে অভিজাত ব্যক্তির হৃদয় ভেদ করিল। তখন ধনেশ্বর পট্টিশাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া জর্জ্জর ধূর্ব্বহের ন্যায় রথোপরি পতিত হইলেন। নরবাহন ধনপতিকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া খড়্গাস্ত্রধারী নির্ঋতিদেব স্বীয় নিশাচর সৈন্যসহ সবেগে ভীম-বিক্রমে কুজম্ভের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অনন্তর কুজম্ভ সেই দুর্দ্ধর রাক্ষসেন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া তদীয় বধ-সাধনার্থ স্বীয় সৈন্যবল পরিচালিত করিল। তখন ভূষণপ্রভায় ভাস্বরাকৃতি নির্ঋতি সগর্ব্ব

চিচ্ছেদ রিপুবক্ত্রাণি বিচিত্রাণি সমন্ততঃ ।
তির্য্যক্‌ পৃষ্ঠমধশ্চোর্দ্ধং দীর্ঘবাহুর্মহাসিনা ॥ ৯০
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাটোপ-ভ্রুকুটীবিকটাননঃ ।
প্রচণ্ডকোপরক্তাক্ষো স্ফুরন্তদ্দানবান্‌ রণে ॥ ৯১
ততো নিঃশেষিতপ্রায়াং বিলোক্য স্বামনীকিনীম্‌ ।
মুক্তা কুজম্ভো ধনদং রাক্ষসেন্দ্রমভিদ্রবৎ ॥ ৯২
লব্ধসংজ্ঞোঽথ জম্ভস্ত ধনাধ্যক্ষপদানুগান্‌ ।
জীবগ্রহান্‌ স জগ্রাহ বদ্ধা পাশৈঃ সহস্রশঃ ॥৯৩
মূর্ত্তিমন্তি তু রত্নানি বিবিধানি চ দানবাঃ ।
বাহনানি চ দিব্যানি বিমানানি সহস্রশঃ ॥ ৯৪
ধনেশো লব্ধসংজ্ঞোঽথ তামবস্থাং বিলোক্য তু
নিশ্বসন্‌ দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ রোষাৎ তাম্রবিলোচনঃ ॥ ৯৫
ধ্যাত্বাস্ত্রং গারুড়ং দিব্যং বাণং সন্ধায় কার্ম্মুকে ।
মুমোচ দানবানীকে তং বাণং শত্রুদারণম্‌ ॥
প্রথমং কার্ম্মুকাৎ তস্য নিশ্চেরুর্ধূমরাজয়ঃ ।
অনন্তরং স্ফুলিঙ্গানাং কোটয়ো দীপ্তবর্চ্চসাম্‌ ॥
ততো জ্বালাকুলং ব্যোম চকারাস্ত্রং সমন্ততঃ ।
ততঃ ক্রমেণ দুর্ব্বারং নানারূপং তদাভবৎ ॥৯৮
অমূর্ত্তশ্চাভবল্লোকো হ্যন্ধকারসমাবৃতঃ ।
ততোঽন্তরীক্ষে শংসন্তি তেজস্তে তু পরিস্ফুতম্‌
কুজম্ভস্তৎ সমালোচ্য দানবোঽতিপরাক্রমঃ ।
অভিদুদ্রাব বেগেন পদাতির্ধনদং নদন ॥১০০
অথাভিমুখমায়ান্তং দৈত্যং দৃষ্ট্বা ধনাধিপঃ ।
বভূব সম্ভ্রমাবিষ্টঃ পলায়নপরায়ণঃ ॥১০১
ততঃ পলায়তস্তস্য মুকুটং রত্নমণ্ডিতম্‌ ।
পপাত ভূতলে দীপ্তং রবিবিম্বমিবাম্বরাৎ ।১০২
শূরাণামভিজাতানাং ভর্ত্তর্য্যপসৃতে রণাৎ ।
মর্ত্তুং সংগ্রামশিরসি যুক্তং তদ্ভূষণাগ্রতঃ ॥১০৩
ইতি ব্যবস্য দুর্দ্ধর্ষা নানাশস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ ।

ভ্রুকুটীভরে কুটিলানন ও অতিকোপে আরক্ত-নেত্র হইয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সবেগে নিষ্কোষিত স্বচ্ছ অসিপ্রহারে কমল-কুলের ন্যায় তির্য্যক্‌, ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পশ্চাৎ দিক্‌স্থিত শত্রুগণের বিচিত্র বক্ত্রসকল ছেদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাসি-প্রহারে তাঁহার হস্তে বহু দানব বিনষ্ট হইল। অনন্তর কুজম্ভ দানব দেখিল, তাহার নিজ সৈন্য প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; তদ্দর্শনে সে কুবেরকে পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইল। এদিকে জম্ভাসুরও লব্ধসংজ্ঞ হইয়া ধনাধ্যক্ষের সহস্র সহস্র অনুচরদিগকে পাশ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া তাহাদের জীবন সংহার করিল। এই সময় দানবেরা বিপক্ষ-পক্ষের বিবিধ রত্ন, বাহন ও দিব্য দিব্য বিমানশ্রেণী অপহরণ করিল। অনন্তর ধনপতি লব্ধসংজ্ঞ হইলেন—হইয়া স্বপক্ষীয় সেনাগণের তাদৃশ অবস্থা অবলোকনপূর্ব্বক দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রোষভরে আরক্তনেত্রে দিব্য গারুড়াস্ত্র ধ্যান করিলেন এবং কার্ম্মুকে শর সন্ধান করিয়া সেই শত্রুবিদারণ বাণ দানবসৈন্যমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার কার্ম্মুক হইতে প্রথমে ধূমরাশি, অনন্তর কোটি কোটি প্রজ্বলিত স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তৎপরে ঐ অস্ত্র সমগ্র ব্যোমমণ্ডল জ্বালামালায় আকুল করিয়া তুলিল। অনন্তর উহা নানা আকার ধারণ করিয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বার হইয়া উঠিল। সমস্ত লোক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। পরে সেই অস্ত্রতেজ অন্তরীক্ষে গিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। অতি পরাক্রমী কুজম্ভ দানব সেই অস্ত্রতেজের বিষয় আলোচনা করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে সবেগে কুবেরাভিমুখে ধাবিত হইল। ৮৯-১০০। অনন্তর ধনাধিপতি সেই দৈত্যকে নিজ অভিমুখে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে পলায়মান হইলেন। তিনি পলায়নে উদ্যত হইলে তদীয় রত্নমণ্ডিত মুকুট অম্বরচ্যুত রবিবিম্বের ন্যায় মস্তক হইতে ভূতলে পতিত হইল। যক্ষপতি রণক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলে সদ্বংশোৎপন্ন বীরগণ আপনাদের প্রভুর ভূষণ প্রান্তে সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিল। যুযুৎসু যক্ষগণ এই-

যুযুৎসবঃ স্থিতা যক্ষা মুকুটং পরিবার্য্য তম্॥১০৪
অভিমানধনা বীরা ধনদস্য পদানুগাঃ।
তানমর্ষাচ্চ সম্প্রেক্ষ্য দানবশ্চণ্ডপৌরুষঃ॥ ১০৫
ভুশুণ্ডীং ভৈরবাকারাং গৃহীত্বা শৈলগৌরবাম্
রক্ষিণো মুকুটস্যাথ নিষ্পিপেষ নিশাচরান্॥১০৬
তান্ প্রমথ্যাথ দনুজো মুকুটং তৎ স্বকে রথে
সমারোপ্যামররিপুর্জ্জিত্বা ধনদমাহবে॥১০৭
ধনানি রত্নানি চ মূর্ত্তিমন্তি
তথা নিধানানি শরীরিণশ্চ।
আদায় সর্ব্বাণি জগাম দৈত্যো
জন্তঃ স্বসৈন্যং দনুজেন্দ্রসিংহঃ।
ধনাধিপো বৈ বিনিকীর্ণমূর্দ্ধজো
জগাম দীনঃ সুরভর্ত্তুরন্তিকম্॥১০৮
কুজম্ভেনাথ সংসক্তো রজনীচরনন্দনঃ।
মায়ামমোঘামাশ্রিত্য তামসীং রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ১০৯

রূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া হস্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সেই প্রভুর মুকুট বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিল। অভিমানী বীরগণ ধনপতির পদানুগমন করিল। প্রচণ্ডবিক্রম দানব তাহাদিগকে অমর্ষবশে অবলোকন করিয়া এক শৈলবৎ গুর্ব্বী ভীষণ ভুশুণ্ডী গ্রহণপূর্ব্বক মুকুটরক্ষী নিশাচরদিগকে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল। সেই অমরারি, মুকুটরক্ষীদিগকে মথিত করিল, ধনপতির মুকুট স্বীয় রথে আরোপিত করিল এবং যুদ্ধে ধনপতিকে জয় করিয়া নানাবিধ ধন, রত্ন ও নিধি প্রভৃতি গ্রহণপূর্ব্বক সসৈন্যে প্রস্থান করিল। তখন ধনাধিপতি বিকীর্ণকেশে দীনভাবে সুরপতির সমীপে আগমন করিলেন। এদিকে রাক্ষসপতি নির্ঋতি কুজম্ভের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইয়া অমোঘ তামসী মায়া আশ্রয়পূর্ব্বক এই সমগ্র জগৎ তমোময় করিয়া সেই দৈত্যপতিকে মোহিত করিলেন। তখন সমগ্র দানববল দৃষ্টিশক্তিহীন হইল। তাহারা তৎকালে অন্ধকারে একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহাদের বাহন সকল প্রগাঢ় নীহারে ও তিমিরে আতুর হইয়া পড়িল।

মোহয়ামাস দৈত্যেন্দ্রং জগৎ কৃত্বা তমোময়ম্।
ততো বিফলনেত্রাণি দানবানাং বলানি তু॥১১০
ন শেকুশ্চলিতুং তত্র পদাদপি পদং তদা।
ততো নানাস্ত্রবর্ষেণ দানবানাং মহাচমূম্॥১১১
জঘান ঘননীহারতিমিরাতুরবাহনাম্।
বধ্যমানেষু দৈত্যেষু কুজম্ভে মূঢ়চেতসি॥১১২
মহিষো দানবেন্দ্রস্তু কল্পান্তাম্ভোদসন্নিভঃ।
অস্ত্রং চকার সাবিত্রমুল্কাসঙ্ঘাতমণ্ডিতম্॥ ১১৩
বিজৃম্ভত্যথ সাবিত্রে পরমাস্ত্রে প্রতাপিনি।
প্রণাশমগমৎ তীব্রং তমো ঘোরমনন্তরম্॥ ১১৪
ততোঽস্ত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঙ্কং তমঃ কৃৎস্নং ব্যনাশয়ৎ
প্রফুল্লারুণপদ্মৌঘং শরদীবামলং সরঃ॥১১৫
ততস্তমসি সংশান্তে দৈত্যেন্দ্রাঃ প্রাপ্তচক্ষুষঃ।
চক্রুঃ ক্রূরেণ মনসা দেবানীকৈঃ সহাদ্ভুতম্॥১১৬
শস্ত্রৈরমর্ষান্নির্ম্মুক্তৈর্ভুজঙ্গাস্ত্রং বিনোদিতম্।
অথাদায় ধনুর্ঘোরমিষূংশ্চাশীবিষোপমান্॥১১৭
কুজম্ভোঽধাবত ক্ষিপ্রং রক্ষোরাজবলং প্রতি।

রাক্ষসপতি তখন বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র-বর্ষণে দানবদিগের সেই মহাবাহিনী বিনাশ করিতে লাগিলেন। কুজম্ভ মোহিত হইলে এবং দানবগণ বিনষ্ট হইতে লাগিলে ঐ সময় দানবেন্দ্র মহিষাসুর কল্পান্তকালীন অম্ভোধরের ন্যায় আপতিত হইয়া শত শত উল্কাসঙ্কুল সৌর অস্ত্র আবিষ্কার করিল। সেই প্রতাপবান্ পরমোত্তম সাবিত্র অস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইলে রণক্ষেত্রের সেই তীব্র অন্ধকার প্রনষ্ট হইল। সেই বিস্ফুলিঙ্গাঙ্কিত তীক্ষ্ণ অস্ত্র সমগ্র তমোরাশি নাশ করিলে রণক্ষেত্র সুপ্রকাশ হইল; তাহাতে মনে হইল, শরতে যেন অমল সরোবর অরুণাভ কমলকুলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ১০১—১১৫। অনন্তর তমোরাশি প্রশান্ত হইলে দৈত্যেন্দ্রগণ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিল এবং দেবসৈন্যসহ ক্রূরমনে কঠোর কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা অমর্ষবশে বহু অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। সেই সকল অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ভুজঙ্গাস্ত্র প্রকটিত হইল। অনন্তর কুজম্ভ আশীবিষোপম আরও

রাক্ষসেন্দ্রস্তমায়ান্তং বিলোক্য সপদানুগঃ ॥১১৮
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈঃ ক্রূরাশীবিষভীষণৈঃ
তদাদানঞ্চ সন্ধানং ন মোক্ষশ্চাপি লক্ষ্যতে ॥
চিচ্ছেদাস্য শরব্রাতান্ স্বশরৈরতিলাঘবাৎ।
ধ্বজঞ্চ পরমতীক্ষ্ণেন চিত্রকর্ম্মামরদ্বিষঃ ॥ ১২০
সারথিঞ্চাস্য ভল্লেন রথনীডাদপাতয়ৎ।
কুজম্ভঃ কর্ম্ম তদ্দৃষ্ট্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য সংযুগে ॥১২১
রোষরক্তেক্ষণযুতো রথাদাপ্লুত্য দানবঃ।
খড়্গং জগ্রাহ বেগেন শরদম্বরনির্ম্মলম্ ॥ ১২২
চর্ম্ম চোদয়খণ্ডেন্দু-দশকেন বিভূষিতম্।
অভ্যদ্রবদ্রণে দৈত্যো রক্ষোঽধিপতিমোজসা ॥
তং রক্ষোঽধিপতিঃ প্রাপ্তং মুদ্গরেণাহনদ্ধৃদি।
স তু তেন প্রহারেণ ক্ষীণঃ সম্ভ্রান্তমানসঃ ॥১২৩
তস্থাবচেষ্টো দনুজো যথা ধীরো ধরাধরঃ।
স মুহূর্ত্তং সমাশ্বস্তো দানবেন্দ্রোঽতিদুর্জ্জয়ঃ ॥
রথমারুহ্য জগ্রাহ রক্ষো বামকরেণ তু।
কেশেষু নির্ঋতিং দৈত্যো জানুনাক্রম্য ধিষ্ঠিতম্
ততঃ খড়্গেন চ শিরশ্ছেত্তুমৈচ্ছদমর্ষণঃ।
তস্মিন্ তদন্তরে দেবো বরুণোঽপাম্পতির্দ্রুতম্
পাশেন দানবেন্দ্রস্য ববন্ধ চ ভুজদ্বয়ম্
ততো বদ্ধভুজং দৈত্যং বিফলীকৃতপৌরুষম্ ॥
তাড়য়ামাস গদয়া দয়ামুৎসৃজ্য পাশধৃক্।
স তু তেন প্রহারেণ স্রোতোভিঃ ক্ষতজং বমন্
দধার রূপং মেঘস্য বিদ্যুন্মালালতাবৃতম্।
তদবস্থাগতং দৃষ্ট্বা কুজম্ভং মহিষাসুরঃ ॥ ১৩০
ব্যাবৃত্তবদনেঽগাধে গ্রস্তুমৈচ্ছৎ সুরাবুভৌ।
নির্ঋতিং বরুণঞ্চৈব তীক্ষ্ণদংষ্ট্রোৎকটাননঃ ॥১৩১
তাবভিপ্রায়মালক্ষ্য তস্য দৈত্যস্য দূষিতম্।
ত্যক্ত্বা রথপথং ভীতৌ মহিষস্যাতিরংহসা ॥১৩২
ভূশং দ্রুতৌ জবাদিগ্‌ভ্যামুভাভ্যাং ভয়বিহ্বলৌ

ভীষণ ধনু গ্রহণ করিয়া সত্বর রাক্ষসসৈন্যের দিকে ধাবিত হইল। রাক্ষসেন্দ্র তাহাকে আসিতে দেখিয়া স্বীয় অনুচরগণসহ ক্রূর আশীবিষবৎ ভীষণ নিশিত বাণসমূহে তদীয় গাত্র বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি কখন যে বাণসমূহ আদান, সন্ধান, বা মোচন করেন, তাহা তখন কিছুই লক্ষিত হইতে লাগিল না। অদ্ভুতকর্ম্মা রাক্ষসপতি অতি ক্ষিপ্রতার সহিত স্বীয় সুতীক্ষ্ণ শরপ্রহারে অমরারির শরসমূহ ও ধ্বজরাজি ছেদন করিলেন এবং ভল্ল প্রহারে রথনীড় হইতে তদীয় সারথিকে পাতিত করিলেন। কুজম্ভ দানব সমরে রাক্ষসেন্দ্রের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া রোষে আরক্তনেত্র হইল এবং রথ হইতে লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সবলে শারদাকাশবৎ নির্ম্মল খড়্গ ও নবোদিত ইন্দুখণ্ডবৎ দশটি চন্দ্রক-চিহ্নিত চর্ম্ম গ্রহণ করিল। অনন্তর সমরক্ষেত্রে সবলে রাক্ষসাধিপতির দিকে ধাবিত হইল। রাক্ষসপতি তাহাকে আসিতে দেখিয়া মুদ্গর-প্রহারে তদীয় হৃদয় আহত করিলেন। দানবেন্দ্র সেই প্রহারে ক্ষীণ ও সম্ভ্রান্ত হইয়া ধীর ধরাধরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থান করিল। অনন্তর অতিদুর্জ্জয় দানবনাথ মুহূর্ত্তপরে সমাশ্বস্ত হইয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক রাক্ষসকে বামকরে গ্রহণ করিল এবং জানুদ্বারা ভূতলগত নির্ঋতিকে কেশপাশে আকর্ষণ করিয়া অমর্ষভরে খড়্গ দ্বারা তদীয় মস্তক ছেদন করিতে অভিলাষী হইল। এই সময় জলপতি বরুণদেব তদবস্থা দর্শনে স্বীয় পাশাস্ত্র দ্বারা দৈত্যেন্দ্রের বাহুদ্বয় বন্ধন করিয়া ফেলিলেন এবং সেই ব্যর্থপৌরুষ, বদ্ধভুজ দৈত্যবরকে নির্দ্দয়ভাবে গদা দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই প্রহারে দৈত্য তখন প্রবাহাকারে রুধিরধারা বমন করিতে লাগিল এবং ঐ অবস্থায় সে, বিদ্যুন্মালামণ্ডিত মেঘের আকার ধারণ করিল। তখন কুজম্ভকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া তীক্ষ্ণদংষ্ট্র উৎকটানন মহিষাসুর সেই সুরদ্বয় নির্ঋতি ও বরুণকে স্বীয় বিশাল বিস্তৃত বদনে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইল। ১১৬—১৩১। দৈত্য মহিষের দুষ্ট অভিপ্রায় অবগত হইয়া ঐ দেবদ্বয় সত্বর সভয়ে রথমার্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং অতি দ্রুতবেগে ভয়ব্যাকুল হইয়া

জগাম নির্ঋতিঃ ক্ষিপ্রং শরণং পাকশাসনম্ ॥
ক্রুদ্ধস্তু মহিষো দৈত্যো বরুণং সমভিদ্রুতঃ।
তমস্তকমুখাসক্তমালোক্য হিমবদ্দ্যুতিঃ ॥ ১৩৪
চক্রে সোমাস্ত্রনিঃসৃষ্টং হিমসঙ্ঘাতকণ্টকম্।
বায়ব্যঞ্চাস্ত্রমতুলং চন্দ্রশ্চক্রে দ্বিতীয়কম্ ॥১৩৫
বায়ুনা তেন চন্দ্রেণ সংশুষ্কেণ হিমেন চ।
ব্যথিতা দানবাঃ সর্ব্বে শীতোচ্ছিন্না বিপৌরুষাঃ
ন শেকুশ্চলিতুং পদ্ভ্যাং নাস্ত্রাণ্যাদাতুমেব চ।
মহাহিমনিপাতেন শস্ত্রৈশ্চন্দ্রপ্রচোদিতৈঃ ॥ ১৩৭
গাত্রাণ্যসুরসৈন্যানামদহ্যন্ত সমন্ততঃ।
মহিষো নিষ্প্রযত্নস্তু শীতেনাকম্পিতাননঃ ॥ ১৩৮
কক্ষাবালম্ব্য পাণিভ্যামুপবিষ্টো হ্যধোমুখঃ।
সর্ব্বে তে নিষ্প্রতীকারা দৈত্যাশ্চন্দ্রমসা জিতাঃ
রণেচ্ছাং দূরতস্ত্যক্ত্বা তস্থুস্তে জীবিতার্থিনঃ।
তত্রাব্রবীৎ কালনেমির্দৈত্যান্ কোপেন দীপিতঃ
ভো ভোঃ শৃঙ্গারিণঃ শূরাঃ সর্ব্বে শস্ত্রাস্ত্রপারগাঃ
একৈকোঽপি জগৎ সর্ব্বং শক্তস্তুলয়িতুং ভুজৈঃ
একৈকোঽপি ক্ষমো গ্রস্তুং জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্
একৈকস্যাপি পর্য্যাপ্তা ন সর্ব্বেঽপি দিবৌকসঃ
কলাং পূরয়িতুং যত্নাৎ ষোড়শীমতিবিক্রমাঃ ॥
কিং প্রযাতাশ্চ তিষ্ঠধ্বং * সমরেঽমরনির্জ্জিতাঃ
ন যুক্তমেতচ্ছূরাণাং বিশেষাদ্দৈত্যজন্মনাম্।
রাজা চাস্তরিতোঽস্মাকং তারকো লোকমারকঃ
বিরতানাং রণাদস্মাৎ ক্রুদ্ধঃ প্রাণান্ হরিষ্যতি
শীতেন নষ্টশক্তয়ো ভ্রষ্টবাক্‌পাটবাস্তথা ॥ ১৪৫
মূকাস্তদাভবন্ দৈত্যা রণদশনপঙ্‌ক্তয়ঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা নষ্টচেতস্কান্ দৈত্যান্ শীতেন সাদিতান্ ॥ ১৪৬

স্ব স্ব দিগ্‌বিভাগে প্রস্থান করিলেন। নির্ঋতি-দেব অবিলম্বে পাকশাসনের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে ক্রুদ্ধ মহিষ দৈত্য বরুণের অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন চন্দ্রমা তাঁহাকে অন্তকমুখে পতনোন্মুখ দেখিয়া হিমসমূহ-কণ্টকিত স্বীয় সোমাস্ত্র আবিষ্কার করিলেন। অনন্তর দ্বিতীয় বারে তিনি তাঁহার অপ্রতিম বায়ব্যাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। চন্দ্র-প্রেরিত বায়ু ও সংশুষ্ক হিমরাশি দ্বারা দানবেরা সকলেই ব্যথিত হইল এবং শীতার্ত্ত হইয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। তাহারা পাদচালন করিতে কিম্বা হস্ত-সাহায্যে অস্ত্র গ্রহণ করিতেও সক্ষম হইল না। চন্দ্র-প্রেরিত মহামহিমাস্ত্রে অসুর-সৈন্যগণের সর্ব্বগাত্র অসহ্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে লাগিল। স্বয়ং মহিষাসুর শীতে কম্পিত-বদন হইয়া সর্ব্বথা নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। সে তখন হস্তদ্বয়ে রথকক্ষা অবলম্বন করিয়া অধোমুখে উপবিষ্ট হইল। দৈত্যগণ চন্দ্রমা কর্ত্তৃক জিত হইয়া সকলেই প্রতিকারে অক্ষম হইয়া পড়িল এবং রণ-বাসনা দূরে পরিহার করিয়া স্ব স্ব জীবনার্থী হইয়া অবস্থিত হইল। তখন কোপোদ্দীপ্ত কালনেমি দৈত্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—ওহে শস্ত্রাস্ত্র-পারগ, শৃঙ্গারপটু, সুর-গণ! তোমরা এক এক জনেই ভুজ দ্বারা জগৎ তুলিত করিতে পার, এক এক জনেই সমস্ত চরাচর জগৎ গ্রাস করিতে সক্ষম; ঐ নিখিল সুরসৈন্য অতিবিক্রম প্রকাশ করিলেও তোমাদের এক এক জনেরও বীর্য্যবত্তার ষোড়শাংশের একাংশেরও সমকক্ষ হইতে পারে না।১৩২—১৪২। অতএব তোমরা কেন পলাইতেছ? কেনই বা সমরে সুর-নির্জ্জিত হইয়া বসিয়া আছ? সুরগণের—বিশেষতঃ দৈত্যবংশধরগণের পক্ষে এরূপ ব্যবহার একান্তই বিসদৃশ। যিনি আমাদের রাজা—লোকসংহারক তারক; তিনি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছেন। এই রণক্ষেত্র হইতে অপক্রান্ত হইলে তিনিও স্বহস্তে সকলের প্রাণ সংহার করিবেন। কালনেমি এই সকল কথা কহিল, কিন্তু দৈত্যগণ তখন শীতে শক্তি-শক্তিহীন হইয়াছিল। তাহাদের বাক্‌পটুতা লোপ পাইয়াছিল। তাহারা মূকভাবে মাত্র দশনপঙ্‌ক্তির শব্দ করিতেছিল। কাজেই

* কিং প্রস্তযত্নাস্তিষ্ঠধ্বমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

মত্বা কালক্ষমং কার্য্যং কালনেমির্ম্মহাসুরঃ।
আশ্রিত্য দানবীং মায়াং বিতত্য স্বং মহাবপুঃ
পূরয়ামাস গগনং দিশো বিদিশ এব চ।
নির্ম্মমে দানবেন্দ্রেশঃ শরীরে ভাস্করাযুতম্॥
দিশশ্চ মায়য়া চণ্ডৈঃ পূরয়ামাস পাবকৈঃ।
ততো জ্বালাকুলং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যমভবৎ ক্ষণাৎ
তেন জ্বালাসমূহেন হিমাংশুরগমচ্ছমম্।
ততঃ ক্রমেণ বিভ্রষ্ট-শীতদুর্দ্দিনমাবভৌ॥ ১৫০
তদ্বলং দানবেন্দ্রাণাং মায়য়া কালনেমিনঃ।
তদ্দৃষ্ট্বা দানবানীকং লব্ধসংজ্ঞং দিবাকরঃ।
উবাচারুণমুদ্‌ভ্রান্তঃ কোপাল্লোকৈকলোচনঃ॥
দিবাকর উবাচ।
নয়ারুণ রথং শীঘ্রং কালনেমিরথো যতঃ।
বিমর্দ্দস্তত্র বিষমো ভবিতা শূরসঙ্ক্ষয়ঃ॥ ১৫২
এষ জিতঃ শশাঙ্কোঽত্র তদ্বলং বলমাশ্রিতম্।
ইত্যুক্তশ্চোদয়ামাস রথং গরুড়পূর্ব্বজঃ॥ ১৫৩

প্রযত্নবিধৃতৈরশ্বৈঃ সিতচামরমালিভিঃ।
জগদ্দীপোঽথ ভগবান্ জগ্রাহ বিততং ধনুঃ॥
শরৌ চ দ্বৌ মহাভাগো দিব্যাবাশীবিষদ্যুতী।
সঞ্চারাস্ত্রেণ সন্ধায় বাণমেকং সসর্জ্জ সঃ॥ ১৫৫
দ্বিতীয়মিন্দ্রজালেন যোজিতং প্রমুমোচ হ।
সঞ্চারাস্ত্রেণ রূপাণাং ক্ষণাচ্চক্রে বিপর্য্যয়ম্॥
দেবানাং দানবং রূপং দানবানাঞ্চ দৈবিকম্।
মত্বা সুরান্ স্বকানেব জঘ্নে ঘোরাস্ত্রলাঘবাৎ॥
কালনেমী রুষাবিষ্টঃ কৃতান্ত ইব সঙ্ক্ষয়ে।
কাংশ্চিৎ খড়্গেন তীক্ষ্ণেণ কাংশ্চিন্নারাচবৃষ্টিভিঃ
কাংশ্চিদ্‌গদাভির্ঘোরাভিঃ কাংশ্চিদ্‌ঘোরৈঃ পরশ্বধৈঃ॥১৫৯
শিরাংসি কেষাঞ্চিদপাতয়চ্চ
ভুজান্ রথান্ সারথীংশ্চোগ্রবেগঃ।
কাংশ্চিৎ পিপেষাথ রথস্য বেগাৎ
কাংশ্চিৎ ক্রুধা চোদ্ধতমুষ্টিপাতৈঃ॥ ১৬০

কালনেমির কথা তাহারা শুনিতে পাইল না। অনন্তর শীত-সাদিত দৈত্যদিগকে হতচেতন দেখিয়া মহাসুর কালনেমি তৎকালোচিত কার্য্য স্থির করিয়া লইল এবং দানবী মায়া আশ্রয় করিয়া স্বীয় দেহ বিস্তার করিল। দানবেন্দ্র মায়াবলে স্বীয় দেহ দ্বারা সমস্ত গগন ও দিক্ বিদিক্ পূরিত করিয়া ফেলিল এবং অযুত ভাস্কর সৃষ্টি করিল। তাহার মায়ায় প্রচণ্ড পাবক সকল দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল। তখন ক্ষণমধ্যে সমস্ত ত্রৈলোক্য জ্বালামালায় আকুল হইল। সেই অনল-জ্বালার বিস্তারে হিমাংশু প্রশমিত হইলেন। ক্রমে কালনেমির মায়ায় দানব-বাহিনীর সেই শীতদুর্দ্দিন কাটিয়া গেল। লোকচক্ষু দিবাকর চকিতনেত্রে সেই দানব-সৈন্যদিগকে সংজ্ঞালাভ করিতে দেখিয়া স্বীয় সারথি অরুণকে বলিলেন,—হে অরুণ! শীঘ্র আমার রথ কালনেমির রথাভিমুখে পরিচালিত কর। ঐ স্থানে বীরজনের সংক্ষয়-কর ভীষণ বিমর্দ্দ সঙ্ঘটিত হইবে। ঐ দেখ, শশাঙ্ক সসৈন্যে কালনেমি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন। দিবাকর এই কথা কহিলে অরুণ শ্বেতচামরশোভী অশ্বদিগকে সযত্নে ধারণ করিয়া সূর্য্যরথ পরিচালিত করিলেন। জগৎপ্রদীপ মহাভাগ ভগবান্ দিবাকর বিপুল ধনু গ্রহণ করিয়া আশীবিষ-প্রভ দুইটী দিব্য শর সঞ্চারাস্ত্রে সন্ধানপূর্ব্বক একটী বাণ বিপক্ষসৈন্যে নিক্ষেপ করিলেন এবং দ্বিতীয় বাণ ইন্দ্রজালে যোজিত করিয়া মোচন করিলেন। তখন সেই সঞ্চারাস্ত্রে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের রূপবিপর্য্যয় ঘটিল। ১৪৩-১৫৬। দেবগণ দানবরূপ এবং দানবেরা দেবরূপধারণ করিল। তখন কালনেমি রোষাবিষ্ট হইয়া অস্ত্রপ্রয়োগের বিষম ক্ষিপ্রতায় স্বীয় সৈন্যদিগকে সুরসৈন্য মনে করিয়া প্রলয়কালীন কৃতান্তের ন্যায় সংহার করিতে লাগিল। কালনেমি কতকগুলিকে তীক্ষ্ণ খড়্গে, কতকগুলিকে নারাচ-বর্ষণে, কতকগুলিকে বিষম গদাঘাতে ও কতকগুলিকে ভীষণ পরশুপ্রহারে বিনষ্ট করিল। উগ্র-বেগ কালনেমি কতকগুলি সৈন্যের মস্তক পাতিত করিল। কতকগুলির ভুজ, রথ

রণে বিনিহতান্ দৃষ্ট্বা নেমিঃ স্বান্ দানবাধিপঃ
রূপং স্বস্ত প্রপন্নস্ত হ্যসুরাঃ সুরধর্ষিতাঃ ॥ ১৬১
কালনেমী ক্রুধাবিষ্টস্তেষাং রূপং ন বুদ্ধবান্।
নেমির্দৈত্যস্তু তান্ দৃষ্ট্বা কালনেমির্মুবাচ হ ॥১৬২
অহং নেমিঃ সুরো নৈব কালনেমে বিদস্ব মাম্
ভবতা মোহিতেনাজৌ নিহতান্যুরুবিক্রম ॥১৬৩
দৈত্যানাং দশলক্ষাণি দুর্জ্জয়ানাং সুরৈরিহ।
সর্ব্বাস্ত্রবারণং মুঞ্চ ব্রাহ্মমস্ত্রং ত্বরান্বিতঃ ॥ ১৬৪
স তেন বোধিতো দৈত্যঃ সম্ভ্রমাকুলচেতনঃ।
যোজয়ামাস বাণং হি ব্রহ্মাস্ত্রবিহিতেন তু ॥১৬৫
মুমোচ চাপি দৈত্যেন্দ্রঃ স স্বয়ং সুরকণ্টকঃ।
ততোঽস্ত্রতেজসা ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্
দেবানাঞ্চাভবৎ সৈন্যং সর্ব্বমেব ভয়ান্বিতম্।
সঞ্চরাস্ত্রঞ্চ সংশান্তং স্বয়মাযোধনে বভৌ ॥১৬৭
তস্মিন্ প্রতিহতে হ্যস্ত্রে ভ্রষ্টতেজা দিবাকরঃ।
মহেন্দ্রজালমাশ্রিত্য চক্রে স্বাং কোটিশস্তনুম্ ॥
বিস্ফূর্জ্জৎকরসম্পাত-সমাক্রান্তজগত্রয়ম্।
ততাপ দানবানীকং গতমজ্জোষশোণিতম্ ॥
ততশ্চাবর্ষদনলং সমন্তাদতিসংহতম্।
চক্ষূংষি দানবেন্দ্রাণাং চকারান্ধানি চ প্রভুঃ ॥
গজানামগলন্মেদঃ পেতুশ্চাপ্যরবা ভুবি।
তুরগা নিশ্বসন্তশ্চ ঘর্ম্মার্ত্তা রথিনোঽপি চ ॥১৭১
ইতশ্চেতশ্চ সলিলং প্রার্থয়ন্তস্তৃষাতুরাঃ।
প্রচ্ছায়বিটপাংশ্চৈব গিরীণাং গহ্বরাণি চ ॥
দাবাগ্নিঃ প্রজ্বলংশ্চৈব ঘোরার্চ্চির্দগ্ধপাদপঃ।
তোয়ার্থিনঃ পুরো দৃষ্ট্বা তোয়ং কল্লোলমালিনম্

ও সারথিদিগকে ছিন্নভিন্ন করিল এবং কতকগুলিকে রথবেগে ও কতকগুলিকে সকোপে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে নিষ্পেষিত করিল। দানবাধিপ কালনেমি এইরূপে রণে স্বীয় সৈন্যদিগকেই নিহত করিল। এই সময় সুরপীড়িত অসুরেরা পুনরায় স্ব স্ব রূপ প্রাপ্ত হইল। কালনেমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদের সেই রূপবিপর্য্যয় বুঝিতে পারিল না। কিন্তু নেমি নামক জনৈক দৈত্য তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া কালনেমিকে কহিল;—ওহে কালনেমি! আমি সুর নহি, আমি নেতি নামক দৈত্য, আমার সহিত কথা কও। ওহে উরুবিক্রম! সুরগণও যাহাদিগকে জয় করিতে পারিত না, তুমি আজ মোহিত হইয়া তাদৃশ দশ লক্ষ অসুর সৈন্য সমরে বিনষ্ট করিয়াছ। অতএব তুমি ত্বরান্বিত হইয়া এক্ষণে সর্ব্বাস্ত্রহর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ কর। সম্ভ্রমাকুলচেতা দানবেন্দ্র কালনেমি, নেমি দানব কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া তৎকালে ব্রহ্মাস্ত্রবিধানে স্বীয় শরাসনে শর যোজনা করিল এবং ঐ সুরকণ্টক দৈত্যেন্দ্র অবিলম্বে ঐ অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। তখন সেই অস্ত্রতেজে সচরাচর ত্রৈলোক্য পরিব্যাপ্ত হইল। সমগ্র দেবসৈন্য ভীত হইল, এবং সূর্য্যের সেই সঞ্চারাস্ত্র আপনা হইতেই শান্ত হইয়া গেল। সঞ্চারাস্ত্র প্রতিহত হইলে দেব দিবাকর ক্ষীণতেজা হইলেন। তৎকালে তিনি এক বিষম ইন্দ্রজাল আশ্রয় করিলেন—করিয়া স্বীয় দেহকে কোটি কোটি ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহার বিস্ফূর্জ্জিত-কর-নিকর-পাতে ত্রিজগৎ সমাক্রান্ত হইল। তিনি দানবসৈন্যদিগের মজ্জা ও শোণিতরাশি শোষিত করিয়া তাহাদিগকে তাপিত করিতে লাগিলেন। ১৫৭—১৬৯। অনন্তর সূর্য্যের কর্ত্তৃত্বে চতুর্দ্দিক্ হইতে নিবিড়ভাবে অনলবৃষ্টি হইতে লাগিল। জগৎপ্রভু দিবাকর দানবেন্দ্রগণের চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার প্রভাবে গজগণের মেদোরাশি গলিতে লাগিল। তাহারা নিঃশব্দে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল, তুরগ সকল মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রথিগণ ঘর্ম্মার্ত্ত হইয়া পড়িল। তাহারা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জলপ্রার্থনায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল এবং রণক্ষেত্র হইতে অপক্রান্ত হইয়া ছায়াবহুল বিটপ ও গিরিগহ্বরের দিকে ধাবিত হইল। ঘোর দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া পাদপসকল

পুরঃস্থিতমপি প্রাপ্তং ন শেকুরবমর্দ্দিতাঃ।
অপ্রাপ্য সলিলং ভূমৌ ব্যাত্তাস্যা গতচেতসঃ
তত্র তত্র ব্যদৃশ্যন্ত মৃতা দৈত্যেশ্বরা ভুবি।
রথা গজাশ্চ পতিতাস্তুরগাশ্চ সমাপিতাঃ॥১৭৫
স্থিতা বমন্তো ধাবন্তো গলদ্রক্তবসাসৃজঃ।
দানবানাং সহস্রাণি ব্যদৃশ্যন্ত মৃতানি তু॥ ১৭৬
সঙ্ক্ষয়ে দানবেন্দ্রাণাং তস্মিন্ মহতি বর্ত্তিতে।
প্রকোপোদ্ভূততাম্রাক্ষঃ কালনেমী রুষাতুরঃ॥
অভবৎ কল্পমেঘাভঃ স্ফুরদ্ভূরিশতহ্রদঃ।
গম্ভীরাস্ফোটনির্হ্রাদ-জগদ্ধৃদয়ঘট্টকঃ॥ ১৭৮
প্রচ্ছাদ্য গগনাভোগং রবিমায়াং ব্যনাশয়ৎ।
শীতং ববর্ষ সলিলং দানবেন্দ্রবলং প্রতি॥ ১৭৯
দৈত্যাস্তাং বৃষ্টিমাসাদ্য সমশ্বস্তাস্ততঃ ক্রমাৎ।
বীজাঙ্কুরা ইবাম্লানাঃ প্রাপ্য বৃষ্টিং ধরাতলে॥
ততঃ স মেঘরূপী তু কালনেমির্মহাসুরঃ
শস্ত্রবৃষ্টিং ববর্ষোগ্রাং দেবানীকেষু দুর্জ্জয়ঃ॥১৮১
তয়া বৃষ্ট্যা বাধ্যমানা দৈত্যেন্দ্রাণাং মহৌজসাম্
গতিং কাঞ্চ ন পশ্যন্তে গাবঃ শীতার্দ্দিতা ইব॥
পরস্পরং ব্যলীয়ন্ত পৃষ্ঠেষু ব্যস্তপাণয়ঃ।
স্বেষু চাপে ব্যলীয়ন্ত গজেষু তুরগেষু চ॥ ১৮৩
রথেষু অমরাস্ত্রস্তাস্তত্র তত্র নিলিল্যিরে।
অপরে কুঞ্চিতৈর্গাত্রৈঃ স্বহস্তপিহিতাননাঃ॥ ১৮৪
ইতশ্চেতশ্চ সম্ভ্রান্তা বভ্রমুর্বৈ দিশো দশ।
এবংবিধে তু সংগ্রামে তুমুলে দেবসঙ্ক্ষয়ে॥
দৃশ্যন্তে পতিতা ভূমৌ শস্ত্রভিন্নাঙ্গসন্ধয়ঃ।
বিভুজা ভিন্নমূর্দ্ধানস্তথা চ্ছিন্নোরুজানবঃ॥.৮৬
বিপর্য্যস্তরথাসঙ্গা নিষ্পিষ্টধ্বজপঙ্ক্তয়ঃ।
নির্ভিন্নাঙ্গৈস্তুরঙ্গৈশ্চ গজৈশ্চাচলসন্নিভৈঃ॥১৮৭

দগ্ধ করিয়া ফেলিল। জলপ্রার্থিগণ সম্মুখে কল্লোলমালিত জল দেখিয়াও অবসাদ-ক্লিষ্ট হইয়া সে জল প্রাপ্ত হইতে পারিল না। জল না পাইয়া তাহারা অচেতন অবস্থায় বিবৃতবদনে ভূ-লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ভূতলের সর্ব্বত্র দৈত্যেশ্বরগণের মৃতদেহ দৃষ্ট হইতে লাগিল। অসংখ্য রথ, গজ ও অশ্ব ভূপতিত হইল। কত গজাশ্ব রুধির বমন করিতে করিতে ধাবিত হইল। তাহাদের দেহ হইতেও রক্ত ও বসা প্রভৃতি গলিত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র দানব মৃতাবস্থায় দৃষ্ট হইল। এইরূপে দানবেন্দ্রগণের সেই মহা সংক্ষয় উপস্থিত হইলে দানব কালনেমি অতিক্রোধে তাম্রাক্ষ হইয়া প্রভূত শতহ্রদা-শোভিত কল্পমেঘবৎ দেদীপ্যমান হইল। তদীয় গম্ভীর আস্ফোট-নির্হ্রাদে জগদ্বাসীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল। সে, গগনমণ্ডল প্রচ্ছাদিত করিয়া দিবাকর-মায়া তিরোহিত করিল এবং দানবেন্দ্রদিগের সৈন্যসমূহোপরি শীতল জল বর্ষণ করিতে লাগিল। দৈত্যগণ সেই বৃষ্টিজল প্রাপ্ত হইয়া বর্ষাজলপ্রাপ্ত পাম্লান বীজাঙ্কুরবৎ ক্রমশঃ সমাশ্বস্ত হইয়া উঠিল। তখন মহাসুর দুর্জ্জয় কালনেমি দেবসৈন্যোপরি মেঘের ন্যায় প্রখর শরবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাতেজা দৈত্যেন্দ্রগণের তাদৃশ শস্ত্রবর্ষণে তাড়িত হইয়া দেবগণ শীতার্ত্ত গো-সমূহের ন্যায় আপনাদের গন্তব্য পথ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর পশ্চাৎদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ভীত, ত্রস্ত সুরগণ স্ব স্ব চাপ, গজ, অশ্ব ও রথের অন্তরালে নিলীন হইলেন। অপর অনেকে কুঞ্চিত-গাত্রে স্ব স্ব হস্ত দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া রহিলেন। ১৭০—১৮৪। দেবগণ সম্ভ্রান্ত-চিত্তে এইরূপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দশদিকের সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিলেন। এইরূপ দেবসংক্ষয়কর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে দেখা গেল—কোথাও সৈন্যগণ শস্ত্রপ্রহারে অঙ্গসন্ধি সকল ভিন্ন হওয়ায় ভূপতিত হইয়াছে, কেহ কেহ ছিন্নভুজ, কেহ কেহ ভিন্নশির এবং কেহ কেহ ছিন্নজানু ও ছিন্নোরু হইয়া পতিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও রথাঙ্গ সকল বিপর্য্যস্ত, ধ্বজশ্রেণী নিষ্পিষ্ট, তুরঙ্গ সকল নির্ভিন্ন এবং গিরিসন্নিভ গজগণ ভিন্ন-

স্রুতরক্তহ্রদৈর্ভূমির্বিকৃতাবিকৃতা বভৌ।
এবমাজৌ বলী দৈত্যঃ কালনেমির্মহাসুরঃ॥
জঘ্নে মুহূর্তমাত্রেণ গন্ধর্বাণাং দশাযুতম্।
যক্ষাণাং পঞ্চলক্ষাণি রক্ষসাময়ুতানি ষট্॥১৮৯
ত্রীণি লক্ষাণি জঘ্নে স কিন্নরাণাং তরস্বিনাম্।
জঘ্নে পিশাচমুখ্যানাং সপ্তলক্ষাণি নির্ভয়ঃ॥ ১৯০
ইতরেষামসংখ্যাতাঃ সুরজাতিনিকায়িনাম্।
জঘ্নে স কোটীঃ সংক্রুদ্ধশ্চিত্রাস্ত্রৈরস্ত্রকোবিদঃ॥
এবং পরিভবে ভীমে তদা ত্বমরসঙ্ক্ষয়ে।
সংক্রুদ্ধাবশ্বিনৌ দেবৌ চিত্রাস্ত্রকবচোজ্জ্বলৌ॥
জঘ্নতুঃ সমরে দৈত্যং কৃতান্তানলসন্নিভম্।
তমাসাদ্য রণে ঘোরমেকৈকং ষষ্টিভিঃ শরৈঃ॥
জঘ্নে মর্মসু তীক্ষ্ণাগ্রৈরসুরং ভীমদর্শনম্।
তাভ্যাং বাণপ্রহারৈঃ স কিঞ্চিদায়স্তচেতনঃ॥
জগ্রাহ চক্রমষ্টারং তৈলধৌতং রণান্তকম্।
তেন চক্রেণ সোহশ্বিভ্যাং চিচ্ছেদ রথকূবরম্
জগ্রাহাথ ধনুর্দৈত্যঃ শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
ববর্ষ ভিষজোর্মূর্দ্ধ্নি সন্থাপ্যাকাশগোচরম্॥ ১৯৬
তাবপ্যস্ত্রৈশ্চিচ্ছিদতুঃ শিতৈস্তৈর্দৈত্যসায়কান্
তচ্চ কর্ম তয়োর্দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ কোপমাবিশৎ
মহতা স তু কোপেন সর্বায়োময়সাদনম্।
জগ্রাহ মুদ্গরং ভীমং কালদণ্ডবিভীষণম্॥১৯৮
স ততো ভ্রাম্য বেগেন চিক্ষেপাশ্বিরথং প্রতি।
তন্তু মুদ্গরমায়ান্তমালোক্যাম্বরগোচরম্॥ ১৯৯
ত্যক্ত্বা রথৌ তু তৌ বেগাদাপ্লুতৌ তরসাশ্বিনৌ
তৌ রথৌ স তু নিষ্পিষ্য মুদ্গরোহচলসন্নিভঃ
দারয়ামাস ধরণীং হেমজালপরিষ্কৃতঃ।
তস্য কর্মাশ্বিনৌ দৃষ্ট্বা ভিষজৌ চিত্রযোধিনৌ॥
বজ্রাস্ত্রন্তু প্রকুর্বাতে দানবেন্দ্রনিবারণম্।
ততোবজ্রময়ং বর্ষং প্রাবর্ত্তদতিদারুণম্॥ ২০২

গাত্র হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইতেছে এবং নিহত গজ, অশ্ব ও সৈন্যগণের প্রস্রুত রক্তহ্রদে সমগ্র যুদ্ধভূমি অতীব বিকৃতরূপে বিভাত হইতেছে। এইরূপ সংগ্রাম-সংঘর্ষে মহাসুর কালনেমি মুহূর্তমধ্যে দশ অযুত গন্ধর্ব, পঞ্চ লক্ষ যক্ষ, ছয় অযুত রাক্ষস, তিন লক্ষ তরস্বী কিন্নর এবং সপ্ত লক্ষ প্রধান পিশাচকে নির্ভয়ে অস্ত্রাঘাতে নিহত করিল। এতদ্ভিন্ন সেই অস্ত্রকোবিদ কালনেমি ক্রুদ্ধ হইয়া সুরজাতীয় অন্যান্য অসংখ্য কোটি যোদ্ধাকে যমসদনে প্রেরণ করিল। এইরূপে সেই ভীষণ সুরসংক্ষয় ও দেবপক্ষের বিষম পরাজয় উপস্থিত হইলে বিচিত্র অস্ত্র ও বিচিত্র কবচে সমুজ্জ্বল—অশ্বিনীকুমারযুগল সমরে অবতীর্ণ হইয়া সেই কৃতান্ত ও বহ্নিপ্রতিম দৈত্যকে শরাহত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই অসুরের সম্মুখীন হইয়া এক এক জনে তীক্ষ্ণাগ্র ষষ্টি ষষ্টি শরে সেই ভীমদর্শন অসুরের মর্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। তাঁহাদের বাণপ্রহারে কালনেমি কিঞ্চিৎ ক্লিষ্টচিত্ত হইয়া এক অষ্ট-অরান্বিত তৈলধৌত চক্র গ্রহণ করিল এবং সেই চক্রপ্রহারে অশ্বিনীকুমারযুগলের রথকূবর ছেদন করিয়া ফেলিল। অনন্তর দৈত্য স্বীয় ধনু ও আশীবিষোপম শর সকল গ্রহণপূর্বক আকাশতল আচ্ছন্ন করিয়া সেই সুরবৈদ্যযুগলের মস্তকে শরবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন তাঁহারাও তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরপ্রহারে সেই সকল অসুরসায়ক ছেদন করিলেন। কালনেমি তাঁহাদের সেই বীরোচিত কর্ম দেখিয়া বিস্মিত ও কুপিত হইল। অনন্তর সে, মহাকোপে কালদণ্ডোপম সর্বাস্ত্রসংহারক এক অতি ভীষণ মুদ্গর গ্রহণপূর্বক সবেগে ভ্রামণ করাইয়া তাহা সেই অশ্বিযুগলের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তখন সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই ঘোর মুদ্গরকে আকাশপথে আসিতে দেখিয়া রথ পরিত্যাগপূর্বক সবেগে লম্ফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন। তখন সেই অচলাকার মুদ্গর তাঁহাদের রথদ্বয় নিষ্পেষিত করিয়া ধরণীতল বিদীর্ণ করিল। বিচিত্রযোধী অশ্বিনীকুমারদ্বয় অসুরাস্ত্রের সেই অদ্ভুত কর্ম দেখিয়া তৎক্ষণাৎ দানবেন্দ্রের বল-নিরোধক্ষম বজ্রাস্ত্র আবিষ্কার করিলেন। তখন অতিদারুণ বজ্রময় বাণবর্ষণ আরম্ভ

ঘোরবজ্রপ্রহারৈস্তু দৈত্যেন্দ্রঃ স পরিপ্লুতঃ।
রথো ধ্বজো ধনুশ্চক্রং কবচঞ্চাপি কাঞ্চনম্॥
ক্ষণেন তিলশো জাতং সর্ব্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ।
তদ্দৃষ্ট্বা দুষ্করং কর্ম্ম সোঽশ্বিভ্যাং ভীমবিক্রমঃ॥
নারায়ণাস্ত্রং বলবান্ মুমোচ রণমূর্দ্ধনি।
বজ্রাস্ত্রং শময়ামাস দানবেন্দ্রোঽস্ত্রতেজসা॥ ২০৫
তস্মিন্ প্রশান্তে বজ্রাস্ত্রে কালনেমিরনন্তরম্।
জীবগ্রাহং গ্রাহয়িতুমশ্বিনৌ তু প্রচক্রমে॥২০৬
তাবশ্বিনৌ রণাদ্ভীতৌ সহস্রাক্ষরথং প্রতি।
প্রয়াতৌ বেপমানৌ তু যদা শস্ত্রবিবর্জ্জিতৌ॥
তয়োরনুগতো দৈত্যঃ কালনেমির্মহাবলঃ।
প্রাপেন্দ্রস্য রথং ক্রূরো দৈত্যানীকপদানুগঃ॥
তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বভূতানি বিত্রেসুর্বিহ্বলানি তু।
দৃষ্ট্বা দৈত্যস্য তৎ ক্রৌর্য্যং সর্ব্বভূতানি মেনিরে
পরাজয়ং মহেন্দ্রস্য সর্ব্বলোকক্ষয়াবহম্।
চেলুঃ শিখরিণো মুখ্যাঃ পেতুরুল্কা নভস্তলাৎ॥

হইল। ঘোর বজ্রাস্ত্রপ্রহারে দৈত্যেন্দ্র কালনেমি বিচলিত হইল। দেখিতে দেখিতে সর্ব্বসৈন্যের সমক্ষেই রথ, ধ্বজ, ধনু, চক্র, ও কাঞ্চন-কূবর ক্ষণমধ্যেই তিল তিল প্রমাণে খণ্ডিত হইল। ভীম-বিক্রম দানব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সেই দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া রণাগ্রে নারায়ণাস্ত্র মোচন করিল। দানবেন্দ্রের অস্ত্রতেজে বজ্রাস্ত্র প্রশমিত হইয়া গেল। বজ্রাস্ত্র প্রশান্ত হইলে অনন্তর কালনেমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জীবন-সংহারে সমুদ্যত হইল। তখন শস্ত্রহীন অশ্বিনীকুমারদ্বয় ভীত ও কম্পিত হইয়া রণ-ক্ষেত্র হইতে ইন্দ্ররথ-সমীপে প্রয়াণ করিলেন। মহাবল কালনেমি দৈত্যসৈন্য-সমভি-ব্যাহারে তাঁহাদের অনুগমন করিতে করিতে ইন্দ্রের রথপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ক্রূর মহাসুরকে দেখিয়া সর্ব্ব প্রাণী বিহ্বল ও বিত্রস্ত হইল। তাহারা দৈত্য-কৃত সেই সেই ক্রূর কর্ম্ম দেখিয়া সর্ব্বলোকের সংহার ও মহেন্দ্রের পরাজয় আশঙ্কা করিল। তৎকালে প্রধান প্রধান শৈলগণ বিচলিত

জগর্জ্জুর্জলদা দিক্ষু হ্যক্ষুভ্যংশ্চ মহার্ণবাঃ।
তং ভূতবিকৃতিং দৃষ্ট্বা ভগবান্ গরুড়ধ্বজঃ॥২১১
ব্যবুধ্যতাহিপর্য্যঙ্কে যোগনিদ্রাং বিহায় তু।
লক্ষ্মীকরযুগাজস্র-লালিতাঙ্ঘ্রিসরোরুহঃ॥২১২
শরদম্বরনীলাব্জ-কান্তদেহচ্ছবির্বিভুঃ।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কো কান্তকেয়ূরভাস্বরঃ॥
বিমৃশ্য সুরসংক্ষোভং বৈনতেয়ং সমাহ্বয়ৎ।
অহ্বতেঽবস্থিতে তস্মিন্ নাগাবস্থিতবর্ত্মণি॥
দিব্যনানাস্ত্রতীক্ষ্ণার্চ্চিরারুহ্যাগাৎ সুরান্ স্বয়ম্।
তত্রাপশ্যত দেবেন্দ্রমভিদ্রুতমভিপ্লুতৈঃ॥২১৫
দানবেন্দ্রৈর্নবাম্ভোদ-সচ্ছায়ৈঃ পৌরুষোৎকটৈঃ
যথা হি পুরুষা ঘোরৈরভাগ্যৈর্বংশশালিভিঃ॥
পরিত্রাণায়াশুকৃতং স্বক্ষেত্রে কর্ম্ম নির্ম্মলম্।

হইল। নভস্তল হইতে উল্কা সকল পতিত হইতে লাগিল। জলদজাল দিকে দিকে গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং মহার্ণব সকল উদ্বেল হইয়া উঠিল। ঈদৃশ ভূতবিকৃতি দেখিয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ যোগনিদ্রা পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক শেষ পর্য্যঙ্কোপরি প্রবুদ্ধ হইয়া বসিলেন। লক্ষ্মীদেবী স্বীয় কর-পদ্মযুগে তদীয় অঙ্ঘ্রি-পদ্ম সংবাহিত করিতে লাগি-লেন। তাঁহার দেহচ্ছবি শরদম্বর ও নীল-কমলবৎ কমনীয়। তিনি কমনীয় কেয়ূরে ভাস্বরাকার ধারণ করিতেছেন। কৌস্তুভ-মণি দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থল উদ্ভাসিত হই-তেছে।১৮৫—২১০। তিনি সুরগণের তাদৃশ সংক্ষোভের বিষয় বিবেচনা করিয়া বৈনতেয়কে আহ্বান করিলেন। আহ্বান করিবা-মাত্র গজাকৃতি গরুড় তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বিবিধ দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রের প্রভাপুঞ্জে সমুজ্জ্বল হইয়া গরুড়ারোহণে সুরগণসমীপে আগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন,—নবনীরদ-প্রতিম প্রচণ্ড-পরাক্রম দানবেন্দ্রগণ দেবে-ন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে দেবসৈন্য হতভাগ্য বংশধরগণকর্ত্তৃক পরি-বেষ্টিত পুরুষগণের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।

অথাপশ্যন্ত দৈতেয়া বিয়তি জ্যোতিমণ্ডলম্ ॥
স্ফুরন্তমুদয়াদ্রিস্থং সূর্য্যমুৎকৃত্বিষা ইব।
প্রভাবং জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো দানবাস্তস্য তেজসা ॥
গরুত্মন্তমপশ্যন্ত কল্পান্তানলসন্নিভম্।
তমাস্থিতঞ্চ মেঘৌঘদ্যুতিমক্ষয়মচ্যুতম্ ॥ ২১৯
তমালোক্যাসুরেন্দ্রাস্তু হর্ষসম্পূর্ণমানসাঃ।
অয়ং বৈ দেবসর্ব্বস্বং জিতেঽস্মিন্ নির্জ্জিতাঃ সুরাঃ ॥ ২২০
অয়ং স দৈত্যচক্রাণাং কৃতান্তঃ কেশবোঽরিহা
এনমাশ্রিত্য লোকেষু যজ্ঞভাগভুজোঽমরাঃ ॥
ইত্যুক্তা দানবাঃ সর্ব্বে পরিবার্য্য সমন্ততঃ।
নিজঘ্নুর্বিবিধৈরস্ত্রৈস্তে তমায়ান্তমাহবে ॥ ২২২
কালনেমিপ্রভৃতয়ো দশ দৈত্যা মহারথাঃ।
ষষ্ট্যা বিব্যাধ বাণানাং কালনেমির্জনার্দ্দনম্ ॥
নিমিঃ শতেন বাণানাং মথনোঽশীতিভিঃ শরৈঃ
জম্ভকশ্চৈব সপ্তত্যা শুম্ভো দশভিরেব চ ॥২২৪
শেষা দৈত্যেশ্বরাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুমেকৈকশঃ শরৈঃ
দশভিশ্চৈব যত্নাত্তেজঘ্নুঃ সগরুড়ং রণে ॥২২৫
তেষামমৃষ্য তৎ কর্ম্ম বিষ্ণুর্দানবসূদনঃ।
একৈকং দানবং জঘ্নে ষড়্ভিঃ ষড়্ভিরজিহ্মগৈঃ
আকর্ণকৃষ্টৈর্ভূয়শ্চ কালনেমিস্ত্রিভিঃ শরৈঃ।
বিষ্ণুং বিব্যাধ হৃদয়ে ক্রোধাদ্রক্তবিলোচনঃ ॥
তস্যাশোভন্ত তে বাণা হৃদয়ে তপ্তকাঞ্চনাঃ।
ময়ূখানীব দীপ্তানি কৌস্তভেভ্যঃ স্ফুটত্বিষঃ ॥
তৈর্বাণৈঃ কিঞ্চিদায়স্তো হরির্জগ্রাহ মুদ্গরম্।
সততং ভ্রাম্য বেগেন দানবায় ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥২২৯
দানবেন্দ্রস্তমপ্রাপ্তং বিয়ত্যেব শতৈঃ শরৈঃ।
চিচ্ছেদ তিলশঃ ক্রুদ্ধো দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ॥
ততো বিষ্ণুঃ প্রকুপিতঃ প্রাসং জগ্রাহ ভৈরবম্

অনন্তর দৈত্যগণ আকাশে এক জ্যোতির্ম্মণ্ডল অবলোকন করিল। দেখিয়া বোধ হইল—যেন উদয়াদ্রিস্থ উষ্ণরশ্মি দিবাকর স্ফুরিত হইতেছেন। তখন দানবেরা তাহার প্রভাব পরিজ্ঞাত হইতে সমুৎসুক হইল। অনন্তর তাহারা কালানলপ্রতিম গরুড়কেও দেখিতে পাইল। দেখিল, তদুপরি নীরদপ্রতিম অক্ষয় অচ্যুত অবস্থান করিতেছেন। তদ্দর্শনে অসুরেন্দ্রগণের মন প্রহর্ষে পরিপূর্ণ হইল। তাহারা বলিতে লাগিল,—ওহে ঐ ব্যক্তিই দেবগণের সর্ব্বস্ব। উহাকে জয় করিতে পারিলেই সুরগণ নির্জ্জিত হইবে। ঐ অরিঘাতী কেশবই দৈত্যসমুহের কৃতান্তস্বরূপ। ঐ কেশবকেই আশ্রয় করিয়া অমরগণ জগতে যজ্ঞভাগী হইয়াছে। দানবেরা সকলে এই কথা কহিয়া চারিদিক্ হইতে তাঁহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক তদুপরি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কালনেমি প্রভৃতি দশ জন মহারথ দৈত্য, কেশবকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল। তখন কালনেমি ষষ্টি বাণে জনার্দ্দনকে বিদ্ধ করিল। নিমি শতবাণে, মথন অশীতি শরে, জম্ভক সপ্ততি বাণে, শুম্ভ দশ বাণে, এবং অবশিষ্ট দৈত্যগণ সকলেই এক এক শরে বিষ্ণুকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা অতি যত্নের সহিত দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়া গরুড়কে ভেদ করিল। তখন দানবদলনকারী বিষ্ণু তাহাদিগের সেই ক্রূর কর্ম্মের বিষয় বিবেচনা করিয়া ছয় ছয় বাণে এক এক দানবকে নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তিনটী শরে কালনেমিকে বিদ্ধ করিলেন। ক্রোধে আরক্তনেত্র কালনেমি বিষ্ণুর হৃদয়দেশ বাণবিদ্ধ করিল। সেই সকল তপ্তকাঞ্চনময় বাণ তদীয় হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া কৌস্তভ হইতে নিষ্ক্রান্ত সুস্ফুট দীপ্ত ময়ূখমালার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। হরি সেই সকল বাণপ্রহারে কিঞ্চিৎ ক্লিষ্ট হইয়া এক ভীষণ মুদ্গর গ্রহণপূর্ব্বক বেগে ভ্রামিত করিয়া সেই দানবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দানবেন্দ্র সেই মুদ্গর শূন্যপথেই শত শত প্রহারে তিল তিল পরিমাণে ছেদন করিয়া ফেলিল। অনন্তর বিষ্ণু কুপিত হইয়া এক ভৈরব প্রাসাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং তাহা দ্বারা দৈত্যের হৃদয় গাঢ়-বিদ্ধ করিলেন।

তেন দৈত্যস্য হৃদয়ং তাড়য়ামাস গাঢ়তঃ ॥২৩১
ক্ষণেন লব্ধসংজ্ঞস্তু কালনেমির্মহাসুরঃ।
শক্তিং জগ্রাহ তীক্ষ্ণাগ্রাং হেমঘণ্টাট্টহাসিনীম্॥
তথা বামভুজং বিষ্ণোর্বিভেদ দিতিনন্দনঃ।
ভিন্নঃ শক্ত্যা ভুজস্তস্য ক্ষতশোণিত আবভৌ
পদ্মরাগময়েণেব কেয়ূরেণ বিভূষিতঃ।
ততো বিষ্ণুঃ প্রকুপিতো জগ্রাহ বিপুলং ধনুঃ॥
সপ্তদশ চ নারাচাংস্তীক্ষ্ণান্ মর্ম্মবিভেদিনঃ।
দৈত্যস্য হৃদয়ং ষড়্ভির্বিব্যাধ চ ত্রিভিঃ শরৈঃ
চতুর্ভিঃ সারথিঞ্চাস্য ধ্বজঞ্চৈকেন পত্রিণা।
দ্বাভ্যাং জ্যা-ধনুষী চাপি ভুজং সব্যঞ্চ পত্রিণা
স বিদ্ধো হৃদয়ে গাঢ়ং দৈত্যো হরিশিলীমুখৈঃ
ক্ষতরক্তারুণপ্রাংশুঃ পীড়াকুলিতমানসঃ ॥২৩৭
চকম্পে মারুতেনেব নোদিতঃ কিংশুকদ্রুমঃ।
তমাকম্পিতমালক্ষ্য গদাং জগ্রাহ কেশবঃ ॥২৩৮
তাঞ্চ বেগেন চিক্ষেপ কালনেমিরথং প্রতি।
সা পপাত শিরস্যগ্রা বিপুলা কালনেমিনঃ ॥২৩৯
সঞ্চূর্ণিতোত্তমাঙ্গস্তু নিষ্পিষ্টমুকুটোঽসুরঃ।
ক্ষতরক্তৌঘরন্ধ্রস্তু ক্ষতধাতুরিবাচলঃ॥ ২৪০
প্রাপতৎ স্বে রথে ভগ্নে বিসংজ্ঞঃ শিষ্টজীবিতঃ
পতিতস্য রথোপস্থে দানবস্যাচ্যুতোঽহরিহ॥
স্মিতপূর্ব্বমুবাচেদং বাক্যং চক্রায়ুধঃ প্রভুঃ।
গচ্ছাসুর বিমুক্তোঽসি সাম্প্রতং জীব নির্ভয়ঃ
ততঃ স্বল্পেন কালেন অহমেব তবান্তকঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য সারথিঃ কালনেমিনঃ।
অববাহ্য রথং দূরমনয়ৎ কালনেমিনঃ॥ ২৪৩

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে কালনেমিপরাজয়ো নাম পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫০॥

মহাসুর কালনেমি ক্ষণমধ্যেই লব্ধসংজ্ঞ হইয়া এক হেম-ঘণ্টাট্টহাসিনী তীক্ষ্ণাস্ত্র শক্তি গ্রহণ করিল। দিতিনন্দন সেই শক্তি-প্রহারে বিষ্ণুর বাম ভুজ ভেদ করিল। শক্তি দ্বারা তদীয় ভুজ ভিন্ন ও রক্তপ্লুত হইয়া যেন পদ্মরাগময় কেয়ূর-কিরণেই বিভূষিত হইতে লাগিল। অনন্তর বিষ্ণু অতি কুপিত হইয়া এক বিপুল ধনু গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে পরমর্ম্মভেদী সপ্তদশ তীক্ষ্ণ নারাচ যোজনা করিয়া নয় শরে দৈত্যের হৃদয়, চারিশরে তাহার সারথি, এক শরে ধ্বজ, দুই শরে শিঞ্জিনী ও ধনু এবং অন্য এক শরে তদীয় বাম ভুজ ভেদ করিলেন। দৈত্য কালনেমি হরির শরে হৃদয়ে গাঢ়-বিদ্ধ হইয়া ক্ষরিত-রক্তধারায় অরুণাভা ধারণ করিল। তাহার মন বেদনায় আকুল হইয়া পড়িল। সে যেন মারুতচালিত কিংশুক-দ্রুমের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। কেশব তাহাকে কম্পিত দেখিয়া গদা গ্রহণ করিলেন এবং সবেগে কালনেমির রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বিপুল গদা কালনেমির মস্তকোপরি পতিত হইল। গদা-পতনে কালনেমির উত্তমাঙ্গ চূর্ণ হইল। তাহার মুকুট নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। ঐ অসুর তখন ক্ষরিত রুধিরধারায় রঞ্জিত হইয়া ধাতু-রসস্রাবী গিরির ন্যায় প্রতিভাত হইল। তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইল। অতিকষ্টে তাহার জীবনমাত্র অবশিষ্ট রহিল। সে অচেতন-অবস্থায় স্বীয় ভগ্নরথে পতিত হইল। দানব রথোপরি পতিত হইলে অরি-নিসূদন চক্রপাণি ভগবান্ তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—হে অসুর! তুমি মুক্ত হইয়াছ। নির্ভয়ে গমন কর। গিয়া আত্মজীবন রক্ষা কর। অনন্তর কিয়ৎকাল পরেই আমি তোমার অন্তক হইব। কেশবের এই কথা শুনিয়া কালনেমির সারথি রথ লইয়া দূরে পলায়ন করিল।২১১—২৪৩।

পঞ্চাশধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫০।

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
তং দৃষ্ট্বা দানবাঃ ক্রুদ্ধাশ্চেরুঃ স্বৈস্বৈর্বলৈর্বৃতাঃ
সরঘা ইব মাক্ষীক-হরণে সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ১
কৃষ্ণচামরজালাঢ্যে সুধাবিরচিতাঙ্কুরে।
চিত্রপঞ্চপতাকে তু প্রভিন্নকরটামুখে ॥ ২
পর্ব্বতাভে গজে ভীমে মদস্রাবিণি দুর্দ্ধরে।
আরুহ্যাজৌ নিমির্দৈত্যো হরিং প্রত্যুদ্যযৌবলী
তস্যাসন্ দানবা রৌদ্রা গজস্য পদরক্ষিণঃ।
সপ্তবিংশতিসাহস্রাঃ কিরীট-কবচোজ্জ্বলাঃ ॥৪

শুম্ভোঽপি বিপুলং মেষং সমারুহ্যাব্রজদ্রণম্ ॥৫
অপরে দানবেন্দ্রাস্তু যত্তা নানাস্ত্রপাণয়ঃ।
আজঘ্নুঃ সমরে ক্রুদ্ধা বিষ্ণুমক্লিষ্টকারিণম্ ॥৬
পরিঘেণনিমির্দৈত্যো মথনো মুদ্গরেণ তু।
শুম্ভঃ শূলেন তীক্ষ্নেন প্রাসেন গ্রসনস্তথা ॥৭
চক্রেণ মহিষঃ ক্রুদ্ধো জম্ভঃ শক্ত্যা মহারণে
জঘ্নুর্নারায়ণং সর্ব্বে শেষাস্তীক্ষ্ণৈশ্চ মার্গণৈঃ ॥৮
তান্যস্ত্রাণি প্রযুক্তানি শরীরং বিবিশুর্হরেঃ।
গুরুক্তান্যুপদিষ্টানি সচ্ছিষ্যাস্য শ্রুতাবিব ॥৯
অসম্ভ্রান্তো রণে বিষ্ণুরথ জগ্রাহ কার্ম্মুকম্
শরাংশ্চাশীবিষাকারাংস্তৈলধৌতানজিহ্মগান্ ॥
ততোঽভিসন্ধ্য দৈত্যাংস্তানাকর্ণাকৃষ্টকার্ম্মুকঃ।
অভ্যদ্রবদ্রণে ক্রুদ্ধো দৈত্যানীকে তু পৌরুষান্
নিমিং বিব্যাধ বিংশত্যা বাণানামগ্নিবর্চ্চসাম্।
মথনং দশভির্বাণৈঃ শুম্ভং পঞ্চভিরেব চ ॥১২
একেন মহিষং ক্রুদ্ধো বিব্যাধোরসি পত্রিণা।
জম্ভং দ্বাদশভিস্তীক্ষ্ণৈঃসর্ব্বাংশ্চৈকৈকশোঽষ্টভিঃ
তস্য তল্লাঘবং দৃষ্ট্বা দানবাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
নর্দ্দমানাঃ প্রযত্নেন চক্রুরত্যদ্ভুতং রণম্ ॥ ১৪
চিচ্ছেদাথ ধনুর্বিষ্ণোর্নিমির্ভল্লেন দানবঃ

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—তখন দানবগণ সক্রোধে নিজ নিজ বলে পরিবৃত হইয়া মধুহারী ব্যক্তিকে মধুমক্ষিকাগণের ন্যায় সেই মধুহারী হরিকে চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টন করিল। নিমি নামক বলবান্ দৈত্য, পর্ব্বতাভ, ভীম, উদ্ধত, মত্ত, মদস্রাবী, বিচিত্র পঞ্চ পতাকা-মণ্ডিত, সুধাকৃত বিন্দুজাল-শোভিত, কৃষ্ণচামরজাল-ভূষিত গজে আরোহণপূর্ব্বক হরির অভিমুখে প্রস্থান করিল। সপ্তবিংশতি সহস্র কিরীট-কবচ-মণ্ডিত রৌদ্র দানব তদীয় গজের পদ-রক্ষকরূপে তাহারই সহযাত্রী হইল। মথন দৈত্য অশ্বারোহণে, জম্ভক দানব উষ্ট্র বাহনে এবং শুম্ভ বিপুল মেষপৃষ্ঠে অবস্থিত হইয়া রণে প্রস্থান করিল। এতদ্ভিন্ন অপর দানব-গণও তখন বদ্ধপরিকর হইয়া নানা অস্ত্রশস্ত্র-হস্তে ক্রুদ্ধচিত্তে সেই সমরক্ষেত্রে অক্লিষ্ট-কর্ম্মা বিষ্ণুকে প্রহার করিতে লাগিল। নিমি দৈত্য পরিঘ, মথন দানব মুদ্গর, শুম্ভ তীক্ষ্ণ শূল, গ্রসনাসুর প্রাস, মহিষ চক্র, ক্রুদ্ধ জম্ভ শক্তি এবং অপরাপর দানবগণ তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সেই মহারণে নারায়ণকে প্রহার করিতে লাগিল। গুরূপদিষ্ট বাক্য যেমন সৎশিষ্যের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশলাভ করে, সেই সকল অস্ত্র-শস্ত্রও তদ্রূপ বিষ্ণুশরীরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। বিষ্ণু তখন অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে ধনুর্ধারণপূর্ব্বক কর্ণান্ত পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া আশীবিষাকার তৈলধৌত, অকুটিলগামী বাণজাল বর্ষণ করিতে করিতে সেই দৈত্য-দলের প্রতি ধাবিত হইলেন। ১—১১। তিনি অগ্নিতুল্য তেজঃপ্রদীপ্ত বিংশতি বাণে নিমি দানবকে, দশ শরে মথনকে এবং পঞ্চ সায়কে শুম্ভকে বিদ্ধ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে এক বাণে মহিষকে বক্ষস্থলে প্রহার করি-লেন। তারপর দ্বাদশটী তীক্ষ্ণ বাণে জম্ভকে আঘাতপূর্ব্বক অন্যান্য সকলকেই আট আট বাণে আহত করিলেন। দানবগণ বিষ্ণুর এবম্বিধ শীঘ্রকারিতা দর্শনে ক্রোধে মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে প্রযত্ন সহকারে মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিল। নিমি দানব ভল্লাঘাতে বিষ্ণুর শরাসন ছেদন

সন্ধ্যমানং শরং হস্তে চিচ্ছেদ মহিষাসুরঃ ॥২৫
পীড়য়ামাস গরুড়ং জম্ভস্তীক্ষ্ণৈস্তু সায়কৈঃ।
ভুজং তস্যাহনদ্গাঢ়ং শুম্ভো ভূধরসন্নিভঃ ॥১৬
ছিন্নে ধনুষি গোবিন্দো গদাং জগ্রাহ ভীষণাম্
তাং প্রাহিণোৎ স বেগেন মথনায় মহাহবে ॥১৭
তামপ্রাপ্তাং নিমির্বাণৈশ্চিচ্ছেদ তিলশো রণে
তাং নাশমাগতাং দৃষ্ট্বা হীনাগ্রে প্রার্থনামিব ॥১৮
জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরং দিব্যরত্নপরিষ্কৃতম্।
তং মুমোচাথ বেগেন নিমিমুদ্দিশ্য দানবম্ ॥১৯
তমায়ান্তং বিয়ত্যেব ত্রয়ো দৈত্যা ন্যবারয়ন্।
গদয়া জম্ভদৈত্যস্তু গ্রসনঃ পট্টিশেন তু ॥২০
শক্ত্যা চ মহিষো দৈত্যঃ স্বপক্ষজয়কাঙ্ক্ষয়া।
নিরাকৃতং তমালোক্য দুর্জ্জনে প্রণয়ং যথা ॥ ২১
জগ্রাহ শক্তিমুগ্রাগ্রামষ্টঘণ্টোৎকটস্বনাম্।
জম্ভায় তাং সমুদ্দিশ্য প্রাহিণোদ্রণভীষণঃ ॥২২

তামম্বরস্থাং জগ্রাহ গজো দানবনন্দনঃ।
গৃহীতাং তাং সমালোক্য শিক্ষামিব বিবেকিভিঃ
দৃঢ়ং ভারসহং সারমন্যদাদায় কার্ম্মুকম্
রৌদ্রাস্ত্রমভিসন্ধায় তস্মিন্ বাণং মুমোচ হ ॥ ২৪
ততোঽস্ত্রতেজসা সর্ব্বং ব্যাপ্তং লোকং চরাচরম্
ততো বাণময়ং সর্ব্বমাকাশং সমদৃশ্যত ॥ ২৫
ভূর্দ্দিশো বিদিশশ্চৈব বাণজালময়া বভুঃ।
দৃষ্ট্বা তদস্ত্রমাহাত্ম্যং সেনানীর্গ্রসনোঽসুরঃ ॥২৬
ব্রাহ্মমস্ত্রং চকারাসৌ সর্ব্বাস্ত্রবিনিবারণম্।
তেন তৎ প্রশমং যাতং রৌদ্রাস্ত্রং লোকঘস্মরম্
অস্ত্রে প্রতিহতে তস্মিন্ বিষ্ণুর্দানবসূদনঃ।
কালদণ্ডাস্ত্রমকরোৎ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥২৮
সন্ধীয়মানে তস্মিংস্তু মারুতঃ পরুষো ববৌ।
চকম্পে চ মহী দেবী দৈত্যা ভিন্নধিয়োঽভবন
তদস্ত্রমুগ্রং দৃষ্ট্বা তু দানবা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
চক্রুরস্ত্রাণি দিব্যানি নানারূপাণি সংযুগে ॥ ৩০

করিয়া ফেলিল। নিক্ষেপ করিবার জন্য বিষ্ণু যে বাণটী হস্তে লইয়াছিলেন, মহিষাসুর তাহা কর্ত্তন করিল। জম্ভ তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে গরুড়কে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ভূধর-সম শুম্ভ অসুর বাণদ্বারা বিষ্ণুর বাহুদেশ গাঢ়রূপে বিদ্ধ করিল। ধনু ছিন্ন হইলে গোবিন্দ ভীষণ গদা লইয়া সবেগে মথনা-সুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু নিমি দৈত্য মধ্যপথেই বাণদ্বারা তিল তিল প্রমাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিল। বিষ্ণু, হীন জন-সন্নিধানে প্রার্থনার ন্যায় সেই গদাকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া এক দিব্য রত্নভূষিত মুদ্গর গ্রহণপূর্ব্বক নিমি দানবের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। সেই মুদ্গর আপতিত হইতে দেখিয়া স্বপক্ষের জয়াকাঙ্ক্ষী জম্ভ গদা, গ্রসন পট্টিশ এবং মহিষদৈত্য শক্তি দ্বারা আকাশ পথেই উহাকে নিবারিত করিল। রণ-ভীষণ নারায়ণ তখন, দুর্জ্জনে প্রণয়ের ন্যায় সেই মুদ্গর নিরাকৃত হইল দেখিয়া অষ্টঘণ্টা-সমন্বিত, অত্যুগ্র, মহাশব্দশালী শক্তি লইয়া জম্ভের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন।১২—২২।

কিন্তু দানবনন্দন গজ, আকাশপথেই সেই শক্তি গ্রহণ করিল। বিষ্ণু, বিবেকী জনগণের শিক্ষার ন্যায় সহসা সেই শক্তিকে গৃহীত হইতে দেখিয়া সক্রোধে অপর এক ভারসহ, সারবান্, দৃঢ় কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক রৌদ্রাস্ত্র সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রের তেজে তখন চরাচর সর্ব্বলোক পরি-ব্যাপ্ত হইল। আকাশ মণ্ডল বাণময় হইয়া পড়িল। পৃথিবী, দিক্, বিদিক্ সমস্তই তখন বাণজালময়বৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দৈত্যসেনাপতি গ্রসনাসুর সেই অস্ত্রমাহাত্ম্য দর্শনে সর্ব্বাস্ত্রনিবারক ব্রাহ্ম অস্ত্র সন্ধান করিল। তাহাতে সেই লোকক্ষয়কারী রৌদ্রাস্ত্র প্রশমিত হইল। সেই অস্ত্র প্রতিহত হইলে দানবসূদন বিষ্ণু সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর কালদণ্ডাস্ত্র যোজনা করিলেন। সেই অস্ত্র সন্ধানকালে পরুষ বায়ু প্রবাহিত, মেদিনী কম্পিত এবং দৈত্যগণ হতবুদ্ধি হইল। যুদ্ধদুর্ম্মদ দানব-গণ, সেই উগ্র অস্ত্র নিবারণ-মানসে নানাবিধ দিব্য অস্ত্র সকল সন্ধান করিতে আরম্ভ

নারায়ণাস্ত্রং গ্রসনো গৃহীত্বা
চক্রং নিমিঃ স্বাস্ত্রবরং মুমোচ।
ঐষীকমস্ত্রঞ্চ চকার জম্ভ-
স্তৎকালদণ্ডাস্ত্রনিবারণায় ॥ ৩১
যাবন্ন সন্ধানদশাং প্রয়ান্তি
দৈত্যেশ্বরাশ্চাস্ত্রনিবারণায়।
তাবৎ ক্ষণেনৈব জঘান কোটী-
র্দৈত্যেশ্বরাণাং সগজান্ সহাশ্বান্ ॥ ৩২
অনন্তরং শান্তমভূৎ তদস্ত্রং
দৈত্যাস্ত্রযোগেণ তু কালদণ্ডম্।
শান্তং তদালোক্য হরিঃ স্বশস্ত্রং
স্ববিক্রমে মন্যুপরীতমূর্ত্তিঃ ॥ ৩৩
জগ্রাহ চক্রং তপনাযুতাভ-
মুগ্রারমাত্মানমিব দ্বিতীয়ম্।
চিক্ষেপ সেনাপতয়েঽক্ষিসন্ধ্য
কণ্ঠস্থলং বজ্রককঠোরমুগ্রম্ ॥ ৩৪
চক্রং তদাকাশগতং বিলোক্য
সর্ব্বাত্মনা দৈত্যবরাঃ স্ববীর্য্যৈঃ।
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং প্রচণ্ডং
দৈবং যথা কর্ম্ম মুধা প্রপন্নম্ ॥ ৩৫
তম প্রতর্ক্যং জনয়ন্নজয্যং
চক্রং পপাত গ্রসনস্য কণ্ঠে
দ্বিধা তু কৃত্বা গ্রসনস্য কণ্ঠং
তত্রক্তধারারুণঘোরনাভি
জগাম ভূয়োঽপি জনার্দ্দনস্য
পাণিং প্রবৃদ্ধানলতুল্যদীপ্তি ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে গ্রসনবধো নামৈক-
পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

তস্মিন্ বিনিহতে দৈত্যে গ্রসনে লোকনায়কে
নির্ম্মর্য্যাদমযুধ্যন্ত হরিণা সহ দানবাঃ ॥ ১
পট্টিশৈর্ম্মুষলৈঃ পাশৈর্গদাভিঃ কুণপৈরপি।
তীক্ষ্ণাননৈশ্চ নারাচৈশ্চক্রৈঃ শক্তিভিরেব চ ॥২
তানস্ত্রান্ দানবৈর্ম্মুক্তাংশ্চিত্রযোধী জনার্দ্দনঃ।
একৈকং শতশশ্চক্রে বাণৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥৩

করিল।২৩—৩০। সেই কালদণ্ডাস্ত্র নিবারণার্থ গ্রসন দানব নারায়ণাস্ত্র, নিমি স্বীয় চক্র এবং জম্ভ ঐষীক অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। পরন্তু ঐ সকল অস্ত্র সন্ধান করিবার মধ্যেই সেই কালদণ্ডাস্ত্র, অশ্ব-গজ সহ বহুকোটী দৈত্যসৈন্য সংহার করিয়া ফেলিল। পরে দৈত্যক্ষিপ্ত অস্ত্রে সেই কালদণ্ড প্রশান্ত হইল দেখিয়া হরি, স্বীয় বিক্রম প্রতিঘাত-হেতু অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অযুত তপন-সমদ্যুতি, উগ্র অরযুক্ত, বজ্রবৎ কঠোর স্বীয় দ্বিতীয় মূর্ত্তিসম চক্র গ্রহণপূর্ব্বক দৈত্য-সেনাপতির কণ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্যবরগণ সেই চক্রকে আকাশপথে আসিতে দেখিয়া নিজ নিজ বীর্য্যাশ্রয়ে তাহার নিবারণার্থ মহাযত্ন করিতে লাগিল। পরন্তু কর্ম্ম দ্বারা দেবের ন্যায় কোন ক্রমেই সেই প্রচণ্ড চক্রকে বারণ করিতে সমর্থ হইল না। সেই অনির্ব্বচনীয় প্রভাব-সম্পন্ন, জলদনলসম দীপ্ত চক্র, সবেগে দুর্জ্জয় গ্রসন দানবের কণ্ঠদেশে পতিত হইয়া উহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পুনরায় রক্তাপ্লুতাবস্থায়ই জনার্দ্দনের পাণি-গত হইল।৩১—৩৬।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৫১।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সেনাপতি গ্রসনাসুর নিহত হইলে পর, দানবদল উচ্ছৃঙ্খলভাবে হরি সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা পট্টিশ, মুষল, পাশ, গদা, কুণপ, তীক্ষ্ণমুখ নারাচ, চক্র ও শক্তি প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র প্রহার করিতে থাকিলে চিত্রযোধী জনার্দ্দন নিজ অগ্নিশিখাসম বাণ দ্বারা সেই সমস্ত

ততঃ ক্ষীণায়ুধপ্রায়া দানবা ভ্রান্তচেতসঃ।
অস্ত্রাণ্যাদাতুমভবন্ ন সমর্থা যদা রণে ॥ ৪
তদা মৃতৈর্গজৈরশ্বৈর্জনার্দ্দনমযোধয়ন্
সমন্তাৎ কোটিশো দৈত্যাঃ সর্ব্বতঃ
প্রত্যযোধয়ন ॥ ৫
বহু কৃত্বা রণং বিষ্ণুঃ কিঞ্চিচ্ছ্রান্তভুজোঽভবৎ।
উবাচ চ গরুত্মন্তং তস্মিন্ সুতুমুলে রণে ॥ ৬
গরুত্মন্ কচ্চিদশ্রান্তস্ত্বমস্মিন্নপি সাম্প্রতম্।
যদ্যশ্রান্তোঽসি তদ্যাহি মথনস্য রথং প্রতি ॥ ৭
শ্রান্তোঽস্যথ মুহূর্ত্তং ত্বং রণাদপসৃতো ভব।
ইত্যুক্তো গরুড়স্তেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৮
আসসাদ রণে দৈত্যং মথনং ঘোরদর্শনম্।
দৈত্যস্ত্বভিমুখং দৃষ্ট্বা শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্ ॥ ৯
জঘান ভিন্দিপালেন শিতবাণেন বক্ষসি।
তৎপ্রহারমচিন্ত্যৈব বিষ্ণুস্তস্মিন্ মহাহবে ॥ ১০
জঘান পঞ্চভির্বাণৈর্বর্জ্জিতৈশ্চ শিলাশিতৈঃ।
পুনর্দশভিরাকৃষ্টৈস্তং তত্রাস্ত স্তনান্তরে ॥ ১১
বিদ্ধো মর্ম্মসু দৈত্যেন্দ্রো হরিবাণৈরকম্পত।
স মুহূর্ত্তং সমাশ্বস্য জগ্রাহ পরিঘং তদা ॥ ১২
জঘ্নে জনার্দ্দনং চাপি পরিঘেণাগ্নিবর্চ্চসা।
বিষ্ণুস্তেন প্রহারেণ কিঞ্চিদাঘূর্ণিতোঽভবৎ ॥ ১৩
ততঃ ক্রোধবিবৃত্তাক্ষো গদাং জগ্রাহ মাধবঃ।
মথনং সরথং রোষান্নিষ্পিপেষাথ রোষতঃ ॥ ১৪
স পপাতাথ দৈত্যেন্দ্রঃ ক্ষয়কালেঽচলো যথা
তস্মিন নিপতিতে ভূমৌ দানবে বীর্য্যশালিনি
অবসাদং যযুর্দৈত্যাঃ কর্দ্দমে করিণো যথা।
ততস্তেষু বিপন্নেষু দানবেষ্বতিমানিষু ॥ ১৬
প্রকোপাদ্রক্তনয়নো মহিষো দানবেশ্বরঃ।
প্রত্যুদ্যযৌ হরিং রৌদ্রঃ স্ববাহুবলমাস্থিতঃ ॥
তীক্ষ্ণধারেণ শূলেন মহিষো হরিমর্দ্দয়ন্।
শক্ত্যা চ গরুড়ং বীরো মহিষোঽভ্যহনদ্ধৃদি ॥
ততো ব্যাবৃত্য বদনং মহাচলগুহানিভম্।
গ্রস্তুমৈচ্ছদ্রণে দৈত্যঃ সগরুত্মন্তমচ্যুতম্ ॥ ১৯

অস্ত্র-শস্ত্রের, প্রত্যেকটীকেই শত শত ভাগে ছেদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দৈত্যদল আয়ুধহীন হইয়া পড়িল। তখন অস্ত্রাভাবে তাহারা উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে মৃত অশ্বগজাদি দ্বারাই জনার্দ্দন সহ যুদ্ধ করিতে লাগিল। কোটি-কোটি দৈত্য তখন এইভাবেই জনার্দ্দনের চতুর্দ্দিকে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিল। সেই সুতুমল রণস্থলে বিষ্ণু বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ শ্রান্ত হইলেন এবং গরুড়কে বলিলেন,—হে গরুড়! তুমি কি এখন পর্য্যন্ত পরিশ্রান্ত হও নাই? যদি শ্রান্ত না হইয়া থাক, তবে মথনাসুরের রথের দিকে গমন কর। আর যদি শ্রান্ত হইয়া থাক, তবে মুহূর্ত্তকাল রণস্থল হইতে অপসৃত হও। প্রভাবশালী বিষ্ণু এইরূপ বলিলে গরুড় ঘোরদর্শন মথনাসুরের সন্নিহিত হইল। সেই দৈত্য শঙ্খ-চক্র-গদাধর হরিকে অভিমুখাগত দর্শনে শাণিত ভিন্দিপাল দ্বারা তদীয় বক্ষস্থলে আঘাত করিল। সেই মহারণে বিষ্ণু সে প্রহার গ্রাহ্য না করিয়া সুশাণিত পঞ্চ বাণ দ্বারা তাহাকে আহত করিয়া আকর্ণ আকৃষ্ট দশ বাণ দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। ১—১১। হরির সেই বাণাঘাতে দৈত্যেন্দ্র কম্পিত হইল এবং মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রাম করিয়া অগ্নিসমপ্রভ পরিঘ দ্বারা জনার্দ্দনকে আঘাত করিল। সেই প্রহারে বিষ্ণুও কিঞ্চিৎ আঘূর্ণিত হইলেন। পরে মাধব ক্রোধরক্ত-নেত্রে গদা গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মথনাসুরকে রথ সহিত নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন কল্পান্তকালীন গিরিবরের ন্যায় সেই বীর্য্যবান্ দানবেন্দ্র মথন, ভূপাতিত হইলে পঙ্কমগ্ন মাতঙ্গবৎ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। দানবেশ্বর রৌদ্রমূর্ত্তি মহিষাসুর তখন সেই অভিমানী দানবগণকে তাদৃশভাবে বিপন্ন দর্শনে কোপে রক্তলোচন হইয়া স্ববাহুবলগর্ব্বে হরির অভিমুখে প্রস্থিত হইল। সেই মহিষ দৈত্য তীক্ষ্ণধার শূল দ্বারা হরিকে আহত করিয়া শক্তিপ্রহারে গরুড়ের হৃদয় বিদ্ধ করিল। অতঃপর সেই দৈত্যবর, মহাগিরিগুহাসম বদন ব্যাদনপূর্ব্বক গরুড়সহ বিষ্ণুকে গ্রাস

অথাচ্যুতোঽপি বিজ্ঞায় দানবস্য চিকীর্ষিতম্।
বদনং পূরয়ামাস দিব্যৈরস্ত্রৈর্মহাবলঃ॥ ২০
মহিষস্যাথ সংহৃষ্টে বাণৌঘং গরুড়ধ্বজঃ।
পিধায় বদনং দিব্যৈর্দিব্যাস্ত্রপরিমন্ত্রিতৈঃ॥ ২১
স তৈর্বাণৈরভিহতো মহিষোঽচলসন্নিভঃ।
পরিবর্ত্তিতকায়োঽধঃ পপাত ন মমার চ॥ ২২
মহিষং পতিতং দৃষ্ট্বা ভূমৌ প্রোবাচ কেশবঃ।
মহিষাসুর মত্তস্ত্বং বধং নাস্ত্রৈরিহার্হসি॥ ২৩
যোষিদ্বধ্যঃ পুরোক্তোঽসি সাক্ষাৎ কমলযোনিনা।
উত্তিষ্ঠ জীবিতং রক্ষ গচ্ছাস্মাৎ সঙ্গরাদ্দ্রুতম্
তস্মিন পরাঙ্মুখে দৈত্যে মহিষে শুম্ভদানবঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটঃ কোপাদ্‌ভ্রূকুটীকুটিলাননঃ॥২৫
নির্ম্মথ্য পাণিনা পাণিং ধনুরাদায় ভৈরবম্।
সজ্যং চকার স ধনুঃ শরাংশ্চাশীবিষোপমান্॥

করিবার প্রয়াস প্রকাশ করিলে, মহাবল অচ্যুত বিষ্ণু সেই দানবের অভিপ্রায় বুঝিয়া দিব্যাস্ত্র দ্বারা তদীয় বদনবিবর পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ১২—২০। গরুড়ধ্বজ হরি অভিমন্ত্রিত দিব্যাস্ত্ররাশি দ্বারা মহিষাসুরের বদনবিবর পূরিত করিয়া আরও বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বাণসমূহে অভিহত হইয়া পর্ব্বতসম-কায় মহিষাসুর বিপর্য্যস্ত শরীরে ভূতলে পতিত হইল; পরন্তু মরিল না। কেশব তাহাকে তখন কহিলেন যে, হে মহিষাসুর! আমা হইতে তোমার মৃত্যু হইবে না; কারণ, পুরাকালে কমলযোনি সাক্ষাৎ হইয়া তোমাকে "তুমি রমণীর বধ্য হইবে" এই বর দিয়াছেন। অতএব তুমি উঠ, জীবন রক্ষা কর; এ সংগ্রামভূমি হইতে সত্বর অপসৃত হও। মহিষ দৈত্য পরাঙ্মুখ হইলে শুম্ভ দানব ক্রোধে অধর দংশনপূর্ব্বক ভ্রূকুটি-কুটিল-মুখে করে কর নিষ্পেষণ করিয়া ভৈরব শরাসন গ্রহণ করিল এবং তাহাতে জ্যারোপণপূর্ব্বক আশীবিষসম শরসমূহ দ্বারা বিষ্ণুকে ও গরুড়কে বিদ্ধ করিতে লাগিল।

স চিত্রযোধী দৃঢ়মুষ্টিপাত-
স্ততস্তু বিষ্ণুং গরুড়ঞ্চ দৈত্যঃ।
বাণৈর্জ্বলদ্বহ্নিশিখানিকাশৈঃ
ক্ষিপ্তৈরসংখ্যৈঃ পরিঘাতহীনৈঃ॥ ২৭
বিষ্ণুশ্চ দৈত্যেন্দ্রশরাহতোঽপি
ভুশুণ্ডিমাদায় কৃতান্ততুল্যাম্।
তয়া ভুশুণ্ড্যা চ পিপেষ মেষং
শুম্ভস্য পত্রং ধরণীধরাভম্॥ ২৮
তস্মাদবপ্লুত্য হতাচ্চ মেষাদ্-
ভূমৌ পদাতিঃ স তু দৈত্যনাথঃ।
ততো মহীস্থস্য হরিঃ শরৌঘান্
মুমোচ কালানলতুল্যভাসঃ॥ ২৯
শরৈস্ত্রিভিস্তস্য ভুজং বিভেদ
ষড়্‌ভিশ্চ শীর্ষং দশভিশ্চ কেতুম্।
বিষ্ণুর্বিকৃষ্টৈঃ শ্রবণাবসানং
দৈত্যস্য বিব্যাধ বিবৃত্তনেত্রঃ॥ ৩০
স তেন বিদ্ধো ব্যথিতো বভূব
দৈত্যেশ্বরো বিস্রুতশোণিতৌঘঃ।
ততোঽস্য কিঞ্চিচ্চলিতস্য ধৈর্য্যা-
দুবাচ শঙ্খাম্বুজশার্ঙ্গপাণিঃ॥ ৩১
কুমারিবধ্যোঽসি রণং বিমুঞ্চ
শুম্ভাসুর স্বল্পতরৈরহোভিঃ।

দৃঢ়মুষ্টি চিত্রযোধী বিষ্ণু সেই শুম্ভ দানবের জ্বলদগ্নিশিখাসম প্রকাশমান অব্যর্থ অসংখ্য বাণ দ্বারা তাড়িত হইয়া যম-সম ভুশুণ্ডী দ্বারা শুম্ভের বাহন মেষটীকে ধরাতলে নিষ্পেষণ করিলেন। তখন দৈত্যনাথ শুম্ভ সেই মেষ হইতে সহসা লম্ফপ্রদানে ভূতলে পদাতিরূপে অবস্থান করিল। তদ্দর্শনে হরি তৎপ্রতি কালানলতুল্য শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি বিবৃত্তনেত্রে কর্ণান্ত পর্য্যন্ত শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক তিন বাণে সেই দানবের ভুজদ্বয়, ছয় বাণে মস্তক এবং দশ বাণ দ্বারা রথকেতু বিদ্ধ করিলেন। দৈত্যেশ্বর শুম্ভ সেই বাণাঘাতে ব্যথিত ও ধৈর্য্যহীন হইল; তাহার দেহ হইতে শোণিতধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। তখন শঙ্খ-পদ্ম-শার্ঙ্গপাণি

বধং ন মত্তোঽর্হসি চেহ মূঢ়
বৃথৈব কিং যুদ্ধসমুৎসুকোঽসি ॥ ৩২
জম্ভো বচো বিষ্ণুমুখান্নিশম্য
নিমিশ্চ নিষ্পেষ্টুমিয়েষ বিষ্ণুম্‌ ।
গদামথোদম্য নিমিঃ প্রচণ্ডাং
জঘান গাঢ়ং গরুড়ং শিরস্তঃ ॥ ৩৩
জম্ভোঽপি বিষ্ণুং পরিঘেণ মূর্দ্ধ্নি
প্রমৃষ্টরত্নৌঘবিচিত্রভাসা ।
তৌ দানবাভ্যাং বিষমৈঃ প্রহারৈ-
র্নিপেতুরুর্ব্ব্যাং ঘন-পাবকাভৌ ॥ ৩৪
তৎ কর্ম্ম দৃষ্ট্বা দিতিজাস্তু সর্ব্বে
জগর্জ্জুরুচ্চৈঃ কৃতসিংহনাদাঃ ।
ধনূংষি চাস্ফোট্য খুরাভিঘাতৈ-
র্ব্যদারয়ন্‌ ভূমিমপি প্রচণ্ডাঃ ।
বাসাংসি চৈবাদুধুবুঃ পরে তু
দধ্মুশ্চ শঙ্খানকগোমুখৌঘান্‌ ॥ ৩৫
অথ সংজ্ঞামবাপ্যাশু গরুড়োঽপি সকেশবঃ ।

বিষ্ণু তাহাকে কহিলেন যে,—হে জম্ভাসুর! তুমি অল্প দিনমধ্যেই কুমারী-করে নিধন প্রাপ্ত হইবে; আমার হস্তে তোমার সংহার হইবে না। অতএব মূঢ়! তুমি বৃথা যুদ্ধার্থ সমুৎসুক হইতেছ কেন? বিষ্ণুবদন-নির্গত এই বচন শ্রবণে জম্ভ ও নিমি দানব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে নিষ্পিষ্ট করিবার অভি-প্রায়ে তদভিমুখে অগ্রসর হইল। নিমি এক প্রচণ্ডাকার গদা লইয়া তদ্দ্বারা গরুড়কে মস্তকে আহত করিল। জম্ভাসুরও উজ্জ্বল রত্নরাজি দ্বারা বিচিত্র কান্তিমান্‌ এক পরিঘ লইয়া বিষ্ণুর মস্তকে আঘাত করিল। দানব-দ্বয় কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে আহত হইয়া বিষ্ণু ও গরুড় উভয়ে মেঘ ও পাবকবৎ ভূতলে পতিত হইলেন। দিতিনন্দনগণ সকলেই সেই কর্ম্ম দর্শনে উচ্চ সিংহনাদ সহ গর্জ্জন করিতে লাগিল। কেহ কেহ ধনু অস্ফোটন, কেহ বা বস্ত্র-সঞ্চালন, এবং অপর অনেকে শঙ্খ গোমুখাদি বাদন করিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর গরুড়ও কেশব সহ চৈতন্য-লাভান্তে

পরাঙ্মুখো রণাৎ তস্মাৎ পলায়ত মহাজবঃ ॥৩৬
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে দেবাসুরসংগ্রামে মথনাদিসংগ্রামো নাম দ্বিপঞ্চাশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

তমালোক্য পলায়ন্তং বিভ্রষ্টধ্বজকার্ম্মুকম্‌ ।
হরিং দেবঃ সহস্রাক্ষো মেনে ভগ্নং হুরাহবে ॥১
দৈত্যাংশ্চ মুদিতান্‌ দৃষ্ট্বা কর্ত্তব্যং নাধ্যগচ্ছত
... যান্নিকটে বিষ্ণোঃ সুরেশঃ পাকশাসনঃ ॥
উবাচ চৈনং মধুরং প্রোৎসাহপরিবৃংহকম্‌ ।
কিমেভিঃ ক্রীড়সে দেব দানবৈর্দুষ্টমানসৈঃ ॥৩
দুর্জ্জনৈর্লব্ধরন্ধ্রস্য পুরুষস্য কুতঃ ক্রিয়াঃ ।
শক্তেনোপেক্ষিতো নীচো মন্যতে বলমাত্মনঃ
তস্মান্ন নীচং মতিমান্‌ দুর্গহীনং হি সন্ত্যজেৎ ।

সেই রণভূমি হইতে মহাবেগে পলায়ন করিলেন। ২১—৩৬।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।১৫২

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—সেই বিষম যুদ্ধে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, ধ্বজ-কার্ম্মুক-ভ্রষ্ট বিষ্ণুকে পলায়ন করিতে দেখিয়া স্বপক্ষের পরাজয় স্থির করিলেন। তিনি দৈত্যগণকে প্রমুদিত দর্শনে কর্ত্তব্য নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না। পরে সুরেশ্বর পাকশাসন ইন্দ্র, বিষ্ণুর নিকটবর্ত্তী হইয়া তদীয় উৎসাহবর্দ্ধক এই মধুর বাক্য বলিলেন যে, হে দেব! এই সকল দুষ্টচেতা দানবগণের সহিত আপনি ক্রীড়া করিতেছেন কেন? দুর্জ্জনগণ রন্ধ্র পাইলে সৎপুরুষবর্গের ক্রিয়া-সিদ্ধি হইবে কিরূপে? সমর্থ ব্যক্তি উপেক্ষা করিলে নীচ জনেরা আপনাদিগকে বলবান্‌ বলিয়া মনে করে। অতএব মতিমান্‌ জন

অথাগ্রেসরসম্পত্ত্যা রথিনো জয়মাপ্নুয়ুঃ ॥ ৫
কস্তে সখাভবচ্ছাগ্রে হিরণ্যাক্ষবধে বিভো।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো বীর্য্যশালী মদোদ্ধতঃ
ত্বাং প্রাপ্যাপশুদস্যুরো বিষমং স্মৃতিবিভ্রমম্।
পূর্ব্বেঽপ্যতিবলা যে চ দৈত্যেন্দ্রাঃ সুরবিদ্বিষঃ
বিনাশমাগতাঃ প্রাপ্য শলভা ইবপাবকম্।
যুগে যুগে চ দৈত্যানাং ত্বমেবান্তকরো হরে ॥৮
তথৈবাদ্যেহ মগ্নানাং ভব বিষ্ণো সমাশ্রয়ঃ।
এবমুক্তস্ততো বিষ্ণুর্ব্যবর্দ্ধত মহাভুজঃ ॥
ঋদ্ধ্যা পরময়া যুক্তঃ সর্ব্বভূতাশ্রয়োঽরিহা।
অথোবাচ সহস্রাক্ষং কালক্ষমমধোক্ষজঃ ॥ ১০
দৈত্যেন্দ্রাঃ স্বৈর্বধোপায়ৈঃশক্যা হন্তুংহি নান্যতঃ
দুর্জ্জয়স্তারকো দৈত্যো মুক্ত্বা সপ্তদিনং শিশুম্
কশ্চিৎস্ত্রীবধ্যতাং প্রাপ্তো বধেঽন্যস্য কুমারিকা
জম্ভশ্চ বধ্যতাং প্রাপ্তো দানবঃ ক্রূরবিক্রমঃ ॥
তস্মাদ্বীর্য্যেণ দিব্যেন জহি জম্ভং জগজ্জ্বরম্।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বাং বিনা স তু দানবঃ ॥
ময়া গুপ্তো রণে জম্ভং জগৎকণ্টকমুদ্ধর।
তদ্বৈকুণ্ঠবচঃ শ্রুত্বা সহস্রাক্ষোঽমরারিহা ॥ ১৪
সমাদিশৎ সুরান্ সর্ব্বান্ সৈন্যস্য রচনাং প্রতি
যৎ সারং সর্ব্বলোকেষু বীর্য্যস্য তপসোঽপি চ
তদেকাদশরুদ্রাংশ্চ চকারাগ্রেসরান্ হরিঃ।
ব্যালভোগাঙ্গসন্নদ্ধা বলিনো নীলকন্ধরাঃ ॥১৬
চন্দ্রখণ্ডনৃমুণ্ডালী-মণ্ডিতোরুশিখণ্ডিনঃ।
শূলজ্বালাবলিপ্তাঙ্গা ভুজমণ্ডলভৈরবাঃ ॥ ১৭
পিঙ্গোত্তুঙ্গজটাজূটাঃ সিংহচর্ম্মানুষঙ্গিণঃ।
কপালীশাদয়ো রুদ্রা বিদ্রাবিতমহাসুরাঃ ॥ ১৮
কপালী পিঙ্গলো ভীমো বিরূপাক্ষো বিলোহিতঃ

কর্ত্তৃক দুর্গহীন শত্রু কদাচ পরিত্যাগ-যোগ্য নহে। "রথিগণ সঙ্গীয় সৈন্য-সামন্তের সাহায্যেই জয়লাভ করেন!" একথাও আপনার পক্ষে বলা অসঙ্গত। দেখুন, হে বিভো! হিরণ্যাক্ষ-বধসময়ে কোন ব্যক্তি আপনার সহায় হইয়াছিল? বীর্য্যশালী মদোদ্ধত হিরণ্যকশিপু দৈত্য আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া স্মৃতিহীন হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বে আরও কত অতি বলবান্ সুরবৈরী দৈত্যেন্দ্র, পাবকস্পর্শে শলভের ন্যায় আপনার সংসর্গে বিনাশ লাভ করিয়াছে। হে হরে! যুগে যুগে দৈত্যগণের তুমিই সংহার কর। হে বিষ্ণো! অদ্য এ ক্ষেত্রেও তুমি এই মগ্নপ্রায় আমাদিগের আশ্রয় হও। দেবরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মহাভুজ, সুরশত্রুঘাতী সর্ব্বভূতাশ্রয় বিষ্ণু তখন পরম শোভা ধারণপূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে অধোক্ষজ বিষ্ণু সহস্রাক্ষকে তৎকালোচিত এই বাক্য বলিলেন যে,—স্ব স্ব বধোপায় ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে দৈত্যেন্দ্রগণ হনন-যোগ্য নহে। দুর্জ্জয় তারক দৈত্য, সপ্তদিন-বয়স্ক বালক ভিন্ন অপর কাহারও হস্তে নিহত হইবার নহে। দৈত্যেগণ কেহ স্ত্রীবধ্য, কেহ বা কুমারীবধ্য। তন্মধ্যে ক্রূরবিক্রম জম্ভ দানব তোমার বধ্য হইয়াছে।১—১২। অতএব তুমি দিব্য বীর্য্যপ্রভাবে সেই জগজ্জ্বর-স্বরূপ জম্ভ দানবকে বধ কর। তুমি ব্যতীত অপর সর্ব্বভূতেরই সেই দানব অবধ্য। তুমি আমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া জগৎকণ্টক জম্ভাসুরকে হত্যা কর। অমরারিহর সহস্রাক্ষ, বৈকুণ্ঠনাথের সেই কথা শ্রবণে সমস্ত সুরগণের প্রতি সৈন্যসজ্জা করিতে আদেশ করিলেন। সর্ব্বলোকমধ্যে যাঁহারা বীর্য্য ও তপস্যার সারস্বরূপ, সেই একাদশ রুদ্রকে তিনি সর্ব্বসৈন্যের পুরোভাগে স্থাপন করিলেন। সেই বলবান্ রুদ্রগণের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, শরীর সর্পাভরণে সমাচ্ছন্ন, ললাটে চন্দ্রখণ্ড, গলে মুণ্ডমালাবলী এবং শিরোভাগে সমুন্নত শিখা বিরাজমান। তাঁহাদিগের জটাজূট পিঙ্গলবর্ণ ও উদ্ধতভাবব্যঞ্জক। ভুজদণ্ড সকল ভীষণাকার এবং সর্ব্বশরীর হস্তস্থ শূলের প্রভায় সমুজ্জ্বল। ইঁহারা সকলেই সিংহচর্ম্মধারী। এই কপালী প্রভৃতি রুদ্রগণ দৈত্যদলকে বিদ্রাবিত করিয়া তুলিলেন। এই রুদ্রগণের নাম

অজেশঃ শাসনঃ শাস্তা শম্ভুশ্চণ্ডো ধ্রুবস্তথা ॥
এতে একাদশানন্তবলা রুদ্রাঃ প্রভাবিণঃ ।
পালয়ন্তো বলস্যাগ্রং দারয়ন্তশ্চ দানবান্ ॥ ২০
আপ্যায়য়ন্তস্ত্রিদশান্ গর্জ্জন্ত ইব চাম্বুদাঃ ।
হিমাচলাভে মহতি কাঞ্চনাম্বুরুহস্রজি ॥ ১
প্রচলচ্চামরে হেম-ঘণ্টাসঙ্ঘাতমণ্ডিতে ।
ঐরাবতে চতুর্দ্দন্তে মাতঙ্গেঽচলসংস্থিতে ॥ ২২
মহামদজলস্রাবে কামরূপে শতক্রতুঃ ।
তস্থৌ হিমগিরেঃ শৃঙ্গে ভানুমানিব দীপ্তিমান্ ॥
তস্যারক্ষৎ পক্ষং সব্যং মারুতোঽমিতবিক্রমঃ ।
জুগোপাপরমগ্নিস্তু জ্বালাপূরিতদিঙ্মুখঃ ॥ ২৪
পৃষ্ঠরক্ষোঽভবদ্বিষ্ণুঃ সসৈন্যস্য শতক্রতোঃ ।
আদিত্যা বসবো বিশ্বে মরুতশ্চাশ্বিনাবপি ॥২৫
গন্ধর্ব্বা রাক্ষসা যক্ষাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ ।
নানাবিধায়ুধাশ্চিত্রা দধানা হেমভূষণাঃ ॥ ২৬
কোটিশঃ কোটিশঃ কৃত্বা বৃন্দং চিহ্নোপলক্ষিতা
বিশ্রাবয়ন্তঃ স্বাং কীর্ত্তিং বন্দিবৃন্দপুরঃসরাঃ
চেরুর্দৈত্যবধে হৃষ্টাঃ সহেন্দ্রাঃ সুরজাতয়ঃ ॥ ৭
শতক্রতোরমরনিকায়পালিতা
পতাকিনী গজশতবাজিনাদিতা ।
সিতাতপত্রধ্বজপটকোটিমণ্ডিতা
বভূব সা দিতিসুতশোকবর্দ্ধিনী ॥ ২৮
আয়ান্তীমবলোক্যাথ সুরসেনাং গজাসুরঃ ।
গজরূপী মহাম্ভোদ-সঙ্ঘাতো ভাতি ভৈরবঃ ॥২৯
পরশ্বধায়ুধো দৈত্যো দংশিতোষ্ঠকসম্পুটঃ ।
মমর্দ্দ চরণে দেবাংশ্চিক্ষেপান্যান্ করেণ তু ॥৩০
পরান্ পরশুনা জঘ্নে দৈত্যেন্দ্রো রৌদ্রবিক্রমঃ
তস্য পাতয়তঃ সেনা যক্ষ গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাঃ ॥৩১
মুমুচুঃ সংহতাঃ সর্ব্বে চিত্রশস্ত্রাস্ত্রসংহতিম্ ।
পাশান্ পরশ্বধাংশ্চক্রান্ ভিন্দিপালান্ সমুদ্গরান্
কুন্তান্ প্রাসানসীংস্তীক্ষ্ণান্ মুদ্গরাংশ্চাপি দুঃসহান্
তান্ সর্ব্বান্ সোঽগ্রসদ্দৈত্যঃ কবলানিব যূথপঃ
কোপাস্ফালিতদীর্ঘাগ্র-করাস্ফোটেন পাতয়ন ।

যথা,—কপালী, পিঙ্গল, ভীম, বিরূপাক্ষ, বিলোহিত, অজেশ, শাসন, শাস্তা, শম্ভু, চণ্ড ও ধ্রুব। অনন্ত বল ও প্রভাবশালী এই একাদশ রুদ্র, সুরসৈন্যগণের পুরোভাগ পালনপূর্ব্বক দানবদল-দলনসহকারে দেবগণকে আপ্যায়িত করিয়া অম্বুদবৎ গর্জ্জন করিতে করিতে প্রস্থিত হইলেন। শতক্রতু ইন্দ্র, কাঞ্চন-কমলমালামণ্ডিত, চঞ্চল-চামর-শোভিত, হৈম-ঘণ্টাজাল-ভূষিত, চতুর্দ্দন্ত, কামরূপী, হিমাগিরি-সম, মদজলধারা-ক্ষরণ-কারী সুমহান ঐরাবত হস্তীতে আরূঢ় হইয়া হিমাচলশৃঙ্গে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ১৩—২৩। অমিতবিক্রম মারুত দেব সেই শতক্রতু ইন্দ্রের বাম ভাগ এবং জ্বালামালাপূর্ণ অগ্নিদেব দক্ষিণ ভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু সসৈন্যে তদীয় পৃষ্ঠদেশ রক্ষায় নিরত হইলেন। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় এবং বসু, বিশ্বদেব, মরুৎ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর ও উরগগণ—সকলেই স্বর্ণালঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত এবং নানাবিধ বিচিত্র চিহ্নযুক্ত আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক স্বস্ব কীর্ত্তি কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে বন্দিবৃন্দ দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া ইন্দ্রসহ দৈত্যবধার্থ যাত্রা করিলেন। শতক্রতু ইন্দ্রের সেই অমর-নিকর-পালিতা, শত শত গজবাজিনাদিতা, কোটি কোটি শ্বেত ছত্র ও ধ্বজ দ্বারা মণ্ডিতা সেই পতাকিনী তখন দিতিসুতগণের শোক-বিবর্দ্ধিনী হইল। ২৪—২৮। সুরসেনাকে এইভাবে আপতিত হইতে দেখিয়া গজ নামক অসুর, গজরূপ ধারণপূর্ব্বক মহা-মেঘ-সঙ্ঘাত-সম শোভা ধারণ করিল। সেই রৌদ্রবিক্রম ভৈরব অসুর, পরশ্বধ হস্তে অধর দংশনপূর্ব্বক দেবগণের কাহাকেও পদাঘাতে মর্দ্দিত, কাহাকেও করপ্রহারে দূরক্ষিপ্ত এবং কাহাকেও বা পরশ্বধাঘাতে নিহত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যক্ষ-গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ মিলিত হইয়া তৎপ্রতি পাশ, পরশ্বধ, চক্র, ভিন্দিপাল, মুদ্গর, কুন্ত, প্রাস, তীক্ষ্ণ অসি ও দুঃসহ মুদ্গরাদি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সেই দৈত্য, যূথপতি হস্তীর গ্রাস কবল

বিচোর রণে দেবান্ তুচ্ছপ্রেক্ষ্যো গজদানবঃ ॥৩৪
যস্মিন্ যস্মিন্ নিপততি সুরবৃন্দে গজাসুরঃ।
তস্মিংস্তস্মিন্ মহাশব্দো হাহাকারকৃতোঽভবৎ ॥
অথ বিদ্রবমাণং তদ্বলং প্রেক্ষ্য সমন্ততঃ।
রুদ্রাঃ পরস্পরং প্রোচুরহঙ্কারোত্থিতার্চ্চিষঃ ॥
ভো ভো গৃহ্নীত দৈত্যেন্দ্রং মর্দ্দতৈনং হতাশ্রয়ম্
কর্ষতৈনং শিতৈঃ শূলৈর্ভঙ্ক্তৈনঞ্চ মর্ম্মসু ॥ ৩৭
কপালী বাক্যমাকর্ণ্য শূলং শিতশিখামুখম্।
সম্মার্জ্জ্য বামহস্তেন সংরম্ভবিবৃতেক্ষণঃ ॥ ৩৮
অধাবদ্ভ্রূকুটীবক্ত্রো দৈত্যেন্দ্রাভিমুখো রণে।
দৃঢ়েন মুষ্টিবন্ধেন শূলং বিষ্টভ্য নির্ম্মলম্ ॥ ৩৯
জঘান কুম্ভদেশে তু কপালী গজদানবম্।
ততো দশাপি তে রুদ্রা নির্ম্মলায়োময়ৈ রণে ॥
জঘ্নুঃ শূলৈশ্চ দৈত্যেন্দ্রং শৈলবর্ষ্মাণমাহবে।
ক্ষতশোণিতরক্তাক্ত শিতশূলমুখার্দ্দিতঃ ॥ ৪১
বভৌ কৃষ্ণচ্ছবির্দৈত্যঃ শরদীবামলং সরঃ।
প্রোৎফুল্লারুণনীলাব্জসঙ্ঘাতৈঃ সর্ব্বতো দিশঃ।
ভস্মশুভ্রতনুচ্ছায়ৈ রুদ্রৈর্হংসৈরিবাবৃতঃ ॥ ৪২
উপাস্থিতার্ত্তির্দৈত্যোঽথ প্রচলৎকর্ণপল্লবঃ ॥ ৪৩
শম্ভুং বিভেদ দশনৈর্নাভিদেশে গজাসুরঃ,
দৃষ্ট্বা সক্তস্তু রুদ্রাভ্যাং নব রুদ্রাস্ততোঽদ্ভুতম্
ততক্ষুর্বিবিধৈঃ শস্ত্রৈঃ শরীরমমরদ্বিষঃ।
নির্ভয়া বালনো যুদ্ধে রণভূমৌ ব্যবস্থিতাঃ ॥৪৫
মৃতং মহিষমাসাদ্য বনে গোমায়বো যথা।
কপালিনং পরিত্যজ্য গতশ্চাসুরপুঙ্গবঃ ॥ ৪৬
বেগেন কুপিতো দৈত্যো নব রুদ্রানুপাদ্রবৎ।
মমর্দ্দ চরণাঘাতৈর্দন্তৈশ্চাপি করেণ চ ॥ ৪৭
স তৈস্তুমুলযুদ্ধেন শ্রমমাসাদিতো যদা।
তদা কপালী জগ্রাহ করং তস্যামরদ্বিষঃ ॥৪৮

গ্রহণের ন্যায় অবলীলাক্রমে তৎসমস্তই গ্রাস করিয়া ফেলিল। পরে সেই গজাসুর ক্রোধে দুর্নিরীক্ষ্যমূর্ত্তি হইয়া দীর্ঘভুজ আস্ফালনপূর্ব্বক দেবগণকে ইতস্ততঃ পাতিত করত রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই গজাসুর তখন যে যে দেবদলমধ্যে আপতিত হইতে লাগিল, সেই সেই স্থলেই মহান্ হাহাকার রব উত্থিত হইল। অনন্তর দেবসৈন্যগণকে বিদ্রুত দেখিয়া অহঙ্কারে স্ফূর্ত্তিমান্ রুদ্রগণ পরস্পর এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, ওহে, ওহে দেবগণ! তোমরা এই নিঃসহায় দৈত্যেন্দ্রকে ধারণপূর্ব্বক মর্দ্দন কর। ইহাকে শাণিতশূলে বিদ্ধ করিয়া আকর্ষণ কর। ইহার মর্ম্মসমূহ ভঞ্জন কর। রুদ্রগণের এই বাক্যশ্রবণে কপালী নামক রুদ্র, বাম করাগ্র দ্বারা শাণিত শূলাগ্র পরিমার্জ্জিত করিয়া ক্রোধবিস্ফারিত-নেত্রে ভ্রূকুটী-কুটিলবক্ত্রে সেই দৈত্যেন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে নির্ম্মল শূল ধারণপূর্ব্বক গজদানবের কুম্ভদেশে আঘাত করিলেন। পরে অপর দশজন রুদ্রও শাণিত লৌহময় শূল সকলদ্বারা সেই শৈল-সম সমুন্নত-শরীর দৈত্যবরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই সকল শূলাঘাতে গজাসুরের শরীর হইতে অজস্র ধারায় শোণিত ক্ষরিত হইতে লাগিলে চতুর্দ্দিকে রুদ্রগণবেষ্টিত সেই শ্যামকান্তি দানববর শরৎকালীন প্রফুল্ল রক্ত ও নীলকমলমালা-মণ্ডিত হংসগণাবৃত অমল সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ২৯—৪২। গজাসুর তাদৃশভাবে আহত হইয়া কর্ণপল্লব সঞ্চালনপূর্ব্বক সবেগে দশন দ্বারা শম্ভুর নাভিদেশে আঘাত করিল। তাহাকে দুই জন রুদ্রসহ অদ্ভুতভাবে যুদ্ধাসক্ত দর্শনে অপর রুদ্রগণ বিবিধ শস্ত্র দ্বারা সেই অমরবৈরীর শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। শৃগালদল যেমন বনভূমে মৃত মহিষকে বেষ্টন করিয়া থাকে, বলবান্ ও ভয়হীন রুদ্রগণ তেমনভাবে রণভূমে গজাসুরকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। অতঃপর কুপিত অসুরপুঙ্গব কপালীকে পরিত্যাগ করিয়া সবেগে অন্যান্য রুদ্রগণের প্রতি ধাবিত হইল এবং কর, চরণ ও দশনাঘাতে রুদ্রগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তুমুল যুদ্ধের পর সেই গজ দৈত্যবর যখন বিশেষ শ্রান্ত হইল, তখন কপালী রুদ্র সেই অমর-

ভ্রাময়ামাস বেগেন হস্তীব চ গজাসুরম্।
দৃষ্ট্বা শ্রমাতুরং দৈত্যং কিঞ্চিৎস্ফুরিতজীবিতম্
নিরুৎসাহং রণে তস্মিন্ গতযুদ্ধোৎসবোদ্যমম্।
ততঃ পতত এবাস্য চর্ম্ম চোৎকৃত্য ভৈরবম্।
স্রবৎসর্ব্বাঙ্গরক্তৌঘং চকারাম্বরমাত্মনঃ॥ ৫০
দৃষ্ট্বা বিনিহতং দৈত্যং দানবেন্দ্রা মহাবলাঃ॥৫১
বিত্রেসুর্দ্রুদ্রুবুর্জগ্মুর্নিপেতুশ্চ সহস্রশঃ।
দৃষ্ট্বা কপালিনো রূপং গজচর্ম্মাম্বরাবৃতম্॥ ৫২
দিক্ষু ভূমৌ তমেবোগ্রং রুদ্রং দৈত্যা ব্যলোকয়ন্
এবং বিলুলিতে তস্মিন্ দানবেন্দ্রে মহাবলে॥
দ্বিপাধিরূঢ়ো দৈত্যেন্দ্রো হতদুন্দুভিনা ততঃ॥
কল্পান্তাম্বুধরাভেণ দুর্দ্ধরেণাপি দানবঃ॥ ৫৪
নিমিরভ্যপতৎ তূর্ণং সুরসৈন্যানি লোড়য়ন।
যাং যাং নিমিগজো যাতি দিশং তাং তাং
সবাহনাঃ॥ ৫৫
সন্ত্যজ্য দুদ্রুবুর্দেবা ভয়ার্ত্তাস্ত্যক্তহেতয়ঃ।
গন্ধেন সুরমাতঙ্গা দুদ্রুবুস্তস্য হস্তিনঃ॥ ৫৬
পলায়িতেষু সৈন্যেষু সুরাণাং পাকশাসনঃ।
তস্থৌ দিক্পালকৈঃ সার্দ্ধমষ্টভিঃ কেশবেন চ॥
সম্প্রাপ্তো নিমিমাতঙ্গো যাবচ্ছক্রগজং প্রতি।
তাবচ্ছক্রগজো যাতো মুক্ত্বা নাদং স ভৈরবম্
ধ্রিয়মাণোঽপি যত্নেন স রণে নৈব তিষ্ঠতি।
পলায়িতে গজে তস্মিন্নারূঢ়ঃ পাকশাসনঃ॥ ৫৯
বিপরীতমুখোঽযুধ্যদ্দানবেন্দ্রবলং প্রতি।
শতক্রতুস্তু বজ্রেণ নিমিং বক্ষস্যতাড়য়ৎ॥ ৬০
গদয়া দন্তিনশ্চাস্য গণ্ডদেশেঽহনদ্দৃঢ়ম্।
তৎপ্রহারমচিন্ত্যৈব নিমির্নির্ভয়পৌরুষঃ॥ ৬১
ঐরাবতং কটীদেশে মুদ্গরেণাভ্যতাড়য়ৎ।
স হতো মুদ্গরেণাথ শক্রকুঞ্জর আহবে॥ ৬২
জগাম পশ্চাচ্চরণৈর্ধরণীং ভূধরাকৃতিঃ।
লাঘবাৎ ক্ষিপ্রমুত্থায় ততোঽমরমহাগজঃ॥৬৩
রণাদপসসর্পাশু ভীষিতো নিমিহস্তিনা।

রিপুর করধারণপূর্ব্বক অতিবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন। তাহাতে ক্রমশঃ গজাসুর শ্রমাতুর, নিরুৎসাহ ও যুদ্ধোদ্যমহীন হইয়া পড়িল। তাহার জীবনের অল্প স্ফুরণ রহিল মাত্র। তদ্দর্শনে কপালী উঁহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন অতঃপর তাহার ভীষণ চর্ম্ম উৎকর্ত্তনপূর্ব্বক স্বীয় বসনরূপে পরিধান করিলেন। তখন তাহার সর্ব্বাবয়ব হইতে রুধিরধারা ক্ষরিতে লাগিল॥৪৩—৫০। মহাবল দানবেন্দ্রগণ সেই যুদ্ধে গজাসুরকে বিনিহত দর্শনে ত্রাসবশে কেহ ধাবিত, কেহ ভূপতিত, কেহ বা ধীরগমনে পলায়িত হইতে লাগিল। দৈত্যগণ তখন গজচর্ম্মাম্বরাবৃত কপালী রুদ্রের রূপ দর্শনে এমন ভীত হইল যে, দশদিকে সেই উগ্র রুদ্রমূর্ত্তিই অবলোকন করিতে লাগিল। মহাবল গজাশূর এইরূপে বিধ্বস্ত হইলে, নিমি দানব হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া কল্পান্তকালীন জলদসম দুর্দ্ধর নামক দানবের সহিত দুন্দুভিবাদ্যসহকারে সবেগে সুরসৈন্য আলোড়নপূর্ব্বক সেই স্থানে আপতিত হইল। নিমি দানবের গজরাজ যে যে দিকে যাইতে লাগিল, দেবগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া শস্ত্রাস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। সেই হস্তীর গন্ধাসহিষ্ণু মাতঙ্গগণ পলায়নপর হইল। সুরসৈন্যগণ পলায়ন করিলে সুররাজ অষ্ট দিক্পাল ও কেশবের সহিত রণস্থলেই বিদ্যমান রহিলেন।৫১—৫৭। নিমিদানবের সেই গজবর, সুরেন্দ্রগজের সন্নিহিত হইবামাত্র, সুরেন্দ্রগজ ঘোর চীৎকার সহকারে পলায়ন করিতে লাগিল। বহু যত্ন করিলেও কিছুতেই সে নিবৃত্ত হইল না। গজপৃষ্ঠস্থ সুরেন্দ্র তখন বিপরীতমুখে যাইতে যাইতে দানববল সহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি বজ্রদ্বারা নিমিকে বক্ষঃস্থলে আহত করিয়া তদীয় হস্তীর ও গণ্ডদেশে গদা দ্বারা দৃঢ় প্রহার করিলেন। পরন্তু ভয়হীন, পৌরুষবান্ নিমি দানব সেই প্রহার অগ্রাহ্য করিয়া মুদ্গরদ্বারা ঐরাবতের কটিদেশে প্রহার করিলে সুরেন্দ্রের ভূধরাকৃতি কুঞ্জর ঐরাবত সেই আঘাতে পশ্চাৎ পদদ্বয় দ্বারা ধরণী অবলম্বন করিল। অমরবরের সেই গজরাজ লাঘববশতঃ অতিক্রত উত্থিত

ততো বায়ুবরৌ রূক্ষো বহুশর্করপাংশুলঃ ॥ ৬৪
সম্মুখো নিমিমাতঙ্গো জবনাচলকম্পনঃ।
স্রুতরক্তো বভৌ শৈলো ঘনধাতুহ্রদো যথা ॥৬৫
ধনেশোঽপি গদাং গুর্ব্বীং তস্য দানবহস্তিনঃ।
চিক্ষেপ বেগাদ্দৈত্যেন্দ্রো নিপপাতাস্য মূর্দ্ধনি
গজো গদানিপাতেন স তেন পরিমূর্চ্ছিতঃ।
দন্তৈর্ভিত্ত্বা ধরাং বেগাৎ পপাতাচলসন্নিভঃ ॥৬৭
পতিতে তু গজে তস্মিন্ সিংহনাদো মহানভূৎ
সর্ব্বতঃ সুরসৈন্যানাং গজবৃংহিতবৃংহিতৈঃ ॥ ৬৮
হ্রেষারবেণ চাশ্বানাং গুণাস্ফোটৈশ্চ ধন্বিনাম্।
গজং তং নিহতং দৃষ্ট্বা নিমিঞ্চাপি পরাঙ্মুখম্ ॥
শ্রুত্বা চ সিংহনাদঞ্চ সুরাণামতিকোপনঃ।
জম্ভো জজ্বাল কোপেন পীতাজ্য ইব পাবকঃ

হইয়া নিমিহস্তীর ভয়ে রণস্থল হইতে সবেগে প্রস্থান করিল। অনন্তর বায়ুদেব অতি পরুষাকারে মহাবেগে বহু ধূলিশর্করা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পবনদেবের তাদৃশ বেগেও সেই অভিমুখবর্ত্তী নিমিমাতঙ্গ বিচলিত বা কম্পিত হইল না; তাহার সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা ক্ষরিত হইতেছিল। তখন সেই গজরাজ সিন্দূরহ্রদ গিরিবৎ বিরাজিত হইল। তখন ধনেশ্বর অগ্রসর হইয়া সেই দানবগজের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সবেগে একটা গুরুতর গদা নিক্ষেপ করিলেন। গদাঘাতে সেই অচলপ্রতিম হস্তী জ্ঞানহীন হইয়া দন্ত দ্বারা ভূমি ভেদপূর্ব্বক পতিত হইল। নিমি দানবও গজপৃষ্ঠ হইতে লম্ফপ্রদানে আত্মত্রাণ করিল। সেই গজ পতিত হইলে সমগ্র দেবসৈন্য মধ্যে মহান্ সিংহনাদ ও গজবৃংহিত ধ্বনি, অশ্বগণের হ্রেষারব ও ধানুকীদিগের গুণ-টঙ্কারাদি বিবিধ আনন্দধ্বনি প্রবৃত্ত হইল। সেই গজ নিহত ও নিমি দানব পরাঙ্মুখ হইল দেখিয়া এবং সুরগণের সেই সিংহনাদ শুনিয়া অতি কোপন জম্ভদানব ঘৃতসংযোগে পাবকের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। ৫৮—৭০। সে

স সুরান্ কোপরক্তাক্ষো ধনুষ্যারোপ্য সায়কম্
তিষ্ঠতেত্যব্রবীৎ তাবৎ সারথিঞ্চাপ্যচোদয়ৎ
বেগেন চলতস্তস্য রথস্যাভবদ্দ্যুতিঃ।
যথাদিত্যসহস্রস্যাভ্যুদিতস্যোদয়াচলে ॥ ৭২
পতাকিনা রথেনাজৌ কিঙ্কিণীজালমালিনা।
শশিশুভ্রাতপত্রেণ স তেন স্যন্দনেন তু ॥ ৭৩
ঘট্টয়ন্ সুরসৈন্যানাং হৃদয়ং সমদৃশ্যত।
তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য ধনুষ্যাহিতসায়কঃ ॥ ৭৪
শতক্রতুরদীনাত্মা দৃঢ়মাধত্ত কার্ম্মুকম্।
বাণঞ্চ তৈলধৌতাগ্রমর্দ্ধচন্দ্রমজিহ্মগম্ ॥ ৭৫
তেনাস্য সশরং চাপং রণে চিচ্ছেদ বৃত্রহা।
ক্ষিপ্রং সন্ত্যজ্য তচ্চাপং জম্ভো দানবনন্দনঃ ॥
অন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় বেগবদ্ভারসাধনম্।
শরাংশ্চাশীবিষাকারাংস্তৈলধৌতানজিহ্মগান্ ॥
শক্রং বিব্যাধ দশভির্জত্রুদেশে তু পত্রিভিঃ।
হৃদয়ে চ ত্রিভিশ্চাপি দ্বাভ্যাঞ্চ স্কন্ধয়োর্দ্বয়োঃ।
শক্রোঽপি দানবেন্দ্রায় বাণজালমপীদৃশম্।

কোপরক্ত-নেত্রে শরাসনে শর সন্ধানপূর্ব্বক সুরসৈন্যগণকে 'থাক্, থাক্' এই কথা বলিয়া সারথিকে রথচালনে অনুমতি করিল। জম্ভাসুরের সেই রথ, বেগে গমন করিতে থাকিলে তখন উহার শোভা উদয়াচলে উদীয়মান আদিত্যসহস্রের প্রভার ন্যায় প্রতীত হইল। পতাকাশোভিত, কিঙ্কিণীজালমালা-মণ্ডিত, শশিবৎ শ্বেতচ্ছত্র-ভূষিত সেই রথবর অতঃপর সুরসৈন্যের হৃদয়ালোড়নপূর্ব্বক দর্শনগোচর হইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া অদীনাত্মা শতক্রতু দৃঢ়মুষ্টিতে ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক একটী তৈলধৌতাগ্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণ সংযোজন করিয়া জম্ভের সশর ধনুশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দানবনন্দন জম্ভ, ত্বরায় অন্য ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক আশীবিষাকার তৈলধৌত বাণ লইয়া দশবাণে ইন্দ্রের জত্রুদেশ, তিনবাণে হৃদয়, এবং দুইবাণে দুইস্কন্ধ বিদ্ধ করিল। দেবেন্দ্রও দানবেন্দ্রের প্রতি এই প্রকার বাণজাল

অপ্রাপ্তান্ দানবেন্দ্রস্ত শরান্ শক্রভুজেরিতান্
চিচ্ছেদ দশধাকাশে শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।
ততস্ত শরজালেন দেবেন্দ্রো দানবেশ্বরম্ ॥৮০
আচ্ছাদয়ত যত্নেন বর্ষাস্বিব ঘনৈর্নভঃ।
দৈত্যোহপি বাণজালং তদ্ব্যধমৎ সায়কৈঃ শিতৈঃ ॥ ৮১
যথা বায়ুর্ঘনাটোপং পরিবার্য্য দিশো মুখে
শক্রোহথ ক্রোধসংরাস্তান্ন বিশেষয়তে যদা ॥৮২
দানবেন্দ্রং তদা চক্রে গন্ধর্ব্বাস্ত্রং মহাদ্ভুতম্।
তত্থতেজসা ব্যাপ্তমভূদ্গগনগোচরম্ ॥৮৩
গন্ধর্ব্বনগরৈশ্চাপি নানাপ্রাকারতোরণৈঃ।
মুঞ্চদ্ভিরদ্ভুতাকারৈরস্ত্রবৃষ্টিং সমন্ততঃ ॥৮৪
অথাস্ত্রবৃষ্ট্যা দৈত্যানাং হন্যমানা মহাচমূঃ।
জম্ভং শরণমাগচ্ছদপ্রমেয়পরাক্রমম্ ॥ ৮৫
ব্যাকুলোহপি স্বয়ং দৈত্যঃ সহস্রাক্ষাস্ত্রপীড়িতঃ
স্মরন্ সাধুসমাচারং ভীতত্রাণপরোহভবৎ ॥৮৬

অথাস্ত্রং মৌষলং নাম মুমোচ দিতিনন্দনঃ।
তাতাহয়োমুষলৈঃ সর্ব্বমভবৎ পূরিতং জগৎ ॥৮৩
একপ্রহারকরণৈরপ্রধৃষ্যৈঃ সমন্ততঃ।
গন্ধর্ব্বনগরং তেষু গন্ধর্ব্বাস্ত্রবিনির্ম্মিতম্ ॥ ৮৮
গান্ধর্ব্বমস্ত্রং সন্ধায় সুরসৈন্যেষু চাপরম্।
একৈকেন প্রহারেণ গজানশ্বান্ মহারথান্ ॥৮৯
রথাশ্বান্ সোহহনৎ ক্ষিপ্রং শতশোহথসহস্রশঃ
ততঃ সুরাধিপস্ত্বাষ্ট্রমস্ত্রঞ্চ সমুদীরয়ৎ ॥ ৯০
সন্ধ্যমানে ততস্ত্বাষ্ট্রে নিশ্চেরুঃ পাবকার্চ্চিষঃ।
ততো যন্ত্রময়ান্ দিব্যানয়্ধান্ দুষ্প্রধর্ষিণঃ ॥
তৈর্যন্ত্রৈরভবদ্ব্যোমন্তরীক্ষে বিতানকম্।
বিতানকেন তেনাথ প্রশমং মৌষলে গতে ॥ ৯২
শৈলাস্ত্রং মুমুচে জম্ভো যন্ত্রসজ্ঘাতভাড়নম্।
ব্যামপ্রমাণৈরুপলৈস্ততো বর্ষমবর্ত্তত ॥ ৯৩
ত্বাষ্ট্রাস্ত্র নির্ম্মিতান্যাশু যন্ত্রাণি তদনন্তরম্।
তেনোপলনিপাতেন গতানি তিলশস্ততঃ ॥৯৪
যন্ত্রাণি তিলশঃ কৃত্বা শৈলাস্ত্রং পরমূর্দ্ধসু।
নিপপাতাতিবেগেনাদারয়ৎ পৃথিবীং ততঃ ॥ ৯৫
ততো বজ্রাস্ত্রমকরোৎ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।

নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু দানবেন্দ্র শক্র-ভুজমুক্ত সেই সকল বাণের প্রত্যেকটীকে অগ্নিশিখাম বাণদ্বারা আকাশপথেই দশ দশ খণ্ডে চ্ছেদন করিয়া ফেলিল। দেবেন্দ্র তখন অতিপ্রযত্নে বর্ষাকালীন ঘনাবলীর ন্যায় বাণবর্ষণে দানবেশ্বরকে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু দেবেন্দ্রও স্বীয় শাণিত বাণদ্বারা বায়ুবেগে ঘনাবলীবৎ সম্মুখ ভাগেই সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করিতে লাগিলেন। পরে দেবেন্দ্র যখন বহু বাণ বর্ষণেও বিশেষ কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন অতি ক্রোধে অদ্ভুত গান্ধর্ব্ব অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে আকাশমণ্ডল আলোকিত এবং প্রাকার-তোরণমণ্ডিত শত শত গন্ধর্ব্বনগরে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সেই সকল নগর হইতে চতুর্দ্দিকে তুমুল অস্ত্রবৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহাতে দানবচমূ হন্যমান হইয়া অপ্রমেয় পরাক্রম জম্ভাসুরের শরণাপন্ন হইল। জম্ভ দানব যদিও তখন সহস্রাক্ষের অস্ত্রবর্ষণে পীড়িত ছিল, তথাপি সাধু সদাচার স্মরণ করিয়া ভীত-ত্রাণ মানসে

মৌষল নামক অপর এক গান্ধর্ব্ব অস্ত্র নিক্ষেপ করিল তাহাতে তখন সমগ্র জগৎ লৌহ মুষলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই মুষলসকলের এক এক প্রহারেই উক্ত গন্ধর্ব্বাস্ত্র-রচিত গন্ধর্ব্ব-নগরসমূহ এবং অশ্ব গজ রথাদি সুরসৈন্য-সমূহ বিচূর্ণিত হইতে লাগিল। অনন্তর সুর-পতি ত্বাষ্ট্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন।৭১—৯০। ঐ অস্ত্র হইতে তখন অগ্নিশিখাকার কতগুলি যন্ত্রময় দৃঢ় অস্ত্র আকাশে স্থিরাবস্থ হইল; এবং তাহাতে একখানি বিতান সম্বদ্ধ হইল। তাহাতে মুষল বর্ষণ ব্যাহত হইয়া গেল। জম্ভ দানব সেই যন্ত্রসংঘাত নাশার্থ শৈলাস্ত্র প্রয়োগ করিল। তাহাতে ব্যাম প্রমাণ শিলাসমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল। তাহার অঘাতে ত্বাষ্ট্র অস্ত্র-রচিত যন্ত্রসকল চূর্ণ-বিচূর্ণ তিলাকার ধারণ করিল। যন্ত্রসকল চূর্ণ হইলে সেই শৈলাস্ত্র রিপুসৈন্যের মস্তক সকল এবং ভূমিতলও বিধ্বস্ত করিতে

তদোপলমহাবর্ষং ব্যশীর্য্যত সমন্ততঃ ॥ ৯৬
ততঃ প্রশান্তে শৈলাস্ত্রে জম্ভো ভূধরসন্নিভঃ।
ঐষীকমস্ত্রমকরোদভীতোঽতিপরাক্রমঃ ॥ ৯৭
ঐষীকেণাগমন্নাশং বজ্রাস্ত্রঃ শক্রবল্লভম্।
বিজৃম্ভত্যথ চৈষীকে পরমাস্ত্রেঽতিদুর্দ্ধরে ॥ ৯৮
জজ্বলুর্দেবসৈন্যানি সস্যন্দনগজানি তু।
দহ্যমানেষ্বনীকেষু তেজসা সুরসত্তমঃ ॥ ৯৯
আগ্নেয়মস্ত্রমকরোদ্বলবান্ পাকশাসনঃ।
তেনাস্ত্রেণ ততস্ত্বৈষীকমগ্রসৎ তদনন্তরম্ ॥ ১০০
তস্মিন্ প্রতিহতে চাস্ত্রে পাবকাস্ত্রং ব্যজৃম্ভত।
জজ্বাল কায়ং জম্ভস্য সরথঞ্চ সসারথিম্ ॥ ১০১
ততঃ প্রতিহতঃ সোঽথ দৈত্যেন্দ্রঃ প্রতিভানবান্
বারুণাস্ত্রং মুমোচাথ শমনং পাবকার্চ্চিষাম্ ॥ ১০২
ততো জলধরৈর্ব্যোম-স্ফুরদ্বিদ্যুল্লতাকুলৈঃ।
গম্ভীরমুরজধ্বানৈরাপূরিতমিবাম্বরম্ ॥ ১০৩
করীন্দ্রকরতুল্যাভির্জলধারাভিরম্বরাৎ।
পতন্তীভির্জগৎ সর্ব্বং ক্ষণেনাপূরিতং বভৌ ॥
শান্তমাগ্নেয়মস্ত্রং তৎ প্রবিলোক্য সুরাধিপঃ।
বায়ব্যমস্ত্রমকরোন্মেঘসঙ্ঘাতনাশনম্ ॥ ১০৫
বায়ব্যাস্ত্রবলেনাথ নির্দ্ধূতে মেঘমণ্ডলে।
বভূব বিমলং ব্যোম নীলোৎপলদলপ্রভম্ ॥
বায়ুনা চাতিঘোরেণ কম্পিতাস্তে তু দানবাঃ।
ন শেকুস্তত্র তে স্থাতুং রণেঽতিবলিনোঽপি যে
তদা জম্ভোঽভবচ্ছৈলো দশযোজনবিস্তৃতঃ।
মারুতপ্রতিঘাতার্থং দানবানাং ভয়াপহঃ ॥ ১০৮
মুক্তনানায়ুধোদগ্র-তেজোঽতিজ্বলিতদ্রুমঃ।
ততঃ প্রশমিতে বায়ৌ দৈত্যেন্দ্রে পর্ব্বতাকৃতৌ
মহাশনীং বজ্রময়ীং মুমোচাশু শতক্রতুঃ।
তয়াশন্যা পতিতয়া দৈত্যস্যাচলরূপিণঃ ॥ ১১০
কন্দরাণি ব্যশীর্য্যন্ত সমন্তান্নির্ঝরাণি তু।
ততঃ স দানবেন্দ্রস্য শৈলমায়াস্তবর্ত্তত ॥ ১১১
নিবৃত্তশৈলমায়োঽথ দানবেন্দ্রো মদোৎকটঃ
বভূব কুঞ্জরো ভীমো মহাশৈলসমাকৃতিঃ ॥ ১১২

লাগিল। তখন সহস্রাক্ষ দেবেন্দ্র বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপে সেই মহা শিলাবৃষ্টি নিবারণ করিলেন। ভয়হীন অতিপরাক্রম ভূধর-সন্নিভ জম্ভ দানব শৈলাস্ত্র প্রশান্ত হইল দেখিয়া ঐষীকাস্ত্র সন্ধান করিল। অতিদুর্দ্ধর ঐষীকাস্ত্র তখন জ্বলিত হইয়া বজ্রাস্ত্রকে নিবারণপূর্ব্বক রথ গজ সহ সুরসৈন্যসমূহও প্রদীপিত করিয়া তুলিল। বলবান্ পাকশাসন, সুরপতি তখন নিজ সৈন্যগণকে অস্ত্রতেজে দহ্যমান দর্শনে আগ্নেয়াস্ত্র মোচন করিলেন। তাহাতে ঐষীকাস্ত্র নিবারিত হইল এবং জম্ভ দানবের শরীর, রথ ও সারথি সমস্ত জ্বলিয়া উঠিল। ঐষীকাস্ত্র প্রতিহত হইল দেখিয়া প্রতিভাশালী জম্ভ দানব সেই পাবকাস্ত্র নিবারণ-মানসে বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করিল। তখন ক্ষণমাত্রে বিদ্যুন্মালা-মণ্ডিত মুরজসম গম্ভীর ধ্বনিকারী মেঘমালা দ্বারা অম্বরতল সমাচ্ছন্ন হইল এবং করীন্দ্রকরসম স্থূল জলধারাপাতে অগ্নি নির্ব্বাপিত ও সকল স্থান পরিপূরিতপ্রায় হইয়া উঠিল। সুরপতি স্বীয় আগ্নেয় অস্ত্র প্রতিহত হইল দেখিয়া সেই মেঘসঙ্ঘাত-বিঘাতনার্থ বায়ব্যাস্ত্র মোচন করিলেন। বায়ব্যাস্ত্র প্রভাবে মেঘমণ্ডল নিরাকৃত হইলে আকাশমণ্ডল নীলোৎপল-দলসম শোভা ধারণ করিল। অতি বলবান্ দানবগণও তখন সেই রণস্থলে স্থির থাকিতে অসমর্থ হইয়া উঠিল। অতঃপর অসুর-ভয়হারী দৈত্যবর জম্ভ বায়ব্যাস্ত্রনিবারণার্থ স্বয়ং দশযোজন-বিস্তৃত মহোন্নত পর্ব্বতাকার ধারণ করিল। ৯১—১০৮। উহা হইতে নানাবিধ আয়ুধসমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল। সেই পর্ব্বতস্থ বৃক্ষরাজি নিজ তেজে জ্বলিতে লাগিল। দানবেন্দ্র জম্ভ পর্ব্বতাকার ধারণ করিলে সেই বায়ু প্রশমিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে দেবেন্দ্র ত্বরা সহকারে তদুদ্দেশে এক বজ্রময় মহা অশনি নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে সেই দানবপর্ব্বতের কন্দর ও নির্ঝরসমূহ বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন সেই মায়াশৈলরূপ দানবেন্দ্র নিজে অন্তর্হিত হইল; এবং ক্ষণমাত্রে মদোৎকট মহাশৈলসম ভীমকায় কুঞ্জরাকার ধারণপূর্ব্বক সুরগণমধ্যে

স মমর্দ্দ সুরানীকং দন্তৈশ্চাপ্যহনৎ সুরান্।
বভঞ্জ পৃষ্ঠতঃ কাংশ্চিৎ করেণাবেষ্ট্য দানবঃ
ততঃ ক্ষপয়তস্তস্য সুরসৈন্যানি বৃত্রহা
অস্ত্রং ত্রৈলোক্যদুর্দ্ধর্ষং নারসিংহং মুমোচ হ ॥১১৪
ততঃ সিংহসহস্রাণি নিশ্চেরুর্মন্ত্রতেজসা।
কৃষ্ণদংষ্ট্রাট্টহাসানি ক্রকচাভনখানি চ ॥ ১১৫
তৈর্বিপাটিতগাত্রোঽসৌ গজমায়াং ব্যপোথয়ৎ
ততশ্চাশীবিষো ঘোরোঽভবৎ ফণশতাকুলঃ ॥
বিষনিশ্বাসনির্দ্দগ্ধং সুরসৈন্যং মহারথঃ।
ততোঽস্ত্রং গারুড়ং চক্রে শক্রশ্চারুভুজস্তদা ॥
ততো গরুত্মতস্তস্মাৎ সহস্রাণি বিনির্যযুঃ।
তৈর্গরুত্মদ্ভিরাসাদ্য জম্ভো ভুজগরূপবান্ ॥১১৮
কৃতস্তু খণ্ডশো দৈত্যঃ সাস্য মায়া ব্যনশ্যত।
মায়ায়াং ততো জম্ভো মহাসুরঃ ॥
চকার রূপমতুলং চন্দ্রাদিত্যপথানুগম্।
বিবৃত্তবদনো গ্রস্তুমিয়েষ সুরপুঙ্গবান্॥ ১২০
ততোঽস্য বিবিশুর্বক্ত্রং সমহারথকুঞ্জরাঃ।
সুরসেনাবিশদ্ভীমং পাতালোত্তানতালুকম্॥১২১
সৈন্যেষু গ্রস্যমানেষু দানবেন বলীয়সা।
শক্রো দৈন্যং সমাপন্নঃ শ্রান্তবাহুঃ সবাহনঃ ॥১২২
কর্ত্তব্যতাং নাধ্যগচ্ছৎ প্রোবাচেদং জনার্দ্দনম্
কিমনন্তরমত্রাস্তি কর্ত্তব্যস্যাবশেষিতম্ ॥ ১২৩
যদাশ্রিত্য ঘটামোঽস্য দানবস্য যুযুৎসবঃ।
ততো হরিরুবাচেদং বজ্রায়ুধমুদারধীঃ ॥ ১২৪
ন সাম্প্রতং রণস্ত্যাজ্যস্ত্বয়া কাতরভৈরবঃ।
বর্দ্ধয়াশু মহামায়ং পুরন্দর রিপুং প্রতি ॥১২৫
ময়ৈষ লক্ষিতো দৈত্যোঽধিষ্ঠিতঃ প্রাপ্তপৌরুষঃ
মা শক্র মোহমাগচ্ছ ক্ষিপ্রমস্ত্রং স্মর প্রভো ॥
ততঃ শক্রঃ প্রকুপিতো দানবং প্রতি দেবরাট্।
নারায়ণাস্ত্রং প্রযতো মুমোচাসুরবক্ষসি ॥১২৭
এতস্মিন্নন্তরে দৈত্যো বিবৃতাস্যোঽগ্রসৎ ক্ষণাৎ

কাহাকেও দন্তাঘাতে, কাহাকেও বা শুণ্ডাঘাতে নিপীড়িত করিয়া মর্দ্দিত করিতে লাগিল। বৃত্রবিনাশন সুরেন্দ্র তখন তাহাকে তাদৃশভাবে সুরসৈন্য মর্দ্দন করিতে দেখিয়া ত্রৈলোক্য-দুর্দ্ধর্ষ নারসিংহ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তাহাতে মন্ত্রতেজে শত সহস্র সিংহ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই সকল সিংহ কৃষ্ণবর্ণ করালদংষ্ট্রাসম্পন্ন এবং ক্রকচসম নখরধারী। উহারা সেই মায়াগজের গাত্র ক্ষত-বিক্ষত করিল পরে সেই জম্ভ দানব সে মূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক শত ফণাকুল ঘোর সর্পাকার ধারণ করিয়া বিষপূর্ণ নিশ্বাস দ্বারাই সুরসৈন্য সমস্ত দগ্ধপ্রায় করিয়া তুলিল। তখন সুরেন্দ্র গারুড় অস্ত্র মোচন করিলেন। তাহাতে শত সহস্র গরুড় উৎপন্ন হইয়া সেই সর্পরূপী জম্ভাসুরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল; সুতরাং সেই সর্পমায়াও বিনষ্ট হইয়া গেল। পরে জম্ভাসুর, চন্দ্র-সূর্য্য-পথাচ্ছাদী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সুরেন্দ্রকে গ্রাস করিবার মানসে বদন বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার সেই আকাশ-পাতালবিস্তারী বদন-বিবরমধ্যে সুরসৈন্যগণ প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন। সেই বলবান্ জম্ভকর্তৃক তাদৃশভাবে সৈন্যসমূহ কবলিত হইতে থাকিলে শ্রান্তবাহু, দেবেন্দ্র স্বীয় বাহনসহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি তখন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়া জনার্দ্দনকে কহিলেন যে, হে জনার্দ্দন! অতঃপর কর্ত্তব্য কি? আর ত এমন কোন উপায়ই অবশিষ্ট নাই, যাহা দ্বারা এক্ষণে এই দানবসহ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যায়। দেবেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া উদারধী হরি সেই বজ্রধরকে কহিলেন যে, হে পুরন্দর! সম্প্রতি তোমার এই ভীরুভয়বর্দ্ধন রণস্থল পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু মহামায়াবী এই দানবের প্রতি তুমি প্রভাব বিস্তার কর।১০৯-১২৫। হে শক্র! এক্ষণে এই দৈত্য আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে; তুমি ইত্যবসরে অস্ত্র স্মরণ কর। হে প্রভাববান্ ইন্দ্র! মোহাপন্ন হইও না দেবরাজ তখন অতি কুপিতমনে পবিত্রভাবে জম্ভ দানবের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাস্ত্র মোচন করিলেন। কিন্তু এই অল্পকাল

ত্রীণি লক্ষাণি গন্ধর্ব্ব-কিন্নরোরগ-রাক্ষসান্॥
ততো নারায়ণাস্ত্রং তৎ পপাতাসুরবক্ষসি।
মহাস্ত্রভিন্নহৃদয়ঃ সুস্রাব রুধিরঞ্চ সঃ॥ ১২৯
রণাগারমিবোদ্গারং তত্যাজাসুরনন্দনঃ।
তদস্ত্রতেজসা তস্য রূপং দৈত্যস্য নাশিতম্॥
তত এবান্তর্দ্দধে দৈত্যো বিয়ত্যন্তুপলক্ষিতঃ।
গগনস্থঃ স দৈত্যেন্দ্রঃ শস্ত্রাসনমতীন্দ্রিয়ম্॥১৩১
মুমোচ সুরসৈন্যানাং সংহারে কারণং পরম্।
প্রাসান্ পরশ্বধাংশ্চক্রান্ বাণ-বজ্রন্ সমুদ্গরান্
কুঠারান্ সহ খড়্গৈশ্চ ভিন্দিপালানয়োগুড়ান্।
ববর্ষ দানবো রৌদ্রো হ্যবন্ধ্যানক্ষয়ানপি॥ ১৩৩
তৈরস্ত্রৈর্দানবৈর্ম্মুক্তৈর্দেবানীকেষু ভীষণৈঃ।
বাহুভির্ধরণিঃ পূর্ণা শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ॥১৩৪
উরুভির্গজহস্তাভৈঃ করীন্দ্রৈর্বাচলোপমৈঃ।
ভগ্নেষাদণ্ডচক্রাক্ষৈ রথৈঃ সারথিভিঃ সহ॥১৩৫
দুঃসঞ্চারাভবৎ পৃথ্বী মাংসশোণিতকর্দ্দমা।

রুধিরৌঘহ্রদাবর্ত্তা শবরাশি-শিলোচ্চয়ৈঃ॥
কবন্ধনৃত্যসঙ্কুলে স্রবদ্বসাস্রকর্দ্দমে।
জগত্ত্রয়োপসংহর্ত্তৌ সমে সমস্তদেহিনাম্॥১৩৭
শৃগাল-গৃধ্র-বায়সাঃ পরং প্রমোদমাদধুঃ।
কচিদ্বিকৃষ্টলোচনঃ শবস্য রৌতি বায়সঃ।১৩৮
বিকৃষ্টপীবরাস্ত্রকাঃ প্রয়ান্তি জম্বুকাঃ কচিৎ।
কচিৎ স্থিতোঽতিভীষণঃ খচঞ্চুচর্ব্বিতো বকঃ॥
মৃতস্য মাংসমাহরন্ শ্বজাতয়শ্চ সংস্থিতাঃ।
কচিদ্বৃকো গজাসৃজং পপৌ নিলীয়তাস্ত্রতঃ॥
কচিৎ তুরঙ্গমণ্ডলী বিকৃষ্যতে শ্বজাতিভিঃ।
কচিৎ পিশাচজাতকৈঃ প্রপীতশোণিতাসবৈঃ॥
স্বকামিনীষু তৈদ্রু তং প্রমোদমত্তসম্ভ্রমৈঃ।
মমৈতদানয়াননং খুরোঽয়মস্তু মে প্রিয়ঃ॥১৪২
করোঽয়মব্জসন্নিভো মমাস্তু কর্ণপূরকঃ।

মধ্যেই সেই অন্ত দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগাদি তিন কোটি দেবসৈন্য গ্রাস করিয়া ফেলিল। তার পর সেই নারায়ণ অস্ত্র তদীয় বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। তাহাতে তদীয় হৃদয়দেশ ভিন্ন হইয়া গেল। সে বহু রুধিরোদ্গার করিতে করিতে সেই রণাগার হইতে অপসরণ করিল। নারায়ণাস্ত্রতেজে তাহার সেই ভীষণ রূপ বিনাশিত হইল। ১২৬—১৩০। সেই দৈত্য তখন আকাশে অলক্ষিত থাকিয়া সুরসৈন্যগণের সংহার মানসে শস্ত্রাস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। সে প্রাস, পরশ্বধ, চক্র, বাণ, বজ্র, মুদ্গর, কুঠার, খড়্গ, ভিন্দিপাল, অয়োগুড় প্রভৃতি অব্যর্থ অক্ষয় অস্ত্র সকল বর্ষণ করিতে থাকিলে দানবমুক্ত সেই সমস্ত ভীষণ অস্ত্রের আঘাতে দেবসৈন্যগণের বাহু, সকুণ্ডল মস্তক, করিকর-সম উরু ও অচলোপম করীন্দ্রসমূহ দ্বারা ধরণী আবৃত হইয়া উঠিল। কত ভগ্ন ঈষাদণ্ড, কত রথচক্র, কত অক্ষ, কত রথ ও কত সারথি ইত্যাদি দ্বারা মাংস-শোণিত-কর্দ্দমময়ী রণভূমি তখন দুঃসঞ্চার-যোগ্যা হইয়া পড়িল। তত্রত্য রুধিরৌঘ আবর্ত্তময় হ্রদ এবং শবরাশি শিলোচ্চয়বৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন সেই বসা-রক্ত-কর্দ্দমস্রাবযুক্ত কবন্ধ-নৃত্য-সঙ্কুল, ত্রিজগতের বিনাশক, সর্ব্বপ্রাণীর ভয়োৎপাদক রণভূমে শৃগাল, গৃধ্র ও বায়সগণ পরম প্রমোদ প্রাপ্ত হইল। কোন স্থলে বায়স কোনও শবোপরি উপবেশনপূর্ব্বক রব করিতে লাগিল। কোথাও জম্বুকগণ পীবর শরীরান্ত্র সমস্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল। কোন স্থলে ভীষণাকার বক পক্ষী স্বকীয় চঞ্চুর চর্চ্চায় নিরত এবং কোথাও বা কুকুরগণ মৃতমাংসাহরণে প্রবৃত্ত হইল। কোন স্থানে কোন বৃক, অস্ত্ররাশিমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া মৃতগজের রক্তপান করিতে লাগিল। ১৩১—১৪০। কোন স্থানে সারমেয়গণ মৃত অশ্বদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কোন স্থলে কামিনী-সমন্বিত পিশাচজাতি শোণিতাসবপানে প্রমোদমত্ত হইয়া বেড়াইতে লাগিল। কোন পিশাচী তখন নিজ পতিকে "আমার জন্য ঐ মুখখানি আনয়ন কর।" "ঐ খুরখানি আমার প্রিয়সাধক হউক।" "ঐ পদ্মসম হস্তখানি আমার কর্ণ-

সরোবমীক্ষতেহপরা বপাং বিনা প্রিয়ং তদা ॥
পরা প্রিয়ং হ্যবাপয়ৎ স্বতোক্তশোণিতাসবম্ ।
বিকৃষ্য শাবচর্ম্ম তৎপ্রবদ্ধসান্দ্রপল্লবম্ ॥ ১৪৪
চকার যক্ষকামিনী তরুং কুঠারপাটিতম্ ।
গজস্য দন্তমাত্মজং প্রগৃহ্য কুম্ভসম্পুটম্ ॥ ১৪৫
বিপাট্য মৌক্তিকং পরং প্রিয়প্রসাদমিচ্ছতে ।
সমাংস-শোণিতাসবং পপুশ্চ যক্ষ রাক্ষসাঃ ॥১৪৬
মৃতাক্ষকেশবাসিতং রসং প্রগৃহ্য পাণিনা ।
প্রিয়া বিমুক্তজীবিতং সমানয়াস্থগাসবম্ ॥১৪৭
ন পথ্যতাং প্রয়াতি মে গতং শ্মশানগোচরম্ ।
নরস্য তজ্জহাত্যসৌ প্রশস্য কিন্নরাননম্ ॥১৪৮
স নাগ এব নো ভয়ং দধাতি মুক্তজীবিতঃ ।
ন দানবস্য শক্যতে ময়া তদেকয়াননম্ ॥ ১৪৯
ইতি প্রিয়ায় বল্লভা বদন্তি যক্ষযোষিতঃ ।
পরে কপালপাণয়ঃ পিশাচ-যক্ষ রাক্ষসাঃ ॥১৫০
বদন্তি দেহি দেহি মে মমাতিভক্ষ্যচারিণঃ ।
পরেঽবতীর্য্য শোণিতাপগাসু ধৌতমূর্ত্তয়ঃ ॥
পিতৄন্ প্রতর্প্য দেবতাঃ সমর্চ্চয়ন্তি চামিষৈঃ ।
গজোড়ুপে সুসংস্থিতাস্তরন্তি শোণিতং হ্রদম্ ॥
ইতি প্রগাঢ়সঙ্কটে সুরাসুরে সুসঙ্গরে ।
ভয়ং সমুজ্ঝ্যদুর্জ্জয়া ভটাঃ স্ফুটন্তি মানিনঃ ॥
ততঃ শক্রো ধনেশশ্চ বরুণঃ পবনোঽনলঃ ।
যমোঽপি নিঋতিশ্চাপি দিব্যাস্ত্রাণি মহাবলাঃ ॥
আকাশে মুমুচুঃ সর্ব্বে দানবানভিসন্ধ্য তে ।
অস্ত্রাণি ব্যর্থতাং জগ্মুর্দেবানাং দানবান্ প্রতি ॥
সংরম্ভেণাপ্যযুধ্যন্ত সংহত্যাস্তুমুলেন চ ।
গতিং ন বিবিদুশ্চাপি শ্রান্তা দৈত্যস্য দেবতাঃ ॥
দৈত্যাস্ত্রভিন্নসর্ব্বাঙ্গা হ্যকিঞ্চিৎকরতাং গতাঃ ।
পরস্পরং ব্যলীয়ন্ত গাবঃ শীতাদ্দিতা ইব ॥১৫৭

ভূষণ হউক।” এইরূপ বলিতে লাগিল। কোন পিশাচী বসা ভক্ষণ করিতে না পাইয়া সরোবে নিজ পতিকে বিলোকন করিতে লাগিল। কেন পিশাচী শবের চর্ম্ম আকর্ষণপূর্ব্বক সান্দ্র পত্রপুটে সেই শবের শোণিতাসব গ্রহণ করিয়া স্বীয় পতিকে পান করাইতে লাগিল। কোনও যক্ষকামিনী পতিপ্রসাদ কামনায় কুঠারপাটিত তরুর ন্যায় গজদন্ত গ্রহণ করিল এবং গজকুম্ভ বিপাটিত করিয়া উত্তম মৌক্তিক সংগ্রহ করিল। এই ভাবে যক্ষ-রাক্ষসেরা মাংস-শোণিতাসব পান করিতে লাগিল। কোন কিন্নরকামিনী নিজ পতির হস্তে ধারণ-পূর্ব্বক কহিল,—হে কান্ত! সদ্যোমৃত জীবের নেত্র-কেশবাসিত শোণিতাসব রস লইয়া আইস। শ্মশানগত প্রাণীর রস-রক্তাদিতে আমার তাদৃশ তৃপ্তি হয় না। সে এই বলিয়া প্রশংসাপূর্ব্বক সেই কিন্নরকে বিসর্জ্জন করিল। সেই গজবর এখন জীবনহীন হইয়াও আমাদিগের ভয়োৎপাদন করিতেছে। আমি একাকিনী এই গজের দিকে তাকাইতেও পারিতেছি না। যক্ষ রমণীরা পরস্পর স্ব স্ব পতিদিগকে এইরূপ নানা কথা কহিতে লাগিল। কতগুলি পিশাচ যক্ষ-রাক্ষস মৃত নরকপাল ধারণ-পূর্ব্বক ‘দেও, দেও’, আমার অধিক ভক্ষ্যের প্রয়োজন। এইরূপ বলিতে লাগিল। অপর কেহ কেহ মিলিত হইয়া সেই শোণিতনদী মধ্যে অবগাহন স্নানান্তে পিতৃতর্পণ করিয়া আমিষ দ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা করিতে লাগিল। কেহ কেহ মৃত গজরূপ উড়ুপারোহণে সেই শোণিত নদী পার হইতে লাগিল। সেই সুরাসুর-সমরক্ষেত্র এইরূপ ভীষণাকার ধারণ করিলেও অভিমানী দুর্জ্জয় বীরগণ ভয় পরিহারপূর্ব্বক আস্ফোটন করিতে লাগিল। অতঃপর দেবরাজ, ধনেশ্বর, বরুণ, পবন, অনল, যম, নিঋতি, এই সকল মহাবল দিক্‌পাল, দানবদলের উদ্দেশে বিবিধ দিব্যাস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র আকাশমণ্ডলেই ব্যর্থ হইয়া গেল। দেবগণ, সকলে মিলিত হইয়া কোপবশে তুমুল যুদ্ধ করিতে থাকিলেও সেই জন্য দানবেরা গতি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহারা দৈত্যাস্ত্রাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হওয়ায়, শীত-পীড়িত

তদবস্থান্ হরির্দৃষ্ট্বা দেবান্ শক্রমুবাচ হ।
ব্রহ্মাস্ত্রং স্মর দেবেন্দ্র যস্যাবধ্যো ন বিদ্যতে।
বিষ্ণুনা চোদিতঃ শক্রঃ সস্মারাস্ত্রং মহৌজসম্
সম্পূজিতং নিত্যমরাতিনাশনং
সমাহিতং বাণমমিত্রঘাতনে।
ধনুষ্যজয্যে বিনিযোজ্য বুদ্ধিমা-
নভূৎ ততো মন্ত্রসমাধিমানসঃ॥ ১৫৯
স মন্ত্রমুচ্চার্য্য যতাস্তরাশয়ো
বধায় দৈত্যস্য ধিয়াভিসন্ধ্যা তু।
বিকৃষ্য কর্ণান্তমকুণ্ঠদীধিতিং
মুমোচ বীক্ষ্যাম্বরমার্গমুন্মুখঃ॥ ১৬০
অথাসুরঃ প্রেক্ষ্য মহাস্ত্রমাহিতং
বিহায় মায়ামবনৌ ব্যতিষ্ঠত।
প্রবেপমাণেন মুখেন শুষ্যতা
বলেন গাত্রেণ চ সম্ভ্রমাকুলঃ॥ ১৬১
ততস্তু তস্যাস্ত্রবরাভিমন্ত্রিতঃ
শরোঽর্দ্ধচন্দ্রপ্রতিমো মহারণে।
পুরন্দরস্যাসনবন্ধুরং* গতে
নবার্কবিম্বং বপুষা বিড়ম্বয়ন্॥ ১৬২
কিরীটকোটিস্ফুটকান্তিসঙ্কটং
সুগন্ধিনানাকুসুমাধিবাসিতম্
প্রকীর্ণধূমজ্বলনাভমূর্দ্ধজং
পপাত জম্ভস্য শিরঃ সকুণ্ডলম্॥ ১৬৩
তস্মিন্ বিনিহতে জম্ভে দানবেন্দ্রাঃ পরাঙ্মুখাঃ
ততস্তে ভগ্নসঙ্কল্পাঃ প্রযযুর্যত্র তারকঃ॥ ১৬৪
তাংস্তু ত্রস্তান্ সমালোক্য শ্রুত্বা রোষমগাৎ পরম্।
স জম্ভদানবেন্দ্রস্তু সুরৈ রণমুখে হতম্॥ ১৬৫
সাবলেপং সসংরম্ভং সগর্ব্বং সপরাক্রমম্।
সাবিষ্কারমনাকারং তারকো ভাবমাবিশৎ॥ ১৬৬
স জৈত্রং রথমাস্থায় সহস্রেণ গরুত্মতাম্।
সংরম্ভাদ্দানবেন্দ্রস্তু সুরৈ রণমুখে গতঃ॥ ১৬৭
সর্ব্বায়ুধপরিষ্কারঃ সর্ব্বাস্ত্রপরিরক্ষিতঃ।
ত্রৈলোক্যঋদ্ধিসম্পন্নঃ সুবিস্তৃতমহাননঃ॥ ১৬৮

গোসমূহের ন্যায়, শ্রান্ত ও শক্তিহীন হইয়া পরস্পর পলায়ন-পর হইলেন। ভগবান্ হরি দেবগণের তদবস্থা দর্শনে শক্রকে বলিলেন,—হে দেবেন্দ্র, কেহই যাহার অবধ্য নহে, তুমি সেই "ব্রহ্মাস্ত্র" স্মরণ কর। বিষ্ণুর আদেশে দেবেন্দ্রও তখন সেই মহৌজস "ব্রহ্মাস্ত্র" স্মরণ করিলেন। বুদ্ধিমান্ দেবরাজ শত্রুঘাতন মানসে সমাহিত চিত্তে স্বীয় অজয্য শরাসনে একটী সতত শত্রু-নাশন উত্তম বাণ সংযোজনপূর্ব্বক তাহাকে ব্রহ্মাস্ত্র-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করণার্থ স্থিরচিত্ত হইয়া দৈত্যবধ বাসনায় বুদ্ধি দ্বারা অভিসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া কর্ণপ্রান্ত পর্য্যন্ত শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখে গগনমণ্ডল অবলোকন করিতে করিতে সেই জম্ভাসুরোদ্দেশে অত্যুজ্জ্বল বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ১৪১—১৬০। অনন্তর জম্ভাসুর সেই মহাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল দেখিয়া মায়া পরিহারপূর্ব্বক সম্ভ্রমাকুল চিত্তে বলহীন গাত্রে, শুষ্ক মুখে, কম্পিত কায়ে ভূতলে অবস্থিত হইল। তারপর সেই মহারণে অভিমন্ত্রিত অর্দ্ধচন্দ্রাকার অস্ত্রবর দেবেন্দ্রের শরাসন হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া কান্তিদ্বারা নবোদিত রবিবিম্বকে বিড়ম্বিত করিয়া জম্ভাসুরের কিরীট-কোটী-শোভিত সুগন্ধি বিবিধ কুসুমে অধিবাসিত, সধূম বহ্নি সম প্রকীর্ণ-কেশকলাপমণ্ডিত সকুণ্ডল শিরোভাগে পতিত হইল। ১৬১—১৬৩। দানবেন্দ্র জম্ভ এইরূপে নিহত হইলে দৈত্য সৈন্যগণ ভগ্নমনে তারকাসুর-সন্নিধানে প্রস্থান করিল। সেই দানবগণকে ত্রস্ত দর্শনে এবং সুরগণ কর্ত্তৃক রণমুখে জম্ভ দানবকে নিহত শ্রবণে, তারকাসুর অতীব কোপান্বিত হইল। তখন সে গর্ব্ব, ক্রোধ, পরাক্রম ও অবজ্ঞাবশে এক অনির্ব্বচনীয় আকার ধারণ করিল। সেই দানবেন্দ্র তখন কোপবশে সহস্র গরুড়-যোজিত, সর্ব্ববিধ অস্ত্রশস্ত্র-ভূষিত, ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যসম্পন্ন জয়-

* পুরন্দরেষ্বাসসবন্ধুতামিতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।

রণায়াভ্যপতৎ তূর্ণং সৈন্যেন মহতা বৃতঃ।
জম্ভাস্ত্রক্ষতসর্ব্বাঙ্গং ত্যক্ত্বৈরাবতদন্তিনম্ ॥ ১৬৯
সজ্জং মাতলিনা গুপ্তং রথমিন্দ্রোঽভ্যপদ্যত।
তপ্তহেমপরিষ্কারং মহারত্নসমন্বিতম্ ॥ ১৭০
চতুর্যোজনবিস্তীর্ণং সিদ্ধসঙ্ঘপরিষ্কৃতম্।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নরোদ্গীতমপ্সরোনৃত্যসঙ্কুলম্ ॥১৭১
সর্ব্বায়ুধসমাধং বিচিত্ররচনোজ্জ্বলম্।
তং রথং দেবরাজস্য পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥ ১৭২
দংশিতা লোকপালাস্তু তস্থুঃ সগরুড়ধ্বজাঃ।
ততশ্চচাল বসুধা ততো রুক্ষো মরুদ্ববৌ ॥১৭৩
ততোঽম্বুধয় উদ্ভূতাস্ততো নষ্টা রবিপ্রভা।
ততস্তমঃ সমদ্ভূতং নাতোঽদৃশ্যন্ত তারকাঃ ॥
ততো জজ্বলুরস্ত্রাণি ততোঽকম্পত বাহিনী।
একতস্তারকো দৈত্যঃ সুরসঙ্ঘাস্তু চৈকতঃ ॥
লোকাবসাদমেকত্র জগৎপালনমেকতঃ।
চরাচরাণি ভূতানি সুরাসুরবিভেদতঃ ॥১৭৬
তদ্দ্বিধাপ্যেকতাং যাতং দদৃশুঃ প্রেক্ষকা ইব
যদ্বস্তু কিঞ্চিল্লোকেষু ত্রিষু সত্ত্বাস্বরূপকম্।
তৎ তত্রাদৃশ্যদখিলং খিলীভূতবিভূতিকম্ ॥১৭৭
অস্ত্রাণি তেজাংসি ধনানি ধৈর্য্যং
সেনাবলং বীর্য্য-পরাক্রমৌ চ।
সত্ত্বৌজসাং তন্নিকরং বভূব
সুরাসুরাণাং তপসো বলেন ॥ ১৭৮
অথাভিমুখমায়ান্তং নবভির্নতপর্ব্বভিঃ।
বাণৈরনলকল্পাগ্রৈর্বিভেদ তারকং হৃদি ॥ ১৭৯
স তানচিন্ত্য দৈত্যেন্দ্রঃ সুরবাণান্ গতান্ হৃদি
নবভির্নবভির্বাণৈঃ সুরান্ বিব্যাধ দানবঃ ॥১৮০
জগৎক্ষরণসম্ভূতৈঃ শৈল্যৈরিব পুরঃসরৈঃ।
ততোঽচ্ছিন্নং শরব্রাতং সংগ্রামে মুমুচুঃ সুরাঃ
অনন্তরঞ্চ কান্তানামশ্রুপাতমিবানিশম্।
তদপ্রাপ্তং বিয়ত্যেব নাশয়ামাস দানবঃ ॥১৮২
শরৈর্যথা কুচরিতৈঃ প্রখ্যাতং পরমাগতম্।
সুনির্ম্মলং ক্রমায়াতং কুপুত্রঃ স্বং মহাকুলম্ ॥
ততো নিবার্য্য তদ্বাণজালং সুরভুজেরিতম্।
বাণৈর্ব্যোম দিশঃ পৃথ্বীং পূরয়ামাস দানবঃ ॥

শীল রথারোহণে মহাসৈন্যে সমাবৃত হইয়া বদন ব্যাদানপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত হইল। ইন্দ্র তখন জম্ভাস্ত্র দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত সর্ব্বাঙ্গ ঐরাবত হস্তী পরিত্যাগ করিয়া মাতলি-পরিচালিত রথে আরোহণ করিলেন। সেই রথ, তপ্ত হেমসমবর্ণ, মহারত্নমণ্ডিত, সিদ্ধ-সঙ্ঘসমন্বিত, সর্ব্বায়ুধযুক্ত, বিবিধ চিত্রে সুশোভিত এবং গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরা-দিগের নৃত্য-গীতসঙ্কুল। দেবরাজের সেই রথ বেষ্টন করিয়া গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর সহিত লোকপালগণ অবস্থিত হইলেন। এই সময়ে ভূ-কম্প হইল, রুক্ষ বায়ু বহিতে লাগিল এবং অম্বুধি সকল উদ্বেল হইয়া উঠিল। রবিপ্রভা অন্তর্হিত হইয়া গেল। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে পূর্ণ হইল। কিন্তু তারকারাজিও প্রকাশ পাইল না। অস্ত্র সকল জ্বলিতে লাগিল এবং সুরবাহিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। এক দিকে জগতের অবসাদক তারক দৈত্য, অপর দিকে জগৎপালক দেবগণ অবস্থিত হইলে চরাচর ভূতবর্গ সুরাসুর ভেদে দুই পক্ষ হইলেও তখন একীভূত হইয়া প্রেক্ষক-বৎ দর্শন করিতে লাগিল। ত্রিলোকমধ্যে সর্ব্ববস্তুরই গতি-প্রভাব প্রতিহত হইয়া পড়িল। সুরাসুরগণের তপোবলার্জ্জিত অস্ত্র, শস্ত্র, তেজ, ধন, ধৈর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, সৈন্যবল, সত্ত্ব ও ওজঃ প্রভৃতির তখন অপূর্ব্ব মিলন হইল। দেবগণ তখন অভিমুখাগত তারকের হৃদয়দেশে অনলকল্প নয়টী বাণ প্রহার করিলেন। তারক দানব, সেই বাণপ্রহার অগ্রাহ্য করিয়া জগৎসংহারক্ষম শৈলসম নয়টী বাণে সুরগণকে প্রতিবিদ্ধ করিল। অনন্তর সুরগণও কান্তাগণের নিরন্তর অশ্রুধারাবৎ অবিচ্ছেদে শরজাল মোচন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুপুত্র যেমন কুচরিত্র দ্বারা ক্রমাগত সুনির্ম্মল প্রখ্যাত মহাকুলকে বিনষ্ট করে, তারকাসুরও তেমনি সেই দেবভুজ-মুক্ত বাণজালকে আকাশ-পথেই স্বীয় বাণ দ্বারা নিবারিত করিয়া দিক্, পৃথ্বী ও আকাশমণ্ডল আচ্ছা-

চিচ্ছেদ পুঙ্খদেশেন স্বকৈঃ স্থানে চ লাঘবাৎ
বাণজালৈঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রৈঃ কঙ্কবর্হিণরাজিতৈঃ ॥
কর্ণান্তকৃষ্টৈর্বিমলৈঃ সুবর্ণরজতোজ্জ্বলৈঃ।
শাস্ত্রার্থৈঃসংশয়প্রাপ্তান্ যথার্থান্ বৈবিকল্পিতৈঃ
ততঃ শতেন বাণানাং শক্রং বিব্যাধ দানবঃ।
নারায়ণঞ্চ সপ্তত্যা নবত্যা চ হুতাশনম্ ॥১৮৭
দশভির্মারুতং মূর্দ্ধ্নি যমং দশভিরেব চ।
ধনদঞ্চৈব সপ্তত্যা বরুণঞ্চ তথাষ্টভিঃ ॥ ১৮৮
বিংশত্যা নিঋর্তিং দৈত্যঃ পুনশ্চাষ্টাভিরেব চ
বিব্যাধ পুনরেকৈকং দশভির্দশভিঃ শরৈঃ ॥
তথা চ মাতলিং দৈত্যো বিব্যাধ ত্রিভিরাশুগৈঃ
গরুড়ং দশভিশ্চৈব স বিব্যাধ পতত্রিভিঃ ॥১৯০
পুনশ্চ দৈত্যো দেবানাং তিলশো নতপর্ব্বভিঃ
চকার বর্ম্মজাতানি চিচ্ছেদ চ ধনূংষি তু।
ততো বিকবচা দেবা বিধনুষ্কাঃ শরৈঃ কৃতাঃ ॥
অথান্যানি চাপানি তস্মিন্ সরোষা
রণে লোকপালা গৃহীত্বা সমন্তাৎ।
শরৈরক্ষয়ৈর্দানবেন্দ্রং ততক্ষু-
স্তদা দানবোঽমর্ষসংরক্তনেত্রঃ ॥ ১৯২
শরানগ্নিকল্পান্ ববর্ষামরাণাং
ততো বাণমাদায় কল্পানলাভম্।
জঘানোরসি ক্ষিপ্রমিন্দ্রং সুবাহুং
মহেন্দ্রোঽপ্যকম্পদ্রথোপস্থ এব ॥ ১৯৩
বিলোক্যান্তরীক্ষে সহস্রার্কবিম্বং
পুনর্দানবো বিষ্ণুমুগ্র্যবীর্য্যম্।
শরাভ্যাং জঘানাংসমূলে সলীলং
ততঃ কেশবস্যাপতচ্ছার্ঙ্গমগ্রে ॥ ১৯৪
ততস্তারকঃ প্রেতনাথং পৃষৎকৈ-
র্বসুং তস্য সব্যে স্মরন্ ক্ষুদ্রভাবম্।
শরৈরগ্নিকল্পৈর্জলেশস্য কায়ং
রণেঽশোষয়দ্দুর্জ্জয়ো দৈত্যরাজঃ ॥ ১৯৫
শরৈরগ্নিকল্পৈশ্চকারাশু দৈত্য-
স্তথা রাক্ষসান্ ভীতভীতান্ দিশাসু।
পৃষৎকৈশ্চ রুক্মৈর্বিকারপ্রযুক্তং
চকারানিলং লালয়েবাসুরেশঃ ॥ ১৯৭
ক্ষণাল্লব্ধচিত্তাঃ স্বয়ং বিষ্ণু-শক্রৌ
নলাদ্যাঃ সুসংহত্য তীক্ষ্ণৈঃ পৃষৎকৈঃ

দিত করিয়া ফেলিল। সে, লাঘববশে দেবগণমুক্ত বাণসমূহকেও স্বীয় কর্ণান্তাকৃষ্ট-মুক্ত, বিমল, সুবর্ণরজতাদি-কঙ্কপত্রমণ্ডিত ও সুতীক্ষ্ণাগ্র বাণদ্বারা শাস্ত্রার্থ-বিকল্প-বাদবশে সংশয়িত তত্ত্ববাদের ন্যায় নিবারিত করিয়া শত বাণে দেবেন্দ্রকে, সপ্ততি বাণে নারায়ণকে, নবতি বাণে হুতাশনকে, দশবাণে বায়ুকে, সপ্ততি বাণে ধনপতিকে, অষ্টবাণে বরুণকে, অষ্টাবিংশতি বাণে নিঋর্তিকে এবং দশবাণে মস্তকদেশে যমকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় প্রত্যেককে দশ বাণে আঘাত করিল। আর মাতলিকে তিন বাণে এবং গরুড়কে দশবাণে বিদ্ধ করিল।১৮৪—১৯০। অতঃপর দৈত্যবর তারক নতপর্ব্ব বাণবর্ষণে দেবগণের বর্ম্ম ও কার্ম্মুক সমস্ত তিল তিল করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিল। লোকপালগণ তখন কবচহীন ও চাপশূন্য হইয়া সরোষে অস্ত্র ধনুগ্রর্হণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে বাণবৃষ্টি দ্বারা দানববরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহাতে দানবেন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধচিত্তে অমরগণের প্রতি অগ্নিকল্প বাণজাল মোচন করিতে লাগিল। পরে কল্পান্তানলসম একটী বাণ দ্বারা দ্রুতবেগে বাহুশালী দেবেন্দ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। তাহাতে মহেন্দ্র কম্পিতকায়ে রথোপরি বসিয়া পড়িলেন। পরে দানবরাজ গগনমণ্ডলে সহস্র সূর্য্যসম দ্যুতিসম্পন্ন, অতি বীর্য্যবান্ বিষ্ণুকে দর্শনপূর্ব্বক লীলা সহকারে তদীয় অংশমূলে দুইটী বাণ প্রহার করিল। তাহাতে কেশবের হস্ত হইতে শার্ঙ্গ ধনু স্খলিত হইয়া পড়িল। দুর্জ্জয় দৈত্যপতি তারক, অনন্তর অগ্নিকল্প শর দ্বারা প্রেতপতি যমকে ও বসুকে অবজ্ঞা সহকারে প্রহারপূর্ব্বক জলেশ্বরের শরীর শোষণ করিতে লাগিল। পরে আরও বিবিধ খরতর শরপ্রহারে রাক্ষসদিগকে ভীত, চকিত ও দিকে দিকে বিতাড়িত করিয়া রুক্ম বাণাঘাতে বায়ুকেও বিপর্য্যস্ত

প্রচক্রুঃ প্রচণ্ডেন দৈত্যেন সার্দ্ধং
মহাসঙ্গরং সঙ্গরগ্রাসকল্পম্ ॥ ১৯৭
অথানম্য চাপং হরিস্তীক্ষ্ণবাণৈ
র্হনৎ সারথিং দৈত্যরাজস্য হৃদ্যম্ ।
ধ্বজং ধূমকেতুঃ কিরীটং মহেন্দ্রো
ধনেশো ধনুঃ কাঞ্চনানদ্ধপৃষ্ঠম্ ।
যমো বাহুদণ্ডং রথাঙ্গানি বায়ু-
র্নিশাচারিণামীশ্বরস্যাপি বর্ম্ম ॥ ১৯৮
দৃষ্ট্বা তদ্যুদ্ধমমরৈরকৃত্রিমপরাক্রমম্ ।
দৈত্যনাথঃ ক্রুদ্ধঃ সংখ্যে স্ববাহুযুগবান্ধবঃ ॥১৯৯
মুমোচ মুদ্গরং ভীমং সহস্রাক্ষায় সঙ্গরে ।
দৃষ্ট্বা মুদ্গরমায়ান্তমনিবার্য্যমথাম্বরে ॥ ২০০
রথাদাপ্লুত্য ধরণীমগমৎ পাকশাসনঃ ।
মুদ্গরোঽপি রথোপস্থে পপাত পরুষস্বনঃ ॥২০১
স রথং চূর্ণয়ামাস ন মমার চ মাতলিঃ ।
গৃহীত্বা পট্টিশং দৈত্যো জঘানোরসি কেশবম্
স্কন্ধে গরুত্মতঃ সোঽপি নিষসাদ বিচেতনঃ ।
খড়্গেন রাক্ষসেন্দ্রস্য নিচকর্ত্ত চ বাহনম্ ॥ ২০৩
যমঞ্চ পাতয়ামাস ভূমৌ দৈত্যো ভুশুণ্ডিনা ।
বহ্নিঞ্চ ভিন্দিপালেন তাড়য়ামাস মূর্দ্ধনি ॥২০৪
বায়ুঞ্চ দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য পাতয়ামাস ভূতলে ।
ধনেশঞ্চ ধনুষ্কোট্যা কুট্টয়ামাস কোপনঃ ॥২০৫
ততো দেবনিকায়ানামেকৈকং সমরে ততঃ ।
জঘানাস্ত্রৈরসংখ্যেয়ৈর্দৈত্যেন্দ্রোঽমিতবিক্রমঃ
লব্ধসংজ্ঞঃ ক্ষণাদ্বিষ্ণুশ্চক্রং জগ্রাহ দুর্দ্ধরম্ ।
দানবেন্দ্রবসাসিক্তং পিশিতাশনকোল্বণম্ ॥২০৭
মুমোচ দানবেন্দ্রস্য দৃঢ়ং বক্ষসি কেশবঃ ।
পপাত চক্রং দৈত্যস্য হৃদয়ে ভাস্করদ্যুতি ॥২০৮
ব্যশীর্য্যত ততঃ কায়ে নীলোৎপলমিবাশ্মনি ।
ততো বজ্রং মহেন্দ্রস্য প্রমুমোচার্চ্চিতং চিরম্ ॥
যস্মিন্ জয়াশা শক্রস্য দানবেন্দ্ররণে ত্বভূৎ ।
তারকস্য সুসম্প্রাপ্য শরীরং শৌর্য্যশালিনঃ ॥

করিয়া তুলিল। অতঃপর ক্ষণমাত্রেই বিষ্ণু-শক্রানলাদি দেবগণ সচেতন হইয়া মিলিত-ভাবে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণক্ষেপ দ্বারা সেই প্রচণ্ড দানব সহ কল্পান্তকাল-সম মহাসমর আরম্ভ করিলেন। অতঃপর হরি, তীক্ষ্ণ বাণজাল দ্বারা দৈত্যপতির সারথিকে আহত করিলেন; অগ্নি তাহার ধ্বজ, মহেন্দ্র তাহার কিরীট, যম তদীয় বাহুদণ্ড, বায়ু তাহার বর্ম্ম এবং ধনপতি কাঞ্চন-মণ্ডিতপৃষ্ঠ শরাসনে আঘাত করিলেন। দৈত্যপতি তারক তখন দেবগণের তাদৃশ অকৃত্রিম পরাক্রম দর্শনে সহসা দুই হস্তে একটী ভীষণাকার মুদ্গর লইয়া সহস্রাক্ষের প্রতি সবেগে নিক্ষেপ করিল। দেবেন্দ্র সেই ঘোর মুদ্গর আকাশপথে আপতিত হইতেছে, দেখিয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ধরণীতে অবস্থান করিলেন। সেই মুদ্গরও অতি পরুষশব্দে দেবেন্দ্ররথে পতিত হইয়া তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল; কিন্তু মাতলি কোনক্রমে রক্ষা পাইলেন। পরে দৈত্যরাজ এক পট্টিশ লইয়া কেশবের বক্ষঃস্থলে আঘাতপূর্ব্বক গরুড়ের স্কন্ধেও তাহারই আঘাত করিল। তাহাতে তাঁহারা বিচেতন হইয়া পড়িলেন। দৈত্যপতি খড়্গাঘাতে রাক্ষসরাজের বাহন ছেদন করিয়া ভুশুণ্ডী দ্বারা যমকেও পাতিত করিল। ভিন্দিপালাঘাতে বহ্নির মস্তকে প্রহারপূর্ব্বক বায়ুকে বাহুদ্বয় দ্বারা ধারণ করিয়া উৎক্ষেপণসহকারে ভূতলে পাতিত করিল। অনন্তর কোপন দৈত্যনন্দন, ধনপতিকে ধনুষ্কোটি দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিল। অমিতবিক্রম দৈত্যবর তারক, তারপর অপরাপর দেবগণকেও নানা শস্ত্রাস্ত্রপ্রহারে আহত করিতে লাগিল।১৯১—২০৬। এদিকে বিষ্ণু ক্ষণমাত্রে সংজ্ঞালাভ করিয়া দানব-বসালিপ্ত মাংসাশন-লোলুপ দুর্নিবার চক্র গ্রহণপূর্ব্বক দানবেন্দ্রের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ভাস্করদ্যুতি বিষ্ণুচক্র, দৈত্যপতির হৃদয়ে পতিত হইয়া প্রস্তরোপরি পতিত নীলোৎপলের ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর যাহার প্রতি সুরপতির জয়াশা নিহিত ছিল, দেবেন্দ্র সেই চিরপূজিত বজ্রাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দানবেন্দ্রের প্রতি মোচন করিলেন।

ব্যশীর্য্যত বিকীর্ণার্চ্চিঃ শতধা খণ্ডতাং গতম্।
বিনাশমগমন্মুক্তং বায়ুনাসুরবক্ষসি ॥ ২১১
জ্বলিতং জ্বলনাভাসমঙ্কুশং কুলিশং যথা।
বিনাশমাগতং দৃষ্ট্বা বায়ুশ্চাঙ্কুশমাহবে ॥ ২১২
কৃষ্টঃ শৈলেন্দ্রমুৎপাট্য পুষ্পিতদ্রুমকন্দরম্।
চিক্ষেপ দানবেন্দ্রায় পঞ্চযোজনবিস্তৃতম্ ॥ ২১৩
মহীধরং তমায়ান্তং দৈত্যঃ স্মিতমুখস্তদা।
জগ্রাহ বামহস্তেন বালকন্দুকলীলয়া ॥ ২১৪
ততো দণ্ডং সমুদ্যম্য কৃতান্তঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
দৈত্যেন্দ্রং মূর্দ্ধ্নি চিক্ষেপ ভ্রাম্য বেগেন দুর্জ্জয়ঃ ॥
সোঽসুরস্যাপতন্মূর্দ্ধ্নি দৈত্যস্তঞ্চ ন বুদ্ধবান্।
কল্পান্তদহনালোকামজয্যাং জ্বলনস্ততঃ ॥ ২১৬
শক্তিং চিক্ষেপ দুর্দ্ধর্ষাং দানবেন্দ্রায় সংযুগে।
নব-শিরীষমালেব সাস্য বক্ষস্যরাজত ॥ ২১৭
ততঃ খড্গং সমাকৃষ্য কোপাদাকাশনির্ম্মলম্।
ভাসিতাসিতদিগ্‌ভাগং লোকপালোঽপি নিঋ‍তিঃ
চিক্ষেপ দানবেন্দ্রায় তস্য মূর্দ্ধ্নি পপাত চ।
পতিতশ্চাগমৎ খড্গঃ স শীঘ্রং শতখণ্ডতাম্ ॥
জলেশস্তুগ্রদুর্দ্ধর্ষং বিষপাবকভৈরবম্।
মুমোচ পাশং দৈত্যস্য ভুজবন্ধাভিলাষকঃ ॥ ২২০
স দৈত্যভুজমাসাদ্য সর্পঃ সদ্যো ব্যপদ্যত।
স্ফুটিতক্রকচক্রূর-দশনালির্মহাহনুঃ ॥ ২২১
ততোঽশ্বিনৌ মরুতঃ সসাধ্যাঃ সমহোরগাঃ
যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্ব্বা দিব্যানানাস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ২২২
জঘ্নুর্দৈত্যেশ্বরং সর্ব্বে সম্ভূয় সুমহাবলাঃ।
ন চাস্যাণ্যস্য সজ্জন্ত গাত্রে বজ্রাচলোপমে ॥ ২২৩
ততো রথাদবপ্লুত্য তারকো দানবাধিপঃ।
জঘান কোটিশো দেবান্ করপার্ষ্ণিভিরেব চ ॥
হতশেষাণি সৈন্যানি দেবানাং বিপ্রদুদ্রুবুঃ।
দিশো ভীতানি সন্ত্যজ্য রণোপকরণানি তু ॥

বীর্য্যবান্ দানবেশ্বরের শরীরে পতিত হইয়া কিরণমালা বিকিরণপূর্ব্বক শতধা ভগ্ন হইয়া গেল। বায়ুদেব জ্বলিত জ্বলন-সম অঙ্কুশাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, তাহাও কুলিশবৎ বিনাশ দশা প্রাপ্ত হইল। বায়ুদেব স্বীয় অঙ্কুশাস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া সকোপে পুষ্পিত দ্রুমকন্দরযুক্ত একটী পঞ্চযোজন-বিস্তৃত সুবৃহৎ শৈল উৎপাটনপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু দৈত্যবর তারক সেই মহীধরকে আসিতে দেখিয়া সস্মিতমুখে বালকের কন্দুকধারণবৎ বাম হস্তে ধারণ করিল। পরে দুর্জ্জয় কৃতান্তদেব ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া দণ্ড ভ্রামণপূর্ব্বক দৈত্যপতির মস্তক লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। সেই দণ্ড তারকাসুরের মস্তকে পতিত হইল বটে, কিন্তু দানব তাহা যেন জানিতেই পারিল না। তার পর অগ্নিদেব সেই দানবেন্দ্রের উদ্দেশে কল্পান্তকালীন অনলসম সমুজ্জ্বল অনিবার্য্য দুর্দ্ধর্ষ শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সেই শক্তি তদীয় বক্ষঃস্থলে নবশিরীষ কুসুমমাল্যবৎ শোভা পাইল। পরে নিঋ‍তি দেব কোষ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক আকাশসম বিমল খড্গ লইয়া দানবেন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই খড্গ, অসিত দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত করিয়া দানবেন্দ্রের মস্তকে পতিত হইল; কিন্তু পতনমাত্রেই শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল! ২০৭—২১৯। অনন্তর জলেশ্বর সেই দানবেন্দ্রের ভুজদ্বয় বন্ধন করণ-মানসে বিষাগ্নি দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর পাশ নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু সেই সর্প পাশও দৈত্যেন্দ্রের ভুজস্পর্শে বিপন্ন হইল। উহার ক্রকচসম ক্রূর দশনরাজি স্ফুটিত এবং হনুদেশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর মহাবল অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ, সাধ্য, মহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ সকলে একত্র মিলিত হইয়া সেই দৈত্যপতির প্রতি বিবিধ দিব্য অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সে সমস্ত সেই দানবনাথের বজ্রাচলোপম অতি কঠিন শরীর ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। তখন দানবাধিপতি তারক, রথ হইতে লম্ফপ্রদানে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কর-পদ-প্রহারে কোটি কোটি দেবতাকে আঘাত করিতে থাকিলে অবশিষ্ট দেবগণ ভয়বশতঃ রণোপ-

লোকপালাংস্ততো দৈত্যো ববন্ধেন্দ্রমুখান্ রণে
সকেশবান্ দৃঢ়ৈঃ পাশৈঃ পশুমারঃ পশূনিব ॥২২৬
স ভূয়ো রথমাস্থায় জগাম স্বকমালয়ম্।
সিদ্ধগন্ধর্ব্বসংঘুষ্ট-বিপুলাচলমস্তকম্ ॥২২৭
স্তূয়মানো দিতিসুতৈরপ্সরোভির্বিনোদিতঃ।
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীস্তদ্দেশে প্রাবিশৎ স্বপুরং যথা ॥
নিষসাদাসনে পদ্মরাগরত্নবিনির্ম্মিতে।
ততঃ কিন্নর-গন্ধর্ব্ব-নাগনারীবিনোদিতৈঃ।
ক্ষণং বিনোদ্যমানস্থ প্রচলন্মণিকুণ্ডলঃ ॥২২৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে তারকজয়লাভো নাম ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমো ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৩ ॥

করণসমূহ পরিহারপূর্ব্বক দিকে দিকে পলায়ন করিলেন। অতঃপর পশুঘাতী (কশাই) যেমন পশুবন্ধন করে, তেমনিভাবে কেশব সহ লোকপালগণকে দৃঢ় পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক সেই তারক পুনরায় নিজ রথে আরোহণ করিয়া স্বীয় আলয়ে—সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বনিনাদে মুখরিত বিপুলাচল শৃঙ্গে প্রস্থান করিল। তারকাসুর যখন দিতিনন্দনগণে স্তূয়মান এবং অপ্সরোবর্গে বিনোদিত হইয়া নিজপুরে প্রবেশ করে, তখন বোধ হইল যেন, ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীই তত্রত্য স্বীয়াবাসে প্রবেশ করিলেন। পরে চঞ্চলমণিকুণ্ডলধারী দৈত্যপতি তারক, পদ্মরাগ-রত্ননির্ম্মিত উত্তমাসনে উপবেশন করিলে কিন্নর-গন্ধর্ব্ব-নাগনারীগণ সানন্দমনে তাহাকে বিনোদিত করিতে লাগিল। ২২০—২২৯।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৫৩।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

প্রাদুরাসীৎ প্রতীহারঃ শুভ্রনীলাংশুকাম্বরঃ।
স জানুভ্যাং মহীং গত্বা পিহিতাস্যঃ স্বপাণিনা ॥
উবাচানাবিলং বাক্যমল্পাক্ষরপরিস্ফুটম্।
দৈত্যেন্দ্রমর্কবৃন্দানাং বিভ্রতং ভাস্বরং বপুঃ ॥ ২
কালনেমিঃ সুরান্ বদ্ধাংশ্চাদায় দ্বারি তিষ্ঠতি।
স বিজ্ঞাপয়তি শ্রেয়ং ক্ব বন্দিভিরিতি প্রভো ॥
তন্নিশম্যাব্রবীদ্দৈত্যঃ প্রতীহারস্য ভাষিতম্।
যথেষ্টং স্থীয়তামেভির্গৃহং মে ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৪
কেবলং পাশবন্ধেন বিমুক্তৈরবিলম্বিতম্।
এবং কৃতে ততো দেবা দূয়মানেন চেতসা ॥ ৫
জগ্মুর্জ্জগদ্‌গুরুং দ্রষ্টুং শরণং কমলোদ্ভবম্।
নিবেদিতাস্তে শক্রাদ্যাঃ শিরোভির্ধরণীং গতাঃ

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অতঃপর দৈত্যেন্দ্র বহু ভাস্করসম ভাস্বর-শরীরে উপবিষ্ট আছে, এমন সময়ে শ্বেত ও নীলবসনধারী প্রতীহারী আসিয়া জানুদ্বয় দ্বারা ভূতলাবলম্বনপূর্ব্বক পাণিদ্বারা বদনাচ্ছাদন করিয়া অনাবিলভাবে স্বল্পাক্ষরে পরিস্ফুট বাক্য বলিল যে, হে দৈত্যনাথ! কালনেমি, পাশ-বদ্ধ সুরগণকে লইয়া দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। তিনি জানাইতেছেন যে, বন্দিগণ কোথায় থাকিবে? হে প্রভো! তদ্বিষয়ে আদেশ করুন। প্রতীহারীর সেই কথা শুনিয়া দৈত্যরাজ কহিল যে, এই ত্রিভুবনই আমার গৃহস্বরূপ, সুতরাং বন্দিগণ ইহার যেখানে ইচ্ছা থাকুক কিন্তু অবিলম্বে তাহাদিগের পাশ বন্ধন মোচন কর। দৈত্যপতির এই আদেশ, কার্য্যে পরিণত হইলে দেবগণ অতিশয় পরিতপ্তচিত্তে জগদ্‌গুরু কমলোদ্ভব ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য বিবেচনায় তদীয় ভবনে গমন করিলেন। পরে শক্রাদি দেবগণ মস্তক দ্বারা ধরণী-স্পর্শপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন

তুষ্টুবুঃ স্পষ্টবর্ণার্থৈর্বচোভিঃ কমলাসনম্ ॥ ৬

দেবা উচুঃ।

ত্বমোঙ্কারোঽস্যঙ্কুরায় প্রসূতো
বিশ্বস্যাত্মানন্তভেদস্য পূর্ব্বম্।
সম্ভূতস্যানন্তরং সত্ত্বমূর্ত্তে
সংহারেচ্ছোস্তে নমো রুদ্রমূর্ত্তে ॥ ৭
ব্যক্তিং নীত্বা ত্বং বপুঃ স্বং মহিম্না
তস্মাদণ্ডাৎ স্বাভিধানাদচিন্ত্যঃ।
দ্যাবাপৃথিব্যোরূর্দ্ধখণ্ডাধরাভ্যাং
হ্যণ্ডাদস্মাৎ ত্বং বিভাগং করোষি ॥ ৮
ব্যক্তং মেরৌ যজ্জনায়ুস্তবাভূ-
দেবং বিদ্মস্তৎপ্রণীতশ্চকাস্তি।
ব্যক্তং দেবাজন্মনঃ শাশ্বতস্য
দ্যৌস্তে মূর্দ্ধা লোচনে চন্দ্রসূর্য্যৌ ॥ ৯
ব্যালাঃ কেশাঃ শ্রোত্ররন্ধ্রা দিশস্তে
পাদৌ ভূমির্নাভিরন্ধ্রে সমুদ্রাঃ।
মায়াকারঃ কারণং ত্বং প্রসিদ্ধো
বেদৈঃ শান্তো জ্যোতিষা ত্বং বিমুক্তঃ ॥ ১০
বেদার্থেষু ত্বাং বিবৃণ্বন্তি বুদ্ধা
হৃৎপদ্মান্তঃসন্নিবিষ্টং পুরাণম্।
ত্বামাত্মানং লব্ধযোগা গৃণন্তি
সাংখ্যৈর্যাস্তাঃ সপ্ত সূক্ষ্মাঃ প্রণীতাঃ ॥ ১১
তাসাং হেতুর্যাষ্টমী চাপি গীতা
তস্যাং তস্যাং গীয়সে বৈ ত্বমন্তম্।
দৃষ্ট্বা মূর্ত্তিং স্থূলসূক্ষ্মাং চকার
দেবৈর্ভাবাঃ কারণৈঃ কৈশ্চিদুক্তাঃ ॥ ১২
সম্ভূতাস্তে ত্বত্ত এবাদিসর্গে
ভূয়স্তাং তাং বাসনাং তেঽভ্যুপেয়ুঃ।
ত্বৎসঙ্কল্পেনাত্তমায়াপ্তিগূঢ়ঃ
কালো মেঘো ধ্বস্তসংখ্যাবিকল্পঃ ॥ ১৩
ভাবাভাবব্যক্তিসংহারহেতু-
স্ত্বং সোঽনন্তস্তস্য কর্ত্তাসি চাত্মন্।
যেঽনন্তে সূক্ষ্মাঃ সন্তি তেভ্যোঽভিগীতঃ।
স্থূলা ভবাশ্চাবৃতারশ্চ তেষাম্ ॥ ১৪

করিয়া স্পষ্টবর্ণার্থ বাক্য দ্বারা সেই কমলাসনের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৬। দেবগণ বলিলেন,—হে দেব! আপনি এই অশেষ ভেদবিশিষ্ট জগতের মূলীভূত ওঙ্কার-স্বরূপ। আপনার সেই পূর্ব্বতন ওঙ্কার মূর্ত্তিই এই বিশ্ববৃক্ষের অঙ্কুর। অতঃপর জগৎপালনার্থ আপনি সত্ত্ব মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াছেন এবং অন্তকালে ইহার সংহারহেতু আপনিই রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব হে রুদ্রমূর্ত্তি ভগবন্! আপনাকে নমস্কার। হে অচিন্ত্য! আপনি নিজ মহিমায় আত্মদেহকে অণ্ডরূপে প্রকটিত করিয়া উহাকে আবার বিভাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধ ও অধঃখণ্ড দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক রচনা করিয়া থাকেন। হে দেব! আপনি শাশ্বত ও জন্মরহিত। দ্যুলোক আপনার মস্তক; চন্দ্র-সূর্য্য—লোচনদ্বয়; সর্পগণ—কেশকলাপ, দিক্ সকল—কর্ণরন্ধ্রদ্বয়; ভূমি—পদদ্বয়; এবং সমুদ্র আপনার নাভিরন্ধ্র। আপনি মায়াপ্রকটনকারী প্রসিদ্ধ কারণস্বরূপ। বেদসমূহ আপনাকে শান্ত ও জ্যোতির্ব্বিরহিত বলিয়া অবধারণ করিয়াছে। বুদ্ধগণ আপনাকে বেদার্থানুসারে হৃৎপদ্মমধ্যে বিরাজিত পুরাণ পুরুষ বলিয়া স্থির করেন; সাংখ্যযোগী জনগণ আপনাকে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহারা যে সপ্ত সূক্ষ্ম পদার্থ এবং তাহার কারণস্বরূপ অষ্টম তমঃ,—এই অষ্টপুরের কল্পনা করেন, আপনি সেই সকলেই বিদ্যমান; অথচ তাহারও পরবর্ত্তী। আদিকালে আপনি কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে স্বীয় মূর্ত্তিকে স্থূল সূক্ষ্ম বিবিধ পদার্থরূপে পরিণত করেন; দেবাদি পদার্থসমূহ আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে এবং আপনার সঙ্কল্প অনুসারেই তাহাদিগের সেই সেই বাসনা সমুৎপন্ন হইয়াছে। আপনি অনন্ত মায়া দ্বারা নিগূঢ় এবং কল্পিত সংখ্যার অতীত, আপনিই জগতে কালরূপ ও মেঘমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন; হে আত্মরূপী ভগবন্! আপনিই সদসৎপদার্থচয়ের সংহারের কারণ—সেই অনন্তরূপী

তেভ্যঃ স্থূলৈস্তৈঃ পুরাণৈঃ প্রতীতো
মূর্ত্তং ভব্যঞ্চৈবমুদ্ভূতিভাজাম্ ।
ভাবে ভাবে ভাবিতং ত্বা যুনক্তি
যুক্তং যুক্তং ব্যক্তিভাবান্নিরস্য ।
ইত্থং দেবো ভক্তিভাজাং শরণ্য-
স্ত্রাতা গোপ্তা নো ভবানন্তমূর্ত্তিঃ ॥ ১৫
বিরিঞ্চিমমরাঃ স্তুত্বা ব্রহ্মাণমবিকারিণম্ ।
তস্থুর্মনোভিরিষ্টার্থ-সম্প্রাপ্তিপ্রার্থনাস্ততঃ ॥ ১৬
এবং স্তুতো বিরিঞ্চিস্তু প্রসাদং পরমং গতঃ ।
অমরান্ বরদেনাহ বামহস্তেন নির্দ্দিশন্ ॥ ১৭
ব্রহ্মোবাচ ।
নারী যাভর্ত্তৃকাকস্মাৎ তনুস্তে ত্যক্তভূষণা ।
ন রাজতে তথা শক্র ম্লানবক্ত্র-শিরোরুহা ॥ ১৮
হুতাশন বিমুক্তোঽপি ন ধূমেন বিরাজসে ।
ভস্মনেব প্রতিচ্ছন্নো দগ্ধদাবাশ্চিরোষিতঃ ॥ ১৯
যমাময়ময়েনৈব শরীরে ত্বং বিরাজসে ।
দণ্ডস্যাবলম্বনেনেব হৃকৃচ্ছ্রেণ পদে পদে ॥ ২০
রজনীচরনাথোঽপি কিং ভীত ইব ভাষসে ।
রাক্ষসেন্দ্র ক্ষতারাতে ত্বমরাতিক্ষতো যথা ॥ ২১
তনুস্তে বরুণোচ্ছুষ্কা পরীতস্যেব বহ্নিনা ।
বিমুক্তরুধিরং পাশং ফণিভিঃ প্রতিলোকয়ন্ ॥
বায়ো ভবান্ বিচেতস্কস্ত্বং স্নিগ্ধৈরিব নির্জ্জিতঃ
কিং ত্বং বিভেষি ধনদ সন্ন্যস্যৈব কুবেরতাম্ ॥
রুদ্রাস্ত্রিশূলিনঃ সন্তো বদধ্বং বহুশূলতাম্ ।
ভবন্তঃ কেন তৎ ক্ষিপ্তং তেজস্তু ভবতামপি ॥
অকিঞ্চিৎকরতাং যাতঃ করস্তে ন বিভাসতে ।
অলং নীলোৎপলাভেন চক্রেণ মধুসূদন ॥ ২৫
কিং ত্বয়ান্নুদরালীনভুবনং প্রবিলোকনম্ ।
ক্রিয়তে স্তিমিতাক্ষেণ ভবতা বিশ্বতোমুখ ॥ ২৬
এবমুক্তাঃ সুরাস্তেন ব্রহ্মণা ব্রহ্মমূর্ত্তিনা ।

কর্ত্তা। যাহা কিছু সূক্ষ্ম, যাহা কিছু তদপেক্ষা স্থূল এবং যাহা কিছু সেই সকল স্থূল পদার্থের ও আবরক, আপনি তদপেক্ষাও স্থূল, সনাতন-রূপে প্রতীত হয়েন। আপনি সঙ্কল্পদ্বারা প্রতিপদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অভিব্যক্ত হয়েন, এবং তত্তৎপদার্থ হইতে নির্গত হইয়া সে সকলের ব্যক্তভাবের নিরাস করিয়া থাকেন। আপনি অনন্তমূর্ত্তি। আপনার স্বভাবই এইরূপ। হে ভক্তজন-শরণ্য! আপনি আমাদিগের ত্রাতা ও রক্ষিতা হউন। ৭—১৫। অমরগণ এইভাবে অবিকারী ব্রহ্মাকে স্তব করিয়া বাঞ্ছিতার্থপ্রাপ্তি মানসে অবস্থিত রহিলেন। ভগবান্ বিরিঞ্চি এই প্রকারে স্তুত হইয়া অতীব প্রসন্ন মানসে অমরবর্গকে বামহস্ত দ্বারা নির্দ্দেশ সহকারে বলিতে লাগিলেন যে, হে শক্র! তোমার শরীর, অকস্মাৎ পতিশূন্যা, ত্যক্তভূষণা, ম্লানমুখী, রুক্ষকেশী রমণীর ন্যায় নিতান্ত কান্তিহীন হইয়াছে। হে হুতাশন! তুমি বিমুক্ত হইয়াও চিরদগ্ধ দাবসম ভস্মাচ্ছন্নবৎ ধূম দ্বারা শোভা পাইতেছ না! হে যম! তোমাকে দেখিয়া বোধ হয় যেন, আময়ময়-কায়ে দণ্ডাবলম্বনপূর্ব্বক অতি কষ্টেই তুমি আগমন করিতেছ! ওহে অরাতিক্ষতি-বিধাতা রাক্ষসেন্দ্র! তুমি রাত্রিচরদিগের নাথ হইয়াও অরাতি-ক্ষতবৎ ভীতভাবে কথা কহিতেছ কেন? হে বরুণ! তোমার পাশাস্ত্রের সর্পগণ রুধির মোক্ষণ করিতেছে দেখিয়া কি তোমার তনু বহ্নি-পরীতবৎ শুষ্ক হইয়াছে? হে পবন! তোমাকে স্নিগ্ধ জন দ্বারা নির্জ্জিতবৎ বিচেতন বোধ হইতেছে! হে ধনদ! তুমি তোমার কুবেরত্ব পরিহারপূর্ব্বক কি হেতু ভীত হইতেছ? হে রুদ্রগণ! আপনারা ত্রিশূলী হইয়াও কি নিমিত্ত বহু শূল-পীড়িতবৎ ভাব প্রকাশ করিতেছেন? বলুন, আপনাদিগের সেই তেজ কোন্ ব্যক্তি বিক্ষিপ্ত করিল? হে মধুসূদন! আপনার কর অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়াছে; উহা আর পূর্ব্ববৎ বিভাত হইতেছে না। অতএব নীলোৎপলাভ চক্র ধারণে প্রয়োজন কি? হে বিশ্বতোমুখ! আপনি স্তিমিত-নেত্রে স্বকীয়োদরালীন ভুবন বিলোকন করিতেছেন কেন? ব্রহ্মমূর্ত্তি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সুরগণ এইরূপ

বাচং প্রধানভূতত্বাম্মারুতং তমচোদয়ন্ ॥ ২৭
অথ বিষ্ণুমুখৈর্দেবৈঃ শ্বসনঃ প্রতিবোধিতঃ।
চতুর্ম্মুখং তদা প্রাহ চরাচরগুরুং বিভুম্ ॥ ২৮
ন তু বেৎসি চরাচরভূতগতং
ভবভাবমতীব মহানুচ্ছ্রিতঃ প্রভবঃ।
পুনরর্থিবচোঽভিবিস্তৃত-
শ্রবণোপমকৌতুকভাবকৃতঃ ॥ ২৯
ত্বমনন্ত করোষি জগন্তবতাং
সচরাচরগর্ভবিভিন্নগুণাম্।
অমরাসুরমেতদশেষমপি
ত্বয়ি তুল্যমহো জনকোঽসি যতঃ।
পিতুরস্তি তথাপি মনোবিকৃতিঃ।
সগুণো বিগুণো বলবানবলঃ ॥ ৩০
ভবতো বরলাভনিবৃত্তভয়ঃ
কুলিশাঙ্গসুতো দিতিজোঽতিবলঃ।
সচরাচরনির্ম্মথনে কিমিতি
কিতবস্তু কৃতো বিহিতো ভবতা ॥ ৩১
কিল দেব ত্বয়া স্থিতয়ে জগতাং
মহদদ্ভুতচিত্রবিচিত্রগুণাঃ।
অপি তুষ্টিকৃতঃ শ্রুতকামফলা
বিহিতা দ্বিজনায়ক দেবগণাঃ ॥ ৩২
অপি নাকমভূৎ কিল যজ্ঞভুজাং
ভবতো বিনিয়োগবশাৎ সততম্।
অপহৃত্য বিমানগণং স কৃতো
দিতিজেন মহামরুভূমিসমঃ ॥ ৩৩
কৃতবানসি সর্ব্বগুণাতিশয়ং
যমশেষমহীধররাজতয়া।
সমমিঙ্গিতভাববিধিঃ স গিরি-
র্গগনেন সদোচ্ছ্রয়তাং হি গতঃ ॥ ৩৪
অধিবাসবিহারবিধাবুচিতো
দিতিজেন পবিক্ষতশৃঙ্গতটঃ।
পরিলুণ্ঠিতরত্নগুহানিবহো
বহুদৈত্যসমাশ্রয়তাং গমিতঃ ॥ ৩৫
সুররাজ স তস্য ভয়েন গতং
ব্যদধাদশরীর ইতোঽপি বৃথা।

উক্ত হইয়া বাগ্মিবর বায়ুকে প্রত্যুত্তর দানার্থ ইঙ্গিত করিলেন। পরে বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ কর্ত্তৃক প্রতিবোধিত হইয়া চরাচরগুরু বিভু চতুরাননকে বলিতে লাগিলেন যে, হে অনন্ত! আপনি মহান্ এবং উচ্চপদস্থ। হে চরাচরগর্ভ! আপনিই এই চরাচর জগৎকে বিভিন্ন গুণে মণ্ডিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ভবের ভাবের কিছুমাত্র সংবাদ রাখেন না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি যে অর্থিজনের বচন শ্রবণার্থ শ্রবণপুট বিস্তার করিয়াছেন, ইহা আপনার কৌতুহলেরই পরিচায়ক। যদিও এই সুরাসুর সকলেই আপনার নিকট তুল্য; কারণ, আপনিই ইহাদিগের জনক; তথাপি সন্তানগণের মধ্যে সগুণ, নির্গুণ ও বলবান্, দুর্ব্বল ভেদে পিতারও মনোভাবের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ১৬—৩০। বজ্রাঙ্গ দৈত্যের পুত্র তারকাসুর আপনার নিকট বর লাভ করিয়া অতিশয় বলবান্ ও ভয়হীন হইয়াছে। আপনি সচরাচর জগতের মথনার্থ তাহাকে কিতবরূপে বিধান করিয়াছেন। হে দেব! দ্বিজনায়ক! প্রসিদ্ধি আছে যে, আপনি জগতের স্থিতিবিধানার্থ দেবগণকে মহৎ অদ্ভুত চিত্র-বিচিত্র গুণমণ্ডিত, তুষ্টি-বিধায়ক, কামফল-প্রদায়ক করিয়াছিলেন। আপনারই বিনিয়োগবশে স্বর্গধাম যজ্ঞ-ভাগী দেবগণের সতত অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু দৈত্য কর্ত্তৃক বিমানগণ অপহৃত হওয়ায় সেই স্বর্গ এক্ষণে মহা মরুভূমি-সম হইয়াছে। আপনি যাহাকে সর্ব্ব-গুণাতিশয়া নিবন্ধন অশেষ গিরিগণের রাজপদে স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই গিরি এক্ষণে অন্তরে বাহিরে ও উচ্চতায় গগন-সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। দানববর, তারক উহার বিবিধ রত্নপূর্ণ গুহাসমূহ লুণ্ঠিত এবং কুলিশাঘাতে শৃঙ্গতট ভগ্ন করিয়া সম্প্রতি উহাকে স্বীয় বাসবিহারোপযোগী করিয়া লই-য়াছে। বহু দানব উহাতে বস-বাস করে। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমাদিগের চিরন্তন গিরিবর

উপযোগ্যতয়া বিবৃতং সুচিরং
বিমলদ্যুতিপূরিতদিগ্বদনম্ ॥ ৩৬
ভবতৈব বিনির্ম্মিতমাদিযুগে
সুরহেতিসমূহমমুত্থমিদম্।
দিতিজস্য শরীরমবাপ্য গতং
শতধা মতিভেদমিবাল্পমনাঃ ॥ ৩৭
আসারধূলিধ্বস্তাঙ্গা দ্বারস্থাঃ স্মঃ কদর্থিনঃ।
লব্ধপ্রবেশাঃ কৃচ্ছ্রেণ বয়ং তস্যামরদ্বিষঃ ॥ ৩৮
সভায়ামমরা দেব নিকৃষ্টেঽপ্যুপবেশিতাঃ।
বেত্রহস্তৈরজল্পন্তস্তত্তোঽপহসিতাস্তু তৈঃ ॥৩৯
মহার্য্যাঃ সিদ্ধসর্ব্বার্থা ভবন্তঃ স্বল্পভাষিণঃ।
চাটুযুক্তমথো কর্ম্ম হ্যমরা বহুভাষত ॥৪০
সময়ং দৈত্যসিংহস্য সশক্রস্য তু সংস্থিতাঃ।
বদতেতি চ দৈত্যস্য প্রেষ্যৈর্বিহসিতা বহু ॥৪১
ঋতবো মূর্ত্তিমন্তস্তমুপাসন্তে হ্যহর্নিশম্।
কৃতাপরাধসন্ত্রাসং ন ত্যজন্তি কদাচন ॥৪২
তন্ত্রীত্রয়লয়োপেতং সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ।
সুরাগমপধা নিত্যং গীয়তে তস্য বেশ্মসু ॥ ৪৩
হস্তকৃতোপকরণৈর্মিত্রাণি গুরুলাঘবৈঃ।
শরণাগতসন্ত্যাগী ত্যক্তসত্যপরিশ্রয়ঃ ॥ ৪৪
ইতি নিঃশেষমথবা নিঃশেষং বৈ ন শক্যতে।
তস্যাবিনয়মাখ্যাতুং স্রষ্টা তত্র পরায়ণম্ ॥ ৪৫
ইত্যুক্তঃ স্বায়ম্ভুর্দেবঃ সুরৈর্দৈত্যবিচেষ্টিতে।
সুরানুবাচ ভগবাংস্ততঃ স্মিতমুখাম্বুজঃ ॥ ৪৬

ব্রহ্মোবাচ।

অবধ্যস্তারকো দৈত্যঃ সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।
যস্য বধ্যঃ স নাদ্যাপি জাতস্ত্রিভুবনে পুমান্ ॥৪৭

ভয় বশতই সেই দানবের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। তাহার স্বরূপ এখন আর নাই বলিলেই হয়। আমাদিগের যাহা কিছু ধন ছিল, ভূধর তৎসমস্তই বাহির করিয়া দিয়াছে। অধুনা সেই বিমলদ্যুতি পরম রত্ন-রাজির কিরণে দশদিক্ পরিপূরিত হইতেছে। যুগের আদিতে আপনিই আমাদিগের হেতি-সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন; এ যাবৎ-কাল তাহার ব্যবহার হয় নাই। পরন্তু সেই দিতিজের শরীর স্পর্শমাত্র তৎসমস্ত অল্পমনা মানবের মনের ন্যায় শতধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। সেই অমরবৈরীর দ্বার-দেশে আমরা বর্ষাপাংশু দ্বারা ক্লিষ্টশরীরে অনেক লাঞ্ছনার পর পুরপ্রবেশে সমর্থ হই। দেবগণ তাহার সভায় যাইয়া নিকৃষ্ট-স্থানেই উপবেশন করিতে বাধ্য হয়েন। সেখানেও তাহার বেত্রধারী প্রতিহারীদিগের সঙ্গে বাক্যালাপ না করিলে উদ্ধার নাই। তাহাদিগের সহিত কথা না কহিলে তাহারা দেবগণকে এইরূপ উপহাস করিতে থাকে। "তোমরা মহামান্য সিদ্ধ-সর্ব্বার্থ; কাজেই স্বল্পভাষী।" এই প্রকার বলিয়া উপহাস করিতে থাকে। দেবগণ ভয়ে ভয়ে চাটুযুক্ত বাক্যালাপ করিতে থাকিলেও আবার "অমর-গণ বেশী কথা কহিতেছে" বলিয়া তিরস্কার করে। কখন কখন নর্ম্ম করিয়া কোন কোন কর্ম্মে নিয়োগ করে। দেবগণ এইভাবে সেই দৈত্যসমাজে, দৈত্যেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের সমীপে দানবসেবকজন হইতে পরি-ভব প্রাপ্ত হইতেছেন।৩১-৪১। ঋতুগণ মূর্ত্তি-মন্ত হইয়া তাহার উপাসনা করে, 'কখন কোন্ অপরাধ হয়' এই ভয়ে কদাচ সে স্থান ত্যাগ করে না। তদীয় ভবনে সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর-গণ বিনামূল্যে প্রতিদিন তন্ত্রী-তাল-লয়-যোগে সুস্বরে গান করিয়া থাকে। সেই দানব হস্তকার-বাদী ভিক্ষুকে ভিক্ষা প্রদান করে না এবং মিত্রজনের প্রতিও গুরু লঘু বিবেচনায় সম্মান করে। সে শরণাগত-ত্যাগকারী ও সত্যাশ্রয়বর্জ্জী। তাহার দুশ্চরিত্রতা এই মাত্র কতক কহিলাম; সম্পূর্ণ বলা সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহা কেবল বিধাতাই জানেন। দেবগণের স্তব দ্বারা স্মিত-বিক-শিতমুখাম্বুজ, আত্মভূ, ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণ-বর্ণিত দানবাচরণের কথা শুনিয়া ক্ষণপরে বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—তারক দৈত্য সমস্ত সুরাসুরগণের অবধ্য। যাহার বধ্য, সে পুরুষ এখনও ত্রিভুবনে জন্ম গ্রহণ

ময়া স বরদানেন চ্ছন্দয়িত্বা নিবারিতঃ।
তপসঃ সাম্প্রতং রাজা ত্রৈলোক্যদহনাত্মকাৎ ॥
স চ বব্রে বধং দৈত্যঃ শিশুতঃ সপ্তবাসরাৎ।
স সপ্তদিবসো বালঃ শঙ্করাদ্যো ভবিষ্যতি ॥৪৯
তারকস্য নিহন্তা স ভাস্করাভো ভবিষ্যতি।
সাম্প্রতঞ্চাপ্যপত্নীকঃ শঙ্করো ভগবান্ প্রভুঃ ॥
যচ্চাহমুক্তবান্ যস্যা হ্যজ্ঞানকরতা সদা।
উত্তানো বরদঃ পাণিরেষ দেব্যাঃ সদৈব তু ॥৫১
হিমাচলস্য দুহিতা সা তু দেবী ভবিষ্যতি।
তস্যাঃ সকাশাদ্যঃ শর্ব্বস্ত্বরণ্যাং পাবকো যথা ॥
জনয়িষ্যতি তং প্রাপ্য তারকোঽভিভবিষ্যতি
ময়াপ্যুপায়ঃ স কৃতো যথৈবং হি ভবিষ্যতি ॥৫২
শেষশ্চাপ্যস্য বিভবো বিনঙ্ক্ষ্যৎ তদনন্তরম্।
স্তোককালং প্রতীক্ষধ্বং নির্ব্বিশঙ্কেন চেতসা ॥
ইত্যুক্তাস্ত্রিদশাস্তেন সাক্ষাৎকমলজন্মনা।
জগ্মুস্তং প্রণিপত্যেশং যথাযোগং দিবৌকসঃ ॥

ততো গতেষু দেবেষু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
নিশাং সস্মার ভগবান্ স্বতনোঃ পূর্ব্বসম্ভবাম্ ॥
ততো ভগবতী রাত্রিরুপতস্থে পিতামহম্।
তাং বিবিক্তে সমালোক্য ব্রহ্মোবাচ বিভাবরীম্

ব্রহ্মোবাচ।

বিভাবরি মহৎ কার্য্যং বিবুধানামুপস্থিতম্।
তৎ কর্ত্তব্যং ত্বয়া দেবি শৃণু কার্য্যস্য নিশ্চয়ম্ ॥
তারকো নাম দৈত্যেন্দ্রঃ সুরকেতুরনির্জ্জিতঃ।
তস্যাভাবায় ভগবান্ জনয়িষ্যতি চেশ্বরঃ ॥৫৯
সুতং স ভবিতা তস্য তারকস্যান্তকারকঃ।
শঙ্করস্যাভবৎ পত্নী সতী দক্ষসুতা তু যা ॥৬০
সা মৃতা কুপিতা দেবী কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে
ভবিতা হিমশৈলস্য দুহিতা লোকভাবিনী ॥ ৬১
বিরহেণ হরস্তস্যা মত্বা শূন্যং জগত্রয়ম্।
তপস্যন্ হিমশৈলস্য কন্দরে সিদ্ধসেবিতে ॥৬২

করেন নাই। সেই দানবরাজ ত্রৈলোক্যদহনাত্মক তপস্যা করিলে পর আমি তাহাকে বর দানদ্বারা বাধ্য করিয়া সেই উগ্র তপস্যা হইতে নিবারিত করিয়াছিলাম। সেই দৈত্য ও আমার নিকট সপ্তবাসরমাত্র-বয়স্ক বালক হইতে মরণ বর লইয়াছে। শঙ্কর হইতে উৎপন্ন ভাস্করাভ বালক জন্ম লাভ করিলে সপ্তবাসর বয়স্ক হইয়া এই দানবকে নিহত করিতে পারিবে। কিন্তু ভগবান্ প্রভু শঙ্কর সম্প্রতি অপত্নীক। পূর্ব্বে যে আমি দেবীর উত্তান হস্ততার উল্লেখ করিয়াছি, সেই দেবী হিমাচলের দুহিতারূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার হস্ত সততই উত্তানভাবে বরদানে রত রহিবে। ভগবান্ শর্ব্ব, অরণীতে পাবকের ন্যায় সেই দেবীতে যে পুত্র উৎপাদন করিবেন, তাহার নিকট তারকাসুর অভিভব লাভ করিবে। তাহার অপরাপর পরিজনগণও তৎপরে বিনষ্ট হইবে। যাহাতে এ কার্য্য হইতে পারে, আমিও তাহা করিয়াছি। তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে অল্পকাল প্রতীক্ষা কর। দেবগণ সাক্ষাৎ কমলজন্মা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সেই প্রভুকে যথাযোগ্য প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। দেবগণ গমন করিলে পর লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে স্বশরীর হইতে সমুৎপন্ন নিশাকে স্মরণ করিলেন। তখন ভগবতী রাত্রি দেবী, পিতামহসমীপে সমুপস্থিত হইলে ব্রহ্মা সেই বিভাবরীকে একান্তে উপাগত দেখিয়া কহিলেন,—হে বিভাবরি! সম্প্রতি দেবগণের একটী মহৎ কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছে। তাহা তোমারই করিতে হইবে। দেবি! সেই কর্ম্ম-বিবরণ শ্রবণ কর। অপরাজিত তারক দৈত্য, সুরগণের ধূমকেতুবৎ পীড়াদায়ক হইয়াছে। তাহার বিনাশার্থ ভগবান্ মহেশ্বর এক সন্তান উৎপাদন করিবেন। সেই মহেশ-পুত্রই তারকের অন্তকারক হইবে। দক্ষতনয়া সতী দেবী শঙ্করের পত্নী ছিলেন; তিনি কোন কারণে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু পরে তিনি হিমাচলের লোকানন্দবিধায়িনী নন্দিনীরূপে উৎপন্ন হইবেন।৪২—৬১। ভগবান্ হর তদীয় বিরহে জগৎত্রয় শূন্য জ্ঞান করিয়া হিমালয়ের সিদ্ধ-সেবিত কন্দরে তাঁহারই জন্ম প্রতীক্ষায়

প্রতীক্ষমাণস্তজ্জন্ম কঞ্চিৎ কালং নিবৎস্যতি।
তয়োঃ সুতপ্ততপসোর্ভবিতা যো মহাবলঃ ॥৬৩
স ভবিষ্যতি দৈত্যস্য তারকস্য বিনাশকঃ।
জাতমাত্রা তু সা দেবী স্বল্পসংজ্ঞা চ ভামিনী।৬৪
বিরহোৎকণ্ঠিতা গাঢ়ং হরসঙ্গমলালসা।
তয়োঃ সুতপ্ততপসোঃ সংযোগঃ স্যাচ্ছুভাননে
ততস্তাভ্যাস্তু জনিতঃ স্বল্পো বাক্‌কলহো ভবেৎ
ততোঽপি সংশয়ো ভূয়স্তারকং প্রতি দৃশ্যতে
তয়োঃ সংযুক্তয়োস্তস্মাৎ সুরতাসক্তিকারণে।
বিঘ্নস্ত্বয়া বিধাতব্যো যথা তাভ্যাং তথা শৃণু ॥
গর্ভস্থানে চ তন্মাতুঃ স্বেন রূপেণ রঞ্জয়।
ততো বিহায় শর্ব্বস্তাং বিশ্রান্তো নর্ম্মপূর্ব্বকম্ ॥

কিয়ৎকাল তপস্যা করিতে থাকিবেন। তাঁহারা পতি-পত্নী সুতপ্ত-তপঃসম্পন্ন হইলে তাহাঁদিগের যে মহাবল সন্তান জন্মিবে, সে-ই তারকাসুরকে বিনাশ করিবে। সেই ভামিনী গিরিসুতা জন্মিবামাত্রই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বজ্ঞান নিবন্ধন বিরহে উৎকণ্ঠিতা ও হরসঙ্গ-বিষয়ে লালসান্বিতা হইয়া ঘোর তপশ্চরণ করিবেন। হে শুভাননে! তাঁহারা উভয়েই উত্তম তপস্যা করিলে পর তাঁহাদিগের সংযোগ হইবে। ইহাতেও তারকাসুরের জয় বিষয়ে সংশয় আছে। কারণ, মিলনের পর আবার তাঁহারা উভয়ে সুতপস্যা করিলে অবশেষে তাহাঁদিগের যে পুত্র জন্মিবে, তাহা দ্বারাই তারকের নিধন হইবে। নচেৎ নহে। অতএব বিবাহের পর যাহাতে সেই দেবী তপশ্চরণ করেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের সুরতব্যাপারে তুমি বিঘ্ন করিও। তাঁহাদিগের অল্প বাক্‌কলহ ঘটিলেই দেবী তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইবেন। যেরূপ বিঘ্ন করিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর। তুমি স্বীয় রূপ দ্বারা মেনকার গর্ভে প্রবেশ কর, করিয়া তন্মধ্যস্থ সন্তান সেই দেবীকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিও। তারপর শঙ্কর বিবাহের পর তাঁহার সহিত বিশ্রান্ত হইয়া পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ

ভৎর্সয়িষ্যতি তাং দেবীং ততঃ সা কুপিতা সতী
প্রযাস্যতি তপশ্চর্তুং তত্তস্মাৎ তপসে পুনঃ ॥৬৯
জনয়িষ্যতি যং শর্ব্বাদমিতদ্যুতিমণ্ডিতম্।
স ভবিষ্যতি হন্তা বৈ সুরারীণামসংশয়ম্ ॥৭০
ত্বয়াপি দানবা দেবি হন্তব্যা লোকদুর্জ্জয়াঃ।
যাবচ্চ ন সতী দেহসংক্রান্তগুণসঞ্চয়া ॥ ৭১
তৎসঙ্গমেন তাবত্ত্বং দৈত্যান্ হন্তুং ন শক্ষ্যসে।
এবং কৃতে তপস্তপ্ত্বা সৃষ্টিসংহারকারিণী ॥৭২
সমাপ্তনিয়মা দেবী যদা চোমা ভবিষ্যতি।
তদা স্বমেব তদ্রূপং শৈলজা প্রতিপৎস্যতে ॥৭৩
তনুস্তবাপি সহজা সৈকানংশা ভবিষ্যতি।
রূপাংশেন তু সংযুক্তা ত্বমুমায়াং ভবিষ্যসি ॥৭৪
একানংশেতি লোকস্ত্বাং বরদে পূজয়িষ্যতি।
ভেদৈর্বহুবিধাকারৈঃ সর্ব্বগা কামসাধিনী ॥ ৭৫
ওঙ্কারবক্ত্রা গায়ত্রী ত্বমিতি ব্রহ্মবাদিভিঃ।

ভর্ৎসনা করিবেন; তাহাতে দেবী প্রকুপিত হইয়া শঙ্করকে পরিহারপূর্ব্বক তপস্যার্থ প্রস্থান করিবেন। তাহার পর শঙ্কর হইতে তিনি যে সন্তান প্রসব করিবেন, সেই অমিত-দ্যুতি-মণ্ডিত কুমারই সুরারিবর্গের বিনাশক হইবেন। ৬২—৭০। হে দেবি! তুমিও লোকদুর্জ্জয় দানবদিগকে নিহত করিও। কিন্তু যাবৎ পর্য্যন্ত সেই দেবীর দেহসংসর্গে তদীয় গুণগণ তোমাতে সংক্রামিত না হয়; তাবৎ তুমি দৈত্যবিনাশে সমর্থ হইবে না। এইরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে সেই সৃষ্টি-সংহারকারিণী দেবী তপস্যাচরণ করিয়া উমা নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। তিনি যখন তপো-নিয়ম সমাপ্ত করিবেন, তখন সেই শৈল-তনয়া স্বীয় রূপই প্রাপ্ত হইবেন। তুমি রূপ ও অংশ দ্বারা উমাতে সংক্রান্ত হওয়া নিবন্ধন তোমার সেই মূর্ত্তি একানংশা নামে প্রসিদ্ধা হইবে। হে বরদে! লোকসকল তোমাকে একানংশা নামে পূজা করিবে। তুমি মর্ত্ত্য-ধামে সর্ব্বত্র বিচরণ করত নানা মূর্ত্তিতেই পূজিত হইবে এবং লোকসকলের কাম সাধন করিবে। তোমাকে

আক্রান্তিরূর্জ্জিতাকারা রাজভিশ্চ মহাভুজৈঃ ॥
ত্বং ভূরিতি বিশাংমাতা শূদ্রৈঃশৈবরীতি পূজিতা
ক্ষান্তির্মুনীনামক্ষোভ্যা দয়া নিয়মিনামিতি ॥৭৭
ত্বং মহোপায়সন্দোহা নীতির্নয়বিসর্পিণাম্।
পরিচ্ছিত্তিস্ত্বমর্থানাং ত্বমীহা প্রাণিহৃচ্ছয়া॥ ৭৮
ত্বং মুক্তিঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বং গতিঃ সর্ব্বদেহিনাম্
ত্বঞ্চ কীর্ত্তিমতাং কীর্ত্তিস্ত্বং মূর্ত্তিঃ সর্ব্বদেহিনাম্
রতিস্ত্বং রক্তচিত্তানাং প্রীতিস্ত্বং হৃষ্টদর্শিনাম্।
ত্বং কান্তিঃ কৃতভূষাণাং ত্বং শান্তির্দুঃখকর্ম্মণাম্
ত্বং ভ্রান্তিঃ সর্ব্ববোধানাংত্বং গতিঃ ক্রতুযাজিনাম্
জলধীনাং মহাবেলা ত্বঞ্চ লীলা বিলাসিনাম্ ॥
সম্ভূতিস্ত্বং পদার্থানাং স্থিতিস্ত্বং লোকপালিনী।
ত্বং কালরাত্রির্নিঃশেষ ভুবনাবলিনাশিনী ॥৮২
প্রিয়কণ্ঠগ্রহানন্দদায়িনী ত্বং বিভাবরী।
ইত্যনেকবিধৈর্দেবি রূপৈর্লোকে ত্বমর্চ্চিতা ॥৮০

যে ত্বাং স্তোষ্যন্তি বরদে পূজয়িষ্যন্তি বাপি যে
তে সর্ব্বকামানাপ্স্যন্তি নিয়তা নাত্র সংশয়ঃ ॥৮৩
ইত্যুক্তা তু নিশা দেবী তথেত্যুক্তা কৃতাঞ্জলিঃ
জগাম ত্বরিতা তূর্ণং গৃহং হিমগিরেঃ পরম্ ॥ ৮৫
তত্রাসীনাং মহাহর্ম্ম্যে রত্নভিত্তিসমাশ্রয়াম্।
দদর্শ মেনামাপাণ্ডু-চ্ছবিবক্ত্রসরোরুহাম্ ॥ ৮৬
কিঞ্চিচ্ছ্যামমুখোদগ্র-স্তনভারাবনামিতাম্।
মহৌষধিগণাবদ্ধ মন্ত্ররাজনিষেবিতাম্ ॥ ৮৭
উদ্বহৎকনকোনদ্ধ জীবরক্ষামহোরগাম্।
মণিদীপগণজ্যোতির্মহালোক প্রকাশিতে ॥ ৮৮
প্রকীর্ণবহুসিদ্ধার্থে মনোজপরিবারকে।
শুচিস্মিতাংশুকসংরুদ্ধ-ভূশয্যাস্তরণোজ্জ্বলে ॥ ৮৯
ধূপামোদমনোরম্যে সর্জ্জগন্ধোপযোগিকে।
ততঃ ক্রমেণ দিবসে গতে দূরং বিভাবরী ॥৯০
ব্যজৃম্ভত সুখোদর্কে ততো মেনামহাগৃহে।
প্রসুপ্তপ্রায়পুরুষে নিদ্রাভূতোপচারিকে ॥৯১

ওঙ্কারমুখী গায়ত্রী, মহাভুজ রাজগণ উর্জ্জিতা আক্রান্তি, বৈশ্যগণ মাতৃবৎ পালনী ভূমি, এবং শূদ্রগণ তোমাকে শৈবরীরূপে পূজা করিবে। তুমি মানবগণের অক্ষোভ্যা ক্ষান্তি, নিয়মীদিগের দয়া, নীতি-পরায়ণজনগণের মহোপায়রূপিণী নীতি এবং তুমিই অর্থসমূহের পরিচ্ছিত্তি, অর্থাৎ সিদ্ধান্তরূপিণী। তুমি প্রাণীবর্গের হৃদয়শায়িনী স্পৃহা, সর্ব্বভূতের মুক্তি সর্ব্বদেহীর গতি, কীর্ত্তিমান্ গণের কীর্ত্তি, এবং তুমিই সমস্ত শরীরিদিগের মূর্ত্তিস্বরূপ। তুমি রতচিত্ত ব্যক্তিদিগের রতি, হৃষ্টজনগণের প্রীতি, ভূষিতদিগের কান্তি, এবং তুমিই দুষ্কর্ম্মসমূহের শান্তিরূপিণী।৭১—৮০। হে দেবি! বোধসমূহমধ্যে তুমিই ভ্রান্তিরূপে বিরাজমানা। ক্রতুযাগকারীদিগের তুমিই গতিরূপিণী। তুমি জলধিসকলের মহাবেলা, বিলাসীদিগের লীলা, পদার্থসমূহের সম্ভূতি, এবং তুমিই লোকপালিনী স্থিতি শক্তি। তুমিই সকল ভুবননাশিনী কালরাত্রি; তুমিই প্রিয়কণ্ঠ গ্রহানন্দদায়িনী বিভাবরী। হে দেবি! ইত্যাদি অনেকবিধ রূপে সকল লোকে তোমাকে অর্চ্চনা করিবে। হে বরদে! যাহারা তোমার পূজা কিম্বা স্তব করিবে, তাহারা নিয়ত সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইবে ইহাতে সংশয় নাই। নিশাদেবী ব্রহ্মার কথানুসারে কৃতাঞ্জলিকরে 'তাহাই করিব' বলিয়া ত্বরিতগতি ক্ষণমাত্রে হিমগিরিপুরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে রত্নভিত্তিময় মহান্ হৈমাসনে সমাসীনা মেনাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—মেনার বদন-সরোরুহ আপাণ্ডুরচ্ছবি দেহযষ্টি ঈষৎশ্যামমুখ উন্নত স্তনভারে অবনামিত। তিনি মহৌষধিগণপূর্ণ মন্ত্ররাজসমন্বিত কনকাবৃত জীবরক্ষাকবচ সংযুক্ত উরগাকৃতি হার ধারণ করিতেছেন। সেই ভবন মণিগণের আলোকমালায় সুপ্রকাশিত। উহার স্থানে স্থানে বহুবিধ সিদ্ধার্থ মহৌষধি প্রকীর্ণ এবং উহা স্বচ্ছ অংশুকরচিত ভূসজ্জাস্তরণে সমুজ্জ্বল এবং সর্জ্জগন্ধযুক্ত ধূপামোদে মনোরম। দিবাভাগ দূরগামী হইলে বিভাবরী ক্রমে ক্রমে মেনার সুখময় মহাগৃহে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে পুরুষ জন প্রসুপ্তপ্রায়,

স্ফুটালোকে শশভৃতি ভ্রান্তিরাত্রিবিহঙ্গমে।
রজনীচরভূতানাং সঞ্চেয়রাবৃ চ্চত্বরে ॥৯২
গাঢ়কণ্ঠগ্রহালগ্ন-সুভগেষ্টজনে ততঃ।
কিঞ্চিদাকুলতাং প্রাপ্তে মেনানেত্রাম্বুজদ্বয়ে ॥৯৩
আবিবেশ মুখে রাত্রিঃ সুচিরস্ফুটসঙ্গমা।
জন্মদায়া জগন্মাতুঃ ক্রমেণ জঠরান্তরে ॥৯৪
আবিবেশান্তরং জন্ম মন্যমানা ক্ষপা তু বৈ।
অরঞ্জয়চ্ছবিং দেব্যা গুহারণ্যে বিভাবরী ॥৯৫
ততো জগৎপতিপ্রাণ হেতুর্হিমগিরিপ্রিয়া।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে সুভগে ব্যসূয়ত গুহারণিম্ ॥৯৬
তস্যান্তু জায়মানায়াং জন্তবঃ স্থাণুজঙ্গমাঃ।
অভবন্ সুখিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বলোকনিবাসিনঃ ॥৯৭
নারকাণামপি তদা সুখং স্বর্গসমং মহৎ।
অভবৎ ক্রূরসত্ত্বানাং চেতঃ শান্তঞ্চ দেহিনাম্ ॥
জ্যোতিষামপি তেজস্বমভবৎ সুরতোন্নতা।
বনাশ্রিতাশ্চৌষধয়ঃ স্বাদুবন্তি ফলানি চ ॥৯৯
গন্ধবন্তি চ মাল্যানি বিমলঞ্চ নভোঽভবৎ।
মারুতশ্চ সুখস্পর্শো দিশাশ্চ সুমনোহরাঃ ॥১০০
তেন চোদ্ভূতফলিত-পরিপাকগুণোজ্জ্বলাঃ।
অভবৎ পৃথিবী দেবী শালিমালাকুলাপি চ ॥
তপাংসি দীর্ঘচীর্ণানি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
তস্মিন্ গতানি সাফল্যং কালে নির্ম্মলচেতসাম্
বিস্মৃতানি চ শস্ত্রাণি প্রাদুর্ভাবং প্রপেদিরে।
প্রভাবস্তীর্থমুখ্যানাং তদা পুণ্যতমোঽভবৎ ॥
অন্তরীক্ষে সুরাশ্চাসন্ বিমানেষু সহস্রশঃ।
সমহেন্দ্র-হরি-ব্রহ্ম-বায়ু-বহ্নি-পুরোগমাঃ ॥১০৪
পুষ্পবৃষ্টিং প্রমুমুচুস্তস্মিংস্ত হিমভূধরে।
জগুর্গন্ধর্ব্বমুখ্যাশ্চ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ১০৫
মেরুপ্রভৃতয়শ্চাপি মূর্ত্তিমন্তো মহাচলাঃ।
তস্মিন্ মহোৎসবে প্রাপ্তে দিব্যপ্রভৃতপাণয়ঃ ॥
সরিতঃ সাগরাশ্চৈব সমাজগ্মুশ্চ সর্ব্বশঃ।
হিমশৈলোঽভবল্লোকে তথা সর্ব্বৈশ্চরাচরৈঃ ॥
সেব্যশ্চাপ্যভিগম্যশ্চ স শ্রেয়াংশ্চাচলোত্তমঃ।
অনুভূয়োৎসবং দেবা জগ্মুঃ স্বানালয়ান্ মুদা ॥

নিদ্রোপচার সয্যাদি রচিত, শশধর স্ফুটালোক, রাত্রিচর বিহঙ্গগণের সঞ্চরণ, চত্বরাদি স্থান রজনীচর ভূতগণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন ও সুভগ প্রিয় দম্পতীজন গাঢ় কণ্ঠাশ্লেষে পরস্পর আবদ্ধ হইলে এবং মেনার নেত্রাম্বুজদ্বয় কিঞ্চিৎ আকুলতা প্রাপ্ত হইলে, রাত্রিদেবী স্পষ্টরূপে মেনাসহ সঙ্গত হইয়া তদীয় মুখে আবিষ্ট হইলেন। ক্রমে জঠরান্তরে যাইয়া জন্মদায়িনী জগন্মাতার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার ছবি রঞ্জনপূর্ব্বক জগন্মাতার জন্মাপেক্ষা করিয়া রহিলেন। অতঃপর জগৎপতিপ্রাণহেতু হিমগিরি-প্রিয়া সুভগ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে কুমাররূপ অগ্নির অরণীরূপিণী দেবীকে প্রসব করিলেন। তৎকালে সর্ব্বলোকনিবাসী স্থাবর জঙ্গম প্রাণিগণ সকলেই সুখী হইয়াছিল। নরকবাসীগণেরও স্বর্গবাস সম মহৎ সুখ অনুভূত হইয়াছিল। তখন ক্রূর সর্পগণের চিত্ত শান্ত, জ্যোতিঃপদার্থচয় তেজস্বী, দেবভাবের উৎকর্ষ, বন্য ফলৌষধি স্বাদু, মাল্যসকল গন্ধবহুল, নভোমণ্ডল বিমল, মারুত সুখস্পর্শ, দশদিক্ সুমনোহর এবং প্রকৃতি দেবী শালিমালাকুলা ও উদ্ভূত-দলিত-পরিপক্ব ওষধিচয়ের উপস্থিত তত্তৎগুণে সমুজ্জ্বলা হইয়াছিলেন। তৎকালে নির্ম্মলান্তঃকরণ ভাবনাপরায়ণ মুনিগণের দীর্ঘচীর্ণ তপস্যা সাফল্য লাভ করিয়াছিল। বিস্মৃত শস্ত্র সকল প্রাদুর্ভাব প্রাপ্ত এবং প্রধান প্রধান তীর্থসমূহ পুণ্যবৃদ্ধিনিবন্ধন পুণ্যতম হইয়াছিল। ইন্দ্রোপেন্দ্র, ব্রহ্মা, বায়ু, বহ্নি পুরঃসর দেবগণ অন্তরীক্ষে বিমানে অবস্থানপূর্ব্বক হিমভূধরোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। তখন প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ হিমালয়ে যাইয়া গান করিতে আরম্ভ করিল; তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে অপ্সরাদল নাচিতে লাগিল ৮১—১০৫। মেরু প্রভৃতি মহামহীধরেরা মূর্ত্তিমন্ত হইয়া নানা দ্রব্য উপঢৌকন লইয়া সেই মহোৎসবে আগমন করিল। সমস্ত সরিৎ সাগরবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। ফলতঃ তখন সেই হিমশৈল সচরাচর লোকচয়ের সেব্য, অভিগম্য ও শ্রেয়স্কর;

দেব-গন্ধর্ব্ব-নাগেন্দ্র-শৈলশীলাবনীগুণৈঃ।
হিমশৈলসুতা দেবী স্বয়ংপূর্ব্বিকয়া ততঃ॥১০৯
ক্রমেণ বৃদ্ধিমানীতা লক্ষ্মীং বানলসৈর্বুধৈঃ।
র্ভুক্রমেণ রূপসৌভাগ্য-প্রবোধৈবনত্রয়ম্॥ ১১০
অজয়দ্ভূষয়চ্চাপি নিঃসাধারৈর্নগাত্মজা।
এতস্মিন্নন্তরে শক্রো নারদং দেবসম্মতম্॥১১১
দেবর্ষিমথ সস্মার কার্য্যসাধনসত্বরম্।
স্মৃতিং শক্রস্য বিজ্ঞায় জাতাস্তু ভগবাংস্তদা।
আজগাম মুদা যুক্তো মহেন্দ্রস্য নিবেশনম্।
তং সুদৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষঃ সমুত্থায় মহাসনাৎ॥ ১১২
যথার্হেণ তু পাদ্যেন পূজয়ামাস বাসবঃ।
শক্রপ্রণীতাং তাং পূজাং প্রতিগৃহ্য যথাবিধি॥
নারদঃ কুশলং দেবমপৃচ্ছৎ পাকশাসনম্।
পৃষ্টে চ কুশলে শক্রঃ প্রোবাচ বচনং প্রভুঃ॥

ইন্দ্র উবাচ।

কুশলস্যাঙ্কুরে তাবৎ সম্ভূতে ভুবনত্রয়ে।
তৎফলোদ্ভবসম্পত্তৌ ত্বং ভবাতন্দ্রিতো মুনে
বেৎসি চৈতৎ সমস্তং ত্বং তথাপি পরিচোদকঃ
নির্বৃতিং পরমাং যাতি নিবেদ্যার্থং সুহৃজ্জনে॥
তদ্‌যথা শৈলজা দেবী যোগং যায়াৎ পিনাকিনা
শীঘ্রং তদুদ্যমঃ সর্ব্বৈরস্মৎপক্ষৈর্বিধীয়তাম্॥১১৮
অবগম্যার্থমখিলং তত আমন্ত্র্য নারদঃ।
শক্রং জগাম ভগবান্ হিমশৈলনিবেশনম্॥১১
তত্র দ্বারে স বিপ্রেন্দ্রশ্চিত্রবেত্রলতাকুলে।
বন্দিতো হিমশৈলেন নির্গতেন পুরো মুনিঃ॥
সহ প্রবিশ্য ভবনং ভুবো ভূষণতাং গতম্।
নিবেদিতে স্বয়ং হৈমে হিমশৈলেন বিস্তৃতে॥
মহাসনে মুনিবরো নিষসাদাতুলদ্যুতিঃ।
যথার্হমর্ঘ্যপাদ্যঞ্চ শৈলস্তস্মৈ স্যদেবয়ৎ॥ ১২২
মুনিস্তু প্রতিজগ্রাহ তমর্ঘং বিধিবৎ তদা।
গৃহীতার্ঘং মুনিবরমপৃচ্ছৎ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা॥ ১২৩
কুশলং তপসঃ শৈলঃ শনৈঃ ফুল্লাননাম্বুজঃ।
মুনিরপ্যদ্রিরাজানমপৃচ্ছৎ কুশলং তদা॥ ১২৪

হইয়াছিল। দেবগণ কিয়ৎকাল উৎসবানুভবান্তে স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। অতঃপর হিমাচলনন্দিনী ক্রমে ক্রমে অনলস বুধগণের লক্ষ্মীর ন্যায় দেব গন্ধর্ব্ব নাগেন্দ্র শৈল শীল ও পৃথিবী গুণের সহিত আপনা হইতেই উপচিত স্বাভাবিক রূপ, সৌভাগ্য ও বুদ্ধি দ্বারা ত্রিভুবনত্রয় জয় করিলেন এবং ভূষিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেবরাজ কার্য্যসাধন-চতুর দেবর্ষি নারদকে স্মরণ করিলেন। ভগবান্ নারদ শক্রের স্মৃতি জানিতে পারিয়া মুদিতচিত্তে শক্রনিবেশনে সমাগত হইলেন। সহস্রাক্ষ বাসব তাঁহাকে সুনয়নে দর্শন করিয়া মহাসন হইতে সমুত্থানপূর্ব্বক যথার্হ পাদ্যাদি দ্বারা সম্মানিত করিলেন। নারদ, পাকশাসন শক্র-সম্পাদিত সেই পূজা গ্রহণান্তে তাঁহাকে কুশল প্রশ্ন করিলেন। প্রভু দেবেন্দ্র, নারদের প্রশ্নোত্তরে বলিতে লাগিলেন যে, হে মুনিবর! ভুবনত্রয়ে কুশলের অঙ্কুরমাত্র উদ্ভূত হইয়াছে! তাহার ফলসম্পত্তি নিমিত্ত আপনি অতন্দ্রিত হউন। আপনি সকলই জানেন, তথাপি আমি আপনাকে প্রেরণ করিতেছি। বস্তুতঃ সুহৃজ্জনসন্নিধানে কর্ম্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিলে কিঞ্চিৎ নির্বৃতিলাভ হয়। যাহা হউক, এক্ষণে শৈলজা দেবী যাহাতে পিনাকপাণিসহ যোগ প্রাপ্ত হয়েন, আমাদিগের পক্ষে আবলম্বে তদ্বিষয়ক সমুদ্যম করা কর্ত্তব্য। পরে নারদ শক্রের নিকট সমস্ত কার্য্যতত্ত্ব বিজ্ঞাত হইয়া শক্রকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক হিমশৈলনিবেশনে প্রস্থান করিলেন। ১০৬—১১৯। তিনি চিত্র বেত্রলতাকুল দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র হিমালয় পুরমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া ভূমণ্ডলের ভূষণস্বরূপ স্বীয় ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হিমশৈল, বিস্তৃত হৈম মহাসন নিবেদন করিলে অতুলদ্যুতি নারদ তাহাতে উপবেশন করিলেন। পরে শৈলবর, যথাযোগ্য পাদ্য অর্ঘ্য নিবেদন করিলে মুনিবর তাহা বিধিবৎ গ্রহণ করিলেন। নারদমুনি অর্ঘ্য গ্রহণ করিলে পর গিরিবর তাঁহাকে প্রফুল্ল মুখকমলে শনৈঃ শনৈঃ মধুর বচনে তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিও অদ্রিরাজকে কুশল প্রশ্ন করিলেন।

নারদ উবাচ।

অহোহবতারিতাঃ সর্ব্বে সন্নিবেশে মহাগিরে।
পৃথুত্বং মনসা তুল্যং কন্দরাণাং তথাচল ॥ ১২৫
গুরুত্বং তে গুণৌঘানাং স্থাবরাদতিরিচ্যতে।
প্রসন্নতা চ তোয়স্য মনসোহপ্যধিকা চ তে ॥
ন লক্ষয়ামঃ শৈলেন্দ্র শিবাতে কন্দরোদরাৎ।
ন চ লক্ষ্মীস্তথা স্বর্গে কুত্রাধিকতয়া স্থিতা ॥১২৭
নানাতপোভির্মুনিভির্জ্জ্বলনার্কসমপ্রভৈঃ।
পাবনৈঃ পাবিতো নিত্যং ত্বৎকন্দরসমাশ্রিতৈঃ
অবমত্য বিমানানি স্বর্গবাসবিরাগিণঃ।
পিতৃগৃহ ইবাসন্না দেবগন্ধর্ব্ব-কিন্নরাঃ ॥ ১২৯
অহো ধন্যোহসি শৈলেন্দ্র যস্য তে কন্দরং হরঃ
অধ্যাস্তে লোকনাথোহপি সমাধানপরায়ণঃ ॥
ইত্যুক্তবতি দেবর্ষৌ নারদে সাদরং গিরা।
হিমশৈলস্য মহিষী মেনা মুনিদিদৃক্ষয়া ॥ ১৩১
অনুযাতা দুহিত্রা তু স্বল্পালিপরিচারিকা।
লজ্জাপ্রণয়নম্রাঙ্গী প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥১৩২
তত্র স্থিতো মুনিবরঃ শৈলেন সহিতো বশী।
দৃষ্ট্বা তু তেজসো রাশিং মুনিং শৈলপ্রিয়া তদা
ববন্দে গূঢ়বদনা পাণিপদ্মকৃতাঞ্জলিঃ।
তাং বিলোক্য মহাভাগো মহর্ষিরমিতদ্যুতিঃ
আশীর্ভিরমৃতোদ্গাররূপাভিস্তাং ব্যবর্দ্ধয়ৎ।
ততো বিস্মিতচিত্তা তু হিমবদ্গিরিপুত্রিকা ॥১৩৫
উদৈক্ষন্নারদং দেবী মুনিমদ্ভুতরূপিণম্।
এহি বৎসেতি চাপ্যুক্তা ঋষিণা স্নিগ্ধয়া গিরা ॥
কণ্ঠে গৃহীত্বা পিতরমুৎসঙ্গে সমুপাবিশৎ।
উবাচ মাতা তাং দেবীমভিবন্দয় পুত্রিকে ॥ ১৩৭
ভগবন্তং ততো ধন্যং পতিমাপ্স্যসি সম্মতম্।
ইত্যুক্তা তু ততো মাত্রা বস্ত্রান্তপিহিতাননা ॥
কিঞ্চিৎকম্পিতমূর্দ্ধা তু বাক্যং নোবাচ কিঞ্চন।
ততঃ পুনরুবাচেদং বাক্যং মাতা সুতাং তদা

সেই দেবর্ষি নারদ কহিলেন,—অহো গিরিবর! আপনি সমস্ত গুণগণই অবতারিত করিয়াছেন! আপনার কন্দরসমূহের ও মনের বিশালতা তুল্যরূপ। হে অচল! স্থাবরগণের অপেক্ষাও আপনার গুণরাশির গুরুত্ব অধিক। মন অপেক্ষাও আপনার জলের প্রসন্নতা অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়। আপনার কন্দরোদর সকলের শেষ যে কোথায়, তাহা লক্ষিত হয় না। লক্ষ্মী দেবী স্বর্গে অথবা আপনাতে কোথায় যে অধিকরূপে বিরাজমানা, তাহাও বুঝিতে পারি না। আপনার কন্দরবাসী জ্বলনার্ক-সম-তেজস্বী নানাতপঃপরায়ণ পাবন মুনিগণ কর্ত্তৃক আপনি নিয়ত পাবিত হইতেছেন। দেব-গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ স্বর্গবাসে বিরাগযুক্ত হইয়া বিমানসমূহে অনাদরপূর্ব্বক পিতৃগৃহের ন্যায় আপনাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। অহো শৈলেন্দ্র! লোকনাথ ভগবান্ হরও তোমার কন্দর আশ্রয় করিয়া সমাধিপরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন! অতএব তুমি ধন্য। ১২০—১৩০। দেবর্ষি নারদ সাদর বচনে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে শৈলেন্দ্রমহিষী মেনা দেবী মুনিদর্শনমানসে অনুগামিনী তনয়াকে লইয়া স্বল্পসখী পরিচারিকা সহ লজ্জা-প্রণয়-নম্রভাবে সেই নিবেশনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে বশী মুনিবর, শৈলের সহিত অবস্থিত রহিয়াছেন, দেখিয়া মেনা দেবী আবৃতবদনে পাণিপদ্মে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া সেই তেজোরাশি দেবর্ষিকে বন্দনা করিলেন। অমিতদ্যুতি মহাভাগ মহর্ষি তদ্দর্শনে অমৃতোদ্গারস্বরূপ আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করিলেন। গিরিনন্দিনী অদ্ভুতরূপী নারদমুনিকে বিস্মিতচিত্তে উদ্বীক্ষণ করিতে থাকিলে ঋষি তাঁহাকে স্নিগ্ধ বাক্যে,—বৎসে! আইস, বলিয়া আহ্বান করিলেন। তখন তিনি পিতার কণ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক তদীয় উৎসঙ্গে উপবেশন করিলেন। মাতা মেনকাদেবী তাঁহাকে হে পুত্রিকে! ভগবান্ দেবর্ষিকে অভিবন্দন কর, তাহা হইলে অভিমত ধন্য পতি লাভ করিতে পারিবে; এই কথা বলিলে, তিনি বস্ত্রাঞ্চলে বদন পিধান করিয়া ঈষৎ মস্তকসঞ্চালন করিলেন; কোন কথাই বলিলেন না। তখন

বৎসে বন্দ্য দেবর্ষিং ততো দাস্যামি তে শুভম্
রত্নক্রীড়নকং রম্যং স্থাপিতং যচ্চিরং ময়া ॥১৪
ইত্যুক্তা তু ততো বেগাদুদ্ধৃত্য চরণৌ তদা।
ববন্দে মূর্দ্ধ্নি সন্ধায় করপঙ্কজকুড্মলম্ ॥১৪১
কৃতে তু বন্দনে তস্যা মাতা সখিমুখেন তু।
চোদয়ামাস শনকৈস্তস্যাঃ সৌভাগ্যশংসিনাম্ ॥
শরীরলক্ষণানান্তু বিজ্ঞানায় তু কৌতুকাৎ।
স্ত্রীস্বভাবাদ্যদ্দুহিতুশ্চিন্তাং হৃদি সমুদ্বহন্ ॥১৪৩
জ্ঞাত্বা তদিঙ্গিতং শৈলো মহিষ্যা হৃদয়েন তু।
অনুদ্গীর্ণোহক্ষতিমনোরম্যমেতদুপস্থিতম্ ॥১৪
চোদিতঃ শৈলমহিষীসখ্যা মুনিবরস্তদা।
স্মিতাননো মহাভাগো বাক্যং প্রোবাচ নারদঃ
ন জাতোঽস্যাঃ পতির্ভদ্রে লক্ষণৈশ্চ বিবর্জ্জিতা
উত্তানহস্তা সততং চরণৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বচ্ছায়য়া ভবিষ্যেয়ং কিমন্যদ্বহু ভাষ্যতে ॥১৪৬

পুনরায় মাতা মেনা স্বীয় সুতাকে 'বৎসে! দেবর্ষিকে বন্দনা কর, তাহা হইলে তোমাকে চিররক্ষিত সুভাস্বর রত্নক্রীড়নক প্রদান করিব', এই কথা বলিলেন।৩১—১৪০। সেই দেবী এইরূপ উক্ত হইয়া সবেগে উত্থানপূর্ব্বক করকমল কোরকাকারে মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া মুনিবরের বন্দনা করিলেন। বন্দনা করা হইলে তদীয় মাতা মেনাদেবী স্ত্রীস্বভাব-সুলভ কৌতুকবশতঃ দুহিতার হিতচিন্তা হৃদয়ে বহনপূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় তনয়ার সৌভাগ্যসূচক শরীরলক্ষণসমূহ জানিবার জন্য সখীমুখে দেবর্ষি নারদকে তদ্বিষয় প্রকাশার্থ প্রেরণা করিলেন। শৈলরাজ মহিষীর সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিলেন, ইহা অতি রমণীয় ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। মুনিবর মহাভাগ নারদ, শৈলমহিষীর সখীকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সস্মিতমুখে বলিলেন, হে ভদ্রে! এই কন্যার 'বর' জন্ম গ্রহণ করে নাই এবং কোন সুলক্ষণও ইহার নাই। এই কন্যা সততই উত্তানহস্তা; ইহার স্বীয় ছায়ায় চরণ ব্যভিচারী হইবে। ইহার সম্বন্ধে

শ্রুত্বৈতৎ সম্ভ্রমাবিষ্টো ধ্বস্তধৈর্য্যো মহাবলঃ।
নারদং প্রত্যুবাচাথ সাশ্রুকণ্ঠো মহাগিরিঃ ॥
হিমবানুবাচ।
সংসারস্যাতিদোষস্য দুর্বিজ্ঞেয়া গতির্যতঃ।
সৃষ্ট্যাশ্চাবশ্যভাবিন্যাং কেনাপ্যতিশয়াত্মনা॥১৪৮
কর্ত্রা প্রণীতা মর্য্যাদা স্থিতা সংসারিণামিয়ম্।
যো জায়তে হি যদ্বীজো জনিতুঃ স হ্যসার্থকঃ ॥
জনিতা চাপি জাতস্য ন কশ্চিদিতি যৎ স্ফুটম্
স্বকর্ম্মণৈব জায়ন্তে বিবিধা ভূতজাতয়ঃ ॥১৫০
অণ্ডজো হ্যণ্ডজাজ্জাতঃ পুনর্জ্জায়েত মানবঃ।
মানুষাচ্চ সরীসৃপ্যাং মনুষ্যত্বেন জায়তে ॥১৫১
তত্রাপি জাতৌ শ্রেষ্ঠায়াং ধর্ম্মস্যোৎকর্ষণেন তু।
অপুত্রজন্মিনঃ শেষাঃ প্রাণিনঃ সমুপস্থিতাঃ ॥
মনুজাস্তত্র জায়ন্তে যতো ন গৃহধর্ম্মিণঃ।
ক্রমেণাশ্রমসম্প্রাপ্তির্ব্রহ্মচারিব্রতাদনু ॥ ১৫৩
তস্য কর্ত্তুর্নিয়োগেন সংসারো যেন বর্দ্ধিতঃ।

আর কি অধিক বলিব? হিমালয় কহিলেন,—এ সংসার দোষ বহুল, ইহার গতি অতি দুর্বিজ্ঞেয়। এই সৃষ্টিপ্রবাহ অবশ্যম্ভাবী। কোন এক অতিশয়াত্মা কর্ত্তৃ-পুরুষ আছেন; তাঁহারই দ্বারা সংসারীদিগের এই মর্য্যাদা প্রণীত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কারণ হইতে কার্য্যের যে উৎপত্তি হয়, তাহাতে কারণের সার্থকতা কিছুই নাই। সুতরাং পিতাও যে পুত্রের কেহই নহে, তাহা সুস্পষ্টই বুঝা যায়। ভূতজাতিসমূহ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই জন্মিয়া থাকে। ১৪১—১৫০। অণ্ডজ যোনি হইতে অণ্ডজ যোনিতেও গতি হয়, আবার মানুষযোনিতেও জন্ম হয়। মানুষ যোনি হইতে সরীসৃপ যোনি, পুনরায় তাহা হইতে মানুষযোনি-প্রাপ্তিও হইয়া থাকে। তন্মধ্যেও ধর্ম্মের উৎকর্ষ অনুসারে উচ্চ উচ্চ যোনিতে জন্ম লাভ হয়। ধর্ম্ম-তারতম্যেই জাতি ও আশ্রমাদির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। মনুষ্য, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ইত্যাদি রূপে কোনও কর্ত্তার

সংসারস্য কুতো বৃদ্ধিঃ সর্ব্বে স্যুর্যদতিগ্রহাঃ ॥
অতঃ কর্ত্রা তু শাস্ত্রেষু সুতলাভঃ প্রশংসিতঃ।
প্রাণিনাং মোহনার্থায় নরকত্রাণসংশ্রয়াৎ ॥ ১৫৫
স্ত্রিয়া বিরহিতা সৃষ্টির্জন্তূনাং নোপপদ্যতে।
স্ত্রীজাতিস্তু প্রকৃত্যৈব কৃপণা দৈন্যভাষিণী।
শাস্ত্রালোচনসামর্থ্যমুজ্‌ঝিতং তাসু বেধসা।
শাস্ত্রেষুক্তমসন্দিগ্ধং বহুবারং মহাফলম্।
দশপুত্রসমা কন্যা যা ন স্যাচ্ছীলবর্জ্জিতা ॥১৫৭
বাক্যমেতৎ ফলভ্রষ্টং পুংসি গ্লানিকরং পরম্।
কন্যা হি কৃপণা শোচ্যা পিতুর্দুঃখবিবর্দ্ধিনী ॥১৫৮
যাপি স্যাৎ পূর্ণসর্ব্বাঢ্যা পতি-পুত্র-ধনাদিভিঃ।
কিং পুনর্দুর্ভগা হীনা পতি-পুত্র-ধনাদিভিঃ ॥১৫ঃ
ত্বঞ্চোক্তবান্ সুতায়া মে শরীরে দোষসংগ্রহম্
অহো মুহ্যামি শুষ্যামি গ্লানি সীদামি নারদ ॥
অযুক্তমথ বক্তব্যমপ্রাপ্যমপি সাম্প্রতম্।

অনুগ্রহেণ মে ছিন্ধি দুঃখং কন্যাশ্রয়ং মুনে ॥
পরিচ্ছিন্নেঽপ্যসন্দিগ্ধে মনঃ পরিভবাশ্রয়ম্।
তৃষ্ণা মুষ্ণাতি নিষ্ণাতা ফললোভাশ্রয়া শুভা ॥
স্ত্রীণাং হি পরমং জন্ম কুলানামুভয়াত্মনাম্।
ইহামুত্র সুখায়োক্তং সৎপাত্রপ্রাপ্তিসংজ্ঞিতম্ ॥
দুর্লভঃ সৎপতিঃ স্ত্রীণাং বিগুণোঽপি পতিঃ কিল
ন প্রাপ্যতে বিনা পুণ্যৈঃ পতির্নার্য্যা কদাচন ॥
যতো নিঃসাধনো ধর্ম্মঃ পরিমাণোজ্‌ঝিতা রতিঃ
ধনং জীবিতপর্য্যাপ্তং পত্যৌ নার্য্যাঃ প্রতিষ্ঠিতম্
নির্দ্ধনো দুর্ভগো মূর্খঃ সর্ব্বলক্ষণবর্জ্জিতঃ।
দৈবতং পরমং নার্য্যাঃ পতিরুক্তঃ সদৈব হি ॥
ত্বয়া চোক্তং হি দেবর্ষে ন জাতোঽস্যাঃ পতিঃ কিল।
এতদ্দৌর্ভাগ্যমতুলমসংখ্যং গুরু দুঃসহম্ ॥১৬৭
চরাচরে ভূতসর্গে যদন্যাপি চ নো মুনে।

নিয়োগে সংসার বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। সকলেই যদি পাপ-পুণ্যের চরমোৎকর্ষ লাভ করে, তবে সংসারের বৃদ্ধি হইবে কিরূপে? অতএব শাস্ত্রে যে নরক-ত্রাণের লোভ দেখাইয়া সুত-লাভের প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা প্রাণিগণের মোহ জন্মাইবার জন্য। স্ত্রীজাতি ব্যতীত জীবসৃষ্টি হয় না। স্ত্রী-জাতি স্বভাববশেই দীনা ও দৈন্যভাষিণী। বিধাতা তাহাদিগের শাস্ত্রালোচন-সামর্থ্য বিধান করেন নাই। শাস্ত্রে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সমস্তই অসন্দিগ্ধ। মহাফল কর্ম্ম সকল বহুবারই উপদিষ্ট হইয়াছে। "যদি দুঃশীলা না হয়, তাহা হইলে একটী কন্যা—দশটী পুত্রের তুল্য।" এই বাক্য এক্ষণে পুরুষগণের পক্ষে ফলভ্রষ্ট এবং পরম গ্লানিকর হইয়া উঠিয়াছে। কন্যা—যদি পতি-পুত্র-ধনাদিপূর্ণাও হয়, তথাপি দীনা, শোচ্যা ও পিতার দুঃখবর্দ্ধিনী। বিশেষতঃ কন্যা যদি দুর্ভগা, হীনা পতিপুত্রধনাদি বর্জ্জিতা হয়, তবে ত আর কথাই নাই। আপনিও বলিলেন যে, আমার কন্যার শরীরে বহু-দোষ বিদ্যমান। অহো নারদ! এ কথায় আমি মোহ, শোক, গ্লানি ও অবসাদ প্রাপ্ত হইতেছি।১৫১—১৬০। সম্প্রতি অযুক্ত হইলেও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, হে নারদ! হে মুনে! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই কন্যাবিষয়ক দুঃখচ্ছেদন করুন। সুনিরূপিত অসন্দিগ্ধ বিষয়েও আমার মন পরিভবাশ্রয় হইতেছে! ফললোভাশ্রয়িণী অশুভদা অতিচতুরা তৃষ্ণাই মানুষকে অপ-হরণ করিয়া লইয়া যায়। স্ত্রীলোকের সৎ-পতি লাভ হইলেই পিতৃমাতৃকুল এবং স্বীয় জন্মের সাফল্য হয়। স্ত্রীলোকের সৎপতি দুর্লভ। গুণহীন পতিও নারীদিগের পুণ্য ব্যতীত কদাচ লাভ হয় না। অযত্ন-সিদ্ধ ধর্ম্ম, অপরিমিত রতি, জীবনোপযোগী ধন, নারীদিগের এ সকল পতিতেই প্রতি-ষ্ঠিত। নির্দ্ধন, দুর্ভগ, মূর্খ, সর্ব্বসুলক্ষণহীন পতিও নারীদিগের সদাই পরম দেবতা। হে দেবর্ষি নারদ! আপনি কহিলেন যে, আমার কন্যার পতি জন্মে নাই। বস্তুতঃ ইহা অতীব গুরু, অসংখ্য দুঃসহ ও দৌর্ভাগ্য। হে মুনিবর। আপনি বলিলেন,—সেই পতি

ন স জাত ইতি ক্রমে তেন মে ব্যাকুলং মনঃ
মনুষ্যদেবজাতীনাং শুভাশুভনিবেদকম্
লক্ষণং হস্তপাদাদৌ বিহিতৈর্লক্ষণৈঃ কিল ॥১৬৯
সেয়মুত্তানহস্তেতি ত্বয়োক্তা মুনিপুঙ্গব ।
উত্তানহস্ততা প্রোক্তা যাবতামেব নিত্যদা ॥১৭০
শুভোদয়ানাং ধন্যানাং ন কদাচিৎ প্রযচ্ছতাম্
স্বচ্ছায়য়াস্যাশ্চরণৌ ত্বয়োক্তৌ ব্যভিচারিণৌ ॥
তত্রাপি শ্রেয়সাং হ্যাশা মুনে তু প্রতিভাতি নঃ ।
শরীরলক্ষণাশ্চান্যে পৃথক্‌ফলনিবেদিনঃ ॥১৭২
সৌভাগ্য-ধন-পুত্রায়ুঃ-পতিলাভানুশংসনঃ ।
তৈশ্চ সর্ব্বৈর্বিহীনেয়ং ত্বমাত্থ মুনিপুঙ্গব ॥ ১৭৩
ত্বং মে সর্ব্বং বিজানাসি সত্যবাগসি চাপ্যতঃ ।
মুহ্যামি মুনিশার্দ্দূল হৃদয়ং দীর্য্যতীব মে ॥১৭৪
ইত্যুক্ত্বা বিরতঃ শৈলো মহাদুঃখবিচারণাৎ ।
শ্রুত্বৈতদখিলং তস্মাচ্ছৈলরাজমুখাম্বুজাৎ ।
স্মিতপূর্ব্বমুবাচেদং নারদো দেবচোদিতঃ ॥১৭৫

নারদ উবাচ ।

হর্ষস্থানেঽপি মহতি ত্বয়া দুঃখং নিরূপ্যতে ।
অপরিচ্ছিন্নবাক্যার্থে মোহং যাসি মহাগিরে ॥
ইমাং শৃণু গিরং মত্তো রহস্যপরিনিষ্ঠিতাম্ ।
সমাহিতো মহাশৈল ময়োক্তস্য বিচারণে ॥১৭৭
ন জাতোঽস্যাঃ পতির্দেব্যা যন্ময়োক্তং হিমাচল
ন স জাতো মহাদেবো ভূত-ভব্য-ভবোদ্ভবঃ
শরণ্যঃ শাশ্বতঃ শাস্তা শঙ্করঃ পরমেশ্বরঃ ॥১৭৮
ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দ্রমুনয়ো জন্মমৃত্যুজরার্দ্দিতাঃ ।
তস্যৈতে পরমেশস্য সর্ব্বে ক্রীড়নকা গিরে ॥
আস্তে ব্রহ্মা তদিচ্ছাতঃ সম্ভূতো ভুবনপ্রভুঃ ।
বিষ্ণুর্যুগে যুগে জাতো নানাজাতির্মহাতনুঃ ॥
মন্যসে মায়য়া জাতং বিষ্ণুঞ্চাপি যুগে যুগে ।
আত্মনো ন বিনাশোঽস্তি স্থাবরান্তেঽপি ভূধর
সংসারে জায়মানস্য ম্রিয়মাণস্য দেহিনঃ ।

চরাচর ত্রৈলোক্যে অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহাতেই আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। মনুষ্য দেবতাদি সকলেরই হস্তে শুভাশুভজ্ঞাপক লক্ষণসমূহ বিদ্যমান থাকে ; কিন্তু আপনি বলিলেন যে, এই কন্যা উত্তানহস্তা হইবে। শুভোদয়শালী, ধন্য, দানপরায়ণ জনগণের হস্ত কদাপি এরূপ উত্তান হয় না। আরও আপনি বলিয়াছেন যে, ইহার চরণদ্বয় স্বচ্ছায়া দ্বারা ব্যভিচারী হইবে। হে মুনিবর ! এ কথায়ও আমি নিরাশ হইয়াছি। শরীরলক্ষণ সকল পৃথক্ পৃথক্ ফল সূচনা করে। উহা দ্বারা পতি, পুত্র, ধন, সৌভাগ্য, আয়ুঃ প্রভৃতির পরিমাণ পাওয়া যায়। মুনিপুঙ্গব! আপনি বলিলেন যে, আমার এই তনয়া সেই সমস্ত সুলক্ষণবিহীনা। আপনি সত্যবাদী, আমার সমস্ত অবস্থাও জ্ঞাত আছেন ; এই জন্যই আমি মোহাবিষ্ট হইতেছি, এবং আমার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে ! শৈলরাজ হিমালয় এই বলিয়া মহাদুঃখের বিচার হইতে বিরত হইলেন। দেবগণ-প্রেরিত নারদমুনি সেই শৈলরাজ মুখাম্বুজ-নির্গত এই সকল কথা শুনিয়া সস্মিতমুখে বলিতে লাগিলেন। ১৬১—১৭৫। নারদ কহিলেন,—হে মহাগিরিবর! মহান্ হর্ষস্থানেও আপনি দুঃখবোধ করিতেছেন। আমার বাক্যের অর্থনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া এরূপ ভ্রমগ্রস্ত হইয়াছেন। হে মহাশৈল! আমার নিকট এই রহস্য-নির্ণীত কথা শ্রবণ করুন। মদুক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যবিচারে সমাহিত হউন। হে হিমাচল! ইহাঁর পতি জন্মগ্রহণ করেন নাই ; এই যে কথা আমি বলিয়াছি, তাহার কারণ—ইহাঁর পতি মহাদেব জাত নহেন ; তিনিই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান জগতের উদ্ভবহেতু। সেই শঙ্কর, সকলের শরণ্য, শাশ্বত, এবং তিনিই পরমেশ্বর। হে গিরিবর! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, মুনিগণ—সকলেই তাঁহার ক্রীড়নবৎ জন্ম-মৃত্যু-জরা দ্বারা নিপীড়িত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা তাঁহারই ইচ্ছানুসারে ভুবনের সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকেন। বিষ্ণু তাঁহারই ইচ্ছায় যুগে যুগে নানাজাতীয় শরীর ধারণ করেন। বিষ্ণুর এই সকল জন্মগ্রহণ, মায়া দ্বারা বিহিত। নচেৎ আত্মার বিনাশ নাই। হে ভূধর!

নশ্যতে দেহ এবাত্র নাত্মনো নাশ উচ্যতে ॥
ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তোঽয়ং সংসারো যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
স জন্মমৃত্যুদুঃখার্ত্তো হ্যবশঃ পরিবর্ত্ততে ॥ ১৮৩
মহাদেবোঽচলঃ স্থাণুর্ন জাতো জনকোঽজরঃ
ভবিষ্যতি পতিঃ সোঽস্যা জগন্নাথো নিরাময়ঃ
যদুক্তঞ্চ ময়া দেবী লক্ষণৈর্বর্জ্জিতা তব ।
শৃণু তস্যাপি বাক্যস্য সম্যক্তেন বিচারণম্ ॥
লক্ষণং দৈবিকো হ্যঙ্কঃ শরীরাবয়বাশ্রয়ঃ ।
ন চায়ুর্দ্ধনসৌভাগ্য-পরিমাণপ্রকাশকঃ ॥ ১৮
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য সৌভাগ্যস্যাস্য ভূধর ।
নৈবাঙ্কো লক্ষণাকারঃ শরীরে সংবিধীয়তে
অতোঽস্যা লক্ষণং গাত্রে শৈল নাস্তি মহামতে
যথাহমুক্তবানস্যা হ্যুত্তানকরতাং সদা ॥ ১৮৮
উত্তানো বরদঃ পাণিরেষ দেব্যাঃ সদৈব তু ।
সুরাসুরমুনিব্রাত-বরদেয়ং ভবিষ্যতি ॥ ১৮৯

সংসারে স্থাবরান্ত যোনিতে জন্মলাভ করিলেও আত্মার কদাচ বিনাশ নাই। ম্রিয়মাণ দেহীদিগের দেহই বিনষ্ট হয়; কিন্তু আত্মা বিনষ্ট হয় না। ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত এই সংসার, জন্ম-মৃত্যু-জরা দ্বারা আর্ত্ত হইয়া অবশভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সেই জগন্নাথ, নিরাময, অচল, স্থাণু, অজর এবং জনক। তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনিই ইঁহার পতি হইবেন। আর আমি যে এই দেবীকে লক্ষণবর্জ্জিতা বলিয়াছি, তাহারও সম্যক্ তাৎপর্য্য শ্রবণ করুন। শরীরাবয়ব-গত লক্ষণ সকল দৈবিক চিহ্ন। ঐ সমস্ত দ্বারা আয়ু, ধন ও সৌভাগ্যাদির পরিণাম প্রকাশ পায়। হে ভূধর! ইঁহার সৌভাগ্য অনন্ত ও অপ্রমেয়; সুতরাং শরীরগত লক্ষণদ্বারা তাহার প্রকাশ করা অসম্ভব বলিয়া শরীরে কোনও লক্ষণ করা হয় নাই। হে মহামতি শৈলরাজ! এই কারণেই ইহার গাত্রে কোনও লক্ষণ নাই। আর আমি যে দেবীর উত্তানকরতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কারণ এই যে, এই দেবীর পাণি, সুরাসুর-মুনি-

যথা প্রোক্তং তদা পাদৌ স্বচ্ছায়াব্যভিচারিণৌ
অস্যাঃ শৃণু মমাত্রাপি বাগ্যুক্তিং শৈলসত্তম ॥
চরণৌ পদ্মসঙ্কাশাবস্যাঃ স্বচ্ছনখোজ্জ্বলৌ ।
সুরাসুরাণাং নমতাং কিরীটমণিকান্তিভিঃ ॥১৯১
বিচিত্রবর্ণৈর্ভাসন্তৌ স্বচ্ছায়াপ্রতিবিম্বিতৌ ।
ভার্য্যা জগদ্গুরোরেষা বৃষাঙ্কস্য মহীধর ॥১৯২
জননী লোকধর্ম্মস্য সম্ভূতা ভূতভাবনী ।
শিবেয়ং পাবনায়ৈব ত্বৎক্ষেত্রে পাবকদ্যুতিঃ ॥
তদ্‌যথা শীঘ্রমেবৈষা যোগং যায়াৎ পিনাকিনা ।
তথা বিধেয়ং বিধিবৎ ত্বয়া শৈলেন্দ্রসত্তম
অত্যন্তং হি মহৎ কার্য্যং দেবানাং হিমভূধর ॥

স্থত উবাচ ।

এবং শ্রুত্বা তু শৈলেন্দ্রো নারদাৎ সর্ব্বমেব হি
আত্মানং স পুনর্জাতং মেনে মেনাপতিস্তদা ॥
নমস্কৃত্য বৃষাঙ্কায় তদা দেবায় ধীমতে ।
উবাচ সোঽপি সংহৃষ্টো নারদস্তু হিমাচলঃ ॥

হিমবানুবাচ ।

দুস্তরান্নরকাদ্ঘোরাদুদ্ধৃতোঽস্মি ত্বয়া মুনে ।
পাতালাদহমুদ্ধৃত্য সপ্তলোকাধিপঃ কৃতঃ ॥১৯৭

গণকে বরদানার্থ সতত উত্তানভাবেই থাকিবে। ওহে শৈলসত্তম! আমি যে ইঁহার পদদ্বয় স্বচ্ছায়াব্যভিচারী হইবে বলিয়াছি, তদ্বিষয়েও আমার যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ কর। তোমার ক্ষেত্রে এই লোকধর্ম্মের জননী ভূতভাবনী শিবা দেবী সম্ভূত হইয়াছেন। অতএব হে শৈলেন্দ্রসত্তম! ইনি যাহাতে অল্পকালেই পিনাকীর সহিত সংযুক্ত হয়েন, আপনি তদনুরূপ কার্য্য করুন। ওহে হিমভূধর! দেবতাদিগের একটী অতি মহৎ কর্ম্ম উপস্থিত ।১৭৬—১৯৪। স্থত বলিলেন,—মেনাপতি শৈলরাজ হিমালয়, নারদের নিকট এই সকল কথা শুনিয়া আপনাকে যেন পুনরুৎপন্ন বলিয়াই মনে করিলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে ধীমান্ বৃষধ্বজ শঙ্করকে নমস্কারপূর্ব্বক নারদকে বলিলেন,—হে-মুনিবর! আপনি আমাকে দুস্তর ঘোর নরক হইতে উদ্ধার করিলেন। আপনি

হিমাচলোঽস্মি বিখ্যাতস্ত্বয়া মুনিবরাধুনা।
হিমাচলে চলগুণাঃ প্রাপিতোঽস্মি সমুন্নতিম্।
আনন্দদিবসাহারি হৃদয়ং মেঽধুনা মুনে।
নাধ্যবস্যতি কৃত্যানাং প্রবিভাগবিচারণম্ ॥১৯৯
যদি বাচামধীশঃ স্যাং ত্বদ্গুণানাং বিচারণে॥
ভবদ্বিধানাং নিয়তমমোঘং দর্শনং মুনে।
তবাস্মান্ প্রতি চাপল্যং ব্যক্তং মম মহামুনে॥
ভবদ্ভিরেব কৃত্যোঽহং নিবাসায়াত্মরূপিণম্।
মুনীনাং দেবতানাঞ্চ স্বয়ং কর্ত্তাপি কল্মষম্ ॥২০২
তথাপি বস্তুন্যেকস্মিন্নাজ্ঞা মে সম্প্রদীয়তাম্।
ইত্যুক্তবতি শৈলেন্দ্রে স তদা হর্ষনির্ভরে ॥২০৩
তথাচ নারদো বাক্যং কৃতং সর্ব্বমিতি প্রভো
সুরকার্য্যে য এবার্থস্তবাপি সুমহত্তরঃ ॥ ২০৪
ইত্যুক্ত্বা নারদঃ শীঘ্রং জগাম ত্রিদিবং প্রতি।
স গত্বা শক্রভবনমমরং সন্দদর্শ হ ॥ ২০৫

ততোঽভিরূপে স মুনিরুপবিষ্টো মহাসনে।
পৃষ্টঃ শক্রেণ প্রোবাচ হিমজাসংশ্রয়াং কথাম্॥

নারদ উবাচ।

সমূহ্য যৎ তু কর্ত্তব্যং তন্ময়া কৃতমেব হি।
কিন্তু পঞ্চশরস্যৈব সময়োঽয়মুপস্থিতঃ॥ ২০৭
ইত্যুক্তো দেবরাজস্তু মুনিনা কার্য্যদর্শিনা।
চূতাঙ্কুরাস্ত্রং সস্মার ভগবান্ পাকশাসনঃ॥২০৮
সংস্মৃতস্তু তদা ক্ষিপ্রং সহস্রাক্ষেণ ধীমতা।
উপতস্থে রতিযুতঃ সবিলাসো ঝষধ্বজঃ।
প্রাদুর্ভূতন্তু তং দৃষ্ট্বা শক্রঃ প্রোবাচ সাদরম্॥

শক্র উবাচ।

উপদেশেন বহুনা কিং ত্বাং প্রতি বদে প্রিয়ম্।
মনোভবাসি তেন ত্বং বেৎসি ভূতমনোগতম্॥
তদ্যথার্থকমেব ত্বং কুরু নাকসদাং প্রিয়ম্।
শঙ্করং যোজয় ক্ষিপ্রং গিরিপুত্র্যা মনোভব॥
সংযুক্তো মধুনা চৈব ঋতুরাজেন দুর্জ্জয়॥ ২১১

আমাকে পাতালতল হইতে উদ্ধার করিয়া সপ্তলোকাধিপতি করিলেন! হে মুনিবর! আমি হিমাচল বলিয়া বিখ্যাত; পরন্তু আপনা কর্ত্তৃক চলগুণশালিনী সমুন্নতি প্রাপিত হইলাম। হে মুনে! আজি এই আনন্দের দিনে আমার মন অস্থির হইয়া পড়িয়াছে; আমি এক্ষণে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। আপনার গুণবিচারবিষয়ে আমার বাক্যসামর্থ্য কিছুই নাই। মুনিবর! ভবাদৃশ মহাজনের দর্শন, আমাদিগের পক্ষে নিয়তই অমোঘ ফলপ্রদ। এই জন্যই আমাদিগের এক্ষণে চাপল্য জন্মিয়াছে। আমি পাপী হইলেও মুনি ও দেবগণের বাস নিমিত্ত আপনারাই আমাকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। যাহা হউক, আমাকে একটী বিষয়ে আজ্ঞা প্রদান করুন। সেই শৈলবর হর্ষনির্ভর-মানসে এই কথা কহিলে, সেই নারদমুনি তখন তাঁহাকে বলিলেন,—পূর্ব্বে যে সুরকার্য্যের কথা কহিলাম, উহা কেবল সুরগণের কার্য্য নহে; কিন্তু উহা আপনারও একটী সুমহৎ কার্য্য। নারদ এই বলিয়া ত্বরিতগমনে ত্রিদিবধামে প্রতিগমন করিলেন। তিনি দেবরাজ শক্রের ভবনে গমনপূর্ব্বক তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। সেখানে উত্তমাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ইন্দ্রের প্রশ্নানুসারে মিহাচলনন্দিনী-বিষয়িণী কথা কাহতে লাগিলেন। নারদ কহিলেন,—মন্ত্রণা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে পঞ্চশরের কার্য্যই সমুপস্থিত। পাকশাসন দেবরাজ, কার্য্যদর্শী মুনিবর কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া চূতাঙ্কুরাস্ত্র কন্দর্পকে স্মরণ করিলেন। ধীমান্ সহস্রাক্ষ কর্ত্তৃক স্মৃত হইবামাত্র মীনকেতু কামদেব রতিসহ সবিলাসে সমাগত হইলেন। শক্র তাঁহাকে প্রাদুর্ভূত দর্শনে সাদরে বলিলেন,—হে মনোভব! তোমাকে আর কি উপদেশ দিব? তুমি ত সর্ব্বভূতেরই মনোগতভাব অবগত আছ। ১৯৫—২১০। অতএব যাহাতে স্বর্গবাসীদিগের যথার্থ প্রিয় সাধিত হয়, তুমি তাহা কর। হে দুর্জ্জয় মদন! তুমি ঋতুরাজ মধুর সহিত মিলিত হইয়া সত্বর যাহাতে গিরিপুত্রী সহ শঙ্করের

ইত্যুক্তো মদনস্তেন শক্রেণ স্বার্থসিদ্ধয়ে।
প্রোবাচ পঞ্চবাণোঽথ বাক্যং ভীতঃশতক্রতুম্
কাম উবাচ।
অনয়া দেবসামগ্র্যা মুনিদানবভীময়া।
দুঃসাধ্যঃ শঙ্করো দেবঃ কিং ন বেৎসি জগৎপ্রভো।
তস্য দেবস্য বেত্থ ত্বং করণস্তু যদব্যয়ম্।
প্রায়ঃ প্রসাদঃ কোপোঽপি সর্ব্বো হি মহতাং মহান্ ॥২১৪
সর্ব্বোপভোগসারা হি সুন্দর্য্যঃ স্বর্গসম্ভবাঃ।
অধ্যাশ্রিতঞ্চ যৎসৌখ্যং ভবতা নষ্টচেষ্টিতম্ ॥
প্রমাদাদথ বিভ্রষ্টেদীশং প্রতি বিচিন্ত্যতাম্।
প্রাগেব চেহ দৃশ্যন্তে ভূতানাং কার্য্যসম্ভবাঃ॥
বিশেষং কাঙ্ক্ষতাং শক্র সামান্যাদ্ভ্রংশনং ফলম্।
শ্রুত্বৈতদ্বচনং শক্রস্তমুবাচামরৈর্ব্বৃতঃ॥ ২১৭
শক্র উবাচ।
বয়ং প্রমাণাস্তে হ্যত্র রতিকান্ত ন সংশয়ঃ।
সন্দংশেন বিনা শক্তিরয়স্কারস্য নেষ্যতে ॥
কস্যচিচ্চ কচিদ্দৃষ্টং সামর্থ্যং ন তু সর্ব্বতঃ।
ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ কামঃ সখায়ং মধুমাশ্রিতঃ ॥
রতিযুক্তো জগামাশু প্রস্থস্তু হিমভূভৃতঃ।
স তু তত্রাকরোচ্চিন্তাং কার্য্যস্যোপায়পূর্ব্বিকাম্
মহার্থা যে হি নিষ্কম্পা মনস্তেষাং সুদুর্জ্জয়ম্ ॥
তদাদাবেব সংক্ষোভ্য নিয়তং সুজয়ো ভবেৎ
সংসিদ্ধিং প্রাপ্নুয়ুশ্চৈব পূর্ব্বে সংশোধ্য মানসম্
কথঞ্চ বিবিধৈর্ভাবৈর্দ্বেষানুগমনং বিনা। •
ক্রোধঃ ক্রূরতরাসঙ্গাদ্দ্রাবণের্ষ্যাং মহাসখীম্ ॥
চাপল্যমূর্দ্ধ্নি বিধ্বস্তধৈর্য্যাধারাং মহাবলাম্।
তামস্য বিনিযোক্ষ্যামি মনসো বিকৃতিং পরাম্
পিধায় ধৈর্য্যদ্বারাণি সন্তোষমপকৃষ্য চ।
অবগন্তুং হি মাং তত্র ন কশ্চিদতিপণ্ডিতঃ ॥২২৪

সংযোগ হয়, তাহা কর। স্বার্থসিদ্ধি নিমিত্ত শক্রকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পঞ্চবাণ মদনদেব ভীতচিত্তে শতক্রতুকে বলিলেন,—হে জগৎপ্রভু দেব! আমার এই মুনি-দানব-ভয়জনক সামগ্রী দ্বারা দেব শঙ্করকে জয় করা দুঃসাধ্য। ইহা কি আপনি জানেন না? সেই মহাদেবের অপ্রতিবিধেয় কার্য্যকলাপ আপনি জ্ঞাত আছেন। মহাত্মাদিগের অনুগ্রহ বা কোপ—প্রায়ই সুমহান্ হইয়া থাকে। স্বর্গোপভোগ্যের সারস্বরূপ স্বর্গসম্ভবা সুন্দরীগণ এবং অযত্নসিদ্ধ স্বর্গসুখসমুদায়—যাহা আপনার আয়ত্ত আছে, তৎসমস্তই সেই ঈশ্বরপ্রতি প্রমাদবশে বিনষ্ট হইবে। হে শক্র! পূর্ব্বে বহুবার দেখা গিয়াছিল যে, বিশেষ স্বার্থসাধন-কামনায় প্রাণিগণের কর্ম্মের দোষে সাধারণ ফলভ্রংশও ঘটিয়াছে। অমরবর্গসহ শক্রদেব কামের এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—হে রতিকান্ত! তোমার এ বিষয়ে আমরাই প্রমাণ; ইহাতে সংশয় নাই। দেখ, লৌহকারের অস্ত্রনির্ম্মাণ ব্যতীত অন্যশক্তি নাই! কোনও ব্যক্তির কোন বিষয়ে সামর্থ্য দেখা যায়; কিন্তু সকলের সকল শক্তি দৃষ্ট হয় না। দেবরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া কামদেব, সখা মধু এবং পত্নী রতির সহিত আশু হিমাচলপ্রস্থে যাইয়া কার্য্যসাধন বিষয়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যাঁহারা মহার্থসাধনে উদ্যুক্ত এবং মহোদ্যমশালী, তাহাদিগের মন সুদুর্জ্জয়। পরন্তু প্রথমে যদি তাঁহাদিগের ক্ষোভ উৎপাদন করা যায়, তবে তাঁহারাও অবশ্য সুজয় হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে অনেকেই এই প্রণালীতে বিপক্ষের মনঃপরিবর্ত্তন ঘটাইয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বিবিধভাবে কোনমতে দ্বেষ না জন্মাইয়া লইলে ক্রোধ জন্মে না। আর ক্রোধ ব্যতীত ক্রূরতর আসক্তিমূলক ঈর্ষ্যা হয় না। সেই* চাপল্যশিরোবাসিনী মহাসখী মহাবলা ধৈর্য্যবিনাশিনী ঈর্ষ্যাকে বিনিয়োগপূর্ব্বক সেই মহাত্মার মনোবিকৃতি সাধন করিব? ২১১—২২৩। ধৈর্য্যদ্বারা আবৃত করিয়া সন্তোষ আকর্ষণপূর্ব্বক অবস্থিত পণ্ডিত ব্যক্তি আমার প্রভাব জ্ঞাত হয় না বটে, কিন্তু

বিকল্পমাত্রাবস্থানে বৈরূপ্যং মনসো ভবেৎ।
পশ্চান্মূলক্রিয়ারম্ভ-গম্ভীরাবর্ত্তদুস্তরঃ॥ ২২৫
হরিষ্যামি হরস্যাহং তপস্তস্য স্থিরাত্মনঃ।
ইন্দ্রিয়গ্রামমাবৃত্য রম্যসাধনসংবিধিঃ॥ ২২৬
চিন্তয়িত্বেতি মদনো ভূতভর্ত্তুস্তদাশ্রমম্।
জগাম জগতীসারং সরলদ্রুমবেদিকম্॥ ২২৭

নানাপুষ্পলতাজালং গগনস্থগণেশ্বরম্॥
নিব্যগ্রবৃষভোদঘুষ্ট-নীলশাদ্বলসানুকম্।
তত্রাপশ্যৎ ত্রিনেত্রস্য রম্যং কঞ্চিদ্দ্বিতীয়কম্॥
বীরকং লোকবীরেশমীশানসদৃশদ্যুতিম্।
যক্ষকুঙ্কুমকিঞ্জল্ক-পুঞ্জপিঙ্গজটাসটম্॥ ২৩০
বেত্রপাণিনমব্যগ্রমুগ্রভোগীন্দ্রভূষণম্।
ততো নিমীলিতোন্নিদ্র-পদ্মপত্রাভলোচনম্॥
প্রেক্ষমাণমৃজুস্থান-স্থিতনাসাগ্রলোচনম্।
শ্রবৎসরসসিংহেন্দ্র-চর্ম্মলম্বোত্তরীয়কম্॥ ২৩২
শ্রবণাহিফণোন্মুক্ত-নিশ্বাসানলপিঙ্গলম্।
প্রেঙ্খৎকপালপর্য্যন্ত-তুম্বিলম্বিজটাচয়ম্॥ ২৩৩
কৃতবাসুকিপর্য্যঙ্ক-নাভিমূলনিবেশিতম্।
ব্রহ্মাঞ্জলিস্থপুচ্ছাগ্র-নিবদ্ধোরগভূষণম্॥ ২৩৪
দদর্শ শঙ্করং কামঃ ক্রমপ্রাপ্তান্তিকং শনৈঃ।
ততো ভ্রমরঝঙ্কারমালম্বিক্রমসানুকম্॥ ২৩৫
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ ভবস্য মদনো মনঃ।
শঙ্করস্তমথাকর্ণ্য মধুরং মদনাশ্রয়ম্॥ ২৩৬
সস্মার দক্ষদুহিতাং দয়িতাং রক্তমানসঃ॥২৩৭
ততঃ সা তস্য শনকৈস্তিরোভূয়াতিনির্ম্মলা।
সমাধিভাবনা তস্থৌ লক্ষ্যাপ্রত্যক্ষরূপিণী।
ততস্তন্ময়তাং যাতঃ প্রত্যুহপিহিতাশয়ঃ॥ ২৩৮
বশিত্বেন বুবোধেশো বিকৃতিং মদনাত্মিকাম্।
ঈষৎকোপসমাবিষ্টো ধৈর্য্যমালম্ব্য ধূর্জ্জটিঃ॥
নিরাসে মদনস্থিত্যা যোগমায়াসমাবৃতঃ।

বিকল্পে অবস্থিত মনের বৈরূপ্য হইবেই। তারপর অতি দুস্তর গম্ভীরাবর্ত্ত মূলক্রিয়া আরব্ধ হয়। অতএব আমি রমণীয় সাধন সহযোগে হরের ইন্দ্রিয়গ্রাম আবৃত করিয়া সেই স্থিরাত্মার তপস্যা অপহরণ করিব। মদন এইরূপ চিন্তা করিয়া ভূতপতির সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ঐ আশ্রম জগতের সারস্বরূপ। উহা সরল দ্রুমরাজি-বেষ্টিত, বেদিকাযুক্ত, শান্ত প্রাণিগণে পরিপূর্ণ, নানা পুষ্পলতাজালে বিভূষিত ও স্থিরচরপ্রাণিপুঞ্জে পরিমণ্ডিত। তত্রত্য গগনতলে গণেশ্বরগণ বিরাজমান। নীল শাদ্বলসানুতে অবস্থিত বৃষভ শব্দ করিতেছে। কাম,সেখানে দেখিলেন,—ত্রিনেত্রের দ্বিতীয় মূর্ত্তিবৎ রমণীয়াকৃতি, কুঙ্কুমকিঞ্জল্কপুঞ্জ-সমকান্তি জটাজুটধর, বেত্রপাণি, উগ্র ভুজগভূষণ, ঈশান-সদৃশ-দ্যুতি লোকবীরেশ বীরক বিরাজমান রহিয়াছেন। অতঃপর কামদেব, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া ঈষৎ-মুকুলিত পদ্মপত্রসম নেত্র, সরল নাসাগ্র-বীক্ষণ-পরায়ণ, শঙ্করকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—তাঁহার স্কন্ধদেশে সিংহচর্ম্মোত্তরীয় লম্বিতভাবে বিন্যস্ত। উহা হইতে রস ক্ষরণ হইতেছে। কর্ণগত ফণিফণামুক্ত নিশ্বাসানলে তদীয় দেহ সমাবৃত। জটাজাল ভূতলস্থ কপাল ও তুম্বীপাত্র পর্য্যন্ত বিলম্বিত। তিনি পর্য্যঙ্কাকার বাসুকির নাভিমূলে উপবিষ্ট এবং অঞ্জলিদ্বারা তদীয় পুচ্ছাগ্র ধারণ করিয়া অবস্থিত। উরগগণ তাঁহার সর্ব্বশরীরে ভূষণাকারে নিবদ্ধ। মদন তাঁহাকে দেখিয়া পরে সানুদ্রুম-সমূহের ভ্রমরঝঙ্কারধ্বনি সহ কর্ণরন্ধ্র-পথে মহেশের মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগবান্ শঙ্কর সেই মদনাশ্রিত মধুর ঝঙ্কার শ্রবণে অনুরক্তমানসে দয়িতা দক্ষদুহিতাকে স্মরণ করিলেন।২২৪—২৩৭। তখন তাঁহার সেই অতিনির্ম্মলা সমাধিভাবনা শনৈঃ শনৈঃ অলক্ষ্যভাবে তিরোভূতা হইল। মহেশ্বর অতঃপর তন্ময়তা অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কামদেব তদ্বিষয়ে বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিলেন। তাহাতে ধূর্জ্জটি শঙ্কর স্বীয় বশিত্বগুণে সেই মদনাত্মিকা বিকৃতি অবগত হইয়া ঈষৎ কোপাবিষ্ট-চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত হইয়া মদনমর্য্যাদা নিবারণ বিষয়ে যত্নপর

স তয়া মায়য়াবিষ্টো জজ্বাল মদনস্ততঃ ॥ ২৪০
ইচ্ছাশরীরো দুর্জ্জেয়ো রোষদোষমহাশ্রয়ঃ।
হৃদয়ান্নির্গতঃ সোঽথ বাসনাব্যসনাত্মকঃ ॥ ২৪১
বহিঃস্থলং সমালম্ব্য হ্যপতস্থৌ ঝষধ্বজঃ।
অনুযাতোঽথ হৃদ্যেন মিত্রেণ মধুনা সহ ॥ ২৪২
সহকারতরৌ দৃষ্ট্বা মৃদুমারুতনির্ধুতম্।
স্তবকং মদনো রম্যং হরবক্ষসি সত্বরম্ ॥ ২৪৩
মুমোচ মোহনং নাম মার্গণং মকরধ্বজঃ।
শিবস্য হৃদয়ে শুদ্ধে নাশশালী মহাশরঃ ॥ ২৪৪
পপাত পরুষপ্রাংশুঃ পুষ্পবাণো বিমোহনঃ।
ততঃ করুণসন্দেহো বিদ্ধস্য হৃদয়ে ভবঃ ॥ ২৪৫
বভূব ভূধরৌপম্যধৈর্য্যোঽপি মদনোন্মুখঃ।
ততঃ প্রভুত্বাদ্ভাবানাং নাবেশং সমপদ্যত ॥ ২৪৬
বাহ্যং বহু সমাসাদ্য প্রত্যূহপ্রসবাত্মকম্।
ততঃ কোপানলোদ্ভূত-ঘোরহুঙ্কারভীষণে ॥ ২৪৭
বভূব বদনে নেত্রং তৃতীয়মনলাকুলম্
রুদ্রস্য রৌদ্রবপুষো জগৎসংহারভৈরবম্ ॥ ২৪৮

হইলেন। তাহাতে সেই মায়া দ্বারা আবিষ্ট হইয়া মদনদেব জ্বলিয়া উঠিলেন। রোষ-দোষের মহান্ আশ্রয়স্বরূপ দুর্জ্জয় বাসনা-ব্যসনাত্মক কামরূপী মীনকেতু কামদেব তখন শঙ্করের হৃদয় হইতে বহির্গত হইলেন। পরে প্রিয় মিত্র মধুর সহিত যাইতে যাইতে মৃদুমারুত-চালিত রম্য সহকারস্তবক দর্শনে সেই মকরধ্বজ সত্বর হরবক্ষ লক্ষ্য করিয়া মোহননামক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিমোহক পরুষস্পর্শ মহাবাণ তখন শিবের শুদ্ধহৃদয়ে পতিত হইল। ভগবান্ হর ভূধরসম ধৈর্য্যশালী হইলেও তৎকালে সেই বাণদ্বারা হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া কিঞ্চিৎ কামাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রভুশক্তিপ্রভাবে সেই কামভাবে আবিষ্ট না হইয়াও তিনি উক্ত বাহ্য বিঘ্নসমূহ দর্শনে সকোপে ঘোর হুঙ্কার শব্দ করিলেন। তৎসহ তদীয় তৃতীয় নেত্রটী জ্বলিত হইয়া ভীষণাকার ধারণ করিল। সেই রৌদ্রমূর্ত্তি রুদ্রের সেই জগৎসংহারভৈরব তৃতীয় নেত্র তখন

তদন্তিকস্থে মদনে ব্যস্ফারয়ত ধূর্জ্জটিঃ।
তং নেত্রবিস্ফুলিঙ্গেন ক্রোশতাং নাকবাসিনাম্
গমিতো ভস্মসাৎ তূর্ণং কন্দর্পঃ কামিদর্পকঃ।
স তু তং ভস্মসাৎ কৃত্বা হরনেত্রোদ্ভবোঽনলঃ
ব্যজৃম্ভত জগদ্দগ্ধুং জ্বালাহুঙ্কারঘস্মরঃ।
ততো ভবো জগদ্ধেতোর্ব্যভজজ্জাতবেদসম্ ॥
সহকারে মধৌ চন্দ্রে সুমনঃসু পরেষ্বপি।
ভৃঙ্গেষু কোকিলাস্যেষু বিভাগেন স্মরানলম্ ॥
স বাহ্যান্তরবিদ্ধেন হরেণ স্মরমার্গণঃ।
রাগস্নেহসমিদ্ধান্তর্ধাবংস্তীব্রহুতাশনঃ ॥ ২৫৩
বিভক্তলোকসংক্ষোভকরো দুর্ব্বারজৃম্ভিতঃ।
সম্প্রাপ্য স্নেহসম্পৃক্তং কামিনাং হৃদয়ং কিল ॥
জ্বলত্যহর্নিশং ভীমো দুশ্চিকিৎস্যমুখাত্মকঃ।
বিলোক্য হরহুঙ্কার-জ্বালাভস্মকৃতং স্মরম্ ॥

অনলাকুল হইয়া উঠিল। ২৩৮—২৪৮। ধূর্জ্জটি সেই নেত্রটি নিকটস্থ মদনের দিকে বিস্ফারিত করিবামাত্র অমনি দেবগণ "হায়! হায়!" করিয়া উঠিলেন; কিন্তু সেই হরনেত্রানল-স্ফুলিঙ্গে সহসা ক্ষণমাত্রেই সেই কামিজনের দর্পোৎপাদক কন্দর্প ভস্মীভূত হইলেন। হরনেত্রজ সেই অনল, তখন কামদেবকে ভস্মসাৎ করিয়া হুঙ্কার শব্দ সহকৃত জ্বালামালায় অতি ভীষণাকারে জগৎ দহনার্থই যেন প্রকাশ পাইতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ হর, জগতের শান্তিবিধানার্থ সেই স্মরানলকে সহকার, বসন্ত, চন্দ্র, পুষ্প, ভ্রমর, ও কোকিলমুখে যথাক্রমে বিভাগপূর্ব্বক স্থাপন করিলেন। হর কর্ত্তৃক অন্তরে বাহিরে অভিহত স্মরদেবের সেই দুর্ব্বার শর, তখন রাগ-দ্বেষ-সমিদ্ধ হুতাশনরূপে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া বিভক্ত কামাগ্নির আশ্রয়স্থলসমূহে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক অতি তীব্রভাবে লোকসমূহের ক্ষোভকর হইল এবং কামিগণের সস্নেহ হৃদয় আশ্রয় করিয়া অহর্নিশ অতি ভীম দুশ্চিকিৎস্যরূপে জ্বলিতে লাগিল। অতঃপর রতি দেবী, হরের হুঙ্কার সহকৃত জ্বালা দ্বারা

বিললাপ রতিঃ ক্রূরং বন্ধুনা মধুনা সহ।
ততো বিলপ্য বহুশো মধুনা পরিসান্ত্বিতা॥
জগাম শরণং দেবমিন্দুমৌলিং ত্রিলোচনম্।
ভৃঙ্গানুযাতাং সংগৃহ্য পুষ্পিতাং সহকারজাম্॥
লতাং পবিত্রকস্থানে পাণৌ পরভৃতাং সখীম্।
নির্ব্বধ্য তু জটাজুটং কুটিলৈরলকৈ রতিঃ॥
উদ্ধূল্য গাত্রং শুভ্রেণ হৃদ্যেন স্মরভস্মনা।
জানুভ্যামবনীং গত্বা প্রোবাচেন্দুবিভূষণম্॥২৫৯

রতিরুবাচ।

নমঃ শিবায়াস্তু নিরাময়ায়
নমঃ শিবায়াস্তু মনোময়ায়।
নমঃ শিবায়াস্তু সুরার্চ্চিতায়
তুভ্যং সদাভক্তকৃপাপরায়॥২৬০
নমো ভবায়াস্তু ভবোদ্ভবায়
নমোঽস্তু তে ধ্বস্তমনোভবায়।
নমোঽস্তু তে গূঢ়মহাব্রতায়
নমোঽস্তু মায়াগহনাশ্রয়ায়॥ ২৬১
নমোঽস্তু শর্ব্বায় নমঃ শিবায়
নমোঽস্তু সিদ্ধায় পুরাতনায়।
নমোঽস্তু কালায় নমঃ কলায়
নমোঽস্তু তে জ্ঞানবরপ্রদায়॥২৬২
নমোঽস্তু তে কালকলাতিগায়
নমো নিসর্গামলভূষণায়।
নমোঽস্তমেয়াম্ধকমর্দ্দকায়
নমঃ শরণ্যায় নমোঽগুণায়॥২৬৩
নমোঽস্তু তে ভীমগণানুগায়
নমোঽস্তু নানাভুবনাদিকর্ত্রে।
নমোঽস্তু নানাজগতাং বিধাত্রে
নমোঽস্তু তে চিত্রফলপ্রয়োক্ত্রে॥২৬৪
সর্ব্বাবসানে হৃবিনাশনেত্রে
নমোঽস্তু চিত্রাধ্বরভাগভোক্ত্রে।
নমোঽস্তু ভক্তাভিমতপ্রদাত্রে
নমঃ সদা তে ভবসঙ্গহন্ত্রে॥২৬৫

স্মরকে ভস্মীভূত দর্শনে কামবন্ধু মধুর সহিত অতি করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎকাল বহু বিলাপান্তে মধু কর্ত্তৃক সান্ত্বিত হইয়া ইন্দুমৌলি ত্রিলোচনের শরণ লইলেন। তিনি পাণিতলে পবিত্রধারণচ্ছলে ভৃঙ্গানুসঙ্গিনী পুষ্পিতা সহকারলতা এবং কোকিলা সখীকে লইয়া কুটিল অলকাদ্বারা জটাজূট বন্ধনপূর্ব্বক শুভ্র, হৃদ্য, স্মরভস্ম দ্বারা ধূসরিত-গাত্রে জানুদ্বারা অবনীতল স্পর্শ করিয়া ইন্দুমৌলি শঙ্করকে বলিতে লাগিলেন। ২৪৮—২৫৯। রতি বলিলেন,—হে নিরাময়, শিব! আপনাকে নমস্কার। আপনি মনোময়, আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্বসুরার্চ্চিত; আপনাকে নমস্কার এবং হে ভক্তকৃপাকর! আপনি ভবস্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। মনোভব আপনা কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে। আপনার ব্রত অতি দৃঢ়। আপনাকে নমস্কার; নমস্কার। আপনি মায়া-গহনাশ্রয়ী, আপনাকে নমস্কার। আপনি শর্ব্বরূপী এবং শিব, আপনাকে নমস্কার। আপনি পুরাতন সিদ্ধ, আপনাকে নমস্কার। কালরূপী আপনাকে নমস্কার; হে কলাত্মন্! আপনাকে নমস্কার। আপনি জ্ঞানবরপ্রদাতা আপনাকে নমস্কার। আপনি কালকলাতিবর্ত্তিমূর্ত্তিধর, আপনাকে নমস্কার। অমলস্বভাবই আপনার ভূষণ; অপরিমেয় বীর্য্য অন্ধকাসুরকে আপনি মর্দ্দিত করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি শরণ্য; আপনাকে নমস্কার। আপনি অগুণ; আপনাকে নমস্কার। আপনার অনুগামী গণগণ অতীব ভীষণ; আপনাকে নমস্কার। আপনি নানাভুবন রচনা করিয়াছেন; আপনাকে নমস্কার। আপনি নানা জগতের বিধাতা; আপনাকে নমস্কার। আপনি বিচিত্ররূপ ফল প্রদান করেন; আপনাকে নমস্কার। আপনিই সকলের অবসান; আপনাকে নমস্কার। আপনি অবিনষ্টনেত্র, চিত্রাধ্বরভাগভোক্তা, ভক্তাভিমতপ্রদাতা, এবং ভবসঙ্গ হর্ত্তা; আপনাকে সদা

অনন্তরূপায় সদৈব তুভ্য-
মসহ্যকোপায় নমোঽস্তু তুভ্যম্।
শশাঙ্কচিহ্নায় সদৈব তুভ্য-
মমেয়মানায় নমঃ স্তুতায়॥ ২৬৬
বৃষেন্দ্রযানায় পুরান্তকায়
নমঃ প্রসিদ্ধায় মহৌষধায়।
নমোঽস্তু ভক্তাভিমতপ্রদায়
নমোঽস্তু সর্ব্বার্ত্তিহরায় তুভ্যম্॥২৬৭
চরাচরাচারবিচারবর্য্য-
মাচার্য্যমুৎপ্রেক্ষিতভূতসর্গম্।
ত্বামিন্দুমৌলিং শরণং প্রপন্না
প্রিয়াপ্রমেয়ং মহতাং মহেশম্॥২৬৮
প্রযচ্ছ মে কামযশঃসমৃদ্ধিং
পুনঃ প্রভো জীবতু কামদেবঃ।
প্রিয়ং বিনা ত্বাং প্রিয়জীবিতেষু
ত্বত্তোঽপরঃ কো ভুবনেষ্বিহাস্তি॥২৬৯
প্রভুঃ প্রিয়ায়াঃ প্রসবঃ প্রিয়াণাং
প্রণীতপর্য্যায়পরাপরার্থঃ।
ত্বমেবমেকো ভুবনস্য নাথো।
দয়ালুরুন্মূলিতভক্তভীতিঃ॥২৭০
ইত্থং স্তুতঃ শঙ্কর ইড্য ঈশো
বৃষাকপির্মন্মথকান্তয়া তু।
তুতোষ দোষাকরখণ্ডধারী
উবাচ চৈনাং মধুরং নিরীক্ষ্য॥২৭১
শঙ্কর উবাচ।
ভবিতেতি চ কামোঽয়ং কালাৎ
কান্তোঽচিরাদপি।
অনঙ্গ ইতি লোকেষু স বিখ্যাতিং গমিষ্যতি॥
ইত্যুক্তা শিরসা বন্দ্য গিরিশং কামবল্লভা।
জগামোপবনং রম্যং রতিস্তু হিমভূভৃতঃ॥২৭৩
রুরোদ চাপি বহুশো দীনা রম্যে স্থলে তু সা
মরণব্যবসায়াৎ তু নিবৃত্তা সা হরাজ্ঞয়া॥ ২৭৪
অথ নারদবাক্যেনৎচোদিতো হিমভূধরঃ।
কৃতাভরণসংস্কারাং কৃতকৌতুকমঙ্গলাম্॥ ২৭৫
স্বর্ণপুষ্পকৃতাপীড়াং শুভ্রচীনাংশুকাম্বরাম্।
সখীভ্যাংসংযুতাং শৈলো গৃহীত্বা স্বসুতাং ততঃ

নমস্কার। আপনি অনন্তরূপী; আপনাকে সদা নমস্কার। আপনি অসহ্যকোপ; আপনাকে নমস্কার। আপনি শশাঙ্কচিহ্নধর; আপনাকে সতত নমস্কার। আপনি অমেয়-মান ও স্তুত; আপনাকে নমস্কার। আপনি বৃষেন্দ্রযান, পুরান্তক ও প্রসিদ্ধ মহৌষধ; আপনাকে নমস্কার। আপনি ভক্তাভিমত-প্রদ এবং সর্ব্বার্ত্তিনাশন; আপনাকে নমস্কার। আপনি চরাচরের আচারবিচারে সুচতুর আচার্য্য। ভূতসর্গ সমস্তই আপনি উৎপ্রেক্ষণ করিয়া থাকেন। আপনি মহৎ-সমূহেরও মহৎ, প্রিয়াপ্রমেয় এবং ইন্দুমৌলি, আমি আপনার শরণ প্রপন্ন হইলাম। আমাকে কামযশঃসমৃদ্ধি প্রদান করুন। হে প্রভো! কামদেব পুনরায় জীবিত হউন। সমস্ত ভুবনে আপনা ব্যতীত আমার প্রিয়ের জীবিত যোজনা করিতে কে পারে? আপনি প্রিয় জনেরও প্রভু, প্রিয়সমূহের প্রসবহেতু, পরাপর অর্থনিচয়ের আপনিই পর্য্যায় প্রণয়ন করিয়াছেন। একমাত্র আপনিই ভুবনের নাথ, দয়ালু ও ভক্তভীতির উন্মূলক।২৬০—২৭০। ঈশ, বৃষাকপি, নিশাকর-খণ্ডধারী, শঙ্কর, মন্মথকান্তা কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে কহিলেন,—অচিরকাল মধ্যেই তোমার কান্ত এই কামদেব উৎপন্ন হইয়া লোকে অনঙ্গ নামে বিখ্যাত হইবেন। কামবল্লভা রতি দেবী মহেশ্বর কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সেই গিরিশকে মস্তক দ্বারা বন্দনাপূর্ব্বক হিমভূধরের রম্য উপবনে প্রস্থান করিলেন। তিনি সেখানে যাইয়া যদিও হরের আজ্ঞানুসারে মরণব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি সেখানে দীনভাবে বহুকাল রোদন করিয়াছিলেন। এদিকে নারদের উপদেশানুসারে হিমভূধর স্বীয় কন্যাকে আভরণ-ভূষিত, সংস্কারে সংস্কৃত ও শুভ যোগযুক্ত দিবসে কৌতুক-মঙ্গল সাধনান্তে শুভ্র চীনাংশুকে সমাবৃত করিয়া দুইটী সখীসহ তাঁহাকে লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে

জগাম শুক্তযোগেন তদা সম্পূর্ণমানসঃ ।
স কাননান্যুপাক্রম্য বনান্যুপবনানি চ ॥২৭৭
দদর্শ রুদতীং নারীমপ্রতর্ক্যমহৌজসম্ ।
রূপেণাসদৃশীং লোকে রম্যেষু বনসানুষু ॥ ২৭৮
কৌতুকেন পরামৃশ্য তাং দৃষ্ট্বা রুদতীং গিরিঃ ।
উপসর্প্য ততস্তস্যা নিকটে সোঽভ্যপৃচ্ছত ॥
হিমবানুবাচ ।
কাসি কস্যাসি কল্যাণি কিমর্থঞ্চাপি রোদিষি ।
নৈতদল্পমহং মন্যে কারণং লোকসুন্দরি ॥ ২৮০
সা তস্য বচনং শ্রুত্বা উবাচ মধুনা সহ ।
রুদতী শোকজননং শ্বসতী দৈন্যবর্দ্ধনম্ ॥২৮১
রতিরুবাচ ।
কামস্য দয়িতাং ভার্য্যাং রতিং মাং বিদ্ধি সুব্রত
গিরাবস্মিন্ মহাভাগ গিরিশস্তপসি স্থিতঃ ॥২৮২
তেন প্রত্যূহরুষ্টেন বিস্ফার্য্যালোক্য লোচনম্ ।
দগ্ধোঽসৌ ঋষকেতুস্তু মম কান্তোঽতিবল্লভঃ *
অহন্তু শরণং যাতা তং দেবং ভয়বিহ্বলা ।
স্তুতবত্যথ সংস্তুত্যা ততো মাংগিরিশোঽব্রবীৎ
তুষ্টোঽহংকামদয়িতে কামোঽয়ং তে ভবিষ্যতি
ত্বৎস্তুতিঞ্চাপ্যধীয়ানো নরো ভক্ত্যা মদাশ্রয়ঃ ।
লপ্স্যতে কাঙ্ক্ষিতং কামং নিবর্ত্ত মরণাদিতঃ ॥
প্রতীক্ষতী চ তদ্বাক্যমাশাবেশাদিভির্হ্যহম্ ।
শরীরং পরিরক্ষিষ্যে কঞ্চিৎ কালং মহাদ্যুতে
ইত্যুক্তস্তু তদা রত্যা শৈলঃ সম্ভ্রমভীষিতঃ ।
পাণাবাদায় হি সুতাং গন্তুমৈচ্ছৎ স্বকং পুরম্ ॥
ভাবিনোঽবশ্যভাবিত্বাদ্ভবিত্রী ভূতভাবিনী ।
লজ্জমানা সখিমুখৈরুবাচ পিতরং গিরিম্ ॥২৮৮
শৈলদুহিতোবাচ ।
দুর্ভাগ্যেণ শরীরেণ কিং মমানেন কারণম্ ।
কথঞ্চ তাদৃশং প্রাপ্তঃ সুখং মে স পতির্ভবেৎ
তপোভিঃ প্রাপ্যতেঽভীষ্টং নাসাধ্যং হি তপস্যতঃ ।

শিবসন্নিধনে প্রস্থিত হইলেন। তাঁহারা বিবিধ কানন ও বন অতিক্রম করিয়া কিয়ৎ-দূর গমনান্তে এক রম্য দেশে অসামান্য তেজঃশালিনী, অসদৃশরূপবতী, রোদনপরায়ণা নারীমূর্ত্তি দর্শনে কৌতুকবশে তাহার সন্নিহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অয়ি! কল্যাণি! তুমি কে? কি নিমিত্তই বা রোদন করিতেছ? হে লোকসুন্দরি! ইহার কারণ সামান্য বলিয়া আমার বোধ হয় না। সেই কথা শুনিয়া রতি দেবী মধুর সহিত রোদন করিতে করিতে শোকজনক দৈন্যবর্দ্ধক নিজ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। রতি কহিলেন,—হে সুব্রত! আপনি আমাকে কামদেবের দয়িতা ভার্য্যা বলিয়া অবধারণ করুন। হে মহাভাগ! এই গিরিবরে মহেশ্বর তপস্যায় নিরত ছিলেন; তদীয় তপোবিঘ্ন সঙ্ঘটন হেতু তিনি তৃতীয় লোচন বিস্ফারিত করিয়া আমার কান্ত মকরকেতুকে ভস্মীভূত করিয়াছেন। ২৭৯—২৮৩। অতঃপর আমি ভয়বিহ্বলচিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে স্তুতি দ্বারা সন্তোষিত করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কহিলেন,—অয়ি কামদয়িতে! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি; কাম পুনরায় উদ্ভূত হইবেন। আর তোমার এই স্তুতি দ্বারা যে জন আমাকে স্তব করিবে, সেও সমস্ত কাম লাভ করিবে। তুমি মরণ হইতে নিবৃত্ত হও। হে মহাদ্যুতে! আমি তাঁহার সেই বাক্যানুসারে কিঞ্চিৎকাল আশাবলম্বনে কোনরূপে শরীর রক্ষা করিব। শৈলরাজ হিমালয় রতির এই কথা শুনিয়া ভয়ে ভীত হইলেন এবং ব্যস্ততা সহকারে কন্যাকে হস্তে লইয়া নিজপুরে প্রতিগমনার্থ উদ্যম করিলেন। তখন ভূতভাবিনী শৈলনন্দিনী ভাবিবিষয়ের অবশ্যম্ভাবিতা হেতু সলজ্জভাবে সখী দ্বারা পিতা হিমগিরিকে কহিলেন,—আমার এই দুর্ভাগ্য শরীরে কি প্রয়োজন? তিনি যে আমার পতি হইবেন, আমার তাদৃশ সুখ লাভ হইবে, আমি এমন কি সুকৃত করিয়াছি! তপস্যা দ্বারা সকল

* বিমুচ্যাগ্নিশিখাজালং কামো ভস্মাবশেষিতঃ ইতিপাঠান্তরং কচিদ্দৃশ্যতে।

দুর্ভগত্বং বৃথা লোকো বহতে সতি সাধনে॥
জীবিতাদ্দুর্ভগাচ্ছ্রেয়ো মরণং হ্যতপস্যতঃ।
ভবিষ্যামি ন সন্দেহো নিয়মৈঃ শোষয়ে তনুম্
তপসি ভ্রষ্টসন্দেহে উদ্যমোঽর্থজিগীষয়া।
সাহং তপঃ করিষ্যামি যদহং প্রাপ্য দুর্লভা॥
ইত্যুক্তঃ শৈলরাজস্তু দুহিত্রা স্নেহবিক্লবঃ।
উবাচ বাচা শৈলেন্দ্রো স্নেহগদ্গদবর্ণয়া॥ ২৯৩

হিমবানুবাচ।

উ মেতি চপলে পুত্রি ন ক্ষমং তাবকং বপুঃ।
সোঢ়ুং ক্লেশস্বরূপস্য তপসঃ সৌম্যদর্শনে॥ ২৯৪
ভাবীন্যব্যভিচার্য্যাণি পদার্থানি সদৈব তু।
ভাবিনোঽর্থা ভবন্ত্যেব হঠেনানিচ্ছতোঽপি বা
তস্মান্ন তপসা তেঽস্তি বালে কিঞ্চিৎপ্রয়োজনম্
ভবনায়ৈব গচ্ছামশ্চিন্তয়িষ্যামি তত্র বৈ॥ ২৯৬

ইত্যুক্তা তু যদা নৈব গৃহায়াভ্যেতি শৈলজা।
ততঃ স চিন্তয়াবিষ্টো দুহিতাং প্রশশংস চ॥
ততোঽন্তরীক্ষে দিব্যা বাগভূদ্ভুবনভূতলে।
উ মেতি চপলে পুত্রি ত্বয়োক্তা তময়া ততঃ॥
উমেতি নাম তেনাস্যা ভুবনেষু ভবিষ্যতি।
সিদ্ধিঞ্চ মূর্ত্তিমত্যেষা সাধয়িষ্যতি চিন্তিতাম্॥
ইতি শ্রুত্বা তু বচনমাকাশাৎ কাশপাণ্ডুরঃ।
অনুজ্ঞায় সুতাং শৈলো জগামাশু স্বমন্দিরম্॥

সূত উবাচ।

শৈলজাপি যযৌ শৈলমগম্যমপি দৈবতৈঃ।
সখীভ্যামনুযাতা তু নিয়তা নগরাজজা॥ ৩০১
শৃঙ্গং হিমবতঃ পুণ্যং নানাধাতুবিভূষিতম্।
দিব্যপুষ্পলতাকীর্ণং সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতম্॥ ৩০২
নানামৃগগণাকীর্ণং ভ্রমরোদ্ঘুষ্টপাদপম্।
দিব্যপ্রস্রবণোপেতং দীর্ঘিকাভিরলঙ্কৃতম্॥ ৩০৩
নানাপক্ষিগণাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্।
জলজ-স্থলজৈঃপুষ্পৈঃপ্রোৎফুল্লৈরুপশোভিতম্

অভীষ্টই লাভ হয়। তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। মনুষ্যগণ সাধনসামর্থ্য থাকিতেও বৃথা দুর্ভাগ্য বহন করে। তপস্যা না করিয়া দুর্ভগ জীবন ধারণ অপেক্ষা মরণই শ্রেয়ঃ। অতএব আমি তপস্যা-পরায়ণ হইয়া নিয়ম দ্বারা তনু-শোষণ করিব। তপঃপ্রভাবে শক্তিশালিনী হইয়া আমি যখন স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহশূন্য হইব, তখন স্বীয়াভিপ্রায় সাধনার্থ উদ্যম প্রকাশ করিব। অতএব আমি যাহাতে সর্ব্বসাধারণের দুর্লভা হইতে পারি, তপস্যা করিব। ২৮৪—২৯২। শৈলরাজ হিমালয়, দুহিতা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া স্নেহবিক্লব-চিত্তে গদ্গদ বচনে বলি-লেন,—চপলে, পুত্রি! উ, মা অর্থাৎ তুমি এরূপ উদ্যম করিও না, তোমারশরীর তপস্যার যোগ্য নহে। তপস্যা ক্লেশস্বরূপ; সুতরাং সে ক্লেশ তোমার সহ্য হইবে না। ভাবী বিষয় সকল অব্যভিচারী। ভাবী অর্থ সমস্ত অনিচ্ছায়ও হঠাৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব বালিকে! তোমার তপস্যায় কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এখন চল, আমরা স্বভবনেই গমন করি; সেখানে যাইয়া কর্ত্তব্য চিন্তা করিব। হিমালয় এই-রূপ বলিলেও যখন শৈলতনয়া কোন মতেই গৃহে ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না, তখন হিমালয় গিরি, কিঞ্চিৎ চিন্তাবিষ্টচিত্তে দুহিতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক ভুবনতলব্যাপিনী আকাশ-বাণী হইল যে, তুমি “চপলে পুত্রি! “উ মা” এই বলিয়া তপশ্চরণে নিষেধ করিয়াছিলে, এইজন্য সকল ভুবনে ইঁহার “উমা” নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। আর এই বালিকা চিন্তিতমাত্রে মূর্ত্তিমতী সিদ্ধিসমূহ সাধন করি-বেন। সেই কাশপাণ্ডুর শৈলবর এই আকাশ-বাণী শ্রবণে সুতাকে অনুমতি প্রদানান্তে ত্বরায় স্বমন্দিরে প্রস্থান করিলেন। ২৯৩—৩০০। সূত বলিলেন,—অতঃপর শৈলরাজনন্দিনীও সখীদ্বয়সহ এক মনোরম প্রদেশে গমন করিলেন। হিমবানের সেই শুদ্ধ প্রদেশ অতীব মনোহর, পুণ্যকর, নানা ধাতু-বিচিত্র, দিব্য পুষ্পলতাচ্ছন্ন, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বসেবিত, বিবিধ মৃগগণে সমাকীর্ণ, এবং চক্রবাকাদি বিবিধ বিহঙ্গে উপশোভিত। উহার নানাস্থানে

চিত্রকন্দরসংস্থানং গুহাগৃহমনোহরম্।
বিহঙ্গসঙ্ঘসঙ্ঘুষ্টং কল্পপাদপসঙ্কটম্॥ ৩০৫
তত্রাপশ্যন্মহাশাখং শাখিনং হরিতচ্ছদম্।
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেতং মনোরথশতোজ্জ্বলম্॥
নানাপুষ্পসমাকীর্ণং নানাবিধফলান্বিতম্।
নতং সূর্য্যস্য রুচিভির্ভিন্নসংহতপল্লবম্॥ ৩০৭
তত্রাম্বরাণি সন্ত্যজ্য ভূষণানি চ শৈলজা।
সংবীতা বল্কলৈর্দিব্যৈর্দর্ভনির্ম্মিতমেখলা॥ ৩০৮
ত্রিঃস্নাতপাটলাহারা বভূব শরদাং শতম্।
শতমেকেন শীর্ণেন পর্ণেনাবর্ত্তয়ৎ তদা॥ ৩০৯
নিরাহারা শতং সাভূৎ সমানাং তপসাং নিধিঃ
তত উদ্বেজিতাঃ সর্ব্বে প্রাণিনস্তত্তপোঽগ্নিনা॥
ততঃ সস্মার ভগবান্ মুনীন্ সপ্ত শতক্রতুঃ।
তে সমাগম্য মুনয়ঃ সর্ব্বে সমুদিতাস্ততঃ॥ ৩১১

পূজিতাশ্চ মহেন্দ্রেণ পপ্রচ্ছুস্তং প্রয়োজনম্।
কিমর্থন্তু সুরশ্রেষ্ঠ সংস্মৃতাস্ত বয়ং ত্বয়া॥ ৩১২
শক্রঃ প্রোবাচ শৃণ্বন্তু ভগবন্তঃ প্রয়োজনম্।
হিমাচলে তপো ঘোরং তপ্যতে ভূধরাত্মজা॥
তস্যা হৃভিমতং কামং ভবন্তঃ কর্ত্তুমর্হথ॥ ৩১৩
ততঃ সমাপতন্ দেব্যা জগদর্থং ত্বরান্বিতাঃ।
তথেত্যুক্তা তু শৈলেন্দ্রং সিদ্ধসঙ্ঘাতসেবিতম্
উচুরাগত্য মুনয়স্তামথো মধুরাক্ষরম্।
পুত্রি কিং তে ব্যবসিতঃ কামঃ কমললোচনে॥
তানুবাচ ততো দেবী সলজ্জা গৌরবান্মুনীন্।
তপস্বতো মহাভাগাঃ প্রাপ্য মৌনং ভবাদৃশান্
বন্দনায় নিযুক্তা ধীঃ পাবয়ত্যবিকল্পিতম্।
প্রশ্নোন্মুখত্বাদ্ভবতাং যুক্তমাসনমাদিতঃ॥ ৩১৭
উপবিষ্টাঃ শ্রমোন্মুক্তাস্ততঃ প্রক্ষ্যথ মামতঃ।

কত প্রফুল্ল জলজ স্থলজ কমলকুল, কত বিচিত্র কন্দর, মনোহর গুহাগৃহ, এবং বিহঙ্গ-সঙ্ঘসেবিত কল্পপাদপসমূহ বিরাজমান। তত্রত্য তরু-নিকরে ভ্রমরগণ নিরন্তর ঝঙ্কার করিতেছে। কত দিব্য প্রস্রবণ ও বিবিধ দীর্ঘিকাসমূহে উহা সমলঙ্কৃত। শৈলনন্দিনী সেই প্রদেশে যাইয়া একটী হরিতপত্র মহাশাখ তরুবর নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন,—সেই মহাশাখী সর্ব্বর্ত্তুকুসুম-সুশোভিত, নানা-পুষ্পাকীর্ণ, বিবিধ ফল-সমন্বিত ও মনোরথ-শতের ন্যায় সমুজ্জ্বল। তরুপল্লবরাজির মধ্যে সূর্য্যকিরণ প্রবিষ্ট হওয়ায় সেই তরু-বরের প্রভাপটলে প্রভাকরকরও যেন পরা-জিত। গিরিতনয়া সেই তরুতলে বসন-ভূষণ পরিহারপূর্ব্বক বল্কল পরিধান ও মেখলা ধারণ করিলেন। তিনি শতবর্ষ ত্রিসন্ধ্যায় স্নান ও পত্রাহার দ্বারা, শতবর্ষ শীর্ণ পর্ণাশনে এবং শতবর্ষ নিরাহারে তপশ্চরণ দ্বারা অতিবাহিত করিলেন। এইভাবে তিনি তপোনিধি হইলেন। তাঁহার তপস্তেজঃপ্রভাবে সর্ব্বপ্রাণী সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। ৩০১—৩১০। অনন্তর ভগবান্ শতক্রতু ইন্দ্র সপ্তর্ষিকে স্মরণ করিলেন। স্মৃতিমাত্র সপ্তর্ষি-গণ মুদিত মনে সেই স্থানে সমাগমনপূর্ব্বক মহেন্দ্র কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার নিকট স্মরণ করিবার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমাদিগকে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন? শক্র কহিলেন,—আপনারা প্রয়োজন শ্রবণ করুন। ভূধরসুতা হিমাচলে ঘোর তপশ্চরণ করিতেছেন; আপনারা তাঁহার অভিমত কাম সাধন করুন। সপ্তর্ষিগণ ইন্দ্রের কথায় সম্মত হইয়া অবিলম্বে জগতের হিতকর, দেবীর কর্ম্মসাধন-বিষয়ক হিমালয়ের সিদ্ধ-সঙ্ঘাত-সেবিত সেই প্রদেশে উপস্থিত হইলেন এবং মধুর বচনে শৈলনন্দিনীকে কহিলেন,—অয়ি কমললোচনে, পুত্রি! তুমি কোন্ কামনায় এবম্বিধ ব্যবসায় করিতেছ? দেবী তখন গৌরববশে সেই মুনিগণকে সলজ্জ-ভাবে বলিলেন,—হে মহাভাগগণ! ভবাদৃশ মহাত্মগণের সন্নিধানে মৌনাবলম্বনই বিধেয়। আপনাদিগের দর্শনমাত্রেই বুদ্ধি, অবিকল্পিতভাবে বন্দনার্থ নিযুক্ত হইয়া আত্মাকে পবিত্র করে। আপনারা প্রশ্নোন্মুখ; সুতরাং প্রথমে আসন পরিগ্রহ করা উচিত। উপবেশনান্তে বিগতশ্রম হইয়া

ইত্যুক্তা সা ততশ্চক্রে কৃতাসনপরিগ্রহান্॥
সা তু তান্ বিধিবৎপূজ্যান্ পূজয়িত্বা বিধানতঃ
উবাচাদিত্যসঙ্কাশান্ মুনীন্ সপ্ত সতী শনৈঃ॥
ত্যক্তা ব্রতাত্মকং মৌনং মৌনং জগ্রাহ হ্রীময়ম্
ভাবং তস্যাস্তু মৌনান্তং তস্যাঃ সপ্তর্ষয়ো যথা॥
গৌরবাধীনতাং প্রাপ্তাঃ পপ্রচ্ছুস্তাং পুনস্তথা।
সাপি গৌরবগর্ব্বেণ মনসা চারুহাসিনী॥ ৩২১
মুনীন্ কান্তকথালোকে প্রেক্ষ্য প্রোবাচ *
বাগ্‌যম্।
ভগবন্তো বিজানন্তি প্রাণিনাং মানসং হিতম্॥
মনোবাগভিরত্যর্থং কন্দর্পং তে হি দেহিনঃ।
কেচিৎ তু নিপুণাস্তত্র ঘটন্তে বিবুধোদ্যমৈঃ॥
উপায়দুর্ল্লভান্ ভাবান্ প্রাপ্নুবন্তি হ্যতন্দ্রিতাঃ।
অপরে তু পরিচ্ছিন্না নানাকারাভ্যুপক্রমাঃ॥
দেহান্তরার্থমারম্ভমাশ্রয়ন্তি হিতপ্রদম্।
মমত্বাকাশসম্ভূত-পুষ্পদামবিভূষিতম্॥ ৩২৫
বন্ধ্যাসুতং প্রাপ্তুকামা মনঃ প্রসরতে মুহুঃ।

অহং কিল ভবং দেবং পতিং প্রাপ্তুং সমুদ্যতা॥
প্রকৃত্যৈব দুরাধর্ষং তপস্যন্তন্তু সম্প্রতি।
সুরাসুরৈরনির্ণীত-পরমার্থক্রিয়াশ্রয়ম্॥ ৩২৭
সাম্প্রতঞ্চাপি নির্দগ্ধ-মদনং বীতরাগিণম্।
কথমারাধয়েদীশং মাদৃশী তাদৃশং শিবম্॥ ৩২৮
ইত্যুক্তা মুনয়স্তে তু স্থিরতাং মনসস্ততঃ।
জ্ঞাতুমস্যা বচঃ প্রোচুঃ প্রক্রমাৎ প্রকৃতার্থকম্

মুনয় উচুঃ।

দ্বিবিধন্তু সুখং তাবৎ পুত্রি লোকেষু ভাব্যতে
শরীরস্যাস্য সম্ভোগৈশ্চেতসশ্চাপি নির্বৃতিঃ॥
প্রকৃত্যা স তু দিগ্বাসা ভীমঃ পিতৃবনেশয়ঃ।
কপালী ভিক্ষুকো নগ্নো বিরূপাক্ষঃ স্থিরক্রিয়ঃ
প্রমত্তোন্মত্তকাকারো বীভৎসকৃতসংগ্রহঃ।
পতিনা তেন কস্তেঽর্থো মূর্ত্তোনাখিলকাঙ্ক্ষিতঃ*

পশ্চাৎ আমাকে যাহা হয় প্রশ্ন করিবেন। দেবী এই বলিয়া সেই আদিত্যসম-তেজস্বী পূজ্য সপ্ত মহর্ষিকে আসন পরিগ্রহ করাইয়া যথাবিধানে অর্চ্চনা করিলেন। সেই দেবী তখন যদিও তপোময় মৌন পরিহার করিয়াছিলেন; কিন্তু তখন আবার লজ্জাময় মৌন অবলম্বন করিলেন। মহর্ষিগণ তাঁহার সেই ভাব বুঝিয়া গৌরবাধীন চিত্তে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। দেবী সেই কান্ত-কথালাপ-পর মহর্ষিগণকে মৌন পরিহারপূর্ব্বক বলিলেন,—আপনারা প্রাণিগণের মনোগত সমস্তই অবগত আছেন। মনোগত কামই বাক্য-মনের সুখসাধক। দেহিগণ কামলাভার্থই সতত যত্ন-পরায়ণ। কোন কোন নিপুণ প্রাণী তন্নিমিত্ত দৈব উপায় আশ্রয় করে; অপরে দেহান্তরার্থ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিবিধ সুখসম্পাদক ক্রিয়ানুষ্ঠানে তৎপর হয়। আমার মন কিন্তু আকাশকুসুমদাম-ভূষিত বন্ধ্যাসুত-প্রাপ্তি-কামনায়, মুহুর্মুহু ধাবিত হইতেছে। স্বভাবতই দুরাধর্ষ,—বিশেষতঃ সম্প্রতি তপস্যাপরায়ণ ভবদেবকে আমি পতিরূপে প্রাপ্তিনিমিত্ত উদ্যমবতী হইয়াছি। একেই তিনি সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক অনির্ণীত পরমার্থ-ক্রিয়ার আশ্রয়; তাহাতে আবার এক্ষণে মদনকে নির্দ্দগ্ধ করিয়া বিরক্ত-চিত্তে অবস্থিত। তাদৃশ শিবকে মাদৃশী বালিকা কিরূপে আরাধনা করিবে? মুনিগণ দেবীর এই কথা শুনিয়া তাঁহার মনের স্থিরতা পরীক্ষার্থ প্রক্রমানুসারে প্রকৃতার্থ বচনাবলী বিন্যাস করিলেন। ৩১১—৩২৯। মুনিগণ কহিলেন,—অয়ি পুত্রি! লোকে দুই ভাবে সুখভোগ হয়, এক—শরীরের সম্ভোগ দ্বারা, অপর—মনের শান্তি দ্বারা। স্বভাবতই সেই শিব দিগ্বাসা, ভীম, শ্মশানশায়ী, কপালী, ভিক্ষুক, নগ্ন, বিরূপাক্ষ, স্থির (জড়) ক্রিয়াবান, প্রমত্তোন্মত্তাকার, বীভৎসসংগ্রহপর ও মূর্ত্ত অনর্থস্বরূপ। তাঁহা দ্বারা কোন্ অর্থ সাধন

---

* মুনীন্কান্তকথালাপান্ প্রোবাচ প্রোজ্ঝ্যোক্তি কচিৎ পুস্তকে পাঠঃ।

* যতিনানেন কঃ স্বার্থো মূর্ত্তানর্থেন কাঙ্ক্ষিতঃ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

যদি হ্যস্য শরীরস্য ভোগমিচ্ছসি সাম্প্রতম্।
তৎ কথং তে মহাদেবাস্তয়ভাজো জুগুপ্সিতাৎ
স্রবদ্রক্তবসাভ্যক্ত-কপালকৃতভূষণাৎ।
শ্বসদুগ্রভুজঙ্গেন্দ্র-কৃতভূষণভীষণাৎ॥ ৩৩৪
শ্মশানবাসিনো রৌদ্রপ্রমথানুগতাৎ সতি।
সুরেন্দ্রমুকুটব্রাত-নিঘৃষ্টচরণোঽহরিহা॥ ৩৩৫
হরিরস্তি জগদ্ধাতা শ্রীকান্তোঽনন্তমূর্ত্তিমান্।
নাথো যজ্ঞভুজামস্তি তথেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ॥ ৩৩৬
দেবতানাং নিধিশ্চাস্তি জ্বলনঃ সর্ব্বকামকৃৎ।
বায়ুরস্তি জগদ্ধাতা যঃ প্রাণঃ সর্ব্বদেহিনাম্॥
তথা বৈশ্রবণো রাজা সর্ব্বার্থমতিমান্ বিভুঃ।
এষ্য একতমং কস্মান্ন ত্বং সম্প্রাপ্তুমিচ্ছসি॥
উতান্যদেহসম্প্রাপ্ত্যা সুখং তে মনসেপ্সিতম্।
এবমেতৎ তবাপ্যত্র প্রভবো নাকসম্পদাম্।
অস্মিন্ নেহ পরত্রাপি কল্যাণপ্রাপ্তয়স্তব॥ ৩৩৯
পিতুরেবাস্তি তৎ সর্ব্বংসুরেভ্যো যন্ন বিদ্যতে
অতস্তৎপ্রাপ্তয়ে ক্লেশঃ স বাপ্যত্রাফলস্তব॥
প্রায়েণ প্রার্থিতো ভদ্রে সুস্বল্পো হ্যতিদুর্লভঃ।
অস্য তে বিধিযোগস্য ধাতা কর্ত্তাত্র চৈব হি॥

স্মৃত উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তু কুপিতা মুনিবর্য্যেষু শৈলজা।
উবাচ কোপরক্তাক্ষী স্ফুরদ্ভির্দশনচ্ছদৈঃ॥৩৪২

দেব্যুবাচ।

অসদ্গ্রহস্য কা প্রীতির্ব্যসনস্য ক যন্ত্রণা।
বিপরীতার্থবোদ্ধারঃ সৎপথে কেন যোজিতাঃ
এবং মাং বেত্থ দুষ্প্রজ্ঞাং হ্যস্থানাসাদ্গ্রহপ্রিয়াম্
ন মাম্প্রতি বিচারোঽস্তি ততোঽহঙ্কারমানিনী
প্রজাপতিসমাঃ সর্ব্বে ভবন্তঃ সর্ব্বদর্শিনঃ।
নূনং ন বেত্থ তং দেবং শাশ্বতং জগতঃ প্রভুম্
অজমীশানমব্যক্তমমেয়মহিমোদয়ম্॥ ৩৪৬
আস্তাং তদ্ধর্ম্মসদ্ভাব-সম্বোধস্তাবদদ্ভুতঃ।
বিদুর্যং ন হরির্ব্রহ্মপ্রমুখা হি সুরেশ্বরাঃ॥৩৪৭

করিবে? তুমি যদি সম্প্রতি এই শরীরের ভোগ আকাঙ্ক্ষা কর, তবে তাহা সেই মহাদেব হইতে হইতেই পারে না। কারণ, তিনি ভয়হেতু ও জুগুপ্সিত-মূর্ত্তি। ক্ষরিত রক্ত-বসা দ্বারা অভ্যক্ত কপাল পাত্র তাঁহার ভূষণ। উগ্র নিশ্বাসকারী ভুজঙ্গেন্দ্র তদীয় ভূষণরূপে ধৃত হওয়ায় সেই মূর্ত্তি আরও ভীষণ-দর্শন। বিশেষতঃ তিনি ভয়ঙ্কর প্রমথ অনুচরগণসহ শ্মশানে বাস করেন। যাঁহার চরণদ্বয় সুরেন্দ্রের মুকুটচয় দ্বারা ঘর্ষিত হয়, যিনি অরিঘাতী, জগদ্ধাতা, শ্রীকান্ত, অনন্ত-মূর্ত্তি, ও যজ্ঞেশ্বর সেই হরি আছেন; পাক-শাসন ইন্দ্র আছেন; দেবগণের নিধিস্বরূপ সর্ব্বকামদাতা অগ্নি আছেন; সর্ব্বদেহীর প্রাণরূপী জগদ্ধাতা বায়ু আছেন এবং সর্ব্বার্থ-শালী মতিমান্ বিভু বৈশ্রবণ রাজা আছেন; তুমি ইহাঁদিগের কাহাকেও পাইতে চাহ না কেন? আর যদি দেহান্তরপ্রাপ্তি দ্বারা সুখ কামনা করিয়া থাক, তবে তাহাতেও দেবগণই সমর্থ। এই শিবের দ্বারা ইহ পর কোন কালেই সুখের সম্ভাবনা নাই। আর দেব-গণের যাহা নাই, তোমার পিতার তাহাও আছে; সুতরাং তোমার পিতার কৃপায় তৎসমস্তও অনায়াসেই লাভ হইতে পারে; তজ্জন্য তোমার ক্লেশ করা বৃথা। ভদ্রে! অল্পমাত্র প্রার্থিতও প্রায়ই দুর্লভ হইয়া থাকে; তুমি যে এই মনোরথ করিয়াছ, একমাত্র বিধাতাই ইহার কর্ত্তা। ৩৩০—৩৪১। স্মৃত বলিলেন,—শৈলনন্দিনী, মুনিগণের এই কথা শুনিয়া কুপিত হইলেন এবং কোপরক্ত-নেত্রে স্ফুরিতাধরে মুনিগণকে বলিতে লাগিলেন। দেবী কহিলেন,—অসদ্গ্রহের প্রীতি কি? ব্যসনের যন্ত্রণাই বা কি? আপনারা সৎ-পথে নিয়োজিত থাকিয়াও এমন বিপরীতার্থ বুঝিলেন কেন? আপনারা আমাকে এই-রূপই দুষ্প্রজ্ঞা ও অস্থানে অসদাগ্রহবতী বলিয়া জানুন; আমার বিষয়ে কোন বিচার করি-বার প্রয়োজন নাই। আমি অহঙ্কারিণী ও মানিনী। আপনারা সকলে প্রজাপতিসম, সর্ব্বদর্শী; পরন্তু নিশ্চয়ই সেই শাশ্বত জগৎ-প্রভু, অজ, অব্যক্ত, অমেয়-মহিমোদয় ঈশানকে অবগত নহেন। হরি ব্রহ্মাদি

যৎ তস্য বিভবাৎ স্বোত্থং ভুবনেষু বিজৃম্ভিতম্
প্রকটং সর্ব্বভূতানাং তদপ্যত্র ন বেত্থ কিম্॥
কস্যৈতদ্গগনং মূর্ত্তিঃ কস্যাগ্নিঃ কস্য মারুতঃ।
কস্য ভূঃ কস্য বরুণঃ কশ্চন্দ্রার্কবিলোচনঃ॥ ৩৪৯
কস্যার্চ্চয়ন্তি লোকেষু লিঙ্গং ভক্ত্যা সুরাসুরাঃ
যং ব্রুবন্তীশ্বরং দেবা বিধীন্দ্রাদ্যা মহর্ষয়ঃ॥৩৫০
প্রভাবং প্রভবঞ্চৈব তেষামপি ন বেত্থ কিম্।
অদিতিঃ কস্য মাতেয়ং কস্মাজ্জাতো জনার্দ্দনঃ
অদিতেঃ কশ্যপাজ্জাতা দেবা নারায়ণাদয়ঃ।
মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রো হ্যদিতির্দক্ষপুত্রিকা॥৩৫২
মরীচিশ্চাপি দক্ষশ্চ পুত্রৌ তৌ ব্রহ্মণঃ কিল।
ব্রহ্মা হিরণ্ময়াৎ ত্বণ্ডাদ্দিব্যসিদ্ধিবিভূষিতাৎ॥৩৫৩
কস্য প্রাদুরভূদ্ধ্যানাৎ প্রক্ষুব্ধাঃ প্রাকৃতাংশকাঃ
প্রকৃতৌ তু তৃতীয়ায়াং মধুদ্বিড়্জননক্রিয়া॥৩৫৪
জাতা সসর্জ্জ ষড়্বর্গান্ বুদ্ধিপূর্ব্বান্ স্বকর্ম্মজান
অজাতকোঽভবদ্বেধা ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥
যঃ স্বযোগেন সঙ্ক্ষোভ্য প্রাকৃতং কৃতবানিদম্
ব্রহ্মণঃ সিদ্ধসর্ব্বার্থমৈশ্বর্য্যলোককর্ত্তৃতাম্॥৩৫৬
বিষ্ণুর্বিষ্ণ্বাদয়ো যচ্চ স্বমহিম্না সদৈব হি।
কৃত্বান্যং দেহমন্যাদৃক্ তাদৃক্ কৃত্বা পুনর্হরিঃ॥
কুরুতে জগতঃ কৃত্যমুত্তমাধমমধ্যমম্।
এবমেব হি সংসারো যো জন্মমরণাত্মকঃ॥৩৫৮
কর্ম্মণশ্চ ফলং হ্যেতন্নানারূপসমুদ্ভবম্।
অথ নারায়ণো দেবঃ স্বকাং ছায়াং সমাশ্রয়ৎ॥
তৎপ্রেরিতঃ প্রকুরুতে জন্ম নানাপ্রকারকম্।
সাপি কর্ম্মণ এবোক্তা প্রেরণী বিবশাত্মনাম্॥
যথোন্মাদাদিজুষ্টস্য মতিরেব হি সা ভবেৎ।
ইষ্টান্যেব যথার্থানি বিপরীতানি মন্যতে॥ ৩৬১
লোকস্য ব্যবহারেষু সৃষ্টেষু সহতে সদা।
ধর্ম্মাধর্ম্মফলাবাপ্তৌ বিষ্ণুরেব নিবোধিতঃ॥৩৬২
অথানাদিত্বমস্যাস্তি সামান্যাৎ তু তদাত্মনা।

সুরেশ্বরগণ যাঁহাকে জ্ঞাত নহেন, তাঁহার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের তত্ত্বনির্ব্বাচনের চিন্তা নিষ্ফল। পরন্তু সর্ব্বভবনে সর্ব্বভূতমধ্যে তাঁহার স্বতই যে প্রকট প্রভাব রহিয়াছে, আপনারা তাহাও কি জানেন না? এই গগন, অগ্নি, মারুত, ভূমি, বরুণ,—এ সকল কাহার মূর্ত্তি? কোন্ দেব চন্দ্রার্কলোচন? লোকে সুরাসুরগণ কাহার লিঙ্গ অর্চ্চনা করে? বিধাতা, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ যাঁহাকে ঈশ্বর বলেন, এই জগৎ তাঁহারই প্রভাবে প্রভাবশালী; আপনারা ইহা জানেন না! অদিতি কাহার মাতা? জনার্দ্দন কাহা হইতে জন্মিয়াছেন? কশ্যপের সংযোগে অদিতি হইতেই নারায়ণাদি দেবগণের উৎপত্তি। কশ্যপ মরীচির পুত্র। অদিতি দক্ষের কন্যা। মরীচি ও কশ্যপ, ইঁহারা উভয়েই ব্রহ্মার পুত্র। ব্রহ্মা—দিব্যসিদ্ধি-ভূষিত হিরণ্ময় অণ্ড হইতে উৎপন্ন। কাহার ধ্যানপ্রভাবে প্রকৃত্যংশ ক্ষুব্ধ হইয়া সেই অণ্ডাকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল? কাহার তৃতীয়া প্রকৃতিতে মধুঘাতীর উৎপত্তি হয়? কে এই স্বকর্ম্মজ ষড়্বর্গকে বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন? অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন না; তিনি নিজ মহিমায় গুণক্ষোভ ঘটাইয়া এই প্রাকৃত জগতের সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার সিদ্ধসর্ব্বার্থ ঐশ্বর্য্য ও লোককর্তৃতা বিদ্যমান। বিষ্ণু প্রভৃতি অপরাপর দেবগণ নিজ মহিমায় নানাকার ধারণ করিয়া জগতের বিবিধ উত্তম মধ্যম অধম কার্য্য সাধন করেন। জন্ম-মরণাত্মক সংসার এইরূপই; কর্ম্মের ফলও এইরূপ নানাকারই সমুদ্ভূত হয়। দেব নারায়ণ স্বকীয় ছায়া সমাশ্রয়পূর্ব্বক তাহারই প্রেরণায় নানা প্রকার জন্ম গ্রহণ করেন। উহাই, বিবশাত্মা জনগণের কর্ম্ম-প্রেরণাশক্তি। উন্মাদের মতির ন্যায় তদ্দ্বারা আবিষ্ট প্রাণী, ইষ্ট বিষয়কেও অনিষ্ট বলিয়া এবং অনিষ্টকেও ইষ্ট বলিয়া অবধারণ করে। ৩৪২—৩৬১। অতএব এই সৃষ্ট লোকব্যবহারে ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল বিষয়ে বিষ্ণুই একমাত্র কারণ। ইহার অনাদিত্ব থাকিলেও সাধারণ দৃষ্টিতে কোন দেহেই ইহার দীর্ঘ জীবন দৃষ্ট হয় না। আপনারাও এই বিষ্ণুর অন্ত বা আদি দেখেন নাই। দৈত্যগণের

ন হ্যস্য জীবিতং দীর্ঘং দৃষ্টং দেহে তু কুত্রচিৎ
ভবদ্ভির্বস্য নো দৃষ্টমন্তমগ্রমথাপি বা।
দেহিনাং ধর্ম্ম এবৈষ ক্বচিজ্জায়েৎ ক্বচিন্ম্রিয়েৎ॥
ক্বচিদ্গর্ভগতো নশ্যেৎ ক্বচিজ্জীবেজ্জরাময়ঃ।
ক্বচিৎ সমাঃ শতং জীবেৎক্বচিদ্বাল্যে বিপদ্যতে
শতায়ুঃ পুরুষো যস্তু সোঽনন্তঃ স্বল্পজন্মনঃ।
জীবিতো ন ম্রিয়ত্যগ্রে তস্মাৎ সোঽমর উচ্যতে।
অদৃষ্টজন্মনিধনা হ্যেবং বিষ্ণ্বাদয়ো মতাঃ।
এতৎ সংশুদ্ধমৈশ্বর্য্যং সংসারে কো লভেদিহ॥
তত্র ক্ষয়াদিযোগাৎ তু নানাশ্চর্য্যস্বরূপিণি।
তস্মাদ্দিবশ্চরান্‌সর্ব্বান্ মলিনানল্পভূতিকান্॥
নাহং ভদ্রাঃ কিলেচ্ছামি ঋতে শর্ব্বাৎপিনাকিনঃ
স্থিতঞ্চ তারতম্যেন প্রাণিনাং পরমস্থিদম্॥৩৬৯
ধীবলৈশ্বর্য্যকার্য্যাদি-প্রমাণং মহতাং মহৎ।
যস্মান্ন কিঞ্চিদপরং সর্ব্বং যস্মাৎ প্রবর্ত্ততে॥৩৭০
যস্যৈশ্বর্য্যমনাদ্যন্তং তমহং শরণং গতা।
এষ মে ব্যবসায়শ্চ দীর্ঘোঽতিবিপরীতকঃ॥৩৭১

যাত বা তিষ্ঠতৈবাথ মুনয়ো মদ্বিধায়কাঃ।
এবং নিশম্য বচনং দেব্যা মুনিবরাস্তদা॥৩৭২
আনন্দাশ্রুপরীতাক্ষাঃ সস্বজুস্তাং তপস্বিনীম্।
উচুশ্চ পরমপ্রীতাঃ শৈলজাং মধুরং বচঃ॥৩৭৩
ঋষয় উচুঃ।
অত্যদ্ভুতাস্যহো পুত্রি জ্ঞানমূর্ত্তিরিবামলা।
প্রসাদয়তি নো ভাবং ভবভাবপ্রতিশ্রয়াৎ॥৩৭৪
ন তু বিদ্মো বয়ং তস্য দেবস্যৈশ্বর্য্যমদ্ভুতম্।
ত্বন্নিশ্চয়স্য দৃঢ়তাং বেত্তুং বয়মিহাগতাঃ॥৩৭৫
অচিরাদেব তন্বঙ্গি কামস্তেঽয়ং ভবিষ্যতি।
ক্বাদিত্যস্য প্রভা যাতি রত্নেভ্যঃ ক দ্যুতিঃ পৃথক্
কোঽর্থো বর্ণালিকাব্যক্তঃ কথং ত্বং গিরিশং বিনা।
যামো নৈকাভ্যুপায়েন তমভ্যর্থয়িতুং বয়ম্॥৩৭৭
অস্মাকমপি বৈ সোঽর্থঃ সুতরাং হৃদি বর্ত্ততে।
অতস্ত্বমেব সা বুদ্ধির্যতো নীতিস্ত্বমেব হি॥৩৭৮

ধর্ম্মই এই প্রকার যে, কোন স্থলে জন্মে এবং কোন স্থলে মরে; কখন গর্ভেই নষ্ট হয়, কদাপি জরামরণগ্রস্ত হইয়াও শতবর্ষ জীবিত থাকে। কখন বা বাল্যেই মরণাপন্ন হয়। শতবর্ষজীবী মানব, অল্পজীবী জন অপেক্ষা অনন্ত শব্দে ব্যপদেশ্য। যাহা অগ্রে জীবিত হইয়া অগ্রেই মৃত হয় না, অমর শব্দে উহার উল্লেখ হয়। বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ এইরূপ অদৃষ্ট-জন্ম-মরণ। এবম্বিধ বিশুদ্ধ ঐশ্বর্য্য, ইহ সংসারে কে লাভ করিতে পারে? এই সংসার নানাশ্চর্য্যস্বরূপ। হে ভদ্রগণ! সেই পিনাকী শর্ব্ব ব্যতীত, ইহাতে ক্ষয়াদি নিবন্ধন অল্পবিভূতি-সম্পন্ন মলিন দিবশ্চরগণকে আমি কামনা করি না। এই যে তারতম্য-বুদ্ধি, সংসারে প্রাণিগণের ইহাই বৈশিষ্ট্য। যাঁহার বুদ্ধি, বল, ঐশ্বর্য্যাদির পরিমাণ মহৎ অপেক্ষাও মহৎ, যাঁহার পর আর কিছু নাই, যাহা হইতে সমস্ত জগৎ প্রবর্ত্তিত, যাঁহার ঐশ্বর্য্যের আদি অন্ত নাই, আমি তাঁহারই শরণাগত। আমার এই ব্যবসায় অতি দীর্ঘ ও বিপরীত। হে মুনিগণ! আপনারা আমার উপদেশক; পরন্তু এক্ষণে যাউন, বা থাকুন, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন মুনিবরগণ দেবীর এবম্বিধ বচন শ্রবণে আনন্দাশ্রু-প্লাবিত-নেত্রে তপস্বিনী শৈলনন্দিনীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ৩৬২—৩৭৩। মুনিগণ কহিলেন,—পুত্রি! আহা! তুমি জ্ঞানমূর্ত্তিসম অমলা, অতি অদ্ভুতরূপিণী! ভবভাবে তোমার এবম্বিধ দৃঢ় নিশ্চয় দর্শনে আমাদিগের ভাব প্রসন্ন হইয়াছে। আমরা প্রকৃত পক্ষেই সেই দেবের অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব জানিতে পারি নাই। তোমার তপোনিশ্চয়ের দৃঢ়তা জানিবার নিমিত্তই আমরা এখানে আসিয়াছি। তন্বঙ্গি! অচিরকালমধ্যেই তোমার এই কামনা সফল হইবে। আদিত্যের প্রভা অন্যত্র যায় কি? রত্নের দ্যুতি কি পৃথক্ থাকে? বর্ণমালা ব্যতীত কোন্ অর্থ ব্যক্ত আছে? তুমিই বা গিরিশ ব্যতীত কি প্রকারে থাকিবে? এ বিষয় আমাদিগের হৃদয়েও দৃঢ় নিহিত আছে। নীতি-বুদ্ধি-

অতো নিঃসংশয়ং কার্য্যং শঙ্করোঽপি বিধাস্যতি
ইত্যুক্তা পূজিতা যাতা মুনয়ো গিরিকন্যয়া ॥
প্রযযুর্গিরিশং দ্রষ্টুং প্রস্থং হিমবতো মহৎ ।
গঙ্গাম্বুপ্লাবিতাত্মানং পিঙ্গবদ্ধজটাসটম্‌ ॥ ৩৮০
ভৃঙ্গানুযাতপাণিস্থ-মন্দারকুসুমস্রজম্‌ ।
গিরেঃ সম্প্রাপ্য তে প্রস্থং দদৃশুঃ শঙ্করাশ্রমম্‌
প্রাশান্তাশেষসত্ত্বৌঘং নবস্তিমিতকাননম্‌ ।
নিঃশব্দাক্ষোভসলিলপ্রপাতং সর্ব্বতোদিশম্‌ ॥
তত্রাপশ্যংস্ততো দ্বারি বীরকং বেত্রপাণিনম্‌ ।
সপ্ত তে মুনয়ঃ পূজ্যা বিনীতাঃ কার্য্যগৌরবাৎ
উচুর্ম্মধুরভাষিণ্যা বাচা তে বাগ্মিনাং বরাঃ ।
দ্রষ্টুং বয়মিহায়াতাঃ শরণ্যং গণনায়কম্‌ ॥৩৮৪
ত্রিলোচনং বিজানীহি সুরকার্য্যপ্রচোদিতাঃ ।
ত্বমেব নো গতিস্তত্ত্বং যথাকালানতিক্রমঃ ॥ ৩৮৫
সা প্রার্থনৈষা প্রায়েণ প্রতীহারময়ঃ প্রভুঃ ।
ইত্যুক্তো মুনিভিঃ সোঽথ গৌরবাৎ তানুবাচ
সঃ ॥৩৮৬
সমন্বাস্যাপরাং সন্ধ্যাং স্নাতুং মন্দাকিনীজলে ।
ক্ষণেন ভবিতা বিপ্রাস্তত্র দ্রক্ষ্যথ শূলিনম্‌ ॥৩৮৭
ইত্যুক্তা মুনয়স্তস্থুস্তে তৎকালপ্রতীক্ষিণঃ ।
গম্ভীরাম্বুধরং প্রাবৃট্তৃষিতাশ্চাতকা যথা ॥৩৮৮
ততঃ ক্ষণেন নিষ্পন্ন-সমাধানক্রিয়াবিধিঃ ।
বীরাসনং বিভেদেশো মৃগচর্ম্মনিবাসিতম্‌ ॥ ৩৮৯
অতো বিনীতো জানুভ্যামবলম্ব্য মহীস্থিতিম্‌
উবাচ বীরকো দেবং প্রণামৈকসমাশ্রয়ঃ ॥৩৯০
সম্প্রাপ্তা মুনয়ঃ সপ্ত ত্বাং দ্রষ্টুং দীপ্ততেজসঃ ।
বিভো সমাদিশ দ্রষ্টুমবগন্তুমিহার্হসি ।
তেঽব্রুবন্‌ দেবকার্য্যেণ তব দর্শনলালসাঃ ॥৩৯১
ইত্যুক্তো ধূর্জ্জটিস্তেন বীরকেণ মহাত্মনা ।
ভ্রূভঙ্গসংজ্ঞয়া তেষাং প্রবেশাজ্ঞাং দদৌ তদা

রূপিণী তুমিও যখন ঈদৃশ উদ্যম করিয়াছ, তখন শঙ্করও অবশ্যই ইহার সমুচিত বিধান করিবেন। মুনিগণ এই বলিয়া গিরিজা-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া গিরিশের দর্শন-মানসে প্রস্থানপূর্ব্বক হিমবানের এক রম্য সানুদেশে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—সেই প্রস্থ যেন, আত্মপ্লাবী জলধারারূপ পিঙ্গ জটাজূট ধারণ করিতেছে; এবং ভৃঙ্গসঙ্গ-সংযুত হস্তে মন্দারকুসুমমালা ধারণ করিয়া আছে। মুনিগণ সেই প্রস্থে যাইয়া শঙ্করাশ্রম নয়ন-গোচর করিলেন। ৩৭৪—৩৮১। সপ্তর্ষিগণ দেখিলেন,—সেখানে অশেষ শ্বাপদ প্রশান্ত, নব কাননসমূহ স্তিমিত, চতুর্দ্দিকে অক্ষোভ সলিলপ্রপাত নিঃশব্দ। ক্রমে দ্বারদেশে বেত্রপাণি বীরককে দেখিয়া সেই পূজ্য বাগ্মি-বর মুনিগণ কার্য্যগৌরবহেতু মধুরবচনে সেই গণেশ্বরকে কহিলেন,—হে গণনায়ক! আমরা সুরকার্য্য উদ্দেশেই শরণ্য ত্রিলোচনকে দর্শন করিতে এখানে আসিয়াছি। আপনি ইহা অবগত হউন। আমাদিগের যাহাতে কালাতিক্রম না হয়, তদ্বিষয়ে আপনিই যথার্থ গতি। প্রভুই প্রায়শঃ প্রতীহারময় হইয়া থাকেন; সুতরাং আপনার নিকটই আমাদিগের এই প্রার্থনা করা উচিত। বীরক, মুনিগণের এই কথা শুনিয়া গৌরব-বশে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া কহিলেন,—বিপ্রগণ! ভগবান্‌ শঙ্কর মন্দাকিনীজলে স্নান ও সন্ধ্যাদি কার্য্য সমাধান করিলেই আপনারা তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। মুনিগণ এই কথা শুনিয়া গম্ভীর অম্বুধরের প্রতীক্ষায় চাতকের ন্যায় কালপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে বিভু শঙ্কর স্নানাদি ক্রিয়া নিষ্পাদনপূর্ব্বক মৃগচর্ম্মোপরি বীরাসনে উপবেশন করিলে বীরক অগ্রবর্ত্তী হইয়া জানুদ্বয় দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে বলিলেন যে, বিভো! দীপ্ততেজা সপ্ত মহর্ষি আপনার দর্শনার্থ উপস্থিত; তাঁহারা বলিয়াছেন যে, দেবকার্য্য উদ্দেশেই তাঁহারা আপনার দর্শনার্থী। এ বিষয় আপনি অবগত হইয়া দর্শনাদেশ প্রদান করুন। ৩৮২—৩৯১। ভগবান্‌ ধূর্জ্জটী বীরকের এই কথা শুনিয়া ভ্রূসংজ্ঞা দ্বারা মুনিগণের প্রবেশাজ্ঞা প্রদান

মূর্দ্ধকম্পেন তান্ সর্ব্বান্ বীরকোঽপি মহামুনীন্
আজুহাব বিদূরস্থান্ দর্শনায় পিনাকিনঃ ॥৩৯৩
ত্বরাবদ্ধার্দ্ধচূড়াস্তে লম্বমানাজিনাম্বরাঃ।
বিবিশুর্বেদিকাং সিদ্ধাং গিরিশস্য বিভূতিভিঃ ॥
বদ্ধপাণিপুটাক্ষিপ্ত-নাকপুষ্পোৎকরাস্ততঃ।
পিনাকিপাদযুগলং যথা নাকনিবাসিনঃ ॥৩৯৫
ততঃ স্নিগ্ধেক্ষিতাঃ শান্তা মুনয়ঃ শূলপাণিনা।
মন্মথারিং ততো হৃষ্টাঃ সম্যক্ তুষ্টুবুরাদৃতাঃ ॥
অহো কৃতার্থা বয়মেব সাম্প্রতং
সুরেশ্বরোঽপ্যত্র পুরো ভবিষ্যতি।
ভবৎপ্রসাদামলবারিসেকতঃ
ফলেন কাচিৎ তপসা নিযুজ্যতে ॥৩৯৭
জয়ত্যসৌ ধন্যতরো হিমাচল-
স্তদাশ্রয়ং যস্য সুতা তপস্যতি।
স দৈত্যরাজোঽপি মুহাকলোদয়ো
বিমূলিতাশেষসুরো হি তারকঃ ॥৩৯৮

করিলে বীরকও মস্তকসঞ্চালন দ্বারা সেই দূরস্থ মহামুনিগণকে পিনাকীর দর্শনার্থ অহ্বান করিলেন। পরে সেই মুনিগণ ত্বরা সহকারে অর্দ্ধচূড়াকারে স্বস্ব জটাজাল বন্ধনপূর্ব্বক গিরিশের তপঃসিদ্ধ বেদিকাতে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের অজিনাম্বর লম্বমান হইতে লাগিল। তাঁহারা বদ্ধকরপুট দ্বারা স্বর্গবাসি-প্রদত্ত স্বর্গীয় কুসুমরাশি অপসারণপূর্ব্বক পিনাকীর পাদযুগল বন্দনা করিলেন। তখন শূলপাণি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে মুনিগণের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে তাঁহারাও হৃষ্টচিত্তে সাদরে সেই মন্মথারিকে সম্যক্ স্তব করিতে লাগিলেন। যথা—অহো! আমরাই সম্প্রতি সম্যক্ কৃতার্থ হইয়াছি। সুরেশ্বর আমাদিগের পুরোভাগে অবস্থিত রহিয়াছেন। আপনার প্রসাদরূপ অমল বারিসেক অপেক্ষা তপস্যার আর কি উত্তম ফল হইতে পারে? যাঁহার সুতা আপনার জন্য তপস্যা করিতেছেন, সেই ধন্যতর হিমাচলের জয়। অশেষ সুরগণের বিদ্রাবণকারী সেই দৈত্যরাজ তারকেরও মহা ফলোদয় দেখিতেছি।

ত্বদীয়মংশং প্রবিলোক্য কল্মষাৎ
স্বকং শরীরং পরিমোক্ষ্যতে হি যঃ।
স ধন্যধীর্লোকপিতা চতুর্মুখো
হরিশ্চ যৎসম্ভ্রমবহ্নিদীপিতঃ ॥ ৩৯৯
ত্বদঙ্ঘ্রিযুগ্মং হৃদয়েন বিভ্রতো
মহাভিতাপপ্রশমৈকহেতুকম্।
ত্বমেব চৈকো বিবিধঃ কৃতক্রিয়ঃ
কিলেতি বাচা বিধুরৈর্বিভাষ্যতে ॥৪০০
অথাস্য একস্ত্বমবৈষি নান্যথা
জগৎ তথা নির্গুণতাং তব স্পৃশেৎ।
ন বেৎসি বা দুঃখমিদং ভবাত্মকং
বিহন্যতে তে খলু সর্ব্বতঃ ক্রিয়া ॥৪০১
উপেক্ষসে চেজ্জগতামুপদ্রবং
দয়াময়ত্বং তব কেন কথ্যতে।
স্বযোগমায়ামহিমাগুহাশ্রয়ং
ন বিদ্যতে নির্ম্মলভূতিগৌরবম্ ॥৪০২
বয়ঞ্চ তে ধন্যতরাঃ শরীরিণাং
যদীদৃশং ত্বাং প্রবিলোকয়ামহে।

যেহেতু সে তোমার অংশ দর্শনে কল্মষহীন হইয়া স্বীয় শরীর পরিহার করিবে। সেই তারকাসুরের বুদ্ধিও ধন্য, কারণ তাহারই প্রভাবে অতিতপ্ত হইয়া লোকপিতা চতুর্ম্মুখ এবং ভগবান্ হরিও দীপিত হইয়া মহা উত্তাপপ্রশমের একমাত্র হেতু—তোমার চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন। এক তুমিই বিবিধাকারে বিবিধ কর্ম্ম করিতেছ; মূঢ় মানবগণ বিবিধ বাক্য দ্বারা পৃথক্রূপে তোমার উল্লেখ করে মাত্র। ৩৯২—৪০০। একমাত্র তুমিই জগৎ সমস্ত অবগত আছ; নচেৎ তোমাকে নির্গুণতা স্পর্শ করে। অথবা এই দুঃখাত্মক সংসার তুমি কিছুমাত্রই জান না; কারণ তোমার কোন ক্রিয়াই নাই। পরন্তু তুমি যদি এই জগতের উপদ্রবে উপেক্ষা কর, তবে তোমাকে দয়াময় বলা যায় কিরূপে? তুমি স্বীয় যোগমায়ামহিমাশ্রয়ে অবস্থিত বলিয়া নির্ম্মল বিভূতিগৌরবও তোমার নাই! এবম্বিধ তোমাকে যে আমরা নয়ন-

অদর্শনং তেন মনোরথো যথা।
প্রযাতি সাফল্যতয়া মনোগতম্ ॥৪০৩
জগদ্বিধানৈকবিধৌ জগন্মুখে
করিষ্যসেঽতো বলভিচ্চরা বয়ম্।
বিনেমুরিত্থং মুনয়ো বিসৃজ্য তাং
গিরং গিরীশশ্রুতিভূমিসন্নিধৌ।
উৎকৃষ্টকেদার ইবাবনীতলে
সুবীজমুষ্টিং সুফলায় কর্ষকাঃ ॥৪০৪
তেষাং শ্রুত্বা ততো রম্যাং প্রক্রমোপক্রমক্রিয়াং
বাচং বাচস্পতিরিব প্রোবাচ স্মিতসুন্দরঃ ॥৪০৫
শর্ব্ব উবাচ।
জানে লোকবিধানস্য কন্যা সৎকার্য্যমুত্তমম্।
জাতা প্রালেয়শৈলস্য সঙ্কেতকনিরূপণাঃ ॥৪০৬
সত্যমুৎকণ্ঠিতাঃ সর্ব্বে দেবকার্য্যার্থমুদ্যতাঃ।
তেষাং ত্বরন্তি চেতাংসি কিন্তু কার্য্যং বিবক্ষিতম্
লোকযাত্রানুগন্তব্যা বিশেষেণ বিচক্ষণৈঃ।
সেবন্তে তে যতো ধর্ম্মং তৎপ্রামাণ্যাৎ পরে স্থিতাঃ ॥ ৪০৮
ইত্যুক্তা মুনয়ো জগ্মুস্ত্বরিতাস্ত হিমাচলম্।
তত্র তে পূজিতাস্তেন হিমশৈলেন সাদরম্।
উচুর্মুনিবরাঃ প্রীতাঃ স্বল্পবর্ণং ত্বরান্বিতাঃ ॥৪০৯
মুনয় উচুঃ।
দেবো দুহিতরং সাক্ষাৎ পিনাকী তব মার্গতে
তচ্ছীঘ্রং পাবয়াত্মানমাহুত্যেবানলার্পণাৎ ॥৪১০
কার্য্যমেতচ্চ দেবানাং সুচিরং পরিবর্ত্ততে।
জগদুদ্ধরণায়ৈষ ক্রিয়তাং বৈ সমুদ্যমঃ ॥ ৪১১
ইত্যুক্তস্তেস্তদা শৈলো হর্ষাবিষ্টোঽবদন্মুনীন্
অসমর্থোঽভবদ্বক্তুমুত্তরং প্রার্থয়ঞ্ছিবম্ ॥ ৪১২
ততো মেনা মুনীন্ বন্দ্য প্রোবাচ স্নেহবিক্লবা ॥
দুহিতুস্তান্ মুনীংশ্চৈব চরণাশ্রয়মর্থবিৎ ॥ ৪১৩
মেনোবাচ।
যদর্থং দুহিতুর্জন্ম নেচ্ছন্ত্যপি মহাফলম্।

গোচর করিলাম, তাহাতে আমরাও ধন্যতর। এক্ষণে আমাদিগের প্রার্থনা এই যে, যাহাতে আমাদিগের মনোরথের অদর্শন না ঘটে, যাহাতে মনোগত সফল হয়, এই বিপ্লবময় অবস্থায় জগতের শান্তি-বিধানার্থ আপনি তাহাই করুন। আমরা বলঘাতী সুরেন্দ্রের চর। উৎকৃষ্ট কেদার-ক্ষেত্রে কর্ষকগণ যেমন সু-ফল লাভার্থ সুবীজমুষ্টি বপন করে, সেই মুনিগণও গিরিশের শ্রুতিযোগ্য সন্নিহিত ভূভাগে থাকিয়া এই প্রকার বাক্য বিন্যাস-পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ভগবান্ শর্ব্ব, সেই মুনিগণের রম্য প্রক্রম-সম্ভাষিত বাক্য শ্রবণান্তে স্মিত-সুন্দর মুখে বাচস্পতির ন্যায় প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—লোকস্থিতি বিধানার্থ যে উত্তম সৎকার্য্য উপস্থিত, আমি তাহা জ্ঞাত আছি; হিমশৈলের একটী কন্যা জন্মিয়াছে; আপনারা তাহারই বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপনার্থ সমুপস্থিত হইয়াছেন। দেব-কার্য্যার্থ সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু চিত্ত ত্বরাযুক্ত হইলেও কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিতেছে। বিবক্ষিত কার্য্য নিষ্পত্তি বিষয়ে সকলেরই—বিশেষতঃ বিচক্ষণ জনের পক্ষে লোকাচার প্রতিপালন আবশ্যক। বিচক্ষণেরা ধর্ম্মাচরণ করেন বলিয়া সাধারণ জনেরাও সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে। মুনিগণ এই কথা শুনিয়া ত্বরিতগতি হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক সেখানে হিমশৈলকর্ত্তৃক সাদরে পূজিত হইয়া প্রীতচিত্তে ব্যস্তভাবে অল্প কথায় কহিলেন,—পিনাকী স্বয়ংই তোমার কন্যার অন্বেষণ করেন; অতএব তুমি সত্বর তাঁহাকে বহ্নিসমক্ষে কন্যা সম্প্রদান করিয়া আত্মাকে পবিত্র কর। দীর্ঘকাল যাবৎ দেবগণের এই কার্য্য নিরূপিত রহিয়াছে। তুমি জগতের উদ্ধার নিমিত্ত উদ্যম কর। ৪০১—৪১১। এই কথা শুনিয়া শৈলরাজ হর্ষাবিষ্ট-চিত্তে মুনিগণকে উত্তর বাক্য বলিবার উদ্যম করিলেন; পরন্তু কথা কহিতে পারিলেন না। মনে মনে শিবপ্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইলেন। কার্য্যতত্ত্ব-চতুরা মেনা তখন সেই মুনিগণকে বন্দনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগের চরণাশ্রয়ে কন্যাস্নেহক্লিষ্ট হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন। মেনা কহিলেন,—

তদেবোপস্থিতং সর্ব্বং প্রক্রমেণৈব সাম্প্রতম্।
কুল-জন্ম-বয়ো-রূপ-বিভূত্যর্দ্ধিযুতোঽপি যঃ।
বরস্তস্যাপি চাহূয় সুতা দেয়া হ্যযাচতঃ॥ ৪১৫
তৎসমস্ততপো ঘোরং কথং পুত্রী প্রযাস্যতি।
পুত্রীবাক্যাদ্‌যদত্রাস্তি বিধেয়ং তদ্বিধীয়তাম্॥
ইত্যুক্তা মুনয়স্তে তু প্রিয়য়া হিমভূভৃতঃ।
ঊচুঃ পুনরুদারার্থং নারীচিত্তপ্রসাদকম্॥ ৪১৭

মুনয় ঊচুঃ।

ঐশ্বর্য্যমবগচ্ছস্ব শঙ্করস্য সুরাসুরৈঃ।
আরাধ্যমানপাদাব্জ-যুগলত্বাৎ সুনির্বৃতৈঃ।
যস্যোপযোগি যদ্রূপং সা চ তৎপ্রাপ্তয়ে চিরম্
ঘোরং তপস্যতে বালা তেন রূপেণ নির্বৃতিঃ॥
যস্তদ্‌ব্রতানি দিব্যানি নয়িষ্যতি সমাপনম্।
তত্র সাবহিতা তাবৎ তস্মাৎ সৈব ভবিষ্যতি॥
ইত্যুক্তা গিরিণা সার্দ্ধং তে যযুর্যত্র শৈলজা।
[ত]তার্কজ্বলনজ্বালা তপস্তেজোময়ী হ্যমা॥৪২১
[প্র]াচুস্তাং মুনয়ঃ স্নিগ্ধং সম্মান্যপথমাগতম্।
[র]ম্যং প্রিয়ং মনোহারি মা রূপং তপসা দহ॥
[প্র]াতস্তে শঙ্করঃ পাণিমেব পুত্রি গ্রহীষ্যতি।
[প্র]ার্থিতবন্তস্তে পিতরং পূর্ব্বমাগতাঃ॥ ৪২৩
[পি]ত্রা সহ গৃহং গচ্ছ বয়ং যামঃ স্বমন্দিরম্॥৪২৪
ইত্যুক্তা তপসঃ সত্যং ফলমস্তীতি চিন্ত্য সা।
ত্বরমাণা যযৌ বেশ্ম পিতুর্দিব্যার্থশোভিতম্॥
সা তত্র রজনীং মেনে বর্ষাযুতসমাং সতী।
হরদর্শনসঞ্জাত-মহোৎকণ্ঠা হিমাদ্রিজা॥ ৪২৬
ততো মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মে তু তস্যাশ্চক্রুঃসুহৃৎপ্রিয়াঃ
নানামঙ্গলসন্দোহান্ যথাবৎ ক্রমপূর্ব্বকম্॥ ৪২৭
দিব্যমণ্ডনমঙ্গানাং মন্দিরে বহুমঙ্গলে।
উপাসত গিরিং মূর্ত্তা ঋতবঃ সার্ব্বকামিকাঃ॥৪২৮

দুহিতার জন্য মহা ফলপ্রদ হইলেও যেজন্য জনগণ উহা কামনা করে না; আমার পক্ষেও এক্ষণে প্রক্রমানুসারে তাহাই ঘটিয়াছে। যে বর কুল, জন্ম, বয়স, রূপ ও ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত হইয়াও কন্যানিমিত্ত প্রার্থনা করে না, তাহাকে আহ্বান করিয়া কন্যা দান করা কর্ত্তব্য। অতএব আমার পুত্রী তপোমাত্র-সম্বল জনকে কি প্রকারে আশ্রয় করিবে? পুত্রীর বাক্যানুসারেই এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, বিধান করুন। হিমগিরি-প্রিয়া কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মুনিগণ নারী চিত্তপ্রসাদক উদারার্থ বচনাবলী বিন্যাস করিতে লাগিলেন। ৪১২—৪১৭। মুনিগণ কহিলেন,—শঙ্করের ঐশ্বর্য্যের কথা বলিতেছি, অবগত হউন। সুরাসুরগণ তাঁহারই চরণকমলযুগল আরাধনা করিয়া সুনির্বৃতচিত্তে অবস্থান করেন। যে রূপ যাহার উপযোগি, সে, সেই রূপ দ্বারাই সন্তুষ্ট হয়। সেই জন্য সেই বালিকাও তাঁহাকেই পাইবার জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ ঘোর তপস্যা করিতেছেন। যে ব্যক্তি সেই দেবীর ব্রত সকল সমাপিত করাইতে পারিবে, দেবী তাহার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট থাকিবেন। এই বলিয়া সেই মুনিগণ গিরিবরসহ শৈলনন্দিনী-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সেই সূর্য্যাগ্নি-তেজো-বিজয়ি-তপস্তেজোময়ী শুভা বালিকাকে কহিলেন,—তোমার এই স্নিগ্ধ, রম্য, মনোহারী, প্রিয় রূপ, আর তপস্যাদ্বারা দাহ করিও না। তোমার এই রূপ, এখন সকলেরই সম্মানের পাত্র হইয়াছে। পুত্রি! এই প্রাতঃকালে শঙ্কর তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে আসিয়া তোমার পিতার নিকট এ বিষয়ে প্রার্থনা করিয়াছি। এক্ষণে তুমি পিতার সহিত গৃহে গমন কর। আমরাও স্বস্থানে প্রস্থান করি। দেবী এই কথা শুনিয়া 'তপস্যার ফল আছে' এই চিন্তা করিতে করিতে অবিলম্বে পিতার দিব্যার্থ-মণ্ডিত ভবনে গমন করিলেন। সতী হিমাদ্রিনন্দিনী সেই রজনীকে হর-দর্শনবিষয়ক উৎকণ্ঠাবশে অযুত বর্ষ-সম জ্ঞান করিলেন। অতঃপর ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত সময়ে দেবীর প্রিয় সুহৃদ্‌গণ যথাযথ ক্রমানুসারে তদীয় বিবিধ মঙ্গলানুষ্ঠানপূর্ব্বক বিবিধ ভূষণে সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহাকে বহু মঙ্গলদ্রব্যপূর্ণ মন্দিরে লইয়া গেল।

বায়বো বারিদাশ্চাসন্ সম্মার্জ্জনবিধৌ গিরে
হর্ম্মোষু শ্রীঃ স্বয়ং দেবী কৃতনানাপ্রসাধনা।
কান্তিঃ সর্ব্বেষু ভাবেষু ঋদ্ধিশ্চাভবদাকুলা
চিন্তামণিপ্রভৃতয়ো রত্নাঃ শৈলং সমন্ততঃ ॥৮
উপতস্থুর্নগাশ্চাপি কল্পকামমহাদ্রুমাঃ।
ওষধ্যো মূর্ত্তিমত্যশ্চ দিব্যৌষধিসমন্বিতাঃ॥
রসাশ্চ ধাতবশ্চৈব সর্ব্বে শৈলস্য কিঙ্করাঃ।
কিঙ্করাস্তস্য শৈলস্য ব্যগ্রাশ্চাজ্ঞানুবর্ত্তিনঃ ॥৪
নদ্যঃ সমুদ্রা নিখিলাঃ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং হিমশৈলস্য মহিমানমবর্দ্ধয়ৎ ॥ ৪৩৩
অভবন্মুনয়ো নাগা যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাঃ।
শঙ্করস্যাপি বিবুধা গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥ ৪৩৪
সর্ব্বে মণ্ডনসম্ভারাস্তস্থুর্নির্ম্মলমূর্ত্তয়ঃ।
শর্ব্বস্যাপি জটাজূটে চন্দ্রখণ্ডং পিতামহঃ ॥৩৩৫
ববন্ধ প্রণয়োদার-বিস্ফারিতবিলোচনঃ।
কপালমালাং বিপুলাং চামুণ্ডা মূর্দ্ধ্যবন্ধত ॥ ৪৩৬

উবাচ চাপি বচনং পুত্রং জনয় শঙ্কর।
যো দৈত্যেন্দ্রকুলং হত্বা মাং রক্তৈস্তর্পয়িষ্যতি ॥
সৌরিজ্জলচ্ছিরোরত্নমুকুটঞ্চানলোম্বণম্।
ভুজগাভরণং গৃহ্য সজ্জং শম্ভোঃ পুরোহভবৎ
শক্রো গজাজিনং তস্য বসাভ্যক্তাগ্রপল্লবম্।
দধ্রে সরভসং খিদ্যদ্বিস্তীর্ণমুখপঙ্কজম্ ॥ ৪৩৯
বায়ুশ্চ বিপুলং তীক্ষ্ণশৃঙ্গং হিমগিরিপ্রভম্।
বৃষং বিভূষয়ামাস হরয়ানং মহৌজসম্ ॥ ৪৪০
বিতেনুর্নয়নান্তঃস্থাং শম্ভোঃ সূর্য্যানলেন্দবঃ।
স্বাং দ্যুতিং লোকনাথস্য জগতঃ কর্ম্মসাক্ষিণঃ॥
চিতাভস্ম সমাধায় কপালে রজতপ্রভম্।
মনুজাস্থিময়ীং মালামাববন্ধ চ পাণিনা ॥ ৪৪২
প্রেতাধিপঃ পুরো দ্বারে সগদঃ সমবর্ত্তত।
নানাকারমহারত্নভূষণং ধনদাহৃতম্ ॥ ৪৪৩
বিহায়োদগ্রসর্পেন্দ্রকটকেন স্বপাণিনা।

তখন ঋতুগণ মূর্ত্তিমন্ত হইয়া সেই গিরিবরের উপাসনা করিতে লাগিল। বায়ুগণ ও জলদজাল সম্মার্জ্জনকার্য্যে নিযুক্ত রহিল শ্রীদেবী স্বয়ং বিবিধ ভূষণে মণ্ডিত হইয়া বিরাজমানা হইলেন। সর্ব্বভাবেই কান্তি বিদ্যমানা থাকিলেন। ঋদ্ধিও সেখানে আকুলভাবে অধিষ্ঠান করিলেন। চিন্তামণি প্রভৃতি রত্ন, কল্পদ্রুম ও কামদ্রুমাদি তরুগণ এবং প্রধান প্রধান গিরিগণও তথায় উপস্থিত হইয়া নানা কাম সম্পাদন করিতে লাগিল। মূর্ত্তিমতী দিব্যৌষধি ও ওষধিগণ; বিবিধ রস, ধাতু, সকলেই ব্যগ্রভাবে সেই শৈলের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া কিঙ্করকার্য্য করিতে লাগিল। ৪১৮—৪৩২। নদী, সমুদ্র, স্থাবর জঙ্গম সকলেই আসিয়া তখন হিমশৈলের সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। মুনি, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরগণ সহ দেবগণ সকলেই নির্ম্মলাকারে মণ্ডিতদেহে গন্ধমাদন পর্ব্বতে সমবেত হইলেন। পরে পিতামহ ব্রহ্মা, প্রণয়োদার-বিস্ফারিত-নেত্রে শঙ্করের জটাজূটে চন্দ্রখণ্ড বন্ধন করিয়া দিলেন। চামুণ্ডা দেবী মস্তকে বিপুল কপালমালা বন্ধনপূর্ব্বক কহিলেন,—শঙ্কর! এমন একটী পুত্র উৎপাদিত হউক যে, আমাকে রক্ত দ্বারা তর্পিত করিতে পারিবে। জনার্দ্দন তখন উজ্জ্বল শিরোরত্ন-মণ্ডিত উগ্রমুখ ভুজগাভরণ লইয়া শম্ভুর সমীপস্থ হইলেন। সুররাজ শক্র, বসাভ্যক্ত-প্রান্ত (পাড) যুক্ত গজাজিন হস্তে লইয়া ব্যাকুলভাবে স্বেদাক্রান্ত বিস্তীর্ণ মুখকমলে পুরোবর্ত্তী হইলেন। বায়ুদেব মহেশ্বরের বাহন, বিপুল, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ, হিমগিরিসম, মহাতেজস্বী বৃষভটীকে বিভূষিত করিলেন। ৪৩৩—৪৪০। লোকনাথ শম্ভুর নয়নান্তঃস্থ ও জগতের কর্ম্মসাক্ষী চন্দ্র, সূর্য্য ও অনল ইহারা নিজ নিজ দ্যুতি বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রেতপতি তখন মানুষাস্থিময়ী মালা কণ্ঠে ও বাহুতে বন্ধনপূর্ব্বক এক হস্তে রজতকান্তি চিতাভস্ম ও অপর হস্তে গদা লইয়া পুরদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। মহেশ্বর স্বয়ং ধনদ সমানীত নানাকার মহারত্নালঙ্কার-নিকর ও জলেশ-সমানীত স্বামিপ্রসূন-রচিত উত্তম মালা সকল পরিহারপূর্ব্বক উগ্রসর্পবলয় হস্তে

কর্ণোত্তংসং চকারেশো বাসুকিং তক্ষকং স্বয়ম্
জলাধীশাহৃতাং স্বাসু প্রসূনাবেষ্টিতাং পৃথক্।
ততস্তে গণাধীশা বিনয়াৎ তত্র বীরকম্॥
প্রোচুর্ব্যগ্রাকৃতে ত্বং নো সমাবেদয় শূলিনে।
নিষ্পন্নাভরণং দেবং প্রসাধ্যেশং প্রসাধনৈঃ॥
সপ্ত বারিধয়স্তস্থুঃ কর্ত্তুং দর্পণবিভ্রমম্।
ততো বিলোকি তাত্মানং মহাম্বুধিজলোদরে॥
ধরামালিঙ্গ্য জানুভ্যাং স্থাণুং প্রোবাচ কেশবঃ
শোভসে দেবং রূপেণ জগদানন্দদায়িনা॥৪৪৮
মাতরঃ প্রেরয়ন্ কামবধূং বৈধব্যচিহ্নিতাম্।
কালোঽয়মিতি চালক্ষ্য প্রকারেঙ্গিতসংজ্ঞয়া॥
ততস্তাশ্চোদিতা দেবমূচুঃ প্রহসিতাননাঃ।
রতিঃ পুরস্তব প্রাপ্তা নাভাতি মদনোজ্ঝিতা
ততস্তাং সন্নিবার্য্যাশু বামহস্তাগ্রসংজ্ঞয়া।
প্রয়াণে গিরিজাবক্ত্র-দর্শনোৎসুকমানসঃ॥৪৫১

পরিধান করিলেন এবং বাসুকি ও তক্ষক এই দুই নাগরাজ দ্বারা কর্ণদ্বয়ে অবতংস ধারণ করিলেন। অতঃপর গণেশ্বরগণ সবিনয়ে বীরককে কহিলেন,—আপনি আমাদিগের কথা শঙ্করকে নিবেদন করুন। সমস্ত আভরণ-নিষ্পন্ন হইয়াছে; এক্ষণে তাঁহাকে প্রসাধিত করিলেই হয়। সপ্ত বারিধি তখন দর্পণকার্য্য সম্পাদনার্থ অধিষ্ঠান করিল। অনন্তর মহেশ্বর সাগরে আত্মাবলোকন করিলে পর, কেশব দেব জানুদ্বারা ধরাবলম্বনপূর্ব্বক মহেশ্বরকে বলিলেন,—হে দেব! এই জগদানন্দ-মূর্ত্তিতে আপনি সমধিক শোভা পাইতেছেন। এই সময় মাতৃগণ 'সময়' বুঝিয়া ভ্রূসঙ্কেতে কামবধূকে প্রেরণা করিলে, রতি দেবী মহেশের সন্নিহিতা হইলেন। তখন মাতৃগণ সহাস্যবদনে কহিলেন,—হে দেব! আপনার সম্মুখে রতি আসিয়াছেন, কিন্তু মদন ব্যতীত ইঁহার শোভা নাই। গিরিজানন-দর্শনোৎসুকমানস মহেশ সেই প্রয়াণকালে বামহস্তাগ্র সঙ্কেতে আশ্বাসদানে তাহাদিগকে নিবারিত করিলেন। ৪৪৯—৪৫১। অতঃ-

ততো হরো হিমগিরিকন্দরাকৃতিং
সমুন্নতং মৃদুগতিভিঃ প্রচোদয়ন্।
মহাবৃষং গণতুমুলাহিতেক্ষণং
স ভূধরানশনিরিব প্রকম্পয়ন্॥ ৪৫২
ততো হরিদ্রুতপদপদ্ধতিঃ পুরঃ-
সরঃ শ্রমাদ্ক্রমনিকরেষু বিশ্রমন্।
ধরারজঃ শবলিতভূষণোঽব্রবীৎ
প্রয়াত মা কুরুত পথোঽস্য সঙ্কটম্॥ ৪৫৩
প্রভোঃ পুনঃ প্রথমনিয়োগমূর্জ্জয়ন্
সুতোঽব্রবীদ্ভ্রুকুটিমুখোঽপি বীরকঃ।
বিয়চ্চরা বিরমতি কিমস্তি কান্তকং
প্রয়াত নো ধরণিধরা বিদূরতঃ॥ ৪৫৪
মহার্ণবাঃ কুরুত শিলোপমং পয়ঃ
সুরদ্বিষা গমনমহাতিকর্দ্দমান্।
গণেশ্বরাশ্চপলতয়া ন গম্যতাং
সুরেশ্বরৈঃ স্থিরমতিভির্নিরীক্ষ্যতে॥ ৪৫৫
ন ভৃঙ্গিণা স্বতনুমবেক্ষ্য নীয়তে
পিনাকিনঃ পৃথুমুখমগুমগ্রতঃ।

পর মহেশ্বর হিমগিরিশিখরাকৃতি সমুন্নত মহাবৃষে আরোহণপূর্ব্বক গণগণকে নেত্র-সঙ্কেতে মৃদুগতি গমনাদেশ করিয়া অশনি-বেগবৎ ভূধরকে কম্পিত করিয়া যাইতে লাগিলেন। হরি দ্রুতপদে চংক্রমণ জন্য ধূলিধূসর ভূষণে শ্রমবশে ক্ষণকাল দ্রুমতলে বিশ্রমার্থ উপবিষ্ট হইয়া 'যাও, যাও, পথে জনতা সঙ্কট করিও না' ইত্যাদি আদেশ করিতে লাগিলেন। প্রভুপুত্র বীরকও ভ্রূকুটীমুখে বলিতে লাগিলেন,—ওরে আকাশচারিগণ! আকাশে কোন্ রম্য দ্রব্য আছে যে, তোরা বিলম্ব করিতেছিস্! ওহে ধরণীধরগণ! তোমরা দূরে যাও না! মহার্ণব সকল! তোমরা স্ব স্ব জলরাশি শিলাসম কর। ভূত-প্রেতগণ! তোমরা পথের কর্দ্দম অপসারিত কর। গণেশ্বরগণ! তোমরা চপলভাবে যাইও না; স্থিরমতি সুরেশ্বরগণ দেখিতেছেন। ভৃঙ্গী যে পিনাকীর জন্য পৃথুমুখ কঙ্কাল লইয়া যাইতেছে, তাহাতে সে

বৃথা যম প্রকটিতদস্তুস্তকোটরং
ত্বমায়ুধং বহসি বিহায় পঞ্জরম্॥ ৪৫৬
পদং ন যদ্রথতুরগৈঃ পুরদ্বিষা
প্রমুচ্যতে বহুতরমাতৃসঙ্কুলম্।
অমী সুরাঃ পৃথগনুযায়িভির্বৃতাঃ
পদাতয়ো দ্বিগুণপথান্ হরপ্রিয়াঃ॥ ৪৫৭
স্ববাহনৈঃ পবনবিধূতচামরৈ-
শ্চলধ্বজৈর্ব্রজত বিহারশালিভিঃ।
সুরাঃ স্বকং কিমিতি ন রাগমূর্জ্জিতং
বিচার্য্যতে নিয়তলয়ত্রয়ানুগম্॥ ৪৫৮
ন কিন্নরৈরভিভবিতুং হি শক্যতে
বিভূষণপ্রচয়সমুদ্ভবো ধ্বনিঃ।
স্বজাতিকাঃ কিমিতি ন ষড়্জমধ্যম-
পৃথুস্বরং বহুতরমত্র বক্ষ্যতে॥ ৪৫৯
নতানতানতনততানতাং গতাঃ
পৃথক্ক্রিয়া সময়কৃতা বিভিন্নতাম্।
বিশঙ্কিতাভবদতিভেদশালিনঃ
প্রয়াস্ত্যমী দ্রুতপদমেব গৌড়কাঃ॥ ৪৬০

বিসংহতাঃ কিমিতি ন ঝাঙ্গবাদয়ঃ
স্বগীতকৈর্ললিতপদপ্রযোগজৈঃ।
প্রভোঃ পুরো ভবতি হি যস্য চারুতং
সমুদ্গতার্থকমিতি তৎ প্রতীয়তে॥ ৪৬১
অমী পৃথগ্বিরচিতরম্যরাসকং
বিলাসিনো বহুগমকস্বভাবকম্।
প্রযুঞ্জতে গিরিশযশোবিসারিণং
প্রকীর্ণকং বহুতরনাগজাতয়ঃ॥ ৪৬২
অমী কথং ককুভি কথাঃ প্রতিক্ষণং
ধ্বনন্তি তে বিবিধবধূবিমিশ্রিতাঃ।
ন জাতয়ো ধ্বনিমুরজাসমীরিতা
ন মূর্চ্ছিতাঃ কিমিতি চ মূর্চ্ছনাত্মিকাঃ॥৪৬৩
শ্রুতিপ্রিয়ক্রমগতিভেদসাধনং
ততাদিকং কিমিতি ন তুম্বরেরিতম্!
ন হন্যতে বহুবিধবাদ্যডম্বরং
প্রকীর্ণবীণামুরজাদি নাম যৎ॥ ৪৬৪
ইতীরিতে গিরিমবধানশালিনঃ
সুরাসুরাঃ সপদি তু বীরকাজ্ঞয়া।
নিয়ামিতাঃ প্রযযুরতীব হর্ষিতা-
শ্চরাচরং জগদখিলং হ্যপূরয়ন্॥ ৪৬৫
ইতি স্তনৎককুভি রসন্মহার্ণবে
স্তনন্দনে বিদারিতশৈলকন্দরে।

আর তাহার নিজের দেহের দিকে লক্ষ্য রাখিতেছে না। ওহে যমরাজ! আপনি একটী নরপঞ্জর না লইয়া যে দণ্ড ধারণ করিতেছেন, ইহা বৃথা! রথ-তুরগ ও মাতৃগণে সমাকুল হওয়ায় পিনাকী অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। ঐ সুরগণ পৃথক্ পৃথক্ অনুযাত্রিজনে পরিবৃত হইয়া যাইতেছেন। আর হরপ্রিয় প্রমথগণ ইতিমধ্যেই দ্বিগুণ পথ অতিবাহিত করিয়াছে। সুরগণ! তোমরা পবনবিধুত চামর চঞ্চলধ্বজ বিহারশালী স্ব স্ব বাহনারোহণে যাও; তোমরা সঙ্গীতের উর্জ্জিত রাগ তাল লয়াদির বিচার করিতেছ না কেন? কিন্নরগণ ভূষণচয়ের ধ্বনি জয় করিতে সমর্থ হইতেছে না। স্ব স্ব জাত্যনুসারে ষড়্জ মধ্যমাদি উচ্চ স্বরসমূহের আলাপ হইতেছে না কেন? গৌড়কগণ, কালভেদানুসারে অতি দুর্লক্ষ্য পার্থক্য সমস্তও প্রকটনপূর্ব্বক নতানত, আনত ও নত—এই ত্রিবিধ তানভেদ সহকারে সঙ্গীতালাপ করিতে করিতে দ্রুতপদেই যাইতেছে। এই সুমিলিত স্বর, ললিতপদ, স্পষ্টার্থ সঙ্গীতকারী ঝাঙ্গবাদিগণ কিজন্য প্রভুর পুরোভাগে যাইতেছে না। এই বিলাসী নাগজাতিরা গিরিশযশোবিস্তারক বহুগমকযুক্ত রম্য সারক পৃথক্ পৃথক্ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। এদিকে অনবরত সুরাঙ্গনাগণের বিবিধ ধ্বনি শুনিতেছি কেন? মুরজাদিধ্বনিসহ নানাজাতি স্বরালাপ হইতেছে বটে, কিন্তু একটীও মূর্চ্ছনা শুনিতেছি না। তুম্বুরুকৃত বিবিধ গাতিক্রমভেদসাধক বীণাদি বা মুরজাদি বাদ্যাড়ম্বর হইতেছে না কেন? ৪৫২—৪৬৪। বীরক এইরূপ বলিলে তদীয় আজ্ঞানুসারে সুরাসুরগণ সাবধানে হর্ষিত হইয়া চরাচর জগৎ পারিপূরণপূর্ব্বক হিম-

জগত্যভূৎ তুমুল ইবাকুলীকৃতঃ
পিনাকিনা ত্বরিতগতেন ভূধরঃ ॥ ৪৬৬
পরিজ্বলৎকনকসহস্রতোরণং
ক্বচিন্মিলন্মরকতবেশ্মবেদিকম্।
ক্বচিৎ ক্বচিদ্বিমলবিদূর্য্যভূমিকং
ক্বচিদ্গলজ্জলধররম্যনির্ঝরম্ ॥ ৪৬৭
চলদ্ধ্বজপ্রবরসহস্রমণ্ডিতং
সুরক্রমস্তবকবিকীর্ণচত্বরম্।
সিতাসিতারুণরুচিধাতুবর্ণকৈঃ
শ্রিয়োজ্জ্বলং প্রবিততমার্গগোপুরম্ ॥ ৪৬৮
বিজৃম্ভিতাপ্রতিসমধূমবারিতং
সুগন্ধিভিঃ পুরপবনৈর্মনোহরম্।
হরো মহাগিরিনগরং সমাসদৎ
ক্ষণাদিব প্রবরসুরাসুরস্তুতঃ ॥ ৪৬৯
তং প্রবিশন্তমগাৎ প্রবিলোক্য
ব্যাকুলতাং নগরং গিরিভর্ত্তুঃ।
ব্যগ্রপুরন্ধ্রিজনং জবিয়ানং
ধাবিতমার্গজনাকুলরথ্যম্ ॥ ৪৭০
হর্ম্ম্যগবাক্ষগতামরনারী
লোচননীলসরোরুহমালম্।
সুপ্রকটা সমদৃশ্যত কাচিৎ
স্বাভরণাংশুবিতানবিগূঢ়া ॥ ৪৭১
কাপ্যখিলীকৃতমণ্ডনভূষা
ত্যক্তসখীপ্রণয়া হরমৈক্ষৎ।
কাচিদুবাচ কলং গতমানা
কাতরতাং সখি মা কুরু মূঢ়ে ॥ ৪৭২
দগ্ধমনোভব এষ পিনাকী
কাময়তে স্বয়মেব বিহর্ত্তুম্।
কাচিদপি স্বয়মেব পতন্তী
প্রাহ পরাং বিরহস্খলিতাঙ্গীম্ ॥ ৪৭৩
মা চপলে মদনব্যতিষঙ্গং
শঙ্করজং স্খলনেন বদ ত্বম্।
কাপি কৃতব্যবধানমদৃষ্ট্বা
যুক্তিবশাদ্গিরিশো হ্যয়মূচে ॥ ৪৭৪

গিরির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পিনাকী তখন ত্বরিতভাবে গমন করিতে থাকিলে দিক্, মেঘ সমুদ্র ও শৈল কন্দরের তুমুলশব্দে জগৎ পরিপূর্ণ এবং হিমগিরি আকুলীকৃত হইল। অতঃপর হর, সুরাসুরগণসহ ক্ষণমাত্রে গিরিনগরে প্রবেশ করিলেন। সেই নগরের কোন স্থান জাজ্জ্বল্যমান কনকতোরণসহস্রে সমুজ্জ্বল, কোন স্থল মরকত শিলাগৃহ বেদিকাদি দ্বারা মণ্ডিত ক্বচিৎ ক্বচিৎ বিমল বৈদূর্য্যভূমি শোভমান এবং কোন স্থলে জলধররম্য নির্ঝর প্রবাহিত। চঞ্চল সমুচ্চ ধ্বজসহস্রে মণ্ডিত, সিত, অসিত, অরুণাদি নানাবর্ণ ধাতুরাগে রঞ্জিত, সুবিস্তৃত পথ-গোপুরাদিযুক্ত সেই নগর নিজ শ্রীতে অতীব উজ্জ্বলাকার। উহার চত্বরোপরি সুরক্রমকুসুমসমূহ বিকীর্ণ এবং গৃহসমূহ অপ্রতিম মনোহর পুরপবনামোদে সুবাসিত। মহেশ্বরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া গিরিরাজের সেই নগর শঙ্করদর্শনসম্ভ্রমে ব্যাকুল ভাব ধারণ করিল। পুরন্ধ্রীগণ ব্যগ্র হইলেন; জনগণ সবেগে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে লাগিল; পথ সকল লোকে আকুল হইয়া পড়িল। কোন অমরনারী হর্ম্ম্যগবাক্ষে প্রকট ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক স্বীয় আভরণকিরণবিতানে নিগূঢ় থাকিয়াই জনগণের লোচননীলকমলমালা বিলোকন করিতে লাগিল। কোন কামিনী সমস্ত ভূষণে ভূষিতা হইয়া সখীপ্রণয় পরিহারপূর্ব্বক হরদর্শনে নিবিষ্ট হইল। কোনও গতমানা রমণী নিজ সখীকে কহিল, মূঢ়ে, সখি! কাতরতা করিও না। এই পিনাকী মনোভবকে দাহ করিয়াছেন, এখন আবার স্বয়ংই বিহার করিতে চাহেন। কোন নারী স্বয়ং পড়িতে পড়িতে বিরহস্খলিতাঙ্গী অপরাকে কহিল,—চপলে! তুমি যেন শঙ্করজ মদনবিকার বিষয়ক কোন কথা ভ্রমক্রমে প্রকাশ করিয়া ফেলিও না। কোন যুবতী ব্যবধান বশতঃ শঙ্করকে দেখিতে না পাইয়াও যুক্তিবলেই কহিল,—এই যে

এষ স যত্র সহস্রমথাদ্যা
নাকসদামধিপাঃ স্বয়মুক্তৈঃ ।
নামভিরিন্দুজটং নিজসেবা-
প্রাপ্তিফলায় নতাস্তু ঘটন্তে ॥ ৪৭৫
এষ ন চৈষ স এব যদগ্রে
ঘর্ম্মপরীততনুঃ শশিমৌলী ।
ধাবতি বজ্রধরোঽমররাজো
মার্গমমুং বিবৃতীকরণায় ॥ ৪৭৬
এষ স পদ্মভবোঽস্মুপেত্য
প্রাংশুজটা-মৃগচর্ম্মনিগূঢ়ঃ ।
সপ্রণয়ং করঘট্টিতচক্রং
কিঞ্চিদুবাচ মিতং শ্রুতিমূলে ॥ ৪৭৭
এবমভূৎ সুরনারিকুলানাং
চিত্তবিসংষ্ঠুলতা গুরুরাগাৎ ।
শঙ্করসংশ্রয়ণাদ্গিরিজায়া-
জন্মফলং পরমস্ত্বিতি চোচুঃ ॥ ৪৭৮
ততো হিমগিরের্বেশ্ম বিশ্বকর্ম্মবিনির্মিতম্ ।
মহানীলময়স্তম্ভং জ্বলৎকাঞ্চনকুট্টিমম্ ।
মুক্তাজালপরিষ্কারং জ্বলিতৌষধিদীপিতম্ ।
ক্রীড়োদ্যানসহস্রাঢ্যং কাঞ্চনাবদ্ধদীর্ঘিকম্ ॥৪৮০
মহেন্দ্রপ্রমুখাঃ সর্ব্বে সুরা দৃষ্ট্বা তদদ্ভুতম্ ।
নেত্রাণি সফলান্যদ্য মনোভিরিতি তে দধুঃ ॥
বিমর্দ্দকীর্ণকেয়ূরা হরিণা দ্বারি রোধিতাঃ ।
কথঞ্চিৎ প্রমুখাস্তত্র বিবিশুর্নাকবাসিনঃ ॥৪৮২
প্রণতেনাচলেন্দ্রেণ পূজিতোঽথ চতুর্মুখঃ ।
চকার বিধিনা সর্ব্বং বিধিমন্ত্রপুরঃসরম্ ॥৪৮৩
শর্ব্বেণ পাণিগ্রহণমগ্নিসাক্ষিকমক্ষতম্ ।
দাতা মহীভৃতাং নাথো হোতা দেবশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥
বরঃ পশুপতিঃ সাক্ষাৎ কন্যা বিশ্বারণিস্তথা ।
চরাচরাণি ভূতানি সুরাসুরবরাণি চ ॥ ৪৮৫
তত্রাপ্যেতে নিয়মতো হ্যভবন্ ব্যগ্রমূর্ত্তয়ঃ ।
মুমোচাভিনবান্ সর্ব্বাঙ্গস্যশালীন্ রসৌষধীঃ ॥
ব্যগ্রা তু পৃথিবী দেবী সর্ব্বভাবমনোরমা ।
গৃহীত্বা বরুণঃ সর্ব্বরত্নান্যাভরণানি চ ॥৪৮৭
পুণ্যানি চ পবিত্রাণি নানারত্নময়ানি তু ।
তস্থৌ সাভরণো দেবো হর্ষদঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥
ধনদশ্চাপি দিব্যানি হৈমান্যাভরণানি চ ।

শঙ্কর ; এই যেখানে ইন্দ্রাদি দেবগণ রহিয়াছেন। নিজ নিজ নামোচ্চারণ সহ ইন্দুমৌলিকে প্রণাম করিয়া বাঞ্ছিত প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছেন। কোন সীমন্তিনী কহিল, ও নয় ; ঐ শশিশেখর শঙ্কর ; যাহার অগ্রে ঐ ঘর্ম্মক্লিন্নতনু বজ্রধর অমররাজ অগ্রপথ বিবৃত করণার্থ ধাবন করিতেছেন। জটাভার ও মৃগচর্ম্ম নিগূঢ় ঐ যে, উনি পিতামহ ব্রহ্মা। উনি ঐ চক্রপাণির সন্নিহিত হইয়া সপ্রণয়ে তদীয় কর্ণমূলে কি যেন কহিতেছেন। সুরনারীগণ এই ভাবে পরস্পর বলিতে লাগিল যে, শঙ্করসংশ্রয়ে গিরিজার জন্ম পরম সফল হইল। অতঃপর মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, হিমগিরির বাসভবন দর্শন করিলেন। তাঁহারা, সেই বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত, মহানীলরত্ন স্তম্ভযুক্ত, জ্বলৎকাঞ্চনকুট্টিম, মুক্তাজালসজ্জিত, জ্বলিত ওষধিদীপালোকিত, শতসহস্র উদ্যানাক্রীড়াঢ্য, কাঞ্চনাবদ্ধ-দীর্ঘিকাশোভিত, অদ্ভুত গিরিভবন দর্শনে মনে মনে ভাবিলেন যে, আমাদিগের মনের ও নয়নের অদ্য সাফল্য ঘটিল। ৪৭৫—৪৮১। তখন হরি যাইয়া পুরদ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাতে এমন বিমর্দ্দ উপস্থিত হইল যে, তাঁহাদিগের কেয়ূরসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। অতঃপর অচলেন্দ্র কর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া পিতামহ চতুর্ম্মুখ বিধিমন্ত্রপুরসর সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিলেন। শর্ব্ব কর্ত্তৃক অগ্নিসাক্ষাৎকারে পাণিগ্রহণ কার্য্য অক্ষতরূপে সমাহিত হইল। সেই বিবাহে দাতা মহীধরনাথ, হোতা চতুরানন ব্রহ্মা, বর পশুপতি এবং কন্যা সাক্ষাৎ বিশ্বারণিরূপিণী উমা। তথাপি দর্শক চরাচর ভূতগণ কার্য্যগৌরবসম্ভ্রমে ব্যগ্রমূর্ত্তি হইয়া পড়িল। সর্ব্বভাবমনোরমা পৃথ্বীদেবী বিবিধ বনৌষধি ও শস্যশালি সকল বিকিরণ করিতে লাগিলেন। বরুণদেব পুণ্য মনোরম রত্ন ও বিবিধ রত্নাভরণ লইয়া

জাতরূপবিচিত্রাণি প্রযতঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ৪৮৯
বায়ুর্ববৌ সুসুরভি সুখসংস্পর্শনো বিভুঃ।
ছত্রমিন্দুকরোদগারং সুসিতঞ্চ শতক্রতুঃ ॥ ৪৯০
জগ্রাহ মুদিতঃ শ্রগ্বী বাহুভির্বহুভূষণৈঃ।
জগুর্গন্ধর্বমুখ্যাশ্চ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪৯১
বাদয়ন্তোঽতিমধুরং জগুর্গন্ধর্ব-কিন্নরাঃ।
মূর্ত্তাশ্চ ঋতবস্তত্র জগুশ্চ ননৃতুশ্চ বৈ ॥ ৪৯২
চপলাশ্চ গণাস্তস্থুর্লোলয়ন্তো হিমাচলম্।
উত্তিষ্ঠন্ ক্রমশশ্চাত্র বিশ্বভুগ্ ভগনেত্রহা ॥ ৪৯৩
চকারৌদ্বাহিকং কৃত্যং পত্ন্যা সহ যথোচিতম্।
দত্তার্ঘ্যো গিরিরাজেন সুরবৃন্দৈর্বিনোদিতঃ ॥
অবসৎ তাং ক্ষপাং তত্র পত্ন্যা সহ পুরান্তকঃ।
ততো গন্ধর্বগীতেন নৃত্যেনাপ্সরসামপি ॥ ৪৯৫
স্তুতিভির্দেব-দৈত্যানাং বিবুদ্ধো বিবুধাধিপঃ।
আমন্ত্র্য হিমশৈলেন্দ্রং প্রভাতে চোময়া সহ।
জগাম মন্দিরগিরিং বায়ুবেগেন শৃঙ্গিণা ॥৪৯৬
ততো গতে ভগবতি নীললোহিতে
সহোময়া রতিমলভন্ন ভূধরঃ।
সবান্ধবো ভবতি চ কস্য নো মনো
বিহ্বলঞ্চ জগতি হি কন্যকাপিতুঃ ॥ ৪৯৭
জ্বলন্মণিস্ফটিকহাটকোৎকটং
স্ফুটদ্যুতি স্ফটিকগোপুরং পুরম্।
হরো গিরৌ চিরমনুকল্পিতং তদা
বিসর্জ্জিতামরনিবহোঽবিশৎ স্বকম্ ॥ ৪৯৮
তদোমাসহিতো দেবো বিজহার ভগাক্ষিহা।
পুরোদ্যানেষু রম্যেষু বিবিক্তেষু বনেষু চ ॥
সুরক্তহৃদয়ো দেব্যা মকরাঙ্কপুরঃসরঃ।
ততো বহুতিথে কালে সুতকামা গিরেঃ সুতা
সখীভিঃ সহিতা ক্রীড়াং চক্রে কৃত্রিমপুত্রকৈঃ।
কদাচিদ্গন্ধতৈলেন গাত্রমভ্যজ্য শৈলজা ॥

হরসমীপে অবস্থিত হইলেন। ধনদ দেবও বিবিধ বিচিত্র হেমাভরণহস্তে বিনীতভাবে উপস্থিত হইলেন। দেব শঙ্কর সেই সমস্ত আভরণাদি ধারণ করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর হর্ষ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। বিভু বায়ু, সুরভি ও সুখস্পর্শ হইয়া বহিতে লাগিলেন। মাল্যধর শতক্রতু ইন্দ্র বহুভূষণভূষিত বাহু দ্বারা মুদিতচিত্তে ইন্দুকিরণস্রাবী সুশ্বেত ছত্র ধারণ করিলেন। প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ গান এবং অপ্সরাদল নৃত্য করিতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব-কিন্নরগণ অতি মধুর গীতবাদ্য করিতে লাগিল। ঋতুগণও তখন মূর্ত্তিমান্ হইয়া নৃত্য গীত আরম্ভ করিয়া দিল।৪৮২—৪৯২। চপল গণগণও নানাবিধ ভাব অবলম্বন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে ভগনেত্রহারী হর, পত্নীসহ যাবতীয় বৈবাহিক কার্য্য যথোচিত সমাধান করিলেন। পুরহর, সেই রাত্রি সেখানে পত্নীসহ যাপন করিয়া প্রভাতে সেই বিবুধপতি শঙ্কর দেব-দৈত্যবর্গের স্তুতিশব্দে প্রবুদ্ধ হইলেন। পরে শৈলরাজকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সদলবলে নিজাবাসে যাত্রা করিলেন। অনন্তর নীললোহিত হর, উমাসহ প্রস্থান করিলে পর হিমভূধর সবান্ধবে বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। জগতে কোন্ কন্যার পিতাই বা এমন অবস্থায় বিহ্বল না হইয়া পারে? সেই গিরিবর তখন সমাগত সুরগণকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বকীয় চিরাধ্যুষিত স্ফুটদ্যুতি, স্ফটিকগোপুরশালী, জাজ্বল্যমান মণি-হাটক-স্ফটিকভূষিত পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৪৯৩—৪৯৮। এদিকে ভগনেত্রহর দেব মহেশ্বর, উমার সহিত সুরক্ত হৃদয়ে রম্য পুরোদ্যান ও বিবিক্ত বনাদিতে কামবিহার করিতে লাগিলেন। ইহার পর বহুকাল অতীত হইলে গিরিনন্দিনী পুত্রকামনাবতী হইয়া সখীগণ সহ কৃত্রিম পুত্রক দ্বারা ক্রীড়াপরায়ণা হয়েন। একদা শৈলজা গন্ধতৈলোদ্বর্ত্তন করিয়া মলাপসারণার্থ চূর্ণক (বেশম) দ্বারা গাত্রোদ্বর্ত্তন করেন। পরে গাত্র হইতে সেই চূর্ণপিষ্ট দ্বারা একটী গজানন পুত্তল নির্ম্মাণ করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পুত্তলটী শিবাসখী জাহ্নবীতে পতিত হইয়া অবিলম্বে

চূর্ণৈরুদ্বর্ত্তয়ামাস মলিনাস্তরিতাং তনুম্‌ ।
তদুদ্বর্ত্তনকং গৃহ্য রূপশ্চক্রে গজাননম্‌ ॥ ৫০২
পুত্রকং ক্রীড়তী দেবী তঞ্চাক্ষিপয়দম্ভসি ।
জাহ্নব্যাস্তু শিবাসখ্যাস্ততঃ সোঽভূদ্বৃহদ্বপুঃ ॥
কায়েনাতিবিশালেন জগদাপূরয়ৎ তদা ।
পুত্রেত্যুবাচ তং দেবী পুত্রেত্যুচে চ জাহ্নবী ॥
গাঙ্গেয় ইতি দেবৈস্তু পূজিতোঽভূদ্গজাননঃ ।
বিনায়কাধিপত্যঞ্চ দদাবস্য পিতামহঃ ॥ ৫০৫
পুনঃ সা ক্রীড়নং চক্রে পুত্রার্থং বরবর্ণিনী ।
মনোজ্ঞমঙ্কুরং রূঢ়মশোকস্য শুভাননা ॥ ৫০৬
বর্দ্ধয়ামাস তঞ্চাপি কৃতসংস্কারমঙ্গলা ।
বৃহস্পতিমুখৈর্বিপ্রৈর্দিবস্পতিপুরোগমৈঃ ॥৫০৭
ততো দেবৈশ্চ মুনিভিঃপ্রোক্তা দেবী ত্রিদশবচঃ
ভবানি ভবতী ভব্যা সম্ভূতা লোকভূতয়ে ॥৫০৮
প্রায়ঃ সুতফলো লোকঃ পুত্র-পৌত্রৈশ্চ লভ্যতে
অপুত্রাশ্চ প্রজাঃ প্রায়ো দৃশ্যন্তে দৈবহেতবঃ ॥
অধুনা দর্শিতে মার্গে মর্য্যাদাং কর্ত্তুমর্হসি ।
ফলং কিং ভবিতা দেবি কল্পিতৈস্তরুপুত্রকৈঃ ।
ইত্যুক্তা হর্ষপূর্ণাঙ্গী প্রোবাচোমা শুভাং গিরম্‌

দেব্যুবাচ ।

এবং নিরুদকে দেশে যঃ কূপং কারয়েদ্বুধঃ ।
বিন্দৌ বিন্দৌ চ তোয়স্য বসেৎ সংবৎসরং দিবি
দশকূপসমা বাপী দশবাপীসমো হ্রদঃ ।
দশহ্রদসমঃ পুত্রো দশপুত্রসমো দ্রুমঃ ।
এষৈব মম মর্য্যাদা নিয়তা লোকভাবিনী ॥ ৫১২
ইত্যুক্তাস্তু ততো বিপ্রা বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ।
জগ্মুঃ স্বমন্দিরাণ্যেব ভবানীং বন্দ্য সাদরম্‌ ॥
গতেষু তেষু দেবোঽপি শঙ্করঃ পর্ব্বতাত্মজাম্‌
পাণিনা লম্বমানেন শনৈঃ প্রাবেশয়চ্ছুভাম্‌ ॥
চিত্তপ্রসাদজননং প্রাসাদমনুগোপুরম্‌ ।
লম্বমৌক্তিকদামানং মালিকাকুলবেদিকম্‌ ॥৫১৫

বৃহদাকার ধারণ করিয়া যেন জগৎ আপূরণোদ্যত হইল। তখন দেবী তাহাকে 'পুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। গঙ্গাদেবীও তাঁহাকে তখন 'পুত্র' শব্দেই আহ্বান করিলেন। তদবধি সেই গজানন 'গাঙ্গেয়' নামে খ্যাত হয়েন। পিতামহ তাঁহাকে গণাধিপত্য প্রদান করিলেন। তিনি দেবগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইতে লাগিলেন। সেই বরবর্ণিনী দেবী পুনরায় পুত্রার্থ ক্রীড়াপরায়ণ হইলেন। শুভাননা উমাদেবী একটী অশোক-অঙ্কুর রোপণ করিলেন। ক্রমে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া মনোজ্ঞ আকার ধারণ করিল। দেবী সংস্কার-মঙ্গলাচার দ্বারা তাহাকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে উহা কিঞ্চিৎ বৃহদাকার প্রাপ্ত হইলে একদা বৃহস্পতিপ্রমুখ বিপ্র, মুনি ও দেবগণ তথায় সমাগত হইয়া দেবীকে কহিলেন,—ভবানি! আপনি ভবক্ষেমবিধায়িনী; লোকসকলের মঙ্গলবিধানার্থই আপনার জন্ম। লোক সকল পুত্ররূপ ফলেরই কামনা করিয়া থাকে। পুত্র-পৌত্রাদি দ্বারাই জনগণ জন্মসাফল্য উপভোগ করে। আর প্রায়ই দেখা যায়, অপুত্র প্রাণিগণ সংসারবিরাগী হইয়া দেবভাব লাভার্থই যত্নপরায়ণ হইয়া উঠে। এক্ষণে সাধুজনাচরিত পথে একটী মর্য্যাদা বিধান করা আপনার কর্ত্তব্য। দেবি! এই কল্পিত তরু-পুত্রক দ্বারা কি ফল? উমা দেবী; এই কথা শুনিয়া হর্ষপূর্ণনয়নে তাঁহাদিগকে এই শুভ প্রত্যুত্তর করিলেন। ৪৯৯—৫১০। দেবী কহিলেন,—নিরুদক দেশে কূপ খনন করিলে তাহার এক এক বিন্দু জলের ফলে এক এক বৎসর স্বর্গবাস হয়। একটী বাপীতে দশকূপসম এবং একটী হ্রদে দশবাপী সদৃশ ফল হয়। একটী পুত্রে দশহ্রদ সমান এবং একটী দ্রুমরোপণে দশপুত্র সমতুল্য ফল হয়। আমি এই লোকহিতবিধয়িনী মর্য্যাদা স্থাপন করিলাম। বৃহস্পতি পুরোগম বিপ্রগণ উমা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সেই ভবানীকে সাদরে বন্দনাপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা প্রতিগমন করিলে পর দেব শঙ্কর শুভা পর্ব্বতনন্দিনীকে হস্তে ধারণপূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ প্রাসাদে প্রবেশ করাইলেন। সেই প্রাসাদ চিত্তপ্রসাদজনক ও গোপুরসমন্বিত। উহার

নির্ধৌতকলধৌতঞ্চ ক্রীড়াগৃহমনোরমম্।
প্রকীর্ণকুসুমোদ্দাম-মত্তালিকুলকূজিতম্ ॥ ৫১৬
কিন্নরোদ্গীতসঙ্গীত-গৃহান্তরিতভিত্তিকম্।
সুগন্ধিধূপসঙ্ঘাত-মনঃপ্রার্থ্যমলক্ষিতম্ ॥ ৫১৭
ক্রীড়য়ন্ময়ূরনারীভির্বৃতং বৈ ততবাদিভিঃ।
হংসসঙ্ঘাতসঙ্ঘুষ্টং স্ফাটিকস্তম্ভবেদিকম্ ॥ ৫১৮
অনারতমতিপ্রীত্যা বহুশঃ কিন্নরাকুলম্।
শুকৈর্যত্রাভিহন্যন্তে পদ্মরাগবিনির্ম্মিতাঃ ॥ ৫১৯
ভিত্তয়ো দাড়িমভ্রান্ত্যা প্রতিবিম্বিতমৌক্তিকাঃ
তত্রাক্ষক্রীড়য়া দেবৌ বিহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ৫২০
স্বচ্ছেন্দ্রনীলভূভাগে ক্রীড়নে যত্র ধিষ্ঠিতৌ।
বপুঃসহায়তাং প্রাপ্তৌ বিনোদরসনির্বৃতৌ ॥৫২১
এবং প্রক্রীড়তোস্তত্র দেবী-শঙ্করয়োস্তদা।
প্রাদুর্ভবন্মহাশব্দস্তদ্গৃহোদরগোচরঃ ॥ ৫২২
তচ্ছ্রুত্বা কৌতুকাদ্দেবী কিমেতদিতি শঙ্করম্।
পপ্রচ্ছ তং শুভতনুর্হরঃ বিস্ময়পূর্ব্বকম্ ॥ ৫২৩
উবাচ দেবীং নৈতত্তে দৃষ্টপূর্ব্বং সুবিস্মিতে
এতে গণেশাঃ ক্রীড়ন্তে শৈলেঽস্মিন্ মৎপ্রিয়াঃ সদা ॥ ৫২৪
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ নিয়মৈঃ ক্ষেত্রসেবনৈঃ।
যৈরহং তোষিতঃ পূর্ব্বং ত এতে মনুজোত্তমাঃ
মৎসমীপমনুপ্রাপ্তা মম হৃদ্যাঃ শুভাননে।
কামরূপা মহোৎসাহা মহারূপগুণান্বিতাঃ ॥ ৫২৬
কর্ম্মভির্বিস্ময়ং তেষাং প্রয়ামি বলশালিনাম্।
সামরস্যাস্য জগতঃ সৃষ্টিসংহরণক্ষমাঃ ॥ ৫২৭
ব্রহ্ম-বিষ্ণ্বিন্দ্র-গন্ধর্বৈঃ সকিন্নর-মহোরগৈঃ।
বিবর্জ্জিতোঽপ্যহং নিত্যং নৈভির্বিরহিতো রমে
হৃদ্যা মে চারুসর্ব্বাঙ্গাস্ত এতে ক্রীড়িতা গিরৌ
ইত্যুক্তা তু ততো দেবী ত্যক্ত্বা তদ্বিস্ময়াকুলা

মানাস্থলে মৌক্তিক মালা সকল লম্বমান। বেদিকাসমূহেও বিবিধ মালা বিলম্বিত। ক্রীড়াগৃহ সকল কলধৌত-স্বর্ণময়, অতীব মনোরম। চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ কুসুমসমূহে মত্ত অলিকুল গুঞ্জনপরায়ণ। গৃহভিত্তি সকল কিন্নরগণের গীতধ্বান দ্বারা মুখারিত ও মনোরম অলক্ষ্য সুগন্ধি ধূপামোদে পরিব্যাপ্ত। কোন কোন স্থলে যক্ষ নারীগণ বীণাদি-বাদন সহকারে ক্রীড়া করিতেছেন। কিন্নরগণ নানাস্থানে অবিরত গীতবাদ্য করিতেছে। কত হংস-সারসাদি পক্ষী বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে স্ফটিকস্তম্ভ ও বেদিকা সকল বিরাজিত রহিয়াছে। কোন স্থলে পদ্মরাগবিনির্ম্মিত ভিত্তিতলে মৌক্তিক সকল প্রতিবিম্বিত হওয়ায় শুকগণ দাড়িম ভ্রমে চঞ্চুদ্বারা উহাতে অভিঘাত করিতেছে। দেব-শঙ্কর সেই পুরমধ্যে অক্ষক্রীড়া-দ্বারা বিহারাভিলাষ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে এক স্বচ্ছ ইন্দ্রনীলময় ভিত্তিতে উপবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া রসে সমাসক্ত হইলেন। মণিমন্দিরে প্রতিবিম্ব প্রতিত হওয়ায় তাঁহাদিগের সংখ্যাধিক্য বোধ হইতে লাগিল।৫১১—৫২১। দেবী ও শঙ্কর এই ভাবে ক্রীড়া করিতে থাকিলে সহসা সেই গৃহ মধ্যে একটী মহান্ শব্দ শ্রুত হইল! তাহা শুনিয়া শুভতনু দেবী কৌতুকবশে সবিস্ময়ে "ইহা কি?" বলিয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শঙ্কর তদুত্তরে দেবীকে কহিলেন,—শুচিস্মিতে! ইহা তোমার দৃষ্টপূর্ব্ব নহে; এই পর্ব্বতে আমার প্রিয় গণেশ্বরগণ ক্রীড়া করিতেছে; তাহারই এই শব্দ শুনা গেল। শুভাননে! যে সকল মনুজোত্তমগণ পূর্ব্বে আমাকে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, নিয়ম ও ক্ষেত্র সেবাদিদ্বারা সন্তোষিত করিয়াছে, তাহারাই এক্ষণে আমার গণত্বলাভ করিয়া মদীয় প্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছে। ইহারা কামরূপ, মহোৎসাহ, বলশালী ও মহারূপগুণান্বিত। আমি ইহাদিগের কর্ম্মে বিস্ময় প্রাপ্ত হই। ইহারা অমরগণসহ সমগ্র জগতের সৃষ্টিসংহারে সক্ষম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, গন্ধর্ব, কিন্নর, মহোরগাদি ব্যতীত আমি নিত্য প্রীত থাকিতে পারি, কিন্তু ইহাদিগকে পরিহার করিয়া ক্ষণমাত্রও প্রীতিলাভ করি না। আমার প্রিয় এই চারুসর্ব্বাঙ্গ গণগণ পর্ব্বতোপরি সতত ক্রীড়া করিয়া থাকে। দেবী

গবাক্ষান্তরমাসাদ্য প্রেক্ষতে বিস্মিতাননা।
যাবন্তস্তে কৃশা দীর্ঘা হ্রস্বাঃ স্থূলা মহোদরাঃ ॥
ব্যাঘ্রেভবদনাঃ কেচিৎ কেচিন্মেষাজরূপিণঃ।
অনেকপ্রাণিরূপাশ্চ জ্বালাস্যাঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ ॥
সৌম্যা ভীমাঃ স্মিতমুখাঃ কৃষ্ণপিঙ্গজটাসটাঃ
নানাবিহঙ্গবদনা নানাবিধমৃগাননাঃ ॥ ৫৩২
কৌশেয়চর্ম্মবসনা নগ্নাশ্চান্যে বিরূপিণঃ।
গোকর্ণা গজকর্ণাশ্চ বহুবক্ত্রেক্ষণোদরাঃ ॥৫৩৩
বহুপাদা বহুভুজা দিব্যনানাস্ত্রপাণয়ঃ।
অনেককুসুমাপীড়া নানাব্যালবিভূষণাঃ ॥৫৩৪
বৃত্তাননায়ুধধরা নানাকবচভূষণাঃ।
বিচিত্রবাহনারূঢ়া দিব্যরূপা বিয়চ্চরাঃ ॥ ৫৩৫
বীণাবাদ্যসুখোদ্ঘুষ্টা নানাস্থানকনর্ত্তকাঃ।
গণেশাংস্তাংস্তথা দৃষ্ট্বা দেবী প্রোবাচ শঙ্করম্ ॥

দেব্যুবাচ।
গণেশাঃ কতিসংখ্যাতাঃ কিং নামানঃ কিমাত্মকাঃ।
একৈকশো মম ব্রূহি ধিষ্ঠিতা যে পৃথক্ পৃথক্॥
শঙ্কর উবাচ।
কোটিসংখ্যা হ্যসংখ্যাতা নানাবিখ্যাতপৌরুষাঃ
জগদাপূরিতং সর্ব্বৈরেভির্ভীমৈর্মহাবলৈঃ ॥ ৫৩৮
সিদ্ধক্ষেত্রেষু রথ্যাসু জীর্ণোদ্যানেষু বেশ্মসু।
দানবানাং শরীরেষু বালেষূন্মত্তকেষু চ।
এতে বিশন্তি মুদিতা নানাহারবিহারিণঃ ॥৫৩৯
উষ্মপাঃ ফেনপাশ্চৈব ধূমপা মধুপায়িনঃ।
রক্তপাঃ সর্ব্বভক্ষাশ্চ বায়ুপা হ্যম্বুভোজনাঃ ॥৫৪০
গেয়-নৃত্যোপহারাশ্চ নানাবাদ্যরবপ্রিয়াঃ।
ন হ্যেষাং বৈ অনন্তত্বাদ্গুণান্ বক্তুং হি শক্যতে
দেব্যুবাচ।
মার্গত্বগুত্তরাসঙ্গঃ শুদ্ধাঙ্গো মুঞ্জমেখলী।

এই কথা শুনিয়া ক্রীড়াত্যাগপূর্ব্বক বিস্ময়াকুল-চিত্তে গবাক্ষদ্বারে যাইয়া সেই সকল কৃশ, দীর্ঘ, হ্রস্ব, স্থূল, মহোদর প্রভৃতি বিবিধাকার গণগণকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ৫২২—৫৩০। দেখিলেন,—তাঁহারা কেহ কেহ ব্যাঘ্র ও হস্তিসম মুখশালী, কেহ কেহ মেষ ও অজসম রূপবান্, কেহ কেহ অনেকপ্রাণিমান, কেহ কেহ জ্বলিতমুখ, কেহ কেহ কৃষ্ণপিঙ্গলাকার। কেহ কেহ সৌম্য, কেহ কেহ ভীম, কেহ কেহ স্মিতমুখ, কেহ কেহ পিঙ্গ-জটাজুটধর, কেহ কেহ বিবিধ বিহঙ্গাকার-মুখযুক্ত, কেহ কেহ নানাবিধ মৃগাসম বদন-সমন্বিত। উহারা কেহ কেহ কৌশেয়-বসনধারী, কেহ কেহ চর্ম্মাম্বরধর, কেহ কেহ নগ্ন, কেহ কেহ বিকৃতাকার। কেহ কেহ গোকর্ণসম কর্ণযুক্ত, কেহ কেহ গজকর্ণসদৃশ কর্ণবান্। উহারা অনেকে বহুমুখ, বহুনেত্র, বহূদর, বহুপাদ ও বহুভুজ বিশিষ্ট। উহা-দিগের হস্তে নানাবিধ দিব্য আয়ুধ এবং অঙ্গে বিবিধ সর্পভূষণ। উহারা অনেকে নানাবিধ কবচমণ্ডিত, দিব্যরূপ, আকাশ-গামী, বীণাদিবাদ্য ও নানাবিধ নৃত্যপরায়ণ। সেই গণগণকে দেখিয়া দেবী তখন শঙ্করকে কহিলেন,—দেব! গণেশ্বরগণ সংখ্যায় কত? ইহাদিগের নাম কি? ইহাদিগের স্বরূপ কি? এই যে ইহারা পৃথক্ পৃথক্ রহিয়াছে, ইহাদিগের বিষয় এক এক করিয়া আমাকে বলুন। শঙ্কর কহিলেন,—বিবিধ বিখ্যাত-পৌরুষ গণগণ কোটিসংখ্য; কিংবা সমুদয়ে অসংখ্য হইবে। এই সকল ভীম মহাবল গণগণ দ্বারা সমগ্র জগৎ আপুরিত। সিদ্ধক্ষেত্র, পথ, জীর্ণ-উদ্যান, পরিত্যক্ত ভবন, দানবশরীর, বালক, উন্মত্ত, এই সমস্ত আশ্রয় করিয়া ইহারা মুদিতমানসে নানাহারবিহারে কালাতিপাত করে। উষ্ম-পায়ী, ফেনপায়ী, ধূমপায়ী, মধুপায়ী, রক্তপায়ী, বায়ুপায়ী, জলপায়ী, সর্ব্বভক্ষ্য,—ইত্যাদি বিবিধ শ্রেণীতে ইহারা বিভক্ত এবং গীত, নৃত্য, অন্যান্য বিবিধ বাদ্য, উপহার, ইত্যাদি বিবিধ উপচার দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পরিতোষ প্রাপ্ত হয়। অনন্ত বলিয়া ইহাদিগের গুণ বলিতে পারা যায় না। ৫৩১—৫৪১। দেবী কহিলেন, ঐ যে মৃগচর্ম্মোত্তরীয়,শুদ্ধকায়, মুঞ্জ-

বামস্কন্ধেন চ শিক্যেন চপলো রঞ্জিতাননঃ ॥৫৪২
মৃগদংষ্ট্রো হ্যুৎপলানাং স্রগ্দামো মধুরাকৃতিঃ।
পাষাণশকলোত্তান-কাংস্যতালপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৫৪৩
অসৌ গণেশ্বরো দেব কিংনামা কিন্নরানুগঃ।
য এষ গণগীতেষু দত্তকর্ণো মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৫৪৪

শর্ব্ব উবাচ।

স এষ বীরকো দেবি সদা মদ্‌হৃদয়প্রিয়ঃ।
নানাশ্চর্য্যগুণাধারো গণেশ্বরগণার্চ্চিতঃ ॥ ৫৪৫

দেব্যুবাচ।

ঈদৃশস্য সুতস্যাস্তি মমোৎকণ্ঠা পুরান্তক
কদাহমীদৃশং পুত্রং দ্রক্ষ্যাম্যানন্দদায়িনম্ ॥ ৫৪৬

শর্ব্ব উবাচ।

এষ এব সুতস্তেহস্তু নয়নানন্দহেতুকঃ।
ত্বয়া মাত্রা কৃতার্থস্তু বীরকোঽপি সুমধ্যমে ॥
ইত্যুক্তা প্রেষয়ামাস বিজয়াং হর্ষণোৎসুকা
বীরকানয়নায়াশু দুহিতা হিমভূভৃতঃ ॥ ৫৪৮
সাবরুহ্য ত্বরাযুক্তা প্রাসাদাদম্বরস্পৃশঃ।
বিজয়োবাচ গণপং গণমধ্যে প্রবর্ত্তিতা ॥ ৫৪৯

বিজয়োবাচ

এহি বীরক চাপল্যাৎ ত্বয়া দেবঃ প্রকোপিতঃ
কিমুক্তবং বদত্যর্থে নৃত্যরঙ্গে তু শৈলজা ॥৫৫০
ইত্যুক্তস্ত্যক্তপাষাণ-শকলো মার্জ্জিতাননঃ।
আহূতস্তু তয়োদ্ভূত-মূলপ্রস্তাবশংসকঃ ॥ ৫৫১
দেব্যাঃ সমীপমাগচ্ছদ্বিজয়ানুগতঃ শনৈঃ।
প্রাসাদশিখরাৎ ফুল্লরক্তাম্বুজনিভদ্যুতিঃ ॥ ৫৫২
তং দৃষ্ট্বা প্রস্রুতানল্প-স্বাদুক্ষীরপয়োধরা।
গিরিজোবাচ সস্নেহং গিরা মধুরবর্ণয়া ॥ ৫৫৩

উমোবাচ।

এহ্যেহি যাতোঽসি মে পুত্রতাং দেবদেবেন দত্তোঽধুনা বীরক ॥ ৫৫৪
ইত্যেবমঙ্কে নিধায়াথ তং পর্য্যচুম্বৎ কপোলে কলবাদিনম্ ॥ ৫৫৫

মেখলাধারী, মধুরাকৃতি, মৃগদংষ্ট্র, উৎপলমালাধারী, গণেশ্বর নয়নগোচর হইতেছেন; যাঁহার মুখমণ্ডল রঞ্জিত, যিনি পাষাণখণ্ড-দ্বারা কাংস্যতাল-বাদনকারীদিগের প্রবর্ত্তকরূপে পাষাণখণ্ড বাদন করিতেছেন, যাঁহার শিখাটী বামভাগে দোলায়মান এবং যিনি গণগণকৃত সঙ্গীতে মুহুর্ম্মুহুঃ কর্ণ প্রদান করিতেছেন, হে দেব! উঁহার নাম কি? শর্ব্ব কহিলেন, দেবি! সেই এই বীরক। এই গণেশ্বর আমার অতীব প্রিয়পাত্র। ইহার নানাবিধ আশ্চর্য্য গুণ আছে। গণেশ্বরগণ ইহাকে সম্মান করিয়া থাকে। দেবী কহিলেন,—পুরান্তক! আমার এইপ্রকার একটী পুত্রের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা রহিয়াছে। কবে আমি এমন আনন্দদায়ক পুত্র দেখিতে পাইব? শর্ব্ব কহিলেন, নয়নানন্দহেতু এইটীই তোমার পুত্র হউক। সুমধ্যমে! তোমাকে মাতা পাইয়া বীরকও কৃতার্থ হইবে। এই কথা শুনিয়া কৌতুকবশে উৎসুকচিত্তা শৈলতনয়া তখন বীরককে অবিলম্বে লইয়া আসিবার জন্য বিজয়ার প্রতি আদেশ করিলেন। বিজয়া সত্বর গগনস্পর্শী প্রাসাদ হইতে অবরোহণ করিয়া গণগণ-মধ্যে যাইয়া সেই গণপতিকে কহিলেন,—আইস বীরক! তোমার চাপল্যে দেব কোপিত হইয়াছেন। আর তোমাদিগের এই নৃত্যরঙ্গ দেখিয়া শৈলনন্দিনীই বা কি বলেন।৫৪২—৫৫০। বীরক, এই কথা শুনিয়া পাষাণখণ্ডগুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক মুখমণ্ডল মার্জ্জনা করিয়া বিজয়ার নিকট আহ্বানের প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য আলাপ করিতে করিতে বিজয়ার সহিত শনৈঃ শনৈঃ দেবীর সমীপে আগমন করিলেন। গিরিজা দেবী তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া প্রাসাদশিখর হইতে অবরোহণ করিলেন। স্নেহবশে তখন তাঁহার ফুল্ল রক্তাম্বুজবৎ কান্তি প্রকাশ পাইল এবং স্তনযুগলে অনল্প স্নেহধারা দেখা দিল। গিরিজা তখন মধুর বাক্যে কহিলেন,—বীরক! এস, এস, আমার পুত্রতা লাভ করিয়াছ; তুমি এখনই দেবদেব কর্ত্তৃক দত্ত হইয়াছ। এই বলিয়া দেবী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া তদীয় কপালে চুম্বন

মৃদ্ভ্র্যপাত্রায় সম্মার্জ্জ্য গাত্রাণি ভূষয়ামাস। দিব্যৈঃ স্বয়ং ভূষণৈঃ কিঙ্কিণী-মেখলা-নূপুরৈর্-র্মাণিক্য-কেয়ূর-হারোরুমূলগুণৈঃ॥ ৫৫৬

কামদৈঃ পল্লবৈশ্চিত্রিতৈশ্চারুভির্দিব্য-মন্ত্রোদ্ভবৈস্তস্য শুভৈস্ততো ভূরিভিশ্চাকরো-ন্মিশ্রসিদ্ধার্থকৈরক্ষরক্ষাবিধিঃ॥ ৫৫৭

এবমাদায় চোবাচ কৃত্বা স্রজং মূর্দ্ধ্নি গোরোচনাপত্রভঙ্গোজ্জ্বলৈঃ॥ ৫৫৮

গচ্ছ গচ্ছাধুনা ক্রীড় সার্দ্ধং গণৈরপ্রমত্তো বস শুভ্রবর্জ্জী শনৈর্ব্যালমালাকুলাঃ শৈলসানু-দ্রুমদন্তিভির্ভিন্নসারাঃ পরে সঙ্গিনঃ॥ ৫৫৯

জাহ্নবীয়ং জলং ক্ষুব্ধতোয়াকুলং কূলং মা বিশেথা বহুব্যাঘ্রহুষ্টে বনে॥ ৫৬০

বৎসাসংখ্যেষু দুর্গা গণেশেম্বেতস্মিন্ বীরকে পুত্রভাবোপতুষ্টান্তঃকরণা তিষ্ঠতু॥৫৬১

স্বস্য পিতৃজনপ্রার্থিতং ভব্যমায়াতি-ভাবি-ত্বসৌ ভব্যতা॥ ৫৬২

সোঽপি নিভৃত্য সর্ব্বগণৈঃ স্বস্ময়মাহ বালত্ব-লীলায়সাবিষ্টধীঃ॥ ৫৬৩

এষ মাত্রা স্বয়ং মে কৃতভূষণোঽত্র এব পটঃ পটলৈর্বিন্দুভিঃ সিন্ধুবারস্য পুষ্পৈরিয়ং মালতীমিশ্রিতা মালিকা মে শিরস্যাহিতা॥ ৫৬৪

কোঽয়মাতোদ্যধারী গণস্তস্য দাস্যামি হস্তাদিদং ক্রীড়নম্॥ ৫৬৫

দক্ষিণং পশ্চিমং পশ্চিমাদুত্তরমুত্তরাৎ পূর্ব্বমভ্যেত্য সখ্যা যুতা প্রেক্ষতী তং গবাক্ষান্তরাদ্বীরকং শৈলপুত্রী বহিঃ ক্রীড়নং ষজ্জগন্মাতুরপ্যেষ চিত্তভ্রমঃ॥ ৫৬৬

পুত্রলুব্ধো জনস্তত্র কো মোহমায়াতি ন স্বল্পচেতা জড়ো মাংসবিণ্মূত্রসঙ্ঘাতদেহঃ॥৫৬৭

দ্রষ্টুমভ্যন্তরং নাকবাসেশ্বরৈরিন্দুমৌলিং প্রবিষ্টেষু কক্ষান্তরম্॥ ৫৬৮

করিতে লাগিলেন; বীরকও কলস্বরে দুই একটী কথা কহিতে লাগিলেন। দেবী তাহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া গাত্রসম্মার্জ্জন-পূর্ব্বক মাণিক্যাদি বহুমূল্য দ্রব্যনির্ম্মিত কিঙ্কিণী, মেখলা, হার, নূপুর, কেয়ূরাদি দিব্য অলঙ্কারে তাহাকে বিভূষিত করিলেন। কামসম্পাদক চারু পল্লবাচিত্র, শুভসাধক দিব্য মন্ত্রপূত রক্ষাকবচ, এবং প্রভূত ধাতু-দ্রব্যবিমিশ্র শ্বেতসর্ষপ দ্বারা সেই বীরকের রক্ষা বিধান করিলেন। পরে গোরোচনা ও রঞ্জিতপত্র দ্বারা বিরচিত মালা তদীয় মস্তকে বিন্যাসপূর্ব্বক কহিলেন,—যাও, এখন যাইয়া কিছুকাল গণগণ সহ সাবধানে ক্রীড়া কর। কিয়ৎকাল সর্পমাল্যাদি ধারণপূর্ব্বক মলিন দেহে থাক। শৈল, সানু, দ্রুম, দন্তী কিম্বা তোমার সঙ্গিগণ তোমার নিকট পরাজিত হউক। এই জাহ্নবী; ইঁহার কূল ক্ষুব্ধজলাকুল; তুমি তাহাতে অবতরণ করিও না। বহু ব্যাঘ্রসঙ্কুল বনেও যাইও না।৫৫১—৫৬০। দুর্গা দেবী অসংখ্য গণগণ-মধ্যে এই বীরকের প্রতি পুত্রভাবে সন্তুষ্টান্তঃকরণে থাকুন। স্বকীয় পিতৃজন-প্রার্থিত মঙ্গল কিয়ৎকাল পরেও প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহা ভাবিকালে সফল হইবেই। সেই গণেশ্বরও বালত্বলীলারসে আবিষ্টবুদ্ধি হেতু গণগণ সহ মিলিত হইয়া সহাস্যে কহিতে লাগিল,—মাতা আমাকে স্বয়ং এই সমস্ত ভূষণ পরাইয়া দিয়াছেন। এই দেখ বস্ত্র, এবং পাটল বিন্দুযুক্ত সিন্ধুবারপুষ্পমিশ্রিত মালতীমালা আমার মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ আতোদ্যাধারী গণপতি কে? উহাকে আমার হস্ত হইতে এই ক্রীড়নক প্রদান করিব। শৈলনন্দিনী সখী সহ দক্ষিণ হইতে পশ্চিম, পশ্চিম হইতে উত্তর এবং উত্তর হইতে পূর্ব্বদিকে গমনাগমনপূর্ব্বক গবাক্ষান্তর হইতে বহিঃক্রীড়াপরায়ণ সেই বীরক পুত্রকে দর্শন করিতে লাগিলেন। জগন্মাতারও যখন এবম্বিধ চিত্তভ্রম, তখন মাংস-মল-মূত্র সঙ্ঘাতময়, স্বল্পচেতা, অজ্ঞান, পুত্রলোভী, মানবগণ যে এ বিষয়ে মুগ্ধ হয়, তাহাতে আর দোষ কি? ইন্দুমৌলিকে দর্শনার্থ

বাহনাত্ত্যাবরোহা গণাস্তৈর্গতো লোকপালাস্ত্রৈর্মুক্তো হ্যয়ং খড়্গো বিখড়্গাকরো নির্ম্মমঃ কৃতান্ত কস্য কেনাহুতো ব্রূত মৌনে ভবতোঽস্ত্রদণ্ডেন কিং দুঃস্পৃহাঃ॥ ৫৬৯

ভীমমূর্ত্ত্যাননে নাস্তি কৃত্যং গিরৌ য এষোঽস্ত্রজ্ঞেন কিং বধ্যতে॥ ৫৭০

মা বৃথা লোকপালানুগচিত্ততা এবমেবৈতদিত্যুচুরস্মৈ তদা দেবতাঃ॥ ৫৭১

দেবদেবানুগং বীরকং লক্ষণা প্রাহ দেবী বনং পর্ব্বতা নির্ভরাণ্যগ্নিদেব্যাস্তথো ভূতপা নির্ঝরাম্ভোনিপাতেষু নিমজ্জত॥ ৫৭২

পুষ্পজালাবনদ্ধেষু ধামস্বপি শেত প্রতুঙ্গনানাদ্রিকুঞ্জেষনুগর্জ্জন্তু হে মারুতাস্ফোটসজ্জেপণাৎ কামতঃ॥ ৫৭৩

লোকপালগণ সমাগত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে গণগণ তাহাদিগের বাহনাদিতে আরোহণ ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি লইয়া আস্ফোটন করিয়া থাকে। বীরক কখনও লোকপালগণের একখানি খড়্গ লইয়া "এই খড়্গ দ্বারা কে দ্বিখণ্ডিত হইবে? নির্ম্মম কৃতান্তকে কে আহ্বান করিয়াছে? বল; চুপ করিয়া থাকিলে বুঝিব, তোমারা এই অস্ত্রকে দুঃসহ ভাবিয়া ভীত হইয়াছ। ভীমমূর্ত্তি আমি থাকিতে এ গিরিতে এ সকল অস্ত্র দ্বারা অস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও কোন কর্ম্ম সাধিত হইবার নহে।" বীরক এইরূপ বলিতে থাকিলে তখন দেবগণ—তাহাকে "বৃথা লোকপালগণের চিন্তানুবর্ত্তনে প্রয়োজন নাই" এইরূপ বলিয়া নিবর্ত্তিত করেন। ৫৬১—৫৭১। দেবী বীরককে দেবদেবের অনুগত দর্শনে সাবধান করিয়া দিলেন যে, তুমি নির্ঝরোদকে স্নান, দেবীপর্ব্বতে বিহার এবং উপবনে বিচরণ করিও। পুষ্পজালমণ্ডিত-ভবনে শয়ন করিও। উত্তুঙ্গ অদ্রিকুঞ্জসমূহে মারুত প্রবাহিত হইয়া আস্ফোট শব্দ সহ গর্জ্জন করিয়া থাকে। তুমি সেখানে যাইও না।

কাঞ্চনোত্তুঙ্গশৃঙ্গাবরোহাঙ্কিতৌ হেমরেণুৎকরাসঙ্গহ্যুতিং খেচরাণাং বনাধারিণি রম্যে বহুরূপসম্পৎপ্রকরে গণাবাসিতং মন্দরকন্দরে সুন্দরমন্দারপুষ্পপ্রবালাবৃতে সিদ্ধনারীভিরাপীতরূপামৃতঃ বিস্তৃতৈর্নেত্রপাত্রৈরনুমেষিভিবীরকং শৈলপুত্রী নিমেষান্তরাদস্মরৎ পুত্রগৃধ্নী বিনোদার্থিনী॥ ৫৭৪

সোঽপি তাদৃক্ক্ষণাবাপ্তপুণ্যোদয়ো যোঽপি জন্মান্তরস্থাত্মজত্বং গতঃ ক্রীড়তস্তস্য তৃপ্তিঃ কথং জায়তে যোঽপি ভাবিজগদ্বেধসা তেজসঃ কল্পিতঃ প্রতিক্ষণং দিব্যগীতক্ষণো নৃত্যলোলো গণেশৈঃ প্রণতঃ॥ ৫৭৫

ক্ষণং সিংহনাদাকুলে গণ্ডশৈলে
সৃজদ্রত্নজালে বৃহৎসালতালে।
ক্ষণং ফুল্লনানাতমালালিকালে
ক্ষণং বৃক্ষমূলে বিলোলোমরালে॥ ৫৭৬

উত্তুঙ্গ কাঞ্চন শৃঙ্গ, কাঞ্চনময় নিম্নভূমি, হেমরেণুক্ষরণকারী, উজ্জ্বল কান্তি, গন্ধমাদনপর্ব্বতের গুহাসমূহ নানাকার বহুমূল্য সম্পদে পরিপূর্ণ। গণেশ্বরগণ সকলেই উহাতে বাস করে। উহার নানাস্থান বিবিধ সুন্দর মন্দারকুসুম পত্র পদ্মাদি দ্বারা সুশোভিত এবং খেচরগণের বিহারভূমি। বীরক সেই সকল স্থানে বিহার করিতেন; সিদ্ধনারীগণ তদীয় রূপামৃত পান করিতেন। শৈলনন্দিনীও নির্নিমেষ বিস্ফারিত নয়নে তাঁহাকে অবলোকন করিতেন। ক্ষণকাল দেখিতে না পাইলেই পুত্রস্নেহে বিনোদার্থিনী হইয়া সেই বীরককে স্মরণ করিতেন। বীরকও তখন স্বকীয় পুণ্যোদয় মনে করিতেন। এই বীরকই ভাবি কালে দেবীর আত্মজত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ভাবিজগতের বিধাতা, তেজোদ্বারা ইহাঁকে কল্পিত করেন। ইনি প্রতিক্ষণেই দিব্য-নৃত্য-গীতে আসক্ত এবং তন্নিমিত্ত গণেশ্বরগণের সম্মানভাজন। সেই বীরক, ক্ষণকাল সিংহনাদাকুল গণ্ডশৈলে, ক্ষণকাল রত্নজালের খনির মধ্যে, ক্ষণকাল বৃহৎ

ক্ষণে স্বল্পপঙ্কে জলে পঙ্কজাঢ্যে
ক্ষণঃ মাতুরঙ্কে শুভে নিষ্কলঙ্কে।
পরিক্রীড়তে বাললীলাবিহারী
গণেশাধিপো দেবতানন্দকারী।
নিকুঞ্জেষু বিদ্যাধরৈর্গীতশীলঃ
পিনাকীব লীলাবিলাসৈঃ সলীলঃ॥ ৫৭৭
প্রকাশ্য ভুবনাভোগী ততো দিনকরে গতে।
দেশান্তরং তদা পশ্চাদ্দূরমস্তাবনীধরম্॥ ৫৭৮
উদয়াস্তে পুরো ভাবী যো হি চান্তেঽবনীধরঃ
মিত্রত্বমস্ত সুদৃঢ়ং হৃদয়ে পরিচিন্ত্যতাম্॥ ৫৭৯
নিত্যমারাধিতঃ শ্রীমান্ পৃথুমূলঃ সমুন্নতঃ।
নাকরোৎ সেবিতং মেরুরুপহারং পতিষ্যতঃ॥
জলেঽপ্যেষা ব্যবস্থেতি সংশ্রয়েতাখিলং বুধঃ।
দিনান্তানুগতো ভানুঃ স্বজনস্থমপূরয়ৎ॥ ৫৮১
সন্ধ্যাবদ্ধাঞ্জলিপুটা মুনয়োঽভিমুখা রবিম্।
যাচন্ত্যাগমনং শীঘ্রং নিবার্য্যাত্মনি ভাবিতাম্॥
ঃ তমঃ
কুটিলস্যেব হৃদয়ে কালুষ্যং দূষয়ন্মনঃ॥ ৫৮৩
জ্বলৎফণিফণারত্ন-দীপোদ্দ্যোতিতভিত্তিকে।
শয়নং শশিসঙ্ঘাত-শুভ্রবস্ত্রোত্তরচ্ছদম্॥৫৮৪
নানারত্নদ্যুতিলসচ্ছক্রচাপবিড়ম্বকম্।
রত্নকিঙ্কিণিকাজালং লম্বমুক্তাকলাপকম্॥ ৫৮৫
কমনীয়চলল্লোল-বিতানাচ্ছাদিতাম্বরম্।
মন্দিরে মন্দসঞ্চারঃ শনৈর্গিরিসুতাযুতঃ॥৫৮৬
তস্থৌ গিরিসুতাবাহু-লতামীলিতকন্ধরঃ।
শশিমৌলিসিতজ্যোৎস্না-শুচিপূরিতগোচরঃ॥
গিরিজাপ্যসিতাপাঙ্গী নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ।
বিভাবর্য্যা চ সম্পৃক্তা বভূবাতিতমোময়ী।

শালতালাকুল বনে, ক্ষণকাল ফুল্ল তমাল-কাননে, ক্ষণকাল বৃক্ষমূলে, ক্ষণকাল বিলোল মরালাঢ্য স্বল্পপঙ্ক পঙ্কজপূর্ণ জলে, ক্ষণকাল মাতার নিষ্কলঙ্ক শুভ অঙ্কে অবস্থানপূর্ব্বক বাললীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। দেবতানন্দকারী সেই গণেশ্বরাধীশ্বর বীরক, পিনাকীর ন্যায় লীলা-বিলাস সহকারে কখন কখন নিকুঞ্জমধ্যে বিদ্যাধরগণসহ গান করিয়া থাকেন। ভুবনমণ্ডল প্রকাশিত করিয়া দিবাকর দেব এই সময়ে দেশান্তরে—অতি দূরে—অস্ত ভূধরে গমন করিলেন। ৫৭২—৫৭৮। উদয় এবং অস্ত—এই দুইটীর একটী প্রথমে এবং অপরটী শেষকালে সহায়তা করে বটে, পরন্তু ভাবিয়া দেখিলে অস্ত মহীধরের হৃদয়েই সুদৃঢ় মিত্রত্ব বিদ্যমান বলিয়া বুঝা যায়। নিত্য আরাধিত, শ্রীমান স্থূলমূল, সমুন্নত, মেরুও পতন কালে এমন সেবকের কোনরূপ সহায়তা করিল না। জলেও এই রীতি বর্ত্তমান। অতএব বুদ্ধিমান্ মানব সকলেরই আশ্রয় লইবে। ভানু, দিনান্তের অনুগামী হইয়া জলমধ্যে যাইয়াও স্বজনগণের অভাব বোধ করেন না। মুনিগণ সন্ধ্যাকালে রবির অভাব নিবন্ধন দুঃখ সম্বরণপূর্ব্বক অভিমুখে থাকিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রবিনিকটে তাঁহার পুনরায় শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তনার্থ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে কুটিলের হৃদয়ে মনোদূষণকারী কালুষ্যের ন্যায় বিভাবরীর তমঃপ্রভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমন সময় শঙ্কর গিরিসুতাসহ শনৈঃ শনৈঃ মন্দপদসঞ্চারে রম্য মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সেই মন্দির, জ্বলন্ত ফণিফণামণিদীপ দ্বারা উদ্দ্যোতিত; উহার ভিত্তিতল শশিরাশিসম শুভ্রাস্তরণবস্ত্রে সমাচ্ছাদিত। উপরিভাগ কমনীয় বিতান দ্বারা সমাবৃত। সেই বিতানের উল্লোল অর্থাৎ ঝালরমালা মৃদুপবন হিল্লোলে সতত আন্দোলিত তাহাতে রত্নকিঙ্কিণীজাল সহ মুক্তাকলাপ বিলম্বিত। নানামণিরত্নপ্রভা প্রতিফলিত হইয়া উহা ইন্দ্রচাপের অনুকরণ করিতেছে অতঃপর শঙ্কর, গিরিসুতার বাহুলতাবলম্বনে মীলিত লোচনে অবস্থান করিলেন। নীলোৎপলদলচ্ছবি, অসিতাপাঙ্গী, গিরিজা, শশিমৌলির সিতজ্যোৎস্না দ্বারা উদ্ভাসিত মন্দিরমধ্যে বিভাবরীসহ সম্পৃক্ত হইয়া অতীব তমোময়াকার ধারণ করিলেন

তামুবাচ ততো দেবঃ ক্রীড়াকেলিকলাযুতম্ ॥
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে কুমারসম্ভবে চতুঃ-
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৪

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

শর্ব্ব উবাচ।

শরীরে মম তন্বঙ্গি সিতে ভাস্যসিতদ্যুতিঃ।
ভুজঙ্গীবাসিতা শুদ্ধা সংশ্লিষ্টা চন্দনে তরৌ ॥১
চন্দ্রাতপেন সম্পৃক্তা রুচিরাম্বরয়া তথা।
রজনীবাসিতে পক্ষে দৃষ্টিদোষং দদাসি মে ॥
ইত্যুক্তা গিরিজা তেন মুক্তকণ্ঠা পিনাকিনা।
উবাচ কোপরক্তাক্ষী ভ্রুকুটীকুটিলাননা ॥ ৩

দেব্যুবাচ।

স্বকৃতেন জনঃ সর্ব্বো জাড্যেন পরিভূয়তে।
অবশ্যমর্থাৎ প্রাপ্নোতি খণ্ডনং শশিমণ্ডন ॥ ৪

দেব শঙ্কর তখন তাঁহাকে পরিহাসচ্ছলে কেলিকলাবিন্যাস সহকারে বলিতে লাগিলেন। ৫৭৯—৫৮৮।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৪

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

শর্ব্ব কহিলেন,—হে তন্বঙ্গি! চন্দনবৃক্ষে যেমন অসিতবর্ণা ভুজঙ্গী সংশ্লিষ্টভাবে বিরাজ করে, অসিতদ্যুতি তুমিও তেমনি মদীয় সিত শরীরে প্রতিভাত হইতেছ। তুমি চন্দ্রাতপে ও রুচিরাম্বরে সংপৃক্ত হইয়া অসিতপক্ষীয় রজনীর ন্যায় আমার দৃষ্টিদোষ প্রদান করিতেছ। তখন পিনাকী এই কথা কহিলে গিরিজাও কণ্ঠদ্বার উন্মুক্ত করিলেন। তিনি কোপরক্ত-নেত্রে ভ্রুকুটীকুটিলবদনে বলিলেন,—লোকে স্বকৃত জড়তা দ্বারা অন্যলোককে পরাভূত করিতে উদ্যত হয় বটে, কিন্তু হে শশিমণ্ডন! কার্য্যগতিকে সে আপনিই অবশ্য পরাভব প্রাপ্ত

তপোভির্দীর্ঘচরিতৈর্যচ্চ প্রার্থিতবত্যহম্।
তস্যা মে নিয়তস্ত্বেষ হ্যবমানঃ পদে পদে ॥ ৫
নৈবাস্মি কুটিলা শর্ব্ব বিষমা নৈব ধূর্জ্জটে।
সবিষস্ত্বং গতঃ খ্যাতিং ব্যক্তং দোষাকরাশ্রয়াৎ
নাহং পূষ্ণোহপি দশনা নেত্রে চাস্মি ভগস্য হি
আদিত্যশ্চ বিজানাতি ভগবান্ দ্বাদশাত্মকঃ ॥
মূর্দ্ধ্নি শূলং জনয়সি স্বৈর্দোষৈর্মামধিক্ষিপন্।
যস্ত্বং মামাহ কৃষ্ণেতি মহাকালেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৮
যাস্যাম্যহং পরিত্যক্তা চাত্মানং তপসা গিরিম্
জীবস্যা নাস্তি মে কৃত্যং ধূর্ত্তেন পরিভূতয়া ॥৯
নিশম্য তস্যা বচনং কোপতীক্ষ্ণাক্ষরং ভবঃ।
উবাচাধিকসম্ভ্রান্তঃ প্রণয়েনেন্দুমৌলিনা ॥ ১০

শর্ব্ব উবাচ।

অগাত্মজাসি গিরিজে নাহং নিন্দাপরস্তব।
ত্বদ্ভক্তিবুদ্ধ্যা কৃতবাংস্তবাহং নামসংশ্রয়ম্ ॥ ১১

হয়। যাহা হউক, আমি যে দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, পদে পদে আমার এই অবমাননা তাহারই নিয়ত ফল। হে শর্ব্ব! আমি কুটিলা নহি; হে ধূর্জ্জটে! আমি বিষমাও নহি। তুমি সবিষ হইয়া দোষাকরের আশ্রয়ে বিলক্ষণ খ্যাতি-সম্পন্নই হইয়াছ। আমি পূষার দশন নহি এবং ভগেরও আমি নেত্র নহি। দ্বাদশাত্মা ভগবান্ আদিত্য তোমায় বিশেষরূপই জানেন। তুমি নিজেই দোষী; নিজের দোষেই এখন আমাকে তিরস্কার করিয়া মস্তকে শূল জন্মাইতেছ। তুমি নিজে মহাকাল আখ্যায় অভিহিত, অথচ আমাকেই কৃষ্ণা আখ্যায় অভিহিত করিতেছ। আমি আর কি করিব? তপোবনে জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য শৈলশিখরে গমন করিব; কেননা, ধূর্ত্ত-পরিভূত জীবন দ্বারা আমার আর কোনই প্রয়োজন নাই। ১—৯। ভগবান্ ইন্দুমৌলি গিরিজার সেই কোপতীক্ষ্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যধিক সম্ভ্রমের সহিত প্রণয়পূর্ব্বক বলিলেন,—অয়ি গিরিজে! তুমি নগনন্দিনী বলিয়া আমি তোমার নিন্দা

বিকল্পঃ স্বস্থচিত্তেঽপি গিরিজে নৈব কল্পনা।
যদ্যেবং কুপিতা ভীরু ত্বং তবাহং ন বৈ পুনঃ
নর্ম্মবাদী ভবিষ্যামি জহি কোপং শুচিস্মিতে।
শিরসা প্রণতশ্চাহং রচিতস্তে ময়াঞ্জলিঃ॥ ১৩
স্নেহেনাপ্যবমানেন নিন্দিতস্তৈনৈতি বিক্রিয়াম্‌।
তস্মান্ন জাতু কষ্টস্য নর্ম্মস্পৃষ্টো জনঃ কিল ॥১৪
অনেকৈশ্চাটুভির্দেবী দেবেন প্রতিবোধিতা।
কোপং তীব্রং ন তত্যাজ সতী মর্ম্মণি ঘট্টিতা
অবষ্টব্ধমথাস্ফাল্য বাসঃ শঙ্করপাণিনা।
বিপর্য্যস্তালকা বেগাদ্‌যাতুমৈচ্ছত শৈলজা॥ ১৬
তস্যা ব্রজন্ত্যাঃ কোপেন পুনরাহ পুরান্তকঃ।
সত্যং সর্ব্বৈরবয়বৈঃ সুতাসি সদৃশী পিতুঃ॥১৭
হিমাচলস্য শৃঙ্গৈস্তৈর্মেঘজালাকুলৈর্নভঃ।
তথা দুরবগাহেভ্যো হৃদয়েভ্যস্তবাশয়ঃ॥১৮
কাঠিন্যাঙ্কস্তমশ্মভ্যো বনেভ্যো বহুধা গতা।
কুটিলত্বঞ্চ বর্ত্মভ্যো দুঃসেব্যত্বং হিমাদপি।
সংক্রান্তং সর্ব্বদেবেতি তবাদ্য হিমশৈলরাট্‌॥১৯
ইত্যুক্তা সা পুনঃ প্রাহ গিরিশং শৈলজা তদা
কোপকম্পিতমূর্দ্ধা চ প্রস্ফুরদ্দশনচ্ছদা॥ ২০

উমোবাচ।

মা সর্ব্বান্ দোষদানেন নিন্দাস্থান্ গুণিনো জনান্।
তবাপি দুষ্টসম্পর্কাৎ সংক্রান্তং সর্ব্বমেব হি॥
ব্যালেভ্যোঽধিকজিহ্মত্বং ভস্মনা স্নেহবন্ধনম্‌
হৃৎকালুষ্যং শশাঙ্কাত্তু দুর্ব্বোধিত্বং বৃষাদপি॥২২
তথা বহু কিমুক্তেন অলং বাচা শ্রমেণ তে।

করি নাই, কেবল তোমার ভক্তি বুঝিবার জন্যই তোমার ঐরূপ নাম নির্ব্বাচন করিয়াছি। হে গিরিজে! দেখ, স্বস্থচিত্তে বিকল্প-কল্পনা করিতে নাই। অয়ি ভীরু! তুমি যদি আমার কথায় কুপিত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি আর তোমার সম্বন্ধে পুনরায় কোন কথাই কহিব না বা আমি তোমার নর্ম্মভাষী হইব না; তুমি কোপ পরিত্যাগ কর। আমি মস্তক দ্বারা প্রণিপাত করিতেছি এবং অঞ্জলি বন্ধন করিয়া বলিতেছি; তুমি আর কোপ করিও না। স্নেহগর্ভ কথা কহিলেও লোকে যখন অবমাননা বা নিন্দা আশঙ্কায় বিগলিত হইয়া উঠে, তখন কদাচ তাদৃশ রুষ্ট লোকের নর্ম্ম-বাদী হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। এই বলিয়া দেবদেব অনেক চাটুবাক্যে দেবীকে প্রবোধিত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মর্ম্মাহত সতী কিছুতেই তাঁহার সেই তীব্র কোপ পরিত্যাগ করিলেন না। শঙ্কর স্বহস্তে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ধরিয়াছিলেন, কিন্তু শৈলজা তাহা সজোরে টানিয়া লইয়া বিপর্য্যস্ত-কেশে বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থানোদ্যতা হইলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, এইবার শঙ্কর কিঞ্চিৎ কোপের সহিত কহিলেন,—হাঁ, তুমি যে সর্ব্বপ্রকারেই তোমার পিতারই অনুরূপ দুহিতা; এ কথা সত্য বটে। দেখ, হিমালয়ের জলদজালাকুল নভঃস্পর্শী শৃঙ্গগুলির ন্যায় তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিভাত। অপিচ তাহার দুরবগাহ অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে তোমার আশয়, তদীয় পাষাণ-সমূহ হইতে তোমার কাঠিন্য, তত্রত্য বনভূমি হইতে তোমার বহু-ব্যাপকতা, সেখানকার পথসমূহ হইতে তোমার কৌটিল্য এবং হিমালয়ের হিমরাশি হইতেই তোমার দুঃসেব্যতা সংক্রামিত হইয়াছে। এক কথায় হিমগিরিরাজের সমস্ত গুণই সর্ব্বদা তোমাতে সংক্রান্ত রহিয়াছে।১০—১৯। গিরিশ এই কথা কহিলে, গিরিজা পুনরায় তাঁহাকে কোপ-কম্পিত-মস্তকে কহিলেন,—দেব! তুমি বৃথা দোষারোপ করিয়া অন্যান্য গুণী ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করিও না। মনে করিয়া দেখ, দুষ্টসম্পর্কে তোমাতেও বহু দোষ সংক্রামিত হইয়াছে। সর্পসমূহ হইতে তোমাতে ঘোর কৌটিল্য আসিয়াছে। ভস্ম-সংসর্গেই তোমার স্নেহবন্ধন অনুমিত হইতেছে। কলঙ্কী চন্দ্র হইতেই হৃদয়-কালুষ্য ঘটিয়াছে এবং বৃষ হইতেই তোমার দুর্ব্বোধিত্ব বা জড়তা জন্মিয়াছে। তোমার

শ্মশানবাসান্নির্ভীস্ত্বং নগ্নত্বান্ন তব ত্রপা ॥ ২৭
নির্ঘৃণত্বং কপালিত্বাদ্দয়া তে বিগতা চিরম্।
ইত্যুক্ত্বা মন্দিরাৎ তস্মান্নির্জগাম হিমাদ্রিজা ॥
তস্যাং ব্রজন্ত্যাং দেবেশগণৈঃ কিলকিলো ধ্বনিঃ
ক মাতর্গচ্ছসি ত্যক্ত্বা রুদন্তো ধাবিতাঃ পুনঃ ॥
বিষ্টভ্য চরণৌ দেব্যা বীরকো বাষ্পগদ্গদম্।
প্রোবাচ মাতঃ কিন্ত্বেতৎ ক যাসি কুপিতান্তরা
অহং ত্বামনুযাস্যামি ব্রজন্তীং স্নেহবর্জ্জিতাম্।
নো চেৎ পতিষ্যে শিখরাৎ তপোনিষ্ঠে ত্বয়োজ্ঝিতঃ ॥
উন্নাম্য বদনং দেবী দক্ষিণেন তু পাণিনা।
উবাচ বীরকং মাতা শোকং পুত্রক মা কৃথাঃ ॥
শৈলাগ্রাৎ পতিতুং নৈব ন চাগন্তুং ময়া সহ।
যুক্তং তে পুত্র বক্ষ্যামি যেন কার্য্যেণ তচ্ছৃণু ॥
কৃষ্ণেত্যুক্তা হরেণাহং নিন্দিতা চাপ্যনিন্দিতা।
সাহং তপঃ করিষ্যামি যেন গৌরীত্বমাপ্নুয়াম্ ॥
এষ স্ত্রীলম্পটো দেবো যাতায়াং ময্যনন্তরম্।
দ্বাররক্ষা ত্বয়া কার্য্যা নিত্যং রন্ধ্রাববেক্ষিণা ॥৩১
যথা ন কাচিৎ প্রবিশেদ্যোষিদত্র হরান্তিকম্।
দৃষ্ট্বা পরস্ত্রিয়ঞ্চাত্র বদেথা মম পুত্রক ॥ ৩২
শীঘ্রমেব করিষ্যামি যথাযুক্তমনন্তরম্।
এবমস্ত্বিতি দেবীং স বীরকঃ প্রাহ সাম্প্রতম্ ॥
মাতুরাজ্ঞামৃতাহ্লাদ-প্লাবিতাঙ্গো গতজ্বরঃ।
জগাম কক্ষ্যাং সন্দ্রষ্টুং প্রণিপত্য চ মাতরম্ ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে কুমারসম্ভবে দেব্যাস্তপোঽনুগমনং নাম পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫

সম্বন্ধে আর বহু বাক্য ব্যয় করিয়া কি ফল আছে? শ্মশানবাস নিবন্ধন তোমার নির্ভীকতা হইয়াছে, এবং নগ্নত্ব নিমিত্ত তোমার নির্লজ্জতা আসিয়াছে। তুমি কপালী বলিয়া তোমার ঘৃণা কিছুতেই নাই এবং দয়া ত তোমার চিরকালের জন্য চলিয়া গিয়াছে। হিমশৈলজা এই কথা কহিয়া সেই মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি চলিয়া গেলে শিবানুচর প্রমথগণ কিলকিল ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং 'হে মাতঃ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়াছ?' এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে তাহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। বীরক নামক প্রমথ দেবীর পাদদ্বয় ধরিয়া বাষ্প-গদ্‌গদ বাক্যে বলিল,—মাতঃ! কি হইয়াছে, আপনি কুপিতমনে কোথায় যাইতেছেন? আপনি নিঃস্নেহ হইয়া গমন করিলে আমিও আপনার অনুগমন করিব, নতুবা হে তপো-নিষ্ঠে! তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমি গিরিশিখর হইতে পতিত হইব। দেবী তখন দক্ষিণপাণি দ্বারা বীরকের বদন উত্তোলিত করিয়া কহিলেন,—পুত্র! তুমি শোক করিও না। বৎস! শৈলাগ্র হইতে পতন বা আমার অনুগমন ইহার একটীও তোমার পক্ষে উচিত নহে। কেন নহে? তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেখ, আমি অনিন্দিতা হইলেও হর আমাকে কৃষ্ণা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। অতএব আমি তপস্যা করিব—করিয়া গৌরীত্ব প্রাপ্ত হইব। ঐ দেবদেব অতি স্ত্রীলম্পট; সেইজন্য আমি চলিয়া গেলে তুমি নিত্য নিত্য রন্ধ্রাবেক্ষী হইয়া দ্বাররক্ষা কার্য্য করিবে। দেখিবে,—কোনরূপে যেন কোন অপর রমণী হরের সমীপে আসিতে না পারে। হে পুত্রক! যদি ঐরূপ ঘটনা দেখিতে পাও, তাহা হইলে আমাকে তাহা জানাইবে। আমি তাহার উচিত ব্যবস্থা যাহা হয়, শীঘ্রই করিব। তখন বীরক দেবীকে 'তথাস্তু' বাক্যে উত্তর প্রদান করিলেন এবং মাতার আদেশরূপ অমৃতাহ্লাদে প্লাবিতাঙ্গ হইয়া মাতাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তুষ্টমনে গৃহপ্রকোষ্ঠ পর্য্যবেক্ষ করিবার জন্য গমন করিলেন। ১০—৩৪।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৫৫

ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

স্যূত উবাচ।

দেবীং সাপশ্যদায়ান্তীং সখীং মাতুর্বিভূষিতাম্।
কুসুমামোদিনীং নাম তস্য শৈলস্য দেবতাম্॥১
সাপি দৃষ্ট্বা গিরিসুতাং স্নেহবিক্লবমানসা।
ক পুত্রি গচ্ছসীত্যুচ্চৈরালিঙ্গ্যোবাচ দেবতা॥২
সা চাস্য সর্ব্বমাচখ্যৌ শঙ্করাৎ কোপকারণম্।
পুনশ্চোবাচ গিরিজা দেবতাং মাতৃসম্মতাম্॥৩

উমোবাচ।

নিত্যং শৈলাধিরাজস্য দেবতা ত্বমনিন্দিতে।
সর্ব্বতঃ সন্নিধানং তে মম চাতীব বৎসলা॥ ৪
অতস্ত্বাং প্রবক্ষ্যামি যদ্বিধেয়ং তদা ধিয়া।
অন্যস্ত্রীসম্প্রবেশস্তু ত্বয়া রক্ষ্যঃ প্রযত্নতঃ॥ ৫
রহস্যত্র প্রযত্নেন চেতসা সততং গিরৌ।
পিনাকিনঃ প্রবিষ্টায়াং বক্তব্যং মে ত্বয়ানঘে॥৬
ততোঽহং সংবিধাস্যামি যৎ কৃত্যং তদনন্তরম্
ইত্যুক্তা সা তথেত্যুক্ত্বা জগাম স্বগিরিং শুভম্
উমাপি পিতুরুদ্যানং জগামাদ্রিসুতা দ্রুতম্।
অন্তরীক্ষং সমাবিশ্য মেঘমালামিব প্রভা॥ ৮
ততো বিভূষণান্যস্য বৃক্ষবল্কলধারিণী।
গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিসন্তপ্তা বর্ষাসু চ জলোষিতা॥৯
বন্যাহারা নিরাহারা শুষ্কা স্থণ্ডিলশায়িনী।
এবং সাধয়তী তত্র তপসা সংব্যবস্থিতা॥ ১০
জ্ঞাত্বা তু তাং গিরিসুতাং দৈত্যস্তত্রান্তরে বলী
অন্ধকস্য সুতো দৃপ্তঃ পিতুর্বধমনুস্মরন্॥ ১১
দেবান্ সর্ব্বান্ বিজিত্যাজৌ বকভ্রাতা রণোৎকটঃ
আড়ির্নামান্তরপ্রেক্ষী সততং চন্দ্রমৌলিনঃ॥ ১২
আজগামামররিপুঃ পুরং ত্রিপুরঘাতিনঃ।
স তত্রাগত্য দদৃশে বীরকং দ্বার্যবস্থিতম্॥
বিচিন্ত্যাসীদ্বরং দত্তং স পুরা পদ্মজন্মনা।
হতে তদান্ধকে দৈত্যে গিরিশেনামরদ্বিষি॥

ষট্পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

স্যূত কহিলেন,—সেই দেবী তখন দেখিলেন—সেই শৈলের অধিদেবতা কুসুমামোদিনী নাম্নী স্বীয় মাতৃসখী আগমন করিতেছেন। এদিকে সেই শৈলাধিদেবতাও গিরিসুতাকে দেখিয়াই স্নেহবিক্লবমনে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—অয়ি পুত্রি! কোথায় যাইতেছ? তখন শৈলজাও শঙ্কর হইতে স্বীয় কোপকারণ সমস্তই ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—এবং পুনরায় সেই মাতৃসম্মতা শৈলদেবতাকে কহিলেন,—হে অনিন্দিতে! তুমি শৈলাধিরাজের দেবতা, সর্ব্বত্রই তোমার নিত্য সন্নিধান এবং আমারও তুমি অতীব বৎসলা। এইজন্য তোমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিয়া যাইতেছি। অন্য স্ত্রী যাহাতে পিনাকীর আবাসে নির্জ্জনে প্রবেশ করিতে না পারে, তুমি সে বিষয়ে সতত সযত্নে চেষ্টা করিবে। আর যদি কোন নারী প্রবেশ করে, তবে সে সংবাদ আমাকে প্রদান করিবে। তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য হয়, আমি করিব। পার্ব্বতী কুসুমামোদিনীকে এই কথা কহিলে, তিনি 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীয় শৈলে প্রস্থান করিলেন। এদিকে উমা দেবীও পিতার উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মনে হইল অন্তরীক্ষস্থ মেঘমালায় যেন প্রভা প্রবেশ করিল। অনন্তর তিনি ভূষণ সকল পরিত্যাগ করিলেন, মাত্র বৃক্ষবল্কল ধারণ করিয়া গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিতাপে সন্তপ্ত ও বর্ষায় জলমধ্যে অবস্থিত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।১—৯। কখন বন্যফলাহারে, কখন নিরাহারে তাঁহার কাল কাটিতে লাগিল। তাঁহার দেহ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি স্থণ্ডিলে শয়ন করিতে লাগিলেন; এইরূপে গিরিসুতা তথায় তপঃসাধনায় অবস্থিত হইলেন জানিতে পারিয়া অন্ধকনন্দন বকভ্রাতা বলবান্ আড়ি নামক দৈত্য এই সময় তাহার পিতার বধবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সমস্ত দেবসৈন্য পরাজয়পূর্ব্বক ভগবান্ চন্দ্রশেখরের ছিদ্রান্বেষী হইয়া তদীয় পুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দৈত্য ত্রিপুরহরের পুরদ্বারে আসিয়া দেখিল, দ্বারে বীরক অবস্থান করিতেছেন। দেখিয়া

আড়িশ্চকার বিপুলং তপঃ পরমদারুণম্।
তমাগত্যাব্রবীদ্‌ব্রহ্মা তপসা পরিতোষিতঃ॥
কিমাড়ে দানবশ্রেষ্ঠ তপসা প্রাপ্তুমিচ্ছসি।
ব্রহ্মাণমাহ দৈত্যস্তু নির্মৃত্যুত্বমহং বৃণে॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ

ন কশ্চিচ্চ বিনা মৃত্যুং নরো দানব বিদ্যতে।
যতস্ততোঽপি দৈত্যেন্দ্র মৃত্যুঃ প্রাপ্যঃ শরীরিণা॥ ১৭
ইত্যুক্তো দৈত্যসিংহস্তু প্রোবাচাম্বুজসম্ভবম্।
রূপস্য পরিবর্ত্তো মে যদা স্যাৎ পদ্মসম্ভব॥ ১৮
তদা মৃত্যুর্মম ভবেদন্যথা ত্বমরো হ্যহম্।
ইত্যুক্তস্তু তদোবাচ তুষ্টঃ কমলসম্ভবঃ॥ ১৯
যদা দ্বিতীয়ো রূপস্য বিবর্ত্তস্তে ভবিষ্যতি।
তদা তে ভবিতা মৃত্যুরন্যথা ন ভবিষ্যতি॥ ২০
ইত্যুক্তোঽমরতাং মেনে দৈত্যসূনুর্মহাবলঃ।
তস্মিন্ কালে তু সংস্মৃত্য তদ্বধোপায়মাত্মনঃ॥
পরিহর্ত্তুং দৃষ্টিপথং বীরকস্যাভবৎ তদা।
ভুজঙ্গরূপী রন্ধ্রেণ প্রবিবেশ দৃশঃ পথম্॥ ২২
পরিহৃত্য গণেশস্য দানবোঽসৌ সুদুর্জ্জয়ঃ।
অলক্ষিতো গণেশেন প্রবিষ্টোঽথপুরান্তকম্॥
ভুজঙ্গরূপং সন্ত্যজ্য বভূবাথ মহাসুরঃ।
উমারূপী চ্ছলয়িতুং গিরিশং মূঢ়চেতনঃ॥ ২৪
কৃত্বা মায়াং ততো রূপমপ্রতর্ক্যমনোহরম্।
সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণং সর্ব্বাভিজ্ঞানসংবৃতম্॥ ২৫
কৃত্বা মুখান্তরে দন্তান্ দৈত্যো বজ্রোপমান্ দৃঢ়ান্।
তীক্ষ্ণাগ্রান্ বুদ্ধিমোহেন গিরিশং হন্তুমুদ্যতঃ॥
কৃত্বোমারূপসংস্থানং গতো দৈত্যো হরান্তিকম্
পাপো রম্যাকৃতিশ্চিত্র-ভূষণাম্বরভূষিতঃ॥ ২৭
তং দৃষ্ট্বা গিরিশস্তুষ্টস্তদালিঙ্গ্য মহাসুরম্।
মন্যমানো গিরিসুতাং সর্ব্বৈরবয়বান্তরৈঃ॥ ২৯
অপৃচ্ছৎ সাধু তে ভাবো গিরিপুত্রি ন কৃত্রিমঃ

সে চিন্তান্বিত হইল। পূর্ব্বে গিরিশের হস্তে অন্ধক নিহত হইলে, ঐ আড়ি দৈত্য বিপুল তপস্যা করিয়াছিল। ব্রহ্মা শেষে ঐ দৈত্যকে বর দান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা উহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া আগমনপূর্ব্বক বলেন যে, হে দানবশ্রেষ্ঠ! তুমি তপস্যা করিয়া কি বর লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? তাহাতে ঐ আড়ি দানব ব্রহ্মার নিকট অমরত্ব প্রার্থনা করে। ব্রহ্মা বলেন,—হে দানব! মৃত্যু ব্যতীত কাহারই চির স্থায়িত্ব নাই। অতএব হে দৈত্যেন্দ্র! দেহধারী মাত্রকেই মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হয়। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে ঐ দৈত্যেন্দ্র পদ্মজন্মাকে বলিয়াছিল যে, হে পদ্মযোনে! আমার যখন রূপ-পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তখনই যেন আমার মৃত্যু হয়। অন্যথা আমি যেন অমর হইয়াই থাকি। সেই দৈত্য ঐ সকল কথা কহিলে, কমলযোনি তুষ্ট হইয়া বলেন যে, যখন তোমার দ্বিতীয় রূপ-পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তখনই তোমার মৃত্যু হইবে; অন্যথা তোমার মৃত্যু নাই। ব্রহ্মার এই কথায় মহাবল দৈত্যনন্দন তখন ঐরূপ অমরত্ব বরই যথেষ্ট মনে করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ আড়ি দৈত্য নিজের সেই বধোপায় বার্ত্তা স্মরণ করিয়া বীরকের দৃষ্টিপথ পরিহার কামনায় ভুজঙ্গরূপে গৃহচ্ছিদ্র-পথে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিল। গণপতি বীরক দানবের এই প্রবেশ ব্যাপার কিছুই জানিতে পারিলেন না। এদিকে দানব পুরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক ভুজঙ্গরূপ পরিত্যাগ করিল এবং মূঢ়-বুদ্ধিবশতঃ উমারূপে গিরিশকে ছলিবার জন্য চেষ্টিত হইল। ঐ দানব মায়া করিয়া সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন সর্ব্ব অভিজ্ঞানযুত অতর্কিত মনোজ্ঞ উমারূপ ধারণ করিল। পরন্তু বুদ্ধিমোহে মুখ মধ্যে কয়েকটী বজ্রোপম তীক্ষ্ণাগ্র দন্ত আবিষ্কার করিয়া গিরিশকে বধ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। অনন্তর অপূর্ব্ব উমারূপ ধারণপূর্ব্বক ঐ পাপাশয় দৈত্য রম্যাকৃতি ও রম্য বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া হরান্তিকে উপস্থিত হইল। ১০—২৭। হর সেই মহাসুরকে উমাকৃতি দেখিয়া তুষ্ট হইলেন এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে উমা বলিয়াই মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করি-

যা ত্বং মদাশয়ং জ্ঞাত্বা প্রাপ্তেহ বরবর্ণিনি ॥২৯
ত্বয়া বিরহিতং শূন্যং মন্যমানো জগত্রয়ম্।
প্রাপ্তা প্রসন্নবদনা যুক্তমেবংবিধং ত্বয়ি ॥ ৩০
ইত্যুক্তো দানবেন্দ্রস্তু তদাভাষৎ স্ময়ঃশ্চনৈঃ
ন চাবুধ্যদভিজ্ঞানং প্রায়স্ত্রিপুরঘাতিনঃ ॥ ৩১

দেব্যুবাচ।

যাতাস্ম্যহং তপশ্চর্ত্তুং বাল্লভ্যায় তবাতু ..ম্।
রতিশ্চ তত্র মে নাভূৎ ততঃ প্রাপ্তা ত্বদন্তিকম্
ইত্যুক্তঃ শঙ্করঃশঙ্কাংকাঙ্ক্ষিৎ প্রাপ্যাবধারয়ৎ।
হৃদয়েন সমাধায় দেবঃ প্রহসিতাননঃ ॥ ৩৩
কুপিতা ময়ি তন্বঙ্গী প্রকৃত্যা চ দৃঢ়ব্রতা।
অপ্রাপ্তকামা সম্প্রাপ্তা কিমেতৎসংশয়ো মম ॥
ইতি চিন্ত্য হরস্তস্যা অভিজ্ঞানং বিধারয়ন্।
নাপশ্যদ্বামপার্শ্বে তু তদঙ্গে পদ্মলক্ষণম্ ॥ ৩৫
লোমাবর্ত্তন্তু রচিতং ততো দেবঃ পিনাকধৃক।
অবুধ্যদ্দানবীং মায়ামাকারং গূহয়ংস্ততঃ ॥ ৩৬
মেঢ্রে বজ্রাস্ত্রমাদায় দানবং তমসূদয়ৎ।
অবুধ্যদ্বীরকো নৈব দানবেন্দ্রং নিষূদিতম্ ॥৩৭
হরেণ সূদিতং দৃষ্ট্বা স্ত্রীরূপং দানবেশ্বরম্।
অপরিচ্ছিন্নতত্ত্বার্থা শৈলপুত্র্যৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩৮
দূতেন মারুতেনাশু গামিনা নগদেবতা।
শ্রুত্বা বায়ুমুখাদ্দেবী ক্রোধরক্তবিলোচনা।
অশপদ্বীরকং পুত্রং হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে আড়িবধো নাম ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৬ ॥

লেন,—অয়ি শৈলনন্দিনি! সাধু সাধু; বুঝিলাম, তোমার প্রণয়ভাব কৃত্রিম নহে। কেননা, হে বরবর্ণিনি! তুমি আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ; তোমার বিরহে আমি এই ত্রিভুবন শূন্য বলিয়াই মনে করিতেছিলাম। তুমি প্রসন্নমুখে আবার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ! ইহা তোমার যোগ্য কার্য্যই হইয়াছে। হর এই কথা কহিলে, দানবেন্দ্র উমারূপে ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—দেব! আমি তোমারই প্রেমলাভার্থ তীব্র তপস্যাচরণে গিয়াছিলাম; কিন্তু সেখানে আমার ভাল লাগিল না; সুতরাং আবার তোমারই নিকট ফিরিয়া আসিলাম। এই কথা কহিলে শঙ্কর যেন কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইলেন এবং মনে মনে সন্দিহান হইয়া প্রহর্ষবদনে হৃদয় মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন,—আমি জানি, তন্বঙ্গী দেবী উমা স্বভাবতই দৃঢ়ব্রতা; তিনি কোপভরে এখান হইতে চলিয়া গেলেন, এবং অপূর্ণমনোরথ হইয়া পুনরায় সহসা ফিরিয়া আসিলেন কেন? ইহাই এক্ষণে আমার সংশয়ের বিষয় হইতেছে। হর এইরূপ চিন্তা করিয়া উমার অভিজ্ঞানের বিষয় ভাবিলেন—এবং তাহার বামপার্শ্বে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন, তাহার অঙ্গে সেই প্রসিদ্ধ পদ্মলক্ষণ নাই। সেস্থানে এক সুরচিত লোমাবর্ত্ত রহিয়াছে। তখন দেব পিনাকপাণি তাহা দানবী মায়া বলিয়া বুঝিলেন এবং স্বীয় আকার গোপন করিয়া বজ্রাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক মেঢ্রদেশে প্রহার করিয়া সেই দানবকে বিনাশ করিলেন। বীরক সেই দানবেন্দ্রের বধবার্ত্তা কিছুই জানিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে হর কর্ত্তৃক স্ত্রীরূপধর দানবেন্দ্রকে নিহত দেখিয়া প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়াই অবিলম্বে দ্রুতগামী মারুত দূত দ্বারা শৈলপুত্রীর নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। দেবী শৈলজা বায়ুমুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে রক্তনেত্র হইলেন এবং ব্যথিত হৃদয়ে পুত্র বীরককে অভিশাপ প্রদান করিলেন। ২৮—৩৯।

ষট্পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৫৬।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

মাতরং মাং পরিত্যজ্য যস্মাৎ ত্বং স্নেহবিক্লবাৎ
বিহিতাবসরঃ স্ত্রীণাং শঙ্করস্য রহোবিধৌ ॥ ১
তস্মাৎ তে পরুষা রুক্ষা জড়া হৃদয়বর্জ্জিতা।
গণেশ ক্ষারসদৃশী শিলা মাতা ভবিষ্যতি ॥ ২
নিমিত্তমেতদ্বিখ্যাতং বীরকস্য শিলোদয়ে।
সোঽভবৎ প্রক্রমেণৈব বিচিত্রাখ্যানসংশ্রয়ঃ ॥৩
এবমুৎসৃষ্টশাপায়া গিরিপুত্র্যাস্তনন্তরম্।
নির্জ্জগাম মুখাৎ ক্রোধঃ সিংহরূপী মহাবলঃ ॥৪
স তু সিংহঃ করালাস্যো জটাজটিলকন্ধরঃ।
প্রোদ্ধূতলম্বলাঙ্গুলো দংষ্ট্রোৎকটমুখাতটঃ ॥ ৫
ব্যাবৃতাস্যো ললজ্জিহ্বঃ ক্ষামকুক্ষিঃ শিরাদিবৃ।
তস্যাস্যে বর্ত্তিতুং দেবী ব্যবস্যত সতী তদা ॥৬
জ্ঞাত্বা মনোগতং তস্যা ভগবাংশ্চতুরাননঃ।
আগম্যোবাচ দেবেশো গিরিজাং স্পষ্টয়া গিরা

ব্রহ্মোবাচ।

কিং পুত্রি প্রাপ্তুকামাসি কিমলভ্যং দদামি তে
বিরম্যতামতিক্লেশাৎ তপসোঽস্মান্মদাজ্ঞয়া ॥৮
তচ্ছ্রুত্বোবাচ গিরিজা গুরুং গৌরবগর্ব্বিতম্
বাক্যং বাচা চিরোদ্গীর্ণবর্ণনির্ণীতবাঞ্ছিতম্ ॥ ৯

দেব্যুবাচ।

তপসা দুষ্করেণাপ্তঃ পতিত্বে শঙ্করো ময়া।
স মাং শ্যামলবর্ণেতি বহুশঃ প্রোক্তবান্ ভবঃ
শ্যামহং কাঞ্চনাকারা বাল্লভ্যেন * চ সংযুতা।
ভর্ত্তুর্ভূতপতেরঙ্গমেকতো নির্ব্বিশেঽঙ্কবৎ ॥ ১১
তস্যাস্তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা প্রোবাচ কমলাসনঃ।
এবং ভব ত্বং ভূয়শ্চ ভর্ত্তৃদেহার্দ্ধধারিণী ॥ ১২
ততস্তত্যাজ ভৃঙ্গাঙ্গং ফুল্লনীলোৎপলত্বচম্ ॥১৩
ত্বচা সা চাভবদ্দীপ্তা ঘণ্টাহস্তা ত্রিলোচনা
নানাভরণপূর্ণাঙ্গী পীতকৌশেয়ধারিণী ॥ ১৪

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—হে গণেশ! যেহেতু তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্নেহবৈক্লব্য বশতঃ শঙ্করের নির্জ্জনাবাসে স্ত্রীলোক আসিবার অবসর প্রদান করিলে, এই অপরাধে এক পরুষা, রুক্ষা, জড়া, হৃদয়বর্জ্জিতা, ক্ষারতুল্যা শিলা তোমার মাতা হইবে। বীরকের শিলা হইতে উৎপত্তি সম্বন্ধে নিমিত্ত এইরূপই বিখ্যাত। এইরূপ প্রক্রম হইতেই বীরকের বিচিত্র আখ্যান প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। যাহা হউক, গিরিপুত্রী ঐরূপে শাপ প্রদান করিলে, তাহার বদন হইতে এক সিংহরূপী মহাবল ক্রোধ প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ সিংহ করালচক্র জটাজটিল কন্ধরশালী, দীর্ঘ লাঙ্গুল চালনে তৎপর, দংষ্ট্রা দ্বারা উৎকট মুখতট শোভী, বিবৃতানন, লোলজিহ্ব ও ক্ষীণকটি। দেবী শৈলসুতা তখন সেই সিংহের মুখমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার মনোভিপ্রায় জানিয়া ভগবান্ চতুরানন আগমনপূর্ব্বক গিরিজাকে স্পষ্টবাক্যে বলিলেন, হে পুত্রি! তুমি কি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছ? তোমার কোন্ অলভ্য বস্তু দান করিব? আমার আদেশে তুমি এই অতি ক্লেশকর তপস্যা হইতে বিরত হও। ১—৮। তৎশ্রবণে গিরিজা সেই গৌরব, গর্ব্বিত গুরুকে চিরোদ্গীর্ণ বর্ণে বাঞ্ছিত বিষয় নির্ণীত করিয়া কহিলেন, আমি দুষ্কর তপস্যা করিয়া শঙ্করকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে শ্যামলবর্ণা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অতএব আমি কাঞ্চনবর্ণা ও প্রণয়শালিনী হইয়া ভর্ত্তা ভূতপতির অঙ্গসঙ্গিনী হইতে ইচ্ছা করিতেছি। তাঁহার সেই কথা শুনিয়া কমলাসন কহিলেন,—'এবমস্তু' তুমি এইরূপ হইয়া ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইতে পারিবে। ব্রহ্মা এই কথা কহিবামাত্র শৈলজা তখন ভৃঙ্গাঙ্গ ও ফুল্ল নীলোৎপলতুল্য স্বীয় দেহত্বক্ পরিত্যাগ করিলেন। সেই ত্বক্ হইতে তৎকালে ঘণ্টাহস্তা, ত্রিলোচনা, নানা ভূষণভূষিতা, পীতকৌষেয়ধারিণী নিশাদেবী

* লাবণ্যেনেতি পাঠান্তরম্

তামব্রবীৎ ততো ব্রহ্মা দেবীং নীলাম্বুজত্বিষম্‌
নিশে ভূধরজাদেহসম্পর্কাৎ ত্বং মমাজ্ঞয়া ॥ ১৫
সম্প্রাপ্তা কৃতকৃত্যত্বমেকানংশা পুরা হ্যসি ।
য এব সিংহঃ প্রোদ্ভূতো দেব্যাঃ ক্রোধাম্বরাননে
স তেঽস্তু বাহনং দেবি কেতৌ চাস্তু মহাবলঃ ।
গচ্ছ বিন্ধ্যাচলং তত্র সুরকার্য্যং করিষ্যসি ॥১৭
পঞ্চালো নাম যক্ষোঽয়ং যক্ষলক্ষপদানুগঃ ।
দত্তস্তে কিঙ্করো দেবি ময়া মায়াশতৈর্যুতঃ ॥ ১৮
ইত্যুক্তা কৌশিকী দেবী বিন্ধ্যশৈলং জগামহ
উমাপি প্রাপ্তসঙ্কল্পা জগাম গিরিশান্তিকম্‌ ॥১৯
প্রবিশন্তীতি তাং দ্বারি হ্যপকৃষ্য সমাহিতঃ ।
রুরোধ বীরকো দেবীং হেমবেত্রলতাধরঃ ॥২০
তামুবাচ চ কোপেন রূপাৎ তু ব্যভিচারিণীম্‌ ।
প্রয়োজনং ন তেঽস্তীহ গচ্ছ যাবন্ন ভেৎস্যসি

প্রাদুর্ভূতা হইলেন। ব্রহ্মা সেই নীলাম্বুজ-কান্তি দেবীকে তখন বলিলেন,—হে নিশে! তুমি আমার শৈলসুতার দেহসঙ্গগুণে কৃত-কৃত্যতা লাভ করিয়াছ। তুমিই ভবিষ্যতে একানংশা নামে বিখ্যাতা হইবে। এই যে দেবীর ক্রোধ হইতে সিংহ সমুদ্ভূত হইয়াছে, হে দেবি! এই মহাবল সিংহ তোমারই বাহন হইবে এবং তোমার ধ্বজচিহ্ন হইয়া থাকিবে। তুমি বিন্ধ্যাচলে যাও, সেখানে গিয়া দেবকার্য্য সাধন করিবে। লক্ষ যক্ষানুচরসমভিব্যাহারী এই পঞ্চাল নামক যক্ষকে তোমার কিঙ্কররূপে অর্পণ করিলাম। হে দেবি! তোমার এই কিঙ্কর শত শত মায়ায় কুশল। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, কৌশিকী দেবী বিন্ধ্যাচলে প্রস্থান করিলেন। এদিকে উমা দেবীও অভীষ্ট লাভ করিয়া হরান্তিকে উপনীত হইলেন। তিনি যখন হরের গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যতা হইবেন, তখন দ্বাররক্ষক হেম-বেত্র-যষ্টিধারী বীরক তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার রূপগৌরবে তাঁহাকে ব্যভিচারিণী আশঙ্কায় সকোপে কহিলেন,—তোমার হেথায় কোনই প্রয়োজন নাই;

দেব্যা রূপধরো দৈত্যো দেবং বঞ্চয়িতুং ত্বিহ ।
প্রবিষ্টো ন চ দৃষ্টোঽসৌ স বৈ দেবেনঘাতিতঃ
ঘাতিতে চাহমাজ্ঞপ্তো নীলকণ্ঠেন কোপিনা ।
দ্বারেষু নাবধানং তে যস্মাৎ পশ্যামি বৈ ততঃ
ভবিষ্যসি ন মদ্দ্বাঃস্থো বর্ষপূগাণ্যনেকশঃ ।
অতস্তেঽত্র ন দাস্যামি প্রবেশংগম্যতাং দ্রুতম্‌

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বীরকশাপো নাম সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৭

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বীরক উবাচ

এবমুক্তা গিরিসুতা মাতা মে স্নেহবৎসলা ।
প্রবেশং লভতে নান্যা নারী কমললোচনে ॥১
ইত্যুক্তা তু তদা দেবী চিন্তয়ামাস চেতসা ।
ন সা নারীতি দৈত্যোঽসৌ বায়ুর্মে যামভাষত

অতএব যাবৎ না আহত হও, এস্থান হইতে প্রস্থান কর। দেবী শৈলপুত্রীর রূপ ধরিয়া দেবদেবকে অর্চ্চনা করিবার জন্য এক দৈত্য এখানে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল; দেবদেব তাহাকে জানিতে পারিয়া নিহত করিয়াছেন। সেই দৈত্য নিহত হইলে নীলকণ্ঠ কোপযুক্ত আমায় আজ্ঞা করিয়াছেন যে, দ্বাররক্ষায় তোমার অবধান কিছুই দেখিতেছি না। অতএব দীর্ঘকালের জন্য তুমি আমার দ্বার-রক্ষার কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। তাঁহার এই কথায় আমি সাবধান হইয়াছি। অতএব তোমাকে এখানে প্রবেশ করিতে দিব না, তুমি শীঘ্র প্রস্থান কর। ৯—২৪।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৫৭

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বীরক বলিলেন,—হে কমললোচনে! আমার মাতা স্নেহবৎসলা গিরিসুতাই এখানে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন। তদ্‌ভিন্ন অন্য কোন নারীর এখানে প্রবেশা-

বৃথৈব বীরকঃ শপ্তো ময়া ক্রোধপরীতয়া ।
অকার্য্যং ক্রিয়তে মূঢ়ৈঃ প্রায়ঃ ক্রোধসমীরিতৈঃ
ক্রোধেন নশ্যতে কীর্ত্তিঃ ক্রোধো হন্তি স্থিরাং শ্রিয়ম্ ।
অপরিচ্ছিন্নতত্ত্বার্থা পুত্রং শাপিতবত্যহম্।
বিপরীতার্থবুদ্ধীনাং সুলভো বিপদোদয়ঃ ॥ ৪
সঞ্চিন্ত্যৈব ত্বুবাচেদং বীরকং প্রতি শৈলজা ।
লজ্জাসজ্জবিকারেণ বদনেনাম্বুজত্বিষা ॥ ৫

দেব্যুবাচ ।

অহং বীরক তে মাতা মা তেঽস্তু মনসো ভ্রমঃ ।
শঙ্করস্যাস্মি দয়িতা সুতা তু হিমভূভৃতঃ ॥ ৬
মম গাত্রচ্ছবিভ্রান্ত্যা মা শঙ্কাং পুত্র ভাবয় ।
তুষ্টেন গৌরতা দত্তা মমেয়ং পদ্মজন্মনা ॥ ৭
ময়া শপ্তোঽস্যবিদিতে বৃত্তান্তে দৈত্যনির্ম্মিতে
জ্ঞাত্বা নারীপ্রবেশন্ত শঙ্করে রহসি স্থিতে ॥ ৮
ন নিবর্ত্তয়িতুং শক্যঃ শাপঃ কিন্তু ব্রবীমি তে ।
শীঘ্রমেষ্যসি মানুষ্যাৎ স ত্বং কামসমন্বিতঃ ॥ ৯
শিরসা তু ততো বন্দ্য মাতরং পূর্ণমানসঃ ।
উবাচার্চ্চিতপূর্ণেন্দুদ্যুতিঞ্চ হিমশৈলজাম্ ॥ ১০

বীরক উবাচ ।

নতসুরাসুরমৌলিমিলন্মণি-
প্রচয়কান্তিকরালনখাঙ্কিতে ।
নগসুতে শরণাগতবৎসলে
তব নতোঽস্মি নতার্ত্তিবিনাশিনি ॥ ১১
তপনমণ্ডলমণ্ডিতকন্ধরে
পৃথুসুবর্ণসুবর্ণনগদ্যুতে ।
বিষভুজঙ্গনিষঙ্গবিভূষিতে
গিরিসুতে ভবতীমহমাশ্রয়ে ॥ ১২
জগতি কঃ প্রণতাভিমতং দদৌ
ঝটিতি সিদ্ধনুতে ভবতী যথা ।
জগতি কাঞ্চ ন বাঞ্ছতি শঙ্করো
ভুবনভৃত্তনয়ে ভবতীং যথা ॥ ১৩

ধিকার নাই । বীরক এই কথা বলিলে দেবী শৈলপুত্রী চিন্তা করিতে লাগিলেন,—বায়ু আমাকে যে নারীর সংবাদ প্রদান করিয়াছিল, বুঝিলাম—সে নারী নহে, সে একটা দৈত্য। সুতরাং আমি ক্রোধান্ধ হইয়া পুত্র বীরককে বৃথা অভিশপ্ত করিয়াছি। বস্তুতঃ মূঢ়গণ ক্রুদ্ধ হইয়াই প্রায়শঃ অকার্য্য করিয়া থাকে। দেখিতেছি, ক্রোধই কীর্ত্তি-নাশক এবং ক্রোধই স্থির লক্ষ্মীর বিনাশক। আমি প্রকৃত তথ্য না জানিয়া প্রিয় পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়াছি। যাহাদের বুদ্ধিতে বিপরীতার্থ স্থান পায়, তাহাদের বিপদাগম সুলভই বটে। শৈলজা এইরূপ চিন্তা করিয়া লজ্জাজড়িত মুখাম্বুজে বীরকের প্রতি বলিলেন,—হে বীরক! আমি তোমার মাতা, তোমার মনোভ্রম অপগত হউক। আমিই হিমালয়-সুতা এবং শঙ্করের দয়িতা। পুত্র! তুমি আমার গাত্রচ্ছবি দেখিয়া ভ্রমে শঙ্কিত হইও না। পদ্মজন্মা তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আমায় এই গৌরবর্ণতা দান করিয়াছেন। দৈত্য-ঘটিত বৃত্তান্ত আমি বুঝিতে পারি নাই। নির্জ্জন স্থানে শঙ্করসমীপে নারী প্রবেশ করিল, এইরূপ সংবাদ অবগত হইয়াই তোমাকে আমি অভিশাপ দিয়াছি। কিন্তু সে শাপ এক্ষণে নিবারণ করিবার উপায় নাই। তবে আমি বলিতেছি, তুমি শীঘ্রই মনুষ্যভাব হইতে পূর্ণকাম হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। তখন বীরক হৃষ্টচিত্তে মস্তক দ্বারা পূর্ণেন্দুদ্যুতিসদৃশী মাতা হিমশৈলজাকে বন্দনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ১—১০। বীরক বলিলেন,—হে নগসুতে! হে শরণাগতবৎসলে! প্রণত সুরাসুরগণের মৌলিস্থিত মিলিত অসিসমূহের কান্তিচ্ছটায় তোমার নখাংশুরাজি সতত উপচিত হইয়া থাকে। হে নতজনের আর্ত্তিনাশিনি! তোমার পাদপদ্মে আমি প্রণত হইতেছি। হে গিরিসুতে! তোমার স্কন্ধ তপন-মণ্ডলে মণ্ডিত, প্রচুর সুবর্ণশালী সুমেরু-শৈলবৎ; তুমি দ্যুতিশালিনী এবং বিষভুজঙ্গময় নিষঙ্গ তোমার বিভূষণ। আমি তোমার শরণ লইলাম। হে সিদ্ধজন-সংস্তুতে! তোমার ন্যায় জগতে ঝটিতি প্রণতজনের অভিমত

বিমলযোগবিনির্ম্মিতদুর্জ্জয়-
স্বতনুতুল্যমহেশ্বরমণ্ডলে
বিদলিতান্ধকবান্ধবসংহতিঃ ।
সুরবরৈঃ প্রথমং ত্বমভিষ্টুতা ॥ ১৪
সিতসটাপটলোদ্ধতকন্ধরা-
ভরমহামৃগরাজরথাস্থিতা ।
বিমলশক্তিমুখানলপিঙ্গলা-
য়তভুজৌঘবিপিষ্টমহাসুরা ॥ ১৫
নিগদিতা ভুবনৈরিতি চণ্ডিকা
জননি শুম্ভ-নিশুম্ভনিষূদনী ।
প্রণতচিন্তিতদানবদানব-
প্রমথনৈকরতিস্তরসা ভুবি ॥ ১৬
নিয়তি বায়ুপথে জ্বলনোজ্জ্বলে-
হবনিতলে তব দেবি চ যদ্বপুঃ ।
তদজিতেহপ্রতিমে প্রণমাম্যহং
ভুবনভাবিনি তে ভববল্লভে ॥ ॥ ১৭
জলধয়ো ললিতোদ্ধতবীচয়ো
হুতবহদ্যুতয়শ্চ চরাচরম্‌ ।
ফণসহস্রভৃতশ্চ ভুজঙ্গমা-
স্তদভিধাস্যতি ময্যভয়ঙ্করাঃ ॥ ১৮
ভগবতি স্থিরভক্তজনাশ্রয়ে
প্রতিগতো ভবতীচরণাশ্রয়ম্‌ ।
করণজাতমিহাস্তু মমাচলং
নুতিলবাপ্তিফলাশয়হেতুতঃ ।
প্রশমমেহি মমাত্মজবৎসলে
নমোহস্তু তে দেবি জগত্রয়াশ্রয়ে ॥ ১৯
সূত উবাচ ।
প্রসন্না তু ততো দেবী বীরকস্তেতি সংস্তুতা ।
প্রাবেশ শুভং ভর্ত্তুর্ভবনং ভূধরাত্মজা ॥ ২০
দ্বারস্থো বীরকো দেবান্ হরদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ।
ব্যসর্জ্জয়ৎ স্বকান্যেব গৃহাণ্যাদরপূর্ব্বকঃ ॥ ২১
নাস্ত্যত্রাবসরো দেবা দেব্যা সহ বৃষাকপিঃ ।

বস্তু কে দান করিতে পারে? হে ভূধর-নন্দিনি! শঙ্কর আপনাকে যেমন প্রার্থনা করেন, এজগতে সেরূপ আর কোন নারী-কেই তিনি কামনা করেন না। তুমি বিশাল, তুমি বিশালযোগবলে মহেশ্বরের অনুরূপ স্বীয় দুর্জ্জয় তনু আবিষ্কার করিয়া তদীয় মণ্ডলস্বরূপ হইয়াছ এবং সুরগণকর্ত্তৃক সর্ব্বাগ্রে অভিষ্টুত হইয়া তুমিই অন্ধকাসুরের বন্ধুবান্ধবদিগকে বিনষ্ট করিয়াছ। শুভ্র সটাপটলে যদীয় কন্ধরদেশ সমুন্নত হইয়াছে, তাদৃশ মহাসিংহরূপ মহারথে অবস্থান করিয়া থাক। তোমার নিশিত শক্তি অস্ত্রের মুখোদ্গীর্ণ অনলজালে পিঙ্গলাভ আয়ত ভুজসমূহ দ্বারা তুমি মহাসুরদিগকে নিষ্পিষ্ট করিয়া থাক। হে জননি! ভুবনবাসী লোক সকল আপনাকেই শুম্ভ ও নিশুম্ভ নিষূদনী চণ্ডিকা নামে অভিহিত করে। তুমিই জগতে প্রণত জনগণের একমাত্র ধ্যেয় দেবতা। উপদ্রবকারী দানবদলের দলনে তোমারই একাগ্রতা বিদ্যমান। হে দেবি! বায়ুপথে, আকাশে কিংবা জ্বলনোজ্জ্বলে ভূতলে তোমার যে মূর্ত্তি বিরাজমান, হে অজিতে! হে অতুলনীয়ে! ভুবনভাবিনি! ভব-বল্লভে! তোমার সেই মূর্ত্তিকে আমি নমস্কার করি। হে দেবি! লীলাসমুল্লসিত বীচিশালী জলধিসকল, চরাচর জগতের হুতাশ শিখাকুল এবং ফণাসহস্রধারী ভুজঙ্গমদল, ইহারা তোমার নামোচ্চারণে আমার ভয়জনক হইতে পারে না। হে ভগবতি হে অবিচল ভক্তিশালি-জনগণের আশ্রয়ভূতে! আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম। আমার প্রতি তোমার অক্ষয় করুণাধারা বর্ষিত হউক। হে আত্মজ-বৎসলে! আমাকে ক্ষমা করিয়া তুমিশান্তভাব অবলম্বন কর। হে ত্রিজগতের আধাররূপিণি! দেবি! তোমাকে আমার নমস্কার। ১১—১৯। সূত কহিলেন,—অনন্তর দেবী ভূধরসুতা বীরকের স্তবে প্রসন্ন হইয়া ভর্ত্তার শুভভবনে প্রবেশ করিলেন। এদিকে দ্বারস্থিত বীরক, হর-দর্শনাকাঙ্ক্ষী দেবগণকে আদরপূর্ব্বক স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে বলিলেন। তিনি কহিলেন,—হে দেবগণ! এক্ষণে দেব-দর্শনের অবসর নাই। ভগবান্ বৃষাকপি

নিভৃতঃ ক্রীড়তীত্যুক্তা যযুস্তে চ যথাগতম্ ॥
গতে বর্ষসহস্রে তু দেবাস্ত্বরিতমানসঃ।
জ্বলনং চোদয়ামাসুর্জ্ঞাতুং শঙ্করচেষ্টিতম্ ॥ ২৩
প্রবিশ্য জালরন্ধ্রেণ শুকরূপী হুতাশনঃ।
দদৃশে শয়নে শর্ব্বং রতং গিরিজয়া সহ ॥ ২৪
দদৃশে তঞ্চ দেবেশো হুতাশং শুকরূপিণম্।
তমুবাচ মহাদেবঃ কিঞ্চিৎ কোপসমন্বিতঃ ॥ ২৫
শর্ব্ব উবাচ।
যস্মাৎ তু ত্বৎকৃতো বিঘ্নস্তস্মাত্ত্বয়্যুপপদ্যতে।
ইত্যুক্তঃ প্রাঞ্জলির্বহ্নিরপিবদ্বীর্য্যমাহিতম্ ॥ ২৬
তেনাপূর্য্যত তান্ দেবাংস্তত্তৎকায়বিভেদতঃ।
বিপাট্য জঠরং তেষাং বীর্য্যং মাহেশ্বরং ততঃ
নিষ্ক্রান্তং তপ্তহেমাভং বিততে শঙ্করাশ্রমে।
তস্মিন্ সরো মহজ্জাতং বিমলং বহুযোজনম্ ॥
প্রোৎফুল্লহেমকমলং নানাবিহগনাদিতম্।
তচ্ছ্রুত্বা তু ততো দেবী হেমদ্রুমমহাজলম্।
জগাম কৌতুকাবিষ্টা তৎ সরঃ কনকাম্বুজম্ ॥২৯
তত্র কৃত্বা জলক্রীড়াং তদম্ভুকৃতশেখরা ॥ ৩০
উপবিষ্টা ততস্তস্য তীরে দেবী সখীযুতা।
পাতুকমা চ তত্তোয়ং স্বাদু নির্ম্মলপঙ্কজম্ ॥৩১
অপশ্যৎ কৃত্তিকাঃ স্নাতাঃ বহ্নর্কদ্যুতিসন্নিভম্।
পদ্মপত্রে তু তদ্বারি গৃহীত্বোপস্থিতা গৃহম্ ॥ ৩২
হর্ষাদুবাচ পশ্যামি পদ্মপত্রে স্থিতং পয়ঃ।
ততস্তা উচুরখিলং কৃত্তিকা হিমশৈলজাম্ ॥৩৩
কৃত্তিকা উচুঃ।
দাস্যামো যদি তে গর্ভঃ সম্ভূতো যো ভবিষ্যতি
সোঽস্মাকমপি পুত্রঃ স্যাদস্মন্নাম্না চ বর্ত্ততাম্।
ভবেল্লোকেষু বিখ্যাতঃ সর্ব্বেষপি শুভাননে ॥৩৪
ইত্যুক্তোবাচ গিরিজা কথং মদ্গাত্রসম্ভবঃ।

দেবীর সহিত নিভৃতে ক্রীড়া করিতেছেন। এই কথা কহিলে দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বর্ষসহস্র অতীত হইলে দেবগণ শঙ্করের কার্য্যচেষ্টা জানিবার জন্য হুতাশনকে প্রেরণ করিলেন। হুতাশন গবাক্ষ দ্বারা শুকরূপে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—শঙ্কর, শয়নে গিরিজাসহ রতিক্রীড়ায় আসক্ত রহিয়াছেন। তখন শঙ্করও শুকরূপধারী হুতাশনকে দেখিতে পাইলেন,—দেখিয়া কিঞ্চিৎ কোপসহকারে বলিলেন,—হে পাবক! যেহেতু তুমি আমার কার্য্যে বিঘ্ন করিলে, এই কারণে তোমাতেই এই বীর্য্য উপগত হইবে। শঙ্কর এই কথা কহিলে হুতাশন তদীয় আহিত বীর্য্য পান করিলেন। অনন্তর তিনি সেই বীর্য্য দ্বারা দেবগণকে আপূরিত করিলেন। পরে সেই মহেশ্বর-বীর্য্য তাঁহাদের জঠর ভেদ করিয়া সুবিশাল শঙ্করাশ্রমে প্রতপ্ত হেমাকারে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহাতে সেখানে এক বহুযোজন-বিস্তৃত বিমল সরোবর সমুৎপন্ন হইল। ঐ সরোবরে প্রফুল্ল হেমকমল সুশোভিত হইল এবং নানাজাতীয় বিহঙ্গমেরা নিনাদ করিতে লাগিল। দেবী পার্ব্বতী সেই সরোবরের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কৌতুকাবিষ্ট হইলেন এবং সেই কনকাম্বুজময় সরোবর-সমীপে গমন করিলেন।২০—২৯। সেখানে গিয়া জলক্রীড়া করিয়া তাহার পদ্ম লইয়া শিরোভূষণ করিলেন এবং সেই সরোবরের স্বাদু জল পান করিবার লালসায় সখী সহ তাহার তীরে উপবিষ্ট হইলেন,—কৃত্তিকাগণ স্নান করিয়া সেই সরোবরের সূর্য্যসন্নিভ সমুজ্জ্বল জল পদ্মপত্রে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেবী হর্ষবশে বলিলেন,—আমি এই পদ্মপত্রস্থ জল দেখিব। তচ্ছ্রবণে কৃত্তিকাগণ শৈল-নন্দিনীকে কহিল,—হে দেবি! এই জল পান করিয়া আপনার যে গর্ভ উৎপন্ন হইবে, সে আমাদের পুত্র হইবে এবং আমাদের নামেই প্রখ্যাত হইবে। যদি এইরূপ হয়, তবে আমরা এই জল অর্পণ করিতে পারি। কৃত্তিকাগণ এই কথা কহিলে, গিরিজা কহিলেন,—মদীয় অঙ্গসমুৎপন্ন, সর্ব্বাবয়বসমন্বিত পুত্র তোমাদের হইবে কি প্রকারে? অনন্তর কৃত্তিকাগণ তাঁহাকে আবার কহিল,—দেবি! আমরা যাহা কহিলাম, যদি তাহা হয়, তবে আমরা

সর্ব্বৈরবয়বৈর্যুক্তো ভবতীভ্যঃ সুতো ভবেৎ ॥
ততস্তাং কৃত্তিকা ঊচুর্বিধাস্যামোহস্য বৈ বয়ম্
উত্তমান্যুত্তমাঙ্গানি যদ্যেবস্তু ভবিষ্যতি ॥ ৩৯
উক্তা বৈ শৈলজা প্রাহ ভবত্বেবমনিন্দিতাঃ।
ততস্তা হর্ষসম্পূর্ণাঃ পদ্মপত্রস্থিতং পয়ঃ ॥ ৩৭
তস্যৈ দদুস্তয়া চাপি তৎ পীতং ক্রমশো জলম্
পীতে তু সলিলে তস্মিংস্ততস্তস্মিন্ সরোবরে
বিপাট্য দেব্যাশ্চ ততো দক্ষিণাং কুক্ষিমুদ্গতঃ
নিশ্চক্রামাদ্ভুতো বালঃ সর্ব্বলোকবিভাসকঃ * ॥
প্রভাকরপ্রভাকারঃ প্রকাশকনকপ্রভঃ।
গৃহীতনির্ম্মলোদগ্র-শক্তি-শূলঃ ষড়াননঃ ॥ ৪০
দীপ্তো মারয়িতুং দৈত্যান কুৎসিতান্
কনকচ্ছবিঃ।
এতস্মাৎ কারণাদ্দেবঃ কুমারশ্চাপি সোহভবৎ

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে কুমারসম্ভবো নামা-
ষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৮ ॥

ঐ পুত্রের অঙ্গ সকল অতীব উত্তম করিয়া দিতে পারি। এই কথার উত্তরে—হিম শৈল-সুতা বলিলেন,—অনিন্দিতাগণ! আচ্ছা, তবে তাহাই হউক। তখন সেই কৃত্তিকাগণ সেই পদ্মপত্রস্থিত জল সহর্ষে শৈলসুতাকে সমর্পণ করিল। পার্ব্বতী ক্রমশঃ সেই জল পান করিলেন। তিনি সেই জল পান করিবার পর তাঁহার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া এক অদ্ভুতমূর্ত্তি বালক বহির্গত হইল। বালকের দেহপ্রভায় সমস্ত লোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বালক ষড়ানন হইলেন। তাঁহার দেহ প্রভাকর-প্রভার ন্যায় প্রদীপ্ত; তদীয় বর্ণ প্রতপ্ত কাঞ্চনবৎ সমুজ্জ্বল। তিনি নির্ম্মল, তীক্ষ্ণ শক্তি ও শূল ধারণ করিলেন। তিনি স্বয়ং কনককান্তিরূপে কুৎসিত দৈত্য-দিগকে মারিবার জন্য দেদীপ্যমান। এই জন্যই তাঁহার নাম কুমার। ৩০—৪১।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৮

একোনষষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

বামং বিদার্য্য নিষ্ক্রান্তঃ সুতো দেব্যাঃ পুনঃ শিশুঃ
স্কন্দাচ্চ বদনে বহ্নেঃ শুক্রাৎ সুবদনোহরিহা
কৃত্তিকামেলনাদেব শাখাভিঃ সবিশেষতঃ।
শাখাভিধাঃ সমাখ্যাতাঃ ষট্‌সু বক্ত্রেষু বিস্তৃতাঃ
যতস্ততো বিশাখোহসৌ খ্যাতো লোকেষু
ষণ্মুখঃ।
স্কন্দো বিশাখঃ ষড়্‌বক্ত্রঃ কার্ত্তিকেয়শ্চ বিশ্রুতঃ
চৈত্রস্য বহুলে পক্ষে পঞ্চদশ্যাং মহাবলৌ।
সম্ভূতাবর্কসদৃশৌ বিশালে শরকাননে ॥ ৪
চৈত্রস্যৈব সিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং পাকশাসনঃ।
বালকাভ্যাং চকারৈকং মত্বা চামরভূতয়ে ॥ ৫
তস্যামেব ততঃ ষষ্ঠ্যামভিষিক্তো গুহঃ প্রভুঃ।
সর্ব্বৈরমরসঙ্ঘাতৈর্ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রভাস্করৈঃ ॥ ৬
গন্ধমাল্যৈঃ শুভৈর্ধূপৈস্তথা ক্রীড়নকৈরপি।
ছত্রৈশ্চামরজালৈশ্চ ভূষণৈশ্চ বিলেপনৈঃ ॥ ৭

ঊনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—সেই অরিন্দম সুন্দরাস্য কুমার জন্মিবার পূর্ব্বে শুক্ররূপে বহ্নিবদনে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর ক্রমে শিশু-রূপে দেবীর বামকক্ষ বিদারণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হন। কুমার জন্মে কৃত্তিকাগণের মেলন, বিশেষতঃ ছয় বক্ত্রে ছয়টী শাখার সমাবেশ এই সকল কারণে তিনি স্কন্দ, বিশাখ, ষড়ানন ও কার্ত্তিকেয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। চৈত্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে বিশাল শরকাননমধ্যে অর্কপ্রতিম দুই মহা-বল বালক জন্মগ্রহণ করে; ঐ চৈত্র মাসেরই শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীদিনে পাকশাসন অমর-দিগের মঙ্গলের জন্য ঐ উভয় বালককে একীকৃত করেন। অনন্তর ষষ্ঠী তিথিতে গুহ,—ব্রহ্মা, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও আদিত্যপ্রমুখ দেবগণ কর্ত্তৃক গন্ধ, মাল্য, উত্তম ধূপ, ক্রীড়োপকরণ, ছত্র, চামর, ভূষণ ও বিলেপন

* লোকশোকবিনাশক ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

অভিষিক্তো বিধানেন যথাবৎ ষণ্মুখঃ প্রভুঃ।
সুতামস্মৈ দদৌ শক্রো দেবসেনেতিবিশ্রুতাম্
পত্ন্যর্থং দেবদেবস্য দদৌ বিষ্ণুস্তদায়ুধান্।
যক্ষাণাং দশলক্ষাণি দদাবস্মৈ ধনাধিপঃ॥ ৯
দদৌ হুতাশনস্তেজো দদৌ বায়ুশ্চ বাহনম্।
দদৌ ক্রীড়নকং ত্বষ্টা কুক্কুটং কামরূপিণম্।
এবং সুরাস্তু তে সর্ব্বে পরিবারমনুত্তমম্॥১০
দদুর্মুদিতচেতস্কাঃ স্কন্দায়াদিত্যবর্চ্চসে॥ ১১
জানুভ্যামবনৌ স্থিত্বা সুরসঙ্ঘাস্তমস্তুবন্।
স্তোত্রেণানেন বরদং ষণ্মুখং মুখ্যশঃ সুরাঃ॥১২

দেবা উচুঃ।

নমঃ কুমারায় মহাপ্রভায়
স্কন্দায় চ স্কন্দিতদানবায়।
নবার্কবিদ্যুদ্দ্যুতয়ে নমোঽস্তু
নমোঽস্তু তে ষণ্মুখ কামরূপ॥ ১৩
পিনদ্ধনানাভরণায় ভর্ত্রে
নমো রণে দারুণদারুণায়।
নমোঽস্তু তেঽর্কপ্রতিমপ্রভায়
নমোঽস্তু গুহ্যায় গুহায় তুভ্যম্॥ ১৪
নমোঽস্তু ত্রৈলোক্যভয়াপহায়
নমোঽস্তু তে বালকৃপাপরায়।
নমো বিশালামললোচনায়
নমো বিশাখায় মহাব্রতায়॥ ১৫
নমো নমস্তেঽস্তু নমো হরায়
নমো নমস্তেঽস্তু রণোৎকটায়।
নমো ময়ূরোজ্জ্বলবাহনায়
নমোঽস্তু কেয়ূরবরায় তুভ্যম্॥ ১৬
নমো ধৃতোদগ্রপতাকিনে নমো
নমঃ প্রভাবপ্রণতায় তেঽস্তু।
নমো নমস্তে বরবীর্য্যশালিনে
ক্রিয়াপরাণাং ভবভব্যমূর্ত্তয়ে॥ ১৭
ক্রিয়াপরা যজ্ঞপতিঞ্চ স্তুত্বা
বিরেমুরেব ত্বমরাধিপাদ্যাঃ।
এবং তদা ষড়্বদনস্তু সেন্দ্রা
মুদা সুতুষ্টশ্চ গুহস্ততস্তান্।
নিরীক্ষ্য নেত্রৈরমলৈঃ সুরেশান্
শত্রূন্ হনিষ্যামি গতজ্বরাঃ স্থ॥ ১৮

কুমার উবাচ।

কং বঃ কামং প্রযচ্ছামি দেবতা ব্রূত নির্বৃতাঃ।

প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধি অভিষিক্ত হইলেন। তখন সুরপতি শক্র তাঁহাকে দেবসেনা নামে এক বিখ্যাত কন্যা প্রদান করিলেন। বিষ্ণু তাঁহাকে আয়ুধরাজি অর্পণ করিলেন এবং ধনাধিপ দশ লক্ষ যক্ষ, হুতাশন তেজ, বায়ু বাহন ও ত্বষ্টা ক্রীড়নস্বরূপ একটী কামরূপী কুক্কুট প্রদান করিলেন। সুরগণ মুদিতচেতা হইয়া সকলে এইরূপে আদিত্যসন্নিভ কার্ত্তিকেয়কে অনুত্তম পরিবার সকল প্রদান করিলেন এবং নতজানু হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক সুরগণ সেই বরদ ষণ্মুখের সর্ব্বতোভাবে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন। ১-১২। যথা, হে কুমার, মহাপ্রভ, স্কন্দ, স্কন্দিতদানব! আপনার কান্তি, নবোদিত সূর্য্য ও সৌদামিনীর ন্যায়। হে কামরূপ, ষণ্মুখ! আপনাকে নমস্কার। হে অর্কপ্রতিমপ্রভাব! আপনি বিবিধ ভূষণে ভূষিত, আমাদের পালয়িতা ও ভয়ঙ্করেরও ভয়ঙ্কর। হে রহস্যময় গুহ! আপনাকে নমস্কার। হে নিখিল-ভুবন-ভয়াপহারিন্! আপনি বালকবৎসল, আপনাকে নমস্কার; আপনার লোচনদ্বয় আয়ত নির্ম্মল। হে বিশাখ! হে মহাব্রত! আপনাকে নমস্কার। হে হর! আপনি রণোৎকট, ময়ূর-বাহন, বরকেয়ূর; আপনাকে নমস্কার। হে ধৃতোদগ্রপতাকিন্! হে প্রভাবপ্রণত! আপনাকে নমস্কার। হে বরবীর্য্যশালিন্! আপনি ক্রিয়াপরায়ণ ব্যক্তিগণের ভব-ভব্য মূর্ত্তি-স্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। ক্রিয়াপরায়ণ যজ্ঞপতি অমরগণ ইন্দ্রের সহিত এই প্রকারে ষড়াননের স্তব করিয়া বিরত হইলে অনিন্দিতাঙ্গ গুহ তুষ্ট হইয়া হর্ষসহকারে দেবগণকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—হে দেবগণ! আপনারা নিরুদ্বেগে অবস্থান করুন। আমি আপনাদের শত্রুকুল নির্ম্মূল করিব। হে দেবগণ! আপনাদিগের কোন্

যদ্যপ্যসাধ্যং হৃদ্যং বো হৃদয়ে চিন্তিতং পরম্
ইত্যুক্তাস্ত সুরাস্তেন স্তুত্বা প্রণতমৌলয়ঃ।
সর্ব্ব এব মহাত্মানং গুহং তদ্গতমানসাঃ॥ ২০
দৈত্যেন্দ্রস্তারকো নাম সর্ব্বামরকুলান্তকৃৎ।
বলবান্ দুর্জ্জয়ো দুষ্টো দুরাচারোঽতিকোপনঃ
তমেব জহি হৃদ্যোঽর্থ এষোঽস্মাকং ভয়াপহ
এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা সর্ব্বামরপদানুগঃ।
জগাম জগতাং নাথঃ স্তূয়মানোঽমরেশ্বরৈঃ॥২২
তারকস্য বধার্থায় জগতঃ কণ্টকস্য বৈ।
ততশ্চ প্রেষয়ামাস শক্রো লব্ধসমাশ্রয়ঃ॥২৩
দূতং দানবসিংহস্য পরুষাক্ষরবাদিনম্।
স তু গত্বাব্রবীদ্দৈত্যং নির্ভয়ো ভীমদর্শনঃ॥২৪
দূত উবাচ।
শক্রস্ত্বামাহ দেবেশো দৈত্যকেতো দিবস্পতিঃ
তারকাসুর তচ্ছ্রুত্বা ঘট শক্ত্যা যথেচ্ছয়া॥২৫

অভিলষিত বিষয় পূরণ করিতে হইবে? তাহা স্বচ্ছন্দে বলুন; আপনাদের হৃদ্য বিষয় যদি অসাধ্যও হয়, যাহা আপনারা হৃদয়ে চিন্তা করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই পূর্ণ করিব। সুরগণ ভগবান্ কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া প্রণতিপুরঃসর তদ্গত মানসে মহাত্মা ষড়াননের স্তব করিয়া বলিলেন,—হে ভয়াপহ! তারক নামক দৈত্যপতি নিখিল অমরকুলের ক্ষয় সাধন করিতেছে। সেই দুষ্ট দুরাচার অত্যন্ত বলবান্, দুর্জ্জয় ও নিতান্ত কোপনস্বভাব। আপনি তাহার নিধন সাধন করুন, ইহাই আমাদের একমাত্র অভিলষিত। দেবগণ এই কথা কহিলে জগন্নাথ কুমারদেব 'তথাস্তু' বলিয়া সুরবরগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ভুবনকণ্টক তারকের বধের নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। তখন আশ্রয় প্রাপ্ত ইন্দ্র, দানবেন্দ্র তারকের নিকট এক পরুষভাষী দূত প্রেরণ করিলেন। ভীমাকার ইন্দ্রদূত দানবেন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া নির্ভয়ে বলিল,—হে দৈত্যকেতো তারকাসুর! স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র তোমার নিকটে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, তুমি তাহা

যজ্জগদ্দলনাদাপ্তং কিল্বিষং দানব ত্বয়া।
তস্যাহং শাসকস্তেঽস্য রাজাস্মি ভুবনত্রয়ে॥২৬
শ্রুত্বৈতদ্দূতবচনং কোপসংরক্তলোচনঃ।
উবাচ দূতং দুষ্টাত্মা নষ্টপ্রায়বিভূতিকঃ॥ ২৭
তারক উবাচ।
দৃষ্টং তে পৌরুষং শক্র রণেষু শতশো ময়া।
নিস্ত্রপত্বান্ন তে লজ্জা বিদ্যতে শক্র দুর্ম্মতে॥২৮
এবমুক্তে গতে দূতে চিন্তয়ামাস দানবঃ।
নালব্ধসংশ্রয়ঃ শক্রো বক্তুমেবং হি চার্হতি॥২৯
জিতঃ স শক্রো নোঽকস্মাজ্জায়তে সংশ্রয়াশ্রয়ঃ
নিমিত্তানি চ দুষ্টানি সোঽপশ্যদ্দুষ্টচেষ্টিতঃ॥ ৩০
পাংশুবর্ষমসৃক্পাতং গগনাদবনীতলে।
ভুজ-নেত্রপ্রকম্পঞ্চ বক্ত্রশোষং মনোভ্রমম্॥৩১

শ্রবণ করিয়া শক্তি অনুসারে যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার কর।১৩—২৫। তিনি বলিয়াছেন, হে দানব! এই জগৎ উৎপীড়িত করিয়া তুমি যে পাপার্জ্জন করিয়াছ, আমি ত্রিভুবনের রাজা, অদ্য তোমায় সে পাপের শাস্তি প্রদান করিব। দূতের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র তারকাসুরের নেত্র কোপে আরক্ত হইল। সেই দুষ্টাত্মা যেন স্বীয় বিভূতি বিনষ্ট করিতে বসিয়াছে। ইন্দ্রের উদ্দেশে দূতের নিকট বলিল,—ওহে শক্র! আমি রণক্ষেত্রে শত শত বার তোমার পৌরুষ দেখিয়াছি। ওরে দুর্ম্মতে ইন্দ্র! তোমার লজ্জামাত্র নাই, তাই তোমার এই নির্লজ্জের ন্যায় ব্যবহার। তারক এই কথা কহিলে দূত প্রস্থান করিল। তখন দানব এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল,—নিশ্চয়ই ইন্দ্র, কোন আশ্রয় লাভ করিয়াছে; নতুবা এরূপ বলিতে সে কখনই সাহসী হইত না। সেই ইন্দ্রকে আমরা সম্পূর্ণরূপে জয় করিলাম, অথচ সহসা কোথায় সে ইতিমধ্যে আশ্রয় লাভ করিল! সেই দুষ্ট-চেষ্টা-রত দানব এইরূপ চিন্তা করিয়া অনন্তর অমঙ্গলজনক নিমিত্ত সকলও প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। সে দেখিল,—গগন হইতে অনবরত মহীতলে

স্বকান্তাবক্তৃপদ্মানাং ম্লানতাঞ্চ ব্যলোকয়ৎ।
দুষ্টাংশ্চ প্রাণিনো রৌদ্রান্ সোঽপশ্যদ্দুষ্টবেদিনঃ
তদাচৈষ্যেব দিতিজো স্বস্তচিন্তোঽভবৎ ক্ষণাৎ
যাবদ্গজঘটা-ঘণ্টা-রণৎকাররবোৎকটাম্ ॥ ৩৩
তদ্বৎ তুরগসঙ্ঘাত-ক্ষুন্নভূরেণুপিঞ্জরাম্।
চঞ্চলস্যন্দনোদগ্রধ্বজরাজিবিরাজিতাম্ ॥ ৩৪
বিমানৈশ্চাদ্ভুতাকারৈশ্চলিতামরচামরৈঃ।
তাং ভূষণনিবদ্ধাঞ্চ কিন্নরোদ্গীতনাদিতাম্ ॥৩৫
নানানাকতরূৎফুল্ল কুসুমাপীড়ধারিণীম্।
বিকোশাস্ত্রপরিষ্কারাং বর্ম্মনির্ম্মলদর্শনাম্ ॥ ৩৬
বন্দ্যাদ্যুষ্টস্তুতিরবাং নানাবাদ্যনিনাদিতাম্।
সেনাং নাকসদাংদৈত্যঃপ্রাসাদস্থো ব্যলোকয়ৎ

চিন্তয়ামাস স তদা কিঞ্চিদুদ্ভ্রান্তমানসঃ।
অপূর্ব্বঃ কো ভবেদ্যোদ্ধা যো ময়া ন বিনি-
র্জ্জিতঃ ॥ ৩৮
ততশ্চিন্তাকুলো দৈত্যঃ শুশ্রাব কটুকাক্ষরম্।
সিদ্ধবন্দিভিরুদ্ঘুষ্টমিদং হৃদয়দারুণম্ ॥ ৩৯

(অথ গাথা,—)

জয় অতুলশক্তিদীধিতিপিঞ্জর-
ভুজদণ্ডচণ্ডরণরভস।
সুখদ কুমুদকাননবিকাসনেন্দো
কুমার জয় দিতিজকুলমহোদধিবড়বানল ॥
ষণ্মুখ মধুররবময়ূররথ
সুরমুকুটকোটিঘট্টিতচরণ নবাঙ্কুরমহাসন।
জয় ললিতচূড়াকলাপনববিমলদল
কমলকান্ত দৈত্যবংশদুঃসহদাবানল ॥ ৪১
জয় বিশাখ বিভো জয় সকললোকতারক
স্কন্দ জয় গৌরীনন্দন ঘণ্টাপ্রিয়।

রক্ত ও পাংশুবৃষ্টি হইতেছে। নেত্র ও বাহু স্পন্দিত হইতেছে। মুখশোষ ও মনোভ্রম ঘটিতেছে। আরও দেখিল—তদীয় কামিনীগণের মুখকমল ম্লান হইয়া যাইতেছে। ও রৌদ্রপ্রকৃতি প্রাণিগণ অশিব ধ্বনি করিতেছে। দৈত্যবর এই সকল বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত না হইয়া কিছুকাল নিশ্চিন্তভাবে রহিল। অনন্তর দৈত্য স্বীয় প্রাসাদে অবস্থিত হইয়াই অদূরে নানা বাদ্য-নিনাদিত বর্ম্ম-নির্ম্মলাকৃতি অসংখ্য দেববাহিনী দেখিতে পাইল। দেখিল,—দেবসেনাগণের সিংহনাদ সহ গজঘণ্টার ঘণ্টারণৎকার মিশ্রিত হইয়া এক অতি উৎকট ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তুরঙ্গম-সঙ্ঘের খুরক্ষুন্ন ভূরেণুজালে সেনাসকল পিঞ্জরাভা ধারণ করিয়াছে। ঐ সৈন্যশ্রেণী চঞ্চল স্যন্দনস্থিত উদগ্র ধ্বজরাজি দ্বারা বিরাজিত হইতেছে। অমরগণের চলিত চামর ও অদ্ভুতাকার বিমানশ্রেণী সেনাসমূহ মধ্যে বিরাজ করিতেছে। কিন্নরগণ দলে দলে সঙ্গীতালাপে নিরত হইয়াছে এবং বন্দিগণ দেববৃন্দের বিবিধ স্তুতিগাথা গান করিতেছে। ঐ সুরসেনাগণ নাক-তরুগণের নানাবিধ উৎফুল্ল কুসুমাপীড় ধারণ-পূর্ব্বক সুশোভিত হইতেছে। দৈত্যেন্দ্র তারক সেই বিপুল দেববাহিনী দেখিয়া কিঞ্চিৎ উদ্ভ্রান্ত-মনে চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিল,—একি হইল, কে এমন অপূর্ব্ব যোদ্ধা আবির্ভূত হইল, যাহাকে আমি সমরে পরাজয় করি নাই! দৈত্য এইরূপে চিন্তাকুল হইলে, অদূরে সিদ্ধবন্দিগণের মুখোচ্চারিত ঈদৃশ হৃদয়বিদারক কর্কশাক্ষরময় স্তববাক্য শ্রবণ করিতে লাগিল।২৮—৩৯। যথা,—হে কুমার! তুমি অপ্রতিম শক্তিপ্রভায় পিঞ্জরস্বরূপ, এবং দোর্দ্দণ্ডবলে প্রচণ্ড রণে সুনিপুণ। তুমি জয়যুক্ত হও। হে সুখরূপ কুমুদকাননের প্রকাশক ইন্দুস্বরূপ! হে দৈত্যকুলরূপ মহার্ণবের বড়বানল! তোমার জয় হউক। হে ষণ্মুখ! হে মধুরনিনাদিন্! হে ময়ূররথে সমারূঢ়! সুরগণের কোটি কোটি মুকুটঘট্টনে তোমার চরণ ও মহাসন সঞ্জাত-নবাঙ্কুরবৎ প্রতিভাত হয়। তুমি সুরগণের বিলুলিত চূড়াকলাপরূপ নব বিমলদলশালী কমলের কান্তস্বরূপ এবং তুমিই দৈত্যবংশের দুঃসহ দাবদাহনস্বরূপ। তোমার জয় হউক। হে বিশাখ! হে বিভো! হে সকললোকতারক!

প্রিয় বিশাখ বিভো ধৃতপতাকপ্রকীর্ণ-
পটল কনকভূষণভাসুর দিনকরচ্ছায় ॥৪২
জয় জনিতসম্ভ্রমলীলালূনাখিলারাতে জয়
সকললোকতারক দিতিজাসুরবরতারকান্তক।
স্কন্দ জয় বাল সপ্তবাসর জয়
ভুবনাবলিশোকবিনাশন ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে দেবাসুরসংগ্রামে রণোদ্যোগো নামৈকোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৯ ॥

ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ।
শ্রুত্বৈতৎ তারকঃ সর্ব্বমুদ্‌ঘুষ্টং দেববন্দিভিঃ।
সস্মার ব্রহ্মণো বাক্যং বধং বালাদুপস্থিতম্ ॥১
স্মৃত্বা ধর্ম্মং হ্যবর্ম্মাঙ্গঃ পদাতিরপদানুগঃ।
মন্দিরান্নির্জ্জগামাশু শোকগ্রস্তেন চেতসা।
কালনেমিমুখা দৈত্যাঃ সংরম্ভাদ্‌ভ্রান্তচেতসঃ।
যোধা ধাবত গৃহ্নীত যোজয়ধ্বং বরূথিনীম্ ॥৩
কুমারং তারকো দৃষ্ট্বা বভাষে ভীষণাকৃতিঃ।
কিং বাল যোদ্ধুকামোঽসি ক্রীড়াকন্দুকলীলয়া ॥
ত্বয়া ন দানবা দৃষ্টা যৎ সঙ্গরবিভীষকাঃ।
বালত্বাদথ তে বুদ্ধিরেবং স্বল্পার্থদর্শিনী ॥ ৫
কুমারোঽপি তমগ্রস্থং বভাষে হর্ষয়ন্ সুরান্।
শৃণু তারক শাস্ত্রার্থস্তব চৈব নিরূপ্যতে ॥ ৬
শাস্ত্রৈরর্থা ন দৃশ্যন্তে সময়ে নির্ভয়ে ভটৈঃ।
শিশুস্ত্বং মাবমংস্থা মে শিশুঃ কালভুজঙ্গমঃ ॥৭
দুষ্প্রেক্ষ্যো ভাস্করো বালস্তথাহং দুর্জ্জয়ঃ শিশুঃ

হে স্কন্দ! হে গৌরীনন্দন! হে ঘণ্টাপ্রিয়! হে প্রিয়বিশাখ! হে পতাকাপ্রকরধর! হে কনকভূষণ-গণে ভাসুর দিনকরপ্রভ! তুমি বারম্বার জয়যুক্ত হও। তুমি সম্ভ্রমসঙ্কুল লীলাক্রমে অখিল অরাতির উন্মূলন কর্ত্তা। তুমিই নিখিল লোকের ত্রাতা এবং তুমিই দৈত্যগণের প্রধান অধিনায়ক তারকাসুরের সংহর্ত্তা। তোমার জয় হউক। হে স্কন্দ! হে সপ্তবর্ষবয়স্ক বালকমূর্ত্তে! হে ভুবনসমূহের শোকবিনাশক! তুমি বহুধা জয়যুক্ত হও ॥ ৪০—৪৩ ॥

ঊনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৯ ॥

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—তারকাসুর দেববন্দিগণের উচ্চারিত তাদৃশ স্তববাক্য শ্রবণ করিয়া মনে করিল,—পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমাকে বর দিয়াছিলেন যে, বালকের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে। এক্ষণে দেখিতেছি, আমার সেই মৃত্যুকাল উপস্থিত। এই কথা স্মরণ করিয়া দৈত্যরাজ বর্ম্মহীন-দেহে সঙ্গে কোন অনুচর না লইয়াই একাকী পাদচারে শোক-গ্রস্তমনে সত্বর স্বীয় মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। এবং বলিতে লাগিল,—হে কালনেমিপ্রমুখ দৈত্যগণ! তোমরা সংরম্ভবশে ভ্রান্তচিত্ত হইয়াছ কেন? হে আমার যোধগণ! তোমরা অস্ত্র গ্রহণ কর, ধাবিত হও এবং অসুরবাহিনীদিগকে সম্মিলিত কর। তখন ভীষণাকৃতি তারক কুমারকে দেখিয়া কহিল,—ওহে বালক! তুমি কি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? আমার মতে কন্দুক দ্বারা ক্রীড়া করাই তোমার পক্ষে উচিত। তুমি সমরভীষণ দানবদিগকে দেখ নাই, তাই বালকত্বপ্রযুক্ত তোমার এরূপ অল্পার্থদর্শিনী বুদ্ধি জন্মিয়াছে। ১—৫। তখন কুমারও তারককে অগ্রবর্ত্তী দেখিয়া সমগ্র সুরসমাজকে হর্ষিত করত কহিলেন,—ওহে তারকাসুর শ্রবণ কর, তোমার নিকট শাস্ত্রার্থ নিরূপণ করিতেছি। শস্ত্রব্যবসায়ীরা যথাকালে শাস্ত্রার্থ দর্শন করিতে পারে না। আমার শিশুত্বের প্রতি অবজ্ঞা করিও না। দেখ, কালভুজঙ্গম শিশুই বটে, ভাস্কর বালক হইলেও দুষ্প্রেক্ষ্য। এইরূপ আমি যে শিশু, আমিও তোমার একান্ত দুর্জ্জয়। হে দৈত্য! দেখ

অল্লাক্ষরো ন মন্ত্রঃ কিং সুস্ফুরো দৈত্য দৃশ্যতে
কুমারে প্রোক্তবত্যেবং দৈত্যশ্চিক্ষেপ মুদ্গরম্
কুমারস্তং নিরস্যাথ বজ্রেণামোঘবর্চ্চসা ॥ ৯
ততশ্চিক্ষেপ ইত্যেন্দ্রো ভিন্দিপালময়োময়ম্।
করেণ তচ্চ জগ্রাহ কার্ত্তিকেয়োঽমরারিহা ॥১০
গদাং মুমোচ দৈত্যায় ষণ্মুখোঽপি খরস্বনাম্।
তয়া হতস্ততো দৈত্যশ্চকম্পেঽচলরাড়িব ॥১১
মেনে চ দুর্জ্জয়ং দৈত্যস্তদা ষড়্বদনং রণে।
চিন্তয়ামাস বুদ্ধ্যা বৈ প্রাপ্তঃ কালো ন সংশয়ঃ ॥
কুপিতন্তু তমালোক্য কালনেমিপুরোগমাঃ।
সর্ব্বে দৈত্যেশ্বরা জঘ্নুঃ কুমারংরণদারুণম্ ॥১৩
স তৈঃ প্রহারৈরস্পৃষ্টো বৃথাক্লেশো মহাদ্যুতিঃ
রণশৌণ্ডাস্তু দৈত্যেন্দ্রাঃ পুনঃপ্রাসৈঃশিলীমুখৈঃ
কুমারং সামরং জঘ্নুর্বলিনো দেবকণ্টকাঃ।
কুমারস্য ব্যথা নাভূদ্দৈত্যাস্ত্রনিহতস্য তু ॥ ১৫

নাই কি, অল্লাক্ষর মন্ত্র কিরূপ শক্তি ধরে? কুমার এই কথা কহিলে, দৈত্য প্রথমেই তাঁহার প্রতি মুদ্গর অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। কুমার অমোঘবীর্য্য বজ্রদ্বারা সেই মুদ্গর নিরস্ত করিলেন। অনন্তর দৈত্যেন্দ্র এক লৌহময় ভিন্দিপাল নিক্ষেপ করিল। অরিন্দম স্কন্দ তাহা কর দ্বারা গ্রহণ করিলেন এবং এক ভীষণনাদিনী গদা দৈত্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্য সেই গদাহত হইয়া গিরিবরের ন্যায় কম্পিত হইল এবং রণে ষড়াননকে দুর্জ্জয় বলিয়া মনে করিল। তখন সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—আমার কাল নিশ্চয়ই পূর্ণ হইয়াছে। এই সময় কালনেমিপ্রমুখ প্রধান প্রধান দৈত্যগণ কুমারকে কুপিত দেখিয়া চারিদিক্ হইতে অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু মহাদ্যুতি কার্ত্তিকেয় অনায়াসেই সেই সকল অস্ত্রপ্রহার ব্যর্থ করিলেন। তখন রণশৌণ্ড দেবরিপু দৈত্যেন্দ্রগণ পুনরায় প্রাস ও শিলীমুখাদি অস্ত্রশস্ত্রবর্ষণে অমরগণ সহ কুমারকে আহত করিতে লাগিল। কুমার দৈত্যাস্ত্রে আহত হইলেও তাঁহার

প্রাণান্তকরণো জাতো দেবানাং দানবাহবঃ।
দেবান্ নিপীড়িতান্ দৃষ্ট্বা কুমারঃ কোপমাবিশৎ
ততোঽস্ত্রৈর্বারয়ামাস দানবানামনীকিনীম্।
তৈরস্ত্রৈর্নিষ্প্রতীকারৈস্তাড়িতাঃসুরকণ্টকাঃ ॥১৭
কালনেমিমুখাঃ সর্ব্বে রণাদাসন্ পরাঙ্মুখাঃ।
বিদ্রুতেষথ দৈত্যেষু হতেষু চ সমন্ততঃ ॥ ১৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাদৈত্যস্তারকোঽসুরনায়কঃ।
জগ্রাহ চ গদাং দিব্যাং হেমজালপরিষ্কৃতাম্ ॥
জঘ্নে কুমারং গদয়া নিষ্টপ্তকনকাঙ্গদঃ।
শরৈর্ময়ূরং চিত্রৈশ্চ চকার বিমুখং রণে ॥ ২০
দৃষ্ট্বা পরাঙ্মুখং দেবো মুক্তরক্তং স্ববাহনম্।
জগ্রাহ শক্তিং বিমলাং রণে কনকভূষণাম্ ॥২১
বাহুনা হেমকেয়ূর-রুচিরেণ ষড়াননঃ।
ততো জবান্মহাসেনস্তারকং দানবাধিপম্ ॥ ২২
তিষ্ঠ তিষ্ঠ সুদুর্ব্বুদ্ধে জীবলোকং বিলোকয়।
হতোঽস্যদ্য ময়া শক্ত্যা স্মর শস্ত্রং সুশিক্ষিতম্

কিছুমাত্র ব্যথাবোধ হইল না। ৬—১৫। তখন সেই দানব-যুদ্ধ বহু দেবসৈন্যের প্রাণক্ষয়কর হইয়া উঠিল। দেবগণকে নিপীড়িত দেখিয়া কুমার কুপিত হইলেন। অনন্তর অস্ত্রবর্ষণে তিনি দানববাহিনীকে হতোদ্যম করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপ্রতিহত অস্ত্রপাতে সুরকণ্টক সকল তাড়িত হইল। কালনেমিপ্রমুখ ভীষণ দানবগণ রণ হইতে পরাঙ্মুখ হইল। চারিদিকেই দৈত্যসৈন্য নিহত হইতে লাগিল। বহু দৈত্য পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে অসুরনেতা মহাদৈত্য তারক ক্রুদ্ধ হইয়া হেমজাল-মালিত দিব্য গদা গ্রহণ করিল এবং তাহা দ্বারা কুমারকে আহত করিল। তদীয় বিচিত্র শর প্রহারে কুমারবাহন ময়ূর রণ হইতে বিমুখ হইল। কুমার স্বীয় বাহনকে সমরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া হেম-কেয়ূর-রুচির বাহুদণ্ড দ্বারা এক কনক-মণ্ডিত বিমল শক্তি গ্রহণ করিলেন এবং সেই মহাসেনাপতি কার্ত্তিকেয় তখন দানবেন্দ্র তারককে কহিলেন,—ওরে সুদুর্ব্বুদ্ধে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ। এই জীবলোক এ জন্মের মত

ইত্যুক্ত্বা চ ততঃ শক্তিং মুমোচ দিতিজং প্রতি
সা কুমারভুজোৎসৃষ্টা তৎকেয়ূররবানুগা।
বিভেদ দৈত্যহৃদয়ং বজ্রশৈলেন্দ্রকর্কশম্ ॥ ২৪
গতাসুঃ স পপাতোর্ব্ব্যাং প্রলয়ে ভূধরো যথা
বিকীর্ণমুকুটোষ্ণীষো বিস্রস্তাখিলভূষণঃ ॥ ২৫
তস্মিন্ বিনিহতে দৈত্যে ত্রিদশানাংমহোৎসবে
নাভূৎ কশ্চিৎ তদা দুঃখী নরকেষ্বপি পাপকৃৎ ॥
স্তবন্তঃ ষণ্মুখং দেবাঃ ক্রীড়ন্তশ্চাঙ্গনাযুতাঃ।
জগ্মুঃ স্বানেব ভবনান্ ভূরিধামান উৎসুকাঃ ॥
দদুশ্চাপি বরং সর্ব্বে দেবাঃ স্কন্দমুখং প্রতি।
তুষ্টাঃ সম্প্রাপ্তসর্ব্বেচ্ছাঃ সহ সিদ্ধৈস্তপোধনৈঃ

দেবা ঊচুঃ।

যঃ পঠেৎ স্কন্দসম্বন্ধাং কথাং মর্ত্ত্যো মহামতিঃ

দেখিয়া লও। অদ্য আমার এই শক্তি-প্রহারে তুমি হত হইবে। অতএব যদি কোন সুশিক্ষিত অস্ত্র থাকে, তবে তাহা এইবার স্মরণ কর। কুমার এই কথা কহিয়া দৈত্যবর তারকের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর কুমার-কর নিক্ষিপ্ত তদীয় কেয়ূর-রবানুসারিণী সেই ভীষণ শক্তি দৈত্যের বজ্র ও শৈলেন্দ্রবৎ কর্কশ হৃদয় বিদ্ধ করিল। দৈত্যেন্দ্র গতাসু হইয়া প্রলয়কালীন ভূধরের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তাহার মস্তকস্থ মুকুট ও উষ্ণীষ বিকীর্ণ হইল। দেহস্থ সমস্ত ভূষণ চতুর্দ্দিকে বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। সেই দৈত্য নিহত হইলে, দেবগণমধ্যে মহোৎসব প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে কোন নরকস্থ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও দুঃখিত রহিল না। দেবগণ স্ব স্ব অঙ্গনাসহ ষড়াননকে স্তব করিতে করিতে বিবিধ ক্রীড়া করিয়া পুলকপূর্ণ মনে স্ব স্ব প্রভূত তেজঃসম্পন্ন ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন সমস্ত দেবই তুষ্ট ও পূর্ণ-মনোরথ হইয়া সিদ্ধ-তপোধনগণ সমভিব্যাহারে স্কন্দের উদ্দেশে বর প্রদান করিলেন। দেবগণ কহিলেন,—যে মহামতি মর্ত্ত্য ব্যক্তি, স্কন্দসম্বন্ধিনী কথা পাঠ করিবে, শ্রবণ

বহ্বায়ুঃ সুভগঃ শ্রীমান্ কান্তিমান্ শুভদর্শনঃ।
ভূতেভ্যো নির্ভয়শ্চাপি সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ ॥৩০
সন্ধ্যামুপাস্য যঃ পূর্ব্বাং স্কন্দস্য চরিতং পঠেৎ।
স মুক্তঃ কিল্বিষৈঃ সর্ব্বৈর্ম্মহাধনপতির্ভবেৎ ॥৩১
বালানাং ব্যাধিজুষ্টানাং রাজদ্বারঞ্চ সেবতাম্।
ইদং তৎ পরমং দিব্যং সর্ব্বদা সর্ব্বকামদম্।
তনুক্ষয়ে চ সাযুজ্যং ষণ্মুখস্য ব্রজেন্নরঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে তারকবধো নাম ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬০ ॥

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামো হিরণ্যকশিপোর্বধম্।
নরসিংহস্য মাহাত্ম্যং তথা পাপবিনাশনম্ ॥ ১

সূত উবাচ।

পুরা কৃতযুগে বিপ্রা হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ।

শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েদ্বাপি স ভবেৎকীর্ত্তিমান্ নরঃ ॥২৯

করিবে, কিম্বা করাইবে, তাহার অতুল কীর্ত্তি হইবে। সে দীর্ঘায়ু, শুভগ, শ্রীমান্, কান্তিমান, প্রিয়দর্শন, সর্ব্বদুঃখহীন ও সমগ্র ভূতবর্গ হইতে নির্ভয় হইবে। যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া স্কন্দচরিত পাঠ করে, তাহার সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি ঘটে এবং সে বিপুল ধনের অধিপতি হয়। ব্যাধিযুক্ত বালক বা রাজদ্বারসেবী লোক, সকলের পক্ষেই এই স্বর্গীয় পরমোত্তম স্কন্দ-চরিত সর্ব্বদা সর্ব্বকামপ্রদ। এই চরিতপাঠক নর দেহান্তে ষড়াননের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ১৬—৩২।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬০।

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—আমরা এখন হিরণ্যকশিপুনামক দৈত্যদ্বয়ের বধবার্ত্তা এবং কলুষনাশন নরসিংহের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; তুমি তাহা বর্ণন কর। সূত

দৈত্যানামাদিপুরুষশ্চকার স মহৎ তপঃ ॥ ২
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
জলবাসী সমভবৎ স্নানমৌনধৃতব্রতঃ ॥ ৩
ততঃ শম-দমাভ্যাঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যেণ চৈব হি।
ব্রহ্মা প্রীতোঽভবৎ তস্য তপসা নিয়মেন চ ॥
ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ স্বয়মাগম্য তত্র হ।
বিমানেনার্কবর্ণেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥ ৫
আদিত্যৈর্বসুভিঃ সাধ্যৈর্মরুদ্ভির্দৈবতৈস্তথা।
রুদ্রৈর্বিশ্বসহায়ৈশ্চ যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগৈঃ ॥ ৬
দিগ্‌ভিশ্চৈব বিদিগ্‌ভিশ্চ নদীভিঃ সাগরৈস্তথা
নক্ষত্রৈশ্চ মুহূর্ত্তৈশ্চ খেচরৈশ্চ মহাগ্রহৈঃ ॥ ৭
দেবৈর্ব্রহ্মর্ষিভিঃ সার্দ্ধং সিদ্ধৈঃ সপ্তর্ষিভিস্তথা।
রাজর্ষিভিঃ পুণ্যকৃদ্ভির্গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ ॥ ৮
চরাচরগুরুঃ শ্রীমান্ বৃতঃ সর্ব্বৈর্দিবৌকসৈঃ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো দৈত্যং বচনমব্রবীৎ ॥
প্রীতোঽস্মি তব ভক্তস্য তপসানেন সুব্রত।
বরং বরয় ভদ্রং তে যথেষ্টং কামমাপ্নুহি ॥ ১০
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
ন দেবাসুরগন্ধর্ব্বা ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ।
ন মানুষাঃ পিশাচা বা হন্যুর্মাং দেবসত্তম ॥ ১১
ঋষয়ো বা ন মাং শাপৈঃ শপেযুঃ প্রপিতামহ।
যদি মে ভগবান্ প্রীতো বর এষ বৃতো ময়া ॥
ন চাস্ত্রেণ ন শস্ত্রেণ গিরিণা পাদপেন চ।
ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ ন দিবা ন নিশাথবা ॥ ১৩
ভবেয়মহমেবার্কঃ সোমো বায়ুর্হুতাশনঃ।
সলিলঞ্চান্তরীক্ষঞ্চ নক্ষত্রাণি দিশো দশ ॥ ১৪
অহং ক্রোধশ্চ কামশ্চ বরুণো বাসবো যমঃ।
ধনদশ্চ ধনাধ্যক্ষো যক্ষঃ কিম্পুরুষাধিপঃ ॥ ১৫
ব্রহ্মোবাচ।
এতে দিব্যা বরাস্তাত ময়া দত্তাস্তবাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বান্ কামান্ সদা বৎস প্রাপ্স্যসে ত্বং ন সংশয়ঃ ॥ ১৬

কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! পুরাকালে সত্য-যুগে হিরণ্যকশিপুনামে দৈত্যগণের এক আদিপুরুষ ছিল। সেই দৈত্যরাজ দশ সহস্র, দশশতবর্ষ যাবৎ কৃতস্নান হইয়া মৌনব্রত ধারণপূর্ব্বক আকণ্ঠ সলিলে সাতিশয় তপস্যা করিয়াছিল। অনন্তর তাহার ব্রহ্মচর্য্য, শম, দম, তপস্যা এবং বিনয়ে ব্রহ্মা অতি প্রীত হইলেন। তখন চরাচরগুরু শ্রীমান্ ভগবান স্বয়ম্ভু প্রভাকর-করবিনিন্দিত প্রদীপ্ত হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। জগৎপতি ব্রহ্মার সহিত তখন সিদ্ধ, সাধ্য, দ্বাদশ আদিত্য, বসুগণ, মরুদ্-গণ, দেবগণ, বিশ্বসহায় রুদ্রগণ, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগগণ, দিক্ ও বিদিক্ সকল, নদীনিচয়, সাগরকুল, নক্ষত্রনিকর, মুহূর্ত্ত সকল, আকাশ-চর মহাগ্রহগণ, দেবগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, সপ্তর্ষি-সকল, পুণ্যবান্, রাজর্ষিগণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা প্রভৃতি স্বর্গবাসিগণ আসিয়া উপস্থিতহইলেন। ব্রহ্মবিদ্বর্য্য ব্রহ্মা তখন দৈত্যপতি হিরণ্য-কশিপুকে বলিলেন,—হে সুব্রত! তোমার এই তপশ্চরণে আমি প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর গ্রহণ কর,—করিয়া অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হও। হিরণ্য-কশিপু বলিল,—হে দেবোত্তম! কি অমর, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি পন্নগ, কি রাক্ষস, আমি কাহারও বধ্য হইব না। মনুষ্য এবং পিশাচ আমাকে হনন করিতে পারিবে না। হে প্রপিতামহ! ঋষিগণ আমাকে অভিসম্পাত করিবেন না। যদি আমার প্রতি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমি এইরূপই বর প্রার্থনা করিতেছি। অপিচ কি অস্ত্র, কি শস্ত্র, কি পর্ব্বত, কি পাদপ, কিছুতেই আমার মৃত্যু হইবে না। রাত্রি কিম্বা দিবাতে আমি মরিব না। কোন শুষ্ক, কি আর্দ্র বস্তুতে আমার মৃত্যু হইবে না। চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, হুতাশন এ সকল আমিই হইব। আমিই অন্ত-রীক্ষ, আমিই সলিল, আমিই নক্ষত্র, আমিই দশদিক্, আমিই কামক্রোধ, আমিই কৃতান্ত, আমিই বাসব এবং কিম্পুরুষপতি ধনাধ্যক্ষ কুবের আমিই হইব।১—১৫। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে তাত! এই অদ্ভুত দিব্য বর

এবমুক্তা স ভগবান্ জগামাকাশ এব হি।
বৈরাজং ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ১৭
ততো দেবাশ্চ নাগাশ্চ গন্ধর্ব্বা ঋষিভিঃ সহ।
বরপ্রদানং শ্রুত্বৈব পিতামহমুপস্থিতাঃ ॥ ১৮

দেবা উচুঃ।

বরপ্রদানাদ্ভগবন্ বাধিষ্যতি স নোঽসুরঃ।
তৎ প্রসীদাশু ভগবন্ বধোঽপ্যস্ত বিচিন্ত্যতাম্।
ভগবন্ সর্ব্বভূতানামাদিকর্ত্তা স্বয়ং প্রভুঃ।
স্রষ্টা ত্বং হব্য-কব্যানামব্যক্তপ্রকৃতির্বুধঃ ॥ ২০
সর্ব্বলোকহিতং বাক্যং শ্রুত্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ
আশ্বাসয়ামাস সুরান্ সুশীতৈর্বচনাম্বুভিঃ ॥ ২১
অবশ্যং ত্রিদশাস্তেন প্রাপ্তব্যং তপসঃ ফলম্।
তপসোঽন্তেঽস্য ভগবান্ বধং বিষ্ণুঃ করিষ্যতি
তচ্ছ্রুত্বা বিবুধা বাক্যং সর্ব্বে পঙ্কজজন্মনঃ।
স্বানি স্থানানি দিব্যাণি বিপ্রা জগ্মুর্মুদান্বিতাঃ ॥
লব্ধমাত্রে বরে চাথ সর্ব্বাঃ সোঽবাধত প্রজাঃ।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো বরদানেন দর্পিতঃ ॥ ২৪
আশ্রমেষু মহাভাগান্ স মুনীন্ শংসিতব্রতান্
সত্যধর্ম্মপরান্ দান্তান্ ধর্ষয়ামাস দানবঃ ॥ ২৫
দেবাংস্ত্রিভুবনস্থাংশ্চ পরাজিত্য মহাসুরঃ।
ত্রৈলোক্যং বশমানীয় স্বর্গে বসতি দানবঃ
যদা বরমদোৎসিক্তশ্চোদিতঃ কালধর্ম্মতঃ।
যজ্ঞিয়ানকরোদ্দৈত্যানযজ্ঞিয়াশ্চ দেবতাঃ ॥ ২৭
তদাদিত্যাশ্চ সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ বসবস্তথা।
সেন্দ্রা দেবগণা যক্ষাঃ সিদ্ধ-দ্বিজ-মহর্ষয়ঃ ॥ ২৮
শরণ্যং শরণং বিষ্ণুমুপতস্থুর্মহাবলম্।
দেবদেবং যজ্ঞময়ং বাসুদেবং সনাতনম্ ॥ ২৯

দেবা উচুঃ।

নারায়ণ মহাভাগ দেবাস্ত্বাং শরণং গতাঃ।

তোমাকে আমি প্রদান করিলাম। হে বৎস! তুমি সর্ব্বদা সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত হইবে; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া ব্রহ্মর্ষিগণনিষেবিত স্বীয় বৈরাজধামে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর হিরণ্যকশিপুর বরপ্রাপ্তি সংবাদ শ্রবণ করিয়া ঋষিগণের সহিত গন্ধর্ব্ব, নাগ এবং অমরগণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে ভগবন্! সেই অসুরপতি হিরণ্যকশিপু বরপ্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকেই হনন করিবে; অতএব হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন,—হইয়া শীঘ্র উহার বধোপায় চিন্তা করুন। হে ভগবন্! আপনিই সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনা হইতেই হব্য কব্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। আপনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, আপনিই পণ্ডিত এবং আপনি স্বয়ম্ভুৎপন্ন। তখন প্রজাপতি সেই সর্ব্বলোক-হিতকর বচন শ্রবণ করিয়া সুশীতল জলরাশির ন্যায় বাক্য প্রয়োগে দেবগণকে সান্ত্বনা করিলেন। বলিলেন,—হে ত্রিদশবাসী সকল! সেই হিরণ্যকশিপু নিশ্চয়ই তাহার তপস্যার অনুরূপ ফল পাইবে। পরে সেই সঞ্চিত তপস্যার অবসান ঘটিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহার বধ সাধন করিবেন। দেবগণ এবং বিপ্রগণ পদ্মযোনি ব্রহ্মার সেই কথা শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া স্বীয় দিব্য বাস-ভবনে প্রস্থান করিলেন। এদিকে সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বর লাভে দর্পিত হইয়া লোকদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল এবং আশ্রমপদে সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ সংশিতব্রত মহাভাগ মাননীয় মুনিদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সেই মহাসুর ত্রিভুবনবাসী দেবগণকে পরাজয় করিয়া সমগ্র ত্রৈলোক্য বশীভূত করিয়া স্বর্গরাজ্যে বাস করিতে লাগিল। সে যৎকালে বরমদে গর্ব্বিত হইয়া দৈত্যগণকে যজ্ঞাংশভাগী এবং দেবগণকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করিল, তখন আদিত্য, সাধ্য, বিশ্বদেব, বসু, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং যক্ষ, সিদ্ধ, দ্বিজ, ও মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া শরণ্য, শরণ, মহাবল, দেবদেব, সনাতন, যজ্ঞপুরুষ, বাসুদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১৬—২৯। দেবগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ নারায়ণ! আমরা দেবগণ,—আপনার শরণা-

ত্রায়স্ব জহি দৈত্যেন্দ্রং হিরণ্যকশিপুং প্রভো ॥
ত্বংহি নঃ পরমো ধাতা ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ
ত্বং হি নঃ পরমো দেবো ব্রহ্মাদীনাং সুরোত্তম

বিষ্ণুরুবাচ ।

ভয়ং ত্যজধ্বমমরা অভয়ং বো দদাম্যহম্ ।
তথৈব ত্রিদিবং দেবাঃ প্রতিপৎস্যথমাচিরম্ ॥৩২
এষোঽহং সগণং দৈত্যং বরদানেন দর্পিতম্ ।
অবধ্যমমরেন্দ্রাণাং দানবেন্দ্রং নিহন্ম্যহম্ ॥ ৩৩
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ বিসৃজ্য ত্রিদশেশ্বরান্ ।
বধং সঙ্কল্পয়ামাস হিরণ্যকশিপোঃ প্রভুঃ ॥ ৩৪
সহায়ঞ্চ মহাবাহোরোঙ্কারং গৃহ্য সত্বরম্ ।
অথোঙ্কারসহায়স্তু ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ৩৫
হিরণ্যকশিপুস্থানং জগাম হরিরীশ্বরঃ ।
তেজসা ভাস্করাকারঃশশী কান্ত্যেব চাপরঃ ॥৩৬
নরস্য কৃত্বার্দ্ধতনুং সিংহস্যার্দ্ধতনুং তথা ।

• •

পন্ন হইলাম। হে প্রভো! দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে সংহার করুন। আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। আপনি আমাদিগের পরম পিতা; আপনি আমাদিগের পরম গুরু। হে সুরবর! আপনি ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবেরই পরম দেব। বিষ্ণু কহিলেন,—হে অমরগণ! তোমরা ভয় ত্যাগ কর। আমি তোমাদিগকে অভয় দান করিতেছি। হে দেবগণ! অচিরেই তোমরা ত্রিদিবধাম প্রাপ্ত হইবে। এই আমি অচিরেই বরদান-দর্পিত, অমরেন্দ্রগণের অবধ্য দানবেন্দ্রকে তদীয় অনুচরগণ সহ সংহার করিব। ভগবান্ বিষ্ণু এই বলিয়া দেবগণকে বিদায় দিলেন এবং হিরণ্যকশিপুর বধবিধান সংকল্প করিলেন। অনন্তর সেই মহাবাহু অব্যয় বিষ্ণু ওঙ্কারকে সহায়স্বরূপে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহায়তা পাইয়া তিনি হিরণ্যকশিপুর সমীপে গমন করিলেন। তেজস্বিতায় তাঁহার দেহ ভাস্করাকার ধারণ করিল। কান্তিচ্ছটায় তিনি দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। তাঁহার অর্দ্ধদেহ নরাকার এবং অর্দ্ধ সিংহা-

নারসিংহেন বপুষা পাণিং সংস্পৃশ্য পাণিনা ॥৩৭
ততোঽপশ্যতবিস্তীর্ণাংদিব্যাং রম্যাংমনোরমাম্
সর্ব্বকামযুতাং শুভ্রাং হিরণ্যকশিপোঃ সভাম্ ॥
বিস্তীর্ণাং যোজনশতংশতমধ্যর্দ্ধমায়তাম্ ।
বৈহায়সীং কামগমাং পঞ্চযোজনবিস্তৃতাম্ ॥৩৯
জরাশোকক্লমাপেতাং নিষ্প্রকম্পাংশিবাংসুখাম্
বেশ্মহর্ম্ম্যবতীং রম্যাং জ্বলন্তীমিব তেজসা ॥৪০
অন্তঃসলিলসংযুক্তাং বিহিতাং বিশ্বকর্ম্মণা ।
দিব্যরত্নময়ৈর্বৃক্ষৈঃ ফলপুষ্পপ্রদৈর্যুতাম্ ॥ ৪১
নীল-পীত-সিত-শ্যামৈঃ কৃষ্ণৈর্লোহিতকৈরপি ।
অবতানৈস্তথা গুল্মৈর্মঞ্জরীশতধারিভিঃ ॥ ৪২
সিতাভ্রঘনসঙ্কাশা প্লবন্তীব বাদৃশ্যত ।
রশ্মিবতী ভাস্বরা চ দিব্যগন্ধমনোরমা ॥ ৪৩
সুসুখা ন চ দুঃখা সা ন শীতা ন চ ঘর্ম্মদা ।
ন ক্ষুৎপিপাসেগ্লানিং বা প্রাপ্যতাংপ্রাপ্নুবন্তিতে
নানারূপৈরুপকৃতাং বিচিত্রৈরতিভাস্বরৈঃ ।
স্তম্ভৈর্ন বিধৃতা সা বৈ শাশ্বতী চাক্ষয়া সদা ॥
অতি চন্দ্রঞ্চ সূর্য্যঞ্চ শিখিনঞ্চ স্বয়ম্প্রভা ।

কার হইল। তিনি নরসিংহ-দেহে পাণিদ্বারা পাণি স্পর্শ করিয়া অদূরে হিরণ্যকশিপুর সভা সন্দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—ঐ সভা শতযোজন বিস্তীর্ণ, দিব্য রম্য, মনোজ্ঞ, সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ, বৈহায়সী, কামগামিনী, জরা-শোক-ক্লমাপহা, নিষ্প্রকম্পা, মঙ্গলাবহা, সুখদায়িনী, নানা গৃহ হর্ম্ম্যবতী, প্রভাবে যেন প্রজ্বলিতা, অন্তঃসলিলা, বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিতা, এবং ফল-পুষ্পপ্রদ দিব্য দিব্য রত্নময় পাদপসমূহে সমাবৃতা।৩০—৪১। ঐ সভা নীল, পীত, সিত, শ্যাম ও লোহিতবর্ণ বিতানসমূহে এবং শত শত মঞ্জরীধারী গুল্মসমূহে সুশোভিত হইয়া শ্বেতাদি বিবিধ বর্ণময়ী মেঘমালার ন্যায় লক্ষিত। উহা নানা রশ্মিময়ী, ভাস্বরা, দিব্য গন্ধ-মনোরমা, সুসুখাবহা, দুঃখহা, অশীতা ও অঘর্ম্মদা। অসুরেরা সেই সভায় উপস্থিত হইয়া কোনরূপ ক্ষুধা, পিপাসা বা গ্লানি প্রাপ্ত হয় না। ঐ সভা বিবিধরূপে রূপিত এবং বিচিত্র ভাস্বর স্তম্ভসমূহে বিধৃত হইয়া অক্ষয়া-

দীপ্যন্তে নাকপৃষ্ঠস্থা ভাসয়ন্তীব ভাস্বরান ॥ ৪৬
সর্ব্বে চ কামাঃ প্রচুরা যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ
রসযুক্তং প্রভূতঞ্চ ভক্ষ্যভোজ্যমনন্তকম্ ॥ ৪৭
পুণ্যগন্ধস্রজশ্চাত্র নিত্যপুষ্পফলদ্রুমাঃ।
উষ্ণে শীতানি তোয়ানি শীতে চোষ্ণানি সন্তি চ
পুষ্পিতাগ্রা মহাশাখাঃ প্রবালাঙ্কুরধারিণঃ।
লতাবিতানসঞ্ছন্না নদীষু চ সরঃসু চ ॥ ৪৯
বৃক্ষান্ বহুবিধাংস্তত্র মৃগেন্দ্রো দদৃশে প্রভুঃ।
গন্ধবন্তি চ পুষ্পাণি রসবন্তি ফলানি চ ॥ ৫০
নাতিশীতানি নোষ্ণানি তত্র তত্র সরাংসি চ।
অপশ্যৎ সর্ব্বতীর্থানি সভায়াং তস্য স প্রভুঃ ॥ ৫১
নলিনৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ শতপত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
রক্তৈঃ কুবলয়ৈর্নীলৈঃ কুমুদৈঃ সংবৃতানি চ ॥ ৫২
সুকান্তৈর্ধার্ত্তরাষ্ট্রৈশ্চ রাজহংসৈশ্চ সুপ্রিয়ৈঃ।
কারণ্ডবৈশ্চক্রবাকৈঃ সারসৈঃ কুররৈরপি ॥ ৫৩

কায়ে প্রতিভাত। ঐ স্বয়ম্প্রভা সভা চন্দ্র, সূর্য্য ও ময়ূরশোভা জয় করিয়া নাকপৃষ্ঠে অবস্থানপূর্ব্বক যেন বহু ভাস্বরকে উদ্ভাসিত করিয়াই দীপ্তি পাইতেছে। দিব্য মানুষ বিবিধ কামভোগ তথায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। রসযুক্ত প্রভূত ভক্ষ্যভোজ্যাদি বস্তুসমূহের সে সভায় অনন্ত সমাবেশ। তথায় প্রচুর পবিত্র গন্ধ, মাল্য বিরাজমান এবং পাদপ সকল নিত্য নিত্য ফলপুষ্পে সুশোভন। সেই সভাসন্নিহিত জলরাশি গ্রীষ্মে শীতস্পর্শ এবং শীতকালে উষ্ণস্পর্শ। তত্রত্য সরোবর ও নদীতীরস্থ তরুসমূহের প্রবালাঙ্কুরধারী মহাশাখা সকল পুষ্পিতাগ্র হইয়া বিরাজিত এবং লতাবিতানে আচ্ছাদিত। নরসিংহ দেব তথায় বহুবিধ বৃক্ষ, বহু সুরভি কুসুম, বিবিধ রসাল ফল এবং নাতিশীতোষ্ণ সরোবর সকল দর্শন করিলেন। তিনি আরও দেখিলেন,—ঐ সকল তীর্থ সুগন্ধি নলিন, পুণ্ডরীক, শতপত্র, রক্ত কুবলয় ও নীল কুমুদে পরিবৃত এবং সুন্দর ধার্ত্তরাষ্ট্র, প্রিয়দর্শন রাজহংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস,

বিমলৈঃ স্ফাটিকাভৈশ্চ পাণ্ডুরচ্ছদনৈর্দ্বিজৈঃ।
বহুহংসোপগীতানি সারসাভিরুতানি চ ॥ ৫৪
গন্ধবত্যঃ শুভাস্তত্র পুষ্টমঞ্জরিধারিণীঃ।
দৃষ্টবান্ পর্ব্বতাগ্রেষু নানাপুষ্পধরা লতাঃ ॥ ৫৫
কেতক্যশোক-সরলাঃ পুন্নাগ-তিলকার্জ্জুনাঃ।
চূতা নীপাঃ প্রস্থপুষ্পাঃ কদম্বা বকুলা ধবাঃ ॥৫৬
প্রিয়ঙ্গু-পাটলাবৃক্ষাঃ শাল্মল্যঃ সহরিদ্রকাঃ।
সালাস্তালাস্তমালাশ্চ পঞ্চকাশ্চ মনোরমাঃ
তথৈবান্যে ব্যরাজন্ত সভায়াং পুষ্পিতা দ্রুমাঃ
বিদ্রুমাশ্চ দ্রুমাশ্চৈব জ্বলিতাগ্নিসমপ্রভাঃ ॥ ৫৮
স্কন্ধবন্তঃ সুশাখাশ্চ বহুতালসমুচ্ছ্রয়াঃ।
অর্জ্জুনাশোকবর্ণাশ্চ বহবশ্চিত্রকা দ্রুমাঃ ॥ ৫৯
বরুণা বৎসনাভাশ্চ পনসাঃ সহ চন্দনৈঃ।
নীপাঃ সুমনসশ্চৈব নিম্বা অশ্বত্থ-তিন্দুকাঃ ॥৬০
পারিজাতাশ্চ লোধ্রাশ্চ মল্লিকা ভদ্রদারবঃ।
আমলক্যস্তথা জম্ব্বো লকুচাঃ শৈলবালুকাঃ ॥৬১
খর্জ্জূর্য্যো নারিকেলাশ্চ হরীতক-বিভীতকাঃ।

কুরর ও অন্যান্য স্ফটিক-সন্নিভ পাণ্ডুরপক্ষ বিমল পক্ষিসমূহে সমাকুল। ঐ তীর্থ সকল বহু হংসে উপগীত এবং বহু সারস-রবে মুখরিত। নরসিংহদেব তথাকার পর্ব্বতাগ্রে নানাপুষ্পধারিণী পুষ্ট মঞ্জরীশালিনী বিবিধ রম্য গন্ধবতী বহু লতা অবলোকন করিলেন। দেখিলেন,—সেই-সভাসন্নিধানে কেতকী, অশোক, সরল, পুন্নাগ, তিলক, অর্জ্জুন, চূত, নীপ, কদম্ব, বকুল, ধব, প্রিয়ঙ্গু, পাটল, শাল্মলী, হরিদ্রক, শাল, তাল, তমাল ও পঞ্চক প্রভৃতি বিবিধ মনোরম দ্রুমসমূহ এবং অন্যান্য বহু পুষ্পিত পাদপ তথায় বিরাজমান। ৫২—৫৭। এতদ্ভিন্ন জ্বলদগ্নিপ্রভ বিদ্রুম ও মহাশাখাসমন্বিত তালতরুবৎ অত্যুন্নত আরও কত যে বহু বিচিত্র দ্রুমসমূহ তথায় বিরাজিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। অর্জ্জুন, অশোক, বরুণ, বৎসনাভ, পনস, চন্দন, নীপ, সুমনস, নিম্ব, অশ্বত্থ, তিন্দুক, পারিজাত, লোধ্র, মল্লিকা, ভদ্রদারু, আমলকী, জম্বু, লকুচ, শৈলবালুকা, খর্জ্জুর, নারিকেল,

কালীয়কা দ্রুকালাশ্চ হিঙ্গবঃ পারিযাত্রকাঃ ॥
মন্দারকুন্দলতাশ্চ পতঙ্গাঃ কুটজাস্তথা।
রক্তাঃ কুরুণ্টকাশ্চৈব নীলাশ্চাগুরুভিঃ সহ ॥
কদম্বাশ্চৈব ভব্যাশ্চ দাড়িমা বীজপূরকাঃ।
সপ্তপর্ণাশ্চ বিল্বাশ্চ মধুপৈরাবৃতাস্তথা ॥ ৬৪
অশোকাশ্চ তমালাশ্চ নানাগুল্মলতাবৃতাঃ।
মধুকাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ বহবস্তীরগা দ্রুমাঃ ॥ ৬৫
লতাশ্চ বিবিধাকারাঃ পত্র-পুষ্প-ফলোপগাঃ।
এতে চান্যে চ বহবস্তত্র কাননজা দ্রুমাঃ ॥ ৬৬
নানাপুষ্পফলোপেতা ব্যরাজন্ত সমন্ততঃ।
চকোরাঃ শতপত্রাশ্চ মত্তকোকিল-সারিকাঃ ॥
পুষ্পিতাঃ পুষ্পিতাগ্রেশ্চ সম্পতন্তি মহাদ্রুমাঃ।
রক্তপীতারুণাস্তত্র পাদপাগ্রগতাঃ খগাঃ ॥ ৬৮
পরস্পরমবেক্ষন্তে প্রহৃষ্টা জীবজীবকাঃ।
তস্যাং সভায়াং দৈত্যেন্দ্রো হিরণ্যকশিপুস্তদা
স্ত্রীসহস্রৈঃ পরিবৃতো বিচিত্রাভরণাম্বরঃ।
অনর্ঘ্যমণিবজ্রার্চ্চিঃ-শিখাজ্বলিতকুণ্ডলঃ ॥ ৭
আসীনশ্চাসনে চিত্রে দশনল্বপ্রমাণতঃ।
দিবাকরনিভে দিব্যে দিব্যাস্তরণসংস্কৃতে ॥ ৭১
দিব্যগন্ধবহস্তত্র মারুতঃ সুসুখো ববৌ।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্য আস্তে জ্বলিতকুণ্ডলঃ ॥৭২
উপনৃত্যন্মহাদৈত্যং হিরণ্যকশিপুং তদা।
দিব্যতানেন গীতানি জগুর্গন্ধর্ব্বসত্তমাঃ ॥ ৭৩
বিশ্বাচী সহজন্যা চ প্রম্লোচেত্যভিবিশ্রুতা।
দিব্যাথ সৌরভেয়ী চ সমীচী পুঞ্জিকস্থলী ॥৭৪
মিশ্রকেশী চ রম্ভা চ চিত্রলেখা শুচিস্মিতা।
চারুকেশী ঘৃতাচী চ মেনকা চোর্ব্বশী তথা ॥৭৫
এতাঃ সহস্রশশ্চান্যা নৃত্য-গীতবিশারদাঃ।
উপতিষ্ঠন্তি রাজানং হিরণ্যকশিপুং প্রভুম্ ॥৭৬
তত্রাসীনং মহাবাহুং হিরণ্যকশিপুং প্রভুম্।
উপাসতে দিতেঃ পুত্রাঃ সর্ব্বে লব্ধবরাস্তথা ॥
তমপ্রতিমকর্ম্মাণং শতশোঽথ সহস্রশঃ।
বলির্বিরোচনস্তত্র নরকঃ পৃথিবীসুতঃ ॥ ৭৮

হরীতক, বিভীতক, কালীয়ক, দ্রুকাল, হিঙ্গু, পারিযাত্রক, মন্দার, কুন্দলতা, পতঙ্গ, কুটজ, রক্ত কুরুণ্টক, নীল অগুরু, কদম্ব, ভব্য, দাড়িম, বীজপূরক, সপ্তপর্ণ ও বিল্ব, প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষরাজি, মঞ্জুল গুঞ্জনকারী মধুপমালায় মণ্ডিত রহিয়াছে এবং অশোক, তমাল, মধুক, সপ্তপর্ণ প্রভৃতি তীরজাত বিবিধ বৃক্ষ নানা গুল্ম লতায় আবৃত হইয়া উদ্যানবাপীর শোভা-সম্পাদন করিতেছে। এতদ্ব্যতীত পত্র-পুষ্প-ফলোপধারিণী বিবিধ লতা ও কাননজাত দ্রুম সকল নানা পুষ্প ফলসুশোভিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিরাজিত। তথায় পুষ্প ও ফলভারে অবনত পাদপসমূহ পার্শ্বস্থ অন্য পাদপে পতিত হইয়াছে এবং তদুপরি চকোর, শতপত্র, মত্ত কোকিলকুল ও সারিকা প্রভৃতি রক্ত পীতারুণবর্ণ বিবিধ বিহঙ্গমগণ কূজন করিতেছে। জীব-জীবক-দম্পতি হর্ষভরে পরস্পর পরস্পরকে অনুক্ষণ নিরীক্ষণ করিতেছে। সভামধ্যে দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু আসীন। তিনি সহস্র কামিনী পরিবেষ্টিত, তাঁহার বসন ও আভরণ বিচিত্র; মহামূল্য মণিরত্নের প্রভায় তাঁহার কুণ্ডল উদ্দীপিত হইতেছে। তাঁহার বসিবার বিচিত্র আসন, দশহস্ত প্রমাণ, প্রভাকরপ্রভ, সুদিব্য আস্তরণে আস্তৃত। সুখময় মারুত হিল্লোল তথায় সুদিব্য গন্ধ বহন করিতেছে। জ্বলিতকুণ্ডল দৈত্য হিরণ্যকশিপু তথায় এইরূপে বিরাজমান। ৫৮—৭২। আর গন্ধর্ব্বগণ সুদিব্য তানলয়-সম্পন্ন মধুর গীতিকায় মহাদৈত্যের সন্তোষ বিধান করিতেছে এবং বিশ্বাচী, সহজন্যা, প্রম্লোচা, দিব্যা, সৌরভেয়ী, সমীচী, পুঞ্জিকস্থলী, মিশ্রকেশী, রম্ভা, চিত্রলেখা, শুচিস্মিতা, চারুকেশী, ঘৃতাচী, মেনকা, উর্ব্বশী ও অন্যান্য সহস্র সহস্র নৃত্য-গীত-বিশারদা অপ্সরঃসীমন্তিনীগণ তাঁহাদের প্রভু রাজা হিরণ্যকশিপুর সেবা করিতেছে। আর অন্যান্য শত সহস্র লব্ধবর দিতিপুত্রগণ সকলে তথাসীন মহাবাহু অপ্রতিমকর্ম্মা সেই হিরণ্যকশিপুর উপাসনায় নিরত রহিয়াছে। বলি, বিরোচন,

প্রহ্লাদো বিপ্রচিত্তিশ্চ গবিষ্ঠশ্চ মহাসুরঃ।
সুরহন্তা দুঃখহন্তা সুনামা সুমতির্বরঃ॥ ৭৯
ঘটোদরো মহাপার্শ্বঃ ক্রথনঃ পিঠরস্তথা।
বিশ্বরূপঃ সুরূপশ্চ স্ববলশ্চ মহাবলঃ॥ ৮০
দশগ্রীবশ্চ বালী চ মেঘবাসা মহাসুরঃ।
ঘটাস্যোঽকম্পনশ্চৈব প্রজনশ্চেন্দ্রতাপনঃ॥ ৮১
দৈত্যদানবসঙ্ঘাস্তে সর্ব্বে জ্বলিতকুণ্ডলাঃ।
স্রগ্বিণো বাগ্মিনঃ সর্ব্বে সদৈব চরিতব্রতাঃ॥ ৮২
সর্ব্বে লব্ধবরাঃ শূরাঃ সর্ব্বে বিগতমৃত্যবঃ।
এতে চান্যে চ বহবো হিরণ্যকশিপুং প্রভুম্॥
উপাসন্তে মহাত্মানং সর্ব্বে দিব্যপরিচ্ছদাঃ।
বিমানৈর্বিবিধাকারৈর্ভ্রাজমানৈরিবাগ্নিভিঃ॥ ৮৪
মহেন্দ্রবপুষঃ সর্ব্বে বিচিত্রাঙ্গদবাহবঃ।
ভূষিতাঙ্গা দিতেঃ পুত্রাস্তমুপাসন্ত সর্ব্বশঃ॥ ৮৫
তস্যাং সভায়াং দিব্যায়ামসুরাঃ পর্ব্বতোপমাঃ।
হিরণ্যবপুষঃ সর্ব্বে দিবাকরসমপ্রভাঃ॥ ৮৬
ন শ্রুতং নৈব দৃষ্টং হি হিরণ্যকশিপোর্যথা।
ঐশ্বর্য্যং দৈত্যসিংহস্য যথা তস্য মহাত্মনঃ॥ ৮৭
কনক-রজতচিত্রবেদিকায়াং
পরিহৃতরত্নবিচিত্রবীথিকায়াম্।
স দদর্শ মৃগাধিপঃ সভায়াং
সুরচিতরত্নগবাক্ষশোভিতায়াম্॥ ৮৮
কনকবিমলহারবিভূষিতাঙ্গং
দিতিতনয়ং স মৃগাধিপো দদর্শ।
দিবসকরমহাপ্রভং জ্বলন্তং
দিতিজসহস্রশতৈর্নিষেব্যমাণম্॥ ৮৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে নারসিংহপ্রাদুর্ভাবে একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬১

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।
ততো দৃষ্ট্বা মহাত্মানং কালচক্রমিবাগতম্।
নরসিংহবপুশ্ছন্নং ভস্মাচ্ছন্নমিবানলম্॥ ১
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রঃ প্রহ্লাদো নাম বীর্য্যবান্।
দিব্যেন চক্ষুষা সিংহমপশ্যদ্দেবমাগতম্॥ ২

পৃথিবীসুত, নরক প্রহ্লাদ, বিপ্রচিত্তি, মহাসুর, গবিষ্ঠ, সুরহন্তা, দুঃখহন্তা, সুনামা, সুমতি, বর, ঘটোদর, মহাপার্শ্ব, ক্রথন, পিঠর, বিশ্বরূপ, সুরূপ, স্ববল, মহাবল, দশগ্রীব, বালী, মহাসুর মেঘবল, ঘটাশ্ব, অকম্পন, প্রজন, ইন্দ্রতাপন প্রভৃতি বহু দৈত্য দানবগণ তাহাদের প্রভু মহাত্মা হিরণ্যকশিপুর উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছে। ঐ সকল দৈত্যগণ সকলেই জ্বলিতকুণ্ডল, স্রগ্বী, বাগ্মী, চরিতব্রত, লব্ধবর, শূর, বিগতমৃত্যু ও সুদিব্য পরিচ্ছদে সুশোভিত, সকলেরই অনল তুল্য জাজ্বল্যমান বিবিধাকার বিমান, মহেন্দ্র তুল্য বপু, এবং বিবিধ অঙ্গদে উহাদিগের বাহু বিভূষিত ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অশেষ আভরণে অলঙ্কৃত। ঐ পর্ব্বতোপম কনককান্তি, আদিত্যসন্নিভ দিতিসুতগণ সকলেই তাহার উপাসনায় ব্যাপৃত। সেই মহাত্মা দৈত্যসিংহ হিরণ্যকশিপুর যাদৃশ ঐশ্বর্য্য, এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য কেহ কখন দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। সেই মৃগাধিপ সুবর্ণ ও রৌপ্যময় বেদিকাযুক্ত, রত্নখচিত, বিচিত্র বীথিকাশোভিত, সুরচিত রত্নগবাক্ষময়ী, সভামধ্যে কনকময় বিমল হার দ্বারা বিভূষিতাঙ্গ, শত সহস্র দৈত্যনিষেবিত, আদিত্যাভ, প্রদীপ্ত-কান্তি, দিতি-নন্দন হিরণ্যকশিপুকে দর্শন করিল। ৭৩—৮৯।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৬১

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অনন্তর কালচক্রের ন্যায়, অথবা ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় নরসিংহ দেহে আচ্ছন্ন সেই মহাত্মাকে সমাগত দেখিয়া হিরণ্যকশিপুর পুত্র বীর্য্যবান্ প্রহ্লাদ দিব্য নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল—ইনি প্রকৃত সিংহ নহেন, ইনি সেই দেবাধিপ হরি।

তং দৃষ্ট্বা রুক্মশৈলাভমপূর্ব্বাং তনুমাশ্রিতম্।
বিস্মিতা দানবাঃ সর্ব্বে হিরণ্যকশিপুশ্চ সঃ ॥ ৩
প্রহ্লাদ উবাচ।
মহাবাহো মহারাজ দৈত্যানামাদিসম্ভব।
ন শ্রুতং ন চ নো দৃষ্টং নারসিংহমিদং বপুঃ ॥ ৪
অব্যক্তপ্রভবং দিব্যং কিমিদং রূপমাগতম্।
দৈত্যান্তকরণং ঘোরং সংশতীব মনো মম ॥৫
অস্য দেবাঃ শরীরস্থাঃ সাগরাঃ সরিতশ্চ যাঃ
হিমবান্ পারিযাত্রশ্চ যে চান্যে কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ৬
চন্দ্রমাশ্চ সনক্ষত্রৈরাদিত্যৈর্বসুভিঃ সহ।
ধনদো বরুণশ্চৈব যমঃ শক্রঃ শচীপতিঃ ॥ ৭
মরুতো দেব-গন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
নাগা যক্ষাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ॥
ব্রহ্মা দেবঃ পশুপতির্ললাটস্থা ভ্রমন্তি বৈ।
স্থাবরাণি চ সর্ব্বাণি জঙ্গমানি তথৈব চ ॥ ৯
ভবাংশ্চ সহিতোঽস্মাভিঃ সর্ব্বৈর্দৈত্যগণৈর্বৃতঃ
বিমানশতসঙ্কীর্ণা তথৈব ভবতঃ সভা ॥ ১০
সর্ব্বং ত্রিভুবনং রাজন লোকধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
দৃশ্যন্তে নারসিংহেঽস্মিংস্তথেদমখিলং জগৎ॥
প্রজাপতিশ্চাত্র মনুর্মহাত্মা
গ্রহাশ্চ যোগাশ্চ মহীরুহাশ্চ।
উৎপাতকালশ্চ ধৃতির্মতিশ্চ
রতিশ্চ সত্যশ্চ তপো দমশ্চ ॥ ১২
সনৎকুমারশ্চ মহানুভাবো
বিশ্বে চ দেবা ঋষয়শ্চ সর্ব্বে।
ক্রোধশ্চ কামশ্চ তথৈব হর্ষো
ধর্ম্মশ্চ মোহঃ পিতরশ্চ সর্ব্বে ॥ ১৩
প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ।
উবাচ দানবান্ সর্ব্বান্ গণাংশ্চ স গণাধিপঃ ॥১৪
মৃগেন্দ্রো গৃহ্যতামেষ অপূর্ব্বাং তনুমাস্থিতঃ।
যদি বা সংশয়ঃ কশ্চিদ্বধ্যতাং বনগোচরঃ ॥ ১৫
তে দানবগণাঃ সর্ব্বে মৃগেন্দ্রং ভীমবিক্রমম্।
পরিক্ষিপন্তো মুদিতাস্ত্রাসয়ামাসুরোজসা ॥ ১৬
সিংহনাদং বিমুচ্যাথ নরসিংহো মহাবলঃ।

তখন সেই কনকগিরিনিভ অপূর্ব্ব দেহধারী হরিকে দেখিয়া স্বয়ং হিরণ্যকশিপু এবং অন্যান্য সমস্ত দানবই বিস্ময়াপন্ন হইল। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দৈত্যগণের আদি-সম্ভব মহাবাহু মহারাজ! এই নারসিংহবপু আমরা কখন দেখি নাই। এ হেন আকৃতির কথা কখন আমরা শুনিও নাই। এ অব্যক্ত প্রভব দিব্য নরসিংহমূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল? আমার মন যেন বলিয়া দিতেছে যে, এই সিংহাকৃতি হইতেই দৈত্য-গণের দারুণ সংক্ষয় সঙ্ঘটিত হইবে। দেখিতেছি, এই দেবদেহে দেবগণ অবস্থান করিতেছেন এবং নদ-নদী, সাগর, হিমবান্ ও পারিপাত্র গিরি, অন্যান্য কুলাচল সকল, চন্দ্রমা, নক্ষত্র, আদিত্য, বসু, ধনদ, বরুণ, যম, ইন্দ্র, মরুদ্গণ, দেব, গন্ধর্ব্ব, তপোধন ঋষি, নাগ, যক্ষ, পিশাচ, ভীষণ রাক্ষস এবং দেব ব্রহ্মা ও অন্যান্য চর অচর যে কিছু জীব সমস্তই ঐ দেববরের ললাটে অবস্থিত এবং ঘূর্ণমান। অপিচ, অস্মাদি নিখিল দৈত্যগণ সহ আপনি, শত শত বিমানাকীর্ণ ভবদীয় সভা, সমস্ত ত্রিভুবন এবং সনাতন লোক ধর্ম্ম সমস্তই এই নার-সিংহ দেহে দৃষ্ট হইতেছে। এই দেব দেহে দেখিতেছি, অখিল জগৎই অবস্থিত।১-১১। ঐদেহে প্রজাপতি,মহাত্মা মনু, গ্রহগণ, যোগ-সমূহ, মহীরুহদল, উৎপাতকাল, ধৃতি, মতি, রতি, সত্য, তপস্যা, দম, মহানুভব সনৎ-কুমার, বিশ্বেদেবগণ, ঋষিগণ এবং কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ধর্ম্ম, মোহ ও পিতৃপুরুষগণ সকলেই বিদ্যমান। প্রভু হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের এই কথা শুনিয়া সমস্ত দানব বাহিনীকে আদেশ করিলেন যে,তোমরা এই অপূর্ব্ব দেহধারী সিংহকে ধর। অথবা যদি কোন সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ বন্যপশুকে সংহার কর। তখন সেই দান-বেরা সকলে মুদিতমনে ভীমবিক্রম সিংহের প্রতি কটূক্তি বর্ষণপূর্ব্বক স্ব স্ব প্রভাবে তাহাকে আসিত্ত করিতে উদ্যত হইল।

বভঞ্জ তাং সভাং সর্ব্বাং ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ
সভায়াং ভজ্যমানায়াং হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্ ।
চিক্ষেপাস্ত্রাণি সিংহস্য রোষাব্যাকুললোচনঃ ॥১৮
সর্ব্বাস্ত্রাণামথ জ্যেষ্ঠং দণ্ডমস্ত্রং সুদারুণম্ ।
কালচক্রং তথা ঘোরং বিষ্ণুচক্রং তথাপরম্ ॥১৯
পৈতামহং তথাত্যুগ্রং ত্রৈলোক্যদহনং মহৎ ।
বিচিত্রামশনীঞ্চৈব শুষ্কার্দ্রঞ্চাশনিদ্বয়ম্ ॥ ২০
রৌদ্রং তথোগ্রং শূলঞ্চ কঙ্কালং মুষলং তথা ।
মোহনং শোষণঞ্চৈব সন্তাপনবিলাপনম্ ॥ ২১
বায়ব্যং মথনঞ্চৈব কাপালমথ কৈঙ্করম্ ।
তথাপ্রতিহতাং শক্তিং ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ ॥
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব সোমাস্ত্রং শিশিরং তথা ।
কম্পনং শাতনঞ্চৈব ত্বাষ্ট্রঞ্চৈব সুভৈরবম্ ॥২৩
কালমুদ্গরমক্ষোভ্যং তপনঞ্চ মহাবলম্ ।
সংবর্ত্তনং মাদনঞ্চ তথা মায়াধরং পরম্ ॥ ২৪
গান্ধর্ব্বমস্ত্রং দয়িতমসিরত্নঞ্চ নন্দকম্ ।
প্রস্বাপনং প্রমথনং বারুণঞ্চাস্ত্রমুত্তমম্ ।
অস্ত্রং পাশুপতঞ্চৈব যস্যাপ্রতিহতা গতিঃ ॥ ২৫
অস্ত্রং হয়শিরশ্চৈব ব্রাহ্মমস্ত্রং তথৈব চ ।
নারায়ণাস্ত্রমৈন্দ্রঞ্চ সার্পমস্ত্রং তথাদ্ভুতম্ ॥ ২৬
পৈশাচমস্ত্রমজিতং শোষদং শামনং তথা ।
মহাবলং ভাবনঞ্চ প্রস্থাপন-বিকম্পনে ॥ ২৭
এতান্যস্ত্রাণি দিব্যানি হিরণ্যকশিপুস্তদা ।
অসৃজন্নরসিংহস্য দীপ্তস্যাগ্নেরিবাহুতিম্ ॥ ২৮
অস্ত্রৈঃ প্রজ্বলিতৈঃ সিংহমাবৃণোদসুরোত্তমঃ ।
বিবস্বান্ ঘর্ম্মসময়ে হিমবন্তমিবাংশুভিঃ ॥ ২৯
স হ্যমর্ষানিলোদ্ভূতো দৈত্যানাং সৈন্যসাগরঃ ।
ক্ষণেন প্লাবয়ামাস মৈনাকমিব সাগরঃ ॥ ৩০
প্রাসৈঃ পাশৈশ্চ খড়্গৈশ্চ গদাভির্মুষলৈস্তথা ।
বজ্রৈরশনিভিশ্চৈব সাগ্নিভিশ্চ মহাদ্রুমৈঃ ॥ ৩১
মুদ্গরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শিলোলূখলপর্ব্বতৈঃ ।
শতঘ্নীভিশ্চ দীপ্তাভির্দণ্ডৈরপি সুদারুণৈঃ ॥ ৩২

তে দানবাঃ পাশগৃহীতহস্তা
মহেন্দ্রতুল্যাশনিবজ্রবেগাঃ ।
সমন্ততোঽভ্যুদ্যতবাহুকায়াঃ
স্থিতাস্ত্রিশীর্ষা ইব নাগপাশাঃ ॥ ৩৩

অনন্তর মহাবল নরসিংহ সিংহনাদ করিয়া ব্যাদিতবদন অন্তকের ন্যায় সেই সমগ্র সভা ভঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন হিরণ্যকশিপু স্বীয় সভাগৃহ বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া রোষে ক্ষোভে আকুলনেত্রে সিংহোপরি অস্ত্র-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাস্ত্র মধ্যে প্রধান ও সুদারুণ দণ্ড, কালচক্র, ঘোর বিষ্ণুচক্র, ত্রৈলোক্য-দহনক্ষম অত্যুগ্র পৈতামহ অস্ত্র, বিচিত্র অশনি, শুষ্ক ও আর্দ্রভেদে আরও দ্বিবিধ বজ্র, প্রচণ্ড উগ্রশূল, কঙ্কাল, মুষল, মোহন, শোষণ, সন্তাপন, বিলাপন, বায়ব্য, মথন, কাপাল, কৈঙ্কর, অপ্রতিহত শক্তি, ক্রৌঞ্চ অস্ত্র, ব্রহ্মশিরা, সোমাস্ত্র, শিশির, কম্পন, শাতন, ত্বাষ্ট্র, সুভৈরব অক্ষোভ্য কালমুদ্গর মহাবল তাপন, সম্বর্ত্তন, মাদন, মায়াধর, গান্ধর্ব্ব, দয়িত অসিরত্ন, নন্দক, প্রস্বাপন, প্রমথন, উত্তম বারণ, অপ্রতিহত-গতি পাশুপত, হয়শিরা, ব্রাহ্ম-অস্ত্র, নারায়ণ, ঐন্দ্র, সার্প, পৈশাচ, অজিত, শোষণ, শামন, মহাবল ভাবন, প্রস্থাপন ও বিকম্পন, এই সকল দিব্য অস্ত্র তৎকালে নরসিংহের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। তাহাতে মনে হইতে লাগিল যেন, প্রদীপ্ত পাবকের উপর আহুতি প্রদত্ত হইতে লাগিল।১২—২৮। এইরূপে অসুরবর হিরণ্যকশিপু প্রজ্বলিত অস্ত্রশস্ত্রে নরসিংহকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মনে হইল, সূর্য্য যেন নিদাঘকালে হিমাচলকে অংশুজালে আবৃত করিল। অনন্তর দৈত্যসৈন্যরূপ সাগর যেন মুহূর্ত্তমধ্যে সিংহরূপ মৈনাককে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। দৈত্যগণ তৎকালে প্রাস, পাশ, খড়্গ, গদা, মুষল, বজ্র, অশনি, অগ্নিময় দ্রুমরাজি, মুদ্গর, ভিন্দিপাল, প্রদীপ্ত শতঘ্নী ও সুদারুণ দণ্ড প্রহার করিয়া নরসিংহ সহ ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহেন্দ্রের অশনিবৎ তীব্রবেগশালী দানবেরা

সুবর্ণমালাকুলভূষিতাঙ্গাঃ
পীতাংশুকাভোগবিভাবিতাঙ্গাঃ।
মুক্তাবলীদামসনাথকক্ষা
হংসা ইবাভান্তি বিশালপক্ষাঃ ॥ ৩৪
তেষাস্তু বায়ুপ্রতিমৌজসাং বৈ
কেয়ূরমৌলীবলয়োৎকটানাম্।
তান্যুত্তমাঙ্গান্যভিতো বিভান্তি
প্রভাতসূর্য্যাংশুসমপ্রভাণি ॥ ৩৫
ক্ষিপদ্ভিরুগ্রৈর্জ্জ্বলিতৈর্ম্মহাবলৈ-
মহাস্ত্রপূগৈঃ সুসমাবৃতো বভৌ।
গিরির্যথা সন্ততবর্ষিভির্ঘনৈঃ
কৃতান্ধকারান্তরকন্দরো দ্রুমৈঃ ॥ ২৬
তৈর্হন্যমানোঽপি মহাস্ত্রজালৈ-
র্ম্মহাবলৈর্দৈত্যগণৈঃ সমেতৈঃ।
নাকম্পতাজৌ ভগবান্ প্রতাপ-
স্থিতঃ প্রকৃত্যা হিমবানিবাচলঃ ॥ ৩৭

সন্ত্রাসিতাস্তেন নৃসিংহরূপিণা
দিতেঃ সুতাঃ পাবকতুল্যতেজসা।
ভয়াদ্বিচেলুঃ পবনোদ্ধূতাঙ্গা
যথোর্ম্ময়ঃ সাগরবারিসম্ভবাঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে নারসিংহপ্রাদুর্ভাবো নাম দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬২

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

খরাঃ খরমুখাশ্চৈব মকরাশীবিষাননাঃ।
ঈহামৃগমুখাশ্চান্যে বরাহমুখসংস্থিতাঃ ॥ ১
বালসূর্য্যমুখাশ্চান্যে ধূমকেতুমুখাস্তথা।
অর্দ্ধচন্দ্রার্দ্ধবক্ত্রাশ্চ অগ্নিদীপ্তমুখাস্তথা ॥ ২
হংস কুক্কুটবক্ত্রাশ্চ ব্যাদিতাস্যা ভয়াবহাঃ।

কম্পিত হইলেন না। পরন্তু পাবকতুল্য পাশহস্তে চারিদিক্ হইতে বাহু ও দেহ অভ্যুদ্যত করিয়া ত্রিশীর্ষ নাগপাশের ন্যায় অবস্থিত হইল। দানবগণ সুবর্ণমালায় মণ্ডিতাঙ্গ, পীতবসনে সুসজ্জিত ও মুক্তাবলিদামে সমন্বিত হইয়া বিশালপক্ষ হংসসমূহের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। সকল অসুরই বায়ুর ন্যায় তেজস্বী এবং সকলেই কেয়ূর, বলয় প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত। প্রভাতকালীন সূর্য্যাংশুসমূহের ন্যায় তাহাদের উত্তমাঙ্গ সকল সুশোভিত হইতে লাগিল। মহাবল অসুরেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে অত্যুগ্র প্রজ্বলিত অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপণ করিতে লাগিলে, নরসিংহ দেব তাহাদের সেই সকল মহাস্ত্রসমূহে সমাবৃত হইয়া সদাবর্ষী মেঘ ও মহাদ্রুম দ্বারা ঘনান্ধকারযুত কন্দরশালী গিরির ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। সম্মিলিত মহারথ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক মহাস্ত্রজাল-বর্ষণে হন্যমান হইয়াও প্রতাপবান্ ভগবান্ নরসিংহ অটল হিমাচলের ন্যায় স্বভাবতই সমরে কিঞ্চিন্মাত্রও তেজস্বী দিতিসুতগণ তখন সেই নৃসিংহরূপধারী ভগবানের ভয়েই অত্যন্ত ত্রাসান্বিত হইয়া পড়িল। তাহাদের এত ভয় উপস্থিত হইল যে, তাহারা সাগরসম্ভূত পবনক্ষুব্ধ তরঙ্গনিচয়ের ন্যায় বিচলিত হইতে লাগিল। ২৯—৩৮।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬২

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—যুদ্ধলিপ্ত দানবগণের মধ্যে কতকগুলির মুখ গর্দ্দভের ন্যায়, কতকগুলির মকরের ন্যায়, কতকগুলির আশীবিষের ন্যায়, কতকগুলির ঈহামৃগের ন্যায়, কতকগুলির বরাহের ন্যায়, কতকগুলির বালসূর্য্যের ন্যায়, কতকগুলির ধূমকেতুর ন্যায়, কতকগুলির অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়, এবং কতকগুলির মুখ হংস ও কুক্কুটের ন্যায়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি দানব অগ্নির ন্যায় দীপ্তমুখ, কতকগুলি ব্যাদিতবদন, কতকগুলি

সিংহাস্যা লেলিহানাশ্চ কাক-গৃধ্রমুখাস্তথা॥
দ্বিজিহ্বকা বক্রশীর্ষাস্তথোল্কামুখসংস্থিতাঃ।
মহাগ্রাহমুখাশ্চান্যে দানবা বলদর্পিতাঃ॥ ৪
শৈলসংবর্ম্মণস্তস্য শরীরে শরবৃষ্টিভিঃ।
অবধ্যস্য মৃগেন্দ্রস্য ন ব্যথাং চক্রুরাহবে॥ ৫
এবং ভূয়োঽপরান্ ঘোরানসৃজন্ দানবেশ্বরাঃ
মৃগেন্দ্রস্যোপরি ক্রুদ্ধা নিশ্বসন্ত ইবোরগাঃ॥ ৬
তে দানবশরা ঘোরা দানবেন্দ্রসমীরিতাঃ।
বিলয়ং জগ্মুরাকাশে খদ্যোতা ইব পর্ব্বতে॥৭
ততশ্চক্রাণি দিব্যানি দৈত্যাঃ ক্রোধসমন্বিতাঃ।
মৃগেন্দ্রায়াসৃজন্নাশু জ্বলিতানি সমন্ততঃ॥ ৮
তৈরাসীদ্গগনং চক্রৈঃ সম্পতদ্ভিরিতস্ততঃ।
যুগান্তে সম্প্রকাশদ্ভিশ্চন্দ্রাদিত্যগ্রহৈরিব॥ ৯
তানি সর্ব্বাণি চক্রাণি মৃগেন্দ্রেণ মহাত্মনা।
গ্রস্তান্যুদীর্ণানি তদা পাবকার্চ্চিঃসমানি বৈ॥১০
তানি চক্রাণি বদনং বিশমানানি ভান্তি বৈ।
মেঘোদরদরীষেব চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহা ইব॥ ১১
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো ভূয়ঃ প্রাসৃজদূর্জ্জিতাম্।
শক্তিং প্রজ্বলিতাং ঘোরাং ধৌতশস্ত্রতড়িৎ-
প্রভাম্॥ ১২
তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য মৃগেন্দ্রঃ শক্তিমুজ্জ্বলাম্
হুঙ্কারেণৈব রৌদ্রেণ বভঞ্জ ভগবাংস্তদা॥ ১৩
ররাজ ভগ্না সা শক্তির্মৃগেন্দ্রেণ মহীতলে।
সবিস্ফুলিঙ্গা জ্বলিতা মহোল্কেব দিবশ্চ্যুতা॥১৪
নারাচপঙ্ক্তিঃ সিংহস্য প্রাপ্তা রেজে বিদূরতঃ।
নীলোৎপলপলাশানাং মালেবোজ্জ্বলদর্শনা॥১৫
স গর্জ্জিত্বা যথান্যায়ং বিক্রম্য চ যথাসুখম্।
তৎ সৈন্যমুৎসারিতবাংস্তৃণাগ্রাণীব মারুতঃ॥১৬
ততোঽশ্মবর্ষং দৈত্যেন্দ্রা ব্যসৃজন্ত নভোগতাঃ
নগমাত্রৈঃ শিলাখণ্ডৈর্গিরিশৃঙ্গৈর্মহাপ্রভৈঃ॥১৭
তদশ্মবর্ষং সিংহস্য মহন্মূর্দ্ধনি পাতিতম্।

সিংহানন, কতকগুলি লেলিহান, কতকগুলি কাক ও গৃধ্রমুখ, কতকগুলি দ্বিজিহ্বক, কতকগুলি মুখশীর্ষ, কতকগুলি উল্কামুখ, কতকগুলি মহাগ্রাহবদন এবং কতকগুলি পর্ব্বতাকার। ঐ দানবেরা সকলেই বলদর্পিত। তাহারা সেই অবধ্য মৃগেন্দ্রের দেহে অজস্র শরবৃষ্টি করিতে লাগিল, কিন্তু শরাঘাতে তাঁহার কিছুমাত্র ব্যথা জন্মাইতে পারিল না। দানবেন্দ্রগণ ঐরূপে নিশ্বসন্ত ক্রুদ্ধ উরগগণের ন্যায় পুনর্ব্বার আরও বহুতর দারুণ অস্ত্রশস্ত্র মৃগেন্দ্রের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দানবেন্দ্রগণের প্রেরিত ঐ সকল ভীষণ অস্ত্র, পর্ব্বতে খদ্যোতাবলীর ন্যায় আকাশেই বিলয় প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ক্রুদ্ধ দৈত্যবরগণ চারিদিক্ হইতে জ্বলিত দিব্য চক্রাস্ত্রনিকর মৃগেন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যুগান্তকালীন চন্দ্র ও সূর্য্যাদি গ্রহসমূহের ন্যায় ঐ সকল সম্প্রজ্বলিত সম্পতিত চক্রচয় দ্বারা গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। মহাত্মা মৃগেন্দ্র সেই সকল পাবকতেজঃপ্রতিম চক্রাস্ত্র গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। সেই সকল অস্ত্র তদীয় বক্ত্রে প্রবেশোন্মুখ হইয়া মেঘোদরদরীমধ্যে প্রবিষ্ট চন্দ্র ও সূর্য্যাদি গ্রহগণের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। ১—১১। অনন্তর দৈত্য হিরণ্যকশিপু বিদ্যুৎসদৃশ প্রভাপুঞ্জধারী প্রজ্বলিত প্রকাণ্ড ঘোর শক্তি নরসিংহোপরি নিক্ষেপ করিল। ভগবান্ মৃগেন্দ্র সেই প্রদীপ্ত শক্তিকে আসিতে দেখিয়া এক প্রচণ্ড হুঙ্কারে তাহাকে ভগ্ন করিলেন। সেই শক্তি আকাশ-চ্যুতা বিস্ফুলিঙ্গ-যুতা জ্বলিতা মহোল্কার ন্যায় মহীপৃষ্ঠে বিরাজিত হইল। এই সময় নীলোৎপল-পলাশমালার ন্যায় অগণিত উজ্জ্বলাকৃতি নারাচপঙ্ক্তি সিংহোপরি পতিত হইল,—হইয়া তৎক্ষণাৎ দূরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন মৃগেন্দ্র গর্জ্জন ও যথারীতি বিক্রম প্রকাশ করিয়া মারুতকর্ত্তৃক তৃণাগ্রসমূহের ন্যায় হিরণ্যকশিপুর সৈন্যদল সমুৎসারিত করিলেন। তখন দৈত্যেন্দ্রগণ নভোগত হইয়া শিলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। তাহারা পর্ব্বতপ্রমাণ শিলাখণ্ড ও মহোজ্জ্বল গিরিশৃঙ্গসমূহ দ্বারা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সকল শিলাবৃষ্টি মৃগেন্দ্রের মহা-

দিশো দশ বিকীর্ণা বৈ খদ্যোতপ্রকরা ইব ॥১৮
তদশ্মৌঘৈর্দৈত্যগণাঃ পুনঃ সিংহমরিন্দমম্।
ছাদয়াঞ্চক্রিরে মেঘা ধারাভিরিব পর্ব্বতম্ ॥১৯
ন চ তং চালয়ামাসুর্দৈত্যৌঘা দেবসত্তমম্।
ভীমবেগোঽচলশ্রেষ্ঠং সমুদ্র ইব মন্দরম্ ॥ ২০
ততোঽশ্মবর্ষে বিহতে জলবর্ষমনন্তরম্।
ধারাভিরক্ষমাত্রাভিঃ প্রাদুরাসীৎ সমন্ততঃ ॥ ২১
নভসঃ প্রচ্যুতা ধারাস্তিগ্মবেগাঃ সমন্ততঃ।
আবৃত্য সর্ব্বতো ব্যোম দিশশ্চোপদিশস্তথা ॥
ধারা দিবি চ সর্ব্বত্র বসুধায়াঞ্চ সর্ব্বশঃ।
ন স্পৃশন্তি চ তা দেবং নিপতন্তোঽনিশং ভুবি
বাহ্যতো ববৃষুর্বর্ষং নোপরিষ্টাচ্চ ববৃষুঃ।
মৃগেন্দ্রপ্রতিরূপস্য স্থিতস্য যুধি মায়য়া ॥ ২৪
হতেঽশ্মবর্ষে তুমুলে জলবর্ষে চ শোষিতে।
সোঽসৃজদ্দানবো মায়ামগ্নি-বায়ুসমীরিতাম্ ॥২৫
মহেন্দ্রস্তোয়দৈঃ সার্দ্ধং সহস্রাক্ষো মহাদ্যুতিঃ।
মহতা তোয়বর্ষেণ শময়ামাস পাবকম্ ॥ ২৬
তস্যাং প্রতিহতায়ান্তু মায়ায়াং যুধি দানবঃ।
অসৃজদ্‌ঘোরসঙ্কাশং তমস্তীব্রং সমন্ততঃ ॥২৭
তমসা সংবৃতে লোকে দৈত্যেষ্বাত্তায়ুধেষু চ।
স্বতেজসা পরিবৃতো দিবাকর ইবাবভৌ ॥ ২৮
ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীঞ্চাস্য দদৃশুর্দানবা রণে।
ললাটস্থাং ত্রিশূলাঙ্কাং গঙ্গাং ত্রিপথগামিব ॥ ২৯
ততঃ সর্ব্বাসু মায়াসু হতাসু দিতিনন্দনাঃ।
হিরণ্যকশিপুং দৈত্যং বিবর্ণাঃ শরণং যযুঃ ॥
ততঃ প্রজ্বলিতঃ ক্রোধাৎ প্রদহন্নিব তেজসা।
তস্মিন্ ক্রুদ্ধে তু দৈত্যেন্দ্রে তমোভূতমভূজ্জগৎ
আবহঃ প্রবহশ্চৈব বিবহোঽথ হ্যুদাবহঃ।
পরাবহঃ সংবহশ্চ মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৩২
তথা পরিবহঃ শ্রীমানুৎপাতভয়শংসনাঃ।
ইত্যেবং ক্ষুভিতাঃ সপ্ত মরুতো গগনেচরাঃ ॥

মস্তকে পাতিত হইয়া খদ্যোতাবলীর ন্যায় দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। মেঘ যেমন বারিধারাপাতে গিরিপ্রদেশ আপ্লুত করে, তেমনি দৈত্যগণ অরিন্দম সিংহকে তখন শিলাজাল বর্ষণে আচ্ছাদিত করিল। মহাবেগে সমুদ্র যেমন গিরিবর মন্দরকে বিচালিত করিতে পারে না, তেমনি সেই দৈত্যেন্দ্রগণ সেই দেবসত্তমকে শিলাঘাতে বিচালিত করিতে পারিল না। অনন্তর সিংহ কর্ত্তৃক সেই শিলাবৃষ্টি ব্যাহত হইলে পর অজস্র বিপুল ধারায় চারিদিকে জল বর্ষণ হইতে লাগিল। সেই সকল জলধারা তীব্রবেগে আকাশ হইতে চতুর্দ্দিকে বিচ্যুত হইয়া দিক্ বিদিক্, ব্যোম, সর্ব্বস্থান প্লাবিত করিল। আকাশ এবং ভূতলের সর্ব্বত্র অহর্নিশ অজস্র বারিধারা পতিত হইলেও তাহারা সেই দেবের গাত্রস্পর্শও করিল না। যুদ্ধে মায়াবলে মৃগেন্দ্রের সমকক্ষ দৈত্যেন্দ্রের সেই শিলা ও জলবর্ষণ ব্যাহত ও শোষিত হইলে সেই দানব পুনরায় অগ্নি ও বায়ু-সমীরিত মায়া সৃষ্টি করিল। সহস্র ইন্দ্র জলদ-গণের সাহায্যে মহতী জলবৃষ্টি করিয়া সেই মায়া নির্ম্মিত অগ্নিকে প্রশমিত করিয়া ফেলিলেন। সেই মায়া প্রতিহত হইলে দানবেন্দ্র সমরে ঘোর তিমির সৃষ্টি করিল। তখন প্রগাঢ় অন্ধকারে জগৎ পরিপূর্ণ হইল। দানবেরা অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিল। কিন্তু নরসিংহ দেব স্বীয় তেজে পরিবৃত হইয়া দিবাকরের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। ১২—২৮। দানবগণ সমরে তখন ত্রিশূলাঙ্কিতা ত্রিপথগামিনীর ন্যায় রণে তাঁহার ভ্রুকুটি দর্শন করিল। তখন একে একে দৈত্য-গণের সমস্ত মায়াই বিনষ্ট হইল, তখন দৈত্যেন্দ্রগণ বিবর্ণ-বদনে সকলেই আসিয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহাতে হিরণ্যকশিপু ক্রোধে প্রজ্বলিত এবং তেজে যেন সমস্ত দাহ করিতে উদ্যত হইল। সেই দৈত্যরাজ ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত জগৎ যেন তমোভূত হইয়া উঠিল। অনন্তর আবহ, প্রবহ, বিবহ, উদাবহ, পরাবহ, সংবহ ও পরিবহ নামক মহাবল পরাক্রম উৎপাত ও ভয়সূচক ভীষণ সপ্তবায়ু ক্ষুব্ধ হইয়া গগনে প্রবাহিত হইতে

যে গ্রহাঃ সর্ব্বলোকস্য ক্ষয়ে প্রাদুর্ভবন্তি বৈ।
তে সর্ব্বে গগনে দৃষ্টা ব্যচরন্ত যথাসুখম্‌॥ ৩৪
অন্তঃ গতে চাপ্যচরন্মার্গং নিশি নিশাচরঃ।
সগ্রহঃ সহ নক্ষত্রৈ রাকাপতিররিন্দমঃ॥ ৩৫
বিবর্ণতাঞ্চ ভগবান্‌ গতো দিবি দিবাকরঃ।
কৃষ্ণং কবন্ধঞ্চ তথা লক্ষ্যতে সুমহদ্দিবি॥ ৩৬
অমুঞ্চচ্চার্চ্চিষাং বৃন্দং ভূমিবৃত্তির্বিভাবসুঃ।
গগনস্থশ্চ ভগবানভীক্ষ্ণং পরিদৃশ্যতে॥ ৩৭
সপ্ত ধূম্রনিভা ঘোরাঃ সূর্য্যা দিবি সমুত্থিতাঃ।
সোমস্য গগনস্থস্য গ্রহাস্তিষ্ঠন্তি শৃঙ্গগাঃ॥ ৩৮
বামেন দক্ষিণে চৈব স্থিতৌ শুক্রবৃহস্পতী।
শনৈশ্চরো লোহিতাঙ্গো জ্বলনাঙ্গসমদ্যুতী॥৩৯
সমং সমধিরোহন্তঃ সর্ব্বে তে গগনেচরাঃ।
শৃঙ্গাণি শনকৈর্ঘোরা যুগান্তাবর্ত্তিনো গ্রহাঃ॥৪০
চন্দ্রমাশ্চ সনক্ষত্রৈর্গ্রহৈঃ সহ তমোনুদঃ।
চরাচরবিনাশায় রোহিণীং নাভ্যনন্দত॥ ৪১
গৃহ্যতে রাহুণা চন্দ্র উল্কাভিরভিহন্যতে।
উল্কাঃ প্রজ্বলিতাশ্চন্দ্রে বিচরন্তি যথাসুখম্‌॥ ৪২
দেবানামপি যো দেবঃ সোহপ্যবর্ষত শোণিতম্‌
অপতন্‌ গগনাদুল্কা বিদ্যুদ্রূপা মহাস্বনাঃ॥ ৪৩
অকালে চ দ্রুমাঃ সর্ব্বে পুষ্পন্তি চ ফলন্তি চ।
লতাশ্চ সকলাঃ সর্ব্বা যে চাহুর্দৈত্যনাশনম্‌॥৪৪
ফলৈঃ ফলান্যজায়ন্ত পুষ্পৈঃ পুষ্পং তথৈব চ।
উন্মীলন্তি নিমীলন্তি হসন্তি চ রুদন্তি চ॥ ৪৫
বিক্রোশন্তি চ গম্ভীরা ধূময়ন্তি জ্বলন্তি চ।
প্রতিমাঃ সর্ব্বদেবানাং বেদয়ন্তি মহদ্ভয়ম্‌॥ ৪৬
আরণ্যৈঃ সহ সংসৃষ্টা গ্রাম্যাশ্চ মৃগ-পক্ষিণঃ।
চক্রুঃ সুভৈরবং তত্র মহাযুদ্ধমুপস্থিতম্‌॥ ৪৭
নদ্যশ্চ প্রতিকূলানি বহন্তি কলুষোদকাঃ।
ন প্রকাশন্তি চ দিশো রক্তরেণুসমাকুলাঃ॥৪৮
বানস্পত্যো ন পূজ্যন্তে পূজনার্হাঃ কথঞ্চন।

লাগিল। সমস্ত জগতের সংহারকালে যে সকল গ্রহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, সেই সকল গ্রহই গগনে যথাযথ দৃষ্ট হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষে ভগবান্‌ দিবাকর বিবর্ণরূপ ধারণ করিলেন। গ্রহনক্ষত্রাদি সহ রাত্রিযোগে পূর্ণচন্দ্রও তদবস্থাপন্ন হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ কবন্ধ আকাশে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। বিভাবসু ভূগত হইয়া তেজোরাশি বিকিরণ করিতে লাগিলেন। আবার গগনাঙ্গনেও বারবার তিনি পরিদৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ধূমনিভ সপ্ত ঘোর সূর্য্য আকাশে উত্থিত হইলেন। গ্রহগণ গগনস্থ চন্দ্রের শৃঙ্গগত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র এবং বৃহস্পতি উভয়ে বাম ও দক্ষিণদিকে অবস্থিত হইলেন। জ্বলিত জ্বলনাকৃতি শনৈশ্চর ও মঙ্গল এবং যুগান্তবর্ত্তী অন্যান্য গগনচর গ্রহগণ স্ব স্ব শৃঙ্গে অধিরোহণ করিলেন। তিমির-হর চন্দ্রমা গ্রহ-নক্ষত্রাদিসহ চরাচর বিনাশের জন্য রোহিণীকে অভিনন্দিত করিলেন না। চন্দ্র রাহুকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইলেন ও উল্কাসমূহে অভিহত হইতে লাগিলেন। প্রজ্বলিত উল্কা সকল চন্দ্রমার উপর দিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিল। দেবদেব শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিদ্যুদাকার মহাধ্বনিশালিনী উল্কা গগন হইতে পতিত হইতে লাগিল। দ্রুমসকল অকালে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠিল। লতারাজি ফলবতী হইল। এই সকল ব্যাপারে দৈত্যদিগের বিনাশসূচনা করিতে লাগিল। ফল দ্বারা ফল এবং পুষ্প দ্বারা পুষ্প উৎপন্ন হইতে লাগিল। গম্ভীরাকৃতি দেবপ্রতিমা সকল কখন উন্মীলিত ও কখন নিমীলিত হইতে লাগিল। কখন হাসিতে লাগিল, কখন কাঁদিতে লাগিল এবং কখন কখন আক্রোশ প্রকাশ করিয়া প্রধূমিত ও প্রজ্বলিত হইতে লাগিল॥২০—৪৬। গ্রাম্য মৃগপক্ষী সকল আরণ্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে সেই মহাযুদ্ধে ভৈরব রব করিতে লাগিল। কলুষজলবাহিনী নদী সকল প্রতিকূল ভাবে বহিতে লাগিল। দিক্‌সমূহ রক্ত রেণুজালে রঞ্জিত হইয়া অপ্রকাশিত হইল। পূজনীয় বনস্পতিগণ

বায়ুবেগেন হন্যন্তে ভজ্যন্তে প্রণমন্তি চ ॥ ৪৯
যদা চ সর্ব্বভূতানাং ছায়া ন পরিবর্ত্ততে।
অপরাহ্নগতে সূর্য্যে লোকানাং যুগসঙ্ক্ষয়ে ॥
তদা হিরণ্যকশিপোর্দৈত্যস্যোপরি বেশ্মনঃ।
ভাণ্ডাগারায়ুধাগারে নিবিষ্টমভবন্মধু ॥ ৫১
অসুরাণাং বিনাশায় সুরাণাং বিজয়ায় চ।
দৃশ্যন্তে বিবিধোৎপাতা ঘোরা ঘোরনিদর্শনাঃ
এতে চান্যে চ বহবো ঘোরোৎপাতাঃসমুত্থিতাঃ
দৈত্যেন্দ্রস্য বিনাশায় দৃশ্যন্তে কালনির্ম্মিতাঃ ॥
মেদিন্যাং কম্পমানায়াং দৈত্যেন্দ্রেণ মহাত্মনা।
মহীধরা নাগগণা নিপেতুরমিতৌজসঃ ॥ ৫৪
বিষজ্বালাকুলৈর্বক্ত্রৈর্বিমুঞ্চন্তো হুতাশনম্।
চতুঃশীর্ষাঃ পঞ্চশীর্ষাঃ সপ্তশীর্ষাশ্চ পন্নগাঃ ॥ ৫৫
বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ।
এলামুখঃ কালিয়শ্চ মহাপদ্মশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৫৬
সহস্রশীর্ষো নাগো বৈ হেমতালধ্বজঃ প্রভুঃ।
শেষোঽনন্তো মহাভাগোদুষ্প্রকম্প্যঃপ্রকম্পিতঃ

কুত্রাপি কোনরূপে পূজিত হইল না। তাহারা বায়ুবেগে বিহত, ভগ্ন ও প্রণত হইয়া পড়িল। এতদ্ভিন্ন সূর্য্য অপরাহ্নগত হইলেও যৎকালে লোকদিগের ছায়া পরিবর্ত্তন ঘটিল না, তাদৃশ যুগক্ষয়করকালে দানব হিরণ্যকশিপুর ভাণ্ডাগারে ও আয়ুধাগারে উপরিতন গৃহ হইতে মধু পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে অসুরগণের বিনাশ ও সুরগণের বিজয়ের নিমিত্ত ঘোরদর্শন বিবিধ উৎপাত সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। দৈত্যেন্দ্রের বিনাশের নিমিত্ত এইরূপ এবং অন্য আরও কালনির্ম্মিত নানাবিধ বহু উৎপাত আবির্ভূত হইতে লাগিল। মহাত্মা দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে সঙ্গে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিলে অমিতপ্রভাব নাগগণ ও মহীধরগণ নিপতিত হইতে লাগিল। চতুঃশীর্ষ পঞ্চশীর্ষ এমন কি সপ্তশীর্ষ নাগগণ বিষজ্বালাকুল বদনাবলী দ্বারা হুতাশন উদ্গিরণ করিতে লাগিল। বাসুকি, তক্ষক, কালিয়, মহাপদ্ম ও সহস্রশীর্ষ নাগ, হেমতাল-

দীপ্তাস্তস্তর্জলস্থানি পৃথিবীধরণানি চ।
তদা ক্রুদ্ধেন মহতা কম্পিতানি সমন্ততঃ ॥ ৫৮
নাগাস্তেজোধরাশ্চাপি পাতালতলচারিণঃ।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যস্তদা সংস্পৃষ্টবান্ মহীম্ ॥ ৫৯
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটঃ ক্রোধাদ্বারাহ ইব পূর্ব্বজঃ।
নদী ভাগীরথী চৈব সরযূঃ কৌশিকী তথা ॥ ৬০
যমুনা ত্বথ কাবেরী কৃষ্ণবেণী চ নিম্নগা।
সুবেণা চ মহাভাগা নদী গোদাবরী তথা ॥ ৬১
চর্ম্মণ্বতী চ সিন্ধুশ্চ তথা নদনদীপতিঃ।
কমলপ্রভবশ্চৈব শোণো মণিনিভোদকঃ ॥ ৬২
নর্ম্মদা শুভতোয়া চ তথা বেত্রবতী নদী।
গোমতী গোকুলাকীর্ণা তথা পূর্ব্বসরস্বতী ॥ ৬২
মহী কালমহী চৈব তমসা পুষ্পবাহিনী।
জম্বূদ্বীপং রত্নবটং সর্ব্বরত্নোপশোভিতম্ ॥ ৬৪
সুবর্ণপ্রকটঞ্চৈব সুবর্ণাকরমণ্ডিতম্।
মহানদঞ্চ লৌহিত্যং শৈল-কাননশোভিতম্ ॥
পত্তনং কোশকরণমৃষিবীরজনাকরম্।
মাগধাশ্চ মহাগ্রামা মুণ্ডাঃ শুঙ্গাস্তথৈব চ ॥ ৬৬

ধ্বজ এবং মহাভাগ শেষ অনন্ত প্রমুখ দুষ্প্রকম্প্য হইলেও তখন কম্পিত হইল। এইরূপে জলমধ্যস্থ পৃথ্বীধর দীপ্ত প্রাণিবৃন্দ তৎকালে মহাক্রোধে চতুর্দ্দিকে কম্পিত হইয়া উঠিল। এতদ্ভিন্ন পাতালতলচারী তেজস্বী নাগগণও মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল। দৈত্য হিরণ্যকশিপু তৎকালে মহীস্পর্শ করিল। ৪৭—৫৯। সে, স্বীয় ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া ক্রোধভরে আদি বরাহবৎ দণ্ডায়মান হইল। এই সময় ভাগীরথী, সরযূ, কৌশিকী, যমুনা, কাবেরী, কৃষ্ণবেণী, চর্ম্মণ্বতী, সুবেণা, গোদাবরী, নদ-নদীপতি সিন্ধু, মণিপ্রতিম জলশালী কমলোদ্ভব শোণ, শুভতোয়া নর্ম্মদা, বেত্রবতী, গোকুলাকীর্ণা গোমতী, সরস্বতী, মহী, কালমহী, তমসা ও পুষ্পবাহিনী প্রভৃতি নদী, সর্ব্বরত্ন-মণ্ডিত রত্নবটাধিষ্ঠিত জম্বুদ্বীপ, সুবর্ণাকর-শোভিত, সুবর্ণপ্রকাশিত শৈল-কাননশালী মহানদ লৌহিত্য; ঋষি ও বীরজনাধ্যুষিত কোষকরণ পত্তন; মাগধ,

সুহ্মা মল্লা বিদেহাশ্চ মালবাঃ কাশিকোশলাঃ।
ভবনং বৈনতেয়স্য দৈত্যেন্দ্রেণাভিকম্পিতম্॥
কৈলাসশিখরাকারং যৎ কৃতং বিশ্বকর্ম্মণা।
রক্ততোয়ো মহাভীমো লৌহিত্যো নাম সাগরঃ
উদয়শ্চ মহাশৈল উচ্ছ্রিতঃ শতযোজনম্
সুবর্ণবেদিকঃ শ্রীমান্ মেঘপঙ্ক্তিনিষেবিতঃ॥ ৬৯
ভ্রাজমানোঽর্কসদৃশৈর্জাতরূপময়ৈর্দ্রুমৈঃ।
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ॥
অয়োমুখশ্চ বিখ্যাতঃ পর্ব্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ।
তমালবনগন্ধশ্চ পর্ব্বতো মলয়ঃ শুভঃ॥ ৭১
সুরাষ্ট্রাশ্চ সবাহ্লীকাঃ শূরাভীরাস্তথৈব চ।
ভোজাঃ পাণ্ড্যাশ্চ বঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ
তথৈবোড্রাশ্চ পৌণ্ড্রাশ্চ বামচূড়াঃ সকেরলাঃ।
ক্ষোভিতাস্তেন দৈত্যেন সদেবাশ্চাপ্সরোগণাঃ
অগস্ত্যভবনঞ্চৈব যদগম্যং কৃতং পুরা।
সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘৈশ্চ বিপ্রকীর্ণং মনোহরম্॥ ৭৪
বিচিত্রনানাবিহগং সুপুষ্পিতমহাদ্রুমম্।
জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্গগনং বিলিখন্নিব॥ ৭৫
চন্দ্র-সূর্য্যাংশুসঙ্কাশৈঃ সাগরাম্বুসমাবৃতৈঃ।
বিদ্যুত্বান্ পর্ব্বতঃ শ্রীমানায়তঃ শতযোজনম্॥
বিদ্যুতাং যত্র সঙ্ঘাতা নিপাত্যন্তে নগোত্তমে
ঋষভঃ পর্ব্বতশ্চৈব শ্রীমান্ বৃষভসংজ্ঞিতঃ॥ ৭৭
কুঞ্জরঃ পর্ব্বতঃ শ্রীমান্ যত্রাগস্ত্যগৃহং শুভম্।
বিশালাক্ষশ্চ দুর্দ্ধর্ষঃ সর্পাণামালয়ঃ পুরী॥ ৭৮
তথা ভোগবতী চাপি দৈত্যেন্দ্রেণাভিকম্পিতাঃ
মহাসেনো গিরিশ্চৈব পারিযাত্রশ্চ পর্ব্বতঃ॥ ৭৯
চক্রবাংশ্চ গিরিশ্রেষ্ঠো বারাহশ্চৈব পর্ব্বতঃ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরঞ্চাপি জাতরূপময়ং শুভম্॥
যস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ।
মেঘশ্চ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠো মেঘগম্ভীরনিস্বনঃ॥ ৮১
ষষ্টিস্তত্র সহস্রাণি পর্ব্বতানাং দ্বিজোত্তমাঃ।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশো মেরুস্তত্র মহাগিরিঃ॥ ৮২
যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্ব্বৈর্নিত্যং সেবিতকন্দরঃ।
হেমগর্ভো মহাশৈলস্তথা হেমসখো গিরিঃ।
কৈলাসশ্চৈব শৈলেন্দ্রো দানবেন্দ্রেণ কম্পিতাঃ
হেমপুষ্করসঙ্কীর্ণং তেন বৈখানসং সরঃ॥ ৮৪
কম্পিতং মানসঞ্চৈব হংসকারণ্ডবাকুলম্।

মহাগ্রাম, মুড়, শুঙ্গ, সুহ্ম, মল্ল, বিদেহ, মালব, কাশি কোশল এবং বিশ্বকর্ম্ম-কৃত কৈলাস-শৃঙ্গসম বৈনতেয়নিকেতন ; এই সমস্তই দৈত্যেন্দ্র কর্তৃক কম্পিত হইল। রক্তবর্ণ জলশালী অতিভীষণ লোহিত সাগর শতযোজনসমুচ্ছ্রিত সুবর্ণবেদিকান্বিত মেঘসমূহ-সেবিত শ্রীমান্ মহান্ উদয়াচল, সূর্য্যপ্রতিম সুবর্ণময় দ্রুমসমূহে বিরাজিত, শাল তাল তমাল ও কর্ণিকারাদি নানা পুষ্পিত পাদপে শোভিত ধাতুমণ্ডিত বিখ্যাত অয়োমুখ গিরি, তমাল বনগন্ধাঢ্য শুভমলয়াচল এবং সুরাষ্ট্র, বাহ্লীক, শূর, আভীর, ভোজ, পাণ্ড্য, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, ওড্র, পৌণ্ড্র, বামচূড় ও কেরল, এবং দেব ও অপ্সরোগণ সকলেই সেই দৈত্যকর্তৃক ক্ষোভিত হইল। পূর্ব্বে যেখানে দুর্গম অগস্ত্যভবন ছিল, যাহার সর্ব্বত্র সিদ্ধ ও চারণগণ বিচরণ করে, বিচিত্র বিহগ-নাদিত সুপুষ্পিত মহাদ্রুমরাজি যথায় বিরাজিত রহিয়াছে, যদীয় জাতরূপময় রবি-শশিসমুজ্জ্বল শৃঙ্গসমূহ দ্বারা গগন যেন উল্লিখিত হইতেছে এবং যথায় বিদ্যুৎপুঞ্জ নিপতিত হইতেছে,—তাদৃশ বিদ্যুদ্বিশিষ্ট শতযোজনায়ত শ্রীমান্ বিদ্যুত্বান্ গিরি এবং ঋষভ, বৃষভ ও কুঞ্জরাখ্য অগস্ত্য-নিবাস অন্যান্য গিরিশ্রেণী, সর্পনিবাস দুর্দ্ধর্ষ বিশালাক্ষ শৈল ও ভোগবতী নদী এই সমস্তও তৎকালে দৈত্যেন্দ্রভয়ে কম্পান্বিত হইল। মহাসেন গিরি, পারিপাত্রপর্ব্বত, গিরিশ্রেষ্ঠ চক্রবান্, ও বারাহ পর্ব্বত, দুষ্টাত্মা নরকাধিষ্ঠিত সুবর্ণময় শুভ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরী, মেঘগম্ভীরনাদী পর্ব্বতবর মেঘ, তত্রাধিষ্ঠিত অন্যান্য ষষ্টিসহস্র পর্ব্বত, যক্ষ-রক্ষ ও গন্ধর্ব্ব-সেবিত তরুণাদিত্য-সম মহাগিরি মেরু, মহাশৈল হেমগর্ভ ও হেমসম গিরি এবং শৈলশ্রেষ্ঠ কৈলাস এই সকলও তখন দৈত্যেন্দ্র কর্তৃক বিচালিত হইল। ৬০—৮৩। হেমপদ্মপরিবৃত বৈখানস-সরোবর, হংসকারণ্ডাকুল মানসসরোবর, ত্রিশৃঙ্গ

ত্রিশৃঙ্গপর্ব্বতশ্চৈব কুমারী চ সরিদ্বরা। ৮৫
তুষারচয়সঙ্ঘন্নো মন্দরশ্চাপি পর্ব্বতঃ।
উশীরবিন্দুশ্চ গিরিশ্চন্দ্রপ্রস্থস্তথাদ্রিরাট্। ৮৬
প্রজাপতিগিরিশ্চৈব তথা পুষ্করপর্ব্বতঃ।
দেবাভ্রপর্ব্বতশ্চৈব তথা বৈ রেণুকো গিরিঃ॥৮৭
ক্রৌঞ্চঃ সপ্তর্ষিশৈলশ্চ ধূম্রবর্ণশ্চ পর্ব্বতঃ।
এতে চান্যে চ গিরয়ো দেশা জনপদাস্তথা॥৮৮
নদ্যঃ সসাগরাঃ সর্ব্বাঃ সোঽকম্পয়ত দানবঃ।
কপিলশ্চ মহীপুত্রো ব্যাঘ্রবাংশ্চৈব কম্পিতঃ॥৮৯
খেচরাশ্চ সতীপুত্রাঃ পাতালতলবাসিনঃ।
গণস্তথা পরো রৌদ্রো মেঘনামাঙ্কুশায়ুধঃ। ৯০
ঊর্দ্ধগো ভীমবেগশ্চ সর্ব্ব এবাভিকম্পিতাঃ।
গদী শূলী করালশ্চ হিরণ্যকশিপুস্তদা। ৯১
জীমূতঘনসঙ্কাশো জীমূতঘননিস্বনঃ।
জীমূতঘননির্ঘোষো জীমূত ইব বেগবান্॥ ৯২
দেবারির্দিতিজো বীরো নৃসিংহং সমুপাদ্রবৎ।
সমুৎপত্য ততস্তীক্ষ্ণৈর্ম্মৃগেন্দ্রেণ মহানখৈঃ। ৯৩
তদোঙ্কারসহায়েন বিদার্য্য নিহতো যুধি।
মহী চ কালশ্চ শশী নভশ্চ
গ্রহাশ্চ সূর্য্যশ্চ দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
নদ্যশ্চ শৈলাশ্চ মহার্ণবাশ্চ
গতাঃ প্রসাদং দিতিপুত্রনাশাৎ। ৯৪
ততঃ প্রমুদিতা দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
তুষ্টুবুর্নামভির্দিব্যৈরাদিদেবং সনাতনম্। ৯৫
যৎ ত্বয়া বিহিতং দেব নারসিংহমিদং বপুঃ।
এতদেবার্চ্চয়িষ্যন্তি পরাবরবিদো জনাঃ। ৯৬

ব্রহ্মোবাচ।

ভবান্ ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ মহেন্দ্রো দেবসত্তমাঃ।
ভবান্ কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ লোকানাং প্রভবাব্যয়ঃ।
পরাঞ্চ সিদ্ধিঞ্চ পরঞ্চ দেবং
পরঞ্চ মন্ত্রং পরমং হবিশ্চ।
পরঞ্চ ধর্ম্মং পরমঞ্চ বিশ্বং *
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্। ৯৮
পরং শরীরং পরমঞ্চ ব্রহ্ম
পরঞ্চ যোগং পরমাঞ্চ বাণীম্।

নামক গিরিবর, সরিদ্বরা কুমারী, স্তূপীকৃত তুষারাচ্ছন্ন মন্দরাচল, গিরিশ্রেষ্ঠ উশীরবিন্দু ও চন্দ্রপ্রস্থ, প্রজাপতিগিরি, পুষ্করপর্ব্বত, দেবাভ্রগিরি, রেণুকশৈল, ক্রৌঞ্চ, সপ্তর্ষি ও ধূম্রবর্ণ পর্ব্বত, এই সকল এবং অন্যান্য আরও বহুতর গিরি, দেশ, জনপদ, নদী ও সাগর-সমূহ তৎকালে দৈত্যভরে কম্পিত হইল। কপিল, মহীপুত্র ব্যাঘ্রবান্, সতীপুত্র খেচরগণ, পাতালবাসিগণ, অঙ্কুশায়ুধ মেঘনামক রৌদ্র-গণ এবং ঊর্দ্ধগ ও ভীমগ প্রভৃতি অন্যান্য গণগণ সকলেই তখন দৈত্যেন্দ্র হিরণ্য-কশিপুর চলনে কম্পিত হইল। ঐ সময় হিরণ্যকশিপু গদা ও শূল হস্তে ধরিয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল। অনন্তর ঐ জীমূতপ্রতিম, জীমূতনাদী, জীমূত-নির্ঘোষী ও জীমূতবৎ বেগবান্ দেবারি দানবেন্দ্র নৃসিংহাভিমুখে ধাবিত হইল। তখন মৃগেন্দ্র সেই দৈত্যোপরি সমুৎপতিত হইলেন এবং ওঙ্কারের সহায়তায় তীক্ষ্ণ প্রখর নখরনিকরে সেই দৈত্যেন্দ্রকে বিদারিত করিয়া নিহত করিলেন। সেই দৈত্য-বর বিনষ্ট হইলে মহী, কাল, আকাশ, গ্রহ, সূর্য্য, চন্দ্র, দিঙ্মণ্ডল, নদী, শৈল ও মহার্ণব সকল প্রসন্ন হইল।৮৪—৯৪। অনন্তর দেব ও তপোধন ঋষিগণ সেই সনাতন দেবদেবকে তদীয় দিব্য নামনিচয় উচ্চারণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহি-লেন,—হে দেব! তুমি যে এই নারসিংহ দেহ কল্পনা করিয়াছ, পরাবরজ্ঞ জনগণ তোমার ঐরূপেরই পূজা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে প্রভো! আপনিই ব্রহ্মা, রুদ্র ও মহেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেব আখ্যায় অভিহিত এবং আপনিই কর্ত্তা, বিকর্ত্তা ও লোকসমূহের প্রভব-ভূমি। পরম পণ্ডিতগণ আপনাকেই পরম সিদ্ধি, পরম দেব, পরম মন্ত্র, পরম হবিঃ, পরম ধর্ম্ম, পরম বিশ্ব, পরম শরীর, পরম ব্রহ্ম, পরম যোগ,

* পরমং যশশ্চেতি পাঠান্তরম্।

পরং রহস্যং পরমাং গতিঞ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৯৯
এবং পরস্যাপি পরং পদং যৎ
পরং পরস্যাপি পরঞ্চ দেবম্।
পরং পরস্যাপি পরঞ্চ ভূতং
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ১০০
পরং পরস্যাপি পরং রহস্যং
পরং পরস্যাপি পরং মহত্ত্বম্।
পরং পরস্যাপি পরং মহদ্যৎ
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ১০১
পরং পরস্যাপি পরং নিধানং
পরং পরস্যাপি পরং পবিত্রম্।
পরং পরস্যাপি পরঞ্চ দান্তং
ত্বামাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ১০২
এবমুক্তা তু ভগবান্ সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
স্তুত্বা নারায়ণং দেবং ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ॥
ততো নদৎসু তূর্য্যেষু নৃত্যন্তীষপ্সরঃসু চ।
ক্ষীরোদস্যোত্তরং কূলং জগাম হরিরীশ্বরঃ॥
নারসিংহং বপুর্দেবঃ স্থাপয়িত্বা সুদীপ্তিমৎ।
পৌরাণং রূপমাস্থায় প্রযযৌ গরুড়ধ্বজঃ ॥১০৫
অষ্টচক্রেণ যানেন ভূতযুক্তেন ভাস্বতা।
অব্যক্তপ্রকৃতির্দেবঃ স্বস্থানং গতবান্ প্রভুঃ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে হিরণ্যকশিপু-
বধো নাম ত্রিষষ্ট্যধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৩ ॥

চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ।
কথিতং নরসিংহস্য মাহাত্ম্যং বিস্তরেণ চ।
পুনস্তস্যৈব মাহাত্ম্যমন্যদ্বিস্তরতো বদ ॥ ১
পদ্মরূপমভূদেতৎ কথং হেমময়ং জগৎ।
কথঞ্চ বৈষ্ণবী সৃষ্টিঃ পদ্মমধ্যেঽভবৎ পুরা ॥ ২
সূত উবাচ।
শ্রুত্বা চ নরসিংহস্য মাহাত্ম্যং রবিনন্দনঃ।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ কেশবম্ ॥ ৩
মনুরুবাচ।
কথং পাদ্মে মহাকল্পে তব পদ্মময়ং জগৎ।
জলার্ণবগতস্যেহ নাভৌ জাতং জনার্দ্দন ॥ ৪

পরম বাণী, পরম রহস্য, পরম গতি ও পরম পুরাণ, পুরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আপনিই পরাৎপর পরম পদ, পরাৎপর পরদেব, পরাৎপর পরম ভূত, পরাৎপর পরম রহস্য, পরাৎপর পরম মহত্ত্ব, পরাৎপর পরম মহৎ, পরাৎপর পরম নিধান, পরাৎপর পরম পবিত্র, পরাৎপর পরম দান্ত ও পরম পুরাণ পুরুষ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে দেবদেব নারায়ণকে স্তব করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তখন তূর্য্য সকল নাদিত হইল, অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ঈশ্বর হরি ক্ষীরাব্ধির উত্তরকূলে গমন করিলেন। তিনি তাঁহার সেই তাৎকালিক দীপ্ত নারসিংহরূপ তথায় স্থাপনপূর্ব্বক পৌরাণরূপ পরিগ্রহ করিয়া গরুড়বাহনে প্রস্থিত হইলেন। ভূতান্বিত ভাস্বর অষ্টচক্রযুত যানারোহণে সেই অব্যক্তপ্রকৃতি দেবদেব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ৯৫—১০৬।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৩।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! তুমি বিস্তৃতরূপে নরসিংহের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছ এক্ষণে তাঁহার অন্যান্য মাহাত্ম্য কথা বিস্তার করিয়া বল। কিরূপে এই জগৎ হেম পদ্মময় হইল এবং কিরূপেই বা সেই পদ্মমধ্যে পুরাকালে বৈষ্ণবী সৃষ্টি হইয়াছিল? সূত বলিলেন,—বৈবস্বত মনু নরসিংহের মাহাত্ম্যকথা শুনিয়া বিস্ময়ে উৎফুল্ল-নেত্র হইলেন এবং পুনরায় কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মনু বলিলেন,—হে

প্রভাবাৎ পদ্মনাভস্য স্বপতঃ সাগরাম্ভসি।
পুষ্করে চ কথং ভূতা দেবাঃ সর্ষিগণাঃ পুরা ॥৫
এনমাখ্যাহি নিখিলং যোগং যোগবিদাং পতে
শৃণ্বতস্তস্য মে কীর্ত্তিং ন তৃপ্তিরুপজায়তে ॥ ৬
কিয়তা চৈব কালেন শেতে বৈ পুরুষোত্তমঃ।
কিয়ন্তং বা স্বপিতি চ কোঽস্য কালস্য সম্ভবঃ ॥
কিয়তা বাথ কালেন হ্যুত্তিষ্ঠতি মহাযশাঃ।
কথঞ্চোত্থায় ভগবান্ সৃজতে নিখিলং জগৎ ॥
কে প্রজাপতয়স্তাবদাসন্ পূর্ব্বং মহামুনে।
কথং নির্ম্মিতবাংশ্চৈব চিত্রং লোকং সনাতনম্
কথমেকার্ণবে শূন্যে নষ্টস্থাবরজঙ্গমে।
দগ্ধদেবাসুরনরে প্রনষ্টোরগরাক্ষসে ॥ ১০
নষ্টানিলানলে লোকে নষ্টাকাশমহীতলে।
কেবলং গহ্বরীভূতে মহাভূতবিপর্য্যয়ে ॥ ১১
বিভুর্মহাভূতপতির্মহাতেজা মহাকৃতিঃ।
আস্তে সুরবরশ্রেষ্ঠো বিধিমাস্থায় যোগবিৎ ॥
শৃণুয়াং পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্মন্নেতদশেষতঃ।
বক্তুমর্হসি ধর্ম্মিষ্ঠ যশো নারায়ণাত্মকম্ ॥ ১৩
শ্রদ্ধয়া চোপবিষ্টানাং ভগবন্ বক্তুমর্হসি ॥ ১৪

মৎস্য উবাচ।

নারায়ণস্য যশসঃ শ্রবণে যা তব স্পৃহা।
তদ্বংশ্যান্বয়ভূতস্য ন্যায্যং রবিকুলর্ষভ ॥ ১৫
শৃণুধ্বাদপুরাণেষু বেদেভ্যশ্চ যথাশ্রুতম্।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বদতাং শ্রুত্বা বৈ সুমহাত্মনাম্ ॥
যথা চ তপসা দৃষ্টা বৃহস্পতিসমদ্যুতিঃ।
পরাশরসুতঃ শ্রীমান্ গুরুর্দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥
তৎ তেঽহং কথয়িষ্যামি যথাশক্তি যথাশ্রুতি।
যদ্বিজ্ঞাতুং ময়া শক্যমৃষিমাত্রেণ সত্তমাঃ ॥ ১৮
কঃ সমুৎসহতে জ্ঞাতুং পরং নারায়ণাত্মকম্।

জনার্দ্দন! পাদ্ম মহাকল্পে কিরূপে জলার্ণবগত ভবদীয় নাভিদেশে এই পদ্মময় জগৎ জন্মিয়াছিল? আপনি পদ্মনাভ; সাগরজলে শয়ন করিলে ভবদীয় প্রভাবে কিরূপে দেব ও ঋষিগণ পুরাকালে পুষ্করে অবস্থিত ছিলেন? হে যোগবিদ্‌গণের বরেণ্য! আপনি এই নিখিল যোগ কীর্ত্তন করুন। তদীয় কীর্ত্তি শ্রবণে মদীয় চরম তৃপ্তি হইতেছে না। পুরুষোত্তম কোন্ কালে শয়ন করিয়া কত কাল পর্য্যন্ত শয়ান থাকেন? সেই কালের স্থিতি কি পরিমাণ? কিরূপে সেই ভগবান্ শয়ন হইতে উত্থিত হইয়া এই নিখিল জগৎ সৃজন করেন? হে মহামুনে! পুরাকালে কে কে প্রজাপতি ছিলেন? কিরূপে এই বিচিত্র সনাতন লোক নির্ম্মিত হইল? যখন সুর, অসুর, নর সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল, উরগ ও রাক্ষস সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইল; অনিল, অনল, আকাশ ও মহীতল কিছুই রহিল না, সকলই বিলুপ্ত হইল; সমস্ত মহাভূতের বিপর্য্যয় ঘটিল এবং ত্রিভুবনের সর্ব্বস্থান যখন কেবল একটা বৃহৎ গহ্বরের ন্যায় প্রতীত হইল, তখন সেই মহাভূত-পতি মহাকৃতি মহাতেজা, যোগজ্ঞ, সুরবর-শ্রেষ্ঠ ভগবান্ জনার্দ্দন কিরূপ কোন্ বিধি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন? হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে ব্রহ্মন্! পরম ভক্তির সহিত আমি সেই নারায়ণাত্মক যশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি অশেষরূপে তাহা কীর্ত্তন করুন। হে ভগবন্! যাহারা ঐ যশোগাথা শ্রবণার্থ শ্রদ্ধা সহকারে সমাসীন, তাহাদিগের নিকট উহা বিবৃত করা আপনার একান্তই কর্ত্তব্য।১—১৪। মৎস্য কহিলেন—হে রবিকুলনন্দন! নারায়ণের যশঃশ্রবণে তোমার স্পৃহা জন্মিয়াছে, ইহা বিবস্বানের বংশধর—তোমার উপযুক্তই হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে শ্রবণ কর, আমি বেদবাক্যে, আদি পুরাণসমূহে ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি এবং পরাশরনন্দন বৃহস্পতিপ্রতিম শ্রীমান্ দ্বৈপায়ন গুরু যাহা তপোবলে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, আমি তৎসমস্ত তোমার নিকট যথাশক্তি ও যথাশ্রুতি ব্যক্ত করিতেছি। আমি এবং ঋষিপ্রধানগণ যাহা জানিতে সক্ষম, সেই নারায়ণাত্মক পরমপদ অপর কে বিদিত হইতে পারে? যিনি বিশ্ববিধাতা

বিশ্বায়নশ্চ যদ্‌ব্রহ্মা ন বেদয়তি তত্ত্বতঃ ॥ ১৯
তৎ কর্ম্ম বিশ্ববেদানাং তদ্রহস্যং মহর্ষিণাম্‌।
তদিজ্যং সর্ব্বযজ্ঞানাং তৎ তত্ত্বং সর্ব্বদর্শিনাম্‌।
তদধ্যাত্মবিদাং চিন্ত্যং নরকঞ্চ বিকর্ম্মিণাম ॥ ২০
অধিদৈবঞ্চ যদ্দৈবমধিযজ্ঞং সুসংজ্ঞিতম্‌।
তদ্ভূতমধিভূতঞ্চ তৎ পরং পরমর্ষিণাম্‌ ॥ ২১
স যজ্ঞো বেদনির্দ্দিষ্টস্তৎ তপঃ কবয়ো বিদুঃ।
যঃ কর্ত্তা কারকো বুদ্ধির্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ ॥ ২২
প্রণবঃ পুরুষঃ শাস্তা একশ্চেতি বিভাব্যতে।
প্রাণঃ পঞ্চবিধশ্চৈব ধ্রুব অক্ষর এব চ ॥ ২৩
কালঃ পাকশ্চ পক্তা চ দ্রষ্টা স্বাধ্যায় এব চ।
উচ্যতে বিবিধৈর্দ্দেবৈঃ স এবায়ং ন তৎপরম্‌ ॥
স এব ভগবান্‌ সর্ব্বং করোতি বিকরোতি চ।
সোঽস্মান্‌ কারয়তে সর্ব্বান্‌ সোঽত্যেতি ব্যাকুলীকৃতান্‌ ॥ ২৫

ব্রহ্মা, তিনিও তাহা তত্ত্বতঃ জানিতে সক্ষম নহেন। তাহাই সমস্ত বেদের রহস্য বা প্রতিপাদ্য এবং তাহাই পরমর্ষিগণের তপঃসাধ্য; তাহাই সর্ব্ব যজ্ঞের ইজ্য ও সর্ব্বদর্শীদিগের তত্ত্ব; অধ্যাত্মবেদিগণের তাহাই একমাত্র চিন্তনীয় এবং বিকর্ম্মীদিগের তাহাই নরকস্বরূপ। এতদ্ভিন্ন যাহা অধিদৈব, দৈব ও অধিভূত আখ্যায় নির্দ্দিষ্ট, তাহাও সেই নারায়ণাখ্য পরমপদ বৈ আর কিছুই নহে। কবিগণ বলেন,—তিনিই বেদনির্দ্দিষ্ট যজ্ঞ এবং তিনিই তপস্যা। অপিচ তিনি কর্ত্তা, কারক, বুদ্ধি, মন, ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রণব, পুরুষ, শাস্তা, ও একমাত্ররূপে বিভাবিত। যিনি পঞ্চবিধ প্রাণ, ধ্রুব, অক্ষর, কাল, পাক, পক্তা, দ্রষ্টা ও স্বাধ্যায়াদি বিবিধ নামে অভিহিত হন, তিনিই সেই এই নারায়ণ দেব; তাঁহা অপেক্ষা আর প্রাধান্য কাহারও নাই। সেই ভগবান্‌ জনার্দ্দনই সমস্ত সৃষ্টি ও সংহার করেন। তিনিই সকলের দ্বারা কার্য্য করাইয়া থাকেন এবং আমাদের অবসানে তিনিই একমাত্র সর্ব্বাতিক্রমী হইয়া অবস্থিত করেন। আমরা সেই আদ্য

যজামহে তমেবাদ্যং তমেবেচ্ছাম নির্বৃতাঃ।
যো বক্তা যচ্চ বক্তব্যং যচ্চাহং তদ্‌ব্রবীমি বঃ
শ্রূয়তে যচ্চ বৈ শ্রাব্যং যচ্চান্যৎ পরিজল্প্যতে
যাঃ কথাশ্চৈব বর্ত্তন্তে শ্রুতয়ো বাথ তৎপরাঃ।
বিশ্বং বিশ্বপতির্যশ্চ স তু নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ২৭
যৎ সত্যং যদমৃতমক্ষরং পরং যৎ
যদ্ভূতং পরমমিদঞ্চ যদ্ভবিষ্যৎ।
যৎ কিঞ্চিচ্চরমচরং যদস্তি চান্যৎ
তৎ সর্ব্বং পুরুষবরঃ প্রভুঃ পুরাণঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভবপ্রাদুর্ভাবে চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৪॥

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাস্তু কৃতং যুগম্‌।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা দ্বিগুণা রবিনন্দন ॥ ১
যত্র ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদস্ত্বধর্ম্মঃ পাদবিগ্রহঃ।

পুরুষকেই পূজা করি এবং নির্বৃত হইয়া তাঁহাকেই লাভ করিতে অভিলাষী হই। যিনি বক্তা, যাহা বক্তব্য, যাহা আমি বলি, যাহা শুনা যায়, যাহা শ্রাব্য, এবং যাহা জল্পনার বিষয়ীভূত, অপিচ যে সকল কথা বা শ্রুতি আছে, সকলই সেই নারায়ণাত্মক; সেই নারায়ণই বিশ্ব এবং বিশ্বপতি নামে প্রসিদ্ধ। যাহা সত্য, যাহা অমৃত, যাহা পরম অক্ষর, যাহা ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান, এবং যাহা কিছু চরাচর বা অপরাপর বস্তু বিদ্যমান, তৎসমস্তই সেই পুরুষপ্রবর পুরাণ প্রভু নারায়ণ। ১৫—২৮।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৪।

পঞ্চষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—হে রবিসুত! কৃত যুগের পরিমাণ চারিসহস্র বর্ষ এবং তাহার

স্বধর্ম্মনিরতাঃ সন্তো জায়ন্তে যত্র মানবাঃ ॥ ২
বিপ্রাঃ স্থিতা ধর্ম্মপরা রাজবৃত্তৌ স্থিতা নৃপাঃ।
কৃষ্যামভিরতা বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ শুশ্রূষবঃ স্থিতাঃ ॥
তদা সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ ধর্ম্মশ্চৈব বিবর্দ্ধতে।
সদ্ভিরাচরিতং কর্ম্ম ক্রিয়তে খ্যায়তে চ বৈ ॥ ৪
এতৎ কার্ত্তযুগং বৃত্তং সর্ব্বেষামপি পার্থিব।
প্রাণিনাং ধর্ম্মসঙ্গানামপি বৈ নীচজন্মনাম্ ॥ ৫
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি ত্রেতাযুগমিহোচ্যতে।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা দ্বিগুণা পরিকীর্ত্ত্যতে ॥৬
দ্বাভ্যামধর্ম্মঃ পাদাভ্যাং ত্রিভির্ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ
যত্র সত্যঞ্চ সত্ত্বঞ্চ ত্রেতাধর্ম্মো বিধীয়তে ॥ ৭
ত্রেতায়াং বিকৃতিংযান্তি বর্ণাস্তেতে ন সংশয়ঃ *
চাতুর্ব্বর্ণস্য বৈকৃত্যাদ্‌যান্তি দৌর্ব্বল্যমাশ্রমাঃ ॥৮
এষা ত্রেতাযুগগতিবিচিত্রা দেবনির্ম্মিতা।
দ্বাপরস্য তু যা চেষ্টা তামপি শ্রোতুমর্হসি ॥ ৯

সন্ধ্যা আটশত বর্ষ। ঐ যুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ এবং অধর্ম্ম একপাদ। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মানবগণ এই যুগে জন্মগ্রহণ করে এবং ব্রাহ্মণগণ সকলেই ধর্ম্মতৎপর, রাজগণ প্রজারঞ্জনে নিরত, বৈশ্যগণ কৃষিকার্য্যে আসক্ত ও শূদ্রগণ ত্রিবর্ণের শুশ্রূষাপরায়ণ হয়। তৎকালে সত্য, শৌচ, ধর্ম্ম, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সাধুলোকের আচরিত কর্ম্ম অন্যান্য লোকে আচরণ করে এবং তাহাই সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া পড়ে। হে পার্থিব! কৃতযুগীয় ধর্ম্মাসক্ত বা নীচযোনি প্রাণিগণের বৃত্তান্ত এইরূপই। ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিনসহস্র বর্ষ এবং উহার সন্ধ্যা ছয়শত বর্ষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই যুগে দুই পাদ অধর্ম্ম এবং তিনপাদ ধর্ম্ম ব্যবস্থিত। এই যুগে সত্য এবং সত্ত্ব বিশিষ্ট ধর্ম্মরূপে বিখ্যাত। ত্রেতায় বর্ণ সকল বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। চতুর্বর্ণের বিকৃতি ঘটিলে, বর্ণসমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহাই ত্রেতাযুগে দেবনির্ম্মিত বিচিত্র গতি। এক্ষণে দ্বাপরের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।

* বর্ণা লোভেন সংযুতা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ

দ্বাপরং দ্বে সহস্রে তু বর্ষাণাং রবিনন্দন।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা দ্বিগুণা যুগমুচ্যতে ॥১০
তত্র চার্থপরাঃ সর্ব্বে প্রাণিনো রজসা হতাঃ।
সর্ব্বে নৈকৃতিকাঃ ক্ষুদ্রা জায়ন্তে রবিনন্দন ॥ ১১
দ্বাভ্যাং ধর্ম্মঃ স্থিতঃ পদ্‌ভ্যামধর্ম্মস্ত্রিভিরুত্থিতঃ
বিপর্য্যয়াচ্ছনৈর্ধর্ম্মঃ ক্ষয়মেতি কলৌ যুগে ॥ ১২
ব্রাহ্মণ্যভাবস্য ততো তথোৎসুক্যং বিশীর্য্যতে
ব্রতোপবাসাস্ত্যজ্যন্তে দ্বাপরে যুগপর্য্যয়ে ॥১৩
তথা বর্ষসহস্রন্তু বর্ষাণাং দ্বে শতে অপি।
সন্ধ্যয়া সহ সংখ্যাতং ক্রূরং কলিযুগং স্মৃতম্ ॥
যত্রাধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ স্যাদ্ধর্ম্মঃ পাদবিগ্রহঃ।
কামিনস্তমসাচ্ছন্না জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ১৫
নৈবাতিসাত্ত্বিকঃ কশ্চিন্ন সাধুর্ন চ সত্যবাক্।
নাস্তিকা ব্রহ্মভক্তা বা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥১৬
অহঙ্কারগৃহীতাশ্চ প্রক্ষীণস্নেহবন্ধনাঃ।
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তি সর্ব্বে কলৌ যুগে ॥
আশ্রমাণাং বিপর্য্যাসঃ কলৌ সম্পরিবর্ত্ততে।

হে রবিসুত! দ্বাপরযুগের পরিমাণ দুই সহস্র বর্ষ। উহার সন্ধ্যা চারিশত বর্ষ। এই যুগের প্রাণিগণ সকলেই রজোগুণাহত ও স্বার্থপর এবং সকলেই হিংসা-পরায়ণ ও ক্ষুদ্রচেতা। দ্বাপরে অধর্ম্ম তিন পাদ এবং ধর্ম্ম দুইপাদ। অনন্তর এই যুগবিপর্য্যয়ে যখন কলিযুগ উপস্থিত হয়, তখন ঐ দ্বিপাদ ধর্ম্মও ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়া যায়। অনন্তর ব্রহ্মণ্যভাব লোপ পায় এবং লোকের উৎসাহ উদ্যম শিথিল হইয়া পড়ে। দ্বাপরযুগের বিপর্য্যয়ে ব্রত এবং উপবাসাদি পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। ১—১৩। পরে কলিযুগের উপস্থিতি হয়। এই ক্রূর কলিযুগের পরিমাণ— সহস্র বর্ষ ও সন্ধ্যা দুইশত বর্ষ। এ যুগে অধর্ম্ম চতুষ্পাদ এবং ধর্ম্ম মাত্র একপাদ। মানবগণ তমোগুণাচ্ছন্ন ও কামাসক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কলিযুগের মানবেরা অহঙ্কারে পরিপূর্ণ এবং জীবগণের প্রতি স্নেহ-বন্ধনহীন। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রসদৃশ। কলিতে আশ্রয়সমূহের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে এবং

বর্ণানাঞ্চৈব সন্দেহো যুগান্তে রবিনন্দন ॥ ১৮
বিদ্যাদ্বাদশসাহস্রীং যুগাখ্যাং পূর্ব্বনির্ম্মিতাম্ ।
এবং সহস্রপর্য্যন্তং তদহর্ব্রাহ্মমুচ্যতে ॥ ১৯
ততোঽহনি গতে তস্মিন্ সর্ব্বেষামেব জীবিনাম্।
শরীরনির্বৃতিং দৃষ্ট্বা লোকসংহারবুদ্ধিতঃ ॥ ২০
দেবতানাঞ্চ সর্ব্বাসাং ব্রহ্মাদীনাং মহীপতে ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ যক্ষ-রাক্ষস-পক্ষিণাম্ ॥
গন্ধর্ব্বাণামপ্সরসাং ভুজঙ্গানাঞ্চ পার্থিব ।
পর্ব্বতানাং নদীনাঞ্চ পশূনাঞ্চৈব সত্তম ।
তির্য্যগ্‌যোনিগতানাঞ্চ সত্ত্বানাং কৃমিণাং তথা ॥
মহাভূতপতিঃ পঞ্চ হৃত্বা ভূতানি ভূতকৃৎ ।
জগৎসংহরণার্থায় কুরুতে বৈশসং মহৎ ॥ ২৩

ভূত্বা সূর্য্যশ্চক্ষুষী চাদদানো
ভূত্বা বায়ুঃ প্রাণিনাং প্রাণজালম্ ।
ভূত্বা বহ্নির্নির্দ্দহন্ সর্ব্বলোকান্
ভূত্বা মেঘো ভূয় উগ্রোঽপ্যবর্ষৎ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভব-
প্রাদুর্ভাবে পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

যুগান্তে বিস্তর বর্ণসঙ্কর প্রাদুর্ভূত হয়। চতুর্যুগের পরিমাণ সর্ব্ব-সমেত দ্বাদশ সহস্র বর্ষ। এই দ্বাদশ সহস্রবর্ষে দৈব এক সহস্রবর্ষ হয়। এই দিব্য সহস্র বর্ষই ব্রহ্মার একদিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। হে মহীপতে! ব্রহ্মার একদিনের অবসান হইলেই মহাভূত-পতি ভগবান্ সমস্ত জীবের শরীরনির্বৃতি দেখিয়া লোকসংহার-কামনায় ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতা এবং সমস্ত দৈত্য, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ভুজঙ্গ, পর্ব্বত, নদী, পশু, তির্য্যক্‌যোনিগত বিবিধ প্রাণী ও কৃমিসম্বন্ধীয় ভূতপঞ্চক হরণ করিয়া জগৎ সংহারের নিমিত্ত এক অতি মহৎ ক্ষয়সাধন করেন। তিনি সূর্য্য হইয়া প্রাণিগণের দৃষ্টি-যুগল গ্রহণ, বায়ু হইয়া প্রাণসমূহ হরণ, বহ্নি হইয়া সর্ব্ব লোক দহন, এবং মেঘ হইয়া জলবর্ষণ করেন। ১৪—২৪।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৫।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মৎস্য উবাচ ।

ভূত্বা নারায়ণো যোগী সত্ত্বমূর্ত্তির্বিভাবসুঃ ।
গভস্তিভিঃ প্রদীপ্তাভিঃ সংশোষয়তি সাগরান্
ততঃ পীত্বার্ণবান্ সর্ব্বান্ নদীঃ কূপাংশ্চ সর্ব্বশঃ
পর্ব্বতানাঞ্চ সলিলং সর্ব্বমাদায় রশ্মিভিঃ ॥ ২
ভিত্ত্বা গভস্তিভিশ্চৈব মহীং গত্বা রসাতলাৎ ।
পাতালজলমাদায় পিবতে রসমুত্তমম্ ॥ ৩
মূত্রাসৃক্‌ক্লেদমন্যচ্চ যদস্তি প্রাণিষু ধ্রুবম্ ।
তৎ সর্ব্বমরবিন্দাক্ষ আদত্তে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪
বায়ুশ্চ ভগবান্ ভূত্বা বিধুন্বানোঽখিলং জগৎ ।
প্রাণাপানসমানাদ্যান্ বায়ুনাকর্ষতে হরিঃ ॥ ৫
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে ভূতান্যেব চ যানি তু ।
গন্ধো ঘ্রাণং শরীরঞ্চ পৃথিবীং সংশ্রিতা গুণাঃ ॥
জিহ্বা রসশ্চ স্নেহশ্চ সংশ্রিতাঃ সলিলে গুণাঃ ।
রূপং চক্ষুর্বিপাকশ্চ জ্যোতিরেবাশ্রিতা গুণাঃ ॥
স্পর্শঃ প্রাণশ্চ চেষ্টা চ পবনে সংশ্রিতা গুণাঃ

ষটষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় ।

মৎস্য কহিলেন,—সত্ত্বমূর্ত্তি যোগী নারায়ণ বিভাবসু হইয়া প্রদীপ্ত গভস্তিজালে সাগর সকল শোষণ করেন। অনন্তর অর্ণব সকল, নদীনিচয় ও কূপ সকল পান করিয়া রশ্মি-যোগে গিরিসমূহেরও সমস্ত জল গ্রহণ করেন এবং গভস্তিজালে মহীতল ভেদ করিয়া রসাতলে গমনপূর্ব্বক তথা হইতে জল লইয়া উত্তম রস পান করিয়া থাকেন। হে কমলাক্ষ! প্রাণিদেহে মূত্র, রক্ত, ক্লেদ এবং অন্যান্য যে কিছু জলীয় বস্তু আছে, তৎসমস্তই সেই পুরুষোত্তম গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই ভগবান্ বায়ু হইয়া অখিল জগৎ কম্পান্বিত করেন এবং প্রাণিগণের দেহস্থ প্রাণ, অপান ও সমানাদি বায়ুসমূহকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। অনন্তর সমস্ত দেব ও সমস্ত ভূত, বিনাশিত হয়। গন্ধ, ঘ্রাণ ও শরীর পৃথি-বীতে, জিহ্বা, রস ও স্নেহ সলিলে, রূপ, চক্ষু ও বিপাক তেজে, স্পর্শ, প্রাণ ও চেষ্টা

শব্দঃ শ্রোত্রঞ্চ খাস্তেব গগনে সংশ্রিতা গুণাঃ॥
লোকমায়া ভগবতা মুহূর্ত্তেন বিনাশিতা।
মনো বুদ্ধিশ্চ সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি যঃ শ্রুতঃ
তং বরেণ্যং পরমেষ্ঠী হৃষীকেশমুপাশ্রিতঃ।
ততো ভগবতস্তস্য রশ্মিভিঃ পরিবারিতঃ ॥১০
বায়ুনাক্রম্যমাণাসু দ্রুমশাখাসু চাশ্রিতঃ।
তেষাং সঙ্ঘর্ষণোদ্ভূতঃ পাবকঃ শতধা জ্বলন্ ॥১১
অদহচ্চ তদা সর্ব্বং বৃতঃ সংবর্ত্তকোঽনলঃ।
সপর্ব্বতদ্রুমান্ গুল্মান্ লতাবল্লীস্তৃণানি চ ॥ ১২
বিমানানি চ দিব্যানি পুরাণি বিবিধানি চ।
যানি চাশ্রয়ণীয়ানি তানি সর্ব্বাণি সোঽদহৎ ॥১৩
ভস্মীকৃত্বা ততঃ সর্ব্বান্ লোকান্ লোকগুরুর্হরি
ভূয়ো নির্ব্বাপয়ামাস যুগান্তেন চ কর্ম্মণা ॥ ১৪
সহস্রবৃষ্টিঃ শতধা ভূত্বা কৃষ্ণো মহাবলঃ।
দিব্যতোয়েন হবিষা তর্পয়ামাস মেদিনীম্ ॥১৫
ততঃ ক্ষীরনিকাষেন স্বাদুনা পরমাম্ভসা।
শিবেন পুণ্যেন মহী নির্ব্বাণমগমৎ পরম্ ॥ ১৬
তেন রোধেন সঞ্ছন্না পয়সাং বর্ষতো ধরা।
একার্ণবজলীভূতা সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জ্জিতা ॥ ১৭
মহাসত্ত্বান্যপি বিভুং প্রবিষ্টান্যমিতৌজসম্।
নষ্টার্কপবনাকাশে সূক্ষ্মে জগতি সংবৃতে ॥ ১৮
সংশোষমাত্মনা কৃত্বা সমুদ্রানপি দেহিনঃ।
দগ্ধ্বা সংপ্লাব্য চ তথা স্বপিত্যেকঃ সনাতনঃ ॥ ১৯
পৌরাণং রূপমাস্থায় স্বপিত্যমিতবিক্রমঃ।
একার্ণবজলব্যাপী যোগী যোগমুপাশ্রিতঃ ॥ ২০
অনেকানি সহস্রাণি যুগান্তেকার্ণবাম্ভসি।
ন চৈনং কশ্চিদব্যক্তং ব্যক্তং বেদিতুমর্হতি ॥২১
কশ্চৈব পুরুষো নাম কিংযোগঃ কশ্চ যোগবান্
অসৌ কিয়ন্তং কালঞ্চ একার্ণববিধিং প্রভুঃ।
করিষ্যতীতি ভগবানিতি কশ্চিন্ন বুধ্যতে ॥২২

পবনে, এবং শব্দ শ্রোত্র ও আকাশ গগনে বিলয় প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ পুরুষোত্তম মুহূর্ত্ত মধ্যেই সমস্ত লোকমায়া বিনাশ করেন। যিনি সকলের মন, বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ বিভু বিভাবসুর রশ্মিজালে পরিবেষ্টিত হইয়া পরমেষ্ঠী তখন সেই বরেণ্য হৃষীকেশকে গিয়া আশ্রয় করেন। বায়ুপ্রবাহে দ্রুমশাখা সকল আক্রান্ত হইলে তাহাদিগের সঙ্ঘর্ষণে সমুৎপন্ন হুতাশন শতধা প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত দগ্ধ করেন। ঐ অনল সম্বর্ত্তক আখ্যায় অভিহিত হয়। ঐ সম্বর্ত্তক অনল পর্ব্বত, পাদপ, গুল্ম, লতা, বল্লী, তৃণ, দিব্য বিমান, দিব্য দিব্য পুরী ও যে কিছু আশ্রয় স্থান—সমস্তই দগ্ধ করিয়া ফেলে। লোকগুরু হরি এইরূপে সমস্ত লোক ভস্মীভূত করিয়া পুনরায় ঐ অনল নির্ব্বাপিত করেন। মহাবল কৃষ্ণ স্বয়ং সহস্রবৃষ্টি হইয়া দিব্য জলে ও দিব্য হবির্বর্ষণে পৃথিবীকে তর্পিত করেন। অনন্তর ক্ষীরোপম সুস্বাদু, পবিত্র মঙ্গলাবহ পরম জলধারায় মহীমণ্ডল পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ১—১৬। অজস্র জলবর্ষণে সমগ্র ধরা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। সর্ব্বত্র একার্ণবজলে পরিব্যাপ্ত হয় এবং পৃথিবী তখন সর্ব্বপ্রকার প্রাণি-বর্জ্জিত হইয়া পড়ে। মহাসত্ত্ব সকল অমিতপ্রভাব বিভুর দেহে প্রবিষ্ট হয়। অর্ক, আকাশ, কিম্বা পবন কিছুই কোথাও থাকে না, জগৎ অতি সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থান করে। এইরূপে সেই একমাত্র সনাতন দেব নিজেই সমস্ত সংশোষিত করেন—করিয়া, পরে সামুদ্রিক প্রাণীদিগের দহন-প্লাবন সাধনপূর্ব্বক শয়ন করিয়া থাকেন। সেই অমিতবিক্রম দেব পৌরাণিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াই শয়ন করেন। তিনি যোগী, যোগাশ্রয় করিয়াই একার্ণবজলে শয়ান হন। একার্ণবজলে শয়ান অবস্থায় তাঁহার বহু সহস্র যুগ যাপিত হয়। তাঁহাকে ব্যক্ত বা অব্যক্ত কোন অবস্থাতেই কেহ বিদিত হইতে পারে না। কে সেই পুরুষোত্তম? কোন্ যোগ তাঁহার অবলম্বনীয়? কেনই বা তিনি যোগাবলম্বী? কিজন্য কত কালই বা তিনি একার্ণবজলে শয়ান থাকিয়া ভবিষ্যতে কি করিবেন? এ সকল তত্ত্ব কেহই বুঝিতে পারে না।

ন দ্রষ্টা নৈব গমিতা ন জ্ঞাতা নৈব পার্শ্বগঃ।
তস্য ন জায়তে কিঞ্চিৎ তমৃতে দেবসত্তমম্ ॥২৩
নভঃ ক্ষিতিং পবনমপঃ প্রকাশং
প্রজাপতিং ভুবনধরং সুরেশ্বরম্।
পিতামহং শ্রুতিনিলয়ং মহামুনিং
প্রশাম্য ভূয়ঃ শয়নং হ্যরোচয়ৎ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভবপ্রাদুর্ভাবে ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৬॥

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

মৎস্য উবাচ।
এবমেকার্ণবীভূতে শেতে লোকে মহাদ্যুতিঃ
প্রচ্ছাদ্য সলিলেনোর্ব্বীংহংসো নারায়ণস্তদা ॥১
মহতো রজসো মধ্যে মহার্ণবসরঃসু বৈ।
বিরজস্কং মহাবাহুমক্ষয়ং ব্রহ্ম যং বিদুঃ ॥ ২

তিনি না দ্রষ্টা, না গমিতা, না জ্ঞাতা, না পার্শ্বগ, কিছুই নহেন। সেই দেবশ্রেষ্ঠ ব্যতীত তাঁহার নিজের তত্ত্ব বা অভিপ্রেত বিষয় অন্যে কেহই জানে না। অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজেকে জানেন, তদ্ব্যতীত অন্যের তাঁহাকে জানিবার অধিকার নাই। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, প্রজাপতি ভুবনবিধাতা সুরেশ্বর বেদাধার পিতামহ ও মহামুনি প্রভৃতিকে প্রশান্ত করিয়া পুনরায় তিনি শয়ন কল্পনা করেন। ১৭—২৪।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৬।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—এইরূপে সমগ্র লোক একার্ণবপ্রায় হইলে সেই মহাদ্যুতি নারায়ণ তখন জলদ্বারা পৃথিবীকে সমাচ্ছাদনপূর্ব্বক হংসরূপে তাহাতে শয়ন করিয়া থাকেন। সেই মহারজোরাশিমধ্যে মহার্ণব-সরোবরে শয়ান অক্ষয় মহাবাহু পুরুষই ব্রহ্মপদ-বাচ্য।

আত্মরূপপ্রকাশেন তমসা সংবৃতঃ প্রভুঃ।
মনঃ সাত্ত্বিকমাধায় যত্র তৎ সত্যমাসত ॥ ৩
যাথাতথ্যং পরং জ্ঞানং ভূতং তদ্‌ব্রহ্মণা পুরা।
রহস্যারণ্যকোদ্দিষ্টং যচ্চোপনিষদং স্মৃতম্ ॥৪
পুরুষো যজ্ঞ ইত্যেতদ্‌যৎ পরং পরিকীর্ত্তিতম্
যশ্চান্যঃ পুরুষাখ্যঃ স্যাৎ স এব পুরুষোত্তমঃ ॥৫
যে চ যজ্ঞকরা বিপ্রা যে চর্ত্বিজ ইতি স্মৃতাঃ।
অস্মাদেব পুরা ভূতা যজ্ঞেভ্যঃ শ্রূয়তাং তথা
ব্রহ্মাণং প্রথমং বক্ত্রাদুদ্গাতারঞ্চ সামগম্।
হোতারমপি চাধ্বর্য্যুং বাহুভ্যামসৃজৎ প্রভুঃ ॥৭
ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণাচ্ছংসি প্রস্তোতারঞ্চ সর্ব্বশঃ।
তৌ মিত্রাবরুণৌ পৃষ্ঠাৎ প্রতিপ্রস্তারমেব চ ॥৮
উদরাৎ প্রতিহর্ত্তারং পোতারঞ্চৈব পার্থিব।
অচ্ছাবাকমথোরুভ্যাং নেষ্টারঞ্চৈব পার্থিব ॥ ৯
পাণিভ্যামথ চাগ্নীধ্রং সুব্রহ্মণ্যঞ্চ জানুতঃ।
গ্রাবস্তুতস্তু পাদাভ্যামুন্নেতারঞ্চ যাজুষম্ ॥ ১০

এই প্রভু আত্মরূপপ্রকাশে তমোরাশি বিদূরিত করিয়া মনোমধ্যে সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন করেন। ইহাঁই তাঁহার সত্যভাব। ইনিই যথাতথ পরম জ্ঞানমূর্ত্তি। ইহাঁ হইতেই আদিকালে ব্রহ্মা উদ্ভূত হয়েন। ইনিই আরণ্যকের রহস্য এবং উপনিষদের উদ্দেশ্য বলিয়া নিরূপিত। যিনি যজ্ঞ পুরুষ এবং যিনি তাহার পরবর্ত্তী পুরুষ, আর যিনি পুরুষোত্তম-পদবাচ্য—তিনিই সেই পরম পুরুষোত্তম। এই যজ্ঞপুরুষ হইতেই পুরাকাল যজ্ঞকর বিপ্রগণ ও ঋত্বিক্‌বর্গ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইনি প্রথমে মুখ হইতে ব্রহ্মাকে এবং বাহু হইতে উদ্গাতা, সামগ, হোতা ও অধ্বর্য্যু—ইহাঁদিগকে সৃষ্টি করেন। সেই পরব্রহ্মের পৃষ্ঠ হইতে মিত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসি, প্রস্তোতা ও প্রতিপ্রস্তোতা উৎপন্ন হয়েন। হে পার্থিব! তাঁহার উদর হইতে প্রতিহর্ত্তা ও পোতা এবং উরুদ্বয় হইতে অচ্ছাবাক ও নেষ্টা, পাণিদ্বয় হইতে আগ্নীধ্র, জানু হইতে সুব্রহ্মণ্য, এবং পাদযুগল হইতে উন্নেতা ও জাতুষ সমৎপন্ন

এবমেবৈষ ভগবান্ ষোড়শৈব জগৎপতিঃ।
প্রবর্ত্তন্ সর্ব্বযজ্ঞানামৃত্বিজোঽসৃজদুত্তমান্॥ ১১
তদেষ বৈ বেদময়ঃ পুরুষো যজ্ঞসংস্থিতঃ।
বেদাশ্চৈতন্ময়াঃ সর্ব্বে সাঙ্গোপনিষদক্রিয়াঃ॥১২
স্বপিত্যেকার্ণবে চৈব যদাশ্চর্য্যমভূৎ পুরা।
শ্রূয়তাং তদ্‌যথা বিপ্রা মার্কণ্ডেয়কুতূহলম্॥ ১৩
গীর্ণো ভগবতস্তস্য কুক্ষাবেব মহামুনিঃ।
বহুবর্ষসহস্রায়ুস্তস্যৈব বরতেজসা॥ ১৪
অটংস্তীর্থপ্রসঙ্গেন পৃথিবীতীর্থগোচরান্।
আশ্রমাণি চ পুণ্যানি দেবতায়তনানি চ॥ ১৫
দেশান্ রাষ্ট্রাণি চিত্রাণি পুরাণি বিবিধানি চ।
জপ-হোমপরঃ শাস্তস্তপো ঘোরং সমাস্থিতঃ॥
মার্কণ্ডেয়স্ততস্তস্য শনৈর্বক্ত্রাদ্বিনিঃসৃতঃ
স নিষ্ক্রামন্ ন চাত্মানং জানীতে দেবমায়য়া॥
নিষ্ক্রম্যাপ্যস্য বদনাদেকার্ণবমথো জগৎ।
সর্ব্বতস্তমসাচ্ছন্নং মার্কণ্ডেয়োঽস্ববৈক্ষত॥ ১৮
তস্যোৎপন্নং ভয়ং তীব্রং সংশয়শ্চাত্মজীবিতে
দেবদর্শনসংহৃষ্টো বিস্ময়ং পরমং গতঃ॥ ১৯
চিন্তয়ন্ জলমধ্যস্থো মার্কণ্ডেয়োঽস্ববৈক্ষত।
কিং নু স্যান্মম চিন্তেয়ং মোহঃ স্বপ্নোঽনুভূয়তে
ব্যক্তমন্যতমো ভাবস্তেষাং সম্ভাবিতো মম।
ন হীদৃশং জগৎ ক্লেশময়ুক্তং সত্যমর্হতি॥ ২১
নষ্টচন্দ্রার্কপবনে নষ্টপর্ব্বতভূতলে।
কতমঃ স্যাদয়ং লোক ইতি চিন্তামবস্থিতঃ॥ ২২
দদর্শ চাপি পুরুষং স্বপন্তং পর্ব্বতোপমম্।
সলিলেঽর্দ্ধমথো মগ্নং জীমূতমিব সাগরে॥ ২৩
জ্বলন্তমিব তেজোভির্গোযুক্তমিব ভাস্করম্।
শর্ব্বর্য্যাং জাগ্রতমিব ভাসন্তং স্বেন তেজসা॥২৪
দেবং দ্রষ্টুমিহায়াতঃ কো ভবানিতি বিস্ময়াৎ।
তথৈব স মুনিঃ কুক্ষিং পুনরেব প্রবেশিতঃ॥ ২৫

হইয়াছে। ১—১০। ভগবান্ জগৎপতি এই ষোড়শসংখ্যক সর্ব্বযজ্ঞীয় বিধিবক্তা উত্তম ঋত্বিক্ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই বেদময় পুরুষই যজ্ঞে অধিষ্ঠিত। সাঙ্গোপনিষদ ক্রিয়াত্মক বেদ সকলও এই পুরুষময়। ইনি পুরাকালে যখন একার্ণবে শয়ান ছিলেন, তখন যে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, হে বিপ্রগণ! মার্কণ্ডেয়ের সেই কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ শ্রবণ করুন। ভগবান্ মার্কণ্ডেয় মুনিকে গলাধঃকরণ করিলে পর ভগবদ্বর-প্রভাবে বহুসহস্রবর্ষজীবী সেই মুনি ভগবানের কুক্ষিমধ্যেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি তীর্থ পর্য্যটনপ্রসঙ্গে সেই কুক্ষিমধ্যে পৃথিবীর বিবিধ তীর্থ, আশ্রম, পুণ্য দেবায়তন, বিচিত্র নানাদেশ, রাষ্ট্র ও বিবিধ পুরাদিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক শান্ত চিত্তে জপহোমানুষ্ঠান সহ ঘোর তপস্যাচরণ করেন। অতঃপর মার্কণ্ডেয় মুনি ভগবানের মুখ হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু নারায়ণোদরমধ্যে তাঁহার প্রবেশ বা তথা হইতে নির্গম, দেবমায়াবশে কিছুই তিনি তখন বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভগবানের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া সমগ্র জগৎ তমোময় একার্ণবাকার দর্শনে অতীব ভীত হইলেন; তাঁহার আত্মজীবনে সংশয় জন্মিল। জলমধ্যে থাকিয়া মার্কণ্ডেয় তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং নারায়ণদর্শন স্মরণ হওয়ায় তাঁহার একটু আনন্দও জন্মিল; তিনি তাহাতে বিস্মিত হইলেন।—ভাবিলেন—আমার এ চিন্তা কি বৃথা? আমার কি মোহ হইল, না স্বপ্ন দেখিতেছি! আমি যে জগতের ভাববৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিতেছি, ইহা সত্য নহে; জগতের এরূপ অযোগ্য ক্লেশের সম্ভাবনা নাই। ১১—২১। চন্দ্র, অর্ক, পবন নাই, পর্ব্বত বা ভূতল নাই। ইহা কোন্ লোক? তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সাগরে ভাসমান মেঘের ন্যায় অথবা জলোপরি অর্দ্ধনিমগ্ন-শরীরে ভাসমান পর্ব্বতের ন্যায় এক নিদ্রিত পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। সেই পুরুষ, কিরণমালী সূর্য্যের ন্যায় তেজোরাশি দ্বারা সমুজ্জ্বল, এবং রাত্রিকালে জাগ্রৎ পুরুষের ন্যায় স্বীয় তেজে প্রকাশমান। ইহা দেখিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি যেমন সেই পুরুষের তত্ত্বনিশ্চয়ার্থ নিকটস্থ

সম্প্রবিষ্টঃ পুনঃ কুক্ষিং মার্কণ্ডেয়োঽতিবিস্ময়ঃ।
তথৈব চ পুনর্ভূয়ো বিজানন্ স্বপ্নদর্শনম্ ॥ ২৬
স তথৈব যথা পূর্ব্বং যো ধরামটতে পুরা।
পুণ্যতীর্থজলোপেতাং বিবিধাংশ্চাশ্রমাণি চ ॥২৭
ক্রতুভির্যজমানাংশ্চ সমাপ্তবরদক্ষিণান্।
অপশ্যদ্দেবকুক্ষিস্থান্ যাজকাংশ্চ শতশো দ্বিজান্॥
সদ্বৃত্তমাস্থিতাঃ সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণ-পূর্ব্বকাঃ।
চত্বারশ্চাশ্রমাঃ সম্যগ্‌যথোদিষ্টা ময়া তব ॥ ২৯
এবং বর্ষশতং সাগ্রং মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ।
চরতঃ পৃথিবীং সর্ব্বাং ন কুক্ষ্যন্তঃ সমীক্ষিতঃ॥
ততঃ কদাচিদথ বৈ পুনর্বক্ত্রাদ্বিনিঃসৃতঃ।
গুপ্তং ন্যগ্রোধশাখায়াং বালমেকং নিরৈক্ষত ॥
তথৈবৈকার্ণবজলে নীহারেণাবৃতাম্বরে।
অব্যগ্রঃ ক্রীড়তে লোকে সর্ব্ব ভূতবিবর্জ্জিতে ॥
স মুনির্বিস্ময়াবিষ্টঃ কৌতূহলসমন্বিতঃ।
বালমাদিত্যসঙ্কাশং নাশক্নোদভিবীক্ষিতুম্ ॥ ৩৩
স চিন্তয়ংস্তথৈকান্তে স্থিত্বা সলিলসন্নিধৌ।
পূর্ব্বদৃষ্টমিদং মেনে শঙ্কিতো দেবমায়য়া ॥ ৩৪
অগাধসলিলে তস্মিন্ মার্কণ্ডেয়ঃ সুবিস্ময়ঃ।
প্লবংস্তথার্ত্তিমগমদ্ভয়াৎ সন্ত্রস্তলোচনঃ ॥ ৩৫
স তস্মৈ ভগবানাহ স্বাগতং বালযোগবান্।
বভাষে মেঘতুল্যেন স্বরেণ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩৬
মা ভৈর্বৎস ন ভেতব্যমিহৈবায়াহি মেঽন্তিকম্।
মার্কণ্ডেয়ো মুনিস্ত্বাহ বালং তং শ্রমপীড়িতঃ ॥৩৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কো মাং নাম্না কীর্ত্তয়তি তপঃ পরিভবন্ মম।
দিব্যং বর্ষসহস্রাখ্যং ধর্ষয়ন্নিব মে বয়ঃ ॥ ৩৮
ন হ্যেষ বঃ সমাচারো দেবেষ্বপি মমোচিতঃ।

হইলেন, অমনি পুনরায় সেই পুরুষের কুক্ষি-মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলেন। তখন তিনি কুক্ষিমধ্যে থাকিয়াও কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় বিস্মিত ভাবে স্বপ্নদর্শন-বৎ বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সেই কুক্ষিমধ্যে থাকিয়া পুণ্য তীর্থ ও আশ্রমাদিপরিবৃতা পৃথিবী পর্য্যটন আরম্ভ করিলেন। দেখিলেন,—শত শত যাজক, বিপুলদক্ষিণান্বিত বিবিধ ক্রতু সম্পাদন করিতেছেন। আমি পূর্ব্বে যেমন যেমন বলিয়াছি, মার্কণ্ডেয় দেখিলেন,—সেই কুক্ষিমধ্যে পুনরায় তদনুরূপ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় সদাচারপরায়ণ, এবং আশ্রম-চতুষ্টয় অব্যাহতরূপে বর্ত্তমান। এই ভাবে ধীমান্ মার্কণ্ডেয়ের সেই কুক্ষিমধ্যে সম্পূর্ণ শত বর্ষ অতীত হইল। কিন্তু তিনি এত কাল বিচরণ করিয়াও সেই নারায়ণকুক্ষির অন্ত দেখিতে পাইলেন না। তার পর আবার কিয়ৎকাল অতীত হইলে তিনি পুনরায় নারায়ণবদন হইতে বহির্গত হইয়া এক বিপুল বটবৃক্ষশাখায় শয়ান বালক-মূর্ত্তি দর্শন করিলেন।২২—৩১। দেখিলেন,—গগনমণ্ডল নীহার দ্বারা সমাচ্ছন্ন ও জলভাগ জলময় একসাগরাকারে পরিণত। জগতের কুত্রাপি কোন প্রাণীই নাই; এমত অবস্থায় সেই বালক অব্যগ্রভাবে ক্রীড়া করিতেছে। ইহা দেখিয়া সেই মুনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৌতূহল বশতঃ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সেই আদিত্যসঙ্কাশ বালককে বীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি জলমধ্যে স্থিরভাবে ভাসিতে ভাসিতে ভাবিতে লাগিলেন যে, বোধ হয় দেবমায়াবশেই আমি এই সমস্ত ভ্রম দর্শন করিতেছি। পূর্ব্বেও ইহাই দেখিয়াছিলাম। মার্কণ্ডেয় সেই অগাধ জলরাশিতে ভাসিতে ভাসিতে এইরূপ ভাবনায় ক্রমে বিস্মিত, শঙ্কিত, আর্ত্ত ও ভয়চকিত-নেত্র হইলেন। তখন সেই বালকবেশধর ভগবান্ পুরুষোত্তম মেঘসম গম্ভীরস্বরে সেই মুনিকে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক কহিলেন,—বৎস! ভয় নাই, এখানে আমার কাছে আইস। শ্রমপীড়িত মার্কণ্ডেয় মুনি সেই বালককে কহিলেন,—কে আমার তপস্যার অবমাননা করিয়া মদীয় নামোচ্চারণ করিয়া ডাকিতেছে? ইহাতে আমার দিব্য সহস্র বর্ষব্যাপী বয়সের অবমান ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তোমরা

মাং ব্রহ্মাপি হি দেবেশো দীর্ঘায়ুরিতি ভাষতে
কস্তপো ঘোরমাসাদ্য মামদ্য ত্যক্তজীবিতঃ।
মার্কণ্ডেয়েতি মামুক্ত্বা মৃত্যুমীক্ষিতুমর্হতি ॥ ৪০
এবমাভাষ্য তং ক্রোধান্মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।
তথৈব ভগবান্ ভূয়ো বভাষে মধুসূদনঃ ॥ ৪১

শ্রীভগবানুবাচ।

অহং তে জনকো বৎস হৃষীকেশঃ পিতা গুরুঃ
আয়ুঃপ্রদাতা পৌরাণঃ কিং মাং ত্বং নোপসর্পসি
মাং পুত্রকামঃ প্রথমং পিতা তেঽঙ্গিরসো মুনিঃ
পূর্ব্বমারাধয়ামাস তপস্তীব্রং সমাশ্রিতঃ ॥ ৪৩
ততস্ত্বাং ঘোরতপসা প্রাবৃণোদমিতৌজসম্।
উক্তবানহমাত্মস্থং মহর্ষিমমিতৌজসম্ ॥ ৪৪
কঃ সমুৎসহতে চান্যো যো ন ভূতাত্মকাত্মজঃ।
দ্রষ্টুমেকার্ণবগতং ক্রীড়ন্তংযোগবর্ত্মনা ॥ ৪৫

ততঃ প্রহৃষ্টবদনো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
মূর্দ্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিপুটো মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ ॥৪৬
নাম-গোত্রে ততঃ প্রোচ্য দীর্ঘায়ুর্লোকপূজিতঃ
তস্মৈ ভগবতে ভক্ত্যা নমস্কারমথাকরোৎ ॥ ৪৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইচ্ছেয়ং তত্ত্বতো মায়ামিমাং জ্ঞাতুং তবানঘ।
যদেকার্ণবমধ্যস্থঃ শেষে ত্বং বালরূপবান্ ॥ ৪৮
কিংসংজ্ঞশ্চৈব ভগবন্ লোকে বিজ্ঞায়সে প্রভো
তর্কয়ে ত্বাং মহাত্মানং কো হ্যন্যঃ স্থাতুমর্হতি ॥৪৯

শ্রীভগবানুবাচ।

অহং নারায়ণো ব্রহ্মন্ সর্ব্বভূঃ সর্ব্বনাশনঃ।
অহং সহস্রশীর্ষাখ্যৈর্যঃ পদৈরভিসংজ্ঞিতঃ ॥৫০
আদিত্যবর্ণঃ পুরুষো মখে ব্রহ্মময়ো মখঃ।
অহমগ্নির্হব্যবাহো যাদসাং পতিরব্যয়ঃ ॥ ৫১
অহমিন্দ্রপদে শক্রো বর্ষাণাং পরিবৎসরঃ।
অহং যোগী যুগাখ্যশ্চ যুগান্তাবর্ত্ত এব চ ॥ ৫২
অহং সর্ব্বাণি সত্ত্বানি দৈবতান্যখিলানি তু।

দেবতা হইলেও আমার প্রতি তোমাদিগের এমন ব্যবহার উচিত নহে। দেবেশ ব্রহ্মাও আমাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া সম্ভাষণ করেন। অদ্য কাহার এমন ঘোর তপোবল হইয়াছে কিম্বা জীবনত্যাগে অভিলাষ জন্মিয়াছে যে, আমাকে 'মার্কণ্ডেয়' বলিয়া উল্লেখ করিয়া মৃত্যুকে দেখিতে চায়? ৩২—৪০। মহামুনি মার্কণ্ডেয় ক্রোধবশে সেই বালকরূপী ভগবান্‌কে এইরূপ কহিলে ভগবান্ মধুসূদন পুনরায় বলিলেন,—বৎস! আমি তোমার জন্মদাতা, পিতা, গুরু, আয়ুঃপ্রদাতা, হৃষীকেশ পুরাণপুরুষ। আমার নিকট আসিতেছ না কেন? তোমার পিতা আঙ্গিরস মুনি পূর্ব্বে পুত্রকামনায় তীব্র তপস্যা দ্বারা আমার আরাধনা করেন। তাহাতে আমি বরদানোদ্যত হইলে ঘোর তপঃফলে তিনি এক অমিততেজা পুত্র প্রার্থনা করিলে আমি আমার আত্মস্থ সেই অমিততেজা ঋষিকে সেইরূপই বর দিয়াছিলাম। তাহাতেই তোমার উৎপত্তি। আমি ভূতাত্মক। আমার অংশ ব্যতীত অপর কোন্ নর যোগপ্রভাবে একার্ণবে আমার ক্রীড়াপর বালকমূর্ত্তি দেখিতে সমর্থ হয়? তৎশ্রবণে মহাতপা, দীর্ঘায়ু, লোকপূজিত মার্কণ্ডেয় মুনি, বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে মস্তকে অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে নিজ নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া সেই ভগবানের উদ্দেশে নমস্কার করিলেন। পরে মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে অনঘ! আপনার এই মায়া যথাযথ জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি একার্ণবমধ্যে বালকরূপে শয়ন করিয়া থাকেন। হে প্রভো! ভগবন্! লোকে আপনি কোন্ নামে বিদিত হয়েন? আপনাকে মহান্ আত্মা বলিয়াই বোধ হয়। নচেৎ এমত অবস্থায় আর কে থাকিতে পারে? ৪১—৪৯। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আমিই সর্ব্বভূতের উদ্ভবহেতু ও সংহার কর্ত্তা। সহস্রশীর্ষাদি বাক্যদ্বারা বেদে আমারই উল্লেখ আছে। আমিই আদিত্যবর্ণ পুরুষ, যজ্ঞে ব্রহ্মময় মখ, হব্যবাহ অগ্নি, এবং অব্যয় যাদঃপতি। আমি ইন্দ্রপদে শক্র; বর্ষমধ্যে পরিবৎসর; আমি যোগী, যুগাখ্য এবং

ভুজঙ্গানামহং শেষস্তার্ক্ষ্যো বৈ সর্ব্বপক্ষিণাম্ ॥
কৃতান্তঃ সর্ব্বভূতানাং বিশ্বেষাং কালসংজ্ঞিতঃ।
অহং ধর্ম্মস্তপশ্চাহং সর্ব্বাশ্রমনিবাসিনাম্ ॥ ৫৪
অহঞ্চৈব সরিদ্দিব্যা ক্ষীরোদশ্চ মহার্ণবঃ।
যৎ তৎ সত্যঞ্চ পরমমহমেকঃ প্রজাপতিঃ ॥৫৫
অহং সাংখ্যমহং যোগোঽহপ্যহং তৎ পরমং পদম্।
অহমিজ্যা ক্রিয়া চাহমহং বিদ্যাধিপঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৬
অহং জ্যোতিরহং বায়ুরহং ভূমিরহং নভঃ।
অহমাপঃ সমুদ্রাশ্চ নক্ষত্রাণি দিশো দশ ॥ ৫৭
অহং বর্ষমহং সোমঃ পর্জ্জন্যোঽহমহং রবিঃ।
ক্ষীরোদসাগরে চাহং সমুদ্রে বড়বামুখঃ ॥৫৮
বহ্নিঃ সংবর্ত্তকো ভূত্বা পিবংস্তোয়ময়ং হবিঃ।
অহং পুরাণঃ পরমং তথৈবাহং পরায়ণম্ ॥ ৫৯
অহং ভূতস্য ভব্যস্য বর্ত্তমানস্য সম্ভবঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পশ্যসে বিপ্র যচ্ছৃণোষি চ কিঞ্চন ॥
যল্লোকে চানুভবসি তৎ সর্ব্বং মামনুস্মর।
বিশ্বং সৃষ্টং ময়া পূর্ব্বং সৃজ্যঞ্চাদ্যাপি পশ্য মাম্
যুগে যুগে চ স্রক্ষ্যামি মার্কণ্ডেয়াখিলং জগৎ।
তদেতদখিলং সর্ব্বং মার্কণ্ডেয়াবধারয় ॥ ৬২
শুশ্রূষুর্মম ধর্ম্মাংশ্চ কুক্ষৌ চর সুখং মম।
মম ব্রহ্মা শরীরস্থো দেবৈশ্চ ঋষিভিঃ সহ ॥ ৬৩
ব্যক্তমব্যক্তযোগং মামবগচ্ছাসুরদ্বিষম্।
অহমেকাক্ষরো মন্ত্রস্ত্র্যক্ষরশ্চৈব তারকঃ।
পরস্ত্রিবর্গাদোঙ্কারস্ত্রিবর্গার্থনিদর্শনঃ ॥ ৬৪
এবমাদিপুরাণেশো বদন্নেব মহামতিঃ।
বক্ত্রমাহৃতবানাশু মার্কণ্ডেয়ং মহামুনিম্ ॥ ৬৫
ততো ভগবতঃ কুক্ষিং প্রবিষ্টো মুনিসত্তমঃ।
স তস্মিন্ সুখমেকান্তে শুশ্রূষুর্হংসমব্যয়ম্ ॥ ৬৬

যোঽহমেব বিবিধতনুং পরিশ্রিতো
মহার্ণবে ব্যপগতচন্দ্র-ভাস্করে।
শনৈশ্চরন্ প্রভুরপি হংসসংজ্ঞিতো-
ঽসৃজং জগদ্বিরহিতকালপর্য্যয়ে ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভবপ্রাদুর্ভাবে সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৭॥

যুগান্তাবর্ত্ত। আমিই সর্ব্ব প্রাণী এবং আমিই অখিল দেবতা। আমি ভুজঙ্গমধ্যে শেষ, পক্ষিমধ্যে গরুড়, সর্ব্বভূতের কৃতান্ত, জগতের কাল, এবং আমিই সর্ব্ব আশ্রমবাসীদিগের ধর্ম্ম ও তপস্যা। আমি দিব্য সরিৎ ও ক্ষীরোদ মহার্ণব। যাহা পরম সত্য, আমিই সেই প্রজাপতি। আমি সাংখ্য, আমি যোগ, আমিই সেই পরম পদ। আমি ইজ্যা, আমি ক্রিয়া, আমিই বিদ্যাধিপ। আমি জ্যোতিঃ, আমি বায়ু, আমি ভূমি, আমি আকাশ, আমি জল এবং আমিই সমুদ্র সকল। আমি নক্ষত্র, দিক্, বৃষ্টি, সোম, মেঘ, রবি ও ক্ষীরোদসাগরশায়ী এবং আমিই লবণসাগরস্থ বাড়বানল। আমিই সম্বর্ত্তক বহ্নিজালে তোয়ময় হবিঃ পান করিয়া থাকি। আমি পরম পুরাণ এবং পরায়ণ। ভূত, ভব্য ও বর্ত্তমান—সকলই আমা হইতে উদ্ভূত হয়। বিপ্র! তুমি লোকে, যাহা কিছু শুনিতে পাও, দেখিতে পাও বা অনুভব করিয়া থাক তৎসমস্ত আমিই। আমি পূর্ব্বে বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছিলাম এক্ষণেও সৃষ্টি করিতেছি, আবার পরেও সৃষ্টি করিব। হে মার্কণ্ডেয়! আমি যুগে যুগেই এইরূপ অখিল জগতের সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকি। মার্কণ্ডেয়! তুমি এই সকল কথা স্থিররূপে মনে রাখিও। আর ধর্ম্ম শ্রবণার্থ আমার কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুখে বিচরণ কর। ব্রহ্মা,—দেবতা ও ঋষিগণসহ আমারই শরীরে অবস্থিত। আমাকে অব্যক্ত যোগ অথচ ব্যক্ত ও অসুরদ্বেষী বলিয়া অবগত হও। আমি একাক্ষর অথচ ত্র্যক্ষর, ধর্ম্মার্থ কামসাধক অথচ মুক্তিদায়ক তারক ওঙ্কার আমিই। সেই মহাজ্ঞানময় পুরাণ পুরুষ এই কথা বলিতে বলিতেই সহসা মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে মুখদ্বারা গ্রাস করিলেন। মুনিসত্তম মার্কণ্ডেয় ভগবানের কুক্ষিমধ্যে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ মানসে একান্তে অবস্থানপূর্ব্বক এইরূপ 'হংস' ধ্বনি শুনিতে পাইলেন যে, হংসসংজ্ঞক আমিই মহার্ণবে চন্দ্র-ভাস্কর বিরহিত কালে সমর্থ হইয়াও শনৈঃ শনৈঃ

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

আপবঃ স বিভুর্ভূত্বা চারয়ামাস বৈ তপঃ।
ছাদয়িত্বাত্মনো দেহং যাদসাং কুলসম্ভবম্ ॥ ১
ততো মহাত্মাতিবলো মতিং লোকস্য সর্জ্জনে।
মহতাং পঞ্চভূতানাং বিশ্বো বিশ্বমচিন্তয়ৎ ॥ ২
তস্য চিন্তয়মানস্য নির্ব্বাতে সংস্থিতেঽর্ণবে।
নিরাকাশে তোয়ময়ে সূক্ষ্মে জগতি গহ্বরে ॥ ৩
ঈষৎ সঙ্ক্ষোভয়ামাস সোঽর্ণবং সলিলাশ্রয়ঃ।
অনন্তরোর্ম্মিভিঃ সূক্ষ্মমথ ছিদ্রমভূৎ পুরা ॥ ৪
শব্দং প্রতি তদোদ্ভূতো মারুতশ্ছিদ্রসম্ভবঃ।
স লব্ধান্তরমক্ষোভ্যো ব্যবর্দ্ধত সমীরণঃ ॥ ৪
বিবর্দ্ধতা বলবতা বেগাদ্বিক্ষোভিতোঽর্ণবঃ
তস্যার্ণবস্য ক্ষুব্ধস্য তস্মিন্নম্ভসি মন্থিতে।
কৃষ্ণবর্ত্মা সমভবৎ প্রভুর্বৈশ্বানরো মহান্ ॥ ৬
ততঃ স শোষয়ামাস পাবকঃ সলিলং বহু।
ক্ষয়াজ্জলনিধেশ্ছিদ্রমভবদ্বিস্তৃতং নভঃ ॥ ৭
আত্মতেজোদ্ভবাঃ পুণ্যা আপোঽমৃতরসোপমাঃ
আকাশং ছিদ্রসম্ভূতং বায়ুরাকাশসম্ভবঃ ॥ ৮
আভ্যাং সঙ্ঘর্ষণোদ্ভূতং পাবকং বায়ুসম্ভবম্।
দৃষ্ট্বা প্রীতো মহাদেবো মহাভূতবিভাবনঃ ॥ ৯
দৃষ্ট্বা ভূতানি ভগবাঁল্লোকসৃষ্ট্যর্থমুত্তমম্
ব্রহ্মণো জন্মসহিতং বহুরূপো ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ১০
চতুর্যুগাভিসংখ্যাতে সহস্রযুগপর্য্যয়ে
বহুজন্মবিশুদ্ধাত্ম-ব্রহ্মণেহ নিরুচ্যতে ॥ ১১
যৎ পৃথিব্যাং দ্বিজেন্দ্রাণাং তপসা ভাবিতাত্মনাম্
জ্ঞানং দৃষ্টন্তু বিশ্বার্থে যোগিনাং যাতি মুখ্যতাম্
তং যোগবন্তং বিজ্ঞায় সম্পূর্ণৈশ্বর্য্যমুত্তমম্।
পদে ব্রহ্মণি বিশ্বেশং স্বযোজয়ত যোগবিৎ ॥১৩
ততস্তস্মিন মহাতোয়ে মহীশো হরিরচ্যুতঃ।
স্বয়ং ক্রীড়ংশ্চ বিধিবন্মোদতে সর্ব্বলোককৃৎ ॥১৪
পদ্মং নাভ্যুদ্ভবঞ্চৈকং সমুৎপাদিতবাংস্তদা।
সহস্রপর্ণং বিরজং ভাস্করাভং হিরণ্ময়ম্ ॥ ১৫

বিচরণ করিয়া পুনরায় বিবিধ শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকি।৫০—৬৭।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৭।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—সেই জলবাসী মহাপুরুষ জলমধ্যেই তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন হইতেই জলজন্তুগণের বংশানুবন্ধ ঘটে। পরে সেই অতিবল মহাত্মা লোকসৃষ্টি কামনা করিয়া পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টি বিশ্বের চিন্তা করিতে থাকিলেন। তখন সহসা সেই নির্ব্বাত নিরাকাশ অর্ণবমধ্যে সূক্ষ্ম জগতের গহ্বরোদ্ভব হইল। ভগবান্ সেই অর্ণবকে তখন ঈষৎ ক্ষোভিত করেন, তাহাতে উর্ম্মি জন্মিলে সূক্ষ্ম ছিদ্র প্রকাশ পাইল। সেই ছিদ্রাকাশ অভিহত হইলে শব্দ ও বায়ু জন্মিল। তখন অক্ষোভ্য বায়ু অবকাশ পাইয়া বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে; এ নিমিত্ত সমুদ্রও তরঙ্গায়িত হয়। ক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলরাশি মথিতপ্রায় হইলে তাহা হইতে মহান বৈশ্বানর বহ্নি সমুৎপন্ন হয়। সেই বহ্নি বহু জল শোষণ করিয়া ফেলিলে সেই একার্ণবের জলক্ষয় নিবন্ধন পূর্ব্বোক্ত ছিদ্র বিস্তৃত হইয়া বিপুল গগনাকার ধারণ করিল। সেই বিভুর আত্মতেজঃসঞ্জাত জল সকল অমৃত-রসোপম হইল। আকাশ ছিদ্র হইতে সম্ভূত, এবং আকাশ হইতে বায়ু সমুৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া মহাভূত ভাবনাকারী ভগবান্ লোকসৃষ্টি নিমিত্ত ব্রহ্মার জন্ম এবং অপর নানাকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১—১০। পৃথিবীতে বিশুদ্ধাত্মা তপঃপ্রভাববান্ যোগী দ্বিজেন্দ্রগণের যে মুখ্য জ্ঞান দৃষ্ট হয়, তাদৃশ জ্ঞানবান্ যোগবলশালী, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিত এবং বহু জন্ম দ্বারা বিশুদ্ধ আত্মস্থ কোন জীবকে সেই চতুর্যুগাত্মক এক এক যুগের সহস্র যুগান্তে বিশ্ব নির্ম্মাণার্থ ব্রহ্মপদে নিয়োগ করেন। সেই মহাতীর্থ মহার্ণবে মহীশ সর্ব্বলোক-কর্ত্তা অচ্যুত হরি স্বয়ংই বিহার

হুতাশনজ্বলিতশিখোজ্জ্বলৎপ্রভ-
মুপস্থিতং শরদমলার্কতেজসম্।
বিরাজতে কমলমুদারবর্চ্চসং
মহাত্মনস্তনুরুহচারুদর্শনম্॥ ১৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভবপ্রাদুর্ভাবে পদ্মোদ্ভবো নামাষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৮॥

একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

অথ যোগবতাং শ্রেষ্ঠমসৃজদ্ভূরিতেজসম্।
স্রষ্টারং সর্ব্বলোকানাং ব্রহ্মাণং সর্ব্বতোমুখম্॥ ১
যস্মিন্ হিরণ্ময়ে পদ্মে বহুযোজনবিস্তৃতে।
সর্ব্বতেজোগুণময়ং পার্থিবৈর্লক্ষণৈর্বৃতম্॥ ২
তচ্চ পদ্মং পুরাণজ্ঞাঃ পৃথিবীরূপমুত্তমম্।
নারায়ণসমুদ্ভূতং প্রবদন্তি মহর্ষয়ঃ॥ ৩
যা পদ্মা সা রসা দেবী পৃথিবী পরিচক্ষ্যতে।
যে পদ্মসারগুরবস্তান্ দিব্যান্ পর্ব্বতান্ বিদুঃ॥ ৪
হিমবন্তঞ্চ মেরুঞ্চ নীলং নিষধমেব চ।
কৈলাসং মুঞ্জবন্তঞ্চ তথান্যং গন্ধমাদনম্॥ ৫
পুণ্যং ত্রিশিখরঞ্চৈব কান্তং মন্দরমেব চ।
উদয়ং পিঞ্জরঞ্চৈব বিন্ধ্যবন্তঞ্চ পর্ব্বতম্॥ ৬
এতে দেবগণানাঞ্চ সিদ্ধানাঞ্চ মহাত্মনাম্।
আশ্রয়াঃ পুণ্যশীলানাং সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ॥ ৭
এতেষামন্তরে দেশো জম্বুদ্বীপ ইতি স্মৃতঃ।
জম্বুদ্বীপস্য সংস্থানং যজ্ঞিয়া যত্র বৈ ক্রিয়া॥ ৮
এভ্যো যৎ স্রবতে তোয়ং দিব্যামৃতরসোপমম্
দিব্যাস্তীর্থশতাধারাঃ সুরম্যাঃ সরিতঃ স্মৃতাঃ
স্মৃতানি যানি পদ্মস্য কেসরাণি সমন্ততঃ।
অসংখ্যেয়াঃ পৃথিব্যাস্তে বিশ্বে বৈ ধাতুপর্ব্বতাঃ
যানি পদ্মস্য পর্ণানি ভূরীণি তু নরাধিপ।
তে দুর্গমাঃ শৈলচিতা ম্লেচ্ছদেশা বিকল্পিতাঃ॥
যান্যধোভাগপর্ণানি তে নিবাসাস্তু ভাগশঃ।

তাঁহার কিয়ৎকাল আনন্দানুভব করিয়া নাভিদেশে একটী বিমল ভাস্করাভ হিরণ্ময় সহস্রপত্রযুক্ত পদ্ম উদ্ভাবন করেন। সেই মহাত্মার রোমসম দর্শনীয় সেই পদ্ম, হুতাশনের জাজ্বল্যমান শিখার সমান, এবং অমল শারদীয় সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল। সেই উদারকান্তি অরবিন্দ প্রাদুর্ভূত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ১১—১৬।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৬৮।

ঊনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—অতঃপর পরমেশ্বর সেই বহুযোজন-বিস্তৃত পার্থিবলক্ষণাবৃত, সর্ব্বতেজোগুণময় হিরণ্ময় পদ্মমধ্যে সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্বলোকস্রষ্টা, ভূরিতেজা, যোগিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন। পুরাণজ্ঞ জনগণ সেই নারায়ণ-সমুদ্ভূত উত্তম পদ্মকে পৃথিবী বলিয়া বর্ণন করেন। যিনি পদ্মা, তিনিই রসা ও পৃথিবী দেবী। পদ্মসারভূত গুরুত্ব যাহাদিগের আছে, তাহাদিগকেই দিব্য পর্ব্বত বলা যায়। হিমবান্, মেরু, নীল, নিষধ, কৈলাস, মুঞ্জবান, গন্ধমাদন, পুণ্যশিখর, মনোরম মন্দর, উদয়, পিঞ্জর ও বিন্ধ্য এই সকল পর্ব্বত দেবগণের ও পুণ্যশীল সিদ্ধ মুনিজনের আশ্রয় এবং সর্ব্বকামফলপ্রদ। এই সকল পর্ব্বতের অন্তরে যে দেশ আছে, তাহা জম্বুদ্বীপ নামে খ্যাত। জম্বুদ্বীপের সংস্থান পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই জম্বুদ্বীপেই যজ্ঞিয় ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সকল পর্ব্বত হইতে যে সমস্ত দিব্য অমৃতোপম জলধারা ক্ষরিত হয়, তৎসমস্তই দিব্য দিব্য শত শত তীর্থের আধার সুরম্য সরিৎ বলিয়া জ্ঞাতব্য। সেই পদ্মের কেশরসমূহই চতুর্দিকে অবস্থিত ধাতুপর্ব্বত সমস্ত। হে নরাধিপ! সেই পদ্মের পত্রসমুদয়ই শৈলমালাসঙ্কুল ম্লেচ্ছদেশসকল। ১—১১। হে রাজন্। সেই পদ্মের অধো-

দৈত্যানামুরগাণাঞ্চ পতঙ্গানাঞ্চ পার্থিব ॥১২
তেষাং মহার্ণবো যত্র তদ্রসেত্যভিসংজ্ঞিতম্।
মহাপাতককর্ম্মাণো মজ্জন্তে যত্র মানবাঃ ॥১৩
পদ্মস্থান্তরতো যত্তদেকার্ণবগতা মহী।
প্রোক্তাথ দিক্ষু সর্ব্বাসু চত্বারঃ সলিলাকরাঃ ॥
এবং নারায়ণস্যার্থে মহী পুষ্করসম্ভবা।
প্রাদুর্ভাবোহপ্যয়ং তস্মান্নাম্না পুষ্করসংজ্ঞিতঃ ॥১৫
এতস্মাৎ কারণাৎ তজ্জ্ঞৈঃ পুরাণৈঃপরমর্ষিভিঃ
যাজ্ঞিকৈর্বেদদৃষ্টান্তৈর্যজ্ঞে পদ্মবিধিঃ স্মৃতঃ ॥১৬
এবং ভগবতা তেন বিশ্বেষাং ধারণাবিধিঃ।
পর্ব্বতানাং নদীনাঞ্চ হ্রদানাঞ্চৈব নির্ম্মিতঃ ॥১৭
বিভুস্তথৈবাপ্রতিমপ্রভাবঃ
প্রভাকরাভো বরুণাসিতদ্যুতিঃ।
শনৈঃ স্বয়ম্ভূঃ শয়নং সৃজৎ তদা
জগন্ময়ং পদ্মবিধিং মহার্ণবে ॥ ১৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভবপ্রাদুর্ভাবে
একোনসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৮

ভাগস্থ পত্র সমুদয় বিভাগানুসারে দৈত্য, উরগ ও পতঙ্গাদির বাসস্থান। উক্ত দৈত্যাদির বাসস্থানের সন্নিহিত সাগর রস নামে অভিহিত হয়। মহাপাতকীরা তাহাতে মজ্জন করিয়া থাকে। সেই পদ্মাকার মহীমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে চারিটী সাগর বর্ত্তমান। নারায়ণের চিন্তামাত্র এই প্রকার পুষ্করাকার মহী প্রাদুর্ভূতা হয়; এ নিমিত্ত এই প্রাদুর্ভাবকে পুষ্কর নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই জন্যই বেদতত্ত্বজ্ঞ যাজ্ঞিক পুরাণ পরমর্ষিগণ যজ্ঞকার্য্যে পদ্ম অঙ্কিত করিয়া থাকেন। সেই ভগবান্ এই ভাবে পর্ব্বত, নদী ও হ্রদাদিসমন্বিত জগতের ধারণাবিধি ব্যবস্থা করিলেন। সেই অপ্রতিমপ্রভাব প্রভাকরাভ তেজস্বী তমালসম অসিতদ্যুতি বিভু স্বয়ম্ভু পদ্ম বিধানান্তে সেই মহার্ণবমধ্যে পুনঃ শয়ন করেন।১২—১৮।

ঊনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৬৯।

সপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

বিষ্ণুস্তপসি সম্ভূতো মধুর্নাম মহাসুরঃ।
তেনৈব চ সহোদ্ভূতো রজসা কৈটভস্ততঃ ॥ ১
তৌ রজস্তমসৌ বিষ্ণুসম্ভূতো তামসৌ গণৌ।
একার্ণবে জগৎ সর্ব্বং ক্ষোভয়ন্তৌ মহাবলৌ ॥২
দিব্যরক্তাম্বরধরৌ শ্বেতদীপ্তাগ্রদংষ্ট্রিণৌ।
কিরীট-কুণ্ডলোদগ্রৌ কেয়ূর-বলয়োজ্জ্বলৌ ॥ ৩
মহাবিক্রমতাম্রাক্ষৌ পীনোরস্কৌ মহাভুজৌ।
মহাগিরেঃ সংহননৌ জঙ্গমাবিব পর্ব্বতৌ ॥ ৪
নবমেঘপ্রতীকাশাবাদিত্যসদৃশাননৌ।
বিদ্যুদাভৌ গদাগ্রাভ্যাং করাভ্যামতিভীষণৌ ॥
তৌ পাদয়োস্তু বিন্যাসাদুৎক্ষিপন্তাবিবার্ণবম্।
কম্পয়ন্তাবিব হরিং শয়ানং মধুসূদনম্ ॥ ৬
তৌ তত্র বিচরন্তৌ স্ম পুষ্করে বিশ্বতোমুখম্।
যোগিনাং শ্রেষ্ঠমাসাদ্য দীপ্তং দদৃশতুস্তদা ॥ ৭
নারায়ণসমাজ্ঞাতং সৃজন্তমখিলাঃ প্রজাঃ।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—সেই স্বয়ম্ভু যোগনিদ্রাবলম্বন করিলে তদীয় তপোবিঘ্নস্বরূপ রজস্তমোময় মধু ও কৈটভনামক অসুরদ্বয় একদা সমুৎপন্ন হয়। তাহারা দিব্য রক্তাম্বরধারী, শ্বেতদীপ্ত উন্নত দংষ্ট্রাসম্পন্ন, কিরীট-কুণ্ডল-কেয়ূর-বলয়াদি নানালঙ্কারে সমুজ্জ্বল, তাম্রনেত্র, পীনবক্ষ, মহাভুজ, মহাগিরিসম-কায়, নবমেঘ-সঙ্কাশ এবং আদিত্যসম সমুজ্জ্বলানন। জঙ্গম পর্ব্বতদ্বয়-সম সেই মহাবল দৈত্যদ্বয়, বিদ্যুদাভ গদাহস্তে অতিভীষণাকারে সেই একার্ণবে সমগ্র জগতের ক্ষোভ উৎপাদনপূর্ব্বক পাদবিন্যাসে যেন অম্বুধিকে উৎক্ষিপ্ত এবং শয়ান মধুসূদন হরিকে কম্পিত করিয়া বিচরণ করিতে করিতে সেই পুষ্করমধ্যবর্ত্তী বিশ্বতোমুখ, যোগিশ্রেষ্ঠ, দীপ্তদেহ ব্রহ্মাকে অবলোকন করিল। তাহারা দেখিল,—ব্রহ্মা, তখন নারায়ণের আদেশানুসারে মনঃসঙ্কল্প দ্বারা

দৈবতানি চ বিশ্বানি মানসানসুরানৃষীন্ ॥ ৮
ততস্তাবূচতুস্তত্র ব্রহ্মাণমসুরোত্তমৌ ।
দীপ্তৌ মুমূর্ষু সংক্রুদ্ধৌ রোষব্যাকুলিতেক্ষণৌ
কস্ত্বং পুষ্করমধ্যস্থঃ সিতোষ্ণীষশ্চতুর্ভুজঃ ।
আধায় নিয়মং মোহাদাস্তে ত্বং বিগতজ্বরঃ ॥১০
এহ্যাগচ্ছাবয়োর্যুদ্ধং দেহি ত্বং কমলোদ্ভব ।
আবাভ্যাং পরমীশাভ্যামশক্তস্ত্বমিহার্ণবে ॥ ১১
তত্র কশ্চোদ্ভবস্তুভ্যং কেন বাসি নিযোজিতঃ ।
কঃ স্রষ্টা কশ্চ তে গোপ্তা কেন নাম্না বিধীয়সে
ব্রহ্মোবাচ ।
এক ইত্যুচ্যতে লোকৈরবিচিন্ত্যঃ সহস্রদৃক্ ।
তৎসংযোগেন ভবতোঃ কর্ম্ম নামাবগচ্ছতাম্ ॥
মধু-কৈটভাবূচতুঃ ।
নাবয়োঃ পরমং লোকে কিঞ্চিদস্তি মহামতে ।
আবাভ্যাং ছাদ্যতে বিশ্বং তমসা রজসাথ বৈ ॥
রজস্তমোময়াবাবামৃষীণামবিলঙ্ঘিতৌ ।
ছাদ্যমানৌ ধর্ম্মশীলৌ দুস্তরৌ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥১৫
আবাভ্যামুহ্যতে লোকো দুষ্করাভ্যাং যুগে যুগে
আবামর্থশ্চ কামশ্চ যজ্ঞঃ স্বর্গপরিগ্রহঃ ॥ ১৬
সুখং যত্র মুদা যুক্তং যত্র শ্রীঃ কীর্ত্তিরেব চ ।
যেষাং যৎ কাঙ্ক্ষিতঞ্চৈব তত্তদাবাং বিচিন্তয় ॥
ব্রহ্মোবাচ ।
যত্নাদ্‌যোগবতো দৃষ্ট্বা যোগঃ পূর্ব্বং ময়ার্জ্জিতঃ
তং সমাধায় গুণবৎ সত্ত্বকাস্মি সমাশ্রিতঃ ॥ ১৮
যঃ পরো যোগমতিমান্ যোগাখ্যঃ সত্ত্বমেব চ ।
রজসস্তমসশ্চৈব যঃ স্রষ্টা বিশ্বসম্ভবঃ ॥ ১৯
ততো ভূতানি জায়ন্তে সাত্ত্বিকানীতরাণি চ ।
স এব হি যুবাং নাশে বশী দেবো হনিষ্যতি ॥
স্বপন্নেব ততঃ শ্রীমান্ বহুযোজনবিস্তৃতম্ ।
বাহুং নারায়ণো ব্রহ্ম কৃতবানাত্মমায়য়া ॥ ২১
কৃষ্যমাণৌ ততস্তস্য বাহুনা বাহুশালিনঃ ।
চেরতুস্তৌ বিগলিতৌ শকুনাবিব পীবরৌ ॥২২

দেব, অসুর ও ঋষি প্রভৃতি বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন। তদ্দর্শনে সেই মুমূর্ষু অসুরোত্তমদ্বয় তখন সংক্রুদ্ধ, দীপ্ত ও রোষব্যাকুলনয়নে ব্রহ্মাকে কহিল,—এই পুষ্করমধ্যে মোহবশে নিয়মাবলম্বনে অব্যাকুলভাবে অবস্থিত সিত উষ্ণীষধারী চতুর্মুখ তুমি কে? ওহে কমলোদ্ভব! আইস, আমাদিগকে যুদ্ধ দান কর। আমরা মহাশক্তিশালী; আমাদিগের সহিত যদি তুমি যুদ্ধ করিতে আপনাকে অসমর্থ মনে কর, তাহা হইলে তোমার কাহা হইতে উদ্ভব? কে তোমাকে এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছে? তোমার স্রষ্টা কে? রক্ষকই বা কে? তোমার নামই বা কি? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দান কর। ১—১২। ব্রহ্মা কহিলেন—অবিচিন্ত্য সহস্রদৃক্ ঈশ্বর এক বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ। তোমরা দেখিতেছি দুইজন; অতএব তোমাদিগের কর্ম্ম ও নাম জানিতে চাই। মধুকৈটভ কহিল,—ওহে মহামতে! আমরা রজস্তমোদ্বারা এই বিশ্বকে আচ্ছাদন করিয়া থাকি। আমরা রজস্তমোময়। আমরা ঋষিগণেরও অবিলঙ্ঘ্য ও দুস্তর এবং সর্ব্ব দেহিগণের ধর্ম্ম ও স্বভাব আমরাই আচ্ছাদন করিয়া থাকি। আমরা অতি দুঃসহ; আমরাই যুগে যুগে এই সকল লোক বহন করি। অর্থ, কাম, যজ্ঞ, স্বর্গ, পরিগ্রহ এবং সুখ, আনন্দ, শ্রী, কীর্ত্তি ও অপরাপর যাহা কিছু বাঞ্ছিত পদার্থ, তৎ সমস্তই আমরা। তুমি ইহা অবগত হও। ব্রহ্মা কহিলেন,—আমি পূর্ব্বে যত্ন সহকারে যে, যোগ অর্জ্জন করিয়াছি, এক্ষণে যোগদৃষ্টি দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া সেই যোগ পরিহারপূর্ব্বক গুণবৎ সত্ত্ব আশ্রয় করিয়াছি। যিনি পর, যোগমতিমান্, যোগপদবাচ্য, বিশ্বোৎপাদক ও বশী; যাহা হইতে সাত্ত্বিকাদি ভূতবৃন্দ উদ্ভূত হয়; যিনি রজস্তমোগুণেরও স্রষ্টা; সেই সত্ত্বমূর্ত্তি দেবই তোমাদিগকে বিনাশিত করিবেন।১৩—২০। এ দিকে সেই শ্রীমান্ বলবান্ নারায়ণ, তখন শয়ান থাকিয়াই মায়া দ্বারা নিজ বাহু, বহু যোজন বিস্তার করিয়া সেই অসুরদ্বয়কে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই

ততস্তাবাহতুর্গত্বা তদা দেবং সনাতনম্।
পদ্মনাভং হৃষীকেশং প্রণিপত্য স্থিতাবুভৌ ॥২৩
জানীবস্ত্বাং বিশ্বযোনিং ত্বামেকং পুরুষোত্তমম্।
অমাবাং পাহি হেত্বর্থমিদং নৌ বুদ্ধিকারণম্ ॥২৪
অমোঘদর্শনঃ সত্ত্বং যতস্ত্বাং বিদ্ম শাশ্বতম্।
ততস্ত্বামাগতাবাবামভিতঃ প্রসমীক্ষিতুম্ ॥ ২৫
তদিচ্ছাবো বরং দেব ত্বত্তোঽদ্ভুতমরিন্দম।
অমোঘদর্শনোঽসি ত্বং নমস্তে সমিতিঞ্জয় ॥ ২৬
শ্রীভগবানুবাচ।
কিমর্থং হি ক্রুতং ক্রথ বরং হ্যসুরসত্তমৌ।
দত্তায়ুষ্কৌ পুনর্ভূয়ো রহো জীবিতুমিচ্ছথঃ ॥২৭
মধু-কৈটভাবূচতুঃ
যস্মিন্ ন কশ্চিন্মৃতবান্ দেব তস্মিন্ প্রভো বধম্।
তমিচ্ছাবো বধঞ্চৈব ত্বত্তো নোঽস্তু মহাব্রত ॥

অসুরদ্বয় তখন স্থলকায় পক্ষিযুগলের ন্যায় বিগলিত-কায়ে সেই সনাতন, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ দেবের সমীপস্থ হইয়া প্রণিপাত-পূর্ব্বক কহিল,—আমরা জানি, আপনি বিশ্ব-যোনি, একমাত্র পুরুষোত্তম। আপনি আমা-দিগকে পালন করুন। আমরা যে এ কথা বলিতেছি, তাহার একটী কারণ আছে। আপনি শাশ্বত সত্ত্ব; আপনার দর্শন অমোঘ। আপনার দর্শনার্থ আমরাও উপ-স্থিত হইয়াছি; অতএব আমাদিগকে আপ-নার বর দান করা কর্ত্তব্য। হে যুদ্ধবিজেতা নারায়ণ! আপনি অমোঘদর্শন; আপনার নিকট আমরা অদ্ভুত বর প্রার্থনা করি। আপনাকে নমস্কার। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অসুরসত্তমদ্বয়! তোমরা কি বর চাও, সত্বর বল। তোমাদের জীবিত কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে আবার কৌশলে জীবিত থাকিবার অভিলাষ করিতেছ কেন? মধু-কৈটভ কহিল,—প্রভো! যেখানে অপর কেহ মরণাপন্ন হয় নাই, সেই স্থানে আমরা তোমা হইতে বধ কামনা করি। হে মহাব্রত দেব! আমা-

শ্রীভগবানুবাচ।
বাঢ়ং যুবাস্তু প্রবরৌ ভবিষ্যৎকালসম্ভবে।
ভবিষ্যতো ন সন্দেহঃ সত্যমেতদ্ব্রবীমি বাম্
বরং প্রদায়াথ মহাসুরাভ্যাং
সনাতনো বিশ্বধরঃ সুরোত্তমঃ।
রজস্তমোবর্গভবায়নৌ যমৌ
মমন্থ তাবূরুতলেন বৈ প্রভুঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভবপ্রাদুর্ভাবে সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭০ ॥

দিগকে এই বর দান করুন। ভগবান কহিলেন,—তোমরা আগামী কালে প্রবর শক্তিমান্ হইবে। আমি তোমাদিগকে ইহা সত্যই বলিলাম। এই বলিয়া সেই সনা-তন, বিশ্বধর, সুরোত্তম প্রভু নারায়ণ তখন-সেই রজস্তমোবর্গের উদ্ভবহেতু মহাসুর-দ্বয়কে স্বীয় উরুতলে স্থাপনপূর্ব্বক মন্থন করিতে লাগিলেন। ২১—৩০।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭০।

একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।
স্থিত্বা চ তস্মিন্ কমলে ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
ঊর্দ্ধবাহুর্মহাতেজাস্তপো ঘোরং সমাশ্রিতঃ ॥ ১
প্রজ্বলন্নিব তেজোভির্ভাভিঃ স্বাভিস্তমোনুদঃ।
বভাসে সর্ব্বধর্ম্মস্থঃ সহস্রাংশুরিবাংশুভিঃ ॥ ২
অথান্যদ্রূপমাস্থায় শম্ভুর্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—ব্রহ্মবিদ্গণের প্রধান, মহাতেজা ব্রহ্মা, পূর্ব্বোক্ত পদ্মমধ্যে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি তখন সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয় সহস্রাংশু সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় তেজে তমোরাশি দূরীকৃত করিয়া যেন জ্বলিতে লাগিলেন। অতঃ-

আজগাম মহাতেজা যোগাচার্য্যো মহাযশাঃ ॥
সাংখ্যাচার্য্যো হি মতিমান্ কপিলোব্রাহ্মণোবরঃ
উভাবপি মহাত্মানৌ স্তবন্তৌ ক্ষেত্রতৎপরৌ ॥৪
তৌ প্রাপ্তাবূচতুস্তত্র ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
পরাবরবিশেষজ্ঞৌ পূজিতৌ চ মহর্ষিভিঃ ॥ ৫
ব্রহ্মাত্মদৃঢ়বন্ধশ্চ বিশালো জগদাস্থিতঃ।
গ্রামণীঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মা ত্রৈলোক্যপূজিতঃ ॥
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মাভ্যাহৃতযোগবিৎ।
ত্রীনিমান্ কৃতবাঁল্লোকান্ যথেয়ং ব্রহ্মণঃ শ্রুতিঃ
পুত্রঞ্চ শস্তবে চৈকং সমুৎপাদিতবানৃষিঃ।
তস্যাগ্রে বাগ্যতস্তস্থৌ ব্রহ্মাণমজমব্যয়ম্ ॥ ৮
সোৎপন্নমাত্রো ব্রহ্মাণমুক্তবান্ মানসঃ সুতঃ।
কিং কুর্ম্মস্তব সাহায্যং ব্রবীতু ভগবানৃষঃ ॥ ৯
ব্রহ্মোবাচ।
য এষ কপিলো ব্রহ্ম নারায়ণময়স্তথা।
বদতে ভবতস্তত্ত্বং তৎ কুরুধ্ব মহামতে ॥ ১০

ব্রহ্মণস্তু তদর্থস্তু তদা ভূয়ঃ সমুত্থিতঃ।
শুশ্রূষুরস্মি যুবয়োঃ কিং করোমি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১১
শ্রীভগবানুবাচ।
যৎ সত্যমক্ষরং ব্রহ্মণ্যষ্টাদশবিধন্তু তৎ।
যৎ সত্যং যদৃতং তৎ তু পরং পদমনুস্মর ॥ ১২
এতদ্বচো নিশম্যৈব যযৌ স দিশমুত্তরাম্।
গত্বা চ তত্র ব্রহ্মত্বমগমজ্ জ্ঞানতেজসা ॥১৩
ততো ব্রহ্মা ভুবং নাম দ্বিতীয়মসৃজৎ প্রভুঃ।
সঙ্কল্পয়িত্বা মনসা তমেব চ মহামনাঃ ॥ ১৪
ততঃ সোঽথাব্রবীদ্বাক্যং কিং করোমি পিতামহ
পিতামহসমাজ্ঞাতো ব্রহ্মাণং সমুপস্থিতঃ ॥ ১৫
ব্রহ্মাভ্যাসন্তু কৃতবান্ ভুবশ্চ পৃথিবীং গতঃ।
প্রাপ্তশ্চ পরমং স্থানং স তয়োঃ পার্শ্বমাগতঃ ॥১৬
তস্মিন্নপি গতে পুত্রে তৃতীয়মসৃজৎ প্রভুঃ।

পরে নিখিল মঙ্গলনিধান অব্যয় নারায়ণ, রূপান্তর ধারণ করিয়া মহাতেজা মহাযশা যোগাচার্য্যরূপে ব্রাহ্মণ-প্রধান মতিমান্ সাংখ্যাচার্য্য কপিলের সহিত মিলিত হইয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে সেই স্থানে আগমন করিলেন। সেই পরস্পরবিশেষজ্ঞ মহর্ষি-পূজিত উভয় মহাত্মা তখন অমিতৌজা ব্রহ্মাকে কহিলেন,—বিশাল জগৎ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত, ব্রহ্মাত্মজ্ঞানরূপ দৃঢ় বন্ধন-সমন্বিত, ত্রৈলোক্য-পূজিত ব্রহ্মাই সর্ব্বভূতের নির্ম্মাণকর্ত্তা। তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা তখন স্বীয় যোগশক্তি আহৃত করিয়া ব্রহ্মশ্রুতি অনুসারে এই লোকত্রয় নির্ম্মাণ করেন। তিনি পরে একটী মঙ্গলাচারসম্পন্ন পুত্র উৎপাদন করেন। ব্রহ্মার সেই মানস পুত্র তখন উৎপত্তিমাত্রেই অজ অব্যয় ব্রহ্মার অগ্রভাগে বাক্সংযমপূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া কহিলেন,—আপনার কোন্ সাহায্য করিব? হে ভগবন্! তাহা বলুন। ১—৯। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মহামতে! এই যে ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণ ও কপিল মুনি রহিয়াছেন, ইঁহারা তোমাকে যে তত্ত্ব উপদেশ করেন, তুমি তাহাই পালন কর। তখন সেই পুত্র, সেই নারায়ণ ও কপিলের সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিকরে কহিলেন। আপনাদিগের কোন্ কার্য্য করিতে হইবে? আমাকে তাহা আদেশ করুন,—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যাহা সত্য অক্ষয় বলিয়া কথিত হয়, উহা অষ্টাদশবিধ! যাহা সত্য, তাহাই পরমপদ! তুমি তাহার অনুসরণ কর। এই কথা শুনিয়াই সেই ব্রহ্মনন্দন উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন! তিনি জ্ঞানতেজঃপ্রভাবে ক্রমে ব্রহ্মত্ব লাভ করিলেন। অনন্তর মহামনাঃ ব্রহ্মা মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া ভুব নামে দ্বিতীয় পুত্র সৃষ্টি করিলেন। সেই পুত্র তখন পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন,—আমি কি করিব? পরে ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে সেই ভুব, পৃথিবীতে যাইয়া সেই দুই সাংখ্যযোগাচার্য্যসমীপে বেদাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে কালান্তরে পরম স্থান লাভ করিলেন। এই পুত্রও এইভাবে গত হইলে পর বিভু ব্রহ্মা, তৃতীয় পুত্র সৃষ্টি করেন। এই পুত্র

সাংখ্যপ্রবৃত্তিকুশলং ভূভুবং নামতো বিভুম্ ॥১৭
গোপতিত্বং সমাসাদ্য তয়োরেবাগমদ্গতিম্।
এবংপুত্রাস্ত্রয়োঽপ্যেতে উক্তাঃ শম্ভোর্মহাত্মনঃ
তান্ গৃহীত্বা সুতাংস্তস্য প্রযাতঃস্বার্জ্জিতাংগতিম
নারায়ণশ্চ ভগবান্ কপিলশ্চ যতীশ্বরঃ ॥১৯
যং কালংতৌ গতৌ মুক্তৌ ব্রহ্মা তংকালমেবহি
ততো ঘোরতমং ভূয়ঃ সংশ্রিতঃ পরমং ব্রতম্ ॥
ন রেমেঽথ ততো ব্রহ্মা প্রভুরেকস্তপশ্চরন্।
শরীরাৎ তাং ততো ভার্য্যাং সমুৎপাদিতবান্ শুভাম্ ॥২১
তপসা তেজসা চৈব বর্চ্চসা নিয়মেন চ।
সদৃশীমাত্মনো দেবীং সমর্থাং লোকসর্জ্জনে ॥ ২২
তয়া সমাহিতস্তত্র রেমে ব্রহ্মা তপশ্চরন্।
ততো জগাদ ত্রিপদাং গায়ত্রীং বেদপূজিতাম্ ॥
সৃজন্ প্রজানাং পতয়ঃ সাগরাংশ্চাসৃজদ্বিভুঃ।
অপরাংশ্চৈব চতুরো বেদান্ গায়ত্রিসম্ভবান্ ॥২৪
আত্মনঃ সদৃশান্ পুত্রানসৃজদ্বৈ পিতামহঃ।
বিশ্বে প্রজানাং পতয়ো যেভ্যো লোকা বিনিঃসৃতাঃ ॥ ২৫
বিশ্বেশং প্রথমং তাবন্মহাতাপসমাত্মজম্।
সর্ব্বমন্ত্রহিতং পুণ্যং নাম্না ধর্ম্মং স সৃষ্টবান্ ॥২৬
দক্ষং মরীচিমত্রিঞ্চ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
বসিষ্ঠং গৌতমঞ্চৈব ভৃগুমঙ্গিরসং মনুম্ ॥ ২৭
অথৈবাদ্ভুতমিত্যেতে জ্ঞেয়াঃ পৈতামহর্ষয়ঃ।
ত্রয়োদশগুণং ধর্ম্মমালভন্ত মহর্ষয়ঃ ॥ ২৮
অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা অনায়ুঃ সিংহিকা মুনিঃ
তাম্রা ক্রোধাথ সুরসা বিনতা কদ্রুরেব চ ॥২৯
দক্ষস্যাপত্যমেতা বৈ কন্যা দ্বাদশ পার্থিব।
মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রস্তপসা নির্ম্মিতঃ কিল ॥ ৩০
তস্মৈ কন্যা দ্বাদশান্যা দক্ষস্তাঃ প্রদদৌ তদা।
নক্ষত্রাণি চ সোমায় তদা বৈ দত্তবানৃষিঃ ॥ ৩১
রোহিণ্যাদীনি সর্ব্বাণি পুণ্যানি রবিনন্দন।
লক্ষ্মীর্মরুত্বতী সাধ্যা বিশ্বেশা চ মতা শুভা ॥৩২
দেবী সরস্বতী চৈব ব্রহ্মণা নির্ম্মিতাঃ পুরা।

সাংখ্যপ্রভৃতি বিষয়ে কুশল এবং ইহাঁর নাম ভূভুব। ইনিও জ্ঞানলাভ করিয়া পূর্ব্বতন দুই ভ্রাতার ন্যায় গতি প্রাপ্ত হয়েন। মহাত্মা বিধাতা ব্রহ্মার এইরূপ তিনটী পুত্রের বিবরণ কথিত হইল। ভগবান্ নারায়ণ এবং যতীশ্বর কপিল এই প্রকারে ব্রহ্মার পুত্রত্রয় লইয়া স্বোপার্জ্জিত গতি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা তখন প্রস্থান করিলে ব্রহ্মাও তখনই পুনরায় পরমব্রত সহ ঘোরতম তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ১০—২০। প্রভু ব্রহ্মা একাকী তপস্যা করিয়াও কিছুমাত্র শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। পরে তিনি তপস্যা, তেজ, কান্তি ও নিয়ম ইত্যাদি দ্বারা আত্ম-সদৃশী এবং লোকসৃষ্টি-সমর্থা এক শুভা ভার্য্যা উৎপাদন করিলেন। তপঃপরায়ণ ব্রহ্মা সেই ভার্য্যা সহ বিহার করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে বেদ-পূজিতা ত্রিপদা গায়ত্রী এবং তদনন্তর প্রজাপতিগণ, সাগর সকল, ও গায়ত্রী হইতে বেদচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা যে, আত্মসদৃশ বিশ্ব প্রজাপতিগণকে উৎপাদন করেন, সেই প্রজাপতিগণ হইতেই এই লোকসকল প্রাদুর্ভাব লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মা প্রথমে মহাতাপস, সর্ব্বমন্ত্রের শুভ ফল-সম্পাদক, পুণ্যজনক বিশ্বেশ ধর্ম্মনামক পুত্র সৃষ্টি করেন। পরে দক্ষ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বসিষ্ঠ, গৌতম, ভৃগু, অঙ্গিরা ও মনু এই সকল পুত্র উৎপাদন করেন। এই অদ্ভুতাকার মহর্ষিগণ ত্রয়োদশ গুণশালী ধর্ম্মের অনুসরণ করিলেন। অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, মুনি, তাম্রা, ক্রোধা, সুরসা, বিনতা ও কদ্রু— হে পার্থিব! এই দ্বাদশ কন্যা, দক্ষের সন্তান। মরীচির তপঃপ্রভাবে কশ্যপ উৎপন্ন হয়েন। ২১—৩০। দক্ষ সেই কশ্যপকে স্বীয় দ্বাদশটী কন্যা সম্প্রদান করেন। হে রবিনন্দন! দক্ষ, তাঁহার অপর রোহিণ্যাদি নক্ষত্রনাম্নী সপ্তবিংশতি পুণ্যা কন্যা, সোমকে সম্প্রদান করেন। হে রাজন্! কর্ম্মদর্শী ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বনির্ম্মিত লক্ষ্মী, মরুত্বতী, সাধ্যা, শুভা

এতাঃ পঞ্চ বরিষ্ঠা বৈ সুরশ্রেষ্ঠায় পার্থিব ॥ ৩৩
দত্তা ভদ্রায় ধর্ম্মায় ব্রহ্মণা দৃষ্টকর্ম্মণা ।
যা রূপার্দ্ধবতী পত্নী ব্রহ্মণঃ কামরূপিণী ॥ ৩৪
সুরভিঃ সা হিতা ভূত্বা ব্রহ্মাণং সমুপস্থিতা ।
ততস্তামগমদ্‌ব্রহ্মা মৈথুনং লোকপূজিতঃ ৩৫
লোকসর্জ্জনহেতুজ্ঞো গবামর্থায় সত্তমঃ ।
জজ্ঞিরে চ সুতাস্তস্যাং বিপুলা ধূমসন্নিভাঃ ॥ ৩৬
নক্তসন্ধ্যাভ্রসঙ্কাশাঃ প্রাদহংস্তিগ্মতেজসঃ ।
তে রুদন্তো দ্রবন্তশ্চ গর্হয়ন্তঃ পিতামহম্ ॥ ৩৭
রোদনাদ্দ্রবণাচ্চৈব রুদ্রা ইতি ততঃ স্মৃতাঃ ।
নির্ঋতিশ্চৈব শম্ভুর্বৈ তৃতীয়শ্চাপরাজিতঃ ॥৩৮
মৃগব্যাধঃ কপর্দ্দী চ দহনোঽথ খরশ্চ বৈ ।
অহির্ব্রধ্নশ্চ ভগবান্ কপালী চাপি পিঙ্গলঃ ॥ ৩৯
সেনানীশ্চ মহাতেজা রুদ্রাস্ত্বেকাদশ স্মৃতাঃ ।
তস্যামেব সুরভ্যাঞ্চ গাবো যজ্ঞেশ্বরাশ্চ বৈ ॥৪০
প্রকৃষ্টাশ্চ তথা মায়াঃ সুরভ্যাঃ পশবোঽক্ষরাঃ
অজাশ্চৈব তু হংসাশ্চ তথৈবামৃতমুত্তমম্ ॥ ৪১
ওষধ্যঃ প্রবরায়াশ্চ সুরভ্যাস্তাঃ সমুত্থিতাঃ ।
ধর্ম্মাল্লক্ষ্মীস্তথা কামং সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত
ভবঞ্চ প্রভবঞ্চৈব হীশঞ্চাসুরহং তথা ।
অরুণঞ্চারুণিঞ্চৈব বিশ্ববসু-বলধ্রুবৌ ॥
হবিষ্যঞ্চ বিতানঞ্চ বিধান-শমিতাবপি ।
বৎসরঞ্চৈব ভূতিঞ্চ সর্ব্বাসুরনিষূদনম্ ॥ ৪৪
সুপর্ব্বাণং বৃহৎকান্তিঃ সাধ্যা লোকনমস্কৃতা ।
তমেবানুগতা দেবী জনয়ামাস বৈ সুরান্ ॥ ৪৫
ধরং বৈ প্রথমং দেবং দ্বিতীয়ং ধ্রুবমব্যয়ম্ ।
বিশ্বাবসুং তৃতীয়ঞ্চ চতুর্থং সোমমীশ্বরম্ ॥ ৪৬
ততোঽনুরূপমাপঞ্চ যমস্তস্মাদনন্তরম্ ।
সপ্তমঞ্চ তথা বায়ুমষ্টমং নির্ঋতিং বসুম্ ॥ ৪৭
ধর্ম্মস্যাপত্যমেতদ্বৈ সুদেব্যাং সমজায়ত ।
বিশ্বেদেবাশ্চ বিশ্বায়াং ধর্ম্মাজ্জাতা ইতি শ্রুতিঃ
দক্ষশ্চৈব মহাবাহুঃ পুষ্করস্বন এব চ ।
চাক্ষুষস্তু মনুশ্চৈব তথা মধু-মহোরগৌ ॥ ৪৯
বিশ্রান্তকবপুর্বালো বিষ্কম্ভশ্চ মহাযশাঃ ।
গরুড়শ্চাতিসত্ত্বৌজা ভাস্করপ্রতিমদ্যুতিঃ ॥৫০
বিশ্বান্ দেবান্ দেবমাতা বিশ্বেশাজনয়ৎ সুতান্
মরুত্বতী মরুত্বতো দেবানজনয়ৎ সুতান্ ॥৫১
অগ্নিং চক্ষু রবির্জ্জ্যোতিঃ সাবিত্রং মিত্রমেব চ ।

বিশ্বেশা এবং দেবী সরস্বতী,—এই বরিষ্ঠা পঞ্চ কন্যা, সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে সম্প্রদান করেন। ব্রহ্মার অর্দ্ধরূপবতী কামরূপিণী পত্নী, হিত-সাধিনী সুরভিরূপে ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন। লোকসৃষ্টির হেতুজ্ঞ লোকপূজিত ব্রহ্মা গোসৃষ্টির অভিলাষে তৎসহ মৈথুনাসক্ত হইলেন। তাহাতে বিপুলকায় ধূম-সন্নিভ সন্ধ্যামেঘসঙ্কাশ, তিগ্মতেজা পুত্রগণ উৎপন্ন হয়েন। তাঁহারা জন্মিয়াই ইতস্ততঃ বিদ্রুত হইল এবং ব্রহ্মাকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন নিবন্ধন তখন তাঁহাদিগকে রুদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। নির্ঋতি, শম্ভু, অপরাজিত, মৃগ-ব্যাধ, কপর্দ্দী, দহন, খর, অহিব্রধ্ন, কপালী, পিঙ্গল, মহাতেজাঃ সেনানী, এই একাদশ রুদ্রের নাম কহিলাম। ৩১—৪০। সেই সুরভিতেই যজ্ঞসাধন গো সকল, অজ হংসাদি অপরাপর পশু সমস্ত ও বিবিধ ওষধি-চয় সমুৎপন্ন হয়। ধর্ম্ম হইতে লক্ষ্মী কামকে প্রসব করেন। সাধ্যগণ সাধ্যার নন্দন। ভব, প্রভব, ঈশ, অসুরহ, অরুণ, আরুণি, বিশ্বাবসু, বল, ধ্রুব, হবিষ্য, বিতান, বিধান, শমিত, বৎসর, ভূতি ও সর্ব্বাসুর-নিসূদন সুপর্ব্ব,—ইহাঁদিগকে লোকনমস্কৃতা কান্তি-মতী সাধ্যা প্রসব করেন। ধর্ম্ম হইতে সুদেবী দেবী ধর, ধ্রুব, বিশ্বাবসু, সোম, আপ, যম, বায়ু ও নির্ঋতি এই অষ্ট বসু প্রসব করেন। ধর্ম্ম হইতে বিশ্বার গর্ভে বিশ্বদেবগণের জন্ম হয়। এইরূপ শ্রুতি আছে। দক্ষ মহাবাহু পুষ্করস্বন, চাক্ষুষ মনু, মধু, মহোরগ, বিশ্রান্তকবপুঃ, বাল, মহাযশাঃ বিষ্কম্ভ, এবং ভাস্করসমদ্যুতি অতি বলবান্ গরুড়, ইহাঁরা বিশ্বদেব; বিশ্বা হইতে ইহাঁদিগের উদ্ভব হয় ।৪১—৫০। মরুত্বতী দেবী মরুত্বৎ নামক দেবগণকে প্রসব করেন। অগ্নি, চক্ষু, রবি, জ্যোতিঃ,

অমরং শরবৃষ্টিঞ্চ সুকর্ষঞ্চ মহাভুজম্ ॥ ৫২
বিরাজঞ্চৈব বাচঞ্চ বিশ্বাবসুমতিং তথা।
অশ্বমিত্রং চিত্ররশ্মিং তথানিষধনং নৃপ ॥ ৫৩
হ্ময়ন্তং বাড়বঞ্চৈব চারিত্রং মন্দপন্নগম্।
বৃহন্তং বৈ বৃহদ্রূপং তথা বৈ পূতনানুগম্ ॥৫৪
মরুত্বতী পুরা জজ্ঞে এতান্ বৈ মরুতাং গণান্
অদিতিঃ কশ্যপাজ্জজ্ঞে আদিত্যান্ দ্বাদশৈব হি
ইন্দ্রো বিষ্ণুর্ভগস্ত্বষ্টা বরুণো হ্যর্য্যমা রবিঃ।
পূষা মিত্রশ্চ ধনদো ধাতা পর্জ্জন্য এব চ ॥ ৫৬
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যা বরিষ্ঠাস্ত্রিদিবৌকসঃ।
আদিত্যস্ত সরস্বত্যাংজজ্ঞাতে দ্বৌ সুতৌ বরৌ
তপঃশ্রেষ্ঠৌ গুণিশ্রেষ্ঠৌ ত্রিদিবস্যাপি সম্মতৌ।
দনুস্তু দানবান্ জজ্ঞে দিতির্দৈত্যান্ ব্যজায়ত
কালা তু বৈ কালকেয়ানসুরান্ রাক্ষসাংস্ত বৈ
অনায়ুষায়াস্তনয়া ব্যাধয়ঃ সুমহাবলাঃ॥ ৫৯
সিংহিকা গ্রহমাতা বৈ গন্ধর্ব্বজননী মুনিঃ।
তাম্রা ত্বপ্সরসাং মাতা পুণ্যানাং ভারতোদ্ভব॥
ক্রোধায়াঃ সর্ব্বভূতানি পিশাচাশ্চৈব পার্থিব।
জজ্ঞে যক্ষগণাংশ্চৈব রাক্ষসাংশ্চ বিশাম্পতে॥
চতুষ্পদানি সত্ত্বানি তথা গাবস্ত সৌরভাঃ।
সুপর্ণান্ পক্ষিণশ্চৈব বিনতা চাপ্যজায়ত।
মহীধরান্ সর্ব্বনাগান্ দেবী কদ্রুর্ব্যজায়ত।
এবং বৃদ্ধিং সমগমন্ বিশ্বে লোকাঃ পরন্তপ ॥৬৩
তদা বৈ পৌষ্করো রাজন্ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ
প্রাদুর্ভাবঃ পৌষ্করস্তে ময়া দ্বৈপায়নেরিতঃ ॥৬৪
পুরাণঃ পুরুষশ্চৈব ময়া বিষ্ণুর্হরিঃ প্রভুঃ।
কথিতস্তেঽনুপূর্ব্বেণ সংস্তুতঃ পরমর্ষিভিঃ ॥ ৬৫

যশ্চেদমগ্র্যং শৃণুয়াৎ পুরাণং
সদা নরঃ পর্ব্বসু গৌরবেণ।
অবাপ্য লোকান্ স হি বীতরাগঃ
পরত্র চ স্বর্গফলানি ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৬৬

চক্ষুষা মনসা বাচা কর্ম্মণা চ চতুর্ব্বিধম্।
প্রসাদয়তি যঃ কৃষ্ণং তং কৃষ্ণোঽনুপ্রসীদতি ॥
রাজ্যা চ লভতে রাজ্যমধনশ্চোত্তমং ধনম্।
ক্ষীণায়ুর্লভতে চায়ুঃ পুত্রকামঃ সুতং তথা ॥৬৮
যজ্ঞা বেদাস্তথা কামাস্তপাংসি বিবিধানি চ।
প্রাপ্নোতি বিবিধং পুণ্যং বিষ্ণুভক্তো ধনানি চ
যদ্‌যৎ কাময়তে কিঞ্চিৎ তত্তল্লোকেশ্বরাদ্ভবেৎ

সাবিত্র, মিত্র, অমর, শরবৃষ্টি, সুকর্ষ, বিরাট, বাক্, বিশ্বাবসুমতি, অশ্বমিত্র, চিত্ররশ্মি, নিষধন, হ্ময়ন্ত, বৃহদ্রূপ ও পূতনানুগ, এই মরুদ্‌গণকে মরুত্বতী দেবী প্রসব করেন। অদিতি দেবী কশ্যপের ঔরসে দ্বাদশ আদিত্য উৎপাদন করেন। ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ত্বষ্টা, বরুণ, অর্য্যমা, রবি, পূষা, মিত্র, ধনদ, ধাতা ও পর্জ্জন্য এই দ্বাদশ আদিত্য, স্বর্গবাসীদিগের মধ্যে বরিষ্ঠ। সরস্বতীর গর্ভে আদিত্যের তপঃশ্রেষ্ঠ, গুণিপ্রধান, সুর-সম্মানিত দুইটী পুত্র জন্মে। দনু দানবগণকে প্রসব করেন। দিতি হইতে দৈত্যগণের উৎপত্তি। কালা হইতে কালকেয় অসুর ও রাক্ষসগণ সমুৎপন্ন। ব্যাধিসমূহ অনায়ুষ্যার তনয়। সিংহিকা গ্রহগণের জননী। মুনি হইতে গন্ধর্ব্বগণ জন্মিয়াছে। হে নৃপ! তাম্রা অপ্সরাদিগকে প্রসব করিয়াছেন। ৫১—৬০। ক্রোধা হইতে পিশাচ, যক্ষ ও রাক্ষসাদি সঞ্জাত। গো প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুগণ সুরভির সন্তান। হে পরন্তপ! ভগবানের সেই পৌষ্কর-প্রাদুর্ভাবকালে এই ভাবে প্রজা সকল বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই আমি দ্বৈপায়নোক্ত পুরাতন পৌষ্কর বৃত্তান্ত কহিলাম এবং তৎসহ পুরাণপুরুষ বিষ্ণুর মহিমাও কীর্ত্তন করিলাম। এই পুরাণ-বৃত্তান্ত পরমর্ষিগণের সংস্তুত। যে নর সর্ব্বদা—বিশেষতঃ পর্ব্ব-দিনে এই শ্রেষ্ঠ পুরাণ পাঠ করে, সে সংসাররাগমুক্ত হইয়া পরকালে অত্যুত্তম স্বর্গভোগে সমর্থ হয়। যে জন চক্ষু, মন, বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা কৃষ্ণকে প্রণিপাত করে, কৃষ্ণও তৎপ্রতি প্রসন্ন হয়েন। তাহার ফলে রাজা রাজ্য, অধম জন উত্তম ধন, ক্ষীণায়ু আয়ু এবং পুত্রহীন মানব পুত্র প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞ, বেদ, কাম, বিবিধ তপস্যা, ধন, ও অন্য নানারূপ পুণ্য—বিষ্ণুভক্তজন এ সকল

সর্ব্বং বিহায় য ইমং পঠেৎ পৌষ্করকং হরেঃ ॥৭০
প্রাদুর্ভাবং নৃপশ্রেষ্ঠ ন তস্য হ্যশুভং ভবেৎ।
এষ পৌষ্করকো নাম প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।
কীর্ত্তিতস্তে মহাভাগ ব্যাসশ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥৭১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভবপ্রাদুর্ভাবো নামৈকসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭১ ॥

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

মৎস্য উবাচ

বিষ্ণুত্বং শৃণু বিষ্ণোশ্চ হরিত্বঞ্চ কৃতে যুগে
বৈকুণ্ঠত্বঞ্চ দেবেষু কৃষ্ণত্বং মানুষেষু চ ॥ ১
ঈশ্বরস্য হি তস্যৈষা কর্ম্মণাং গহনা গতিঃ
সম্প্রত্যতীতান্ ভব্যাংশ্চ শৃণু রাজন যথাতথম্
অব্যক্তো ব্যক্তলিঙ্গস্থো য এষ ভগবান্ প্রভুঃ
নারায়ণো হ্যনন্তাত্মা প্রভবোঽব্যয় এব চ ॥ ৩
এষ নারায়ণো ভূত্বা হরিরাসীৎ সনাতনঃ।
ব্রহ্মা বায়ুশ্চ সোমশ্চ ধর্ম্মঃ শক্রো বৃহস্পতিঃ ॥ ৪
অদিতেরপি পুত্রত্বং সমেত্য রবিনন্দন।
এষ বিষ্ণুরিতি খ্যাত ইন্দ্রস্যাবরজো বিভুঃ ॥ ৫
প্রসাদজং হ্যস্য বিভোরদিত্যাঃ পুত্রকারণম্।
বধার্থং সুরশত্রূণাং দৈত্য-দানব-রক্ষসাম্ ॥ ৬
প্রধানাত্মা পুরা হ্যেষ ব্রহ্মাণমসৃজৎ প্রভুঃ।
সোঽসৃজৎ পূর্ব্বপুরুষঃ পুরাকল্পে প্রজাপতীন্
অসৃজন্মানবাংস্তত্র ব্রহ্মবংশাননুত্তমান্।
তেভ্যোঽভবন্মহাত্মভ্যো বহুধা ব্রহ্ম শাশ্বতম্
এতদাশ্চর্য্যভূতস্য বিষ্ণোঃ কর্ম্মানুকীর্ত্তনম্।
কীর্ত্তনীয়স্য লোকেষু কীর্ত্ত্যমানং নিবোধ মে ॥
বৃত্তে বৃত্রবধে তত্র বর্ত্তমানে কৃতে যুগে।
আসীৎ ত্রৈলোক্যবিখ্যাতঃ সংগ্রামস্তারকাময়ঃ
যত্র তে দানবা ঘোরাঃ সর্ব্বে সংগ্রামদুর্জ্জয়াঃ।
ঘ্নন্তি দেবগণান্ সর্ব্বান্ সযক্ষোরগরাক্ষসান্ ॥১১
তে বধ্যমানা বিমুখাঃ ক্ষীণপ্রহরণা রণে।

লাভ করে। লোকেশ্বর হরির সন্নিধানে যাহা যাহা কামনা করা যায়, তৎসমস্তই লাভ হয়। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অপরাপর সমস্ত পরিহার পূর্ব্বক যে ব্যক্তি ভগবানের এই পৌষ্কর বিবরণ পাঠ করে, তাহার কোনও অশুভ হয় না। হে মহাভাগ! ব্যাসবাক্য ও শ্রুতিনিদর্শন অনুসারে সেই মহাত্মা হরির পৌষ্কর প্রাদুর্ভাব কথিত হইল। ৬১—৭১।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭১

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—সত্যযুগে বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব, হরিত্ব, দেবগণমধ্যে বৈকুণ্ঠত্ব এবং মানুষমধ্যে কৃষ্ণত্ব লাভের বিবরণ শ্রবণ করুন। সেই ঈশ্বরের কর্ম্মগতি অতীব গহন। সম্প্রতি অতীত ও ভাবী বৃত্তান্ত সকল যথাযথ শ্রবণ করুন। অমিতাত্মা নারায়ণই উৎপত্তি-প্রলয়ের নিদান। সনাতন হরি নারায়ণরূপে সৃষ্টিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মা, বায়ু, সোম, ধর্ম্ম, শুক্র, ও বৃহস্পতি প্রভৃতি আকারে এবং অদিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। হে রবিনন্দন! সেই অদিতিনন্দনের নাম—বিষ্ণু। বিভু বিষ্ণু ইন্দ্রের কনিষ্ঠ। অদিতি পুত্রকামনায় তপস্যা করিলে তাহাতে তুষ্ট হইয়াই সেই ভগবান্, সুরশত্রু দৈত্য-দানব-রাক্ষসদিগের বধ কামনায় তাঁহার পুত্রত্ব গ্রহণ করেন। এই ভগবান প্রধানাত্মা হইয়া প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। সেই ব্রহ্মা পুরাকল্পে প্রজাপতিগণকে উৎপাদন করেন। সেই প্রজাপতিগণ মানবাদি ভূতচয়ের স্রষ্টা। সেই প্রজাপতিগণ দ্বারা শাশ্বত অখণ্ড ব্রহ্ম বহুধা বিভক্ত হইয়াছেন। এইরূপেই অনুত্তম ব্রহ্মবংশের বিস্তার হইয়াছে। আশ্চর্য্যভূত বিষ্ণুর কীর্ত্তনীয় চরিতবিবরণ আমি কীর্ত্তন করিতেছি; আপনি শ্রবণ করুন। ১—৯। সত্যযুগে বৃত্রাসুর নিহত হইলে পর ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত তারকাময় সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে সংগ্রামদুর্জ্জয় ঘোর দানবগণ, যক্ষ ও উরগ রাক্ষসাদির সহিত দেবগণকে বিষম প্রহার

ত্রাতারং মনসা জগ্মুর্দেবং নারায়ণং প্রভুম্॥১২
এতস্মিন্নন্তরে মেঘা নির্ব্বাণাঙ্গারবর্চ্চসঃ।
সার্কচন্দ্রগ্রহগণং ছাদয়ন্তো নভস্তলম্॥ ১৩
বেণুবিদ্যুদ্গণোপেতা ঘোরনির্হ্রাদকারিণঃ
অন্যোন্যবেগাভিহতাঃ প্রববুঃ সপ্ত মারুতাঃ॥
দীপ্ততোয়াশনিঘনৈর্বজ্রবেগানলানিলৈঃ।
রবৈঃ সুঘোরৈরুৎপাতৈর্দহ্যমানমিবাম্বরম্॥১৫
তত উল্কাসহস্রাণি নিপেতুঃ খগতান্যপি।
দিব্যানি চ বিমানানি প্রপতন্ত্যুৎপতন্তি চ॥১৬
চতুর্যুগান্তে পর্য্যায়ে লোকানাং যদ্ভয়ং ভবেৎ।
অরূপবন্তি রূপাণি তস্মিন্নুৎপাতলক্ষণে॥ ১৭
জাতঞ্চ নিষ্প্রভং সর্ব্বং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
তিমিরৌঘপরিক্ষিপ্তা ন রেজুশ্চ দিশো দশ॥
বিবেশ রূপিণী কালী কালমেঘাবগুণ্ঠিতা।
দ্যৌর্ন ভাত্যভিভূতার্কা ঘোরেণ তমসা বৃতা॥

তান্ ঘনৌঘান্ সতিমিরান্ দোর্ভ্যামাক্ষিপ্য
স প্রভুঃ।
বপুঃ সন্দর্শয়ামাস দিব্যং কৃষ্ণবপুর্হরিঃ॥ ২০
বলাহকাঞ্জননিভং বলাহকতনূরুহম্।
তেজসা বপুষা চৈব কৃষ্ণং কৃষ্ণমিবাচলম্॥ ২১
দীপ্তপীতাম্বরধরং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।
ধূমান্ধকারবপুষং যুগান্তাগ্নিমিবোত্থিতম্॥ ২২
চতুর্দ্বিগুণপীনাংসং কিরীটচ্ছন্নমূর্দ্ধজম্।
বভৌ চামীকরপ্রখ্যৈরায়ুধৈরুপশোভিতম্॥ ২৩
চন্দ্রার্ককিরণোদ্দ্যোতং গিরিকূটমিবোচ্ছ্রিতম্।
নন্দকানন্দিতকরং শরাশীবিষধারিণম্॥ ২৪
শক্তিচিত্রফলোদগ্র-শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্।
বিষ্ণুশৈলং ক্ষমামূলং শ্রীবৃক্ষং শার্ঙ্গশৃঙ্গিণম্॥২৫
ত্রিদশোদারফলদং স্বর্গস্ত্রীচারুপল্লবম্।
সর্ব্বলোকমনঃকান্তং সর্ব্বসত্ত্বমনোহরম্॥ ২৬

করিতে থাকিলে দেবগণ ক্ষীণশস্ত্র ও প্রহার-জর্জ্জরিত হইয়া মনে মনে দেব নারায়ণের শরণ লইলেন। এই সময়ে চন্দ্রাদি গ্রহ নক্ষত্রসহ আকাশমণ্ডল নির্ব্বাণাঙ্গারবর্ণ মেঘজালে সমাচ্ছাদিত হইয়া গেল। সপ্ত-বিধ মারুত তখন বিদ্যুদ্বিকাশ সহ ঘোর গর্জ্জনকারী মেঘমণ্ডল পরিচালন দ্বারা পরস্পর অভিহত হইয়া মহাবেগে বহিতে লাগিল। দীপ্ত জলধারা, অশনি-নিপাত, মেঘগর্জ্জন ও অতি বেগবান্ অনল-সম-স্পর্শী বায়ু দ্বারা সুঘোর উৎপাতপূর্ণ গগন-তল যেন তখন দহ্যমান হইতে লাগিল। যেমন চতুর্যুগান্তে লোকসকলের ভয়োৎপত্তি হয়, তখনও তাদৃশ ভয় উপস্থিত হইল। আকাশ হইতে জলন্ত উল্কা সকল ভূপতিত এবং বিমানসমূহ নিপাতিত ও উৎপতিত হইতে লাগিল। সেই উৎপাত সময়ে রূপ-বান্ পদার্থচয় রূপহীন এবং সমস্তই যেন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল; কিছুতেই চিনিবার উপায় রহিল না। তিমিরাবৃত হইয়া দশদিক্ অপ্রকাশ হইয়া গেল। কালমেঘাবগুণ্ঠিতা কালীদেবী স্বীয় রূপে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত হইয়া গগনতলও শোভাহীন হইয়া পড়িল।১০—১৯

এই সময়ে প্রভু হরি, তিমিররাশি সহ সেই মেঘজাল সমুৎসারিত করিয়া স্বীয় দিব্য কৃষ্ণ-বর্ণ শরীর প্রদর্শন করিলেন। সেই শরীর বলাহকও অঞ্জননিভ; উহার রোমরাজিও বলাহক সম; তেজঃ ও আকার দ্বারা উহা কৃষ্ণ-অচলের ন্যায় শোভমান। সেই দেবের পরিধান দীপ্ত পীতাম্বর, উহা যুগান্তাগ্নিসম দীপ্যমান। তিনি চতুর্ব্বাহু বলিয়া তাঁহার অংসদেশ দ্বিগুণ পীন, কিরীট দ্বারা কেশ-রাশি সমাবৃত; অঙ্গে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ অলঙ্কার। তিনি ধূমাচ্ছন্ন যুগান্তাগ্নিবৎ শোভাসম্পন্ন। স্বর্ণসম সমুজ্জ্বল আয়ুধ সকল তিনি ধারণ করিতেছেন। তাহাতে তিনি চন্দ্র-সূর্য্যকিরণো-দ্ভাসিত উন্নত গিরিকূটের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। তাঁহার হস্তে নন্দক খড়্গ, আশী-বিষতুল্য বাণ, শক্তি, ভীষণ চিত্রফল, শঙ্খ, চক্র ও গদাদি বিবিধ অস্ত্র বিরাজিত। সেই বিষ্ণু একটী আশ্চর্য্য মহাশৈলস্বরূপ। উহা দেবগণের উদার ফলদায়ক। ক্ষমা উহার মূল, শ্রী উহার বৃক্ষ, শার্ঙ্গ—শৃঙ্গ, স্বর্গস্ত্রীগণ—চারু

নানাবিমানবিটপং তোয়দাম্বুমধুস্রবম্ ।
বিদ্যাহঙ্কারসারাঢ্যং মহাভূতপ্ররোহণম্ ॥ ২৭
বিশেষপত্রৈর্নিচিতং গ্রহ-নক্ষত্রপুষ্পিতম্ ।
দৈত্যলোকমহাস্কন্ধং মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশিতম্
সাগরাকারনির্হ্রাদং রসাতলমহাশ্রয়ম্ ।
মৃগেন্দ্রপাশৈর্বিততং পক্ষজন্তুনিষেবিতম্ ॥ ২৯
শীলার্থচারুগন্ধাঢ্যং সর্ব্বলোকমহাদ্রুমম্ ।
অব্যক্তানন্তসলিলং ব্যক্তাহঙ্কারফেনিলম্ ॥৩০
মহাভূততরঙ্গৌঘং গ্রহ-নক্ষত্রবুদ্বুদম্ ।
বিমানগরুতব্যাপ্তং তোয়দাড়ম্বরাকুলম্ ॥ ৩১
জন্তুমৎস্যজনাকীর্ণং শৈলশঙ্খকুলৈর্যুতম্ ।
ত্রৈগুণ্যবিষয়াবর্ত্তং সর্ব্বলোকতিমিঙ্গিলম্ ॥ ৩২
বীরবৃক্ষলতাগুল্মং ভুজগোৎকৃষ্টশৈবলম্ ।
দ্বাদশার্কমহাদ্বীপং রুদ্রৈকাদশপত্তনম্ ॥ ৩৩
বস্বষ্টপর্ব্বতোপেতং ত্রৈলোক্যাম্ভোমহোদধিম্
সন্ধ্যাসংখ্যোর্ম্মিসলিলং সুপর্ণানিলসেবিতম্ ॥৩৪
দৈত্যরক্ষোগণগ্রাহং যক্ষোরগঝষাকুলম্ ।
পিতামহমহাবীর্য্যং সর্ব্বস্ত্রীরত্নশোভিতম্ ॥ ৩৫
শ্রী-কীর্ত্তি-কান্তি-লক্ষ্মীভির্নদীভিরুপশোভিতম্
কালযোগী মহাপর্ব্ব-প্রলয়োৎপত্তিবেগিনম্ ॥৩৬
তত্তু যোগমহাপারং নারায়ণমহার্ণবম্ ।
দেবাধিদেবং বরদং ভক্তানাং ভক্তিবৎসলম্ ॥
অনুগ্রহকরং দেবং প্রশান্তিকরণং শুভম্ ।
হর্য্যশ্বরথসংযুক্তে সুপর্ণধ্বজসেবিতে ॥ ৩৮
গ্রহচন্দ্রার্করচিতে মন্দরাক্ষবরাবৃতে ।
অনন্তরশ্মিভির্যুক্তে বিস্তীর্ণে মেরুগহ্বরে ॥ ৩৯
তারকাচিত্রকুসুমে গ্রহনক্ষত্রবন্ধুরে ।
ভয়েম্বভয়দং ব্যোম্নি দেবা দৈত্যপরাজিতাঃ ॥৪০
দদৃশুস্তে স্থিতং দেবং দিব্যে লোকময়ে রথে ।
তে কৃতাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ॥
জয়শব্দং পুরস্কৃত্য শরণ্যং শরণং গতাঃ ।
স তেষাং তাং গিরং শ্রুত্বা বিষ্ণুর্দৈবতদৈবতম্

পল্লব, বিবিধ বিমান—বিটপ ও মেঘ-জল—মধুস্রাব। উহা সর্ব্বলোকের মনঃপ্রীতিসাধক ও সর্ব্বজীব-মনোহর। বিদ্যা ও অহঙ্কার উহার সার, মহাভূতচয় উহার প্ররোহ, চিত্রিত বিশেষক উহার পত্র, গ্রহ-নক্ষত্র উহার পুষ্প, এবং দৈত্যলোক উহার মহাস্কন্ধ-স্বরূপ। সেই বিষ্ণু-গিরি মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশমান। সাগরাকার গর্জ্জনশীল, রসাতলাশ্রয়ী, সেই বিষ্ণু, সর্ব্বলোকের হিতকর মহাতরুসম পশু পক্ষ্যাদি নানা প্রাণী কর্ত্তৃক নিষেবিত। শীল ও অর্থই উহার চারু গন্ধস্বরূপ। ২০—৩০। অব্যক্ত অনন্তভাব যাহার সলিল, যাহা ব্যক্ত অহঙ্কার দ্বারা ফেনিল, মহাভূতরূপ তরঙ্গে যাহা ব্যাপ্ত, গ্রহনক্ষত্ররূপ বুদ্বুদে যাহা যুক্ত, বিমানরূপ পক্ষিব্যাপ্ত, তোয়দাড়ম্বরে সমাকুল, জনপ্রাণিরূপ মৎস্যযুক্ত, শৈলরূপ শঙ্খসঙ্ঘে সমাবৃত, গুণত্রয়ের পরিণামরূপ আবর্ত্ত-সমন্বিত, লোকসমূহরূপ তিমিঙ্গিলসঙ্কুল, বীর-জনরূপ বৃক্ষ লতা ও গুল্মে পূর্ণ, ভুজগরূপ শৈবালবিশিষ্ট, দ্বাদশার্করূপ মহাদ্বীপ-সঙ্কুলিত, একাদশ রুদ্ররূপ পত্তনসহিত, অষ্ট-বসুরূপ পর্ব্বতযুক্ত, সন্ধ্যারূপ অসংখ্য ঊর্ম্মি-মালাঢ্য, সুপর্ণরূপ অনিলদ্বারা সেবিত। দৈত্য-রাক্ষসরূপ মহাগ্রাহ-সমন্বিত, উরগ-যক্ষরূপ মৎস্যযুক্ত, পিতামহরূপ মহাবীর্য্যশালী, রমণীরূপ রত্ন-সমন্বিত, শ্রী-কীর্ত্তি-কান্তি লক্ষ্মী-প্রভৃতিরূপ নদীগণ দ্বারা উপশোভিত, বিভিন্নকাল-যোগ-মহাপর্ব্বাদির উৎপত্তি-লয়-রূপ মহাবেগবান এবং যাহা যোগরূপ মহাতীর-যুক্ত; সেই ত্রৈলোক্যাত্মক নারায়ণরূপ মহার্ণব দর্শনে দেবগণ আশ্বস্ত হইলেন। দৈত্য-পরাজিত দেবগণ—সেই দেবাধিদেব, ভক্তবরদ ভক্তিপ্রিয়, অনুগ্রহকারী, শান্তিদায়ক দেবকে কেশরিচালিত, গরুড়ধ্বজ, চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহ-গণ দ্বারা রচিত, মন্দরনির্ম্মিত অক্ষসংযুক্ত, অনন্ত রশ্মিমান মেরুগহ্বরসম বিস্তীর্ণ, এবং তারকারূপ বিচিত্র কুসুমব্যাপ্ত, গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা বন্ধুর, গগনমণ্ডলে স্থিত উত্তম দিব্য লোকময় রথে সমারূঢ় দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেব-গণ কৃতাঞ্জলিকরে জয় শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক সেই শরণাগতবৎসল প্রভুর শরণাগত হইলেন। দেবদেব বিষ্ণু তাঁহাদিগের সেই

মনশ্চক্রে বিনাশায় দানবানাং মহামৃধে।
আকাশে তু স্থিতো বিষ্ণুরুত্তমং বপুরাস্থিতঃ॥
উবাচ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সপ্রতিজ্ঞমিদং বচঃ
শান্তিং ব্রজত ভদ্রং বো মা ভৈষ্ট মরুতাং গণাঃ
জিতা মে দানবাঃ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যং পরিগৃহ্যতাম্
তে তস্য সত্যসন্ধস্য বিষ্ণোর্বাক্যেন তোষিতাঃ
দেবাঃ প্রীতিং সমাজগ্মুঃ প্রাপ্যামৃতমিবোত্তমম্।
ততস্তমঃ সংহৃতং তস্মিনেশুশ্চ বলাহকাঃ॥ ৪৬
প্রববুশ্চ শিবা বাতাঃ প্রশান্তাশ্চ দিশো দশ।
শুদ্ধপ্রভাণি জ্যোতীংষি সোমশ্চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্
ন বিগ্রহং গ্রহাশ্চক্রুঃ প্রশান্তাশ্চাপি সিন্ধবঃ।
বিরজস্কাভবন্ মার্গা নাকবর্গাদয়স্ত্রয়ঃ॥ ৪৮
যথার্থমূহুঃ সরিতো নাপি চুক্ষুভিরেহর্ণবাঃ।
আসন্ শুভানীন্দ্রিয়াণি নরাণামন্তরাত্মসু॥ ৪৯
মহর্ষয়ো বীতশোকা বেদানুচ্চৈরধীয়ত।
যজ্ঞেষু চ হবিঃপাকং শিবমাপ চ পাবকঃ॥ ৫০
প্রবৃত্তধর্ম্মাঃ সংবৃত্তা লোকা মুদিতমানসাঃ।
বিষ্ণোর্দত্তপ্রতিজ্ঞস্য শ্রুত্বারিনিধনে গিরম্॥৫১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে তারকাময়সংগ্রামে
দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭২॥

জয়শব্দ শ্রবণে দানবগণের বিনাশ সাধনার্থ অভিপ্রায় করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত আকাশস্থ সেই বিষ্ণু উত্তম দেহ ধারণ করিয়া সমস্ত দেবগণের উদ্দেশে প্রতিজ্ঞা সহকারে এই কথা কহিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা শান্ত হও, ভয় করিও না। আমি সমস্তদানবদিগকে জয় করিয়াছি। দেবগণ সত্যসন্ধ বিষ্ণুর সেই কথা শুনিয়া উত্তম অমৃত প্রাশনে যেমন তৃপ্তি হয়, তদ্রূপ তৃপ্তি লাভ করিলেন। অতঃপর সেই তমোরাশি বিনষ্ট, ও মেঘমালা অপসারিত হইল দশদিক্ শান্তভাব ধারণ করিল। সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। জ্যোতিঃপদার্থনিচয় শুদ্ধকান্তি ধারণ করিল। সোম প্রদক্ষিণাবর্ত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গ্রহগণের বিবাদ থামিয়া গেল। সমুদ্র শান্ত হইল। পথসমূহ পরিষ্কার এবং ত্রিবিধ দেবগণ সমুজ্জ্বলাকার প্রাপ্ত হইল। সরিৎ সকল যথাপথে প্রবাহিত হইল। অর্ণবসকল ক্ষোভহীন এবং নরগণের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণ প্রসন্নভাব লাভ করিল। মহর্ষিগণ শোকশূন্যমানসে উচ্চরবে বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পাবকও যজ্ঞে শুভ আহুতি সকল গ্রহণ করিতে লাগিলেন। লোকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইল। শত্রুবিনাশ বিষয়ে বিষ্ণুর সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণে লোকসকলও আনন্দরসে পরিপ্লুত হইল।৩০-৫১।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭২

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

মৎস্য উবাচ

ততো ভয়ং বিষ্ণুবচঃ শ্রুত্বা দৈত্যাশ্চ দানবাঃ।
উদ্যোগং বিপুলং চক্রুর্যুদ্ধায় বিজয়ায় চ॥ ১
ময়স্তু কাঞ্চনময়ং ত্রিনল্বায়তমক্ষয়ম্।
চতুশ্চক্রং সুবিপুলং সুকল্পিতমহাযুগম্॥ ২
কিঙ্কিণীজালনির্ঘোষং দ্বীপিচর্ম্মপরিষ্কৃতম্।
রুচিরং রত্নজালৈশ্চ হেমজালৈশ্চ শোভিতম্॥৩
ঈহামৃগগণাকীর্ণং পক্ষিপঙ্‌ক্তিবিরাজিতম্।
দিব্যাস্ত্রতূণীরধরং পয়োধরবিনাদিতম্॥ ৪

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

মৎস্য কহিলেন,—বিষ্ণুর সেই ভয়ঙ্কর বাণী শ্রবণে দৈত্য ও দানবগণ যুদ্ধে বিজয়কামনায় বিপুল উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। তখন ময়দানব,—কাঞ্চনময়, ত্রিনল্ব আয়ত, অতি দৃঢ়, চতুশ্চক্রযুক্ত, অতি বিপুল, মহাযুগশালী, কিঙ্কিণীজাল দ্বারা শব্দায়িত, দ্বীপিচর্ম্মাবৃত, রত্নজালমণ্ডিত, হেমজাল-শোভিত, ঈহামৃগগণে আকীর্ণ, বিবিধ বিহঙ্গশ্রেণী-বিরাজিত, দিব্যাস্ত্রতূণীর-সমন্বিত, মেঘসম ধ্বনি-

স্বক্ষং রথবরোদারং সুপস্থং গগনোপমম্ :
গদা-পরিঘসম্পূর্ণং মূর্ত্তিমন্তমিবার্ণবম্ ॥ ৫
হেম-কেয়ূর-বলয়ং স্বর্ণমণ্ডলকূবরম্ ।
সপতাকধ্বজোপেতং সাদিত্যমিব মন্দরম্ ॥ ৬
গজেন্দ্রাভোগবপুষং ক্বচিৎ কেসরিবর্চ্চসম্ ।
যুক্তমৃক্ষসহস্রেণ সমৃদ্ধাম্বুদনাদিতম্ ॥ ৭
দীপ্তমাকাশগং দিব্যং রথং পররথারুজম্ ।
অধ্যতিষ্ঠদ্রণাকাঙ্ক্ষী মেরুং দীপ্ত ইবাংশুমান্
তারঃ উৎক্রোশবিস্তারং সর্ব্বং হেমময়ং রথম্ ।
শৈলাকারমসম্বাধং নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ॥ ৯
কার্ষ্ণায়সময়ং দিব্যং লোহেষাবদ্ধকূবরম্ ।
তিমিরোদ্গারিকিরণং গর্জ্জন্তমিব তোয়দম্ ॥১০
লোহজালেন মহতা সগবাক্ষেণ দংশিতম্ ।
আয়সৈঃ পরিঘৈঃ পূর্ণং ক্ষেপণীয়ৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥
প্রাসৈঃ পাশৈশ্চ বিততৈর্ন্নবসংযুক্তকণ্টকৈঃ ।
শোভিতং ত্রাসয়ানৈশ্চ তোমরৈশ্চ পরশ্বধৈঃ ॥
উদ্যাস্তং দ্বিষতাং হেতোর্দ্বিতীয়মিব মন্দরম্ ।
যুক্তং খরসহস্রেণ সোহধ্যারোহদ্রথোত্তমম্ ॥ ১৩

বিরোচনস্তু সংক্রুদ্ধো গদাপাণিরবস্থিতঃ ।
প্রমুখে তস্য সৈন্যস্য দীপ্তশৃঙ্গ ইবাচলঃ ॥ ১৪
যুক্তং রথসহস্রেণ হয়গ্রীবস্তু দানবঃ ।
স্যন্দনং বাহয়ামাস সপত্নানীকমর্দ্দনঃ ॥ ১৫
ব্যায়তং কিষ্কুসাহস্রং ধনুর্বিস্ফারয়ন্ মহৎ ।
বরাহঃ প্রমুখে তস্থৌ সপ্ররোহ ইবাচলঃ ॥ ১৭
খরস্তু বিক্ষরন্ দর্পান্নেত্রাভ্যাং রোষজং জলম্
স্ফুরদ্দন্তোষ্ঠনয়নং সংগ্রামং সোহভ্যকাঙ্ক্ষত ॥
ত্বষ্টা ত্বষ্টগজং ঘোরং যানমাস্থায় দানবঃ ।
ব্যূহিতুং দানবব্যূহং পরিচক্রাম বীর্য্যবান্ ॥ ১৮
বিপ্রচিত্তিসুতশ্চৈব শ্বেতকুণ্ডলভূষণঃ ।
শ্বেতঃ শ্বেতপ্রতীকাশো যুদ্ধায়াভিমুখে স্থিতঃ ॥
অরিষ্টো বলিপুত্রশ্চ বরিষ্ঠোহদ্রিশিলায়ুধঃ ।
যুদ্ধায়াভিমুখস্তস্থৌ ধরাধরবিকম্পনঃ ॥ ২০
কিশোরস্ত্বভিসংহর্ষাৎ কিশোর ইতি চোদিতঃ
সবলা দানবাশ্চৈব সন্নহ্যন্তে যথাক্রমম্ ॥ ২১

কারী, উত্তম অক্ষযুক্ত, সাধু তলবিশিষ্ট গগনোপম, গদাপরিঘ-পরিপূর্ণ, হার-কেয়ূর-বলয়াদি-ভূষিত, কনকমণ্ডল কূবরযুক্ত সপতাক ধ্বজ-শালী, সাদিত্য মন্দরগিরিসম সমুন্নত, এবং ক্বচিৎ গজেন্দ্রতুল্য ক্বচিৎ বা কেশরি-কান্তি বহু অক্ষসমন্বিত, সমৃদ্ধ অম্বুদসমনাদী, পররথ-ভঞ্জনকারী, দীপ্ত, ও আকাশগামী এক মহারথে, মেরুগিরিতে অংশুমানের ন্যায় আরোহণ করিল। তার অসুর,—ঘোরধ্বনিকারী, হেমময়, শৈলাকার, অপ্রতিহতগতি নীলাঞ্জনচয়োপম, কৃষ্ণ লোহময়, দিব্য, লৌহ ঈষা ও কূবরযুক্ত, তিমির-বিস্তারি-কিরণবিকিরণকারী, মেঘসম-গম্ভীর-রাবী, মহৎ লৌহ জালদ্বারা সমাবৃত-গবাক্ষ-যুক্ত, আয়স পরিঘ ক্ষেপণীয় মুদ্গর প্রাস পাশ, দীর্ঘ-দীর্ঘ নবকণ্টক, তোমর, ও ভীতিজনক কুঠার দ্বারা পরিপূরিত, সহস্র-খরসংযুক্ত, অপর মন্দরগিরিসম উত্তম রথে শত্রুবিনাশার্থ আরোহণ করিল। ১—১৩।

বিরোচন দানব ক্রুদ্ধচিত্তে গদাহস্তে দীপ্ত-শৃঙ্গ অচলের ন্যায় সেই সেনাদলের প্রমুখে অবস্থিত হইল। অরিবর্গের অনীকমর্দ্দন-ক্ষম হয়গ্রীব দানব সহস্র রথ সহ স্বীয় মহান্ রথ বাহিত করিল। সহস্রকিষ্কুপরিমিত দীর্ঘ ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক বরাহ দানব শৃঙ্গ-বান্ অচলের ন্যায় সৈন্যসম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। খর দানব নেত্রযুগল দ্বারা রোষজ জল ক্ষরণ করিতে করিতে দন্তোষ্ঠ-নয়ন স্ফূরণ সহকারে যুদ্ধ-কামনা করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ ত্বষ্টা দানব অষ্ট গজ-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া দানবব্যূহ সজ্জিত-করিবার অভিপ্রায়ে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। বিপ্রচিত্তিসুত শ্বেতদানব, শ্বেতকুণ্ডল ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অভিমুখে অবস্থান করিল। বলিপুত্র বরিষ্ঠ অরিষ্টাসুর পর্ব্বত শিলাদি দ্বারা যুদ্ধ করিবার জন্য ধরাধর সকল বিক-ম্পিত করিয়া রণাভিমুখে অগ্রসর হইল। কিশোর দানব কিশোরসম উৎসাহ সহকারে যুদ্ধার্থ উদ্যত হইয়া দৈত্যসৈন্যমধ্যে সূর্য্য-বৎ দীপ্তি পাইতে লাগিল। অপরাপর

অভবদ্দৈত্যসৈন্যস্য মধ্যে রবিরিবোদিতঃ।
প্রলম্বো নবমেঘাভঃ প্রলম্বাম্বরভূষণঃ॥ ২২
দৈত্যব্যূহগতো ভাতি সনীহার ইবাংশুমান্।
স্বর্ভানুরাস্যযোধী তু দশনোষ্ঠেক্ষণায়ুধঃ॥ ২৩
হসংস্তিষ্ঠতি দৈত্যানাং প্রমুখে স মহাগ্রহঃ।
অন্যে হয়গতাস্তত্র গজস্কন্ধগতাঃ পরে॥ ২৪
সিংহ-ব্যাঘ্রগতাশ্চান্যে বরাহর্ক্ষেষু চাপরে।
কেচিৎ খরোষ্ট্রযাতারঃ কেচিচ্ছ্বাপদবাহনাঃ॥ ২৫
পত্তিনস্ত্বপরে দৈত্যা ভীষণা বিকৃতাননাঃ।
একপাদার্দ্ধপাদাশ্চ ননৃতুর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ২৬
আস্ফোটয়ন্তো বহবঃ ক্ষ্বেড়ন্তশ্চ তথাপরে।
হৃষ্টশার্দ্দূলনির্ঘোষা নেদুর্দানবপুঙ্গবাঃ॥ ২৭
তে গদাপরিঘৈরুগ্রৈঃ শিলা-মুষলপাণয়ঃ।
বাহুভিঃ পরিঘাকারৈস্তর্জ্জয়ন্তি স্ম দেবতাঃ॥ ২৮
পাশৈঃ প্রাসৈশ্চ পরিঘৈস্তোমরাঙ্কুশপট্টিশৈঃ
চিক্ৰীড়ুস্তে শতঘ্নীভিঃ শতধারৈশ্চ মুদ্গরৈঃ॥
গণ্ডশৈলৈশ্চ শৈলৈশ্চ পরিঘৈশ্চোত্তমায়সৈঃ।
চক্রৈশ্চ দৈত্যপ্রবরাশ্চক্রুরানন্দিতং বলম্॥ ৩০
এতদ্দানবসৈন্যং তৎ সর্ব্বং যুদ্ধমদোৎকটম্।
দেবানভিমুখে তস্থৌ মেঘানীকমিবোদ্ধতম্॥ ৩১

তদদ্ভুতং দৈত্যসহস্রগাঢ়ং
বায্বগ্নিশৈলাম্বুদতোয়কল্পম্।
বলং রণৌঘাভ্যুদয়েঽভ্যুদীর্ণং
যুযুৎসয়োন্মত্তমিবাবভাসে॥ ৩২

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে তারকাময়-সংগ্রামে ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৩॥

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

শ্রুতস্তে দৈত্যসৈন্যস্য বিস্তরো রবিনন্দন।
সুরাণামপি সৈন্যস্য বিস্তরং বৈষ্ণবং শৃণু॥ ১
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ মহাবলৌ।
সবলাঃ সানুগাশ্চৈব সন্নহ্যন্ত যথাক্রমম্॥ ২
পুরুহূতস্তু পুরতো লোকপালঃ সহস্রদৃক্।

বলবান্ দানবগণও যথাযোগ্য সজ্জিত হইতে লাগিল। ১৪—২১। নবমেঘাভ লম্বাসুর প্রলম্ব অম্বরাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া দৈত্যসৈন্যমধ্যে নীহারাবৃত রবির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মুখ-দ্বারা যুদ্ধকারী মহাগ্রহ রাহু দানব, হাস্য করিতে করিতে দশন ওষ্ঠ ও নয়নরূপ অস্ত্র বিকাশপূর্ব্বক দৈত্যসৈন্যের পুরোভাগে অবস্থান করিল। অপরাপর দৈত্যগণ,—হস্তী, অশ্ব, সিংহ, ব্যাঘ্র বরাহ, ভল্লুক, খর, উষ্ট্র ও শ্বাপদ ইত্যাদি বিবিধ যানারোহণে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। অপরাপর এক পাদ, অর্দ্ধপাদ, বিকৃতানন, ভীষণ দৈত্য-পত্তিগণ যুদ্ধকামনায় নৃত্য, আস্ফোট, সিংহ-নাদ ইত্যাদি দ্বারা হৃষ্টচিত্তে গদা, পরিঘ, শিলা ও মুষলাদি উগ্র আয়ুধ এবং পরিঘা-কার বাহু প্রদর্শনপূর্ব্বক দেবগণকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। পাশ, প্রাস, পরিঘ, তোমর, অঙ্কুশ, পট্টিশ, শতঘ্নী, শতধার, মুদ্গর, গণ্ডশৈল, শৈল, আয়সপরিঘ ও চক্রাদি দ্বারা দৈত্যগণ সৈন্যদিগকে আনন্দিত করিতে লাগিল। সেই মেঘানীকবৎ উদ্ধত, যুদ্ধমদোৎকট দানবদল, দেবগণের অভিমুখে অবস্থিত হইল। দৈত্যসহস্রসঙ্কুল, অদ্ভুত বায়ু-অগ্নি শৈল-অম্বুদ জলসম দানবদল, যুদ্ধার্থ অভ্যুদ্যত হইয়া সেই রণস্থলে উন্মত্তবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ২২—৩২।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৩।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—হে রবিনন্দন! আপনি দৈত্যসৈন্যগণের বিবরণ শুনিলেন; এক্ষণে সুরসৈন্যগণের বিষয় শ্রবণ করুন। আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ স্ব স্ব অনুগামী সৈন্যসহ যথাক্রমে যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন। সহস্রলোচন লোকপালক ইন্দ্র মহারথা-

গ্রামণীঃ সর্ব্বদেবানামারুরোহ সুরদ্বিষম্ ॥ ৩
মধ্যে চাস্য রথঃ সর্ব্বপক্ষিপ্রবররংহসঃ।
সুচারুচক্রচরণো হেমবজ্রপরিস্কৃতঃ ॥ ৪
দেব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষৌঘৈরনুযাতঃ সহস্রশঃ।
দীপ্তিমদ্ভিঃ সদস্যৈশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিরভিষ্টুতঃ ॥ ৫
বজ্রবিস্ফূর্জ্জিতোদ্ভূতৈর্বিদ্যুদিন্দ্রায়ুধোদিতৈঃ।
যুক্তো বলাহকগণৈঃ পর্ব্বতৈরিব কামগৈঃ ॥ ৬
যমারূঢ়ঃ স ভগবান্ পর্য্যেতি সকলং জগৎ।
হবির্ধানেষু গায়ন্তি বিপ্রা মখমুখে স্থিতাঃ ॥ ৭
স্বর্গে শক্রানুযাতেষু দেবতূর্য্যনিনাদিষু।
সুন্দর্য্যঃ পরিনৃত্যন্তি শতশোঽপ্সরসাং গণাঃ
কেতুনা নাগরাজেন রাজমানো যথা রবিঃ।
যুক্তো হয়সহস্রেণ মনো-মারুতরংহসা ॥ ৯
স স্যন্দনবরো ভাতি গুপ্তো মাতলিনা তদা।
কৃৎস্নঃ পরিবৃতো মেরুর্ভাস্করস্যেব তেজসা ॥ ১০
যমস্তু দণ্ডমুদ্যম্য কালযুক্তশ্চ মুদ্গরম্।
তস্থৌ সুরগণানীকে দৈত্যান্ নাদেন ভীষয়ন্
চতুর্ভিঃ সাগরৈর্যুক্তো লেলিহানৈশ্চ পন্নগৈঃ।
শঙ্খমুক্তাঙ্গদধরো বিভ্রৎ তোয়ময়ং বপুঃ ॥ ১২
কালপাশান্ সমাবিধ্যন্ হয়ৈঃ শশিকরোপমৈঃ।
বায়ূরিতৈর্জলাকারৈঃ কুর্ব্বন্ লীলাঃ সহস্রশঃ
পাণ্ডুরোদ্ধতবসনঃ প্রবালরুচিরাঙ্গদঃ।
মণিশ্যামোত্তমবপুর্হরিভারার্পিতো বরঃ ॥ ১৪
বরুণঃ পাশধৃঙ্মধ্যে দেবানীকস্য তস্থিবান্।
যুদ্ধবেলামভিলষন্ ভিন্নবেল ইবার্ণবঃ ॥ ১৫
যক্ষ-রাক্ষসসৈন্যেন গুহ্যকানাং গণৈরপি।
যুক্তশ্চ শঙ্খ-পদ্মাভ্যাং নিধীনামধিপঃ প্রভুঃ ॥১৬
রাজরাজেশ্বরঃ শ্রীমান্ গদাপাণিরদৃশ্যত।
বিমানযোধী ধনদো বিমানে পুষ্পকে স্থিতঃ ॥১৭
স রাজরাজঃ শুশুভে যুদ্ধার্থী নরবাহনঃ।
উক্ষাণমাস্থিতঃ সংখ্যে সাক্ষাদিব শিবঃ স্বয়ম্
পূর্ব্বপক্ষঃ সহস্রাক্ষঃ পিতৃরাজস্তু দক্ষিণঃ।
বরুণঃ পশ্চিমং পক্ষমুত্তরং নরবাহনঃ ॥ ১৯
চতুর্ষু যুক্তাশ্চত্বারো লোকপালা মহাবলাঃ।

রোহণে সর্ব্বদেবগণের পুরোভাগে বিরাজিত হইয়া সুরশত্রুদিগের বিনাশার্থ সজ্জিত হইলেন। তাঁহার সেই রথ, গরুড়সম বেগগামী, সুচারুচক্রযুক্ত, স্বর্ণ-হীরকাদি দ্বারা খচিত, দেব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষসমূহে অনুগত, শত সহস্র দীপ্তিমান্ সদস্য ব্রহ্মর্ষিগণে অভিষ্টুত এবং বজ্রনির্ঘোষ, বিদ্যুদ্বিকাশ ও ইন্দ্রচাপ-সমন্বিত পর্ব্বতোপম কামগামী বলাহকগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। উহাতে আরোহণ করিয়া ভগবান্ ইন্দ্র সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলে, তখন যজ্ঞপ্রবৃত্ত বিপ্রগণ তাঁহাকে বিবিধ স্তুতি করেন। তৎকালে দেবতূর্য্য সকল বাদিত হইতে লাগিল এবং শত সহস্র স্বর্গীয় অপ্সরা সুন্দরীগণ নৃত্য করিতে লাগিল। নাগরাজ দ্বারা বিরাজমান রবির ন্যায়, সুদীর্ঘ ধ্বজ দ্বারা শোভমান, মনোমারুতগামী সহস্র অশ্বযোজিত, মাতলিপরিচালিত সেই রথবর, ভাস্করতেজঃপরিব্যাপ্ত মেরুগিরিবৎ শোভা পাইতে লাগিল। ১—১০। যম দেব কাল সহ মুদ্গর ও দণ্ড উদ্যত করিয়া সিংহনাদে দৈত্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিলেন। সাগরচতুষ্টয় ও লেলিহান পন্নগগণ সহ মিলিত হইয়া শঙ্খ-মুক্তাঙ্গদধারী, মণিশ্যাম জলময়দেহ, মনোহর মাল্যদামভূষিত, বরুণদেব, পাণ্ডুর বসন ও প্রবাল-সমকান্তি অঙ্গদ দ্বারা ভূষিত হইয়া বায়ুচালিত জলাকার ও শশিকিরণোপম অশ্বযুক্ত রথারোহণে পাশহস্তে দেবসৈন্যমধ্যে অবস্থিত হইয়া কালপাশ আস্ফালনপূর্ব্বক যুদ্ধকালপ্রতীক্ষায় উদ্বেল সাগরবৎ শোভা পাইতে লাগিলেন। নিধিপতি প্রভু রাজরাজেশ্বর, শ্রীমান্, নরবাহন, বিমানযোধী কুবের,—যক্ষ, রাক্ষস, গুহ্যকগণ ও শঙ্খ পদ্মাদি সহ মিলিত হইয়া পুষ্পকরথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধকামনায় বিরাজমান হইলেন। শিব তখন স্বয়ং একটী মহাবৃষভে আরোহণ করিলেন। এই দেবসৈন্যের পূর্ব্বভাগ সহস্রাক্ষ, দক্ষিণ যম, পশ্চিম দিক্ বরুণ এবং উত্তরাংশ কুবের রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই চারি

শ্চাসু দিক্ষু স্বরক্ষন্ত তস্য দেববলস্য তে ॥ ২০
সূর্য্যঃ সপ্তাশ্বযুক্তেন রথেনামিতগামিনা।
শ্রিয়া জাজ্বল্যমানেন দীপ্যমানৈশ্চ রশ্মিভিঃ
উদয়াস্তগচক্রেণ মেরুপর্ব্বতগামিনা।
ত্রিদিবদ্বারচক্রেণ তপতা লোকমব্যয়ম্ ॥ ২২
সহস্ররশ্মিযুক্তেন ভ্রাজমানেন তেজসা।
চচার মধ্যে লোকানাং দ্বাদশাত্মা দিনেশ্বরঃ ॥
সোমঃ শ্বেতহয়ে ভাতি স্যন্দনে শীতরশ্মিবান্।
হিমবত্তোয়পূর্ণাভির্ভাভিরাহ্লাদয়ন্ জগৎ ॥ ২৪
তমৃক্ষপূগানুগতং শিশিরাংশুং দ্বিজেশ্বরম্।
শশচ্ছায়াঙ্কিততনুং নৈশস্য তমসঃ ক্ষয়ম্ ॥ ২৫
জ্যোতিষামীশ্বরং ব্যোম্নি রসানাং রসদং প্রভুম্
ওষধীনাং সহস্রাণাং নিধানমমৃতস্য চ ॥ ২৬
জগতঃ প্রথমং ভাগং সৌম্যং সত্ত্বময়ং রথম্।
দদৃশুর্দানবাঃ সোমং হিমপ্রহরণং স্থিতম্ ॥ ২৭
যঃ প্রাণঃ সর্ব্বভূতানাং পঞ্চধা ভিদ্যতে নৃষু।
সপ্তধাতুগতো লোকাংস্ত্রীন্ দধার চচার চ ॥২৮
যমাহুরগ্নিকর্ত্তারং সর্ব্বপ্রভবমীশ্বরম্।
সপ্তস্বরগতো যশ্চ নিত্যং গীর্ভিরুদীর্য্যতে ॥২৯
যং বদন্ত্যুত্তমং ভূতং যং বদন্ত্যশরীরিণম্।
যমাহুরাকাশগমং শীঘ্রগং শব্দযোগিনম্ ॥ ৩০
স বায়ুঃ সর্ব্বভূতায়ুরুদ্ধূতঃ স্বেন তেজসা।
ববৌ প্রব্যথয়ন্ দৈত্যান্ প্রতিলোমং সতোয়দঃ
মরুতো দিব্যগন্ধর্ব্বৈর্বিদ্যাধরগণৈঃ সহ।
চিক্রীড়ুরসিভিঃ শুভ্রৈর্নির্ম্মুক্তৈরিব পন্নগৈঃ ॥৩২
সৃজন্তঃ সর্পপতয়স্তীব্রতোয়ময়ং বিষম্।
শরভূতা দিবীন্দ্রাণাং চেরুর্ব্যাত্তাননা দিবি ॥ ৩৩
পর্ব্বতৈশ্চ শিলাশৃঙ্গৈঃ শতশশ্চৈব পাদপৈঃ।
উপতস্থুঃ সুরগণাঃ প্রহর্ত্তুং দানবে বলে ॥ ৩৪
যঃ স দেবো হৃষীকেশঃ পদ্মনাভস্ত্রিবিক্রমঃ।
যুগান্তে কৃষ্ণবর্ণাভো বিশ্বস্য জগতঃ প্রভুঃ ॥৩৫
সর্ব্বযোনিঃ স মধুহা হব্যভুক্ ক্রতুসংস্থিতঃ।
ভূম্যাপোব্যোমভূতাত্মা শ্যামঃ শান্তিকরোঽরিহা
অরিঘ্নমমরাদীনাং চক্রং গৃহ্য গদাধরঃ।

লোকপাল, কর্ত্তৃক দেবসৈন্যের চতুর্দ্দিক্ রক্ষিত হইতে লাগিল। ১১—২০। দ্বাদশাত্মা দিবাকর সূর্য্য, —সপ্তাশ্ব যোজিত, অমিতগামী, শ্রীমান্, রশ্মিজালে দীপ্যমান, মেরুপ্রদক্ষিণকারী, উদয়াস্তগামী ও স্বর্গদ্বারসম চক্রশালী, তেজে জাজ্বল্যমান, লোকসন্তাপক, স্বীয় রথে আরোহণপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। শীতরশ্মিবান্ সোমদেব, শ্বেতাশ্ব-যুক্ত রথারোহণে হিমজলপূর্ণ কিরণ দ্বারা জগতের আহ্লাদোৎপাদন করিতে লাগিলেন। দৈত্যগণ দেখিল—নক্ষত্রগণানুগত, শশাঙ্কতনু, নৈশ তমোরাশিনাশক, জ্যোতিঃপতি, গগনচারী, রসাল ওষধিসকলের রসদাতা, অমৃতনিধান, দ্বিজরাজ, শিশিরাংশু তখন জগতের এক অংশ সদৃশ, সত্ত্বময়, সৌম্যদর্শন রথোপরি হিমপ্রহরণ ধারণ করিয়া অবস্থিত হইতে লাগিলেন। যিনি প্রাণিগণের পঞ্চ প্রাণরূপী, যিনি সপ্ত ধাতুগত হইয়া লোকত্রয় ধারণ করেন, যিনি অগ্নির উৎপাদক, সর্ব্বভূতেরই পরম্পরাসম্বন্ধে জনক ও ঐশ্বর্য্যশালী, যিনি সপ্তবিধ স্বরাকারে সঙ্গীত দ্বারা উদীরিত হয়েন, যাঁহাকে উত্তম ভূত, অশরীরী, আকাশগামী, শীঘ্রগ, ও শব্দযোজনাকারী বলা যায়, সর্ব্বভূতের আয়ুঃস্বরূপ সেই বায়ুদেব জলদজালসহ প্রবল ভাবে প্রতিকূলবাহী হইয়া দৈত্যদলের পীড়া জন্মাইতে লাগিলেন। ২১—৩১। সুরগণ তখন গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরগণ সহ নির্ম্মোকমুক্ত সর্পসম শুভ্র অসিনিচয় সঞ্চালন দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সর্পরাজগণ তীব্রজলময় বিষধারা ক্ষরণ করত ব্যাদিতমুখে শরধারাকারে অম্বরতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অপরাপর সুরগণ শত শত পর্ব্বত, শিলা, শৈলশৃঙ্গ, পাদপাদি লইয়া দানবদলদলনার্থ সমুদ্যত হইলেন। যুগান্তকালে কৃষ্ণবর্ণাভ, সমগ্র জগতের প্রভু, সর্ব্বযোনি, মধুসূদন, হব্যভুক্, ক্রতুসংস্থিত, ভূম্যাদি পঞ্চভূতের আত্মস্বরূপ, শান্তিদাতা, অরিঘাতী, গদাধর, মহাবল, গরুড়ধ্বজ, বিষ্ণু,

অর্কং নগাদিবোদ্যন্তমুদ্যম্যোত্তমতেজসা ॥ ৩৭
সব্যেনালম্ব্য মহতীং সর্ব্বাসুরবিনাশিনীম্।
করেণ কালীং বপুষা শত্রুকালপ্রদাং গদাম্॥
অষ্টৈর্ভুজৈঃ প্রদীপ্তাভৈর্ভুজগারিধ্বজঃ প্রভুঃ।
দধারায়ুধজাতানি শার্ঙ্গাদীনি মহাবলঃ॥ ৩৯
স কশ্যপস্যাত্মভুবং দ্বিজং ভুজগভোজনম্।
পবনাধিকসম্পাতং গগনক্ষোভণং খগম্॥ ৪০
ভুজগেন্দ্রেণ বদনে নিবিষ্টেন বিরাজিতম্।
অমৃতারম্ভনির্ম্মুক্তং মন্দরাদ্রিমিবোচ্ছ্রিতম্ ॥৪১
দেবাসুরবিমর্দ্দেষু বহুশো দৃঢ়বিক্রমম্।
মহেন্দ্রেণামৃতস্যার্থে বজ্রেণ কৃতলক্ষণম্॥ ৪২
শিখিনং বলিনঞ্চৈব তপ্তকুণ্ডলভূষণম্।
বিচিত্রপত্রবসনং ধাতুমন্তমিবাচলম্॥ ৪৩
স্ফীতক্রোড়াবলম্বেন শীতাংশুসমতেজসা।
ভোগিভোগাবসিক্তেন মণিরত্নেন ভাস্বতা।
পক্ষাভ্যাং চারুপত্রাভ্যামাবৃত্য দিবি লীলয়া।
যুগান্তে সেন্দ্রচাপাভ্যাং তোয়দাভ্যামিবাম্বরম্॥
নীল-লোহিত-পীতাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
কেতুবেষপ্রতিচ্ছন্নং মহাকায়নিকেতনম্॥ ৪৬
অরুণাবরজং শ্রীমানারুহ্য সমরে বিভুঃ।
সুবর্ণস্বর্ণবপুষা সুপর্ণং খেচরোত্তমম্॥ ৪৭
তমন্বয়ুর্দেবগণা মুনয়শ্চ সমাহিতাঃ।
গীর্ভিঃ পরমমন্ত্রাভিস্তষ্টুবুশ্চ জনার্দ্দনম্॥ ৪৮
তদ্বৈশ্রবণসংশ্লিষ্টং বৈবস্বতপুরঃসরম্।
দ্বিজরাজপরিক্ষিপ্তং দেবরাজবিরাজিতম্॥ ৪৯
চন্দ্রপ্রভাভিবিপুলং যুদ্ধায় সমবর্ত্তত।
স্বস্ত্যস্তু দেবেভ্য ইতি বৃহস্পতিরভাষত।
স্বস্ত্যস্তু দানবানীকে উশনা বাক্যমাদদে॥ ৫০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে তারকাময়সংগ্রামে চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৪॥

দক্ষিণকরে সুরবৈরিনাশক উদীয়মান রবিসম দ্যুতিমান্ চক্র এবং বামকরে সর্ব্বদৈত্য-মর্দ্দিনী কৃষ্ণবর্ণা মহতী গদা ও অপরাপর হস্তে শার্ঙ্গাদি আয়ুধসমূহ ধারণ করিলেন।৩২—৩৯ পরে তিনি কশ্যপাত্মজ, ভুজগভোজী, পবনাধিকগামী, গগনক্ষোভণ, আকাশচারী, বদন-নিবিষ্ট ভুজঙ্গ দ্বারা শোভমান, অমৃতমন্থনান্তে সমুচ্ছ্রিত মন্দরগিরিসদৃশ সমুন্নত, দেবাসুর যুদ্ধে বহুবার প্রদর্শিতবিক্রম, অমৃতাহরণকালে ইন্দ্রবজ্রাঘাতে চিহ্নিতকায়, শিখাবান্, বলবান্, তপ্তকাঞ্চন-কুণ্ডলভূষণ, বিচিত্রপত্র-বসন, স্বর্ণময় গিরিসম, চন্দ্রসমকান্তি স্ফীত ক্রোড়ে অবস্থিত ফণিকণামণি দ্বারা সমুজ্জ্বল, যুগান্তকালীন ইন্দ্রধনুর্যুক্ত মেঘদ্বয় সদৃশ চারুপত্র পক্ষযুগল বিস্তারে নভোমণ্ডল আবৃত করিয়া বিরাজিত, নীল-লোহিত-পীত পতাকানিকরদ্বারা অলঙ্কৃত, মহাকায়, অরুণানুজ, সুবর্ণবর্ণ, খেচরোত্তম, সুপর্ণে আরোহণপূর্ব্বক রণস্থলে অগ্রসর হইলেন। দেবগণ ও সমাহিতচেতা মুনিগণ তাঁহার অনুসরণপূর্ব্বক পরম মন্ত্রময় বাণীদ্বারা সেই জনার্দ্দনকে স্তব করিতে লাগিলেন। কুবের, যম, চন্দ্র, ইন্দ্রাদি সহিত সেই দেবসৈন্য তখন চন্দ্রকিরণসমুদ্ভাসিত হইয়া যুদ্ধনিমিত্ত প্রস্থানোদ্যম করিলে বৃহস্পতি "দেবগণের স্বস্তি হউক" এই কথা উচ্চারণ করিলেন। তখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যও দানবসৈন্য-প্রস্থান-কালে "দানবগণের স্বস্তি হউক" এই কথা কহিলেন। ৪০—৫০।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৭৪।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

মৎস্য উবাচ।
তাভ্যাং বলাভ্যাং সঞ্জজ্ঞে তুমুলো বিগ্রহস্তদা
সুরাণামসুরাণাঞ্চ পরস্পরজয়ৈষিণাম্॥ ১
দানবা দৈবতৈঃ সার্দ্ধং নানাপ্রহরণোদ্যতাঃ।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

মৎস্য কহিলেন,—অতঃপর সেই পরস্পর জয়াভিলাষী দেবদানব সৈন্যগণের তুমুল সমর আরম্ভ হইল। দানবদল নানাবিধ প্রহরণ

সমায়ুর্যুধ্যমানা বৈ পর্ব্বতা ইব পর্ব্বতৈঃ ॥ ২
তৎ সুরাসুরসংযুক্তং যুদ্ধমত্যদ্ভুতং বভৌ।
ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং দর্পেণ বিনয়েন চ ॥ ৩
ততো রথৈর্বিপ্রযুক্তৈর্বারণৈশ্চ প্রচোদিতৈঃ।
উৎপতদ্ভিশ্চ গগনমসিহস্তৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৪
ক্ষিপ্যমাণৈশ্চ মুষলৈঃ সম্পতদ্ভিশ্চ সায়কৈঃ।
চাপৈর্বিস্ফার্য্যমাণৈশ্চ পাত্যমানৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥ ৫
তদ্‌যুদ্ধমভবদ্‌ঘোরং দেব-দানবসঙ্কুলম্।
জগতস্ত্রাসজননং যুগসংবর্ত্তকোপমম্ ॥ ৬
হস্তমুক্তৈশ্চ পরিঘৈর্বিপ্রযুক্তৈশ্চ পর্ব্বতৈঃ।
দানবাঃ সমরে জঘ্নুর্দেবানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥ ৭
তে বধ্যমানা বলিভির্দানবৈর্জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ।
বিষণ্ণবদনা দেব জগ্মুরার্ত্তিং পরাং মৃধে ॥ ৮
তেঽস্ত্রশূলপ্রমথিতাঃ পরিঘৈর্ভিন্নমস্তকাঃ।
ভিন্নোরস্কা দিতিসুতৈর্বেমু রক্তং ব্রণৈর্বহু ॥ ৯
বেষ্টিতাঃ শরজালৈশ্চ নির্যত্নাশ্চাসুরৈঃ কৃতাঃ
প্রবিষ্টা দানবীং মায়াং ন শেকুস্তে বিচেষ্টিতুম্
অস্তং গতমিবাভাতি নিষ্প্রাণসদৃশাকৃতি।
বলং সুরাণামসুরৈর্নিষ্প্রযত্নায়ুধং কৃতম্ ॥ ১১
দৈত্যচাপচ্যুতান্ ঘোরাংশ্ছিত্ত্বা বজ্রেণ তাঞ্ছরান্
শক্রো দৈত্যবলং ঘোরং বিবেশ বহুলোচনঃ ॥
স দৈত্যপ্রমুখান্ হত্বা তদ্দানববলং মহৎ।
তামসেনাস্ত্রজালেন তমোভূতমথাকরোৎ ॥ ১৩
তেঽন্যোন্যং নাববুধ্যন্ত দেবানাং বাহনানি চ।
ঘোরেণ তমসাবিষ্টাঃ পুরুহূতস্য তেজসা ॥ ১৪
মায়াপাশৈর্বিমুক্তাস্তু যত্নবন্তঃ সুরোত্তমাঃ।
বপূংষি দৈত্যসিংহানাং তমোভূতান্যপাতয়ন্ ॥
অপধ্বস্তা বিসংজ্ঞাশ্চ তমসা নীলবর্চ্চসঃ।
পেতুস্তে দানবগণাশ্ছিন্নপক্ষা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ১৬
তদ্ঘনীভূতদৈত্যেন্দ্রমন্ধকার ইবার্ণবে।
দানবং দেবকদনং তমোভূতমিবাভবৎ ॥ ১৭
তদাসৃজন্মহামায়াং ময়স্তাং তামসীং দহন্।
যুগান্তোদ্দ্যোতজননীং সৃষ্টামৌর্ব্বেণ বহ্নিনা ॥

লইয়া পর্ব্বতসমূহসহ অপর পর্ব্বতচয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। ধর্ম্মাধর্ম্ম-সমাযুক্ত দেব-দানবগণের দর্প ও বিনয় সহকারে প্রবর্ত্তিত সেই যুদ্ধ অতি অদ্ভুত হইয়াছিল। পরিচালিত রথ, বিচরণশীল হস্তী, উল্লম্ফনকারী অসিধারী, ক্ষিপ্যমাণ মুষল, পতনশীল বাণ, বিস্ফার্য্যমাণ ধনু ও পাত্যমান মুদ্গরাদি দ্বারা দেব-দানবগণের সঙ্কুলভাবে প্রবৃত্ত সেই যুদ্ধ তখন যুগান্তসম জগতের ত্রাসজনক হইয়া উঠিল। দানবগণ, পর্ব্বত ও পরিঘ-দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে প্রহার করিতে লাগিল। দেবগণ, সেই যুদ্ধে জয়োল্লাসী দৈত্যদলকর্ত্তৃক তাদৃশভাবে আহত হইয়া বিষণ্ণবদনে পরম আর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা দৈত্যগণের শূলাদি অস্ত্রের আঘাতে মথিত, পরিঘপ্রহারে ভিন্নমস্তক ও বিদীর্ণ-বক্ষস্থল হইয়া বহুল রক্ত বমন করিতে লাগিলেন। দানবগণ তাঁহাদিগকে শরজাল দ্বারা জড়ীভূত করিয়া ফেলিল। দেবগণ দানবী মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ১—১০। দেবসৈন্য তখন অসুরগণ কর্ত্তৃক নিষ্প্রযত্ন ও আয়ুধ-হীন হইয়া প্রাণবিরহিত ও অস্তগতবৎ প্রতীয়মান হইল। তদ্দর্শনে দেবরাজ সহস্র-লোচন শক্র, বজ্রদ্বারা দৈত্যচাপচ্যুত বাণ-জাল ছেদনপূর্ব্বক দৈত্যসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি সম্মুখস্থ দৈত্য-দিগকে নিহত করিয়া তামস অস্ত্রজাল দ্বারা রণস্থল তমোব্যাপিত করিয়া ফেলিলেন। তখন দৈত্যগণ ইন্দ্রতেজে—ঘোরান্ধকারে আবিষ্ট হইয়া দেবগণকে, বাহনসমূহকে-কিম্বা আপনাদিগকেও চিনিয়া লইতে অসমর্থ হইয়া পড়িল। দেবগণ তখন মায়া-পাশ হইতে মুক্ত হইলেন এবং সযত্নে দৈত্যগণের তমোব্যাপ্ত দেহ সকল পাতিত করিতে লাগিলেন। তমঃপ্রভাবে নীলকান্তি দানবগণ, দেবগণকর্ত্তৃক শস্ত্রাদিপ্রহারে বিধ্বস্ত ও বিসংজ্ঞ হইয়া ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতবৎ পতিত হইতে লাগিল। সেই ঘনান্ধকার-সাগরমধ্যে দেব-দানবগণের সেই যুদ্ধ অতি-শয় দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়িল। অনন্তর ময় দানব,

সা দদাহ ততঃ সর্ব্বান্ মায়া ময়বিকল্পিতা ।
দৈত্যাশ্চাদিত্যবপুষঃ সদ্য উত্তস্থুরাহবে ॥ ১৯
মায়ামৌর্ব্বীং সমাসাদ্য দহ্যমানা দিবৌকসঃ ।
ভেজিরে চেন্দ্রবিষয়ং শীতাংশুং সলিলপ্রদম্ ॥
তে দহ্যমানা হ্যৌর্ব্বেণ বহ্নিনা নষ্টচেতসঃ ।
শশংসুর্বজ্রিণং দেবাঃ সন্তপ্তাঃ শরণৈষিণঃ ॥২১
সন্তপ্তে মায়য়া সৈন্যে হন্যমানে চ দানবৈঃ ।
চোদিতো দেবরাজেন বরুণো বাক্যমব্রবীৎ ॥
ঊর্ব্বো ব্রহ্মর্ষিজঃ শক্র তপস্তেপে সুদারুণম্ ।
ঊর্ব্বঃ স পূর্ব্বতেজস্বী সদৃশো ব্রহ্মণো গুণৈঃ ॥
তং তপন্তমিবাদিত্যং তপসা জগদব্যয়ম্ ।
উপতস্থুর্মুনিগণা দিব্যা দেবর্ষিভিঃ সহ ॥ ২৪
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব দানবো দানবেশ্বরঃ ।
ঋষিং বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ পুরা পরমতেজসম্ ॥২৫
উচুর্ব্রহ্মর্ষয়স্তস্তু বচনং ধর্ম্মসংহিতম্ ।
ঋষিবংশেষু ভগবংশ্ছিন্নমূলমিদং পদম্ ॥ ২৬
একস্ত্বমনপত্যশ্চ গোত্রায়ান্যো ন বর্ত্ততে ।
কৌমারং ব্রতমাস্থায় ক্লেশমেবানুবর্ত্তসে ॥ ২৭
বহূনি বিপ্র গোত্রাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ।
একদেহানি তিষ্ঠন্তি বিবিক্তানি বিনা প্রজাঃ ॥২৮
এবমুচ্ছিন্নমূলেষু পুত্রৈর্নো নাস্তি কারণম্ ।
ভবাংস্তু তপসা শ্রেষ্ঠো প্রজাপতিসমদ্যুতিঃ ॥২৯
তত্র বর্ত্তস্ব বংশায় বর্দ্ধয়াত্মানমাত্মনা ।
ত্বয়া ধর্ম্মোহর্জ্জিতস্তেন দ্বিতীয়াং কুরু বৈ তনুম্
স এবমুক্তো মুনিভিৰ্হৌর্ব্বো মর্ম্মসু তাড়িতঃ ।
জগর্হ তানৃষিগণান্ বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ৩১
যথায়ং বিহিতো ধর্ম্মো মুনীনাং শাশ্বতস্তু সঃ ।
আর্ষং বৈ সেবতঃ কর্ম্ম বন্যমূলফলাশিনঃ ॥৩২
ব্রহ্মযোনৌ প্রসূতস্য ব্রাহ্মণস্যাত্মদর্শিনঃ ।

যুগান্তানলসম অত্যুজ্জ্বল, ঊর্ব্বনির্ম্মিত বহ্নিময় মায়াবিস্তার দ্বারা সেই তামসী মায়া নিরাকৃত করিয়া ফেলিল। ময়কৃত সেই মায়া দেবসৈন্য দাহ করিতে লাগিল। তখন অসুরগণ আদিত্যসম সমুজ্জ্বল দেহে যুদ্ধার্থ উত্থিত হইল। দেবগণ সেই ঔর্ব্বী মায়া দ্বারা দহ্যমান হইয়া ইন্দ্রের নিকট এবং জলপ্রদ চন্দ্রের সন্নিহিত হইলেন। ১১—২০। সেই দেবগণ ঔর্ব্বাগ্নিতে দহ্যমান ও নষ্টজ্ঞান হইয়া সন্তপ্ত-দেহে শরণলাভার্থ ইন্দ্রকে সেই মায়া বৃত্তান্ত কহিলেন। মায়া দ্বারা সৈন্যগণ সন্তপ্ত ও হন্যমান হইতেছে' দেখিয়া দেবরাজ বরুণকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে তদুত্তরে বরুণ কহিলেন,—হে শক্র! ঊর্ব্ব নামক ব্রহ্মর্ষিনন্দন পুরাকালে সুদারুণ তপশ্চরণ করেন। সেই ঊর্ব্ব-ঋষি অতিশয় তেজস্বী ও গুণগণে ব্রহ্মার সদৃশ ছিলেন। সেই মহাত্মা তপস্তেজঃপ্রভাবে আদিত্যবৎ জ্যোতির্ম্ময় হইয় উঠিলে দিব্য মুনি ও দেবর্ষিগণ তৎসমীপে সমাগত হইলেন। দানবেশ্বর হিরণ্যকশিপুও তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই ঋষিকে স্ব স্ব অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিলেন। ব্রহ্মর্ষিগণ সেই ঊর্ব্বঋষিকে ধর্ম্মার্থসহিত এই কথা বলিলেন,—হে ভগবন্! ঋষিবংশমধ্যে আপনার এই ব্যবসায় মূলচ্ছেদী। আপনি বংশের একমাত্র সন্তান, পরন্তু অনপত্য; বংশরক্ষার্থ অপর কেহই নাই। আপনি কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া কেবলমাত্র ক্লেশভাগীই হইতেছেন। হে বিপ্র! ভাবিতাত্মা মুনিগণের কত কত বংশ কেবলমাত্র একদেহেই পর্য্যবসিত হইয়াছে;—সন্তান না থাকায় জনসঙ্গহীন সংসারবহির্ভূতবৎ লক্ষিত হইতেছে। এই ভাবে যদি মূলচ্ছেদ হয়,—বংশবৃদ্ধি না হয়, তবে আমাদিগের পুত্র দ্বারা কোন প্রয়োজন নাই। আপনি তপস্যা দ্বারা প্রজাপতি-সমদ্যুতি হইয়াছেন; শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। অতএব বংশবৃদ্ধি নিমিত্ত যত্ন করুন; আত্মা দ্বারা আত্মাকে বর্দ্ধিত করুন। আপনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিহার করিয়াছেন; এক্ষণে দ্বিতীয় শরীরোৎপাদন করুন। ২১—৩০। মুনিগণ কর্ত্তৃক এই সকল বাক্যে মর্ম্মস্থলে তাড়িত হইয়া ঊর্ব্ব, সেই ঋষিগণকে নিন্দাপূর্ব্বক এই কথা কহিলেন,—ব্রহ্মবংশপ্রসূত আত্মদর্শী ব্রাহ্মণ, যদি বন্য মূল-

ব্রহ্মচর্য্যং সুচরিতং ব্রহ্মাণমপি চালয়েৎ॥ ৩৩
জনানাং বৃত্তয়স্তিস্রো যদ্গৃহাশ্রমবাসিনাম্।
অস্মাকন্তু বয়ং বৃত্তির্বনাশ্রমনিবাসিনাম্॥ ৩৪
অব্ভক্ষা বায়ুভক্ষাশ্চ দন্তোলূখলিনস্তথা।
অশ্মকুট্টা দশতপাঃ পঞ্চাতপসহাশ্চ যে॥ ৩৫
এতে তপসি তিষ্ঠন্তি ব্রতৈরপি সুদুষ্করৈঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং পুরস্কৃত্য প্রার্থয়ন্তি পরাং গতিম্॥ ৩৬
ব্রহ্মচর্য্যাদ্ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণত্বং বিধীয়তে।
এবমাহুঃ পরে লোকে ব্রহ্মচর্য্যবিদো জনাঃ॥ ৩৭
ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতং ধৈর্য্যং ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতং তপঃ।
যে স্থিতা ব্রহ্মচর্য্যেষু ব্রাহ্মণা দিবি সংস্থিতাঃ॥
নাস্তি যোগং বিনা সিদ্ধির্ন বা সিদ্ধিং বিনা যশঃ
নাস্তি লোকে যশোমূলং ব্রহ্মচর্য্যাৎ পরং তপঃ
যো নিগৃহ্যেন্দ্রিয়গ্রামং ভূতগ্রামঞ্চ পঞ্চকম্।
ব্রহ্মচর্য্যং সমাধত্তে কিমতঃ পরমং তপঃ॥ ৪০

অযোগে কেশধরণমসঙ্কল্পব্রতক্রিয়া।
অব্রহ্মচর্য্যে চর্য্যা চ ত্রয়ং স্যাদ্দম্ভসংজ্ঞকম্॥ ৪১
ক্ব দারাঃ ক্ব চ সংযোগঃ ক্ব চ ভাববিপর্য্যয়ঃ।
নন্বিয়ং ব্রহ্মণা সৃষ্টা মনসা মানসী প্রজা॥ ৪২
যদ্যস্তি তপসো বীর্য্যং যুষ্মাকং বিদিতাত্মনাম্।
সৃজধ্বং মানসান্ পুত্রান্ প্রাজাপত্যেন কর্ম্মণা।
মনসা নির্ম্মিতা যোনিরাধাতব্যা তপস্বিভিঃ।
ন দারযোগো বীজং বা ব্রতমুক্তং তপস্বিনাম্
যদিদং লুপ্তধর্ম্মার্থং যুষ্মাভিরিহ নির্ভয়ৈঃ।
ব্যাহৃতং সদ্ভিরত্যর্থমসদ্ভিরিব মে মতম্॥ ৪৫
বপুর্দীপ্তান্তরাত্মানমেতৎ কৃত্বা মনোময়ম্।
দারযোগং বিনা স্রক্ষ্যে পুত্রমাত্মতনূরুহম্॥ ৪৬
এবমাত্মানমাত্মা মে দ্বিতীয়ং জনয়িষ্যতি।
বন্যেনানেন বিধিনা দিধক্ষন্তমিব প্রজাঃ॥ ৪৭

ফলাশনপূর্ব্বক আর্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান সহকারে যথাযথ-রূপে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে ব্রহ্মাকেও বিচালিত করিতে পারে। গৃহস্থগণের ত্রিবিধ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে; পরন্তু আমরা বনবাসী, আমাদিগের অপর শ্রেষ্ঠ বৃত্তিই অবলম্বনীয়। জলভক্ষ, বায়ুভক্ষ, দন্তোলূখলিক (কেবল দন্তসাহায্যে ভোজনকারী), অশ্মকুট্ট (প্রস্তরমাত্রদ্বারা পিষ্ট দ্রব্যভোজী), দশতপাঃ, পঞ্চতপা ইহাঁরা সকলেই সুদুষ্কর ব্রতাবলম্বনে তপস্যাচরণে নিরত থাকেন এবং ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা পরমগতি কামনা করেন। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মচর্য্যতত্ত্বাভিজ্ঞ মহাজনগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্যে ধৈর্য্য অবস্থিত; আর ব্রহ্মচর্য্যেই তপস্যা প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত, সেই ব্রাহ্মণগণ স্বর্গবাসী হয়েন। যোগ ব্যতীত সিদ্ধি নাই, সিদ্ধি বিনা ফল নাই; এবং লোকে যশোমূল ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা তপস্যাও আর নাই। ভূতপঞ্চক ও ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিলে, তাহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ তপস্যা কি আছে?

৩১—৪০। যোগ ব্যতীত কেশ ধারণ, সঙ্কল্প বিনা ব্রতাচরণ, আর ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন তপশ্চরণ,—এই তিনটী দম্ভময় বলিয়া উল্লেখ-যোগ্য। দারাই বা কোথায়? সংযোগই বা কোথায়? আর ভাবব্যত্যয়ই বা কোথায়?—এসকলের অত্যন্ত তারতম্য। ব্রহ্মা ত মনোদ্বারাই এই মানসী প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনারা বিদিতাত্মা; আপনাদিগের যদি তপোবীর্য্য থাকে. তবে প্রাজাপত্য কর্ম্মানুসারে মানস পুত্র সকল সৃষ্টি করুন। তপস্বীদিগের পক্ষে মনে মনে যোনি কল্পনা করিয়া তাহাতেই আধান করা উচিত; তাঁহাদিগের পক্ষে দারসংযোগ বা যোনিতে বীজাধান বিহিত হয় নাই। আপনারা সাধু হইয়াও এই যে ধর্ম্মার্থলোপী কথা কহিলেন, ইহাতে আপনাদিগকে অসৎ বলিয়াই মনে করি। আমি আমার অন্তরাত্মার প্রভাবে শরীর প্রদীপিত করিয়া দারসংযোগ ব্যতীতই আত্মদেহজ পুত্র সৃষ্টি করিব। আমার আত্মা এই ভাবে দ্বিতীয় আত্মাকে সৃষ্ট করিবে। এই বিধান অনুসারেই এমন এক সন্তান উৎপাদন করিব যাহাকে দেখিলে বোধ হইবে, সে যেন প্রজাগণকে দাহ

ঊর্ব্বস্তু তমসাবিষ্টো নিবেশ্যোরুং হুতাশনে।
মমন্থৈকেন দর্ভেণ সুতস্য প্রভবারণিম্॥ ৪৮
তস্যোরুং সহসা ভিত্ত্বা জ্বালামালী হ্যনিন্ধনঃ।
জগতো দহনাকাঙ্ক্ষী পুত্রোঽগ্নিঃ সমপদ্যত॥৪৯
ঊর্ব্বস্যোরুংবিনির্ভিদ্য ঔর্ব্বো নামান্তকোঽনলঃ
দিধক্ষন্নিব লোকাংস্ত্রীন্ জজ্ঞে পরমকোপনঃ॥
উৎপন্নমাত্রশ্চোবাচ পিতরং ক্ষীণয়া গিরা।
ক্ষুধা মে বাধতে তাত জগদ্ভক্ষ্যে ত্যজস্ব মাম্
ত্রিদিবারোহিভির্জ্জালৈর্জৃম্ভমাণো দিশো দশ।
নির্দ্দহন্ সর্ব্বভূতানি ববৃধে সোঽন্তকোঽনলঃ॥
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা মুনিমূর্ব্বং সভাজয়ন্।
উবাচ বার্য্যতাং পুত্রো জগতশ্চ দয়াং কুরু॥ ৫৩
অস্যাপত্যস্য তে বিপ্র করিষ্যে স্থানমুত্তমম্।
তথ্যমেতদ্বচঃ পুত্র শৃণু ত্বং বদতাং বর॥ ৫৪

ঊর্ব্ব উবাচ।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যন্মেঽদ্য
ভগবাঞ্ছিশোঃ।
মতিমেতাং দদাতীহ পরমানুগ্রহায় বৈ॥ ৫৫
প্রভাতকালে সম্প্রাপ্তে কাঙ্ক্ষিতব্যে সমাগমে
ভগবংস্তর্পিতঃ পুত্রঃ কৈর্হব্যৈঃ প্রাপ্স্যতে সুখম্
কুত্র চাস্য নিবাসঃ স্যাদ্ভোজনং বা কিমাত্মকম্।
বিধাস্যতীহ ভগবান্ বীর্য্যতুল্যং মহৌজসঃ॥
ব্রহ্মোবাচ।
বড়বামুখেঽস্য বসতিঃ সমুদ্রে বৈ ভবিষ্যতি।
মম যোনির্জ্জলং বিপ্র তস্য পীতবতঃ সুখম্॥৫৮
যত্রাহমাস নিয়তং পিবন্ বারিময়ং হবিঃ।
তদ্ধবিস্তব পুত্রস্য বিসৃজাম্যালয়ঞ্চ তৎ॥ ৫৯
ততো যুগান্তে ভূতানামেষ চাহঞ্চ পুত্রক।
সহিতৌ বিচরিষ্যাবো নিষ্পুত্রাণামৃণাপহঃ॥৬০
এষোঽগ্নিরন্তকালে তু সলিলাশী ময়া কৃতঃ।
দহনঃ সর্ব্বভূতানাং সদেবাসুর-রক্ষসাম্॥ ৬১

করিতে উদ্যত। এই বলিয়া ঊর্ব্ব ঋষি তপঃপরায়ণ হইলেন এবং হুতাশনে নিজ ঊরু স্থাপনপূর্ব্বক একগাছি কুশদ্বারা মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার পুত্রের অরণিস্বরূপ সেই ঊরু ভেদ করিয়া ইন্ধনহীন জ্বালামালী জগতের দাহনাকাঙ্ক্ষী অগ্নিরূপী এক পুত্র উৎপন্ন হইল। ঊর্ব্বের ঊরু ভেদ করিয়া তাহার জন্ম হয়, এ নিমিত্ত তাহার নাম ঔর্ব্ব হয়। সেই অগ্নি তিন লোকের দহনেচ্ছু বলিয়া প্রতীয়মান। অগ্নি জন্মিয়াই ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—হে তাত! ক্ষুধা আমার পীড়া জন্মাইতেছে; আমাকে ত্যাগ করুন। আমি জগৎ ভক্ষণ করি। অন্তকরূপী সেই অনল ত্রিদিবগামী শিখা দ্বারা জৃম্ভমাণ হইয়া জগৎ দগ্ধ করিতে করিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রহ্মা তখন সেই মুনির সন্নিধানে সমাগত হইলেন এবং কহিলেন,—হে বিপ্র! পুত্রকে নিবারণ করুন। জগতের প্রতি দয়া করুন। আপনার এই সন্তানের উত্তম স্থান ব্যবস্থা করিতেছি। পুত্র! আমার এই বাক্য সত্য বলিয়া জানিও। হে বাগ্মিবর! তুমি আমার এই কথা শুন। ৪১—৫৪। ঊর্ব্ব কহিলেন, অদ্য আমি ধন্য হইলাম! অনুগৃহীত হইলাম। কারণ, অদ্য ভগবান্ এই শিশুর প্রতি পরম অনুগ্রহপ্রকাশে এই সদ্বুদ্ধি প্রদান করিতেছেন। হে ভগবন্! প্রভাতকালে যখন ভোজনেচ্ছা জন্মিবে, তখন কোন্ হব্য দ্বারা আমার এই পুত্রের তৃপ্তি-সুখোৎপত্তি হইবে? ইহার নিবাস কোথায়? কার্য্যই বা কি?—ইত্যাদি বিষয় এই মহাতেজস্বী পুত্রের যেন অনুরূপ করিয়াই বিধান করেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—সমুদ্র-মধ্যে বড়বামুখে ইহার বাস হইবে। হে বিপ্র! আমার জন্মক্ষেত্রে জল পান করিয়াই ইহার সুখলাভ হইবে। আমি যেখানে জলময় হবিঃ পান করিয়া নিয়ত বাস করি, সেই জলই ইহার খাদ্য হইবে। হে পুত্রক! পরে যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে ইনি ও আমি উভয়ে পৃথিবী পর্য্যটনপূর্ব্বক নিষ্পুত্রগণের পিতৃঋণ বিনাশার্থ বিচরণ করিব। এই অগ্নিকেই আমি অন্তকালীন সলিলপায়ী ও দেব অসুর-যক্ষ-রাক্ষসাদি সর্ব্ব-

এবমস্ত্বিতি তং সোঽগ্নিঃ সংবৃতজ্বালমণ্ডলঃ।
প্রবিবেশার্ণবমুখং প্রক্ষিপ্য পিতরি প্রভাম্ ॥৬২
প্রতিযাতস্ততো ব্রহ্মা যে চ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ।
ঊর্ব্বস্যাগ্নেঃ প্রভাবং জ্ঞাত্বা স্বাং স্বাং গতিমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৬৩
হিরণ্যকশিপুর্দৃষ্ট্বা তদা তন্মহদদ্ভুতম্।
উচ্চৈঃ প্রণতসর্ব্বাঙ্গো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৬৪
ভগবন্নদ্ভুতমিদং সংবৃত্তং লোকসাক্ষিকম্।
তপসা তে মুনিশ্রেষ্ঠ পরিতুষ্টঃ পিতামহঃ ॥৬৫
অহন্তু তব পুত্রস্য তব চৈব মহাব্রত।
ভৃত্য ইত্যবগন্তব্যঃ সাধ্যো যদিহ কর্ম্মণা ॥৬৬
তন্মাং পশ্য সমাপন্নং তবৈবারাধনে রতম্।
যদি সীদে মুনিশ্রেষ্ঠ তবৈব স্যাৎ পরাজয়ঃ ॥৬৭
ঊর্ব্ব উবাচ।
ধন্যোঽহম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য তেঽহং গুরুঃ স্থিতঃ।
নাস্তি মে তপসানেন ভয়মদ্যেহ সুব্রত ॥ ৬৮
তামেব মায়াং গৃহ্লীষ মম পুত্রেণ নির্ম্মিতাম্।
নিরিন্ধনামগ্নিময়ীং দুর্দ্ধর্ষাং পাবকৈরপি ॥ ৬৯
এষা তে স্বস্য বংশস্য বশগারিবিনিগ্রহে।
সংরক্ষত্যাত্মপক্ষঞ্চ বিপক্ষঞ্চ প্রধর্ষতি ॥ ৭০
এবমস্ত্বিতি তাং গৃহ্য প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্।
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টঃ কৃতার্থো দানবেশ্বরঃ ॥৭১
এষা দুর্বিষহা মায়া দেবৈরপি দুরাসদা।
ঔর্ব্বেণ নির্ম্মিতা পূর্ব্বং পাবকেনোর্ব্বসূনুনা ॥ ৭২
তস্মিংস্তু ব্যুত্থিতে দৈত্যে নির্বীর্য্যৈষা ন সংশয়ঃ
শাপো হ্যস্যাঃ পুরা দত্তঃ সৃষ্টা যেনৈব তেজসা
যদ্যেষা প্রতিহন্তব্যা কর্ত্তব্যো ভগবান্ সুখী।
দীয়তাং মে সখা শক্র তোয়যোনির্নিশাকরঃ ॥
তেনাহং সহ সঙ্গম্য যাদোভিশ্চ সমাবৃতঃ।
মায়ামেতাং হনিষ্যামি ত্বৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥৭৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে তারকাময়সংগ্রামে পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৫ ॥

ভূতের দহনার্থ নিয়োগ করিলাম। ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে সেই ঊর্ব্ব ব্রহ্মবাক্যে "তথাস্তু" বলিয়া অনুমোদন করিলেন। তখন সেই পুত্র পিতৃশরীরে স্বীয় প্রভা স্থাপন করিয়া অবিলম্বে জ্বালামালা-রহিত দেহে অর্ণবমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে ভগবান্ ব্রহ্মা ও মহর্ষিগণ সেই ঊর্ব্বনির্ম্মিত অগ্নির প্রভাব অবগত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ৫৫—৬৩। হিরণ্যকশিপু তখন ঊর্ব্বের এবম্বিধ অদ্ভুত প্রভাব দর্শনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া এই বাক্য কহিল,—ভগবন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার তপস্যায় পিতামহ ব্রহ্মা যে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, লোকসাক্ষাতে একার্য্য অতি অদ্ভুত। হে মহাব্রত! আমি কিন্তু আপনার ভৃত্য; ইহাই আপনি আমাকে মনে করিবেন। যে কর্ম্ম আমার সাধ্য, তাহা আমি করিব। অতএব আমাকে অতঃপর আপনারই আরাধনায় রত দেখিতে পাইবেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি যদি অবসন্ন হই, তবে তাহা আপনারই পরাজয়। ৬৪—৬৭। ঊর্ব্ব কহিলেন,—ধন্য হইলাম; আমি তোমার গুরুপদে অবস্থিত হইয়া অনুগৃহীত হইলাম। হে সুব্রত! অদ্য আর আমার এ তপস্যার নিমিত্ত কোন ভয় রহিল না। তুমি আমার পুত্র-নির্ম্মিতা সেই নিরিন্ধনা, অগ্নিময়ী ও পাবকাপেক্ষাও দুর্দ্ধর্ষা মায়া গ্রহণ কর। এই মায়া তোমার বংশের বশবর্ত্তিনী থাকিয়া বৈরিনিগ্রহ করিবে। স্বপক্ষ রক্ষা ও বিপক্ষদলন ইহার কার্য্য। ৬৮—৭০। দানবেশ্বর হিরণ্যকশিপু, "তাহাই হউক" বলিয়া সেই মায়া লইয়া মুনিবরকে প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ত্রিদিবধামে প্রস্থান করিলেন। পুরাকালে ঊর্ব্বতনয় পাবকরূপী ঔর্ব্বকর্ত্তৃক এই দুর্বিষহ মায়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেবগণ উহাকে পরিভব করিতে সমর্থ নহেন। এক্ষণে হিরণ্যকশিপু নাই বলিয়া নিশ্চয়ই এই মায়া পূর্ব্বাপেক্ষা হীনবীর্য্য হইয়াছে। বিশেষতঃ যিনি তেজঃপ্রভাবে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে শাপ প্রদান করিয়াছেন। হে শক্র! যদি ইহাকে প্রতিহত করিতে হয়, যদি আপনি

ষট্ সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

এবমস্ত্বিতি সংহৃষ্টঃ শক্রস্ত্রিদশবর্দ্ধনঃ।
সন্দিদেশাগ্রতঃ সোমং যুদ্ধায় শিশিরায়ুধম্ ॥ ১
গচ্ছ সোম সহায়ত্বং কুরু পাশধরস্য বৈ।
অসুরাণাং বিনাশায় জয়ার্থঞ্চ দিবৌকসাম্ ॥ ২
ত্বং মত্তঃ প্রতিবীর্য্যশ্চ জ্যোতিষাঞ্চেশ্বরেশ্বরঃ
ত্বন্ময়ং সর্ব্বলোকেষু রসং রসবিদো বিদুঃ ॥ ৩
ক্ষয়-বৃদ্ধী তব ব্যক্তে সাগরস্যেব মণ্ডলে।
পরিবর্ত্তস্যহোরাত্রং কালং জগতি যোজয়ন্ ॥ ৪
লোকচ্ছায়াময়ং লক্ষ্ম তবাঙ্কঃ শশসন্নিভঃ।
ন বিদুঃ সোম দেবাপি যে চ নক্ষত্রযোনয়ঃ ॥ ৫
ত্বমাদিত্যপথাদূর্দ্ধং জ্যোতিষাঞ্চোপরি স্থিতঃ।
তমঃ প্রোৎসার্য্য মহসা ভাসয়স্যখিলং জগৎ ॥ ৬
শ্বেতভানুর্হিমতনুর্জ্যোতিষামধিপঃ শশী।
অধিকৃৎ কালযোগাত্মা ইষ্টো যজ্ঞশ্চ সোঽব্যয়ঃ
ওষধীশঃ ক্রিয়াযোনিরব্জযোনিরনুষ্ণভাঃ।
শীতাংশুরমৃতাধারশ্চপলঃ শ্বেতবাহনঃ ॥ ৮
ত্বং কান্তিঃ কান্তিবপুষাং ত্বংসোমঃ সোমপায়িনাম্
সৌম্যস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং তিমিরঘ্নস্ত্বমৃক্ষরাট্ ৯
তদ্গচ্ছ ত্বং মহাসেন বরুণেন বরূথিনা
শময় ত্বাসুরীং মায়াং যয়া দহ্যাম সংযুগে ॥ ১০

সোম উবাচ।

যন্মাং বদসি যুদ্ধার্থে দেবরাজ বরপ্রদ।
এবং বর্ষামি শিশিরং দৈত্যমায়াপকর্ষণম্ ॥ ১১
এতান্ মচ্ছীতনির্দ্দগ্ধান্ পশ্যস্ব হিমবেষ্টিতান্।
বিমায়ান্ বিমদাংশ্চৈব দৈত্যসিংহান্ মহাহবে ॥
তেষাং হিমকরোৎসৃষ্টাঃ সপাশা হিমবৃষ্টয়ঃ।
বেষ্টয়ন্তি স্ম তান্ ঘোরান্ দৈত্যান্ মেঘগণা ইব

সুখী হইতে চাহেন, তবে আমার সঙ্গে তোয়যোনি নিশাকরকে দিউন; আমি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া জলচরগণ সহ আপনার প্রসাদে এই মায়াকে বিনাশিত করিব। ইহাতে সংশয় নাই। ৭১—৭৫।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৫

ষট্ সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—দেবগণের আনন্দবিধায়ক শক্র "এবমস্তু" বলিয়া হৃষ্টচিত্তে অগ্রবর্ত্তী শিশিরায়ুধ সোমকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিলেন। বলিলেন,—ওহে সোম! অসুরগণের বিনাশ ও আমাদিগের জয় নিমিত্ত তুমি পাশধরের সহায়তা কর। তুমি আমা অপেক্ষাও বীর্য্যবান্, এবং জ্যোতির্ম্ময় পদার্থচয়ের ঈশ্বরেশ্বর। সর্ব্বলোকে রসসমূহ ত্বন্ময়; রসবিদ্ জনগণ ইহা বিদিত আছেন। সাগরের ন্যায় তোমার মণ্ডলেও ক্ষয়বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। তুমি জগতে পরিবর্ত্তিত হইয়া অহোরাত্র কালবিভাগ করিয়া থাক। তোমার শশসন্নিভ ক্রোড়দেশে লোকচ্ছায়াময় অঙ্ক বিদ্যমান। হে সোম! তোমার তত্ত্ব দেবগণ কিম্বা নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণ অবগত নহেন। তুমি আদিত্যপথের ঊর্দ্ধে জ্যোতির্গণের উপরে অবস্থান কর। আর নিজ তেজে তমোরাশি প্রোৎসারণপূর্ব্বক অখিল জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া থাক। তুমি শ্বেতভানু, হিমতনু, জ্যোতির্গণপতি, শশধর, কালবিভাগকারী, প্রিয় ও অব্যয় যজ্ঞস্বরূপ। তুমি ওষধীশ, ক্রিয়াযোনি, অব্জযোনি, অনুষ্ণরশ্মি, শীতাংশু, অমৃতাধার, চপল, এবং শ্বেতবাহন। কান্তিমান্গণের তুমি কান্তি; সোমপায়ীদিগের সোম; সর্ব্বভূত মধ্যে তুমিই সৌম্য, এবং তুমি তিমিরঘ্ন, ও ঋক্ষগণের রাজা। অতএব হে সেনাপতি সোম! বরূথশালী বরুণসহ তুমি যাও; যাইয়া যাহা দ্বারা এই সংগ্রামস্থলে আমরা পীড়িত হইতেছি, সেই মায়াকে আশু প্রশমিত কর। ১—১০। সোম কহিলেন,—হে বরপ্রদ, দেবরাজ! আমাকে যে যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন,—আমি যাইয়া এমন শিশির বর্ষণ করিব যে, তাহাতে দৈত্যমায়া নিরাকৃত হইয়া যাইবে। আপনি দেখুন,—আমি এই দৈত্যসিংহদিগকে এই

তৌ পাশ-শীতাংশুধরৌ বরুণেন্দূ মহাবলৌ ।
জঘ্নতুর্হিমপাতৈশ্চ পাশপাতৈশ্চ দানবান্ ॥ ১৪
দ্বাবম্বুনাথৌ সমরে তৌ পাশহিমযোধিনৌ ।
মৃধে চেরতুরম্ভোভিঃ ক্ষুব্ধাবিব মহার্ণবৌ ॥ ১৫
তাভ্যামাপ্লাবিতং সৈন্যং তদ্দানমবদৃশ্যত ।
জগৎ সংবর্ত্তকাম্ভোদৈঃ প্রবিষ্টৈরিব সংবৃতম্ ॥
তাবুদ্যতাম্বুনাথৌ তু শশাঙ্কবরুণাবুভৌ ।
শময়ামাসতুর্মায়াং দেবৌ দৈত্যেন্দ্রনির্ম্মিতাম্ ॥
শীতাংশুজালনির্দ্দগ্ধাঃ পাশৈশ্চ স্পন্দিতা রণে ।
ন শেকুশ্চলিতুং দৈত্যা বিশিরস্কা ইবাদ্রয়ঃ ॥১৮
শীতাংশুনিহতাস্তে তু দৈত্যাস্তোয়হিমার্দ্দিতাঃ ।
হিমাপ্লাবিতসর্ব্বাঙ্গা নিরুষ্মাণ ইবাগ্নয়ঃ ॥ ১৯
তেষান্তু দিবি দৈত্যানাং বিপরীতপ্রভাণি বৈ ।
বিমানানি বিচিত্রাণি প্রপতন্ত্যুৎপতন্তি চ ॥ ২০
তান্ পাশহস্তগ্রথিতাংশ্ছাদিতাঞ্শীতরশ্মিভিঃ ।

যুদ্ধে হিমবেষ্টিত, শীত নির্দ্দগ্ধ, মায়াহীন ও মদশূন্য করিতেছি। সেই শীতাংশু ও পাশধর মহাবল চন্দ্র ও বরুণ, হিম বর্ষণ ও পাশ পাতন দ্বারা সেই ঘোর দানবগণকে বিনাশিত করিতে লাগিলেন। মেঘের বারি বর্ষণের ন্যায় তাঁহাদিগের পাশ ও হিম বর্ষণে দৈত্যগণবেষ্টিত ও জড়ীভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। সেই পাশহিমযোধী অম্বুনাথদ্বয় ক্ষুব্ধ সাগরযুগসম সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলে দানবসৈন্য তাঁহাদিগের দ্বারা আপ্লাবিত হইয়া সংবর্ত্তকাপ্লাবিত জগতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। শশাঙ্ক ও বরুণ এই অম্বুনাথদ্বয় দৈত্যেন্দ্রনির্ম্মিত সেই মায়া প্রশমিত করিলেন। দৈত্যগণ সেই শীতাংশুজাল দ্বারা নির্দ্দগ্ধ এবং পাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া শৃঙ্গহীন শৈলমালার ন্যায় অচল হইয়া পড়িল। দৈত্যগণ শীতাংশুসলিল দ্বারা আক্রান্ত ও হিমপ্লাবিত হইয়া উষ্মাহীন অগ্নির সদৃশ হইল। দৈত্যগণের বিচিত্র বিমানসমূহ প্রভাহীন হইয়া উৎপতিত নিপতিত হইতে লাগিল। আকাশস্থ মায়াবী ময় দানব সেই দৈত্যদিগকে শীতকিরণে জড়ী-

ময়ো দদর্শ মায়াবী দানবান্ দিবি দানবঃ ॥ ২১
স শিলাজালবিততাং খড়্গচর্ম্মাট্টহাসিনীম্ ।
পাদপোৎকটকূটাগ্রাং কন্দরাকীর্ণকাননাম্ ॥২২
সিংহব্যাঘ্রগণাকীর্ণাং নদদ্ভির্গজযূথপৈঃ ।
ঈহামৃগগণাকীর্ণাং পবনাঘূর্ণিতদ্রুমাম্ ॥২৩
নির্ম্মিতাং স্বেন যত্নেন কূজিতাং দিবিঃ কামগাম্ ।
প্রথিতাং পার্ব্বতীং মায়ামসৃজৎ স সমন্ততঃ ॥২৪
সাসিশব্দৈঃ শিলাবর্ষৈঃ সম্পতদ্ভিশ্চ পাদপৈঃ ।
জঘান দেবসঙ্ঘাংশ্চ দানবাংশ্চাপ্যজীবয়ৎ ॥২৫
নৈশাকরী বারুণী চ মায়েঽন্তর্দ্দধতুস্ততঃ ।
অসিভিশ্চায়সগণৈঃ কিরন্ দেবগণান্ রণে ॥২৬
সাশ্মযন্ত্রায়ুধঘনা দ্রুমপর্ব্বতসঙ্কটা ।
অভবদ্ঘোরসঞ্চারা পৃথিবী পর্ব্বতৈরিব ॥২৭
অশ্মনা প্রহতাঃ কেচিচ্ছিলাভিঃ শকলীকৃতাঃ ।
নানিরুদ্ধো দ্রুমগণৈর্দেবোঽদৃশ্যত কশ্চন ॥২৮
তদপধ্বস্তধনুষং ভগ্নপ্রহরণাবিলম্ ।
নিষ্প্রযত্নং সুরানীকং বর্জ্জয়িত্বা গদাধরম্ ॥২৯

ভূত ও পাশ দ্বারা গ্রথিত দর্শনে সহসা চতুর্দ্দিকে খড়্গ-চর্ম্ম দ্বারা অট্টহাস্যময়ী, সিংহব্যাঘ্রগণাকীর্ণা, কূজনশালিনী, কামগামিনী, পাদপোৎকটকূটাগ্রযুক্তা, কন্দরকাননবতী, শিলাজালবিস্তৃতা, গজযূথ-নাদিতা, ঈহামৃগগণপরিব্যাপ্তা, পবনাঘূর্ণিততরুযুতা, স্বীয় যত্নে নির্ম্মিতা, প্রথিতা পার্ব্বতী মায়া সৃজন করিল। তখন সশব্দ অসি-শিলা-পাদপবর্ষণে দেবগণ হতাহত এবং দানবগণ উজ্জীবিত হইতে লাগিল।১১—২৫। অতঃপর চান্দ্রী ও বারুণী মায়াদ্বয় অন্তর্হিত হইল। দেবগণের উপর অসি ও আয়সাদি বর্ষণ চলিতে লাগিল। অশ্মযন্ত্র ও আয়ুধ দ্বারা গহনা ও দ্রুম-পর্ব্বত দ্বারা সঙ্কটা হইয়া দেবসেনা তখন ঘোরসঞ্চার হইল। কেহ কেহ উপলাঘাতে নিষ্পিষ্ট, কেহ কেহ প্রস্তরপাতে বিখণ্ডিত এবং কেহ কেহ বা তরুবর্ষণে নিতান্ত নিরুদ্ধ হইয়া পড়িল; কোন দেবতাই আর দৃষ্টিগোচর হইলেন না। দেবগণের শরাসনাদি প্রহরণসমূহ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। একমাত্র গদাধর

স হি যুদ্ধগতঃ শ্রীমানীশানোহস্য বিকম্পতঃ।
সহিষ্ণুত্বাজ্জগৎস্বামী ন চুক্রোধ গদাধরঃ॥৩০
কালজ্ঞঃ কালমেঘাভঃ সমীক্ষন্ কালমাহবে।
দেবাসুরবিমর্দন্তু দ্রষ্টুকামস্তদা হরিঃ॥৩১
ততো ভগবতা দৃষ্টৌ রণে পাবক-মারুতৌ।
চোদিতৌ বিষ্ণুবাক্যেন তৌ মায়ামপকর্ষতাম্॥
তাভ্যামুদ্‌ভ্রান্তবেগাভ্যাং প্রবৃদ্ধাভ্যাং মহাহবে।
দগ্ধা সা পার্ব্বতী মায়া ভস্মীভূতা ননাশ হ॥৩৩
সোঽনিলোঽনলসংযুক্তঃ সোঽনলশ্চানিলাকুলঃ
দৈত্যসেনাং দদহতুর্যুগান্তেষ্বিব মূর্চ্ছিতৌ॥ ৩৪
বায়ুঃ প্রধাবিতস্তত্র পশ্চাদগ্নিস্ত মারুতম্।
চেরতুর্দানবানীকে ক্রীড়ন্তাবনিলানলৌ॥ ৩৫
ভস্মাবয়বভূতেষু প্রপতৎস্বৎপতৎসু চ।
দানবানাং বিমানেষু নিপতৎসু সমন্ততঃ॥৩৬
বাতস্কন্ধাপবিদ্ধেষু কৃতকর্ম্মণি পাবকে।
মায়াবন্ধে নিবৃত্তে তু স্তূয়মানে গদাধরে॥৩৭
নিষ্প্রযত্নেষু দৈত্যেষু ত্রৈলোক্যে মুক্তবন্ধনে।
সম্প্রহৃষ্টেষু দেবেষু সাধু সাধ্বিতি সর্ব্বশঃ॥ ৩৮
জয়ে দশশতাক্ষস্য দৈত্যানাঞ্চ পরাজয়ে।
দিক্ষু সর্ব্বাসু শুদ্ধাসু প্রবৃত্তে ধর্ম্মবিস্তরে॥৩৯
অপাবৃতে চন্দ্রমসি স্বস্থানস্থে দিবাকরে।
প্রকৃতিস্থেষু লোকেষু ত্রিষু চারিত্রবন্ধুষু॥৪০
যজমানেষু ভূতেষু প্রশান্তেষু চ পাপ্মসু।
অভিন্নবন্ধনে মৃত্যৌ হূয়মানে হুতাশনে॥ ৪১
যজ্ঞশোভিষু দেবেষু স্বর্গার্থং দর্শয়ৎসু চ।
লোকপালেষু সর্ব্বেষু দিক্ষু সংযানবর্ত্তিষু॥ ৪২
ভাবে তপসি সিদ্ধানামভাবে পাপকর্ম্মণাম্।
দেবপক্ষে প্রমুদিতে দৈত্যপক্ষে বিষীদতি॥৪৩
ত্রিপাদবিগ্রহে ধর্ম্মে অধর্ম্মে পাদবিগ্রহে।
অপাবৃত্তে মহাদ্বারে বর্ত্তমানে চ সৎপথে॥ ৪৪
লোকে প্রবৃত্তে ধর্ম্মেষু সুধর্ম্মেষ্বাশ্রমেষু চ।

ব্যতীত আর সমস্ত দেবগণ নিষ্প্রযত্ন হইয়া পড়িলেন। সেই শ্রীমান্ ঈশান জগৎপতি গদাধর সহিষ্ণুত্ববশতঃ সেই রণস্থলে অবস্থিত থাকিয়াও ক্রুদ্ধ হইলেন না; পরন্তু সেই কালজ্ঞ কালমেঘাভ ভগবান্ সেই রণে যোগ্য কালপ্রতীক্ষায় থাকিয়া সেই দেবাসুর-যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। ১৬—৩১। পরে সেই ভগবান্ পাবক ও মারুতকে আদেশ করিলে তাঁহারা উভয়ে রণস্থলে যাইয়া সেই মায়া নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উদ্‌ভ্রান্ত ও প্রবৃদ্ধবেগে রণস্থলে বিচরণ করিতে থাকিলে সেই পার্ব্বতীমায়া ভস্মীভূত হইয়া বিনাশ পাইল। সেই অনিল ও অনল পরস্পর মিলিত হইয়া যুগান্তকালসম প্রবলবেগে দৈত্য সৈন্যগণের বিনাশ সাধনে তৎপর হইলেন। বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিও ছুটিলেন; এই ভাবে সেই অনিলানল যেন দৈত্য-সৈন্যমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তখন দানবগণের বিমান সকল ভস্মীভূত, নিপতিত ও উৎপতিত হইতে লাগিল। অগ্নি সম্মিলিত প্রবল বাত্যাবশে সেই পার্ব্বতী মায়া নিরাকৃত হইয়া গেল। দেবগণ গদাধরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ত্রৈলোক্য মুক্তবন্ধন হইল। দৈত্যগণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। দেবগণ সকলেই "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সহস্রাক্ষের জয় ও অসুরদিগের পরাজয় হইলে তখন দিক্‌সমূহের বিশুদ্ধি, বিবিধ ধর্ম্মের প্রবৃত্তি, চন্দ্রের স্থানান্তরে গমন, দিনকরের স্বস্থানাবস্থান, লোকসকলের চরিত্রপ্রিয়তা ও প্রকৃতিস্থতা, যজনাদি কর্ম্মারম্ভ, পাপের প্রশমন, হুতাশন হূয়মান, এবং মৃত্যুর জ্যেষ্ঠানুক্রমে প্রচার আরব্ধ আবদ্ধ হইল। যজ্ঞস্থলে দেবগণ শোভাযুক্ত হইয়া স্বর্গ ও অর্থ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। লোকপালগণ স্ব স্ব দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণের তপস্যার প্রভাব ও পাপ কর্ম্মের অভাব ঘটিল। দেবপক্ষ প্রমুদিত হইলেন। দৈত্যপক্ষ বিপদ্‌গ্রস্ত হইল। ধর্ম্ম ত্রিপাদ ও অধর্ম্ম একপাদ হইল। নরকপথ-দ্বার রুদ্ধ, ও ধর্ম্মপথ প্রসারিত হইল। লোক সকল ধর্ম্মে প্রবৃত্ত, ও আশ্রম সকল ধর্ম্মময়

প্রজারক্ষণযুক্তেষু ভ্রাজমানেষু রাজসু ॥ ৪৫
প্রশান্তকল্মষে লোকে শান্তে তমসি দানবে।
অগ্নি-মারুতয়োস্তত্র বৃত্তে সংগ্রামকর্ম্মণি ॥ ৪৬
তন্ময়া বিপুলা লোকাস্তাভ্যাং তজ্জয়কৃৎ ক্রিয়া
পূর্ব্বং দৈত্যভয়ং শ্রুত্বা মারুতাগ্নিকৃতং মহৎ ॥ ৪৭
কালনেমীতি বিখ্যাতো দানবঃ প্রত্যদৃশ্যত।
ভাস্করাকারমুকুটঃ শিঞ্জিতাভরণাঙ্গদঃ ॥ ৪৮
মন্দরাদ্রি প্রতীকাশো মহারজতপর্ব্বতঃ।
শতপ্রহরণোদগ্রঃ শতবাহুঃ শতাননঃ ॥ ৪৯
শতশীর্ষঃ স্থিতঃ শ্রীমান্ শতশৃঙ্গ ইবাচলঃ।
পক্ষে মহতি সংবৃদ্ধো নিদাঘ ইব পাবকঃ ॥ ৫০
ধূম্রকেশো হরিৎশ্মশ্রুঃ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাননঃ
ত্রৈলোক্যান্তরবিস্তারি ধারয়ন্ বিপুলং বপুঃ ॥
বাহুভিস্তলয়ন্ ব্যোম ক্ষিপন্ পদ্ভ্যাং মহীধরান্
ঈরয়ন্ মুখনিশ্বাসৈর্বৃষ্টিযুক্তান্ বলাহকান্ ॥ ৫২
তির্য্যগায়তরক্তাক্ষং মন্দরোদগ্রবর্চ্চসম্।
দিধক্ষন্তমিবায়ান্তং সর্ব্বান্ দেবগণান্ মৃধে ॥ ৫৩
তর্জ্জয়ন্তং সুরগণাংশ্ছাদয়ন্তং দিশো দশ।
সংবর্ত্তকালে তৃষিতং দৃষ্টং মৃত্যুমিবোত্থিতম্ ॥
সুতলেনোচ্ছ্রয়বতা বিপুলাঙ্গুলিপর্ব্বণা।
লম্বাভরণপূর্ণেন কিঞ্চিচ্চলিতকর্ম্মণা ॥ ৫৫
উচ্ছ্রিতেনাগ্রহস্তেন দক্ষিণেন বপুষ্মতা।
দানবান্ দেবনিহতানুত্তিষ্ঠধ্বমিতি ব্রুবন্ ॥ ৫৬
তং কালনেমিং সমরে দ্বিষতাং কালচেষ্টিতম্।
বীক্ষন্তে স্ম সুরাঃ সর্ব্বে ভয়বিত্রস্তলোচনাঃ ॥
তং বীক্ষন্তি স্ম ভূতানি ক্রমন্তং কালনেমিনম্।
ত্রিবিক্রমং বিক্রমন্তং নারায়ণমিবাপরম্ ॥ ৫৮
সোঽত্যুচ্ছ্রয়পুরঃপাদমারুতাঘূর্ণিতাম্বরঃ।
প্রক্রামন্নসুরো যুদ্ধে ত্রাসয়ামাস দেবতাঃ ॥ ৫৯
স ময়েনাসুরেন্দ্রেণ পরিষক্তস্ততো রণে।
কালনেমির্বভৌ দৈত্যঃ সবিষ্ণুরিব মন্দরঃ ॥ ৬০

হইল। রাজগণ প্রজারক্ষণে তৎপর ও দীপ্তিমান্ হইলেন। লোক প্রশান্তকল্মষ ও দানবগণ শান্ততমস হইল। অগ্নি ও মারুত উভয়ে সেই রণস্থলে রণে প্রবৃত্ত হইলে লোক সকল তন্ময় হইয়া গেল; তাঁহারা যুদ্ধ জয় করিলেন। অতঃপর অগ্নি-মারুতকৃত সেই ভয়ের বিষয় অবগত হইয়া কালনেমি নামক দানব আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ভাস্করাকারমুকুটধারী, শিঞ্জিত-বলয়াদিভূষিত, মন্দরাচল-সম সমুন্নত,কাঞ্চন-পর্ব্বতসদৃশ, শতবাহু, শতমুখ, শতপ্রহরণ-ধর, শতশীর্ষ শ্রীমান্ দানব শতশৃঙ্গ গিরি-বরের ন্যায় শোভমান। মহাসৈন্য লইয়া নিদাঘকালীন পাবকের ন্যায় সেই ধূম্রকেশ, হরিৎশ্মশ্রু, সন্দষ্টৌষ্ঠপুট দৈত্য, বিপুল বপু-দ্বারা ত্রৈলোক্যান্তরের বিস্তৃতি সমাচ্ছাদন, বাহুদ্বারা গগনতল আবরণ, পদদ্বয় দ্বারা ভূধর সকল বিক্ষেপণ ও মুখ-নিশ্বাস দ্বারা বৃষ্টিযুক্ত বলাহকগণকে অপসারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই মন্দরাচলতুল্য উগ্রমূর্ত্তি দানব যেন দেব-গণকে দাহ করিতে কামনা করিয়াই যাইতে যাইতে সুরগণকে তর্জ্জন করত বাণজালে দশ দিক্ সমাচ্ছাদন করিতে লাগিল। সে তখন প্রলয়কালীন সমুত্থিত তৃষিত মৃত্যুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ৩২—৫৬। সেই শত্রুবর্গের কাল-বিধায়ক, কালনেমি, যাহার তলদেশ সমুন্নত ও অঙ্গুলিপর্ব্বসকল বিপুল, যাহা লম্বিত আভরণে মণ্ডিত ও কর্ম্মকরণ জন্য কিঞ্চিৎ চঞ্চল, সেই অতীব স্থূল, দক্ষিণ হস্তাগ্র উত্তোলনপূর্ব্বক দেবগণাহত দানবদিগকে "উত্থিত হও" বলিয়া সমরে সমাগত হইলে তাহাকে দেখিয়া সুরগণ সকলেই ভয়-বিত্রস্ত-লোচন হইলেন। সর্ব্বভূতই তখন বিক্রমকারী ত্রিবিক্রম নারায়ণের ন্যায় সেই কালনেমিকে বীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই অসুর তাহার অত্যুন্নত পূর্ব্বপদ-ক্ষেপ-জনিত বায়ুদ্বারা অম্বরতল আঘূর্ণিত করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে থাকিলে দেবগণ অতিশয় ত্রাস প্রাপ্ত হইলেন। অসুরেন্দ্র ময় দানব তাহাকে আলিঙ্গন করিল। তখন সেই কালনেমি, বিষ্ণু সহ মন্দরগিরিবৎ

অথ বিব্যথিরে দেবাঃ সর্ব্বে শক্রপুরোগমাঃ।
কালনেমিং সমায়ান্তং দৃষ্ট্বা কালমিবাপরম্ ॥ ৬১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে তারকাময়যুদ্ধে
ষট্সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

দানবানামনীকেষু কালনেমির্ম্মহাসুরঃ।
ব্যবর্দ্ধত মহাতেজাস্তপান্তে জলদো যথা ॥১
তং ত্রৈলোক্যান্তরগতং দৃষ্ট্বা তে দানবেশ্বরাঃ।
উত্তস্থুরপরিশ্রান্তাঃ পীত্বামৃতমনুত্তমম্ ॥২
তে বীতভয়সন্ত্রাসা ময়-তারপুরোগমাঃ।
তারকাময়সংগ্রামে সততং জিতকাশিনঃ ॥ ৩
রেজুরাযোধনগতা দানবা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
মন্ত্রমভ্যসতাং তেষাং ব্যূহঞ্চ পরিধাবতাম্ ॥৪
প্রেক্ষতাঞ্চাভবৎ প্রীতির্দানবং কালনেমিনম্।
যে তু তত্র ময়স্তাসন্ মুখ্যা যুদ্ধপুরঃসরাঃ ॥৫
তে তু সর্ব্বে ময়ং ত্যক্ত্বা হৃষ্টা যোদ্ধুমুপস্থিতাঃ
ময়স্তারো বরাহশ্চ হয়গ্রীবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৬
বিপ্রচিত্তিসুতঃ শ্বেতঃ খর-লম্বাবুভাবপি।
অরিষ্টো বলিপুত্রশ্চ কিশোরাখ্যস্তথৈব চ ॥ ৭
স্বর্ভানুশ্চামরপ্রখ্যো বক্ত্রযোধী মহাসুরঃ।
এতেঽস্ত্রবেদিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে তপসি সুস্থিতাঃ ॥৮
দানবাঃ কৃতিনো জগ্মুঃ কালনেমিং তমুদ্ধতম্।
তে গদাভির্ভুশুণ্ডীভিশ্চক্রৈরথ পরশ্বধৈঃ ॥৯
কালকল্পৈশ্চ মুষলৈঃ ক্ষেপণীয়ৈশ্চ মুদ্গরৈঃ।
অশ্মভিশ্চাদ্রিসদৃশৈর্গণ্ডশৈলৈশ্চ দারুণৈঃ ॥১০
পট্টিশৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ পরিঘৈশ্চোত্তমায়সৈঃ।
ঘাতনীভিঃ সুগুর্ব্বীভিঃশতঘ্নীভিস্তথৈব চ ॥১১
যুগৈর্যন্ত্রৈশ্চ নির্ম্মুক্তৈর্ম্মার্গণৈরুগ্রতাড়িতৈঃ।
দোর্ভিশ্চায়তদীপ্তৈশ্চ প্রাসৈঃ পাশৈশ্চ মূর্চ্ছনৈঃ
ভুজঙ্গবক্ত্রৈর্লেলিহানৈর্বিসর্পদ্ভিশ্চ শায়কৈঃ।
বজ্রৈঃ প্রহরণীয়ৈশ্চ দীপ্যমানৈশ্চ তোমরৈঃ ॥১৩
বিকোশৈরসিভিস্তীক্ষ্ণৈঃ শূলৈশ্চ শিতনির্ম্মলৈঃ
দৈত্যাঃ সন্দীপ্তমনসঃ প্রগৃহীতশরাসনাঃ ॥১৪
ততঃ পুরস্কৃত্য তদা কালনেমিং মহাহবে।

শোভা পাইতে লাগিল। সেই দ্বিতীয় কালতুল্য কালনেমিকে আসিতে দেখিয়া শক্রাদি দেবগণ সকলে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। ৫৫—৬১।

ষট্সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৭৬

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—মহাতেজা মহাসুর কালনেমি, সেই দানবানীকমধ্যে গ্রীষ্মাপগমে জলদের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ময়-তার প্রমুখ দানবেশ্বরগণ ত্রৈলোক্যমধ্যবর্ত্তী কালনেমিকে দেখিয়া পীতামৃতবৎ অপরিশ্রান্তভাবে গাত্রোত্থান করিল এবং ভয়-ত্রাস পরিহারপূর্ব্বক জয়োল্লাস সহকারে সেই তারকাময় সংগ্রামে যুদ্ধ কামনায় বিবিধ মন্ত্রণা ও ব্যূহ বিন্যাসাদি করিতে লাগিল। সকলেই কালনেমি দানবকে দেখিয়া প্রীতিলাভ করিল। ময়দানবের মুখ্য যোদ্ধারা ময়ের নিকট হইতে হৃষ্টচিত্তে আসিয়া কালনেমির সহিত যোগদান করিল। ময়, তার, বরাহ, বীর্য্যবান্, হয়গ্রীব, বিপ্রচিত্তিসুত শ্বেত, অরিষ্ট, বলিপুত্র, কিশোর, মুখযোধী,দেবোপম মহাসুর স্বর্ভানু, এই সমস্ত অস্ত্রবিদ্, তপস্যাশালী, কৃতী দানবগণ সেই উদ্ধত কালনেমির অনুগামী হইল। গদা, ভুশুণ্ডী, চক্র, পরশু, কালকল্প মুষল, ক্ষেপণীয় মুদ্গর, শৈলসদৃশ পাষাণ, দারুণ গণ্ডশৈল, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, উত্তম আয়স পরিঘ, গুর্ব্বী ঘাতনী, শতঘ্নী, যুগ, যন্ত্র, নিক্ষিপ্ত উগ্র বাণ, আয়ত দীপ্ত বাহু, প্রাস, পাশ, মূর্চ্ছন, ভুজঙ্গবক্ত্র, লেলিহান সর্পসম সায়ক, প্রহরণীয় বজ্র, দীপ্যমান তোমর, কোষনির্ম্মুক্ত তীক্ষ্ণ অসি, শাণিত নির্ম্মল শূল ইত্যাদি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দৈত্যগণ সন্দীপ্ত মনে শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক কালনেমিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অবস্থিত

সা দীপ্তশস্ত্রপ্রবরা দৈত্যানাং রুরুচে চমূঃ ॥১৫
দ্যৌরিবাশিতসর্ব্বাঙ্গা ঘনা নীলাম্বুদাগমে।
দেবতানামপি চমূর্মুমুদে শক্রপালিতা ॥ ১৬
উপেতাসিতকৃষ্ণাভ্যাং তারাভ্যাং চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ
বায়ুবেগবতী সৌম্যা তারাগণপতাকিনী ॥১৭
তোয়দাবিদ্ধবসনা গ্রহনক্ষত্রহাসিনী।
যমেন্দ্রবরুণৈর্গুপ্তা ধনদেন চ ধীমতা ॥ ১৮
সম্প্রদীপ্তাগ্নিনয়না নারায়ণপরায়ণা।
সা সমুদ্রৌঘসদৃশী দিব্যা দেবমহাচমূঃ ॥ ১৯
রয়াজাস্ত্রবতী ভীমা যক্ষ-গন্ধর্ব্বশালিনী।
তয়োশ্চম্বোস্তদানীন্তু বভূব স সমাগমঃ ২০
দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সংযোগো যথা স্যাদ্‌যুগপর্য্যয়ে
তদ্‌যুদ্ধমভবদ্‌ঘোরং দেব-দানবসঙ্কুলম্ ॥ ২১
ক্ষমাপরাক্রমপরং দর্পস্য বিনয়স্য চ।
নিশ্চক্রমুর্বলাভ্যান্তু ভীমাস্তত্র সুরাসুরাঃ ॥২২
পূর্ব্বাপরাভ্যাং সংরব্ধাঃ সাগরাভ্যামিবাম্বুদাঃ।
তাভ্যাং বলাভ্যাং সংহৃষ্টাশ্চেরুস্তে দেব-
দানবাঃ ॥ ২৩
বনাভ্যাং পার্ব্বতীয়াভ্যাং পুষ্পিতাভ্যাং যথা
গজাঃ।

হইল। তখন সেই দীপ্তশস্ত্রপ্রহরণ দৈত্য নীলমেঘসমাগমে সমাবৃতাঙ্গ আকাশমণ্ডলের ন্যায় মনোরম শোভা ধারণ করিল। শক্র-পালিতা, সিতকৃষ্ণবর্ণা, চন্দ্র-সূর্য্যাদি-শালিনী, বায়ুবেগবতী, সৌম্যা, তারাগণ-পতাকিনী, জলদরূপ বসনাবৃতা, যম ইন্দ্র ধনদ ও বরুণাদিদ্বারা প্রতিপালিতা, দীপ্তাগ্নিনয়না, নারায়ণ-পরায়ণা, যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-শালিনী, সমুদ্রতরঙ্গ-সদৃশী, ভীমা, দিব্যা, অস্ত্রবতী, মহতী দেব-সেনাও সবিশেষ শোভা পাইতে লাগিল। ১—২০। সেই উভয় চমূ যুগান্তকালীন দ্যাবাপৃথিবীর ন্যায় সম্মিলিত হইল। দেবদানবগণের বিনয় ও দর্প সহকারে ক্ষমা ও পরাক্রম-বিশিষ্ট ঘোর সঙ্কুল যুদ্ধ আরব্ধ হইল। কুপিত সুরাসুরগণ তখন ভীষণাকারে সবল পূর্ব্বাপর সাগর হইতে অম্বুদবৎ নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। দেব-দানব-সৈন্য

সমাজঘ্নুস্ততো ভেরীঃ শঙ্খান্ দধ্মুরনেকশঃ ॥
স শব্দো দ্যাং ভুবং খঞ্চ দিশশ্চ সমপূরয়ৎ।
জ্যাঘাততলনির্ঘোষো ধনুষাং কূজিতানি চ ॥২৫
দুন্দুভীনাঞ্চ নিনদো দৈত্যমন্তর্দধুঃ স্বনম্।
তেঽন্যোন্যমভিসম্পেতুঃ পাতয়ন্তঃ পরস্পরম্ ॥
বভঞ্জুর্বাহুভির্বাহূন্ দ্বন্দ্বমন্যে যুযুৎসবঃ।
দেবাস্তু চাশনিং ঘোরং পরিঘাংশ্চোত্তমায়সান্
নিস্ত্রিংশান্ সসৃজুঃ সংখ্যে গদা গুর্ব্বীশ্চ দানবাঃ
গদানিপাতৈর্ভগ্নাঙ্গা বাণৈশ্চ শকলীকৃতাঃ ॥২৮
পরিপেতুর্ভৃশং কেচিৎ পুনঃ কেচিৎ তু জজ্ঞিরে
ততো রথৈঃ সতুরগৈর্বিমানৈশ্চাশুগামিভিঃ ॥২৮
সমীয়ুস্তে সুসংরব্ধা রোষাদন্যোন্যমাহবে।
সংবর্ত্তমানাঃ সমরে সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাননাঃ ॥ ৩০
রথা রথৈর্নিরুধ্যন্তে পাদাতাশ্চ পদাতিভিঃ।
তেষাং রথানাং তুমুলঃ স শব্দঃ শব্দবাহিনাম্ ॥

পুষ্পিত বনমধ্যে পার্ব্বতীয় গজবৎ হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিল। উভয় সৈন্যমধ্যে ভেরী ও শঙ্খাদি বাদ্য হইতে লাগিল। সেই শব্দ ভূ, আকাশ, স্বর্গ, সমস্তই পূরিত করিল। জ্যাঘাত, তলনির্ঘোষ, ধনুর ধ্বনি, দুন্দুভিনাদ, ইত্যাদি শব্দে দৈত্য-গণের গর্জ্জনশব্দ অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অভিদ্রুত হইয়া কেহ কাহাকেও পাতিত, কেহ বাহুদ্বারা কাহারও বাহু ভগ্ন এবং কেহ কেহ বা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে লিপ্ত হইতে লাগিল। দেবগণ ঘোর অশনি, উত্তম আয়স পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, গুর্ব্বী গদা, ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা দানবদলকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন কেহ কেহ গদাপাতে বিধ্বস্তাঙ্গ এবং কেহ বা বাণদ্বারা বিখণ্ডিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ বিষম প্রহারে পতিত, কেহ বা অপরকে দারুণরূপে আহত করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধস্থলে তখন উভয় পক্ষই রথ, অশ্ব, ও আশুগামী বিমান লইয়া সরোষে সদন্তে সন্দষ্টৌষ্ঠপুটে পরস্পর সম্মুখীন হইল। ২১—৩০। তখন রথ সকল রথ দ্বারা ও পদাতিগণ পদাতি

নভোনভস্চ হি যথা নভস্তৈর্জ্জলদস্বনৈঃ ।
বভঞ্জু রথান্ কেচিৎ কেচিৎ সম্পাটিতা রথৈঃ
সম্বাধমন্তে সম্প্রাপ্য ন শেকুশ্চলিতুং রথান্ ।
অন্যোন্যমন্তে সমরে দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্যদংশিতাঃ
সংহ্রাদমানাভরণা জগ্মু স্তত্রাপি চর্ম্মিণঃ ।
অস্ত্রৈরন্যে বিনির্ভিন্না বেমু রক্তং হতা যুধি ॥৩৪
ক্ষরজ্জলানাং সদৃশা জলদানাং সমাগমে ।
তৈরস্ত্রশস্ত্রগ্রথিতং ক্ষিপ্তোৎক্ষিপ্তগদাবিলম্ ।
দেব-দানবসঙ্ক্রুদ্ধং সঙ্কুলং যুদ্ধমাবভৌ ।
তদ্দানবমহামেঘং দেবায়ুধবিরাজিতম্ ॥ ৩৬
অন্যোন্যবাণবর্ষেণ যুদ্ধদুর্দ্দিনমাবভৌ ।
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধঃ কালনেমিঃ স দানবঃ ॥৩৭
ব্যবর্দ্ধত সমুদ্রৌঘৈঃ পূর্য্যমাণ ইবাম্বুদঃ ।
তস্য বিদ্যুচ্চলাপীড়ৈঃ প্রদীপ্তাশনিবর্ষিণঃ ॥৩৮
গাত্রৈর্নগগিরিপ্রখ্যা বিনিপেতুর্বলাহকাঃ ।
ক্রোধান্নিশ্বসতস্তস্য ভ্রূভেদস্বেদবর্ষিণঃ ॥ ৩৯
সাগ্নিস্ফুলিঙ্গপ্রভৃতা মুখান্নিস্পেতুরর্চ্চিষঃ ।
তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ গগনে ববৃধুস্তস্য বাহবঃ ॥ ৪০
পর্ব্বতাদেব নিষ্ক্রান্তাঃ পঞ্চাস্যা ইব পন্নগাঃ ।
সোঽস্ত্রজালৈর্বহুবিধৈর্ধনুর্ভিঃ পরিঘৈরপি ॥ ৪১
দিব্যমাকাশমাবব্রে পর্ব্বতৈরুচ্ছ্রিতৈরিব ।
সোঽনিলোদ্ধতবসনস্তস্থৌ সংগ্রামলালসঃ ॥৪২
সন্ধ্যাতপগ্রস্তশিলঃ সাক্ষান্মেরুরিবাচলঃ ।
উরুবেগপ্রমথিতৈঃ শৈলশৃঙ্গাগ্রপাদপৈঃ ॥ ৪৩
অপাতয়দ্দেবগণান্ বজ্রেণেব মহাগিরীন্ ।
বহুভিঃ শস্ত্র-নিস্ত্রিংশৈশ্ছিন্নভিন্নশিরোরুহাঃ ॥
ন শেকুশ্চলিতুং দেবাঃ কালনেমিহতা যুধি ।
মুষ্টিভির্নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ তু বিদলীকৃতাঃ
যক্ষ-গন্ধর্ব্বপতয়ঃ পেতুঃ সহ মহোরগৈঃ ।
তে চ বিত্রাসিতা দেবাঃ সমরে কালনেমিনা ।

কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া গেল। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের জলদজালবৎ সেই সকল রথ গভীর শব্দ সহ বাহিত হইতে লাগিল। কেহ তৎসমস্ত রথ ভঞ্জন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা রথচাপনেই নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। কেহ বা রথ দ্বারা রুদ্ধ হইয়া চলিতে অক্ষম হইল। কোন কোন দানব কাহাকেও বাহুদ্বয় দ্বারা উৎক্ষেপণপূর্ব্বক সংহার করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা অস্ত্রাঘাতে নির্ভিন্ন হইয়া বর্ষাকালীন বর্ষণকারী জলদবৎ বহুল রুধির বমন করিতে লাগিল। দেব-দানবগণের তখন অস্ত্র-শস্ত্র-প্রহার ও গদানিক্ষেপাদি দ্বারা তৎকালিক যুদ্ধ অতি সঙ্কুলভাবে হইতে লাগিল! উভয় পক্ষে বাণ-বর্ষণ হইতে থাকিলে সেই যুদ্ধ তখন দুর্দ্দিনবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দানবগণ সেই দুর্দ্দিনের মেঘ এবং দেবগণের অস্ত্রসমূহ ইন্দ্রধনুর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে মহাসুর কালনেমি, ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রদ্বারা পূর্য্যমাণ মেঘবৎ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার বিদ্যুৎসদৃশ চঞ্চল মকুটে ও মহাগিরিসম গাত্রে ঠেকিয়া প্রদীপ্তাশনিবর্ষী মেঘগণ নিপতিত হইতে লাগিল। সে ক্রোধবশে ভ্রূকুটী-কুটিলমুখে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিলে মুখ হইতে স্বেদজলসহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-সমন্বিত বহ্নিশিখা সকল নির্গত হইতে লাগিল। তাহার বাহু সকল তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধদিকে গগনতলে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইল যেন, পর্ব্বত হইতে পঞ্চমুখ সর্পসকল বাহির হইতেছে। ৩১—৪০। বহুবিধ অস্ত্রজাল, ধনু ও পরিঘধারী সেই কালনেমি পর্ব্বতবৎ দিব্য আকাশ অচ্ছাদিত করিল। সংগ্রামাভিলাষী সেই দানবের আবরণ বসন বায়ুদ্বারা চালিত হইতে থাকিলে তখন বোধ হইল যেন মেরুপর্ব্বতের শিলাভাগ সন্ধ্যাতপে সমাক্রান্ত হইয়াছে। সেই দানব, উরুবেগদ্বারা প্রমথিত শৈলশৃঙ্গ ও পাদপ দ্বারা দেবগণকে, বজ্র দ্বারা মহাগিরিগণের ন্যায় পাতিত করিতে লাগিল। দেবগণ সেই রণে কালনেমি কর্ত্তৃক অস্ত্রশস্ত্র-প্রহারে ছিন্ন-ভিন্নাঙ্গ,—চলিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-ভুজগ-পতিগণ, কেহ মুষ্ট্যাঘাতে ভগ্ন, কেহ বা অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলে পড়িতে লাগিলেন। দেবগণ কালনেমির এবম্বিধ বিক্রম দর্শনে ভয়ে

ন শেকুর্দ্দানবন্তোঽপি যত্নং কর্ত্তুং বিচেতসঃ।
তেন শক্রঃ সহস্রাক্ষঃ স্পন্দিতঃ শরবন্ধনৈঃ ॥৪৭
ঐরাবতগতঃ সংখ্যে চলিতুং ন শশাক হ।
নির্জ্জলাম্ভোদসদৃশো নির্জ্জলার্ণবসপ্রভঃ ॥ ৪৮
নির্ব্যাপারঃ কৃতস্তেন বিপাশো বরুণো মৃধে।
রণে বৈশ্রবণস্তেন পরিঘৈঃ কামরূপিণা ॥৪৯
বিত্তদোঽপি কৃতঃ সংখ্যে নির্জ্জিতঃ কালনেমিনা
যমঃ সর্ব্বহরস্তেন মৃত্যুপ্রহরণো রণে ॥৫০
যাম্যামবস্থাং সন্ত্যজ্য ভীতঃ স্বাং দিশমাবিশৎ
স লোকপালানুৎসার্য্য কৃত্বা তেষাঞ্চ কর্ম্ম তৎ
দিক্ষু সর্ব্বাসু দেহং স্বং চতুর্দ্ধা বিদধে তদা।
স নক্ষত্রপথং গত্বা দিব্যং স্বর্ভানুদর্শনম্ ॥৫২
জহার লক্ষ্মীং সোমস্য তঞ্চাস্য বিষয়ং মহৎ।
চালয়ামাস দীপ্তাংশুং স্বর্গদ্বারাৎ স ভাস্করম্ ॥৫৩
সায়নঞ্চাস্য বিষয়ং জহার দিনকর্ম্ম চ।
সোঽগ্নিং দেবমুখং দৃষ্ট্বা চকারাত্মমুখাশ্রয়ম্ ॥৫৪
বায়ুঞ্চ তরসা জিত্বা চকারাত্মবশানুগম্।
স সমুদ্রান্ সমানীয় সর্ব্বাশ্চ সরিতো বলাৎ ॥৫৫
চকারাত্মমুখে বীর্য্যাদ্দেহভূতাশ্চ সিন্ধবঃ।
অপঃ স্ববশগাঃ কৃত্বা দিবিজা যাশ্চ ভূমিজাঃ ॥
স স্বয়ম্ভূরিবাভাতি মহাভূতপতির্যথা।
সর্ব্বলোকময়ো দৈত্যঃ সর্ব্বভূতভয়াবহঃ ॥ ৫৭
স লোকপালৈকবপুশ্চন্দ্রাদিত্যগ্রহাত্মবান্।
স্থাপয়ামাস জগতীং সুগুপ্তাং ধরণীধরৈঃ ॥৫৮
পাবকানিলসম্পাতো ররাজ যুধি দানবঃ।
পারমেষ্ঠ্যে স্থিতঃ স্থানে লোকানাং প্রভবোপমে।
তং তুষ্টুবুর্দৈত্যগণা দেবা ইব পিতামহম্ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে তারকাময়যুদ্ধং নাম সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৭॥

বিত্রস্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। ইচ্ছা থাকিলেও কোন প্রতিক্রিয়াই করিতে সমর্থ হইলেন না। কালনেমি সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে শরবন্ধনে জড়ীভূত করিল; ইন্দ্র, ঐরাবত-পৃষ্ঠে নিস্পন্দ হইয়া পড়িলেন। বরুণ তৎকর্তৃক রণক্ষেত্রে নির্জলাম্বুদ-সদৃশ কিম্বা নির্জলাম্বুধি-তুল্য নিশ্চেষ্ট ও পাশহীন হইলেন। ধনদ বৈশ্রবণ সেই কামরূপী কালনেমির পরিঘপ্রহারে পরিভূত হইলেন। সর্ব্বহর, মৃত্যুপ্রহরণ যমও কালনেমি কর্ত্তৃক স্বীয় দশা-বিপর্য্যয় হওয়ায় ভীতচিত্তে নিজ দিকে পলায়ন করিলেন। তখন কালনেমি লোকপাল-গণকে নিরাকরণপূর্ব্বক নিজদেহ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে স্থাপন করত তাঁহাদিগের কর্ম্মসকল করিতে লাগিল। দিব্য নক্ষত্র পথে যাইয়া রাহু যাহা কবলিত করণার্থ নিরন্তর লক্ষ্য করিয়া থাকে, চন্দ্রের সেই লক্ষ্মী ও রাজ্য কালনেমি অপহরণ করিল। দীপ্তাংশু ভাস্করকে স্বর্গদ্বার হইতে চালিত করিয়া তাঁহার 'সায়ন' বিষয় এবং দিনকার্য্য নিজায়ত্ত করিল। দেবমুখ অগ্নিকে দেখিয়া নিজ মুখে নিক্ষেপ করিল। বায়ুকেও সবলে জয় করিয়া আত্ম-বশীভূত করিল। সেই দানব সমস্ত সাগর ও সরিৎসমূহকে বীর্য্যবশে আনয়ন করিয়া নিজ মুখে প্রক্ষেপপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিল। সেই সর্ব্বলোকব্যাপী, সর্ব্বভূতভয়াবহ কাল-নেমি, দিবিজ ভূমিজ সর্ব্ববিধ জল স্ববশীভূত করিয়া মহাভূতপতি স্বয়ম্ভুর ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। সে লোকপাল ও চন্দ্রাদি-ত্যাদি-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পর্ব্বত-রক্ষিত জগতীকে সুস্থিরভাবে স্থাপন করিল। পাবকযুক্ত-অনিলসম তেজস্বী সেই কাল-নেমি দানব, লোকস্রষ্টার ন্যায় পরমেষ্ঠিপদে অবস্থিত হইলে দেবগণ যেমন পিতামহকে স্তব করেন, তদ্রূপ দৈত্যগণ তাহাকে স্তব করিতে লাগিল। ৪১—৫৯।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৭।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

মৎস্য উবাচ ।

পঞ্চ তং নাভ্যবর্ত্তন্ত বিপরীতেন কর্ম্মণা ।
বেদো ধর্ম্মঃ ক্ষমা সত্যং শ্রীশ্চ নারায়ণাশ্রয়া ॥১
স তেষামনুপস্থানাৎ সক্রোধো দানবেশ্বরঃ ।
বৈষ্ণবং পদমন্বিচ্ছন্ যযৌ নারায়ণান্তিকম্ ॥২
স দদর্শ সুপর্ণস্থং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্ ।
দানবানাং বিনাশায় ভ্রাময়ন্তং গদাং শুভাম্ ॥৩
সজলাম্ভোদসদৃশং বিদ্যুৎসদৃশবাসসম্ ।
স্বারূঢ়ং স্বর্ণপক্ষাঢ্যং শিখিনং কাশ্যপং খগম্ ॥ ৪
দৃষ্ট্বা দৈত্যবিনাশায় রণে স্বস্থমবস্থিতম্ ।
দানবো বিষ্ণুমক্ষোভ্যং বভাষে লুব্ধমানসঃ ॥
অয়ং স রিপুরস্মাকং পূর্ব্বেষাং প্রাণনাশনঃ ।
অর্ণবাবাসিনশ্চৈব মধোর্বৈ কৈটভস্য চ ॥ ৬
অয়ং স বিগ্রহোঽস্মাকমশাম্যঃ কিল কথ্যতে ।
অনেন সংযুগেষদ্য দানবা বহবো হতাঃ ॥ ৭
অয়ং স নির্ঘৃণো লোকে স্ত্রীবালনিরপত্রপঃ ।
যেন দানবনারীণাং সীমন্তোদ্ধরণং কৃতম্ ॥ ৮
অয়ং স বিষ্ণুর্দেবানাং বৈকুণ্ঠশ্চ দিবৌকসাম্ ।
অনন্তো ভোগিনামপ্সু স্বপন্নাস্তঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৯
অয়ং স নাথো দেবানামস্মাকং ব্যথিতাত্মনাম্
অস্য ক্রোধং সমাসাদ্য হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥১০
অস্য চ্ছায়ামুপাশ্রিত্য দেবা মখমুখে শ্রিতাঃ ।
আজ্যং মহর্ষিভির্দত্তমশ্নুবন্তি ত্রিধা হুতম্ ॥ ১১
অয়ং স নিধনে হেতুঃ সর্ব্বেষামমরদ্বিষাম্ ।
যস্য চক্রে প্রবিষ্টানি কুলান্যস্মাকমাহবে ॥ ১২
অয়ং স কিল যুদ্ধেষু সুরার্থে ত্যক্তজীবিতঃ ।
সবিতুস্তেজসা তুল্যং চক্রং ক্ষিপতি শত্রুষু ॥১৩
অয়ং স কালো দৈত্যানাং কালভূতঃ সমাস্থিতঃ
অতিক্রান্তস্য কালস্য ফলং প্রাপ্স্যতি কেশবঃ
দিষ্ট্যেদানীং সমক্ষং মে বিষ্ণুরেষ সমাগতঃ ।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

মৎস্য কহিলেন,—সেই কালনেমির বিপরীত কর্ম্মহেতু বেদ, ধর্ম্ম, ক্ষমা, সত্য ও নারায়ণাশ্রিতা শ্রী,—এই পঞ্চ তাহার আয়ত্ত হইল না। নচেৎ অপর সকলই বশীভূত হইল। সেই দানবেশ্বর ইহাদিগের অনুপস্থিতি হেতু ক্রুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব পদ গ্রহণাভিলাষে নারায়ণসমীপে প্রস্থান করিল। সে দেখিল,—শঙ্খ-চক্রগদাধর হরি, সুপর্ণোপরি আরূঢ় থাকিয়া দানবগণের বিনাশার্থ মহতী গদা ভ্রামণ করিতেছেন। তাঁহার পরিধান বস্ত্র বিদ্যুৎসদৃশ; স্বয়ং তিনি সজল জলদতুল্য। তাঁহার বাহন কশ্যপনন্দন গরুড় পক্ষী, স্বর্ণবর্ণ-পক্ষধর ও শিখাবান্। লোভী দানব কালনেমি অক্ষোভ্য বিষ্ণুকে দৈত্যবিনাশার্থ রণস্থলে সুস্থভাবে অবস্থিত দেখিয়া কহিল,—এই সেই আমাদিগের পূর্ব্বতনগণের প্রাণনাশী বৈরী। এ অর্ণববাসী মধু ও কৈটভকেও বিনাশ করিয়াছে। ইহার জন্যই আমাদিগের এই বিগ্রহ নিবৃত্ত হইবে না; বলা যায়। অদ্যও এই যুদ্ধে অনেকেই ইহার হস্তে নিহত হইয়াছে। যে, দানবনারীগণের সীমন্ত বিনাশ করিয়াছে,এই সেই স্ত্রী ও বালকের প্রতিও নির্দ্দয়, নির্লজ্জ বিষ্ণু। এই বিষ্ণুই স্বর্গবাসীদিগের বৈকুণ্ঠ, সর্পকুলের অনন্ত এবং জলশায়ী থাকিয়া স্বয়ম্ভুরও আত্মরূপে পরিব্যক্ত। এ দেবগণের নাথ ও আমাদিগের পীড়াদায়ক। ইহারই ক্রোধে হিরণ্যকশিপু নিহত হইয়াছে। ১—১০। ইহারই সহায়তায় দেবগণ মহর্ষিদত্ত ত্রিবিধ হুত হবি ভোজনে সমর্থ হয়। অমরবৈরিগণের সকলেরই নিধন বিষয়ে এই বিষ্ণুই হেতু। আমাদের বংশ যুদ্ধস্থলে ইহারই চক্রে বিলীন হইয়াছে। এ দেবগণের জন্য প্রাণত্যাগ করিতেও প্রস্তুত। এই বিষ্ণু রণক্ষেত্রে সূর্য্যতুল্য তেজঃশালী চক্র শত্রুগণের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। দৈত্যগণের কালস্বরূপ সেই কেশব এই কালরূপে অবস্থিত রহিয়াছে; পরন্তু এক্ষণে অতীত কালের সমুচিত ফল পাইবে। বাঃ! বিষ্ণু আমার সহিত অদ্য যুদ্ধার্থ উপস্থিত!

অদ্য মদ্বাহুনিষ্পিষ্টো মামেব প্রণমিষ্যতি॥ ১৫
যাস্যাম্যপচিতিং দিষ্ট্যা পূর্ব্বেষামদ্য সংযুগে।
ইমং নারায়ণং হত্বা দানবানাং ভয়াবহম্॥ ১৬
ক্ষিপ্রমেব হনিষ্যামি রণেঽমরগণাংস্ততঃ।
জাত্যন্তরগতো হ্যেষ বাধতে দানবান্ মৃধে॥১৭
এষোঽনন্তঃ পুরা ভূত্বা পদ্মনাভ ইতি শ্রুতঃ।
জঘানৈকার্ণবে ঘোরে তাবুভৌ মধুকৈটভৌ॥
দ্বিধাভূতং বপুঃ কৃত্বা সিংহস্যার্দ্ধং নরস্য চ।
পিতরং মে জঘানৈকো হিরণ্যকশিপুং পুরা॥১৯
শুভং গর্ভমধত্তৈনমদিতির্দেবতারণিঃ।
ত্রীন্ লোকানুজ্জহারৈকঃ ক্রমমাণস্ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ
ভূয়স্ত্বিদানীং সংগ্রামে সম্প্রাপ্তে তারকাময়ে।
ময়া সহ সমাগম্য স দেবো বিনশিষ্যতি॥ ২১
এবমুক্ত্বা বহুবিধং ক্ষিপন্ নারায়ণং রণে।
বাগ্ভিরপ্রতিরূপাভির্বিষ্ণুমেবাভ্যরোচয়ৎ॥২২
ক্ষিপ্যমাণোঽসুরেন্দ্রেণ ন চুকোপ গদাধরঃ।
ক্ষমাবলেন মহতা সস্মিতঞ্চেদমব্রবীৎ॥ ২৩
অল্পং দর্পবলং দৈত্য স্থিরমক্রোধজং বলম্।
হতস্ত্বং দর্পজৈর্দোষৈর্হিত্বা যস্তাবসে ক্ষমাম্॥২৪
অধীরস্ত্বং মম মতো ধিগেতত্তব বাগ্বলম্।
ন যত্র পুরুষাঃ সন্তি তত্র গর্জ্জন্তি যোষিতঃ॥২৫
অহং ত্বাং দৈত্য পশ্যামি পূর্ব্বেষাং মার্গগামিনম্
প্রজাপতিকৃতং সেতুং ভিত্ত্বা কঃ স্বস্তিমান্ ব্রজেৎ
অদ্য ত্বাং নাশয়িষ্যামি দেবব্যাপারঘাতকম্।
স্বেষু স্বেষু চ স্থানেষু স্থাপয়িষ্যামি দেবতাঃ॥২৭
এবং ব্রুবতি বাক্যন্তু মৃধে শ্রীবৎসধারিণি।
জহাস দানবঃ ক্রোধাদ্ধস্তাংশ্চক্রে সহায়ুধান্॥২৮
স বাহুশতমুদ্যম্য সর্ব্বাস্ত্রগ্রহণং রণে।
ক্রোধাদ্দ্বিগুণরক্তাক্ষো বিষ্ণুং বক্ষস্যতাড়য়ৎ॥২৯
দানবাশ্চাপি সমরে ময়তারপুরোগমাঃ।
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা বিষ্ণুমভ্যদ্রবন্ রণে॥ ৩০

আমার বাহু দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া অদ্য আমাকে প্রণাম করিতে বাধ্য হইবে। আহা! অদ্য আমি এই দানব-ভয়ঙ্কর নারায়ণকে নিহত করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের আনৃণ্য লাভ করিব। তার পর অতি অল্পকালেই অপরাপর সুরগণকে বিনাশ করিব। পরন্তু এই বিষ্ণু জন্মান্তর লাভ করিয়াও দৈত্যগণের হিংসা করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই অনন্তরূপী বিষ্ণু পদ্মনাভ হইয়া একার্ণবে সেই মধু ও কৈটভকে নিহত করিয়াছে। অর্দ্ধসিংহ ও অর্দ্ধ মানুষাকার পরিগ্রহ করিয়া একাকী আমার পিতা হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছে। দেব মাতা অদিতি দেবী ইহাকে শুভ গর্ভে ধারণ করিলেন; এ বামনরূপে জন্মিয়া বিক্রমত্রয়ে ত্রিলোক জয় করিয়া স্বায়ত্ত করিয়াছিল। ১১—২০। কিন্তু এই তারকাময় সংগ্রামে আমার সহিত সঙ্গত হইয়া সেই বিষ্ণুদেব ইদানীং বিনষ্ট হইবে। কালনেমি দানব এইরূপ নানা কথা বলিয়া দুঃসহ বাক্যে বিষ্ণুকে নিন্দা করিতে করিতে যুদ্ধোদ্যত হইল। গদাধর সেই কালনেমির নিন্দাবাক্যে ক্ষমাগুণবলে কুপিত না হইয়া সহাস্যমুখে কহিলেন,—ওহে দৈত্য! দর্পের বল অতি সামান্য; অক্রোধজ বলই স্থির দৃঢ়। তুমি দর্পজ দোষই হইবে; যেহেতু ক্ষমা বিসর্জ্জন করিয়া নানা দুর্ব্বাক্য বলিতেছ। আমার বোধ হয়, তুমি নিতান্ত অধীর; তোমার এই বাক্যবলে ধিক্! যেখানে পুরুষ না থাকে, সেইখানেই স্ত্রীলোকেরা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকে। হে দৈত্য! আমি দেখিতেছি, তুমি তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছ; প্রজাপতিকৃত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কোন্জন স্বস্তিমান্ হইতে পারে? তুমি দেবব্যাপারঘাতী; অদ্য আমি তোমাকে বিনাশ করিয়া দেবগণকে স্ব স্ব স্থানে পুনঃস্থাপন করিব। সেই রণক্ষেত্রে শ্রীবৎসধারী হরি এইরূপ বলিতে থাকিলে সেই দানব হস্তদ্বারা আয়ুধসমূহ উত্তোলনপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে অতি ক্রোধে রক্তনেত্রে সশস্ত্র শত বাহু উত্তোলন করিয়া বিষ্ণুকে বক্ষঃস্থলে তাড়িত করিল। ময় তার প্রমুখ দৈত্যগণ নিস্ত্রিংশাদি অস্ত্র

স তাড্যমানোঽতিবলৈর্দৈত্যৈঃ সর্ব্বোদ্যতায়ুধৈঃ
ন চচাল ততো যুদ্ধে কম্পমান ইবাচলঃ ॥ ৩১
সংসক্তশ্চ সুপর্ণেন কালনেমী মহাসুরঃ।
সর্ব্বপ্রাণেন মহতীং গদামুদ্যম্য বাহুভিঃ ॥৩২
ঘোরাং জ্বলন্তীং মুমুচে সংরব্ধো গরুড়োপরি।
কর্ম্মণা তেন দৈত্যস্য বিষ্ণুর্বিস্ময়মাবিশৎ ॥ ৩৩
যদা তেন সুপর্ণস্য পাতিতা মূর্দ্ধ্নি সা গদা।
সুপর্ণং ব্যথিতং দৃষ্ট্বা ক্ষতঞ্চ বপুরাত্মনঃ ॥ ৩৪
ক্রোধসংরক্তনয়নো বৈকুণ্ঠশ্চক্রমাদদে।
ব্যবর্দ্ধত স বেগেন সুপর্ণেন সমং বিভুঃ ॥
ভুজাশ্চাস্য ব্যবর্দ্ধন্ত ব্যাপুবন্তো দিশো দশ।
প্রদিশশ্চৈব খং গাং বৈ পূরয়ামাস কেশবঃ ॥৩৬
ববৃধে চ পুনর্লোকান্ ক্রান্তকাম ইবৌজসা।
তর্জ্জনায়াসুরেন্দ্রাণাং বর্দ্ধমানং নভস্তলে ॥ ৩৭
ঋষয়শ্চৈব গন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্।
সর্ব্বান্ কিরীটেন লিহন্ সাব্ভ্রমম্বরমম্বরৈঃ ॥ ৩৮
পদ্ভ্যামাক্রম্য বসুধাং দিশঃ প্রচ্ছাদ্য বাহুভিঃ।
স সূর্য্যকরতুল্যাভং সহস্রারমরিক্ষয়ম্ ॥ ৩৯
দীপ্তাগ্নিসদৃশং ঘোরং দর্শনেন সুদর্শনম্।
সুবর্ণরেণুপর্য্যন্তং বজ্রনাভং ভয়াপহম্ ॥ ৪০
মেদোঽস্থিমজ্জারুধিরৈঃ সিক্তং দানবসম্ভবৈঃ।
অদ্বিতীয়প্রহরণং ক্ষুরপর্য্যন্তমণ্ডলম্ ॥ ৪১
স্রগ্দামমালাবিততং কামগং কামরূপিণম্।
স্বয়ং স্বয়ম্ভুবা সৃষ্টং ভয়দং সর্ব্ববিদ্বিষাম্ ॥ ৪২
মহর্ষিরোষৈরাবিষ্টং নিত্যমাহবদর্পিতম্।
ক্ষেপণাদ্যস্য মুহ্যন্তি লোকাঃ সস্থাণুজঙ্গমাঃ ॥৪৩
ক্রব্যাদানি চ ভূতানি তৃপ্তিং যান্তি মহামৃধে।
তদপ্রতিমকর্ম্মোগ্রং সমানং সূর্য্যবর্চ্চসা ॥ ৪৪
চক্রমুদ্যম্য সমরে ক্রোধদীপ্তো গদাধরঃ।
স মুষ্ণন দানবং তেজঃ সমরে স্বেন তেজসা ॥৪৫
চিচ্ছেদ বাহূংশ্চক্রেণ শ্রীধরঃ কালনেমিনঃ।

সকল লইয়া বিষ্ণুর প্রতি ধাবিত হইল। ২১—৩০। বিষ্ণু সেই যুদ্ধে অতিবল দৈত্য-দলকর্ত্তৃক বিবিধ প্রহরণে প্রহৃত হইয়াও অচলবৎ অকম্পিত ভাবে অবস্থিত রহিলেন। মহাসুর কালনেমি বাহু দ্বারা গদা উদ্যত করিয়া অতি বেগে যাইয়া সুপর্ণ সহ সংসক্ত হইয়া সংরব্ধচিত্তে ঘোর জ্বলন্তী সেই মহতী গদা গরুড়োপরি পাতিত করিল। কালনেমি সুপর্ণের মস্তকে যে গদাপ্রহার করিল। তদ্দর্শনে বিষ্ণু বিস্মিত হইলেন। বৈকুণ্ঠ দেব তখন সুপর্ণকে ব্যথিতএবং আপনাকেও ক্ষত-বিক্ষত দর্শনে ক্রোধ-সংরক্ত-নয়নে চক্র গ্রহণ করিলেন। সেই বিভু সবেগে সুপর্ণ সহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তদ্বয় বৃদ্ধি পাইয়া দশদিক্ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। ফলতঃ কেশব তখন স্বীয় দেহ দ্বারা ভূমণ্ডল নভস্তল সকলই সমাবৃত করিলেন। তিনি যেন তখন লোকাক্রমণার্থই বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। অসুরগণের ভয় প্রদর্শনার্থ বর্ত্তমান সেই মধুসূদনকে ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ স্তব করিতে লাগিলেন। সেই হরি, কিরীট দ্বারা সাভ্র অম্বরতল উল্লেখন, পদদ্বয় দ্বারা বসুধাকে আক্রমণ এবং বাহুচয়দ্বারা দিক্ সকল প্রচ্ছাদনপূর্ব্বক সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল, সহস্র অরযুক্ত, দীপ্তাগ্নিসদৃশ, ঘোরদর্শন সুদর্শন চক্র গ্রহণ করিলেন। ঐ চক্রের প্রান্তভাগ সুবর্ণকারুকার্য্যে খচিত, এবং নাভিদেশ হীরকমণ্ডিত উহা অরিনাশক ও ভয়নিবারক। ৩১—৪০। ঐ চক্রের প্রান্তভাগ ক্ষুরসম ধারযুক্ত। ঐ চক্র দানব-গণের অস্থিমজ্জা-রুধিরে সিক্ত, মাল্যদাম-ভূষিত, কামগামী, কামরূপ, ও সর্ব্ব শত্রুর ভয়প্রদ। স্বয়ং স্বয়ম্ভু ঐ চক্র সৃজন করিয়াছেন। মহর্ষিগণের রোষসমূহ উহাতে বিরাজিত। যুদ্ধে ঐ চক্র নিয়ত দর্পিত। রণস্থলে উহা নিক্ষেপ করিলে স্থাবর জঙ্গম লোকসকল দগ্ধ হইয়া যায়, এবং মাংসাশী জীবগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। গদাধর, শ্রীধর সেই অপ্রতিম কর্ম্মসাধক উগ্র সূর্য্য-তেজঃসদৃশ উজ্জ্বল চক্র সমুদ্যত করিয়া ক্রোধদীপ্তকায়ে সেই সমরক্ষেত্রে স্বীয় তেজে দানবতেজ অপহরণপূর্ব্বক সেই কালনেমির বাহু সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে

উচ্চ বক্ত্রশতং ঘোরং সাগ্নিপূর্ণাট্টহাসি বৈ ॥৪৬
তস্য দৈত্যস্য চক্রেণ প্রমমাথ বলাদ্ধরিঃ।
স ছিন্নবাহুর্বিশিরা ন প্রাকম্পত দানবঃ ॥ ৪৭
কবন্ধোঽবস্থিতঃ সংখ্যে বিশাখ ইব পাদপঃ।
সংবিতত্য মহাপক্ষৌ বায়োঃ কৃত্বা সমং জবম্
উরসা পাতয়ামাস গরুড়ঃ কালনেমিনম্।
স তস্য দেহো বিমুখো বিবাহুশ্চ পরিভ্রমন্ ॥৪৯
নিপপাত দিবং ত্যক্ত্বা ক্ষোভয়ন্ ধরণীতলম্।
তস্মিন্ নিপতিতে দৈত্যে দেবাঃ সর্ষিগণাস্তদা ॥
সাধু সাধ্বিতি বৈকুণ্ঠং সমেতাঃ প্রত্যপূজয়ন্।
অপরে যে তু দৈত্যাশ্চ যুদ্ধে দৃষ্টপরাক্রমাঃ ॥৫১
তে সর্ব্বে বাহুভির্ব্যাপ্তা ন শেকুশ্চলিতুং রণে।
কাংশ্চিৎ কেশেষু জগ্রাহ কাংশ্চিৎ কণ্ঠেষু পীড়য়
চকর্ষ কস্যচিদ্বক্ত্রং মধ্যেঽগৃহ্ণাদথাপরম্।
তে গদা-চক্রনির্দ্দগ্ধা গতসত্ত্বা গতাসবঃ ॥ ৫৩
গগনাদ্ভ্রষ্টসর্ব্বাঙ্গা নিপেতুর্ধরণীতলে।
তেষু দৈত্যেষু সর্ব্বেষু হতেষু পুরুষোত্তমঃ ॥৫৪
তস্থৌ শক্রপ্রিয়ং কৃত্বা কৃতকর্ম্মা গদাধরঃ।
তস্মিন্ বিমর্দ্দে সংগ্রামে নিবৃত্তে তারকাময়ে ॥৫৫
তং দেশমাজগামাশু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
সর্ব্বৈর্ব্রহ্মর্ষিভিঃ সার্দ্ধং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ ॥৫৬
দেবদেবো হরিং দেবং পূজয়ন্ বাক্যমব্রবীৎ।
কৃতং দেব মহৎ কর্ম্ম সুরাণাং শল্যমুদ্ধৃতম্।
বধেনানেন দৈত্যানাং বয়ঞ্চ পরিতোষিতাঃ ॥৫৭
যোঽয়ং ত্বয়া হতো বিষ্ণো কালনেমী মহাসুরঃ
ত্বমেকোঽস্য মৃধে হন্তা নান্যঃ কশ্চন বিদ্যতে
এষ দেবান্ পরিভবন্ লোকাংশ্চ সসুরাসুরান্
ঋষীণাং কদনং কৃত্বা মামপি প্রতি গর্জ্জতি ॥৫৯
তদনেন তবাগ্র্যেণ পরিতুষ্টোঽস্মি কর্ম্মণা।
যদয়ং কালকল্পস্থ কালনেমী নিপাতিতঃ ॥ ৬০

হরি সবলে সেই দানবের অগ্নিপূর্ণ শত মুখও চক্রাঘাতে মথিত করিলেন। কিন্তু সেই দানব তখন ছিন্নবাহু ও মস্তকহীন হইয়াও কবন্ধাকারে রণক্ষেত্রে শাখাশূন্য পদপবৎ অবস্থান করিতে লাগিল। অতঃপর গরুড় পক্ষী স্বীয় পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া বায়ুসম বেগে বক্ষস্থলদ্বারা সেই কালনেমিকে পাতিত করিল। কালনেমির বাহুহীন মস্তক-শূন্য সেই দেহ দ্যুলোক ত্যাগপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে করিতে জগৎ ক্ষোভিত করিয়া পতিত হইল। সেই কালনেমি পতিত হইলে দেব ও ঋষিগণ মিলিত হইয়া "সাধু সাধু" বলিয়া বৈকুণ্ঠকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। ৪১—৫০। রণক্ষেত্রে অপর যত পরাক্রমশালী দানব ছিল, তাহারাও তখন বিষ্ণু কর্ত্তৃক বাহুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া গমনাগমনে অসমর্থ হইল। বিষ্ণু তাহাদিগের কাহাকেও কেশে গ্রহণ করিলেন; কাহাকেও কণ্ঠে ধরিয়া পীড়ন করিলেন; কাহারও মুখে ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন; অপর কাহাকেও মধ্যদেশ ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। তাহারা বিষ্ণুর চক্র গদাদি প্রহারে নির্দ্দগ্ধ হইয়া ছিন্ন ও ভগ্নাঙ্গে গগনতল হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইভাবে সেই দৈত্যগণ হতাহত হইল; দেব গদাধর শক্রের প্রিয়ানুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই তারকাময় সংগ্রাম নিবৃত্ত হইলে সেই স্থলে দেবদেব লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত ব্রহ্মর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের সহিত সমাগত হইয়া হরিকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক এই বাক্য কহিলেন,—হে দেব! আপনি মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন। সুরগণের শল্য উদ্ধার হইয়াছে। এই দৈত্যগণের বধে আমরা সকলেই পরিতুষ্ট হইয়াছি। বিষ্ণো! আপনি যে, এই কালনেমি মহাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন, একমাত্র আপনিই এই দানবের হন্তা; অপর কেহই ইহার হন্তা ছিল না। এই দানব দেবগণকে পরিভূত করিয়া সুরাসুর লোকসকলের উদ্বেগ বিধানপূর্ব্বক ঋষিগণের প্রতি নানা অত্যাচার করিত এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়াও গর্জ্জন করিত। অতএব আপনি যে কালনেমিকে নিহত করিয়াছেন, আপনার এই মহৎ কর্ম্মে আমরা অতীব পরিতুষ্ট হইয়াছি। ৫১—৬০।

তদাগচ্ছস্ব ভদ্রং তে গচ্ছাম দিবমুত্তমম্ ।
ব্রহ্মর্ষয়স্ত্বাং তত্রস্থাঃ প্রতীক্ষন্তে সদোগতাঃ ॥৬
কল্কাহং তব দাস্যামি বরং বরবতাং বর ।
সুরেম্বথ চ দৈত্যেষু বরাণাং বরদো ভবান্ ॥৬
নির্য্যাতয়ৈতত্ত্রৈলোক্যং স্ফীতং নিহতকণ্টকম্
অস্মিন্নেব মৃধে বিষ্ণো শক্রায় সুমহাত্মন ॥ ৬৩
এবমুক্তো ভগবতা ব্রহ্মণা হরিরব্যয়ঃ ।
দেবাঞ্ছক্রমুখান্ সর্ব্বানুবাচ শুভয়া গিরা ॥৬৪

বিষ্ণুরুবাচ ।

শৃণ্বন্তু ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যাবন্তোঽত্র সমাগতাঃ ।
শ্রবণাবহিতৈঃ শ্রোত্রৈঃ পুরস্কৃত্য পুরন্দরম্ ॥৬৫
অস্মাভিঃ সমরে সর্ব্বে কালনেমিমুখা হতাঃ ।
দানবা বিক্রমোপেতাঃ শক্রাদপি মহত্তরাঃ ॥৬৬
অস্মিন্ মহতি সংগ্রামে দৈতেয়ৌ দ্বৌ বিনিঃসৃতৌ ।
চিরোচনশ্চ দৈত্যেন্দ্রঃ সর্ভানুশ্চ মহাগ্রহঃ ॥৬৭
স্বাং দিশং ভজতাং শক্রো দিশং বরুণ এব চ
যাম্যাং যমঃ পালয়তামুত্তরাঞ্চ ধনাধিপঃ ॥ ৬৮
ঋক্ষৈঃ সহ যথাযোগং গচ্ছতাঞ্চৈব চন্দ্রমাঃ ।
অব্দমৃতুমুখে সূর্য্যো ভজতামযনৈঃ সহ ॥ ৬৯
আজ্যভাগাঃ প্রবর্ত্তন্তাং সদস্যৈরভিপূজিতাঃ ।
হূয়ন্তামগ্নয়ো বিপ্রৈর্বেদদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৭০
দেবাশ্চাপ্যগ্নিহোমেন স্বাধ্যায়েন মহর্ষয়ঃ ।
শ্রাদ্ধেন পিতরশ্চৈব তৃপ্তিং যান্তু যথাসুখম্ ॥৭১
বায়ুশ্চরতু মার্গস্থস্ত্রিধা দীপ্যতু পাবকঃ ।
ত্রীংশ্চ বর্ণাংশ্চ লোকাংস্ত্রীংস্তর্পয়ংশ্চাত্মজৈর্গুণৈঃ
ক্রতবঃ সম্প্রবর্ত্তন্তাং দীক্ষণীয়ৈর্দ্বিজাতিভিঃ ।
দক্ষিণাশ্চোপপাদ্যন্তাং যাজ্ঞিকেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥৭৩
গান্তু সূর্য্যো রসান্ সোমো বায়ুঃ প্রাণাংশ্চ প্রাণিষু ।
তর্পয়ন্তঃ প্রবর্ত্তন্তাং সর্ব্ব এব স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৭৪
যথাবদানুপূর্ব্বেণ মহেন্দ্রমলয়োদ্ভবাঃ ।
ত্রৈলোক্যমাতরঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রং যান্তু সিন্ধবঃ ॥৭৫

অতএব এক্ষণে আসুন, আমরা প্রতিগমন করি; সেখানে সভাস্থলে ব্রহ্মর্ষিগণ আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে বরদাতৃবর! আপনি সুরাসুরগণের বরদাতা; আপনাকে আমি আর কোন্ বর প্রদান করিব? বিষ্ণো! এই যুদ্ধস্থলেই এই নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ ত্রৈলোক্যরাজ্য মহাত্মা শক্রকে অর্পণ করুন। ভগবান্ অব্যয় হরি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া শক্রাদি সমস্ত দেবগণকে এই শুভবাক্যে কহিলেন,—এস্থলে উপস্থিত ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই সাবধানে শ্রবণ করুন। আমরা সমরে কালনেমিপ্রমুখ ইন্দ্রাধিক বিক্রমশালী দানবগণকে নিহত করিয়াছি। এই মহাসংগ্রামে দৈত্যেন্দ্র বিরোচন ও মহাগ্রহ স্বর্ভানু—এই দুই দানব পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। অতএব শক্র পূর্ব্বদিক্, বরুণ পশ্চিমদিক্, যম দক্ষিণদিক্ এবং ধনদ উত্তরদিক্ প্রতিপালনে নিযুক্ত হউন। চন্দ্রমা ও নক্ষত্রগণসহ যথাস্থানে প্রস্থান করুন। সূর্য্য ঋতু ও অয়নগণসহ অব্দ ভজনা করুন। সদস্যগণকর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া আজ্যভাগ সকল প্রবর্ত্তিত হউক। বিপ্রগণ বেদদৃষ্ট বিধানে যজ্ঞাদি কর্ম্মে অগ্নিতে আহুতি সকল প্রদান করুন ৬১—৭০। অগ্নিহোম দ্বারা দেবগণ, স্বাধ্যায় দ্বারা মহর্ষিগণ ও শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃগণ যথাযোগ্য তৃপ্তি লাভ করিতে থাকুন। বায়ু যথোপযুক্তভাবে বিচরণ করুন; আর পাবক, ত্রিবিধভাবে দীপ্যমান হইয়া আত্মগুণে তিন লোকের ও তিন বর্ণের তৃপ্তিবিধান করিতে থাকুন। দীক্ষণীয় দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক ক্রতু সকল প্রবর্ত্তিত হউক; যাজ্ঞিকদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দক্ষিণা প্রদত্ত হউক। রবি প্রাণিগণের পৃথিবী, সোম রস এবং বায়ু প্রাণ সকল যোজনা সহকারে, সর্ব্বভূতের তৃপ্তি সাধনপূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত হউন। মহেন্দ্র মলয়াদি অচল সকল হইতে সমুৎপন্ন লোকমাতা নদীগণ যথাবৎ আনুপূর্ব্বীক্রমে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত

দৈত্যেভ্যস্ত্যজ্যতাং ভীশ্চ শান্তিং ব্রজত দেবতাঃ।
স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্
স্বগৃহে স্বর্গলোকে বা সংগ্রামে বা বিশেষতঃ।
বিশ্রম্ভো বো ন মন্তব্যোঃ নিত্যং ক্ষুদ্রা হি দানবাঃ॥ ৭৭
ছিদ্রেষু প্রহরন্ত্যেতে ন তেষাং সংস্থিতির্ধ্রুবা
সৌম্যানামৃজুভাবানাং ভবতামার্জ্জবং ধনম্॥৭৮
এবমুক্তা সুরগণান্ বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ।
জগাম ব্রহ্মণা সার্দ্ধং স্বলোকন্তু মহাযশাঃ॥৭৯
এতদাশ্চর্য্যমভবৎ সংগ্রামে তারকাময়ে।
দানবানাঞ্চ বিষ্ণোশ্চ যন্মাংত্বং পরিপৃষ্টবান্॥৮
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভবপ্রাদুর্ভাবসংগ্রহো নামাষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৮॥

হউন। হে দেবগণ! আপনারা দৈত্যভয় পরিহার করুন, শান্তি প্রাপ্ত হউন। আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আমি সনাতন ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করি। দানবগণ অতি ক্ষুদ্রাশয়; অতএব আপনারা স্বগৃহে, স্বর্গে রণক্ষেত্রে সাবধানে বাসিবেন। ইহারা অবকাশ পাইলেই দেবগণকে প্রহার করিয়া থাকে, ইহাদিগের কুত্রাপি স্থায়ী অবস্থান নাই। আপনারা সৌম্য, ও সরলান্তঃকরণ; আপনাদিগের সরলতাই পরম ধন। সেই সত্যপরাক্রম মহাযশা বিষ্ণু, দেবগণকে এই বলিয়া ব্রহ্মার সহিত নিজলোকে প্রস্থান করিলেন। তুমি যে আমাকে তারকাময় সংগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, বিষ্ণু ও দানবগণের সেই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত এই কথিত হইল। ৭১—৮০।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥১৭৮

একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
শ্রুতঃ পদ্মোদ্ভবস্তাত বিস্তরেণ ত্বয়েরিতঃ।
সমাসাত্তবমাহাত্ম্যং ভৈরবস্য বিধীয়তাম্॥১
সূত উবাচ।
তস্যাপি দেবদেবস্য শৃণুধ্বং কর্ম্ম চোত্তমম্।
আসীদ্দৈত্যোঽন্ধকো নাম ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ
তপসা মহতা যুক্তো হ্যবধ্যস্ত্রিদিবৌকসাম্।
স কদাচিন্মহাদেবং পার্ব্বত্যা সহিতং প্রভুম্॥৩
ক্রীড়মানং তদা দৃষ্ট্বা হর্ত্তুং দেবীং প্রচক্রমে।
তস্য যুদ্ধং তদা ঘোরমভবৎ সহ শম্ভুনা॥ ৪
আবন্ত্যে বিষয়ে ঘোরে মহাকালবনং প্রতি।
তস্মিন্ যুদ্ধে তদা রুদ্রশ্চান্ধকেনাতিপীড়িতঃ॥৫
সুসুবে বাণমত্যুগ্রং নাম্না পাশুপতং হি তৎ।
রুদ্রবাণবিনির্ভেদাদ্রুধিরাদন্ধকস্য তু॥ ৬
অন্ধকাশ্চ সমুৎপন্নাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।

ঊনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে তাত! আমরা ভবৎকথিত পদ্মোদ্ভববৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সংক্ষেপে ভৈরবভবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,—সেই দেবদেবের উত্তম কর্ম্ম শ্রবণ করুন। পুরাকালে অন্ধক নামে এক ভিন্নাঞ্জন-পুঞ্জপ্রতিম দৈত্য ছিল। ঐ দৈত্য মহাতপস্যায় অন্বিত ও ত্রিদিববাসীদিগের অবধ্য ছিল। একদা অন্ধক দেখিল,—পার্ব্বতীসহ মহাদেব ক্রীড়া করিতেছেন; তদ্দর্শনে সে, দেবী শৈলসুতাকে হরণ করিবার চেষ্টা করে; তাহাতে হরের সহিত তৎকালে তাহার ঘোর যুদ্ধ হয়। আবন্ত্যদেশে মহাকাল নামে এক অরণ্য আছে; সেই অরণ্যমধ্যেই ঐ দারুণ যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে রুদ্রদেব অন্ধকাসুর কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পাশুপত নামে এক অত্যুগ্র বাণ সৃষ্টি করেন। সেই রুদ্রবাণে নির্ভিন্ন অন্ধকের ক্ষরিত রুধির হইতে শত শত

তেষাং বিদার্য্যমাণানাং রুধিরাদপরে পুনঃ ॥৭
বভূবুরন্ধকা ঘোরা যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ।
এবং মায়াবিনং দৃষ্ট্বা তস্য দেবস্তদান্ধকম্।
পানার্থমন্ধকাস্রস্য সোঽসৃজন্মাতরস্তদা॥ ৮
মাহেশ্বরী তথা ব্রাহ্মী কৌমারী মালিনী তথা॥
সৌপর্ণী হ্যথ বায়ব্যা শাক্রী বৈ নৈঋতী তথা।
সৌরী সৌম্যা শিবা দূতী চামুণ্ডা চাথ বারুণী॥
বারাহী নারসিংহী চ বৈষ্ণবী চ চলচ্ছিখা।
শতানন্দা ভগানন্দা পিচ্ছিলা ভগমালিনী ॥১১
বলা চাতিবলা রক্তা সুরভীমুখমণ্ডিকা।
মাতৃনন্দা সুনন্দা চ বিড়ালী শকুনী তথা॥ ১২
রেবতী চ মহারক্তা তথৈব পিলপিচ্ছিকা।
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী চাপরাজিতা॥ ১৩
কালী চৈব মহাকালী দূতী চৈব তথৈব চ।
সুভগা দুর্ভগা চৈব করালী নন্দিনী তথা॥ ১৪
অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব মারী বৈ মৃত্যুরেব চ।
কর্ণমোটী তথা গ্রাম্যা উলূকী চ ঘটোদরী ॥১৫
কপালী বজ্রহস্তা চ পিশাচী রাক্ষসী তথা॥
ভুশুণ্ডী শাঙ্করী চণ্ডা লাঙ্গলী কুটভী তথা॥১৬
খেটা সুলোচনা ধূম্রা একবীরা করালিনী।
বিশালদংষ্ট্রিণী শ্যামা ত্রিজটী কুক্কুটী তথা॥ ১৭
বৈনায়কী চ বৈতালী উন্মত্তোদুম্বরী তথা।
সিদ্ধিশ্চ লেলিহানা চ কেকরী গর্দ্দভী তথা॥১৮
ভ্রূকুটী বহুপুত্রী চ প্রেতযানা বিড়ম্বিনী।
ক্রৌঞ্চা শৈলমুখী চৈব বিনতা সুরসা দনুঃ ॥১৯
উষা রম্ভা মেনকা চ সলিলা চিত্ররূপিণী।
স্বাহা স্বধা বষট্কারা ধৃতির্জ্যেষ্ঠা কপর্দ্দিনী ॥২০
মায়া বিচিত্ররূপা চ কামরূপা চ সঙ্গমা।
মুখেবিলা মঙ্গলা চ মহানাসা মহামুখী ॥২১
কুমারী রোচনা ভীমা সদাহাসা মদোদ্ধতা।
অলম্বাক্ষী কালপর্ণী কুম্ভকর্ণী মহাসুরী॥ ২২
কেশিনী শঙ্খিনী লম্বা পিঙ্গলা লোহিতামুখী।
ঘণ্টারবাথ দংষ্ট্রালা রোচনা কাকজঙ্ঘিকা॥ ২৩
গোকর্ণিকাজমুখিকা মহাগ্রীবা মহামুখী।
উল্কামুখী ধূমশিখা কম্পিনী পরিকম্পিনী॥ ২৪
মোহনা কম্পনা ক্ষেলা নির্ভয়া বাহুশালিনী।

সহস্র সহস্র অন্ধকের আবির্ভাব হয়। সেই সকল অন্ধক বিদারিত হইলে তাহাদের রুধিরধারা হইতেও আবার অপরাপর বহুসংখ্যক ঘোরাকার অন্ধক উৎপন্ন হয়। সেই সকল অন্ধকাসুরে এই নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সেই অন্ধকাসুরকে এইরূপ মায়াবী দেখিয়া দেবদেব তদীয় রুধির প্রবাহ পান করিবার জন্য তৎকালে বহুসংখ্যক মাতৃগণকে সৃষ্টি করিলেন।১—৮। সেই সমস্ত মাতৃগণের নাম যথা—মাহেশ্বরী, ব্রাহ্মী, কৌমারী, মালিনী, সৌপনী, বায়ব্যা, শাক্রী, নৈঋতী, সৌরী, সৌম্যা, শিবা, দূতী, চামুণ্ডা, বারুণী, বারাহী, নারসিংহী, বৈষ্ণবী, চলচ্ছিখা, শতানন্দা, ভগানন্দা, পিচ্ছিলা, ভগমালিনী, বলা, অতিবলা, রক্তা, সুরভী-মুখ-মণ্ডিকা, মাতৃনন্দা, সুনন্দা, বিড়ালী, শকুনী, রেবতী, মহারক্তা, পিলপিচ্ছিকা, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, কালী, মহাকালী, দূতী, সুভগা, দুর্ভগা, করালী, নন্দিনী, অদিতি, দিতি, মারী মৃত্যু, বর্ণমোটী, গ্রাম্যা, উলূকী, ঘটোদরী, কপালী, বজ্রহস্তা, পিশাচী, রাক্ষসী, ভুশুণ্ডী, শাঙ্করী, চণ্ডা, লাঙ্গলী, পুটভী, খেটা, সুলোচনা, ধূম্রা, একবীরা, করালিনী, বিশালদংষ্ট্রিণী, শ্যামা, ত্রিজটী, কুক্কুরী, বৈনায়কী, বৈতালী, উন্মত্তা, উদুম্বরী, সিদ্ধি, লেলিহানা, গর্দ্দভী, ভ্রূকুটী, বহুপুত্রী, প্রেতায়না, বিড়ম্বিনী, ক্রৌঞ্চা, শৈলমুখী, বিনতা, সুরসা, দনু, উষা, রম্ভা, মেনকা, সলিলা, চিত্ররূপিণী, স্বাহা, স্বধা, বষট্কারা, ধৃতি, জ্যেষ্ঠা, কপর্দ্দিনী, মায়া, বিচিত্ররূপা, কামরূপা, সঙ্গমা, মুখেবিলা, মঙ্গলা, মহানাসা, মহামুখী, কুমারী, রোচনা, ভীমা, সদাহাসা, মহোদ্ধতা, অলম্বাক্ষী, কালপর্ণী কুম্ভকর্ণী, মহাসুরী, কোশনী, শঙ্খিনী, লম্বা, পিঙ্গলা, লোহিতমুখী, ঘণ্টারবা, দংষ্ট্রালা, রোচনা, কালজঙ্ঘিকা, গোকর্ণিকা, অজমুখিকা, মহাগ্রীবা, মহামুখী, উল্কামুখী, ধূমশিখা, কম্পিনী, অরিকম্পিনী, মোহনা,

সর্পকর্ণ তথৈকাক্ষী বিশোকা নন্দিনী তথা ॥
জ্যোৎস্নামুখী চ রভসা নিকুম্ভা রক্তকম্পনা।
অবিকারা মহাচিত্রা চন্দ্রসেনা মনোরমা ॥ ২৬
অদর্শনা হরৎপাপা মাতঙ্গী লম্বমেখলা।
অবালা বঞ্চনা কালী প্রমোদা লাঙ্গলাবতী ॥ ২৭
চিত্তা চিত্তজলা কোণা শান্তিকাঘবিনাশিনী।
লম্বস্তনী লম্বসটা বিসটা বাসচূর্ণিনী ॥ ২৮
স্খলন্তী দীর্ঘকেশী চ সুচিরা সুন্দরী শুভা
অয়োমুখী কটুমুখী ক্রোধনী চ তথাশনী ॥ ২৯
কুটুম্বিকা মুক্তিকা চ চন্দ্রিকা বলমোহিনী।
সামান্যা হাসিনী লম্বা কোবিদারী সমাসবী ॥ ৩০
কঙ্কুকর্ণী মহানাদা মহাদেবী মহোদরী।
হুঙ্কারী রুদ্রসুসটা রুদ্রেশী ভূতডামরী ॥ ৩১
পিণ্ডজিহ্বা চলজ্জ্বালা শিবা জ্বালামুখী তথা।
এতাশ্চান্যাশ্চ দেবেশঃ সোঽসৃজন্মাতরস্তদা ॥
অন্ধকানাং মহাঘোরাঃ পপুস্তদ্রুধিরং তদা।
ততোঽন্ধকাসৃঙ্গঃ সর্ব্বাঃ পরাং তৃপ্তিমুপাগতাঃ
তাসু তৃপ্তাসু সম্ভূতা ভূয় এবান্ধকপ্রজাঃ।
অর্দ্দিতস্তৈর্মহাদেবঃ শূল-মুদ্গরপাণিভিঃ ॥ ৩৪
ততঃ স শঙ্করো দেবস্ত্বন্ধকৈর্ব্যাকুলীকৃতঃ।
জগাম শরণং দেবং বাসুদেবমজং বিভুম্ ॥ ৩৫
ততস্তু ভগবান্ বিষ্ণুঃ সৃষ্টবান্ শুষ্করেবতীম্।
যা পপৌ সকলং তেষামন্ধকানামসৃক্ ক্ষণাৎ ॥
যথা যথা চ রুধিরং পিবন্ত্যন্ধকসম্ভবম্।
তথা তথাধিকং দেবী সংশুষ্যতি জনাধিপ ॥ ৩৭
পীয়মানে তয়া তেষামন্ধকানাং তথাসৃজি।
অন্ধকাস্তু ক্ষয়ং নীতাঃ সর্ব্বে তে ত্রিপুরারিণা ॥
মূলান্ধকস্তু বিক্রম্য তদা শর্ব্বস্ত্রিলোকধৃক্।
চকার বেগাচ্ছূলাগ্রে স চ তুষ্টাব শঙ্করম্ ॥ ৩৯
অন্ধকস্তু মহাবীর্য্যস্তস্য তুষ্টোঽভবদ্ভবঃ।
সামীপ্যং প্রদদৌ নিত্যং গণেশত্বং তথৈব চ

কম্পনা, খেলা, নির্ভয়া, বাহুশালিনী, সর্পকর্ণী একাক্ষী, বিশোকা, নন্দিনী, জ্যোৎস্নামুখী, রভসা, নিকুম্ভা, রক্তকম্পনা, অবিকারা, মহাচিত্রা, চন্দ্রসেনা, মনোরমা, অদর্শনা, হরৎপাপা, মাতঙ্গী, লম্বমেলা, অবালা, বঞ্চনা, কালী, প্রমোদা, লাঙ্গলাবতী, চিত্তা, চিত্তজলা, কোণা, শান্তিকা, অঘবিনাশিনী, লম্বস্তনী লম্বসটা, বিসটা, বাসচুর্ণিনী, স্খলন্তী, দীর্ঘকেশী, সুচিরা, সুন্দরী, শুভা, অয়োমুখী, কটুমুখী, ক্রোধনী, অশনি, কুটুম্বিকা, মুক্তিকা, চন্দ্রিকা, বলমোহিনী, সামান্যা, হাসিনী, লম্বা, কোবিদারী, সমাসবী, কঙ্কুকর্ণী, মহানাদা, মহাদেবী, মহোদরী, হুঙ্কারী, রুদ্রসুসটা, রুদ্রেশী, ভূতডামরী, কুণ্ডজিহ্বা, চলজ্জ্বালা, শিবা, এবং জ্বালামুখী, এই সকল ও অন্যান্য আরও বহু মাতৃকা তৎকালে দেবদেব শঙ্কর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইলেন। মাতৃকাসমূহের আকৃতি তখন অতীব ঘোরাকারে প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাঁহারা অন্ধকসমূহের রুধিরধারা পান করিতে লাগিলেন। রুধিরপানে তাঁহাদের পরম পরিতৃপ্তি হইল। ৯—৩৩। মাতৃকাগণ তৃপ্ত হইলে পুনরায় অন্ধক-প্রজা সকল প্রাদুর্ভূত হইল। তাহারা শূল ও মুদ্গর হস্তে মহাদেবকে আক্রমণ করিল। অনন্তর শঙ্কর অন্ধকবংশধরগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ব্যাকুলীকৃত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু শুষ্করেবতী নামে এক দেবীমূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন। তিনি সৃষ্ট হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অন্ধকদিগের সমস্ত শোণিত পান করিয়া ফেলিলেন। সেই দেবী যেমন যেমন অন্ধকদিগের শোণিতরাশি পান করিতে লাগিলেন, অমনি তিনি শুষ্ক হইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই দেবী কর্ত্তৃক অন্ধকদিগের সমস্ত শোণিতরাশি পীত হইলে ত্রিপুরারি নবজাত অন্ধকদিগকে সম্পূর্ণরূপে সংহারদশায় উপনীত করিলেন। অনন্তর ত্রিলোকধারী শর্ব্ব প্রকৃত অন্ধকাসুরকে আক্রমণ করিয়া সবেগে শূলাগ্রে উত্থাপিত করিলে, মহাবীর্য্য অন্ধক শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিল। অন্ধকাসুরের স্তবে ভগবান্ ভব পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে স্বীয় সামীপ্য ও গণেশত্ব প্রদান করিলেন।

ততো মাতৃগণাঃ সর্ব্বে শঙ্করং বাক্যমব্রুবন্।
ভগবন্ ভক্ষয়িষ্যামঃ স দেবাসুরমানুষান্।
ত্বৎপ্রসাদাজ্জগৎ সর্ব্বং তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৪১

শঙ্কর উবাচ।

ভবতীভিঃ প্রজাঃ সর্ব্বা রক্ষণীয়া ন সংশয়ঃ।
তস্মাদ্ ঘোরাদভিপ্রায়ান্মনঃ শীঘ্রংনিবর্ত্ত্যতাম্ ॥
ইত্যেবং শঙ্করেণোক্তমনাদৃত্য বচস্তদা।
ভক্ষয়ামাসুরব্যগ্রাস্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৪৩
ত্রৈলোক্যে ভক্ষ্যমাণে তু তদা মাতৃগণেন বৈ
নৃসিংহমূর্ত্তিং দেবেশং প্রদধ্যৌ ভগবাঞ্ছিবঃ ॥৪৪
অনাদিনিধনং দেবং সর্ব্বলোকভবোদ্ভবম্।
দৈত্যেন্দ্রবক্ষোরুধির চর্চ্চিতাগ্রমহানখম্ ॥ ৪৫
বিদ্যুজ্জিহ্বং মহাদংষ্ট্রং স্ফুরৎকেশরকণ্টকম্।
কল্পান্তমারুতক্ষুব্ধং সপ্তার্ণবসমস্বনম্ ॥ ৪৬
বজ্রতীক্ষ্ণনখং ঘোরমাকর্ণব্যাদিতাননম্।
মেরুশৈলপ্রতীকাশমুদয়ার্কসমেক্ষণম্ ॥ ৪৭
হিমাদ্রিশিখরাকারং চারুদংষ্ট্রোজ্জ্বলাননম্।
নখনিঃসৃতরোষাগ্নি-জ্বালাকেসরমালিনম্ ॥৪৮
বদ্ধাঙ্গদং সুমুকুটং হার-কেয়ূরভূষণম্।
শ্রোণীসূত্রেণ মহতা কাঞ্চনেন বিরাজিতম্ ॥৪৯
নীলোৎপলদলশ্যামং বাসোযুগবিভূষণম্।
তেজসাক্রান্তসকল-ব্রহ্মাণ্ডাগারসঙ্কুলম্ ॥ ৫০
পবনং ভ্রামমাণানাং হুতহব্যবহার্চ্চিষাম্।
আবর্ত্তসদৃশাকারৈঃ সংযুক্তং দেহলোমজৈঃ ॥৫১
সর্ব্বপুষ্পবিচিত্রাঞ্চ ধারয়ন্তং মহাস্রজম্।
স ধ্যাতমাত্রো ভগবান্ প্রদদৌ তস্য দর্শনম্ ॥
যাদৃশেনৈব রূপেণ ধ্যাতো রুদ্রেণ ধীমতা।
তাদৃশেনৈব রূপেণ দুর্নিরীক্ষ্যেণ দৈবতৈঃ ॥ ৫৩

এই সময় পূর্ব্বসৃষ্ট মাতৃগণ সকলেই শঙ্করকে কহিলেন,—ভগবন্! আমরা আপনার অনুগ্রহে সমগ্র দেব, অসুর ও মানুষদিগকে এমন কি সমস্ত জগৎটাকেই ভক্ষণ করিব; আপনি আমাদিগকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। ভগবান্ শঙ্কর কহিলেন,—সমস্ত প্রজামণ্ডলীকে রক্ষা করাই তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; সুতরাং তোমরা এই ভীষণ সঙ্কট হইতে শীঘ্রই মনকে নিবর্ত্তিত কর। শঙ্কর এই কথা কহিলেন; কিন্তু মাতৃগণ তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিলেন না। তাঁহারা অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই চরাচর ত্রৈলোক্যকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। মাতৃগণ ত্রৈলোক্য-ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, ভগবান্ শিব তখন দেবদেব নৃসিংহমূর্ত্তিকে এইরূপে ধ্যান করিলেন;—সেই নৃসিংহদেব অনাদিনিধন ও নিখিল লোকের উৎপত্তি-কারণ। দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর হৃদয়-রুধিরে তদীয় মহানখাগ্র চর্চ্চিত হইতেছে। তিনি বিদ্যুজ্জিহ্ব, মহাদংষ্ট্র ও স্ফুরিত-কেশর-কণ্টকে সমাকুল। কল্পান্তকালীন বায়ু-বিক্ষুব্ধ সপ্ত জলধির গভীর নির্ঘোষের ন্যায় তাঁহার সিংহনাদ পরিশ্রুত হয়। তাঁহার নখররাজি বজ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও ভয়াবহ এবং মুখবিবর কর্ণ পর্য্যন্ত ব্যাদিত। তাঁহার আকৃতি মেরুশৈলবৎ এবং নয়নদ্বয় উদ্যদাদিত্যনিভ; তাঁহার সুন্দর অথচ ভীষণ দংষ্ট্রা, মেরুশৃঙ্গবৎ প্রতিভাত হইয়া বদনমণ্ডল বিদ্যোতিত করিতেছে। তাঁহার নখরনিকর হইতে রোষাগ্নি-শিখা নিঃসৃত হইতেছে। সেই শিখাদীপিত কেশর-মালায় তিনি মণ্ডিত রহিয়াছেন। তিনি হীরকাঙ্গদধারী, মুকুট-মণ্ডিত, হার কেয়ূর-ভূষিত এবং কাঞ্চনময় বিশাল শ্রোণিসূত্রে বিরাজিত। তাঁহার আকার নীলোৎপলবৎ শ্যামল এবং তিনি বস্ত্রযুগ্মে বিভূষিত। তদীয় তেজে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডাগার আক্রান্ত হইতেছে। তাঁহার দেহলোম-জাত পবনবেগে আহুতি-প্রাপ্ত হুতাশন শিখাসকল ভ্রামিত হইতেছে। তাহাদের আবর্ত্ততুল্য আকারে তিনি অন্বিত রহিয়াছেন এবং সকল কুসুম-চিত্রিত মহতী মালা তিনি ধারণ করিতেছেন। ভগবান্ নরসিংহদেব শঙ্কর কর্ত্তৃক এইরূপে ধ্যাত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেন। ধীমান্ রুদ্র যেরূপে তাঁহাকে ধ্যান করিলেন; ভগবান্ নরসিংহ

প্রণিপত্য তু দেবেশং তদা তুষ্টাব শঙ্করঃ ॥৫৪

শঙ্কর উবাচ।

নমস্তেঽস্তু জগন্নাথ নরসিংহবপুর্দ্ধর।
দৈত্যনাথাসৃক্‌পূর্ণ-নখশক্তিবিরাজিত ॥ ৫৫
ততঃ সকলসংলগ্ন-হেমপিঙ্গলবিগ্রহ।
নতোঽস্মি পদ্মনাভ ত্বাং সুরশক্র জগদ্‌গুরো
কল্পান্তাম্ভোদনির্ঘোষ সূর্য্যকোটিসমপ্রভ।
সহস্রযমসংক্রোধ সহস্রেন্দ্রপরাক্রম ॥ ৫৭
সহস্রধনদস্ফীত সহস্রবরুণাত্মক।
সহস্রকালরচিত সহস্রনিয়তেন্দ্রিয় ॥ ৫৮
সহস্রভূর্মহাধৈর্য্য সহস্রানন্ত মূর্ত্তিমান।
সহস্রচন্দ্রপ্রতিম সহস্রগ্রহবিক্রম ॥ ৫৯
সহস্ররুদ্রতেজস্ক সহস্রব্রহ্মসংস্তুত।
সহস্রবাহুবর্গোগ্র সহস্রাস্যনিরীক্ষণ।
সহস্রযন্ত্রমথন সহস্রবধমোচন ॥ ৬০
অন্ধকস্য বিনাশায় যাঃ সৃষ্টা মাতরো ময়া।
অনাদৃত্য তু মদ্বাক্যং ভক্ষয়ন্ত্যদ্য তাঃ প্রজাঃ
কৃত্বা তাশ্চ ন শক্তোঽহং সংহর্ত্তুমপরাজিত।
স্বয়ং কৃত্বা কথং তাসাং বিনাশমভিকাময়ে
এবমুক্তঃ স রুদ্রেণ নরসিংহবপুর্দ্ধরঃ।
সসর্জ্জ দেবো জিহ্বায়াস্তদা বাণীশ্বরীং হরিঃ।
হৃদয়াচ্চ তথা মায়া গুহ্যাচ্চ ভবমালিনী।
অস্থিভ্যশ্চ তথা কালী সৃষ্টা পূর্ব্বং মহাত্মনা।
যয়া তদ্রুধিরং পীতমন্ধকানাং মহাত্মনাম্।
যা চাস্মিন্ কথিতা লোকে নামতঃ শুষ্করেবতী
দ্বাত্রিংশন্মাতরঃ সৃষ্টা গাত্রেভ্যশ্চক্রিণা ততঃ।
তাসাং নামানি বক্ষ্যামি তানি মে গদতঃ শৃণু
সর্ব্বাস্তাশ্চ মহাভাগা ঘণ্টাকর্ণী তথৈব চ।
ত্রৈলোক্যমোহিনী পুণ্যা স র্ব্বসত্ত্ববশঙ্করী ॥ ৬৭
তথা চ চক্রহৃদয়া পঞ্চমী ব্যোমচারিণী।
শঙ্খিনী লেখিনী চৈব কালসঙ্কর্ষণী তথা ॥ ৬৮

তথাবিধ দেব-দুর্নিরীক্ষ্য রূপেই প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন শঙ্কর প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই দেবেশকে স্তব করিতে লাগিলেন। শঙ্কর কহিলেন,—হে জগন্নাথ! হে নরসিংহ দেহ-ধারিন্! হে দৈত্যনাথ-শোণিত-পরিপ্লুত নখ-প্রভায় সমুজ্জ্বল! হে সকল দেহলগ্ন শোণিত নিচয়ে হিমপিঙ্গল-বিগ্রহ-শালিন্! হে পদ্ম-নাভ! হে জগদ্‌গুরো! হে সুরেন্দ্র! তোমায় নমস্কার করি। হে কল্পান্ত-মেঘতুল্য নির্ঘোষকারিন! হে কোটিসূর্য্যসমপ্রভ! হে সহস্রযমপ্রতিম ক্রুদ্ধমূর্ত্তি! হে সহস্র ইন্দ্রসম পরাক্রমশালিন্! হে সহস্র ধনদবৎ সমৃদ্ধিসম্পন্ন! হে সহস্র বরুণাত্মক! হে সহস্র কালরচিত! সহস্র শক্রনিয়ামক! হে সহস্র ভূমিবৎ ধৈর্য্যশালিন্! হে সহস্র অনন্তমূর্ত্তিধারিন্! হে সহস্র সুধাকরদ্যুতে! হে সহস্র গ্রহ-বিক্রম! হে সহস্র রুদ্রসম তেজঃসম্পন্ন! হে সহস্র ব্রহ্মসংস্তুত! হে সহস্র বাহুসমূহে সমুদ্দীপ্ত! হে সহস্রমুখ ও সহস্রনেত্র! হে সহস্র যন্ত্রমথন! হে সহস্র বধ-মোচন! আমি অন্ধকাসুরের বিনাশের জন্য পূর্ব্বে যে মাতৃগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাঁহারা এক্ষণে আমার বাক্যে হতাদর হইয়া এই জগদ্বাসী প্রজা-গণকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে অপরাজিত! আমি তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি; কিন্তু সংহার করিতে পারিতেছি না, কেননা,—নিজেই উৎ-পাদন করিয়া নিজেই তাহাদিগের বিনাশ করি কিরূপে? রুদ্র এই কথা কহিলে নর-সিংহদেহধারী হরি তখন স্বীয় জিহ্বা হইতে দেবী বাণীশ্বরীকে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে তাঁহার হৃদয় হইতে মায়া, গুহ্য হইতে ভব-মালিনী, এবং অস্থি হইতে কালী সৃষ্ট হই-লেন। এই কালীই বিশালদেহ অন্ধক-দিগের শোণিত পান করিয়াছেন। ইনিই জগতে শুষ্করেবতী নামে অভিহিতা। অন-ন্তর চক্রধারী হরির গাত্র হইতে দ্বাত্রিংশৎ মাতৃকা প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই সকল মাতৃ-কার নাম বলিতেছি; শ্রবণ কর। ৩৪-৬৬। তাঁহারা সকলেই মহাভাগ্যবতী। তাঁহা-দের নাম যথা—ঘণ্টাকর্ণী, ত্রৈলোক্যমোহিনী, সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করী, চক্রহৃদয়া, ব্যোমচারিণী,

ইত্যেতাঃ পৃষ্ঠগা রাজন্ বাণীশানুচরাঃ স্মৃতাঃ
সঙ্কর্ষণী তথাশ্বখা বীজভাবাপরাজিতা ॥ ৬৯
কল্যাণী মধুদংষ্ট্রী চ কমলোৎপলহস্তিকা ।
ইতি দেব্যষ্টকং রাজন্ মায়ানুচরমুচ্যতে ॥ ৭০
অজিতা সূক্ষ্মহৃদয়া বৃদ্ধা বেশাশ্বদংশনা ।
নৃসিংহভৈরবা বিল্বা গরুত্মহৃদয়া জয়া ॥ ৭১
ভবমালিন্যনুচরা ইত্যষ্টৌ নৃপ মাতরঃ ।
আকর্ণনী সম্ভটা চ তথৈবোত্তরমালিকা ॥ ৭২
জ্বালামুখী ভীষণিকা কামধেনুশ্চ বালিকা ।
তথা পদ্মকরা রাজন্ রেবত্যনুচরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৩
অষ্টৌ মহাবলাঃ সর্ব্বা দেবগাত্রসমুদ্ভবাঃ ।
ত্রৈলোক্যসৃষ্টি-সংহার-সমর্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ৭৪
তাঃ সৃষ্টমাত্রা দেবেন ক্রুদ্ধা মাতৃগণস্তু তু ।
প্রধাবিতা মহারাজ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণাঃ ॥৭৫
অবিষহ্যতমং তাসাং দৃষ্টিতেজঃ সুদারুণম্ ।
তমেব শরণং প্রাপ্তা নৃসিংহো বাক্যমব্রবীৎ ॥

ও শঙ্খিনী, লেখিনী কামসঙ্কর্ষিণী। হে রাজন্! এই সকল মাতৃকা বাণীশানুচরী ও ও পৃষ্ঠগামিনী বলিয়া বিখ্যাতা। সঙ্কর্ষণী, অশ্বখা, বীজভাবা, অপরাজিতা, কল্যাণী, মধুদংষ্ট্রী ও কমলোৎপল-হস্তিকা। হে রাজন্! এই অষ্ট মাতৃকা মায়ানুচরী বলিয়া অভিহিতা। অজিতা, সূক্ষ্মহৃদয়া, বৃদ্ধা, বেশাশ্বদংশনা, নৃসিংহভৈরবা, বিল্বা, গরুত্মহৃদয়া, ও জয়া এই অষ্টমাতৃকা ভবমালিনীর অনুচরী বলিয়া বিদিতা। আকর্ণনী, সম্ভটা, উত্তরমালিকা, জ্বালামুখী, ভীষণিকা, কামধেনু, বালিকা, ও পদ্মকরা। হে রাজন্! এই অষ্টমাতৃকা রেবতীর অনুচরী বলিয়া বিখ্যাতা এবং সকলেই মহাবলা। সর্ব্বসমেত এই দ্বাত্রিংশৎ মাতৃকাই দেববর হরির গাত্র হইতে সমুদ্ভূতা। উঁহারা সকলেই ত্রৈলোক্যের সৃষ্টি ও সংহার কার্য্যে সমর্থা। ঐ মাতৃকাগণ হরি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইবামাত্র ক্রোধ-বিস্ফারিত-নেত্রে ধাবিত হইলেন। উঁহাদের অতি দারুণ দৃষ্টিতেজ একান্তই অসহ্য। উঁহাদিগকে দেখিয়া জগৎ

যথা মনুষ্যাঃ পশবঃ পালয়ন্তি চিরাৎ সুতান্ ।
জয়ন্তি তে তথৈবাশু যথা বৈ দেবতাগণাঃ ॥ ৭৭
ভবত্যস্ত তথা লোকান্ পালয়ন্ত মযেরিতাঃ
মনুষ্যৈশ্চ তথা দেবৈর্যজধ্বং ত্রিপুরান্তকম্ ॥৭৮
ন চ বাধা প্রকর্ত্তব্যা যে ভক্তাস্ত্রিপুরান্তকে ।
যে চ মাং সংস্মরন্তীহ তে চ রক্ষ্যাঃ সদা নরাঃ
বলিকর্ম্ম করিষ্যন্তি যুষ্মাকং যে সদা নরাঃ ॥ ৭৯
সর্ব্বকামপ্রদাস্তেষাং ভবিষ্যধ্বং তথৈব চ ॥ ৮০
উচ্ছ্বাসনাদিকং যে চ কথয়ন্তি মযেরিতম্ ।
তে চ রক্ষ্যাঃ সদা লোকা রক্ষিতব্যং মদাসনম্
রৌদ্রীঞ্চৈব পরাং মূর্ত্তিং মহাদেবঃ প্রদাস্যতি ।
যুয়ং প্রধ্যা মহাদেব্যাস্তদ্ভক্তং পরিরক্ষথ ॥ ৮২
ময়া মাতৃগণঃ সৃষ্টো সোহয়ং বিগতসাধ্বসঃ ।
এষ নিত্যং বিশালাক্ষ মৈয়েব সহ রংস্যতে ॥ ৮৩

সংহারোদ্যত মাতৃকাগণ নৃসিংহদেবের শরণাপন্ন হইলেন। নৃসিংহদেব তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন,—জগতে মনুষ্য ও পশুগণ চিরদিন ধরিয়া তাহাদের সন্তান সন্ততিদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। দেবগণের ন্যায় তাহারা এক্ষণে সকলেই সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজিত হউক। তোমরাও আমার প্রেরণায় লোকদিগকে রক্ষা করিতে থাক। দেব ও মনুষ্যগণ ত্রিপুরারিদেবকে পূজা করুন, তোমরা ত্রিপুরারি দেবের ভক্তদিগকে কোন বাধা প্রদান করিও না। যে সকল নর আমাকে স্মরণ করে, তাহাদিগকে তোমরা সর্ব্বদা রক্ষা করিও। যে সকল লোক সর্ব্বদা তোমাদিগকে পূজোপহার প্রদান করিবে, তোমরা তাহাদিগের সর্ব্ব কামপ্রদা হইবে। যাহারা মদীরিত উচ্ছ্বাসনাদির কথা কহিবে, তাহারাও তোমাদের রক্ষণীয় হউক। আমার আসনও তোমরা রক্ষা করিবে। মহাদেব রৌদ্রী নাম্নী এক পরমা মূর্ত্তি প্রদান করিবেন, তোমরা মহাদেবীপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকেও রক্ষা করিবে। আমি যে এই মাতৃগণকে

ময়া সার্দ্ধং তথা পূজাং নরৈভ্যশ্চৈব লপ্স্যথ
পৃথক্ সুপূজিতা লোকৈঃ সর্ব্বান্ কামান্ প্রদাস্যথ
শুকাং সম্পূজয়িষ্যন্তি যে চ পুত্রার্থিনো জনাঃ।
তেষাং পুত্রপ্রদা দেবী ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৮৫
এবমুক্তা তু ভগবান্ সহ মাতৃগণেন তু।
জ্বালামালাকুলবপুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৮৬
তত্র তীর্থং সমুৎপন্নং কৃতশৌচেতি যজ্জ্ঞঃ।
তত্রাপি পূর্ব্বজো দেবো জগদার্ত্তিহরো হরঃ ॥
রৌদ্রস্তু মাতৃবর্গস্য দত্বা রুদ্রস্য পার্থিব।
রৌদ্রাং দিব্যাং তনুং তত্র মাতৃমধ্যে ব্যবস্থিতঃ
সপ্ত তা মাতরো দেব্যঃ সার্দ্ধনারীনরঃ শিবঃ।
নিবেশ্য রৌদ্রং তৎ স্থানং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥
স মাতৃবর্গস্য হরস্য মূর্ত্তি-
র্যদা যদা যাতি চ তৎসমীপে।
দেবেশ্বরস্যাপি নৃসিংহমূর্ত্তেঃ
পূজাং বিধত্তে ত্রিপুরান্তকারিঃ ॥ ৯০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽন্ধকবধো
নামৈকোনাশীত্যধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৯ ॥

অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
শ্রুতোঽন্ধকবধঃ সূত যথাবৎ ত্বয়েরিতঃ।
বারাণস্যাস্তু মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছাম সাম্প্রতম্ ॥
ভগবান্ পিঙ্গলঃ কেন গণত্বং সমুপাগতঃ।
অন্নদত্বঞ্চ সম্প্রাপ্তো বারাণস্যাং মহাদ্যুতিঃ ॥ ২
ক্ষেত্রপালঃ কথং জাতঃ প্রিয়ত্বঞ্চ কথং গতঃ।
এতদিচ্ছাম কথিতং শ্রোতুং ব্রহ্মসুত ত্বয়া ॥ ৩
সূত উবাচ।
শৃণুধ্বং বৈ যথা লেভে গণেশত্বং স পিঙ্গলঃ।
অন্নদত্বঞ্চ লোকানাং স্থানং বারাণসী ত্বিহ ॥ ৪

সৃষ্টি করিয়াছি, এই বিশালনয়ন মাতৃমণ্ডল আমারই সহিত ক্রীড়া করিবেন। তোমরা আমার সহিত লোকপূজা প্রাপ্ত হইবে। আর যদি নরগণ তোমাদিগকে পৃথক্ভাবে পূজা করে, তবে তাহাদিগকে সর্ব্বকাম প্রদান করিবে। যে সকল লোক পুত্রার্থী হইয়া শুষ্ক দেবীকে পূজা করিবে, সেই দেবী নিশ্চয়ই তাহাদিগের পুত্রদায়িনী হইবেন। জ্বালামালাকুল-কলেবর ভগবান্ নরসিংহদেব দেব এই কথা কহিয়া মাতৃগণসহ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। উহাঁর অন্তর্দ্ধানস্থানে এক তীর্থ উৎপন্ন হইল। ঐ তীর্থ অভিজ্ঞদিগের নিকট কৃতশৌচ আখ্যায় বিখ্যাত হইল। জগৎপীড়াহর আদিদেব হর সেই তীর্থে স্বসৃষ্ট মাতৃকাগণকে স্বীয় দিব্য রৌদ্র মূর্ত্তি প্রদান করিলেন—করিয়া সেই মাতৃকাগণমধ্যেই অবস্থিত হইলেন। অনন্তর সার্দ্ধনারী-নর হর সেই সপ্ত মাতৃকাগণকে সেই রৌদ্রস্থানে নিবেশিত করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। হর সৃষ্ট মাতৃকাগণের মূর্ত্তি তখন হইতে যে যে সময়ে তাঁহার এবং দেবেশ্বর নৃসিংহ-মূর্ত্তির সন্নিহিত হইতে লাগিল, ত্রিপুরান্তকহর হর সেই সেই সময়েই তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। ৬৭—৯০।

উনাশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৭৯।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি যে অন্ধক-বধ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন; তাহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। অধুনা আমরা বারাণসী-মাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করি। ভগবান্ পিঙ্গল কি প্রকারে গণত্ব লাভ করেন, কি প্রকারে ঐ মহাদ্যুতি বারাণসী-ধামে অন্নদান-কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন, এবং কি প্রকারেই বা তিনি ক্ষেত্রপালত্ব ও পিঙ্গলত্ব প্রাপ্ত হইলেন? হে ব্রহ্মসুত! এই সকল আমরা আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত বলিলেন,—যে প্রকারে ঐ পিঙ্গল গণেশত্ব, লোকসমূহের অন্নদত্ব, ও বারাণসী-

পূর্ণভদ্রসুতঃ শ্রীমানাসীদ্‌যক্ষঃ প্রতাপবান্‌।
হরিকেশ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মণ্যো ধার্ম্মিকশ্চ হ॥
তস্য জন্মপ্রভৃত্যেব শর্ব্বে ভক্তিরনুত্তমা।
তদাসীৎ তন্নমস্কারস্তন্নিষ্ঠস্তৎপরায়ণঃ॥ ৬
আসীনশ্চ শয়ানশ্চ গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ননুব্রজন্‌।
ভুঞ্জানোহথ পিবন্ বাপি রুদ্রমেবান্বচিন্তয়ৎ॥ ৭
তমেবং যুক্তমনসং পূর্ণভদ্রঃ পিতাব্রবীৎ।
ন ত্বাং পুত্রমহং মন্যে দুর্জ্জাতো যস্ত্বমন্যথা॥ ৮
ন হি যক্ষকুলীনানামেতদ্‌বৃত্তং ভবত্যুত।
গুহ্যকা বত যূয়ং বৈ স্বভাবাৎ ক্রূরচেতসঃ॥ ৯
ক্রব্যাদাশ্চৈব কিংভক্ষা হিংসাশীলাশ্চ পুত্রক।
মৈবং কার্ষীর্ন তে বৃত্তিরেবং দৃষ্টা মহাত্মনা॥
স্বয়ম্ভুবা যথাদিষ্টা ত্যক্তব্যা যদি নো ভবেৎ।
আশ্রমান্তরজং কর্ম্ম ন কুর্য্যাদ্‌গৃহিণস্তু তৎ॥ ১১
হিত্বা মনুষ্যভাবঞ্চ কর্ম্মভির্বিবিধৈশ্চর।
যৎ ত্বমেবং বিমার্গস্থো মনুষ্যাজ্জাত এব চ॥ ১২
যথাবদ্বিবিধং তেষাং কর্ম্ম তজ্জাতিসংশ্রয়ম্‌।
ময়াপি বিহিতং পশ্য কর্ম্মৈতন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৩

সূত উবাচ।

এবমুক্ত্বা স তং পুত্রং পূর্ণভদ্রঃ প্রতাপবান্‌।
উবাচ নিষ্ক্রমন্ ক্ষিপ্রংগচ্ছ পুত্র যথেচ্ছসি॥ ১৪
ততঃ স নির্গতস্ত্যক্ত্বা গৃহং সম্বন্ধিনস্তথা।
বারাণসীংসমাসাদ্য তপস্তেপে সুদুশ্চরম্‌॥ ১৫
স্থাণুভূতো হ্যনিমিষঃ শুষ্ককাষ্ঠোপলোপমঃ।
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামমবাতিষ্ঠত নিশ্চলঃ॥ ১৬
অথ তস্যৈবমনিশং তৎপরস্য তদাশিষঃ।
সহস্রমেকং বর্ষাণাং দিব্যমপ্যভ্যবর্ত্তত॥ ১৭
বল্মীকেন সমাক্রান্তো ভক্ষ্যমাণঃ পিপীলিকৈঃ।

পুরী লাভ করিয়াছেন তাহা আপনারা শ্রবণ করুন। হরিকেশ নামক এক মহাপ্রতাপী যক্ষ ছিল। ঐ যক্ষ, পূর্ণভদ্রের তনয়। সে অতীব সৌন্দর্য্যশালী, ব্রহ্মণ্যনিষ্ঠ ও ধার্ম্মিক ছিল। জন্মাবধি তাহার অনুত্তম হরভক্তি হয়। সে সর্ব্বদাই হর-নমস্কার-তৎপর, হর-গতপ্রাণ ও হরপরায়ণ হইয়া থাকিত এবং উপবেশন, শয়ন, গমন, দণ্ডায়মান, অনুব্রজন, ও পান এমন কি ভোজন অবস্থাতেও একমাত্র হরকেই অনুধ্যান করিত। একদা তাহার পিতা তাহাকে বলিলেন,—আমি তোমাকে পুত্র বলিয়া মনে করি না; তুমি দুর্জ্জাত, যেহেতু তুমি অন্য প্রকার হইয়া পড়িয়াছ। যক্ষবংশধরগণের কদাচ ওরূপ ধর্ম্ম নহে। তোমরা গুহ্যক, তোমাদিগের স্বভাবতই ক্রূরচেতা হওয়া উচিত। হে পুত্রক! ক্রব্যাদগণ কদাহারী ও হিংসাশীলই হয়; অতএব তুমি আর এরূপ করিও না। মহাত্মা স্বয়ম্ভু তোমার এরূপ ধর্ম্ম বিধান করেন নাই। ভগবান স্বয়ম্ভু আমাদিগের যেরূপ ধর্ম্ম বিধান করিয়াছেন; সে ধর্ম্ম আমাদিগকে যদি পরিত্যাগ করিতেও হয়, তথাপি আমরা গৃহী—আমাদিগের পক্ষে আশ্রমান্তর-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কথনই কর্ত্তব্য নহে। অতএব তুমি মনুষ্যভাব উপেক্ষা করিয়া স্বধর্ম্ম আচরণ কর। তুমি বিমার্গগামী হইয়াছ; সুতরাং তোমাকে মনুষ্য-জাত বলিয়াই মনে করি। অতএব দেখ, আমিও মনুষ্যজাতি-সংশ্রয়ণীয় বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি; এ বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। ১—১৩। সূত বলিলেন,—প্রতাপবান্‌ পূর্ণভদ্র পুত্রকে এই কথা কহিয়া সত্বর বহির্গত হইলেন এবং যাত্রাকালে পুত্রকে বলিলেন,—পুত্র! তোমার যথায় ইচ্ছা গমন কর। পূর্ণভদ্র এই কথা কহিলে পুত্র হরিকেশ গৃহ ও স্বজন-পরিজন সকলই পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীধামে উপস্থিত হইল এবং তথায় সুদুশ্চর তপস্যা করিতে লাগিল। তপশ্চরণে ঐ যক্ষ স্থাণুপ্রায়, নির্নিমেষ, শুষ্ককাষ্ঠ ও উপলখণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম নিয়মনপূর্ব্বক নিশ্চিত চিত্তে তপশ্চরণ করিতে লাগিল। অনন্তর নিরন্তর তপশ্চরণ করিতে করিতে সেই তপঃপরায়ণ যক্ষের দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। ঐ অবস্থায় তাহার গাত্রে বল্মীকস্তূপ উদ্গত হইল

বজ্রসূচীমুখৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিধ্যমানস্তথৈব চ ॥ ১৮
নির্ম্মাংসরুধিরত্বক্ চ কুন্দশঙ্খেন্দুসপ্রভঃ।
অস্থিশেষোঽভবচ্ছর্ব্বং দেবং বৈ চিন্তয়ন্নপি ॥১৯
এতস্মিন্নন্তরে দেবী বিজ্ঞাপয়ত শঙ্করম্ ॥ ২০

দেব্যুবাচ।

উদ্যানং পুনরেবেদং দ্রষ্টুমিচ্ছামি সর্ব্বদা।
ক্ষেত্রস্য দেব মাহাত্ম্যং শ্রোতুং কৌতূহলং হি মে
যতশ্চ প্রিয়মেতৎ তে তথাস্য ফলমুত্তমম্ ॥ ২১
ইতি বিজ্ঞাপিতো দেবঃ সর্ব্বাণ্যা পরমেশ্বরঃ।
শর্ব্বঃ পৃষ্টো যথাতথ্যমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ২২
নির্জ্জগাম চ দেবেশঃ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ।
উদ্যানং দর্শয়ামাস দেব্যা দেবঃ পিনাকধৃক্ ॥২৩

দেবদেব উবাচ।

প্রোৎফুল্লনানাবিধগুল্মশোভিতং
লতাপ্রতানাবনতং মনোহরম্।
বিরূঢ়পুষ্পৈঃ পরিতঃ প্রিয়ঙ্গুভিঃ
সুপুষ্পিতৈঃ কণ্টকিতৈশ্চ কেতকৈঃ ॥ ২৪
তমালগুল্মৈর্নিচিতং সুগন্ধিভিঃ
সকর্ণিকারৈর্বকুলৈশ্চ সর্ব্বশঃ।
অশোক-পুন্নাগবরৈঃ সুপুষ্পিতৈ-
র্দ্বিরেফমালাকুলপুষ্পসঞ্চয়ৈঃ ॥ ২৫
ক্বচিৎ প্রফুল্লাম্বুজরেণুরূষিতৈ-
র্বিহঙ্গমৈশ্চারুকলপ্রণাদিভিঃ
বিনাদিতং সারসমণ্ডনাদিভিঃ
প্রমত্তদাত্যূহরুতৈশ্চ বল্গুভিঃ ॥ ২৬
ক্বচিচ্চ চক্রাহ্বরবোপনাদিতং
ক্বচিচ্চ কাদম্বকদম্বকৈর্যুতম্ ।
ক্বচিচ্চ কারণ্ডবনাদনাদিতং
ক্বচিচ্চ মত্তালিকুলাকুলীকৃতম্ ॥ ২৭
মদাকুলাভিস্ত্বমরাঙ্গনাভি-
র্নিষেবিতং চারুসুগন্ধিপুষ্পম্।
ক্বচিৎ সুপুষ্পৈঃ সহকারবৃক্ষৈ-
র্লতোপগূঢৈস্তিলকদ্রুমৈশ্চ ॥ ২৮

পিপীলিকাগণ নিরন্তর তাহাকে দংশন করিতে লাগিল এবং তীক্ষ্ণ সূচীমুখ বজ্রকীটগণ সর্ব্বদা তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তখন তাহার দেহ হইতে মাংস, রুধির ও ত্বক্ সকল অপগতপ্রায় হইল। সেই কুন্দ-শঙ্খেন্দু-সঙ্কাশ তপশ্চারী যক্ষ শঙ্করকে ভাবনা করিয়া অস্থিমাত্রে অবশিষ্ট হইল। এমন সময় দেবী পার্ব্বতী ভগবান্ শঙ্করকে নিবেদন করিলেন,—হে দেব! পুনরায় সর্ব্বদাই আমার উদ্যান দেখিতে সাধ হয়। আর ক্ষেত্রমাহাত্ম্য শুনিতেও আবার পরম কৌতূহল হয়। যেহেতু আপনার ইহা প্রিয়তম, অতএব ইহার ফল উত্তম। ভগবান্ শঙ্কর শঙ্করী কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন এবং পার্ব্বতীর সহিত বহির্গত হইয়া তাঁহাকে উদ্যান পরিদর্শন করাইতে লাগিলেন,—হে দেবি! দেখ, দেখ, ঐ উদ্যান কি সুন্দর! কি মনোরম! উহা কত বিবিধ ফুল্ল গুল্মজালে সুশোভিত হইতেছে, কত লতাপ্রতানে উহা যেন অবনত হইয়া রহিয়াছে। সুপুষ্পিত প্রিয়ঙ্গু ও কণ্টকিত কেতকী সকল উহার স্থানে স্থানে সুশোভিত হইতেছে। উহার কোন কোন স্থান সুগন্ধি তমালগুল্মে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং অধিকাংশ স্থানই কর্ণিকার,বকুল,অশোক ও পুন্নাগাদি অসংখ্য সুপুষ্পিত পাদপে সুশোভিত হইতেছে। ঐ সকল পাদপের কুসুমসমূহ দ্বিরেফ-মালায় সমাকুল রহিয়াছে। কোথাও বিহঙ্গমেরা প্রফুল্ল পঙ্কজসমূহের রেণুজালে রঞ্জিত হইয়া সুমধুর কলকলনাদ করিতেছে। সারস, মরাল, ও প্রমত্ত দাত্যূহগণের মনোজ্ঞনাদে স্থানান্তর নিনাদিত হইতেছে। কোথাও চক্রবাক নিনাদ তুলিয়াছে। কোথাও কাদম্ব-কদম্ব বিচরণ করিতেছে। কোথাও কারণ্ডব রবে মুখরিত হইতেছে এবং কোথাও কোথাও প্রমত্ত অলিকুলে আকুলীকৃত হইয়াছে।১৪—২৭। ঐ সুন্দর সুগন্ধি পুষ্পময় উপবন মদাকুলিত অমরবধূগণকর্ত্তৃক নিষেবিত হইতেছে। উহার কোথাও লতালিঙ্গিত সহকার ও তিলক দ্রুম সকল

প্রগীতবিদ্যাধর-সিদ্ধ-চারণং
প্রমত্তনৃত্যাপ্সরসাং গণাকুলম্।
প্রহৃষ্টনানাবিধপক্ষিসেবিতং
প্রমত্তহারীতকুলোপনাদিতম্॥ ২৯
মৃগেন্দ্রনাদাকুলসত্ত্বমানসৈঃ
ক্বচিৎ ক্বচিদ্দ্বন্দ্বকদম্বকৈর্মৃগৈঃ।
প্রফুল্লনানাবিধচারুপঙ্কজৈঃ
সরস্তটাকৈরুপশোভিতং ক্বচিৎ॥ ৩০
নিবিড়নিচুলনীলং নীলকণ্ঠাভিরামং
মদমুদিতবিহঙ্গব্রাতনাদাভিরামম্।
কুসুমিততরুশাখালীনমত্তদ্বিরেফং
নবকিশলয়শোভাশোভিতপ্রান্তশাখম্॥
ক্বচিচ্চ দন্তিক্ষতচারুবীরুধং
ক্বচিল্লতালিঙ্গিতচারুবৃক্ষকম্।
ক্বচিদ্বিলাসালসগামিবর্হিণং
নিষেবিতং কিম্পুরুষব্রজৈঃ ক্বচিৎ॥ ৩২

পারাবতধ্বনিবিকূজিতচারুশৃঙ্গৈ-
রভ্রঙ্কষৈঃ সিতমনোহরচারুরূপৈঃ।
আকীর্ণপুষ্পনিকুরম্ববিমুক্তহাসৈ-
র্বিভ্রাজিতং ত্রিদশদেবকুলৈরনেকৈঃ॥ ৩৩
ফুল্লোৎপলাগুরুসহস্রবিতানযুক্তৈ-
স্তোয়াশয়ৈঃ সমনুশোভিতদেবমার্গম্।
মার্গান্তরাগলিতপুষ্পবিচিত্রভক্তি-
সম্বদ্ধগুল্মবিটপৈর্বিহগৈরুপেতম্॥ ৩৪
তুঙ্গাগ্রৈর্নীলপুষ্পস্তবকভরনত-
প্রান্তশাখৈরশোকৈ-
র্মত্তালিব্রাতগীতশ্রুতিসুখজননৈ-
র্ভাসিতান্তর্মনোজ্ঞৈঃ।
রাত্রৌ চন্দ্রস্য ভাসা কুসুমিততিলকৈ
রেকতাং সম্প্রয়াতং

প্রস্ফুটিত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে। ঐ দেখ, উহার স্থানে স্থানে বিদ্যাধর, সিদ্ধ, ও চারণেরা গান করিতেছে, প্রমত্ত অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে, হৃষ্ট-পুষ্ট নানাবিধ বিহঙ্গগণে নিষেবিত হইতেছে; এবং প্রমত্ত হারীতসমূহে নিনাদিত হইতেছে। কোথাও সিংহগর্জ্জন শ্রুত হইতেছে; তাহাতে মৃগদ্বন্দ্বসকল ভয়ব্যাকুলিত-মনে ধাবিত হইতেছে এবং কোথাও কোথাও সরোবরতট সকল বিবিধ ফুল্ল মনোজ্ঞপঙ্কজে পরিশোভিত হইয়া উদ্যানশোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ দেখ, উদ্যানের কোন অংশ নিবিড় নিচুলকুলে নীলবর্ণ, নীলকণ্ঠকুলে রমণীয় এবং মদমুদিত বিহঙ্গমকুলের মধুর নিনাদে মনোজ্ঞ হইয়াছে! ঐ দেখ, কুসুমিত তরুশাখা-সমূহে মদমত্ত মধুকরকুল নিলীন রহিয়াছে এবং নব নব কিশলয়শোভায় প্রান্ত-প্রসারিত শাখা সকল সুশোভিত হইতেছে। কোথাও দন্তিগণ সুন্দর ব্রততীরাজি বিক্ষত করিতেছে। কোথাও লতারাজি সুন্দর সুন্দর তরুগুলিকে আলিঙ্গন করিতেছে। কোথাও ময়ূরেরা বিলাসভরে মন্দ মন্দ গমন করিতেছে এবং কোথাও দলে দলে কিম্পুরুষেরা বিচরণ করিতেছে। ঐ উদ্যানস্থ ক্রীড়াশৈলের অভ্রংলিহ সুন্দর শৃঙ্গগুলি পারাবত-রবে মুখরিত হইতেছে। উহারা শুভ্র সুন্দর মনোজ্ঞরূপে বিভাসিত হইয়া রহিয়াছে এবং কত পুষ্পসমূহের বিচ্ছুরিত হাসে সমাকীর্ণ হইতেছে। উহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যেন বহু ত্রিদিববাসী আসিয়া উদ্যানশোভা সম্পাদন করিতেছেন। ২৮—৩৩। ঐ দেখ, ঐ উদ্যান-মধ্যস্থ দেববিহারমার্গ সকল সহস্র সহস্র ফুল্ল উৎপলবিতান-মণ্ডিত জলাশয়-সমূহে সমুদ্ভাসিত হইতেছে এবং মার্গান্তর হইতে আপতিত পুষ্পসমূহের বিচিত্র ভঙ্গিমায় সম্বদ্ধ গুল্ম, বিটপ ও তদুপরি উপবিষ্ট বিহঙ্গসমূহে বিরাজিত হইতেছে। কত সমুন্নত মনোজ্ঞ অশোকসমূহ মত্ত মধুকরবৃন্দের সঙ্গীতঝঙ্কারে শ্রবণসুখ উৎপাদন করিয়া উদ্যানমধ্যে সুশোভিত হইতেছে। উহাদের প্রান্ত শাখাসকল নীলবর্ণ পুষ্পস্তবকভরে অবনত রহিয়াছে। রাত্রিযোগে অত্রত্য কুসুমিত তিলকসকল চন্দ্রকিরণসহ একতা প্রাপ্ত হইতেছে।

ছায়াসুপ্তপ্রবুদ্ধস্থিতহরিণকুলা-
লুপ্তদর্ভাঙ্কুরাগ্রম্ ॥ ৩৫
হংসানাং পক্ষপাতপ্রচলিতকমল-
স্বচ্ছবিস্তীর্ণতোয়ং
তোয়ানাং তীরজাতপ্রবিকচকদলী-
বাটনৃত্যন্ময়ূরম্।
মায়ূরৈঃ পক্ষচন্দ্রৈঃ ক্বচিদপি পতিতৈ-
রঞ্জিতক্ষ্মাপ্রদেশং
দেশে দেশে বিকীর্ণপ্রমুদিতবিলস-
ন্মত্তহারীতবৃক্ষম্ ॥ ৩৬
সারঙ্গৈঃ ক্বচিদপি সেবিতপ্রদেশং
সঞ্ছন্নং কুসুমচয়ৈঃ ক্বচিদ্বিচিত্রৈঃ।
হৃষ্টাভিঃ ক্বচিদপি কিন্নরাঙ্গনাভিঃ
ক্ষীবাভিঃ সমধুরগীতবৃক্ষখণ্ডম্ ॥ ৩৭
সংস্পৃষ্টৈঃ ক্বচিদুপলিপ্তকীর্ণপুষ্পৈ-
রাবাসৈঃ পরিবৃতপাদপং মুনীনাম্।
আ মূলাৎ ফলনিচিতৈঃ ক্বচিদ্বিশালৈ-
রুত্তুঙ্গৈঃ পনসমহীরুহৈরুপেতম্ ॥ ৩৮
ফুল্লাতিমুক্তকলতাগৃহসিদ্ধলীলং
সিদ্ধাঙ্গনাকনকনূপুরনাদরম্যম্।
রম্যং প্রিয়ঙ্গুতরুমঞ্জরিসক্তভৃঙ্গং
ভৃঙ্গাবলীষু স্খলিতাম্বুকদম্বপুষ্পম্ ॥ ৩৯
পুষ্পোৎকরানিলবিঘূর্ণিতপাদপাগ্র-
মগ্রেসরো ভুবি নিপাতিতবংশগুল্মম্।
গুল্মান্তরপ্রভৃতিলীনমৃগীসমূহং
সংমুহ্যতাং তনুভৃতামপবর্গদাতৃ ॥ ৪০
চন্দ্রাংশুজালধবলৈস্তিলকৈর্মনোজ্ঞৈঃ
সিন্দূর-কুঙ্কুম-কুসুম্ভনিভৈরশোকৈঃ।
চামীকরাভনিচয়ৈরথ কর্ণিকারৈঃ
ফুল্লারবিন্দরচিতং সুবিশালশাখৈঃ ॥ ৪১
ক্বচিদ্রজতপর্ণাভৈঃ ক্বচিদ্বিদ্রুমসন্নিভৈঃ।
ক্বচিৎ কাঞ্চনসঙ্কাশৈঃ পুষ্পৈরাচিতভূতলম্ ॥ ৪২

ঐ উদ্যানস্থ তরুচ্ছায়ায় প্রসুপ্ত হরিণগণ প্রবুদ্ধ হইয়া দর্ভাঙ্কুর সকল চর্ব্বণ করিতেছে। হংসগণের পক্ষপাতে অত্রত্য জলাশয় সমূহের কমলকুল প্রচলিত ও স্বচ্ছ জল বিক্ষিপ্ত হইতেছে। তোয়াশয়সমূহের তীরজাত সুশোভিত কদলীবনে ময়ূরেরা নৃত্য করিতেছে। ময়ূরগণের পক্ষচন্দ্র-পাতে কোথাও কোথাও ভূতল রঞ্জিত হইতেছে এবং স্থানে স্থানে প্রমোদিত মত্ত হারীত-যুত বৃক্ষসকল বিকীর্ণ রহিয়াছে। ঐ উদ্যানের কোথাও সারঙ্গদল বিচরণ করিতেছে। কোন স্থান বিচিত্র কুসুমচয়ে আচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং কোথাও কোথাও বা প্রমত্ত প্রহৃষ্ট কিন্নরবধূগণ সুমধুর সঙ্গীতে সমাসক্ত হইয়া তরুখণ্ডসকল মুখরিত করিতেছে। উহার কোন কোন স্থানে মুনিগণের উপলিপ্ত ও পুষ্পসমাকীর্ণ আশ্রমসকল পরস্পর সংস্পৃষ্টভাবে বিরাজ করিতেছে। ঐ আশ্রমসমূহের মধ্যে মধ্যে বহু পাদপ সুশোভিত হইতেছে। ঐ দেখ, উদ্যানমধ্যে কত উত্তুঙ্গ পনসবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। উহাদের আপাদ-মস্তক ফল-সমূহ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঐ উদ্যানস্থ প্রফুল্ল অতিমুক্ত লতা-গৃহে সিদ্ধগণ কেলি করিতেছেন। সিদ্ধবধূগণের কনকনূপুর-নাদে উহা কতই রমণীয় হইয়াছে। ঐ দেখ, প্রিয়ঙ্গু-তরুর মঞ্জরীসমূহে ভৃঙ্গদল বিলীন রহিয়াছে এবং ঐ সকল ভৃঙ্গসমূহোপরি অম্বু ও কদম্ব পুষ্প পতিত হইতেছে। ঐ দেখ, পুষ্প-বিকিরণকারী পবনপ্রবাহে ঐ উদ্যানস্থ পাদপাগ্র সকল বিঘূর্ণিত হইতেছে। কত বংশ-গুল্ম ভূপতিত রহিয়াছে। গুল্মান্তরসমূহে মৃগীসমূহ বিলীন রহিয়াছে। ঐ উদ্যান যেন মুগ্ধ দেহিগণকে অপবর্গ দানে অনুগৃহীত করিতেছে। ঐ স্থানে সুধাংশুর অংশুজাল-বৎ ধবল মনোজ্ঞ তিলক, সিন্দূর, কুঙ্কুম ও কুসুম্ভনিভ অশোক এবং চামীকরাভ কর্ণি-কার সকল সুশোভিত হইতেছে। কোথাও ফুল্লারবিন্দ সমূহ শোভা-সম্পাদন করিতেছে। ঐ উদ্যান-ভূমি ক্বচিৎ রজতবর্ণাভ, ক্বচিৎ বিদ্রুমসন্নিভ, এবং কাঞ্চনসঙ্কাশ কুসুমসমূহে

পুন্নাগেষু দ্বিজগণবিরুতং
রক্তাশোকস্তবকভরনতম্।
রম্যোপান্তং শ্রমহরপবনং
ফুল্লাব্জেষু ভ্রমরবিলসিতম্॥ ৪৩
সকলভুবনভর্ত্তা লোকনাথস্তদানীং
তুহিনশিখরিপুত্র্যাঃ সার্দ্ধমিষ্টৈর্গণেশৈঃ।
বিবিধতরুবিশালং মত্তহৃষ্টান্যপুষ্ট-
মুপবনতরুরম্যং দর্শয়ামাস দেব্যাঃ॥ ৪৪
দেব্যুবাচ।
উদ্যানং দর্শিতং দেব শোভয়া পরয়া যুতম্।
ক্ষেত্রস্য তু গুণান্ সর্ব্বান্ পুনর্বক্তুমিহার্হসি॥ ৪৫
অস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যমবিমুক্তস্য তৎ তথা।
শ্রুত্বাপি হি ন মে তৃপ্তিরতো ভূয়ো বদস্ব মে॥
দেবদেব উবাচ।
ইদং গুহ্যতমং ক্ষেত্রং সদা বারাণসী মম।
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং হেতুর্মোক্ষস্য সর্ব্বদা॥ ৪৭
অস্মিন্ সিদ্ধাঃ সদা দেবি মদীয়ং ব্রতমাস্থিতাঃ
নানালিঙ্গধরা নিত্যং মম লোকাভিকাঙ্ক্ষিণঃ॥
অভ্যস্যন্তি পরং যোগং মুক্তাত্মানো
জিতেন্দ্রিয়াঃ।
নানাবৃক্ষসমাকীর্ণে নানাবিহগকূজিতে॥ ৪৯
কমলোৎপলপুষ্পাঢ্যৈঃ সরোভিঃ সমলঙ্কৃতে।
অপ্সরোগণগন্ধর্ব্বৈঃ সদা সংসেবিতে শুভে॥
রোচতে মে সদা বাসো যেন কার্য্যেণ তচ্ছৃণু
মন্মনা মম ভক্তশ্চ ময়ি সর্ব্বার্পিতক্রিয়ঃ॥ ৫১
যথা মোক্ষমিহাপ্নোতি হ্যন্যত্র ন তথা ক্বচিৎ।
এতন্মম পুরং দিব্যং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং মহৎ॥৫২
ব্রহ্মাদয়স্য জানন্তি যেঽপি সিদ্ধা মুমুক্ষবঃ।
অতঃ প্রিয়তমং ক্ষেত্রং তস্মাচ্চেহ রতির্মম॥৫৩
বিমুক্তং ন ময়া যস্মান্মোক্ষ্যতে বা কদাচন।
মহৎ ক্ষেত্রমিদং তস্মাদবিমুক্তমিদং স্মৃতম্॥৫৪
নৈমিষেঽথ কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বারে চ পুষ্করে।

সমাচিত হইতেছে। ঐ দেখ, ঐ উদ্যানস্থ পুন্নাগপুঞ্জে পক্ষিগণ রব করিতেছে। রক্তবর্ণ অশোক-স্তবকভরে উহা যেন আনত হইতেছে। উহার উপান্তভূমি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। উহার মধ্য দিয়া শ্রমহর পবন প্রবাহিত হইতেছে। এবং ঐ উদ্যানস্থ ফুল্ল পদ্মদলে ভ্রমরদল বিলসিত হইতেছে। এইরূপে তৎকালে সকল ভুবনভর্ত্তা লোকনাথ প্রিয় গণেশগণ সহ দেবী হিমশৈলনন্দিনীকে সেই নানা তরুমণ্ডিত মত্ত হৃষ্ট অন্যপুষ্টগণ-শোভিত রম্য উপবনভূমি দর্শন করাইলেন। দেবী কহিলেন,—হে দেব! আপনি আমায় পরম শোভান্বিত উদ্যানভূমি দেখাইলেন। এক্ষণে পুনরায় অবিমুক্তক্ষেত্রের গুণসমূহ আমার নিকট প্রকাশ করুন। এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সেই অনুত্তম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি শেষ হয় না। অতএব পুনরায় তাহা কীর্ত্তন করুন। দেবদেব বলিলেন,—এই পরম গুহ্যতম বারাণসী ক্ষেত্র সর্ব্ব ভূতের মোক্ষের হেতুভূত। হে দেবি! এই স্থানে মদীয় ব্রতাবলম্বী সিদ্ধগণ, এবং মম লোকাভিকাঙ্ক্ষী নানা লিঙ্গধারী সাধুগণ সর্ব্বদা পরম যোগ অভ্যাস করেন। যোগ-প্রভাবে তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া মুক্ত হইয়া থাকেন। এই নানা তরুসমাকীর্ণ, নানা পক্ষি-নিনাদিত, কমলোৎপলশালী সরসী-সমূহে সমলঙ্কৃত, সদা অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব-সেবিত শুভ ক্ষেত্রে যে জন্য সর্ব্বদা আমি বাস করিতে ইচ্ছা করি, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর। এই ক্ষেত্রে মন্মনা মদ্ভক্তগণ আমাতে সর্ব্ব ক্রিয়া সমর্পণ করিয়া যেরূপে মোক্ষলাভ করেন, অন্যত্র কুত্রাপি সেরূপ মোক্ষলাভ ঘটে না। আমার এই পুরী গুহ্য হইতেও অতি গুহ্যতর। ইহা ব্রহ্মাদি দেব ও অপরাপর মুমুক্ষুগণ সকলেই জানেন। এই ক্ষেত্র অতি প্রিয়তম, সেই জন্যই সর্ব্বদা আমার ইহাতে রতি।৩৪—৫৩। আমি কখন ইহা পরিত্যাগ করি নাই, বা করিবও না; সেইজন্য ইহার নাম অবিমুক্ত। লোক সকল নৈমিষ, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাদ্বার ও পুষ্কর

স্নানাৎ সংসেবিতাদ্বাপি ন মোক্ষঃপ্রাপ্যতে যতঃ
ইহ সম্প্রাপ্যতে যেন তত এতদ্বিশিষ্যতে।
প্রয়াগে চ ভবেন্মোক্ষ ইহ বা মৎপরিগ্রহাৎ॥
প্রয়াগাদপি তীর্থাগ্র্যাদিদমেব মহৎ স্মৃতম্।
জৈগীষব্যঃ পরাং সিদ্ধিং যোগতঃ স মহাতপাঃ
অস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যাদ্ভক্ত্যা চ মম ভাবনাৎ।
জৈগীষব্যো মহাশ্রেষ্ঠো যোগিনাং স্থানমিষ্যতে
ধ্যায়তস্তত্র মাং নিত্যং যোগাগ্নির্দ্দীপ্যতে ভৃশম্
কৈবল্যং পরমং যাতি দেবানামপি দুর্লভম্॥ ৫৯
অব্যক্তলিঙ্গৈর্ম্মুনিভিঃ সর্ব্বসিদ্ধান্তবেদিভিঃ।
ইহ সম্প্রাপ্যতে মোক্ষো দুর্লভো দেব-দানবৈঃ
তেভ্যশ্চাহং প্রযচ্ছামি ভোগৈশ্বর্য্যমনুত্তমম্।
আত্মনশ্চৈব সাযুজ্যমীপ্সিতং স্থানমেব চ॥ ৬১
কুবেরস্ত মহাযক্ষস্তথা সর্ব্বার্পিতক্রিয়ঃ।
ক্ষেত্রসংবসনাদেব গণেশত্বমবাপ হ॥ ৬২
সংবর্ত্তো ভবিতা যশ্চ সোঽপি ভক্ত্যা মমৈব তু
ইহৈবারাধ্য মাং দেবি সিদ্ধিং যাস্যত্যনুত্তমাম্
পরাশরসুতো যোগী ঋষির্ব্যাসো মহাতপাঃ।
ধর্ম্মকর্ত্তা ভবিষ্যশ্চ বেদসংস্থাপ্রবর্ত্তকঃ॥ ৬৪
রংস্যতে সোঽপি পদ্মাক্ষি ক্ষেত্রেঽস্মিন্
মুনিপুঙ্গবঃ।
ব্রহ্মা দেবর্ষিভিঃ সার্দ্ধং বিষ্ণুর্বায়ুর্দিবাকরঃ॥ ৬৫
দেবরাজস্তথা শক্রো যেঽপি চান্যে দিবৌকসঃ
উপাসতে মহাত্মানঃ সর্ব্বে মামেব সুব্রতে॥ ৬৬
অন্যেঽপি যোগিনঃ সিদ্ধাশ্ছন্নরূপা মহাব্রতাঃ।
অনন্যমনসো ভূত্বা মামিহোপাসতে সদা॥ ৬৭
অলর্কশ্চ পুরীমেতাং মৎপ্রসাদাদবাপ্স্যতি।
স চৈনাং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমাকুলাম্॥
স্ফীতাং জনসমাকীর্ণাং ভক্ত্যা স সুচিরং নৃপঃ
ময়ি সর্ব্বার্পিতপ্রাণো মামেব প্রতিপৎস্যতে॥
ততঃ প্রভৃতি চার্ব্বঙ্গি যেঽপি ক্ষেত্রনিবাসিনঃ।
গৃহিণো লিঙ্গিনো বাপি মদ্ভক্তা মৎপরায়ণাঃ॥

তীর্থে স্নান বা ঐ সকল তীর্থের সেবা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত না হয়, এই বারাণসীতে তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই বারাণসীর বিশেষত্ব। প্রয়াগ ধামেও মোক্ষ হয়। এখানেও আমাকে শরণ লইলে মোক্ষ-লাভ ঘটে; তথাপি তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রয়াগ হইতে এই ক্ষেত্রই প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ। জৈগী-ষব্য নামে এক মহাতপা ঋষি ছিলেন। তিনি আমাকে ভক্তি ও ভাবনা করিয়া তপো-বলে এই ক্ষেত্রমাহাত্ম্যেই পরম সিদ্ধি লাভ করেন। ঐ জৈগীষব্য যোগিগণের গম্য স্থান প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি এই ক্ষেত্রে নিত্য আমার ধ্যান করেন। ধ্যানবলে তাঁহার যোগাগ্নি উদ্দীপিত হয়। দেবদুর্লভ পরম কৈবল্য তিনি লাভ করেন। সর্ব্বসিদ্ধান্তবেদী অব্যক্তলিঙ্গ মুনিগণ এই স্থানেই দেব-দানব-দুর্লভ মোক্ষ লাভ করেন। আমি তাঁহাদিগকে অনুত্তম ভোগৈশ্বর্য্য, আত্মসাযুজ্য ও ইষ্টস্থান প্রদান করিয়া থাকি। মহাযক্ষ কুবের আমাতে সর্ব্বক্রিয়া সমর্পণ করেন—করিয়া ক্ষেত্রবাসফলে গণেশত্ব প্রাপ্ত হন। সম্বর্ত্ত ঋষি এইখানেই আমার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া আমাকে আরা-ধনা করিয়া ভাবী কালে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। পরাশরনন্দন মহাতাপা ব্যাস ঋষি—যিনি ভবিষ্যতে ধর্ম্মকর্ত্তা ও বেদ-সংস্থানপ্রবর্ত্তক হইবেন, হে পদ্মাক্ষি! তিনিও এই ক্ষেত্রে বিহার করিবেন। হে সুব্রতে! দেবর্ষিগণসহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বায়ু, দিবাকর, দেবরাজ ইন্দ্র, এবং অন্যান্য সুর-বৃন্দ ও অপরাপর মহাত্মগণ সকলেই আমাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। অন্য যে সকল ছন্ন-রূপী, মহাব্রতাচারী, সিদ্ধ যোগিগণ আছেন, তাঁহারাও অনন্যমনে এই স্থানে আমাকে উপাসনা করেন। ৫৪—৬৭। রাজা অলর্ক আমারই প্রসাদে এই পুরী প্রাপ্ত হইবেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় এই পুরীকে জনাকীর্ণ সুসমৃদ্ধ ও চাতুর্ব্বর্ণিক আশ্রমসম্পন্ন করিয়া আমার প্রতি চিরকাল ভক্তি রাখিয়া এবং আমাতেই সর্ব্বপ্রাণ সমর্পণ করিয়া অন্তে আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন। হে চার্ব্বঙ্গি! সেই সময় হইতে ক্ষেত্রবাসী, গৃহী ও

মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যন্তি মোক্ষং পরমদুর্লভম্।
বিষয়াসক্তচিত্তোঽপি ত্যক্তধর্ম্মরতির্নরঃ॥ ৭১
ইহ ক্ষেত্রে মৃতঃ সোঽপি সংসারং ন পুনর্বিশেৎ
যে পুনর্নির্ম্মমা ধীরাঃ সত্ত্বস্থা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ॥
ব্রতিনশ্চ নিরারম্ভাঃ সর্ব্বে তে ময়ি ভাবিতাঃ।
দেহভঙ্গং সমাসাদ্য ধীমন্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতাঃ।
গতা এব পরং মোক্ষং প্রসাদান্মম সুব্রতে॥
জন্মান্তরসহস্রেষু যুঞ্জন্ যোগমবাপ্নুয়াৎ।
তমিহৈব পরং মোক্ষং মরণাদধিগচ্ছতি॥ ৭৪
এতৎ সঙ্ক্ষেপতো দেবি ক্ষেত্রস্যাস্য মহৎ ফলম্
অবিমুক্তস্য কথিতং ময়া তে গুহ্যমুত্তমম্॥ ৭৫
অতঃ পরতরং নাস্তি সিদ্ধিগুহ্যং মহেশ্বরি।
এতদ্বুধ্যন্তি যোগজ্ঞা যে চ যোগেশ্বরা ভুবি॥
এতদেব পরং স্থানমেতদেব পরং শিবম্।
এতদেব পরং ব্রহ্ম এতদেব পরং পদম্॥৭৭
বারাণসী তু ভুবনত্রয়সারভূতা
রম্যা সদা মম পুরী গিরিরাজপুত্রি।
অত্রাগতা বিবিধদুষ্কৃতকারিণোঽপি
পাপক্ষয়াদ্বিরজসঃ প্রতিভান্তি মর্ত্ত্যাঃ॥৭৮
এতৎ স্মৃতং প্রিয়তমং মম দেবি নিত্যং
ক্ষেত্রং বিচিত্রতরু-গুল্ম-লতা-সুপুষ্পম্।
অস্মিন্ মৃতাস্তনুভৃতঃ পদমাপ্নুবন্তি
মূর্খাগমেন রহিতাপি ন সংশয়োঽত্র॥ ৭৯

সূত উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে দেবো দেবীং প্রাহ গিরীন্দ্রজাম্
দাতুং প্রসাদাদ্‌যক্ষায় বরং ভক্তায় ভামিনি॥
ভক্তো মম বরারোহে তপসা হতকিল্বিষঃ।
অহো বরমসৌ লব্ধমস্মত্তো ভুবনেশ্বরি॥ ৮১
এবমুক্ত্বা ততো দেবঃ সহ দেব্যা জগৎপতিঃ।
জগাম যক্ষো যত্রাস্তে কৃশো ধমনিসন্ততঃ॥৮২
ততস্তং গুহ্যকং দেবী দৃষ্টিপাতৈর্নিরীক্ষতী।
শ্বেতবর্ণং বিচর্ম্মাণং স্নায়ুবদ্ধাস্থিপঞ্জরম্।

লিঙ্গী সকলেই মৎভক্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া মৎপ্রভাবে পরম দুর্লভ মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। যাহারা বিত্ত বিষয়ে আসক্ত ও ধর্ম্মানুরাগ-বর্জ্জিত, তাদৃশ নরও এই ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় আর সংসারে প্রবেশ করে না। হে সুব্রতে! যাঁহারা নির্ম্মম, ধীর, সত্ত্বস্থ, জিতেন্দ্রিয়, ব্রতাচারী, নিরারম্ভ, সঙ্গ-বর্জ্জিত, ও মদেকনিষ্ঠ, সেই সকল ধীসম্পন্ন পুরুষেরা দেহান্তে পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হন। সহস্র সহস্র জন্মে যোগানুষ্ঠান করিয়া যে যোগফল মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পরম মোক্ষ এই স্থানে দেহত্যাগমাত্রেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দেবি! এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের অতি গুহ্যতম মহাফলের বিষয় সংক্ষেপে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। হে মহেশ্বরি! এই ক্ষেত্রাপেক্ষা সিদ্ধিগুহ্য, পরতর স্থান আর নাই। যাঁহারা যোগজ্ঞ ও যোগেশ্বর বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ, তাঁহারাই এই ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্যক্ অবগত আছেন। এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রই পরম স্থান। ইহাই পরম শিব, ইহাই পরম ব্রহ্ম এবং ইহাই পরম পদ। হে গিরিরাজ-নন্দিনি! আমার পুরী বারাণসী সর্ব্বদাই রমণীয়া ও ভুবনত্রয়ের সারভূতা। যে সকল মূর্ত্ত্য ব্যক্তি বিবিধ দুষ্কৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এখানে থাকিয়া তাহারাও পাপক্ষয়ে রজোহীন হইয়া বিরাজ করিতে থাকে। হে দেবি! এই বিচিত্র তরু, গুল্ম, লতা, ও সুপুষ্প-শোভিত ক্ষেত্র আমার নিত্য প্রিয়তম বলিয়া বিখ্যাত। এই স্থানে মৃত হইয়া মানুষেরা পরমপদ প্রাপ্ত হয় এবং এ ক্ষেত্রে কাহার কোন কুশাস্ত্রঘটিত সংশয় থাকে না।৬৭—৭৯।

সূত বলিলেন,—এই সময় দেবদেব প্রসন্ন হইয়া ভক্ত যক্ষকে বরদান করিতে উদ্যত হইলেন,—হইয়া গিরীন্দ্রনন্দিনী দেবীকে কহিলেন,—হে বরারোহে! হে ভামিনি! এই যক্ষ তপস্যায় নিষ্পাপ হইয়াছে। অহো! এই ভক্ত আমার নিকট হইতে এক্ষণে বর-লাভ করিবে। দেবদেব জগৎপতি এই কথা কহিয়া দেবীসহ যথায় সেই ধমনীসন্তত, ক্ষীণদেহ যক্ষ তপস্যা করিতেছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর দেবী সেই

দেবী প্রাহ তদা দেবং দর্শয়ন্তী চ গুহ্যকম্।
সত্যং নাম ভবানুগ্রো দেবৈরুক্তস্তু শঙ্কর॥ ৮৪
ঈদৃশে চাস্য তপসি ন প্রযচ্ছসি যদ্বরম্।
অত্র ক্ষেত্রে মহাদেব পুণ্যে সম্যগুপাসিতে॥
কথমেবং পরিক্লেশং প্রাপ্তো যক্ষকুমারকঃ।
শীঘ্রমস্য বরং যচ্ছ প্রসাদাৎ পরমেশ্বর॥ ৮৬
এবং মন্বাদয়ো দেব বদন্তি পরমর্ষয়ঃ।
রুষ্টাদ্বা চাথ তুষ্টাদ্বা সিদ্ধিস্তূভয়তো ভবেৎ।
ভোগপ্রাপ্তিস্তথা রাজ্যমন্তে মোক্ষঃ সদাশিবাৎ
এবমুক্তস্ততো দেবঃ সহ দেব্যা জগৎপতিঃ।
জগাম যক্ষো যত্রাস্তে কৃশো ধমনিসন্ততঃ॥৮৮
তং দৃষ্ট্বা প্রণতং ভক্ত্যা হরিকেশং বৃষধ্বজঃ।
দিব্যং চক্ষুরদাৎ তস্মৈ যেনাপশ্যৎ স শঙ্করম্॥

অথ যক্ষস্তদাদেশাচ্ছনৈরুন্মীল্য চক্ষুষী।
অপশ্যৎ সগণং দেবং বৃষধ্বজমুপস্থিতম্॥ ৯০

দেবদেব উবাচ।

বরং দদামি তে পূর্ব্বং ত্রৈলোক্যে দর্শনং তথা
সাবর্ণ্যঞ্চ শরীরস্য পশ্য মাং বিগতজ্বরঃ॥৯১

সূত উবাচ।

ততঃ স লব্ধা তু বরং শরীরেণাক্ষতেন চ।
পাদয়োঃ প্রণতস্তস্থৌ কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্॥
উবাচাথ তদা তেন বরদোঽস্মীতি চোদিতঃ।
ভগবন্ ভক্তিমব্যগ্রাং ত্বয্যনন্যাং বিধৎস্ব মে॥
অন্নদত্বঞ্চ লোকানাং গাণপত্যং তথাক্ষয়ম্।
অবিমুক্তঞ্চ তে স্থানং পশ্যেয়ং সর্ব্বদা যথা॥৯৪
এতদিচ্ছামি দেবেশ ত্বত্তো বরমনুত্তমম্॥ ৯৫

দেবদেব উবাচ।

জরা-মরণসন্তক্ত্যঃ সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতঃ।

শ্বেতবর্ণ বিচর্ম্মা স্নায়ুবদ্ধ অস্থিপঞ্জরশালী গুহ্যকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পরে দেবদেবকে দেখাইয়া বলিলেন,—হে শঙ্কর! দেবগণ তোমাকে যে উগ্রনামে অভিহিত করিয়া থাকেন; তোমার এ নাম প্রকৃতই যোগ্য বটে। কেন না, এই যক্ষ ঈদৃশ কঠোর তপস্যায় নিরত রহিয়াছে; তথাপি তুমি তাহাকে এখনও বরদান কর নাই। হে মহাদেব! এই পুণ্যক্ষেত্রে সম্যক্ উপাসনা করিয়াও এই যক্ষকুমার কি জন্য এরূপ ক্লেশ ভোগ করিতেছে? হে পরমেশ্বর! আপনি শীঘ্র ইহাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বরদান করুন। দেখুন—মন্বাদি পরমর্ষিগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন যে, শিব রুষ্ট বা তুষ্ট যাহাই কেন হউন না, তাঁহার উভয়বিধ রূপ হইতেই সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত। ভোগপ্রাপ্তি, রাজ্যলাভ ও অন্তে মোক্ষসমাগম সদাশিব হইতেই ঘটিয়া থাকে। দেবী এই কথা কহিলে জগৎপতি দেবদেব তখন দেবী সহ সেই তপস্বী যক্ষ-সন্নিধানে গমন করিলেন। বৃষধ্বজ সেই হরিকেশাখ্য যক্ষকে ভক্তিভরে প্রণত দেখিয়া তাহাকে দিব্য দৃষ্টি দান করিলেন। সে, সেই দৃষ্টিশক্তিবলে শঙ্করকে অবলোকন করিল। অনন্তর যক্ষ শিবাদেশে ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া সম্মুখে সগণ বৃষধ্বজকে দর্শন করিল। দেবদেব বলিলেন,—তোমাকে আমি পূর্ব্বে ত্রৈলোক্য দর্শনে সক্ষমতারূপ বরদান করিতেছি; পরে তুমি শরীরের সাবর্ণ্য বরও গ্রহণ কর—করিয়া বিগতজ্বর হইয়া আমাকে অবলোকন কর। সূত বলিলেন,—অনন্তর সেই যক্ষ অক্ষত দেহে বরলাভ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক দেবদেবের পদযুগে প্রণত হইয়া রহিল। পরে সে শিব কর্ত্তৃক "আমি বরদাতা উপস্থিত হইয়াছি" এই বাক্যে প্রেরিত হইয়া তৎকালে বলিল,—ভগবন্! আপনাতে আমার অব্যগ্র অনন্ত ভক্তি হউক। এইরূপ বরই আমাকে দান করুন। অপিচ যাহাতে আমি লোকসমূহের অন্নদাতৃত্ব, ও অক্ষয় গাণপত্য লাভ করিয়া ভবদীয় ক্ষেত্র এই অবিমুক্ত নিত্য প্রত্যক্ষ করিতে পারি, হে দেবেশ! আমি আপনার নিকট হইতে এইরূপ অনুত্তম বরও পাইতে ইচ্ছা করি। দেবদেব কহিলেন,—তুমি সর্ব্বজন-পূজিত

ভবিষ্যসি গণাধ্যক্ষো ধনদঃ সর্ব্বপূজিতঃ ॥ ৯৬
অজেয়শ্চাপি সর্ব্বেষাং যোগৈশ্বর্য্যং সমাশ্রিতঃ
অন্নদশ্চাপি লোকেভ্যঃ ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি
মহাবলো মহাসত্ত্বো ব্রহ্মণ্যো মম চ প্রিয়ঃ।
ত্র্যক্ষশ্চ দণ্ডপাণিশ্চ মহাযোগী তথৈব চ ॥ ৯৮
উদ্ভ্রমঃ সম্ভ্রমশ্চৈব গণৌ তে পরিচারকৌ।
তবাজ্ঞয়া করিষ্যেতে লোকস্যোদ্ভ্রমসম্ভ্রমৌ ॥

সূত উবাচ।

এবং স ভগবাংস্তত্র যক্ষং কৃত্বা গণেশ্বরম্।
জগাম বামদেবেশঃ সহ তেনামরেশ্বরঃ ॥ ১০০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বারাণসীমাহাত্ম্যে দণ্ডপাণিবরপ্রদানং নামাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮০ ॥

গণাধ্যক্ষ ধনদ হইবে। তোমার জরা-মরণ থাকিবে না। তুমি সর্ব্বরোগ হইতে মুক্ত হইবে এবং যোগৈশ্বর্য্য আশ্রয় করিয়া সকলেরই তুমি অজেয় হইবে। লোকদিগকে অন্নদান করিবে এবং এই ক্ষেত্রপাল হইয়া রহিবে। তুমি মহাবল, মহাসত্ত্ব, ব্রহ্মণ্য, ত্রিনেত্র, দণ্ডপাণি, ও মহাযোগী হইয়া আমার প্রিয়তম হইবে। উদ্ভ্রম ও সম্ভ্রম নামে দুই জন গণ তোমার পরিচারক হইবে। তোমার আজ্ঞায় তাহারা লোকের উদ্ভ্রম ও সম্ভ্রম বিধান করিবে। সূত বলিলেন,—এইরূপে সেই ভগবান্ বামদেবেশ সেই যক্ষকে তথায় গণেশ্বরপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সহিত প্রস্থান করিলেন। ৮০—১০০।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮০ ॥

একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

ইমাং পুণ্যোদ্ভবাং স্নিগ্ধাং কথাং পাপপ্রণাশিনীম্
শৃণ্বন্তু ঋষয়ঃ সর্ব্বে সুবিশুদ্ধাস্তপোধনাঃ ॥ ১
গণেশ্বরপতিং দিব্যং রুদ্রতুল্যপরাক্রমম্।
সনৎকুমারো ভগবান্ পৃচ্ছতে নন্দিকেশ্বরম্ ॥ ২
ব্রূহি গুহ্যং যথাতত্ত্বং যত্র নিত্যং ভবঃ স্থিতঃ।
মাহাত্ম্যং সর্ব্বভূতানাং পরমাত্মা মহেশ্বরঃ ॥ ৩
ঘোররূপং সমাস্থায় দুষ্করং দেবদানবৈঃ।
আভূতসংপ্লবং যাবৎ স্থাণুভূতো মহেশ্বরঃ ॥ ৪

নন্দিকেশ্বর উবাচ।

পুরা দেবেন যৎ প্রোক্তং পুরাণং পুণ্যমুত্তমম্।
তৎ সর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যামি নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ॥ ৫
ততো দেবেন তুষ্টেন উমায়াঃ প্রিয়কাম্যয়া।
কথিতং ভুবি বিখ্যাতং যত্র নিত্যং স্বয়ং স্থিতঃ
রুদ্রস্যার্দ্ধাসনগতা মেরুশৃঙ্গে যশস্বিনী।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়

সূত বলিলেন,—বিশুদ্ধাত্মা, তপোধন ঋষিগণ সকলেই এই পাপহারিণী পুণ্য-জননী স্নিগ্ধকথা শ্রবণ করুন। গণাধিপতি নন্দিকেশ্বর রুদ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী। ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভগবান্ ভব, সর্ব্বভূতের পরমাত্মা ও মহেশ্বর; দেবদানবেরা যাদৃশ রূপ ধারণ করিতে পারে না, তিনি তথাবিধ ঘোর রূপ ধারণ করিয়া প্রলয় পর্য্যন্ত স্থাণুরূপে অবস্থান করিতেছেন। সেই মহেশ্বর যে স্থানে নিত্য বিরাজ করেন, তুমি সেই গুহ্যতত্ত্ব আমার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন কর। নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—পুরাকালে দেবদেব নিজেই যে পবিত্র উত্তম পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তৎসমস্তই বলিব। দেবদেব তুষ্ট হইয়া উমাদেবীর প্রিয়কামনায় সেই জগৎপ্রসিদ্ধ পুরাণ-প্রস্তাব কীর্ত্তন করেন। অনন্তর মেরুশৃঙ্গোপরি রুদ্রের অর্দ্ধাসনে উপবিষ্টা যশস্বিনী

মহাদেবং ততো দেবী প্রণতা পরিপৃচ্ছতি। ৭
ভগবন্ দেবদেবেশ চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখর।
ধর্ম্মং প্রব্রূহি মর্ত্ত্যানাং ভুবি চবোর্দ্ধরেতসাম্।
জপ্তং দত্তং হুতঞ্চেষ্টং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
ধ্যানাধ্যয়নসম্পন্নং কথং ভবতি চাক্ষয়ম্। ৯
জন্মান্তরসহস্রেণ যৎ পাপং পূর্ব্বসঞ্চিতম্।
কথং তৎ ক্ষয়মায়াতি তন্মমাচক্ষ শঙ্কর। ১০
যস্মিন্ ব্যবস্থিতো ভক্ত্যা তুষ্যসে পরমেশ্বর।
ব্রতানি নিয়মাশ্চৈব আচারো ধর্ম্ম এব চ। ১১
সর্ব্বসিদ্ধিকরং যত্র হ্যক্ষয্যগতিদায়কম্।
বক্তুমর্হসি তৎ সর্ব্বং পরং কৌতুহলং হি মে।

মহেশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমম্।
সর্ব্বক্ষেত্রেষু বিখ্যাতমবিমুক্তং প্রিয়ং মম। ১৩
অষ্টষষ্টিঃ পুরা প্রোক্তা স্থানানাং স্থানমুত্তমম্।
যত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং রুদ্রঃ কৃত্তিবাসাঃ স্বয়ং
যত্র সন্নিহিতো নিত্যমবিমুক্তে নিরন্তরম্।
তৎ ক্ষেত্রং ন ময়া মুক্তমবিমুক্তং ততঃ স্মৃতম্।
অবিমুক্তে পরা সিদ্ধিরবিমুক্তে পরা গতিঃ।
জপ্তং দত্তং হুতঞ্চেষ্টং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। ১৬
ধ্যানমধ্যয়নং দানং সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্।
জন্মান্তরসহস্রেণ যৎ পাপং পূর্ব্বসঞ্চিতম্। ১৭
অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্য তৎ সর্ব্বং ব্রজতি ক্ষয়ম্।
অবিমুক্তাগ্নিনা দগ্ধমগ্নৌ তুলমিবাহিতম্। ১৮
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বৈ বর্ণসঙ্করাঃ।
কৃমি-ম্লেচ্ছাশ্চ যে চান্যে সঙ্কীর্ণাঃ পাপযোনয়ঃ।
কীটাঃ পিপীলিকাশ্চৈব যে চান্যে মৃগ-পক্ষিণঃ।
কালেন নিধনং প্রাপ্তা অবিমুক্তে শৃণু প্রিয়ে। ২০
চন্দ্রার্দ্ধমৌলিনঃ সর্ব্বে ললাটাক্ষা বৃষধ্বজাঃ।
শিবে মম পুরে দেবি জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।

উমাদেবী প্রণত হইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ! হে চন্দ্রমৌলে! মর্ত্ত্যবাসীদিগের এবং ভূতলস্থ ঊর্দ্ধরেতাগণের ধর্ম্ম কি, তাহা আপনি বলুন। হে শঙ্কর! জপ, দান, হোম, তপস্যা, ধ্যান ও অধ্যয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল কি প্রকারে অক্ষয় হইয়া থাকে, এবং কিরূপেই বা পূর্ব্বতন সহস্র সহস্র জন্মসঞ্চিত পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; আপনি সে সকল প্রকাশ করিয়া বলুন। হে পরমেশ্বর! আপনি যে স্থানে থাকিয়া ভক্তের প্রতি তুষ্ট থাকেন, এবং যে স্থানে ব্রত, নিয়ম, সদাচার ও অন্যান্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, সর্ব্বসিদ্ধি ও অক্ষয় গতি প্রদান করেন, হে দেব! আমার তাহা শুনিবার জন্য বড়ই কৌতুহল হইয়াছে; অতএব আপনি বলুন।১—১২। মহেশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! শ্রবণ কর, আমি অতি গুহ্যতম বৃত্তান্ত বলিতেছি। সমস্ত ক্ষেত্রমধ্যে বিখ্যাত অবিমুক্ত ক্ষেত্রই আমার বিশেষ প্রিয়তম। পূর্ব্বে অষ্টষষ্টিসংখ্যক উত্তম স্থানের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বারাণসীস্থানই অতি উত্তম। সাক্ষাৎ কৃত্তিবাস রুদ্র তথায় অবস্থান করেন। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে নিত্যই তাঁহার সন্নিধান। আমি—রুদ্রদেব কখনই ঐ ক্ষেত্র মুক্ত (অর্থাৎ পরিত্যাগ) করি না, এই জন্য উহা অবিমুক্ত নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে পরম সিদ্ধি এবং অবিমুক্ত ক্ষেত্রেই পরম গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। জপ, দান, হোম, তপস্যা, ধ্যান ও অধ্যয়ন ইত্যাদি যে কিছু কর্ম্ম ঐ ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বতন সহস্র জন্ম-সঞ্চিত পাপ অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই বিনষ্ট হইয়া যায়। মানবের যত কিছু পাপ অনুষ্ঠিত থাকুক, অনলে তূলরাশির ন্যায় তৎসমস্তই অবিমুক্ত-পাবকে দগ্ধ হইয়া থাকে। হে প্রিয়ে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা বর্ণসঙ্করগণ কিম্বা কৃমি, ম্লেচ্ছ বা অন্য কোন সঙ্কীর্ণ পাপযোনি অথবা কীট হউক, পিপীলিকা হউক বা অপরাপর মৃগ-পক্ষীই হউক, কালক্রমে অবিমুক্তক্ষেত্রে মৃত্যুগ্রস্ত হইলে তাহারা যেরূপ গতি প্রাপ্ত হয়, বলিতেছি শ্রবণ কর। হে দেবি! মদীয় শিবময় পুরী

অকামো বা সকামো বা হ্যপি তির্য্যগ্গতোঽপি বা
অবিমুক্তে ত্যজন্ প্রাণান্ মম লোকে মহীয়তে।
অবিমুক্তং যদা গচ্ছেৎ কদাচিৎ কালপর্য্যয়াৎ।
অশ্মনা চরণৌ বদ্ধা তত্রৈব নিধনং ব্রজেৎ ॥
অবিমুক্তং গতো দেবি ন নির্গচ্ছেৎ ততঃ পুনঃ
সোঽপি মৎপদমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা
বস্ত্রপ্রদং রুদ্রকোটিং সিদ্ধেশ্বরমহালয়ম্।
গোকর্ণং রুদ্রকর্ণঞ্চ সুবর্ণাক্ষং তথৈব চ ॥ ২৫
অমরঞ্চ মহাকালং তথা কায়াবরোহণম্।
এতানি হি পবিত্রাণি সান্নিধ্যাৎ সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ
কালিঞ্জরবনঞ্চৈব শঙ্কুকর্ণং স্থলেশ্বরম্।
এতানি চ পবিত্রাণি সান্নিধ্যাদ্ধি মম প্রিয়ে।
অবিমুক্তে বরারোহে ত্রিসন্ধ্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥
হরিশ্চন্দ্রং পরং গুহ্যং গুহ্যমাম্রাতকেশ্বরম্।
জলেশ্বরং পরং গুহ্যং গুহ্যং শ্রীপর্ব্বতং তথা ॥
মহালয়ং তথা গুহ্যং কৃমিচণ্ডেশ্বরং শুভম্।
গুহ্যাতিগুহ্যং কেদারং মহাভৈরবমেব চ ॥ ২৯
অষ্টাবেতানি স্থানানি সান্নিধ্যাদ্ধি মম প্রিয়ে।
অবিমুক্তে বরারোহে ত্রিসন্ধ্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥
যানি স্থানানি শ্রূয়ন্তে ত্রিষু লোকেষু সুব্রতে।
অবিমুক্তস্য পাদেষু নিত্যং সন্নিহিতানি বৈ ॥ ৩১
অথোত্তরাং কথাং দিব্যামবিমুক্তস্য শোভনে।
স্কন্দো বক্ষ্যতি মাহাত্ম্যমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽবিমুক্তমাহাত্ম্যে একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮১ ॥

অবিমুক্তে মৃত্যুপ্রাপ্ত সর্ব্বপ্রাণীই চন্দ্রার্দ্ধ-মৌলি, ললাট-নেত্র ও বৃষধ্বজ হইয়া থাকে। অকাম হউক, সকাম হউক, বা তির্য্যগ্যোনিগত হউক, অবিমুক্তে প্রাণত্যাগ করিলে সকলেই মদীয় লোকে বিহার করিয়া থাকে। মানব কদাচিৎ কালব্যত্যয়ে অবিমুক্ত ক্ষেত্রে গমন করিলে প্রস্তরে চরণ বন্ধন করিয়াও তাহার তথায় মরণপ্রাপ্তি মঙ্গলাবহ। হে দেবি! যে ব্যক্তি অবিমুক্ত হইতে কদাচ বহির্গত হয় না, সেও মদীয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। বস্ত্রপ্রদ, রুদ্রকোটি, সিদ্ধেশ্বর, মহালয়, গোকর্ণ, রুদ্রকর্ণ, সুবর্ণাক্ষ, অমর, মহাকাল ও কায়াবরোহণ উভয় সন্ধ্যা আমার সান্নিধ্য বশতঃ এই সকল স্থান অতীব পবিত্র। ১৩—২৬। হে প্রিয়ে! কালিঞ্জর বন, শঙ্কুকর্ণ ও স্থলেশ্বর, আমার সান্নিধ্য-বশতঃ এই সকল স্থানও পবিত্রতম। হে বরারোহে! অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আমি ত্রিসন্ধ্যাই সন্নিহিত আছি। পরম গুহ্য হরিশ্চন্দ্র, গোপনীয় আম্রাতকেশ্বর, পরম গুহ্য জলেশ্বর, গোপনীয় শ্রীপর্ব্বত, গোপনীয় মহালয়, পবিত্র কৃমিচণ্ডেশ্বর, এবং গুহ্যাতিগুহ্য কেদার ও মহাভৈরব, এই অষ্টস্থানে নিত্যই আমার সন্নিধান। অবিমুক্তে ত্রিসন্ধ্যাই আমি সন্নিহিত। হে সুব্রতে! ত্রিলোকে যে সকল স্থানের কথা শুনা যায়, অবিমুক্তের পাদ-দেশেই তৎসমুদায়ের নিত্য সন্নিধান। হে শোভনে! অনন্তর অবিমুক্ত সম্বন্ধীয় অপর যে দিব্য কথা ও ভাবিতাত্মা ঋষিগণের মাহাত্ম্যবৃত্তান্ত আছে, স্কন্দ তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবেন। ২৭—৩২

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮১।

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

কৈলাসপৃষ্ঠমাসীনং স্কন্দং ব্রহ্মবিদাং বরম্।
পপ্রচ্ছুশ্চর্ষয়ঃ সর্ব্বে সনকাদ্যাস্তপোধনাঃ ॥ ১
তথা রাজর্ষয়ঃ সর্ব্বে যে ভক্তাস্তু মহেশ্বরে।
ব্রূহি ত্বং স্কন্দ ভূর্লোকে যত্র নিত্যং ভবঃ স্থিতঃ

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—একদা সনকাদি তপোধন ঋষিগণ ও মহেশভক্ত অন্যান্য রাজর্ষিগণ কৈলাসপৃষ্ঠে সমাসীন ব্রহ্মজ্ঞপ্রধান স্কন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে স্কন্দ! ভগবান্ ভব ভূর্লোকমধ্যে যথায় নিত্য অবস্থিত আছেন,

স্কন্দ উবাচ।
মহাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা দেবদেবঃ সনাতনঃ।
ঘোররূপং সমাস্থায় দুষ্করং দেব-দানবৈঃ॥ ৩
আভূতসংপ্লবং যাবৎ স্থাণুভূতঃ স্থিতঃ প্রভুঃ।
গুহ্যানাং পরমং গুহ্যমবিমুক্তমিতি স্মৃতম্॥ ৪
অবিমুক্তে সদা সিদ্ধির্যত্র নিত্যং ভবঃ স্থিতঃ।
অস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং যদুক্তম্বীশ্বরেণ তু॥৫
স্থানান্তরং পবিত্রঞ্চ তীর্থমায়তনং তথা।
শ্মশানসংস্থিতং বেশ্ম দিব্যমন্তর্হিতঞ্চ যৎ॥৬
ভূর্লোকেনৈব সংযুক্তমন্তরীক্ষে শিবালয়ম্।
অযুক্তাস্ত ন পশ্যন্তি যুক্তাঃ পশ্যন্তি চেতসা॥৭
ব্রহ্মচর্য্যব্রতোপেতাঃ সিদ্ধা বেদান্তকোবিদাঃ।
আ দেহপতনাদ্‌যাবৎ তৎ ক্ষেত্রং যো ন মুঞ্চতি
ব্রহ্মচর্য্যব্রতৈঃ সম্যক্ সুম্যগিষ্টং মখৈর্ভবেৎ।
অপাপাত্মা গতিঃ সর্ব্বা যা ভুক্তা চ ক্রিয়াবতাম্
যস্তত্র নিবসেদ্বিপ্রোঽসংযুক্তাত্মা সমাহিতঃ।
ত্রিকালমপি ভুঞ্জানো বায়ুভক্ষসমো ভবেৎ॥১০
নিমেষমাত্রমপি যো হ্যবিমুক্তে তু ভক্তিমান্।
ব্রহ্মচর্য্যসমাযুক্তঃ পরমং প্রাপ্নুয়াৎ তপঃ॥১১
যোঽত্র মাসং বসেদ্ধীরো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ
সম্যক্ তেন ব্রতং চীর্ণং দিব্যং পাশুপতং মহৎ
জন্ম-মৃত্যুভয়ং তীর্ত্বা স যাতি পরমাং গতিম্।
নৈঃশ্রেয়সীং গতিং পুণ্যাং তথা যোগগতিং
ব্রজেৎ॥১৩
ন হি যোগগতির্দিব্যা জন্মান্তরশতৈরপি।
প্রাপ্যতে ক্ষেত্রমাহাত্ম্যাৎ প্রভাবাচ্ছঙ্করস্য তু
ব্রহ্মহা যোঽভিগচ্ছেৎ তু অবিমুক্তং কদাচন।
তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যাদ্‌ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে॥১৫
আ দেহপতনাদ্‌যাবৎ ক্ষেত্রং যো ন বিমুঞ্চতি
ন কেবলং ব্রহ্মহত্যা প্রাক্কৃতা চ নিবর্ত্ততে॥
প্রাপ্য বিশ্বেশ্বরং দেবং ন সা ভূয়োঽভিজায়তে

আপনি তাহা ব্যক্ত করুন। স্কন্দ কহিলেন,—সর্ব্বভূতাত্মা মহাত্মা সনাতন দেবদেব—দেব দানব-দুর্লভ ভীষণরূপ ধারণ করিয়া আপ্রলয় স্থাণুভূত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অবিমুক্ত অতি গুহ্যতম ক্ষেত্র। সেখানে সদাই সিদ্ধি বিরাজিত, ভগবান্ ভব সেই ক্ষেত্রেই নিত্য অবস্থিত। এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য স্বয়ং ঈশ্বর যাহা কহিয়াছেন, তাহা এই,—উহার প্রত্যেক স্থান পবিত্র ও পবিত্র তীর্থায়তনে শোভিত। ঐ স্থানস্থিত শ্মশানে এক দিব্য ভবন আছে, উহা সকলের অদৃশ্য; অথচ ভূলোকের সহিত সংযুক্ত। তথায় অন্তরীক্ষে শিবালয় প্রতিষ্ঠিত। অযোগী সে আলয় দেখিতে পায় না, যাঁহারা যোগী, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ-বেদান্তকোবিদ, তাঁহাদেরই তাহা প্রত্যক্ষ হয়। যে ব্যক্তি দেহ থাকিতে, কখনই ঐ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে না, সম্যক্ ব্রহ্মচর্য্যব্রতে কিম্বা সমক্ যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সেই ফলই ঘটিয়া থাকে এবং সে নিষ্পাপ হইয়া সর্ব্ববিধ সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়। ১—৯। ঐ ক্ষেত্রে অযোগী ও অসমাহিতচিত্ত ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা আহার করিয়া বাস করিলেও অনিলাশী তপস্বীর তুল্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিমান্ হইয়া অবিমুক্তে নিমেষমাত্র কালও ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ হয়, তাহার পরম তপঃফল লাভ হইয়া থাকে। যে ধীর ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় ও স্বল্পাহারী হইয়া একমাস যাবৎ ঐ ক্ষেত্রে বাস করে, তৎকর্ত্তৃক স্বর্গীয় মহাপাশুপতব্রত সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহার জনন-মরণ ভয় থাকে না। তাহার পরম নৈশ্রেয়সীগতি ও পুণ্য যোগগতি লাভ হয়। শত জন্মেও দিব্য যোগগতি প্রাপ্তি ঘটে না; কিন্তু এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে এবং ভগবান্ শঙ্করের প্রভাবে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি কোন ব্রহ্মহত্যাকারী কদাচিৎ অবিমুক্ত ক্ষেত্রে গমন করে তবে ক্ষেত্রমহাত্ম্যে তাহার ব্রহ্মহত্যা পাপ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরিত্যাগ না করে, ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে তাহার কেবল ইহ জন্মকৃত নহে—পূর্ব্ব জন্মকৃত ব্রহ্মহত্যাও নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

অনন্যমানসো ভূত্বা যোঽবিমুক্তং ন মুঞ্চতি ॥ ১৭
তস্য দেবঃ সদা তুষ্টঃ সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতি
দ্বারং যৎ সাংখ্যযোগানাং স তত্র বসতি প্রভুঃ
সগণো হি ভবো দেবো ভক্তানামনুকম্পয়া।
অবিমুক্তং পরং ক্ষেত্রমবিমুক্তে পরা গতিঃ ॥১৯
অবিমুক্তে পরা সিদ্ধিরবিমুক্তে পরং পদম্।
অবিমুক্তং নিষেবেত দেবর্ষিগণসেবিতম্।
যদীচ্ছেন্মানবো ধীমান্ ন পুনর্জ্জায়তে ক্বচিৎ ॥
মেরোঃ শক্যো গুণান্ বক্তুং দ্বীপানাঞ্চ তথৈব
সমুদ্রাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং নাবিমুক্তস্য শক্যতে।
অন্তকালে মনুষ্যাণাং ছিদ্যমানেষু মর্ম্মসু ॥২২
বায়ুনা প্রের্য্যমাণানাং স্মৃতির্নৈবোপজায়তে
অবিমুক্তে হ্যন্তকালে ভক্তানামীশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥২৩
কর্ম্মভিঃ প্রের্য্যমাণানাং কর্ণজাপং প্রযচ্ছতি।

ঐ ব্যক্তি বিশ্বেশ্বর দেবকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় আর জন্ম লাভ করে না। যে ব্যক্তি অনন্যমনে অবিমুক্ত ক্ষেত্রে অবস্থান করে, কদাচ তাহা পরিত্যাগ করে না, তাহার প্রতি দেবদেব তুষ্ট হন,—হইয়া সর্ব্বকাম প্রদান করিয়া থাকেন। যাহা সাংখ্যযোগের দ্বারস্বরূপ, ভগবান্ ভবদেব ভক্ত জনের প্রতি অনুকম্পার্থ তথায় প্রমথ সহ বাস করিয়া থাকেন। অবিমুক্তই পরম ক্ষেত্র, অবিমুক্তই পরম গতি। অবিমুক্তে প ম সিদ্ধি, অবিমুক্তেই পরম পদ। নানা দেবর্ষিগণ-সেবিত অবিমুক্ত ক্ষেত্রেই বাস করিবে। তথায় বাস করিয়া মানব ইচ্ছা করিলে আর তাহার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইবে না। ১০—২০। সুমেরু, দ্বীপসমূহ, এমন কি সাগর সকলেরও গুণ বর্ণন করিতে পারা যায়; কিন্তু অবিমুক্ত ক্ষেত্রের গুণ বর্ণনে আমি সক্ষম নহি প্রাণান্তকালে মনুষ্যদিগের মর্ম্ম সকল বায়ু-প্রেরিত হইয়া ছিন্ন হইতে থাকে, তখন তাহাদের স্মৃতি শক্তিও লোপ পায়; কিন্তু এই অবিমুক্তক্ষেত্রে কর্ম্মফলে যে সকল ভক্তজনের প্রাণান্তকাল উপস্থিত হয়, স্বয়ং ঈশ্বর তাহাদিগের কর্ণে তারক ব্রহ্ম নাম

মণিকর্ণ্যাং ত্যজন্ দেহং গতিমিষ্টাং ব্রজেন্নরঃ
ঈশ্বরপ্রেরিতো যাতি দুষ্প্রাপামকৃতাত্মভিঃ।
অশাশ্বতমিদং জ্ঞাত্বা মানুষ্যং বহুকিল্বিষম্ ॥২৫
অবিমুক্তং নিষেবেত সংসারভয়মোচনম্।
যোগক্ষেমপদং দিব্যং বহুবিঘ্নবিনাশনম্ ॥২৬
বিঘ্নৈশ্চালোড্যমানোঽপি যোঽবিমুক্তং ন মুঞ্চতি
স মুঞ্চতি জরাং মৃত্যুং জন্ম চৈতদশাশ্বতম্।
অবিমুক্তপ্রসাদাৎ তু শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥২৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽবিমুক্তমাহাত্ম্যে দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮২॥

ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

দেব্যুবাচ।

হিমবন্তং গিরিং ত্যক্ত্বা মন্দরং গন্ধমাদনম্।
কৈলাসং নিষধঞ্চৈব মেরুপৃষ্ঠং মহাদ্যুতি ॥১
রম্যং ত্রিশিখরঞ্চৈব মানসং সুমহাগিরিম্

প্রদান করিয়া থাকেন। মণিকর্ণিকায় দেহ ত্যাগ করিলে মানব ইষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অকৃতাত্মা ব্যক্তিগণ যে গতি প্রাপ্ত হয় না, ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া মানব সেই গতি লাভ করিয়া থাকে। এই মনুষ্যলোক অনিত্য ও বহু-পাপে পরিপূর্ণ · ইহা বুঝিয়া এই সংসার-ভয় মোচন যোগক্ষেম-পদ, বহু-বিঘ্নহর, দিব্য অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সেবা করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বহু বিঘ্নে আকুল হইয়াও অবিমুক্তক্ষেত্র পরিত্যাগ না করে, সে জরা মরণ ও এই অনিত্য জন্ম পরিহার করিতে পারে। অধিক কি, অবিমুক্তপ্রসাদে তাহার শিবসাযুজ্য লাভ ঘটে। ২১—২৭।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮২।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—হে দেব! হিমালয়, মন্দর, গন্ধমাদন, কৈলাস, নিষধ, মহাদ্যুতি মেরুপৃষ্ঠ, রম্য ত্রিশিখর, সুমহাগিরি মানস,

দেবোদ্যানানি রম্যানি নন্দনং বনমেব চ ॥২
সুরস্থানানি মুখ্যানি তীর্থান্যায়তনানি চ।
তানি সর্ব্বাণি সন্ত্যজ্য অবিমুক্তে রতিঃ কথম্ ॥
কিমত্র সুমহৎ পুণ্যং পরং গুহ্যং বদস্ব মে।
যেন ত্বং রমসে নিত্যং ভূতসম্পদ্গুণৈর্য্যুতঃ ॥৪
ক্ষেত্রস্য প্রবরত্বঞ্চ যে চ তত্র নিবাসিনঃ।
তেষামনুগ্রহঃ কশ্চিৎ তৎ সর্ব্বং ব্রূহি শঙ্কর ॥৫
শঙ্কর উবাচ।
অত্যদ্ভুতমিমং প্রশ্নং যৎ ত্বং পৃচ্ছসি ভামিনি।
তৎ সর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥৬
বারাণস্যাং নদী পুণ্যা সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বসেবিতা।
প্রবিষ্টা ত্রিপথা গঙ্গা তস্মিন্ ক্ষেত্রে মমপ্রিয়ে ॥
মামেব প্রীতিসন্তুষ্টা কৃত্তিবাসশ্চ সুন্দরি।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব স্থানানাং স্থানং তৎ তু যথাধিকম্
তেন কার্য্যেণ সুশ্রোণি তস্মিন্ স্থানে রতির্মম।
তস্মিন্ লিঙ্গে চ সান্নিধ্যং মম দেবি সুরেশ্বরি ॥
ক্ষেত্রস্য চ প্রবক্ষ্যামি গুণান্ গুণবতাং বরে।
যান্ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ
যদি পাপো যদি শঠো যদি বাধার্ম্মিকো নরঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো হ্যবিমুক্তং ব্রজেদ্ যদি
প্রলয়ে সর্ব্বভূতানাং লোকে স্থাবর-জঙ্গমে।
ন হি ত্যক্ষ্যামি তৎ স্থানং মহাগণশতৈর্বৃতঃ।
যত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ।
বক্ত্রং মম মহাভাগে প্রবিশন্তি যুগক্ষয়ে ॥১৩
তেষাং সাক্ষাদহং পূজাং প্রতিগৃহ্নামি পার্ব্বতি।
সর্ব্বগুহ্যোত্তমং স্থানং মম প্রিয়তমং শুভম্ ॥১৪
ধন্যাঃ প্রবিষ্টাঃ সুশ্রোণি মম ভক্তা দ্বিজাতয়ঃ।
মদ্ভক্তিপরমা নিত্যং যে মদ্ভক্তাস্তু তে নরাঃ ॥১৫
তস্মিন্ প্রাণান্ পরিত্যজ্য গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্।
সদা যজতি রুদ্রেণ সদা দানং প্রযচ্ছতি ॥১৬
সদা তপস্বী ভবতি অবিমুক্তস্থিতো নরঃ।

রম্য রম্য দেবোদ্যান, নন্দনবন, প্রধান প্রধান দেবস্থান, এবং যাবতীয় পুণ্যতীর্থ ও আয়তন পরিত্যাগ করিয়া অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আপনার অনুরাগ কেন? এখানে এমন কি গুহ্যতম মহাপবিত্রতা আছে, যাহার জন্য আপনি ভূতসমৃদ্ধিগুণে অন্বিত হইয়া নিত্য এই স্থানে রমণ করিতেছেন? হে শঙ্কর! ঐ ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠতা এবং তথায় যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের প্রতি আপনার কিরূপ অনুগ্রহ এ সকল আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। শঙ্কর কহিলেন,—হে ভামিনি! তোমার এ প্রশ্ন অতি অপূর্ব্ব; যাহা হউক, আমি যে সকল বলিতেছি শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে! মদীয় ক্ষেত্র বারাণসীধামে সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-সেবিত পবিত্র নদী ত্রিপথগা গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। হে সুন্দরি! ঐ ত্রিপথগা আমার প্রতি প্রীতিমতী; এইজন্য হে সুশ্রোণি! সকল স্থানের মধ্যে সেই স্থানেই আমার বিশেষ অনুরাগ।১-৯। তথায় আমার কৃত্তিবাসাখ্য লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। হে সুরেশ্বরি! সেই লিঙ্গে আমার সদাই সন্নিধান। হে গুণশালিনীদিগের বরণ্যে! এক্ষণে আমি ঐ ক্ষেত্রের গুণসমূহ বর্ণন করিতেছি। ঐ সকল গুণ শ্রবণে নিশ্চয়ই সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পাপী হউক, শঠ হউক, বা অধার্ম্মিক হউক, মানব অবিমুক্তে গমন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতেই মুক্ত হয়। সর্ব্বপ্রাণীর প্রলয় বা চরাচর লোকের বিনাশ ঘটিলেও আমি ঐ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করি না। আমার প্রধান প্রধান পারিষদ্গণে পরিবৃত হইয়া, আমি ঐ ক্ষেত্রেই অবস্থান করি। হে মহাভাগে! দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণ যুগক্ষয়ে আমারই বক্ত্রে প্রবেশ করেন। হে পার্ব্বতি! আমি তাঁহাদিগের সাক্ষাতে ঐ ক্ষেত্রে পূজা প্রতিগ্রহ করি। ঐস্থান আমার অতি প্রিয়, অতি শুভ ও অতি গুহ্য। হে সুশ্রোণি! মদীয় ভক্ত দ্বিজাতিগণ তথায় প্রবেশ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। যে সকল লোক নিত্য নিত্য আমার প্রতি ভক্তিমান্, তাঁহারা ঐ ক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যো মাং পূজয়তে নিত্যং তস্য তুষ্যাম্যহং প্রিয়ে
সর্ব্বদানানি যো দদ্যাৎ সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
সর্ব্বতীর্থাভিষিক্তশ্চ স প্রপদ্যেত মামিহ ॥ ১৮
অবিমুক্তং সদা দেবি যে ব্রজন্তি সুনিশ্চিতাঃ ।
তে তিষ্ঠন্তীহ সুশ্রোণি মদ্ভক্তাশ্চ ত্রিবিষ্টপে ॥১৯
মৎপ্রসাদাত্তু তে দেবি দীব্যন্তি শুভলোচনে ।
দুর্দ্ধরাশ্চৈব দুর্দ্ধর্ষা ভবন্তি বিগতজ্বরাঃ ॥২০
অবিমুক্তং শুভং প্রাপ্য মদ্ভক্তাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ।
নির্দ্ধূতপাপবিমলা ভবন্তি বিগতজ্বরাঃ ॥২১

পার্ব্বত্যুবাচ ।

দক্ষযজ্ঞস্ত্বয়া দেব মৎপ্রিয়ার্থে নিষূদিতঃ ।
অবিমুক্তগুণানান্তু ন তৃপ্তিরিহ জায়তে ॥২২

ঈশ্বর উবাচ ।

ক্রোধেন দক্ষযজ্ঞস্তু ত্বৎপ্রিয়ার্থে বিনাশিতঃ ।
মহাপ্রিয়ে মহাভাগে নাশিতোঽহং বরাননে ॥২৩
অবিমুক্তে যজন্তে তু মদ্ভক্তাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥২৪

দেব্যুবাচ ।

দুর্লভাস্তু গুণা দেব অবিমুক্তে তু কীর্ত্তিতাঃ ।
সর্ব্বাংস্তান্ মম তত্ত্বেন কথয়স্ব মহেশ্বর ॥২৫
কৌতূহলং মহাদেব হৃদিস্থং মম বর্ত্ততে ।
তৎ সর্ব্বং মম তত্ত্বেন আখ্যাহি পরমেশ্বর ॥২৬

ঈশ্বর উবাচ ।

অক্ষয়া হ্যমরাশ্চৈব হ্যদেহাশ্চ ভবন্তি তে ।
মৎপ্রসাদাদ্বরারোহে মামেব প্রবিশন্তি বৈ ॥২৭
ব্রূহি ব্রূহি বিশালাক্ষি কিমন্যচ্ছ্রোতুমর্হসি ॥২৮

দেব্যুবাচ ।

অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে অহো পুণ্যমহো গুণাঃ ।
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি ব্রূহি দেব পুনর্গুণান্ ॥২৯

যে নর অবিমুক্তে অবস্থান করে, তাহার সর্ব্বদা রুদ্রসূক্ত দ্বারা যজ্ঞ করা হয়, সর্ব্বদা তাহার দান করা হয় এবং সর্ব্বদাই তাহার তপস্বিজনোচিত কার্য্য করা হয়। অয়ি প্রিয়ে! যে জন নিত্য আমার পূজা করে, আমি তাহার সন্তোষ বিধান করি। যে জন এই স্থানে থাকিয়া দান করে, যজ্ঞ করে এবং অত্রত্য সর্ব্বতীর্থে স্নান করে, সে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! যে ব্যক্তি নিশ্চিতচিত্ত হইয়া এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আগমন করে, সে মদীয় ভক্ত হইয়া সুরপুর সদৃশ এই ক্ষেত্রে বাস করে। হে সুলোচনে! মানবেরা এই ক্ষেত্রে বাস করিয়া মৎপ্রসাদে দীপ্তি পাইয়া থাকে এবং তাহারা বিগতজ্বর হইয়া দুর্জ্জয় ও দুর্দ্ধর্ষ হয়। মদ্‌ভক্তগণ যদি নিসংশয়িত-চিত্তে আমার এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়, তবে তাহারা নির্ধূত-পাপ, উজ্জ্বলজ্যোতিষ্ক, ও বিগতজ্বর হইয়া থাকে।১০—২১। পার্ব্বতী বলিলেন,—হে দেব! আপনি আমার প্রিয় বিধান নিমিত্ত দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছেন; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক পুনরায় আমায় অবিমুক্তমাহাত্ম্য শ্রবণ করান। ইহা যতবার শ্রবণ করি, আমার তৃপ্তি শেষ হইতেছে না। ঈশ্বর বলিলেন,—হে বরাননে! হে মহাভাগে! হে প্রিয়তমে! তোমার প্রিয় বিধান জন্য আমি ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষযজ্ঞ নাশ করিয়াছিলাম। শ্রবণ কর,—যে সকল ভক্ত অনন্যমনা হইয়া এই অবিমুক্তক্ষেত্রে আমার পূজা করে, কল্পকোটি শতকাল পরেও তাহাদের আর সংসারে আসিতে হয় না। দেবী কহিলেন,—হে মহেশ্বর! অবিমুক্ত ক্ষেত্রের দুর্লভ গুণ সকল কীর্ত্তন করিলেন বটে; কিন্তু উহা পুনরায় যথাযথ কীর্ত্তন করিয়া আমার হৃদয়ের কৌতূহল নিবারণ করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে বরারোহে! যাহারা অবি-অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আমার সহিত তোমার পূজা করে, তাহারা অক্ষয় অমরযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং আমার প্রসাদে তাহারা আমার শরীরে প্রবেশ করিয়া আমার স্বরূপ হইয়া থাকে। হে বিশালাক্ষি! বল, বল, আর কি শুনিতে তোমার ইচ্ছা হইতেছে? দেবী বলিলেন,—এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে পুণ্য অদ্ভুত, এবং ইহার মহিমাও আশ্চর্য্য-জনক! আমি পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও তৃপ্তি লাভ

ঈশ্বর উবাচ।

মহেশ্বরি বরারোহে শৃণু তাংস্ত মম প্রিয়ে।
অবিমুক্তে গুণা যে তু তথান্যানপি তচ্ছৃণু ॥৩০
শাকপর্ণাশনা দান্তাঃ সম্প্রক্ষাল্যা মরীচিপাঃ।
দন্তোলূখলিনশ্চান্যে অশ্মকুট্টাস্তথাপরে ॥৩১
মাসি মাসি কুশাগ্রেণ জলমাস্বাদয়ন্তি বৈ।
বৃক্ষমূলনিকেতাশ্চ শিলাশয্যাস্তথাপরে ॥৩২
আদিত্যবপুষঃ সর্ব্বে জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ
এবং বহুবিধৈর্ধর্ম্মৈরন্যত্র চরিতব্রতাঃ ॥৩৩
ত্রিকালমপি ভুঞ্জানা যেঽবিমুক্তনিবাসিনঃ।
তপশ্চরন্তি বান্যত্র কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
যেঽবিমুক্তে বসন্তীহ স্বর্গে প্রতিবসন্তি তে ॥৩৪
মৎসমঃ পুরুষো নাস্তি ত্বৎসমা নাস্তি যোষিতাম্
অবিমুক্তসমং ক্ষেত্রং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥৩৫
অবিমুক্তে পরো যোগো হ্যবিমুক্তে পরা গতিঃ
অবিমুক্তে পরো মোক্ষঃ ক্ষেত্রং নৈবাস্তি তাদৃশম্ ॥৩৬
পরং গুহ্যং প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বেন বরবর্ণিনি।
অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে যদুক্তং হি ময়া পুরা ॥৩৭
জন্মান্তরশতৈর্দেবি যোগোঽয়ং যদি লভ্যতে
মোক্ষঃ শতসহস্রেণ জন্মনা লভ্যতে ন বা ॥৩৮
অবিমুক্তে ন সন্দেহো মদ্ভক্তঃ কৃতনিশ্চয়ঃ।
একেন জন্মনা সোঽপি যোগং মোক্ষঞ্চ বিন্দতি
অবিমুক্তে নরা দেবি যে ব্রজন্তি সুনিশ্চিতাঃ।
তে বিশন্তি পরং স্থানং মোক্ষং পরমদুর্লভম্ ॥৪০
পৃথিব্যামীদৃশং ক্ষেত্রং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
চতুর্মূর্ত্তিঃ সদা ধর্ম্মো তস্মিন্ সন্নিহিতঃ প্রিয়ে।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং গতিস্ত পরমা স্মৃতা ॥৪২

দেব্যুবাচ।

শ্রুতা গুণাস্তে ক্ষেত্রস্য ইহ চান্যত্র যে প্রভো।
বদস্ব ভুবি বিপ্রেন্দ্রাঃ কং বা যজ্ঞৈর্যজন্তি তে॥

করিতে পারিতেছি না; আপনি পুনরায় আমায় বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহেশ্বরি! হে বরারোহে! হে প্রিয়ে! অবিমুক্ত ক্ষেত্রের অন্য প্রকার মহিমা শ্রবণ কর। যাহারা শাক-পর্ণ মাত্র আহার করে, যাহারা দমনশীল, সম্প্রক্ষাল্য, মরীচিপ, দন্তোলূখলী, অশ্মকুট্ট এবং যাহারা মাসে মাসে কুশাগ্রে করিয়া মাত্র জলবিন্দু আস্বাদন করে, বৃক্ষমূল যাহাদের আশ্রয়ভূত হইয়াছে, শিলা যাহাদের শয্যাস্বরূপ, যাহারা আদিত্যাভিমুখে অবস্থিত, জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় ও পূর্ব্বোক্ত প্রকার বহু ধর্ম্ম—যাহারা অন্যত্র আচরণ করিয়াছে, তাহারা অবিমুক্তক্ষেত্রবাসী ত্রিকালভোজীদিগের ষোড়শ-অংশের একাংশেরও যোগ্য নয়। এমন কি, যাহারা অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাস করে, তাহারা স্বর্গেই বাস করিয়া থাকে। হে প্রিয়ে! দেখ, যেমন আমার সমান পুরুষ নাই, তোমার সমান রমণী নাই, তেমনি অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সমান তীর্থও নাই এবং কখন হইবেও না।২২—৩৫। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে পরম যোগ, পরম গতি, এবং পরম মুক্তি সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে; এরূপ ক্ষেত্র আর কোথাও নাই। হে বরবর্ণিনি! আমি যাহা পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছি, ঐ সকল পরম গুহ্য তত্ত্ব পুনরায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শতজন্মেও যদি কেহ এই অবিমুক্তক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে, তবে তাহার যে তখন শত সহস্র জন্মের জন্য মোক্ষ হইবেই তাহা কি আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে? মোক্ষ হয়, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। অনন্য-চিত্ত মদ্‌ভক্ত এক জন্মেই যোগ ও মোক্ষ এই উভয় লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! যে নর একমনা হইয়া অবিমুক্তক্ষেত্রে গমন করে, সে ব্যক্তি পরম লোক এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীতে এরূপ ক্ষেত্র ছিল না ও হইবেও না। হে প্রিয়ে! ধর্ম্ম, তথায় সর্ব্বদা চতুর্ম্মূর্ত্ত হইয়া বাস করিতেছেন। চতুর্বর্ণের পরম গতি ঐ স্থানেই বিরাজিত। দেবী বলিলেন,—হে প্রভো! আপনার অবিমুক্ত ক্ষেত্রের ইহলোক ও পরলোকসম্বন্ধীয় মাহাত্ম্য সকল শ্রবণ করিলাম। অধুনা বিপ্রেন্দ্রগণ যজ্ঞাদি দ্বারা

ঈশ্বর উবাচ।

ইজ্যয়া চৈব মন্ত্রেণ মামেব হি যজন্তি যে।
ন তেষাং ভয়মস্তীতি ভবং রুদ্রং যজন্তি যঃ॥
অমন্ত্রো মন্ত্রকো দেবি দ্বিবিধো বিধিরুচ্যতে।
সাঙ্খ্যকৈবাথ যোগশ্চ দ্বিবিধো যোগ উচ্যতে
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥৪৫
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥৪৬
নির্গুণঃ সগুণো বাপি যোগশ্চ কথিতো ভুবি।
সগুণশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো নির্গুণো মনসঃ পরঃ॥৪৭
এতৎ তে কথিতং দেবি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি

দেব্যুবাচ।

যা ভক্তিস্ত্রিবিধা প্রোক্তা ভক্তানাং বহুধা ত্বয়া
তামহং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ কথয়স্ব মে॥ ৪৯

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু পার্ব্বতি দেবেশি ভক্তানাং ভক্তিবৎসলে।
প্রাপ্য সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ দুঃখান্তঞ্চ নিয়চ্ছতি॥৫০
সদা যঃ সেবতে ভিক্ষাং ততো ভবতি রঞ্জিতঃ
রঞ্জনাৎ তন্ময়ো ভূত্বা লীয়তে স তু ভক্তিমান্॥
শাস্ত্রাণান্তু বরারোহে বহুকারণদর্শিনঃ।
ন মাং পশ্যন্তি তে দেবি জ্ঞানবাক্যবিবাদিনঃ॥৫
পরমার্থজ্ঞানতৃপ্তা যুক্তা জানন্তি * যোগিনঃ।
বিদ্যয়া বিদিতাত্মানো যোগস্থ চ দ্বিজাতয়ঃ॥৫৩
প্রত্যাহারেণ শুদ্ধাত্মা নান্যথা চিন্তয়েচ্চ তৎ।
তুষ্টিঞ্চ পরমাং প্রাপ্য যোগং মোক্ষং পরং তথা
ত্রিভির্গুণৈঃ সমাযুক্তো জ্ঞানবান্ পশ্যতীহ মাম্
এতৎ তে কথিতং দেবি কিমন্যচ্ছ্রোতুমর্হসি।

কাহার পূজা করিবেন, তাহা বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—যাহারা ইজ্যা বা মন্ত্র দ্বারা আমার পূজা করিবে; তাহাদের কোন প্রকার ভয় নাই; যেহেতু তাহারা ভবের পূজা করিবে। হে দেবি! অমন্ত্র ও সমন্ত্র এই দুই প্রকার বিধি এবং জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ এই দ্বিবিধ যোগ। যে ব্যক্তি দ্বৈত জ্ঞান-রহিত হইয়া সর্ব্বভূতস্থিত আমাকেই ভাবনা করে, সে ভিন্ন হইলেও আমাতেই বর্ত্তমান বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র আত্মতুলনায় দেখে এবং সমস্তই আমাতে নিরীক্ষণ করে, আমি সর্ব্বদাই তাহার নিকট বর্ত্তমান এবং সেও সর্ব্বদা আমার সাক্ষাতে বিদ্যমান। এই পৃথিবীতলে নির্গুণ ও সগুণ এই দ্বিবিধ যোগ কথিত হইয়া থাকে। সগুণ জ্ঞানগোচর ও নির্গুণ মনেরও অগোচর। হে দেবি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা তোমার নিকট কহিলাম।৩৬—৪৮। দেবী বলিলেন—আপনি ভক্তদিগের যে ত্রিবিধ ভক্তির কথা উল্লেখ করিলেন; তাহা আমি তত্ত্বতঃ শুনিতে ইচ্ছা করি। ঈশ্বর কহিলেন,—হে ভক্তগণের ভক্তিবৎসলে! জ্ঞান ও যোগ-অবলম্বন করিলে মানবের দুঃখের অবসান হয়। যে ভক্তিমান্ মানব সর্ব্বত্যাগী হইয়া সর্ব্বদা ভিক্ষা ধর্ম্ম আচরণ করেন, তিনি পরম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন এবং পরমানন্দময়ত্ব নিবন্ধন তিনি তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঐ পরমানন্দে লীন হইয়া যান। হে বরারোহে! যাঁহারা কেবল শাস্ত্রেরই বহু কারণ দর্শন করিয়া জ্ঞান-বাক্যে বিবাদ করিয়া থাকেন, হে দেবি! তাঁহারা কদাপি আমাকে দেখিতে পান না। যাঁহারা পরমার্থ-জ্ঞানে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, যাঁহারা যুক্ত, পরম যোগী, এবং জ্ঞান দ্বারা যাঁহারা যোগ ও আত্মার স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন; তাঁহারাই আমাকে জানিতে পারেন। যিনি প্রত্যাহার অর্থাৎ নিবৃত্তি দ্বারা শুদ্ধাত্মা হইয়াছেন, পরমাত্মাকে যিনি আমা হইতে অন্যথা ভাবনা করেন না, তিনি পরম তুষ্টি, পরম যোগ ও পরম ক্ষেত্র প্রাপ্ত হন এবং গুণত্রয়ে অন্বিত হইয়া পরম জ্ঞান লাভ করত আমায় দর্শন করিয়া থাকেন।

* পশ্যন্তীতি পাঠান্তরম্।

শৃণু এব বরারোহে কথয়িষ্যামি সুব্রতে ॥ ৫৫
গুহ্যং পবিত্রমথবা যচ্চাপি হৃদি বর্ত্ততে।
তৎ সর্ব্বং কথয়িষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রিয়ে ॥৫৬
দেব্যুবাচ।
স্বরূপং কীদৃশং দেব যুক্তাঃ পশ্যন্তি যোগিনঃ।
পশ্যন্ মে সংশয়ং ব্রূহি নমস্তে সুরসত্তম ॥ ৫৭
শ্রীভগবানুবাচ।
অমূর্ত্তশ্চৈব মূর্ত্তশ্চ জ্যোতীরূপং হি তৎ স্মৃতম্
তস্যোপলব্ধিমবিচ্ছন্ যত্নঃ কার্য্যো বিজানতা ॥
গুণৈর্বিমুক্তো ভূতাত্মা এবং বক্তুং ন শক্যতে।
শক্যতে যদি বক্তুং বৈ দিব্যৈর্ব্বর্ষশতৈর্ন বা ॥৫৯
দেব্যুবাচ।
কিম্প্রমাণন্তু তৎ ক্ষেত্রং সমন্তাৎ সর্ব্বতোদিশম্
যত্র নিত্যং স্থিতো দেবো মহাদেবো গণৈর্যুতঃ
ঈশ্বর উবাচ।
দ্বিযোজনন্তু তৎ ক্ষেত্রং পূর্ব্ব-পশ্চিমতঃ স্মৃতম্
অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণং তৎ ক্ষেত্রং দক্ষিণোত্তরম্
বারাণসী তদীয়া চ যাবচ্ছুক্রনদী তু বৈ।
ভীমচণ্ডিকমারভ্য পর্ব্বতেশ্বরমস্তকে ॥ ৬২
গণা যত্রাবতিষ্ঠন্তি সম্যগ্‌যুক্তা বিনায়কাঃ।
কুষ্মাণ্ডরাজঃ শস্তোশ্চ জয়ন্তশ্চ মদোৎকটাঃ ॥
সিংহ-ব্যাঘ্রমুখাঃ কেচিদ্বিকটাঃ কুব্জ-বামনাঃ।
যত্র নন্দী মহাকালশ্চণ্ডঘণ্টো মহেশ্বরঃ ॥ ৬৪
দণ্ডচণ্ডেশ্বরশ্চৈব ঘণ্টাকর্ণো মহাবলঃ।
এতে চান্যে চ বহবো গণাশ্চৈব গণেশ্বরাঃ ॥৬৫
মহোদরা মহাকায়া বজ্র-শক্তিধরাস্তথা।
রক্ষন্তি সততং দেবি হ্যবিমুক্তং তপোবনম্।
দ্বারে দ্বারে চ তিষ্ঠন্তি শূল-মুদ্গরপাণয়ঃ ॥ ৬৬
সুবর্ণশৃঙ্গীং রৌপ্যখুরাং চেলাজিনপয়স্বিনীম্।
বারাণস্যান্তু যো দদ্যাৎ ত্রিবর্ণাং কঞ্জলোচনে ॥
গাং দত্ত্বা তু বরারোহে ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
আসপ্তমং কুলং তেন তারিতং নাত্র সংশয়ঃ ॥

হে দেবি! এই ত তোমার নিকট পরম তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম, তুমি আর অপর কি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা বল। হে সুব্রতে! আমি তাহা বলিতেছি। গুহ্য, পবিত্র, অথবা যাহা হৃদয়ে নিহিত আছে, তৎ সমস্তই আমি প্রকাশ করিতেছি,—হে প্রিয়ে! তুমি অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ কর। দেবী বলিলেন,—হে দেব! যুক্ত যোগিগণ আপনার কীদৃশ রূপ দর্শন করেন, আমার এ বিষয়ে সংশয় আছে, হে সুরসত্তম! তোমায় আমার নমস্কার। তুমি আমার সংশয় নিরাস কর। ভগবান্ কহিলেন,—আমার জ্যোতীরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপে প্রখ্যাত। বিজ্ঞজন সে রূপের উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিবেন। আমি গুণবিমুক্ত ভূতাত্মা, আমার রূপমাহাত্ম্য আমি বলিতে অক্ষম। মনে হয়, দিব্য শত বর্ষেও বুঝি তাহা বর্ণিবার শক্তি নাই। ৪৮—৫৯। দেবী কহিলেন,—তথায় গুণময় দেবদেব মহাদেব নিত্য অবস্থিত সেই ক্ষেত্রের চারিদিকে প্রমাণ কত? ঈশ্বর কহিলেন,—ঐ ক্ষেত্র পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দ্বিযোজন এবং দক্ষিণোত্তর দিকে অর্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ। ভীমচণ্ডিকা হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ব্বতেশ্বরের নিকটে শুক্র নদী পর্য্যন্ত মদীয় বারাণসী পুরী প্রখ্যাত। তথায় সম্যক্ নিযুক্ত বিনায়কগণ অবস্থান করেন এবং কুষ্মাণ্ডরাজ জয়ন্ত ও সিংহ-ব্যাঘ্র-বদন, বিকট, মদোৎকট, কুব্জ ও বামনাকৃতি বহু শিবানুচর তথায় অবস্থিত। চণ্ডঘণ্ট মহেশ্বর মহাকাল নন্দী এবং মহাবল ঘণ্টাকর্ণ ইত্যাদি ও অন্যান্য বহু গণ ও গণাধিপতি-গণ তথায় বিরাজমান। ইহাদের কেহ কেহ মহোদর, কেহ কেহ মহাকায় এবং কেহ কেহ বজ্র ও শক্তি-ধর। হে দেবি! উহারা সর্ব্বদাই অবিমুক্তাখ্য তপোবন রক্ষা করিয়া থাকে। ঐ গণসমূহ শূল ও মুদ্গর হস্তে দ্বারে দ্বারে অবস্থান করিতেছে। হে কঞ্জলোচনে! যে ব্যক্তি বারাণসী-ধামে সুবর্ণশৃঙ্গী, রৌপ্যখুরা, বৎস অজিন ও দুগ্ধবতী ত্রিবর্ণা গাভী বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করে; হে বরারোহে! তাহার সপ্তম

যো দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ তস্মিন্ ক্ষেত্রে বরাননে
কনকং রজতং বস্ত্রমন্নাঙ্গং বহুবিস্তরম্।
অক্ষয়ঞ্চাব্যয়ঞ্চৈব স্যাতাং তস্য সুলোচনে ॥৬৯
শৃণু তত্ত্বেন তীর্থস্য বিভূতিং ব্যুষ্টিমেব চ।
তত্র স্নাত্বা মহাভাগে ভবন্তি নীরুজা নরাঃ ॥৭০
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
তদবাপ্নোতি ধর্ম্মাত্মা তত্র স্নাত্বা বরাননে ॥ ৭১
বহু স্বল্পে চ যো দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
শুভাং গতিমবাপ্নোতি অগ্নিবচ্চৈব দীপ্যতে ॥
বারাণসী-জাহ্নবীভ্যাং সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে।
দত্বান্নঞ্চ বিধানেন ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥৭৩
এতৎ তে কথিতং দেবি তীর্থস্য ফলমুত্তমম্ ॥৭৪
উপবাসন্তু যঃ কৃত্বা বিপ্রান্ সন্তর্পয়েন্নরঃ।
সৌত্রামণেশ্চ যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
একাহারস্তু যস্তিষ্ঠেন্মাসং তত্র বরাননে।
যাবজ্জীবকৃতং পাপং সহসা তস্য নশ্যতি ॥৭৬

অগ্নিপ্রবেশং যে কুর্য্যুরবিমুক্তে বিধানতঃ
প্রবিশন্তি মুখং তে মে নিঃসন্দিগ্ধং বরাননে ॥৭৭
দশসৌবর্ণিকং পুষ্পং যোঽবিমুক্তে প্রযচ্ছতি।
অগ্নিহোত্রফলং ধূপে গন্ধদানে তথা শৃণু।
ভূমিদানেন তৎ তুল্যং গন্ধদানফলং স্মৃতম্ ॥৭৮
সম্মার্জ্জনে পঞ্চশতং সহস্রমনুলেপনে।
মালয়া শতসাহস্রমনন্তং গীতবাদ্যতঃ ॥ ৭৯

দেব্যুবাচ।

অত্যদ্ভুতমিদং দেব স্থানমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
রহস্যং শ্রোতুমিচ্ছামি যদর্থং ত্বং ন মুঞ্চসি ॥ ৮০

ঈশ্বর উবাচ।

আসীৎ পূর্ব্বং বরারোহে ব্রহ্মণস্তু শিরো বরম্
পঞ্চমং শৃণু সুশ্রোণি জাতং কাঞ্চনসপ্রভম্ ॥৮১
জ্বলৎ তৎ পঞ্চমং শীর্ষং জাতং তস্য মহাত্মনঃ।
তদেবমব্রবীদ্দেবি জন্ম জানামি তে হ্যহম্ ॥৮২

কুল পর্য্যন্ত তারিত হয়, সন্দেহ নাই। হে সুলোচনে! যে ব্যক্তি কনক, রজত, বস্ত্র, ও অন্নাদি যে কিছু বস্তু দান করে, তাহার উহা অক্ষয় ও অব্যয় হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ তীর্থের বিভূতি ও ব্যুষ্টি যথাযথ শ্রবণ কর। হে মহাভাগে! তথায় স্নান করিয়া নরগণ নীরোগ হয়। ধর্ম্মাত্মা নর, তথায় স্নানমাত্র দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কম্ হোক্, অল্প হোক্ দান করিতে পারে, তাহার শুভগতি লাভ হয়। সে অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকে। বারাণসী এবং জাহ্নবীর লোকবিশ্রুত সঙ্গমস্থলে যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক অন্নদান করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। হে দেবি! এই আমি তথাকার উত্তম তীর্থফল বলিলাম। যে ব্যক্তি উপবাস করিয়া পান-ভোজনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের তৃপ্তি সাধন করে, তাহার সৌত্রামণি যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে বরাননে।৬০—৭৫। ঐক্ষেত্রে যে ব্যক্তি এক মাসকাল যাবৎ একাহারে অবস্থান করে, তাহার যাবজ্জীবন কৃত পাপ সহসা নষ্ট হয়। হে বরাননে! যে মানব অবিমুক্তক্ষেত্রে বিধানানুসারে অগ্নিপ্রবেশ করে,সে আমারই মুখে প্রবেশ করিয়া থাকে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে ব্যক্তি অবিমুক্ত ক্ষেত্রে দশ সৌবর্ণক পুষ্প প্রদান করে, সে অগ্নিহোত্রফল প্রাপ্ত হয় এবং ধূপ ও গন্ধ দান করিলে, ভূমিদানতুল্য ফল পাইয়া থাকে। ঐ ক্ষেত্র মার্জ্জন করিলে মানব পঞ্চশত অগ্নিহোত্রফল, অনুলেপন করিলে সহস্র অগ্নিহোত্র ফল মালা দান করিলে শত সহস্র ফল এবং গীত-বাদ্য করিলে অনন্ত ফল লাভ করিয়া থাকে। দেবী বলিলেন,—হে দেব! আপনি অদ্ভুতরূপে এই স্থানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। আপনি যে জন্য এই স্থান পরিত্যাগ করেন না; আমি সেই রহস্য শুনিতে ইচ্ছা করি। ঈশ্বর বলিলেন,—হে বরারোহে! পূর্ব্বে ব্রহ্মার পঞ্চম শির হইয়াছিল। হে সুশ্রোণি! মহাত্মা ব্রহ্মার ঐ পঞ্চম শির প্রজ্বলিত হইত। হে দেবি! ব্রহ্মার ঐ পঞ্চম মস্তক একদা আমাকে বলিল যে, আমি তোমার জন্ম-

ততঃ ক্রোধপরীতেন সংরক্তনয়নেন চ।
বামাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রেণ ছিন্নং তস্য শিরো ময়া ॥ ৮৩
ব্রহ্মোবাচ।
যদা নিরপরাধস্য শিরশ্ছিন্নং ত্বয়া মম।
তস্মাচ্ছাপসমাযুক্তঃ কপালী ত্বং ভবিষ্যসি।
ব্রহ্মহত্যাকুলো ভূত্বা চর তীর্থানি ভূতলে ॥ ৮৪
ততোঽহং গতবান্ দেবি হিমবন্তং শিলোচ্চয়ম্
তত্র নারায়ণঃ শ্রীমান্ ময়া ভিক্ষাং প্রযাচিতঃ॥
ততস্তেন স্বকং পার্শ্বং নখাগ্রেণ বিদারিতম্।
স্রবতো মহতী ধারা তস্য রক্তস্য নিঃসৃতা ॥ ৮৬
প্রযাতা সাতিবিস্তীর্ণা যোজনার্দ্ধশতং তদা।
ন সম্পূর্ণং কপালন্তু ঘোরমদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৮৭
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু সা চ ধারা প্রবাহিণী।
প্রোবাচ ভগবান্ বিষ্ণুঃ কপালং কুত ঈদৃশম্ ॥
আশ্চর্য্যভূতং দেবেশ সংশয়ো হৃদি বর্ত্ততে।
কৃতশ্চ সম্ভবো দেব সর্ব্বং মে ব্রূহি পৃচ্ছতঃ॥
দেবদেব উবাচ।
শ্রূয়তামস্য হে দেব কপালস্য তু সম্ভবঃ।
শতং বর্ষসহস্রাণাং তপস্তপ্ত্বা সুদারুণম্ ॥ ৯০
ব্রহ্মাসৃজদ্বপুর্দিব্যমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্।
তপসশ্চ প্রভাবেণ দিব্যং কাঞ্চনসন্নিভম্ ॥ ৯১
জ্বলৎ তৎ পঞ্চমং শীর্ষং জাতং তস্য মহাত্মনঃ।
নিকৃত্তং তন্ময়া দেব তদিদং পশ্য দুর্জ্জয়ম্ ॥ ৯২
যত্র যত্র চ গচ্ছামি কপালং তত্র গচ্ছতি।
এবমুক্তস্ততো দেবঃ প্রোবাচ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৯৩
শ্রীভগবানুবাচ
গচ্ছ গচ্ছ স্বকং স্থানং ব্রহ্মণস্ত্বং প্রিয়ং কুরু।
তস্মিন্ স্থাস্যতি ভদ্রং তে কপালং তস্য তেজসা
ততঃ সর্ব্বাণি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
গতোঽস্মি পৃথুলশ্রোণি ন ক্বচিৎ প্রত্যতিষ্ঠত ॥
ততোঽহং সমনুপ্রাপ্তো হ্যবিমুক্তে মহাশয়ে।
অবস্থিতঃ স্বকে স্থানে শাপশ্চ বিগতো মম ॥

বৃত্তান্ত অবগত আছি। অনন্তর আমি তাহার কথায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ নখাগ্র দ্বারা ঐ শির ছিন্ন করিয়া ফেলিলাম। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে হর! যেহেতু আপনি নিরপরাধ আমার শিরশ্ছেদ করিলেন; অতএব আপনি আমার শাপ-প্রভাবে কপালী হইবেন এবং ব্রহ্মহত্যাকুল হইয়া ভূতলে আপনি তীর্থভ্রমণ করিবেন। হে দেবি! অনন্তর আমি শিলাময় হিমালয় শৈলে গমন করি। সেইখানে ভগবান্ নারায়ণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করি। তখন তিনি নিজ নখাগ্র দ্বারা পার্শ্ব বিদারণ করেন, তাহাতে তাঁহার শরীর হইতে মহতী রক্ত-ধারা প্রবাহিত হয়। ঐ অতি বিস্তীর্ণা ধারা যোজনার্দ্ধশত ব্যাপিয়া প্রবাহিত হয়; কিন্তু আমার এই ঘোর অদ্ভুতদর্শন কপাল ঐ রক্তে পূর্ণ হইল না। ৭৫—৮৭। তখন ঐ ধারা দিব্য বর্ষসহস্র যাবৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভগবান্ বিষ্ণু তখন বলিলেন,—এ কি প্রকার কপাল? হে দেবেশ! এই কপাল আশ্চর্য্যভূত দেখিতেছি। এ জন্য আমার মনে সংশয় জন্মিয়াছে। হে দেব! কোথা হইতে কি প্রকারে আপনার এই কপালের উৎপত্তি হইল, আপনি এ সকল আমায় বলুন। দেবদেব বলিলেন,—হে দেব! এই কপাল-সম্ভব বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ভগবান্ ব্রহ্মা শত সহস্রবর্ষ সুদারুণ তপশ্চরণ করিয়া দিব্য, কাঞ্চন-সন্নিভ, লোমহর্ষণ অদ্ভুত বপু সৃজন করেন। ঐ মহাত্মার শরীরজাত পঞ্চম শির জ্বলিতেছিল, হে দেব! তখন আমি ঐ দুর্জ্জয় শির ছেদন করিলাম। তদবধি আমি যেখানে যেখানে গমন করি, ঐ কপালও সেই সেইস্থানে গমন করিয়া থাকে। ইহা শুনিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম বলিলেন,—হে দেব! আপনি স্বীয় স্থানে গমন করিয়া ব্রহ্মার প্রিয়ানুষ্ঠান করুন। তাঁহার তেজঃপ্রভাবে এই কপাল সেইস্থানেই থাকিবে। হে পৃথুলশ্রোণি! অনন্তর আমি সর্ব্বতীর্থ ও পুণ্য আয়তনে গমন করি; কিন্তু কোথায়ও অবস্থান করি নাই। অতঃপর অবিমুক্তক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থান

বিষ্ণুপ্রসাদাৎ সুশ্রোণি কপালং তৎ সহস্রধা ।
স্ফুটিতং বহুধা জাতং স্বপ্নলব্ধং ধনং যথা ॥ ৯৭
ব্রহ্মহত্যাপহং তীর্থং ক্ষেত্রমেতন্ময়া কৃতম্‌ ।
শ্মশানমেতদ্ভদ্রং মে দেবানাং বরবর্ণিনি ॥ ৯৮
কালো ভূত্বা জগৎ সর্ব্বং সংহরামি সৃজামি চ ।
দেবেশি সর্ব্বগুহ্যানাং স্থানং প্রিয়তরং মম ॥৯৯
মদ্ভক্তাস্তত্র গচ্ছন্তি বিষ্ণুভক্তাস্তথৈব চ ।
যে ভক্তা ভাস্করে দেবি লোকনাথে দিবাকরে
তত্রস্থো যস্ত্যজেদ্দেহং মামেব প্রবিশেৎ তু সঃ
দেব্যুবাচ ।
অত্যদ্ভুতমিদং দেব যদুক্তং পদ্মযোনিনা ।
ত্রিপুরান্তকরস্থানং গুহ্যমেতন্মহাদ্যুতে ॥ ১০১
সন্নিধানাৎ তু তে সর্ব্বে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্‌
যত্র তিষ্ঠতি দেবেশো যত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ॥১০২
গঙ্গা তীর্থসহস্রাণাং তুল্যা ভবতি বা ন বা ।
ত্বমেব ভক্তির্দেবেশ ত্বমেব গতিরুত্তমা ॥ ১০৩
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ তে দেব গতিরুক্তা সনাতনী ।
শ্রাব্যতে যদ্দ্বিজাতীনাং ভক্তানামনুকম্পয়া ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽবিমুক্তমাহাত্ম্যে ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৩ ॥

চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

মহেশ্বর উবাচ ।
সেবিতং বহুভিঃ সিদ্ধৈরপুনর্ভবকাঙ্ক্ষিভিঃ ।
বিদিত্বা তু পরং ক্ষেত্রমবিমুক্তনিবাসিনাম্‌ ॥ ১
তদ্‌গুহ্যং দেবদেবস্য তৎ তীর্থং তৎ তপোবনম্‌
পরং স্থানঞ্চ তে যান্তি সম্ভবন্তি ন তে পুনঃ ॥ ২
জ্ঞানে বিহিতনিষ্ঠানাং পরমানন্দমিচ্ছতাম্‌ ।
যা গতির্বিহিতা সদ্ভিঃ সাবিমুক্তে মৃতস্য তু ॥৩
ভবস্য প্রীতিরতুলা হ্যবিমুক্তে হ্যনুত্তমা ।

করিলাম। শাপও আমার বিগত হইল! সুশ্রোণি! আর সেই কপালও বিষ্ণুপ্রসাদে সহস্রধা স্ফুটিত হইয়া স্বপ্ন-লব্ধ ধনের ন্যায় বহু বিস্তৃত হইল! পরে আমি এই ক্ষেত্র ব্রহ্মহত্যাপহ তীর্থরূপে পরিণত করিলাম। হে বরবর্ণিনি! ইহা শ্মশান হইলেও আমার ও দেবগণের প্রিয়। আমি কাল হইয়া এই জগৎ সংসার রক্ষা করিয়া থাকি। হে দেবেশি! মদীয় এই স্থান যাবতীয় গুহ্য বিষয়ের গুহ্যতম। ঐ স্থানে মদ্ভক্ত ও বিষ্ণুভক্তগণ গমন করিয়া থাকেন। হে দেবি! ভাস্কর-ভক্ত ব্যক্তিও যদি আমার ক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে সে মদীয় দেহেই প্রবেশ করিয়া থাকে।৮৮—১০০। দেবী বলিলেন,—হে দেব! ভগবান্‌ পদ্মযোনি যাহা বলিয়াছেন,তাহা অতি অদ্ভুত। হে মহাদ্যুতে! এই ত্রিপুরান্তকর মহৎ স্থান অতীব গুহ্য। ভবদীয় সন্নিধান বশতঃ অন্যান্য তীর্থ সকল এই স্থানের ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য নয়। এই ক্ষেত্রে ভগবান্‌ শঙ্কর ও শঙ্করী বাস করিতেছেন। গঙ্গা সহস্রতীর্থ সম হইলেও ঐ ক্ষেত্রের তুল্য হয় কিনা সন্দেহ। হে দেব! আপনিই ভক্তিস্বরূপ, আপনিই উত্তম গতি। হে দেব! আপনি ব্রহ্মাদিরও অনুত্তম সনাতনী গতি; যেহেতু আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক দ্বিজাতি ভক্তগণকে এই ক্ষেত্রমাহাত্ম্য শ্রবণ করাইলেন। ১০১—১০৪।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

মহেশ্বর কহিলেন,—বহু সিদ্ধ ও অপুনর্ভবকাঙ্ক্ষী সাধুগণ যাহার সেবা করেন, দেবদেবের সেই ক্ষেত্রই অতি গুহ্য। তাহাই তীর্থ এবং তাহাই তপোবন। অবিমুক্তবাসীদিগের অধিষ্ঠিত সেই পরম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিদিত হইয়া নরগণ পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। জ্ঞাননিষ্ঠ পরমানন্দ-পিপাসু সাধুগণের যে গতি বিহিত আছে, অবিমুক্তে মৃতব্যক্তির সেই গতিই হইয়া থাকে। অবিমুক্ত

অসংখ্যেয়ং ফলং তত্র হ্যক্ষয়া চ গতির্ভবেৎ ॥৪
পরং গুহ্যং সমাখ্যাতং শ্মশানমিতি সংজ্ঞিতম্
অবিমুক্তং ন সেবন্তে বঞ্চিতাস্তে নরা ভুবি ॥৫
অবিমুক্তং স্থিতৈঃ পুণ্যৈঃ পাংশুভির্বায়ুনেরিতৈঃ
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণো যান্তি পরমাং গতিম্ ॥৬
মেরু মন্দরমাত্রোঽপি রাশিঃ পাপস্য কর্ম্মণঃ ।
অবিমুক্তং সমাসাদ্য তৎ সর্ব্বং ব্রজতি ক্ষয়ম্ ।
শ্মশানমিতি বিখ্যাতমবিমুক্তং শিবালয়ম্ ।
তদ্গুহ্যং দেবদেবস্য তৎ তীর্থং তৎ তপোবনম্
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা নারায়ণপুরোগমাঃ ।
যোগিনশ্চ তথা সাধ্যা ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৯
উপাসতে শিবং মুক্তা মদ্ভক্তা মৎপরায়ণাঃ ।
যা গতির্জ্ঞানতপসাং যা গতির্যজ্ঞযাজিনাম্ ।
অবিমুক্তে মৃতানান্তু সা গতির্বিহিতা শুভা ॥১০
সংহর্ত্তারশ্চ কর্ত্তারস্তস্মিন্ ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥১১
সম্রাড়ুবিরাণ্ময়া লোকা জায়ন্তে হ্যপুনর্ভবাঃ ।
মহর্জনস্তপশ্চৈব সত্যলোকস্তথৈব চ ॥ ১২
মনসঃ পরমো যোগো ভূত-ভব্য-ভবস্য চ ।
ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তস্য যোনৌ সাংখ্যাদি-মোক্ষয়োঃ
যেঽবিমুক্তং ন মুঞ্চন্তি নরাস্তে নৈব বঞ্চিতাঃ ।
উত্তমং সর্ব্বতীর্থানাং স্থানানামুত্তমঞ্চ যৎ ॥ ১৪
ক্ষেত্রাণামুত্তমঞ্চৈব শ্মশানানাং তথৈব চ ।
তটাকানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কূপানাং স্রোতসাং তথা ।
শৈলানামুত্তমঞ্চৈতৎ তড়াগানাং তথোত্তমম্ ।
পুণ্যকৃদ্ভবভক্তৈশ্চ হ্যবিমুক্তস্তু সেব্যতে ॥ ১৬
ব্রহ্মণঃ পরমং স্থানং ব্রহ্মণাধ্যাসিতঞ্চ যৎ ।
ব্রহ্মণা সেবিতং নিত্যং ব্রহ্মণা চৈব রক্ষিতম্ ॥
অত্রৈব সপ্তভুবনং কাঞ্চনো মেরুপর্ব্বতঃ ।
মনসঃ পরমো যোগঃ প্রীত্যর্থং ব্রহ্মণঃ স তু ॥

ক্ষেত্রে ভগবান্ ভবের অনুপম ও অনুত্তম প্রীতি বর্ত্তমান। সুতরাং তথায় সংখ্যাতীত ফললাভ ও অক্ষয় গতি নিশ্চিতই হয়। অবিমুক্ত অতি গুহ্য স্থান ; উহা শ্মশান-সংজ্ঞায় অভিহিত বলিয়া যে সকল নর উহার সেবা করিতে পরাঙ্মুখ হয়, ভূতলে তাহারা প্রকৃতই বঞ্চিত হইয়া থাকে। অবিমুক্তস্থিত বায়ুচালিত পুণ্য পাংশুস্পর্শে অতি দুষ্কৃত-কর্ম্মারাও পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লোকের পাপকর্ম্মসমূহ যদি মেরু বা মন্দরের ন্যায় অতিমাত্র সুবিপুলও হয়, তথাপি অবিমুক্তে আসিলে তৎসমস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শ্মশানাখ্যায় অভিহিত শিবালয় অবিমুক্ত দেবদেবের অতি গুহ্যতম তীর্থ এবং উহা অতি পুণ্য তপোবন। তথায় জীবন্মুক্ত মদ্ভক্ত ও মৎপরায়ণ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ, যোগিগণ ও সাধ্যগণ সর্ব্বদাই ভগবান্ সনাতন শিবের উপাসনা করিয়া থাকেন। জ্ঞানতপস্বী কিংবা যজ্ঞযাজী-দিগের যে গতি বিহিত আছে, অবিমুক্তে মৃত ব্যক্তিগণের সেই শুভ গতিই বিহিত হইয়া থাকে।১—১০। জগতের কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা ব্রহ্মাদি সুরগণ ও সম্রাট্ বিরাট্ প্রভৃতি লোকগণ অবিমুক্ত ক্ষেত্রে গিয়া পুনর্জ্জন্ম-হীন হন। মহঃ, জন তপ ও সত্যলোক-বাসী এবং ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সমস্ত জীব কিম্বা মোক্ষোপযোগী সাংখ্যযোগনিষ্ঠ সাধকসম্প্রদায় সকলেই এই ক্ষেত্রে পুনর্জ্জন্ম জয় করিয়া থাকেন। যে সকল নর অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরিত্যাগ না করে, তাহারাই সংসারে প্রকৃত প্রতারিত হয় না। অবিমুক্ত ক্ষেত্র—সর্ব্বতীর্থ মধ্যে উত্তম, নিখিলস্থান মধ্যে প্রধান স্থান, ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে উত্তম ক্ষেত্র, শ্মশান সকলের মধ্যে পবিত্র শ্মশান এবং যে কিছু তট, কূপ ও প্রবাহ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বোত্তম, শৈল-কূলের মধ্যে উত্তম শৈল ও তড়াগনিচয়ের মধ্যে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ তড়াগস্থানীয়। যাহারা ভবভক্ত পুণ্যাত্মা পুরুষ,তাহারাই ঐ অবিমুক্ত পুরী সেবা করিবার যোগ্য। ঐ ক্ষেত্র ব্রহ্মার পরমস্থান, ব্রহ্মার বাসভূমি, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সেবিত এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রক্ষিত। ব্রহ্মার প্রীতির নিমিত্ত এইখানেই সপ্তভুবন, এই খানেই কাঞ্চনময় সুমেরু গিরি, এবং এই-খানে মনের অতীত পরম যোগ। ব্রহ্মা এই

ব্রহ্মা তু তত্র ভগবাংস্ত্রিসন্ধ্যঞ্চেশ্বরে স্থিতঃ ॥
পুণ্যাৎ পুণ্যতমং ক্ষেত্রং পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতম্ ॥
আদিত্যোপাসনং কৃত্বা বিপ্রাশ্চামরতাং গতাঃ
অন্তেহপি যে ত্রয়ো বর্ণা ভবভক্ত্যা সমাহিতাঃ
অবিমুক্তে তনুং ত্যক্ত্বা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্
অষ্টৌ মাসান্ বিহারস্তু যতীনাং সংযতাত্মনাম্
একত্র চতুরো মাসান্ মাসৌ বা নিবসেৎ পুনঃ
অবিমুক্তে প্রবিষ্টানাং বিহারস্তু ন বিদ্যতে ॥
ন দেহো ভবিতা তত্র দৃষ্টং শাস্ত্রে পুরাতনে ।
মোক্ষো হ্যসংশয়স্তত্র পঞ্চত্বস্তু গতস্য বৈ ॥ ২৩
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতা যাশ্চ ভবভক্তাঃ সমাহিতাঃ ।
অবিমুক্তে বিমুক্তাস্তা যান্তি পরমাং গতিম্ ॥
অন্যা যাঃ কামচারিণ্যঃ স্ত্রিয়ো ভোগপরায়ণাঃ
কালেন নিধনং প্রাপ্তা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্
যত্র যোগশ্চ মোক্ষশ্চ প্রাপ্যতে দুর্লভো নরৈঃ
অবিমুক্তং সমাসাদ্য নান্যদ্গচ্ছেৎ তপোবনম্
সর্ব্বাত্মনা তপঃ সেব্যং ব্রাহ্মণৈর্নাত্র সংশয়ঃ ।
অবিমুক্তে বসেদ্যস্তু মম তুল্যো ভবেন্নরঃ ॥
যতো ময়া ন মুক্তং হি হ্যবিমুক্তং ততঃ স্মৃতম্ ।
অবিমুক্তং ন সেবন্তে মূঢ়া যে তমসাবৃতাঃ ॥ ২৮
বিণ্মূত্ররেতসাং মধ্যে তে বসন্তি পুনঃপুনঃ ।
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ দম্ভস্তম্ভোহতিমৎসরঃ
নিদ্রা তন্দ্রা তথালস্যং পৈশুন্যমিতি তে দশ ।
অবিমুক্তে স্থিতা বিঘ্নাঃ শক্রেণ বিহিতাঃ স্বয়ম্
বিনায়কোপসর্গাশ্চ সততং মূর্দ্ধ্নি তিষ্ঠতি ।
পুণ্যমেতদ্ভবেৎ সর্ব্বং ভক্তানামনুকম্পয়া ॥ ৩১
পরং গুহ্যমিতি জ্ঞাত্বা ততঃ শাস্ত্রানুদর্শনাৎ ।
ব্যাহৃতং দেবদেবৈস্তু মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৩২
মেদসা বিপ্লুতা ভূমিরবিমুক্তা তু বর্জ্জিতা ।
পূতা সমভবৎ সর্ব্বা মহাদেবেন রক্ষিতা ॥ ৩৩

ক্ষেত্রে ত্রিসন্ধ্যায় অবস্থান করেন। এই পুণ্য হইতেও পুণ্যতম ক্ষেত্র পুণ্যকারীদিগেরই নিষেবিত। এইখানে থাকিয়া আদিত্যের উপাসনাপূর্ব্বক বিপ্রগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেতর বর্ণত্রয়ও মৎপ্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া অবিমুক্ত ক্ষেত্রে তনু ত্যাগপূর্ব্বক পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সংযতাত্মা যতিগণের বিহার অষ্টমাসব্যাপী। তাঁহারা যদি এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া চারিমাস বা একমাস মাত্র বাস করেন, তাহা হইলেই আর তাঁহাদিগের বিহার বিদ্যমান থাকে না। প্রাচীন শাস্ত্রে দেখা গিয়াছে, এখানে আসিয়া নর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ করে, তাহার আর দেহ প্রাপ্তি হয় না। ভবভক্তিরতা পতিব্রতা স্ত্রীগণ এই অবিমুক্তক্ষেত্রেই মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য যে সকল কামচারিণী ভোগাসক্ত রমণী আছে, তাহারাও এই ক্ষেত্রে যথাকালে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। নরগণ যেখানে দুর্লভ যোগ ও মোক্ষ লাভ করিতে পারে, সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া অন্য কোন তপোবনে গমন করাই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বপ্রাণে এই স্থানেই তপোনুষ্ঠান করিবেন। যে ব্যক্তি অবিমুক্তে বাস করে, সে আমারই তুল্য হইয়া থাকে। আমি এই স্থান মুক্ত করি না, এই জন্য ইহা অবিমুক্ত নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। যাহারা তমোগুণে আচ্ছন্ন মূঢ়লোক, তাহারাই এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সেবা করে না। ১১—২৮। তাহারা বিষ্ঠা, মূত্র ও শুক্র মধ্যে পুনঃপুনঃ বাস করিয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, মাৎসর্য্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য ও পৈশুন্য প্রভৃতি ইন্দ্রবিহিত এই দশটী বিঘ্ন অবিমুক্তে অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন প্রধানতঃ বিনায়কদিগের উপসর্গও অনেক আছে। কিন্তু দেবদেব ও তত্ত্বদর্শী মুনিগণ শাস্ত্রালোচনা করিয়া এই স্থানকে পরম গুহ্য ও পবিত্র জানিয়া বলিয়াছেন যে, ভক্তগণের প্রতি ভগবানের অনুকম্পাবশতঃ সমস্তই পুণ্যময় হইয়া থাকে। পুরাকালে মধু-কৈটভের মেদে মেদিনী পরিপ্লুতা হইয়াছিল, কিন্তু এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে সেই মেদঃস্পর্শ হয় নাই। মহাদেব কর্ত্তৃক

সংস্কারস্তেন ক্রিয়তে ভূমেরন্যত্র সূরিভিঃ।
যে ভক্ত্যা বরদং দেবমক্ষরং পরমং পদম্ ॥ ৩৪
দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রক্ষো-মহোরগাঃ।
অবিমুক্তমুপাসন্তে তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ॥ ৩৫
তে বিশন্তি মহাদেবমাজ্যাহুতিরিবানলম্।
তং বৈ প্রাপ্য মহাদেবমীশ্বরাধ্যুষিতং শুভম্ ॥
অবিমুক্তং কৃতার্থোঽস্মীত্যাত্মানমুপলভ্যতে
ঋষিদেবাসুরগণৈর্জপহোমপরায়ণৈঃ ॥ ৩৭
যতিভির্মোক্ষকামৈশ্চ হ্যবিমুক্তং নিষেব্যতে।
নাবিমুক্তে মৃতঃ কশ্চিন্নরকং যাতি কিল্বিষী ॥ ৩৮
ঈশ্বরানুগৃহীতা হি সর্ব্বে যান্তি পরাং গতিম্।
দ্বিযোজনমথার্দ্ধঞ্চ তৎ ক্ষেত্রং পূর্ব্বপশ্চিমম্ ॥ ৩৯
অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণং দক্ষিণোত্তরতঃ স্মৃতম্।
বারাণসী তদীয়া চ যাবচ্ছুক্রনদী তু বৈ ॥ ৪০
এষ ক্ষেত্রস্য বিস্তারঃ প্রোক্তো দেবেন ধীমতা

লব্ধা যোগঞ্চ মোক্ষঞ্চ কাঙ্ক্ষন্তো জ্ঞানমুত্তমম্ ॥
অবিমুক্তং ন মুঞ্চন্তি তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
তস্মিন্ বসন্তি যে মর্ত্ত্যা ন তে শোচ্যাঃ কদাচন
যোগক্ষেত্রং তপঃক্ষেত্রং সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বসেবিতম্
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা নাবিমুক্তসমা ভুবি ॥ ৪৩
ভূর্লোকে চান্তরীক্ষে চ দিবি তীর্থানি যানি চ।
অতীত্য বর্ত্ততে চাস্যদবিমুক্তং প্রভাবতঃ ॥ ৪৪
যে তু ধ্যানং সমাসাদ্য যুক্তাত্মানঃ সমাহিতাঃ।
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং জপন্তি শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ৪৫
অবিমুক্তে স্থিতা নিত্যং কৃতার্থাস্তে দ্বিজাতয়ঃ
ভবভক্তিং সমাসাদ্য রমন্তে তু সুনিশ্চিতাঃ ॥৪৬
সংহৃত্য শক্তিতঃ কামান্ বিষয়েভ্যো বহিঃ স্থিতাঃ
শক্তিতঃ সর্ব্বতো মুক্তাঃ শক্তিতস্তপসি স্থিতাঃ
করণানীহ চাত্মানমপুনর্ভবভাবিতাঃ।
তং বৈ প্রাপ্য মহাত্মানমীশ্বরং নির্ভয়াঃ স্থিতাঃ ॥

সুরক্ষিতা হইয়া এই সমস্ত পুরীই পূত হইয়াছিল। এই জন্য পণ্ডিতগণ এই অবিমুক্ত ভিন্ন অন্য ভূমিরই সংস্কার করিয়া থাকেন। যে সকল দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস কিম্বা মহোরগ, তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হইয়া অবিমুক্তে আগমনপূর্ব্বক ভক্তির সহিত বরদ অক্ষর পরমপদ দেবদেবের উপাসনা করে, তাহারা সকলেই অনলে আজ্যাহুতির ন্যায় মহাদেবে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই ঈশ্বরাধ্যসিত শুভ অবিমুক্তে আগমন করিয়া মহাদেবকে প্রাপ্ত হইলে লোক আত্মাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করে। ঋষি, দেব, অসুর, ও জপ-হোম পরায়ণ মুমুক্ষু যতিগণ এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সেবা করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রে পাপী জন মৃত হইলে নরকে গমন করে না। ঈশ্বরানুগৃহীত হইয়া সকলেই পরম গতি প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষেত্র পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে সার্দ্ধ দ্বি-যোজন বিস্তীর্ণ এবং দক্ষিণ ও উত্তর দিকে অর্দ্ধযোজন আয়ত। শুক্র নদী পর্য্যন্ত এই শিবপুরী বারাণসীর বিস্তার। ধীমান্ দেবদেব স্বয়ংই এই বিস্তারের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ জনগণ এই অবিমুক্ত প্রাপ্ত হইয়া অনুত্তম যোগ ও মোক্ষ কামনায় আর কদাচ ইহা পরিত্যাগ করেন না। ঐস্থানে যে সকল মর্ত্ত্যবাসী বাস করে, তাহারা কদাচ শোকার্হ হয় না। এই অবিমুক্ত সিদ্ধিক্ষেত্র, যোগক্ষেত্র এবং সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সেবিত; এই ভূতলস্থ কি সরিৎ, কি সাগর, কি শৈল, কোন কিছুই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সমান নহে; ভূর্লোকে, অন্তরীক্ষে, কিম্বা স্বর্গে যে সকল তীর্থ আছে, এই অবিমুক্ত স্বীয় প্রভাবে তৎসমস্তই অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান।২৯—৪৪। যে সকল দ্বিজ নিত্য অবিমুক্তে থাকিয়া ধ্যানযোগে মুক্তাত্মা ও সমাহিত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধপূর্ব্বক শতরুদ্রীয় মন্ত্র জপ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। যাঁহারা যথাশক্তি বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক এই স্থানে যথাসাধ্য সর্ব্ব ব্যাপার হইতে নির্মুক্ত ও নিশ্চিন্তচিত্তে তপস্যায় সমাসক্ত হয়েন, তাঁহারা ভবভক্তি লাভ করিয়া মহাসুখে বিহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধপূর্ব্বক পুনর্জন্ম পরিহার কামনায়

ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি।
অবিমুক্তে তু গৃহস্তে ভবেন বিভুনা স্বয়ম্ ॥ ৪৯
উৎপাদিতং মহাক্ষেত্রং সিধ্যন্তে যত্র মানবাঃ।
উদ্দেশমাত্রং কথিতা অবিমুক্তগুণাস্তথা ॥ ৫০
সমুদ্রস্যেব রত্নানামবিমুক্তস্য বিস্তরম্
মোহনং তদভক্তানাং ভক্তানাং ভক্তিবর্দ্ধনম্ ॥
মূঢ়াস্তে তু ন পশ্যন্তি শ্মশানমিতি মোহিতাঃ।
হন্যমানোঽপি যো বিদ্বান বসেদ্বিঘ্নশতৈরপি ॥
স যাতি পরমং স্থানং যত্র গত্বা ন শোচতি।
জন্ম-মৃত্যু-জরামুক্তঃ পরং যাতি শিবালয়ম্ ॥
অপুনর্ম্মরণানাং হি সা গতির্মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্
যাং প্রাপ্য কৃতকৃত্যঃ স্যাদিতি মন্যেত পণ্ডিতঃ
ন দানৈর্ন তপোভির্বা ন যজ্ঞৈর্নাপি বিদ্যয়া।
প্রাপ্যতে গতিরিষ্টা যা হ্যবিমুক্তে তু লভ্যতে
নানাবর্ণা বিবর্ণাশ্চ চণ্ডালা যে জুগুপ্সিতাঃ।
কিল্বিষৈঃ পূর্ণদেহাশ্চ প্রকৃষ্টৈঃ পাতকৈস্তথা ॥৫৬
ভেষজং পরমং তেষামবিমুক্তং বিদুর্বুধাঃ।
জাত্যন্তরসহস্রেষু হ্যবিমুক্তে ম্রিয়েত যঃ ॥ ৫৭
ভক্তো বিশ্বেশ্বরে দেবে ন স ভূয়োঽভিজায়তে
যত্র চেষ্টং হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ॥ ৫৮
সর্ব্বমক্ষয়মেতর্হিস্মন্নবিমুক্তে ন সংশয়ঃ।
কালেনোপরতা যান্তি ভবে সাযুজ্যমক্ষয়ম্ ॥৫৯
কৃত্বা পাপসহস্রাণি পশ্চাৎ সন্তাপমেত্য বৈ।
যোঽবিমুক্তে বিযুজ্যেত স যাতি পরমাং গতিম্
উত্তরং দক্ষিণঞ্চাপি অয়নং ন বিকল্পয়েৎ।
সর্ব্বস্তেষাং শুভঃ কালো হ্যবিমুক্তে ম্রিয়ন্তি যে
ন তত্র কালো মীমাংস্যঃ শুভো বা যদিবাশুভঃ
তস্য দেবস্য মাহাত্ম্যস্থানমদ্ভুতকর্ম্মণঃ।

এই স্থানে তপোনিষ্ঠ হন, তাঁহারা মহাত্মা, মহনীয় ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে অবস্থান করেন। শতকোটি কল্পেও তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম লাভ হয় না। ভগবান্ ভব স্বয়ং তাঁহাদিগকে সাদরে এই অবিমুক্তক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই মহাক্ষেত্র সাক্ষাৎ ভগবানের উৎপাদিত। এখানে মানবেরা সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রস্থ রত্ন-রাশির ন্যায়, এই আমি সংক্ষেপতঃ অবি-মুক্ত ক্ষেত্রের গুণগণ বর্ণন করিলাম। ইহা অভক্তগণের মোহবর্দ্ধক এবং ভক্তগণের মহাসিদ্ধি-দাতা। যাহারা মূর্খ, তাহারাই ইহাকে শ্মশান মনে করিয়া মোহিত হয়। যে বুধ ব্যক্তি শত শত বিঘ্নে ব্যাহত হইয়াও এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেস্থানে গিয়া তাঁহাকে আর শোক করিতে হয় না, তিনি জরা-মৃত্যু ও জন্মরহিত হইয়া পরম শিবলোকে গমন করেন। যাঁহারা পুনর্জন্ম-জিগীষু মুমুক্ষু পুরুষ, তাঁহাদিগের পক্ষেও ঐ গতি প্রশস্ত। পণ্ডিতগণ মনে করেন, ঐ গতি পাইয়াই লোক কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। অবিমুক্তক্ষেত্রে যে ইষ্ট গতি লব্ধ হয়, দান, তপস্যা, যজ্ঞ বা বেদাধ্যয়ন দ্বারাও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নানা বর্ণ ও বিবর্ণ এমন কি চণ্ডালাদি জুগুপ্সিত জাতি—বহু পাতকে, বহু দুষ্কার্য্যে পূর্ণদেহ হইলেও তাহা-দের পক্ষে এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রই পরম ভেষজ। ইহাই পণ্ডিতগণের মত। সহস্র জাত্যন্তর মধ্যেও যদি কেহ এই অবিমুক্তে প্রাণ ত্যাগ করে, তবে বিশ্বেশ্বর দেবে ভক্তিমান্ ঐ নর পুনর্ব্বার আর জন্মগ্রহণ করে না। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে জপ, হোম, দান, তপস্যা বা অন্য যে কোন সৎকর্ম্ম সকলই নিশ্চয় অক্ষয় হইয়া থাকে। জন-গণ এখানে কাল কবলিত হইয়া ভগবান্ ভবের অক্ষয় সাযুজ্য লাভ করে। যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র পাপ কার্য্য করিয়া পশ্চাৎ সন্তপ্ত হয়,—হইয়া অবিমুক্তে গমনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করে, তাহারও পরম গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অবিমুক্তে যাহারা প্রাণত্যাগ করে, তাহা-দের পক্ষে উত্তরায়ণ কিম্বা দক্ষিণায়ন ইত্যাদি কোন কালাকাল বিচার নাই। তাঁহাদের পক্ষে সকল কালই শুভজনক হইয়া থাকে। যিনি সকলের নাম, যিনি সকলের

সর্ব্বেষামেব নাথস্ত সর্ব্বেষাং বিভুনা স্বয়ম্ ॥৬২
শ্রুত্বেদং ঋষয়ঃ সর্ব্বে স্কন্দেন কথিতং পুরা।
অবিমুক্তাশ্রমং পুণ্যং ভাবয়ৎ করণৈঃ শুভৈঃ

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽবিমুক্তমাহাত্ম্যং নাম চতুরশীত্যধিকশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ।

অবিমুক্তে মহাপুণ্যে আস্তিকাঃ শুভদর্শনাঃ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্হর্ষগদ্গদনিস্বনাঃ ॥ ১
ঊচুস্তে হৃষ্টমনসঃ স্কন্দং ব্রহ্মবিদাং বরম্।
ব্রহ্মণো দেব পৌত্রস্ত্বং ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মণঃ প্রিয়ঃ ॥
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মা ব্রহ্মেন্দ্রো ব্রহ্মলোককৃৎ
ব্রহ্মকৃদ্ব্রহ্মচারী ত্বং ব্রহ্মাদির্ব্রহ্মবৎসলঃ ॥ ৩
ব্রহ্মতুল্যোত্তরকরো ব্রহ্মতুল্য নমোঽস্ত তে।

ঈশ্বর, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা দেবদেবেরই এই মাহাত্ম্য স্থান। ঋষিগণ পুরাকালে স্কন্দ-কথিত এই পুণ্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়যোগে সেই পুণ্য অবিমুক্তা-শ্রমের বিষয়ই ভাবিতে লাগিলেন।৪৫—৬৩।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মহাপুণ্য ভূমি অবিমুক্ত ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আস্তিক্যবুদ্ধিশালী ভাবিতাত্মা শুভদর্শন ঋষিগণ ঐ মহাপুণ্য-জনক আখ্যান শ্রবণ করিয়া পরম বিস্ময়া-পন্ন হইয়া সহকারে হর্ষ গদ্গদ বাক্যে ব্রহ্ম-বিদ্গণের বরেণ্য স্কন্দকে কহিলেন—হে দেব, আপনি ব্রহ্মার পৌত্র, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মপ্রিয়, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মা, ব্রহ্মেন্দ্র, ব্রহ্মলোককর্ত্তা, ব্রহ্মকৃৎ, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মাদি, ব্রহ্মবৎসল, ব্রহ্মতুল্য, উত্তরসর ও ব্রহ্মতুল্য,

ঋষয়ো ভাবিতাত্মানঃ শ্রুত্বেদং পাবনং মহৎ ॥
তত্ত্বস্তু পরমং জ্ঞাতং যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
স্বস্তি তেঽস্ত গমিষ্যামো ভূর্লোকং শঙ্করালয়ম্
যত্রাসৌ সর্ব্বভূতাত্মা স্থাণুভূতঃ স্থিতঃ প্রভুঃ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় তপস্যুগ্রে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬
সংযোজ্য যোগেনাত্মানং রৌদ্রীং তনুমুপাশ্রিতঃ
গুহ্যকৈরাত্মভূতস্ত আত্মতুল্যগুণৈর্বৃতঃ ॥ ৭
ততো ব্রহ্মাদিভির্দেবৈঃ সিদ্ধৈশ্চ পরমর্ষিভিঃ।
বিজ্ঞপ্তঃ পরয়া ভক্ত্যা ত্বৎপ্রসাদাদ্গণেশ্বর ॥ ৮
বস্তুমিচ্ছাম নিয়তমবিমুক্তে সুনিশ্চিতাঃ।
এবংগুণে তথা মর্ত্ত্যা হ্যবিমুক্তে বসন্তি যে ॥ ৯
ধর্ম্মশীলা জিতক্রোধা নির্ম্মমা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ।
ধ্যানযোগপরাঃ সিদ্ধিং গচ্ছন্তি পরমাব্যয়াম্ ॥
যোগিনো যোগসিদ্ধাশ্চ যোগমোক্ষপদং বিভুম্
উপাসতে ভক্তিযুক্তাঃ শান্তা যোগগতিং গতাঃ

আপনাকে আমরা নমস্কার করি। যাহা জানিলে মোক্ষলাভ করা যায়, আমরা সেই পরম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছি, আপনার মঙ্গল হউক, আমরা এক্ষণে ভূর্লোকস্থ শঙ্করালয়ে গমন করিব। তথায় সেই সর্ব্ব-ভূতাত্মা ভগবান্ স্থাণুরূপে অবস্থান করিতে-ছেন। তিনি সকল লোকের হিতের নিমিত্ত উগ্র তপস্যায় বর্ত্তমান। সেই শঙ্কর যোগ-বলে আত্মাতে আত্মাকে যোজিত করিয়া রৌদ্রী তনু ধারণ করিতেছেন। আত্মতুল্য গুণশালী গুহ্যকগণে তিনি পরিবৃত রহিয়া-ছেন। অনন্তর ব্রাহ্মণাদি দেবগণ, সিদ্ধগণ, ও পরম ঋষিগণ আসিয়া পরম ভক্তি সহ-কারে জানাইলেন,—হে গণেশ্বর! আমরা ভবদীয় প্রসাদে নিয়ত অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাস করিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ গুণসম্পন্ন অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যে সকল মনুষ্য বাস করে, তাহারা ধর্ম্মশীল, জিতক্রোধ, নির্ম্মম, নিয়তে-ন্দ্রিয় ও ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া পরম অব্যয় সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১—১০। যোগসিদ্ধ যোগি-গণ হেথায় ভক্তিযুক্ত শান্ত ও যোগগতি প্রাপ্ত হইয়া যোগ-মোক্ষদাতা বিভুকে উপা-

স্থানং গুহ্যং শ্মশানানাং সর্ব্বেষামেতদুচ্যতে ।
ন হি যোগাদৃতে মোক্ষঃ প্রাপ্যতে ভুবি মানবৈঃ
অবিমুক্তে তু বসতাং যোগো মোক্ষশ্চ সিধ্যতি
অনেন জন্মনৈবেহ প্রাপ্যতে গতিরুত্তমা ॥ ১৩
অবিমুক্তে নিবসতা ব্যাসেনামিততেজসা
নৈব লব্ধা ক্বচিদ্ভিক্ষা ভ্রমমাণেন যত্নতঃ ॥ ১৪
ক্ষুধাবিষ্টস্ততঃ ক্রুদ্ধোঽচিন্তয়চ্ছাপমুত্তমম্ ।
দিনং দিনং প্রতি ব্যাসঃ ষণ্মাসং যোঽবতিষ্ঠতি
কথং মমেদং নগরং ভিক্ষাদোষাদ্ধতাস্ত্বিদম্ ।
বিপ্রো বা ক্ষত্রিয়ো বাপি ব্রাহ্মণী বিধবাপি বা ॥
সংস্কৃতাসংস্কৃতা বাপি পরিপক্কাঃ কথং নু মে ।
ন প্রযচ্ছন্তি বৈ লোকা ব্রাহ্মণাশ্চর্য্যকারকম্ ॥ ১৭
এষাং শাপং প্রদাস্যামি তীর্থস্য নগরস্য তু ।
তীর্থঞ্চাতীর্থতাং যাতু নগরং শাপয়াম্যহম্ ॥ ১৮

মা ভূৎ ত্রিপৌরুষী বিদ্যা মা ভূৎ ত্রিপৌরুষং ধনম্ ।
মা ভূৎ ত্রিপৌরুষং সখ্যং ব্যাসো বারাণসীং শপন্ ॥ ১৯
অবিমুক্তে নিবসতাং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।
বিঘ্নং সৃজামি সর্ব্বেষাং যেন সিদ্ধির্ন বিদ্যতে ॥
ব্যাসচিত্তং তদা জ্ঞাত্বা দেবদেব উমাপতিঃ ।
ভীতভীতস্তদা গৌরীং তাং প্রিয়াং পর্য্যভাষত
শৃণু দেবি বচো মহ্যং যাদৃশং প্রত্যুপস্থিতম্ ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ কোপাচ্ছাপং দাতুং সমুদ্যতঃ ॥ ২২

দেব্যুবাচ ।

কিমর্থং শপতে ক্রুদ্ধো ব্যাসঃ কেন প্রকোপিতঃ
কিং কৃতং ভগবংস্তস্য যেন শাপং প্রযচ্ছতি ॥ ২৩

দেবদেব উবাচ ।

অনেন সুতপস্তপ্তং বহূন্ বর্ষগণান্ প্রিয়ে ।

সনা করিয়া থাকেন। সমস্ত শ্মশানমধ্যে এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রই গুহ্য স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত। ভূতলে যোগ ব্যতীত মানবেরা মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যাহারা বাস করে, তাহাদের যোগ এবং মোক্ষ উভয়ই হইয়া থাকে। লোকে এক জন্মেই এখানে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। একদা অমিতেজা মহাত্মা ব্যাস এই অবিমুক্তে বাস করিয়াছিলেন। তিনি বহু ভ্রমণ করিয়া এখানকার কোথাও ভিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। তখন তিনি ক্ষুধাবিষ্ট ও অতি ক্রুদ্ধ হইয়া এই নগরের প্রতি কঠোর শাপের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ব্যাস এক এক দিন করিয়া প্রায় ছয়মাস কাল কাশীতে বাস করেন। তিনি চিন্তা করিলেন,—কেন এই নগর ভিক্ষাদোষে হতপ্রায় হইল। এখানে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি ব্রাহ্মণী, কি বিধবা, কি সংস্কৃতা, কি অসংস্কৃতা নারী, কি বৃদ্ধা স্ত্রী, কোন লোকই ত আমাকে ভিক্ষা দান করিতেছে না। ব্রাহ্মণের পক্ষে ভিক্ষা না পাওয়া ত বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। অতএব আমি এই সকল লোক ও এই নগর বা তীর্থের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিব। এই তীর্থ অতীর্থ হউক, এ নগর অপবিত্র হউক, এখানকার লোকদিগের বিদ্যা তিন পুরুষগামিনী, ধন তিন পুরুষস্থায়ী, বা মিত্রতা তিন পুরুষব্যাপিনী না হউক, এই অবিমুক্তে যে সকল পুণ্যকর্ম্মা লোক বাস করে, আমি এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া তাহাদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করিব। আমার এই শাপে তাহারা হেথায় সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে না। দেবদেব উমাপতি তখন ব্যাসের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ভীতভীত ভাবে প্রিয়া গৌরী দেবীকে বলিলেন,—হে দেবি! যে ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, শ্রবণ কর। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোপভরে কাশী ও কাশীবাসীর প্রতি শাপ প্রদানে সমুদ্যত হইয়াছেন। দেবী কহিলেন,—কে ব্যাসের কোপ জন্মাইল? কেন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দানে সমুদ্যত হইলেন? হে ভগবন্! কে তাঁহার কি করিয়াছে যে, তিনি হঠাৎ শাপ প্রদান করিতেছেন? ১১—২৩। দেবদেব কহিলেন—প্রিয়ে! এই ব্যাসদেব বহুবর্ষ যাবৎ কঠোর তপ

মৌনিনা ধ্যানযুক্তেন দ্বাদশাব্দান্ বরাননে ॥২৪
ততঃ ক্ষুধা সুসংপ্লাতা ভিক্ষামটিতুমাগতঃ।
নৈবাস্য কেনচিদ্ভিক্ষা গ্রাসার্দ্ধমপি ভামিনি ॥২৫
এবং ভগবতঃ কাল আসীৎষাণ্মাসিকো মুনেঃ
ততঃ ক্রোধপরীতাত্মা শাপং দাস্যতি সোঽধুনা
যাবন্নৈষ শপেৎ তাবদুপায়স্তত্র চিন্ত্যতাম্।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রিয়ে ॥২৭
কোঽস্য শাপান্ন বিভেতি হ্যপি সাক্ষাৎ পিতামহ
অদৈবং দৈবতং কুর্য্যাদ্দেবঞ্চাপ্যপদৈবতম্ ॥ ২৮
আবান্তু মানুষৌ ভূত্বা গৃহস্থাবিহবাসিনৌ।
তস্য তৃপ্তিকরীং ভিক্ষাং প্রযচ্ছাবো বরাননে
এবমুক্তা ততো দেবি দেবেন শম্ভুনা তদা।
ব্যাসস্য দর্শনং দত্ত্বা কৃত্বা বেশন্তু মানুষম্ ॥ ৩০
এহ্যেহি ভগবন্ সদ্যো ভিক্ষাং গ্রাহয় সত্তম।
অস্মদ্‌গৃহে কদাচিৎ ত্বং নাগতোঽসি মহামুনে ॥
এতচ্ছ্রুত্বা প্রীতমনা ভিক্ষাং গ্রহীতুমাগতঃ।
ভিক্ষাং দত্ত্বা তু ব্যাসায় ষড়্‌রসামৃতোপমাম্ ॥
অনাস্বাদিতপূর্ব্বা সা ভক্ষিতা মুনিনা তদা।
ভিক্ষাং ব্যাসস্ততো ভুক্ত্বা চিন্তয়ন্ হৃষ্টমানসঃ ॥
ববন্দে বরদং দেবং দেবীঞ্চ গিরিজাং তদা।
ব্যাসঃ কমলপত্রাক্ষ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৪
দেবো দেবী নদী গঙ্গা মিষ্টমন্নং শুভা গতিঃ।
বারাণস্যাং বিশালাক্ষি বাসঃ কস্য ন রোচতে ॥
এবমুক্ত্বা ততো ব্যাসো নগরীমবলোকয়ন্।
চিন্তয়ানস্ততো ভিক্ষাং হৃদয়ানন্দকারিণীম্ ॥ ৩৬
অপশ্যৎ পুরতো দেবং দেবীঞ্চ গিরিজাং তদা
গৃহাঙ্গণস্থিতং ব্যাসং দেবদেবোঽব্রবীদিদম্ ॥৩৭
ইহ ক্ষেত্রে ন বস্তব্যং ক্রোধনস্ত্বং মহামুনে।
এবং বিস্ময়মাপন্নো দেবং ব্যাসোঽব্রবীদ্বচঃ ॥

করিয়াছেন। হে বরাননে! ইনি ধ্যানযোগে মৌনী হইয়া দ্বাদশবর্ষ যাপন করিয়াছেন। অনন্তর ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় ইনি ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন; কিন্তু হে ভামিনি! কেহই ইহাঁকে অর্দ্ধগ্রাস মাত্র ভিক্ষাও প্রদান করে নাই। এইরূপে ঐ ভগবান ব্যাসদেবের ছয়মাস অতিবাহিত হইয়াছে। অনন্তর এক্ষণে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদানে সমুদ্যত হইয়াছেন; অতএব যে পর্য্যন্ত ইনি না শাপ দান করেন, তাবৎ একটা উপায় চিন্তা কর। হে প্রিয়ে! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়াই জানিও। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কে না ইহাঁর অভিশাপ হইতে ভীত হইয়া থাকে? ইনি অদৈবকেও দৈব করিতে পারেন এবং দৈবকেও ইহাঁর অদৈব করিবার ক্ষমতা আছে। তাই বলিতেছি, হে বরাননে! আমরা উভয়ে এখানে মানুষাকারে গৃহস্থ হইয়া এই ব্যাসদেবের তৃপ্তিকরী ভিক্ষা প্রদান করি। দেব শম্ভু এই কথা কহিলে দেবী মানুষবেশে ব্যাসকে দেখা দিয়া বলিলেন,—ভগবন্! আসুন, আসুন, আসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করুন। হে মহামুনে! আপনি আমাদের গৃহে কখনই আগমন করেন নাই। ব্যাস এই কথা শুনিয়া প্রীতচিত্তে ভিক্ষা লইবার জন্য গমন করিলেন। দেবী ব্যাসকে ষড়্‌রসময়ী সুধাসম ভিক্ষা প্রদান করিলেন। মুনিবর ব্যাস তখন সেই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ভৈক্ষ দ্রব্য ভক্ষণ করিলেন। ভোজনের পর ব্যাস হৃষ্টমনে ভাবিতে লাগিলেন,—বারাণসীতে দেব আছেন, দেবী আছেন, নদী গঙ্গা আছেন, মিষ্ট অন্ন আছে, অন্তে শুভগতি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে; সুতরাং এখানে বাস করা কাহার না অভিপ্রেত হইবে? ২৪-৩৫। ব্যাস এই বলিয়া নগর দর্শন করিতে করিতে সেই হৃদয়াহ্লাদকরী ভিক্ষার বিষয় চিন্তা করিলেন এবং সম্মুখেই গিরিজা ও গিরিজাপতিকে দেখিতে পাইলেন। তখন দেবদেব গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত ব্যাসকে বলিলেন,—হে মহামুনে! তুমি অতি ক্রোধনস্বভাব; সুতরাং এ ক্ষেত্রে তুমি বাস করিতে পারিবে না। ব্যাস এই কথায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেবদেবকে

ব্যাস উবাচ।
চতুর্দ্দশ্যামথাষ্টম্যাং প্রবেশং দাতুমর্হসি।
এবমস্ত্বিত্যনুজ্ঞায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩৯
ন তদ্‌গৃহং ন সা দেবী ন দেবো জ্ঞায়তে কচিৎ
এবং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতঃ পুরা ব্যাসো মহাতপাঃ
জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রগুণান্ সর্ব্বান্ স্থিতস্তস্যৈব পার্শ্বতঃ
এবং ব্যাসং স্থিতং জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রং শংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৪১
অবিমুক্তগুণানান্ত কঃ সমর্থো বদিষ্যতি।
দেব-ব্রাহ্মণবিদ্বিষ্টা দেবভক্তিবিড়ম্বকাঃ ॥ ৪২
ব্রহ্মঘ্নাশ্চ কৃতঘ্নাশ্চ তথা নৈকৃতিকাশ্চ যে।
লোকদ্বিষো গুরুদ্বিষস্তীর্থায়তনদূষকাঃ ॥ ৪৩
সদা পাপরতাশ্চৈব যে চান্যে কুৎসিতা ভুবি।
তেষাং নাস্তীতি বাসো বৈ স্থিতোঽসৌ দণ্ডনায়কঃ ॥ ৪৪
রক্ষণার্থং নিযুক্তং বৈ দণ্ডনায়কমুত্তমম্।
পূজয়িত্বা যথাশক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিধূপকৈঃ ॥ ৪৫
নমস্কারং ততঃ কৃত্বা নায়কস্য তু মন্ত্রবিৎ।
সর্ব্ববর্ণাবৃতে ক্ষেত্রে নানাবিধসরীসৃপে ॥ ৪৬
ঈশ্বরানুগৃহীতা হি গতিং গাণেশ্বরীং গতাঃ।
নানারূপধরা দিব্যা নানাবেশধরাস্তথা ॥ ৪৭
সুরা বৈ যে তু সর্ব্বে চ তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
যদিচ্ছন্তি পরং স্থানমক্ষয়ং তদবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৪৮
পরং পুরং দেবপুরাদ্বিশিষ্যতে
তদুত্তরং ব্রহ্মপুরাৎ পুরঃ স্থিতম্।
তপোবলাদীশ্বরযোগনির্ম্মিতং
ন তৎ সমং ব্রহ্মদিবৌকসালয়ম্।
মনোময়ং কামগমং হ্যনাময়-
মতীত্য তেজাংসি তপাংসি যোগবৎ ॥ ৪৯
অধিষ্ঠিতস্তু তৎস্থানে দেবদেবো বিরাজতে।
তপাংসি যানি তপ্যন্তে ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে ॥
সর্ব্বতীর্থাভিষেকস্তু সর্ব্বদানফলানি চ।

বলিলেন,—আপনার নিয়ম যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা—চতুর্দ্দশী এবং অষ্টমীদিনে আমাকে আপনি এ স্থানে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিন। দেবদেব ব্যাসের প্রার্থনায় 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ব্যাস দেখিলেন,—সেখানে সে গৃহ নাই এবং সেই দেবী বা দেবও নাই। তাঁহারা কোথায় গেলেন, কিছুই তিনি বুঝিলেন না। এইরূপে সেই ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত মহাতপা বেদব্যাস অবিমুক্ত ক্ষেত্রের গুণাগুণ সমস্তই বিদিত হইয়া সেই ক্ষেত্রের পার্শ্বেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্যাসের এইরূপ অবস্থানের কথা জানিতে পারিয়া বুধগণ এই ক্ষেত্রের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক অবিমুক্ত ক্ষেত্রের গুণরাশি বর্ণন করিতে কে সমর্থ হয়? যাহারা দেব ও ব্রাহ্মণদ্বেষী, দেবভক্তি-হীন, ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন, নৈকৃতিক, লোকদ্বেষী, গুরুদ্বেষী, তীর্থস্থানদূষক, সতত পাপরত, বা নিতান্ত কদাকার, এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে তাহাদিগের বাস করিবার অধিকার নাই। এই ক্ষেত্ররক্ষার্থ দণ্ডনায়ক নিযুক্ত রহিয়াছেন। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এই সর্ব্ববর্ণপরিবৃত নানা সরীসৃপান্বিত ক্ষেত্রে যথাশক্তি গন্ধপুষ্প ধূপাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা ও নমস্কার করিবেন। এইরূপ করিলে সকলেই ঈশ্বরানুগৃহীত হইয়া গাণেশ্বরী গতি প্রাপ্ত হন। যে সকল দেবতা তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হইয়া যাদৃশ পরম স্থান পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তথাবিধ অক্ষয় পদই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই পুরী দেবপুরী অপেক্ষা বিশিষ্ট। ইহার উত্তরাংশ ব্রহ্মপুরী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠরূপে অবস্থিত। ঈশ্বরের তপস্যা ও যোগবলে ইহা নির্ম্মিত। ব্রহ্মালয় বা অন্য কোন দেবালয়ও ইহার তুল্য নহে। ইহা মনোময়, কামগম ও যোগসম্পন্ন। এই শ্রেষ্ঠ পুরী সমস্ত তেজ ও সমস্ত তপঃপ্রভাব অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। ৩৯—৪৯। স্বয়ং দেবদেব এই স্থানে অবস্থিত ও বিরাজিত। যে সকল তপস্যা, যে কিছু ব্রতনিয়ম, যত কিছু তীর্থস্থান ও দান জন্য

সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎ পুণ্যমবিমুক্তে তদাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১
অতীতং বর্ত্তমানঞ্চ অজ্ঞানাজ্‌জ্ঞানতোহপি বা
সর্ব্বং তস্য চ যৎ পাপং ক্ষেত্রং দৃষ্ট্বা বিনশ্যতি ॥
শান্তৈর্দান্তৈস্তপস্তপ্তং যৎকিঞ্চিদ্ধর্ম্মসংজ্ঞিতম্।
সর্ব্বঞ্চ তদবাপ্নোতি অবিমুক্তে জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫৩
অবিমুক্তং সমাসাদ্য লিঙ্গমর্চ্চয়তে নরঃ।
কল্পকোটিশতৈশ্চাপি নাস্তি তস্য পুনর্ভবঃ ॥৫৪
অমরা হ্যক্ষয়াশ্চৈব ক্রীড়ন্তি ভবসন্নিধৌ।
ক্ষেত্রতীর্থোপনিষদমবিমুক্তং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫
অবিমুক্তে মহাদেবমর্চ্চয়ন্তি স্তুবন্তি বৈ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাস্তে তিষ্ঠন্ত্যজরামরাঃ ॥ ৫৬
সর্ব্বকামাশ্চ যে যজ্ঞাঃ পুনরাবৃত্তিকাঃ স্মৃতাঃ।
অবিমুক্তে মৃতা যে চ সর্ব্বে তে হ্যনিবর্ত্তকাঃ ॥৫৭
গ্রহ-নক্ষত্র-তারাণাং কালেন পতনাদ্ভয়ম্।
অবিমুক্তে মৃতানান্তু পতনং নৈব বিদ্যতে ॥৫৮
কল্পকোটিসহস্রৈস্তু কল্পকোটিশতৈরপি।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্ম্মৃতা যে ক্ষেত্র উত্তমে ॥৫৯
সংসারসাগরে ঘোরে ভ্রমন্তঃ কালপর্য্যয়াৎ।
অবিমুক্তং সমাসাদ্য গচ্ছন্তি মণিকর্ণিকাম্ ॥ ৬০
জ্ঞাত্বা কলিযুগং ঘোরং হাহাভূতমচেতনম্।
অবিমুক্তং ন মুঞ্চন্তি কৃতার্থাস্তে নরা ভুবি ॥৬১
অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্তু যদি গচ্ছেৎ ততঃ পুনঃ।
তদা হসন্তি ভূতানি অন্যোন্যং করতাড়নম্ ॥ ৬২
কামক্রোধেন লোভেন গ্রস্তা যে ভুবি মানবাঃ
নিষ্ক্রমন্তে নরা দেবি দণ্ডনায়কমোহিতাঃ ॥৬৩
জপ-ধ্যান-বিহীনানাং জ্ঞানবর্জ্জিতচেতসাম্।
ততো দুঃখহতানাঞ্চ গতির্বারাণসী নৃণাম্ ॥ ৬৪
তীর্থানাং পঞ্চকং সারং বিশ্বেশানন্দকাননে।
দশাশ্বমেধং লোলার্কঃ কেশবো বিন্দুমাধবঃ ॥৬৫

ফল এবং সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠান-জনিত যে সকল পুণ্য—সমস্তই এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র দর্শন করিলে মানবের অতীত, বর্ত্তমান, অজ্ঞানকৃত বা জ্ঞানকৃত সমস্ত পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে। শান্ত ও দান্ত ব্যক্তিগণ যাহা কিছু ধর্ম্ম সংজ্ঞিত কার্য্য করেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ অবিমুক্ত ক্ষেত্রে তৎসমস্তই প্রাপ্ত হন। যে নর অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গার্চ্চনা করেন, শতকল্প কোটি কালেও তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না; অমর ও অক্ষয় হইয়া ভব-সন্নিধানে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই অবি-মুক্ত ক্ষেত্র ক্ষেত্রতীর্থের উপনিষদ স্বরূপ, ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় নাই। যাঁহারা অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মহাদেবের অর্চ্চনা ও স্তব করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া অজ ও অব্যয়রূপে পরিণত হন। মানব সর্ব্বকাম-প্রদ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াও পুনরাবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি পায় না; কিন্তু অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যাহারা মৃত হন, তাঁহারা পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত হইয়া থাকেন। কালবশে গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণের পতন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু অবি-মুক্ত ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির কদাপি পতন সম্ভব নহে। যে নর ঐ উত্তম অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মৃত হয়, তাহার কল্পকোটি শত বা কল্পকোটি সহস্রকালেও পুনরাবৃত্তি ঘটে না। মানব ঘোর সংসার-সাগরে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া কালে যদি অবিমুক্তে আসিয়া মণিকর্ণিকায় গমন করে এবং ঘোর কলিকালে মানবের শোচনীয় চিত্তবৃত্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাহারা সিদ্ধমনোরথ হইয়া বিরাজ করে। যদি কোন ব্যক্তি অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পুনরায় তথা হইতে নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে অপরাপর জীবগণ করতালি প্রদান করিয়া তাহাকে উপহাস করিয়া থাকে। যে সকল মানব ভূতলে কাম, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতিতে অত্যন্ত আসক্ত, তাহারাই দণ্ডনায়ক কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া অবিমুক্ত ক্ষেত্র হইতে নিক্রান্ত হয়। ৫০-৬৩। জপ, ধ্যান, ও জ্ঞান-বর্জ্জিত ব্যক্তিগণের এবং দুঃখোপহত নরগণের, বারাণসী পুরীই একমাত্র গতি। বিশ্বেশ্বরের আনন্দ-কানন-স্বরূপ এই অবিমুক্তে পাঁচটী শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে, যথা—দশাশ্বমেধ, লোলার্ক, কেশব, বিন্দু-

পঞ্চমী তু মহাশ্রেষ্ঠা প্রোচ্যতে মণিকর্ণিকা।
এভিস্তু তীর্থবর্য্যৈশ্চ বর্ণ্যতে হ্যবিমুক্তকম্ ॥৬৬
এক এব প্রভাবোঽস্তি ক্ষেত্রস্য পরমেশ্বরি।
একেন জন্মনা দেবি মোক্ষং পরমমনুত্তমম্ ॥৬৭
এতদ্বৈ কথিতং সর্ব্বং দেব্যৈ দেবেন ভাষিতম্
অবিমুক্তস্য ক্ষেত্রস্য তৎ সর্ব্বং কথিতং দ্বিজাঃ

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽবিমুক্তমাহাত্ম্যং নাম পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৫॥

ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

মহাত্ম্যমবিমুক্তস্য যথাবৎ কথিতং ত্বয়া।
ইদানীং নর্ম্মদায়াস্তু মহাত্ম্যং বদ সত্তম ॥১
যত্রোঙ্কারস্য মহাত্ম্যং কপিলাসঙ্গমস্য চ।
অমরেশস্য চৈবাহুর্ম্মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ॥২
কথং প্রলয়কালে তু ন নষ্টা নর্ম্মদা পুরা।
মার্কণ্ডেয়শ্চ ভগবান্ ন বিনষ্টস্তদা কিল।
ত্বয়োক্তং তদিদং সর্ব্বং পুনর্বিস্তরতো বদ ॥ ৩

সূত উবাচ।

এতদেব পুরা পৃষ্টঃ পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
নর্ম্মদায়াস্তু মহাত্ম্যং মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ॥৪
উগ্রেণ তপসা যুক্তো বনস্থো বনবাসিনা।
পৃষ্টঃ পূর্ব্বং মহাগাথাং ধর্ম্মপুত্রেণ ধীমতা ॥৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতা মে বিবিধা ধর্ম্মাস্ত্বৎপ্রসাদাদ্দ্বিজোত্তম।
ভূয়শ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি তন্মে কথয় সুব্রত ॥ ৬
কথমেষা মহাপুণ্যা নদী সর্ব্বত্র বিশ্রুতা।
নর্ম্মদা নাম বিখ্যাতা তন্মে ব্রূহি মহামুনে ॥ ৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ

নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী
তারয়েৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৮
নর্ম্মদায়াস্তু মাহাত্ম্যং পুরাণে যন্ময়া শ্রুতম্।

মাধব, ও মণিকর্ণিকা। এই সকল তীর্থশ্রেষ্ঠ দ্বারাই অবিমুক্ত ক্ষেত্র বর্ণিত হইয়া থাকে। হে পরমেশ্বরি! এই ক্ষেত্রের এই এক মহান্ প্রভাব যে, নর এই তীর্থের সেবা করিয়া এক জন্মেই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! দেবীর প্রতি দেবভাষিত এই অবিমুক্ত-মাহাত্ম্য আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ৬৪—৬৮।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৫।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সত্তম! আপনি অবিমুক্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য যথাযথ কীর্ত্তন করিয়াছেন, অধুনা যাঁহার প্রসঙ্গে পাপবিনাশী ওঙ্কারেশ্বর, কপিলাসঙ্গম ও অমরেশ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়, আপনি সেই নর্ম্মদা তীর্থের পাপহর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্ব প্রলয়ে নর্ম্মদা নষ্ট হইল না কেন? এবং কেনই বা সেই সময় ভগবান্ মার্কণ্ডেয় জীবিত রহিলেন? আপনি পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছেন, অধুনা ইহাও পুনর্ব্বার সেইরূপ সবিস্তর বর্ণন করুন। সূত কহিলেন,—পুরাকালে পাণ্ডুনন্দন মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের নিকট এই নর্ম্মদার মহাত্ম্যই জিজ্ঞাসা করেন। ধীমান্ ধর্ম্মপুত্র যখন বনে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়েই একদা তীব্র তপস্যাচারী মার্কণ্ডেয় মুনিকে ঐ পূর্ব্বতন মহাগাথা কীর্ত্তন করিতে বলেন। যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আমি ভবদীয় প্রসাদে বিবিধ ধর্ম্ম ব্যাখ্যাই শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে পুনরপি শুনিতে ইচ্ছা করি; হে সুব্রত! আপনি আমার নিকট আবার ধর্ম্মপ্রস্তাব করুন। হে মহামুনে! এই মহাপাবনী নর্ম্মদা নদী কিরূপে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইল, আপনি তাহা বলুন। ১—৭। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—নর্ম্মদা নদীশ্রেষ্ঠা এবং সর্ব্বপাপহরা। নর্ম্মদা স্থাবর অস্থাবর সর্ব্ব ভূতকেই উদ্ধার করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! আমি পুরাণশাস্ত্রে নর্ম্মদা-মাহাত্ম্য

তদেতদ্ধি মহারাজ তৎ সর্ব্বং কথয়ামি তে ॥ ৯
পুণ্যা কনখলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।
গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্যা সর্ব্বত্র নর্ম্মদা ॥ ১০
ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু যামুনম্।
সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব নার্ম্মদম্ ॥ ১১
কলিঙ্গদেশে পশ্চার্দ্ধে পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে।
পুণ্যা চ ত্রিষু লোকেষু রমণীয়া মনোরমা ॥ ১২
সদেবাসুরগন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ
তপস্তপ্ত্বা মহারাজ সিদ্ধিঞ্চ পরমাং গতাঃ ॥ ১৩
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ নিয়মস্থো জিতেন্দ্রিয়ঃ
উপোষ্য রজনীমেকাং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্
জলেশ্বরে নরঃ স্নাত্বা পিণ্ডং দত্ত্বা যথাবিধি।
পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ১৫
পর্ব্বতস্য সমন্তাৎ তু রুদ্রকোটিঃ প্রতিষ্ঠিতা।
স্নাত্বা যঃ কুরুতে তত্র গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ১৬
প্রীতস্তস্য ভবেচ্ছর্ব্বো রুদ্রকোটির্ন সংশয়ঃ।
পশ্চিমে পর্ব্বতস্যান্তে স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১৭
তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পিতৃকার্য্যঞ্চ কুর্ব্বীত বিধিবন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮
তিলোদকেন তত্রৈব তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
আসপ্তমং কুলং তস্য স্বর্গে মোদেত পাণ্ডব ॥ ১৯
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণ স্বর্গলোকে মহীয়তে।
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণে সিদ্ধ-চারণসেবিতে ॥ ২০
দিব্যগন্ধানুলিপ্তশ্চ দিব্যালঙ্কারভূষিতঃ।
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জায়তে বিপুলে *কুলে
ধনবান্ দানশীলশ্চ ধার্ম্মিকশ্চৈব জায়তে।
পুনঃ স্মরতি তৎ তীর্থং গমনং তত্র রোচতে।
কুলানি তারয়েৎ সপ্ত রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥

যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই তোমার নিকট বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। গঙ্গা কনখলে পুণ্যদায়িনী, সরস্বতী কুরুক্ষেত্রেই পাবনী, কিন্তু নর্ম্মদা কি গ্রাম, কি অরণ্য, সর্ব্বস্থানেই পাবনী। সরস্বতীর সলিল তিন-দিনে পবিত্র করে, যমুনার জল সপ্তাহকালে পাপ-হর, আর গঙ্গা সদ্যঃপাবনী; কিন্তু নর্ম্মদা-জল দর্শনমাত্রেই পাপহর। কলিঙ্গ-দেশের পূর্ব্বার্দ্ধে এবং অমরকণ্টক নামক পর্ব্বতে এমন কি এই ত্রৈলোক্যেই নর্ম্মদা পুণ্যদায়িনী, রমণীয়া এবং মনোজ্ঞা। হে মহারাজ! এই সমস্ত দেশে বহু দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব ও তপোধন ঋষিগণ এই নর্ম্মদাতীরে তপশ্চরণ করিয়া পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। নর্ম্মদায় স্নান করিয়া যে জন জিতেন্দ্রিয়াবস্থায় নিয়মস্থ হইয়া একরাত্রি তাহার তীরে অবস্থান করে, তাহার শত-কুল উদ্ধার পাইয়া থাকে। যে জন জলেশ্বরে স্নান করিয়া যথানিয়মে পিণ্ডদান করে, তাহার পিতৃগণ যাবৎকাল এই জনগণ-পরি-ব্যাপ্ত জগন্মণ্ডল বর্ত্তমান থাকে, তাবৎকাল পরিতৃপ্ত হন। সেই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে রুদ্রকোটি প্রতিষ্ঠিত, যে জন তথায় স্নান করিয়া গন্ধ মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা অর্চ্চনা করে, তাহার প্রতি সেই শর্ব্ব রুদ্রকোটি প্রীত হইয়া থাকেন; ইহাতে সংশয় নাই। সেই পর্ব্বতের অন্তে পশ্চিম প্রদেশে স্বয়ং মহাদেব বিরাজ করিতেছেন; সেইখানে স্নান করিয়া, শুচি, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইয়া যথাবিধানে পিতৃকার্য্য করিতে হয়। হে পাণ্ডব! সেইখানে যে ব্যক্তি তিলোদক দ্বারা পিতৃদেবগণের তর্পণ করে, তাহার সপ্তমকুল ষষ্টিসহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করে। ঐ ব্যক্তি নিজে অপ্সরোগণে পরি-বৃত, ও সিদ্ধ-চারণ-নিষেবিত স্বর্গলোকে অবস্থান করে। তৎপরে দিব্য গন্ধে বিলে-পিত ও দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, স্বর্লোক হইতে পতিত হইবার পর বিমল কুলে জন্মগ্রহণ করে; পরে ধনবান্, দান-শীল ও ধার্ম্মিক হয় এবং সেই তীর্থ আবার তাহার স্মৃতিপথে উদিত হয়। তখন পুন-র্ব্বার সে সেই তীর্থে গমন করে এবং পরে সপ্তকুল উদ্ধার করিয়া অন্তে রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। ৮—২২। হে রাজেন্দ্র!

* বিমলে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

যোজনানাং শতং সাগ্রং শ্রূয়তে সরিদুত্তমা ॥২৩
বিস্তারেণ তু রাজেন্দ্র যোজনদ্বয়মায়তা।
ষষ্টিস্তীর্থসহস্রাণি ষষ্টিকোট্যস্তথৈব চ ॥ ২৪
সর্ব্বং তস্য সমন্তাৎ তু তিষ্ঠন্ত্যমরকণ্টকে।
ব্রহ্মচারী শুচির্ভূত্বা জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
সর্ব্বহিংসানিবৃত্তস্তু সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
এবং সর্ব্বসমাচারো যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ॥
তস্য পুণ্যফলং রাজন্ শৃণুষ্বাবহিতো মম।
শতং বর্ষসহস্রাণাং স্বর্গে মোদেত পাণ্ডব ॥ ২৬
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণে সিদ্ধ-চারণসেবিতে।
দিব্যগন্ধানুলিপ্তশ্চ দিব্যপুষ্পোপশোভিতঃ ॥
ক্রীড়তে দেবলোকস্থো দৈবতৈঃ সহ মোদতে
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি বীর্য্যবান্
গৃহন্তু লভতে বৈ স নানারত্নবিভূষিতম্।
স্তম্ভৈর্ম্মণিময়ৈর্দিব্যৈর্বজ্রবৈদূর্য্যভূষিতঃ ॥ ৩০
আলেখ্যসহিতং দিব্যং দাসী-দাসসমন্বিতম্।
মত্তমাতঙ্গশব্দৈশ্চ হয়ানাং হ্রেষিতেন চ ॥ ৩১
ক্ষুভ্যতে তস্য তদ্দ্বারমিন্দ্রস্য ভবনং যথা।
রাজরাজেশ্বরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বস্ত্রীজনবল্লভঃ ॥৩২
তস্মিন্ গৃহে উষিত্বা তু ক্রীড়াভোগসমন্বিতে।
জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৩
এবং ভোগো ভবেৎ তস্য যো মৃতোঽমরকণ্টকে
অগ্নৌ বিষজলে বাপি তথা চৈব হ্যনাশকে ॥ ৩৪
অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য পবনস্যাম্বরে যথা।
পতনং কুরুতে যস্তু অমরেশে নরাধিপ ॥ ৩৫
কন্যানাং ত্রিসহস্রাণি একৈকস্যাপি চাপরে।
তিষ্ঠন্তি ভুবনে তস্য প্রেষণং প্রার্থয়ন্তি চ ॥
দিব্যভোগৈঃ সুসম্পন্নঃ ক্রীড়তে কালমক্ষয়ম্
পৃথিব্যামাসমুদ্রায়ামীদৃশো নৈব জায়তে।
যাদৃশোঽয়ং নৃপশ্রেষ্ঠ পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে ॥৩৭
তাবৎ তীর্থন্তু বিজ্ঞেয়ং পর্ব্বতস্য তু পশ্চিমে।
হ্রদো জলেশ্বরো নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥
তত্র পিণ্ডপ্রদানেন সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মণা।

আমরা শুনিয়াছি, ঐ সরিদ্বরা নর্ম্মদা শতাধিক যোজন দীর্ঘ এবং যোজনদ্বয় বিস্তৃত। তত্রত্য অমরকণ্টক পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ষষ্টি কোটি, ষষ্টিসহস্র তীর্থ বিরাজিত। যে ব্রহ্মচারী শুচি, ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়বর্গজয়ী, সর্ব্ববিধ হিংসাবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত, সমস্ত প্রাণীর হিতে নিরত, এবং সর্ব্বজনে সমদর্শী হইয়া সেই তীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করে, হে রাজন্! আমি তাহার পুণ্যফল বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে পাণ্ডব! সেই ব্যক্তি দিব্য চন্দনে অনুলিপ্ত এবং দিব্য কুসুমে সুশোভিত হইয়া, অপ্সরোগণে সমাকীর্ণ,সিদ্ধ-চারণ-সেবিত স্বর্গলোকে শত সহস্র বর্ষ বাস করে। সে স্বর্গে গিয়া দেবগণের সহিত বিহার করিতে থাকে। অনন্তর সে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বীর্য্যশালী রাজা হয়, এবং দিব্য মণিগণ-খচিত, বজ্র-বৈদূর্য্য-ভূষিত স্তম্ভময়, বিবিধ রত্নোজ্জ্বল গৃহে বাস করে। তাঁহার দ্বারদেশ দিব্য আলেখ্য অঙ্কিত ও দাসদাসীগণে পরিবৃত, হইয়া মত্ত মাতঙ্গগণের বৃংহণে, এবং হয়নিচয়ের হ্রেষারবে, ইন্দ্রভবনের ন্যায় সর্ব্বদা সংক্ষুব্ধ হয়। পরে সেই শ্রীমান্ রাজরাজেশ্বর ও সমস্ত স্ত্রীজনের একমাত্র বল্লভ হইয়া, বিবিধ ক্রীড়াভোগসমন্বিত সেই প্রাসাদে বাস করত সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিত-দেহে একশতাধিক বর্ষকাল জীবিত থাকে। অমরকণ্টকে মৃত ব্যক্তির এইরূপই ভোগ-সুখ হয়। কি অগ্নি, কি বিষ, কি জল, সর্ব্বত্রই সে, আকাশদেশে পবনের ন্যায় অব্যাহতগতিতে বিচরণ করে। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি অমরেশে পতিত হয়, তাহার ভবনে ত্রিসহস্র কন্যা অবস্থিত হইয়া তাহার আগমন প্রার্থনা করে।২৩—৩৬। এইরূপে সে দিব্য ভোগসমূহে অন্বিত হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত ক্রীড়া করিতে থাকে এবং আসমুদ্র ধরণীমণ্ডলে তাহার সদৃশ ভোগশালী ব্যক্তি কেহই থাকে না। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অমর কণ্টক পর্ব্বতে যত যত তীর্থ আছে, উহার পশ্চিমভাগেও তত তীর্থ বিরাজমান রহিয়াছে। সেইখানে জলেশ্বর নামে ত্রিলোকবিশ্রুত এক হ্রদ

পিতরো দশ বর্ষাণি তর্পিতাস্ত ভবন্তি বৈ ॥৩৯
দক্ষিণে নর্ম্মদাকূলে কপিলেতি মহানদী।
সকলার্জ্জুনসঞ্ছন্না নাতিদূরে ব্যবস্থিতা॥ ৪০
সাপি পুণ্যা মহাভাগা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
তত্র কোটিশতং সাগ্রং তীর্থানাস্ত যুধিষ্ঠির ॥৪১
পুরাণে শ্রূয়তে রাজন্ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ
তস্যাস্তীরে তু যে বৃক্ষাঃ পতিতাঃ কালপর্য্যয়াৎ
নর্ম্মদাতোয়সংস্পৃষ্টাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্
দ্বিতীয়া তু মহাভাগা বিশল্যকরণী শুভা॥ ৪৩
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা বিশল্যো ভবতি ক্ষণাৎ
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে সকিন্নর-মহোরগাঃ॥ ৪৪
যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
সর্ব্বে সমাগতাস্তত্র পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে॥ ৪৫
তৈশ্চ সর্ব্বৈঃ সমাগম্য মুনিভিশ্চ তপোধনৈঃ।
নর্ম্মদামাশ্রিতা পুণ্যা বিশল্যা নাম নামতঃ ॥৪৬
উৎপাদিতা মহাভাগা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ
উপোষ্য রজনীমেকাং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্
কপিলা চ বিশল্যা চ শ্রূয়তে রাজসত্তম॥ ৪৮
ঈশ্বরেণ পুরা প্রোক্তে লোকানাং হিতকাম্যয়া।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৪৯
অনাশকন্তু যঃ কুর্য্যাৎ তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥ ৫০
নর্ম্মদায়াস্ত রাজেন্দ্র পুরাণে যন্ময়া শ্রুতম্।
যত্র যত্র নরঃ স্নাত্বা চাশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ৫১
যে বসন্ত্যুত্তরে কূলে রুদ্রলোকে বসন্তি তে।
সরস্বত্যাঞ্চ গঙ্গায়াং নর্ম্মদায়াং যুধিষ্ঠির॥ ৫২
সমং স্নানঞ্চ দানঞ্চ যথা মে শঙ্করোঽব্রবীৎ।
পরিত্যজতি যঃ প্রাণান্ পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে।

আছে। সেই স্থানে পিণ্ডদান এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়া করিলে, পিতৃগণ দশ বর্ষ যাবৎ পরিতৃপ্ত থাকেন। নর্ম্মদার দক্ষিণকূলের অনতিদূরে অর্জ্জুনবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন কপিলা নামে এক মহানদী আছে। সেই মহাভাগা নদী পুণ্যদায়িনী, এবং ত্রিলোক-বিশ্রুতা। হে যুধিষ্ঠির! পুরাণাদি শাস্ত্রে আমরা শুনিতে পাই, সেইখানে কোটিশত দীর্ঘাকার তীর্থ আছে এবং তাহার প্রত্যেকেই কোটীগুণ ফল দান করে। কালপর্য্যায়ক্রমে সেই নদীর তীরদেশে যে সকল পাদপশ্রেণী নিপতিত হয়; নর্ম্মদার জলস্পর্শে তাহারাও অতি উত্তমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর তথায় বিশল্যকরণী নামে এক মহা-ভাগা, শুভদায়িনী, নদী আছে, সেই তীর্থে স্নান করিয়া ক্ষণমাত্রেই মানব বিশল্য হয়। অমরকণ্টক পর্ব্বতে সমস্ত দেবগণ, কিন্নর, মহাসর্প, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও তপোধন ঋষিগণ সর্ব্বদা বিরাজ করেন। তপোধন মুনিগণ আসিয়া পুণ্যা বিশল্যা-নাম্নী নর্ম্মদার সেবা করিয়া থাকেন। সেই মহাভাগ্যশালিনী নদী নিখিল দুরিতহারিণী-রূপেই উৎপাদিত হইয়াছেন। হে রাজন্! তথায় নর ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় অবস্থায় স্নান করিয়া এবং একরাত্রি উপবাসী থাকিয়া শতকুল উদ্ধার করিয়া থাকে। হে নৃপবর! কপিলা ও বিশল্যা এই দুই নদীর বিষয় আমরা শুনিয়াছি। পুরাকালে স্বয়ং ঈশ্বর লোকগণের হিতকামনায় উহাঁদের নাম ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। মানব তথায় স্নান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। হে নরাধিপ! ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি উপবাস করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তাত্মা হইয়া রুদ্রলোকে উপনীত হইয়া থাকে। রাজেন্দ্র! পুরাণে নর্ম্মদার মাহাত্ম্য আমি এইরূপ শুনিয়াছি যে, উহার যে যে স্থানেই স্নান করা যাউক, সেই সেই স্থানেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। নর্ম্মদার উত্তরকূলে যাহারা বাস করে, তাহারা রুদ্র-লোকে বাস করিতে পারে। হে যুধিষ্ঠির! সরস্বতী, গঙ্গা, ও নর্ম্মদা এই তিন নদীই তুল্য। উহাদের জলে স্নান করিয়া দানাদি করিলে তাহাও তুল্য ফলপ্রদ হয়। ইহাই শঙ্কর আমায় বলিয়াছেন। অমরকণ্টক

বর্ষকোটিশতং সাগ্রং রুদ্রলোকে মহীয়তে।
নর্ম্মদায়া জলং পুণ্যং ফেনোর্ম্মিভিরলঙ্কৃতম্ ॥
পবিত্রং শিরসা বন্দ্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
নর্ম্মদা চ সদা পুণ্যা ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ॥ ৫৫
অহোরাত্রোপবাসেন মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া।
এবং রম্যা চ পুণ্যা চ নর্ম্মদা পাণ্ডুনন্দন ॥ ৫৬
ত্রয়াণামপি লোকানাং পুণ্যা হ্যেষা মহানদী।
বটেশ্বরে মহাপুণ্যে গঙ্গাদ্বারে তপোবনে ॥৫৭
এতেষু সর্ব্বস্থানেষু দ্বিজাঃ স্যুঃ সংশিতব্রতাঃ।
শ্রুতং দশগুণং পুণ্যং নর্ম্মদোদধিসঙ্গমে ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে নর্ম্মদামাহাত্ম্যে ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৬

পর্ব্বতে যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে শতকোটি বর্ষ রুদ্রলোকে বিহার করিয়া থাকে। নর্ম্মদা নদীর ফেনোর্ম্মিমালায় উদ্ভূত পুণ্য পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিলে, সব পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সদাপাবনী নর্ম্মদা ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপাপহরণে সক্ষমা। মানব নর্ম্মদাতীরে অহোরাত্র উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে পাণ্ডুনন্দন! এইরূপে নর্ম্মদা অতি রম্যা ও পবিত্রা। এই মহানদী লোকত্রয়ের পাবনী। মহাপুণ্য বটেশ্বর, গঙ্গাদ্বার ও তপোবন এই সকল স্থানে দ্বিজগণ সর্ব্বদা সংশিতব্রত হইয়া থাকিবেন। নর্ম্মদা সহিত জলধির সঙ্গম যথায় ঘটিয়াছে, শুনিয়াছি—ঐ স্থান দশগুণাধিক পুণ্যপ্রদ। ৩৭—৫৮।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৬।

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
নর্ম্মদা তু নদীশ্রেষ্ঠা পুণ্যাৎ পুণ্যতমা হিতা।
মুনিভিস্তু মহাভাগৈর্বিভক্তা মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥১
যজ্ঞোপবীতমাত্রাণি প্রবিভক্তানি পাণ্ডব।
তেষু স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
জলেশ্বরং পরং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
তস্যোৎপত্তিং কথয়তঃ শৃণু ত্বং পাণ্ডুনন্দন ॥ ৩
পুরা মুনিগণাঃ সর্ব্বে সেন্দ্রাশ্চৈব মরুদ্গণাঃ।
স্তুবন্তি তে মহাত্মানং মহাদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৪
স্তুবন্তস্তে তু সম্প্রাপ্তা যত্র দেবো মহেশ্বরঃ।
বিজ্ঞাপয়ন্তি দেবেশং সেন্দ্রাশ্চৈব মরুদ্গণাঃ।
ভয়োদ্বিগ্না বিরূপাক্ষং পরিত্রায়স্ব নঃ প্রভো ॥৫
ভগবানুবাচ।
স্বাগতঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠাঃ কিমর্থমিহ চাগতাঃ।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নদীশ্রেষ্ঠা নর্ম্মদা পুণ্য হইতেও পুণ্যতম, এবং হিতদায়িনী। সেই নর্ম্মদা মুক্তিকামী মহাভাগ মুনিগণে সর্ব্বদা নিষেবিতা। হে পাণ্ডব! সেই নর্ম্মদার জলরাশি যজ্ঞোপবীতাকারে প্রবাহিত হইতেছে। হে রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তি সেই সলিলে স্নান করে, সে সর্ব্ববিধ পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়। হে পাণ্ডুনন্দন! জলেশ্বর নামে ত্রিলোকবিখ্যাত অপর এক তীর্থ আছে, আমি তাহার উৎপত্তি-বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে মুনিগণ এবং ইন্দ্রসহ মরুদ্গণ, মহাত্মা মহাদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মহাদেবের স্তব করিতে করিতে মহেশ্বরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভয়াকুলচিত্ত সবাসব মরুদ্গণ, দেবাধিপতি বিরূপাক্ষকে বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। ভগবান্ বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ সকল! আপনাদের

কিং দুঃখং কো নু সন্তাপঃ কুতো বা ভয়মাগতম্
কথয়ধ্বং মহাভাগা এবমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
এবমুক্তাস্ত রুদ্রেণ কথয়ন্ শংসিতব্রতাঃ ॥ ৭

ঋষয় ঊচুঃ ।

অতিবীর্য্যো মহাঘোরো দানবো বলদর্পিতঃ ।
বাণো নামেতি বিখ্যাতো যস্য বৈ ত্রিপুরং পুরম্
গগনে সততং দিব্যং ভ্রমতে তস্য তেজসা ।
ততো ভীতা বিরূপাক্ষ ত্বামেব শরণং গতাঃ ॥
ত্রায়স্ব মহতো দুঃখাৎ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ।
এবং প্রসাদং দেবেশ সর্ব্বেষাং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১০
যেন দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সুখমেধন্তি শঙ্কর ।
পরাং নির্বৃতিমায়ান্তি তৎ প্রভো কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১১

ভগবানুবাচ ।

এতৎ সর্ব্বং করিষ্যামি মা বিষাদং গমিস্যথ ।

সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনারা কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন? আপনাদের কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে এবং কিই বা সন্তাপ এবং কাহা হইতেই বা আপনাদের ভয় উপাগত হইয়াছে? হে মহাত্মা সকল! আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনারা তাহা আমার নিকট বলুন। তখন সংশিতব্রত মুনিগণ রুদ্রকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—বাণ নামে এক বলদর্পিত, অতি বীর্য্যবান্ ভীষণ দানব আবির্ভূত হইয়াছে। সে ত্রিপুরপুরে বাস করিত। তাহার সেই দিব্য পুর সর্ব্বদাই স্বীয়তেজে গগনে ভ্রমণ করিতেছে। ভয়-বিহ্বল দেবগণ তখন রুদ্রকে কহিলেন,—হে বিরূপাক্ষ! আমরা আপনারই শরণাপন্ন হইলাম। আপনি আমাদিগকে মহাদুঃখ হইতে পরিত্রাণ করুন। আপনিই আমাদের একমাত্র পরমগতি। হে দেবেশ! আমাদের সকলের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাহাতে দেব ও গন্ধর্ব্ব-সমাজ সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতে পারে; হে প্রভো! হে শঙ্কর! আপনি তাহাই করুন। ভগবান কহিলেন,—আমি সমস্তই সুসম্পন্ন করিব, তোমরা বিষণ্ণ হইওনা। তোমাদের

অচিরেণৈব কালেন কুর্য্যাং যুষ্মৎসুখাবহম্ ॥১২
আশ্বাস্য স তু তান্ সর্ব্বান্ নর্ম্মদাতটমাশ্রিতঃ ।
চিন্তয়ামাস দেবেশস্তদ্বধং প্রতি মানদ ॥ ১৩
অথ কেন প্রকারেণ হন্তব্যং ত্রিপুরং ময়া ।
পরং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ নারদঞ্চাস্মরৎ তদা ।
স্মরণাদেব সম্প্রাপ্তো নারদঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ১৪

নারদ উবাচ ।

আজ্ঞাপয় মহাদেব কিমর্থঞ্চ স্মৃতো হ্যহম্ ।
কিং কার্য্যন্তু ময়া দেব কর্ত্তব্যং কথয়স্ব মে ॥১৫

ভগবানুবাচ ।

গচ্ছ নারদ তত্রৈব যত্র তৎ ত্রিপুরং মহৎ ।
বাণস্য দানবেন্দ্রস্য শীঘ্রং গত্বা চ তৎ কুরু ॥১৬
তা ভর্ত্তৃদেবতাস্তত্র স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসাং সমাঃ ।
তাসাং বৈ তেজসা বিপ্র ভ্রমতে ত্রিপুরং দিবি
তত্র গত্বা তু বিপেন্দ্র মতিমন্তাং প্রচোদয় ।
দেবস্য বচনং শ্রুত্বা মুনিস্ত্বরিতবিক্রমঃ ॥ ১৮

যাহাতে সুখ হয়, সে ব্যবস্থা আমি অচিরেই করিয়া দিব। হে মানদ! দেবদেব এইরূপে তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া নর্ম্মদা-তটে উপবেশনপূর্ব্বক ত্রিপুর-বিনাশের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।১—১৩। তিনি ভাবিলেন,—আমি কি প্রকারে ত্রিপুর ধ্বংস করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ তখন নারদকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—হে, মহাদেব! কিজন্য আমায় স্মরণ করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন। আমি কি কার্য্য করিব, তাহা আমায় বলুন। ভগবান্ কহিলেন,—হে নারদ! শীঘ্র তুমি দানবেন্দ্র বাণের পুরে গমন কর, গিয়া আমার কথিত বিষয় সম্পাদন কর। সেই বাণপুরে অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী বহু রমণী বিরাজ করিতেছে। সেই রমণীরা সকলেই পতিপ্রাণা! তাহাদিগের তেজঃপ্রকর্ষেই সর্ব্বদা সেই বাণপুর ত্রিপুর আকাশে ভ্রমণ করিতেছে। হে বিপ্র! তুমি তথায় গিয়া সেই সকল রমণীর মতি অন্যপথে পরিচালিত কর। দেবদেবের

স্ত্রীণাং হৃদয়নাশায় প্রবিষ্টস্তৎ পুরং প্রতি।
শোভতে যৎ পুরং দিব্যং নানারত্নোপ-
শোভিতম্॥ ১৯
শতযোজনবিস্তীর্ণং ততো দ্বিগুণমায়তম্।
ততোঽপশ্যদ্দ্বিজ তত্রৈব বাণস্তু বলদর্পিতম্॥২০
মণি-কুণ্ডল-কেয়ূর-মুকুটেন বিরাজিতম্।
হারদোরস্সুবর্ণৈশ্চ চন্দ্রকান্তবিভূষিতম্॥ ২১
রশনা তস্য রত্নাঢ্যা বাহূ কনকমণ্ডিতৌ।
চন্দ্রকান্ত-মহাবজ্র মণি বিদ্রুমভূষিতে॥ ২২
দ্বাদশার্কদ্যুতিনিভে নিবিষ্টং পরমাসনে।
উত্থিতো নারদং দৃষ্ট্বা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ॥২৩
বাণ উবাচ।
দেবর্ষে ত্বং স্বয়ং প্রাপ্তো অর্ঘ্যং পাদ্যং নিবেদয়ে
সোঽভিবাদ্য যথান্যায়ং ক্রিয়তাং কিং দ্বিজোত্তম
চিরাৎ ত্বমাগতো বিপ্র স্থীয়তামিদমাসনম্।

এবং সম্ভাষয়িত্বা তু নারদং ঋষিসত্তমম্।
তস্য ভার্য্যা মহাদেবী হ্যনৌপম্যা তু নামতঃ॥
অনৌপম্যোবাচ।
ভগবন্ মানুষে লোকে কেন তুষ্যতি কেশবঃ *
ব্রতেন নিয়মেনাথ দানেন তপসাপি বা॥ ২৬
নারদ উবাচ।
তিলধেনুঞ্চ যো দদ্যাদ্ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
সসাগর-বন-দ্বীপা দত্তা ভবতি মেদিনী॥ ২৭
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশৈর্বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ।
মোদতে সুচিরং কালমক্ষয়ং কৃতশাসনম্॥ ২৮
আম্রামলকপিত্থানি বদরাণি তথৈব চ।
কদম্ব-চম্পকাশোক-পুন্নাগবিবিধদ্রুমান্।
অশ্বত্থ-পিপ্পলাংশ্চৈব কদলী বট দাড়িমান্।
পিচুমর্দ্দং † মধুকঞ্চ উপোষ্য স্ত্রী দদাতি যা॥
স্তনৌ কপিত্থসদৃশাবূরূ চ কদলীসমৌ।

বাক্য শুনিয়া তখন সেই নারদ মুনি ত্বরিত-গতি রমণীবৃন্দের হৃদয়ভেদের জন্য সেই পুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—সেই পুর শতযোজন বিস্তীর্ণ ও বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণতর আয়ত। সে পুরে বলদর্পিত বাণাসুর বিরাজিত। মণি, কুণ্ডল, কেয়ূর ও মুকুটাদি অলঙ্কারনিকরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিমণ্ডিত। চন্দ্রকান্তমণিময় উত্তম সুবর্ণ-হার তদীয় কণ্ঠদেশে বিলম্বিত। তাহার বাহুদ্বয় কনককটকে বিভূষিত এবং রশনা-গুচ্ছ রত্নরাজি দ্বারা বিরাজিত। সেই বাণাসুর যে উত্তম আসনে বসিয়া আছে, ঐ আসন দ্বাদশ দিবাকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং উহা চন্দ্রকান্ত, হীরকখণ্ড, নানা মহামণি ও বিবিধ বিদ্রুম-সমূহে সমুদ্ভাসিত। মহাবল দানবেন্দ্র ঋষীন্দ্র নারদকে দেখিয়া উত্থিত হইল এবং সবিনয়ে বলিল,—হে দেবর্ষে! আপনি অদ্য স্বয়ং সমাগত হইয়াছেন; আপনাকে পাদ্য, অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। এই বলিয়া তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদনপূর্ব্বক বাণাসুর আবার বলিল,—হে দ্বিজোত্তম! কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। আপনি অদ্য বহুদিনের পর আসিলেন, দয়া করিয়া এই আসনে উপবেশন করুন। বাণ এইরূপ সম্ভাষণ করিবার পর তদীয় ভার্য্যা মহাদেবী অনৌপম্যা ঋষি-নারদকে কহিলেন,—ভগবন্! এই মর্ত্ত্য-লোকে ভগবান্ কেশব কি করিলে তুষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহার তুষ্টি জন্মাইতে পারে, এমন ব্রত, নিয়ম, দান বা তপস্যা কি আছে? নারদ বলিলেন,—যে ব্যক্তি বেদপারগ ব্রহ্মণকে তিলধেনু দান করে, তাহার পক্ষে এই সসাগরা, বনদ্বীপশালিনী সমগ্র মেদিনীই দান করা হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি সর্ব্বকামান্বিত কোটি দিবাকর-দ্যোতিত বিমান-বিহারে অনন্ত কাল স্বর্গ-সুখ অনুভব করিয়া থাকে। ১৯-২৮। যে স্ত্রী উপবাস করিয়া আম্র, আমলক কপিত্থ, বদর, কদম্ব, চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, অন্যান্য নানাদ্রুম, অশ্বত্থ, পিপ্পল, কদলী, বট, দাড়িম, পিচুমর্দ্দ ও মধুক প্রভৃতি বৃক্ষ দান করে, তাহার কপিত্থতুল্য স্তনদ্বয়

* ভগবন্ কেন ধর্ম্মেণ দেবাস্তুষ্যন্তি নারদ ইতি পাঠান্তরং ক্বচিদ্দৃশ্যতে।
† মুচকুন্দমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

অশ্বত্থে বন্দনীয়া চ পিচুমর্দ্দে সুগন্ধিনী ॥ ৩১
চম্পকে চম্পকাভা স্যাদশোকে শোকবর্জ্জিতা।
মধূকে মধুরং বক্তি বটে চ মৃদুগাত্রিকা ॥ ৩২
বদরী সর্ব্বদা স্ত্রীণাং মহাসৌভাগ্যদায়িনী।
কুক্কুটী কর্কটী চৈব দ্রব্যষষ্ঠী ন শস্যতে ॥ ৩৩
কদম্বমিশ্রকনক মঞ্জরীপূজনং তথা।
অনগ্নিপক্কমন্নঞ্চ পক্বান্নানামভক্ষণম্ ॥ ৩৪
এলানাঞ্চ পরিত্যাগঃ সন্ধ্যামৌনং তথৈব চ।
প্রথমং ক্ষেত্রপালস্য পূজা কার্য্যা প্রযত্নতঃ ॥ ৩৫
তস্যা ভবন্তি বৈ ভর্ত্তা মুখপ্রেক্ষঃ সদানঘে।
অষ্টমী চ চতুর্থী চ পঞ্চমী দ্বাদশী তথা ॥ ৩৬
সংক্রান্তির্বিষুবচ্চৈব দিনচ্ছিদ্রমুখং যথা।
এতাংস্তু দিবসান্ দিব্যানুপবাসন্তি যাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তাসান্তু ধর্ম্মযুক্তানাং স্বর্গবাসো ন সংশয়ঃ ॥৩৭
কলিকালুষ্যনির্ম্মুক্তাম্ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতাম্।
উপবাসরতাং নারীং নোপসর্পতি তাং যমঃ ॥৩

ও কদলীতুল্য উরুদ্বয় হয়। অশ্বত্থদানে তৎসদৃশ বন্দনীয়া, পিচুমর্দ্দে সুগন্ধিনী, চম্পকে চম্পকাভ এবং অশোক দানে শোকহীনা হইয়া থাকে। মধুক দানে রমণী সর্ব্বদা মধুরভাষিণী হয় এবং বটদানে মৃদুগাত্রী হইয়া থাকে। বদরী সর্ব্বদা স্ত্রীগণের মহাসৌভাগ্যদায়িনী হয়। কুক্কুটী ও কর্কটী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের পক্ষে দান করা প্রশস্ত নহে। এইরূপে কদম্বমিশ্র কনকমঞ্জরীর দ্বারা পূজা, অনগ্নিপক্ক অন্ন, পক্কান্নসমূহের অভক্ষণ, ফলসমূহের পরিত্যাগ, ও সন্ধ্যাকালে মৌনভাবে অবস্থান অপ্রশস্ত। প্রথমত যত্নের সহিত ক্ষেত্রপালের পূজা করিতে হয়। হে অনঘ! এইরূপে অর্চ্চনাকারিণী রমণীর ভর্ত্তা সর্ব্বদাই তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। অষ্টমী, চতুর্থী, পঞ্চমী, দ্বাদশী, বিষুসংক্রান্তি, প্রভৃতি দিব্য দিবসে যে সকল রমণী উপবাস করে, সেই সকল ধর্ম্মচারিণী রমণীর স্বর্গবাস সুনিশ্চিত। তাহারা কলিকল্মষ হইতে নির্ম্মুক্ত হয়। কোন পাপই তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

অনৌপম্যোবাচ।
অস্মৎকৃতেন পুণ্যেন পুরাজন্মকৃতেন বা।
ভবদাগমনং ভূতং কিঞ্চিৎ পৃচ্ছাম্যহং ব্রতম্ ॥
অস্তি বিন্ধ্যাবলির্নাম বলিপত্নী যশস্বিনী।
শ্বশ্রূর্মমাপি বিপ্রেন্দ্র ন তুষ্যতি কদাচন ॥ ৪০
শ্বশুরোঽপি সর্ব্বকালং দৃষ্ট্বা চাপি ন পশ্যতি।
অস্তি কুম্ভীনসী নাম ননান্দা সাপকারিণী ॥ ৪১
দৃষ্ট্বা চৈবাঙ্গুলীভঙ্গং সদা কালং করোতি চ।
দিব্যেন তু পথা যাতি মম সৌখ্যং কথং বদ ॥
উষরে ন প্ররোহন্তি বীজাঙ্কুরাঃ কথঞ্চন।
যেন ব্রতেন চীর্ণেন ভবন্তি বশগা মম।
তদ্ব্রতং ব্রূহি বিপ্রেন্দ্র দাসভাবং ব্রজামি তে
নারদ উবাচ।
যদেতৎ তে ময়া পূর্ব্বং ব্রতমুক্তং শুভাননে।
অনেন পার্ব্বতী দেবী চীর্ণেন বরবর্ণিনি ॥ ৪৪

কৃতান্ত কখনই উপবাস-নিষ্ঠা রমণীর সমীপবর্ত্তী হয় না। অনৌপম্যা কহিলেন,—অস্মদীয় পুরাজন্মকৃত পুণ্যফলে আপনার শুভাগমন হইয়াছে, অতএব কিঞ্চিৎ শুভব্রত সম্বন্ধে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করি; হে বিপ্রেন্দ্র! বিন্ধ্যাবলিনাম্নী যশস্বিনী বলিপত্নী আমার শ্বশ্রূ। তিনি কখনই আমার প্রতি পরিতুষ্ট নহেন। আমার যিনি শ্বশুর, তিনি আমাকে দেখিয়াও দেখেন না। কুম্ভীনসী নামে আমার এক ননান্দা আছে, সে সর্ব্বদাই পাপকারিণী। কুম্ভীনসী আমাকে দেখিয়া সর্ব্বদাই অঙ্গুলীভঙ্গ করে। অতএব আপনি বলুন, কিরূপে সে সুপথ অবলম্বন করে এবং আমারই বা সুখ কিরূপে হইতে পারে? জানি আমি, উষর-ক্ষেত্রে কখনই বীজপ্ররোহ হয় না। অতএব যেরূপ ব্রতাচরণে উহারা আমার বশীভূত হয়, আপনি সেইরূপ ব্রতই করিতে আমাকে আদেশ করুন। হে বিপ্রেন্দ্র! আমি আপনার দাসত্বভাব গ্রহণ করিতেছি।২৯-৪৩। নারদ কহিলেন,—হে বরবর্ণিনি! হে সুমুখি! আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট যে, এই ব্রতের কথা কহিলাম,

শঙ্করস্য শরীরস্থা বিষ্ণোর্লক্ষ্মীস্তথৈব চ।
সাবিত্রী ব্রহ্মণশ্চৈব বশিষ্ঠস্যাপ্যরুন্ধতী॥ ৪৫
এতেনোপোষিতেনেহ ভর্ত্তা স্বাস্যতি তে বশে
শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োশ্চৈব মুখবন্ধো ভবিষ্যতি॥ ৪৬
এবং শ্রুত্বা তু সুশ্রোণি যথেষ্টং কর্ত্তুমর্হসি
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞী বচনমব্রবীৎ॥ ৪৭
প্রসাদং কুরু বিপ্রেন্দ্র দানং গ্রাহ্যং যথেপ্সিতম্
সুবর্ণ-মণি-রত্নানি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ॥ ৪৮
তব দাস্যাম্যহং বিপ্র যচ্চান্যদপি দুর্লভম্।
প্রগৃহাণ দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রীয়েতাং হরি-শঙ্করৌ॥ ৪৯

নারদ উবাচ।

অন্যস্মৈ দীয়তাং ভদ্রে ক্ষীণবৃত্তিশ্চ যো দ্বিজঃ।
অহন্তু সর্ব্বসম্পন্নো মদ্ভক্তিঃ ক্রিয়তামিতি॥ ৫০
এবং তাসাং মনো হৃত্বা সর্ব্বাসান্তু পতিব্রতাঃ।
জগাম ভরতশ্রেষ্ঠ স্বকীয়ং স্থানকং পুনঃ॥ ৫১
ততো হৃষ্টহৃদয়া অন্যতো গতমানসাঃ।
পুরে ছিদ্রং সমুৎপন্নং বাণস্য তু মহাত্মনঃ॥ ৫২

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে নর্ম্মদামাহাত্ম্যে
সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮৭॥

এই ব্রত আচরণ করিয়াই দেবী পার্ব্বতী শঙ্করের শরীরস্থা হইয়াছেন। এইরূপে ইহারই ফলে লক্ষ্মী বিষ্ণুর, সাবিত্রী ব্রহ্মার এবং অরুন্ধতী বশিষ্ঠের দেহবাসিনী হন। এইরূপে উপবাস করিলেই ভর্ত্তা তোমার বশে থাকিবেন এবং তোমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের মুখবন্ধ হইবে। হে সুশ্রোণি! তুমি এই ব্রত-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যথেচ্ছ ইহা আচরণ করিতে পার। নারদের কথা শুনিয়া রাজ্ঞী বলিলেন,—বিপ্রেন্দ্র! প্রসন্ন হউন। আমি যথেষ্ট সুবর্ণ, মণি, রত্ন, বস্ত্র, আভরণাদি এবং অন্য যে কিছু দুর্লভ বস্তু আছে, তৎসমস্ত আপনাকে দান করিব। আপনি গ্রহণ করুন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভবৎকৃত প্রতিগ্রহের ফলে হরি ও শঙ্কর প্রীত হউন। নারদ কহিলেন,—হে ভদ্রে! যাহার বৃত্তিক্ষয় হইয়াছে, ঈদৃশ অন্য কোন ব্রাহ্মণকে তুমি দান কর। আমি সর্ব্বসম্পন্ন, আমাকে মাত্র ভক্তি কর। তাহাই যথেষ্ট হইবে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! নারদ এইরূপে সেই সকল পতিব্রতা রমণীর মনোহরণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ত্রিপুরবাসিনী রমণীগণের চিত্ত অন্যদিকে ধাবিত হইল, তাহারা অপ্রসন্নচিত্তে কাল কাটাইতে লাগিল। এইরূপে মহাত্মা বাণের পুরে ছিদ্র উৎপন্ন হইল। ৪৪—৫২।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৭।

অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যস্মাৎ পৃচ্ছসি কৌন্তেয় তন্মে কথয়তঃ শৃণু।
এতস্মিন্নন্তরে রুদ্রো নর্ম্মদাতটমাশ্রিতঃ॥ ১
নাম্না মাহেশ্বরং স্থানং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
তস্মিন্ স্থানে মহাদেবোঽচিন্তয়ৎ ত্রিপুরে বধম্
গাণ্ডীবং মন্দরং কৃত্বা গুণং কৃত্বা চ বাসুকিম্।
স্থানং কৃত্বা তু বৈশাখং বিষ্ণুং কৃত্বা শরোত্তমম্
শল্যে চাগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য মুখে বায়ুং সমর্পয়ন্।
হয়াংশ্চ চতুরো বেদান্ সর্ব্বদেবময়ং রথম্॥ ৪
অভীষবোঽশ্বিনৌ দেবাবক্ষো বজ্রধরঃ স্বয়ম্।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে কৌন্তেয়! তুমি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা বলিতেছি; শ্রবণ কর। ইত্যবসরে রুদ্র নর্ম্মদাতট আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার আশ্রিত স্থান—মাহেশ্বর নামে ত্রিভুবনে প্রখ্যাত হইয়াছিল। ঐ স্থানে থাকিয়া মহাদেব ত্রিপুরবধের বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি মন্দরকে গাণ্ডীব করিয়া, বাসুকিকে গুণ, বৈশাখ রূপে অবস্থান ও বিষ্ণুকে উত্তম শররূপে নিরূপণপূর্ব্বক শল্যে অগ্নিকে স্থাপন ও শরমুখে বায়ুকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর বেদ-চতুষ্টয়কে অশ্ব করিয়া এক সর্ব্বদেবময় রথ

স তস্যাজ্ঞাং সমাদায় তোরণে ধনদঃ স্থিতঃ ॥৫
যমস্ত দক্ষিণে হস্তে বামে কালস্ত দারুণঃ।
চক্রে ত্বমরকোট্যস্ত গন্ধর্ব্বা লোকবিশ্রুতাঃ ॥ ৬
প্রজাপতী রথশ্রেষ্ঠে ব্রহ্মা চৈব তু সারথিঃ।
এবং কৃত্বা তু দেবেশঃ সর্ব্বদেবময়ং রথম্ ॥ ৭
সোহতিষ্ঠৎ স্থাণুভূতস্ত সহস্রপরিবৎসরান্।
যদা ত্রীণি সমেতানি অন্তরীক্ষে স্থিতানি বৈ ॥
ত্রিপর্ব্বাণি ত্রিশল্যেন তদা তানি ব্যভেদয়ৎ।
শরঃ প্রচোদিতস্তেন রুদ্রেণ ত্রিপুরং প্রতি ॥৯
ভ্রষ্টতেজাঃ স্ত্রিয়ো জাতা বলং তাসাং ব্যশীর্য্যত
উৎপাতাশ্চ পুরে তস্মিন্ প্রাদুর্ভূতাঃ সহস্রশঃ॥
ত্রিপুরস্য বিনাশায় কালরূপাভবংস্তদা।
অট্টহাসং প্রমুঞ্চন্তি হয়াঃ কাষ্ঠময়াস্তদা ॥ ১১
নিমেষোন্মেষণঞ্চৈব কুর্ব্বন্তি চিত্ররূপিণঃ।
স্বপ্নে পশ্যন্তি চাত্মানং রক্তাম্বরবিভূষিতম্ ॥১২
স্বপ্নে তু সর্ব্বে পশ্যন্তি বিপরীতানি যানি তু।
এতান্ পশ্যন্তি উৎপাতাংস্তত্র স্থানে তু যে জনাঃ ॥১৩
তেষাং বলঞ্চ বুদ্ধিশ্চ হরকোপেন নাশিতে।
ততঃ সাম্বর্ত্তকো বায়ুর্যুগান্তপ্রতিমো মহান্ ॥১৪
সমীরিতোহনলস্তেন উত্তমাঙ্গেন ধাবতি।
জ্বলন্তি পাদপাস্তত্র পতন্তি শিখরাণি চ ॥ ১৫
সর্ব্বতো ব্যাকুলীভূতং হাহাকারমচেতনম্।
ভগ্নোদ্যানানি সর্ব্বাণি ক্ষিপ্রং তৎ প্রত্যভজ্যত
তেনৈব পীড়িতং সর্ব্বং জ্বলিতং ত্রিশিখৈঃ শরৈঃ
ক্রমাশ্চারামখণ্ডানি গৃহাণি বিবিধানি চ ॥ ১৭
দশদিক্ষু প্রবৃত্তোহগ্নিঃ সমিদ্ধো হব্যবাহনঃ।
মনঃশিলানাং পুঞ্জানি দিশো দশ বিভাগশঃ ॥
শিখাশতৈরনেকৈস্ত প্রজজ্বাল হুতাশনঃ।

প্রস্তুত করিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঐ অশ্বচতুষ্টয়ের রশ্মি এবং স্বয়ং বজ্রধর ঐ রথের অক্ষ হইলেন। সাক্ষাৎ ধনদ মহাদেবের আজ্ঞা লইয়া রথতোরণে অবস্থান করিলেন। যম দক্ষিণ হস্তে এবং দারুণ কাল তাঁহার বামদিকে রহিলেন। কোটি কোটি অমর ও লোকবিশ্রুত গন্ধর্ব্বগণ ঐ রথচক্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা ঐ রথশ্রেষ্ঠে সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। দেবদেবেশ এইরূপে সর্ব্বদেবময় রথ প্রস্তুত করিয়া সহস্র বর্ষ যাবৎ স্থাণুরূপে অবস্থান করিলেন। অনন্তর তৎকালে অন্তরীক্ষে পুরত্রয় সম্মিলিত হইয়া অবস্থিত হইল। তখন ত্রিশূল দ্বারা রুদ্র উহাদিগকে ভেদ করিলেন। রুদ্র ত্রিপুরের প্রতি এক শর নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে তত্রত্য স্ত্রীগণ প্রভাবহীন হইল। তাহাদিগের বল বিশীর্ণ হইয়া গেল। সহস্র সহস্র উৎপাত পুরমধ্যে প্রাদুর্ভূত হইল। ত্রিপুর ধ্বংসের নিমিত্ত তৎকালে কাষ্ঠময় হয় সকল কালরূপ ধারণ করত অট্টহাস্য করিতে লাগিল। চিত্র-লিখিত প্রতিমূর্ত্তি সকল নিমেষ-উন্মেষ করিতে লাগিল। পুরবাসীরা স্বপ্নযোগে আপনাকে রক্তাম্বরধারী দেখিতে লাগিল। যে কিছু বিপরীত, যাহা কিছু অসঙ্গত, তৎসমস্তই স্বপ্নে তাহারা প্রত্যক্ষ করিল। বলা বাহুল্য, যাহারা সেই মহেশ্বর স্থানে থাকিয়া এই সকল উৎপাত দর্শন করে, হরকোপে তাহাদিগের বল-বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। যাহা হৌক, অনন্তর যুগান্তপ্রতিম সম্বর্ত্তকাখ্য মহান্ বায়ু ত্রিপুর-পুরে বহিতে লাগিল। অগ্নি বায়ু কর্ত্তৃক বিচালিত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে ধাবিত হইল। পাদপ সকল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। শিখরসমূহ পতিত হইল। চারিদিক্ আকুল করিয়া এক বিষম হাহাকার উত্থিত হইতে লাগিল। উদ্যান বাটিকা সকল ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া গেল! ১—১৬। এইরূপে সেই ত্রিপুর সহসা ভগ্ন হইল। মহাদেব সকলকেই পীড়িত করিয়া তুলিলেন। ত্রিশিখ শরে সমস্ত প্রজ্বলিত হইল। ক্রম, আরাম খণ্ড ও বিবিধ গৃহাবলী জ্বলিতে লাগিল। সুপ্রদীপ্ত হব্যবাহন সর্ব্বদিকেই ধাবিত হইলেন। হুতাশন শত শত শিখা বিস্তার করিয়া দশদিকে প্রজ্বলিত হইল। তাহাতে পুঞ্জ পুঞ্জ মনঃশিলা ভস্মীভূত হইয়া গেল। সমস্ত

সর্ব্বং কিংশুকবর্ণাভং জ্বলিতং দৃশ্যতে পুরম্ ॥১৯
গৃহাদ্গৃহান্তরং নৈব গন্তুং ধূমেন শক্যতে।
হরকোপানলৈর্দগ্ধং ক্রন্দমানং সুদুঃখিতম্ ॥২০
প্রদীপ্তং সর্ব্বতো দিক্ষু দহ্যতে ত্রিপুরং পুরম্।
প্রাসাদশিখরাগ্রাণি ব্যশীর্য্যন্ত সহস্রশঃ ॥ ২১
নানামণিবিচিত্রাণি বিমানান্যপ্যনেকধা।
গৃহাণি চৈব রম্যাণি দহ্যন্তে দীপ্তবহ্নিনা ॥ ২২
ধাবন্তি ক্রমষণ্ডেষু বলভীষু তথা জনাঃ।
দেবাগারেষু সর্ব্বেষু প্রজ্বলন্তঃ প্রধাবিতাঃ ॥২৩
ক্রন্দন্তি চানলপ্লুষ্টা রুদন্তি বিবিধৈঃ স্বরৈঃ।
দহ্যন্তে দানবাস্তত্র শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৪
হংস-কারণ্ডবাকীর্ণা নলিন্যঃ সহপঙ্কজাঃ।
দৃশ্যন্তেঽনলদগ্ধানি পুরোদ্যানানি দীর্ঘিকাঃ ॥২৫
অম্লানপঙ্কজচ্ছন্না বিস্তীর্ণা যোজনায়তাঃ।
গিরিকূটনিভাস্তত্র প্রাসাদা রত্নভূষিতাঃ ॥ ২৬
পতন্ত্যনলনির্দ্দগ্ধা নিস্তোয়া জলদা ইব।
বরস্ত্রীবালবৃদ্ধেষু গোষু পক্ষিষু বাজিষু ॥ ২৭
নির্দ্দয়ো ব্যদহদ্বহ্নির্হরক্রোধেন প্রেরিতঃ।
সংপ্রশঃ প্রবুদ্ধাশ্চ সুপ্তাশ্চ বহবো জনাঃ ॥ ২৮
পুত্রমালিঙ্গ্য তে গাঢ়ং দহ্যন্তে ত্রিপুরাগ্নিনা।
অথ তস্মিন্ পুরে দীপ্তে স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসোপমাঃ
অগ্নিজ্বালাহতাস্তত্র হ্যপতন্ ধরণীতলে।
কাচিচ্ছ্যামা বিশালাক্ষী মুক্তাবলিবিভূষিতা ॥৩০
ধূমেনাকুলিতা সা তু পতিতা ধরণীতলে।
কাচিৎ কনকবর্ণাভা ইন্দ্রনীলবিভূষিতা ॥ ৩১
ভর্ত্তারং পতিতং দৃষ্ট্বা পতিতা তস্য চোপরি।
কাচিদাদিত্যসঙ্কাশা প্রসুপ্তা চ গৃহে স্থিতা ॥৩২
অগ্নিজ্বালাহতা সা তু পতিতা গতচেতনা।
উত্থিতো দানবস্তত্র খড়্গহস্তো মহাবলঃ।
বৈশ্বানরহতঃ সোঽপি পতিতো ধরণীতলে ॥৩৩
মেঘবর্ণাপরা নারী হারকেয়ূরভূষিতা ॥ ৩৪
শ্বেতবস্ত্রপরীধানা বালং স্তন্যং স্তধাপয়ৎ।

পুরই প্রজ্বলিত হইয়া কিংশুকশোভা ধারণ করিল। এত ধূম নির্গত হইতে লাগিল যে, গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইবারও ক্ষমতা রহিল না। হরকোপানলে দগ্ধ হওয়ায় সর্ব্বত্র করুণ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। সর্ব্বদিকেই ত্রিপুরপুর অগ্নিদীপ্ত হইয়া দগ্ধ হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র প্রাসাদশিখর বিশীর্ণ হইতে লাগিল। নানামণি-চিত্রিত বিমান-শ্রেণী ও রম্য রম্য গৃহাবলী দীপ্তানলে দগ্ধ হইয়া গেল। লোকসকল ক্রমষণ্ড ও বলভী-সমূহের দিকে ধাবিত হইল। কতকগুলি লোক জ্বলিতগাত্রে দেবাগারাভিমুখে ধাবিত হইল। অগ্নিদগ্ধ হইয়া লোকসকল উচ্চৈঃ-স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র দানব দগ্ধ হইতে লাগিল। হংস, কারণ্ডব ও পঙ্কজরাজি-রাজিত বহু সরসী অগ্নিদগ্ধ হইল। বহু শত পুরোদ্যান ও অম্লানপঙ্কজাচ্ছন্ন যোজনায়ত দীর্ঘিকা সকল অনলে দগ্ধ হইতে দৃষ্ট হইল। রত্ন-ভূষিত গিরিকোটিনিভ প্রাসাদ সকল নির্জ্জল জলদবৃন্দের ন্যায় অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইল। হরকোপপ্রেরিত নির্দ্দয় বহ্নি এইরূপে বরস্ত্রী, বাল, বৃদ্ধ, গো, পশু, পক্ষী ও অশ্বসমূহ দগ্ধ করিল। বহুলোক প্রসুপ্ত ছিল, অগ্নির উত্তাপে তাহারা প্রবুদ্ধ হইল। কত লোক পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ত্রিপুরানলে দগ্ধ হইল। সেই দীপ্তপুরে অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী রমণীরা অগ্নিজ্বালায় বিহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। কোন শ্যামাঙ্গী মুক্তাবলীমালিতা বিশাল-নয়না রমণী ধূমাকুলিত হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। কোন কাঞ্চনবর্ণা ইন্দ্রনীল-মণ্ডিতা রমণী স্বীয় ভর্ত্তাকে পতিত দেখিয়া তদুপরি পতিত হইল। কোন আদিত্যবর্ণা রমণী সুপ্তাবস্থায় গৃহে ছিল, অগ্নিজ্বালায় আক্রান্ত হইয়া সে অচেতনভাবে পড়িয়া রহিল। কোন মহাবল দানব তখন খড়্গ-হস্তে উত্থিত হইল; কিন্তু বৈশ্বানর-তাপে দগ্ধ হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। ১৭—৩৩। অপর কোন শ্বেতাম্বর-শোভিতা হার-কেয়ূর-ধারিণী মেঘবর্ণা নারী স্বীয় বালককে স্তন্য পান করাইতেছিল, সে বালককে দগ্ধ হইতে

দহন্তং বালকং দৃষ্ট্বা রুদন্তে মেঘশব্দবৎ ॥ ৩৫
এবং স তু দহন্বহ্নির্হরক্রোধেন প্রেরিতঃ।
কাচিচ্চন্দ্রপ্রভা সৌম্যা বজ্রবৈদূর্য্যভূষিতা ॥ ৩৬
সুতমালিঙ্গ্য বেপন্তী দগ্ধা পততি ভূতলে।
কাচিৎ কুন্দেন্দুবর্ণাভা যা শয়ানা গৃহে স্থিতা ॥৩৭
গৃহে প্রজ্বলিতে সা তু প্রতিবুদ্ধা শিখার্দ্দিতা।
পশ্যন্তী জলিতং সর্ব্বং হা সুতো মে কথং গতঃ
সুতং সন্দগ্ধমালিঙ্গ্য পতিতা ধরণীতলে।
আদিত্যোদয়বর্ণাভা লক্ষ্মীবদনশোভনা ॥ ৩৯
ত্বরিতা দহ্যমানা সা পতিতা ধরণীতলে।
কাচিৎ সুবর্ণবর্ণাভা নীলরত্নৈর্ব্বিভূষিতা ॥ ৪০
ধূমেনাকুলিতা সা তু প্রসুপ্তা ধরণীতলে।
অন্যাগৃহীতহস্তা তু সখি দহ্যতি বালিকা ॥ ৪১
অনেকদিব্যরত্নাঢ্যা দৃষ্ট্বা দহনমোহিতা।
শিরসি হ্যঞ্জলিং কৃত্বা বিজ্ঞাপয়তি পাবকম্ ॥ ৪২
ভগবন্ যদি বৈরং তে পুরুষেষপকারিষু।
স্ত্রিয়ঃ কিমপরাধ্যন্তে গৃহপঞ্জরকোকিলাঃ ॥ ৪৩
পাপ নির্দ্দয় নির্লজ্জ কস্তে কোপঃ স্ত্রিয়ঃ প্রতি।
ন দাক্ষিণ্যং ন তে লজ্জা ন সত্যং শৌর্য্যবর্জ্জিত
অনেন হ্যপসর্গেণ ভূপালস্তৎ শিখিস্তদাৎ।
কিং ত্বয়া ন স্মৃতং লোকে হ্যবধ্যাঃ শক্রযোষিতঃ
কিন্তু তুভ্যং গুণা হ্যেতে দহনোৎসাদনং প্রতি
ন কারুণ্যং দয়া বাপি দাক্ষিণ্যং ন স্ত্রিয়ঃ প্রতি ॥
দয়াং কুর্ব্বন্তি ম্লেচ্ছাপি দহন্তীঃ বীক্ষ্য যোষিতম্
ম্লেচ্ছানামপি কষ্টোহসি দুর্নিবারো হ্যচেতনঃ॥৪৭
এতে চৈব গুণাস্তভ্যং দহনোৎসাদনং প্রতি।
আসামপি দুরাচার স্ত্রীণাং কিং তে নিপাতনে ॥
দুষ্ট নির্ঘৃণ নির্লজ্জ হুতাশিন্ মন্দভাগ্যক।
নিরাশস্ত্বং দুরাবাস বলাদ্দহসি নির্দ্দয় ॥৪৯

দেখিয়া মেঘধ্বনিবৎ ক্রন্দন করিতে লাগিল। এইরূপে সেই হরক্রোধ-প্রেরিত বহ্নি সমুদয় পুর দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন চন্দ্র-সমানবর্ণা বজ্রবৈদূর্য্য-ভূষিতা সুন্দরী যুবতী স্বীয় পুত্র আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কোন কুন্দেন্দু-সমানকান্তি কামিনী গৃহে শয়ান ছিল, গৃহ প্রজ্বলিত হইলে, জাগরিত ও হুতাশ-শিখায় দগ্ধ হইয়া সমস্তই অগ্নিজ্বালায় পরিব্যাপ্ত দেখিল, দেখিয়া—'হা আমার পুত্র কোথায় গেল!' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অগ্নিদগ্ধ পুত্রকে আলিঙ্গন করত ভূপতিত হইল। কোন সূর্য্যসমানপ্রভা, লক্ষ্মীর ন্যায় প্রফুল্লবদনা রমণী ত্বরিতপদে প্রস্থিত ও অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভূপতিত হইল। কোন কাঞ্চন-কান্তি নীলরত্নরাজিতা রমণী ধূমসমূহে আকুল হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে প্রসুপ্ত অবস্থায় রহিল। কোন কামিনী সখী কর্ত্তৃক গৃহীতহস্ত ও দহন-জ্বালায় মোহিত হইয়া বলিল—সখি! ঐ দেখ, আমার বহু রত্নভূষিত বালিকা দগ্ধ হইতেছে। এই বলিয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক পাবকের নিকট নিবেদন করিল,—ভগবন্! যদি আপনার বৈরিতা থাকে, তবে অপকারী পুরুষদিগের প্রতিই আপনার তাহা আচরণীয়। আমরা রমণী—গৃহপঞ্জরের কোকিলস্বরূপ। আমরা আপনার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি? ৩০—৪৩। রে পাপ! রে নির্দ্দয়! রে নির্লজ্জ পাবক! স্ত্রীলোকের প্রতি তোর কোপ কিসের? রে শৌর্য্যহীন! তোর দাক্ষিণ্য নাই, লজ্জা নাই, বা সত্য-নিষ্ঠা নাই। এইরূপ ক্রমে সেই রমণী অগ্নিকে তিরস্কার করিল এবং আবার বলিল,—রে নির্লজ্জ! তুমি কি শুন নাই যে, শক্রকামিনীরা সকলেরই অবধ্য। কিন্তু দহন উৎসাদন সম্বন্ধে তোমার এই সকল গুণ যে, স্ত্রীলোকের প্রতি তোমার কারুণ্য নাই, দয়া নাই, দাক্ষিণ্য নাই। দেখ, স্ত্রীলোককে দগ্ধ হইতে দেখিয়া ম্লেচ্ছগণও দয়া করিয়া থাকে। কিন্তু বড়ই কষ্টের বিষয়, তুমি অচেতন অথচ দুর্দ্দান্ত হইয়া ম্লেচ্ছাপেক্ষাও অধম হইয়াছ। রে দুরাচার! এই সকল স্ত্রীলোকের নিপাতনে তোমার এত আগ্রহ কেন? রে দুষ্ট! রে নির্ঘৃণ! রে নির্লজ্জ! রে হুতাশিন্! রে

এবং বিলপমানাস্তা জল্পন্ত্যশ্চ বহুস্তপি।
অন্যাঃ ক্রোশন্তি সংক্রুদ্ধা বালশোকেন মোহিতাঃ ॥৫০
দহতে নির্দ্দয়ো বহ্নিঃ সংক্রুদ্ধঃ পূর্ব্বশত্রুবৎ।
পুষ্করিণ্যাং জলং দগ্ধং কূপেম্বপি তথৈব চ ॥৫১
অস্মান্ সন্দহ্য ম্লেচ্ছ ত্বং কাং গতিং প্রাপয়িষ্যসি
এবং প্রলপতাং তাসাং বহ্নির্বচনমব্রবীৎ ॥৫২
অগ্নিরুবাচ।
স্ববশেনৈব যুষ্মাকং বিনাশস্তু করোম্যহম্।
অহমাদেশকর্ত্তা বৈ নাহং কর্ত্তাস্ম্যনুগ্রহম্ ॥ ৫৩
রুদ্রক্রোধসমাবিষ্টো বিবিশামি যথেচ্ছয়া।
ততো বাণো মহাতেজাস্ত্রিপুরং বীক্ষ্য দীপিতম্
সিংহাসনস্থঃ প্রোবাচ হ্যহং দেবৈর্বিনাশিতঃ।
অল্পসত্ত্বৈর্দুরাচারৈরীশ্বরস্য নিবেদিতম্ ॥৫৫
অপরীক্ষ্য ত্বহং দগ্ধঃ শঙ্করেণ মহাত্মনা।
নান্যঃ শক্তস্তু মাং হন্তুং বর্জ্জয়িত্বা ত্রিলোচনম্।
উত্থিতঃ শিরসা কৃত্বা লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
নির্গতঃ স পুরদ্বারাৎ পরিত্যজ্য সুহৃৎসুতান্।
রত্নানি যান্যনর্ঘাণি স্ত্রিয়ো নানাবিধাস্তথা।
গৃহীত্বা শিরসা লিঙ্গং গচ্ছন্ গগনমণ্ডলম্ ॥৫৮
স্তবংশ্চ দেবদেবেশং ত্রিলোকাধিপতিং শিবম্‌
ত্যক্তা পুরী ময়া দেব যদি বধ্যোঽহস্মি শঙ্কর
ত্বৎপ্রসাদান্মহাদেব মা মে লিঙ্গং বিনশ্যতু।
অর্চ্চিতং হি ময়া দেব ভক্ত্যা পরময়া সদা ॥৬০
ত্বৎকোপাদ্যদি বধ্যোঽহং তদিদং মা বিনশ্যতু
শ্লাঘ্যমেতন্মহাদেব ত্বৎকোপাদ্দহনং মম ॥৬১
প্রতিজন্ম মহাদেব ত্বৎপাদনিরতো হ্যহম্।
তোটকচ্ছন্দসা দেবং স্তৌমি ত্বাং পরমেশ্বর ॥৬২

মন্দভাগ্য! রে দুরাবাস! রে নিরাশ! তুই নির্দ্দয় হইয়া সবলে সকলকেই দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলি। এইরূপে সেই সকল রমণীরা বহু বিলাপ করিতে লাগিল। অন্য অনেক রমণী সুতশোকে মোহিত হইয়া সক্রোধে অগ্নির প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিয়া বলিল,—নির্দ্দয় বহ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া চির শত্রুর ন্যায় দগ্ধ করিতেছে। ওরে ম্লেচ্ছ পাবক! তুই পুষ্করিণী ও কূপসমূহেরও জল দগ্ধ করিয়াছিস্। এক্ষণে আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া কোন্ অবস্থায় লইয়া যাইবি? সেই সকল স্ত্রীলোকেরা এইরূপ প্রলাপ করিতে লাগিলে, বহ্নি বলিলেন,—আমি আত্মবশে তোমাদিগকে বিনাশ করিতেছি না। আমি মাত্র আদেশ-প্রতিপালক। অনুগ্রহ করিবার কর্ত্তা আমি নহি। আমি রুদ্রক্রোধে সমাবিষ্ট হইয়াই যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছি। অনন্তর মহাতেজা বাণাসুর ত্রিপুরধাম অগ্নি-শিখায় দীপিত দেখিয়া সিংহাসনে সমাসীন হইয়াই বলিল,—অহো! অল্পবীর্য্য দুরাচার দেবগণ [মহেশ্বরের নিকট আবেদন করিয়া আমাকে বিনাশ করাইল। কিন্তু মহাত্মা শঙ্কর কোন বিচার না করিয়াই আমায় দগ্ধ করিলেন। বাস্তবিক ত্রিলোচন ব্যতীত আমাকে মারিবার অন্য কাহারও শক্তি নাই। এই বলিয়া বাণাসুর তখন স্বীয় মস্তকে ত্রিভুবনেশ্বর-নামক শিবলিঙ্গ লইয়া উত্থিত হইল এবং বন্ধু, পুত্র, মহার্ঘ্য রত্ন ও নানাবিধ রমণীসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পুরদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পরে গগনপথে প্রস্থান করিয়া ত্রিলোকাধিপতি দেবদেব শিবকে স্তব করিতে লাগিল। বলিল,—হে শঙ্কর! আমি স্বীয় পুরী পরিত্যাগ করিয়াছি; আমি যদি প্রকৃতই বধ্য হই, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা—হে মহাদেব! তোমার প্রসাদে আমার এই অর্চ্চনীয় লিঙ্গ যেন বিনষ্ট হয় না। হে দেব! আমি পরম ভক্তির সহিত সর্ব্বদাই ইঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি। ৪৪—৬০। তোমার কোপে আমি নষ্ট হই, ক্ষতি নাই; কিন্তু এই লিঙ্গটী যেন নষ্ট হয় না। হে মহাদেব! তোমার কোপে দহনে আমায় দগ্ধ করে, সে ত আমার শ্লাঘার কথা। কিন্তু মহাদেব! প্রার্থনা করি, প্রতি-জন্মে আমি যেন তোমার পাদপদ্মে একনিষ্ঠ হইয়া থাকিতে পারি। হে পরমেশ্বর!

শিবশঙ্করশর্ব্বহরায় নমো
ভব ভীম মহেশ্বর সর্ব্ব নমঃ
কুসুমায়ুধদেহবিনাশকর
ত্রিপুরান্তক অন্ধকশূলধর ॥৬৩
প্রমদাপ্রিয় কান্ত বিভক্ত নমঃ
সসুরাসুরসিদ্ধগণৈর্নমিত।
হয়-বানর সিদ্ধ গজেন্দ্রমুখা-
দতিভাস্বরদীর্ঘবিশালমুখ ॥৬৪
উপলব্ধুমশক্যতরৈরসুরৈঃ
প্রথিতোঽস্মি চ বাহুশতৈর্বহুভিঃ।
প্রণতোঽস্মি ভবং ভবভক্তিরত-
শ্চলচন্দ্রকলাকুল দেব নমঃ ॥৬৫
ন চ পুত্র-কলত্র-হয়াদি ধনং
মম তু ত্বদনুস্মরণং শরণম্।
ব্যথিতোঽস্মি তু বাহুশতৈর্বহুভি-
র্গমিতা চ মহানরকস্য গতিঃ ॥ ৬৬
ন নিবর্ত্ততি জন্ম ন পাপমতিঃ
শুচিকর্ম্ম নিবদ্ধমপি ত্যজতি।
অনুকম্পতি বিভ্রমতি ত্রসতি
মম চৈব কুকর্ম্ম নিবারয়তি ॥৬৭
যঃ পঠেৎ তোটকং দিব্যং প্রযতঃ শুচিমানসঃ।
বাণস্যেব যথা রুদ্রাস্তস্যাপি বরদো ভবেৎ ॥৬৮
ইমং স্তবং মহাদিব্যং শ্রুত্বা দেবো মহেশ্বরঃ।
প্রসন্নস্তু তদা তস্য স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ ॥৬৯
মহেশ্বর উবাচ।
ন ভেতব্যং ত্বয়া বৎস সৌবর্ণে তিষ্ঠ দানব।
পুত্র-পৌত্র-সুহৃদ্বন্ধু-ভার্য্যাভৃত্যজনৈঃ সহ ॥ ৭০
অদ্য প্রভৃতি বাণ ত্বমবধ্যস্ত্রিদশৈরপি।
ভূয়স্তস্য বরো দত্তো দেবদেবেন পাণ্ডব ॥ ৭১
অক্ষয়শ্চাব্যয়ো লোকে বিচরস্বাকুতোভয়ঃ।
ততো নিবারয়ামাস রুদ্রঃ সপ্তশিখং তদা ॥ ৭২
তৃতীয়ং রক্ষিতং তস্য পুরং তেন মহাত্মনা।
ভ্রমৎ তু গগনে দিব্যং রুদ্রতেজঃপ্রভাবতঃ ॥৭৩

আমি তোটকচ্ছন্দে তোমার স্তব করিতেছি। হে শিব, শঙ্কর, শর্ব্ব,হর, ভব, ভীম, মহেশ্বর! সর্ব্ব! নমঃ। হে কুসুমায়ুধ-দেহবিনাশন, ত্রিপুরান্তক, অন্ধক-শূলধর! হে প্রমদাপ্রিয়, কান্ত, বিভক্ত, তোমায় নমস্কার। হে সুরাসুর-সিদ্ধগণের নমস্কৃত! হে হয়, বানর, সিদ্ধ ও গজেন্দ্র অপেক্ষাও অতি ভাস্বর, অতি দীর্ঘ অতি বিশাল মুখশালিন! অসুরেরা তোমার তত্ত্ব জানিতে পারে না। তুমি শত শত বাহু দ্বারা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। হে চলচন্দ্রকলাকুল দেবদেব! আমি তোমার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া তোমার পদপ্রান্তে প্রণত হইতেছি। পুত্র, কলত্র, ধন ও অশ্বাদি বাহনে আমার প্রয়োজন নাই। তোমার অনুস্মরণই আমার একমাত্র কারণ। আমি ব্যথিত হইয়াছি; শত শত বাহু দ্বারা আমি মহানরকের পথে উপনীত হইয়াছি। আমার জন্ম নিবৃত্ত হইতেছে না। আমার পাপমতি শাস্ত্রসিদ্ধ পবিত্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছে—করিয়া কম্পিত, ভ্রান্ত, ও ত্রস্ত হইতেছে। আমার কুকর্ম্ম আমায় সর্ব্ব সৎকর্ম্ম হইতে নিবারিত করিতেছে। যে ব্যক্তি শুদ্ধমনে এই দিব্য তোটক পাঠ করে, বাণের ন্যায় তাহার প্রতিও রুদ্রদেব বরপ্রদ হইয়া থাকেন। ৬১—৬৮। বাণকৃত এই দিব্য স্তোত্র দেব মহেশ্বর শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি তৎকালে প্রসন্ন হইলেন এবং সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—বৎস! তোমার ভয় নাই। হে দানব! তুমি পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ্, বন্ধু, ভার্য্যা ও ভৃত্যজন সহ স্বীয় সৌবর্ণপুরে অবস্থান কর। হে বাণ! অদ্য হইতে তুমি দেবগণের অবধ্য হইলে। হে পাণ্ডব! দেবদেব পুনরপি বাণকে বরদান করিলেন যে, হে বাণ! তুমি অক্ষয়, অব্যয় ও অকুতোভয় হইয়া জগতে বিচরণ কর। এই বলিয়া তখন রুদ্রদেব সপ্তশিখ হুতাশনকে নিবারণ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা রুদ্র বাণাসুরের তৃতীয় পুর রক্ষা করিলে রুদ্রের তেজঃপ্রভাবে সেই দিব্যপুর গগনে ভ্রমণ করিতে

এবন্তু ত্রিপুরং দগ্ধং শঙ্করেণ মহাত্মনা।
জ্বালামালাপ্রদীপ্তং তৎ পতিতং ধরণীতলে ॥৭৪
একং নিপতিতং তত্র শ্রীশৈলে ত্রিপুরান্তকে।
দ্বিতীয়ং পতিতং তস্মিন্ পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে ॥
দগ্ধেষু তেষু রাজেন্দ্র রুদ্রকোটিঃ প্রতিষ্ঠিতা।
জ্বলৎ তদপতৎ তত্র তেন জ্বালেশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥
উর্দ্ধেন প্রস্থিতাস্তস্য দিব্যজ্বালা দিবং গতাঃ।
হাহাকারস্তদা জাতো দেবাসুরকৃতো মহান্ ॥৭৭
শরমস্তম্ভয়দ্রুদ্রো মাহেশ্বরপুরোত্তমে।
এবং বৃত্তং তদা তস্মিন্ পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে ॥
চতুর্দ্দশাখ্যং ভুবনং স ভুক্ত্বা পাণ্ডুনন্দন।
বর্ষকোটিসহস্রন্তু ত্রিংশৎকোট্যস্তথাপরাঃ ॥ ৭৯
ততো মহীতলং প্রাপ্য রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ
পৃথিবীমেকচ্ছত্রেণ ভুঙ্ক্তে স তু ন সংশয়ঃ ॥৮০

লাগিল। এইরূপে মহাত্মা শঙ্কর কর্ত্তৃক ত্রিপুরদগ্ধ হয়। সেই দগ্ধ পুরত্রয়ের মধ্যে এক পুর জ্বালা-মালায় প্রদীপ্ত হইয়া ও ধরণীতলে ত্রিপুরান্তক শ্রীশৈলে পতিত হয়। আর দ্বিতীয়পুর অমরকণ্টকপর্ব্বতে পতিত হইয়াছিল। হে রাজেন্দ্র! সেই সকল পুর দগ্ধ হইলে তথায় রুদ্রকোটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্বলিত পুর পতিত হওয়ায় রুদ্রকোটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া উহা জ্বালেশ্বর নামে বিখ্যাত হয়। ঐ জ্বালেশ্বরের উর্দ্ধ দিক্ দিয়া প্রস্থিত হইয়া বহু দিব্য জ্বালা স্বর্গপথে গমন করিয়াছিল। এইজন্য তখন দেব ও অসুরগণের মধ্যে এক মহা হাহাকার উপস্থিত হয়। রুদ্রদেব উত্তম মাহেশ্বরপুরে সেই জ্বালাদীপ্ত শর স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। সেই অমরকণ্টক পর্ব্বতে পুরাকালে এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল। হে পাণ্ডুনন্দন! এবম্বিধ অমরকণ্টকে যে ব্যক্তি রুদ্রকোটির অর্চ্চনা করে, সে একসহস্র ত্রিশকোটি বর্ষ চতুর্দ্দশ ভুবন ভোগ করিয়া পরে মহীতলে আসিয়া এক ধার্ম্মিক রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, পৃথিবীতে তাহার একচ্ছত্র আধিপত্য হয়, সে সার্ব্বভৌমিক রাজভোগ ভোগ করে,

এবং পুণ্যো মহারাজ পর্ব্বতোঽমরকণ্টকঃ।
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে তু গচ্ছেদ্‌যোঽমরকণ্টকম্ ॥
অশ্বমেধাদ্দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি দৃষ্ট্বা তত্র মহেশ্বরম্ ॥ ৮২
ব্রহ্মহত্যা গমিষ্যন্তি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
তদেবং নিখিলং পুণ্যং পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে ॥ ৮৩
মনসাপি স্মরেদ্‌যস্তং গিরিস্ত্বমরকণ্টকম্।
চান্দ্রায়ণশতং সাগ্রং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৮৪
ত্রয়াণামপি লোকানাং বিখ্যাতোঽমরকণ্টকঃ।
এষ পুণ্যো গিরিশ্রেষ্ঠঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতঃ ॥৮৫
নানাদ্রুমলতাকীর্ণো নানাপুষ্পোপশোভিতঃ।
মৃগ-ব্যাঘ্রসহস্রৈস্তু সেব্যমানো মহাগিরিঃ ॥
যত্র সন্নিহিতো দেবো দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা চেন্দ্রো বিদ্যাধরগণৈঃ সহ ॥ ৮৭
ঋষিভিঃ কিন্নরৈর্যক্ষৈর্নিত্যমেব নিষেবিতঃ।
বাসুকিঃ সহিতস্তত্র ক্রীড়তে নগোত্তমে ॥৮৮

সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! পূর্ব্ববর্ণিত অমরকণ্টক পর্ব্বত এইরূপই পুণ্যজনক। যে ব্যক্তি চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণযোগে অমরকণ্টকে গমন করে, মনীষিগণ বলেন,—তাহার অশ্বমেধ অপেক্ষা দশগুণ অধিক ফল লাভ হয়। তথায় মহেশ্বরদর্শনে স্বর্গলোক লাভ হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে অমরকণ্টক-যাত্রী ব্যক্তির ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপও বিদূরিত হইয়া যায়। এইরূপে অমরকণ্টকে সমস্তই পুণ্যময় হইয়া থাকে। সেই অমরকণ্টক পর্ব্বতকে মনে মনেও যে ব্যক্তি স্মরণ করে, তাহার নিশ্চয় শত চান্দ্রায়ণের ফল লাভ হয়। অমরকণ্টক পর্ব্বত তিন লোকেই প্রসিদ্ধ। এই পবিত্র গিরিবর সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণে সেবিত নানা দ্রুমলতায় আকীর্ণ, নানা কুসুমে সমুদ্‌ভাসিত ও মৃগ-ব্যাঘ্রাদি নানা জন্তুগণে নিষেবিত। তথায় দেবী মহেশ্বরী সহ দেব মহেশ্বর সদাই সন্নিহিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ এবং বিদ্যাধর, ঋষি, কিন্নর ও যক্ষগণ কর্ত্তৃক নিত্য ঐ নগোত্তম নিষেবিত।

প্রদক্ষিণন্তু যঃ কুর্য্যাৎ পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে।
পৌণ্ডরীকস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
তত্র জ্বালেশ্বরং নাম তীর্থং সিদ্ধনিষেবিতম্।
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ॥
জ্বালেশ্বরে মহারাজ যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগেষু তস্যাপি শৃণু যৎ ফলম্॥৯১
সর্ব্বকর্ম্মবিনির্ম্মুক্তো জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ৯২
অমরেশ্বরদেবস্য পর্ব্বতস্য উভে তটে।
তত্র তা ঋষিকোট্যস্তু তপস্তপ্যন্তি সুব্রত॥ ৯৩
সমন্তাদ্‌যোজনক্ষেত্রো গিরিশ্চামরকণ্টকঃ॥৯৪
অকামো বা সকামো বা নর্ম্মদায়াং শুভে জলে
স্নাত্বা বৈর্ম্মুচ্যতে পাপৈ রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে নর্ম্মদামাহাত্ম্যে
অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৮৮॥

স্বয়ং বাসুকি তাঁহার সহচরগণ সহ সতত ঐ শৈলবরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।৬৯—৮৮। যে ব্যক্তি অমরকণ্টক গিরি প্রদক্ষিণ করে, তাহার পুণ্ডরীকযজ্ঞের ফল লাভ হয়। তত্রত্য সিদ্ধ-নিষেবিত জ্বালেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া মানবেরা স্বর্গ গমন করে এবং তথায় মরিয়া আর জন্ম গ্রহণ করে না। মহারাজ! চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণদিনে যে ব্যক্তি জ্বালেশ্বরে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার যে ফল হয়, শ্রবণ করুন। ঐ ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্পন্ন হয়। পরে কল্পকালাবধি রুদ্রলোকে সুখভোগ করে। হে সুব্রত! অমরকণ্টক পর্ব্বতে-উভয় তটে কোটি কোটি ঋষি তপস্যা করিয়া থাকেন। চারি দিকে একযোজন ক্ষেত্র লইয়াই অমরকণ্টক গিরি বিরাজিত। মানব অকাম হউক বা সকাম হউক, নর্ম্মদার শুভ জলে স্নান করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়;—হইয়া রুদ্রলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। ৮৯—৯৫।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৮।

একোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
পৃচ্ছন্তি তে মহাত্মানো মার্কণ্ডেয়ং মহামুনিম্।
যুধিষ্ঠিরপুরোগাস্তে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ॥ ১
আখ্যাহি ভগবন্ তথ্যং কাবেরীসঙ্গমো মহান্
লোকানাঞ্চ হিতার্থায় অস্মাকঞ্চ বিবৃদ্ধয়ে॥ ২
সদা পাপরতা যে চ নরা দুষ্কৃতকারিণঃ।
মুচ্যন্তে সর্ব্বপাপেভ্যো গচ্ছন্তি পরমং পদম্।
এতদিচ্ছাম বিজ্ঞাতুং ভগবন্ বক্তুমর্হসি॥ ৩
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
শৃণ্বন্তবহিতাঃ সর্ব্বে যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ।
অস্তি বীরো মহাযজ্ঞঃ কুবেরঃ সত্যবিক্রমঃ॥
ইদং তীর্থমনুপ্রাপ্য রাজা যক্ষাধিপোঽভবৎ।
সিদ্ধিং প্রাপ্তো মহারাজ তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥৫
কাবেরী নর্ম্মদা যত্র সঙ্গমো লোকবিশ্রুতঃ।
তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা কুবেরঃ সত্যবিক্রমঃ॥ ৬
তপোঽতপ্যত যক্ষেন্দ্রো দিব্যং বর্ষশতং মহৎ॥

ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—যুধিষ্ঠির-সমীপস্থ মহাত্মা তপোনিধি ঋষিগণ মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি মহা-তথ্যময় কাবেরীসঙ্গম-বিবরণ কীর্ত্তন করুন হে ভগবন্! আপনি নিখিল লোকের হিত ও আমাদের উন্নতি বিধান নিমিত্ত যে স্থান প্রাপ্ত হইলে পাপ-নিরত দুষ্কৃতকারী নরগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়, সেই কাবেরীর মাহাত্ম্য বর্ণন করুন, আমরা শুনিতে একান্ত ইচ্ছা করি। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠিরসন্নিহিত ঋষিগণ! আপনারা সকলে অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহাবীর প্রভূত যজ্ঞানুষ্ঠাতা সত্যবিক্রম কুবের এই তীর্থ প্রভাবে রাজ্য ও যক্ষাধিপত্য লাভ করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। যেখানে লোকবিশ্রুত কাবেরী ও নর্ম্মদার সঙ্গম, ঐ স্থানে যক্ষেন্দ্র কুবের স্নান করিয়া শুচিভাবে দিব্য সহস্র বৎসর

তস্য তুষ্টো মহাদেবঃ প্রদাতুং বরমুত্তমম্ ॥ ৭
ভো ভো যক্ষ মহাসত্ত্ব বরং ব্রূহি যথেপ্সিতম্ ।
ব্রূহি কার্য্যং যথেষ্টন্তু যচ্চ মনসি বর্ত্ততে ॥ ৮

কুবের উবাচ ।

যদি তুষ্টোঽসি মে দেব যদি দেয়ো বরো মম ।
অদ্যপ্রভৃতি সর্ব্বেষাং যক্ষাণামধিপো ভবে ॥৯
কুবেরস্য বচঃ শ্রুত্বা পরিতুষ্টো মহেশ্বরঃ ।
এবমস্তু ততো দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১০
সোঽপি লব্ধবরো যক্ষঃ শীঘ্রং যক্ষকুলং গতঃ ।
পূজিতঃ স তু যক্ষৈশ্চ হ্যভিষিক্তশ্চ পার্থিব ॥১১
কাবেরীসঙ্গমং তত্র সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ।
যে নরা নাভিজানন্তি বঞ্চিতাস্তে ন সংশয়ঃ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্র স্নায়ীত মানবঃ ।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা নর্ম্মদা চ মহানদী ॥ ১৩
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র হ্যর্চ্চয়েদ্‌বৃষভধ্বজম্ ।
অশ্বমেধফলং প্রাপ্য রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥১৪
অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাদ্‌যশ্চ কুর্য্যাদনাশকম্ ।
অনিবর্ত্ত্যা গতিস্তস্য যথা মে শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥
সেব্যমানো বরস্ত্রীভিঃ ক্রীড়তে দিবি রুদ্রবৎ ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিকোট্যস্তথাপরাঃ ॥ ১৬
মোদতে রুদ্রলোকস্থো যত্র তত্রৈব গচ্ছতি ।
পুণ্যক্ষয়াৎ পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ ॥
ভোগবান্ দানশীলশ্চ মহাকুলসমুদ্ভবঃ ।
তত্র পীত্বা জলং সম্যক্ চান্দ্রায়ণফলং লভেৎ ॥
স্বর্গং গচ্ছন্তি তে মর্ত্ত্যা যে পিবন্তি শুভং জলম্
গঙ্গা-যমুনয়োর্ম্মধ্যে যৎ ফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ।
কাবেরীসঙ্গমে স্নাত্বা তৎ ফলং তস্য জায়তে ॥
এবমাদি তু রাজেন্দ্র কাবেরীসঙ্গমে মহৎ ।
পুণ্যং মহৎ ফলং তত্র সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥২০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে নর্ম্মদামাহাত্ম্যে
একোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৯॥

মহৎ তপশ্চরণ করেন। ভগবান্ মহাদেব তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহাসত্ত্ব যক্ষ! তুমি যথোচিত বর এবং যাহা তামার মনের অভিলষিত, তাহা প্রার্থনা কর। ১—৮। কুবের বলিলেন,—হে দেব! যদি আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে বর প্রদান করা আপনার অভিলষিত হয়, তাহা হইলে আমায় যক্ষাধিপত্য প্রদান করুন। অনন্তর মহেশ্বর 'এবমস্তু' বলিয়া কুবেরের বাক্য অনুমোদন করত তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। যক্ষও বর লাভান্তে সত্বর স্বীয় সমাজে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যক্ষগণ কর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া যক্ষাধিপত্য লাভ করিলেন। তখন হইতে ঐ স্থানেই সর্ব্বপাপনাশন কাবেরী-সঙ্গম তীর্থ হয়। যে নর ঐ তীর্থবিবরণ বিজ্ঞাত নহে, সে নিশ্চিতই বঞ্চিত। সুতরাং মানব সর্ব্বপ্রযত্নে তথায় স্নান করিবে। কাবেরী ও নর্ম্মদা মহাপুণ্য নদী। হে রাজেন্দ্র! মানবেরা ঐ তীর্থে স্নান করিয়া বৃষভধ্বজের অর্চ্চনা করিবেন। এরূপ করিলে তাঁহারা অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকে পূজিত হন। স্বয়ং শঙ্কর বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি এই স্থানে অগ্নিপ্রবেশ বা অনশন ব্রত করে, তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটে না। ইহা শঙ্কর স্বয়ং বলিয়াছেন। অপিচ তিনি বরাঙ্গী স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া রুদ্রের ন্যায় স্বর্গে বিহার করিয়া থাকেন, এবং ষষ্টি সহস্র বর্ষ বা ষষ্টি কোটী বর্ষকাল যাবৎ রুদ্রলোকে বাস করিয়া আমোদপ্রাপ্ত হন। এমন কি তিনি যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন। পরে পুণ্য ক্ষয় হইলে ভোগবান্, দানশীল ও মহাকুল-সমুদ্ভব ধার্ম্মিক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ঐ কাবেরী-নর্ম্মদা সঙ্গমের জলপান করিলে চান্দ্রায়ণ-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং স্বর্গধাম লাভ ঘটিয়া থাকে। নর গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে যে ফল প্রাপ্ত হয়, কাবেরীসঙ্গমেও সেই ফলই পাইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! এই ত সর্ব্বপাপ-প্রণাশন মাহফল-জনক পুণ্যতম কাবেরী-সঙ্গম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ৯—২৫।

উননবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৯।

নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

নার্ম্মদে চোত্তরে কূলে তীর্থং যোজনবিস্তৃতম্।
মন্ত্রেশ্বরেতি বিখ্যাতং সর্ব্বপাপহরং পরম্॥ ১
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ দৈবতৈঃ সহ মোদতে।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ক্রীড়তে কামরূপধৃক্॥ ২
গর্জ্জনঞ্চ ততো গচ্ছেদ্‌যত্র মেঘচয়োত্থিতঃ।
ইন্দ্রজিন্নাম সম্প্রাপ্তস্তস্য তীর্থপ্রভাবতঃ॥ ৩
মেঘনাদং ততো গচ্ছেদ্‌যত্র মেঘানুগর্জ্জিতম্
মেঘনাদো গণস্তত্র পরমাং গণতাং গতঃ॥ ৪
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র তীর্থমাম্রাতকেশ্বরম্
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ
নর্ম্মদোত্তরতীরে তু তীর্থন্তু বিশ্রুতং ভবেৎ।
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি মনসা যে বিচিন্তিতাঃ।
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র ব্রহ্মাবর্ত্তমিতি স্মৃতম্
তত্র সন্নিহিতো ব্রহ্মা নিত্যমেব যুধিষ্ঠির।
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥৮
ততোঽগারেশ্বরং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥ ৯
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র কপিলাতীর্থমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ কপিলাদানমাপ্নুয়াৎ॥
গচ্ছেৎ করঞ্জতীর্থন্তু দেবর্ষিগণসেবিতম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোলোকং সমবাপ্নুয়াৎ
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র কুণ্ডলেশ্বরমুত্তমম্।
তত্র সন্নিহিতো রুদ্রস্তিষ্ঠতে হ্যুময়া সহ॥ ১২
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র হ্যবধ্যস্ত্রিদশৈরপি।
পিপ্পলেশং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র রুদ্রলোকে মহীয়তে।
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র বিমলেশ্বরমুত্তমম্॥
তত্র দেবশিলা রম্যা চেশ্বরেণ বিনির্ম্মিতা।
তত্র প্রাণপরিত্যাগাদ্রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৫
ততঃ পুষ্করিণীং গচ্ছেৎ তত্র স্নানং সমাচরেৎ

নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নর্ম্মদার উত্তরকূলে যোজন-বিস্তৃত মন্ত্রেশ্বরনামক সর্ব্বপাপহর বিখ্যাত তীর্থ আছে। হে রাজন্! নর তাহাতে স্নান করত পঞ্চবর্ষ সহস্র যাবৎ কামরূপী হইয়া দেবতাগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে। তাহার পরেই গর্জ্জনতীর্থ। ঐ তীর্থ হইতেই মেঘনিচয় উত্থিত হইয়াছে এবং উহারই প্রভাবে ইন্দ্রজিৎ ‘ইন্দ্রজিৎ’ এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর মেঘনাদ তীর্থ। ঐ তীর্থে নিরন্তর মেঘ-নিচয় গর্জ্জন করে। মেঘনাদনামক গণ-সকল ঐ স্থানে গণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর আম্রাতক তীর্থে গমন করিতে হয়। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া নরগণ গো-সহস্রদান-ফললাভ করেন। নর্ম্মদার উত্তর তীরে বিশ্রুত তীর্থ। উহাতে স্নান করিয়া নর পিতৃতর্পণ করিবে। ইহার ফলে নর যাবতীয় অভিলষিত প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! ইহার পর মানব ব্রহ্মাবর্ত্ত তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থে ব্রহ্মা নিয়ত সন্নিহিত। মানব উহাতে স্নান করিয়া ব্রহ্ম-লোকে পূজিত হয়। অনন্তর অগারেশ্বর তীর্থ। এই তীর্থে গমন করিয়া লোক নিষ্পাপ হইয়া রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! ইহার পর কপিলা তীর্থে গমন করিবে। কপিলাস্নানে মানব কপিলা-দান-জন্য ফল প্রাপ্ত হয়। অনন্তর করঞ্জতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ দেবর্ষিগণ-সেবিত। ইহাতে স্নান করিয়া লোক গোলোক-ধাম প্রাপ্ত হয়। তারপর কুণ্ডলেশ্বর তীর্থ। এই স্থানে উমার সহিত রুদ্রদেব সদা সন্নিহিত। এই তীর্থে স্নান করিলে মানব দেবগণেরও অবধ্য হয়। এই তীর্থের পর পিপ্পলেশ্বর তীর্থ। ইহা সর্ব্বপাপ-নাশন। ১—১৩। এখানে স্নান করিলে লোক রুদ্রলোকে পূজিত হয়। তারপর বিমলেশ্বর তীর্থ। এই তীর্থে ঈশ্বর দেবশিলা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে রুদ্রলোক-প্রাপ্তি হয়। অনন্তর পুষ্করিণী তীর্থ। এখানে

স্নাতমাত্রো নরস্তত্র ইন্দ্রস্যার্দ্ধাসনং লভেৎ ।১৬
নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রদেহাদ্বিনিঃসৃতা ।
তারয়েৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ১৭
সর্ব্বদেবাধিদেবেন ত্বীশ্বরেণ মহাত্মনা ।
কথিতা ঋষিসঙ্ঘেভ্যো হ্যস্মাকঞ্চ বিশেষতঃ ॥
মুনিভিঃ সংস্তুতা হ্যেষা নর্ম্মদা প্রবরা নদী ।
রুদ্রদেহাদ্বিনিষ্ক্রান্তা লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥১৯
সর্ব্বপাপহরা নিত্যং সর্ব্বদেবনমস্কৃতা ।
সংস্তুতা দেব-গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিস্তথৈব চ ॥ ২০
নমঃ পুণ্যজলে হ্যাদ্যে নমঃ সাগরগামিনি ।
নমস্তে পাপশমনি নমো দেবি বরাননে ॥ ২১
নমোঽস্তু তে ঋষিগণ-সিদ্ধসেবিতে
নমোঽস্তু তে শঙ্করদেহনিঃসৃতে ।
নমোঽস্তু তে ধর্ম্মভৃতাং বরপ্রদে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বপবিত্রপাবনে ॥ ২২
যস্ত্বিদং পঠতে স্তোত্রং নিত্যং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ।
ব্রাহ্মণো বেদমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ
বৈশ্যস্তু লভতে লাভং শূদ্রশ্চৈব শুভাং গতিম্
অর্থার্থী লভতে হ্যর্থং * স্মরণাদেব নিত্যশঃ ॥
নর্ম্মদাং সেবতে নিত্যং স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ ।
তেন পুণ্যা নদী জ্ঞেয়া ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ॥ ২৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে নর্ম্মদামাহাত্ম্যে নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯০ ॥

একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
তদাপ্রভৃতি ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।
সেবন্তে নর্ম্মদাং রাজন্ রাগ-ক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ
যুধিষ্ঠির উবাচ
কস্মিন্ নিপতিতং শূলং দেবস্য তু মহীতলে ।
তত্র পুণ্যং সমাখ্যাহি যথাবন্মুনিসত্তম ॥ ২
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
শূলভেদমিতি খ্যাতং তীর্থং পুণ্যতমং মহৎ ।
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়েদ্দেবং গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৩

স্নান করিতে হয়। স্নানমাত্রে মানব ইন্দ্রের অর্দ্ধাসনভাগী হইয়া থাকে। নদীশ্রেষ্ঠা, নর্ম্মদা রুদ্রদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। ইনি চরাচর ভূতনিচয় উদ্ধার করেন। এ কথা সর্ব্বদেবাদিদেব ঈশ্বর ঋষিসমূহকে—বিশেষতঃ আমাদিগকে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই সরিদ্বরা নর্ম্মদা মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছেন। ইনি লোক-হিত-কামনায় রুদ্রদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। ইনি সর্ব্বপাপহরা, এবং নিত্য দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সংস্তুতা। হে পুণ্যজলে, আদ্যে, সাগরগামিনি, পাপ-নাশনি, বরাননে, দেবি নর্ম্মদে! তোমাকে নমস্কার। হে ঋষিগণ-সিদ্ধ-সেবিতে! হে শঙ্করদেহ-নিঃসৃতে! হে বরপ্রদে! হে সর্ব্বপাবনি! তোমাকে আমাদের নমস্কার। যে মানব নিত্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এই স্তব পাঠ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ হইলে বেদ, ক্ষত্রিয় হইলে বিজয়, বৈশ্য হইলে লাভ, ও শূদ্র হইলে শুভ গতি প্রাপ্ত হয়েন। অর্থী ব্যক্তি এই তীর্থ স্মরণমাত্র অর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দেব মহেশ্বর স্বয়ং নিত্য নর্ম্মদা-তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। এই জন্যই এই সরিদ্বরা ব্রহ্মহত্যা-পাপাপহারিণী হইয়াছেন। ১৪—২৫।

নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯০।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! সেই হইতে রাগ-ক্রোধ-বিবর্জ্জিত ব্রহ্মাদি ঋষি-গণ নর্ম্মদার সেবা করিয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! মহীতলে কোন্ স্থানে দেব শূলপাণির শূল পতিত হইয়াছিল এবং সেই স্থানের পুণ্যই বা কি প্রকার, তাহা কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—শূলভেদ নামে এক মহৎ তীর্থ আছে, ঐ

* অর্থার্থী লভতে হ্যর্থমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ত্রিরাত্রং কারয়েদ্‌যস্তু তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ।
অর্চ্চয়িত্বা মহাদেবং পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৪
সোমেশ্বরং ততো গচ্ছেন্নারদেশ্বরমুত্তমম্।
আদিত্যেশং মহাপুণ্যং তথা ঘৃত-মধুস্রবম্॥৫
নন্দিকেশং পরিব্রজ্য পর্য্যাপ্তং জন্মনঃ ফলম্।
বরুণেশং ততঃ পশ্যেৎ স্বতন্ত্রেশ্বরমেব চ।
সর্ব্বতীর্থফলং তস্য পঞ্চায়তনদর্শনাৎ॥ ৬
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র যুদ্ধং যত্র সুসাধিতম্
কোটিতীর্থন্তু বিখ্যাতমসুরা যত্র মোহিতাঃ॥৭
যত্রৈব নিহতা রাজন্ দানবা বলদর্পিতাঃ।
তেষাং শিরাংস্যগৃহ্ণন্ত সর্ব্বে দেবাঃ সমাগতাঃ
তৈস্তু সংস্থাপিতো দেবঃ শূলপাণির্বৃষধ্বজঃ।
কোটির্বিনিহতা তত্র তেন কোটীশ্বরঃ স্মৃতঃ॥ ৯
দর্শনাৎ তস্য তীর্থস্য সদেহঃ স্বর্গমারুহেৎ।
যদা ত্রিস্রেণ ক্ষুদ্রত্বাযজ্ঞং কীলেন যন্ত্রিতম্॥১০
তদাপ্রভৃতি লোকানাং স্বর্গমার্গো নিবারিতঃ।
সম্বৃতং শ্রীফলং জগ্ধ্বা কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্॥১১
পার্ব্বত্যং মহদীপন্তু শিরসা চৈব ধারয়েৎ।
সর্ব্বকামসুসম্পন্নো রাজা ভবতি পাণ্ডব॥১২
মৃতো রুদ্রত্বমাপ্নোতি ততোঽসৌ জায়তে পুনঃ
স্বর্গাদেত্য ভবেদ্রাজা রাজ্যংকৃত্বা দিবং ব্রজেৎ
বহুনেত্রং ততঃ পশ্যেৎ ত্রয়োদশ্যান্তু মানবঃ।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ॥ ১৪
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র তীর্থং পরমশোভনম্
নরাণাং পাপনাশায় হ্যগস্ত্যেশ্বরমুত্তমম্॥১৫
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে *
কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী॥১৬
ঘৃতেন স্নাপয়েদ্দেবং সমাধিস্থো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
একবিংশকুলপেতো ন চ্যবেদৈশ্বরাৎ পদাৎ॥
ধেনুমুপানহ-চ্ছত্রে দদ্যাচ্চ ঘৃতকম্বলম্।

তীর্থে স্নান করিয়া দেব শঙ্করের পূজা করিতে হয়। ইহাতে গো-সহস্র দানের ফল পাওয়া যায়। ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি ত্রিরাত্র বাস করিয়া শঙ্করের পূজা করে; তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। তারপর সোমেশ্বর তীর্থে গমন করিতে হয়। তদনন্তর নারদেশ্বর, তদনন্তর আদিত্যেশ, তদনন্তর মধুস্রব, তদনন্তর নন্দিকেশ, তদনন্তর বরুণেশ ও তদনন্তর স্বতন্ত্রেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। ঐ সকল তীর্থের পঞ্চায়তন দর্শন নিবন্ধন সর্ব্বতীর্থ-ফল প্রাপ্তি হয়। অনন্তর মানব কোটিতীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থে যুদ্ধ-বিদ্যা সিদ্ধ হয় এবং অসুরগণ তথায় মুগ্ধ হইয়াছে। ঐ স্থানে বলদর্পিত দানবগণ নিহত হইয়াছিল। দেবগণ নিহত দানবগণের মস্তকসকল গ্রহণ করিয়া ঐ স্থানে আগমন করেন এবং তাঁহারাই ঐ স্থানে শূলপাণি বৃষধ্বজকে স্থাপন করেন। ঐ তীর্থে কোটী-সংখ্যক দানব নিহত হয়, এই জন্যই উহার নাম কোটীতীর্থ হইয়াছে। ঐ তীর্থ দর্শন করিলে মানব সশরীরে স্বর্গ গমন করে। যখন হইতে হীনচেতা ইন্দ্র বজ্রদ্বারা স্বর্গমার্গ রোধ করেন, তখন হইতেই লোকসকলের স্বর্গ-দ্বার নিবারিত হইয়াছে। হে রাজেন্দ্র! মানব সম্বৃত শ্রীফল ভক্ষণ করিয়া প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক মস্তকে পার্ব্বতীয় মহাদীপ ধারণ করিবে। ইহাতে মানব সকল অভিলষিত প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পর রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর স্বর্গচ্যুত হইয়া ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজা হয়। পরে আবার স্বর্গে গমন করে। অনন্তর মানস ত্রয়োদশীতে বহুনেত্র তীর্থ দর্শন করিবে। ঐ তীর্থে স্নান-মাত্র মানব সর্ব্বযজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়। ১—১৪। তার পর নর পাপনাশন অগস্ত্যেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থে মানব স্নান করিলে ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে সমাধিস্থ জিতেন্দ্রিয় মানব তত্রত্য দেবকে ঘৃত দ্বারা স্নান করইবেন। এরূপ করিলে একবিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত ঈশ্বর-পদ হইতে স্খলিত হইতে হয় না। ঐ তীর্থে নর ধেনু, উপানহ, ছত্র, ঘৃতকম্বল ও ভক্ষ্য দ্রব্য বিপ্রগণকে দান

* মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যেতি পাঠঃ কাচিৎকঃ।

ভোজনঞ্চৈব বিপ্রাণাং সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র বলাকেশ্বরমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ সিংহাসনপতির্ভবেৎ ॥১৯
নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তীর্থং শক্রস্য বিশ্রুতম্।
উপোষ্য রজনীমেকাং স্নানং তত্র সমাচরেৎ ॥২০
স্নানং কৃত্বা যথান্যায়মর্চ্চয়েচ্চ জনার্দ্দনম্।
গোসহস্রফলং তস্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥২১
ঋষিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপহরং নৃণাম্।
স্নানমাত্রো নরস্তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ ॥২২
দেবতীর্থং ততো গচ্ছেদ্ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥২৩
অমরকণ্টকং গচ্ছেদমরৈঃ স্থাপিতং পুরা।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ২৪
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র রাবণেশ্বরমুত্তমম্।
তৎ পঞ্চায়তনং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ২৫
ঋণতীর্থং ততো গচ্ছেদৃণেভ্যো মুচ্যতে ধ্রুবম্
বটেশ্বরং ততো দৃষ্ট্বা পর্য্যাপ্তং জন্মনঃ ফলম্ ॥
ভীমেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্
স্নাতমাত্রো নরো রাজন্ সর্ব্বদুঃখৈঃ প্রমুচ্যতে
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র তুরাসঙ্গমমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা মহাদেবমর্চ্চয়ন্ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৮
সোমতীর্থং ততো গচ্ছেৎ পশ্যেচ্চন্দ্রমমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ॥
তৎক্ষণাদ্দিব্যদেহস্থঃ শিববন্মোদতে চিরম্।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৩০
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র পিঙ্গলেশ্বরমুত্তমম্।
অহোরাত্রোপবাসেন ত্রিরাত্রফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১
তস্মিংস্তীর্থে তু রাজেন্দ্র কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি
যাবন্তি তস্যা রোমাণি তৎপ্রসূতিকুলেষু চ ॥
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি রুদ্রলোকে মহীয়তে।
যস্তু প্রাণপরিত্যাগং কুর্য্যাৎ তত্র নরাধিপ ॥৩৩
অক্ষয়ং মোদতে কালং যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ।
নর্ম্মদাতটমাশ্রিত্য তিষ্ঠৈর্যুর্যত্র মানবাঃ ॥ ৩৪

করিবেন। এই সকল দান কোটিগুণ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। অনন্তর বলাকেশ্বর তীর্থে যাইতে হয়। সেখানে স্নান করিলে সিংহাসনের অধিকারী হয়। নর্ম্মদার দক্ষিণ তীরে শক্রের বিশ্রুত এক তীর্থ আছে। ঐ স্থানে একরাত্রি উপবাসী থাকিয়া স্নান এবং জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিলে মানব গোসহস্র দানের ফললাভ করত বিষ্ণুলোকে গমন করে। অনন্তর নর সর্ব্বপাতকনাশন ঋষিতীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থে স্নান মাত্রে মানব গোসহস্রফল লাভ করে। পরে ব্রহ্মনির্ম্মিত দেবতীর্থে গমন করিয়া লোক সকল স্নান করিবে এবং তাহার ফলে ব্রহ্মলোক লাভ করিবে। অনন্তর অমরকণ্টকতীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থে স্নান করিলে নর রুদ্রলোকে পূজিত হয়। অনন্তর বাণেশ্বর তীর্থ। ঐ তীর্থের পঞ্চায়তন দর্শন করিলে মানব ব্রহ্মহত্যা-পাতক হইতে নিষ্কৃতি পায়। তাহার পর ঋণতীর্থে গমন করিলে ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। তার পর বটেশ্বর তীর্থ। এখানে পর্য্যাপ্তরূপে জন্মের ফল পাওয়া যায়। তাহার পর সর্ব্বব্যাধিনাশন ভীমেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এখানে গমন করিলে নর সকল দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে। অনন্তর অনুত্তম তুরাসঙ্গ তীর্থে যাইতে হয়। এখানে স্নানান্তে মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে নর সিদ্ধি লাভ করে। অতঃপর সোম তীর্থ। এখানে মানব চন্দ্র দর্শন করিয়া থাকে। এই তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে মানব দিব্য দেহ লাভ করিয়া শিবের ন্যায় প্রভাব-যুক্ত হয় এবং ষষ্টিসহস্র বর্ষ রুদ্রলোকে পূজিত হয়।১৫—৩০। অতঃপর পিঙ্গলেশ্বর তীর্থের কথা; এখানে অহোরাত্র উপবাস করিলে ত্রিরাত্র উপবাসের ফল পায়। অধিকন্তু এখানে যে লোক কপিলা দান করে, সে সবৎসা কপিলার যতগুলি লোম, তত বৎসর রুদ্রলোকে পূজিত হয়। হে নরাধিপ! এখানে যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, যাবৎ চন্দ্র দিবাকর সে ব্যক্তির অক্ষয় লোক লাভ হয়। যে মানব নর্ম্মদাতটে বাস করে,

তে মৃতাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা।
সুরেশ্বরং ততো গচ্ছেন্নাম্না কর্কোটকেশ্বরম্॥
গঙ্গাবতরতে তত্র দিনে পুণ্যে ন সংশয়ঃ।
নন্দিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
তুষ্যতে তস্য নন্দীশঃ সোমলোকে মহীয়তে।
ততো দীপেশ্বরং গচ্ছেদ্‌ব্যাসতীর্থং তপোবনম্
নিবর্ত্তিতা পুরা তত্র ব্যাসভীতা মহানদী।
হুঙ্কারিতা তু ব্যাসেন দক্ষিণেন ততো গতা॥
প্রদক্ষিণস্তু যঃ কুর্য্যাৎ তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ।
অক্ষয়ং মোদতে কালং যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ॥
ব্যাসস্তস্য ভবেৎ প্রীতঃ প্রাপ্নুয়াদীপ্সিতং ফলম্
সূত্রেণ বেষ্টয়িত্বা তু দীপো দেয়ঃ সবেদিকঃ॥৪০
ক্রীড়ন্তি হ্যক্ষয়ং কালং যথা রুদ্রস্তথৈব চ।
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র ঐরণ্ডীতীর্থমুত্তমম্॥
সঙ্গমে তু নরঃ স্নাত্বা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
ঐরণ্ডী ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা পাপনাশিনী॥
অথবাশ্বযুজে মাসি শুক্লপক্ষে তু চাষ্টমী।
শুচির্ভূত্বা নরঃ স্নাত্বা সোপবাসপরায়ণঃ॥৪৩
ব্রাহ্মণং ভোজয়েদেকং কোটির্ভবতি ভোজিতা
মৃত্তিকাং শিরসি স্থাপ্য হ্যবগাহ্য চ বৈ জলম্॥
নর্ম্মদোদকসম্মিশ্রং মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
প্রদক্ষিণস্তু যঃ কুর্য্যাৎ তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ॥
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
ততঃ সুবর্ণসলিলে স্নাত্বা দত্বা তু কাঞ্চনম্॥৪৬
কাঞ্চনেন বিমানেন রুদ্রলোকে মহীয়তে।
ততঃ স্বর্গাচ্চ্যুতঃ কালাদ্রাজা ভবতি বীর্য্যবান্
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র হীক্ষুনদ্যাস্তু সঙ্গমম্।
ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং দিব্যং তত্র সন্নিহিতঃ শিবঃ
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ।
স্কন্দতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥
তৎ তীর্থং ত্রিবিধং পাপং স্নানমাত্রাদ্ব্যপোহতি
লিঙ্গসারং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
গোসহস্রফলং তস্য রুদ্রলোকে মহীয়তে।

ঐ সুকৃতী ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করে। অতঃপর কর্কোটকেশ্বর নামক সুরেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থে পুণ্যদিনে গঙ্গাবতরণ হয়। তাহার পর নন্দিতীর্থ। এই তীর্থে স্নান করিলে স্নানকারীর প্রতি নন্দীশ্বর প্রীত হন এবং সে সোমলোকে পূজিত হয়। অতঃপর দীপেশ্বর তীর্থ। ঐ স্থানে ব্যাসতীর্থ ও তপোবন আছে। পূর্ব্বে মহানদী নর্ম্মদা ব্যাস হইতে ভীত হইয়া ঐ স্থান হইতে নিবর্ত্তিত হন। ঐ সময় ব্যাস তাঁহার প্রতি হুঙ্কার করেন। হুঙ্কারের ফলে তিনি দক্ষিণদিকে প্রবাহিতা হন। যে ব্যক্তি ইহাঁকে প্রদক্ষিণ করে, সে যাবৎচন্দ্র-দিবাকর অক্ষয় লোকে বাস করে। ব্যাস তাহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং সে অক্ষয় লোক লাভ করিয়া অভিলষিত ফলপ্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে বেদিকার সহিত সূত্রবেষ্টিত দীপ প্রদান করিলে মানব রুদ্রবৎ অক্ষয় লোকে ক্রীড়া করে। হে রাজন্! অনন্তর ঐরণ্ডী তীর্থে গমন করিতে হয়। ইহার সঙ্গমে স্নান করিয়া মানব নিখিল পাতক হইতে মুক্তিলাভ করে। পাপনাশিনী ঐরণ্ডী ত্রিলোকে বিদিত। আশ্বিনমাসীয় শুক্লাষ্টমীতে শুচি হইয়া যে ব্যক্তি উপবাসান্তে একটী মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, তাহার কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফললাভ হয়। এইস্থানের মৃত্তিকা মস্তকে লেপন করিয়া জলে অবগাহন করিলে সর্ব্ব পাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি ঐ স্থান প্রদক্ষিণ করে, তাহার সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণের ফল হয়। অনন্তর সুবর্ণসলিল তীর্থে কাঞ্চনদান ও স্নান করিয়া লোক কাঞ্চন-বিমানে রুদ্রলোকে পূজিত হয়। তাহার পর কাল ক্রমে স্বর্গচ্যুত হইয়া রাজা ভূতলে হয়।৩১—৪৭। এই তীর্থের পর ইক্ষুনদীর ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত সঙ্গমে যাইবে। এখানে সাক্ষাৎ শিব সন্নিহিত। এখানে স্নান করিলে নর গাণপত্য লাভ করে। অতঃপর সর্ব্বপাপনাশক স্কন্দতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থে স্নানমাত্রে ত্রিবিধ তাপ নষ্ট হয়। অতঃপর লিঙ্গসার তীর্থ। এখানে স্নান করিলে লোক গো-সহস্র দানফল লাভ করিয়া

ভঙ্গতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥
তত্র গত্বা তু রাজেন্দ্র স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
সপ্তজন্মকৃতৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫২
বটেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বতীর্থমনুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ
সঙ্গমেশং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
স্নানমাত্রান্নরস্তত্র চেন্দ্রত্বং লভতে ধ্রুবম্॥ ৫৪
কোটিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপহরং পরম্
তত্র স্নাত্বা নরো রাজ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ
তত্র তীর্থং সমাসাদ্য দত্বা দানন্তু যো নরঃ।
তস্য তীর্থপ্রভাবেণ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥
অথ নারী ভবেৎ কাচিৎ তত্র স্নানং সমাচরেৎ
গৌরীতুল্যা ভবেৎ সাপি ত্বিন্দ্রপত্নী ন সংশয়ঃ
অঙ্গারেশং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র রুদ্রলোকে মহীয়তে॥ ৫৮
অঙ্গারকচতুর্থ্যান্তু স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
অক্ষয়ং মোদতে কালং শুচিঃ প্রযতমানসঃ॥ ৫৯
অযোনিসম্ভবে স্নাত্বা ন পশ্যেদ্‌যোনিসঙ্কটম্।
পাণ্ডবেশস্তু তত্রৈব স্নানং তত্র সমাচরেৎ॥ ৬০
অক্ষয়ং মোদতে কালমবধ্যস্ত্রিদশৈরপি।
বিষ্ণুলোকং ততো গত্বা ক্রীড়তে ভোগসংযুতঃ
তত্র ভুক্ত্বা মহাভোগান্ মর্ত্ত্যরাজোঽভিজায়তে
কঠেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ তত্র স্নানং সমাচরেৎ
উত্তরায়ণসম্প্রাপ্তো যদীচ্ছেৎ তস্য তদ্ভবেৎ।
চন্দ্রভাগং ততো গচ্ছেৎ তত্র স্নানং সমাচরেৎ
স্নাতমাত্রো নরো রাজন্ সোমলোকে মহীয়তে
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র তীর্থং শক্রস্য বিশ্রুতম্॥ ৬৪
পূজিতং দেবরাজেন দেবৈরপি নমস্কৃতম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ দানং দত্বা তু কাঞ্চনম্
অথবা নীলবর্ণাভং বৃষভং যঃ সমুৎসৃজেৎ।
বৃষভস্য তু রোমাণি তৎপ্রসূতিকুলেষু চ॥ ৬৬
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নরো হরপুরে বসেৎ।
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি বীর্য্যবান্
অশ্বানাং শ্বেতবর্ণানাং সহস্রাণাং নরাধিপ।
স্বামী ভবতি মর্ত্ত্যেষু তস্য তীর্থপ্রভাবতঃ॥ ৬৮

রুদ্রলোকে পূজিত হয়। তাহার পর সর্ব্ব-পাপ-হর ভঙ্গতীর্থ। এখানে স্নান করিয়া নর সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। তদনন্তর সর্ব্বতীর্থময় অনুত্তম বটেশ্বরতীর্থ! এখানে স্নান করিলে নর গো-সহস্র দান ফল প্রাপ্ত হয়। ইহার পর সর্ব্বদেব-নমস্কৃত সঙ্গমেশ তীর্থ। এখানে অবগাহন করিলে মানব ইন্দ্রত্ব লাভ করে। তাহার পর সর্ব্বপাপহর কোটিতীর্থ। এখানে অবগাহন করিলে রাজ্যলাভ হয়। ইহাতে সংশয় নাই। যে নর এই তীর্থে দান করে, তীর্থপ্রভাবে তাহার ঐ দান কোটিগুণ ফল-দায়ক হয়। কোন নারী যদি এই তীর্থে স্নান করে, তাহা হইলে ঐ নারী গৌরীতুল্য রূপবতী হইয়া ইন্দ্রপত্নী হয়। অতঃপর অঙ্গারেশ তীর্থ। এখানে স্নান করিয়া মানব রুদ্রলোকে পূজিত হয়। অঙ্গারক-চতুর্থীতে এখানে স্নান করিলে নর অনন্তকাল অক্ষয় লোকে বসতি করে। আর যিনি অযোনিসম্ভব তীর্থে স্নান করেন, তাঁহাকে আর যোনিসঙ্কট দেখিতে হয় না। ঐ স্থানেই পাণ্ডবেশ তীর্থ। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া নর অনন্তকাল যাবৎ ত্রিদশগণের অবধ্য হইয়া থাকে এবং পরে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া নানা ভোগ উপভোগ করত মর্ত্ত্যরাজরূপে পরিণত হয়। অতঃপর কঠেশ্বর তীর্থ; এই তীর্থে উত্তরায়ণে স্নান করিয়া মানব যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৮—৬৩। তাহার পর চন্দ্রভাগা তীর্থ; এখানে স্নানমাত্র নর সমলোকে পূজিত হয়। তদনন্তর নর শক্রের-বিশ্রুত তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ দেবরাজ ও দেবগণ কর্ত্তৃক নমস্কৃত। এখানে স্নান, কাঞ্চনদান ও নীলবর্ণ বৃষদান করিলে বৃষ ও বৃষ-প্রসূতির যতগুলি রোম, তত সহস্র বৎসর কাল যাবৎ মানব হরপুরে বাস করে। তদনন্তর স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে বীর্য্যবান্ রাজা হয়, এবং ঐ তীর্থপ্রভাবে সহস্র শ্বেতবর্ণ

ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র ব্রহ্মাবর্ত্তমনুত্তমম্ ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ
উপোষ্য রজনীমেকাং পিণ্ডং দত্বা যথাবিধি ।
কন্যাগতে তথাদিত্যে অক্ষয়ং স্যান্নরাধিপ ॥ ৭০
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র কপিলাতীর্থমুত্তমম্ ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি
সম্পূর্ণপৃথিবীং দত্বা যৎ ফলং তদবাপ্নুয়াৎ ।
নর্ম্মদেশং পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নশ্বমেধফলং লভেৎ ।
নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে সঙ্গমেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ৭৩
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ।
তত্র সর্ব্বোদ্যতো রাজা পৃথিব্যামেব জায়তে
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণঃ সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ ।
নার্ম্মদে চোত্তরে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্ ॥
আদিত্যায়তনং দিব্যমীশ্বরেণ তু ভাবিতম্ ।
তস্য তীর্থপ্রভাবেণ দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥৭৬
দরিদ্রা ব্যাধিনো যে তু যে তু দুষ্কৃতকর্ম্মিণঃ
মুচ্যন্তে সর্ব্বপাপেভ্যঃ সূর্য্যলোকন্তু যান্তি তে
মাঘমাসে তু সম্প্রাপ্তে শুক্লপক্ষস্য সপ্তমী ।
বসেদায়তনে তত্র নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৭৮
ন জরা-ব্যাধিতো মূকো ন চান্ধো বধিরোঽথবা
সুভগো রূপসম্পন্নঃ স্ত্রীণাং ভবতি বল্লভঃ ॥৭৯
এবং তীর্থং মহাপুণ্যং মার্কণ্ডেয়েন ভাষিতম্ ।
যে ন জানন্তি রাজেন্দ্র বঞ্চিতাস্তে ন সংশয়ঃ ॥
গর্গেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮১
মোদতে স্বর্গলোকস্থো যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ।
সমীপতঃ স্থিতং তস্য নাগেশ্বরতপোবনম্ ॥ ৮২
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র নাগলোকমবাপ্নুয়াৎ ।
বহ্নিভির্নাগকন্যাভিঃ ক্রীড়তে কালমক্ষয়ম্ ॥৮৩
কুবেরভবনং গচ্ছেৎ কুবেরো যত্র সংস্থিতঃ ।
কালেশ্বরং পরং তীর্থং কুবেরো যত্র তোষিতঃ
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র সর্ব্বসম্পদমাপ্নুয়াৎ ।

অশ্বের স্বামী হয়। অনন্তর ব্রহ্মাবর্ত্ত তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃদেবগণকে তর্পণ করিতে হয় এবং সূর্য্য কন্যারাশিগত হইলে একরাত্র উপবাস করিলে মানবের ঐ সমস্ত কর্ম্ম অক্ষয় হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর কপিলাতীর্থ। এই তীর্থে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি কপিলা দান করে, সে সম্পূর্ণ পৃথিবীদানের ফললাভ করে। অতঃপর নর্ম্মদেশ তীর্থ। এখানে স্নান করিয়া মানব অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হয়। নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে উত্তম মঙ্গলেশ্বর তীর্থ। ঐ তীর্থে মানব স্নান করিয়া সর্ব্বযজ্ঞফল লাভ করে এবং পরে পৃথিবীতে সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন সর্ব্ব-ব্যাধি-বিবর্জ্জিত সর্ব্বাতিশয়ী রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। নর্ম্মদার উত্তর কূলে পরম শোভনীয় এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে আদিত্য-আয়তন বিদ্যমান। ইহা স্বয়ং ঈশ্বর কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ তীর্থপ্রভাবে দত্ত বস্তু অক্ষয় হইয়া থাকে। দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত ও দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিগণ এই তীর্থমহিমায় সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সূর্য্যলোকে গমন করিয়া থাকে। মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় ও নিরাহার হইয়া তত্রত্য আয়তনে বাস করে, সে কদাপি জরাগ্রস্ত, ব্যাধি-পীড়িত, মূক, অন্ধ বা বধির হয় না। পরন্তু সুরূপ ও সুভগ হইয়া রমণীরঞ্জন হয়। ভগবান্ মার্কণ্ডেয় এই তীর্থ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা যে ব্যক্তি অবগত নহে, সে একান্তই বঞ্চিত; এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই! ৬৪-৮০। হে রাজেন্দ্র! তাহার পর গর্গেশ্বর তীর্থ। এই তীর্থে স্নানমাত্র নর স্বর্গলোকলাভ করে এবং স্বর্গস্থ হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল পর্য্যন্ত তথায় আমোদ প্রাপ্ত হয়। ঐ গর্গেশ্বর তীর্থের নিকটেই নাগেশ্বর তীর্থ আছে। এখানে স্নান করিয়া নর নাগলোক প্রাপ্ত হয় এবং অগ্নিকল্প নাগকন্যাগণের সহিত অনন্তকাল ক্রীড়া করিয়া থাকে। অতঃপর মানব কুবেরভবন ও কালেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থদ্বয়ে কুবের

ততঃ পশ্চিমতো গচ্ছেন্মারুতালয়মুত্তমম্ ॥ ৮৫
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
কাঞ্চনন্তু ততো দদ্যাদ্যথাশক্তি সুবুদ্ধিমান্ ॥
পুষ্পকেণ বিমানেন বায়ুলোকং স গচ্ছতি
যমতীর্থং ততো গচ্ছেন্মাঘমাসে যুধিষ্ঠির ॥ ৮৭
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
নক্তভোজ্যং ততঃ কুর্য্যান্ন পশ্যেদ্যোনিসঙ্কটম্
অহল্যাতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র হ্যপ্সরোভিঃ প্রমোদতে ॥
অহল্যা চ তপস্তপ্ত্বা তত্র মুক্তিমুপাগতা।
চৈত্রমাসে তু সম্প্রাপ্তে শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী ॥৯০
কামদেবদিনে তস্মিন্নহল্যাং যস্তু পূজয়েৎ।
যত্র যত্র নরোৎপন্নো নরস্তত্র প্রিয়ো ভবেৎ ॥
স্ত্রীবল্লভো ভবেচ্ছ্রীমান্ কামদেব ইবাপরঃ।
অযোধ্যান্তু সমাসাদ্য তীর্থং রামস্য বিশ্রুতম্ ॥
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
সোমতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
সোমগ্রহে তু রাজেন্দ্র পাপক্ষয়করং নৃণাম্ ॥৯৪
ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং রাজন্ সোমতীর্থং মহাফলম্
যস্তু চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ ॥
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সোমলোকং স গচ্ছতি।
অগ্নিপ্রবেশেঽথ জলে অথবাপি হ্যনাশকে ॥৯৬
সোমতীর্থে মৃতো যস্তু নাসৌ মর্ত্ত্যেঽভিজায়তে
শুভতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র গোলোকেষু মহীয়তে।
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র বিষ্ণুতীর্থমনুত্তমম্ ॥৯৮
যোধনীপুরমাখ্যাতং বিষ্ণুস্থানমনুত্তমম্।
অসুরা যোধিতাস্তত্র বাসুদেবেন কোটিশঃ ॥৯৯
তত্র তীর্থং সমুৎপন্নং বিষ্ণুঃ প্রীতো ভবেদিহ।
অহোরাত্রোপবাসেন ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র তাপসেশ্বরমুত্তমম্।

বিরাজিত। কালেশ্বর তীর্থে মানব কুবেরকে তুষ্ট করিয়া তথায় স্নান করিবে। স্নান করিলে নর সর্ব্বসম্পৎ প্রাপ্ত হয়। তাহার পশ্চিমে মারুতালয় তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করিয়া মানব তথায় যথাশক্তি সুবর্ণ দান করিবে। এরূপ করিলে পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিয়া বায়ুলোকে গমন করে। হে যুধিষ্ঠির! অতঃপর মানব মাঘ মাসে যমতীর্থে গমন করিবে। তথায় কৃষ্ণপক্ষীয় মাঘী চতুর্দ্দশীতে স্নান ও নক্ত ভোজন করিলে যোনিসঙ্কট দেখিতে হয় না। তাহার পর মানব অহল্যাতীর্থে গমন করিবে। এখানে স্নানমাত্র মানব অপ্সরাগণের সহিত প্রমোদিত হয়। অহল্যা ঐ তীর্থে তপশ্চরণ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি চৈত্রমাসীয় শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে কামদেববাসরে ঐ স্থানে অহল্যাদেবীর পূজা করে, সে যে যে স্থানে জনসমাগম আছে, সেই সেই স্থানেই পূজিত হয় এবং স্ত্রীবল্লভ, শ্রীমান্ ও দ্বিতীয় কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ হইয়া থাকে। অনন্তর মানব অযোধ্যাস্থিত রামচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থে স্নানমাত্রে নর সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। সোমগৃহ তীর্থ নরগণের সর্ব্বপাপহর এবং উহা ত্রৈলোক্য বিশ্রুত ও মহাফলপ্রদ। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে চান্দ্রায়ণ-ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত হইয়া সোমলোকে গমন করিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি সোমতীর্থে অগ্নিপ্রবেশে, জলে বা অপমৃত্যুতেও মরে, তাহা হইলেও তাহাকে আর মর্ত্ত্যভূমে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। অনন্তর নর শুভতীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থে স্নানমাত্র নর গোলোকে পূজিত হয়। অনন্তর অনুত্তম বিষ্ণুতীর্থ; অসুরগণ ঐ তীর্থে বাসুদেব কর্ত্তৃক কোটি কোটি বার রক্ষিত হইয়াছে। এই তীর্থ সেবা করিলে ভগবান্ বিষ্ণু প্রীত হন। এখানে অহোরাত্র উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ অপনীত হয়। অতঃপর মানব উত্তম তাপসেশ্বর তীর্থে

হরিণী ব্যাধসন্ত্রস্তা পতিতা যত্র সা মৃগী ॥১০০
জলে প্রক্ষিপ্তগাত্রা তু অন্তরীক্ষং গতা চ সা।
ব্যাধো বিস্মিতচিত্তস্তু পরং বিস্ময়মাগতঃ ॥ ১০
তেন তাপেশ্বরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র ব্রহ্মতীর্থমনুত্তমম্ ॥
অমোহকমিতি খ্যাতং পিতৄংশ্চৈবাত্র তর্পয়েৎ।
পৌর্ণমাস্যামমায়াস্তু শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্যথাবিধি ॥১০৪
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ পিতৃপিণ্ডন্তু দাপয়েৎ
গজরূপা শিলা তত্র তোয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা ॥১০৫
তস্যান্তু দাপয়েৎ পিণ্ডং বৈশাখ্যান্তু বিশেষতঃ
তৃপ্যন্তি পিতরস্তত্র যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী ॥
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র সিদ্ধেশ্বরমনুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গণপত্যন্তিকং ব্রজেৎ
ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র লিঙ্গো যত্র জনার্দ্দনঃ।
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥
নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্।

গমন করিবে। এই তীর্থে একদা এক হরিণী ব্যাধ হইতে ভয় পাইয়া, ব্যাকুলভাবে জলে পতিত হয়। পরে ঐ জল হইতে আকাশমার্গে গমন করে। ব্যাধ তাহা দেখিয়া অতীব পরিতপ্ত হয়। এই জন্য ইহার নাম তাপেশ্বর তীর্থ। এরূপ তীর্থ হয় নাই, হইবেও না। ইহার পর ব্রহ্মতীর্থ; এই তীর্থ সেবা করিলে মোহ অপগত হয়। এখানে মানবমাত্রেরই স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ ও অমাবস্যা পূর্ণিমায় যথাবিধি শ্রাদ্ধীয় পিণ্ড প্রদান করা বিধেয়। ঐ স্থানে গজরূপা শিলা জলমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাতেই পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। এখানে পিণ্ড প্রদান করিলে, পিতৃগণ মেদিনীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করেন। তাহার পর সিদ্ধেশ্বর তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করিয়া মানব গাণপত্যলাভ করে। অনন্তর নর যেখানে জনার্দ্দন লিঙ্গ বিদ্যমান, ঐ তীর্থে যাইবে। এই তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া মানব বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। নর্ম্মদার দক্ষিণ কূলে যে পরম শোভন তীর্থ আছে,

বামদেবঃ স্বয়ং তত্র তপোঽতপ্যত বৈ মহৎ ॥
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু শঙ্করং পর্য্যুপাসত।
সমাধিভঙ্গদগ্ধাস্তু শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ১১০
শ্বেতপর্ব্বা যমশ্চৈব হুতাশঃ শুক্রপর্ব্বণি।
এতে দগ্ধাস্তু তে সর্ব্বে কুসুমেশ্বরসংস্থিতাঃ ॥
দিব্যবর্ষসহস্রেণ তুষ্টস্তেষাং মহেশ্বরঃ।
উময়া সহিতো রুদ্রস্তুষ্টস্তেষাং বরপ্রদঃ ॥ ১১২
মোক্ষয়িত্বা তু তান্ সর্ব্বান্ নর্ম্মদাতটমাশ্রিতঃ
ততস্তীর্থপ্রভাবেণ পুনর্দেবত্বমাগতাঃ ॥ ১১৩
ত্বৎপ্রসাদান্মহাদেব তীর্থং ভবতু চোত্তমম্।
অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণং ক্ষেত্রং দিক্ষু সমন্ততঃ ॥ ১১৪
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা চোপবাসপরায়ণঃ।
কুসুমায়ুধরূপেণ রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ১১৫
বৈশ্বানরো যমশ্চৈব কামদেবস্তথা মরুৎ।
তপস্তপ্ত্বা তু রাজেন্দ্র পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ ॥১১৬
অঙ্কোলস্য সমীপে তু নাতিদূরে তু তস্য বৈ।
স্নানং দানঞ্চ তত্রৈব ভোজনং পিণ্ডপাতনম্ ॥
অগ্নিপ্রবেশেঽথ জলে অথবা তু হ্যনাশকে।

ঐ তীর্থে বামদেব স্বয়ং সহস্র তপোনুষ্ঠান করেন। শ্বেতপর্ব্বা, যম, হুতাশ ও শুক্রপর্ব্বা ইহাঁরা দিব্য সহস্র বর্ষ ঐখানে ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করেন। পরে সমাধি-ভঙ্গ দোষে ইহারা দগ্ধ হইলে উমাদেবীর সহিত ভগবান্ শঙ্কর তখন ইহাদের প্রতি তুষ্ট হন এবং ইহাঁদিগকে নর্ম্মদাতটে আশ্রয় দেন। অনন্তর ইহাঁরা তীর্থপ্রভাবে মুক্তি লাভ করিয়া পুনরায় দেবত্ব প্রাপ্ত হন। এবং বলেন,—হে ভগবন্! হর! আপনার প্রসাদে এই স্থান তীর্থরূপে পরিণত হউক। তাঁহাদের প্রার্থনায় ঐ স্থান তীর্থ হইল। ঐ তীর্থে নরগণ উপবাসপরায়ণ হইয়া স্নান করিলে কন্দর্পকান্তি হইয়া রুদ্রলোকে পূজিত হয়। ৮১—১১৫। বৈশ্বানর, যম, কামদেব ও মরুৎ, ইহাঁরা সকলে ঐ তীর্থে তপশ্চরণ করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অঙ্কোল তীর্থের অনতিদূরে যে মানব স্নান, দান, ভোজন ও পিণ্ডদান করে; অথবা যদি ঐ

অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য মৃতস্যামুত্র জায়তে ॥
ত্র্যম্বকেণ তু তোয়েন যশ্চরুং শ্রপয়েন্নরঃ।
অঙ্কোলমূলে দত্ত্বা তু পিণ্ডঞ্চৈব যথাবিধি ॥১১৯
তৃপ্যন্তি পিতরস্তস্য যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ।
উত্তরে ত্বয়নে প্রাপ্তে ঘৃতস্নানং করোতি যঃ ॥
পুরুষো বাথ স্ত্রী বাপি বসেদায়তনে শুচিঃ।
সিদ্ধেশ্বরস্য দেবস্য প্রাতঃ পূজাং প্রকল্পয়েৎ ॥
স যাং গতিমবাপ্নোতি ন তাং সর্ব্বৈর্মহামখৈঃ।
যদাবতীর্ণঃ কালেন রূপবান্ শুভগো ভবেৎ ॥
মর্ত্ত্যে ভবতি রাজা চ আসমুদ্রান্তগোচরে।
ক্ষেত্রপালং ন পশ্যেৎ তু দণ্ডপাণিং মহাবলম্ ॥
বৃথা তস্য ভবেদ্‌যাত্রা হ্যদৃষ্ট্বা কর্ণকুণ্ডলম্।
এবং তীর্থফলং জ্ঞাত্বা সর্ব্বে দেবাঃ সমাগতাঃ
মুঞ্চন্তি কুসুমৈর্বৃষ্টিং তেন তৎ কুসুমেশ্বরম্ ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে নর্ম্মদামাহাত্ম্যে একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯১

স্থানে অগ্নিপ্রবেশে, জলে বা অন্য কোন প্রকারে অপমৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহা হইলেও তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। যে ব্যক্তি ত্র্যম্বক তীর্থের তোয় দ্বারা চরুপাক করে ও অঙ্কোলমূলে যথাবিধি পিণ্ড প্রদান করে, তাহার পিতৃলোকগণ যাবৎ চন্দ্র-দিবাকর তৃপ্তিলাভ করেন। যে ব্যক্তি উত্তরায়ণে ঘৃতস্নান করে, সে পুরুষ বা স্ত্রী যাহাই হউক, তাহার তীর্থবাস ঘটে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে সিদ্ধেশ্বর দেবের পূজা করে, সে যে গতি প্রাপ্ত হয়, নিখিল যজ্ঞ দ্বারাও সে গতি পাওয়া যায় না এবং ঐ ব্যক্তি কালে যখন মর্ত্ত্যভূমে জন্মগ্রহণ করে, তখন রূপবান্ সুভগ ও আসমুদ্র ক্ষিতীশ্বর হইয়া জন্মে। যাঁহারা ক্ষেত্রপাল, মহাবল দণ্ডপাণি, ও কর্ণকুণ্ডল দর্শন করেন নাই, তাঁহাদের জন্ম বৃথা। দেবগণ এবম্বিধ তীর্থফল শ্রবণ মানসে সমাগত হইয়া ঐ স্থানে পুষ্পবৃষ্টি করেন, সেই জন্য ঐ তীর্থের নাম হইয়াছে কুসুম-শেখর। ১১৬—১২৪

একনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯১।

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ভার্গবেশং ততো গচ্ছেদ্ভগ্নো যত্র জনার্দ্দনঃ।
অসুরৈস্তু মহাযুদ্ধে মহাবলপরাক্রমৈঃ ॥ ১
হুঙ্কারিতাস্তু দেবেন দানবাঃ প্রলয়ং গতাঃ।
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২
শুক্লতীর্থস্য চোৎপত্তিং শৃণু ত্বং পাণ্ডুনন্দন।
হিমবাচ্ছিখরে রম্যে নানাধাতুবিচিত্রিতে ॥ ৩
তরুণাদিত্যসঙ্কাশে তপ্তকাঞ্চনসপ্রভে।
বজ্রস্ফটিকসোপানে চিত্রপট্টশিলাতলে ॥ ৪
জাম্বুনদময়ে দিব্যে নানাপুষ্পোপশোভিতে।
তত্রাসীনং মহাদেবং সর্ব্বজ্ঞং প্রভুমব্যয়ম্ ॥ ৫
লোকানুগ্রহকর্ত্তারং গণবৃন্দৈঃ সমাবৃতম্।
স্কন্দ নন্দি-মহাকালৈর্বীরভদ্রগণাদিভিঃ।
উময়া সহিতং দেবং মার্কণ্ডিঃ পর্য্যপৃচ্ছত ॥ ৬
দেবদেব মহাদেব ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দ্রসংস্তুত

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! যেখানে মহাযুদ্ধে মহাবল-পরাক্রম দানবগণের ভয়ে জনার্দ্দন রণে ভঙ্গ দিয়াছিলেন এবং যেখানে দেবগণ কর্ত্তৃক হুঙ্কারিত হইয়া অসুরগণ প্রলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই তীর্থে স্নান করিলে নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি শুক্লতীর্থের উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ কর। একদা মার্কণ্ডি নানা পুষ্পশোভিত, জাম্বুনদময় বিচিত্র শিলাপট্ট-শোভিত, স্ফটিক-সোপান-রাজি-রাজিত, তপ্ত কাঞ্চনপ্রভ, তরুণাদিত্য-সঙ্কাশ, নানা ধাতু-বিচিত্রিত হিমালয়ের রমণীয় শিখরে ভগবান্ শম্ভুকে উমার সহিত উপবিষ্ট অবলোকন করিয়া সেই লোকানুগ্রহকর্ত্তা, গণবৃন্দে সমাবৃত, স্কন্দ, নন্দী, মহাকাল ও বীরভদ্র প্রভৃতি গণ-পরিবেষ্টিত, সর্ব্বজ্ঞ অব্যয় প্রভু দেবদেবকে প্রণিপাতপুরঃসর প্রশ্ন করিলেন,—হে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও ইন্দ্রসংস্তুত দেবদেব

সংসারভয়ভীতোঽহং সুখোপায়ং ব্রবীহি মে ॥
ভগবন্ ভূতভব্যেশ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
তীর্থানাং পরমং তীর্থং তদ্বদস্ব মহেশ্বর ॥ ৮
ঈশ্বর উবাচ।
শৃণু বিপ্র মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।
স্নানায় গচ্ছ সুভগ ঋষিসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৯
মন্বত্রিকশ্যপাশ্চৈব যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী ॥ ১০
নারদো গৌতমশ্চৈব সেবন্তে ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ।
গঙ্গাং কনখলং পুণ্যং প্রয়াগং পুষ্করং গয়াম্ ॥ ১১
কুরুক্ষেত্রং মহাপুণ্যং রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শুক্লতীর্থং মহাফলম্ ॥
দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চৈব স্নানাদ্দানাৎ তপোজপাৎ
হোমাচ্চৈবোপবাসাচ্চ শুক্লতীর্থং মহাফলম্ ॥ ১৩
শুক্লতীর্থং মহাপুণ্যং নর্ম্মদায়াং ব্যবস্থিতম্।
চাণক্যো নাম রাজর্ষিঃ সিদ্ধিং তত্র সমাগতঃ ॥ ১৪
এতৎ ক্ষেত্রং সুবিপুলং যোজনং বৃত্তসংস্থিতম্
শুক্লতীর্থং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৫
পাদপাগ্রেণ দৃষ্টেন ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি।
জগতীদর্শনাচ্চৈব ভ্রূণহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ১৬
অহং তত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ তিষ্ঠামি হ্যুময়া সহ।
বৈশাখে চৈত্রমাসে তু কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী ॥ ১৭
কৈলাসাচ্চাপি নিষ্ক্রম্য তত্র সন্নিহিতো হ্যহম্।
দৈত্য-দানব-গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরাস্তথা ॥ ১৮
গণাশ্চাপ্সরসো নাগাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সমাগতাঃ
গগনস্থাস্তু তিষ্ঠন্তি বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ ॥ ১৯
শুক্লতীর্থন্তু রাজেন্দ্র হ্যাগতা ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ।
রজকেন যথা বস্ত্রং শুক্লং ভবতি বারিণা ॥ ২০
আজন্মজনিতং পাপং শুক্লং তীর্থং ব্যপোহতি।
স্নানং দানং মহাপুণ্যং মার্কণ্ড ঋষিসত্তম ॥ ২১
শুক্লতীর্থাৎ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি
পূর্ব্বে বয়সি কর্ম্মাণি কৃত্বা পাপানি মানবঃ ॥ ২২
অহোরাত্রোপবাসেন শুক্লতীর্থে ব্যপোহতি।

মহাদেব! আমি সংসার-ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি। আপনি আমাকে এই সংসার-ভয়-বিনাশের সুখকর উপায় বলিয়া দিউন। হে ভগবন্ ভূত-ভব্যেশ! আপনি আমার নিকট তীর্থ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সর্ব্বপাপ-প্রণাশন তীর্থের বিষয় কীর্ত্তন করুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ বিপ্র! আপনি সেই ঋষি-সত্তম-সেবিত তীর্থস্নান করিবার নিমিত্ত গমন করুন। ঐ তীর্থ ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মনু, অত্রি, কশ্যপ, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, নারদ ও গৌতম প্রভৃতি ঋষিগণ সেবা করিয়া থাকেন। গঙ্গা, কনখল, পবিত্র প্রয়াগ, পুষ্কর, গয়া ও কুরুক্ষেত্র এই সকল তীর্থ মহাপুণ্যপ্রদ। সূর্য্য গ্রহণে দিবা বা রাত্রিতে যদি কেহ শুক্লতীর্থ দর্শন, স্পর্শন বা উহাতে স্নান, দান, তপ, জপ, হোম ও উপবাস করে, তবে সে মহাফল প্রাপ্ত হয়। মহাপুণ্য শুক্লতীর্থ নর্ম্মদার অবস্থিত। ঐ স্থানে চাণক্য সিদ্ধিলাভ করেন। এই তীর্থক্ষেত্র সুবিপুল ও যোজনব্যাপী। শুক্লতীর্থ অতি পুণ্যস্থান এবং সর্ব্বপাপবিনাশন। ১—১৪। বৃক্ষাগ্রে থাকিয়াও যদি কেহ ঐ তীর্থ দর্শন করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা-পাতক বিনষ্ট হয়। ঐ স্থানের মৃত্তিকা দর্শন হইলেও ভ্রূণহত্যা-জনিত পাপ নষ্ট হয়। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমি উমার সহিত ঐস্থানে সর্ব্বদা বাস করি। বৈশাখ এবং চৈত্রমাসীয় কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া আমি ঐ স্থানে আসিয়া বাস করি এবং দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বেদবিদ্যাধরগণ, অপ্সরা ও নাগগণ ঐ শুক্লতীর্থে মিলিত হইয়া অবশেষে গগনে অবস্থান করত সার্ব্বকামিক বিমানে বিচরণ করেন। রজক যেমন মলিন বস্ত্র শুক্ল করিয়া দেয়, তেমনি শুক্লতীর্থ, আজন্ম-জনিত পাপ বিনষ্ট করে। হে মার্কণ্ড ঋষিসত্তম! এখানে স্নান দান মহাপুণ্য-জনক। শুক্ল তীর্থ হইতে উৎকৃষ্ট তীর্থ কখন ছিল না ও হইবেও না! মানবগণ পূর্ব্ববয়সে যে সকল পাপাচরণ করে, ঐ সকল পাপ শুক্লতীর্থে অহোরাত্র উপবাসে

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ যজ্ঞৈর্দানেন বা পুনঃ॥ ২৩
দেবার্চ্চনেন যা পুষ্টির্ন সা ক্রতুশতৈরপি।
কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী॥ ২৪
ঘৃতেন স্নাপয়েদ্দেবমুপোষ্য পরমেশ্বরম্।
একবিংশকুলোপেতো ন চ্যবেদৈশ্বরাৎ পদাৎ
শুক্রতীর্থং মহাপুণ্যমৃষিসিদ্ধনিষেবিতম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ন পুনর্জন্মভাগ্ ভবেৎ
স্নাত্বা বৈ শুক্রতীর্থে তু হর্চ্চয়েদ্বৃষভধ্বজম্।
কপালপূরণং কৃত্বা তুষ্যত্যত্র মহেশ্বরঃ॥ ২৭
অর্দ্ধনারীশ্বরং দেবং পটে ভক্ত্যা লিখাপয়েৎ।
শঙ্খ-তূর্য্যনিনাদৈশ্চ ব্রহ্মঘোষৈশ্চ সত্তিভিঃ॥ ২৮
জাগরং কারয়েৎ তত্র নৃত্য-গীতাদিমঙ্গলৈঃ।
প্রভাতে শুক্রতীর্থে তু স্নানং বৈ দেবতার্চ্চনম্
আচার্য্যান্ ভোজয়েৎ পশ্চাচ্ছিবব্রতপরান্ শুচীন্।
দক্ষিণাঞ্চ যথাশক্তি বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥
প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা শনৈর্দেবান্তিকং ব্রজেৎ
এবং বৈ কুরুতে যস্তু তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ৩১
দিব্যযানং সমারূঢ়ো গীয়মানোহপ্সরোগণৈঃ।
শিবতুল্যবলোপেতস্তিষ্ঠত্যাভূতসংপ্লবম্॥ ৩২
শুক্রতীর্থে তু যা নারী দদাতি কনকং শুভম্।
ঘৃতেন স্নাপয়েদ্দেবং কুমারঞ্চাপি পূজয়েৎ॥৩৩
এবং যা কুরুতে ভক্ত্যা তস্যাঃ পুণ্যফলং শৃণু
মোদতে শর্ব্বলোকস্থা যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ৩৪
পৌর্ণমাস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সংক্রান্তৌ বিষুবে তথা।
স্নাত্বা তু সোপবাসঃ সন বিজিতাত্মা সমাহিতঃ
দানং দদ্যাদ্যথাশক্ত্যা প্রীয়েতাং হরি শঙ্করৌ
এবং তীর্থপ্রভাবেণ সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্॥৩৬
অনাথং দুর্গতং বিপ্রং নাথবন্তমথাপি বা।
উদ্বাহয়তি যস্তীর্থে তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ৩৭
যাবৎ তদ্রোমসংখ্যা চ তৎপ্রসূতিকুলেষু চ।

বিনষ্ট হয়। তপ, ব্রহ্মচর্য্য যজ্ঞ ও দান এ সকল অনুষ্ঠান করিয়া মানব যে ফল প্রাপ্ত না হয়, মাত্র শুক্রতীর্থে দেবার্চ্চন করিলেই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে যে ব্যক্তি ঘৃত দ্বারা দেব মহেশ্বরকে স্নান করায়, সে ব্যক্তি একবিংশতি কুল-বিশিষ্ট হইয়া কদাচ ঐশ্বর পদ হইতে বিচলিত হয় না। শুক্র তীর্থ ঋষি-সিদ্ধ-নিষেবিত ও মহাপুণ্যক। এখানে স্নান করিলে নর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না। মানব শুক্রতীর্থে স্নান করিয়া বৃষভধ্বজের অর্চ্চনা করিবে এই স্থানে কপাল পূরণ করিয়া মহেশ্বরকে তুষ্ট করিতে হয়। নর অর্দ্ধ-নারীশ্বর দেবকে ভক্তিপূর্ব্বক পটে লিখাইয়া শঙ্খতূর্য্য-নিনাদ ও ব্রহ্মঘোষ সহকারে পূজা করিবে। অনন্তর নৃত্য-গীতাদি দ্বারা জাগরণ করিবে! প্রভাতে শুক্রতীর্থে স্নান অর্চ্চন সমাধা করিয়া শিবব্রত-পরায়ণ শুচি আচার্য্যকে ভোজন করাইবে। যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। বিত্ত-শাঠ্য করিবে না। অনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া আস্তে আস্তে দেবসন্নিধানে গমন করিবে। যে ব্যক্তি এরূপ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ করুন। তিনি শিবতুল্য হইয়া আ-ভূত সংপ্লব কাল স্বর্গবাস করেন। যখন তিনি স্বর্গে গমন করেন, তখন দিব্যযানে সঙ্গীত-নিপুণা অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক সেবিত হন। যে নারী শুক্র তীর্থে কনক দান করে এবং ঘৃত দ্বারা দেবকে স্নপন ও কুমারের অর্চ্চনা করে, তাহার পুণ্যের কথা শ্রবণ করুন। ঐ নারী চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল যাবৎ শিব-লোকে আনন্দ উপভোগ করে। ১৬—৩৪। পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী সংক্রান্তি ও বিষুব দিনে যে ব্যক্তি উপবাসী থাকিয়া ইন্দ্রিয় দমনপূর্ব্বক ঐ তীর্থে যথাশক্তি দান করে, হরি-হর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। এইরূপ তীর্থপ্রভাবে সকল কর্ম্মই ঐ স্থানে অক্ষয় হইয়া থাকে। অনাথ হউক বা সনাথ হউক, যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে দুরবস্থ ব্রাহ্মণ বালকের বিবাহ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দেয়, তাহার পুণ্য ফল শ্রবণ কর। ঐ বিবাহপ্রদাতা ব্যক্তির ও তাহার

তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৩৮
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে নর্ম্মদামাহাত্ম্যে
দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯২ ॥

ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততস্তু নরকং গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র নরকঞ্চ ন পশ্যতি ॥ ১
তস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং শৃণু ত্বং পাণ্ডুনন্দন ।
তস্মিংস্তীর্থে তু রাজেন্দ্র যস্যাস্থীনি বিনিক্ষিপেৎ
বিলয়ং যান্তি সর্ব্বাণি রূপবান জায়তে নরঃ ।
গোতীর্থন্তু ততো গত্বা সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র কপিলাতীর্থমুত্তমম্
তত্র গত্বা নরো রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥
জ্যৈষ্ঠমাসে তু সম্প্রাপ্তে চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ ।
তত্রোপোষ্য নরো ভক্ত্যা কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি
ঘৃতেন দীপং প্রজ্বাল্য ঘৃতেন স্নাপয়েচ্ছিবম্ ।
সঘৃতং শ্রীফলং ভুক্ত্বা দত্ত্বা চান্তে প্রদক্ষিণম্ ॥
ঘণ্টাভরণসংযুক্তাং কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি ।
শিবতুল্যবলো ভূত্বা নৈবাসৌ জায়তে পুনঃ ॥
অঙ্গারক দিনে প্রাপ্তে চতুর্থ্যান্তু বিশেষতঃ ।
পূজয়েৎ তু শিবং ভক্ত্যা ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ভোজনম্
অঙ্গারকনবম্যান্তু অমায়াঞ্চ বিশেষতঃ ।
স্নাপয়েৎ তত্র যত্নেন রূপবান্ সুভগো ভবেৎ ॥
ঘৃতেন স্নাপয়েল্লিঙ্গং পূজয়েদ্ভক্তিতো দ্বিজান্ ।
পুষ্পকেণ বিমানেন সহস্রৈঃ পরিবারিতঃ ॥১০
শৈবং পদমবাপ্নোতি যত্র চাভিমতং ভবেৎ ।
অক্ষয়ং মোদতে কালং যথা রুদ্রস্তথৈব সঃ ॥১১
যদা তু কর্ম্মসংযোগান্মর্ত্ত্যলোকমুপাগতঃ ।
রাজা ভবতি ধর্ম্মিষ্ঠো রূপবান্ জায়তে কুলে
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র ঋষিতীর্থমনুত্তমম্ ।
তৃণবিন্দুর্নাম ঋষিঃ শাপদগ্ধো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৩

প্রসূতি কুলের গাত্রে যতগুলি রোম আছে, তত সহস্র বর্ষ সে শিবলোকে পূজিত হয় । ৩৫—৩৮ ।

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৯২ ।

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—অনন্তর নর অনরক স্থানে গমন করিবে; তথায় গিয়া স্নান করিলে, আর কখনই নরক দর্শন করিতে হয় না। হে পাণ্ডুনন্দন! সেই তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। হে রাজেন্দ্র! ঐ তীর্থে যাহার অস্থিপঞ্জর নিক্ষেপ করা যায়, তাহার সর্ব্ব পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়। সে নর রূপবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে; তৎপরে গোতীর্থ-গমনে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। অনন্তর হে রাজন্! উত্তম কপিলাতীর্থে গমন করা কর্ত্তব্য। তথায় একবার গিয়া নর গোসহস্র দানের ফললাভ করে। বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠমাসীয় চতুর্দ্দশী দিনে তথায় উপবাস করিয়া যে নর কপিলা ধেনু দান করে, বা ঘৃত দ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়া ঘৃত দ্বারা শিবকে স্নান করায় এবং স্বয়ং সঘৃত শ্রীফল ভক্ষণ-পূর্ব্বক দেবদেবকে প্রদক্ষিণ করে, সে ব্যক্তি অন্তে শিবতুল্য হইয়া পুনরায় আর সংসারে জন্মগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি মঙ্গলবারে বিশেষতঃ চতুর্থী তিথিতে ভক্তির সহিত শিবপূজা করিয়া, ব্রাহ্মণভোজন করায়, অপিচ মঙ্গলবারযুক্তনবমী কিম্বা অমাবস্যায় তাঁহাকে সযত্নে স্নান করায়,সে ব্যক্তি জন্মান্তরে রূপবান্ ও ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে। ১ - ৯।যে ব্যক্তি ঘৃত দ্বারা শিবলিঙ্গের স্নপন ও অর্চ্চন করিয়া ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করায়, সে সহস্র সহস্র পুষ্পকবিমানে পরিচারিত হইয়া শৈবপদে উপনীত হয়—হইয়া অক্ষয় কাল রুদ্রের ন্যায় ইচ্ছানুরূপ বিহার করে, অনন্তর যখন কর্ম্মবশে মর্ত্ত্যলোকে উপস্থিত হয়, তখন এক ধার্ম্মিক ও রূপবান্ রাজা হইয়া মহাকুলে জন্ম গ্রহণ করে। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর ঋষিতীর্থে গমন করিতে হয়। তথায় তৃণবিন্দু নামে

তত্তীর্থস্য প্রভাবেণ শাপমুক্তোঽভবদ্দ্বিজঃ।
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র গঙ্গেশ্বরমনুত্তমম্ ॥১৪
শ্রাবণে মাসি সম্প্রাপ্তে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ১৫
পিতৄণাং তর্পণং কৃত্বা মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ।
গঙ্গেশ্বরসমীপে তু গঙ্গাবদনমুত্তমম্ ॥ ১৬
অকামো বা সকামো বা তত্র স্নাত্বা তু মানবঃ।
আজন্মজনিতৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৭
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রজেদ্বৈ যত্র শঙ্করঃ।
সর্ব্বদা পর্ব্বদিবসে স্নানং তত্র সমাচরেৎ ॥ ১৮
পিতৄণাং তর্পণং কৃত্বা হ্যশ্বমেধফলং লভেৎ।
প্রয়াগে যৎ ফলং দৃষ্টং শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ১৯
তদেব নিখিলং দৃষ্টং গঙ্গাবদনসঙ্গমে।
তস্যৈব পশ্চিমে স্থানে সমীপে নাতিদূরতঃ ॥২০
দশাশ্বমেধজননং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
উপোষ্য রজনীমেকাং মাসি ভাদ্রপদে তথা ॥২১
অমায়াঞ্চ নরঃ স্নাত্বা ব্রজতে যত্র শঙ্করঃ।
সর্ব্বদা পর্ব্বদিবসে স্নানং তত্র সমাচরেৎ ॥২২
পিতৄণাং তর্পণং কৃত্বা চাশ্বমেধফলং লভেৎ।
দশাশ্বমেধাৎ পশ্চিমতো ভৃগুর্ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥২৩
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু ঈশ্বরং পর্য্যুপাসত।
বল্মীকবেষ্টিতশ্চাসৌ পক্ষিণাঞ্চ নিকেতনঃ ॥ ২৪
আশ্চর্য্যং সুমহজ্জাতমুমায়াঃ শঙ্করস্য চ।
গৌরী পপ্রচ্ছ দেবেশং কোঽয়মেবন্তু সংস্থিতা
দেবো বা দানবো বাথ কথয়স্ব মহেশ্বর ॥ ২৫

মহেশ্বর উবাচ।

ভৃগুর্নাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষীণাং প্রবরো মুনিঃ।
মাং ধ্যায়তে সমাধিস্থো বরং প্রার্থয়তে প্রিয়ে
ততঃ প্রহসিতা দেবী ঈশ্বরং প্রত্যভাষত।
ধূমবৎ তচ্ছিখা জাতা তেতোঽদ্যাপি ন তুষ্যসে

এক ঋষি শাপদগ্ধ হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে ঐ তীর্থপ্রভাবে তিনি শাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম গঙ্গেশ্বর-তীর্থে গমন করিতে হয়। সেখানে শ্রাবণমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী দিনে স্নান করিবামাত্র নর রুদ্রলোকে পূজিত হইয়া থাকে। তথায় পিতৃতর্পণ করিলে ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়। গঙ্গেশ্বর তীর্থের সমীপে উত্তম গঙ্গাবদন তীর্থ অবস্থিত। মানব অকাম হউক, বা সকাম হউক তথায় স্নান করিলে আজন্মসঞ্চিত পাপ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হইয়া থাকে। ঐ তীর্থে স্নান করিলে নর শঙ্করাধিষ্ঠিত স্থানে গমন করিতে পারে। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ পর্ব্বদিনে তথায় স্নান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তথায় পিতৃগণের তর্পণ করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। মহাত্মা শঙ্কর প্রয়াগধামে যে ফল দেখিয়াছেন, গঙ্গাবদন-সঙ্গমে তৎসমস্তই দৃষ্ট হয়। ঐ তীর্থের পশ্চিমদিকে অনতিদূরে দশাশ্বমেধজনন নামে এক ত্রিলোকবিশ্রুত তীর্থ আছে, তথায় ভাদ্রমাসে একরাত্রি উপবাস করিয়া অমাবস্যায় স্নান করিলে নর শঙ্করাবাসে গমন করিতে পারে। ঐ তীর্থে সমস্ত পর্ব্বদিনেই স্নান করা কর্ত্তব্য। তথায় পিতৃতর্পণ করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। দশাশ্বমেধের পশ্চিমে ব্রাহ্মণসত্তম ভৃগু দিব্য সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করেন। দীর্ঘ কাল তপস্যা করায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বল্মীক-মৃত্তিকায় বেষ্টিত হইয়াছিল। তাঁহার মস্তকস্থ জটায় পক্ষিগণ কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছিল।১০—২৪। তাঁহার ঈদৃশ কঠোর তপস্যায় উমা ও শঙ্কর উভয়েই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হন। তখন গৌরী দেবদেবকে জিজ্ঞাসা করেন,—হে মহেশ্বর! কে এই ব্যক্তি এরূপভাবে তপোনিষ্ঠ হইয়াছেন? ইনি দেব কিম্বা দানব, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। মহেশ্বর কহিলেন,—হে প্রিয়ে! দ্বিজশ্রেষ্ঠ ও ঋষিশ্রেষ্ঠ ভৃগুমুনি সমাধিস্থ হইয়া আমার ধ্যান করিতেছেন এবং আমার নিকট হইতে বর প্রার্থনা করিতেছেন। অনন্তর দেবী হাস্য করিয়া ঈশ্বরকে কহিলেন,—ইঁহার শিখা ধূম্রাকার

দুরারাধ্যোঽসি তেন ত্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা
মহেশ্বর উবাচ।
ন জানাসি মহাদেবি স্বয়ং ক্রোধেন বেষ্টিতঃ।
দর্শয়ামি যথাতথ্যং প্রত্যয়ং তে করোম্যহম্॥
ততঃ স্মৃতোঽথ দেবেন ধর্ম্মরূপো বৃষস্তদা।
স্মরণাৎ তস্য দেবস্য বৃষঃ শীঘ্রমুপস্থিতঃ
বদংস্তু মানুষীং বাচমাদেশো দীয়তাং প্রভো॥
ভগবানুবাচ।
বল্মীকং ত্বং খনস্বৈনং বিপ্রং ভূমৌ নিপাতয়
যোগস্থস্তু ততো ধ্যায়ন্ ভৃগুস্তেন নিপাতিতঃ॥
তৎক্ষণাৎ ক্রোধসন্তপ্তো হস্তমুৎক্ষিপ্য সোঽশপৎ
এবং স ভাষমাণস্তু কুত্র গচ্ছসি ভো বৃষ।
অদ্যাহং সম্প্রকোপেন প্রলয়ং ত্বাং নয়ে বৃষ॥৩১
ধর্ষিতস্তু তদা বিপ্রশ্চান্তরীক্ষং গতো বৃষম্।
আকাশে প্রেক্ষতে বিপ্রঃ এতদদ্ভুতমুত্তমম্॥৩২
তত্র প্রহসিতে রুদ্র ঋষিরগ্রে ব্যবস্থিতঃ।
তৃতীয়লোচনং দৃষ্ট্বা বৈলক্ষ্যাৎ পতিতো ভুবি
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ তুষ্টাব পরমেশ্বরম্॥ ৩৩
প্রণিপত্য ভূতনাথং
ভবোদ্ভবং ত্বামহং দিব্যরূপম্।
ভবাতীতো ভুবনপতে
প্রভো নু বিজ্ঞাপয়ে কিঞ্চিৎ॥ ৩৪
ত্বদ্‌গুণনিকরান্ বক্তুং
কঃ শক্তো ভবতি মানুষো নাম।
বাসুকিরপি হি কদাচিদ্বদনসহস্রং ভবেদ্যস্য॥
ভক্ত্যা তথাপি শঙ্করভুবনপতে ত্বৎস্ততৌ মুখরঃ
বদতঃ ক্ষমস্ব ভগবন্
প্রসীদ মে তব চরণপতিতস্য॥ ৩৬
সত্ত্বং রজস্তমস্ত্বং স্থিত্যুৎপত্ত্যোর্বিনাশনে দেব

হইয়াছে। তথাপি এখনও তোমার তুষ্টি হয় নাই? যাহা হোউক, বুঝিলাম—তুমি নিতান্তই দুরারাধ্য, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। মহেশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! তুমি জান না, ইনি বড় ক্রুদ্ধস্বভাব, যদি বিশ্বাস না হয়, তবে তোমার প্রত্যয়ার্থ যথাতথ্য প্রদর্শন করিতেছি! এই বলিয়া দেবদেব তখন তদীয় ধর্ম্মরূপ বৃষকে স্মরণ করিলেন, স্মরণমাত্র সত্বর বৃষ আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃষ মানুষবাক্যে বলিল,—হে প্রভো! আমার আদেশ প্রদান করুন। ভগবান্ বলিলেন, এই ব্রাহ্মণ বল্মীকবেষ্টিত হইয়াছেন। এই বল্মীকগুলি খনন করিয়া ইঁহাকে ভূপাতিত কর। ভগবানের আদেশ প্রতিপালিত হইল। ভৃগু যোগাবস্থায় ছিলেন; বৃষকর্ত্তৃক বল্মীক-খননে তিনি নিপাতিত হইলেন, এই ব্যাপারে ভৃগু তদ্দণ্ডেই ক্রোধোদ্দীপ্ত হইলেন,—হইয়া অবিলম্বে হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক তাহাকে শাপদানে উদ্যত হইয়া কহিলেন,—ওহে বৃষ! অদ্য আমি ক্রোধভরে তোমার সংহার-সাধন করিব। ভার্গব কর্ত্তৃক এইরূপে ধর্ষিত হইয়া বৃষভ তখন আকাশপথে প্রস্থান করিল। দ্বিজবর ভার্গব সেই বৃষভকে আকাশে অবলোকন করিলেন; করিয়া বিশেষ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন রুদ্র ঋষির অগ্রে দাঁড়াইয়া হাস্য করিলেন,—ঋষিবর ত্রিনেত্রকে সম্মুখে দেখিয়া লজ্জায় ভূপতিত হইলেন। তিনি ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া মহেশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। ২৫—৩৩। বলিলেন,—হে ভুবনপতে। প্রভো! তুমি সংসারের অতীত পুরুষ। তুমি ভূতনাথ, ভবোদ্ভব ও দিব্যরূপধর, তোমাকে আমি প্রণিপাত করিয়া কিঞ্চিৎ বিষয় বিজ্ঞাপন করিতেছি। কে আছে এমন মনুষ্য—যে, তোমার নিখিল গুণ বর্ণন করিতে পারে? বাসুকির ন্যায় যদি কাহার কখন সহস্র বদন হয়, তথাপি হে ভুবনপতে! হে শঙ্কর! কেহই তোমার গুণের স্তুতি করিতে মুখর হইতে সাহসী হয় না। কিন্তু হে ভগবন্! আমি তোমার স্তব করিতে উদ্যত ও ভবৎপদে পতিত হইয়াছি, আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও। আমার এই প্রগল্‌ভতা ক্ষমা কর। হে দেব! তুমি সত্ব, রজ, তম, এই ত্রিবিধ গুণে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাক।

ত্বাং মুক্ত্বা ভুবনপতে ভুবনেশ্বর নৈব দৈবতং কিঞ্চিৎ ॥ ৩৭
যম-নিয়ম-যজ্ঞ-দান-বেদাভ্যাসাশ্চ ধারণা যোগঃ
ত্বদ্ভক্তেঃ সর্ব্বমিদং নার্হতি হি কলাসহস্রাংশম্
উচ্ছিষ্টরসরসায়নখড়্গাঞ্জনপাদুকাবিবরসিদ্ধির্বা
চিহ্নং ভবব্রতানাংদৃশ্যতি চেহ জন্মনি প্রকটম্
শাঠ্যেন নমতি যদ্যপি দদাসি ত্বংভূতিমিচ্ছতো দেব।
ভক্তির্ভবভেদকরী মোক্ষায় বিনির্ম্মিতা নাথ ॥
পরদার-পরস্বরতং পরপরিভবদুঃখ-শোক-সন্তপ্তম্।
পরবদনবীক্ষণপরং পরমেশ্বর মাং পরিত্রাহি ॥
মিথ্যাভিমানদগ্ধং ক্ষণভঙ্গুরবিভববিলসন্তম্।
ক্রূরং কুপথ্যাভিমুখং পতিতং মাং পাহি দেবেশ
দীনে দ্বিজগণস্বার্থে বন্ধুজনেনৈব দুরিতা হ্যাশা
তৃষ্ণা তথাপি শঙ্কর কিং মূঢ়ং মাং বিড়ম্বয়তি ॥
তৃষ্ণাং হরস্ব শীঘ্রং লক্ষ্মীং প্রদৎস্ব যাবদাসিনীং নিত্যম্।
ছিন্ধি মদ-মোহপাশানুত্তারয় মাং মহাদেব ॥৪৪
করুণাভ্যুদয়ংনাম স্তোত্রমিদংসর্ব্বসিদ্ধিদংদিব্যম্
যঃপঠতি ভক্তিযুক্তস্তস্যতুষ্যেৎ ভৃগোর্যথা চ শিবঃ

ঈশ্বর উবাচ।

অহং তুষ্টোঽস্মি তে বৎস প্রার্থয়স্বেপ্সিতংবরম্
উময়া সহিতো দেবো বরং তস্মৈ হ্যদাপয়ৎ ॥৪৬

ভৃগুরুবাচ।

যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম।
রুদ্রবেদী ভবেদেবমেতৎ সম্পাদয়স্ব মে ॥ ৪৭

ঈশ্বর উবাচ।

এবং ভবতু বিপ্রেন্দ্র ক্রোধস্থানং ভবিষ্যতি।

হে ভুবনেশ্বর! তুমি ব্যতীত অপর দৈবত কিছুই নাই। যম, নিয়ম, যজ্ঞ, দান, বেদাভ্যাস, ধারণা কিম্বা যোগ, এ সকল ত্বদ্ভক্তির সহস্রাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। উচ্ছিষ্ট রস, রসায়ন, খড়্গ, অঞ্জন, ও ও বিবর-সিদ্ধি প্রভৃতি ইহ জন্মে পাশুপত-ব্রতীদিগের প্রকট চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে দেব! তোমায় যদি কেহ শাঠ্য করিয়াও নমস্কার করে, আর সে যদি ঐশ্বর্য্যাভিলাষী হয়, তাহা হইলে, তুমি তাহাকেও তাহার অভীষ্ট দান কর। অপিচ হে নাথ! তাদৃশ লোকের মোক্ষের নিমিত্ত তুমি ভবভেদকরী ভক্তিও তাহার উৎপাদন করিয়া থাক। হে ঈশ্বর! আমি পরদার ও পরধনে নিরত রহিয়াছি। পরপরিভব-জনিত দুঃখশোকে সর্ব্বদাই আমি সন্তপ্ত ও সতত পরমুখাপেক্ষী হইয়া অবস্থান করিতেছি। হে পরমেশ! আমায় তুমি পরিত্রাণ কর। হে দেবেশ! আমি মিথ্যাভিমানে দগ্ধ হইতেছি, ক্ষণবিনশ্বর বিষয়বিভবে বিলসিত হইতেছি, ক্রূর আমি—কুপথ্যের লালসা পোষণ করিতেছি! পতিত আমি, আমায় তুমি রক্ষা কর। দরিদ্র স্বজাতিগণে অথবা আমার বন্ধুবর্গে আমি কোনই আশা পোষণ করিতেছি না, তথাপি হে শঙ্কর! তৃষ্ণা আমাকে মুগ্ধ করিয়া কেন বিড়ম্বিত করিতেছে? হে মহাদেব! শীঘ্র আমার তৃষ্ণা হরণ কর। আমায় নিত্যস্থায়িনী লক্ষ্মী দান কর, আমার মদমোহ পাশ ছেদন করিয়া ফেলো, আমাকে সংসার হইতে উদ্ধার কর। এই ভার্গবোক্ত সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদ দিব্য স্তোত্র করুণাভ্যুদয় নামে অভিহিত। যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, ভৃগুর ন্যায় তাহার প্রতিও শিব তুষ্ট হইয়া থাকেন। ৩৪—৪৫। ঈশ্বর কহিলেন,—হে বৎস ভার্গব! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। তুমি ঈপ্সিত বর গ্রহণ কর। এই বলিয়া দেবদেব উমার সহিত একযোগে তাঁহাকে বরদান করিতে উদ্যত হইলেন। ভৃগু কহিলেন,—হে দেবেশ! যদি তুমি তুষ্ট হইয়া থাক, আমাকে বর দেওয়াই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এই স্থান রুদ্রবেদী বলিয়া নিরূপিত হউক। আপনি আমাকে এইরূপই বর দান করুন। ঈশ্বর বলিলেন,—'তথাস্তু'

ন পিতাপুত্রয়োশ্চৈব ঐকমত্যং ভবিষ্যতি।
তদাপ্রভৃতি ব্রহ্মাদ্যা সর্ব্বদেবাঃ সকিন্নরাঃ
উপাসতে ভৃগোস্তীর্থং তুষ্টো যত্র মহেশ্বরঃ ॥৪৯
দর্শনাৎ তস্য তীর্থস্য সদ্যঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
অবশাঃ স্ববশা বাপি ম্রিয়ন্তে যত্র জন্তবঃ ॥ ৫০
গুহ্যাতিগুহ্য সুগতিস্তেষাং স্যান্নিঃসংশয়ং ভবেৎ
এতৎ ক্ষেত্রং সুবিপুলং সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্ ॥ ৫১
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ।
উপানহৌ চ ছত্রঞ্চ দেয়মন্নঞ্চ কাঞ্চনম্ ॥ ৫২
ভোজনঞ্চ যথাশক্ত্যা হ্যক্ষয়ঞ্চ তথা ভবেৎ।
সূর্য্যোপরাগে যো দদ্যাদ্দানঞ্চৈব যথেচ্ছয়া ॥৫৩
দীয়মানন্তু তদ্দানমক্ষয়ং তস্য তদ্ভবেৎ।
চন্দ্র-সূর্য্যোপরাগেষু যৎ ফলস্ত্বমরকণ্টকে ॥৫৪
তদেব নিখিলং পুণ্যং ভৃগুতীর্থে ন সংশয়ঃ।
ক্ষরন্তি সর্ব্বদানানি যজ্ঞ-দান-তপঃক্রিয়াঃ ॥ ৫৫
ন ক্ষরেৎ তু তপস্তপ্তং ভৃগুতীর্থে যুধিষ্ঠির।
যস্য বৈ তপসোগ্রেণ তুষ্টেনৈব তু শম্ভুনা ॥৫৬
সান্নিধ্যং তত্র কথিতং ভৃগুতীর্থে নরাধিপ।
প্রখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু যত্র তুষ্টো মহেশ্বরঃ ॥
এবন্তু বদতে দেবো ভৃগুতীর্থমনুত্তমম্।
ন জানন্তি নরা মূঢ়া বিষ্ণুমায়াবিমোহিতাঃ ॥ ৫৮
নর্ম্মদায়াং স্থিতং দিব্যং ভৃগুতীর্থং নরাধিপ।
ভৃগুতীর্থস্য মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি নরঃ ক্বচিৎ ॥
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি।
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র গৌতমেশ্বরমুত্তমম্
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নুপবাসপরায়ণঃ।
কাঞ্চনেন বিমানেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৬১
ধৌতপাপং ততো গচ্ছেৎ ক্ষেত্রং যত্র বৃষেণ তু
নর্ম্মদায়াং কৃতং রাজন্ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥৬২
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যাং বিমুঞ্চতি।
তস্মিংস্তীর্থে তু রাজেন্দ্র প্রাণত্যাগংকরোতি যঃ
চতুর্ভুজস্ত্রিনেত্রশ্চ শিবতুল্যবলো ভবেৎ।
বসেৎ কল্পাযুতং সাগ্রং শিবতুল্যপরাক্রমঃ ॥৬৪

বিপ্রেন্দ্র! ইহা তোমারই ক্রোধস্থান হইবে। এখানে পিতাপুত্রের মধ্যে ঐকমত্য হইবে না। যাহা হউক, তদবধি সকিন্নর ব্রহ্মাদি দেবগণ ভৃগুতীর্থের উপাসনা করেন। ঐ তীর্থে মহেশ্বর তুষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ তীর্থ দর্শনমাত্রে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। স্বাধীন অবস্থাতেই হউক বা পরাধীন অবস্থাতেই হউক, যদি কেহ এখানে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার গুহ্যাতি-গুহ্য গতি হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্র সুবিপুল ও সর্ব্বপাপ-হর। এই তীর্থে যে স্নান করে, সে স্বর্গগমন করে, আর যে ব্যক্তি এখানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাকে সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। এই ক্ষেত্রে উপানহ, ছত্র, অন্ন, কাঞ্চন ও খাদ্য দান করিলে তাহা অক্ষয় ফলজনক হয়। যে নর এই ক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করে, তাহার দীয়মান ঐ দান অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। অমর কণ্টকতীর্থে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণে যে ফল হয়, ভৃগুতীর্থেও তাহাই হইয়া থাকে। ইহাতে সংশয় নাই। হে যুধিষ্ঠির! নিখিল দান, যজ্ঞ, তপ ও অন্যান্য পুণ্য ক্রিয়া সকল বরং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভৃগুতীর্থে অনুষ্ঠিত তপ কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মহাত্মা ভৃগুর উগ্র তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শম্ভু ঐ ভৃগুতীর্থে অবস্থিত। ভগবান্ মহেশ্বর ঐ ভৃগুতীর্থে তুষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ। হে দেব! এইজন্যই উহার নাম ভৃগুতীর্থ হইয়াছে। হে নরাধিপ! মূঢ় ব্যক্তিগণ বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া নর্ম্মদায় যে ভৃগুতীর্থ আছে, তাহা জানিতে পারে না। যে নর ক্বচিৎ ভৃগুতীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে পাপমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে। ৪৬—৫৯। অনন্তর গৌতমেশ্বর তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করিয়া উপবাসী থাকিলে মানব ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। ইহার পর ধৌত-পাপ তীর্থ। এই তীর্থ নর্ম্মদার মধ্যে বৃষ-কর্তৃক অধ্যুষিত। মানব ঐ তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়। ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, সে চতুর্ভুজ, ত্রিনেত্র ও শিবতুল্য বলশালী হইয়া

কালেন মহতা প্রাপ্তঃ পৃথিব্যামেকরাড়্ ভবেৎ
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র ঐরণ্ডীতীর্থমুত্তমম্ ॥৬৫
প্রয়াগে যৎ ফলং দৃষ্টং মার্কণ্ডেয়েন ভাষিতম্।
তৎ ফলং লভতে রাজন স্নানমাত্রো হি মানবঃ
মাসি ভাদ্রপদে চৈব শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী।
উপোষ্য রজনীমেকাং তস্মিন্ স্নানং সমাচরেৎ
যমদূতৈর্ন বাধ্যেত রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ৬৭
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র সিদ্ধো যত্র জনার্দ্দনঃ
হিরণ্যদীপেতি বিখ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥৬৮
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ধনবান রূপবান্ ভবেৎ
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র তীর্থং কনখলং মহৎ
গরুড়েন তপস্তপ্তং তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ।
প্রখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু যোগিনী তত্র তিষ্ঠতি
ক্রীড়তে যোগিভিঃ সার্দ্ধং শিবেন সহ নৃত্যতি।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র হংসতীর্থমনুত্তমম্।
হংসাস্তত্র বিনির্ম্মুক্তা গতা উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৭২
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র সিদ্ধো যত্র জনার্দ্দনঃ
বারাহং রূপমাস্থায় অর্চ্চিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৭৩
বরাহতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দ্বাদশ্যাস্তু বিশেষতঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি নরকং ন চ পশ্যতি ॥৭৪
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র চন্দ্রতীর্থমনুত্তমম্ ॥
পৌর্ণমাস্যাং বিশেষেণ স্নানং তত্র সমাচরেৎ ॥
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র চন্দ্রলোকে মহীয়তে।
দক্ষিণেন তু তীরেণ কন্যাতীর্থন্তু বিশ্রুতম্ ॥৭৬
শুক্লপক্ষে তৃতীয়ায়াং স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
প্রণিপত্য তু চেশানং বলিস্তেন প্রসীদতি ॥৭৭
হরিশ্চন্দ্রপুরং দিব্যমন্তরীক্ষে চ দৃশ্যতে।
শক্রধ্বজে সমাবৃত্তে সুপ্তে নাগারিকেতনে ॥৭৮
নর্ম্মদাসলিলৌঘেন তরূন্ সংপ্লাবয়িষ্যতি।
অস্মিন্ স্থানে নিবাসঃ স্যাদ্বিষ্ণুঃ শঙ্করমব্রবীৎ
দীপেশ্বরে নরঃ স্নাত্বা লভেদ্বহু সুবর্ণকম্।

অযুত কল্পকাল বাস করে, পরে সে শিবতুল্য পরাক্রমী হইয়া কালে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর ঐরণ্ডীতীর্থ; মহাভাগ মার্কণ্ডেয় প্রয়াগ তীর্থের যে সকল ফল কীর্ত্তন করিয়াছেন, এই ঐরণ্ডীতীর্থে স্নানমাত্র ঐ সকল ফলই লাভ করা যায়। যে মানব ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে স্নান করিয়া রাত্রিকালে উপবাসী থাকে, সে যমদূতের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় এবং রুদ্রলোকে গমন করে। অনন্তর হিরণ্যদ্বীপ নামক সকল সর্ব্বপাপ-নাশন বিখ্যাত তীর্থ। এই তীর্থে জনার্দ্দন সাক্ষাৎ বিরাজিত। মানব এখানে স্নান করিলে ধনবান্ ও রূপসম্পন্ন হয়। অতঃপর কনখল তীর্থ। হে নরাধিপ! এই কনখলে গরুড় তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহা অতি প্রসিদ্ধ। এই তীর্থে এক যোগিনী আছেন। ঐ যোগিনী যোগিগণের সহিত ক্রীড়া ও শিবের সহিত নৃত্য করিয়া থাকেন। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া নর রুদ্র-লোকে পূজিত হয়। অতঃপর মানব অনুত্তম হংসতীর্থে গমন করিবে। এখানে হংসগণ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া উর্দ্ধগমন করিয়াছে; ইহাতে সংশয় নাই। ইহার পর বরাহ তীর্থ। এই তীর্থে প্রত্যক্ষসিদ্ধ জনার্দ্দন বরাহবপু অবলম্বন করিয়া পূজিত হন। নর বরাহতীর্থে স্নান করিলে বিশেষতঃ দ্বাদশী তিথিতে স্নানের ফলে বিষ্ণু-লোক প্রাপ্ত হয়, তাহাকে নরক দর্শন করিতে হয় না। অতঃপর অনুত্তম চন্দ্রতীর্থ; মানব এখানে স্নানমাত্রে চন্দ্রলোকে পূজিত হয়। এই তীর্থে পূর্ণিমায় স্নান করিলে অধিক ফলপ্রদ হয়। নর্ম্মদার দক্ষিণ তীরে কন্যাতীর্থ। এখানে শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ায় স্নান করিতে হয়। পরে ঈশানকে প্রণাম করিলে বলি প্রসন্ন হন।৬০—৭৭। এখানে অন্তরীক্ষে হরিশ্চন্দ্র-পুর দৃষ্ট হইয়া থাকে। হরিশয়নে শক্রধ্বজ প্রবর্ত্তিত হইলে নর্ম্মদা-সলিল-রাশি দ্বারা তরুনিচয় আপ্লাবিত হয়। এই স্থানে বাস করিলে এই সকল দেখিতে পাওয়া যায়,—এ কথা বিষ্ণু ও শঙ্করকে বলিয়াছেন। মানব দীপেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া বহু সুবর্ণ

ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র কন্যাতীর্থে সুসঙ্গমে
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র দেব্যাঃ স্থানমবাপ্নুয়াৎ।
দেবতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বতীর্থমনুত্তমম্ ॥৮১
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র দৈবতৈঃ সহ মোদতে।
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র শিখিতীর্থমনুত্তমম্ ॥৮২
যৎ তত্র দীয়তে দানং সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ
অপরপক্ষে ত্বমায়াস্তু স্নানং তত্র সমাচরেৎ ॥৮৩
ব্রাহ্মণং ভোজয়েদেকং কোটির্ভবতি ভোজিতা
ভৃগুতীর্থন্তু রাজেন্দ্র তীর্থকোটির্ব্যবস্থিতা ॥৮৪
অকামো বা সকামো বা তত্র স্নানং সমাচরেৎ
অশ্বমেধমবাপ্নোতি দৈবতৈঃ সহ মোদতে ॥৮৫
তত্র সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তো ভৃগুস্তু মুনিপুঙ্গবঃ।
অবতারঃ কৃতস্তত্র শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ৮৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে নর্ম্মদামাহাত্ম্যে
ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৩॥

চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র হুঙ্কুশেশ্বরমুত্তমম্।
দর্শনাৎ তস্য দেবস্য মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র নর্ম্মদেশ্বরমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজান্ স্বর্গলোকে মহীয়তে
অশ্বতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
সুভগো দর্শনীয়শ্চ ভোগবান্ জায়তে নরঃ ॥৩
পিতামহং ততো গচ্ছেদ্ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা পিতৃপিণ্ডন্তু দাপয়েৎ
তিল-দর্ভবিমিশ্রন্তু হ্যুদকং তত্র দাপয়েৎ।
তস্য তীর্থপ্রভাবেণ সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ৫
সাবিত্রীতীর্থমাসাদ্য যস্তু স্নানং সমাচরেৎ।
বিধূয় সর্ব্বপাপাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৭
মনোহরং ততো গচ্ছেৎ তীর্থং পরমশোভনম্
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ পিতৃলোকে মহীয়তে ॥

লাভ করে। ঐ তীর্থ দর্শনের পর মানবগণ সুসঙ্গম কন্যাতীর্থে যাইবে। এখানে স্নানমাত্রে নর দেবীর স্থান প্রাপ্ত হয়। উহার পর সর্ব্ব তীর্থশ্রেষ্ঠ দেবতীর্থ। এখানে স্নান করিলে দেবগণের সহিত আমোদ প্রাপ্ত হয়। ইহার পর অনুত্তম শিখিতীর্থ। এই তীর্থে যাহা দান করা যায়, ঐ সমস্ত বস্তু কোটিগুণ ফলদায়ক হয়। এখানে অপরপক্ষের স্নানই প্রশস্ত। একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে, কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল হয়। হে রাজেন্দ্র! ভৃগুতীর্থে কোটিতীর্থ অবস্থিত। নিষ্কাম ভাবেই হউক আর সকামভাবেই হউক, ভৃগুতীর্থে স্নান করা উচিত। তাহাতে মানব অশ্বমেধ-ফল লাভ করে ও দেবগণের সহিত আমোদ প্রাপ্ত হয়। মুনিপুঙ্গব ভৃগু ঐ তীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার অবতারত্ব সম্পাদন করেন। ৭৮—৮৬।

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৯৩।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অতঃপর উত্তম অঙ্কুশেশ্বর তীর্থে যাইবে। অঙ্কুশেশ্বর শিবের দর্শনে মনুষ্য সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয়। রাজেন্দ্র! তথা হইতে নর্ম্মদেশ্বরে যাইবে। ইহা উত্তম তীর্থ। রাজন্! সেখানে স্নান করিলে নর স্বর্গলোকে সম্মানিত হইয়া থাকে। পরে অশ্বতীর্থে যাইবে। সেখানে স্নান করিলে মানব সুভগ, দর্শনীয় এবং ভোগবান্ হয়। তারপর পিতামহ তীর্থে যাইবে। পুরাকালে পিতামহ ব্রহ্মা এই তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মনুষ্য সেখানে ভক্তি সহকারে স্নান করিয়া পিতৃপিণ্ড দান এবং তিল-দর্ভ-মিশ্রিত উদক দ্বারা তর্পণ করিলে সেই তীর্থের প্রভাবে তৎসমস্ত অক্ষয় ফলদায়ক হয়। সাবিত্রী তীর্থে যাইয়া যে জন স্নান করে, সে সর্ব্বপাপ পরিহার করিয়া ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হইয়া থাকে। অতঃপর অতি সুন্দর মনোহর তীর্থে যাইবে। রাজন্! তথায় স্নান করিয়া

ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র মানসং তীর্থমুত্তমম্
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥৮
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র কুণ্ডতীর্থমনুত্তমম্।
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥৯
যান্ যান্ কাময়তে কামান্ পশু-পুত্র-ধনানি চ
প্রাপুয়াৎ তানি সর্ব্বাণি তত্র স্নাত্বা নরাধিপ ॥১০
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র ত্রিদশজ্যোতি-বিশ্রুতম্
যত্র তা ঋষিকন্যাস্তু তপোঽতপ্যন্ত সুব্রতাঃ ॥
ভর্ত্তা ভবতু সর্ব্বাসামীশ্বরঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
প্রীতস্তাসাং মহাদেবো দণ্ডরূপধরো হরঃ ॥ ১২
বিকৃতাননবীভৎসুর্ব্রতী তীর্থমুপাগতঃ।
তত্র কন্যাং মহারাজ বরয়ন্ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩
কন্যাঋষের্ব্বরয়তঃ কন্যাদানং প্রদীয়তাম্।
তীর্থং তত্র মহারাজ ঋষিকন্যেতি বিশ্রুতম্ ॥১৪
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র স্বর্ণবিন্দু ইতি স্মৃতম্
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ দুর্গতিং ন চ পশ্যতি।
অপ্সরেশং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
ক্রীড়তে নাগলোকস্থো হ্যপ্সরৈঃ সহ মোদতে
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র নরকং তীর্থমুত্তমম্
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়েদ্দেবং নরকঞ্চ ন পশ্যতি।
ভারভূতিং ততো গচ্ছেদুপবাসপরো জনঃ ॥১৮
এতৎ তীর্থং সমাসাদ্য চাবতারন্তু শাম্ভবম্।
অর্চ্চয়িত্বা বিরূপাক্ষং রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥১৯
অস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ভারভূতৌ মহাত্মনঃ।
যত্র তত্র মৃতস্যাপি ধ্রুবং গাণেশ্বরী গতিঃ ॥২০
কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য হ্যর্চ্চয়িত্বা মহেশ্বরম্।
অশ্বমেধাদ্দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২১
দীপকানাং শতং তত্র ঘৃতপূর্ণন্তু দাপয়েৎ।
বিমানৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈর্ব্রজতে যত্র শঙ্করঃ ॥ ২২
বৃষভং যঃ প্রযচ্ছেৎ তু শঙ্খকুন্দেন্দুসপ্রভম্।

নর পিতৃলোকে সসম্মানে বাস করিতে পারে। তথা হইতে মানস তীর্থে যাইবে। উহা উত্তম তীর্থ। সেখানে স্নান করিয়া মানব রুদ্রলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়। রাজেন্দ্র! তার পর অনুত্তম কুণ্ডতীর্থে যাইবে। এই তীর্থ সর্ব্বপাপনাশক বলিয়া লোকত্রয়ে বিখ্যাত। সেখানে স্নান করিলে পশু পুত্র ধনাদি, এমন কি, হে নরাধিপ! মনুষ্য যাহা যাহা কামনা করে, তৎসমস্তই প্রাপ্ত হয়। ১—১০। রাজেন্দ্র! অনন্তর বিখ্যাত ত্রিদশ-জ্যোতি তীর্থে যাইবে। ঐ স্থানে সেই সুব্রত ঋষিকন্যাগণ "আমাদিগের সকলেরই অব্যয় প্রভু ঈশ্বর ভর্ত্তা হউন" এই কামনা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহাতে মহাদেব প্রীত হইয়া বিকৃতাকার বিকৃতানন দণ্ডী ব্রহ্মচারিরূপে সেই তীর্থে আসিয়া সেই কন্যাগণকে বরণ করেন। তিনি ঋষি-সন্নিধানে "কন্যা দান করুন" বলিয়া কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই হইতে ঐ তীর্থ ঋষিকন্যা নামে খ্যাত হইয়াছে। সেখানে স্নান করিলে

নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। রাজেন্দ্র! তথা হইতে স্বর্গবিন্দু তীর্থে যাইবে। সেখানে স্নান করিলে মানব দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। পরে অপ্সরেশ তীর্থে যাইয়া স্নান করিবে। তাহাতে মানব নাগলোকে থাকিয়া অপ্সরোগণসহ ক্রীড়ামোদে কালাতিপাত করিতে পারে। হে মহারাজ! তথা হইতে নরক-তীর্থে যাইবে। উহা উত্তম তীর্থ। সেখানে স্নানান্তে দেবার্চ্চনা করিলে নরক দর্শন হয় না। মানব ঐ স্থান হইতে ভারভূতি তীর্থে যাইবে। এখানে উপবাসী থাকিয়া স্নানান্তে শম্ভুর অবতার বিরূপাক্ষের অর্চ্চনা করিলে রুদ্রলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়। এই তীর্থের যে কোন স্থানে মরণ ঘটিলেও গণেশ্বরত্ব প্রাপ্তি হয়; ইহাতে সংশয় নাই। ১১—২০। কার্ত্তিক মাসে সেই মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ অপেক্ষা দশ গুণ অধিক ফললাভ হয়। মনীষিগণ এইরূপ বলেন। সেখানে ঘৃতপূর্ণ শত দীপ দান করিলে সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শঙ্করসান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়।

বৃষযুক্তেন যানেন রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৩
ধেনুমেকান্তু যো দদ্যাৎ তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ
পায়সং মধুসংযুক্তং ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ ॥ ২৪
যথাশক্ত্যা চ রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎততঃ
তস্য তীর্থপ্রভাবেণ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥
নর্ম্মদায়া জলং পীত্বা হ্যর্চ্চয়িত্বা বৃষধ্বজম্।
দুর্গতিঞ্চ ন পশ্যন্তি তস্য তীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ২৬
হংসযুক্তেন যানেন রুদ্রলোকং স গচ্ছতি।
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ হিমবাংশ্চ মহোদধিঃ ॥ ২৭
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতো যাবৎ তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে
অনাশকন্তু যঃ কুর্য্যাৎ তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ ॥
গর্ভবাসে তু রাজেন্দ্র ন পুনর্জায়তে পুমান্।
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র আষাঢ়ীতীর্থমুত্তমম্
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নিন্দ্রস্যার্দ্ধাসনং লভেৎ।
স্ত্রিয়াস্তীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
তত্রাপি স্নাতমাত্রস্য ধ্রুবং গাণেশ্বরী গতিঃ।

ঐরণ্ডী-নর্ম্মদয়োশ্চ সঙ্গমং লোকবিশ্রুতম্ ॥৩১
তচ্চ তীর্থং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
উপবাসপরো ভূত্বা নিত্যব্রতপরায়ণঃ ॥ ৩২
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র নর্ম্মদোদধিসঙ্গমম্ ॥৩৩
জামদগ্ন্যমিতি খ্যাতং সিদ্ধো যত্র জনার্দ্দনঃ।
যত্রেষ্ট্বা বহুভির্যজ্ঞৈরিন্দ্রো দেবাধিপোঽভবৎ ॥
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র নর্ম্মদোদধিসঙ্গমে।
ত্রিগুণঞ্চাশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৩৫
পশ্চিমস্যোদধেঃ সন্ধৌ স্বর্গদ্বারবিঘট্টনম্।
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধ-চারণাঃ ॥৩৬
আরাধয়ন্তি দেবেশং ত্রিসন্ধ্যং বিমলেশ্বরম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥
বিমলেশপরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
তত্রোপবাসং কৃত্বা যে পশ্যন্তি বিমলেশ্বরম্ ॥ ৩৮

যে ভক্ত সেখানে শঙ্খ-কুন্দ-চন্দ্রসম বৃষভ দান করে, সে বৃষযুক্ত যানারোহণে রুদ্রলোকে গমনে সমর্থ হয়। হে নরাধিপ! সেই তীর্থে যে জন একটী ধেনু দান করিয়া মধু-যুক্ত পায়স এবং যথাশক্তি অপরাপর ভক্ষ্য সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, সেই তীর্থ-প্রভাবে সে তৎসমস্ত কার্য্যের কোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই স্থানে নর্ম্মদার জল পান ও বৃষধ্বজের অর্চ্চনা করিলে মানব সেই তীর্থমাহাত্ম্যে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। সে হংস-সেবিত যানারোহণে রুদ্র-লোকে যায়। যাবৎকাল চন্দ্র, সূর্য্য, হিমালয়, সমুদ্র ও গঙ্গাদি সরিৎ সকল বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ কাল যাবৎ সে স্বর্গলোকে বাস করিতে পারে। নরাধিপ! সেই তীর্থে যদি কেহ অনশনব্রত অবলম্বন করে, তবে সে পুনরায় আর গর্ভবাস প্রাপ্ত হয় না। রাজেন্দ্র! সেখান হইতে উত্তম আষাঢ়ীতীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া ইন্দ্রের অর্দ্ধাসনভাগী হইয়া থাকে। পরে সর্ব্বপাপ-নাশক স্ত্রীতীর্থে যাইবে। সেখানে স্নান মাত্র করিলেই গণেশ্বরত্ব নিশ্চিত। ২১—৩০। ঐরণ্ডী ও নর্ম্মদার সঙ্গমস্থল লোকবিখ্যাত তীর্থ। উহা মহাপুণ্যপ্রদ; সর্ব্বপাপ-নাশক। রাজেন্দ্র! নিত্য ব্রতপরায়ণ মানব উপবাসী থাকিয়া সেখানে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। রাজেন্দ্র! সেখান হইতে নর্ম্মদা সহ উদধির যেখানে সঙ্গম ঘটিয়াছে, সেই জামদগ্ন্য তীর্থে যাইবে। ঐ স্থানে জনার্দ্দন সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ঐ স্থানেই বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্র, দেবগণের অধি-পতি হইয়াছেন। রাজন্! সেই নর্ম্মদোদধি-সঙ্গমে স্নান করিলে মানব অশ্বমেধের ত্রিগুণ অধিক ফললাভ করিতে পারে। পশ্চিম সাগ-রের সঙ্গমস্থলে স্বর্গদ্বারবিঘট্টন নামে তীর্থ আছে। সেখানে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ ও ঋষিগণ, ত্রিসন্ধ্যায় তত্রত্য বিমলেশ্বর সিদ্ধির আরাধনা করিয়া থাকে। রাজন্! সেই তীর্থে স্নান করিলে তাহার ফলে রুদ্রলোকে বাস করিতে সক্ষম হয়। বিমলেশ অপেক্ষা উত্তম তীর্থ হয় নাই, হইবেও না। সেখানে উপবাসী থাকিয়া যে নর বিমলেশ্বরকে দর্শন

সপ্তজন্মকৃতং পাপং হিত্বা যান্তি শিবালয়ম্।
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র কৌষিকীতীর্থমুত্তমম্
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নুপবাসপরায়ণঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং নিয়তো নিয়তাশনঃ ॥৪০
এতত্তীর্থপ্রভাবেণ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকন্তু যঃ পশ্যেৎ সাগরেশ্বরম্ ॥
যোজনাভ্যন্তরে তিষ্ঠন্নাবর্ত্তে সংস্থিতঃ শিবঃ।
তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বতীর্থানি দৃষ্টান্যেব ন সংশয়ঃ ॥৪২
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যত্র রুদ্রঃ স গচ্ছতি।
নর্ম্মদাসঙ্গমং যাবদ্‌যাবচ্চামরকণ্টকম্ ॥ ৪৩
অত্রান্তরে মহারাজ তীর্থকোট্যো দশ স্মৃতাঃ
তীর্থাৎ তীর্থান্তরং যত্র ঋষিকোটিনিষেবিতম্ ॥
সাগ্নিহোত্রৈস্তু বিদ্বদ্ভিঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানপরায়ণৈঃ।
সেবিতানেন রাজেন্দ্র ত্বীপ্সিতার্থপ্রদায়িকা ॥৪৫
যস্ত্বিদং বৈ পঠেন্নিত্যং শৃণুয়াদ্বাপি ভাবতঃ।
তস্য তীর্থানি সর্ব্বাণি হ্যভিষিঞ্চন্তি পাণ্ডব ॥ ৪৬
নর্ম্মদা চ সদা প্রীতা ভবেদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ।
প্রীতস্তস্য ভবেদ্রুদ্রো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ॥৪৭
বন্ধ্যা চৈব লভেৎ পুত্রান্ দুর্ভগা সুভগা ভবেৎ
কন্যা লভেত ভর্ত্তারং যশ্চ বাঞ্ছেৎ তু যৎ ফলম্
তদেব লভতে সর্ব্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৮
ব্রাহ্মণো বেদমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ
বৈশ্যস্তু লভতে লাভং শূদ্রঃ প্রাপ্নোতি সদ্গতিম্
মূর্খস্তু লভতে বিদ্যাং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
নরকঞ্চ ন পশ্যেৎ তু বিয়োগঞ্চ ন গচ্ছতি ॥ ৫০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে নর্ম্মদামাহাত্ম্যং নাম চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৪

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য স রাজেন্দ্র ওঙ্কারস্যাভিবর্ণনম্।
ততঃ পপ্রচ্ছ দেবেশং মৎস্যরূপং জলার্ণবে ॥১

মনুরুবাচ।

ঋষীণাং নাম-গোত্রাণি বংশাবতরণং তথা।

করে, সে সপ্তজন্মকৃত পাপ পরিহার করিয়া শিবালয় প্রাপ্ত হয়। রাজেন্দ্র! তার পর কৌষিকী তীর্থ নামে যে উত্তম তীর্থ আছে, সেখানে যাইয়া নর উপবাসী থাকিয়া স্নানান্তে নিয়তাচিত্তে নিয়তাশনে একরাত্র বাস করিলে ঐ তীর্থের মাহাত্ম্যে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে জন সাগরেশ্বরকে দর্শন করে, সে সর্ব্বতীর্থ-স্নানের ফল লাভ করে সাগরেশ্বরকে দর্শন করিলে সর্ব্বতীর্থ দর্শনের ফলপ্রাপ্তি হয়। সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিতে পারে। নর্ম্মদাসঙ্গমাবধি অমরকণ্টক তীর্থ পর্য্যন্ত দশকোটি তীর্থ আছে। কোটিসংখ্যক ঋষি সেখানে একতীর্থ হইতে তীর্থান্তরে নিরন্তর যাতায়াত করিয়া থাকেন। অগ্নিহোত্রপরায়ণ বিদ্বান্ ধ্যানসাধনপর ঋষিগণ এই সকল তীর্থ সেবা করিয়া থাকেন। রাজেন্দ্র! এই সমস্ত তীর্থ বাঞ্ছিতার্থদায়ক। হে পাণ্ডব! যে জন এই তীর্থমাহাত্ম্য সমগ্ররূপে পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বতীর্থ-স্নানের ফল প্রাপ্ত হয়। তাহার প্রতি নর্ম্মদা, রুদ্রদেব এবং মহামুনি মার্কণ্ডেয় সদা প্রীত হইয়া থাকেন। সংশয় নাই। বন্ধ্যা পুত্র লাভ করে, দুর্ভগা সুভগা হয়, কন্যা মনোমত পতি লাভ করে। ফলতঃ যে যাহা কামনা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে বিচার করা অনাবশ্যক। ইহা পাঠে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞান লাভ করে, ক্ষত্রিয় বিজয়ী হয়, বৈশ্য বাণিজ্যে সমধিক লাভ করিতে পারে এবং শূদ্র সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। যদি ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করে, তাহা হইলে মূর্খও বিদ্বান্ হয়। কদাপি তাহার ইষ্টবিয়োগ হয় না এবং সে নরক দর্শনও করে না।৩১—৫০।

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৯৪॥

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সেই রাজেন্দ্র মনু ওঙ্কারের এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া পুনরায় মৎস্যরূপী দেবেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! ঋষিগণের নাম, গোত্র, বংশ-

প্রবরাণাং তথা সাম্যমসাম্যং বিস্তরাদ্বদ ॥ ২
মহাদেবেন ঋষয়ঃ শপ্তাঃ স্বায়ম্ভুবান্তরে।
তেষাং বৈবস্বতে প্রাপ্তে সম্ভবং মম কীর্ত্তয় ॥২
দাক্ষায়ণীনাঞ্চ তথা প্রজাঃ কীর্ত্তয় মে প্রভো।
ঋষীণাঞ্চ তথা বংশং ভৃগুবংশবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৪
মৎস্য উবাচ।
মন্বন্তরেঽস্মিন্ সম্প্রাপ্তে পূর্ব্বং বৈবস্বতে তথা।
চরিত্রং কথ্যতে রাজন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৫
মহাদেবস্য শাপেন ত্যক্ত্বা দেহং স্বয়ং তথা।
ঋষয়শ্চ সমুদ্ভূতাশ্চ্যুতে শুক্রে মহাত্মনঃ ॥ ৬
দেবানাং মাতরো দৃষ্ট্বা দেবপত্ন্যস্তথৈব চ।
স্কন্নং শুক্রং মহারাজ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৭
তজ্জুহাব ততো ব্রহ্মা ততো জাতা হুতাশনাৎ
ততো জাতো মহাতেজা ভৃগুশ্চ তপসাং নিধিঃ
অঙ্গারেষ্বঙ্গিরা জাতো হ্যর্চ্চিভ্যোঽত্রিস্তথৈব চ
মরীচিভ্যো মরীচিস্ত ততো জাতো মহাতপাঃ
কেশস্তু কপিশো জাতঃ পুলস্ত্যশ্চ মহাতপাঃ।
কেশৈঃ প্রলম্বৈঃ পুলহস্ততো জাতো মহাতপাঃ
বসুমধ্যাৎ সমুৎপন্নো বসিষ্ঠস্তু তপোধনঃ।
ভৃগুঃ পুলোম্নস্তু সুতাং দিব্যাং ভার্য্যামবিন্দত
যস্যামস্য সুতা জাতা দেবা দ্বাদশ যাজ্ঞিকাঃ।
ভুবনো ভৌবনশ্চৈব সুজন্যঃ সুজনস্তথা ॥১২
ক্রতুর্বসুশ্চ মূর্দ্ধা চ ত্যাজ্যশ্চ বসুদশ্চ হ।
প্রভবশ্চাব্যয়শ্চৈব দক্ষোঽথ দ্বাদশস্তথা ॥ ১৩
ইত্যেতে ভৃগবো নাম দেবা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ
পৌলম্যাং জনয়ন্ বিপ্রান্ দেবানান্তু কনীয়সঃ
চ্যবনস্তু মহাভাগমাপ্নুবানং তথৈব চ।
আপ্নুবানাত্মজশ্চৌর্ব্বো জমদগ্নিস্তদাত্মজঃ ॥১৫
ঔর্ব্বো গোত্রকরস্তেষাং ভার্গবাণাং মহাত্মনাম্
তত্র গোত্রকরান্ বক্ষ্যে ভৃগোর্বৈ দীপ্ততেজসঃ
ভৃগুশ্চ চ্যবনশ্চৈব আপ্নুবানস্তথৈব চ।
ঔর্ব্বশ্চ জমদগ্নিশ্চ বাৎস্যো দণ্ডির্নড়ায়নঃ ॥১৭
বৈগায়নো বীতিহব্যঃ পৈলশ্চৈবাত্র শৌনকঃ।
শৌনকায়নজীবন্তি-কাদ্বোজাঃ পার্ষ্ণিস্তথা॥

বিবরণ ও প্রবরসমূহের সাম্য অসাম্য—ইত্যাদি বিষয় সকল এক্ষণে শুনিতে বাসনা করি। আপনি তৎসমস্ত বিস্তারক্রমে বলুন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ঋষিগণ মহাদেব কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা যে বৈবস্বত মন্বন্তরে সমুৎপন্ন হয়েন, তাঁহাদিগের সেই সম্ভববৃত্তান্ত আমাকে বলুন। প্রভো! আর দক্ষতনয়াদিগের সন্তান-বিবরণ, ঋষিদিগের বংশ, ভৃগুবংশ-বিস্তার,—ইত্যাদি বৃত্তান্তও আমার নিকট বর্ণন করুন। মৎস্য কহিলেন,—এই মন্বন্তরে এবং পূর্ব্বতন বৈবস্বত মন্বন্তরে পরমেষ্ঠী-ব্রহ্মার যাহা চরিত্র বিবরণ, আমি তৎসমস্তই বলিতেছি। সেই মহাত্মার শুক্রচ্যুতি ঘটিলে মহাদেবের শাপে ঋষিগণ দেহত্যাগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন। দেবমাতা ও দেবপত্নীগণ দর্শনে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার শুক্রক্ষরণ হয়; তিনি সেই শুক্র গোপন করেন। তাহাতে হুতাশন হইতে ঋষিদিগের জন্ম হয়। প্রথমে তপোনিধি ভৃগু সমুৎপন্ন হয়েন। অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা, অর্চ্চিঃ (শিখা) হইতে অত্রি, মরীচি (কিরণ) হইতে মহাতাপস মরীচি, কেশ-ভাগ হইতে কপিশকায় মহাতপাঃ পুলস্ত্য, কেশের লম্বিত ভাগ হইতে অতিতাপস পুলহ, আর অগ্নির বসু (সার) ভাগ হইতে বসিষ্ঠ মহর্ষি সমুৎপন্ন হয়েন। ১—১০। ভৃগু, পুলোমার দিব্যা কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন। তদীয় গর্ভে তাঁহার যাজ্ঞিক দ্বাদশ সন্তানোৎপত্তি হয়। ভুবন, ভৌবন, সুজন্য, সুজন, ক্রতু, বসু, মূর্দ্ধা, ত্যাজ্য, বসুদ, প্রভব, অব্যয় এবং দক্ষ;—এই দ্বাদশ দেবতা ভৃগুনন্দন। ভৃগু ইহার পর পৌলোমীতে দেবগণের কনিষ্ঠ বিপ্রদিগকে উৎপাদন করেন। ভৃগুর পুত্র চ্যবন ও আপ্নুবান্। আপ্নুবানের পুত্র ঔর্ব্ব; ঔর্ব্বের পুত্র জমদগ্নি। মহাত্মা ভার্গবদিগের ঔর্ব্বই গোত্র-প্রবর্ত্তক। ভৃগুবংশের গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের উল্লেখ করিতেছি। ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি, বাৎস্য, নড়ায়ন, বৈগায়ন, বীতিহব্য, পৈল, শৌনক,

বৈহীনরির্বিরূপাক্ষো রৌহিত্যায়নিরেব চ।
বৈশ্বানরিস্তথা নীলো লুব্ধঃ সাবর্ণিকশ্চ সঃ ॥১৯
বিষ্ণুঃ পৌরোঽপি বালাকিরৈলিকোঽনন্তভাগিন
মৃগ-মার্গেয়-মার্কণ্ড-জবিনো বীতিনস্তথা ॥ ২০
মুণ্ড-মাণ্ডব্য মাণ্ডুক-ফেনপাঃ স্তনিতস্তথা।
স্থলপিণ্ডঃ শিখাবর্ণঃ শর্করাক্ষিস্তথৈব চ॥ ২১
জালধিঃ সৌধিকঃ ক্ষুভ্যঃ কুৎসোঽন্যো
মৌদ্গলায়নঃ।
মাক্ষায়নো দেবপতিঃ পাণ্ডুরোচিঃ সগালবঃ॥ ২২
সাঙ্কৃত্যশ্চাতকিঃ সার্পির্যজ্ঞপিণ্ডায়নস্তথা।
গার্গ্যায়ণো গায়নশ্চ ঋষির্গার্হায়ণস্তথা॥ ২৩
গোষ্ঠায়নো বাত্স্যায়নো বৈশম্পায়ন এব চ।
বৈকর্ণিনিঃ শার্ঙ্গরবো যাজ্ঞেয়ির্ভ্রাষ্ট্রকায়ণিঃ॥২৪
লালাটির্নাকুলিশ্চৈব লৌক্ষিণ্যোপরিমণ্ডলৌ।
আলুকিঃ সৌচকিঃ কৌৎসস্তথান্যঃ পৈঙ্গলায়নিঃ
সাত্যায়নির্মালায়নিঃ কৌটিলিঃ কৌচহস্তিকঃ।
সৌহসোক্তিঃ সকৌবাক্ষিঃ কৌসিশ্চান্দ্রমসিস্তথা
নৈকজিহ্বো জিহ্বকশ্চ ব্যাধাজ্যো লোহবৈরিণঃ
শারদ্বতিক-নেতিষ্যৌ লোলাক্ষিশ্চলকুণ্ডলঃ॥২
বাগায়নিশ্চানুমতিঃ পূর্ণিমাগতিকোঽসকৃৎ।
সামান্যেন যথা তেষাং পঞ্চৈতে প্রবরা মতাঃ॥
ভৃগুশ্চ চ্যবনশ্চৈব আপ্লুবানস্তথৈব চ।
ঔর্বশ্চ জমদগ্নিশ্চ পঞ্চৈতে প্রবরা মতাঃ॥ ২৯
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি শৃণু ত্বন্যান্ ভৃগূদ্বহান্।
জমদগ্নির্বিদশ্চৈব পৌলস্ত্যো বৈজভৃৎ তথা।
ঋষিশ্চোভয়জাতশ্চ কায়নিঃ শাকটায়নঃ।
ঔর্বেয়া মারুতাশ্চৈব সর্বেষাং প্রবরাঃ শুভাঃ
ভৃগুশ্চ চ্যবনশ্চৈব আপ্লুবানস্তথৈব চ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩২
ভৃগুদাসো মার্গপথো গ্রাম্যায়ণি-কটায়নৌ।
আ…স্তম্বিস্তথা বিল্বির্নৈকশিঃ কপিরেব চ॥ ৩৩
আর্ষ্টিষেণো গার্দভিশ্চ কার্দ্দমায়নিরেব চ।
আশ্বায়নিস্তথারূপিঃ পঞ্চার্ষেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥৩৪
ভৃগুশ্চ চ্যবনশ্চৈব আপ্লুবানস্তথৈব চ।
আর্ষ্টিষেণস্তথারূপিঃ প্রবরাঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ॥ ৩৫
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
যস্কো বা বীতিহব্যো বা মথিতস্ত তথা দমঃ॥

শৌনকায়ন, জীবন্তি, কাম্বোজ, পার্ব্বণি, বৈহীনরি, বিরূপাক্ষ, রৌহিত্যায়নি, বৈশ্বানরি, নীল, লুব্ধ, সাবর্ণিক, বিষ্ণু, পৌর, বালাকি, ঐলিক, অনন্তভাগিন, মৃগ, মার্গেয়, মার্কণ্ড, জবিন, বীতিন, মুণ্ড, মাণ্ডব্য, মাণ্ডুক, ফেনপ, স্তনিত, স্থলপিণ্ড, শিখাবর্ণ, শার্করাক্ষি, জালধি, সৌধিক, ক্ষুভ্য, কুৎস, মৌদ্গলায়ন, মাক্ষায়ন, দেবপতি, পাণ্ডুরোচি, গালব, সাঙ্কৃত্য, চাতকি, সর্পি, যজ্ঞপিণ্ডায়ন, গার্গ্যায়ণ, গায়ন, গার্হায়ণ, গোষ্ঠায়ন, বাৎস্যায়ন, বৈশম্পায়ন, বৈকর্ণিনি, শার্ঙ্গরব, যাজ্ঞেয়ি, ভ্রাষ্ট্রকায়ণি, লোলাটি নাকুলি, লৌক্ষিণ্য উপরিমণ্ডল, আলুকি, সৌচাকি, কৌৎস, পৈঙ্গলায়নি, সত্যায়নি, মালায়নি, কৌটিলি, কৌচহস্তিক, সৌহসোক্তি, কৌচাক্ষি, কৌসি, চান্দ্রমসি, নৈকজিহ্ব, ব্যাধাজ্য, লোহবৈরিণ, শরদ্বৈতিক, [illegible]নতিষ্য, লোলাক্ষি, চলকুণ্ডল, বাগায়নি, অনুমতি, পূর্ণিমাগতিক এবং অসকৃৎ। এই সকল গোত্রের সাধারণতঃ পাঁচটী প্রবর আছে। যথা,—ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান, ঔর্ব্ব, ও জমদগ্নি।১১—২৯। অতঃপর অপরাপর ভৃগুপ্রধানগণের বিবরণ বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। জমদগ্নি, বিদ, পৌলস্ত্য, বৈজভৃৎ, উভয়জাত, কায়নি, শাকটায়ন, এই সকল ঋষি বংশের ঔর্ব্বেয় ও মারুত এই দ্বিবিধ শুভ প্রবর। ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান, এই তিনি ঋষি গোত্রে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ ভৃগুদাস, মার্গপথ, গ্রাম্যায়ণি, কটায়ন, আপস্তম্বি, বিল্বি, নৈকশি ও কপি, এ সকল ঋষিও পরস্পর অবিবাহ্য। আর্ষ্টিষেণ, গার্দ্দভি, কার্দ্দমায়নি, আশ্বায়নি ও অরূপি, এই পঞ্চ আর্ষেয় কীর্ত্তিত হয়। ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান, আর্ষ্টিষেণ, ও অরূপি, এই পাঁচটী ইহাঁদিগের প্রবর। এই সকল ঋষিবংশ পরস্পর বিবাহ যোগ্য নহে। যস্ক, বীতিহব্য, মথিত,

জৈবন্ত্যায়নির্মৌঞ্জশ্চ পিলিশ্চৈব চলিস্তথা।
ভাগিলো ভাগবিত্তিশ্চ কৌশাপিস্ত্বথ কাশ্যপিঃ
বালপিঃ শ্রমদাগেপিঃ সৌরস্তিথিস্তথৈব চ।
গার্গীয়স্ত্বথ জাবালিস্তথা পৌষ্ণ্যায়নো হ্যৃষিঃ॥
গ্রামদশ্চ তথৈতেষাং ত্র্যার্ষেয়াঃ প্রবরা মতাঃ
ভৃগুশ্চ বীতিহব্যশ্চ তথা রৈবসবৈবসৌ॥৩৯
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শালায়নিঃ শাকটাক্ষো মৈত্রেয়ঃ খাণ্ডবস্তথা॥৪০
দ্রৌণায়নো রৌক্সায়ণাপিশলী চাপি কায়নিঃ।
হংসজিহ্বস্তথৈতেষাং ত্র্যার্ষেয়াঃ প্রবরা মতাঃ
ভৃগুশ্চৈবাথ বধ্র্যশ্বো দিবোদাসস্তথৈব চ।
পরস্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥৪২
একায়নো যাজ্ঞপতির্মৎস্যগন্ধস্তথৈব চ।
প্রত্যহশ্চ তথা সৌরিশ্চৌক্ষির্বৈ কার্দ্দমায়নিঃ॥
তথা গৃৎসমদো রাজন্ সনকশ্চ মহানৃষিঃ।
প্রবরাস্তু তথোক্তানামার্ষেয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
ভৃগুর্গৃৎসমদশ্চৈব আর্ষাবেতৌ প্রকীর্ত্তিতৌ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ইত্যেতে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥৪৫
এতে তবোক্তা ভৃগুবংশজাতা
মহানুভাবা নৃপগোত্রকারাঃ।
এষাং তু নাম্না পরিকীর্ত্তিতেন
পাপং সমগ্রং বিজহাতি জন্তুঃ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমাৎস্যেমহাপুরাণেভৃগুবংশপ্রবরকীর্ত্তনং নাম পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯৫

ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

মরীচিতনয়া রাজন্ সুরূপা নাম বিশ্রুতা।
ভার্য্যা চাঙ্গিরসো দেবাস্তস্যাঃ পুত্রা দশ স্মৃতাঃ
আত্মায়ুর্দমনো দক্ষঃ সদঃ প্রাণস্তথৈব চ।
হবিষ্মাংশ্চ গবিষ্ঠশ্চ ঋতঃ সত্যশ্চ তে দশ॥ ২
এতে চাঙ্গিরসো নাম দেবা বৈ সোমপায়িনঃ।
সুরূপা জনয়ামাস ঋষীন্ সর্ব্বেশ্বরানিমান্॥ ৩
বৃহস্পতিং গৌতমঞ্চ সংবর্ত্তমৃষিমুত্তমম্।
উতথ্যং বামদেবঞ্চ অজস্যমৃষিজং তথা॥ ৪
ইত্যেতে ঋষয়ঃ সর্ব্বে গোত্রকারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ

দম, জৈবন্ত্যায়নি, মৌঞ্জ, পিলি, চলি, ভাগিল, ভাগবিত্তি, কৌশাপি, কাশ্যপি, বালপি, শ্রমদাগেপি, সৌর, তিথি, গার্গীয়, জাবালি, পৌষ্ণ্যায়নি, ও গ্রামদ, ইহাদিগের আর্ষেয় প্রবর যথা,—ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস। এ সকল ঋষিবংশও পরস্পর অবিবাহ্য। শালায়নি, শাকটাক্ষ, মৈত্রেয়, খাণ্ডব, দ্রোণায়ন রৌক্সায়ণ, আপিশলি, কায়নি, ও হংসজিহ্ব; ইহাদিগের ত্রিবিধ আর্ষেয় প্রবর বলিতেছি। ভৃগু, বধ্র্যশ্ব ও দিবোদাস। এই সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। একায়ন, যাজ্ঞপতি, মৎস্যগন্ধ, প্রত্যহ, সৌরি, চৌক্ষি, কার্দ্দমায়নি, গৃৎসমদ ও মহাঋষি সনক,—এই সমস্ত আর্ষেয় প্রবরে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। ভৃগু ও গৃৎসমদ—এই দুইটী আর্ষগোত্র। এই সকল গোত্রে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। হে নৃপ! এই আপনার নিকট ভৃগুবংশের বিবরণ বর্ণন করিলাম। এই সকল মহানুভাব ঋষিগণ গোত্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রাণিগণ ইঁহাদিগের নাম কীর্ত্তনেও সমগ্র পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৩১—৪৬।

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৫।

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—রাজন্! মরীচির সুরূপা নাম্নী কন্যা অঙ্গিরার পত্নী। তিনি দশ আঙ্গিরস দেবগণ প্রসব করেন। যথা,—আত্মা, আয়ু, দমন, দক্ষ, সদ, প্রাণ, হবিষ্মান্, গবিষ্ঠ, ঋত ও সত্য। আঙ্গিরস নামক এই দেবগণ সোমপায়ী। সুরূপা এই সর্ব্বেশ্বর ঋষিদিগকে উৎপাদন করেন। যথা,—বৃহস্পতি, গৌতম, সংবর্ত্ত, উতথ্য, বামদেব, অজস্য ও ঋষিজ। এই সকল ঋষি—গোত্রপ্রবর্ত্তক। ইঁহাদিগের বংশে অপর যে সকল

তেষাং গোত্রসমুৎপন্নান্ গোত্রকারান্ নিবোধমে
উতথ্যো গৌতমশ্চৈব তৌলেয়োঽভিজিতস্তথা
সার্দ্ধনেমিঃ সলৌগাক্ষিঃ ক্ষীরঃ কৌষ্টিকিরেব চ
রাহুকর্ণিঃ সৌপুরিশ্চ কৈরাতিঃ সামলোমকিঃ।
ঔষজিতির্ভার্গবতো হ্যৃষিশ্চৈরীড়বস্তথা। ৭
কারোটকঃ সজীবী চ উপবিন্দু-সুরৈষিণৌ।
বাহিনীপতিবৈশালী ক্রোষ্টা চৈবারুণায়নিঃ।৮
সোমোঽত্রায়নিকাসোরু কৌশল্যাঃ পার্থিবস্তথা
রৌহিণ্যায়নিরেবাগ্নী মূলপঃ পাণ্ডুরেব চ।
ক্ষপাবিশ্বকরোঽরিশ্চ পারিকারারিরেব চ।
ত্র্যার্ষেয়াঃ প্রবরাশ্চৈব তেষাঞ্চ প্রবরান্ শৃণু।
অঙ্গিরাঃ সুবচোতথ্য উশিজশ্চ মহানৃষিঃ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ। ১১
আত্রেয়ায়ণি-সৌবেষ্ট্যাবগ্নিবেশ্যঃ শিলাস্থলিঃ।
বালিশায়নিশ্চৈকেপী বারাহির্বাস্কলিস্তথা। ১২
সৌটিশ্চ তৃণকর্ণিঞ্চ প্রাবহিশ্চাশ্বলায়নিঃ।
বারাহীর্বর্হিসাদী চ শিখাগ্রীবিস্তথৈব চ। ১৩
কারকিশ্চ মহাকাপিস্তথা চোড়ুপতিঃ প্রভুঃ।
কৌচকির্ধমিতশ্চৈব পুষ্পান্বেষিস্তথৈব চ। ১৪
সোমতন্বির্ব্রহ্মতন্বিঃ সালড়ির্বালড়িস্তথা।
দেবরারির্দেবস্থানির্হারিকর্ণিঃ সরিদ্ভবিঃ। ১৫
প্রাবেপিঃ সাদ্যসুগ্রীবিস্তথা গোমেদগন্ধিকঃ।
মৎস্যাচ্ছাদ্যো মূলাহরঃ ফলাহারস্তথৈব চ। ১৬
গাঙ্গোদধিঃ কৌরুপতিঃ কৌরুক্ষেত্রিস্তথৈব চ।
নায়কির্জৈত্যদ্রোণিশ্চ জৈহ্বলায়নিরেব চ। ১৭
আপস্তম্বির্মৌঞ্জবৃষ্টির্মার্ষ্টিপিঙ্গলিরেব চ।
পৈলশ্চৈব মহাতেজাঃ শালঙ্কায়নিরেব চ। ১৮
দ্ব্যাখ্যেয়ো মারুতশ্চৈষাং ত্র্যার্ষেয়ঃ প্রবরো নৃপ
অঙ্গিরাঃ প্রথমস্তেষাং দ্বিতীয়শ্চ বৃহস্পতিঃ। ১৯
তৃতীয়শ্চ ভরদ্বাজঃ প্রবরাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ইত্যেতে পরিকীৰ্ত্তিতাঃ। ২০
কাণ্বায়নাঃ কোপচয়াস্তথা বাৎস্যতরায়ণাঃ।
ভ্রাষ্ট্রকৃদ্রাষ্ট্রপিণ্ডী চ লন্দ্রাণিঃ সায়কায়নিঃ। ২১
ক্রোষ্টাক্ষী বহুবীতী চ তালকৃন্মধুরাবহঃ।
লাবকৃদ্গালবিদ্গাথী মার্কটিঃ পৌলিকায়নিঃ। ২২
স্কন্দসশ্চ তথা চক্রী গার্গ্যঃ শ্যামায়নিস্তথা।
বালাকিঃ সাহরিশ্চৈব পঞ্চার্ষেয়াঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।
অঙ্গিরাশ্চ মহাতেজা দেবাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ।

গোত্রকার জন্মিয়াছেন, শ্রবণ কর। উতথ্য, গৌতম, তৌলেয়, অভিজিত, অর্দ্ধনেমি, লৌগাক্ষি, ক্ষীর, কৌষ্টিকি, রাহুকর্ণি, সৌপুরী, কৈরাতি, সামলোমকি, ঔর্ষজিতি, ঐরীড়ব, কারোটক, জীবী, উপবিন্দু, সুরৈষী, বাহিনীপতি, বৈশাখ, ক্রোষ্টা, আরুণায়নি, সোম, অত্রায়ণি, কাসোরু, কৌশল্য, পার্থিব, রৌহিণ্যায়নি, একাগ্নি, মূলপ, পাণ্ডু, ক্ষপাবিশ্বকর, অরি, ও পারিকারারি। ইহাদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটী; যথা,—অঙ্গিরা, সুবচ, উতথ্য, ও মহাঋষি উশিজ। ইহাদিগের বংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। ১—১১। আত্রেয়ায়ণি, সৌবেষ্ট্য, অগ্নিবেশ্য, শিলাস্থলি, বালিশায়নি, একপী, বারাহি, বাস্কলি, সৌটি, তৃণকর্ণি, প্রাবহি, আশ্বলায়নি, বরাহি, বর্হিসাদী, শিখাগ্রীবি, কারকি, মহাকাপি, উড়ুপতি প্রভু, কৌচকি, ধমিত, পুষ্পান্বেষি, সোমতন্বি, সালড়ি, বালড়ি, দেবরারি, দেবস্থানি, হারিকর্ণি, সরিদ্ভবি, প্রাবেপি, সাদ্যসুগ্রীবি, গোমেদ, গন্ধিক, মৎস্যাচ্ছাদ্য, মূলাহর, ফলাহার, গাঙ্গোদধি, কৌরুপতি, কৌরুক্ষেত্রি, নায়কি, জৈত্যদ্রোণি, জৈহ্বলায়নি, আপস্তম্বি, মার্ষ্টিপিঙ্গলি, মহাতেজা পৈল, শালঙ্কায়নি, দ্ব্যাখ্যেয় এবং মারুত,—এই সমস্ত ঋষিবংশের আর্ষেয় প্রবরত্রয় যথা,—প্রথম অঙ্গিরা, দ্বিতীয় বৃহস্পতি, এবং তৃতীয় ভরদ্বাজ। এই সকল বংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। ১২—২০। কাণ্বায়ন, কোপচয়, বাৎস্যতরায়ণ, ভ্রাষ্ট্রকৃৎ, রাষ্ট্রপিণ্ডী, লন্দ্রাণি, সায়কায়নি, ক্রোষ্টাক্ষি, বহুবীতি, তালকৃৎ, মধুরাবহ, লাবকৃৎ, গালবিদ্, গাথী, মার্কটি, পৌলকায়নি, স্কন্দস, চক্রী, গার্গ্য, শ্যামায়নি, বালাকি, ও সাহরি। এই সকল ঋষিবংশের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটী; যথা,—মহাতেজা অঙ্গিরা, দেবাচার্য্য বৃহস্পতি,

ভরদ্বাজস্তথা গর্গঃ সৈত্যশ্চ ভগবানৃষিঃ॥ ২৪
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কপীতরঃ স্বস্তিতরো দাক্ষিঃ শক্তিঃ পতঞ্জলিঃ॥
ভূয়সির্জলসন্ধিশ্চ বিন্দুর্মাদিঃ কুশীদকিঃ।
উর্বিস্ত রাজকেশী চ বৌষড়িঃ শংসপিস্তথা॥২৬
শালিশ্চ কলশীকণ্ঠ ঋষিঃ কারীরয়স্তথা।
কাট্যো ধান্যায়নিশ্চৈব ভাবাস্যায়নিরেব চ॥২৭
ভারদ্বাজিঃ সৌবুধিশ্চ লঘ্বী দেবমতিস্তথা।
ত্র্যার্ষেয়োঽভিমতশ্চৈষাং প্রবরো ভূমিপোত্তম
অঙ্গিরা দমবাহুশ্চ তথা চৈবাপ্যুরুক্ষয়ঃ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ২৯
পরস্পরায়ণ্যপর্ণী লৌক্ষির্গাগ্যহরিস্তথা।
গালবিশ্চৈব ত্র্যার্ষেয়ঃ সর্ব্বেষাং প্রবরো মতঃ॥
অঙ্গিরাঃ সঙ্কৃতিশ্চৈব গৌরবীতিস্তথৈব চ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩১
কাত্যায়নো হরিতকঃ কৌৎসঃ পিঙ্গস্তথৈব চ।
হস্তিদাসো বাৎস্যায়নির্মাদ্রির্মৌলিঃ কুবেরণিঃ॥
ভীমবেগঃ শাশ্বদর্ভিঃ সর্ব্বে ত্রিপ্রবরাঃ স্মৃতাঃ।
অঙ্গিরা বৃহদশ্বশ্চ জীবনাশ্বস্তথৈব চ॥ ৩৩
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বৃহদুক্থো বামদেবস্তথা ত্রিপ্রবরা মতাঃ॥ ৩৪
অঙ্গিরা বৃহদুক্থশ্চ বামদেবস্তথৈব চ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ইত্যেতে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥৩৫
কুৎসগোত্রোদ্ভবশ্চৈব তথা ত্রিপ্রবরা মতাঃ।
অঙ্গিরাশ্চ সদস্যুশ্চ পুরুকুৎসস্তথৈব চ।
কুৎসাঃ কুৎসৈরবৈবাহ্যা এবমাহুঃ পুরাতনাঃ॥
রথীতরাণাং প্রবরাস্ত্র্যার্ষেয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অঙ্গিরাশ্চ বিরূপশ্চ তথৈব চ রথীতরঃ।
রথীতরা হ্যবৈবাহ্যা নিত্যমেব রথীতরৈঃ॥৩৭
বিষ্ণুসিদ্ধিঃ শিবমতির্জতৃণঃ কর্ত্তৃণস্তথা।
পুত্রবশ্চ মহাতেজাস্তথা বৈরপরায়ণঃ॥ ৩৮
ত্র্যার্ষেয়োঽভিমতস্তেষাং সর্ব্বেষাং প্রবরো নৃপ
অঙ্গিরাশ্চ বিরূপশ্চ বৃষপর্ব্বস্তথৈব চ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥৩৯
সাত্যমুগ্রির্মহাতেজা হিরণ্যস্তম্বি-মুদ্গলৌ।
ত্র্যার্ষেয়ো হি মতস্তেষাং সর্ব্বেষাং প্রবরো নৃপ

ভরদ্বাজ, গর্গ ও ভগবান্ সৈত্য ঋষি। এই সকল ঋষিবংশ পরস্পর বিবাহযোগ্য নহে। কপীতর, স্বস্তিতর, দাক্ষি, শক্তি, পতঞ্জলি, ভূয়সি, জলসন্ধি, বিন্দু, মাদি, কুশীদক, উর্ব্ব, রাজকেশী, বৌষড়ি, শংসপি, শালি, কলশীকণ্ঠ, কারীরয়, কাঠ্য, ধান্যায়নি, ভাবাস্যায়নি, ভারদ্বাজি, সৌবুধি, লঘ্বী, ও দেবমতি। হে ভূমিপোত্তম! ইঁহাদিগের আর্ষের প্রবরত্রয় যথা,—অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয়। এই সকল বংশেও পরস্পর বিবাহ হইতে পারে না। পরস্পরায়ণি, অপর্ণি, লৌক্ষি, গার্গ্যহরি ও গালবি, এ সকল ঋষিবংশেও আর্ষেয় প্রবর তিনটী; যথা,—অঙ্গিরা, সঙ্কৃতি ও গৌরবীতি। এই সকল গোত্রেও পরস্পর বিবাহ বিধান দৃষ্ট হয় না। ২১—৩১। কাত্যায়ন, হরিতক, কৌৎস, পিঙ্গ, হস্তিদাস, বাৎস্যায়নি, মাদ্রি, মৌলি, কুবেরণি, ভীমবেগ ও শাশ্বদর্ভি—এ সকল ঋষিবংশে তিনটী করিয়া প্রবর; যথা—অঙ্গিরা, বৃহদশ্ব ও জীবনাশ্ব। এই সকল ঋষিবংশও পরস্পর বিবাহযোগ্য নহে। বৃহদুক্থ ও বামদেব, এই দুই ঋষিবংশও প্রবরত্রয়-যুক্ত। সেই প্রবরত্রয় যথা—অঙ্গিরা, বৃহদুক্থ ও বামদেব। এই সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ বিহিত নহে। কুৎসগোত্রজ দ্বিজগণও প্রবরত্রয়যুক্ত। প্রবরত্রয় যথা,—অঙ্গিরা, সদস্যু ও পুরুকুৎস। এই কুৎস-গোত্রীয়গণের কুৎসবংশে বিবাহ হইতে পারে না। পুরাতনগণ এইরূপ বলেন। রথীতরদিগেরও তিনটী আর্ষেয় প্রবর; যথা,—অঙ্গিরা, বিরূপ ও রথীতর। রথীতরদিগের রথীতরবংশে বিবাহ বিধান নাই। বিষ্ণুসিদ্ধি, শিবমতি, জতৃণ, কর্ত্তৃণ, মহাতেজা, পুত্রব, বৈরপরায়ণ;—এ সকল ঋষিদিগেরও আর্ষেয় প্রবর তিনটী; যথা,—অঙ্গিরা, বিরূপ ও বৃষপর্ব্ব। এই সকল ঋষিবংশও পরস্পর বিবাহযোগ্য নহে। মহাতেজা সাত্যমুগ্রি, হিরণ্যস্তম্বি, মুদ্গল; এ সকল ঋষিবংশেও

অঙ্গিরা মৎস্যদগ্ধশ্চ মুদ্গালশ্চ মহাতপাঃ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৪১
হংসজিহ্বো দেবজিহ্বো হ্যগ্নিজিহ্বো বিরাড়পঃ
অপাগ্নেয়স্ত্বশ্বয়ুশ্চ পরণ্যস্তা বিমৌদ্গলাঃ॥ ৪২
ত্র্যার্ষেয়াভিমতাস্তেষাং সর্ব্বেষাং প্রবরাঃ শুভাঃ
অঙ্গিরাশ্চৈব তাণ্ডিশ্চ মৌদ্গল্যশ্চ মহাতপাঃ॥
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অপাণ্ডুশ্চ গুরুশ্চৈব তৃতীয়ঃ শাকটায়নঃ।
ততঃ প্রাগাথমা নারী মার্কণ্ডো মরণঃ শিবঃ॥
কটুর্মর্কটপশ্চৈব তথা নারায়ণো হ্যৃষিঃ
শ্যামায়নস্তথৈবৈষাং ত্র্যার্ষেয়াঃ প্রবরাঃ শুভাঃ
অঙ্গিরাশ্চাজমীঢ়শ্চ কট্যশ্চৈব মহাতপাঃ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৪৬
তিত্তিরিঃ কপিভূশ্চৈব গার্গ্যশ্চৈব মহানৃষিঃ।
ত্র্যার্ষেয়ো হি মতস্তেষাং সর্ব্বেষাং প্রবরঃ শুভঃ
অঙ্গিরাস্তিত্তিরিশ্চৈব কপিভূশ্চ মহানৃষিঃ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৪৮
অথ ঋক্ষ-ভরদ্বাজৌ ঋষিবান্ মানবস্তথা।
ঋষির্মৈত্রবরশ্চৈব পঞ্চার্ষেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥৪৯
অঙ্গিরাঃ সভরদ্বাজস্তথৈব চ বৃহস্পতিঃ।
ঋষির্মিত্রবরশ্চৈব ঋষিবান্ মানবস্তথা।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৫০
ভারদ্বাজো হুতঃ শৌঙ্গঃ শৈশিরেয়স্তথৈব চ।
ইত্যেতে কথিতাঃ সর্ব্বে দ্ব্যামুষ্যায়ণগোত্রজাঃ
পঞ্চার্ষেয়াস্তথা হ্যেষাং প্রবরাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অঙ্গিরাশ্চ ভরদ্বাজস্তথৈব চ বৃহস্পতিঃ॥ ৫২
মৌদ্গল্যঃ শৈশিরশ্চৈব প্রবরাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতা॥ ৫৩

এতে তবোক্তাঙ্গিরসস্য বংশে
মহানুভাবা ঋষিগোত্রকারাঃ।
যেষান্তু নাম্না পরিকীর্ত্তিতেন
পাপং সমগ্রং পুরুষো জহাতি॥ ৫৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রবরানুকীর্ত্তনে-হঙ্গিরোবংশকীর্ত্তনং নাম ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯৬॥

আর্ষেয় প্রবর তিনটী; যথা—আঙ্গিরা, মৎস্যদগ্ধ, মহাতপা মুদ্গাল। এ সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। ৩২—৪১। হংসজিহ্ব, দেবজিহ্ব, অগ্নিজিহ্ব, বিড়াড়প, অপাগ্নেয়, অশ্বয়ু, পরন্তস্তা, বিমৌদ্গল; এ সকল ঋষিবংশেও আর্ষেয় প্রবরত্রয় যথা,—অঙ্গিরা, তাণ্ডি ও মহাতপা মৌদ্গল্য। এই সকল বংশেও পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। অপাণ্ডু, গুরু, শাকটায়ন, প্রাগাথমা নারী, মার্কণ্ড, মরণ, শিব, কটু, মর্কটপ, নাড়ায়ন, শ্যামায়ন। এ সকল ঋষিবংশও ত্রিবিধ আর্ষেয় প্রবর বিশিষ্ট। প্রবর যথা,—অঙ্গিরা, আজমীঢ়, ও মহাতপা কঠ্য; এ সকল ঋষিবংশও পরস্পর বিবাহযোগ্য নহে। তিত্তিরি, কপিভূ, মহাঋষি-গার্গ্য—ইহাদিগের বংশও আর্ষেয় প্রবরত্রয়যুক্ত। অঙ্গিরা, তিত্তিরি, ও কপিভূ; এই তিনটী প্রবর। এই সমস্ত বংশেও পরস্পর বিবাহ-বিধান নাই। ঋক্ষ, ভরদ্বাজ, ঋষিবান্, মানব ও মৈত্রীবর, এই পঞ্চ আর্ষেয় গোত্র। অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বৃহস্পতি, মিত্রবর, ঋষিবান্ ও মানব;—এসমস্ত ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ অবিহিত। ৪২—৫০। ভরদ্বাজ, হুত, শৌঙ্গ, ও শৈশিরেয়; ইহাঁরা সকলে দ্ব্যমুষ্যায়ণ-গোত্রজ। ইহাঁদিগেরও আর্ষেয় প্রবর পাঁচটী যথা,—অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বৃহস্পতি, মৌদ্গল্য ও শৈশির। এই সকল ঋষিগোত্রে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। রাজন্! আমি এই আপনার নিকট আঙ্গিরসবংশীয় মহানুভাব গোত্রপ্রবর্ত্তক মহর্ষিগণের বিবরণ বর্ণন করিলাম। ইহাঁদিগের নামানুকীর্ত্তনে পুরুষ সমস্ত পাপ পরিহার করিতে সমর্থ হয়। ৫১—৫৪।

ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৬।

সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

অত্রিবংশসমুৎপন্নান্ গোত্রকারান্ নিবোধ মে।
কর্দ্দমায়নশাখেয়াস্তথা শারায়ণাশ্চ যে॥ ১
উদ্দালকিঃ শোণকর্ণিরথৌ শৌক্রতবশ্চ যে।
গৌরগ্রীবা গৌরজিনস্তথা চৈত্রায়ণাশ্চ যে॥ ২
অর্দ্ধপণ্যা বামরথ্যা গোপনাস্তকিবিন্দবঃ।
কর্ণজিহ্বো হরপ্রীতির্লৈদ্রাণিঃ শাকলায়নিঃ॥ ৩
তৈলপশ্চ সবৈলেয়ো অত্রির্গোণীপতিস্তথা।
জলদো ভগপাদশ্চ সৌপুষ্পিশ্চ মহাতপাঃ॥৪
ছন্দোগেয়স্তথৈতেষাং ত্র্যার্ষেয়াঃ প্রবরা মতাঃ
শ্যাবাশ্বশ্চ তথাত্রিশ্চ আর্চ্চনানশ এব চ॥ ৫
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
দাক্ষির্বলিঃ পর্ণবিশ্চ ঊর্ণনাভিঃ শিলার্দ্দনিঃ॥ ৬
বীজবাপী শিরীষশ্চ মৌঞ্জকেশো গবিষ্ঠিরঃ।
ভলন্দনস্তথৈতেষাং ত্র্যার্ষেয়াঃ প্রবরা মতাঃ॥ ৭
অত্রির্গবিষ্ঠিরশ্চৈব তথা পূর্ব্বাতিথিঃ স্মৃতঃ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৮
আত্রেয়পুত্রিকাপুত্রানত ঊর্দ্ধং নিবোধ মে।
কালেয়াশ্চ সবালেয়া বামরথ্যাস্তথৈব চ॥ ৯
ধাত্রেয়াশ্চৈব মৈত্রেয়াস্ত্র্যার্ষেয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অত্রিশ্চ বামরথ্যশ্চ পৌত্রিশ্চৈব মহানৃষিঃ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ১০
ইত্যত্রিবংশপ্রভবাস্তবোক্তা
মহানুভাবা নৃপ গোত্রকারাঃ।
যেষান্তু নাম্না পরিকীর্ত্তিতেন
পাপং সমগ্রং পুরুষো জহাতি॥ ১১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রবরানুকীর্ত্তনে-হত্রিবংশানুকীর্ত্তনং নাম সপ্তনবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯৭॥

অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ

অত্রেরেবাপরং বংশং তব বক্ষ্যামি পার্থিব।
অত্রেঃ সোমঃ সুতঃ শ্রীমাংস্তস্য বংশোদ্ভবো নৃপ

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

মৎস্য-কহিলেন,—এক্ষণে অত্রিবংশজ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের বিবরণ আমার নিকট শ্রবণ করুন। অত্রিগোত্র প্রধানতঃ কর্দ্দমায়ন ও শারায়ণ,—এই দুই শাখায় বিভক্ত। উদ্দালকি, শোণকর্ণি, রথ, শৌক্রতব, গৌরগ্রীব, গৌরজিন, চৈত্রায়ণ, অর্দ্ধপণ্য, বামরথ্য, গোপন, তকিবিন্দু, কর্ণজিহ্ব, হরপ্রীতি, লৈদ্রাণি, শাকায়নি, তৈলপ, বৈলেয়, অত্রি, গোণীপতি, জলদ, ভগপাদ, সৌপুষ্প, এবং ছন্দোগেয়; এই সকল মহর্ষিবংশে আর্ষেয় প্রবর তিনটি; যথা—শ্যাবাশ্ব, অত্রি ও অর্চ্চনানশ। এই সকল ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। দাক্ষি, বলি, পর্ণবি, ঊর্ণনাভ, শিলার্দ্দনি, বীজবাপী, শিরীষ, মৌঞ্জকেশ, গবিষ্ঠির, ও ভলন্দন;—এই সকল ঋষিবংশেও আর্ষেয় প্রবর তিনটি; যথা,—অত্রি, গবিষ্ঠির, ও পূর্ব্বাতিথি। এ সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। ১-৮। অতঃপর আত্রেয় তনয়দিগের বিবরণ বলিতেছি, আমার নিকট আপনি তাহা শ্রবণ করুন। কালেয়, বালেয়, বামরথ্য, ধাত্রেয়, ও মৈত্রেয়। সকল ঋষিবংশেও তিনটি প্রবর; যথা,—অত্রি, বামরথ্য, ও পৌত্রি। এই সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ বিহিত নহে। হে নৃপ! অত্রিবংশজ মহানুভব গোত্রপ্রবর্ত্তক মহর্ষিগণের বিবরণ কহিলাম। নরগণ ইঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৯—১১।

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৯৭।

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—হে পার্থিব! এক্ষণে তোমাকে অত্রির বংশান্তর-বিবরণ বলি-

বিশ্বামিত্রস্তু তপসা ব্রাহ্মণ্যং সমবাপ্তবান্।
তস্য বংশমহং বক্ষ্যে তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥ ২
বিশ্বামিত্রো দেবরাতস্তথা বৈকৃতিগালবঃ।
বতণ্ডশ্চ শলঙ্কশ্চ হ্যভয়শ্চায়তায়নঃ॥ ৩
শ্যামায়না যাজ্ঞবল্ক্যা জাবালাঃ সৈন্ধবায়নাঃ।
বাভ্রব্যাশ্চ করীষাশ্চ সংশ্রুত্যা অথ সংশ্রুতাঃ॥
উলূপা ঔপহাবাশ্চ পয়োদজনপাদপাঃ।
খরবাচো হলযমাঃ সাধিতা বাস্তুকৌশিকাঃ॥ ৫
ত্র্যার্ষেয়াঃ প্রবরাস্তেষাংসর্কেষাং পরিকীর্ত্তিতাঃ
বিশ্বামিত্রো দেবরাত উদ্দালশ্চ মহাযশাঃ॥ ৬
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
দেবশ্রবাঃ সুজাতেয়া সৌমুকাঃ কারুকায়ণাঃ॥৭
তথা বৈদেহরাতা যে কুশিকাশ্চ নরাধিপ
ত্র্যার্ষেয়োঽভিমতস্তেষাং সর্কেষাং প্রবরঃশুভঃ
দেবশ্রবা দেবরাতো বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৯
ধনঞ্জয়ঃ কপর্দ্দেয়ঃ পরিকূটশ্চ পার্থিব।
পাণিনিশ্চৈব ত্র্যার্ষেয়াঃ সর্ব্ব এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ
বিশ্বামিত্রস্তথাদ্যশ্চ মাধুচ্ছন্দস এব চ।
ত্র্যার্ষেয়াঃ প্রবরা হ্যেতে ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
বিশ্বামিত্রো মধুচ্ছন্দাস্তথা চৈবাঘমর্ষণঃ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ১২
কামলায়নিজশ্চৈব,অশ্মরথ্যস্তথৈব চ।
বঞ্জুলিশ্চাপি ত্র্যার্ষেয়ঃ সর্কেষাং প্রবরো মতঃ
বিশ্বামিত্রশ্চাশ্বরথো বঞ্জুলিশ্চ মহাতপাঃ।
পরস্পরমবৈবাহ্যাঃ ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৪
বিশ্বামিত্রো লোহিতশ্চ অষ্টকঃ পুরণস্তথা।
বিশ্বামিত্রঃ পূরণশ্চ তয়োর্দ্বৌ প্রবরৌ স্মৃতৌ॥১৫
পরস্পরমবৈবাহ্যাঃ পূরণাশ্চ পরস্পরম্।
লোহিতা অষ্টকাশ্চৈষাং ত্র্যার্ষেয়াঃ পরিকীর্ত্তিতা
বিশ্বামিত্রো লোহিতশ্চ অষ্টকশ্চ মহাতপাঃ।
অষ্টকা লোহিতৈর্নিত্যমবৈবাহ্যাঃ পরস্পরম্॥১৭
উদরেণুঃ ক্রথকশ্চ ঋষিশ্চোদাবহিস্তথা।
শাট্যায়নিঃ করীরাশী শালঙ্কায়নি-লাবকী।
মৌঞ্জায়নিশ্চ ভগবাংস্ত্র্যার্ষেয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

তেছি। অত্রির পুত্র শ্রীমান সোম। হে নৃপ! তাঁহারই বংশে সমুৎপন্ন বিশ্বামিত্র, তপস্যাপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েন। আমি তাঁহার বংশবৃত্তান্ত বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। প্রথমে বিশ্বামিত্র; তৎপুত্র দেবরাত, এই ক্রমে—বৈকৃতিগালব, বতণ্ড, শলঙ্ক, অভয়, আয়তায়ত, শ্যায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য, জাবাল, সৈন্ধবায়ন, বাভ্রব্য, করীষাখ, সংশ্রুত্য সংশ্রুত, উলুপ, ঔপহাব, পয়োদজন পাদপ, খরবাক্, হলযম, সাধিত ও বাস্তকৌশিক;—এ সকল বংশেও আর্ষেয় প্রবর তিনটী; যথা,—বিশ্বামিত্র, দেবরাত, ও মহাযশা উদ্দাল। এ সকল ঋষিবংশও পরস্পর বিবাহযোগ্য নহে। দেবশ্রব, সুজাতেয়, সৌমুক, কারুকায়ণ, বৈদেহরাত, এবং কুশিক; এই সকল বংশেও আর্ষেয় প্রবর তিনটী; যথা,—দেবশ্রবা, দেবরাত, এবং বিশ্বামিত্র। এ সমস্ত ঋষি বংশেও পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। ১—৯। ধনঞ্জয়, কপর্দ্দেয়, পরিকূট, এবং পাণিনি; এ সকল বংশেও আর্ষেয় প্রবর তিনটী; যথা,—বিশ্বামিত্র, আদ্য ও মাধুচ্ছন্দস। ইঁহারাই আর্ষেয় প্রবর। বিশ্বামিত্র, মধুচ্ছন্দ, অঘমর্ষণ;—এ সকল ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। কামলায়নিজ, অশ্মরথ্য এবং বঞ্জুলি। এ সকল বংশেও আর্ষেয় প্রবর তিনটী; যথা,—বিশ্বামিত্র, অশ্বরথ ও মহাতপা বঞ্জুলি। এ সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ অবিধেয়। বিশ্বামিত্র, লোহিত, অষ্টক, এবং পুরণ ঋষির বংশে দুইটী প্রবর; যথা—বিশ্বামিত্র ও পূরণ। পূরণবংশ পরস্পর বিবাহযোগ্য নহে। লোহিত ও অষ্টক ঋষির বংশে আর্ষেয় প্রবর তিনটী; যথা—বিশ্বামিত্র, লোহিত ও মহাতপা অষ্টক। অষ্টক ও লোহিত বংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। উদরেণু, ক্রমক, উদাবহি, শাট্যায়নি, শালঙ্কায়নি, করীরাশী, লাবকি, এবং ভগবান্ মৌঞ্জায়নি। ইঁহাদিগের বংশেও আর্ষেয়

খিলিখিলিস্তথাবিদ্যো বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ১৯
এতে তবোক্তাঃ কুশিকা নরেন্দ্র
মহানুভাবাঃ সততং দ্বিজেন্দ্রাঃ ।
যেষান্তু নাম্না পরিকীর্ত্তিতেন
পাপং সমগ্রং পুরুষো জহাতি ॥ ২০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রবরানুকীর্ত্তনে বিশ্বামিত্রবংশানুবর্ণনং নামাষ্টনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯৮ ॥

নবনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্য উবাচ ।

মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ কশ্যপস্য তথা কুলে ।
গোত্রকারানৃষীন্ বক্ষ্যে তেষাং নামানি মে শৃণু
আশ্রায়ণিঋষী'গণো মেষকী রিটকায়নাঃ ।
উদগ্রজা মাঠরাশ্চ ভোজা বিনয়লক্ষণাঃ ॥ ২
শালাহলেয়াঃ কৌরিষ্টাঃ কন্তকাশ্চাসুরায়ণাঃ ।
মন্দাকিন্যাং বৈ মৃগয়াঃ শ্রোতনা ভৌতপায়নাঃ
দেবযানা গোময়ানা হ্যধশ্ছায়াভয়াশ্চ যে ।
কাত্যায়নাঃ শাক্রায়ণাঃ বর্হির্যোগগদায়নাঃ ॥ ৪
ভবনন্দির্মহাচক্রির্দাক্ষপায়ণ এব চ ।
বোধয়ানাঃ কার্ত্তিবয়ো হস্তিদানাস্তথৈব চ ॥ ৫
বাৎস্যায়না নিকৃতজা হ্যাশ্বলায়নিনস্তথা ।
প্রাগায়ণাঃ পৈলমৌলিরাশ্ববাতায়নাস্তথা ॥ ৬
কৌবেরকাশ্চ শ্যাকারা অগ্নিশর্ম্মায়ণাশ্চ যে ।
মেষপাঃ কৈকরসপাস্তথা চৈব তু বভ্রবঃ ॥ ৭
প্রাচেয়ো জ্ঞানসংজ্ঞেয়া আগ্না প্রাসেব্য এব চ
শ্যামোদরা বৈবশপাস্তথা চৈবোদ্বলায়নাঃ ॥ ৮
কাষ্ঠাহারিণমারীচা আজিহায়নহাস্তিকাঃ ।
বৈকর্ণেয়াঃ কাশ্যপেয়াঃ সাসিসাহারিতায়নাঃ ॥৯
মাস্তগিনশ্চ ভৃগবস্ত্র্যার্ষেয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ।
বৎসরঃ কশ্যপশ্চৈব নিধ্রুবশ্চ মহাতপাঃ ॥ ১০
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দ্ব্যামুষ্যায়ণগোত্রজান্ ॥
অনসূয়ো নাকুরয়ঃ স্নাতপো রাজবর্ত্তপঃ ।
শৈশিরোদবহিশ্চৈব সৈরন্ধ্রীরোপসেবকিঃ ॥১২

প্রবর তিনটী, যথা,—খিলিখিলি; অবিদ্য, এবং বিশ্বামিত্র। এ সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ অবিহিত। হে নরেন্দ্র! আপনার নিকট এই কুশিকবংশীয় ঋষিগণের বিবরণ বর্ণনা করিলাম। ইহাদিগের নাম কীর্ত্তনেও মানব সমগ্র পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। ১০—২০।

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৮।

নবনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—মরীচির পুত্র কশ্যপ; কশ্যপবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের নাম ও বিবরণ বলিতেছি; আপনি শ্রবণ করুন। আশ্রামণি, ঋষি, গণ, মেষকী রিটকায়ন, উদগ্রজ, মাঠর, ভোজ, বিনয়লক্ষণ, শালাহলেয়, কৌরিষ্ট, কন্তক, আসুরায়ণ, মন্দাকিন্য, মৃগয়, শ্রোতন, ভৌতপায়ন, দেবযান, গোময়ান, অধশ্ছায়, অভয়, কাত্যায়ন, শাক্রায়ণ, বর্হিযোগ, গদায়ম, ভবনন্দি, মহাচক্রী, দাক্ষপায়ণ, বোধয়ান, কার্ত্তিবয়, হস্তিদাস, বাৎস্যায়ন, নিকৃতজ, আশ্বলায়নিন, প্রাগায়ণ, পৈলমৌলি, আশ্ববাতায়ন, কৌবেরক, শ্যাকার, অগ্নিশর্ম্মায়ণ, মেষপ, কেকরসপ, বভ্রব, প্রাবেয়, জ্ঞান সংজ্ঞেয়, আগ্ন, প্রাসেব্য, শ্যামোদর, বৈবশপ, উদ্বলায়ন, কাষ্ঠাহারিণ, মরীচ, আজিহায়ন, হাস্তিক, বৈকর্ণেয়, কাশ্যপেয়, সামিসাহ, অরিতায়ন এবং মাস্তগিন ভৃগুগণ তিন আর্ষেয় প্রবরযুক্ত। ইহাদিগের প্রবর যথা—বৎসর, কশ্যপ, এবং মহাতপা নিধ্রুব। এ সমস্ত ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। অতঃপর দ্ব্যামুষ্যায়ণগোত্রজ ঋষিগণের বৃত্তান্ত বলিতেছি ।১—১২। অনসূয়, নাকুরয়, স্নাতপ, রাজবর্ত্তপ, শৈশিরোদবহি, সৈরন্ধ্রী

যামুনিঃ কাক্রুপিঙ্গাক্ষিঃ সঞ্জাতম্বিস্তথৈব চ।
দিবাবষ্টাশ্ব ইত্যেতে ভক্ত্যা জ্ঞেয়াশ্চকাশ্যপাঃ
ত্র্যার্ষেয়াশ্চ তথৈবৈষাং সর্ব্বেষাং প্রবরাঃ শুভাঃ
বৎসরঃ কশ্যপশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ মহাতপাঃ ॥ ১৪
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সংযাতিশ্চ নভশ্চোভৌ পিপ্পল্যোঽথ জলন্ধরঃ
ভুজাতপুরঃ পূর্য্যশ্চ কর্দ্দমো গর্দ্দভীমুখঃ।
হিরণ্যবাহু-কৈরাতাবুভৌ কাশ্যপ-গোভিলৌ ॥
কুলহো বৃষকণ্ডশ্চ মৃগকেতুস্তথোত্তরঃ
নিদাঘ-মসৃণৌ ভর্ৎস্যা মহান্তঃ কেবলাশ্চ যে ॥
শাণ্ডিল্যো দানবশ্চৈব তথা বৈ দেবজাতয়ঃ।
পৈপ্পলাদিঃ সপ্রবরা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৮
ত্র্যার্ষেয়াভিমতাশ্চৈষাং সর্ব্বেষাং প্রবরাঃ শুভাঃ
অসিতো দেবলশ্চৈব কশ্যপশ্চ মহাতপাঃ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৯
ঋষিপ্রধানস্য চ কশ্যপস্য
দাক্ষায়ণীভ্যঃ সকলং প্রসূতম্।
জগৎসমগ্রং মনুসিংহ পুণ্যং
কিং তে প্রবক্ষ্যাম্যহমুত্তরন্তু ॥ ২০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রবরানুকীর্ত্তনে কশ্যপবংশবর্ণনং নাম নবনবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৯ ॥

রৌপসেবকি, যামুনি, কাক্রু পিঙ্গাক্ষি, সঞ্জাতম্বি ও দিবাবটাশ্ব; ইঁহারা সকলেই কাশ্যপ গোত্রজ। ইহাদিগের সকলেরই আর্ষেয় প্রবর তিনটী করিয়া; যথা—বৎসর, কশ্যপ, মহাতপা বসিষ্ঠ, ইহাঁদিগের বংশ পরস্পর বিবাহ যোগ্য নহে। সংযাতি, নভ, পিপ্পল. জলন্ধর, ভুজাতপুর, পূষ্য, কর্দ্দম, গর্দ্দভীমুখ, হিরণ্যবাহু, কৈরাত, কশ্যপ, গোভিল, কুলহ, বৃষকণ্ড, মৃগকেতু, উত্তর, নিদাঘ, মসৃণ, ভর্ৎস্য, কেবল, শাণ্ডিল্য দানব ও দেবজাতি। এই প্রবর সহ পৈপ্পল্যাদি ঋষিগণের কথা কহিলাম। ইহাঁদিগেরও বংশে আর্ষেয় প্রবর তিনটী। অসিত, দেবল ও মহাতপা কশ্যপ; ইহাঁদিগের বংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। হে মনুসিংহ রাজন্! দাক্ষায়ণীতে ঋষিপ্রধান কশ্যপকর্ত্তৃক এই সমগ্র জগৎ উৎপাদিত হইয়াছে। এই বংশ-বিবরণ পুণ্যজনক। অতঃপর অপর কোন বৃত্তান্ত বলিব। ১১—২০।

নবনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৯৯॥

দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।
বসিষ্ঠবংশজান্ বিপ্রান্ নিবোধ বদতো মম।
একার্ষেয়স্তু প্রবরো বাসিষ্ঠানাং প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১
বসিষ্ঠা এব বাসিষ্ঠা অবিবাহ্যা বসিষ্ঠজৈঃ।
ব্যাঘ্রপাদা ঔপগবা বৈক্লবাঃ শাদ্বলায়নাঃ ॥ ২
কপিষ্ঠলা ঔপলোমা অলব্ধাশ্চষঠাঃ কঠাঃ।
গৌপায়না বোধপাশ্চ দাকব্যা হ্যথ বাহ্যকাঃ ॥ ৩
বালিশয়াঃ পালিশয়াস্ততো বাগ্গ্রন্থয়শ্চ যে।
আপস্থূণাঃ শীতবৃত্তাস্তথা ব্রাহ্মপুরেয়কাঃ ॥ ৪
লোমায়নাঃ স্বস্তিকরাঃ শাণ্ডিলিগৌড়িনিস্তথা।
বাড়োহলিশ্চ সুমনাশ্চোপাবৃদ্ধিস্তথৈব চ ॥ ৫
চৌলিবৌলির্ব্রহ্মবলঃ পৌলিঃ শ্রবস এব চ।
পৌড়বো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ একার্ষেয়া মহর্ষয়ঃ।
বসিষ্ঠ এষাং প্রবরা অবৈবাহ্যাঃ পরস্পরম্ ॥৬

দ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—বসিষ্ঠবংশজ বিপ্রগণের বিবরণ আমার নিকট শ্রবণ করুন। বসিষ্ঠগণ এক আর্ষেয় প্রবর-বিশিষ্ট। বসিষ্ঠবংশীয় বাসিষ্ঠগণের স্ববংশে বিবাহ অবিহিত। ব্যাঘ্রপাদ, ঔপগব, বৈক্লব, শাদ্বলায়ন, কপিষ্ঠল, ঔপলোম, অলব্ধ, চষঠ, কঠ, গোপায়ন, বোধপ, দাকব্য, বাহ্যক, বালিশয়, পালিশয়, বাগ্গ্রন্থি, আপস্থূণ, শীতবৃত্ত, ব্রাহ্মপুরেয়ক, লোমায়ন, স্বস্তিকর, শাণ্ডিলি, গৌড়িনি, বাহোড়লি, সুমনা, উপাবৃদ্ধি, চৌলি, বৌলি, ব্রহ্মবল, পৌলি, শ্রবণ, পৌড়ব, যাজ্ঞবল্ক্য; এই সমস্ত বংশে একমাত্র বসিষ্ঠ আর্ষেয় প্রবর। এ সকল বংশ পরস্পর

শৈলালয়ো মহাকর্ণঃ কৌরব্যঃ ক্রোধিনস্তথা ॥ ৭
কপিঞ্জলা বালখিল্যা ভাগবিত্তায়নাশ্চ যে ।
কৌলায়নঃ কালশিখঃ কোরকৃষ্ণাঃ সুরায়ণাঃ ॥ ৮
শাকাহার্য্যাঃ শাকধিয়ঃ কাণ্বা উপলপাশ্চ যে ।
শাকায়না উহাকাশ্চ অথ মাষশরাবয়ঃ ॥ ৯
দাকায়না বালবয়ো বাকয়ো গোরথাস্তথা ।
লম্বায়নাঃ শ্যামবয়ো যে চ কোড়োদরায়ণাঃ ॥ ১০
প্রলম্বায়নাশ্চ ঋষয় ঔপমন্যব এব চ ।
সাংখ্যায়নাশ্চ ঋষয়স্তথা বৈ বেদশেরকাঃ ॥ ১১
পালঙ্কায়ন উদ্গাহা ঋষয়শ্চ বলেক্ষবঃ ।
মাতেয়া ব্রহ্মবলিনঃ পর্ণাগারিস্তথৈব চ ॥ ১২
ত্র্যার্ষেয়োঽভিমতশ্চৈষাং সর্ব্বেষাং প্রবরস্তথা ।
ভিগীবসুর্বশিষ্ঠশ্চ ইন্দ্রপ্রমদিরেব চ ॥ ১৩
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ।
ঔপস্থলাস্বস্থলয়ো পালো হালো হলাশ্চ যে ॥ ১৪
মাধ্যন্দিনো মাস্কতয়ঃ পৈপ্পলাদির্বিচক্ষুষঃ ।
ত্রৈশৃঙ্গায়ণশৈবল্কাঃ কুণ্ডিনশ্চ নরোত্তম ॥ ১৫
ত্র্যার্ষেয়াভিমতাশ্চৈষাং সর্ব্বেষাং প্রবরাঃ শুভাঃ
বসিষ্ঠ-মিত্রাবরুণৌ কুণ্ডিনশ্চ মহাতপাঃ ॥ ১৬
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ .
শিবকর্ণো বয়শ্চৈব পাদপশ্চ তথৈব চ ॥ ১৭
ত্র্যার্ষেয়োঽভিমতশ্চৈষাং সর্ব্বেষাং প্রবরস্তথা ।
জাতুকর্ণো বসিষ্ঠশ্চ তথৈবাত্রিশ্চ পার্থিব ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৮
বসিষ্ঠবংশেঽভিহিতা ময়ৈতে
ঋষিপ্রধানাঃ সততং দ্বিজেন্দ্রাঃ ।
যেষান্তু নাম্না পরিকীর্ত্তিতেন
পাপং সমগ্রং পুরুষো জহাতি ॥ ১৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রবরানুকীর্ত্তনে বসিষ্ঠগোত্রানুবর্ণনং নাম দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০০ ॥

একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

মৎস্য উবাচ ।

বসিষ্ঠস্তু মহাতেজা নিমেঃ পূর্ব্বপুরোহিতঃ ।
বভূবুঃ পার্থিবশ্রেষ্ঠ যজ্ঞাস্তস্য সমন্ততঃ ॥ ১
শ্রান্তাত্মা পার্থিবশ্রেষ্ঠ বিশশ্রাম তদা গুরুঃ ।

বিবাহযোগ্য নহে । ১—৭ । শৈলালেয়, মহাকর্ণ, কৌরব্য, ক্রোধিন, কপিঞ্জল, বালখিল্য ভাগবিত্তায়ন, কৌলায়ন, কালশিখ, কোরকৃষ্ণ, সুরায়ণ, শাকহার্য্য, শাকধী, কাণ্ব, উপলপ, শাকায়ন, উহাক, মাষশরাবি, দাকায়ন, বালাবি, বাকি, গোরথ, লম্বায়ন, শ্যামবি, কোড়োদরায়ণ, প্রলম্বায়ন, উপমন্যব, সাংখ্যায়ন, বেদশেরক, পালঙ্কায়ন, উদ্গাহ, বলেক্ষু, মাতেয়,* ব্রহ্মবলী, এবং পর্ণাগারি, এসকল ঋষি বংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই । ইহাঁদিগের সকলেরই আর্ষেয় প্রবর তিনটী । যথা,—ভিগীবসু, বশিষ্ঠ, ও ইন্দ্রপ্রমদি । এই সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ বিধান নাই । ঔপস্থল, স্বস্থল, পাল, হাল, হল, মাধ্যন্দিন, সাস্কৃতি, পৈপ্পলাদ, বিচক্ষু, ত্রৈশৃঙ্গায়ণ, সৈবল্ক, কুণ্ডিন, এই সকল বংশে আর্ষেয় প্রবর তিনটী ; যথা,—বসিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ এবং কুণ্ডিন। এ সমস্ত ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ অবিহিত। শিবকর্ণ, বয়, পাদপ ;—এ সমস্ত ঋষিবংশে আর্ষেয় প্রবর তিনটী ; যথা,—জাতূকর্ণ, বসিষ্ঠ, এবং অত্রি। এ সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। হে রাজন্! এই আমি আপনার নিকট বসিষ্ঠবংশীয় প্রধান প্রধান ঋষিদিগের বিবরণ বর্ণন করিলাম। ইহাঁদিগের নাম কীর্ত্তনেও মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৮—১৯।

দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০০ ॥

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে পার্থিবশ্রেষ্ঠ! মহাতেজা বসিষ্ঠ পূর্ব্বে নিমিরাজার পুরোহিত ছিলেন। নিমিরাজ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বসিষ্ঠ সেই সমস্ত যজ্ঞ করিয়া শ্রমবশতঃ কিয়ৎকাল

তং গত্বা পার্থিবশ্রেষ্ঠো নিমির্বচনমব্রবীৎ ॥ ২
ভগবন্ যষ্টুমিচ্ছামি তন্মাং যাজয় মাং চিরম্।
তমুবাচ মহাতেজা বসিষ্ঠঃ পার্থিবোত্তমম্ ॥ ৩
কঞ্চিৎ কালং প্রতীক্ষস্ব তব যজ্ঞৈঃ সুসত্তমৈঃ।
শ্রান্তোঽস্মি রাজন্ বিশ্রম্য যাজয়িষ্যামি তে নৃপ
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ বসিষ্ঠং নৃপসত্তমঃ।
পারলৌকিককার্য্যে তু কঃ প্রতীক্ষিতুমুৎসহেৎ
ন চ মে সৌহৃদং ব্রহ্মন্ কৃতান্তেন বলীয়সা।
ধর্ম্মকার্য্যে ত্বরা কার্য্যা চলং যস্মাদ্ধি জীবিতম্
ধর্ম্মপথ্যোদনো জন্তুর্মৃতোঽপি সুখমশ্নুতে
শ্বঃ কার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্ ॥ ৭
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতঞ্চাস্য ন বা কৃতম্
ক্ষেত্রাপণগৃহাসক্তমন্যত্রগতমানসম্ ॥ ৮
বৃকীবোরণমাসাদ্য মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি।
নৈকান্তেন প্রিয়ঃ কশ্চিদ্দ্বেষ্যশ্চাস্য ন বিদ্যতে ॥
আয়ুষ্যে কর্ম্মণি ক্ষীণে প্রসহ্য হরতে জনম্।
প্রাণবায়োশ্চলত্বঞ্চ ত্বয়া বিদিতমেব চ ॥ ১০
যদত্র জীব্যতে ব্রহ্মন্ ক্ষণমাত্রং তদদ্ভুতম্।
শরীরং শাশ্বতং মন্যে বিদ্যাভ্যাসে ধনার্জ্জনে
অশাশ্বতং ধর্ম্মকার্য্যে ঋণবানস্মি সঙ্কটে।
সোঽহং সম্ভৃতসম্ভারো ভবন্মূলমুপাগতঃ ॥ ১২
ন চেদ্‌যাজয়সে মাং ত্বমন্যং যাস্যামি যাজকম্।
এবমুক্তস্তদা তেন নিমিনা ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥ ১৩
শশাপ তং নিমিং ক্রোধাদ্বিদেহস্ত্বং ভবিষ্যসি।
শ্রান্তং মাং ত্বং সমুৎসৃজ্য যস্মাদন্যং দ্বিজোত্তমম্
ধর্ম্মজ্ঞস্তু নরেন্দ্র ত্বং যাজকং কর্ত্তুমিচ্ছসি।
নিমিস্তং প্রত্যুবাচাথ ধর্ম্মকার্য্যরতস্য মে ॥ ১৫

বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। নিমিরাজ তাঁহার নিকট যাইয়া পুনরায় কহিলেন,—ভগবন্! আমি যাগ করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আমাকে দীর্ঘকালব্যাপী যাজন করুন। মহাতেজা বসিষ্ঠ সেই পার্থিবোত্তম নিমিকে কহিলেন,—রাজন্! আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছি, অতএব কিয়ৎদিবস বিশ্রাম করিয়া আপনাকে যাজন করিব। নিমিরাজ কহিলেন, পারলৌকিক কার্য্যে কোন্ ব্যক্তি প্রতীক্ষা করিতে চাহে? ব্রহ্মন্! বলবান্ কৃতান্তের সহিত কিছু আমার সদ্ভাব নাই যে, সে আমাকে আক্রমণ করিবে না। জীবন নিতান্ত চঞ্চল; এজন্য ধর্ম্মকর্ম্মে ত্বরা করাই উচিত। ধর্ম্মরূপ ওদন পথ্য করিলে জীবগণ মরণান্তেও সুখ লাভ করিয়া থাকে। আগামি-দিনকর্ত্তব্য কর্ম্ম অদ্যই করা উচিত এবং অপরাহ্নকৃত্য পূর্ব্বাহ্নেই করা ভাল, অভীষ্ট কার্য্য করা হউক কিম্বা না হউক, মৃত্যু তজ্জন্য প্রতীক্ষা করে না। প্রাণিগণ ক্ষেত্র, বিপণি, গৃহ বা অন্যত্র—যে কোন স্থানেই থাকুক না কেন, বৃকী কর্ত্তৃক মৃগশিশুর ন্যায় মৃত্যু তাহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করে। এই মৃত্যুর কেহ একান্ত প্রিয় বা দ্বেষপাত্র নাই; আয়ুঃসাধক কর্ম্ম ক্ষীণ হইলে এই মৃত্যু বলপূর্ব্বক জনগণকে লইয়া যায়। আপনি প্রাণবায়ুর চঞ্চলতা অবগত আছেন, ব্রহ্মন্! প্রাণীরা যে এমত অবস্থায় ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকে, ইহাই আশ্চর্য্য। ১—১০। বিদ্যাভ্যাস ও ধনউপার্জ্জন সময়ে শরীরকে চিরস্থায়ী বলিয়া মনে করি; পরন্তু ধর্ম্মকর্ম্মে উহা অত্যল্পকালস্থায়ী জ্ঞান করিয়া থাকি। এখন আমার সঙ্কট কাল উপস্থিত। আমি মনে মনে যজ্ঞবিষয়ক সঙ্কল্প করিয়াছি বলিয়া যাবৎ তাহা নিষ্পাদন করিতে না পারি, তাবৎ আত্মাকে ঋণবান্ বোধ করিতেছি। আমি সমস্ত দ্রব্য সম্ভার আয়োজন করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি; যদি আপনি আমাকে যাজন না করেন, তবে আমি অন্য যাজকের নিকটে যাইব। নিমিকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ, তখন সক্রোধে সেই নিমিকে কহিলেন,—যেহেতু তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও পরিশ্রান্ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর ঋত্বিক্ বরণ করিতে চাহিতেছ; অতএব "তুমি বিদেহ হও" এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। তখন নিমিরাজ সেই বসিষ্ঠকে কহিলেন,—আমি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার জন্য উদ্‌যুক্ত হইয়াছি;

বিঘ্নং করোষি নান্যেন যাজনঞ্চ যথেচ্ছসি।
শাপং দদাসি যস্মাৎ ত্বং বিদেহোঽথ ভবিষ্যসি
এবমুক্তে তু তৌ জাতৌ বিদেহৌ দ্বিজ-পার্থিবৌ
দেহহীনৌ তয়োর্জীবৌ ব্রহ্মাণমুপজগ্মতুঃ ॥১৭
তাবাগতৌ সমীক্ষ্যাথ ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ।
অদ্যপ্রভৃতি তে স্থানং নিমিজীব দদাম্যহম্ ॥ ১৮
নেত্রপক্ষ্মসু সর্ব্বেষাং ত্বং বসিষ্যসি পার্থিব।
ত্বৎসম্বন্ধাৎ তথা তেষাং নিমেষঃ সম্ভবিষ্যতি ॥
চালয়িষ্যন্তি তু তদা নেত্রপক্ষ্মাণি মানবাঃ।
এবমুক্তে মনুষ্যাণাং নেত্রপক্ষ্মসু সর্ব্বশঃ ॥২০
জগাম নিমিজীবস্তু বরদানাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।
বসিষ্ঠজীবং ভগবান্ ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ॥ ২১
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্রো বসিষ্ঠ ত্বং ভবিষ্যসি।
বসিষ্ঠেতি চ তে নাম তত্রাপি চ ভবিষ্যতি ॥২২
জন্মদ্বয়মতীতঞ্চ তত্রাপি ত্বং স্মরিষ্যসি।
এতস্মিন্নেব কালে তু মিত্রশ্চ বরুণস্তথা ॥ ২৩
বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য তপস্তেপতুরব্যয়ম্।
তপস্ততোস্তয়োরেবং কদাচিন্মাধবে ঋতৌ ॥ ২৪
পুষ্পিতদ্রুমসংস্থানে শুভে দয়িতমারুতে।
উর্ব্বশী তু বরারোহা কুর্ব্বতী কুসুমোচ্চয়ম্ ॥২৫
সুসূক্ষ্মরক্তবসনা তয়োর্দৃষ্টিপথং গতা।
তাং দৃষ্ট্বেন্দুমুখীং সুভ্রূং নীলনীরজলোচনাম্ ॥
উভৌ চুক্ষুভতুর্দেবৌ তদ্রূপপরিমোহিতৌ।
তপস্ততোস্তয়োর্বীর্য্যমস্খলচ্চ মৃগাসনে ॥ ২৭
স্কন্নং রেতস্ততো দৃষ্ট্বা শাপভীতৌ পরস্পরম্।
চক্রতুঃ কলসে শুক্রং তোয়পূর্ণে মনোরমে ॥ ২৮
তস্মাদৃষিবরৌ জাতৌ তেজসাপ্রতিমৌ ভুবি।
বসিষ্ঠশ্চাপ্যগস্ত্যশ্চ মিত্রাবরুণয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ২৯
বসিষ্ঠস্তূপযেমেঽথ ভগিনীং নারদস্য তু।
অরুন্ধতীং বরারোহাং তস্যাং শক্তিমজীজনৎ
শক্তেঃ পরাশরঃ পুত্রস্তস্য বংশং নিবোধ মে।

কিন্তু আপনি তাহাতে বিঘ্ন করিতেছেন; আমি যে অন্য কাহারও দ্বারা যজ্ঞ করাইব, তাহাতেও আপনি অমত করিলেন; আবার শাপও দিলেন; সুতরাং আপনিও বিদেহ হইবেন। নিমি এই বলিলে ক্ষণমাত্রেই সেই বসিষ্ঠ ও নিমি উভয়েই দেহহীন হইলেন! পরে তাঁহাদিগের দেহশূন্য জীবনদ্বয় ব্রহ্মার সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা তাহাদিগকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন,—হে নিমিজীব! অদ্যাবধি আমি তোমাকে আশ্রয়স্থান দান করিতেছি; হে পার্থিব! অতঃপর তুমি সকলের নেত্রপক্ষ্মে বাস করিবে। তোমার সম্বন্ধবশতই মানবগণ নিমেষযুক্ত হইবে। সকলেই নেত্রপক্ষ্মের চালনা করিবে। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে নিমিজীব, ব্রহ্মার আদেশে মানবগণের নেত্রপক্ষ্ম আশ্রয় করিল। ১১—২০। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা বসিষ্ঠজীবকে কহিলেন,—হে বসিষ্ঠ! তুমি মিত্রাবরুণের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবে। সে জন্মেও তোমার বসিষ্ঠ নামেই প্রসিদ্ধি হইবে এবং তুমি অতীত জন্মদ্বয় স্মরণে সমর্থ হইবে! এই সময়েই মিত্র ও বরুণ বদরিকাশ্রমে যাইয়া দুশ্চর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়েন। একদা বসন্তকালে মধুর মারুত প্রবাহিত, পুষ্পিত দ্রুমমণ্ডিত আশ্রমে তাঁহারা তপস্যা করিতেছেন, এমন সময়ে সূক্ষ্ম বসনপরিধানা বরারোহা উর্ব্বশী কুসুমচয়ন করিতে করিতে তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথাগত হইলেন। সেই দেবদ্বয় নীলনীরজনয়না চন্দ্রাননা সুভ্রূ উর্ব্বশীকে দেখিয়া তদীয় রূপমোহে ক্ষুভিত হইলেন। সেই তপঃপরায়ণ দেবদ্বয়ের মৃগচর্ম্মাসনোপরি বীর্য্য স্খলিত হইল। তাঁহারা শুক্রক্ষরণহেতু পরস্পর শাপভয়ে সেই শুক্র লইয়া জলপূর্ণ মনোহর কলশে স্থাপন করিলেন। তাহাতে সেই কলশ-মধ্যে অপ্রতিমতেজঃসম্পন্ন দুই ঋষিবর সমুৎপন্ন হইলেন। সেই মিত্র ও বরুণের বীর্য্যে বসিষ্ঠ ও অগস্ত্য ঋষির জন্ম হয়। বসিষ্ঠ, নারদের ভগিনী অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন। সেই বরারোহার গর্ভে তাঁহার শক্তি নামক পুত্র জন্মে। ২১—৩০। শক্তির পুত্র পরাশর। ইহাঁর বংশ-বিবরণ

যস্য দ্বৈপায়নঃ পুত্রঃ স্বয়ং বিষ্ণুরজায়ত ॥ ৩১
প্রকাশো জনিতো যেন লোকে ভারতচন্দ্রমাঃ
পরাশরস্য তস্য ত্বং শৃণু বংশমনুত্তমম্ ॥ ৩২
কাণ্ডশয়ো বাহনপো জৈহ্মপো ভৌমতাপনঃ।
গোপালিরেষাং পঞ্চম এতে গৌরাঃ পরাশরাঃ
প্রপোহয়া বাহ্যময়াঃ খ্যাতেয়াঃ কৌতুজাতয়ঃ।
হর্য্যশ্বিঃ পঞ্চমো হ্যেষাং নীলা জ্ঞেয়াঃ পরাশরাঃ
কার্ষ্ণায়নাঃ কপিমুখাঃ কাকেয়স্থা জপাতয়ঃ।
পুষ্করঃ পঞ্চমশ্চৈষাং কৃষ্ণা জ্ঞেয়াঃ পরাশরাঃ ॥৩৫
শ্রাবিষ্ঠায়ন-বালেয়াঃ স্বায়ষ্টাশ্চোপয়াশ্চ যে।
ইষীকহস্তশ্চৈতে বৈ পঞ্চ শ্বেতাঃ পরাশরাঃ ॥৩৬
বাটিকো বাদরিশ্চৈব স্তম্বা বৈ ক্রোধনায়নাঃ।
ক্ষৈমিরেষাং পঞ্চমস্তু এতে শ্যামাঃ পরাশরাঃ ॥
খল্যায়না বার্ষ্ণায়নাস্তৈলেয়াঃ খলু যূথপাঃ।
তন্তিরেষাং পঞ্চমস্তু এতে ধূম্রাঃ পরাশরাঃ ॥৩৮
পরাশরাণাং সর্ব্বেষাং ত্র্যার্ষেয়ঃ প্রবরো মতঃ।
পরাশরশ্চ শক্তিশ্চ বসিষ্ঠশ্চ মহাতপাঃ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা সর্ব্ব এতে পরাশরাঃ ॥ ৩৯

উৎক্রান্তবৈতে নৃপ বংশমুখ্যাঃ
পরাশরাঃ সূর্য্যসমপ্রভাবাঃ।
যেষান্তু নাম্না পরিকীর্ত্তিতেন
পাপং সমগ্রং পুরুষো জহাতি ॥ ৪০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রবরানুকীর্ত্তনে পরাশরবংশবর্ণনং নামৈকাধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০১ ॥

শ্রবণ কর। পরাশরের পুত্র দ্বৈপায়ন স্বয়ং বিষ্ণুই দ্বৈপায়নরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এই দ্বৈপায়নই লোকে ভারতরূপ চন্দ্রের প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহার পিতা পরাশরের অনুত্তম বংশবিবরণ শ্রবণ কর। কাণ্ডশয়, বাহনপ, জৈহ্মপ, ভৌমতাপন, এবং গোপালি, এই পাঁচজন গৌর পরাশর-সংজ্ঞায় অভিহিত। প্রপোহয়, বাহ্যময়, খ্যাতেয়, কৌতুজাতি, ও হর্য্যশ্বি, এই পাঁচ-জন নীল-পরাশর। কার্ষ্ণায়ন, কপিমুখ, কাকেয়স্থ, জপাতি ও পুষ্কর, ইঁহারা পাঁচজন কৃষ্ণপরাশর। শ্রাবিষ্ঠায়ন, বালেয়, স্বায়ষ্ট, উপয়, হৃষীকহস্ত;—ইঁহারা পাঁচজন কৃষ্ণ-পরাশর। বাটিক, বাদরি, স্তম্ব, ক্রোধা-য়ন, ও ক্ষৈমি, এই পাঁচজন শ্যাম-পরাশর। খল্যায়ন, বার্ষ্ণায়ন, তৈলেয়, যূথপ, ও তান্তি, এই পাঁচজন ধূম্র-পরাশর। এই সমস্ত পরাশরবংশের আর্ষেয় প্রবর তিনটী,—যথা,—পরাশর, শক্তি, ও বসিষ্ঠ। এই সকল পরাশর বংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। হে নৃপ! এই আমি আপনার নিকট সূর্য্যসম প্রভাববান্ পরাশরবংশের বিবরণ বর্ণন করিলাম। ইঁহাদের নাম কীর্ত্তনে নরগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৩১—৪০।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০১।

দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

অতঃ পরমগস্ত্যস্য বক্ষ্যে বংশোদ্ভবান্ দ্বিজান্
অগস্ত্যয়ঃ করম্ভয়ঃ কৌশল্যাঃ শকটাস্তথা ॥
সুমেধসো ময়োভুবস্তথা গান্ধারকায়ণাঃ।
পৌলস্ত্যাঃ পৌলহাশ্চৈব ক্রতুবংশভবাস্তথা ॥
ত্র্যার্ষেয়াভিমতাশ্চৈষাং সর্ব্বেষাং প্রবরাঃ শুভাঃ
অগস্ত্যশ্চ মহেন্দ্রশ্চ ঋষিশ্চৈব ময়োভুবঃ ॥ ৩
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—অতঃপর অগস্ত্যের বংশোৎপন্ন দ্বিজগণের বিবরণ বলিতেছি। যথা,—করম্ভি, কৌশল্য, শাকট, সুমেধ, ময়োভূ এবং গান্ধারকায়ণ; পৌলস্ত্য, পৌলহ ও ক্রতুবংশীয় দ্বিজগণ—অগস্ত্যবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত। ইহাদিগের সকলেরই তিনটী আর্ষেয় প্রবর যথা,—অগস্ত্য, পৌর্ণমাস ও পারণ। ইহাদিগের মধ্যেও পরস্পর বিবাহ-

পৌর্ণমাসাঃ পারণাশ্চ ত্র্যার্ষেয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
অগস্ত্যঃ পৌর্ণমাসশ্চ পারণশ্চ মহাতপাঃ।
পরস্পরমবৈবাহ্যাঃ পৌর্ণমাসাস্তু পারণৈঃ ॥ ৫
এবমুক্তো ঋষীণাস্তু বংশ উত্তমপৌরুষঃ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কিং ভবানন্য কথ্যতাম্
মনুরুবাচ।
পুলহস্য পুলস্ত্যস্য ক্রতোশ্চৈব মহাত্মনঃ।
অগস্ত্যস্য তথা চৈব কথং বংশস্তদুচ্যতাম্ ॥ ৭
মৎস্য উবাচ।
ক্রতুঃ খল্বনপত্যোঽভূদ্রাজন্ বৈবস্বতেঽন্তরে।
ইধ্মবাহং স পুত্রত্বে জগ্রাহ ঋষিসত্তমঃ ॥ ৮
অগস্ত্যপুত্রং ধর্ম্মজ্ঞমাগস্ত্যাঃ ক্রতবস্ততঃ।
পুলহস্য তথা পুত্রাস্ত্রয়শ্চ পৃথিবীপতে ॥ ৯
তেষাস্তু জন্ম বক্ষ্যামি উত্তরত্র যথাবিধি।
পুলহস্ত প্রজাং দৃষ্ট্বা নাতিপ্রীতমনাঃ স্বকাম ॥
অগস্ত্যজং দৃঢ়াস্যস্তু পুত্রত্বে বৃতবাংস্ততঃ।
পৌলহাশ্চ তথা রাজন্নাগস্ত্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
পুলস্ত্যান্বয়সম্ভূতান্ দৃষ্ট্বা রক্ষঃসমুদ্ভবান্।
অগস্ত্যস্য সুতং ধীমান্ পুত্রত্বে বৃতবাংস্ততঃ ॥
পৌলস্ত্যাশ্চ তথা রাজন্নাগস্ত্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
সগোত্রত্বাদিমে সর্ব্বে পরস্পরমনন্বয়াঃ ॥ ১৩
এতে তবোক্তাঃ প্রবরা দ্বিজানাং
মহানুভাবা নৃপ বংশকারাঃ।
এষাস্তু নাম্না পরিকীর্ত্তিতেন
পাপং সমগ্রং পুরুষো জহাতি ॥ ১৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রবরানুকীর্ত্তনে দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০২ ॥

ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।
অস্মিন্ বৈবস্বতে প্রাপ্তে শৃণু ধর্ম্মস্য পার্থিব।
দাক্ষায়ণীভ্যঃ সকলং বংশং দৈবতমুত্তমম্ ॥ ১
পর্ব্বতাদিমহাদুর্গশরীরাণি নরাধিপ।
অরুন্ধত্যা প্রসূতানি ধর্ম্মাদ্বৈবস্বতেঽন্তরে ॥ ২
অষ্টৌ চ বসবঃ পুত্রাঃ সোমপাশ্চ বিভোস্তথা।

যোগ্যতা নাই। অগস্ত্য, পৌর্ণমাস এবং মহাতপা পারণের বংশ; এই তিন বংশেও পরস্পর বিবাহ হয় না। রাজন্! আপনার নিকট এই ঋষিবংশ কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আর কোন্ বিষয় কহিব? বলুন। ১—৬। মনু কহিলেন,—পুলহ, পুলস্ত্য, এবং মহাত্মা ক্রতুর বংশ—অগস্ত্য-বংশগত হইল কি প্রকারে? এক্ষণে তাহাই আমাকে বলুন। মৎস্য কহিলেন, রাজন্! বৈবস্বত মন্বন্তরে ক্রতু অনপত্য ছিলেন। সেই ঋষিসত্তম অগস্ত্যপুত্র ইধ্মবাহকে পুত্রত্বে বরণ করেন। তদবধি, ক্রতুবংশ অগস্ত্যবংশান্তর্গত হইয়াছে। হে মহীপাল! পুলহের তিনটী পুত্র; পশ্চাৎ তাহাদিগের জন্মবৃত্তান্ত বলিব। পুলহ ঋষি সন্তানোৎপাদন করিয়া প্রীতিলাভ করিতে পারিলেন না; পরে তিনি অগস্ত্যের পুত্র দৃঢ়াস্যকে পুত্রত্বে বরণ করিলেন। রাজন্! সেইজন্য পুলহসন্তানগণ অগস্ত্যবংশভুক্ত বলিয়া উক্ত হয়। পুলস্ত্যঋষি তাঁহার সন্তানগণকে রাক্ষস হইতে দেখিয়া দুঃখিত হইলেন; পরে অগস্ত্যের একটী পুত্রকে নিজ পুত্রত্বে বরণ করেন। তদবধি তাঁহার বংশও অগস্ত্যবংশান্তর্ভুক্ত হয়। সগোত্রত্ব হেতু ইঁহাদিগের বংশমধ্যেও পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। হে নৃপ! অগস্ত্যের বংশজাত মহানুভাব বংশপ্রবর্ত্তকদিগের বিবরণ বর্ণন করিলাম। ইঁহাদিগের নাম কীর্ত্তনেও জনগণ সমগ্র পাপ পরিহার করে। ৭—১৪

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০২।

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—বৈবস্বত কল্পে দাক্ষায়ণীদিগের গর্ভে ধর্ম্মের যে বংশবিস্তার হয়, হে নরাধিপ! তাহার বিবরণ শ্রবণ করুন। বৈবস্বত মন্বন্তরে অরুন্ধতীর গর্ভে ধর্ম্ম হইতে সোমপায়ী, অষ্টবসু সমুৎপন্ন

ধরো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ আপশ্চৈবানলানিলৌ ॥৩
প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ধরস্য পুত্রো দ্রবিণঃ কালঃ পুত্রো ধ্রুবস্য তু ॥৪
কালস্যাবয়বানাস্তু শরীরাণি নরাধিপ।
মূর্ত্তিমন্তি চ কালাদ্ধি সম্প্রসূতান্যশেষতঃ ॥ ৫
সোমস্য ভগবান্ বর্চ্চাঃ শ্রীমাংশ্চাপস্য কীর্ত্ত্যতে
অনেকজন্মজননঃ কুমারস্ত্বনলস্য তু ॥ ৬
পুরোজবাশ্চানিলস্য প্রত্যুষস্য তু দেবলঃ।
বিশ্বকর্ম্মা প্রভাসস্য ত্রিদশানাং স বর্দ্ধকিঃ ॥ ৭
সমীহিতকরাঃ প্রোক্তা নাগবীথ্যাদয়ো নব।
লম্বাপুত্রঃ স্মৃতো ঘোষো ভানোঃ পুত্রাশ্চ তানবঃ
গ্রহর্ক্ষাণাঞ্চ সর্ব্বেষামন্যেষাঞ্চামিতৌজসাম্‌।
মরুত্বত্যাং মরুত্বন্তঃ সর্ব্বে পুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৯
সঙ্কল্পায়াশ্চ সঙ্কল্পস্তথা পুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মুহূর্ত্তাশ্চ মুহূর্ত্তায়াঃ সাধ্যাঃ সাধ্যাসুতাঃ স্মৃতাঃ
মনোর্ম্মনুশ্চ প্রাণশ্চ নরোবা নৌচ বীর্য্যবান্‌।
চিত্তহার্য্যোঽয়নশ্চৈব হংসো নারায়ণস্তথা ॥ ১১
বিভুশ্চাপি প্রভুশ্চৈব সাধ্যা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ
বিশ্বায়াশ্চ তথা পুত্রা বিশ্বেদেবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
ক্রতুর্দক্ষো বসুঃ সত্যঃ কালকামো মুনিস্তথা।
কুরজো মনুজো বীজো রোচমানশ্চ তে দশ ॥
এতাবদুক্তস্তব ধর্ম্মবংশঃ
সঙ্ক্ষেপতঃ পার্থিববংশমুখ্য।
ব্যাসেন বক্তুং ন হি শক্যমস্তি
রাজন্ বিনা বর্ষশতৈরনেকৈঃ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ধর্ম্মবংশবর্ণনে ধর্ম্মপ্রবরানুকীর্ত্তনং নাম ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৩ ॥

চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

মৎস্য উবাচ।

এতদ্বংশভবা বিপ্রাঃ শ্রাদ্ধেভোজ্যাঃ প্রযত্নতঃ
পিতৃণাং বল্লভং যস্মাদেষু শ্রাদ্ধং নরেশ্বর ॥ ১
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি পিতৃভির্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
গাথাঃ পার্থিবশার্দ্দূল কাময়ন্তিঃ পুরে স্বকে ॥ ২

হয়েন। ধর, ধ্রুব, সোম, আপব, অনল, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস; এই অষ্টবসু। ধরের পুত্র দ্রবিণ। ধ্রুবের পুত্র কাল। মূর্ত্তিমান্ কালাবয়ব সকল কালের সন্তান। সোমের পুত্র বর্চ্চা। আপের সন্তান শ্রীমান্। অনলের পুত্র অনেকজন্মজনন। অনিলের পুত্র পুরোজবা। প্রত্যূষের পুত্র দেবল। প্রভাসের পুত্র বিশ্বকর্ম্মা। ইনি দেবগণের বর্দ্ধকি (ছুতার)। নাগবীথ্যাদি নয়টী সন্তান সমীহিত-সাধক। লম্বার পুত্র ঘোষ, তাহার পুত্রগণ তানব নামে প্রসিদ্ধ। ১—৮। মরুত্বতীতে মরুত্বান্‌গণের এবং গ্রহনক্ষত্রাদি অন্যান্য জ্যোতিঃপদার্থের উৎপত্তি। সঙ্কল্পার সন্তান সঙ্কল্প। মুহূর্ত্তার পুত্র মুহূর্ত্তগণ। সাধ্যার সন্তান সাধ্যগণ। ভানু, মনু, প্রাণ, রোষ, নীচ, বীর্য্যবান্ চিত্তহার্য্য, অয়ন, হংস, নারায়ণ, বিভু, ও প্রভু, এই দ্বাদশ জন সাধ্য। ইঁহারা সাধ্যার সন্তান। বিশ্বাপুত্রগণের নাম বিশ্বদেবগণ। ক্রতু, দক্ষ, বসু, সত্য, কালকাম, মুনি, করজ, মনুজ, বীজ, ও রোচমান; এই দশজন বিশ্বদেব। হে পার্থিববংশের মুখ্য, রাজন্! আপনার নিকট ধর্ম্মের বংশবিবরণ এই কথিত হইল। মহারাজ! ব্যাস ব্যতীত বহুশত বর্ষেও অপর কেহ ইহার সম্পূর্ণ উল্লেখ করিতে সমর্থ হন না। —১৪।

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৩।

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—হে নরেশ্বর! এই ধর্ম্মবংশীয় বিপ্রদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে হয়। এই সকল ব্রাহ্মণদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে পিতৃলোকের সমধিক তৃপ্ত হইয়া থাকে। অতঃপর পিতৃলোকের গীত গাথার উল্লেখ করিতেছি। নিজ বংশীয়দিগের প্রদত্ত পিণ্ড জল প্রাপ্তি কামনায়

অপি স্যাৎ স কুলেঽস্মাকং যো নো দদ্যা-
জ্জলাঞ্জলিম্ ।
নদীষু বহুতোয়াসু শীতলাসু বিশেষতঃ ॥ ৩
অপি স্যাৎ স কুলেঽস্মাকং যঃ শ্রাদ্ধং নিত্যমা-
চরেৎ ।
পয়ো-মূল-ফলৈর্ভক্ষ্যৈস্তিলতোয়েন বা পুনঃ ॥
অপি স্যাৎ স কুলেঽস্মাকং যো নো দদ্যাৎ
ত্রয়োদশীম্ ।
পায়সং মধু-সর্পির্ভ্যাং বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥৫
অপি স্যাৎ স কুলেঽস্মাকং খড়্গমাংসেন যঃ
সকৃৎ ।
শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন কালশাকেন বা পুনঃ ॥
কালশাকং মহাশাকং মধু মুন্যন্নমেব চ ।
বিষাণবর্জ্জা যে খড়্গা আসূর্য্যং তদশীমহি ॥ ৭
গয়ায়াং দর্শনে রাহোঃ খড়্গমাংসেন যোগিনাম্
ভোজয়েৎ কঃ কুলেঽস্মাকং ছায়ায়াং কুঞ্জরস্য চ
আকল্পকালিকী তৃপ্তিস্তেনাস্মাকং ভবিষ্যতি ।
দাতা সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবিষ্যতি ॥৯
আভূতসংপ্লবং কালং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।
যদেতৎ পঞ্চকং তস্মাদেকেনাপি চ যঃ সদা ॥
তৃপ্তিং প্রাপ্স্যাম চানন্তাং কিং পুনঃ সর্ব্বসম্পদা
অপি স্যাৎ স কুলেঽস্মাকংদদ্যাৎ কৃষ্ণাজিনঞ্চ যঃ
অপি স্যাৎ স কুলেঽস্মাকং কশ্চিৎ পুরুষসত্তমঃ
প্রসূয়মানাং যো ধেনুং দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণপুঙ্গবে ॥১২
অপি স্যাৎ স কুলেঽস্মাকং বৃষভং যঃ সমুৎ-
সৃজেৎ ।
সর্ব্ববর্ণবিশেষেণ শুক্লনীলং বৃষং তথা ॥ ১৩
অপি স্যাৎ স কুলেঽস্মাকং যঃ কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ
সুবর্ণদানং গোদানং পৃথিবীদানমেব চ ॥ ১৪
অপি স্যাৎ স কুলেঽস্মাকং কশ্চিৎ পুরুষসত্তমঃ

পিতৃপুরুষেরা এই গাথার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—আমাদিগের বংশে কি এমন সন্তান জন্মিবে, যে আমাদিগকে সামান্য জলে,—বিশেষতঃ পুণ্যতোয়া নদীতে জলাঞ্জলি দান করিবে? আমাদিগের বংশে কি এমন সন্তান হইবে, যে দুগ্ধ, ফল, মূল, অন্যান্য ভক্ষ্য, তিল, ও জলাদি দ্বারা আমাদিগকে প্রতিদিন শ্রাদ্ধ দান করিবে! আমাদিগের বংশে কি এমন সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, যে বর্ষাকালে মঘানক্ষত্রে ত্রয়োদশীতে ঘৃতমধুযুক্ত পায়স দান করিবে! আমাদিগের কুলে এমন সন্তান জন্মিবে কি?—যে, খড়্গ মাংস কিম্বা কালশাক দ্বারা সযত্নে একদিনও আমাদিগকে শ্রাদ্ধ করিবে। কালশাক, মহাশাক, মধু, মুন্যন্ন এবং বিষাণবর্জ্জিত খড়্গ মাংস, এ সকল আমরা সূর্য্যস্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভোজন করিয়া থাকি। আমাদিগের কুলজাত কোন্ ব্যক্তি আমাদিগকে গয়াধামে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ-কালে শ্রাদ্ধ দান দ্বারা যোগিগণকে ভোজন করাইবে! আমাদিগের বংশে এমন কেহ কি জন্মিবে?—যে আমাদিগের গজচ্ছায়া যোগকালে, শ্রাদ্ধ দান করিবে? যাহাতে আমাদিগের কল্পকালব্যাপী তৃপ্তি হইতে পারে। এইরূপ শ্রাদ্ধদাতা সর্ব্বলোকে কল্পান্ত পর্য্যন্ত কামচারী হইয়া সুখভোগে সমর্থ হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই। এই যে পাঁচটী শ্রাদ্ধের উল্লেখ করিলাম; যে কোন ব্যক্তি ইহার যে কোন প্রকার শ্রাদ্ধ করে, তাহাতে পিতৃগণের অনন্তকাল যাবৎ তৃপ্তি সাধন হয়। বিশেষ উপচার দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে যে কত তৃপ্তি হয়, তাহার কথা আর কি বলিব? ১—১০। আমাদিগের বংশে কি এমন সন্তান জন্মিবে?—যে, আমাদিগকে কৃষ্ণাজিন দান করিবে। আমাদিগের কুলে কি এমন পুরুষ সত্তম সমুৎপন্ন হইবে?—যে, আমাদিগের উদ্দেশে সদ্‌ব্রাহ্মণকে প্রসূয়মানা গাভী দান করিবে। আমাদের কুলে এমন কেহ জন্মিবে কি? যে আমাদিগের উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ—বিশেষতঃ শুক্ল বা নীল বৃষ দান করিবে। আমাদের বংশে কি এমন সন্তান হইবে?—যে, আমাদিগের উদ্দেশে শ্রদ্ধা সহকারে সুবর্ণ, গো, বা পৃথিবী দান করিবে। আমাদিগের বংশে কি এমন কোন বংশ-

কূপারামতড়াগানাং বাপীনাং যশ্চ কারকঃ ॥১৫
অপি স্যাৎ স কুলেঽস্মাকং সর্ব্বভাবেন যো হরিম্।
প্রযায়াচ্ছরণং বিষ্ণুং দেবেশং মধুসূদনম্ ॥১৬
অপি নঃ স কুলে ভূয়াৎ কশ্চিদ্বিদ্বান্ বিচক্ষণঃ
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি যো দদ্যাদ্বিধিনা বিদুষামপি ॥ ১৭
এতাবদুক্তং তব ভূমিপাল
শ্রাদ্ধস্য কল্পং মুনিসম্প্রদিষ্টম্।
পাপাপহং পুণ্যবিবর্দ্ধনঞ্চ
লোকেষু মুখ্যত্বকরং তথৈব ॥ ১৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পিতৃগাথাকীর্ত্তনং নাম চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৪॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ।
প্রসূয়মানা দাতব্যা ধেনুর্ব্রাহ্মণপুঙ্গবে।
বিধিনা কেন ধর্ম্মজ্ঞ দানং দদ্যাচ্চ কিং ফলম্ ॥

মৎস্য উবাচ।
স্বর্ণশৃঙ্গীং রৌপ্যখুরাং মুক্তালাঙ্গুলভূষিতাম্।
কাংস্যোপদোহনাং রাজন্ সবৎসাং দ্বিজপুঙ্গবে
প্রসূয়মানাং গাং দত্বা মহৎ পুণ্যফলং লভেৎ।
যাবদ্বৎসো যোনিগতো যাবদ্গর্ভং ন মুঞ্চতি ॥৩
তাবদ্বৈ পৃথিবী জ্ঞেয়া সশৈল-বন-কাননা।
প্রসূয়মানাং যো দদ্যাদ্ধেনুং দ্রবিণসংযুতাম্ ॥ ৪
সসমুদ্রগুহা তেন সশৈল-বন-কাননা।
চতুরস্তা ভবেদ্দত্তা পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
যাবন্তি ধেনুরোমাণি বৎসস্য চ নরাধিপ।
তাবৎসংখ্যং যুগগণং দেবলোকে মহীয়তে ॥
পিতৃন্ পিতামহাংশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহান্।
উদ্ধরিষ্যত্যসন্দেহান্নরকাদ্ভূরিদক্ষিণঃ ॥ ৭
ঘৃত-ক্ষীরবহাঃ কুল্যা দধি-পায়সকর্দ্দমাঃ।
যত্র তত্র গতিস্তস্য দ্রুমাশ্চেপ্সিতকামদাঃ

ধন্য সমুৎপন্ন হইবে?—যে, আমাদিগের উদ্দেশে কূপ, উদ্যান, তড়াগ ও সরোবর প্রতিষ্ঠা করিবে। আমাদিগের কুলে এমন কেহ জন্মিবে কি? যে, সর্ব্বপ্রকারে দেবেশ মধুসূদন মুক্তিদাতা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইবে। আমাদিগের বংশে এমন বিদ্বান্ বিচক্ষণ সন্তান জন্মিবে কি?—যে, বিদ্বান্ জনে যথাবিধি ধর্ম্মশাস্ত্র সম্প্রদান করিবে। হে ভূপাল! আপনার নিকট এই মুনিগণাদিষ্ট শ্রাদ্ধকল্প কহিলাম। ইহা পাপহর, পুণ্যকর ও লোকমধ্যে মুখ্যত্ব-বিধায়ক। ১১—১৮।

চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২০৪॥

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মনু কহিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! কোন্ বিধান অনুসারে ব্রাহ্মণকে প্রসূয়মানা ধেনু দান করিতে হয়? আর ঐ দানের ফলই বা কি? মৎস্য কহিলেন,—রাজন্! প্রসূয়মানা গাভীকে স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর, মুক্তালাঙ্গুলাভরণে বিভূষিত করিয়া কাংস্য দোহনপাত্রসহ সদ্ব্রাহ্মণকে দান করিলে মহৎ পুণ্যফল লাভ হয়। বৎস যাবৎকাল গাভীর যোনিগত থাকে, যাবৎ গর্ভ ত্যাগ না হয়, গাভী তৎকালে শৈল-বন-কাননবতী পৃথিবীর তুল্য। যে মানব ধনরত্ন সহ প্রসূয়মানা গাভী দান করে, তৎকর্ত্তৃক শৈল-বন-কানন সহিতা চতুঃসাগরাবৃতা পৃথিবীই প্রদত্ত হয়; এ বিষয়ে সংশয় নাই। ১—৬। হে নরাধিপ! ধেনুর ও বৎসের যে পরিমাণ রোম, তত্তযুগ যাবৎ দাতা মানব দেবলোকে সম্মানের সহিত বাস করিয়া থাকে। ইহাতে প্রচুর দক্ষিণাদান করা কর্ত্তব্য। প্রচুর দক্ষিণাদাতা—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ—এই তিন পুরুষকেই নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে; সন্দেহ নাই। যেখানে ঘৃত ও ক্ষীরবাহিনী কৃত্রিম সরিৎ প্রবাহিত হয়, যেখানে দধি ও দুগ্ধের কর্দ্দম বিদ্যমান, যেখানে তরুগণ বাঞ্ছিত ফল দান করে, দাতার সেই স্থানে গতি হইয়া

গোলোকঃ সুলভস্তস্য ব্রহ্মলোকশ্চ পার্থিব ॥৮
স্ত্রিয়শ্চ তং চন্দ্রসমানবক্ত্রাঃ
প্রতপ্তজাম্বুনদতুল্যরূপাঃ।
মহানিতম্বাস্তনুবৃত্তমধ্যা
ভজন্ত্যজস্রং নলিনাভনেত্রাঃ॥ ৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ধেনুদানং নাম
পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০৫॥

ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ।
কৃষ্ণাজিনপ্রদানস্য বিধিকালৌ মমানঘ।
ব্রাহ্মণঞ্চ তথাচক্ষ্ব তত্র মে সংশয়ো মহান্॥ ১
মৎস্য উবাচ।
বৈশাখী পৌর্ণমাসী চ গ্রহণে শশি-সূর্য্যয়োঃ।
পৌর্ণমাসী তু যা মাঘে আষাঢ়ী কার্ত্তিকী তথা
উত্তরায়ণদ্বাদশী বা তস্যাং দত্তং মহাফলম্।
আহিতাগ্নির্দ্বিজো যস্তু তদ্দেয়ং তস্য পার্থিব॥৩

থাকে। হে পার্থিব! তাহার পক্ষে গোলোক সুলভ এবং সে ব্রহ্মলোকও লাভ করিতে পারে। সেখানে তাহাকে তপ্ত জাম্বুনদ-সুবর্ণবর্ণা চন্দ্রসমানাননা; নলিন-নয়না, বর্ত্তুল-ক্ষীণ মধ্যশালিনী, বিশালনিতম্বিনী, রমণী-গণ নিরন্তর ভজনা করে। ৭—৯।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৫।

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মনু কহিলেন,—হে অনঘ! আমাকে কৃষ্ণাজিন দানের বিধান, কাল ও সম্প্রদানীয় ব্রাহ্মণের বিশেষ বিবরণ বলুন। এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় আছে। মৎস্য কহি-লেন,—চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ, বৈশাখ, মাঘ, আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা, কিম্বা উত্তরায়ণদ্বাদশীতে কৃষ্ণাজিন দানে বিশেষ ফল হয়। হে রাজন্! আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণকে উহা দান করা উচিত। যে

যথা যেন বিধানেন তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
গোময়েনোপলিপ্তে তু শুচৌ দেশে নরাধিপ॥
আদাবেব সমাস্তীর্য্য শোভনং বস্ত্রমাবিকম্।
ততঃ সশৃঙ্গং সখুরমাস্তরেৎ কৃষ্ণমার্গকম্॥ ৫
কর্ত্তব্যং রুক্মশৃঙ্গং তদ্রৌপ্যদন্তং তথৈব চ।
লাঙ্গুলং মৌক্তিকৈর্যুক্তং তিলচ্ছন্নং তথৈব চ॥
তিলৈশ্চ শিখিতং কৃত্বা বাসসাচ্ছাদয়েচ্ছুচিঃ।
সুবর্ণনাভং তৎ কুর্য্যাদলঙ্কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ॥ ৭
রত্নৈর্গন্ধৈর্যথাশক্ত্যা তস্য দিক্ষু চ বিন্যসেৎ।
কাংস্যপাত্রাণি চত্বারি তেষু দদ্যাদ্যথাক্রমম্॥৮
মৃন্ময়েষু চ পাত্রেষু পূর্ব্বাদিষু যথাক্রমম্।
ঘৃতং ক্ষীরং দধি ক্ষৌদ্রমেবং দদ্যাদ্যথাবিধি॥
চম্পকস্য তথা শাখামব্রণং কুম্ভমেব চ।
বাহ্যোপস্থানকং কৃত্বা শুভচিত্তাং নিবেশয়েৎ॥
সূক্ষ্মবস্ত্রং শুভং পীতং মার্জ্জনার্থং প্রযোজয়েৎ।
তথা ধাতুময়ীঃ পাত্রীঃ পাদয়োস্তস্য দাপয়েৎ।
যানি কানি চ পাপানি ময়া লোভাৎ কৃতানি বৈ

প্রকারে যে বিধানে উহা দান করিতে হয়, আমি তাহা বলিতেছি; আপনি শ্রবণ করুন। হে নরনাথ! গোময়োপলিপ্ত শুচিভূভাগে একখানি মেষলোমজ বস্ত্র আস্ত-রণপূর্ব্বক তদুপরি সশৃঙ্গ, সখুর, কৃষ্ণাজিন স্থাপন করিবে। উহার শৃঙ্গে স্বর্ণ, দন্তে রৌপ্য, লাঙ্গুলে মৌক্তিক এবং শিখাভাগে তিল বিন্যাস করিয়া উপরিভাগেও তিল ছড়াইয়া দিবে। পরে পবিত্র বস্ত্র দ্বারা উহা আচ্ছাদন করিবে। উহার নাভিতে সুবর্ণ দিবে এবং বিশেষরূপে উহাকে অলঙ্কৃত করিবে। চতুর্দ্দিকে রত্ন ও গন্ধদ্রব্য সকল বিন্যাস করা কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দিকে চারিটী কাংস্যপাত্র স্থাপন করিবে। আর পূর্ব্বাদি দিকে মৃন্ময়পাত্র যথাক্রমে ঘৃত,দুগ্ধ, দধি ও মধু দ্বারা পূর্ণ করিয়া স্থাপনান্তে একটী অব্রণ কুম্ভ ও একটী চম্পকশাখা উহার পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিবে। মার্জ্জনার্থ একখানি সূক্ষ্ম শ্বেত বস্ত্র দিবে। পাদদ্বয়ে ধাতুময় একটী পাত্র বিন্যাস করিবে। ১—১১। 'আমি লোভ-

লৌহপাত্রাদিদানেন প্রণশ্যন্তু মমাশু বৈ ॥ ১২
তিলপূর্ণং ততঃ কৃত্বা বামপাদে নিবেশয়েৎ।
যানি কানি চ পাপানি কর্ণোত্থানি কৃতানি চ ॥
কাংস্যপাত্রপ্রদানেন তানি নশ্যন্তু মে সদা।
মধুপূর্ণন্তু তৎ কৃত্বা পাদে বৈ দক্ষিণে ন্যসেৎ ॥
পরাপবাদপৈশুন্যাদ্বৃথা মাংসস্য ভক্ষণাৎ।
তত্রোত্থিতঞ্চ মে পাপং তাম্রপাত্রাৎ প্রণশ্যতু ॥
কন্যানৃতাদ্গবাঞ্চৈব পরদারাভিমর্ষণাৎ।
রৌপ্যপাত্রপ্রদানাদ্ধি ক্ষিপ্রং নাশং প্রয়াতু মে
ঊর্দ্ধপাদে দ্বিমে কার্য্যে তাম্রস্য রজতস্য চ।
জন্মজন্মসহস্রেষু কৃতং পাপং কুবুদ্ধিনা ॥ ১৭
সুবর্ণপাত্রদানাৎ তু নাশয়াশু জনার্দ্দন।
হেম-মুক্তা-বিদ্রুমঞ্চ দাড়িমং বীজপূরকম্। ১৮
প্রশস্তপাত্রে শ্রবণে খুরে শৃঙ্গাটকানি চ।
এবং কৃত্বা যথোক্তেন সর্ব্বশাককলানি চ ॥ ১৯
তৎপ্রতিগ্রহবিদ্বিদ্বানাহিতাগ্নির্দ্বিজোত্তমঃ।
স্নাতো বস্ত্রযুগচ্ছন্নঃ স্বশক্ত্যা চাপ্যলঙ্কৃতঃ ॥ ২০
প্রতিগ্রহশ্চ তস্যোক্তঃ পুচ্ছদেশে মহীপতে।
তত এবং সমীপে তু মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ ॥ ২১
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণগলো দেবঃ কৃষ্ণাজিনধরস্তথা।
তদ্দানাদ্ধূতপাপস্য প্রীয়তাং বৃষভধ্বজঃ ॥ ২২
অনেন বিধিনা দত্বা যথাবৎ কৃষ্ণমার্গকম্।
ন স্পৃশ্যোঽসৌ দ্বিজো রাজংশ্চিতিযূপসমো হি সঃ ॥ ২৩
তং দানে শ্রাদ্ধকালে চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
স্বগৃহাৎ প্রেষ্য তং বিপ্রং মঙ্গলস্নানমাচরেৎ ॥
পূর্ণকুম্ভেন রাজেন্দ্র শাখয়া চম্পকস্য তু।
কৃত্বাচার্য্যশ্চ কলশং মন্ত্রেণানেন মূর্দ্ধনি ॥ ২৫
আপ্যায়স্ব সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ঋচা সংস্নাপ্য ষোড়শ।
অহতে বাসসী বীত আচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ ॥

বশে যে কোন পাপ করিয়াছি, এই লৌহপাত্র দানের ফলে সে সকল আশু বিনষ্ট হউক।' এই মন্ত্রে ঐ পাত্র দান করা বিহিত। অতঃপর তিলপূর্ণ কাংস্যপাত্র সেই কৃষ্ণাজিনের বামপাদে বিন্যাস করিয়া 'আমি কেবল শুনা কথায় নির্ভর করিয়া যে কোন পাপ করিয়াছি, এই কাংস্যপাত্র প্রদানে তৎসমস্ত বিনষ্ট হউক।' এই মন্ত্রে দান করিবে। দক্ষিণপাদে মধুপূর্ণপাত্র বিন্যাস করিয়া'আমার পরাপবাদ, খলতা ও বৃথা মাংসভক্ষণজনিত দোষ এই তাম্রপাত্রদানমাহাত্ম্যে অপগত হউক।' এই মন্ত্রে দান করিবে। কন্যা কিংবা গাভীর নিমিত্ত মিথ্যা কথন ও পরদারধর্ষণজন্য পাপ সকল এই রৌপ্যপাত্র প্রদানে সত্বর বিনষ্ট হউক। ঊর্দ্ধপাদদ্বয়ে তাম্র ও রজতপাত্রদ্বয় বিন্যাস করিবে। "হে জনার্দ্দন! সহস্র সহস্র জন্মে কুবুদ্ধিবশে যত পাপ করিয়াছি, সুবর্ণপাত্র দানফলে তৎসমস্ত বিনষ্ট হউক।" এই মন্ত্রে সুবর্ণ পাত্র দান করিতে হয়। প্রশস্ত হেম, মুক্তা, বিদ্রুম, দাড়িম্ব ও বীজপূরক উহার শ্রবণ দেশে স্থাপন করিবে। খুরে শৃঙ্গাটক দান করিবে। এইরূপে যথোক্ত বিধানে বিবিধ শাক, মূল ও ফলাদি সঞ্চিত করিয়া দান করিবে। প্রতিগ্রহকারী আহিতাগ্নি সদ্‌ব্রাহ্মণ স্নানপূর্ব্বক বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া শক্ত্যানুরূপ অলঙ্কৃত হইয়া এই দান গ্রহণ করিবেন। ১২—২০। রাজন্! কৃষ্ণাজিনের পুচ্ছদেশে প্রতিগ্রহ করা বিহিত।" পুচ্ছদেশে আসিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। এই কৃষ্ণাজিন দানফলে কৃষ্ণ, কৃষ্ণকণ্ঠ, কৃষ্ণাজিনধর শঙ্কর আমার প্রতি প্রীত হউন।" হে মহারাজ! এই বিধান অনুসারে কৃষ্ণাজিন দান করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে আর স্পর্শ করিতে নাই; কারণ, সে চিতার যূপের ন্যায় অস্পৃশ্য। অপর দ্রব্য দানকালে কিম্বা শ্রাদ্ধ বিষয়ে সেই ব্রাহ্মণকে দূরে পরিহার করিবে। নিজ ভবন হইতে সেই ব্রাহ্মণকে বিদায় করিয়া দিয়া চম্পকশাখাযুক্ত পূর্ণকুম্ভোদকে মঙ্গল-স্নান করিতে হয়। আচার্য্য সেই কলসটি লইয়া "অপ্যায়স্ব" ও "সমুদ্র জ্যেষ্ঠা" ইত্যাদি ষোড়শ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যজমানের মস্তকে অভিষেক করিবেন।

তথাসঃ কুম্ভসহিতং নীত্বা ক্ষেপ্যং চতুষ্পথে।
কৃতেনানেন যা তুষ্টির্ন সা শক্যা সুরৈরপি ॥২৭
বক্তুং হি নৃপতিশ্রেষ্ঠ তথাপ্যুদ্দেশতঃ শৃণু।
সমগ্রভূমিদানস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ২৮
সর্ব্বান্ লোকাংশ্চ জয়তি কামচারী বিহঙ্গবৎ।
আভূতসংপ্লবং যাবৎ স্বর্গমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥২৯
ন পিতা পুত্রমরণং বিয়োগং ভার্য্যয়া সহ।
ধনদেশপরিত্যাগং ন চৈবেহাপ্নুয়াৎ ক্বচিৎ ॥৩০
কৃষ্ণেপ্সিতং কৃষ্ণমৃগস্য চর্ম্ম
দত্ত্বা দ্বিজেন্দ্রায় সমাহিতাত্মা।
যথোক্তমেতন্মরণং ন শোচেৎ
প্রাপ্নোত্যভীষ্টং মনসঃ ফলং তৎ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে কৃষ্ণাজিনপ্রদানং নাম ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৬॥

পরে অচ্ছিন্ন বসনদ্বয় পরিধান করিয়া আচমন করিবে। এইরূপ করিলে দাতার পবিত্রতা লাভ হয়। কুম্ভসহ সেই বস্ত্রদ্বয় লইয়া যাইয়া চতুষ্পথে ক্ষেপণ করিবে। হে নৃপতিপ্রবর! এই কার্য্য করিলে যে তুষ্টিদায়ক পুণ্য সাধিত হয়, সুরগণও তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। তথাপি আমি সংক্ষেপে তোমাকে এই মাত্র বলিতেছি যে, সেই দাতা সমগ্র ভূমিদানের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয় এবং কামচারী বিহঙ্গবৎ সর্বলোকে সসম্মানে বিচরণ করত কল্পকাল যাবৎ স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া থাকে। আমি নিঃসংশয়ে বলিতেছি, যে, সেই মানব ইহকালে কদাচ পিতা, পুত্র, পত্নী, ধন ও দেশাদি বিয়োগজনিত ক্লেশ অনুভব করে না। যে মানব সমাহিত মনে এই বিধানে সদ্ব্রাহ্মণে কৃষ্ণের অভিমত কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম দান করে, সে কদাপি শোকগ্রস্ত হয় না; পরন্তু তাহার সর্ব্ব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। ২১—৩১।

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৬।

সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি বৃষভস্য চ লক্ষণম্।
বৃষোৎসর্গবিধিঞ্চৈব তথা পুণ্যভয়ং মহৎ ॥ ১
মৎস্য উবাচ।
ধেনুমাদৌ পরীক্ষেত সুশীলাঞ্চ গুণান্বিতাম্।
অব্যঙ্গামপরিক্লিষ্টাং জীববৎসামরোগিণীম্ ॥ ২
স্নিগ্ধবর্ণাং স্নিগ্ধখুরাং স্নিগ্ধশৃঙ্গীং তথৈব চ।
মনোহরাকৃতিং সৌম্যাং সুপ্রমাণামনুদ্ধতাম্ ॥৩
আবর্ত্তৈর্দক্ষিণাবর্ত্তৈর্যুক্তাং দক্ষিণতস্তথা।
বামাবর্ত্তৈর্বামতশ্চ বিস্তীর্ণজঘনাং তথা ॥ ৪
মৃদুসংহততাম্রোষ্ঠীং রক্তগ্রীবাসুশোভিতাম্।
অশ্যামদীর্ঘা স্ফুটিতা রক্তজিহ্বা তথা চ যা ॥ ৫
অস্রানাবিলনেত্রা চ শফৈরবিরলৈর্দৃঢ়ৈঃ।
বৈদূর্য্যমধুবর্ণৈশ্চ জলবুদ্বুদসন্নিভৈঃ ॥ ৬
রক্তস্নিগ্ধৈশ্চ নয়নৈস্তথা রক্তকনীনিকৈঃ।
সপ্ত চতুর্দ্দশদন্তা তথা বা শ্যামতালুকা ॥ ৭
যড়ুন্নতা সুপার্শ্বোরুঃ পৃথুপক্ষসমায়তা।

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মনু কহিলেন,—ভগবন্! আমি বৃষোৎসর্গের বিধান সহ বৃষের লক্ষণ ও উহার মহৎ পুণ্যফল শুনিতে কামনা করি। মৎস্য কহিলেন,—প্রথমতঃ ধেনু পরীক্ষা করিবে। সুশীলা, গুণান্বিতা অবিকৃতাঙ্গা, অদুর্ব্বলা, জীববৎসা, অরোগিণী, স্নিগ্ধবর্ণা, স্নিগ্ধশৃঙ্গী, স্নিগ্ধখুরযুতা, মনোহরাকৃতি, সুদৃশ্যা, মধ্যমপ্রমাণা, অনুদ্ধতা, আবর্ত্তযুক্তা; বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে দক্ষিণাবর্ত্তযুক্তা, বামপার্শ্বে বামাবর্ত্তযুক্তা, মৃদু সংহত তাম্রোষ্ঠবতী রক্তগ্রীবা, শোভান্বিতা, এবং যাহার জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ নহে, পরন্তু উহা আরক্ত ও অস্ফুটিত, যাহার নেত্র অস্র দ্বারা আবৃত নহে, যাহার খুরমধ্যে বিভক্ত অংশের ব্যবধান অল্প, যাহার নয়ন বৈদূর্য্য ও মধুবর্ণ, জলবুদ্বুদসদৃশ, রক্ত-স্নিগ্ধ ও রক্ত তারা বিশিষ্ট, যাহার সাতটী করিয়া চতুর্দ্দশটী দন্তোদ্গম হইয়াছে, যাহার

অষ্টায়ত শিরগ্রীবা যা রাজন্ সা সুলক্ষণা ॥৮
মনুরুবাচ।
ষডুন্নতাঃ কে ভগবন্ কে চ পঞ্চ সমায়তাঃ।
আয়তাশ্চ তথৈবাষ্টৌ ধেনূনাং কে শুভাবহাঃ ॥
মৎস্য উবাচ।
উরঃ পৃষ্ঠং শিরঃ কুক্ষী শ্রোণী চ বসুধাধিপ।
ষডুন্নতানি ধেনূনাং পূজয়ন্তি বিচক্ষণাঃ ॥ ১০
কর্ণৌ নেত্রে ললাটঞ্চ পঞ্চ ভাস্করনন্দন।
সমায়তানি শস্যন্তে পুচ্ছং সাস্না চ সক্থিনী ॥১১
চত্বারশ্চ স্তনা রাজন্ জ্ঞেয়া হ্যষ্টৌ মনীষিভিঃ।
শিরো-গ্রীবায়তাশ্চৈতে ভূমিপাল দশ স্মৃতাঃ ॥
তস্যাঃ সুতং পরীক্ষেত বৃষভং লক্ষণান্বিতম্।
উন্নতস্কন্ধককুদমৃজুলাঙ্গূলকম্বলম্ ॥ ১৩
মহাকটিতটস্কন্ধং বৈদূর্য্যমণিলোচনম্।
প্রবালগর্ভশৃঙ্গাগ্রং সুদীর্ঘপৃথুবালধিম্ ॥ ১৪
নবাষ্টাদশসংখ্যৈর্বা তীক্ষ্ণাগ্রৈর্দশনৈঃ শুভৈঃ।

মল্লিকাক্ষশ্চ মোক্তব্যো গৃহেঽপি ধনধান্যদঃ ॥
বর্ণতস্তাম্রকপিলো ব্রাহ্মণস্য প্রশস্যতে।
শ্বেতো রক্তশ্চ কৃষ্ণশ্চ গৌরঃ পাটল এব চ ॥১৬
শৃঙ্গিণস্তাম্রপৃষ্ঠশ্চ শবলঃ পঞ্চবালকৈঃ।
পৃথুকর্ণো মহাস্কন্ধঃ শ্লক্ষ্ণরোমা চ যো ভবেৎ।
রক্তাক্ষঃ কপিলো যশ্চ রক্তশৃঙ্গস্তলো ভবেৎ ॥
শ্বেতোদরঃ কৃষ্ণপার্শ্বো ব্রাহ্মণস্য তু শস্যতে।
স্নিগ্ধো রক্তেন বর্ণেন ক্ষত্রিয়স্য প্রশস্যতে ॥ ১৮
কাঞ্চনাভেন বৈশ্যস্য কৃষ্ণেনাপ্যন্ত্যজন্মনঃ।
যস্য প্রাগায়তে শৃঙ্গে ভ্রূমুখাভিমুখে সদা ॥১৯
সর্বেষামেব বর্ণানাং সঙ্গঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
মার্জ্জারপাদঃ কপিলো ধন্যঃ কপিলপিঙ্গলঃ ॥২০
শ্বেতো মার্জ্জারপাদস্তু ধন্যো মণিনিভেক্ষণঃ।
করটঃ পিঙ্গলশ্চৈব শ্বেতপাদস্তথৈব চ ॥ ২১
সর্ব্বপাদসিতো যশ্চ দ্বিপাদশ্বেত এব চ।
কপিঞ্জলনিভো ধন্যস্তথা তিত্তিরিসন্নিভঃ ॥ ২২

তালুদেশ শ্যামবর্ণ, যাহার পার্শ্ব ও উরুদেশ সুদৃঢ়, এবং যাহার ছয় স্থান উন্নত, পঞ্চ স্থান সম-আয়ত ও অষ্ট স্থান আয়ত, সেই ধেনুই সুলক্ষণা। মনু কহিলেন—ভগবন্ ধেনুদিগের কোন্ ছয় স্থান উন্নত? কোন্ পঞ্চ স্থানই বা সমায়ত? আর কোন্ অষ্ট স্থান শুভাবহ? ১—৯। মৎস্য কহিলেন,—বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, মস্তক, কুক্ষি, শ্রোণি,—হে রাজন্! ধেনুদিগের এই ছয় স্থান উন্নত হইলে বিচক্ষণ জনগণ উহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে ভাস্কর-নন্দন! কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয় ও ললাট,—এই পঞ্চ স্থান সম-আয়ত হইলে তাহা প্রশস্ত। আর পুচ্ছ, সাস্না, সক্থিদ্বয় ও চারিটী স্তন,—এই অষ্ট স্থান এবং মস্তক ও গ্রীবা—সমষ্টিতে এই দশ স্থান আয়ত হইলে তাহা প্রশংসা-যোগ্য। উহার বৎসেরও লক্ষণ বিচার করা বিধেয়। উহাও সুলক্ষণ হওয়া আবশ্যক। ঐ বৃষের স্কন্ধ, ও ককুদ্ উন্নত; লাঙ্গুল ও গলকম্বল সরল; কটিতট ও স্কন্ধদেশ বিশাল, নয়ন বৈদূর্য্যমণিতুল্য; শৃঙ্গাগ্র প্রবালগর্ভসম এবং পুচ্ছলোম সুদীর্ঘ ও স্থূল; নয়টী করিয়া অষ্টাদশটী দন্ত সুদৃঢ়, এবং নেত্রদ্বয় মল্লিকা-কুসুমসম হওয়া প্রশস্ত। এতাদৃশ বৃষ উৎসর্গ করা কর্ত্তব্য। তাম্র ও কপিলবর্ণ বৃষ ব্রাহ্মণের পক্ষে উৎসর্গ করা প্রশস্ত। শ্বেত, রক্ত, গৌর, কৃষ্ণ, কপিল, পাটল-বর্ণ তাম্রপৃষ্ঠ, শবল কিম্বা বিবিধবর্ণ, বিশাল-কর্ণ, মহস্কন্ধ, চিক্কণরোমা, রক্তলোচন, রক্ত-শৃঙ্গ, রক্ততল, শ্বেতোদর, কৃষ্ণপার্শ্ব; এবম্বিধ লক্ষণান্বিত বৃষ দান করা ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। স্নিগ্ধ ও রক্তবর্ণ বৃষ ক্ষত্রিয়ের, কাঞ্চনাভ বৃষ বৈশ্যের এবং কৃষ্ণবর্ণ বৃষ শূদ্রের দান করা কর্ত্তব্য। যাহার শৃঙ্গদ্বয় সম্মুখভাগে ভ্রূর দিকে অগ্রসর, সেই বৃষ সকল বর্ণেরই দানকার্য্যে প্রশংসনীয়। যাহার পাদ চতুষ্টয় মার্জ্জারপাদ সদৃশ, যাহার বর্ণ কপিল, কিম্বা কপিল-পিঙ্গল সেইবৃষ দাতার পরমোৎকর্ষ-সাধক। যে বৃষ শ্বেত বা পিঙ্গল, যাহার পাদভাগ শ্বেতবর্ণ, যাহার নেত্র মণিসম সমুজ্জ্বল, উহাকে ধন্য বলা যায়। যাহার দুই বা চারিপাদই শ্বেতবর্ণ, এবং যাহা কপিঞ্জল বা তিত্তিরিতুল্য, তাহাকে করট বলা যায়।

আকর্ণমূলশ্বেতস্তু মুখং যস্য প্রকাশতে।
নন্দীমুখঃ স বিজ্ঞেয়ো রক্তবর্ণো বিশেষতঃ॥২৩
শ্বেতস্তু জঠরং যস্য ভবেৎ পৃষ্ঠঞ্চ গোপতেঃ।
বৃষভঃ স সমুদ্রাখ্যঃ সততং কুলবর্দ্ধনঃ॥ ২৪
মল্লিকাপুষ্পচিত্রশ্চ ধন্যো ভবতি পুঙ্গবঃ।
কমলৈর্মণ্ডলৈশ্চাপি চিত্রো ভবতি ভাগ্যদঃ॥
অতসীপুষ্পবর্ণশ্চ তথা ধন্যতরঃ স্মৃতঃ।
এতে ধন্যাস্তথাধন্যান্ কীর্ত্তয়িষ্যামি তে নৃপ॥
কৃষ্ণতাল্বোষ্ঠবদনা রূক্ষশৃঙ্গশফাশ্চ যে।
অব্যক্তবর্ণা হ্রস্বাশ্চ ব্যাঘ্রসিংহনিভাশ্চ যে॥ ২৭
ধ্বাঙ্ক্ষ-গৃধ্রসবর্ণাশ্চ তথা মূষকসন্নিভাঃ।
কুণ্ঠাঃ কাণাস্তথা খঞ্জাঃ কেকরাক্ষাস্তথৈব চ॥২৮
বিষমশ্বেতপাদাশ্চ উদ্ভ্রান্তনয়নাস্তথা।
নৈতে বৃষাঃ প্রমোক্তব্যা ন চ ধার্য্যাস্তথা গৃহে
মোক্তব্যানাঞ্চ ধার্য্যাণাং ভূয়ো বক্ষ্যামি লক্ষণম্
স্বস্তিকাকারশৃঙ্গাশ্চ তথা মেঘৌঘনিস্বনাঃ॥ ৩
মহাপ্রমাণাশ্চ তথা মত্তমাতঙ্গগামিনঃ।
মহোরস্কা মহোচ্ছ্রায়া মহাবলপরাক্রমাঃ।
শিরঃ-কর্ণৌ ললাটঞ্চ বালধিশ্চরণাস্তথা॥ ৩১
নেত্রে পার্শ্বে চ কৃষ্ণানি শস্যন্তে চন্দ্রভাসিনাম্
শ্বেতাস্বেতানি শস্যন্তে কৃষ্ণস্য তু বিশেষতঃ॥
ভূমৌ কর্ষতি লাঙ্গূলং প্রলম্বস্থূলবালধিঃ।
পুরস্তাদুদ্যতো নীলো বৃষভশ্চ প্রশস্যতে।৩২
শক্তিধ্বজপতাকাঢ্যা যেষাং রাজী বিরাজতে।
অনড্বাহস্তু তে ধন্যাশ্চিত্রসিদ্ধিজয়াবহাঃ॥ ৩৪
প্রদক্ষিণং নিবর্ত্তন্তে স্বয়ং যে বিনিবর্ত্তিতাঃ।
সমুন্নতশিরোগ্রীবা ধন্যাস্তে যূথবর্দ্ধনাঃ॥ ৩৫
রক্তশৃঙ্গাগ্রনয়নঃ শ্বেতবর্ণো ভবেদ্যদি।
শফৈঃ প্রবালসদৃশৈর্নাস্তি ধন্যতরস্ততঃ॥ ৩৬
এতে ধার্য্যাঃ প্রযত্নেন মোক্তব্যা যদি বা বৃষাঃ
ধারিতাশ্চ তথা মুক্তা ধন-ধান্যপ্রবর্দ্ধনাঃ॥ ৩৭
চরণানি মুখং পুচ্ছং যস্য শ্বেতানি গোপতেঃ।

যাহার কর্ণমূলাবধি মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ, বিশেষতঃ যাহার গাত্র রক্তবর্ণ, তাহাকে নান্দীমুখ বলে। যাহার জঠর ও পৃষ্ঠদেশ শ্বেতবর্ণ, উহাকে সমুদ্র বলে। এই বৃষ বংশবৃদ্ধিকর। মল্লিকাপুষ্পসম বিচিত্রবর্ণ বৃষ, দাতার ধনধান্য বৃদ্ধি করে। পদ্মসম মণ্ডলশালী বৃষ ভাগ্যবর্দ্ধক। আতসীপুষ্পসবর্ণ বৃষ সমৃদ্ধিবর্দ্ধক। এই আমি প্রশস্ত বৃষের কথা কহিলাম; হে নৃপ! অতঃপর নিন্দিত বৃষের লক্ষণ বলিতেছি। যাহার তালু, ওষ্ঠ ও বদন কৃষ্ণবর্ণ, শৃঙ্গ ও খুর রূক্ষ, বর্ণ অপরিস্ফুট, আকার হ্রস্ব, কিম্বা যে বৃষ ব্যাঘ্র বা সিংহাকার-ভয়ঙ্কর, কাক বা গৃধ্র সবর্ণ, মূষিকসমান, কর্ম্মাক্ষম, কাণ, খঞ্জ, কেকর, বিষমপাদ, শ্বেতপাদ ও উদ্ভ্রান্তনয়ন, ইত্যাদি কুলক্ষণযুক্ত বৃষ উৎসর্গ করিবে না; কিম্বা গৃহে প্রতিপালনও করিবে না। উৎসর্গযোগ্য ও গৃহে পালনোপযোগী বৃষের লক্ষণ পুনরায় বলিতেছি। ১০—৩০। যাহার শৃঙ্গদ্বয় স্বস্তিকাকার, নিস্বন মেঘরাবসম, প্রমাণ বৃহৎ, গমন মত্তমাতঙ্গসদৃশ, ঔন্নত্য অধিক, উরস্থল বিশাল, বল-পরাক্রম অত্যধিক, তাদৃশ বৃষ প্রশস্ত। মস্তক, কর্ণ, ললাট, পুচ্ছলোম, পদ সকল, নেত্র ও পার্শ্বদেশ কৃষ্ণবর্ণ হওয়া শ্বেত-বৃষের পক্ষে প্রশস্ত। আর কৃষ্ণবর্ণ বৃষের এতৎসমস্ত শ্বেতবর্ণ হইলে প্রশস্ত বলিয়া জ্ঞাতব্য। যাহার পূর্ব্ব ভাগ উন্নত, লাঙ্গুল ভূবিলম্বিত, পুচ্ছলোম প্রলম্ব ও স্থূল, তাদৃশ নীলবৃষ সবিশেষ প্রশস্ত। যে সকল বৃষের গাত্রে শক্তি-ধ্বজ-পতাকাদি চিহ্ন বিদ্যমান, সেই বৃষ, বিচিত্র সিদ্ধি ও জয়াবহ। গমনে বাধা ঘটিলে যে বৃষ প্রদক্ষিণ ক্রমে নিবর্ত্তিত হয়, এবং যাহাদিগের শিরোগ্রীবা সমুন্নত, তাদৃশ যূথবর্দ্ধনকারী বৃষসমূহই ধন্য। যাহার শৃঙ্গাগ্র ও নয়ন রক্তবর্ণ, এবং গাত্র শ্বেতবর্ণ, খুর সকল প্রবালসমবর্ণ, তদপেক্ষা ধন্যতর বৃষভ আর নাই। এই সকল লক্ষণযুক্ত বৃষ গৃহে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, কিম্বা উৎসর্গ করা উচিত। ইহাদিগকে গৃহে পালনই করুক আর উৎসর্গই করুক—ইহারা ধনধান্যবর্দ্ধক। যে বৃষের মুখ, পুচ্ছ ও চরণচতুষ্টয় শ্বেতবর্ণ, এবং গাত্র লাক্ষারস-সমান বর্ণ

লাক্ষারসসবর্ণশ্চ তং নীলমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥৩৮
বৃষ এব স মোক্তব্যো ন সন্ধার্য্যো গৃহে ভবেৎ
তদর্থমেষ চরতি লোকে গাথা পুরাতনী ॥৩৯
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ
গৌরীকাপ্যুদ্বহেৎকন্যাংনীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ

এবং বৃষং লক্ষণসম্প্রযুক্তং
গৃহোদ্ভবং ক্রীতমথাপি রাজন্ ।
মুক্ত্বা ন শোচেন্মরণং মহাত্মা
মোক্ষং গতশ্চাহমতোঽভিধাস্যে ॥ ৪১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বৃষভলক্ষণং নাম সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৭ ॥

অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।
ততঃ স রাজা দেবেশং পপ্রচ্ছামিতবিক্রমঃ ।
পতিব্রতানাং মাহাত্ম্যং তৎসম্বন্ধাং কথামপি ॥১
মনুরুবাচ ।
পতিব্রতানাং কা শ্রেষ্ঠা কয়া মৃত্যুঃ পরাজিতঃ ।
নামসঙ্কীর্ত্তনং কস্যাঃ কীর্ত্তনীয়ং সদা নরৈঃ
সর্ব্বপাপক্ষয়করমিদানীং কথয়স্ব মে ॥ ২
মৎস্য উবাচ ।
বৈলোম্যং ধর্ম্মরাজোঽপি নাচরত্যথ যোষিতাম্
পতিব্রতানাং ধর্ম্মজ্ঞ পূজ্যাস্তস্যাপি তাঃ সদা ॥
অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ ।
যথা বিমোক্ষিতো ভর্ত্তা মৃত্যুপাশগতঃ স্ত্রিয়া ॥
মদ্রেষু শাকলো রাজা বভূবাশ্বপতিঃ পুরা ।
অপুত্রস্তপ্যমানোঽসৌ পুত্রার্থী সর্ব্বকামদাম্ ॥
আরাধয়তি সাবিত্রীং লক্ষিতোঽসৌ দ্বিজোত্তমৈঃ ।
সিদ্ধার্থকৈর্হূয়মানাং সাবিত্রীং প্রত্যহং দ্বিজৈঃ
শতসংখ্যৈশ্চতুর্থ্যান্তু দশমাসাগতে দিনে ।
কালে তু দর্শয়ামাস স্বাং তনুং মনুজেশ্বরম্ ॥
সাবিত্র্যুবাচ ।
রাজন্ ভক্তোঽসি মে নিত্যং দাস্যামি ত্বাং সুতাং সদা ।

তাহাকে নীলবৃষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এই নীল বৃষকে গৃহে রাখিতে নাই। ইহাকে উৎসর্গ করাই কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে লোকে এই গাথা প্রচলিত আছে যে, বহু পুত্র কামনা করা কর্ত্তব্য। কারণ, তাহাদিগের মধ্যে কোন জন অবশ্যই গৌরী কন্যাদান, কিম্বা নীলবৃষ উৎসর্গ করিবে। রাজন্! গৃহজাত কিম্বা ক্রীত এবম্বিধ লক্ষণান্বিত বৃষোৎসর্গ করিলে মহাত্মা মানব কদাচ শোকানুভব করে না। এই নিমিত্তই আমি এ বিষয় বলিতেছি। ৩১—৪১।

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৭।

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অতঃপর সেই অমিতবিক্রম রাজা সেই দেবেশ্বরসন্নিধানে পতিব্রতাদিগের মাহাত্ম্য ও তৎসম্বন্ধীয় অপরাপর নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মনু কহিলেন,—পতিব্রতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা কে? মৃত্যুকে কোন্ রমণী পরাজিত করিয়াছিল? নরগণের পক্ষে কোন নারীর নাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য? কাহার বিবরণ সর্ব্বপাপহর? ইদানীং আমাকে এতৎসমস্ত বৃত্তান্ত বলুন। মৎস্য কহিলেন,—পতিব্রতা রমণীগণের প্রতিকূলাচরণ করিতে যমরাজও সাহস করেন না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! পতিব্রতাগণ ধর্ম্মরাজেরও সতত সম্মাননীয়। এবিষয়ে তোমাকে একটী পাপনাশন উপাখ্যান বলিতেছি। পূর্ব্বে এক নারী মৃত্যুপাশগত পতিকে পরিত্রাণ করিয়াছিল। তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। পুরাকালে মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র না হওয়ায় তিনি পুত্রকামনায় সর্ব্বকামদা সাবিত্রীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতিনিধিরূপে অগ্নিতে প্রতিদিন শ্বেত সর্ষপ দ্বারা শত শত হোম আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দশমাস অতীত হইলে সাবিত্রী দেবী সেই রাজাকে দর্শন প্রদান করিলেন। সাবিত্রী কহিলেন,—রাজন্!

তাং দত্তাং মৎপ্রসাদেন পুত্রীং প্রাপ্স্যসি শোভনাম্॥ ৮
এতাবদুক্ত্বা সা রাজ্ঞঃ প্রণতস্যৈব পার্থিব।
জগামাদর্শনং দেবী যথা বৈ নৃপ চঞ্চলা॥ ৯
মালতী নাম তস্যাসীদ্রাজ্ঞঃ পত্নী পতিব্রতা।
সুষুবে তনয়াং কালে সাবিত্রীমিব রূপতঃ॥১০
সাবিত্র্যাহুতয়া দত্তা তদ্রূপসদৃশী তথা।
সাবিত্রী চ ভবত্বেষা জগাদ নৃপতির্দ্বিজান্॥ ১১
কালেন যৌবনং প্রাপ্তা দদৌ সত্যবতে পিতা
নারদস্তু ততঃ প্রাহ রাজানং দীপ্ততেজসম্॥১২
সংবৎসরেণ ক্ষীণায়ুর্ভবিষ্যতি নৃপাত্মজঃ।
সকৃৎ কন্যাঃ প্রদীয়ন্তে চিন্তয়িত্বা নরাধিপ॥ ১৩
তথাপি প্রদদৌ কন্যাং দ্যুমৎসেনাত্মজে শুভে
সাবিত্র্যপি চ ভর্ত্তারমাসাদ্য নৃপমন্দিরে॥ ১৪
নারদস্য তু বাক্যেন দূয়মানেন চেতসা।
শুশ্রূষাং পরমাং চক্রে ভর্তৃ-শ্বশুরয়োর্বনে॥ ১৫
রাজ্যাদ্ভ্রষ্টঃ সভার্য্যস্তু নষ্টচক্ষুর্নরাধিপঃ।
ন * তুতোষ সমাসাদ্য রাজপুত্রীং তথা স্নুষাম্
চতুর্থেঽহনি মর্ত্তব্যং তথা সত্যবতা দ্বিজাঃ।
শ্বশুরেণাভ্যনুজ্ঞাতা তদা রাজসুতাপি সা॥১৭
চক্রে ত্রিরাত্রং ধর্ম্মজ্ঞা প্রাপ্তে তস্মিংস্তদা দিনে
দারু-পুষ্প-ফলাহারী সত্যবাংস্তু যযৌ বনম্॥
শ্বশুরেণাভ্যনুজ্ঞাতা যাচনাভঙ্গভীরুণা।
সাবিত্র্যপি জগামার্ত্তা সহ ভর্ত্রা মহদ্বনম্॥ ১৯
চেতসা দূয়মানেন গূহমানা মহদ্ভয়ম্।
বনে পপ্রচ্ছ ভর্ত্তারং দ্রুমাংশ্চাসদৃশাংস্তথা॥২০
আশ্বাসয়ামাস স রাজপুত্রীং
ক্লান্তাং বনে পদ্মবিশালনেত্রাম্।
সন্দর্শনেনাথ দ্রুমদ্বিজানাং
তথা মৃগাণাং বিপিনে নৃবীরঃ॥ ২১
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সাবিত্র্যুপাখ্যানে সাবিত্রীবনপ্রবেশো নামাষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০৮॥

তুমি আমার নিয়ত ভক্ত, অতএব তোমাকে আমি প্রসন্ন হইয়া একটী শোভনা কন্যা দান করিতেছি। সেই দেবী এই বলিয়া বিদ্যুতের ন্যায় সহসা সেই প্রণত রাজার অদৃশ্য হইলেন। ১—৯। অনন্তর কিয়ৎকালান্তে সেই রাজার মালতী নাম্নী পত্নী সাবিত্রীসদৃশ একটী রূপবতী কন্যা প্রসব করিলেন। "আহুতিতুষ্টা সাবিত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্তা, এবং রূপেও সাবিত্রীর তুল্যা বলিয়া ইহার নামও "সাবিত্রী" হউক। রাজা এই কথা কহিলেন, কালক্রমে সেই কন্যা যৌবনপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাহাকে সত্যবানের করে সম্প্রদান করেন। অতঃপর একদা দেবর্ষি নারদ আসিয়া সেই দীপ্ততেজা রাজাকে কহিলেন,—"তোমার জামাতা সংবৎসর মধ্যেই অল্পায়ু হইয়া মরণাপন্ন হইবে। সেই নরপতি "কন্যা একবারই প্রদত্তা হয়" ইহা চিন্তা করিয়া সেই দ্যুমৎসেনাত্মজ সত্যবানের সহিত নিজ কন্যাকে বিদায় দিলেন। সাবিত্রীও নারদের সেই কথা ভাবিয়া পরিতপ্ত চিত্তে স্বীয় মন্দিরে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তদীয় শ্বশুর রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পত্নীপুত্র সহ বনে বাস করিতেছিলেন; সাবিত্রী বনমধ্যে তাঁহাদিগের অতিশয় সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সেই অন্ধ রাজা বনমধ্যে তাদৃশী রাজপুত্রীকে বধূ পাইয়া প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। পরে যখন সত্যবানের মৃত্যুর চারি দিন মাত্র বাকী আছে, তখন রাজার আদেশ অনুসারে সত্যবানের সহিত সেই সাবিত্রী 'সাবিত্রীব্রতানুষ্ঠান দ্বারা তিন দিন উপবাসে অতিবাহিত করিলেন। পরে চতুর্থ দিনে পিতার আদেশে যখন সত্যবান্ কাষ্ঠ মূল ফলাদি আহরণার্থ বনমধ্যে গমন করেন, তখন সাবিত্রীও তৎসহ যাইবার জন্য শ্বশুরসমীপে প্রার্থনা করেন। রাজা প্রার্থনাভঙ্গ-ভয়ে তাহাতে অনুমোদন করিলেন। পরে সাবিত্রীও আর্ত্তভাবে মহাবনে সত্যবানের অনুসরণ করিলেন। তিনি পরিতৃপ্ত চিত্তে মনোভাব গোপন করিয়া পতিকে বিসদৃশ তরু-

* তার্মিত বা পাঠঃ।

নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সত্যবানুবাচ ।

বনেঽস্মিন্ শাদ্বলাকীর্ণে সহকারং মনোহরম্ ।
নেত্রঘ্রাণসুখং পশ্য বসন্তং রতিবর্দ্ধনম্ ॥ ১
বনেঽপ্যশোকং দৃষ্ট্বৈনং রাগবন্তং সুপুষ্পিতম্
বসন্তো হসতীবায়ং মামেবায়তলোচনে ॥ ২
দক্ষিণে দক্ষিণেনৈতাং পশ্য রম্যাং বনস্থলীম্
পুষ্পিতৈঃ কিংশুকৈর্যুক্তাং জ্বলিতানলসপ্রভৈঃ ॥
সুগন্ধিকুসুমামোদো বনরাজিবিনির্গতঃ ।
করোতি বায়ুর্দাক্ষিণ্যমাবয়োঃ ক্লমনাশনম্ ॥ ৪
পশ্চিমেন বিশালাক্ষি কর্ণিকারৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ ।
কাঞ্চনেন বিভাত্যেষা বনরাজী মনোরমা ॥ ৫
অতিমুক্তলতাজাল-রুদ্ধমার্গা বনস্থলী ।
রম্যা সা চারুসর্ব্বাঙ্গী কুসুমোৎকরভূষণা ॥ ৬
মধুমত্তালিঝঙ্কারব্যাজেন বরবর্ণিনি ।
চাপাকৃষ্টিং করোতীব কামঃ পার্শ্বে জিঘাংসয়া ॥
ফলাস্বাদলসদ্বক্ত্র-পুংস্কোকিলবিনাদিতা ।
বিভাতি চারুতিলকা ত্বমিবৈষা বনস্থলী ॥ ৮
কোকিলশ্চূতশিখরে মঞ্জরীরেণুপিঞ্জরঃ ।
গদিতৈর্ব্যক্ততাং যাতি কুলীনৈশ্চেষ্টিতৈরিব ॥ ৯
পুষ্পরেণুবিলিপ্তাঙ্গীং প্রিয়ামনুসরন্ বনে ।
কুসুমং কুসুমং যাতি কূজন্ কামী শিলীমুখঃ ॥ ১০
মঞ্জরীং সহকারস্য কান্তাবচ্চাগ্রপীড়িতাম্ ।
স্বদতে বহুপুষ্পেঽপি পুংস্কোকিলযুবা বনে ॥ ১১
কাকঃ প্রসূতাং বৃক্ষাগ্রে স্বামেকাগ্রেণ চঞ্চুনা ।
কাকীং সম্ভাবয়ত্যেষ পক্ষাচ্ছাদিতপুত্রকাম্ ॥
ভূভাগং নিম্নমাসাদ্য দয়িতাসহিতো যুবা ।
নাহারমপি চাদত্তে কামাক্রান্তঃ কপিঞ্জলঃ ॥ ১৩

গণের বিষয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নরবর সত্যবান্, সেই বনে বিবিধ দ্রুম ও পশুগণ দর্শনে ভীতা ক্লান্তা পদ্মপত্রনেত্রা সেই রাজপুত্রীকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। ১০—২১।

অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৮।

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সত্যবান্ কহিলেন,—ঐ দেখ, শাদ্বলাকীর্ণ বনমধ্যে নেত্র ও নাসিকার সুখাবহ, রতিবর্দ্ধন মনোহর সহকারতরু বিরাজমান। অয়ি আয়তলোচনে! ঐ রাগবান্ সুপুষ্পিত অশোকবৃক্ষ দেখিয়া আমার বোধ হয় যেন, বসন্তই এইরূপে আমাকে উপহাস করিতেছে। হে সরলে সাবিত্রি! এই দক্ষিণ দিকের পুষ্পিতা, রম্যা বনস্থলীর দিকে দৃষ্টিপাত কর। দেখ, উহা জ্বলিতানল-সমকান্তি কিংশুককুসুম-সমাবৃত ও সুগন্ধি-কুসুমে সুরভিত! হে বিশালাক্ষি! পশ্চিম দিকে ঐ দেখ, সুপুষ্পিত কর্ণিকার কুসুমপ্রভায় ঐ বনরাজি যেন কাঞ্চনময়ী হইয়া মনোহরণ করিতেছে। ঐ দেখ, ঐ অতিমুক্ত-লতাজাল-দ্বারা রুদ্ধমার্গা, বিবিধ কুসুম-ভূষিতা বনস্থলী সর্ব্বত্র কেমন সুন্দর দেখাইতেছে; বোধ হয় ঐ গুণবতী বনস্থলী মধুমত্ত ভৃঙ্গঝঙ্কারচ্ছলে আমাকে যেন আঘাত-করণার্থ কামের ধনু আকর্ষণ করিতেছে। এই সকল ফল-ভোজনাসক্ত, পুংস্কোকিলের শব্দে শব্দায়মানা, চারুতিলকা বনস্থলী তোমারই ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোকিলগণ মঞ্জরীরেণু দ্বারা পিঞ্জরিতকায়ে, চূততরূপরি অবস্থানপূর্ব্বক কুলীনগণের ন্যায় কেবলমাত্র শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত হইতেছে। কামী ভ্রমর কূজন করিতে করিতে পুষ্পরেণুবিলিপ্তাঙ্গী প্রিয়ার অনুসরণপূর্ব্বক এক কুসুম হইতে কুসুমান্তরে যাইতেছে। ১—১০। দেখ, এই বনে বহুপুষ্প থাকিলেও পুংস্কোকিল যুবা একটীমাত্র সহকারমঞ্জরী লইয়া কান্তার ন্যায় তাহাকে উপভোগ করিতেছে! ঐ দেখ, বৃক্ষাগ্রস্থ কাক, নবপ্রসূতা,পক্ষাচ্ছাদিত-পুত্রা, কাকীকে নিজ চঞ্চুর অগ্রভাগ দ্বারা আপ্যায়িত করিতেছে। ঐ দেখ, যুবা কপিঞ্জল পক্ষী,

কলবিঙ্কস্তু রময়ন্ প্রিয়োৎসঙ্গং সমাশ্রিতঃ।
মুহুর্মুহুর্বিশালাক্ষি উৎকণ্ঠয়তি কামিনঃ॥ ১৪
বৃক্ষশাখাং সমারূঢ়ঃ শুকোঽয়ং সহ ভার্য্যয়া।
ভরেণ নময়ঞ্ছাখাং করোতি সফলামিব॥ ১৫
বনেঽত্র পিশিতাস্বাদতৃপ্তো নিদ্রামুপাগতঃ।
শেতে সিংহযুবা কান্তা চরণান্তরগামিনী॥১৬
ব্যাঘ্রয়োর্মিথুনং পশ্য শৈলকন্দরসংস্থিতম্।
যয়োর্নেত্রপ্রভালোকে গুহা ভিন্নেব লক্ষ্যতে॥
অয়ং দ্বীপী প্রিয়াং লেঢ়ি জিহ্বাগ্রেণ পুনঃপুনঃ
প্রীতিমায়াতি চ তয়া লিহ্যমানঃ স্বকান্তয়া॥ ১৮
উৎসঙ্গকৃতমূর্দ্ধানং নিদ্রাপহৃতচেতসম্।
জন্তূদ্ধরণতঃ কান্তং সুখয়ত্যেব বানরী॥ ১৯
ভূমৌ নিপতিতাং রামাংমার্জ্জারো দর্শিতোদরীম্
নখদন্তৈর্দশত্যেস ন চ পীড়য়তে তথা॥ ২০
শশকঃ শশকী চোভে সংসুপ্তে পীড়িতে ইমে
সংলীনগাত্রচরণে কর্ণৈর্ব্যক্তিমুপাগতে॥ ২১
স্নাত্বা সরসি পদ্মাঢ্যে নাগস্তু মদনপ্রিয়ঃ।
সম্ভাবয়তি তন্বঙ্গীং মৃণালকবলঃ প্রিয়াম্॥ ২২
কান্তপ্রোথসমুত্থানৈঃ কান্তমার্গানুগামিনী।
করোতি কবলং মুস্তৈর্বরাহী পোতকানুগা॥২৩
দৃঢ়াঙ্গসন্ধির্মাহিষঃ কর্দ্দমাক্তনুর্বনে।
অনুব্রজতি ধাবন্তীং প্রিয়ামুক্তমুৎসুকঃ॥ ২৪
পশ্য চার্ব্বঙ্গি সারঙ্গং ত্বং কটাক্ষবিভাবনৈঃ।
সভার্য্যং মাং হি পশ্যন্তং কৌতূহলসমন্বিতম্॥
পশ্য পশ্চিমপাদেন রোহী কণ্ডুয়তে সুখম্।
স্নেহার্দ্রভাবাৎ কর্ষন্তী ভর্ত্তারং শৃঙ্গকোটিনা॥২৬
দ্রাগিমাং চমরীং পশ্য সিতবালামগচ্ছতীম্।
অস্বাস্তে চমরঃ কামী মাঞ্চ পশ্যতি গর্ব্বিতঃ॥২৭
আতপে গবয়ং পশ্য প্রহৃষ্টং ভার্য্যয়া সহ।

দয়িতা, সহিত নিম্নভূভাগে যাইয়া কামাকুল চিত্তে আহার গ্রহণেও বিরত রহিয়াছে। হে বিশালাক্ষি! ঐ দেখ, চটক পক্ষী নিজ প্রিয়ার উৎসঙ্গে থাকিয়া পুনঃপুনঃ রমণ দ্বারা কামীদিগকে উৎকণ্ঠিত করিতেছে। ঐ শুক পক্ষী ভার্য্যা সহ বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া দেহভারে বৃক্ষশাখাকে অবনামিত করায়, ঐ শাখা ফলবান্ বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। ঐ দেখ, মাংসাস্বাদ তৃপ্ত সিংহ-যুবা, নিজ প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া কেমন নিদ্রা যাইতেছে। ঐ দেখ শৈলকন্দর-মধ্যে ব্যাঘ্রদম্পতি রহিয়াছে; উহাদিগের নেত্রপ্রভায় গুহামধ্য সুপ্রকাশ হইয়াছে। ঐ দ্বীপী, জিহ্বাগ্রদ্বারা নিজ প্রিয়াকে পুনঃ-পুন লেহন করিতেছে! এবং স্বয়ং প্রিয়া কর্ত্তৃক লিহ্যমান হইয়া প্রীতি অনুভব করি তেছে! ঐ দেখ, বানরী স্বীয় ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত কান্তকে তদীয় দেহের কীট উদ্ধার করিয়া কতই না সুখিত করিতেছে! ঐ দেখ, মার্জ্জারী ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া স্বীয় উদর প্রদর্শন করিতেছে, আর মার্জ্জার তাহাকে নখদন্ত দ্বারা দংশন করিতেছে, বটে; কিন্তু তাহাতে মার্জ্জারীর পীড়া জন্মাই-তেছে না। ১১—২০। ঐ দেখ, শশক ও শশকী উভয়ে কেমন গাত্র-পদাদি লুক্কায়িত করিয়া নিদ্রা যাইতেছে? পরন্তু উহাদিগের কর্ণদর্শনেই উহাদিগকে জানিতে পারা যাইতেছে। কামাকুল করিবর পদ্মাকর সরোবরে স্নানান্তে মৃণালকবল লইয়া নিজ পত্নীর সম্ভাবনা করিতেছে। ঐ দেখ, বরাহ স্বীয় শিশু সন্তান লইয়া পতির অনুগমপূর্ব্বক পতির নাসিকা দ্বারা সমুদ্ধৃত মুশা ভক্ষণ করিতেছে। ঐ দেখ, দৃঢ়াঙ্গসন্ধি, কর্দ্দমাক্ত-তনু মহিষ উৎসুক হইয়া ধাবমানা প্রিয়ার অনুগমন করিতেছে। অয়ি চারুগাত্রি! দেখ, ঐ মৃগ, কৌতূহলযুক্ত হইয়া কটাক্ষ দ্বারা তোমার সহিত আমাকে দেখি-তেছে। দেখ, ঐ রোহী মৃগী স্নেহার্দ্র-চিত্তে শৃঙ্গাগ্র দ্বারা নিজ পতিকে আকর্ষণ করিতেছে; আর কখন বা পশ্চাৎ পদ দ্বারা তাহার মুখকণ্ডুয়ন করিতেছে। দেখ দেখ, ঐ সিতরোমা চমরী স্থির হইয়া রহিয়াছে; আর কামী চমর তাহার নিকটে আসিয়া গর্ব্বিতভাবে আমাকে দেখিতেছে। ঐ দেখ, গবয় কেমন আতপে ভার্য্যাসহ শয়ন

রোমন্থনং প্রকুর্ব্বাণং কাকং ককুদি বারয়ন্ ॥ ২৮
পশ্যাজং ভার্য্যয়া সার্দ্ধং ন্যস্তাগ্রচরণদ্বয়ম্।
বিপুলে বদরীস্কন্ধে বদরাশনকাম্যয়া ॥ ২৯
হংসং সভার্য্যং সরসি বিচরন্তং সুনির্ম্মলম্।
সুমুক্তস্যেন্দুবিম্বস্য পশ্য বৈ শ্রিয়মুদ্বহন্ ॥ ৩০
সভার্য্যশ্চক্রবাকোঽয়ং কমলাকরমধ্যগঃ।
করোতি পদ্মিনীং কান্তাং সুপুষ্পামিব সুন্দরি ॥
ময়া ফলোচ্চয়ঃ সুভ্রু ত্বয়া পুষ্পোচ্চয়ঃ কৃতঃ।
ইন্ধনং ন কৃতং সুভ্রু তৎ করিষ্যামি সাম্প্রতম্
ত্বমস্য সরসস্তীরে দ্রুমচ্ছায়াং সমাশ্রিতা।
ক্ষণমাত্রং প্রতীক্ষস্ব বিশ্রমস্ব চ ভামিনি ॥ ৩৩

সাবিত্র্যুবাচ।

এবমেতৎ করিষ্যামি মম দৃষ্টিপথস্ত্বয়া।
দূরং কান্ত ন কর্ত্তব্যো বিভেমি গহনে বনে ॥

মৎস্য উবাচ।

ততঃ স কাষ্ঠানি চকার তস্মিন
বনে তদা রাজসুতাসমক্ষম্।
তস্যা হ্যদূরে সরসস্তদানীং
মেনে চ সা তং মৃতমেব রাজন্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সাবিত্র্যুপাখ্যানে বনদর্শনং নাম নবাধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৯ ॥

দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

তস্য পাটয়তঃ কাষ্ঠং জজ্ঞে শিরসি বেদনা।
স বেদনার্ত্তঃ সঙ্গম্য ভার্য্যাং বচনমব্রবীৎ ॥ ১
আয়াসেন মমানেন জাতা শিরসি বেদনা।
তমশ্চ প্রবিশামীব ন চ জানামি কিঞ্চন ॥ ২
ত্বদুৎসঙ্গে শিরঃ কৃত্বা স্বপ্তুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্।
রাজপুত্রীমেবমুক্ত্বা তদা সুষ্বাপ পার্থিবঃ ॥ ৩
তদুৎসঙ্গে শিরঃ কৃত্বা নিদ্রয়াবিললোচনঃ।
পতিব্রতা মহাভাগা ততঃ সা রাজকন্যকা ॥ ৪

করিয়া রোমন্থন করিতেছে; এবং ককুদোপরি উপবিষ্ট কাককেও নিবারণ করিতেছে। ঐ দেখ, ঐ ছাগ বিপুল বদরীতরু স্কন্ধে বদর ভক্ষণ কামনায় অগ্রচরণ বিন্যস্ত করিয়া প্রিয়ার সহিত কেমন অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ দেখ, মেঘমুক্ত চন্দ্রবিম্বসম সুশ্রী সুনির্ম্মল হংস, নিজ প্রিয়াসহ কেমন বিচরণ করিতেছে! ২১—৩০। সুন্দরি! ঐ দেখ, কমলাকর সরোবর মধ্যে সভার্য্য চক্রবাক অবস্থানপূর্ব্বক কান্তাকে যেন পদ্মিনীরূপে প্রতিভাত করিতেছে। হে সুভ্রু! আমি ফল চয়ন করিয়াছি, তুমিও পুষ্পচয়ন করিয়াছ; কিন্তু কাষ্ঠসংগ্রহ করা হয় নাই। অতএব এক্ষণে আমি কাষ্ঠ সংগ্রহ করি। ভামিনি! তুমি সরোবরতীরে দ্রুমচ্ছায়া আশ্রয়পূর্ব্বক কিয়ৎকাল আমার প্রতীক্ষায় বিশ্রাম কর। সাবিত্রী কহিলেন,—আচ্ছা, আমি তাহাই করিতেছি; কান্ত! তুমি আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া দূরে যাইও না; এই গহনবনে আমি ভয় পাইব। মৎস্য কহিলেন,—পরে সত্যবান্ সেই রাজসুতার সমক্ষেই তখন কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রাজন্! সাবিত্রী তাঁহার অদূরে সরোবরতীরে থাকিয়া তখন সত্যবান্‌কে মৃতই বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ৩১—৩৫।

নবধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৯ ॥

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—কাষ্ঠপাটন করিতে করিতে সহসা সত্যবানের শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। তিনি বেদনায় অস্থির হইয়া প্রিয়াসমীপে যাইয়া কহিলেন,—এই পরিশ্রম করিয়া আমার শিরোবেদনা জন্মিয়াছে। আমি যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছি, কিছুরই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে তোমার ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিতে ইচ্ছা করি। হে পার্থিব! সত্যবান্ রাজপুত্রীকে এই কথা কহিয়া তাহার উৎসঙ্গে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক নিদ্রাবিল-লোচনে শয়ন করিলেন। তারপর সেই মহাভাগা

দদর্শ ধর্ম্মরাজন্তু স্বয়ং তং দেশমাগতম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং পীতাম্বরধরং প্রভুম্ ॥ ৫
বিদ্যুল্লতানিবদ্ধাঙ্গং সতোয়মিব তোয়দম্।
কিরীটেনার্কবর্ণেন কুণ্ডলৈশ্চ বিরাজিতম্ ॥ ৬
হারভারার্পিতোরস্কং তথাঙ্গদবিভূষিতম্।
তথানুগম্যমানঞ্চ কালেন সহ মৃত্যুনা ॥ ৭
স তু সম্প্রাপ্য তং দেশং দেহাৎ সত্যবতস্তদা।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং পাশবদ্ধং বশং গতম্ ॥ ৮
আকৃষ্য দক্ষিণামাশাং প্রযযৌ সত্বরং তদা।
সাবিত্র্যপি বরারোহা দৃষ্ট্বা তং গতজীবিতম্ ॥
অনুবব্রাজ গচ্ছন্তং ধর্ম্মরাজমতন্দ্রিতা।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং হৃদয়েন প্রবেপতা ॥ ১০
ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমম্
গুরুশুশ্রূষয়া চৈব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে ॥ ১১
সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥

যাবৎ ত্রয়স্তে জীবেয়ুস্তাবন্নান্যং সমাচরেৎ।
তেষাঞ্চ নিত্যং শুশ্রূষাং কুর্য্যাৎ প্রিয়হিতেরতঃ
তেষামনুপরোধেন পারতন্ত্র্যং যদাচরেৎ।
তত্তন্নিবেদয়েৎ তেভ্যো মনো-বচন কর্ম্মভিঃ।
ত্রিষ্বেতেষু কৃত্যং হি পুরুষস্য সমাপ্যতে ॥ ১৪

যম উবাচ।

কৃতেন কামেন নিবর্ত্তয়াশু
ধর্ম্মো ন তেভ্যোহপি হি উচ্যতে চ।
মমোপরোধস্তব চ ক্লমঃ স্যাৎ
তথাধুনা তেন তব ব্রবীমি ॥ ১৫
গুরুপূজারতির্ভক্তা ত্বঞ্চ সাধ্বী পতিব্রতা।
বিনিবর্ত্তস্ব ধর্ম্মজ্ঞে গ্লানির্ভবতি তেহধুনা ॥ ১৬

সাবিত্র্যুবাচ।

পতির্হি দৈবতং স্ত্রীণাং পতিরেব পরায়ণম্।

পতিব্রতা রাজনন্দিনী সাবিত্রী ক্ষণকাল পরে দেখিলেন,—ধর্ম্মরাজ সেই প্রদেশে আগমন করিতেছেন। সেই প্রভু ধর্ম্মরাজ নীলোৎপলসম শ্যামবর্ণ, ও পীতাম্বরধর; যেন বিদ্যুল্লতা-নিবদ্ধাঙ্গ সতোয় তোয়দাকার! তিনি অর্কবর্ণ কিরীট ও কুণ্ডল দ্বারা বিরাজিত। তাঁহার বক্ষঃস্থলে হারভার বিলম্বিত। বাহুতে অঙ্গদ বিভূষিত। মৃত্যু ও কাল তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। সেই ধর্ম্মরাজ ক্রমে সেই প্রদেশে আসিয়া সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে পাশবন্ধনপূর্ব্বক বশীভূত করিয়া আকর্ষণ করত লইয়া চলিলেন। বরারোহা সাবিত্রী সত্যবান্‌কে জীবনহীন দর্শনে সাবধানে ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরে কিয়দ্দুর যাইয়া প্রকম্পিত হৃদয়ে কৃতাঞ্জলি করে কহিতে লাগিলেন,—মাতৃভক্তি দ্বারা ইহলোক, পিতৃভক্তি দ্বারা মধ্যম লোক, এবং গুরু শুশ্রূষা দ্বারা ব্রহ্মলোক ভোগ হয়। ১—১১। পরন্তু এই তিনটিরই যিনি পালন করে, তৎকর্ত্তৃক সর্ব্বধর্ম্মই সমাদৃত হয়; আর এই তিনটি যাহার নিকট অনাদৃত, তাহার সকল ক্রিয়াই নিষ্ফল। যাবৎ মাতা, পিতা, ও গুরু, ইহাঁরা তিনজন জীবিত থাকেন, তাবৎ অপর কোন ধর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই; কেবল প্রতিদিন তাহাদিগেরই প্রিয় হিতাচরণ সহকারে শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের কোন ক্লেশ অসুবিধা না হয় এমন ভাবে যাহা স্বাধীন ইচ্ছায় কর্ম্ম-মনোবাক্যে করা যায়, তাহাও তাঁহাদিগকে নিবেদন করিবে। মাতা, পিতা ও গুরু এই তিন জনের সম্বন্ধেই জনগণের এইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যম কহিলেন,—তুমি আমার সহিত যে কামনায় আসিতেছ, তাহা পরিত্যাগ কর। সেই মাতা, পিতা, ও গুরুর সেবা অপেক্ষা যে অপর কোন উত্তম কর্ম্ম নাই, তাহা সত্য। আমি উপরোধ করিতেছি; তোমারও অনর্থক ক্লান্তি হইতেছে; এজন্যই তোমাকে নিবর্ত্তিত হইতে বলি। অয়ি ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি সাধ্বী পতিব্রতা। তুমি গুরুসেবায় মনোনিবেশপূর্ব্বক নিবর্ত্তিত হও। বৃথা তোমার ক্লেশ হইতেছে। সাবিত্রী কহিলেন,—নারীগণের

অনুগম্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা পতিঃ প্রাণধনেশ্বরঃ॥
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ
অমিতস্য চ দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ॥
নীয়তে যত্র ভর্ত্তা মে স্বয়ং বা যত্র গচ্ছতি।
ময়াপি তত্র গন্তব্যং যথাশক্তি সুরোত্তম॥ ১৯
পতিমাদায় গচ্ছন্তমনুগন্তুমহং যদা।
ত্বাং দেব ন হি শক্ষ্যামি তদা তক্ষ্যামি জীবিতম্॥ ২০
মনস্বিনী তু যা কাচিদ্বৈধব্যাক্ষরদূষিতা।
মুহূর্ত্তমপি জীবেত মণ্ডনার্হা হ্যমণ্ডিতা॥ ২১
যম উবাচ।
পতিব্রতে মহাভাগে পরিতুষ্টোঽস্মি তে শুভে
বিনা সত্যবতঃ প্রাণৈর্বরং বরয় মা চিরম্॥২২
সাবিত্র্যুবাচ।
বিনষ্টচক্ষুষো রাজ্যং চক্ষুষা সহ কারয়।
চ্যুতরাষ্ট্রস্য ধর্ম্মজ্ঞ শ্বশুরস্য মহাত্মনঃ॥ ২৩

পতিই দেবতা; পতিই পরম আশ্রয়। সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে সেই প্রাণধনেশ্বর পতির অনুগমন করাই কর্ত্তব্য। পিতা পরিমিত দান করেন, ভ্রাতাও পরিমিত দান করেন, পুত্রও পরিমিতই দান করে; পরন্তু অমিত-দাতা পতির পূজা কোন্ রমণী না করে? আমার ভর্ত্তা যেখানে নীত হয়েন, কিম্বা স্বয়ংই যেখানে গমন করেন, হে সুরোত্তম! আমারও যথাশক্তি সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য। হে দেব! আপনি আমার পতিকে লইয়া যাইতেছেন, আমি যখন আপনার অনুগমন করিতে অক্ষম হইব, তখন প্রাণ পরিত্যাগ করিব। মনস্বিনী মণ্ডনার্হা কোন্ রমণী 'বিধবা' শব্দে নিন্দিতা—অমণ্ডিতা হইয়া মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিতে পারে? ১২—২১। যম কহিলেন,—শুভে, মহাভাগে, পতিব্রতে! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তুমি আমার নিকট সত্য-বানের প্রাণ ব্যতীত অপর বর গ্রহণ কর। বিলম্ব করিও না। সাবিত্রী কহিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমার রাজ্যচ্যুত অন্ধ মহাত্মা শ্বশুরের চক্ষুর সহিত যাহাতে পুনরায় রাজ্য লাভ হয় তাহা করুন। যম কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি বহুদূর পথে আসিয়া পড়িয়াছ; যাও, তোমার প্রার্থিত এতৎ সমস্তই হইবে। তোমার শ্রম হইতেছে, এজন্য আমি এই উপরোধ বাক্য বলিতেছি। ২২—২৪।

যম উবাচ।
দূরে পথে গচ্ছ নিবর্ত্ত ভদ্রে
ভবিষ্যতীদং সকলং ত্বয়োক্তম্।
মমোপরোধস্তব চ ক্লমঃ স্যাৎ
তথাধুনা তেন তব ব্রবীমি॥ ২৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সাবিত্র্যুপাখ্যানে প্রথমবরলাভো নাম দশাধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১০॥

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১০॥

একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সাবিত্র্যুবাচ।
কুতঃ ক্লমঃ কুতো দুঃখং সদ্ভিঃ সহ সমাগমে।
সতাং তস্মান্ন মে গ্লানিস্ত্বৎসমীপে সুরোত্তম॥
সাধূনাং বাপ্যসাধূনাং সন্ত এব সদা গতিঃ।
নৈবাসতাং নৈব সতামসন্তো নৈবমাত্মনঃ॥ ২
বিষাগ্নি সর্প-শস্ত্রেভ্যো ন তথা জায়তে ভয়ম্।

একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সাবিত্রী কহিলেন,—সাধুজন সহ সাধু মানবের সমাগম ঘটিলে শ্রমই বা কোথায়?—আর দুঃখই বা কোথায়? হে সুরোত্তম! আপনার নিকটে থাকায় আমার কোন ক্লান্তি হয় নাই। কি সাধু, কি অসাধু,—সজ্জনগণ সকলেরই সদা গতিস্বরূপ। আর অসৎ জনগণ না অসতের, না সতের কিম্বা না আপনার,—কাহারই কোন হিতকর হয় না। বিষ, অগ্নি, সর্প ও শস্ত্র,—এ সমস্ত হইতেও তেমন ভয় হয় না;—পরন্তু অকারণে

অকারণ-জগদ্বৈরি খলেভ্যো জায়তে যথা ॥
সন্তঃ প্রাণানপি ত্যক্ত্বা পরার্থং কুর্বতে যথা।
তথাসন্তোঽপি সন্ত্যজ্য পরপীড়াসু তৎপরাঃ ॥
ত্যজন্ত্যসূনয়ং লোকস্তৃণবদ্‌যস্য কারণাৎ।
পরোপঘাতশক্তাস্তং পরলোকং তথা সতঃ ॥ ৫
নিকায়েষু নিকায়েষু তথা ব্রহ্মা জগদ্‌গুরুঃ।
অসতামুপঘাতায় রাজানং জ্ঞাতবান্ স্বয়ম্ ॥ ৬
নরান্ পরীক্ষয়েদ্রাজা সাধূন্ সম্মানয়েৎ সদা।
নিগ্রহঞ্চাসতাং কুর্য্যাৎ স লোকে লোকজিত্তমঃ
নিগ্রহেণাসতাং রাজা সতাঞ্চ পরিপালনাৎ।
এতাবদেব কর্ত্তব্যং রাজ্ঞা স্বর্গমভীপ্সতা ॥ ৮
রাজকৃত্যং হি লোকেষু নাস্ত্যন্যজ্জগতীপতে।
অসতাং নিগ্রহাদেব সতাঞ্চ পরিপালনাৎ ॥ ৯
রাজভিশ্চাপ্যশাস্তানামসতাং শাসিতা ভবান্।
তেন ত্বমধিকো দেবো দেবেভ্যঃ প্রতিভাসি মে
জগৎ তু ধার্য্যতে সদ্ভিঃ সতামগ্র্যস্তথা ভবান্
তেন ত্বামনুযান্ত্যা মে ক্লমো দেব ন বিদ্যতে
যম উবাচ।
তুষ্টোঽস্মি তে বিশালাক্ষি বচনৈর্ধর্ম্মসঙ্গতৈঃ।
বিনা সত্যবতঃ প্রাণাদ্বরং বরয় মা চিরম্ ॥ ১২
সাবিত্র্যুবাচ।
সহোদরাণাং ভ্রাতৃণাং কাময়ামি শতং বিভো।
অনপত্যঃ পিতা প্রীতিং পুত্রলাভাৎ প্রযাতু মে
তামুবাচ যমো গচ্ছ যথাগতমনিন্দিতে।
ঔর্দ্ধদেহিককার্য্যেষু যত্নং ভর্ত্তুঃ সমাচর ॥ ১৪
নাদুগন্তুময়ং শক্যস্ত্বয়া লোকান্তরং গতঃ।
পতিব্রতাসি তেন ত্বং মুহূর্ত্তং মম যাস্যসি ॥ ১৫
গুরুশুশ্রূষণাদ্ভদ্রে তথা সত্যবতো মহৎ।
পুণ্যং সমর্জ্জিতং যেন নয়াম্যেনমহং স্বয়ম্ ॥ ১৬
এতাবদেব কর্ত্তব্যং পুরুষেণ বিজানতা।
মাতুঃ পিতুশ্চ শুশ্রূষা গুরোশ্চ বরবর্ণিনি ॥ ১৭

জগদ্বৈরী খল হইতে যেমন ভয় হয়। সাধুগণ যেমন প্রাণের মায়া পরিহারপূর্ব্বক পরোপকারার্থ যত্নবান্ হয়েন, অসজ্জনগণও তেমনি ভাবে প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া পরপীড়া দানার্থ উদ্যম করিয়া থাকে। এই ভূলোকবাসী যাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত তৃণবৎ পরিত্যাগ করে, পরোপঘাতী দুরন্ত লোকেরা সেই পরলোকের এবং পরলোকবাদীদিগেরও প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে। এইজন্য জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা স্থানে স্থানে অসজ্জীবগণের উপঘাতার্থ এক একজন রাজা সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজার পক্ষে নরগণের পরীক্ষা ও সাধুগণের সম্মাননা এবং অসদ্গণের নিগ্রহ করা সতত কর্ত্তব্য। ইহলোকে তিনিই লোকবিজয়ীদিগের প্রধান বলিয়া গণ্য হয়েন। স্বর্গাভিলাষী রাজার পক্ষে অসতের নিগ্রহ এবং সাধুর পরিপালন,—এই দুইটী কার্য্যই কর্ত্তব্য। হে মনুরাজ! লোকে অসতের নিগ্রহ ও সতের পালন অপেক্ষা রাজার কর্ত্তব্য অপর কিছুই নাই। রাজারাও যাহাদিগের শাসন করিতে পারেন নাই, আপনি তাহাদিগের শাসনকর্ত্তা। এই নিমিত্তই দেবগণ মধ্যে আপনি প্রধান বলিয়া প্রতিভাত হয়েন। ১—১০। সাধুগণই জগৎ ধারণ করিতেছেন; আপনি সাধুদিগের অগ্রগণ্য; হে দেব! এই নিমিত্তই আপনার অনুগমনে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হইতেছে না। যম কহিলেন,—হে বিশালাক্ষি! আমি তোমার ধর্ম্মসঙ্গত কথায় পরিতুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি সত্যবানের প্রাণ ব্যতীত অপর বরগ্রহণ কর; বিলম্বে প্রয়োজন নাই। সাবিত্রী কহিলেন,—প্রভো! আমি এক শত সহোদর ভ্রাতা কামনা করি। আমার অপুত্রক পিতা পুত্রলাভ করিয়া প্রীত হউন। যমরাজ কহিলেন,—অনিন্দিতে! তুমি যথাস্থানে যাও; ভর্ত্তার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যে যত্নবতী হও। তোমার লোকান্তরগামী পতির অনুগমন করা সাধ্যায়ত্ত নহে; তুমি পতিব্রতা, সেইজন্য অল্পমাত্র পথ অনুগমনে সমর্থ। ভদ্রে! এই সত্যবান্, গুরুশুশ্রূষার ফলে মহৎ পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, সেইজন্য ইহাঁকে আমি স্বয়ং লইয়া যাইতেছি। জ্ঞানবান্ পুরুষের এই পর্য্যন্তই কর্ত্তব্য। বরবর্ণিনি! মাতা, পিতা ও গুরুর শুশ্রূষা

তোষিতং ত্রয়মেতচ্চ সদা সত্যবতা বনে।
পূজিতং বিজিতঃ স্বর্গস্ত্বয়ানেন চিরং শুভে ॥১৮
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ অগ্নিশুশ্রূষয়া শুভে।
পুরুষাঃ স্বর্গমায়ান্তি গুরুশুশ্রূষয়া তথা ॥ ১৯
আচার্য্যশ্চ পিতা চৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্ব্বজঃ।
নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণা ন বিশেষতঃ ॥২০
আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ
মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতা বৈ মূর্ত্তিরাত্মনঃ॥
জন্মনা পিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥২২
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য তু সর্ব্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে ॥২৩
তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে।
ন চ তৈরননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ ॥ ২৪
ত এব হি ত্রয়ো লোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ।
ত এব চ ত্রয়ো বেদাস্তথৈবোক্তাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥
পিতা বৈ গার্হপত্যোঽগ্নির্মাতা দক্ষিণতঃ স্মৃতঃ
গুরুরাহবনীয়শ্চ সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী ॥ ২৬
ত্রিষু প্রমাদাত্তে নৈষু ত্রীন্ লোকান্ জয়তে গৃহী
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা দেববদ্দিবি মোদতে ॥২৭
কৃতেন কামেন নিবর্ত্ত ভদ্রে
ভবিষ্যতীদং সকলং ত্বয়োক্তম্।
মমোপরোধস্তব চ ক্রমঃ স্যাৎ
তথাধুনা তেন তব ব্রবীমি ॥ ২৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সাবিত্র্যুপাখ্যানে দ্বিতীয়বরলাভো নামৈকাদশাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১১॥

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সাবিত্র্যুবাচ।
ধর্ম্মার্জ্জনে সুরশ্রেষ্ঠ কুতো গ্লানিঃ ক্রমস্তথা।
ত্বৎপাদমূলসেবা চ পরমং ধর্ম্মকারণম্ ॥ ১
ধর্ম্মার্জ্জনং তথা কার্য্যং পুরুষেণ বিজানতা।

দ্বারা এই সত্যবান্ সন্তোষসাধন করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহার সহিত তুমিও স্বর্গজয় করিয়াছ। হে শুভে! তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, অগ্নিসেবা এবং গুরুশুশ্রূষা,—এই কয়টী দ্বারাই পুরুষগণ স্বর্গগমনে সমর্থ হয়। ১১—১৯। আচার্য্য, পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ; আর্ত্ত অবস্থায়ও ইঁহাদিগের অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে। আচার্য্য ব্রহ্মার মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি, মাতা পৃথিবীর আর ভ্রাতা আত্মারই রূপান্তর। নরগণের জন্মকালে পিতা মাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, শতশত বর্ষেও তাহার নিষ্কৃতি করিতে পারা যায় না। পিতামাতার এবং আচার্য্যের সর্ব্বদা প্রিয়-হিতাচরণ করিবে। ইঁহারা তিনজন তুষ্ট থাকিলেই সমগ্র তপস্যা-সাধন হয়। এই তিনের শুশ্রূষাই পরম তপস্যা। ইহাঁদিগের অনুজ্ঞা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মাচরণ করাও কর্ত্তব্য নহে। ইঁহারা তিনজনই তিন লোক, ইঁহারাই তিন আশ্রম, ইঁহারাই তিন বেদ, এবং ইঁহারাই তিন অগ্নি। পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি, এবং গুরু আহবনীয় অগ্নি; ইঁহারা তিনজন এই তিন অগ্নিস্বরূপ, সুতরাং অতীব গৌরবের পাত্র। যে গৃহস্থ এই তিনের পরিচর্য্যায় অবহেলা না করে, সে লোকত্রয় জয় করিয়া দীপ্যমান দেহে স্বর্গধামে আমোদে কালাতিপাত করিতে পারে। ভদ্রে! তোমার অভিপ্রায় ত্যাগ কর, তোমার প্রার্থিত এ সকলই সফল হইবে। তোমার কষ্ট হইতেছে; সেই জন্য আমি তোমাকে ফিরিয়া যাইতে উপরোধ করিতেছি। ২০—২৮।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১১।

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সাবিত্রী কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মার্জ্জনে শ্রম-ক্লেশ কোথায়? বিশেষতঃ আপনার পাদমূলসেবা পরম ধর্ম্মসাধন। জ্ঞান-

তল্লাভঃ সর্ব্বলাভেভ্যো যদা দেব বিশিষ্যতে
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ ত্রিবর্গো জন্মনঃ ফলম্‌ ।
ধর্ম্মহীনস্য কামার্থৌ বন্ধ্যাসুতসমৌ প্রভো ॥ ৩
ধর্ম্মাদর্থস্তথা কামো ধর্ম্মাল্লোকদ্বয়ং তথা ।
ধর্ম্ম একোঽনুযাত্যেনং যত্র ক্বচনগামিনম্‌ ॥৪
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ।
একো হি জায়তে জন্তুরেক এব বিপদ্যতে ॥৫
ধর্ম্মস্তমনুযাত্যেকো ন সুহৃন্ন চ বান্ধবাঃ
ক্রিয়া-সৌভাগ্য-লাবণ্যং সর্ব্বং ধর্ম্মেণ লভ্যতে
ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রশর্ব্বেন্দু-যমার্কাগ্ন্যনিলাম্ভসাম্‌ ।
বস্বশ্বিধনদাদানাং যে লোকাঃ সর্ব্বকামদাঃ ॥ ৭
ধর্ম্মেণ তানবাপ্নোতি পুরুষঃ পুরুষান্তক ।
মনোহরাণি দ্বীপানি বর্ষাণি সুসুখানি চ ॥ ৮
প্রয়ান্তি ধর্ম্মেণ নরাস্তথৈব নরগণ্ডিকাঃ ।
নন্দনাদীনি মুখ্যানি দেবোদ্যানানি যানি চ ॥
তানি পুণ্যেন লভ্যন্তে নাকপৃষ্ঠং তথা নরৈঃ ।

বিমানানি বিচিত্রাণি তথৈবাপ্সরসঃ শুভাঃ ॥
তৈজসানি শরীরাণি সদা পুণ্যবতাং ফলম্‌ ।
রাজ্যং নৃপতিপূজা চ কামসিদ্ধিস্তথেপ্সিতা ॥
সংস্কারাণি চ মুখ্যানি ফলং পুণ্যস্য দৃশ্যতে ।
রুক্ম-বৈদূর্য্যদণ্ডানি চণ্ডাংশুসদৃশানি চ ॥ ১২
চামরাণি সুরাধ্যক্ষ ভবন্তি শুভকর্ম্মণাম্‌ ।
পূর্ণেন্দুমণ্ডলাভেন রত্নাংশুকবিকাশিনা ॥ ১৩
ধার্য্যতাং যাতি ছত্রেণ নরঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ।
জয়-শঙ্খস্বরৌঘেণ সূত-মাগধনিস্বনৈঃ ॥ ১৪
বরাসনং সভৃঙ্গারং ফলং পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ ।
বরান্নপানং গীতঞ্চ নৃত্যমাল্যানুলেপনম্‌ ॥ ১৫
রত্ন-বস্ত্রাণি মুখ্যানি ফলং পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ ।
রূপৌদার্য্যগুণোপেতাঃ স্ত্রিয়শ্চাতিমনোহরাঃ ॥
বাসঃ প্রাসাদপৃষ্ঠেষু ভবন্তি শুভকর্ম্মিণঃ ।
সুবর্ণকিঙ্কিণী-মিশ্র-চামরাপীড়ধারিণঃ ॥ ১৭
বহন্তি তুরগা দেব নরং পুণ্যেন কর্ম্মণা ।
তস্য দ্বারাণি যজনং তপো দানং দমঃ ক্ষমা ॥১৮
ব্রহ্মচর্য্যং তথা সত্যং তীর্থানুসরণং শুভম্‌ ।

বান্‌ মানবের পক্ষে ধর্ম্মার্জ্জন করা নিয়ত কর্ত্তব্য ; কারণ, ধর্ম্মলাভ, অপর সমস্ত লাভ অপেক্ষা বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম, এই ত্রিবর্গই জন্মলাভের ফল। হে প্রভো! ধর্ম্মহীন জনের অর্থ ও কাম, বন্ধ্যা-সুত-সদৃশ। ধর্ম্ম হইতে অর্থ এবং ধর্ম্ম হইতেই কাম লাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মদ্বারা লোকদ্বয় ভোগ হয়। জীব যেখানেই যাউক না কেন, একমাত্র ধর্ম্মই তাহার অনুগমন করিয়া থাকে ; সুহৃদ্‌ কিম্বা বান্ধবগণ, কেহই তাহার অনুগমন করিতে পারে না। ক্রিয়াকৌশল, সৌভাগ্য, লাবণ্য—সমস্তই ধর্ম্ম হইতে লাভ হয়। হে পুরুষান্তক! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, শর্ব্ব, চন্দ্র, যম, সূর্য্য, অগ্নি, অনিল, বরুণ, বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এবং ধনদ প্রভৃতির সর্ব্বকামদ লোক সকল ধর্ম্মদ্বারাই লাভ হয়। নরগণ ধর্ম্মদ্বারাই মনোহর দ্বীপ, সুখকর বর্ষ এবং রমণীয় বিহারস্থানসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বর্গীয় নন্দনাদি মুখ্য দেবোদ্যান সকলও পুণ্যদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১—৯। বিচিত্র বিমান, সুন্দরী অপ্সরা, তেজঃশালী শরীর, এ সকল পুণ্যবান্‌ জনগণই লাভ করিয়া থাকে। রাজ্য, রাজপূজা, কামসিদ্ধি, এবং বিশিষ্ট অভ্যুদয়, এ সকল পুণ্যাত্মা দিগেরই দেখা যায়। পুণ্যকর্ম্মা নরগণেরই স্বর্ণ-রৌপ্যদণ্ড, সূর্য্যসমসমুজ্জ্বল চামর সকল এবং রত্ন-বসন-রচিত পূর্ণেন্দুমণ্ডলসম ছত্র তাঁহাদিগেরই মস্তকে ধৃত হইয়া থাকে। সূত-মাগধগণের স্তুতিবাদ, জয়ধ্বনি ও শঙ্খাদিমঙ্গলশব্দে পুণ্যাত্মা মানবই অভিনন্দিত হয়। পুণ্যাত্মা-দিগেরই মহামূল্য আসন ও ভৃঙ্গারাদি ব্যবহার ঘটিয়া থাকে। উত্তম অন্ন-পানীয়, নৃত্য, গীত, মাল্য, অনুলেপন, রত্ন, বস্ত্র,—এসকল পুণ্যেরই ফল। পুণ্যবান্‌ মানবেরই রূপ ও ঔদার্য্য-গুণোপেত অতি মনোহর রমণীবৃন্দ-সম্ভোগ ও প্রাসাদপৃষ্ঠে বাস লাভ হয়। হে দেব! পুণ্যকর্ম্মা মানবকেই সুবর্ণকিঙ্কিণী-মিশ্রিত চামরাপীড়ধর তুরঙ্গগণ বহন করে। যজন, তপস্যা, দান, দম, ক্ষমা, ব্রহ্মচর্য্য,

স্বাধ্যায়সেবা সাধূনাং সহবাসঃ সুরার্চ্চনম্॥ ১৯
গুরূণাঞ্চৈব শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনম্।
ইন্দ্রিয়াণাং জয়শ্চৈব ব্রহ্মচর্য্যমমৎসরম্॥ ২০
তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সদা কার্য্যো নিত্যমেব বিজানতা।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতম্॥
বাল এব চরেদ্ধর্ম্মমনিত্যং দেব জীবিতম্।
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুয়েবাপতিষ্যতি
পশ্যতোঽপ্যস্য লোকস্য মরণং পুরতঃ স্থিতম্
অমরস্যেব চরিতমত্যাশ্চর্য্যং সুরোত্তম॥ ২৩
যুবত্বাপেক্ষয়া বালো বৃদ্ধত্বাপেক্ষয়া যুবা।
মৃত্যোরুৎসঙ্গমারূঢ়ঃ স্থবিরঃ কিমপেক্ষতে॥ ২৪
তত্রাপি পিণ্ডতস্ত্রাণং মৃত্যুনা তস্য কা গতিঃ।
ন ভয়ং মরণঞ্চৈব প্রাণিনামভয়ং কচিৎ।
তত্রাপি নির্ভয়াঃ সন্তঃ সদা সুকৃতকারিণঃ॥ ২৫

যম উবাচ।
তুষ্টোঽস্মি তে বিশালাক্ষি বচনৈর্দ্ধর্ম্মসঙ্গতৈঃ।
বিনা সত্যবতঃ প্রাণান্ বরং বরয় মা চিরম্॥২৬
সাবিত্র্যুবাচ।
বরয়ামি ত্বয়া দত্তং পুত্রাণাং শতমৌরসম্।
অনপত্যস্য লোকেষু গতিঃ কিল ন বিদ্যতে॥
যম উবাচ।
কৃতেন কামেন নিবর্ত্ত ভদ্রে
ভবিষ্যতীদং সকলং যথোক্তম্।
মমোপরোধস্তব চ ক্রমঃ স্যাৎ
তথাদ্য তেন তব ব্রবীমি॥ ২৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে সাবিত্র্যুপাখ্যানে তৃতীয়বরলাভো নাম দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১২

সত্য, তীর্থভ্রমণ, বেদাধ্যয়ন, সাধুসঙ্গ, দেবার্চ্চন, ব্রাহ্মণ-সম্মানন, ইন্দ্রিয়-বিজয়, এবং মৎসরহীনতা,—এইগুলি সেই ধর্ম্মের লক্ষণ। ১০—২০। অতএব জ্ঞানবান্ মানবের পক্ষে নিয়ত ধর্ম্মসেবা কর্ত্তব্য। কারণ, এ ব্যক্তির অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদিত হউক, আর নাই হউক, মৃত্যু তজ্জন্য কিছুমাত্র প্রতীক্ষা করে না। দেহ এবং জীবন অনিত্য; সুতরাং বাল্যকালেই ধর্ম্মাচরণ করা বিধেয়; কে জানে, কোন্ দিন কাহার মৃত্যু হইবে? মৃত্যু লোক সকলকে অগ্রাহ্য করিয়াই সম্মুখবর্ত্তী হয়। হে সুরোত্তম! তথাপি মর্ত্ত্যগণের যে অমরসম আচরণ,—ইহা অতীব আশ্চর্য্য। যুবাকে দেখিয়া বালক, এবং বৃদ্ধকে দেখিয়া যুবা মৃত্যুকে দূরবর্ত্তী বিবেচনা করিতে পারে বটে; পরন্তু মৃত্যুর উৎসঙ্গারূঢ় বৃদ্ধব্যক্তি কাহার অপেক্ষায় থাকে? মরণান্তে নরকযাতনা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু পিণ্ডদান হইলে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সকলই মৃত্যুভয়ে ভীত, কুত্রাপি অভয় নাই; কিন্তু পুণ্যাত্মা সাধুদিগের সেই মরণান্তেও কোন ভয় থাকে না। যম কহিলেন,—বিশালাক্ষি! তোমার ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে আমি অতীব তুষ্ট হইলাম। অতএব সত্যবানের প্রাণ ব্যতীত অপর বর গ্রহণ কর। বিলম্বে প্রয়োজন নাই। সাবিত্রী কহিলেন,—আমি এই প্রার্থনা করি যে, আমার গর্ভে সত্যবানের ঔরস এক শত পুত্র হউক; যেহেতু লোকে অনপত্য ব্যক্তির গতি নাই বলিয়া শুনিতে পাই। যম কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি ইহাঁর অনুগমন বুদ্ধি পরিত্যাগ কর, তোমার প্রার্থিত সমস্তই সম্পন্ন হইবে! তোমার ক্লেশ হইতেছে দেখিয়া তোমাকে এরূপ বলিতেছি।২১—২৮। দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১২।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সাবিত্র্যুবাচ।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিধানজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।
ত্বমেব জগতো নাথঃ প্রজাসংযমনো যমঃ॥ ১

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সাবিত্রী কহিলেন,—হে ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিধানজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তক প্রজাসংযমকারী

কর্ম্মণামনুরূপেণ যস্মাদ্‌যময়সে প্রজাঃ।
তস্মাদ্বৈ প্রোচ্যসে দেব যম ইত্যেব নামতঃ ॥২
ধর্ম্মেণেমাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা যস্মাদ্রঞ্জয়সে প্রভো।
তস্মাৎ তে ধর্ম্মরাজেতি নাম সদ্ভির্নিগদ্যতে ॥৩
সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চোভে পুরোধায় যদা জনাঃ।
ত্বৎসকাশং মৃতা যান্তি তস্মাৎ ত্বং মৃত্যুরুচ্যসে ॥
কালং কলার্দ্ধং কলয়ন্ সর্ব্বেষাং ত্বং হি তিষ্ঠসি
তস্মাৎ কালেতি তে নাম প্রোচ্যতে তত্ত্বদর্শিভিঃ
সর্ব্বেষামেব ভূতানং যস্মাদন্তকরো মহান্।
তস্মাৎ ত্বমন্তকঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বদেবৈর্ম্মহাদ্যুতে।
বিবস্বতস্ত্বং তনয়ঃ প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাদ্‌বৈবস্বতো নাম্না সর্ব্বলোকেষু কথ্যসে ॥৭
আয়ুষ্যে কর্ম্মণি ক্ষীণে গৃহ্নাসি প্রসভং জনম্।
তদা ত্বং কথ্যসে লোকে সর্ব্বপ্রাণহরেতি বৈ।
তব প্রসাদাদ্দেবেশ ত্রয়ীধর্ম্মো ন নশ্যতি।
তব প্রসাদাদ্দেবেশ ধর্ম্মে তিষ্ঠন্তি জন্তবঃ।
তব প্রসাদাদ্দেবেশ সঙ্করো ন প্রজায়তে। ৯
সতাং সদা গতির্দেব ত্বমেব পরিকীর্ত্তিতঃ।
জগতোঽস্য জগন্নাথ মর্য্যাদাপরিপালকঃ ॥ ১০
পাহি মাং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ দুঃখিতাং শরণাগতাম্।
পিতরৌ চ তথৈবাস্য রাজপুত্রস্য দুঃখিতৌ ॥১১

যম উবাচ।

স্তবেন ভক্ত্যা ধর্ম্মজ্ঞে ময়া তুষ্টেন সত্যবান্।
তব ভর্ত্তা বিমুক্তোঽয়ং লব্ধকামা ব্রজাবলে।
রাজ্যং কৃত্বা ত্বয়া সার্দ্ধং বর্ষাণাং শতপঞ্চকম্।
নাকপৃষ্ঠমথারুহ্য ত্রিদশৈঃ সহ রংস্যতে ॥ ১৩
ত্বয়ি পুত্রশতঞ্চাপি সত্যবান্ জনয়িষ্যতি।
তে চাপি সর্ব্বে রাজানঃ ক্ষত্রিয়াস্ত্রিদশোপমাঃ
মুখ্যাস্তন্নামপুত্রাখ্যা ভবিষ্যন্তি হি শাশ্বতাঃ।
পিতুশ্চ তে পুত্রশতং ভবিতা তব মাতরি ॥১৫

যমরাজ! আপনি প্রজাগণের কর্ম্মানুরূপ শাসন করেন। হে দেব! এই নিমিত্তই আপনাকে যম নামে অভিহিত করা হয়। হে প্রভো! আপনি ধর্ম্মদ্বারা এই লোক সকল রঞ্জন করেন, এজন্য সাধুগণ আপনাকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া থাকেন। জনগণ মরণানন্তর আপনারই সমীপে সুকৃত দুষ্কৃত স্থাপন করিয়া যায়; এজন্য আপনাকে মৃত্যু বলে। আপনি কলার্দ্ধমাত্র কালও প্রজাগণের কলন বা শাসন হইতে বিরত নহেন, এজন্য তত্ত্বদর্শিগণ আপনাকে কাল বলেন। আপনি সর্ব্বভূতেরই মহান অন্তকর; হে মহাদ্যুতে! সেই জন্য আপনি অন্তক নামে আখ্যাত হয়েন। আপনি বিবস্বান দেবের প্রথম পুত্র; এজন্য বৈবস্বত নামে সর্ব্বলোকে উক্ত হয়েন। আয়ুষ্য কর্ম্ম সকল ক্ষীণ হইলে আপনি বলপূর্ব্বক জনগণকে গ্রহণ করেন, এজন্য আপনি লোকে সর্ব্বপ্রাণহর নামে কীর্ত্তিত। হে দেব! আপনারই প্রসাদে ত্রয়ীধর্ম্ম বিলুপ্ত হয় না; আপনারই প্রসাদে প্রাণীরা ধর্ম্মপথে থাকে; এবং আপনারই প্রসাদে জনসমাজে সঙ্করভাবের প্রাদুর্ভাব হয় না। হে দেব! আপনি সাধুগণের সদাগতি; হে জগন্নাথ! আপনি জগতে মর্য্যাদাপরিপালক। হে ত্রিদশশ্রেষ্ঠ! আমি দুঃখিতা, আপনার শরণাগতা; আমার পতি—এই রাজপুত্রেরও পিতা মাতা অসহায়; অতএব আমাকে পরিত্রাণ করুন। ১—১১।

যম কহিলেন,—অয়ি ধর্ম্মজ্ঞে! তোমার ভক্তিতে এবং স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি, সেই জন্য তোমার পতি এই সত্যবানকে পরিত্যাগ করিলাম। হে অনিন্দিতে! তোমার মনোরথ পূর্ণ হইল; অতএব এক্ষণে তুমি যথাস্থানে যাও। এই সত্যবান্, তোমার সহিত পঞ্চশতবর্ষ যাবৎ রাজ্য পালন করিয়া দেহান্তে স্বর্গে যাইয়া সুরগণ সহ বিহার করিতে পারিবে। সত্যবানের ঔরসে তোমার গর্ভে একশত পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাঁহারাও সকলে চিরজীবী প্রজাপালক দেবোপম রাজা হইবেন। তোমার সেই সকল পুত্রই প্রকৃত পুত্রপদবাচ্য হইবে। আর তোমার মাতার গর্ভে তোমার পিতারও একশত পুত্র জন্মিবে।

মালব্যাং মালবা নাম শাশ্বতাঃ পুত্র-পৌত্রিণঃ
ভ্রাতরস্তে ভবিষ্যন্তি ক্ষত্রিয়াস্ত্রিদশোপমাঃ ॥ ১৬
স্তোত্রেণানেন ধর্ম্মজ্ঞে কল্যমুত্থায় যস্তু মাম্‌ ।
কীর্ত্তয়িষ্যতি তস্যাপি দীর্ঘমায়ুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৭

মৎস্য উবাচ ।

এতাবদুক্ত্বা ভগবান্‌ যমস্তু
প্রমুচ্য তং রাজসুতং মহাত্মা ।
অদর্শনং তত্র যমো জগাম
কালেন সার্দ্ধং সহ মৃত্যুনা চ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সাবিত্র্যুপাখ্যানে সত্যবজ্জীবিতলাভো নাম ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মৎস্য উবাচ ।

সাবিত্রী তু ততঃ সাধ্বী জগাম বরবর্ণিনী ।
যথা যথাগতেনৈব যত্রাসীৎ সত্যবান্‌ মৃতঃ ॥ ১
সা সমাসাদ্য ভর্ত্তারং তস্যোৎসঙ্গগতং শিরঃ ।
কৃত্বা বিবেশ তন্বঙ্গী লম্বমানে দিবাকরে ॥ ২
সত্যবানপি নির্ম্মুক্তো ধর্ম্মরাজাচ্ছনৈঃ শনৈঃ ।
উন্মীলয়ত নেত্রাভ্যাং প্রাস্ফুরচ্চ নরাধিপ ॥ ৩
ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণঃ প্রিয়াং বচনমব্রবীৎ ।
ক্বাসৌ প্রযাতঃ পুরুষো যো মামপ্যপকর্ষতি ॥ ৪
ন জানামি বরারোহে কশ্চাসৌ পুরুষঃ শুভে
বনেঽস্মিন্‌ চারুসর্ব্বাঙ্গি সুপ্তস্য চ দিনং গতম্‌
উপবাসপরিশ্রান্তা দুঃখিতা ভবতী ময়া ।
অস্মদ্দুর্হৃদয়েনাদ্য পিতরৌ দুঃখিতৌ তথা ।
দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং সুভ্রু গমনে ত্বরিতা ভব ॥ ৬

সাবিত্র্যুবাচ ।

আদিত্যোঽস্তমনুপ্রাপ্তো যদি তে রুচিতং প্রভো
আশ্রমন্তু প্রযাস্যাবঃ শ্বশুরৌ হীনচক্ষুষৌ ॥ ৭
যথাবৃত্তঞ্চ তত্রৈব তব বক্ষ্যে যথাশ্রমে ।

সেই মালবীগর্ভজ চিরজীবী সন্তানগণ ও তাহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি মালব নামে বিখ্যাত হইবে। তোমার ভ্রাতারাও দেবোপম সুপ্রভাব ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে অয়ি ধর্ম্মজ্ঞে! যে মানব প্রত্যূষে গাত্রোত্থানান্তে তোমার কৃত এই স্তোত্র দ্বারা আমায় স্তুতি করিবে, কিম্বা এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিবে, সে দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইবে। মৎস্য কহিলেন,—মহাত্মা ভগবান্‌ যম এই কথা বলিয়া সেই রাজপুত্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কাল ও মৃত্যুর সহিত অদৃশ্য হইয়া গেলেন।১২—১৮ ।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২১৩।

চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্য কহিলেন,—অতঃপর বরবর্ণিনী সাধ্বী সাবিত্রী যেখানে মৃত সত্যবান্‌ ছিলেন তথায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভর্ত্তার মস্তকটি পূর্ব্ববৎ নিজ উৎসঙ্গে স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন দিবাকর দেব অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছেন। সত্যবান্‌ও ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ স্পন্দিত হইতে লাগিলেন এবং নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলেন। হে নরনাথ! তিনি সজীব হইয়া প্রিয়া সাবিত্রীকে কহিলেন,—যে পুরুষ আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল, সেই পুরুষ কোথায় গেল? শুভে! সে পুরুষ কোথায় গেল, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অয়ি চারুসর্ব্বাঙ্গি! এই বনমধ্যে আমি ঘুমাইয়াছিলাম। এদিকে দিবা অবসানপ্রায় হইয়াছে। আমার জন্য তুমি উপবাসে ক্লান্ত হইয়াছ। কত কষ্টই বোধ করিতেছ। আমার নির্ব্বুদ্ধিতায় অদ্য পিতা মাতাও কত দুঃখই বোধ করিতেছেন। হে সুভ্রু! এক্ষণে পিতা মাতাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। অতএব যাইবার জন্য সত্বর হও। সাবিত্রী কহিলেন,—আদিত্য অস্তগামী হইয়াছেন; প্রভো! আপনার যদি অভিপ্রায় হয়, তবে আশ্রমে যাই। শ্বশুর শাশুড়ী চক্ষুহীন; সুতরাং সেখানে যাইয়াই যথাযথ বৃত্তান্ত বলিব

এতাবদুক্ত্বা ভর্ত্তারং সহ তত্র। তদা যযৌ ॥ ৮
আসসাদাশ্রমঞ্চৈব সহ ভর্ত্রা নৃপাত্মজা।
এতস্মিন্নেব কালে তু লব্ধচক্ষুর্মহীপতিঃ ॥ ৯
দ্যুমৎসেনঃ সভার্য্যস্তু পর্য্যতপ্যত ভার্গব।
প্রিয়পুত্রমপশ্যন্ বৈ স্নুষাঞ্চৈবাথ কর্শিতাম্ ১০
আশ্বাস্যমানস্তু তথা স তু রাজা তপোধনৈঃ।
দদর্শ পুত্রমায়ান্তং স্নুষয়া সহ কাননে ॥ ১১
সাবিত্রী তু বরারোহা সহ সত্যবতা তদা।
ববন্দে তত্র রাজানং সভার্য্যং ক্ষত্রপুঙ্গবম্ ॥১২
পরিষ্বক্তস্তদা পিত্রা সত্যবান্ রাজনন্দনঃ।
অভিবাদ্য ততঃ সর্ব্বান্ বনে তস্মিংস্তপোধনান্
উবাস তত্র তাং রাত্রিমৃষিভিঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ।
সাবিত্র্যপি জগাদাথ যথাবৃত্তমনিন্দিতা ॥ ১৪
ব্রতঃ সমাপয়ামাস তস্যামেব যথা নিশি।
ততস্তূর্য্যে ত্রিযামান্তে সসৈন্যস্তস্য ভূপতেঃ ॥১৫
আজগাম জনঃ সর্ব্বো রাজ্যার্থায় নিমন্ত্রণে।

বিজ্ঞাপয়ামাস তদা তত্র প্রকৃতিশাসনম্ ॥ ১৬
বিচক্ষুষস্তে নৃপতে যেন রাজ্যং পুরা হৃতম্।
অমাত্যৈঃ সহতো রাজা ভবাংস্তস্মিন্ পুরে নৃপঃ
এতচ্ছ্রুত্বা যযৌ রাজা বলেন চতুরঙ্গিণা।
লেভে চ সকলং রাজ্যং ধর্ম্মরাজান্মহাত্মনঃ ॥ ১৮
ভ্রাতৃণাস্তু শতং লেভে সাবিত্র্যপি বরাঙ্গনা।
এবং পতিব্রতা সাধ্বী পিতৃপক্ষং নৃপাত্মজা ॥ ১৯
উজ্জহার বরারোহা ভর্ত্তৃপক্ষং তথৈব চ।
মোক্ষয়ামাস ভর্ত্তারং মৃত্যুপাশগতং তদা ॥ ২০
তস্মাৎ সাধ্ব্যঃ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যাঃ সততং দেববন্নরৈঃ
তাসাং রাজন্ প্রসাদেন ধার্য্যতে বৈ জগত্রয়ম্
তাসান্তু বাক্যং ভবতীহ মিথ্যা
ন জাতু লোকেষু চরাচরেষু।
তস্মাৎ সদা তাঃ পরিপূজনীয়াঃ
কামান্ সমগ্রানভিকাময়ানৈঃ ॥ ২২

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে সাবিত্র্যুপাখ্যান-
সমাপ্তির্নাম চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৪

এই বলিয়া নৃপনন্দিনী সাবিত্রী পতির সহিত আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই সময়েই মহীপতি দ্যুমৎসেন, পত্নীসহ চক্ষুলাভ করিলেন। হে শৌনক! তিনি তখন প্রিয় পুত্রকে ও দুঃখিনী স্নুষাকে দেখিতে না পাইয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ১—১০। আশ্রমস্থ তাপসগণ তাঁহাকে আশ্বাস দান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দ্যুমৎসেন স্নুষার সহিত পুত্রকে আগমন করিতে দেখিতে পাইলেন। বরারোহা সাবিত্রী এবং সত্যবান্ তখন সেই ক্ষত্রিয়পুঙ্গব সভার্য্য মহারাজকে বন্দনা করিলেন। রাজা কর্ত্তৃক সত্যবান্ আলিঙ্গিত হইয়া অপরাপর মুনিদিগকেও অভিবাদন করিলেন। সর্ব্বধর্ম্মবিৎ সত্যবান্ অতঃপর সে রাত্রি সেই আশ্রমেই বাস করিয়াছিলেন। অনিন্দিতা সাবিত্রীও সেই রাত্রিতেই স্বীয় ব্রত যথাযথ সমাপন করিলেন। অনন্তর রাত্রির চতুর্থযাম অতীত হইলে রাজার পূর্ব্বতম লোকজন সৈন্য সামন্ত সকলে রাজাকে পুনরায় রাজ্যদানার্থ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কহিল যে, হে রাজন্! আপনি নেত্রহীন হইলে, যে আপনার রাজ্য অপহরণ করিয়াছিল, অমাত্যগণ তাহাকে নিহত করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি সেই রাজ্যে রাজা হউন। রাজা এই কথা শুনিয়া সেই চতুরঙ্গ সৈন্যসহ প্রস্থানপূর্ব্বক যাইয়া মহাত্মা ধর্ম্মরাজের অনুগ্রহে স্বীয়রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। কালক্রমে পতিব্রতা, সাধ্বী, বরাঙ্গনা সাবিত্রী একশত পুত্র লাভ করিলেন। সেই নৃপনন্দিনী তদীয় পিতৃকুল ও পতিকুল,—উভয় কুলই উদ্ধার করেন এবং মৃত্যুপাশগত নিজ পতিকেও রক্ষা করেন। অতএব নরগণের পক্ষে সাধ্বী স্ত্রীদিগকে সতত দেবতার ন্যায় অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। রাজন্! সেই সাধ্বীদিগের প্রসাদেই এই ত্রিজগৎ ধৃত রহিয়াছে। এই চরাচর লোকমধ্যে সেই সাধ্বীদিগের বাক্য মিথ্যা হয় না; সেই জন্যই সর্ব্বকামাভিলাষী মানবের

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ।

রাজ্ঞোঽভিষিক্তমাত্রস্য কিং নু কৃত্যতমং ভবেৎ
এতন্মে সর্ব্বমাচক্ষ্ব সম্যগ্বেত্তি যতো ভবান্॥১

মৎস্য উবাচ।

অভিষেকার্দ্রশিরসা রাজ্ঞা রাজ্যাবলোকিনা।
সহায়বরণং কার্য্যং তত্র রাজ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥২
যদপ্যল্পতরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুশ্চরম্।
পুরুষেণাসহায়েন কিমু রাজ্যং মহোদয়ম্॥ ৩
তস্মাৎ সহায়ান্ বরয়েৎ কুলীনান্ নৃপতিঃ স্বয়ম্
শূরান্ কুলীনজাতীয়ান্ বলযুক্তাঞ্ছ্রিয়াম্বিতান্॥
রূপ-সত্ত্ব-গুণোপেতান্ সজ্জনান্ ক্ষময়ান্বিতান্।
ক্লেশক্ষমান্ মহোৎসাহান্ ধর্ম্মজ্ঞাংশ্চ প্রিয়ংবদান্
হিতোপদেশকালজ্ঞান্ স্বামিভক্তান্ যশোঽর্থিনঃ
এবংবিধান্ সহায়াংশ্চ শুভকর্ম্মসু যোজয়েৎ।
গুণহীনানপি তথা বিজ্ঞায় নৃপতিঃ স্বয়ম্।
কর্ম্মস্বেব নিযুঞ্জীত যথাযোগ্যেষু ভাগশঃ॥ ৭
কুলীনঃ শীলসম্পন্নো ধনুর্ব্বেদবিশারদঃ।
হস্তিশিক্ষাশ্বশিক্ষাসু কুশলঃ শ্লক্ষ্ণভাষিতঃ॥ ৮
নিমিত্তে শকুনে জ্ঞাতা বেত্তা চৈব চিকিৎসিতে
কৃতজ্ঞঃ কর্ম্মণাং শূরস্তথা ক্লেশসহো ঋজুঃ॥ ৯
ব্যূহতত্ত্ববিধানজ্ঞঃ ফল্গুসারবিশেষবিৎ।
রাজ্ঞা সেনাপতিঃ কার্য্যো ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽথবা
প্রাংশুঃ সুরূপো দক্ষশ্চ প্রিয়বাদী ন চোদ্ধতঃ
চিত্তগ্রাহশ্চ সর্ব্বেষাং প্রতীহারো বিধীয়তে॥ ১১
যথোক্তবাদী দূতঃ স্যাদ্দেশভাষাবিশারদঃ।
শক্তঃ ক্লেশসহো বাগ্মী দেশ-কালবিভাগবিৎ
বিজ্ঞাতদেশ-কালশ্চ দূতঃ স স্যান্মহীক্ষিতঃ।
বক্তা নয়স্য যঃ কালে স দূতো নৃপতের্ভবেৎ॥
প্রাংশবো ব্যায়তাঃ শূরা দৃঢ়ভক্তা নিরাকুলাঃ।
রাজ্ঞা তু রক্ষিণঃ কার্য্যাঃ সদা ক্লেশসহা হিতাঃ

পক্ষে তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। ১১—২২।

চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥২২৪॥

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মনু কহিলেন,—রাজা অভিষিক্ত হইলে তাঁহার তদানীন্তন কর্ত্তব্য কি? এই বিষয় আমাকে সম্পূর্ণ বলুন; যেহেতু, আপনি সকল তত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। মৎস্য কহিলেন,—অভিষেকার্দ্র-মস্তক রাজা, রাজ্য পরিদর্শনার্থ সহায় ও পারিষদ করিবেন; কারণ, সহায় ও পারিষদ্‌গণের উপরই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা নিহিত। অসহায় পুরুষের পক্ষে অতি সাধারণ কার্য্য সম্পাদন করাও দুঃসাধ্য; সুবিশাল রাজ্যের কথা আর কি বলিব? এইজন্য নৃপতি কুলীন, শ্রীমান্, বলবান্ ও সহায়বান্ জনগণকে স্বীয় সহায়রূপে বরণ করিবেন। সহায়গণ রূপ, বল, গুণ, সাধুতা, ক্ষমা, ক্লেশসহিষ্ণুতা, উৎসাহ ও ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। প্রিয়ভাষী, হিতোপদেষ্টা, কালজ্ঞ, প্রভুভক্ত ও যশোলিপ্সু, সহায়দিগকে শুভকর্ম্মে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। রাজা পরীক্ষা দ্বারা গুণহীন জনগণকেও জানিয়া বিভাগক্রমে যথাযোগ্য কর্ম্মে নিয়োগ করিবেন। কুলীন, শীলবান্, ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী, হস্তী ও অশ্ব বিষয়ে সুশিক্ষিত, মধুরভাষী, প্রাকৃতিক লক্ষণ-দর্শনে শুভাশুভ জ্ঞানবান্, চিকিৎসাভিজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সকল কার্য্যে সুচতুর, ক্লেশসহিষ্ণু, সরলচেতা, ব্যূহবিধান-তত্ত্বজ্ঞ, আভ্যন্তরিক সারাসার-নির্ব্বাচনপটু, ব্রাহ্মণ অথবা কোন ক্ষত্রিয়কে সেনাপতি করা রাজার কর্ত্তব্য। ১—১০। উন্নতকায়, সুরূপ, চতুর, প্রিয়বাদী, অনুদ্ধত, সর্ব্ব চিত্তগ্রাহী, ব্যক্তিকে প্রতীহার করা বিধেয়। যথোক্তবাদী, বিবিধ দেশ-ভাষা-বিশারদ, সমর্থ, ক্লেশসহিষ্ণু, বাগ্মী, দেশকালবিভাগে পারদর্শী, দেশকালজ্ঞ এবং যোগ্যকালে নীতি অনুসারে বক্তা ব্যক্তি নৃপতির দূত হইবার যোগ্য। দীর্ঘাকার, আয়তকায়, শূর, প্রভুভক্ত, অব্যাকুল, সর্ব্বদা ক্লেশসহিষ্ণু ও হিতকারী ব্যক্তি

অনাহার্য্যোঽনৃশংসশ্চ দৃঢ়ভক্তিশ্চ পার্থিবে।
তাম্বূলধারী ভবতি নারী বাপ্যথ তদ্‌গুণা ॥১৫
ষাড়্‌গুণ্যবিধিতত্ত্বজ্ঞো দেশভাষাবিশারদঃ।
সান্ধিবিগ্রহিকঃ কার্য্যো রাজ্ঞা নয়বিশারদঃ॥
কৃতাকৃতজ্ঞো ভৃত্যানাং জ্ঞেয়ঃ স্যাদ্দেশরক্ষিতা
আয়-ব্যয়জ্ঞো লোকজ্ঞো দেশোৎপত্তিবিশারদঃ
সুরূপস্তরুণঃ প্রাংশুর্দৃঢ়ভক্তিঃ কুলোচিতঃ।
শূরঃ ক্লেশসহশ্চৈব খড়্গধারী প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৮
শূরশ্চ বলযুক্তশ্চ গজাশ্বরথকোবিদঃ।
ধনুর্দ্ধারী ভবেদ্রাজ্ঞঃ সর্ব্বক্লেশসহঃ শুচিঃ ॥১৯
নিমিত্তশকুনজ্ঞানী হয়শিক্ষাবিশারদঃ।
হয়ায়ুর্ব্বেদতত্ত্বজ্ঞো ভুবো ভাগবিচক্ষণঃ॥ ২০
বলাবলজ্ঞো রথিনঃ স্থিরদৃষ্টিঃ প্রিয়ংবদঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ সারথিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২১

অনাহার্য্যঃ শুচির্দক্ষশ্চিকিৎসিতবিদাং বরঃ।
সূপশাস্ত্রবিশেষজ্ঞঃ সূদাধ্যক্ষঃ প্রশস্যতে ॥ ২২
সূপশাস্ত্রবিধানজ্ঞাঃ পরাভেদ্যাঃ কুলোদ্গতাঃ।
সর্ব্বে মহানসে ধার্য্যাঃ কৃত্তকেশনখা নরাঃ ॥২৩
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদঃ।
বিপ্রমুখ্যঃ কুলীনশ্চ ধর্ম্মাধিকরণো ভবেৎ ॥২৪
কার্য্যাস্তথাবিধাস্তত্র দ্বিজমুখ্যাঃ সভাসদঃ।
সর্ব্বদেশাক্ষরাভিজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥ ২৫
লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্ব্বাধিকরণেষু বৈ।
শীর্ষোপেতান্ সুসম্পূর্ণান্‌সমশ্রেণিগতান্ সমান্
অন্তরান্ বৈ লিখেদ্‌যস্তু লেখকঃ স বরঃ স্মৃতঃ
উপায়বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥ ২৭
বহ্বর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তম।
পুরুষান্তরতত্ত্বজ্ঞাঃ প্রাংশবশ্চাপ্যলোলুপাঃ॥ ২৮
ধর্ম্মাধিকারিণঃ কার্য্যা জনা দানকরা নরাঃ।
এবংবিধাস্তথা কার্য্যা রাজ্ঞা দৌবারিকা জনাঃ
লোহবস্ত্রাজিনাদীনাং রত্নানাঞ্চ বিধানবিৎ।

দিগকে রাজা রক্ষক রাখিবেন। যে জন লোভহীন, সুশীল ও রাজার প্রতি দৃঢ় অনুরক্ত, এমন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে তাম্বূলধারণ কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। নীতিশাস্ত্রোক্ত ষড়্‌গুণ অর্থাৎ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও আশ্রয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্ব দান করিবেন। বিবিধ দেশ-ভাষাভিজ্ঞ এবং ভৃত্যবর্গের কৃত ও অকৃত কর্ম্ম সকলের বোধক্ষম আর লোকের প্রকৃতি-দেশ ও শস্যোৎপত্তি বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি দেশরক্ষক হইবার যোগ্য। সুরূপ, তরুণবয়স্ক, দীর্ঘকায়, রাজার প্রতি দৃঢ় অনুরক্ত, সৎকুল-সম্ভূত, শূর, ও ক্লেশসহিষ্ণু মানবকে খড়্গধারি-পদে নিযুক্ত করিতে হয়। শূর, বলবান্ অশ্ব-রথ-গজাদি-যানগমনে পটু, সর্ব্বক্লেশসহিষ্ণু ও পবিত্র ব্যক্তি রাজার ধনুর্দ্ধারী হইবে। প্রাকৃতিক লক্ষণ দর্শনে শুভাশুভ-বোধক্ষম, অশ্বশিক্ষা-বিশারদ, অশ্বায়ুর্ব্বেদ-তত্ত্বজ্ঞ, পৃথিবীর স্থান-পরিচয়বান্, রথীর বলাবলজ্ঞ, স্থিরদৃষ্টি, প্রিয়ভাষী, শূর, ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি রাজার সারথি হইবার যোগ্য। ১১—২১। লোভ-রহিত, শুচি, দক্ষ, চিকিৎসাশাস্ত্রাভিজ্ঞ, পাক-শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রধান পাকাধ্যক্ষ করা কর্ত্তব্য। সৎকুলজাত, পাকশাস্ত্রজ্ঞ, বিশ্বস্ত, ব্যক্তিরাই পাকশালের কার্য্যে নিযুক্ত হইবে; তাহারা কেশনখাদি ধারণ করিবে না। শত্রু-মিত্রে তুল্য ব্যবহারী, ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ, কুলীনশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মাধিকরণে নিয়োগ করিবে। এই প্রকার দ্বিজগণকেই সভাসদ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বদেশীয় অক্ষরাভিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিকেই রাজা সর্ব্বত্র লেখক-পদে নিয়োগ করিবেন। যাহার অক্ষর-সমূহের মাত্রা সকল সুসম্পূর্ণ, সমশ্রেণীতে সমান আকারে সমান্তরালে নিবদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তি প্রকৃষ্ট লেখক। উপায়ে ও বাগ্‌বিন্যাসে কুশল, সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, অল্পবাক্যে বহু অর্থের প্রকাশক মানব রাজার লেখক হইবার যোগ্য। রাজন্! জনগণের মর্ম্মাভিজ্ঞ, দীর্ঘকায়, অলোভ, ও দাতা জনগণকে ধর্ম্মাধিকরণে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। রাজা এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত জনগণকে দৌবা-

বিজ্ঞাতা ফল্গুসারাণামনাহার্য্যঃ শুচিঃ সদা॥ ৩০
নিপুণশ্চাপ্রমত্তশ্চ ধনাধ্যক্ষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩১
আয়দ্বারেষু সর্ব্বেষু ধনাধ্যক্ষসমা নরাঃ।
ব্যয়দ্বারেষু চ তথা কর্ত্তব্যাঃ পৃথিবীক্ষিতা॥৩২
পরম্পরাগতো যঃ স্যাদষ্টাঙ্গে সুচিকিৎসিতে।
অনাহার্য্যঃ স বৈদ্যঃ স্যাদ্ধর্ম্মাত্মা চ কুলোদ্গতঃ
প্রাণাচার্য্যঃ স বিজ্ঞেয়ো বচনং তস্য ভূভুজা।
রাজন্ রাজ্ঞা সদা কার্য্যং যথা কার্য্যং পৃথগ্জনৈঃ
হস্তিশিক্ষাবিধানজ্ঞো বনজাতিবিশারদঃ।
ক্লেশক্ষমস্তথা রাজ্ঞো গজাধ্যক্ষঃ প্রশস্যতে॥
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ স্থাসনশ্চ বিশেষতঃ।
গজারোহী নরেন্দ্রস্য সর্ব্বকর্ম্মসু শস্যতে॥৩৬
হয়শিক্ষাবিধানজ্ঞশ্চিকিৎসিতবিশারদঃ।
অশ্বাধ্যক্ষো মহীভর্ত্তুঃ স্বাসনশ্চ প্রশস্যতে॥ ৩৭
অনাহার্য্যশ্চ শূরশ্চ তথা প্রাজ্ঞঃ কুলোদ্গতঃ।
দুর্গাধ্যক্ষঃ স্মৃতো রাজ্ঞ উদ্যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥৩৮
বাস্তুবিদ্যাবিধানজ্ঞো লঘুহস্তো জিতশ্রমঃ।
দীর্ঘদর্শী চ শূরশ্চ স্থপতিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৯
যন্ত্রমুক্তে পাণিমুক্তে বিমুক্তে মুক্তধারিতে।
অস্ত্রাচার্য্যো নিরুদ্বেগঃ কুশলশ্চ বিশিষ্যতে॥৪০
বৃদ্ধঃ কুলোদ্গতঃ সূক্তঃ পিতৃপৈতামহঃ শুচিঃ।
রাজ্ঞামন্তঃপুরাধ্যক্ষো বিনীতশ্চ তথেষ্যতে॥৪১
এবং সপ্তাধিকারেষু পুরুষাঃ সপ্ত তে পুরে।
পরীক্ষ্য চাধিকার্য্যাঃ স্যু রাজ্ঞা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু
স্থাপনাজাতিতত্ত্বজ্ঞাঃ সততং প্রতিজাগ্রতা॥৪২
রাজ্ঞঃ স্যাদায়ুধাগারে দক্ষঃ কর্ম্মসু চোদ্যতঃ।
কর্ম্মাণ্যপরিমেয়াণি রাজ্ঞো নৃপকুলোদ্বহ॥ ৪৩
উত্তমাধমমধ্যানি বুদ্ধা কর্ম্মাণি পার্থিবঃ।
উত্তমাধমমধ্যেষু পুরুষেষু নিযোজয়েৎ॥ ৪৪
নরকর্ম্মবিপর্য্যাসাদ্রাজা নাশমবাপ্নুয়াৎ।
নিয়োগং পৌরুষং ভক্তিং শ্রুতং শৌর্য্যং কুলং নয়ম্॥ ৪৫

রিক পদে নিয়োগ করিবেন। লৌহ, বস্ত্র অজিন ও রত্নাদির বিধান, উৎকর্ষাপকর্ষ,—ও মূল্যের তারতম্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ, লোভহীন, পবিত্র, নিপুণ ও সাবধান মানবকে ধনাধ্যক্ষপদে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।২২—৩১। সর্ব্ব অর্থের আয়ব্যয় ব্যাপারেও এবম্বিধ লোক নিয়োগ করিবেন। অষ্টাঙ্গ চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, লোভরহিত, ধর্ম্মাত্মা, সদ্বংশীয়, কুলপরম্পরাগত চিকিৎসক ব্যক্তিকেই বৈদ্য রাখিবেন। রাজা সাধারণ মানবের ন্যায় সেই বৈদ্যের কথা পালন করিয়া চলিবেন। কারণ, সেই বৈদ্যই রাজার প্রাণাচার্য্য। হস্তিশিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, বিবিধ বনজাতির তত্ত্বাভিজ্ঞ, এবং ক্লেশ সহিষ্ণু মানব রাজার গজাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য। রাজার সঙ্গী গজারোহী মানবও এই সমস্ত গুণযুক্ত এবং বিশেষতঃ স্থিরমনা ও সর্ব্বকর্ম্মে সুদক্ষ হইবে। অশ্বশিক্ষা বিষয়ে কুশল, অশ্বদিগের চিকিৎসাভিজ্ঞ ও স্থিরাসন মানব রাজার অশ্বাধ্যক্ষ হইবে। লোভহীন, শূর, প্রাজ্ঞ, সৎকুলজাত, এবং সর্ব্ব কর্ম্মে উদ্যমবান্ ব্যক্তি দুর্গাধ্যক্ষ হইবে। বাস্তুবিদ্যাভিজ্ঞ, লঘুহস্ত, শ্রমশূন্য, দীর্ঘদর্শী, ও শূর ব্যক্তিকে স্থপতিপদে নিয়োগ করিতে হয়। যন্ত্রমুক্ত, পাণিমুক্ত, বিমুক্ত, মুক্তধারিত, ইত্যাদিরূপ অস্ত্রচালনা বিষয়ে অব্যগ্র ও কৌশলশালী মানব অস্ত্রাচার্য্য হইবার যোগ্য ৩২—৪০। বৃদ্ধ, সৎকুলসম্ভূত, মধুরভাষী পিতৃপিতামহাদি ক্রমে কার্য্যকারী, সদাচারী এবং বিনীতব্যক্তি রাজাদিগের অন্তঃপুরাধ্যক্ষ হইবার যোগ্য। রাজারপক্ষে এই সপ্তবিধকার্য্যে পরীক্ষা করিয়া এই প্রকার সপ্তবিধ লোক নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। রাজনিযুক্ত জনগণের সর্ব্বকার্য্যে সাবধান ও নিয়োজিত কার্য্যের তত্ত্বাভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। রাজার অস্ত্রাগারেও দক্ষ ও উদ্যমশীল লোক নিয়োগ করা উচিত। রাজকার্য্যের পরিমাণ করা যায় না। পরন্তু রাজা উত্তম মধ্যম ও অধম কর্ম্ম সকল বিভাগানুসারে উত্তম মধ্যম ও অধম জনে বিন্যস্ত করিবেন। কর্ম্ম-নিয়োগের ব্যত্যয় বশে রাজা নাশ প্রাপ্ত হয়েন। নিয়োগ, পৌরুষ, অনুরক্তি,

জ্ঞাত্বা বৃত্তির্বিধাতব্যা পুরুষাণাং মহীক্ষিতা।
পুরুষান্তরবিজ্ঞানং তত্ত্বসারনিবন্ধনাৎ ॥৪৬
বহুভির্মন্ত্রয়েৎ কামং রাজা মন্ত্রং পৃথক্ পৃথক।
মন্ত্রিণামপি নো কুর্য্যান্মন্ত্রিমন্ত্রপ্রকাশনম্ ॥ ৪৭
কচিন্ন কস্ত বিশ্বাসো ভবতীহ সদা নৃণাম্।
নিশ্চয়স্ত সদা মন্ত্রে কার্য্য একেন সূরিণা ॥৪৮
ভবেদ্বা নিশ্চয়াবাপ্তিঃ পরবুদ্ধ্যুপজীবনাৎ।
একস্যৈব মহীভর্ত্তুর্ভূয়ঃ কার্য্যো বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৯
ব্রাহ্মণান্ পর্য্যুপাসীত ত্রয়ীশাস্ত্রসুনিশ্চিতান্।
নাসচ্ছাস্ত্রবতো মূঢ়াংস্তে হি লোকস্য কণ্টকাঃ ॥
বৃদ্ধান্ হি নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্।
তেভ্যঃ শিক্ষেত বিনয়ং বিনীতাত্মা চ নিত্যশঃ
সমগ্রাং বশগাং কুর্য্যাৎ পৃথিবীং নাত্র সংশয়ঃ
বহবো বিনয়াদ্‌ভ্রষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থাশ্চৈব রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে ॥
ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাশ্চ লোকতঃ
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশম্।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ
যজেত রাজা বহুভিঃ ক্রতুভিশ্চ সদক্ষিণৈঃ।
ধর্ম্মার্থঞ্চৈব বিপ্রেভ্যো দদ্যাদ্ভোগান্ ধনানি চ
সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিম্।
স্যাৎ স্বাধ্যায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্ধুবৎ
আবৃত্তানাং গুরুকুলাদ্দ্বিজানাং পূজকো ভবেৎ।
নৃপাণামক্ষয়ো হ্যেষ বিধির্ব্রাহ্মোঽভিধীয়তে ॥
ততস্তেনানবা মিত্রা হরন্তি ন বিনশ্যতি।
তস্মাদ্রাজ্ঞা বিধাতব্যো ব্রাহ্মো বৈ হ্যক্ষয়ো বিধিঃ ॥ ৫৮
সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূয় পালয়েৎ প্রজাঃ।

শাস্ত্রজ্ঞান, শৌর্য্য, কুল ও নীতিবোধ, এ সমস্ত বিবেচনা করিয়া রাজা লোকদিগের বেতন নির্ব্বাচন করিবেন। অপর কেহ জানিতে না পারে, এমন ভাবে প্রকৃত তত্ত্বাবিষ্কার-কামনায় রাজা, বহু মন্ত্রীর সহিত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মন্ত্রণা করিবেন। এক মন্ত্রি-সহ মন্ত্রণান্তে সে কথা অপর মন্ত্রীকে জানাইবেন না। কাহাকেও সর্ব্বদা বিশ্বাস করিবেন না। একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী লইয়াই সমস্ত বিষয়ে প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিবেন। বহু ব্যক্তির বুদ্ধি লইবেন না; অনেকের বুদ্ধি লইলে রাজার কর্ত্তব্য কার্য্যে স্থির নিশ্চয় না হইবারই সম্ভাবনা; কারণ, বহু ব্যক্তি বিবিধ মত প্রকটিত করিয়া থাকে। ত্রয়ীশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের উপাসনা করিবেন; পরন্ত অসৎশাস্ত্রজ্ঞ মূঢ়দিগের সঙ্গ করিবেন না; কারণ, তাহারাই লোকের কণ্টক-স্বরূপ ।৪১—৫০। নিয়ত বেদবিদ্ শুচি বৃদ্ধ জনের সেবা করিবেন। তাহাদিগের নিকট বিনয় শিক্ষা করিবেন এবং নিয়ত বিনয়ী হইবেন। বিনয়ী রাজা সমগ্র পৃথিবীই বশীভূত করিতে পারেন। পূর্ব্বে অনেকানেক রাজা বিনয়শূন্য হওয়ায় সানুচর রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়াছেন; আবার বিনয়গুণে কত বনবাসী রাজাও রাজ্য লাভ করিয়াছেন। ত্রৈবিদ্য-গণ হইতে ত্রয়ী বিদ্যা, শাশ্বতী দণ্ডনীতি, আন্বীক্ষিকী, আত্মবিদ্যা,—এ সকল এবং সাধারণ লোক হইতে বার্ত্তা সমস্ত জ্ঞাত হইবেন। ইন্দ্রিয় জয় নিমিত্ত নিয়ত যোগাভ্যাস করিবেন। জিতেন্দ্রিয় রাজাই প্রজাগণকে বশে রাখিতে পারেন। উত্তম দক্ষিণা-সম্পন্ন বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান, এবং ধর্ম্মার্থ বিপ্র-জনে বিবিধ ভোগ্য ধনাদি দান করিবেন। বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্বারা রাজ্য হইতে সাংবৎসারিক উপঢৌকন সকল সংগ্রহ করাইবেন। রাজা বেদাধ্যায়ন-পর হইবেন এবং প্রজাগণের প্রতি পিতৃ-বন্ধুসম ব্যবহার করিবেন। গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত দ্বিজগণের যথাযোগ্য সম্মাননা করিবেন। রাজগণের পালনীয় এই অক্ষয় বিধি, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রাজা এই বিধি প্রতিপালন করিলে চৌর, দুষ্ট ও শত্রু প্রভৃতির প্রভাব তিরোহিত হয়। এজন্য রাজার এই বিধান সর্ব্বথা পালনীয়। রাজা বিবেচনানুসারে

ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ব্রতমনুস্মরন্‌ ॥
সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং প্রজানাং পরিপালনম্‌।
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞাং নিঃশ্রেয়সং পরম্‌ ॥
কৃপণানাঞ্চ বৃদ্ধানাং বিধবানাঞ্চ পালনম্‌।
যোগক্ষেমঞ্চ বৃত্তিঞ্চ তথৈব পরিকল্পয়েৎ ॥ ৬১
বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং তথা কার্য্যং বিশেষতঃ।
স্বধর্ম্মপ্রচ্যুতান্‌ রাজা স্বধর্ম্মে স্থাপয়েৎ তথা ॥
আশ্রমেষু তথা কার্য্যমন্নং তৈলঞ্চ ভাজনম্‌।
স্বয়মেবানয়েদ্রাজা সৎকৃতান্‌ নাবমানয়েৎ ॥ ৬৩
তাপসে সর্ব্বকার্য্যাণি রাজ্যমাত্মানমেব চ।
নিবেদয়েৎ প্রযত্নেন দেববচ্চিরমর্চ্চয়েৎ ॥ ৬৪
দ্বে প্রজ্ঞে বেদিতব্যে চ ঋজ্বী বক্রা চ মানবৈঃ
বক্রাং জ্ঞাত্বা ন সেবেত প্রতিবাধেত চাগতাম্‌
নাস্য চ্ছিদ্রং পরো বিদ্যাদ্বিদ্যাচ্ছিদ্রংপরস্য তু

উত্তম মধ্যম অধম জনগণের স্ব স্ব অনুরূপ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া প্রজা পালন করিবেন। ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক কদাচ সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। সংগ্রাম হইতে অনিবৃত্তি, প্রজাবর্গের প্রতিপালন ও ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষা—এই কয়টী রাজাদিগের পরম মঙ্গলসম্পাদক। ৫১—৬০। দুরবস্থাপন্ন, বৃদ্ধ ও বিধবাগণের প্রতিপালন—ইহাদিগের যোগক্ষেম ও বৃত্তি বিধান করিবেন। বিশেষ যত্নে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা করিবেন। যাহারা স্বধর্ম্মচ্যুত, তাহাদিগকে পুনরায় স্বধর্ম্মে স্থাপন করিবেন। আশ্রমবাসীদিগের জন্য তৈল, অন্ন ও পাত্র সকল স্বয়ংই আনাইয়া দিবেন। সৎকৃত জনের অসম্মান করিবেন না। তাপসদিগকে রাজ্য এবং আত্মা পর্য্যন্তও নিবেদন করিবেন;—দেববৎ পূজা করিবেন। মানবগণের দ্বিবিধ বুদ্ধি শিক্ষিত হয়—একটী সরলা, অপরটী কুটিলা। কুটিল বুদ্ধি শিক্ষা করিয়া তাহার ব্যবহার করিবে না; পরন্তু পরকীয় কুটিল বুদ্ধির কার্য্য দর্শনে স্বীয় কুটিল বুদ্ধি দ্বারা তাহা ব্যাহত করিবেন। রাজা আত্মচ্ছিদ্র অপরকে জানিতে দিবেন না; কিন্তু পরচ্ছিদ্র সর্ব্বথা

গূহেৎ কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবরমাত্মনঃ ॥ ৬৬
ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ।
বিশ্বাসাদ্ভয়মুৎপন্নং মূলাদপি নিকৃন্ততি ॥ ৬৭
বিশ্বাসয়েচ্চাপ্যপরং তত্ত্বভূতেন হেতুনা।
বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্‌ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ ॥ ৬৮
বৃকবচ্চাপি লুম্পেত শশবচ্চ বিনিষ্কিপেৎ।
দৃঢ়প্রহারী চ ভবেৎ তথা শূকরবন্নৃপঃ ॥ ৬৯
চিত্রাকারশ্চ শিখিবদ্দৃঢ়ভক্তস্তথা শ্ববৎ।
তথা চ মধুরাভাষী ভবেৎ কোকিলবন্নৃপঃ ॥ ৭০
কাকশঙ্কী ভবেন্নিত্যমজ্ঞাতবসতিং বসেৎ।
নাপরীক্ষিতপূর্ব্বঞ্চ ভোজনং শয়নং ব্রজেৎ।
বস্ত্রং পুষ্পমলঙ্কারং যচ্চান্যন্মনুজোত্তম ॥ ৭১
ন গাহেজ্জনসম্বাধং ন চাজ্ঞাতজলাশয়ম্‌।
অপরীক্ষিতপূর্ব্বঞ্চ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ ॥৭২
নারোহেৎ কুঞ্জরং ব্যালং নাদান্তং তুরগং তথা
নাবিজ্ঞাতাং স্ত্রিয়ং গচ্ছেন্নৈবদেবোৎসবে বসেৎ

জ্ঞাত হইবেন। কূর্ম্মের ন্যায় অঙ্গ গোপন করিবেন; আত্মচ্ছিদ্র সর্ব্বথা লুক্কায়িত রাখিবেন। অবিশ্বস্ত জনে বিশ্বাস করিবেন না। বিশ্বস্ত জনেও অত্যন্ত বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে; বিশ্বাস হইতে যদি ভয়োৎপত্তি হয়, তবে সমূলে বিনাশ ঘটে। প্রকৃত কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক অপরের বিশ্বাস উৎপাদন করিবেন। বকের ন্যায় অর্থচিন্তা ও সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রদর্শন করিবেন। রাজা বৃকবৎ পলায়ন, শশবৎ সঞ্চয়, শূকরবৎ দৃঢ় প্রহারী, ময়ূরবৎ বিচিত্রাকার, সারমেয়বৎ কর্ত্তব্যপরায়ণ, কাকবৎ শঙ্কিত, এবং কোকিলবৎ মধুরভাষী হইবেন। অন্যের অজ্ঞাতভাবে বাস করিবেন। পূর্ব্বে কেহ পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে ভোজন, শয়ন, কিম্বা বসন ভূষণ প্রসূনাদি কিছুই ব্যবহার করিবেন না। হে মনুজোত্তম! বিশ্বস্ত পুরুষগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে পরীক্ষিত না হইলে জনতা মধ্যে কিম্বা অজ্ঞাত জলাশয়ে প্রবেশ করিবেন না। ৬১—৭২। দুষ্ট কুঞ্জরে কিম্বা অদান্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিবেন না। অবিজ্ঞাতা

নরেন্দ্রলক্ষ্ম্যা ধর্ম্মজ্ঞ ত্রাতা যত্তো ভবেন্নৃপঃ।
সদ্ভৃত্যাশ্চ তথা পুষ্টাঃ সততং প্রতিমানিতাঃ॥
রাজ্ঞা সহায়াঃ কর্ত্তব্যাঃ পৃথিবীং জেতুমিচ্ছতা।
যথার্হঞ্চাপ্যস্নভৃত্যো রাজা কর্ম্মসু যোজয়েৎ॥৭৭
ধর্ম্মিষ্ঠান্ ধর্ম্মকার্য্যেষু শূরান্ সংগ্রামকর্ম্মসু।
নিপুণানর্থকৃত্যেষু সর্ব্বত্রৈব তথা শুচীন্॥ ৭৬
স্ত্রীষু ষণ্ডং নিযুঞ্জীত তীক্ষ্ণং দারুণকর্ম্মসু।
ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ নয়ে চ রবিনন্দন॥ ৭৭
রাজা যথার্হং কুর্য্যাচ্চ উপধাভিঃ পরীক্ষণম্।
সমতীতাপদান্ ভৃত্যান্ কুর্য্যাচ্ছস্তবনেচরান্॥
তৎপাদান্বেষিণো যত্তাংস্তদধ্যক্ষাংস্ত কারয়েৎ।
এবমাদীনি কর্ম্মাণি নৃপৈঃ কার্য্যাণি পার্থিব॥৭৯
সর্ব্বথা নেষ্যতে রাজ্ঞস্তীক্ষ্ণোপকরণক্রমঃ।
কর্ম্মাণি পাপসাধ্যানি যানি রাজ্ঞো নরাধিপ॥৮০
সন্তস্তানি ন কুর্ব্বন্তি তস্মাৎ তানি ত্যজেন্নৃপঃ॥

নেষ্যতে পৃথিবীশানাং তীক্ষ্ণোপকরণক্রিয়া॥ ৮১
যস্মিন্ কর্ম্মণি যস্ত স্যাদ্বিশেষেণ চ কৌশলম্।
তস্মিন্ কর্ম্মণি তং রাজা পরীক্ষ্য বিনিযোজয়েৎ
পিতৃপৈতামহান্ ভৃত্যান্ সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ
বিনা দায়াদকৃত্যেষু পরীক্ষ্যাং স্বকৃতান্তরান্।
নিযুঞ্জীত মহাভাগ তস্য তে হিতকারিণঃ॥ ৮৩
পররাজগৃহাৎ প্রাপ্তান্ জনসংগ্রহকাম্যয়া।
দুষ্টান্ বাপ্যথবাদুষ্টানাশ্রয়ীত প্রযত্নতঃ॥ ৮৪
দুষ্টং বিজ্ঞায় বিশ্বাসং ন কুর্য্যাৎ তত্র ভূমিপঃ।
বৃত্তিং তস্যাপি বর্ত্তেত জনসংগ্রহকাম্যয়া॥ ৮৫
রাজা দেশান্তরপ্রাপ্তং পুরুষং পূজয়েদ্ভৃশম্।
মমায়ং দেশসম্প্রাপ্তো বহুমানেন চিন্তয়েৎ॥৮৬
কামং ভৃত্যার্জ্জনং রাজা নৈব কুর্য্যান্নরাধিপ।
ন চ বা সংবিভক্তাংস্তান্ ভৃত্যান্ কুর্য্যাৎ কথঞ্চন

রমণীর সঙ্গ কিম্বা দেবোৎসব স্থানে বাস করিবেন না। রাজা রাজচিহ্নধারী, আর্ত্ত-ত্রাণকারী ও সংযমশালী হইবেন। পৃথিবী-জয়াভিলাষী রাজা সাধু ভৃত্যদিগকে সতত ভরণ, পোষণ ও সম্মানন করিবেন। ধর্ম্মিষ্ঠকে ধর্ম্মকার্য্যে, শূরগণকে যুদ্ধব্যাপারে, নিপুণ-জনগণকে অর্থ-ব্যবহারে, সচ্চরিত্রদিগকে সর্ব্ব কার্য্যে, ক্লীবকে স্ত্রীজনসমীপে, তীক্ষ্ণ-প্রকৃতি ব্যক্তিকে, দারুণকর্ম্মে এবং হে রবি-নন্দন! সচ্চরিত্র ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সাধন ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন উপঢৌকন দ্বারা পরীক্ষা করিয়া নিয়োগ করিবেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ ভৃত্যদিগকে প্রশস্ত বনবাসী সন্ন্যাসী সাজাইয়া তাহার সাহায্যে গুপ্তভাবে তথ্য সংগ্রহ করিবেন। এই শ্রেণীর অধ্যক্ষগণ দ্বারা ইহাদিগের কার্য্যকলাপের সন্ধান লইবেন। হে রাজন্! এই প্রকার কার্য্য সকল রাজার কর্ত্তব্য। রাজার পক্ষে তীক্ষ্ণপ্রকৃতি বা উগ্রকর্ম্মা হওয়া নিতান্ত অনুচিত। হে নৃপ! রাজার সে কতকগুলি পাপকর্ম্ম করিতে হয়, সাধুগণ যে সকল অনুমোদন করেন না; অতএব রাজারও তৎসমস্ত বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। মহীপতিগণ তীক্ষ্ণাচার পরায়ণ হইলে প্রজাগণের বিরক্তি উপন্ন হয়।৭৩—৮১। যে কর্ম্মে যাহার সবিশেষ নৈপুণ্য আছে, রাজা পরীক্ষা করিয়া তাহাকে সেই কর্ম্মে নিয়োগ করিবেন। পিতৃ-পিতামহাদি ক্রমে যাহারা ভৃত্য, তাহাদিগকে সকল কর্ম্মেই নিয়োগ করা যাইতে পারে। জ্ঞাতিসম্বন্ধীয় কর্ম্ম ব্যতীত অপর কর্ম্মে স্বীয় বন্ধুদিগকে নিয়োগ করিবেন। হে মহাভাগ! এরূপ করিলে রাজার হিত সাধন হয়। রাজা, জনসংগ্রহবাসনায় অপর রাজসংসার হইতে সমাগত ব্যক্তিদিগকে—তাহারা দুষ্টই হউক, আর অদুষ্টই হউক, যত্নসহকারে আশ্রয় দান করিবেন। দুষ্ট বলিয়া জানিতে পারিলে তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস করিবেন না; পরন্তু তাহাদিগকে যথাযোগ্য বৃত্তি দান করিবেন। লোকদিগকে বাধ্য রাখিবার জন্যই এরূপ করা উচিত। ভিন্ন দেশীয় লোক নিজ দেশে আসিলে—এ ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া আমার দেশে আসিয়াছে, ইহা ভাবিয়া বহু মানপুরঃসর তাহার সৎকার করিবেন। রাজা স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ভৃত্য সংগ্রহ করিবেন না; কিম্বা নিজ ভৃত্য মধ্যেও

শস্ত্রবোঽগ্নির্বিষং সর্পো নিস্ত্রিংশ ইতি চিন্তয়েৎ।
ভৃত্যা মনুজশার্দ্দূল কুপিতাশ্চ তথৈকতঃ॥ ৮৮
তেষাং চারেণ চারিত্রং রাজা বিজ্ঞায় নিত্যশঃ।
গুণিনাং পূজনং কুর্য্যান্নির্গুণানাঞ্চ শাসনম্।
কথিতাঃ সততং রাজন্ রাজানশ্চারচক্ষুষঃ॥৮৯
স্বকে দেশে পরে দেশে জ্ঞানশীলান্ বিচক্ষণান্
অনাহার্য্যান্ ক্লেশসহান্ নিযুঞ্জীত তথা চরান্॥
জনস্যাবিদিতান্ সৌম্যান্ তথাজ্ঞাতান্ পরস্পরম্
বণিজো মন্ত্রকুশলান্ সংবৎসর-চিকিৎসকান্।
তথা প্রব্রাজিতাকারাংশ্চারান্ রাজা নিয়োজয়েৎ
নৈকস্য রাজা শ্রদ্দধ্যাচ্চারস্যাপি সুভাষিতম্।
দ্বয়োঃ সম্বন্ধমাজ্ঞায় শ্রদ্দধ্যান্নৃপতিস্তদা॥ ৯২
পরস্পরস্যাবিদিতৌ যদি স্যাতাঞ্চ তাবুভৌ।
তস্মাদ্রাজা প্রযত্নেন গূঢ়াংশ্চারান্ নিয়োজয়েৎ
চারাণামপি যত্নেন রাজা কার্য্যং পরীক্ষণম্।
রাগাপরাগৌ ভৃত্যানাং জনস্য চ গুণাগুণান্।
সর্ব্বং রাজ্ঞাং চরায়ত্তং তেষু যত্নপরো ভবেৎ॥৯৪
কর্ম্মণা কেন মে লোকে জনঃ সর্ব্বোঽনুরজ্যতে
বিরজ্যতে কেন তথা বিজ্ঞেয়ং তন্মহীক্ষিতা।
বিরাগজনকং লোকে বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ॥৯৫
তথা চ রাগপ্রভবা হি লক্ষ্মী-
রাজ্ঞাং মতা ভাস্করবংশচন্দ্র।
তস্মাৎ প্রযত্নেন নরেন্দ্রমুখ্যৈঃ
কার্য্যোঽনুরাগো ভুবি মানবেষু॥ ৯৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রাজ্ঞাং সহায়-
সম্পত্তির্নাম পঞ্চদশাধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১৫॥

পরস্পর বিভাগ হইতে দিবেন না। হে মনুজশার্দ্দূল! শস্ত্র, অগ্নি, বিষ, সর্প, ও খড়্গ এক দিকে এবং প্রকুপিত ভৃত্য একদিকে; রাজা ইহা বুঝিয়া সাবধানে থাকিবেন। গুপ্তচর দ্বারা তাহাদিগের ক্রিয়াকলাপ প্রতিদিন জ্ঞাত হইয়া রাজা গুণিগণের সম্মান ও নির্গুণগণের শাসন করিবেন। রাজন্! চরেরাই রাজগণের চক্ষুঃস্বরূপ; ইহা সতত কথিত হয়। ৮২—৮৯। কি নিজ দেশে, কি পরদেশে, সর্ব্বত্র লোভহীন, ক্লেশসহিষ্ণু, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান্ চরগণের নিয়োগ করিবেন। চরগণ পরস্পর পরস্পরের পরিচিত, সাধারণের অজ্ঞাত, এবং সৌম্যাকৃতি হওয়া আবশ্যক। তাহারা বণিক্, মন্ত্রী, দৈবজ্ঞ, চিকিৎসক ও সন্ন্যাসীর বেশে বিচরণ করিবে।—রাজা একজন চরের কথা প্রীতিকর হইলেও তাহাতে বিশ্বাস করিবেন না। দুই জনের নিকট জানিয়া তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিচারপূর্ব্বক সন্দেহ হেতু না থাকিলে তবে বিশ্বাস করিবেন। যদি তাহারা দুইজন পরস্পরের অবিদিত হয়, অর্থাৎ পরস্পর যে একই তথ্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিল, এরূপ ধারণা যদি তাহাদের না থাকে, তবেই তাহাদিগের কথা বিশ্বাসযোগ্য। অতএব রাজা অপর গুপ্তচর দ্বারা সেই চরগণেরও ক্রিয়াকলাপ সযত্নে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। ভৃত্যদিগের অনুরাগ-বিরাগ ও জনগণের গুণাগুণ, এতৎ সমস্তই চর দ্বারা রাজার আয়ত্ত হয়; এজন্য চরবিষয়ে সবিশেষ যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য। 'কোন্ কর্ম্মে লোক সকল বিরূপ এবং কোন্ কর্ম্মেই বা অনুরক্ত হইবে,' রাজা, এতদ্বিষয় বিবেচনাপূর্ব্বক লোকবিরাগজনক কর্ম্মসকল যত্নসহকারে বর্জ্জন করিবেন। হে ভাস্করবংশ-চন্দ্র, মহারাজ! রাজাদিগের লোকানুরাগ হইতেই লক্ষ্মী লাভ হয়; অতএব ভূতলে গুণবান রাজগণ যাহাতে লোকানুরাগ বৃদ্ধি পায়, তাদৃশ কার্য্য সকল করিবেন। ৯০—৯৬।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১৫

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

মৎস্য উবাচ।

যথা ন বর্ত্তিতব্যং স্যাম্মনো রাজ্ঞোঽনুজীবিনা
তথা তে কথয়িষ্যামি নিবোধ গদতো মম। ১
রাজা যত্তু বদেদ্বাক্যং শ্রোতব্যং তৎ প্রযত্নতঃ
আক্ষিপ্য বচনং তস্য ন বক্তব্যং তথা বচঃ।
অনুকূলং প্রিয়ং তস্য বক্তব্যং জনসংসদি।
রহোগতস্য বক্তব্যমপ্রিয়ং যদ্ধিতং ভবেৎ। ৩
পরার্থমস্য বক্তব্যং সমে চেতসি পার্থিব।
স্বার্থঃ সুহৃদ্ভির্বক্তব্যো ন স্বয়ন্তু কথঞ্চন। ৪
কার্য্যাতিপাতঃ সর্ব্বেষু রক্ষিতব্যঃ প্রযত্নতঃ।
ন চ হিংস্যং ধনং কিঞ্চিন্নিযুক্তেন চ কর্ম্মণি। ৫
নোপেক্ষ্যস্তস্য মানশ্চ তথা রাজ্ঞঃ প্রিয়ো ভবেৎ
রাজ্ঞশ্চ ন তথা কার্য্যং বেশ-ভাষিত-চেষ্টিতম্
রাজলীলা ন কর্ত্তব্যা তদ্বিদ্বিষ্টঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
রাজ্ঞঃ সমোঽধিকো বা ন কার্য্যো বেশো বিজানতা। ৯
দ্যূতাদিষু তথৈবাস্তৎ কৌশলন্তু প্রদর্শয়েৎ।
প্রদর্শ্য কৌশলঞ্চাস্য রাজানন্তু বিশেষয়েৎ। ৮
অন্তঃপুরজনাধ্যক্ষৈর্বৈরিদূতৈর্নিরাকৃতৈঃ।
সংসর্গং ন ব্রজেদ্রাজন্ বিনা পার্থিবশাসনাৎ।
নিঃস্নেহতাঞ্চাবমানং প্রযত্নেন তু গোপয়েৎ।
যচ্চ গুহ্যং ভবেদ্রাজ্ঞো ন তল্লোকে প্রকাশয়েৎ
নৃপেণ শ্রাবিতং যৎ স্যাদ্বাচ্যাবাচ্যং নৃপোত্তম।
ন তৎ সংশ্রাবয়েল্লোকে তথা রাজ্ঞোঽপ্রিয়ো ভবেৎ। ১১
আজ্ঞাপ্যমানে বান্যস্মিন্ সমুত্থায় ত্বরান্বিতঃ।
কিমহং করবাণীতি বাচ্যো রাজা বিজানতা।
কার্য্যাবস্থাঞ্চ বিজ্ঞায় কার্য্যমেব যথা ভবেৎ।
সততং ক্রিয়মাণেঽস্মিন্ লাঘবন্তু ব্রজেদ্ধ্রুবম্
রাজ্ঞঃ প্রিয়াণি বাক্যানি ন চাত্যর্থং পুনঃপুনঃ।

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—হে মনুরাজ! এক্ষণে রাজার অনুজীবীদিগের কর্ত্তব্য বলিতেছি; তুমি আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর। রাজা যাহা বলিবেন, অনুজীবী ব্যক্তি যত্ন সহকারে তাহা শ্রবণ করিবে; কদাচ রাজার কথায় বাধা দিয়া কোন কথা কহিবে না। লোক-সমক্ষে রাজার অনুকূল প্রিয়বাক্য বলিবে; আর যদি অপ্রিয় হিতবাক্য বলিতে হয়, তবে তাহা একান্তেই বলিবে। রাজার চিত্ত যখন সুস্থ, তখন পরকীয় বিষয় বলিবে; কিন্তু নিজের কোন বিষয় বলিতে হইলে আত্মীয় দ্বারা বলাইবে, স্বয়ং কদাচ বলিবে না। কর্ত্তব্য কর্ম্মের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিবে। কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ধনের অপব্যয় করিবে না। রাজদত্ত সম্মানে উপেক্ষা করিবে না। যাহাতে রাজার প্রিয় হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে যত্ন করিবে। রাজার বেশ, ভাষা, বা ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করিবে না; যাহা রাজার অপ্রিয়, তাহা বর্জ্জন করিবে। জ্ঞান-বান্ মানব, রাজার তুল্য অথবা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বেশভূষা করিবে না; কিন্তু দ্যূত-ক্রীড়াদিতে রাজা অপেক্ষা সমধিক কৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বকীয় বিশেষত্ব প্রকটন করিবে। রাজন্! রাজার অনুমতি ব্যতীত অন্তঃপুরজনাধ্যক্ষ, বৈরী, দূত, ও নিরাকৃত জনগণ সহ কদাচ সংসর্গ করিবে না। নিজের প্রতি রাজার স্নেহাভাব কিম্বা অবমান যত্ন সহকারে গোপন করিবে; রাজার গোপনীয় কথা লোকে প্রকাশ করিবে না। ১—১০। রাজা, বাচ্য অবাচ্য যাহাই বলুন না কেন, লোকমধ্যে তাহা প্রকাশ করিবে না; কারণ, ওরূপ করিলে রাজার অপ্রিয় হইতে হয়। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি—রাজা কাহারও প্রতি আদেশ করিলে তৎকালে ত্বরা সহ-কারে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক 'আমি কি করিব?" এই কথা বলিবেন। ইহা অবস্থা কার্য্যা-বস্থা বুঝিয়াই করিতে হয়; নচেৎ সর্ব্বদা ওরূপ করিলে হেয় হইতে হয়। রাজার প্রিয় বাক্যও পুনঃপুন বলিবে না; অধিক

ন হাস্যশীলশ্চ ভবেন্ন চাপি ভ্রূকুটীমুখঃ ॥ ১৪
নাতিবক্তা ন নির্ব্বক্তা ন চ মাৎসরিকস্তথা।
আত্মসম্ভাবিতশ্চৈব ন ভবেৎ তু কথঞ্চন ॥ ১৫
দুষ্কৃতানি নরেন্দ্রস্য ন তু সঙ্কীর্ত্তয়েৎ কচিৎ।
বস্ত্রমস্ত্রমলঙ্কারং রাজ্ঞা দত্তন্তু ধারয়েৎ ॥ ১৬
ঔদার্য্যেণ ন তদ্দেয়মন্যস্মৈ ভূতিমিচ্ছতা।
তত্রৈবোপাসনং কার্য্যং দিবা স্বপ্নং ন কারয়েৎ
নানির্দ্দিষ্টে তথা দ্বারে প্রবিশেৎ তু কথঞ্চন।
ন চ পশ্যেৎ তু রাজানমযোগ্যাসু চ ভূমিষু ॥
রাজ্ঞস্তু দক্ষিণে পার্শ্বে বামে চোপবিশেত্তদা।
পুরস্তাচ্চ তথা পশ্চাদাসনন্তু বিগর্হিতম্ ॥ ১৯
জৃম্ভাং নিষ্ঠীবনং কাসং কোপং পর্য্যস্তিকাশ্রয়ম্
ভ্রূকুটিং বান্তমুদ্গারং তৎসমীপে বিবর্জ্জয়েৎ ॥
স্বয়ং তত্র ন কুর্ব্বীত স্বগুণাখ্যাপনং বুধঃ।
স্বগুণাখ্যাপনে যুক্ত্যা পরমেব প্রযোজয়েৎ ॥
হৃদয়ং নির্ম্মলং কৃত্বা পরাং ভক্তিমুপাশ্রিতৈঃ
অনুজীবিগণৈর্ভাব্যং নিত্যং রাজ্ঞামতন্দ্রিতৈঃ ॥
শাঠ্যং লৌল্যঞ্চ পৈশুন্যং নাস্তিক্যং ক্ষুদ্রতাং তথা
চাপল্যঞ্চ পরিত্যাজ্যং নিত্যং রাজ্ঞোহনু-
জীবিভিঃ ॥ ২৩
শ্রুতিবিদ্যাসুশীলৈশ্চ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনা।
রাজসেবাং ততঃ কুর্য্যাদ্ভূতয়ে ভূতিবর্দ্ধনীম্ ॥ ২৪
নমস্কার্য্যাঃ সদা চাস্য পুত্র-বল্লভ মন্ত্রিণঃ।
সচিবৈশ্চাস্য বিশ্বাসো ন তু কার্য্যঃ কথঞ্চন ॥২৫
অপৃষ্টশ্চাস্য ন ব্রূয়াৎ কামং ব্রূয়াৎ তথা যদি।
হিতং তথ্যঞ্চ বচনং হিতৈঃ সহ সুনিশ্চিতম্ ॥২৬
চিত্তঞ্চৈবাস্য বিজ্ঞেয়ং নিত্যমেবানুজীবিনা।
ভর্ত্তুরারাধনাং কুর্য্যাচ্চিত্তজ্ঞো মানবঃ সুখম্ ॥২৭
রাগাপরাগৌ চৈবাস্য বিজ্ঞেয়ৌ ভূতিমিচ্ছতা।
ত্যজেদ্বিরক্তো নৃপতী রক্তো বৃত্তিন্তু কারয়েৎ
বিরক্তঃ কারয়েন্নাশং বিপক্ষাভ্যুদয়ং তথা।
আশাবর্দ্ধনকং কৃত্বা ফলনাশং করোতি চ ॥ ২৯
অকোপোঽপি সকোপাভঃপ্রসন্নোঽপি চ নিষ্ফল°

হাস্যশীল কিম্বা ভ্রূকুটী-ভীষণানন হইবে না। অতিবক্তা, অবক্তা, মৎসরবান্ কিম্বা আত্মোৎকর্ষখ্যাপক হইবে না। রাজার দুষ্কার্য্য কুত্রাপি প্রকাশ করিবে না। রাজ-দত্ত বস্ত্র, অস্ত্র, অলঙ্কারাদি ধারণ করিবে। পরন্তু, মঙ্গলকামী মানব ঔদার্য্যবশতঃ তৎ-সমস্ত অপরকে দান করিবে না। নিয়ত রাজার উপাসনা করিবে। দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে না। অনির্দ্দিষ্ট দ্বারে কখনও প্রবেশ করিবে না। রাজা অযোগ্যস্থানে থাকিলে তাঁহাকে অবলোকন করিবে না। রাজার বাম বা দক্ষিণ ভাগে উপবেশন করাই কর্ত্তব্য; সম্মুখে বা পশ্চাৎদিকে উপবেশন গর্হিত। জৃম্ভা, নিষ্ঠীবন, কাম, ক্রোধ, ভ্রূকুটী, বমন, উদ্গার, এবং অর্দ্ধশায়িত ভাবে বা ঠেসান দিয়া উপবেশন,—এসকল কার্য্য রাজসমীপে বর্জ্জনীয়। ১১—২০। স্বয়ং স্বগুণ খ্যাপন করিবে না; স্বগুণখ্যাপনার্থ অপর ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিবে। রাজার অনুজীবিগণকে নির্ম্মলান্তঃকরণে সাবধানে সতত রাজার প্রতি অনুরক্ত থাকিতে হয়। রাজার অনুজীবিগণ, শঠতা, খলতা, নাস্তি-কতা, ক্ষুদ্রতা, চপলতা, ও লুব্ধতা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। বেদ বিদ্যা ও সাধুতা দ্বারা আত্মসংযমপূর্ব্বক মঙ্গলকামনায় মঙ্গল-বর্দ্ধিনী রাজসেবা করা কর্ত্তব্য। রাজার পুত্র, প্রিয়জন কিম্বা মন্ত্রীদিগকে সদা নম-স্কার করিবে। রাজাকে কিম্বা তদীয় মন্ত্রি-বর্গকেও বিশ্বাস করিবে না। জিজ্ঞাসিত না হইয়া কোন কথা কহিবে না। যদি কহিতে হয়, তবে হিতকারী জনগণসহ সুনিরূপিত হিতকর সত্য বাক্য বলিবে। অনুজীবী মানব নিয়ত রাজার মনোভাব পরিজ্ঞাত হইবে; মনোভাবজ্ঞ ব্যক্তি অনায়াসে ভর্ত্তার আরাধনা করিতে পারে। শুভকামী নর রাজার অনুরাগ-বিরাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে। রাজা বিরক্ত হইলে পরিত্যাগ, এবং অনুরক্ত হইলে বৃত্তি বিধান করিয়া থাকেন। রাজা বিরক্ত হইলে বিপক্ষের অভ্যুদয় এবং স্বপক্ষের অনিষ্টপাত করিয়া থাকেন; আশা বাড়াইয়া শেষে ফল

বাক্যঞ্চ সমদং বক্তি বৃত্তিচ্ছেদং করোতি বৈ॥
প্রদেশবাক্যমুদিতো ন সম্ভাবয়তেঽন্তথা।
আরাধনাসু সর্ব্বাসু সুপ্তবচ্চ বিচেষ্টতে॥ ৩১
কথাসু দোষং ক্ষিপতি বাক্যভঙ্গং করোতি চ
লক্ষ্যতে বিমুখশ্চৈব গুণসঙ্কীর্ত্তনেঽপি চ॥ ৩২
দৃষ্টিং ক্ষিপতি চান্তত্র ক্রিয়মাণে চ কর্ম্মণি।
বিরক্তলক্ষণঞ্চৈতচ্ছৃণু রক্তস্য লক্ষণম্॥ ৩৩
দৃষ্ট্বা প্রসন্নো ভবতি বাক্যং গৃহ্লাতি চাদরাৎ।
কুশলাদিপরিপ্রশ্নং সম্প্রযচ্ছতি চাসনম্॥ ৩৪
বিবিক্তদর্শনে চাস্য রহস্যেনং ন শঙ্কতে।
জায়তে হৃষ্টবদনঃ শ্রুত্বা তস্য তু তৎকথাম্॥ ৩৫
অপ্রিয়াণ্যপি বাক্যানি তদুক্তান্যভিনন্দতে।
উপায়নঞ্চ গৃহ্লাতি স্তোকমপ্যাদরাৎ তথা॥ ৩৬
কথান্তরেষু স্মরতি প্রহৃষ্টবদনস্তথা।
ইতি রক্তস্য কর্ত্তব্যা সেবা রবিকুলোদ্বহ॥ ৩৭

মিত্রং ন চাপৎসু তথা চ ভৃত্যা
ভজন্তি যে নির্গুণমপ্রমেয়ম্।
বিভুং বিশেষেণ চ তে ব্রজন্তি
সুরেন্দ্রধামামরবৃন্দজুষ্টম্॥ ৩৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রাজধর্ম্মেঽনুজীবিবর্ত্তনং নাম ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১৬॥

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।
রাজা সহায়সংযুক্তঃ প্রভূতযবসেন্ধনম্।
রম্যমানতসামন্তং মধ্যমং দেশমাবসেৎ॥ ১
বৈশ্য-শূদ্রজনপ্রায়মনাহার্য্যং তথাপরৈঃ।
কিঞ্চিদ্‌ব্রাহ্মণসংযুক্তং বহুকর্ম্মকরং তথা॥ ২
অদেবমাতৃকং রম্যমনুরক্তজনান্বিতম্।
করৈরপীড়িতঞ্চাপি বহুপুষ্পফলং তথা॥ ৩

প্রদান করেন না; কোপহেতু না থাকিলেও সকোপের ন্যায় ও প্রসন্ন থাকিয়াও অপ্রসন্নবৎ সমদ বাক্য ব্যবহার—এমন কি বৃত্তিচ্ছেদও করিয়া থাকেন। ২১—৩০। বিরক্ত নৃপতি অপরাপরের কথায় সন্তোষ প্রকাশ করেন; পরন্তু বিরাগভাজন অনুজীবীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে থাকেন। তাহার কথায় দোষ প্রকটন ও অবান্তর কথারম্ভ করেন। কোন কর্ম্ম করিতে থাকিলে তৎকালে অন্তদিকে লক্ষ্য করেন। এ সকলই বিরক্তের লক্ষণ। এক্ষণে অনুরক্তের লক্ষণ শ্রবণ করুন। যাহার দর্শনে রাজা প্রসন্নতাবাবলম্বন, সাদরে বাক্য গ্রহণ, আসন দান ও কুশল প্রশ্নাদি করেন; গুপ্তাবস্থান কালেও যাহাকে দেখিয়া শঙ্কিত না হয়েন, যাহার কথা শুনিয়া হৃষ্টবদন হয়েন, যাহার অপ্রিয় বাক্যেও অভিনন্দন করেন, যৎপ্রদত্ত সামান্য উপঢৌকনও সাদরে গ্রহণ করেন, কথা প্রসঙ্গে যাহাকে প্রফুল্লমুখে স্মরণ করেন, রাজা সেই ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত। অনুরক্ত ব্যক্তি মদুক্ত বিধানে রাজসেবা করিবে।

কেবল আপৎকাল বলিয়া নহে, যাহারা নিরন্তর মিত্রের সহায়তা করে; আর যে সকল ভৃত্য সর্ব্বদা নির্গুণ হইয়াও শক্তিমান্ প্রভুর অনুবর্ত্তন করে, তাহারা অমরবৃন্দসেবিত সুরেন্দ্রধামেও গমন করিতে সমর্থ হয়। ৩১—৩৮।

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৬।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—মধ্যদেশই রাজার বাসযোগ্য। যেখানে কাষ্ঠ ও ঘাসাদি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, সামন্ত রাজগণ যথায় বশীভূত, যেখানে বৈশ্য শূদ্র জাতির বাহুল্য, যেখানে অল্প ব্রাহ্মণের বাস, যেখানে বহু কর্ম্মকারের নিবাস, যেখানে প্রজাগণ অনুরক্ত, যেখানে বহু পুষ্প ফল বর্ত্তমান, যাহা পরসৈন্যের অগম্য, যাহা রম্য, যাহা ব্যাঘ্র-সরীসৃপহীন, যাহা তস্কর-বর্জ্জিত, নদীমাতৃক, এবং যাহা করভারে প্রপীড়িত নহে, তাদৃশ সুখ-

অগম্যং পরচক্রাণাং তদ্বাসগৃহমাপদি।
সমন্তঃখমুখং রাজ্ঞঃ সততং প্রিয়মাস্থিতম্ ॥ ৪
সরীসৃপবিহীনঞ্চ ব্যাঘ্র-তস্করবর্জ্জিতম্।
এবংবিধং যথালাভং রাজা বিষয়মাবসেৎ ॥ ৫
তত্র দুর্গং নৃপঃ কুর্য্যাৎ ষন্নামেকতমং বুধঃ।
ধনুর্দুর্গং মহীদুর্গং নরদুর্গং তথৈব চ ॥ ৬
বার্ক্ষঞ্চৈবাম্বুদুর্গঞ্চ গিরিদুর্গঞ্চ পার্থিব।
সর্ব্বেষামেব দুর্গাণাং গিরিদুর্গং প্রশস্যতে ॥ ৭
দুর্গঞ্চ পরিখোপেতং বপ্রাট্টালকসংযুতম্।
শতঘ্নীযন্ত্রমুখ্যৈশ্চ শতশশ্চ সমাবৃতম্ ॥ ৮
গোপুরং সকপাটঞ্চ তত্র স্যাৎ সুমনোহরম্।
সপতাকং গজারূঢ়ো যেন রাজা বিশেৎ পুরম্
চতস্রশ্চ তথা তত্র কার্য্যাস্ত্বায়তবীথয়ঃ।
একস্মিংস্তত্র বীথ্যগ্রে দেববেশ্ম ভবেদ্দৃঢ়ম্ ॥
বীথ্যগ্রে চ দ্বিতীয়ে চ রাজবেশ্ম বিধীয়তে।
ধর্ম্মাধিকরণং কার্য্যং বীথ্যগ্রে চ তৃতীয়কে ॥ ১১
চতুর্থে ত্বথ বীথ্যগ্রে গোপুরঞ্চ বিধীয়তে।
আয়তং চতুরস্রং বা বৃত্তং বা কারয়েৎ পুরম্ ॥
মুক্তিহীনং ত্রিকোণঞ্চ যবমধ্যং তথৈব চ।
অর্দ্ধচন্দ্রপ্রকারঞ্চ বজ্রাকারঞ্চ কারয়েৎ ॥ ১৩
অর্দ্ধচন্দ্রং প্রশংসন্তি নদীতীরেষু তদ্বসন্।
অন্যৎ তত্র ন কর্ত্তব্যং প্রযত্নেন বিজানতা ॥ ১৪
রাজ্ঞা কোশগৃহং কার্য্যং দক্ষিণে রাজবেশ্মনঃ।
তস্যাপি দক্ষিণে ভাগে গজস্থানং বিধীয়তে ॥ ১৫
গজানাং প্রাঙ্মুখী শালা কর্ত্তব্যা বাপ্যুদঙ্মুখী।
আগ্নেয়ে চ তথা ভাগে আয়ুধাগারমিষ্যতে ॥ ১৬
মহানসঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞ কর্ম্মশালাস্তথাপরাঃ।
গৃহং পুরোধসঃ কার্য্যং বামতো রাজবেশ্মনঃ ॥ ১৭
মন্ত্রিবেদবিদাঞ্চৈব চিকিৎসাকর্ত্তুরেব চ।
তত্রৈব চ তথা ভাগে কোষ্ঠাগারং বিধীয়তে ॥
গবাং স্থানং তথৈবাত্র তুরগাণাং তথৈব চ।
উত্তরাভিমুখা শ্রেণী তুরগাণাং বিধীয়তে ॥ ১৯
দক্ষিণাভিমুখা বাথ পরিশিষ্টাস্তু গর্হিতাঃ।
তুরগাস্তে তথা ধার্য্যাঃ প্রদীপৈঃ সার্ব্বরাত্রিকৈঃ
কুক্কুটান্ বানরাংশ্চৈব মর্কটাংশ্চ বিশেষতঃ।

দুঃখ-সমন্বিত যথালব্ধ দেশে রাজা, স্বকীয় সহায় সহিত বাস করিবেন। বুদ্ধিমান্ রাজা ঐরূপ দেশে ষড়্বিধ দুর্গের যে কোনরূপ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইবেন। ধনুর্দুর্গ, মহীদুর্গ, নরদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, জলদুর্গ ও গিরিদুর্গ, এই ছয় দুর্গ মধ্যে গিরিদুর্গই প্রশস্ত। দুর্গের চতুর্দ্দিকে পরিখা, প্রাকার ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইবেন। চতুর্দ্দিকে শতঘ্নী ও অপরাপর যন্ত্র সকল বহুলরূপে স্থাপন করাইবেন। পুরদ্বার অতি মনোহর কবাট দ্বারা সুশোভিত করিবেন। রাজা পতাকাযুক্ত হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক সেই দ্বার দিয়া পুর প্রবেশ করিবেন। চারিটী আয়ত বীথি (পথ) প্রস্তুত করাইবেন। ঐ সকল বীথির প্রথমটীর অগ্রভাগে দেবগৃহ নির্ম্মাণ করাইবেন। ১—১০। দ্বিতীয় বীথি অগ্রভাবে রাজভবন, তৃতীয় বীথির অগ্রভাগে ধর্ম্মাধিকরণ, এবং চতুর্থ বীথির অগ্রভাগে পুরদ্বার নির্ম্মাণ করাইবেন। রাজপুর আয়ত, চতুরস্র, বৃত্তাকার, মুক্তিহীন, ত্রিকোণ, যবমধ্য, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, অথবা বজ্রাকৃতি করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে নদীতীরস্থ অর্দ্ধচন্দ্রাকার পুরই প্রশস্ত। জ্ঞানবান্ রাজা নদীতীরে অন্যবিধ পুর নির্ম্মাণ করাইবেন না। রাজভবনের দক্ষিণদিকে কোষগৃহ, এবং তাহারও দক্ষিণে গজস্থান করা কর্ত্তব্য। গজগণের বাসশালা পূর্ব্বমুখী বা উত্তরমুখী করা উচিত। অগ্নিকোণে আয়ুধাগার, পাকশালা এবং কর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইবেন। রাজভবনের বামভাগে মন্ত্রী, বেদজ্ঞ, চিকিৎসক ও পুরোহিতের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করান কর্ত্তব্য। বামভাগেই কোষ্ঠাগারও করাইতে হয়। গোশালা, এবং অশ্বশালাও এই বামদিকেই কর্ত্তব্য। অশ্বশালা উত্তরাভিমুখী অথবা দক্ষিণাভিমুখী হওয়া আবশ্যক; অন্যমুখী হওয়া ভাল নহে। অশ্বশালায় সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বালিবে; অশ্বগণ তাহাতে বাস করিবে। ১১—২০। অশ্বহিতৈষী রাজা অশ্বশালায় কুক্কুট, বানর,

ধারয়েদশ্বশালাসু সবৎসাং ধেনুমেব চ ॥ ২১
অজাশ্চ ধার্য্যা যত্নেন তুরগাণাং হিতৈষিণা
গোগজাশ্বাদিশালাসু তৎপুরীষস্য নির্গমঃ ॥২২
অস্তং গতে ন কর্ত্তব্যো দেবদেবে দিবাকরে।
তত্র তত্র যথাস্থানং রাজা বিজ্ঞায় সারথীন্ ॥ ২
দদ্যাদাবসথস্থানং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ।
যোধানাং শিল্পিনাঞ্চৈব সর্ব্বেষামবিশেষতঃ ॥২৪
দদ্যাদাবসথান্ দুর্গে কালমন্ত্রবিদাং শুভান্।
গোবৈদ্যানশ্ববৈদ্যাংশ্চ গজবৈদ্যাংস্তথৈব চ ॥২৫
আহরেত ভৃশং রাজা দুর্গে হি প্রবলা রুজঃ।
কুশীলবানাং বিপ্রাণাং দুর্গে স্থানং বিধীয়তে ॥
ন বহুনামতো দুর্গে বিনাকার্য্যং তথা ভবেৎ।
দুর্গে চ তত্র কর্ত্তব্যা নানাপ্রহরণান্বিতাঃ ॥ ২৭
সহস্রঘাতিনো রাজংস্তৈস্তু রক্ষা বিধীয়তে।
দুর্গে দ্বারাণি গুপ্তানি কার্য্যাণ্যপি চ ভূভুজা ॥২৮
সঞ্চয়শ্চাত্র সর্ব্বেষামায়ুধানাং প্রশস্যতে।
ধনুষাং ক্ষেপণীয়ানাং তোমরাণাঞ্চ পার্থিব ॥২৯
শরাণামথ খড়্গানাং কবচানাং তথৈব চ।
লগুড়ানাং গুড়ানাঞ্চ হুড়ানাং পরিঘৈঃ সহ ॥৩০
অশ্মনাঞ্চ প্রভৃতানাং মুদ্গরাণাং তথৈব চ।
ত্রিশূলানাং পট্টিশানাং কুঠারাণাঞ্চ পার্থিব ॥ ৩১
প্রাসানাঞ্চ সশূলানাং শক্তীনাঞ্চ নরোত্তম।
পরশ্বধানাং চক্রাণাং বর্ম্মণাং চর্ম্মভিঃ সহ ॥ ৩২
কুদ্দাল-রজ্জু বেত্রাণাং পীঠকানাং তথৈব চ।
তুষাণাঞ্চৈব দাত্রাণামঙ্গারাণাঞ্চ সঞ্চয়ঃ ॥ ৩৩
সর্ব্বেষাং শিল্পিভাণ্ডানাং সঞ্চয়শ্চাত্র চেষ্যতে।
বাদিত্রাণাঞ্চ সর্ব্বেষামোষধীনাং তথৈব চ ॥৩৪
যবসানাং প্রভূতানামিন্ধনস্য চ সঞ্চয়ঃ।
গুড়স্য সর্ব্বতৈলানাং গোরসানাং তথৈব চ ॥৩৫
বসানামথ মজ্জানাং স্নায়ূনামস্থিভিঃ সহ।
গোচর্ম্মপটহানাঞ্চ ধান্যানাং সর্ব্বতস্তথা ॥ ৩৬
তথৈবাভ্রপটানাঞ্চ যব-গোধূময়োরপি।
রত্নানাং সর্ব্ববস্ত্রাণাং লোহানামপ্যশেষতঃ ॥৩৭
কলায়-মুদ্গ-মাষাণাঞ্চণকানাং তিলৈঃ সহ।
তথা চ সর্ব্বশস্যানাং পাংশুগোময়য়োরপি ॥ ৩৮
শণ-সর্জ্জরসং ভূর্জ্জং জতু লাক্ষা চ টঙ্কণম্।
রাজা সঞ্চিনুয়াদ্দুর্গে যচ্চান্যদপি কিঞ্চন ॥ ৩৯
কুম্ভাশ্চাশীবিষৈঃ কার্য্যা ব্যালসিংহাদয়স্তথা।
মৃগাশ্চ পক্ষিণশ্চৈব রক্ষ্যাস্তে চ পরস্পরম্ ॥ ৪০
স্থানানি চ বিরুদ্ধানাং সুগুপ্তানি পৃথক্ পৃথক্।

মর্কট, ছাগ ও সবৎসা ধেনু স্থাপন করাইবেন। দেবদেব দিবাকর অস্তগমন করিলে অশ্ব, গজ ও গোশালা হইতে মল-মূত্রাদি বহির্নিক্ষেপ করা অকর্ত্তব্য। রাজা সেই সেই স্থানে সারথিদিগের যথাযোগ্য বাসস্থান প্রদান করিবেন। যোদ্ধা, শিল্পী, কালজ্ঞ ও মন্ত্রী-দিগের উত্তম বাসস্থান দিবেন। এতদ্ভিন্ন গোবৈদ্য, অশ্ববৈদ্য ও গজবৈদ্যও দুর্গমধ্যে রাখিবেন; কারণ দুর্গে রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। দুর্গে ব্রাহ্মণ ও চারণগণের বাসস্থান থাকিবে। কার্য্য ব্যতীত দুর্গমধ্যে বহুলোক সমাগম অবিধেয়। সহস্রবীরঘাতী নানাপ্রহরণধারী বীরগণ দুর্গরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। দুর্গের কয়েকটী গুপ্ত দ্বারও থাকা আবশ্যক। ২১—২৮। দুর্গ মধ্যে ধনু, বাণ, ক্ষেপণীয়, তোমর, খড়্গ, লগুড়, গুড়, হুড়, পরিঘ, প্রস্তর, মুদ্গর, ত্রিশূল, পট্টিশ, কুঠার, প্রাস, শূল, শক্তি, পরশ্বধ, চক্র প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র, এবং বর্ম্ম, চর্ম্ম, কুদ্দাল, রজ্জু, বেত্র, পীঠক, তুষ, দাত্র, অঙ্গার, বিবিধ শিল্পিদ্রব্য, বাদিত্র, অস্ত্র, নানাবিধ বস্ত্র, রত্ন, লৌহ, ওষধি, ঘাস, কাষ্ঠ, গুড়, সর্ব্ববিধ তৈল, দুগ্ধ, বসা, মজ্জা, স্নায়ু, অস্থি, গোচর্ম্ম, পটহ, ধান্য, যব, গোধূম, কলায়, মুদ্গ, মাষ, চণক, তিল, অপর সর্ব্ববিধ শস্য, ধূলি, গোময়, শণ, ধূনা, ভূর্জ্জপত্র, জতু, লাক্ষা, টঙ্কণ, ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য সভায় প্রচুররূপে সঞ্চয় করা রাজার কর্ত্তব্য। দুর্গমধ্যে বিবিধ সর্পবিষপূর্ণ কুম্ভ, সিংহাদি হিংস্র জন্তু, মৃগ এবং শুকপক্ষীকেও রক্ষা করিবেন। ২৯—৪০। পরস্পর বিরুদ্ধ দ্রব্যসমূহের রক্ষণস্থান সকল যত্নপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্

কর্ত্তব্যানি মহাভাগ যত্নেন পৃথিবীক্ষিতা ॥ ৪১
উক্তানি চাপ্যনুক্তানি রাজদ্রব্যাণ্যশেষতঃ ।
সুগুপ্তানি পুরে কুর্য্যাজ্জনানাং হিতকাম্যয়া ॥৪
জীবকর্ষভকাকোলমামলক্যাটরূষকান্ ।
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী মুদ্গপর্ণী তথৈব চ ॥ ৪৩
মাষপর্ণী চ যদদ্বে শারিবে দ্বে বলাত্রয়ম্ ।
বারা শ্বসন্তী বৃষ্যা চ বৃহতী কণ্টকারিকা ॥ ৪৪
শৃঙ্গী শৃঙ্গাটকী দ্রোণী বর্ষাভূদর্ভরেণুকা ।
মধুপর্ণী বিদার্য্যৌ দ্বে মহাক্ষীরা মহাতপাঃ ॥ ৪৫
ধন্বনঃ সহদেবাহ্বা কটুকৈরণ্ডকং বিষা ।
পর্ণী শতাহ্বা মৃদ্বীকা ফল্গু-খর্জ্জুর-যষ্টিকাঃ ॥৪৬
শুক্রাতিশুক্রকাশ্মর্য্যছত্রাতিচ্ছত্রবীরণাঃ ।
ইক্ষুরিক্ষুবিকারাশ্চ ফাণিতাদ্যাশ্চ সত্তম ॥ ৪৭
সিংহী চ সহদেবী চ বিশ্বেদেবাশ্বরোধকম্ ।
মধূকং পুষ্পহংসাখ্যা শতপুষ্পা মধূলিকা ॥৪৮
শতাবরী-মধূকে চ পিপ্পলং তালমেব চ ।
আত্মগুপ্তা কট্‌ফলাখ্যা দার্ব্বিকা রাজশীর্ষকী ॥
রাজসর্ষপ-ধান্যাকমৃষ্যপ্রোক্তা তথোৎকটা ।
কালশাকং পদ্মবীজং গোবল্লী মধুবল্লিকা ॥ ৫০
শীতপাকী কুলিঙ্গাক্ষী কাকজিহ্বোরুপুষ্পিকা ।
পর্ব্বতত্রপুসৌ চোভৌ গুঞ্জাতকপুনর্ণবে ॥ ৫১
কসেরুকা তু কাশ্মীরী বিল্ব-শালুক কেসরম্ ।
তুষধান্যানি সর্ব্বাণি শমীধান্যানি চৈব হি ॥ ৫২
ক্ষীরং ক্ষৌদ্রং তথা তক্রং তৈলং মজ্জা বসা ঘৃতম্
নীপশ্চারিষ্টকাক্ষোড়বাতাম্রসোমবাণকম্ ॥ ৫৩
এবমাদীনি চান্যানি বিজ্ঞেয়ো মধুরো গণঃ ।
রাজা সঞ্চিনুয়াৎ সর্ব্বং পুরে নিরবশেষতঃ ॥৫৪
দাড়িমাম্রাতকৌ চৈব তিন্তিড়ীকাম্লবেতসম্ ।
ভব্য-কর্কন্ধু-লকুচ-করমর্দ্দ-করূষকম্ ॥ ৫৫
বীজপূরক-কণ্ডূরে মালতী রাজবন্ধুকম্ ।
কোলকদ্বয়পর্ণানি দ্বয়োরাম্রাতয়োরপি ॥ ৫৬
পারাবতং নাগরকং প্রাচীনারুকমেব চ ।
কপিত্থামলকং চুক্রফলং দন্তশঠঞ্চ চ ॥ ৫৭
জাম্ববং নবনীতঞ্চ সৌবীরককুষোদকে ।
সুরাসবঞ্চ মদ্যানি মণ্ড-তক্র-দধীনি চ ॥ ৫৮
শুক্তানি চৈব সর্ব্বাণি জ্ঞেয়মম্লগণং দ্বিজ ।
এবমাদীনি চান্যানি রাজা সঞ্চিনুয়াৎ পুরে ॥৫৫
সৈন্ধবোদ্ভিদপাঠেয়-পাক্যসামুদ্রলোমকম্ ।
কূপ্য-সৌবর্চ্চল-বিড়ং বালকেয়ং যবাহ্বকম্ ॥

সুরক্ষিত করা কর্ত্তব্য। জনগণের হিত-কামনায় যে সকল রাজদ্রব্য উক্ত হইল এবং যাহা উক্ত হয় নাই, রাজা নিজপুরে তৎসমস্তই সাবধানে রক্ষা করিবেন। জীবক, ঋষভক, কাকোলী, আমলকী, বাসক, শাল-পর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী, শারিবাদ্বয়, বলাত্রয়, বারা, শ্বসন্তী, বৃষ্যা, বৃহতী, কণ্টকারি, শৃঙ্গী, শৃঙ্গাটকী, দ্রোণী, বর্ষা, দর্ভ, রেণুকা, মধুপর্ণী, বিদারীদ্বয়, মহাক্ষীরা, মহাতপা, ধন্বন, সহদেবা, কটুক, এরণ্ড, বিষা, পর্ণী, শতাহ্বা, মৃদ্বীকা, ফল্গু, খর্জ্জুর, যষ্টিমধু, শুক্র, অতি-শুক্র, কাশ্মর্য্য, ছত্র, অতিচ্ছত্র, বীরণ, ইক্ষু, ইক্ষুবিকার ফাণিতাদি, সিংহী, সহদেবী, মধূক, পুষ্পহংস, শতপুষ্পা, মধূলিকা, শতা-বরী, মধূক, অশ্বত্থ, তাল, আত্মগুপ্তা, কট্‌-ফল, দার্ব্বিকা, রাজশীর্ষকী, রাজসর্ষপ, ধন্যাক, ঋষ্যপ্রোক্তা, উৎকটা, কালশাক, পদ্মবীজ, গোবল্লী, মধুবল্লী, শীতপাকী, কলিঙ্গাক্ষী, কাকজিহ্বা, উরুপুষ্পিকা, পর্ব্বত, ত্রপুষ, গুঞ্জা, পুনর্ভব, কসেরুকা, কাশ্মীরী, বিল্ব, শালুক, নাগকেসর, সর্ব্ববিধ তুষ, ধান্য, শমীধান্য, দুগ্ধ, মধু, তক্র, তৈল, মজ্জা, বসা, ঘৃত, নীপ, অরিষ্টক, অক্ষোট, বাতাম্র, সোম ও বাণক, ইত্যাদি যাবতীয় মধুরগণ, রাজা নিজপুরে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। ৪১—৫৪। দাড়িম, আম্রাতক, তিন্তিড়ী, অম্লবেতস, ভব্য, বদরী, লকুচ, করমর্দ্দ, করূষক, বীজপুর কণ্ডুর, মালতী, রাজবন্ধুক, কোলকদ্বয়, সর্ব্ববিধ পর্ণ, আম্রাতদ্বয়, পারেবত, নাগরক, প্রাচীনারুক, কপীত্থ, আমলক, চুক্রফল, দন্তশঠ, জম্বু, নবনীত, সৌবীরক, কুষোদক, সুরা, আসব, সর্ব্ববিধ মদ্য, মণ্ড, তক্র, দধি, এবং যাবতীয় শুক্তদ্রব্য, এ সমস্ত অম্লগণ, রাজা এবম্বিধ অপরাপর দ্রব্য সকল নিজপুরে সঞ্চয় করিবেন। সৈন্ধব, উদ্ভিদ, পাঠেয় পাক্য,

ঔর্ব্বং ক্ষারং কালভস্ম বিজ্ঞেয়ো লবণো গণঃ
এবমাদীনি চান্যানি রাজা সঞ্চিনুয়াৎ পুরে ॥ ৬১
পিপ্পলী-পিপ্পলীমূল-চব্য চিত্রক-নাগরম্।
কুবেরকং মরিচকং শিগ্রু-ভল্লাত-সর্ষপাঃ ॥ ৬২
কুষ্ঠাজমোদাকিণিহীহিঙ্গুমূলকধান্যকম্।
কারবীকুঞ্চিকা যাজ্যা সুমুখা কালমালিকা ॥৬৩
ফণিজ্ঝকোঽপ লশুনং ভূস্তৃণং সুরসং তথা।
কায়স্থা চ বয়ঃস্থা চ হরিতালং মনঃশিলা ॥৬৪
অমৃতা চ রুদন্তী চ রোহিষং কুঙ্কুমং তথা।
জয়া এরণ্ডকাণ্ডীরং শল্লকী হঞ্জিকা তথা ॥ ৬৫
সর্ব্বপিত্তানি মূত্রাণি প্রায়ো হরিতকানি চ।
ফলানি চৈব হি তথা সূক্ষ্মৈলা হিঙ্গুপত্রিকা ॥৬৬
এবমাদীন চান্যানি গণঃ কটুকসংজ্ঞিতঃ।
রাজা সঞ্চিনুয়াদ্দুর্গে প্রযত্নেন নৃপোত্তম ॥ ৬৭
মুস্তং চন্দনহ্রীবের-কৃতমালকদারবঃ।
হরিদ্রানলদোশীর-নক্তমাল-কদম্বকম্ ॥ ৬৮
দূর্ব্বা পটোলকটুকা দন্তী ত্বকপত্রকং বচা।
কিরাততিক্ত-ভূতুম্বী বিষা চাতিবিষা তথা ॥ ৬৯
তালীশপত্র-তগরং সপ্তপর্ণ-বিকঙ্কতাঃ।
কাকোডুম্বরিকা দিব্যাস্তথা চৈব সুরোদ্ভবা ॥৭০
ষড়্‌গ্রন্থা রোহিণী মাংসী পর্পটশ্চাথ দন্তিকা।
রসাঞ্জনং ভৃঙ্গরাজং পতঙ্গী পরিপেলবম্ ॥ ৭১
দুঃস্পর্শাগুরুণী কামা শ্যামাকং গন্ধনাকুলী।
রূপপর্ণী ব্যাঘ্রনখং মঞ্জিষ্ঠা চতুরঙ্গুলা ॥ ৭২
রম্ভা চৈবাঙ্কুরাস্ফোতা তালাস্ফোতা হরেণুকা।
বেত্রাগ্র-বেতসস্তুম্বী বিষাণী লোধ্রপুষ্পিণী ॥ ৭৩
মালতীকরকৃষ্ণাখ্যা বৃশ্চিকা জীবিতা তথা।
পর্ণিকা চ গুড়ূচী চ স গণস্তিক্তসংজ্ঞকঃ।
এবমাদীনি চান্যানি রাজা সঞ্চিনুয়াৎ পুরে ॥ ৭৪
অভয়ামলকে চোভে তথৈব চ বিভীতকম্ ॥৭৫
প্রিয়ঙ্গু ধাতকীপুষ্পং মোচাখ্যা চার্জ্জুনাসনাঃ।
অনন্তা স্ত্রী তুবরিকা শ্যোণাকং কটুফলং তথা ॥
ভূর্জ্জপত্রং শিলাপত্রং পাটলাপত্রলোমকম্।
সমঙ্গাত্রিবৃতামূল-কার্পাসগৈরিকাঞ্জনম্ ॥ ৭৭
বিদ্রুমং সমধূচ্ছিষ্টং কুম্ভিকা কুমুদোৎপলম্।
ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থকিংশুকাঃ শিংশপা শমী ॥৭৮

সামুদ্র, লোমক, কুপ্য, সৌবর্চ্চল, বিড়, বালকেয়, যবাখ্য, ঔর্ব্ব, ক্ষার, কালভস্ম; এ সকল লবণগণ। রাজা পুরমধ্যে লবণগণ সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চব্য, চিত্রক, নাগর, কুবেরক, মরিচ, শিগ্রু, ভল্লাত, সর্ষপ, কুড়, অজমোদা, কিণিহী, হিঙ্গু, মূলক, ধন্যাক, কারবী, কুঞ্চিকা, যাজ্য, সুমুখা, কালমালিকা, ফণিজ্ঝক, লশুন, ভূস্তৃণ, সুরস, কায়স্থা, বয়স্থা, হরিতাল, মনঃশিলা, অমৃতা, রুদন্তী, রোহিষ, কঙ্কুম, জয়া, এরণ্ড, কাণ্ডীর, শল্লকী, হঞ্জিকা, সর্ব্ববিধ পিত্ত ও মূত্র, হরিতক, অপর বিবিধ ফল, সূক্ষ্মৈলা, হিঙ্গুপত্রিকা, ইত্যাদি অপরাপর দ্রব্য কটুগণ। রাজা পুরমধ্যে ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। মুস্ত, চন্দন, হ্রীবের, কৃতমালক, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, নলদ, উশীর, নক্তমাল, কদম্বক, দূর্ব্বা, পাটলি, কটুক, দন্তী, ত্বকপত্রী, বচা, চিরতা, ভূতুম্বী, বিষা, অতিবিষা, তালীশপত্র, তগর, সপ্তপর্ণ, বিকঙ্কত, কাকোডুম্বরিকা, দিব্যা, সুরোদ্ভবা, ষড়্‌গ্রন্থা, রোহিণী, জটামাংসী, পর্পটি, দন্তী, রসাঞ্জন, ভৃঙ্গরাজ, পতঙ্গী, পরিপেলব, দুস্পর্শা, অগুরুদ্বয়, কামা, শ্যামাক, গন্ধনাকুলী, রূপপর্ণী, ব্যাঘ্রনখ, মঞ্জিষ্ঠা, চতুরঙ্গুলা, রম্ভা, অঙ্কুরা, আস্ফোতা, তালাস্ফেতা, হরেণুকা, বেত্রাগ্র, বেতস, তুম্বী, বিষাণী, লোধ্রপুষ্পিণী, মালতী, করকৃষ্ণা, বৃশ্চিকা, জীবিতা, পর্ণিকা, গুড়ূচী; ইত্যাদি তিক্তগণ। রাজা এই সকল এবং অন্যান্য দ্রব্য সম্ভারও সংগ্রহ করিয়া পুরে রক্ষা করিবেন। ৫৫—৭৪। হরিতকী, আমলকী, ভূম্যামলকী, বিভীতক, প্রিয়ঙ্গু, ধাতকীপুষ্প, মোচ, অর্জ্জুন, অসন, অনন্তা, কামিনী, তুবরিকা, শ্যোনাক, কটুফল, ভূর্জ্জপত্র, শিলাপত্র, পাটলাপত্র, লোমক, সমঙ্গা, ত্রিবৃতা, মূল, কার্পাস, গৈরিক, অঞ্জন, বিদ্রুম, মধূচ্ছিষ্ট, কণ্ডিকা, কুমুদ, উৎপল, ন্যগ্রোধ, উডুম্বর, অশ্বত্থ, কিংশুক, শিংশপ

প্রিয়াল-পীলু-কাসারি-শিরীষাঃ পদ্মকং তথা
বিল্বোঽগ্নিমন্থঃ প্লক্ষশ্চ শ্যামাকশ্চ বকো ঘনম্ ॥৭৯
রাজাদনং করীরঞ্চ ধান্তকং প্রিয়কস্তথা।
কঙ্কোলাশোকবদরাঃ কদম্ব খদিরদ্বয়ম্ ॥ ৮০
এষাং পত্রাণি সারাণি মূলানি কুসুমানি চ।
এবমাদীনি চান্যানি কষায়াখ্যো গণো মতঃ ॥
প্রযত্নেন নৃপশ্রেষ্ঠ রাজা সঞ্চিনুয়াৎ পুরে।
কীটাশ্চ মারণে যোগ্যা ব্যঙ্গতায়াং তথৈব চ ॥
বাতধূমাম্বুমার্গাণাং দূষণানি তথৈব চ।
ধার্য্যাণি পার্থিবৈর্দুর্গে তানি বক্ষ্যামি পার্থিব ॥
বিষাণাং ধারণং কার্য্যং প্রযত্নেন মহীভুজা।
বিচিত্রাশ্চাগদা ধার্য্যা বিষস্য শমনাস্তথা ॥ ৮৪
রক্ষোভূত-পিশাচঘ্নাঃ পাপঘ্নাঃ পুষ্টিবর্দ্ধনাঃ।
কলাবিদশ্চ পুরুষাঃ পুরে ধার্য্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥৮৫
ভীতান্ প্রমত্তান্ কুপিতাংস্তথৈব চ বিমানিতান্
কুভৃত্যান্ পাপশীলাংশ্চ ন রাজা বাসয়েৎ পুরে
যন্ত্রায়ুধাট্টালচয়োপপন্নং
সমগ্রধান্যৌষধিসম্প্রযুক্তম্।
বণিগ্জনৈশ্চাবৃতমাবসেত
দুর্গং সুগুপ্তং নৃপতিঃ সদৈব ॥ ৮৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে পুররক্ষাবিধানং নাম সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৭॥

শমী, প্রিয়াল, পীলু, কাসারি, শিরীষ, পদ্মক, বিল্ব, অগ্নিমন্থ, প্লক্ষ, শ্যামক, বক, ঘন, রাজাদন, করীর, ধান্তক, প্রিয়ক, কঙ্কোল, অশোক, বদর, কদম্ব, খদিরদ্বয়, এই সমস্ত পত্র, সার, মূল, পুষ্প, এই সকল কষায়গণ। রাজা এই সমস্ত সযত্নে সংগ্রহ করিবেন। মারণ ও ব্যঙ্গতাসাধন বিবিধ কীট এবং বায়ু, ধূম, জল ও পথের দোষোৎপাদক দ্রব্য সম্ভার দুর্গ মধ্যে রক্ষা করিবেন। ইহার বিবরণ বলিতেছি। রাজা প্রযত্নসহকারে বিবিধ বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। বিচিত্র গুণ শালী বিবিধ বিষনাশক, অগদ, রাক্ষস ও ভূত পিশাচাদি নিবারক, পাপঘাতক ও পুষ্টি বর্দ্ধক বিবিধ দ্রব্য দুর্গমধ্যে সঞ্চয় করা নৃপতির বিশেষ কর্ত্তব্য। দুর্গমধ্যে নৃত্য গীতাদি কলাশাস্ত্রাভিজ্ঞ লোক থাকাও আবশ্যক। ভীত, প্রমত্ত, কুপিত, বিমানিত, পাপিষ্ঠ, এবং কুভৃত্যদিগকে রাজা পুরমধ্যে বাস করাইবেন না। নৃপতি সর্ব্বদা যন্ত্র, আয়ুধ, ও অট্টালচয়যুক্ত, ধান্য, ওষধি প্রভৃতি দ্রব্যপরিপূর্ণ এবং বণিক্জনে সমাবৃত পুরমধ্যে বাস করিবেন। ৭৫—৮৩।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৭।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ।
রক্ষোঘ্নানি বিষঘ্নানি যানি ধার্য্যাণি ভূভুজা।
অগদানি সমাচক্ষ তানি ধর্ম্মভৃতাং বর ॥ ১
মৎস্য উবাচ।
বিল্বাটকী যবক্ষারং পাটলা বাহ্লিকোষণাঃ।
শ্রীপর্ণী শল্লকীযুক্তো নিকাথঃ প্রোক্ষণং পরম্ ॥
সবিষং প্রোক্ষিতং তেন সদ্যো ভবতি নির্ব্বিষম্
যব-সৈন্ধব-পানীয়-বস্ত্র-শয্যাসনোদকম্ ॥ ৩
কবচাভরণং ছত্রং বালব্যজনবেশ্মনাম্।
শেলুঃ পাটলাতিবিষা শিগ্রু মূর্ব্বা পুনর্নবা ॥ ৪
সমঙ্গাবৃষমূলঞ্চ কপিত্থবৃষশোণিতম্।

অষ্টদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মনু কহিলেন,—যে সমস্ত রক্ষোঘ্ন ও বিষঘ্ন দ্রব্য রাজার দুর্গে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, হে ধার্ম্মিকবর! তৎসমস্ত ঔষধের বিবরণ আমার নিকট বর্ণন করুন। মৎস্য কহিলেন;—বিল্ব, অটকী, যবক্ষার, পাটলা, বাহ্লিক, উষণ, শ্রীপর্ণী ও শল্লকী, এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ দ্বারা বিষাক্ত যব, সৈন্ধব, পানীয়, বস্ত্র, শয্যা, আসন, উদক, কবচ, আভরণ, ছত্র ও চামর ব্যজনাদি দ্রব্য প্রোক্ষিত হইলে সত্বই নির্ব্বিষ হয়। শেলু, পাটলা, অতিবিষা, শিগ্রু, মূর্ব্বা, পুনর্নবা, সমঙ্গা বৃষমূল কপিত্থ, বৃষশোণিত,

মহাদন্তশঠং তদ্বৎ প্রোক্ষণং বিষনাশনম্॥ ৫
লাক্ষাপ্রিয়ঙ্গুমঞ্জিষ্ঠা সমমেলা হরেণুকা।
যষ্ট্যাহ্বা মধুরা চৈব বভ্রুপিত্তেন কল্পিতাঃ॥ ৬
নিখনেদ্গোবিষাণস্থং সপ্তরাত্রং মহীতলে।
ততঃ কৃত্বা মণিং হেম্না বদ্ধং হস্তেন ধারয়েৎ॥
সংস্পৃষ্টং সবিষং তেন সদ্যো ভবতি নির্ব্বিষম্।
মনোহ্বয়াং শমীপত্রং তুম্বিকা শ্বেতসর্ষপাঃ॥ ৮
কপিত্থকুষ্ঠমঞ্জিষ্ঠাঃ পিত্তেন শ্লক্ষ্ণকল্পিতাঃ।
শুনো গোঃ কপিলায়াশ্চ সৌম্যাক্ষিপ্তোঽপরো গদঃ॥ ৯
বিষজিৎ পরমং কার্য্যং মণিরত্নঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
মূষিকা জতুকা চাপি হস্তে বদ্ধা বিষাপহা॥ ১০
হরেণুমাংসী মঞ্জিষ্ঠা রজনী মধুকা মধু।
অক্ষত্বক্ সুরসং লাক্ষা শ্বপিত্তং পূর্ব্ববদ্ভুবি॥ ১১
বাদিত্রাণি পতাকাশ্চ পিষ্টৈরেতৈঃ প্রলেপিতাঃ
শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা সমাঘ্রায় সদ্যো ভবতি নির্ব্বিষঃ॥ ১২
ত্র্যুষণং পঞ্চলবণং মঞ্জিষ্ঠা রজনীদ্বয়ম্
সূক্ষ্মৈলা ত্রিবৃতাপত্রং বিড়ঙ্গানীন্দ্রবারুণী॥ ১৩
মধুকং বেতসং ক্ষৌদ্রং বিষাণে চ নিধাপয়েৎ।
তস্মাদুষ্ণাম্বুনা মাত্রং প্রাগুক্তং যোজয়েৎ ততঃ
শুক্রং সর্জ্জরসোপেতং সর্ষপা এলবালুকৈঃ॥১৫
সুবেগা তস্করসুরৌ কুসুমৈরর্জ্জুনস্য তু।
ধূপো বাসগৃহে হন্তি বিষং স্থাবরজঙ্গমম্॥ ১৬
ন তত্র কীটা ন বিষং দর্দ্দুরা ন সরীসৃপাঃ।
ন কৃত্যা কর্ম্মণাঞ্চাপি ধূপোঽয়ং যত্র দহ্যতে॥১৭
কল্পিতৈশ্চন্দনক্ষীর-পলাশদ্রুমবল্কলৈঃ।
মূর্ব্বৈলাবালুসরসা-নাকুলীতণ্ডুলীয়কৈঃ॥ ১৮
কাথঃ সর্ব্বোদকার্য্যেষু কাকমাচীযুতো হিতঃ।
রোচনাপত্রনেপালীকুঙ্কুমৈস্তিলকান্ বহন্॥ ১৯
বিষৈর্ন বাধ্যতে স্যাচ্চ নর-নারী-নৃপপ্রিয়ঃ।
চূর্ণৈর্হরিদ্রামঞ্জিষ্ঠা-কিণিহীকণনিম্বজৈঃ॥ ২০
দিগ্ধং নির্ব্বিষতামেতি গাত্রং সর্ব্ববিষার্দ্দিতম্।
শিরীষস্য ফলং পত্রং পুষ্পং ত্বঙ্মূলমেব চ॥২১
গোমূত্রঘৃষ্টো হ্যগদঃ সর্ব্বকর্ম্মকরঃ স্মৃতঃ।
একবীর মহৌষধ্যঃ শৃণু চাতঃ পরং নৃপ॥ ২২

এবং মহাদন্ত শঠ; এ সকল দ্রব্যের কাথদ্বারা প্রোক্ষণ করিলেই বিষ বিনাশ হয়। লাক্ষা, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, এলা, রেণুকা, যষ্টিমধু, মধুরা, এসকল দ্রব্য নকুলপিত্তসহ মিশাইয়া শৃঙ্গপাত্রে ভূমধ্যে সপ্তরাত্র প্রোথিত রাখিবে। পরে হৈম মণি-মধ্যে পুরিয়া হস্তে ধারণ করিবে। এই প্রক্রিয়ায় সংস্পৃষ্ট বিষদোষ সদ্যঃ বিনষ্ট হয়। মানাহ্বা, শমীপত্র, তুম্বিকা, শ্বেত-সর্ষপ, কপিত্থ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, এ সকল দ্রব্য, কুকুর ও কপিলাগাভীর পিত্ত দ্বারা মিশাইবে। এই সৌম্যাক্ষিপ্ত নামক মহৌষধ সর্ব্ব-বিষ-প্রতিষেধক। এতদ্ভিন্ন বিষনাশক নানা মণিরত্ন ও মূষিকা বা জতুকা হস্তে ধারণ করা কর্ত্তব্য। ১—১০। রেণুকা, জটামাংসী, হরিদ্রা, মধুক, মধু, অক্ষত্বক্, সুরসা, লাক্ষা, ও কুকুরপিত্ত, এই সমস্ত একত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা পটহাদি বাদিত্র ও পতাকা সকল প্রলেপিত করিবে। সেই সমস্ত দর্শন, ঘ্রাণ ও বাদ্য শব্দ শ্রবণে, সদ্য বিষ নাশ হয়। ত্র্যুষণ, পঞ্চলবণ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সূক্ষ্মৈলা, ত্রিবৃতাপত্র, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রবারুণী, মধুক, বেতস, ক্ষৌদ্র,—এ সকল দ্রব্য শৃঙ্গ-মধ্যে রাখিয়া উষ্ণজলে পাক করিবে। শ্বেত-ধূপ, সর্ষপ, এলবালুকা, সুবেগা, তস্কর, সুর, ও অর্জ্জুনপুষ্প; এ সকল একত্রিত করিয়া বাস-গৃহে ধূপ দান করিলে স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় বিষ বিনষ্ট হয়। এই ধূপ প্রয়োগে সেই স্থানে কীট, বিষ, ভেক, সরীসৃপ, কিম্বা কৃত্যাও থাকে না। চন্দন, দুগ্ধ, পলাশত্বক্, মূর্ব্বা, এলবালুকা, সরসা নাকুলী, তণ্ডুলীয়ক, এবং কাকমাচীর কাথ সর্ব্ববিধ বিষদোষে হিতকর। গোরোচনা পত্র, নেপালী, কুঙ্কুম ও তিলক;—এসকল দ্রব্য ধারণ করিলেও বিষদোষ নষ্ট হয়। আর উহার ফলে নরনারী নৃপতির প্রিয় হইয়া থাকে। হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কিণিহী, পিপ্পলী ও নিম্ব দ্বারা গাত্রে প্রলেপ দিলে সর্ব্ব বিষদোষ নাশ হয়। ১১—২০। শিরীষের পত্র, পুষ্প, ফল, ত্বক্ ও মূল, গোমূত্রদ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে

বন্ধ্যা কর্কোটকী রাজনবিষ্ণুক্রান্তা তথোৎকটা।
শতমূলী সিতানন্দা বলা মোচা পটোলিকা ॥২৩
সোমাপিণ্ডা নিশা চৈব তথা দগ্ধরুহা চ যা।
স্থলে কমলিনী যা চ বিশালী শঙ্খমূলিকা ॥২৪
চণ্ডালী হস্তিমগধা গোহজাপর্ণী করম্ভিকা।
রক্তা চৈব মহারক্তা তথা বর্হিশিখা চ যা ॥ ২৫
কোশাতকী নক্তমালং প্রিয়ালঞ্চ সুলোচনী।
বারুণী বসুগন্ধা চ তথা বৈ গন্ধনাকুলী ॥ ২৬
ঈশ্বরী শিবগন্ধা চ শ্যামলা বংশনালিকা।
জতুকালী মহাশ্বেতা শ্বেতা চ মধুযষ্টিকা।
বজ্রকঃ পারিভদ্রশ্চ তথা বৈ সিন্ধুবারকা।
জীবানন্দা বসুচ্ছিদ্রা নতনাগরকণ্টকা ॥ ২৮
নালঞ্চ জালী জাতী চ তথা চ বটপত্রিকা।
কার্ত্তস্বরং মহানীলা কুন্দুরুর্হংসপাদিকা ॥ ২৯
মণ্ডুকপর্ণী বারাহী দ্বে তথা তণ্ডুলীয়কে।
সর্পাক্ষী লবলী ব্রাহ্মী বিশ্বরূপা সুখাকরা ॥ ৩০
রুজাপহা বৃদ্ধিকরী তথা চৈব তু শল্যদা।
পত্রিকা রোহিণী চৈব রক্তমালা মহৌষধী ॥৩১
তথামলকবন্দাকং শ্যামা চিত্রফলা চ যা।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী পীলুপর্ণী তথৈব চ ॥
কেশিনী বৃশ্চিকালী চ মহানাগা শতাবরী।
গরুড়ী চ তথা বেগা জলে কুমুদিনী তথা ॥৩৩
স্থলে চোৎপলিনী যা চ মহাভূমিলতা চ যা।
উন্মাদিনী সোমরাজী সর্ব্বরত্নানি পার্থিব ॥ ৩৪
বিশেষান্মরকতাদীনি কীটপক্ষং বিশেষতঃ।
জীবজাতাশ্চ মণয়ঃ সর্ব্বে ধার্য্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥৩৫
রক্ষোঘ্নাশ্চ বিষঘ্নাশ্চ কৃত্যাবেতালনাশনাঃ।
বিশেষান্নরনাগাশ্ব গোখরোষ্ট্রসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩৬
সর্প-তিত্তির-গোমায়ু-বস্ত্রমণ্ডুকজাশ্চ যে।
সিংহব্যাঘ্রর্ক্ষমার্জ্জার-দ্বীপিবানরসম্ভবাঃ।
কপিঞ্জলা গজা বাজিমহিষৈণভবাশ্চ যে ॥ ৩৭
ইত্যেবমেতৈঃ সকলৈরুপেতং
দ্রব্যৈশ্চ সর্ব্বৈঃ স্বপুরং সুরক্ষিতম্।
রাজা বসেৎ তত্র গৃহং সুশুভ্রং
গুণান্বিতং লক্ষণসম্প্রযুক্তম্ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽগদাধ্যায়ো নামাষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৮ ॥

সর্ব্ব বিধবিষদোষ দূরীভূত হয়। হে একবীর, রাজন্! অতঃপর মহৌষধির বিবরণ বলিতেছি; শ্রবণ করুন। বন্ধ্যা, কার্কোটকী, বিষ্ণুক্রান্তা, উৎকটা, শতমূলী, সিতা, আনন্দা, বলা, মোচা, পটোলিকা, সোমা, পণ্ড, হরিদ্রা, দগ্ধরুহা, স্থলপদ্ম, বিশালী, শঙ্খমূলিকা, চণ্ডালী, হস্তিমগধা, গোপর্ণী, অজপর্ণী, করম্ভিকা, রক্তা, মহারক্তা, বর্হিশিখা, কোশাতকী, নক্তমাল, প্রিয়াল, সুলোচনী, বারুণী, বসুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, ঈশ্বরী, শিবগন্ধা, শ্যামলা, বংশনালিকা, জতুকালী, মহাশ্বেতা, শ্বেতা, যষ্টিমধু, বজ্রক, পারিভদ্র, সিন্ধুবারক, পারিভদ্র, জীবানন্দা, বসুচ্ছিদ্রা, নাগর, কণ্টকারি, নাল, জালী, জাতী, বটপত্র, সুবর্ণ, মহানীলা, কুন্দুরু, হংসপাদী, মণ্ডুকপর্ণী, বারাহী, দ্বিবিধ তণ্ডুলীয়ক, সর্পাক্ষী, লবলী, ব্রাহ্মী, বিশ্বরূপা, সুখাকরা, রুজাপহা, বৃদ্ধিকরী, শল্যদা, পত্রিকা, রোহিণী, রক্তমালা, আমলক, বন্দাক, শ্যামা, চিত্রফলা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পীলুপর্ণী, কেশিনী, বৃশ্চিকালী, মহানাগা, শতাবরী, গরুড়ী, বেগা, জলকুমুদিনী, স্থলোৎপল, মহাভূমিলতা, উন্মাদিনী, সোমরাজী, এবং হে পার্থিব! সর্ব্ববিধ রত্ন, বিশেষতঃ মরকতাদি, নানাবিধ কীটজ মণি ও প্রাণিজ মণি, ইত্যাদি রক্ষোঘ্ন, বিষঘ্ন ও কৃত্যানাশক বস্তু রাজার ধারণ করা কর্ত্তব্য।২১—৩৫। নর, কুঞ্জর, গো, অশ্ব, উষ্ট্র, সর্প, তিত্তিরি, গোমায়ু, অজ ও মণ্ডুক, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মার্জ্জার, দ্বীপী, বানর, কপিঞ্জল, গজ, বাজি, মহিষ ও হরিণ, ইত্যাদিজাত বিবিধ দ্রব্য সম্ভার দ্বারা পরিপূর্ণ, সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত, সুরক্ষিত, গুণান্বিত অতিশুভ্র পুরমধ্যে রাজা বাস করিবেন। ৩৬—৩৮।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২১৮॥

একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মনুরুবাচ ।

রাজরক্ষারহস্যানি যানি দুর্গে নিধাপয়েৎ ।
কারয়েদ্বা মহীভর্ত্তা ব্রূহি তন্মানি তানি চ ॥ ১

মৎস্য উবাচ ।

শিরিষোদুম্বরশমী বীজপুরং ঘৃতপ্লুতম্ ।
ক্ষুদ্‌যোগঃ কথিতো রাজন্ মাসার্দ্ধস্য পুরাতনৈঃ
কশেরুকফলমূলানি ইক্ষুমূলং তথা বিষম্ ।
দূর্ব্বাক্ষীরঘৃতৈর্মণ্ডঃ সিদ্ধোঽয়ং মাসিকঃ পরঃ ॥৩
নরং শস্ত্রহতং প্রাপ্তো ন তস্য মরণং ভবেৎ ।
কল্মাষবেণুনা তত্র জনয়েৎ তু বিভাবসুম্ ॥ ৪
গৃহে ত্রিরপসব্যন্তু ক্রিয়তে যত্র পার্থিব ।
নান্যোঽগ্নির্জ্জ্বলতে তত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা
কার্পাসাস্থ্যা ভুজঙ্গস্য তেন নির্ম্মোচনং ভবেৎ ।
সর্পনির্ব্বাসনে ধূপঃ প্রশস্তঃ সততং গৃহে ॥ ৬
সামুদ্রসৈন্ধবযবা বিদ্যুদ্দগ্ধা চ মৃত্তিকা ।
তয়ানুলিপ্তং যদ্বেশ্ম নাগ্নিনা দহ্যতে নৃপ ॥ ৭
দিবা চ দুর্গে রক্ষ্যোঽগ্নির্বাতি বাতে বিশেষতঃ
বিষাচ্চ রক্ষ্যো নৃপতিস্তত্র যুক্তিং নিবোধ মে
ক্রীড়ানিমিত্তং নৃপতির্ধারয়েন্মৃগপক্ষিণঃ ।
অন্নং বৈ প্রাক্ পরীক্ষেত বহ্নৌ চান্যতরেষু চ
বস্ত্রং পুষ্পমলঙ্কারং ভোজনাচ্ছাদনং তথা ।
নাপরীক্ষিতপূর্ব্বন্তু স্পৃশেদপি মহামতিঃ ॥ ১০
স্যাচ্ছাসৌ বক্ত্রসন্তপ্তঃ সোদ্বেগশ্চ নিরীক্ষতে ।
বিষদোঽথ বিষং দত্তং যচ্চ তত্র পরীক্ষতে ॥১১
স্রস্তোত্তরীয়ো বিমনাঃ স্তম্ভকুড্যাদিভিস্তথা ।
প্রচ্ছাদয়তি চাত্মানং লজ্জতে ত্বরতে তথা ॥ ১২
ভুবং বিলিখতি গ্রীবাং তথা চালয়তে নৃপ ।
কণ্ডূয়তি চ মূর্দ্ধানং পরিলেহ্যাননং তথা ॥ ১৩
ক্রিয়াসু ত্বরিতো রাজন্ বিপরীতাস্বপি ধ্রুবম্ ।
এবমাদীনি চিহ্নানি বিষদস্য পরীক্ষয়েৎ ॥ ১৪
সমীপৈর্বিক্ষিপেদ্বহ্নৌ তদন্নং ত্বরয়াম্বিতঃ ।
ইন্দ্রায়ুধসবর্ণন্তু রূক্ষং স্ফোটসমন্বিতম্ ॥ ১৫
একাবর্ত্তন্তু দুর্গন্ধি ভৃশং চটচটায়তে ।
তদ্ধূমসেবনাজ্জন্তোঃ শিরোরোগশ্চ জায়তে ॥

ঊনবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মনু কহিলেন,— রাজার রক্ষাবিষয়ে আর যাহা যাহা স্থাপন বা সম্পাদন করিতে হয়, তৎসমস্ত রহস্যবিষয় আমাকে বলুন। মৎস্য কহিলেন,—শিরীষ, উদুম্বর, শমী, বীজপুর,—এ সকল দ্রব্য ঘৃতাপ্লুত করিয়া অর্দ্ধমাসান্তে ভক্ষণ করিতে হয়। কশেরুর ফল ও মূল, ইক্ষুমূল, বিষ, দূর্ব্বা, এ সকল দ্রব্য দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা মণ্ডাকারে পাক করিয়া একমাস অন্তে ব্যবহার্য্য। এ সকল ঔষধ ব্যবহারে শস্ত্রহত ব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে। বিচিত্র বেণু দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক তাহা লইয়া অপসব্য ক্রমে তিন বার প্রদক্ষিণ করিলে সেখানে অপর অগ্নি জ্বলিবে না; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কার্পাস-মিশ্রিত ভুজঙ্গাস্থি জ্বালাইয়া ধূপ দান করিলে গৃহ হইতে সর্প সকল দূরীভূত সামুদ্র ও সৈন্ধব লবণ, যব ও বিদ্যুৎপাতদগ্ধ মৃত্তিকা, এ সকল একত্র করিয়া যে গৃহ লেপন করা হয়, তাহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয় না। দিবাভাগে, বিশেষতঃ বায়ুপ্রবহণকালে দুর্গমধ্যে অগ্নি রাখিবে। নৃপতি বিষ হইতেও রক্ষণীয়। পরন্তু তাহার উপায় বলিতেছি শ্রবণ করুন, রাজা ক্রীড়া নিমিত্ত মৃগ ও পক্ষীদিগকে ধারণ করিবেন। প্রথমতঃ বহ্নিতে বা অন্য কোনরূপে অন্নের পরীক্ষা করা আবশ্যক। অপরীক্ষিত অন্নাদি স্পর্শ করাও অনুচিত। ১—১০। বিষদাতা মানব বিষপরীক্ষাকালে ম্লানমুখ, উদ্বেগবান্, চঞ্চলদৃষ্টি, বিমনা, স্রস্তোত্তরীয়, কুড্যাদিসম স্তম্ভিত, লজ্জিত ও ত্বরাযুক্ত, হয়। সে তখন ভূবিলেখন, গ্রীবাচালন, মস্তককণ্ডূয়ন, মুখমার্জ্জন, এবং অকরণীয় কার্য্যেও ব্যস্ত সমস্ত হয়। রাজা এই সকল চিহ্ন দ্বারা বিষদাতাকে লক্ষ্য করিবেন। বিষমিশ্র অন্ন অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে উহা ইন্দ্রায়ুধসমবর্ণ, রূক্ষ, স্ফোটযুক্ত, একাবর্ত্ত ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট হয়, এবং উহা হইতে চটচটা শব্দ উত্থিত হয়। উহার ধূম সেবনেও প্রাণি-

সবিষেঽন্নে বিলীয়ন্তে ন চ পার্থিব মক্ষিকাঃ।
নিলীনাশ্চ বিপদ্যন্তে সংস্পৃষ্টে সবিষে তথা॥ ১৭
বিরজ্যতি চকোরস্য দৃষ্টিঃ পার্থিবসত্তম।
বিকৃতিঞ্চ স্বরো যাতি কোকিলস্য তথা নৃপ॥ ১৮
গতিঃ স্খলতি হংসস্য ভৃঙ্গরাজশ্চ কূজতি।
ক্রৌঞ্চো মদমথাভ্যেতি কৃকবাকুর্বিরৌতি চ॥
বিক্রোশতি শুক্রো রাজন্ সারিকা বমতেততঃ
চামীকরোঽন্যতো যাতি মৃত্যুং কারণ্ডবস্তথা॥
মেহতে বানরো রাজন্ গ্লায়তে জীবজীবকঃ।
হৃষ্টরোমা ভবেন্নক্রঃ পৃষতশ্চৈব রোদিতি॥ ২১
হর্ষমায়াতি চ শিখী বিষসন্দর্শনান্নৃপ।
অন্নঞ্চ সবিষং রাজংশ্চিরেণ চ বিপদ্যতে॥ ২২
তদা ভবতি নিঃস্রাব্যং পক্বপর্য্যুষিতোপমম্।
ব্যাপন্নরসগন্ধঞ্চ চন্দ্রিকাভিস্তথাবৃতম্॥ ২৩
ব্যঞ্জনানান্তু শুষ্কত্বং দ্রবাণাং বুদ্বুদোদ্ভবঃ।
সসৈন্ধবানাং দ্রব্যাণাং জায়তে ফেনমালিতা॥
শস্যরাজিশ্চ তাম্রা স্যান্নীলা চ পয়সস্তথা।
কোকিলাভা চ মদ্যস্য তোয়স্য চ নৃপোত্তম॥
ধান্যাম্লস্য তথা কৃষ্ণা কপিলা কোদ্রবস্য চ।
মধুশ্যামা চ তক্রস্য নীলা পীতা তথৈব চ॥ ২৬
ঘৃতস্যোদকসঙ্কাশা কপোতাভা চ মস্তুনঃ।
হরিতা মাক্ষিকস্যাপি তৈলস্য চ তথারুণা॥ ২৭
ফলানামপ্যপক্বানাং পাকঃ ক্ষিপ্রং প্রজায়তে।
প্রকোপশ্চৈব পক্বানাং মাল্যানাং ম্লানতা তথা।
মৃদুতা কঠিনানাং স্যান্মৃদূনাঞ্চ বিপর্য্যয়ঃ।
সূক্ষ্মাণাং রূপদলনং তথা চৈবাতিরঙ্গতা॥ ২৯
শ্যামমণ্ডলতা চৈব বস্ত্রাণাং বৈ তথৈব চ।
লোহানাঞ্চ মণীনাঞ্চ মলপঙ্কোপদিগ্ধতা॥ ৩০
অনুলেপনগন্ধানাং মাল্যানাঞ্চ নৃপোত্তম।
বিগন্ধতা চ বিজ্ঞেয়া তথা রাজন্ জলস্য তু॥ ৩১
দন্তকাষ্ঠত্বচঃ শ্যামাস্তনুসারাস্তথৈব চ।
এবমাদীনি চিহ্নানি বিজ্ঞেয়ানি নৃপোত্তম॥ ৩২
তস্মাদ্রাজা সদা তিষ্ঠেন্মণিমন্ত্রৌষধাগদৈঃ।
উক্তৈঃ সংরক্ষিতো রাজা প্রমাদপরিবর্জ্জকঃ॥ ৩৩

গণের শিরোরোগ জন্মিয়া থাকে। হে রাজন্! বিষাক্ত অন্নে মক্ষিকাও উপবেশন করে না। আর যদি উহাতে উপবিষ্ট হয়, তবে অবিলম্বেই মরিয়া যায়। সবিষ অন্ন দর্শনে চকোরের দৃষ্টিবিকার, কোকিলের স্বর-বিকার, এবং হংসের গতিস্খলন ঘটে। বিষ দর্শনে ভৃঙ্গরাজ কূজন করিতে থাকে; ক্রৌঞ্চ মদমত্ত হয়; কুক্কুট রব করিতে থাকে এবং শুক পক্ষী চিৎকার, সারিকা বমন, চামীকর অন্যত্র গমন, এবং কারণ্ডব মৃত্যুলাভ করিয়া থাকে। বানর প্রস্রাব করিতে থাকে; জীব-জীবক গ্লানিযুক্ত হয়; নকুলের রোমবিকার ঘটে; পৃষতমৃগ রোদন এবং ময়ূর বিষ দর্শনে হৃষ্ট হইয়া থাকে। হে রাজন্! বিষমিশ্রিত অন্ন দীর্ঘ কালান্তে বিকৃত হইয়া পক্ক কালীয় পর্য্যুষিত সম প্রতীত হইয়া থাকে। তখন উহার রস ও গন্ধ থাকে না। উহাতে চন্দ্রিকা সকল দৃষ্ট হয়।১১—২৩। বিষমিশ্রিত ব্যঞ্জন শুষ্কভাব প্রাপ্ত হয়, দ্রবপদার্থ বুদ্বুদযুক্ত হয় এবং লবণাক্ত দ্রব্যের ফেনিলতা দৃষ্ট হয়। বিষযোগে শস্য সকল তাম্রাভ, দুগ্ধ সকল নীলাভ, মদ্য ও জল কোকিলাভ, ধান্যাম্ল কৃষ্ণাভ, কোদ্রব কপিলাভ, তক্র মধু-শ্যামাভ নীলবর্ণ বা পীতপ্রভ হয়। ঘৃত জলাভ, মস্তু কপোতাভ, মাক্ষিক হরিদ্বর্ণ, এবং তৈল অরুণাভ হয়। অপক্ব ফল সকল বিষ সংসর্গে অল্পকাল মধ্যেই পরিপক্ব হইয়া উঠে; আর পক্ব ফল সকল বিকৃত হইতে থাকে। মাল্য সকল ম্লান হয়। কঠিন দ্রব্য মৃদু এবং মৃদুদ্রব্য কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়। বিষযোগে সূক্ষ্ম বসনসমূহের সৌন্দর্য্যনাশ, শ্যামলতা প্রভৃতি বর্ণব্যত্যয় এবং লৌহ ও মণিসমূহের মালিনতা ঘটিয়া থাকে। রাজন্! জল, অনুলেপন ও গন্ধ মাল্যাদিও বিষযোগে বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয়, দন্তকাষ্ঠত্বক্ শ্যামবর্ণতা লাভ করে; এবং উহার ক্ষীণতা ঘটিয়া থাকে। হে নৃপোত্তম! এই প্রকার চিহ্ন সকল লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। এইজন্য রাজাও উক্ত মণি মন্ত্র ঔষধি ও ওষধি সকল দ্বারা

প্রজাতরোর্মূলমিহাবনীশ-
স্তদ্রক্ষণাদ্রাষ্ট্রমুপৈতি বৃদ্ধিম্
তস্মাৎ প্রযত্নেন নৃপস্য রক্ষাঃ
সর্ব্বেণ কার্য্যা রবিবংশচন্দ্র ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রাজধর্ম্মে রাজ-রক্ষা নামৈকোনবিংশত্যধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৯ ॥

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মৎস্য উবাচ ।

রাজন্ পুত্রস্য রক্ষা চ কর্ত্তব্যা পৃথিবীক্ষিতা ।
আচার্য্যশ্চাত্র কর্ত্তব্যো নিত্যযুক্তশ্চ রক্ষিভিঃ ॥
ধর্ম্মকামার্থশাস্ত্রাণি ধনুর্ব্বেদঞ্চ শিক্ষয়েৎ ।
রথে চ কুঞ্জরে চৈনং ব্যায়ামং কারয়েৎ সদা ॥
শিল্পানি শিক্ষয়েচ্চৈনং নাপ্তৈা মিথ্যা প্রিয়ংবদেৎ
শরীররক্ষাব্যাজেন রক্ষিণোঽস্য নিযোজয়েৎ
ন চাস্য সঙ্গো দাতব্যঃ ক্রুদ্ধলুব্ধাবমানিতৈঃ ।
তথাচ বিনয়েদেনং যথা যৌবনগোচরে ॥ ৪
ইন্দ্রিয়ৈর্নাপকৃষ্যেত সতাং মার্গাৎ সুদুর্গমাৎ ।
গুণাধানমশক্যন্তু যস্য কর্ত্তুং স্বভাবতঃ ॥ ৫
বন্ধনং তস্য কর্ত্তব্যং গুপ্তদেশে সুখান্বিতম্ ।
অবিনীতকুমারং হি কুলমাশু বিশীর্য্যতে ॥ ৬
অধিকারেষু সর্ব্বেষু বিনীতং বিনিযোজয়েৎ ।
আদৌ স্বল্পে ততঃ পশ্চাৎ ক্রমেণাথ মহৎস্বপি ॥
মৃগয়াপানমক্ষাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ পৃথিবীপতিঃ ।
এতাংস্তু সেবমানাস্তু বিনষ্টাঃ পৃথিবীক্ষিতঃ ॥ ৮
বহবো নৃপশার্দ্দূল তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ।
বৃথাটনং দিবাস্বপ্নং বিশেষেণ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৯
বাক্‌পারুষ্যং ন কর্ত্তব্যং দণ্ডপারুষ্যমেব চ ।
পরোক্ষনিন্দা চ তথা বর্জ্জনীয়া মহীক্ষিতা ॥১০
অর্থস্য দূষণং রাজা দ্বিপ্রকারং বিবর্জ্জয়েৎ ।

সর্ব্বদা সাবধানে সুরক্ষিতভাবে থাকিবেন। রাজাই প্রজারক্ষার মূল ; সেই রাজা রক্ষা পাইলে রাজ্যের বৃদ্ধি ঘটে, সুতরাং সকলেরই সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে রাজার রক্ষা বিধান কর্ত্তব্য । ২৪—৩৪ ।

ঊনবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্য কহিলেন,—রাজন্! রাজা, স্বীয় পুত্রকেও সাবধানে রক্ষা করিবেন। তাহার জন্য বিশ্বস্ত রক্ষী এবং আচার্য্য নিয়োগ করিবেন। রাজপুত্রকে ধর্ম্ম-অর্থ কামশাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ, রথ-কুঞ্জরাদি যানারোহণ ও অপর বিবিধ ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। রাজা পুত্রকে শিল্প শিক্ষা করাইবেন। রাজকুমার যাহাতে নিতান্ত সত্যবাদী না হয়েন, যাহাতে তিনি প্রয়োজনানুরূপ মিথ্যা প্রিয়বাক্য বলেন, তাদৃশভাবেই তাঁহাকে শিক্ষা দান করিবেন। তাঁহার শরীর রক্ষাচ্ছলে কতগুলি অভিভাবকস্বরূপ রক্ষী নিয়োজিত করিবেন। ক্রুদ্ধ, লুব্ধ ও অবমানিত জনসহ রাজতনয়ের সংসর্গ যাহাতে না ঘটে, তদ্রূপ ব্যবস্থা করিবেন। এমন শিক্ষা দিবেন, যাহাতে রাজপুত্র যৌবনকালে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সুদুর্গম সৎপথ হইতে বিচ্যুত না হয়েন। উপদেশাদি দ্বারা যাহাকে সদ্‌গুণশালী করিতে না পারা যায়, তাহাকে সুখোপচারযুক্ত গুপ্তস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যে কুলের বালক অবিনীত, তাহা অতি অল্পকালেই উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সকল অধিকারেই শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে নিয়োগ করিবেন। প্রথমে অল্প কার্য্যে নিয়োগ করিয়া ক্রমে ক্রমে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। ভূপতি মৃগয়া, পান ও অক্ষক্রীড়া বর্জ্জন করিবেন। এই সকলের সেবা করিয়া কত নৃপতি যে বিনষ্ট হইয়াছেন, হে রাজন্! তাঁহাদিগের সংখ্যা করা যায় না। বৃথা ভ্রমণ, ও দিবানিদ্রা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। পরুষ বাক্য ব্যবহার করিতে নাই। কঠোর দণ্ড দানও রাজার অকর্ত্তব্য। অসমক্ষে নিন্দাও বর্জ্জনীয়। ১—১০। অর্থের দূষণ এবং

অর্থানাং দূষণঞ্চৈকং তথার্থেষু চ দূষণম্‌ ॥ ১১
প্রাকারাণাং সমুচ্ছেদো দুর্গাদীনামসৎক্রিয়া ।
অর্থানাং দূষণং প্রোক্তং বিপ্রকীর্ণত্বমেব চ ॥১২
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রে দানমেব চ ।
অর্থেষু দূষণং প্রোক্তমসৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনম্‌ ॥ ১৩
কামঃক্রোধো মদো মানো লোভো হর্ষস্তথৈবচ
এতে বর্জ্জ্যাঃ প্রযত্নেন সাদরং পৃথিবীক্ষিতা ॥
এতেষাং বিজয়ং কৃত্বা কার্য্যো ভৃত্যজয়স্ততঃ
কৃত্বা ভৃত্যজয়ং রাজা পৌরান্‌ জানপদান্‌ জয়েৎ
কৃত্বা চ বিজয়ং তেষাং শত্রূন্‌ বাহ্যাংস্ততো জয়েৎ
বাহ্যাশ্চ বিবিধা জ্ঞেয়াস্তুল্যাভ্যন্তরকৃত্রিমাঃ ॥১৬
গুরুবন্তে যথাপূর্ব্বং তেষু যত্নপরো ভবেৎ ।
পিতৃপৈতামহং মিত্রমমিত্রঞ্চ তথা রিপোঃ ॥ ১৭
কৃত্রিমঞ্চ মহাভাগ মিত্রং ত্রিবিধমুচ্যতে ।
তথাপি চ গুরুঃ পূর্ব্বং ভবেৎ তত্রাপি চাদৃতঃ ॥
স্বাম্যমাত্যো জনপদো দুর্গং দণ্ডস্তথৈব চ ।
কোশো মিত্রঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞ সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে ॥
সপ্তাঙ্গস্যাপি রাজ্যস্য মূলং স্বামী প্রকীর্ত্তিতঃ ।
তন্মূলত্বাৎ তথাঙ্গানাং স তু রক্ষ্যঃ প্রযত্নতঃ ।
ষড়ঙ্গরক্ষা কর্ত্তব্যা তথা তেন প্রযত্নতঃ ।
অঙ্গেভ্যো যস্তথৈকস্য দ্রোহমাচরতেঽল্পধীঃ ॥২১
বধস্তস্য তু কর্ত্তব্যঃ শীঘ্রমেব মহীক্ষিতা ।
ন রাজ্ঞা মৃদুনা ভাব্যং মৃদুর্হি পরিভূয়তে ॥ ২২
ন ভাব্যং দারুণেনাতি তীক্ষ্ণাদুদ্বিজতে জনঃ ।
কালে মৃদুর্যো ভবতি কালে ভবতি দারুণঃ ॥২৩
রাজা লোকদ্বয়াপেক্ষী তস্য লোকদ্বয়ং ভবেৎ ।
ভৃত্যৈঃ সহ মহীপালঃ পরীহাসং বিবর্জ্জয়েৎ ॥২৪
ভৃত্যাঃ পরিভবন্তীহ নৃপং হর্ষবশং গতম্‌ ।
ব্যসনানি চ সর্ব্বাণি ভূপতিঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥২৫
লোকসংগ্রহণার্থায় কৃতকব্যসনী ভবেৎ ।
শৌণ্ডীরস্য নরেন্দ্রস্য নিত্যমুদ্রিক্তচেতসঃ ॥২৬
জনা বিরাগমায়ান্তি সদা দুঃসেব্যভাবতঃ ।

অর্থবিষয়ক দূষণ এই দ্বিবিধ অর্থদোষ নৃপতির পরিত্যাজ্য। প্রাকার রক্ষা, দুর্গাদির সংস্কার, ও বিভিন্ন স্থান হইতে অর্থসমূহের একত্রীকরণ,—এ সকলের অভাব, আর অযোগ্য দেশে, কালে বা পাত্রে দান,—এসকল অর্থের দূষণ। আর অসৎ-কর্ম্মারম্ভ অর্থবিষয়ক দূষণ। মদ, অহঙ্কার, লোভ, ও হর্ষ,—নৃপতির এ সমস্ত সযত্নে পরিহার করা কর্ত্তব্য। এই সকল দোষ জয় করিয়া রাজা ভৃত্যদিগকে আয়ত্ত করিতে যত্নবান্‌ হইবেন। ভৃত্যজয় হইলে পৌর ও নগরবাসীদিগকে আয়ত্ত করণার্থ প্রযত্নপরায়ণ হইবেন। ইহাদিগকে জয় করিয়া পরে বহিঃশত্রুদিগকে জয় করিবার জন্য উদ্যম করিবেন। বাহ্য শত্রু—তুল্য, আভ্যন্তর ও কৃত্রিম-ভেদে অনেকবিধ। তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের প্রতি যত্নবান হইবেন। হে মহাভাগ! মিত্র ত্রিবিধ; যথা,—পিতৃপৈতামহ মিত্র, শত্রুর শত্রু এবং কৃত্রিম অর্থাৎ কার্য্য বশতঃ হিতার্থী। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত শ্রেষ্ঠ। স্বামী, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, দণ্ড, কোষ, ও মিত্র,—রাজ্য এই সপ্তাঙ্গযুক্ত। সপ্তাঙ্গ রাজ্যের রাজাই মূল। এজন্য সর্ব্বথা রাজাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।১১—২০। রাজাও অপর ছয় অঙ্গের যথাশক্তি রক্ষা করিবেন। এই সপ্তাঙ্গ মধ্যে কেহ কোন অঙ্গের দ্রোহ করিলে সেই মূঢ় মানবকে রাজা অবিলম্বে বধ করিবেন। রাজা নিতান্ত মৃদু হইবেন না; কারণ, মৃদু ব্যক্তি পরিভব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অতি দারুণ-প্রকৃতিও হইবেন না; কারণ, তীক্ষ্ণ রাজা হইতে সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। লোকদ্বয়ে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যে রাজা, সময়ে মৃদু এবং সময়ে তীক্ষ্ণ হয়েন, তাঁহার উভয় লোকই আয়ত্ত হয়। রাজা ভৃত্যজন সহ পরিহাসাদি বর্জ্জন করিবেন; কারণ, পরিহাসাদি করিলে রাজাকে ভৃত্যগণ অবজ্ঞা করিয়া থাকে। রাজা সমস্ত ব্যসনই পরিবর্জ্জন করিবেন; পরন্তু লোকদিগকে বশীভূত করিবার জন্য সময়ে সময়ে কপট ব্যসনাসক্ত হইবেন। গর্ব্বিত ও নিয়ত উদ্ধতচিত্ত রাজার দুঃসেব্যত্ব নিবন্ধন তৎপ্রতি জনগণ

স্মিতপূর্ব্বাভিভাষী স্যাৎ সর্ব্বস্যৈব মহীপতিঃ॥
বধ্যেষপি মহাভাগ ভৃকুটিং ন সমাচরেৎ।
ভাব্যং ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ স্থূললক্ষ্যেণ ভূভুজা॥২৮
স্থূললক্ষ্যস্য বশগা সর্ব্বা ভবতি মেদিনী।
অদীর্ঘসূত্রশ্চ ভবেৎ সর্ব্বকর্ম্মসু পার্থিবঃ॥ ২৯
দীর্ঘসূত্রস্য নৃপতেঃ কর্ম্মহানির্ধ্রুবং ভবেৎ।
রাগে দর্পে চ মানে চ দ্রোহে পাপে চ কর্ম্মণি
অপ্রিয়ে চৈব কর্ত্তব্যো দীর্ঘসূত্রঃ প্রশস্যতে।
রাজ্ঞা সংবৃতমন্ত্রেণ সদা ভাব্যং নৃপোত্তম॥ ৩১
তস্যাসংবৃতমন্ত্রস্য রাজ্ঞঃ সর্ব্বাপদো ধ্রুবম্।
কৃতান্যেব তু কার্য্যাণি জ্ঞায়ন্তে যস্য ভূপতেঃ॥
নারব্ধানি মহাভাগ তস্য স্যাদ্বসুধা বশে।
মন্ত্রমূলং সদা রাজ্যং তস্মান্মন্ত্রঃ সুরক্ষিতঃ॥৩৩
কর্ত্তব্যঃ পৃথিবীপালৈর্মন্ত্রভেদভয়াৎ সদা।
মন্ত্রবিৎসাধিতো মন্ত্রঃ সম্পত্তীনাং সুখাবহঃ॥৩৪
মন্ত্রচ্ছলেন বহবো বিনষ্টাঃ পৃথিবীক্ষিতঃ।
আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন চ॥
নেত্রবক্ত্রবিকারৈশ্চ গৃহ্যতেহন্তর্গতং মনঃ।
নয়স্য কুশলস্তস্য বশে সর্ব্বা বসুন্ধরা॥ ৩৬
ভবতীহ মহীপালে সদা পার্থিবনন্দন।
নৈকস্তু মন্ত্রয়েন্মন্ত্রং রাজা ন বহুভিঃ সহ॥ ৩৭
নারোহেদ্বিষমাং নাবমপরীক্ষিতনাবিকাম্।
যে চাস্য ভূমিজয়িনো ভবেয়ুঃ পরিপন্থিনঃ॥
তানানয়েদ্বশে সর্ব্বান্ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ।
যথা ন স্যাৎ কৃশীভাবঃ প্রজানামনবেক্ষয়া॥
তথা রাজ্ঞা প্রকর্ত্তব্যং স্বরাষ্ট্রং পরিরক্ষতা।
মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্শয়ত্যনবেক্ষয়া॥ ৪০
সোহচিরাদ্ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ
ভৃতো বৎসো জাতবলঃ কর্ম্মযোগ্যো যথা ভবেৎ
তথা রাষ্ট্রং মহাভাগ ভৃতং কর্ম্মসহং ভবেৎ।
যো রাষ্ট্রমনুগৃহ্ণাতি রাজ্যং স পরিরক্ষতি॥

বিরক্ত হয়। মহীপতি সকলের সহিতই সহাস্যবদনে বাক্যালাপ করিবেন। হে মহাভাগ! বধ্য জনের প্রতিও ভ্রুকুটি করিবেন না। দানশীল হইবেন; কারণ, বদান্য রাজার সমগ্র মহীমণ্ডলই বশীভূত হইয়া থাকে। রাজা সকল কর্ম্মেই ক্ষিপ্রকারী হইবেন। দীর্ঘসূত্র নরপতির কর্ম্মহানি হয়, ইহাতে সংশয় নাই। রাগ, দর্প, অভিমান, দ্রোহ, পাপকর্ম্ম ও অপ্রিয়কর্ম্ম অনুষ্ঠান সময়ে দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি প্রশংসার্হ। রাজা সতত মন্ত্রণা গোপন করিবেন। রাজার মন্ত্রণা প্রকাশ পাইলে অশেষ বিপদ্ ঘটে। যে রাজার কৃত কর্ম্ম সকল অপরে জানিতে পারে, পরন্তু অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম জানিতে পারে না; সমগ্র বসুমতী সেই রাজার বশীভূত থাকে। রাজ্যই মন্ত্রণামূলক; অতএব সর্ব্বথা মন্ত্রণা গোপন করিয়া রাখিবেন। মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণকৃত মন্ত্রণা সুখসম্পত্তি সাধক। কূট মন্ত্রণাফলে অনেকানেক ভূপতি বিনষ্ট হইয়াছেন। আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, বাক্য ও মুখ-নেত্রাদির বিকার,—এ সকল দ্বারা অন্তর্গত মন লক্ষিত হইয়া থাকে।২১—৩৫। হে রাজন্! মন্ত্রণাকুশল রাজার সমগ্র পৃথিবীই বশীভূত হয়। রাজা একাকী কিম্বা বহু জনের সহিতও মন্ত্রণা করিবেন না। যাহার নাবিক পরীক্ষিত নহে, অথবা যে তরণি দোষবতী, রাজা তাহাতে আরোহণ করিবেন না। অপর যে সকল রাজা বিপক্ষতাচরণ করে, ভূপতি তাহাদিগকে সামদানাদি উপায় দ্বারা বশীভূত করিবেন। রাজ্যরক্ষণ তৎপর রাজা, অনবধানতাবশে যাহাতে প্রজাগণের দৌর্ব্বল্য না ঘটে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার বিধান করিবেন। যে রাজা মোহ বশতঃ স্বীয় রাষ্ট্রকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলেন, তিনি অচিরকাল মধ্যেই রাজ্যভ্রষ্ট এবং সবান্ধবে বিনষ্ট হয়েন। বৎসকে পোষণ করিলে সে যেমন, বলবান্ হইয়া কার্য্য সাধনক্ষম হয়, হে মহাভাগ! রাজ্যকে সেইরূপ ভাবেই ভরণ পোষণদ্বারা কর্ম্মক্ষম করিবেন। যিনি রাজ্যের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের রক্ষক; তাঁহার সেই সদ্ব্যব-

সম্যাতমুপজীবেৎ তু বিন্দতে স মহৎ ফলম্।
রাষ্ট্রাদ্ধিরণ্যং ধান্যঞ্চ মহীং রাজা সুরক্ষিতাম্
মহতা তু প্রযত্নেন স্বরাষ্ট্রস্য চ রক্ষিতা।
নিত্যং স্বেভ্যঃ পরেভ্যশ্চ যথা মাতা যথা পিতা
গোপিতানি সদা কুর্য্যাৎ সংযতানীন্দ্রিয়াণি চ।
অজস্রমুপযোক্তব্যং ফলং তেভ্যস্তথৈব চ ॥৪৫
সর্ব্বং কর্ম্মেদমায়ত্তং বিধানে দৈবমানুষে।
তয়োর্দৈবমচিন্ত্যঞ্চ পৌরুষে বিদ্যতে ক্রিয়া ॥৪৬

এবং মহীং পালয়তোঽস্য ভর্ত্তু-
র্লোকানুরাগঃ পরমো ভবেত্তু।
লোকানুরাগপ্রভবা চ লক্ষ্মী-
র্লক্ষ্মীবতশ্চাপি পরা চ কীর্ত্তিঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রাজধর্ম্মানু-
কীর্ত্তনে বিংশত্যধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২০ ॥

হায়-ফলে রাজ্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠে; সুতরাং সেই রাজা মহৎফল লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। স্বরাষ্ট্ররক্ষক রাজা সর্ব্বপ্রযত্নে রাজ্যমধ্যে সুবর্ণ, ধান্য, ভূমি,—এ সকল উত্তমরূপে রক্ষা করত ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করিবেন। পিতা মাতা যেমন সন্তান রক্ষণ করেন, রাজাও তদ্রূপ আত্মীয় ও পর হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত ও সুরক্ষিত করিবেন; কোনরূপে ইন্দ্রিয়বৃত্তিচয় প্রকটিত করিবেন না; পরন্তু ইন্দ্রিয়গণ-সাহায্যে অনবরত বিবিধ ফল উপভোগ করিবেন। এই জগতের সকল বিষয়ই দৈব ও মানুষ বিধানের আয়ত্ত। তন্মধ্যে দৈব অচিন্ত্যপ্রভাব; তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র নির্ব্বাচন করা যায় না। পরন্তু মানবসাধ্য পুরুষকার দ্বারাই কর্ম্মসিদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মদুক্ত এই বিধান অনুসারে মহীমণ্ডল পালন করিতে থাকিলে, সেই রাজার প্রতি লোক সকলের পরম অনুরাগ জন্মে; সেই লোকানুরাগ হইতেই লক্ষ্মীর উদ্ভব হয় এবং লক্ষ্মীবান্ রাজারই কীর্ত্তি বিস্তৃত হইয়া থাকে। ৩৬—৪৭

বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২২০॥

একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ।
দৈবে পুরুষকারে চ কিং জ্যায়স্তদ্ব্রবীহি মে।
অত্র মে সংশয়ো দেব ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ॥ ১
মৎস্য উবাচ।
স্বমেব কর্ম্ম দৈবাখ্যং বিদ্ধি দেহান্তরার্জ্জিতম্।
তস্মাৎ পৌরুষমেবেহ শ্রেষ্ঠমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ২
প্রতিকূলং তথা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে।
মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যমুত্থানশালিনাম্ ॥ ৩
যেষাং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম সাত্ত্বিকং মনুজোত্তম।
পৌরুষেণ বিনা তেষাং কেষাঞ্চিদ্দৃশ্যতে ফলম্
কর্ম্মণা প্রাপ্যতে লোকে রাজসস্য তথা ফলম্
কৃচ্ছ্রেণ কর্ম্মণা বিদ্ধি তামসস্য তথা ফলম্ ॥ ৫
পৌরুষেণাপ্যতে রাজন্ প্রার্থিতব্যং ফলং নরৈঃ
দৈবমেব বিজানন্তি নরাঃ পৌরুষবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬
তস্মাৎ ত্রিকালং সংযুক্তং দৈবন্তু সফলং ভবেৎ

একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মনু কহিলেন,—হে দেব! দৈব ও পুরুষকার, এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে, আপনি সে সংশয় সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া দিউন। মৎস্য কহিলেন,—দেহান্তরার্জ্জিত কর্ম্মকেই দৈব বলিয়া জানিবে। সুতরাং মনীষিগণের মতে পুরুষকারই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। দৈব যদি প্রতিকূল থাকে, তবে তাহা পৌরুষবলেই নষ্ট করা যায়। হে মানুষপ্রবর! যাঁহারা নিত্য উত্থানশীল ও মঙ্গলাচারযুত এবং যাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত সমস্ত কর্ম্মই সাত্ত্বিকতায় পরিপূর্ণ, তাদৃশ পুরুষদিগের মধ্যেও পৌরুষ বিনা ফল প্রাপ্তি কাহারও দেখা যায় না। লোকে রাজসভাবে কর্ম্ম করিয়া তদনুরূপ ফল পায়, আর তামসভাবে কর্ম্ম করিয়া অতি কষ্টে ফল লাভ করিয়া থাকে। পরন্তু হে রাজন্! জানিয়া রাখ, পৌরুষ দ্বারা নরগণ সমস্ত প্রার্থিতব্য ফলই প্রাপ্ত হয়। যাহারা পৌরুষ-বর্জ্জিত পুরুষ, তাহারাই দৈবকে প্রধান

পৌরুষং দৈবসম্পত্ত্যা কালে ফলতি পার্থিব ॥৭
দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ পুরুষোত্তম।
ত্রয়মেতন্মনুষ্যস্য পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহম্ ॥৮
কৃষের্বৃষ্টিসমাযোগাদ্দৃশ্যন্তে ফলসিদ্ধয়ঃ।
তাস্তু কালে প্রদৃশ্যন্তে নৈবাকালে কথঞ্চন ॥ ৯
তস্মাৎ সদৈব কর্ত্তব্যং সধর্ম্মং* পৌরুষং নরৈঃ
বিপত্তাবপি যস্যেহ পরলোকে ধ্রুবং ফলম্ ॥১০
নালসাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যর্থান্ ন চ দৈবপরায়ণাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন আচরেদ্ধর্ম্মমুত্তমম্ † ॥১১
ত্যক্তালসান্ দৈবপরান্ মনুষ্যা-
নুত্থানযুক্তান্ পুরুষান্ হি লক্ষ্মীঃ।
অন্বিষ্য যত্নাদ্বৃণুয়ান্নৃপেন্দ্র
তস্মাৎ সদোত্থানবতা হি ভাব্যম্ ॥ ১২

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে দৈবপুরুষকার-বর্ণনং নামৈকবিংশত্যধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২১ ॥

বলিয়া মনে করে; সুতরাং কালত্রয়ে তাহাদিগের নিকট দৈবই সফল হয়। হে পার্থিব! দৈবসম্পদে পুরুষকার কালক্রমে সফল হইয়া থাকে।১—৭। হে পুরুষপ্রবর! দৈব, পুরুষকার ও কাল, এই তিনটী পদার্থ একত্র হইয়া মানুষের ফলাবহ হইয়া থাকে। বৃষ্টিযোগ ঘটিলেই কৃষির ফলসিদ্ধি হইতে দেখা যায়। পরন্তু তাহাও কাল-সাপেক্ষ; অকালে কখনই তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব লোকদিগের সর্ব্বদাই ধর্ম্মসঙ্গত পুরুষকার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পৌরুষ প্রয়োগে ইহকালে কাহারও বিপত্তি ঘটিলেও পরকালে তাহার ফললাভ নিশ্চিতই। অলস-অকর্ম্মণ্য লোকেরা কখন ইষ্টার্থ প্রাপ্ত হইতে পারে না। একান্ত দৈবপরায়ণ লোকও অর্থলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে উত্তম ধর্ম্মাচরণ করাই কর্ত্তব্য। যে সকল পুরুষ আলস্য ত্যাগ করত সতত উত্থানশীল হইয়া দৈব ও পুরুষকার-পরায়ণ হয়, হে নৃপবর! লক্ষ্মী তাহাদিগকে যত্নের সহিত অন্বেষণ করিয়া বরণ করেন। অতএব সদা উত্থানশীল হওয়াই কর্ত্তব্য।৮—১২।

একবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২২১

* সদৈবমিতি পাঠান্তরম্।
† পৌরুষে যত্নমাচরেদিতি বা পাঠান্তরম্

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ।
উপায়াংস্ত্বং সমাচক্ষ্ব সামপূর্ব্বান্ মহাদ্যুতে।
লক্ষণঞ্চ তথা তেষাং প্রয়োগঞ্চ সুরোত্তম ॥ ১
মৎস্য উবাচ।
সাম ভেদস্তথা দানং দণ্ডশ্চ মনুজেশ্বর।
উপেক্ষা চ তথা মায়া ইন্দ্রজালঞ্চ পার্থিব ॥ ২
প্রয়োগাঃ কথিতাঃ সপ্ত তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
দ্বিবিধং কথিতং সাম তথ্যঞ্চাতথ্যমেব চ ॥ ৩
তত্রাপ্যতথ্যং সাধূনামাক্রোশায়ৈব জায়তে।
তত্র সাধুঃ প্রযত্নেন সামসাধ্যো নরোত্তম ॥ ৪
মহাকুলীনা ঋজবো ধর্ম্মনিত্যা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
সামসাধ্যা ন চাতথ্যং তেষু সাম প্রযোজয়েৎ ॥
তথ্যং সাম চ কর্ত্তব্যং কুলশীলাদিবর্ণনম্।

দ্বাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মনু কহিলেন,—হে মহাদ্যুতে! সামপূর্ব্ব উপায় সকল, তাহাদের লক্ষণ ও প্রয়োগ-প্রকার বর্ণন করুন। মৎস্য কহিলেন,—হে মনুজাধিপ! সাম, ভেদ, দান, দণ্ড, উপেক্ষা, মায়া ও ইন্দ্রজাল, এই সপ্ত প্রয়োগ কথিত হইয়া থাকে। আমি ঐ সকলই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সাম দ্বিবিধ —তথ্য ও অতথ্য। তন্মধ্যে সাধুদিগের প্রতি অতথ্য সাম আক্রোশেরই কারণ হয়। সুতরাং সাধুজনের প্রতি তথ্য সামই প্রযোজ্য; তাদৃশ সাম দ্বারাই তাঁহারা বশ্য হইয়া থাকেন। মহাকুলীন, সরল-প্রকৃতি, ধর্ম্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণ সাম দ্বারাই বশীভূত হয়েন; কিন্তু তাঁহাদের প্রতি অতথ্য সাম কদাচ প্রযোজ্য নহে।১—৫। তথ্য সাম প্রয়োগের

তথা তদুপচারাণাং কৃতানাঞ্চৈব বর্ণনম্ ॥ ৬
অনয়ৈব তথা যুক্ত্যা কৃতজ্ঞাখ্যাপনং স্বকম্ ।
এবং সাম্না চ কর্ত্তব্যা বশগা ধর্ম্মতৎপরাঃ ॥৭
সাম্না যদ্যপি রক্ষাংসি গৃহ্ণন্তীতি পরা শ্রুতিঃ ।
তথাপ্যেতদসাধূনাং প্রযুক্তং নোপকারকম্ ॥ ৮
অতিশঙ্কিতমিত্যেবং পুরুষং সামবাদিনম্ ।
অসাধবো বিজানন্তি তস্মাৎ তৎ তেষু বর্জ্জয়েৎ ।

যে শুদ্ধবংশা ঋজবঃ প্রণীতা
ধর্ম্মে স্থিতাঃ সত্যপরা বিনীতাঃ ।
তেষামসাধ্যাঃ পুরুষাঃ প্রদিষ্টা
মানোন্নতা যে সততঞ্চ রাজন্ ॥ ১০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রাজধর্ম্মে সামবোধো নাম দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২২ ॥

প্রণালী যথা,—কুলশীলাদি ও কৃত উপকারসমূহের বর্ণন এবং স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ইত্যাদি প্রকারে সাম প্রয়োগ করিয়াই ধর্ম্ম তৎপর ব্যক্তিদিগকে বশীভূত করিতে হয়। যদিও শ্রুতি আছে যে, সামপ্রয়োগে রাক্ষসদিগকেই লোকে বশ করিয়া থাকে, তথাপি ইহা অসাধুদিগের প্রতি কদাচ প্রযোজ্য নহে। কেননা, সেরূপ ক্ষেত্রে সামপ্রয়োগে উপকার কিছুই নাই। সামবাদী পুরুষদিগকে অসাধুগণ নিতান্ত শঙ্কিত বলিয়াই মনে করে; অতএব অসাধুজনে উহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। হে রাজন্! যাহারা সদ্বংশজাত, সরলপ্রকৃতি, ধর্ম্মিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ, বিনীত, ও সতত মানোন্নত, তাদৃশ পুরুষেরাই সামসাধ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অর্থাৎ ঐ প্রকার লোকদিগের প্রতি সাম প্রয়োগেই সুফল ফলিয়া থাকে।৬—১০।

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২২

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

মৎস্য উবাচ ।

পরস্পরন্তু যে দুষ্টাঃ ক্রুদ্ধা ভীতাবমানিতাঃ ।
তেষাং ভেদং প্রযুঞ্জীত ভেদসাধ্যা হি তে মতাঃ
যে তু যেনৈব দোষেণ পরস্মাত্তাপরাধ্যতি ।
তে তু তদ্দোষপাতেন ভেদনীয়া ভৃশং ততঃ ॥২
আত্মীয়ং দর্শয়েদ্দোষং পরস্মাদর্শয়েদ্ভয়ম্ ।
এবং হি ভেদয়েদ্ভিন্নান্ যথাবদ্বশমানয়েৎ ॥ ৩
সংহতা হি বিনা ভেদং শক্রেণাপি সুদুঃসহাঃ ।
ভেদমেব প্রশংসন্তি তস্মান্নয়বিশারদাঃ ॥ ৪
স্বমুখেনাশ্রয়েদ্ভেদং ভেদং পরমুখেন চ ।
পরীক্ষ্য সাধু মন্যেত ভেদং পরমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥৫
সদ্যঃ স্বকার্য্যমুদ্দিশ্য কুশলৈর্যে হি ভেদিতাঃ ।

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্য কহিলেন,—যাহারা পরস্পর ক্রুদ্ধ, দুষ্ট, ভীত বা অবমানিত হয়, তাহাদিগের প্রতি ভেদ প্রয়োগ কর্ত্তব্য; নীতিজ্ঞগণের মতে তাদৃশ লোকেরাই ভেদসাধ্য। যাহারা যেরূপ দোষে পরের নিকট অপরাধী হয়, তাহাদিগকে তাদৃশ দোষপাতেই ভেদ করা নীতিসঙ্গত। ভেদ্য ব্যক্তিকে তাহার নিজের দোষ ও পর হইতে তাহার ভয়সম্ভাবনা দেখাইবে। এইরূপে ক্রমে ভেদ জন্মাইবে এবং ভিন্ন হইবার পর তাহাদিগকে যথাযথ বশে আনয়ন করিবে। যাহারা একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকে, ভেদ ব্যতীত তাহাদিগের সহিত পারিয়া উঠা অসম্ভব। বলা বাহুল্য, দেবেন্দ্রের স্থায় ব্যক্তিও তাহাদিগের প্রভাব সহ্য করিতে অক্ষম। এইজন্য নীতিবিদ্‌গণ ভেদকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। ভেত্তা ব্যক্তির স্বীয় মুখে বা পরমুখে ভেদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরে ভেদাশ্রয় করিবে; পরের মুখে যে ভেদকথা শুনা যাইবে, তাহা নিজে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তবে তাহাতে অনুমোদন করিবে। ১—৫। সদ্য সদ্য স্বীয় কার্য্য উদ্ধারের জন্য সুনিপুণ

ভেদিতাস্তে বিনির্দ্দিষ্টা নৈব রাজ্ঞার্থবাদিভিঃ ॥৬
অন্তঃকোপো বহিঃকোপো যত্র স্যাতাং মহীক্ষিতাম্ ॥ ৭
অন্তঃকোপো মহাংস্তত্র নাশকঃ পৃথিবীক্ষিতাম্
সামন্তকোপো বাহ্যস্তু কোপঃ প্রোক্তো মহীভৃতঃ
মহিষী যুবরাজাভ্যাং তথা সেনাপতের্নৃপ ॥ ৮
অমাত্য-মন্ত্রিণাঞ্চৈব রাজপুত্রে তথৈব চ।
অন্তঃকোপো বিনির্দ্দিষ্টো দারুণঃ পৃথিবীক্ষিতাম্
বাহ্যকোপে সমুৎপন্নে সুমহত্যপি পার্থিবঃ।
শুদ্ধান্তস্তু মহাভাগ শীঘ্রমেব জয়ী ভবেৎ ॥ ১০
অপি শক্রসমো রাজা অন্তঃকোপেন নশ্যতি।
সোঽন্তকোপঃ প্রযত্নেন তস্মাদ্রক্ষ্যো মহীভৃতা
পরতঃ কোপমুৎপাদ্য ভেদেন বিজিগীষুণা ॥১২
জ্ঞাতীনাং ভেদনং কার্য্যং পরেষাং বিজিগীষুণা
রক্ষ্যশ্চৈব প্রযত্নেন জ্ঞাতিভেদস্তথাত্মনঃ।
জ্ঞাতয়ঃ পরিতপ্যন্তে সততংপরিতাপিতাঃ ॥১৩
তথাপি তেষাং কর্ত্তব্যং সুগম্ভীরেণ চেতসা।
গ্রহণং দান-মানাভ্যাং ভেদস্তেভ্যো ভয়ঙ্করঃ
ন জ্ঞাতিমনুগৃহ্ণন্তি ন জ্ঞাতিং বিশ্বসন্তি চ।
জ্ঞাতিভির্ভেদনীয়াস্তু রিপবস্তেন পার্থিবৈঃ ॥ ১৫
ভিন্না হি শক্যা রিপবঃ প্রভূতাঃ
স্বল্পেন সৈন্যেন নিহন্তুমাজৌ
সুসংহতানাং হি ততস্তু ভেদঃ
কার্য্যো রিপূণাং নয়শাস্ত্রবিদ্ভিঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রাজধর্ম্মে ভেদ-প্রশংসা নাম ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৩ ॥

নীতিজ্ঞগণ যাহাদিগকে ভেদিত করিয়া লয়েন, রাজা তাহাদিগকে প্রকৃত ভেদিত বলিয়া স্থির করিবেন না। রাজ্যে অন্তঃ কোপ ও বহিঃকোপ উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে অন্তঃকোপকেই প্রধান বলিয়া স্থির করিতে হয়; কেননা, অন্তঃকোপই রাজা-দিগের বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। সামন্ত নরপালদিগের যে কোপ, তাহা রাজার পক্ষে বাহ্যকোপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহিষী, যুবরাজ, সেনাপতি, অমাত্য, মন্ত্রী ও রাজপুত্রদিগের যে কোপ, তাহাই রাজ্যের আভ্যন্তরিক কোপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। মহী-পতিদিগের পক্ষে এই কোপ অতি ভীষণ হইয়া থাকে। রাজ্যের বহির্ভাগের কোপ যতই প্রবল হউক, রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা যদি উত্তম থাকে, তাহা হইলে বাহ্য কোপ জয় করিতে রাজাকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। তাদৃশ রাজা শীঘ্রই জয়ী হইতে পারেন। রাজা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী হইলেও অন্তঃকোপে বিনষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব যাহাতে অন্তঃকোপ উৎপন্ন না হয়, সে বিষয়ে রাজার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ভেদ প্রয়োগে বিজিগীষু রাজা পর দ্বারা কোপ জন্মাইয়া শত্রুপক্ষীয় জ্ঞাতিবর্গের ভেদ উৎপাদন করিবেন। পরন্তু নিজের জ্ঞাতিভেদ যাহাতে না ঘটে, তাহা যত্নের সহিত দেখিবেন। যদি জ্ঞাতিগণ পরিতাপানলে সর্ব্বদাই দগ্ধ হইতে থাকে, তথাপি ধীরচিত্তে দান ও মান প্রয়োগে জ্ঞাতিদিগকে গ্রহণ করা রাজার পক্ষে কর্ত্তব্য। কেন না, জ্ঞাতিভেদ রাজার পক্ষে বড়ই ভয়ঙ্কর ব্যাপার। রিপুপক্ষ যে সকল জ্ঞাতিকে বিশ্বাস করে না, বা অনুগ্রহ করে না, রাজগণ সেই সকল জ্ঞাতিদ্বারাই বিপক্ষ-দিগের ভেদ জন্মাইবেন। ভেদ-ভিন্ন হইলে স্বল্পসৈন্য দ্বারাও প্রভূত রিপুসৈন্য অনায়াসে নিহত করা যায়। অতএব নীতিজ্ঞ-গণ সুসংহত রিপুদিগের প্রতি ভেদপ্রয়োগই করিবেন। ৬—১৬।

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

সর্ব্বেষামপ্যুপায়ানাং দানং শ্রেষ্ঠতমং মতম্
সুদত্তেনেহ ভবতি দানেনোভয়লোকজিৎ ॥
ন সোঽস্তি রাজন্ দানেন বশগো যো ন জায়তে।
দানেন বশগা দেবা ভবন্তীহ সদা নৃণাম্ ॥ ২
দানমেবোপজীবন্তি প্রজাঃ সর্ব্বা নৃপোত্তম।
প্রিয়ো হি দানবান্ লোকে সর্ব্বস্যৈবোপজায়তে
দানবানচিরেণৈব তথা রাজা পরান্ জয়েৎ।
দানবানেব শক্নোতি সংহতান্ ভেদিতুং পরান্
যদ্যপ্যলুব্ধগম্ভীরাঃ পুরুষাঃ সাগরোপমাঃ।
ন গৃহ্লন্তি তথাপ্যেতে জায়ন্তে পক্ষপাতিনঃ ॥৫
অন্যত্রাপি কৃতং দানং করোত্যন্যান্ যথা বশে
উপায়েভ্যঃ প্রশংসন্তি দানং শ্রেষ্ঠতমং জনাঃ ॥
দানং শ্রেয়স্করং পুংসাং দানং শ্রেষ্ঠতমং পরম্
দানবানেব লোকেষু পুত্রত্বে ধ্রিয়তে সদা ॥৭
ন কেবলং দানপরা জয়ন্তি
ভূর্লোকমেকং পুরুষপ্রবীরাঃ।
জয়ন্তি তে রাজসুরেন্দ্রলোকং
সুদুর্জ্জয়ং যো বিবুধাধিবাসঃ ॥ ৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রাজধর্ম্মে দান-প্রশংসা নাম চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

মৎস্য উবাচ।

ন শক্যা যে বশে কর্ত্তুমুপায়ত্রিতয়েন তু।
দণ্ডেন তান্ বশীকুর্য্যাদ্দণ্ডো হি বশকৃন্নৃণাম্ ॥ ১
সম্যক্ প্রণয়নং তস্য তথা কার্য্যং মহীক্ষিতা।
ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ সসহায়েন ধীমতা ॥ ২
তস্য সম্যক্ প্রণয়নং যথা কার্য্যং মহীক্ষিতা।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—যত কিছু উপায় আছে, তন্মধ্যে দানই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। দান যদি সুপ্রযুক্ত হয়, তবে তদ্দ্বারা উভয় লোকই জয় করা যায়। হে রাজন্! দান দ্বারা বশীভূত না হয়, এমন লোক কেহই নাই। দান দ্বারা দেবগণও নরগণের বশীভূত হইয়া থাকেন। হে নৃপোত্তম! প্রজাগণ দান দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দানশালী ব্যক্তি সকলেরই প্রিয় হইয়া থাকে। দানশীল রাজা অচির-কাল মধ্যেই পরপক্ষীয়দিগকে জয় করিতে পারেন। পুরুষেরা যতই অলুব্ধস্বভাব, সাগরবৎ গম্ভীরাশয় বা প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখ হউক, দান প্রয়োগে তাহারা পক্ষপাতী হইয়া থাকে।১—৫। দান অন্যত্র প্রযুক্ত হইলে, অন্য লোকও বশীভূত হয়। এই জন্যই লোকে দানই সমস্ত উপায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসিত। দানই পুরুষদিগের শ্রেয়স্কর এবং দানই শ্রেষ্ঠতম। জগতে দানশীল লোকই সর্ব্বদা সকলের পুত্রস্থানীয়রূপে পরিরক্ষণীয় হইয়া থাকে। তাই বলিয়া কেবল দানশীল হইলেই ভূলোক জয় করা যায় না; প্রকৃষ্ট পৌরুষ বা বীরত্বেরও বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। পুরুষ-প্রবীরগণ কেবল ভূলোক নহে, বিবুধা-ধ্যুষিত সুদুর্জ্জয় সুরেন্দ্রলোকও জয় করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ৬—৮।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য বলিলেন,—সাম, দান ও ভেদ, এই উপায়ত্রয় অবলম্বন করিয়াও যাহাদিগকে বশে আনয়ন করা যায় না, দণ্ড দ্বারাই তাহাদিগকে বাধ্য করিবে; কেননা, দণ্ডেই মানুষ বশে আসিয়া থাকে। ধীমান্ রাজগণ সসহায় হইয়া, শাস্ত্রানুসারে সম্যক্ প্রকারে সেই দণ্ডের প্রয়োগ করিবেন। মহীপতি-

বানপ্রস্থাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ নির্ম্মমান্ নিষ্পরিগ্রহান্ ॥
স্বদেশে পরদেশে বা ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদান্।
সমীক্ষ্য প্রণয়েদ্দণ্ডং সর্ব্বং দণ্ডে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৪
আশ্রমী যদি বা বর্ণী পূজ্যো বাথ গুরুর্ম্মহান্।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্ম্মেণ তিষ্ঠতি
অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্
ইহ রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টো নরকঞ্চ প্রপদ্যতে ॥ ৬
তস্মাদ্রাজা বিনীতেন ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারতঃ
দণ্ডপ্রণয়নং কার্য্যং লোকানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ৭
যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি ॥৮
বাল-বৃদ্ধাতুর যতি-দ্বিজ-স্ত্রী-বিধবা যতঃ।
মাৎস্যন্যায়েন ভক্ষ্যেরন্ যদি দণ্ডং ন পাতয়েৎ
দেবদৈত্যোরগগণাঃ সর্ব্বে ভূত-পতত্রিণঃ।
উৎক্রামেয়ুর্ম্মর্য্যাদাং যদি দণ্ডং ন পাতয়েৎ ॥
এষ ব্রহ্মাভিশাপেষু সর্ব্বপ্রহরণেষু চ।
সর্ব্ববিক্রমকোপেষু ব্যবসায়ে চ তিষ্ঠতি ॥ ১১
পূজ্যন্তে দণ্ডিনো দেবৈর্ন পূজ্যন্তে ত্বদণ্ডিনঃ।
ন ব্রহ্মাণং বিধাতারং ন পূষার্য্যমণাবপি ॥ ১২
যজন্তে মানবাঃ কেচিৎ প্রশান্তান্ সর্ব্বকর্ম্মসু।
রুদ্রমগ্নিঞ্চ শক্রঞ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তথা ॥ ১৩
বিষ্ণুং দেবগণাংশ্চান্যান্ দণ্ডিনঃ পূজয়ন্তি চ।
দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি ॥
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ।
রাজদণ্ডভয়াদেব পাপাঃ পাপং ন কুর্ব্বতে ॥১৫
যমদণ্ডভয়াদেকে পরস্পরভয়াদপি।
এবং সাংসিদ্ধিকে লোকে সর্ব্বং দণ্ডে প্রতিষ্ঠিতম্
অন্ধে তমসি মজ্জেয়ুর্যদি দণ্ডং ন পাতয়েৎ ॥১৭
যস্মাদ্দণ্ডো দময়তি অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ত্যপি।

গণ যেরূপে সেই দণ্ডের সম্যক্ প্রয়োগ করিবেন, তাহা এই;—নিজ দেশে হউক, আর পরদেশেই হউক, কে বান-প্রস্থাশ্রমী, কে ধর্ম্মজ্ঞ, কে নির্ম্মম, কে নিষ্পরিগ্রহ, কে ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশারদ, এই সকল সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করিয়া দণ্ড প্রয়োগ করিবেন; যেহেতু দণ্ডেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। স্বধর্ম্মে অবস্থিত, আশ্রমী, বর্ণাশ্রমাচারশীল, পূজ্য, গুরু, কিংবা মহান্ ব্যক্তি রাজার দণ্ডার্হ নহেন। যে রাজা নিরপরাধের প্রতি দণ্ড বিধান করেন এবং সাপরাধের দণ্ড দেন না, তিনি ইহকালে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অন্তে নরকে গমন করিয়া থাকেন; অতএব নিখিললোকের হিতকামনায় বিনীত অবনীপতি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দণ্ড প্রণয়ন করিবেন। যেখানে সাধুদর্শী নেতা থাকেন এবং শ্যাম, লোহিতাক্ষ দণ্ড প্রচারিত হয়, তথায় প্রজাগণ মুহ্যমান হয় না। যেখানে দণ্ড না থাকে তথায় বাল, বৃদ্ধ, যতি, দ্বিজ ও বিধবা স্ত্রী, ইহারা মৎস্যন্যায়ে অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্য যেরূপ ক্ষুদ্রকে হিংসা করে, বলবানের হস্তে তাহারাও তদ্রূপ নিগৃহীত হয়। দেব, দৈত্য, উরগগণ, যাবতীয় প্রাণী এবং পক্ষী ইহাদিগের প্রতি দণ্ড পাতিত না হইলে ইহারা মর্য্যদা অতিক্রম করিবে। ১—১০। এই দণ্ড,—ব্রহ্মশাপ, সর্ব্ববিধ প্রহরণ, এবং সর্ব্বপ্রকার বিক্রম, কোপ ও ব্যবসায়ে অব-স্থান করিয়া থাকে, সেই দণ্ডধারী ব্যক্তিই দেবগণের পূজ্য; পরন্তু অদণ্ডদাতা পূজ্য নহেন। যেমন জনগণ যাবতীয় কার্য্যে প্রশান্ত ব্রহ্মা, বিধাতা, পূষা, অর্য্যমা প্রভৃতি শান্ত দেবতার উপাসনা করে না পরন্তু রুদ্র, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, বিষ্ণু, এবং অন্যান্য উগ্র দেবগণকে পূজা করেন, দণ্ডবিধাতাও তদ্রূপ সকলের নিকট পূজা পাইয়া থাকেন। দণ্ডই প্রজাগণকে শাসন করে, দণ্ডই সকলকে রক্ষা করে, দণ্ডই সুপ্ত ব্যক্তিকে জাগাইয়া দেয় এবং দণ্ডকেই বিদ্বানগণ ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। পাপিগণ মধ্যে কেহ যমদণ্ড ভয়ে, কেহ বা রাজদণ্ড ভয়ে আবার কেহ কেহ বা যমদণ্ড ও রাজদণ্ড এই উভয় হই-তেই ভীত হইয়া, পাপাচরণ করে না, অন্য কেহ বা দণ্ডপ্রাপ্ত না হইয়া পাপে নিমজ্জিত হয়। এইরূপ পরস্পর সাংসিদ্ধিক সংসারে দণ্ডেই সমস্ত অবস্থিত। দুষ্কৃতকারীকে দণ্ড-

দমনাদ্দণ্ডনাচ্চৈব তস্মাদ্দণ্ডং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১৭
দণ্ডস্য ভীতস্ত্রিদশঃ সমেতৈ-
র্ভাগো ধৃতঃ শূলধরস্য যজ্ঞে ।
দত্তং কুমারে ধ্বজিনীপতিত্বং
বরং শিশূনাঞ্চ ভয়াদ্বলস্য ॥ ১৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রাজধর্ম্মে দণ্ড-প্রশংসা নাম পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৫ ॥

ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মৎস্য উবাচ ।

দণ্ডপ্রণয়নার্থায় রাজা সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা ।
দেবভাগানুপাদায় সর্ব্বভূতাদিগুপ্তয়ে ॥ ১
তেজসা যদমুং কশ্চিন্নৈব শক্নোতি বীক্ষিতুম্ ।
ততো ভবতি লোকেষু রাজা ভাস্করবৎ প্রভুঃ
যদাস্য দর্শনে লোকঃ প্রসাদমুপগচ্ছতি ।

বিধান এবং অদণ্ড্য অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপাততঃ কোন পাপ কার্য্য করে নাই, ভবিষ্যতে করিতেও পারে, দণ্ডভয়ে তাহাকে সংযত করা, এই উভয় কার্য্যের জন্য পণ্ডিতগণ ইহাকে দণ্ড নামে অভিহিত করেন। দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া দক্ষযজ্ঞে সমবেত দেবগণ পিনাকীকে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন, দণ্ডভয়েই কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিত্ব প্রদত্ত হয় এবং দণ্ডভয়েই বল, বালকদিগকে বর প্রদান করেন। ১১—১৮।

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২২৫

ষড়্‌বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্য বলিলেন,—নিখিল প্রাণীর রক্ষা, দেবগণের স্ব স্ব যজ্ঞভাগ নিরূপণ ও দণ্ড-প্রণয়ন জন্য স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা রাজাকে সৃজন করিয়াছেন। যিনি স্বীয় তেজে আদিত্য-তুল্য দুর্নিরীক্ষ্য, লোকে তিনিই প্রভু বা রাজা বলিয়া কথিত হন। চন্দ্রদর্শনে যেরূপ নয়না-

নয়নানন্দকারিত্বাৎ তদা ভবতি চন্দ্রমাঃ ॥ ৩
যথা যমঃ প্রিয়দ্বেষ্যৌ প্রাপ্তে কালে প্রযচ্ছতি
তথা রাজ্ঞা বিধাতব্যাঃ প্রজাস্তদ্ধি যমব্রতম্ ॥৪
বরুণেন যথা পাশৈর্বদ্ধ এব প্রদৃশ্যতে ।
তথা পাপান্ নিগৃহ্লীয়াদ্‌ব্রতমেতদ্ধি বারুণম্ ॥
পরিপূর্ণং যথা চন্দ্রং দৃষ্ট্বা হৃষ্যতি মানবঃ ।
তথা প্রকৃতয়ো যস্মিন্ স চন্দ্রপ্রতিমো নৃপঃ ॥৬
প্রতাপযুক্তস্তেজস্বী নিত্যং স্যাৎ পাপকর্ম্মসু ।
দুষ্ট-সামন্ত-হিংস্রেষু রাজাগ্নেয়ব্রতে স্থিতঃ ॥ ৭
যথা সর্ব্বাণি ভূতানি ধরা ধারয়তে স্বয়ম্ ।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি বিভ্রতঃ পার্থিবব্রতম্ ॥ ৮
ঐন্দ্রস্যার্কস্য বাতস্য যমস্য বরুণস্য চ ।
চন্দ্রস্যাগ্নেঃ পৃথিব্যাশ্চ তেজোব্রতং নৃপশ্চরেৎ
বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ যথেন্দ্রোঽপ্যথ বর্ষতি

নন্দ বর্দ্ধিত হয়, প্রজাগণ রাজদর্শনেও তদ্রূপ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যম যেরূপ যথোপযুক্ত কার্য্যে লোক সকলকে প্রিয় অথবা দ্বেষ্য প্রদান করেন, তদ্রূপ রাজাও যমব্রতাবলম্বী হইয়া প্রজাদিগের শাসন-সংরক্ষণ করিবেন। বরুণ যেমন দ্রোহকারীকে পাশ দ্বারা আবদ্ধ করেন, নৃপতিও তদ্রূপ পাপিগণকে নিগ্রহ করিবেন; ইহাই বারুণ ব্রত। পূর্ণচন্দ্রদর্শনে মানব যেরূপ হৃষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রজাকুল যে রাজাকে দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হয়, সেই নৃপই চন্দ্রপ্রতিম ।১—৬। রাজা পাপকারীর নির্য্যাতন জন্য প্রতাপযুক্ত ও তেজস্বী হইবেন এবং হিংসাপরায়ণ দুষ্টস্বভাব সামন্তগণকে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিবেন; ইহাই আগ্নেয় ব্রত। এই অগ্নিব্রতে সতত অবস্থান করা রাজার কর্ত্তব্য। ধরিত্রী যেরূপ স্বয়ং প্রাণিগণকে ধারণ করেন, রাজাও সেইরূপ প্রাণিগণকে ভরণ পোষণাদি করিবেন; ইহাই পার্থিবব্রত। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, পৃথিবী—ইঁহাদের যে তেজোব্রত, রাজা সতত তাহা আচরণ করিবেন। এক্ষণে এই সকল ব্রত-বিবরণ বলা যাইতেছে, যথা—ইন্দ্র যেরূপ বৎসরের চারি মাস বারি

তথাভিবর্ষেৎ স্বং রাজ্যং কামমিন্দ্রব্রতং স্মৃতম্
অষ্টৌ মাসান্ যথাদিত্যস্তোয়ং হরতি রশ্মিভিঃ
তথা হরেৎ করং রাষ্ট্রান্নিত্যমর্কব্রতং হি তৎ॥
প্রবিশ্য সর্ব্বভূতানি যথা চরতি মারুতঃ।
তথা চারৈঃ প্রবেষ্টব্যং ব্রতমেতদ্ধি মারুতম্॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রাজধর্ম্মে ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২৬॥

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

নিক্ষেপস্য সমং মূল্যংদণ্ড্যো নিক্ষেপভুক্ তথা
বস্ত্রাদিকসমস্তস্য তদা ধর্ম্মো ন হীয়তে॥ ১
যো নিক্ষেপং নার্পয়তি যশ্চানিক্ষেপ্য যাচতে।
তাবুভৌ চৌরবচ্ছাস্যৌ দাপ্যৌ বা দ্বিগুণং ধনম্।
উপধাভিশ্চ যঃ কশ্চিৎ পরদ্রব্যং হরেন্নরঃ।
সহায়ঃ স হন্তব্যঃ প্রকামং বিবিধৈর্ব্বধৈঃ॥৩ *
যো যাচিতং সমাদায় ন তদ্দদ্যাদ্যথাক্রমম্।
স নিগৃহ্য বলাদ্দাপ্যো দণ্ড্যো বা পূর্ব্বসাহসম্॥
অজ্ঞানাদ্যদি বা কুর্য্যাৎ পরদ্রব্যস্য বিক্রয়ম্।
নির্দ্দোষো জ্ঞানপূর্ব্বন্তু চৌরবদ্বধমর্হতি॥ ৫
মূল্যমাদায় যো বিদ্যাং শিল্পং বা ন প্রযচ্ছতি।
দণ্ড্যঃ স মূল্যং সকলং ধর্ম্মজ্ঞেন মহীক্ষিতা।
দ্বিজে ভোজ্যে তু সম্প্রাপ্তে প্রতিবেশ্যম-
ভোজয়ন্।
হিরণ্যমাষকং দণ্ড্যঃ পাপেনাস্তি ব্যতিক্রমঃ॥৭
আমন্ত্রিতো দ্বিজো যস্তু বর্ত্তমানশ্চ স্বে গৃহে।
নিষ্কারণং ন গচ্ছেদ্যঃ স দাপ্যোঽষ্টশতং দমম্
প্রতিশ্রুত্যাপ্রদাতারং সুবর্ণং দণ্ডয়েন্নৃপঃ॥ ৯

বর্ষণ করেন, রাজাও নিয়মিতরূপে তদ্রূপ প্রজাদিগের অভিলষিত প্রদান করিবেন; ইহাই রাজার ইন্দ্রব্রত। সূর্য্য যেরূপ স্বীয়রশ্মি দ্বারা আট মাস পৃথিবীর রস শোষণ করেন, তদ্রূপ রাজাও প্রজাগণের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে কর গ্রহণ করিবেন; ইহাই অর্কব্রত। নিখিল প্রাণীর অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বায়ু যেরূপ বিচরণ করেন, চর দ্বারা রাজাও তদ্রূপ প্রজাগণের মনোভাব বিদিত হইবেন; ইহা রাজার বায়ুব্রত। ৭—১২।

ষড়্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২২৬

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য বলিলেন,—বস্ত্রাদি যাবতীয় গচ্ছিত বস্তুর উপভোগকারীকে রাজা তত্তদ্বস্তুর সমান মূল্য দণ্ড করিবেন; ইহাতে তিনি ধর্ম্মচ্যুত হইবেন না। যে গচ্ছিত বস্তুর প্রত্যর্পণ করে না এবং যে ব্যক্তি গচ্ছিত না রাখিয়া কোন বস্তুর দাবী করে, সেই উভয় ব্যক্তিই চোরের ন্যায় শাস্য অথবা রাজা তাহাদিগের প্রার্থিত বস্তুর দ্বিগুণ ধন দণ্ড করিবেন। বহু সঙ্গিসহায়ে যে ব্যক্তি পরধন হরণ করে, রাজা সাহায্যকারীর সহিত তাহাকে বধ করিবেন অথবা তাঁহার ইচ্ছানুসারে যে কোন কঠোর শাসন করিতে পারেন। যে ব্যক্তি কোন একটী দ্রব্য চাহিয়া লইয়া যথাকালে উহা দ্রব্যস্বামীকে প্রত্যর্পণ না করে, রাজা বলপূর্ব্বক তাহাকে নিগ্রহ করিয়া তাহার পূর্ব্বসাহস দণ্ড করিবেন। অজ্ঞানপূর্ব্বক পরদ্রব্য বিক্রয়কারী নির্দ্দোষ হইবে। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক ঐরূপ করে, সে চোরের ন্যায় শাস্য হইবে। মূল্য গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি বিদ্যা বা শিল্প প্রদান না করে, ধর্ম্মজ্ঞ রাজা তাহাকে সেই মূল্য দণ্ড করিবেন। প্রতিবেশীকে ভোজন না করাইয়া যে জন দ্বিজগণকে ভোজন করায়, তাহার দ্বিজভোজনে পুণ্য না হইয়া পাপই হইবে, পরন্তু তাহার একমাষা সুবর্ণ দণ্ড হইবে। দ্বিজাতি নিমন্ত্রিত হইয়া নিজগৃহে উপস্থিত হইলে বিনা কারণে তাঁহার প্রত্যাখ্যানকারী অষ্টশত দম দণ্ড্য হইবে। কোন বস্তু প্রদানে

---

* প্রকাশং ইতি পাঠান্তরম্।

ভৃত্যশ্চাজ্ঞাং ন কুর্য্যাদ্‌যো দর্পাৎ কর্ম্ম যথো-
দিতম্।
স দণ্ড্যঃ কৃষ্ণলাষ্টৌ ন দেয়ঞ্চাস্য বেতনম্॥
সংগৃহীতং ন দদ্যাদ্‌যঃ কালে বেতনমেব চ।
অকালে তু ত্যজেদ্‌ভৃত্যং দণ্ড্যঃ স্যাচ্ছতমেব চ
যো গ্রাম-দেশ-শস্যানাং কৃত্বা সত্যেন সংবিদম্
বিসংবদেন্নরো লোভাৎ তং রাষ্ট্রাদ্বিপ্রবাসয়েৎ
ক্রীত্বা বিক্রীয় বা কিঞ্চিদ্‌যস্যেহানুশয়ো ভবেৎ
সোঽন্তর্দ্দশাহাৎ তৎসাম্যং দদ্যাচ্চৈবাদদীত বা
পরেণ তু দশাহস্য ন দদ্যান্নৈব দাপয়েৎ।
আদদদ্ধিদদচ্চৈব রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্॥ ১৪
যস্তু দোষবতীং কন্যামনাখ্যায় প্রযচ্ছতি।
তস্য কুর্য্যান্নৃপো দণ্ডং স্বয়ং ষণ্ণবতিং পণান্॥১৫
অকন্যেবেতি যঃ কন্যাং ব্রূয়াদ্দোষেণ মানবঃ।
স শতং প্রাপ্নুয়াদ্দণ্ডং তস্যা দোষমদর্শয়ন্॥ ১৬
যস্ত্বন্যাং দর্শয়িত্বান্যাং বোঢ়ুঃ কন্যাং প্রযচ্ছতি
উত্তমং তস্য কুর্ব্বীত রাজা দণ্ডস্তু সাহসম্॥ ১৭
বরো দোষাননাখ্যায় যঃ কন্যাং বরয়েদিহ।
দত্তাপ্যদত্তা সা তস্য রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতদ্বয়ম্॥১৮
প্রদায় কন্যাং যোঽন্যস্মৈ পুনস্তাং সম্প্রযচ্ছতি
দণ্ডঃ কার্য্যো নরেন্দ্রেণ তস্যাপ্যুত্তমসাহসঃ॥১৯
সত্যঙ্কারেণ বা বাচা যুক্তং পণ্যমসংশয়ম্।
লুব্ধো হ্যন্যত্র বিক্রেতা ষট্‌শতং দণ্ডমর্হতি॥২০
দুহিতুঃ শুল্কবিক্রেতা সত্যঙ্কারাৎ তু সন্ত্যজেৎ
দ্বিগুণং দণ্ডয়েদেনমিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ॥২১
মূল্যৈকদেশং দত্ত্বা তু যদি ক্রেতা ধনং ত্যজেৎ
স দণ্ড্যো মধ্যমং দণ্ডং তস্য পণ্যস্য মোক্ষণম্॥
দুহ্যাদ্ধেনুঞ্চ যঃ পালো গৃহীত্বা ভক্তবেতনম্।

অঙ্গীকার করিয়া তাহা অর্পণ না করিলে রাজা তাহার সুবর্ণ দণ্ড করিবেন। কোন কার্য্যে আদিষ্ট হইয়া দর্পবশত ভৃত্য যদি সে আজ্ঞা প্রতিপালন না করে,তবে সে অষ্টকৃষ্ণল দণ্ডিত হইবে এবং সে তাহার বেতন পাইবে না। যে ব্যক্তি ভৃত্যের নিকট সংগৃহীত বস্তু প্রত্যর্পণ বা যথাকালে তাহার বেতন অর্পণ না করে অথবা অসময়ে ভৃত্যকে পরিত্যাগ করে, তাহার এক শত কৃষ্ণল দণ্ড হইবে। যে ব্যক্তি সত্যপূর্ব্বক গ্রাম, দেশ এবং শস্যের বিভাগ করিয়া দিয়া লোভবশত পুনরায় মিথ্যা কথা বলে, তাহাকে রাজা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। কোন বস্তু ক্রয় অথবা বিক্রয় করিলে তৎকালে যদি ক্রীতবস্তুর বা বিক্রয়-মূল্যের অবশেষ থাকে, তবে দশদিনের মধ্যে উহার আদান প্রদান করিবে; যদি দশ দিনের মধ্যে ঐরূপ আদান প্রদান না হয়, তাহা হইলে রাজা ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে ছয় শত কৃষ্ণল দণ্ড করিবেন। যে ব্যক্তি কন্যার দোষ গোপন করিয়া কন্যা প্রদান করে, রাজা তাহার ষণ্ণবতি পণ দণ্ড করিবেন। "এই কন্যা ভাল নহে" এইরূপ বলিয়া যে মানব কন্যার দোষ কীর্ত্তন করে, ঐ দোষ সপ্রমাণ করিতে না পারিলে সে শত পণ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি এক কন্যাকে দেখাইয়া বিবাহকালে অপর কন্যা সম্প্রদান করে রাজা তাহার উত্তমসাহস দণ্ড করিবেন। বর স্বীয় দোষ গোপন করিয়া যদি কোন কন্যার পাণিপীড়ন করে, তবে তাহার দ্বিশতপণ দণ্ড হইবে আর ঐ কন্যা দত্তা হইলেও অদত্তার ন্যায় হইবে। একবার এক জনকে কন্যা প্রদান করিয়া যেজন পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে কন্যা প্রদান করে, রাজা তাহারও উত্তম সাহস দণ্ড করিবেন। "আমি এই দ্রব্য তোমাকে নিশ্চয় বিক্রয় করিব" এইরূপ সত্য করিয়া লোভ বশতঃ যে ব্যক্তি পুনরায় অন্যত্র বিক্রয় করে, সে ছয় শতপণ দণ্ডনীয়। ১—২০। যে পণ গ্রহণ করিয়া কন্যা বিক্রয় করে, এবং সত্য করিয়া তাহা পালন করে না, রাজা তাহাকে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা। মূল্যের কিছু অংশ বায়না প্রদান করিয়া ক্রেতা যদি পণ্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে মধ্যম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ঐ পণ্য পরিত্যাগ করিবে। গোপালনের উপযুক্ত বেতন গ্রহণ

স তু দণ্ড্যঃ শতং রাজ্ঞা সুবর্ণকাপ্যরক্ষিতা ॥২৩
দণ্ডং দত্ত্বা তু বিরমেৎ স্থাপিতঃ কৃতলক্ষণঃ।
বন্ধঃ কার্য্যান্বিতৈঃ পাশৈস্তস্য কর্ম্মকরো ভবেৎ
ধনুঃশতপরীণাহো গ্রামস্য তু সমন্ততঃ।
দ্বিগুণং ত্রিগুণং বাপি নগরস্য তু কল্পয়েৎ ॥২৫
বৃতিং তত্র প্রকুর্ব্বীত যামুষ্ট্রো নাবলোকয়েৎ।
ছিদ্রং বা বারয়েৎ সর্ব্বং শ্বশূকরমুখানুগম্ ॥২৬
যত্রাপরিবৃতং ধান্যং বিহিংস্যুঃ পশবো যদি।
ন তত্র কারয়েদ্দণ্ডং নৃপতিঃ পশুরক্ষিণে ॥ ২৭
অনির্দ্দশাহাং গাং সূতাং বৃষং দেবপশুং তথা।
ছিন্নং বা বারয়েৎ সর্ব্বং ন দণ্ড্যা মনুরব্রবীৎ
অথোঽন্যথা বিনষ্টস্য দশাংশং দণ্ডমর্হতি।
পাল্যস্য পালকস্বামী বিনাশে ক্ষত্রিয়স্য তু ॥২৯
ভক্ষয়িত্বোপবিষ্টস্য দ্বিগুণং দণ্ডমর্হতি।
বিশং দণ্ড্যাদশগুণং বিনাশে ক্ষত্রিয়স্য তু ॥৩০
গৃহং তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বাপি সমাহরন্।
শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃ স্যাদজ্ঞানাদ্দ্বিশতো দমঃ ॥ ৩১
সীমাবন্ধনকালে তু সীমাং যো হি কারয়েৎ।
তেষাং সংজ্ঞাং দদা যস্তু জিহ্বাচ্ছেদনমাপ্নুয়াৎ ॥
অথৈনামপি যো দদ্যাৎ সংবিদং বাধিগচ্ছতি।
উত্তমং সাহসং দণ্ড্য ইতি স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
বর্ণানামানুপূর্ব্ব্যেণ ত্রয়াণামবিশেষতঃ।
অকার্য্যকারিণঃ সর্ব্বান্ প্রায়শ্চিত্তানি কারয়েৎ
অসত্যেন প্রমাপ্য স্ত্রী শূদ্রহত্যা ব্রতং চরেৎ।
দানেন চ ধনেনৈকং সর্পাদীনামশক্নুবন্ ॥ ৩৪
একৈকং স চরেৎ কৃচ্ছ্রং দ্বিজঃ পাপাপনুত্তয়ে।
ফলদানাঞ্চ বৃক্ষাণাং ছেদনে জপ্যমৃক্শতম্ ॥

করিয়া যে গোপাল গাভীর দুগ্ধ দোহন করে না, বা গোরক্ষণ করে না রাজা তাহাকে শত সুবর্ণ দণ্ড করিবেন। দণ্ডদান করিয়া নৃপতি বিরত হইবেন। অতঃপর রাজা কর্ত্তৃক কৃতচিহ্ন অপরাধী লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রাজাদিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। গ্রামের বহির্ভাগে শত ধনু-বিস্তৃত কারাগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, আর নগরে কারাগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে উহার বিস্তৃতি দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ হইবে। ঐ কারাগৃহের বেষ্টন এরূপ হইবে যে, উষ্ট্র তাহার অভ্যন্তর অবলোকন করিতে না পারে, এবং শূকর বা কুকুর প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ ছিদ্রও তাহাতে না থাকে। বৃতি দ্বারা অনাবৃত ক্ষেত্রের শস্য যদি পশুগণ নষ্ট করে, তবে রাজা সেই পশুপালকের দণ্ড করিবেন না। মনু বলিয়াছেন,—প্রসবের পর দশ দিন অতিক্রান্ত হয় নাই, এরূপ গাভী, এবং দেবতোদ্দেশে উৎসৃষ্ট বৃষ,—ক্ষেত্রাদির পথ বদ্ধ সত্ত্বেও শস্য নষ্ট করিলে পশুপালক দণ্ডনীয় হইবে না, ইহা ভিন্ন অন্য প্রকারে ক্ষেত্রস্বামীর শস্য নষ্ট করিলে পশুপালক ও পশুস্বামীর বিনাশিত শস্যের দশগুণ দণ্ড হইবে। পশুসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক পশু দ্বারা শস্য নাশ করাইলে উহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। আর বৈশ্য কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়স্বামিক শস্যের বিনাশ সাধিত হইলে তাহার দশগুণ দণ্ড হইবে। গৃহ, তড়াগ, উদ্যান, ক্ষেত্র—জ্ঞানপূর্ব্বক এই সকল হরণ করিলে পঞ্চশত, অজ্ঞানপূর্ব্বক করিলে দ্বিশত দম দণ্ড হইবে। সীমানির্দ্দেশ সময়ে যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করে এবং অন্যকে সীমা লঙ্ঘনের পরামর্শ প্রদান করে, তাহার জিহ্বা ছেদন দণ্ড। শপথ করিয়া যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনকারীর পরামর্শ সমর্থন করে, স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। অকার্য্যকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য এই বর্ণত্রয় অবিশেষ ক্রমে আনুপূর্ব্বিক প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবে।২১—৩৪। কোন স্ত্রী যদি কপট চাপল্যে কাহাকে বধ করে, তবে সে শূদ্রহত্যার বিহিত পাপনাশক ব্রত আচরণ করিবে। সর্পাদির বধে দ্বিজগণ যদি ধনদানে প্রায়শ্চিত্ত করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে ঐ পাপক্ষয় কামনায় এক একটী কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে। ফলবান্ বৃক্ষ এবং গুল্ম, বল্লী, লতা, পুষ্পিত

গুল্ম-বল্লী-লতানাঞ্চ পুষ্পিতানাঞ্চ বীরুধাম্।
অস্থিমতাঞ্চ সত্বানাং সহস্রস্য প্রমাপণে।
পূর্ণে বানস্তবস্থাতুং শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ॥ ৩৭
কিঞ্চিদ্দেয়ঞ্চ বিপ্রায় দত্যাদস্থিমতাং বধে।
অনস্থ্নাঞ্চৈব হিংসায়াং প্রাণায়ামৈর্বিশুধ্যতি॥
অন্নাদিজানাং সত্বানাং রসজানাঞ্চ সর্বশঃ।
ফল-পুষ্পোদ্ভাতানাঞ্চ ঘৃতপ্রাশো বিশোধনম্
কৃষ্টানামোষধীনাঞ্চ জাতানাঞ্চ স্বয়ং বনে।
বৃথাচ্ছেদেন গচ্ছেত দিনমেকং পয়োব্রতী॥
এতৈর্ব্রতৈরপোহ্যং স্যাদেনো হিংসাসমুদ্ভবম্।
স্তেয়কর্ত্তৃপহর্ত্তৃণাং শ্রূয়তাং ব্রতমুত্তমম্॥ ৪১
ধান্যান্নধনচৌর্য্যাণি কৃত্বা কামাদ্দ্বিজোত্তমঃ।
সজাতীয়গৃহাদেব কৃচ্ছ্রার্দ্ধেন বিশুধ্যতি॥ ৪২
মনুষ্যাণান্তু হরণে স্ত্রীণাং ক্ষেত্র-গৃহস্য তু।
কূপ-বাপী-জলানান্তু শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্॥ ৪৩
দ্রব্যাণামল্পসারাণাং স্তেয়ং কৃত্বান্যবেশ্মতঃ।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং তন্নির্যাত্যবিশুদ্ধয়ে॥ ৪৪
ভক্ষ্য-ভোজ্যাপহরণে যানশয্যাসনস্য তু।
পুষ্প মূল-ফলানান্তু পঞ্চগব্যং বিশোধনম্॥ ৪৫
তৃণ-কাষ্ঠ-দ্রুমাণান্তু শুষ্কান্নস্য গুড়স্য চ।
চৈলচর্ম্মামিষাণান্তু ত্রিরাত্রং স্যাদভোজনম্॥ ৪৬
মণি মুক্ত-প্রবালানাং তাম্রস্য রজতস্য চ।
অয়স্কাংস্যোপলানাঞ্চ দ্বাদশাহং কণান্নভুক্॥ ৪৭
কার্পাস-কীটজোর্ণানাং দ্বিশফৈকশফস্য চ।
পক্ষিগন্ধৌষধীনাঞ্চ রজ্জ্বাশ্চৈব ত্র্যহং পয়ঃ॥
এতৈর্ব্রতৈরপোহন্তি পাপং স্তেয়কৃতং দ্বিজঃ।
অগম্যাগমনীয়ন্তু ব্রতৈরেভিরপানুদেৎ॥ ৪৯
গুরুতল্পব্রতং কুর্য্যাদ্রেতঃ সিক্ত্বা স্বযোনিষু।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু কুমারীষন্ত্যজাসু চ॥ ৫০
পিতৃস্বস্রীয়ভগিনী স্বস্রীয়াং মাতুরেব চ।
মাতুশ্চ ভ্রাতুরার্য্যায়াং গত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥ ৫১
এতাঃ স্ত্রিয়স্তু ভার্য্যার্থে নোপগচ্ছেৎ তু
বুদ্ধিমান্।

বীরুধ্ ছেদনে শতঋক্ জপ বিধেয়। অস্থি-বিশিষ্ট জন্তু সহস্রসংখ্যক বা শকটপ্রমাণ বধে পাপনাশকামনায় শূদ্রহত্যা ব্রত আচরণ করিবে। অস্থিবিশিষ্ট প্রাণিবধে ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ দান এবং অস্থিহীন প্রাণিবধে প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধ হইবে। অন্নাদি-জাত, সমস্ত রসজাত এবং ফল ও পুষ্পজাত কীট-বধে ঘৃতভোজন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। কর্ষণে জাত কিংবা বনে স্বয়ংজাত ওষধির বৃক্ষচ্ছেদনে একদিন পয়োব্রত আচরণ করিবে। এই সকল দ্বারা হিংসাজনিত পাপ বিদূরিত হইবে। এক্ষণে স্তেয়াদিসমুদ্ভূত পাপনাশক উত্তম ব্রতসকল শ্রবণ কর। সমান জাতির গৃহ হইতে কোন দ্বিজোত্তম ইচ্ছাপূর্ব্বক ধান্য, অন্ন এবং ধন চুরি করিয়া অর্দ্ধকৃচ্ছ্র আচরণে শুদ্ধিলাভ করিবে। পুরুষ, স্ত্রী, ক্ষেত্র, গৃহ, কূপ, বাপী এবং জলহরণে চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। অন্যের গৃহ হইতে অল্প মূল্যের দ্রব্য হরণ করিয়া বিশুদ্ধি নিমিত্ত কৃচ্ছ্র সান্তপন আচরণ করিলে পাপ বিনষ্ট হইবে। ভক্ষ্য, ভোজ্য, যান, শয্যা, আসন, পুষ্প, মূল এবং ফল হরণে পঞ্চগব্যপানেই বিশোধন হইবে। তৃণ, কাষ্ঠ, বৃক্ষ, শুষ্কান্ন, গুড়, বস্ত্র, চর্ম্ম এবং আমিষ হরণে ত্রিরাত্র উপবাস কর্ত্তব্য। মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, লৌহ, কাংস্য এবং প্রস্তর হরণ করিয়া দ্বাদশ দিন অন্ন-কণা ভোজন করিবে। কার্পাস, কীট-জাত ঊর্ণা, দ্বিশফ কি একশফ-বিশিষ্ট জন্তু, পক্ষী, গন্ধ, ওষধি এবং রজ্জু চুরি করিলে দিনত্রয় দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। ৩৫—৪৮। দ্বিজাতি এইরূপ ব্রতাচরণ করিয়া চৌর্য্যজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এক্ষণে অগম্যাগমন সম্বন্ধীয় পাপবিনাশক ব্রতাদির বিষয় কথিত হইতেছে। পরযোনিতে রেতঃসেক করিয়া গুরুতল্পগসব্রত অর্থাৎ গুরু দারগমনের জন্য বিহিত পাপনাশক ব্রতাচরণ করিবে। সখা বা স্ত্রী, পুত্রবধূ, অন্ত্যজ, কুমারী, মাসতুত ও পিসতুত ভগিনী, কিংবা মাতা ও ভ্রাতার ভার্য্যা স্ত্রী গমন করিয়া চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে।

জ্ঞাতীনাঞ্চ স্ত্রিয়ো যাস্তু পতিতানুগতাশ্চ যাঃ ॥
অমানুষীষু পুরুষো হ্যুদক্যায়ামযোনিষু।
রেতঃ সিক্ত্বা জলে চৈব কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ
মৈথুনঞ্চ সমালোক্য পুংসি যোষিতি বা দ্বিজঃ।
গোযানেঽপ্সু দিবা চৈব সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ
চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি
বিপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ং ভর্ত্তা নিরুন্ধ্যাদেবকবেশ্মনি।
যৎ পুংসঃ পরদারেষু তচ্চৈনাং চারয়েদ্‌ব্রতম্ ॥
সা চেৎ পুনঃ প্রদুষ্যেত্তু সদৃশেনোপমন্ত্রিতা।
কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণঞ্চৈব তৎ তস্যাঃ পাবনং স্মৃতম্ ॥
যঃ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনং দ্বিজঃ।
তদেকভুক্ * জপেন্নিত্যং ত্রিভির্বর্ষৈর্ব্যপোহতি
এষা পাপকৃতামুক্তা চতুর্ণামপি নিষ্কৃতিঃ।
পতিতৈঃ সম্প্রযুক্তানামিমাং শৃণুত নিষ্কৃতিম্ ॥

জ্ঞাতি স্ত্রী, পতিত জনের অনুগতা স্ত্রী ও ঋতুমতী স্ত্রী ও রোগগ্রস্ত নারী—বুদ্ধিমান মানব এই সকলকে কদাচ ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবেন না। জলে রেতঃসেক করিয়া কৃচ্ছ্র-সান্তপন করিবে; স্ত্রী-পুরুষের মৈথুন অবলোকন, গোযান এবং জলে কিংবা দিবসে রেতঃসেক করিলে বস্ত্রসহ স্নান করিবে। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানপূর্ব্বক চাণ্ডাল ও অন্ত্যজ স্ত্রী-গমন, তদ্গৃহে ভোজন এবং তাহার নিকট প্রতিগ্রহ করিলে পতিত হয়, আর জ্ঞানপূর্ব্বক করিলে তজ্জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিপ্র কর্ত্তৃক দূষিত স্ত্রীকে তাহার স্বামী এক নির্জ্জন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, আর পরদারে যে পুরুষের অভিলাষ তাহাকেও ঐরূপ করিবে। সেই স্ত্রী যদি পুনরায় কোন পরপুরুষকর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া দূষিত হয়, তবে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণেই তাহার পবিত্রতা সাধিত হইবে। যে দ্বিজ একরাত্রি বৃষলীসেবন করে, প্রতিদিন একভুক্ হইয়া এক বৎসর জপ করিলে সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

* তদ্ভক্ষ্যভুগিতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।

সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।
যাজনাধ্যাপনাদ্‌যৌনাদন্নযানাশনাসনাৎ ॥ ৬০
যো যেন পতিতেনৈষাং সংসর্গং যাতি মানবঃ।
স তস্যৈব ব্রতং কুর্য্যাৎ তৎসংসর্গবিশুদ্ধয়ে ॥ ৬১
পতিতস্যোদকং কার্য্যং সপিণ্ডৈর্বান্ধবৈঃ সহ।
নিন্দিতেঽহনি সায়াহ্নে জ্ঞাতির্ভির্গুরুসন্নিধৌ ॥
দাসী ঘটমপাং পূর্ণং পর্য্যস্যেৎ প্রেতবৎ সদা।
অহোরাত্রমুপাসীরন্ নাশৌচং বান্ধবৈঃ সহ ॥
নিবর্ত্তয়েরংস্তস্মাৎ তু সম্ভাষণ সহাসনম্।
দায়াদস্য প্রমাণঞ্চ যাত্রামেবঞ্চ লৌকিকীম্ ॥ ৬৪
জ্যেষ্ঠাভাবান্নিবর্ত্তেত জ্যৈষ্ঠ্যাবাপ্তঞ্চ যৎ পুনঃ
জ্যেষ্ঠাংশং প্রাপ্নুয়াচ্চাস্য যবীয়ান্ গুণতোঽধিকঃ
স্থাপিতাঞ্চাপি মর্য্যাদাং যে ভিন্দ্যুঃ পাপকর্ম্মিণঃ

পাপাচারণকারী চারিবর্ণেরই এই নিষ্কৃতি কথিত হইল, এক্ষণে পতিতের সহিত সংসর্গ-জনিত পাপের নিষ্কৃতি শ্রবণ কর। যাজন, অধ্যাপন, যৌনসম্বন্ধ, ভোজন, অনুগমন, ও একাসনে উপবেশন,—পতিতের সহিত এক বৎসর এই সকল আচরণ করিলে পতিত হয়। ইহার মধ্যে পতিতের সহিত যে যেরূপ নিন্দিত সংসর্গই করুক না কেন, সেই মানব সংসর্গ-দোষ শুদ্ধির জন্য তত্তদ্ ব্রতাচরণ করিবে; কিন্তু সে প্রেতের ন্যায়ই থাকিবে। নিন্দিত-দিনের সায়ংসময়ে পতিতের সপিণ্ড জ্ঞাতিবান্ধবগণ গুরুসমীপে তাহার উদকক্রিয়া করিবে। তাহার দাসী তৎপ্রীতির নিমিত্ত নৈঋত কোণে একটী জলপূর্ণ ঘট নিক্ষেপ করিবে, বান্ধবগণ অহোরাত্র উপবাসী থাকিবে এবং তাহারা ঐ প্রেতের অশৌচ গ্রহণ করিবে না। পতিতের বান্ধবগণ তৎসহ সম্ভাষণ, একাসনে উপবেশন ও একত্র বিচরণ করিবে না। ঐ পতিত যে তাহাদের জ্ঞাতি, ইহাও প্রকাশ করিবে না, ইহাই লৌকিক নিয়ম। ৫৯—৬৪। জ্যেষ্ঠাভাবে যেরূপ জ্যেষ্ঠের ভাগপ্রাপ্তির নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পতিত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠাংশ কনিষ্ঠ প্রাপ্ত হইবে।

সর্ব্বে পৃথগ্‌দণ্ডনীয়া রাজ্ঞা প্রথমসাহসম্॥ ৬৬
শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমর্হতি।
বৈশ্যস্তু দ্বিশতং রাজন্ শূদ্রস্তু বধমর্হতি॥ ৬৭
পঞ্চাশদ্‌ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।
বৈশ্যস্যাপ্যর্দ্ধপঞ্চাশচ্ছূদ্রে দ্বাদশকো দমঃ॥ ৬৮
ক্ষত্রিয়স্যাপ্নুয়াদ্বৈশ্যঃ সাহসং পুনরেব চ।
শূদ্রঃ ক্ষত্রিয়মাক্রুশ্য জিহ্বাচ্ছেদনমাপ্নুয়াৎ॥ ৬৯
পঞ্চাশৎ ক্ষত্রিয়ো দণ্ড্যস্তথা বৈশ্যাভিশংসনে।
শূদ্রে চৈবার্দ্ধপঞ্চাশৎ তথা ধর্ম্মো ন হীয়তে॥ ৭০
বৈশ্যস্যাক্রোশনে দণ্ড্যঃ শূদ্রশ্চোত্তমসাহসম্।
শূদ্রাক্রোশে তথা বৈশ্যঃ শতার্দ্ধং দণ্ডমর্হতি॥ ৭১
সবর্ণাক্রোশনে দণ্ডস্তথা দ্বাদশকঃ স্মৃতম্।
বাবদেষ্বচনীয়েষু তদেব দ্বিগুণং ভবেৎ॥ ৭২
একজাতির্দ্বিজাতিন্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্যং প্রথমো হি সঃ

নাম-জাতি-গৃহং তেষামভিদ্রোহেণ কুর্ব্বতঃ।
নিক্ষেপ্যোঽয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ॥
ধর্ম্মোপদেশং শূদ্রস্তু দ্বিজানামভিকুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ
শ্রুতিং দেশঞ্চ জাতিঞ্চ কর্ম্ম শরীরমেব চ।
বিতথঞ্চ ব্রুবন্ দণ্ড্যো রাজ্ঞা দ্বিগুণসাহসম্॥ ৭৬
যস্তু পাতকসংযুক্তঃ ক্ষিপেদ্বর্ণান্তরং নরঃ।
উত্তমং সাহসং দণ্ডঃ পাত্যন্তস্মিন্ যথাক্রমম্॥
রাজ্ঞো নিবেশনিয়মং বিতথং যান্তি বৈ মিথঃ।
সর্ব্বে দ্বিগুণদণ্ড্যাস্তে বিপ্রলম্ভাপ্রপস্য তু॥ ৭৮
প্রীত্যা ময়াস্যাভিহিতং প্রমাদেনাথবা বদেৎ।
ভূয়ো ন চৈবং বক্ষ্যামি স তু দণ্ডার্দ্ধভাগ্‌ভবেৎ
কাণং বাপ্যথ বা খঞ্জমন্ধঞ্চাপি তথাবিধম্।
তথ্যেনাপি ব্রুবন্ দাপ্যো দণ্ডং কার্ষাপণং ধনম্
মাতরং পিতরং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং শ্বশুরং গুরুম্

মর্য্যাদা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে, যে পাপকারীরা উহার ভেদ করে, রাজা সেই ভেদকারীদিগের প্রত্যেকের প্রথম সাহস দণ্ড করিবেন। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিলে শত, বৈশ্য দ্বিশত এবং শূদ্র বধদণ্ড প্রাপ্ত হইবে, আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে রূঢ়বাক্য কহিলে পঞ্চাশৎ, বৈশ্যের প্রতি কহিলে পঞ্চবিংশতি এবং শূদ্রের প্রতি কহিলে দ্বাদশ দম দণ্ড প্রাপ্ত হইবেন। বৈশ্য, ক্ষত্রিয়ের প্রতি কটু-বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রথম সাহস দণ্ড এবং শূদ্র ক্ষত্রিয়ের প্রতি করিলে জিহ্বাচ্ছেদনরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। বৈশ্যের নিন্দায় ক্ষত্রিয়ের পঞ্চাশৎ, এবং শূদ্রের প্রতি ঐরূপ নিন্দায় ক্ষত্রিয়ের পঞ্চবিংশতি দণ্ড; ইহাতে ধর্ম্মের অপলাপ ঘটিবে না। বৈশ্যের কটূক্তিতে শূদ্রের উত্তমসাহস এবং শূদ্রের প্রতি কটু বলিলে বৈশ্যের শতার্দ্ধ দণ্ড হইবে এবং সমান জাতির পরস্পর রূঢ়ভাষণে দ্বাদশ দণ্ড কথিত হয়। কলহকালে যে ব্যক্তি অকথ্যভাষা প্রয়োগ করে, তাহারও দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। দ্বিজেতরজাতি যদি দ্বিজাতির প্রতি দারুণ বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ইহা প্রথমাপরাধ হইলে উত্তম সাহস এবং দ্বিতীয়াপরাধ হইলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ দণ্ড হইবে। নাম, জাতি ও গৃহের কথা উল্লেখপূর্ব্বক যে দ্রোহ করে, জ্বলন্ত দ্বাদশাঙ্গুল লৌহ শঙ্কু তাহার মুখে নিক্ষেপ করিবেন। শূদ্র দ্বিজগণকে ধর্ম্মোপদেশ করিলে রাজা তাহার মুখে ও কাণে তপ্ততৈল সেচন করিবেন শ্রুতি, দেশ, জাতি এবং কায়িককার্য্য সম্বন্ধে গ্লানি করিলে রাজা দ্বিগুণ সাহস দণ্ড করিবেন। পাতকী ব্যক্তি ব্রাহ্মণাদি অন্য বর্ণের প্রতি কটূক্তি করিলে রাজা যথা-ক্রমে তাহার উত্তম সাহসাদি দণ্ড করি-বেন। যাহারা রাজনির্দ্দিষ্ট বিধির অতিক্রম করিবে বা রাজার প্রতি বিরোধোক্তি করিবে, তাহারা সকলেই দ্বিগুণ সাহস দণ্ড্য হইবে। ৬৫—৭৮। "আমি প্রীতিবশতঃ বা প্রমাদহেতু বলিয়াছি" যে, এইরূপ স্বীকার করিবে, রাজা তাহাকে "পুনরায় আর কখনও বলিব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের অর্দ্ধদণ্ড করিবেন। কাণ, খঞ্জ কিম্বা অন্ধের প্রতি জ্ঞানপূর্ব্বক কটূক্তি করিলে তাহার এক কার্ষাপণ দণ্ড। মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা,

আক্রোশয়ন্ শতং দণ্ড্যঃ পন্থানঞ্চার্দ্দয়ন্ গুরোঃ
গুরুবর্জ্জন্তু মানার্হং যো হি মার্গং ন যচ্ছতি । *
স দাপ্যঃ কৃষ্ণলং রাজ্ঞস্তস্য পাপস্য শান্তয়ে ॥
একজাতির্দ্বিজাতিন্তু যেনাঙ্গেনাপরাধ্নুয়াৎ ।
তদেব ছেদয়েৎ তস্য ক্ষিপ্রমেবাবিচারয়ন্ ॥ ৮৩
অবনিষ্ঠীবতো দর্পাদ্দ্বাবোষ্ঠৌ ছেদয়েন্নৃপঃ ।
অবমূত্রয়তো মেঢ্রমপশব্দয়তো গুদম্ ॥ ৮৪
সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাপ্যস্য কর্ত্তয়েৎ
কেশেষু গৃহ্ণতো হস্তং ছেদয়েদবিচারয়ন্ ।
পাদয়োর্নাসিকায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ ॥ ৮৬
ত্বগ্‌ভেদকঃ শতং দণ্ড্যো লোহিতস্য চ দর্শকঃ
মাংসভেত্তা চ ষন্নিকান্ নির্ব্বাস্যস্ত্বস্থিভেদকঃ ॥ ৮৭
অঙ্গভঙ্গকরস্যাঙ্গং তদেবাপহরেন্নৃপঃ ।
দণ্ডপারুষ্যকৃদ্দণ্ড্যঃ সমুত্থানব্যয়ং তথা ॥ ৮৮
অর্দ্ধপাদকরঃ কার্য্যো গোগজাশ্বোষ্ট্রঘাতকঃ ।
পশুক্ষুদ্রমৃগাণাঞ্চ হিংসায়াং দ্বিগুণো দমঃ ॥ ৮৯
পঞ্চাশচ্চ ভবেদ্দণ্ড্যস্তথৈব মৃগ-পক্ষিষু ।
কৃমি-কীটেষু দণ্ড্যঃ স্যাদ্রজতস্য চ মাষকম্ ॥ ৯০
তস্যানুরূপং মূল্যঞ্চ প্রদদ্যাৎ স্বামিনে তথা ।
স্ব-স্বামিকানাং সকলং শেষাণাং দণ্ডমেব তু ॥
বৃক্ষন্তু সকলং ছিত্বা সুবর্ণং দণ্ডমর্হতি ।
দ্বিগুণং দণ্ডয়েচ্চৈনং পথি সীম্নি জলাশয়ে ॥ ৯২
ছেদনাদফলস্যাপি মধ্যমং সাহসং স্মৃতম্ ।
গুল্ম-বল্লী-লতানাঞ্চ সুবর্ণস্য চ মাষকম্ ॥ ৯৩
বৃথাচ্ছেদী তৃণস্যাপি দণ্ড্যঃ কার্ষাপণং ভবেৎ ।
ত্রিভাগং কৃষ্ণলা দণ্ড্যাঃ প্রাণিনস্তাড়নে তথা ॥
দেশ-কালানুরূপেণ মূল্যং রাজা ক্রমাদিষু ।
তৎস্বামিনস্তথা দণ্ড্যা দণ্ডমুক্তস্য পার্থিব ॥ ৯৫

শ্বশুর, গুরু, ইহাঁদিগের প্রতি রূঢ় বাক্য বলিলে বা ইহাঁদের পথ রোধ করিলে শত কার্ষাপণ দণ্ড। গুরুভিন্ন অন্য মান্য ব্যক্তির পথ প্রদান না করিলে, তাহার পাপশান্তির নিমিত্ত এক কৃষ্ণল দণ্ড করিবেন। যে কোন জাতি, দ্বিজাতির নিকট যে অঙ্গ দ্বারা অপরাধ করিবে, বিনা বিচারে রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন। দর্পসহকারে নিষ্ঠীবন, প্রস্রাব বা বাতকর্ম্ম করিলে যথাক্রমে রাজা তাহার ওষ্ঠ, মেঢ্র ও গুহ্যদ্বার ছেদনরূপ দণ্ড করিবেন। নিকৃষ্ট ব্যক্তি উৎকৃষ্টের সহিত একাসনে উপবেশন করিতে অভিপ্রায় করিলে রাজা তাহার কটীদেশে, একটী চিহ্ন করিয়া তাহাকে নির্ব্বাসিত করিবেন, অথবা তাহার পশ্চাদ্‌ভাগ ছেদন করিয়া দিবেন। নীচব্যক্তি উৎকৃষ্টের হস্ত, পদ, নাসিকা, গ্রীবা কিংবা বৃষণ ধারণ করিলে বিনা বিচারে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদন করিবেন। চর্ম্মভেদ করিয়া রক্ত বাহির করিলে শত দণ্ড, মাংসভেদ করিলে ছয় নিষ্ক এবং অস্থি ভাঙ্গিয়া দিলে রাজা ভেত্তাকে নির্ব্বাসিত করিবেন। অঙ্গ ভঙ্গ করিলে যে অঙ্গ দ্বারা উহা কৃত হইয়াছে রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন। অভি-যোগ উপস্থিত করিবার ব্যয়সহ দণ্ডপারুষ্য-কারী দণ্ডনীয় হইবে। গো, গজ, অশ্ব, এবং উষ্ট্র বিনষ্ট করিলে তাহার একখানি পা কাটিয়া দিবেন, আর ক্ষুদ্র পশু ও মৃগ বধে দ্বিগুণ দম, ক্ষুদ্র মৃগ, ও পক্ষী বধ করিলে পঞ্চাশ এবং কৃমি, কীট বধ করিয়া একমাষা রজত দণ্ডনীয় হইবে এবং ঐ পশু-স্বামীকে তাহার যোগ্য মূল্য প্রদান করিবে। এক্ষণে অন্যান্য দণ্ডের বিষয় কীর্ত্তন করি-তেছি। ফলবান্ বৃক্ষচ্ছেদনে সুবর্ণদণ্ড দিবে। ঐ বৃক্ষ যদি কোন সীমা, পথ বা জলাশয় সমীপে থাকে, তবে ঐ বৃক্ষ ছেত্তার দ্বিগুণ দণ্ড। অফল বৃক্ষের ছেদনে মধ্যম সাহস, গুল্ম, বল্লী ও লতা ছেদনে একমাষা সুবর্ণ; বিনা প্রয়োজনে তৃণচ্ছেদনে কর্ষাপণ, এবং প্রাণীদিগের তাড়নে তিনভাগ কৃষ্ণল দণ্ড-নীয় হইবে। বৃক্ষাদির ছেদনে রাজা দেশ-কালানুসারে উহার উচিত মূল্য দণ্ড করি-

---

* মার্গার্হমিতি পাঠান্তরম্ ।

যত্রাভিবর্ত্ততে যুগ্যং বৈগুণ্যাৎ প্রাজকস্য তু।
তত্র স্বামী ভবেদ্দণ্ড্যো নাগুশ্চেৎ প্রাজকো ভবেৎ॥ ৯৬
প্রাজকস্ত ভবেদাপ্তঃ প্রাজকো দণ্ডমর্হতি।
নাস্তি দণ্ডশ্চ তস্যাপি তথা বৈ হেতুকারকঃ॥৯৭
দ্রব্যাণি যো হরেদ্‌যস্য জানতোঽজানতোঽপি বা।
স তস্যোৎপাদয়েৎ তুষ্টিং রাজ্ঞো দদ্যাৎ ততো দমম্‌॥৯৮
যস্তু রজ্জুং ঘটং কূপাদ্ধরেদ্ভিন্দ্যাচ্চ তাং প্রপাম্‌
স দণ্ডং প্রাপ্নুয়ান্মাষং তচ্চ সম্প্রতিপাদয়েৎ॥৯৯
ধান্যং দশভ্যঃকুম্ভেভ্যো হরতোঽভ্যধিকং বধঃ
শেষেঽপ্যেকাদশগুণং তস্য দণ্ডং প্রকল্পয়েৎ॥
তথা ভক্ষ্যান্নপানানাং ন তথাপ্যধিকে বধঃ।
সুবর্ণ-রজতাদীনামুত্তমানাঞ্চ বাসসাম্‌॥ ১০১
পুরুষাণাং কুলীনানাং নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ।
মহাপশূনাং হরণে শস্ত্রাণামৌষধস্য চ॥ ১০২
মুখ্যানাঞ্চৈব রত্নানাং হরণে বধমর্হতি।
দধ্না ক্ষীরস্য তক্রস্য পানীয়স্য রসস্য চ॥ ১০৩
বেণুবৈদলভাণ্ডানাং লবণানাং তথৈব চ।
মৃন্ময়ানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মৃদো ভস্মন এব চ॥ ১০৪
কালমাসাদ্য কার্য্যঞ্চ রাজা দণ্ডং প্রকল্পয়েৎ।
গোষু ব্রাহ্মণসংস্থাসু মহিষীষু তথৈব চ॥ ১০৫
অশ্বাপহারকশ্চৈব সদ্যঃ কার্য্যোঽর্দ্ধপাদকঃ।
সূত্র-কার্পাস-কিণ্বানাং গোময়স্য গুড়স্য চ॥১০৬
মৎস্যানাং পক্ষিণাঞ্চৈব তৈলস্য চ ঘৃতস্য চ।
মাংসস্য মধুনশ্চৈব যচ্চান্যৎ পশুসম্ভবম্‌॥ ১০৭
অন্যেষাং লবণাদীনাং মদ্যানামোদনস্য চ।
পক্বান্নানাঞ্চ সর্ব্বেষাং তন্মূল্যাদ্দ্বিগুণো দমঃ॥
পুষ্পেষু হরিতে ধান্যে গুল্ম বল্লী-লতাসু চ।
অন্নেষু পরিপূর্ণেষু দণ্ডঃ স্যাৎ পঞ্চমাষকম্‌।
পরিপূর্ণেষু ধান্যেষু শাক-মূল-ফলেষু চ॥ ১০৯
নিরন্বয়ে শতং দণ্ড্যঃ সান্বয়ে দ্বিশতং দমঃ।
যেন যেন যথাঙ্গেন স্তেনোঽন্যেষু বিচেষ্টতে॥

যেন এবং ঐ ব্যক্তি রাজদত্ত দণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া বৃক্ষস্বামীকেও বৃক্ষমূল্য প্রদান করিবে। হে পার্থিব! অপায়গ চালকের শৈথিল্যে যদি রথ-যুগ্য স্থানচ্যুত হয়, তবে রথস্বামী দণ্ডনীয়, আর সারথি নিপুণ হইলে সারথিরই দণ্ড হইবে; পরন্তু সারথি যদি ঐরূপ বিকল হওয়ার হেতু প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহার দণ্ড হইবে না। জ্ঞানপূর্ব্বকই হউক আর অজ্ঞান বশতই হউক, যে যাহার দ্রব্যহরণ করিবে, সে রাজার নিকটে দণ্ড দিয়া দ্রব্যস্বামীর সন্তোষ সম্পাদন করিবে। যে ব্যক্তি কূপ হইতে ঘট বা রজ্জু হরণ করে, কিংবা কূপাদি ভাঙ্গিয়া দেয়, সে একমাষা সুবর্ণ প্রদান করিয়া ঐ কূপাদি-স্বামীর সন্তোষ বিধান করিবে। দশ কলসীর অধিক ধান্য হরণ করিয়া বধ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, ইহা হইতে কম অপহৃত হইলে অপহৃত দ্রব্যের একাদশ গুণ দণ্ড পরিকল্পিত হইবে। ভক্ষ্য, অন্ন, পান, হরণেও ঐরূপ দণ্ড; কিন্তু বন্ধনদণ্ড বিহিত নহে। সুবর্ণ, রজত, উত্তম বস্ত্র, কুলীন পুরুষ, বিশেষতঃ কুলীন স্ত্রী, প্রধান পশু, শস্ত্র, ওষধি এবং শ্রেষ্ঠ রত্ন হরণে বধদণ্ড প্রাপ্ত হইবে। দধি, ক্ষীর, ঘোল, পানীয়, রস, বংশ, কলায়, ভাণ্ড, লবণ, সকল রকম মৃন্ময় বস্তু, মৃত্তিকা, এবং ভস্ম, এই সকলের অপহর্ত্তাকে রাজা যথাকালে দণ্ডিত করিবেন। ব্রাহ্মণের বাড়ী হইতে গো, মহিষী, এবং অশ্ব অপহরণ করিলে রাজা তৎক্ষণাৎ অপহর্ত্তার পাদার্দ্ধ ছেদন করিবেন। সূত্র, কার্পাস, আসব, গোময়, গুড়, মৎস্য, পক্ষী, তৈল, ঘৃত, মাংস, মধু, লবণ, মদ্য, তণ্ডুল ও সর্ব্ববিধ পক্বান্ন এই সকল অপহরণ করিলে অপহৃত দ্রব্যের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ৭৯-১০৮। পুষ্প, হরিতধান্য, গুল্ম, বল্লী, লতা, এবং প্রভূত তণ্ডুল এই সকলের অপহর্ত্তা পঞ্চমাষক দণ্ড্য হইবে। প্রভূত ধান্য, শাক, মূল, ফল এই সকলের অপহরণকর্ত্তা যদি সন্তানহীন হয়, তবে শত দণ্ড, আর পুত্রবান্‌ হইলে দ্বিশত দম। যে যে অঙ্গ দ্বারা

তত্তদেব হরেৎ তস্য প্রত্যাদেশায় পার্থিবঃ ।
দ্বিজোঽধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তির্দ্বাবিক্ষূ দ্বে চ মূলকে ॥
ত্রপুসোর্ব্বারুকৌ দ্বৌ চ তাবন্মাত্রং ফলেষু চ ।
তথা চ সর্ব্বধান্যানাং মুষ্টিগ্রাহেণ পার্থিব ॥ ১১২
শাকে শাকপ্রমাণেন গৃহ্নমাণে ন দুষ্যতি ।
বানস্পত্যং ফলং মূলং দার্ব্বগ্ন্যর্থং তথৈব চ ॥
তৃণং গোঽভ্যবহারার্থমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ ।
অদেববাটিজং পুষ্পং দেবতার্থং তথৈব চ ॥১১৪
আদদানঃ পরক্ষেত্রাদ্ দণ্ডং দাতুমর্হতি ।
শৃঙ্গিণং নখিনং রাজন্ দংষ্ট্রিণঞ্চ বধোদ্যতম্ ॥
যো হন্যাদ্ স পাপেন লিপ্যতে মনুজেশ্বর ।
গুরুং বা বালবৃদ্ধং বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্ ॥
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন ॥ ১১৭
প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মন্যুস্তং মন্যুমৃচ্ছতি ।
গৃহক্ষেত্রাভিহর্ত্তারস্তথাগম্যাভিগামিনঃ ॥ ১১৮
অগ্নিদো গরদশ্চৈব তথা চাভ্যুদ্যতায়ুধঃ ।
অভিচারন্তু কুর্ব্বাণো রাজগামি চ পৈশুনম্ ॥
এতে হি কথিতা লোকে ধর্ম্মজ্ঞৈরাততায়িনঃ ।
ভিক্ষুকোঽপ্যথবা নারী যোঽপিবাস্যাৎকুশীলবঃ
প্রবিশেৎ প্রতিষিদ্ধস্তু প্রাপ্নুয়াদ্দ্বিগুণং দমঃ ।
পরস্ত্রীণান্তু সম্ভাষে তীর্থেঽরণ্যে গৃহেঽপি বা ॥
নদীনাঞ্চৈব সম্ভেদৈঃ স সংগ্রহণমাপ্নুয়াৎ ।
ন সম্ভাষেৎ পরস্ত্রীভিঃ প্রতিষিদ্ধঃ সমাচরেৎ ॥
প্রতিষিদ্ধে সমাভাষ্য সুবর্ণং দণ্ডমর্হতি ।
নৈষচারণদারেষু বিধিরাত্মোপজীবিষু ॥১২৩
সজ্জয়ন্তি মনুষ্যৈস্তা নিগূঢ়ং বা চরন্ত্যত ।
কিঞ্চিদেব তু দাপ্যঃ স্যাৎ সম্ভাষেণোপচারয়ন্ ॥
প্রেষ্যাসু চৈব সর্ব্বাসু গৃহপ্রব্রজিতাসু চ ।
যোঽকামাং দূষয়েৎ কন্যাং স সদ্যো বধমর্হতি ॥

চুরি বা চুরির চেষ্টা করে, রাজাদেশে চোরের সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিবে। পথে চলিতে চলিতে কোন বৃত্তিহীন দ্বিজ যদি পরক্ষেত্র হইতে দুই খানি ইক্ষু বা দুইটি মূল গ্রহণ করেন, ত্রপু ও দুইটি ফুটি বা কিছু ফল আর সকল ধান্যের এক এক মুষ্টি গ্রহণ করেন, তবে রাজা তাহার পূর্ব্ববৎ দণ্ড বিধান করিবেন। হে পার্থিব! মুষ্টি প্রমাণ শাক গ্রহণ করিয়া দ্বিজ দণ্ডনীয় হইবেন না। বনস্পতির ফল, মূল, অগ্নির জন্য কাষ্ঠ, ও গোর জন্য তৃণ গ্রহণ,—হে পার্থিব! মনু বলিয়াছেন, এই সকলকে চুরি বলা যায় না। প্রতিষ্ঠিত দেবতাহীন বাটী হইতে দেবোদ্দেশে পুষ্প চয়ন করিলে—উহা অন্য ক্ষেত্র হইতে আনীত হইলেও আনয়নকারী দণ্ডিত হইবে না। হে রাজন্! মারিতে উদ্যত শৃঙ্গী, নখী, এবং দংষ্ট্রীকে যে ব্যক্তি বধ করে, হে মনুজেশ্বর! সে পাপলিপ্ত হইবে না। গুরুই হউক, বা বালক, বৃদ্ধ, বা বেদ-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণই হউক, আততায়ীকে সমীপাগত দেখিয়া বিনা বিচারে তাহাকে বধ করিবে, কেননা আততায়িবধে হননকারীর কোনও দোষ হয় না। প্রকাশ্যেই হউক, আর গোপনেই হউক, ক্ষেত্র ও দারাপহারক, অগম্যগমনকারী, অগ্নিদ, গরদ, মারণার্থ অস্ত্রোত্তোলনকারী, অবিচার-পরায়ণ, রাজার প্রতি পৈশুন্যকারী, এবং সর্ব্বদা ক্রোধন ও দৈন্যযুক্ত,—সংসারে ধর্ম্মজ্ঞগণ ইহাদিগকেই আততায়ী বলিয়া থাকেন। ভিক্ষুক অথবা নারী কিংবা দুঃশীল, ইহারা প্রতিষিদ্ধ হইয়া কোথাও প্রবেশ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। তীর্থে, অরণ্যে বা গৃহে পরস্ত্রী সহ সম্ভাষণ করিলে বা নদীসম্ভেদ করিলে তাহার প্রতি সংগ্রহণ নামক দণ্ড প্রযুক্ত হইবে। পরস্ত্রীসহ আলাপ করা বিধেয় নহে, বিশেষতঃ প্রতিষিদ্ধ হইয়াও যদি আলাপ করে, তবে সে সুবর্ণ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যে সকল স্ত্রী নৃত্যাদি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহাদের সহিত ঐরূপ সম্ভাষণ বা তাহার সহিত গোপনে বিচরণ, অথবা তাহার প্রতি পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করিলে সামান্য মাত্র দণ্ডিত হইবে; কারণ উহারা আত্মদান দ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ করে।১০৯-১২৩। সকল প্রকার প্রেষ্যা স্ত্রী গৃহ

সকামাং দূষমাণস্তু প্রাপ্নুয়াদ্দ্বিশতং দমম্।
যশ্চ সহায়কস্তত্র পুরুষঃ স তথা ভবেৎ ॥১২৬
পারদারিকবদ্দণ্ড্যো যোঽপি স্যাদবকাশদঃ।
বলাৎ সন্দূষয়েদ্যস্তু পরভার্য্যাং নরঃ ক্বচিৎ॥
বধো দণ্ডো ভবেৎ তস্য নাপরাধো ভবেৎ স্ত্রিয়াঃ।
রজস্তৃতীয়ং যা কন্যা স্বগৃহে প্রতিপদ্যতে ॥১২৮
অদণ্ড্যা সা তু বন্ধ্বাজ্ঞা বরয়ন্তী পতিং স্বয়ম্।
স্বদেশে কন্যকাং দত্বা তামাদায় তথা ব্রজেৎ॥
পরদেশে ভবেদ্বধ্যঃ স্ত্রীচোরঃ স যতো ভবেৎ
অদ্রব্যাং মৃতপত্নীন্তু সংগৃহ্ণন্নাপরাধ্যাতি ॥ ১৩০
সদ্রব্যাং তাং সংগ্রহীতা দণ্ডস্তু ক্ষিপ্রমর্হতি।
উৎকৃষ্টং যা ভজেৎ কন্যা দেয়া তস্যৈব সা ভবেৎ
যচ্চান্যং সেবমানাঞ্চ সংযতাং বাসয়েদ্‌গৃহে।
উত্তমাং সেবমানস্তু জঘন্যো বধমর্হতি।
জঘন্যমুত্তমা নারী সেবমানা তথৈব চ ॥ ১৩২
ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্‌যা স্ত্রী জ্ঞাতিভির্বলদর্পিতা।
তাঞ্চ নিষ্কাসয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে॥
হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীম্।
বাসয়েৎ স্বৈরিণীং নিত্যং সবর্ণেনাভিদূষিতাম্॥
জ্যায়সা দূষিতা নারী মুণ্ডনং সমবাপ্নুয়াৎ।
বাসশ্চ মলিনং নিত্যং শিখাং সম্প্রাপ্নুয়াদ্দশ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রযোষিতঃ।
ব্রজন্ দাপ্যো ভবেদ্রাজ্ঞা দণ্ডমুত্তমসাহসম্॥
বৈশ্যাগমে চ বিপ্রস্য ক্ষত্রিয়স্যান্ত্যজাগমে।
মধ্যমং প্রথমং বৈশ্যো দণ্ড্যঃ শূদ্রাগমাদ্ভবেৎ॥
শূদ্রঃ সবর্ণাগমনে শতং দণ্ড্যো মহীক্ষিতা।
বৈশ্যস্য দ্বিগুণং রাজন্ ক্ষত্রস্য ত্রিগুণং তথা॥
ব্রাহ্মণশ্চ ভবেদ্দণ্ড্যস্তথা রাজংশ্চতুর্গুণম্।
অগুপ্তাসু ভবেদ্দণ্ড্যঃ সুগুপ্তাস্বধিকো ভবেৎ॥

হইতে প্রব্রজিত অকামা কন্যাকে যে ব্যক্তি দূষিত করে সে বধদণ্ড প্রাপ্ত হইবে। আর সকামাকে দূষিত করিলে দ্বিশত দম দণ্ড হইবে। যে ইহার সহায় হইবে বা সুযোগ দেখাইয়া দিবে, সেও পারদারিকের তুল্য দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। কোনও লোক যদি রাগপূর্ব্বক পরস্ত্রীকে দূষিত করে, তাহারও বধদণ্ড; কিন্তু স্ত্রীর হইতে কোন দোষ ঘটিবে না। তৃতীয় 'বার রজোদর্শনের পর কন্যা গৃহাগত হইয়া স্বয়ং যাহাকে বরণ করিবে, রাজা কর্ত্তৃক সে দণ্ডিত হইবে না। স্বদেশে কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাহাকে পুনরায় গ্রহণপূর্ব্বক যে অন্যদেশে চলিয়া যায়, সে স্ত্রী-চোর ; অতএব তাহার বধদণ্ড বিহিত। অলঙ্কারাদি দ্রব্যবিহীন কোন স্ত্রীকে গ্রহণ করিলে অপরাধ নাই, কিন্তু অলঙ্কারাদি দ্রব্যযুক্ত হইলে সত্বর দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। কন্যা যদি স্বয়ং কোন উৎকৃষ্ট পাত্রকে ভজনা করে, তবে ঐ কন্যা তাহাকে প্রদান করিবে, কেননা অভীষ্ট পাত্রে সম্প্রদান করিয়া তাহাকে গৃহে রাখিয়া দিলেই কন্যা সংযত থাকিবে। জঘন্য ব্যক্তি উত্তমা নারীকে ভজনা করিয়া বধদণ্ড প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ উত্তম নারীও জঘন্যকে সেবা করিয়া তদ্রূপ দণ্ডার্হ হইয়া থাকে। জ্ঞাতিগণের বলে দর্পিত হইয়া যে নারী স্বামীকে লঙ্ঘন করে, রাজা তাহাকে দূর করিয়া দিবেন। সবর্ণ কর্ত্তৃক দূষিতা স্ত্রীকে সকল বিষয়ে অধিকারচ্যুত ও মলিনা করিয়া রাখিবে এবং সেই স্বৈরিণীকে আহার মাত্র প্রদানে নিত্য নিজ আবাসে বাস করাইবে। কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্ত্তৃক দূষিতা নারীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া দশটী শিখা রাখিয়া দিবে এবং সর্ব্বদা তাহার পরিধানে মলিন বসন থাকিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র-স্ত্রী গমন করিলে রাজা তাহার উত্তমসাহস দণ্ড করিবেন। বিপ্রের বৈশ্যাগমনে, ক্ষত্রিয়ের অন্ত্যজাগমনে মধ্যম সাহস এবং বৈশ্যের শূদ্রাগমনে প্রথম সাহস দণ্ড হইবে।১২৫-১৩৭। হে রাজন্! সবর্ণাগমনে রাজা—শূদ্রের শত, বৈশ্যের তাহার দ্বিগুণ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিগুণ এবং ব্রাহ্মণের চতুর্গুণ দণ্ড করিবেন। আত্মাহীনা নারী গমন করিলে যে দণ্ড বিহিত আছে,

মাতা পিতৃস্বসা শ্বশ্রূমাতুলানী পিতৃব্যজা ।
পিতৃব্য-সখি-শিষ্যস্ত্রী ভগিনী তৎসখী তথা ।
ভ্রাতৃভার্য্যাগমে পূর্ব্বাদণ্ডস্ত দ্বিগুণো ভবেৎ ॥
ভাগিনেয়ী তথা চৈব রাজপত্নী তথৈব চ ।
তথা প্রব্রজিতা নারী বর্ণোৎকৃষ্টা তথৈব চ ॥
ইত্যগম্যাশ্চ নির্দ্দিষ্টাস্তাসাস্ত গমনে নরঃ ।
শিশ্নস্যোৎকর্ত্তনং কৃত্বা ততস্ত বধমর্হতি ॥ ১৪২
চণ্ডালীঞ্চ শ্বপাকীঞ্চ গচ্ছন্ বধমবাপ্নুয়াৎ ॥১৪৩
তির্য্যগ্যোনিঞ্চ গোবর্জ্জ্যাংমৈথুনং যো নিষেবতে
বপনং প্রাপ্নুয়াদ্দণ্ডং তস্যাশ্চ যবসোদকম্ ॥১৪৪
সুবর্ণঞ্চ ভবেদ্দণ্ড্যো গাং ব্রজন্ মনুজোত্তম ।
বেশ্যাগামী দ্বিজো দণ্ড্যো বেশ্যাশুল্কসমং পণম্
গৃহীত্বা বেতনং বেশ্যা লোভাদন্যত্র গচ্ছতি ।
বেতনং দ্বিগুণং দদ্যাদ্দণ্ডঞ্চ দ্বিগুণং তথা ॥১৪৬
অন্যমুদ্দিশ্য যো বেশ্যাং নয়েদন্যস্য কারয়েৎ ।
তস্য দণ্ডো ভবেদ্রাজন্ সুবর্ণস্য চ মাষকম্ ॥
নীত্বা ভোগায় যো দদ্যাদ্দাপ্যো দ্বিগুণবেতনম্
রাজ্ঞশ্চ দ্বিগুণং দণ্ডং তথা ধর্ম্মো ন হীয়তে ॥১৪৮
বহূনাং ব্রজতামেকাং সর্ব্বে তে দ্বিগুণং দমম্ ॥
দদ্যুঃ পৃথক্ পৃথক্ সর্ব্বে দণ্ডঞ্চ দ্বিগুণং পরম্ ॥
ন মাতা ন পিতা ন স্ত্রী ন ঋত্বিগ্যাজ্যযানবাঃ
অন্যোন্যং পতিতাস্ত্যাজ্যা ত্যাগে দণ্ড্যাঃ
শতানি ষট্ ॥ ১৫০
পতিতা গুরবস্ত্যাজ্যা ন তু মাতা কথঞ্চন ।
গর্ভধারণপোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী ॥১৫১
অধীয়ানোঽপ্যনধ্যায়ে দণ্ড্যঃ কার্ষাপণত্রয়ম্ ।
অধ্যাপকশ্চ দ্বিগুণং তথাচারস্য লঙ্ঘনে ॥১৫২
অনুক্তস্য ভবেদ্দণ্ডঃ সুবর্ণস্য চ কৃষ্ণলম্ ।
ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যো ভ্রাতা চ সোদরঃ
কৃতাপরাধাস্তর্জ্জ্যাঃ স্যু রজ্জ্বা বেণুদলেন বা ।

স্বীয় আশ্রিতা নারীগমনে তদপেক্ষা অধিক দণ্ড হইবে। পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, শ্বাশুড়ী, মাতুলানী, পিতৃব্যকন্যা, পিতৃব্যসখী, শিষ্যের পত্নী, ভগিনী, ভগিনীর সখী এবং ভ্রাতৃভার্য্যা-গমনে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডনীয় হইবে। ভাগিনেয়ী, রাজপত্নী, প্রব্রজিতা এবং বর্ণোৎকৃষ্টা, ইহারা অগম্যা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ; যে ব্যক্তি এই সকলে উপগত হয়, তাহার শিশ্ন ছেদন করিয়া তাহাকে বধ করিবে। চণ্ডালী কিংবা কুক্কুরভোজী চণ্ডাল-পত্নী গমনেও বধদণ্ড বিহিত। গোরু ভিন্ন তির্য্যগ্যোনি গমন করিলে তাহার মস্তক-মুণ্ডনই দণ্ড ; পরন্ত ঐ পশুকে আহারীয় প্রদান করা বিধেয়। হে মনুজাধিপ ! গোরু গমনে রাজা তাহার সুবর্ণ দণ্ড করিবেন। বেশ্যাগমন করিয়া বিপ্র বেশ্যাশুল্কের সমান দণ্ড দিবেন ; বেশ্যা যদি বেতন গ্রহণ করিয়া লোভবশত অন্যত্র গমন করে, তবে ঐ বেশ্যা শুল্কের দ্বিগুণ প্রত্যর্পণ করিবে, অধিক শুল্কের দ্বিগুণ তাহার দণ্ড হইবে। এক-জনের উদ্দেশে বেশ্যানয়ন করিয়া যদি ঐ বেশ্যাকে অন্যের উপভোগের নিমিত্ত নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে ঐ নিয়োগকর্ত্তার এক-মাষা সুবর্ণ দণ্ড হইবে। বেশ্যাকে আনয়ন করিয়া উপভোগ না করিলে, দ্বিগুণ শুল্ক দিতে হইবে, এবং রাজাও তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। ইহাতে ধর্ম্মের অপলাপ ঘটিবে না। বহু ব্যক্তি একটী বেশ্যাতে উপগত হইলে প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ শুল্ক দিতে হইবে। পরন্ত রাজাকর্ত্তৃক সকলেই পৃথক্ পৃথক্ দ্বিগুণ দম দণ্ডনীয় হইবে। মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুরোহিত ও যজমান পতিত হইলে পরস্পর ত্যাজ্য নহেন, ত্যাগ করিলে ছয়শত সুবর্ণ দণ্ড বিহিত। পতিত গুরুও ত্যাজ্য নহেন। পরন্ত মাতা অত্যন্ত পাপ কর্ম্ম করিলেও কদাচ তাঁহাকে ত্যাগ করিবে না, কেননা তিনি গর্ভে ধারণ ও পোষণ করেন ; এজন্য তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ।১৩৮-১৫১। নিষিদ্ধ দিনে অধ্যয়ন কারীর তিন কাহণ এবং অধ্যাপকের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। আচার পরি-ত্যাগেও পূর্ব্বোক্ত তিন কাহণ দণ্ড বিহিত। যে স্থলে দণ্ড দ্রব্যের উল্লেখ নাই, তথায় সুবর্ণ কৃষ্ণলই বুঝিতে হইবে। ভার্য্যা, পুত্র, দাস, দাসী, শিষ্য, বৈমাত্রেয়াদি ভ্রাতা, এবং

পৃষ্ঠতস্তু শরীরস্য নোত্তমাঙ্গং কথঞ্চন ॥ ১৫৪
অতোঽন্যথা প্রহরতঃ প্রাপ্তঃ স্যাচ্চোরকিল্বিষম্।
দ্যূতিং সমাহ্বয়ংশ্চৈব যো নিষিদ্ধং সমাচরেৎ ॥
প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশং বা স দণ্ড্যঃ পার্থিবেচ্ছয়া
বাসাংসি ফলকৈঃ শ্লক্ষ্ণৈর্নির্ণিজ্যাদ্রজকঃ শনৈঃ
অতোঽন্যথা হি কুর্ব্বংস্তু দণ্ড্যঃ স্যাদ্রুক্মমাষকম্
রক্ষাধিকৃতৈশ্চৈব প্রদেয়ং যৈর্বিলুপ্যতে ॥
কর্ষকেভ্যোঽর্থমাদায় যঃ কুর্য্যাৎ করমন্যথা।
তস্য সর্ব্বস্বমাদায় তং রাজা বিপ্রবাসয়েৎ ॥১৫৮
যে নিযুক্তাঃ স্বকার্য্যেষু হন্যুঃ কার্য্যাণি কার্য্যিণাম্
নির্ঘৃণাঃ ক্রূরমনসঃ সর্ব্বে কর্ম্মাপরাধিনঃ ॥১৫৯
ধনোষ্মণা পচ্যমানাস্তান্ নিঃস্বান্ কারয়েন্নৃপঃ।
কূটশাসনকর্ত্তৄংশ্চ প্রকৃতীনাঞ্চ দূষকান্ ॥ ১৬০
স্ত্রী-বাল-ব্রাহ্মণঘ্নাংশ্চ বধ্যাদ্দ্বিট্‌সেবিনস্তথা।
অমাত্যঃ প্রাড়্‌বিবাকো বা যঃ কুর্য্যাৎ
কার্য্যমন্যথা ॥ ১৬১
তস্য সর্ব্বস্বমাদায় তং রাজা বিপ্রবাসয়েৎ।
ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ তস্করো গুরুতল্পগঃ ॥ ১৬২
এতান্ সর্ব্বান্ পৃথগ্বিদ্যান্মহাপাতকিনো নরান্
মহাপাতকিনো বধ্যা ব্রাহ্মণন্তু বিবাসয়েৎ ॥
কৃতচিহ্নং স্বদেশাচ্চ শৃণু চিহ্নাকৃতিং ততঃ।
গুরুতল্পে ভগঃ কার্য্যঃ সুরাপানে সুরাধ্বজঃ ॥
স্তেয়ে তু শ্বপদং তদ্বদ্ব্রহ্মহণ্যশিরাঃ পুমান্।
অসম্ভাষ্যা হ্যসম্ভোজ্যা অসংবাহ্যা বিশেষতঃ ॥
ত্যক্তব্যাশ্চ তথা রাজন্ জ্ঞাতি সম্বন্ধ-বান্ধবৈঃ
মহাপাতকিনো বিত্তমাদায় নৃপতিঃ স্বয়ম্ ॥১৬৬
অপ্সু প্রবেশয়েদ্দণ্ডং বরুণায়োপপাদয়েৎ।
সহোঢ়ং ন বিনা চোরং ঘাতয়েদ্ধার্ম্মিকো নৃপঃ ॥
সহোঢ়ং সোপকরণং ঘাতয়েদবিচারয়ন্।

সোদর ইহারা অপরাধ করিলে ইহাদিগকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া বংশদণ্ড দ্বারা শাসন করিবে এবং পৃষ্ঠে আঘাত করিবে; পরন্তু উত্তমাঙ্গ মস্তকাদিতে কদাচ আঘাত করিবে না; ইহার অন্যথা করিলে শাসনকারী চোরবৎ দণ্ডনীয় হইবে। প্রকাশ্যে বা গোপনে নিষিদ্ধ যে ভাবেই হউক, দ্যূত বা সমাহ্বয় অর্থাৎ কুক্কুট যুদ্ধাদি অনুষ্ঠান করিলে, রাজা ইচ্ছানুসারে তাহার দণ্ড করিবেন। রজক মনোজ্ঞ কাষ্ঠ কিংবা শিলাফলকে বস্ত্র পরিষ্কার করিবে, না করিলে একমাসা সুবর্ণ দণ্ডনীয় হইবে। আদায়কারী ব্যক্তি কৃষকগণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া রাজকর প্রদান না করিলে বা অধিকৃত ব্যক্তি রক্ষককে দেয় কর না দিলে রাজা তাহার যাবতীয় ধন সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া তাহাকে নির্ব্বাসিত করিবেন। কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি নিয়োগ কর্ত্তার কার্য্য নষ্ট করে, তবে রাজা তীব্র ক্রোধ দ্বারা তাপিত করিয়া সেই সকল ঘৃণাহীন, কর্ম্মাপরাধী ক্রূরমনা ব্যক্তিগণকে নির্ধন করিবেন। প্রজাপীড়ক, কূটশাসনকারী, স্ত্রী, বালক, ব্রাহ্মণ, এই সকলের হননকারী এবং যাহারা বিষ্ঠাভোজী ইহাদিগকে রাজা বধ করিবেন। অমাত্য হউন বা প্রাড্‌বিবাকই হউন, ইহার অন্যথাচরণ করিলে তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবেন। ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, তস্কর ও গুরুতল্পগ এই সকল মহাপাতককে বধ করিবেন, কিন্তু মহাপাতকিগণ বধ্য হইলেও ব্রাহ্মণকে বধ করিবেন না, পরন্তু একটী চিহ্ন করিয়া দিয়া তাহাকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। ১৫২—১৬৩। অনন্তর চিহ্নাকৃতি কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর। গুরুতল্পগের ভগাকার, সুরাপায়ীর সুরাধ্বজ, তস্করের কুক্কুরপদ ও ব্রহ্মঘাতীর কবন্ধ চিহ্ন করিবে। হে রাজন্। অসম্বদ্ধপ্রলাপী, অভোজ্যভোজী এবং অবিবাহ্যার পাণিগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ জ্ঞাতি, কুটুম্ব, ও বান্ধবকর্ত্তৃক ত্যাজ্য হইবে। মহীপতি স্বয়ং মহাপাতকীর সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া বরুণের উদ্দেশ্যে তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিবেন। সপত্নীক চোরকে ধার্ম্মিক রাজা আঘাত করিবেন না, পরন্তু অপহৃত উপকরণসহ ধৃত হইলে বিনা বিচারেই তাহাকে

গ্রামেষ্বপি চ যে কেচিচ্চৌরাণাং ভক্ষ্যদায়কাঃ
ভাণ্ডাবকাশদাশ্চৈব সর্ব্বাংস্তানপি ঘাতয়েৎ
রাষ্ট্রেষু রাজাধিকৃতাঃ সামন্তাশ্চৈব দূষকাঃ ॥১৬৯
অভ্যাঘাতেষু মধ্যস্থাঃ ক্ষিপ্রং শাস্যাস্ত চৌরবৎ
গ্রামঘাতে মঠাভঙ্গে পথি যোষাভিমর্দ্দনে ॥১৭০
শক্তিতো নাভিধাবন্তো নির্ব্বাস্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ
রাজ্ঞঃ কোশাপহর্ত্তৄংশ্চ প্রতিকূলেষু সংস্থিতান্ ॥
অরীণামুপকর্ত্তৄংশ্চ ঘাতয়েদ্বিবিধৈর্বধৈঃ।
সন্ধিংকৃত্বা তু যে চৌর্য্যংরাত্রৌ কুর্ব্বন্তি তস্করাঃ
তেষাং ছিত্বা নৃপো হস্তৌ তীক্ষ্ণশূলে নিবেশয়েৎ
তড়াগভেদকং হন্যাদপ্সু শুদ্ধবধেন তু ॥ ১৭৩
যস্তু পূর্ব্বং নিবিষ্টং স্যাৎ তড়াগস্যোদকং হরেৎ
আগমঞ্চাপ্যপাং ভিন্দ্যাৎ সদাপ্যঃ পূর্ব্বশাসনম্
কোষ্ঠাগারায়ুধাগার-দেবাগারবিভেদকান্।
সমুৎসৃজেদ্রাজমার্গে যস্ত্বমেধ্যমনাপদি।
স হি কার্ষাপণং দণ্ড্যস্তৎ ত্বমেধ্যঞ্চ শোধয়েৎ ॥
পাপান্ পাপসমাচারান্ ঘাতয়েচ্ছীঘ্রমেব চ ॥
অশক্তোঽথবা বৃদ্ধো গর্ভিণী বাল এব চ।
পরিভাষণমর্হন্তি ন চ শোধ্যমিতি স্থিতিঃ ॥ ১৭৭
প্রথমং সাহসং দণ্ড্যো যশ্চ মিথ্যা চিকিৎসতে।
পুরুষে মধ্যমং দণ্ডমুত্তমঞ্চ তথোত্তমে ॥ ১৭৮
ছত্রস্য ধ্বজ-যষ্টীনাং প্রতিমানাঞ্চ ভেদকাঃ।
প্রতিকুর্য্যুস্ততঃ সর্ব্বে পঞ্চ দণ্ড্যাঃ শতানি চ ॥
অদূষিতানাং দ্রব্যাণাং দূষণে ভেদনে তথা
মণীনামপি ভেদেন দণ্ড্যঃ প্রথমসাহসম্ ॥ ১৮০
সমঞ্চ বিষমঞ্চৈব কুরুতে মূল্যতোঽপি বা।
সমাপ্নুয়াৎ স বৈ পূর্ব্বং দমমধ্যমমেব চ ॥ ১৮১

আঘাত করিবেন। গ্রাম মধ্যে যদি কেহ চোরকে ভক্ষ্য প্রদান করে এবং কোথায় চুরি করা সুবিধা এই সুযোগ দেখাইয়া দেয়, রাজা তাহাকেও আঘাত করিবেন। রাজার অধিকৃত রাষ্ট্র মধ্যে কোন সামন্ত যদি দুষ্ট হইয়া উঠে বা মধ্যস্থসত্ত্বেও অভিঘাত উপস্থিত হইলে রাজা সত্বর মধ্যস্থকেই চোরের ন্যায় শাসন করিবেন। গ্রামে কোন উপদ্রব উপস্থিত হইলে গৃহাদির পতনে, এবং পথে কাহারও দ্বারা কোন রমণী আক্রান্ত হইলে যাহারা সেই সকল উপদ্রব নিবারণ জন্য শক্তি অনুসারে তৎপ্রতি ধাবিত না হয়, রাজা তাহাদিগকে সপরিচ্ছদ নির্ব্বাসিত করিবেন। রাজার ধনাপহরণ, প্রতিকূলে অভ্যুত্থান, শত্রুর সাহায্য এই সকল করিলে রাজা বিবিধ আঘাত দ্বারা তাহার হিংসা করিবেন। মন্ত্রণাপূর্ব্বক রাত্রিতে যে চোর চুরি করিবে, রাজা তাহার হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া তাহাকে তীক্ষ্ণ শূলে আরোপিত করিবেন এবং তড়াগজলে নিক্ষেপ করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে তাহাকে বধ করিবেন। তড়াগাদির পূর্ব্ব সঞ্চিত জলের অপহরণ বা নূতন সংস্থিত জলের ভেদ করিলে তাহার পূর্ব্ব সাহস দণ্ড হইবে। কোষ্ঠাগার, যুদ্ধাগার বা দেবাগার ভেদকারী, পাপশীল ও পাপাচরণকারী, রাজা ইহাদিগকে শীঘ্রই শাসন করিবেন। অনাপৎকালে রাজপথে যে ব্যক্তি অপবিত্র পদার্থ নিক্ষেপ করে, তাহার এক কাহণ দণ্ড হইবে এবং রাজা তদ্দ্বারা উহা পরিষ্কার করাইয়া লইবেন। চলিতে অসমর্থ, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও বালক—ইহারা এইরূপ করিলে রাজা বাক্য দ্বারাই তাহাদের শাসন করিবেন পরন্তু তদ্দ্বারা শোধন করাইবেন না। মিথ্যা চিকিৎসাকারীর প্রথম সাহস, নিন্দিত চিকিৎসায় মধ্যম এবং চিকিৎসা বিষয়ে অত্যন্ত অপকারকারীর উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। ছত্র, ধ্বজ, যষ্টি এবং প্রতিমা ভঙ্গ করিলে ভঙ্গকারী দ্বারা উহা নির্ম্মাণ করাইয়া তার পর তাহার পঞ্চশত সুবর্ণ দণ্ড করিবেন। ১৬৩—১৭৯। অদূষিত দ্রব্যের দূষণ বা ভেদন কিংবা মণিরত্নাদির ভেদন করিলে প্রথম সাহস দণ্ড হইবে। দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধি করিলে সে যথাক্রমে পূর্ব্ব ও মধ্যম দমপ্রাপ্ত হইবে।

বন্ধনানি চ সর্ব্বাণি রাজমার্গে নিবেশয়েৎ।
কর্ষন্তো যত্র দিশ্যন্তে বিকৃতাঃ পাপকারিণঃ ॥
প্রাকারস্য চ ভেত্তারং পরিখাণাঞ্চ ভেদকম্‌।
দ্বারাণাঞ্চৈব ভেত্তারং ক্ষিপ্রং নির্ব্বাসয়েৎপুরাৎ
মূলকর্ম্মাভিচারেষু কর্ত্তব্যো দ্বিশতো দমঃ।
অবীজবিক্রয়ী যশ্চ বীজোৎকর্ষকএব চ ॥১৮৪
মর্য্যাদাভেদকশ্চাপি বিকৃতং বধমাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্বসঙ্করপাপিষ্ঠং হেমকারং নরাধিপ ॥ ১৮৫
অন্যায়ে বর্ত্তমানঞ্চ চ্ছেদয়েল্লবশঃ ক্ষুরৈঃ।
দ্রব্যমাদায় বণিজামনর্ঘেণাবরুন্ধতাম্‌ ॥ ১৮৬
দ্রব্যাণাং দূষকো যশ্চ প্রতিচ্ছন্নস্য বিক্রয়ী।
মধ্যমং প্রাপ্নুয়াদ্দণ্ডং কূটকর্ত্তা তথোত্তমম্‌ ॥১৮৭
রাজা পৃথক্‌ পৃথক্‌ কুর্য্যাদ্দণ্ডঞ্চোত্তমসাহসম্‌।
শাস্ত্রাণাং যজ্ঞতপসাং দেশানাং ক্ষেপকো নরঃ
দেবতানাং সতীনাঞ্চ * উত্তমং দণ্ডমর্হতি।
একস্য দণ্ডপারুষ্যে বহূনাং দ্বিগুণো দমঃ ॥১৮৯

কলহো যদাতো দাপ্যো দণ্ডশ্চ দ্বিগুণস্ততঃ।
মধ্যমং ব্রাহ্মণং রাজা বিষয়াদ্বিপ্রবাসয়েৎ ॥ ১০
লশুনঞ্চ পলাণ্ডুঞ্চ শূকরং গ্রামকুক্কুটম্‌।
তথা পঞ্চনখং সর্ব্বং ভক্ষ্যাদন্যৎ তু ভক্ষয়েৎ ॥
বিবাসয়েৎ ক্ষিপ্রমেব ব্রাহ্মণং বিষয়াৎ স্বকাৎ।
অভক্ষ্যভক্ষণে দণ্ড্যঃ শূদ্রো ভবতি কৃষ্ণলম্‌ ॥
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাঃ চতুস্ত্রিদ্বিগুণং স্মৃতম্‌।
যঃ সাহসং কারয়তি স দণ্ড্যো দ্বিগুণং দমম্‌ ॥
যস্ত্বেবমুক্তাহং দাতা কারয়েৎ স চতুর্গুণম্‌।
সন্দিষ্টস্যাপ্রদাতা চ সমুদ্রগৃহভেদকঃ ॥ ১৯৪
পঞ্চাশৎপণিকো দণ্ডস্তত্র কার্য্যো মহীক্ষিতা।
অস্পৃশ্যকাস্পৃশন্নার্য্যো হ্যযোগ্যোহযোগ্যকর্ম্মকৃ
পুংস্ত্বহর্ত্তা পশূনাঞ্চ দাসীগর্ভবিনাশকৃৎ ॥ ১৯৫
শূদ্র-প্রব্রজিতানাঞ্চ দৈবে পৈত্রে চ ভোজকঃ ॥
অব্রজন্‌ বাঢ়মুক্তা তু তথৈব চ নিমন্ত্রণে।
এতে কার্ষাপণশতং সর্ব্বে দণ্ড্যা মহীক্ষিতা ॥

সকল প্রকার বধবন্ধনাদি দণ্ড রাজপথেই নির্ব্বাহিত করিবে। কুৎসিত-কর্ষণকারী বা পাপকারীর উপদেষ্টা, এবং প্রাকার, পরিখা ও দ্বারভেদক ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাসিত করিবে। বশীকরণ আভিচারাদি করিলে দ্বিশত সুবর্ণ দণ্ড হইবে। কুৎসিত বীজের বিক্রেতা কর্ষক ও সীমাভেদক—ইহাদিগকে বিকৃতরূপে বধ করিবে। হে রাজন! সকল প্রকার মিশ্র পাপকারী হেমকার এবং অন্যায়রূপে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগকে ক্ষুর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। বণিকের নিকট দ্রব্য গ্রহণ করিয়া, মূল্য না দিয়া উহা আটক রাখিলে, কিংবা ঐ দ্রব্য দূষিত বা গোপনে বিক্রয় করিলে মধ্যম-সাহস দণ্ড প্রাপ্ত হইবে; আর কূটকারীর উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। শস্ত্র, যজ্ঞ, তপস্যা, দেশ, দেবতা এবং সাধ্বী স্ত্রী ইহাঁদের নিন্দায় উত্তমসাহস দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। বহুব্যক্তি একের দণ্ড-পারুষ্য করিলে দ্বিগুণ দম, যাহা হইতে কলহের প্রথম উদ্ভব হয়, তাহারও দণ্ড হইবে। অনন্তরকারী পর পর দ্বিগুণ বা মধ্যম সাহস দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, ব্রাহ্মণ হইলে স্বদেশ হইতে তাহার নির্ব্বাসন দণ্ডই বিধেয়। লশুন, গৃঞ্জন, শূকর, গ্রামকুক্কুট, সকল প্রকার পঞ্চনখ এবং অন্যান্য অভক্ষ্য ভক্ষণকারী ব্রাহ্মণকে রাজা শীঘ্রই স্বরাজ্য হইতে নির্ব্বাসন করিবেন। অভক্ষ্যভক্ষণে শূদ্রের এক কৃষ্ণল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের যথাক্রমে উহার চারি, তিন ও দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। যে ব্যক্তি অভক্ষ্য ভক্ষণে উৎসাহিত করে, তাহার দ্বিগুণ দম দণ্ড। ১৮০—১৯৩। যে আমি দাতা, এই বলিয়া অভক্ষ্য ভক্ষণে উৎসাহিত করে, তাহার চতুর্গুণ। দাতা দ্বারা আদিষ্ট ব্যক্তি দান না করিলে, এবং সমুদ্র কিংবা গৃহ ভেদ করিলে মহীপতি তাহার পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড করিবেন। পূত ব্যক্তি অস্পৃশ্যস্পর্শন কিম্বা অক্ষম ব্যক্তি দুঃসাধ্যকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলে এবং পশুর পুংস্ত্ব বিনাশ, দাসীর গর্ভ নাশ ও প্রব্রাজিত শূদ্রের দৈব ও পৈত্রকার্য্যে ভোজন করিলে এবং নিমন্ত্রণ

* যতীনাঞ্চেতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

দুঃখোৎপাদি গৃহে দ্রব্যং ক্ষিপন্ দণ্ড্যস্তু কৃষ্ণলম্।
পিতাপুত্রবিরোধে চ সাক্ষিণাং দ্বিশতো দমঃ॥
যস্তয়োশ্চ তথার্ঘ্যঃ স্যাৎ তস্যাপ্যষ্টশতো দমঃ।
তুলাশাসনমানানাং কূটকৃন্মানকস্য চ।
এভিশ্চ ব্যবহর্ত্তা চ স দণ্ড্যো দমমুত্তমম্॥১৯৯
বিষাগ্নিদাং পতি-গুরু-নিজাপত্য প্রমাপণীম্।
বিকর্ণনাসিকাং বোষ্ঠীং কৃত্বা গোভিঃ প্রমাপয়েৎ
গ্রামস্য দাহকা যে চ যে চ ক্ষেত্রস্য বেশ্মনঃ।
রাজপত্ন্যভিগামী চ দগ্ধব্যাস্তে কটাগ্নিনা॥২০১
উনং ব্যাপ্যঽধিকঞ্চাপি লিখেদ্‌যো রাজশাসনম্
পারদারিকচৌরং বা মুঞ্চতো দণ্ড উত্তমঃ॥২০২
অভক্ষ্যেণ দ্বিজং দূষ্য দণ্ড্য উত্তমসাহসম্।
ক্ষত্রিয়ং মধ্যমং বৈশ্য প্রথমং শূদ্রমর্দ্ধকম্॥২০৩
মৃতাঙ্গলগ্নবিক্রেতুর্গুরুং তাড়য়তস্তথা।
রাজযানাসনারোঢুর্দণ্ড উত্তমসাহসঃ॥২০৪
যো মন্যেতাজিতোঽস্মীতি ন্যায়েনাপি পরাজিতঃ
তমায়ান্তং পুনর্জিত্বা দণ্ডয়েদ্দ্বিগুণং দমম্॥২০৫
আহ্বানকরো বধ্যঃ স্যাদনাহ্বানে তথাহ্বয়ন্।
দণ্ডিকস্য চ যো হস্তাদভিমুক্তঃ পলায়তে॥২০৬
হীনঃ পুরুষকারেণ তং দণ্ড্যাদ্দাণ্ডিকো ধনম্।
প্রেষ্যাপরাধাৎ প্রেষ্যস্য স দণ্ড্যশ্চার্দ্ধমেব চ॥
দণ্ডার্থং নিয়মার্থঞ্চ নীয়মানেষু বন্ধনম্।
যদি কশ্চিৎ পলায়েত দণ্ডশ্চাষ্টগুণো ভবেৎ॥
অনিন্দিতে বিবাদে তু নখরোমাবতারণম্।
কারয়েদ্‌যঃ স পুরুষো মধ্যমং দণ্ডমর্হতি॥২০৯
বন্ধনঞ্চাপ্যবধ্যস্য বলান্মোচয়তে তু যঃ।
বধ্যং বিমোচয়েদ্‌যস্তু দণ্ডাদ্দ্বিগুণভাগ্ ভবেৎ॥
দুর্দৃষ্টব্যবহারাণাং সভ্যানাং দ্বিগুণো দমঃ।
রাজ্ঞা ত্রিংশদ্‌গুণো দণ্ডঃপ্রক্ষেপ্য উদকেভবেৎ
অল্পদণ্ডেঽধিকং কুর্য্যাদ্দ্বিপুলে চাল্পমেব চ।

স্বীকার করিয়া গমন না করিলে রাজা শত কাহণ করিয়া দণ্ড বিধান করিবেন। গৃহে পীড়াজনক দ্রব্য নিক্ষেপকারীর এক কৃষ্ণল দণ্ড এবং পিতা-পুত্রের কলহে সাক্ষ্য প্রদানকারীর দ্বিশত দম বিহিত। কোন মান্য ব্যক্তি ঐরূপ করিলে তাঁহার অষ্টশত দণ্ড হইবে। তুলাদণ্ডের পরিমাণে কূট-কারীর পূর্ব্ববৎ দণ্ড, ইহাদিগের সহিত ব্যব-হারকারীও উত্তম সাহস দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। বিষ দানে নিজ স্বামী, গুরু এবং অপত্যকে বধ করিলে, তাহার কর্ণ, নাসা এবং ওষ্ঠ ছেদন করিয়া গোরুর সহিত বাঁধিয়া তাহাকে বধ করিবে। গ্রাম, ক্ষেত্র এবং গৃহ দাহ কিংবা রাজপত্নীগমন করিলে উৎকট আগুনতে তাহাদিগকে দগ্ধ করিবে। লঘুই হউক বা গুরুই হউক, রাজাদেশলিখন-কারী যদি পারদারিক বা চোরকে মুক্ত করে, তবে তাহার উত্তম সাহস দণ্ড হইবে, ঐ ব্যক্তি ক্ষত্রিয় হইলে মধ্যম, বৈশ্য হইলে প্রথম সাহস, আর শূদ্র হইলে তদর্দ্ধ। মৃতের অঙ্গসংলগ্ন বস্তুর বিক্রেতা, গুরুর তাড়না-কারী ও রাজার যান এবং আসনারূঢ় ব্যক্তির উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। ন্যায়পূর্ব্বক পরা-জিত হইয়াও যে ব্যক্তি নিজকে'আমি অজেয়' এরূপ মনে করে, রাজা তাহাকে আসিতে দেখিয়া পুনর্ব্বার জয় করিবেন এবং তাহার দ্বিগুণ দম দণ্ড করিবেন। সম্মুখে আসিতে আদেশ করিলে যে আইসে না, বা বিনা আজ্ঞায় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডদাতার হস্ত হইতে যে পলায়ন করে এবং যাহারা পুরুষকারহীন, দণ্ডধর এই সকলের ধনদণ্ড করিবেন। প্রেষ্য ব্যক্তি প্রেষ্যাপরাধে অর্দ্ধ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। দণ্ডার্থ বা শিক্ষা প্রদান জন্য আবদ্ধ হইয়া যদি কেহ পলায়ন করে, তবে তাহার আটগুণ দণ্ড হইবে। শিষ্টতার সহিত বিবাদ করিলেও তাহার নখ এবং চোখ উপড়াইয়া দিবে এবং এই কার্য্যে উৎসাহদাতার মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে। বিবাদে অবধ্যের বন্ধন বল-পূর্ব্বক বধ্যের মোচনকারীর দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। বিচার কার্য্যে অমনোযোগী বিচারক দিগের দ্বিগুণ দম দণ্ড হইবে। রাজা তাহার ত্রিশগুণ দণ্ড করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবেন। অল্পাপরাধে অধিক

ঊনাধিকন্তু তং দণ্ডং সভ্যো দদ্যাৎ স্বকাদ্‌গৃহাৎ,
যাবানবধ্যস্য বধে তাবান্ বধ্যস্য রক্ষণে।
অধর্ম্মো নৃপতের্দ্দৃষ্টস্তথা বধ্যস্য মোক্ষণে ॥২১৩
ব্রাহ্মণং নৈব হন্যাৎ তু সর্ব্বপাপেষ্ববস্থিতম্।
প্রবাসয়েৎ স্বকাদ্রাষ্ট্রাৎ সমগ্রধনসংযুতম্ ॥ ২১৪
ন জাতু ব্রাহ্মণং বধ্যাৎ পাতকন্ত্বধিকং ভবেৎ।
যস্মাৎ তস্মাৎ প্রযত্নেন ব্রহ্মহত্যাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥
অদণ্ড্যান দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ২১৬
জ্ঞাত্বাপরাধং পুরুষস্য রাজা
কালং তথা চানুমতং দ্বিজানাম্।
দণ্ড্যেষু দণ্ডং পরিকল্পয়েৎ তু
যো যস্য যুক্তঃ স সমীক্ষ্য কুর্য্যাৎ ॥ ২১৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রাজধর্ম্মে দণ্ড-প্রণয়নং নাম সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশত-

বা অত্যন্তাপরাধে অল্প দণ্ডকারী সভ্যগণ স্বীয় গৃহ হইতে এইরূপ ন্যূনাধিক দণ্ডের পূরণ করিবেন। বধ্যের অবধে, অবধ্যের বধে এবং বধ্যকে ছাড়িয়া দিলে রাজার অধর্ম্ম হয়। সর্ব্ববিধ পাপে অবস্থিত হইলেও ব্রাহ্মণ বধ্য নহে, রাজা সমস্ত ধনসম্পত্তি সহ তাহাকে স্বীয় রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। কদাচ ব্রাহ্মণকে বধ করিবেন না, ব্রাহ্মণের বধে অত্যন্ত পাতক সঞ্চিত হয়, অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে ব্রহ্মহত্যা পরিত্যাগ করিবে। অদণ্ড্যকে দণ্ড প্রদান এবং অপরাধীকে মুক্ত করিয়া রাজা ইহকালে মহা অযশ প্রাপ্ত হন এবং অন্তিমে নরকে গমন করিয়া থাকেন। রাজা মানবের অপরাধ জ্ঞাত হইয়া যথোপযুক্ত সময়ে ব্রাহ্মণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক যে যেরূপ অপরাধ করিবে, স্বয়ং তাহা দেখিয়া দণ্ড্য ব্যক্তির দণ্ড বিধান করিবেন। ১৯৪—২১৭।

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ।
দিব্যান্তরীক্ষভৌমেষু যা শান্তিরভিধীয়তে।
তামহং শ্রোতুমিচ্ছামি মহোৎপাতেষু কেশব ॥১
মৎস্য উবাচ।
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ত্রিবিধামদ্ভুতাদিষু।
বিশেষেণ তু ভৌমেষু শান্তিঃকার্য্যা তথা ভবেৎ
অভয়া চান্তরীক্ষেষু সৌম্যা দিব্যেষু পার্থিব
বিজিগীষুঃ পরং রাজন্ ভূতিকামস্য যো ভবেৎ
বিজিগীষুঃ পরানেবমভিযুক্তস্তথা পরৈঃ
তথাভিচারশঙ্কায়াং শত্রুণামভিনাশনে ॥৪
ভয়ে মহতি সম্প্রাপ্তে অভয়া শান্তিরিষ্যতে।
রাজযক্ষ্মাভিভূতস্য ক্ষতক্ষীণস্য চাপ্যথ ॥ ৫
সৌম্যা প্রশস্যতে শান্তির্যজ্ঞকামস্য চাপ্যথ।
ভূকম্পে চ সমুৎপন্নে প্রাপ্তে চান্নক্ষয়ে তথা ॥৬
অতিবৃষ্ট্যামনাবৃষ্ট্যাং শলভানাং ভয়েষু চ।
প্রমত্তেষু চ চৌরেষু বৈষ্ণবী শান্তিরিষ্যতে ॥৭

অষ্টাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

মনু বলিলেন,—দিব্য, আন্তরীক্ষ এবং ভৌম মহোৎপাত উপস্থিত হইলে, যে সকল শান্তি করিতে হয়, হে কেশব! আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। মৎস্য উত্তর করিলেন,—অনন্তর অদ্ভুতাদি উপস্থিত হইলে, যে ত্রিবিধ শান্তি বিহিত, বিশেষতঃ ভৌম মহোৎপাতে যে শান্তি করিতে হয়, আমি সে সকল বলিতেছি। হে পার্থিব! আন্তরীক্ষ উৎপাতে অভয়া ও দিব্য উৎপাতে সৌম্যা শান্তি জানিবে। হে রাজন! যিনি অত্যন্ত জয়েচ্ছু, ঐশ্বর্য্যকামী, শত্রুজয়াভিলাষী, অপর কর্ত্তৃক অভিযুক্ত, তিনি অভয়া শান্তি করিবেন এবং অভিচার ক্রিয়ার ভয় হইলে, শত্রুনাশনে বা মহাভয় উপস্থিত হইলে, অভয়া শান্তি কর্ত্তব্য। রাজযক্ষ্মাদ্বারা অভিভূত, যজ্ঞকামী এবং ক্ষত দ্বারা ক্ষীণদেহ ব্যক্তিগণের পক্ষে সৌম্যা শান্তি প্রশস্ত। ভূকম্প, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি

পশূনাং মারণে প্রাপ্তে নরাণামপি দারুণে।
ভূতেষু দৃশ্যমানেষু রৌদ্রী শান্তিস্তথেষ্যতে ॥৮
বেদনাশে সমুৎপন্নে জনে জাতে চ নাস্তিকে।
অপূজ্যপূজনে জাতে ব্রাহ্মী শান্তিস্তথেষ্যতে ॥
ভাবষ্যত্যাভবেকে চ পরচক্রভয়েঽপি চ।
স্বরাষ্ট্রভেদেঽরিবধে রৌদ্রা শান্তিঃ প্রশস্যতে ॥
ত্র্যহাতিরিক্তে পবনে ভক্ষ্যে সর্ব্ববিগর্হিতে।
বৈকৃতে বাতজে ব্যাধৌ বায়বী শান্তিরিষ্যতে
অনাবৃষ্টিভয়ে জাতে প্রাপ্তে বিকৃতবর্ষণে।
জলাশয়বিকারেষু বারুণী শান্তিরিষ্যতে ॥ ১২
অভিশাপভয়ে প্রাপ্তে ভার্গবী চ তথৈব চ।
জাতে প্রসববৈকৃত্যে প্রাজাপত্যা মহাভুজ ॥১৩
উপস্করাণাং বৈকৃত্যে ত্বাষ্ট্রী পার্থিবনন্দন।
বালানাং শান্তিকামস্য কৌমারী চ তথা নৃপ ॥১৪
কুর্য্যাচ্ছান্তিমথাগ্নেয়ীং সম্প্রাপ্তে বহ্নিবৈকৃতে।

আজ্ঞাভঙ্গে তু সঞ্জাতে তথা ভৃত্যাদিসঙ্ক্ষয়ে
অশ্বানাং শান্তিকামস্য তদ্বিকারে সমুত্থিতে।
অশ্বানাং কাময়ানস্য গান্ধর্ব্বী শান্তিরিষ্যতে ॥১৬
গজানাং শান্তিকামস্য তদ্বিকারে সমুত্থিতে।
গজানাং কাময়ানস্য শান্তিরাঙ্গিরসী ভবেৎ ॥১৭
পিশাচাদিভয়ে জাতে শান্তির্বৈ নৈর্ঋতী স্মৃতা।
অপমৃত্যুভয়ে জাতে দুঃস্বপ্নে চ তথা স্থিতে ॥১৮
যাম্যান্তু কারয়েচ্ছান্তিং প্রাপ্তে তু নরকে তথা
ধননাশে সমুৎপন্নে কৌবেরী শান্তিরিষ্যতে ॥
বৃক্ষাণাঞ্চ তথার্থানাং বৈকৃতে সমুপস্থিতে।
ভূতিকামস্তথা শান্তিং পার্থিবীং প্রতিযোজয়েৎ
প্রথমে দিনযামে চ রাত্রৌ বা মনুজোত্তম।
হস্তে স্বাতৌ চ চিত্রায়ামাদিত্যে চাশ্বিনে তথা ॥
অর্থ্যম্নি সৌম্যজাতেষু বায়ব্যাস্বদ্ভুতেষু চ।
দ্বিতীয়ে দিনযামে তু রাত্রৌ চ রবিনন্দন ॥২২
পুষ্যাগ্নেয়ে বিশাখাসু পিত্র্যাসু ভরণীষু চ।
উৎপাতেষু তথা ভাগ্যে আগ্নেয়ীং তেষু কারয়েৎ

এবং শলভজনিত ভয়, কিংবা প্রমত্ত চোরগণের উপদ্রব উপস্থিত হইলে বৈষ্ণবী শান্তি ইষ্ট। পশু ও মনুষ্যগণের দারুণ মরণ দেখা দিলে এবং ভৌতিক উৎপাত পরিদৃশ্যমান হইলে রৌদ্রী শান্তি বিধেয়। বেদের অপলাপ কিংবা নাস্তিকগণের প্রাদুর্ভাব হইলে অথবা অপূজ্যগণ পূজিত হইতে থাকিলে ব্রাহ্মী শান্তি কথিত হয়। অভিষেক কালে পররাষ্ট্রভয়ের সম্ভাবনা হইলে অথবা স্বীয় রাষ্ট্রভেদে কিংবা শত্রুবধে রৌদ্রী শান্তি প্রশস্ত। তিন দিনের অধিক কাল প্রবল বায়ু বহিলে, সকল ভক্ষ্য বস্তু বিকৃত হইয়া দূষিত হইলে কিম্বা, বাতজ ব্যাধি উপস্থিত হইলে বায়বী শান্তি কর্ত্তব্য। অনাবৃষ্টি, অত্যাধিকবর্ষণ, বা জলাশয়ের বিকার দৃষ্ট হইলে বারুণী শান্তি ইষ্ট। হে মহাবাহো! অভিশাপ ভয় প্রাপ্ত হইলে ভার্গবী, এবং প্রসববৈকৃত্য ঘটিলে প্রাজাপত্য শান্তি জানিবে। হে পার্থিবনন্দন! শাক সবুজী প্রভৃতি বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইলে ত্বাষ্ট্রী শান্তি জানিবে। হে নৃপ! শিশুদিগের শান্তি কামনায় কৌমারী শান্তি এবং বহ্নিবিকৃতি, আজ্ঞাভঙ্গ, ভৃত্যক্ষয় প্রভৃতি সংঘটিত হইলে আগ্নেয় শান্তি করিতে হইবে। অশ্ব বিকৃত হইলে তাহার শান্তির জন্য এবং অশ্ব প্রাপ্তি কামনায় গান্ধর্ব্বী শান্তি ইষ্ট। হস্তী বিকৃত হইলে তাহার শান্তি কামনায় বা হস্তি-প্রাপ্তি কামনায় আঙ্গিরসী শান্তি করিতে হইবে। পিশাচাদিভয়ে নৈর্ঋতী শান্তি জানিবে। অপমৃত্যু, দুঃস্বপ্ন, এবং নরক প্রাপ্তি ভয়ে যাম্যা শান্তি বিধেয়। ধননাশভয়ে কৌবেরী এবং বৃক্ষ, অর্থ প্রভৃতির বিকৃতি উপস্থিত হইলে ঐশ্বর্য্য কামী ব্যক্তি পর্থিবী শান্তির অনুষ্ঠান করিবে। ৯—২০। হে মনুজোত্তম! দিবসের কিম্বা রাত্রির প্রথম যামে হস্তা, স্বাতী, চিত্রা অথবা আশ্বনী নক্ষত্রে সূর্য্যের গমনকালে বায়ব্যাদিগে অদ্ভুত উপাস্থত হইলে দিবসের বা রাত্রির দ্বিতীয় যামে পুষ্যা, বিশাখা কিংবা ভরণী নক্ষত্রে সূর্য্যগমন করিলে এবং আগ্নেয় দাক্ষণাদিকে অদ্ভুত উপস্থিত হইলে আগ্নেয়ী শান্তি করিবে।

তৃতীয়ে দিনযামে চ রাত্রৌ চ রবিনন্দন।
রোহিণ্যাং বৈষ্ণবে ব্রাহ্মে বাসবে বৈশ্বদেবতে
জ্যেষ্ঠায়াঞ্চ তথ মৈত্রে যে ভবন্ত্যদ্ভুতাঃ ক্বচিৎ
ঐন্দ্রী তেষু প্রযোক্তব্যা শান্তী রবিকুলোদ্বহ ॥
চতুর্থে দিনযামে চ রাত্রৌ বা রবিনন্দন।
সার্পে পৌষ্ণেঽথ রৌদ্রে বা হস্তে ধ্রুবে চ দারুণে ॥ ২৬
মূলে বরুণদৈবত্যে যে ভবন্ত্যদ্ভুতাস্তথা।
বারুণী তেষু কর্ত্তব্যা মহা শান্তির্মহীক্ষিতা ॥২৭
মিত্রমণ্ডলবেলাসু যে ভবন্ত্যদ্ভুতাঃ ক্বচিৎ।
তত্র শান্তিদ্বয়ং কার্য্যং নিমিত্তেষু চ নান্যথা।
নির্নিমিত্তকৃতা শান্তির্নিমিত্তেনোপযুজ্যতে ॥২৮
বাণপ্রহারা ন ভবন্তি যদ্বদ্-
রাজন্ নৃণাং সন্নহনৈর্যুতানাম্।
দৈবোপঘাতা ন ভবন্তি তদ্বদ্-
ধর্ম্মাত্মনাং শান্তিপরায়ণানাম্ ॥২৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽদ্ভুতশান্তি-
র্নামাষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৮ ॥

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ।

অদ্ভুতানাং ফলং দেব শমনঞ্চ তথা বদ।
ত্বং হি বেৎসি বিশালাক্ষ শ্রেয়ং সর্ব্বমশেষতঃ ॥

মৎস্য উবাচ।

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি যদুবাচ মহাতপাঃ।
অত্রয়ে বৃদ্ধগর্গস্তু সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বরঃ ॥২
সরস্বত্যাং সুখাসীনং গর্গং স্রোতসি পার্থিব।
পপ্রচ্ছাসৌ মহাতেজা অত্রির্মুনিজনপ্রিয়ম্ ॥ ৩

অত্রিরুবাচ।

নশ্যতাং পূর্ব্বরূপাণি জনানাং কথয়স্ব মে।
নগরাণাং তথা রাজ্ঞাং ত্বং হি সর্ব্বং বদস্ব মাম্ ॥

গর্গ উবাচ।

পুরুষাপচারান্নিয়তমপরজ্যন্তি দেবতাঃ
ততোঽপরাগাদ্দেবানামুপসর্গঃ প্রবর্ত্ততে ॥৫
দিব্যান্তরীক্ষভৌমঞ্চ ত্রিবিধং সম্প্রকীর্ত্তিতম্।
গ্রহর্ক্ষবৈকৃতং দিব্যমান্তরীক্ষং নিবোধ মে ॥৬

হে রবিনন্দন! দিবসের বা রাত্রির তৃতীয় যামে রোহিণী কিংবা জ্যেষ্ঠানক্ষত্রগত সূর্য্যে ঈশাণকোণে পূর্ব্বদিকে ও অগ্নিকোণে অদ্ভুত উপস্থিত হইলে ঐন্দ্রী শান্তি প্রয়োগ করিবে। হে রবিনন্দন! দিবসের বা রাত্রির চতুর্থ যামে অশ্লেষা, পুষ্যা, আর্দ্রা বা মূলানক্ষত্রে গত সূর্য্যে পশ্চিমদিকে অদ্ভুত উপস্থিত হইলে রাজা মহাশান্তির অনুষ্ঠান করিবেন। মধ্যাহ্নকালে অদ্ভুত উপস্থিত হইলে দুইটী শান্তি করিতে হইবে। নির্নিমিত্তে শান্তি বিধেয় নহে, কেননা নিমিত্তহীন শান্তি বিফল হইয়া থাকে। বর্ম্মাবৃত ভূপতির দেহে যেমন বাণবিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ হে রাজন্! ধর্ম্মাত্মা শান্তি-পরায়ণগণেরও কদাচ দৈবোপঘাত উপস্থিত হয় না। ২১—২৯।

অষ্টাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৮।

ঊনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মনু বলিলেন,—হে দেব! অদ্ভুতের ফল এবং তাহার উপশমোপায় বলুন। হে বিশালাক্ষ! আপনিই অশেষরূপে সে সকল অবগত আছেন। মৎস্য বলিলেন,—সকল ধার্ম্মিকগণের শ্রেষ্ঠ মহাতপাঃ বৃদ্ধ গর্গ, অত্রি মুনিকে এ বিষয় যাহা বলিয়াছেন, আমি তোমার নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি। হে পার্থিব! ঐ মহাতেজা অত্রি সরস্বতী-নদীতটে সুখোবিষ্ট জনপ্রিয় গর্গকে জিজ্ঞাসিলেন। অত্রি কহিলেন,—নাশোন্মুখ মনুষ্য, নগর এবং রাজার পূর্ব্বাবস্থা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। গর্গ উত্তর করিলেন,—পুরুষের নিয়ত অপচারে দেবগণ রুষ্ট হন। অনন্তর দেবগণ রুষ্ট হইলে উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই উপসর্গ ত্রিবিধ কথিত হয়,—দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম। তন্মধ্যে গ্রহ ও নক্ষত্র বিকৃত হইলে দিব্য ও

উল্কাপাতো দিশাং দাহঃ পরিবেষস্তথৈব চ।
গন্ধর্ব্বনগরঞ্চৈব বৃষ্টিশ্চ বিকৃতা তু যা ॥৭
এবমাদীনি লোকেঽস্মিন্নান্তরীক্ষং বিনির্দ্দিশেৎ
চর-স্থিরভবো ভৌমো ভূকম্পশ্চাপি ভূমিজঃ ॥
জলাশয়ানাং বৈকৃতং ভৌমং তদপি কীর্ত্তিতম্
ভৌমে স্বল্পফলং জ্ঞেয়ং চিরেণ চ বিপচ্যতে ॥
অভ্রজং মধ্যফলদং মধ্যকালফলপ্রদম্।
অদ্ভুতে তু সমুৎপন্নে যদি বৃষ্টিঃ শিবা ভবেৎ ॥
সপ্তাহাভ্যন্তরে জ্ঞেয়মদ্ভুতং নিষ্ফলং ভবেৎ।
অদ্ভুতস্য বিপাকশ্চ বিনা শান্ত্যা ন দৃশ্যতে ॥ ১১
ত্রিভির্বর্ষৈস্তথা জ্ঞেয়ং সুমহদ্ভয়কারকম্।
রাজ্ঞঃ শরীরে লোকে চ পুরদ্বারে পুরোহিতে
পাকমায়াতি পুত্রেষু তথা বৈ কোশবাহনে ।
ঋতুস্বভাবাদ্রাজেন্দ্র ভবন্ত্যদ্ভুতসংজ্ঞিতাঃ ॥১৩
শুভাবহাস্তে বিজ্ঞেয়াস্তাংশ্চ মে গদতঃ শৃণু।
বজ্রাশনি-মহীকম্প-সন্ধ্যানির্ঘাতনিস্বনাঃ ॥১৪
পরিবেষ-রজো-ধূম-রক্তার্কাস্তময়োদয়াঃ।
দ্রুমোদ্ভেদকরস্নেহো বহুশঃ সফলদ্রুমঃ।
গো-পক্ষি-মধুবৃদ্ধিশ্চ শুভানি মধু মাধবে ॥১৫
ঋক্ষোল্কাপাতকলুষং কপিলার্কেন্দুমণ্ডলম্ ॥১৬
কৃষ্ণশ্বেতং তথা পীতং ধূসরধ্বান্তলোহিতম্।
রক্তপুষ্পারুণং সান্ধ্যং নভঃ ক্ষুব্ধার্ণবোপমম্ ॥ ১৭
সরিতাঞ্চাম্বুসংশোষং দৃষ্ট্বা গ্রীষ্মে শুভং বদেৎ
শক্রায়ুধপরীবেষং বিদ্যুচ্ছুষ্কাধিরোহণম্ ॥১৮
কম্পোদ্বর্ত্তনবৈকৃত্যং হসনং দারণং ক্ষিতেঃ।
নদ্যোদপানসরসাং বিধূন-তরণ-প্লবাঃ ॥১৯
শৃঙ্গিণাঞ্চ বরাহাণাং বর্ষাসু শুভমিষ্যতে।
শীতানিলতুষারত্বং নর্দ্দনং-মৃগ পক্ষিণাম্ ॥২০
রক্ষো ভূত-পিশাচানাং দর্শনং বাগমানুষী
দিশো ধূমান্ধকারাশ্চ সনভো-বন-পর্ব্বতাঃ ॥২১
উচ্চৈঃ সূর্য্যোদয়াস্তৌ চ হেমন্তে শোভনাঃ স্মৃতাঃ।

আন্তরীক্ষ উপদ্রব হয় জানিবে। উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ, কিংবা মণ্ডল দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্যের পরিবেষ্টন, আকাশে গন্ধর্ব্বনগর দর্শন ও বিকৃতরূপে বৃষ্টিবর্ষণ ইত্যাদি লোকে আন্তরীক্ষ উপসর্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। স্থাবর ও জঙ্গম জনিত, ভূমি হইতে জাত ভূকম্পন এবং জলাশয়ের বিকৃতি এই সকল ভৌম। ভৌম উপসর্গ অল্প ফলদ এবং অল্প কালেই উহা বিপাক প্রাপ্ত হয়; আন্তরীক্ষ উপদ্রব মধ্য-ফলদ, অর্থাৎ মধ্যকালে ফল প্রদান করে; অদ্ভুত সমুৎপন্ন হইলে যদি শুভ বৃষ্টিপাত হয়, তবে সপ্তাহ মধ্যেই উহা নিষ্ফল হইয়া যায়। বিনা শান্তিতে অদ্ভুতের বিপাক দৃষ্ট হয় না। কখনও মহাভয়ঙ্কর উপদ্রব তিন বৎসর কাল বিদ্যমান থাকে। রাজার শরীরে, সাধারণ মানবে, পুরদ্বারে বা পুরোহিতে, পুত্রে কিংবা কোষযানে ইহা বিপাক প্রাপ্ত হয়। ঋতুর স্বভাবে যে সকল উপদ্রব সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, হে রাজেন্দ্র! সে সকল শুভাবহ জানিবে। তুমি আমার নিকট এই সকল শ্রবণ কর। অশনিপতন, ভূকম্প, সন্ধ্যাসময়ে বজ্রনির্ঘোষ, সূর্য্য-চন্দ্র-মণ্ডল বেষ্টন, রজঃ ও ধূমোদ্গম, উদয় এবং অস্ত-সময়ে রক্তিমসূর্য্য; বৃক্ষ ভগ্ন হইয়া রসক্ষরণ, ফলবান্ বৃক্ষের বাহুল্য এবং গো, পক্ষী ও মধুর বৃদ্ধি—বসন্ত ঋতুতে এই সকল শুভাবহ। ১—১৫। কলুষকর নক্ষত্র ও উল্কাপাত, কপিলবর্ণ, সূর্য্যমণ্ডল সন্ধ্যাকালীন অকাশ—শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত, ধূসর, অন্ধকার, লোহিত, রক্ত পুষ্পের ন্যায় অরুণ, ক্ষুব্ধার্ণব-সদৃশ এবং নদীনিচয়ের জল শুষ্ক হইয়া যাওয়া, গ্রীষ্ম ঋতুতে এই সকল দেখিয়া ইহা শুভাবহ বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। ইন্দ্রায়ুধ পরিধি, উল্কা এবং বিদ্যুতের প্রাদুর্ভাব, কম্প, উদ্বর্ত্তন, বিকৃত হাস, ক্ষিতির দারণ, নদী ও সরোবরের অল্পজলতা, সেতু প্রভৃতির কম্পন, শৃঙ্গী জন্তু এবং বরাহ—বর্ষা ঋতুতে এই সকল শুভশংসী। শীতল বায়ু, হিম, মৃগ ও পক্ষিগণের নর্দ্দন, রক্ষোভূত-পিশাচ-দর্শন, দৈববাণী, আকাশ, বন ও পর্ব্বত সহ দিক্ সকল ধূমান্ধকার, উচ্চে সূর্য্যোদয় ও অস্ত, এই সকল হেমন্ত ঋতুতে

দিব্যস্ত্রীরূপগন্ধর্ব্ব-বিমানাদ্ভুতদর্শনম্ ॥২২
গ্রহ-নক্ষত্র-তারাণাং দর্শনং বাগমানুষী।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষো বন-পর্ব্বত সানুষু।
শস্যবৃদ্ধী রসোৎপত্তিঃ শরৎকালে শুভঃ স্মৃতাঃ
হিমপাতানিলোৎপাত-বিরূপাদ্ভুতদর্শনম্ ॥২৪
কৃষ্ণাঞ্জনাভমাকাশং তারোল্কাপাতপিঞ্জরম্।
চিত্রগর্ভোদ্ভবঃ স্ত্রীষু গোঽজাশ্বমৃগপক্ষিষু।
পত্রাঙ্কুরলতানাঞ্চ বিকারাঃ শিশিরে শুভাঃ ॥ ২৫

ঋতুস্বভাবেন বিনাদ্ভুতস্য
জাতস্য দৃষ্টস্য তু শীঘ্রমেব।
যথাগমং শান্তিরনন্তরস্তু
কার্য্যা যথোক্তা বসুধাধিপেন ॥২৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽদ্ভুতশান্তি-
কোৎপত্তির্নামৈকোনত্রিংশদধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৯ ॥

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ

দেবতার্চ্চাঃ প্রনৃত্যন্তি বেপন্তে প্রজ্বলন্তি চ।
বমন্ত্যগ্নিং তথা ধূমং স্নেহং রক্তং তথা বসাম্ ॥১
আরটন্তি রুদন্ত্যেতাঃ প্রস্বিদ্যন্তি হসন্তি চ।
উত্তিষ্ঠন্তি নিষীদন্তি প্রধাবন্তি ধমন্তি চ।
ভুঞ্জতে বিক্ষিপন্তে বা কোশপ্রহরণধ্বজান্।
অবাঙ্মুখা বৈ ভবন্তি স্থানাৎ স্থানং ভ্রমন্তি চ ॥৩
এবমাদ্যা হি দৃশ্যন্তে বিকারাঃ সহসোত্থিতাঃ।
লিঙ্গায়তনবিপ্রেষু তত্র বাসং ন রোচয়েৎ ॥৪
রাজ্ঞো বা ব্যসনং তত্র স চ দেশো বিনশ্যতি।
দেবযাত্রাসু চোৎপাতান্ দৃষ্ট্বা দেশভয়ং বদেৎ
পিতামহস্য হর্ম্ম্যেষু তত্র বাসং ন রোচয়েৎ।
পশূনাং রুদ্রজং জ্ঞেয়ং নৃপাণাং লোকপালজম্ ॥
জ্ঞেয়ং সেনাপতীনাঞ্চ যৎ স্যাৎ স্কন্দবিশাখজম্
লোকানাং বিষ্ণুবস্বীন্দ্র-বিশ্বকর্ম্মসমুদ্ভবম্ ॥৭
বিনায়কোদ্ভবং জ্ঞেয়ং গণানাং যে তু নায়কাঃ।
দেবপ্রেষ্যান্ নৃপপ্রেষ্যা দেবস্ত্রীভির্নৃপস্ত্রিয়ঃ ॥৮
বাসুদেবোদ্ভবং জ্ঞেয়ং গ্রহাণামেব নান্যথা।

শোভন জানিবে। দিব্য স্ত্রী, গন্ধর্ব্ব, বিমানে অদ্ভুত দর্শন, গ্রহ-নক্ষত্র-তারার দর্শন, দৈববাণী, বন পর্ব্বত ও পর্ব্বত সানুদেশে গীত বাদ্যধ্বনি, শস্য বৃদ্ধি ও রসের উৎপত্তি, শরৎ ঋতুতে শুভাবহ। শিশির পতন, বায়ুর উৎপাত, বিরূপ অদ্ভুত দর্শন, কৃষ্ণাঞ্জননিভ পিঞ্জরবৎ নভোমণ্ডল, নক্ষত্রোৎপাত, স্ত্রী এবং গো-অজ-অশ্ব-মৃগ ও পক্ষীর বিচিত্র গর্ভোদ্ভব, পত্রাঙ্কুর ও লতার বিকার—শিশির ঋতুতে শুভ। ঋতুস্বভাব ভিন্ন দৃষ্ট অদ্ভুত সমুদ্ভূত হইলে, বসুধাধিপ শাস্ত্রানুসারে সত্বর যথোক্ত শান্তি বিধান করিবেন। ১৬—২৬ ঊনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২২৯

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

গর্গ কহিলেন,—দেবপ্রতিমাসমূহ নৃত্য করিলে; কম্পিত বা প্রজ্বলিত হইলে, অগ্নি, ধূম, স্নেহ, রক্ত বা বসা বমন করিলে, বিচরণ বা রোদন করিলে, ঘর্ম্মাক্ত হইলে, হাসিলে, উঠিলে, বসিলে, প্রধাবিত হইলে, ভীতি প্রদর্শন বা ভোজন করিলে, কোষ প্রহরণ ধ্বজ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিলে, নীচমুখ হইলে, একস্থান হইতে অন্যত্র গমন করিলে,—লিঙ্গ, আয়তন বা বিপ্রে সহসা এই সকল বিকার পরিদৃষ্ট হইলে সেখানে বাস করিবে না। এই সকল বিকারে হয় রাজার বিপদ না হয় রাজ্য বিনষ্ট হইবে। দেবযাত্রায় উৎপাত দেখিলে দেশভয় জানিবে। তথায় পিতৃপিতামহের প্রতিষ্ঠিত আবাস হইলেও সেস্থানে বাস করিবে না। পশুদিগের উপদ্রব রুদ্রজ জানিবে, নৃপগণের লোকপালজ, সেনাপতি সমূহের স্কন্দ-বিশাখজ, সাধারণ মানুষের বিষ্ণু বসু ইন্দ্র ও বিশ্বকর্ম্মজ এবং গণনায়কগণের উপদ্রব বিনায়কজ বলিয়া বুঝিতে হইবে। দেবপ্রেষ্য হইতে নৃপপ্রেষ্যগণ এবং দেবস্ত্রীগণ কর্ত্তৃক নৃপ রমণীগণ উপদ্রুত হইয়া থাকেন। ১—৮। গ্রহদিগের এই সকল উপদ্রব নিঃসং-

দেবতানাং বিকারেষু শ্রুতিবেত্তা পুরোহিতঃ॥
দেবতার্চ্চাস্তু গত্বা বৈ স্নানমাচ্ছাদ্য ভূষয়েৎ।
পূজয়েচ্চ মহাভাগ গন্ধমাল্যান্নসম্পদা॥১০
মধুপর্কেণ বিধিবদুপতিষ্ঠেদনন্তরম্।
পুরোধা জুহুয়াদহ্নৌ সপ্তরাত্রমতন্দ্রিতঃ॥১১
বিপ্রাশ্চ পূজ্যা মধুরান্নপানৈঃ
সদক্ষিণং সপ্তদিনং নরেন্দ্র।
প্রাপ্তেঽষ্টমেঽহ্নি ক্ষিতি-গোপ্রদানৈঃ
সকাঞ্চনৈঃ শান্তিমুপৈতি পাপম্॥১২

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽদ্ভুতশান্ত্যবর্চ্চাধিকারো নাম ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩০॥

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

অনগ্নির্দীপ্যতে যত্র রাষ্ট্রে যস্য নিরিন্ধনঃ।
ন দীপ্যতে চেন্ধনবান্ তদ্রাষ্ট্রং পীড্যতে নৃপৈঃ॥
প্রজ্বলেদপ্সু মাংসং বা তথার্দ্রং বাপি কিঞ্চন।
প্রাকারং তোরণং দ্বারং নৃপবেশ্ম সুরালয়ম্॥২
এতানি যত্র দীপ্যন্তে তত্র রাজ্ঞো ভয়ং ভবেৎ
বিদ্যুতা বা প্রদহ্যন্তে তদাপি নৃপতের্ভয়ম্॥৩
অনেকশানি তমাংসি স্যুর্বিনা পাংশুরজাংসি চ।
ধূমশ্চানগ্নিজো যত্র তত্র বিদ্যান্মহাভয়ম্॥৪
তড়িৎ ত্বনভ্রে গগনে ভয়ং স্যাদৃক্ষবর্জ্জিতে।
দিবা সতারে গগনে তথৈব ভয়মাদিশেৎ॥৫
গ্রহনক্ষত্রবৈকৃত্যে তারাবিষমদর্শনে।
পুরবাহনযানেষু চতুষ্পান্মৃগপক্ষিষু॥ ৬
আয়ুধেষু চ দীপ্তেষু ধূমায়ৎসু তথৈব চ।
নির্গমৎসু চ কোশাচ্চ সংগ্রামস্তুমুলো ভবেৎ।
বিনাগ্নিং বিস্ফুলিঙ্গাশ্চ দৃশ্যন্তে যত্র কুত্রচিৎ।
স্বভাবাচ্চাপি পূর্য্যন্তে ধনূংষি বিকৃতানি চ॥৮

সর বাসুদেবোদ্ভব বলিয়া জানিবে। দেবতাগণের বিকার ভাব উপস্থিত হইলে বেদবিৎ পুরোহিত দেবমন্দিরে গমন করিয়া প্রতিমাকে স্নান ও আচ্ছাদন করাইয়া ভূষিত করিবেন এবং হে মহাভাগ! গন্ধ মাল্য অন্ন প্রভৃতি উপহার দ্বারা প্রতিমার পূজা করিবেন। অনন্তর অতন্দ্রিত পুরোহিত মধুপর্ক দ্বারা বিধিবৎ অর্চ্চনা করিয়া সপ্তরাত্র অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন; সপ্তমদিনে দক্ষিণাসহ মধুর অন্ন পানাদি দ্বারা বিপ্রগণকে পূজা করিবেন এবং হে নরেন্দ্র! অষ্টম দিনে সুবর্ণসহ ভূমি ও গোপ্রদান দ্বারা বিপ্রগণ অর্চ্চিত হইলে পাপ উপশমিত হইবে। ৯—১২।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩০

একত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

গর্গ কহিলেন,—যাঁহার রাজ্য বিনা অগ্নিতে দগ্ধ হয়, যেস্থান নিরিন্ধন, সেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না, অপর নৃপ কর্ত্তৃক সেই রাজ্য পীড়িত হইয়া থাকে। যেস্থানে জলে মাংস দগ্ধ হয়, অথবা রাজ্যের কোন অংশ পুড়িয়া যায়, কিংবা প্রাকার, তোরণ, দ্বার, রাজগৃহ ও দেবালয় যেখানে দগ্ধ হয়, তত্রত্য ভূপতির ভয় হইয়া থাকে। বিদ্যুৎ-অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও সেখানে রাজার ভয় হয়। পাংশু ও রজঃ দ্বারা যেখানে দিনেও রাত্রির মত অন্ধকার হয়, বিনা অগ্নিতে যেখানে ধূম দেখা যায়, সেস্থানে মহাভয় উপস্থিত বুঝিতে হইবে। দিবসে আকাশ নক্ষত্রযুক্ত হইলে তাহাও মহাভয়ের সূচক হইয়া থাকে। গ্রহ ও নক্ষত্রগণ বিকৃত-ভাবাপন্ন হইলে; তারাগণ বিষমরূপে মর্দ্দিত হইতে থাকিলে; পুর, বাহন, যান,—এ সকলে চতুষ্পদ মৃগ ও পক্ষিগণ পরিদৃষ্ট হইলে; প্রদীপ্ত অস্ত্র শস্ত্র সকল মলিন হইলে, কোষাগার হইতে ধন রত্ন অপসৃত হইতেথাকিলে, বুঝিতে হইবে, শীঘ্রই তুমুলসংগ্রাম উপস্থিত হইবে। ১-৭। বিনা অনলে যেখানে সেখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অবলোকিত হইলে, স্বভাব হইতে বিকৃত হইয়,

বিকারশ্চায়ুধানাং স্যাৎ তত্র সংগ্রামমাদিশেৎ।
ত্রিরাত্রোপোষিতশ্চাত্র পুরোধাঃ সুসমাহিতঃ ॥৯
সমিদ্ভিঃ ক্ষীরবৃক্ষাণাং সর্ষপৈশ্চ ঘৃতেন চ।
হোমং কুর্য্যাদগ্নিমন্ত্রৈর্ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ভোজয়েৎ॥
দদ্যাৎ সুবর্ণঞ্চ তথা দ্বিজেভ্যো
গাশ্চৈব বস্ত্রাণি তথা ভুবঞ্চ
এবং কৃতে পাপমুপৈতি নাশং
যদাগ্নিবৈকৃত্যভবং দ্বিজেন্দ্র ॥ ১১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽদ্ভুতশান্তাবগ্নি-
বৈকৃত্যং নামৈকত্রিংশদধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩১ ॥

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।
পুরেষু যেষু দৃশ্যন্তে পাদপা দেবচোদিতাঃ।
রুদন্তো বা হসন্তো বা স্রবন্তো বা রসান্ বহূন্
অরোগা বা বিনা বাতং শাখাং মুঞ্চন্ত্যথ ক্রমাঃ
ফলং মূলং তথা কালং দর্শয়ন্তি ত্রিহায়ণাঃ ॥ ২
পূর্ব্ববৎ বা দর্শয়ন্তি ফলং পুষ্পং তথান্তরে।
ক্ষীরং স্নেহং তথা রক্তং মধু তোয়ং স্রবন্তি চ
শুষ্যন্ত্যরোগাঃ সহসা শুষ্কা রোহন্তি বা পুনঃ
উত্তিষ্ঠন্তীহ পতিতাঃ পতন্তি চ তথোত্থিতাঃ ॥৪
তত্র বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মন্ বিপাকং ফলমেব চ।
রোদনে ব্যাধিমভ্যেতি হসনে দেশবিভ্রমম্ ॥৫
শাখাপ্রপতনং কুর্য্যাৎ সংগ্রামে যোধপাতনম্
বালানাং মরণং কুর্য্যাদ্বালানাং বালপুষ্পিতা ॥৬
স্বরাষ্ট্রভেদং কুরুতে ফলপুষ্পমথান্তরে।
ক্ষয়ঃ সর্ব্বত্র গোক্ষীরে স্নেহে দুর্ভিক্ষলক্ষণম্ ॥
বাহনাপচয়ং মদ্যে রক্তে সংগ্রামমাদিশেৎ।
মধুস্রাবে ভবেদ্ব্যাধির্জলস্রাবে ন বর্ষতি ॥ ৮
অরোগশোষণং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মন্ দুর্ভিক্ষলক্ষণম্।
শুষ্কেষু সম্প্ররোহেষু বীর্য্যমন্নঞ্চ হীয়তে ॥ ৯
উত্থানে পতিতানাঞ্চ ভয়ং ভেদকরং ভবেৎ।

ধনু সকল আপূরিত হইলে, আয়ুধ সকল বিকার-ভাবাপন্ন হইলে,—সংগ্রামের সূচক হইয়া থাকে। এই সকল উৎপাত উপস্থিত হইলে সুসমাহিত পুরোহিত ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া ক্ষীরিবৃক্ষের সমিধ ও সর্ষপ দ্বারা অগ্নি মন্ত্রে হোম করিবেন এবং ব্রাহ্মণ ভোজনও করাইতে হইবে। দ্বিজগণকে সুবর্ণ, গো, বস্ত্র, ভূমি দান করিতে হইবে, এইরূপ করিলেই হে দ্বিজেন্দ্র! অগ্নিবিকৃত পাপ নাশ প্রাপ্ত হইবে। ৮—১১।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—পুরমধ্যে যে সকল দেবাধিষ্ঠিত পাদপ দৃষ্ট হয়, উহারা হাস্য, রোদন বা বহু রস ক্ষরণ করিলে, বিনা বায়ুতে বা বিনা রোগে শাখা ভঙ্গ হইলে এবং তিন বৎসরের বৃক্ষ অকালে ফলে ফুলে পরিশোভিত হইলে, বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে কোন কোনটী বা পূর্ব্ববৎ স্বীয় ফল-পুষ্প ধারণ করিলে অথবা ক্ষীররস, রক্ত, মধু কিম্বা জল-ক্ষরণ করিলে; বিনা রোগে শুষ্ক হইলে; সহসা শুষ্ক হইয়া পুনরায় অঙ্কুরিত হইলে; একবার পড়িয়া গিয়া উঠিলে কিংবা উঠিয়া পড়িলে; এ বিষয়ের পরিণামে যেরূপ ফলাফল হয়, হে ব্রহ্মন! তোমার নিকট তাহা বলিতেছি। রোদনে ব্যাধি সমুদ্ভূত হয়, হাস্যে দেশনাশ, শাখাপতনে যুদ্ধে যোধপতন, বালবৃক্ষ পুষ্পিত হইলে বালকের মরণ এবং ফল-পুষ্পান্বিত হইলে স্বরাষ্ট্র ভেদ ঘটিয়া থাকে। গো ক্ষীর ক্ষরণ করিলে সর্ব্বত্র ক্ষয়, ও স্নেহ ক্ষরণে দুর্ভিক্ষ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় এবং মদ্যে বাহন নাশ ও রক্তক্ষরণে যুদ্ধ বাধিয়া থাকে। মধুস্রাবে মহাব্যাধি, জল-স্রাবে অনাবৃষ্টি হয়। হে ব্রহ্মন! রোগহীন শোষণে দুর্ভিক্ষ লক্ষণ জানিতে হইবে। শুষ্কবৃক্ষের পুনরায় অঙ্কুরোদগমে বীর্য্যের এবং অন্নের হানি হয়, পতিত তরুর পুনরু-

স্থানাৎ স্থানন্তু গমনে দেশভঙ্গস্তথা ভবেৎ॥
জ্বলৎস্বপি চ বৃক্ষেষু রুদৎস্বপি ধনক্ষয়ম্।
এতৎ পূজিতবৃক্ষেষু সর্ব্বং রাজ্ঞো বিপদ্যতে।
পুষ্পে ফলে বা বিকৃতে রাজ্ঞো মৃত্যুং
তথাদিশেৎ।
অন্যেষু চৈব বৃক্ষেষু বৃক্ষোৎপাতেষতন্দ্রিতঃ॥
আচ্ছাদয়িত্বা তং বৃক্ষং গন্ধমাল্যৈর্বিভূষয়েৎ।
বৃক্ষোপরি তথা ছত্রং কুর্য্যাৎ পাপপ্রশান্তয়ে॥
শিবমভ্যর্চ্চয়েদ্দেবং পশুঞ্চাস্মৈ নিবেদয়েৎ।
রুদ্রেভ্য ইতি বৃক্ষেষু হুত্বা রুদ্রং জপেৎ ততঃ॥
মধ্বাজ্যযুক্তেন তু পায়সেন
সম্পূজ্য বিপ্রাংশ্চ ভুবঞ্চ দদ্যাৎ।
গীতেন নৃত্যেন তথার্চ্চয়েৎ তু
দেবং হরং পাপবিনাশহেতোঃ॥ ১৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽদ্ভুতশান্তৌ বৃক্ষোৎপাতপ্রশমনং নাম দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টির্দুর্ভিক্ষাদি ভয়ং মতম্।
অনৃতৌ তু দিবানন্তা বৃষ্টির্জ্ঞেয়া ভয়ানকা॥১
অনভ্রে বৈকৃতাচ্চৈব বিজ্ঞেয়া রাজমৃত্যবে।
শীতোষ্ণানাং বিপর্য্যাসে নৃপাণাং রিপুজং ভয়ম্
শোণিতং বর্ষতে যত্র তত্র শস্ত্রভয়ং ভবেৎ।
অঙ্গার-পাংশুবর্ষেষু নগরং তদ্বিনশ্যতি॥ ৩
মজ্জাস্থিস্নেহমাংসানাং জনমারভয়ং ভবেৎ।
ফলং পুষ্পং তথা ধান্যং পরেণাতিভয়ায় তু॥ ৪
পাংশুজন্তূপলানাঞ্চ বর্ষতো রোগজং ভয়ম্।
ছিদ্রে বায়প্রবর্ষেণ শস্যানাং ভীতিবর্দ্ধনম্॥ ৫
বিরজস্কে রবৌ ব্যভ্রে যদা ছায়া ন দৃশ্যতে
দৃশ্যতে তু প্রতীপা বা তত্র দেশভয়ং ভবেৎ॥
নিরভ্রে বাথ রাত্রৌ বা শ্বেতং যাম্যোত্তরেণ তু
ইন্দ্রায়ুধং তথা দৃষ্ট্বা উল্কাপাতং তথৈব চ॥ ৭

থানে ভেদকর ভয় হয়, একস্থান হইতে অন্যত্র গমনে দেশভঙ্গ, বৃক্ষ দগ্ধ হইতে থাকিলে এবং রোদন করিলে ধনক্ষয় হইয়া থাকে। বৃক্ষের ফল বা পুষ্প বিকৃত হইলে রাজার মরণ হয়; দেবপূজিত তরু হইতে রাজার এই সকল বিপদ্ ঘটে; অতএব অতন্দ্রিত রাজা ঐরূপ এবং অন্যান্যরূপ উৎপাতযুক্ত বৃক্ষকে আচ্ছাদন করিয়া গন্ধ-মাল্য দ্বারা বিভূষিত করিবেন এবং পাপ-শান্তির নিমিত্ত বৃক্ষোপরি একটী ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। তথায় শিবপূজা করিবেন এবং রুদ্র উদ্দেশে একটী পশু উৎসর্গ করিয়া দিবেন। "রুদ্রেভ্যঃ" এই মন্ত্রে বৃক্ষে আহুতি প্রদান করিয়া অনন্তর রুদ্রমন্ত্র জপ করিবেন। পাপ বিনাশের জন্য মধু ও ঘৃত-যুক্ত পায়স দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজা, করিয়া তাঁহাদিগকে ভূমিদান করিতে হইবে। অনন্তর গীত নৃত্য দ্বারা মহাদেবের অর্চ্চনা করিবেন। ১—১৫।

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥২৩২

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি—দুর্ভিক্ষাদি ভয়ের কারণ। বর্ষাঋতু ভিন্ন অন্য কালে অবিশ্রাম বৃষ্টি ভয়কারণ জানিবে। বিনা মেঘে বিকৃত-ভাব দেখা দিলে রাজার মৃত্যু এবং শীত ও গ্রীষ্মের বিপর্য্যয় ঘটিলে রাজার রিপুভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যেখানে শোণিত বৃষ্টি হয়, তথায় শস্ত্রভয় এবং অঙ্গার ও ধূলি বর্ষণে সে নগর বিনষ্ট হইয়া থাকে। মজ্জা অস্থি, স্নেহ, এবং মাংসবর্ষণে মারীভয় হয়; ফল, পুষ্প এবং ধান্য বর্ষণ অতীব ভয়ের কারণ হইয়া, থাকে। পাংশু, প্রাণী, ও প্রস্তর বর্ষণে রোগজ ভয় এবং অন্ন-বর্ষণে শস্য-নাশভয় বর্দ্ধিত হয়। আকাশে নির্ম্মল সূর্য্য বিদ্যমান থাকিলেও যদি ছায়া দৃষ্ট না হয়, অথবা যখন প্রতিকূল ছায়া পরিদৃশ্যমান হয়, তখন দেশভয় হইয়া থাকে। ১—৬। মেঘহীন রাত্রিতে বায়ুকোণে শ্বেতবর্ণ এবং

দিগ্দাহ-পরিবেষৌ চ গন্ধর্ব্বনগরং তথা।
পরচক্রভয়ং ক্রয়াদ্দেশোপদ্রবমেব চ ॥ ৮
সূর্য্যাম্বু-পর্জ্জন্য-সমীরণানাম্
যাগস্তু কার্য্যো বিধিবদ্দ্বিজেন্দ্র।
ধনানি গোঃ কাঞ্চনদক্ষিণা চ
দেয়া দ্বিজানামঘনাশহেতোঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽদ্ভুতশান্তৌ বৃষ্টি-
বৈকৃতিপ্রশমনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।
নগরাদপসর্পন্তে সমীপমুপযান্তি চ।
নদ্যো হ্রদপ্রস্রবাণি বিরসাশ্চ ভবন্তি চ ॥
বিবর্ণং কলুষং তপ্তং ফেনবজ্জন্তুসঙ্কুলম্
স্নেহং ক্ষীরং সুরাং রক্তং বহন্তে বাকুলোদকাঃ
ষণ্মাসাভ্যন্তরে তত্র পরচক্রভয়ং ভবেৎ।
জলাশয়া নদন্তে বা প্রজ্বলন্তি কথঞ্চন ॥ ৩
বিমুঞ্চন্তি তথা ব্রহ্মন্ জ্বালাধূমরজাংসি চ।
অখাতে বা জলোৎপত্তিঃ সুসত্ত্বা বা জলাশয়াঃ
সঙ্গীতশব্দাঃ শ্রূয়ন্তে জনমারভয়ং ভবেৎ।
দিব্যমম্ভোময়ং সর্পির্মধুতৈলাবসেচনম্ ॥ ৫
জপ্তব্যা বারুণা মন্ত্রাস্তৈশ্চ হোমো জলে ভবেৎ
মধ্বাজ্যযুক্তং পরমান্নমত্র
দেয়ং দ্বিজানাং দ্বিজভোজনার্থম্।
গাবশ্চ দেয়াঃ সিতবস্ত্রযুক্তা
স্তথোদকুম্ভাঃ সলিলাঘশান্ত্যৈ ॥ ৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽদ্ভুতশান্তৌ সলিলা-
শয়বৈকৃত্যং নাম চতুস্ত্রিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

ইন্দ্রধনু, উল্কাপাত, দিগ্দাহ, সূর্য্যচন্দ্র মণ্ডলবেষ্টিত ও গন্ধর্ব্ব নগর, এই সকল দেশোপদ্রব দেখিয়া পররাষ্ট্রভয় বুঝিবে। এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে বিধিপূর্ব্বক সূর্য্য, চন্দ্র, পর্জ্জন্য এবং বায়ুর যাগ করিতে হইবে। হে দ্বিজেন্দ্র! পাপশান্তির নিমিত্ত কাঞ্চন দক্ষিণার সহিত বিবিধ ধন ও গো, ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে হইবে। ৭—৯।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩৩

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—নদী, হ্রদ, প্রস্রবণ, ইহারা নগর হইতে দূরে অপসৃত কিংবা নগরের সমীপে আগত হইলে এবং জল বিকৃত হইলে, জল—বিবর্ণ, মলিন, উষ্ণ, ফেনযুক্ত, জন্তুসঙ্কুল ও বালুকামিশ্রিত হইলে কিম্বা জলে স্নেহ, ক্ষীর, সুরা ও রক্ত এই সকল প্রবাহিত হইতে থাকিলে ছয়মাসের মধ্যে সেস্থানে পররাষ্ট্রভয় উপস্থিত হইবে। জলাশয় সকল নাদ করিলে বা সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে এবং অগ্নি, ধূম, ধূলি নিক্ষিপ্ত করিলে; যেখানে খাত নাই, তথায় জলোৎ-

অথবা জলাশয়ে সঙ্গীতশব্দ শ্রুত হইলে, হে ব্রহ্মন! তথায় মারীভয় উপস্থিত হয়। এই সকল উপদ্রবে দিব্য জলসহ ঘৃত, মধু, ও তৈল জলাশয়ে সেচন করিবে এবং বরুণ মন্ত্র জপ ও জলে আহুতি প্রদান করিবে সলিলের কালুষ্যশান্তি কামনায় ব্রাহ্মণভোজন জন্য মধুঘৃত যুক্ত পরমান্ন প্রদান করিবে এবং শ্বেতবস্ত্র সমন্বিত গো ও জলপূর্ণ কুম্ভ দান করিতে হইবে। ১—৭।

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩৪

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

অকালপ্রসবা নার্য্যঃ কালাতীতপ্রজাস্তথা।
বিকৃতপ্রসবাশ্চৈব যুগ্মসম্প্রসবাস্তথা॥ ১
অমানুষা হ্যতুণ্ডাশ্চ সঞ্জাতবাসনাস্তথা।
হীনাঙ্গা অধিকাঙ্গাশ্চ জায়ন্তে যদি বা স্ত্রিয়ঃ॥ ২
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব তথৈব চ সরীসৃপাঃ।
বিনাশং তস্য দেশস্য কুলস্য চ বিনির্দ্দিশেৎ॥
বিবাসয়েৎ তান্ নৃপতিঃ স্বরাষ্ট্রাৎ
স্ত্রিয়শ্চ পূজ্যাশ্চ ততো দ্বিজেন্দ্রাঃ।
কস্থেচ্ছকৈর্ব্রাহ্মণতর্পণঞ্চ
লোকে ততঃ শান্তিমুপৈতি পাপম্॥ ৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽদ্ভুতশান্তৌ স্ত্রীপ্রসববৈকৃত্যং নাম পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৩৫॥

পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—নারীগণ যদি অকালে কিংবা কালাতিক্রম করিয়া প্রসব করে, অথবা একবারেই প্রসব করে না বা একসঙ্গে যমজ প্রসব করে এবং যদি অমানুষাকার, গ্রীবাহীন, মৃত, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ সন্তান প্রসূত হয়; পশু, পক্ষী সরীসৃপগণও যদি ঐরূপ প্রসব করিতে থাকে, তবে সেই দেশ এবং তৎকুলের বিনাশ নির্দ্দেশ করিবে। এ উপদ্রবে নৃপতিকর্ত্তৃক ঐ সকল স্বীয় রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিতা স্ত্রীগণ পূজিত এবং ব্রাহ্মণগণ তর্পিত হইলে পাপ উপশমিত হইবে। ১—৪

পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৩৫

ষট্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

যান্তি যানান্যযুক্তানি যুক্তান্যপি ন যান্তি চ।
চোদ্যমানানি তত্র স্যান্মহদ্ভয়মুপস্থিতম্॥ ১
বাদ্যমানা ন বাদ্যন্তে বাদ্যন্তে চাত্যনাহতাঃ।
অচলাশ্চ চলন্ত্যেব ন চলন্তি চলানি চ॥ ২
আকাশে তূর্য্যনাদশ্চ গীত-গন্ধর্ব্ব-নিস্বনাঃ।
কাষ্ঠদর্ব্বীকুঠারাদিবিকারং কুরুতে যদি॥ ৩
গাবো লাঙ্গুলসঙ্ঘশ্চ স্ত্রিয়ঃ স্ত্রী চ বিঘাতয়েৎ।
উপস্করাদিবিকৃতৌ ঘোরং শস্ত্রভয়ং ভবেৎ॥ ৪
বায়োস্তু পূজাং দ্বিজ শক্তুভিশ্চ
কৃত্বা নিযুক্তাংশ্চ জপেচ্চ মন্ত্রান্।
দদ্যাৎ প্রভূতং পরমান্নমত্র
সদক্ষিণং তেন শমোঽস্য ভূয়াৎ॥ ৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽদ্ভুতশান্তাবুপস্করবৈকৃত্যং নাম ষট্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩৬॥

ষট্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—যখন যান সকল বিশৃঙ্খলভাবে গমন করে এবং নিয়ত হইয়াও সমভাবে গমন করে না, তখন মহাভয় উপস্থিত হইবে। যখন বাদ্যসমূহ তাড্যমান হইয়াও বাজে না, কখন বা বিনা আঘাতেও বাজিয়া উঠে; অচল চলিয়া যায়, আবার চলও বিচলিত হয় না; আকাশে তূর্য্যনাদ ও গন্ধর্ব্বগীত-নিস্বন শ্রুত হয়; কাষ্ঠ, দার্ব্বী ও কুঠারের বিকৃতি উপস্থিত হয়, গোগণ গাভীদিগকে লাঙ্গুল দ্বারা আঘাত করে এবং শাবকাদির উপস্কারের বিকৃতি বিঘটিত হয়, তখন ভীষণ শস্ত্রভয় উপস্থিত হইবে জানিবে। এই উপদ্রবে শক্তুদ্বারা বায়ুর পূজা করিতে হইবে এবং হে দ্বিজ! যথাবিধি মন্ত্র জপ এবং সদক্ষিণ প্রভূত পরমান্ন দান করিলেই ইহার শান্তি হইবে। ১—৫।

ষট্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥২৩৬

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

প্রবিশন্তি যদা গ্রামমারণ্যা মৃগপক্ষিণঃ।
অরণ্যং যান্তি বা গ্রাম্যাঃ স্থলং যান্তি জলোদ্ভবাঃ
স্থলজাশ্চ জলং যান্তি ঘোরং বাশন্তি নির্ভয়াঃ
রাজদ্বারে পুরদ্বারে শিবা চাপ্যশিবপ্রদা॥ ২
দিবা রাত্রিচরা বাপি রাত্রাবপি দিবাচরাঃ।
গ্রাম্যাস্ত্যজন্তি গ্রামঞ্চ শূন্যতাং তস্য নির্দ্দিশেৎ
দীপ্তা বাশন্তি সন্ধ্যাসু মণ্ডলানি চ কুর্ব্বতে।
বাশন্তি বিস্বরং যত্র তদাপ্যেতৎ ফ[illegible]লভেৎ
প্রদোষে কুক্কুটো বাশেদ্ধেমন্তে বা [illegible] কোকিলঃ
অর্কোদয়েঽর্কাভিমুখী শিবা রৌতি [illegible] বদেৎ
গৃহং কপোতঃ প্রবিশেৎ ক্রব্যাদো [illegible] মূর্দ্ধ্নি লীয়তে
মধু বা মক্ষিকাঃ কুর্য্যুর্মৃত্যু[illegible] ॥ ৬

প্রাকারদ্বারগেহেষু তোরণাপণবীথিষু।
কেতুচ্ছত্রায়ুধাদ্যেষু ক্রব্যাদং প্রপতেদ্‌যদি।
জায়ন্তে বাথ বল্মীকা মধু বা স্যন্দতে যদি।
স দেশো নাশমায়াতি রাজা চ ম্রিয়তে তথা॥
মূষকান্ শলভান্ দৃষ্ট্বা প্রভূতং ক্ষুদ্ভয়ং ভবেৎ।
কাষ্ঠোল্মুকাস্থিশৃঙ্গাঢ্যাঃ শ্বানো মর্কটবেদনাঃ॥
দুর্ভিক্ষবেদনা জ্ঞেয়া কাকা ধান্যমুখা যদি।
জনানভিভবন্তীহ নির্ভয়া রণবোদনঃ॥ ১০
কাকো মৈথুনসক্তশ্চ শ্বেতশ্চ যদি দৃশ্যতে।
রাজা বা ম্রিয়তে তত্র স চ দেশো বিনশ্যতি॥
উলূকো দৃশ্যতে যত্র নৃপ দ্বারে তথা গৃহে।
জ্ঞেয়ো গৃহপতের্মৃত্যুর্ধননাশস্তথৈব চ॥ ১২
মৃগপক্ষিবিকারেষু কুর্য্যাদ্ধোমং সদক্ষিণম্।
দেবাঃ কপোতা ইতি [illegible] জপ্তব্যাঃ পঞ্চভির্দ্বিজৈঃ
গাবশ্চ দেয়া বিধিবদ্দ্বিজানাং
সকাঞ্চনা বস্ত্রযুগোত্তরীয়াঃ।

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

গর্গ কহিলেন,—বন্য মৃগপক্ষিগণ যখন গ্রামে প্রবেশ করিতে থাকে, আর গ্রাম্য-মৃগপক্ষীরা অরণ্যে প্রবেশ করে। জীববিহগ স্থল আশ্রয় করে, স্থলচরগণ জলে প্রবেশ করে, অশুভশংসী [illegible] সকল রাজদ্বারে এবং পুরদ্বারে নির্ভয়ে ঘোর রব করিতে আরম্ভ করে, রাত্রিচর প্রাণিগণ দিবালোকে বহির্গত হয়, দিবাচরগণ রাত্রিতে বিচরণ করিতে থাকে এবং গ্রাম্য পশু সকল যখন গ্রাম পরিত্যাগ করে, তখন বুঝিতে হইবে—সমস্ত শূন্য হইবে। আবার যখন গ্রাম্যপশু সকল প্রদীপ্ত ও মণ্ডলাকৃত হইয়া সন্ধ্যাকালে রব করিতে থাকিবে এবং যে সময়ে বিকৃত শব্দ করিবে, তখনও পূর্ব্বোক্ত ফল ফলিবে। প্রদোষ সময়ে কুক্কুট বিকট শব্দ করিলে, কোকিল হাসিলে এবং সূর্য্যোদয় সময়ে শিবাগণ সূর্য্যমুখ হইয়া রোদন করিলেও ভীতি উপস্থিত হইবে। পারাবত যদি গৃহে প্রবেশ করে, অগ্নি যদি মস্তকে পতিত হয়, গৃহাভ্যন্তরে মক্ষিকাগণ যদি মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, তবে সেই গৃহপতির মৃত্যু হইবে। প্রাকার দ্বার, গৃহ, তোরণ, পণ্যবীথি, কেতু, ছত্র এবং আয়ুধ এই সকলে যদি অগ্নি পতিত হয় এবং যদি বল্মীক (উই) জন্মে বা মধু ক্ষরিত হয়, তাহা হইলে সেই দেশ নষ্ট বা রাজার মৃত্যু হইবে। অত্যন্ত ইন্দুর বা পতঙ্গ দৃষ্ট হইলে ক্ষুধাজন্য পীড়া হইবে; কাষ্ঠ, দগ্ধকাষ্ঠ, অস্থি এবং শৃঙ্গযুক্ত কক্কুর দৃষ্ট হইলে বানরগণের পীড়া, আর যদি মুখে ধান্য আছে এইরূপ কাক দেখিতে পাওয়া যায়, ও রণবিদ্‌গণ নির্ভয়ে সমস্ত লোক অভিভব করে, তবে দুর্ভিক্ষ পীড়া হইয়া থাকে।১—১০। মৈথুনাসক্ত শ্বেত কাক দেখিলে রাজা কিংবা সেই দেশ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেখানে নৃপদ্বারে কিংবা গৃহে উলুক দেখা যাইবে, সেই নৃপতির ধননাশ ও তাহার মৃত্যু হইবে। এইরূপ মৃগপক্ষীর বিকার উপস্থিত হইলে সদক্ষিণ ভৌম শান্তি করিবে আর পাঁচ জন ব্রাহ্মণ দ্বারা "দেবাঃ কপোতাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করাইবে এবং ব্রাহ্মণদিগকে বিধিপূর্ব্বক সুবর্ণ ও উত্তরীয়

এবং কৃতে শান্তিমুপৈতি পাপং
মৃগৈর্দ্বিজৈর্বা বিনিবেদিতং যৎ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽদ্ভুতশান্তৌ
মৃগপক্ষিবৈকৃত্যং নাম সপ্তত্রিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

গর্গ উবাচ।

প্রাসাদ-তোরণাট্টাল দ্বার-প্রাকার-বেশ্মনাম্ ।
নির্ব্বিনিত্তস্ত পতনং দৃঢ়ানাং রাজমৃত্যবে ॥ ১
রজসা বাথ ধূমেন দিশো যত্র সমাকুলাঃ।
আদিত্যচন্দ্রতারাশ্চ বিবর্ণা ভয়বৃদ্ধয়ে ॥ ২
রাক্ষসা যত্র দৃশ্যন্তে ব্রাহ্মণাশ্চ বিধর্ম্মিণঃ।
ঋতবশ্চ বিপর্য্যস্তা অপূজ্যাঃ পূজ্যতে জনৈঃ॥
নক্ষত্রাণি বিয়োগীনি তন্মহদ্ভয়লক্ষণম্ ।
কেতুদয়োপরাগৌ চ ছিদ্রং বা শশি-সূর্য্যযোঃ
গ্রহর্ক্ষবিকৃতির্যত্র তত্রাপি ভয়মাদিশেৎ ।

সহ যুগ্মবস্ত্র প্রদান করিবে। এইরূপ করিলে মৃগ-পক্ষি-সূচিত পাপসমূহ উপশমিত হইবে। ১১—১৪।

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—দৃঢ় প্রাসাদ, তোরণ, অট্টালক, দ্বার, প্রাচীর বা গৃহ, বিনা কারণে এই সকলের পতন হইলে রাজার মৃত্যু হইবে বুঝিবে। ধূলী ও ধূম দ্বারা যেখানে দিক্ সকল সমাচ্ছন্ন হইবে এবং সূর্য্য, চন্দ্র, তারা বিবর্ণ হইবে, সেখানে ভীতি উপস্থিত হইয়া থাকে। যেখানে বিধর্ম্মী ব্রাহ্মণ, বিপর্য্যস্ত ঋতু, অপূজ্যের পূজা, নক্ষত্রপতন, এবং রাক্ষস পরিলক্ষিত হইবে, সেখানে মরণলক্ষণ উপস্থিত জানিবে। সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহণ, কেতুর উদয়, চন্দ্র সূর্য্যে ছিদ্র, গ্রহনক্ষত্রের বিকৃতি,

স্ত্রিয়শ্চ কলহায়ন্তে বালা নিঘ্নন্তি বালকান ॥৫
ক্রিয়াণামুচিতানাঞ্চ বিচ্ছিত্তির্যত্র জায়তে।
হূয়মানশ্চ যত্রাগ্নির্দীপ্যতে ন চ শান্তিষু ॥ ৬
পিপীলিকাশ্চ ক্রব্যাদা যান্তি চোত্তরতস্তথা।
পূর্ণকুম্ভাঃ স্রবন্তে চ হবির্বা বিপ্রলুপ্যতে ॥ ৭
মঙ্গল্যাশ্চ গিরো যত্র ন শ্রূয়ন্তে সমন্ততঃ।
ক্ষবথুর্বাধতে বাথ প্রহসন্তি নদন্তি চ ॥ ৮
ন চ দেবেষু বর্ত্তন্তে যথাবদ্ ব্রাহ্মণেষু চ।
মন্দঘোষাণি বাদ্যানি বাদ্যন্তে বিস্বরাণি চ ॥ ৯
গুরু-মিত্রদ্বিষো যত্র শত্রুপূজারতা নরাঃ।
ব্রাহ্মণান্ সুহৃদো মান্যান্ জনো যত্রাবমন্যতে
শান্তিমঙ্গলহোমেষু নাস্তিক্যং যত্র জায়তে।
রাজা বা ম্রিয়তে তত্র স দেশো বা বিনশ্যতি ॥
রাজ্ঞো বিনাশে সম্প্রাপ্তে নিমিত্তানি নিবোধমে
ব্রাহ্মণান্ প্রথমং দ্বেষ্টি ব্রাহ্মণৈশ্চ বিরুধ্যতে ॥
ব্রাহ্মণস্বানি চাদত্তে ব্রাহ্মণাংশ্চ জিঘাংসতি।

এই সব দৃষ্ট হইলে ভয় উপস্থিত হইবে। যেখানে নারীগণ কলহপরায়ণ, বালকগণ বাল-ঘাতী, বিহিত ক্রিয়ার ত্যাগ ও শান্তিকার্য্যে হূয়মান অগ্নি দীপ্তিহীন হয় এবং উত্তর দিক্ হইতে পিপীলিকাগণ অনলে প্রবেশ করে, জলপূর্ণ কুম্ভের জল ক্ষরণ ও ঘৃত বিলুপ্ত হয়, যথায় চারিদিকে মঙ্গলকর বাক্য শুনিতে পাওয়া যায় না এবং যেখানে পীড়াদায়ক হয়, কিংবা জনগণ উচ্চ হাস্য ও নাদ করে, ব্রাহ্মণ ও দেবগণ অধিষ্ঠিত থাকে না, বাদ্য সকল মন্দ ও কর্কশ ধ্বনি করে, মানবগণ গুরু-মিত্র-দ্বেষ্টা ও শত্রুপূজা-পরায়ণ হয় এবং যেখানে জনগণ ব্রাহ্মণ, সুহৃদ্ ও মান্য ব্যক্তির অবমাননা করে এবং শান্তি ও মঙ্গলকর হোমে বুদ্ধির উদয় হয়, সেখানে রাজা বা সেই নাস্তিক্য দেশের বিনাশ হইবে। রাজার বিনাশ উপস্থিত হইলে যে সকল লক্ষণ দেখা দেয়, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাজা প্রথমে ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকেন, তারপর ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হন,—হইয়া ব্রাহ্মণের ধন হরণ করেন,—ব্রাহ্মণের হিংসা-

ন চ স্মরতি কৃতোত্ম্ যাচিতশ্চ প্রকুপ্যতি ॥১৩
রমতে নিন্দয়া তেষাং প্রশংসাং নাভিনন্দতি ।
অপূর্ব্বশ্চ করং লোভাৎ তথা পাতয়তে জনে ॥
এতেষ্বভ্যর্চ্চয়েচ্ছক্রং সপত্নীকং দ্বিজোত্তম ।
ভোজ্যানি চৈব কার্য্যাণি সুরাণাং বলয়স্তথা ।
সন্তো বিপ্রাশ্চ পূজ্যাঃ সুস্তেভ্যো দানঞ্চ দীয়তাম্ ॥ ১৫

গাবশ্চ দেয়া দ্বিজপুঙ্গবেভ্যো
ভুবস্তথা কাঞ্চনমম্বরাণি ।
হোমশ্চ কার্য্যোঽমরপূজনঞ্চ
এবং কৃতে পাপমুপৈতি শান্তিম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽদ্ভুতশান্তাবুৎপাতপ্রশমনং নামাষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৮ ॥

ভিলাষী হন, স্বীয় কর্ত্তব্যে তাঁহার মন নিবিষ্ট থাকে না, কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে কুপিত হন, এবং এই সকলকে নিন্দা করেন, পরন্তু অভিনন্দন করেন না; প্রজাদিগকে নিপাতন করিয়া লোভবশত নূতন নূতন করগ্রহণ করেন। হে দ্বিজোত্তম! এই সকল উৎপাত উপস্থিত হইলে শচীর সহিত শচীপতির পূজা করিবে, দেবতাদিগের উদ্দেশে ভক্ষ্য বলি সকল উৎসর্গ করিতে হইবে এবং সাধু দ্বিজগণকে পূজা করিয়া তাহাদিগকে বিবিধ দান করিবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে গো, ভূমি, সুবর্ণ ও বস্ত্র প্রদান এবং দেবতাদিগের পূজা ও হোম করিতে হইবে; এইরূপ অনুষ্ঠিত হইলে পাপ বিদূরিত হইয়া সর্ব্বত্র শান্তি দেখা দিবে। ১২—১৬।

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৩৮

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ।

গ্রহযজ্ঞঃ কথং কার্য্যো লক্ষহোমঃ কথং নৃপৈঃ ।
কোটিহোমোঽপি বা দেব সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ ॥
ক্রিয়তে বিধিনা যেন যদ্দৃষ্টং শান্তিচিন্তকৈঃ ।
তৎ সর্ব্বং বিস্তরাদ্দেব কথয়স্ব জনার্দ্দন ॥ ২

মৎস্য উবাচ।

ইদানীং কথয়িষ্যামি প্রসঙ্গাদেব তে নৃপ ।
রাজ্ঞাং ধর্ম্মপ্রসক্তেন প্রজানাঞ্চ হিতেপ্সুনা ॥৩
গ্রহযজ্ঞঃ সদা কার্য্যো লক্ষহোমসমন্বিতঃ ।
নদীনাং সঙ্গমে চৈব সুরাণামগ্রতস্তথা ॥ ৪
সুষমে ভূমিভাগে চ দৈবজ্ঞাধিষ্ঠিতো নৃপঃ ।
গুরুণা চৈব ঋত্বিগ্‌ভিঃ র্দ্ধং ভূমিং পরীক্ষয়েৎ
খনেৎ কুণ্ডঞ্চ তত্রৈব সুষমং হস্তমাত্রকম্ ।
দ্বিগুণং লক্ষহোমে তু কোটিহোমে চতুর্গুণম্ ॥
যুগ্মাঃ স্যু ঋত্বিজঃ প্রোক্তা অষ্টৌ বৈ বেদপারগাঃ
কন্দ-মূল-ফলাহারা দধি-ক্ষীরাশিনোঽপি বা ॥

ঊনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মনু বলিলেন,—নৃপগণ কিরূপ বিধানে গ্রহযজ্ঞ, লক্ষ হোম এবং সর্ব্বপাপ-বিনাশক কোটি হোম করিবেন? হে জনার্দ্দন! শান্তিকামী নৃপগণ, যে বিধানে যথাদৃষ্ট ঐ সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন, বিস্তার পূর্ব্বক সে সকল বলুন। মৎস্য কহিলেন,—হে নৃপ! সম্প্রতি তোমার প্রশ্নানুসারে আমি বলিতেছি। প্রজাহিত-কামনায় ধর্ম্মরত হইয়া লক্ষ হোমসমন্বিত গ্রহযজ্ঞ রাজগণের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। দেবতার সমক্ষে, নদীসঙ্গমে, সমান ভূমিভাগে, গুরু ও পুরোহিতগণের সহিত মিলিত হইয়া দৈবজ্ঞদিগের নির্দেশক্রমে রাজা যজ্ঞভূমি পরীক্ষা করিবেন এবং তথায় চারিদিকে সমান হস্ত পরিমাণে একটী কুণ্ড করিবেন; লক্ষ হোমে দ্বিগুণ ও কোটি হোমে কুণ্ড উহার চতুর্গুণ জানিবে। ঋত্বিক্ দুই জন অথবা বেদপারগ আট জন হইবে। তাহারা কন্দ,

বেদ্যাং নিধাপয়েচ্চৈব রত্নানি বিবিধানি চ।
সিকতাপরিবেষাশ্চ ততোঽগ্নিঞ্চ সমিন্ধয়েৎ ॥৮
গায়ত্র্যা দশসাহস্রং মানস্তোকেন ষড়্গুণঃ।
ত্রিংশদ্গ্রহাদিমন্ত্রৈশ্চ চত্বারো বিষ্ণুদৈবতঃ ॥৯
কুষ্মাণ্ডৈর্জুহুয়াৎ পঞ্চ কুসুমাদ্যৈস্তু ষোড়শ।
হোতব্যা দশসাহস্রং বাদরৈর্জাতবেদসি ॥ ১০
শ্রিয়ো মন্ত্রেণ হোতব্যাঃ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
শেষাঃ পঞ্চসহস্রাস্তু হোতব্যাস্ত্রিন্দ্রদৈবতৈঃ ॥১১
হুত্বা শতসহস্রন্তু পুণ্যস্নানং সমাচরেৎ।
কুম্ভৈঃ ষোড়শসংখ্যৈশ্চ সহিরণ্যৈঃ সুমঙ্গলৈঃ
স্নাপয়েদ্যজমানন্তু ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি।
এবং কৃতে তু যৎকিঞ্চিদ্গ্রহপীড়াসমুদ্ভবম্ ॥১৩
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি দত্বা বৈ দক্ষিণাং নৃপ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রধানা দক্ষিণা স্মৃতা ॥১৪
হস্ত্যশ্বরথযানানি ভূমিবস্ত্রযুগাণি চ।
অনড়ুদ্গোশতং দদ্যাদৃত্বিজাঞ্চৈব দক্ষিণাম্ ॥ ১৫
যথাবিভবসারন্তু বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ।
মাসে পূর্ণে সমাপ্তস্য লক্ষহোমো নরাধিপ ॥১৬
লক্ষহোমস্য রাজেন্দ্র বিধানং পরিকীর্ত্তিতম্
ইদানীং কোটিহোমস্য শৃণু ত্বং কথয়াম্যহম্ ॥১৭
গঙ্গাতটেঽথ যমুনা-সরস্বত্যোর্নরেশ্বর।
নর্ম্মদা দেবিকায়াস্তু তটে হোমো বিধীয়তে ॥১৮
তত্রাপি ঋত্বিজঃ কার্য্যা রবিনন্দন ষোড়শ।
সর্ব্বহোমে তু রাজর্ষে দদ্যাদ্বিপ্রেঽথবা ধনম্ ॥১৯
ঋত্বিগাচার্য্যসহিতো দীক্ষাং সাংবৎসরীং স্থিতঃ
চৈত্রে মাসে তু সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে বা বিশেষতঃ
প্রারম্ভঃ করণীয়ো বা বৎসরং বৎসরং নৃপ।
যজমানঃ পয়োভক্ষো ফলাশী চ তথানঘ ॥২১
যবাদিব্রীহয়ো মাষাস্তিলাশ্চ সহ সর্ষপৈঃ।
পালাশাঃ সমিধঃ শস্তা বসোর্ধারা তথোপরি ॥
মাসেঽথ প্রথমে দদ্যাদৃত্বিগ্‌ভ্যঃ ক্ষীরভোজনম্

মূল বা অথবা দধি-ক্ষীরভোজী হইয়া থাকিবেন। অনন্তর তাঁহাদের দ্বারা বেদীতে বিবিধ রত্ন নিক্ষেপ করিতে হইবে, অতঃপর বালিদ্বারা বেদির প্রাচীর বেষ্টন করাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্বালন করিবেন। তারপর গায়ত্রী দ্বারা দশসহস্র, "মানস্তোকেন" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ষষ্টিসহস্র, নবগ্রহমন্ত্রে ত্রিংশ, বিষ্ণুদৈবত মন্ত্রে চারি, কুষ্মাণ্ড দ্বারা পাঁচ, পুষ্প দ্বারা ষোড়শ এবং বদরী (কুল) দ্বারা হুতাশনে দশসহস্র হোম করাইবেন। অনন্তর লক্ষ্মীর মন্ত্রে চতুর্দ্দশ সহস্র এবং অবশেষে ইন্দ্রদৈবত মন্ত্র দ্বারা পাঁচ হাজার আহুতি দিতে হইবে। তার পর এক লক্ষ আহুতি প্রদান্ করিয়া পুণ্য স্নান আচরণ করিবে। সুবর্ণযুক্ত ষোড়শ কলস জল দ্বারা যজমানকে স্নান করাইলে শান্তি হইবে। হে নৃপ! দক্ষিণা দানপূর্ব্বক এই ক্রিয়ার সম্যক্ সমাপ্তিবিধান করিলেই গ্রহপীড়া প্রভৃতি যে কিছু উৎপাত, তৎসমস্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; অতএব দক্ষিণাদানকে সকল প্রকারেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। এই যজ্ঞে হস্তী, অশ্ব, রথ, যান, ভূমি, যুগ্মবস্ত্র ও শত গোবৃষ পুরোহিতকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। ১—১৫। বিভবানুরূপ দান করা বিধেয়, বিত্তশাঠ্য কদাচ করিবে না। হে নরাধিপ! একমাস পূর্ণ হইলেই এই লক্ষহোম সম্পূর্ণ হইবে। লক্ষ হোম বিধান কীর্ত্তন করিলাম, হে রাজেন্দ্র! সম্প্রতি কোটিহোমের বিষয় আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে নরেশ্বর! গঙ্গাতীরে, যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গমে কিবা নর্ম্মদা ও দেবিকা-সঙ্গমস্থলে এই হোম করিতে হইবে। হে রবিনন্দন! লক্ষ হোমকার্য্যেও ষোল জন পুরোহিত বরণ করিবে এবং সর্ব্ববিধ হোমেই দ্বিজগণকে ধনদান করিবে। চৈত্রমাসে বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে আরম্ভ করিয়া ঋত্বিক্ ও আচার্য্যের সহিত সংবৎসরকাল দীক্ষিত থাকিবে; অথবা প্রত্যেক বৎসরেই ইহার আরম্ভ করিবে। হে অনঘ! যজমান দুগ্ধ কিংবা ফল আহার করিয়া থাকিবে। যবাদি, ব্রীহি, মাষকলায়, সর্ষপ, তিল এবং পলাশ সমিধই এই হোমে প্রশস্ত। বসুধারা

দ্বিতীয়ে কৃসরাং দদ্যাদ্ধর্ম্মকামার্থসাধনীম্‌॥ ২৩
তৃতীয়ে মাসি সংযাবো দেয়ো বৈ রবিনন্দন।
চতুর্থে মোদকা দেয়া বিপ্রাণাং প্রীতিমাবহন্‌॥
পঞ্চমে দধিভক্তন্তু ষষ্ঠে বৈ শক্তুভোজনম্‌।
পূপাশ্চ সপ্তমে দেয়া হ্যষ্টমে ঘৃতপূপকাঃ॥ ২৫
ষষ্ট্যোদনঞ্চ নবমে দশমে যবষষ্টিকা।
একাদশে সমাষন্তু ভোজনং রবিনন্দন॥ ২৬
দ্বাদশে ত্বথ সম্প্রাপ্তে মাসে রবিকুলোদ্বহ।
ষড়্‌রসৈঃ সহ ভক্ষ্যৈশ্চ ভোজনং সার্ব্বকামিকম্‌
দেয়া দ্বিজানাং রাজেন্দ্র মাসি মাসি চ দক্ষিণাঃ
অহতবাসাঃ সংবীতো দিনার্দ্ধং হোমযেচ্ছুচিঃ॥
তস্মাৎ সদোত্থিতৈর্ভাব্যং যজমানৈঃ সহ দ্বিজৈঃ
ইন্দ্রাদ্যাদিসুরাণাঞ্চ প্রীণনং সার্ব্বকামিকম্‌।
কৃত্বা সুরাণাং রাজেন্দ্র পশুঘাতসমন্বিতম্‌।
সর্ব্বদানানি দেবানামগ্নিষ্টোমঞ্চ কারয়েৎ॥
এবং কৃত্বা বিধানেন পূর্ণাহুতিঃ শতে শতে।
সহস্রে দ্বিগুণা দেয়া যাবচ্ছতসহস্রকম্‌॥ ৩১
পুরোডাশস্ততঃ সাধ্যো দেবতার্থে চ ঋত্বিজৈঃ
যুক্তো বসন্‌ মানবৈশ্চ পুনঃ প্রাপ্তার্চ্চনান্‌ দ্বিজান্‌
প্রীণয়িত্বা সুরান্‌ সর্ব্বান্‌ পিতৄনেব ততঃ ক্রমাৎ
কৃত্বা শাস্ত্রবিধানেন পিণ্ডানাঞ্চ সমর্পণম্‌॥ ৩৩
সমাপ্তৌ তস্য হোমস্য বিপ্রাণামথ দক্ষিণাম্‌।
সমাঞ্চৈব তুলাং কৃত্বা বদ্ধা শিক্যদ্বয়ং পুনঃ॥৩৪
আত্মানং তোলয়েৎ তত্র পত্নীঞ্চৈব দ্বিতীয়কাম্‌
সুবর্ণেন তথাত্মানং রজতেন তথা প্রিয়াম্‌॥৩৫
তোলয়িত্বা দদেদ্রাজা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
দদেচ্ছতসহস্রন্তু রূপ্যস্য কনকস্য চ॥ ৩৬
সর্ব্বস্বং বা দদেৎ তত্র রাজসূয়ফলং লভেৎ।
এবং কৃত্বা বিধানেন বিপ্রাংস্তাংশ্চ বিসর্জ্জয়েৎ
প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।

প্রদানও কর্ত্তব্য। প্রথম মাসে পুরোহিতগণকে ক্ষীর ভোজন করাইবে, দ্বিতীয়ে ধর্ম্মকামার্থসাধক কৃশর ও তৃতীয়ে যবাগূ প্রদান করিতে হইবে। চতুর্থে মোদকদানে দ্বিজগণের প্রীতি সমাধান করিবে। পঞ্চমে দধি এবং ষষ্ঠে ছাতু ভোজন করাইবে। সপ্তমে পিষ্টক, অষ্টমে ঘৃত-নির্ম্মিত পিষ্টক, নবমে ষষ্টি ধান্যের তণ্ডুল, দশমে ষষ্টিক যব এবং দশমমাসে মাষকলায় দ্বারা ভোজন করাইবে। অনন্তর দ্বাদশ মাস সম্পূর্ণ হইলে সর্ব্ববিধ কামপ্রদ ষড়্‌রসযুক্ত ভক্ষ্য দ্বারা ভোজন করাইবে এবং হে রাজেন্দ্র! প্রত্যেক মাসেই ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। মধ্যাহ্ন সময়ে পবিত্র বসনে সংবীত হইয়া হোম করিবে, হোম সময়ে ছিন্নবাস পরিধান বিধেয় নহে। ১৬—২৮। সুতরাং দ্বিজগণ সহ যজমান সর্ব্বদা অবহিত হইয়া থাকিবেন। এইরূপে ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রীতিসাধন করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। হে রাজেন্দ্র! সুরগণের উদ্দেশে পশুবধ ও বিবিধ দান করিয়া অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ করিয়া বিধিপূর্ব্বক পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। শত হোমে দ্বিশত, সহস্রে তাহার দ্বিগুণ; লক্ষ হোম পর্য্যন্ত এইরূপ দ্বিগুণিত পূর্ণাহুতি হইবে। পূর্ণাহুতির ইহাই বিধি। অনন্তর দ্বিজগণ দেবতাদিগের প্রীতির জন্য পুরোডাশ প্রদান করিয়া মানবগণসহ যুক্তভাবে বাস করত দেবগণের পূজা করিবেন। তার পর সকল দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া ক্রমে পিতৃগণেরও প্রীতিসাধন করিবেন। অনন্তর যথাশাস্ত্র পিতৃগণকে পিণ্ড সমর্পণ করিয়া হোম সমাপ্ত করিবে। ঐ সমাপ্তি কালে বিপ্রগণকে দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। অনন্তর একটী তুলাদণ্ড উত্তোলিত করিবে এবং তাহাতে দুইটী শিক্য বন্ধনপূর্ব্বক রাজা সুবর্ণ দ্বারা স্বীয় শরীর এবং রজত দ্বারা পত্নীর ওজন করিবেন। তুলিত হইবার পর বিত্তশাঠ্য-বিবর্জ্জিত রাজা সুবর্ণ কিংবা রজত নির্ম্মিত লক্ষ ছত্র প্রদান করিবেন। এই যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিলে রাজসূয়-যাগফল লাভ হইবে। যথাবিধি এইরূপ কার্য্য করিয়া সেই সকল যজ্ঞদীক্ষিত দ্বিজগণকে বিদায় দিবেন। অনন্তর ইহা পাঠ

তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং ভবেৎ
এবং সর্ব্বোপঘাতে তু দেব-মানুষকারিতে
ইয়ং শান্তিস্তবাখ্যাতা যাং কৃত্বা সুকৃতী ভবেৎ
ন শোচেজ্জন্মমরণে কৃতাকৃতবিচারণে।
সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নানং সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎ ফলম্।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি কৃত্বা যজ্ঞত্রয়ং নৃপ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে গ্রহযজ্ঞবিধানং নামৈকোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ।
ইদানীং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।
যাত্রাকালবিধানং মে কথয়স্ব মহীক্ষিতাম্।
মৎস্য উবাচ।
যদা মন্যেত নৃপতিরাক্রন্দেন বলীয়সা।
পার্ষ্ণিগ্রাহাভিভূতোঽরিস্তদা যাত্রাং প্রযোজয়েৎ
যোধান্ মত্বা প্রভূতাংশ্চ প্রভূতঞ্চ বলং মম।
মূলরক্ষাসমর্থোঽস্মি তদা যাত্রাং প্রযোজয়েৎ ॥
অশুদ্ধপার্ষ্ণির্নৃপতির্ন তু যাত্রাং প্রযোজয়েৎ।
পার্ষ্ণিগ্রাহাধিকং সৈন্যং মূলে নিক্ষিপ্য চ ব্রজেৎ
চৈত্র্যাং বা মার্গশীর্ষ্যাং বা যাত্রাং যায়ান্নরাধিপঃ
চৈত্র্যাং পশ্যেচ্চ নৈদাঘং হন্তি পুষ্টঞ্চ শারদীম্
এতদেব বিপর্য্যস্তং মার্গশীর্ষং নরাধিপঃ।
শত্রোর্বা ব্যসনে যায়াৎ কাল এব সুদুর্লভঃ ॥৬
দিব্যান্তরীক্ষক্ষিতিজৈরুৎপাতৈঃ পীড়িতং পরম্
ষড়ঙ্গপীড়াসন্তপ্তং পীড়িতঞ্চ তথা গ্রহৈঃ ॥৭
জ্বলন্তী চ তথৈবোল্কা দিশং যাঞ্চ প্রপদ্যতে।
ভূকম্পোল্কা দিশং যাতি যাঞ্চ কেতুঃ প্রধূপয়েৎ
নির্ঘাতশ্চ পতেদ্যত্র তাং যায়াদ্বসুধাধিপঃ।

করিবেন,—সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর পুণ্ডরীকাক্ষ হরি প্রীত হউন, তিনি তুষ্ট হইলে জগৎ তুষ্ট এবং সেই হরি তৃপ্ত হইলেই জগৎ তৃপ্ত। যাহা করিলে সর্ব্ববিধ শান্তি হয়, দেবমানুষ-কৃত যাবতীয় উৎপাতে যাহা কর্ত্তব্য, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এই যাগত্রয়কারী জন্ম বা মরণে শোক প্রাপ্ত হয় না, উচিতানুচিত বিচারে মুহ্যমান হয় না এবং যাবতীয় যজ্ঞে ও সর্ব্ববিধ তীর্থস্নানে যে ফল কথিত হইয়াছে, সেই ফল প্রাপ্ত হয়। ২৯—৪০।

ঊনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মনু জিজ্ঞাসিলেন,—হে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! সম্প্রতি রাজগণের যুদ্ধযাত্রাকালবিধান বলুন। মৎস্য বলিলেন,—রাজা যখন দেখিবেন,—দারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, এবং সামন্তগণ কর্ত্তৃক শত্রু পরাভূত হইয়াছে, সেই সময় যুদ্ধযাত্রা করিবেন। যখন দেখিবেন,—নিজের প্রভূত যোধ ও বল সঞ্চিত এবং নিজে মূল রক্ষা করিতে সমর্থ, তখন যুদ্ধযাত্রা করিবেন। যত সংখ্যক সামন্ত, তাহা হইতেও অধিকবল মূল রক্ষায় জন্য নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধে যাওয়াই বিধেয়; পরন্তু সামন্তগণ যাহার বশীভূত নহে, তিনি কদাচ যুদ্ধযাত্রা করিবেন না। রাজা চৈত্র কি-বা অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধযাত্রা করিবেন; তন্মধ্যে চৈত্রে যখন অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইবে আর শরতের যখন অবসান হইয়া আসিবে, সেইসময়ই যাত্রা করা বিধেয়। এতদুভয় কাল ব্যতীত অগ্রহায়ণ মাসেও যুদ্ধযাত্রা প্রশস্ত। অথবা যে সময় দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম প্রভৃতি উৎপাতে শত্রুগণ অত্যন্ত পীড়িত, হস্তপদভঙ্গাদি বহুবিধ ইন্দ্রিয়বিকলতায় সন্তপ্ত এবং গ্রহগণ কর্ত্তৃক উপক্রুত হইয়া সাতিশয় বিপন্ন হয়, নৃপতি তখনই যুদ্ধযাত্রা করিবেন; কেননা এইরূপ সময় বড়ই দুর্লভ।১—৬। আর যেদিকে জ্বলন্ত উল্কা কিংবা বজ্র পতিত হইবে, ভূকম্পে উল্কা উত্থিত হইবে ও যেদিকে কেতু

স বলব্যসনোপেতং তথা দুর্ভিক্ষপীড়িতম্‌ ॥৯
সম্ভূতান্তরকোপঞ্চ ক্ষিপ্রং প্রায়াদরিং নৃপঃ ।
যূকামাক্ষীকবহুলং বহুপঙ্কং তথাবিলম্‌ ॥১০
নাস্তিকং ভিন্নমর্য্যাদং তথামঙ্গলবাদিনম্‌ ।
অপেতপ্রকৃতঞ্চৈব নিঃসারঞ্চ তথা জয়েৎ ॥১১
বিদ্বিষ্টনায়কং সৈন্যং তথা ভিন্নং পরস্পরম্‌ ।
ব্যসনাশক্তনৃপতিং বলং রাজাভিযোজয়েৎ ॥১২
সৈনিকানাং ন শস্ত্রাণি স্ফুরন্ত্যঙ্গানি যত্র চ ।
দুঃস্বপ্নানি চ পশ্যন্তু বলং তদভিযোজয়েৎ ॥ ১৩
উৎসাহবলসম্পন্নঃ স্বানুরক্তবলস্তথা ।
তুষ্টপুষ্টবলো রাজা পরানভিমুখো ব্রজেৎ ॥ ১৪
শরীরস্ফুরণে ধন্যে তথা দুঃস্বপ্ননাশনে ।
নিমিত্তে শকুনে ধন্যে জাতে শত্রুপুরং ব্রজেৎ

ঋক্ষেষু ষট্‌সু শুদ্ধেষু গ্রহেষনুগুণেষু চ ।
প্রশ্নকালে শুভে জাতে পরান্‌ যায়ান্নরাধিপঃ ॥
এবন্তু দৈবসম্পন্নস্তথা পৌরুষসংযুতঃ ।
দেশকালোপপন্নান্তু যাত্রাং কুর্য্যান্নরাধিপঃ ॥১৭
স্থলে নক্রস্তু নাগস্য তস্যাপি সজলে বশে ।
উলূকস্য নিশি ধ্বাঙ্ক্ষঃ স চ তস্য দিবা বশে ॥
এবং দেশঞ্চ কালঞ্চ জ্ঞাত্বা যাত্রাং প্রযোজয়েৎ
পদাতিনাগবহুলাং সেনাং প্রাবৃষি যোজয়েৎ ॥
হেমন্তে শিশিরে চৈব রথবাজিসমাকুলাম্‌ ।
খরোষ্ট্রবহুলাং সেনাং তথা গ্রীষ্মে নরাধিপঃ ।
চতুরঙ্গবলোপেতাং বসন্তে বা শরত্যথ ॥ ২০
সেনাপদাতিবহুলা যস্য স্যাৎ পৃথিবীপতেঃ ॥২১
অভিযোজ্যো ভবেৎ তেন শত্রুর্বিষমমাশ্রিতঃ
গম্যো বৃক্ষাবৃতে দেশে স্থিতঃ শত্রুঃ তথৈব চ
কিঞ্চিৎপঙ্কে তথা যায়াদ্‌বহুনাগো নরাধিপঃ ।

উদিত হইবে, রাজা সেই দিকেই যুদ্ধযাত্রা করিবেন। শত্রুকুলে যখন পীড়া ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, এবং ক্রোধপরবশ হইয়া যখন তাহারা আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইতে থাকিবে, রাজা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থ প্রস্থিত হইবেন। যে রাজ্যে যূকা (ছাড়পোকা) মক্ষিক প্রভৃতি কীটের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, দেশ গর্ত্ত ও কর্দ্দমময়, লোকসকল নাস্তিক, অমঙ্গলভাষী, মর্য্যাদা-ভঙ্গকারী, স্বীয় স্বীয় স্বভাবপরিত্যাগী এবং বসুধাপতি বলহীন হয়, সে রাজ্যের রাজাকে সত্বর জয় করিবেন। যে রাজার সেনাপতি সৈন্যগণের উপর বিদ্বিষ্ট, যাঁহার সৈন্যগণের পরস্পর একতা নাই, এবং যিনি ব্যসনাসক্ত ভূপতি, তাঁহাকে পরাজয় করিবেন। যাহার সৈন্যগণের অস্ত্রশস্ত্র নাই ও যাহাদের অঙ্গ স্পন্দিত হয়, এবং যাহারা দুঃস্বপ্ন দর্শন করে, রাজা এতাদৃশ বিপক্ষ সৈন্যের সহিত অভিযান করিবেন। আর যখন দেখিবেন,—স্বীয় সৈন্য উৎসাহান্বিত, অনুরক্ত যোধগণ হৃষ্ট পুষ্ট, নরপতি তখন শত্রুদিগের অভিমুখে যুদ্ধার্থ গমন করিবেন। শরীরের শুভ অঙ্গ কম্পিত বা দুঃস্বপ্ননাশক কোন লক্ষণ লক্ষিত হইলে এবং শুভশংসী মধুরবাক্‌ শিখিকুল অনুকূল হইলে রাজা শত্রুপুর জয় করিতে উদ্‌যোগী হইবেন। জন্ম, সম্পৎ, ক্ষেম প্রভৃতি ছয়টি নক্ষত্র শুদ্ধ ও গ্রহগণ অনুকূল থাকিলে এবং প্রশ্নগণনা দ্বারা যুদ্ধকাল শুভ বলিয়া স্থির হইলে রাজা শত্রুর সম্মুখীন হইবেন। দেবার্চ্চনাদির দ্বারা দৈব-সম্পদ্‌যুক্ত হইয়া দেশকাল বিবেচনাপূর্ব্বক স্বীয় পুরুষকার অবলম্বন করিয়া নৃপতির যুদ্ধযাত্রা করা বিধেয়। যেমন—হস্তী জলে কুম্ভীরের আয়ত্ত, কুম্ভীর আবার স্থলে হস্তীর আয়ত্ত, রাত্রিতে কাক উলূকের নিকট এবং দিবসে উলূক কাকের নিকট অভিভূত হয়; তদ্রূপ দেশ কাল বিবেচনাপূর্ব্বক রাজা যখন আপনাকে প্রবল বোধ করিবেন তখন যুদ্ধযাত্রা করিবেন। বর্ষাকালে অনেক পদাতি সেনা ও হস্তী, হেমন্তে ও শিশিরে অশ্ব ও রথবহুল সেনা, গ্রীষ্মকালে গর্দ্দভ, ও উষ্ট্রবহুল সেনা এবং বসন্ত ও শরৎঋতুতে রাজা কেবল চতুরঙ্গবল নিয়োজিত করিবেন। ৭—২০। যে ভূপতির বহু পদাতি সৈন্য থাকে, তিনি অরিগণকে বিষমরূপে আক্রমণ করিতে সমর্থ হন। শত্রুগণ বৃক্ষাবৃত দেশ আশ্রয় করিলে অথবা সেই দেশ অল্প কর্দ্দমযুক্ত

রথাশ্বভূরো যাত্রাচ্চক্রং সমপথস্থিতম্ ॥ ২৩
তমাশ্রয়ন্তো বহুশাস্ত্রাংস্তু রাজা প্রপূজয়েৎ ।
খরোষ্ট্রোবহুলো রাজা শত্রুবন্ধেন সংস্থিতঃ ॥ ২৪
বন্ধনস্থোঽভিযোজ্যোঽরিস্তথা প্রাবৃষি ভূভুজা
হিমপাতযুতে দেশে স্থিতং গ্রীষ্মেঽভিযোজয়েৎ
যবসেন্ধনসংযুক্তঃ কালঃ পার্থিব হৈমনঃ ।
শরদ্বসন্তো ধর্মজ্ঞ কালো সাধারণৌ স্মৃতৌ ॥ ২৬
বিজ্ঞায় রাজা হিতদেশকালো
দৈবং ত্রিকালঞ্চ তথৈব বুদ্ধ্যা ।
যায়াৎ পরং কালবিদাং মতেন
সঞ্চিন্ত্য সার্দ্ধং দ্বিজমন্ত্রবিদ্ভিঃ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে যাত্রানিমিত্তকাল-যোজ্যচিন্তা নাম চত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪০ ॥

থাকিলে রাজা তথায় বহু হস্তী সহ গমন করিবেন ; আর শত্রু সকল পথে অবস্থিত হইলে সেখানে রথ ও অশ্ববহুল সেনা সমভিব্যাহারে গমন করিতে হইবে। যে সকল সৈনিক রাজাকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে, তাঁহাদিগকে দানমানাদি দ্বারা সম্মানিত করিবেন। বর্ষাকালে বহু উষ্ট্র ও গর্দ্দভসহ যুদ্ধ যাত্রা করিয়া যদি রাজা বন্দী হন, তথাপি শত্রুর সহ যুদ্ধ করিবেন ; কেননা ইহাতে তাঁহার মুক্তি পাইবারই সম্ভাবনা। রাজা দৈব, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকাল অবগত হইয়া সময়বেদিগণের মতানুসারে মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে হিতকর দেশ-কাল বিবেচনাপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিবেন। ২১—২৭।

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪০

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মনুরুবাচ ।
ব্রূহি মে ত্বং নিমিত্তানি অশুভানি শুভানি চ
সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ ত্বং হি সর্ব্ববিদুচ্যসে ॥ ১
মৎস্য উবাচ ।
অঙ্গদক্ষিণভাগে তু শস্তং প্রস্ফুরণং ভবেৎ ।
অথ শস্তং তথা বামে পৃষ্ঠস্য হৃদয়স্য চ ॥ ২
মনুরুবাচ ।
অঙ্গানাং স্পন্দনঞ্চৈব শুভাশুভবিচেষ্টিতম্ ।
তন্মে বিস্তরতো ব্রূহি যেন স্যাং তদ্বিদো ভুবি
মৎস্য উবাচ ।
পৃথ্বীলাভো ভবেন্মূর্দ্ধ্নি ললাটে রবিনন্দন ।
স্থানং বিবৃদ্ধিমায়াতি ভ্রূ-নসোঃ প্রিয়সঙ্গমঃ ॥ ৪
ভৃত্যলব্ধিশ্চাক্ষিদেশে দৃগুপান্তে ধনাগমঃ ।
উৎকণ্ঠোপগমো মধ্যে দৃষ্টং রাজন্ বিচক্ষণৈঃ ॥
দৃগ্বন্ধনে সঙ্গরে চ জয়ং শীঘ্রমবাপ্নুয়াৎ ।
যোষিদ্ভোগোঽপাঙ্গদেশে শ্রবণান্তে প্রিয়শ্রুতিঃ

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মনু বলিলেন,—হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ! আপনি সর্ব্ববিদ্ বলিয়া কথিত হন, আপনি আমার নিকট শুভ ও অশুভ নিমিত্ত সকল কীর্ত্তন করুন। মৎস্য কহিলেন,—সাধারণতঃ শরীরের দক্ষিণভাগ কম্পনই প্রশস্ত, তদ্ভিন্ন পৃষ্ঠ ও হৃদয়ের বামভাগ স্পন্দনও শুভ। মনু প্রশ্ন করিলেন,—শুভাশুভ-সূচক অঙ্গস্পন্দনের বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট কীর্ত্তন করুন,—যাহাতে এ সংসারে আমি বিশেষরূপে ঐ সকল বিষয় অবগত হইতে পারি। মৎস্য উত্তর করিলেন,—স্বপ্নে মস্তক কম্পিত হইলে পৃথিবীলাভ, ললাট কম্পিত হইলে ভূমিবৃদ্ধি এবং ভ্রূ ও নাসিকা স্পন্দিত হইলে সুহৃৎসঙ্গম লাভ হইয়া থাকে। নয়ন কম্পনে মৃত্যু, নয়নসমীপে ধনাগম ও নয়নমধ্যে উৎকণ্ঠা হয়। বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ১—৫। স্বপ্নে দৃষ্টিরোধে সমরে

নাসিকায়াং প্রীতিসৌখ্যং প্রজাপ্তিরধরোষ্ঠজে
কণ্ঠে তু ভোগলাভঃ স্যাদ্ভোগবৃদ্ধিরথাংসয়োঃ
সুহৃৎস্নেহশ্চ বাহুভ্যাং হস্তে চৈব ধনাগমঃ।
পৃষ্ঠে পরাজয়ঃ সদ্যো জয়ো বক্ষঃস্থলে ভবেৎ
কুক্ষিভ্যাং প্রীতিরুদ্দিষ্টা স্ত্রিয়াঃ প্রজননং স্তনে
স্থানভ্রংশো নাভিদেশে অন্ত্রে চৈব ধনাগমঃ ॥ :
জানুসন্ধৌ পরৈঃ সন্ধির্বলবদ্ভির্ভবেন্নৃপ
দিশৈকদেশনাশোহথ জঙ্ঘাভ্যাং রবিনন্দন।
উত্তমং স্থানমাপ্নোতি পদ্ভ্যাং প্রস্ফুরণান্নৃপ।
সলাভঞ্চাধ্বগমনং ভবেৎ পাদতলে নৃপ ॥ ১১
লাঞ্ছনং পিটকঞ্চৈব জ্ঞেয়ং স্ফুরণবৎ তথা।
বিপর্য্যয়েণ বিহিতঃ সর্ব্বঃ স্ত্রীণাং ফলাগমঃ ॥ ১২
অপ্রশস্তে তদা বামে সুপ্রশস্তং বিশেষতঃ।
দক্ষিণেহপি প্রশস্তেহঙ্গে প্রশস্তং স্যাদ্বিশেষতঃ

সত্বর জয়লাভ; অপাঙ্গদেশে কম্পন হইলে স্ত্রীসম্ভোগ, কর্ণমধ্যে প্রিয়শ্রবণ, নাসিকায় প্রীতিসৌখ্য, অধরে ও ওষ্ঠে সন্ততিপ্রাপ্তি, কণ্ঠে ভোগলাভ, স্কন্ধদ্বয়ে ভোগবৃদ্ধি, বাহুদ্বয়ে সুহৃৎস্নেহ, হস্তে ধনাগম, পৃষ্ঠে সদ্যঃ পরাজয় এবং বক্ষস্থল কম্পিত হইলে জয় হইয়া থাকে। কুক্ষিদ্বয় কম্পনে প্রীতি সূচিত হয়। স্তনে স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার, নাভিদেশে স্থানচ্যুতি, নাভিমধ্যে ধনাগম, ও জানুসন্ধি স্পন্দিত হইলে বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি হইয়া থাকে। হে রবিনন্দন! জঙ্ঘায় স্পন্দিত হইলে দেশাংশের নাশ, ও পদদ্বয়ে প্রস্ফুরণে উত্তমস্থান লাভ হয়। হে নৃপ। পদতল কম্পিত হইলে পথগমন লাভজনক হইয়া থাকে এবং উহাতে উত্তম বেশভূষা ও উপঢৌকন দ্রব্যাদিও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই যে অঙ্গস্ফুরণের কথা বলা হইল, এই সকল শুভাশুভ লক্ষণ পুরুষগণেরই বুঝিতে হইবে। স্ত্রীগণের ইহার বিপরীত। সেই বিপরীত লক্ষণ এই—পুরুষের যে প্রশস্ত অঙ্গের স্ফুরণে লাভ, নারীর তাহাতে হানি এবং যে অঙ্গের স্ফুরণে পুরুষের অশুভ, স্ত্রীর তাহা শুভ। এই যে শুভাশুভ ফল

অতোহন্যথা সিদ্ধিপ্রক্ষালনাৎ তু
ক স্য শস্তস্য চ নিন্দিতস্য।
অনিষ্টচিহ্নোপগমে দ্বিজানাং
কার্য্যং সুবর্ণেন তু তর্পণং স্যাৎ ॥২৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে যাত্রানিমিত্তক-
দেহস্পন্দনং নামৈকচত্বারিংশদধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ।
স্বপ্নাখ্যানং কথং দেব গমনে প্রত্যুপস্থিতে।
দৃশ্যন্তে বিবিধাকারা" কথং তেষাং ফলং ভবেৎ
মৎস্য উবাচ।
ইদানীং কথয়িষ্যামি নিমিত্তং স্বপ্নদর্শনে
নাভিং বিনান্যগাত্রেষু তৃণবৃক্ষসমুদ্ভবঃ ॥২
চূর্ণনং মূর্দ্ধ্নি কাংস্যানাং মুণ্ডনং নগ্নতা তথা।
মলিনাম্বরধারিত্বমভ্যঙ্গঃ পঙ্কদিগ্ধতা ॥৩
উচ্চাৎ প্রপতনঞ্চৈব দোলারোহণমেব চ।

কথিত হইল, ইহা নিশ্চয়ই ফলিবে; অতএব যখন অনিষ্টের সম্ভাবনা হইবে, তখন সুবর্ণ দ্বারা দ্বিজগণের প্রীতি সাধন করিতে হইবে। ৬—২৪।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪১।

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মনু বলিলেন,—হে দেব! যাত্রার কাল ও স্বপ্ন সকল বিবিধাকার দৃষ্ট হয়, ঐ সকল যাত্রা ও স্বপ্নের ফল কিরূপ, আপনি সেই সকল কীর্ত্তন করুন। মৎস্য উত্তর করিলেন,—সম্প্রতি স্বপ্নদর্শনের ফল বলিতেছি। নাভি ব্যতীত শরীরের অন্যস্থানে তৃণ বৃক্ষাদির উৎপত্তি, মস্তকে কাংস্য চূর্ণ-লেপন, শিরোমুণ্ডন, নগ্নতা, মলিনবস্ত্র-পরিধান, কর্দম-

অর্জ্জনং পঙ্কলোহানাং হয়ানা মপি মারণম্ ॥৪
রক্তপুষ্পদ্রুমাণাঞ্চ মণ্ডলস্য তথৈব চ।
বরাহর্ক্ষখরোষ্ট্রাণাং তথা চারোহণক্রিয়া ॥৫
ভক্ষণং পক্ষিমৎস্যানাং * তৈলস্য কৃসরস্য চ।
নর্ত্তনং হসনঞ্চৈব বিবাহো গীতমেব চ ॥৬
তন্ত্রীবাদ্যবিহীনানাং বাদ্যানামভিবাদনম্।
স্রোতোঽবগাহগমনং স্নানং গোময়বারিণা ॥৭
পঙ্কোদকেন চ তথা মহীতোয়েন চাপ্যথ।
মাতুঃ প্রবেশো জঠরে চিতারোহণমেব চ ॥৮
শক্রধ্বজাভিপতনং পতনং শশি-সূর্য্যয়োঃ।
দিব্যান্তরীক্ষভৌমাণামুৎপাতানাঞ্চ দর্শনম্ ॥৯
দেব-দ্বিজাতি-ভূপাল-গুরূণাং ক্রোধ এব চ।
আলিঙ্গনং কুমারীণাং পুরুষাণাঞ্চ মৈথুনম্ ॥১০
হানিশ্চৈব স্বগাত্রাণাং বিরেকবমনক্রিয়া।
দক্ষিণাশাভিগমনং ব্যাধিনাভিভবস্তথা ॥১১
ফলাপহানিশ্চ তথা পুষ্পহানিস্তথৈব চ।
গৃহাণাঞ্চৈব পাতশ্চ গৃহসম্মার্জ্জনং তথা ॥ ১২
ক্রীড়া পিশাচ-ক্রব্যাদ-বানরর্ক্ষনরৈরপি।
পরাদভিভবশ্চৈব তস্মাচ্চ ব্যসনোদ্ভবঃ ॥ ১৩
কাষায়বস্ত্রধারিত্বং তদ্বৎ স্ত্রীক্রীড়নং তথা।
স্নেহপানাবগাহৌ চ রক্তমাল্যানুলেপনম্ ॥১৪
এবমাদীনি চান্যানি দুঃস্বপ্নান বিনির্দ্দিশেৎ।
এষাং সঙ্কথনং ধন্যং ভূয়ঃ প্রস্বাপনং তথা ॥১৫
কল্কস্নানং তিলৈর্হোমো ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনম্।
স্তুতিশ্চ বাসুদেবস্য তথা তস্যৈব পূজনম্।
নাগেন্দ্রমোক্ষশ্রবণং জ্ঞেয়ং দুঃস্বপ্ননাশনম্ ॥ ১৬
স্বপ্নাস্তু প্রথমে যামে সংবৎসরবিপাকিনঃ ॥ ১৭
ষড়্ভির্মাসৈর্দ্বিতীয়ে তু ত্রিভির্মাসৈস্তৃতীয়কে।
চতুর্থে মাসমাত্রেণ পশ্যতো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮
অরুণোদয়বেলায়াং দশাহেন ফলং ভবেৎ।
একস্যাং যদি বা রাত্রৌ শুভং বা যদি বাশুভম্
পশ্চাদ্দৃষ্টস্তু যস্তত্র তস্য পাকং বিনির্দ্দিশেৎ।
তস্মাচ্ছোভনকে স্বপ্নে পশ্চাৎ স্বপ্নো ন শস্যতে
শৈল-প্রাসাদ-নাগাশ্ব-বৃষভারোহণং হিতম্।
দ্রুমাণাং শ্বেতপুষ্পাণাং গমনে চ তথা দ্বিজ ॥

লেপন, অভ্যঙ্গ, উচ্চস্থান হইতে পতন, দোলায় আরোহণ, পঙ্কলোহলাভ, অশ্বগণের মারণ; রক্তপুষ্পশ্রেণী, বরাহ, ভল্লুক, গর্দ্দভ, উষ্ট্র প্রভৃতিতে আরোহণ; পক্ষী, মৎস্য, তৈল ও খিচুড়ীভক্ষণ; নর্ত্তন, হসন, বিবাহ, গীত; তন্ত্রীবাদ্য-বিহীন অন্যবাদ্য-বাদন; স্রোতে অবগাহন বা ভাসিয়া যাওয়া; গোময়-জল, পঙ্কোদক বা মৃত্তিকারসে স্নান; মাতার উদরে প্রবেশ, চিতারোহণ; শক্র-ধ্বজ, চন্দ্র ও সূর্য্যের পতন এবং দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম উৎপাতদর্শন; দেব, দ্বিজ, ভূপাল ও গুরুর ক্রোধ; কুমারীগণ সহ আলিঙ্গন, পুংমৈথুন, স্বীয় অঙ্গের হানি, বিরেচন, বমন, দক্ষিণাদিকে গমন, ব্যাধি দ্বারা পীড়া, ফল-পুষ্পহানি, গৃহপতন, গৃহসম্মার্জ্জন; পিশাচ, রাক্ষস, বানর, ভল্লুক এবং মনুষ্যগণের সহিত ক্রীড়া এবং অন্য হইতে অভিভব—স্বপ্নে এই সকল দৃষ্ট হইলে বিপদ্ উপস্থিত হইবে। কাষায় বস্ত্র পরিধান, স্ত্রীগণ-সহ ক্রীড়ন, স্নেহ দ্রব্য পান ও তাহাতে অবগাহন, রক্তমাল্য ও রক্তানুলেপন ধারণ, এই সকল এবং অন্যান্য সমুদায় দুঃস্বপ্ন বলিয়া জানিবে। এই সকল স্বপ্নের কীর্ত্তন এবং পুনরায় স্বপ্নান্তে নিদ্রা বিধেয়। কল্ক (খইল) দ্বারা স্নান, তিল দ্বারা হোম, ব্রাহ্মণগণের পূজা, বাসুদেবের স্তুতি ও পূজা এবং গজমোক্ষণ বৃত্তান্ত শ্রবণ এই সমস্ত দুঃস্বপ্ননাশন জানিবে। ১—১৬। রাত্রির প্রথম যামে দৃষ্ট স্বপ্নের সংবৎসরে, দ্বিতীয় যামে ছয় মাসে, তৃতীয়ে তিন মাসে, চতুর্থ যামের স্বপ্নফল এক মাসে এবং অরুণোদয় বেলায় স্বপ্ন দৃষ্ট হইয়া দশ দিনে ফলিয়া থাকে। এক রাত্রিতে শুভ অশুভ দুইটী স্বপ্ন দৃষ্ট হইলে শেষে যেটী দেখিবে তাহারই ফল হইবে; অতএব শুভস্বপ্ন দেখিয়া আর সে রাত্রিতে নিদ্রা যাইবে না। হে দ্বিজ ! পর্ব্বত, প্রাসাদ,

* পঙ্কমাংসানামিতি পাঠান্তরম্।

ক্রমতৃণোদ্ভবো নাভৌ তথৈব বহুবাহুতা।
তথৈব বহুশীর্ষত্বং ফলিতোদ্ভব এব চ ॥ ২২
সুশুক্লমাল্যধারিত্বং সুশুক্লাম্বরধারিতা।
চন্দ্রার্কতারাগ্রহণং পরিমার্জ্জনমেব চ ॥ ২৩
শক্রধ্বজালিঙ্গনঞ্চ তদুচ্ছ্রায়ক্রিয়া তথা।
ভূম্যম্বুধীনাং গ্রসনং শত্রূণাঞ্চ বধক্রিয়া ॥ ২৪
জয়ো বিবাদে দ্যূতে চ সংগ্রামে চ তথা দ্বিজ
ভক্ষণঞ্চার্দ্রমাংসানাং মৎস্যানাং পায়সস্য চ ॥ ২৫
দর্শনং রুধিরস্যাপি স্নানং বা রুধিরেণ চ।
সুরা রুধির-মদ্যানাং পানং ক্ষীরস্য চাথবা ২৬
অন্ত্রৈর্বা বেষ্টনং ভূমৌ নির্ম্মলং গগনং তথা।
মুখেন দোহনং শস্তং মহিষীণাং তথা গবাম্ ॥
সিংহীনাং হস্তিনীনাঞ্চ বড়বানাং তথৈব চ।
প্রসাদো দেববিপ্রেভ্যো গুরুভ্যশ্চ তথা শুভঃ
অম্ভসা ত্বভিষেকস্তু গবাং শৃঙ্গাশ্রিতেন বা।
চন্দ্রাদ্‌ভ্রষ্টেন বা রাজন্ জ্ঞেয়ো রাজ্যপ্রদো হি সঃ ॥ ২৯
রাজ্যাভিষেকশ্চ তথা চ্ছেদনং শিরসস্তথা।
মরণং বহ্নিদাহশ্চ বহ্নিদাহো গৃহাদিষু ॥ ৩০
লব্ধিশ্চ রাজ্যলিঙ্গানাং তন্ত্রীবাদ্যাভিবাদনম্।
তথোদকানাং তরণং তথা বিষমলঙ্ঘনম্ ॥ ৩১
হস্তিনী বড়বানাঞ্চ গবাঞ্চ প্রসবো গৃহে।
আরোহণমথাশ্বানাং রোদনঞ্চ তথা শুভম্ ॥৩২
বরস্ত্রীণাং তথা লাভস্তথালিঙ্গনমেব চ।
নিগড়ৈর্বন্ধনং ধন্যং তথা বিষ্ঠানুলেপনম্ ॥ ৩৩
জীবতাং ভূমিপালানাং সুহৃদামপি দর্শনম্।
দর্শনং দেবতানাঞ্চ বিমলানাং তথাম্ভসাম্ ॥৩৪
শুভান্যেতানি নরস্তু দৃষ্ট্বা
প্রাপ্নোত্যযত্নাদ্‌ধ্রুবমর্থলাভম্।
স্বপ্নানি বৈ ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠ
ব্যাধেবিমোক্ষঞ্চ তথাতুরোঽপি ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে যাত্রানিমিত্তে স্বপ্নাধ্যায়ো নাম দ্বিচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪২ ॥

হস্তী, বৃষ এবং শ্বেতপুষ্প-বৃক্ষারোহণ স্বপ্নে শুভ। নাভিতে বৃক্ষ ও তৃণের উদ্ভব, আপনাকে বহুবাহু ও বহুশীর্ষ দর্শন, ফলবান্ উদ্ভিদের উদ্ভব, শুক্ল মাল্য ও জীর্ণ বস্ত্রধারণ, চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রের গ্রহণ; পরিমার্জ্জন, শক্রধ্বজসহ আলিঙ্গন, শক্রধ্বজোত্তোলন, ভূমি ও সমুদ্রের গ্রাস করণ, শত্রুগণের বধ, হে দ্বিজ! এই সকল স্বপ্নদর্শনে বিবাদ, দ্যূতক্রীড়া ও সংগ্রামে জয় হইয়া থাকে। কাঁচা মাংস, মৎস্য ও পায়স ভক্ষণ, রুধির দর্শন বা রুধিরে স্নান, সুরা, রুধির, মদ্য কিংবা ক্ষীর পান, নাড়ী দ্বারা ভূমির বেষ্টন, নির্ম্মল গগন এবং মুখ দ্বারা মহিষী, সিংহী, গো, হস্তী ও বড়বা দোহন, বিপ্র এবং গুরুর নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভও স্বপ্নে শুভ বলিয়া জানিবে। হে রাজন্! স্বপ্নে গো-শৃঙ্গস্থিত বা চন্দ্র হইতে ক্ষরিত জল দ্বারা আপনাকে অভিষিক্ত দর্শন রাজ্যপ্রদ হইয়া থাকে। রাজ্যাভিষেক, শিরশ্ছেদন, বহ্নিদাহে মরণ, গৃহদাহ, তন্ত্রীবাদ্যবাদন, রাজকীয় চিহ্ন-লাভ, এই সকল স্বপ্ন রাজ্যপ্রাপ্তির সূচক। জল হইতে উত্তরণ, বিষম লঙ্ঘন, গৃহে হস্তী, গো, এবং বড়বার প্রসব, অশ্বারোহণ, অশ্রু-দোহন এই সকল স্বপ্ন শুভ। বর স্ত্রী লাভ ও তৎসহ আলিঙ্গন, শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন, গাত্রে বিষ্ঠা লেপন, জীবিত ভূমিপতি ও সুহৃদ্ দর্শন, দেবতা ও বিমল জল দর্শন, এই সকল স্বপ্ন শুভদায়ক হয়। মানবগণ এই সকল শুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়া বিনাযত্নে নিশ্চতই অর্থলাভ করে এবং পীড়িত ব্যক্তিও এই সকল শুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়া ব্যাধিবিমুক্ত হইয়া থাকে। ১৭—৩৫।

দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪২।

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মনুরুবাচ।

গমনং প্রতি রাজ্ঞান্তু সম্মুখাদর্শনে চ কিম্।
প্রশস্তাংশ্চৈব সম্ভাষ্য সর্ব্বানেতাংশ্চ কীর্ত্তয় ॥১

মৎস্য উবাচ।

ঔষধানি স্বযুক্তানি ধান্যং কৃষ্ণঞ্চ যদ্ভবেৎ।
কার্পাসশ্চ তৃণং রাজন্ শুষ্কং গোময়মেব চ ॥২
ইন্ধনঞ্চ তথাঙ্গারং গুড়ং তৈলং তথাশুভম্।
অভ্যক্তং মলিনং মুণ্ডং তথা নগ্নঞ্চ মানবম্ ॥ ৩
মুক্তকেশং রুজার্ত্তঞ্চ কাষায়াম্বরধারিণম্।
উন্মত্তকং তথা সত্বং দীনঞ্চাথ নপুংসকম্ ॥৪
অয়ঃপঙ্কস্তথা চর্ম্ম কেশবন্ধনমেব চ।
তথৈবোদ্ধৃতসারাণি পিণ্যাকাদীনি যানি চ ॥ ৫
চণ্ডাল-শ্বপচাশ্চৈব রাজবন্ধনপালকাঃ।
বধকাঃ পাপকর্ম্মাণো গর্ভিণী স্ত্রী তথৈব চ ॥ ৬
তুষ-ভস্ম-কপালাস্থি-ভিন্নভাণ্ডানি যানি চ।
রক্তানি চৈব ভাণ্ডানি মৃতং শাঙ্গিকমেব চ ॥ ৭
এবমাদীন চান্যানি অশস্তান্যভিদর্শনে।
অশস্তো বাদ্যশব্দশ্চ ভিন্নভৈরবজর্জ্জরঃ ॥ ৮
পুরতঃ শব্দ এহীতি শস্যতে ন তু পৃষ্ঠতঃ।
গচ্ছেতি পশ্চাদ্ধর্ম্মজ্ঞ পুরস্তাৎ তু বিগর্হিতঃ ॥৯
ক যাসি তিষ্ঠ মা গচ্ছ কিং তে তত্র গতস্য তু।
অন্যে শব্দাশ্চ যেঽনিষ্টাস্তে বিপত্তিকরা অপি ॥
ধ্বজাদিষু তথা স্থানং ক্রব্যাদানাং বিগর্হিতম্।
স্খলনং বাহনানাঞ্চ বস্ত্রসঙ্গস্তথৈব চ ॥ ১১
নির্গতস্য তু দ্বারাদৌ শিরসশ্চাভিঘাতিতা।
ছত্রধ্বজানাং বস্ত্রাণাং পতনঞ্চ তথাশুভম্ ॥১২
দৃষ্টে নিমিত্তে প্রথমমমঙ্গল্যবিনাশনম্।
কেশবং পূজয়েদ্বিদ্বান্ স্তবেন মধুসূদনম্ ॥ ১৩
দ্বিতীয়ে তু ততোদৃষ্টে প্রতীপে প্রাবশেদ্গৃহম্।
অথেষ্টান প্রবক্ষ্যামি মঙ্গল্যানি তথানঘ ॥ ১৪
শ্বেতাঃ সুমনসঃ শ্রেষ্ঠাঃ পূর্ণকুম্ভাস্তথৈব চ।
জলজাঃ পক্ষিণশ্চৈব মাংস-মৎস্যাশ্চ পার্থিব ॥
গাবস্তুরঙ্গমা নাগা বৃদ্ধ একঃ পশুর্ব্বজঃ।
ত্রিদশাঃ সুহৃদো বিপ্রা জ্বলিতশ্চ হুতাশনঃ ॥১৬

ত্রিচত্বারিংশাদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মনু বলিলেন,—রাজগণের যাত্রাসময়ে সম্মুখে কি কি বস্তুর দর্শন প্রশস্ত, এই সকল কীর্ত্তন করুন। মৎস্য কহিলেন,—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঔষধি সকল, কৃষ্ণধান্য, কার্পাস, তৃণ, শুষ্ক গোময়, কাষ্ঠ, অঙ্গার, গুড়, তৈল, এই সকল যাত্রাকালে দৃষ্ট হইলে অশুভ হইয়া থাকে। অভ্যঙ্গযুক্ত, মলিন মস্তক, উলঙ্গ মানুষ, মুক্তকেশ, রোগপীড়িত ব্যক্তি, কাষায়বস্ত্র-পরিধায়ী লোক, উন্মত্ত প্রাণী, দীন, নপুংসক, উদ্ধৃতরস পিণ্যাকাদি, চণ্ডাল, কুক্কুরভোজী চণ্ডাল, বধবন্ধনকারী রাজ-কর্ম্মচারী, ঘাতুক, পাপ কর্ম্মকারী, গর্ভিণী স্ত্রী, তুষ, ভস্ম, কপাল, অস্থি, ভগ্নভাণ্ড, রক্তভাণ্ড, মৃত শৃঙ্গী, জন্তু এই সকল দর্শনে অশুভ জানিবে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সম্মুখাগত অপ্রশস্ত শব্দ ও ভগ্ন ঝর্জ্ঝরাদির ভৈরব রব শুভ; কিন্তু ঐ শব্দ পশ্চাদ্ দিক্ হইতে আসিলে অশুভ হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! যদি সম্মুখ হইতে 'গচ্ছ' অর্থাৎ যাও, কেহ এই কথা বলে তাহা শুভ, উহা পশ্চাৎ হইতে কথিত হইলেও শুভ নহে। 'কোথা যাও?" যাইও না, থাক, সেখানে গিয়া কি হইবে? এই সকল কথা এবং অন্যান্য অনিষ্টকর শব্দ, সকল বিপজ্জনক। ধ্বজাদির উপরে রাক্ষসের অধিষ্ঠান, যাত্রাসময়ে নিন্দিত। বাহনানিচয়ের স্খলন, বস্ত্ররাশি, যাত্রাকারীর দ্বারদেশে অন্যের মস্তক কুট্টন এবং ছত্র ধ্বজ ও বস্ত্র সকলের পতন অশুভ।১—১২। যাত্রা সময়ে এই সকল অমঙ্গল কারণ দর্শন করিয়া প্রথমে কেশবের পূজা করিয়া পরে মধুসূদনের স্তব করিবে। দ্বিতীয়বারেও ঐরূপ প্রতিকূল দর্শন ঘটিলে গৃহে প্রবেশ করিবে। হে অনঘ! অনন্তর ইষ্ট মাঙ্গল্যের বিষয় বলিতেছি;—উত্তম পূর্ণকুম্ভ, জলজীব পক্ষীর মাংস, মৎস্য এবং গো, অশ্ব, হস্তী, বৃদ্ধ অজ, দেবতা, সুহৃদ্, ব্রাহ্মণ, প্রজ্বলিত হুতাশন, বেশ্যা,

গণিকা চ মহাভাগ দূর্ব্বা চার্দ্রঞ্চ গোময়ম্ ।
রুক্মং রূপ্যং তথা তাম্রং সর্ব্বরত্নানি চাপ্যথ ॥ ১৭
ঔষধানি চ ধর্ম্মজ্ঞ যবাঃ সিদ্ধার্থকাস্তথা ।
নৃবাহ্যমানং যানঞ্চ ভদ্রপীঠং তথৈব চ ॥ ১৮
খড়্গং ছত্রং পতাকা চ মৃদশ্চায়ুধমেব চ ।
রাজলিঙ্গানি সর্ব্বাণি সর্ব্বে রুদিতবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৯
ঘৃতং দধি পয়শ্চৈব ফলানি বিবিধানি চ ।
স্বস্তিকং বর্দ্ধমানঞ্চ নন্দ্যাবর্ত্তং সকৌস্তুভম্ ॥২০
বাদিত্রাণাং সুখঃ শব্দো গম্ভীরঃ সুমনোহরঃ ।
গান্ধার ষড়্জ-ঋষভা যে চ শস্তাস্তথা স্বরাঃ ॥
বায়ুঃ সশর্করো রুক্ষঃ সর্ব্বত্র সমুপস্থিতঃ ।
প্রতিলোমস্তথা নীচো বিজ্ঞেয়ো ভয়কৃদ্দ্বিজ ॥২২
অনুকূলো মৃদুঃ স্নিগ্ধঃ সুখস্পর্শঃ সুখাবহঃ ।
রুক্ষা রুক্ষস্বরা ভদ্রাঃ ক্রব্যাদাঃ পরিগচ্ছতাম্ ॥
মেঘাঃ শস্তা ঘনাঃ স্নিগ্ধা গজবৃংহিতনিস্বনাঃ ।
অনুলোমাস্তড়িচ্ছন্নাঃ শক্রচাপং তথৈব চ ॥
অপ্রশস্তে তথা জ্ঞেয়ে পরিবেষ-প্রবর্ষণে ।
অনুলোমা গ্রহাঃ শস্তা বাক্‌পতিস্তু বিশেষতঃ
আস্তিক্যং শ্রদ্দধানত্বং তথা পূজ্যাভিপূজনম্ ।
শস্তান্যেতানি ধর্ম্মজ্ঞ যচ্চ স্যান্মনসঃ প্রিয়ম্ ॥
মনসস্তুষ্টিরেবাত্র পরমং জয়লক্ষণম্ ।
একতঃ সর্ব্বলিঙ্গানি মনসস্তুষ্টিরেকতঃ ॥ ২৭

যানোৎসুকত্বং মনসঃ প্রহর্ষঃ
শুভস্য লাভো বিজয়প্রবাদঃ ।
মঙ্গল্যলব্ধিঃ শ্রবণঞ্চ রাজন্
জ্ঞেয়ানি নিত্যং বিজয়াবহানি ॥ ২৮

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে যাত্রানিমিত্তে মঙ্গলাধ্যায়ো নাম ত্রিচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় ঊচুঃ ।
রাজধর্ম্মস্ত্বয়া সূত কথিতো বিস্তরেণ তু ।
তথৈবাদ্ভুতমঙ্গল্যং স্বপ্নদর্শনমেব চ ॥ ১

দূর্ব্বা, আর্দ্রগোময়, সুবর্ণ, রূপ্য, তাম্র, সর্ব্ববিধ রত্ন, নানাবিধ ওষধি, যব, সিদ্ধার্থ, বাহনযোগ্য যান, ভদ্রপীঠ, সমস্ত রাজ-চিহ্ন, উৎসাহান্বিত যাবতীয় লোক ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, বিবিধ ফল, স্বস্তিকযুক্ত শরাব, সকৌস্তুভ নন্দ্যাবর্ত্ত, বাদিত্রসমূহের গম্ভীর অথচ মনোহর শব্দ, গান্ধার ষড়্জ ঋষভ প্রভৃতি প্রশস্ত স্বরনিকর যাত্রাকালে শুভ-শংসী। শর্করাযুক্ত রুক্ষ বায়ু সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া সকলদিকে প্রতিকূল ও নীচভাবে বহিতে থাকিলে তাহা ভয়কৃৎ বলিয়া জানিবে। আর অনুকূল, মৃদু, স্নিগ্ধ, সুখ-স্পর্শ, সুখাবহ, রুক্ষ এবং রুক্ষস্বর বায়ু শুভ বলিয়া জানিবে। বিচরণশীলগণমধ্যে রাক্ষস, গজ তুল্য শব্দকারী, অনুলোমক্রমে আচ্ছন্ন বিদ্যুদ্‌যুক্ত স্নিগ্ধ ঘন মেঘ এবং ইন্দ্র-ধনু এই সকল শুভ। মণ্ডলস্থিত চন্দ্র সূর্য্য এবং বৃষ্টি এই দুইটীও যাত্রাকালে অপ্রশস্ত। অনুলোমে উদিত গ্রহ, বিশেষতঃ বৃহস্পতি, আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রদ্দধান, পূজ্যাব্যক্তির পূজাকারী ব্যক্তি এবং আর যাহা যাহা মনোমত বস্তু, এই সমস্তই যাত্রায় প্রশস্ত। এই সকলের মধ্যে মনস্তুষ্টি একটী জয়ের প্রধান লক্ষণ; একদিকে সমস্ত শুভ দৃশ্য অপর দিকে মনের তুষ্টি, তুলনা করিলে উভয়ই সমান জানিবে। যান সকলের ঔৎসুক্য এবং মনের হর্ষই শুভ লাভের বিজয় ঘোষণা করে; এই সমস্ত মঙ্গলাবহ বস্তু দর্শনই হউক বা ইহাদিগের নাম শ্রবণই হউক, ইহাদিগকে নিত্যই বিজয়া-বহ বলিয়া জানিবে। ১৩—২৮।

ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত ! আপনি রাজধর্ম্ম এবং স্বপ্নদর্শনের শুভাশুভ

বিষ্ণোরিদানীং মাহাত্ম্যং পুনর্বক্তুমিহার্হসি।
কথং স বামনো ভূত্বা ববন্ধ বলিদানবম্।
ক্রমতঃ কীদৃশং রূপমাসীল্লোকত্রয়ে হরেঃ ॥ ২
সূত উবাচ।
এতদেব পুরা পৃষ্টং কুরুক্ষেত্রে তপোধনঃ।
শৌনকস্তীর্থযাত্রায়াং বামনায়তনে পুরা ॥ ৩
যদা সময়ভেদিত্বং দ্রৌপদ্যাঃ পার্থিবং প্রতি
অর্জ্জুনেন কৃতং তত্র তীর্থযাত্রাং তদা যযৌ ॥৪
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে বামনায়তনে স্থিতঃ।
স বামনং তত্র অর্জ্জুনো বাক্যমব্রবীৎ ॥৫
অর্জ্জুন উবাচ।
কিং নিমিত্তময়ং দেবো বামনাকৃতিরিজ্যতে।
বরাহরূপী ভগবান্ কস্মাৎ পূজ্যোঽভবৎ পুরা
কস্মাচ্চ বামনস্যেদমিষ্টং ক্ষেত্রমজায়ত ॥ ৬
শৌনক উবাচ।
বামনস্য চ বক্ষ্যামি বরাহস্য চ ধীমতঃ।
ত্যক্তাতিবিস্তরং ভূয়ো মাহাত্ম্যং কুরুনন্দন ॥৭
পুরা নিবারিতে শক্রে সুরেষু বিজিতেষু চ।
চিন্তয়ামাস দেবানাং জননী পুনরুদ্ভবম্ ॥ ৮
অদিতির্দেবমাতা চ পরমং দুশ্চরং তপঃ।
তীব্রং চচার বর্ষাণাং সহস্রং পৃথিবীপতে ॥ ৯
আরাধনায় কৃষ্ণস্য বাগ্‌যতা বায়ুভোজনা *।
দৈত্যৈর্নিরাকৃতান্ দৃষ্ট্বা তনয়ান্ কুরুনন্দন ॥১০
বৃথাপুত্রাহমস্মীতি নির্ব্বেদাৎ প্রণতা হরিম্।
তুষ্টাব বাগ্‌ভিরিষ্টাভিঃ পরমার্থাববোধিনী।
দেবদেবং হৃষীকেশং নত্বা সর্ব্বগতং হরিম্ ॥১১
অদিতিরুবাচ।
নমঃ স্মৃতার্ত্তিনাশায় নমঃ পুষ্করমালিনে।
নমঃ পরমকল্যাণ-কল্যাণায়াদিবেধসে ॥ ১২
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমঃ পঙ্কজনাভয়ে।
শ্রিয়ঃ কান্তায় দান্তায় পরমার্থায় চক্রিণে ॥ ১৩

বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন, এক্ষণে পুনরায় বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। ভগবান্ বিষ্ণু কি নিমিত্ত বামনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা হরির বামনতনু ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া লোকত্রয় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল? সূত বলিলেন,—পুরাকালে কুরুক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা সময়ে অর্জ্জুন বামনায়তনে তপোধন শৌনকের নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন যখন দ্রৌপদীসহ সহবাসনিয়মলঙ্ঘন করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি পাপাচরণ করেন, তৎপাপ ক্ষালনার্থ অর্জ্জুন তখন তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে বামনবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল, অর্জ্জুন তথায় উপস্থিত হইয়া বামনমূর্ত্তি সন্দর্শনপূর্ব্বক শৌনকের নিকট এই কথা বলিয়াছিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন,—কি জন্য এই দেব বামনাকৃতি হইয়াছেন, আর কি হেতুই বা বরাহরূপী ভগবান্ পূজ্য হইয়াছেন, আর কি নিমিত্তই বা এই ক্ষেত্র বামনদেবের প্রিয় হইয়াছে? শৌনক উত্তর করিলেন,—হে কুরুনন্দন! ধীমান্ বামনদেব এবং বরাহদেবের মাহাত্ম্য পুনর্ব্বার সংক্ষেপে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। পুরাকালে সুরগণ সহ শক্র অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে দেবজননী অদিতি পুনর্ব্বার সৃষ্টিকামনায় চিন্তা করিলেন। হে পৃথিবীপতে! দেবমাতা অদিতি সহস্র বৎসর ধরিয়া অতি তীব্র তপশ্চরণ করেন। হে কুরুনন্দন! স্বীয় তনয়গণকে অসুরগণকর্ত্তৃক পরাভূত দেখিয়া অদিতি বাক্‌সংযমনপূর্ব্বক বায়ুমাত্র আহার করিয়া কৃষ্ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন। "আমার পুত্রলাভ বৃথা হইয়াছে" এইরূপ মনে করিয়া তিনি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং পরমার্থতত্ত্বজ্ঞা দেবমাতা অদিতি সর্ব্বগত দেবদেব হৃষীকেশ হরিকে প্রণামপূর্ব্বক অর্থযুক্ত বাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ১—১১। অদিতি বলিলেন,—হে স্মরণার্ত্তিনাশন-কমলমাল্যধারী হরি, তোমাকে নমস্কার, তুমি আদিদেব, তুমি শ্রেষ্ঠ কল্যাণেরও কল্যাণ, তুমি পদ্মনেত্র, তোমার নাভি পঙ্কজ-

* বাতাহারা হুতভোজনেতি কচিৎ পাঠঃ।

নমঃ পঙ্কজসতি-সম্ভূতবায়াত্মযোনয়ে।
নমঃ শঙ্খাসিহস্তায় নমঃ কনকরেতসে ॥ ১৪
তথাত্মজ্ঞানবিজ্ঞান-যোগিচিন্ত্যাত্মযোগিনে।
নির্গুণায়াবিশেষায় হরয়ে ব্রহ্মরূপিণে ॥ ১৫
জগৎ প্রতিষ্ঠিতং যত্র জগতা যো ন দৃশ্যতে।
নমঃ স্থূলাতিসূক্ষ্মায় তস্মৈ দেবায় শঙ্খিনে ॥১৬
যং ন পশ্যন্তি পশ্যন্তো জগদপ্যখিলং নরাঃ।
অপশ্যদ্ভির্জগত্যত্র স দেবো হৃদি সংস্থিতঃ ॥১৭
যস্মিন্নন্নং পয়শ্চৈব নদ্যশ্চৈবাখিলং জগৎ।
তস্মৈ সমস্তজগতামাধারায় নমো নমঃ ॥ ১৮
আদ্যঃ প্রজাপতিপতির্যঃ প্রভূণাং পতিঃ পরঃ।
পতিঃ সুরাণাং যস্তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে ॥১৯
যঃ প্রবৃত্তৌ নিবৃত্তৌ চ ইজ্যতে কর্মভিঃ স্বকৈঃ
স্বর্গাপবর্গফলদো নমস্তস্মৈ গদাভৃতে ॥ ২০
যশ্চিন্ত্যমানো মনসা সদ্যঃ পাপং ব্যপোহতি।
নমস্তস্মৈ বিশুদ্ধায় পরায় হরিবেধসে ॥ ২১
যং বুদ্ধা সর্বভূতানি দেবদেবেশমব্যয়ম্।
ন পুনর্জন্ম মরণে প্রাপ্নুবন্তি নমামি তম্ ॥ ২২
যো যজ্ঞে যজ্ঞপরমৈরিজ্যতে যজ্ঞসংজ্ঞিতঃ।
তং যজ্ঞপুরুষং বিষ্ণুং নমামি প্রভুমীশ্বরম্ ॥ ২৩
গীয়তে সর্ববেদেষু বেদবিদ্ভির্বিদাং পতিঃ।
যস্তস্মৈ বেদবেদ্যায় বিষ্ণবে জিষ্ণবে নমঃ ॥২৪
যতো বিশ্বং সমুৎপন্নং যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতি।
বিশ্বাগমপ্রতিষ্ঠায় নমস্তস্মৈ মহাত্মনে ॥ ২৫
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং যেন বিশ্বমিদং ততম্।
মায়াজালং সমুত্তর্তুং তমুপেন্দ্রং নমাম্যহম্ ॥ ২৬
যস্তু তোয়স্বরূপস্থো বিভর্ত্যখিলমীশ্বরঃ।
বিশ্বং বিশ্বপতিং বিষ্ণুং তং নমামি প্রজাপতিম্

সদৃশ, তোমাকে নমস্কার। হে শ্রীপতে, হে দান্ত, হে পরমার্থ! হে চক্রিন! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে আত্মযোনে! তোমার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইয়াছেন। তোমার হস্তে শঙ্খ এবং অসি শোভা পাইতেছে, তুমি কনকরেতাঃ,তোমাকে নমস্কার। হে আত্মযোগিন্! হে যোগচিন্ত্য! হে আত্মজ্ঞান! হে বিজ্ঞানসম্পন্ন! হে নির্গুণ! হে অবিশেষ! হে হরে! হে ব্রহ্মরূপিন্! তোমাকে নমস্কার। এই জগৎ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, অথচ জগৎ যাঁহাকে দেখিতে পায় না, আমি সেই অতিস্থূল অতি সূক্ষ্ম, শঙ্খধারী দেব হরিকে নমস্কার করি। এই অখিল জগৎ এবং জ্ঞানিগণও যাঁহাকে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পায় না, হৃদিস্থিত হইলেও জ্ঞানীরা যাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হয় না; যাহাতে অন্ন, জল, নদীসকল, এবং অখিল জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি সেই সমস্ত জগতের আধার শ্রীকৃষ্ণকে বারবার নমস্কার করি। যিনি প্রজাপতির পতি, যিনি প্রভুরও প্রভু, যিনি শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাদিগের প্রভু সেই বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি বিষয়ে যিনি স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা উপাসিত হন, স্বর্গ ও অপবর্গ-ফলদাতা সেই গদাধরকে নমস্কার। মন দ্বারা যাঁহাকে চিন্তা করিলে পাপ সকল সদ্য দূরীভূত হয়, আমি সেই বিশুদ্ধ প্রধান বিধাতা হরিকে নমস্কার করি। ১২—২১। যে দেবদেবেশ অব্যয় হরিকে জানিতে পারিলে প্রাণিনিবহ পুনরায় জন্ম-মরণ প্রাপ্ত হয় না, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যজ্ঞে যিনি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চিত হন, সেই যজ্ঞ নামধেয় যজ্ঞপুরুষ প্রভু ঈশ্বর বিষ্ণুকে নমস্কার করি। বেদবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক যিনি সকল বেদে বেদপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং যিনি বেদবেদ্য, সেই জিষ্ণু বিষ্ণুকে নমস্কার। এই বিশ্ব যাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহাতে পুনর্ব্বার লয় প্রাপ্ত হইবে, যিনি এই বিশ্বকে পালন করিয়াছেন, সেই মহাত্মা হরিকে নমস্কার। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যিনি বিস্তার করিয়াছেন, মায়াজাল ছিন্ন করিবার জন্য আমি সেই উপেন্দ্রকে নমস্কার করি। যে ঈশ্বর জলরূপে সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই

যমারাধ্য বিশুদ্ধেন মনসা কর্ম্মণা গিরা।
তরন্ত্যবিদ্যামখিলাং তমুপেন্দ্রং নমাম্যহম্ ॥২৮
বিষাদ তোষ-রোষাদ্যৈর্যোঽজস্রং সুখ-দুঃখজৈঃ
নৃত্যত্যখিলভূতস্থস্তমুপেন্দ্রং নমাম্যহম্ ॥ ৩০
মূর্ত্তং তমোঽসুরময়ং তদ্বধাদ্বিনিহন্তি যঃ।
রাত্রিজং সূর্য্যরূপীব তমুপেন্দ্রং নমাম্যহম্ ॥৩০
কপিলাদিস্বরূপস্থো যশ্চাজ্ঞানময়ং তমঃ।
হন্তি জ্ঞানপ্রদানেন তমুপেন্দ্রং নমাম্যহম্॥ ৩১
যস্যাক্ষিণী চন্দ্র-সূর্য্যৌ সর্ব্বলোকশুভাশুভম্।
পশ্যতঃ কর্ম্ম সততমুপেন্দ্রং তং নমাম্যহম্ ॥ ৩২
যস্মিন্ সর্ব্বেশ্বরে সর্ব্বং সত্যমেতন্ময়োদিতম্।
নানৃতং তমজং বিষ্ণুং নমামি প্রভবাব্যয়ম্ ॥ ৩৩
যদ্যেতৎ সত্যমুক্তং মে ভূয়াংশ্চাতো জনার্দ্দনঃ
সত্যেন তেন সকলাঃ পূর্য্যন্তাং মে মনোরথাঃ

শৌনক উবাচ

এবং স্তুতঃ স ভগবান্ বাসুদেব উবাচ তাম্।
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং তস্যাঃ সন্দর্শনে স্থিতঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মনোরথাংস্ত্বমদিতে যানিচ্ছস্যভিবাঞ্ছিতান্।
তাংস্তং প্রাপ্স্যসি ধর্ম্মজ্ঞে মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ
শৃণুষ্ব সুমহাভাগে বরো যস্তে হৃদি স্থিতঃ।
তমাশু ব্রিয়তাং কামং শ্রেয়স্তে সম্ভবিষ্যতি।
মদ্দর্শনং হি বিফলং ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি ॥ ৩৭

অদিতিরুবাচ।

যদি দেব প্রসন্নস্ত্বং মদ্ভক্ত্যা ভক্তবৎসল।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ পুত্রস্তদস্তু মম বাসবঃ ॥৩৮
হৃতং রাজ্যং হৃতাশ্চাস্য যজ্ঞভাগা মহাসুরৈঃ।
ত্বয়ি প্রসন্নে বরদে তান্ প্রাপ্নোতু সুতো মম।
হৃতং রাজ্যং ন দুঃখায় মম পুত্রস্য কেশব।
সাপত্ন্যাদায়নিভ্রংশো বাধাং নঃ কুরুতে হৃদি ॥

প্রজাপতি বিশ্বপতি বিষ্ণুকে নমস্কার করি বিশুদ্ধ মন, কর্ম্ম এবং বাক্য দ্বারা যাঁহাকে আরাধনা করিলে নিখিল অবিদ্যা তিরোহিত হয়, আমি সেই উপেন্দ্রকে নমস্কার করি। যিনি সকল প্রাণীতে অবস্থিত হইয়া সুখ-দুঃখ হইতে সমুৎপন্ন বিষাদ, সন্তোষ, রোষ, প্রভৃতি দ্বারা নৃত্য করেন, আমি সেই উপেন্দ্রকে নমস্কার করি। সূর্য্য যেরূপ অন্ধকার হরণ করেন, তদ্রূপ যিনি তমোময় অসুরগণকে নিধন করিয়াছেন, আমি সেই উপেন্দ্রকে নমস্কার করি। কপিলরূপে জ্ঞান প্রদান করিয়া যিনি অজ্ঞানময় অন্ধকার দূর করিয়াছেন, আমি সেই উপেন্দ্রকে নমস্কার করি। চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার দুইটী চক্ষু এবং তদ্দ্বারা যিনি নিখিল লোকের শুভাশুভ কর্ম্ম সতত নিরীক্ষণ করেন, আমি সেই উপেন্দ্রকে নমস্কার করি। ২২—৩২। যে সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুতে মৎকথিত সমুদয় সত্য বিরাজিত, মিথ্যা কিছুই নাই, আমি সেই অজ অব্যয় বিশ্বপ্রভাব বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যেহেতু আমি সত্য বিষয় সকল কীর্ত্তন করিলাম, হে জনার্দ্দন! সেই সত্য দ্বারা আমার মনোরথ সকল পূর্ণ হউক। শৌনক বলিলেন,—অদিতি কর্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া সর্ব্বভূতের অদৃশ্য ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে দর্শনদানপূর্ব্বক বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞে অদিতে! যাহা যাহা তোমার মনোরথ, তৎ সমস্তই তুমি প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। হে সুমহাভাগে! তুমি শ্রবণ কর,—তোমার হৃদিস্থ অভিলষিত বর সত্বর প্রার্থনা কর, তোমার মঙ্গল হইবে, আমার দর্শন কদাচিৎ বিফল হয় না। অদিতি বলিলেন,—হে ভক্তবৎসল দেব! যদি আমার ভক্তিতে আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার পুত্র ইন্দ্র ত্রৈলোক্যের অধিপতি হউক। সম্প্রতি আমার পুত্রের রাজ্য ও যজ্ঞভাগ অসুরগণ অপহরণ করিয়াছে, আপনি প্রসন্ন হইয়া এইরূপ বরদান করুন, যেন আমার পুত্র পুনরায় রাজ্য এবং যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হয়। হে কেশব! অসুরগণ রাজ্য হরণ করিয়াছে, ইহাতেই যে কেবল আমি দুঃখিত হইয়াছি এমন নয়, আমার তনয় শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত এবং [illegible]

শ্রীভগবানুবাচ।
কৃতঃ প্রসাদো হি ময়া তব দেবি যথেপ্সিতঃ।
স্বাংশেন চৈব তে গর্ভে সম্ভবিষ্যামি কশ্যপাৎ
তব গর্ভসমুদ্ভূতস্ততস্তে যে সুরারয়ঃ।
তানহং নিহমিষ্যামি নিবৃত্তা ভব নন্দিনি॥ ৪২
অদিতিরুবাচ।
প্রসীদ দেবদেবেশ নমস্তে বিশ্বভাবন।
নাহং ত্বামুদরে দেব বোঢ়ুং শক্ষ্যামি কেশব॥
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং বিশ্বং যো বিশ্বং স্বয়মীশ্বরঃ।
তমহং নোদরেণ ত্বাং বোঢ়ুং শক্ষ্যামিদুর্দ্ধরম্॥
শ্রীভগবানুবাচ।
সত্যমাত্থ মহাভাগে ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ।
প্রতিষ্ঠিতং ন মাং শক্তা বোঢ়ুং সেন্দ্রা দিবৌকসঃ
কিন্ত্বহং সকলাল্লোঁকান্ সদেবাসুরমানুষান্।
জঙ্গমান্ স্থাবরান্ সর্ব্বাংস্ত্বাঞ্চ দেবি সকশ্যপান্
ধারয়িষ্যামি ভদ্রং তে ত্যজ সম্ভ্রমেণ তে॥৪৫
ন তে গ্লানির্ন তে খেদো গর্ভস্থে ভবিতা ময়ি
দাক্ষায়ণি প্রসাদং তে করোম্যন্যৈঃ সুদুর্লভম্
গর্ভস্থে ময়ি পুত্রাণাং তব যোঽরির্ভবিষ্যতি।
তেজসস্তস্য হানিঞ্চ করিষ্যে মা ব্যথাং কৃথাঃ॥
শৌনক উবাচ
এবমুক্তা ততঃ সদ্যো যাতোঽন্তর্দ্ধানমীশ্বরঃ।
সাপি কালেন তং গর্ভমবাপ কুরুসত্তম॥ ৩৯
গর্ভস্থিতে ততঃ কৃষ্ণে চচাল সকলা ক্ষিতিঃ।
চকম্পিরে মহাশৈলাঃ ক্ষোভং জগ্মুস্তথাব্যয়ঃ॥
যতো যতোঽদিতির্যাতি দদাতি ললিতং পদম্
ততস্ততঃ ক্ষিতিঃ খেদান্ননাম বসুধাধিপ॥ ৫১
দৈত্যানামথ সর্ব্বেষাং গর্ভস্থে মধুসূদনে।
বভূব তেজসাং হানির্যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা॥ ৫২
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে
দিতবরপ্রদানং নাম চতুশ্চত্বারিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪৪॥

বান্ধববিহীন হইয়া স্বর্গ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহাই আমার দুঃখ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে দেবি! তোমার ইচ্ছানুসারে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে আমি স্বীয় অংশ দ্বারা কশ্যপ হইতে তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিব। হে নন্দিনি! তুমি নিবৃত্তা হও, তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরগণের নিধন সাধন করিব। ৩৩—৪২। অদিতি বলিলেন,—হে দেবদেবেশ! হে বিশ্বভাবন! তুমি প্রসন্ন হও, তোমাকে নমস্কার। হে কেশব! আমি তোমাকে উদরে বহন করিতে সমর্থ হইব না। যাহাতে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, যিনি স্বয়ং বিশ্বরূপ ঈশ্বর, সেই দুর্দ্ধর তোমাকে আমি উদরে ধারণ করিতে কখনই সমর্থ হইব না। ভগবান্ বলিলেন,—আমাতে নিখিল জগৎ প্রতিষ্ঠিত, ইহা তুমি সত্যই বলিয়াছ, ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবগণ আমাকে বহন করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু হে দেবি! আমি কশ্যপ সহ সকল লোক, দেবতা, অসুর, মানুষ, নিখিল স্থাবর ধারণ করিয়া থাকি, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ইহার জন্য ব্যস্ত হইও না। আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া তোমার কোনরূপ গ্লানি বা খেদ হইবে না। হে দাক্ষায়ণি! অন্যের পক্ষে আমার যে প্রসন্নতা একান্ত দুর্লভ, তাহা তুমি লাভ করিয়াছ। আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করিলে তোমার পুত্রগণের যে সকল শত্রু সমুদ্ভূত হইবে, মদীয় তেজোদ্বারা তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তুমি দুঃখ করিও না। শৌনক বলিলেন,—হে কুরুসত্তম! হরি এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অদিতিও গর্ভ ধারণ করিলেন। কৃষ্ণ অদিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হইলে বসুধা প্রচলিত হইয়া উঠিল, মহা শৈল সকল কাঁপিতে লাগিল, সমুদ্র ক্ষোভ প্রাপ্ত হইল। হে বসুধাধিপ! অদিতি যে দিকে যাইতে লাগিলেন, তাঁহার মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে খেদ বশত ক্ষিতি যেন সেই দিকে অবনামিত হইতে লাগিল। অনন্তর মধুসূদন গর্ভস্থ হইলে তিনি অদিতিকে যেরূপ আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ।

নিস্তেজসোঽসুরান্ দৃষ্ট্বা সমস্তানসুরেশ্বরঃ।
প্রহ্লাদমথ পপ্রচ্ছ বলিরাত্মপিতামহম্ ॥ ১

বলিরুবাচ।

তাত নিস্তেজসো দৈত্যা নির্দ্দগ্ধা ইব বহ্নিনা।
কিমেতে সহসৈবাদ্য ব্রহ্মদণ্ডহতা ইব ॥ ২
অরিষ্টং কিং নু দৈত্যানাং কিং কৃত্যা বৈরিনির্ম্মিতা।
নাশায়ৈষা সমুদ্ভূতা যযা নিস্তেজসোঽসুরাঃ ॥৩

শৌনক উবাচ।

ইতি দৈত্যপতির্ধীরঃ পৃষ্টঃ পৌত্রেণ পার্থিব।
চিরং ধ্যাত্বা জগাদৈনমসুরেন্দ্রং বলিং তদা ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

চলন্তি গিরয়ো ভূমির্জ্জহাতি সহজাং ধৃতিম্।
সর্ব্বে সমুদ্রাঃ ক্ষুভিতা দৈত্যা নিস্তেজসঃ কৃতাঃ
সূর্য্যোদয়ে যথা পূর্ব্বং তথা গচ্ছন্তি ন গ্রহাঃ।
দেবানাঞ্চ পরা লক্ষ্মীঃ কারণৈরনুমীয়তে ॥ ৬
মহদেতন্মহাবাহো কারণং দানবেশ্বর।
ন হ্রস্বমিতি মন্তব্যং ত্বয়া কার্য্যং সুরার্দ্দন ॥ ৭

শৌনক উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দানবপতিং প্রহ্লাদঃ সোঽসুরোত্তমঃ
অত্যন্তভক্তো দেবেশং জগাম মনসা হরিম্ ॥
স ধ্যানযোগং কৃত্বাথ প্রহ্লাদঃ সুমনোহরম্।
বিচারয়ামাস ততো যতো দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৯
স দদর্শোদরেঽদিত্যাঃ প্রহ্লাদো বামনাকৃতিম্
অন্তঃস্থান্ বিভ্রতং সপ্ত লোকানাদিপ্রজাপতিম্
তদন্তঃস্থান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।

তদীয় তেজে দৈত্যগণ যেন নিস্তেজ হইতে লাগিল। ৪৩—৫২।

চতুশ্চত্বারিংশাদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—অনন্তর অসুরেশ্বর বলি দৈত্যগণকে তেজোহীন দর্শন করিয়া স্বীয় পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! এই অসুরগণ সহসা যেন অগ্নি দ্বারা দগ্ধীভূত হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, আজ ইহারা যেন ব্রহ্মদণ্ডহতের ন্যায় উপলক্ষিত হইতেছে, ইহার কারণ কি? দৈত্যদিগের তবে কি কোন অরিষ্ট উপস্থিত হইয়াছে? অথবা যদ্দ্বারা ইহাদের তেজ নষ্ট হইতে পারে, ইহাদের নাশের নিমিত্ত কি বৈরিগণ কর্ত্তৃক তদ্রূপ কোন কৃত্যা নির্ম্মিত হইয়াছে? শৌনক বলিলেন,—হে পার্থিব! পৌত্র বলি কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া দৈত্যপতি ধীর প্রহ্লাদ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। প্রহ্লাদ বলিলেন,—গিরিনিকর প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, বসুধা স্বাভাবিকী ধৃতি ত্যাগ করিতেছেন, সমুদ্রসকল ক্ষুভিত হইতেছে, এবং দৈত্যগণ দিন দিন তেজোহীন হইতেছে। সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকে উদিত হইলে অন্যান্য গ্রহগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছে না, এই সকল কারণে আমার অনুমান হইতেছে, দেবতাদিগের প্রতিই লক্ষ্মী প্রসন্না হইয়াছেন। হে মহাবাহো! হে দানবেশ্বর! ইহাকে তুমি সামান্য দুর্লক্ষণ মনে করিও না। হে সুরার্দ্দন! দৈত্যদিগের তেজোহানির ইহাই তুমি প্রধান কারণ জানিবে। শৌনক বলিলেন,—সেই অসুরোত্তম বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ দৈত্যপতিকে এই কথা বলিয়া মন দ্বারা দেবেশ হরিকে চিন্তা করিলেন। অনন্তর সেই প্রহ্লাদ সুমনোহর ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া জনার্দ্দন কোথায় আছেন, তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি আদি প্রজাপতি বামনাকৃতি হরিকে অদিতির উদরে সন্দর্শন করিলেন। তিনি আরও দেখিলেন,—সেই হরি যেন সপ্তলোক ধারণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার অন্তরে বসুগণ, রুদ্রগণ,

সাধ্যান্‌বিশ্বাংস্তথাদিত্যান্ গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসান
বিরোচনং স্বতনয়ং বলিঞ্চাসুরনায়কম্।
জম্ভং কুজম্ভং নরকং বাণমন্যাংস্তথাসুরান্ ॥১২
স্বাত্মানমুর্ব্বীং গগনং বায়ুমম্ভো হুতাশনম্।
সমুদ্রান্ বৈ দ্রুমসরিৎসরাংসি চ পশূন্ মৃগান্ ॥
বয়োমনুষ্যানখিলাংস্তথৈব চ সরীসৃপান্।
সমস্তলোকস্রষ্টারং ব্রহ্মাণং ভবমেব চ।
গ্রহ-নক্ষত্র নাগাংশ্চ দক্ষাদ্যাংশ্চ প্রজাপতীন্।
স পশ্যন্ বিস্ময়াবিষ্টঃ প্রকৃতিস্থঃ ক্ষণাৎ পুনঃ।
প্রহ্লাদঃ প্রাহ দৈত্যেন্দ্রং বলিং বৈরোচনিং তদা

প্রহ্লাদ উবাচ।

বৎস জ্ঞাতং ময়া সর্ব্বং যদর্থং ভবতামিয়ম্।
তেজসো হানিরুৎপন্না তচ্ছ্রূয়তামশেষতঃ ॥১৬
দেবদেবো জগদ্‌যোনিরযোনির্জগদাদিকৃৎ।
অনাদিরাদির্বিশ্বস্য বরেণ্যো বরদো হরিঃ ॥১৭
পরম্পরাণাং পরমং পরঃ পরবতামপি।
প্রমাণঞ্চ প্রমাণানাং সপ্তলোকগুরোর্গুরুঃ ॥ ১৮
প্রভুঃ প্রভূণাং পরমঃ পরাণা-
মনাদিমধ্যো ভগবাননন্তঃ।
ত্রৈলোক্যমংশেন সনাথমেষ
কর্ত্তুং মহাত্মা দিতিজোঽবতীর্ণঃ ॥ ১৯
ন তস্য রুদ্রো ন চ পদ্মযোনি-
র্নেন্দ্রো ন সূর্য্যেন্দুমরীচিমুখ্যাঃ।
জানন্তি দৈত্যাধিপ যৎস্বরূপং
স বাসুদেবঃ কলয়াবতীর্ণঃ ॥ ২০
যোঽসৌ কলাংশেন নৃসিংহরূপী
জঘান পূর্ব্বং পিতরং মমেশঃ।
যঃ সর্ব্বযোগী শমনো নিবাসঃ।
স বাসুদেবঃ কলয়াবতীর্ণঃ ॥ ২১
যমক্ষরং বেদবিদো বিদিত্বা
বিশন্তি যং জ্ঞানবিধূতপাপাঃ।
যস্মিন্ প্রবিষ্টা ন পুনর্ভবন্তি
তং বাসুদেবং প্রণমামি নিত্যম্ ॥ ২২
ভূতান্যশেষাণি যতো ভবন্তি
যথোর্ম্ময়স্তোয়নিধেরজস্রম্।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্‌গণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, আদিত্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ, উরগগণ, রাক্ষসগণ, নিজ তনয় বিরোচন, অসুরনায়ক বলি, জম্ভ, কুজম্ভ, নরক, বাণ, অন্যান্য অসুরগণ, স্বীয় আত্মা, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, জল, হুতাশন, সমুদ্র সকল, বৃক্ষ, সরিৎ, সরোবর, এবং পশু, মৃগ, অখিল মানুষ, অখিল সরীসৃপ, নিখিল লোকের স্রষ্টা ব্রহ্মা ঈশান, গ্রহগণ, নক্ষত্রগণ, পর্ব্বতসমূহ, এবং দক্ষাদি প্রজাপতি তথায় অবস্থান করিতেছেন। সেই প্রহ্লাদ এই সকল সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে পুনঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া বিরোচনপুত্র বলিকে বলিলেন। ১—১৫। প্রহ্লাদ বলিলেন,—বৎস! যে জন্য তোমাদিগের তেজোহানি হইয়াছে, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি, তুমি বিস্তারপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর। দেবদেব, জগৎযোনি, অযোনিজ, জগতের আদিকৃৎ, অনাদি, বিশ্বের আদি, বরেণ্য, বরদ, হরি, শ্রেষ্ঠ, পর হইতে পরম, পরবানেরও পর, প্রমাণেরও প্রমাণ, সপ্তলোক গুরুর গুরু, প্রভুদিগের প্রভু, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতম, অনাদি-মধ্য, ভগবান্ অনন্ত ত্রৈলোক্যকে তাঁহার একাংশ দ্বারা সনাথ করিবার জন্য আদিতিগর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন। হে দৈত্যাধিপ! রুদ্র, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, মরীচিপ্রমুখ ঋষিগণ যাঁহার স্বরূপ জানিতে অসমর্থ, সেই বাসুদেব অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে ঈশ কলাংশ দ্বারা নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া আমার পিতার বধসাধন করিয়াছিলেন, যিনি সর্ব্বযোগবিৎ, শমন এবং আশ্রয়, সেই বাসুদেব কলাংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বেদবিদ্‌গণ যাঁহাকে জানিতে পারিয়া জ্ঞানবলে বিগতপাপ হইয়া অক্ষর ব্রহ্মপদে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাতে প্রবেশ করিলে পুনর্জ্জন্ম লাভ হয় না, আমি সেই বাসুদেবকে নিত্য প্রণাম করি। যাহা হইতে সমুদ্রের ঊর্ম্মিমালার ন্যায় অজস্র প্রাণিনিচয় সমুদ্ভূত হইতেছে,

লয়ঞ্চ যস্মিন্ প্রলয়ে প্রয়াস্তি
তং বাসুদেবং প্রণমাম্যচিন্ত্যম্ ॥ ২৩
ন যস্য রূপং ন বল-প্রভাবৌ
ন যস্য ভাবঃ পরমস্য পুংসঃ ।
বিজ্ঞায়তে শর্ব্ব-পিতামহাদ্যৈ
স্তং বাসুদেবং প্রণমাম্যজস্রম্ ॥ ২৪
রূপস্য চক্ষুর্গ্রহণে ত্বগিষ্টা
স্পর্শে গ্রহীত্রী রসনা রসস্য ।
শ্রোত্রঞ্চ শব্দগ্রহণে নরাণাং
প্রাণঞ্চ শব্দগ্রহণে নিযুক্তম্ ॥ ২৫
যেনৈকদংষ্ট্রাগ্রসমুদ্ধৃতেয়ং
ধরাচলান ধারয়তীহ সর্ব্বান ।
যস্মিংশ্চ শেতে সকলং জগচ্চ
তমীশমাদ্যং প্রণতোঽস্মি বিষ্ণুম্ ॥ ২৬
ন ঘ্রাণ চক্ষুঃ-শ্রবণাদিভির্যঃ
সর্ব্বেশ্বরো বেদিতুমক্ষয়াত্মা ।
শক্যস্তমীড্যং মনসৈব দেবং
গ্রাহ্যং নতোঽহং হরিমীশিতারম্ ॥২৭
অংশাবতীর্ণেন চ যেন গর্ভে
হৃতানি তেজাংসি মহাপুরাণাম্ ।
নমামি তং দেবমনন্তমীশ-
মশেষসংসারতরোঃ কুঠারম্ ॥২৮
দেবো জগদ্যোনিরয়ং মহাত্মা ।
স ষোড়শাংশেন মহাসুরেন্দ্র ।
স দেবমাতুর্জ্জঠরং প্রবিষ্টো
হৃতানি বস্তেন বলাদ্বপুংষি ॥২৯

বলিরুবাচ ।

তাত কোঽয়ং হরির্নাম যতো নো ভয়মাগতম্
সন্তি মে শতশো দৈত্যা বাসুদেববলাধিকাঃ
বিপ্রচিত্তিঃ শিবিঃ শঙ্কুরয়ঃশঙ্কুস্তথৈব চ ।
অয়ঃশিরাশ্চাশ্বশিরা ভঙ্গকারী মহাহনুঃ ॥ ৩১
প্রতাপঃ প্রঘসঃ শুম্ভঃ কুকুরশ্চ সুদুর্জ্জয়ঃ ।
এতে চান্যে চ মে সন্তি দৈতেয়া দানবাস্তথা
মহাবলা মহাবীর্য্যা ভূভারোদ্ধরণক্ষমাঃ।
এষামেকৈকশঃ কৃষ্ণো ন বীর্য্যার্দ্ধেন সম্মিতঃ।

শৌনক উবাচ ।

পৌত্রস্যৈতদ্বচঃ শ্রুত্বা প্রহ্লাদো দৈত্যপুঙ্গবঃ ।

প্রলয়কালে যাঁহাতে লীন হইতেছে, আমি সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি। যে পরম পুরুষের বল, প্রভাব ও ভাব, শিব-ব্রহ্মাদি জানিতে অক্ষম, আমি সেই বাসুদেবকে অজস্র প্রণাম করি। মানবগণের রূপগ্রহণের জন্য তাঁহার চক্ষু, স্পর্শ করিবার জন্য ত্বক্, রসগ্রহণে রসনা, শব্দগ্রহণ জন্য কর্ণ এবং গন্ধগ্রহণের জন্য নাসিকা নিযুক্ত আছে; যিনি একটীমাত্র দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা বসুন্ধরার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, যিনি নিখিল অচল ধারণ করিতেছেন, যাঁহাতে তাবৎ জগৎ শায়িত আছে, আমি সেই আদ্য ঈশ বিষ্ণুকে প্রণাম করি। নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির দ্বারা যে অক্ষয়াত্মা সর্ব্বেশ্বরকে জানিতে পারা যায় না, একমাত্র সেই মনোগ্রাহ্য পূজ্য দেব ঈশ্বা হরিকে আমি নমস্কার করি। যিনি অংশরূপে অদিতিগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া মহাসুরদিগের তেজ হরণ করিয়াছেন, আমি সেই অশেষ সংসারতরুর কুঠারস্বরূপ দেব ঈশ অনন্তকে প্রণাম করি। হে মহাসুরেন্দ্র! সেই এই মহাত্মা জগদ্যোনি দেব ষোড়শাংশ দ্বারা দেবমাতা অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া তোমাদিগের বল ও বপুঃ হরণ করিয়াছেন। ১৬—২৯। বলি বলিলেন,—হে তাত! বাসুদেব হইতে অধিক বলশালী শত শত দৈত্য ত আমার রহিয়াছে, যাঁহা হইতে আমাদিগের ভীতি উপস্থিত এই হরিনামধারী কে? ঐ দেখুন,—বিপ্রচিত্তি, শিবি, শঙ্কু, অয়ঃশঙ্কু, এবং অয়ঃশিরা, অশ্বশিরাঃ, ভস্মকারী, মহাহনু, প্রতাপ, প্রঘস, শম্ভু ও সুদুর্জ্জয় কুকুর, এই সকল এবং অন্যান্য বহু দৈত্য দানব আমার আছে। ইহারা সকলেই ভূভারোদ্ধরণক্ষম মহাবল, মহাবীর্য্য। বলবীর্য্যে কৃষ্ণ ত ইহাদের একজনেরও সমকক্ষ নহে। শৌনক বলিলেন,—পৌত্রের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া দৈত্যপুঙ্গব প্রহ্লাদ বৈকুণ্ঠ-

ধিগ্‌ধিগিত্যাহ স বলিং বৈকুণ্ঠাক্ষেপবাদিনম্ ॥৩৪
প্রহ্লাদ উবাচ।
বিনাশমুপযাস্যন্তি মন্যে দৈতেয়-দানবাঃ।
যেষাং ত্বমীদৃশো রাজা দুর্ব্বুদ্ধিরবিবেকবান্ ॥৩৫
দেবদেবং মহাভাগং বাসুদেবমজং বিভুম্।
ত্বামৃতে পাপসঙ্কল্পঃ কোঽন্য এবং বদিষ্যতি ॥।
য এতে ভবতা প্রোক্তাঃ সমস্তা দৈত্যদানবাঃ
সব্রহ্মকাস্তথা দেবাঃ স্থাবরান্তভূময়ঃ ॥৩৭
ত্বঞ্চাহঞ্চ জগচ্চেদং সাদ্রি-দ্রুম-নদী-নদম্।
সমুদ্র-দ্বীপ-লোকাশ্চ ন সমং কেশবস্য হি॥৩৮
যস্যাতিবন্দ্যবন্দ্যস্য ব্যাপিনঃ পরমাত্মনঃ।
একাংশেন জগৎ সর্ব্বং কস্তমেবং প্রবক্ষ্যতি ॥
ঋতে বিনাশাভিমুখং ত্বামেকমবিবেকিনম্।
কুবুদ্ধিমজিতাত্মানং বৃদ্ধানাং শাসনাতিগম্।
শোচ্যোঽহং যস্য মে গেহে জাতস্তব পিতাধমঃ
যস্য ত্বমীদৃশঃ পুত্রো দেবদেবস্য নিন্দকঃ ॥৪১
তিষ্ঠত্বেষা হি সংসার-সম্ভৃতাঘবিনাশিনী।
কৃষ্ণে ভক্তিরহং তাবদবেক্ষ্যো ভবতা ন কিম্
ন মে প্রিয়তমঃ কৃষ্ণাদপি দেহো মহাত্মনঃ।
ইতি জানাত্যয়ং লোকো ন ভবান্ দিতিজাধম
জানন্নপি প্রিয়তরং প্রাণেভ্যোঽপি হরিং মম।
নিন্দাং করোষি তস্য ত্বমকুর্ব্বন্ গৌরবং মম ॥৪
বিরোচনস্তব গুরুর্গুরুস্তস্যাপ্যহং বলে।
মমাপি সর্ব্বজগতাং গুরুর্নারায়ণো গুরুঃ ॥৪৫
নিন্দাং করোষি যস্তস্মিন্ কৃষ্ণে গুরুগুরোর্গুরৌ
যস্মাৎ তস্মাদিহৈশ্বর্য্যাদচিরাদ্‌ভ্রংশমেষ্যসি ॥৪৬
মম দেবো জগন্নাথো বলে তাবজ্জনার্দ্দনঃ।
ভবত্বহমুপেক্ষ্যস্তে প্রীতিমানস্তু মে গুরুঃ ॥ ৪৭
এতাবন্মাত্রমপ্যেবং নিন্দিতাস্ত্রিজগদ্গুরুঃ।
নাবেক্ষিতং ত্বয়া যস্মাৎ তস্মাচ্ছাপং দদামি তে
যথা মে শিরসশ্ছেদাদিদং গুরুতরং বচঃ।

নিন্দাকারী বলিকে ধিক্ ধিক্ এই কথা বলিয়া উঠিলেন। প্রহ্লাদ বলিলেন,—তোমার মত বিবেকহীন দুর্ব্বুদ্ধি যাহাদের রাজা, আমার মনে হয়, সেই দৈত্যদানবগণ নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তোমার মত পাপকামী ভিন্ন দেবদেব মহাভাগ অজ বিভু বাসুদেবকে অন্য কে আর এইরূপ বলিয়া থাকে? তুমি যাহাদের কথা বলিলে, সেই এই দৈত্যদানবগণ, ব্রহ্মার সহিত দেবগণ, স্থাবর সকল, অশেষ ভূমি, তুমি আমি, এই জগৎ, পর্ব্বতসহ বৃক্ষ, নদী, নদ, সমুদ্র, দ্বীপ, সপ্তলোক, ইহারা কেহই কেশবের সমান নহে! যে অতিশয় পূজ্য সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার একাংশে এই তাবৎ জগৎ প্রতিষ্ঠিত, বিনাশাভিমুখে প্রধাবিত, অবিবেকী, কুবুদ্ধিসম্পন্ন অভিজ্ঞাতাত্মা বৃদ্ধগণের, শাসন-লঙ্ঘনকারী তোমা ভিন্ন কে তাঁহাকে এইরূপ বলিতে সমর্থ হয়? ৩০—৪০ দেবদেব বিষ্ণুর নিন্দাকারী তুমি যাহার পুত্র, সেই অধম যে আমার গৃহে জন্মলাভ করিয়াছে, ইহা আমার মহাশোক-কারণ হইয়াছে। কৃষ্ণে ভক্তি থাকলেই সংসারের যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হয়, আমি ইহাই দেখিয়া থাকি; কি আশ্চর্য্য! তুমি ইহা দেখিতেছ না? এই সকল লোকই ইহা জানে যে, মহাত্মা কৃষ্ণ হইতে আমার এই দেহও প্রিয়তম নহে। হে দৈত্যাধম! তুমি ইহা জান না। হরি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর; অতএব তুমি ইহা জানিয়াও আমার গৌরব না করিয়া সেই হরির নিন্দা করিতেছ? হে বলে! তোমার গুরু বিরোচন, তাঁহার গুরু। আমি তুমি জানিও —সকল জগতের এবং আমার গুরু সেই নারায়ণ হরি। যেহেতু তুমি তোমার গুরুর গুরু তাঁর গুরু শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দা করিতেছ, অতএব অচিরে তুমি ঐশ্বর্য্যবিমুক্ত হইবে। হে বলে! আমাকর্ত্তৃক তুমি উপেক্ষিত হইলেই মদীয় গুরু দেব জনার্দ্দন জগন্নাথ আমার প্রতি প্রীতিমান্ হইবেন। যেহেতু তুমি ত্রিজগদ্‌গুরু হরিকে এইরূপ নিন্দা করিলে, অতএব তোমাকে আমি শাপ প্রদান করিতেছি। তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার শিরশ্ছেদ অপেক্ষা বিষ্ণুনিন্দাসূচক

ত্বয়োক্তমচ্যুতাক্ষেপি রাজ্যভ্রষ্টস্তথা পত ॥৪৯
যথা চ কৃষ্ণান্ন পরং পরিত্রাণং ভবার্ণবে।
তথাচিরেণ পশ্যেয়ং ভবন্তং রাজ্যবিচ্যুতম্ ॥৫০
শৌনক উবাচ।
ইতি দৈত্যপতিঃ শ্রুত্বা গুরোর্বচনমপ্রিয়ম্।
প্রসাদয়ামাস গুরুং প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ ॥ ৫১
বলিরুবাচ।
প্রসীদ তাত মা কোপং কুরু মোহহতে ময়ি।
বলাবলেপমত্তেন ময়ৈতদ্বাক্যমীরিতম্ ॥৫২
মোহোপহতবিজ্ঞানঃ পাপোঽহং দিতিজোত্তম।
যচ্ছপ্তোঽস্মি দুরাচারস্তৎ সাধু ভবতা কৃতম্ ॥
রাজ্যভ্রংশং বসুভ্রংশং সম্প্রাপ্স্যামীতি ন ত্বহম্
বিষণ্ণোঽস্মি যথা তাত তবৈবাবিনয়ে কৃতে ॥৫৪
ত্রৈলোক্যরাজ্যমৈশ্বর্য্যমন্যদ্বা নাতিদুর্লভম্।
সংসারে দুর্লভাস্তে তু গুরবো যে ভবদ্বিধাঃ ॥
তৎ প্রসীদ ন মে কোপং কর্ত্তুমর্হসি দৈত্যপ।
ত্বৎকোপদৃষ্ট্যা তাতাহং পরিতপ্যে ন শাপতঃ
প্রহ্লাদ উবাচ।
বৎস কোপো ন মোহেন জনিতস্তেন তে ময়া
শাপো দত্তো বিবেকশ্চ মোহেনাপহৃতো মম ॥
যদি মোহেন মে জ্ঞানং ন ক্ষিপ্তং স্যান্মহাসুর
তৎ কথং সর্ব্বগং জানন্ হরিং কিঞ্চিচ্ছপাম্যহম্
যোঽয়ং শাপো ময়া দত্তো ভবতোঽসুরপুঙ্গব।
ভাব্যমেতেন নূনং তে তস্মাত্ত্বং বিষীদ বৈ
অদ্য প্রভৃতি দেবেশে ভগবত্যচ্যুতে হরৌ।
ভবেথা ভক্তিমানীশে স তে ত্রাতা ভবিষ্যতি
শাপং প্রাপ্যাথ মাং বীর সংস্মরেথাঃ স্মৃতস্ত্বয়া
তথা তথা যতিষ্যেঽহং শ্রেয়সা যোক্ষ্যসে যথা
এবমুক্ত্বা স দৈত্যেন্দ্রং বিররাম মহামতিঃ।

বাক্য আমার অসহ্য। তুমি সেই বিষ্ণু-নিন্দা করিয়াছ, অতএব তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হও, তোমার পতন হউক। মহার্ণবে পরিত্রাণ-ক্ষম কৃষ্ণভিন্ন আর কেহ নাই, সেই কৃষ্ণ-নিন্দাকারী তোমাকে যেন অচিরে রাজ্যচ্যুত ও পতিত দেখিতে পাই। ৪৯—৫০। শৌনক বলিলেন,—দৈত্যপতি বলি পিতামহের এই অপ্রিয়বাণী শ্রবণ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণিপাতপূর্ব্বক তাহার প্রসন্নতা লাভে যত্নবান্ হইলেন। বলি বলিলেন,—আমি মোহে অভিভূত ও বলগর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া এইরূপ গর্ব্বিত বাক্য বলিয়াছি, আপনি আমার প্রতি কোপ করিবেন না, হে তাত! আপনি প্রসন্ন হউন। আমি মোহে হতজ্ঞান হইয়া পাপাচরণ করিয়াছি, অতএব হে দিতিজোত্তম! আপনি যে দুরাচার আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, ইহা উত্তমই হইয়াছে। আপনার প্রতি অবিনয় ব্যবহার করিয়া যেরূপ খেদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে হে তাত! আমি যে রাজ্য এবং ধনভ্রষ্ট হইব ইহাতে তত বিষন্ন নহি। রাজ্য কিংবা ঐশ্বর্য্য অথবা অন্য কোন লাভ আমি অধিক-তর দুর্লভ মনে করি না, কিন্তু সংসারে আপনার মত গুরুই দুর্লভ। অতএব হে দৈত্য-পতে! আপনি আমার প্রতি কোপ করিবেন না, আপনি প্রসন্ন হউন। হে তাত! আমি আপনার শাপ হইতেও আপনার কোপ-দৃষ্টিতেই অধিকতর পরিতপ্ত হইতেছি। প্রহ্লাদ বলিলেন,—বৎস! আমি তোমার প্রতি কোপ করি নাই, মোহবশেই আমার বিবেক বিলুপ্ত হইয়াছে। দেখ, মোহ-প্রযুক্ত যদি আমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্তই না হইবে, তবে 'হরি সর্ব্বগ অর্থাৎ তিনি তোমাতেও বিদ্যমান রহিয়াছেন' ইহা জানি-য়াও কেন আমি শাপপ্রদান করিলাম? যাহা হউক, আমি তোমাকে যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছি, হে অসুরপুঙ্গব! তাহা নিশ্চয়ই ফলিবে, কিন্তু বিষাদ প্রাপ্ত হইও না। কারণ, অদ্য হইতে ভগবান্ অচ্যুত দেবেশ হরিতে তুমি ভক্তিমান্ হইবে, ইহাতেই তিনি তোমাকে পরিত্রাণ করিবেন। তুমি মৎ-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছ বলিয়াই আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে, তোমার যাহাতে মঙ্গল হয়, আমিও তজ্জন্য সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবে। মহামতি প্রহ্লাদ অসুররাজ বলিকে এই

অজায়ত স গোবিন্দো ভগবান্‌ বামনাকৃতিঃ ॥
অবতীর্ণে জগন্নাথে তস্মিন্‌ সর্ব্বামরেশ্বরে ।
দেবাশ্চ মুমুচুর্দুঃখং দেবমাতাদিতিস্তথা ॥ ৬৩
ববুর্বাতাঃ সুখস্পর্শা বিরজস্কমভূন্নভঃ ।
ধর্ম্মে চ সর্ব্বভূতানাং তদা মতিরজায়ত ॥ ৬৪
নোদ্বেগশ্চাপ্যভূৎ তত্র মনুজেন্দ্রাসুরেষ্বপি ।
তদাদি সর্ব্বভূতানাং ভূম্যম্বরদিবৌকসাম্‌ ॥ ৬৫
তং জাতমাত্রং ভগবান্‌ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
জাতকর্ম্মাদিকং কৃত্বা কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা চ পার্থিব ।
তুষ্টাব দেবদেবেশমৃষীণাঞ্চৈব শৃণ্বতাম্‌ ॥ ৬৬

ব্রহ্মোবাচ ।

জয়াধ্যেশ জয়াজেয় জয় সর্ব্বাত্মকাত্মক ।
জয় জন্মজরাপেত জয়ানন্ত জয়াচ্যুত ॥ ৬৭
জয়াজিত জয়ামেয় জয়াব্যক্তস্থিতে জয় ।
পরমার্থার্থ সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মনিঃসৃত ॥ ৬৮
জয়াশেষ জগৎসাক্ষিন্‌ জগৎকর্ত্তর্জগদ্‌গুরো ।
জগতোঽস্য জয়ান্তে চ স্থিতো পালয়িতুং জয়
জয় শেষ জয়াশেষ জয়াখিলহৃদিস্থিত ।
জয়াদিমধ্যান্ত জয় সর্ব্বজ্ঞাননিধে জয় ॥ ৭০
মুমুক্ষুভিরনির্দ্দেশ্য স্বয়ংদৃষ্ট জয়েশ্বর ।
যোগিনাং মুক্তিফলদ দমাদিগুণভূষণ ॥ ৭১
জয়াতিসূক্ষ্ম দুর্জ্ঞেয় জয় স্থূল জগন্ময় ।
জয় স্থূলাতিসূক্ষ্ম ত্বং জয়াতীন্দ্রিয় সেন্দ্রিয় ॥ ৭২
জয় স্বমায়াযোগস্থ শেষভোগশয়াক্ষর ।
জয়ৈকদংষ্ট্রাপ্রান্তাগ্র-সমুদ্ধৃতবসুন্ধর ॥ ৭৩
নৃকেশরিন্‌ জয়ারাতি-বক্ষঃস্থলবিদারণ ।
সাম্প্রতং জয় বিশ্বাত্মন্‌ জয় বামন কেশব ॥ ৭৪
নিজমায়াপটচ্ছন্ন জগন্মূর্ত্তে জনার্দ্দন ।
জয়াচিন্ত্য জয়ানেকস্ব..পৈকবিধ প্রভো ॥ ৭৫

সকল কথা বলিয়া বিরত হইলেন। এদিকে যথাকালে ভগবান্‌ গোবিন্দ বামনবপু ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। নিখিল দেবগণের ঈশ্বর জগন্নাথ হরি অবতীর্ণ হইলে দেবমাতা অদিতি এবং দেবগণ দুঃখবিমুক্ত হইলেন। তখন সুখস্পর্শ বায়ু বহিতে লাগিল, আকাশ রজোহীন হইল, প্রাণিসকলের ধর্ম্মে মতি জন্মিল। হে মনুজেন্দ্র! তখন মর্ত্ত্য, আকাশ এবং স্বর্গবাসী নিখিল প্রাণীর—এমন কি অসুরগণের পর্য্যন্তও কোন উদ্বেগ রহিল না। ৫১—৬৫। ভগবান বামন জন্মগ্রহণ করিবামাত্র লোকপিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া জাতকর্ম্মাদি সমাধা করিলেন। হে পার্থিব! তিনি দেবদেবেশ কৃষ্ণকে সন্দর্শন করিয়া ঋষিগণসমক্ষে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে আদ্যেশ! হে অজেয়! হে সর্ব্বাত্মকাত্মক! তুমি জয়যুক্ত হও! হে অচ্যুত! হে অনন্ত! তুমি জরাজন্ম-বিমুক্ত, তোমার জয় হউক। তুমি অজিত, তুমি অমেয়, হে সর্ব্বজ্ঞ! তোমার স্বরূপ অব্যক্ত, তুমি পরমার্থেরও অর্থ, তুমি জ্ঞান-জ্ঞেয়, তুমি আত্মাতে সর্ব্বদা বিচরণ কর, তোমার জয় হউক। হে, জগৎসাক্ষিন্‌, হে জগৎপ্রভো! হে জগদ্‌গুরো! তোমার অন্ত নাই, তুমি জয়যুক্ত হও। তুমি জগতের পালনকর্ত্তা, তুমি শেষ, তুমিই অশেষ, তুমি অখিল জগতের হৃদিস্থ, তুমিই আদি, তুমিই মধ্য, এবং তুমিই অন্ত, হে সর্ব্বজ্ঞান-নিধে! তোমার জয় হউক। মুমুক্ষুগণ তোমাকে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন না, তুমি স্বয়ং দৃষ্ট, তুমি যোগিগণের মুক্তিফলদাতা, শমদমাদি তোমার ভূষণস্বরূপ, হে ঈশ্বর! তুমি জয়যুক্ত হও। তুমি সূক্ষ্ম, তুমি স্থূল, তুমি দুর্জ্ঞেয়, তুমি অতিস্থূল, তুমি অতি সূক্ষ্ম, তুমি ইন্দ্রিয়যুক্ত, তুমি ইন্দ্রিয়াতীত, হে জগন্ময়, তোমার জয় হউক। তুমি স্বীয় মায়াযোগে অবস্থিত, তুমি শেষনাগশায়ী, হে অঘোর। তুমি একটী মাত্র দন্তের প্রান্ত-ভাগ দ্বারা বসুধার উদ্ধার করিয়াছ, হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি শত্রুগণের বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়াছ, হে বিশ্বাত্মন্‌! হে বামন! হে কেশব! সম্প্রতি তুমি জয়যুক্ত হও। হে জনার্দ্দন! জগৎ তোমার মূর্ত্তি অথচ নিজ মায়াপটে আবৃত হইয়া তুমি কখন একরূপ, কখন বহুরূপী; সুতরাং তুমি চিন্তাতীত, হে

বর্দ্ধস্ব বর্দ্ধিতাশেষ-বিকারপ্রকৃতে হরে।
ত্বয্যেষা জগতামীশে সংস্থিতা ধর্ম্মপদ্ধতিঃ ॥৭৬
ন ত্বামহং ন চেশানো নেন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদশা হরে।
ন জ্ঞাতুমীশা মুনয়ঃ সনকাদ্যা ন যোগিনঃ ॥৭৭
ত্বন্মায়াপটসংবীতে জগত্যত্র জগৎপতে।
কস্ত্বাং বেৎস্যতি সর্ব্বেশ ত্বৎপ্রসাদং বিনা নরঃ
ত্বমেবারাধিতো যেন প্রসাদসুমুখ প্রভো।
স এব কেবলো দেব বেত্তি ত্বাং নেতরে জনাঃ
নন্দীশ্বরেশ্বরেশান প্রভবস্ব স্বভাবন *।
প্রভবায়াস্য বিশ্বস্য বিশ্বাত্মন্ পৃথুলোচন ॥ ৮০

শৌনক উবাচ

এবং স্তুতো হৃষীকেশঃ স তদা বামনাকৃতিঃ।
প্রহস্য ভাবগম্ভীরমুবাচাব্জসমুদ্ভবম্ ॥ ৮১
স্তুতোঽহং ভবতা পূর্ব্বমিন্দ্রাদ্যৈঃ কশ্যপেন চ
ময়া চ বঃ প্রতিজ্ঞাতমিন্দ্রস্য ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৮২
ভূয়শ্চাহং স্তুতোঽদিত্যা তস্যাশ্চাপি প্রতিশ্রুতম্
যথা শক্রায় দাস্যামি ত্রৈলোক্যং হতকণ্টকম্ ॥
সোঽহং তথা করিষ্যামি যথেন্দ্রো জগতঃপতিঃ
ভবিষ্যতি সহস্রাক্ষঃ সত্যমেবদ্ব্রবীমি বঃ ॥৮৪
ততঃ কৃষ্ণাজিনং ব্রহ্মা হৃষীকেশায় দত্তবান্।
যজ্ঞোপবীতং ভগবান্ দদৌ তস্মৈ বৃহস্পতিঃ ॥
আষাঢ়মদদাদ্দণ্ডং মরীচির্ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
কমণ্ডলুং বশিষ্ঠশ্চ কৌশং বেদমথাঙ্গিরাঃ ॥ ৮৬
অক্ষসূত্রঞ্চ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ সিতবাসসী।
উপতস্থুশ্চ তং বেদাঃ প্রণবস্বরভূষণাঃ ॥ ৮৭
শাস্ত্রাণ্যশেষাণি তথা সাংখ্যযোগোক্তয়শ্চ যাঃ
স বামনো জটী দণ্ডী ছত্রী ধৃতকমণ্ডলুঃ ॥৮৮
সর্ব্বদেবময়ো ভূপ বলেরধ্বরমভ্যগাৎ।
যত্র যত্র পদং ভূয়ো ভূভাগে বামনো দদৌ ॥
দদাতি ভূমিবিবরং তত্র তত্রাতিপীড়িতা।

প্রভো! তোমার জয় হউক। প্রকৃতির বিকার বশে অশেষরূপে তুমি বর্দ্ধিত হইয়া থাক। হে হরে! তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। হে জগৎপতে! তোমাতে ধর্ম্মপদ্ধতি সকল সংস্থিত রহিয়াছে। হে হরে! আমি ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্রাদি দেবগণ, ঋষিগণ এবং সনকাদি যোগিগণ আমরা কেহই তোমাকে অবগত হইতে পারি না। তোমার প্রসন্নতা ভিন্ন হে জগৎপতে! হে সর্ব্বেশ! তোমার মায়াপটাচ্ছন্ন এ জগতে কোন্ মানব তোমাকে জানিতে সমর্থ হয়? হে প্রসন্নবদন প্রভো! তোমাকে যে আরাধনা করে, হে দেব! সে-ই কেবল তোমাকে জানিতে পারে, অপর কেহ তোমাকে জানিতে পারে না। এই বিশ্ব সৃষ্টির জন্য তুমি স্বয়ং সমুদ্ভূত হইয়াছ, হে পৃথুলোচন! হে বিশ্বাত্মন্! হে নন্দীশ্বরের ঈশ্বর ঈশান! তুমি এক্ষণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। ৬৭—৮০। শৌনক বলিলেন,—সেই বামনাকৃতি হৃষীকেশ এইরূপ স্তুত হইয়া গম্ভীরভাবে হাস্যপূর্ব্বক পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে এই কথা কহিলেন,—আমি ইতঃপূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণ, কশ্যপ এবং তোমাকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ইন্দ্রের ভুবনত্রয় প্রাপ্তির জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, পুনরপি অদিতি কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া আমি ইন্দ্রের নিষ্কণ্টক ত্রিভুবন প্রাপ্তির বিষয় প্রতিশ্রুত হইয়াছি। আমি সত্যই বলিতেছি, আজ আমি ইন্দ্রকে জগৎপতি করিয়া আমার প্রতিশ্রুতি পালন করিব। অনন্তর ব্রহ্মা বামনকে কৃষ্ণাজিন, ভগবান্ বৃহস্পতি যজ্ঞোপবীত, ব্রহ্মপুত্র মরীচী পলাশদণ্ড, বশিষ্ঠ কমণ্ডলু, অঙ্গিরা বেদ, পুলহ অক্ষসূত্র ও পুলস্ত্য শ্বেতবস্ত্রযুগল প্রদান করিলেন, তখন প্রণবস্বরভূষণ সামাদিবেদ ও বেদশাখা সকল এবং সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল। হে রাজন্! জটা দণ্ড ছত্র এবং কমণ্ডলুধারী সর্ব্বদেবময় সেই বামন, বলির যজ্ঞে গমন করিলেন। তিনি যে যে ভূমিভাগে পা ফেলিতে লাগিলেন, তাঁহার পদভরে তথায় এক একটি গর্ত্ত হইতে লাগিল।

* প্রভো বর্দ্ধস্ব বামনেতি পাঠান্তরম্।

স বামনো জড়গতির্মৃদু গচ্ছন্ সপর্ব্বতাম্।
সাব্ধিদ্বীপবতীং সর্ব্বাং চালয়ামাস মেদিনীম্॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে বামনোৎপত্তির্নাম পঞ্চচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪৫॥

ষট্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ

সপর্ব্বতবনামুর্ব্বীং দৃষ্ট্বা সংক্ষোভিতাং বলিঃ।
পপ্রচ্ছোশনসং শুক্রং প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১
আচার্য্য ক্ষোভমায়াতা সাব্ধিভূভৃদ্বনা মহী।
কস্মাচ্চ নাসুরান্ ভাগান্ প্রতিগৃহ্নন্তি বহ্নয়ঃ
ইতি পৃষ্টোঽথ বলিনা কাব্যো বেদবিদাং বরঃ।
উবাচ দৈত্যাধিপতিং চিরং ধ্যাত্বা মহামতিঃ॥ ৩
অবতীর্ণো জগদ্যোনিঃ কশ্যপস্য গৃহে হরিঃ।
বামনেনেহ রূপেণ জগদাত্মা সনাতনঃ॥ ৪
স এব যজ্ঞমায়াতি তব দানবপুঙ্গব।

জড়গতি বামনের মৃদুমন্দ গতিতেও শৈল, সমুদ্র এবং দ্বীপসহ মেদিনী প্রচলিত হইতেছিল। ৮১—৯০।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—সশৈল বনভূমিকে সংক্ষোভিত দেখিয়া কৃতাঞ্জলি বলি, পবিত্র শুক্রাচার্য্যকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন,—আচার্য্য! কিজন্য কাননভূমি ও সাগরসহ ধরা ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছে? আবার কিজন্যই বা হুতাশন আসুরভাগ গ্রহণ করিতেছেন না? বলি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বেদবিৎগণের শ্রেষ্ঠ মহামনাঃ শুক্রাচার্য্য কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দৈত্যাধিপতি বলিকে বলিলেন,—জগদাত্মা সনাতন হরি বামনাকৃতি পরিগ্রহ করিয়া কশ্যপের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে দানবশ্রেষ্ঠ! তিনি তোমার যজ্ঞে আগ-

তৎপাদন্যাসবিক্ষোভাদিয়ং প্রচলিতা মহী।
কম্পন্তে গিরয়শ্চামী ক্ষুভিতো মকরালয়ঃ॥ ৫
নৈনং ভূতপতিং ভূমিঃ সমর্থা বোঢ়ুমীশ্বরম্।
সদেবাসুর-গন্ধর্ব্বা যক্ষ-রাক্ষস-কিন্নরা॥ ৬
অনেনৈব ধৃতা ভূমিরাপোঽগ্নিঃ পবনো নভঃ।
ধারয়ত্যখিলান্ দেবো মন্বাদীংশ্চ মহাসুর॥ ৭
ইয়মেব জগদ্ধেতোর্মায়া কৃষ্ণস্য গহ্বরী।
ধার্য্য-ধারকভাবেন যয়া সম্পীড়িতং জগৎ॥ ৮
তৎসন্নিধানাদসুরা ভাগার্হা নাসুরোত্তম।
ভুঞ্জতে নাসুরান্ ভাগানমী তেনৈব চাগ্নয়ঃ॥ ৯

বলিরুবাচ।

ধন্যোঽহং কৃতপুণ্যশ্চ যন্মে যজ্ঞপতিঃ স্বয়ম্।
যজ্ঞমভ্যাগতো ব্রহ্মন্ মত্তঃ কোঽন্যোঽধিকঃ পুমান্
যং যোগিনঃ সদা যুক্তাঃ পরমাত্মানমব্যয়ম্।
দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি দেবেশং স মেঽধ্বরমুপৈষ্যতি॥ ১১

মন করিতেছেন, তাঁহারই পদভরে মেদিনী প্রচলিতা হইয়া উঠিয়াছে। গিরি কম্পিত এবং সমুদ্র বিক্ষোভিত হইয়াছে। দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং কিন্নরগণ সহ মিলিত হইয়াও এই ভূতপতি ঈশ্বর বিষ্ণুকে বহন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। হে মহাসুর! ইনি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন বলিয়াই এই পৃথিবী অনল, জল, আকাশ, সমীরণ এবং নিখিল মন্বাদিকে ধারণ করিয়া আছেন। যিনি ধার্য্য-ধারকরূপ এই জগৎকে পীড়িত করিতেছেন, সেই গহন কৃষ্ণমায়াই জগতের কারণ; হে অসুরোত্তম! সেই মায়া সন্নিহিত বলিয়া অসুরগণ ভাগার্হ হইতেছে না এবং হুতাশনও সেই মায়ামোহিত অসুরগণের যজ্ঞভাগ ভোজন করিতেছেন না। বলি বলিলেন,—ব্রহ্মন্! স্বয়ং যজ্ঞপতি যখন আমার যজ্ঞে আগমন করিতেছেন, তখন আমি ধন্য, আমি পুণ্যকর্ম্মা; আমা হইতে আর কে শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছে? যুক্ত যোগিগণ সর্ব্বদা যে অব্যয় পরমাত্মাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি আমার যজ্ঞে আগমন

হোতা ভাগপ্রদোঽয়ঞ্চ যমুদ্গাতা চ গায়তি।
তমধ্বরেশ্বরং বিষ্ণুং মত্তঃ কোঽন্য উপৈষ্যতি
সর্ব্বেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে মদধ্বরমুপাগতে।
ময়য়া কার্য্য কর্ত্তব্যং তন্মমাদেষ্টুমর্হসি॥ ১৩
শুক্র উবাচ।
যজ্ঞভাগভুজো দেবা বেদপ্রামাণ্যতোঽসুর।
ত্বয়া তু দানবা দৈত্যা মখভাগভুজঃ কৃতাঃ॥ ১৪
অয়ঞ্চ দেবঃ সত্ত্বস্থঃ করোতি স্থিত-পালনম্।
বিসৃষ্টেরন্তু চান্নেন স্বয়মত্তি প্রজাঃ প্রভুঃ॥ ১৫
ত্বৎকৃতে ভাবিতা নূনং দেবো বিষ্ণুঃ স্থিতো স্থিতঃ।
বিদিত্বৈতন্মহাভাগ কুরু যত্নমনাগতম্॥ ১৬
ত্বয়া হি দৈত্যাধিপতে স্বল্পকেঽপি হি বস্তুনি।
প্রতিজ্ঞা ন হি বোঢ়ব্যা বাচ্যং স ম বৃথাফলম্
নালং দাতুমহং দেব দৈত্য বাচ্যং ত্বয়া বচঃ।
কৃষ্ণস্য দেবভূত্যর্থং প্রবৃত্তস্য মহাসুর॥ ১৮
বলিরুবাচ।
ব্রহ্মন্‌ কথমহং ব্রূয়ামন্যেনাপি হি যাচিতঃ।
নাস্তীতি কিমু দেবেন সংসারাঘৌঘহারিণা॥ ১৯
ব্রতোপবাসৈর্বিবিধৈঃ প্রতিসংগ্রাহ্যতে হরিঃ।
স চেদ্বক্ষ্যতি দেহীতি গোবিন্দঃ কিমতোঽধিকম্
যদর্থমুপহারাঢ্যাস্তপঃশৌচগুণান্বিতৈঃ।
যজ্ঞাঃ ক্রিয়ন্তে দেবেশঃ স মাং দেহীতি বক্ষ্যতি
তৎ সাধু সুকৃতং কর্ম্ম তপঃ সুচরিতং মম।
যন্ময়া দত্তমীশেশঃ স্বয়মাদাস্যতে হরিঃ॥ ২২
নাস্তি নাস্তীত্যহং বক্ষ্যে তমপ্যাগতমীশ্বরম্।
যদা বক্ষ্যামি তং প্রাপ্তং বৃথা তজ্জন্মনঃ ফলম্॥
যজ্ঞেঽস্মিন্‌ যদি যজ্ঞেশো যাচতে মাং জনার্দ্দনঃ
নিজমূর্দ্ধানমপ্যত্র তদাস্যাম্যবিচারিতম্॥ ২৪

করিবেন। ১—১১। ইনি যজ্ঞের হোতা ও ভাগপ্রদ, ইনিই উদ্‌গাতা এবং গায়ক, অহো! আমা হইতে ভাগ্যবান্‌ আর কে আছে যে, যজ্ঞে আমি সেই যজ্ঞপতি সাক্ষাৎ বিষ্ণুরই অর্চ্চনা করিব! সেই সর্ব্বেশ্বরেরও ঈশ্বর কৃষ্ণ আমার যজ্ঞে আগমন করিলে, হে শুক্র! আমি কি করিব, তাহা আমাকে আদেশ করুন। শুক্র বলিলেন,—হে অসুর! বেদপ্রমাণানুসারে দেবগণই যজ্ঞ ভাগ ভোজন করিয়া থাকেন, তুমি স্বীয় বীর্য্যবলেই দৈত্যদানবদিগকে যজ্ঞভাগভোজী করিয়াছ। এই দেব কৃষ্ণ সত্ত্বস্থ হইয়া রক্ষণ-পালন করিয়া থাকেন এবং প্রলয়কালে এই প্রভুই প্রজাগণকে গ্রাস করেন। হে মহাভাগ! তোমার যজ্ঞে যদি এই বিষ্ণু স্থান পান, তাহা হইলে ইনি প্রবল হইবেন। ইহা জানিয়া যাহা এখনও উপস্থিত হয় নাই, তদ্বিষয়ে চিন্তা কর। হে দৈত্যাধিপতে! ইনি স্বল্প বস্তু প্রার্থনা করিলেও তুমি নিষ্ফল স্বীকার বাক্য বলিও না, হে মহাসুর! এই কৃষ্ণ দেবতাদিগের বৃদ্ধি কামনায় তোমার যজ্ঞে আগমন করিতেছেন; অতএব হে দৈত্য! ইনি কিছু প্রার্থনা করিলে তুমি বলিবে—"হে দেব! আমার কিছু দিবার সামর্থ্য নাই।" বলি বলিলেন,—ব্রহ্মন্‌! একজন সাধারণ লোকে কিছু প্রার্থনা করিলেও আমার 'নাই' একথা বলা উচিত হয় না, তাহাতে সংসার-কলুষনাশন হরির প্রার্থনায় আর কি বলিব? বিবিধ ব্রতোপবাসাদি দ্বারা যাঁহার পূজা করিতে হয়, সেই গোবিন্দ 'দাও' বলিয়া আমার নিকট যাচ্ঞা করিবেন, ইহা হইতে অধিক কি আর হইতে পারে? যাঁর জন্য যজ্ঞের উপহার সকল আহৃত শুচি হইয়া যাঁহার জন্য তপস্যা এবং যাঁর তুষ্টির জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় সেই দেবেশ আমাকে 'দাও' এই কথা বলিবেন! ইহা কি কম ভাগ্যের কথা! নিশ্চয়ই আমি কত সুকৃত করিয়াছি, কত তপস্যা করিয়াছি, কত সুচরিত আচরণ করিয়াছি, কেননা যজ্ঞে মৎপ্রদত্ত বস্তু সেই স্বয়ং হরিই গ্রহণ করিবেন। সেই স্বয়ং সমাগত বামনকে আমি "নাই নাই" বলিয়া বঞ্চনা করিব! করিলে আমার জন্ম বিফল হইবে। যদি যজ্ঞপতি জনার্দ্দন এই যজ্ঞে

নাস্তীতি যন্ময়া নোক্তমন্যেষামপি যাচতাম্।
বক্ষ্যামি কথমায়াতে তদনভ্যস্তমচ্যুতে ॥ ২৫
শ্লাঘ্য এব হি বীরাণাং দানাদাপৎসমাগমঃ।
নাবাধকারি যদ্দানং তদমঙ্গলবৎ স্মৃতম্ ॥ ২৬
মদ্রাজ্যে নাসুখী কশ্চিন্ন দরিদ্রো ন চাতুরঃ।
নাভূষিতো ন চোদ্বিগ্নো ন স্রগাদিবিবর্জ্জিতঃ॥
হৃষ্টস্তুষ্টঃ সুগন্ধিশ্চ তৃপ্তঃ সর্ব্বসুখান্বিতঃ।
জনঃ সর্ব্বো মহাভাগ কিমুতাহং সদা সুখী ॥২৮
এতদ্বিশিষ্টপাত্রোঽয়ং দানবীজফলং মম।
বিদিতং ভৃগুশার্দ্দূল ময়ৈতৎ ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ২৯
এতদ্বিজানতো দানবীজং পততি চেদ্‌গুরো।
জনার্দ্দনমহাপাত্রে কিং ন প্রাপ্তং ততো ময়া ॥৩০
মত্তো দানমবাপ্যেশো যদি পুষ্ণাতি দেবতাঃ।
উপভোগাদ্দশগুণং দানং শ্লাঘ্যত্তমং মম ॥ ৩১
মৎপ্রসাদপরো নূনং যজ্ঞেনারাধিতো হরিঃ।
তেনাভ্যেতি ন সন্দেহো দর্শনাদুপকারকৃৎ ॥৩২
অথ কোপেন চাভ্যেতি দেবভাগোপরোধিনম্
মাং নিহন্তুমনাশ্চেৎ বধঃ শ্লাঘ্যতরোঽচ্যুতাৎ ॥
তন্ময়ং সর্ব্বমেবেদং নাপ্রাপ্যং যস্য বিদ্যতে।
স মাং যাচিতুমভ্যেতি নানুগ্রহমৃতে হরিঃ ॥ ৩৪
যঃ সৃজত্যাত্মভূঃ সর্ব্বঞ্চেতসৈব চ সংহরেৎ।
স মাং হন্তুং হৃষীকেশঃ কথং যত্নং করিষ্যতি ॥
এতদ্বিদিত্বা ন গুরো দানবিঘ্নকরেণ চ।
ত্বয়া ভাব্যং জগন্নাথে গোবিন্দে সমুপাস্থিতে ॥

শৌনক উবাচ।

ইত্যেবং বদতস্তস্য সম্প্রাপ্তঃ স জগৎপতিঃ।
সর্ব্বদেবময়োঽচিন্ত্যো মায়াবামনরূপধৃক্ ॥ ৩৭
৫ঃ দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটাস্তঃপ্রবিষ্টমসুরাঃ প্রভুম্।

আমার নিকট যাচ্ঞা করেন, আমি ভাল মন্দ বিচার না করিয়াই নিজ মস্তক পর্য্যন্তও তাঁহাকে প্রদান করিব। অন্য কেহ কিছু যাচ্ঞা করিলেও আমি "নাই নাই" একথা কখন বলি নাই, আর 'নাই' বলা আমার অনভ্যস্ত; অতএব সেই স্বয়ং সমাগত বিষ্ণুকে কেমন করিয়া "নাই" একথা কহিব? ১২—২৫। দান হইতে কোন বিপদ্ হওয়া বীরগণের শ্লাঘ্য; বাধাবিহীন দানই অমঙ্গলের জন্য হইয়া থাকে। আমার রাজ্যে কেহ অসুখী, দরিদ্র, বা আতুর নাই এবং কেহ ভূষণশূন্য বা উদ্বিগ্ন কিম্বা মাল্য ভূষণহীনও নাই; সকলেই হৃষ্ট, তুষ্ট, সকলেই সুস্নিগ্ধ, তৃপ্ত, এবং সুখ-সমন্বিত। হে মহাভাগ! সকলেই সদা সুখী, আমার কথা আর কি কহিব? ইনিই দানের উপযুক্ত পাত্র; ইহাঁকে সেবিলেই আমার সেই দান সফল। হে ভৃগুশার্দ্দূল! আপনারই অনুগ্রহে ইহা আমি বিদিত আছি। হে গুরো! ইহা জানিয়া আমার দান যদি এই উপযুক্ত পাত্র জনার্দ্দনে অর্পিত হয়, তাহা হইলে আমি কি না প্রাপ্ত হইলাম? আর ইনি আমার নিকট দান পাইলেই যদি দেবতাগণ বর্দ্ধিত হন, তবে দানীয় বস্তুর উপভোগেই আমার দানফল দশগুণ বর্দ্ধিত হইবে। তাঁহার অনুগ্রহেই আজ নিশ্চয়ই আমি তাঁহার আরাধনা করিতে সমর্থ হইব, কেননা দর্শন দানে আমার উপকার সাধন মানসে তিনি আসিতেছেন, সন্দেহ নাই। আর যদি তিনি কোপপূর্ব্বকই আগমন করেন এবং দেবভাগহারী আমার নিধন অভিলাষেই আইসেন, তাহা হইলেও বিষ্ণু হইতে আমার বিনাশ শ্লাঘ্যতর। এই সকলই বিষ্ণুময়। যাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই নাই, সেই হরি আমার নিকট যাচঞা করিতে আসিতেছেন, ইহা আমার প্রতি অনুগ্রহ ভিন্ন কি বলিব? সেই আত্মযোনি সকল সৃজন করেন এবং মনে করিলে সমস্তই হরণ করিতে পারেন,সেই হৃষীকেশ আমার বধের জন্য কেন যত্ন করিবেন? হে গুরো! এসকল জানিয়া শুনিয়া আপনি সমুদিত জগন্নাথ গোবিন্দকে দান দিতে বাধা করিবেন না। ২৬—৩৬। শৌনক বলিলেন,—বলি এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় সেই জগৎপতি সর্ব্বদেবময় অচিন্ত্য মায়াবামন-বিগ্রহধারী হরি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাগস্থানে

জগ্মুঃ সভাসদঃ ক্ষোভং তেজসা তস্য নিষ্প্রভাঃ
জেপুশ্চ মুনয়স্তত্র যে সমেতা মহাধ্বরে।
বলিশ্চৈবাখিলং জন্ম মেনে সফলমাত্মনঃ ॥ ৩৯
ততঃ সংক্ষোভমাপন্নো ন কশ্চিৎ কিঞ্চিদুক্তবান্
প্রত্যেকং দেবদেবেশং পূজয়ামাস চেতসা॥ ৪০
অথাসুরপতিং প্রহ্বং দৃষ্ট্বা মুনিবরাংশ্চ তান্।
দেবদেবপতিঃ সাক্ষী বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্ ॥ ৪১
তুষ্টাব যজ্ঞবহ্নিঞ্চ যজমানমথর্ত্বিজঃ।
যজ্ঞকর্ম্মাধিকারস্থান্ সদস্যান্ দ্রব্যসম্পদঃ ॥ ৪২
ততঃ প্রসন্নমখিলং বামনং প্রতি তৎক্ষণাৎ।
যজ্ঞবাটস্থিতং বীরঃ সাধু সাধ্বিত্যুদীরয়ন্ ॥৪৩
স চার্ঘমাদায় বলিঃ প্রোদ্ভূতপুলকস্তদা।
পূজয়ামাস গোবিন্দং প্রাহ চেদং মহাসুরঃ ॥৪৪
বলিরুবাচ।
সুবর্ণরত্নসঙ্ঘাতং গজাশ্বমমিতং তথা।
স্ত্রিয়ো বস্ত্রাণ্যলঙ্কারাংস্তথা গ্রামাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥
সর্ব্বস্বং সকলামুর্ব্বীং ভবতো বা যদীপ্সিতম্।
তদ্দদামি বৃণুষ্ব ত্বং যেনার্থী বামনঃ প্রিয়ঃ ॥৪৬
শৌনক উবাচ
ইত্যুক্তো দৈত্যপতিনা প্রীতিগর্ভান্বিতং বচঃ।
প্রাহ সস্মিতগম্ভীরং ভগবান্ বামনাকৃতিঃ ॥ ৪৭
বামন উবাচ।
মমাগ্নিশরণার্থায় দেহি রাজন্ পদত্রয়ম্।
সুবর্ণ-গ্রাম-রত্নানি তদর্থিভ্যঃ প্রদীয়তাম্ ॥ ৪৮
বলিরুবাচ।
ত্রিভিঃ প্রয়োজনং কিং তে পাদৈঃ পদবতাং বর
শতং শতসহস্রাণাং পদানাং মার্গতাং ভবান্॥
বামন উবাচ।
ধর্ম্মবুদ্ধ্যা দৈত্যপতে কৃতকৃত্যোঽহস্মি তাবতা।
অন্যেষামর্থিনাং বিত্তমীহিতং দাস্যতে ভবান্॥
শৌনক উবাচ
এতচ্ছ্রুত্বা তু গদিতং বামনস্য মহাত্মনঃ।
দদৌ তস্মৈ মহাবাহুর্বামনায় পদত্রয়ম্ ॥ ৫১
পাণৌ তু পতিতে তোয়ে বামনোঽভূদবামনঃ
সর্ব্বদেবময়ং রূপং দর্শয়ামাস তৎক্ষণাৎ ॥ ৫২

সেই ঈশকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সভাসদ অসুরগণ ক্ষোভপ্রাপ্ত হইল এবং তাঁহার তেজে তাহারা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সেই মহাযজ্ঞে যে সকল ঋষি সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা জপ করিতে লাগিলেন এবং বলির জন্ম ও নিজ নিজ জন্ম সফল মনে করিলেন। অনন্তর সংক্ষোভপ্রাপ্ত জনগণ মধ্যে কেহই কিছু কহিল না, সকলেই মনে মনে দেবদেবেশ জনার্দ্দনকে পূজা করিতে লাগিল। অনন্তর দেবদেবপতি বামনবপু সর্ব্বসাক্ষী বিষ্ণু, অসুরপতি বলি এবং মুনিগণকে বিনয়নম্র দর্শন করিয়া যজমান যজ্ঞবহ্নিকে স্তব করিয়া পরে যজ্ঞকর্ম্মাধিকারী ঋত্বিক্ সদস্য প্রভৃতিরও স্তব করিলেন। তৎপর যজ্ঞভূমিস্থিত বামনের প্রতি সকলেই প্রসন্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বীর বলি "সাধু সাধু" এই কথা বলিয়া উঠিলেন। সেই পুলককম্পিত মহাসুর বলি অর্ঘ্য আনয়নপূর্ব্বক পূজা করিয়া গোবিন্দকে জিজ্ঞাসিলেন। বলি বলিলেন,—সুবর্ণরত্নচয়, অসংখ্য গজ অশ্ব, উত্তমা স্ত্রী, বস্ত্র, অলঙ্কার, এবং সমৃদ্ধ গ্রাম বা সমস্ত পৃথিবী, এই সকল অথবা আপনার যাহা প্রিয়, প্রার্থনা করুন, আমি আপনাকে তাহা দান করিব। দৈত্যপতি এইরূপ বলিলে বামনাকৃতি ভগবান ঈষৎ হাস্য ও গাম্ভীর্য্যযুক্ত স্নেহপূর্ণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন। বামন বলিলেন,—আমি ব্রাহ্মণ,হে রাজন্! আমাকেপদত্রয় ভূমি প্রদান করুন। সুবর্ণ, রত্ন, গ্রামাদি, যাহারা প্রার্থনা করে, তাহাদিগকেই দেওয়া কর্ত্তব্য। বলি বলিলেন,—হে মনুষ্যেন্দ্র! ত্রিপাদ ভূমিতে আপনার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? শত কিম্বা সহস্রপদ ভূমি আপনি প্রার্থনা করুন। বামন বলিলেন,—হে দৈত্যপতে! ধর্ম্মবুদ্ধিতে ঐ ত্রিপাদভূমি দ্বারাই কৃতকৃত্য হইব, অন্যান্য প্রার্থীদিগকে তাহাদের ঈপ্সিত প্রদান করুন। শৌনক কহিলেন,—মহাত্মা বামনের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবাহু বলি তাঁহাকে ত্রিপাদ ভূমি প্রদান করিলেন। বলিকর্ত্তৃক তাঁহার হস্তে দানজল

চন্দ্র-সূর্য্যৌ চ নয়নে দ্যৌর্মূর্দ্ধা চরণৌ ক্ষিতিঃ।
পাদাঙ্গুল্যঃ পিশাচাস্তু হস্তাঙ্গুল্যশ্চ গুহ্যকাঃ॥
বিশ্বেদেবাশ্চ জানুস্থা জঙ্ঘে সাধ্যাঃ সুরোত্তমাঃ।
যক্ষা নখেষু সম্ভূতা রেখাশ্চাপ্সরসস্তথা ॥৫৪
দৃষ্টৌ ঋক্ষাণ্যশেষাণি কেশাঃ সূর্য্যাংশবঃ প্রভোঃ।
তারকা রোমকূপাণি রোমাণি চ মহর্ষয়ঃ॥ ৫৫
বাহবো বিদিশস্তস্য দিশঃ শ্রোত্রে মহাত্মনঃ।
অশ্বিনৌ শ্রবণে তস্য নাসা বায়ুর্মহাত্মনঃ॥ ৫৬
প্রসাদশ্চন্দ্রমা দেবো মনো ধর্ম্মঃ সমাশ্রিতঃ।
সত্যং তস্যাভবদ্বাণী জিহ্বা দেবী সরস্বতী ॥৫৭
গ্রীবাদিতির্দেবমাতা বিদ্যাস্তদ্বলয়স্তথা।
স্বর্গদ্বারমভূন্মৈত্রং ত্বষ্টা পূষা চ বৈ ভ্রুবৌ॥ ৫৮
মুখং বৈশ্বানরশ্চাস্য বৃষণৌ তু প্রজাপতিঃ।
হৃদয়ঞ্চ পরং ব্রহ্ম পুংস্ত্বং বৈ কশ্যপো মুনিঃ ॥৫৯
পৃষ্ঠেঽস্য বসবো দেবা মরুতঃ সর্ব্বসন্ধিষু।
সর্ব্বসূক্তানি দশনা জ্যোতীংষি বিমলপ্রভাঃ॥

বক্ষঃস্থলে মহাদেবো ধৈর্য্যে চাস্য মহার্ণবাঃ।
উদরে চাস্য গন্ধর্ব্বাঃ সম্ভূতাশ্চ মহাবলাঃ॥ ৬১
লক্ষ্মীর্মেধা ধৃতিঃ কান্তিঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্চ বৈ কটিঃ।
সর্ব্বজ্যোতীংষি জানীহি তস্য তৎ পরমং মহঃ॥
তস্য দেবাধিদেবস্য তেজঃ প্রোদ্ভূতমুত্তমম্।
স্তনৌ কুক্ষী চ বেদাশ্চ উদরঞ্চ মহামখাঃ ॥৬৩
ইষ্টয়ঃ পশুবন্ধাশ্চ দ্বিজানাং বীক্ষিতানি চ।
তস্য দেবময়ং রূপং দৃষ্ট্বা বিষ্ণোর্মহাবলাঃ॥ ৬৪
উপাসর্পন্ত দৈত্যেন্দ্রাঃ পতঙ্গা ইব পাবকম্।
প্রমথ্য সর্ব্বানসুরান্ পাদহস্ততলৈর্বিভুঃ॥৬৫
কৃত্বা রূপং মহাকায়ং জহারাশু স মেদিনীম্।
তস্য বিক্রমতো ভূমিং চন্দ্রাদিত্যৌ স্তনান্তরে।
নাভৌ বিক্রমমাণস্য সক্থিদেশস্থিতাবুভৌ।
পরং বিক্রমতস্তস্য জানুমূলে প্রভাকরৌ॥ ৬৭
বিষ্ণোরাস্তাং মহীপাল দেবপালনকর্ম্মণি।
জিত্বা লোকত্রয়ং কৃৎস্নং হত্বা চাসুরপুঙ্গবান্॥

পাতিত হইলে সর্ব্বদেবময় বামন বৰ্দ্ধিত হইলেন,—তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার নয়নদ্বয়, দ্যুলোক—মস্তক, পৃথিবী—চরণদ্বয়, পিশাচগণ—পদাঙ্গুলী এবং গুহ্যকগণ তাঁহার হস্তাঙ্গুলী। সেই বিভুর জানুতে দেবগণ, জঙ্ঘাতে সুরোত্তম সাধ্যগণ, নখরনিকরে যক্ষগণ ও নয়নে নক্ষত্রগণ অবস্থিত, তদীয় রেখা সকল অপ্সরোগণ ও কেশ সকল সূর্য্যকিরণ। সেই মহাত্মার রোমকূপ তারকা, মহর্ষিগণ রোম, বাহুসমূহ বিদিক্, দিক্‌সকল শ্রোত্র, অশ্বিনীকুমার শ্রবণযুগল, নাসিকা বায়ু। চন্দ্রমা তাঁহার প্রসন্নতা, মন ধর্ম্ম, বাণী সত্য, জিহ্বা সরস্বতী এবং গ্রীবাদেশ দেবমাতা অদিতি, তাঁহার বলয় বিদ্যা, স্বর্গদ্বার মৈত্রী, ত্বষ্টা এবং পূষা তাঁহার ভ্রূযুগল। তাঁহার মুখ বৈশ্বানর, বৃষণদ্বয় প্রজাপতি, পরব্রহ্ম হৃদয় এবং কশ্যপমুনি পুংস্ত্ব। ইহাঁর পৃষ্ঠ দেশে বসুগণ, সন্ধি-সমূহে মরুদ্গণ এবং সূক্তসকল দশন, গ্রহ নক্ষত্রাদি বিমল কান্তি।৩৭—৬০। ইহাঁর বক্ষঃস্থলে মহাদেব,ধৈর্য্যে মহাসমুদ্র ও উদরে মহাবল গন্ধর্ব্বগণ। লক্ষ্মী,মেধা, ধৃতি, কান্তি এবং যাবতীয় বিদ্যা তাঁহার কটিদেশ এবং গ্রহ ও নক্ষত্রগণ তাঁহার পরম বল। তখন সেই দেবাদিদেব বামনের উত্তম তেজ সমুদ্ভূত হইল। দ্বিজগণ দেখিলেন—যেন তাঁহার স্তন এবং কুক্ষি বেদ, উদর মহাযজ্ঞ ও দৃষ্টিসকল পশুবন্ধ। সেই বিষ্ণুর দেবময় রূপ দর্শন করিয়া মহাবল অসুরশ্রেষ্ঠগণ পতঙ্গগণের অগ্নিপ্রবেশের ন্যায় উপসর্পিত হইতে লাগিল। সেই বিভু বামন বিপুল কলেবর ধারণ করিয়া হস্ত ও পদতল দ্বারা অসুরকুল মন্থনপূর্ব্বক মেদিনীকে আয়ত্ত করিলেন। দেবতাগণের রক্ষা নিমিত্ত তাঁহার শরীর ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিলে চন্দ্র-সূর্য্য তাঁহার স্তনস্থানে পতিত হইল। তারপর তিনি যখন নাভিদেশ হইতে চরণ বাহির করিলেন, হে মহীপাল! তখন ঐ চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার হাঁটুতে এবং তিনি আরও বিক্রম করিলে চন্দ্র-সূর্য্য জানুমূল স্পর্শ করিল। উরুবিক্রম বিষ্ণু লোকত্রয়

পুরন্দরায় ত্রৈলোক্যং দদৌ বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।
সুতলং নাম পাতালমধস্তাদ্বসুধাতলাৎ॥ ৬৯
বলের্দত্তং ভগবতা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
অথ দৈত্যেশ্বরং প্রাহ বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যৎ ত্বয়া সলিলং দত্তং গৃহীতং পাণিনা ময়া।
কল্পপ্রমাণং তস্মাৎ তে ভবিষ্যত্যায়ুরুত্তমম্॥
বৈবস্বতে তথাতীতে বলে মন্বন্তরে হ্যথ।
সাবর্ণিকে তু সম্প্রাপ্তে ভবানিন্দ্রো ভবিষ্যতি
সাম্প্রতং দেবরাজায় ত্রৈলোক্যং সকলং ময়া।
দত্তং চতুর্যুগাণাঞ্চ সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ॥ ৭৩
নিয়ন্তব্যা ময়া সর্ব্বে যে তস্য পরিপন্থিনঃ।
তেনাহং পরয়া ভক্ত্যা পূর্ব্বমারাধিতো বলে॥
সুতলং নাম পাতালং ত্বমাসাদ্য মনোরমম্।
বসাসুর মমাদেশং যথাবৎ পরিপালয়ন্॥ ৭৫
তত্র দিব্যবনোপেতে প্রাসাদশতসঙ্কুলে।
প্রোৎফুল্লপদ্মসরসি স্রবচ্ছুদ্ধসরিদ্বরে॥ ৭৬
সুগন্ধিধূপ-স্রখস্ত্র-বরাভরণভূষিতঃ।
স্রক্‌চন্দনাদিমুদিতো গেয়নৃত্যমনোরমে॥ ৭৭
পানান্নভোগান্ বিবিধানুপভুঙ্ক্ষ্ মহাসুর।
মমাজ্ঞয়া কালমিমং তিষ্ঠ ত্বং সততং বৃতঃ॥ ৭৮
যাবৎ সুরৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ ন বিরোধং করিষ্যসি।
তাবদেতান্ মহাভোগানবাপ্স্যসি মহাসুর॥
যদা চ দেব-বিপ্রাণাং বিরোধং ত্বং করিষ্যসি।
বন্ধিষ্যন্তি তদা পাশা বারুণাস্তামসংশয়ম্॥ ৮০
এতদ্বিদিত্বা ভবতা ময়াজ্ঞপ্তমশেষতঃ।
ন বিরোধঃ সুরৈঃ কার্য্যো বিপ্রৈর্বা দৈত্যসত্তম

শৌনক উবাচ

ইত্যেবমুক্তো দেবেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
বলিঃ প্রাহ মহারাজ প্রণিপত্য মুদা যুতঃ॥৮২

বলিরুবাচ।

তত্রাসতো মে পাতালে ভগবন্ ভবদাজ্ঞয়া।

জয় এবং নিখিল মহাসুরগণকে নিধন করিয়া পুরন্দরকে ত্রৈলোক্য রাজ্য প্রদান করিলেন। তারপর ভগবান্ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু বসুধাতলের অধোদেশে সুতল নামক পাতালে বলির বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। অনন্তর সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু দৈত্যেশ্বর বলিকে এই কথা বলিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—তুমি যে দানজল আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছ, তাহা আমি গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে তুমি কল্পকাল উত্তম আয়ু প্রাপ্ত হও এবং হে বলে! অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তর অতীত হইলে সাবর্ণিক মন্বন্তরে তুমি ইন্দ্র হইবে। সম্প্রতি চতুর্যুগের একসপ্ততির কিঞ্চিদধিক কালের জন্য আমি দেবরাজকে ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রদান করিয়াছি। হে বলে! তুমি পূর্ব্বে পরম ভক্তিসহকারে আমার আরাধনা করিয়াছ, এজন্য আমি সতত তোমার শত্রুগণের নিয়মন করিব। হে অসুর! তুমি সুতল নামক মনোরম পাতালে গমনপূর্ব্বক যথাবিধি আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়া বাস কর। হে মহাসুর! দিব্য বনরাজি-বিরাজিত, শত শত প্রাসাদ পরিশোভিত, প্রস্ফুটিত কমলমালায় উদ্‌ভাসিত,সরোবর-মণ্ডিত শুদ্ধজলস্রাবী সরিদ্বরে পরিবৃত, মনোরম নৃত্যগীতে মুখরিত সেই পাতালতলে, তুমি সুগন্ধি ধূপ, মালা, বস্ত্র ও বরাভরণে ভূষিত হইয়া অন্ন পানীয় প্রভৃতি বিবিধ ভোগ্য উপভোগ কর। তুমি সতত আমার আজ্ঞায় অবস্থিত হইয়া মদাদিষ্ট কাল তথায় বাস কর। যে পর্য্যন্ত দ্বিজ ও দেবগণ তোমার সহিত বিরোধ উপস্থিত না করেন, হে মহাসুর! তাবৎকাল পর্য্যন্ত তুমি এই মহাভোগ্য বস্তু সকল প্রাপ্ত হইবে। ৬১—৭৯। যখনই তুমি দেবদ্বিজগণের বিরোধ করিবে, তখনই নিঃসংশয় বরুণপাশে তুমি আবদ্ধ হইবে। হে দৈত্যসত্তম! আমার এই আদেশ অমোঘরূপে অবগত হইয়া তুমি কদাচ দেব কিংবা দ্বিজগণের বিরোধ করিও না। শৌনক কহিলেন,—মহারাজ! প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু দেব বামন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বলি হর্ষ সহকারে প্রণামপুরঃসর বলিতে লাগিলেন। বলি বলিলেন,—ভগবন্! আমি

কিং ভবিষ্যত্যুপাদানমুপভোগোপপাদকম্ ॥
শ্রীভগবানুবাচ
দানাস্তবিধিদত্তানি শ্রদ্ধাহীনঃ শ্রোত্রিয়াণি চ ।
হুতান্যশ্রদ্ধয়া যানি তানি দাস্যন্তি তে ফলম্ ।
অদক্ষিণাস্তথা যজ্ঞাঃ ক্রিয়াশ্চাবিধিনা কৃতাঃ ।
ফলানি তব দাস্যন্তি অধীতান্যব্রতানি চ ॥ ৮৫
শৌনক উবাচ
বলের্বরমিমং দত্ত্বা শক্রায় ত্রিদিবং তথা ।
ব্যাপিনা তেন রূপেণ জগামাদর্শনং হরিঃ ॥ ৮৬
প্রশশাস যথাপূর্ব্বমিন্দ্রস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ ।
সিষেবে চ পরান্ কামান্ বলিঃ পাতালসংস্থিতঃ
ইত্যেব দেবদেবেন বদ্ধোহসৌ দানবোত্তমঃ ।
দেবানাং কার্য্যকরণে ভূয়োহপি জগতি স্থিতঃ
সম্বন্ধী তে মহাভাগ দ্বারকায়াং ব্যবস্থিতঃ ।
দানবানাং বিনাশায় ভারাবতরণায় চ ॥ ৮৯
যাতো যদুকুলে কৃষ্ণো ভবতঃ শত্রুনিগ্রহে ।
সহায়ভূতঃ সারথ্যং করিষ্যতি বলাম্বুজঃ ॥ ৯০
এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং বামনস্য চ ধীমতঃ ।
অবতারং মহাবীর শ্রোতুমিচ্ছোস্তবার্জ্জুন ॥ ৯১
অর্জ্জুন উবাচ ।
শ্রুতবানিহ তে পৃষ্টং মাহাত্ম্যং কেশবস্য চ ।
গঙ্গাদ্বারমিতো যাস্যাম্যনুজ্ঞাং দেহি মে বিভো
সূত উবাচ ।
এবমুক্ত্বা যযৌ পার্থো নৈমিষং শৌনকো গতঃ
ইত্যেতদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
বামনস্য পঠেদ্যস্তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৩
বলি-প্রহ্লাদসংবাদং মন্ত্রিতং বলি-শুক্রয়োঃ ।
বলের্বিষ্ণোশ্চ কথিতং যঃ স্মরিষ্যতি মানবঃ ॥৯৪
নাধয়ো ব্যাধয়স্তস্য ন চ মোহাকুলং মনঃ ।
ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ পুংসস্তস্য কদাচন ॥ ৯৫
চ্যুতরাজ্যো নিজং রাজ্যমিষ্টাপ্তিশ্চ বিয়োগবান্
অবাপ্নোতি মহাভাগো নরঃ শ্রুত্বা কথামিমাম্
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবো
নাম ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৬ ॥

পাতালে অবস্থান করিয়া আপনার আশ্রয় কি প্রকারে উপভোগোৎপাদক উপাদান সকল প্রাপ্ত হইব? ভগবান্ উত্তর করিলেন,—অবিধিপূর্ব্বক দান, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণহীন শ্রাদ্ধ, শ্রদ্ধাবিরহিত হবন, অদক্ষিণ যাগ, বিধিহীন ক্রিয়া, ব্রতপরিত্যাগপূর্ব্বক অধ্যয়ন এইরূপ ক্রিয়াচরণকারীর কর্ম্মই তোমাকে ফল বিতরণ করিবে। শৌনক কহিলেন,—বলিকে এইরূপ বর এবং ইন্দ্রকে ত্রিলোক প্রদান করিয়া হরি তাঁহার সর্ব্বব্যাপী রূপের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। ত্রিলোক পূজিত ইন্দ্র পূর্ব্ববৎ লোক সকল শাসন এবং বলিও পাতালে থাকিয়া পরম ভোগসমূহ উপভোগ করিতে লাগিলেন। দেবগণের যত্নচেষ্টায় ঐ বলি দেবদেব কর্ত্তৃক এই জগতে বদ্ধ হইয়া অবস্থিত রহিলেন। হে মহাভাগ! আপনার সুহৃৎ কৃষ্ণ ভূভারাবতরণ ও দানবদিগের বিনাশের জন্য দ্বারকায় অবস্থান করিতেছেন। হে মহাবীর অর্জ্জুন! তোমাদের বৈরিনিগ্রহ-কামনায় বলানুজ ভগবান্ কৃষ্ণ যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তোমাদের সহায়ভূত হইয়া সারথ্য করিবেন; তুমি যে ধীমান্ বামনের অবতারবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই আমি ঐ সকল বিষয় সম্যক্‌প্রকার বলিলাম। অর্জ্জুন বলিলেন,—হে বিভো! আমি বিষ্ণুমাহাত্ম্য বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার নিকট তৎসমস্ত শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে অনুমতি করুন,—আমি এস্থান হইতে গঙ্গাদ্বারে গমন করিব। সূত কহিলেন,—এরূপ বলিয়া অর্জ্জুন গমন করিলে শৌনক নৈমিষারণ্যে প্রস্থিত হইলেন। দেবদেব বামন বিষ্ণুর এই উত্তম মাহাত্ম্য যে মানব পাঠ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। বলি-প্রহ্লাদ সংবাদ, বলি ও শুক্রের মন্ত্রণা, বলি এবং বিষ্ণুর কথা—যে মানব শ্রবণ করে, হে দ্বিজগণ! কদাচ তাহার আধি, ব্যাধি ও মন কখন মোহসমাকুল হয় না। এই

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রাদুর্ভাবান্ পুরাণেষু বিষ্ণোরমিততেজসঃ
সতাং কথয়তাং বিপ্র বারাহ ইতি ন শ্রুতম্ ॥১
জানে ন তস্য চরিতং ন বিধিং ন চ বিস্তরম্।
ন কর্ম্ম গুণসংখ্যানং ন চাপ্যস্তং মনীষিণঃ ॥ ২
কিমাত্মকো বরাহোঽসৌ কিংমূর্ত্তিঃ কাস্য দেবতা
কিংপ্রমাণঃ কিম্প্রভাবঃ কিং বা তেন পুরা কৃতম্
এতন্মে শংস তত্ত্বেন বারাহং শ্রুতিবিস্তরম্।
যথার্হঞ্চ সমেতানাং দ্বিজাতীনাং বিশেষতঃ ॥৪

শৌনক উবাচ।

এতৎ তে কথয়িষ্যামি পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
মহাবরাহচরিতং কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ৫

যথা নারায়ণো রাজন্ বারাহং বপুরাস্থিতঃ।
দংষ্ট্রয়া গাং সমুদ্রস্থামুজ্জহারারিমর্দ্দনঃ ॥ ৬
ছন্দোগীর্ভিরুদারাভিঃ শ্রুতিভিঃ সমলঙ্কৃতঃ।
মনঃপ্রসন্নতাং কৃত্বা নিবোধ বিজয়াধুনা ॥৭
ইদং পুরাণং পরমং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
নানাশ্রুতিসমাযুক্তং নাস্তিকায় ন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৮
পুরাণং বেদমখিলং সাংখ্যং যোগঞ্চ বেদ যঃ।
কাৎস্ন্যেন বিধিনা প্রোক্তং সৌখ্যার্থং বৈ বদিষ্যতি ॥ ৯
বিশ্বেদেবাস্তথা সাধ্যা রুদ্রাদিত্যাস্তথাশ্বিনৌ।
প্রজানাং পতয়শ্চৈব সপ্ত চৈব মহর্ষয়ঃ ॥ ১০
মনঃসঙ্কল্পজাশ্চৈব পূর্ব্বজা ঋষয়স্তথা।
বসবো মরুতশ্চৈব গন্ধর্ব্বা যক্ষ-রাক্ষসাঃ ॥ ১১
দৈত্যাঃ পিশাচা নাগাশ্চ ভূতানি বিবিধানি চ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ যে ভুবি
চতুষ্পদানি সর্ব্বাণি তির্য্যগ্‌যোনিশতানি চ।
জঙ্গমানি চ সত্ত্বানি যচ্চান্যজ্জীবসংজ্ঞিতম্ ॥১৩
পূর্ণে যুগসহস্রে তু ব্রাহ্মেঽহনি তথাগতে।

সকল কথা শ্রবণ করিয়া মহাভাগ মানব রাজ্যচ্যুত হইয়াও নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হন! বিরহী হইলেও প্রিয়জন লাভ করেন। ৮০—৯৬।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে দ্বিজ! পুরাণ শাস্ত্রে অমিততেজা বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব বিবরণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে বিপ্র! সেই সকল সাধু কথা-প্রসঙ্গে বরাহ অবতার কথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু সেই মনীষীর চরিত বিস্তার, বিধি, কর্ম্ম ও অশেষ গুণনিচয় শ্রবণ করি নাই; ঐ বরাহদেবের স্বরূপ কি, মূর্ত্তি কিরূপ, ইনি কোন্ দেবতা, ইহার প্রমাণ কি, প্রভাব কি, তিনি পুরাকালে কি কার্য্যই করিয়াছিলেন? ইহা আমার নিকট—বিশেষতঃ এই সমবেত দ্বিজাতিগণ মধ্যে শ্রোতব্য বিস্তৃত বরাহাবতার কথা কীর্ত্তন করুন। শৌনক বলিলেন,—অদ্ভুতকর্ম্মা কৃষ্ণের এই ব্রহ্মসম্মিত পুরাতন বরাহচরিত কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। হে রাজন্! উদার বেদবাক্য ও শ্রুতি দ্বারা সমলঙ্কৃত অরিমর্দ্দন নারায়ণ যে প্রকারে বরাহশরীর ধারণ করিয়া দন্তদ্বারা সাগর হইতে বসুন্ধরার উদ্ধার করিয়াছিলেন, হে বিজয়! সম্প্রতি মন প্রসন্ন করিয়া তাহা তুমি ধারণা কর। বেদ-সম্মিত বিবিধ শ্রুতিসমন্বিত এই পরম পূত পুরাণ নাস্তিক সমীপে কদাচ কীর্ত্তনীয় নহে এবং যিনি নিখিল বেদ, সাংখ্য যোগ ও অমোঘ সৌখ্য অবগত আছেন, তাঁহার নিকটই এই পুরাণ কীর্ত্তন করা বিধেয়। ১—৯। বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রজাপতি, সপ্ত মহর্ষি, কামসমূহ, আদি ঋষিগণ, বসুগণ, মরুদ্গণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষরাক্ষসগণ, দৈত্যগণ, পিশাচনিচয়, নাগগণ, বিবিধ ভূতনিবহ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রসমূহ, যাবতীয় চতুষ্পদ, শতশত তির্য্যগ্‌যোনি, জঙ্গম প্রাণী এবং অন্যান্য জীবনামধেয় যে কিছু এই

নির্ব্বাণে সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বোৎপাতসমুদ্ভবে॥ ১৪
হিরণ্যরেতাস্ত্রিশিখস্ততো ভূত্বা বৃষাকপিঃ।
শিখাভির্ব্বিধমন্নোকানশোষয়ত বহ্নিনা॥ ১৫
দহ্যমানাস্ততস্তস্য তেজোরাশিভিরুদ্গতৈঃ।
বিবর্ণবর্ণা দগ্ধাঙ্গা হতার্চ্চিষ্মন্তিরাননৈঃ॥ ১৬
সাঙ্গোপনিষদো বেদা ইতিহাসপুরোগমাঃ।
সর্ব্ববিদ্যাঃ ক্রিয়াশ্চৈব সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণাঃ॥ ১৭
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা প্রভবং বিশ্বতোমুখম্।
সর্ব্বদেবগণাশ্চৈব ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু কোটয়ঃ॥ ১৮
তস্মিন্নহনি সম্প্রাপ্তে তং হংসং মহদক্ষরম্।
প্রবিশন্তি মহাত্মানং হরিং নারায়ণং প্রভুম্॥ ১৯
তেষাং ভূয়ঃ প্রবৃত্তানাং নিধনোৎপত্তিরুচ্যতে।
যথা সূর্য্যস্য সততমুদয়াস্তমনে ইহ॥ ২০
পূর্ণে যুগসহস্রান্তে কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে।
যস্মিন্ জীবকৃতং সর্ব্বং নিঃশেষং সমতিষ্ঠত॥ ২১
সংহৃত্য লোকানখিলান্ সদেবাসুরমানুষান্।
কৃত্বা সুসংস্থাং ভগবানাস্ত একো জগদ্গুরুঃ

স স্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং কল্পান্তেষু পুনঃপুনঃ।
অব্যয়ঃ শাশ্বতো দেবো যস্য সর্ব্বমিদং জগৎ॥
নষ্টার্ককিরণে লোকে চন্দ্রগ্রহবিবর্জ্জিতে।
ত্যক্তধূমাগ্নিপবনে ক্ষীণযজ্ঞবষট্‌ক্রিয়ে॥ ২৪
অপক্ষিগণসম্পাতে সর্ব্বপ্রাণিহরে পথি।
অমর্য্যাদাকুলে রৌদ্রে সর্ব্বতস্তমসাবৃতে॥ ২৫
অদৃশ্যে সর্ব্বলোকেঽস্মিন্নভাবে সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
প্রশান্তে সর্ব্বসম্পাতে নষ্টে বৈরপরিগ্রহে॥ ২৬
গতে স্বভাবসংস্থানে লোকে নারায়ণাত্মকে।
পরমেষ্ঠী হৃষীকেশঃ শয়নায়োপচক্রমে॥ ২৭
পীতবাসা লোহিতাক্ষঃ কৃষ্ণো জীমূতসন্নিভঃ।
শিখাসহস্রবিকচ-জটাভারং সমুদ্বহন্॥ ২৮
শ্রীবৎসলক্ষণধরং রক্তচন্দনভূষিতম্।
বক্ষো বিভ্রন্মহাবাহুঃ স বিদ্যুদিব তোয়দঃ॥ ২৯
পুণ্ডরীকসহস্রেণ স্রগস্য শুশুভে শুভা।

জগতে দেখিতেছ; সহস্র যুগাত্মক ব্রহ্ম দিবসের অবসানে ইহারা সকলেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত। যাবতীয় উৎপাতসমূহ সমুদ্ভূত হইলে, হিরণ্যরেতা বৃষাকপি ত্রিশিখ হইয়া শিখাত্রয় দ্বারা ঐ লোক-কলকে বিধমিত ও বহ্নিদ্বারা দগ্ধ করেন। অনন্তর তাঁহার তেজোরাশি সমুদ্ভূত কিরণময় অগ্নিমুখে ঐ সকল লোক দহ্যমান হইয়া জ্বলিতাঙ্গ ও বিবর্ণ হয়। তখন পুরাণসমূহ সাঙ্গ উপনিষদ্, বেদ, যাবতীয় বিদ্যা, সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ সকল ক্রিয়া এবং ত্রিংশ কোটি দেবতারা ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সেই সর্ব্বদিকে মুখযুক্ত মহাত্মা, মহদক্ষর, নারায়ণ প্রভু হংস হরিতে প্রবিষ্ট হন। সতত সূর্য্যের যেরূপ উদয় ও অস্ত হয়, তেমনি পুনঃপুন প্রবর্ত্তমান ঐ লোক সকলের উৎপত্তি ও বিনাশ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। সহস্র যুগ যখন পূর্ণ হয়, তৎকালে জীবকৃত কার্য্য সকলও নিঃশেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহারাও তখন নিঃশেষ প্রায় হয়। তখন একমাত্র জগদ্গুরু ভগবান্ সুর, অসুর ও মানুষ সহ অখিললোক সংহারপূর্ব্বক সুব্যবস্থা করিয়া বিরাজিত হন। এই সমুদয় জগতের যিনি কর্ত্তা, সেই অব্যয় সনাতন দেব কল্পান্তকালে যাবতীয় জীবের সৃষ্টি বিধান করিয়া থাকেন। যৎকালে এই লোকে তপন নষ্টকিরণ ও চন্দ্রগ্রহ অন্তর্হিত হন, পবনদেব অগ্নি এবং ধূম ত্যাগ করিতে থাকেন, যজ্ঞ ও বষট্‌ক্রিয়া সকল ক্ষীণ হইয়া আইসে, পথ প্রভৃতি পক্ষ্যাদি প্রাণিশূন্য হয়, রৌদ্রগণ অমর্য্যাদাসঙ্কুল হন, দিক্‌সকল অন্ধকারাবৃত হইতে থাকে এবং ক্রিয়া কলাপের অভাবে লোক সকল অদৃশ্য হয়, পরস্পর বৈরভাব পরিহার করিয়া সকলেই প্রশান্তভাব ধারণ করে এবং নিখিল লোক নারায়ণস্বরূপ স্বভাবসংস্থানে সংস্থিত হয়, তখন পরমেষ্ঠী হৃষীকেশ শয়ন জন্য উপক্রম করেন। ১০-২৭। জীমূতকান্তি রক্তনয়ন পীতাবাসা কৃষ্ণ শিখাসহস্ররূপ জটাভার ধারণ করেন। সেই মহাবাহু বিষ্ণু তখন রক্তচন্দনে ভূষিত হইয়া বক্ষে শ্রীবৎসলক্ষণ ধারণপূর্ব্বক মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কমল সহস্র নির্ম্মিত মাল্য ইঁহার

পত্নী চাস্য স্বয়ং লক্ষ্মীর্দেহমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥৩০
ততঃ স্বপিতি শান্তাত্মা সর্ব্বলোকে শুভাবহঃ ।
কিমপ্যমিতযোগাত্মা নিদ্রাযোগমুপাগতঃ ॥৩১
ততো যুগসহস্রে তু পূর্ণে স পুরুষোত্তমঃ
স্বয়মেব বিভুর্ভূত্বা বুধ্যতে বিবুধাধিপঃ ॥৩২
ততশ্চিন্তয়তে ভূয়ঃ সৃষ্টিং লোকস্য লোককৃৎ ।
নরান্ দেবগণাংশ্চৈব পারমেষ্ঠ্যেন কর্ম্মণা ॥৩৩
ততঃ সকিস্তয়ন্ কার্য্যং দেবেষু সমিতিঞ্জয়ঃ ।
সম্ভবঃ সর্ব্বলোকস্য বিদধাতি সতাং গতিঃ ॥৩৪
কর্ত্তা চৈব বিকর্ত্তা চ সংহর্ত্তা বৈ প্রজাপতিঃ ।
নারায়ণঃ পরং সত্যং নারায়ণঃ পরং পদম্ ॥ ৩৫
নারায়ণঃ পরো যজ্ঞো নারায়ণঃ পরা গতিঃ ।
স স্বয়ম্ভূরিতি জ্ঞেয়ঃ স স্রষ্টা ভুবনাধিপঃ ॥৩৬
স সর্ব্বমিতি বিজ্ঞেয়ো হ্যেষ যজ্ঞঃ প্রজাপতিঃ ।
যদ্বেদিতব্যস্ত্রিদশৈস্তদেষ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ৩৭
যৎ তু বেদ্যং ভগবতো দেবা অপি ন তদ্বিদুঃ
প্রজানাং প্রতয়ঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ সহামরৈঃ ॥৩৮
নাস্যান্তমধিগচ্ছন্তি বিচিন্বন্ত ইতি শ্রুতিঃ ।
যদস্য পরমং রূপং ন তৎ পশ্যন্তি দেবতাঃ ॥৩৯
প্রাদুর্ভাবে তু যদ্রূপং তদর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ ।
দর্শিতং যদি তেনৈব তদবেক্ষন্তি দেবতাঃ ॥৪০
যন্ন দর্শিতবানেষ কস্তদন্বেষ্টুমীহতে ।
গ্রাম্যাণাং সর্ব্বভূতানামগ্নি-মারুতয়োর্গতিঃ ॥৪১
তেজসস্তপসশ্চৈব নিধানমমৃতস্য চ ।
চতুরাশ্রমধর্ম্মেশশ্চাতুর্হোত্রফলাশনঃ ॥৪২
চতুঃসাগরপর্য্যন্তশ্চতুর্যুগনিবর্ত্তকঃ ।
তদেব সংহৃত্য জগৎ কৃত্বা গর্ভস্থমাত্মনঃ ।
মুমোচাণ্ডং মহাযোগী ধৃতং বর্ষসহস্রকম্ ॥৪৩
সুরাসুর-দ্বিজ-ভুজগাপ্সরোগণৈ-
র্দ্রুমৌষধি-ক্ষিতিধর-যক্ষ-গুহ্যকৈঃ ।
প্রজাপতিঃ শ্রুতিভিরসঙ্কুলং তদা
স বৈ সৃজজ্জগদিদমাত্মনা প্রভুঃ ॥৪৪
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বরাহ-প্রাদুর্ভাবে
সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৭

গলদেশে শোভিত হইল, পত্নী শ্রীদেবী ইহাঁর দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর শান্তাত্মা সর্ব্বলোকশুভাবহ অমিত যোগাত্মা হরি কি এক অপূর্ব্ব নিদ্রাযোগ উপগত হইয়া শয়ন করিলেন। তারপর যুগসহস্র পূর্ণ হইলে সেই পুরুষোত্তম বিবুধাধিপ স্বয়ংই বিভু হইয়া প্রতিবোধিত হইলেন। তদনন্তর লোককৃৎ হরি পুনরপি লোকসৃষ্টি চিন্তা করিলেন এবং পারমেষ্ঠ্য কর্ম্মদ্বারা দেব ও মানবগণ সৃষ্টি করিলেন। তৎপর সাধুগণের গতিদাতা সমিতিঞ্জয় হরি সর্ব্বলোকের সৃষ্টিবিধান করিলেন। তিনিই কর্ত্তা, বিকর্ত্তা, সংহর্ত্তা এবং প্রজাপতি। তিনি নারায়ণ, পরম সত্য। নারায়ণই পরম পদ ও শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। তিনিই পরম গতি, স্বয়ম্ভু, স্রষ্টা ও ভুবনাধিপ। তাহাঁকেই সকলে সর্ব্ব বলিয়া জানে এবং তিনিই যজ্ঞ ও প্রজাপতি। দেবগণ তাঁহাকেই বেদিতব্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ভগবানের যাহা বেদিতব্য, দেবগণও তাহা জানিতে সমর্থ হন না। প্রজাপতি এবং অমরগণ সহ ঋষি সকল তন্ন তন্ন করিয়াও তাঁহার অন্ত পান না, শ্রুতিতে এই কথাই উক্ত আছে। ইহার পরম-রূপ দেবগণ দর্শন করিতে সমর্থ নহেন। ইনি প্রাদুর্ভূত হইলে ইহাঁর যে রূপ প্রস্ফুরিত হয়, স্বর্গবাসীরা তাহারই পূজা করিয়া থাকেন। তিনি যদি স্বয়ং দেখা দেন, তবেই দেবগণ তাহাঁকে দেখিতে পান। আর যদি ইনি স্বয়ং কাহারেও দর্শনপথে উদিত না হন, তবে কাহার সাধ্য ইহাঁকে অন্বেষণ করে? ইনি সকল গ্রাম্য প্রাণী এবং অগ্নি ও মারুতের গতি; ইনিই তেজ, তপ এবং অমৃতের নিধান, ইনিই চতুরাশ্রমধর্ম্মের নিয়ন্তা এবং চাতুর্হোত্রফলভাগী; চতুঃসাগর পর্য্যন্ত ইহাঁর মর্য্যাদা, এবং ইনিই চতুর্যুগ-নিবর্ত্তক। এই মহাযোগীই সমস্ত জগৎ আদানপূর্ব্বক স্বীয় গর্ভে স্থাপন ও সহস্র বৎসর ধারণ করিয়া এক অণ্ড প্রসব করেন। তখন সেই প্রভু প্রজাপতি সুর, অসুর, দ্বিজ, ভুজগ, অপ্সরোগণ, বৃক্ষ, ওষধি, পর্ব্বত, যক্ষ,

অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

জগদণ্ডমিদং পূর্ব্বমাসীদ্দিব্যং হিরন্ময়ম্‌ ।
প্রজাপতেরিয়ং মূর্ত্তিরিতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥১
তত্তু বর্ষসহস্রান্তে বিভেদোর্দ্ধমুখং বিভুঃ ।
লোকসর্জ্জনহেতোস্তু বিভেদাধোমুখং নৃপ ॥২
ভূয়োঽষ্টধা বিভেদাণ্ডং বিষ্ণুর্বৈ লোকজন্মকৃৎ
চকার জগতশ্চাত্র বিভাগং স বিভাগকৃৎ ॥৩
যচ্ছিদ্রমূর্দ্ধমাকাশং বিবরাকারতাং গতম্‌ ।
বিহিতং বিশ্বযোগেন যদধস্তদ্রসাতলম্‌ ॥৪
যদণ্ডমকরোৎ পূর্ব্বং দেবো লোকচিকীর্ষয়া ।
তত্র যৎ সলিলং স্কন্নং সোঽভবৎ কাঞ্চনো গিরিঃ ॥৫

শৈলৈঃ সহস্রৈর্ব্বহুতী মেদিনী বিষমাভবৎ ॥৬
তৈশ্চ পর্ব্বতজালৌঘৈর্ব্বহুযোজনবিস্তৃতৈঃ ।
পীড়িতা গুরুভির্দেবী ব্যথিতা মেদিনী তদা ॥৭
মহামতে ভূরিবলং দিব্যং নারায়ণাত্মকম্‌ ।
হিরণ্ময়ং সমুৎসৃজ্য তেজো বৈ জাতরূপিণম্‌ ॥৮
অশক্তা বৈ ধারয়িতুমধস্তাৎ প্রাবিশৎ তদা ।
পীড্যমানা ভগবতস্তেজসা তস্য সা ক্ষিতিঃ ॥৯
পৃথ্বীং বিশন্তীং দৃষ্ট্বা তু তামধো মধুসূদনঃ ।
উদ্ধারার্থং মনশ্চক্রে তস্যা বৈ হিতকাম্যয়া ॥১০

ভগবানুবাচ ।

মত্তেজ এষা বসুধা সমাসাদ্য তপস্বিনী ।
রসাতলং প্রবিশতি পঙ্কে গৌরিব দুর্ব্বলা ॥১১

পৃথ্ব্যুবাচ

ত্রিবিক্রমায়ামিতবিক্রমায়
মহাবরাহায় সুরোত্তমায় ।
শ্রীশার্ঙ্গ-চক্রাসি-গদাধরায়
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ ॥১২

গুহ্যকগণ সহ এই জগৎ সৃজন করেন, তৎকালে এ জগতে শ্রুতি বিদ্যমান ছিল না। ২৮—৪৪।

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন,—পূর্ব্বকালে এই জগৎ হিরন্ময় অণ্ডরূপে বিরাজিত ছিল। ঐ অণ্ডই প্রজাপতি মূর্ত্তি; ইহাই বৈদিকী শ্রুতি। বর্ষ সহস্রান্তে সেই অণ্ড বিভুকর্ত্তৃক ঊর্দ্ধমুখে বিভিন্ন হয়। হে নৃপ! তারপর লোক সৃষ্টির নিমিত্ত সেই বিভু আবার অধোমুখে তাহা ভেদ করেন। সৃষ্টিবিধাতা বিভাগকৃৎ বিষ্ণু পুনরপি ঐ অণ্ড অষ্টধা বিভক্ত করিয়া জগতের বিভাগ বিধান করেন। অনন্তর বিশ্বযোগ বিহিত ঊর্দ্ধদিকের যে ছিদ্র, তাহা বিবরাকারে পরিণত হইয়া আকাশ এবং অধোদিগের ছিদ্র দ্বারা পাতাল হইল। লোক সৃষ্টির নিমিত্ত দেব বিষ্ণু পূর্ব্বে যে অণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে যে জল ক্ষরিত হয়, তাহাই কাঞ্চনগিরিরূপে পরিণত হইল। তারপর সহস্র সহস্র শৈল সমুদ্ভূত হইল। বহু সহস্র যোজন বিস্তৃত সেই শৈলরাজি দ্বারা মেদিনী বিষমা ও তাহাদের গুরুভারে অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পৃথ্বীদেবী ব্যথিতা হইল। ভূরিবল দিব্য নারায়ণাত্মক কাঞ্চনময় হিরন্ময় তেজ পরিত্যাগ করিয়া তখন ভগবত্তেজে পীড্যমানা পৃথ্বী-দেবী তেজোধারণে অশক্ত হইয়া অধোদিকে প্রবেশ করিলেন। সেই ধরিত্রীকে অধোদিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দেববর মধুসূদন তাঁহার হিতকামনায় তাঁহাকে উদ্ধার করিবার মনন করিলেন। ভগবান্‌ বলিলেন,—এই তপস্বিনী বসুন্ধরা আমার তেজ আদান করিয়া পঙ্কে পতিতা দুর্ব্বলা গাভীর ন্যায় রসাতলে প্রবেশ করিতেছেন। ১—১১। পৃথ্বী কহিলেন,—হে ত্রিবিক্রম! হে অমিত বিক্রম! হে মহাবরাহ! হে সুরোত্তম! তুমি শঙ্খ, চক্র, অসি ও গদাধারণ করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার, হে দেববর! তুমি

তব দেহাজ্জগজ্জাতং পুষ্করদ্বীপমুত্থিতম্ ।
ব্রহ্মাণমিহ লোকানাং ভূতানাং শাশ্বতং বিদুঃ ॥
তব প্রসাদাদ্দেবোঽয়ং দিবং ভুঙ্‌ক্তে পুরন্দরঃ ।
তব ক্রোধাদ্ধি বলবান্ জনার্দ্দন জিতো বলিঃ ॥
ধাতা বিধাতা সংহর্ত্তা ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
মনুঃ কৃতান্তোঽধিপতির্জ্বলনঃ পবনো ধনঃ ॥ ১৫
বর্ণাশ্চাশ্রমধর্ম্মাশ্চ সাগরাস্তরবো জলম্ ।
নদ্যো ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ যজ্ঞা যজ্ঞস্য চ ক্রিয়াঃ ॥১৬
বিদ্যা বেদ্যঞ্চ সত্ত্বঞ্চ হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্ত্তির্ধৃতিঃ ক্ষমা
পুরাণং বেদবেদাঙ্গং সাংখ্য-যোগৌ ভবাভবৌ
জঙ্গমং স্থাবরঞ্চৈব ভবিষ্যঞ্চ ভবচ্চ যৎ ।
সর্ব্বং তচ্চ ত্রিলোকেষু প্রভাবোপহিতং তব ॥
ত্রিদশোদারফলদঃ স্বর্গস্ত্রীচারুপল্লবঃ ।
সর্ব্বলোকমনঃকান্তঃ সর্ব্বসত্ত্বমনোহরঃ ॥ ১৯
বিমানানেকবিটপস্তোয়দাম্বুমধুস্রবঃ ।
দিব্যলোকমহাস্কন্ধঃ সত্যলোকপ্রশাখবান্ ॥ ২০
সাগরাকারনির্য্যাসো রসাতলজলাশ্রয়ঃ ।
নাগেন্দ্রপাদপোপেতো জন্তুপক্ষিনিষেবিতঃ ॥২১
শীলাচারার্য্যগন্ধস্তু সর্ব্বলোকময়ো দ্রুমঃ ।
দ্বাদশার্কময়দ্বীপো রুদ্রৈকাদশপত্তনঃ ॥ ২২
বস্বষ্টাচলসংযুক্তস্ত্রৈলোক্যাম্ভোমহোদধিঃ ।
সিদ্ধসাধ্যোর্ম্মিকলিলঃ সুপর্ণানিলসেবিতঃ ॥২৩
দৈত্যলোকমহাগ্রাহো রক্ষোরগঝষাকুলঃ ।
পিতামহমহাধৈর্য্যঃ স্বর্গস্ত্রীরত্নভূষিতঃ ॥ ২৪
ধী-শ্রী-হ্রী-কান্তিভির্নিত্যং নদীভিরুপশোভিতঃ
কালযোগমহাপর্ব্ব-প্রযাগগতিবেগবান্ ॥ ২৫
ত্বং স্বযোগমহাবীর্য্যো নারায়ণ মহার্ণবঃ ।
কালো ভূত্বা প্রসন্নাভিরদ্ভির্হ্লাদয়সে পুনঃ ॥২৬
ত্বয়া সৃষ্টাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্বয়ৈব প্রতিসংহৃতাঃ ।
বিশন্তি যোগিনঃ সর্ব্বে ত্বামেব প্রতিযোজিতাঃ
যুগে যুগে যুগান্তাগ্নিঃ কালমেঘো যুগে যুগে ।

প্রসন্ন হও। তোমার দেহ হইতে জগৎ জন্মিয়াছে, পুষ্কর দ্বীপ তোমার দেহোৎপন্ন। তোমার শরীর হইতে সমুৎপন্ন ব্রহ্মা ইহলোকে প্রাণিগণের মধ্যে সনাতনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমার অনুগ্রহেই দেব পুরন্দর স্বর্গ উপভোগ করিতেছেন এবং হে জনার্দ্দন! তোমারই কোপে পতিত হইয়া বলবান্ বলি বিজিত। তুমি ধাতা বিধাতা এবং সংহর্ত্তা, তোমাতেই সর্ব্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত। মনু, অধিপতি যম, অনল, পবন, মেঘ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, আশ্রমধর্ম্ম, সাগর, তরু, জল, নদী, ধর্ম্ম, কাম, যজ্ঞ সকল, যজ্ঞ ক্রিয়া, বিদ্যা, বেদ্য, প্রাণী, লজ্জা, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, ধৃতি, ক্ষমা, পুরাণ, বেদ, বেদাঙ্গ, সাংখ্য, যোগ, জন্ম, মরণ, জঙ্গম, স্থাবর এবং যাহা ভবিষ্য, ভব্য, ত্রিলোকে এই সকল তোমার প্রভাবেই উপহত। তুমি ত্রিদশগণের উদার ফলপ্রদ এবং স্বর্গীয় রমণীগণের মনোজ্ঞ; নিখিল লোকের তুমি মনোধীশ্বর ও সকল প্রাণীর তুমি মন হরণ করিয়া থাক। তুমি একটি আকাশময় মহাবন;—তোয়দ মেঘ তাহার মধুস্রাব দিব্য লোক মহাস্কন্ধ, সত্যলোক প্রশাখা, সাগর নির্য্যাস, রসাতল জলাশ্রয় আলবাল, ঐরাবত পাদপ, নিখিল প্রাণিগণ পক্ষী; এবং তুমিই শীল আচার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গন্ধযুক্ত সর্ব্বলোকময় মহাদ্রুম। তুমি ত্রৈলোক্যরূপ মহোদধি; দ্বাদশ আদিত্য উহার দ্বীপ, একাদশ রুদ্র পত্তন, অষ্টবসু অচল, সিদ্ধ ও সাধ্যগণ ঐ মহোদধির ঊর্ম্মি, উহা সুপর্ণানিলে সেবিত, দৈত্যগণ, উহার কুম্ভীর, মৎস্যকুল উরগ ও রক্ষঃ, পিতামহ মহাধৈর্য্য, স্বর্গ, স্ত্রীরূপ রত্নসমূহে উহা ভূষিত; উহা বুদ্ধি লক্ষ্মী লজ্জা ও কীর্ত্তিরূপিণী নদীসমূহের দ্বারা নিত্য উপশোভিত। কালযোগ উহার মহাপর্ব্ব, প্রকৃষ্ট যাগ উহার গতি। হে নারায়ণ! তুমি নিজ যোগবলেই বলীয়ান, তুমি কাল হইয়া স্বচ্ছ সলিল দ্বারা আহ্লাদিত করিয়া থাক। ১২—২৬। তুমি লোকত্রয়ের সৃষ্টি করিয়া থাক এবং তুমি উহার সংহার কর। যোগিগণ তোমাকর্ত্তৃক প্রযোজিত হইয়া তোমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকেন। প্রতিযুগেই

মহাভারাবতারায় দেব ত্বং হি যুগে যুগে ॥ ২৮
ত্বং হি শুক্লঃ কৃতযুগে ত্রেতায়াং চম্পকপ্রভঃ।
দ্বাপরে রক্তসঙ্কাশঃ কৃষ্ণঃ কলিযুগে ভবান্ ॥২৯
বৈবর্ণ্যমভিধৎসে ত্বং প্রাপ্তেষু যুগসন্ধিষু।
বৈবর্ণ্যং সর্ব্বধর্ম্মাণামুৎপাদয়সি বেদবিৎ ॥ ৩০
ভাসি বাসি প্রতপসি ত্বঞ্চ চাসি বিচেষ্টসে।
ক্রুধ্যসি ক্ষান্তিমায়াসি ত্বং দীপয়সি বর্ষসি ॥ ৩১
ত্বং হাস্যসি ন নির্য্যাসি নির্ব্বাপয়সি জাগ্রসি।
নিঃশেষয়সি ভূতানি কালো ভূত্বা যুগক্ষয়ে ॥৩২
শেষমাত্মানমালোক্য বিশেষয়সি ত্বং পুনঃ।
যুগান্তাগ্ন্যবলীঢ়েষু সর্ব্বভূতেষু কিঞ্চন ॥ ৩৩
যাতেষু শেষো ভবসি তস্মাচ্ছেষোঽসি কীর্ত্তিতঃ
চ্যবনোৎপত্তিযুক্তেষু ব্রহ্মেন্দ্রবরুণাদিষু ॥ ৩৪
যস্মান্ন চ্যবসে স্থানাৎ তস্মাৎ সঙ্কীর্ত্ত্যসেঽচ্যুত
ব্রহ্মাণমিন্দ্রঞ্চ যমং রুদ্রং বরুণমেব চ ॥ ৩৫
নিগৃহ্য হরসে যস্মাৎ তস্মাদ্ধরিরিহোচ্যসে।
সম্মানয়সি ভূতানি বপুষা যশসা শ্রিয়া ॥ ৩৬
পরেণ বপুষা দেব তস্মাচ্চাসি সনাতনঃ।
যস্যান্ত্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চোগ্রতেজসঃ ॥ ৩৭
ন তেঽন্তস্ত্বধিগচ্ছন্তি তেনানন্তস্ত্বমুচ্যসে।
ন ক্ষীয়সে ন ক্ষরসে কল্পকোটিশতৈরপি ॥৩৮
তস্মাৎ তমক্ষরত্বাচ্চ বিষ্ণুরিত্যেব কীর্ত্ত্যসে।
বিষ্টব্ধং যৎ ত্বয়া সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥
জগদ্বিষ্টম্ভনাচ্চৈব বিষ্ণুরেবেতি কীর্ত্ত্যসে।
বিষ্টভ্য তিষ্ঠসে নিত্যং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্
যক্ষ-গন্ধর্ব্বনগরং সুমহদ্ভূতপন্নগম্।
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈব বিশতা ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্
তস্মাদ্বিষ্ণুরিতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪১
নারা ইত্যুচ্যতে হ্যাপো ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
যুগে যুগে প্রনষ্টাং গাং বিষ্ণো বিন্দসি তত্ত্বতঃ

কালাগ্নি ও মহামেঘ সমুদ্ভূত হয়, হে দেব! তুমি ভারাবতরণের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হও। তুমি সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় চম্পক-কান্তি, দ্বাপরে রক্তপ্রভ, এবং কলিযুগে কৃষ্ণ। যুগসন্ধি সমাগত হইলে, তুমি বৈবর্ণ্য প্রাপ্ত হও এবং ধর্ম্মসমূহেরও বৈবর্ণ্য উপস্থিত হয়। তুমি দীপ্তি পাইতেছ, বিচরণ করিতেছ, তাপ দিতেছ, রক্ষা করিতেছ, যত্নযুক্ত হইতেছ, ক্রোধ করিতেছ, খ্যাতি প্রাপ্ত হইতেছ, প্রদীপিত করিতেছ, বর্ষণ করিতেছ, হাসিতেছ, স্থির হইয়া আছ, জাগ্রৎ রহিয়াছ, যুগাব-বসানে কাল হইয়া প্রাণী সমস্তকে নিঃশেষ করিতেছ। যুগান্ত সময়ে প্রাণিনিচয় অনলে দগ্ধীভূত হইলে আপনাকে শেষ দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার একরূপ বিশিষ্ট হইয়া থাক। সমস্ত চলিয়া গেলে তুমিই মাত্র অবশিষ্ট থাক; এজন্য লোকে তোমাকে শেষ নামে কীর্ত্তন করে। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ ইঁহাদের উৎপত্তি ও চ্যুতি আছে, কিন্তু তুমি স্বস্থান হইতে বিচলিত হও না, এজন্য তুমি অচ্যুত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাক। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, রুদ্র, এবং বরুণ ইঁহাদিগকে নিগ্রহ করিয়া হরণ কর, অতএব ইহলোকে তুমি হরি বলিয়া অভিহিত। তুমি সর্ব্ব-প্রাণীকে বপুঃ, যশঃ ও কান্তি দ্বারা সম্মানিত কর, হে দেব! এজন্য তুমি নিজ পরম বপু দ্বারা সনাতন। ব্রহ্মাদিদেব ও উগ্র-তেজা ঋষিগণ তোমার অন্ত পান না, এজন্য তুমি অনন্ত নামে কীর্ত্তিত। তুমি শত কল্প-কোটিকালেও ক্ষীণ হও না, বিচলিত হও না, অতএব অবিচলতাহেতু তুমি বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তিত। তুমি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎকে বিষ্টব্ধ করিয়া রাখিয়াছ, এই জগদ্ বিষ্টম্ভন-জন্যও তুমি বিষ্ণুনামে কথিত। সচরাচর ত্রৈলোক্যকে বিষ্টব্ধ করিয়া তুমি নিত্য অব-স্থিত, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বনগর, মহাপ্রাণ পন্নগ-গণ, এবং চরাচরসহ ত্রিলোক, তোমাকেই আশ্রয় করিয়া পরিব্যাপ্ত; এজন্য ব্রহ্মা স্বয়ংই বিষ্ণু বলিয়া তোমাকে কীর্ত্তন করেন। ২৭-৪১। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ জলকে নারাণ বলিয়া থাকেন এবং সেই জলই পূর্ব্বে তোমার অধিষ্ঠান হইয়াছিল, এজন্য তুমি নারায়ণ। হে

গোবিন্দেতি ততো নাম্না প্রোচ্যতে ঋষিভিস্তথা
হৃষীকাণীন্দ্রিয়াণ্যাহুস্তত্ত্বজ্ঞানবিশারদাঃ ॥ ৪৪
ঈশিতা চ ত্বমেতেষাং হৃষীকেশস্তথোচ্যসে।
বসন্তি ত্বয়ি ভূতানি ব্রহ্মাদীনি যুগক্ষয়ে ॥ ৪৫
ত্বং বা বসসি ভূতেষু বাসুদেবস্তথোচ্যসে।
সঙ্কর্ষয়সি ভূতানি কল্পে কল্পে পুনঃপুনঃ ॥ ৪৬
অতঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তস্তত্ত্বজ্ঞানবিশারদৈঃ।
প্রতিব্যূহেন তিষ্ঠন্তি সদেবাসুররাক্ষসাঃ ॥ ৪৭
প্রবিদ্যুঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং প্রদ্যুম্নস্তেন চোচ্যসে।
নিরোদ্ধা বিদ্যতে যস্মান্ন তে ভূতেষু কশ্চন ॥
অনিরুদ্ধস্ততঃ প্রোক্তঃ পূর্ব্বমেব মহর্ষিভিঃ।
যৎ ত্বয়া ধার্য্যতে বিশ্বং ত্বয়া সংহ্রিয়তে জগৎ ॥
ত্বং ধারয়সি ভূতানি ভুবনং ত্বং বিভর্ষি চ।
যৎ ত্বয়া ধার্য্যতে কিঞ্চিৎ তেজসা চ বলেন চ
ময়া হি ধার্য্যতে যস্মান্নাধৃতং ধারয়ে ত্বয়া।
ন হি তদ্বিদ্যতে ভূতং ত্বয়া যন্নাত্র ধার্য্যতে ॥৫১

ত্বমেব কুরুষে দেব নারায়ণ যুগে যুগে।
মহাভারাবতরণং জগতো হিতকাম্যয়া ॥ ৫২
তবৈব তেজসাক্রান্তাং রসাতলতলং গতাম্।
ত্রায়স্ব মাং সুরশ্রেষ্ঠ ত্বামেব শরণং গতাম্ ॥ ৫৩
দানবৈঃ পীড্যমানাহং রাক্ষসৈশ্চ দুরাত্মভিঃ।
ত্বামেব শরণং নিত্যমুপযামি সনাতনম্ ৫৪
তাবন্মেঽস্তি ভয়ং দেব যাবন্ন ত্বাং ককুদ্মিনম্।
শরণং যামি মনসা শতশোঽপ্যুপলক্ষয়ে ॥ ৫৫
উপমানং ন তে শক্তাঃ কর্ত্তুং সেন্দ্রা দিবৌকসঃ
তত্ত্বং ত্বমেব তদ্বেৎসি নিরুত্তরমতঃ পরম্ ॥৫৬

শৌনক উবাচ।

ততঃ প্রীতঃ স ভগবান্ পৃথিব্যৈ শার্ঙ্গ-চক্রধৃক্
কামমস্যা যথাকামমভিপূরিতবান্ হরিঃ ॥ ৫৭
অব্রবীচ্চ মহাদেবি মাধবীয়ং স্তবোত্তমম্।
ধারয়িষ্যতি যো মর্ত্ত্যো নাস্তি তস্য পরাভবঃ ॥

বিষ্ণো! যুগে যুগে প্রনষ্ট বেদ সকল তোমা হইতে প্রাপ্ত হন বলিয়া ঋষিগণ তোমাকে গোবিন্দ নামে অভিহিত করেন। তত্ত্বজ্ঞান-বিশারদগণ বিষয়েন্দ্রিয়কে হৃষীক কহেন, তুমি ঐ হৃষীকের ঈশ, তজ্জন্য তুমি হৃষীকেশ নামে কীর্ত্তিত। যুগক্ষয়ে ব্রহ্মাদি প্রাণিসকল তোমাতেই বাস করেন, কিংবা তুমি সকল প্রাণীতে বাস কর, এজন্য তুমি বাসুদেব বলিয়া কীর্ত্তিত। প্রতিকল্পে পুনঃপুনঃ তুমি প্রাণিনিচয়কে আকর্ষণ করিয়া থাক, তত্ত্বজ্ঞান-বিশারদগণ ইহা হইতে তোমার সঙ্কর্ষণ নাম নিরূপণ করেন। দেব, অসুর, রাক্ষস, সকলেই নিজ নিজ ব্যূহ মধ্যে অবস্থিত, তুমি সকল ধর্ম্মের জ্ঞাতা, অতএব তুমি প্রদ্যুম্ন নামে কথিত। প্রাণিনিচয়ে তোমা হইতে আর অপর কেহ নিরোদ্ধা নাই; অতএব মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক তুমি অনিরুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। তুমি বিশ্ব ধারণ করিয়াছ, তুমি আবার হরণ করিবে, তুমিই প্রাণিগণকে ধারণ কর এবং ত্রিভুবনও তুমিই ধারণ করিয়া থাক। তুমি তেজ ও বলদ্বারা যাহা কিছু ধারণ করিতেছ, তাহাই আমি ধারণ করি, কেননা তুমি ধারণ না করিলে আমার ধারণ-সামর্থ্য থাকে না। এমন প্রাণী দেখি না,—যাহা তোমাকর্ত্তৃক ধৃত হয় নাই! হে নারায়ণ! তুমিই প্রতিযুগে জগতের হিতকামনায় গুরুভারাবতরণ করিয়া থাক। আমি তোমারই তেজে আক্রান্ত হইয়া রসাতলেরও তলে গমন করিতেছি, হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমাকে ত্রাণ কর, আমি তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দুরাত্মা রাক্ষস এবং দানবগণকর্ত্তৃক আমি পীড্যমানা, তুমি সনাতন, আমি তোমার নিত্য শরণাপন্ন হই। তুমি ককুদ্মী, হে দেব! আমি যে পর্য্যন্ত না মনে মনে তোমার শরণাগতা হইতেছি, তাবৎ কালই আমার শত শত ভয় বিদ্যমান। ইন্দ্রাদি দেবতাগণও তোমার উপমার বস্তু খুঁজিয়া পান না, তোমার উপমার বস্তু তুমিই এবং তাহা তুমিই জান! অতএব আমি ইতঃপর নিরুত্তর হইলাম। ৪২—৫৬। শৌনক কহিলেন,—অনন্তর সেই শার্ঙ্গ-চক্রধারী ভগবান্ হরি পৃথিবীর প্রতি প্রীত হইয়া যথেষ্টরূপে তাহার অভীষ্ট পূরণ করিলেন। বলিলেন,—হে মহাদেবি! তোমার এই

লোকান্নিরুপমাংশ্চৈব বৈষ্ণবান্ প্রতিপৎস্যতে
এতদাশ্চর্য্যসর্ব্বস্বং মাধবীয়ং স্তবোত্তমম্॥ ৫৯
অধীতবেদঃ পুরুষো মুনিঃ প্রীতমনা ভবেৎ॥৬০
মা ভৈর্ধরণি কল্যাণি শান্তিং ব্রজমমাগ্রতঃ।
এষ ত্বামুচিতং স্থানং প্রাপয়ামি মনীষিতম্॥৬১
শৌনক উবাচ।
ততো মহাত্মা মনসা দিব্যং রূপমচিন্তয়ৎ।
কিং নু রূপমহং কৃত্বা উদ্ধরেয়ং ধরামিমাম্॥৬২
জলক্রীড়ারুচিস্তস্মাদ্বারাহং বপুরাস্থিতঃ।
অধৃষ্যং সর্ব্বভূতানাং বাঙ্ময়ং ব্রহ্ম সংস্থিতম্॥৬৩
শতযোজনবিস্তীর্ণমুচ্ছ্রিতং দ্বিগুণং ততঃ।
নীলজীমূতসঙ্কাশং মেঘস্তনিতনিস্বনম্॥ ৬৪
গিরিসংহননং ভীমং শ্বেততীক্ষ্ণাগ্রদংষ্ট্রিণম্।
বিদ্যুদগ্নিপ্রতীকাশমাদিত্যসমতেজসম্।
পীনোন্নতকটীদেশে বৃষলক্ষণপূজিতম্।
রূপমাস্থায় বিপুলং বারাহমজিতো হরিঃ॥ ৬৬
পৃথিব্যুদ্ধরণায়ৈব প্রবিবেশ রসাতলম্।
বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তশ্চিতীমুখঃ॥ ৬৭
অগ্নিজিহ্বো দর্ভলোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ।
অহোরাত্রেক্ষণধরো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ॥ ৬৮
আজ্যনাসঃ স্রুবাতুণ্ডঃ সামঘোষস্বনো মহান্।
সত্যধর্ম্মময়ঃ শ্রীমান্ কর্ম্মবিক্রমসৎক্রমঃ॥ ৬৯
প্রায়শ্চিত্তনখো ঘোরঃ পশুজানুর্মহাকৃতিঃ।
উদ্গাত্রন্ত্রো হোমলিঙ্গো বীজৌষধিমহাফলঃ। ৭০
বেদ্যন্তরাত্মা যজ্ঞাস্থিবিকৃতিঃ সোমশোণিতঃ।
বেদস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্য-কব্যবিভাগবান্॥ ৭১
প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্ নানাদীক্ষাভিরন্বিতঃ।
দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্রময়ো মহান্॥ ৭২
উপাকর্ম্মোষ্ঠরুচকঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ।
নানাচ্ছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ।
ছায়াপত্নীসহায়ো বৈ মণিশৃঙ্গ ইবোচ্ছ্রিতঃ॥ ৭৩

মাধুর্য্যময় উত্তম স্তব যে মানব ধারণ করিবে, তাহার পরাভব হইবে না এবং সে কলুষহীন বৈষ্ণবলোক সকল প্রাপ্ত হইবে। এই স্তবের সমস্তই আশ্চর্য্য ও মাধুর্য্যময়। ইহা স্তবোত্তম, ইহা শ্রবণ করিলে মানব অধীতবেদ ও মুনিগণ প্রীতমনা হইবেন। হে কল্যাণি ধরণি! তোমার ভয় নাই, তুমি মৎসন্নিধানে শান্তি প্রাপ্ত হইবে; এই আমি তোমার অভিলষিত উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতেছি। শৌনক কহিলেন,—অনন্তর মহাত্মা মনে মনে দিব্যরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভাবিলেন,—এখন কোন্‌রূপ ধারণ করিয়া এই ধরাকে উদ্ধার করি? জলক্রীড়ায় অভিলাষ করিয়া সেই হরি শূকরশরীর পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার সেই শরীর সাত যোজন বিস্তৃত ও দ্বিগুণ উচ্ছ্রিত। তিনি সকল প্রাণীর অধৃষ্য এবং বাঙ্ময় ব্রহ্মে অবস্থিত। নীল মেঘের ন্যায় তাঁহার প্রভা ও মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিস্বন। তাঁহার পর্ব্বতসদৃশ ভীম বপুঃ, তাঁহার দন্ত শ্বেত ও তীক্ষ্ণাগ্র। তাহার তেজঃ আদিত্যতুল্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তি, কটীদেশ পীনোন্নত, তিনি বৃষলাঞ্ছন ও সকলের পূজ্য। পৃথিবীর উদ্ধারকামনায় অজিত হরি এইরূপ রূপ ধারণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন। সেই ব্রহ্মশীর্ষ মহাতপা বিষ্ণুর বেদসকল পাদ, যূপ দংষ্ট্রা, যজ্ঞ দন্ত, যজ্ঞকুণ্ড মুখ, অগ্নি জিহ্বা, লোম দর্ভ, অহোরাত্র চক্ষুর্দ্বয়, বেদাঙ্গ কর্ণভূষণ, আজ্য নাসিকা, স্রুব্ তুণ্ড এবং সামধ্বনি তাঁহার বিপুল স্বন। তিনি ধর্ম্ম সত্যময়, শ্রীমান্; কর্ম্ম বিক্রম তাঁহার উদ্যম। প্রায়শ্চিত্ত তাঁহার ঘোরতর নখ, পশু ভীষণাকার জানু, উদ্গাতা অস্ত্র, হোম লিঙ্গ এবং যজ্ঞের মহাফল—বীজ ও ওষধি।৫৭—৭০। বেদি তাঁহার অন্তরাত্মা, যজ্ঞ অস্থিবিকার, সোম শোণিত, বেদ স্কন্ধ, ঘৃত গন্ধ এবং তিনি হব্যকব্য-বিভাগকারী। বিবিধ দীক্ষায় অন্বিত সেই দ্যুতিমান্‌ই সকল অন্বয়ের আদিভূত। দক্ষিণা তাঁহার হৃদয়। তিনি মহাপ্রভাবময় মহাযোগী। উপাকর্ম্ম তাঁহার ওষ্ঠাগ্র, প্রবর্গ্য সকল ভূষণ, বেদ সকলই তাহার গমনের পথস্বরূপ, এবং গুহ্য উপনিষদ্‌সমূহ তাঁহার আসন। ছায়া তাঁহার

রসাতলতলে মগ্নাং রসাতলতলং গতাম্ ।
প্রভুর্লোকহিতার্থায় দংষ্ট্রাগ্রেণোজ্জহার তাম্ ॥
ততঃ স্বস্থানমানীয় বরাহঃ পৃথিবীধরঃ।
মুমোচ পূর্ব্বং মনসা ধারিতাঞ্চ বসুন্ধরাম্ ॥ ৭৫
ততো জগাম নির্ব্বাণং মেদিনী তস্য ধারণাৎ।
চকার চ নমস্কারং তস্মৈ দেবায় শম্ভবে ॥ ৭৬
এবং যজ্ঞবরাহেণ ভূত্বা ভূতহিতার্থিনা
উদ্ধৃতা পৃথিবী দেবী সাগরাম্বুগতা পুরা ॥ ৭৭
অথোদ্ধৃত্য ক্ষিতিং দেবো জগতঃ স্থাপনেচ্ছয়া
পৃথিবীপ্রবিভাগায় মনশ্চক্রেঽম্বুজেক্ষণঃ ॥ ৭৮
রসাং গতামবনিমচিন্ত্যবিক্রমঃ
সুরোত্তমঃ প্রবরবরাহরূপধৃক্ ।
বৃষাকপিঃ প্রসভমথৈকদংষ্ট্রয়া
সমুদ্ধরদ্ধরণিমতুল্যপৌরুষঃ ॥ ৭৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বরাহপ্রাদুর্ভাবো নামাষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৮ ॥

পত্নী এবং তিনি মণি-শৃঙ্গের ন্যায় উচ্ছ্রিত। রসাতলগতা ও রসাতলমগ্না পৃথিবীকে লোকহিত নিমিত্ত এই প্রভু দংষ্ট্রাগ্রভাগ-দ্বারা উদ্ধার করেন। অনন্তর বসুমতীকে স্বস্থানে আনয়ন করিয়া পৃথ্বীধর বরাহ তাহাকে ত্যাগ করিলেন ; কিন্তু মন দ্বারা ধারণ করিয়া রহিলেন। তদনন্তর মেদিনীদেবী বিভুকর্ত্তৃক বিধৃতা হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই দেব শম্ভুকে নমস্কার করিলেন। পুরাকালে এইরূপে বারিধিবারি-গতা বসুমতী লোকহিতার্থী যজ্ঞবরাহ কর্ত্তৃক উদ্ধৃতা হইয়াছিলেন। অনন্তর কমললোচন জগতের স্থিতি নিমিত্ত বসুন্ধরার উদ্ধার করিয়া পৃথিবীর প্রবিভাগ করিতে মনন করিলেন। অতুল্যপৌরুষ অচিন্ত্যবিক্রম সুরোত্তম বৃষাকপি অত্যুত্তম বরাহরূপ ধারণ করিয়া রসাতলগতা সেই ধরণীকে এইরূপে দংষ্ট্রাগ্রভাগদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। ৭১—৭৯।
অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ।
নারায়ণস্য মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা সূত যথাক্রমম্ ॥ ১
ন তৃপ্তির্জায়তেঽস্মাকমতঃ পুনরিহোচ্যতাম্ ॥১
কথং দেবা গতাঃ পূর্ব্বমমরত্বং বিচক্ষণাঃ।
তপসা কর্ম্মণা বাপি প্রসাদাৎ কস্য তেজসা ॥২
সূত উবাচ।
যত্র নারায়ণো দেবো মহাদেবশ্চ শূলধৃক্ ।
তত্রামরত্বে সর্ব্বেষাং সহায়ৌ তত্র তৌ স্মৃতৌ
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে হতাশ্চ শতশঃ সুরাঃ।
পুনঃ সঞ্জীবনীং বিদ্যাং প্রয়োজ্য ভৃগুনন্দনঃ ॥
জীবাপয়তি দৈত্যেন্দ্রান্ যথা সুপ্তোত্থিতানিব
তস্য তুষ্টেন দেবেন শঙ্করেণ মহাত্মনা।
মৃতসঞ্জীবনী নাম বিদ্যা দত্তা মহাপ্রভা ॥ ৫
তান্তু মহেশ্বরীং বিদ্যাং মহেশ্বরমুখোদ্গতাম্ ॥
ভার্গবে সংস্থিতাং দৃষ্ট্বা যুযুধুঃ সর্ব্বদানবাঃ।
ততোঽমরত্বং দৈত্যানাং কৃতং শুক্রেণ ধীমতা

ঊনপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসিলেন,—হে সূত! যথাক্রমে নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও আমরা তৃপ্তির পার পাইলাম না, অতএব পুনরায় বলুন। কিরূপ কর্ম্ম, তপস্যা বা কাহার প্রসাদে বা কাহার তেজে বিচক্ষণ দেবগণ পূর্ব্বকালে অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন? সূত কহিলেন,—যে সময়ে দেব বিষ্ণু এবং শূলধারী মহাদেব অমরসকলের সহায় হইয়াছিলেন, তখন দেবগণ অমরত্ব লাভ করেন। পুরাকালে দেবাসুরযুদ্ধে শতশত সুরগণ নিহত হইতেন ; কিন্তু ভৃগুনন্দন সঞ্জীবনীমন্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক মৃত দৈত্যেন্দ্রগণকে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় পুনর্জ্জীবিত করিতেন। মহাত্মা দেবশঙ্কর ভার্গবের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই মহাপ্রভাশালিনী মৃতসঞ্জীবনী নাম্নী বিদ্যা প্রদান করেন।১—৫। মহেশ্বরমুখোত্থিত সেই মাহেশ্বরী বিদ্যা শুক্রাচার্য্য বিদিত আছেন, জানিয়া দানব সকল সময়ে প্রবৃত্ত হইল এবং

যা নাস্তি সর্ব্বলোকানাং দেবানাং সরক্ষসাম্
ন নাগানামৃষীণাঞ্চ ন চ ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুষু ॥ ৮
তাং লব্ধা শঙ্করাচ্ছুক্রঃ পরাং নির্বৃতিমাগতঃ।
ততো দৈবাসুরো ঘোরঃ সমরঃ সুমহানভূৎ ॥
তত্র দেবৈর্হতান দৈত্যান্ শুক্রো বিদ্যাবলেন চ
উত্থাপয়তি দৈত্যেন্দ্রান্ লীলয়ৈব বিচক্ষণঃ ॥ ১
এবংবিধেন শক্রস্তু বৃহস্পতিরুদারধীঃ।
হন্যমানাস্ততো দেবাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥
বিষণ্ণবদনাঃ সর্ব্বে বভূবুর্বিকলেন্দ্রিয়াঃ।
ততস্তেষু বিষণ্ণেষু ভগবান্ কমলোদ্ভবঃ।
মেরুপৃষ্ঠে সুরেন্দ্রাণামিদমাহ জগৎপতিঃ ॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ।

দেবাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং তত্তথৈব নিরূপ্যতাম্।
ক্ষিপতাং দানবৈঃ সার্দ্ধং সখ্যমত্র প্রবর্ত্ত্যতাম্ ॥
ক্রিয়তামমৃতোদ্‌যোগো মথ্যতাং ক্ষীরবারিধিঃ
সহায়ং বরুণং কৃত্বা চক্রপাণির্বিবোধ্যতাম্ ॥ ১৪
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা শেষনেত্রেণ বেষ্টিতম্।
দানবেন্দ্রো বলিঃ স্বামী স্তোককালং নিবেশ্যতাম্
প্রার্থ্যতাং কূর্ম্মরূপশ্চ পাতালে বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
প্রার্থ্যতাং মন্দরঃ শৈলো মন্থকার্য্যং প্রবর্ত্ত্যতাম্.
তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেবা জগ্মুর্দানবমন্দিরম্।
অলং বিরোধেন বয়ং ভৃত্যাস্তব বলেঽধুনা ॥
ক্রিয়তামমৃতোদ্‌যোগো ব্রিয়তাং শেষনেত্রকম্
ত্বয়া চোৎপাদিতে দৈত্য অমৃতেঽমৃতমন্থনে ॥
ভবিষ্যামোঽমরাঃ সর্ব্বে ৎ প্রসাদান্ন সংশয়ঃ।
এবমুক্তস্তদা দেবৈঃ পরিতুষ্টঃ স দানবঃ ॥১৯
যথা বদত হে দেবাস্তথা কার্য্যং ময়াধুনা।
শক্তোঽহমেক এবাত্র মথিতুং ক্ষীরবারিধিম্।
আহরিষ্যেঽমৃতং দিব্যমমৃতত্বায় বোঽধুনা ॥২০
সুদূরাদাশ্রয়ং প্রাপ্তান্ প্রণতানপি বৈরিণঃ ॥২১

ধীমান্ শুক্র যুদ্ধহত দৈত্যদিগকে জীবিত করিতে লাগিলেন। যাহা নিখিল লোক, সুর, রাক্ষস, নাগ, ঋষিগণ, ব্রহ্মা, চন্দ্র এবং বিষ্ণুও লাভ করিতে পারেন নাই, শুক্র শঙ্করসমীপে সেই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় নির্বৃত প্রাপ্ত হইলেন। ঘোর সুমহান্ দেবাসুর সমর প্রবৃত্ত হইলে, তখন বিচক্ষণ ভৃগুনন্দন মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাবলে দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত অসুরসেনা সকলকে অবলীলাক্রমে জীবিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ ঘটিলে ইন্দ্র, উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি ও হন্যম.ন অন্যান্য বিষণ্ণবদন দেবগণ, সকলেই বিকলেন্দ্রিয় হইলেন। অনন্তর দেবগণ বিষাদপ্রাপ্ত হইলে মেরুপৃষ্ঠস্থিত জগৎপতি কমলোদ্ভব ব্রহ্মা সুরেন্দ্রদিগকে এই কথা কহিলেন,—দেবগণ! আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহার উপায় বিধান করুন। আপনারা কিন্তু দানবদিগের সহিত সখ্যস্থাপন করুন। চক্রপাণিকে প্রবোধিত করিয়া আপনারা ক্ষীরবারিধিকে মন্থনপূর্ব্বক বরুণকে সহায় করিয়া অমৃতের জন্য উদ্‌যোগ করুন।., এই ব্যাপারে মন্দরকে মন্থনদণ্ড ও শেষ নাগকে তাহার বেষ্টন করিতে হইবে। অচিরকালের জন্য দানবেন্দ্রবলিকে এই কার্য্যের প্রভুরূপে গ্রহণ করা উচিত হইতেছে এবং পাতালস্থিত কূর্ম্মরূপধারী অব্যয় বিষ্ণু এবং মন্দরশৈলকে মন্থনকার্য্যের সহায় হইবার জন্য প্রর্থনা করুন। ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ পাতালে বলিসমীপে গমন করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—হে বলে! আর বিরোধে প্রয়োজন নাই, আমরা তোমার অনুগত হইলাম। সম্প্রতি অমৃত লাভের উদ্‌যোগ করিতে হইবে; অতএব শেষনাগকে এই কার্য্যে ব্রতী কর। অমৃতমন্থনে তোমা কর্ত্তৃক এইরূপে অমৃত ' সমুৎপন্ন হইলে তোমার প্রসাদেই আমরা সকলে অমরত্ব লাভ করিব। ইহাতে সংশয় নাই। দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া সেই দানব পরিতুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—হে দেবগণ! আপনারা যাহা বলিতেছেন, সম্প্রতি আমি তাহাই করিব। আমি একাকীই ক্ষীরবারিধিকে মন্থন করিতে সমর্থ, অবশ্যই আমি আপনাদিগকে অমর করিবার জন্য দিব্য অমৃত আহরণ করিব। ৬—২০।

যো ন পূজয়তে ভক্ত্যা প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি ।
পালয়িষ্যামি বঃ সর্ব্বানধুনা স্নেহমাস্থিতঃ ॥২২
এবমুক্ত্বা স দৈত্যেন্দ্রো দেবৈঃ সহ যযৌ তদা ।
মন্দরং প্রার্থয়ামাস সহায়ত্বে ধরাধরম্ ॥ ২৩
মন্থো ভব ত্বমস্মাকমধুনামৃতমন্থনে ।
সুরাসুরাণাং সর্ব্বেষাং মহৎ কার্য্যমিদং জগৎ ॥
তথেতি মন্দরঃ প্রাহ যদ্যাধারো ভবেন্মম ।
যত্র স্থিত্বা ভ্রমিষ্যামি মথিষ্যে বরুণালয়ম্ ॥২৫
কল্প্যতাং নেত্রকার্য্যে যঃ শক্তঃ স্যাদ্বেষ্টনে মম
ততস্তু নির্গতৌ দেবৌ কূর্ম্ম-শেষৌ মহাবলৌ ।
বিষ্ণোর্ভাগৌ চতুর্থাংশাদ্ধরণ্যা ধারণে স্থিতৌ ।
উচতুর্গর্ব্বসংযুক্তং বচনং শেষ-কচ্ছপৌ ॥২৭
কূর্ম্ম উবাচ ।
ত্রৈলোক্যধারণেনাপি ন গ্লানির্মম জায়তে ।

বহু দূরাগত শত্রুগণও যদি প্রণত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক তাহাকে পূজা না করে, সে ইহপর উভয় কালেই নাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব সম্প্রতি আমি স্নেহযন্ত্রিত হইয়া আপনাদিগকে পালন করিব। এই কথা বলিয়া সেই দৈত্যরাজ দেবগণসহ গমন করিলেন এবং মন্থন ব্যাপারে সহায় হইবার জন্য ধরাধর মন্দরকে প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন,—সম্প্রতি তুমি আমাদের এই অমৃতমন্থনকার্য্যে মন্থনদণ্ড হও, অধিক বলিব কি, সুরাসুরগণের ইহা একটী মহাকার্য্য জানিবে। মন্দার "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিলেন এবং বলিলেন,—যদি এরূপ একটী আধার পাই যে, যাহার উপর অবস্থিত হইয়া আমি ঘুরিতে পারি, তাহা হইলেই আমি সমুদ্র মন্থন করিতে সমর্থ হইব। আপনারা শেষ নাগকেও বেষ্টনকার্য্যে নিযুক্ত করুন, কেননা তিনিই আমার বেষ্টনে সমর্থ। অনন্তর মহাবল কূর্ম্ম ও শেষ দেব নির্গত হইলেন। বিষ্ণুর অংশ সেই শেষ ও কূর্ম্ম ধরণীধারণে অবস্থিত হইয়া গর্ব্বযুক্ত এই বাক্য বলিলেন। কূর্ম্ম কহিলেন,—ত্রৈলোক্যধারণ করিয়াও

কিমু মন্দরকাৎ ক্ষুদ্রাদ্ঘুটিকাসন্নিভাদিহ ॥২৮
শেষ উবাচ ।
ব্রহ্মাণ্ডবেষ্টনেনাপি ব্রহ্মাণ্ডমথনেন বা ।
ন মে গ্লানির্ভবেদ্দেহে কিমু মন্দরবর্ত্তনে ॥২৯
ততঃ উৎপাট্য তং শৈলং তৎক্ষণাৎ ক্ষীরসাগরে
চিক্ষেপ লীলয়া নাগঃ কূর্ম্মশ্চাধঃ স্থিতস্তদা ॥৩০
নিরাধারং যদা শৈলং ন শেকুর্দেবদানবাঃ ।
মন্দর-ভ্রামণং কর্ত্তুং ক্ষীরোদমথনে তদা ॥৩১
নারায়ণনিবাসং তে জগ্মুর্বলিসমন্বিতাঃ ।
যত্রাস্তে দেবদেবেশঃ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ ॥৩২
তত্রাপশ্যন্ত তং দেবং সিতপদ্মপ্রভং শুভম্ ।
যোগনিদ্রানিরতং পীতবাসসমচ্যুতম্ ৩৩
হারকেয়ূরনদ্ধাঙ্গমহিপর্য্যঙ্কসংস্থিতম্ ।
পাদপদ্মেন পদ্মায়াঃ স্পৃশন্তং নাভিমণ্ডলম্ ॥
স্বপক্ষব্যজনেনাথ বীজ্যমানং গরুত্মতা ।
স্তূয়মানং সমন্তাচ্চ সিদ্ধ-চারণ-কিন্নরৈঃ ॥ ৩৪
আম্নায়ৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চ স্তূয়মানং সমন্ততঃ ।

আমার গ্লানি জন্মে না, এই ঘুটিকা তুল্য মন্দরের কথা কি কহিব? শেষ বলিলেন,—ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টন বা মথনেও আমার দেহে গ্লানি হয় না, মন্দরবেষ্টনের কথা কি? অনন্তর শেষ নাগ মন্দরকে অবলীলাক্রমে উত্থাপন করিয়া ক্ষীরসাগরে নিক্ষেপ করিলেন। কূর্ম্ম তখন অধোভাগে অবস্থিত হইলেন। ২১—৩০। সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হইলে তখন আশ্রয়হীন মন্দর শৈলকে ঘুরাইতে অসমর্থ হইয়া ইন্দ্র ও বলি প্রমুখ দেবদানবগণ যেখানে স্বয়ং দেবদেব জনার্দ্দন অবস্থিত, সেই নারায়ণনিবাস বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—সেই শ্বেতপদ্মদ্যুতি পীতবাসা শুভ অচ্যুত দেব যোগনিদ্রায় নিরত রহিয়াছেন, তাহার অঙ্গ হার-কেয়ূর মণ্ডিত। তিনি সর্পপর্য্যঙ্কে অবস্থিত। তিনি পাদপদ্ম দ্বারা পদ্মার নাভিমণ্ডল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন। গরুড় তাঁহাকে স্বীয় পক্ষ দ্বারা বীজন করিতেছেন। চারিদিকে সিদ্ধ, চারণ ও কিন্নরগণ তাঁহার স্তবে প্রবৃত্ত

সব্যবাহূপধানং তং তুষ্টুবুর্দেব-দানবাঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বে প্রণতাঃ সর্ব্বতোদিশম্॥

দেব-দানবা ঊচুঃ।

নমো লোকত্রয়াধ্যক্ষ তেজসা জিতভাস্কর।
নমো বিষ্ণো নমো জিষ্ণো নমস্তে কৈটভার্দ্দন
নমঃ সর্গক্রিয়াকর্ত্রে জগৎপালয়িত্রে নমঃ।
রুদ্ররূপায় সর্ব্বায় নমঃ সংহারকারিণে॥ ৩৮
নমঃ শূলায়ুধাধৃষ্য নমো দানবঘাতিনে।
নমঃ ক্রমত্রয়াক্রান্ত-ত্রৈলোক্যায়াভবায় চ॥ ৩৯
নমঃ প্রচণ্ডদৈত্যেন্দ্র কুলকালমহানল।
নমো নাভিহ্রদোদ্ভূত-পদ্মগর্ভমহাচল।
পদ্মভূত মহাভূত কর্ত্রে হর্ত্রে জগৎপ্রিয়।
জনিতা সর্ব্বলোকেশ ক্রিয়াকারণকারিণে॥৪১
অমরারিবিনাশায় মহাসমরশালিনে।
লক্ষ্মীমুখাব্জমধুপ নমঃ কীর্ত্তিনিবাসিনে॥ ৪২
অস্মাকমমরত্বায় ধ্রিয়তাং ধ্রিয়তাময়ম্।
মন্দরঃ সর্ব্বশৈলানামযুতাযুতবিস্তৃতঃ॥ ৪৩
অনন্তবলবাহুভ্যামবষ্টভ্যৈকপাণিনা।
মথ্যতামমৃতং দেব স্বধা-স্বাহার্থকামিনাম্॥ ৪৪
ততঃ শ্রুত্বা স ভগবান্ স্তোত্রপূর্ব্বং বচস্তদা।
বিহায় যোগনিদ্রাং তামুবাচ মধুসূদনঃ॥ ৪৫

শ্রীভগবানুবাচ।

স্বাগতং বিবুধাঃ সর্ব্বে কিমাগমনকারণম্।
যস্মাৎ কার্য্যাদিহ প্রাপ্তাস্তদ্ব্রূত বিগতজ্বরাঃ॥
নারায়ণেনৈবমুক্তাঃ প্রোচুস্তত্র দিবৌকসঃ।
অমরত্বায় দেবেশ মথ্যমানে মহোদধৌ॥ ৪৭
যথামৃতং দেবেশ তথা নঃ কুরু মাধব।
ত্বয়া বিনা ন তচ্ছক্যমস্মাভিঃ কৈটভার্দ্দন॥ ৪৮
প্রাপ্তুং তদমৃতং নাথ তস্তোহগ্রে ভব নো বিভো।

রহিয়াছেন। মূর্ত্তিমান্ আম্নায় সকল ইতস্ততঃ তাঁহার স্তব করিতেছে। তিনি স্বীয় বাহু উপাধান করিয়া শয়ান রহিয়াছেন। দেবদানবগণ তখন অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক প্রণত হইয়া সকলদিকে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবদানবগণ বলিলেন,—হে লোকত্রয়াধ্যক্ষ! স্বীয় তেজে তুমি ভাস্করকে জয় করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। হে বিষ্ণো! হে জিষ্ণো। হে কৈটভমর্দ্দন! তোমায় নমস্কার। তুমি যাবতীয় সৃজন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাক, তুমি জগৎপালন কর, তোমাকে নমস্কার। হে রুদ্ররূপ! হে সর্ব্ব! হে সংহারকারিন্! তোমায় নমস্কার। তুমি শূলাস্ত্রেও অধৃষ্য। হে দানবঘাতিন্! তোমাকে নমস্কার। তুমি সৃষ্টিস্থিতি ও সংহারাতীত, তোমাতেই ত্রিলোক লীন হয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রচণ্ড দৈত্যকুলের কালানল তুল্য, তোমায় নমস্কার। তোমার নাভিহ্রদ হইতে পদ্মগর্ভ মহাচল সমুদ্ভূত হইয়াছে, তুমি মহাভূত পদ্মযোনির হর্ত্তা ও কর্ত্তা। হে জগৎপ্রিয়! তোমায় নমস্কার। তুমি নিখিললোক সৃজন করিয়াছ, তুমি সকল লোকের ঈশ, তুমিই ক্রিয়াদিজালনিচয় নির্ম্মাণ কর, সুরশত্রু বিনাশ নিমিত্ত তুমিই মহাসমরের অনুষ্ঠান করিয়া থাক। হে কীর্ত্তিনিবাসন্! তুমি কমলার মুখকমলমধু পান কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি এক্ষণে আমাদিগকে অমর করিবার জন্য অযুতাযুত যোজন বিস্তৃত সর্ব্বশৈলশ্রেষ্ঠ মন্দরকে ধারণ কর। তোমার ভুজবল অনন্ত, হে দেব! তুমি এক হস্ত দ্বারা ভূধর ধারণ করিয়া স্বাহাস্বধার্থকামী দেবগণের জন্য অমৃত মন্থন কর। ৩১—৪৪। ভগবান্ মধুসূদন এইরূপে স্তুত হইয়া তখন যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন, এবং তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—দেবগণ! আপনাদের শুভাগমন হইয়াছে ত? আপনারা যে কার্য্যের জন্য আগমন করিয়াছেন, বিগতজ্বর হইয়া তাহা বলুন। নারায়ণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবগণ বলিলেন,—হে দেবেশ! আমাদের অমরত্বলাভের জন্য মহোদধি মথিত হইতেছে, অতএব মাধব! যেরূপে আমাদের অমরত্বলাভ হইতে পারে, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। হে কৈটভার্দ্দন! আপনি ভিন্ন আমাদের তাহা সম্পন্ন হইবে না। হে

ইত্যুক্তশ্চ ততো বিষ্ণুরপ্রধৃষ্যোঽরিমর্দ্দনঃ ॥ ৪৯
জগাম দেবৈঃ সহিতো যত্রাসৌ মন্দরাচলঃ।
বেষ্টিতো ভোগিভোগেন ধৃতশ্চামর-দানবৈঃ ॥
বিষভীতাস্ততো দেবা যতঃ পুচ্ছং ততঃ স্থিতাঃ
মুখতো দৈত্যসঙ্ঘাস্তু সৈংহিকেয়পুরঃসরাঃ ॥ ৫১
সহস্রবদনঞ্চাস্য শিরঃ সব্যেন পাণিনা।
দক্ষিণেন বলির্দেহং নাগস্যাকৃষ্টবাংস্তথা ॥৫২
দধারামৃতমন্থানং মন্দরং চারুকন্দরম্।
নারায়ণঃ স ভগবান্ ভুজযুগ্মদ্বয়েন তু ॥ ৫৩
ততো দেবাসুরৈঃ সর্ব্বৈর্জয়শব্দপুরঃসরম্।
দিব্যং বর্ষশতং সাগ্রং মথিতঃ ক্ষীরসাগরঃ ॥ ৫৪
ততঃ শ্রান্তাস্তু তে সর্ব্বে দেবা দৈত্যপুরঃসরাঃ
শ্রান্তেষু তেষু দেবেন্দ্রো মেঘো ভূত্বাম্বুশীকরান্
ববর্ষামৃতকল্পাংস্তান্ ববৌ বায়ুশ্চ শীতলঃ।
ভগ্নপ্রায়েষু দেবেষু শান্তেষু কমলাসনঃ ॥ ৫৬
মথ্যতাং মথ্যতাং সিন্ধুরিত্যুবাচ পুনঃপুনঃ।
অবশ্যমুদযোগবতাং শ্রীরপায়া ভবেৎ সদা ॥৫৭
ব্রহ্মপ্রোৎসাহিতা দেবা মমন্থুঃ পুনরম্বুধিম্।
ভ্রাম্যমাণেততঃ শৈলে যোজনাযুতশেখরে ॥ ৫৮
নিপেতুর্হস্তিযুথানি বরাহ-শরভাদয়ঃ।
শ্বাপদাযুতলক্ষাণি তথা পুষ্পফলা দ্রুমাঃ ॥ ৫৯
ততঃ ফলানাং বীর্য্যেণ পুষ্পৌষধিরসেন চ।
ক্ষীরমম্বুধিজং সর্ব্বং দধিরূপমজায়ত ॥ ৬০
ততস্তু সর্ব্বজীবেষু চূর্ণিতেষু সহস্রশঃ।
তদম্বুমেদসোৎসর্গাদ্বারুণী সমপদ্যত ॥ ৬১
বারুণীগন্ধমাঘ্রায় মুমুহুর্দেবদানবাঃ।
তদাস্বাদেন বলিনো দেবদৈত্যাদয়োঽভবন্ ॥
ততোঽতিবেগাজ্জগৃহুর্নাগেন্দ্রং সর্ব্বতোঽসুরাঃ
মন্থানং মন্থযষ্টিস্তু মেরুস্তত্রাচলোঽভবৎ ॥ ৬৩
অভবচ্চাগ্রতো বিষ্ণুর্ভুজমন্দরবন্ধনঃ।
স বাসুকিফণালগ্নপাণিঃ কৃষ্ণো ব্যরাজত ॥ ৬৪

নাথ! হে বিভো! আপনি অগ্রে থাকিলেই আমরা অমৃত প্রাপ্ত হইব। অপ্রধৃষ্য অরিমর্দ্দন বিষ্ণু এইরূপ কথিত হইয়া যেথানে সেই মন্দরশৈল অবস্থিত, দেবগণ সহ তথায় গমন করিলেন। তখন মহাশৈল মন্দর ভোগিভোগে বেষ্টিত এবং সুর ও অসুরগণ কর্তৃক বিধৃত হইল। দেবগণ বিষভীত হইয়া নাগের যে দিকে পুচ্ছ, সেই দিক্ ধারণ করিলেন এবং রাহুপুরঃসর অসুরগণ মুখের দিকে রহিল। বলি, বামহস্তে শেষ নাগের সহস্র বদন শির এবং দক্ষিণহস্তদ্বারা তাহার শরীর আকর্ষণ করিয়া রহিলেন ভগবান নারায়ণ ভুজদ্বয়ে চারুকন্দর মন্দরকে মন্থনদণ্ডরূপে ধারণ করিলেন। দেবাসুরগণ তখন জয়শব্দপুরঃসর দিব্য শত বর্ষ ধরিয়া ক্ষীর মহোদধি মন্থন করিলেন। অসুরপুরঃসর সুরগণ শ্রান্ত হইলে মেঘরূপী ইন্দ্র তখন অমৃতকল্প বারিকণা বর্ষণ করিলেন, তৎকালে সুশীতল বায়ু বহিতে লাগিল। দেবগণ শ্রান্ত ও ভগ্নপ্রায় হইলে কমলাসন ব্রহ্মা "তোমরা সাগরে গমন কর" পুনঃপুনঃ এই কথা বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কর্তৃক উৎসাহিত, অত্যন্ত উদ্যমশীল, সুরাসুরগণের তৎকালে অপর শ্রী দেখা দিল; তাঁহারা পুনরপি সমুদ্রমন্থন করিতে লাগিলেন। অনন্তর যোজনাযুত বিস্তৃত সেই মহাশৈল ভ্রাম্যমাণ হইলে তাহা হইতে হস্তিযুথ ও বরাহ শরভাদি পড়িতে লাগিল। অযুত লক্ষ শ্বাপদ এবং পুষ্পফলসমন্বিত বৃক্ষসকল পতিত হইল; সেই ফলের সারাংশে—পুষ্প ওষধির রসে ক্ষীরসাগর দধি-মহোদধিতে পরিণত হইল। তার পর সহস্র সহস্র জীব চুর্ণিত হইতে থাকিলে তাহাদের রস ও মেদো দ্বারা উহা সুরাসাগরাকার প্রাপ্ত সৃষ্টি হইল। সেই সুরাগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সুরাসুরগণ সাতিশয় আমোদিত হইল এবং তাহার অস্বাদে মহাবল দেব ও দৈত্যগণ মহাবলশালী হইয়া উঠিল। ৪৫—৬২। অনন্তর অসুরগণ সকলদিক্ হইতে মহাবেগে সেই নগেন্দ্র মন্দরকে ধারণ করিল। বিষ্ণু অগ্রসর হইয়া নীলোৎপলযুক্ত বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় স্বীয় ভুজ দ্বারা মন্থনযষ্টিস্বরূপ সেই মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিলেন এবং বাসুকির

যথা নীলোৎপলৈর্যুক্তো ব্রহ্মদণ্ডোহতিবিস্তরঃ
ধ্বনির্মেঘসহস্রস্য জলধেরুত্থিতস্তদা ॥ ৬৫
ভাগে দ্বিতীয়ে মঘবানাদিত্যস্ত ততঃ পরম্।
ততো রুদ্রা মহোৎসাহা বসবো গুহ্যকাদয়ঃ ॥৬৬
পুরতো বিপ্রচিত্তিশ্চ নমুচির্বৃত্র-শম্বরৌ।
দ্বিমূর্দ্ধা বজ্রদংষ্ট্রশ্চ সৈংহিকেয়ো বলিস্তথা ॥ ৬৭
এতে চান্যে চ বহবো মুখভাগমুপস্থিতাঃ।
মমন্থুরম্বুধিং দৃপ্তা বলতেজোবিভূষিতাঃ ॥ ৬৮
বভূবাত্র মহাঘোষো মহামেঘরবোপমঃ
উদধের্মথ্যমানস্য মন্দরেণ সুরাসুরৈঃ ॥ ৬৯
তত্র নানাজলচরা বিনির্ধূতা মহাদ্রিণা।
বিলয়ং সমুপাজগ্মুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৭০
বারুণানি চ ভূতানি বিবিধানি মহীধরঃ।
পাতালতলবাসীনি বিলয়ং সমুপানয়ৎ ॥ ৭১
তস্মিংশ্চ ভ্রাম্যমাণেঽদ্রৌ সংঘৃষ্টাশ্চ পরস্পরম্
ন্যপতন্ পতগোপেতাঃ পর্ব্বতাগ্রান্মহাদ্রুমাঃ
তেষাং সংঘর্ষণাচ্চাগ্নিরর্চ্চির্ভিঃ প্রজ্বলন্ মুহুঃ।
বিদ্যুদ্ভিরিব নীলাভ্রমাবৃণোন্মন্দরং গিরিম্।
দদাহ কুঞ্জরাংশ্চৈব সিংহাংশ্চৈব বিনিঃসৃতান্
বিগতাসূনি সর্ব্বাণি সত্ত্বানি বিবিধানি চ ॥ ৭৪
তমগ্নিমমরশ্রেষ্ঠঃ প্রদহন্তমিতস্ততঃ।
বারিণা মেঘজেনেন্দ্রঃ শময়ামাস সর্ব্বতঃ ॥ ৭৫
ততো নানারসাস্তত্র সুস্রুবুঃ সাগরাম্ভসি।
মহাদ্রুমাণাং নির্য্যাসা বহবশ্চৌষধীরসাঃ ॥৭৬
তেষামমৃতবীর্য্যাণাং রসানাং পয়সৈব চ।
অমরত্বং সুরা জগ্মুঃ কাঞ্চনচ্ছবিসন্নিভাঃ ॥ ৭৭
অথ তস্য সমুদ্রস্য তজ্জাতমুদকং পয়ঃ।
রসান্তরবিমিশ্রশ্চ ততঃ ক্ষীরাদভূদ্ঘৃতম্ ॥ ৭৮
ততো ব্রহ্মাণমাসীনং দেবা বচনমব্রুবন্।
শ্রান্তাঃ স্ম সুভৃশং ব্রহ্মন্ নোদ্ভবত্যমৃতঞ্চ যৎ ॥
ঋতে নারায়ণাৎ সর্ব্বে দৈত্যা দেবোত্তমাস্তথা
চিরায়িতমিদঞ্চাপি সাগরস্য তু মন্থনম্ ॥ ৮০

ফণার উপর হস্ত ন্যস্ত করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তৎকালে জলধি হইতে সহস্র মেঘতুল্য রব উত্থিত হইল। তখন বাসুকির দ্বিতীয় ভাগে ইন্দ্র, তার পর আদিত্য, তৎপর মহোৎসাহসম্পন্ন রুদ্র, বসু ও গুহ্যকগণ; এবং প্রথম ভাগে বিপ্রচিত্তি, নমুচি, বৃত্র, শম্বর, দ্বিমূর্দ্ধা, বজ্রদংষ্ট্র, রাহু, বলি ও অন্যান্য বহু সুরাসুরগণ মুখসমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক মন্দর দ্বারা মথ্যমান মহোদধি হইতে মহামেঘরবতুল্য এক মহাশব্দ উত্থিত হইল। সে সময় মহাশৈল মন্দরকর্ত্তৃক নিপীড়িত শত সহস্র জলচর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল। পাতালতলবাসী বিবিধ জলচর প্রাণিগণ মহীধর কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া যমালয়ে প্রবেশ করিল। সেই ঘূর্ণমান মন্দর-পর্ব্বত দ্বারা পরস্পর নিষ্পিষ্ট হইয়া পর্ব্বতের অগ্রভাগ হইতে পক্ষিগণসহ বৃক্ষ সকল নিপতিত হইল। তখন পর্ব্বতের ঘর্ষণে সমুত্থিত অগ্নি কিরণরাশি দ্বারা মুহুঃ মুহুঃ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং বিদ্যুৎ যেমন স্বীয় প্রভায় নীল আকাশ আলোকিত করে, ঐ অগ্নিও তদ্রূপ মন্দরকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। পর্ব্বতবাসী যে সকল হস্তী ও সিংহ প্রভৃতি জীবগণ বহির্গত হইতেছিল, ঐ বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া একে একে সমস্তই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এরূপে চতুর্দ্দিক দগ্ধ হইতে থাকিলে অমরপ্রবর পুরন্দর তৎক্ষণাৎ মেঘবারি দ্বারা সেই অনল নির্ব্বাপিত করিলেন। অনন্তর বহুবিধ ওষধি বৃক্ষের নির্য্যাস ও অন্যান্য নানাবিধ রস সাগরবারিতে ক্ষরিত হইতে লাগিল। সেই অমৃতবীর্য্য রস-জল দ্বারা কাঞ্চনকান্তিসন্নিভ সুরগণ অমরত্ব লাভ করিলেন। অনন্তর সেই সমুদ্রজাত জল অন্য রসসহ বিমিশ্রিত হইয়া ক্ষীরে পরিণত হইল এবং তার পর তাহা হইতে ঘৃত সমুদ্ভূত হইল। তৎপরে সুরগণ সমাসীন ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমরা অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি, কিন্তু অমৃত ত, উদ্ভূত হইল না; আমাদের মনে হয়,—বিষ্ণু ভিন্ন সমস্ত সুরোত্তম ও দৈত্যগণ সুচিরকাল

ততো নারায়ণং দেবং ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ।
বিধৎস্বৈষাং বলং বিষ্ণো ভবানেব পরায়ণম্॥
বিষ্ণুরুবাচ।
বলং দদামি সর্ব্বেষাং কর্ম্মৈতদ্‌যে সমাশ্রিতাঃ।
ক্ষুভ্যতাং ক্রমশঃ সর্ব্বৈর্ম্মন্দরঃ পরিবর্ত্ত্যতাম্॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽমৃতমন্থনে একোন-পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪৯॥

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।
নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা বলিনস্তে মহোদধৌ।
তৎপয়ঃ সহিতা ভূত্বা চক্রিরে ভৃশমাকুলম্॥ ১
ততঃ শতসহস্রাংশুসমান ইব সাগরাৎ।
প্রসন্নাভঃ সমুৎপন্নঃ সোমঃ শীতাংশুরুজ্জ্বলঃ॥
শ্রীরনন্তরমুৎপন্না ঘৃতাৎ পাণ্ডুরবাসিনী।
সুরাদেবী সমুৎপন্না তুরগঃ পাণ্ডুরস্তথা॥ ৩
কৌস্তভশ্চ মণির্দিব্যশ্চোৎপন্নোঽমৃতসম্ভবঃ।
মরীচিবিকচঃ শ্রীমান্ নারায়ণ-উরোগতঃ॥ ৪
পারিজাতশ্চ বিকচ-কুসুমস্তবকাঞ্চিতঃ।
অনন্তরমপশ্যংস্তে ধূমমম্বরসন্নিভম্।
আপূরিতদিশাং ভাগং দুঃসহং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ৫
তমাঘ্রায় সুরাঃ সর্ব্বে মূর্চ্ছিতাঃ পরিলম্বিতাঃ॥
উপাবিশন্নব্ধিতটে শিরঃ সংগৃহ্য পাণিনা।
ততঃ ক্রমেণ দুর্ব্বারঃ সোঽনলঃ প্রত্যদৃশ্যত॥
জ্বালামালাকুলাকারঃ সমস্তাদ্ভীষণোঽর্চ্চিষা।
তেনাগ্নিনা পরিক্ষিপ্তাঃ প্রায়শস্তু সুরাসুরাঃ॥
দগ্ধাশ্চাপ্যর্দ্ধদগ্ধাশ্চ বভ্রমুঃ সকলা দিশঃ।
প্রধানা দেব-দৈত্যাশ্চ ভীষিতাস্তেন বহ্নিনা॥
অনন্তরং সমুদ্ভূতাস্তস্মাড্ ডুণ্ডুভজাতয়ঃ।
কৃষ্ণসর্পা মহাদংষ্ট্রা রক্তাশ্চ পবনাশনাঃ॥ ১০

সাগর মন্থন করিয়াও অমৃত প্রাপ্ত হইবে না। অনন্তর ব্রহ্মা, দেব নারায়ণকে বলিলেন, হে বিষ্ণো! দেবতাদিগের বল বিধান করুন; কেননা, এ কার্য্য আপনারই অধীন। বিষ্ণু বলিলেন,—যাঁহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, আমি তাহাদিগকে বল প্রদান করিতেছি; ইঁহারা এক্ষণে সকলে মিলিয়া মন্দরকে পরিচালন করুন।৬৩—৮২।

ঊনপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৪৯।

পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মহাবল সুরগণ নারায়ণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া মহোদধিতীরে গমন করিলেন, এবং সকলে একত্র মিলিত হইয়া সেই জলরাশিকে সাতিশয় আকুলিত করিলেন। অনন্তর প্রশস্তকান্তি সূর্য্য তুল্য উজ্জ্বল শীতাংশু চন্দ্র সাগর হইতে সমুদ্ভূত হইলেন। তারপর স্বভাব্ধি হইতে পাণ্ডুর বসনধারিণী লক্ষ্মী, সুরাদেবী, পাণ্ডুর তুরগ, এবং দিব্য অমৃততুল্য প্রীতিজনক, কৌস্তভ-মণি সমুৎপন্ন হইল। ঐ শ্রীমান্ প্রদীপ্ত-কিরণ কৌস্তভমণিকে নারায়ণ বক্ষে ধারণ করিলেন। তৎপর স্তবকান্বিত প্রস্ফুটিত পারি-জাত-কুসুম সমুদ্ভূত হইল। অনন্তর দেবা-সুরগণ দেখিলেন,—দেহধারিগণের দুঃসহ আকাশসদৃশ ধূম যেন সমস্ত দিক্ পূরিত করিয়া ফেলিয়াছে। ১—৫। সেই ধূম আঘ্রাণ করিয়া দেবগণ মূর্চ্ছিত ও লম্বমান হইয়া পড়িলেন এবং সকলেই মাথায় হাত দিয়া সেই সাগরতীরে উপবিষ্ট হইলেন। তারপর ক্রমে সেই ধূম দুর্ব্বার অনলে পরি-ণত হইল এবং চারিদিকে ভীষণ কিরণমালা বিস্তার করিয়া সমস্ত লোক আকুল করিয়া তুলিল। সুরাসুরগণ প্রায়ই সেই অনলে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিলেন,—কেহ দগ্ধ এবং কেহ বা অর্দ্ধ-দগ্ধ হইয়া সকল দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান দেব ও দৈত্যগণ সেই অনলে অত্যন্ত ভীতিপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই কালানল হইতে ডুণ্ডুভজাতীয় সর্প, কৃষ্ণসর্প, মহাদংষ্ট্রাবিশিষ্ট

শ্বেত-পীতাস্তথা চান্যে তথা গোনসজাতয়ঃ।
মশকা ভ্রময়া দংশা মক্ষিকাঃ শলভাস্তথা ॥ ১১
কর্ণশল্যাঃ কৃকলাসা অনেকাশ্চৈব বভ্রমুঃ।
প্রাণিনো দংষ্ট্রিণো রৌদ্রাস্তথা হি বিষজাতয়ঃ ॥
শার্ঙ্গহালাহলামুস্ত-বৎসকঙ্কুকভস্মগাঃ।
নীলপত্রাদয়শ্চান্যে শতশো বহুভেদিনঃ।
যেষাং গন্ধেন দহ্যন্তে গিরিশৃঙ্গাণ্যপি দ্রুতম্ ॥
অনন্তরং নীলরসৌঘভৃঙ্গ-
ভিন্নাঞ্জনাভং বিষমং শ্বসন্তম্।
কায়েন লোকান্তরপূরকেণ
কেশৈশ্চ বহ্নি প্রতিমৈর্জ্বলদ্ভিঃ ॥ ১৪
সুবর্ণ-মুক্তাফলভূষিতাঙ্গং
কিরীটিনং পীতদুকূলজুষ্টম্।
নীলোৎপলাভং কুসুমৈঃ কৃতার্ঘং
গর্জ্জন্তমম্ভোধরভীমবেগম্ ॥ ১৫
অব্রাক্ষুরম্ভোনিধিমধ্যসংস্থং
সবিগ্রহং দেহিভয়াশ্রয়ং তম্।
বিলোক্য তং ভীষণমুগ্রনেত্রং
ভূতাশ্চ বিত্রেসুরথাপি সর্ব্বে ॥ ১৬
কেচিদ্বিলোক্যৈব গতা হ্যভাবং
নিঃসংজ্ঞতাঞ্চাপ্যপরে প্রপন্নাঃ।
বেমুর্মুখেভ্যোঽপি চ ফেনমন্যে
কেচিৎ ত্ববাপ্তা বিষমামবস্থাম্ ॥ ১৭
শ্বাসেন তস্য নির্দ্দগ্ধাস্ততে বিষ্ণুশ্রুদানবাঃ।
দগ্ধাঙ্গারনিভা জাতা যে ভূতা দিব্যরূপিণঃ।
ততস্ত সম্ভ্রমাদ্বিষ্ণুস্তমুবাচ সুরাত্মকম্ ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

কো ভবানন্তকপ্রখ্যঃ কিমিচ্ছসি কুতোঽপি চ।
কিং কৃত্বা তে প্রিয়ং জায়েদেবমাচক্ষ মেঽখিলম্
তচ্চ তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণোঃ কালাগ্নিসন্নিভঃ।
উবাচ কালকূটস্তু ভিন্নদুন্দুভিনিস্বনঃ ॥ ২০

কালকূট উবাচ।

অহং হি কাটকূটাখ্যো বিষোঽম্বুধিসমুদ্ভবঃ।
যদা তীব্রতরামর্ষৈঃ পরস্পরবিঘর্ষিভিঃ ॥ ২১

সর্প, রক্তবর্ণ সর্প, পবনাশী সর্প এবং শ্বেত পীত প্রভৃতি নানা বর্ণের অন্যান্য সর্প ও গোনসজাতীয় সর্প সমুদ্ভূত হইল। মশক, ভ্রমর, দংশ, মক্ষিকা, পতঙ্গ, কর্ণশল্য, কৃকলাস এবং দংষ্ট্রাসম্পন্ন আরও অন্যান্য বহুবিধ ভয়ানক প্রাণী ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তারপর শার্ঙ্গ, হলাহল, মুস্ত, বৎস, কঙ্কুক, ভস্মগ এবং ভেদনকারী নীল পত্রাদি অন্যান্য শত শত বিষজাতি সমুদ্ভূত হইল। এই সকল বিষের গন্ধে গিরিশৃঙ্গ সকলও অতিদ্রুত দগ্ধ হইয়া যায়। অনন্তর সাগরমধ্যে শরীরিগণের মহাভয়প্রদ এক মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হইল, তাহার দেহকান্তি নীলরস, ভৃঙ্গ ও অঞ্জনপর্ব্বতসদৃশ; সে বিষম শ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। তাহার শরীর দ্বারা লোক সকল আবৃত হইয়াছে, এবং তাহার কেশকলাপ অনলতুল্য জাজ্বল্যমান। তাহার সুবর্ণ-মুক্তাফলে অঙ্গসকল ভূষিত, পরিধানে পীতবস্ত্র, মস্তকে কিরীট, কলেবর কমলকান্তি; বিবিধ কুসুমে সজ্জিত ও ঐ মূর্ত্তি সমুদ্রমধ্যে ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। সাগরমধ্যস্থিত সেই ভীষণ উগ্রনেত্র মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া প্রাণিগণ অতিমাত্র বিত্রাসিত হইল, কেহ বা তাহাকে দেখিয়া বিকল হইয়া পড়িল, অপর কেহ বিপন্ন ও বিলুপ্তচেতন হইল। কাহারও মুখ হইতে ফেন বমন হইতে লাগিল, আবার কেহ বা বিষম অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তাহার নিশ্বাসে বিষ্ণু ইন্দ্র ও দানবগণ দগ্ধ হইতে লাগিলেন, এবং দিব্যরূপ প্রাণিগণ দগ্ধ হইয়া একবারে অঙ্গার হইয়া গেল। অনন্তর সুরগণের হিতকামনায় বিষ্ণু তাহাকে বলিলেন,—কে আপনি অন্তকসদৃশ? আপনি কি অভিলাষ করিতেছেন এবং কোথা হইতে আসিলেন? কি করিয়া আপনার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব? আমাকে সে সমস্ত বলুন।৬—২০। বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই কালানলনিভ কালকূট, দুন্দুভির ন্যায় শব্দ করিয়া কহিলেন,—আমার নাম কালকূট বিষ, যখন জলধি ও শৈলের তীব্রতর

সুরাসুরৈর্বিমথিতো দুগ্ধাম্ভোনিধিরদ্ভুতঃ।
সম্ভূতোঽয়ং তদা সর্ব্বান্ হন্তুং দেবান্ সদানবান্
সর্ব্বানিহ হনিষ্যামি ক্ষণমাত্রেণ দেহিনঃ।
মা মাং গ্রসত বৈ সর্ব্বে যাত বা গিরিশান্তিকম্
শ্রুত্বৈতদ্বচনং তস্য ততো ভীতাঃ সুরাসুরাঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণূ পুরস্কৃত্য গতাস্তে শঙ্করান্তিকম্।
নিবেদিতাস্ততো দ্বাঃস্থৈস্তে গণেশৈঃসুরাসুরাঃ
অনুজ্ঞাতাঃ শিবেনাথ বিবশুর্গিরিশান্তিকম্ ॥ ২৫
মন্দরস্য গুহাং হৈমীং মুক্তামালাবিভূষিতাম্।
সুস্বচ্ছমণিসোপানাং বৈদূর্য্যস্তম্ভমণ্ডিতাম্ ॥ ২৬
তত্র দেবাসুরৈঃ সর্ব্বৈর্জানুভির্ধরণীং গতৈঃ।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা ইদং স্তোত্রমুদাহৃতম্ ॥ ২৭

দেব-দানবা উচুঃ।

নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় ধন্বিনে ॥ ২৮
নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডহস্তায় ধূর্জ্জটে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতগ্রামশরীরিণে ॥ ২৯
নমঃ সুরারিহন্ত্রে চ সোমাগ্ন্যর্কাগ্র্যচক্ষুষে।
ব্রহ্মণে চৈব রুদ্রায় নমস্তে বিষ্ণুরূপিণে ॥ ৩০
ব্রহ্মণে বেদরূপায় নমস্তে দেবরূপিণে।
সাংখ্যযোগায় ভূতানাং নমস্তে শম্ভবায় তে ॥
মন্মথাঙ্গবিনাশায় নমঃ কালক্ষয়ঙ্কর।
রংহসে দেবদেবায় নমস্তে চ সুরোত্তম ॥ ৩২
একবীরায় সর্ব্বায় নমঃ পিঙ্গকপর্দ্দিনে।
উমাভর্ত্রে নমস্তুভ্যং যজ্ঞত্রিপুরঘাতিনে ॥ ৩৩
শুদ্ধবোধপ্রবুদ্ধায় মুক্তকৈবল্যরূপিণে।
লোকত্রয়বিধাত্রে চ বরুণেন্দ্রাগ্নিরূপিণে ॥ ৩৪
ঋগ্‌যজুঃসামবেদায় পুরুষায়েশ্বরায় চ।

আকর্ষণে পরস্পর বিঘর্ষণ হইতেছিল, হে বিষ্ণো! তখন আমি জলধি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছি। সুরগণের অদ্ভুত ক্ষীরসাগর মন্থনকালে দেবগণের বধের জন্য আমি উদ্ভূত হইয়াছি। আমি ক্ষণকাল মধ্যে দেহধারিগণের বধ সাধন করিব; হয় তোমরা আমাকে গ্রাস কর, অথবা শঙ্করান্তিকে গমন কর। অনন্তর দেবাসুরগণ তাহার এই সকল কথা শুনিয়া অতীব ভীত হইলেন, এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে অগ্রে করিয়া শঙ্করসমীপে গমন করিবেন। তার পর সুরাসুরগণ শঙ্করের দ্বারস্থ হইয়া গণেশসমীপে তাঁহাদের শিব-সন্নিধানে আগমনাভিলাষ নিবেদন করিলে শিবের আজ্ঞায় তাঁহারা তথায় প্রবেশ করিবেন। মুক্তামালা-বিভূষিত মন্দরপর্ব্বতের হেমময় গুহায় শিবের বাসস্থান, সেই স্থান বৈদূর্য্যস্তম্ভে মণ্ডিত এবং স্বচ্ছমণি-রত্নবিনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত। দেবাসুরগণ তথায় গমন করিলেন এবং জানুদ্বারা ধরণী অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া এই স্তব করিতে লাগিলেন। দেবদানবগণ বলিলেন, হে বিরূপাক্ষ! হে দিব্যচক্ষু, আপনার হস্তে পিনাক, বজ্র ও ধনু শোভা পাইতেছে, আপনাকে নমস্কার। হে ধূর্জ্জটে! আপনার হস্ত ত্রিশূল ও দণ্ড দ্বারা মণ্ডিত, আপনি ত্রিলোকের নাথ, নিখিল প্রাণীই আপনার শরীর, আপনাকে নমস্কার। ২১—২৯। আপনি অসুরগণের শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়াছেন, আপনার নয়নে অগ্নি, চন্দ্র এবং সূর্য্য বিরাজিত। হে ব্রহ্মন্! হে রুদ্র! আপনি বিষ্ণুরূপী, আপনাকে নমস্কার। আপনি বেদ ও দেবস্বরূপ, আপনি সাংখ্যযোগ, আপনি ভূতগণের মঙ্গলবিধায়ক। হে ব্রহ্মন্! আপনাকে নমস্কার। আপনি কামদেবের দেহ ভস্মীভূত করিয়াছেন, আপনি লোক ও কাল ক্ষয়কৃৎ। হে সুরোত্তম! দেবদেব আপনাকে নমস্কার। আপনি একমাত্র বীর, আপনি দক্ষযজ্ঞ ও ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন, হে উমাপতি! হে সর্ব্ব! হে পিঙ্গকপর্দ্দিন! আপনাকে নমস্কার। আপনা হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, আপনিই নির্ব্বাণমুক্তিস্বরূপ ও লোকত্রয়-বিধায়ক; বরুণ, ইন্দ্র এবং অগ্নি স্বরূপ আপনাকে নমস্কার। আপনি ঋক্, যজুঃ,

অগ্র্যায় চৈব চোগ্রায় বিপ্রায় শ্রুতিচক্ষুষে। ৩৫
রজসে চৈব সত্বায় তমসে তিমিরাত্মনে।
অনিত্যনিত্যভাবায় নমো নিত্যচরাত্মনে॥ ৩৬
ব্যক্তায় চৈবাব্যক্তায় ব্যক্তাব্যক্তায় বৈ নমঃ।
ভক্তানামার্ত্তিনাশায় প্রিয়নারায়ণায় চ॥ ৩৭
উমাপ্রিয়ায় শর্ব্বায় নন্দিবক্ত্রাঞ্চিতায় চ।
ঋতু-মন্বন্ত-কল্পাধ পক্ষ-মাস-দিনাত্মনে॥ ৩৮
নানারূপায় মুণ্ডায় বরূথপৃথুদণ্ডিনে।
নমঃ কমলহস্তায় দিগ্বাসায় শিখণ্ডিনে॥ ৩৯
ধন্বিনে রথিনে চৈব যতয়ে ব্রহ্মচারিণে।
ইত্যেবমাদিচরিতৈঃ স্তুতং তুভ্যং নমো নমঃ॥
এবং সুরাসুরৈঃ স্থাণুঃ স্তুতস্তোষমুপাগতঃ।
উবাচ বাক্যং ভীতানাং স্মিতাবিতশুভাক্ষরম্

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

কিমর্থমাগতা ব্রুত ত্রাসগ্লানমুখাম্বুজাঃ।
কিং বাভীষ্টং দদাম্যদ্য কামং প্রব্রূত মা চিরম্
ইত্যাকান্তে তু দেবেন প্রোচুস্তং সসুরাসুরাঃ

সুরাসুরা ঊচুঃ।

অমৃতার্থে মহাদেব মথ্যমানে মহোদধৌ।
বিষমদ্ভুতমুদ্ভূতং লোকসঙ্ক্ষয়কারকম্॥ ৪৩
স উবাচাথ সর্ব্বেষাং দেবানাং ভয়কারকঃ।
সর্ব্বান্ বা ভক্ষয়িষ্যামি অথবা মা পিবন্তু বা॥ ৪৪
তমশক্তা বয়ং গ্রস্তুং সোঽস্মান্ শক্তো বলোৎকটঃ
এষ নিশ্বাসমাত্রেণ শতপর্ব্বসমদ্যুতিঃ॥ ৪৫
বিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃ কৃতস্তেন যমশ্চ বিষমাত্মবান্।
মূর্চ্ছিতাঃ পতিতাশ্চান্যে বিপ্রণাশং গতাঃ পরে
অর্থোঽনর্থক্রিয়াং যাতি দুর্ভগাণাং যথা বিভো
দুর্ব্বলানাঞ্চ সঙ্কল্পো যথা ভবতি চাপদি॥ ৪৭

সাম, এই বেদত্রয়, আপনি পুরুষ, আপনি ঈশ্বর, আপনি অগ্র্য, আপনি উগ্র, আপনি বেদচক্ষু বিপ্র, আপনাকে নমস্কার। আপনি সত্ব, রজ এবং তমোময়, অন্ধকারও আপনারই একটী রূপ, অনিত্য ও নিত্যভাবও আপনি। হে নিত্যচরাত্মন্! আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং আপনি ব্যক্তাব্যক্ত, আপনি ভক্তগণের দুঃখ বিনাশ করিয়া থাকেন, আপনি নারায়ণের প্রিয়, আপনাকে নমস্কার। আপনি উমাপ্রিয়, আপনি নন্দীর বক্ত্রে বিরাজিত, আপনিই ঋতু, মন্বন্তর, কল্প, পক্ষ, মাস এবং দিন হে শর্ব্ব! আপনাকে নমস্কার। আপনার অনন্তরূপ, আপনি মুণ্ডী। আপনার দণ্ড বরূথ ও পৃথু। হে কমলহস্ত! হে দিগম্বর হে শিখাগুন্! আপনাকে নমস্কার। আপনি ধন্বী, রথী, যতি, এবং ব্রহ্মচারী। আপনি এই সকল চরিত দ্বারা স্তুত, আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার। শঙ্কর এইরূপে ভীত দেবাসুরগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ঈষৎ হাস্যসংকারে এই শুভাক্ষরযুক্ত বাক্য বলিলেন। শঙ্কর বলিলেন,—বলুন, আপনারা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? দেখিতেছি, ত্রাসে যেন আপনাদের মুখপদ্ম পরিম্লান হইয়াছে, আজ আপনাদের কি অভীষ্ট আমাকে প্রদান করিতে হইবে? তাহা ব্যক্ত করুন, বিলম্ব করিবেন না। শঙ্কর এইরূপ বলিলে অসুর সহ সুরগণ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০—৪২। দেবাসুরগণ বলিলেন,—হে মহাদেব! অমৃত নিমিত্ত মহোদধি মথিত হইলে লোকক্ষয়-কারক অদ্ভুত বিষ সমুদ্ভূত হইয়াছে। সেই দেবাসুরগণের ভয়দ বিষ উদ্ভূত হইয়াই বলিয়া উঠিল—"হে দেবাসুরগণ! হয় আমাকে ভক্ষণ কর, নতুবা আমি তোমাদিগকে গ্রাস করিব।" আমরা তাহাকে ভক্ষণ করিতে অসমর্থ; কিন্তু সেই উৎকটবল কালকূট আমাদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ। সেই উৎকটবীর্য্য কালকূট নিশ্বাসমাত্রে বিষ্ণুকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে এবং যম প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণকে বিষে জর্জ্জরিত করিয়াছে। কেহ কেহ মূর্চ্ছিত ও পতিত হইয়াছে, অপর কত শত ব্যক্তি প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছে। হে বিভো! দুর্ভগগণের অর্থ যেরূপ অনর্থের কারণ হয়, বিপদ্কালে দুর্ব্বল-

বিষমেতৎ সমুদ্ভূতং তস্মাদমৃতকাঙ্ক্ষয়া।
অস্মাত্তয়াস্মোচয় ত্বং গতিস্ত্বঞ্চ পরায়ণম্॥ ৪৯
ভক্তানুকম্পী ভাবজ্ঞো ভুবনাদীশ্বরো বিভুঃ।
যজ্ঞাগ্রভুক্ সর্ব্বহবিঃ সৌম্যঃ সোমঃ স্মরান্তকৃৎ
ত্বমেকো নো গতির্দেব গীর্ব্বাণগণশর্ম্মকৃৎ।
রক্ষাস্মান্ ভক্তসক্তান্বিরূপাক্ষ বিষজ্বরাৎ॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবানাহ ভগনেত্রান্তকৃদ্ভবঃ॥ ৫১
দেবদেব উবাচ।
ভক্ষয়িষ্যাম্যহং ঘোরং কালকূটং মহাবিষম্।
তথান্যদপি যৎ কৃত্যং কৃচ্ছ্রসাধ্যং সুরাসুরাঃ।
তচ্চাপি সাধয়িষ্যামি তিষ্ঠধ্বং বিগতজ্বরাঃ॥৫২
ইত্যুক্তা হৃষ্টরোমাণো বাষ্পগদগদকণ্ঠিনঃ।
আনন্দাশ্রুপরীতাক্ষাঃ সনাথা ইব মেনিরে।
সুরা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে সমাশ্বস্তাঃ সুমানসাঃ॥

ততোহব্রজদদ্রুতগতিনা ককুদ্মিনা
হরোহম্বরে পবনগতির্জগৎপতিঃ।
প্রধাবিতৈরসুরসুরেন্দ্রনায়কৈঃ
স্ববাহনৈর্বিচলিতশুভ্রচামরৈঃ।
পুরঃসরৈঃ স তু শুশুভে শুভাশ্রয়ৈঃ
শিবো বশী শিখিকপিশোর্দ্ধজূটকঃ॥ ৫৪
আসাদ্য দুগ্ধাসিন্ধুং তং কালকূটং বিষং যতঃ।
ততো দেবো মহাদেবো বিলোক্য বিষমং বিষম্
ছায়াস্থানকমাস্থায় সোহপিবদ্বামপাণিনা॥ ৫৫
পীয়মানে বিষে তস্মিংস্ততো দেবা মহাসুরাঃ
জগুশ্চ ননৃতুশ্চাপি সিংহনাদাংশ্চ পুষ্কলান্।
চক্রুঃ শক্রমুখাদ্যাশ্চ হিরণ্যাক্ষাদয়স্তথা॥ ৫৭
স্তবন্তশ্চৈব দেবেশং প্রসন্নাশ্চাভবংস্তদা।
কণ্ঠদেশে ততঃ প্রাপ্তে বিষে দেবমথাব্রুবন্॥
বিরিঞ্চিপ্রমুখা দেবা বলিপ্রমুখতোহসুরাঃ।
শোভতে দেব কণ্ঠস্তে গাত্রে কুন্দনিভপ্রভে॥

গণের সকল যেরূপ ব্যর্থ হইয়া যায়, অমৃত মন্থন করিতে গিয়া আমাদের ভাগ্যে তদ্রূপ বিষোৎপত্তি হইয়াছে। সম্প্রতি আপনি আমাদিগকে এই ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। আপনি আমাদের পরমগতি। এ কার্য্য আপনারই অধীন। বিশেষতঃ আপনি ভক্তগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আপনি ভাবজ্ঞ,ঈশ্বর, বিভু, যজ্ঞাগ্রভুক্, নিখিল হবি, সৌম্য, সোম, কামাঙ্গনাশন ও দেবগণের মঙ্গলকারক। হে দেব! আপনিই আমাদের একমাত্র গতি। হে বিরূপাক্ষ! আপনি এই বিষপান করিয়া বিষজ্বর হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। সেই সকল স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া ভগনেত্রহর ভগবান্ দেবদেব ভব বলিলেন,—হে সুরাসুরগণ! আমি এই ঘোর কালকূট মহাবিষ ভক্ষণ করিব এবং অন্যান্য কার্য্যমধ্যে কোন কার্য্য অবশিষ্ট থাকিলে তাহাও আমি সম্পাদন করিব। আপনারা বিগতজ্বর হইয়া অবস্থান করুন। ত্রিপুরারি এইরূপ বলিলে ব্রহ্মাদি দেবগণের আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হইল। বাষ্পে কণ্ঠ গদ্গদ হইয়া উঠিল, আনন্দাশ্রু বহিয়া লোচন পরিপ্লাবিত করিল। তাঁহারা সমাশ্বস্ত হইলেন। তাঁহাদের মন প্রসন্ন হইল এবং তাঁহারা যেন আজ সনাথ হইলেন। অনন্তর জগৎপতি হর শীঘ্রগামী বৃষে আরোহণ করিয়া পবনগতিতে অম্বরপথে গমন করিলেন। দেবনায়কগণও তখন স্ব স্ব বাহনে আরূঢ় হইয়া শুভ্র চামর বীজন করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। ত্রিনয়নের তৃতীয় নয়নোত্থিত অনলে তদীয় ঊর্দ্ধ জটা কপিশবর্ণ ধারণ করিল। তৎকালে সেই শিব এইরূপে শোভিত হইয়াছিলেন। অনন্তর দেব মহাদেব দুগ্ধসিন্ধুতটে গমন করিয়া সেই কালকূট মহাবিষ দর্শন করিলেন এবং ছায়াস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক বামহস্তে করিয়া সেই বিষ পান করিলেন। তৎপর তিনি বিষ পান করিলে হিরণ্যাক্ষাদি অসুরগণ ও পুরন্দরপ্রমুখ দেবগণ গীত নৃত্য করিয়া ভীষণ সিংহনাদ করিলেন এবং দেবেশ ঈশানকে স্তব করিয়া সকলেই প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর নীলকণ্ঠের কণ্ঠদেশে সেই মহাবিষ শোভিত হইলে বলিপ্রমুখ দৈত্য ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ মহাদেবকে বলিলেন,—আপনার শরীর

ভুজঙ্গমালানিভং কণ্ঠেঽপ্যত্রৈবাস্তু বিষং তব।
ইত্যুক্তঃ শঙ্করো দেবস্তথা প্রাহ পুরান্তকৃৎ॥
পীতে বিষে দেবগণান্ বিমুচ্য
গতো হরো মন্দরশৈলমেব।
তস্মিন্ গতে দেবগণাঃ পুনস্তং
মমন্থুরব্ধিং বিবিধপ্রকারৈঃ॥ ৬১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽমৃতমন্থনে কালকূটোৎপত্তির্নাম পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫০॥

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

মথ্যমানে পুনস্তস্মিন্ জলধৌ সমদৃশ্যত।
ধন্বন্তরিঃ স ভগবানায়ুর্ব্বেদপ্রজাপতিঃ॥ ১
মদিরা চায়তাক্ষী সা লোকচিত্তপ্রমাথিনী।
ততোঽমৃতঞ্চ সুরভিঃ সর্ব্বভূতভয়াপহা॥ ২

কুন্দকুসুম-সন্নিভ। এই ভ্রমরশ্রেণী-সন্নিভ বিষ আপনার কণ্ঠদেশেই শোভা পাইতেছে। অতএব হে দেব! এই বিষ আপনার কণ্ঠদেশে থাকুক। দেবগণ ঐরূপ বলিলে ত্রিপুরারিও তাহাই হইবে বলিয়া স্বীকার করিলেন। বিষপানানন্তর হর দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া মন্দরশৈলে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থিত হইলে দেবগণও পুনরায় বিবিধরূপে সাগরমন্থন করিতে লাগিলেন। ৪৩—৬১।

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥২৫০

একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পুনরায় সেই মহোদধি মথিত হইলে আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা ভগবান্ ধন্বন্তরি দেখা দিলেন, এবং লোকচিত্ত-প্রমথিনী আয়তলোচনা মদিরা, অমৃত ও সর্ব্বভূতভয়নাশিনী সুরভি সমুদ্ভূত হইলেন।

জগ্রাহ কমলাং বিষ্ণুঃ কৌস্তভঞ্চ মহামণিম্।
গজেন্দ্রঞ্চ সহস্রাক্ষো হয়রত্নঞ্চ ভাস্করঃ॥ ৩
ধন্বন্তরিঞ্চ জগ্রাহ লোকারোগ্যপ্রবর্ত্তকম্।
ছত্রং জগ্রাহ বরুণঃ কুণ্ডলে চ শচীপতিঃ॥ ৪
পারিজাততরুং বায়ুর্জগ্রাহ মুদিতস্তথা।
ধন্বন্তরিস্ততো দেবো বপুষ্মানুদতিষ্ঠত॥ ৫
শ্বেতং কমণ্ডলুং বিভ্রদমৃতং যত্র তিষ্ঠতি।
এতদত্যদ্ভুতং দৃষ্ট্বা দানবানাং সমুত্থিতঃ॥ ৬
অমৃতার্থে মহানাদো মমেদমিতি জল্পতাম্।
ততো নারায়ণো মায়ামাস্থিতো মোহিনীং প্রভুঃ
স্ত্রীরূপমতুলং কৃত্বা দানবানভিসংস্থিতঃ।
ততস্তদমৃতং তস্যৈ দদুস্তে মূঢ়চেতনাঃ।
স্ত্রিয়ৈ দানব দৈতেয়াঃ সর্ব্বে তদ্গতমানসাঃ॥
অথাস্ত্রাণি চ মুখ্যানি মহাপ্রহরণানি চ।
প্রগৃহ্যাভ্যদ্রবন্ দেবান্ সহিতা দৈত্যদানবাঃ॥
ততস্তদমৃতং দেবো বিষ্ণুরাদায় বীর্য্যবান্।

অনন্তর বিষ্ণু,কৌস্তভাখ্য মহামণি ও লক্ষ্মীকে, ইন্দ্র, গজেন্দ্র ঐরাবত ও হয়রত্ন উচ্চৈঃশ্রবাকে, এবং ভাস্কর নিখিল লোকের আরোগ্য, প্রবর্ত্তক ধন্বন্তরিকে গ্রহণ করিলেন। বরুণ ছত্র, বায়ু কুণ্ডলদ্বয় এবং শচীপতি পারিজাততরু গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য সকলেই আমোদ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর দেব ধন্বন্তরি দিব্য বপু ধারণ ও শ্বেত কমণ্ডলু হস্তে করিয়া অমৃতভাণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক উপস্থিত হইলেন তখন "আমি ইহা লইব, আমার এই বস্তু" ইত্যাদিরূপ মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। দৈত্যগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া অমৃত গ্রহণের জন্য সিংহনাদ করিয়া উঠিল। অনন্তর প্রভু নারায়ণ মোহিনীমায়া অবলম্বন করিয়া স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক দানবগণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। মূঢ়চেতা অসুরগণের মন মোহিনীমূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইল; তাহারা ঐ অমৃতপাত্র মোহিনীর নিকটে রাখিয়া প্রধান প্রধান অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ প্রধাবিত হইল।১—৯।

অনন্তর অসুরগণের সহিত দেবগণের মহা-

অথাত্র দানবেন্দ্রেভ্যো নরেণ সহিতঃ প্রভুঃ ॥১
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে পপুস্তদমৃতং তদা।
বিষ্ণোঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্য সংগ্রামে তুমুলে সতি।
ততঃ পিবৎসু তৎকালং দেবেষ্বমৃতমীপ্সিতম্
রাহুর্বিবুধরূপেণ দানবোহপ্যপিবৎ তদা ॥ ১২
তস্য কণ্ঠমনু প্রাপ্তে দানবস্যামৃতে তদা।
আখ্যাতং চন্দ্র-সূর্য্যাভ্যাং সুরাণাং হিতকাম্যয়া
ততো ভগবতা তস্য শিরশ্ছিন্নমলঙ্কৃতম্।
চক্রায়ুধেন চক্রেণ পিবতোহমৃতমোজসা ॥ ১৪
তচ্ছৈলশৃঙ্গপ্রতিমং দানবস্য শিরো মহৎ।
চক্রেণোৎকৃত্তমপতচ্চালয়ন্ বসুধাতলম্ ॥ ১৫
ততো বৈরবিনির্ব্বন্ধঃ কৃতো রাহুমুখেন বৈ।
শাশ্বতশ্চন্দ্র সূর্য্যাভ্যাং গ্রসত্যদ্যাপি বাধতে ॥
বিহায় ভগবাংশ্চাপি স্ত্রীরূপমতুলং হরিঃ।
নানাপ্রহরণৈর্ভীমৈর্দানবান্ সমকম্পয়ৎ।
প্রাসাঃ সুবিপুলাস্তীক্ষ্ণাং পতন্তশ্চ সহস্রশঃ ॥১৭

তেঽসুরাশ্চক্রনির্ভিন্না বমন্তো রুধিরং বহু।
অসি-শক্তি-গদাভিন্না নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ১৮
ভিন্নানি পট্টিশৈশ্চাপি শিরাংসি যুধি দারুণৈঃ।
তপ্তকাঞ্চনমাল্যানি নিপেতুরনিশং তদা ॥১৯
রুধিরেণাবলিপ্তাঙ্গা নিহতাশ্চ মহাসুরাঃ।
অদ্রীণামিব কূটানি ধাতুরক্তানি শেরতে ॥ ২০
ততো হলাহলাশব্দঃ সম্বভূব সমন্ততঃ।
অন্যোন্যচ্ছিন্দতাং শস্ত্রৈরাদিত্যে লোহিতায়তি
পরিঘৈশ্চায়সৈঃ পাতৈঃ সন্নিকর্ষৈশ্চ মুষ্টিভিঃ।
নিঘ্নতাং সমরেঽন্যোন্যং শব্দো দিবমিবাস্পৃশৎ
ছিন্দি ভিন্ধি প্রধাবেতি পাতয়াভিসরেতি বৈ।
বিশ্রূয়ন্তে মহাঘোরাঃ শব্দাস্তত্র সমন্ততঃ ॥ ২৩
এবং সুতুমুলে যুদ্ধে বর্ত্তমানে মহাভয়ে।
নর-নারায়ণৌ দেবৌ সমাজগ্মতুরাহবম্ ॥ ২৪
তত্র দিব্যং ধনুর্দৃষ্ট্বা নরস্য ভগবানপি।

সমর বাধিলে, বীর্য্যবান্ প্রভু বিষ্ণু সেই অমৃত লইয়া আসিলেন, এবং দেবগণ তাহা পান করিতে লাগিলেন। দেবগণ যখন অমৃত পান করেন, তৎকালে রাহু সুররূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের সহিত অমৃত পান করিতেছিল। দেবগণের হিতকামনায় চন্দ্র এবং সূর্য্য এ রহস্য ব্যক্ত করিলেন। ভগবান্ হরি এই ব্যাপার দর্শন করিয়া—অমৃত রাহুর কণ্ঠদেশ প্রাপ্ত হইতে না হইতে মহাবল চক্রাস্ত্র দ্বারা রাহুর অলঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দানবের সেই শৈলশিখরোপম মহামস্তক চক্রদ্বারা ছিন্ন হইয়া পতিত হইল। ঐ মস্তকের পতনে মহীতল বিচলিত হইল। অমৃত পানজন্য রাহু অমর হইল। এই বৈর-নিবন্ধন অদ্যাপি সেই রাহু চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে। তৎপর ভগবান্ হরি নিরুপম স্ত্রীরূপ পরিহার করিয়া বিবিধ ভীষণ অস্ত্র দ্বারা দানবগণকে প্রকম্পিত করিলেন। তখন শত সহস্র সুবিশাল তীক্ষ্ণ প্রাসাস্ত্র পতিত হইতে লাগিল; অসুরগণ চক্রাস্ত্রে নির্ভিন্ন হইয়া সাতিশয় রক্ত বমন করিতে আরম্ভ করিল এবং অসি, শক্তি, ও গদাদ্বারা ভিন্ন হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। দারুণ পট্টিশাস্ত্রে কোন কোন অসুরের তপ্তকাঞ্চননিভ মাল্যভূষিত শির ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল। নিহত মহাসুরগণেরও দেহ রুধিরে আপ্লুত হইয়া ধাতুদ্বারা রঞ্জিত শৈল শিখরবৎ শায়িত হইল। অনন্তর পরস্পর অবিরাম শস্ত্রপ্রহার চলিতে থাকিলে, ক্রমে সন্ধ্যা সমুপাগত হইল। তখন চারিদিকে হলাহলাধ্বনি সমুত্থিত হইল। কেহ কেহ লৌহ পরিঘদ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল, অপর কেহ কেহ বা সন্নিকর্ষ বশত পরস্পর মুষ্ট্যাঘাত করিল। যুদ্ধে পরস্পর আঘাতকারীদিগের মধ্যে এইরূপ এক আকাশস্পর্শী শব্দ উত্থিত হইল যে, ছেদন কর, ভেদন কর, প্রধাবিত হও, নিপাতন কর ও অগ্রসর হও। চারিদিকে এইরূপ মহাভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। ১০—২৩।

এইরূপ মহাভয়ঙ্কর সুতুমুল সমর আরম্ভ হইলে নর ও নারায়ণ দেবদ্বয় যুদ্ধস্থানে সমা-

চিন্তয়ামাস বৈ চক্রং বিষ্ণুর্দানবসত্তমান্ ॥ ২৫
ততোঽম্বরাচ্চিন্তিতমাত্রমাগতং
মহাপ্রভং চক্রমমিত্রনাশনম্।
বিভাবসোস্তুল্যমকুণ্ঠমণ্ডলং
সুদর্শনং ভীমমসহ্যবিক্রমম্ ॥ ২৬
তদাগতং জ্বলিতহুতাশনপ্রভং
ভয়ঙ্করং করিকরবাহুরচ্যুতঃ।
মহাপ্রভং দনুকুল-দৈত্যদারণং
তথোজ্জ্বলজ্জ্বলনসমানবিগ্রহম্ ॥ ২৭
মুমোচ বৈ তপনমুদগ্রবেগবান্
মহাপ্রভং রিপুনগরাবদারণম্।
সংবর্ত্তকজ্বলনসমানবর্চ্চসং
পুনঃপুনর্ন্যপতত বেগবৎ তদা ॥ ২৮
ব্যদারয়দ্দিতিতনয়ান্ সহস্রশঃ।
করেরিতং পুরুষবরেণ সংযুগে।
দহৎ কচিজ্জ্বলন ইবানিলেরিতঃ
প্রসহ্য তানসুরগণানকৃন্তত ॥ ২৯
প্রবেরিতং বিয়তি মুহুঃ ক্ষিতৌ তদা
পপৌ রণে রুধিরময়ং পিশাচবৎ।
অথাসুরা গিরিভিরদীনমানসা
মুহুর্মুহুঃ সুরগণমর্দ্দয়ংস্তথা ॥ ৩০
মহাচলা বিগলিতমেঘবর্চ্চসঃ
সহস্রশো গগনমহাপ্রপা[illegible]নঃ।
অথাস্তরা ভয়জননাঃ প্রপেদিরে
সপাদপা বহুবিধমেঘরূপিণঃ ॥ ৩১
মহাদ্রয়ঃ প্রবিগলিতাগ্রসানবঃ
পরস্পরং দ্রুতমভিপত্য ভাস্বরাঃ।
ততো মহী প্রচলিতসাদ্রিকাননা
মহীধরাঃ পবনহতাঃ সমন্ততঃ ॥ ৩২
পরস্পরং ভৃশমভিগর্জ্জিতং মুহু
রণাজিরে ভৃশমভিসম্প্রবর্ত্ততে।

গত হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু তখন নরের হস্তে দিব্য ধনুদর্শন করিয়া দানবদিগের বধের নিমিত্ত স্বীয় চক্রকে চিন্তা করিলেন। চিন্তিত হইবামাত্র সেই সুদর্শন চক্র আকাশ-পথে আসিতে লাগিল। সেই মণ্ডলাকার চক্রের প্রভা সূর্য্যতুল্য সমুজ্জ্বল। তাহার গতি অপ্রতিহত এবং সেই ভীষণ মহাপ্রভা-শালী সুদর্শন শত্রুনাশনে সমর্থ; ও তাহার বিক্রম অসহ্য। তখন সুদর্শন করিকরতুল্য বিশালবাহু বিষ্ণুর সমীপাগত হইয়া হুতা-শনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইল। অচ্যুত বিষ্ণু তখন সেই দৈত্যকুলবিদারণ মহাপ্রভাশালী ভয়ঙ্কর চক্র গ্রহণ করিলেন। তৎকালে ঐ চক্র যেন অত্যুজ্জ্বল শরীরধারী হুতাশনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঐ সুদ-র্শন রিপুনগর-বিদারণে সমর্থ, প্রলয়কালীন সংবর্ত্তাগ্নিসমান তেজঃসম্পন্ন এবং অত্যন্ত প্রভাবিশিষ্ট। তখন বেগশালী বিষ্ণু দানব-দিগের প্রতি ঐ সুদর্শন নিক্ষেপ করি-লেন। সমরে পুরুষপ্রবর হরির কর হইতে চক্র মুক্ত হইয়া অতীব বেগভরে অসুরদিগের উপর নিপতিত হইল এবং সহস্র সহস্র দিতিতনয়কে বিদারিত করিল। কোথাও পবন-প্রেরিত বহ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল, কোথাও অসুরগণকে আক্রমণ করিয়া ছেদন করিতে লাগিল, কখন আকাশে উত্থিত হইয়া ভীষণ অগ্নি-শিখা বর্ষণ করিতে লাগিল, আবার কখনও বা ক্ষিতিতলে পতিত হইয়া পিশাচবৎ সমরে দৈত্যগণের শোণিত পান করিতে লাগিল। অনন্তর অদীনমনা অসুরগণ গিরিদ্বারা সুর-গণকে মুহুর্মুহুঃমর্দ্দন করিতে লাগিল। তৎ-কালে বিবিধ বৃক্ষরাজিসহ সহস্র সহস্র মহাচল সকল অম্বরপথে পতিত হইতে লাগিল এবং ঐ গুরুভার গিরিনিকর মেঘকান্তি বিস্ফুরণ করিয়া যেন বহুবিধ মেঘরূপ ধারণ করিল। ২৪-৩১। কোথাও পর্ব্বতের অগ্র ও সানুদেশ চূর্ণিত হইতে লাগিল, কোথাও পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে পর্ব্বতগণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর অরণ্য ও সাগরসহ ধরিত্রী দেবী প্রচলিত হইলেন এবং ভীষণ পবনাঘাতে চারিদিকে মহীধর সকল পতিত হইতে লাগিল। যুদ্ধকালে দেবাসুরগণ পরস্পর

নরস্ততো বরকনকাগ্রভূষণৈ-
র্মহেষুভিঃ পবনপথং সমাবৃণোৎ ॥ ৩৩
বিদারয়ন্ গিরিশিখরাণি পত্রিভি-
র্মহাভয়ে সুরগণবিগ্রহে তদা।
ততো মহীং লবণজলঞ্চ সাগরং
মহাসুরাঃ প্রবিবিশুরর্দ্দিতাঃ সুরৈঃ ॥ ৩৪
বিয়দ্গতং জ্বলিতহুতাশনপ্রভং
সুদর্শনং পরিকুপিতং নিশাম্য চ।
ততঃ সুরৈর্বিজয়মবাপ্য মন্দরঃ
স্বমেব দেশং গমিতঃ সুপূজিতঃ ॥ ৩৫
বিনাদয়ন্ স্বদিশমুপেত্য সর্ব্বশ-
স্ততো গতাঃ সলিলধরা যথাগতম্।
ততোঽমৃতং সুনিহিতমেব চক্রিরে
সুরাঃ পরাং মুদমভিগম্য পুষ্কলাম্।
দদুশ্চ তং নিধিমমৃতস্য রক্ষিতুং
কিরীটিনে বলিভিরথামরৈঃ সহ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽমৃতমন্থনং
নামৈকপঞ্চাশদধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫১ ॥

মুহুর্মুহুঃ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। তখন নর কনকদ্বারা ভূষিতাগ্র মহাবাণ দ্বারা বায়ুপথ আচ্ছাদিত করিলেন এবং এই প্রলয়ব্যাপার দর্শনে সুরগণ ভীত হইলে বাণদ্বারা গিরিশিখর ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সুরপীড়িত অসুরগণ ভীতিগ্রস্ত হইয়া কেহ লবণজলধিতে কেহ বা ভূমিতলে প্রবেশ করিল। অতঃপর জ্বলিত হুতাশনপ্রভ আকাশগত সুদর্শন প্রশমিত হইলে দেবগণ বিজয়লাভ করিয়া বিবিধরূপে মন্দরের পূজাপূর্ব্বক তাহাকে নিজস্থানে স্থাপন করিলেন এবং সকলে বিবিধ নাদ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন। মেঘগণও যথাস্থানে গমন করিল। দেবগণ এইরূপে অমৃতের রক্ষা বিধান করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং বলবান দেবগণসহ একত্র হইয়া উহার রক্ষাভার কিরীটীর নিকট অর্পণ করিলেন। ৩২—৩৬।

একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ২৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
প্রাসাদভবনাদীনাং নিবেশং বিস্তরাদ্বদ।
কুর্য্যাৎ কেন বিধানেন কশ্চ বাস্তুরুদাহৃতঃ ॥ ১
সূত উবাচ।
ভৃগুরত্রির্বসিষ্ঠশ্চ বিশ্বকর্ম্মা ময়স্তথা।
নারদো নগ্নজিচ্চৈব বিশালাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥ ২
ব্রহ্মা কুমারো নন্দীশঃ শৌনকো গর্গ এব চ।
বাসুদেবোঽনিরুদ্ধশ্চ তথা শুক্র-বৃহস্পতী ॥ ৩
অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতা বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকাঃ।
সঙ্ক্ষেপেণোপদিষ্টস্তু মনবে মৎস্যরূপিণা ॥ ৪
তদিদানীং প্রবক্ষ্যামি বাস্তুশাস্ত্রমনুত্তমম্।
পুরান্ধকবধে ঘোরে ঘোররূপস্য শূলিনঃ ॥ ৫
ললাটস্বেদসলিলমপতদ্ভুবি ভীষণম্।
করালবদনং তস্মাদ্ভূতমুদ্ভূতমুল্বণম্ ॥ ৬

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরূপ বিধানে প্রাসাদ-ভবনাদির সন্নিবেশ করিতে হয় এবং কেই বা বাস্তু বলিয়া অভিহিত হয়? এই সমস্ত বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—ভৃগু, অত্রি, বসিষ্ঠ, বিশ্বকর্ম্মা, ময়, নারদ, নগ্নজিৎ, বিশালাক্ষ পুরন্দর, ব্রহ্মা, কার্ত্তিকেয়, নন্দীশ্বর, শৌনক, গর্গ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, শুক্র এবং বৃহস্পতি এই অষ্টাদশ জন বাস্তুশাস্ত্রোপদেষ্টা বলিয়া কথিত। মৎস্যরূপী বিষ্ণু সংক্ষেপে মনুর নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি ঐ অনুত্তম বাস্তুশাস্ত্র আপনাদের নিকট বলিতেছি। পুরাকালে ভয়ঙ্কর অন্ধকাসুর-বধে পরিশ্রান্ত ঘোররূপী শূলীর ললাট

গ্রসমানমিবাকাশং সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাম্।
ততোঽন্ধকানাং রুধিরমপিবৎ পতিতং ক্ষিতৌ
তেন তৎসময়ে সর্ব্বং পতিতং যন্মহীতলে।
তথাপি তৃপ্তিমগমন্ন তস্তুতং যদা তদা॥ ৯
সদাশিবস্য পুরতস্তপশ্চক্রে সুদারুণম্।
ক্ষুধাবিষ্টস্তু তস্তুতমার্হর্ত্তুং জগতীত্রয়ম্॥ ৯
ততঃ কালেন সন্তুষ্টো ভৈরবস্তস্য চাহ বৈ।
বরং বৃণীষ ভদ্রং তে যদভীষ্টং তবানঘ॥ ১০
তমুবাচ ততো ভূতং ত্রৈলোক্যগ্রসনক্ষমম্।
ভবামি দেবদেবেশ তথেত্যুক্তঞ্চ শূলিনা॥১১
ততস্তৎ ত্রিদিবং সর্ব্বং ভূমণ্ডলমশেষতঃ।
স্বদেহেনান্তরীক্ষঞ্চ রুদ্ধানং প্রপতস্তুবি॥ ১২
ভীতভীতৈস্ততো দেবৈর্ব্রহ্মণা চাথ শূলিনা।
দানবাসুররক্ষোভিরবষ্টব্ধং সমন্ততঃ॥ ১৩

যেন যত্রৈব চাক্রান্তং স তত্রৈবাবসৎ পুনঃ।
নিবাসাৎ সর্ব্বদেবানাং বাস্তুরিত্যভিধীয়তে॥১৪
অবষ্টব্ধাশ্চ তেনাপি বিজ্ঞপ্তাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
প্রসীদধ্বং সুরাঃ সর্ব্বে যুষ্মাভির্নিশ্চলীকৃতঃ॥১৫
স্থাস্যাম্যহং কিমাকারো হ্যবষ্টব্ধো হ্যধোমুখঃ।
ততো ব্রহ্মাদিভিঃ প্রোক্তং ব.স্তুমধ্যে তু যো বলিঃ॥ ১৬
আহারো বৈশ্বদেবান্তে নূনমস্মিন্ ভবিষ্যতি।
বাস্তুপূজামকুর্ব্বাণস্তবাহারো ভবিষ্যতি॥ ১৭
অজ্ঞানাৎ তু কৃতো যজ্ঞস্তবাহারো ভবিষ্যতি
যজ্ঞোৎসবাদৌ চ বলিস্তবাহারো ভবিষ্যতি॥
এবমুক্তস্ততো হৃষ্টঃ স বাস্তুরভবৎ তদা।
বাস্তুযজ্ঞঃ স্মৃতস্তস্মাৎ ততঃপ্রভৃতি শান্তয়ে॥১৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বাস্তুভূতোস্তবো নাম দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৫২॥

হইতে ভীষণ স্বেদজল পৃথিবীতে পতিত হয় এবং তাহা হইতে এক করালবদন অদ্ভুত প্রাণী প্রাদুর্ভূত হয়! ঐ প্রাণী আবির্ভূত হইয়াই যেন সপ্তদ্বীপ সহ বসুন্ধরা ও আকাশ গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তার পর সে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইয়া সমরে যে সকল অন্ধকগণ পতিত হইয়াছিল, তাহাদের রুধির পান করিল। অনন্তর ঐ রুধির-পানেও অতৃপ্ত শিবস্বেদজ প্রাণী জগত্রয় আহরণ মানসে শিবের উদ্দেশে সুদারুণ তপস্যা করিল। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে ভৈরব সন্তুষ্ট হইয়া, সেই ক্ষুধাবিষ্ট প্রাণীকে বলিলেন,—হে অনঘ! তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ঐ প্রাণী প্রার্থনা করিল,—আমি যাহাতে ত্রিলোক গ্রাস করিতে সমর্থ হই, হে দেব-দেবেশ! আপনি তাহা করুন। শিব তখন 'তথাস্তু' বলিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্তর ঐ জীব স্বীয় দেহ দ্বারা সমগ্র স্বর্গ, অন্তরীক্ষ এবং ভূমণ্ডল অবরোধ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। তখন ভীত চকিত দেব, দানব অসুর, রক্ষঃ, ব্রহ্মা এবং শূলী তাহাকে চারিদিকে অবষ্টম্ভিত করিলেন। ১—১৩।

ঐ জীব যে স্থানে আক্রান্ত হইয়াছিল, সেইখানেই থাকিয়া গেল এবং ঐ দেবতাগণের বাসহেতুই তখন উহা বাস্তু বলিয়া অভিহিত হইল। অনন্তর সেই শিবস্বেদজ জীব অবরুদ্ধ হইয়া দেবগণ-সমীপে নিবেদন করিল,—আপনারা আমার গতিশক্তি রোধ করিয়াছেন. হে সুরগণ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি অবষ্টম্ভিত হইয়া অধোমুখে কি করিয়া থাকিব? অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিলেন,—বাস্তুমধ্যে যে বলি প্রদত্ত হইবে এবং বৈশ্বদেব ক্রিয়ায় যে বলি প্রদত্ত হইবে, উহা নিশ্চয়ই তোমার আহাররূপে কল্পিত হইবে। যে, বাস্তু পূজা না করিবে,সে এবং অবিধিপূর্ব্বক যে যাগ কৃত হইবে, তাহাও তোমার আহার বলিয়া গণ্য হইবে। এমন কি, সাধারণ যজ্ঞোৎ-সবাদিতেও যে বলি কল্পিত হইবে, তাহাও তোমার আহারীয় হইবে। দেবগণ এইরূপ বলিলে, বাস্তু তখন হৃষ্ট হইল এবং তদবধি

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি গৃহকালবিনির্ণয়ম্।
যথা কালং শুভং জ্ঞাত্বা সদা ভবনমারভেৎ॥
চৈত্রে ব্যাধিমবাপ্নোতি যো গৃহং কারয়েন্নরঃ।
বৈশাখে ধেনু-রত্নানি জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুং তথৈব চ॥
আষাঢ়ে ভৃত্য-রত্নানি পশুবর্গমবাপ্নুয়াৎ।
শ্রাবণে ভৃত্যলাভন্তু হানিং ভাদ্রপদে তথা॥ ৩
পত্নীনাশোঽশ্বিনে বিন্দ্যাৎ কার্ত্তিকে ধনধান্যকম্
মার্গশীর্ষে তথা ভক্তং পৌষে তস্করতো ভয়ম্
লাভঞ্চ বহুশো বিন্দ্যাদগ্নিং মাঘে বিনির্দ্দিশেৎ
ফাল্গুনে কাঞ্চনং পুত্রানিতি কালবলং স্মৃতম্॥
অশ্বিনী রোহিণী মূলমুত্তরাত্রয়মৈন্দবম্।
স্বাতী হস্তোঽনুরাধা চ গৃহারম্ভে প্রশস্যতে॥ ৬
আদিত্য-ভৌমবর্জ্জ্যাস্তু সর্ব্বে বারাঃ শুভাবহাঃ
বর্জ্জ্যং ব্যাঘাতশূলেষু ব্যতীপাতাতিগণ্ডয়োঃ॥
বিষ্কম্ভ-গণ্ড-পরিঘ-বজ্রযোগেষু কারয়েৎ।
শ্বেতে মৈত্রেঽথ মাহেন্দ্রে গান্ধর্ব্বাভিজিতি রৌহিণে॥ ৮
তথা বৈরাজ সাবিত্রে মুহূর্ত্তে গৃহমারভেৎ।
চন্দ্রাদিত্যবলং লব্ধা শুভলগ্নং নিরীক্ষয়েৎ॥ ৯
স্তম্ভোচ্ছ্রায়াদি কর্ত্তব্যমন্যৎ তু পরিবর্জ্জয়েৎ।
প্রাসাদেষেবমেবং স্যাৎ কূপ-বাপীষু চৈব হি॥
পূর্ব্বং ভূমিং পরীক্ষেত পশ্চাদ্বাস্তু প্রকল্পয়েৎ।
শ্বেতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা চৈবানুপূর্ব্বশঃ॥
বিপ্রাদেঃ শস্যতে ভূমিরতঃ কার্য্যং পরীক্ষণম্
বিপ্রাণাং মধুরাস্বাদা কটুকা ক্ষত্রিয়স্য তু॥ ১২
তিক্তা কষায়া চ তথা বৈশ্য-শূদ্রেষু শস্যতে।
অরত্নিমাত্রে বৈ গর্ত্তে স্বনুলিপ্তে চ সর্ব্বশঃ॥ ১৩
ঘৃতমামশরাবস্থং কৃত্বা বর্ত্তিচতুষ্টয়ম্।
জ্বালয়েত্তুপরীক্ষার্থং তৎপূর্ণং সর্ব্বদিঙ্মুখম্॥ ১৪

শান্তিকামনায় বাস্তুযাগের অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। ১৪—১৯।

দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৫২॥

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—যে শুভকালে গৃহারম্ভ করিতে হয়, অনন্তর সেই গৃহনির্ম্মাণের কাল কীর্ত্তন করিতেছি। যে ব্যক্তি চৈত্র মাসে গৃহারম্ভ করে, সে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, বৈশাখে গৃহারম্ভ করিলে ধেনু-রত্ন লাভ হয়, জ্যৈষ্ঠে মৃত্যু, আষাঢ়ে ভৃত্যরত্ন ও পশুসমূহ প্রাপ্তি, শ্রাবণে মৃত্যু, ভাদ্রে হানি, আশ্বিনে পত্নীনাশ, কার্ত্তিকে ধনহানি, অগ্রহায়ণে অন্ন, পৌষে তস্করভয়, মাঘে বহুবিধ লাভ, এবং ফাল্গুনে সুবর্ণ ও পুত্র লাভ হইয়া থাকে; ইহাই কালের বল জানিবে। গৃহারম্ভে অশ্বিনী, রোহিণী, মূলা, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী ও মৃগশিরা নক্ষত্রই প্রশস্ত এবং রবি ও মঙ্গলবার ভিন্ন সকল বারই শুভাবহ। ইহাতে ব্যাঘাত, শূল, ব্যতীপাত ও অতিগণ্ডযোগ পরিত্যাজ্য এবং বিষ্কম্ভ, গণ্ড, পরিঘ ও বজ্রযোগ গৃহারম্ভে গ্রহণ করা বিধেয়। প্রথমে রবি ও চন্দ্রশুদ্ধি দেখিয়া পরে শুভলগ্ন স্থির করিবে, অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্তম্ভারোপণ করিবে। ইহাই হইল প্রাসাদারম্ভের বিধি। কূপ, বাপী প্রভৃতি আরম্ভ করিতে হইলে পূর্ব্বে ভূমি পরীক্ষা করিয়া পরে বাস্তু কল্পনা করিবে। ব্রাহ্মণাদি জাতির শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি পরপর প্রশস্ত;অতঃপর যাহা পরীক্ষা করিতে হইবে বলিতেছি। ব্রাহ্মণের মধুর, ক্ষত্রিয়ের কটুক, বৈশ্যের তিক্ত এবং শূদ্রের কষায়-স্বাদ মৃত্তিকাযুক্ত ভূমিই প্রশস্ত। এইরূপে ভূমি পরীক্ষিত হইলে অরত্নিবিস্তৃত একহাত মাত্র একটি গর্ত্ত করিবে এবং ঐ গর্ত্তের সমস্ত স্থান লেপন করিতে হইবে। ১—১৩। অনন্তর একখানি কাঁচা শরাবে ঘৃত রাখিয়া ভূমিপরীক্ষার জন্য চারিদিকে চারিটী বর্ত্তি জ্বালিয়া দিবে। যদি পূর্ব্বদিক্

দীপ্তৌ পূর্ব্বাদি গৃহ্নীয়াদ্বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ।
বাস্তুঃ সামূহিকো নাম দীপ্যন্তে সর্ব্বতস্তু যঃ॥১৬
শুভদঃ সর্ব্ববর্ণানাং প্রাসাদেষু গৃহেষু চ।
রত্নিমাত্রমধোগর্ত্তে পরীক্ষ্যং খাতপূরণে॥ ১৬
অধিকে শ্রিয়মাপ্নোতি ন্যূনে হানিং সমে সমম্
কালকৃষ্টেঽথবা দেশে সর্ব্ববীজানি বাপয়েৎ॥
ত্রি-পঞ্চ-সপ্তরাত্রে চ যত্রারোহন্তি তান্যপি।
জ্যেষ্ঠোত্তমা কনিষ্ঠা ভূর্বর্জ্জনীয়তরা সদা।
পঞ্চগব্যোষধিজলৈঃ পরীক্ষ্য চ সেচয়েৎ।
একাশীতিপদং কৃত্বা রেখাভিঃ কনকেন চ॥ ১৯
পশ্চাৎ পিষ্টেন চালিপ্য সূত্রেণালোড্য সর্ব্বতঃ
দশ পূর্ব্বায়তা লেখা দশ চৈবোত্তরায়তাঃ॥ ২
সর্ব্ববাস্তুবিভাগেষু বিজ্ঞেয়া নবকা নব।

প্রজ্বলিত হয়, তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত; এইরূপে চারিটি বর্ত্তি দ্বারা বৈশ্যাদির আনুপূর্ব্বিক ভূমির প্রশস্ততা নিরূপণ করিবে। আর সমস্ত দিক্ প্রজ্বলিত হইলে উহা প্রাসাদ কিম্বা গৃহারম্ভে সকল বর্ণেরই শুভদ এবং উহা সামূহিক বাস্তু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তারপর রত্নি (মুষ্টিবদ্ধ কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত একহাত) মাত্র গর্ত্ত খনন করিয়া খনিত মৃত্তিকা দ্বারা তাহা পূরণ করিবে। যদি মৃত্তিকা অধিক হয় তবে সেই ভূমিতে গৃহাদি নির্ম্মাণে শ্রীলাভ হয়; মৃত্তিকা কমিয়া গেলে হানি এবং সমান থাকিলে সম। তৎপরে কাল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে সর্ব্ববিধ বীজ বপন করিবে। যদি ত্রি পঞ্চ কিংবা সপ্ত রাত্রিমধ্যে সকল বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃহৎ গাছ হয়, তবে সেই ভূমি উত্তম, এবং ক্ষুদ্র হইলে তাহা অবশ্য বর্জ্জনীয়। এবম্বিধ পরীক্ষা শেষ হইলে পঞ্চগব্য ও ওষধিজলে ভূমি সেচন করিয়া সুবর্ণ দ্বারা রেখা দিয়া একাশীতি পদ করিবে। অনন্তর সকল স্থান সূত্র দ্বারা আলোড়ন এবং পিষ্ট (পিটুলী) দ্বারা লেপন করিবে। পূর্ব্বদিকে আয়ত দশটী এবং উত্তরায়ত দশটী রেখা করিতে হইবে। সর্ব্ববিধ বাস্তুবিভাগেই এই উভয়দিকে নয় নয়

একাশীতিপদং কৃত্বা বাস্তুবিৎ সর্ব্ববাস্তুষু॥ ২১
পদস্থান্ পূজয়েদ্দেবাংস্ত্রিংশৎপঞ্চদশৈব তু।
দ্বাত্রিংশদ্বাহ্যতঃ পূজ্যাঃ পূজ্যাশ্চান্তস্ত্রয়োদশ॥
নামতস্তান্ প্রবক্ষ্যামি স্থানানি চ নিবোধত।
ঈশানকোণাদিষু তান্ পূজয়েদ্ধবিষা নরঃ॥২৩
শিখী চৈবাথ পর্জ্জন্যো জয়ন্তঃ কুলিশায়ুধঃ
সূর্য্য-সত্যৌ ভৃশশ্চৈব আকাশো বায়ুরেব চ॥
পূষা চ বিতথশ্চৈব গৃহক্ষতযমাবুভৌ।
গন্ধর্ব্বো ভৃঙ্গরাজশ্চ মৃগঃ পিতৃগণস্তথা॥ ২৫
দৌবারিকোঽথ সুগ্রীবঃ পুষ্পদন্তো জলাধিপঃ
অসুরঃ শোষ-পাপৌ চ রোগোঽহির্মুখ্য এব চ
ভল্লাটঃ সোম-সর্পৌ চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথা॥
বহির্দ্বাত্রিংশদেতে তু তদন্তস্তু ততঃ শৃণু॥ ২৭
ঈশানাদিচতুষ্কোণে সংস্থিতান্ পূজয়েদ্বুধঃ।
আপশ্চৈবাথ সাবিত্রো জয়ো রুদ্রস্তথৈব চ॥২৮
মধ্যে নবপদে ব্রহ্মা তস্যাষ্টৌ চ সমীপগান্।
সাধ্যানেকান্তরান্ বিদ্যাৎ পূর্ব্বাদ্যান্ নামতঃশৃণু

(১ ১) একাশীতিপদ বাস্তু জানিবে। সকল বাস্তুতেই বাস্তুবিদ্ ব্যক্তি একাশীতি পদ করিয়া সেই সেই পদস্থিত দ্বাত্রিংশৎ ও পঞ্চদশ এবং বহির্দিকে দ্বাত্রিংশৎ ও মধ্যে ত্রয়োদশ দেবতার অর্চ্চনা করিবেন। সেই সকল অর্চ্চনীয় দেবতার নাম ও পূজার স্থান কীর্ত্তন করিতেছি।১৪—২৩। শিখী, পর্জ্জন্য, জয়ন্ত, কুলিশায়ুধ, সূর্য্য, সত্য, ভৃশ, আকাশ, বায়ু, পূষা, বিতথ, গৃহক্ষত, যম, গন্ধর্ব্ব, ভৃঙ্গরাজ, মৃগ, পিতৃগণ, দৌবারিক, সুগ্রীব, পুষ্পদন্ত, জলাধিপ, অসুর, শোষ, পাপ, রোগ, অহির্মুখ্য, ভল্লাট, সোম, সর্প, অদিতি ও দিতি—বহির্ভাগমানের এই দ্বাত্রিংশৎ দেবতাকে ঈশাণকোণে ঘৃত দ্বারা পূজা করিতে হয়। তাহার পর বিদ্বান্ ব্যক্তি ঈশানাদি চতুষ্কোণস্থিত যে সকল দেবতার পূজা করিবেন, বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপ, সাবিত্রী, জয়, রুদ্র, ব্রহ্মা এবং সমীপস্থ অষ্ট দেবতা—এই ত্রয়োদশ দেবতাকে নবপদে পূজা করিতে হইবে। অনন্তর পার্শ্বস্থিত যে সকল সাধ্যগণের

অর্য্যমা সবিতা চৈব বিবস্বান্ বিবুধাধিপঃ।
মিত্রোঽথ রাজযক্ষ্মা চ তথা পৃথ্বীধরঃ স্মৃতঃ ॥৩০
অষ্টমশ্চাপবৎসস্তু পরিতো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ।
আপশ্চৈবাপবৎসশ্চ পর্জ্জন্যোঽগ্নির্দিতিস্তথা ॥৩১
পদিকানান্তু বর্গোঽয়মেবং কোণেষ্বশেষতঃ।
তন্মধ্যে তু বহির্বিংশদ্বিপদান্তে তু সর্ব্বশঃ ॥৩২
অর্য্যমা চ বিবস্বাংশ্চ মিত্রঃ পৃথ্বীধরস্তথা।
ব্রহ্মণঃ পরিতো দিক্ষু ত্রিপদান্তে তু সর্ব্বশঃ ॥৩৩
বংশানিদানীং বক্ষ্যামি ঋজূনপি পৃথক্ পৃথক্
বায়ুং যাবৎ তথা রোগাৎপিতৃভ্যঃ শিখিনং পুনঃ
মুখ্যাদ্ভৃশং তথা শোষাদ্বিতথং যাবদেব তু।
সুগ্রীবাদদিতিং যাবন্মৃগাৎ পর্জ্জন্যমেব চ ॥ ৩৫
এতে বংশাঃ সমাখ্যাতাঃ ক্বচিচ্চ জয়মেব তু।
এতেষাং যস্তু সম্পাতঃ পদং মধ্যং সমং তথা
মর্ম্ম চৈতৎ সমাখ্যাতং ত্রিশূলং কোণগঞ্চ যৎ।
স্তম্ভং ন্যাসেষু বর্জ্জ্যানি তুলাবিধিষু সর্ব্বদা ॥৩৭

পূজা করিতে হয় তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর,—অর্য্যমা, সবিতা, বিবস্বান্, বিবুধাধিপ, মিত্র, রাজযক্ষ্মা, পৃথ্বীশ্বর এবং আপবৎস এই অষ্ট দেবতা পূর্ব্বদিকে পূজ্য। অতঃপর আপ, আপবৎস, পর্জ্জন্য, অগ্নি ও দিতি অগ্নিকোণ-সমীপে ইহাঁদিগের পূজা বিধেয়। কোণ সকলে পদস্থ দেবগণের ইহাই পূজাবিধি। অর্য্যমা, বিবস্বান, মিত্র, পৃথ্বীধর,—ইহাঁরা বিংশমধ্যে ও বাহিরে এবং পূর্ব্বও দক্ষিণদিকে ত্রিপদস্থ দেবগণ পূজিত হইবেন। সম্প্রতি সরলভাবে পৃথক্ পৃথক্ বংশ বলিতেছি। বায়ু হইতে রোগ পর্য্যন্ত, পিতৃগণ শিখী পর্য্যন্ত, এইরূপ মুখ্য হইতে ভৃশ, শেষ হইতে বিতথ, সুগ্রীব হইতে অদিতি, মৃগ হইতে পর্জ্জন্য পর্য্যন্ত—ইহাঁরাই বংশ বলিয়া বিখ্যাত; কোথাও আবার মৃগ হইতে জয় পর্য্যন্ত বংশ কথিত হয়। পদমধ্যে ইহাঁদিগের যে পতন, তাহাই পদ, মধ্য ও সম নামে অভিহিত হয় এবং মধ্য ত্রিশূল ও কোণগ আখ্যায়ও ইহাঁরাই আখ্যাত; স্তম্ভন্যাস ও তুলাদি বিধিতে এই সকল সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়।

কৌলোচ্ছিষ্টোপঘাতাদি বর্জ্জয়েদ্‌যত্নতো জনঃ।
সর্ব্বত্র বাস্তুর্নির্দ্দিষ্টো পিতৃবৈশ্বানরায়তঃ ॥ ৩৮
মূর্দ্ধন্যগ্নিঃ সমাদিষ্টো মুখে চাপঃ সমাশ্রিতঃ।
পৃথ্বীধরোঽর্য্যমা চৈব স্তনয়োস্তাবধিষ্ঠিতৌ ॥৩৯
বক্ষঃস্থলে চাপবৎসঃ পূজনীয়ঃ সদা বুধৈঃ।
নেত্রয়োর্দিতি-পর্জ্জন্যৌ শ্রোত্রেঽদিতিজয়ন্তকৌ
সর্পেন্দ্রাবংসসংস্থৌ তু পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ।
সূর্য্যসোমাদয়স্তদ্বদ্বাহ্বোঃ পঞ্চ চ পঞ্চ চ ॥ ৪১
রুদ্রশ্চ রাজযক্ষ্মা চ বামহস্তে সমাস্থিতৌ।
সাবিত্রঃ সবিতা তদ্বদ্ধস্তং দক্ষিণমাস্থিতৌ ॥৪২
বিবস্বানথ মিত্রশ্চ জঠরে সংব্যবস্থিতৌ।
পূষা চ পাপযক্ষ্মা চ হস্তয়োর্মণিবন্ধনে ॥ ৪৩
তথেবাসুরশোষৌ চ বামপার্শ্বং সমাশ্রিতৌ।
পার্শ্বে তু দক্ষিণে তদ্বদ্বিতথঃ সগৃহক্ষতঃ ॥ ৪৪
ঊর্ব্বোর্যমাম্বুপৌ জ্ঞেয়ৌ জান্বোর্গন্ধর্ব্বপুষ্পকৌ
জঙ্ঘয়োর্ভৃশসুগ্রীবৌ স্ফিক্‌স্থৌ দৌবারিকো মৃগঃ ॥ ৪৫
জয়শক্রৌ তথা মেঢ্রে পাদয়োঃ পিতরস্তথা।
মধ্যে নবপদে ব্রহ্মা হৃদয়ে স তু পূজ্যতে ॥ ৪৬

১৪—৩৭। সর্ব্বত্রই পিতৃগণ ও বৈশ্বানরায়ত বাস্তু নির্দ্দিষ্ট করিবে এবং কৌল, উচ্ছিষ্ট ও উপঘাতাদি যত্নপূর্ব্বক পরিবর্জ্জন করিবে। এই বাস্তু পুরুষের মস্তকে অগ্নি অধিষ্ঠিত মুখে চাপ, স্তনদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত পৃথ্বীধর ও অর্য্যমা এবং পণ্ডিতগণ বক্ষস্থলে আপ-বৎসের পূজা করিবেন। নেত্রদ্বয়ে দিতি ও পর্জ্জন্য, কর্ণে জয়ন্তক, স্কন্ধদেশে সর্প ও ইন্দ্র যত্নপূর্ব্বক পূজ্য বাহুদ্বয়ে রবিসোমাদি, বামহস্তে রুদ্র ও রাজযক্ষ্মা, দক্ষিণবাহুতে সাবিত্র এবং সবিতা, উদরে বিবস্বান্ ও মিত্র, হস্তদ্বয়ের মণিবন্ধে পূষা এবং অর্য্যমা, বামপার্শ্বে অসুর ও শেষ, দক্ষিণপার্শ্বে গৃহক্ষত সহ বিতথ, উরু-দ্বয়ে যম এবং অম্বুপতি, জানুদ্বয়ে গন্ধর্ব্ব এবং পুষ্পক, জঙ্ঘাদ্বয়ে ভৃশ ও সুগ্রীব, তন্নিম্নভাগে দৌবারিক ও মৃগ, মেঢ্রে জয় এবং শক্র এবং পাদদেশে পিতৃগণ, মধ্যনবপদে ও হৃদয়ে ব্রহ্মা,

চতুঃষষ্টিপদো বাস্তুঃ প্রাসাদে ব্রহ্মণা স্মৃতঃ।
ব্রহ্মা চতুষ্পদস্তত্র কোণেষর্দ্ধপদাস্তথা॥ ৪৭
বহিঃকোণেষু বাস্তৌ তু সার্দ্ধাশ্চোভয়সংস্থিতাঃ
বিংশতির্দ্বিপদাশ্চৈব চতুঃষষ্টিপদে স্মৃতাঃ॥৪৮
গৃহারম্ভেষু কণ্ডূতিঃ স্বাম্যঙ্গে যত্র জায়তে।
শল্যন্ত্বপনয়েৎ তত্র প্রাসাদে ভবনে তথা॥৪৯
সশল্যং ভয়দং যস্মাদশল্যং শুভদায়কম্।
হীনাধিকাঙ্গতাং বাস্তোঃ সর্ব্বথা তু বিবর্জ্জয়েৎ
নগরগ্রামদেশেষু সর্ব্বত্রৈবং বিবর্জ্জয়েৎ।
চতুঃশালং ত্রিশালঞ্চ দ্বিশালঞ্চৈকশালকম্
নামতস্তান্ প্রবক্ষ্যামি স্বরূপেণ দ্বিজোত্তমাঃ।

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে একাশীতিপদবাস্তু-
নির্ণয়ো নাম ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

চতুঃশালং প্রবক্ষ্যামি স্বরূপং নামতস্তথা।
চতুঃশালং চতুর্দ্বারৈরলিন্দৈঃ সর্বতোমুখম্॥১
নাম্না তৎ সর্ব্বতোভদ্রং শুভং দেব-নৃপালয়ে।
পশ্চিমদ্বারহীনঞ্চ নন্দ্যাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।
দক্ষিণদ্বারহীনন্তু বর্দ্ধমানমুদাহৃতম্।
পূর্ব্বদ্বারবিহীনং তৎ স্বস্তিকং নাম বিশ্রুতম্॥৩
রুচকঞ্চোত্তরদ্বারবিহীনং তৎ প্রচক্ষতে।
সৌম্যশালাবিহীনং যৎ ত্রিশালং ধন্যকঞ্চ তৎ
ক্ষেমবৃদ্ধিকরং নৃণাং বহুপুত্রফলপ্রদম্।
শালয়া পূর্ব্বয়া হীনং সুক্ষেত্রমিতি বিশ্রুতম্॥৫
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং শোকমোহবিনাশনম্।
শালয়া যাম্যয়া হীনং যদ্বিশালন্তু শালয়া॥ ৬
কুলক্ষয়করং নৃণাং সর্ব্বব্যাধিভয়াবহম্।
হীনং পশ্চিময়া যৎ তু পক্ষঘ্নং নাম তৎ পুনঃ॥

এই নিয়মে পূজা করিতে হয়। প্রাসাদে চতুঃ-ষষ্টিপদ বাস্তু বিজ্ঞেয়। ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন, ঐ চতুঃষষ্টিপদে ব্রহ্মা চতুষ্পদ, কোণে অর্দ্ধপদ, বাস্তুর বহিঃকোণে সার্দ্ধপদ, চতুঃষষ্টিপদে এই বিংশতিদ্বিপদ জানিবে। গৃহারম্ভ করিলে যদি স্বামীর অঙ্গে কণ্ডূতি জন্মে,তবে বুঝিতে হইবে বাস্তুতে শল্য আছে, শল্যযুক্ত বাস্তুই ভীতি-প্রদ এবং অশল্য বাস্তু শুভ, অতএব প্রসাদ ভবন হইতে ঐ শল্য অপনয়ন করিবে। কোন অঙ্গ হীন অথবা কোন অঙ্গ অধিক— কি নগর, কি গ্রাম, কি দেশ—সর্ব্বত্রই তাদৃশ বাস্তু পরিত্যাগ করিবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! চতুঃশাল, ত্রিশাল, দ্বিশাল ও একশাল বাস্তুরও স্বরূপ নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৪৮—৫১।

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥২৫৩

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—চতুঃশাল বাস্তুর স্বরূপ ও নাম বলিতেছি,—চতুঃশাল বাস্তুকে চারিটি দ্বার ও অলিন্দ (আলিশা) দ্বারা পরিবেষ্টিত করিতে হইবে। রাজভবন বা দেবালয় চতুঃশাল কৃত হইলে উহার নাম সর্ব্বতোভদ্র এবং উহা শুভ; পশ্চিমদিকে দ্বারহীন হইলে উহা নন্দ্যাবর্ত্ত বলিয়া কথিত, দক্ষিণদিকে দ্বারহীন হইলে বর্দ্ধমান, পূর্ব্ব-দিকে দ্বারহীন হইলে স্বস্তিক এবং উত্তরদিকে দ্বারহীন হইলে রুচক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। শালা সকল পরস্পর একটু অসমান হইলে তাহাকে ত্রিশাল বলা হয়। ঐ ত্রিশাল মানবদিগের ধন্য, মঙ্গলবৃদ্ধিকর এবং বহু পুত্রদ হয়। যাহার পূর্ব্বদিক্ গৃহহীন, তাহা সুক্ষেত্র বলিয়া বিশ্রুত। ঐ সুক্ষেত্রও যশ ও আয়ুবর্দ্ধক এবং শোকমোহ-বিনাশক। যাহার গৃহগুলি বৃহৎ ও দক্ষিণদিক্ গৃহশূন্য, তাহা মানবদিগের কুলক্ষয়কর ও সর্ব্বব্যাধিভয়া-বহ। যাহার পশ্চিমদিকে গৃহ নাই, তাহার

মিত্র-বন্ধূন্ সুতান্ হন্তি তথা সর্ব্বভয়াবহম্।
যাম্যাপরাভ্যাং শালাভ্যাং ধনধান্যফলপ্রদম্॥
ক্ষেমবৃদ্ধিকরং নৃণাং তথা পুত্রফলপ্রদম্।
যমসূর্য্যঞ্চ বিজ্ঞেয়ং পশ্চিমোত্তরশালিকম্॥৯
রাজাগ্নিভয়দং নৃণাং কুলক্ষয়করঞ্চ যৎ।
উদক্‌পূর্ব্বে তু শালেহ দণ্ডাখ্যে যত্র তদ্ভবেৎ
অকালমৃত্যুভয়দং পরচক্রভয়াবহম্।
ধনাখ্যং পূর্ব্ব-যাম্যাভ্যাং শালাভ্যাং যদ্বিশালকম্॥ ১১
তচ্ছস্ত্রভয়দং নৃণাং পরাভবভয়াবহম্।
চুল্লী পূর্ব্বাপরাভ্যান্তু সা ভবেন্মৃত্যুসূচনী॥১২
বৈধব্যদায়কং স্ত্রীণামনেকভয়কারকম্।
কার্য্যমুত্তর-যাম্যাভ্যাং শালাভ্যাং ভয়দং নৃণাম্
সিদ্ধার্থবজ্রবর্জ্জ্যানি বিশালানি সদা বুধৈঃ।
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ভবনং পৃথিবীপতেঃ॥১৪

নাম পঙ্কয়। ঐ শালা মিত্র, বন্ধু ও সুত বিনষ্ট করে এবং বিবিধ ভয় জন্মায়। পশ্চিম দিকে দুইখানি গৃহ দ্বারা যে শালা নির্ম্মিত হয়, তাহা মানবগণকে ধনধান্য-সম্পন্ন করে এবং মঙ্গলযুক্ত ও পুত্রফল প্রদান করিয়া থাকে। পশ্চিম ও উত্তর দিকে গৃহযুক্ত শালার নাম যমসূর্য্য। উহা রাজা ও অগ্নি হইতে ভয় প্রদান এবং কুলক্ষয় করিয়া থাকে। উত্তর ও পূর্ব্বদিকে যে গৃহ নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম দণ্ডাখ্য, এইরূপ শালা অকালমৃত্যু উপস্থিত করে এবং অন্য রাজা হইতে ভয়প্রদান করিয়া থাকে। পূর্ব ও দক্ষিণ-দিকে বিশাল গৃহ দ্বারা শালা নির্ম্মিত হইলে তাহাকে ধনাখ্য বলা হয়, উহা মানবগণের শস্ত্রভয়দ ও পরাভবকারী। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে চুল্লী (উনোন) থাকিলে উহা মৃত্যুর সূচনা করে এবং স্ত্রীগণের বৈধব্যদায়ক ও নানাবিধ ভয়জনক হয়। উত্তর দক্ষিণদিকে দুইখানি গৃহ থাকিলে উহা মানবের ভয়দ হয়। সিদ্ধার্থ ও বজ্রযুক্ত বিশাল গৃহ সকল পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন। অনন্তর রাজভবন কিরূপ হইবে, তাহা বলি-

পঞ্চপ্রকারং তৎ প্রোক্তমুত্তমাদি বিভেদতঃ।
অষ্টোত্তরং হস্তশতং বিস্তরশ্চোত্তমো মতঃ॥১৫
চতুর্ষ্বন্যেষু বিস্তারো হীয়তে চাষ্টভিঃ করৈঃ।
চতুর্থাংশাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চস্বপি নিগদ্যতে॥ ১৬
যুবরাজস্য বক্ষ্যামি তথা ভবনপঞ্চকম্।
ষড়্‌ভিঃ ষড়্‌ভিস্তথাশীতি হীয়তে তত্র বিস্তরাৎ
ত্র্যংশেন চাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চস্বপি নিগদ্যতে।
সেনাপতেঃ প্রবক্ষ্যামি তথা ভবনপঞ্চকম্॥১৮
চতুঃষষ্টিস্তু বিস্তারাৎ ষড়্‌ভিঃ ষড়্‌ভিস্তু হীয়তে
পঞ্চস্বেতেষু দৈর্ঘ্যঞ্চ ষড়্‌ভাগেনাধিকং ভবেৎ
মন্ত্রিণামথ বক্ষ্যামি তথা ভবনপঞ্চকম্।
চতুশ্চতুর্ভির্হীনা স্যাৎ করষষ্টিপ্রবিস্তরে॥ ২০
অষ্টাংশেনাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চস্বপি নিগদ্যতে।
সামন্তামাত্যলোকানাং বক্ষ্যে ভবনপঞ্চকম্॥২১
চত্বারিংশৎ তথাষ্টৌ চ চতুর্ভির্হীয়তে ক্রমাৎ।
চতুর্থাংশাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চস্বেতেষু শস্যতে॥২২

তেছি। উত্তমাদি ভেদে উহা পাঁচ প্রকার কথিত হয়, তন্মধ্যে অষ্টোত্তর শত হস্তবিস্তৃত ভবনই উত্তম। ১—১৫। অন্য চারি প্রকার ভবনের বিস্তৃতি ক্রমে আট হাত করিয়া কম হইবে; কিন্তু পাঁচপ্রকার ভবনেরই চারি অংশের অধিক দৈর্ঘ্য কথিত হয়। ঐরূপ যুবরাজের উত্তমাদিভেদে ভবনপঞ্চকের কথা বলিতেছি। যুবরাজের ভবন ষড়শীতি হস্ত বিস্তৃত এবং অপরগুলি ক্রমে ছয় হাত করিয়া কম হইবে; কিন্তু ঐ ভবনপঞ্চকেরও বিস্তার হইতে দৈর্ঘ্য অধিক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেনাপতির পঞ্চপ্রকার ভবনের বিষয় অভি-হিত হইতেছে। সেনাপতির ভবন চতুঃষষ্টি-হস্ত বিস্তৃত এবং ছয় হাত ক্রমহ্রস্ব; এই পাঁচ প্রকার গৃহেরই দৈর্ঘ্য ছয় ভাগের অধিক হইবে। অনন্তর মন্ত্রিভবনপঞ্চক বলিতেছি,—উহা ষষ্টিহস্ত বিস্তৃত এবং চতুর্হস্ত ক্রম-হ্রস্ব। এই ভবনপঞ্চকেরই দৈর্ঘ্য অষ্টাংশ অধিক। সামন্ত ও অমাত্যদিগের গৃহপঞ্চকের কথা বলিতেছি,—ঐ সকল গৃহ অষ্টচত্বারিংশৎ হস্ত বিস্তৃত, চতুর্হস্ত ক্রমহ্রস্ব, চতুর্থাংশ অধিক

শিল্পিনাং কঞ্চুকীনাঞ্চ বেশ্যানাং গৃহপঞ্চকম্।
অষ্টাবিংশৎ করাণান্তু বিহীনং বিস্তরে ক্রমাৎ
দ্বিগুণং দৈর্ঘ্যমেবোক্তং মধ্যমেম্বেবমেব তৎ।
দূতীকর্ম্মান্তিকাদীনাং বক্ষ্যে ভবনপঞ্চকম্ ॥২৪
চতুর্থাংশাধিকং দৈর্ঘ্যং বিস্তারো দ্বাদশৈব তু।
অর্দ্ধার্দ্ধকরহানিঃ স্যাদ্বিস্তারাৎ পঞ্চশঃ ক্রমাৎ॥
দৈবজ্ঞ-গুরুবৈদ্যানাং-সভাস্তার-পুরোধসাম্।
তেষামপি প্রবক্ষ্যামি তথা ভবনপঞ্চকম্॥ ২৬
চত্বারিংশৎ তু বিস্তারাচ্চতুর্ভির্হীয়তে ক্রমাৎ।
পঞ্চম্বেতেষু দৈর্ঘ্যঞ্চ ষড়্ভাগেনাধিকং ভবেৎ॥
চতুর্ব্বর্ণস্য বক্ষ্যামি সামান্যং গৃহপঞ্চকম্।
দ্বাত্রিংশত্তিকরাণান্তু চতুর্ভির্হীয়তে ক্রমাৎ ॥২৮
আ ষোড়শাদিতি পরং নূনমন্তেহবসায়িনাম্।
দশাংশেনাষ্টভাগেন ত্রিভাগেণাথ পাদিকম্॥
অধিকং দৈর্ঘ্যমিত্যাহুর্ব্রাহ্মণাদেঃ প্রশস্যতে।
সেনাপতের্নৃপস্যাপি গৃহয়োরন্তরেণ তু॥ ৩০

নৃপবাসগৃহং কার্য্যং ভাণ্ডাগারং তথৈব চ।
সেনাপতের্গৃহস্যাপি চাতুর্ব্বণ্যস্য চান্তরে।
বাসায় চ গৃহং কার্য্যং রাজপূজ্যেষু সর্ব্বদা॥৩২
অন্তরপ্রভবাণাঞ্চ স্বপিতুর্গৃহমিষ্যতে।
তথা হস্তশতার্দ্ধং স্যাদ্ বনবাসিনাম্॥ ৩২
সেনাপতের্নৃপস্যাপি সপ্তত্যা সহিতেঽম্বিতে।
চতুর্দ্দশহৃতে ব্যাসে শালান্যাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
পঞ্চাত্রিংশান্বিতে তাস্মন্নলিন্দঃ সমুদাহৃতঃ।
তথা ষটত্রিংশদ্ধস্তা তু সপ্তাঙ্গুলসমন্বিতা॥ ৩৪
বিপ্রস্য মহতী শালা ন দৈর্ঘ্যং পরতো ভবেৎ
দশাঙ্গুলাধিকা তদ্বৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥৩৫
পঞ্চত্রিংশৎকরা বৈশ্যে অঙ্গুলানি ত্রয়োদশ।
তাবৎকরৈরব শূদ্রস্য যুতা পঞ্চদশাঙ্গুলৈঃ॥ ৩৬
শালায়াস্তু ত্রিভাগেণ যস্যাগ্রে বীথিকা ভবেৎ
সোষ্ণীষং নাম তদ্বাস্তু পশ্চাচ্ছ্রেয়োচ্ছ্রয়ং ভবেৎ
পার্শ্বয়োর্বীথিকা যত্র সাবষ্টম্ভং তদুচ্যতে।

দীর্ঘ কথিত। শিল্পী, কঞ্চুকী ও গণিকাগণের গৃহপঞ্চকের বিষয় বলিব,—ঐ সকল গৃহ অষ্টবিংশতি হস্ত বিস্তৃত এবং দ্বিহস্ত করিয়া ক্রমহ্রস্ব, উহাদের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ, ইহা মধ্যম ভবনেও বুঝিতে হইবে। দূত ও পরিবারাদির ভবনপঞ্চক বলিতেছি,—উহার বিস্তৃতি দ্বাদশ হস্ত এবং দৈর্ঘ্য চারি অংশ অধিক। ঐ গৃহপঞ্চকের ও বিস্তৃতি সার্দ্ধদ্বিহস্ত ও ক্রমহ্রস্ব হইবে। দৈবজ্ঞ, গুরু, বৈদ্য, সভাস্তার ও পুরোহিত, ইহাঁদিগেরও ভবনপঞ্চক বলিতেছি,—ঐ সকল ভবনের বিস্তার চত্বারিংশৎহস্ত এবং উহারা চতুর্হস্ত করিয়া ক্রমহ্রস্ব ও ঐ পাঁচ প্রকারেরই ষষ্ঠভাগ অধিক দীর্ঘ হইবে। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সামান্য গৃহপঞ্চক বলিতেছি, ঐ সকল গৃহ দ্বাত্রিংশৎ হস্ত বিস্তৃত ও চারি হাত করিয়া ক্রমহ্রস্ব এবং অন্ত্যাবসায়ীদিগের গৃহ ষোড়শ হস্ত পর্য্যন্ত অথবা তাহা হইতে ন্যূন হইবে। উহার দৈর্ঘ্য দশ, অষ্ট, তিন বা চারিভাগ হইবে। এই যে দৈর্ঘ্যের বিষয় উক্ত হইল, ব্রাহ্মণাদি জাতি সম্বন্ধেই ইহা প্রশস্ত। রাজধানী ও সেনাপতির গৃহের মধ্যেই রাজা বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিবেন এবং ভাণ্ডারগৃহও ইহার মধ্যেই স্থাপিত হইবে। ১৬—৩০। সেনাপতির গৃহের চারিদিকে সর্ব্বদা রাজপূজ্য ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের বাস হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জাতি ও বনোচরগণের শয়নগৃহ পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ বলিয়া কথিত হয়। নৃপ ও সেনাপতির শয়নগৃহ সপ্ততি হস্ত দৈর্ঘ্য-সমন্বিত, উহার চতুর্দ্দশ হস্তদূরে ব্যাস এবং পঞ্চত্রিংশৎ হস্ত মধ্যে অলিন্দ সংস্থাপিত করিবে, ইহাই শালান্যাস বিধি কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগৃহ—সপ্তাঙ্গুলান্বিত ষটত্রিংশৎ হস্ত দীর্ঘ। উক্ত পরিমাণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ কখন শালানির্ম্মাণ করিবেন না। ঐরূপ ক্ষত্রিয়গৃহের দৈর্ঘ্য দশাঙ্গুলাধিক ষটত্রিংশৎ হস্ত এবং বৈশ্যের ত্রয়োদশাঙ্গুলাধিক পঞ্চত্রিংশৎ হস্ত। শূদ্রের হস্তপরিমাণ পূর্ব্বরূপ। কিন্তু পঞ্চদশাঙ্গুল অধিক। শালা ত্রিধাবিভক্ত হইলে প্রথম ভাগে যাহার পথ, এবং পশ্চাদ্ভাগ সুন্দর ও উন্নত, তাহার নাম সোষ্ণীষ। যাহার পার্শ্বে

সমন্তাদ্বীথিকা যত্র সুস্থিতং তদিহোচ্যতে ॥৩৮
শুভদং সর্ব্বমেতৎ স্যাচ্চাতুর্ব্বর্ণ্যে চতুর্ব্বিধম্।
বিস্তরাৎ ষোড়শো ভাগস্তথা হস্তচতুষ্টয়ম্ ॥
প্রথমো ভূমিকোচ্ছ্রায় উপরিষ্টাৎ প্রহীয়তে।
দ্বাদশাংশেন সর্ব্বাসু ভূমিকাসু তথোচ্ছ্রয়ঃ ॥৪০
পক্কেষ্টকা ভবেদ্ভিত্তিঃ ষোড়শাংশেন বিস্তরাৎ
দারুবৈরপি কল্প্যা স্যাৎ তথা মৃন্ময়ভিত্তিকা॥
গর্ভমানেন মানস্তু সর্ব্ববাস্তুষু শস্যতে।
গৃহব্যাসস্য পঞ্চাশদষ্টাদশভিরঙ্গুলৈঃ ॥ ৪২
সংযুতো দ্বারবিষ্কম্ভো দ্বিগুণশ্চোচ্ছ্রয়ো ভবেৎ।
দ্বারশাখাসু বাহুল্যমুচ্ছ্রায়করসম্মিতঃ।
অঙ্গুলৈঃ সর্ব্ববাস্তুনাং পৃথুত্বং শস্যতে বুধৈঃ।
উদুম্বরোত্তমাঙ্গঞ্চ তদর্দ্ধার্দ্ধপ্রবিস্তরাৎ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বাস্তুবিদ্যাসু গৃহমাননির্ণয়ো নাম চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫৪ ॥

পথ প্রতিষ্ঠিত, তাহার নাম সাবষ্টম্ভ, এবং যাহার চারিদিকেই পথাদি তাহার নাম সুস্থিত, এই চতুর্ব্বিধ শালাই ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের শুভপ্রদ। ক্ষুদ্র ভূমিতে যে সকল শলা নির্ম্মিত হইবে উহার প্রথম উচ্চতা ভূমির বিস্তার অপেক্ষা হস্তচতুষ্টয় অধিক ষোড়শাংশের একাংশ; তৎপর উপর দিকে ক্রমে হ্রস্ব হইয়া সকল ভূমিরই উচ্চতা দ্বাদশাংশের একাংশ হইবে। ভূমির ভিত্তি পক ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত হইবে এবং উহার পরিমাণ ভূমির বিস্তারের ষোড়শাংশের একাংশ। যদি দারুদ্বারা মৃত্তিকাভিত্তি কল্পিত হয়, তবে গৃহমধ্যাংশ যে পরিমাণ, ভিত্তি ঠিক তাহার সমান হইবে; এইরূপ বাস্তুই প্রশস্ত। গৃহপরিধিতে পঞ্চাশৎ অঙ্গুলি বিস্তার ও অষ্টাদশ অঙ্গুলি বেধ করিয়া বিষ্কম্ভ সংযোজিত করিবে এবং উচ্চতা হইবে উহার দ্বিগুণ। ইহাতে বহু সংখ্যক গবাক্ষ নির্ম্মিত হইবে এবং তাহার উচ্চতা হইবে এক হস্ত। বেধ-পরিমাণ সর্ব্বত্রই অঙ্গুলিমানে নির্ণেয়। গৃহের শীর্ষভাগে পূর্ব্বোক্ত পরিমাণের অর্দ্ধ বা তদর্দ্ধ উডুম্বর কাষ্ঠ বিন্যস্ত করিবে। ৩১—৪৪।

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি স্তম্ভমানবিনির্ণয়ম্।
কৃত্বা স্বভবনোচ্ছ্রায়ং সদা সপ্তগুণং বুধৈঃ ॥ ১
অশীত্যংশঃ পৃথুত্বং স্যাদগ্রেণাবগুণৈঃ সহ।
রুচকশ্চতুরস্রঃ স্যাৎ অষ্টাস্রো বজ্র উচ্যতে ॥
দ্বিবজ্রঃ ষোড়শাস্রস্তু দ্বাত্রিংশাস্রঃ প্রলীনকঃ।
মধ্যপ্রদেশে যস্তম্ভো বৃত্তো বৃত্ত ইতি স্মৃতঃ ॥৩
এতে পঞ্চ মহাস্তম্ভাঃ প্রশস্তাঃ সর্ব্ববাস্তুষু।
পদ্মবল্লী-লতাকুম্ভ-পত্র-দর্পণরূপিতাঃ ॥ ৪
স্তম্ভস্য নবমাংশেন পদ্মকুম্ভান্তরাণি তু।
স্তম্ভতুল্যা তুলা প্রোক্তা হীনা চোপতুলা ততঃ
ত্রিভাগেনেহ সর্ব্বত্র চতুর্ভাগেণ বা পুনঃ।
হীনং হীনং চতুর্থাংশাৎ তথা সর্ব্বাসু ভূমিষু ॥৬

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অতঃপর স্তম্ভপ্রমাণাদি কহিতেছি। বুদ্ধিমান্ মানব স্বীয় ভবনের উচ্চতার সপ্তগুণ করিয়া তাহার অশীতি অংশ পরিমাণ উক্ত স্তম্ভের স্থূলতা করিবেন। চতুরস্র স্তম্ভকে রুচক, অষ্টাস্রকে বজ্র, ষোড়শাস্রকে দ্বিবজ্র, দ্বাত্রিংশাস্রকে প্রলীনক এবং মধ্যপ্রদেশে বৃত্তাকার স্তম্ভকে বৃত্তসংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। এই পঞ্চবিধ মহাস্তম্ভ সর্ব্ববাস্তুতেই প্রশস্ত। সেই সকল স্তম্ভে, পদ্ম, লতা, বল্লী, কুম্ভ, পত্র ও দর্পণ সকল চিত্রিত করা কর্ত্তব্য। পদ্ম ও কুম্ভ সকলের অন্তর-ব্যবধান—স্তম্ভের নবমাংশ। স্তম্ভতুল্য পরিমাণেই তুলা ভাগ এবং তদপেক্ষা তিন বা চারি অংশ ন্যূন

বাসগেহানি সর্ব্বেষাং প্রবেশে দক্ষিণেন তু।
দ্বারাণি তু প্রবক্ষ্যামি প্রশস্তানীহ যানি তু॥ ৭
পূর্ব্বেণেন্দ্রং জয়ন্তঞ্চ দ্বারং সর্ব্বত্র শস্যতে।
যাম্যঞ্চ বিতথঞ্চৈব দক্ষিণেন বিদুর্বুধাঃ॥ ৮
পশ্চিমে পুষ্পদন্তঞ্চ বারুণঞ্চ প্রশস্যতে।
উত্তরেণ তু ভল্লাটং সৌম্যন্তু শুভদং ভবেৎ॥
তথা বাস্তুষু সর্ব্বত্র বেধং দ্বারস্য বর্জ্জয়েৎ।
দ্বারে তু রথ্যয়া বিদ্ধে ভবেৎ সর্ব্বকুলক্ষয়ঃ॥
তরুণাদ্বেষবাহুল্যং শোকঃ পঙ্কেন জায়তে।
অপস্মারো ভবেন্নূনং কূপবেধেন সর্ব্বদা॥১১
ব্যথা প্রস্রবণেন স্যাৎ কীলেনাগ্নিভয়ং ভবেৎ
বিনাশো দেবতাবিদ্ধে স্তম্ভেন স্ত্রীকৃতং ভবেৎ
গৃহভর্ত্তুর্বিনাশঃ স্যাদ্‌গৃহেণ চ গৃহে কৃতে।
অমেধ্যাবস্করৈর্বিদ্ধে গৃহিণী বন্ধকী ভবেৎ॥১৩
তথা শস্ত্রভয়ং বিন্দ্যাদন্ত্যজস্য গৃহেণ তু।
উচ্ছ্রায়াদ্দ্বিগুণাং ভূমিং ত্যক্ত্বা বেধো ন জায়তে
স্বয়মুদ্‌ঘাটিতে দ্বারে উন্মাদো গৃহবাসিনাম্।
স্বয়ং বা পিহিতে বিদ্যাৎ কুলনাশং বিচক্ষণঃ॥
মানাধিকে রাজভয়ং ন্যূনে তস্করতো ভবেৎ।
দ্বারোপরি চ যদ্দ্বারং তদন্তকমুখং স্মৃতম্॥ ১৬
অধ্বনো মধ্যদেশে তু অধিকো যস্য বিস্তরঃ
বজ্রন্তু সঙ্কটং মধ্যে সদ্যো ভর্ত্তুর্বিনাশনম্॥১৭
তথান্যপীড়িতং দ্বারং বহুদোষকরং ভবেৎ।
মূলদ্বারাৎ তথান্যৎ তু নাধিকং শোভনং ভবেৎ
কুম্ভশ্রীপর্ণিবল্লীভির্মূলদ্বারন্তু শোভয়েৎ।
পূজয়েচ্চাপি তন্নিত্যং বলিনা চাক্ষতোদকৈঃ॥
ভবনস্য বটঃ পূর্ব্বে দিগ্‌ভাগে সার্ব্বকামিকঃ।
উডুম্বরস্তথা যাম্যে বারুণ্যাং পিপ্পলঃ শুভঃ॥২০
প্লক্ষশ্চোত্তরতো ধন্যো বিপরীতাস্ত্বসিদ্ধয়ে।
কণ্টকী ক্ষীরবৃক্ষশ্চ অসনঃ সফলো দ্রুমঃ॥২১
ভার্য্যাহানৌ প্রজাহানৌ ভবেতাং ক্রমশস্তদা।
ন চ্ছিন্দ্যাদ্‌যদি তানন্যানন্তরে স্থাপয়েচ্ছুভান্

প্রমাণে উপতুলা নির্ম্মাণ করিবে। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম জ্ঞাতব্য। বাসগৃহের যে যে দিকে যে সকল দ্বার করিতে হয়, তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র ও জয়ন্ত, দক্ষিণে যাম্য ও বিতথ, পশ্চিমে পুষ্পদন্ত ও বারুণ এবং উত্তরদিকে ভল্লাট ও সৌম্য নামক দ্বারই প্রশস্ত; মনীষিগণ এরূপ বলেন। ১—৯। বাস্তুদ্বার যাহাতে বেধযুক্ত না হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগ রাখিবে। পথ দ্বারা দ্বারবেধ ঘটিলে কুলক্ষয়, অভিনব-রচিত ভূবেধে জনবিদ্বেষ, পঙ্কবেধে শোক, কূপবেধে অপস্মার, প্রস্রবণবেধে অনিষ্টাপাত, কীলকবেধে অগ্নিভয়, দেবতাবেধে বিনাশ, স্তম্ভবেধে স্ত্রীকৃত ক্লেশ, গৃহবেধে গৃহপতির নাশ, অপবিত্র দ্রব্যাদি দ্বারা বেধ ঘটিলে গৃহিণীর বন্ধ্যাতা এবং অন্ত্যজ গৃহ দ্বারা ভবনদ্বার বেধ ঘটিলে শস্ত্রভয় সমুৎপন্ন হয়। ভবনের উচ্চতা অপেক্ষা দ্বিগুণ ভূমির পর আর বেধদোষ থাকে না। যে ভবনের দ্বার আপনা হইতেই উন্মুক্ত হয়, সে গৃহবাসী জনগণ উন্মাদ হয়, এবং যাহার দ্বার আপনা হইতেই অবরুদ্ধ হয়, সে গৃহ কুলনাশক। দ্বার যদি পরিমাণাপেক্ষা অধিক হয়, তবে তাহাতে রাজভয়, এবং ন্যূন হইলে তস্কর-ভয় ঘটে। দ্বারের উপর যে দ্বার, তাহা অন্তকমুখ-তুল্য। পথিমধ্যে অতিবিস্তৃত দুর্গম ভবন বজ্রসদৃশ, উহা অল্পকাল মধ্যেই ভর্ত্তার বিনাশ সাধন করে। অপর কোন কিছু দ্বারা আক্রান্ত দ্বার বহুদোষাকর। মূল দ্বার হইতে অপর দ্বার সকল অধিকরূপে সজ্জিত করিবে না। কুম্ভ ও শ্রীপর্ণী লতাদি দ্বারা প্রধান দ্বার শোভিত করিতে হয়। প্রতিদিন অক্ষত ও জল দ্বারা এই মুখ্য দ্বারের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ১০—১৯। ভবনের পূর্ব্বদিকে বট বৃক্ষ থাকিলে সর্ব্ব-কাম সিদ্ধি হয়। দক্ষিণে উডুম্বর, পশ্চিমে অশ্বত্থ এবং উত্তরে প্লক্ষ বৃক্ষ থাকিলে সেই ভবন গৃহস্থকে ধন্য করে। ইহার বৈপরীত্যে বিপরীত ফল ঘটে। উক্ত পূর্ব্বাদি দিকে যথাক্রমে কণ্টকী, ক্ষীরবৃক্ষ, অসন ও সরস ক্রম থাকিলে ভার্য্যা ও প্রজাহান হইয়া থাকে। ঐরূপ বৃক্ষ থাকিলে যদি তাহা

পুন্নাগাশোক-বকুল-শমী-তিলক-চম্পকান্।
দাড়িমী-পিপ্পলী-দ্রাক্ষাস্তথা কুসুমমণ্ডপান্॥২৩
জম্বীর-পূগ-পনস-দ্রুম-কেতকীভি-
র্জাতী-সরোজ-শতপত্রিক-মল্লিকাভিঃ।
যন্নারিকেল-কদলী-দলপাটলাভি-
র্যুক্তং তদত্র ভবনং শ্রিয়মাতনোতি॥২৪

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বাস্তুবিদ্যাসু বেধ-পরিবর্জ্জনং নাম পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ॥২৫৫॥

ষট্‌পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
উদগাদিপ্লবং বাস্তু সমানশিখরং তথা।
পরীক্ষ্য পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাৎ স্তম্ভোচ্ছ্রায়ং বিচক্ষণঃ
ন দেব-ধূর্ত্ত-সচিব-চত্বরাণাং সমন্ততঃ।
কারয়েদ্ভবনং প্রাজ্ঞো দুঃখ-শোক ভয়ং ততঃ॥২

কাটিয়া না ফেলে, তবে ঐ সকল বৃক্ষের মধ্যে মধ্যে অপরাপর শুভ বৃক্ষ রোপণ করা কর্ত্তব্য। পুন্নাগ, অশোক, বকুল, শমী, তিলক, চম্পক, দাড়িম, পিপ্পলী, দ্রাক্ষা এবং কুসুমমণ্ডপ,—এ সকল শুভদায়ক। জম্বীর, পূগ, পনস, কেতকী, জাতী, সরোজ, শতপত্র, মল্লিকা, নারিকেল, কদলী, পাটলী,—এ সকল বৃক্ষ থাকিলে সেই ভবনে শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২০—২৪।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥

ষট্‌পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—বিচক্ষণ মানব প্রথমতঃ পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্ববৎ স্তম্ভ ও উচ্চতাদিযুক্ত ক্রম সম-শিখর ও উত্তরানিম্ন করিয়া বাস্তু নির্ম্মাণ করিবে। দেবতা, ধূর্ত্ত, সচিব ও চত্বরের সন্নিহিত স্থানে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ভবন নির্ম্মাণ করিবে না; কারণ, উহাতে দুঃখ-শোক-ভয় হয়। চতুর্দ্দিকেই কিয়ৎ পরিমাণ

তস্য প্রদেশাশ্চত্বারস্তথোৎসর্গোঽগ্রতঃশুভঃ।
পৃষ্ঠতঃ পৃষ্ঠভাগস্তু সব্যাবর্ত্তঃ প্রশস্যতে॥৩
অপসব্যো বিনাশায় দক্ষিণে শীর্ষতস্তথা।
সর্ব্বকামফলো নৃণাং সম্পূর্ণো নাম নামতঃ॥৪
এবং প্রদেশমালোক্য যত্নেন গৃহমারভেৎ
অথ সাংবৎসরপ্রোক্তে মুহূর্ত্তে শুভলক্ষণে॥৫
রত্নোপরি শিলাং কৃত্বা সর্ব্ববীজসমন্বিতাম্।
চতুর্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ স্তম্ভং কারয়িত্বা সুপূজিতম্॥৬
শুক্লাম্বরধরঃ শিল্পিরহিতো বেদপারগঃ।
স্নাপিতং বিন্যসেত্তদ্বৎ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতম্॥৭
নানাক্ষতসমোপেতং বস্ত্রালঙ্কারসংযুতম্।
ব্রহ্মঘোষেণ বাদ্যেন গীতমঙ্গলনিস্বনৈঃ॥৮
পায়সং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ হোমস্তু মধুসর্পিষা।
বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহি মন্ত্রেণানেন সর্ব্বদা
সূত্রপাতে তথা কার্য্যমেবং স্তম্ভোদয়ে পুনঃ।

ভূভাগ ত্যাগ করিয়া ভবন নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। সম্মুখভাগ বৃক্ষাদি দ্বারা অনাচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক; পরন্তু পৃষ্ঠভাগ বৃক্ষাদি দ্বারা সমাবৃত করাই কর্ত্তব্য। উক্ত ভূভাগের দক্ষিণাংশে ভবন নির্ম্মাণে বিনাশ ঘটে; কারণ, দক্ষিণাংশ বাস্তুর শীর্ষস্বরূপ। অতএব বামভাগেই ভবন করা প্রশস্ত; কারণ, বামভাগরচিত ভবনে নরগণের সর্ব্বকাম-ফল-সিদ্ধি হয়। এই প্রকার মনোরম প্রদেশ দেখিয়া যত্ন সহকারে গণকনির্দ্দিষ্ট শুভ মুহূর্ত্তে গৃহনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইবেন। চারি জন ব্রাহ্মণ লইয়া রত্নোপরি সর্ব্ববীজযুক্তা শিলা স্থাপন করিয়া একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তাহার অর্চ্চনা করাইবেন। ১—৬। শিল্পিব্যতীত কেবলমাত্র শুক্লাম্বরধারী বেদপারগ ব্রাহ্মণ সর্ব্বৌষধি দ্বারা স্তম্ভকে স্নান করাইবেন এবং অক্ষত ও বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে সংযুক্ত করিয়া মঙ্গল গীতবাদিত্র ও বেদধ্বনি সহকারে উহা রোপণ করিবেন। অনন্তর দ্বিজগণকে পায়স ভোজন করাইয়া "বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহি" এই মন্ত্রে মধু ও ঘৃত দ্বারা হোম

দ্বারবংশোচ্ছ্রয়ে তদ্বৎ প্রবেশসময়ে তথা ॥১০
বাস্তুপশমনে তদ্বদ্বাস্তুযজ্ঞস্তু পঞ্চধা।
ঈশানে সূত্রপাতঃ স্যাদাগ্নেয়ে স্তম্ভরোপণম্ ॥
প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্ব্বীত বাস্তোঃ পদবিলেখনম্।
তর্জ্জনী মধ্যমা চৈব তথাঙ্গুষ্ঠস্তু দক্ষিণে ॥ ১২
প্রবাল-রত্ন-কনককলং পিষ্টা কৃতোদকম্।
সর্ব্ববাস্তুবিভাগেষু শস্তং পদবিলেখনে ॥ ১৩
ন ভস্মাঙ্গারকাষ্ঠেন নখশস্ত্রেণ চর্ম্মভিঃ।
ন শৃঙ্গাস্থিকপালৈশ্চ কচিদ্বাস্তু বিলেখয়েৎ ॥১৪
এভির্বিলিখিতং কুর্য্যাদ্দুঃখ-শোক ভয়াদিকম্।
যদা গৃহপ্রবেশঃ স্যাচ্ছিল্পী তত্রাপি ল কয়েৎ ॥
স্তম্ভসূত্রাদিকং তদ্বচ্ছুভাশুভফলপ্রদম্।
আদিত্যাভিমুখং রৌতি শকুনিঃ পরুষং যদি ॥
তুল্যকালং স্পৃশেদঙ্গং গৃহভর্ত্তুর্যদাত্মনঃ।
বাস্বঙ্গে তদ্বিজানীয়াম্নরশল্যং ভয়প্রদম্ ॥ ১৭
অশ্বমানস্তরং যত্র হস্ত্যশ্বশ্বাপদং ভবেৎ।
তদঙ্গসম্ভবং বিদ্যাৎ তত্র শল্যং বিচক্ষণঃ ॥১৮
প্রসার্য্যমাণে সূত্রে তু শ্বা গোমায়ুর্বিলঙ্ঘতে।
তৎ তু শল্যং বিজানীয়াৎ খরশব্দেঽতিভৈরবে
যদীশানে তু দিগ্ভাগে মধুরং রৌতি বায়সঃ।
ধনং তত্র বিজানীয়াত্ত্বাগে বা স্বাম্যধিষ্ঠিতে ॥২০
সূত্রচ্ছেদে ভবেন্মৃত্যুর্ব্যাধিঃ কীলে ত্বধোমুখে
অঙ্গারেষু তথোন্মাদং কপালেষু চ সম্ভ্রমম্ ॥ ২১
কম্বুশল্যেষু জানীয়াৎ পৌংশ্চল্যং স্ত্রীষু বাস্তুবিৎ।
গৃহভর্ত্তুর্গৃহস্যাপি বিনাশঃ শিল্পিসম্ভ্রমে ॥ ২২
স্তম্ভে স্কন্ধচ্যুতে কুম্ভে শিরোরোগং বিনির্দ্দিশেৎ
কুম্ভাপহারে সর্ব্বস্য কুলস্যাপি ক্ষয়ো ভবেৎ ॥
মৃত্যুঃ স্থানচ্যুতে কুম্ভে ভগ্নে বন্ধং বিদুর্বুধাঃ।
করসংখ্যাবিনাশে তু নাশং গৃহপতের্বিদুঃ ॥২৪
বীজৌষধিবিহীনে তু ভূতেভ্যো ভয়মাদিশেৎ।
ততঃ প্রদক্ষিণেনাস্থান্ ন্যসেৎ স্তম্ভান্ বিচক্ষণঃ

করিবেন। স্তম্ভারোপণ, সূত্রপাত, দ্বারবংশোচ্ছ্রয় এবং গৃহপ্রবেশ সময়ে এই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে বাস্তু-দোষোপশমনের জন্য পঞ্চধা বাস্তুযজ্ঞ বিহিত। প্রথমে ঈশান কোণে সূত্রপাত করিয়া অগ্নিকোণে স্তম্ভারোপণ করিতে হইবে, তারপর প্রদক্ষিণ করিয়া বাস্তুপদ বিলেখন করিবে। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা প্রবাল, রত্ন এবং কনকপিষ্ট উদক দ্বারা উপসিক্ত বস্তু বিলেখন করাই প্রশস্ত। নখ, অস্ত্র চর্ম্ম, ভস্ম, দগ্ধ কাষ্ঠ, শৃঙ্গাস্থি এবং কপাল কদাচ এই সকল দ্বারা বাস্তু বিলেখন করিবে না।, ইহা দ্বারা বাস্তু বিলেখিত হইলে দুঃখ শোকাদি ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব গৃহপ্রবেশ সময়ে শিল্পী এই সকল বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন। গৃহপ্রবেশ কালে স্তম্ভসূত্রাদি শুভ লক্ষণসম্পন্ন হইবে এবং তৎকালে যদি শকুনি সূর্য্যমুখ হইয়া অমঙ্গল রব করে কিংবা গৃহস্বামীর শরীর স্পর্শ করে, তবে বুঝিতে হইবে—বাস্তুর অঙ্গে হস্তী, অশ্ব কিম্বা অন্য কোন হিংস্রজন্তুর ভীতিজনক শল্য আছে সূত্র প্রসারিত হইলে যদি ঐ সূত্র কুক্কুর বা শৃগালে লঙ্ঘন করে, বা তৎকালে গর্দ্দভ ভৈরব রব করে, তবে তথায় শল্য আছে বুঝিতে হইবে এবং ঈশান কোণে মধুর কাকরব শ্রুত হইলে বুঝিতে হইবে—উহার কোন দিকে ধন প্রোথিত রহিয়াছে। সূত্র ছিন্ন হইলে মৃত্যু, অধোমুখ কীলকে ব্যাধি, অঙ্গারে, উন্মাদ পীড়া এবং কপাল থাকিলে সম্ভ্রম ও কম্বুশল্যে স্ত্রী দুশ্চরিত্র হইবে। শিল্পীর সম্ভ্রম ঘটিলে গৃহস্বামী বা গৃহের বিনাশ, স্তম্ভ কিম্বা কুম্ভ স্কন্ধচ্যুত হইলে শিরোরোগ এবং কুম্ভ অপহৃত হইলে সমস্ত কুল বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৭—২৩। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—ঐ কুম্ভ স্থানচ্যুত হইলে মৃত্যু এবং ভগ্ন হইলে বন্ধন হয়। করসংখ্যা বিপর্য্যস্ত হইলে গৃহপতির বিনাশ জানিবে এবং বীজৌষধি বিহীন হইলে ভূতগণ হইতে ভয় হয়। অপ্রদক্ষিণ বিন্যস্ত স্তম্ভ ভয়জনক, অতএব স্তম্ভোপদ্রবনাশক সকল প্রকার রক্ষা বিধান করিয়া বিচক্ষণ বাস্তুবিদ্ প্রদক্ষিণ ক্রমেই বাস্তুবিন্যাস করিবেন। স্তম্ভ

যন্ত্রাঙ্কয়করং মুণাং যোজিতা হৃপ্রদক্ষিণাম্।
রক্ষাং কুর্ব্বীত যত্নেন স্তম্ভোপদ্রবনাশিনীম্ ॥২৬
তথা ফলবতীং শাখাং স্তম্ভোপরি নিবেশয়েৎ
প্রাগুদক্প্রবণং কুর্য্যাদ্দিঙ্মূঢ়ন্তু ন কারয়েৎ ॥ ২৭
স্তম্ভং বা ভবনং বাপি দ্বারং বাসগৃহং তথা।
দিঙ্মূঢ়ে কুলনাশঃ স্যান্ন চ সংবর্দ্ধয়েদ্গৃহম্ ॥২৮
যদি সংবর্দ্ধয়েদ্গেহং সর্ব্বদিক্ষু বিবর্দ্ধয়েৎ।
পূর্ব্বেণ বর্দ্ধিতং বাস্তু কুর্য্যাদ্বৈরাণি সর্ব্বদা
দক্ষিণে বর্দ্ধিতং বাস্তু মৃত্যবে স্যান্ন সংশয়ঃ।
পশ্চাদ্বিবৃদ্ধং যদ্বাস্তু তদর্থক্ষয়কারকম্ ॥ ৩০
বর্দ্ধাপিতং তথা সৌম্যে বহুসন্তাপকারকম্।
আগ্নেয়ে যত্র বৃদ্ধিঃ স্যাৎ তদগ্নিভয়দং ভবেৎ ॥
বর্দ্ধিতং রাক্ষসে কোণে শিশুক্ষয়করং ভবেৎ।
বর্দ্ধাপিতন্তু বায়ব্যে বাতব্যাধিপ্রকোপকৃৎ ॥৩২
ঐশান্যামন্নহানিঃ স্যাদ্বাস্তৌ সংবর্দ্ধিতে সদা।
ঈশানে দেবতাগারং তথা শান্তিগৃহং ভবেৎ ॥
মহানসং তথাগ্নেয়ে তৎপার্শ্বে চোত্তরে জলম্।
গৃহস্যোপস্করং সর্ব্বং নৈর্ঋত্যে স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥৩৪
বধস্থানং বহিঃ কুর্য্যাৎ স্নানমণ্ডপমেব চ।
ধনধান্যঞ্চ বায়ব্যে কর্ম্মশালাং ততো বহিঃ।
এবং বাস্তুবিশেষঃ স্যাদ্গৃহভর্ত্তুঃ শুভাবহঃ ॥৩৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বাস্তুবিদ্যা-গৃহ-নির্ণয়ো নাম ষট্পঞ্চাশদধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫৬

প্রাগুদক্প্লবণ করিতে হইবে; কিন্তু দিগ্-ভ্রম কদাচ করিবে না এবং স্তম্ভের উপরি-ভাবে ফলযুক্ত একটী পল্লব বিন্যস্ত করিবে। স্তম্ভ, ভবন, গৃহ, দ্বার কিংবা বাসগৃহ এই সকলে দিগ্ভ্রম ঘটিলে কুলনাশ হয় এবং ঐ গৃহের কখনও অসমান ভাবে দিগ্বিদিগ বৃদ্ধি করিবে না, বাড়াইতে হইলে সকল দিকেই সমভাবে বাড়াইবে। পূর্ব্ব-দিকে বাস্তু বর্দ্ধিত হইলে বৈর, দক্ষিণদিকে মৃত্যু, পশ্চাদ্দিকে অর্থক্ষয়, সম্মুখে বহুসন্তাপ প্রাপ্তি, অগ্নিকোণে অগ্নিভয়, নৈর্ঋতকোণে শিশুক্ষয়, বায়ুকোণে বাতব্যাধিপ্রকোপ এবং ঈশান কোণে বর্দ্ধিত হইলে অন্নহানি হইয়া থাকে। বাস্তুর কোণে দেবগৃহ, শান্তি-ভবন ও পাকশালা প্রতিষ্ঠিত করিবে। ঐরূপ অগ্নিকোণে ও তৎপার্শ্বে জলাশয় এবং পণ্ডিত ব্যক্তি গৃহোপস্কর সকল নৈর্ঋত কোণে স্থাপন করিবেন। স্নানমণ্ডপ ও বধস্থান বহির্ভাগে করিতে হইবে এবং বায়ুকোণে ধনধান্যের গৃহ,ও বহির্দ্দিকেই কর্ম্মস্থান হইবে, এই সকল বিধানে বাস্তু ব্যবস্থিত হইলে গৃহস্বামীর শুভ হইয়া থাকে। ২৪—৩৫।

ষট্পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দার্ব্বাহরণমুত্তমম্।
ধনিষ্ঠাপঞ্চকং মুক্তা বিষ্ট্যাদিকমতঃ পরম্ ॥ ১
ততঃ সাংবৎসরাদিষ্টে দিনে যায়াদ্বনং বুধঃ।
প্রথমং বলিপূজাঞ্চ কুর্য্যাদ্বৃক্ষস্য সর্ব্বদা ॥ ২
পূর্ব্বোত্তরেণ পতিতং গৃহদারু প্রশস্যতে।
অন্যথা ন শুভং বিদ্যাদ্যাম্যোপরি নিপাতনম্
ক্ষীরবৃক্ষোদ্ভবং দারু ন গৃহে বিনিবেশয়েৎ।
কৃতাধিবাসং বিহগৈরনিলানলপীড়িতম্ ॥ ৪

সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর উত্তম দারু আহরণের কথা কীর্ত্তন করিতেছি। ধনিষ্ঠাদি পাঁচটী নক্ষত্র এবং বিষ্ট্যাদি করণ পরিত্যাগ করিয়া বৎসরের কোন একটী শুভ দিনে বিদ্বান্ ব্যক্তি অরণ্যে গমন করিবেন এবং তারপর প্রথমে বৃক্ষের বলি পূজাদি করি-বেন। পূর্ব্বোত্তর দিকে যে বৃক্ষ পতিত হয়, গৃহকার্য্যে উহা শুভ; কিন্তু দক্ষিণদিকে পতিত বৃক্ষ শুভাবহ নহে। ক্ষীরি-বৃক্ষোৎ-পন্ন, বিহগগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত, বহ্ন্যগ্ন

গজাবকৃষ্টং তথা বিদ্যুন্নির্ঘাতপীড়িতম্‌।
অর্দ্ধশুষ্কং তথা দারু ভগ্নশুষ্কং তথৈব চ ॥ ৫
চৈত্যদেবালয়োৎপন্নং নদীসঙ্গমজং তথা।
শ্মশানকূপনিলয়ং তড়াগাদিসমুদ্ভবম্‌ ॥ ৬
বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বথা দারু যদীচ্ছেদ্বিপুলাং শ্রিয়ম্‌।
তথা কণ্টকিনো বৃক্ষান্‌ নীপ নিম্ব-বিভীতকান্‌
শ্লেষ্মাতকানাম্রতরূন্‌ বর্জ্জয়েদ্‌গৃহকর্ম্মণি।
অসনাশোক-মধুক-সর্জ্জশালাঃ শুভাবহাঃ ॥ ৮
চন্দনং পনসং ধন্যং সুরদারুহরিদ্রবঃ।
দ্বাভ্যামেকেন বা কুর্য্যাৎ ত্রিভির্বা ভবনং শুভম্‌
বহুভিঃ কারিতং যস্মাদনেকভয়দং ভবেৎ।
একৈব শিংশপা ধন্যা শ্রীপর্ণী তিন্দুকী তথা।
এতা নান্যসমাযুক্তাঃ কদাচিচ্ছুভকারকাঃ ॥ ১০
স্যন্দনঃ পনসস্তদ্বৎ সরলার্জ্জুনপদ্মকাঃ ॥ ১১
এতে নান্যসমাযুক্তা বাস্তুকার্য্যফলপ্রদাঃ।
তরুচ্ছেদে মহাপীতে গোধা বিন্দ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥
মাঞ্জিষ্ঠবর্ণে ভেকঃ স্যান্নীলে সর্পাদি নির্দ্দিশেৎ
অরুণে সরটং বিন্দ্যান্মুক্তাভে শুকমাদিশেৎ ॥
কপিলে মূষকান্‌ বিন্দ্যাৎ খড়্গাভে জলমাদিশেৎ
এবংবিধং সগর্ভন্তু বর্জ্জয়েদ্বাস্তুকর্ম্মণি ॥ ১৪
পূর্ব্বচ্ছিন্নস্তু গৃহ্নীয়ান্নিমিত্তশকুনৈঃ শুভৈঃ।
ব্যাসেন গুণিতে দৈর্ঘ্যে অষ্টাভির্ব্বৈ হৃতে তথা
যচ্ছেষমায়তং বিন্দ্যাদষ্টভেদং বদামি বঃ।
ধ্বজো ধূমশ্চ সিংহশ্চ বৃষভঃ খর এব চ ॥ ১৬
হস্তী ধ্বাঙ্ক্ষশ্চ পূর্ব্বাদ্যাঃ করশেষা ভবন্ত্যমী।
ধ্বজঃ সর্ব্বমুখো ধন্যঃ প্রত্যগ্দ্বারো বিশেষতঃ
উদঙ্মুখো ভবেৎ সিংহঃ প্রাঙ্মুখো বৃষভো ভবেৎ
দক্ষিণাভিমুখো হস্তী সপ্তভিঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ১৮
একেন ধ্বজ উদ্দিষ্টস্ত্রিভিঃ সিংহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
পঞ্চভির্বৃষভঃ প্রোক্তো বিকোণস্থাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ
তমেবাষ্টগুণং কৃত্বা কররাশিং বিচক্ষণঃ।
সপ্তবিংশাহৃতে ভাগে ঋক্ষং বিন্দ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ২০

কিংবা বায়ু দ্বারা যাহা ভিন্ন বা ছিন্ন হইয়াছে, এরূপ দারু গৃহে প্রবিষ্ট করিবেন না। যাহা গজ দ্বারা ভগ্ন, বজ্রনির্ঘোষে ভিন্ন, বা অর্দ্ধ-শুষ্ক যাহা নিজে ভগ্ন হইয়া শুকাইয়া যায়, যাহা চৈত্য, দেবালয়, নদীসঙ্গম, শ্মশানকূপ, তড়াগাদিতে জাত, বিপুল বিভবকামীর এই সকল দারু বিশেষভাবে বর্জ্জনীয়। নীপ, নিম্ব, বিভীতক, শ্লেষ্মাত্মক, আম্র এবং কণ্টকী বৃক্ষ গৃহকার্য্যে বর্জ্জনীয়। অসন, অশোক, মধুক, সর্জ্জ, শাল এ সকল শুভাবহ। চন্দন ও পনস প্রশংসনীয়। দেবদারু ও হরিদ্রু ইহাদের এক, বা দুই কিম্বা তিনটী দ্বারা গৃহ নির্ম্মিত হইলে শুভ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার অধিক দারু দ্বারা গৃহাদি কৃত হইলে তাহা হইতে ভয় সমুদ্ভূত হয়। শিংশপা, শ্রীপর্ণী, তিন্দুকী, ইহার যে কোনটী দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ শুভ; কিন্তু অন্য দারুর সহিত মিলিত হইয়া গৃহ নির্ম্মিত হইলে, ইহারা কদাচ শুভ ফল দান করে না। ১—১০। ঐরূপ স্যন্দন, পনস, সরল, অর্জ্জুন এবং পদ্মক দারু অন্যের সহিত মিলিত হইলে বাস্তুকার্য্যে শুভদায়ক হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিন্ন তরু ভূপাতিত হইলে গোধা তাহাকে বলিয়া জানিবেন। মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় বর্ণকে ভেক, নীলবর্ণকে সর্প, অরুণে সরট, মুক্তাভে শুকাদি, কপিলে মূষিক, এবং খড়্গাভ বৃক্ষের ছেদকে জলচ্ছেদ বলিয়া বুঝিবেন; এবম্বিধ সগর্ভ বৃক্ষ বাস্তুকার্য্যে বর্জ্জনীয়; কিন্তু পূর্ব্ব ছিন্ন শুভ লক্ষণযুক্ত বৃক্ষদিগকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বৃক্ষের দৈর্ঘ্যকে পরিধি পরিমাণ দ্বারা গুণ করিয়া তাহাকে আট দিয়া ভাগ করিবে, ইহাতে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, ঐ অবশিষ্ট অংশের আট প্রকার ভেদ আপনাদের নিকটে বলিতেছি। ধ্বজ, বৃষ, সিংহ, বৃষভ, গর্দ্দভ, হস্তী, ও কাক, যথাক্রমে এক হইতে সাত পর্য্যন্ত অবশিষ্ট করাংশের ইহা এক একটী নাম বুঝিতে হইবে। এতন্মধ্যে ধ্বজ সকলদিকে, বিশেষতঃ বাস্তুর পশ্চিমদ্বারে সর্ব্ববিধ সুখ সংবিধায়ক ও ধন্য; সিংহ উত্তরদিকে, বৃষভ পূর্ব্বদিকে এবং হস্তী দক্ষিণদিকে শুভ; এই সপ্তসংস্থান কীর্ত্তন করিলাম। পুনরায় ঐ

অষ্টভির্ভাজিতে ঋক্ষে যঃ শেষঃ স ব্যয়ো মতঃ
ব্যয়াধিকং ন কুর্ব্বীত যতো দোষকরং ভবেৎ।
আয়াধিকে ভবেচ্ছান্তিরিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ
কৃত্বাগ্রতো দ্বিজবরানথ পূর্ণকুম্ভং
দধ্যক্ষতাম্রদলপুষ্পফলোপশোভম্।
কৃত্বা হিরণ্যবসনানি তদা দ্বিজেভ্যো
মঙ্গল্যশান্তিনিলয়ায় গৃহং বিশেৎ তু ॥২২
গৃহোক্তহোমবিধিনা বলিকর্ম্ম কুর্য্যাৎ
প্রাসাদবাস্তুশমনে চ বিধির্য উক্তঃ।
সন্তর্পয়েদ্দ্বিজবরানথ ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ
শুক্লাম্বরঃ স্বভবনং প্রবিশেৎ সধূপম্ ॥২৩

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বাস্তুবিদ্যানুকীর্ত্তনং নাম সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫৭ ॥



কররাশিকে অষ্ট দ্বারা গুণ এবং সপ্তবিংশ দ্বারা বিভাগ করিয়া বিচক্ষণ বাস্তুনিপুণ মানব ঋক্ষ বিনির্ণয় করিবেন, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার নাম ব্যয়, ঐ ব্যয়সংখ্যা অধিক হইলে অশুভ হইয়া থাকে; অতএব ব্যয়াধিক্য কর্ত্তব্য নহে। ভগবান্ হরি বলিয়াছেন,—আয়াধিক্যেই শান্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বকথিত নিয়মে বাস্তু নির্ণীত হইলে অগ্রে শ্রেষ্ঠ দ্বিজ সহ দধি, অক্ষত, আম্রপল্লব, পুষ্প ও ফল দ্বারা উপশোভিত পূর্ণকুম্ভ সংস্থাপিত করিবে; অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে হিরণ্যবসনাদি প্রদান করিয়া মঙ্গলালয় শুভনিলয়ে প্রবেশ করিবে। তৎপরে প্রাসাদ ও বাস্তুদোষশমনোচিত বেদোক্ত হোমাদি দ্বারা বলি সমাধা করিয়া বিবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা দ্বিজগণের তৃপ্তিসাধন করিবে এবং গৃহকর্ত্তা শুক্লাম্বর পরিধান করিয়া ধূপামোদিত পুরে প্রবেশ করিবেন। ১১—২৩।

সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।
ক্রিয়াযোগঃ কথং সিধ্যেদ্‌গৃহস্থাদিষু সর্ব্বদা।
জ্ঞানযোগসহস্রাদ্ধি কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥১
সূত উবাচ।
ক্রিয়াযোগং প্রবক্ষ্যামি দেবতার্চ্চানুকীর্ত্তনম্।
ভুক্তি-মুক্তিপ্রদং যস্মান্নান্যল্লোকেষু বিদ্যতে ॥২
প্রতিষ্ঠায়াং সুরাণান্তু দেবতার্চ্চানুকীর্ত্তনম্।
দেবযজ্ঞোৎসবঞ্চাপি বন্ধনাদ্‌যেন মুচ্যতে ॥ ৩
বিষ্ণোস্তাবৎ প্রবক্ষ্যামি যাদৃগ্‌রূপং প্রশস্যতে
শঙ্খ-চক্রধরং শান্তং পদ্মহস্তং গদাধরম্ ॥ ৪
ছত্রাকারং শিরস্তস্য কম্বুগ্রীবং শুভেক্ষণম্।
তুঙ্গনাসং শুক্তিকর্ণং প্রশান্তোরুভুজক্রমম্ ॥ ৫
ক্বচিদষ্টভুজঃ বিদ্যাচ্চতুর্ভুজমথাপরম্।
দ্বিভুজশ্চাপি কর্ত্তব্যো ভবনেষু পুরোধসা ॥ ৬

অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন,—সহস্র জ্ঞান যোগ হইতে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, ঐ কর্ম্মযোগ গৃহস্থের কিরূপে সিদ্ধ হইবে? সূত উত্তর করিলেন,—যে কর্ম্মযোগ ইহলোকে সকল সিদ্ধির উপায়, যাহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, সেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ দেবতার্চ্চন ও নামকীর্ত্তনরূপ কর্ম্ম-যোগ কহিতেছি। যে কর্ম্মযোগ দ্বারা ভববন্ধন ছিন্ন হয়, দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠায়, দেবগণের অর্চ্চন, তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন এবং দেবযজ্ঞোৎসবই সেই কর্ম্মযোগ জানিবেন। তন্মধ্যে বিষ্ণুর যেরূপ রূপ প্রশস্ত, সেইরূপ বিষ্ণুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাবিষয়ক কথাই কীর্ত্তন করিতেছি। বিষ্ণু শঙ্খ-চক্রধারী, পদ্মহস্ত এবং গদাধর হইবেন। তাঁহার মস্তক ছত্রাকার, নয়ন প্রশান্ত এবং গ্রীবা কম্বুর ন্যায়, বর্ণ শুক্তির ন্যায়, নাসিকা, উচ্চ হস্ত ও বক্ষ প্রশস্ত হইবে। তাঁহাকে কখন অষ্টভুজ, কখন বা চতুর্ব্বাহু করিয়া পুরোহিত দ্বারা ভবনাদিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ১—৬। ঐ দেব বিষ্ণুর অষ্ট

দেবস্যাষ্টভুজস্যাস্য যথাস্থানং নিবোধত।
খড়্গো গদা শরঃ পদ্মং দিব্যং দক্ষিণতো হরেঃ
ধনুশ্চ খেটকশ্চৈব শঙ্খ-চক্রে চ বামতঃ।
চতুর্ভুজস্য বক্ষ্যামি যথৈবায়ুধসংস্থিতিঃ ॥ ৮
দক্ষিণেন গদা-পদ্মং বাসুদেবস্য কারয়েৎ।
বামতঃ শঙ্খ-চক্রে চ কর্ত্তব্যে ভূতিমিচ্ছতা ॥৯
কৃষ্ণাবতারে তু গদা বামহস্তে প্রশস্যতে।
যথেচ্ছয়া শঙ্খ-চক্রে চোপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥
অধস্তাৎ পৃথিবী তস্য কর্ত্তব্যা পাদমধ্যতঃ।
দক্ষিণে প্রণতং তদ্বদ্‌গরুত্মন্তং নিবেশয়েৎ ॥১১
বামতস্তু ভবেল্লক্ষ্মীঃ পদ্মহস্তা শুভাননা।
গরুত্মানগ্রতো বাপি সংস্থাপ্যো ভূতিমিচ্ছতা ॥
শ্রীশ্চ পুষ্টিশ্চ কর্ত্তব্যে পার্শ্বয়োঃ পদ্মসংযুতে।
তোরণঞ্চোপরিষ্টাৎ তু বিদ্যাধরসমন্বিতম্ ॥ ১৩
দেবদুন্দুভিসংযুক্তং গন্ধর্ব্বমিথুনান্বিতম্।
পত্রবল্লীসমোপেতং সিংহ-ব্যাঘ্রসমন্বিতম্ ॥ ১৪
তথা কল্পলতোপেতং স্তুবদ্ভিরমরেশ্বরৈঃ।

বাহুর কোথায় কি থাকিবে, তাহা কথিত হইতেছে। শঙ্খ, গদা, শর, ও দিব্য পদ্ম হরির দক্ষিণদিকে স্থাপিত হইবে এবং বাম দিকে ধনু, খেটক, শঙ্খ এবং চক্র থাকিবে। এক্ষণে চতুর্ভুজের আয়ুধসংস্থান বলিতেছি, বিভবকামী মানব, বাসুদেবের দক্ষিণে গদা ও পদ্ম এবং বামে চক্র ও শঙ্খ বিন্যাস করিবেন কিম্বা উপরদিক্ হইতে ঐ শঙ্খ ও চক্র যথেচ্ছ কল্পিত হইতে পারে। অধোদিকে তাঁহার পাদমধ্যে পৃথিবীর বিন্যাস করিতে হইবে এবং দক্ষিণদিকে প্রণত গরুড় অবস্থিত হইবেন। শুভাননা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী তাঁহার বামভাগে থাকিবেন, অথবা ঐশ্বর্য্যাভিকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি গরুড়কে সম্মুখে এবং পদ্মসংযুক্ত শ্রী ও পুষ্টি দেবীকে উভয় পার্শ্বে সংস্থাপিত করিবেন। তাঁহার মন্দির, তোরণদ্বার বিদ্যাধরসমন্বিত, দেবদুন্দুভি-নিনাদযুক্ত, গন্ধর্ব্বমিথুনান্বিত, পত্রবল্লী দ্বারা পরিবেষ্টিত, সিংহ-ব্যাঘ্রবিভূষিত এবং কল্পলতিকা দ্বারা উপশোভিত হইবে। ঐ দ্বারের ইতস্ততঃ অমরনিকর

এবংবিধো ভবেদ্বিষ্ণোস্ত্রিভাগেনাস্য পীঠিকা ॥
নবতালপ্রমাণাস্তু দেব-দানব-কিন্নরাঃ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মানোন্মানং বিশেষতঃ ॥
জালান্তরপ্রবিষ্টানাং ভানূনাং যদ্রজঃ স্ফুটম্।
ত্রসরেণুঃ স বিজ্ঞেয়ো বালাগ্রং তৈরথাষ্টভিঃ ॥
তদষ্টকেন লিখ্যা তু যূকা লিখ্যাষ্টকৈর্মতা।
যবো যূকাষ্টকং তদ্বদষ্টভিস্তৈস্তদঙ্গুলম্ ॥ ১৮
স্বকীয়াঙ্গুলিমানেন মুখং স্যাদ্‌দ্বাদশাঙ্গুলম্।
মুখমানেন কর্ত্তব্যা সর্ব্বাবয়বকল্পনা ॥ ১৯
সৌবর্ণী রাজতী বাপি তাম্রী রত্নময়ী তথা।
শৈলী দারুময়ী চাপি লোহসঙ্ঘময়ী তথা ॥২০
রীতিকাধাতুযুক্তা বা তাম্রকাংস্যময়ী তথা।
শুভদারুময়ী বাপি দেবতার্চ্চা প্রশস্যতে ॥ ২১
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বাদারভ্য বিতস্তির্যাবদেব তু।
গৃহেষু প্রতিমা কার্য্যা নাধিকা শস্যতে বুধৈঃ ॥
আষোড়শা তু প্রাসাদে কর্ত্তব্যা নাধিকা ততঃ

বিবিধ স্তুতিগাথা গাহিতে থাকিবেন। এইরূপে বিষ্ণুবিগ্রহ বিনির্ম্মিত হইবে এবং তাঁহার পীঠিকা ত্রিভাগে বিভক্ত হইবে। দেব, দানব, কিন্নর ইহারা নবতাল প্রমাণ হইবে। এক্ষণে উচ্চ, নীচ, স্থূল, বর্ত্তুল প্রভৃতি পরিমাণের নির্ণয় করিতেছি। ভানুর কিরণ মধ্যগত যে স্পষ্ট রজ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম ত্রসরেণু। ঐ ত্রসরেণুর আটটীতে এক বালাগ্র, বালাগ্রের অষ্টসমষ্টিতে লিখ্যা, লিখ্যাষ্টকায় এক যূকা, যূকাষ্টে এক যব এবং তাহার আটটীতে এক অঙ্গুলি, ইহাই শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ। স্বীয় অঙ্গুলির দ্বাদশটীতে এক মুখ্য—এই মুখ্য মানেই দেবতাদিগের অবয়ব সকল কল্পনা করিতে হইবে।৭—১৯। সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রত্ন, পাষাণ, দারু, লৌহ অথবা রীতিকা ধাতু, মিশ্র তাম্র ও কাংস্য কিম্বা শোভন দারু এই সকল দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত দেবপ্রতিমাই প্রশস্ত। অঙ্গুষ্ঠের পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিতস্তি পর্য্যন্ত পরিমাণ প্রতিমা, গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবে; পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—ইহা হইতে

মধ্যোত্তমকনিষ্ঠা তু কার্য্যা বিত্তানুসারতঃ ॥২৩
দ্বারোচ্ছ্রায়স্য যন্মানমষ্টধা তৎ তু কারয়েৎ।
ভাগমেকং ততস্ত্যক্ত্বা পরিশিষ্টস্তু যদ্ভবেৎ ॥২৪
ভাগদ্বয়েন প্রতিমা ত্রিভাগীকৃত্য তৎ পুনঃ।
পীঠিকা ভাগতঃ কার্য্যা নাতিনীচা নচোচ্ছ্রিতা
প্রতিমামুখমানেন নব ভাগান্ প্রকল্পয়েৎ।
চতুরঙ্গুলা ভবেদ্গ্রীবা ভাগেন হৃদয়ং পুনঃ ॥২৬
নাভিস্তস্মাদধঃ কার্য্যা ভাগেনৈকেন শোভনা
নিম্নত্বে বিস্তরত্বে চ অঙ্গুলং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৭
নাভেরধস্তথা মেঢ্রং ভাগেনৈকেন কল্পয়েৎ।
দ্বিভাগেনায়তাবূরূ জানুনী চতুরঙ্গুলে ॥ ২৮
জঙ্ঘে দ্বিভাগে বিখ্যাতে পাদৌ চ চতুরঙ্গুলৌ
চতুর্দ্দশাঙ্গুলস্তদ্বন্মৌলিরস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৯
ঊর্দ্ধমানমিদং প্রোক্তং পৃথুত্বঞ্চ নিবোধত।
সর্ব্বাবয়বমানেষু বিস্তারং শৃণুত দ্বিজাঃ ॥ ৩০
চতুরঙ্গুলং ললাটং স্যাদূর্দ্ধং নাসা তথৈব চ।
দ্ব্যঙ্গুলস্তু হনুর্জ্ঞেয় ওষ্ঠঃ স্বাঙ্গুলসম্মিতঃ ॥ ৩১
অষ্টাঙ্গুলে ললাটে চ তাবন্মাত্রে ভ্রুবৌ মতে।
অর্দ্ধাঙ্গুলা ভ্রুবোর্লেখা মধ্যে ধনুরিবানতা ॥ ৩২
উন্নতাগ্রা ভবেৎ পার্শ্বে শ্লক্ষ্ণা তীক্ষ্ণা প্রশস্যতে।
অক্ষিণী দ্ব্যঙ্গুলায়ামে তদর্দ্ধঞ্চৈব বিস্তরে।
উন্নতোদরমধ্যে তু রক্তান্তে শুভলক্ষণে ॥ ৩৩
তারকার্দ্ধবিভাগেন দৃষ্টিঃ স্যাৎ পঞ্চভাগিকা ॥
দ্ব্যঙ্গুলন্তু ভ্রুবোর্মধ্যে নাসামূলমথাঙ্গুলম্।
নাসাগ্রবিস্তরং তদ্বৎ পুটদ্বয়মথানতম্ ॥ ৩৫
নাসাপুটবিলং তদ্বদর্দ্ধাঙ্গুলমুদাহৃতম্।
কপোলে দ্ব্যঙ্গুলে তদ্বৎ কর্ণমূলাদ্বিনির্গতে ॥
হন্বগ্রমঙ্গুলং তদ্বদ্বিস্তারো দ্ব্যঙ্গুলো ভবেৎ।
অর্দ্ধাঙ্গুলা ভ্রুবো রাজী প্রণালসদৃশী সমা ॥ ৩৭
অর্দ্ধাঙ্গুলসমস্তদ্বদুত্তরোষ্ঠস্তু বিস্তরে।
নিষ্পাবসদৃশং তদ্বন্নাসাপুটদলং ভবেৎ ॥ ৩৮

বৃহৎ প্রতিমা গৃহে প্রশস্ত নহে। প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা-পরিমাণ ষোড়শ বিতস্তি পর্য্যন্ত, কিন্তু কদাচ ইহার অধিক করিবে না। প্রতিমার উত্তম মধ্যম এবং অধম এই ভেদ-ত্রয় বিত্তবানুসারেই জানিতে হইবে। যে যে পরিমাণ উচ্চতা, প্রথমে তাহাকে অষ্টধা বিভক্ত করিয়া একভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশিষ্ট সাত ভাগ গ্রহণ করিবে এবং উহার দুইভাগে প্রতিমা সংস্থাপন ও অবশিষ্টাংশকে তিনভাগ করিয়া উহার প্রথম ভাগে পীঠিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অতিনীচও হইবে না বা অতি উচ্চও হইবে না। প্রতমার মুখ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য মানকে নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার চারি অঙ্গুলিমানে গ্রীবা, তাহার নিম্নে একভাগে হৃদয়, এবং তন্নিম্নের একভাগে শোভন নাভি বিন্যাস করিবে। কি নিম্ন-বিস্তার, কি ঊর্দ্ধ-বিস্তার, সর্ব্বত্রই অঙ্গুলি দ্বারা পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে। নাভির অধোদিকে একভাগে মেঢ্র, দুইভাগে উন্নত ঊরুদ্বয়, চারি অঙ্গুলিতে জানুদ্বয়, দুইভাগে জঙ্ঘা-দ্বয়, চারি অঙ্গুলিতে পাদদ্বয় এবং মৌলি হইবে—চতুর্দ্দশ অঙ্গুলীতে। ইহা প্রতিমার দৈর্ঘ্যপরিমাণ কথিত হইল, এখন অবয়বনিচয়ের বিস্তার মান শ্রবণ করুন। নাসিকার ঊর্দ্ধে ললাট চতুরঙ্গুল, হনু দ্ব্যঙ্গুল, ওষ্ঠ একাঙ্গুল, ললাটবিস্তৃতির অষ্টাঙ্গুল মধ্যেই ভ্রূদ্বয়, ভ্রূলেখা অর্দ্ধা-ঙ্গুল ঐ ভ্রূলেখার মধ্যভাগ ধনুর ন্যায় আনত, অগ্রভাগ উন্নত এবং উহা এরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিবে যেন উহা তীক্ষ্ণ ও মৃদুগুণযুক্ত হয়। লোচনদ্বয় দ্ব্যঙ্গুলায়াম, বিস্তার তাহার অর্দ্ধ, মধ্য রক্তাভ ও উন্নত এবং শুভলক্ষণান্বিত।২০—৩৩। ঐ নয়নমান তারকামানের পাঁচগুণ হইলেই শোভমান হইয়া থাকে। ভ্রূমধ্য দ্ব্যঙ্গুল, নাসামূল এবং নাসাগ্র একাঙ্গুল এবং নাসাপুট দুটী আনত। নাসাপুটদ্বয়ের রন্ধ্র অর্দ্ধাঙ্গুল। কর্ণমূল হইতে কপোলদ্বয় দ্ব্যঙ্গুল, হনুর অগ্রভাগ দ্ব্যঙ্গুল, প্রণালসদৃশ ভ্রূরাজী অর্দ্ধা-ঙ্গুল, উত্তরোষ্ঠ ও অধরোষ্ঠ অর্দ্ধাঙ্গুল এবং উভয় দিকে সমান নাসাপুটদল নিষ্পাব সদৃশ,

সৃক্কণী জ্যোতিষাল্যে তু কর্ণমূলাৎ ষড়ঙ্গুলে।
কর্ণৌ তু ভ্রূসমৌ জ্ঞেয়াবূর্দ্ধন্তু চতুরঙ্গুলৌ॥
দ্ব্যঙ্গুলৌ কর্ণপাশৌ তু মাত্রামেকান্তু বিস্তৃতৌ।
কর্ণয়োরুপরিষ্টাচ্চ মস্তকং দ্বাদশাঙ্গুলম্॥ ৪০
ললাটাৎ পৃষ্ঠতোঽর্দ্ধেন প্রোক্তমষ্টাদশাঙ্গুলম্
ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলশ্চাস্য পরিণাহঃ শিরোগতঃ॥৪১
সকেশনিচয়ো যস্য দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলঃ।
কেশান্তাদ্ধনুকা তদ্বদঙ্গুলানি তু ষোড়শ॥ ৪২
গ্রীবামধ্যপরীণাহশ্চতুর্ব্বিংশতিকাঙ্গুলঃ।
অষ্টাঙ্গুলা ভবেদ্‌গ্রীবা পৃথুত্বেন প্রশস্যতে॥
স্তন-গ্রীবান্তরং প্রোক্তমেকতালং স্বয়ম্ভুবা।
স্তনয়োরন্তরং তদ্বদ্দ্বাদশাঙ্গুলমিষ্যতে॥ ৪৪
স্তনয়োর্ম্মণ্ডলং তদ্বদ্দ্ব্যঙ্গুলং পরিকীর্ত্তিতম্।
চূচুকৌ মণ্ডলস্যান্তর্যবমাত্রাবুভৌ স্মৃতৌ॥ ৪৫
দ্বিতালঞ্চাপি বিস্তারাদ্বক্ষঃস্থলমুদাহৃতম্।
কক্ষে ষড়ঙ্গুলে প্রোক্তে বাহুমূল-স্তনান্তরে॥৪৬
চতুর্দ্দশাঙ্গুলৌ পাদাবঙ্গুষ্ঠৌ তু ত্র্যঙ্গুলৌ।
পঞ্চাঙ্গুলপরীণাহমঙ্গুষ্ঠাগ্রং তথোন্নতম্॥ ৪৭
অঙ্গুষ্ঠকসমা তদ্বদায়ামা স্যাৎ প্রদেশিনী।
তস্যাঃ ষোড়শভাগেন হীয়তে মধ্যমাঙ্গুলী॥৪৮
অনামিকাষ্টভাগেন কনিষ্ঠা চাপি হীয়তে।
পর্ব্বত্রয়েণ চাঙ্গুল্যো গুল্‌ফৌ দ্ব্যঙ্গুলকৌ মতৌ।
পার্ষ্ণির্দ্ব্যঙ্গুল মাত্রন্তু কলয়োচ্চঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দ্বিপর্ব্বাঙ্গুষ্ঠকঃ প্রোক্তঃ পরীণাহশ্চ দ্ব্যঙ্গুলঃ॥৫০
প্রদেশিনীপরীণাহস্ত্র্যঙ্গুলঃ সমুদাহৃতঃ।
কন্যসা চাষ্টভাগেন হীয়তে ক্রমশো দ্বিজাঃ॥৫১
অঙ্গুলেনোচ্ছ্রয়ঃ কার্য্যো হ্যঙ্গুষ্ঠস্য বিশেষতঃ।
তদর্দ্ধেন তু শেষাণামঙ্গুলীনাং তথোচ্ছ্রয়ঃ॥৫২
জঙ্ঘাগ্রে পরিণাহস্তু অঙ্গুলানি চতুর্দ্দশ।
জঙ্ঘামধ্যে পরিণাহস্তথৈবাষ্টাদশাঙ্গুলঃ॥ ৫৩
জানুমধ্যে পরীণাহ একবিংশতিরঙ্গুলঃ।
জানূচ্ছ্রয়োঽঙ্গুলঃ প্রোক্তো মণ্ডলন্তু ত্র্যঙ্গুলম্
উরুমধ্যে পরীণাহো হ্যষ্টাবিংশতিকাঙ্গুলঃ।
একত্রিংশোপরিষ্টাচ্চ বৃষণৌ তু ত্র্যঙ্গুলৌ।
দ্ব্যঙ্গুলঞ্চ তথা মেঢ্রং পরিণাহঃ ষড়ঙ্গুলঃ।
মণিবন্ধাদধো বিদ্যাৎ কেশরেখান্তথৈব চ॥৫৬
মণিকোষপরীণাহশ্চতুরঙ্গুল ইষ্যতে।
বিস্তরেণ ভবেৎ তদ্বৎ কটিরষ্টাদশাঙ্গুলা॥৫৭
দ্বাবিংশতি তথা স্ত্রীণাং স্তনৌ চ দ্বাদশাঙ্গুলৌ

সৃক্কণী জ্যোতিরাকার, কর্ণমূল ষড়ঙ্গুল, কর্ণদ্বয় ভ্রূর ন্যায়। উহার দৈর্ঘ্য হইবে চতুরঙ্গুলী। কর্ণপার্শ্ব দ্ব্যঙ্গুল, এবং একমাত্রা বিস্তৃত। কর্ণের উপর দিকে মস্তক দ্বাদশাঙ্গুল, ললাট হইতে পৃষ্ঠের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত অষ্টাদশাঙ্গুল এবং মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃতি ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুল। কেশসমূহ দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুল ও কেশের শেষাংশ হইতে হনু পর্য্যন্ত ষোড়শাঙ্গুল। গ্রীবার মধ্যবিস্তৃতি চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি এবং গ্রীবাবিস্তার অষ্টাঙ্গুল হইবে। স্তন এবং গ্রীবার মধ্যদেশ একতাল পরিমাণ, ইহা স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন। ঐ স্তনান্তর দ্বাদশাঙ্গুল, স্তনমণ্ডল দ্ব্যঙ্গুল, চুচকমণ্ডল যবপরিমাণ এবং বক্ষোবিস্তৃতি দ্বিতাল পরিমাণ। বাহুমূল হইতে স্তন পর্য্যন্ত কক্ষদ্বয় ষড়ঙ্গুল, পাদদ্বয় চতুর্দ্দশাঙ্গুল, অঙ্গুষ্ঠ ত্র্যঙ্গুল, অঙ্গুষ্ঠাগ্র উন্নত এবং পঞ্চাঙ্গুল বিস্তার-সমন্বিত। তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠামানের সমান দীর্ঘ। মধ্যমাঙ্গুলী তর্জ্জনীর ষোড়শাংশের একাংশ অধিক। কনিষ্ঠাঙ্গুলী অনামিকা হইতে অষ্টাংশ পরিহীণ এবং পর্ব্বত্রয়ান্বিত। গুল্‌ফদ্বয় দ্ব্যঙ্গুল, পার্ষ্ণিদ্বয় দ্ব্যঙ্গুল, কিন্তু গুল্‌ফ হইতে এককলা অধিক। অঙ্গুষ্ঠের বিস্তৃতি দ্ব্যঙ্গুল এবং প্রদেশিনীর ত্র্যঙ্গুল। হে দ্বিজগণ! কনিষ্ঠা উহা হইতে অষ্টাংশ ন্যূন। ৩৪—৫১। অঙ্গুষ্ঠার উচ্চতা একাঙ্গুল,অপরাপর অঙ্গুলিগুলি তাহার অর্দ্ধ। জঙ্ঘাগ্রবিস্তৃতি ষোড়শাঙ্গুলি, মধ্য ষোড়শ, জানুমধ্য একবিংশতি, জানুর উচ্চতা এক এবং মণ্ডল তিন অঙ্গুল। উরুমধ্য অষ্টাবিংশতি, উহার উপর একত্রিংশৎ, বৃষণ তিন, মেঢ্র দুই এবং উহার বিস্তৃতি ছয় অঙ্গুলি, মণিবন্ধের অধোদিকে কেশরেখা ও মণিকোষের বিস্তৃতি চতুরঙ্গুল। কটিবিস্তার অষ্টাদশ, স্ত্রী প্রতিমা হইলে দ্বাবিংশ; স্তন দ্বাদশ, নাভি-

নাভিমধ্যপরীণাহো দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলঃ॥ ৫৮
পুরুষে পঞ্চপঞ্চাশৎ কট্যাঞ্চৈব তু বেষ্টনম্।
কক্ষয়োরুপরিষ্টাত্তু স্কন্ধৌ প্রোক্তৌ ষড়ঙ্গুলৌ
অষ্টাঙ্গুলাস্তু বিস্তারে গ্রীবাঞ্চৈব বিনির্দ্দিশেৎ।
পরীণাহে তথা গ্রীবাং কলা দ্বাদশ নির্দ্দিশেৎ
আয়ামো ভুজয়োস্তদ্বদ্দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলঃ।
কার্য্যান্তু বাহুশিখরং প্রমাণে ষোড়শাঙ্গুলম্॥
ঊর্দ্ধং যদ্বাহুপর্য্যন্তং বিন্দ্যাদষ্টাঙ্গুলং শতম্।
তথৈকাঙ্গুলহীনন্তু দ্বিতীয়ং পর্ব্ব উচ্যতে॥৬২
বাহুমধ্যে পরীণাহো ভবেদষ্টাদশাঙ্গুলঃ।
ষোড়শোক্তঃ প্রবাহুস্তু ষট্‌কলোঽগ্রকরো মতঃ
সপ্তাঙ্গুলং করতলং পঞ্চ মধ্যাঙ্গুলী মতা।
অনামিকা মধ্যমায়াঃ সপ্তভাগেন হীয়তে॥৬৪
তস্যাস্তু পঞ্চভাগেন কনিষ্ঠা পরিহীয়তে।
মধ্যমায়াস্তু হীনা বৈ পঞ্চভাগেন তর্জ্জনী॥ ৬৫
অঙ্গুষ্ঠস্তর্জ্জনীমূলাদধঃ প্রোক্তস্তু তৎসমঃ।
অঙ্গুষ্ঠপরিণাহস্তু বিজ্ঞেয়শ্চতুরঙ্গুলঃ॥ ৬৬
শেষাণামঙ্গুলীনান্তু ভাগো ভাগেন হীয়তে।
মধ্যমাপর্ব্বমধ্যন্তু অঙ্গুলদ্বয়মায়তম্॥ ৬৭
যবো যবেন সর্ব্বাসাং তস্যাস্তস্যাঃ প্রহীয়তে।
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমধ্যন্তু তর্জ্জন্যাং সদৃশং ভবেৎ॥ ৬৮
যবদ্বয়াধিকং তদ্বদগ্রপর্ব্ব উদাহৃতম্।
পর্ব্বার্দ্ধে তু নখান্ বিদ্যাদঙ্গুলীষু সমন্ততঃ॥৬৯
স্নিগ্ধং শ্লক্ষ্ণং প্রকুর্ব্বীত ঈষদ্রক্তং তথাগ্রতঃ।
নিম্নপৃষ্ঠং ভবেন্মধ্যে পার্শ্বতঃ কলয়োচ্ছ্রিতম্॥ ৭০
তথৈব কেশবল্লীঃ স্কন্ধোপরি দশাঙ্গুলা।
স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাস্তু তবক্ষাঃ স্তনোরুজঘনাধিকাঃ॥৭১
চতুর্দ্দশাঙ্গুলায়ামমুদরং নাম নির্দ্দিশেৎ।
নানাভরণসম্পন্নাঃ কিঞ্চিৎশ্লক্ষ্ণভুজাস্ততঃ॥ ৭২
কিঞ্চিদ্দীর্ঘং ভবেদ্বক্ত্রমলকাবলিকন্তথা।
নাসা গ্রীবা ললাটঞ্চ সার্দ্ধমাত্রং ত্র্যঙ্গুলম্॥ ৭৩
অধ্যর্দ্ধাঙ্গুলবিস্তারঃ শস্তস্তেঽধরপল্লবঃ।
অধিকং নেত্রযুগ্মস্তু চতুর্ভাগেণ নির্দ্দিশেৎ।
গ্রীবাবলিশ্চ কর্ত্তব্যা কিঞ্চিদর্দ্ধাঙ্গুলোচ্ছ্রয়া॥ ৭৪
এবং নারীষু সর্ব্বাসু দেবানাং প্রতিমাসু চ।
তব চালমিদং প্রোক্তং লক্ষণং পাপনাশনম্॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে দেবার্চ্চানুকীর্ত্তনে প্রমাণানুকীর্ত্তনং নামাষ্টপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫৮॥

মধ্য দ্বিচত্বারিংশৎ। পুরুষ হইলে কটিবন্ধন পঞ্চান্ন। কক্ষের উপরে স্কন্ধ ষড়ঙ্গুল, গ্রীবা আট, উহার দৈর্ঘ্য দ্বাদশ কলা। ভুজদ্বয়ের আয়াম দ্বিচত্বারিংশৎ, বাহুর লম্বমান পরিমাণ ষোড়শ, বাহুর ঊর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশ, দ্বিতীয় পর্ব্ব উহা হইতে একাঙ্গুল কম, বাহুমধ্যে অষ্টাদশ, প্রবাহু ষোড়শ, অগ্রকর ষষ্ঠ কলা, করতল ও মধ্যাঙ্গুল পঞ্চাঙ্গুল পরিমাণ হইবে। অনামিকা মধ্যমামানের সপ্তমাংশ, কনিষ্ঠা তাহার পঞ্চভাগ, এবং মধ্যমা হইতে তর্জ্জনী পঞ্চভাগ কম। তর্জ্জনী মুলের অধোদিক হইতে অঙ্গুষ্ঠ সমানাংশ, এবং দীর্ঘ চতুরঙ্গুল। অবশিষ্টগুলি পরস্পর এক এক ভাগ কম। মধ্যমার পর্ব্বমধ্যভাগ অঙ্গুলদ্বয় আয়ত, কিন্তু এক এক যব কম। অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বমধ্য তর্জ্জনীর সমান; কিন্তু অগ্র পর্ব্ব যবদ্বয় অধিক। সকল অঙ্গুলীরই অগ্র পর্ব্বের অর্দ্ধভাগ নখরাজি-বিরাজিত এবং উহা স্নিগ্ধ মৃদু ও অগ্রভাগে ঈষৎ রক্তাভ হইবে। মধ্যদিকে নিম্নপৃষ্ঠ সন্নিবিষ্ট ও পার্শ্ব এক কলা উচ্চ হইবে। কেশবল্লী স্কন্ধদেশে দশাঙ্গুল লম্বমান থাকিবে। স্ত্রী-প্রতিমার স্তন, উরু এবং জঘন অধিক ঘন হইবে, উদর হইবে চতুর্দ্দশাঙ্গুল এবং ভুজ সকল বিবিধ ভূষণে ভূষিত ও মৃদু হইবে। গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ এবং উত্তম অলকাবলী-সমন্বিত। নাসা, গ্রীবা ও ললাট সার্দ্ধ ত্র্যঙ্গুল এবং অধরপল্লব অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমাণ হইবে। নয়নযুগল চতুর্থাংশের কিঞ্চিদধিক এবং গ্রীবাবলি অর্দ্ধাঙ্গুলির কিঞ্চিৎ অধিক উচ্চ হইবে। স্ত্রীদেবতার প্রতিমার বিষয় এই তোমার নিকট বিস্তারপূর্ব্বক যথাযথ

একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দেবাকারান্ বিশেষতঃ
দশতালঃ স্মৃতো রামো বলির্বৈরোচনিস্তথা ॥ ১
বারাহো নারসিংহশ্চ সপ্ততালস্তু বামনঃ।
মৎস্য কূর্ম্মৌ চ নির্দ্দিষ্টৌ যথাশোভং স্বয়ম্ভুবা ॥ ২
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি রুদ্রাস্যাকারমুত্তমম্।
স পীনোরু-ভুজ স্কন্ধস্তপ্তকাঞ্চনসপ্রভঃ ॥ ৩
শুক্লোঽর্করশ্মিসঙ্ঘাতশ্চন্দ্রাঙ্কিতজটো বিভুঃ।
জটামুকুটধারী চ দ্ব্যষ্টবর্ষাকৃতিশ্চ সঃ ॥ ৪
বাহু বারণহস্তাভৌ বৃত্তজঙ্ঘে রুমণ্ডলঃ।
ঊর্দ্ধকেশশ্চ কর্ত্তব্যো দীর্ঘায়তবিলোচনঃ ॥ ৫
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানঃ কটিসূত্রত্রয়ান্বিতঃ।
হার-কেয়ূরসম্পন্নো ভুজঙ্গাভরণস্তথা ॥ ৬
বাহবশ্চাপি কর্ত্তব্যা নানাভরণভূষিতাঃ।
পীনোরুগণ্ডফলকঃ কুণ্ডলাভ্যাম লঙ্কৃতঃ ॥ ৭
আজানুলম্ববাহুশ্চ সৌম্যমূর্ত্তিঃ সুশোভনঃ।
খেটকং বামহস্তে তু খড়্গঞ্চৈব তু দক্ষিণে ॥ ৮
শক্তিং দণ্ডং ত্রিশূলঞ্চ দক্ষিণেষু নিবেশয়েৎ।
কপালং বামপার্শ্বে তু নাগং খট্টাঙ্গমেব চ ॥ ৯
একশ্চ বরদো হস্তস্তথাক্ষবলয়োঽপরঃ।
বৈশাখস্থানকং কৃত্বা নৃত্যাভিনয়সংস্থিতঃ ॥ ১০
নৃত্যন্ দশভুজঃ কার্য্যো গজচর্ম্মধরস্তথা।
তথা ত্রিপুরদাহে চ বাহবঃ ষোড়শৈব তু ॥ ১১
শঙ্খং চক্রং গদা শার্ঙ্গং ঘণ্টা তত্রাধিকা ভবেৎ
তথা ধনুঃ পিনাকঞ্চ শরো বিষ্ণুময়স্তথা ॥ ১২
চতুর্ভুজোঽষ্টবাহুর্বা জ্ঞানযোগেশ্বরো মতঃ।
তীক্ষ্ণনাসাগ্রদশনঃ করালবদনো মহান্ ॥ ১৩

কীর্ত্তন করিলাম। এই সকল প্রতিমালক্ষণ পাপনাশক জানিবে। ৫২—৭৫।

অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৫৮

ঊনষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অনন্তর দেবমূর্ত্তির বিষয় বিশেষরূপে বলিতেছি। ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—রাম, বিরোচনতনয় বলি, বরাহ এবং নরসিংহ, ইঁহারা দশতাল প্রমাণ হইবেন; কিন্তু বামন হইবেন সপ্ততালপ্রমাণ; মৎস্য ও কূর্ম্মমূর্ত্তি যেরূপ করিলে সুন্দর হয়, তাহাই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট। অতঃপর রুদ্রের আকার বলিতেছি,—তাঁহার উরু পীন এবং ভুজ ও স্কন্ধদ্বয় তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় প্রভাবিত হইবে। সেই বিভুর জটাজুট শুভ্র অর্করশ্মিসমূহের ন্যায় এবং চন্দ্রাঙ্কিত হইবে; তিনি জটামুকুটধারী হইবেন এবং তাঁহার আকৃতি হইবে ষোড়শবর্ষীয় যুবক সদৃশ। তাঁহার বাহুদ্বয়, হস্তি-হস্ততুল্য, জঙ্ঘা ও উরুমণ্ডল সুগোল, কেশকলাপ ঊর্দ্ধমুখ, লোচন সুবিশাল এবং আয়ত; তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কটিদেশ সূত্রত্রয়সমন্বিত, বক্ষঃস্থলে হার বিলম্বিত, কর্ণে কেয়ূর পরিশোভিত এবং তাঁহার ভূষণ হইবে ভুজঙ্গগণ। তাঁহার বাহুনিচয় নানা-ভূষণে ভূষিত করিতে হইবে এবং পীন উরু-মণ্ডল কুণ্ডল দ্বারা অলঙ্কৃত হইবে। তাঁহার বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত হইবে। তিনি সুশোভন সৌম্যমূর্ত্তি হইবেন। তাঁহার বামহস্তে খেটক ও দক্ষিণ হস্তে খড়্গ থাকিবে এবং শক্তি, দণ্ড ও ত্রিশূল দক্ষিণপার্শ্বে বিন্যাসিত করিতে হইবে এবং বামপার্শ্বে কপাল, নাগ, এবং খট্টাঙ্গ রক্ষিত হইবে। তিনি যখন বৃষারূঢ় হইয়া নৃত্যাভিনয়ে নিযুক্ত থাকিবেন, তখন তাঁহার দ্বিহস্ত; এক হস্তে তিনি বরদান করিতেছেন, তাঁহার অপর হস্তে হার-বলয়। তিনি যখন নৃত্য করিবেন, তখন তাঁহার গজচর্ম্মযুক্ত দশভুজ জানিবে। ত্রিপুরদাহ কালে তাঁহার ষোড়শবাহু মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, ধনুঃ, পিনাক ও বিষ্ণুময় শর এই সকল অষ্টবাহু মূর্ত্তির অষ্ট হস্তে থাকিবে।১-১২। তিনি জ্ঞান-যোগেশ্বর মূর্ত্তিতে কখন অষ্টবাহু, কখন বা চতুর্ভুজ হইবেন। কখন ও নাসাগ্র তীক্ষ্ণ,

ভৈরবঃ শস্যতে লোকে প্রত্যায়তনসংস্থিতঃ।
ন মূলায়তনে কার্য্যো ভৈরবস্ত ভয়ঙ্করঃ॥১৪
নারসিংহো বরাহো বা তথান্যেঽপি ভয়ঙ্করাঃ
নাধিকাঙ্গা ন হীনাঙ্গাঃ কর্ত্তব্যা দেবতাঃ কচিৎ
স্বামিনং ঘাতয়েন্ন্যূনা করালবদনা তথা।
অধিকা শিল্পিনং হন্যাৎ কৃশা চৈবার্থনাশিনী॥
কৃশোদরী তু দুর্ভিক্ষং নির্ম্মাংসা ধননাশিনী।
বক্রনাসা তু দুঃখায় সঙ্ক্ষিপ্তাঙ্গী ভয়ঙ্করী॥ ১৭
চিপিটা দুঃখশোকায় অনেত্রা নেত্রনাশিনী।
দুঃখদা হীনবক্ত্রা তু পাণি-পাদকৃশা তথা॥ ১৮
হীনাঙ্গা হীনজঙ্ঘা চ ভ্রমোন্মাদকরী নৃণাম্।
শুষ্কবক্ত্রা * তু রাজানং কটিহীনা চ যা ভবেৎ।
পাণি পাদবিহীনো যো জায়তে মারকো মহান্
জঙ্ঘা-জানুবিহীনা চ শত্রুকল্যাণকারিণী॥ ২০
পুত্রমিত্রবিনাশায় হীনবক্ষঃস্থলা তু যা।
সম্পূর্ণাবয়বা যা তু আয়ুর্লক্ষ্মীপ্রদা সদা॥ ২১
এবং লক্ষণমাসাদ্য কর্ত্তব্যঃ পরমেশ্বরঃ।
স্তূয়মানঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্তাদ্দর্শয়েত্তবম্॥ ২২
শক্রেণ নন্দিনা চৈব মহাপালেন শঙ্করম্।
প্রণতা লোকপালাস্ত পার্শ্বে তু গণনায়কাঃ॥২৩
নৃত্যদ্ভৃঙ্গিরিটিশ্চৈব ভূত-বেতালসংবৃতাঃ।
সর্ব্বে হৃষ্টাস্ত কর্ত্তব্যাঃ স্তবন্তঃ পরমেশ্বরম্॥ ২৪

গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর-কিন্নরাণা-
মথাপ্সরো-গুহ্যক-নায়কানাম্।
গণৈরনেকৈঃ শতশো মহেন্দ্রৈ-
র্মুনিপ্রবীরৈরপি নম্যমানম্॥২৫
ধৃতাক্ষসূত্রৈঃ শতশঃ প্রবাল-
পুষ্পোপহারপ্রচয়ং দদদ্ভিঃ।
সংস্তূয়মানং ভগবন্তমীড্যং
নেত্রত্রয়েণামরমর্ত্ত্যপূজ্যম্॥ ২৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রতিমালক্ষণে
একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৫৯॥

বদন ভীষণ ও করাল,—ইহা তাঁহার ভৈরব মূর্ত্তি, এই মূর্ত্তি যে কোন আয়তনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ভৈরব, নারসিংহ, বরাহ এবং অন্যান্য ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি মূলায়তনে কদাচ প্রতিষ্ঠিত করিবে না। কোন দেবতাকেই অধিকাঙ্গ বা হীনাঙ্গ করিবে না, হীনাঙ্গা ও করালমুখী প্রতিমা গৃহপতিকে বিনাশিত করে। অধিকাঙ্গা মূর্ত্তি শিল্পীকে এবং কৃশাঙ্গা অর্থ বিনাশ করে। কৃশোদরী দুর্ভিক্ষ আনয়ন করে এবং মাংসহীনা ধননাশ করিয়া থাকে। বক্রনাসা দুঃখদাত্রী, সংক্ষিপ্তাঙ্গী ভয়ঙ্করী, চিপিটা দুঃখশোকপ্রদা, নেত্রহীনা নেত্র নাশিনী, এবং বক্ত্রহীনা ও কৃশ-হস্তপদ মূর্ত্তি দুঃখদা হয়। হীনাঙ্গা বিশেষতঃ হীনজঙ্ঘা মূর্ত্তিমানবের ভ্রমোন্মাদকরী ও শুষ্কবক্ত্রা বা কটিহীনা রাজপীড়াদায়িনী, যে সকল মূর্ত্তির হস্ত পদ নাই, তাহারা ভীষণ মহামারী উপস্থাপিত করে এবং জঙ্ঘা কিংবা জানু-বিহীনা হইলে শত্রুর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত করিয়া থাকে; বক্ষস্থলশূন্য হইলে পুত্রমিত্র বিনাশ করে। সর্ব্বাবয়পূর্ণা মূর্ত্তিই আয়ু ও লক্ষ্মী-প্রদা; অতএব বিহিত লক্ষণানুসারে পরমেশের পূর্ণমূর্ত্তিই নির্ম্মাণ করিবে। ঐ মূর্ত্তির চারিদিকে দেবগণ স্তব করিতে করিতে ভবকে দর্শন করেন; ইন্দ্র, নন্দী বিষ্ণু ইঁহারা প্রণত হইয়া থাকিবেন, অষ্টলোকপাল ও গণনায়কগণ পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান থাকিবেন, এবং বেতালগণ সহ ভূতগণ ইতস্ততঃ নৃত্য করিতে করিতে স্তব সহকারে পরমেশকে দর্শন করিবেন। গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, কিন্নর, অপ্সরা, গুহ্যক, অনেক গণনায়ক, শত শত মুনিপ্রবর এবং মহেন্দ্র, ইঁহারা ইতস্ততঃ প্রণত হইয়া যেন অমর ও মর্ত্ত্যপূজ্য স্তূয়মান ভগবান্ ত্রিনয়নকে অক্ষসূত্র দ্বারা বিধৃত প্রবাল পুষ্পোপহার প্রদান করিতেছেন।১৩—২৬।
ঊনষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫৯॥

* বক্রবক্ত্রেতি পাঠান্তরম্।

ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি অর্দ্ধনারীশ্বরং পরম্।
অর্দ্ধেন দেবদেবস্য নারীরূপং সুশোভনম্॥ ১
ঈশার্দ্ধে তু জটাভাগো বালেন্দুকলয়া যুতঃ।
উমার্দ্ধে চাপি দাতব্যৌ সীমন্ত-তিলকাবুভৌ॥ ২
বাসুকিং দক্ষিণে কর্ণে বামে কুণ্ডলমাদিশেৎ।
বালিকা চোপরিষ্টাত্তু কপালং দক্ষিণে করে।
ত্রিশূলং বাপি কর্ত্তব্যং দেবদেবস্য শূলিনঃ॥ ৩
বামতো দর্পণং দদ্যাদুৎপলন্তু বিশেষতঃ।
বামবাহুশ্চ কর্ত্তব্যঃ কেয়ূর-বলয়ান্বিতঃ॥ ৪
উপবীতঞ্চ কর্ত্তব্যং মণিমুক্তাময়ং তথা।
স্তনভারং তথার্দ্ধে তু বামে পীনং প্রকল্পয়েৎ।
পরার্দ্ধমুজ্জ্বলং কুর্য্যাচ্ছ্রোণ্যর্দ্ধে তু তথৈব চ॥ ৬
লিঙ্গার্দ্ধমূর্দ্ধগং কুর্য্যাদ্‌ব্যালাজিনকৃতাম্বরম্।
বামে লম্বপরীধানং কটিসূত্রত্রয়ান্বিতম্॥ ৭
নানারত্নসমোপেতং দক্ষিণে ভুজগান্বিতম্।
দেবস্য দক্ষিণং পাদং পদ্মোপরি সুসংস্থিতম্॥ ৮
কিঞ্চিদূর্দ্ধে তথা বামং ভূষিতং নূপুরেণ তু।
রত্নৈর্বিভূষিতান্ কুর্য্যাদঙ্গুলীষঙ্গুলীয়কান্॥ ৯
সালক্তকং তথা পাদং পার্ব্বত্যা দর্শয়েৎ সদা।
অর্দ্ধনারীশ্বরস্যেদং রূপমস্মিন্নুদাহৃতম্॥ ১০
উমামহেশ্বরস্যাপি লক্ষণং শৃণুত দ্বিজাঃ।
সংস্থানন্তু তয়োর্বক্ষ্যে লীলাললিতবিভ্রমম্॥ ১১
চতুর্ভুজং দ্বিবাহুং বা জটাভারেন্দুভূষণম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তমুমৈকস্কন্ধপাণিনম্॥ ১২
দক্ষিণেনোৎপলং শূলং বামে কুচভরে করম্।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানং নানারত্নোপশোভিতম্॥ ১৩
সুপ্রতিষ্ঠং সুবেশঞ্চ তথার্দ্ধেন্দুকৃতাননম্।
বামে তু সংস্থিতা দেবী তস্যোরৌ বাহুগূহিতা
শিরোভূষণসংযুক্তৈরলকৈর্ললিতাননা।
সবালিকা কর্ণবতী ললাটতিলকোজ্জ্বলা॥ ১৪
মণিকুণ্ডলসংযুক্তা কর্ণিকাভরণা কচিৎ।

ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অধুনা দেবদেবের পরম অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির বিষয় বলিতেছি। তাঁহার অর্দ্ধাংশে সুশোভন নারীরূপ বিরাজিত। উঁহার অর্দ্ধাংশ ঈশমূর্ত্তিতে বালচন্দ্রকলাযুক্ত জটাভার এবং যে অর্দ্ধে উমামূর্ত্তি, তাহাতে সীমন্ত ও তিলক অর্পণ করিতে হইবে। ঐ মূর্ত্তির দক্ষিণ কর্ণ বাসুকি দ্বারা ও বামকর্ণ কুণ্ডল দ্বারা মণ্ডিত করিবে। কণ্ঠে মাল, দেবদেব শূলীর দক্ষিণ করে কপাল বা ত্রিশূল এবং বামদিকে উৎপল ও দর্পণ অর্পিত হইবে। কেয়ুর বলয়দ্বারা তাঁহার বামবাহু বিভূষিত হইবে এবং মণিমুক্তাময় উপবীত যথাস্থানে বিন্যস্ত করিবে। বামার্দ্ধে পীন স্তনভার এবং পরার্দ্ধে উজ্জ্বল পীনশ্রোণী কল্পিত করিবে। শার্দ্দূলচর্ম্মাবৃত লিঙ্গার্দ্ধ ঊর্দ্ধগ করিবে, বামভাগ নানারত্ন সমন্বিত লম্বমান কটিসূত্রত্রয়ান্বিত এবং দক্ষিণভাগ ভুজগবেষ্টিত হইবে। দেবদেবের দক্ষিণ-পাদ পদ্মোপরি সংস্থাপিত থাকিবে। উহারই কিছু ঊর্দ্ধে বামপাদ নূপুর দ্বারা ভূষিত হইবে এবং রত্ন দ্বারা ভূষিত করিয়া অঙ্গুলিসকলে অঙ্গুরীয়ক বিন্যস্ত করিতে হইবে। পার্ব্বতীর পাদদ্বয় অলক্ত দ্বারা রঞ্জিত করিবে। ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বরের রূপ বর্ণিত হইল। ১—১০।

অধুনা লীলাললিত-বিভ্রম উমামহেশ্বরের সংস্থান লক্ষণাদি কথিত হইতেছে। উমা-মহেশ্বরের চতুর্বাহু বা দ্বিবাহু হইবে এবং জটাভার চন্দ্রভূষণে বিভূষিত করিবে। উঁহার তিনটী নয়ন। একখানি হস্ত উমার দক্ষিণ স্কন্ধে ন্যস্ত এবং দক্ষিণদিকে পদ্ম ও শূল কল্পিত হইবে। মহেশ্বরের বামকর উমার কুচোপরি রক্ষিত থাকিবে, ঐ মূর্ত্তির পরিধানে নানারত্ন-খচিত ব্যাঘ্রাম্বর, অবস্থান মনোরম ও মুখার্দ্ধ অর্দ্ধচন্দ্র মণ্ডিত এই মূর্ত্তির বাম-ভাগে উমা দেবী বিরাজিত এবং উমার উরুতে বামদেবের বামবাহু রক্ষিত থাকিবে ললিত-অলকাবলীদ্বারা উমার শিরোভূষণ ললাটে উজ্জ্বল ত্রিপুণ্ড্রক, শ্রুতিযুগল মণিকুণ্ডলে

হারকেয়ূরবহুলা হরবক্ত্রাবলোকিনী ॥ ১৬
বামাংসং দেবদেবস্য স্পৃশন্তী লীলয়া ততঃ।
দক্ষিণন্তু বহিঃ কৃত্বা বাহুং দক্ষিণতস্তথা ॥ ১৭
স্কন্ধং বা দক্ষিণে কুক্ষৌ স্পৃশন্ত্যঙ্গুলকৈঃ ক্বচিৎ।
বামে তু দর্পণং দদ্যাদুৎপলং বা সুশোভনম্।
কটিসূত্রত্রয়ঞ্চৈব নিতম্বে স্যাৎ প্রলম্বকম্।
জয়া চ বিজয়া চৈব কার্ত্তিকেয়-বিনায়কৌ ॥ ১৯
পার্শ্বয়োর্দর্শয়েৎ তত্র তোরণে গণগুহ্যকান্।
মালা-বিদ্যাধরাংস্তদ্বদ্বীণাবানপ্সরোগণঃ ॥ ২০
এতদ্রূপমুমেশস্য কর্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
শিব-নারায়ণং বক্ষ্যে সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২১
বামার্দ্ধে মাধবং বিদ্যাদ্দক্ষিণে শূলপাণিনম্।
বাহুদ্বয়ঞ্চ কৃষ্ণস্য মণিকেয়ূরভূষিতম্ ॥ ২২
শঙ্খ-চক্রধরং শান্তমারক্তাঙ্গুলিবিভ্রমম্।
চক্রস্থানে গদাং বাপি পাণৌ দদ্যাদ্গদাভৃতঃ ॥
শঙ্খঞ্চৈবেতরে দদ্যাৎ কট্যর্দ্ধং ভূষণোজ্জ্বলম্।
পীতবস্ত্রপরীধানং চরণং মণিভূষণম্ ॥ ২৪
দক্ষিণার্দ্ধে জটাভারমর্দ্ধেন্দুকৃতভূষণম্।
ভুজঙ্গহারবলয়ং বরদং দক্ষিণং করম্।
দ্বিতীয়ঞ্চাপি কুর্ব্বীত ত্রিশূলবরধারিণম্।
ব্যালোপবীতসংযুক্তং কট্যর্দ্ধং কৃত্তিবাসসম্ ॥ ২৬
মণি-রত্নৈশ্চ সংযুক্তং পাদং নাগবিভূষিতম্।
শিব-নারায়ণস্যৈবং কল্পয়েদ্রূপমুত্তমম্ ॥ ২৭
মহাবরাহং বক্ষ্যামি পদ্মহস্তং গদাধরম্।
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাগ্রঘোণাস্যং মেদিনীবামকূর্পরম্ ॥ ২৮
দংষ্ট্রাগ্রেণোদ্ধৃতাং দান্তাং ধরণীমুৎপলান্বিতাম্।
বিস্ময়োৎফুল্লবদনামুপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৯
দক্ষিণং কটিসংস্থন্তু করং তস্যাঃ প্রকল্পয়েৎ।

মণ্ডিত এবং ক্বচিৎ ক্বচিৎ কর্ণিকার আভরণে বিভূষিত এবং তিনি যেন হারকেয়ূরে পরিশোভিত হইয়া অনিমেষলোচনে ত্রিলোচনের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। উমাদেবী লীলাবশতঃ দেবদেবের বামাংশ স্পর্শ করিতেছেন এবং তাঁহার দক্ষিণবাহু মহেশ্বরের দক্ষিণপার্শ্ব অতিক্রম করিয়া যেন বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে এবং তিনি কখন নখররাজি দ্বারা স্কন্ধ দেশ স্পর্শ করিতেছেন; আবার কখন বা ঐ কন্ধদেশ কুক্ষিমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন। । ঐ মূর্ত্তির বামভাগে সুশোভন উৎপল বা দর্পণ অর্পিত হইবে এবং নিতম্বদেশে কটিসূত্রত্রয় লম্বমান থাকিবে। উভয় পার্শ্বে জয়া, বিজয়া, কার্ত্তিকেয়, বিনায়ক এবং তোরণদ্বারে গুহ্যকগণ, মালাধারী বিদ্যাধরগণ এবং বীণাপাণি অপ্সরোগণ দণ্ডায়মান থাকিবে। ঐশ্বর্য্যাভিলাষী মানব উমামহেশ্বরে এইরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবেন। অধুনা সর্ব্বপাপনাশন শিব-নারায়ণলক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি। ঐ মূর্ত্তির বামার্দ্ধে মাধব এবং দক্ষিণার্দ্ধে শূলপাণি থাকিবেন; মাধবের বাহুদ্বয় মণিকেয়ূরে শোভিত হইবে এবং তাহাতে চক্র ও শঙ্খ বিন্যাস করিতে হইবে। তাঁহার প্রশান্ত অঙ্গুলিসকল রক্তাভ হইবে। গদাধরকরে চক্রস্থানে গদা বা তাহার বিপরীত দিকে শঙ্খ বিন্যাসও করা যাইতে পারে। ঐ শিবনারায়ণের কটিদেশ উজ্জ্বল, পরিধান পীতবস্ত্র, চরণ মণিভূষিত, দক্ষিণার্দ্ধ অর্দ্ধেন্দুকলা দ্বারা ভূষিত ও জটাভার সমন্বিত। তদীয় দক্ষিণ কর বরদ এবং ভুজঙ্গবলয় বেষ্টিত হইবে। এতদ্ভিন্ন দ্বিতীয় বাহু ত্রিশূলান্বিত, কটিদেশ ব্যাঘ্রাম্বরবেষ্টিত, স্কন্ধদেশে সর্পোপবীত লম্বিত এবং পাদদ্বয় মণিরত্ন-সংযুক্ত ও নাগভূষিত করিতে হইবে। এইরূপেই শিব-নারায়ণের অঙ্গসকল কল্পিত হইবে। ১১—২৭। এক্ষণে মহাবরাহরূপ বলিতেছি। সেই পদ্মহস্ত বরাহ কর দ্বারা গদাধারণ করিয়াছেন, তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা উৎপলান্বিত সর্ব্বংসহা ধরণীর উদ্ধার করিয়া বাম কূর্পরে রক্ষা করিয়াছেন; তাঁহার মুখ তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাবিশিষ্ট এবং বদন সকল বিস্ময়োৎফুল্ল—উপরদিক্ হইতে বরাহের এইরূপই রূপ কল্পিত হইবে। বাম সক্থিতে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অবস্থিত থাকিবে এবং দক্ষিণ-

কূর্ম্মোপরি তথা পাদমেকং নাগেন্দ্রমূর্দ্ধনি॥ ৩০
সংস্তূয়মানং লোকেশৈঃ সমন্তাৎ পরিকল্পয়েৎ
নারসিংহস্তু কর্ত্তব্যং ভুজাষ্টকসমন্বিতম্॥ ৩১
রৌদ্রং সিংহাসনং তদ্বদ্বিদারিতমুখেক্ষণম্।
স্তব্ধপীনসটাকর্ণং দারয়ন্তং দিতেঃ সুতম্॥ ৩২
বিনির্গতান্ত্রজালঞ্চ দানবং পরিকল্পয়েৎ।
বমন্তং রুধিরং ঘোরং ভ্রূকুটীবদনেক্ষণম্॥৩৩
যুধ্যমানশ্চ কর্ত্তব্যঃ কচিৎ করণবন্ধনৈঃ।
পরিশ্রান্তেন দৈত্যেন তর্জ্জ্যমানো মুহুর্ম্মুহুঃ॥৩৪
দৈত্যং প্রদর্শয়েৎ তত্র খড়্গখেটকধারিণম্।
স্তূয়মানং তথা বিষ্ণুং দর্শয়েদমরাধিপৈঃ॥ ৩৫
তথা ত্রিবিক্রমং বক্ষ্যে ব্রহ্মাণ্ডক্রমণোল্বণম্।
পাদপার্শ্বে তথা বাহুমুপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ॥ ৩৬
অধস্তাদ্বামনং তদ্বৎ কল্পয়েৎ সকমণ্ডলুম্।
দক্ষিণে চ্ছত্রিকাং দদ্যান্মুখং দীনং প্রকল্পয়েৎ॥
ভৃঙ্গারধারিণং তদ্বদ্বলিং তস্য চ পার্শ্বতঃ।
বন্ধনঞ্চাস্য কুর্ব্বন্তং গরুড়ং তস্য দর্শয়েৎ॥ ৩৮
মৎস্যরূপং তথা মৎস্যং কূর্ম্মং কূর্ম্মাকৃতিং ন্যসেৎ
এবংরূপস্তু ভগবান্ কার্য্যো নারায়ণো হরিঃ॥৩৯
ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরঃ কর্ত্তব্যঃ স চতুর্ম্মুখঃ।
হংসারূঢ়ঃ কচিৎ কার্য্যঃ কচিচ্চ কমলাসনঃ॥ ৪০
বর্ণতঃ পদ্মগর্ভাভশ্চতুর্ব্বাহুঃ শুভেক্ষণঃ।
কমণ্ডলুং বামকরে স্রুবং হস্তে তু দক্ষিণে॥৪১
বামে দণ্ডধরং তদ্বৎ স্রুবঞ্চাপি প্রদর্শয়েৎ।
মুনিভির্দেবগন্ধর্ব্বৈঃ স্তূয়মানং সমন্ততঃ॥ ৪২
কুর্ব্বাণমিব লোকাংস্ত্রীন্ শুক্লাম্বরধরং বিভুম্।
মৃগচর্ম্মধরঞ্চাপি দিব্যযজ্ঞোপবীতিনম্॥ ৪৩
আজ্যস্থালীং ন্যসেৎ পার্শ্বে বেদাংশ্চ চতুরঃ পুনঃ।
বামপার্শ্বেঽস্য সাবিত্রীং দক্ষিণে চ সরস্বতীম্॥
অগ্রে চ ঋষয়স্তদ্বৎ কার্য্যাঃ পৈতামহে পদে
কার্ত্তিকেয়ং প্রবক্ষ্যামি তরুণাদিত্যসপ্রভম্॥
কমলোদরবর্ণাভং কুমারং সুকুমারকম্।

পদ কূর্ম্মোপরি ও বামপদ নাগেন্দ্রমস্তকে ন্যস্ত থাকিবে। তিনি লোকেশগণ কর্ত্তৃক ইতস্তত স্তূয়মান হইবেন। অতঃপর নারসিংহ মূর্ত্তি কথিত হইতেছে এই নারসিংহ অষ্টবাহুবিশিষ্ট ও রৌদ্র সিংহাসন-সমন্বিত হইবেন এবং তাঁহার মুখশোভা ভীষণাকার হইবে। তিনি যেন আকর্ণ বিস্তৃত পীন সটাদ্বারা দিতিসুতকে বিদীর্ণ করিতেছেন, তাহাতে যেন ঐ দানবের নাড়ী সকল বাহির হইয়া পড়িতেছে ও ভ্রূকুটীভীষণ-মুখ নরসিংহ কর্ত্তৃক বিদারিত দানব মুখদ্বারা যেন রুধির বমন করিতেছে। তিনি নখায়ুধ দ্বারা যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত খড়্গখেটকধারী দনুগণকে যেন মুহুর্মুহু তর্জ্জন করিতেছেন এবং অমরাধিপ ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন। অনন্তর ব্রহ্মাণ্ড আক্রমণকারী উদ্ধত ত্রিবিক্রম-রূপ বর্ণন করিতেছি। এই মূর্ত্তির উপর দিক্ হইতে পাদপার্শ্বে বাহু হইবে এবং অধোদিকে কমণ্ডলুধারী বামন দণ্ডায়মান থাকিবেন। ঐ বামনের দক্ষিণ হস্তে একটী ক্ষুদ্র ছত্র প্রদান করিতে হইবে এবং উঁহার মুখখানি দীন-ভাবাপন্ন হইবে ও তৎপার্শ্বে ভৃঙ্গারধারী বলিকে গরুড় যেন বন্ধন করিতেছে। অধুনা এতদ্ভিন্ন মৎস্য, মৎস্যের ন্যায় ও কূর্ম্ম, কূর্ম্মাকার, ইত্যাদিরূপে ভগবান্ হরির শরীরাদি নির্ম্মাণ করিবে।২৮—৩৯। ব্রহ্মাকে কমণ্ডলুধারী, চতুর্ম্মুখ, হংসারূঢ় অথবা কোথাও কমলাসন করিয়া নির্ম্মাণ করিবে। তাঁহার বর্ণ পদ্মগর্ভসম, চারিবাহু এবং আকৃতি মনোরম হইবে। তাঁহার বাম করে কমণ্ডলু, দক্ষিণে স্রুব, এবং অপর দুই হস্তেরও বাম দক্ষিণ-ক্রমে দণ্ড ও স্রুব প্রদান করিবে। মুনি ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সেই শুক্লাম্বর ও মৃগচর্ম্মধারী দিব্য যজ্ঞোপবীতান্বিত লোকত্রয়স্রষ্টা বিভু ব্রহ্মা ইতস্তত স্তুত হইতেছেন; এবং তাঁহার পার্শ্বে চারি বেদ ও আজ্যস্থালী বিন্যস্ত আছে। তাঁহার বামপার্শ্বে সাবিত্রী দেবী, দক্ষিণে সরস্বতী, এবং অগ্রে ঋষিগণ অবস্থিত থাকিবেন। এক্ষণে কার্ত্তিকেয়ের রূপ বর্ণিত হইতেছে। কার্ত্তিকেয় তরুণ আদিত্যসম প্রভাবিশিষ্ট। তাঁহার বর্ণ পদ্মগর্ভসম এবং তিনি সুকুমার কুমাররূপ হইবেন। তিনি

দণ্ডকৈশ্চামরৈর্যুক্তং ময়ূরবরবাহনম্ ॥ ৪৬
স্থাপয়েৎ স্বেষ্টনগরে ভুজান্ দ্বাদশ কারয়েৎ।
চতুর্ভুজঃ খর্ব্বটে স্যাদ্বনে গ্রামে দ্বিবাহুকঃ ॥ ৪৭
শক্তিঃ পাশস্তথা খড়্গঃ শরঃ শূলং তথৈব চ।
বরদশ্চৈকহস্তঃ স্যাদথ চাভয়দো ভবেৎ ॥ ৪৮
এতে দক্ষিণতো জ্ঞেয়াঃ কেয়ূর-কটকোজ্জ্বলাঃ
ধনুঃ পতাকা মুষ্টিশ্চ তর্জ্জনী তু প্রসারিতা ॥ ৪৯
খেটকং তাম্রচূড়ঞ্চ বামহস্তে তু শস্যতে।
দ্বিভুজস্য করে শক্তির্বামে স্যাৎ কুক্কুটোপরি ॥
চতুর্ভুজে শক্তি-পাশৌ বামতো দক্ষিণে ত্বসিঃ
বরদোঽভয়দো বাপি দক্ষিণঃ স্যাৎ তুরীয়কঃ
বিনায়কং প্রবক্ষ্যামি গজবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
লম্বোদরং চতুর্ব্বাহুং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥
ধ্বস্তকর্ণং বৃহত্তুণ্ডমেকদংষ্ট্রং পৃথূদরম্।
স্বদন্তং দক্ষিণকরে উৎপলঞ্চাপরে তথা ॥ ৫৩
মোদকং পরশুঞ্চৈব বামতঃ পরিকল্পয়েৎ।
বৃহত্বাৎ ক্লিন্নবদনঃ পীনস্কন্ধাঙ্ঘ্রি পাণিকম্।
যুক্তস্তু ঋদ্ধি-বুদ্ধিভ্যামধস্তান্মূষকান্বিতম্ ॥ ৫৪
কাত্যায়ন্যাঃ প্রবক্ষ্যামি রূপং দশভুজং তথা ॥
ত্রয়াণামপি দেবানামনুকারানুকারিণীম্।
জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্ ॥ ৫৬
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্ *
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং † সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্।
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্।
ত্রিশূলং দক্ষিণে দদ্যাৎ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ ‡
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং বামতোঽপি নিবোধত
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ ॥ ৬০

ময়ূরবাহন এবং দণ্ড ও চামরযুক্ত হইবেন। বনে বা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইলে কার্ত্তিকেয়-মূর্ত্তিকে দ্বিবাহু, ক্ষুদ্রনগরে চতুর্ভুজ এবং স্বীয় ইষ্টনগরে দ্বাদশবাহু করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইঁহার কেয়ূর-কটকোজ্জ্বল হস্তে শক্তি, পাশ, খড়্গ, শর, শূল, বর ও অভয় দক্ষিণদিক্ হইতে জানিতে হইবে এবং বাম দিকে ধনুঃ, পতাকা, মুষ্টি, প্রসারিত তর্জ্জনী, খেটক এবং তাম্রচূড় থাকিবে। দ্বিভুজ মূর্ত্তির দক্ষিণ করে শক্তি এবং বাম কর ময়ূরোপরি বিন্যস্ত থাকিবে এবং চতুর্ভুজ মূর্ত্তির বামদিকে শক্তি ও পাশ এবং দক্ষিণে একহস্তে অসি ও চতুর্থ হস্তে বর-অভয় শোভিত হইবে। অধুনা বিনায়কের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি। ইঁহার তিনটী নয়ন, মুখখানি হস্তীর মত, উদর স্থূল ও লম্বমান চারিবাহু, সর্প উপবীত, কারকর্ণ-সদৃশ আকুঞ্চিত কর্ণ এবং ইনি বৃহত্তুণ্ড ও একদন্ত জানিবে। ইঁহার দক্ষিণদিকের হস্তে মোদক এবং তদ্ভিন্ন হস্তে পদ্ম ও বামদিকের এক হস্তে লড্ডুক ও অপর হস্তে পরশু বিন্যস্ত করিতে হইবে। ইঁহার স্কন্ধ, অঙ্ঘ্রি এবং হস্ত সকল পীন ও বৃহৎ বলিয়া মুখ চঞ্চল; ইঁহার বাহন মূষিক। ইনি ঋদ্ধিবুদ্ধি-যুক্ত।৪০—৫৪। এক্ষণে কাত্যায়নীর রূপ বর্ণন করিতেছি। কাত্যায়নী দশভুজা। অস্ত্রাদি বিষয়ে ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই দেবতাত্রয়ের অস্ত্রের অনুকরণ করিয়াছেন। ইঁহার শিরোদেশে জটাজূট এবং অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত, মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ এবং লোচনত্রয়যুক্ত; অতসীকুসুমের ন্যায় ইঁহার বর্ণ, গঠন সুঠাম এবং নয়ন মনোরম। ইঁহার যৌবনোদ্ভিন্ন বপুঃ বিবিধ ভূষণে ভূষিত, দন্তনিচয় চারু, পয়োধর পীন ও উন্নত; ইনি ত্রিভঙ্গভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা হইয়া মহিষাসুরকে মর্দ্দন করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহার দশ হস্তের অস্ত্রবিস্তার বলিতেছি,—দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল; এইরূপ ক্রমে অধোদিকে খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ, শক্তি এবং বাম

* লোচনত্রয়সম্পন্নাং পদ্মেন্দুসদৃশাননামিতি কচিৎ পাঠঃ।

† সঙ্কাশামিতি পাঠঃ কাচিৎকঃ।

‡ তথৈব চেতি পাঠঃ কচিদ্দৃশ্যতে।

ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি * বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ
অধস্তান্মহিষং তদ্বচ্ছিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৬১
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতম্ ॥ ৬২
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটীভীষণাননম্ ॥ ৬৩
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥৬৪
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতম্
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ॥ ৬৫
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ।
ইদানীং সুররাজস্য রূপং বক্ষ্যে বিশেষতঃ ॥৬৬
সহস্রনয়নং দেবং মত্তবারণসংস্থিতম্।
পৃথূরু-বক্ষো-বদনং সিংহস্কন্ধং মহাভুজম্ ॥ ৬৭
কিরীটকুণ্ডলধরং পীবরোরুভুজেক্ষণম্।
বজ্রোৎপলধরং তদ্বন্নানাভরণভূষিতম্ ॥ ৬৮
পূজিতং দেব-গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণসেবিতম্।
ছত্র-চামরধারিণ্যঃ স্ত্রিয়ঃ পার্শ্বে প্রদর্শয়েৎ ॥৬৯
সিংহাসনগতঞ্চাপি গন্ধর্ব্বগণসংযুতম্।
ইন্দ্রাণীং বামতশ্চাস্য কুর্য্যাদুৎপলধারিণীম্ ॥ ৭০

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রতিমালক্ষণে ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬০ ॥

দিকে খেটক, পূর্ণচাপ, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা ও পরশু বিন্যস্ত হইবে। নিম্নে শিরোহীন মহিষাসুর এবং তাহা হইতে উদ্ভূত খড়্গহস্ত দানব বিদ্যমান। ঐ দানবের হৃদয় শূলবিদ্ধ; তাহা হইতে বহু নাড়ী বহির্গত হইয়া তাহার ভূষণরূপে বিকাশ পাইতেছে এবং তাহার অঙ্গ সকল রক্তদ্বারা আরক্ত ও যেন তাহার চক্ষু হইতে রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ঐ ভ্রূকুটী ভীষণমুখ দানব নাগপাশদ্বারা বেষ্টিত ও দুর্গাদেবী সপাশ বামহস্ত দ্বারা উহার কেশ পাশ ধারণ করিয়া আছেন এবং ঐ দানব রুধির বমন করিতেছে। এক সিংহ বিন্যস্ত হইবে। এই সিংহের উপর দেবীর দক্ষিণপাদ অবস্থিত থাকিবে, উহারই কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে দেবীর বামাঙ্গুষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইবে। এবং অমর-নিকর ইতস্তত সেই দেবীকে স্তব করিতে থাকিবেন। অধুনা সুররাজের রূপ বর্ণন বিশেষরূপে করিতেছি। তাঁহার সহস্র নয়ন, তিনি মত্তহস্তীর উপর সংস্থিত; তাঁহার উরু ও বক্ষঃ স্থূল; স্কন্ধ সিংহ-স্কন্ধসম এবং বাহু বিশাল। ঐ সুররাজ কিরীটকুণ্ডলমণ্ডিত, স্থূলবক্ষ, দীর্ঘবাহু এবং দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন; উহাঁর হস্তে বজ্র এবং উৎপল থাকিবে। তিনি বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইবেন। ঐ দেব ইন্দ্র —দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত, ছত্র-চামরধারিণী কামিনীগণ দ্বারা অভি-নন্দিত এবং গন্ধর্ব্বগণ উহার সিংহাসন সন্নি-ধানে অবস্থিত; আর তাঁহার বামে উৎপল-হস্তা শচীদেবী উপবিষ্ট রহিয়াছেন।৬১—৭০।

ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬০ ॥

* চাপমিতি বা পাঠঃ।

একষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

প্রভাকরস্য প্রতিমামিদানীং শৃণুত দ্বিজাঃ।
রথস্থং কারয়েদ্দেবং পদ্মহস্তং সুলোচনম্ ॥ ১
সপ্তাশ্বৈকচক্রঞ্চ রথং তস্য প্রকল্পয়েৎ।
মুকুটেন বিচিত্রেণ পদ্মগর্ভসমপ্রভম্ ॥ ২

একষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! এক্ষণে প্রভাকরের প্রতিমা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ দেব রথস্থ ও পদ্মহস্ত হইবেন এবং উহার লোচন সুশোভন হইবে। উহার রথে সপ্ত অশ্ব ও একটী চক্র কল্পিত হইবে। পদ্মগর্ভ-সমপ্রভ বিচিত্র মুকুট

নানাভরণভূষাভ্যাং ভুজাভ্যাং ধৃতপুষ্করম্।
স্কন্ধস্থে পুষ্করে তে তু লীলয়ৈব ধৃতে সদা॥৩
চোলকচ্ছন্নবপুষং কচিচ্চিত্রেষু দর্শয়েৎ।
বস্ত্রযুগ্মসমোপেতং চরণৌ তেজসাবৃতৌ॥ ৪
প্রতীহারৌ চ কর্ত্তব্যৌ পার্শ্বয়োর্দণ্ডি-পিঙ্গলৌ
কর্ত্তব্যৌ খড়্গহস্তৌ তৌ পার্শ্বয়োঃ পুরুষাবুভৌ
লেখনীকৃতহস্তঞ্চ পার্শ্বে ধাতারমব্যয়ম্।
নানাদেবগণৈর্যুক্তমেবং কুর্য্যাদ্দিবাকরম্॥৬
অরুণঃ সারথিশ্চাস্য পদ্মিনীপত্রসন্নিভঃ।
অশ্বৌ সুবলয়গ্রীবাবন্তস্থৌ তস্য পার্শ্বয়োঃ॥ ৭
ভুজঙ্গরজ্জুভির্বদ্ধাঃ সপ্তাশ্বা রশ্মিসংযুতাঃ।
পদ্মস্থং বাহনস্থং বা পদ্মহস্তং প্রকল্পয়েৎ॥ ৮
বহ্নেস্তু লক্ষণং বক্ষ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
দীপ্তং সুবর্ণবপুষমর্দ্ধচন্দ্রাসনে স্থিতম্॥ ৯
বালার্কসদৃশং তস্য বদনঞ্চাপি দর্শয়েৎ।
যজ্ঞোপবীতিনং দেবং লম্বকূর্চ্চধরং তথা॥ ১০
কমণ্ডলুং বামকরে দক্ষিণে ত্বক্ষসূত্রকম্।
জ্বালাবিতানসংযুক্তমজবাহনমুজ্জ্বলম্॥ ১১
কুণ্ডস্থং বাপি কুর্ব্বীত মূর্দ্ধ্নি সপ্তশিখান্বিতম্।
তথা যমং প্রবক্ষ্যামি দণ্ড-পাশধরং বিভুম্॥ ১২
মহামহিষমারূঢ়ং কৃষ্ণাঞ্জনচয়োপমম্।
সিংহাসনগতঞ্চাপি দীপ্তাগ্নিসমলোচনম্॥ ১৩
মহিষশ্চিত্রগুপ্তশ্চ করালাঃ কিঙ্করাস্তথা।
সমন্তাদ্দর্শয়েৎ তস্য সৌম্যাসৌম্যান্ সুরাসুরান্
রাক্ষসেন্দ্রং তথা বক্ষ্যে লোকপালঞ্চ নৈর্ঋতম্
নরারূঢ়ং মহামায়ং রক্ষোভির্বহুভির্বৃতম্॥ ১৫
খড়্গহস্তং মহানীলং কজ্জলাচলসন্নিভম্।
নরযুক্তবিমানস্থং পীতাভরণভূষিতম্॥ ১৬
বরুণঞ্চ প্রবক্ষ্যামি পাশহস্তং মহাবলম্।
শঙ্খস্ফটিকবর্ণাভং সিতহারাম্বরাবৃতম্॥ ১৭
ঝষাসনগতং শান্তং কিরীটাঙ্গদধারিণম্।

তাঁহার শিরোদেশে শোভিত হইবে এবং হস্তদ্বয়ে পদ্মদ্বয় বিন্যস্ত থাকিবে। ঐ মূর্ত্তি বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইবেন। তিনি লীলা-বশতঃ স্কন্ধদেশেও দুইটী পুষ্কর ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সর্ব্বাবয়ব বস্ত্রযুগ্মাচ্ছাদিত হইবে; এই মূর্ত্তি কদাচিৎ চিত্রপটেও অঙ্কিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে, ইহাঁর চরণদ্বয় যেন তেজোধারা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহাঁর পার্শ্বে দণ্ডী ও পিঙ্গল নামে দুইটী প্রতিহারী বিরাজিত থাকিবে এবং ঐ পার্শ্বস্থ প্রতিহারিদ্বয়ের হস্তে শঙ্খ শোভিত হইবে। লেখনীহস্ত পদ্মযোনি এবং অন্যান্য বিবিধ দেবগণ প্রভাকরের পার্শ্বে বিরাজিত থাকিবেন। এইরূপ ভাবেই প্রভাকরের প্রতিমা প্রস্তুত হইবে। পদ্মপত্রপ্রভ অরুণ ইহাঁর সারথি। ঐ সারথির পার্শ্বে শোভন ও সুদীর্ঘ-গ্রীব অশ্ব এবং ঐ অশ্ব ভুজঙ্গরজ্জু দ্বারা সংযত হইবে। এই মূর্ত্তি পদ্মবাহন ও পদ্মহস্ত হইবেন। এক্ষণে সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ অগ্নিমূর্ত্তির লক্ষণ বলিতেছি। তাঁহার শরীর উজ্জ্বল সুবর্ণবর্ণ, আসন অর্দ্ধচন্দ্রাকার এবং বদন বালার্ক-সদৃশ হইবে। তিনি যজ্ঞোপবীত ও লম্বকূর্চ্চধারী হইবেন। তাঁহার বামকরে কমণ্ডলু। দক্ষিণকরে অক্ষসূত্র, তিনি জ্বালা-মালাসমুজ্জ্বল অজবাহন হইবেন অথবা ইহাঁকে সপ্তশিখাসমন্বিত মস্তক-বিশিষ্ট করিয়া কুণ্ডমধ্যেই স্থাপিত করিবে। সম্প্রতি যমের-রূপ বর্ণন করিতেছি। ঐ বিভু যম দণ্ডপাশধর হইবেন এবং কৃষ্ণাঞ্জন-নিভ মহামহিষ ইহাঁর বাহন হইবে। সিংহাসন ইহাঁর আসন ও নয়ন প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় হইবে। ইহাঁর চারি দিকে চিত্রগুপ্ত, ভয়ঙ্কর কিঙ্কর, শান্ত ও উগ্র অসুরসকল এবং মহামহিষ বিভূষিত হইবে। ১—১৪। অধুনা লোকপাল রাক্ষসেন্দ্র নৈর্ঋতের রূপ কীর্ত্তন করিতেছি,—ঐ মহা-মায়াবী নৈর্ঋত নরারূঢ় এবং বহুরক্ষঃপরিবৃত হইবে, উহার বর্ণ কজ্জলশৈল-সম ঘোর নীল হইবে ও হস্তে খড়্গ বিন্যস্ত থাকিবে। এই নৈর্ঋত পীতাভরণভূষিত হইবে ও উহার বাহন নরযুক্ত যান হইবে। অতঃপর বরুণ-রূপ বলিতেছি,—ঐ মহাবল পাশহস্ত বরুণ শুক্ল স্ফটিকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া শ্বেতহার ও শ্বেতবস্ত্রে আবৃত হইবেন। ইহাঁর বাহন-

বায়ুরূপং প্রবক্ষ্যামি ধূম্রন্ত মৃগবাহনম্ ॥ ১৮
চিত্রাম্বরধরং শান্তং যুবানং কুঞ্চিতভ্রুবম্
মৃগাধিরূঢ়ং বরদং পতাকা-ধ্বজসংযুতম্ ॥ ১৯
কুবেরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি কুণ্ডলাভ্যামলঙ্কৃতম্ ।
মহোদরং মহাকায়ং নিধ্যষ্টকসমন্বিতম্ ॥ ২০
গুহ্যকৈর্বহুভির্যুক্তং ধনব্যয়করৈস্তথা ।
হার-কেয়ূররচিতং সিতাম্বরধরং সদা ॥ ২১
গদাধরঞ্চ কর্ত্তব্যং বরদং মুকুটান্বিতম্ ।
নরযুক্তবিমানস্থমেবং কৃত্বা চ কারয়েৎ ॥ ২২
তথৈবেশং প্রবক্ষ্যামি ধবলং ধবলেক্ষণম্ ।
ত্রিশূলপাণিনং দেবং ত্র্যক্ষং বৃষগতং প্রভুম্ ॥
মাতৃণাং লক্ষণং বক্ষ্যে যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ।
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মসদৃশী চতুর্ব্বক্ত্রা চতুর্ভুজা ॥ ২৪
হংসাধিরূঢ়া কর্ত্তব্যা সাক্ষসূত্র-কমণ্ডলুঃ ।
মহেশ্বরস্য রূপেণ তথা মাহেশ্বরী মতা ॥ ২৫
জটামুকুটসংযুক্তা বৃষস্থা চন্দ্রশেখরা ।
কপাল-শূল-খট্বাঙ্গ-বরদাঢ্যা চতুর্ভুজা ॥ ২৬
কুমাররূপা কৌমারী ময়ূরবরবাহনা ।
রক্তবস্ত্রধরা তদ্বচ্ছূলশক্তিধরা মতা ॥ ২৭
হার-কেয়ূরসম্পন্না কৃকবাকুধরা তথা ।
বৈষ্ণবী বিষ্ণুসদৃশী গরুড়ে সমুপস্থিতা ॥ ২৮
চতুর্ব্বাহুশ্চ বরদা শঙ্খ-চক্র-গদাধরা ।
সিংহাসনগতা বাপি বালকেন সমন্বিতা ॥ ২৯
বারাহীঞ্চ প্রবক্ষ্যামি মহিষোপরি সংস্থিতাম্ ।
বরাহসদৃশী দেবী শিরশ্চামরধারিণী ॥ ৩০
গদাচক্রধরা তদ্বদ্দানবেন্দ্র বিনাশিনী ।
ইন্দ্রাণী মিন্দ্রসদৃশীং বজ্র-শূল-গদাধরাম্ ॥ ৩১
গজাসনগতাং দেবীং লোচনৈর্বহু ভির্বৃতাম্ ।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং দিব্যাভরণভূষিতাম্ ॥ ৩২
তীক্ষ্ণখড়্গধরাং তদ্বদ্বক্ষ্যে যোগেশ্বরীমিমাম্ ।
দীর্ঘজিহ্বামূর্দ্ধকেশীমস্থিখণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতাম্ ॥ ৩৩
দংষ্ট্রাকরালবদনাং কুর্য্যাচ্চৈব কৃশোদরীম্ ।

মীন। কিরীট, অঙ্গদ ও গদা ইহাঁর ভূষণ হইবে। অনন্তর বায়ুরূপ বলিতেছি,—ইহাঁর বর্ণ ধূমের ন্যায় এবং মৃগ বাহন হইবে। এই কুঞ্চিতভ্রূ শান্ত যুবা পতাকা-ধ্বজযুত মৃগাধিরূঢ় বরদ বায়ু বিচিত্রাম্বরধর হইবেন। এক্ষণে কুবেররূপ কহিতেছি,—এই মহোদর মহাকায় অষ্ট নিধিবিশিষ্ট কুবের, কুণ্ডলদ্বয় দ্বারা মণ্ডিত হইবেন এবং ইনি যেন বহু গুহ্যক-পরিবেষ্টিত হইয়া ধনব্যয় করিতেছেন। এই হারকেয়ূর-শোভিত শ্বেত-বস্ত্রধারী কুবেরের হস্তদ্বয় গদা ও বরদযুক্ত হইবে। ইহাঁর মস্তকে মুকুট প্রদান করিতে হইবে এবং ইহার নরযুক্ত বিমান জানিতে হইবে। অধুনা ঈশানের রূপ বর্ণিত হই তেছে। এই প্রভু ধবলদেব ধবল দৃষ্টি বিশিষ্ট, ত্রিশূলপাণি, ত্রিনয়ন, এবং বৃষভবাহন হইবেন। ১৫—২৩। এক্ষণে মাতৃগণের আনুপূর্ব্বিক যথাযথ রূপ কহিতেছি। ব্রহ্মাণী ব্রহ্মার ন্যায় চতুর্ব্বাহু, চতুর্ব্বক্ত্রা, হংসাধিরূঢ়া এবং কমণ্ডলু ও অক্ষসূত্র সমন্বিত হইবেন। মাহেশ্বরী—মহেশ্বররূপা, জটামুকুটসংযুক্তা, বৃষারূঢ়া, চতুর্ভুজা হইবেন এবং তাঁহার শিরোদেশ শশিশোভিত এবং হস্ত, কপাল, শূল, খট্বাঙ্গ বরযুক্ত হইবে। কৌমারী কুমাররূপা, ময়ূরবাহনা, রক্তবস্ত্রধরা, শূল-শক্তিধারিণী, কুক্কুটবাহনা, ও হারকেয়ূর-ভূষিতা হইবেন। বৈষ্ণবী বিষ্ণুরূপিণী, গরুড়ারূঢ়া ও চতুর্ভুজা হইবেন, তাঁহার হস্তনিচয়ে যথাক্রমে বর, শঙ্খ, চক্র, ও গদা বিভূষিত হইবে। ইহাঁকে সিংহাসনাস্থিতা ও বালক-সমন্বিতা করা যাইতে পারে। বারাহী—বরাহরূপিণী ও মহিষবাহনা হইবেন ইহাঁর মস্তকে চামর বিন্যস্ত হইবে। ইনি গদা ও চক্রধারিণী এবং দানবেন্দ্রগণের বিনাশকারিণী। ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রসদৃশী, বজ্র, শূল, ও গদাধারিণী, বহু নয়নসমন্বিতা এবং গজাসনে উপবিষ্টা। ইহাঁর তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, এবং ইনি দিব্য আভরণনিচয়ে ভূষিতা। সম্প্রতি তীক্ষ্ণখড়্গধারিণী যোগেশ্বরীর রূপ বর্ণন করিতেছি। ইহাঁর জিহ্বা দীর্ঘ, কেশ ঊর্দ্ধগ, এবং ইনি অস্থিভূষণে ভূষিত। এই কৃশোদরী যোগেশ্বরীর দন্ত-

কপালমালিনীং দেবীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥৩৪
কপালং বামহস্তে তু মাংসশোণিত পূরিতম্ ।
মস্তিকাঞ্চ বিভ্রাণাং শক্তিকাং দক্ষিণে করে
গৃধ্রস্থা বায়সস্থা বা নির্ম্মাংসা বিনতোদরী ।
কঙ্কালবদনা তদ্বৎ কর্ত্তব্যা সা ত্রিলোচনা ॥ ৩৬
চামুণ্ডা বদ্ধঘণ্টা বা দ্বীপিচর্ম্মধরা শুভা ।
দিগ্বাসাঃ কালিকা তদ্বদ্রাসভস্থা কপালিনী ॥ ৩৭
সুরক্তপুষ্পাভরণা বর্দ্ধনীধ্বজসংযুতা ।
বিনায়কঞ্চ কুর্ব্বীত মাতৃণামন্তিকে সদা ॥ ৩৮
বীরেশ্বরশ্চ ভগবান্ বৃষারূঢ়ো জটাধরঃ ।
বীণাহস্তস্ত্রিশূলী চ মাতৃণামগ্রতো ভবেৎ ॥ ৩৯
শ্রিয়ং দেবীং প্রবক্ষ্যামি নবে বয়সি সংস্থিতাম্
সুযৌবনাং পীনগণ্ডাং রক্তোষ্ঠীং কুঞ্চিতভ্রুবম্ ।
পীনোন্নতস্তনতটাং মণিকুণ্ডলধারিণীম্ ।
সুমণ্ডলং মুখং তস্যাঃ শিরঃ সীমন্তভূষণম্ ॥৪১
পদ্মস্বস্তিকশঙ্খৈর্বা ভূষিতাং কুণ্ডলালকৈঃ ।
কঞ্চুকাবদ্ধগাত্রী চ হারভূষৌ পয়োধরৌ ॥ ৪২
নাগহস্তোপমৌ বাহূ কেয়ূর-কটকোজ্জ্বলৌ ।
পদ্মং হস্তে প্রদাতব্যং শ্রীফলং দক্ষিণে ভুজে
মেখলাভরণাং তদ্বৎ তপ্তকাঞ্চনসপ্রভাম্ ।
নানাভরণসম্পন্নাং শোভনাম্বরধারিণীম্ ॥ ৪৪
পার্শ্বে তস্যাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাশ্চামরব্যগ্রপাণয়ঃ ।
পদ্মাসনোপবিষ্টা তু পদ্মসিংহাসনস্থিতা ॥ ৪৫
করিভ্যাং স্নাপ্যমানাসৌ ভৃঙ্গারাভ্যামনেকশঃ
প্রক্ষালয়ন্তৌ করিণৌ ভৃঙ্গারাভ্যাং তথাপরৌ ॥
স্তূয়মানা চ লোকেশৈস্তথা গন্ধর্ব্ব-গুহ্যকৈঃ ।
তথৈব যক্ষিণী কার্য্যা সিদ্ধাসুরনিষেবিতা ॥ ৪৭
পার্শ্বয়োঃ কলশৌ তস্যাস্তোরণে দেব-দানবাঃ
নাগাশ্চৈব তু কর্ত্তব্যাঃ খড়্গ-খেটকধারিণঃ ॥৪৮
অধস্তাৎ প্রকৃতিস্তেষাং নাভেরূর্দ্ধন্তু পৌরুষী ।

দ্বারা বদনমণ্ডল অতীব করাল হইয়াছে। ইহাঁর বক্ষঃস্থল মুণ্ড ও কপালমালায় উজ্জ্বল হইয়াছে এবং বামকরে মস্তিষ্ক ও মাংস-শোণিত-পূর্ণ আরও একটী কপালও রহিয়াছে। ইহাঁর দক্ষিণ করে শক্তি শোভিত হইতেছে। এই দেবী যোগেশ্বরী গৃধ্র বা কাকবাহিনী। ইহাঁর শরীর মাংসহীন ও সর্ব্বত্র অসমান। ইহাঁর বদন অতি ভীষণ এবং ত্রিনয়ন-সমন্বিত। ইনি যখন চামুণ্ডা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, তখন ইহাঁর পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং হস্তে ঘণ্টা শোভিত হয়। আর যখন কালিকামূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন তখন ইনি দিগ্বাসা, রাসভবাহিনী ও কপালধারিণী হন এবং বর্দ্ধনীযুক্তধ্বজ ও রক্তপুষ্পাভরণা হইয়া থাকেন। এই সকল মাতৃকাগণের সন্নিধানে বিনায়কগণের বিন্যাস করিতে হইবে। জটাধারী ও বৃষারূঢ় ভগবান্ বীরেশ্বর মাতৃগণের সম্মুখ-ভাগে বীণা ও ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান থাকিবেন। ২৪—৩৯। লক্ষ্মীর মূর্ত্তি—যথা;—তিনি নবীনা, সুযৌবনা, পীনগণ্ডস্থলা, রক্তোষ্ঠী, কুঞ্চিতভ্রূলতা, পীনোন্নত-স্তন-তটা, ও মণিকুণ্ডল-ধারিণী। তাঁহার বদন সুশোভিত, এবং মস্তক সীমন্তভূষিত। তিনি পদ্ম, স্বস্তিক, শঙ্খ, কুণ্ডল ও অলক দ্বারা অলঙ্কৃত। তাঁহার গাত্র কঞ্চুক দ্বারা আবৃত, তাঁহার পয়োধরের ভূষণ হার। তাঁহার বাহুযুগল—হস্তি-হস্তোপম ও কেয়ূর-কটকে প্রভাম্বিত। তাঁহার বাম হস্তে পদ্ম ও দক্ষিণ হস্তে শ্রীফল বিরাজিত। তিনি মেখলাভরণা; তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার কান্তি। তিনি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা এবং মনোহরবসনা। তাঁহার উভয় পার্শ্বে চামর-ব্যজনকারিণী স্ত্রীগণ বিরাজ করিতেছে। তিনি পদ্ম-সিংহাসনোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্টা। হস্তিদ্বয় তাঁহাকে ভৃঙ্গার-বারি দ্বারা অজস্র স্নান করাইতেছে। অপর হস্তিযুগল ভৃঙ্গার-বারি দ্বারা তাঁহাকে প্রক্ষালন করিতেছে। লোকেশ গন্ধর্ব্ব ও গুহ্যকগণ তাঁহাকে নিরন্তর স্তব করিতেছেন। তাঁহার সমীপে সিদ্ধাসুর-নিষেবিত যক্ষিণী বিরাজিতা। ৪০—৪৭। তাঁহার তোরণ-পার্শ্বে পূর্ণ কলস ও খড়্গ-খেটকধারী দেব-দানব ও

কপাশ্চ মূর্দ্ধি কর্ত্তব্যা দ্বিজিহ্বা বহবঃ সমাঃ ॥ ৪৯
পিশাচা রাক্ষসাশ্চৈব ভূত-বেতালজাতয়ঃ।
নির্ম্মাংসাশ্চৈব তে সর্ব্বে রৌদ্রা বিকৃতরূপিণঃ॥
ক্ষেত্রপালশ্চ কর্ত্তব্যো জটিলো বিকৃতাননঃ।
দিগ্বাসা জটিলাস্তদ্বচ্ছগোমায়ুনিষেবিতঃ॥ ৫১
কপালং বামহস্তে তু শিরঃ কেশসমাবৃতম্।
দক্ষিণে শক্তিকাং দদ্যাদসুরক্ষয়কারিণীম্॥ ৫২
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দ্বিভুজং কুসুমায়ুধম্।
পার্শ্বে চাশ্বমুখং তস্য মকরধ্বজসংযুতম্॥ ৫৩
দক্ষিণে পুষ্পবাণঞ্চ বামে পুষ্পময়ং ধনুঃ।
প্রীতিঃ স্যাদ্দক্ষিণে তস্য ভোজনোপস্করান্বিতম্।
রতিশ্চ বামপার্শ্বে তু শয়নং সারসান্বিতম্।
পটশ্চ পটহশ্চৈব খরঃ কামাতুরস্তথা॥ ৫৫
পার্শ্বতো জলবাপী চ বনং নন্দনমেব চ।
সুশোভনশ্চ কর্ত্তব্যো ভগবান্ কুসুমায়ুধঃ॥ ৫৬
সংস্থানমীষদ্বক্রং স্যাদ্বিস্ময়স্মিতবক্ত্রকম্।
এতদুদ্দেশতঃ প্রোক্তং প্রতিমালক্ষণং ময়া।
বিস্তরেণ ন শক্নোতি বৃহস্পতিরপি দ্বিজাঃ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে দেবতার্চ্চানুকীর্ত্তনে প্রতিমালক্ষণং নামৈকষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬১॥

নাগগণ অবস্থিত। ঐ নাগগণের অধোদেশে প্রকৃতি, নাভির ঊর্দ্ধদেশে পৌরুষী এবং তাহাদের মস্তকে ফণা। তাহারা দ্বিজিহ্ব। এবং বহু পিশাচ, রাক্ষস, ভূত ও বেতালগণ ঐ লক্ষ্মীদেবীর তোরণে অবস্থিত। তাহারা নির্মাংস, ভয়ানক এবং বিকৃতদর্শন হইবে। ঐ তোরণ-সমীপে ক্ষেত্রপাল সংস্থাপিত করিবে। উহারা বিকৃতানন জটিল, দিগ্বাসা ও শৃগাল-কুকুরপরিবেষ্টিত। তাহাদের হস্তে কপাল, ও মস্তক কেশপরিপূর্ণ। দেবীর দক্ষিণে অসুরক্ষয়কারিণী শক্তি বিধান করিবে। অনন্তর কুসুমায়ুধের রূপ বলিতেছি। তিনি দ্বিভুজ; তাঁহার পার্শ্বে মকরধ্বজ-সংযুক্ত অশ্বমুখ। তাঁহার দক্ষিণহস্তে পুষ্পবাণ ও বাম করে পুষ্পময় ধনু। তাঁহার দক্ষিণে ভোজনোপকরণান্বিতা প্রীতি ও বামপার্শ্বে রতি। তাঁহার পার্শ্বে সারসান্বিত শয্যা। তাঁহার পার্শ্বে পট, পটাহ, খর, কামাতুর, জলবাপী ও নন্দনবন অবস্থিত। ভগবান্ কুসুমায়ুধ উত্তমরূপে সুশোভিত এবং তাঁহার সংস্থান ঈষৎ বক্র। তাঁহার আনন বিস্ময়-স্মিত শোভিত। হে দ্বিজগণ! এই আমি প্রতিমা লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। বৃহস্পতিও এ বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন। ৪৮—৫৭।

একষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৬১॥

দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
পীঠিকালক্ষণং বক্ষ্যে যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
পীঠোচ্ছ্রায়ং যথাবচ্চ ভাগান্ ষোড়শ কারয়েৎ
ভূমাবেকঃ প্রবিষ্টঃ স্যাচ্চতুর্ভির্জগতী মতা।
বৃত্তো ভাগস্তথৈকঃ স্যাদ্বৃত্তঃ পটলভাগতঃ॥ ২
ভাগৈস্ত্রিভিস্তথা কণ্ঠঃ কণ্ঠপট্টস্ত্রিভাগতঃ
ভাগাভ্যামূর্দ্ধপট্টশ্চ শেষভাগেণ পট্টিকা॥ ৩
প্রবিষ্টং ভাগমেকৈকং জগতী যাবদেব তু।
নির্গমস্তু পুনস্তস্য যাবদ্বা শেষপট্টিকা॥ ৪

দ্বিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—এক্ষণে যথাযথ পীঠিকালক্ষণ আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। পীঠোচ্ছ্রায় যথাযথ ষোড়শভাগ করিবে তন্মধ্যে প্রথম ভাগ ভূমি-প্রবিষ্ট হইবে। তদূর্দ্ধ চারিভাগ জগতী বলিয়া কীর্ত্তিত, তদূর্দ্ধ এক ভাগ বৃত্তসংজ্ঞক, তদূর্দ্ধ পটল ভাগানুসারে একভাগ বৃত্ত, তদূর্দ্ধ ত্রিভাগ কণ্ঠ, তদূর্দ্ধ অপর ত্রিভাগে কণ্ঠপট্ট, তদূর্দ্ধ ভাগদ্বয় ঊর্দ্ধপট্ট, এবং শেষভাগ পট্টিকা নামে অভিহিত। ঐ পীঠের জগতী পর্য্যন্ত এক একটী ভাগ প্রবিষ্ট; অর্থাৎ মৃত্তিকায় প্রোথিত হইবে। আর শেষ পট্টিকা পর্য্যন্ত অবশিষ্ট

বারিনির্গমনার্থন্তু তত্র কার্য্যঃ প্রণালকঃ।
পীঠিকানান্তু সর্ব্বাসামেতৎ সামান্যলক্ষণম্ ॥ ৫
বিশেষান্ দেবতাভেদান্ শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ।
স্থণ্ডিলা বাথ বাপী বা যক্ষী বেদী চ মণ্ডলা ॥৬
পূর্ণচন্দ্রা চ বজ্রা চ পদ্মা বার্দ্ধশশী তথা।
ত্রিকোণা দশমী তাসাং সংস্থানং বা নিবোধত
স্থণ্ডিলা চতুরস্রা তু বর্জ্জিতা মেখলাদিভিঃ।
বাপী দ্বিমেখলা জ্ঞেয়া যক্ষী চৈব ত্রিমেখলা ॥৮
চতুরস্রায়তা বেদী ন তাং লিঙ্গেষু যোজয়েৎ।
মণ্ডলা বর্ত্তুলা যা তু মেখলাভির্গর্ণপ্রিয়া ॥ ৯
রক্তা দ্বিমেখলা মধ্যে পূর্ণচন্দ্রা তু সা ভবেৎ।
মেখলাত্রয়সংযুক্তা ষড়স্রা বজ্রিকা ভবেৎ ॥ ১০
ষোড়শাস্রা ভবেৎ পদ্মা কিঞ্চিদ্হ্রস্বা তু মূলতঃ
তথৈব ধনুরাকারা সার্দ্ধচন্দ্রা প্রশস্যতে ॥ ১১
ত্রিশূলসদৃশী তদ্বৎ ত্রিকোণা হ্যর্দ্ধতো মতা।
প্রাগুদক্প্রবণা তদ্বৎ প্রশস্তা লক্ষণান্বিতা ॥ ১২
পরিবেষং ত্রিভাগেণ নির্গমং তত্র কারয়েৎ
বিস্তারং তৎপ্রমাণঞ্চ মূলে চাগ্রে তথোর্দ্ধতঃ ॥
জলমার্গশ্চ কর্ত্তব্যস্ত্রিভাগেণ সুশোভনঃ।
লিঙ্গস্যার্দ্ধবিভাগেন স্থৌল্যেন সমাধিষ্ঠিতা ॥১৪
মেখলা তাস্ত্রিভাগেণ খাতঞ্চৈব প্রমাণতঃ।
অথবা পাদহীনন্তু শোভনং কারয়েৎ সদা ॥১৫
উত্তরস্থং প্রণালঞ্চ প্রমাণাদধিকং কারয়েৎ।
স্থণ্ডিলায়ামথারোগ্যং ধনং ধান্যঞ্চ পুষ্কলম্ ॥ ১৬
গোপ্রদা চ ভবেদ্‌যক্ষী বেদী সম্পৎপ্রদা ভবেৎ
মণ্ডলায়াং ভবেৎ কীর্ত্তির্বরদা পূর্ণচন্দ্রিকা ॥ ১৭
আয়ুঃপ্রদা ভবেদ্বজ্রা পদ্মা সৌভাগ্যদা ভবেৎ
পুত্রপ্রদার্দ্ধচন্দ্রা স্যাৎ ত্রিকোণা শত্রুনাশিনী ॥১৮
দেবস্য যজনার্থন্তু পীঠিকা দশ কীর্ত্তিতাঃ।
শৈলে শৈলময়ীং দদ্যাৎ পার্থিবে পার্থিবীংতথা
দারুজে দারুজাং কুর্য্যান্মিশ্রে মিশ্রাং তথৈব চ।
নান্যযোনিস্তু কর্ত্তব্যা সদা শুভকলেপ্সুভিঃ ॥২০
অর্চ্চায়ামসমং দৈর্ঘ্যং লিঙ্গায়ামসমং তথা।

ভাগ সমুদয়—নির্গম; অর্থাৎ বাহিরে থাকিবে। ঐ শেষপট্টিকায় বারি নির্গমার্থ প্রণালী করা কর্ত্তব্য। পীঠিকাসমূদয়ের এই সামান্য লক্ষণ নিরূপিত হইল। হে দ্বিজ-সত্তমগণ! অতঃপর দেবতাভেদে পীঠবিশেষ শ্রবণ করুন। স্থণ্ডিলা, বাপী, যক্ষী, বেদী, মণ্ডলা, পূর্ণচন্দ্রা, বজ্রা, পদ্মা, অর্দ্ধশশী ও ত্রিকোণা, এই দশ প্রকার পীঠ। ইহাদের সংস্থান শ্রবণ করুন। স্থণ্ডিলা—চতুরস্রা ও মেখলাবর্জ্জিত; বাপী—দ্বিমেখলা; যক্ষী—ত্রিমেখলা; বেদী—চতুরস্রা ও আয়তা; ইহাতে লিঙ্গ স্থাপনা করিবে না। মণ্ডলা মেখলান্বিত বলিয়া গণপ্রিয়। পূর্ণচন্দ্রার মধ্যে দুইটী মেখলা থাকিবে এবং উহা রঞ্জিত হইবে। বজ্রা বা বজ্রিকা মেখলাত্রয় সংযুক্তা ও ষড়স্রা হইবে। পদ্মা—ষোড়শাস্রা ও মূলে কিঞ্চিৎ হ্রস্বা হইবে। অর্দ্ধচন্দ্রা ধনুর ন্যায়; ত্রিকোণার অর্দ্ধেকাংশ ত্রিশূলাকার; পূর্ব্বভাগ ও উত্তরভাগ প্লব, প্রশস্ত ও সুলক্ষণান্বিত হইবে। ইহার তিনভাগ পরিধি বাহিরে থাকিবে এবং মূলে, অগ্রে ও উর্দ্ধে ঐ পরিমাণ বিস্তৃতি থাকিবে। ত্রিভাগে সুশোভন জলমার্গ রাখিবে। ১—১৩। পীঠ লিঙ্গার্দ্ধ-পরিমিত স্থূলতা বিশিষ্ট হইবে এবং লিঙ্গের তিনভাগ প্রমাণ মেখলাখাত করিতে হইবে। অথবা পাদহীন খাত করিবে। খাত সুশোভন হওয়া আবশ্যক। পীঠের উত্তর ভাগে প্রণালী করিবে। স্থণ্ডিলা, আরোগ্য ও পুষ্কল ধন-ধান্য দান করে। যক্ষী—গো-প্রদা, বেদী—সম্পৎপ্রদা, মণ্ডলা—কীর্ত্তিদায়িনী, পূর্ণচন্দ্রা—বরদা, বজ্রা—আয়ুঃ-প্রদা, পদ্মা—সৌভাগ্যপ্রদা, অর্দ্ধচন্দ্রা—পুত্র-প্রদা, এবং ত্রিকোণা—শত্রুনাশিনী। দেব-পূজার্থ এই দশপ্রকার পীঠিকা কীর্ত্তিত হইল। দেবতা শিলাময় হইলে, শৈলময়ী পীঠিকা করিতে হইবে। ঐরূপ পার্থিব দেবতা হইলে পীঠিকা পার্থিবী, দারুময়ে দারুময়ী, ও মিশ্রে মিশ্রা হইবে। শুভ-ফলেপ্সু ব্যক্তিগণ কদাচ ইহার অন্যথা

যস্য দেবস্য যা পত্নী তাং পীঠে পরিকল্পয়েৎ।
এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং সমাসাৎ পীঠলক্ষণম্‌॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে দেবতার্চ্চানুকীর্ত্তনে পীঠিকানুকীর্ত্তনং নাম দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৬২॥

ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি লিঙ্গলক্ষণমুত্তমম্‌।
সুস্নিগ্ধঞ্চ সুবর্ণঞ্চ লিঙ্গং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ ১
প্রাসাদস্য প্রমাণেন লিঙ্গমানং বিধীয়তে।
লিঙ্গমানেন বা বিদ্যাৎ প্রাসাদং শুভলক্ষণম্‌॥২
চতুরস্রে সমে গর্ত্তে ব্রহ্মসূত্রং নিপাতয়েৎ।
বামেন ব্রহ্মসূত্রস্য অর্চ্চা বা লিঙ্গমেব চ॥ ৩
প্রাগুত্তরেণ লীনন্তু দক্ষিণাপরয়াশ্রিতম্‌।
পুরস্যাপরদিগ্‌ভাগে পূর্ব্বদ্বারং প্রকল্পয়েৎ॥ ৪
পূর্ব্বেণ চাপরং দ্বারং মাহেন্দ্রং দক্ষিণোত্তরম্‌।
দ্বারং বিভজ্য পূর্ব্বন্তু একবিংশতিভাগিকম্‌॥ ৫
ততো মধ্যগতং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মসূত্রং প্রকল্পয়েৎ।
তস্যার্দ্ধন্তু ত্রিধা কৃত্বা ভাগমেকোত্তরস্ত্যজেৎ॥৬
এবং দক্ষিণতস্ত্যক্তা ব্রহ্মস্থানং প্রকল্পয়েৎ।
ভাগার্দ্ধেন তু যল্লিঙ্গং কার্য্যং তদিহ শস্যতে॥৭
পঞ্চভাগবিভক্তে বা ত্রিভাগে জ্যেষ্ঠমুচ্যতে।
ভাজিতে নবধা গর্ত্তে মধ্যমং পঞ্চভাগিকম্‌॥ ৮
একস্মিন্নেব নবধা গর্ত্তে লিঙ্গানি কারয়েৎ।
সমসূত্রং বিভজ্যাথ নবধা গর্ত্তভাজিতম্‌॥ ৯
জ্যেষ্ঠমর্দ্ধং কনীয়োঽর্দ্ধং তথা মধ্যমমধ্যমম্‌।
এবং গর্ত্তঃ সমাখ্যাতস্ত্রিভির্ভাগৈর্বিভাজয়েৎ॥
জ্যেষ্ঠন্তু ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং মধ্যমং ত্রিবিধং তথা।
কন্যসং ত্রিবিধং তদ্বল্লিঙ্গভেদা নবৈব তু॥ ১১
নাভ্যর্দ্ধমষ্টভাগেন বিভজ্যাথ সমং বুধৈঃ।
ভাগত্রয়ং পরিত্যজ্য বিষ্কম্ভং চতুরস্রকম্‌॥ ১২
অষ্টাস্রং মধ্যমং জ্ঞেয়ং ভাগং লিঙ্গস্য বৈ ধ্রুবম্‌
বিকীর্ণে চেৎ ততো গৃহ্য কোণাভ্যাং লাঞ্ছয়েদ্বুধঃ

করিবেন না। যে দেবতার যিনি পত্নী, তাঁহাকে সেই দেবতার পীঠে কল্পনা করিতে হইবে। সংক্ষেপে এই পীঠ-লক্ষণ পরিকীর্ত্তিত হইল। ১—২১।

দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৬২।

ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অধুনা অনুত্তম লিঙ্গলক্ষণ বলিতেছি; শ্রবণ করুন। বিচক্ষণ ব্যক্তি সুস্নিগ্ধ ও সুবর্ণবর্ণ লিঙ্গ করিবেন। প্রাসাদ-পরিমাণ অনুসারে লিঙ্গমান বিহিত। অথবা লিঙ্গমান অনুসারে প্রাসাদ করিলে শুভলক্ষণ হয়। চতুরস্র সমান গর্ত্তে ব্রহ্মসূত্র নিপাতিত করিবে। ব্রহ্মসূত্রের বামে অর্চ্চা বা লিঙ্গ বিধান করিবে। পুরের অপর দিগ্‌ভাগে পূর্ব্বদ্বার কল্পিত হইবে। উহা দক্ষিণাশ্রিত ও ঈশানে লীন হইবে পূর্ব্বভাগে অপর দক্ষিণোত্তর বিস্তৃত মাহেন্দ্র দ্বার হইবে। পূর্ব্বদ্বার একবিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যভাগে ব্রহ্মসূত্র কল্পনা করিবে। উহার অর্দ্ধভাগকে তিন ভাগ করিয়া উত্তর দিকে একভাগ পরিত্যাগ করিবে। ঐরূপ দক্ষিণ দিকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মস্থান কল্পনা করিবে। ভাগার্দ্ধে লিঙ্গ কল্পনা করাই প্রশস্ত। অথবা পঞ্চভাগ বা ত্রিভাগে লিঙ্গ কল্পনা করিলে তাহাকে জ্যেষ্ঠ বলে। গর্ত্তকে নয় ভাগ করিলে পঞ্চম ভাগ মধ্যম হয়। ঐ এক ভাগকেই আবার নয় ভাগ করিয়া উহাতে লিঙ্গ স্থাপন করিবে। এইরূপে গর্ত্তভাগ সমসূত্রে বিভক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ ও মধ্যম এই তিনটী স্থূল ভাগে বিভক্ত করিবে। ত্রিবিধ জ্যেষ্ঠ, ত্রিবিধ মধ্যম ও ত্রিবিধ কনিষ্ঠ—এইরূপে লিঙ্গভেদও নয়প্রকার। ১—১১। বিদ্বান্‌ ব্যক্তি লিঙ্গের নাভির অর্দ্ধ দেশ সমভাবে অষ্টভাগ করিয়া ভাগত্রয় পরিত্যাগানন্তর চতুরস্র বিষ্কম্ভ করিবেন এবং ঐ লিঙ্গের মধ্যম ভাগ অষ্টাস্র

অষ্টাস্রং কারয়েৎ তদ্বদূর্দ্ধমপ্যেবমেব তু।
ষোড়শাস্রীকৃতং পশ্চাদ্বর্ত্তুলং কারয়েৎ ততঃ॥
আয়াম্যং তস্য দেবস্য নাভ্যাং বৈ কুণ্ডলীকৃতম্।
মাহেশ্বরং ত্রিভাগস্তু ঊর্দ্ধবৃত্তস্ত্ববস্থিতম্॥ ১৫
অধস্তাদ্ব্রহ্মভাগস্তু চতুরস্রো বিধীয়তে।
অষ্টাস্রো বৈষ্ণবো ভাগো মধ্যস্তস্য উদাহৃতঃ॥
এবং প্রমাণসংযুক্তং লিঙ্গং বৃদ্ধিপ্রদং ভবেৎ।
তথান্যদপি বক্ষ্যামি গর্ভমানং প্রমাণতঃ॥ ১৭
গর্ভমানপ্রমাণেন যল্লিঙ্গমুচিতং ভবেৎ।
চতুর্দ্ধা তদ্বিভজ্যাথ বিষ্কম্ভন্তু প্রকল্পয়েৎ॥ ১৮
দেবতায়তনে সূত্রং ভাগত্রয়বিকল্পিতম্।
অধস্তাচ্চতুরস্রন্তু অষ্টাস্রং মধ্যভাগতঃ॥ ১৯
পূজ্যভাগস্ততোঽর্দ্ধন্তু নাভিভাগস্তথোচ্যতে।
আয়ামে যস্তবেৎ সূত্রং নাহস্য চতুরস্রকে॥ ২০
চতুরস্রার্দ্ধং পরিত্যজ্য অষ্টাস্রস্য তু যদ্ভবেৎ।
তস্যাপ্যর্দ্ধং পরিত্যজ্য ততো বৃত্তন্তু কারয়েৎ।
শিরঃ প্রদক্ষিণং তস্য সঙ্ক্ষিপ্তং মূলতো ন্যসেৎ
জ্যেষ্ঠপূজ্যং ভবেল্লিঙ্গমধস্তাদ্বিপুলঞ্চ যৎ॥ ২২
শিরসা চ সদা নিম্নং মনোজ্ঞং লক্ষণান্বিতম্।
সৌম্যন্তু দৃশ্যতে যত্তু লিঙ্গং তদ্বৃদ্ধিদং ভবেৎ॥
অথ মূলে চ মধ্যে তু প্রমাণে সর্ব্বতঃ সমম্।
এবংবিধন্তু যল্লিঙ্গং ভবেৎ তৎ সার্ব্বকামিকম্॥
অন্যথা যস্তবেল্লিঙ্গং তদসৎ সম্প্রচক্ষতে।
এবং রত্নময়ং কুর্য্যাৎ স্ফাটিকং পার্থিবং তথা।
শুভং দারুময়ঞ্চাপি যদ্বা মনসি রোচতে॥ ২৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে দেবতার্চ্চানু-কীর্ত্তনং নাম ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬৩॥

চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় ঊচুঃ।
দেবতানামথৈতাসাং প্রতিষ্ঠাবিধিমুত্তমম্।
বদ সূত যথান্যায়ং সর্ব্বেষামপ্যশেষতঃ॥ ১

হইবে। অনন্তর বিকীর্ণাংশ গ্রহণ করিয়া কোণদ্বয়ে লাঞ্ছিত করিবে। এই প্রকারে ঊর্দ্ধভাগও অষ্টাস্র করিবে। পশ্চাৎ ষোড়শাস্রী কৃত ভাগ বর্ত্তুলাকারে পরিণত করিবে। ঐ দেবতার নাভির দৈর্ঘ্য কুণ্ডলী কৃত হইবে এবং মাহেশ্বর ত্রিভাগ ঊর্দ্ধবৃত্ত-ভাবে অবস্থিত থাকিবে। উহার অধোদিকে ব্রহ্মভাগ চতুরস্র কল্পনা করিবে। মধ্যম বৈষ্ণব ভাগ অষ্টাস্র বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। এইরূপ প্রমাণবিশিষ্ট লিঙ্গ বৃদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। অতঃপর অন্য প্রকার গর্ভমান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। যে হেতু গর্ভমান-প্রমাণেও লিঙ্গ রচিত হয়। লিঙ্গ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া বিষ্কম্ভ কল্পনা করিবে এবং দেবতায়তনে সূত্র দ্বারা ভাগত্রয় কল্পনা করিবে। লিঙ্গের অধোভাগ চতুরস্র, ও মধ্যভাগ অষ্টাস্র। ইহার উপরিভাগকে পূজ্যভাগ ও নাভিভাগ বলা যায়। আয়াম ও পরিণাহের চতুরস্রে যে প্রমাণ হইবে এবং চতুরস্রের অর্দ্ধ পরিত্যাগ করিয়া অষ্টাস্রের যাহা থাকিবে; তাহার ও অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করিয়া বৃত্ত করিবে। অনন্তর শিরোভাগ প্রদক্ষিণাকার ও মূল দেশ সংক্ষিপ্ত করিবে। লিঙ্গ জ্যেষ্ঠ-পূজ্য ও তাহার অধোদেশ এবং মস্তক সর্ব্বদা নিম্ন, মনোজ্ঞ ও সুলক্ষণান্বিত হইবে। যে লিঙ্গ দেখিতে সৌম্যাকৃতি, তাহা বৃদ্ধিপ্রদ হয়। লিঙ্গের মূল ও মধ্যদেশের প্রমাণ সমান হইবে। এইরূপ লিঙ্গই সর্ব্বকামপ্রদ। অন্য প্রকার হইলে তাহা অমঙ্গলপ্রদ বলিয়া অভিহিত হয়। উক্ত প্রকার পরিমাণে লিঙ্গ—রত্নময়, স্ফটিকময় ও দারুময়। যাহার যেমন ইচ্ছা, তিনি তেমনি করিবেন। ১২—২৫।

ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৬৩॥

চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! অতঃপর আপনি পূর্ব্বোক্ত দেবতাগণের উত্তম প্রতিষ্ঠা

সূত উবাচ।
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি প্রতিষ্ঠাবিধিমুত্তমম্।
কুণ্ড-মণ্ডপ-বেদীনাং প্রমাণঞ্চ যথাক্রমম্ ॥ ২
চৈত্রে বা ফাল্গুনে বাপি জ্যৈষ্ঠে বা মাধবে তথা।
মাঘে বা সর্ব্বদেবানাং প্রতিষ্ঠা শুভদা ভবেৎ
প্রাপ্য পক্ষং শুভং শুক্রমতীতে দক্ষিণায়নে।
পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া সপ্তমী তথা ॥ ৪
দশমী পৌর্ণমাসী চ তথা শ্রেষ্ঠা ত্রয়োদশী।
আসু প্রতিষ্ঠা বিধিবৎ কৃতা বহুফলা ভবেৎ ॥৫
আষাঢ়ে দ্বে তথা মূলমুত্তরাদ্বয়মেব চ।
জ্যেষ্ঠা-শ্রবণ-রোহিণ্যঃ পূর্ব্বা ভাদ্রপদা তথা ॥৬
হস্তাশ্বিনী রেবতী চ পুষ্যো মৃগশিরাস্তথা।
অনুরাধা তথা স্বাতী প্রতিষ্ঠাদিষু শস্যতে ॥ ৭
বুধো বৃহস্পতিঃ শুক্রস্ত্রয়োঽপ্যেতে শুভগ্রহাঃ
এভির্নিরীক্ষিতং লগ্নং নক্ষত্রঞ্চ প্রশস্যতে ॥ ৮
গ্রহ-তারাবলং লব্ধা গ্রহপূজাং বিধায় চ।
নিমিত্তং শকুনং লব্ধা বর্জ্জয়িত্বাদ্ভুতাদিকম্ ॥ ৯
শুভযোগে শুভস্থানে ক্রূরগ্রহবিবর্জ্জিতে।
লগ্নে ঋক্ষে প্রকুর্ব্বীত প্রতিষ্ঠাদিকমুত্তমম্ ॥ ১০
অয়নে বিষুবে তদ্বৎ ষড়শীতিমুখে তথা।
এতেষু স্থাপনং কার্য্যং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥১১
প্রাজাপত্যে তু শয়নং শ্বেতে তূত্থাপনং তথা।
মুহূর্ত্তে স্থাপনং কুর্য্যাৎ পুনর্ব্রাহ্মে বিচক্ষণঃ ॥ ১২
প্রাসাদস্যোত্তরে বাপি পূর্ব্বে বা মণ্ডপো ভবেৎ
হস্তান্ ষোড়শ কুর্ব্বীত দশ দ্বাদশ বা পুনঃ ॥১৩
মধ্যে বেদিকয়া যুক্তঃ পরিক্ষিপ্তঃ সমন্ততঃ।
পঞ্চ সপ্তাপি চতুরঃ করান্ কুর্ব্বীত বেদিকাম্
চতুর্ভিস্তোরণৈর্যুক্তো মণ্ডপঃ স্যাচ্চতুর্ম্মুখঃ।
প্লক্ষদ্বারং ভবেৎ পূর্ব্বং যাম্যে ঔদুম্বরং ভবেৎ
পশ্চাদশ্বত্থঘটিতং নৈয়গ্রোধং তথোত্তরে।
ভূমৌ হস্তপ্রবিষ্টানি চতুর্হস্তানি চোচ্ছ্রয়ে ॥ ১৭
সুপলিপ্তং তথা শ্লক্ষ্ণং ভূতলং স্যাৎ সুশোভনম্
বস্ত্রৈর্নানাবিধৈস্তদ্বৎ পুষ্পপল্লবশোভিতম্ ॥ ১৭
কৃত্বৈবং মণ্ডপং পূর্ব্বং চতুর্দ্বারেষু বিন্যসেৎ।

বিধি আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন,—অধুনা আমি উত্তম প্রতিষ্ঠা-বিধি এবং কুণ্ড, মণ্ডপ, ও বেদীর পরিমাণ যথাক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে সর্ব্ব দেবতার প্রতিষ্ঠা-কর্ম্ম শুভদায়ক হয়। দক্ষিণায়ন অতীত হইলে, শুভ শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, পৌর্ণমাসী, ও শ্রেষ্ঠা ত্রয়োদশীতে সত্বর হইয়া প্রতিষ্ঠা-বিধি যথাবিধি সম্পন্ন করিলে, তাহা বহু ফলজনক হয়। পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, মূলা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, হস্তা, অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, মৃগশিরা, অনুরাধা, স্বাতী,—এই সকল নক্ষত্র প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে প্রশস্ত। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র—ইহারা শুভগ্রহ, ইহাদের যোগে নিরূপিত লগ্ন নক্ষত্রও প্রশস্ত। গ্রহ ও তারাবল লাভ করিয়া গ্রহপূজান্তে নিমিত্ত শকুন অবলোকনপূর্ব্বক অদ্ভুতাদি বর্জ্জনপুরঃসর শুভযোগে শুভ স্থানে ক্রূরগ্রহ-বর্জ্জিত লগ্নে ও নক্ষত্রে প্রতিষ্ঠাদি ক্রিয়া বিধেয়। অয়ন, বিষুব, ও ষড়শীতিমুখে বিধিদৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা স্থাপনকার্য্য প্রশস্ত। বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রাজাপত্য শয়ন ও শুক্ল উত্থাপনে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে স্থাপনকার্য্য করিবেন। প্রাসাদের উত্তর বা পূর্ব্বভাগে ষোড়শ, দ্বাদশ বা দশহস্ত-পরিমিত মণ্ডপ করিবে। ১—১৩। ঐ মণ্ডলের মধ্যভাগে সাত, পাঁচ বা চারিহাত প্রমাণ বেদিকা করিবে। ঐ বেদী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে। মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে তোরণবিশিষ্ট চারিটী মুখ কল্পিত হইবে। উহার পূর্ব্ব-তোরণ প্লক্ষতরু-নির্ম্মিত, দক্ষিণ-তোরণ উডুম্বরতরু নির্ম্মিত, পশ্চিম-তোরণ অশ্বত্থতরু-নির্ম্মিত এবং উত্তর তোরণ ন্যগ্রোধ তরু-নির্ম্মিত হইবে। তোরণ উচ্চতায় চতুর্হস্ত পরিমিত এবং নিম্নে এক হস্ত পরিমিত প্রোথিত হইবে। বেদিকার ভূমি সুলিপ্ত মসৃণ ও সুশোভিত এবং নানাবিধ বস্ত্র ও পুষ্প পল্লব দ্বারা মনোজ্ঞ করিবে। এই প্রকারে মণ্ডপ নির্ম্মাণ

অব্রণান্ কলশানষ্টৌ জলৎকাঞ্চনগর্ভিতান্ ॥ ১৮
চূতপল্লবসঞ্ছন্নান্ সিতবস্ত্রযুগান্বিতান্।
সর্ব্বৌষধিফলোপেতাংশ্চন্দনোদকপূরিতান্ ॥ ১৯
এবং নিবেশ্য তদ্দ্বার্ভে গন্ধধূপার্চ্চনাদিভিঃ।
ধ্বজাদিরোহণং কার্য্যং মণ্ডপস্য সমন্ততঃ ॥ ২০
ধ্বজাংশ্চ লোকপালানাং সর্ব্বদিক্ষু নিবেশয়েৎ
পতাকা জলদাকারা মধ্যে স্যান্মণ্ডপস্য তু ॥ ২১
গন্ধধূপাদিকং কুর্য্যাৎ স্বৈঃ স্বৈর্মন্ত্রৈরনুক্রমাৎ।
বলিঞ্চ লোকপালেভ্যঃ স্বমন্ত্রেণ নিবেদয়েৎ ॥ ২২
উর্দ্ধন্তু ব্রহ্মণে দেয়স্ত্বধস্তাচ্ছেষবাসুকেঃ।
সংহিতায়াস্তু যে মন্ত্রাস্তদ্দৈবত্যাঃ শ্রুতৌ স্মৃতাঃ
তৈঃ পূজা লোকপালানাং কর্ত্তব্যা চ সমন্ততঃ।
ত্রিরাত্রমেকরাত্রং বা পঞ্চরাত্রমথাপি বা ॥ ২৪
অথবা সপ্তরাত্রন্তু কার্য্যং স্যাদধিবাসনম্।
এবং সতোরণং কৃত্বা অধিবাসনমুত্তমম্ ॥ ২৫
তস্যাপ্যুত্তরতঃ কুর্য্যাৎ স্নানমণ্ডপমুত্তমম্।
তদর্দ্ধেন ত্রিভাগেণ চতুর্ভাগেণ বা পুনঃ ॥ ২৬
আনীয় লিঙ্গমর্চ্চাং বা শিল্পিনঃ পূজয়েদ্বুধঃ।
বস্ত্রাভরণরত্নৈশ্চ যেঽপি তৎপরিচারকাঃ ॥ ২৭
ক্ষমধ্বমিতি তান্ ব্রূয়াদ্যজমানোঽপ্যতঃ পরম্
দেবং প্রস্তরণে কৃত্বা নেত্রজ্যোতিঃ প্রকল্পয়েৎ
অক্ষোরুদ্ধরণং বক্ষ্যে লিঙ্গস্যাপি সমাসতঃ।
সর্ব্বতস্তু বলিং দদ্যাৎ সিদ্ধার্থ-ঘৃত-পায়সৈঃ ॥ ২৯
শুক্লপুষ্পৈরলঙ্কৃত্য ঘৃতগুগ্গুলধূপিতম্।
বিপ্রাণাঞ্চার্চ্চনং কুর্য্যাদ্দদ্যাচ্ছক্ত্যা চ দক্ষিণাম্
গাং মহীং কনকঞ্চৈব স্থাপকায় নিবেদয়েৎ।
লক্ষণং কারয়েদ্ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন বৈ দ্বিজঃ।
ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং শিবায় পরমাত্মনে।
হিরণ্যরেতসে বিষ্ণো বিশ্বরূপায় তে নমঃ ॥ ৩২
মন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বদেবানাং নেত্রজ্যোতিঃষপি স্মৃতঃ
এবমামন্ত্র্য দেবেশং কাঞ্চনেন বিলেখয়েৎ ॥ ৩৩
মঙ্গল্যানি চ বাদ্যানি ব্রহ্মঘোষং সগীতকম্।

করিয়া উহার চতুর্দ্বারে ছিদ্ররহিত চন্দনোদক-পূরিত অষ্ট কলশ সংস্থাপন করিবে। ঐ কলশাষ্টক কাঞ্চন-গর্ভ, চূত-পল্লবাচ্ছাদিত, সিতবস্ত্রযুগলান্বিত ও সর্ব্বৌষধিফলোপেত করিবে। এই প্রকারে কলশ সুসজ্জিত ও মণ্ডপ-মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া তন্মধ্যে গন্ধ-ধূপাদি ও চতুর্দ্দিকে ধ্বজাদি প্রদান করিবে। লোকপালদিগের ধ্বজা মণ্ডপের সর্ব্বদিকে সন্নিবেশিত করিবে। মণ্ডপমধ্যে জলদাকার পতাকা উচ্ছ্রিত করিবে। অনন্তর স্ব স্ব মন্ত্র দ্বারা গন্ধ ধূপাদি ও বলিপ্রদান করিয়া যথাক্রমে লোকপালগণের পূজা বিধান করিবে। উর্দ্ধে ব্রহ্মার ও অধোদিকে বাসুকির পূজা করিবে। সংহিতা ও শ্রুতিতে লোকপালদিগের যে সকল মন্ত্র কীর্ত্তিত আছে, সেই সেই মন্ত্রেই তাহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য। সপ্তরাত্র, পঞ্চরাত্র, ত্রিরাত্র বা একরাত্র অধিবাস করা বিধেয়। এই প্রকারে তোরণ নির্ম্মাণ ও অধিবাস কর্ম্ম সমাধা করিয়া অর্দ্ধাংশে, ত্রিভাগে ও চতুর্ভাগে মণ্ডপস্নান সম্পন্ন করিবে। ১৪—২৬।

অনন্তর পণ্ডিত ব্যক্তি লিঙ্গ বা অর্চ্চা আনয়ন করিয়া বস্ত্র, আভরণ ও রত্ন দ্বারা শিল্পী ও তৎপরিচারকবর্গের পূজা করিবেন। অতঃপর যজমান 'ক্ষমধ্বং' বলিয়া তাহাদিগকে বিসর্জ্জন দিবেন এবং দেবমূর্ত্তিকে আস্তরণোপরি স্থাপন করিয়া তাহার নেত্রজ্যোতিঃ সম্পাদন করিবেন। অতঃপর লিঙ্গের নেত্রোদ্ধারের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি,—সিদ্ধার্থ, ঘৃত ও পায়স দ্বারা চতুর্দ্দিকে বলি প্রদান করিবে। বিপ্রগণকে শুক্ল পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া ঘৃত-গুগ্গুলাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক যথাশক্তি দক্ষিণা দান করিবে। স্থাপককে গো, ভূমি ও সুবর্ণ প্রদান করিবে। অনন্তর বিপ্র বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক অঙ্কন করাইবেন। মন্ত্র,—যথা ;—হে ভগবন্! বিষ্ণো! আপনিই শিব, পরমাত্মা, হিরণ্যরেতা ও বিশ্বরূপ ; আপনাকে নমস্কার।" এই মন্ত্র সাধারণ দেবগণেরই চক্ষুর্দানের নিমিত্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপে দেবেশের আমন্ত্রণ করিয়া কাঞ্চন দ্বারা বিলিখন

বৃদ্ধ্যর্থং কারয়েদ্বিদ্বানমঙ্গল্যবিনাশনম্॥ ৩৪
লক্ষণোদ্ধরণং বক্ষ্যে লিঙ্গস্য সুসমাহিতঃ।
ত্রিধা বিভজ্য পূজ্যায়াং লক্ষণং স্যাদ্বিভাজকম্
লেখাত্রয়ন্তু কর্ত্তব্যং যবাষ্টান্তরসংযুতম্।
ন স্থূলং ন কৃশং তদ্বন্ন বক্রং ছেদবর্জ্জিতম্॥৩৬
নিম্নঃ যবপ্রমাণেন জ্যেষ্ঠলিঙ্গস্য কারয়েৎ।
সূক্ষ্মান্ততস্ত কর্ত্তব্যা যথা মধ্যমকে ন্যসেৎ॥৩৭
অষ্টভক্তং ততঃ কৃত্বা ত্যক্ত্বা ভাগত্রয়ং বুধঃ।
লম্বয়েৎ সপ্তরেখান্ত পার্শ্বয়োরুভয়োঃ সমাঃ॥৩৮
তাবৎ প্রসারয়েদ্বিদ্বান্ যাবদ্ভাগচতুষ্টয়ম্।
ভ্রাম্যতে পঞ্চভাগোর্দ্ধং কারয়েৎ সঙ্গমং ততঃ
রেখয়োঃ সঙ্গমে তদ্বৎ পৃষ্ঠে ভাগদ্বয়ং ভবেৎ।
এবমেতৎ সমাখ্যাতং সমাসাল্লক্ষণং ময়া॥ ৪০
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রতিষ্ঠানুকীর্ত্তনং
নাম চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৬৪॥

করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত অমঙ্গলবিনাশন মঙ্গল বাদ্য ও সঙ্গীত ব্রহ্মঘোষ করাইবেন। অতঃপর সুসমাহিত হইয়া লিঙ্গের লক্ষণোদ্ধার কীর্ত্তন করিতেছি। প্রতিমাকে তিন ভাগ করিলেই চিহ্নগুলি বিভাজক হইবে। অষ্ট যবগর্ভ প্রমাণ অবকাশ-বিশিষ্ট প্রতিমায় তিনটী রেখা করিবে। ঐ রেখাত্রয়—স্থূল, কৃশ ও বক্র হইবে, ছেদযুক্ত হইবে না। কিন্তু জ্যেষ্ঠ লিঙ্গের নিম্নরেখা যব-প্রমাণ করিবে। মধ্যম রেখা নিম্ন রেখা হইতে সূক্ষ্ম হইবে। তৎপরে আরও আটভাগ করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি তিন ভাগ পরিত্যাগ করিবেন এবং অবশিষ্ট সাতটী রেখা উভয় পার্শ্বে লম্বিত করিবেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি ভাগচতুষ্টয় যাবৎ রেখা লম্বিত করিবেন। পঞ্চমভাগের ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত রেখা ভ্রমণ করাইবে। ইহাতে রেখা সঙ্গম হইবে। রেখাদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে পৃষ্ঠদেশে দুইটী ভাগ হইবে। সংক্ষেপে এই লক্ষণ কথিত হইল। ২৭—৪০।

চতুঃষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৬৪।

পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মূর্ত্তিপানাস্তু লক্ষণম্।
স্থাপকস্য সমাসেন লক্ষণং শৃণুত দ্বিজাঃ॥১
সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণো বেদমন্ত্রবিশারদঃ।
পুরাণবেত্তা তত্ত্বজ্ঞো দম্ভলোভবিবর্জ্জিতঃ॥ ২
কৃষ্ণসারময়ে দেশে উৎপন্নশ্চ শুভাকৃতিঃ।
শৌচাচারপরো নিত্যং পাষণ্ডকুলনিস্পৃহঃ॥৩
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ব্রহ্মোপেন্দ্রহরপ্রিয়ঃ।
উহাপোহার্থতত্ত্বজ্ঞো বাস্তুশাস্ত্রস্য পারগঃ॥ ৪
আচার্য্যস্তু ভবেন্নিত্যং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।
মূর্ত্তিপাস্তু দ্বিজাশ্চৈব কুলীনা ঋজবস্তথা॥ ৫
দ্বাত্রিংশৎ ষোড়শাথাপি অষ্টৌ বা শ্রুতি-
পারগাঃ।
জ্যেষ্ঠ-মধ্য-কনিষ্ঠেষু মূর্ত্তিপা বঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ততো লিঙ্গমথার্চ্চাং বা নীত্বা স্নপনমণ্ডপম্।
গীতমঙ্গলশব্দেন স্নপনং তত্র কারয়েৎ॥ ৭
পঞ্চগব্যকষায়েণ মৃত্তির্ভস্মোদকেন বা।

পঞ্চষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অধুনা মূর্ত্তিপলক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি—শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ! প্রথমতঃ সংক্ষেপে স্থাপক-লক্ষণ শ্রবণ করুন। আচার্য্য সর্ব্ব দোষ-বিবর্জ্জিত হইবেন এবং পূর্ণাবয়ব, বেদজ্ঞ, পুরাণবিৎ, তত্ত্বজ্ঞ, অদাম্ভিক, নির্লোভ, কৃষ্ণসারময় দেশে উৎপন্ন, শুভাকৃতি, শৌচাচারপর, পাষণ্ডকুলনিস্পৃহ, শত্রুমিত্রে সমভাবাপন্ন, ব্রহ্মোপেন্দ্রহর-প্রিয়, উহাপোহার্থ তত্ত্বজ্ঞ ও বাস্তুশাস্ত্রনিপুণ হইবেন। মূর্ত্তিপ দ্বিজ কুলীন এবং সরল-স্বভাব-সম্পন্ন হইবেন। মূর্ত্তিপ দ্বিজ বত্রিশ, ষোড়শ বা অষ্টসংখ্যক হওয়া আবশ্যক। ইহাঁদের এই ভেদত্রয় জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, ও কনিষ্ঠরূপে কীর্ত্তিত হয়। অনন্তর লিঙ্গ বা অর্চ্চা স্নানমণ্ডপে আনয়ন করিয়া গীত ও মঙ্গল শব্দ দ্বারা স্নান করাইবে। পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়, মৃত্তিকা, ও ভস্মোদক দ্বারা

শৌচং তত্র প্রকুর্ব্বীত বেদমন্ত্রচতুষ্টয়াৎ ॥ ৮
সমুদ্রজ্যেষ্ঠমন্ত্রেণ আপো দিব্যেতি চাপরঃ।
যাসাংরাজেতি মন্ত্রস্ত আপোহিষ্ঠেতি চাপরঃ।
এবং স্নাপ্য ততো দেবং পূজ্য-গন্ধানুলেপনৈঃ
প্রচ্ছাদ্য বস্ত্রযুগ্মেণ স্বভিবস্ত্রেত্যুদাহৃতম্ ॥১০
উত্থাপয়েৎ ততো দেবমুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে।
অমুরজেতি চ তথা রথে তিষ্ঠেতি চাপরঃ ॥ ১১
রথে ব্রহ্মরথে চাপি ধৃতাং শিল্পিগণেন তু।
আরোপ্য চ ততো বিদ্বানাক্রন্দেন প্রবেশয়েৎ
ততঃ প্রাস্তীর্য্য শয্যায়াং স্থাপয়েচ্ছনকৈর্বুধঃ।
কুশানাস্তীর্য্য পুষ্পাণি স্থাপয়েৎ প্রাঙ্মুখং ততঃ
ততস্তু নিদ্রাকলশং বস্ত্র-কাঞ্চনসংযুতম্।
শিরোভাগে তু দেবস্য জপন্নেবং নিধাপয়েৎ ॥
আপোদেবীতি মন্ত্রেণ আপোহস্মান্মাতরোঽপি চ
ততো দুকূলপট্টেশ্চ ছাদ্য নেত্রোপধানকম্ ॥১৫
দদ্যাচ্ছিরসি দেবস্য কৌশেয়ং বা বিচক্ষণঃ।

বেদমন্ত্র চতুষ্টয় উচ্চারণপূর্ব্বক উহার শৌচ বিধান করিবে। মন্ত্রচতুষ্টয় যথা,—'সমুদ্র জ্যেষ্ঠ' ইত্যাদি, "অপোদিব্যা" ইত্যাদি, "যাসাং রাজ", ইত্যাদি ও "অপোহিষ্ঠা", ইত্যাদি—এই মন্ত্রচতুষ্টয়ে যথাক্রমে পঞ্চগব্যাদি চারিটী বস্তু দ্বারা লিঙ্গের শৌচ বিধান করিবে। এইরূপে স্নান করাইয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা বিধানান্তে বস্ত্রযুগলে আচ্ছাদন করিবে এবং 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে' ইত্যাদি মন্ত্রে লিঙ্গকে উত্থাপিত করিয়া অমুরজা' ও 'রথে তিষ্ঠ' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে রথে আরোপণপূর্ব্বক 'আক্রন্দেন' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রবেশ করাইবে। পরে শয্যা পাতিয়া তাহাতে কুশ ও পুষ্প আস্তরণপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ করিয়া মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। অনন্তর 'আপো দেবী' ও 'আপোহস্মান্ মাতরোঽপি' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া বস্ত্র-কাঞ্চনসংযুক্ত নিদ্রা-কলশ দেবমস্তকে নিহিত করিবে এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি দুকূল পট্ট দ্বারা দেবমূর্ত্তির নেত্রোপধান আচ্ছাদন করিয়া তাহার শিরোদেশে কৌশেয় বস্ত্র প্রদান

মধুনা সার্পিষাভ্যজ্য পূজ্যসিদ্ধার্থকৈস্ততঃ ॥১৬
আপ্যায়স্বেতি মন্ত্রেণ যা তে রুদ্র শিবেতি চ।
উপবিশ্যার্চ্চয়েদ্দেবং গন্ধপুষ্পৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১৭
সিতং প্রতিসরং দদ্যাদ্বার্হস্পত্যেতি মন্ত্রতঃ।
দুকূলপট্টৈঃ কার্পাসৈর্ব্বা নাচৈত্রৈরথাপি বা ॥ ১৮
আচ্ছাদ্য দেবং সর্ব্বত্র ছত্র-চামর-দর্পণম্।
পার্শ্বতঃ স্থাপয়েৎ তত্র বিতানং পুষ্পসংযুতম্ ॥
রত্নান্যোষধয়স্তত্র গৃহোপকরণানি চ।
ভাজনানি বিচিত্রাণি শয়নান্যাসনানি চ ॥ ২০
অভিত্বা শূরম মন্ত্রেণ যথা বিভবতো ন্যসেৎ।
ক্ষীরং ক্ষৌদ্রং ঘৃতং তদ্বদ্ভক্ষ্য-ভোজ্যান্নপায়সৈ
ষড়বিধৈশ্চ রসৈস্তদ্বৎ সমস্তাৎ পরিপূজয়েৎ।
বলিং দদ্যাৎ প্রযত্নেন মন্ত্রেণানেন ভূরিশঃ ॥২২
ত্র্যম্বকং যজামহে ইতি সর্ব্বতঃ শনকৈর্বুধি।
মূর্ত্তিমান্ স্থাপয়েৎ পশ্চাৎ সর্ব্বদিক্ষু বিচক্ষণঃ ॥
চতুরো দ্বারপালাংশ্চ দ্বারেষু বিনিবেশয়েৎ।
শ্রীসূক্তং পাবমানঞ্চ সোমসূক্তং সুমঙ্গলম্ ॥২৪
তথা চ শান্তিকাধ্যায়মিন্দ্রসূক্তং তথৈব চ।

করিবে ও মধুসর্পি দ্বারা স্নান করাইয়া সিদ্ধার্থক দ্বারা পূজনানন্তর 'আপ্যায়স্ব' ইত্যাদি ও 'যা তে রুদ্র শিব' ইত্যাদি মন্ত্রে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা সর্ব্বতোভাবে দেবের পূজা করিবে। ১—১৭। 'বার্হস্পত্য' ইত্যাদি মন্ত্রে হস্তসূত্র প্রদান করিবে। বিবিধ চিত্রযুক্ত কার্পাস বস্ত্রে দেবতাকে আবৃত করিয়া তাঁহার পার্শ্বে ছত্র, চামর, দর্পণ ও পুষ্পসংযুক্ত বিতান স্থাপন করিবে এবং তথায় আরও রত্ন, ওষধি, গৃহোপকরণ, বিচিত্র ভাজন, শয্যা ও আসন প্রভৃতি বিভবানুসারে স্থাপন করিবে। ক্ষীর, মধু, ঘৃত ও অন্যান্য ষড়বিধ রসযুক্ত ভক্ষ্য ভোজ্যান্ন পায়সাদি দ্বারা সর্ব্বথা দেবতার পূজা করিবে। অনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি 'ত্র্যম্বকং যজামহে' ইত্যাদি মন্ত্রে যত্নপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভূরি বলি প্রদান করিয়া দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিবেন এবং বহ্বৃচ বিপ্র চারিটী দ্বারপাল দ্বারে সন্নিবেশিত করিয়া পূর্ব্বাদিকে পবিত্র শ্রীসূক্ত, পাবমানসূক্ত সুমঙ্গল্য সোমসূক্ত,

রক্ষোঘ্নঞ্চ তথা সূক্তং পূর্ব্বতো বহ্বৃচো জপেৎ
রৌদ্রং পুরুষসূক্তঞ্চ শ্লোকাধ্যায়ং সশুক্রিয়ম্ ।
তথৈব মণ্ডলাধ্যায়মধ্বর্য্যুর্দক্ষিণে জপেৎ ॥২৬
বামদেবং বৃহৎসাম জ্যেষ্ঠসাম রথন্তরম্ ।
তথা পুরুষসূক্তঞ্চ রুদ্রসূক্তং সশান্তিকম্ ॥ ২৭
ভারুণ্ডানি চ সামানি ছন্দোগঃ পশ্চিমে জপেৎ।
অথর্ব্বাঙ্গিরসং তদ্বন্নীলং রৌদ্রং তথৈব চ ॥২৮
তথাপরাজিতা দেবী সপ্তসূক্তং সরৌদ্রকম্ ।
তথৈব শান্তিকাধ্যায়মথর্ব্বা চোত্তরে জপেৎ ॥২৯
শিরঃস্থানে তু দেবস্য স্থাপকো হোমমাচরেৎ ।
শান্তিকৈঃ পৌষ্টিকৈস্তদ্বন্মন্ত্রৈর্ব্যাহৃতিপূর্ব্বকৈঃ ॥
পলাশোডুম্বরাশ্বত্থা অপামার্গঃ শমী তথা ।
হুত্বা সহস্রমেকৈকং দেবং পাদে তু সংস্পৃশেৎ
ততো হোমসহস্রেণ হুত্বা হুত্বা ততস্ততঃ ।
নাভিমধ্যং তথা বক্ষঃ শিরশ্চাপ্যালভেৎ পুনঃ
হস্তমাত্রেষু কুণ্ডেষু মূর্ত্তিপাঃ সর্ব্বতো দিশম্ ।
সমেখলেষু তে কুর্য্যুর্যোনিবক্ত্রেষু চাদরাৎ ॥৩৩
বিতস্তিমাত্রা যোনিঃ স্যাদ্গজোষ্ঠসদৃশী তথা ।
আয়তা ছিদ্রসংযুক্তা পার্শ্বতঃ কলয়োচ্ছ্রিতা ॥
কুণ্ডাৎ কলানুসারেণ সর্ব্বতশ্চতুরঙ্গুলা ।
বিস্তারেণোচ্ছ্রয়ো তত্র তুরস্রা সমা ভবেৎ ॥৩৫
বেদীভিত্তিং পরিত্যজ্য ত্রয়োদশভিরঙ্গুলৈঃ ।
এবং নবস্যু কুণ্ডেষু লক্ষণঞ্চৈব দৃশ্যতে ॥ ৩৬
আগ্নেয়-শাক্র যাম্যেষু হোতব্যমুদগাননৈঃ ।
মূর্ত্তিপা লোকপালেভ্যো মূর্ত্তিভ্যঃ ক্রমশস্তথা ॥
তথা মূর্ত্ত্যধিদেবানাং হোমং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ
বসুধা বসুরেতাশ্চ যজমানো দিবাকরঃ ॥ ৩৮
জলং বায়ুস্তথা সোম আকাশশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ ।
দেবস্য মূর্ত্তয়স্তষ্টাবেতাঃ কুণ্ডেষু সংস্মরেৎ ॥৩৯
এতাসামাধিপান্ বক্ষ্যে পবিত্রান্ মূর্ত্তিনামতঃ ।
পৃথ্বীং পাতি চ শর্ব্বশ্চ পশুপশ্চাগ্নিমেব চ ॥৪০
যজমানং তথৈবোগ্রো রুদ্রশ্চাদিত্যমেব চ ।
ভবো জলং সদা পাতি বায়ুমীশান এব চ ॥৪১

শান্তিকাধ্যায়, ইন্দ্রসূক্ত ও রক্ষোঘ্ন সূক্ত জপ করিবেন। অধ্বর্য্যু দক্ষিণদিকে রৌদ্র পুরুষসূক্ত, সশুক্রিয় শ্লোকাধ্যায় ও মঙ্গলাধ্যায় পাঠ করিবেন; ছন্দোগ ব্রাহ্মণ পশ্চিম দিকে বামদেব, বৃহৎসাম, জ্যেষ্ঠসাম, রথন্তর, পুরুষসূক্ত, সশান্তিক রুদ্রসূক্ত, ভারুণ্ড ও সাম জপ করিবেন এবং অথর্ব্বা উত্তর-দিকে অথর্ব্বাঙ্গিরস, নীল, রৌদ্র, অপরাজিতা ও সপ্তসূক্ত সরৌদ্রক শান্তিকাধ্যায় পাঠ করিবেন। অনন্তর স্থাপক ব্যক্তি দেবতার শিরঃস্থানে ব্যাহৃতিপূর্ব্বক শান্তিক ও পৌষ্টিক মন্ত্রে হোম করিবেন। পলাশ, উডুম্বর, অশ্বত্থ, অপামার্গ ও শমী—ইহাদের সহস্র কাষ্ঠিকায় এক একটী করিয়া হোম করিয়া দেবতার পাদস্পর্শ করিবেন। এই প্রকার প্রত্যেক বার সহস্র হোম করার পর দেবতার নাভি, মধ্য, বক্ষঃ, ও শিরোদেশ স্পর্শ করিবেন এবং হস্তমাত্র যোনিবক্ত্র সমেখল কুণ্ডোপরি যত্নের সহিত চতুর্দ্দিকে মূর্ত্তিপ দ্বিজগণ হোম করিবে। পরে উহাতে গজোষ্ঠ-সদৃশী বিতস্তি-পরিমিত যোনি নির্ম্মাণ করিবে। উহা আয়ত, ছিদ্র-সংযুক্ত ও উভয় পার্শ্বে শিল্প কার্য্যভূষিত হইবে। ঐ যোনি কুণ্ড হইতে চতুর্দ্দিকে চারি অঙ্গুলি উচ্চ, ও বিস্তৃত করিবে। ঐ অংশ চতুরস্র ও শিল্পকার্য্য মনোজ্ঞ হইবে। বেদীভিত্তির ত্রয়োদশাঙ্গুল ব্যবধানে এই প্রকার অপর নয়টী কুণ্ড করিতে হয়; সকল কুণ্ডেরই লক্ষণ এইরূপ।১৮—৩৬। অনন্তর আচমনপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া পূর্ব্ব, অগ্নি ও দক্ষিণ দিকে লোকপাল, দেবমূর্ত্তি সকল ও মূর্ত্ত্যধিপ দেবতাগণের ক্রমশঃ হোম করিবেন। বসুধা, বসুরেতা, যজমান, দিবাকর, জল, বায়ু, সোম ও আকাশ—এই আটটী দেব-মূর্ত্তি কুণ্ডে স্মরণ করিবে। অতঃপর ইহাঁ-দের অধিদেবতা কীর্ত্তন করিতেছি,—শর্ব্ব সর্ব্বদা পৃথিবী পালন করিতেছেন। এইরূপ পশুপ—অগ্নি, উগ্র—যজমান, রুদ্র—আদিত্য ভব—জল, ঈশান—বায়ু, মহাদেব—চন্দ্র ও ভীমমূর্ত্তি আকাশ পালন করিতেছেন।

মহাদেবস্তথা চন্দ্রং ভীমশ্চাকাশমেব চ।
সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠাসু মূর্ত্তিপা হেত এব চ ৪১
এতেভ্যো বৈদিকৈর্ম্মন্ত্রৈর্যথাশক্তি হোমমাচরেৎ।
তথা শান্তিঘটং কুর্য্যাৎ প্রতিকুণ্ডেষু সন্ন্যসেৎ
শতান্তে বা সহস্রান্তে সম্পূর্ণাহুতিরিষ্যতে।
সমপাদঃ পৃথিব্যাস্তু প্রশান্তাত্মা বিনিক্ষিপেৎ॥
আহুতীনাস্তু সম্পাতং পূর্ণকুম্ভেষু বৈ ন্যসেৎ।
মূলমধ্যোত্তমাঙ্গেষু দেবং তেনাবসেচয়েৎ ॥৪৫
স্থিতঞ্চ স্নাপয়েৎ তেন সম্পাতাহুতিবারিণা।
প্রতিযামেষু ধূপস্তু নৈবেদ্যং চন্দনাদিকম্ ॥৪৬
পুনঃপুনঃ প্রকুর্ব্বীত হোমঃ কার্য্যঃ পুনঃপুনঃ।
পুনঃপুনশ্চ দাতব্যা যজমানেন দক্ষিণা ॥ ৪৭
সিতবস্ত্রৈশ্চ তে সর্ব্বে পূজনীয়াঃ সমন্ততঃ
বিচিত্রৈর্হৈমকটকৈর্হৈমসূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ ॥ ৪৮
বাসোভিঃ শয়নীয়ৈশ্চ প্রতিযামে চ শক্তিতঃ।
ভোজনঞ্চাপি দাতব্যং যাবৎ স্যাদধিবাসনম্ ॥
বলিস্ত্রিসন্ধ্যং দাতব্যো ভূতেভ্যঃসর্ব্বতোদিশম্
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পূর্ব্বং শেষান্ বর্ণাংস্তু কামতঃ ॥ ৫০
রাত্রৌ মহোৎসবঃ কার্য্যো নৃত্যগীতকমঙ্গলৈঃ।
সদা পূজ্যাঃ প্রযত্নেন চতুর্থীকর্ম্ম যাবতা ॥ ৫১
ত্রিরাত্রমেকরাত্রং বা পঞ্চরাত্রমথাপি বা।
সপ্তরাত্রমথো কুর্য্যাৎ ক্বচিৎ সদ্যোঽধিবাসনম্
সর্ব্বযজ্ঞফলো যস্মাদধিবাসোৎসবঃ সদা ॥ ৫২
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽধিবাসনবিধির্নাম পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬৫ ॥

সকল দেবপ্রতিষ্ঠাতেই ইঁহারা মূর্ত্তিপ বলিয়া কীর্ত্তিত। বৈদিক মন্ত্রে যথাশক্তি হোম করিবে। প্রতিকুণ্ডে শান্তিঘট স্থাপন করিবে। শত বা সহস্র হোমের পর পূর্ণাহুতি দিবে। সমপদ হইয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে এবং ঐ সকল আহুতি পূর্ণকুম্ভোপরি নিক্ষিপ্ত হইবে। ইহাতে দেবতার মূল, মধ্য ও উত্তমাঙ্গ সেচিত হইবে। এই আহুতি-বারি দ্বারা তত্রস্থ কল্পিত দেবতাগণকে স্নান করাইবে। প্রতিযামে পুনঃপুনঃ ধূপ, নৈবেদ্য ও চন্দনাদি প্রদান ও হোম করা কর্ত্তব্য এবং পুনঃপুনঃ দক্ষিণা দেওয়া বিধি। সিতবস্ত্র, বিচিত্র হৈম-কটক, হৈম সূত্র, অঙ্গুলীয়ক, বাস, ও শয্যা দ্বারা প্রতিযামে যথাশক্তি পূজা করিবে। অধিবাস শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রদান করিবে। ভূতগণকে বলি প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণ ও অপরাপর জনগণকে ভোজন করাইবে। নৃত্য-গীত ও মঙ্গল কর্ম্ম দ্বারা মহা মহোৎসবে রাত্রি যাপন করিবে এবং সপ্তরাত্র, পঞ্চরাত্র, ত্রিরাত্র বা একরাত্র অধিবাসন করিবে। কখন কখন সদ্যও অধিবাসন করা বিধি আছে। এই অধিবাসবিধি সর্ব্বদা সর্ব্বযজ্ঞফল-প্রদ। ৩৭—৫২।

পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৬৫

ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

কৃত্বাধিবাসং দেবানাং শুভং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ
প্রাসাদস্যানুরূপেণ মানং লিঙ্গস্য বা পুনঃ ॥ ১
পুষ্পোদকেন প্রাসাদং প্রোক্ষ্য মন্ত্রযুতেন তু।
পাতয়েৎ পঞ্চসূত্রন্তু দ্বারসূত্রং তথৈব চ ॥ ২
আশ্রয়েৎ কিঞ্চিদীশানীং মধ্যং জ্ঞাত্বা দিশংবুধঃ
ঈশানীমাশ্রিতং দেবং পূজয়ন্তি দিবৌকসঃ ॥ ৩
আয়ুরারোগ্যফলদমথোত্তরসমাশ্রিতম্।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—মানব সমাহিতচিত্তে দেবতাদিগের শুভ অধিবাস কর্ম্ম সমাধা করিয়া প্রাসাদ-পরিমাণ অনুসারে লিঙ্গমান নিরূপণ করিবেন। অভিমন্ত্রিত পুষ্পোদক দ্বারা প্রাসাদ প্রোক্ষণপূর্ব্বক পঞ্চ-সূত্র ও দ্বার-সূত্র পাতিত করিবেন। পণ্ডিত ব্যক্তি মধ্য জ্ঞানে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঈশান দিক্ আশ্রয় করিবেন; যেহেতু দেবগণও ঈশান-দিক্‌স্থিত দেবের পূজা করিয়া থাকেন। উত্তর

ততং স্বাদশতং প্রোক্তমন্তথাস্থাপনং বুধঃ ।৪
অধঃ কূর্ম্মশিলা প্রোক্তা সদা ব্রহ্মশিলাধিকা ।
উপর্য্যবস্থিতা তস্যা ব্রহ্মভাগাধিকা শিলা ॥ ৫
ততস্তু পিণ্ডিকা কার্য্যা পূর্ব্বোক্তৈর্নামলক্ষণৈঃ
ততঃ প্রক্ষালিতাং কৃত্বা পঞ্চগব্যেন পিণ্ডিকাম্
কষায়তোয়েন পুনর্মন্ত্রযুক্তেন সর্ব্বতঃ ।
দেবতার্চ্চাশ্রয়ং মন্ত্রঃ পিণ্ডিকাসু নিযোজয়েৎ ॥৭
তত উত্থাপ্য দেবেশমুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণেতি চ ।
আনীয় গর্ভভবনং পীঠান্তে স্থাপয়েৎ পুনঃ ॥ ৮
অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং তত্র মধুপর্কং প্রযোজয়েৎ ।
ততো মুহূর্ত্তং বিশ্রম্য রত্নন্যাসং সমাচরেৎ ॥৯
বজ্র-মৌক্তিক-বৈদূর্য্য-শঙ্খ স্ফটিকমেব চ ।
পুষ্পরাগেন্দ্রনীলঞ্চ নীলং পূর্ব্বাদিদিক্‌ক্রমাৎ ॥
তালকঞ্চ শিলাবজ্রমঞ্জনং শ্যামমেব চ ।
কাক্ষী কাশী সমাক্ষীকং গৈরিককাদিতঃ ক্রমাৎ
গোধূমঞ্চ যবং তদ্বৎ তিলমুদ্গাং তথৈব চ

নীবারমথ শ্যামাকং সর্ষপং ব্রীহিমেব চ ॥ ১২
ন্যস্য ক্রমেণ পূর্ব্বাদি চন্দনং রক্তচন্দনম্ ।
অগুরুকাঞ্জনঞ্চাপি উশীরঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ১৩
বৈষ্ণবীং সহদেবীঞ্চ লক্ষ্মণাঞ্চ ততঃ পরম্ ।
স্বর্লোকপালনাম্না তু ন্যসেদোঙ্কারপূর্ব্বকম্ ॥১৪
সর্ব্ববীজানি ধাতূংশ্চ রত্নান্যোষধয়স্তথা ।
কাঞ্চনং পদ্মরাগঞ্চ পারদং পদ্মমেব চ ॥ ১৫
কূর্ম্মং ধরাং বৃষং তত্র ন্যসেৎ পূর্ব্বাদিতঃ ক্রমাৎ
ব্রহ্মস্থানে তু দাতব্যাঃ সংহতাঃ স্যুঃ পরস্পরম্
কনকং বিদ্রুমং তাম্রং কাংস্যঞ্চৈবারকূটকম্ ।
রজতং বিমলং পুষ্পং লোহঞ্চৈব ক্রমেণ তু ॥১৭
কাঞ্চনং হরিতালঞ্চ সর্ব্বাভাবেঽপি নিক্ষিপেৎ
দদ্যাদ্বীজৌষধিস্থানে সহদেবীং যবানপি ॥ ১৮
ন্যাসমন্ত্রানতো বক্ষ্যে লোকপালাত্মকানিহ ।
ইন্দ্রস্তু মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্ ॥১৯
বজ্রহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ।
আগ্নেয়ঃ পুরুষো রক্তঃ সর্ব্বদেবময়ঃ শিখী ॥২০

দিক্‌স্থাপিত লিঙ্গ, আয়ু, আরোগ্য, ও শুভফলপ্রদ এবং অন্য দিকে স্থাপিত হইলে অশুভদায়ক হয়। লিঙ্গের অধোদেশে কূর্ম্মশিলা স্থাপন করিবে। উহা ব্রহ্মশিলা হইতেও গরীয়সী। ব্রহ্মভাগাধিকা শিলা, কূর্ম্মশিলার উপরিভাগে অবস্থিত হইবে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত নাম ও লক্ষণ দ্বারা পিণ্ডিকা করিয়া উহা পঞ্চগব্য ও অভিমন্ত্রিত কষায় বারি দ্বারা উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিবে। দেবপ্রতিমা শ্রয় মন্ত্র দ্বারা উহা স্থাপিত করিবে। অনন্তর 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মন্' ইত্যাদি মন্ত্রে দেবতাকে উত্থাপিত করিয়া গর্ভভবনে আনয়নপূর্ব্বক পীঠান্তে স্থাপন করিবে এবং পাদ্যার্ঘ্যাদি ও মধুপর্ক প্রদান করিবে। অতঃপর মুহূর্ত্তকাল বিশ্রামের পর তাহাতে রত্ন প্রদান করিবে এবং বজ্র, মৌক্তিক, বৈদূর্য্য, শঙ্খ, স্ফটিক, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল ও নীল, এই সকল দ্রব্য পূর্ব্বাদিক্রমে প্রদান করিবে। তালক, শিলাবজ্র, অঞ্জন, শ্যাম, কাক্ষী, কাশী, মাক্ষিক ও গৈরিক—এই সকল দ্রব্য আদি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ প্রদান করিবে। গোধূম, যব, তিল, মুদ্গ, নীবার, শ্যামাক, সর্ষপ, ও ব্রীহি—এই সকল দ্রব্যও পূর্ব্বাদিক্রমে ন্যস্ত করিবে। চন্দন, রক্তচন্দন, অগুরু, অঞ্জন ও উশীর এই সকল দ্রব্য এবং বৈষ্ণবী, সহদেবী ও লক্ষ্মণা—ইহাদিগকেও স্বর্লোকপালনামে ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়া, বিন্যাস করিবে। ১—১৪। সর্ব্বপ্রকার বীজ, ধাতু, রত্ন, ওষধি, কাঞ্চন, পদ্মরাগ, পারদ, পদ্ম, কূর্ম্ম, ধরা ও বৃষ, এই সমুদয়কে পূর্ব্বাদিক্রমে বিন্যস্ত করিবে। ব্রহ্মস্থানে দাতব্য বস্তু পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে। কনক, বিদ্রুম, তাম্র, কাংস্য, পিত্তল, রজত, বিমল পুষ্প ও লৌহ, কাঞ্চন ও হরিতাল,—এই দ্রব্যগুলি অপর সকল দ্রব্যের অভাব হইহইলেও, প্রদান করিতে হইবে।
ও ওষধির অভাবে সহদেবী ও যব প্রদান করিবে। অতঃপর লোকপালাত্মক ন্যাসমন্ত্র সকল কীর্ত্তন করিতেছি—যথা, মহান সর্ব্বদেবাধিপতি মহাসত্ত্ব বজ্রহস্ত ইন্দ্র, সর্ব্বদা তেজো দ্বারা দীপ্ত; তাঁহাকে নিত্য নমস্কার।

ধূমকেতুরনাধৃষ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।
যমশ্চোৎপলবর্ণাভঃ কিরীটী দণ্ডধৃক্‌ সদা॥ ২১
ধর্ম্মসাক্ষী বিশুদ্ধাত্মা তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ
নির্ঋতিস্ত পুমান্‌ কৃষ্ণঃ সর্ব্বরক্ষোঽধিপো মহান্‌
খড়্গহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।
বরুণো ধবলো বিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ॥২৩
পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।
বায়ুশ্চ সর্ব্ববর্ণো বৈ সর্ব্বগন্ধবহঃ শুভঃ॥ ২৪
পুরুষো ধ্বজহস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।
গৌরো যশ্চ পুমান্‌ সৌম্যঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ
নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ
ঈশানপুরুষঃ শুক্লঃ সর্ব্ববিদ্যাধিপো মহান্‌॥২৬
শূলহস্তো বিরূপাক্ষস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।
পদ্মযোনিশ্চতুর্মূর্ত্তির্বেদবাসাঃ পিতামহঃ॥ ২৭
যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুর্বক্ত্রস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।

যোঽসাবনন্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্‌।
পুষ্পবদ্ধারয়েন্মূর্দ্ধ্নি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥২৮
ওঙ্কারপূর্ব্বকা হ্যেতে ন্যাসে বলিনিবেদনে॥২৯
মন্ত্রাঃ স্যুঃ সর্ব্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধি-পুত্রফলপ্রদাঃ।
ন্যাসং কৃত্বা তু মন্ত্রাণাং পায়সেনানুলেপিতম্‌॥
পটেনাচ্ছাদয়েচ্ছুভ্রং শুক্লেনোপরি যত্নতঃ।
তত উত্থাপ্য দেবেশমিষ্টদেশে তু শোভনে
ধ্রুবা দ্যৌরিতি মন্ত্রেণ শ্বভ্রোপরি নিবেশয়েৎ
ততঃ স্থিরীকৃতস্যাস্য হস্তং দত্বা তু মস্তকে॥৩২
ধ্যাত্বা পরমসদ্ভাবাদ্দেবদেবঞ্চ নিষ্কলম্‌।
দেবব্রতং তথা সোমং রুদ্রসূক্তং তথৈব চ॥৩৩
আত্মানমীশ্বরং কৃত্বা নানাভরণভূষিতম্‌।
যস্য দেবস্য যদ্রূপং তদ্ধ্যানে সংস্মরেৎ তথা॥
অতসীপুষ্পসঙ্কাশং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্‌।
সংস্থাপয়ামি দেবেশং দেবো ভূত্বা জনার্দ্দনম্‌
ত্র্যক্ষঞ্চ দশবাহুঞ্চ চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্‌।

সর্ব্বদেবময় শিখী ধূমকেতুবৎ অনাধৃষ্য রক্তবর্ণ আগ্নেয় পুরুষকে আমি নিত্য নমস্কার করি। যম—উৎপলবর্ণাভ, কিরীটী, সদা দণ্ডধৃক্‌, কর্ম্মসাক্ষী ও বিশুদ্ধাত্মা; তাঁহাকে আমার নিত্য নমস্কার। নির্ঋতি কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্ব রাক্ষসাধিপ, মহত্ত্বসম্পন্ন, খড়্গহস্ত এবং মহাসত্ত্ব; তাঁহাকে আমি নিত্য নমস্কার করি। বরুণদেব—ধবল, বিষ্ণুস্বরূপ, পুরুষশ্রেষ্ঠ, নিম্নগাধিপ, তাঁহার হস্তে পাশ, এবং তিনি মহাবাহু। তাঁহাকে আমি নিত্য নমস্কার করি। বায়ু—সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্বগন্ধ বহন করেন,—মঙ্গলময় পুরুষশ্রেষ্ঠ, তাঁহার হস্তে ধ্বজ বিরাজমান; তাঁহাকে আমার নিত্য নমস্কার। সোম—গৌরবর্ণ, সৌম্যাকৃতি, তিনি সর্ব্বদা ওষধিগণে সমন্বিত, এবং নক্ষত্রগণের অধিপতি; তাঁহাকে আমার নিত্য নমস্কার। ঈশান-পুরুষ—শুক্লবর্ণ, সর্ব্ববিদ্যার অধিপতি ও মহান্‌; তাঁহার হস্তে সর্ব্বদা শূল বিরাজিত এবং তিনি বিরূপাক্ষ; তাঁহাকে আমার নিত্য নমস্কার। পদ্মযোনি—চতুর্মূর্ত্তি, বেদ তাঁহার বাস স্বরূপ, তিনি পিতামহ, এবং তিনি যজ্ঞাধ্যক্ষ ও চতুর্ব্বক্ত্র; তাঁহাকে আমি নিত্য নমস্কার করি। যিনি অনন্তরূপে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং যিনি পুষ্পবৎ পৃথ্বীকে মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহাকে আমার নিত্য নমস্কার। ১৫—২৮। সকল কার্য্যেরই দান ও বলিনিবেদন বিষয়ে এই মন্ত্রগুলি ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক পঠনীয়; এই সকল মন্ত্র বৃদ্ধি ও পুত্র ফলপ্রদ। এই মন্ত্র সকল দ্বারা ন্যাসকার্য্য সমাধা করিয়া শুক্লপট দ্বারা পায়সানুলিপ্ত শ্বভ্র আচ্ছাদন করিবে। অনন্তর ‘ধ্রুবা দ্যৌ’ ইত্যাদি মন্ত্রে দেবেশকে উত্থাপিত করিয়া শোভিত ইষ্ট শ্বভ্রোপরি স্থাপন করিবে। পরে স্থিরীকৃত দেবের মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধায়ক দেবদেব, নিষ্কল, দেবব্রত, সোম ও রুদ্রসূক্ত ধ্যানপূর্ব্বক আপনাকে নানা আভরণভূষিত ঈশ্বররূপে ভাবনা করিয়া যে দেবতার যেমন রূপ, ধ্যানের সময় আপনাকে তদ্রূপ চিন্তা করিবে। যথা; আমি দেবস্বরূপ হইয়া অতসীপুষ্পসঙ্কাশ, শঙ্খ-চক্র-গদাধর, ভগবান্‌ জনার্দ্দনকে সংস্থাপন করিতেছি। আমি

গণেশং বৃষসংস্থঞ্চ স্থাপয়ামি ত্রিলোচনম্ ॥৩৬
ঋষিভিঃ সংস্তুতং দেবং চতুর্ব্বক্ত্রং জটাধরম্।
পিতামহং মহাবাহুং স্থাপয়াম্যম্বুজোদ্ভবম্ ॥৩৭
সহস্রকিরণং শান্তমপ্সরোগণসংযুতম্।
পদ্মহস্তং মহাবাহুং স্থাপয়ামি দিবাকরম্ ॥ ৩৮
দেবমন্ত্রাংস্তথা রৌদ্রান্ রুদ্রস্য স্থাপনে জপেৎ
বিষ্ণোস্তু বৈষ্ণবাংস্তদ্বদ্ ব্রাহ্মান বৈ ব্রহ্মণো বুধঃ
সৌরাঃ সূর্য্যস্য জপ্তব্যাস্তথান্যেষু তদাশ্রয়াঃ।
বেদমন্ত্রপ্রতিষ্ঠা তু যস্মাদানন্দদায়িনী ॥ ৪০
স্থাপয়েদ্ যস্তু দেবেশং তং প্রধানং প্রকল্পয়েৎ।
তস্য পার্শ্বস্থিতানন্যান্ সংস্মরেৎ পরিবারিতঃ
গণং নন্দি-মহাকালং বৃষং ভৃঙ্গিরিটিং গুহম্।
দেবীং বিনায়কঞ্চৈব বিষ্ণুং ব্রহ্মাণমেব চ ॥ ৪২
রুদ্রং শক্রং জয়ন্তঞ্চ লোকপালান সমন্ততঃ।
তথৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বা গন্ধর্ব্বগণ-গুহ্যকান্ ॥ ৪৩
যো যত্র স্থাপ্যতে দেবস্তস্য তান্ পরিতঃ স্মরেৎ
আবাহয়েৎ তথা রুদ্রং মন্ত্রেণানেন যত্নতঃ ॥ ৪৪
যস্য সিংহা রথে যুক্তা ব্যাঘ্রভূতাস্তথোরগাঃ।
ঋষয়ো লোকপালাশ্চ দেবঃ স্কন্দস্তথা বৃষঃ ॥ ৪৫
প্রিয়ো গণো মাতরশ্চ সোমো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ
নাগা যক্ষাঃ সগন্ধর্ব্বা যে চ দিব্যা নভশ্চরাঃ ॥
তমহমৃক্ষমীশানং শিবং রুদ্রমুমাপতিম্।
আবাহয়ামি সগণং সপত্নীকং বৃষধ্বজম্ ॥ ৪৭
আগচ্ছ ভগবন্ রুদ্রানুগ্রহায় শিবো ভব।
শাশ্বতো ভব পূজাং মে গৃহাণ ত্বং নমো নমঃ ॥

ওঁ নমঃ স্বাগতং ভগবতে। নমঃ ওঁ নমঃ সোমায় সগণায় সপরিবারায় প্রতিগৃহ্লাতু ভগবন্ মন্ত্রপূতমিদং সর্ব্বমর্ঘ্যপাদ্যমাচমনীয়মাসনং ব্রহ্মণাভিহিতং নমো নমঃ স্বাহা ॥ ৪৯
ততঃ পুণ্যাহঘোষেণ ব্রহ্মঘোষৈশ্চ পুষ্কলৈঃ।
স্নাপয়েৎ তু ততো দেবং দধি-ক্ষীর-ঘৃতেন চ
মধু-শর্করয়া তদ্বৎ পুষ্পগন্ধোদকেন চ।

ত্র্যক্ষ, দশবাহু চন্দ্রার্দ্ধকৃত-শেখর গণেশ ও বৃষসংস্থ ত্রিলোচনকে সংস্থাপন করিতেছি। ঋষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত, দেব, জটাধারী, চতুর্ব্বক্ত্র, মহাবাহু অম্বুজোদ্ভব পিতামহকে আমি সংস্থাপন করি। সহস্রকিরণ, শান্ত অপ্সরোগণসংযুত, পদ্মহস্ত, মহাবাহু দিবাকরকে আমি স্থাপন করি। রুদ্র-সংস্থাপনে দেবমন্ত্র ও রৌদ্র মন্ত্র জপ করিবে। বিষ্ণুস্থাপনে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্ম মন্ত্র জপ করিবে এবং সূর্য্যস্থাপনে সৌর মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ যখন যে দেবতা সংস্থাপিত হইবে, তখন তদ্দেবতাশ্রিত মন্ত্র জপ করবে। যেহেতু বেদমন্ত্রে প্রতিষ্ঠা আনন্দদায়িনী। যে দেবতা স্থাপন করিবে, তাঁহাকেই প্রধানরূপে কল্পনা করিবে এবং তাঁহার পার্শ্বে অন্যান্য পরিবারিত দেববৃন্দকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। গণ, নন্দি, মহাকাল, বৃষ, ভৃঙ্গিরিটি, গুহ, দেবী, বিনায়ক, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, শক্র, জয়ন্ত, লোকপাল, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, ও গুহ্যক—এই সকল দেবতা প্রভৃতিকে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠাস্থানে প্রতিষ্ঠাপ্য দেবের চতুর্দ্দিকে স্মরণ করিতে হইবে। ঐরূপ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে রুদ্রের আবাহন করিতে হইবে; যথা,—যাহার রথে সিংহ ও ব্যাঘ্র সর্ব্বদা যুক্ত রহিয়াছে এবং ভূত, উরগ, ঋষি, লোকপাল, দেব, স্কন্দ, বৃষ, প্রিয় গণ, মাতৃ, সোম, বিষ্ণু, পিতামহ, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও দিব্য নভশ্চরগণ যাহার পারিষদ, আমি সেই সগণ সপত্নীক বৃষধ্বজ ঈশান মঙ্গলময় উমাপতিকে আবাহন করিতেছি।২৯—৪৭। হে ভগবন্! রুদ্র! অনুগ্রহ করিয়া আগমন করুন, এবং আমার মঙ্গলবিধান করুন। হে ভব! আপনি শাশ্বত পুরুষ; আপনি আমার পূজা গ্রহণ করুন, আপনাকে আমি নমস্কার করি। হে ভগবন্! আপনার শুভাগমন হউক, হে সোম! আপনি সগণ ও সপরিবারে মন্ত্রপূত ও ব্রহ্মাভিনন্দিত এই সকল পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও আসন গ্রহণ করুন। আপনাকে আমি নমস্কার করি। অনন্তর দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ঘৃত, মধু, শর্করা ও পুষ্পগন্ধোদক প্রদান করিয়া সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলধ্বনি ও ব্রহ্মঘোষপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাপ্য দেবতাকে স্নান

শিবধ্যানৈকচিত্তস্তু মন্ত্রানেতানুদীরয়েৎ ॥ ৫১
যজ্জাগ্রতো দূরমুদেতি। ততো বিরাড়-জায়ত ইতি চ। সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইতি চ। অভি ত্বা শূর নো নম ইতি চ। পুরুষ এবেদং সর্ব্বমিতি। ত্রিপাদূর্দ্ধমিতি। যেনেদং ভূতমিতি। নত্বা অবীন্ত ইতি ॥ ৫২
সর্ব্বাংশ্চৈতান প্রতিষ্ঠাসু মন্ত্রান্ জপ্ত্বা পুনঃপুনঃ
চতুঃকৃত্বা স্পৃশেদদ্ভির্মূলমধ্যে শিরস্যপি ॥ ৫৩
স্থাপিতে তু ততো দেবে যজমানোঽথ মূর্ত্তিপম্
আচার্য্যং পূজয়েদ্ভক্ত্যা বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥৫৪
দীনান্ধকৃপণাংস্তদ্বদ্‌যে চান্যে সমুপাস্থিতাঃ।
ততস্তু মধুনা দেবং প্রথমেঽহনি লেপয়েৎ ॥৫৫
হরিদ্রয়াথ সিদ্ধার্থৈর্দ্বিতীয়েঽহনি তদ্বতঃ।
চন্দনেন যেবৈস্তদ্বৎ তৃতীয়েঽহনি লেপয়েৎ ॥
মনঃশিলা-প্রিয়ঙ্গুভ্যাং চতুর্থেঽহনি লেপয়েৎ।
সৌভাগ্যশুভদং যস্মাল্লেপনং ব্যাধিনাশনম্ ॥
পরং প্রীতিকরং নৃণামেতদ্বেদবিদো বিদুঃ।

কৃষ্ণাঞ্জনং তিলং তদ্বৎ পঞ্চমেঽপি নিবেদয়েৎ
ষষ্ঠে তু সঘৃতং দদ্যাচ্চন্দনং পদ্মকেসরম্।
রোচনাগুরুপুষ্পস্তু সপ্তমেঽহনি দাপয়েৎ ॥ ৫৯
যত্র সদ্যোঽধিবাসঃ স্যাৎ তত্র সর্ব্বং নিবেদয়েৎ
স্থিতং ন চালয়েদ্দেবমন্যথা দোষভাগ্‌ভবেৎ ॥
পূরয়েৎ সিকতাভিস্তু নিশ্ছিদ্রং সর্ব্বতো ভবেৎ
লোকপালস্য দিগ্‌ভাগে যস্য সঞ্চলতে বিভুঃ ॥
তস্য লোকপতেঃ শান্তির্দেয়াশ্চেমাশ্চ দক্ষিণাঃ
ইন্দ্রায়াভরণং দদ্যাৎ কাঞ্চনঞ্চাল্পবিত্তবান্ ॥৬২
অগ্নে সুবর্ণমেব স্যাদ্‌যমস্য মহিষং তথা।
অজঞ্চ কাঞ্চনং দদ্যান্নৈর্ঋতং রাক্ষসং প্রতি ॥
বরুণং প্রতি মুক্তানি সশুক্তীনি প্রদাপয়েৎ।
রীতিকং বায়বে দদ্যাদ্বস্ত্রযুগ্মেন সাম্প্রতম্ ॥ ৬৪
সোমায় ধেনুর্দাতব্যা রজতং সবৃষং শিবে।
যস্যাং যস্যাং সঞ্চলনং শান্তিঃ স্যাৎ তত্র তত্র তু
অন্যথা তু ভবেদ্ঘোরং ভয়ং কুলবিনাশনম্।

করাইবে এবং শিবধ্যান-পরায়ণ হইয়া এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিবে; যথা,—'যজ্জাগ্রতো দূর'মিত্যাদি, 'বিরাড়জায়ত' ইত্যাদি 'সহস্রশীর্ষা' ইত্যাদি, 'অভিত্বাশূর' ইত্যাদি, 'পুরুষ এবেদ'মিত্যাদি, 'ত্রিপাদূর্দ্ধ'মিত্যাদি, 'যেনেদং ভূত'মিত্যাদি ও 'নত্বা অবীন্ত, ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠা কার্য্যে এই সকল মন্ত্র পুনঃপুনঃ জপ করিয়া চারিবার করিয়া দেবতার মূল, মধ্য ও শিরোদেশ জল দ্বারা স্পর্শ করিবে। অতঃপর দেবতা স্থাপিত হইলে, যজমান মূর্ত্তিপ আচার্য্য ও সমুপস্থিত দীন অন্ধ প্রভৃতি অন্যান্য জনগণকে বস্ত্রালঙ্কার-ভূষণ দ্বারা পূজা করিয়া প্রথমাদন-প্রতিষ্ঠাপিত দেবতাকে মধু দ্বারা লিপ্ত করিবে। এইরূপ দ্বিতীয় দিনে হরিদ্রা, তৃতীয় দিনে চন্দন ও চতুর্থ দিনে মনঃশিলা প্রিয়ঙ্গু দ্বারা দেবতাকে লেপন করিবে। যেহেতু বেদবিৎগণ লেপনকে মানবগণের সৌভাগ্যশুভপ্রদ, ব্যাধিনাশন ও পরম প্রীতি-কর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ঐ প্রকার পঞ্চমদিনে কৃষ্ণাঞ্জন ও তিল, ষষ্ঠ দিনে সঘৃত চন্দন ও পদ্মকেশর, সপ্তম দিনে রোচনা, অগুরু ও পুষ্প প্রদান করিবে। যেখানে সদ্য অধিবাস হইবে, সেখানে এই সকল দ্রব্য একবারেই দেওয়া হইবে। স্থাপিত দেবতাকে চালিত করিবে না, করিলে দোষভাগী হইবে। দেবতা স্থাপনের পর যদি কোন স্থানে ছিদ্র থাকে, তাহা বালুকা দ্বারা ছিদ্ররহিত করিবে। স্থাপিত দেবতা যে লোকপালের দিকে সঞ্চালিত থাকিবেন, সেই লোকপালের শান্তি এবং বক্ষ্যমাণ প্রকার দক্ষিণা দিবে—যথা; ইন্দ্রকে আভরণ, অল্পবিত্ত ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন, অগ্নিকে সুবর্ণ, যমকে মহিষ, নৈঋতকে ছাগল ও কাঞ্চন, বরুণকে সশুক্তি মুক্তা, বায়ুকে বস্ত্রযুগলের সহিত রীতিক, সোমকে ধেনু, ও শিবকে বৃষের সহিত রজত প্রদান করিবে। যে যে লোকপালের দিকে দেবতা চালিত হইবে, সেই সেই লোকপালের শান্তি আবশ্যক। ইহার অন্যথাচরণ করিলে বংশবিনাশন ও ঘোর ভয় উপস্থিত হইয়া

অচলং কারয়েৎ তস্মাৎ সিকতাভিঃ সুরেশ্বর॥
অন্নং বস্ত্রঞ্চ দাতব্যং পুণ্যাহজয়মঙ্গলম্।
ত্রিপঞ্চসপ্তদশ বা দিনানি স্যান্মহোৎসবঃ॥ ৬৭
চতুর্থেঽহ্নি মহাস্নানং চতুর্থীকর্ম্ম কারয়েৎ।
দক্ষিণা চ পুনস্তদ্বদ্দেয়া তত্রাতিভক্তিতঃ॥ ৬৮

দেবপ্রতিষ্ঠাবিধিরেষ তুভ্যং
নিবেদিতঃ পাপবিনাশহেতোঃ।
স্বয়াম্ভুবৈঃ পূর্ব্বমনন্তমুক্ত-
মনেকবিদ্যাধরদেবপূজ্যম্॥ ৬৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রতিষ্ঠানুকীর্ত্তনং নাম ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৬৬॥

সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দেবস্নপনমুত্তমম্।
অর্ঘস্যাপি সমাসেন শৃণু ত্বং বিধিমুত্তমম্॥ ১
দধ্যক্ষতকুশাগ্রাণি ক্ষীরং দূর্ব্বা তথা মধু।
যবাঃ সিদ্ধার্থকাস্তদ্বদষ্টাঙ্গোঽর্ঘঃ ফলৈঃ সহ॥ ২
গজাশ্বরথ্যাবল্মীক-বরাহোৎখাতমণ্ডলাৎ।
অগ্ন্যাগারাৎ তথা তীর্থাদ্‌ব্রজাদ্গোমণ্ডলাদপি
কুম্ভে তু মৃত্তিকাং দদ্যাদুদ্ধৃতাসীতি মন্ত্রবিৎ।
শন্নো দেবীত্যপাং মন্ত্রমাপোহিষ্ঠেতি বৈ তথা
সাবিত্র্যাদায় গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্।
আপ্যায়স্বেতি চ ক্ষীরং দধিক্রাবণেতি বৈ দধি
তেজোঽসীতি ঘৃতং তদ্বদ্দেবস্য ত্বেতি চোদকম্
কুশমিশ্রং ক্ষিপেত্তদ্বান্ পঞ্চগব্যং ভবেৎ ততঃ
স্নাপ্যাথ পঞ্চগব্যেন দধ্না শুদ্ধেন বৈ ততঃ।
দধিক্রাবণেতি মন্ত্রেণ স্নাপয়েদম্বুবারিণা॥ ৭
কুশাম্ভসা ততঃ স্নানং দেবস্য ত্বেতি কারয়েৎ।
ফলোদকেন চ স্নানমগ্ন আয়াহি কারয়েৎ॥ ৮
ততস্তু গন্ধতোয়েন সাবিত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ।
ততো ঘটসহস্রেণ সহসার্দ্ধেন বা পুনঃ॥ ৯
তস্যাপ্যর্দ্ধেন বা কুর্য্যাৎ সপাদেন শতেন বা।
চতুঃষষ্ট্যা ততোঽর্দ্ধেন তদর্দ্ধার্দ্ধেন বা পুনঃ॥১০
চতুর্ভিরথবা কুর্য্যাদ্ঘটানামম্রবিত্তবান্।
সৌবর্ণৈ রাজতৈর্বাপি তাম্রৈর্বা রীতিকোদ্ভবৈঃ

থাকে। এইজন্য স্থাপিত দেবতাকে বালুকা দ্বারা নিশ্চল করিয়া আঁটিয়া দিতে হয়। দশ, সাত, পাঁচ, বা তিন দিন পর্য্যন্ত অন্ন, বস্ত্র ও পুণ্যাহ জয় মঙ্গল অর্থাৎ কীর্ত্তন, রামায়ণ কথকতা প্রভৃতি মঙ্গলগীতিকা প্রবর্ত্তনে মহোৎসব করিতে হয়। চতুর্থ দিনে মহাস্নান, ও চতুর্থ কর্ম্ম করিবে এবং ভক্তিপূর্ব্বক পুনরায় দক্ষিণা প্রদান করা উচিত। পাপ বিনাশের জন্য দেবতা-প্রতিষ্ঠাবিধি এই আমি তোমাকে বলিলাম। পণ্ডিতগণ এই বিদ্যাধর-দেব-পূজিত অসীম বিষয় পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৪৮—৬৯।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬৬

সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অধুনা দেবতাস্থাপন-বিধি ও উত্তম অর্ঘ্যবিধি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। দধি, অক্ষত, কুশাগ্র, ক্ষীর, দূর্ব্বা, মধু, যব, ও সিদ্ধার্থক, ফলের সহিত এই আটটী দ্রব্য, অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য বলিয়া কীর্ত্তিত। মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি, গজ, অশ্ব, রথ্যা, বল্মীক, বরাহ কর্ত্তৃক উৎখাত স্থান, অগ্ন্যাগার, তীর্থ, এবং গজাবাস ও গোনিবাস স্থান হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া 'উদ্ধৃতাসি' এই মন্ত্রে কুম্ভে প্রদান করিবেন। তৎপরে 'শন্নো দেবী' ও 'আপোহিষ্ঠা মন্ত্রে জল, গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র, 'গন্ধদ্বারা' মন্ত্রে গোময়, 'আপ্যায়স্ব' মন্ত্রে ক্ষীর, 'দধিক্রাবণো মন্ত্রে দধি, 'তেজোসি' মন্ত্রে ঘৃত, ও 'তদ্দেবস্য' এই মন্ত্রে উদক শোধন করিবেন। এই সকল একত্র করিয়া তাহাতে কুশক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপে পঞ্চগব্য প্রস্তুত হয়। অনন্তর পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া 'দধিক্রাবণো' এই মন্ত্রে শুদ্ধ দধি দ্বারা এবং 'দেবস্য ত্বা' এই মন্ত্রে কুশজল দ্বারা স্নান করাইবে, 'অগ্ন আয়াহি' এই মন্ত্রে ফলোদক দ্বারা ও গায়ত্রী পড়িয়া গন্ধতোয়

কাংস্যৈর্বা পার্থিবৈর্বাপি স্নপনং শক্তিতো ভবেৎ
সহদেবী বচা ব্যাঘ্রী বলা চাতিবলা তথা॥ ১২
শঙ্খপুষ্পী তথা সিংহী হৃষ্টমী চ সুবর্চ্চলা।
মহৌষধাষ্টকং হ্যেতন্মহাস্নানেষু যোজয়েৎ॥১৩
যব-গোধূম-নীবার-তিল-শ্যামাক শালয়ঃ।
প্রিয়ঙ্গবো ব্রীহয়শ্চ স্নানেষু পরিকল্পিতাঃ॥ ১৪
স্বস্তিকং পদ্মকং শঙ্খমুৎপলং কমলং তথা।
শ্রীবৎসং দর্পণং তদ্বন্নন্দ্যাবর্ত্তমথাষ্টকম্॥ ১৫
এতানি গোময়ৈঃ কুর্য্যান্মৃদা চ শুভয়া ততঃ।
পঞ্চবর্ণাদিকং তদ্বৎ পঞ্চবর্ণং রজস্তথা॥১৬
দূর্ব্বাঃ কৃষ্ণতিলান্ দদ্যান্নীরাজনবিধির্ম্মতঃ।
এবং নীরাজনং কৃত্বা দদ্যদাচমনং বুধঃ॥ ১৭
মন্দাকিন্যাস্ত যদ্বারি সর্ব্বপাপাপহং শুভম্।
ততো বস্ত্রযুগং দদ্যান্মন্ত্রেণানেন যত্নতঃ॥ ১৮
দেবসূত্রসমাযুক্তে যজ্ঞদানসমন্বিতে।
সর্ব্ববর্ণে শুভে দেব বাসসী তে বিনির্ম্মিতে॥১৯
ততস্ত চন্দনং দদ্যাৎ সম্যং কর্পূর-কুঙ্কুমৈঃ।
ইমমুচ্চারয়েন্মন্ত্রং দর্ভপাণিঃ প্রযত্নতঃ॥ ২০
শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ
ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্
চত্বারিংশৎ ততো দীপান্ দদ্যাচ্চৈব প্রদক্ষিণান্
ত্বং সূর্য্যচন্দ্রজ্যোতীংষি বিদ্যুদগ্নিস্তথৈব চ।
ত্বমেব সর্ব্বজ্যোতীংষি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্
ততস্ত্বনেন মন্ত্রেণ ধূপং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ ২৩
বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্
ততস্ত্বাভরণং দদ্যান্মহাভূষায় তে নমঃ।
অনেন বিধিনা কৃত্বা সপ্তরাত্রং মহোৎসবম্॥২৫
দেবকুম্ভৈস্ততঃ কুর্য্যাদ্‌যজমানোঽভিষেচনম্।
চতুর্ভিরষ্টভির্বাপি দ্বাভ্যামেকেন বা পুনঃ॥২৬
সপঞ্চরত্নকলশৈঃ সিতবস্ত্রাভিবেষ্টিতৈঃ।

দ্বারা স্নান করাইবে। পরে সুবর্ণনির্ম্মিত, রজতনির্ম্মিত, তাম্রনির্ম্মিত, রীতিকনির্ম্মিত, কাংস্য বা পার্থিব সহস্র, তদর্দ্ধ পঞ্চশত, তদর্দ্ধ সার্দ্ধদ্বিশত, সপাদ শত, চতুঃষষ্টি, তদর্দ্ধ দ্বাত্রিংশৎ, তদর্দ্ধার্দ্ধ অষ্ট অথবা অল্পবিত্তবান্ ব্যক্তি মাত্র চারিটী ঘট দ্বারা দেবতার স্নপন কার্য্য সম্পন্ন করিবে। সহদেবী, ব্যাঘ্রী, বলা, অতিবলা, শঙ্খপুষ্পী, সিংহী, ও সুবর্চ্চলা—এই আটটী ওষধি মহাস্নানে আবশ্যক হয়। যব, গোধূম, নীবার, তিল, শ্যামাক, শালি, প্রিয়ঙ্গু, ও ব্রীহি এই সকল বস্তু স্নানে পরিকল্পিত করিবে। স্বস্তিক, পদ্মক, শ্বেতপদ্ম, কমল, শ্রীবৎস, দর্পণ, ও নন্দ্যাবর্ত্ত—এই আটটী বস্তু, গোময়, শুভ-মৃত্তিকা, পঞ্চবর্ণাদি, পঞ্চবর্ণরজ, দূর্ব্বা ও কৃষ্ণ তিল—এই সমুদয় বস্তু নীরাজন-কার্য্যে প্রদান করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি এই প্রকারে নীরাজনবিধি শেষ করিয়া সর্ব্বপাপহর শুভ মন্দাকিনী-বারি আচমনীয়ার্থ প্রদান করিবেন। তার পর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে যত্নপূর্ব্বক বস্ত্রযুগল প্রদান করিবেন। মন্ত্র, যথা;—হে দেব! আপনার এই বস্ত্রযুগল দেবনির্ম্মিত সূত্র দ্বারা প্রস্তুত, যজ্ঞ-দান-সমন্বিত, বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট এবং পরম রমণীয় ইহা আপনি গ্রহণ করুন।১—১৯। অনন্তর কর্পূর ও কুঙ্কুমের সহিত চন্দন দান করিবে। দর্ভপাণি হইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে; যথা;—হে দেব! আপনার শরীর এবং চেষ্টা আমরা জানিতে পারি না। আমার নিবেদিত এই গন্ধ গ্রহণ করিয়া লেপন করুন। অতঃপর চত্বারিংশৎ দীপ প্রদান করিবে। মন্ত্র—যথা;—হে দেব! তুমিই চন্দ্রসূর্য্যের জ্যোতি, তুমি বিদ্যুদগ্নি এবং তুমি সকলের দীপ্তি; তুমি আমার এই দীপ গ্রহণ কর। অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিচক্ষণ ব্যক্তি ধূপ দান করিবেন। মন্ত্র যথা,—এই বনস্পতিরস উত্তম সুদিব্য গন্ধাঢ্য; আমি ভক্তিসহকারে নিবেদন করিতেছি, আপনি এই ধূপ গ্রহণ করুন। অতঃপর 'মহাভূষায় তে নমঃ' এই মন্ত্রে আভরণ প্রদান করিবে। এই প্রকারে সপ্তরাত্র মহোৎসব সাঙ্গ করিয়া যজমান, দেবকুম্ভ-জলে অভিষেক করিবেন। আটটী, চারিটী,

দবস্য ত্বেতি মন্ত্রেণ সাম্না চাথর্ব্বণেন চ ॥ ২৭
মভিষেকে চ যে মন্ত্রা নবগ্রহমখে স্মৃতাঃ।
দতাম্বরধরঃ স্নাত্বা দেবান্ সম্পূজ্য যত্নতঃ ॥২৮
াপকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ।
যজ্ঞভাণ্ডানি সর্ব্বাণি মণ্ডপোপস্করাদিকম্ ॥ ২৯
যচ্চান্যদপি তদ্গেহে তদাচার্য্যায় দাপয়েৎ।
সুপ্রসন্নে গুরৌ যস্মাৎ তৃপ্যন্তে সর্ব্বদেবতাঃ
নৈতদ্দুঃশীলেন চ দাম্ভিকেন
ন লিঙ্গিনা স্থাপনমত্র কার্য্যম্।
বিপ্রেণ কার্য্যং শ্রুতিপারগেণ
গৃহস্থধর্ম্মাভিরতেন নিত্যম্ ॥ ৩১
পার্ব্বতীনং যস্তু করোতি ভক্ত্যা
বিহায় বিপ্রান্ শ্রুতিধর্ম্মযুক্তান্।
গুরুং প্রতিষ্ঠাদিষু তত্র নূনং
কুলক্ষয়ঃ স্যাদচিরাদপূজ্যঃ ॥ ৩২
স্থানং পিশাচৈঃ পরিগৃহ্যতে বা
অপূজ্যতাং যাত্যচিরেণ লোকৈঃ।
বিপ্রৈঃ কৃতং যচ্ছ্রুতদং কুলে স্যাৎ
প্রপূজ্যতাং যাতি চিরঞ্চ কালম্ ॥ ৩৩
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে দেবতাস্নানং নাম সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬৭ ।

দুইটী, বা একটী অথবা সিত বস্ত্রাবৃত পঞ্চরত্ন কলস দ্বারা 'দেবস্য ত্বা' এই মন্ত্রে অথবা সাম বা আথর্ব্বণ মন্ত্র প্রয়োগে এবং নবগ্রহযাগে অভিষেকের যে মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, সেই সকল মন্ত্র দ্বারা দেবতার স্নানবিধি সম্পন্ন করিবে। অনন্তর স্নান করিয়া সিতাম্বর ধারণপূর্ব্বক যত্ন সহকারে দেবপূজা সমাধা করিয়া নিখিল যজ্ঞীয় দ্রব্য ও মণ্ডপোপকরণাদি অন্যান্য যাহা কিছু সেই গৃহে থাকিবে, তৎসমস্তই আচার্য্যকে প্রদান করিবে। যেহেতু গুরুজন সন্তুষ্ট হইলেই, দেবগণও সন্তুষ্ট হন। দাম্ভিক, দুঃশীলও লিঙ্গী অর্থাৎ ছদ্মবেশী সাধু দ্বারা স্থাপন কার্য্য না করাইয়া শ্রুতিপারগ ও গৃহস্থ-ধর্ম্মাভিরত বিপ্র দ্বারা করাইবে। শ্রুতি-ধর্ম্মযুক্ত বিপ্র ও গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে প্রতিষ্ঠাকার্য্যে ব্রতী করে, তাহার কুল ক্ষয় হয় এবং সকলে তাহার নিন্দা করে এবং প্রতিষ্ঠাস্থান পিশাচজন কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, লোকে তাহার নিন্দা করে, কিন্তু যে ব্যক্তি সুবিজ্ঞ বিপ্র দ্বারা কার্য্য সমাধা করায়, তাহার বংশের মঙ্গল হয় এবং চিরকাল ব্যাপিয়া লোকে তাহার যশোগান করে। ২০—৩৩।

সপ্তষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৬৭।

অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
প্রাসাদাঃ কীদৃশাঃ সূত কর্ত্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা
প্রমাণং লক্ষণং তদ্বদ্বদ বিস্তরতোঽধুনা ॥ ১
সূত উবাচ।
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি প্রাসাদবিধিনির্ণয়ম্।
বাস্তৌ পরীক্ষিতে সম্যগ্‌বাস্তুদেহবিচক্ষণঃ ॥২
বাস্তুপশমনং কুর্য্যাৎ সমাস্তর্বলিকর্ম্মণা।
জীর্ণোদ্ধারে তথোদ্যানে তথা নবেশনে ॥৩
নবপ্রাসাদভবনে প্রাসাদপরিবর্ত্তনে।
দ্বারাভিবর্ত্তনে তদ্বৎ প্রাসাদেষু গৃহেষু চ ॥ ৪

অষ্টষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! উন্নতিশীল ব্যক্তিগণ প্রাসাদ কিরূপ করিবে? অধুনা আপনি তাহার প্রমাণ ও লক্ষণ বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন,—অধুনা আমি প্রাসাদ-নির্ণয়বিধি কীর্ত্তন করিতেছি; আপনারা শ্রবণ করুন। বাস্তু উত্তমরূপে পরীক্ষিত হইলে বিচক্ষণ ব্যক্তি সমিধ্ প্রদান ও বলিকর্ম্ম দ্বারা বাস্তুপশমন করিবেন। জীর্ণোদ্ধার করিলে, অথবা উদ্যান, গৃহনিবেশন, নূতন প্রাসাদ-ভবন, প্রাসাদ-পরিবর্ত্তন, দ্বারাভিবর্ত্তন, প্রাসাদ ও গৃহ

বাস্তুপশমনং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বমেব বিচক্ষণঃ।
একাশীতিপদং লিখ্য বাস্তুমধ্যে চ পৃষ্ঠতঃ॥ ৫
হোমস্ত্রিমেখলে কার্য্যঃ কুণ্ডে হস্তপ্রমাণকে।
যবৈঃ কৃষ্ণতিলৈস্তদ্বৎ সমিদ্ভিঃ ক্ষীরবৃক্ষজৈঃ॥
পালাশৈঃ খাদিরৈশ্চাপি মধুসর্পিঃসমন্বিতৈঃ।
কুশদূর্ব্বাময়ৈর্বাপি মধুসর্পিঃসমন্বিতৈঃ॥ ৭
কার্য্যাস্তু পঞ্চভির্বিল্বৈর্বিল্ববীজৈরথাপি বা।
হোমান্তে ভক্ষ্যভোজ্যৈস্তু বাস্তুদেশে
বলিং হরেৎ॥ ৮
তদ্বদ্বিশেষনৈবেদ্যমেবং দদ্যাৎ ক্রমেণ তু
ঈশকোণে ঘৃতান্নন্তু শিখিনে বিনিবেদয়েৎ॥৯
ওদনং সফলং দদ্যাৎ পর্জ্জন্যায় ঘৃতান্বিতম্।
জয়ায় চ ধ্বজান্ পীতান্ পৈষ্টং কূর্ম্মঞ্চ সন্ন্যসেৎ
ইন্দ্রায় পঞ্চরত্নানি পৈষ্টঞ্চ কুলিশং তথা।
বিতানকঞ্চ সূর্য্যায় ধূম্রং শক্তুং তথৈব চ॥ ১১
সত্যায় ঘৃতগোধূমং মৎস্যং দদ্যাদ্‌ভৃশায় চ।
শষ্কুলীশ্চান্তরিক্ষায় দদ্যাৎ শক্তূংশ্চ বায়বে॥১২
লাজাঃ পূষ্ণে তু দাতব্যা বিতথে চণকৌদনম্
গৃহক্ষতায় মধ্বন্নং যমায় পিশিতোদনম্॥ ১৩
গন্ধোদনঞ্চ গন্ধর্ব্বে ভৃঙ্গরাজস্য ভৃঙ্গিকাম্
মৃগায় যাবকং দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ কৃসরা মতা॥১৪
দৌবারিকে দন্তকাষ্ঠং পৈষ্টং কৃষ্ণাবলিং তথা।
সুগ্রীবে পুপকং দদ্যাৎ পুষ্পদন্তায় পায়সম্॥
কুশস্তম্বেন সংযুক্তং তথা পদ্মঞ্চ বারুণম্।
পিষ্টং হিরণ্ময়ং দদ্যাদসুরায় সুরা মতা॥ ১৬
ঘৃতৌদনঞ্চ শোষায যবান্নং পাপযক্ষ্মণে।
ঘৃতলড্ডুকাংস্তু রোগায় নাগে পুষ্পফলানি তু
সর্পির্মুখ্যায় দাতব্যং মুদ্গৌদনমতঃ পরম্।
ভল্লাটস্থানকে দদ্যাৎ সোমায় ঘৃতপায়সম্॥১৮
ভগায় শালিকং পিষ্টমদিত্যৈ পোলিকাস্তথা।
দিত্যৈ তু পূরিকা দদ্যাদিত্যেবং বাহ্যতো বলিঃ
ক্ষীরং যমায় দাতব্যমাপবৎসায় বৈ দধি।
সাবিত্রে লড্ডুকান্ দদ্যাৎ সমরীচং কুশোদনম্
সবিতুর্গুড়পূপাংস্তু জয়ায় ঘৃতচন্দনম্।
বিবস্বতে পুনর্দদ্যাদ্রক্তচন্দনপায়সম্॥ ২১
হরিতালোদনং দদ্যাদিন্দ্রায় ঘৃতসংযুতম্।
ঘৃতৌদনঞ্চ মিত্রায় রুদ্রায় ঘৃতপায়সম্॥ ২২
আমং পক্বং তথা মাসং দেয়ং স্যাদ্রাজযক্ষ্মণে।
পৃথ্বীধরায় মাংসানি কুষ্মাণ্ডানি চ দাপয়েৎ॥ ২৩

করিলে পূর্ব্বে বাস্তুপশমন করিবে। বাস্তু-মধ্যে বা পৃষ্ঠে হস্তপ্রমাণ ও ত্রিমেখল কুণ্ডে যব ও কৃষ্ণতিল, ক্ষীরবৃক্ষজ, পালাশ, খাদির, মধু-সর্পি-সমন্বিত ও কুশ-দূর্ব্বাযুক্ত সমিধ্‌দ্বারা হোম করিবে। পাঁচটী বিল্ব বা তাহার বীজ এবং অন্যান্য ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা হোমান্তে বাস্তুদেশে বলি প্রদান করিবে। ঐরূপ ক্রমানুসারে, বিশেষ নৈবেদ্য প্রদান করিবে। ঈশানকোণে অগ্নিকে ঘৃতান্ন ও পর্জ্জন্যকে ঘৃতান্বিত সফল ওদন দান করিবে। জয়কে পীতবর্ণ ধ্বজ ও পিষ্টনির্ম্মিত কূর্ম্ম প্রদান করিবে এবং ইন্দ্রকে পঞ্চরত্ন ও পিষ্টময় কুলিশ প্রদান করিবে। এইরূপে সূর্য্যকে ধূম্রবর্ণ বিতান ও শক্তু, সত্যকে ঘৃতগোধূম, ভৃশকে মৎস্য, অন্তরীক্ষকে শষ্কুলী, বায়ুকে শক্তু, পূষণকে লাজ, বিতথকে চণকৌদন, গৃহক্ষতকে মধুমিশ্র অন্ন, যমকে পিশিতৌদন, গন্ধর্ব্বগণকে গন্ধোদন, ভৃঙ্গরাজকে ভৃঙ্গিকা, মৃগীগণকে যাবক, পিতৃগণকে কৃসরা, দৌবারিককে দন্তকাষ্ঠ ও পিষ্টময় কৃষ্ণবলি, সুগ্রীবকে পুপক, পুষ্পদন্তকে পায়স, বরুণকে কুশস্তম্ব-সংযুক্ত পদ্ম, অসুরগণকে হিরণ্ময় পিষ্টক ও সুরা, শেষকে ঘৃতৌদন, পাপযক্ষ্মাকে যবান্ন, রোগকে ঘৃততণ্ডুল নাগকে পুষ্প ও ফল, মুখ্যকে সর্পি, ভল্লাট স্থানে মুদ্গৌদন, সোমকে পায়স, ভগকে শালি, অদিতিকে পিষ্ট ও পোলিকা, এবং দিতিকে পূরিকা প্রদেয়; এই সমুদয় বাহ্য বলি।১—১৯। এইরূপ যমকে ক্ষীর, আপবৎসকে দধি, সাবিত্রকে লড্ডুক ও সমরীচ কুশোদন, সবিতাকে গুড়পূপ, জয়কে ঘৃতচন্দন এবং বিবস্বান্‌কে পুনরায় রক্তচন্দন ও পায়স দিবে। ইন্দ্রকে ঘৃতসংযুক্ত হরিতালোদন, মিত্রকে ঘৃতৌদন, রুদ্রকে পায়স, রাজযক্ষ্মাকে অপক্ব ও পক্ব মাংস এবং পৃথ্বীধরকে মাংস ও কুষ্মাণ্ড প্রদান

শর্করাপায়সং দদ্যাদর্য্যম্নে পুনরেব হি।
পঞ্চগব্যং যবাংশ্চৈব তিলাক্ষতময়ং চরুম্ ॥২৪
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং ব্রহ্মণে বিনিবেদয়েৎ
এবং সম্পূজিতা দেবাঃ শান্তিং কুর্ব্বন্তি তে সদা
সর্ব্বেভ্যঃ কাঞ্চনং দদ্যাদ্‌ব্রহ্মণে গাং পয়স্বিনীম্
রাক্ষসীনাং বলির্দ্দেয়ো অপি যাদৃগ্‌যথা শৃণু ॥
মাংসৌদনং ঘৃতং পদ্মকেসরং রুধিরান্বিতম্।
ঈশানভাগমাশ্রিত্য চরক্যৈ বিনিবেদয়েৎ ॥ ২৮
মাংসৌদনঞ্চ রুধিরং হরিদ্রৌদনমেব চ।
আগ্নেয়ীং দিশমাশ্রিত্য বিদার্য্যৈ বিনিবেদয়েৎ ॥
দধ্যোদনং সরুধিরমস্থিখণ্ডৈশ্চ * সংযুতম্।
পীতরক্তং বলিং দদ্যাৎ পূতনায়ৈ সরক্ষসে ॥
বায়ব্যাং পাপরাক্ষস্যৈ মৎস্যমাংসং সুরাসবম্
পায়সঞ্চাপি দাতব্যং স্বনাম্না সর্ব্বতঃ ক্রমাৎ ॥৩০
নমস্কারান্তযুক্তেন প্রণবাদ্যেন সংযুতঃ।
ততঃ সর্ব্বৌষধীস্নানং যজমানস্য কারয়েৎ ॥৩১
দ্বিজান্ সুপূজয়েদ্ভক্ত্যা যে চান্যে গৃহমাগতাঃ।
এতদ্বাস্তুপশমনং কৃত্বা কর্ম্ম সমারভেৎ ॥ ৩২
প্রাসাদভবনোদ্যানপ্রারম্ভে বিনিবর্ত্তনে।
পুরবেশ্মপ্রবেশেষু সর্ব্বদোষাপনুত্তয়ে ॥ ৩৩
রক্ষোঘ্নপাবমানেন সূক্তেন ভবনাদিকম্।
নৃত্যমঙ্গলবাদ্যেন কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণবাচনম্ ॥ ৩৪
অনেন বিধিনা যস্তু প্রতিসংবৎসরং বুধঃ।
গৃহে বায়তনে কুর্য্যান্ন স দুঃখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৫
ন চ ব্যাধিভয়ং তস্য ন চ বন্ধুধনক্ষয়ঃ।
জীবেদ্বর্ষশতং স্বর্গে কল্পমেকঞ্চ তিষ্ঠতি ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে বাস্তুদোষোপ-
শমনং নামাষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬৮ ॥

করিবে। অর্য্যমাকে পুনরায় শর্করা ও পায়স দিবে। ব্রহ্মাকে পঞ্চগব্য, যব, তিলাক্ষতময় চরু ও বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য নিবেদন করিবে। দেবগণ এইরূপে পূজিত হইয়া শান্তিবিধান করেন। সকলকে কাঞ্চন ও ব্রহ্মাকে পয়স্বিনী গাভী দান করিবে। রাক্ষসীদিগকে যেরূপ বলি দিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। চরকীকে ঈশানদিকে মাংসমিশ্রিত অন্ন এবং ঘৃত ও রুধিরান্বিত পদ্মকেশর প্রদান করিবে, বিদারীকে অগ্নিকোণে মাংসমিশ্রিত অন্ন এবং রুধির ও হরিদ্রামিশ্রিত ওদন দিবে, সরাক্ষস পূতনাকে অস্থিখণ্ডযুক্ত সরুধির দধিমিশ্রিত অন্ন ও পীতরক্ত বলি দান করিবে। বায়ুকোণে পাপরাক্ষসকে মৎস্য মাংস এবং সুরাসব ও পায়স ক্রমানুসারে চতুর্দ্দিকে প্রদান করিবে। অনন্তর প্রণবাদি নমস্কারান্ত মন্ত্রে যজমানের সর্ব্বৌষধি স্নান সম্পন্ন করিবে। অপরাপর গৃহাগত দ্বিজগণকে সম্মানিত করিবে। এই প্রকারে বাস্তুপশমন কর্ম্ম সমাধা করিয়া প্রাসাদ, ভবন ও উদ্যানের প্রারম্ভে, বিনিবর্ত্তনে, পুরপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশ করিতে হইলে, সকল দোষ বিনাশের জন্য রক্ষোঘ্ন ও পাবমান-সূক্ত পাঠপূর্ব্বক নৃত্য ও মঙ্গলবাদ্যপুরঃসর, ব্রাহ্মণবাচন করিবে। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রতিবৎসর গৃহ বা আয়তনে উক্তরূপ কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন, তিনি কোন প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হন না এবং তাঁহার ব্যাধিভয় বা বন্ধু ধন-ক্ষয় হয় না। অধিকন্তু তিনি বর্ষশতকাল জীবিত থাকিয়া এক কল্পকাল যাবৎ স্বর্গে বাস করেন। ২০—৩৬।

অষ্টষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* সরুধিরং মৎস্যখণ্ডৈশ্চেতি পাঠান্তরম্।

একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং বাস্তুবলিং কৃত্বা ভজেৎ ষোড়শভাগিকম্
তস্য মধ্যে চতুর্ভিস্তু ভাগৈর্গর্ভন্তু কারয়েৎ॥ ১
ভাগদ্বাদশকং সার্দ্ধং ততস্তু পরিকল্পয়েৎ।
চতুর্দিক্ষু তথা জ্ঞেয়ং নির্গমন্তু ততো বুধৈঃ॥ ২
চতুর্ভাগেণ ভিত্তীনামুচ্ছ্রায়ঃ স্যাৎ প্রমাণতঃ।
দ্বিগুণঃ শিখরোচ্ছ্রায়ো ভিত্ত্যুচ্ছ্রায়প্রমাণতঃ॥৩
শিখরার্দ্ধস্য চার্দ্ধেন বিধেয়া তু প্রদক্ষিণা।
গর্ভসূত্রদ্বয়স্যাগ্রে বিস্তারো মণ্ডপস্য তু॥ ৪
আয়তঃ স্যাৎ ত্রিভির্ভাগৈর্ভদ্রযুক্তঃ সুশোভনঃ
পঞ্চভাগেন সম্ভজ্য গর্ভমানং বিচক্ষণঃ॥ ৫
ভাগমেকং গৃহীত্বা তু প্রাগ গ্রীবং কল্পয়েদ্বুধঃ।
গর্ভসূত্রসমাদ্ভাগাদগ্রতো মুখমণ্ডপঃ॥ ৬
এতৎ সামান্যমুদ্দিষ্টং প্রাসাদস্যেহ লক্ষণম্।
তথান্যন্তু প্রবক্ষ্যামি প্রাসাদং লিঙ্গমানতঃ॥ ৭
লিঙ্গপূজাপ্রমাণেন কর্ত্তব্যা পীঠিকা বুধৈঃ।
পিণ্ডিকার্দ্ধে বিভাগঃ স্যাৎ তন্মানেন তু ভিত্তয়ঃ
বাহ্যভিত্তিপ্রমাণেন উৎসেধস্তু ভবেৎ পুনঃ।
ভিত্ত্যুচ্ছ্রায়াৎ তু দ্বিগুণঃ শিখরস্য সমুচ্ছ্রয়ঃ॥ ৯
শিখরস্য চতুর্ভাগাৎ কর্ত্তব্যা চ প্রদক্ষিণা।
প্রদক্ষিণায়াস্ত সমস্তগ্রতো মণ্ডপো ভবেৎ॥১০
তস্য চার্দ্ধেন কর্ত্তব্যস্তগ্রতো মুখমণ্ডপঃ
প্রাসাদান্নির্গতৌ কার্য্যৌ কপালৌ গর্ভমানতঃ॥
উর্দ্ধং ভিত্ত্যুচ্ছ্রয়াৎ তস্য মঞ্জরীন্তু প্রকল্পয়েৎ।
মঞ্জর্য্যাশ্চার্দ্ধভাগেন শুকনাসাং প্রকল্পয়েৎ॥১২
উর্দ্ধং তথার্দ্ধভাগেণ বেদীবন্ধো ভবেদিহ।
বেদ্যাশ্চোপরি যচ্ছেষং কণ্ঠশ্চামলসারকঃ॥১৩
এবং বিভজ্য প্রাসাদং শোভনং কারয়েদ্বুধঃ
অথান্যচ্চ প্রবক্ষ্যামি প্রাসাদস্যেহ লক্ষণম্॥১৪
গর্ভমানপ্রমাণেন প্রাসাদং শৃণুত দ্বিজাঃ।
বিভজ্য নবধা গর্ভং মধ্যে স্যাল্লিঙ্গপীঠিকা॥১৫
পাদাষ্টকন্তু রুচিরং পার্শ্বতঃ পরিকল্পয়েৎ।
মানেন তেন বিস্তারো ভিত্তীনাস্তু বিধীয়তে॥

ঊনসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—এই প্রকারে বলিবিধা নান্তে বাস্তুকে ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার মধ্য চারিভাগে গর্ভ কল্পনা করিবে। এবং ঐ কল্পিত গর্ভ সার্দ্ধ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিবে। অনন্তর বিদ্বান্ ব্যক্তি ঐ গৃহের চতুর্দ্দিকে দ্বার কল্পনা করিবেন। কল্পিত গৃহের একচতুর্থাংশ ভিত্তির উচ্ছ্রায়, ভিত্তি-প্রমাণের দ্বিগুণ শিখরের উচ্চতা এবং শিখরার্দ্ধ পরিমাণের অর্দ্ধ পরিমাণ প্রদক্ষিণার মান হইবে। গর্ভসূত্রদ্বয়ের অগ্রে মণ্ডপ আয়ত হইবে এবং ঐ আয়তাংশ ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া ভদ্রাসনে সুশোভিত করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি গর্ভমান পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া উহার একাংশে প্রাকগ্রীব কল্পনা করিয়া গর্ভসূত্রের মুখমণ্ডপ রচনা করিবেন। প্রাসাদের এই সামান্য লক্ষণ কীর্ত্তিত হইল। লিঙ্গ-মানানুসারে অপর লক্ষণ কথিত হইতেছে;—বিদ্বান্ ব্যক্তি লিঙ্গ-পূজার উপযোগী পীঠিকা প্রস্তুত করাইবেন; পীঠিকার অর্দ্ধাংশে বিভাগ কল্পনা করিয়া উক্ত অর্দ্ধাংশ-মানে ভিত্তি রচনা করিবে এবং বাহ্য ভিত্তিপ্রমাণে উৎসেধ হইবে। শিখরোচ্ছ্রায় ভিত্তির উচ্চতার দ্বিগুণ করিবে। শিখরের চতুর্ভাগ-পরিমিত প্রদক্ষিণা হইবে। প্রদক্ষিণাসম-পরিমাণ সম্মুখবর্ত্তী মণ্ডপ, এবং উক্ত মণ্ডপার্দ্ধপরিমিত মুখমণ্ডপ হইবে। গর্ভ মানানুসারে প্রাসাদ হইতে দুইটি কপাল নিঃসৃত করিবে, ভিত্ত্যুচ্ছ্রায়ের উপরি গৃহের মঞ্জরী পরিকল্পিত হইবে। মঞ্জরীর অর্দ্ধাংশে শুকনাশ, তাহার উপরিভাগে বেদীবন্ধ এবং শেষাংশে বেদীর অমলসার কণ্ঠ রচনা করিবে। পুনরায় অন্য প্রকার গর্ভমান প্রমাণে প্রাসাদ-লক্ষণ বলিতেছি,—শ্রবণ করুন। বাস্তুগর্ভ নবধা বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যদেশে লিঙ্গপীঠিকা প্রস্তুত করিবে।১-১৫। ঐ পীঠিকার পার্শ্বদেশ পাদাষ্টকপরিমিত ও মনোজ্ঞ হইবে। ভিত্তির বিস্তারও ঐ পাদাষ্টক-পরিমিত হইবে এবং

পাদং পঞ্চগুণং কৃত্বা ভিত্তীনামুচ্ছ্রয়ো ভবেৎ।
স এব শিখরস্যাপি দ্বিগুণঃ স্যাৎ সমুচ্ছ্রয়ঃ ॥১৭
চতুর্দ্ধা শিখরং ভক্ত্বা অর্দ্ধভাগদ্বয়স্য তু।
শুকনাসং প্রকুর্ব্বীত তৃতীয়ে বেদিকা মতা ॥১৮
কণ্ঠমামলসারন্তু চতুর্থে পরিকল্পয়েৎ।
কপালয়োস্তু সংহারো দ্বিগুণোঽত্র বিধীয়তে ॥
শোভনৈঃ পত্রবল্লীভিরণ্ডকৈশ্চ বিভূষিতঃ।
প্রাসাদোঽয়ং তৃতীয়স্তু ময়া তুভ্যং নিবেদিতঃ
সামান্যমপরং তদ্বৎ প্রাসাদং শৃণুত দ্বিজাঃ।
ত্রিভেদং কারয়েৎ ক্ষেত্রং যত্র তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ
রথাঙ্গস্তেন মানেন বাহ্যভাগবিনির্গতঃ।
নেমী পাদেন বিস্তীর্ণা প্রাসাদং স্যাৎ সমন্ততঃ
গর্ভস্তু দ্বিগুণং কুর্য্যাৎ তস্য মানং ভবেদিহ।
স এব ভিত্তেরুৎসেধো দ্বিগুণঃ শিখরো মতঃ ॥
প্রাগ্গ্রীবঃ পঞ্চভাগেন নিষ্কাসস্তস্য চোচ্যতে
কারয়েচ্ছুষিরং তদ্বৎ প্রাকারস্য ত্রিভাগতঃ ॥২৪
প্রাগ্গ্রীবং পঞ্চভাগেন নিষ্কাষণবিশেষতঃ।
কুর্য্যাদ্বা পঞ্চভাগেন প্রাগ্গ্রীবে কর্ণমূলতঃ ॥২৫
স্থাপয়েৎ কনকং তত্র গর্ভান্তে দ্বারমূলতঃ।
এবন্তু ত্রিবিধং কুর্য্যাজ্জ্যেষ্ঠ-মধ্য-কনীয়সম্ ॥ ২৬
লিঙ্গমানানুভেদেন রূপভেদেন বা পুনঃ।
এতে সমাসতঃ প্রোক্তা নামতঃ শৃণুতাধুনা ॥২৭
মেরু-মন্দর কৈলাস-কুম্ভ-সিংহ-মৃগাস্তথা।
বিমানচ্ছন্দকস্তদ্বচ্চতুরস্রস্তথৈব চ ॥ ২৮
অষ্টাস্রঃ ষোড়শাস্রশ্চ বর্ত্তুলঃ সর্ব্বভদ্রকঃ।
সিংহাস্যো নন্দনশ্চৈব নন্দিবর্দ্ধনকস্তথা ॥ ২৯
হংসো বৃষঃ সুবর্ণেশঃ পদ্মকোঽথ সমুদ্গকঃ।
প্রাসাদা নামতঃ প্রোক্তাবিভাগং শৃণুত দ্বিজাঃ ॥
শতশৃঙ্গশ্চতুর্দ্বারো ভূমিকাষোড়শোচ্ছ্রিতঃ।
নানাবিচিত্রশিখরো মেরুঃ প্রাসাদ উচ্যতে ॥৩১
মন্দরো দ্বাদশ প্রোক্তঃ কৈলাসো নবভূমিকঃ।
বিমানচ্ছন্দকস্তদ্বদনেকশিখরাননঃ ॥ ৩২
স চাষ্টভূমিকস্তদ্বৎ সপ্তভির্নন্দিবর্দ্ধনঃ।

ভিত্তির উচ্ছ্রায় পঞ্চগুণিত পাদ-পরিমিত হইবে। শিখর, ইহার দ্বিগুণ পরিমাণে উচ্ছ্রিত হইবে। শিখরকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া তাহার অর্দ্ধভাগদ্বয়ে শুকনাস ও তৃতীয়াংশে বেদিকা প্রস্তুত করিবে এবং চতুর্থভাগে অমলসার কণ্ঠ নির্ম্মিত হইবে। এই লক্ষণে কপালমান দ্বিগুণিতরূপে নির্ণীত হইয়াছে। প্রাসাদ, পত্রবল্লীপ্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত হইবে। হে দ্বিজগণ! তৃতীয় প্রাসাদ লক্ষণ এই কীর্ত্তিত হইল। অপর সামান্য প্রাসাদ-লক্ষণ কহিতেছি,—আপনারা শ্রবণ করুন। যে ক্ষেত্রে দেবতা থাকিবেন, ঐ ক্ষেত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ঐ পরিমাণেই বাহ্যভাগ-বিনির্গত রথাঙ্গ প্রস্তুত করিবে। নেমী পাদপরিমাণে বিস্তীর্ণ এবং প্রাসাদ—চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইবে। গর্ভ, নেমি-পরিমাণের দ্বিগুণ হইবে এবং গর্ভমান যত হইবে, ঐ পরিমাণই ভিত্তির উৎসেধ হইবে; ভিত্তি—উৎসেধের দ্বিগুণ শিখর-পরিমাণ জানিবে। পঞ্চভাগে প্রাকগ্রীব হইবে। ইহার নিষ্কাসন কীর্ত্তিত হইতেছে। প্রাকার ত্রিভাগে শুষির এবং নিষ্কাষণ-বিশেষে পঞ্চভাগে প্রাক্গ্রীব করিবে। পঞ্চভাগে কর্ণমূলে প্রাগ্গ্রীবদ্বয় করিতে হয়। দ্বারমূলে গর্ভমধ্যে সুবর্ণ স্থাপন করিবে। প্রাসাদ এইপ্রকার রূপভেদে বা লিঙ্গভেদে জ্যেষ্ঠ,মধ্য ও কনিষ্ঠ এই ত্রিবিধ হইয়া থাকে। সংক্ষেপে এই প্রাসাদ-কীর্ত্তন-বিধি কথিত হইল, অধুনা নামতঃ শ্রবণ করুন। মেরু, মন্দর, কৈলাস, কুম্ভ, সিংহ, মৃগ, বিমান, ছন্দক, চতুরস্র, অষ্টাস্র, ষোড়শাস্র, বর্ত্তুল, সর্ব্বতোভদ্রক, সিংহাস্য, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধনক, হংস, বৃষ, সুবর্ণেশ, পদ্মক, ও সমুদ্গক,—হে দ্বিজগণ! প্রাসাদের এই সকল নাম কথিত হইল। অতঃপর বিভাগ শ্রবণ করুন। ১৬—৩০। শতশৃঙ্গ, চতুর্দ্বার, ও ষোড়শ ভূমিকোচ্ছ্রিত নানা বিচিত্র-শিখর প্রাসাদকে মেরু বলে। মন্দর দ্বাদশ ভূমিকা, কৈলাস নবভূমিক এবং বিমান ও ছন্দক অনেক শিখরানন হইবে। নন্দিবর্দ্ধন—অষ্টভূমিক, বা সপ্তভূমিক করিতে হয়

বিষাণকসমাযুক্তো নন্দনঃ স উদাহৃতঃ ॥ ৩৩
ষোড়শাস্রসমাযুক্তো নানারূপসমন্বিতঃ।
অনেকশিখরস্তদ্বৎ সর্ব্বতোভদ্র উচ্যতে ॥ ৩৪
চিত্রশালাসমোপেতো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চভূমিকঃ।
বলভীচ্ছন্দকস্তদ্বদনেকশিখরাননঃ ॥ ৩৫
বৃষস্তোচ্ছ্রায়তস্তুল্যো মণ্ডলশ্চাস্রবর্জ্জিতঃ।
সিংহঃ সিংহাকৃতির্জ্ঞেয়ো গজো গজসমস্তথা ॥৩৬
কুম্ভঃ কুম্ভাকৃতিস্তদ্বদ্ভূমিকানবকোচ্ছ্রয়ঃ।
অঙ্গুলীপুটসংস্থানঃ পঞ্চাণ্ডকবিভূষিতঃ ॥ ৩৭
ষোড়শাস্রঃ সমস্তাচ্চ বিজ্ঞেয়ঃ স সমুদ্গকঃ।
পার্শ্বয়োশ্চন্দ্রশালেহস্য উচ্ছ্রায়ো ভূমিকাদ্বয়ম্ ॥
তথৈব পদ্মকঃ প্রোক্ত উচ্ছ্রায়ো ভূমিকাত্রয়ম্।
ষোড়শাস্রঃ স বিজ্ঞেয়ো বিচিত্রশিখরঃ শুভঃ ॥
মৃগরাজস্তু বিখ্যাতশ্চন্দ্রশালো বিভূষিতঃ।
প্রাগ্গ্রীবেণ বিশালেন ভূমিকাসু ষড়ুন্নতঃ ॥৪
অনেকশ্চন্দ্রশালশ্চ গজঃ প্রাসাদ ইষ্যতে।
পর্য্যস্তগৃহরাজো বৈ গরুড়ো নাম নামতঃ ॥ ৪১
সপ্তভূম্যুচ্ছ্রয়স্তদ্বচ্চন্দ্রশালাত্রয়ান্বিতঃ।
ভূমিকাষড়শীতিশ্চ বাহ্যতঃ সর্ব্বতো ভবেৎ ॥৪২
তথান্যো গরুড়স্তদ্বদুচ্ছ্রয়াদ্দশভূমিকঃ।
ভূমিকাষোড়শাস্রস্তু ভূমিদ্বয়মথাধিকঃ ॥ ৪৩
পদ্মতুল্যপ্রমাণেন শ্রীবৃক্ষক ইতি স্মৃতঃ।
পঞ্চাণ্ডকো দ্বিভূমিশ্চ গর্ভে হস্তচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪৪
বৃষো ভবতি নাম্নায়ং প্রাসাদঃ সার্ব্বকামিকঃ।
সপ্তকাঃ পঞ্চকাশ্চৈব প্রাসাদা বৈ ময়োদিতাঃ ॥
সিংহাস্তেন সমা জ্ঞেয়া যে চান্যে তৎপ্রমাণকাঃ
চন্দ্রশালৈঃ সমোপেতাঃ সর্ব্বে প্রাগ্গ্রীবসংযুতাঃ
ঐষ্টকা দারবাশ্চৈব শৈলা বা স্যুঃ সতোরণাঃ
মেরুঃ পঞ্চাশদ্ধস্তঃ স্যান্মন্দরঃ পঞ্চহীনকঃ।
চত্বারিংশৎ তু কৈলাসশ্চতুস্ত্রিংশদ্বিমানকঃ ॥৪৬
নন্দিবর্দ্ধনকস্তদ্বদ্দ্বাত্রিংশৎ সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশতা নন্দনঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বতোভদ্রকস্তথা ॥
বর্ত্তুলঃ পদ্মকশ্চৈব বিংশদ্ধস্ত উদাহৃতঃ।
গজঃ সিংহশ্চ কুম্ভশ্চ বলভীচ্ছন্দকস্তথা ॥ ৪৯
এতে ষোড়শহস্তাঃ স্যুশ্চত্বারো দেববল্লভাঃ।

নন্দন বিষাণসংযুক্ত, ষোড়শাস্রবিশিষ্ট ও নানারূপসমন্বিত। সর্ব্বতোভদ্রের অনেকগুলি শিখর থাকিবে এবং উহা চিত্রশালাসমুপেত ও পঞ্চভূমিক হইবে। বলভীচ্ছন্দক অনেকশিখর ও অনেক আনন বিশিষ্ট। মণ্ডল—বৃষোচ্ছ্রায় তুল্য এবং অস্রবর্জ্জিত। সিংহ—সিংহাকৃতি, গজ—গজাকৃতি, কুম্ভ—কুম্ভাকৃতি এবং নব ভূমিকা সদৃশ উচ্ছ্রিত। সমুদ্গাক—অঙ্গুলিপুটসংস্থান, পঞ্চাণ্ডক-বিভূষিত ও ষোড়শাস্র। উহার পার্শ্বদ্বয়ে চন্দ্রশালা করিবে ঐ চন্দ্রশালের পরিমাণ ভূমিকাদ্বয় হইবে পদ্মকের উচ্ছ্রায় ভূমিকাত্রয়। উহা ষোড়শাস্র ও বিচিত্রশিখরশালী। মৃগরাজ বিখ্যাত চন্দ্রশাল-বিভূষিত ও বিশাল প্রাগ্গ্রীব দ্বারা উন্নত। গজ প্রাসাদ অনেক চন্দ্রশালবিশিষ্ট। গরুড় নামক প্রাসাদ গৃহরাজ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইহার উচ্ছ্রায় সপ্তভূমিকাপরিমিত। ইহাতে তিনটী চন্দ্রশালা ও ষড়শীতিসংখ্যক ভূমিকা বহিঃপ্রদেশে চতুর্দ্দিকে থাকিবে। অন্য প্রকার গরুড় নামক প্রাসাদ—দশভূমিক উচ্ছ্রায়, ষোড়শাস্র ও ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা ভূমিকাদ্বয়ে অধিক। শ্রীবৃক্ষক প্রাসাদ পদ্মতুল্যপ্রমাণ। পঞ্চাণ্ডক, দ্বিভূমিক এবং হস্তচতুষ্টয় পরিমিত বৃষ নামক প্রাসাদ সর্ব্বকামপ্রদ। পাঁচ সাতটী প্রাসাদের বিষয় মাত্র কীর্ত্তিত হইল। ৩১—৪৫। অতএব অন্যান্য তৎপ্রমাণ প্রাসাদ সকল সিংহসান্ত সম জানিবে। সকল প্রাসাদই চন্দ্রশালাযুক্ত ও প্রাগ্গ্রীববিশিষ্ট হইবে। প্রাসাদ—ইষ্টকনির্ম্মিত, দারু-নির্ম্মিত বা শিলানির্ম্মিত হইবে। প্রাসাদে তোরণ থাকিবে। মেরু—পঞ্চাশৎ হস্ত-পরিমিত; মন্দর পঞ্চচত্বারিংশৎ হস্ত-পরিমিত; কৈলাস—চত্বারিংশৎ হস্তপরিমিত, বিমানক—চতুস্ত্রিংশৎ হস্ত-পরিমিত, নন্দিবর্দ্ধনক—দ্বাত্রিংশৎ হস্তপরিমিত; নন্দন—ত্রিংশৎ হস্তপরিমিত এবং সর্ব্বতোভদ্র—বর্ত্তুলাকার, পদ্মকবিশিষ্ট ও বিংশতি-হস্ত-পরিমিত জানিবে। গজ, কুম্ভ, সিংহ ও

কৈলাসো মৃগরাজশ্চ বিমানচ্ছন্দকো মতঃ ॥ ৫০
এতে দ্বাদশহস্তাঃ স্যুরেতেষামিহ সম্মতম্ ।
গরুড়োঽষ্টকরো জ্ঞেয়ো হংসো দশ উদাহৃতঃ
এবমেতে প্রমাণেন কর্ত্তব্যাঃ শুভলক্ষণাঃ ।
যক্ষ-রাক্ষস-নাগানাং মাতৃহস্তান্ প্রশস্ততে ॥৫২
তথা মের্ব্বাদয়ঃ সপ্ত জ্যেষ্ঠলিঙ্গে শুভাবহাঃ ।
শ্রীবৃক্ষকাদয়শ্চাষ্টৌ মধ্যমস্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫৩
তথা হংসাদয়ঃ পঞ্চ কন্যসে শুভদা মতাঃ ।
বলভীচ্ছন্দকে গৌরী জটামুকুটধারিণী ॥ ৫৪
বরদাভয়দা তদ্বৎ সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ ।
গৃহে তু রক্তমুকুটা উৎপলাঙ্কুশধারিণী ।
বরদাভয়দা চাপি পূজনীয়া সভর্ত্তৃকা ॥ ৫৫
তপোবনস্থামিতরাং তাস্ত সম্পূজয়েদ্বুধঃ ।
দেব্যা বিনায়কস্তদ্বদ্বলভীচ্ছন্দকে শুভঃ ॥৫৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রাসাদানু-কীর্ত্তনং নামৈকোনসপ্তত্যধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬৯ ॥

সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মণ্ডপানান্তু লক্ষণম্ ।
মণ্ডপপ্রবরান্ বক্ষ্যে প্রাসাদস্যানুরূপতঃ ॥ ১
বিবিধা মণ্ডপাঃ কার্য্যা জ্যেষ্ঠ-মধ্য-কনীয়সঃ ।
নামতস্তান্ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বমৃষিসত্তমাঃ ॥ ২
পুষ্পকঃ পুষ্পভদ্রশ্চ সুব্রতোঽমৃতনন্দনঃ ।
কৌশল্যো বুদ্ধিসঙ্কীর্ণো গজভদ্রো জয়াবহঃ ॥৩
শ্রীবৎসো বিজয়শ্চৈব বাস্তুকীর্ত্তিঃ শ্রুতিঞ্জয়ঃ ।
যজ্ঞভদ্রো বিশালশ্চ সুশ্লিষ্টঃ শত্রুমর্দ্দনঃ ॥ ৪
ভাগপঞ্চো নন্দনশ্চ মানবো মানভদ্রকঃ ।
সুগ্রীবো হরিতশ্চৈব কর্ণিকারঃ শতর্দ্ধিকঃ ॥ ৫
সিংহশ্চ শ্যামভদ্রশ্চ সুভদ্রশ্চ তথৈব চ ।
সপ্তবিংশতিরাখ্যাতা লক্ষণং শৃণুত দ্বিজাঃ ॥ ৬
স্তম্ভা যত্র চতুঃষষ্টিঃ পুষ্পকঃ সমুদাহৃতঃ ।
দ্বিষষ্টিঃ পুষ্পভদ্রস্তু ষষ্টিঃ সুব্রত উচ্যতে ॥ ৭
অষ্টপঞ্চাশকস্তম্ভঃ কথ্যতেঽমৃতনন্দনঃ ।
কৌশল্যঃ ষট্ চ পঞ্চাশচ্চতুঃপঞ্চাশতা পুনঃ ॥৮

বলভীচ্ছন্দক, ইহারা সকলেই ষোড়শ হস্ত-পরিমিত ও দেবগণের প্রিয়। কৈলাস, মৃগরাজ ও বিমানচ্ছন্দক ইহারা দ্বাদশ হস্ত। গরুড়নামক প্রাসাদ আট হাত; ও হংস-নামক প্রাসাদ দশ হাত, ইহারা এইরূপ প্রমাণবিশিষ্ট হইলে শুভদায়ক হয়। যক্ষ, রাক্ষস এবং নাগদিগের মাতৃহস্ত প্রশস্ত। মেরু প্রভৃতি সাতটী প্রাসাদে জ্যেষ্ঠ লিঙ্গ স্থাপন শুভদায়ক। শ্রীবৃক্ষকাদি অষ্ট প্রাসাদ মধ্যম বলিয়া প্রকীর্ত্তিত; হংসাদি পঞ্চ প্রাসাদ কনিষ্ঠ শুভদ; বলভীচ্ছন্দক প্রাসাদে জটামুকুটধারিণী, বরদা, অভয়দা, অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধারিণী, গৌরী শুভদায়িনী হন এবং গৃহ নামক প্রাসাদে রক্তমুকুটা, উৎপলাঙ্কুশধারিণী বরদা, অভয়দা, তপোবনস্থা, সভর্ত্তৃকা গৌরী দেবীই পূজনীয়া। ৪৬—৫৬।

ঊনসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অতঃপর আমি মণ্ডপ-লক্ষণ ও প্রাসাদানুরূপ মণ্ডপপ্রবর সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে ঋষি-সত্তমগণ! জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ ভেদে বিবিধ মণ্ডপ আছে। আমি ঐ সকলের নামোল্লেখ করিতেছি; শ্রবণ করুন। পুষ্পক, পুষ্পভদ্র, সুব্রত, অমৃতনন্দন, দৌশল্য, বুদ্ধিসঙ্কীর্ণ, গজভদ্র, জয়াবহ, শ্রীবৎস, বিজয়, বাস্তুকীর্ত্তি, শ্রুতিঞ্জয়, যজ্ঞভদ্র, বিশাল, সুশ্লিষ্ট, শত্রুমর্দ্দন, ভাগপঞ্চ, নন্দন, মানব, মানভদ্রক, সুগ্রীব, হরিত, কর্ণিকার, শতর্দ্ধিক, সিংহ, শ্যামভদ্র, ও সমুদ্র, হে—দ্বিজগণ! এই সপ্তবিংশতি সংখ্যক মণ্ডপ কথিত হইল। অধুনা তাহাদের লক্ষণ শ্রবণ করুন। পুষ্পকে চতুঃষষ্টি স্তম্ভ থাকিবে। এইরূপ পুষ্পভদ্রে দ্বিষষ্টি, সুব্রতে ষষ্টি, অমৃতনন্দনে অষ্টপঞ্চাশৎ, কৌশল্যে ষট্পঞ্চাশৎ, বুদ্ধিসঙ্কীর্ণে

নাম্না তু বুদ্ধিসঙ্কীর্ণো দ্বিহীনো গজভদ্রকঃ।
জয়াবহস্তু পঞ্চাশচ্ছ্রীবৎসস্তুদ্বিহীনকঃ॥ ৯
বিজয়স্তুদ্বিহীনঃ স্যাদ্বাস্তুকীর্ত্তিস্তথৈব চ।
তাভ্যামেব প্রহীয়েত ততঃ শ্রুতিজয়োঽপরঃ॥
চত্বারিংশদ্যজ্ঞভদ্রস্তুদ্বিহীনো বিশালকঃ।
ষট্‌ত্রিংশচ্চৈব সুশ্লিষ্টো দ্বিহীনঃ শত্রুমর্দ্দনঃ॥১৩
দ্বাত্রিংশদ্ভাগপঞ্চস্তু ত্রিংশদ্ভির্নন্দনঃ স্মৃতঃ।
অষ্টাবিংশন্মানবস্তু মানভদ্রো দ্বিহীনকঃ॥ ১২
চতুর্ব্বিংশস্তু সুগ্রীবো দ্বাবিংশো হবিতো মতঃ
বিংশতিঃ কর্ণিকারঃ স্যাদষ্টাদশ শতর্দ্ধিকঃ॥ ১৩
সিংহো ভবেদ্দ্বিহীনশ্চ শ্যামভদ্রো দ্বিহীনকঃ।
সুভদ্রস্তু তথা প্রোক্তো দ্বাদশস্তম্ভসংযুতঃ॥ ১৪
মণ্ডপাঃ কথিতাস্তুভ্যং যথাবল্লক্ষণান্বিতাঃ।
ত্রিকোণং বৃত্তমর্দ্ধন্তু হ্যষ্টকোণং দ্বিরষ্টকম্॥ ১৫
চতুষ্কোণন্তু কর্ত্তব্যং সংস্থানং মণ্ডপস্য তু।
রাজ্যঞ্চ বিজয়শ্চৈব আয়ুর্বর্দ্ধনমেব চ॥ ১৬
পুত্রলাভঃ শ্রিয়ঃ পুষ্টিস্ত্রিকোণাদিক্রমাদ্ভবেৎ।
এবন্তু শুভদাঃ প্রোক্তাশ্চান্যথা ত্বশুভাবহাঃ॥১৭

চতুঃষষ্টিপদং কৃত্বা মধ্যে দ্বারং প্রকল্পয়েৎ।
বিস্তারাদ্দ্বিগুণোচ্ছ্রায়ং তত্ত্রিভাগঃ কটির্ভবেৎ॥
বিস্তারার্দ্ধো ভবেদ্গর্ভো ভিত্তয়োঽন্যাঃ সমন্ততঃ
গর্ভপাদেন বিস্তীর্ণং দ্বারং ত্রিগুণমায়তম্॥ ১৯
তথা দ্বিগুণবিস্তীর্ণমুখস্তূদুম্বরঃ।
বিস্তারপাদপ্রতিমং বাহুল্যং শাখয়োঃ স্মৃতম্॥
ত্রিপঞ্চসপ্তনবভিঃ শাখাভির্দ্বারমিষ্যতে।
কনিষ্ঠমধ্যমং জ্যেষ্ঠং যথাযোগং প্রকল্পয়েৎ॥২১
অঙ্গুলানাং শতং সার্দ্ধং চত্বারিংশৎ ভবোন্নতম্
ত্রিংশদ্বিংশোত্তরঞ্চান্যদ্দ্বারমুত্তমমেব চ॥ ২২
শতঞ্চাশীতিসহিতং বাতনির্গমনে ভবেৎ।
অধিকং দশভিস্তদ্বৎ তথা ষোড়শাভিঃ শতম্॥
শতমানং তৃতীয়ঞ্চ নবত্যাশীতিভিস্তথা।
দশ দ্বারাণি চৈতানি ক্রমেণোক্তানি সর্ব্বদা॥২৪
অন্যানি বর্জ্জনীয়ানি মনসোদ্বেগদানি তু।
দ্বারবেধং প্রযত্নেন সর্ব্ববাস্তুষু বর্জ্জয়েৎ॥ ২৫
বৃক্ষকোণভ্রমিদ্বারস্তম্ভকূপধ্বজাদপি।

চতুঃপঞ্চাশৎ, জয়াবহে পঞ্চাশৎ, শ্রীবৎসে অষ্টচত্বারিংশৎ, বিজয়ে ষট্‌চত্বারিংশৎ, বাস্তু-কীর্ত্তিতেও ষটচত্বারিংশৎ, শ্রুতিজয়ে চতুশ্চত্বারিংশৎ, যজ্ঞভদ্রে চত্বারিংশৎ, বিশালকে ষট্‌ত্রিংশৎ, সুশ্লিষ্টে ষট্‌ত্রিংশৎ, শত্রুমর্দ্দনে চতুস্ত্রিংশৎ, ভাগপঞ্চে দ্বাত্রিংশৎ, নন্দনে ত্রিংশৎ, মানবে অষ্টাবিংশতি, মানভদ্রে ষড়্‌বিংশতি, সুগ্রীবে চতুর্বিংশতি, হরিতে দ্বাবিংশতি, কর্ণিকারে বিংশতি, শতর্দ্ধিকে অষ্টাদশ, সিংহে ষোড়শ, শ্যামভদ্রে দ্বাদশ এবং সুভদ্রমণ্ডপে দ্বাদশটী স্তম্ভ থাকিবে। আপনাদের নিকট এই যথাযথ লক্ষণান্বিত মণ্ডপ সকলের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। মণ্ডপসংস্থান—ত্রিকোণ, অর্দ্ধবৃত্ত, অষ্টকোণ, দ্বিরষ্টক বা চতুষ্কোণ করা কর্ত্তব্য। ত্রিকোণাদি সংস্থান সকল ক্রমানুসারে বিহিত হইলে রাজ্য, বিজয়, আয়ুর্বর্দ্ধন, পুত্রলাভ, স্ত্রী ও পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপে বিহিত হইলে উহারা শুভপ্রদ; অন্যথা অশুভাবহ হয়।১—১৭। গৃহমধ্যে চতুঃষষ্টিপদ-পরিমাণ দ্বার কল্পনা করিবে। ইহার উচ্ছ্রায়-বিস্তারের দ্বিগুণ এবং কটি তাহার তৃতীয়াংশ-পরিমিত, গর্ভ বিস্তারার্দ্ধ-পরিমিত এবং চতুর্দ্দিকে ভিত্তি দ্বার। গর্ভচতুর্থাংশের ত্রিগুণ আয়ত, দ্বিগুণ বিস্তীর্ণমুখ ও উড়ুম্বর-নির্ম্মিত হইবে। শাখা-দ্বয়ের বিস্তৃতি দ্বার-বিস্তৃতির পাদপ্রমাণ হইবে। তিন পাঁচ, সাত, ও নয়টী শাখা দ্বারা দ্বার প্রস্তুত হইবে। কনিষ্ঠ, মধ্যম, ও জ্যেষ্ঠ—দ্বারের এই তিন প্রকার ভেদ কল্পনা করিবে। প্রধান দ্বার এক শত সার্দ্ধ চত্বারিংশৎ অঙ্গুল অন্নত হইবে ও অন্য—মধ্যম ও উত্তম পঞ্চাশৎ অঙ্গুলি-পরিমিত। বাতনির্গমন-দ্বার অশীত্যধিক শত, দশাধিক শত ও ষোড়শাধিক শত অঙ্গুলি পরিমাণ হইবে, নবতি বা অশীতি সংখ্যার সহিত শত অঙ্গুল তৃতীয় দ্বারের পরিমাণ। ক্রমশঃ এই দশ দ্বারের কথা বলা হইল। মনের উদ্বেগজনক অন্য প্রকার দ্বার বর্জ্জনীয়। সর্ব্ব বাস্তুতেই যত্ন সহকারে দ্বারবেধ বর্জ্জন

কুড্যাশ্বভ্রেণ বা বিদ্ধং দ্বারং ন শুভদং ভবেৎ ॥
ক্ষয়শ্চ দুর্গতিশ্চৈব প্রবাসঃ ক্ষুদ্ভয়ং তথা।
দৌর্ভাগ্যং বন্ধনং রোগো দারিদ্র্যং কলহং তথা
বিরোধশ্চার্থনাশশ্চ সর্ব্বং বেধাদ্ভবেৎ ক্রমাৎ।
পূর্ব্বেণ ফলিনো বৃক্ষাঃ ক্ষীরবৃক্ষাস্তু দক্ষিণে ॥
পশ্চিমেন জলং শ্রেষ্ঠং পদ্মোৎপলবিভূষিতম্।
উত্তরে সরলৈস্তালৈঃ শুভা স্যাৎ পুষ্পবাটিকা
সর্ব্বতস্তু জলং শ্রেষ্ঠং স্থিরমস্থিরমেব চ।
পার্শ্বতশ্চাপি কর্ত্তব্যং পরিবারালিকাশ্রয়ম্। ৩০
যাম্যে তপোবনস্থানমুত্তরে মাতৃকাগৃহম্।
মহানসং তথাগ্নেয়ে নৈঋর্তে চাহথ বিনায়কম্ ॥৩১
বারুণে শ্রীনিবাসস্তু বায়বে গৃহমালিকা।
উত্তরে যজ্ঞশালা তু নির্ম্মাল্যস্থানমুত্তরে ॥ ৩২
বারুণে সোমদৈবত্যে বলিনির্ব্বপণং স্মৃতম্।
পুরতো বৃষভস্থানং শেষে স্যাৎ কুসুমায়ুধঃ ॥৩৩
জলং বাপি তথৈশানে বিষ্ণুস্তু জলশায্যপি।
এবমায়তনং কুর্য্যাৎ কুণ্ডমণ্ডপসংযুতম্ ॥ ৩৪

ঘণ্টাবিতানকসতোরণচিত্রযুক্তং
নিত্যোৎসবপ্রমুদিতেন জনেন সার্দ্ধম্।
যঃ কারয়েৎ সুরগৃহং বিবিধধ্বজাঢ্যং
শ্রীস্তং ন মুঞ্চতি সদা দিবি পূজ্যতে চ ॥৩৫
এবং গৃহার্চ্চনবিধাবপি শক্তিতঃ স্যাৎ
সংস্থাপনং সকলমন্ত্রবিধানযুক্তম্ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে প্রাসাদানুকীর্ত্তনং নাম সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭০॥

একসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

পুরোর্বংশস্ত্বয়া সূত সভবিষ্যো নিবেদিতঃ।
সূর্য্যবংশে নৃপা যে তু ভবিষ্যন্তি হি তান্ বদ
তথৈব যাদবে বংশে রাজানঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ।
কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি তানপীহ বদস্ব নঃ ॥ ২
বংশান্তে জ্ঞাতয়ো যাশ্চ রাজ্যং প্রাপ্স্যন্তি সুব্রতাঃ।

করিবে। ১৮—২৫। বৃক্ষকোণভ্রমিযুক্ত, শুভান্বিত, কূপসন্নিহিত, কুড্য-শ্বভ্রযুক্ত দ্বার শুভদায়ক নহে। ক্ষয়, দুর্গতি, প্রবাস, ক্ষুদ্ভয়, দৌর্ভাগ্য, বন্ধন, রোগ, দারিদ্র্য, কলহ, বিরোধ ও অর্থনাশ—এই সকল দোষ দ্বার-বেধ হইলে সঙ্ঘটিত হয়। পূর্ব্বে ফলবান্ বৃক্ষ, দক্ষিণে ক্ষীরিবৃক্ষ, পশ্চিমে বিবিধ উৎপল-শোভিত উৎকৃষ্ট জল এবং উত্তরে সরল ও তালতরু থাকিলে পুষ্পবাটিকা মঙ্গলপ্রদা হয়। বাস্তুর সর্ব্বদিকে স্থির ও অস্থির শ্রেষ্ঠ জল এবং পার্শ্বদেশে পরিবারাদির আলয়, দক্ষিণে তপোবন, উত্তরে মাতৃকাগৃহ, অগ্নেয়ে পাকশাল, নৈঋর্তে বিনায়ক স্থান, বারুণে শ্রীনিবাসাম বায়ব্যে গৃহমালিকা, উত্তরে যজ্ঞশালা ও নির্ম্মাল্যস্থান, বারুণে সোমাদি দেবতাদিগের বলিনির্ব্বপণ স্থান, সম্মুখে বৃষভস্থান এবং সর্ব্বশেষে কুসুমায়ুধের স্থান নির্দ্দেশ করিবে। অথবা ঈশানে জল ও জলশায়ী বিষ্ণু থাকিবেন। এই প্রকারে কুণ্ড-মণ্ডপ-সংযুক্ত আয়তন নির্দ্দেশ করিবে। যে ব্যক্তি নিত্য উৎসবপ্রমত্ত জনগণের সহিত ঘণ্টা, তোরণ, বিতান, ধ্বজ ও বিবিধ বিচিত্র চিত্রযুক্ত সুরগৃহ স্থাপন করেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না, তিনি স্বর্গে পূজিত হন। এই গৃহার্চ্চনবিধি মধ্যে শক্তি অনুসারে সকল মন্ত্র বিধানযুক্ত সংস্থাপন বিধি কীর্ত্তিত হইল। ২৬—৩৬।

সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭০।

একসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন—হে সূত! আপনি ভবিষ্য বৃত্তান্তের সহিত পুরুবংশ কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধুনা সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের বংশবিবরণ বর্ণন করুন, এবং কলিযুগে যদুবংশে যে সকল কীর্ত্তিবর্দ্ধন রাজা জন্ম গ্রহণ করিবেন ও তাঁহাদের অবর্ত্তমানে যে সকল শুভব্রত জ্ঞাতিগণ রাজ্য পালন

এহি সঙক্ষেপতস্তাসাং যথাভাব্যমনুক্রমাৎ ॥৩
সূত উবাচ।
বৃহদ্বলস্য দায়াদো বীরো রাজা হ্যুরুক্ষয়ঃ।
উরুক্ষয়সুতশ্চাপি বৎসদ্রোহো মহাযশাঃ ॥ ৪
বৎসদ্রোহাৎ প্রতিব্যোমস্তস্য পুত্রো দিবাকরঃ
তস্যৈব মধ্যদেশে তু অযোধ্যানগরী শুভা ॥৫
দিবাকরস্য ভবিতা সহদেবো মহাযশাঃ।
সহদেবাচ্চ ভবিতা ধ্রুবাশ্বো বৈ মহামনাঃ ॥ ৬
তস্য ভাব্যো মহাভাগঃ প্রতীপাশ্বশ্চ তৎসুতঃ
প্রতীপাশ্বসুতশ্চাপি সুপ্রতীপো ভবিষ্যতি ॥৭
মরুদেবঃ সুতস্তস্য সুনক্ষত্রস্ততোঽভবৎ।
কিন্নরাশ্বঃ সুনক্ষত্রাদ্ভবিষ্যতি পরন্তপঃ ॥ ৮
কিন্নরাশ্বাদন্তরীক্ষো ভবিষ্যতি মহামনাঃ।
সুষেণশ্চান্তরীক্ষাচ্চ সুমিত্রশ্চাপ্যমিত্রজিৎ ॥ ৯
সুমিত্রজো বৃহদ্রাজো বৃহদ্রাজস্য বীর্য্যবান্।
পুত্রঃ কৃতঞ্জয়ো নাম ধার্ম্মিকশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ১০
কৃতঞ্জয়সুতো বিদ্বান্ ভবিষ্যতি রণেঞ্জয়ঃ।
ভবিতা সঞ্জয়শ্চাপি বীরো রাজা রণেঞ্জয়াৎ ॥১১
সঞ্জয়স্য সুতঃ শাক্যঃ শাক্যাচ্ছুদ্ধোদনো নৃপঃ।
শুদ্ধোদনস্য ভবিতা সিদ্ধার্থঃ পুষ্কলঃ সুতঃ ॥১২
প্রসেনজিত্ততো ভব্যঃ ক্ষুদ্রকো ভবিতা ততঃ।
ক্ষুদ্রকাৎ কুলকো ভাব্যঃ কুলকাৎ সুরথঃ সুতঃ
সুমিত্রঃ সুরথাজ্জাতো অন্ত্য ভবিতা নৃপঃ।
এতে চৈক্ষ্বাকবঃ প্রোক্তা ভবিষ্যা যে কলৌযুগে
বৃহদ্বলান্বয়ে তু ভবিষ্যাঃ কুলবর্দ্ধনাঃ।
অত্রানুবংশশ্লোকোঽয়ং বিপ্রৈর্গীতঃ পুরাতনৈঃ
ইক্ষ্বাকূণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি।
সুমিত্রং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ
কলৌ ॥ ১৬
ইত্যেবং মানবো বংশঃ প্রাগেব সমুদাহৃতঃ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মাগধা যে বৃহদ্রথাঃ ॥ ১৭
পূর্ব্বেণ যে জরাসন্ধাৎ সহদেবান্বয়ে নৃপাঃ।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ ভবিষ্যাংশ্চ নিবোধত ॥১৮
সংগ্রামে ভারতে বৃত্তে সহদেবে নিপাতিতে।

করিবেন, এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের যাহা ঘটিবে, এই সকল বিষয় যথাক্রমে আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। সূত বলিলেন,—বৃহদ্বলের দায়াদ রাজোপাধিধারী বীর উরুক্ষয়। তৎপুত্র মহাযশা বৎসদ্রোহ; তৎপুত্র—প্রতিব্যোম; তৎপুত্র—দিবাকর; এই মহাত্মারই মধ্যদেশে অযোধ্যা নাম্নী শোভমানা নগরী ছিল। দিবাকরপুত্র,—অতুলকীর্ত্তি সহদেব; তৎপুত্র মহামনা ধ্রুবাশ্ব; তৎপুত্র—মহাভাগ ভাব্য; তৎপুত্র প্রতীপাশ্ব; তৎপুত্র—সুপ্রতীপ; তৎপুত্র—মরুদেব; তৎপুত্র—সুনক্ষত্র; তৎপুত্র—কিন্নরাশ্ব; তৎপুত্র—অন্তরীক্ষ, তৎপুত্র—সুমিত্র ও সুষেণ; সুমিত্র-তনয়—বৃহদ্রাজ; বৃহদ্রাজের বীর্য্যবান পুত্র—কৃতঞ্জয়, তিনি পরম ধার্ম্মিক। কৃতঞ্জয় তনয়—রণেঞ্জয়; তৎপুত্র—সঞ্জয়! তৎপুত্র—শাক্য; তৎপুত্র—শুদ্ধোদন; তৎপুত্র—সিদ্ধার্থ; তৎপুত্র—প্রসেনজিৎ; তৎপুত্র—ক্ষুদ্রক; তৎপুত্র—কুলক; তৎপুত্র—সুরথ; তৎপুত্র—সুমিত্র। এতদ্ব্যতীত আরও বহু রাজা এই সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা সকলেই এই কলিযুগে ঐক্ষ্বাকব আখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া বৃহদ্বলান্বয়ে সূর্য্যবংশের বংশধররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ১—১৪। পুরাতত্ত্ববিদ্ বিপ্রগণ এই সূর্য্যবংশানুযায়ী একটী শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, ইক্ষ্বাকুকুলদিগের এই বংশ সুমিত্র পর্য্যন্তই বিস্তৃত হইবে। এই বংশ রাজা সুমিত্রকে পাইয়াই বিশ্রাম লাভ করিবে। পূর্ব্বে মানব বংশ এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপর মহারথ মাগধগণের বংশবর্ণন করিতেছি। ঐ মাগধ নৃপতিগণ সহদেবান্বয়ে জরাসন্ধ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁদিগের বংশের মধ্যে যাঁহারা অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্য তাঁহাদের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি—শ্রবণ করুন। একদা ভারত-যুদ্ধে অধিরাজ সহদেব

সোমাধিস্তস্য দায়াদো রাজাভূৎ স গিরিব্রজে
পঞ্চাশতং তথাষ্টৌ চ সমা রাজ্যমকারয়ৎ।
শ্রুতশ্রবাশ্চতুঃষষ্টিঃ সমাস্তস্যান্বয়েঽভবৎ॥ ২০
অপ্রতীপী চ ষট্ত্রিংশৎ সমা রাজ্যমকারয়ৎ।
চত্বারিংশৎ সমাস্তস্য নিরমিত্রো দিবং গতঃ॥
পঞ্চাশতং সমাঃ ষট্ চ সুরক্ষঃ প্রাপ্তবান মহীম্
বৃহৎকর্ম্মা ত্রয়োবিংশদব্দং রাজ্যমকারয়ৎ॥ ২২
সেনাজিৎ সম্প্রযাতশ্চ ভুক্ত্বা পঞ্চশতং মহীম্।
শ্রুতঞ্জয়স্তু বর্ষাণি চত্বারিংশদ্ভবিষ্যতি॥ ২৩
অষ্টাবিংশতিবর্ষাণি মহীং প্রাপ্স্যতি বৈ বিভুঃ
অষ্টপঞ্চাশতং বট্ চ রাজ্যে স্থাস্যতি বৈ শুচিঃ
অষ্টাবিংশৎ সমা রাজা ক্ষেমো ভোক্ষ্যতি বৈ
মহীম্।
অনুব্রতশ্চতুঃষষ্টিং রাজ্যং প্রাপ্স্যতি বীর্য্যবান্
পঞ্চত্রিংশতিবর্ষাণি সুনেত্রো ভোক্ষ্যতে মহীম্
ভোক্ষ্যতে নিবৃতিশ্চেমামষ্টপঞ্চাশতং সমাঃ॥২৬
অষ্টাবিংশৎ সমা রাজ্যং ত্রিনেত্রো ভোক্ষ্যতে
ততঃ।
চত্বারিংশৎ তথাষ্টৌ চ দ্যুমৎসেনো ভবিষ্যতি
ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু বর্ষাণি মহীনেত্রঃ প্রকাশ্যতে।
দ্বাত্রিংশৎ তু সমা রাজা হ্যচলস্তু ভবিষ্যতি॥২৮
রিপুঞ্জয়স্তু বর্ষাণি পঞ্চাশৎ প্রাপ্স্যতে মহীম্।

বিনিপাতিত হইলে, তাঁহার সোমাধি-নামক এক দায়াদ গিরিব্রজে রাজা হন। তিনি পাঁচশত আট বৎসর কাল রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে শ্রুতশ্রবা চতুঃষষ্টি বৎসর, অপ্রতীপ পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর, নিরমিত্র চত্বারিংশৎ বৎসর, সুরক্ষ পাঁচশত অষ্ট বৎসর, বৃহৎকর্ম্মা ত্রয়োবিংশতি বৎসর, সেনাজিৎ পঞ্চশত বৎসর, শ্রুতঞ্জয় চত্বারিংশৎ বৎসর; বিভু অষ্টাবিংশতি বৎসর, শুচি চতুঃষষ্টিবৎসর, ক্ষেম অষ্টাবিংশতি বৎসর, অনুব্রত ষষ্টি বৎসর সুনেত্র পঞ্চবিংশতি বৎসর, নিবৃতি অষ্টপঞ্চাশৎ বৎসর, ত্রিনেত্র অষ্টাবিংশতি বৎসর, দ্যুমৎসেন চত্বারিংশৎ বৎসর, মহীনেত্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর, অচল দ্বাত্রিংশৎ বৎসর, এবং

দ্বাত্রিংশতি নৃপা হ্যেতে ভবিতারো বৃহদ্রথাঃ॥
পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু তেষাং রাজ্যং ভবিষ্যতি।
জয়তাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ বালকঃ পুলকো ভবেৎ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রাজবংশানু-
কীর্ত্তনে একসপ্তত্যধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭১॥

দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

বৃহদ্রথেষ্বতীতেষু বীতিহোত্রেষবন্তিষু।
পুলকঃ স্বামিনং হত্বা স্বপুত্রমভিষেক্ষ্যতি॥ ১
মিষতাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ বালকঃ পুলকোদ্ভবঃ।
স বৈ প্রণতসামন্তো ভবিষ্যো ন চ ধর্ম্মতঃ॥ ২
ত্রয়োবিংশৎ সমা রাজা ভবিতা স নরোত্তমঃ।
অষ্টাবিংশতিবর্ষাণি পালকো ভবিতা নৃপঃ॥ ৩
বিশাখয়ূপো ভবিতা ত্রিপঞ্চাশৎ তথা সমাঃ।

রিপুঞ্জয় পঞ্চাশৎ বৎসর কাল রাজ্য শাসন করেন। এই দ্বাত্রিংশৎ জন মহারথ এই বংশে রাজা হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে সহস্র বর্ষ ইহাদের রাজ্য ছিল। পুলক—বিজয়ী ক্ষত্রিয়বালক ছিলেন। ১৫—৩০।

একসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৭১

দ্বিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—বৃহদ্রথ ও বীতিহোত্রগণ পরলোক প্রাপ্ত হইলে পুলক তদানীন্তন নিজ প্রভু মহীপালকে হত্যা করিয়া স্বীয় পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। পুলক-তনয় কপটাচারী ,ক্ষত্রিয়-সন্তান বলিয়া তিনি ধর্ম্মানুসারে সামন্তসমূহের প্রণামার্হ হইতে পারেন নাই। ঐ ভূপাল ত্রয়োবিংশতি বৎসরমাত্র রাজ্যশাসন করেন। এইরূপে রাজা পালক অষ্টাবিংশতি বৎসর, বিশাখযূপ ত্রিপঞ্চাশৎ বৎসর এবং সূর্য্যক

একবিংশৎ সমা রাজা সূর্য্যকস্তু ভবিষ্যতি॥ ৪
বারাণস্যাং সুতং স্থাপ্য শ্রয়িষ্যতি গিরিব্রজম্।
শিশুনাকস্তু বর্ষাণি চত্বারিংশদ্ভবিষ্যতি॥ ৫
কাকবর্ণঃ সুতস্তস্য ষড়বিংশৎ প্রাপ্স্যতেমহীম্
ষট্‌ত্রিংশচ্চৈব বর্ষাণি ক্ষেমধামা ভবিষ্যতি॥ ৬
চতুর্ব্বিংশৎ সমাঃ সোঽপি ক্ষেমজিৎ প্রাপ্স্যতে মহীম্।
অষ্টাবিংশতিবর্ষাণি বিন্ধ্যসেনো ভবিষ্যতি॥ ৭
ভবিষ্যতি সমা রাজা নব কাণ্বায়নো নৃপঃ।
ভূমিমিত্রঃ সুতস্তস্য চতুর্দ্দশ ভবিষ্যতি॥ ৮
অজাতশত্রুর্ভবিতা সপ্তবিংশৎ সমা নৃপঃ।
চতুর্ব্বিংশৎ সমা রাজা বংশকস্তু ভবিষ্যতি॥৯
উদাসী ভবিতা তস্মাৎ ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমা নৃপঃ।
চত্বারিংশৎ সমা ভাব্যো রাজা বৈ নন্দিনবর্দ্ধনঃ
চত্বারিংশৎ ত্রয়শ্চৈব মহানন্দী ভবিষ্যতি।
ইত্যেতে ভবিতারো বৈ দশ দ্বৌ শিশুনাকজাঃ
শতানি ত্রীণি পূর্ণানি ষষ্টিবর্ষাধিকানি তু।
শিশুনাকা ভবিষ্যন্তি রাজানঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ॥ ১২
এতৈঃ সার্দ্ধং ভবিষ্যন্তি যাবৎ কলিনৃপাঃ পরে

একবিংশতি বৎসর রাজ্য শাসন করেন। ইনি স্বীয় তনয়কে বারাণসীর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং গিরিব্রজের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। শিশুনাক চত্বারিংশৎ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। তৎপুত্র কাকবর্ণ ষড়্‌বিংশতি বৎসর। ক্ষেমধামা ষট্‌ত্রিংশৎ, ক্ষেমজিৎ চতুর্ব্বিংশতি বৎসর, বিন্ধ্যসেন অষ্টাবিংশতি বৎসর, কাণ্বায়ন নয় বৎসর, তৎপুত্র ভূমিমিত্র চতুর্দ্দশ বৎসর, অজাতশত্রু সপ্তবিংশতি বৎসর, বংশক—চতুর্ব্বিংশতি বৎসর, উদাসী—ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর, নন্দিবর্দ্ধন—চত্বারিংশৎ বৎসর এবং মহানন্দী—ত্রিচত্বারিংশৎ বৎসর রাজ্য পালন করেন। দ্বাদশজন রাজা শিশুনাক-তনয়। এই ক্ষত্রবন্ধু শিশুনাকগণ পূর্ণ তিনশত পঞ্চষষ্টি বৎসর পৃথিবী শাসন করেন। পরে ইহাঁদের সহিত কুলিনৃপতিগণ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন।

তুল্যকালং ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে হ্যেতে মহীক্ষিতঃ
চতুর্ব্বিংশৎ তথৈক্ষ্বাকাঃ পাঞ্চালাঃসপ্তবিংশতিঃ
কাশেয়াস্তু চতুর্ব্বিংশদষ্টাবিংশৎ তু হৈহয়াঃ॥১৪
কলিঙ্গাশ্চৈব দ্বাত্রিংশদশ্মকাঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
কুরবশ্চাপি ষড়্‌বিংশদষ্টাবিংশাস্তু মৈথিলাঃ॥১৫
শূরসেনাস্ত্রয়োবিংশদ্বীতিহোত্রাশ্চ বিংশতিঃ।
এতে সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি এককালং মহীক্ষিতঃ॥
মহানন্দিসুতশ্চাপি শূদ্রায়াং কলিকাংশজঃ।
উৎপৎস্যতে মহাপদ্মঃ সর্ব্বক্ষত্রান্তকো নৃপঃ॥১৭
ততঃপ্রভৃতি রাজানো ভবিষ্যাঃ শূদ্রযোনয়ঃ।
একরাট্‌ স মহাপদ্মো একচ্ছত্রো ভবিষ্যতি।
অষ্টাশীতিং তু বর্ষাণি পৃথিব্যাঞ্চ ভবিষ্যতি।
সর্ব্বক্ষত্রমথোৎসাদ্য ভাবিনার্থেন চোদিতঃ॥ ১৯
সুকল্যাদিসুতা হ্যষ্টৌ সমা দ্বাদশ তে নৃপাঃ।
মহাপদ্মস্য পর্য্যায়ে ভবিষ্যন্তি নৃপাঃ ক্রমাৎ॥২০
উদ্ধরিষ্যতি কৌটিল্যঃ সমাদ্বাদশভিঃ সুতান্।
ভুক্ত্বা মহীং বর্ষশতং ততো মৌর্য্যান্ গমিষ্যতি

এই মহীপালগণ সকলেই সম-সাময়িক। ১—১৩। চতুর্ব্বিংশতি জন ঐক্ষ্বাক, সপ্তবিংশতি পাঞ্চাল, চতুর্ব্বিংশতি কাশেয়, অষ্টাবিংশতি হৈহয়, দ্বাত্রিংশৎ কালিঙ্গ, পঞ্চবিংশতি অশ্মক, ষড়্‌বিংশতি কুরু, অষ্টাবিংশতি মৈথিল, ত্রয়োবিংশতি শূরসেন ও বিংশতি জন বীতিহোত্র,—ইহাঁরা সকলে তুল্যকালে পৃথিবী পালন করেন। মহাপদ্ম নামক মহানন্দিতনয় শূদ্রাগর্ভে কলির অংশরূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ইনি একজন মহান্ সর্ব্বক্ষত্রান্তকারী নৃপতিরূপে পরিণত হন। এই মহাপদ্মের পর হইতেই ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রযোনি হইলেন। ঐ মহাপদ্ম ভবিষ্যৎ ঔরত্যাভিলাষে ক্ষত্রিয়কুল মথিত করিয়া সসাগরা ধরার একমাত্র একচ্ছত্র রাজা হইয়া অষ্টাশীতি বৎসর পৃথিবী সম্ভোগ করেন। অনন্তর মহাপদ্ম-বংশসম্ভূত অষ্ট জন সুকল্যাদি তনয় ক্রমানুসারে দ্বাদশ বর্ষমাত্র রাজত্ব করেন। কৌটিল্য তাঁহাদের নিকট হইতে রাজ্য

ভবিতা শতধন্বা চ তস্য পুত্রস্তু ষট্ সমাঃ।
বৃহদ্রথস্তু বর্ষাণি তস্য পুত্রশ্চ সপ্ততিঃ॥ ২২
ষট্‌ত্রিংশৎ তু সমা রাজা ভবিতা শক এব চ।
সপ্তানাং দশ বর্ষাণি তস্য নপ্তা ভবিষ্যতি॥২৩
রাজা দশরথোঽষ্টৌ তু তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি
ভবিতা নব বর্ষাণি তস্য পুত্রশ্চ সপ্ততিঃ॥ ২৪
ইত্যেতে দশ মৌর্য্যাস্তু যে ভোক্ষ্যন্তি বসুন্ধরাম্।
সপ্তত্রিংশচ্ছতং পূর্ণং তেভ্যঃ শুঙ্গান্ গমিষ্যতি
পুষ্পমিত্রস্তু সেনানীরুদ্ধৃত্য স বৃহদ্রথান্।
কারয়িষ্যতি বৈ রাজ্যং ষট্‌ত্রিংশতিসমা নৃপঃ॥
ভবিতাপি বসুজ্যেষ্ঠঃ সপ্ত বর্ষাণি বৈ নৃপঃ।
বসুমিত্রস্তথা ভাব্যো দশ বর্ষাণি বৈ ততঃ॥২৭
ততোঽন্তকঃ সমে দ্বে তু তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি
ভবিষ্যতি সমাস্তস্মাৎ ত্রীণ্যেবং স পুলিন্দকঃ॥
ভবিতা বজ্রমিত্রস্তু সমা রাজা পুনর্ভবঃ।

দ্বাত্রিংশৎ তু সমাভাগঃ সমভাগাৎ ততো নৃপঃ
ভবিষ্যতি সুতস্তস্য দেবভূমিঃ সমা দশ।
দশৈতে শুঙ্গরাজানো ভোক্ষ্যন্তীমাং বসুন্ধরাম্
শতং পূর্ণং শতে দ্বে চ ততঃ শুঙ্গান্ গমিষ্যতি
অমাত্যো বসুদেবস্তু প্রসহ্য হ্যবনীং নৃপঃ॥৩১
দেবভূমিমথোৎসাদ্য শৌঙ্গস্তু ভবিতা নৃপঃ।
ভবিষ্যতি সমা রাজা নব কাণ্বায়নো নৃপঃ॥ ৩২
ভূমিমিত্রঃ সুতস্তস্য চতুর্দ্দশ ভবিষ্যতি।
নারায়ণঃ সুতস্তস্য ভবিতা দ্বাদশৈব তু॥ ৩৩
সুশর্ম্মা তৎসুতশ্চাপি ভবিষ্যতি দশৈব তু।
ইত্যেতে শুঙ্গভৃত্যাস্তু স্মৃতাঃ কাণ্বায়না নৃপাঃ॥
চত্বারিংশদ্দ্বিজা হ্যেতে কাণ্বা ভোক্ষ্যন্তি বৈ মহীম্।
চত্বারিংশৎ পঞ্চ চৈব ভোক্ষ্যন্তীমাং বসুন্ধরাম্
এতে প্রণতসামন্তা ভবিষ্যা ধার্ম্মিকাশ্চ যে।
যেষাং পর্য্যায়কালে তু ভূমিরান্ধ্রান্ গমিষ্যতি॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে রাজবংশানু-
কীর্ত্তনে দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭২॥

উদ্ধার করিয়া শতবর্ষ ভোগ করেন। অনন্তর ঐ রাজ্য মৌর্য্যগণের অধিকারে আসে। ইঁহার পর শতধন্বা রাজা হন। তদীয় পুত্র ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। বৃহদ্রথ মাত্র ষষ্ঠকাল রাজত্ব করেন। কিন্তু তদীয় পুত্র—সপ্ততি বৎসর রাজ্য শাসন করার পর শক রাজা ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর রাজ্য করেন। তাঁহার সন্তানগণ সপ্ততি বৎসর পৃথ্বী পালন করেন। এই-রূপে দশরথ আট বৎসর, তৎপুত্র—নয় বৎসর, এবং তদীয় পুত্র সপ্ততিবৎসর রাজ্য শাসন করেন। এই দশজন রাজা মৌর্য্যবংশ-সম্ভূত। ইঁহারা সকলেই পূর্ণ একশত ষট্‌-ত্রিংশৎ বৎসর পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। অনন্তর সেনানী পুষ্যমিত্র বৃহদ্রথগণকে উদ্ধার করিয়া তাঁহাদিগকে শুঙ্গ প্রদান করেন এবং ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর রাজ্য শাসন করান। বসুজ্যেষ্ঠ নৃপ সপ্তবর্ষ রাজ্য পালন করেন। এইরূপে বসুমিত্র—দশ বৎসর, অন্তক দুই বৎসর এবং তদীয় পুত্র পুলিন্দক তিন বৎসর রাজ্য করেন। তৎপরে বজ্রমিত্র রাজা হন, বজ্রমিত্রের পর পুনর্ভব; তদনন্তর মহাভাগ দ্বাত্রিংশৎ বৎসর রাজ্য করেন। মহাভাগের পুত্র দেবভূমি দশ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। এই দশ জন সামন্ত রাজা তিনশত বৎসর বসুন্ধরার কিয়দংশ ভোগ করেন। তাঁহাদের অধিকারকালে অমাত্য বসুদেব অবনী শাসনপূর্ব্বক রাজ্য পরিচালন করিলেন। অনন্তর শৌঙ্গ দেবভূমি ত্যাগ করিয়া রাজা হন। তৎসুত ভূমিমিত্র চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্য করেন। ভূমিমিত্রের পুত্র নারায়ণ দ্বাদশ বৎসর তদীয় সুত এবং সুশর্ম্মা দশ বৎসর রাজ্য করেন। ইঁহারা শুঙ্গভৃত্য ও কাণ্বায়ন নৃপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই চত্বারিংশৎ কাণ্ব দ্বিজ মহী ভোগ করিয়াছিলেন। এই প্রণত সামন্তগণ পরম ধার্ম্মিক

ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

কাণ্বায়নাস্ততো ভূপাঃ সুশর্ম্মাণঃ প্রসহ্য তাম্।
শুঙ্গানাঞ্চৈব যচ্ছেষং ক্ষপিত্বা তু বলীয়সঃ॥ ১
শিশুকোঽন্ধ্রঃ সজাতীয়ঃ প্রাপ্স্যতীমাং বসুন্ধরাম্।
ত্রয়োবিংশৎ সমা রাজা শিশুকস্তু ভবিষ্যতি ॥২
শ্রীমল্লকর্ণির্ভবিতা তস্য পুত্রস্তু বৈ দশ।
পূর্ণোৎসঙ্গস্ততো রাজা বর্ষাণ্যষ্টাদশৈব তু ॥৩
পঞ্চাশতং সমাঃ ষট্ চ শান্তকর্ণির্ভবিষ্যতি।
দশ চাষ্টৌ চ বর্ষাণি তস্য লম্বোদরঃ সুতঃ ॥৪
আপীতকো দশ দ্বে চ তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি
দশ চাষ্টৌ চ বর্ষাণি মেঘস্বাতির্ভবিষ্যতি ॥৫
স্বাতিশ্চ ভবিতা রাজা সমাস্ত্বষ্টাদশৈব তু।
স্কন্দস্বাতিস্তথা রাজা সপ্তৈব তু ভবিষ্যতি ॥৬
মৃগেন্দ্রঃ স্বাতিকর্ণস্তু ভবিষ্যতি সমাস্ত্রয়ঃ।
কুন্তলঃ স্বাতিকর্ণস্তু ভবিতাষ্টৌ সমা নৃপঃ ॥৭
একসংবৎসরং রাজা স্বাতিবর্ণো ভবিষ্যতি ॥৮
ভবিতা রিক্তবর্ণস্তু বর্ষাণি পঞ্চবিংশতিঃ।
ততঃ সংবৎসরান্ পঞ্চ হালো রাজা ভবিষ্যতি
পঞ্চ মন্দুলকো রাজা ভবিষ্যতি সমা নৃপঃ।
পুরীন্দ্রসেনো ভবিতা তস্মাৎ সৌম্যো ভবিষ্যতি
সুন্দরঃ শান্তকর্ণস্তু অব্দমেকং ভবিষ্যতি।
চকোরঃ স্বাতিকর্ণস্তু ষণ্মাসান্ বৈ ভবিষ্যতি ॥ ১১
অষ্টাবিংশতিবর্ষাণি শিবস্বাতির্ভবিষ্যতি।
রাজা চ গৌতমীপুত্রো হ্যেকবিংশত্যতো নৃপঃ॥
অষ্টাবিংশৎ সুতস্তস্য পুলোমা বৈ ভবিষ্যতি।
শিবশ্রীর্বৈ পুলোমাৎ তু সপ্তৈব ভবিতা নৃপঃ
শিবস্কন্ধঃ শান্তিকর্ণাদ্ভবিতা হ্যাত্মজঃ সমাঃ।
নব বিংশতিবর্ষাণি যজ্ঞশ্রীঃ শান্তিকর্ণিকঃ ॥১৪
ষড়েব ভবিতা তস্মাদ্বিজয়স্তু সমাস্ততঃ।
চণ্ডশ্রীঃ শান্তিকর্ণস্তু তস্য পুত্রঃ সমা দশ ॥১৫
পুলোমা সপ্ত বর্ষাণি অন্যস্তেষাং ভবিষ্যতি।

ছিলেন। ইঁহাদের অবসানে অন্ধ্রগণ ভূপতিদর্পে প্রাদুর্ভূত হয়। ১৪—৩৬

দ্বিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৭২

ত্রিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অনন্তর সুশর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ কাণ্বায়ন নৃপতিগণ অবশিষ্ট শুঙ্গ নরপতিদিগকে আক্রমণ করিয়া রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহাদের স্বজাতি অন্ধ্রকুলতিলক শিশুক বসুন্ধরা প্রাপ্ত হন। ইনি ত্রয়োবিংশতি বৎসর পৃথিবী পালন করেন। তদনন্তর শ্রীমল্লকর্ণির অধিকার কাল; তদনন্তর তাঁহার পুত্র—দশ বৎসর রাজ্য করেন। অতঃপর পূর্ণোৎসঙ্গ রাজা হন। ইনি অষ্টাদশ বর্ষ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এইরূপে শান্তকর্ণি পঞ্চাশৎ বর্ষ; তদীয় পুত্র লম্বোদর অষ্টাদশ বর্ষ, তদীয় পুত্র—আপীতক দ্বাদশ বর্ষ; তাঁহার পর মেঘস্বাতি অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্য করেন। তাহার পর স্বাতি অষ্টাদশ বর্ষ; তদনন্তর স্কন্দস্বাতি সপ্ত বর্ষ; তাহার পর মৃগেন্দ্র ও স্বাতিকর্ণ মাত্র তিন বৎসর; অনন্তর স্বাতিকর্ণবংশীয় কুন্তল অষ্ট বর্ষ; অনন্তর রাজা স্বাতিবর্ণ মাত্র একবৎসর; অনন্তর রিক্তবর্ণ পঞ্চবিংশতি বর্ষ, হাল রাজা পঞ্চ বর্ষ; রাজা মন্দুলক পঞ্চ বর্ষ; অনন্তর পুরীন্দ্রসেন, তাঁহার পর সৌম্য; অনন্তর শান্তিকর্ণ এক বৎসর মাত্র; স্বাতিকর্ণ চকোর ছয়মাস মাত্র; শিবস্বাতি অষ্টাবিংশতি বর্ষ; রাজা গৌতমীপুত্র—একবিংশতি বৎসর, অনন্তর তদীয় পুত্র পুলোমা অষ্টাবিংশতি বর্ষ রাজ্য করেন। ১—১৩। রাজা পুলোমার পর শিবশ্রী সপ্ত বর্ষ রাজ্য করেন। তদনন্তর শান্তিকর্ণ-পুত্র শিবস্কন্ধ বর্ষমাত্র রাজ্য করেন। তদনন্তর শান্তিকর্ণিক যজ্ঞশ্রী—বিংশতি বর্ষ; অনন্তর রাজা বিজয় ছয় বৎসর; তৎপুত্র—শান্তিকর্ণ চণ্ডশ্রী দশ বৎসর; অনন্তর পুলোমা—সপ্ত বর্ষ [illegible]

একোনবিংশতির্হ্যেতে আন্ধ্রা ভোক্ষ্যন্তি বৈ মহীম্। ১৮
তেষাং বর্ষশতানি স্যুশ্চত্বারি ষষ্টিরেব চ।
আন্ধ্রাণাং সংস্থিতা রাজ্যে তেষাং ভৃত্যান্বয়ে নৃপাঃ। ১৭
সপ্তৈবান্ধ্রা ভবিষ্যন্তি দশাভীরাস্তথা নৃপাঃ।
সপ্ত গর্দ্দভিলাশ্চাপি শকাশ্চাষ্টাদশৈব তু। ১৮
যবনাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি তুষারাশ্চ চতুর্দ্দশ।
ত্রয়োদশ গুরুণ্ডাশ্চ হূণা হ্যেকোনবিংশতিঃ। ১৯
যবনাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সপ্তাশীতি মহীমিমাম্।
সপ্ত গর্দ্দভিলা ভূয়ো ভোক্ষ্যন্তীমাং বসুন্ধরাম্
সপ্তবর্ষসহস্রাণি তুষারাণাং মহী স্মৃতা।
শতানি ত্রীণ্যশীতিঞ্চ শতান্যষ্টাদশৈব তু। ২১
শতান্যর্দ্ধং চতুষ্কাণি ভবিতব্যাস্ত্রয়োদশ।
গুরুণ্ডা বৃষলৈঃ সার্দ্ধং ভোক্ষ্যন্তে ম্লেচ্ছসম্ভবাঃ
শতানি ত্রীণি ভোক্ষ্যন্তে বর্ষাণ্যেকাদশৈব তু।
আন্ধ্রাঃ শ্রীপার্ব্বতীয়াশ্চ তে দ্বিপঞ্চাশতং সমাঃ
সপ্তষষ্টিস্তু বর্ষাণি দশাভীরাস্তথৈব চ।
তেষূৎসন্নেষু কালেন ততঃ কিলকিলা নৃপাঃ। ২৪
ভবিষ্যন্তীহ যবনা ধর্ম্মতঃ কামতোঽর্থতঃ।
তৈর্বিমিশ্রা জনপদা আর্য্যা ম্লেচ্ছাশ্চ সর্ব্বশঃ। ২৫
বিপর্য্যয়েণ বর্ত্তন্তে ক্ষয়মেষ্যন্তি বৈ প্রজাঃ।
লুব্ধানৃতাভ্রুবাশ্চৈব ভবিতারো নৃপাস্তথা। ২৬
কল্কিনাভিহতাঃ সর্ব্বে আর্য্যা ম্লেচ্ছাশ্চ সর্ব্বতঃ।
অধার্ম্মিকাশ্চ যেঽত্যর্থং পাষণ্ডাশ্চৈব সর্ব্বশঃ। ২৭
প্রনষ্টে নৃপবংশে তু সন্ধ্যাশিষ্টে কলৌ যুগে।
কিঞ্চিচ্ছিষ্টাঃ প্রজাস্তা বৈ ধর্ম্মে নষ্টেঽপরিগ্রহাঃ
অসাধবো হ্যসত্ত্বাশ্চ ব্যাধিশোকেন পীড়িতাঃ।
অনাবৃষ্টিহতাশ্চৈব পরস্পরবধেপ্সবঃ। ২৯
অশরণ্যাঃ পরিত্রস্তাঃ সঙ্কটং ঘোরমাশ্রিতাঃ।
সরিৎপর্ব্বতবাসিন্যো ভবিষ্যন্ত্যখিলাঃ প্রজাঃ
পত্র-মূল-ফলাহারাশ্চীরপত্রাজিনাম্বরাঃ।
বৃত্ত্যর্থমভিলিপ্সন্ত্যশ্চরিষ্যন্তি বসুন্ধরাম্। ৩১

করেন। পরে আন্ধ্রগণ একবিংশতিবর্ষ মেদিনী সম্ভোগ করেন। এইরূপে তাঁহাদের একশত চত্বারিংশৎ বা ষষ্টি বর্ষ অতীত হয়। পরে সপ্তজন অন্ধ্রভৃত্য আভীর অন্ধ্ররাজ্য লাভ করে। অনন্তর গর্দ্দভিলগণ শত বৎসর; শকগণ অষ্টাদশ বৎসর; যবনগণ অষ্ট বর্ষ; তুষারগণ চতুর্দ্দশ বৎসর; গুরুণ্ডগণ ত্রয়োদশ বর্ষ; হূণগণ একবিংশতি বৎসর; পুনরায় আটজন যবন সপ্তাশীতি বৎসর; পরে সপ্ত গর্দ্দভিল পুনরায় এই মেদিনী ভোগ করেন। এই ভূমণ্ডল—তুষারগণের অধিকারে সপ্তসহস্র বর্ষ অবস্থিত ছিল। অতঃপর ম্লেচ্ছসম্ভব গুরুণ্ডগণ শূদ্রজাতির সহিত ভূয়োভূয় ত্রিশত অশীতি বৎসর, এক শত অষ্টাদশ বৎসর ও সার্দ্ধ চতুঃশত বর্ষ রাজ্য ভোগ করেন। আন্ধ্রগণ দুই বারে ত্রিশত বর্ষ ও একাদশ বর্ষ রাজ্য করেন। পরে শ্রীপার্ব্বতীয়গণ দ্বিপঞ্চাশৎ বৎসর আভীরগণ—সপ্তষষ্টি বৎসর রাজ্য করেন; আভীরগণ উৎসন্ন যাইলে কালে কিলকিল নামক যবনগণ ধর্ম্মার্থতঃ রাজ্যলাভ করিবে। তখন জনপদ সকল ও আর্য্যগণ ম্লেচ্ছাচ্ছন্ন হইবে। সমস্তই বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইবে। প্রজা সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। নৃপতিগণ লুব্ধ ও অনৃতভাষী হইবেন। আর্য্য এবং ম্লেচ্ছগণ সকলেই সর্ব্বথা কলিগ্রস্ত হইবেন। অধার্ম্মিক ও পাষণ্ডগণ চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইবে। পরে কলিযুগ ও নৃপবংশ সকল প্রণষ্ট হইলে, কলির সন্ধ্যামাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। ঐ কলিসন্ধ্যাসময়ে কতিপয় প্রজামাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। তাহারা ধর্ম্ম নষ্ট হওয়ায় নিষ্পরিগ্রহ, অসাধু, অসত্ত্ব ও ব্যাধি-শোক-পীড়িত হইয়া নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিবে এবং সতত অনাবৃষ্টি দ্বারা পীড়িত হইবে। পরস্পর পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছা করিবে। তাহাদের সহায় কেহ থাকিবে না, তাহারা সর্ব্বদাই ভীত ও ত্রস্ত হইবে, ঘোর সঙ্কটে পড়িবে, খাদ্যাভাবে নদী ও পর্ব্বত আশ্রয় করিবে, পত্র-মূল-ফল আহার করিবে, চীর-পত্রাজিন—তাহাদের পরিধান হইবে,

এবং কষ্টমনুপ্রাপ্তাঃ প্রজাঃ কালে যুগান্তকে।
নিঃশেষাস্ত ভবিষ্যন্তি সার্দ্ধং কলিযুগেন তু ॥৩২
ক্ষীণে কলিযুগে তস্মিন্ দিব্যে বর্ষসহস্রকে।
সসন্ধ্যাংশে সুনিঃশেষে কৃতন্তু প্রতিপৎস্যতে
এবং বংশক্রমঃ কৃৎস্নঃ কীর্ত্তিতো যো ময়া ক্রমাৎ
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাশ্চে যে ॥৩৪
মহাপদ্মাভিষেকাৎ তু যাবজ্জন্ম পরীক্ষিতঃ।
এবং বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্ ॥৩৫
পৌলোমাস্ত তথান্ধ্রাস্ত মহাপদ্মান্তরে পুনঃ।
অনন্তরং শতান্যষ্টৌ ষট্‌ত্রিংশৎ তু সমাস্তথা ॥
তাবৎ কালান্তরং ভাব্যমান্ধ্রান্তাদা পরীক্ষিতঃ
ভবিষ্যে তে প্রসংখ্যাতাঃ পুরাণজ্ঞৈঃ শ্রুতর্ষিভিঃ
সপ্তর্ষয়স্তদা প্রাংশু প্রদীপ্তেনাগ্নিনা সমাঃ।
সপ্তবিংশতি ভাব্যানামান্ধ্রাণান্তু যদা পুনঃ ॥৩৮
সপ্তর্ষয়স্ত বর্ত্তন্তে যত্র নক্ষত্রমণ্ডলে।
সপ্তর্ষয়স্ত তিষ্ঠন্তি পর্য্যায়েণ শতং শতম্ ॥৩৯
সপ্তর্ষীণামুপর্য্যেতৎ স্মৃতং বৈ দিব্যসংজ্ঞয়া
সমা দিব্যাঃ স্মৃতাঃ ষষ্টির্দিব্যাব্দানি তু সপ্তভিঃ
এভিঃ প্রবর্ত্ততে কালো দিব্যঃ সপ্তর্ষিভিস্ত বৈ
সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে হ্যুদিতৌ নিশি
তয়োর্মধ্যে তু নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং দিবি।
তেন সপ্তর্ষয়ো জ্ঞেয়া যুক্তা ব্যোম্নি শতং সমাঃ
নক্ষত্রাণামৃষীণাঞ্চ যোগস্যৈতন্নিদর্শনম্।
সপ্তর্ষয়ো মঘাযুক্তাঃ কালে পারিক্ষিতে শতম্ ॥
ব্রহ্মণস্ত চতুর্বিংশা ভাবিষ্যন্তি শতং সমাঃ।
ততঃ প্রভৃত্যয়ং সর্ব্বো লোকো ব্যাপৎস্যতে
ভৃশম্ ॥৪৪
অনৃতোপহতা লুব্ধা ধর্ম্মতঃ কামতোঽর্থতঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তেঽতিশিথিলে নষ্টবর্ণাশ্রমে তথা ॥৪৫
সঙ্করং দুর্ব্বলাত্মানঃ প্রতিপৎস্যন্তি মোহিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রযোনিস্থাঃ শূদ্রা বৈ মন্ত্রযোনয়ঃ ॥৪৬
উপস্থাস্যন্তি তান্ বিপ্রাস্তদর্থমভিলিপ্সবঃ।

তাহারা তখন জীবিকার জন্য লুব্ধ হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিবে।১৪—৩১। যুগান্ত-সময়ে প্রজাসকল এইরূপ কষ্ট অনুভব করিতে করিতে কলিযুগের সহিত একেবারে নিশেঃষিত হইবে। এইরূপে সন্ধ্যাংশের সহিত বর্ষসহস্রাত্মক কলিযুগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে। আমি এই পরীক্ষিতের জন্ম হইতে মহাপদ্মাভিষেক পর্য্যন্ত যে অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত বংশক্রম কীর্ত্তন করিলাম—ইহার স্থিতি কাল পঞ্চাশদধিক সহস্র বর্ষ হইবে। অনন্তর মহাপদ্মান্তরে পুনরায় এক শত আট জন পৌলোম ও আন্ধ্র, ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর রাজ্য করেন। এইরূপে পরীক্ষিতাধিকার হইতে আন্ধ্রান্ত হইতে যে সময় পর্য্যন্ত তাহা পুরাণজ্ঞ ঋষিগণ ভবিষ্যপুরাণে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অনন্তর যখন পুনরায় সপ্তবিংশতি-সংখ্যক আন্ধ্রগণের আবির্ভাব হয়, তখন সপ্তর্ষিগণ প্রদীপ্ত অগ্নিময় ও উন্নত হইয়া থাকেন। সপ্তর্ষিগণ প্রতি নক্ষত্রমণ্ডলে শত বর্ষ করিয়া বর্ত্তমান থাকেন। সপ্তর্ষি-দিগের বর্ষ পরিমাণ তাঁহাদের পরিমাণ অনুসারেই হইয়া থাকে। দিব্য ষষ্টি বর্ষে সপ্তর্ষিগণের এক দিব্যাব্দ হয়। এই পরিমাণে সপ্তর্ষিদিগের দিব্য কাল প্রবর্ত্তিত। রাত্রিকালে সপ্তর্ষিগণের পূর্ব্ব-দিকে যে দুইটী নক্ষত্রের উদয় হয়, শত বর্ষান্তে তৎসহ সপ্তর্ষিমণ্ডলের মিলন ঘটিয়া থাকে। নক্ষত্র এবং ঋষির যোগ-সম্বন্ধীয় এই নিদর্শন কীর্ত্তিত হইল। সপ্তর্ষিগণ মঘাযুক্ত হইয়া পারীক্ষিত অধিকারকালে শতবর্ষ ব্যাপিয়া চতুর্বিংশতি ব্রাহ্মণ হইবেন। সেই সময় হইতে লোক সমুদয় অত্যন্ত বিপন্নহইবে। ৩২—৪৪। তাহারা মিথ্যাবাদী হইবে, ধর্ম্মবিষয়ে ও অর্থবিষয়ে লোভ প্রদর্শন করিবে। তাহাদের শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়া সকল শিথিল হইবে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লোপ পাইবে। বর্ণ-সঙ্কর জন্মাইবে এবং লোকের চিত্ত অতিশয় দুর্ব্বল হইবে। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রযোনিগত হইবে, শূদ্রগণ মন্ত্রযোনি হইবে। বিপ্রগণ মন্ত্রের জন্য শূদ্রদিগের উপাসনা করিবে।

ক্রমেণৈব চ বৃত্তান্তে স্ববর্ণান্তরদায়কম্ ॥৪৭
ক্ষয়মেব গমিষ্যন্তি ক্ষীণশেষা যুগক্ষয়ে।
যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি ॥৪৮
প্রতিপন্নং কলিযুগং প্রমাণং তস্য মে শৃণু।
চতুঃশতসহস্রন্তু বর্ষাণাং বৈ স্মৃতং বুধৈঃ ॥৪৯
চত্বার্য্যষ্টসহস্রাণি সংখ্যাতং মানুষেণ তু।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু তদা সংখ্যা প্রবর্ত্ততে ॥৫০
নিঃশেষে তু তদা তস্মিন্ কৃতং বৈ
প্রতিপৎস্যতে।
ঐলশ্চেক্ষ্বাকুবংশশ্চ সহদেবঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৫১
ইক্ষ্বাকোঃ সংস্মৃতং ক্ষত্রং সুমিত্রান্তং ভবিষ্যতি
ঐলং ক্ষত্রং সমাক্রান্তং সোমবংশবিদো বিদুঃ ॥
এতে বিবস্বতঃ পুত্রাঃ কীর্ত্তিতাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে ॥৫৩
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাশ্চ বৈ স্মৃতাঃ
বৈবস্বতেহন্তরে তস্মিন্নিতি বংশঃ সমাপ্যতে।

দেবাপিঃ পৌরবো রাজা ঐক্ষ্বাকো যশ্চ তে মত
মহাযোগবলোপেতৌ কলাপগ্রামমাশ্রিতৌ ॥ ৫৫
এতৌ ক্ষত্রপ্রণেতারৌ নবাবংশে চতুর্যুগে।
সুবর্চ্চা মনুপুত্রস্তু ঐক্ষ্বাকাদ্যো ভবিষ্যতি ১৬
নববিংশে যুগে সো বৈ বংশস্যাদির্ভবিষ্যতি।
দেবাপিপুত্রঃ সত্যস্তু ঐলানাং ভবিতা নৃপঃ ॥
ক্ষত্রপ্রবর্ত্তকাবেতৌ ভবিষ্যে তু চতুর্যুগে।
এবং সর্ব্বেষু বিজ্ঞেয়ং সন্তানার্থন্তু লক্ষণম্ ॥৫৮
ক্ষীণে কলিযুগে চৈব তিষ্ঠন্তীতি কৃতে যুগে।
সপ্তর্ষয়স্তু তৈঃ সার্দ্ধং মধ্যে ত্রেতাযুগে পুনঃ ॥৫৯
বীজার্থং বৈ ভবিষ্যন্তি ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈ পুনঃ।
এবমেবস্তু সর্ব্বেষু তিষ্ঠন্ত্যেবান্তরেষু চ ॥৬০
সপ্তর্ষয়ো নৃপৈঃ সার্দ্ধং সন্তানার্থং যুগে যুগে।
এবং ক্ষত্রস্য চোৎসেধঃ সম্বন্ধো বৈ দ্বিজৈঃ স্মৃতঃ
মন্বন্তরাণাং সন্তানে সন্তানাশ্চ শ্রুতৌ স্মৃতাঃ।
অতিক্রান্তযুগাশ্চৈব ব্রহ্মক্ষত্রস্য সম্ভবাঃ ॥ ৬২

ক্রমশ তাহারা স্ববর্ণভেদ জনক কর্ম্ম করিবে। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তাহারা ক্ষীণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যেদিন ভগবান কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করিবেন, সেই দিন হইতেই কলিযুগ আরম্ভ হইবে। এই যুগপরিমাণ আমার নিকট শ্রবণ করুন। চতুঃশতাধিক সহস্র বৎসর কলিযুগের পরিমাণ বলিয়া বুধগণ কীর্ত্তন করেন। আর মানুষ-মানের আট হাজার চারি বৎসর কাল কলিযুগের পরিমাণ—ইহাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। আরও কেহ কেহ দিব্য সহস্র বৎসরকাল কলির পরিমাণ কীর্ত্তন করেন। এই কাল-পরিমাণ নিঃশেষিত হইলে, কৃতযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ সময় ঐল ও ইক্ষ্বাকুবংশ সহদেব বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ইক্ষ্বাকু হইতে সুমিত্র পর্য্যন্ত ইক্ষ্বাকুবংশের ক্ষত্রত্ব। ঐল ক্ষত্রত্ব প্রাপ্ত হন—এই কথা সোমবংশবিদ্গণ বলেন। এই কথিত ক্ষত্রিয়গণ বিবস্বানের কীর্ত্তিবর্দ্ধন পুত্র। অতীত, বর্ত্তমান, ও অনাগত যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবংশ, ইহারা বৈবস্বত অন্তরে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। পুরুবংশীয় দেবাপি, ও রাজা ঐক্ষ্বাকু ইঁহারা উভয়ে মহৎ যোগবল প্রাপ্ত হইয়া কলাপগ্রাম আশ্রয় করিবেন। এই উভয় চতুর্যুগে নব নব বংশ বিস্তারে ক্ষত্র প্রণেতা হয়। মনুপুত্র সুবর্চ্চা ঐক্ষ্বাকু-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কৃতযুগে বংশের আদি পুরুষ হইবেন এবং দেবাপি পুত্র সত্য ঐলগণের নৃপতি হইবেন। ইঁহারা উভয়ে চতুর্যুগে ক্ষত্রবংশ প্রবর্ত্তক হন। সকল যুগেই এই প্রকার বিস্তৃতি লক্ষণ জানিবেন। কলিযুগক্ষয়ে কৃতযুগে সপ্তর্ষিগণ বিদ্যমান থাকেন। ত্রেতাযুগে ব্রহ্মক্ষত্রগণ বীজের নিমিত্ত তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। এইরূপে প্রত্যেকে কলি যুগান্তরে যুগে যুগে সপ্তর্ষিগণ সৃষ্টিবিস্তার হেতু নৃপগণের সহিত বর্ত্তমান থাকেন। এইরূপে ক্ষত্রগণের উৎপত্তি-সম্বন্ধ বিপ্রগণের কথিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রত্যমন্বন্তরেই সৃষ্টি বিষয়ে অতিক্রান্ত যুগধর্ম্ম ব্রহ্মক্ষত্রগণ সন্তান বলিয়া শ্রুতিতে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

যথা প্রশান্তিস্তেষাং বৈ প্রকৃতীনাং যথা ক্ষয়ঃ।
সপ্তর্ষয়ো বিদুস্তেষাং দীর্ঘায়ুষ্টং ক্ষয়োদয়ৌ ॥৬৩
এতেন ক্রমযোগেণ ঐলা ইক্ষ্বাকবো নৃপাঃ।
উৎপদ্যমানাস্ত্রেতায়াং ক্ষীয়মাণাঃ কলৌ যুগে॥
অনুযান্তি যুগাখ্যান্তু যাবন্মন্বন্তরক্ষয়ম্।
জামদগ্নোন রামেণ ক্ষত্রে নিরবশেষিতে। ৬৫
রিক্তেয়ং বসুধা সর্ব্বা ক্ষত্রিয়ৈর্বসুধাধিপৈঃ
দ্বিবংশকরণং সর্ব্বং কীর্ত্তয়িষ্যে নিবোধ মে॥ ৬৬
ঐলস্যৈক্ষ্বাকুবংশস্য প্রকৃতিং পরিচক্ষতে
রাজানঃ শ্রেণিবদ্ধাশ্চ তথান্যে ক্ষত্রিয়া ভুবি ॥৬৭
ঐলবংশাস্তু ভূয়াংসো ন তথেক্ষ্বাকবো নৃপাঃ
এষামেকশতং পূর্ণং কুলানামভিরোংতে। ৬৮
তাবদেব তু ভোজানাং বিস্তারাদ্দ্বিগুণং স্মৃতম্
ভোজানাং ত্রিগুণং ক্ষত্রং চতুর্দ্ধা তদ্‌যথাতথম্
তে ব্যতীতাঃ সনামানো ব্রুবতস্তান্ বিবোধ মে
শতং বৈ প্রতিবিন্ধ্যানাং শতং নাগাঃ শতং হয়াঃ
শতমেকং ধার্ত্তরাষ্ট্রা হ্যশীতির্জনমেজয়াঃ।
শতং বৈ ব্রহ্মদত্তানাং বীরাণাং কুরবঃ শতম্ ॥
ততঃ শতঞ্চ পাঞ্চালাঃ শতং কাশকুশাদয়ঃ।
তথাপরে সহস্রে দ্বে যে নীপাঃ শশবিন্দবঃ ॥৭২
ইষ্টবন্তশ্চ তে সর্ব্বে সর্ব্বে নিযুতদক্ষিণাঃ।
এবং রাজর্ষয়োঽতীতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ
মনোর্বৈবস্বতস্যাসন্ বর্ত্তমানেঽন্তরে বিভোঃ
তেষান্তু নিধনোৎপত্তৌ লোকসংস্থিতয়ঃ স্থিতাঃ
ন শক্যো বিস্তরস্তেষাং সন্তানস্য পরম্পরম্।
তৎ পূর্ব্বাপরযোগেণ বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৭৫
অষ্টাবিংশসমাখ্যাতা গতা বৈবস্বতেঽন্তরে
এতে দেবগণৈঃ সার্দ্ধং শিষ্টা যে তান্ নিবোধত
চত্বারিংশৎ ত্রয়শ্চৈব ভবিষ্যাস্তে মহাত্মনঃ।
অবশিষ্টা যুগাখ্যাস্তে ততো বৈবস্বতো হ্যয়ম্ ॥
এতদ্বঃ কীর্ত্তিতং সম্যক্ সমাস-ব্যাসযোগতঃ।
পুনর্বক্তুং বহুত্বাৎ তু ন শক্যং বিস্তরেণ তু ॥৭৮

তাহাদের যেমন, শান্তি নিরবচ্ছিন্না প্রকৃতিপুঞ্জের ক্ষয়ও তেমনি অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য ঐ ব্রহ্মক্ষত্রগণ সপ্তর্ষি নামে বর্ণিত হন এবং তাঁহাদের দীর্ঘায়ুষ্ট্ব, ক্ষয়, ও উদয় বিদ্যমান। এইরূপ ক্রমে ঐল এবং ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপগণ ত্রেতাযুগে প্রাদুর্ভূত হইয়া কলিতে ক্ষয় প্রাপ্ত হন এবং মন্বন্তর ক্ষয় যাবৎ যুগ আখ্যা লাভ করেন। জামদগ্ন্য ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিলে পৃথিবী ক্ষত্রিয়-নৃপতি-শূন্য হয়। অধুনা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের দ্বিবংশকরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐল ও ইক্ষ্বাকুবংশ ক্ষত্রিয়গণের প্রকৃতি বলিয়া কথিত হয়। রাজা এবং অপর ক্ষত্রিয়গণ পৃথিবীতে বহুল পরিমাণে বিভক্ত হন। ঐলবংশে বহু ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছিল। ইক্ষ্বাকুবংশে তত অধিক নয়। ইহাদের কুল একশত পরিমিত। ঐরূপ ভোজবংশ ক্রমশঃ বিস্তারে উহার দ্বিগুণ হয়। ঐ ক্ষত্রগণ নামের সহিত অতীত হইয়াছেন। তাঁহাদের বিষয় আমি কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। প্রতিবিন্ধ্যবংশীয়গণের সংখ্যা শত; এইরূপ নাগবংশীয়গণের শত, হয়বংশীয়গণের শত, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের শত, জনমেজয় বংশীয়দিগের অশীতি, ব্রহ্মদত্তদিগের শত, কুরুদিগের শত, পাঞ্চালগণের শত, কাশিকুশাদিগণের শত, এবং নীপ ও শশবিন্দুগণের সংখ্যা দুই সহস্র, এই সকল ক্ষত্রিয় যাগশীল ও ভূরিদাক্ষিণ ছিলেন। এই প্রকার শত সহস্র রাজর্ষি অতীত হইয়াছেন। বর্ত্তমান মন্বন্তরে বিভু বৈবস্বত মনুর যে বংশাবলী, উহার নিধনোৎপত্তিতে লোকের স্থিতি ও সংক্ষয় সঙ্ঘটিত হয়। ঐ বংশাবলীর পূর্ব্বাপর বর্ণনা করা দুরূহ। ঐ অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক বংশাবলী বৈবস্বতান্তরে দেবগণের সহিত গত হইয়াছে, যাহা অবশিষ্ট আছে; তাহা শ্রবণ করুন। ঐ বংশধর মহাত্মগণ ত্রিচত্বারিংশৎসংখ্যক। অবশিষ্ট বৈবস্বতগণ যুগ-আখ্যায় অভিহিত। এই বংশের কতকগুলি সংক্ষেপে ও কতকগুলি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিলাম। বহুত্ব বশতঃ পুনরায় বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতে সক্ষম

উক্তা রাজর্ষয়ো যে তু অতীতাস্তে যুগৈঃ সহ ।
যে ত্বে যযাতিবংশ্যানাং যেচ বংশা বিশাম্পতে
কীর্তিতা দ্যুতিমন্তস্তে য এতান্ ধারয়েন্নরঃ ।
লভতে স বরান্ পঞ্চ দুর্লভানিহ লৌকিকান্ ।
আয়ুঃ কীর্তিং ধনং স্বর্গং পুত্রবাংশ্চাভিজায়তে
ধারণাচ্ছ্রবণাচ্চৈব পরং স্বর্গস্য ধীমতঃ ॥৮১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে ভবিষ্যরাজানু-
কীর্তনং নাম ত্রিসপ্তত্যাধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭৩ ॥

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় ঊচুঃ ।
ন্যায়েনার্জনমর্থানাং বর্দ্ধনঞ্চাভিরক্ষণম্ ।
সৎপাত্রপ্রতিপত্তিশ্চ সর্বশাস্ত্রেষু পঠ্যতে ॥১
কৃতকৃত্যো ভবেৎ কেন মনস্বী ধনবান বুধঃ ।
মহাদানেন দত্তেন তন্নো বিস্তরতো বদ ॥২

সূত উবাচ ।
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানানুকীর্ত্তনম্ ।
দানধর্ম্মেঽপি যন্নোক্তং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥৩
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমম্ ।
সর্ব্বপাপক্ষয়করং নৃণাং দুঃস্বপ্ননাশনম্ ॥৪
যত্তৎ ষোড়শধা প্রোক্তং বাসুদেবেন ভূতলে
পুণ্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপহরং শুভম্ ॥৫
পূজিতং দেবতাভিশ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদিভিঃ ।
আদ্যন্তু সর্ব্বদানানাং তুলাপুরুষসংজ্ঞকম্ ॥৬
হিরণ্যগর্ভদানঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডং তদনন্তরম্ ।
কল্পপাদপদানঞ্চ গোসহস্রঞ্চ পঞ্চমম্ ॥৭
হিরণ্যকামধেনুশ্চ হিরণ্যাশ্বস্তথৈব চ ।
হিরণ্যাশ্বরথস্তদ্বদ্ধেমহস্তিরথস্তথা ॥ ৮
পঞ্চলাঙ্গলকং তদ্বদ্ধরাদানং তথৈব চ ।
দ্বাদশং বিশ্বচক্রন্তু ততঃ কল্পলতাত্মকম্ ॥ ৯
সপ্তসাগরদানঞ্চ রত্নধেনুস্তথৈব চ ।
মহাভূতঘটস্তদ্বৎ ষোড়শং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১০

হইলাম না। হে বিশাম্পতে! দ্যুতিমান্ যযাতিবংশীয় যে সকল রাজর্ষির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই যুগের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি এই ভবিষ্যরাজবৃত্তান্ত ধারণা করেন, তিনি পাঁচটী লৌকিক বর লাভ করেন। ঐ পাঁচটী বর এই—আয়ু, কীর্ত্তি, ধন, স্বর্গ, ও পুত্র। এই প্রবন্ধ ধারণ ও শ্রবণ করিলে পরম স্বর্গ লাভ হয়। ৫৮—৮১।

ত্রিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—ন্যায়ানুসারে অর্থোপার্জ্জন ও উপার্জ্জিতার্থের বর্দ্ধন অভিরক্ষণ এবং সৎপাত্রে প্রতিপাদন এ সমস্ত সর্ব্বশাস্ত্রেই কথিত আছে। মনস্বী ধনবান্ পণ্ডিত সকল কোন্ মহাদান প্রদান করিয়া কৃতকৃত্য হইবে? হে সূত! আপনি এ সকল আমাদিগকে বিস্তৃতরূপে বলুন। সূত কহিলেন,—অতঃপর আমি আপনাদিগের নিকট মহাদানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি। ভগবান্ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু, উহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঐ অনুত্তম মহাদান মানবদিগের সর্ব্বপাপ ক্ষয়কর ও দুঃস্বপ্ননাশক। ভগবান্ বাসুদেব উহা ষোড়শভাগে বিভক্ত করিয়া এই ভূতলে প্রচার করিয়াছেন। ঐ পুণ্যজনক সর্ব্বপাপহর শুভ দান—ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছে। উক্ত ষোড়শ প্রকার মহাদানের মধ্যে তুলাপুরুষ দানই আদিভূত। হিরণ্যগর্ভদান, ব্রহ্মাণ্ডদান, কল্পপাদ দান, গোসহস্র দান, হিরণ্যকামধেনু দান, হিরণ্যাশ্ব দান, হিরণ্যাশ্ব রথ দান, হেম-হস্তি-রথ দান, পঞ্চলাঙ্গলক দান, ধরাদান, বিশ্বচক্র দান, কল্পলতা দান, সপ্তসাগর দান, রত্নধেনু দান ও মহাভূতঘট দান—এই ষোড়শ প্রকার মহাদানের নাম পরিকীর্ত্তিত হইল।১—১০। পূর্ব্বে

সর্ব্বাণ্যেতানি কৃতবান্ পুরা শম্বরসূদনঃ।
বাসুদেবশ্চ ভগবানম্বরীষোঽথ ভার্গবঃ ॥ ১১
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম প্রহ্লাদঃ পৃথুরেব চ।
কুর্য্যুরন্যে মহীপালাঃ কেচিচ্চ ভরতাদয়ঃ ॥ ১২
যস্মাদ্বিঘ্নসহস্রেণ মহাদানানি সর্ব্বদা।
রক্ষন্তে দেবতাঃ সর্ব্বা একৈকমপি ভূতলে ॥১৩
এষামন্যতমং কুর্য্যাদ্বাসুদেবপ্রসাদতঃ।
ন শক্যমন্যথা কর্ত্তুমপি শক্রেণ ভূতলে ॥ ১৪
তস্মাদারাধ্য গোবিন্দমুমাপতি-বিনায়কৌ।
মহাদানমথং কুর্য্যাদ্বিপ্রৈশ্চৈবানুমোদিতঃ ॥ ১৫
এতদেবাহ মনবে পরিপৃষ্টো জনার্দ্দনঃ।
যথাবদনুবক্ষ্যামি শৃণুধ্বমৃষিসত্তমাঃ ॥ ১৬

মনুরুবাচ।

মহাদানানি যানীহ পবিত্রাণি শুভানি চ।
রহস্যানি প্রদেয়ানি তানি মে কথয়াচ্যুত ॥ ১৭

মৎস্য উবাচ।

যানি নোক্তানি গুহ্যানি মহাদানানি ষোড়শ।
তানি তে কথয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ১৮
তুলাপুরুষযোগোঽয়ং যেষামাদৌ বিধীয়তে।
অয়নে বিষুবে পুণ্যে ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে ॥১৯
যুগাদিষূপরাগেষু তথা মন্বন্তরাদিষু।
সংক্রান্তৌ বৈধৃতিদিনে চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ ॥ ২০
সিতপঞ্চদশীপর্ব্ব-দ্বাদশীষষ্টকাসু চ।
যজ্ঞোৎসববিবাহেষু দুঃস্বপ্নাদ্ভুতদর্শনে ॥ ২১
দ্রব্য-ব্রাহ্মণলাভে বা শ্রদ্ধা বা যত্র জায়তে।
তীর্থে বায়তনে গোষ্ঠে কূপারামসরিৎসু চ ॥
গৃহে বায়তনে বাপি তড়াগে রুচিরে তথা।
মহাদানানি দেয়ানি সংসারভয়ভীরুণা ॥২৩
অনিত্যং জীবিতং যস্মাদ্বসু চাতীব চঞ্চলম্।
কেশেষেব গৃহীতঃ সন্ মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥২৪
পুণ্যাং তিথিমথাসাদ্য কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্।
ষোড়শারত্নিমাত্রন্তু দশ দ্বাদশ বা করান্ ॥ ২৫

শম্বরসূদন ভগবান্ বাসুদেব এই সকল দান করিয়াছিলেন। অম্বরীষ, ভার্গব, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, প্রহ্লাদ ও পৃথু—ইঁহারা সকলে এবং অন্যান্য ভরতাদি মহীপালগণও বিঘ্নাপনোদনের নিমিত্ত সর্ব্বদা এই সকল মহাদান দান করিতেন এবং ঐ মহাদানের ফলে তাঁহারা সকলেই সর্ব্ব দেবগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইতেন। এই ষোড়শ প্রকার দানের মধ্যে যদি কেহ একটীরও অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে শক্রও তাঁহার অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হন না। অতএব গোবিন্দ, উমাপতি ও বিনায়কের আরাধনা-পুরঃসর বিপ্রানুমোদিত হইয়া সকলেরই এই মহাদান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা উচিত। ভগবান্ জনার্দ্দন পরিপৃষ্ট হইয়া মনুর নিকট যেরূপ মহৎ দানের বিষয় কীর্ত্তন করেন, হে ঋষিসত্তমগণ! আমিও তদনুরূপ আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি; শ্রবণ করুন। মনু বলিলেন,—হে অচ্যুত! এই সংসারে যে সকল মঙ্গলজনক পবিত্র রহস্যময় মহাদান প্রদেয়, আপনি তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন। মৎস্য কহিলেন,—যে অতি গুহ্য ষোড়শবিধ মহাদান অদ্যাপি উক্ত হয় নাই, তাহা আমি যথাযথ আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি; শ্রবণ কর। এই সকল দানের প্রথমেই তুলাপুরুষযোগ নামক দান বিহিত হইয়াছে। অয়ন, বিষুব, পুণ্যদিন, ব্যতীপাত, দিনক্ষয়, যুগাদি, উপরাগ, মন্বন্তরাদি, সংক্রান্তি, বৈধৃতি, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, সিত পঞ্চদশী, পর্ব্বদিন, দ্বাদশী, অষ্টকা, যজ্ঞ, উৎসব, বিবাহ দুঃস্বপ্নদর্শন, অদ্ভুতদর্শন, দ্রব্য ও ব্রাহ্মণলাভ, অভিলষিত দিন, তীর্থ আয়তন, গোষ্ঠ, কূপ, আরাম, সরিৎ, গৃহ ও রুচির তড়াগ—এই সকল দিন, নিমিত্ত ও স্থানলাভে সংসার-ভয়-ভীরু ব্যক্তি মহাদান অবশ্য প্রদান করিবে। যেহেতু জীবন অনিত্য এবং ধন অতীব চঞ্চল। 'মৃত্যু কেশাকর্ষণ করিতেছে' এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম আচরণ করা বিধেয়।১১—২৪। জ্ঞানী ব্যক্তি পুণ্য তিথিতে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচনপুরঃসর ষোড়শ অরত্নিপরিমিত, দশহস্ত কিম্বা দ্বাদশ

মণ্ডপং কারয়েদ্বিদ্বান্ চতুর্ভদ্রাসনং বুধঃ।
সপ্তহস্তা ভবেদ্বেদী মধ্যে পঞ্চকরা তথা॥ ২৬
তন্মধ্যে তোরণং কুর্য্যাৎ সারদারুময়ং বুধঃ।
কুর্য্যাৎ কুণ্ডানি চত্বারি চতুর্দ্দিক্ষু বিচক্ষণঃ॥ ২৭
সমেখলাযোনিযুতানি কুর্য্যাৎ
সম্পূর্ণকুম্ভানি সহাসনানি।
সুতাম্রপাত্রদ্বয়সংযুতানি
সযজ্ঞপাত্রাণি সুবিষ্টরাণি॥ ২৮
হস্তপ্রমাণানি তিলাজ্যধূপ-
পুষ্পোপহারাণি সুশোভনানি।
পূর্ব্বোত্তরে হস্তমিতাথ বেদী
গ্রহাদিদেবেশ্বরপূজনায়॥ ২৯
অত্রার্চ্চনং ব্রহ্মশিবাচ্যুতানাং
তত্রৈব কার্য্যং ফল-মাল্য-বস্ত্রৈঃ।
লোকেশবর্ণাঃ পরিতঃ পতাকা
মধ্যে ধ্বজঃ কিঙ্কিণিকাযুতঃ স্যাৎ॥ ৩০
দ্বারেষু কার্য্যাণি চ তোরণানি
চত্বার্য্যপি ক্ষীরবনস্পতীনাম্।
দ্বারেষু কুম্ভদ্বয়মত্র কার্য্যং
স্রগ্গন্ধধূপাম্বররত্নযুক্তম্॥ ৩১
শালেঙ্গুদী চন্দন দেবদারু-
শ্রীপর্ণ বিল্ব-প্রিয়কাঞ্চনোত্থম্। *
স্তম্ভদ্বয়ং হস্তযুগাবখাতং
কৃত্বা দৃঢ়ং পঞ্চকরোচ্ছ্রিতঞ্চ॥ ৩৩
তদন্তরং হস্তচতুষ্টয়ং স্যা-
দথোদরঙ্গশ্চ তদঙ্গমেব।
সমানজাতিশ্চ তুলাবলগ্না
হৈমেন মধ্যে পুরুষেণ যুক্তা॥ ৩৩
দৈর্ঘ্যেণ সা হস্তচতুষ্টয়ং স্যাৎ
পৃথুত্বমস্যাস্তু দশাঙ্গুলানি।
সুবর্ণপট্টাভরণা তু কার্য্যা
সা লোহপাশদ্বয়শৃঙ্খলাভিঃ॥ ৩৪
যুতা সুবর্ণেন তু রত্নমালা-
বিভূষিতা মাল্য-বিলেপনাভ্যাম্।

হস্ত পরিমিত মণ্ডপ করিবে এবং ঐ মণ্ডপ, চারিটী ভদ্রাসনবিশিষ্ট হইবে। ঐ মণ্ডপ মধ্যে সপ্তহস্ত-পরিমিত বেদী করিয়া তন্মধ্যে পঞ্চহস্তপরিমিত আর একটী বেদী করিতে হইবে। ঐ পঞ্চহস্ত-পরিমিত বেদী সার-দারুময় তোরণে অলঙ্কৃত করিয়া উহার চারিদিকে চারিটী কুণ্ড রচনা করিবে। ঐ কুণ্ডচতুষ্টয়ে সম্পূর্ণ কুম্ভ, আসন, তাম্রপাত্র-দ্বয়, যজ্ঞপাত্র, বিষ্টর, তিল, আজ্য, ধূপ, দীপ ও অন্যান্য পুষ্পোপহারে সুশোভিত করিবে। ঐ কুণ্ড হস্তপ্রমাণ করিতে হইবে। কুণ্ডের পূর্ব্বোত্তর কোণে হস্ত পরিমিত বেদী করিবে। ঐ বেদিতে গ্রহাদি দেবেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। ঐ বেদী মধ্যে ফল, মাল্য ও বস্ত্রাদি দ্বারা ব্রহ্মা, শিব, ও অচ্যুতের পূজা করিতে হইবে এবং উহার চতুর্দ্দিকে নানা বর্ণ পতাকা প্রোথিত করিবে। ঐ পতাকার মধ্যভাগ কিঙ্কিণীযুক্ত হইবে। এই বেদীর চারিদিকে চারিটি ক্ষীরি-বৃক্ষের তোরণ করিবে। প্রত্যেক দ্বারে মাল্য, গন্ধ, ধূপ, বস্ত্র ও রত্নযুক্ত দুইটি করিয়া কুম্ভ স্থাপন করিবে। শাল, ইঙ্গুদী, চন্দন, দেবদারু শ্রীপর্ণী, বিল্ব, ও প্রিয়কাঞ্চন—এই সকল কাষ্ঠের দুইটি স্তম্ভ করিবে। ঐ স্তম্ভ দ্বিহস্ত-পরিমিত প্রোথিত করিয়া দৃঢ় করিবে এবং পঞ্চহস্তপরিমিত উচ্চ হইয়া থাকিবে। ২৫—৩৩। স্তম্ভদ্বয়ের পরস্পর চারি হস্ত ব্যবধান থাকিবে। আর একখানি স্তম্ভজাতীয় দৃঢ় কাষ্ঠ উভয়স্তম্ভব্যাপী হইয়া স্থাপন করিবে। পরে একবিধ পদার্থনির্ম্মিত তুলাপাত্রদ্বয় লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা সম্বদ্ধ করিবে। ইহার মধ্যে একটী কাঞ্চনময় পুরুষমূর্ত্তি স্থাপন করা কর্ত্তব্য। তারপর চারিহস্ত দীর্ঘ ও দশাঙ্গুল স্থূল এবং সুবর্ণ পট্টভূষিত তুলাদণ্ডের দুই দিকে শৃঙ্খলদ্বয় যোজিত করিবে। ঐ তুলাদণ্ড সুবর্ণখচিত রত্নমালা দ্বারা বিভূষিত করিবে এবং উহা মাল্য ও বিলে-

* বিল্বার্ক-কদম্ববোত্থমিতি পাঠান্তরম্।

চক্রং লিখেদ্বারিজগর্ভযুক্তং
নানারজোভির্ভুবি পুষ্পকীর্ণম্ ॥ ৩৫
বিতানকঞ্চোপরি পঞ্চবর্ণং
সংস্থাপয়েৎ পুষ্পফলোপশোভম্ ।
অথর্ত্বিজো বেদবিদশ্চ কার্য্যাঃ
সুরূপবেশান্বয়শীলযুক্তাঃ ॥ ৩৬
বিধানদক্ষাঃ পটবোঽনুকূলা
যে চার্য্যদেশপ্রভবা দ্বিজেন্দ্রাঃ
গুরুশ্চ বেদান্তবিদার্য্যবংশ
সমুদ্ভবঃ শীলকুলাভিরূপঃ ॥ ৩৭
পুরাণশাস্ত্রাভিরতোঽতিদক্ষঃ
প্রসন্নগম্ভীরসরস্বভাবঃ ।
সিতাম্বরঃ কুণ্ডল-হেমসূত্র-
কেয়ূর-কণ্ঠাভরণাভিরামঃ ॥ ৩৮
পূর্ব্বেণ ঋগ্বেদবিদাবথাস্তাং
যজুর্ব্বিদৌ দক্ষিণতশ্চ শস্তৌ ।
স্থাপ্যৌ দ্বিজৌ সামবিদৌ তু পশ্চা-
দাথর্ব্বণাবুত্তরতশ্চ কার্য্যৌ ॥ ৩৯
বিনায়কাদি-গ্রহ-লোকপাল-
বস্বষ্টকাদিত্যমরুদ্গণানাম্ ।
ব্রহ্মাচ্যুতেশার্কবনস্পতীনাং
স্বমন্ত্রতো হোমচতুষ্টয়ং স্যাৎ ॥ ৪০
জপ্যানি সূক্তানি তথৈব চৈষা-
মনুক্রমেণাপি যথাস্বরূপম্ ।
হোমাবসানে কৃততূর্য্যনাদো
গুরুর্গৃহীত্বা বলি-পুষ্প-ধূপম্ ।
আবাহয়েল্লোকপতীন্ ক্রমেণ
মন্ত্রৈরমীভির্যজমানযুক্তঃ ॥ ৪১
এহ্যেহি সর্ব্বামর-সিদ্ধ-সাধ্যৈ-
রভিষ্টুতো বজ্রধরোঽমরেশঃ ।
সংবীজ্যমানোঽপ্সরসাং গণেন
রক্ষাধ্বরং নো ভগবন্ নমস্তে ॥ ৪২
ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ।
এহ্যেহি সর্ব্বামরহব্যবাহ
মুনিপ্রবীরৈরভিতোঽভিজুষ্টঃ ।
তেজস্বিনা লোকগণেন সার্দ্ধং
মমাধ্বরং রক্ষ কবে নমস্তে ॥ ৪৩

পন দ্বারা সুসজ্জিত করিবে। অনন্তর ভূমিতে নানাবর্ণের রজঃ দ্বারা বারিজ-গর্ভ চক্র অঙ্কিত করিয়া ঐ চক্রে পুষ্প বিকিরণ করিবে। ঐ মণ্ডপোপরি পুষ্পফলোপ শোভিত পঞ্চবর্ণ চন্দ্রাতপ বিন্যস্ত করিবে। বেদবিৎ, সুশীল, সুরূপ, সুবেশ ও সদ্বংশ-সম্ভূত ঋত্বিক্‌কে কার্য্যে ব্রতী করিবে। ঋত্বিক্—বিধানদক্ষ, পটু, অনুকূল, আর্য্য দেশ-সম্ভূত ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। বেদান্তবিৎ, আর্য্যবংশসম্ভূত, কুল শীল সম্পন্ন, পুরাণজ্ঞ, দক্ষ, প্রসন্ন-গম্ভীরভাষী, শুক্লাম্বরপরিধায়ী, এবং কুণ্ডল, হেমসূত্র কেয়ূর ও কণ্ঠাভরণে সুশোভিত গুরু এই কার্য্যে বৃত হইবেন। মণ্ডপের পূর্ব্বে ঋগ্বেদবিৎ, দক্ষিণে যজুর্ব্বিৎ, পশ্চিমে সামবিৎ ও উত্তরে অথর্ব্ববিৎ, ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইতে হয়। বিনায়কাদি গ্রহ, লোকপাল, অষ্টবসু, আদিত্য, মরুদ্গণ, ব্রহ্মা, অচ্যুত, ঈশ, অর্ক ও বনস্পতিগণের চারিদিকে চারিবার হোম করিতে হইবে এবং এইরূপে উহাদের ক্রমানুসারে সূক্ত-মন্ত্র জপ করিতে হইবে। অনন্তর হোমাবসানে তূর্য্যনাদ করিতে করিতে গুরু, যজমান-সমভিব্যাহারে বলি-পুষ্প ধূপ গ্রহণ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে ক্রমানুসারে লোকপালগণের আবাহন করিবেন ।৩৪—৪১। যথা, হে অমরেশ! বজ্রধর! আপনি সিদ্ধ, সাধ্য ও নিখিল অমরগণ কর্ত্তৃক অভিষ্টুত হইতেছেন; অপ্সরাগণ আপনাকে সর্ব্বদা বীজন করিতেছে। হে ভগবন্! আপনি আগমন করিয়া আমার যজ্ঞ রক্ষা করুন। আপনাকে নমস্কার। "ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ" এই বলিয়া ইন্দ্রের আবাহন করিবে। হে কবে! হে সর্ব্বামর-হব্য-বাহ! আসুন—আসুন, আপনি মুনিপ্রবরগণ কর্ত্তৃক সেবিত হন, আপনি তেজস্বী লোকগণের সহিত আমার যজ্ঞ রক্ষা করুন।

ওঁ অগ্নয়ে নমঃ ।

এহ্যেহি বৈবস্বত ধর্ম্মরাজ
সর্ব্বামরৈরর্চ্চিত দিব্যমূর্ত্তে ।
শুভাশুভানন্দশুচামধীশ
শিবায় নঃ পাহি মখং নমস্তে ॥ ৪৪

ওঁ যমায় নমঃ ।

এহ্যেহি রক্ষোগণনায়কস্ত্বং
সর্ব্বৈস্তু বেতাল-পিশাচসঙ্ঘৈঃ ।
মমাধ্বরং পাহি শুভাদিনাথ
লোকেশ্বরস্ত্বং ভগবন্ নমস্তে ॥ ৪৫

ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ ।

এহ্যেহি যাদোগণবারিধীনাং
গণেন পর্জ্জন্যমহাপ্সরোভিঃ ।
বিদ্যাধরেন্দ্রামরগীয়মান
পাহি ত্বমস্মান্ ভগবন্ নমস্তে ॥ ৪৬

ওঁ বরুণায় নমঃ ।

এহ্যেহি যজ্ঞে মম রক্ষণায়
মৃগাধিরূঢ়ঃ সহ সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ ।
প্রাণাধিপঃ কালকবেঃ সহায়ো
গৃহাণ পূজাং ভগবন্ নমস্তে ॥ ৪৭

ওঁ বায়বে নমঃ ।

এহ্যেহি যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞরক্ষাং
বিধৎস্ব নক্ষত্রগণেন সার্দ্ধম্ ।
সর্ব্বৌষধীভিঃ পিতৃভিঃ সহৈব
গৃহাণ পূজাং ভগবন্ নমস্তে ॥ ৪৮

ওঁ সোমায় নমঃ ।

এহ্যেহি বিশ্বেশ্বর নস্ত্রিশূল-
কপাল-খট্বাঙ্গধরেণ সার্দ্ধম্ ।
লোকেশ যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞসিদ্ধ্যৈ
গৃহাণ পূজাং ভগবন্ নমস্তে ॥ ৪৯

ওঁ ঈশানায় নমঃ ।

এহ্যেহি পাতালধরাধরেন্দ্র
নাগাঙ্গনা-কিন্নরগীয়মান ।
যক্ষোরগেন্দ্রামরলোকসার্দ্ধ-
মনন্ত রক্ষাধ্বরমস্মদীয়ম্ ॥ ৫০

ওঁ অনন্তায় নমঃ ॥

এহ্যেহি বিশ্বাধিপতে মুনীন্দ্র
লোকেন সার্দ্ধং পিতৃদেবতাভিঃ ।

আপনাকে নমস্কার, "ও অগ্নয়ে নমঃ"। হে বৈবস্বত, ধর্ম্মরাজ, দিব্যমূর্ত্তে! আসুন, আসুন। আপনি সর্ব্ব অমরগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হন। হে শুভাশুভ আনন্দ-শোকের অধীশ্বর! আপনি মঙ্গলের নিমিত্ত আমাদিগকে পালন করুন। যজ্ঞ রক্ষা করুন, আপনাকে নমস্কার; "ও যমায় নমঃ"। হে ভগবন্! শুভাদিনাথ! আসুন, আসুন। আপনি রক্ষোধিনাথ, লোকেশ্বর। নিখিল বেতাল ও পিশাচগণ দ্বারা আপনি আমার যজ্ঞ রক্ষা করুন; আপনাকে নমস্কার; "ও নির্ঋতয়ে নমঃ'। ভগবন্! হে বিদ্যাধরেন্দ্রামরগীয়মান! আপনি যাদোগণ, বারিধিগণ, পর্জ্জন্য ও অপ্সরোগণের সহিত আগমন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনাকে নমস্কার, 'ও বরুণায় নমঃ"। হে কাল-কবির সাহায্যকারিন্ ও প্রাণাধিপ, মৃগাধিরূঢ় বায়ো! আপনি সিদ্ধসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া যজ্ঞে আমায় রক্ষা করুন এবং আমার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করুন। আপনাকে নমস্কার; 'ওঁ বায়বে নমঃ'। হে যজ্ঞেশ্বর, ভগবন্ সোম! আপনি সর্ব্ব ওষধি, পিতৃ এবং নক্ষত্রগণের সহিত আগমন করিয়া আমার পূজা গ্রহণ করুন। আপনাকে নমস্কার করি। 'ওঁ সোমায় নমঃ'। হে ভগবন্! আপনি বিশ্বেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, এবং লোকেশ। আপনি ত্রিশূল-কপাল-খট্বাঙ্গধরগণের সহিত আগমন করিয়া যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত আমার পূজা গ্রহণ করুন। আপনাকে প্রণাম করি। 'ওঁ ঈশানায় নমঃ'। হে পাতাল ধরা ধরেন্দ্র! হে নাগাঙ্গনা-কিন্নর গীয়মান! হে অনন্ত! আপনি যক্ষ, উরগেন্দ্র ও অমর লোকের সহিত আমার যজ্ঞ রক্ষা করুন। আপনাকে প্রণাম করি। 'ওঁ অনন্তায় নমঃ'। হে ভগবন্ বিশ্বাধিপতে মুনীন্দ্র! পিতৃদেবতা

সর্ব্বস্য ধাতাস্ত্বমিতপ্রভাব
বিশ্বাধ্বরং নো ভগবন্ নমস্তে ॥ ৫১
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবৈঃ সার্দ্ধং রক্ষাং কুর্ব্বন্তু তানি মে
দেব দানব-গন্ধর্ব্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
ঋষয়ো মনবো গাবো দেবমাতর এব চ ॥ ৫৩
সর্ব্বে মমাধ্বরে রক্ষাং প্রকুর্ব্বন্তু মুদান্বিতাঃ।
ইত্যাবাহ্য সুরান্ দদ্যাদৃত্বিগ্ভ্যো হেমভূষণম্
কুণ্ডলানি চ হৈমানি সূত্রাণি কটকানি চ।
অঙ্গুলীয়পবিত্রাণি বাসাংসি শয়নানি চ ॥ ৫৫
দ্বিগুণং গুরবে দদ্যাদ্ভূষণাচ্ছাদনানি চ।
জপেয়ুঃ শান্তিকাধ্যায়ং জাপকাঃ সর্ব্বতোদিশম্
তত্রোষিতাস্তু তে সর্ব্বে কুর্য্যুরেবমধিবাসনম্।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণবাচনম্ ॥ ৫৭
ততো মঙ্গলশব্দেন স্নাপিতো বেদপুঙ্গবৈঃ।
ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাবৃত্য গৃহীতকুসুমাঞ্জলিঃ ॥ ৫৮

ও লোকপালগণের সহিত আগমন করিয়া আমার যজ্ঞে প্রবেশ করুন। হে অমিত-প্রভাব! আপনি সকলের বিধাতা; আপনাকে নমস্কার। 'ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ'। এই যে সকল ত্রৈলোক্যে চরাচর ভূত আছে, তাহারা সকলে ব্রহ্ম বিষ্ণু-শিবের সহিত আমার রক্ষা করুন। হে দেব—দানব—গন্ধর্ব্ব—যক্ষ—রাক্ষস—পন্নগগণ! হে ঋষি—মানব—গো—দেবমাতাগণ! আপনারা সকলে হৃষ্ট হইয়া আমার যজ্ঞ রক্ষা করুন। এই প্রকারে সুরগণের আবাহন করিয়া ঋত্বিক্গণকে অঙ্গুরীয়, কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি হৈম ভূষণ ও যজ্ঞসূত্র, বস্ত্র ও শয্যা দান করিবে। গুরুকে ইহার দ্বিগুণ ভূষণাচ্ছাদন দান করিবে। জাপকগণ চতুর্দ্দিকে শান্তিকাধ্যায় জপ করিবেন। কর্ম্মে বৃত ব্রাহ্মণগণ সকলেই অধিবাসনপূর্ব্বক কর্ম্মের আদি, অন্ত ও মধ্যে ব্রাহ্মণ-বাচন করিবেন। অনন্তর কর্ম্মকর্ত্তা বৈদিকপুঙ্গবগণ কর্ত্তৃক মঙ্গল শব্দপূর্ব্বক স্নাপিত হইয়া শুক্ল মাল্যাম্বর-পরি-

শুক্লমাল্যাম্বরো ভূত্বা তাং তুলামভিমন্ত্রয়েৎ।
নমস্তে সর্ব্বদেবানাং শক্তিস্ত্বং সত্যমাশ্রিতা ॥ ৫৯
সাক্ষিভূতা জগদ্ধাত্রী নির্ম্মিতা বিশ্বযোনিনা।
একতঃ সর্ব্বসত্যানি তথানৃতশতানি চ ॥ ৬০
ধর্ম্মাধর্ম্মকৃতাং মধ্যে স্থাপিতাসি জগদ্ধিতে।
ত্বং তুলে সর্ব্বভূতানাং প্রমাণমিহ কীর্ত্তিতা ॥ ৬১
মাং তোলয়ন্তী সংসারাদুদ্ধরস্ব নমোঽস্তু তে।
যোঽসৌ তত্ত্বাধিপো দেবঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ
স একোঽধিষ্ঠিতো দেবি ত্বয়ি তস্মান্নমো নমঃ।
নমো নমস্তে গোবিন্দ তুলাপুরুষসংজ্ঞক ॥ ৬৩
ত্বং হরে তারয়স্বাস্মানস্মাৎ সংসারকর্দ্দমাৎ।
পুণ্যকালং সমাসাদ্য কৃত্বৈবমধিবাসনম্ ॥ ৬৪
পুনঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা তুলামারোহয়েদ্বুধঃ।
সখড়্গ-চর্ম্ম-কবচঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ ॥ ৬৫
ধর্ম্মরাজমথাদায় হৈমং সূর্য্যেণ সংযুতম্।

ধানান্তে কুসুমাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করার পর সেই তুলা অভিমন্ত্রিত করিবেন। ৪২—৫৮। বলিবেন,—হে তুলে! তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্ব দেবের শক্তিস্বরূপ; এবং সত্য আশ্রয় করিয়া আছ। হে জগদ্ধাত্রি! বিশ্বযোনি তোমায় সাক্ষিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে জগদ্ধিতে! তুমি ধর্ম্মাধর্ম্মকারীদিগের নিখিল সত্য ও অনৃত-শতের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছ। হে তুলে! তুমি এই সংসারে সর্ব্বভূতের প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছ। অতএব তুমি আমার তুলনা করিয়া আমায় সংসার হইতে উদ্ধার কর; তোমায় নমস্কার। যিনি প্রসিদ্ধ দেব পঞ্চবিংশদেশীয় তত্ত্বাধিপ পুরুষ—হে দেবি! মাত্র তিনিই তোমাতে অধিষ্ঠিত থাকেন। অতএব তোমায় পুনঃপুনঃ নমস্কার। হে তুলাপুরুষসংজ্ঞক গোবিন্দ! তোমায় নমস্কার। হে হরে! তুমি এই সংসার-কর্দ্দম-পতিত আমাদের উদ্ধার সাধন কর। পণ্ডিত ব্যক্তি শুভক্ষণে অধিবাসনপূর্ব্বক পুনরায় প্রদক্ষিণ করিয়া তুলা আরোহণ করিবেন। সখড়্গ-চর্ম্ম-কবচধারী, সর্ব্বাভরণ-ভূষিত পুরুষ উভয় করের মুষ্টি

করাভ্যাং বদ্ধমুষ্টিভ্যামাস্তে পশ্যন্ হরের্মুখম্ ।
ততোঽপরে তুল্যভাগে ন্যসেয়ুর্দ্বিজপুঙ্গবাঃ ।
সমাদভ্যধিকং যাবৎ কাঞ্চনকান্তিনির্ম্মলম্ ॥৬৭
পুষ্টিকামস্তু কুর্ব্বীত ভূমিসংস্থং নরেশ্বরঃ
ক্ষণমাত্রং ততঃ স্থিত্বা পুনরেবমুদীরয়েৎ ॥ ৬৮
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং সাক্ষিভূতে সনাতনি ।
পিতামহেন দেবি ত্বং নির্ম্মিতা পরমেষ্ঠিনা ॥৬৯
ত্বয়া ধৃতং জগৎ সর্ব্বং সহস্থাবরজঙ্গমম্ ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্থে নমস্তে বিশ্বধারিণি ॥ ৭০
ততোঽবতীর্য্য গুরবে পূর্ব্বমর্দ্ধং নিবেদয়েৎ ।
ঋত্বিগ্‌ভ্যোঽপরমর্দ্ধন্তু দদ্যাদুদকপূর্ব্বকম্ ॥ ৭১
গুরবে গ্রামরত্নানি ঋত্বিগ্‌ভ্যশ্চ নিবেদয়েৎ ।
প্রাপ্য তেষামনুজ্ঞান্তু তথান্যেভ্যোঽপি দাপয়েৎ
দীনানাথবিশিষ্টাদীন্ পূজয়েদ্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ
ন চিরং ধারয়েদ্‌গেহে সুবর্ণং প্রোক্ষিতং বুধঃ ॥
তিষ্ঠেত্তয়াবহং যস্মাচ্ছোক ব্যাধিকরং নৃণাম্ ।
শীঘ্রং পরস্বীকরণাচ্ছ্রেয়ঃ প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৭৪
অনেন বিধিনা যস্তু তুলাপুরুষমাচরেৎ ।
প্রতিলোকাধিপস্থানে প্রতিমন্বন্তরং বসেৎ ॥ ৭৫
বিমানেনার্কবর্ণেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ।
পূজ্যমানোঽপ্সরোভিশ্চ ততো বিষ্ণুপুরং * ব্রজেৎ
কল্পকোটিশতং যাবৎ তস্মিন লোকে মহীয়তে
কর্ম্মক্ষয়াদিহ পুনর্ভুবি রাজরাজো
ভূপালমৌলিমণিরঞ্জিতপাদপীঠঃ ।
শ্রদ্ধান্বিতো ভবতি যজ্ঞসহস্রযাজী
দীপ্তপ্রতাপজিতসর্ব্বমহীপলোকঃ ॥ ৭৭
যো দীয়মানমপি পশ্যতি ভক্তিযুক্তঃ
কালান্তরে স্মরতি বাচয়তীহ লোকে ।

দ্বারা সূর্য্যের সহিত হেমময় ধর্ম্মরাজ গ্রহণ করিয়া শ্রীহরির মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে তুলাপট্টে অবস্থান করিবে। অনন্তর তুলার অপর দিকে দ্বিজ পুঙ্গবগণ সমান অপেক্ষা অধিক হওয়া পর্য্যন্ত অতি জ্যোতির্ম্ময় কাঞ্চন সকল স্থাপন করিবেন। হে নরেশ্বর! পুষ্টিকামী ব্যক্তি, তুলাপট্ট যাবৎ ভূমিসংলগ্ন না হয়, তাবৎ তাহাতে সুবর্ণ নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে ক্ষণকাল তুলাপট্টে অবস্থান করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে তুলার স্তব করিবে।—হে সর্ব্বভূত-সাক্ষীভূতে সনাতনি! তোমায় আমি নমস্কার করি। হে দেবি! পরমেষ্ঠী পিতামহ তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তুমি সচরাচর জগৎ ধারণ করিতেছে। হে বিশ্বধারিণি! তুমি নিখিলভূতের আত্মভূত; তোমায় আমার নমস্কার। অনন্তর তুলাপট্ট হইতে অবতরণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গুরুকে অর্দ্ধেক নিবেদন করিবে। পরে আচমন করিয়া অপরার্দ্ধ পুরোহিতকে প্রদান করিবে। গুরু-পুরোহিতকে আরও গ্রাম-রত্ন প্রদান করিবে। অনন্তর তাঁহাদের অনুজ্ঞা লইয়া অন্যান্য ব্যক্তিগণকে দান করিবে। ব্রাহ্মণগণের সহিত দীন, অনাথ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সম্মানিত করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তি উৎসৃষ্ট সুবর্ণ বহুক্ষণ গৃহে রাখিবেন না। যদি রাখা হয়, তবে তাহা মানবের শোক ও ব্যাধিজনক হয়। সত্বর দান করিলে মানব শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার বিধানে যে ব্যক্তি তুলাপুরুষ মহাদান আচরণ করেন, তিনি প্রতি মন্বন্তরে লোকাধিপ পদে অধিষ্ঠিত হন এবং অপ্সরোগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কিঙ্কিণীজালমালিত অর্কবর্ণ বিমানে অধিরোহণপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে উপনীত হন ও শতকল্পকোটি কাল যাবৎ তথায় পূজিত হইয়া বাস করেন। পরে কর্ম্মক্ষয়ে তিনি এই সংসারে রাজরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তখন সামন্ত ভূপালগণ মৌলিমণি দ্বারা তাঁহার পাদপীঠ রঞ্জিত করে। তিনি যজ্ঞসহস্রযাজী ও শ্রদ্ধান্বিত হন এবং প্রদীপ্ত প্রতাপে নিখিল নৃপতিমণ্ডল জয় করেন। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই তুলাপুরুষ

* ব্রহ্মলোক পুরমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ

যো বা শৃণোতি পঠতীন্দ্রসমানরূপঃ
প্রাপ্নোতি ধাম স পুরন্দরদেবজুষ্টম্ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমৎস্যে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ত্তনে তুলাপুরুষদানং নাম চতুঃসপ্তত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমম্।
নাম্না হিরণ্যগর্ভাখ্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১
পুণ্যং দিনমথাসাদ্য তুলাপুরুষদানবৎ।
ঋত্বিঙ্মণ্ডপ-সম্ভার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্ ॥ ২
কুর্য্যাদুপোষিতস্তদ্বল্লোকেশাবাহনং বুধঃ।
পুণ্যাহবাচনং কৃত্বা তদ্বৎ কৃত্বাধিবাসনম্ ॥ ৩
ব্রাহ্মণৈরানয়েৎ কুম্ভং তপনীয়ময়ং শুভম্।
দ্বিসপ্তত্যঙ্গুলোচ্ছ্রায়ং হেমপঙ্কজগর্ভবৎ ॥ ৪
ত্রিভাগহীনবিস্তারমাজ্যক্ষীরাভিপূরিতম্।
দশাস্ত্রাণি চ রত্নানি দাত্রীং সূচীং তথৈব চ ॥ ৫
হেমনালং সপিঠকং বহিরাদিত্যসংযুতম্।
তথৈবাবরণং নাভেরুপবীতঞ্চ কাঞ্চনম্ ॥ ৬
পার্শ্বতঃ স্থাপয়েৎ তদ্বদ্ধেমদণ্ড-কমণ্ডলু।
পদ্মাকারং বিধানং স্যাৎ সমন্তাদঙ্গুলাধিকম্ ॥ ৭
মুক্তাবলীসমোপেতং পদ্মরাগসমন্বিতম্।
তিলদ্রোণোপরিগতং বেদিমধ্যে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৮
ততো মঙ্গলশব্দেন ব্রহ্মঘোষরবেণ চ।
সর্ব্বৌষধ্যুদকস্নান-স্নাপিতো বেদপুঙ্গবৈঃ ॥ ৯
শুক্লমাল্যাম্বরধরঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
ইমমুচ্চারয়েন্মন্ত্রং গৃহীতকুসুমাঞ্জলিঃ ॥ ১০
নমো হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্যকবচায় চ।
সপ্তলোকসুরাধ্যক্ষ জগদ্ধাত্রে নমো নমঃ ॥ ১১
ভূর্লোকপ্রমুখা লোকাস্তব গর্ভে ব্যবস্থিতাঃ।
ব্রহ্মাদয়স্তথা দেবা নমস্তে বিশ্বধারিণে ॥ ১২
নমস্তে ভুবনাধার নমস্তে ভুবনাশ্রয়।
নমো হিরণ্যগর্ভায় গর্ভে যস্য পিতামহঃ ॥ ১৩

দান দর্শন, স্মরণ, অন্তসমীপে প্রকাশ, শ্রবণ বা পাঠ করে; সে ইন্দ্রসদৃশ হইয়া ইন্দ্র-সেবিত লোক প্রাপ্ত হয়। ৫৯—৭৮।

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৭৪

পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—অতঃপর হিরণ্যগর্ভ-নামক মহাপাপ-নাশন অনুত্তম মহাদানের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি উপবাসী থাকিয়া পুণ্যদিনে তুলাপুরুষ দানের ন্যায় ইহাতেও ঋত্বিক্, মণ্ডপ, সম্ভার, ভূষণ ও আচ্ছাদনাদি কল্পনা করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর আবাহন করিবেন। যজমান পুণ্যাহবাচন ও অধিবাসনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা সুবর্ণময় শুভকর এক কুম্ভ আনয়ন করাইবেন। ঐ কুম্ভ দ্বিসপ্ততি অঙ্গুল উচ্চ, হৈমপঙ্কজ-গর্ভ ও আজ্যক্ষীরাদি দ্বারা ত্রিভাগে পূরিত হইবে। তৎসমীপে দশটী অস্ত্র, রত্ন, দাত্রী ও সূচী সংরক্ষিত হইবে। ঐ কুম্ভ হেমনালবিশিষ্ট সপীঠক ও বহিঃপ্রদেশ আদিত্যসংযুক্ত হইবে। কুম্ভের নাভিদেশ কাঞ্চনময় উপবীত দ্বারা আবৃত করিবে। উহার উভয় পার্শ্বে হেমদণ্ড কমণ্ডলুদ্বয় স্থাপন করিবে। ঐ কুম্ভের চতুর্দিকের অধিকাঙ্গুল পরিমিত স্থান পদ্মাকারে বিহিত হইবে এবং উহা মুক্তাবলীসমুপেত, পদ্মরাগ-সমন্বিত, তিলদ্রোণী-সমাযুক্ত ও বেদী মধ্যে সংস্থাপিত হইবে। অনন্তর মঙ্গলশব্দ ও ব্রহ্মঘোষপুরঃসর বেদজ্ঞ-পুঙ্গব বিপ্রগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বৌষধিজলে স্নাপিত যজমান, শুক্ল মাল্যাম্বরধর ও সর্ব্বাভরণ-ভূষিত হইয়া কুসুমাঞ্জলি গ্রহণান্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন—যথা, হে হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যকবচ, সপ্তলোকসুরাধ্যক্ষ, জগদ্বিধাতঃ! আপনাকে নমস্কার! হে দেব! বিশ্বধারিন্! তোমার গর্ভে ভূর্লোক প্রমুখ ব্রহ্মাদি লোকসকল বিরাজিত; তোমায় নমস্কার। হে ভুবনা-

যতস্ত্বমেব ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
তস্মান্মামুদ্ধরাশেষ-দুঃখসংসারসাগরাৎ ॥ ১৪
এবমামন্ত্র্য তন্মধ্যমাবিশ্যান্তঃ উদঙ্মুখঃ।
মুষ্টিভ্যাং পরিসংগৃহ্য ধর্ম্মরাজচতুর্ম্মুখৌ ॥ ১৫
জানুমধ্যে শিরঃ কৃত্বা তিষ্ঠেদুচ্ছ্বাসপঞ্চকম্।
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা ॥ ১৬
কুর্য্যুর্হিরণ্যগর্ভস্য ততস্তে দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
গীতমঙ্গলঘোষেণ গুরুরুত্থাপয়েৎ ততঃ ॥ ১৭
জাতকর্ম্মাদিকাঃ কুর্য্যুঃ ক্রিয়াঃ ষোড়শ চাপরাঃ
সূচ্যাদিকঞ্চ গুরবে দদ্যান্মন্ত্রমিমং জপেৎ ॥ ১৮
নমো হিরণ্যগর্ভায় বিশ্বগর্ভায় বৈ নমঃ।
চরাচরস্য জগতো গৃহভূতায় বৈ নমঃ ॥ ১৯
যথাহং জনিতঃ পূর্ব্বং মর্ত্ত্যধর্ম্মা সুরোত্তম।
ত্বদ্গর্ভসম্ভবাদেষ দিব্যদেহো ভবাম্যহম্ ॥ ২০

চতুর্ভিঃ কলশৈর্ভূয়স্ততস্তে দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
স্নাপয়েয়ুঃ প্রসন্নাঙ্গাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ ॥ ২১
দেবস্য ত্বেতি মন্ত্রেণ স্থিতস্য কনকাসনে।
অদ্যজাতস্য তেঽঙ্গানি অভিষেক্ষ্যামহে বয়ম্
দিব্যেনানেন বপুষা চিরং জীব সুখী ভব।
ততো হিরণ্যগর্ভং তং তেভ্যো দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ
তে পূজ্যাঃ সর্ব্বভাবেন বহবো বা তদাজ্ঞয়া।
তত্রোপকরণং সর্ব্বং গুরবে বিনিবেদয়েৎ ॥ ২৪
পাদুকোপানহচ্ছত্র-চামরাসনভাজনম্।
গ্রামং বা বিষয়ং বাপি যদন্যদপি সম্ভবেৎ ॥২৫
অনেন বিধিনা যস্তু পুণ্যেঽহনি নিবেদয়েৎ।
হিরণ্যগর্ভদানং স ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥২৬
পুরেষু লোকপালানাং প্রতিমন্বন্তরং বসেৎ।
কল্পকোটিশতং যাবদ্ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥২৭
কলিকলুষবিমুক্তঃ পূজিতঃ সিদ্ধ-সাধ্যৈ-
রমরচমরমালাবীজ্যমানোঽপ্সরোভিঃ।

ধায়, বিশ্বাশ্রয়, হিরণ্যগর্ভ, পিতামহ! আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। হে দেব! যেহেতু আপনি ভূতাত্মা ও প্রতিভূতে ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। অতএব আপনি আমায় অশেষ দুঃখ-সাগর হইতে উদ্ধার করুন। ১—১৪। এইরূপ আমন্ত্রণের পর যজমান বেদীমধ্যে প্রবেশ করিবেন এবং উত্তরমুখ হইয়া উভয় মুষ্টিতে ধর্ম্মরাজ ও চতুর্ম্মুখের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিবেন। জানুমধ্যে মস্তক স্থাপন করিয়া, পঞ্চ নিশ্বাস-পতন কাল যাবৎ এই ভাবেই অবস্থিত থাকিবেন। অনন্তর দ্বিজপুঙ্গবগণ হিরণ্যগর্ভের গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন। পরে গুরু মঙ্গলঘোষ গান করিয়া অবনত-মস্তক যজমানকে উত্থাপন করিবেন এবং জাতকর্ম্মাদি অপর ষোড়শ ক্রিয়া করিবেন। সূচ্যাদি গুরুকে দানপূর্ব্বক এই মন্ত্র পড়িবে যথা,—হে চরাচর জগতের গৃহভূত বিশ্বগর্ভ হিরণ্যগর্ভ! আপনাকে নমস্কার। হে সুরোত্তম! যেমন আমি আপনা কর্ত্তৃক মর্ত্ত্যধর্ম্মরূপে জন্মিয়াছিলাম, তেমনি আবার এই আমি ত্বদ্গর্ভসম্ভবহেতু দিব্য দেহ হইলাম।

অনন্তর দ্বিজপুঙ্গবগণ চারিটী কলস দ্বারা সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা প্রসন্না গাভী সকলকে 'দেবস্য ত্বা' এই মন্ত্রে স্নান করাইবেন। এবং বলিবেন,—হে দেব! তোমার কনকাসনোপবিষ্ট, সদ্যোজাত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল আমরা অভিষেক করিতেছি; আপনি দিব্য শরীর ধারণ করিয়া চিরজীবী ও সুখী হউন। অতঃপর বিচক্ষণ যজমান ঐ হিরণ্যগর্ভ-মূর্ত্তি বৃত ব্রাহ্মণগণকে দান করিবেন এবং তাঁহাদের অনুমতিক্রমে অপর বহু ব্রাহ্মণেরও পূজা করিতে হইবে। পাদুকা উপানৎ, ছত্র, চামর, আসন, ভাজন, গ্রাম, দেশ ও অন্যান্য যাহা কিছু উপকরণ সমস্তই গুরুকে দান করিতে হইবে। যে ব্যক্তি পুণ্যদিনে এইরূপ বিধান অনুসারে হিরণ্যগর্ভ দান করে, সে ব্রহ্মলোকে পূজিত হয় এবং প্রতিমন্বন্তর লোকপালপুরে তাহার বাস হয়, অধিকন্তু কল্পকোটি কাল যাবৎ ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে এবং ঐ ব্যক্তি কলি-কলুষ-বিমুক্ত হইয়া সিদ্ধ ও সাধ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক অমরো-

পিতৃশতমথ বন্ধূন্ পুত্র পৌত্রান্ প্রপৌত্রান্।
অপি নরকনিমগ্নাংস্তারয়েদেক এব॥ ২৮
ইতি পঠতি য ইত্থং যঃ শৃণোতীহ সম্য-
ঙ্মধুরিপুরিব লোকে পূজ্যতে সোঽপি সিদ্ধৈঃ।
মতিমপি চ জনানাং যো দদাতি প্রিয়ার্থং
বিবুধপতিজনানাং নায়কঃ স্যাদমোঘম্॥ ২৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ত্তনে হিরণ্যগর্ভপ্রদানবিধির্নাম পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭৫॥

ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডবিধিমুত্তমম্।
যচ্ছ্রেষ্ঠং সর্ব্বদানানাং মহাপাতকনাশনম্॥ ১
পুণ্যং দিনমথাসাদ্য তুলাপুরুষদানবৎ।
ঋত্বিঙ্মণ্ডপ-সম্ভার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্॥ ২
লোকেশাবাহনং কুর্য্যাদধিবাসনকং তথা।
কুর্য্যাদ্বিংশপলাদূর্দ্ধমা সহস্রাচ্চ শক্তিতঃ॥ ৩
কলশদ্বয়সংযুক্তং ব্রহ্মাণ্ডং কাঞ্চনং বুধঃ।
দিগ্‌গজাষ্টকসংযুক্তং ষড়ুবেদাঙ্গসমন্বিতম্॥ ৪
লোকপালাষ্টকোপেতং মধ্যস্থিতচতুর্ম্মুখম্।
শিবাচ্যুতার্কশিখরমুমালক্ষ্মীসমন্বিতম্॥ ৫
বস্বাদিত্যমরুদ্গর্ভং মহারত্নসমন্বিতম্।
বিতস্তেরঙ্গুলশতং যাবদায়ামবিস্তরম্॥ ৬
কৌশেয়বস্ত্রসংবীতং তিলদ্রোণোপরি ন্যসেৎ।
তথাষ্টাদশ ধান্যানি সমন্তাৎ পরিকল্পয়েৎ॥ ৭
পূর্ব্বেণানন্তশয়নং প্রদ্যুম্নং পূর্ব্বদক্ষিণে।
প্রকৃতিং দক্ষিণে দেশে সঙ্কর্ষণমতঃ পরম্॥ ৮
পশ্চিমে চতুরো বেদাননিরুদ্ধমতঃ পরম্।
অগ্নিমুত্তরতো হৈমং বাসুদেবমতঃ পরম্॥ ৯
সমন্তাদ্‌গুড়পীঠস্থানর্চ্চয়েৎ কাঞ্চনান্ বুধঃ।

পভোগ্য চামরমালা দ্বারা সর্ব্বদা বীজিত হইয়া থাকে। অপিচ সে ব্যক্তি একক হইলেও শত পিতৃলোক, বন্ধু, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতিকে নিরয়পতন হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। এই হিরণ্যগর্ভ মহাদানের বিষয় যে ব্যক্তি শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সিদ্ধগণসমীপে মধুরিপুর ন্যায় এই লোকে পূজিত হইয়া থাকেন এবং যে ব্যক্তি এই মহাদানব্রত গ্রহণের জন্য মানবকে উৎসাহিত করেন, তিনও নিশ্চিতই বিবুধবৃন্দের নেতৃ-পদ প্রাপ্ত হন। ১৫—২৯।

পঞ্চসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৭৫

ষট্‌সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মাণ্ডদান নামক মহাদানের বিষয় বলিতেছি; শ্রবণ কর। ঐ মহাদান সর্ব্বপ্রকার মহাদানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাপাতকনাশন। মানব এই মহাদানেও পুণ্যতিথিতে ঋত্বিক্, মণ্ডপ, সম্ভার, ভূষণ, আচ্ছাদন, লোকেশ-আবাহন, ও অধিবাসন প্রভৃতি কর্ম্ম করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তি সঙ্গতি অনুসারে একবিংশত পল হইতে সহস্র পল পর্য্যন্ত পরিমাণের কাঞ্চনময় ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিবেন। উহা কলসদ্বয়-যুক্ত, দিগ্‌গজাষ্টকান্বিত, ষড়ুবেদাঙ্গসমন্বিত, লোকপালাষ্টকোপেত, মধ্যস্থিত-চতুর্ম্মুখ, শিবাচ্যুতার্ক শিখর, উমা-লক্ষ্মীসমন্বিত, বস্বাদিত্য-মরুদ্গর্ভ ও মহারত্নসমন্বিত হইবে; এবং ঐ সুবর্ণময় ব্রহ্মাণ্ড বিতস্তি পরিমাণ হইতে শত অঙ্গুল পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হইবে। উহাকে কৌশেয়-বস্ত্রযুক্ত করিয়া তিল-দ্রোণীর উপর স্থাপন করিতে হইবে। উহার চতুর্দ্দিকে অষ্টাদশ প্রকার ধান্য, পূর্ব্বে অনন্তশায়ী শ্রীহরি, পূর্ব্বদক্ষিণে প্রদ্যুম্ন, দক্ষিণে প্রকৃতি ও সঙ্কর্ষণ, পশ্চিমে চতুর্ব্বেদ ও অনিরুদ্ধ, এবং উত্তরে অগ্নি ও হেমময় বাসুদেব পরিকল্পনা করিবে। ১—৯। ঐ চতুর্দ্দিক্‌স্থিত দেবতা সকলকে হেমময় ও গুড়পীঠস্থ করিয়া

স্থাপয়েদ্বস্ত্রসংবীতান্ পূর্ণকুম্ভান্ দশৈব তু ॥ ১১
দশৈব ধেনবো দেয়াঃসম্যোষ্বরদোহনাঃ।
পাদুকোপানৎচ্ছত্র চামরাসন দর্পণৈঃ।
ভক্ষ্য-ভোজ্যান্ন দীপেক্ষু-ফল-মাল্যানুলেপনৈঃ
হোমাধিবাসনান্তে চ স্নাপিতো বেদপুঙ্গবৈঃ।
ইমমুচ্চারয়েন্মন্ত্রং ত্রিঃ কৃত্বাথ প্রদক্ষিণম্ ॥১২
নমোঽস্তু বিশ্বেশ্বর বিশ্বধাম
জগৎসবিত্রে ভগবন নমস্তে।
সপ্তর্ষিলোকামরভূতলেশ
গর্ভেণ সার্দ্ধং বিতরাভিরক্ষাম্ ॥ ১৩
যে দুঃখিতাস্তে সুখিনো ভবন্তু
প্রয়ান্তু পাপানি চরাচরাণাম্।
ত্বদ্দানশস্ত্রাহতপাতকানাং
ব্রহ্মাণ্ডদোষাঃ প্রলয়ং ব্রজন্তু ॥ ১৪
এবং প্রণম্যামরবিশ্বগর্ভং
দত্বাদ্বিজেভ্যো দশধা বিভজ্য।
ভাগদ্বয়ং তত্র গুরোঃ প্রকল্প্য
সমং ভজেচ্ছেষমনুক্রমেণ ॥ ১৫
স্বল্পে চ হোমং গুরুরেক এব
কুর্য্যাদথৈকাগ্নিবিধানযুক্ত্যা।
স এব সম্পূজ্যতমোঽত্র বস্তে
যথোক্তবস্ত্রাভরণাদিকেন ॥ ১৬
ইত্থং য এতদখিলং পুরুষোঽত্র কুর্য্যাৎ
ব্রহ্মাণ্ডদানমধিগম্য মহদ্বিমানম্।
নির্ধূতকল্মষবিশুদ্ধতনুর্মুরারে-
রানন্দকৃৎ পদমুপৈতি সহাপ্সরোভিঃ ॥ ১৭
সন্তারয়েৎ পিতৃ-পিতামহ-পুত্র-পৌত্র-
বন্ধুপ্রিয়াতিথিকলত্রশতাষ্টকং সঃ।
ব্রহ্মাণ্ডদাননশকলীকৃতপাতকৌঘ-
মানন্দয়েচ্চ জননীকুলমপ্যশেষম্ ॥ ১৮
ইতি পঠতি শৃণোতি বা য এতৎ
সুরভবনেষু গৃহেষু ধার্ম্মিকাণাম্।
মতিমপি চ দদাতি মোদতেঽসা-
বমরপতের্ভবনে সহাপ্সরোভিঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ত্তনে ব্রহ্মাণ্ডপ্রদানবিধির্নাম ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭৬ ॥

পূজা করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন বস্ত্রাচ্ছাদিত দশটি পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন এবং সহস্র বস্ত্র ও দোহনপাত্রসহ দশটি ধেনু দান করিবে। বেদজ্ঞপুঙ্গব ব্রাহ্মণগণ হোম এবং অধিবাসের পর পাদুকা, উপানৎ, ছত্র, চামর, আসন, দর্পণ, ভক্ষ্য, ভোজ্য, অন্ন, দীপ, ইক্ষু, ফল, মাল্য ও অনুলেপনে উপলক্ষিত যজমানকে স্নান করাইবেন এবং স্নাপিত যজমান প্রদক্ষিণপুরঃসর এই মন্ত্র পাঠ করিবেন,—হে ভগবন্! বিশ্বেশ্বর বিশ্বধাম জগৎ প্রসবকারিন্! আপনি সপ্তর্ষিলোক অমর ও ভূতলের ঈশ্বর। আপনি আপন গণের সহিত আমাদিগের রক্ষা করুন। এ সংসারে যাহারা দুঃখিত, আপনার প্রসাদে তাহারা সুখ লাভ করুক। চরাচর নিখিল প্রাণীর পাপরাশি অপগত হউক। আপনার উদ্দেশে দানরূপ শস্ত্র দ্বারা যাহাদের পাতকরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের নিখিল দোষ বিলয় প্রাপ্ত হউক। এই প্রকার অমর-বিশ্বগর্ভ শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত দশভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটীভাগ গুরুকে সমর্পণ করিবে। অবশিষ্ট দ্রব্য সমভাগে ব্রাহ্মণসাৎ করিবে। স্বল্প উদ্‌যোগে একমাত্র গুরুই একাগ্নিবিধানে হোম সম্পন্ন করিবেন এবং তিনিই যথোক্ত বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা বিশেষরূপে পূজিত হইবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ বিধানে স্বর্গগমনের মহৎ বিমানস্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড দানরূপ মহাদানের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি নিশ্চিতই নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধতনু হইয়া অপ্সরাগণ সমভিব্যাহরে মুরারির আনন্দবর্দ্ধন পদ লাভ করিয়া থাকে। যিনি ব্রহ্মাণ্ডদানরূপ পরিঘ দ্বারা পাপ-রাশি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছেন, তিনি পিতা, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, প্রিয়, অতিথি ও কলত্র প্রভৃতি এবং জননীকুলকে অশেষ প্রকারে উদ্ধার ও আনন্দিত করেন। যিনি

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

কল্পপাদপদানাখ্যমতঃ পরমনুত্তমম্।
মহাদানং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১
পুণ্যং দিনমথাসাদ্য তুল্যপুরুষদানবৎ।
পুণ্যাহবাচনং কৃত্বা লোকেশাবাহনং তথা ॥ ২
ঋত্বিঙ্মণ্ডপ-সম্ভার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্।
কাঞ্চনং কারয়েদ্‌বৃক্ষং নানাফলসমন্বিতম্ ॥ ৩
নানাবিহগবস্ত্রাণি ভূষণানি চ কারয়েৎ।
শক্তিতস্ত্রিপলাদূর্দ্ধমাসহস্রং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪
অর্দ্ধক্লৃপ্তসুবর্ণস্য কারয়েৎ কল্পপাদপম্।
গুড়প্রস্থোপরিষ্টাচ্চ সিতবস্ত্রযুগান্বিতম্ ॥ ৫
ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবোপেতং পঞ্চশাখং সভাস্করম্।

দেবভবনে বা ধার্ম্মিক ব্যক্তির গৃহে ইহা পাঠ, শ্রবণ বা অপরকে এতদ্বিষয়ে উৎসাহ দান করেন, তিনি অমরপতির ভবনে অপ্সরাদিগের সহিত আমোদিত হন।১০—১৯

ষটসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য বলিলেন,—অতঃপর সর্ব্বপাতকনাশন অনুত্তম কল্পপাদপ প্রদান নামক মহাদানের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যজমান পুণ্য দিনে তুলাপুরুষ দানবৎ পুণ্যাহবাচন ও লোকেশ-আবাহনান্তে ঋত্বিক্, মণ্ডপ, সম্ভার, ভূষণ ও আচ্ছাদনাদি উপকল্পিত করিয়া নানা ফল সমন্বিত কাঞ্চনময় কল্পপাদপ নির্ম্মাণ করিবে। উহার সজ্জার জন্য বিবিধ বিহগ, বস্ত্র ও ভূষণ আহরণ করিবে। শক্তি অনুসারে তিন পল হইতে সহস্র পলের মধ্যে কল্পপাদপ নির্ম্মাণ করাইবে। উহা অর্দ্ধক্লৃপ্ত অর্থাৎ অর্দ্ধেক খাদ মিশান সুবর্ণে নির্ম্মিত হইবে। গুড়প্রস্থের উপরিভাগে সিত বস্ত্রযুগান্বিত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবোপেত, পঞ্চশাখাসমন্বিত সভাস্কর

কামদেবমধস্তাচ্চ সকলত্রং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৬
সন্তানং পূর্ব্বতস্তদ্বৎ তুরীয়াংশেন কল্পয়েৎ।
মন্দারং দক্ষিণে পার্শ্বে শ্রিয়া সার্দ্ধং ঘৃতোপরি ॥
পশ্চিমে পারিজাতন্তু সাবিত্র্যা সহ জীরকে।
সুরভীসংযুতং তদ্বৎ তিলেষু হরিচন্দনম্ ॥ ৮
তুরীয়াংশেন কুর্ব্বীত সৌম্যেন ফলসংযুতম্।
কৌশেয়বস্ত্রসংবীতানিক্ষুমাল্যফলান্বিতান্ ॥ ৯
তথাষ্টৌ পূর্ণকলশান্ পাদুকাসনভাজনম্।
দীপিকোপানহচ্ছত্র-চামরাসনসংযুতম্ ॥ ১০
ফলমাল্যযুতং তদ্বদুপরিষ্টাদ্বিতানকম্ ॥
তথাষ্টাদশ ধান্যানি সমন্তাৎ পরিকল্পয়েৎ ॥১১
হোমাধিবাসনান্তে চ স্নাপিতো বেদপুঙ্গবৈঃ।
ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাবৃত্য মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥ ১২
নমস্তে কল্পবৃক্ষায় চিন্তিতার্থপ্রদায়িনে।
বিশ্বম্ভরায় দেবায় নমস্তে বিশ্বমূর্ত্তয়ে ॥ ১৩
যস্মাৎ ত্বমেব বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা স্থাণুর্দিবাকরঃ।

কল্পপাদপ স্থাপন করিবে। উহার নিম্নভাগে সকলত্র কামদেব, পূর্ব্বে সন্তানক বৃক্ষ, দক্ষিণে ঘৃতোপরিস্থিত মন্দার ও পশ্চিমে সাবিত্রী সহ জীরকস্থ পারিজাত, এবং সুরভী-সংযুক্ত তিলস্থ হরিচন্দন উপকল্পিত করিবে। ঐ বৃক্ষের চতুর্থাংশ মনোহর ফলসংযুক্ত করিবে। পট্ট বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত, ইক্ষু, মাল্য, ও ফলসমন্বিত আটটী পূর্ণ কলস, পাদুকা, আসন, ভাজন, দীপ, উপানৎ, ছত্র, ও চামর,—এই সকল দ্রব্য ঐ বৃক্ষসমীপে সজ্জিত করা বিধেয়। এই বৃক্ষের উপরিভাগে ফল-মাল্য-সুশোভিত চন্দ্রাতপ প্রসারিত করিবে এবং চতুর্দ্দিকে অষ্টাদশ প্রকার ধান্য রাখিবে।১—১১। অনন্তর যজমান হোম ও অধিবাসের পর বেদজ্ঞপুঙ্গবগণ কর্ত্তৃক স্নাপিত হইয়া পূজিত কল্পপাদপকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন,—হে চিন্তিতার্থ-প্রদায়িন্, বিশ্বমূর্ত্তে বিশ্বম্ভর দেব, কল্পবৃক্ষ! তোমায় আমার নমস্কার। আপনি বিশ্বাত্মা, ব্রহ্মা, স্থাণু,

মূর্ত্তোঽমূর্ত্তপরং বীজমতঃ পাহি সনাতন ॥ ১৮
ত্বমেবামৃতসর্ব্বস্বমনন্তঃ পুরুষোঽব্যয়ঃ।
সন্তানাদ্যৈরুপেতোঽস্মান্ পাহি সংসারসাগরাৎ ॥
এবমামন্ত্র্য তং দদ্যাদ্গুরবে কল্পপাদপম্।
চতুর্ভ্যশ্চাথ ঋত্বিগ্ভ্যঃ সন্তানাদীন্ প্রকল্পয়েৎ
স্বল্পে ত্বেকাগ্নিবৎ কুর্য্যাদ্গুরবে চাভিপূজনম্।
ন বিত্তশাঠ্যং কুর্ব্বীত ন চ বিস্ময়বান্ ভবেৎ ॥
অনেন বিধিনা যস্তু প্রদদ্যাৎ কল্পপাদপম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥১৭
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতঃ সিদ্ধ-চারণকিন্নরৈঃ।
ভূতান্ ভব্যাংশ্চ মনুজাংস্তারয়েদ্গোত্রসংযুতান্
স্তূয়মানো দিবঃ পৃষ্ঠে পিতৃ-পুত্র প্রপৌত্রকান্।
বিমানেনার্কবর্ণেন বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ২০
দিবি কল্পশতং তিষ্ঠেদ্রাজরাজো ভবেৎ ততঃ।
নারায়ণবলোপেতো নারায়ণপরায়ণঃ।
নারায়ণকথাসক্তো নারায়ণপুরং ব্রজেৎ ॥ ২১

যো বা পঠেৎ সকলকল্পতরুপ্রদানং
যো বা শৃণোতি পুরুষোঽল্পধনঃ স্মরেদ্বা।
সোঽপীন্দ্রলোকমধিগম্য সহাপ্সরোভি-
র্মন্বন্তরং বসতি পাপবিমুক্তদেহঃ ॥ ২২

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ত্তনে কল্পপাদপপ্রদানবিধির্নাম সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭৭

দিবাকর, মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত ও পরম কারণস্বরূপ! হে সনাতন! অতএব আপনি আমায় পালন করুন। আপনি অমৃতসর্ব্বস্ব, অনন্ত ও অব্যয় পুরুষ; আপনি সন্তানগণের সহিত আমায় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করুন। এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া সেই কল্পপাদপ গুরুকে সম্প্রদান করিবে এবং ঋত্বিক চারিজনকে সন্তানাদি প্রদান করিবে। অসমর্থ পক্ষে একাগ্নিবৎ মাত্র গুরুর পূজা করিবে। এই কর্ম্মে বিত্তশাঠ্য করা বা আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হওয়া উচিত নহে। এই বিধি অনুসারে যিনি কল্পপাদপ দান করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর ও অপ্সরাগণে পরিবৃত ও স্তূয়মান হইয়া স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষ, ভাবী বংশধর ও পিতা, পুত্র-প্রপৌত্রগণের উদ্ধার সাধনান্তে স্বর্গধামে বসতি করিয়া পরে অর্কবর্ণ বিমানে অধিরোহণপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে উপনীত হন। তিনি কল্পকোটি কাল স্বর্গে রাজরাজ হইয়া বাস করেন এবং নারায়ণের অনুকম্পায় নারায়ণ-পরায়ণ ও নারায়ণকথায় আসক্ত হইয়া নারায়ণপুরে গমন করেন। নির্দ্ধন ব্যক্তিও যদি এই সমগ্র কল্পপাদপ দানের প্রবন্ধ পাঠ, শ্রবণ বা স্মরণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও পাপবিমুক্ত-দেহে অন্তিমে ইন্দ্রলোকে অপ্সরাদিগের সহিত মন্বন্তর কাল যথাসুখে বাস করে। ১২—২২।

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৭৭

অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমম্।
গোসহস্রপ্রদানাখ্যং সর্ব্বপাপহরং পরম্ ॥ ১
পুণ্যাং তিথিং সমাসাদ্য যুগ-মন্বন্তরাদিকাম্
পয়োব্রতং ত্রিরাত্রং স্যাদেকরাত্রমথাপি বা ॥ ২
লোকেশাবাহনং কুর্য্যাৎ তুলাপুরুষদানবৎ।
পুণ্যাহবাচনং কুর্য্যাদ্ধোমঃ কার্য্যস্তথৈব চ ॥ ৩
ঋত্বিঙ্মণ্ডপ-সম্ভার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্।

অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য বলিলেন,—অনন্তর গো-সহস্র-প্রদান নামক সর্ব্বপাপহর অনুত্তম মহাদান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কৃতী ব্যক্তি যুগমন্বন্তরাদি পুণ্যতিথিতে একরাত্র অথবা ত্রিরাত্র পয়োব্রত করিয়া তুলাপুরুষ দানবৎ লোকেশ-আবাহন পুণ্যাহ বাচন ও হোম করিবেন। ঋত্বিক্, মণ্ডপ, সম্ভার, ভূষণ

বৃষং লক্ষণসংযুক্তং বেদিমধ্যেঽধিবাসয়েৎ ॥৪
গোসহস্রং বহিঃ কুর্য্যাদ্বস্ত্র মাল্যবিভূষণম্ ।
সুবর্ণশৃঙ্গাভরণং রৌপ্যপাদসমন্বিতম্ ৫
অন্তঃ প্রবেশ্য দশকং বস্ত্র-মাল্যৈশ্চ পূজয়েৎ ।
সুবর্ণঘণ্টিকাযুক্তং কাংস্যদোহনকান্বিতম্ ॥ ৬
সুবর্ণতিলকোপেতং হেমপট্টৈরলঙ্কৃতম্ ।
কৌশেয়বস্ত্রসংবীতং মাল্য-গন্ধসমন্বিতম্ ॥ ৭
হেমরত্নময়ৈঃ শৃঙ্গৈশ্চামরৈরুপশোভিতম্ ।
পাদুকোপানহচ্ছত্র-ভাজনাসনসংযুতম্ ॥ ৮
গবাং দশকমধ্যে স্যাৎ কাঞ্চনো নন্দিকেশ্বরঃ ।
কৌশেয়বস্ত্রসংবীতো নানাভরণভূষিতঃ ॥ ৯
লবণদ্রোণশিখরে মাল্যেক্ষুফলসংযুতঃ ।
কুর্য্যাৎ পলশতাদূর্দ্ধং সর্ব্বমেতদশেষতঃ ॥ ১০
শক্তিতঃ পলসাহস্রত্রিতয়ং যাবদেব তু ।
গোশতেঽপি দশাংশেন সর্ব্বমেতৎ সমাচরেৎ
পুণ্যকালং সমাসাদ্য গীতিমঙ্গলনিস্বনৈঃ ।
সর্ব্বৌষধ্যুদকস্নানস্নাপিতো বেদপুঙ্গবৈঃ ॥ ১২
ইমমুচ্চারয়েন্মন্ত্রং গৃহীতকুসুমাঞ্জলিঃ ।
নমোঽস্তু বিশ্বমূর্ত্তিভ্যো বিশ্বমাতৃভ্য এব চ ॥
লোকাধিবাসিনীভ্যশ্চ রোহিণীভ্যো নমো নমঃ
গবামঙ্গেষু তিষ্ঠন্তি ভুবনান্যেকবিংশতিঃ ॥ ১৪
ব্রহ্মাদয়স্তথা দেবা রোহিণ্যঃ পান্তু মাতরঃ ।
গাবো মে অগ্রতঃ সন্তু গাবঃ পৃষ্ঠত এব চ ॥ ১৫
গাবঃ শিরসি মে নিত্যংগবাং মধ্যে বসাম্যহম্
যস্মাৎ ত্বং বৃষরূপেণ ধর্ম্ম এব সনাতনঃ ॥ ১৬
অষ্টমূর্ত্তেরধিষ্ঠানমতঃ পাহি সনাতন ।
ইত্যামন্ত্র্য ততো দদ্যাদ্‌গুরবে নন্দিকেশ্বরম্ ॥
সর্ব্বোপকরণোপেতং গোযুতঞ্চ বিচক্ষণঃ ।
ঋত্বিগ্‌ভ্যো ধেনুমেকৈকাং দশকাদ্বিনিবেদয়েৎ
গবাঞ্চ শতমেকৈকং তদর্দ্ধং বাথ বিংশতিম্ ।

ও আচ্ছাদন—এই সকল আসাদন এবং বেদীমধ্যে একটী সুলক্ষণ বৃষের অধিবাসন করিবেন। বেদীর বাহিরে মাল্য-বিভূষণযুক্ত, সুবর্ণশৃঙ্গাভরণ, রৌপ্যপাদ, সহস্র গো স্থাপন করিবে। ঐ সকলের মধ্যে দশটীকে বেদীমধ্যে লইয়া গিয়া বস্ত্র মাল্যের দ্বারা পূজা করিবে। ঐ সকল গাভী সুবর্ণ-ঘণ্টিকাযুক্ত, কাংস্য-দোহন পাত্রবিশিষ্ট সুবর্ণ-তিলকান্বিত, হৈম পট দ্বারা অলঙ্কৃত, পট্টবস্ত্রাবৃত, গন্ধ-মাল্য-সমন্বিত, হেম-রত্নময় শৃঙ্গ ও চামর দ্বারা উপশোভিত, পাদুকা, উপানৎ, ছত্র, ভাজন ও আসনযুক্ত হইবে। ঐ গো দশটীর মধ্যে একটী কাঞ্চনময় নন্দিকেশ্বর স্থাপিত করিবে। ঐ নন্দিকেশ্বর কৌশেয়-বস্ত্রাবৃত নানা আভরণে ভূষিত, এবং লবণ-দ্রোণী, মাল্য, ইক্ষু ও ফলসংযুক্ত হইবে। এই সকল মহাদানের বস্তু শক্তি অনুসারে শত পলের ঊর্দ্ধ হইতে ত্রিসহস্র-পলপরিমিত পর্য্যন্ত করিতে পারা যায়। শত গোদানের দশাংশ দ্রব্যজাত আহরণ করিবে। অনন্তর যজমান বেদজ্ঞ-পুঙ্গব ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক গীত ও মঙ্গলধ্বনি দ্বারা সর্ব্বৌষধি-জলে স্নাপিত হইয়া কুসুমাঞ্জলি গ্রহণান্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—হে লোকাধিবাসিনী রোহিণীগণ! আপনারা বিশ্বমূর্ত্তি ও বিশ্বমাতা; আপনাদিগকে নমস্কার। হে গো-মাতৃগণ! আপাদের অঙ্গে একবিংশতি ভুবন এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ বিরাজিত; অতএব আপনারা আমাদিগকে পালন করুন। হে গোগণ! আপনারা আমার অগ্রবর্ত্তী ও পশ্চাদ্বর্ত্তী হউন, আপনারা আমার মস্তকে অবস্থিতি করুন, আমরা আপনাদের মধ্যেই বাস করিতেছি। যেহেতু আপনারাই বৃষস্বরূপ সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম্মরূপে অধিষ্ঠিত। আপনারাই অষ্টমূর্ত্তির অধিষ্ঠান; অতএব হে সনাতনগণ! আপনারা আমাদিগকে পালন করুন। এই প্রকার আমন্ত্রণ মন্ত্র পাঠ করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি গুরুকে সর্ব্বোপকরণযুক্ত ও গো-সমন্বিত নন্দিকেশ্বর প্রভৃতি দান করিবেন এবং গো-দশক হইতে অর্থাৎ যে দশটী গো পৃথক্‌রূপে উপকল্পিত করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে এক একটী ধেনু ঋত্বিক্‌গণকে দান করিবেন।১—১৮। পরে একটী একটী করিয়া

দশ পঞ্চাথবা দদ্যাদন্যেভ্যস্তদনুজ্ঞয়া ॥ ১৯
নৈকা বহুভ্যো দাতব্যা যতোদোষকরো ভবেৎ।
বহ্ব্যশ্চৈকস্য দাতব্যা ধীমতারোগ্যবৃদ্ধয়ে ॥ ২০
পয়োব্রতঃ পুনস্তিষ্ঠেদেকাহং গোসহস্রদঃ ।
শ্রাবয়েচ্ছৃণুয়াদ্বাপি মহাদানানুকীর্ত্তনম্ ॥ ২১
তদ্দিনে ব্রহ্মচারী স্যাদ্যদীচ্ছেদ্বিপুলাং শ্রিয়ম্
অনেন বিধিনা যস্তু গোসহস্রপ্রদো ভবেৎ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥ ২২
বিমানেনার্কবর্ণেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ।
সর্ব্বেষাংলোকপালানাংলোকে সম্পূজ্যতেঽমরৈঃ
প্রতিমন্বন্তরং তিষ্ঠেৎ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ ।
সপ্তলোকানতিক্রম্য ততঃ শিবপুরং ব্রজেৎ ॥
শতমেকোত্তরং তদ্বৎ পিতৃণাং তারয়েদ্বুধঃ ।
মাতামহানাং তদ্বচ্চ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ ।
যাবৎ কল্পশতং তিষ্ঠেদ্রাজরাজো ভবেৎ পুনঃ
অশ্বমেধশতং কুর্য্যাচ্ছিবধ্যানপরায়ণঃ ।
বৈষ্ণবং যোগমাস্থায় ততো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥
পিতরশ্চাভিনন্দন্তি গোসহস্রপ্রদং সুতম্ ।
অপি স্যাৎস কুলেঽস্মাকংপুত্রো দৌহিত্র এববা
গোসহস্রপ্রদো ভূত্বা নরকাদুদ্ধরিষ্যতি ॥ ২৭
তস্য কর্ম্মকরো বা স্যাদপি দ্রষ্টা তথৈব চ ।
সংসারসাগরাদস্মাদ্যোঽস্মান্ সন্তারয়িষ্যতি ॥
ইতি পঠতি য এতদ্গোসহস্রপ্রদানং
সুরভুবনমুপেয়াৎ সংস্মরেদ্বাথ পশ্যেৎ ।
অনুভবতি মুদং বা মুচ্যমানো নিকামং
প্রহতকলুষদেহঃ সোঽপি যাতীন্দ্রলোকম্

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ত্তনে
গোসহস্রপ্রদানবিধির্নামাষ্টসপ্তত্যাধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭৮

শত, তদর্দ্ধ বা বিংশতি গো তাঁহাদিগকে দিবেন এবং তাঁহাদের অনুমতি লইয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে দশটী বা পাঁচটী গো প্রদান করিবেন। একটী গো বহু ব্যক্তিকে দান করিবে না। যেহেতু এরূপ বিধি দোষাবহ, কিন্তু ধীমান্ ব্যক্তিগণ আরোগ্য কামনা করিয়া বহু গো এক ব্যক্তিকে দান করিতে পারেন। সহস্র গোদান করিয়া যজমান পুনরায় পয়োব্রতাবলম্বনে একাহ যাপন করিবেন। এবং মহাদানানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিবেন ও করাইবেন যদি তিনি বিপুল শ্রী কামনা করেন, তাহা হইলে ঐ দিন তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ বিধানে যিনি গো সহস্র প্রদান করেন, তিনি সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত ও সিদ্ধচারণগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া অর্কবর্ণ, কিঙ্কিণীজাল মালী বিমানে আরোহণ করিয়া লোকপালগণের লোকে গমনপূর্ব্বক অমরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন। ঐ স্থানে তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণের সহিত বহু মন্বন্তর যাবৎ বসতি হয়। পরে সপ্ত লোক অতিক্রম করিয়া শিবলোকে গমন করেন, এবং পুত্র-পৌত্রগণের সহিত তিনি একাধিক শতসংখ্যক পিতৃগণ ও মাতামহগণকে উদ্ধার করিয়া কল্পশতকাল যাবৎ রাজরাজ হইয়া অবস্থিতি করেন। তৎপরে তিনি শিবধ্যান-পরায়ণ হইয়া শতাশ্বমেধ অনুষ্ঠানান্তে বৈষ্ণবযোগ অবলম্বন করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। পিতৃগণ গো সহস্র-প্রদাতা পুত্রকে এইরূপে অভিনন্দিত করেন যে, এমন কে আমাদের কুলে পুত্র বা দৌহিত্র আছে, যে গোসহস্র প্রদান করিয়া আমাদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করে? অনুষ্ঠাতা দ্রষ্টা বা দাতার কর্ম্মকর হইয়াও যে এই সংসার সাগর হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে, এই গো সহস্রপ্রদান যিনি পাঠ, স্মরণ বা দর্শন করেন, তিনি সংসারমুক্ত হইয়া আনন্দ অনুভব করেন এবং পাপদেহ পরিত্যাগের পর তাঁহার ইন্দ্রলোকে বাস হয়। ১৯—২৯।

অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৮

একোনাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি কামধেনুবিধিং পরম্।
সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং মহাপাতকনাশনম্॥ ১
লোকেশাবাহনং তদ্বদ্ধোমঃ কার্য্যোঽধিবাসনম্
তুলাপুরুষবৎ কুর্য্যাৎ কুণ্ডমণ্ডপবেদিকম্॥ ২
স্বল্পে ত্বেকাগ্নিবৎ কুর্য্যাদ্গুরুরেকঃ সমাহিতঃ।
কাঞ্চনস্যাতিশুদ্ধস্য ধেনুং বৎসঞ্চ কারয়েৎ॥৩
উত্তমা পলসাহস্রী তদর্দ্ধেন তু মধ্যমা।
কনীয়সী তদর্দ্ধেন কামধেনুঃ প্রকীর্ত্তিতা॥ ৪
শক্তিতস্ত্রিপলাদূর্দ্ধমশক্তোঽপীহ কারয়েৎ।
বেদ্যাং কৃষ্ণাজিনং ন্যস্য গুড়প্রস্থসমন্বিতম্॥ ৫
ন্যসেদুপরি তাং ধেনুং মহারত্নৈরলঙ্কৃতাম্।
কুম্ভাষ্টকসমোপেতাং নানাফলসমন্বিতাম্॥ ৬
তথাষ্টাদশ ধান্যানি সমন্তাৎ পরিকল্পয়েৎ।
ইক্ষুদণ্ডাষ্টকং তদ্বন্নানাফলসমন্বিতম্।
ভাজনঞ্চাসনং তদ্বৎ তাম্রদোহনকং তথা॥ ৭
কৌশেয়বস্ত্রদ্বয়সংযুতাং গাং
দীপাতপত্রাভরণাভিরামাম্।
সচামরাং কুণ্ডলিনীং সঘণ্টাং
সুবর্ণশৃঙ্গীং পারক্রপ্যপাদাম্॥ ৮
রসৈশ্চ সর্বৈঃ পরিতোঽভিজুষ্টাং
হরিদ্রয়া পুষ্পফলৈরনেকৈঃ।
অজাজি-কুস্তুম্বুরু-শর্করাদিভি-
বিতানকঞ্চোপরি পঞ্চবর্ণম্॥ ৯
স্নাতস্ততো মঙ্গলবেদঘোষৈঃ
প্রদক্ষিণীকৃত্য সপুষ্পহস্তঃ।
আবাহয়েৎ তাং গুরুণোক্তমন্ত্রৈ-
র্দ্বিজায় দদ্যাদথ দর্ভপাণিঃ॥ ১০
ত্বং সর্ব্বদেবগণমন্দিরমঙ্গভূতা
বিশ্বেশ্বরি ত্রিপথগোদধিপর্ব্বতানাম্।
ত্বদ্দানশস্ত্রশকলীকৃতপাতকৌঘঃ
প্রাপ্তোঽস্মি নির্বৃতিমতীব পরাং নমামি॥
লোকে যথেপ্সিতফলার্থবিধায়িনীং ত্বা-
মাসাদ্য কো হি ভুবি দুঃখমুপৈতি মর্ত্ত্যঃ।

ঊনাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য বলিলেন,—অতঃপর মানবগণের সর্ব্বকামপ্রদ মহাপাতক-নাশন পরম কামধেনু প্রদান-বিধি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহাতেও তুলাপুরুষ দানবৎ লোকেশ আবাহন, হোম, অধিবাস, কুণ্ড, মণ্ডপ ও বেদী করা কর্ত্তব্য। স্বল্প উদ্‌যোগে গুরু স্বয়ংই সমাহিত হইয়া একাগ্নিবৎ কার্য্য করিবেন। ইহাতে অতি বিশুদ্ধ সুবর্ণের ধেনু ও বৎস করিতে হয়। সহস্র ফলযুক্ত কামধেনুদান উত্তম, তদর্দ্ধযুক্ত মধ্যম, ও তদর্দ্ধযুক্ত কনিষ্ঠ জানিবে। সমর্থ এবং অসমর্থ পক্ষেও কামধেনু ও বৎস ত্রিপলাধিক-পরিমিত হইবে। বেদীর উপরিভাগে গুড়প্রস্থ-সমন্বিত কৃষ্ণাজিন পাতিত করিয়া তদুপরি মহারত্নালঙ্কৃত কুম্ভাষ্টক-সমাযুক্ত ও নানা ফল-সমন্বিত ধেনু স্থাপন করিবে। উহার চতুর্দ্দিকে অষ্টাদশ প্রকার ধান্য পরিকল্পিত করিবে। নানা ফল-সমন্বিত ইক্ষুদণ্ডাষ্টক যুক্ত ভাজন, আসন ও তাম্রময় দোহনপাত্র সন্নিবেশিত করিবে। ধেনুটী—কৌশেয়-বস্ত্রদ্বয়-সংযুক্ত, দীপ, আতপত্র, ও আভরণ দ্বারা অলঙ্কৃত, চামরবিশিষ্ট, কুণ্ডলবতী, সঘণ্টা, সুবর্ণশৃঙ্গী ও রজতনির্ম্মিতপাদ এবং অজাজী-কুস্তুম্বুরু-শর্করা-প্রভৃতি, বহুবিধ পুষ্প, ও হারদ্রা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে উপলিপ্ত হইবে। বেদীর উপরিভাগে পঞ্চবর্ণ-বিশিষ্ট চন্দ্রাতপ প্রদান করিবে। অনন্তর যজমান মঙ্গল-বেদধ্বনি দ্বারা স্নাপিত হইয়া পুষ্পহস্তে বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া গুরু-পঠিত মন্ত্রদ্বারা ঐ ধেনুর আবাহন করিবে এবং দর্ভপাণি হইয়া ব্রাহ্মণকে উহা এই বলিয়া দান করিবে, যে, হে বিশ্বেশ্বরি! তুমি সর্ব্ব দেবগণের মন্দির-স্বরূপা ও ত্রিপথগা, উদধি ও পর্ব্বত সকলের অঙ্গভূতা। আমি তোমায় দানকরণরূপ শস্ত্র দ্বারা পাপসমূহকে খণ্ডখণ্ড করিয়াছি এবং তাহারই ফলে অতীব পরমা নির্বৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি; তোমাকে প্রণাম করি। ১—১১।

সংসারদুঃখশমনায় যতস্ব কামং
ত্বাং কামধেনুমিতি বেদবিদো * বদন্তি ॥
আমন্ত্র্য শীল-কুল-রূপ গুণান্বিতায়
বিপ্রায় যঃ কনকধেনুমিমাং প্রদদ্যাৎ ।
প্রাপ্নোতি ধাম স পুরন্দরদেবজুষ্টং
কন্যাগণৈঃ পরিবৃতঃ পদমিন্দুমৌলেঃ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মহদানানুকীর্ত্তনে
হিরণ্যকামধেনুপ্রদানবিধির্নামৈকোনাশী-
ত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭৯ ॥

অশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মৎস্য উবাচ ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি হিরণ্যাশ্ববিধিং পরম্ ।
যস্য প্রদানাদ্ভবনে চানন্তং ফলমশ্নুতে ॥ ১
পুণ্যাং তিথিমথাসাদ্য কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্ ।
লোকেশাবাহনং কুর্য্যাৎ তুলাপুরুষদানবৎ ॥২

হে মাতঃ! এই সংসারে অভিলষিত ফল বিধায়িনী তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কোন মর্ত্ত্য ব্যক্তি দুঃখভোগ করিয়া থাকে ? তুমি নিশ্চয়ই সংসার-দুঃখ উপশমের নিমিত্ত যত্নমানা; সেই জন্যই বেদবিৎগণ তোমাকে কামধেনু বলিয়া থাকেন। যিনি কুল-শীল ও রূপ-গুণান্বিত বিপ্রকে এই কনক-ধেনু প্রদান করেন, তিনি দেবেন্দ্র-সেবিত ধাম প্রাপ্ত হন,—হইয়া পরে কন্যাগণে পরিবৃত হইয়া চন্দ্রমৌলির পদ প্রাপ্ত হন। ১২—১৩।

ঊনাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২৭৯

অশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্য বলিলেন,—যাহা প্রদান করিলে অনন্ত ফল পাওয়া যায়, অতঃপর সেই পরম হিরণ্যাশ্বপ্রদান-বিধি বলিতেছি। যজমান পুণ্য তিথিতে তুলাপুরুষ দানবৎ ব্রাহ্মণ-

* দেবগণা ইতি বা পাঠঃ ।

ঋত্বিঙ্মণ্ডপ-সম্ভার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্ ।
স্বল্পে ত্বেকাগ্নিবৎ কুর্য্যাদ্ধেমবাজিমথং বুধঃ ॥
স্থাপয়েদ্বেদিমধ্যে তু কৃষ্ণাজিনতিলোপরি ।
কৌশেয়বস্ত্রসংবীতং কারয়েদ্ধেমবাজিনম্ ॥ ৪
শক্তিতস্ত্রিপলাদূর্দ্ধমা সহস্রপলাদ্বুধঃ ।
পাদুকোপানহচ্ছত্র-চামরাসনভাজনৈঃ ॥ ৫
পূর্ণকুম্ভাষ্টকোপেতং মাল্যেক্ষুফলসংযুতম্ ।
শয্যাং সোপস্করাং তদ্বদ্ধেমমার্ত্তণ্ডসংযুতাম্ ॥ ৬
ততঃ সর্ব্বৌষধিস্নানস্নাপিতো বেদপুঙ্গবৈঃ ।
ইমমুচ্চারয়েন্মন্ত্রং গৃহীতকুসুমাঞ্জলিঃ ॥ ৭
নমস্তে সর্ব্বদেবেশ বেদাহরণলম্পট ।
বাজিরূপেণ মামস্মাৎ পাহি সংসারসাগরাৎ ॥৮
ত্বমেব সপ্তধা ভূত্বা ছন্দোরূপেণ ভাস্কর ।
যস্মাদ্ভাসয়সে লোকানতঃ পাহি সনাতন ॥৯

বাচন ও লোকেশ-আবাহন করিবেন। পরে ঋত্বিক্, মণ্ডপ, সম্ভার, ভূষণ ও আচ্ছাদনাদি আহরণ করিবেন। আয়োজন স্বল্প হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তি এককই একাগ্নিবৎ হিরণ্যাশ্ব দান যজ্ঞ করিবেন। ঐ হিরণ্যাশ্ব বেদী-মধ্যে কৃষ্ণাজিন ও তিলোপরি স্থাপন করিবেন। উহা কৌশেয় বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিতে হইবে। শক্তি অনুসারে ঐ হৈম বাজী ত্রিপলের ঊর্দ্ধ পরিমাণ হইতে সহস্র পল পরিমাণ পর্য্যন্ত করিতে পারিবে। হৈমবাজীর সম্মুখে পাদুকা, উপানৎ, ছত্র, চামর, আসন, ভাজন, অষ্ট পূর্ণ-কুম্ভ, মালা, ইক্ষু, ও ফল এই সকল উপ-কল্পিত করিবেন। হৈম মার্ত্তণ্ড-সমন্বিত সোপ-স্কর শয্যা কল্পনা করিবেন।১—৭। অনন্তর যজমান বেদজ্ঞপুঙ্গব ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সর্ব্বৌ-ষধিজলে স্নাপিত হইয়া কুসুমাঞ্জলি গ্রহণান্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, হে বেদাহরণ-লম্পট সর্ব্বদেবেশ! আপনি বাজিরূপে এই সংসার-সাগর হইতে আমাকে উদ্ধার করুন; আপ-নাকে নমস্কার। হে ভাস্কর! তুমিই সপ্ত-ভাগে বিভক্ত হইয়া ছন্দোরূপে লোক সকল আলোকিত কর! অতএব হে সনাতন!

এবমুচ্চার্য্য গুরবে তমশ্বং বিনিবেদয়েৎ।
দত্ত্বা পাপক্ষয়াদ্ভানোর্লোকমভ্যেতি শাশ্বতম্॥
গোভির্বিভবতঃ সর্ব্বানৃত্বিজশ্চাপি পূজয়েৎ।
সর্ব্বধান্যোপকরণং গুরবে বিনিবেদয়েৎ॥১১
সর্ব্বং শয্যাদিকং দত্ত্বা ভুক্ত্বা ত্বতৈলমেব হি।
পুরাণশ্রবণং তদ্বৎ কারয়েদ্ভোজনাদিকম্॥১২

ইমং হিরণ্যাশ্ববিধিং করোতি যঃ
পুণ্যং সমাসাদ্য দিনং নরেন্দ্র *।
বিমুক্তপাপঃ স পুরং মুরারেঃ
প্রাপ্নোতি সিদ্ধৈরভিপূজিতঃ সন্॥১৩
ইতি পঠতি য এতদ্ধেমবাজিপ্রদানং
সকলকলুষমুক্তঃ সোঽশ্বমেধেন যুক্তঃ।
কনকময়বিমানেনার্কলোকং প্রয়াতি
ত্রিদশপতিবধূভিঃ পূজ্যতে যোঽপ্যশ্রৌৎ
যো বা শৃণোতি পুরুষোঽল্পধনঃ স্মরেদ্বা।
হেমাশ্বদানমভিনন্দয়তীহ লোকে।

আপনি আমাদিগকে পালন করুন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ অশ্বটি গুরুকে প্রদান করিবেন। যজমান এইরূপ প্রদানের ফলে ক্ষীণপাতক হইয়া শাশ্বত ভানুলোক প্রাপ্ত হইবেন। বিভব অনুসারে ঋত্বিক্‌গণকে গাভী দানে সম্মানিত করিবেন। যাবতীয় ধান্য উপকরণ গুরুকে প্রদান করিয়া তৈলহীন ভোজন ও পুরাণ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন। হে নরেন্দ্র! যিনি এই পুণ্যদিনে হিরণ্যাশ্ব প্রদান করেন, তিনি বিগত-কল্মষ ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। এই হৈম বাজি-দান যিনি পাঠ ও দর্শন করেন, তিনি সকল কলুষ হইতে মুক্ত হন, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাইয়া থাকেন এবং কনকময় বিমানে ত্রিদশপতির বধূগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতে হইতে অর্কলোকে প্রয়াণ করেন। অল্প ধন ব্যক্তিও এই হেমাশ্বদান শ্রবণ, স্মরণ

* সম্পূজ্যমানো দিবি দেবসঙ্ঘৈঃ।
ইতি ক্বচিৎ পাঠ

সোঽপি প্রয়াতি হতকল্মষশুদ্ধদেহঃ
স্থানং পুরন্দরমহেশ্বরদেবজুষ্টম্॥১৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ত্তনে হিরণ্যাশ্বপ্রদানবিধির্নামাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮০॥

একাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমম্।
পুণ্যমশ্বরথং নাম মহাপাতকনাশনম্॥১
পুণ্যং দিনমথাসাদ্য কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্।
লোকেশাবাহনং কুর্য্যাৎ তুলাপুরুষদানবৎ॥২
ঋত্বিঙ্মণ্ডপ-সম্ভার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্।
কৃষ্ণাজিনে তিলান্ কৃত্বা কাঞ্চনং স্থাপয়েদ্রথম্
অষ্টাশ্বং চতুরশ্বং বা চতুশ্চক্রং সকূবরম্।
ইন্দ্রনীলেন কুম্ভেন ধ্বজরূপেণ সংযুতম্॥ ৪
লোকপালাষ্টকং তদ্বৎ পদ্মরাগদলাবৃতম্।

এবং ইহার অভিনন্দন করিলে বিগতকল্মষ ও শুদ্ধদেহ হইয়া দেব মহেশ্বর ও পুরন্দরসেবিত স্থানে গমন করেন। ৮—১৫।

অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮০।

একাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য বলিলেন,—অতঃপর মহাপাতকনাশন পুণ্যজনক অনুত্তম অশ্বরথ নামক মহাদানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি—শ্রবণ করুন। যজমান পুণ্য দিনে তুলাপুরুষ দান-বৎ ব্রাহ্মণবাচন ও লোকেশ আবাহন করিয়া এবং ঋত্বিক্, মণ্ডপ, সম্ভার, ভূষণ, আচ্ছাদন আহরণান্তে তিল-সংযুক্ত কৃষ্ণাজিনোপরি কাঞ্চনময় রথ স্থাপন করিবেন। ঐ রথে আটটি বা চারিটি অশ্ব ও চারিটি চক্র যোজিত থাকিবে। ইন্দ্রনীলময় কুম্ভ ও ধ্বজ স্থাপন করিবে। ঐরূপ পদ্মরাগময় অষ্ট-

চতুরঃ পূর্ণকলশান্ ধান্যান্যষ্টাদশৈব তু ॥ ৫
কৌশেয়বস্ত্রসংযুক্তমুপরিষ্টাদ্বিতানকম্ ।
মাল্যেক্ষুফলসংযুক্তং পুরুষেণ সমন্বিতম্ ॥ ৬
যো যদ্ভক্তঃ পুমান্ কুর্য্যাৎ স তন্নাম্নাধিবাসনম্
ছত্র-চামর-কৌশেয়বস্ত্রোপানহপাদুকম্ ॥ ৭
গোভির্বিভবতঃ সার্দ্ধং দদ্যাচ্চ শয়নাদিকম্ ।
আ ভারাৎ ত্রিপলাদূর্দ্ধং শক্তিতঃ কারয়েদ্বুধঃ ॥
অশ্বাষ্টকেন সংযুক্তং চতুর্ভিরথ বাজিভিঃ ।
দ্বাভ্যামপি যুতং দদ্যাদ্ধেমসিংহধ্বজান্বিতম্ ॥৯
চক্ররক্ষাবুভৌ তস্য তুরগস্থাবথাশ্বিনৌ ।
পুণ্যকালমথাবাপ্য পূর্ব্ববৎ স্নাপিতো দ্বিজৈঃ ॥
ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাবৃত্য গৃহীতকুসুমাঞ্জলিঃ ।
শুক্লমাল্যাম্বরো দদ্যাদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥১১
নমো নমঃ পাপবিনাশনায়
বিশ্বাত্মনে বেদতুরঙ্গমায় ।
ধাম্নামধীশায় দিবাকরায়
পাপৌঘদাবানল দেহি শান্তিম্ ॥ ১২
বস্বষ্টকাদিত্য-মরুদ্গণানাং
ত্বমেব ধাতা পরমং নিধানম্ ।
যতস্ততো মে হৃদয়ং প্রয়াতু
ধর্ম্মৈকতানত্বমঘৌঘনাশাৎ ॥ ১৩
ইতি তুরগরথপ্রদানমেকং
ভবভয়সূদনমত্র যঃ করোতি ।
স কলুষপটলৈর্বিমুক্তদেহঃ
পরমুপৈতি পদং পিনাকপাণেঃ ॥ ১৪
দেদীপ্যমানবপুষাং বিজিতপ্রভাব-
মাক্রম্য মণ্ডলমখণ্ডিতচণ্ডভানোঃ ।
সিদ্ধাঙ্গনানয়নষট্পদপীয়মান-
বক্ত্রাম্বুজোঽম্বুজভবেন চিরং সহাস্তে ॥১৫
ইতি পঠতি শৃণোতি বা য ইত্থং
কনকতুরগরথপ্রদানমস্মিন্ ।
ন স নরকপুরং ব্রজেৎ কদাচি-
ন্নরকরিপোর্ভবনং প্রয়াতি ভূয়ঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ত্তনে হিরণ্যাশ্বরথপ্রদানবিধির্নামৈকাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮১ ॥

লোকপাল, চারিটি পূর্ণ কলস, ও অষ্টাদশ প্রকার ধান্য সংস্থাপন করা বিধেয়। রথ, কৌশেয়বস্ত্রে সংযুক্ত করিবে, এবং বেদীর উপরিভাগে চন্দ্রাতপ দিবে। মাল্য, ইক্ষু, ফল ও পুরুষ এই সকল দ্রব্য রথোপরি সংস্থাপিত করিবে। ১—৬। যে যাহার ভক্ত, সে তাহার নামেই অধিবাস করিবে। বিভবানুসারে গো সহ ছত্র, চামর, কৌশেয় বস্ত্র, উপানৎ, পাদুকা ও শয্যাদি দান করিবে। ত্রিপলের ঊর্দ্ধ হইতে ভার-পরিমাণ পর্য্যন্ত যথাশক্তি রথ নির্ম্মাণ করিবে। উহা হৈম-সিংহ-ধ্বজান্বিত ও আটটী চারিটী বা দুইটী অশ্বযুক্ত করিয়া দান করিবে। অশ্বারোহী অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঐ রথের চক্ররক্ষক রূপে কল্পিত হইবেন। অনন্তর শুক্লাম্বরধর যজমান পুণ্যসময়ে পূর্ব্ববৎ বিপ্রকর্ত্তৃক স্নাপিত হইয়া তিনবার প্রদক্ষিণান্তে দান করিবেন—করিয়া কুসুমাঞ্জলি গ্রহণান্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন,—হে পাপবিনাশন, বিশ্বাত্মন্, বেদতুরঙ্গম তেজোধিপতি পাপসমূহ-দাবানল দিবাকর! আপনাকে নমস্কার; আপনি শান্তি প্রদান করুন। যেহেতু আপনিই অষ্টবসু, আদিত্য ও মরুদ্গণের পরম ধাতা ও নিদান, অতএব আপনার প্রসাদে আমার হৃদয় নিষ্পাপ হইয়া ধর্ম্মৈকতানত্ব লাভ করুক। যে ব্যক্তি এই ভব-ভয়-নাশন তুরগ প্রদান নামক মহাদানের অনুষ্ঠান করে, সে কলুষ-রাশি হইতে মুক্ত হইয়া পিনাকপাণির পদ লাভ করে এবং দেদীপ্যমান দেহধারীদিগের প্রভাবজয়ী, অখণ্ডিত, চণ্ডভানুর মণ্ডল আক্রমণ করিয়া—সিদ্ধাঙ্গনাগণের নয়ন-মধুকর কর্ত্তৃক পীয়মানবক্ত্রাম্বুজ হইয়া অম্বুজভবের সহিত বসতি করে। এই সংসারে যিনি কনকতুরগ-রথ দানবিধি শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি কদাচ নরকে গমন করেন না।

দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি হেমহস্তিরথং শুভম্।
যস্য প্রদানাদ্ভুবনং বৈষ্ণবং যাতি মানবঃ॥ ১
পুণ্যাং তিথিমথাসাদ্য তুলাপুরুষদানবৎ।
বিপ্রবাচনকং কুর্য্যাল্লোকেশাবাহনং বুধঃ।
ঋত্বিঙ্মণ্ডপ-সম্ভার ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্॥ ২
অত্রাপ্যুপোষিতস্তদ্বদ্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভোজনম্।
কুর্য্যাৎ পুষ্পরথাকারং কাঞ্চনং মণিমণ্ডিতম্॥ ৩
বলভীভির্বিচিত্রাভিশ্চতুশ্চক্রসমন্বিতম্।
কৃষ্ণাজিনে তিলদ্রোণং কৃত্বা সংস্থাপয়েদ্রথম্॥ ৪
লোকপালাষ্টকোপেতং ব্রহ্মার্কশিবসংযুতম্।
মধ্যে নারায়ণোপেতং লক্ষ্মীপুষ্টিসমন্বিতম্॥ ৫
তথাষ্টাদশ ধান্যানি ভাজনাসনচন্দনৈঃ।
দীপিকোপানহচ্ছত্রদর্পণং পাদুকান্বিতম্॥ ৬
ধ্বজে তু গরুড়ং কুর্য্যাৎ কূবরাগ্রে বিনায়কম্।
নানাফলসমাযুক্তমুপরিষ্টাদ্বিতানকম্॥ ৭
কৌশেয়ং পঞ্চবর্ণন্তু অম্লানকুসুমান্বিতম্।
চতুর্ভিঃ কলশৈঃ সার্দ্ধং গোভিরষ্টাভিরন্বিতম্॥ ৮
চতুর্ভির্হেমমাতঙ্গৈর্মুক্তাদামবিভূষিতৈঃ।
স্বরূপতঃ করিভ্যাঞ্চ যুক্তং কৃত্বা নিবেদয়েৎ॥ ৯
কুর্য্যাৎ পঞ্চপলাদূর্দ্ধমা ভারাদপি শক্তিতঃ।
তথা মঙ্গলশব্দেন স্নাপিতো বেদপুঙ্গবৈঃ॥ ১০
ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাবৃত্য গৃহীতকুসুমাঞ্জলিঃ।
ইমমুচ্চারয়েন্মন্ত্রং ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ॥ ১১

নমো নমঃ শঙ্করপদ্মজার্ক-
লোকেশ-বিদ্যাধর-বাসুদেবৈঃ।
ত্বং সেব্যসে বেদ-পুরাণ-যজ্ঞৈ-
স্তেজোময় স্যন্দন পাহি তস্মাৎ॥ ১২
যত্তৎ পদং পরমগুহ্যতমং মুরারে-
রানন্দহেতু গুণরূপবিমুক্তমন্তঃ।
যোগৈকমানসদৃশো মুনয়ঃ সমাধৌ
পশ্যন্তি তত্ত্বমসি নাথ রথাধিরূঢ়॥ ১৩

পরন্তু নরকরিপুর ভবনে তাঁহার গতি হইয়া থাকে। ৭—১৬।

একাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮১

দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য বলিলেন,—যাহা প্রদান করিলে ত্রিভুবন বৈষ্ণব হয়, সেই শুভ হেম-হস্তি-রথপ্রদানের বিষয় বলিতেছি; শ্রবণ করুন। পুণ্যতিথিতে যজমান তুলাপুরুষদানবৎ বিপ্রবাচন, লোকেশ আবাহন, ঋত্বিক্, মণ্ডপ, সম্ভার ও ভূষণাচ্ছাদনাদি আহরণ করিবেন। এই মহাদানে যজমান উপবাসী থাকিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত ভোজন করিবেন। ঐ রথ পুষ্পকরথাকার কাঞ্চনময় মণিমণ্ডিত, বিচিত্র বলভীযুক্ত, ও চারিটী চক্রবিশিষ্ট করিয়া কৃষ্ণাজিনস্থ তিলদ্রোণোপরি সংস্থাপিত করিবে। উহা লোকপালাষ্টক-যুক্ত, ব্রহ্মার্ক-শিব-সংযুক্ত, নারায়ণাধিষ্ঠিত-মধ্য, লক্ষ্মীপুষ্টি-সমন্বিত, দ্বাদশ প্রকার ধান্য ও ভাজনাসন-চন্দন-চর্চ্চিত এবং দীপ, উপানহ, ছত্র, দর্পণ ও পাদুকা দ্বারা সুসজ্জিত হইবে। রথের ধ্বজে গরুড় ও কূবরাগ্রে বিনায়ককে স্থাপিত করিবে। নানা ফলযুক্ত চন্দ্রাতপ উপরিভাগে প্রসারিত করিবে। অম্লান-কুসুমান্বিত পঞ্চবর্ণ কৌশেয় বস্ত্রে রথ আচ্ছাদিত করিবে। উহা চারিটী কলসের সহিত আটটী গো দ্বারা আবৃত হইবে। মুক্তাদাম-বিভূষিত চারিটী হৈমমাতঙ্গের সহিত স্বরূপতঃ দুইটী হস্তী যোগ করিয়া নিবেদন করিবে। ১—১০। অনন্তর যজমান বেদজ্ঞ-পুঙ্গব কর্ত্তৃক মঙ্গল মন্ত্র দ্বারা স্নাপিত হইয়া কুসুমাঞ্জলি গ্রহণান্তে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবেন এবং এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—হে তেজোময় স্যন্দন! তুমি শঙ্কর, পদ্মজ, অর্ক, লোকেশ, বিদ্যাধর ও বাসুদেব কর্ত্তৃক বেদ, পুরাণ ও যজ্ঞ দ্বারা সেবিত হও; অতএব তুমি আমা-দিগকে পালন কর। যোগের একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ মুনিগণ সমাধিসময়ে মুরারির

যস্মাৎ ত্বমেব ভবসাগরসংপ্লুতানা-
মানন্দভাগমৃতমধ্বগপারপত্রম্ ।
তস্মাদঘৌঘশমনেন কুরু প্রসাদং
চামীকরেভরথ মাধব সম্প্রদানাৎ ॥১৪
ইত্থং প্রণম্য কনকেভরথপ্রদানং
যঃ কারয়েৎ সকলপাপবিমুক্তদেহঃ ।
বিদ্যাধরামরমুনীন্দ্রগণাভিজুষ্টং
প্রাপ্নোত্যসৌ পদমতীন্দ্রিয়মিন্দুমৌলেঃ ॥
কৃতদুরিতবিতানপ্রজ্বলদ্বহ্নিজাল-
ব্যতিকরকৃতদেহোদ্বেগভাজোঽপি বন্ধূন্ ।
নয়তি স পিতৃপুত্রান্ বান্ধবানপ্যশেষান্
কৃতগজরথদানাচ্ছাশ্বতং সদ্ম বিষ্ণোঃ ॥১৬

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ত্তনে হেমহস্তিরথপ্রদানবিধির্নাম দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮২ ॥

যে আনন্দহেতু গুণরূপ-বিমুক্ত প্রসিদ্ধ পদ্ম হৃদয়ে দর্শন করেন, হে নাথ! অধিরূঢ়, রথ! তাহাই তুমি। হে সুবর্ণ হস্তিরথ মাধব! যেহেতু তুমি ভব-সাগর-মগ্ন ব্যক্তিগণের আনন্দভাক্ অমৃত অধ্বগ-পারপত্র অতএব তুমি আমাদের পাপোপশমনপূর্ব্বক প্রসন্ন হও। যিনি এই প্রকারে প্রণাম করিয়া কনকহস্তিরথ প্রদান করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্তদেহ হন এবং পরে বিদ্যাধর, অমর ও মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া চন্দ্রমৌলির অতীন্দ্রিয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি প্রজ্বলিত বহ্নি-শিখাসমূহ-সদৃশ দুরিতনিচয় নিবন্ধন উদ্বেগভাগী অশেষ বন্ধুবান্ধব ও পিতৃ-পুত্রদিগকে শাশ্বত বিষ্ণুসদনে উপনীত করেন। ১১—১৬।

দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮২।

ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মৎস্য উবাচ ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমম্ ।
পঞ্চলাঙ্গলকং নাম মহাপাতকনাশনম্ ॥১
পুণ্যাং তিথিমথাসাদ্য যুগাদিগ্রহণাদিকাম্ ।
ভূমিদানং নরো দদ্যাৎ পঞ্চলাঙ্গলকান্বিতম্ ॥২
খর্ব্বটং খেটকং বাপি গ্রামং বা শস্যশালিনম্ ।
নিবর্ত্তনশতং বাপি তদর্দ্ধং বাপি শক্তিতঃ ॥৩
সারদারুময়ান্ কৃত্বা হলান্ পঞ্চ বিচক্ষণঃ ।
সর্ব্বোপকরণৈর্যুক্তানন্যান্ পঞ্চ চ কাঞ্চনান্ ।
কুর্য্যাৎ পঞ্চপলাদূর্দ্ধমাসহস্রপলাবধি ॥৪
বৃষান্ লক্ষণসংযুক্তান্ দশ চৈব ধুরন্ধরান্ ।
সুবর্ণশৃঙ্গাভরণান্ মুক্তালাঙ্গুলভূষণান্ ॥৫
রূপ্যপাদাগ্রতিলকান্ রক্তকৌশেয়ভূষণান্ ।
স্রগ্দামচন্দনযুতান্ শালায়ামধিবাসয়েৎ ॥৬
ধরণ্যাদিত্যরুদ্রেভ্যঃ পায়সং নির্ব্বপেচ্চরুম্ ।
একস্মিন্নেব কুণ্ডে তু গুরুস্তেভ্যো নিবেদয়েৎ
পলাশসমিধস্তদ্বদাজ্যং কৃষ্ণতিলাস্তথা ।

ত্র্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য বলিলেন,—অতঃপর পঞ্চলাঙ্গলক নামক মহাপাতক-নাশন অনুত্তম মহাদানের বিষয় বলিতেছি; শ্রবণ করুন। মানব যুগাদি ও গ্রহণ প্রভৃতি পুণ্যতিথিতে পঞ্চলাঙ্গলান্বিত ভূমি দান করিবে। খর্ব্বট, খেট, শস্যশালী গ্রাম, শত নিবর্ত্তন বা তদর্দ্ধ, শক্ত্যনুসারে এই সকল ভূমিদান করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি পাঁচটী সারদারুময় এবং পাঁচটী কাঞ্চনময় সোপকরণ হল প্রস্তুত করাইবে। ইহার পরিমাণ পঞ্চ পলের ঊর্দ্ধ হইতে সহস্র পল পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। মণ্ডপমধ্যে স্রগ্দাম-চন্দন-যুক্ত, রক্তবর্ণ কৌশেয়-বসনাবৃত, রূপ্যপাদ, তিলকবিশিষ্ট, মুক্তালঙ্কৃত-লাঙ্গুল, সুবর্ণ-মণ্ডিত-শৃঙ্গ, যুগন্ধর ও সুলক্ষণ দশটী বৃষের অধিবাসন করিবে। গুরু একই কুণ্ডে ধরণী, আদিত্য ও রুদ্রদেবকে পায়স ও চরু

তুলাপুরুষবৎ কুর্য্যাল্লোকেশাবাহনং বুধঃ। ৮
ততো মঙ্গলশব্দেন শুক্লমাল্যাম্বরো বুধঃ।
আহূয় দ্বিজদাম্পত্যং হেমসূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ। ৯
কৌশেয়বস্ত্রকটকৈর্মণিভিশ্চাভিপূজয়েৎ।
শয্যাং সোপস্করাং দদ্যাদ্ধেনুমেকাং পয়স্বিনীম্
তথাষ্টাদশ ধান্যানি সমন্তাদধিবাসয়েৎ।
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য গৃহীতকুসুমাঞ্জলিঃ। ১১
ইমমুচ্চারয়েন্মন্ত্রমথ সর্ব্বং নিবেদয়েৎ।
যস্মাদ্দেবগণাঃ সর্ব্বে স্থাবরাণি চরাণি চ ১২
ধুরন্ধরাঙ্গে তিষ্ঠন্তি তস্মাদ্ভক্তিঃ শিবেঽস্তু মে
যস্মাচ্চ ভূমিদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
দানান্যন্যানি মে ভক্তির্ধর্ম্মে এব দৃঢ়া ভবেৎ।
দণ্ডেন সপ্তহস্তেন ত্রিংশদ্দণ্ডং নিবর্ত্তনম্। ১৪
ত্রিভাগহীনং গোচর্ম্মমানমাহ প্রজাপতিঃ।
মানেনানেন যো দদ্যান্নিবর্ত্তনশতং বুধঃ।
বিধিনানেন তস্যাশু ক্ষীয়তে পাপসংহতিঃ। ১৫
তদর্দ্ধমথবা দদ্যাদপি গোচর্ম্মমাত্রকম্।
ভবনস্থানমাত্রং বা সোঽপি পাপৈঃ প্রমুচ্যতে
যাবন্তি লাঙ্গলকমার্গমুখানি ভূমে-
র্ভাসাম্পতের্দুহিতুরঙ্গজরোমকাণি।
তাবন্তি শঙ্করপুরে স সমা হি তিষ্ঠেৎ
ভূমিপ্রদানমিহ যঃ কুরুতে মনুষ্যঃ। ১৭
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সুরাসুর-সিদ্ধসঙ্ঘৈ-
রাধূতচামরমুপেত্য মহদ্বিমানম্।
সম্পূজ্যতে পিতৃ-পিতামহ-বন্ধুযুক্তঃ
শম্ভোঃ পদং ব্রজতি চামরনায়কঃ সন্। ১৮
ইন্দ্রত্বমপ্যধিগতং ক্ষয়মভ্যুপৈতি
গো-ভূমি-লাঙ্গলধুরন্ধরসম্প্রদানাৎ।
তস্মাদঘৌঘপটলক্ষয়কারিভূমে-
র্দানং বিধেয়মিতি ভূতিভবোদ্ভবায়। ১৯

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ত্তনে পঞ্চলাঙ্গলপ্রদানবিধির্নাম ত্র্যশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২৮৩।

নিবেদন করিবেন এবং ঐরূপ পলাশসমিধ্, আজ্য ও কৃষ্ণতিল দিবেন। তুলাপুরুষ-দানবৎ লোকেশ-আবাহন করিতে হইবে। অনন্তর পণ্ডিত ব্যক্তি মঙ্গল-শব্দ দ্বারা শুক্ল-মাল্য ও বস্ত্র পরিধান করিয়া দ্বিজদম্পতিকে আহ্বানপূর্ব্বক তাহাদিগকে হৈম সূত্র, অঙ্গুলীয়ক, কৌশেয়, বস্ত্র, কটক, ও মণি দ্বারা অভিপূজিত করিবে। একটী পয়স্বিনী ধেনু, ও সোপস্কর শয্যা দান করা বিধেয়। চতুর্দ্দিকে অষ্টাদশ প্রকার ধান্য স্থাপন করা কর্ত্তব্য।১—১০। অনন্তর কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিয়া মণ্ডপ প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক এই মন্ত্রোচ্চারণান্তে সকল বস্তু নিবেদন করিবে। মন্ত্র—যথা, যে হেতু দেবগণ ও চরাচর যাবতীয় জীব তোমার ধুরন্ধর অঙ্গে বিরাজিত; অতএব হে শিব! তোমাতে আমার ভক্তি হউক। যেহেতু অন্যান্য দান সমুদয় ভূমি দানের ষোড়শী কলারও সমান নহে, অতএব ভূমি দান করিয়া ধর্ম্মে আমার দৃঢ় মতি হউক। সপ্ত হস্ত দণ্ডের ত্রিংশৎ দণ্ড পরিমাণকে নিবর্ত্তন ও উহা হইতে তিন দণ্ড ন্যূনপরিমাণকে গোচর্ম্ম বলা যায়। ইহা প্রজাপতি কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এই পরিমাণে উক্ত বিধানে শত নিবর্ত্তন ভূমি দান করেন, তাঁহার পাপসংহতি আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে। যদি উহার অর্দ্ধ-পরিমিত বা গো চর্ম্ম-পরিমিত অথবা ভবনোপযোগী স্থান মাত্রও কেহ দান করে, তবে সেই ব্যক্তিও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে মানব এই সংসারে ভূমিদান করে, দত্ত ভূমিতে যাবৎসংখ্যক লাঙ্গল পদ্ধতি এবং সূর্য্য-দুহিতার যতগুলি অঙ্গজ-রোম, তত সংখ্যক বৎসর সেই ব্যক্তি শঙ্করপুরে বাস করে এবং মহৎ বিমানে আরোহণ করিয়া পিতৃ-পিতামহ ও বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সুরাসুর ও সিদ্ধসঙ্ঘকর্ত্তৃক বীজিত ও পূজিত হইয়া অমরনায়করূপে শম্ভুর পদ প্রাপ্ত হয়। মানব গো, ভূমি, লাঙ্গল ও ধুরন্ধর দান নিবন্ধন পাপক্ষয় করিয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মৎস্য উবাচ ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ধরাদানমনুত্তমম্ ।
পাপক্ষয়করং নৃণামমঙ্গল্যবিনাশনম্ ॥ ১
কারয়েৎ পৃথিবীং হৈমীং জম্বুদ্বীপানুকারিণীম্ ।
মর্য্যাদাপর্ব্বতবতীং মধ্যে মেরুসমন্বিতাম্ ॥ ২
লোকপালাষ্টকোপেতাং নববর্ষসমন্বিতাম্ ।
নদীনদসমোপেতাং সপ্তসাগরবেষ্টিতাম্ ॥ ৩
মহারত্নসমাকীর্ণাং বসুরুদ্রার্কসংযুতাম্ ।
হেম্নঃ পলসহস্রেণ তদর্দ্ধেনাথ শক্তিতঃ ॥ ৪
শতত্রয়েণ বা কুর্য্যাদ্দ্বিশতেন শতেন বা ।
কুর্য্যাৎ পঞ্চপলাদূর্দ্ধমশক্তোঽপি বিচক্ষণঃ ॥ ৫
তুলাপুরুষবৎ কুর্য্যাল্লোকেশাবাহনং বুধঃ ।
ঋত্বিঙ্মণ্ডপ-সম্ভার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্ ॥ ৬
বৈদ্যাং কৃষ্ণাজিনং কৃত্বা তিলানামুপরি ন্যসেৎ
তথাষ্টাদশ ধান্যানি রসাংশ্চ লবণাদিকান্ ॥ ৭
তথাষ্টৌ পূর্ণকলশান্ সমন্তাৎ পরিকল্পয়েৎ ।
বিতানকঞ্চ কৌশেয়ং ফলানি বিবিধানি চ ॥ ৮
তথাংশুকানি রম্যাণি শ্রীখণ্ডশকলানি চ ।
ইত্যেবং কারয়িত্বা তামধিবাসনপূর্ব্বকম্ ॥ ৯
শুক্লমাল্যাম্বরধরঃ শুক্লাভরণভূষিতঃ ।
প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা গৃহীতকুসুমাঞ্জলিঃ ॥১০
পুণ্যং কালমথাসাদ্য মন্ত্রানেতানুদীরয়েৎ ।
নমস্তে সর্ব্বদেবানাং ত্বমেব ভবনং যতঃ ॥ ১১
ধাত্রী চ সর্ব্বভূতানামতঃ পাহি বসুন্ধরে ।
বসু ধারয়সে যস্মাদ্বসু চাতীব নির্ম্মলম্ ॥ ১২
বসুন্ধরা ততো জাতা তস্মাৎ পাহি ভয়াদলম্
চতুর্ম্মুখোঽপি নো গচ্ছেদ্যস্মাদন্তং তবাচলে ॥
অনন্তায়ৈ নমস্তুভ্যং পাহি সংসারকর্দ্দমাৎ ।
ত্বমেব লক্ষ্মীর্গোবিন্দে শিবে গৌরীতি চাস্থিতা
গায়ত্রী ব্রহ্মণঃপার্শ্বেজ্যোৎস্না চন্দ্রে রবৌ প্রভা

ঐশ্বর্য্যময় জন্ম লাভের নিমিত্ত পাপরাশিনাশী ভূমিদান সকলেরই বিধেয় । ১১—১৯ ।

ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮৩ ॥

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্য বলিলেন,—অতঃপর আমি মানবগণের অশুভনাশন পাপক্ষয়কর অনুত্তম ধরাদানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি ;—শ্রবণ করুন । যজমান জম্বুদ্বীপানুকারিণী কাঞ্চনময়ী পৃথিবী নিৰ্ম্মাণ করাইবেন । উহা মর্য্যাদাপর্ব্বতবতী, মেরুমধ্যা, লোকপালাষ্টকোপেতা, নববর্ষ-সমন্বিতা, নদী-নদ-সমাকুলা, সপ্তসাগর-বেষ্টিতা, মহারত্ন-সমাকীর্ণা, এবং বসু, রুদ্র ও অর্ক-সংযুক্তা হইবে । মানব শক্তি-অনুসারে ঐ সুবর্ণময় পৃথিবীর পরিমাণ—সহস্র পল, পাঁচশত পল, তিনশত পল, দ্বিশত পল বা শতপল করিবে । নিতান্ত অশক্ত পক্ষে বিচক্ষণ ব্যক্তি পঞ্চ পলের ঊর্দ্ধ পরিমাণ করিবে । তুলাপুরুষদানবৎ লোকেশ-আবাহন, ঋত্বিক্, মণ্ডপ, সম্ভার, ও ভূষণাচ্ছাদনাদি করিবে । বেদীর উপরিভাগে কৃষ্ণাজিন পাতিত করিয়া তদুপরি তিল রক্ষা করিবে । ঐরূপ অষ্টাদশ প্রকার ধান্য, রস, লবণ ও অষ্ট পূর্ণকলস চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিবে । কৌশেয় চন্দ্রাতপ, বিবিধ ফল, বস্ত্র, রমণীয় শ্রীখণ্ড—এই সকল দ্রব্য যথাযথ স্থাপন করিবে । পরে শুক্ল মাল্যাম্বর-পরিধায়ী শুক্লাভরণ-ভূষিত গৃহীত-কুসুমাঞ্জলি যজমান শুভক্ষণে অধিবাসপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া এই সকল মন্ত্র পাঠ করিবে—হে মাতঃ বসুন্ধরে । তুমিই নিখিল দেবগণের আশ্রয়, এবং সর্ব্বজীবের ধাত্রীস্বরূপা, অতএব আমাদিগকে রক্ষা কর । হে মাতঃ ! তুমি বসু ধারণ কর বলিয়া তোমার নাম বসুন্ধরা । তুমি আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা কর । ১—১২ । হে অচলে ! চতুর্ম্মুখও তোমার অন্ত পান না ; এজন্য তুমি অনন্তা । তোমাকে নমস্কার ; সংসার কর্দ্দম হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর । হে শিবে ! হে গোবিন্দে ! তুমিই লক্ষ্মী এবং তুমিই গৌরীরূপে অবস্থিতা আছ । তুমিই ব্রহ্মার পার্শ্বে গায়ত্রী, চন্দ্রের

বুদ্ধির্বৃহস্পতৌ খ্যাতা মেধা মুনিষু সংস্থিতা ॥১৮
বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতা যস্মাৎততো বিশ্বম্ভরা স্মৃতা।
ধৃতিঃ স্থিতিঃ ক্ষমা ক্ষৌণী পৃথ্বী বসুমতী রসা।
এতাভির্মূর্ত্তিভিঃ পাহি দেবি সংসারসাগরাৎ।
এবমুচ্চার্য্য তাং দেবীং ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ।
ধরার্দ্ধং বা চতুর্ভাগং গুরবে প্রতিপাদয়েৎ।
শেষঞ্চৈবাথ ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ॥
অনেন বিধিনা যস্তু দদ্যাদ্ধেমধরাং শুভাম্।
পুণ্যকালে তু সম্প্রাপ্তে স পদং যাতি বৈষ্ণবম্
বিমানেনার্কবর্ণেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
নারায়ণপুরং গত্বা কল্পত্রয়মথাবসেৎ।
পিতৄন্ পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ তারয়েদেকবিংশতিম্
ইতি পঠতি য ইত্থং যঃ শৃণোতি প্রসঙ্গা-
দপি কলুষবিতানৈর্মুক্তদেহঃ সমস্তাৎ।
দিবমমরবধূভির্যাতি সম্প্রার্থ্যমানো
পদমমরসহস্রৈঃ সেবিতং চন্দ্রমৌলেঃ॥ ২১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ত্তনে হেমপৃথিবীদানমাহাত্ম্যং নাম চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমে ঽধ্যায়ঃ॥ ২৮৪॥

জ্যোৎস্না, রবির প্রভা, বৃহস্পতির বুদ্ধি এবং মুনিগণের মেধারূপে অবস্থিতা। মাতঃ! তুমিই বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ, এই জন্যই তোমার নাম বিশ্বম্ভরা হইয়াছে। হে দেবি! তুমি তোমার ধৃতি, স্থিতি, ক্ষমা, ক্ষৌণী, পৃথ্বী, বসুমতী ও রসা—এই সকল মূর্ত্তি দ্বারা সংসার-সাগর হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। এইরূপে অভিমন্ত্রিত করিয়া ঐ দেবীকে ব্রাহ্মণসাৎ করিবে। ধরার অর্দ্ধভাগ বা চতুর্থভাগ গুরুকে প্রদান করিবে। অবশিষ্ট, ঋত্বিক্‌দিগকে প্রদান করিয়া প্রণিপাতপুরঃসর তাঁহাদিগক বিদায় দিবে। এই বিধি অনুসারে যে ব্যক্তি হৈম-ধরা দান করে, পুণ্যকাল উপস্থিত হইলে সে পরম বৈষ্ণব পদ লাভ করে এবং কিঙ্কিণী-জালমালী অর্কবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া নারায়ণপুরে উপস্থিত হয় এবং কল্পত্রয়কাল যাবৎ তথায় বাস করে। পরন্তু ঐ ব্যক্তি পিতৃ, পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি একবিংশতি পুরুষ উদ্ধার করে। এই মহাদানের বিষয় যে ব্যক্তি পাঠ এবং প্রসঙ্গবশতও যদি শ্রবণ করে, তাহা হইলে সে সর্ব্বতোভাবে কলুষ-কদম্ব হইতে মুক্তি লাভ করে এবং অমর-বধূগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বর্গে গমন করে। পরে অমরসহস্র-সেবিত পাশুপত পদ প্রাপ্ত হয়। ১৩—২১।

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৮৪।

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমম্।
বিশ্বচক্রমিতি খ্যাতং মহাপাতকনাশনম্॥ ১
তপনীয়স্য শুদ্ধস্য বিষুবাদিষু কারয়েৎ।
শ্রেষ্ঠং পলসহস্রেণ তদর্দ্ধেন তু মধ্যমম্॥ ২
তস্যার্দ্ধেন কনিষ্ঠং স্যাদ্বিশ্বচক্রমুদাহৃতম্।
অন্যাদ্বিংশৎপলাদূর্দ্ধমশক্তোঽপি নিবেদয়েৎ॥৩
ষোড়শারং ততশ্চক্রং ভ্রমন্ নেম্যষ্টকাবৃতম্।
নাভিপদ্মে স্থিতং বিষ্ণুং যোগারূঢ়ং চতুর্ভুজম্॥

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—অতঃপর বিশ্বচক্রাখ্য মহাপাতকনাশন অনুত্তম মহাদানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। বিষুবাদি দিনে বিশুদ্ধ সুবর্ণের বিশ্বচক্র নির্ম্মাণ করিবে। সহস্র পল-পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত হইলে, উহা শ্রেষ্ঠ, তদর্দ্ধে মধ্যম; এবং তদর্দ্ধে নির্ম্মিত কনিষ্ঠ বলিয়া জানিবে। অশক্ত ব্যক্তি বিংশতি পলাধিক সুবর্ণে বিশ্বচক্র প্রস্তুত করিবে। ঐ চক্রের ষোড়শটী অর ও আটটী নেমী থাকিবে। উহার নাভিপদ্মে যোগারূঢ় চতুর্ভুজ বিষ্ণু থাকি-

শঙ্খ-চক্রেঽস্য পার্শ্বে তু দেবাষ্টকসমাবৃতম্।
দ্বিতীয়াবরণে তদ্বৎ পূর্ব্বতো জলশায়িনম্ ॥ ৫
অত্রিভৃগুর্বসিষ্ঠশ্চ ব্রহ্মা কশ্যপ এব চ।
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোথ বামনঃ ॥ ৬
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কীতি চ ক্রমাৎ।
তৃতীয়াবরণে গৌরী মাতৃভির্বসুভির্বৃতা ॥ ৭
চতুর্থে দ্বাদশাদিত্যা বেদাশ্চত্বার এব চ।
পঞ্চমে পঞ্চ ভূতানি রুদ্রাশ্চৈকাদশৈব তু ॥ ৮
লোকপালাষ্টকং ষষ্ঠে দিঙ্মাতঙ্গাস্তথৈব চ।
সপ্তমেঽস্ত্রাণি সর্ব্বাণি মঙ্গলানি চ কারয়েৎ ॥৯
অন্তরান্তরতো দেবান্ বিন্যসেদষ্টমে পুনঃ।
তুলাপুরুষবচ্ছেষং সমন্তাৎ পরিকল্পয়েৎ ॥ ১০
ঋত্বিঙ্মণ্ডপ-সম্ভার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্।
বিশ্বচক্রং ততঃ কুর্য্যাৎ কৃষ্ণাজিনতিলোপরি ॥
তথাষ্টাদশ ধান্যানি রসাংশ্চ লবণাদিকান্।
পূর্ণকুম্ভাষ্টকঞ্চৈব বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ১২
মাল্যেক্ষুফল-রত্নানি বিতানঞ্চাপি কারয়েৎ।
ততো মঙ্গলশব্দেন স্নাতঃ শুক্লাম্বরো গৃহী।
হোমাধিবাসনান্তে বৈ গৃহীতকুসুমাঞ্জলিঃ।
ইমমুচ্চারয়েন্মন্ত্রং ত্রিঃ কৃত্বা তু প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৩
নমো বিশ্বময়ায়েতি বিশ্বচক্রাত্মনে নমঃ ॥ ১৪
পরমানন্দরূপী ত্বং পাহি নঃ পাপকর্দ্দমাৎ।
তেজোময়মিদং যস্মাৎ সদা পশ্যন্তি যোগিনঃ ॥
হৃদি তত্ত্বং গুণাতীতং বিশ্বচক্রং নমাম্যহম্।
বাসুদেবে স্থিতং চক্রং চক্রমধ্যে তু মাধবঃ ॥১৬
অন্যোন্যাধাররূপেণ প্রণমামি স্থিতাবিহ।
বিশ্বচক্রমিদং যস্মাৎ সর্ব্বপাপহরং পরম্ ॥ ১৭
আয়ুধঞ্চাপি বাসশ্চ ভবাদুদ্ধর মামতঃ।
ইত্যামন্ত্র্য চ যো দদ্যাদ্বিশ্বচক্রং বিমৎসরঃ ॥ ১৮
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।
বৈকুণ্ঠলোকমাসাদ্য চতুর্ব্বাহুঃ সনাতনঃ ॥ ১৯
সেব্যতেঽপ্সরসাং সঙ্ঘৈস্তিষ্ঠেৎ কল্পশতত্রয়ম্

বেন। বিষ্ণুর পার্শ্বে শঙ্খ, চক্র থাকিবে। ঐ চক্রে চক্রমধ্যে অষ্ট দেবী থাকিবেন। উহার পূর্ব্বদিকে দ্বিতীয় আবরণে জলশায়ী, অত্রি, ভৃগু, বসিষ্ঠ, ব্রহ্মা, কশ্যপ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, দাশরথি, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী, তৃতীয়াবরণে বসু ও মাতৃগণ সহ গৌরী, চতুর্থে দ্বাদশ আদিত্য, চারিবেদ, পঞ্চমে পঞ্চভূত, ও একাদশ রুদ্র, ষষ্ঠে অষ্ট লোকপাল ও দিগ্মাতঙ্গ, সপ্তমে সমুদয় অস্ত্র ও যাবতীয় মাঙ্গল্য দ্রব্য এবং অষ্টমে মধ্যে মধ্যে দেবগণকে বিন্যাস করিবে। অবশিষ্ট সমুদয় কর্ম্ম তুলাপুরুষদানবৎ জানিবে। ঋত্বিক্, মণ্ডপ, সম্ভার, ভূষণ, আচ্ছাদনাদি করিবে। কৃষ্ণাজিনোপরি তিল বিন্যাসপূর্ব্বক তাহাতে বিশ্বচক্র নিধান করিবে এবং অষ্টাদশ প্রকার ধান্য রস লবণাদি, অষ্ট পূর্ণকুম্ভ, বিবিধ বস্ত্র, মাল্য, ইক্ষু, ফল, রত্ন ও বিতান উপকল্পিত করিবে। অনন্তর গৃহী মঙ্গলশব্দ উচ্চারণ দ্বারা স্নাত ও শুক্লাম্বরপরিধায়ী হইয়া হোমাধিবাসনান্তে কুসুমাঞ্জলি গ্রহণপুরঃসর তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে ।১—১৩। হে বিশ্বময়! হে বিশ্বচক্রাত্মন্! আপনাকে নমস্কার। আপনি পরমানন্দরূপী, অতএব আমাদিগকে পাপ-কর্দ্দম হইতে উদ্ধার করুন। যোগিগণ সর্ব্বদা যাঁহাকে হৃদয়মধ্যে তেজোময় তত্ত্বরূপে দর্শন করিতেছেন, আমি সেই গুণাতীত বিশ্বচক্রকে প্রণাম করিতেছি। হে চক্র! আপনি বাসুদেবে অবস্থান করিতেছেন, এবং বাসুদেবও আপনাতে অবস্থান করিতেছেন। আপনারা উভয়ে পরস্পরের আধাররূপে অবস্থিত। অতএব আপনাকে প্রণাম করি। হে বিশ্বচক্র! আপনি সার্ব্বপাপ-হর পরম আয়ুধ ও অবলম্বন। অতএব আমাকে এ ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন। এ ভাবে আমন্ত্রণ করিয়া যে ব্যক্তি বিমৎসরচিত্তে বিশ্বচক্র প্রদান করেন, তিনি নিখিল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে পূজিত হন এবং বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া চতুর্বাহু ও শাশ্বতরূপে অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া কল্পশতত্রয়কাল যাবৎ তথায়

নমেদ্বাথ যঃ কৃত্বা বিশ্বচক্রং দিনে দিনে।
তস্যায়ুর্বর্দ্ধতে নিত্যং লক্ষ্মীশ্চ বিপুলা ভবেৎ ॥২০॥
ইতি সকলজগৎসুরাধিবাসং
বিতরতি যস্তপনীয়ষোড়শারম্।
হরিভবনমুপাগতঃ স সিদ্ধ-
শ্চিরমভিগম্য নমস্যতে শিরোভিঃ ॥ ২১
শুভদর্শনতাং প্রয়াতি শত্রো-
র্মদনসুদর্শনতাঞ্চ কামিনীভ্যঃ।
স সুদর্শনকেশবানুরূপঃ
কনকসুদর্শনদানদগ্ধপাপঃ ॥ ২২
কৃতগুরুদুরিতানি ষোড়শার-
প্রবিতরণে প্রবরাকৃতির্মুরারেঃ।
অভিভবতি ভবোদ্ভবস্থি ভীত্যা
ভবমভিতো ভুবনে ভয়ানি ভূয়ঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ত্তনে
বিশ্বচক্রপ্রদানবিধির্নাম পঞ্চাশীত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৫ ॥

বসতি করেন। যিনি বিশ্বচক্র নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিদিন প্রণাম করেন, তাঁহার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় এবং তদীয় গৃহে চঞ্চলা অচলা হইয়া বাস করেন। এই সচরাচর জগৎ ও দেবগণের অধিষ্ঠানস্বরূপ, ষোড়শার চক্র যিনি প্রদান করেন, তিনি হরিভবনে উপনীত হইয়া সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক নমস্কৃত হন। পরন্তু তিনি কনক-সুদর্শন দানবশতঃ বিনষ্ট-কল্মষ হইয়া শত্রুদিগের শুভদর্শন ও কামিনীগণের চক্ষে মদন-সুদর্শন-রূপে প্রতিভাত হন। মোহন-মূর্ত্তি শ্রীহরি উদ্দেশে তাঁহার ষোড়শার চক্র দান করিলে মানবের কৃত দুরিতরাশি তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার সংসারে পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণের ভয়ও থাকে না। ১৭—২৩।

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮৫।

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমম্।
মহাকল্পলতা নাম মহাপাতকনাশনম্ ॥১
পুণ্যাং তিথিমথাসাদ্য কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্।
ঋত্বিঙ্মণ্ডপসম্ভার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্ ॥ ২
তুলাপুরুষবৎ কুর্য্যাল্লোকেশাবাহনং বুধঃ।
চামীকরময়ীঃ কুর্য্যাদ্দশকল্পলতাঃ সমাঃ ॥ ৩
নানাপুষ্পফলোপেতা নানাংশুকবিভূষিতাঃ।
বিদ্যাধর-সুপর্ণানাং মিথুনৈরুপশোভিতাঃ ॥৪
পুষ্পাপাদিৎসুভিঃ সিদ্ধৈঃ ফলানি চ বিহঙ্গমৈঃ
লোকপালানুকারিণ্যঃ কর্ত্তব্যাস্তাসু দেবতাঃ
ব্রাহ্মীমনন্তশক্তিঞ্চ লবণস্যোপরি ন্যসেৎ।
অধস্তাল্লতয়োর্মধ্যে পদ্মশঙ্খকরে শুভে ॥৬
ইভাসনস্থা তু গুড়ে পূর্ব্বতঃ কুলিশায়ুধা।
রজনীসংস্থিতাগ্নেয়ী স্রুবপাণিরথানলে ॥৭

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—অতঃপর মহাকল্পলতা-নামক মহাপাতক-নাশন অনুত্তম মহাদানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। পুণ্যতিথিতে ব্রাহ্মণবাচন করিয়া ঋত্বিক্, মণ্ডপ, সম্ভার, ভূষণ, আচ্ছাদনাদি ও লোকেশ-আবাহন প্রভৃতি তুলাপুরুষবৎ সমুদয় কার্য্য করিবে। সুবর্ণময় দশটী কল্পলতা নির্ম্মাণ করিবে। উহা নানা পুষ্প-ফলময়ী, নানা বসনভূষিতা, বিদ্যাধরমিথুন, সুপর্ণমিথুন, পুষ্পচয়নকারী সিদ্ধগণ ও ফলাহরণকারী বিহঙ্গমগণ দ্বারা উপশোভিত হইবে। এতদ্ভিন্ন উহাতে লোকপালানুকারী দেবতা সকল বিন্যাস করিবে। লবণের উপরিভাগে লতার অধোদিকে শুভ পদ্ম-শঙ্খধারিণী ব্রাহ্মী ও অনন্তশক্তিকে স্থাপন করিবে। গুড়ের উপরিভাগে পূর্ব্বদিকে ইভাসনস্থা ইন্দ্রাণীকে স্থাপন করিবে। অনলে হরিদ্রাসংস্থিতা স্রুবপাণি অগ্নায়ী

যাম্যে চ মহিষারূঢ়া গদিনী তণ্ডুলোপরি।
ঘৃতে তু নৈর্ঋতী স্থাপ্যা সখড়্গা দক্ষিণাপরে
বারুণে বারুণী ক্ষীরে ঝষস্থা নাগপাশিনী।
পতাকিনী চ বায়ব্যে মৃগস্থা শর্করোপরি ॥৯
সৌম্যা তিলেষু সংস্থাপ্যা শঙ্খিনী নিধিসংস্থিতা
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া নবনীতে ত্রিশূলিনী ॥১০
মৌলয়ো বরদাস্তদ্বৎ কর্ত্তব্যা বালকান্বিতাঃ।
শক্ত্যা পঞ্চপলাদূর্দ্ধমা সহস্রাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥১১
সর্ব্বাসামুপরি স্থাপ্যং পঞ্চবর্ণং বিতানকম্।
ধেনবো দশ কুম্ভাশ্চ বস্ত্রযুগ্মাণি চৈব হি ॥১২
মধ্যমে দ্বে তু গুরবে ঋত্বিগ্‌ভ্যোঽন্যাস্তথৈব চ
ততো মঙ্গলশব্দেন স্নাতঃ শুক্লাম্বরো বুধঃ।
ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাবৃত্য মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥ ১৩
নমো নমঃ পাপবিনাশনীভ্যো
ব্রহ্মাণ্ডলোকেশ্বরপালিনীভ্যঃ।
আশংসিতাধিক্যফলপ্রদাভ্যো
দিগ্‌ভ্যস্তথা কল্পলতাবধূভ্যঃ ॥ ১৪
ইতি সকলদিগঙ্গনাপ্রদানং
ভবভয়সূদনকারি যঃ করোতি।
অভিমতফলদে স নাগলোকে
বসতি পিতামহবৎসরাণি ত্রিংশৎ ॥১৫
পিতৃশতমথ তারয়েদ্ভবাব্ধে-
র্ভবদুরিতৌঘবিঘাতশুদ্ধদেহঃ।
সুরপতিবনিতাসহস্রসংখ্যৈঃ
পরিবৃতমম্বুজসংসদাভিবন্দ্যঃ ॥ ১৬
ইতি বিধানমিদং দিগঙ্গনানাং
কনককল্পলতাবিনিবেদকম্।
পঠতি যঃ স্মরতীহ তথেক্ষতে
স পদমেতি পুরন্দরসেবিতম্ ॥১৭

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ত্তনে কনককল্পলতাপ্রদানবিধির্নাম ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮৬ ॥

মূর্ত্তি স্থাপন করিবে।১—৭। দক্ষিণে তণ্ডুলোপরি মহিষারূঢ়া গদিনী যমশক্তিকে বিন্যাস করিবে। নৈর্ঋতে ঘৃতমধ্যে খড়্গধারিণী নৈর্ঋতশক্তিকে এবং বারুণদিকে ক্ষীরোপরি মীনস্থা নাগপাশধারিণী বারুণীকে, বায়ব্যে শর্করার উপরিভাগে মৃগস্থা পতাকিনীকে, তিলোপরিস্থ নিধির উপরিভাগে শঙ্খিনী সৌম্যাকে, ঈশান কোণে নবনীতোপরি বৃষারূঢ়া ত্রিশূলিনী মাহেশ্বরীকে স্থাপন করিবে। এই সকল মূর্ত্তি বালকান্বিতা বরদা ও মুকুটধারিণী হইবে। ঐ সকলের পরিমাণ শক্তি অনুসারে পঞ্চ পলের ঊর্দ্ধ হইতে সহস্র পল পর্য্যন্ত হইবে। সর্ব্বোপরি পঞ্চবর্ণ বিতান বিন্যাস করিবে। দশটী ধেনু ও কুম্ভ এবং বস্ত্রযুগ্ম আহরণ করিবে। তন্মধ্যে মধ্যম দুইটি গুরুকে দিবে। আর অপরগুলি ঋত্বিক্‌গণকে দান করিবে। অনন্তর বুধব্যক্তি মঙ্গল নিনাদে স্নাত হইয়া শুক্লাম্বর পরিধান করিবেন। পরে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—পাপবিনাশিনী ব্রহ্মাণ্ড-লোকেশ্বরপালিনী, আশংসিতাধিক্যফলপ্রদা দিক্‌বধূ ও কল্পলতাবধূগণকে আমার নমস্কার। যে ব্যক্তি এই ভবভয়সূদনকরী দিগঙ্গনা প্রদান করে, সে অভিমত ফলদ নাগলোকে ব্রহ্মপরিমাণের ত্রিংশৎ বৎসর বসতি করে এবং ঐ ব্যক্তি ভবাব্ধি হইতে শত পিতৃলোক উদ্ধার করে। সংসারের দুরিতরাশি বিনষ্ট হওয়ায় শুদ্ধদেহ হয় এবং সুরপতির সহস্রসংখ্যক বনিতা তাহাকে বেষ্টন করিয়া অম্বুজরাজি দ্বারা বন্দনা করেন। এই কনককল্পলতা মহাদান দিগঙ্গনাগণই বিধান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ, স্মরণ বা দর্শনমাত্র করে, সে পুরন্দর-সেবিত পদ প্রাপ্ত হয়।৮—১৭।

ষড়শীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৮৬।

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমম্।
সপ্তসাগরকং নাম সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ১
পুণ্যং দিনমথাসাদ্য কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্।
তুলাপুরুষবৎ কুর্য্যাল্লোকেশাবাহনং বুধঃ॥ ২
ঋত্বিঙ্মণ্ডপ-সম্ভার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্।
কারয়েৎ সপ্ত কুণ্ডানি কাঞ্চনানি বিচক্ষণঃ॥ ৩
প্রাদেশমাত্রাণি তথারত্নিমাত্রাণি বৈ পুনঃ।
কুর্য্যাৎ সপ্তপলাদূর্দ্ধমা সহস্রাচ্চ শক্তিতঃ॥ ৪
সংস্থাপ্যানি চ সর্ব্বাণি কৃষ্ণাজিনতিলোপরি।
প্রথমং পূরয়েৎ কুণ্ডং লবণেন বিচক্ষণঃ॥ ৫
দ্বিতীয়ং পয়সা তদ্বৎ তৃতীয়ং সর্পিষা পুনঃ
চতুর্থন্তু গুড়েনৈব দধ্না পঞ্চমমেব চ॥ ৬
ষষ্ঠং শর্করয়া তদ্বৎ সপ্তমং তীর্থবারিণা।
স্থাপয়েল্লবণস্যান্ত ব্রহ্মাণং কাঞ্চনং শুভম্॥ ৭
কেশবং ক্ষীরমধ্যে তু ঘৃতমধ্যে মহেশ্বরম্।
ভাস্করং গুড়মধ্যে তু দধিমধ্যে নিশাধিপম্॥৮
শর্করায়াং ন্যসেল্লক্ষ্মীং জলমধ্যে তু পার্ব্বতীম্
সর্ব্বেষু সর্ব্বরত্নানি ধান্যানি চ সমন্ততঃ।
তুলাপুরুষবচ্ছেষমত্রাপি পরিকল্পয়েৎ॥৯
ততো বারুণহোমান্তে স্নাপিতো বেদপুঙ্গবৈঃ॥
ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাবৃত্য মন্ত্রানেতানুদীরয়েৎ।
নমো বঃ সর্ব্বভূতানামাধারেভ্যঃ সনাতনাঃ।
জন্তূনাং প্রাণদেভ্যশ্চ সমুদ্রেভ্যো নমো নমঃ॥

ক্ষীরোদকাজ্যদধিমাধুরলাবণেক্ষু-
সারামৃতেন ভুবনত্রয়জীবসঙ্ঘাৎ।
আনন্দয়ন্তি বসুভিশ্চ যতো ভবন্ত-
স্তস্মান্মমাপ্যঘবিঘাতমলং দিশন্তু॥ ১২
যস্মাৎ সমস্তভুবনেষু ভবন্ত এব
তীর্থামরাসুরসুবন্ধমণিপ্রদানম্।
পাপক্ষয়ামৃতবিলেপনভূষণায়
লোকস্য বিভ্রতি তদস্ত মমাপি লক্ষ্মীঃ॥ ১৩

সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—অতঃপর সপ্তসাগর নামক সর্ব্বপাপনাশন অনুত্তম মহাদান কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। বুধব্যক্তি পুণ্য-দিনে ব্রাহ্মণবাচন করিয়া তুলাপুরুষদানবৎ লোকেশ আবাহন করিবেন। ঋত্বিক্, মণ্ডপ, সম্ভার, ভূষণাচ্ছাদনাদি ও কাঞ্চনময় সপ্ত কুণ্ড করিতে হইবে। ঐ দানীয় সপ্তসাগর প্রাদেশপ্রমাণ বা অরত্নি প্রমাণ হইবে এবং উহার গুরুত্ব হইবে—সপ্ত পলের ঊর্দ্ধ হইতে সহস্র পল পর্য্যন্ত। যার যেমন শক্তি, সে তেমনি নির্ম্মাণ করাইবে। যাবতীয় দ্রব্যই কৃষ্ণাজিনের উপরিভাগে তিল বিছাইয়া তদুপরি রক্ষা করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রথম কুণ্ডটি লবণ দিয়া পূরণ করিবেন। এইরূপ দ্বিতীয়টী দুগ্ধদ্বারা, তৃতীয়টী ঘৃতদ্বারা, চতুর্থটি গুড়দ্বারা, পঞ্চমটী দধিদ্বারা, ষষ্ঠটী শর্করাদ্বারা এবং সপ্তম কুণ্ডটী তীর্থবারি দ্বারা পূরণ করিবেন। উক্ত ক্রমে লবণোপরি কাঞ্চনময় ব্রহ্মা, ক্ষীরমধ্যে কেশব, ঘৃতমধ্যে মহেশ্বর, গুড়মধ্যে ভাস্কর, দধিমধ্যে নিশাকর, শর্করামধ্যে লক্ষ্মী, ও জলমধ্যে পার্ব্বতীকে বিন্যাস করিবে। সকল কুণ্ডেই সর্ব্ববিধ রত্ন ও ধান্য স্থাপনান্তে অবশিষ্ট কার্য্যসমুদয় তুলাপুরুষদানবৎ করিবে।১—৯। অনন্তর বারুণহোম সমাপন করিয়া বেদজ্ঞ-পুঙ্গবগণ কর্ত্তৃক স্নাপিত যজমান তিনবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—হে শাশ্বত সাগরগণ! আপনারা সর্ব্বভূতের আধারস্বরূপ এবং জন্তু-গণের প্রাণদ; আপনাদিগকে নমস্কার। হে সাগর সকল! আপনারা ক্ষীর, উদক, ঘৃত, দধি, মধু, লবণ, ইক্ষুসার ও অমৃত দ্বারা ত্রিলোকস্থ যাবতীয় জীবসমূহকেই ধন-রত্নাদি প্রদানে আপ্যায়িত করিতেছেন। অতএব আমারও পাপ বিনষ্ট করুন। যেহেতু নিখিল ভুবনে আপনারাই তীর্থস্থানে অমর ও অসুরগণকে পাপক্ষয়, অমৃত-বিলেপন ও ভূষণের নিমিত্ত মণিপ্রদান করিয়া থাকেন।

ইতি দদাতি রসামৃতসংযুতান
শুচিরবিস্ময়বানিহ সাগরান।
অমলকাঞ্চনবর্ণময়ানসৌ
পদমুপৈতি হরেরমরার্চ্চিতঃ॥ ১৪
সকল পাপবিধৌত বিরাজিতঃ
পিতৃ-পিতামহ-পুত্র-কলত্রকম্।
নরলোকসমাকুলমপ্যয়ং
ঝটিতি সোহপি নয়েচ্ছিবমন্দিরম্॥১৫

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ত্তনে সপ্তসাগরপ্রদানবিধির্নাম সপ্তাশীত্যধিক-দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ॥ ২৮৭

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমম্।
রত্নধেন্বিতি বিখ্যাতং গোলোকফলদং নৃণাম্॥১
পুণ্যং দিনমথাসাদ্য তুলাপুরুষদানবৎ।
লোকেশাবাহনং কৃত্বা ততো ধেনুং প্রকল্পয়েৎ

অতএব আমার লক্ষ্মী বর্দ্ধিত হউক। যে ব্যক্তি বিস্মিত না হইয়া শুচিভাবে রসামৃত সংযুক্ত অমল কাঞ্চনময় সাগর দান করে, সে দেবপূজিত হইয়া বিষ্ণুপদলাভ করে এবং ঐ ব্যক্তি সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত হইয়া নিরয়গত পিতা, পিতামহ, পুত্র ও কলত্রগণকে অচিরাৎ শিবলোকে উপনীত করে। ১০—১৫।

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৮৭।

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মৎস্য বলিলেন,—অধুনা রত্নধেনুনামক গোলোকপ্রাপ্তিফলদ অনুত্তম মহাদান কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। যজমান পুণ্যদিনে তুলাপুরুষদানবৎ লোকেশ আবাহন করিয়া ধেনু উপকল্পিত করিবে। লবণ-দ্রোণ-সংযুক্ত কৃষ্ণাজিন ভূমিতে পাতিত করিয়া

ভূমৌ কৃষ্ণাজিনং কৃত্বা লবণদ্রোণসংযুতম্।
ধেনুং রত্নময়ীং কুর্য্যাৎ সঙ্কল্প্য বিধিপূর্ব্বকম্॥৩
স্থাপয়েৎ পদ্মরাগাণামেকাশীতিং মুখে বুধঃ।
পুষ্পরাগশতং তদ্বদ্ঘ্রাণায়াং পরিকল্পয়েৎ॥৪
ললাটে হেমতিলকং মুক্তাফলশতং দৃশোঃ।
ভ্রূযুগে বিদ্রুমশতং শুক্তী কর্ণদ্বয়ে স্মৃতে॥ ৫
কাঞ্চনানি চ শৃঙ্গাণি শিরো বজ্রশতাত্মকম্।
গ্রীবায়াং নেত্রপটলং গোমেদকশতান্বিতম্॥৬
ইন্দ্রনীলশতং পৃষ্ঠে বৈদূর্য্যশতপার্শ্বকে।
স্ফাটিকৈরুদরং তদ্বৎ সৌগন্ধিকশতৈঃ কটিম্
খুরা হেমময়াঃ কার্য্যাঃ পুচ্ছং মুক্তাবলীময়ম্।
সূর্য্যকান্তেন্দুকান্তৌ চ ঘ্রাণে কর্পূরচন্দনে॥ ৮
কুঙ্কুমানি চ রোমাণি রৌপ্যনাভিঞ্চ কারয়েৎ।
গারুত্মতশতং তদ্বদপানে পরিকল্পয়েৎ॥৯
তথান্যানি চ রত্নানি স্থাপয়েৎ সর্ব্বসন্ধিষু।
কুর্য্যাচ্ছর্করয়া জিহ্বাং গোময়ঞ্চ গুড়াত্মকম্॥১
গোমূত্রমাজ্যেন তথা দধি-দুগ্ধে স্বরূপতঃ।
পুচ্ছাগ্রে চামরং দদ্যাৎ সমীপে তাম্রদোহনম্॥

যথাবিধি সঙ্কল্পপুরঃসর রত্নময়ী ধেনু রচনা করিবে। বুধ ব্যক্তি ধেনুর মুখে একাশীতি প্রকার পদ্মরাগাদি মণি স্থাপন করিবেন। ঐরূপ নাসিকায় শত পুষ্পরাগ, ললাটে হৈম-তিলক, চক্ষুর্দ্বয়ে শত মুক্তাফল, ভ্রূযুগে শত বিদ্রুম, ও কর্ণযুগলে শুক্তিদ্বয়, বিধান করিবেন। শৃঙ্গ কাঞ্চনময়, মস্তক বজ্রশতাত্মক, গ্রীবা গোমেদক-শতান্বিত, নেত্র পটলযুক্ত, পৃষ্ঠদেশ শত ইন্দ্রনীলময়, পার্শ্বদেশ বৈদূর্য্য-বিশিষ্ট, উদর স্ফটিকযুক্ত, কটিতট শত সৌগন্ধিকান্বিত, খুর সকল হেমময়, পুচ্ছ মুক্তাবলীনির্ম্মিত, নাসা সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্র-কান্ত-খচিত, কর্পূর চন্দন-চর্চ্চিত, রোম ও নাভি রৌপ্যনির্ম্মিত, এবং অপানদেশ শতগারুত্মতবিশিষ্ট করিবে।১—৯। অপরাপর সন্ধি-স্থানে বিবিধ রত্ন স্থাপন করিবে। শর্করা দ্বারা জিহ্বা রচনা করিবে এবং গোময় গুড়ময় করিবে। আজ্য দ্বারা গোমূত্র কল্পনা করিবে এবং দধি দুগ্ধ দ্বারা উহার দধি ও দুগ্ধ কল্পনা

গুলানি চ হৈমানি চ ভূষণানি চ শক্তিতঃ।
রয়েদেবমেবন্তু চতুর্থাংশেন বৎসকম্ ॥১২
ধা ধান্তানি সর্ব্বাণি পাদাশ্চেক্ষুময়াঃ স্মৃতাঃ।
নাফলানি সর্ব্বাণি পঞ্চবর্ণং বিতানকম্ ॥১৩
বং বিরচনং কৃত্বা তদ্বদ্ধোমাধিবাসনম্।
ত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাদ্ধেনুমামন্ত্রয়েৎ ততঃ
ড়ধেনুবদাবাহ্য ইদক্ষোদাহরেৎ ততঃ ॥ ১৪
ত্বাং সর্ব্বদেবগণধাম যতঃ পঠন্তি
রুদ্রেন্দ্র-সূর্য্য-কমলাসন-বাসুদেবাঃ।
তস্মাৎ সমস্তভুবনত্রয়দেহযুক্তা
মাং পাহি দেবি ভবসাগরপীড্যমানম্ ॥ ১৫
আমন্ত্র্য চেত্থমভিতঃ পরিবৃত্য ভক্ত্যা
দদ্যাদ্দ্বিজায় গুরবে জলপূর্ব্বিকাং তাম্।
যঃ পুণ্যমাপ্য দিনমত্র কৃতোপবাসঃ
পাপৈর্বিমুক্ততনুরেতি পদং মুরারেঃ ॥ ১৬
ইতি সকলবিধিজ্ঞো রত্নধেনুপ্রদানং
বিতরতি স বিমানং প্রাপ্য দেদীপ্যমানম্

সকলকলুষমুক্তো বন্ধুভিঃ পুত্র-পৌত্রৈঃ
স হি মদনসরূপঃ স্থানমভ্যেতি শম্ভোঃ ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ত্তনে রত্নধেনুপ্রদানবিধির্নামাষ্টাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮৮ ॥

করিবে। পুচ্ছাগ্রে চামর দিবে, এবং ধেনু-সন্নিধানে তাম্রময় দোহনপাত্র রক্ষা করিবে। হৈম কুণ্ডল ও বিভবানুসারে অন্যান্য হৈম ভূষণ ধেনুকে প্রদান করিবে। ধেনুনির্ম্মাণ-বিধির চতুর্থাংশে বৎস কল্পনা করিবে। এতদ্ব্যতীত সর্ব্ববিধ ধান্য, ইক্ষু, নানাবিধ, ফল ও পঞ্চবর্ণ বিধান কল্পনা করিয়া হোমাধিবাসন সমাপনান্তে ঋত্বিক্‌গণকে দক্ষিণাদানপূর্ব্বক গুড়ধেনুবৎ আবাহন করিয়া ধেনুর আমন্ত্রণ মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা,—হে দেবি! সমস্ত তোমার ভুবনত্রয় দেহ স্বরূপ। রুদ্র, ইন্দ্র, কমলাসন ও বাসুদেব, ইঁহারা সকলে তোমাকে সর্ব্বদেবগণের অবস্থান স্থানরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব হে দেবি! এই ভব-সাগর-পীড়িত মাদৃশ ব্যক্তিকে আপনি রক্ষা করুন। যিনি উপবাসী থাকিয়া এইরূপ আমন্ত্রণপূর্ব্বক ভক্তির সহিত ধেনুর চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া জলস্পর্শপুরঃসর ঐ ধেনু গুরুকে প্রদান করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া মুরারি-পদ প্রাপ্ত করেন। যে বিধিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ রত্নধেনু প্রদান করে, সে দেদীপ্যমান বিমানে আরোহণপূর্ব্বক নিষ্পাপদেহে পুত্র-পৌত্রাদি বান্ধবগণের সহিত মদনবৎ দিব্য কান্তিসম্পন্ন হইয়া শম্ভুসমীপে উপনীত হয়। ১০—১৭।

অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৮৮।

একোননবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মৎস্য উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমম্।
মহাভূতঘটং নাম মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১
পুণ্যাং তিথিমথাসাদ্য কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্।
ঋত্বিঙ্মণ্ডপ-সম্ভার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্ ॥ ২
তুলাপুরুষবৎ কুর্য্যাল্লোকেশাবাহনাদিকম্।
কারয়েৎ কাঞ্চনং কুম্ভং মহারত্নাচিতং বুধঃ ॥ ৩
প্রাদেশাদঙ্গুলশতং যাবৎ কুর্য্যাৎ প্রমাণতঃ।
ক্ষীরাজ্যপূরিতং তদ্বৎ কল্পবৃক্ষসমন্বিতম্ ॥ ৪

ঊননবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

মৎস্য বলিলেন,—অধুনা মহাভূতঘট নামক মহাপাতকনাশন অনুত্তম মহাদান কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। মানব পুণ্যতিথিতে ব্রাহ্মণবাচন করিয়া ঋত্বিক্, মণ্ডপ, সম্ভার, ভূষণাচ্ছাদনাদি ও তুলাপুরুষবৎ লোকেশ-আবাহনাদি কার্য্য করিবে। বুধ ব্যক্তি মহারত্নখচিত কাঞ্চনময় কুম্ভ করাইবেন। ঐ কুম্ভের পরিমাণ হইবে—প্রাদেশ হইতে শতাঙ্গুল পর্য্যন্ত। উহা ক্ষীরাজ্যপূরিত ও কল্পবৃক্ষ-সমন্বিত করিবে। ঘট-

পদ্মাসনগতাংস্তত্র ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরান্।
লোকপালান্ মহেন্দ্রাংশ্চ স্বস্ববাহনসংস্থিতান্।
বরাহেণোদ্ধৃতাং তদ্বৎ কুর্য্যাৎ পৃথ্বীং সপঙ্কজাম্
বরুণঞ্চাসনগতং কাঞ্চনং মকরোপরি।
হুতাশনং মেষগতং বায়ুং কৃষ্ণমৃগাসনম্॥ ৬
তথা কোশাধিপং কুর্য্যান্মূষকস্থং বিনায়কম্।
বিন্যস্য ঘটমধ্যে তান্ বেদপঞ্চকসংযুতান্॥ ৭
ঋগ্বেদস্যাক্ষসূত্রং স্যাদ্‌যজুর্ব্বেদস্য পঙ্কজম্।
সামবেদস্য বীণা স্যাদ্বেণুং দক্ষিণতো ন্যসেৎ॥
অথর্ব্ববেদস্য পুনঃ স্রুক্‌স্রুবৌ কমলং করে।
পুরাণবেদো বরদঃ সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ॥ ৯
পরিতঃ সর্ব্বধান্যানি চামরাসন-দর্পণম্
পাদুকোপানহচ্ছত্রং দীপিকাভূষণানি চ॥ ১
শয্যাঞ্চ জলকুম্ভাংশ্চ পঞ্চবর্ণং বিতানকম্।
স্নাত্বাধিবাসনান্তে তু মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ॥ ১১
নমো বঃ সর্ব্বদেবানামাধারেভ্যশ্চরাচরে।
মহাভূতাধিদেবেভ্যঃ শান্তিরস্তু শিবং মম॥ ১২
যস্মান্ন কিঞ্চিদপ্যস্তি মহাভূতৈর্বিনা কৃতম্।
ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বভূতেষু তস্মাচ্ছ্রীরক্ষয়াস্তু মে॥ ১৩
ইত্যুচ্চার্য্য মহাভূতঘটং যো বিনিবেদয়েৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৪
বিমানেনার্কবর্ণেন পিতৃবন্ধুসমন্বিতঃ।
স্তূয়মানো বরস্ত্রীভিঃ পদমভ্যেতি বৈষ্ণবম্॥ ১৫
ষোড়শৈতানি যঃ কুর্য্যান্মহাদানানি মানবঃ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তিরিহ লোকেঽভিজায়তে॥ ১৬
ইহ পঠতি য ইত্থং বাসুদেবস্য পার্শ্বে
সসুত-পিতৃ-কলত্রঃ সংশৃণোতীহ সম্যক্
মুররিপুভবনে বৈ মন্দিরে বার্কলক্ষ্ম্যা
অমরপুরবধূভির্মোদতে সোঽপি কল্পম্॥ ১৭
ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ত্তনং
নামৈকোননবত্যধিকদ্বিশততমো-
ঽধ্যায়ঃ॥ ২৮৯॥

মধ্যে পদ্মাসনোপরি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, লোকপালগণ, ও মহেন্দ্রকে স্ব স্ব বাহনের সহিত সংস্থাপিত করিবে। ঐরূপে বরাহ কর্ত্তৃক উদ্ধৃতা সপঙ্কজা পৃথ্বী, মকরোপরি কাঞ্চনময় আসনাসীন বরুণ, মেষগত হুতাশন, ও কৃষ্ণ-মৃগাসন বায়,—এই সকল দেবতাকে বেদপঞ্চকের সহিত ঘটমধ্যে বিন্যাস করিবে। তন্মধ্যে মূষিকস্থ বিনায়ককে কোশাধিপরূপে নির্ব্বাচিত করিবে। পরন্তু ঋগ্বেদের অক্ষসূত্র, যজুর্ব্বেদের পঙ্কজ, সামবেদের বীণা এবং বেণু ঘটের দক্ষিণে স্থাপিত হইবে। ১—৮। অথর্ব্ব বেদের স্রুক্, স্রুব ও কমল করণীয়। অক্ষসূত্র-কমণ্ডলুধারী, বরদ পুরণজ্ঞ ব্যক্তি—ঘটের চতুর্দ্দিকে বিবিধ ধান্য, চামর, আসন, দর্পণ, পাদুকা, উপানৎ, ছত্র, দীপিকা, ভূষণ, শয্যা, জলকুম্ভ ও পঞ্চবর্ণ বিতান ;—এই সকল দ্রব্য উপকল্পিত করিয়া স্নান ও অধিবাসান্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন—যথা ; হে চরাচর ও সর্ব্বদেবের আধারভূত ! আপনাকে নমস্কার, আপনি মহাভূতাধিদেব। আপনি আমাদের শান্তি ও মঙ্গল বিধান করুন। যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বভূত-মধ্যে মহাভূত ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান নাই, অতএব আমার অক্ষয়া শ্রীলাভ হউক। এই প্রকার আমন্ত্রণের পর যে ব্যক্তি মহাভূত ঘট দান করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করে এবং অর্কবর্ণ বিমানে পিতৃপিতামহ প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত বরাঙ্গী স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়। যিনি এই ষোড়শ মহাদানের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে আর ইহলোকে আগমন করিতে হয় না এবং বাসুদেবের পার্শ্বে যিনি পিতা, পুত্র ও কলত্রের সহিত এই মহাদানের বিষয় পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি মুররিপু ভবনে অমরপুর বিলাসিনীগণ সহ কল্পকাল যাবৎ প্রমুদিত হন। ৯—১৭।

ঊননবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৮৯

নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ।
কল্পমানং ত্বয়া প্রোক্তং মন্বন্তরযুগেষু চ।
ইদানীং কল্পনামানি সমাসাৎ কথয়াচ্যুত ॥ ১
মৎস্য উবাচ।
কল্পানাং কীর্ত্তনং বক্ষ্যে মহাপাতকনাশনম্।
যস্যানুকীর্ত্তনাদেব বেদপুণ্যেন যুজ্যতে ॥ ২
প্রথমং শ্বেতকল্পস্তু দ্বিতীয়ো নীললোহিতঃ।
বামদেবস্তৃতীয়স্তু ততো রাথন্তরোঽপরঃ ॥ ৩
রৌরবঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ ষষ্ঠো দেব ইতি স্মৃতঃ
সপ্তমোঽথ বৃহৎকল্পঃ কন্দর্পোঽষ্টম উচ্যতে ॥
সদ্যোঽথ নবমঃ প্রোক্ত ঈশানো দশমঃ স্মৃতঃ
তম একাদশঃ প্রোক্তস্তথা সারস্বতঃ পরঃ ॥ ৫
ত্রয়োদশ উদানস্তু গারুড়োঽথ চতুর্দ্দশঃ।
কৌর্ম্মঃ পঞ্চদশঃ প্রোক্তঃ পৌর্ণমাস্যামজ স্মৃত ॥ ৬
ষোড়শো নারসিংহস্তু সমানস্তু ততোঽপরঃ।
আগ্নেয়োঽষ্টাদশঃ প্রোক্তঃ সোমকল্পস্তথাপরঃ।
মানবো বিংশতিঃ প্রোক্তস্তৎপুমানিতি চাপরঃ
বৈকুণ্ঠশ্চাপরস্তদ্বল্লক্ষ্মীকল্পস্তথাপরঃ ॥ ৮
চতুর্ব্বিংশতিমঃ প্রোক্তঃ সাবিত্রীকল্পসংজ্ঞকঃ
পঞ্চবিংশস্ততো ঘোরো বারাহস্তু ততোঽপরঃ
সপ্তবিংশোঽথ বৈরাজো গৌরীকল্পস্তথাপরঃ
মাহেশ্বরস্তু স প্রোক্তস্ত্রিপুরং যত্র ঘাতিতম্ ॥ ১১
পিতৃকল্পস্তথান্তে তু যঃ কুহূর্ব্রহ্মণঃ পরা।
আদাবেব হি মাহাত্ম্যং যস্মিন্ যস্য বিধীয়তে।
তস্য কল্পস্য তন্নাম বিহিতং ব্রহ্মণা পুরা ॥ ১২
সঙ্কীর্ণাস্তামসাশ্চৈব রাজসাঃ সাত্ত্বিকাস্তথা।
রজস্তমোময়াস্তদ্বদেতে ত্রিংশদুদাহৃতাঃ ॥ ১৩
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৄণাং ব্যুষ্টিরুচ্যতে।
অগ্নেঃ শিবস্য মাহাত্ম্যং তামসেষু দবাকরে।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ ॥ ১৪
যস্মিন্ কল্পে তু যৎ প্রোক্তং পুরাণং ব্রহ্মণা পুরা।
তস্য তস্য তু মাহাত্ম্যং তৎস্বরূপেণ বর্ণ্যতে ॥
সাত্ত্বিকেষ্বধিকং তদ্বদ্বিষ্ণোর্ম্মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
তেষ্বেব যোগসংসিদ্ধা গমিষ্যন্তি পরাং গতিম্ ॥

নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মনু বলিলেন,—হে অচ্যুত! মন্বন্তর ও যুগ-কথন প্রস্তাবে আপনি কল্পমান বলিয়াছেন, কিন্তু ইদানীং কল্পনামসমূহ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন। মৎস্য বলিলেন,—আমি মহাপাতকনাশন কল্প-নাম কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে মানব বেদপাঠাদিজনিত পুণ্য প্রাপ্ত হয়। প্রথম শ্বেতকল্প, দ্বিতীয় নীললোহিত কল্প, তৃতীয় বামদেবকল্প, চতুর্থ রথন্তর, পঞ্চম রৌরব, ষষ্ঠ দেবকল্প, সপ্তম বৃহৎকল্প, অষ্টম কন্দর্পকল্প, নবম সদ্যঃকল্প, দশম ঈশানকল্প, একাদশ তমঃকল্প, দ্বাদশ সারস্বতকল্প, ত্রয়োদশ উদানকল্প, চতুর্দ্দশ গারুড়কল্প, পঞ্চদশ পৌর্ণমাসীজাত কৌর্ম্মকল্প, ষোড়শ নারসিংহকল্প, সপ্তদশ সমানকল্প, অষ্টাদশ আগ্নেয়কল্প, ঊনবিংশ সোমকল্প, বিংশ মানবকল্প, একবিংশ তৎপুমান্‌কল্প, দ্বাবিংশ বৈকুণ্ঠকল্প, ত্রয়োবিংশ লক্ষ্মীকল্প, চতুর্ব্বিংশ সাবিত্রীকল্প, পঞ্চবিংশ ঘোরকল্প, ষড়্‌বিংশ বারাহকল্প, সপ্তবিংশ বৈরাজ, অষ্টাবিংশ গৌরীকল্প, ঊনত্রিংশ মাহেশ্বরকল্প, এই কল্পে ত্রিপুর নিহত হয়। ত্রিংশ পিতৃকল্প—ইহারই অন্তে ব্রহ্মার পরমা কুহূ। যে কল্পে প্রথমতঃ যাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, ভগবান্ ব্রহ্মা সেই কল্পে তাহাই নাম বিধান করিয়াছেন। ১—১২। এই কল্পসমূহ সঙ্কীর্ণ, তামস, রাজস, সাত্ত্বিক ও রজস্তমোময় ভেদে ত্রিংশৎ প্রকার। তন্মধ্যে সঙ্কীর্ণে সরস্বতী ও পিতৃগণের, তামসে অগ্নি ও শিবের এবং রাজস কল্পে ব্রহ্মারই মাহাত্ম্য অধিকতররূপে কীর্ত্তিত আছে। ভগবান ব্রহ্মা যে যে কল্পে যে পুরাণ রচনা করিয়াছেন, সেই সেই কল্প-মাহাত্ম্য সেই পুরাণেই বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক কল্পসমুদয়ে বিষ্ণুমাহাত্ম্যই অধিকতররূপে

ব্রাহ্মং পাদ্মমিমং যস্তু পঠেৎ পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
তস্য ধর্ম্মে মতির্ব্রহ্মা করোতি বিপুলাং শ্রিয়ম্ ॥
যস্তু দদ্যাদিমান্ কৃত্বা হৈমান্ পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
ব্রহ্ম-বিষ্ণুপুরে বাসং মুনিভিঃ পূজ্যতে দিবি ॥
সর্ব্বপাপক্ষয়করং কল্পদানং যতো ভবেৎ।
মুনিরূপাংস্ততঃ কৃত্বা দদ্যাৎ কল্পান্ বিচক্ষণঃ ॥
পুরাণসংহিতা চেয়ং তব ভূপ ময়োদিতা।
সর্ব্বপাপহরা নিত্যমারোগ্যশ্রীফলপ্রদা ॥ ২০
ব্রহ্মসংবৎসরশতাদেকাহং শৈবমুচ্যতে।
শিববর্ষশতাদেকং নিমেষং বৈষ্ণবং বিদুঃ ॥২১
যদা স বিষ্ণুর্জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি ॥

স্থত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাং দেবদেবেশো মৎস্যরূপী জনার্দ্দনঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥
বৈবস্বতো হি ভগবান্ বিসৃজ্য বিবিধাঃ প্রজাঃ
স্বান্তরং পালয়ামাস মার্ত্তণ্ডকুলবর্দ্ধনঃ ॥ ২৪
যস্য মন্বন্তরঞ্চৈতদধুনা চানুবর্ত্ততে
পুণ্যং পবিত্রং যেতদ্বঃ কথিতং মৎস্যভাষিতম্।
পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং যদেতন্মূর্দ্ধি সংস্থিতম্ ॥

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণে কল্পানুকীর্ত্তনং নাম নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯০ ॥

কীর্ত্তিত হইয়াছে। যোগসিদ্ধগণ তাহা পাঠ বা শ্রবণে পরমা গতি লাভ করেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম ও পদ্মপুরাণ পর্ব্বে পর্ব্বে পাঠ করে, ভগবান্ ব্রহ্মা তাহার বিপুল ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্মে মতি বিধান করেন। যে ব্যক্তি প্রতিপর্ব্বে এই সকল পুরাণ পাঠ করিয়া হৈম বস্তুজাত প্রদান করে, স্বর্গীয় মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া সেই ব্যক্তি ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোকে বসতি করে। যেহেতু এই কল্পদান সর্ব্বপাপক্ষয়কর; অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি মুনিরূপে কল্পিত করিয়া এই কল্প সকল দান করিবেন। হে ভূপ! এই আমি আপনার নিকট পুরাণসংহিতা সকল ব্যক্ত করিলাম; ইহা সতত সর্ব্বপাপহর ও আরোগ্যশ্রীফলপ্রদ। ব্রহ্মার শত বৎসরে শৈব একাহ ও শিবের শত বৎসরে এক বৈষ্ণব নিমেষ হয়। যখন ঐ বিষ্ণু জাগরিত থাকেন, তখনই এই জগৎ চেষ্টাসম্পন্ন থাকে। আর যখন তিনি নিদ্রিতাবস্থায় থাকেন, তখন লয় প্রাপ্ত হয়। সূত বলিলেন,—ভগবান্ মৎস্যরূপী জনার্দ্দন এই সকল কথা বলিয়া সেই স্থানে সর্ব্ব-সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। মার্ত্তণ্ড-কুলবর্দ্ধন ভগবান বৈবস্বত মনু, বিবিধ প্রজা সৃজন করিয়া নিজ অধিকার কাল পালন করিতেছেন। অধুনা তাঁহারই পুণ্য ও পবিত্র অধিকারকাল চলিতেছে। ইহারই বিষয় ভগবান্ মৎস্য আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। ১৩—২৫।

নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৯০।

একনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

স্থত উবাচ।

এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং যদুক্তং বিশ্বরূপিণা
মাৎস্যং পুরাণমখিলং ধর্ম্মকামার্থসাধনম্ ॥ ১
যত্রাদৌ মনুসংবাদো ব্রহ্মাণ্ডকথনং তথা।
সাংখ্যং শারীরকং প্রোক্তং চতুর্ম্মুখমুখোদ্ভবম্
দেবাসুরাণামুৎপত্তির্মারুতোৎপত্তিরেব চ।
মদনদ্বাদশী তদ্বল্লোকপালাভিপূজনম্ ॥
মন্বন্তরাণামুদ্দেশো বৈণ্যরাজাভিবর্ণনম্।
সূর্য্যবৈবস্বতোৎপত্তির্বুধসঙ্গমনং তথা ॥ ৪

একনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—বিশ্বরূপী ভগবান্ কর্ত্তৃক ধর্ম্মকামার্থসাধন সমগ্র মৎস্যপুরাণ আপনাদের নিকট কীর্ত্তিত হইল। ইহার প্রথমে মনুসংবাদ, ব্রহ্মাণ্ডকথন, চতুর্ম্মুখ-মুখোদ্ভব সাংখ্য শারীরক, দেবাসুরোৎপত্তি, মারুতোৎপত্তি, মদনদ্বাদশী, লোকপালাভি-

পিতৃবংশানুকথনং শ্রাদ্ধকালস্তথৈব চ।
পিতৃতীর্থপ্রবাসশ্চ সোমোৎপত্তিস্তথৈব চ ॥ ৫
কীর্ত্তনং সোমবংশস্য যযাতিচরিতং তথা।
কার্ত্তবীর্য্যস্য মাহাত্ম্যং বৃষ্ণিবংশানুকীর্ত্তনম্ ॥ ৬
ভৃগুশাপস্তথা বিষ্ণোর্দৈত্যশাপস্তথৈব চ।
কীর্ত্তনং পুরুবংশস্য বংশো হৌতাশনস্তথা ॥ ৭
পুরাণকীর্ত্তনং তদ্বৎ ক্রিয়াযোগস্তথৈব চ।
ব্রতং নক্ষত্রসংখ্যাকং মার্ত্তণ্ডশয়নং তথা ॥ ৮
কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং তদ্বদ্রোহিণীচন্দ্রসংজ্ঞিতম্।
তড়াগবিধিমাহাত্ম্যং পাদপোৎসর্গ এব চ ॥ ৯
সৌভাগ্যশয়নং তদ্বদগস্ত্যব্রতমেব চ।
তথানন্ততৃতীয়া তু রসকল্যাণিনী তথা। ১০
আর্দ্রানন্দকরী তদ্বদ্‌ব্রতং সারস্বতং পুনঃ।
উপরাগাভিষেকঞ্চ সপ্তমীস্নপনং পুনঃ ॥ ১১
ভীমাখ্যা দ্বাদশী তদ্বদনঙ্গশয়নং তথা।
অশূন্যশয়নং তদ্বৎ তথৈবাঙ্গারকব্রতম্ ॥ ১২
সপ্তমীসপ্তকং তদ্বদ্বিশোকদ্বাদশী তথা।
মেরুপ্রদানং দশধা গ্রহশান্তিস্তথৈব চ ॥ ১৩
গ্রহস্বরূপকথনং তথা শিবচতুর্দ্দশী।
তথা সর্ব্বফলত্যাগঃ সূর্য্যবারব্রতং তথা ॥ ১৪
সংক্রান্তিস্নপনং তদ্বদ্বিভূতিদ্বাদশীব্রতম্।
ষষ্টিব্রতানাং মাহাত্ম্যং তথা স্নানবিধিক্রমঃ ॥ ১৫
প্রয়াগস্য তু মাহাত্ম্যং সর্ব্বতীর্থানুকীর্ত্তনম্।
পৈলাশ্রমফলং তদ্বদ্দ্বীপলোকানুকীর্ত্তনম্ ॥ ১৬
সূর্য্য-চন্দ্রগতিস্তদ্বদাদিত্যরথবর্ণনম্।
তথান্তরীক্ষচারশ্চ ধ্রুবমাহাত্ম্যমেব চ ॥ ১৭
ভুবনানি সুরেন্দ্রাণাং ত্রিপুরাঘোষণং তথা।
পিতৃপিণ্ডমাহাত্ম্যং মন্বন্তরবিনির্ণয়ঃ ॥ ১৮
বজ্রাঙ্গস্য তু সম্ভূতিস্তারকোৎপত্তিরেব চ।
তারকাসুরমাহাত্ম্যং ব্রহ্ম-দেবানুমন্ত্রণম্ ॥ ১৯
পার্ব্বতীসম্ভবস্তদ্বৎ তথা শিবতপোধনম্।
অনঙ্গদেহদাহস্তু রতিশোকস্তথৈব চ ॥ ২০
গৌরীতপোবনং তদ্বদ্বিশ্বনাথপ্রসাদনম্।
পার্ব্বতী-ঋষিসংবাদস্তথৈবোদ্বাহমঙ্গলম্ ॥ ২১
কুমারসম্ভবস্তদ্বৎ কুমারবিজয়স্তথা।
তারকস্য বধো ঘোরো নরসিংহোপবর্ণনম্ ॥ ২২
পদ্মোদ্ভববিসর্গস্তু তথৈবান্ধকঘাতনম্।
বারাণস্যাস্তু মাহাত্ম্যং নর্ম্মদায়াস্তথৈব চ ॥ ২৩
প্রবরানুক্রমস্তদ্বৎ পিতৃগাথানুকীর্ত্তনম্।
তথোভয়মুখীদানং দানং কৃষ্ণাজিনস্য চ ॥ ২৪

পূজন, মন্বন্তরকথন, বৈণ্যরাজবর্ণন, সূর্য্য ও বৈবস্বতোৎপত্তি, পিতৃবংশানুকীর্ত্তন, শ্রাদ্ধ কালকথন, পিতৃতীর্থ প্রবাস, সোমোৎপত্তি, সোমবংশকীর্ত্তন, যযাতিচরিত, কার্ত্তবীর্য্য-মাহাত্ম্য, বৃষ্ণিবংশ বর্ণন, ভৃগুর শাপ, বিষ্ণুর দৈত্যদিগের প্রতি শাপ, পুরুবংশকীর্ত্তন, হুতাশনবংশকীর্ত্তন, পুরাণকীর্ত্তন, ক্রিয়া-যোগকীর্ত্তন, নক্ষত্রসংখ্যকব্রত, মার্ত্তণ্ডশয়ন ব্রত, কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত, রোহিণীচন্দ্রব্রত, তড়াগ বিধিমাহাত্ম্য, পাদপোৎসর্গবিধি, সৌভাগ্য-শয়নব্রত, অগস্ত্যব্রত, অনন্ততৃতীয়া ব্রত, রসকল্যাণিনী ব্রত, আর্দ্রানন্দকরীব্রত, সারস্বত ব্রত, উপরাগাভিষেক ব্রত, সপ্তমী-স্নপনব্রত, ভীমদ্বাদশীব্রত, অনঙ্গ-শয়ন-ব্রত, অঙ্গারক ব্রত, অশূন্যশয়নব্রত, অঙ্গারক ব্রত, সপ্তমীসপ্তকব্রত, বিশোকদ্বাদশী ব্রত, দশবিধ মেরুপ্রদান, গ্রহশান্তি, গ্রহস্বরূপকথন, শিবচতুর্দ্দশী, সর্ব্বফল ত্যাগব্রত, সূর্য্যবার ব্রত, সংক্রান্তিস্নপন, বিভূতিদ্বাদশী ব্রত, ষষ্টিব্রতমাহাত্ম্য, স্নানবিধিক্রম, প্রয়াগমাহাত্ম্য, সর্ব্বতীর্থকথন, পৈলাশ্রমফল কথন, দ্বীপ-লোকানুকীর্ত্তন, সূর্য্য-চন্দ্রের গতি কথন, আদিত্যরথবর্ণন, অন্তরীক্ষকর, ধ্রুবমাহাত্ম্য, সুরেন্দ্রভুবন-বিবরণ, ত্রিপুরঘোষণ, পিতৃপিণ্ড-দানমাহাত্ম্য, মন্বন্তরনির্ণয়, বজ্রাঙ্গসম্ভব, তারকা-সুরোৎপত্তি, তারকাসুর-মাহাত্ম্য, দেবানু-মন্ত্রণ, পার্ব্বতীসম্ভব, শিবের তপস্যা, অনঙ্গদেহ দাহ, রতিবিলাপ, গৌরীতপোবন, বিশ্বনাথ-প্রসাদন, পার্ব্বতী-ঋষিসংবাদ। উদ্বাহ-মঙ্গল, কুমারসম্ভব, কুমারবিজয়, তারকাসুরবধ, নরসিংহবর্ণন, পদ্মোদ্ভববিসর্গ, অন্ধকঘাতন, বারাণসীমাহাত্ম্য, নর্ম্মদামাহাত্ম্য, প্রবরানু-ক্রম, পিতৃগাথানুকীর্ত্তন, উভয়মুখীদান, কৃষ্ণা-

তথা সাবিত্র্যুপাখ্যানং রাজধর্ম্মাস্তথৈব চ ।
যাত্রানিমিত্তকথনং স্বপ্নমঙ্গল্যকীর্ত্তনম্ ॥ ২৫
বামনস্য তু মাহাত্ম্যং তথৈবাথ বরাহজম্ ।
ক্ষীরোদমথনং তদ্বৎ কালকূটাভিশাসনম্ ॥ ২৬
দেবাসুরবিমর্দ্দশ্চ বাস্তুবিদ্যাস্তথৈব চ ।
প্রতিমালক্ষণং তদ্বদ্দেবতারাধনং ততঃ ॥ ২৭
প্রাসাদলক্ষণং তদ্বন্মণ্ডপানাঞ্চ লক্ষণম্
পুরুবংশে তু সম্প্রোক্তং ভাবিষ্যদ্রাজবর্ণনম্ ॥২৮
তুলাদানাদি বহুশো মহাদানানুকীর্ত্তনম্ ।
কল্পানুকীর্ত্তনং তদ্বদ্‌গ্রন্থানুক্রমণী তথা ॥ ২৯

ত্রিনদান, সাবিত্রী-উপাখ্যান, রাজধর্ম্ম, যাত্রা-নিমিত্তকথন, স্বপ্ন-মাঙ্গল্যকীর্ত্তন, বামন-মাহাত্ম্য, বরাহমাহাত্ম্য, ক্ষীরোদ-মথন, কাল-কূটাভিশাসন, দেবাসুরযুদ্ধ, বাস্তুবিদ্যা, প্রতিমা-লক্ষণ, দেবতারাধন, প্রাসাদলক্ষণ, মণ্ডপলক্ষণ, পুরুবংশীয় ভবিষ্যৎ নৃপতিগণের বর্ণন, তুলাদান, মহাদান কীর্ত্তন, কল্পানু-

এতৎ পবিত্রমায়ুষ্যমেতৎ কীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্ ।
এতৎ পবিত্রং কল্যাণং মহাপাপহরং শুভম্ ॥৩০
অস্মাৎ পুরাণাদপি পাদমেকং
পঠেৎ তু যঃ সোঽপি বিমুক্তপাপঃ ।
নারায়ণস্যাস্পদমেতি নূন-
মনঙ্গবদ্দিব্যবপুঃ সুখী স্যাৎ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমাৎস্যে মহাপুরাণেঽনুক্রমণিকা নামৈকনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯১ ॥

কীর্ত্তন এবং গ্রন্থানুক্রমণিকা—এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণের এক পাদ মাত্রও যদি কেহ পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্ব-পাপবিমুক্ত হইয়া অনঙ্গবৎ দিব্য কমনীয় কান্তি লাভান্তে নারায়ণ-পদের অধিকারী হন এবং পরম সুখে কালাতিপাত করেন। ১—৩১।

একনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২৯১

মৎস্যপুরাণ সম্পূর্ণ

বঙ্গবাসী পুস্তক বিভাগ।

সর্ব্বসাধারণের জন্য বিক্রয়ার্থ।

মহাকাব্য।

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১। বেদব্যাস-বিরচিতম্ নীলকণ্ঠ-কৃত-টীকয়া সমেতম্ মহাভারতম্	৬৲		১৶০
২। মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিতম্ রামায়ণম্—বঙ্গানুবাদ-সমেতম্	৩॥০	৩।০	॥৶০
৩। বঙ্গানুবাদ বর্দ্ধমান রাজবাটীর মহাভারত	৫৲		১৲
৪। কাশীরামদাসের মহাভারত	২॥০	২।০	॥৶০
৫। কৃত্তিবাস-বিরচিত রামায়ণ	১।০	১৲	।৵০
৬। খিল-হরিবংশম্ (সটীক মূল)	১।০	১৲	।৶০
৭। খিল-হরিবংশ (বঙ্গানুবাদ)	১।০	১৲	।৵০
৮। অদ্ভুত রামায়ণম্ (মূলও অনুবাদ)	॥৶০	।০	৶০
৯। অদ্ভুত রামায়ণ (পদ্যানুবাদ)	।৶০	।৵০	৶০
১০। অধ্যাত্ম রামায়ণম্ (মূল অনুবাদ)	৸৶০	৸০	।৵০
১১। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণম্ (মূল)	১॥০	১।০	।৶০
১২। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (অনুবাদ)	১৸০	১॥০	।০
১৩। তুলসীদাসী রামায়ণ	৸০	॥৶০	।০
১৪। শ্রীরামরসায়ন	১।০	১৲	।৶০

মহাপুরাণ।

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সটীক মূল)	২৸০	২।০	।০
২। শ্রীমদ্ভাগবত (বঙ্গানুবাদ)	১০	১৲	।৶০
৩। দেবীভাগবতম্ (মূল)	১।০	১৲	।৶০
৪। দেবীভাগবত (বঙ্গানুবাদ)	১॥০	১।০	।৶০
৫। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৲	৸০	।৵০
৬। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্ (মূল)	১।০	১৲	।৶০
৭। কূর্ম্ম-পুরাণম্ বঙ্গানুবাদ)	৸০	॥৶০	।০
৮। বিষ্ণুপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৸৶০	৸০	।৵০
৯। গরুড়-পুরাণম্ (মূলও বঙ্গানুবাদ)	১।০	১৲	।৶০
১০। লিঙ্গপুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	৸৶০	৸০	।০
১১। বরাহ-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১॥০	১।০	।৶০
১২। পদ্মপুরাণম্—পাতালখণ্ডম্ (মূল ও অনুবাদ)	১।০	১৲	।৶০
১৩। পদ্মপুরাণম্—স্বর্গখণ্ডম্ (মূল ও অনুবাদ)	৸০	॥৶০	।০
১৪। শিব-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	২৸০		।৵০

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১৫। বামন-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১॥০	১।০	।৶০
১৬। অগ্নি-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	২৲		।৶০
১৭। মার্কণ্ডেয়পুরাণম্ (মূল অনুবাদ)	৸৶০	৸০	।০

উপপুরাণ।

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১। কল্কি-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৸০	।৶০	৶০
২। দেবীপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৲	৸০	।/০
৩। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১।০	১৲	।/০
৪। কাশীখণ্ড (পদ্যানুবাদ)	১৲	৸০	।৶০
৫। উৎকল-খণ্ডম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৸০	।৶০	।০

দর্শন।

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১। সাংখ্য-দর্শনম্ (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১॥০	১।০	।/০
২। বৈশেষিক-দর্শনম্ (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ)	২৲	১৸০	।৶০
৩। পঞ্চদশী (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১।০	১৲	।/০

স্মৃতি।

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১। মনুসংহিতা (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১।০	১৲	।০
২। তিথিতত্ত্বম্ (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	২৲	১৸০	।৶০
৩। ধর্ম্মসিদ্ধান্ত (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৸০	।৶০	।০
৪। শুদ্ধিতত্ত্বম্ (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১৸০	১॥০	।৶০
৫। উদ্বাহতত্ত্বম্ (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	॥৶০	॥০	।০

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
৬। ব্রতমালা-বিধান	৸০	॥৶০	।/০
৭। ঊনবিংশতিসংহিতা (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১॥০	১।০	।/০

তন্ত্র।

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	॥৶০	॥০	।/০

বৈষ্ণব গ্রন্থ।

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১। শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	।৶০	।০	৶০
২। শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল	॥৶০	॥০	।০
৩। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত	৸৶০	৸০	।০
৪। শ্রীশ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	॥৶০	॥০	।০
৫। শ্রীশ্রীজগন্নাথমঙ্গল	॥৶০	॥০	।০
৬। শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ	৸০	॥৶০	।/০
৭। বৈষ্ণব-পদলহরী	১।০	১৲	।/০
৮। জগৎমঙ্গল ও চমৎকার-চন্দ্রিকা	।৶০	।০	৶০
৯। গীতমালা	॥৶০	॥০	।০

ইতিহাস, উপন্যাস, নাটক।

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১। স্বাধীনতার ইতিহাস	২৲	০	।/০
২। কলিকাতার ইতিহাস	৸০	॥৶০	।০
৩। শিখ-ইতিহাস	২৲	০	।৶০
৪। বঙ্গাধিপ-পরাজয়	১॥০	১।০	।৶০
৫। ভরতপুর-যুদ্ধ	॥৶০	॥০	।০
৬। বঙ্গে বর্গী	॥৶০	॥০	।০
৭। মহারাণী স্বর্ণময়ী	।/০	০	৶০
৮। শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী	১॥৶০	১।/০	।৶০
৯। কালাচাঁদ	১।০	১৲	।/০
১০। মডেল ভগিনী	১।০	৸০	।/০
১১। কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব নাটক	।৶০	।০	৶০
১২। চিনিবাস-চরিতামৃত	॥৶০	॥০	।০
১৩। বাঙ্গালী-চরিত	১৲	৸০	।০
১৪। হরিদাস সাধু	।৶০	।০	৶০

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়,—৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১৫। রাজাবলী	৸০	৷৷৵০	
১৬। হাতেমতাই (মুসলমান উপন্যাস)	৷৵০	৷০	৵০
১৭। বত্রিশ সিংহাসন	৷৵০	৷৷০	৵
১৮। রোমাবতী	৷৷০	৷৵০	৵০
১৯। রত্নহার	৷৷০	৷৵০	৵০
২০। দলিতা-ফণিনী	৷৷৵০	৷৷০	৵০
২১। ভজহরি সর্দ্দার	৷৵০	৷/০	৵০
২২। রত্নাবলী (শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্ক-রত্ন-সম্পাদিত)	৷৵০	৷৷০	৵০
২৩। কঙ্কাবতী (শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	৷৷০	৷৵০	৵০
২৪। মহীরাবণের আত্মকথা (যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু লিখিত)	৷/০	৷০	৵০
২৫। মজার গল্প (শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	৷৷০	৷৵০	৵০
২৬। রাসেলাস	৷৷৵০	৷৷০	৷০
২৭। ক্ষুদিরাম (শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় বিরচিত)	৷৷০	৷৵০	৷০
২৮। নেড়া হরিদাস (যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বিরচিত)	৸০	৷৷৵০	৷০
২৯। ভূত ও মানুষ (শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	৷৷০	৷৵০	৷০
৩০। আলালের ঘরের দুলাল	৷৷০	৷৵০	৷০

গীত ও কবিতা।

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১। সঙ্গীত তরঙ্গ	৸০	৷৷৵০	৷/০
২। বাঙ্গালীর গান	১৷০	১৷০	৷৷০
৩। সঙ্গীতসার সংগ্রহ	৷৷০	৷৵০	৷০
৪। দাশরথি রায়ের পাঁচালী	১৷০	১৷০	৷৷৵০
৫। ব্রজমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী	১৷০	১৲	৷/০
। ব্রজমোহন রায়ের পাঁচালী	৸০	৷৷৵০	৷/০
৭। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী	৸০	৷৷৵০	৷
৮। বিদ্যাসুন্দর	৷৷৵০	৷৷০	৷০

অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ।

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১। পঞ্চতন্ত্র	৸০	৷৷৵০	৷০
২। কাদম্বরী	৷৷৵০	৷৷০	৷০
৩। বঙ্গভাষার লেখক	৷৷৵০	৷৷০	৷/
৪। স্তবমালা	৷৷০	৷৵০	৷০
৫। প্রবোধ চন্দ্রিকা	৷০	৵০	৵
৬। পুরুষ-পরীক্ষা	৷০	৵০	৵০
৭। চণ্ডী (পদ্যানুবাদ)	৷৷০	৷৵০	৵০
৮। কৌতুকবিলাস	৷০	৵০	৵০
৯। ৬১ বৎসরের পুরাতন পঞ্জিকা	২৲	১৷০	৷৷৵০
১০। পুরাতন পঞ্জিকার পরিশিষ্ট	৷৷০	৷৵০	৷০
১১। শিবায়ন	৷৵০	৷০	৵০
১২। মেঘনাদবধ কাব্য (শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বি-এ এম-বি কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত)	১৲	৸০	৷/০
১৩। কবিকঙ্কণ চণ্ডী	৷৷৵০	৷৷০	৷/০
১৪। করোনেশন্ আলবম্	৷৵০		৵০

ইংরেজী পুস্তক।

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১। My Diary in India (by William Howard Russel VOL I)	১৲	•	৷/০
২। My Diary in India (by William Howard Russel Vol II)	১৲	•	৷/০
৩। Narratives of Bengal (by Francis Gladwin)	১৷০	•	৷/০
৪। Disasters in Affganistan (by Lady Sale)	১৷৵০	•	৷/০

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
৫। Historical Fragments of the Mogul Empire (by Robert Orme)	১৷৹	•	।/৹
৬। Tavernier's Travels in India	১৷৶৹	•	।৹
৭। Thirty Five years in the East by Honigberger	১।৹		।৹
৮। A Visit to Europe (by T. N. Mukherji)	৸৹	•	।/৹
৯। History of the Sikhs (by J, D, Cunningham)	২৲	•	।৶
১০। Emperor Humayun's life (by Major Charles Stewart)	১৲	•	।
১১। "Ratnavali" (by Maichael Madhusudan Dutt)	৷৹	•	।৹
১২। "Sarmistha" (by Maichael Mudhusudan Dutt)	৷৹	•	।৹
১৩। Indian Tracts (by Major John Scot and Warren Hastings)	।৹	•	।৹
১৪। Two months in Arrah in 1857 (by James Halls)	।৹	•	।৹
১৫। Coronation Album	•	।৶৹	৶৹
১৬। Native Fidelity (Authorship is ascribed to late Babu Krish-nadas Pal)	১৲	•	।/৹
১৭। Auto-biographical Memoirs of Emperor Jahangir	১৲		
১৮। Travels in Hindustan (by Bernier)	১।৹	•	।/৹
১৯। History of Haidar Shah and his son Tippoo Sultan	২৲	•	।৶৹
২০। Burke's Speech at the Impeachment of Warren Hastings	•	২৲	।৶১
২১। The General History of the Mogol Empire	৩৲	•	।/৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

উপরের লিখিত গ্রন্থগুলি বঙ্গবাসীর গ্রাহক বা বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান হয় না। গ্রাহক না হইলেও সকলে ক্রয় করিতে পারেন। সকলে আমার নামে মণি-অর্ডার দ্বারা টাকা পাঠাইবেন। বাঁধাই কি আবাঁধাই পুস্তক লইবেন, সকলে যেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠান। একই রকম পুস্তক যদি কেহ অধিকসংখ্যক ক্রয় করেন, বলা বাহুল্য তিনি কোনরূপ কমিশন বা "ফাউ" স্বরূপ সেই পুস্তকের অতিরিক্ত একখানি পাইবেন না।

শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু।

কার্য্যাধ্যক্ষ, বঙ্গবাসী কার্য্যালয়।

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট কলিকাতা।